স্কন্দ পুরাণম্।

প্রভাসখণ্ডম্।

প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। যশ্চাদ্যঃ পুরুষঃ পুরাণ ইতি যঃ সংস্তূয়তে সর্ব্বতঃ, সোমেশঃ সুরসংযুতঃ ক্ষিতিতলে যৈর্বীক্ষিতো বীক্ষণৈঃ। তে তীর্ত্বা বিততান্তরং ভবভয়ং ভূত্যাভিসম্ভূষিতাঃ, স্বর্গং যানবরৈঃ প্রয়ান্তি সুকৃতৈর্যদ্বৈর্যথা যজ্বিনঃ॥ ১॥ প্রসরদ্বিন্দুনাদায় শুদ্ধামৃতময়াত্মনে। ষড়্বিংশত্তত্ত্বদেহায় নমশ্চিন্মাত্রমূর্ত্তয়ে॥ ২॥ অমৃতেনোদরস্থেন ম্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ। কণ্ঠস্থিতবিষেণাপি যো জীবতি স পাতু বঃ॥ ৩॥ সত্রান্তে সূতমনঘং নৈমিষেয়া মহর্ষয়ঃ। পুরাণসংহিতাং পুণ্যাং পপ্রচ্ছু রোমহর্ষণম্॥ ৪॥ ত্বয়া সূত মহাবুদ্ধে ভগবান্ ব্রহ্মবিত্তমঃ। ইতিহাসপুরাণার্থে ব্যাসঃ সম্যগুপাসিতঃ॥ ৫॥ তস্য তে সর্ব্বরোমাণি বচসা হর্ষিতানি যৎ। দ্বৈপায়নস্যানুভাবাত্ততোঽভূ রোমহর্ষণঃ॥ ৬॥ ভবন্তমেব প্রথমং ব্যাজহার স্বয়ং প্রভুঃ। মুনীনাং সংহিতাং বক্তুং ব্যাসঃ পৌরাণিকীং কথাম্॥ ৭॥ ত্বং হি স্বায়ম্ভুবে যজ্ঞে সুত্যাহে বিততে হরিঃ। সম্ভূতঃ সংহিতাং বক্তুং স্বাংশেন পুরুষোত্তমঃ॥ ৮॥ তস্মাদ্ভবন্তঃ

প্রথম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—যিনি আদ্য পুরাণ পুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্রই সংস্তুত হইয়া থাকেন; যিনি সোমেশ ও সুরপরিবৃত, যাঁহারা তাঁহাকে ক্ষিতিতলে দর্শন করেন, তাঁহারা বিশাল ভবভয় হইতে উদ্ধার পাইয়া অপার ঐশ্বর্য্যে অম্বিত হন এবং যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞ দ্বারা সুকৃতি সঞ্চয় করিয়া যেমন স্বর্গধামে প্রয়াণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও তেমনি উত্তম যানারোহণে অন্তে স্বর্গ গমন করেন। যাঁহা হইতে বিন্দুনাদ প্রসারিত, যিনি শুদ্ধ অমৃতময় আত্মস্বরূপ, এবং ষড়্বিংশতিতত্ত্বই যাঁহার দেহ, আমি সেই চিন্মাত্রমূর্ত্তি পরম দেবকে নমস্কার করি। অমৃত উদরস্থ হইলেও সর্ব্বদেব মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু কণ্ঠে বিষ থাকিলেও যিনি চিরজীবী; সেই শিব আপনাদিগকে পালনকরুন। নৈমিষেয় মহর্ষিগণ তাঁহাদের যজ্ঞাবসানে পূতচরিত্র সূত রোমহর্ষণের নিকট পুণ্য পুরাণসংহিতা জিজ্ঞাসা করিলেন; কহিলেন,—হে সূত! হে মহাবুদ্ধে! ইতিহাস ও পুরাণতত্ত্ব জানিবার জন্য তুমি ব্রহ্মবিদ্বর ভগবান্ ব্যাসদেবের সম্যক্ উপাসনা করিয়াছ; সেই সকল তত্ত্বকথায় তোমার রোমরাজি হর্ষিত হইয়াছিল, এই জন্য দ্বৈপায়নের অনুগ্রহে তুমি রোমহর্ষণ নাম ধারণ করিয়াছ। প্রভু ব্যাস মুনিগণের নিকট পুরাণসংহিতা বিবৃত করিবার জন্য প্রথমে তোমাকেই পৌরাণিকী কথা বলিয়াছিলেন। ১ – ৭। স্বায়ম্ভুব যজ্ঞে সুত্যাহে সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম হরিই স্বীয় অংশে তোমার মূর্ত্তিতে সংহিতা প্রকাশের জন্য আবির্ভূত

পৃচ্ছামঃ পুরাণে স্কন্দকীর্ত্তিতে। প্রভাসক্ষেত্র-মাহাত্ম্যে ব্রাহ্মী যাত্রা শ্রুতা পুরা॥ ৯॥ অধুনা বৈষ্ণবীং রৌদ্রীং যাত্রাং সর্ব্বার্থসংযুতাম্। বক্তু-মর্হসি চাস্মাকং পুরাণার্থবিশারদ॥ ১০॥ মুনীনাং বচনং শ্রুত্বা সূতঃ পৌরাণিকোত্তমঃ। প্রণম্য শিরসা প্রাহ ব্যাসং সত্যবতীসুতম্॥ ১১॥ রোমহর্ষণ উবাচ। শ্রীবৎসাঙ্কং জগদ্যোনিং হরিমোঙ্কাররূপিণম্। অপ্রমেয়ং গুরুং দেবং নির্ম্মলং নির্ম্মলাশ্রয়ম্॥ ১২॥ হংসং শুচিষদং ব্যোম ব্যাপকং সর্ব্বদং শিবম্। উদাসীনং নিরায়াসং নিষ্প্রপঞ্চং নিরঞ্জনম্॥ ১৩॥ শূন্যং বিন্দুস্বরূপং তু ধ্যেয়ং ধ্যানবিবর্জ্জিতম্। অস্তি নাস্তীতি যং প্রাহুঃ সুদূরে চান্তিকে চ যৎ॥ ১৪॥ মনোগ্রাহ্যং পরং ধাম পুরুষাখ্যং জগন্ময়ম্। হৃৎপঙ্কজসমাসীনং তেজোরূপং নিরিন্দ্রিয়ম্॥ ১৫॥ এবংবিধং নমস্কৃত্য পরমাত্মানমীশ্বরম্। কথাং বদিষ্যে দ্বিবিধাং দ্বিশরীরাং তথৈব তু॥ ১৬॥ দিব্যভাষাসমোপেতাং বেদাধিষ্ঠানসংযুতাম্। পঞ্চসন্ধিসমাযুক্তাং ষড়লঙ্কারভূষিতাম্॥ ১৭॥ সপ্তসাধন-সংযুক্তাং রসাষ্টগুণরঞ্জিতাম্। গুণৈর্নবভিরাকীর্ণাং দশদোষবিবর্জ্জিতাম্॥ ১৮॥ বিভাষাভূষিতাং তদ্বদেকায়ত্তাং মনোহরাম্। পঞ্চকারণসংযুক্তাং চতুষ্করণসম্মতাম্॥ ১৯॥ পুনশ্চ দ্বিবিধাং তদ্বজ্জ্ঞানসন্দোহদায়িনীম্। ব্যাসেন কথিতাং পুণ্যাং শৃণুধ্বং পাপনাশিনীম্॥ ২০॥ যাং শ্রুত্বা পাপ-কর্ম্মাপি গচ্ছেদ্ধি পরমাং গতিম্। দুঃখত্রয়বিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বাতঙ্কবিবর্জ্জিতঃ॥ ২১॥ ন নাস্তিকে কথাং পুণ্যামিমাং ব্রূয়াৎ কদাচন। শ্রদ্দধানায় শান্তায় কীর্ত্তনীয়া দ্বিজাতয়ে॥ ২২॥ নিষেকাদিঃ শ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ। তস্য শাস্ত্রেঽধিকারোঽস্তি জ্ঞেয়ো নান্যস্য কস্যচিৎ॥ ২৩॥ চতুঃপঞ্চাবদাতস্য বিশুদ্ধির্ব্রাহ্মণস্য চ। সদ্বৃত্তস্যাধিকারোঽস্তি শাস্ত্রেঽস্মিন্ বেদসম্মতে॥ ২৪॥ যথা সুরাণাং প্রবরো দেবদেবো মহেশ্বরঃ। নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা॥ ২৫॥ অক্ষরাণাং তু সর্ব্বেষামোঙ্কারঃ প্রথমো যথা। পূজ্যানাং তু যথা মাতা গুরূণাঞ্চ যথা পিতা। তথৈব সর্ব্বশাস্ত্রাণাং প্রধানং স্কন্দ-কীর্ত্তিতম্॥ ২৬॥ পুরা কৈলাসশিখরে ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সন্নিধৌ। স্কান্দং পুরাণং কথিতং পার্ব্বত্যগ্রে

হইয়াছিলেন। এই জন্য তোমারই নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি। স্কন্দকথিত পুরাণে প্রভাসক্ষেত্র-মাহাত্ম্যে পূর্ব্বে আমরা কোন একটা কথাপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মী যাত্রা শ্রবণ করিয়াছি; হে পুরাণার্থবিশারদ! অধুনা সর্ব্বার্থশালিনী বৈষ্ণবী এবং রৌদ্রী যাত্রা আমাদের নিকট বর্ণন কর। মুনিগণের বাক্য শুনিয়া পৌরাণিকপ্রবর সূত মস্তক দ্বারা সত্যবতী-সুত ব্যাসকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন,—যিনি শ্রীবৎসলাঞ্ছন, জগদ্যোনি, ওঙ্কাররূপী, হরি, অপ্র-মেয়, গুরু, নির্ম্মলাশ্রয়, নির্ম্মল দেব, হংস, শুচিসদ্, ব্যোম, ব্যাপক, সর্ব্বদ, শিব, উদাসীন, নিরায়াস, নিষ্প্রপঞ্চ, নিরঞ্জন, শূন্য, বিন্দুস্বরূপ, ধ্যেয়, ও ধ্যান-বর্জ্জিত; পণ্ডিতগণ যাঁহাকে সদসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; যিনি বহু দূরে আছেন এবং অতি নিকটেও বিরাজ করিতেছেন; যিনি মনোগ্রাহ্য পুরুষাখ্য জগন্ময় পরম ধাম; যিনি নিরিন্দ্রিয়, তেজোরূপী ও সর্ব্বভূতের হৃৎপঙ্কজে সমাসীন; আমি এবম্বিধ পরমাত্মাভিধেয় ঈশ্বরকে নমস্কার করিয়া দ্বিবিধ কথা বর্ণন করিব। এই কথা দ্বিশরীরা, দিব্যভাষাযুতা, বেদাধিষ্ঠান-সমেতা, পঞ্চসন্ধিযুক্তা, ষড়লঙ্কার-মণ্ডিতা, সপ্তসাধন-সম্পন্না, অষ্টবিধ রস ও নব গুণ-রঞ্জিতা, দশদোষ-বর্জ্জিতা, বিভাষান্বিতা, মনোহরা, পঞ্চকারণযুতা, করণচতুষ্টয়-ভূষিতা, জ্ঞানসন্দোহ-দায়িকা, ব্যাসবর্ণিতা, পাপহারিণী ও পাবনী। এই পুণ্য কথা এক্ষণে আপনারা শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণ করিয়া পাপকর্ম্মা ব্যক্তিও পরম-গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার দুঃখত্রয় দূরীভূত হয় এবং সমস্ত আতঙ্ক নিরাকৃত হইয়া থাকে। এই পুণ্যকাহিনী কদাচ নাস্তিকের নিকট কীর্ত্তন করিবে না, পরন্তু শ্রদ্ধাবান্ শান্তচেতা দ্বিজাতির নিকটই ইহা বর্ণন করিবে। যাহাদিগের গর্ভাধানাদি মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত বৈধ ক্রিয়াসমূহ মন্ত্রানুসারে বিহিত হইয়াছে, এই শাস্ত্রে তাহাদিগেরই অধিকার; অপর কাহারও অধিকার নাই। যাঁহার পঞ্চ-চতুষ্টয় সম্যক্ বিশুদ্ধ এবং যিনি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়া সদাচার-পালনপরায়ণ, এই বেদানুমোদিত শাস্ত্রে তাঁহারই অধিকার ।৮—২৪। সমস্ত সুরগণ মধ্যে যেমন দেবদেব মহেশ্বর, নদীসমূহ মধ্যে যেমন গঙ্গা, বর্ণ সকলের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, অক্ষরনিকর মধ্যে যেমন ওঙ্কার, পূজ্য সমস্তের মধ্যে যেমন মাতা, এবং গুরুগণের মধ্যে যেমন পিতা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে এই স্কন্দ-কীর্ত্তিত মহা-পুরাণই বরিষ্ঠ। পূর্ব্বে কৈলাসশৈলে ব্রহ্মাদির

পিনাকিনা। ২৭ ॥ পার্ব্বত্যা ষণ্মুখস্যাগ্রে তেন নন্দিগণায় বৈ। নন্দিনা তু কুমারায় তেন ব্যাসায় ধীমতে। ২৮ ॥ ব্যাসেন মে সমাখ্যাতং ভবন্তোঽহং প্রকীর্ত্তয়ে। ২৯ ॥ যূয়ং সদ্ভাবসংযুক্তা যতঃ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ। তেন মে ভাষিতুং শ্রদ্ধা ভবতাং স্কন্দ সংহিতাম্। ৩০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমে প্রভাসখণ্ডে প্রথমে প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যে প্রশ্নাধ্যায়বর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ। ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। কথায়া লক্ষণং ব্রূহি গুণদোষান্ সবিস্তরান্। আর্ষেয়পৌরুষেয়াণাং কাব্যচিহ্নপরীক্ষণম্। কথং জ্ঞেয়ং মহাবুদ্ধে শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্। ১ ॥ সূত উবাচ। অথ সঙ্ক্ষেপতো বক্ষ্যে পুরাণানামনুক্রমম্। লক্ষণঞ্চৈব সংখ্যাঞ্চ উক্তভেদাংস্তথৈব চ। ২ ॥ পুরা তপশ্চচারোগ্রমমরাণাং পিতামহঃ। আবির্ভূতাস্ততো বেদাঃ সষড়ঙ্গপদক্রমাঃ। ৩ ॥ ততঃ পুরাণমখিলং সর্ব্বশাস্ত্রময়ং ধ্রুবম্। নিত্যশব্দময়ং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্। ৪ ॥ নির্গতং ব্রহ্মণো বক্ত্রাদ্‌ব্রাহ্মং বৈষ্ণবমেব চ। শৈবং ভাগবতঞ্চৈব ভবিষ্যং নারদীয়কম্। ৫ ॥ মার্কণ্ডেয়মথাগ্নেয়ং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ। লৈঙ্গং তথা চ বারাহং স্কান্দং বামনমেব চ। ৬ ॥ কৌর্ম্মং মাৎস্যং গারুড়ঞ্চ বায়বীয়মনন্তরম্। অষ্টাদশং সমুদ্দিষ্টং সর্ব্বপাতকনাশনম্। ৭ ॥ একমেব পুরা হ্যাসীদ্‌ব্রহ্মাণ্ডং শতকোটিধা। ৮ ॥ ততোঽষ্টাদশধা কৃত্বা বেদব্যাসো যুগে যুগে। প্রখ্যাপয়তি লোকেঽস্মিন্ সাক্ষান্নারায়ণাংশজঃ। ৯ ॥ অন্যান্যুপপুরাণানি মুনিনা কথিতানি তু। তানি বঃ কথয়িষ্যামি সঙ্ক্ষেপাদবধার্য্যতাম্। ১০ ॥ আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমতঃ পরম্। তৃতীয়ং স্কা(না)ন্দমুদ্দিষ্টং কুমারেণানুভাষিতম্। ১১ ॥ চতুর্থং শিবধর্ম্মাখ্যং সাক্ষান্নন্দীশভাষিতম্। দুর্ব্বাসসোক্তমাশ্চর্য্যং নারদোক্তমতঃ পরম্। ১২ ॥ কাপিলং মানবঞ্চৈব তথৈবোশনসেরিতম্। ব্রহ্মাণ্ডং বারুণং চান্যৎ কালিকাহ্বয়-

---

সমক্ষে ভগবান্ পিনাকপাণি পার্ব্বতীর নিকট এই স্কন্দপুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পার্ব্বতী দেবী তাহা আবার ষণ্মুখের নিকট বর্ণন করেন। কুমার তাহা গণনায়ক নন্দীর নিকট এবং নন্দী তাহা আবার কুমারের নিকট কীর্ত্তন করেন। কুমার তাহা ব্যাসকে উপদেশ করেন। আমি ব্যাসের নিকট তাহা শুনিয়াছি; এবং এক্ষণে আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। আপনারা সকলেই সদ্‌ভাবাপন্ন মহর্ষি; সেই জন্য আপনাদিগকে স্কন্দসংহিতা বলিতে আমার শ্রদ্ধা হইতেছে। ২৫—৩০।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহাবুদ্ধি সূত! আর্ষ ও পৌরুষেয় কাব্যনিবহের লক্ষণপরীক্ষা কিপ্রকারে করা যায়?—আমরা তাহাই জানিতে অভিলাষী হইয়াছি। অতএব আপনি আমাদিগের নিকট সবিস্তর লক্ষণ ও গুণ-দোষের বর্ণন করুন। সূত কহিলেন,—মুনিগণ! আমি সংক্ষেপে পুরাণসমূহের অনুক্রম, লক্ষণ, সংখ্যা ও অবান্তর ভেদ সকল বলিতেছি। পুরাকালে সুরপিতামহ ব্রহ্মা, অত্যুগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন; তাহাতে ব্রহ্মার বদনকমল হইতে পদ-ক্রমান্বিত ষড়ঙ্গ বেদচতুষ্টয়, এবং নিত্য শব্দময় পুণ্যজনক শতকোটি-শ্লোকাত্মক, সর্ব্বশাস্ত্রময় পুরাণ সকল প্রাদুর্ভূত হয়। ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, ভবিষ্য, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লৈঙ্গ, বারাহ স্কান্দ, বামন, কৌর্ম্ম, মাৎস্য, গারুড়, বায়বীয় ও ব্রহ্মাণ্ড; এই অষ্টাদশ মহাপুরাণ সর্ব্বপাতক-নাশন। পূর্ব্বে একমাত্র শতকোটি-শ্লোকাত্মক ব্রহ্মাণ্ড পুরাণই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, পরে সাক্ষাৎ নারায়ণাংশজ বেদব্যাস যুগে যুগে তাহাকে অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া লোকে প্রকটিত করেন। অপরাপর মুনিগণ যে সকল পুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তৎসমস্ত উপপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ। আমি সংক্ষেপে তৎসমস্ত আপনাদিগের নিকট বলিতেছি, আপনারা অবধান করুন। ১—১০। প্রথম সনৎকুমার-বর্ণিত পুরাণ, দ্বিতীয় নরসিংহপুরাণ, তৃতীয় স্কান্দ (নান্দ) পুরাণ, ইহা কুমার-কথিত; চতুর্থ শিবধর্ম্ম পুরাণ, ইহা সাক্ষাৎ নন্দীশ্বর বলিয়াছেন। পঞ্চম পুরাণ দুর্ব্বাসার বর্ণিত; ষষ্ঠ পুরাণ নারদোক্ত; সপ্তম কাপিল; অষ্টম মানব; নবম পুরাণ উশনা কর্ত্তৃক বর্ণিত; দশম উপপুরাণ ব্রহ্মাণ্ড নামে প্রখ্যাত; একাদশ বারুণ পুরাণ; দ্বাদশ কালিকাপুরাণ;

মেব চ ॥ ১৩ ॥ মাহেশ্বরং তথা সাম্বং সৌরং সর্ব্বার্থ-সঞ্চয়ম্। পরাশরোক্তং পরমং মারীচং ভার্গবাহ্বয়ম্ ॥ ১৪ ॥ এতান্যুপপুরাণানি কথিতানি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৫ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। পুরাণসঙ্খ্যামাচক্ষ্ব সূত বিস্তরশঃ ক্রমাৎ। দানধর্ম্মমশেষজ্ঞ যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ১৬ ॥ সূত উবাচ। ইদমেব পুরাণেঽস্মিন পুরাণপুরুষস্তদা। যদুক্তবান্ স বিশ্বাত্মা মনবে তন্নিবোধত ॥ ১৭ ॥ পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং ব্রহ্মাণ্ডং প্রথমং স্মৃতম্। অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনির্গতাঃ ॥ ১৮ ॥ পুরাণমেকমেবাসীত্তস্মিন কল্পান্তরে তথা। ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্ ॥ ১৯ ॥ বিনির্দগ্ধেষু লোকেষু কৃষ্ণেনানন্তরূপিণা। সাঙ্গাংশ্চ চতুরো বেদান পুরাণ ন্যায়বিস্তরম্ ॥ ২০ ॥ মীমাংসাং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ পরিগৃহ্যাত্মসাৎকৃতম্॥ মৎস্যরূপেণ চ পুনঃ কল্পাদাবুদকার্ণবে ॥ ২১ ॥ অশেষমেব কথিতং ব্রহ্মণে দিব্যচক্ষুষে। ব্রহ্মা জগাদ চ মুনীংস্ত্রিকালজ্ঞানদর্শনঃ ॥ ২২ ॥ প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণস্যাভবত্ততঃ ॥ ২৩ ॥ ততঃ কালক্রমেণাসৌ ব্যাসরূপধরো হরিঃ। অষ্টাদশপুরাণানি সঙ্ক্ষেপ্যাতি যুগেযুগে ॥ ২৪ ॥ চতুর্লক্ষপ্রমাণানি দ্বাপরে দ্বাপরে সদা। তদষ্টাদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন প্রভাষ্যতে ॥ ২৫ ॥ অদ্যাপি দেবলোকে তু শতকোটিপ্রবিস্তরম্। তদর্থোঽত্র চতুর্লক্ষঃ সঙ্ক্ষেপেণ নিবেশিতঃ ॥ ২৬ ॥ পুরাণানি দশাষ্টৌ চ সাম্প্রতং তদিহোচ্যতে। নামতস্তানি বক্ষ্যামি সঙ্খ্যাঞ্চ মুনিসত্তমাঃ ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মণাভিহিতং পূর্ব্বং যাবন্মাত্রং মরীচয়ে। ব্রাহ্মং তদ্দশসাহস্রং পুরাণং তদিহোচ্যতে ॥ ২৮ ॥ লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাজ্জলধেনুসমন্বিতম্। বৈশাখ্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ২৯ ॥ এতদেব যদা পদ্মমভূদ্ধৈরণ্ময়ং জগৎ। তদ্বৃত্তান্তাশ্রয়াস্তং তৎপাদ্মমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৩০ ॥ পাদ্মং তৎপঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্রাণীহ পঠ্যতে। তৎপুরাণঞ্চ যো দদ্যাৎ সুবর্ণকমলান্বিতম্। জ্যৈষ্ঠে মাসি তিলৈর্যুক্তং সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৩১ ॥ বারাহ-

ত্রয়োদশ মাহেশ্বর পুরাণ; চতুর্দ্দশ সাম্বপুরাণ পঞ্চদশ সৌর পুরাণ, ইহাতে সর্ব্ব বিষয়ই বর্ণিত আছে। ষোড়শ পুরাণ অত্যুত্তম, উহা পরাশরোক্ত; সপ্তদশ মারীচ পুরাণ এবং অষ্টাদশ উপপুরাণ ভার্গব নামে বিখ্যাত। হে দ্বিজোত্তমগণ। এই অষ্টাদশ পুরাণ উপপুরাণ নামে কথিত। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত। আপনি আমাদিগের নিকট পুরাণসমূহের সংখ্যা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন; আর হে অশেষজ্ঞ! যথাক্রমে দানধর্ম্মও বর্ণন করুন। সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ! পূর্ব্বে বিশ্বাত্মা পুরাণপুরুষ এই পুরাণসম্বন্ধে মনুকে যাহা বলিয়াছিলেন; আপনারা তাহাই আমার নিকট অবধান সহকারে শ্রবণ করুন। সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণই বিধাতার মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছিল। তার পর তদীয় মুখ চতুষ্টয় হইতে চারি বেদ নির্গত হয়। সেই কল্পাদিকালে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণই একমাত্র শতকোটি-শ্লোকাত্মক সুবিস্তৃত ধর্ম্মার্থ-কামসাধক পুণ্য পুরাণ বলিয়া গণ্য ছিল। কল্পান্তকালে লোক সকল দগ্ধ হইলে পর, সেই পুরাণও বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন অনন্তরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মৎস্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া ষড়ঙ্গ বেদচতুষ্টয়, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকল আত্মসাৎ করেন। অনন্তর পরকল্পের আদিকালে সেই একার্ণবমধ্যে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্রহ্মাকে তৎসমস্ত উপদেশ করেন। ত্রিকালজ্ঞ ব্রহ্মা মুনিদিগকে তৎসমস্ত উপদেশ করিয়াছিলেন। সেই হইতেই পুরাণাদি শাস্ত্রসকল পুনঃ প্রচারিত হয়। ১১—২৩। কালক্রমে ভগবান্ হরি যুগে যুগে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রতি দ্বাপরযুগে সেই শতকোটিশ্লোকাত্মক পুরাণ শাস্ত্র, সংক্ষেপে চারি লক্ষ শ্লোকে অষ্টাদশ পুরাণরূপে প্রচারিত করেন। এই ভূলোকে চতুর্লক্ষ শ্লোকে বিরচিত উক্ত অষ্টাদশ মহাপুরাণ কীর্ত্তিত হয়। কিন্তু দেবলোকে অদ্যাপি সেই শতকোটি শ্লোকাত্মক পুরাণ বর্ণিত হইয়া থাকে। হে মুনিবরগণ! সম্প্রতি সেই অষ্টাদশ পুরাণের নামানুসারে শ্লোকসংখ্যা বলিতেছি। পূর্ব্বে ব্রহ্মা যাহা মরীচিকে বলিয়াছিলেন, তাহাই ব্রাহ্ম পুরাণ; উহার শ্লোকসংখ্যা দশ সহস্র। বৈশাখী পূর্ণিমায় জলধেনু সহ এই ব্রাহ্মপুরাণ দান করিলে মানব ব্রহ্মলোকে সসম্মানে বাস করিতে পারে। পাদ্ম কল্পের প্রারম্ভকালে বিষ্ণুর নাভি হইতে একটী হিরণ্ময় পদ্ম প্রাদুর্ভূত হয়; সেই পদ্ম হইতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছিল এবং সেই পদ্মই এই জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। সেই বৃত্তান্তাবলম্বনে রচিত পুরাণই পাদ্ম নামে প্রখ্যাত। উহা পঞ্চপঞ্চাশৎসহস্র শ্লোকাত্মক। যে ব্যক্তি জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বর্ণকমলযুক্ত করিয়া তিলের সহিত উক্ত পাদ্ম

কল্পবৃত্তান্তমধিকৃত্য পরাৎপরঃ। যত্রাহ ধর্ম্মানখিলাংস্তদুক্তং বৈষ্ণবং বিদুঃ॥ ৩২ ॥ চরিতৈস্তরঞ্চিতং বিষ্ণোস্তল্লোকে বৈষ্ণবং বিদুঃ। ত্রয়োবিংশতিসাহস্রং পুরাণং তৎপ্রকীর্ত্তিতম্॥ ৩৩ ॥ তদাষাঢ়ে চ যো দদ্যাদ্ঘৃতধেনুসমন্বিতম্। পৌর্ণমাস্যাং বিশুদ্ধায়াং স পদং যাতি বৈষ্ণবম্॥ ৩৪ ॥ শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গেন ধর্ম্মান্ বায়ুরথাব্রবীৎ। যত্র তদ্বায়বীয়ং স্যাদ্রুদ্রমাহাত্ম্যসংযুতম্॥ ৩৫ ॥ চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রং নানাবৃত্তান্তসংযুতম্। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষৈশ্চ সাধুবৃত্তসমন্বিতম্॥ ৩৬ ॥ শ্রাবণ্যাং শ্রাবণে মাসি গুড়ধেনুসমন্বিতম্। যো দদ্যাদ্দধিসংযুক্তং ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে। শিবলোকে স পূতাত্মা কল্পমেকং বসেন্নরঃ॥ ৩৭ ॥ পুনঃ সঞ্জায়তে মর্ত্ত্যো ব্রাহ্মণো বেদবিত্তমঃ। বেদবিদ্যার্থতত্ত্বজ্ঞো ব্যাখ্যাতত্বার্থবিত্তমঃ॥ ৩৮ ॥ যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমুচ্যতে॥ ২১ ॥ সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে যে স্যুর্নরামরাঃ। তদ্বৃত্তান্তোদ্ভবং পুণ্যং পুণ্যোদ্বাহসমন্বিতম্॥ ৪০॥ লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমসিংহসমন্বিতম্। পৌর্ণমাস্যাং প্রৌষ্ঠপদ্যাং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ৪১॥ অষ্টাদশসহস্রাণি পুরাণং তৎপ্রকীর্ত্তিতম্॥ ৪২॥ যত্রাহ নারদো ধর্ম্মান্ বৃহৎকল্পাশ্রয়াংস্ত্বিহ। পঞ্চবিংশৎসহস্রাণি নারদীয়ং তদুচ্যতে॥ ৪৩॥ তদিষে পঞ্চদশ্যান্তু যো দদ্যাদ্ধেনুসংযুতম্। উত্তমাং সিদ্ধিমাপ্নোতি ইহলোকে পরত্র চ। সর্ব্বান কামানবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৪৪॥ যত্রাধিকৃত্য শকুনীন্ ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারণম্ পুরাণং নবসাহস্রং মার্কণ্ডেয়ং তদুচ্যতে॥ ৪৫॥ পরিলিখ্য চ যো দদ্যাৎ সৌবর্ণকরিসংযুতম্। কার্ত্তিক্যাং পৌণ্ডরীকস্য যজ্ঞস্য ফলভাগ্ভবেৎ॥ ৪৬॥ যত্তদীশানকল্পস্য বৃত্তান্তমধিকৃত্য চ। বশিষ্ঠায়াগ্নিনা প্রোক্তমাগ্নেয়ং তৎপ্রচক্ষতে॥ ৪৭॥ লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমপদ্মসমন্বিতম্। মার্গশীর্ষে বিধানেন তিলধেনুযুতং তথা। তচ্চ ষোড়শসাহস্রং সর্ব্বক্রতুফলপ্রদম্॥ ৪৮॥ যত্রাধিকৃত্য মাহাত্ম্যমাদিত্যস্য চতুর্ম্মুখঃ। অঘোরকল্পবৃত্তান্তপ্রসঙ্গেন জগৎ-

---

পুরাণ দান করে, সে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। ২৪—৩১। পরাৎপর হরি, বারাহ কল্পের বৃত্তান্তাবলম্বনে যে পুরাণে সমগ্র ধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই বৈষ্ণব নামে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুর চরিত দ্বারা মণ্ডিত বলিয়াই উহাকে সুধীগণ বৈষ্ণব নামে অভিহিত করিয়াছেন। উহার শ্লোকসংখ্যা ত্রয়োবিংশতি সহস্র। যে জন আষাঢ় মাসে বিশুদ্ধ পৌর্ণমাসীতে ঘৃতধেনুর সহিত উক্ত পুরাণ দান করে, সে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। ধীমান্‌গণ এইরূপ কীর্ত্তন করেন। শ্বেত কল্পের প্রসঙ্গে ভগবান্ বায়ু, যাহাতে বিবিধ ধর্ম্মের সহিত রুদ্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, উহা বায়বীয় নামে বিখ্যাত। ঐ পুরাণ, চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকাত্মক এবং নানা বৃত্তান্তসমন্বিত। উহাতে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-সাধক বিবিধ সদ্বৃত্তান্ত বর্ণিত। মানব, শ্রাবণ মাসে পৌর্ণমাসীদিবসে গুড়ধেনু ও দধির সহিত যদি বহুপরিবারান্বিত ব্রাহ্মণকে ঐ পুরাণ দান করে, তবে সে নিষ্পাপ হইয়া কল্পকাল যাবৎ শিবলোকে বাস করিয়া পরে মর্ত্ত্যলোকে বেদবিদ্‌গণের বরেণ্য ও তত্ত্বার্থব্যাখ্যাকুশল ব্রাহ্মণরূপে জন্ম পরিগ্রহ করে। গায়ত্রীকে অবলম্বন করিয়া বিবিধ ধর্ম্ম-তত্ত্ব ও বৃত্রাসুর-বধোপাখ্যান যাহাতে বর্ণিত, তাহাই ভাগবত বলিয়া উক্ত হয়। উহাতে সারস্বতকল্পীয় অমরনরনিকরের বিবিধ উপাখ্যান ও পুণ্য উদ্বাহবিধি বর্ণিত। যে মানব উক্ত পুরাণ লিখিয়া ভাদ্রমাসে পৌর্ণমাসীতে স্বর্ণবিনির্ম্মিত সিংহের সহিত দান করে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। এই ভাগবতপুরাণ অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক। ৩২—৪২। নারদ মুনি, যাহাতে বৃহৎকল্পবিবরণ সহ বিবিধ ধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছেন, তাহা নারদীয় নামে প্রসিদ্ধ; ইহা পঞ্চবিংশতি-সহস্র-শ্লোকাত্মক। যে ব্যক্তি আশ্বিন মাসে পৌর্ণমাসীতে ধেনুর সহিত উক্ত নারদীয় পুরাণ প্রদান করে, সে ইহলোকে সর্ব্বকামভোগান্তে পরলোকে উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে কোনও বিচার করিবার আবশ্যক নাই। মার্কণ্ডেয়মুনি, পক্ষিগণের নিকট ধর্ম্মাধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন;—সেই বৃত্তান্ত যাহাতে বর্ণিত, তাহাই মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলিয়া উক্ত হয়। এই পুরাণ লিখিয়া যে ব্যক্তি স্বর্ণহস্তীর সহিত কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় দান করে, সে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। অগ্নিদেব, বশিষ্ঠের নিকট ঈশানকল্পের বিবরণ প্রসঙ্গে যাহাতে বিবিধ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই আগ্নেয় নামে প্রখ্যাত। এই পুরাণ লিখিয়া যে মানব অগ্রহায়ণ মাসে তিলধেনু ও স্বর্ণপদ্মের সহিত যথাবিধি প্রদান করে, সে সমস্ত যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। এই আগ্নেয় পুরাণ ষোড়শসহস্র-শ্লোকাত্মক। জগৎপতি চতুরানন, মনুকে অঘোরকল্প-

পতিঃ। মনবে কথয়ামাস ভূতগ্রামস্য লক্ষণম্॥ ৪৯॥ চতুর্দ্দশসহস্রাণি তথা পঞ্চশতানি চ। ভবিষ্য-চরিতপ্রায়ং ভবিষ্যং তদিহোচ্যতে॥ ৫০॥ তৎ পৌষমাসি যো দদ্যাৎ পৌর্ণমাস্যাং বিমৎসরঃ। গুড়কুম্ভসমাযুক্তমগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥ ৫১॥ রথন্তরস্য কল্পস্য বৃত্তান্তমধিকৃত্য চ। সাবর্ণিনা নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুতম্। প্রোক্তং ব্রহ্মবরাহস্য চরিতং বর্ণ্যতেঽত্র চ॥ ৫২॥ তদষ্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-মুচ্যতে। পুরাণং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং যো দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণোত্তমে। মাঘমাসে পৌর্ণমাস্যাং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ৫৩॥ যত্রাগ্নিলিঙ্গমধ্যস্থঃ প্রাহ দেবো মহেশ্বরঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থানাগ্নেয়মধিকৃত্য চ॥ ৫৪॥ কল্পং তল্লৈঙ্গমিত্যুক্তং পুরাণং ব্রহ্মণা স্বয়ম্॥ ৫৫॥ তদেকাদশসাহস্রং ফাল্গুন্যাং যঃ প্রযচ্ছতি। তিলধেনুসমাযুক্তং স যাতি শিবসাত্ম্যতাম্॥ ৫৬॥ মহাবরাহস্য পুনর্ম্মাহাত্ম্যমধিকৃত্য চ। বিষ্ণুনাভিহিতং ক্ষৌণ্যৈ তদ্বারাহমিহোচ্যতে॥ ৫৭॥ মানবস্য প্রসঙ্গেন ধর্ম্মস্য মুনিসত্তমাঃ। চতুর্ব্বিংশৎসহস্রাণি তৎপুরাণমিহোচ্যতে॥ ৫৮॥ কাঞ্চনং গরুড়ং কৃত্বা তিলধেনুসমন্বিতম্। পৌর্ণমাস্যামথো দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে। বরাহস্য প্রসাদেন পদমাপ্নোতি বৈষ্ণবম্॥ ৫৯॥ যত্র মাহেশ্বরান্ ধর্ম্মানধিকৃত্য চ ষণ্মুখম্। কল্পে তৎপুরুষে বৃত্তে চরিতৈরুপবৃংহিতম্॥ ৬০॥ স্কান্দং নাম পুরাণং তদেকাশীতি নিগদ্যতে। সহস্রাণি শতং চৈকমিতি মর্ত্ত্যেষু পঠ্যতে॥ ৬১॥ পরিলেখ্য চ যো দদ্যাদ্ধেমশূলসমন্বিতম্। শৈবং স পদমাপ্নোতি মকরোপগমে রবেঃ॥ ৬২॥ ত্রিবিক্রমস্য মাহাত্ম্যমধিকৃত্য চতুর্ম্মুখঃ। ত্রিবর্গমভ্যধাত্তচ্চ বামনং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ৬৩॥ পুরাণং দশসাহস্রং কৌর্ম্মকল্পানুগং শিবম্॥ ৬৪॥ যঃ শরদ্বিষুবে দদ্যাদ্ধেমবস্ত্রসমন্বিতম্। ক্ষৌমাবৃতং ঘৃতক্ষেত্বা স পদং যাতি বৈষ্ণবম্॥ ৬৫॥ যচ্চ ধর্ম্মার্থকামানাং মোক্ষস্য চ রসাতলে। মাহাত্ম্যং কথয়ামাস কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দনঃ॥ ৬৬॥ ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রসঙ্গেন ঋষীণাং শক্রসন্নিধৌ। সপ্তদশসহস্রাণি লক্ষ্মীকল্পানুষঙ্গিকম্॥

বৃত্তান্ত বর্ণনপ্রসঙ্গে সূর্য্যদেবের মাহাত্ম্য ও ভূতগ্রামের লক্ষণাদি উপদেশ করিয়াছিলেন; যাহাতে সেই বৃত্তান্ত বর্ণিত এবং যাহাতে ভবিষ্য বৃত্তান্তই সমধিক রূপে কীর্ত্তিত, আর যাহা পঞ্চশতাধিক-চতুর্দ্দশ সহস্র-শ্লোকাত্মক, তাহাই ভবিষ্যপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ। যে জন পৌষ মাসে পৌর্ণমাসীতে অমৎসর মানসে গুড়কুম্ভের সহিত ঐ পুরাণ দান করে, সে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। সাবর্ণি মনু, রথন্তর কল্পের বিবরণাবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও ভগবানের বরাহাবতার-চরিত্র মহাত্মা নারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন। সেই বৃত্তান্ত যাহাতে বর্ণিত, তাহাই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ পুরাণ। উহার শ্লোকসংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র। মাঘমাসে পূর্ণিমাতে যে মানব সেই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ উত্তম ব্রাহ্মণকে দান করে, সে ব্রহ্মলোকে সসম্মানে বাস করিতে সমর্থ হয়। অগ্নিলিঙ্গমধ্যবর্ত্তী মহেশ্বর দেব, আগ্নেয়-কল্পাবলম্বনে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষসাধক উপায়নিচয় বর্ণন করিয়াছেন, তদ্বৃত্তান্ত ব্রহ্মা স্বয়ং যাহাতে নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা লিঙ্গপুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহা একাদশ সহস্র-শ্লোকাত্মক। যে মানব ফাল্গুনী পূর্ণিমায় তিলধেনুর সহিত উক্ত লিঙ্গপুরাণ দান করে সে শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ বিষ্ণু, ধর্ম্ম মনু নন্দনের প্রসঙ্গে পৃথিবীর নিকট মহাবরাহের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন; হে মুনিসত্তমগণ! উহা চতুর্ব্বিংশতিসহস্রশ্লোকাত্মক। পৌর্ণমাসীতে কাঞ্চন-নির্ম্মিত গরুড় ও তিলধেনুর সহিত কুটুম্বী ব্রাহ্মণকে উক্ত পুরাণ দান করিলে মানব, বরাহের প্রসাদে বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হয়।৫৩—৫৯। তৎপুরুষ-কল্পপ্রসঙ্গে ষড়াননমুখে বিবিধোপাখ্যান সহ মাহেশ্বর ধর্ম্মসমূহ যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই স্কান্দ-পুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহা একাশীতি সহস্র ও একশত শ্লোকাত্মক। মর্ত্ত্যলোকে উহা এইরূপই পঠিত হইয়া থাকে। যে মানব, উক্ত পুরাণ লিখিয়া হৈম শূলের সহিত মাঘ মাসে দান করে, সে শৈব পদ প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ চতুরানন, ত্রিবিক্রমের মাহাত্ম্যাবলম্বনে ত্রিবর্গসাধনবিধান যে পুরাণে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই বামনপুরাণ নামে কীর্ত্তিত। উহা কৌর্ম্মকল্প-বিবরণ-সমৃদ্ধ ও মঙ্গলবিধায়ক। উহার শ্লোকসংখ্যা দশসহস্র। যে মানব শরৎ-কালে বিষুব সংক্রান্তিদিনে উক্ত পুরাণগ্রন্থ ক্ষৌমবসনে আবৃত করিয়া ধেনু, স্বর্ণ ও বস্ত্রের সহিত দান করে, সে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। কূর্ম্মরূপী ভগবান্ পাতালে শক্রের সমীপে ঋষিগণের নিকট লক্ষ্মীকল্পের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার চরিত বর্ণনোপলক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপায় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন;

৬৭॥ যো দদ্যাদয়নে কৌর্ম্মং হেমকূর্ম্মসমন্বিতম্। গোসহস্রপ্রদানস্য স ফলং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ॥ ৬৮॥ শ্রুতীনাং যত্র কল্পাদৌ প্রবৃত্ত্যর্থং জনার্দ্দনঃ। মৎস্যরূপী চ মনবে নরসিংহোপবর্ণনম্॥ ৬৯॥ অধিকৃত্যাব্রবীৎ সপ্তকল্পবৃত্তং মুনিব্রতাঃ। তন্মাৎস্যমিতি জানীধ্বং সহস্রাণি চতুর্দ্দশ॥ ৭০॥ বিষুবে হৈমমৎস্যেন ধেন্বা ক্ষৌমযুগান্বিতম্। যো দদ্যাৎ পৃথিবী তেন দত্তা ভবতি চাখিলা॥ ৭১॥ যদা বা গারুড়ে কল্পে বিশ্বাণ্ডাদ্গারুড়োঽভবৎ। অধিকৃত্যাব্রবীৎ কৃষ্ণো গারুড়ং তদিহোচ্যতে॥ ৭২॥ তদষ্টাদশ চৈকঞ্চ সহস্রাণীহ পঠ্যতে। স্বর্ণহংসসমাযুক্তং যো দদ্যাদয়নে পরে। স সিদ্ধিং লভতে মুখ্যাং শিবলোকে চ সংস্থিতিম্॥ ৭৩॥ ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডমাহাত্ম্যমধিকৃত্যাব্রবীৎ পুনঃ। তচ্চ দ্বাদশসাহস্রং ব্রহ্মাণ্ডং দ্বিশতাধিকম্॥ ৭৪॥ ভবিষ্যাণাঞ্চ কল্পানাং শ্রূয়তে যত্র বিস্তরঃ। তদ্ব্রহ্মাণ্ডং পুরাণং তু ব্রহ্মণা সমুদাহৃতম্॥ ৭৫॥ যো দদ্যাত্তু ব্যতীপাত ঊর্ণাযুগসমন্বিতম্। রাজসূয়সহস্রস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥ ৭৬॥ হেমধেন্বা যুতং তচ্চ ব্রহ্মলোকফলপ্রদম্। চতুর্লক্ষমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনাদ্ভুতকর্ম্মণা॥ ৭৭॥ ইদং লোকহিতার্থায় সংক্ষিপ্তং দ্বাপরে দ্বিজাঃ॥ ৭৮॥ ইদমদ্যাপি দেবেষু শতকোটিপ্রবিস্তরম্। উপভেদান্ প্রবক্ষ্যামি লোকে যে সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ৭৯॥ পাদ্মে পুরাণে যৎপ্রোক্তং নারসিংহোপবর্ণনম্। তচ্চাষ্টাদশ সাহস্রং নারসিংহমিহোচ্যতে॥ ৮০॥ নন্দিনে যত্র মাহাত্ম্যং কার্ত্তিকেয়েন বর্ণিতম্। লোকে নন্দিপুরাণং বৈ খ্যাতমেতদ্দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৮১॥ যত্র সাম্বং পুরস্কৃত্য ভবিষ্যতি কথানকম্। প্রোচ্যতে তৎ পুনর্লোকে সাম্বমেব মুনিব্রতাঃ॥ ৮২॥ এবমাদিত্যসংজ্ঞং তু তত্রৈব পরিপঠ্যতে। অষ্টাদশভ্যস্তু পৃথক্ পুরাণং যচ্চ দৃশ্যতে। বিজানীধ্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তদেতেভ্যো বিনির্গতম্॥ ৮৩॥ পঞ্চাঙ্গানি

সেই বৃত্তান্ত যে গ্রন্থে নিবদ্ধ, তাহা কূর্ম্ম পুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহা সপ্তদশসহস্র শ্লোকাত্মক। যে মানব অয়নসংক্রান্তিদিনে হৈম কূর্ম্মের সহিত উক্ত কূর্ম্মপুরাণ দান করে সে সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়। কল্পাদিকালে ভগবান্ জনার্দ্দন বিলুপ্ত বেদসমূহের পুনঃপ্রচারকামনায় মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া মনুর নিকট সপ্ত কল্পের বৃত্তান্ত বর্ণনপ্রসঙ্গে নরসিংহাবতারবৃত্তান্ত সবিস্তরে বর্ণন করিয়াছেন। হে মুনিব্রতাবলম্বি দ্বিজগণ! সেই সমস্ত বৃত্তান্ত যাহাতে বর্ণিত, তাহাই মৎস্যপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ। উহা চতুর্দ্দশসহস্রশ্লোকাত্মক বলিয়া আপনারা অবগত হউন। মানব বিষুবসংক্রান্তিতে হৈম মৎস্য, ধেনু ও ক্ষৌম বসনযুগলের সহিত উক্ত মৎস্য পুরাণ দান করিলে সমগ্র পৃথিবীদানের ফল প্রাপ্ত হয়। ৬০—৭১। গারুড় কল্পে বিশ্বাণ্ড হইতে গরুড় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; ভগবান্ কৃষ্ণ সেই বিবরণ বর্ণন করিয়াছেন। যে পুরাণে সেই বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই গারুড় নামে প্রসিদ্ধ; যে মানব স্বর্ণহংসের সহিত উক্ত পুরাণ সম্প্রদান করে, সে মুখ্য সিদ্ধি লাভ করিয়া শিবলোকে বসতি করিয়া থাকে। ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব অবলম্বনে যে ভবিষ্য কল্প সকলের বর্ণন করিয়াছেন; সেই বিবরণ যাহাতে নিবদ্ধ, তাহা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ নামে বিখ্যাত। ব্রহ্মোক্ত সেই পুরাণ দ্বিশতাধিক-দ্বাদশ-সহস্র-শ্লোকাত্মক। যে মানব ব্যতীপাত যোগে ক্ষৌমবসনযুগলের সহিত উক্ত পুরাণ দান করে, সে সহস্র রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। আর যদি হৈম ধেনুর সহিত উক্ত পুরাণ দান করে, তবে দাতার ব্রহ্মলোক লাভ হয়। অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যাস চতুর্লক্ষশ্লোকাত্মক এই মহাপুরাণশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন; হে দ্বিজগণ! লোকহিতকামনায় দ্বাপরযুগেই পুরাণগ্রন্থ ঐরূপে সংক্ষিপ্ত হইয়াছে; নচেৎ দেবলোকে অদ্যাপি ইহা শতকোটি-শ্লোকাত্মক সুবিস্তৃত আকারেই প্রচলিত আছে। অতঃপর লোকে যে সকল পুরাণ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাদিগের বিবরণ বলিতেছি। পদ্মপুরাণে যে নারসিংহবিবরণ আছে, নারসিংহ পুরাণে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে সেই বৃত্তান্তই বর্ণিত। কার্ত্তিকেয়, নন্দীর নিকট যে ধর্ম্মমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন; সেই বিবরণ যাহাতে নিবদ্ধ, হে দ্বিজোত্তমগণ! লোকে তাহাই নন্দিপুরাণ নামে প্রখ্যাত। সাম্বের প্রসঙ্গে যে পুরাণে বিবিধ কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, হে মুনিব্রত দ্বিজগণ! লোকে তাহা সাম্বপুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপ আদিত্য নামক পুরাণও উপপুরাণান্তর্গত। বস্তুতঃ হে দ্বিজোত্তমগণ! উক্ত অষ্টাদশ পুরাণ ব্যতীত অপর যে সকল পুরাণ আছে, তৎসমস্তও উক্ত অষ্টাদশ পুরাণাবলম্বনেই বিরচিত। বিবিধ আখ্যানসমন্বিত পুরাণ সকল

পুরাণস্য চাখ্যানমিতরৎ স্মৃতম্। সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানুবংশচরিতং পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥৮৪॥ ব্রহ্মবিষ্ণ্বর্করুদ্রাণাং মাহাত্ম্যং ভুবনস্য চ। সংহারশ্চ প্রদৃশ্যেত পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ ৮৫ ॥ ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ মোক্ষশ্চ পরিকীর্ত্ত্যতে। সর্ব্বেষপি পুরাণেষু তদ্বিরুদ্ধে চ যৎফলম্ ॥ ৮৬ ॥ সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ। রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ ॥ ৮৭ ॥ তদ্বদগ্নে চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য হি। সঙ্কীর্ণে চ সরস্বত্যাঃ পিতৃণাং চ নিগদ্যতে ॥ ৮৮ ॥ চতুর্ভি-র্ভগবান্ বিষ্ণুর্দ্বাভ্যাং ব্রহ্মা তথা রবিঃ। অষ্টাদশ-পুরাণেষু শেষেষু ভগবান্ শিবঃ ॥ ৮৯ ॥ বেদবন্নিশ্চলং মন্যে পুরাণং বৈ দ্বিজোত্তমাঃ। বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯০ ॥ বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং চালয়িষ্যতি। ইতিহাস-পুরাণৈস্তু নিশ্চলোঽয়ং কৃতঃ পুরা ॥ ৯১ ॥ যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু ন দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ। উভয়োর্যন্ন দৃষ্টং চ তৎপুরাণেষু গীয়তে ॥ ৯২ ॥ যো বেদ চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ। পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স স্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৯৩ ॥ অষ্টাদশ-পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ। ভারতাখ্যান-মকরোদ্বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্ ॥ ৯৪ ॥ লক্ষেণৈকেন তৎ প্রোক্তং দ্বাপরান্তে মহাত্মনা। বাল্মীকিনা চ যৎ প্রোক্তং রামোপাখ্যানমুত্তমম্ ॥ ৯৫ ॥ ব্রহ্মণা বিহিতং যচ্চ শতকোটিপ্রবিস্তরম্। আহ তন্নারদায়ৈব তেন বাল্মীকয়ে পুনঃ ॥ ৯৬ ॥ বাল্মীকিনা চ লোকে তু ধর্ম্মকামার্থসাধকম্ ॥ ৯৭ ॥ এবং সপাদাঃ পঞ্চৈতে লক্ষাঃ পুণ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। পুরাতনস্য কল্পস্য পুরাণে তু বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ৯৮ ॥ ইতিহাসপুরাণানি ভিদ্যন্তে কালগৌরবাৎ। স্কান্দং তথা চ ব্রহ্মাণ্ডং পুরাণং লৈঙ্গমেব চ ॥ ৯৯ ॥ বারাহকল্পে বিপ্রেন্দ্রাস্তেষাং ভেদঃ প্রবর্ত্ততে। অষ্টাদশপ্রকারেণ ব্রহ্মাণ্ডং ভিন্নমেব হি ॥ ১০০ ॥ অষ্টাদশপুরাণানি তেন জাতানি ভূতলে। লৈঙ্গমেকাদশবিধং প্রভিন্নং দ্বাপরে শুভম্ ॥ ১০১ ॥

পঞ্চ অঙ্গযুক্ত। সৃষ্টি, প্রলয়, মন্বন্তর, বংশ ও বংশজাত জনগণের বৃত্তান্ত,—এই পাঁচটী পুরাণের লক্ষণ। উক্ত পঞ্চলক্ষণান্বিত পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সূর্য্য, ও গণপতির মাহাত্ম্য এবং জগতের সৃষ্টি-সংহারবৃত্তান্ত বর্ণিত। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এবং তাহার ফল, সকল পুরাণেই বর্ণিত থাকে। সাত্ত্বিক পুরাণসমূহে প্রধানতঃ হরিমাহাত্ম্য, রাজসপুরাণচয়ে প্রধানতঃ ব্রহ্মার মাহাত্ম্য এবং তামসপুরাণনিকরে প্রধানতঃ শিবের মাহাত্ম্যই পরিবর্ণিত। আর সঙ্কীর্ণ গুণময় পুরাণে প্রধানতঃ সরস্বতী ও পিতৃলোকাদির মাহাত্ম্য সঙ্কীর্ত্তিত। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে চারিখানিতে ভগবান্ বিষ্ণুর, দুইখানিতে ব্রহ্মার, দুইখানিতে রবির এবং অপরগুলিতে ভগবান্ শিবের প্রাধান্য বর্ণিত। হে দ্বিজোত্তমগণ! আমার বোধ হয় যে, পুরাণসকল বেদবৎ নিশ্চল; কারণ বেদ সকল পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত; ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৭২—৯০। "এ ব্যক্তি আমাকে বিচলিত করিবে" বেদ সকল অল্পজ্ঞ ব্যক্তি হইতে এইরূপ ভীতি সর্ব্বদাই প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদকে নিশ্চল করা হইয়াছে। হে দ্বিজগণ! যাহা বেদে দেখা যায় নাই, কিম্বা যাহা স্মৃতিতে দৃষ্ট হয় না, অথবা যাহা বেদ বা স্মৃতি উভয়ত্রই লক্ষিত হয় নাই; তাহাও পুরাণে পরিগীত হইয়াছে। যে দ্বিজ অঙ্গ ও উপনিষদের সহিত বেদাভ্যাস করিয়াছেন, কিন্তু পুরাণ জানেন না, তিনি বিচক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। সত্যবতীনন্দন ব্যাস প্রথমে অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়া পরে বেদার্থগুম্ফিত মহাভারত নামক উপাখ্যানগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। মহাত্মা ব্যাস উহা একলক্ষ শ্লোকে রচনা করিয়াছেন, দ্বাপর যুগের অন্তকালে উহা বিরচিত হইয়াছে। বাল্মীকি মুনি যে উত্তম রামোপাখ্যানাত্মক রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, পূর্ব্বে ব্রহ্মা উহা শতকোটিশ্লোকে রচনা করিয়াছিলেন এবং তিনিও উহা নারদের নিকট বর্ণন করেন। নারদের নিকট শুনিয়া বাল্মীকি তাহা সংক্ষেপে চতুর্বিংশতিসহস্র শ্লোকে রামায়ণাকারে নিবদ্ধ করেন। ঐ রামায়ণ গ্রন্থ ধর্ম্মকামার্থসাধক। সমষ্টিতে সপাদ পঞ্চলক্ষ শ্লোকে পুরাতন কল্পবিবরণাদি সহ পুণ্য পুরাণশাস্ত্র বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই সুধীগণের অভিমত। কাল-গৌরবে এই ইতিহাস-পুরাণাদির আবার বিবিধ ভেদ ঘটিয়াছে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! বরাহকল্পে স্কান্দ, ব্রহ্মাণ্ড ও লিঙ্গ পুরাণ বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অষ্টাদশবিধ ভেদ হওয়ায় উহা হইতে ভূতলে অষ্টাদশ পুরাণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। দ্বাপর যুগে শুভদায়ক লিঙ্গ পুরাণের একাদশবিধ

স্কান্দং তু সপ্তধা ভিন্নং বেদব্যাসেন ধীমতা।
একাশীতিসহস্রাণি শতং চৈকং তু সংখ্যয়া॥ ১০২॥
তস্যাদ্যো যো বিভাগস্তু স্কন্দমাহাত্ম্যসংযুতঃ।
মাহেশ্বরঃ সমাখ্যাতো দ্বিতীয়ো বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ॥১০৩॥
তৃতীয়ো ব্রহ্মণঃ প্রোক্তঃ সৃষ্টিসংক্ষেপসূচকঃ।
কাশীমাহাত্ম্যসংযুক্তশ্চতুর্থঃ পরিপঠ্যতে॥ ১০৪॥
রেবায়া পঞ্চমো ভাগঃ সোজ্জয়িন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ষষ্ঠঃ কল্পো নাগরশ্চ তীর্থমাহাত্ম্যসূচকঃ॥ ১০৫॥
সপ্তমো যো বিভাগোঽয়ং স্মৃতঃ প্রাভাসিকো দ্বিজাঃ।
সর্ব্বে দ্বাদশসাহস্রা বিভাগাঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ১০৬॥
অস্মিন্ প্রাভাসিকঃ সর্ব্বো বর্ণ্যতে ক্ষেত্রবিস্তরঃ।
তীর্থানাং চৈব মাহাত্ম্যং মাহাত্ম্যং শঙ্করস্য চ॥ ১০৭॥
অন্যেষাং চৈব দেবানাং মাহাত্ম্যং চ প্রকীর্ত্ত্যতে।
ইতি ভেদঃ পুরাণানাং সংক্ষেপাৎ কথিতো দ্বিজাঃ॥ ১০৮॥ ইমমষ্টাদশানাং তু পুরাণানামনুক্রমম্।
যঃ পঠেদ্দৈব্যকব্যেষু স যাতি ভবনং হরেঃ॥ ১০৯॥
ইদং পবিত্রং হি যশোনিধানমিদং পিতৄণামপি বল্লভং চ। ইদং চ বেদেষমৃতায় নিত্যমিদং মহাপাতকহৃচ্চ পুসাম্॥ ১১০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সসংখ্যাকাষ্টাদশমহাপুরাণোপপুরাণবর্ণনপূর্ব্বকপুরাণপুস্তকদানফলবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ॥ ২॥

ভেদ জন্মিয়াছে। ধীমান্ ব্যাস একশতাধিক একাশীতিসহস্রশ্লোকাত্মক স্কান্দ পুরাণকেও সপ্ত ভাগে বিভক্ত করেন। উহার প্রথম ভাগের নাম মাহেশ্বর খণ্ড; উহাতে প্রধানতঃ স্কন্দদেবের মাহাত্ম্য বর্ণিত। দ্বিতীয়ভাগের নাম বৈষ্ণব; উহাতে বিষ্ণুমাহাত্ম্য, এবং ব্রাহ্মখণ্ড নামক তৃতীয়ভাগে ব্রহ্মার মাহাত্ম্যসহ সৃষ্টিপ্রলয়বার্ত্তা বর্ণিত। চতুর্থভাগের নাম কাশীখণ্ড; উহাতে কাশীমাহাত্ম্য বর্ণিত। পঞ্চমভাগের নাম আবন্ত্যখণ্ড, উহাতে রেবা ও উজ্জয়িনীমাহাত্ম্য বর্ণিত। ষষ্ঠভাগের নাম নাগরখণ্ড। উহাতে বিবিধ তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণিত। আর সপ্তমখণ্ডের নাম প্রভাসখণ্ড। হে দ্বিজগণ! স্কান্দ পুরাণের এই সপ্তভাগের প্রত্যেক ভাগ কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক দ্বাদশসহস্রশ্লোকাত্মক। উক্ত প্রভাসখণ্ডে প্রভাসক্ষেত্রের সবিস্তর বিবরণ এবং তীর্থমাহাত্ম্য, শঙ্কর মাহাত্ম্য ও অপরাপর দেবগণের মাহাত্ম্য সম্যক্ পরিবর্ণিত। হে দ্বিজগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট সংক্ষেপে পুরাণ-সমূহের প্রভেদের কথা কহিলাম। যে ব্যক্তি দৈবপৈত্র-কার্য্যে পুরাণবৃত্তান্ত ক্রমানুসারে পাঠ করে, সে হরিমন্দির প্রাপ্ত হয়। এই পুরাণবিবরণ পবিত্র, যশস্কর ও পিতৃগণের প্রীতিকর; ইহা দেবগণের অমৃততুল্য তৃপ্তিবিধায়ক ও জনগণের নিয়ত মহাপাতকনাশক। ৯১—১১০।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। কথিতো ভবতা সর্গঃ প্রতিসর্গস্তথৈব চ। বংশানুবংশচরিতং পুরাণানামনুক্রমঃ॥ ১॥ মন্বন্তরপ্রমাণঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডস্য চ বিস্তরঃ। জ্যোতিশ্চক্রস্বরূপঞ্চ যথাবদনুবর্ণিতম্। শ্রোতুমিচ্ছামহে ত্বত্তঃ সাম্প্রতং তীর্থবিস্তরম্॥ ২॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পাপঘ্নানি শুভানি চ। তানি সূতজ কার্ৎস্নেন যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥ ৩॥ সূত উবাচ। ইদং পৃষ্টং পুরা দেব্যা কৈলাসশিখরোত্তমে। নানাধাতুবিচিত্রাঙ্গে নানারত্নসমন্বিতে॥ ৪॥ নানাক্রমলতাকীর্ণে নানাপুষ্পোপশোভিতে। যক্ষবিদ্যাধরাকীর্ণে হ্যপ্সরোগণসেবিতে॥ ৫॥ তত্র ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ স্কন্দনন্দিগণেশ্বরাঃ। চন্দ্রাদিত্যৌ গ্রহৈঃ সার্দ্ধং নক্ষত্রধ্রুবমণ্ডলম্॥ ৬॥ বায়ুশ্চ বরুণশ্চৈব কুবেরো ধনদস্তথা। ঈশানশ্চাগ্নিরিন্দ্রশ্চ যমো নির্ঋতিরেব

তৃতীয় অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন —আপনি আমাদিগের নিকট সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, বংশচরিত, পুরাণনিচয়ের অনুক্রম, মন্বন্তরপ্রমাণ, ব্রহ্মাণ্ডবিস্তার, জ্যোতিশ্চক্রস্বরূপ,—এতৎসমস্ত যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন; সম্প্রতি আমরা আপনার নিকট তীর্থবিবরণ শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। হে সূতনন্দন! ভূতলে যে সকল তীর্থ পাপনাশক ও শুভসম্পাদক, আপনি তৎসমস্তের যথাযথ বিবরণ সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করুন। সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ! পূর্ব্বে একদা নানাধাতুরাগে বিচিত্র, নানারত্নান্বিত, নানাতরুলতাকীর্ণ, নানা কুসুমশোভিত, যক্ষবিদ্যাধরব্যাপ্ত, অপ্সরোগণসেবিত কৈলাসশিখরে শঙ্করের নিকট দেবী পার্ব্বতীও এই কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন সেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয়, নন্দী, অপরাপর গণেশ্বরগণ, চন্দ্র, সূর্য্য, অন্যান্য গ্রহগণ, ধ্রুব, নক্ষত্রমণ্ডল, বায়ু, বরুণ, ধনেশ্বর কুবের, ঈশান,

চ॥ ৭॥ সরিতঃ সাগরাঃ সর্ব্বে পর্ব্বতা উরগাস্তথা। ব্রাহ্ম্যাদ্যা মাতরশ্চৈব ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ॥ ৮॥ মূর্ত্তিমন্তি চ তীর্থানি ক্ষেত্রাণ্যায়তনানি চ। দানবাস্তুরদৈত্যাশ্চ পিশাচা ভূতরাক্ষসাঃ॥ ৯॥ তত্র সিংহাসনং দিব্যং শতযোজনবিস্তৃতম্। সূর্য্যকোটিসমপ্রখ্যং মণিমৌক্তিকমণ্ডিতম্॥ ১০॥ পদ্মনীলোৎপলোপেতং সিদ্ধকিন্নরসেবিতম্। শ্বেতাতপত্রকোটীভিঃ প্রচ্ছাদিতদিগন্তরম্॥ ১১॥ লক্ষাযুতসহস্রৈশ্চ রুদ্রকোটিভিরাবৃতম্। তন্মধ্যে সর্ব্বতোভদ্রং সিংহদ্বারৈঃ সুতোরণৈঃ॥ ১২॥ স্বচ্ছমৌক্তিকসঙ্কাশং প্রাকারশিখরাবৃতম্। নন্দীশ্বরমাহাকালদ্বারপালগণৈর্যুতম্॥ ১৩॥ কিঙ্কিণীজালমুখরৈঃ সৎপতাকৈরলঙ্কৃতম্। বিতানচ্ছত্রখণ্ডৈশ্চ মুক্তাদামপ্রলম্বিতৈঃ॥ ১৪॥ ঘণ্টাচামরশোভাঢ্যৈর্দর্পণৈশ্চোপশোভিতম্। কলসৈর্দ্বারবিন্যস্তরত্নপল্লবসংযুতৈঃ॥ ১৫॥ চিত্রিতং চিত্রশাস্ত্রজ্ঞৈ রত্নচূর্ণৈঃ সমুজ্জ্বলৈঃ। স্বস্তিকৈঃ পত্রবল্যাদ্যৈর্লিঙ্গোদ্ভবলতাদিভিঃ॥ ১৬॥ শতসিংহাসনাকীর্ণং বেদিকাভিশ্চ শোভিতম্। আসীনৈ রুদ্রবৃন্দৈশ্চ রুদ্রকন্যাকদম্বকৈঃ॥ ১৭॥ লক্ষপত্রদলাঢ্যৈশ্চ শ্বেতপদ্মৈশ্চ ভূষিতম্। অপ্সরোভিঃ সমাকীর্ণং পুষ্পপ্রকরবিস্তৃতম্॥ ১৮॥ ধূপিতং ধূপবর্ত্তীভিঃ কুঙ্কুমোদকসেচিতম্। বংশবীণামৃদঙ্গৈশ্চ গোমুখৈর্মুখবাদনৈঃ॥ ১৯॥ শঙ্খভেরীনিনাদেন দুন্দুভিধ্বনিতেন চ। গর্জ্জদ্ভির্গণবৃন্দৈশ্চ মেঘস্বনিতনিস্বনৈঃ॥ ২০॥ গণানাং স্তোত্রশব্দেন সামবেদরবেণ চ। প্রেক্ষণীয়ৈর্মহানাদৈর্গেয়হুঙ্কারশোভিতম্॥ ২১॥ বৃষনর্দ্দিতশব্দেন গজবাজিরবেণ চ। কাঞ্চীনূপুরশব্দেন সমাকীর্ণদিগন্তরম্॥ ২২॥ সর্ব্বসম্পৎকরং শ্রীমচ্ছঙ্করস্যৈব মন্দিরম্। বংশবীণামৃদঙ্গৈশ্চ নাদিতং তত্রতত্র হ। ঋগ্বেদো মূর্ত্তিমাংশ্চৈব শক্রনীলসমদ্যুতিঃ॥ ২৩॥ দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গো দিব্যাভরণভূষিতঃ। সংস্থিতঃ পূর্ব্বতস্তস্য দীপ্যমানঃ স্বতেজসা॥ ২৪॥ উত্তরেণ যজুর্বেদঃ শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভঃ। দিব্যকুণ্ডলধারী চ মহাকায়ো মহাভুজঃ॥ ২৫॥ স্থিতঃ পশ্চিমদিগ্‌ভাগে সামবেদঃ সনাতনঃ। রক্তাম্বরধরঃ শ্রীমান্ পদ্মরাগসমপ্রভঃ॥ ২৬॥ স্রগ্‌দামধারী চিত্রশ্চ গীতভূষণভূষিতঃ। অথর্ব্বাঞ্জনবচ্ছ্যামঃ স্থিতো দক্ষিণতস্তথা॥

অগ্নি, ইন্দ্র, যম, নির্ঋতি, সমস্ত সরিৎ, সাগর, শৈল, ও সরীসৃপ, ব্রাহ্মী প্রমুখ মাতৃগণ, তপোধন ঋষিগণ, মূর্ত্তিমান্ তীর্থ, ক্ষেত্র ও আয়তনসমূহ এবং বিবিধ দেবতা, অসুর, পিশাচ, ভূত, ও রাক্ষসগণ সমাসীন ছিলেন। সেখানে একখানি শতযোজনবিস্তৃত দিব্য সিংহাসন ছিল; তাহা কোটিসূর্য্যসম সমুজ্জ্বল, বিবিধ মণিমুক্তায় মণ্ডিত; বিবিধ কমল-নীলোৎপল দ্বারা ভূষিত, ও সিদ্ধকিন্নরগণপরিবেষ্টিত। কোটি কোটি শ্বেতচ্ছত্রে উহার চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছাদিত; এবং উহা সহস্র সহস্র, অযুত অযুত, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি রুদ্র দ্বারা সম্যক্ সমাবৃত। তন্মধ্যে একটি সর্ব্বতোভদ্র মন্দির; উহা সুন্দর তোরণযুক্ত সিংহদ্বার-চতুষ্টয়ে সুশোভিত এবং মুক্তাসম স্বচ্ছ সমুন্নত প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত। উহার প্রতি দ্বারে নন্দীশ্বর মহাকালাদি দ্বারপালগণ অবস্থিত। উহা কিঙ্কিণীজালমুখরিত মনোরম পতাকা, উত্তম চন্দ্রাতপ, বিলম্বিত-মুক্তাদাম-সমন্বিত ছত্র, ঘণ্টা, চামর ও সুদৃশ্য আদর্শসমূহে সমলঙ্কৃত। দ্বারদেশ বিন্যস্ত রত্ন-পল্লবযুক্ত কলস সকল দ্বারা শোভমান; চিত্রশাস্ত্রাভিজ্ঞ শিল্পী জনগণ কর্ত্তৃক সমুজ্জ্বল রত্নচূর্ণ দ্বারা স্বস্তিক-পত্রাবলী-লিঙ্গোদ্ভব-লতাদি বিবিধ চিত্রে বিচিত্রিত; শত শত সিংহাসন ও বেদিকা দ্বারা শোভিত; লক্ষ দলান্বিত শ্বেতকমল সকলে ভূষিত; বিকীর্ণ পুষ্পসমূহে শোভাসম্পন্ন; সমাসীন রুদ্রগণে; রুদ্র-কুমারীনিকরে ও অপ্সরোদলে সমাকীর্ণ; ধূপবর্ত্তীনিচয়ে ধূপিত; ও কুঙ্কুমোদকে সম্যক্ সিক্ত। বংশ, বীণা, মৃদঙ্গ, গোমুখ, শঙ্খ, ভেরী, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র-ধ্বনি, মুখবাদ্য, গণগণোচ্চারিত স্তুতিপাঠরব, সামবেদনির্ঘোষ, গণবৃন্দের মেঘঘোষ সদৃশ গর্জ্জন, দর্শক ও গায়কগণের হুঙ্কাররব, বৃষ-গজ বাজিগণের নর্দ্দিত এবং কাঞ্চীনূপুর-নিঃস্বনে উহার দিগ্‌দিগন্তর পরিব্যাপ্ত। ১—২২। শঙ্করের সেই সর্ব্বসম্পৎকর শ্রীমন্দির স্থানে স্থানে বংশ-বীণা-মৃদঙ্গাদি দ্বারা সবিশেষ নিনাদিত। উহার পূর্ব্বদিকে দিব্যগন্ধানুলিপ্ত, দিব্যাভরণমণ্ডিত, ইন্দ্রনীল-সমকান্তি, স্বীয় তেজে দীপ্যমান, মূর্ত্তিমান্ ঋগ্বেদ বিরাজমান। উত্তর দিকে শুদ্ধ স্ফটিককান্তি, দিব্যকুণ্ডলধারী, মহাকায়, মহাবাহু যজুর্বেদ বর্ত্তমান। পশ্চিমদিকে পদ্মরাগসমদ্যুতি, রক্তাম্বরধর, মাল্যবান্, বিচিত্রাঙ্গ, সঙ্গীতোচিতভূষণে বিভূষিত, শ্রীমান্ সামবেদ সমাসীন। দক্ষিণদিকে অঞ্জনসম-শ্যামবর্ণ, পিঙ্গললোচন, লোহিতগ্রীব, কপিলকেশ,

২৭। পিঙ্গাক্ষো লোহিতগ্রীবো হরিকেশো মহাতনুঃ। ইতিহাসষড়ঙ্গানি পুরাণাঙ্গখিলানি চ। ২৮। বেদোপনিষদশ্ছন্দো মীমাংসারণ্যকং তথা। স্বাহাকারবষট্কারৌ রহস্যানি তথৈব চ। ২৯। এতৈঃ সমন্বিতৈশ্চৈব তত্র ব্রহ্মা স্বয়ং স্থিতঃ। শক্তিরূপধরৈর্মন্ত্রৈর্যোগৈশ্বর্য্যসমন্বিতৈঃ। ৩০। সহস্রপত্রকমলৈরন্বিতৈঃ সুরপূজিতৈঃ। পূজিতৈর্গণকৈশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিষ্ণ্বিন্দ্রবন্দিতৈঃ। ৩১। চামরাক্ষেপব্যজনৈর্বীজিতৈশ্চ সমন্ততঃ। শোভিতশ্চ সদা শ্রীমাংশ্চন্দ্রকোটিসমপ্রভঃ। ৩২। জ্ঞানামৃতসুতৃপ্তাত্মা যোগৈশ্বর্য্যপ্রসাদকঃ। যোগীন্দ্রমানসাম্ভোজরাজহংসো দ্বিজোত্তমাঃ। ৩৩। অজ্ঞানতিমিরধ্বংসী ষট্ত্রিংশত্তত্ত্বভূষণঃ। সর্ব্বসৌখ্যপ্রদাতা চ তত্রাস্তে চন্দ্রশেখরঃ। ৩৪। তস্যোৎসঙ্গগতা দেবী তপ্তকাঞ্চনসপ্রভা। পূজিতা যোগিনীবৃন্দৈঃ সাধকৈঃ সুরকিন্নরৈঃ। ৩৫। সর্ব্বলক্ষসম্পূর্ণা সর্ব্বাভরণভূষিতা। যোগসিদ্ধিপ্রদা নিত্যং মোক্ষাভ্যুদয়দায়িনী। ৩৬। সৌভাগ্যকদলীকন্দমূলবীজঞ্চ পার্ব্বতী। দেবস্য মুখমালোক্য বিস্মিতা চারুলোচনা। ৩৭। আনন্দভাবং সংজ্ঞায় আনন্দাশ্রাবিলেক্ষণম্। উবাচ দেবী মধুরং কৃতাঞ্জলিপুটা সতী। ৩৮। দেব্যুবাচ। জন্মকোটিসহস্রাণি জন্মকোটিশতানি চ। সেবিতস্ত্বং জগন্নাথ ময়া প্রাপনচিন্তয়া। ৩৯। অর্দ্ধাঙ্গসংস্থয়া বাপি ত্বদ্বক্ত্রধ্যানকাম্যয়া। তথাপি তে জগন্নাথ নান্তো লব্ধো মহেশ্বর। ৪০। অনন্তরূপিণে তুভ্যং দেবদেব নমোঽস্তু তে। নমো বেদরহস্যায় নমো বেদৈঃ স্তুতায় চ। ৪১। শ্মশানরতিনিত্যায় নমো গগনচারিণে। জ্যেষ্ঠসামরহস্যায় শতরুদ্রপ্রিয়ায় চ। ৪২। নমো বৃষকৃতাঙ্কায় যজুর্ব্বেদধরায় চ। ব্রহ্মাণ্ডকোটিসংলগ্নমালিনে গগনাত্মনে। ৪৩। মণিচিত্রিতকণ্ঠায় নমঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে। নমো দেবস্বরূপায় দ্বিজসিদ্ধিপ্রিয়ায় চ। ৪৪। পুংস্ত্রীবিকাররূপায় নমশ্চন্দ্রার্দ্ধধারিণে। নমোঽগ্নয়ে সহোমায় আদিত্যবরুণায় চ। ৪৫। পৃথিব্যৈ চান্তরিক্ষায় বায়বে দীক্ষিতায় চ। সংযোগায় বিয়োগায় ধাত্রে কর্ত্রেঽপহারিণে। ৪৬। প্রদীপ্তশূলহস্তায় ব্রহ্মদণ্ডধরায় চ। নমঃ পতীনাং পতয়ে মহতাং পতয়ে নমঃ। ৪৭। নমঃ কালাগ্নিরুদ্রায় সপ্তলোকনিবাসিনে। ত্বং গতিঃ সর্ব্বভূতানাংভূতানাং

মহাকায় অথর্ব্ববেদ বিদ্যমান। ইতিহাস, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দ—এই ছয় বেদাঙ্গ, পুরাণ সকল, উপনিষৎ, মীমাংসা, আরণ্যক, স্বাহাকার, বষট্কার ও রহস্যতত্ত্ব সকলের সহিত ব্রহ্মাণ্ড তথায় অবস্থিত। মধ্যস্থলে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের বন্দিত, রুদ্রগণ কর্ত্তৃক সহস্রদল কমল দ্বারা পূজ্যমান, চামরব্যজনে বীজ্যমান, শক্তিরূপধর, মন্ত্রযোগ ও অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি দ্বারা সদা সুশোভিত, কোটি-চন্দ্র-সমপ্রভ, জ্ঞানামৃত-তৃপ্ত, যোগৈশ্বর্য্যপ্রসাদকর্ত্তা, শ্রেষ্ঠ যোগিজনের মানস-সরোজের রাজহংসসদৃশ, অজ্ঞানতিমিরহারী, ষট্ত্রিংশৎ-তত্ত্বভূষিত, সর্ব্বসুখদাতা, শ্রীমান্ চন্দ্রশেখর বিরাজিত। তদীয় উৎসঙ্গে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা, সর্ব্বসুলক্ষণবতী, যোগসিদ্ধিদা, মোক্ষাভ্যুদয়বিধায়িনী পার্ব্বতী দেবী বিরাজমানা। সুর কিন্নরাদি সাধক জনে ও যোগিনীগণে পরিপূজিতা ও সৌভাগ্যরূপ কদলীকন্দের মূলবীজস্বরূপা, সতী শৈলসুতা, পতিশঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে আনন্দাশ্রপ্লুত-লোচন দর্শনে তদীয় আনন্দভাব বুঝিতে পারিয়া বিস্মিতচিত্তে কৃতাঞ্জলিকরে মধুরবচনে কহিলেন,—হে জগন্নাথ! আমি শত-সহস্র-কোটি জন্ম মনে প্রাণে আপনার সেবা করিয়াছি; আপনার বদনকমলের নিরন্তর ধ্যান-কামনায় আমি আপনার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইয়াছি; পরন্তু হে মহেশ্বর! তথাপি আপনার অন্ত বুঝিতে পরিলাম না।২৩—৪০। হে দেবদেব! আপনি অনন্তরূপ; আপনাকে নমস্কার। আপনি বেদরহস্য, আপনাকে নমস্কার। বেদস্তুত আপনাকে নমস্কার। শ্মশানক্রীড়ানিরত আপনাকে নমস্কার। গগনচারী আপনাকে নমস্কার। জ্যেষ্ঠসামরহস্য আপনাকে নমস্কার। শতরুদ্রপ্রিয় আপনাকে নমস্কার। বৃষলাঞ্ছন আপনাকে নমস্কার। যজুর্ব্বেদধর আপনাকে নমস্কার। কোটি ব্রহ্মাণ্ডসংলগ্ন মালাধারী গগনাত্মা আপনাকে নমস্কার। মণিচিত্রিতকণ্ঠ, সর্ব্বার্থসিদ্ধিদ আপনাকে নমস্কার। বেদস্বরূপ ও দ্বিজসিদ্ধিপ্রিয় আপনাকে নমস্কার। বিকার দ্বারা স্ত্রী পুরুষরূপী ও চন্দ্রখণ্ডধর আপনাকে নমস্কার। আপনি উমাসহায় এবং আপনি সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, বায়ু, যজমান, সংযোগ, বিয়োগ, ধাতা, কর্ত্তা, অপহর্ত্তা, দীপ্ত-শূলহস্ত ও ব্রহ্মদণ্ডধর; আপনাকে নমস্কার। আপনি পতিসকলের পতি, এবং মহৎসকলেরও পতি, আপনাকে নমস্কার।

পতয়ে নমঃ ॥ ৪৮ ॥ নমস্তে ভগবন্ রুদ্র নমস্তে ভগবচ্ছিব । নমস্তে পরতঃ শ্রেষ্ঠ নমস্তে পরতঃ পর ॥ ৪৯ ॥ জিহ্বাচাপল্যভাবেন খেদিতোঽসি ময়া প্রভো । তৎক্ষন্তব্যং মহেশান জ্ঞানদিব্য নমোঽস্তু তে ॥ ৫০ ॥ ঈশ্বর উবাচ । মমোৎসঙ্গস্থিতা দেবি কিং ত্বং সাস্রাবিলেক্ষণা । অদ্যাপি কিমপূর্ণং তে তৎসর্ব্বং করবাণ্যহম্ ॥ ৫১ ॥ বরং ব্রবীহি ভদ্রং তে স্তবেনানেন সুব্রতে । দদামি তে ন সন্দেহঃ শোকং ত্যজ মহেশ্বরি ॥ ৫২ ॥ নিষ্কলে সকলে দেবি স্থূলে সূক্ষ্মে চরাচরে । ন তৎপশ্যামি দেবেশি যত্ত্বয়া রহিতং ভবেৎ ॥ ৫৩ ॥ অহং তে হৃদয়ে গৌরি ত্বং চ মে হৃদি সংস্থিতা । অহং ভ্রাতা চ পুত্রশ্চ বন্ধুর্ভর্ত্তা তথৈব চ ॥ ৫৪ ॥ ত্বং তু মে ভগিনী ভার্য্যা দুহিতা বান্ধবী স্নুষা । অহং যজ্ঞপতির্যজ্ঞা ত্বং চ শ্রদ্ধা সদক্ষিণা ॥ ৫৫ ॥ ওঙ্কারোঽহং বষট্কারঃ সামাহমৃগযজুস্তথা । অহমগ্নিশ্চ হোতা চ যজমানস্তথৈব চ ॥ ৫৬ ॥ অধ্বর্য্যুরহমুদ্গাতা ব্রহ্মাহং ব্রহ্মবিত্তথা । ত্বং তু দেব্যরণী চৈব পত্নী তু পরিকীর্ত্ত্যসে ॥ ৫৭ ॥ স্বাহা স্বধা চ সুশ্রোণি ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ । অহমিষ্টো মহাযজ্ঞঃ পূর্ব্বো যজ্ঞস্ত্বমুচ্যসে ॥ ৫৮ ॥ পুরুষোঽহং বরারোহে প্রকৃতিস্ত্বং নিগদ্যসে । অহং বিষ্ণুর্মহাবীর্য্যস্ত্বং লক্ষ্মীর্লোকভাবিনী ॥ ৫৯ ॥ অহমিন্দ্রো মহাতেজাঃ প্রাচী ত্বং পরমেশ্বরী । প্রজাপতীনাং রূপেণ সর্ব্বমাহং ব্যবস্থিতঃ ॥ ৬০ ॥ তেষাং যা নায়িকাস্তাস্ত্বং রূপৈস্তৈস্তৈরবস্থিতা । দিবসোঽহং মহাদেবি রজনী ত্বং নিগদ্যসে ॥ ৬১ ॥ নিমেষোঽহং মুহূর্ত্তশ্চ ত্বং কলা সিদ্ধিরেব চ । অহং তেজোঽধিকঃ সূর্য্যস্ত্বং তু সন্ধ্যা প্রকীর্ত্ত্যসে ॥ ৬২ ॥ অহং বীজধরঃ শ্রেষ্ঠস্ত্বং তু ক্ষেত্রং বরাননে । অহং বনস্পতিঃ প্লক্ষস্ত্বং বনস্পতিরুচ্যসে ॥ ৬৩ ॥ শেষরূপধরো নিত্যো ফণামণিবিভূষিতঃ । রেবতী ত্বং বিশালাক্ষি মদবিভ্রমলোচনা ॥৬৪॥ মোক্ষোঽহং সর্ব্বদুঃখানাং ত্বং তু দেবি পরা গতিঃ । অপাং পতিরহং ভদ্রে ত্বং তু দেবি সরিদ্বরা ॥ ৬৫ ॥ বড়বাগ্নিরহং ভদ্রে ত্বং তু দীপ্তিঃ প্রকীর্ত্তিতা । প্রজাপতিরহং কর্ত্তা ত্বং প্রজা প্রকৃতিস্তথা ॥ ৬৬ ॥ নাগা-

---

আপনি সপ্তলোকনিবাসী ও কালাগ্নি রুদ্র, আপনাকে নমস্কার। আপনিই সর্ব্বভূতের পতি ও ভূতচয়ের পতি, আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্ রুদ্র! আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্! শিব! আপনাকে নমস্কার। আপনি পর সকলের পর এবং শ্রেষ্ঠসমূহেরও শ্রেষ্ঠ। প্রভো! আমি জিহ্বাচাপল্যবশে আপনাকে ক্লিষ্ট করিলাম; হে মহেশান! আপনি তাহা ক্ষমা করুন, হে জ্ঞানানন্দ! আপনাকে নমস্কার।৪১—৫০। ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! তুমি তো আমার অঙ্কে অবস্থিত তবে কিজন্য তোমার লোচনযুগল অস্রাবিল হইয়াছে? অদ্যাপি তোমার কোন্ বাসনা অপূর্ণ রহিয়াছে?—আমি তাহা সমস্তই পূরণ করিয়া দিব। অয়ি সুব্রতে! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি বর প্রার্থনা কর, তোমার এই স্তবে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; মহেশ্বরি! তোমার প্রার্থিত বিষয় আমি প্রদান করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি শোক ত্যাগ কর। হে দেবেশি! এই নিষ্কল-স-কল-স্থূল-সূক্ষ্ম চরাচরমধ্যে এমন কিছু নাই, যাহাতে তুমি নাই। গৌরি! আমি তোমার হৃদয়ে নিয়ত অবস্থিত, আর তুমিও আমার হৃদয়ে অবস্থিতা। আমি তোমার ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধু ও ভর্ত্তা; আর তুমিও আমার ভগিনী, ভার্য্যা, কন্যা, স্নুষা ও সখী। আমি যজ্ঞপতি, তুমি দক্ষিণা, আমি যজ্ঞ আর তুমি শ্রদ্ধা। আমি ওঙ্কার, বষট্কার, সাম, ঋক্, যজুঃ, অগ্নি, হোতা, যজমান, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা, ব্রহ্মা ও ব্রহ্মবিৎ; আর হে দেবি! তুমি অরণী, পত্নী স্বাহা ও স্বধা। অয়ি সুশ্রোণি! তোমাতে এই সমস্তই প্রতিষ্ঠিত। আমিই অভীষ্ট মহাযজ্ঞ, পরন্তু তুমি পূর্ব্বযজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাক। অয়ি বরারোহে! আমি পুরুষ আর তুমিই প্রকৃতি বলিয়া কথিত হও। আমিই মহাবীর্য্য বিষ্ণু, আর তুমি লোকস্থিতিবিধায়িনী লক্ষ্মী। আমি মহাতেজা ইন্দ্র, আর তুমি পরমেশ্বরী শচী। আমি সমস্ত প্রজাপতিরূপী, আর তুমি তাঁহাদিগের পত্নীগণের রূপে বর্ত্তমানা। মহাদেবি! আমি দিবস, আর তুমি রাত্রি! আমি নিমেষ, তুমি কলা; আমি মুহূর্ত্ত, আর তুমি সিদ্ধি; আমি অতি তেজস্বী সূর্য্য, আর তুমি সন্ধ্যা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাক। অয়ি বরাননে! আমি শ্রেষ্ঠ বীজস্বরূপ, আর তুমি ক্ষেত্র; আমি প্লক্ষবৃক্ষরূপী, আর তুমি বনস্পতিরূপিণী অয়ি নিত্যে। বিশালাক্ষি! আমি ফণামণিভূষিত শেষ নাগ, আর তুমি মদবিভ্রান্তনয়না রেবতী। আমি সর্ব্বদুঃখের মোক্ষস্বরূপ, আর তুমি পরমগতিরূপিণী। ভদ্রে! আমি সমুদ্র, আর তুমি সরিদ্বরা গঙ্গা। শুভে! আমি বাড়বানল আর তুমি দীপ্তি বলিয়া কীর্ত্তিতা। আমি প্রজাপতি ও কর্ত্তা, আর

নামধিপশ্চাহং পাতালতলবাসিনাম্। ত্বং নাগী নাগরাজোঽহং সহস্রফণভূষিতঃ ॥ ৬৭ ॥ নিশাকরব শ্চাহং শ্রেষ্ঠা ত্বং রজনীকরী। কামোঽহং কামদো দেবি ত্বং রতিঃ স্মৃতিরেব চ ॥ ৬৮ ॥ দুর্ব্বাসাশ্চাপ্যহং ভদ্রে ত্বং ক্ষমা সমচারিণী। লোভমোহতপশ্চাহং ত্বং তৃষ্ণা তামসী স্মৃতা ॥ ৬৯ ॥ ককুদ্মান বৃষভশ্চাহং যোগমাতা তপস্বিনী। বায়ুরপ্যহমব্যক্তস্ত্বং গতির্মনসূদনী ॥ ৭০ ॥ অহং মোচয়িতা লোভে নির্ম্মমা ত্বং যশস্বিনি। নয়োঽহং সর্ব্বকার্য্যেষু নীতিস্ত্বং কমলেক্ষণা ॥ ৭১ ॥ অহমন্নং চ ভোক্তা চ ওষধী ত্বং নিগদ্যসে। অহমগ্নিশ্চ ধূমশ্চ ত্বমূষ্মা জ্বালমেব চ ॥ ৭২ ॥ অহং সংবর্ত্তকো মেঘস্ত্বং চ ধারা হ্যনেকশঃ। অহং মুনীনাং রূপেণ ত্বং তৎপত্নী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৭৩ ॥ অহং সংসারকর্ত্তা বৈ ত্বং তু সৃষ্টির্বরাননে। অহং শুক্রাস্থিরোমাণি ত্বং মজ্জা বলমেব চ ॥ ৭৪ ॥ পর্জ্জন্যোঽহং মহাভাগে ত্বং বৃষ্টিঃ পরমেশ্বরি। অহং সংবৎসরো দেবি ত্বমৃতুঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৭৫ ॥ অহং কৃতযুগো দেবি ত্বং তু ত্রেতা নিগদ্যসে। যুগোঽহং দ্বাপরঃ শ্রীমাংস্ত্বং কলিঃ পরমেশ্বরি ॥ ৭৬ ॥ আকাশশ্চাপ্যহং ভদ্রে পৃথিবী ত্বমিহোচ্যসে। অহমদৃশ্যমূর্ত্তিশ্চ দৃশ্যমূর্ত্তিস্ত্বমুচ্যসে ॥ ৭৭ ॥ বরদোঽহং বরারোহে মন্ত্রস্ত্বমিতি চোচ্যসে। অহং দ্রষ্টা চ শ্রোতা চ ত্বং দৃশ্যা শ্রুতিরেব চ ॥ ৭৮ ॥ অহং বক্তা রময়িতা ত্বং বাচ্যা পরমেশ্বরি। অহং শ্রোতা চ গাতা চ ত্বং গীতির্গেয়মেব চ ॥ ৭৯ ॥ অহং ঘ্রাতা চ গন্ধশ্চ ত্বং তু নিঘ্রাণমেব চ। অহং স্পর্শয়িতা কর্ত্তা স্পর্শস্ত্বং সৃষ্টমেব চ ॥ ৮০ ॥ অহং সর্ব্বমিদং ভূতং ত্বং তু দেবি ন সংশয়ঃ। স্রষ্টাহং তব দেবেশি ত্বং সৃজস্যখিলং জগৎ ॥ ৮১ ॥ ত্বয়া ময়া চ দেবেশি ওতপ্রোতমিদং জগৎ। একধা দশধা চৈব তথা শতসহস্রধা ॥ ৮২ ॥ ঐশ্বর্য্যেণ তু সংযুক্তৌ সর্ব্বপ্রাণিব্যবস্থিতৌ। অহং ত্বং চ বিশালাক্ষি সততং সম্প্রতিষ্ঠিতৌ ॥ ৮৩ ॥ ক্রীড়ামি ক্রীড়য়া দেবি ত্বয়া সার্দ্ধং বরাননে। ত্বং ধৃতির্ধারিণী লক্ষ্মীঃ কান্তা মৎপ্রকৃতিধ্রুবম্ ॥ ৮৪ ॥ রতিঃ স্মৃতিঃ কামচারী মম চাঙ্গনিবাসিনী। দেবি কিং বহুনোক্তেন প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥ ৮৫ ॥ বরং বরয় দেবেশি

তুমি প্রজা ও প্রকৃতি। আমি পাতালতলবাসী নাগগণের অধিপতি সহস্রফণাভূষিত নাগরাজ আর তুমিই নাগপত্নী। আমি নিশাকরবর আর তুমি শ্রেষ্ঠা নিশাকরী। অয়ি দেবি! আমি কাম ও কামদ, আর তুমি রতি ও স্মৃতি। ভদ্রে! আমি দুর্ব্বাসা আর তুমি সমচারিণী ক্ষমা। আমি লোভ-মোহজ তপস্যা আর তুমি তামসী তৃষ্ণা। আমি ককুদ্মান্ বৃষভ, আর তুমি তপস্বিনী যোগমাতা। আমি বায়ু, ও অব্যক্ত, তুমি গতি ও মনোনাশিনী। আমি লোভবিমোচক আর তুমি যশস্বিনী নির্ম্মলতা। আমি সর্ব্বকার্য্যে নয়স্বরূপ আর তুমি কমলেক্ষণা নীতি। আমি অন্ন এবং আমিই ভোক্তা আর তুমি ওসধি বলিয়া কীর্ত্তিতা। আমি অগ্নি ও ধূম আর তুমি উষ্মা ও শিখা। আমি সংবর্ত্তক মেঘ আর তুমি তাহার বহুলা ধারা। আমি মুনিগণরূপী আর তুমি তাঁহাদিগের পত্নী। আমি সংসারকর্ত্তা আর হে বরাননে! তুমিই সৃষ্টি। আমি শুক্র, অস্থি ও রোম, আর তুমি মজ্জা ও বলস্বরূপা। অয়ি মহাভাগে, পরমেশ্বরি! আমি জলধর আর তুমি বৃষ্টি। দেবি! আমি সংবৎসর, আর তুমি ঋতু বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা। আমি সত্যযুগ, তুমি ত্রেতা; আমি শ্রীমান্ দ্বাপরযুগ, আর তুমি কলিযুগরূপা। ভদ্রে পরমেশ্বরি! আমি আকাশ আর তুমি পৃথিবী; আমি অদৃশ্যমূর্ত্তি, আর তুমি দৃশ্যমূর্ত্তি। বরারোহে! আমি বরদাতা ইষ্টদেব, আর তুমি মন্ত্রস্বরূপা। আমি দ্রষ্টা ও শ্রোতা; আর তুমি দৃশ্যা ও শ্রুতিরূপিণী। অয়ি পরমেশ্বরি! আমি প্রীতিসাধক বক্তা, আর তুমি বাচ্যা। আমি শ্রোতা ও গাতা, আর তুমি গীতি ও গেয়রূপা। আমি ঘ্রাতা ও গন্ধ, তুমি ঘ্রাণেন্দ্রিয়; আমি স্পর্শয়িতা, তুমি স্পৃশ্য; আমি সৃষ্টিকর্ত্তা, তুমি সৃষ্টপদার্থ; হে দেবি! এই চরাচর সমস্তই আমি পরন্তু সেই আমিও তুমিই। ইহাতে সংশয় নাই। তুমিই এই অখিল জগৎ সৃষ্টি কর, কিন্তু আমি তোমারও স্রষ্টা। অয়ি দেবেশি! আমি ও তুমি—আমাদিগের দুজন দ্বারা এই জগৎ একধা, দশধা, শতধা, সহস্রধা, ওতপ্রোত; আমরা উভয়েই ঐশ্বর্য্যশালী; ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে আমরা সর্ব্ব-প্রাণীতেই বিরাজিত। অয়ি বিশালাক্ষি! জগতে কেবল আমি ও তুমিই সতত সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছি। বরাননে! আমি তোমারই সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকি। তুমিই ধৃতি, ধারিণী, লক্ষ্মী, এবং মদীয় চির বিরাজমানা কমনীয়া প্রকৃতি। দেবি! তুমিই রতি, স্মৃতি, ও মদঙ্গবাসিনী কামচারিণী। দেবি! অধিক বলিয়া ফল কি?—তুমি আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা। অয়ি দেবেশি!

যৎকিঞ্চিন্মনসি স্থিতম্। তত্তে দদামি তুষ্টোহহং যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্ল্লভম্ ॥ ৮৬ ॥ দেব্যুবাচ। ধন্যাহং কৃতপুণ্যাহং তপঃ সুচরিতং ময়া। যত্ত্বয়াহং জগন্নাথ হর্ষদৃষ্ট্যাঽবলোকিতা ॥ ৮৭ ॥ যদি তুষ্টোঽসি মে দেব বরং দাতুং মমেচ্ছসি। তন্মে কথয় দেবেশ সাম্প্রতং তীর্থবিস্তরম্ ॥ ৮৮ ॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পাপঘ্নানি শিবানি চ। তানি দেবেশ কার্ৎস্নেন যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৮৯ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্। সর্ব্বপাপহরং নৃণাং পুণ্যং দেবর্ষিসৎকৃতম্ ॥ ৯০ ॥ তীর্থানাং দর্শনং শ্রেষ্ঠং স্নানং চৈব সুরেশ্বরি। শ্রবণং চ প্রশংসন্তি সদৈব ঋষিসত্তমাঃ ॥ ৯১ ॥ পৃথিব্যাং নৈমিষং তীর্থমন্তরিক্ষে চ পুষ্করম্। কেদারং চ প্রয়াগং চ বিপাশা চোর্ম্মিলা তথা ॥ ৯২ ॥ কর্ণবেণা মহাদেবী চন্দ্রভাগা সরস্বতী। গঙ্গাসাগরসম্ভেদস্তথা বারাণসী শুভা ॥ ৯৩ ॥ অর্ঘতীর্থং সমাখ্যাতং গঙ্গাদ্বারং তথৈব চ। হিমস্থানং মহাতীর্থং তথা মায়াপুরী শুভা। শতভদ্রা মহাভাগা সিন্ধুশ্চৈব মহানদী। ঐরাবতী চ কপিলা শোণশ্চৈব মহানদঃ ॥ ৯৫ ॥ পয়োধিঃ কৌশিকী তদ্বত্তথা গোদাবরী শুভা। দেবখাতং গয়া চৈব তথা দ্বারাবতী শুভা ॥ ৯৬ ॥ প্রভাসং চ মহাতীর্থং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৯৭ ॥ এবমাদীনি তীর্থানি যানি সন্তি মহীতলে। তানি দৃষ্ট্বা চ দেবেশি পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৯৮ ॥ তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানামিহ ভূতলে। সন্ত্যতানি পবিত্রাণি সর্ব্বপাপহরাণি চ ॥ ৯৯ ॥ গন্তব্যানি মহাদেবি স্বধর্ম্মস্য বিবৃদ্ধয়ে। অশক্যানি শিবান্যেবং গন্তুং চৈব সুরেশ্বরি। মনসা তানি সর্ব্বাণি গন্তব্যানি সমাহিতৈঃ ॥ ১০০ ॥ দেব্যুবাচ। ভগবন্ প্রাণিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বোপদ্রবসঙ্কুলাঃ। অল্পায়ুষঃ সদা বদ্ধা ব্যামোহৈর্ম্মন্দিরোদ্ভবৈঃ ॥ ১০১ ॥ ত্রেতায়াং দ্বাপরে চৈব কিং নু বৈ দারুণে কলৌ। তস্মাত্তেষাং হিতার্থায় তত্তীর্থং ত্বং প্রকীর্ত্তয়। যেন দৃষ্টেন সর্ব্বেষাং তীর্থানাং লভ্যতে ফলম্ ॥ ১০২ ॥ এবমুক্তস্তু পার্ব্বত্যা প্রহৃষ্টঃ পরমেশ্বরঃ। উবাচ পরয়া প্রীত্যা বাচা মধুরয়া প্রভুঃ ॥ ১০৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ।

তুমি অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর, তাহা সুদুর্লভ হইলেও আমি পরিতুষ্টমনে তাহাই প্রদান করিব। ৫১—৮৬। দেবী কহিলেন, হে জগন্নাথ! আপনি যে প্রসন্ন নয়নে আমাকে অবলোকন করিলেন, ইহাতে আমি ধন্যা হইলাম; পূর্ব্বে যে উত্তম তপশ্চরণ ও প্রভূত পুণ্যার্জ্জন করিয়াছি, তাহা বুঝিলাম। হে দেবেশ! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া আমাকে বরদানে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে হে দেববর! সম্প্রতি আমার নিকট তীর্থসমূহের সবিস্তর বিবরণ বলুন। ভূতলে যে সকল পাপহর ও শুভকর তীর্থ আছে, হে দেবেশ্বর! যথাযথ সম্পূর্ণরূপে তৎসমস্তের বর্ণন করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—নরগণের সর্ব্বপাপহর, পুণ্যকর ও দেবর্ষিসমর্চ্চিত উত্তম তীর্থমাহাত্ম্য বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর অয়ি সুরেশ্বরি! ঋষিসত্তমগণ বলেন্ যে, তীর্থ সকলের দর্শন ও তাহাতে স্নানই শ্রেষ্ঠ; আর তীর্থের মাহাত্ম্যশ্রবণও সর্ব্বকালেই প্রশংসার্হ। নৈমিষারণ্য পৃথিবীতেই পুণ্য তীর্থরূপে গণ্য; পরন্তু পুষ্করতীর্থ তৎসমস্তুত্রস্থ আকাশেও পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণনীয়। এই দুই তীর্থ এবং কেদার, প্রয়াগ, বিপাশা, উর্ম্মিলা, কর্ণবেণা, মহাদেবী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, শুভা বারাণসী, বিখ্যাত অর্ঘতীর্থ, গঙ্গাদ্বার, মহাতীর্থ হিমস্থান, শুভা মায়াপুরী, মহাভাগা শতভদ্রা, মহানদী সিন্ধু, ঐরাবতী, কপিলা, মহানদ শোণ, সাগর, কৌশিকী, শুভা গোদাবরী, দেবখাত, গয়া, শুভা দ্বারাবতী, ও সর্ব্বপাতকনাশক মহাতীর্থ প্রভাসাদি যে সকল তীর্থ মহীতলে বিরাজমান, হে দেবেশ! তৎসমস্তের দর্শনে পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই ভূতলে সর্ব্বপাপহর, পবিত্র, সার্দ্ধ ত্রিকোটী তীর্থ জন্মিয়াছে, স্বধর্ম্মবৃদ্ধি কামনায় তৎসমস্ত তীর্থে যাওয়া কর্ত্তব্য; পরন্তু অয়ি সুরেশ্বরি! যে সমস্ত শুভকর তীর্থে যাওয়া অসাধ্য, সমাহিতভাবে মনে মনেই তৎসমস্ত তীর্থসেবা করিবে।৮৭-১০০। দেবী কহিলেন,—ভগবন্! প্রাণিগণ সকলেইতো ত্রেতায় ও দ্বাপর যুগে ক্রমে ক্রমে অল্পায়ু, বিবিধ উপদ্রবে সমাক্রান্ত, ও বিষয় মদব্যাকুল হইয়া সংসারে একান্ত আবদ্ধ হইয়া পড়িবে। কলিকালে যে তাহাদিগের কি দশা ঘটিবে, তাহা আর কি বলিব? অতএব তাহাদিগের হিতবিধানার্থ আপনি এমন একটী তীর্থের কীর্ত্তন করুন,—যাহা দেখিলে সর্ব্ব তীর্থ দর্শনের ফল লাভ হয়। পার্ব্বতী এই কথা কহিলে প্রভু পরমেশ্বর পরম প্রীতিসহকারে মধুর বাক্যে কহিলেন,—

ত্বমেব হি চরাঃ প্রাণাঃ সর্ব্বস্থ জগতোহরণিঃ। ত্বয়া বিরহিতো দেবি মুহূর্ত্তমপি নোৎসহে ॥ ১০৪ ॥ শিবস্ত চ তথা শক্তেরন্তরং নাস্তি পার্ব্বতি। ন তদস্তি মহাদেবি যন্ন জানাসি শোভনে ॥ ১০৫ ॥ ত্বয়া বিনাহং ন কাপি ন ত্বং দেবি ময়া বিনা। চন্দ্রচন্দ্রিকয়োর্যদ্বদগ্নেরুষ্ণত্বমেব হি ॥ ১০৬ ॥ তব দেবি মমাপীহ নাস্তি চৈবান্তরং প্রিয়ে। সর্ব্বং চৈব সুরেশানি যথাবৎ কথয়াম্যহম্ ॥ ১০৭ ॥ রহস্যানাং রহস্যং তু গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ। নাস্তিকায় ন দাতব্যং ন চ পাপরতায় চ ॥ ১০৮ ॥ দাতব্যং ভক্তিযুক্তায় স্বশিষ্যায় সুতায় বা। পূর্ব্বমেব ময়াখ্যাতং সারাৎ সারতরং প্রিয়ে ॥ ১০৯ ॥ তীর্থোপনিষদঃ খ্যাতা লিঙ্গোপনিষদস্তথা। যোগোপনিষদো দেবি পূর্ব্বং বৈ কথিতাস্তব ॥ ১১০ ॥ পার্ব্বত্যুবাচ। ক্লেশেনাপি ন সিধ্যন্তি কাঙ্ক্ষমাণাঃ পরং পদম্। যোনীভ্রমন্তো দৃশ্যন্তে নরা নাস্তিকবৃত্তয়ঃ ॥ ১১১ ॥ তীর্থব্রতানি সেবন্তে প্রত্যয়ো নৈব জায়তে। মোহিতং তু জগৎ পূর্ব্বং মিথ্যাজ্ঞানেন শঙ্কর ॥ ১১২ ॥ কিং তে ফলং সুরশ্রেষ্ঠ জগদ্ব্যামোহনে কৃতে ॥ ১১৩ ॥ সারাৎ সারতরং নাথ তব প্রাণপ্রিয়ং হি যৎ। তন্মে কথয় দেবেশ প্রিয়াহং যদি তে প্রভো ॥ ১১৪ ॥ ইত্যুক্তঃ স তয়া দেব্যা শ্রীকণ্ঠঃ সুরনায়কঃ। প্রহস্যোবাচ ভগবান্ গম্ভীরার্থমিদং বচঃ ॥ ১১৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণুষাবহিতা ভূত্বা পৃষ্টোহহং যত্ত্বয়াধুনা। নিষ্ফলং তৎপ্রবক্ষ্যামি বস্তুতত্ত্বং যথাস্থিতম্ ॥ ১১৬ ॥ পূর্ব্বমুক্তানি তীর্থানি যানি তে সুরসুন্দরি। তিস্রঃ কোট্যোহর্দ্ধকোটী চ ব্রহ্মাণ্ডে সচরাচরে ॥ ১১৭ ॥ তেষাঞ্চ গোপিতং তীর্থং প্রভাসঞ্চৈব সুব্রতে ॥ ১১৮ ॥ এবমুক্তং মহাদেবি প্রভাসং ক্ষেত্রমুত্তমম্। দৃষ্ট্বা সংস্কাররহিতাঃ কলৌ পাপেন মোহিতাঃ ॥ ১১৯ ॥ রাজসাস্তামসাশ্চৈব পাপোপহতচেতসঃ। পরদারপরদ্রব্যপরহিংসারতা নরাঃ ॥ ১২০ ॥ উদ্বেগঞ্চ পরং যান্তি প্রতপ্যন্তি যতস্ততঃ। আত্মসম্ভাবিতা মূঢ়া মিথ্যাজ্ঞানেন মোহিতাঃ। বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধং তু তীর্থে কুর্ব্বন্তি যেহধমাঃ ॥ ১২১ ॥ তীর্থযাত্রাং

দেবি! তুমিই এই সমগ্র জগতের অরণিরূপিণী; তুমিই আমার বহিশ্চর প্রাণ; তোমা ব্যতীত আমি মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণে উৎসাহ করি না। পার্ব্বতি! শিবে ও শক্তিতে কিছুমাত্র ভেদ নাই; অয়ি শোভনে মহাদেবি! এমন কিছু নাই, যাহা তুমি জান না। তোমা ভিন্ন আমি কোথায়ও নাই, আর আমা ভিন্নও তুমি কুত্রাপি নাই। প্রিয়ে, মহাদেবি! চন্দ্রে ও চন্দ্রিকায়, অগ্নিতে ও উষ্মায় যেমন ভেদ নাই, তদ্রূপ তোমাতে আমাতেও কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। সুরেশানি! আমি তোমার নিকট রহস্যেরও রহস্য, অতি গোপনীয় তত্ত্বকথা প্রযত্নসহকারে যথাযথ বলিতেছি। এই তত্ত্ব নাস্তিক, কিম্বা পাপরত ব্যক্তিকে উপদেশ করা কর্ত্তব্য নহে; পরন্তু ভক্তিমান্ শিষ্য বা পুত্রকেই ইহা উপদেশ করা বিধেয়। প্রিয়ে! আমি তো পূর্ব্বেই তোমাকে সারাৎসারতর তত্ত্ব বলিয়াছি; হে দেবি! তীর্থোপনিষদ্, লিঙ্গোপনিষদ্, ও যোগোপনিষদ্ আমি তোমার নিকট পূর্ব্বেই কীর্ত্তন করিয়াছি। পার্ব্বতী কহিলেন,—দেখিতে পাই, নাস্তিকাচার জনগণ, নানাযোনিতে নিরন্তর পরিভ্রমণ করে; কিন্তু তাহারা পরমপদাকাঙ্ক্ষী হইয়াও বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। হে শঙ্কর! সমগ্র জগৎই মিথ্যাজ্ঞানে মোহিত বলিয়া প্রাণিগণ, তীর্থসেবন ব্রতাচরণাদি কার্য্য করিলেও তৎসমস্তে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। হে সুরবর! জগতের এরূপ মোহোৎপাদনে আপনার ফল কি? হে নাথ! আমি যদি আপনার প্রিয়া হই, তবে হে দেবেশ, প্রভো! যাহা সারাৎসারতর ও যাহা আপনার প্রাণসম প্রিয়, তাহাই আমার নিকট বলুন। সুরবর ভগবান্ শঙ্কর, পার্ব্বতী দেবীর এই কথা শুনিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া এই গম্ভীরার্থ বাক্য কহিতে লাগিলেন। শঙ্কর কহিলেন,—অয়ি দেবি! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সেই নিষ্ফল বস্তুতত্ত্ব যথাযথ বলিতেছি; তুমি অবধান সহকারে শ্রবণ কর। সুরসুন্দরি! আমি তোমার নিকট পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডে সার্দ্ধত্রিকোটি তীর্থ আছে। অয়ি সুব্রতে! সেই সকল তীর্থের মধ্যে প্রভাসতীর্থই সুগোপিত। হে মহাদেবি! সেই প্রভাসই সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে উত্তম। কলিকালে যে সকল পাপমোহিত, সংস্কারহীন, পাপোপহতচেতাঃ, রাজস ও তামস মনুষ্য, তীর্থস্থানে যাইয়া স্থানে স্থানে পরদার পরদ্রব্যাদি দর্শনে তত্তদ্বিষয়ক প্রবল আসক্তিবশে পরমোদ্বেগ প্রাপ্ত হয়; এবং পরহিংসাবুদ্ধিতে ব্যাকুল হইয়া পড়ে; যে সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানমোহিত, গর্ব্বিত মূর্খ অধম মানব দম্ভবশে বা কপটতা করিয়া তীর্থযাত্রা

প্রকুর্ব্বন্তি দম্ভেন কপটেন চ। তীর্থে মৃতা ন সিধ্যন্তি তে নরা বরবর্ণিনি ॥ ১২২ ॥ এতদর্থং ময়া দেবি তীর্থানি বিবিধানি চ। লিঙ্গানি চৈব সুশ্রোণি গোপিতানি প্রযত্নতঃ। ন সিদ্ধিদানি দেবেশি কলৌ কল্মষকারিণাম্ ॥ ১২৩ ॥ যে নরাস্তু জিতক্রোধা জিতলোভা জিতেন্দ্রিয়াঃ। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চাদম্ভমৎসরাঃ ॥ ১২৪ ॥ মদ্ভাবভাবিতা দেবি তীর্থং সেবন্তি সুব্রতাঃ। তেষাঞ্চৈব হিতার্থায় কথয়ামি যশস্বিনি ॥ ১২৫ ॥ প্রভাসমিতি বিখ্যাতং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যবন্দিতম্। তৎক্ষেত্রং নৈব জানন্তি মম মায়াবিমোহিতাঃ ॥ ১২৬ ॥ পরোহহং স্বেকচিত্তৈশ্চ বহুজন্মভিরর্চ্চিতঃ। তে বিদন্তি পরং ক্ষেত্রং প্রভাসং পাপনাশনম্ ॥ ১২৭ ॥ মদ্ভাবভাবিতা দেবি মম ব্রতনিষেবিণঃ। তেষাং প্রভাসিকং ক্ষেত্রং বিদিতং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২৮ ॥ যমৈশ্চ নিয়মৈর্যুক্তা অহঙ্কারবিবর্জ্জিতাঃ। তেষামর্থে বদিষ্যামি তব প্রশ্নং সুদুর্লভম্। ব্রহ্মবিষ্ণিন্দ্রদেবানাং পুরাণং কথিতং ময়া ॥ ১২৯ ॥ সোহহং দেবি বদিষ্যামি কর্ণং দেহি বরাননে। পৃথিব্যামপি সর্ব্বেষাং তীর্থানাং সুরসুন্দরি ॥১৩০ ॥ একং মে বল্লভং তত্র প্রভাসং ক্ষেত্রমুত্তমম্। তস্মিংশ্চৈব মহাক্ষেত্রে তীর্থৈঃ সোমেন পূজিতঃ। বরাংস্তস্মৈ প্রদায়াথ সদৈকান্তে স্থিতো হ্যহম্ ॥ ১৩১ ॥ তেন গুহ্যং কৃতং স্থানং তব দেবি প্রকাশিতম্। তত্র মে যোগযুক্তস্য দিব্যং লিঙ্গং বভূব হ ॥ ১৩২ ॥ দিব্যতেজঃসমাযুক্তং বহ্নিমেখলমণ্ডিতম্। লক্ষমাত্রস্থিতং শান্তং দুর্নিরীক্ষ্যং তু মানবৈঃ ॥ ১৩৩ ॥ ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াখ্যাশ্চ তিস্রো বৈ শক্তয়শ্চ যাঃ। তস্মাল্লিঙ্গাৎ সমুৎপন্না জগৎকর্ত্তৃত্বহেতবে ॥ ১৩৪ ॥ তস্মিঁল্লিঙ্গে লয়ং যাতি জগদেতচ্চরাচরম্। পুনস্তেনৈব সম্ভূতং দৃশ্যতে সচরাচরম্ ॥ ১৩৫ ॥ গুহ্যং চৈব তু সম্ভূতং ন কশ্চিদ্বেদ তৎপরম্। জন্মাভ্যাসেন তল্লিঙ্গং জ্ঞায়তে ভুবি মানবৈঃ ॥ ১৩৬ ॥ ক্ষেত্রং প্রভাসিকং প্রোক্তং ক্ষেত্রজ্ঞোহহং ন সংশয়ঃ। তত্র সোমেশনামাহমস্মিন্ ক্ষেত্রে বরাননে ॥ ১৩৭ ॥ মমাংশ-

---

করে, কিম্বা তীর্থস্থানে বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ আচরণ করে, অয়ি বরবর্ণিনি! তাহারা তীর্থস্থলে মৃত হইলেও তীর্থমরণফল প্রাপ্ত হয় না। ১০১—১২২। অয়ি সুশ্রোণি দেবি! কলিকালে পাপাচারগণের তীর্থাদিসেবায় সিদ্ধিলাভ হয় না বলিয়াই আমি যত্নসহকারে বিবিধ তীর্থ ও লিঙ্গ গোপিত করিয়া রাখিয়াছি। দেবেশি! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র যে জাতিই হউক না কেন, যাহারা মাৎসর্য্যহীন, দম্ভশূন্য, অক্রোধ, নির্লোভ, জিতেন্দ্রিয়, নিয়মবান্ ও আমাতে ভক্তিসম্পন্ন হইয়া তীর্থসেবা করে, হে যশস্বিনি দেবি! তাহাদিগের হিতবিধানার্থ এই গুপ্ততত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছি। প্রভাস নামে বিখ্যাত ক্ষেত্র ত্রৈলোক্যেরই বন্দিত। কিন্তু মদীয় মায়ায় বিমোহিত জনগণ সেই ক্ষেত্র পরিজ্ঞাত নহে। যাহারা একাগ্রমনে বহু জন্ম যাবৎ আমার অর্চ্চনা করে, তাহারাই উক্ত পাপহর প্রভাসাখ্য পরম ক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়। দেবি! যাহারা আমাতে একান্ত ভক্তিসম্পন্ন এবং মদীয় ব্রতাচরণপরায়ণ, তাহারাই উক্ত প্রভাস ক্ষেত্র বিদিত হইতে পারে; এ বিষয়ে সংশয় নাই। যাহারা যম-নিয়মযুক্ত ও অহঙ্কারহীন, তাহাদিগের জন্যই আমি তোমার সুদুর্লভ প্রশ্নের সদুত্তর বলিতেছি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শক্রাদি দেবগণের নিমিত্ত আমি পূর্ব্বে পুরাণবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছি; এক্ষণে তোমার নিকট এই গুপ্ত তত্ত্ব বলিতেছি; অয়ি বরাননে! তুমি অবধান সহকারে শ্রবণ কর। হে সুরসুন্দরি! পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, তৎসমস্তের মধ্যে একমাত্র প্রভাস ক্ষেত্রই সর্ব্বোত্তম এবং আমার প্রিয়। সেই মহাক্ষেত্রে অপরাপর তীর্থগণের সহিত চন্দ্র কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আমি তাহাকে বিবিধ বর প্রদানান্তে সেখানেই একান্তে যোগাবলম্বনে অবস্থান করিয়াছিলাম; তজ্জন্যই ঐ স্থান গুপ্তস্থান হইয়াছিল; এক্ষণে তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। দেবি! আমি যখন যোগাবলম্বনে ছিলাম, তখন সেখানে একটী দিব্য লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। সেই লিঙ্গ লক্ষযোজন সমুন্নত ও দিব্যতেজোযুক্ত, উহার মেখলাপ্রদেশ বহ্নিমণ্ডিত। উহা শান্ত হইলেও সাধারণ মনুষ্যগণের দুর্নিরীক্ষ্য। জগদ্রচনার হেতুভূতা ইচ্ছা জ্ঞান-ক্রিয়ানাম্নী শক্তিত্রয় সেই লিঙ্গ হইতেই আবির্ভূত হইয়াছিল। এই চরাচর জগৎ সেই লিঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হয় এবং তাহা হইতেই পুনরায় আবির্ভূত হইয়া দৃশ্যমান হইয়া থাকে। সেই প্রাদুর্ভূত মদীয় গুহ্য লিঙ্গের প্রকৃত তত্ত্ব কেহই সম্যক্ অবগত নহে। মানবগণের জন্মজন্মকৃত সুকৃতিফলেই ভূতলে সেই লিঙ্গ জ্ঞানগোচর হয়। সেই প্রভাস ক্ষেত্রে আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ, ইহাতে সংশয় নাই। অয়ি বরাননে!

সম্ভবা যে চ অস্মিন্ ক্ষেত্রে সমুদ্ভবাঃ। তেষাং তু বিদিতং লিঙ্গং পূর্ব্বকল্পে তু ভৈরবম্ ॥ ১৩৮ অন্যৈরপি যুগৈর্দেবি ইদং লিঙ্গং সুদুর্লভম্। ঘোরে কলিযুগে পাপে বিশেষেণ চ দুর্লভম্ ॥ ১৩৯ ॥ অন্যন্নিদর্শনং তত্র তৎ প্রবক্ষ্যামি পার্ব্বতি ॥ ১৪০ ॥ কলৌ যুগে মহাঘোরে হেতুবাদরতা নরাঃ। বদিষ্যন্তি মহাপাপাঃ সর্ব্বে পাষণ্ডসংস্থিতাঃ ॥ ১৪১ ॥ মিথ্যা চৈতৎ কৃতং সর্ব্বং মূর্খৈশ্চাপি প্রকীর্ত্তিতম্। ক্ব ক্ষেত্রং ক্ব প্রভাবশ্চ কুত্র বৈ সন্তি দেবতাঃ ॥ ১৪২॥ সর্ব্বং চাপি তথালীকং মূঢ়ৈশ্চাপি প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪৩ ॥ এবং মূর্খা বদিষ্যন্তি প্রহসিষ্যন্তি চাপরে। নারকা নাস্তিকা লোকাঃ পাপোপহতচেতসঃ। সিদ্ধিং নৈব প্রাপ্স্যন্তি সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে ॥ ১৪৪ ॥ তীর্থে চৈব মৃতা যে তু শিবনিন্দাপরায়ণাঃ। তির্য্যগ্‌যোনিপ্রসূতাশ্চ দৃশ্যন্তে সর্ব্বযোনিষু ॥১৪৫॥ এতস্মাৎকারণাদেবি তীর্থে চৈব সুদুঃখিতাঃ। দৃশ্যন্তে যুগমাহাত্ম্যাৎ সত্যশৌচবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৪৬ ॥ ইদং হি কারণং প্রোক্তং ক্ষেত্রাণাঞ্চৈব গোপনে। এতত্তে কথিতং সর্ব্বং সিদ্ধির্যেন সুদুর্লভা ॥ ১৪৭ ॥ যুগে যুগে তু তীর্থানি কীর্ত্তিতানি সুরেশ্বরি। তেষাং মে বল্লভং দেবি প্রভাসং ক্ষেত্রমেব চ ॥ ১৪৮ ॥ ইত্যেতৎ কথিতং দেবি রহস্যং পাপনাশনম্। ক্ষেত্রবীজং মহাদেবি কিমন্যৎ পরিপৃচ্ছসি ॥ ১৪৯ ॥ ইদং মহাপাতকনাশনং যে, শ্রোষ্যন্তি বৈ ক্ষেত্রমহাপ্রভাবম্। তে চাপি যাস্যন্তি মম প্রভাবাত্ত্রিবিষ্টপং পুণ্যজনাধিবাসম্ ॥ ১৫০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যে দেবীপ্রশ্নবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং মুনীন্দ্রাঃ কথিতে প্রভাবে শঙ্করেণ তু। পুনঃ পপ্রচ্ছ সা দেবী কৃতাঞ্জলিপুটা সতী ॥ ১ ॥ দেব্যুবাচ। দেবদেব জগন্নাথ ক্ষেত্রতীর্থময় প্রভো। প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যং বিস্তরাৎ কথয়স্ব মে ॥ ২ ॥ কথং তুষ্যসি মর্ত্ত্যানাং ক্ষেত্রে তত্র বিচেতসাম্। জপ্তং দত্তং হুতং যষ্টং

সেই ক্ষেত্রে আমি সোমেশ নামে বিরাজমান রহিয়াছি। সেই সুভীষণ লিঙ্গ—পূর্ব্ব কল্পে যাহারা এই ক্ষেত্রে আমার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই দর্শন করিয়াছিল; নতুবা হে দেবি! অন্যান্য যুগে সেই লিঙ্গ সুদুর্লভ। ঘোর কলিযুগে তো উহা সর্বশেষ দুর্লভ। দেবি! সেখানে আর একটী নিদর্শন আছে, বলিতেছি ।১২৩—১৪০। ঘোর কলিযুগে সকল লোকই হেতুবাদনিরত, পাষণ্ড ধর্ম্মাশক্ত, মহাপাপাচারী হইবে। তাহারা বলিবে, "এ সমস্তই মিথ্যা; মূর্খগণই ঐ সমস্ত মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে; নচেৎ তাদৃশ ক্ষেত্রই বা কোথায়? আর দেবতাই বা কোথায়? বস্তুতঃ এতৎসমস্তই অলীক; মূঢ় লোকেরাই সেই সকল মিথ্যা কথায় আস্থা স্থাপন করে।" মূর্খ পাষণ্ডিগণের এবম্বিধ উক্তিতে সাধু জনগণ উপহাস করিবে, পরন্তু সেই সমস্ত পাপচেতা নাস্তিক নারকীরা এইরূপ বিশ্বাসহীন হইয়া কলিযুগে কোন প্রকারেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। ফলতঃ দেখা যায়, শিবনিন্দাপরায়ণ জনগণ যদি তীর্থেও প্রাণত্যাগ করে, তথাপি বিবিধ তির্য্যক্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। হে দেবি! এই জন্যই তীর্থ ক্ষেত্রেও যুগমাহাত্ম্যবশে সত্যশৌচরহিত সুদুঃখিত জনগণ নয়নগোচর হয়। ক্ষেত্রগোপন সম্বন্ধে ইহাই কারণ। তোমার নিকট এই আমি সুদুর্লভ সিদ্ধির হেতুভূত সমস্ত রহস্যই বর্ণন করিলাম অয়ি সুরেশ্বরি! যুগে যুগে যত তীর্থই কীর্ত্তিত হউক না, তন্মধ্যে প্রভাসক্ষেত্রই আমার প্রিয়তম। দেবি! আমি এই যে রহস্য কীর্ত্তন করিলাম, উহা পাপনাশক; অয়ি মহাদেবি! অতঃপর তুমি আর ক্ষেত্রসম্বন্ধীয় কোন্ কথা জিজ্ঞাসিবে? যাহারা এই পাপনাশক ও ক্ষেত্রপ্রভাবসূচক কথা শ্রবণ করিবে, তাহারা আমার মহিমায় পুণ্যজনাধিষ্ঠিত ত্রিবিষ্টপধামে যাইয়া বাস করিতে পারিবে। ১৪১—১৫০।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে মুনীন্দ্রগণ! ভগবান শঙ্কর এই ভাবে প্রভাসক্ষেত্রের প্রভাব বর্ণন করিলে দেবী পুনরায় কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী কহিলেন,—হে ক্ষেত্র-তীর্থময় প্রভু দেবদেব জগন্নাথ! আমাকে প্রভাসক্ষেত্রের মাহাত্ম্য সবিস্তর বলুন। আপনি সেই ক্ষেত্রে অজ্ঞান জনগণের প্রতিও কিজন্য সন্তুষ্ট হন?

তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। প্রভাসে তু মহাক্ষেত্রে কস্মাত্তত্রাক্ষয়ং ভবেৎ ॥ ৩ ॥ জাত্যন্তরসহস্রেষু যৎপাপং পূর্ব্বসঞ্চিতম্। তৎকথং ক্ষয়মাপ্নোতি তন্মমাচক্ষ্ব শঙ্কর ॥ ৪ ॥ যদি প্রভাসং সর্ব্বেষাং তীর্থানাং প্রবরং মতম্। কিমন্যৈর্বহুভিস্তত্র কর্ত্তব্যং তীর্থবিস্তরৈঃ ॥ ৫ ॥ একং যদি ভবেত্তীর্থং মনো নিঃসংশয়ং ভবেৎ। বহুত্বে সতি তীর্থানাং মনো বিচলতে নৃণাম্ ॥ ৬ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য তীর্থজালং সবিস্তরম্। প্রভাসস্যৈব মাহাত্ম্যং কথয়স্ব সুরেশ্বর ॥ ৭ ॥ ক্ষেত্রপ্রমাণসীমাং চ ক্ষেত্রসারং হি যৎপ্রভো। বক্তুমর্হসি তৎসর্ব্বং পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ক্ষেত্রাণাং ক্ষেত্রমুত্তমম্। সর্ব্বক্ষেত্রেষু যৎক্ষেত্রং প্রভাসং তু প্রিয়ং মম ॥ ৯ ॥ প্রভাসে তু পরা সিদ্ধিঃ প্রভাসে তু পরা গতিঃ। যত্র সন্নিহিতো নিত্যমহং ভদ্রে নিরন্তরম্ ॥ ১০ ॥ তস্য প্রমাণং বক্ষ্যামি সর্ব্বসীমাসমন্বিতম্। ক্ষেত্রং তু ত্রিবিধং প্রোক্তং তত্তে বক্ষ্যাম্যনুক্রমাৎ ॥ ১১ ॥ ক্ষেত্রং পীঠং গর্ভগৃহং প্রভাসস্য প্রকীর্ত্ত্যতে। যথাক্রমং ফলং তস্য কোটিকোটিগুণং স্মৃতম্ ॥ ১২ ॥ ক্ষেত্রং তু প্রথমং প্রোক্তং তচ্চ দ্বাদশযোজনম্। পঞ্চযোজনমানেন ক্ষেত্রপীঠং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৩ ॥ গর্ভগৃহং চ গব্যূতিঃ কর্ণিকা সা মম প্রিয়া। ক্ষেত্রসীমাং প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি যথাক্রমম্ ॥ ১৪ ॥ আয়ামব্যাসতশ্চৈব আদিমধ্যান্তসংস্থিতম্। পূর্ব্বে তপ্তোদকঃ স্বামী পশ্চিমে মাধবঃ স্মৃতঃ ॥ ১৫ ॥ দক্ষিণে সাগরস্তদ্বদ্ভদ্রা নদ্যুত্তরে মতা। এবং সীমাসমাযুক্তং ক্ষেত্রং দ্বাদশযোজনম্ ॥ ১৬ ॥ এতৎ প্রাভাসিকং ক্ষেত্রং সর্ব্বপাতকনাশনম্। তন্মধ্যে পীঠিকা প্রোক্তা পঞ্চযোজনবিস্তৃতা ॥ ১৭ ॥ ন্যঙ্কুমন্যপরেণৈব বজ্রিণ্যাঃ পূর্ব্বতস্তথা। মাহেশ্বর্য্যা দক্ষিণতঃ সমুদ্রোত্তরতস্তথা ॥ ১৮ ॥ আয়ামব্যাসতশ্চৈব পঞ্চযোজনবিস্তরম্। পীঠমেতৎ সমাখ্যাতমধ্যে গর্ভগৃহং শৃণু ॥ ১৯ ॥ দক্ষিণোত্তরতো যাবৎ সমুদ্রাৎ কৌরবেশ্বরী। পূর্ব্বপশ্চিমতো যাবদ্গোমুখাচ্চাশ্বমেধিকম্। এতদ্গর্ভগৃহং প্রোক্তং

সেই প্রভাস মহাক্ষেত্রে জপ হোম যাগ দান তপস্যাদি কার্য্য কি নিমিত্ত অক্ষয় ফলজনক হয়? হে শঙ্কর! সেই ক্ষেত্রে পূর্ব্বে সহস্র সহস্র জন্মের সঞ্চিত পাপরাশিও কিজন্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয়? আমার নিকট তাহা বলুন। প্রভাসক্ষেত্র যদি সমস্ত তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠই হয়, তবে সেখানে যে অপরাপর তীর্থ আছে, তৎসমস্তের সেবা করিবার আর প্রয়োজন কি? বস্তুতঃ তীর্থ—একটী হইলে নরগণের মন তাহাতে সংশয়হীন হইয়া নিবিষ্ট হইতে পারে, পরন্তু একস্থানে অনেক তীর্থ থাকিলে মনের চাঞ্চল্য হওয়াই সম্ভবপর। অতএব হে সুরেশ্বর! আপনি ইতর তীর্থসমূহ পরিহার করিয়া সেই প্রভাসক্ষেত্রেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। প্রভো! সেই ক্ষেত্রের পরিমাণ, সীমা, এবং সার পদার্থচয়ের বার্ত্তা সম্পূর্ণরূপে বলুন; আমার এবিষয়ে শুনিবার জন্য পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে। ঈশ্বর কহিলেন,—অয়ি দেবি! যাহা সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে উত্তম এবং যাহা সর্ব্বক্ষেত্রাপেক্ষা আমার প্রিয়, সেই প্রভাসক্ষেত্রের বিবরণ বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ভদ্রে; যেখানে আমি নিয়ত নিরন্তর সন্নিহিত থাকি সেই প্রভাস ক্ষেত্রেই পরমা সিদ্ধি ও পরমা গতি লাভ হয়। সেই ক্ষেত্রের সমস্ত সীমার সহিত পরিমাণ বর্ণন করিতেছি। ক্ষেত্রমাত্রেই তিন প্রকার বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। আমি অনুক্রমে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। ক্ষেত্র, পীঠ, গর্ভগৃহ,—প্রভাস ক্ষেত্রের এই ত্রিবিধত্বই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের ফল যথাক্রমে কোটিকোটিগুণ অধিক। প্রথমোল্লিখিত ক্ষেত্রের পরিমাণ দ্বাদশ যোজন। ক্ষেত্রপীঠের পরিমাণ পঞ্চ যোজন। গর্ভগৃহের পরিমাণ এক গব্যূতি। উহা কর্ণিকাস্বরূপ এবং আমার অতীব প্রিয়। দেবি! এক্ষণে যথাক্রমে দৈর্ঘ্য-বিস্তারসহ ক্ষেত্রসীমা বলিতেছি, শ্রবণ কর। উহার আদি মধ্যপ্রান্তভাগে যে বিশেষ বিশেষ চিহ্ন আছে, তাহাও বলিতেছি। পূর্ব্বদিকে তপ্তোদস্বামী, পশ্চিমে মাধব দক্ষিণে সাগর আর উত্তরদিকে ভদ্রানদী। এই সীমাযুক্ত প্রভাসক্ষেত্রের পরিমাণ দ্বাদশ যোজন। ১—১৬। এই প্রভাসক্ষেত্র সর্ব্বপাতক হারক। ইহার মধ্যে যে পীঠিকা আছে, তাহার বিস্তারপরিমাণ পঞ্চ যোজন। ন্যঙ্কুমন্যের পশ্চিমে বজ্রিণীর পূর্ব্বে, মাহেশ্বরীর দক্ষিণে এবং সমুদ্রের উত্তরে উক্ত পীঠিকা বিরাজমান। এই পীঠের দৈর্ঘ্য-বিস্তারপরিমাণ পঞ্চ যোজন। পীঠের বর্ণন করিলাম, এক্ষণে গর্ভগৃহ বলিতেছি, শুন। দক্ষিণোত্তর সমুদ্র হইতে কৌরবেশ্বরী পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বপশ্চিমে গোমুখ হইতে অশ্ব-

কৈলাসাদ্যম বল্লভম্ ॥ ২০ ॥ অত্রান্তরে তু দেবেশি যানি তীর্থানি ভূতলে। বাপীকূপতড়াগানি দেবতায়তনানি চ॥ ২১ ॥ সরাংসি সরিতশ্চৈব পল্বলানি হ্রদাস্তথা। তানি মেধ্যানি সর্ব্বাণি সর্ব্ব-পাপহরাণি চ ॥ ২২ ॥ যত্র তত্র নরঃ স্নাত্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে। ক্ষেত্রস্য প্রথমো ভাগো মেধ্যো মাহেশ্বরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩ ॥ দ্বিতীয়ো বৈষ্ণবো ভাগো ব্রহ্মভাগস্তৃতীয়কঃ। তীর্থানাং কোটিরেকা তু ব্রাহ্মে ভাগে ব্যবস্থিতা ॥ ২৪ ॥ বৈষ্ণবে কোটিরেকা তু তীর্থানাং বরবর্ণিনি। সার্দ্ধকোটিস্তু সম্প্রোক্তা রুদ্রভাগে চ মধ্যতঃ ॥ ২৫ ॥ এবং দেবি সমাখ্যাতং তৎক্ষেত্রং হি ত্রিদৈবতম্। গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ক্ষেত্রং মম প্রিয়তরং শুভে ॥ ২৬ ॥ তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধ-কোটিশ্চ ক্ষেত্রে প্রোক্তা বিভাগতঃ। যাত্রা তু ত্রিবিধা জ্ঞেয়া তাং শৃণুষ্ব বরাননে ॥ ২৭ ॥ রৌদ্রী তু প্রথমা যাত্রা বৈষ্ণবী চ দ্বিতীয়িকা। ব্রাহ্মী তৃতীয়া সংখ্যাতা সর্ব্বপাতকনাশিনী ॥ ২৮ ॥ ব্রাহ্মে বিভাগে সম্প্রোক্তা ইচ্ছাশক্তির্ব্বরাননে। ক্রিয়া চ বৈষ্ণবে ভাগে দ্বিতীয়ে তু প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৯ ॥ রৌদ্রে ভাগে তৃতীয়ে তু জ্ঞানশক্তির্ব্বরাননে। যদিপাপো যদি শঠো যদি নৈষ্কৃতিকো নরঃ ॥ ৩০ ॥ নির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো মধ্যভাগে বসেত্তু যঃ। হিমবন্তং পরিত্যজ্য পর্ব্বতং গন্ধমাদনম্ ॥ ৩১ ॥ কৈলাসং নিষধঞ্চৈব মেরুপৃষ্ঠং মহাদ্যুতিম্। রম্যং ত্রিশিখরঞ্চৈব মানসঞ্চ মহাগিরিম্ ॥ ৩২ ॥ দেবো-দ্যানানি রম্যাণি নন্দনং বনমেব চ। স্বর্গস্থানানি রম্যাণি তীর্থান্যায়তনানি চ। তানি সর্ব্বাণি সন্ত্যজ্য প্রভাসে তু রতির্মম ॥ ৩৩ ॥ যস্তত্র বসতে দেবি সংযতাত্মা সমাহিতঃ। ত্রিকালমপি ভুঞ্জানো বায়ু-ভক্ষসমো ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥ বিঘ্নৈরালোড্যমানোঽপি যঃ প্রভাসং ন মুঞ্চতি। স মুঞ্চতি জরাং মৃত্যুং জন্মচক্রমশাশ্বতম্ ॥ ৩৫ ॥ জন্মান্তরশতৈর্দেবি যোগো বা যদি লভ্যতে। মোক্ষস্তু চ সহস্রেণ জন্মনাং লভ্যতে ন চ ॥ ৩৬ ॥ প্রভাসে তু মহাদেবি যে স্থিতাঃ কৃতনিশ্চয়াঃ। একেন জন্মনা তেষাং মোক্ষো নৈবাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ প্রভাসে তু স্থিতা যে বৈ ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ। মৃত্যুঞ্জয়েন সংযুক্তং জপন্তি শতরুদ্রিয়ম্ ॥ ৩৮ ॥ কালাগ্নিরুদ্রসান্নিধ্যে দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতাঃ। জ্ঞানং চোৎপদ্যতে তত্র ষণ্মাসা-ভ্যন্তরেণ তু ॥ ৩৯ ॥ শিবস্তু প্রোচ্যতে বেদো নাম-

---

মেধিক তীর্থ পর্য্যন্ত স্থান গর্ভগৃহ পদবাচ্য; ইহা কৈলাস অপেক্ষাও আমার প্রিয়তর। দেবি! এই সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে যে সকল বাপী, কূপ, তড়াগ, সরিৎ, সরোবর, পল্বল, হ্রদ, দেবায়তনাদি আছে, তৎসমস্তই সর্ব্বপাপহর ও পরম পবিত্র। মনুষ্য, এই সকলের যে কোন স্থলে স্নান করিলে স্বর্গলোকে সসম্মানে বাস করিতে পারে। সেই ক্ষেত্রের পবিত্র প্রথম ভাগ মাহেশ্বর, দ্বিতীয় ভাগ বৈষ্ণব আর তৃতীয় ভাগ ব্রাহ্ম। অয়ি বরবর্ণিনি! সেই ব্রাহ্মভাগে এককোটি, বৈষ্ণবভাগে এককোটি এবং মাহেশ্বর ভাগে সার্দ্ধ-কোটিসংখ্যক তীর্থ বিদ্যমান। শুভে দেবি! এই সেই মদীয় প্রিয়তর গুহ্যাতিগুহ্য ত্রিদৈবত ক্ষেত্রের বিবরণ বলা হইল। সেই প্রভাস ক্ষেত্রে সমুদায় সার্দ্ধত্রিকোটী তীর্থ বিভাগানুসারে প্রতিষ্ঠিত আছে। উহার যাত্রাও ত্রিবিধ; অয়ি বরাননে! তাহার বিধান বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। প্রথমা যাত্রা—রৌদ্রী, দ্বিতীয়া বৈষ্ণবী ও তৃতীয়া ব্রাহ্মী; ইহা সর্ব্বপাতকনাশিনী। অয়ি বরানানে! ব্রাহ্ম বিভাগে ইচ্ছাশক্তি, বৈষ্ণবভাগে ক্রিয়াশক্তি, আর মাহেশ্বর ভাগে জ্ঞানশক্তি প্রতিষ্ঠিতা। মানব যদি শঠ, পাপী কিম্বা কৃতঘ্নও হয়, তথাপি উক্ত মধ্যভাগে বাস করিলে সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হয়। হিমালয়, গন্ধমাদন, কৈলাস, নিষধ, মহাদ্যুতি মেরু-পৃষ্ঠ, রম্য ত্রিশিখর, মহাগিরি মানস, রম্য দেবোদ্যান সকল, নন্দনকানন, মনোরম স্বর্গস্থানসমূহ, এবং অপরাপর যে সকল তীর্থ ও আয়তন আছে, তৎ-সমস্ত অপেক্ষাও আমার এই প্রভাস ক্ষেত্রেই সম-ধিক প্রীতি।১৭—৩৩। হে দেবি! সেখানে যে ব্যক্তি বাস করে, সে যদি ত্রিকালভোজীও হয়, তথাপি বায়ুভোজী সমাহিত সংযমীর তুল্য গণ্য হয়। যদি কেহ বিঘ্নসমূহে নিপীড়িত হইয়াও প্রভাসক্ষেত্র পরিত্যাগ না করে, তাহার জরা, মৃত্যু ও অনিত্য সংসারচক্র নিবৃত্ত হইয়া যায়। দেবি! যদি শত শত জন্মান্তরে কোন প্রকারে যোগলাভও হয়, তথাপি তদনন্তর সহস্র সহস্র জন্মে মুক্তিলাভ হয় কি না সন্দেহ; পরন্তু হে মহাদেবি! প্রভাসক্ষেত্রে যাহারা কৃতনিশ্চয় হইয়া বাস করে, তাহাদিগের এক জন্মেই মুক্তি লাভ হয়; ইহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রভাস ক্ষেত্রে কালাগ্নিরুদ্রের সমীপে দক্ষিণদিকে বাস করত যে সকল ব্রাহ্মণ কঠোর নিয়মাবলম্বনে মৃত্যুঞ্জয়প্রকরণের সহিত শতরুদ্রিয় পাঠ করে,

পর্য্যায়বাচকৈঃ। তস্য চাত্মস্বরূপন্তু শতরুদ্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪০ ॥ কল্পেষু বেদাশ্চ পুনঃপুনরাবর্ত্তকাঃ স্মৃতাঃ। মন্ত্রাশ্চৈব তথা দেবি মুক্তা তু শতরুদ্রিয়ম্ ॥ ৪১ ॥ ঈড্যশ্চৈব তু মন্ত্রেণ মামেব হি যজন্তি যে। প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য তে মুক্তা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥ সমন্ত্রোঽমন্ত্রকো বাপি যস্তত্র বসতে নরঃ। সোঽপি যাং গতিমাপ্নোতি যজ্ঞৈর্দ্দানৈর্ন সাধ্যতে ॥ ৪৩ ॥ অস্মিন্ ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভুশ্চ স্থিতঃ সাক্ষান্মহেশ্বরঃ। রুদ্রাণাং কোটয়শ্চৈব প্রভাসে সংব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৪ ॥ ধ্যায়মানাস্তথোঙ্কারং স্থিতাঃ সোমেশদক্ষিণে ॥ ৪৫ ॥ ব্রহ্মাণ্ডোদরমধ্যে তু যানি তীর্থানি সুব্রতে। সোমেশ্বরং গমিষ্যন্তি বৈশাখস্য চতুর্দ্দশীম্ ॥ ৪৬ ॥ মনো বুদ্ধিরহঙ্কারঃ কামক্রোধৌ তথাপরে। এতে রক্ষন্তি সততং সোমেশং পাপনাশনম্ ॥ ৪৭ ॥ ন সা গতিঃ কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাদ্বারে ত্রিপুষ্করে। যা গতির্ব্বিহিতা পুংসাং প্রভাসক্ষেত্রবাসিনাম্ ॥ ৪৮ ॥ তির্য্যগ্‌যোনিগতাঃ সত্বা যে প্রভাসে কৃতালয়াঃ। কালেন নিধনং প্রাপ্তাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৪৯ ॥ তদ্ গুহ্যং দেবদেবস্য তত্তীর্থং তত্তপোবনম্। তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা নারায়ণপুরোগমাঃ ॥ ৫০ ॥ যোগিনশ্চ তথা সাঙ্খ্যা ভগবন্তং সনাতনম্। উপাসতে প্রভাসে তু মদ্ভক্তা মৎপরায়ণাঃ ॥ ৫১ ॥ অষ্টৌ মাসান্ বিহারঃ স্যাদ্‌যতীনাং সংযতাত্মনাম্। একে চ চতুরো মাসানষ্টৌ বা নিয়তং বসেৎ ॥ ৫২ ॥ প্রভাসে তু প্রবিষ্টানাং বিহারস্তু ন বিদ্যতে। অত্র যোগশ্চ মোক্ষশ্চ প্রাপ্যতে দুর্লভো নরৈঃ ॥ ৫৩ ॥ তস্মাৎ প্রভাসং সন্ত্যজ্য নান্যদ্‌গচ্ছেত্তপোবনম্। প্রভাসং যে ন সেবন্তে মূঢ়াস্তে তমসা বৃতাঃ ॥ ৫৪ ॥ বিণ্মূত্র-রেতসাং মধ্যে সম্ভবন্তি পুনঃপুনঃ। কামঃ ক্রোধস্তথা লোভো দম্ভঃ স্তম্ভোঽথ মৎসরঃ ॥ ৫৫ ॥ নিদ্রা তন্দ্রা তথালস্যং পৈশুন্যমিতি তে দশ। এতে রক্ষন্তি সততং সোমেশং তীর্থনায়কম্ ॥ ৫৬ ॥ ন প্রভাসে মৃতঃ কশ্চিন্নরকং যাতি কিল্বিষী। যাবজ্জীবং নরো যস্তু বসতে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৫৭ ॥ অগ্নিহোত্রৈশ্চ সন্ন্যাসৈরাশ্রমৈশ্চ সুপালিতৈঃ। ত্রিদণ্ডৈ-

---

ছয় মাস মধ্যে তাঁহাদিগের মুক্তিসাধক তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। পর্য্যায়বাচক নামানুসারে বেদকেই 'শিব' বলা যায়, শতরুদ্রিয় তাঁহারই আত্মস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত। প্রতিকল্পেই সেই বেদসকল এবং শতরুদ্রিয় ব্যতীত মন্ত্র সকল আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রভাসক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া যাহারা মন্ত্রদ্বারা স্তুতিযোগ্য মদীয় আরাধনা করে, তাহারা মুক্ত হয়; ইহাতে কোনও সংশয় নাই। দীক্ষিত বা অদীক্ষিত যে কোন মানব সেই প্রভাসক্ষেত্রে বাস করিয়া যেরূপ গতি প্রাপ্ত হয়, যজ্ঞদানাদি দ্বারা তাদৃশী গতি লাভ করা যায় না। এই প্রভাসক্ষেত্রে স্বয়ম্ভু মহেশ্বর সাক্ষাৎ বিরাজমান; এতদ্ভিন্ন কোটি কোটি রুদ্রও ওঙ্কারধ্যানপরায়ণ হইয়া উক্ত ক্ষেত্রে সোমেশ্বরের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত আছেন। অয়ি সুব্রতে! ব্রহ্মাণ্ডোদরস্থ যাবতীয় তীর্থই বৈশাখ মাসের চতুর্দ্দশীতে উক্ত সোমেশ্বরের সন্নিহিত হইয়া থাকে। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এবং কামক্রোধাদি রিপুগণ সতত সেই পাপহর সোমেশ্বরকে রক্ষা করিয়া থাকে। কুরুক্ষেত্রে বা প্রভাসক্ষেত্রে বাস করিয়া যে গতি লাভ করা যায়, গঙ্গাদ্বার, কিম্বা ত্রিপুষ্কর তীর্থেও তাদৃশী গতি লাভ হয় না। প্রভাসক্ষেত্রবাসী তির্য্যক্‌জাতিরাও কালক্রমে দেহ ত্যাগ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। এই প্রভাস ক্ষেত্রই দেবদেব মহেশ্বরের গুহ্য তীর্থ এবং গোপনীয় তপোবন। বিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবগণ, যোগিনিচয় এবং সাংখ্যজ্ঞানিবর্গ সেই প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থানপূর্ব্বক আমাতে ভক্তিমান্ ও মৎপরায়ণ হইয়া মদীয়া ভাগবতী মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন।৩৪—৫১। সংযতাত্মা যতিগণের আটমাস কাল বিহার বিহিত আছে; কেহ কেহ বলেন যে, আটমাস এক স্থানে অবস্থান এবং চারি মাস মাত্র বিহার কর্ত্তব্য। পরন্তু প্রভাসপ্রবিষ্ট ব্যক্তির বিহারে প্রয়োজন নাই; প্রভাসে নরগণের পক্ষে সেই দুর্লভ যোগ ও মোক্ষ অনায়াসেই লব্ধ হয়; অতএব প্রভাসক্ষেত্র পরিহার করিয়া অপর তপোবনে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। যাহারা প্রভাসক্ষেত্রের সেবা না করে, সেই সমস্ত তমোমূঢ় মানব বারম্বার মলমূত্রশুক্রমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, স্তম্ভ, মাৎসর্য্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য, ও পৈশুন্য,—এই দশটী দোষ সেই তীর্থনায়ক সোমেশ্বরকে সতত রক্ষা করে। মানব যাবজ্জীবন-বাসার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া যদি প্রভাসক্ষেত্রে মরণাপন্ন হয়, তবে সে যেমন পাতকীই হউক না, কদাচ নরকগামী হয় না। অগ্নিহোত্রী, সন্ন্যাসী, অপরাপর

য়েকদণ্ডৈশ্চ শৈবৈঃ পাশুপতৈরপি ॥ ৫৮ ॥ এতৈরন্যৈশ্চ যতিভিঃ প্রাপ্যতে যৎফলং শুভম্। তৎসর্ব্বং লভ্যতে দেবি শ্রীসোমেশ্বরযাত্রয়া ॥ ৫৯ ॥ একো হ্যর্চ্চয়তে লিঙ্গং তপস্যতি তথাপরঃ। তয়োর্মধ্যে তু শ্রেষ্ঠো যঃ সোমেশং চ প্রপূজয়েৎ ॥ ৬০ ॥ যত্তদ্যোগে চ সাংখ্যে চ সিদ্ধান্তে পঞ্চরাত্রিকে। অন্যৈশ্চ শাস্ত্রৈর্বিজ্ঞেয়ং প্রভাসে সংব্যবস্থিতম্ ॥ ৬১ ॥ লিঙ্গে চৈব স্থিতং সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্। তস্মাল্লিঙ্গে সদা দেবঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৬২ ॥ মমৈব সাপরা মূর্ত্তিঃ শ্রীসোমেশাখ্যয়া স্থিতা। তেন চৈবাত্মনাত্মানমারাধনপরো হ্যহম্ ॥ ৬৩ ॥ অনেকজন্মসাহস্রৈর্ভ্রমমাণস্তু জন্মভিঃ। কস্তাং প্রাপ্নোতি বৈ মুক্তিং বিনা সোমেশপূজনাৎ ॥ ৬৪ ॥ যৎকিঞ্চিদশুভং কর্ম্ম কৃতং মানুষবুদ্ধিনা। তৎসর্ব্বং বিলয়ং যাতি শ্রীসোমেশ্বরপূজনাৎ ॥ ৬৫ ॥ অনেকজন্মকোটীভির্যৎকৃতং হ্যঘম্। তৎসর্ব্বং নাশমায়াতি শ্রীসোমেশ্বরপূজনাৎ ॥ ৬৬ ॥ তীর্থানি যানি লোকেঽস্মিন্ সেব্যন্তে পাপমোক্ষিভিঃ। তানি সর্ব্বাণি শুদ্ধ্যর্থং প্রভাসে সংবিশন্তি হি ॥ ৬৭ ॥ যোঽসৌ কালাগ্নিরুদ্রস্তু প্রোচ্যতে বেদবাদিভিঃ। সোঽহং ভৈরবনাম্না তু প্রভাসে সংব্যবস্থিতঃ ॥ ৬৮ ॥ জনানাং দুষ্কৃতং সর্ব্বং ক্ষেত্রমধ্যে ব্যবস্থিতঃ। ভৈরবং রূপমাস্থায় নাশয়ামি সুরেশ্বরি ॥ ৬৯ ॥ জগৎসর্ব্বং চরিত্বা তু স্থিতোঽহং সচরাচরম্। তেন ভৈরবনামাহং প্রভাসে সংব্যবস্থিতঃ ॥ ৭০ ॥ অগ্নিনা যত্র তপ্তং তু দিব্যাব্দানাং চতুর্যুগম্। মেঘবাহনকল্পে তু তত্র লিঙ্গং বভূব হ ॥ ৭১ ॥ অগ্নিমীড়েতি বেদোক্তপ্রভাবঃ সুরসুন্দরি। কালাগ্নিরুদ্রনামা চ দেবৈঃ সর্বৈরুদাহৃতম্ ॥ ৭২ ॥ অগ্নীশানেতি দেবেশি নাম ত্রিতয়মুচ্যতে। কল্পে কল্পে তু নামানি কথিতুং নৈব শক্যতে। অসংখ্যত্বাচ্চ কল্পানাং ব্রহ্মণাং চ বরাননে ॥ ৭৩ ॥ এবং চৈব রহস্যং চ মহাগোপ্যং বরাননে। স্নেহাদ্যুক্ত্যা ভক্ত্যা চ ময়া তে পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৭৪ ॥ একতস্তু জগৎ সর্ব্বং কর্ম্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠিতম্। যজ্ঞদানতপোহোমৈঃ স্বাধ্যায়ৈঃ পিতৃতর্পণৈঃ ॥ ৭৫ ॥ উপবাসৈর্ব্রতৈঃ কৃচ্ছ্রৈশ্চান্দ্রায়ণশতৈস্তথা। যদ্ভু-

আশ্রমধর্ম্মপালক, ত্রিদণ্ডী, শৈব, পাশুপত ও যতিগণ যে যে ফল লাভ করেন, হে দেবি! শ্রীসোমেশ্বরের যাত্রায়ও সেই ফলই লাভ করা যায়। একজনে তপস্যা করে, আর একজনে লিঙ্গার্চ্চনা করে; ইহার মধ্যে যে ব্যক্তি সোমেশ্বরের অর্চ্চনা করে, সে-ই শ্রেষ্ঠ। যোগ, সাংখ্য, সিদ্ধান্ত, পাঞ্চরাত্রিক, ও অপরাপর শাস্ত্রে যে ফল বিহিত, এই প্রভাসক্ষেত্রেও তাহাই প্রতিষ্ঠিত। চরাচর সমগ্র জগৎ লিঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত; এজন্য সতত প্রযত্ন সহকারে লিঙ্গেই ভগবানের অর্চ্চনা কর্ত্তব্য। আমারই মূর্ত্ত্যন্তর উক্ত সোমেশ্বর নামে সেই প্রভাসক্ষেত্রে বিরাজমান রহিয়াছে। আমি আত্মা দ্বারা সেই আত্মমূর্ত্তিরই আরাধনা করিয়া থাকি। সেই সোমেশ্বরের আরাধনা ব্যতীত সহস্র সহস্র যোনি পরিভ্রমণ করিলেও কোন্ ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিতে পারে? মানুষবুদ্ধিবশে যাহা কিছু অশুভ কর্ম্ম করা যায়, শ্রীসোমেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে তৎসমস্ত বিষয় লয় প্রাপ্ত হয়। প্রাণিগণ অনেককোটি জন্মে যে পাপ সঞ্চয় করে, শ্রীসোমেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে তৎসমুদয় বিনষ্ট হয়। ইহলোকে পাপমোচনকামী জনগণ যে সকল তীর্থের সেবা করে, তৎসমস্ত তীর্থ, স্বপাপক্ষালনার্থ এই প্রভাসক্ষেত্রেই আগমন করিয়া থাকে। বেদবাদিগণ যাঁহাকে কালাগ্নি রুদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তিনি এই প্রভাসে আসিয়া 'ভৈরব' নামে অবস্থান করিতেছেন। অয়ি সুরেশ্বরি! আমি ভৈরবরূপে ক্ষেত্রমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক জনগণের সমস্ত দুষ্কৃত বিনাশ করিয়া থাকি। এই অভিপ্রায়েই আমি সচরাচর সমগ্র জগতে বিচরণ করিণ করিয়া, পরে সেই প্রভাসক্ষেত্রে ভৈরবনামে অবস্থান করিয়াছি। ৫২—৭০। পূর্ব্বে মেঘবাহন কল্পে অগ্নিদেব যেখানে থাকিয়া দিব্য চতুর্যুগকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, সেখানে তখন একটী লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল; অয়ি সুরসুন্দরি! তাহার প্রভাব বেদে উক্ত আছে। বেদমতে তাহার নাম "অগ্নিমীড়"। দেবগণ উঁহাকে "কালাগ্নি রুদ্র" নামে উল্লেখ করেন। আর মর্ত্ত্যলোকে উহা "অগ্নীশান" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সেই লিঙ্গের এই তিনটী নাম বলিলাম। কল্পে কল্পেই উঁহার বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধি হয়, পরন্তু তাহা আর বলিতে পারা যায় না; কারণ কল্প ও ব্রহ্মা অসংখ্য। হে বরাননে! এই রহস্য অতীব গোপনীয়। ত্বদীয়া মহতী ভক্তির ও মদীয় স্নেহের বশেই আমি তোমার নিকট ইহা প্রকাশ করিলাম। একদিকে কর্ম্মকাণ্ডপ্রতিষ্ঠ সমগ্র জগৎ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ, উপবাস, ব্রত, কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ,

ষড়রাত্রৈশ্চ ত্রিরাত্রৈশ্চ তীর্থাদিগমনৈঃ পরৈঃ॥ ৭৬॥ আশ্রমৈর্বিবিধাকারৈর্ব্রতভিক্ষাচারিভিঃ। বানপ্রস্থৈর্গৃহস্থৈশ্চ বেদকর্ম্মপরায়ণৈঃ॥ ৭৭॥ অন্যৈশ্চ বিবিধাকারৈর্লোকমার্গস্থিতৈঃ শুভৈঃ। ন তৎপদং পরং দেবি শক্যং বীক্ষয়িতুং কচিৎ॥ ৭৮॥ যাবন্ন চার্চ্চয়েদ্দেবি সোমেশং লিঙ্গনায়কম্। লীলয়া বাপি তৈর্দ্রষ্টুং তৎপদং দুর্লভং পরম্॥ ৭৯॥ পূজিতো যৈর্জ্জগন্নাথঃ সোমেশঃ কিল ভৈরবঃ। তির্য্যগ্‌যোনিগতা যে তু পশুপক্ষিপিপীলিকাঃ॥ ৮০॥ অন্তর্জ্জলগতা যে তু কৃমীকীটপতঙ্গকাঃ। স্থাবরা জঙ্গমাশ্চান্যে মনুষ্যাঃ পশবঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৮১॥ বালা বৃদ্ধাস্তথা ষণ্ঢাঃ শ্বানগর্দ্দভবায়সাঃ। চণ্ডালাঃ পুক্কসাঃ শূদ্রা ম্লেচ্ছা যেঽন্যে বিযোনিজাঃ॥ ৮২॥ মূর্খাস্ত পণ্ডিতাশ্চাপি যে চান্যে কুৎসিতা ভুবি। তে সর্ব্বে মুক্তিমায়ান্তি প্রভাসে যে মৃতাঃ শুভে॥ ৮৩॥ কালানলস্য রুদ্রস্য কালরাজেন চাগ্নিনা। দগ্ধাস্তে জন্তবঃ সর্ব্বে প্রভাসে যে মৃতাঃ শুভে॥ ৮৪॥ দুর্লভং তু মম ক্ষেত্রং প্রভাসং দেবি পাপিনাম্। ন তত্র লভতে মৃত্যুং পাপাত্মা লোকবন্দিতে॥ ৮৫॥ ময়া দক্ষিণভাগে চ বিঘ্নেশঃ সম্প্রতিষ্ঠিতঃ। উত্তরে দণ্ডপাণিশ্চ ক্ষেত্রমেতচ্চ রক্ষতি॥ ৮৬॥ তথান্যে গণপাঃ সর্ব্বে মদাজ্ঞাবশবর্ত্তিনঃ। ক্ষেত্রং রক্ষন্তি দেবেশি তেষাং নমানি মে শৃণু॥ ৮৭॥ মহাবলশ্চ চণ্ডীশো ঘণ্টাকর্ণস্ত গোমুখঃ। বিনায়কো মহানাদঃ কাকবক্ত্রঃ শুভেক্ষণঃ। একাক্ষো দুন্দুভিশ্চণ্ডস্তালজঙ্ঘস্তথৈব চ॥ ৮৮॥ ভূমিদণ্ডশ্চ চণ্ডশ্চ শঙ্কুকর্ণশ্চ বৈধৃতিঃ। তালচণ্ডো মহাতেজা বিকটাস্যো হয়াননঃ॥ ৮৯॥ হস্তিবক্ত্রঃ শ্বানবক্রো বিড়ালবদনস্তথা। সিংহব্যাঘ্রমুখাশ্চান্যে বীরভদ্রাদয়স্তথা॥ ৯০॥ বিনায়কং পুরস্কৃত্য দেবদেবং কপর্দ্দিনম্। একাদশ তথা কোট্যো নিযুতানি ত্রয়োদশ॥ ৯১॥ অর্ব্বুদঞ্চ গণানাঞ্চ প্রভাসং ক্ষেত্রমাশ্রিতাঃ। দ্বারিদ্বারি প্রচণ্ডাস্তে শূলমুদ্গরপাণয়ঃ॥ ৯২॥ প্রভাসক্ষেত্রং রক্ষন্তি দেবদেবস্য বৈ গৃহম্। ন কশ্চিদ্দুষ্টবুদ্ধ্যা তু প্রবিশেদিতি সংস্থিতিঃ॥ ৯৩॥ শতকোটিগণৈশ্চাপি পূর্ব্বদ্বারি তু সংবৃতঃ। অট্টহাসো গণো নাম প্রভাসং তত্র রক্ষতি॥ ৯৪॥ কালাক্ষো ভীষণশ্চণ্ডো বৃতোঽষ্টাদশকোটিভিঃ। ঘণ্টাকর্ণগণো নাম দক্ষিণং দ্বারমাশ্রিতঃ॥

ষড়্‌রাত্র, ত্রিরাত্র, তীর্থযাত্রা, আশ্রমধর্ম্মপালন, সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, গার্হস্থ্য ও বিবিধ বেদবিহিত কার্য্য,—আর অপর দিকে নানাবিধ লোকস্থিতিহেতু শুভাচার,—হে দেবি! এ সকলের কিছুতেই সেই পরমপদ দর্শন করিতে পারা যায় না। এই সমস্ত সদাচার পালন করিয়াও যাবৎ লিঙ্গনায়ক সোমেশ্বরকে অর্চ্চনা না করে, তাবৎ কোনরূপেই সেই দুর্লভ পদদর্শন ঘটে না; পরন্তু যাহারা জগন্নাথ সোমেশ্বর ভৈরবের অর্চ্চনা করে, তাহারা অবলীলাক্রমেই সেই পরমপদদর্শনে সমর্থ হয়। তির্য্যক্‌জাতি, পশু, পক্ষী, পিপীলিকা, জলবাসী, কৃমি, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম, মনুষ্য, পশু, স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, ক্লীব, কুক্কুর, গর্দ্দভ, বায়স, চণ্ডাল, পুক্কস, শূদ্র, ম্লেচ্ছ, অপর হীনজাতি, মূর্খ, পণ্ডিত এবং ভূমণ্ডলে অপরাপর যে সকল কুৎসিত জীব আছে, হে শুভে! প্রভাসে মরণাপন্ন হইলে তাহারা সকলেই মুক্তি প্রাপ্ত হয়। অয়ি শুভে! কালরাজ কালাগ্নিরুদ্রের অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া প্রভাসমৃত প্রাণিগণ পূত হইয়া থাকে। হে দেবি! আমার সেই প্রভাসক্ষেত্র পাপাত্মা জনগণের পক্ষে দুর্লভ; হে লোকবন্দিতে! সেখানে পাপাত্মা ব্যক্তি দেহত্যাগ করিতে পারে না।

৭১—৮৫। আমি এই ক্ষেত্রের দক্ষিণ দিকে বিঘ্নেশকে ও উত্তরদিকে দণ্ডপাণিকে ক্ষেত্ররক্ষার্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। ইহারা এবং মদাজ্ঞাবশবর্ত্তী আরও অনেকানেক গণপতি সেই ক্ষেত্রের রক্ষা বিধান করিতেছে। হে দেবেশি! তাহাদিগের নাম শ্রবণ কর। মহাবল, চণ্ডীশ, ঘণ্টাকর্ণ, গোমুখ, বিনায়ক, মহানাদ, কাকবক্ত্র, শুভেক্ষণ, একাক্ষ, দুন্দুভি, চণ্ড, তালজঙ্ঘ, ভূমিদণ্ড, চণ্ডাস্য, শঙ্কুকর্ণ, বৈধৃতি, তালচণ্ড, মহাতেজা, বিকটাস্য, হয়ানন, হস্তিবক্ত্র, শ্বানবক্ত্র, বিড়ালবদন, সিংহমুখ, ব্যাঘ্রমুখ, ও বীরভদ্রাদি একাদশ কোটি ত্রয়োদশ নিযুত একার্ব্বুদ সংখ্যক গণ, দেবদেব কপর্দ্দী বিনায়ককে পুরোবর্ত্তী করিয়া প্রভাস ক্ষেত্রে বাস করিতেছে। অসদ্‌বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া কেহই সেই দেবদেবের নিকেতন প্রভাসক্ষেত্রে বাস করিতে না পারে, এজন্য সেই প্রচণ্ডাকার গণগণ, শূল-মুদ্গরাদি বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক প্রতিদ্বারে অবস্থান করিতেছে। পূর্ব্ব দ্বারে অট্টহাস নামক গণ, অপর শতকোটি গণে পরিবৃত হইয়া সেই প্রভাসক্ষেত্রকে রক্ষা করিতেছে। —৯৪। কৃষ্ণনেত্র, ভীষণাকার, উগ্রমূর্ত্তি ঘণ্টাকর্ণ গণ, অষ্টাদশ-কোটি গণের সহিত দক্ষিণ-

৯৫। পশ্চিমদ্বারমাশ্রিত্য স্থিতবান্ বিষ্টরো গণঃ দণ্ডপাণিঃ স্থিতস্তত্র দেবদেবস্য চোত্তরে। ৯৬। যোগক্ষেমং বহন্নিত্যং প্রভাসে ভাবিতাত্মনাম্। ভীষণাক্ষস্তথৈশান্যামাগ্নেয্যাং ছাগবক্ত্রকঃ। ৯৭। নৈঋর্ত্যাং চণ্ডনাদস্তু বায়ব্যাং ভৈরবাননঃ। নন্দী চৈব মহাকালো দণ্ডপাণির্বিনায়কঃ। ৯৮। এতেহঙ্গরক্ষকা মধ্যে শতকোটিগণৈর্বৃতাঃ। এবং রক্ষন্তি বহবো হ্যসংখ্যেয়া গণেশ্বরাঃ। ৯৯। কলিকল্মষসম্ভূত্যা যেষাং চোপহতা মতিঃ। ন তেষাং তত্তবেদ্যগম্যং স্থানমর্দ্ধেন্দুমৌলিনঃ। ১০০। গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈর্যক্ষৈরপ্সরোভিস্তথোরগৈঃ। সিদ্ধৈঃ সম্পূজ্য দেবেশং সোমেশং পাপনাশনম্। ১০১। অন্তর্দ্ধানং গতৈর্নিত্যং প্রভাসং তু নিষেব্যতে। সপ্তলোকেষু যে সন্তি সিদ্ধাঃ পাতালবাসিনঃ। প্রদক্ষিণন্তে কুর্ব্বন্তি সোমেশং কালভৈরবম্। ১০২। পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ। লাকুলিং ভারভূতিঞ্চ আষাঢ়িং দণ্ডমেব চ। ১০৩। পুষ্করং নৈমিষং চৈব অমরেশং তথাপরম্। ভৈরবং মধ্যমং কালং কেদারং করবীরকম্। ১০৪। হরিশ্চন্দ্রঞ্চ শৈলেশস্তথা বস্ত্রাস্তিকেশ্বরঃ। অট্টহাসং মহেন্দ্রঞ্চ শ্রীশৈলঞ্চ গয়া তথা। ১০৫। এতানি সর্ব্বতীর্থানি দেবং সোমেশ্বরং প্রভুম্। প্রদক্ষিণং প্রকুর্ব্বন্তি তত্র লিঙ্গং স্তবন্তি চ। ১০৬। ব্রহ্মা জনার্দ্দনশ্চান্তে যে দেবা জগতি স্থিতাঃ। অগ্নিলিঙ্গসমীপস্থাঃ সন্ধ্যাকালে স্তবন্তি চ। ১০৭। ষষ্টিকোটিসহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানি চ। সর্ব্বে সোমেশ্বরং যান্তি মাঘ। ১০৮। তস্মিন্ কালে চ যো দদ্যাদ্‌সোমেশে ঘৃতকম্বলম্। ১০৯। ঘৃতং রসং তিলান্ দুগ্ধং জলং চন্দ্রাধিবাসতম্। একত্র কৃত্বা কাশ্মীরমিত্যেতদ্‌ঘৃতকম্বলম্। ১১০। শিবরাত্র্যাং তু কর্ত্তব্যমেতদ্‌গোপ্যং মম প্রিয়ম্। এবং কৃতে চ যৎপুণ্যং গদিতুং তন্ন শক্যতে। ১১১। তত্র দক্ষিণভাগে তু স্বয়ং ভূতবিনায়কম্। প্রথমং পূজয়েদ্দেবি যদীচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ। ১১২। উত্তরাণাং চ সর্ব্বেষাং প্রভাসক্ষেত্রমুত্তরম্। পীঠানাঞ্চৈব পীঠঞ্চ ক্ষেত্রাণাং ক্ষেত্রমুত্তমম্। সন্দেহানাং চ সর্ব্বেষাময়ং সন্দেহ উত্তমঃ। ১১৩। যে কেচিদ্‌যোগিনঃ সন্তি শতকোটিপ্রবিস্তরাঃ। তেষাং ক্ষেত্রে

দ্বারে অবস্থান করিতেছে। পশ্চিমদ্বারে বিষ্টরাখ্য গণ অবস্থান করিতেছে। দেবদেবের উত্তর দিকে দণ্ডপাণি গণ অবস্থিত। ইনি সেই প্রভাস-ক্ষেত্রে শুদ্ধাত্মা জনগণের যোগক্ষেম সাধন করিয়া থাকেন। ভীষণাক্ষ ঈশানকোণে, ছাগবক্ত্র অগ্নিকোণে, চণ্ডনাদ নৈঋর্তকোণে, এবং ভৈরবাননগণ বায়ুকোণে বর্ত্তমান। নন্দী, মহাকাল, দণ্ডপাণি ও বিনায়ক,—ইহারা শতকোটি গণে পরিবৃত হইয়া মধ্যভাগে থাকিয়া অঙ্গরক্ষা কার্য্য সাধন করিতেছে। এইভাবে অসংখ্য গণেশ্বর সেই ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছে। কলিকলুষে যাহাদিগের মতি উপহত হইয়াছে, তাহারা অর্দ্ধেন্দুশেখরের সেই প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিতে পারে না। গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, অপ্সরা, উরগ, সিদ্ধ,—ইহারা অদৃশ্যভাবে প্রতিদিন সেই প্রভাসক্ষেত্রে পাপনাশন সোমেশ্বরকে পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। সপ্ত পাতাল লোকে যে সকল সিদ্ধ আছেন, তাঁহারাও কালভৈরব সোমেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। লাকুলি, ভারভূতি, আষাঢ়ি দণ্ডকারণ্য, পুষ্কর, নৈমিষারণ্য, অমরেশ, ভৈরব, মধ্যম, কাল, কেদার, করবীরক, হরিশ্চন্দ্র, শৈলেশ, বস্ত্রাস্তিকেশ্বর, অট্টহাস, মহেন্দ্র, শ্রীশৈল, গয়া এবং ভূতলে অপরাপর যে সকল পুণ্য তীর্থ ও আয়তন আছে, তৎসমস্ত তীর্থও সেই প্রভু সোমেশ্বরদেবকে প্রদক্ষিণ ও স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন। জগতে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহারাও সন্ধ্যাকালে অগ্নিলিঙ্গের সমীপস্থ হইয়া স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন।৯৫-১০৭। মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীদিনে ষষ্টিকোটি-সহস্র ও ষষ্টিকোটি শত তীর্থ সেই সোমেশ্বরের সমীপস্থ হইয়া থাকে। সেই সময়ে সোমেশ্বরকে ঘৃতকম্বল দান করিতে হয়। ঘৃত রস, তিল, দুগ্ধ, জল, কুঙ্কুম ও কর্পূর একত্র মিলিত করিলেই ঘৃতকম্বলপদবাচ্য হয়। শিবরাত্রিতে এই ঘৃতকম্বল প্রস্তুত করিয়া প্রদান করা কর্ত্তব্য। ইহা আমার প্রীতিদায়ক এবং নিতান্ত গোপনীয়। এরূপ করিলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। হে দেবি! মানব যদি সিদ্ধিকামনা করে, তবে প্রথমতঃ ক্ষেত্রের দক্ষিণভাগস্থ স্বয়ম্ভূত বিনায়ক দেবের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। মুক্তিদায়ক ক্ষেত্রনিচয়ের মধ্যে এই প্রভাসক্ষেত্রই সর্ব্বোত্তম, সমস্ত পীঠের মধ্যে এই পীঠই শ্রেষ্ঠ, ক্ষেত্রসমূহ মধ্যে এই ক্ষেত্রই প্রধান এবং ঐহিক সুখসাধন স্থানসকলের মধ্যেও এই প্রভাসক্ষেত্রই সর্ব্ব

প্রভাসে তু রতির্নান্যত্র কুত্রচিৎ ॥ ১১৪ ॥ লিঙ্গাদীশানভাগে তু সংস্থিতা সুরসুন্দরী ॥ ১১৫ ॥ ময়া যা কথিতা তুভ্যমুমা নাম কলা শুভা। সা সতী প্রোচ্যতে দেবি দক্ষস্য দুহিতা পুরা ॥ ১১৭ ॥ দক্ষকোপাচ্ছরীরং তু সন্ত্যজ্য পরমা কলা। হিমবন্তগৃহে জাতা উমা নাম্না চ বিশ্রুতা ॥ ১১৬ ॥ তেন দেবি ময়া সার্দ্ধং তত্রস্থা বরদাঃ স্মৃতাঃ। নবকোট্যস্তু চামুণ্ডাস্তস্মিন্ ক্ষেত্রে স্থিতাঃ স্বয়ম্ ॥ ১১৮ ॥ চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং তত্র ত্বাং যদি পূজয়েৎ। একবিংশতিজন্মানি দারিদ্র্যং তস্য নো ভবেৎ ॥ ১১৯ ॥ অমা সোমেন সংযুক্তা কদাচিদ্যদি লভ্যতে। তস্যাং সোমেশ্বরং দৃষ্ট্বা কোটিযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ১২০ ॥ এতৎক্ষেত্রে মহাগুহ্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্। রুদ্রাণাং কোটয়ো যত্র একাদশ সমাসতে ॥ ১২১ ॥ দ্বাদশাত্র দিনেশানাং বসবোহষ্টৌ সমাগতাঃ। গন্ধর্ব্বযক্ষরক্ষাংসি অসংখ্যাতা গণেশ্বরাঃ ॥ ১ ২ ॥ উমাপি তত্র পার্শ্বস্থা সর্ব্বদেবৈস্তু সংস্তুতা। নন্দী চ গণনাথো যো দেবদেবস্য শূলিনঃ ॥ ১২৩ ॥ মহাকালস্য যে চান্যে গণপাঃ সন্তি পার্শ্বগাঃ। গঙ্গা চ যমুনা চৈব তথা দেবী সরস্বতী ॥ ১২৪ ॥ অন্যাশ্চ সরিতঃ পুণ্যা নদাশ্চৈব হ্রদাস্তথা। সমুদ্রাঃ পর্ব্বতাঃ কূপা বনস্পতয় এব চ ॥ ১২৫ ॥ স্থাবরং জঙ্গমং চৈব প্রভাসে তু সমাগতম্। অন্যে চৈব গণাস্তত্র প্রভাসে সংব্যবস্থিতাঃ ॥ ১২৬ ॥ ন ময়া কথিতাঃ সর্ব্ব উদ্দেশেন ক্বচিৎ ক্বচিৎ। ভক্ত্যা পরময়া যুক্তো দেবদেবি বিনায়কম্। তৃতীয়ং পূজয়েত্তত্র বাঞ্ছেৎ ক্ষেত্রফলং যদি ॥ ১২৭ ॥ দ্বাদশৈবং তথা চাষ্টৌ চত্বারিংশচ্চ কোটয়ঃ। নদীনামগ্নিতীর্থস্য দ্বারে তিষ্ঠন্তি ভামিনি ॥ ১২৮ ॥ নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনং কিঞ্চিদজ্ঞানাদ্যদি বৈ কৃতম্। তৎসর্ব্বং বিলয়ং যাতি অগ্নিতীর্থস্য দর্শনাৎ ॥ ২৯ ॥ দেবি কিং বহুনোক্তেন ক্ষেত্রমেতন্মহাপ্রভম্। ন তে বর্ণয়িতুং শক্যঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১৩০ ॥ যে চান্তরিক্ষে ভুবি যে চ দেবাস্তীর্থানি বৈ যানি দিগন্তরেষু। ক্ষেত্রং প্রভাসং প্রবরং হি তেষাং সোমেশ্বরং দেবি তথা বরিষ্ঠম্ ॥ ১৩১ ॥ যে চাণ্ডজাশ্চোদ্ভিজ্জাশ্চৈব জীবাঃ সংস্বেদজাশ্চৈব জরায়ুজাশ্চ। দেবি প্রভাসে তু গতাসবোহত্র মুক্তিং পরাং যান্তি ন সংশয়োহত্র ॥ ১৩২ ॥ ইতি

বরিষ্ঠ। শত-সহস্রকোটি যোগী আছেন; পরন্তু তাঁহাদিগের এই প্রভাসক্ষেত্রই সমধিক প্রীতিবিধায়ক; অপর কুত্রাপি তাঁহারা এতাদৃশী প্রীতিলাভ করেন না! অয়ি সুরসুন্দরি! উক্ত লিঙ্গের ঈশানকোণে এক শক্তিমূর্ত্তি বিরাজমানা। পূর্ব্বে দক্ষনন্দিনী সতীদেবী দক্ষের দুর্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। সেই পরমা কলা হৈমবতী তখন উমা নামে বিখ্যাতা হইয়াছিলেন। সে বৃত্তান্ত আমি পূর্ব্বেই বর্ণন করিয়াছি। সেই উমা দেবীই আমার সহিত সেই স্থানে বাস করিতেছেন। তাঁহার সহিত নবকোটিসংখ্যক চামুণ্ডাও অবস্থান করিতেছেন; তাঁহারা সকলেই বরদানোন্মুখী। চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমীতে যদি সেখানে তোমাকে অর্চ্চনা করে, তবে তাহার একবিংশতি জন্ম যাবৎ দারিদ্রক্লেশ হয় না। যদি কখনও সোমবারে অমাবস্যার যোগ হয়, তবে তখন সোমেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে কোটিযজ্ঞফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।১০৮—১২০। এই মহাক্ষেত্র সর্ব্বপাতকহর। এখানে একাদশ কোটি রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, এবং গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষসগণ বর্ত্তমান। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বদেবস্তুতা উমা দেবীও তত্রত্য শঙ্করের পার্শ্বদেশে বিরাজিতা রহিয়াছেন। শঙ্করের সর্ব্বগণাধ্যক্ষ নন্দী,মহাকালের অনুচরবর্গ, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, অপরাপর পুণ্যা নদী, বিবিধ হ্রদ, নদ, সমুদ্র, পর্ব্বত, কূপ, বনস্পতি প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম সকল উক্ত প্রভাসক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক গণ সেখানে বর্ত্তমান আছে; আমি তাহাদিগের সকলের কথা বলি নাই; বিশেষ বিশেষ কতিপয় গণের কথাই কহিয়াছি। যদি ক্ষেত্রফলের কামনা থাকে, তবে পরম ভক্তিসহকারে তত্রত্য তৃতীয় বিনায়কের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। অয়ি ভামিনি! তত্রত্য অগ্নিতীর্থের পুরোভাগে দ্বাদশকোটি, অষ্টকোটি ও চত্বারিংশৎ কোটি নদী বিদ্যমান আছে। অজ্ঞানবশে নির্ম্মাল্যলঙ্ঘন করিলে যে পাপ হয়, অগ্নিতীর্থদর্শনে তৎসমস্ত দূরীভূত হইয়া যায়। দেবি! অধিক বলিয়া কি হইবে? বস্তুতঃ এই মহাপ্রভ ক্ষেত্রের মহিমা শতকোটিকল্পেও সম্যক্ বর্ণন করা যায় না। দেবি! অন্তরীক্ষে, ভূতলে ও দিগন্তভাগে যে সমস্ত তীর্থ বা দেবতা আছেন, তন্মধ্যে এই প্রভাসক্ষেত্র ও অত্রত্য সোমেশ্বর দেবই সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ। যে সমস্ত অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ জীব আছে, তাহারা কোনরূপে এই প্রভাস ক্ষেত্রে গতাসু হইলে পরমা মুক্তি লাভ

নিগদিতমেতদ্দেবদেবস্য চিত্রং চরিত মিদমচিন্ত্যং দেবি তে শঙ্করস্য। কলিকলুষবিদারং সর্ব্বলোকোঽপি যায়াদ্যদি পঠতি শৃণোতি স্তৌতি নিত্যং য ইত্থম্‌॥ ১৩৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যে ক্ষেত্রপ্রমাণবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ইত্যেবমুক্তে বিপ্রেন্দ্রা শঙ্করেণ মহাত্মনা। পুনঃ পপ্রচ্ছ সা দেবী হর্ষসম্পূর্ণমানসা॥ ১॥ দেব্যুবাচ। দেবদেব জগন্নাথ সর্ব্বপ্রাণহিতায় বৈ। প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যং বিস্তরাদ্বদ মে প্রভো॥ ২॥ ঈশ্বর উবাচ। অন্তদ্দৃষ্টান্তরূপং তে কথয়ামি যশস্বিনি। যেন সৃষ্টং মহাদেবি ক্ষেত্রমেতন্মম প্রিয়ম্‌॥ ৩॥ যা গতির্ধ্যায়তাং নিত্যং নিঃসঙ্গানাঞ্চ যোগিনাম্‌। শৈবং সন্ত্যজতাং প্রাণান্‌ প্রভাসে তু পরা গতিঃ॥ ৪॥ অনেককল্পস্থায়ী চ মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ। সোঽপি দেবং বিরূপাক্ষং প্রভাসে তু সদার্চ্চতি॥ ৫॥ অটিত্বা সর্ব্বতীর্থানি প্রভাসং নৈব মুঞ্চতি। দুর্ব্বাসাশ্চ মহাতেজা লিঙ্গস্থারাধনোদ্যতঃ। ন মুঞ্চতি ক্ষণং দেবি তৎক্ষেত্রং শশিমৌলিনঃ॥ ৬॥ ভরদ্বাজো মরীচিশ্চ মুনিরুদ্দালকস্তথা। ক্রতুশ্চৈব বসিষ্ঠশ্চ কশ্যপো ভৃগুরেব চ॥ ৭॥ দক্ষশ্চৈব তু সাবর্ণির্যমশ্চাঙ্গিরসস্তথা। শুক্রো বিভাণ্ডকশ্চৈব ঋষ্যশৃঙ্গোঽথ গোভিলঃ॥ ৮॥ গৌতমশ্চ ঋচীকশ্চ অগস্ত্যঃ শৌনকো মহান্‌। নারদো জমদগ্নিশ্চ বিশ্বামিত্রোঽথ লোমশঃ॥ ৯॥ অন্যে চ ঋষয়শ্চৈব দিব্যা দেবর্ষয়স্তথা। ন মুঞ্চন্তি মহাক্ষেত্রং লিঙ্গস্থারাধনোদ্যতাঃ॥ ১০॥ অহং তত্রৈব তিষ্ঠামি লিঙ্গারাধনতৎপরঃ। ন মুঞ্চামি মহাক্ষেত্রং সত্যং সত্যং বরাননে॥ ১১॥ সর্ব্বতীর্থানি দেবেশি ময়া দৃষ্টানি ভূতলে। প্রভাসেন সমং ক্ষেত্রং নৈব দৃষ্টং কদাচন॥ ১২॥ দেবি ষষ্টিসহস্রাণি যাজ্ঞবল্ক্যপুরস্কৃতাঃ। জপং কুর্ব্বন্তি রুদ্রাণাং চন্দ্রভাগাং ব্যবস্থিতাঃ॥ ১৩॥ চত্বারিংশৎসহস্রাণি ঋষীণামূর্দ্ধরেতসাম্‌। দেবিকাতটমাশ্রিত্য জপন্তি শতরুদ্রিয়ম্‌॥

করিতে পারে; ইহাতে সংশয় নাই। দেবি! এই আমি তোমার নিকট শঙ্করদেবের অচিন্তনীয় বিচিত্র চরিত্র কীর্ত্তন করিলাম। এই উপাখ্যান প্রতিদিন পাঠ, শ্রবণ বা ইহার প্রশংসা করিলে, সকল ব্যক্তিই কলি-কলুষ-ধ্বংস করিতে সম্যক্‌ সমর্থ হইয়া থাকে। ১২১—১৩৩।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্রগণ! মহাত্মা শঙ্কর এই প্রকার কহিলে পর দেবী গিরিজা হর্ষপূর্ণমানসে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী কহিলেন,—হে দেবদেব, জগন্নাথ, প্রভো! আপনি প্রাণিগণের হিতবিধানার্থ পুনরায় সবিস্তরে প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—অয়ি যশস্বিনি! যে নিমিত্ত আমার এই প্রিয় ক্ষেত্র সৃষ্ট হইয়াছে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ আরও কিছু বলিতেছি। নিয়ত নিঃসঙ্গ, ধ্যানপরায়ণ যোগিগণ যে গতি লাভ করেন, প্রভাসক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেও সেই গতি লাভ হইয়া থাকে। মহাতপা মার্কণ্ডেয় মুনি অনেক কল্পজীবী; তিনিও এই প্রভাসক্ষেত্রে সতত বিরূপাক্ষের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। মহাতেজা দুর্ব্বাসা সর্ব্বতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াও এই প্রভাসে থাকিয়াই লিঙ্গারাধনা করিতেছেন, কদাচ এইস্থান পরিহার করেন না। ভরদ্বাজ, মরীচি, উদ্দালকমুনি, ক্রতু, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, ভৃগু, দক্ষ, সাবর্ণি, যম, বৃহস্পতি, শুক, বিভাণ্ডক, ঋষ্যশৃঙ্গ, গোভিল, গৌতম, ঋচীক, অগস্ত্য, মহাত্মা শৌনক, নারদ, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, লোমশ, ও অপরাপর অনেকানেক দিব্য দেবর্ষিগণও লিঙ্গারাধনতৎপর হইয়া এই ক্ষেত্রেই অবস্থান করিতেছেন; তাঁহারাও এই ক্ষেত্র পরিহার করেন না। অয়ি বরাননে! আমিও লিঙ্গারাধনপরায়ণ হইয়া সেই ক্ষেত্রেই বাস করি; কদাচ সেই মহাক্ষেত্র পরিত্যাগ করি না। ইহা তোমাকে সত্য সত্যই বলিলাম। আমি ভূতলে সমস্ত তীর্থই দেখিয়াছি; পরন্ত প্রভাসের তুল্য উত্তম ক্ষেত্র আমি কদাচ কুত্রাপি নয়নগোচর করি নাই। হে দেবি! যাজ্ঞবল্ক্যপ্রমুখ ষষ্টিসহস্র ঋষি চন্দ্রভাগার তীরে থাকিয়া রুদ্রজপ-সাধন করিয়া থাকেন। ১—১৩। চত্বারিংশৎ সহস্র ঊর্দ্ধরেতা মুনি, দেবিকাতটে অবস্থান

১৪। কোটয়শ্চৈব পঞ্চাশন্মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্। উমাপতিং সমাসাদ্য লিঙ্গং তত্রৈব সংস্থিতম্। ১৫। রুদ্রাণাং কোটিজাপান্তু কৃতং তত্রৈব তৈঃ পুরা। কোটিশ্চৈব সংসিদ্ধাস্তস্মিঁল্লিঙ্গে ন সংশয়ঃ। ১৬। শতশ্চৈব সহস্রাণাং দেবেশং শশিভূষণম্। পূজয়ন্তি মহাসিদ্ধা মম ক্ষেত্রনিবেশিনঃ। ১৭। বেদান্তেষু চ যৎ প্রোক্তং ফলঞ্চৈব মহর্ষিভিঃ। তৎফলং সকলং তত্র চন্দ্রভূষণদর্শনাৎ। ১৮। অগ্নিতীর্থে ঋষীণান্তু কোটিঃ সাগ্রা স্থিতা শুভে। রুদ্রেশ্বরে স্মৃতং লক্ষং কপর্দ্দীশে তথৈব চ। ১৯। রত্নেশ্বরে সহস্রং তু ঋষীণামূর্দ্ধরেসাম্। অর্কস্থলে মহাপুণ্যে কোটিঃ সাগ্রা স্থিতা শুভে। ২০। ষষ্টিশ্চৈব সহস্রাণি তত্র সিদ্ধেশ্বরে স্থিতাঃ। সপ্ত চৈব সহস্রাণি মার্কণ্ডেয়ে তু সংস্থিতাঃ। ২১। সরস্বত্যাং ব্রহ্মকুণ্ডেঽসংখ্যাতা মুনয়ঃ স্মৃতাঃ। দশার্ব্বুদসহস্রাণি কোটিত্রিতয়মেব চ। ২২। ঋষয়স্তত্র তিষ্ঠন্তি যত্র প্রাচী সরস্বতী। ব্রহ্মহত্যা গতা যত্র শঙ্করস্য চ তৎক্ষণাৎ। ২৩। কায়ঃ সুবর্ণতাং প্রাপ কপালং পতিতং করাৎ। স্নাত্বৈবং মঙ্কিনা পূর্ব্বং কৃতং তত্র মহাতপঃ। ২৪। তুষ্টঃ শ্রীশঙ্করো দেবো লিঙ্গবাসবরেণ তু। কোটিযজ্ঞফলং স্নানে প্রাচ্যাং লিঙ্গস্য পূজনে। ২৫। পিণ্ডে গয়াশতগুণমমাসোমযুতে দিনে। ভূতায়াং পিণ্ডদস্তত্র কুলকোটিং সমুদ্ধরেৎ। ২৬। যে চাত্র মলনাশায় নিমজ্জন্তি চ মানবাঃ। দশগোদানজং পুণ্যং তেষামপি ভবিষ্যতি। ২৭। পাদেন বা ক্রীড়মানা জলং লিপ্সন্তি যে নরাঃ। তেষামপি শ্রাদ্ধফলং বিধিবৎ সম্ভবিষ্যতি। তত্র লিঙ্গানি পূজ্যানি শূলভেদাদিকানি তু। ২৮। এবং বিকল্প্য লিঙ্গানি অশ্বমেধফলানি তু। দর্শনেনাপি সর্ব্বেষাং স্পর্শাদ্ধি দ্বিগুণং ফলম্ ২৯। এবং তুষ্টো জগন্নাথঃ স্থিতঃ প্রাচীবনে ধ্রুবম্ মনোঽপি যে করিষ্যন্তি স্নানদানেষু কা কথা। ৩০ তেষাং তুষ্টো জগন্নাথঃ শঙ্করো নীললোহিতঃ ত্রিংশৎকোটিগণস্তত্র প্রাচীং রক্ষন্তি সর্ব্বতঃ। ৩১ মহাপাপসমাচারঃ পাপিষ্ঠো ব্রাত্যকিল্বিষী। ঘৃণাকম্প-

পূর্ব্বক শতরুদ্রিয় জপ করিয়া থাকেন। পঞ্চাশৎ কোটি উর্দ্ধরেতা মুনি, উমাপতি লিঙ্গের সমীপে অবস্থান করেন। তাঁহারা পূর্ব্বে সেখানে কোটি-রুদ্রজপ সাধন করিয়াছেন; এবং তাহাতে তাঁহারা অভিমত সিদ্ধিও প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবি! মদীয়-ক্ষেত্রবাসী, মহাসিদ্ধ, শত-সহস্র ঋষি, দেব-দেব শশিভূষণের আরাধনা করিয়া থাকেন। বেদান্তজ্ঞান লাভ করিলে, মুনিগণ যে ফল কীর্ত্তন করেন, উক্ত ক্ষেত্রে চন্দ্রভূষণের দর্শনেও অবিকল সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। অয়ি শুভে! অগ্নি-তীর্থে একাকোটিরও অধিকসংখ্যক মুনি অবস্থান করিয়া থাকেন। রুদ্রেশ্বরে এক লক্ষ, কপর্দ্দী-শ্বরে একলক্ষ, এবং রত্নেশ্বরে একসহস্র উর্দ্ধরেতা মুনি বাস করেন। মঙ্গলে দেবি! মহাপুণ্য অর্ক-স্থলেও লক্ষাধিক মুনি বিরাজমান। সিদ্ধেশ্বর তীর্থে ষষ্টিসহস্র, মার্কণ্ডক্ষেত্রে সপ্ত সহস্র, এবং সরস্বতীতে ও ব্রহ্মকুণ্ডে অসংখ্য মুনি অবস্থান করিয়া থাকেন। প্রাচী সরস্বতীর তীরভূমে দশ-সহস্র অর্ব্বুদ ও তিনকোটি ঋষি বাস করেন। পূর্ব্বে ভগবান্ শঙ্কর ব্রহ্মহত্যাক্রান্ত হইয়া ঐ স্থানে আগমন করিলে তৎক্ষণাৎ সেই ব্রহ্মহত্যা বিলয় প্রাপ্ত হয়; হস্তস্থ কপালও স্খলিত হইয়া পড়ে এবং তদীয় শরীরও সুবর্ণবর্ণ হয়। এই ঘটনা জানিতে পারিয়া মঙ্কি নামক কোনও মুনি সেই স্থানেই একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া মহৎ তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তাহাতে মহেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। সোমবার অমাবস্যায় যোগ হইলে প্রাচী সরস্বতীতে স্নান করিয়া তত্রত্য লিঙ্গের পূজা করিলে কোটি যজ্ঞের ফল এবং পিণ্ডদান করিলে গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদানাপেক্ষা শতগুণ অধিক পুণ্য লাভ হয়। সোমবার চতুর্দ্দশীতে সেখানে পিণ্ড প্রদান করিলে মানব কুল-কোটির উদ্ধার সাধন করিতে পারে। ১৪—২৬। পাপক্ষালনার্থ যাহারা সেই প্রাচীতে নিমজ্জিত হয়, তাহারা দশ-গোদানপুণ্য লাভ করিয়া থাকে যাহারা ক্রীড়াচ্ছলেও পদদ্বারাও সেই প্রাচীর জল স্পর্শ করে, তাহারাও যথাবিধি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হয়। তত্রত্য শূলভেদাদি লিঙ্গনিচয়ের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। সেই সমস্ত লিঙ্গের দর্শনেও অশ্বমেধের পুণ্য হয়, আর স্পর্শ করিলে নরগণ তাহার দ্বিগুণ ফল লাভ করিতে পারে। সেই প্রাচীসন্নিহিত বনে ভগবান্ মহেশ্বর সন্তুষ্ট মনে বাস করিতেছেন। এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। উক্ত প্রাচী নদীতে স্নান-দানের কথা কি? যাহারা মনেও স্নান-দানের সঙ্কল্প করে, জগন্নাথ নীল-লোহিত শঙ্কর তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। সেখানে মদীয় ত্রিংশৎকোটি গণ, সেই

মিব প্রাণান্ প্রাচ্যাং মুক্তা শিবং ব্রজেৎ ॥ ৩২ ॥ দধিকম্বলদানং তু তত্র দেয়ং দ্বিজোত্তমে। কথিতং পাপশমনং সারাৎ সারতরং ধ্রুবম্ ॥ ৩৩ ॥ অধুনা সম্প্রবক্ষ্যামি হিরণ্যাশ্চ মহোদয়ম্। দুর্ব্বাসসা তপস্তপ্তং তত্র সূর্য্যঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৩৪ ॥ কোটিরেকা তু তত্রৈব ঋষীণামূর্দ্ধরেতসাম্। চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানামধিকো বলরূপধৃক্ ॥ ৩৫ ॥ যত্র তিষ্ঠন্তি দেবেশি ভৃগুকোটিসমন্বিতঃ। অন্যত্র ব্রাহ্মণানাং তু কোট্যা যচ্চ ফলং লভেৎ ॥৩৬॥ ব্রহ্মস্থানে তথৈকেন ভোজিতেন তু তৎফলম্। এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি তত্র তিষ্ঠামি নির্বৃতঃ ॥ ৩৭ ॥ কোটির্ভির্দ্দেবঋষিভির্দ্দেবৈঃ সহ সমাবৃতঃ। তীর্থানি তত্র তিষ্ঠন্তি অন্তর্ভূতানি বৈ কলৌ ॥ ৩৮ ॥ তত্র ক্ষেত্রে মহারম্যে যত্র সোমেশ্বরঃ স্থিতঃ। মম দেবি গণৌ দ্বৌ তু বিভ্রমঃ সংভ্রমঃ পরঃ ॥ ৩৯ ॥ তৌ চাত্র ক্ষেত্রসংস্থানাং লোকানাং ভ্রমবিভ্রমৈঃ। যোজয়ন্তি সদাচিত্তং বিকল্পানৈক্যসঙ্কুলম্ ॥ ৪০ ॥ বিনায়কোপসর্গাশ্চ দশ দোষাস্তথাপরে। এবং ক্ষেত্রং তু রক্ষন্তি পাপিনাং দুষ্টচেতসাম্ ॥ ৪১ ॥ দণ্ডপাণিং তু যে ভক্ত্যা পশ্যন্তীহ নরোত্তমাঃ। ন তেষাং জায়তে বিঘ্নং তত্র ক্ষেত্রনিবাসিনাম্ ॥ ৪২ ॥ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা বৈ বর্ণসঙ্করাঃ। অকামা বা সকামা বা প্রভাসে যে মৃতাঃ শুভে ॥ ৪৩ ॥ চন্দ্রার্দ্ধমৌলিনঃ সর্ব্বে ললাটাক্ষা বৃষধ্বজাঃ। শিবে মম পুরে দিব্যে জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ ৪৪ ॥ যস্তত্র বসতে বিপ্রঃ সংযতাত্মা সমাহিতঃ। ত্রিকালমপি ভুঞ্জানো বায়ুভক্ষসমো ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥ মেরোঃ শক্যা গুণা বক্তুং দ্বীপানাং চ গুণাস্তথা। সমুদ্রাণাং চ সর্ব্বেষাং শক্যা বক্তুং গুণাঃ প্রিয়ে ॥ ৪৬ ॥ আদিদেবস্য দেবেশি মহেশস্য মহাপ্রভোঃ। শক্যা নৈব গুণা বক্তুং বর্ষকোটিশতৈরপি ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যে ক্ষেত্রস্বর্ষিদেবগণবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

প্রাচীকে রক্ষা করিয়া থাকে। মানব মহাপাপী, অতি পাপী বা যেরূপ পাপীই হউক, সেই প্রাচীতে যদি ঘুণাক্ষর ন্যায়েও প্রাণত্যাগ করে, তবে শিবলোক প্রাপ্ত হয়। সেখানে উত্তম ব্রহ্মণকে দধিকম্বল দান করা কর্ত্তব্য। উহা পাপনাশক এবং সারদানসমূহেরও সারস্বরূপ; চিরস্থায়ী ফলদায়ক। ইহা আমি তোমাকে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। অয়ি দেবেশি! অতঃপর আমি সেই হিরণ্যাতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি —যেখানে মুনিবর দুর্ব্বাসা তপস্যা করিয়া সূর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেখানে এককোটি ঊর্দ্ধরেতা মুনি অবস্থান করেন। অয়ি দেবেশি! সেখানে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত পরম পুরুষ বলদেবরূপে ভৃগুপ্রমুখ কোটি ব্রাহ্মণের সহিত বিরাজমান রহিয়াছেন। স্থানান্তরে কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনে যে ফল, উক্ত ব্রহ্মক্ষেত্রে একমাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেই সেই ফল লাভ হয়। হে মহাদেবি! আমি এইরূপ ক্ষেত্রমাহাত্ম্য জ্ঞাত হইয়াই হৃষ্টচিত্তে কোটি কোটি ঋষি দেবগণের সহিত সেই ক্ষেত্রে বাস করিতেছি। সোমেশ্বরের আবাসভূত সেই মহাক্ষেত্রে, কলিভীত তীর্থনিচয় লুকাইয়া রহিয়াছে। দেবি! সম্ভ্রম ও বিভ্রম নামে আমার দুইটী গণ আছে; তাহারা এই ক্ষেত্রস্থ জনগণের মনে সম্ভ্রম ও বিভ্রম উৎপাদন করে, তাহাতে জনগণের চিত্ত বিকল্পে ও অনৈক্যে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহারা এবং দশবিধ বিনায়কোপসর্গজ দোষ—দুষ্টচেতা পাপিগণের অত্যাচার হইতে এই ক্ষেত্রকে রক্ষা করিয়া থাকে। যে সকল নরোত্তম উক্ত ক্ষেত্রে দণ্ডপাণিকে ভক্তি সহকারে দর্শন করে, ক্ষেত্রবাসী সেই সকল জনের কোনরূপ বিঘ্ন হয় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণসঙ্কর,—যে কোন প্রাণী,—অকাম বা সকাম হইয়া এই প্রভাসক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে, অয়ি শুভে! তাহারা সকলেই ত্রিনেত্র, চন্দ্রার্দ্ধশেখর, বৃষধ্বজমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক মদীয় দিব্য মঙ্গলময় পুরে যাইয়া বাস করে। প্রভাসবাসী মানব সংযতাত্মা সমাহিতই হউক, আর ত্রিকালভোজীই হউক, তাহারা স্থানান্তরস্থ বায়ুভক্ষী যোগীর তুল্য বলিয়া গণ্য। প্রিয়ে! মেরুগিরি, দ্বীপনিচয়, সমুদ্র সকল,—ইহাদিগেরও গুণ বর্ণনা করা বরং সম্ভবপর, পরন্তু হে দেবেশি! সেই আদিদেব, মহাপ্রভু, মহেশ্বরের গুণবর্ণনা শতকোটি বর্ষেও সম্ভবপর নহে। ২৭—৪৭।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ। অত্যদ্ভুতং মহাদেব মাহাত্ম্যং কথিতং মম। অপূর্ব্বং দেবদেবেশ কদাচিন্ন শ্রুতং ময়া॥ ১॥ ব্রহ্মাণ্ডে যানি লিঙ্গানি কীর্ত্তিতানি ত্বয়া মম। তেষাং প্রভাবেণাধিক্যং সোমেশে তৎকথং বদ॥ ২॥ কিং প্রভাবো মহাদেব ক্ষেত্রস্য চ সুরেশ্বর। তন্মে ব্রূহি সুরেশান যাথাতথ্যং মমাগ্রতঃ॥ ৩॥ ঈশ্বর উবাচ। অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি রহস্যং পরমং তব। প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যং সোমেশস্য বরাননে॥ ৪॥ তীর্থানাং পরমং তীর্থং ব্রতানাং পরমং ব্রতম্। জাপ্যানাং পরমং জাপ্যং ধ্যানানাং ধ্যানমুত্তমম্॥ ৫॥ যোগানাং পরমো যোগো রহস্যং পরমং মহৎ। তত্তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনাঃ প্রিয়ে॥ ৬॥ সোমেশং পরমং স্থানং পঞ্চবক্ত্রসমন্বিতম্। এতল্লিঙ্গং ন মুঞ্চামি সত্যং সত্যং ময়োদিতম্॥ ৭॥ যচ্চ তৎপরমং দেবি ধ্রুবমক্ষয়মব্যয়ম্। সোমেশং তদ্বিজানীহি মা বিকল্পমনা ভব॥ ৮॥ নির্ভয়ং নির্ম্মলং নিত্যং নিরপেক্ষং নিরাশ্রয়ম্। নিরঞ্জনং নিষ্প্রপঞ্চং নিঃসঙ্গং নিরুপদ্রবম্॥ ৯॥ তল্লিঙ্গমিতি জানীহি প্রভাসে সংব্যবস্থিতম্। অপবর্গমবিজ্ঞেয়ং মনোরম্যমনাময়ম্॥ ১০॥ নিত্যঞ্চ কারণং দেবং মথঘ্নং সর্ব্বতোমুখম্। শিবং সর্ব্বাত্মকং সূক্ষ্মমনাদ্যং যচ্চ দৈবতম্॥ ১১॥ আত্মোপলব্ধিবিজ্ঞেয়ং চিত্তচিন্তাবিবর্জ্জিতম্। গমাগমবিনির্মুক্তং বহিরন্তশ্চ কেবলম্॥ ১২॥ আত্মোপলব্ধিবিষয়ং শ্রুতিগোচরবর্জ্জিতম্। নিষ্কলং বিমলাত্মানং প্রকটং জ্ঞানদীপকম্॥ ১৩॥ তল্লিঙ্গমিতি জানীহি প্রভাসে সুরসুন্দরি নিরাবকাশরহিতং শব্দং শব্দান্তগোচরম্॥ ১৪॥ নিষ্কলং বিমলং দেবং দেবদেবং সুরাত্মকম্। হেতুপ্রমাণরহিতং কল্পনাভাববর্জ্জিতম্॥ ১৫॥ চিত্তাবলোকবিষয়ং বহিরন্তরসংস্থিতম্। প্রভাসে তং বিজানীহি প্রণবং লিঙ্গরূপিণম্॥ ১৬॥ অনিস্পন্দং মহাত্মানং নিরানন্দাবলোকনম্। লোকাবলোকমার্গস্থং বিশুদ্ধজ্ঞানকেবলম্॥ ১৭॥ বিদ্যাবিশেষমার্গস্থমনেকাকারসংস্থিতম্। স্বভাবভাবনাগ্রাহ্যং ভাবাতীতমলক্ষণম্॥ ১৮॥ বাক্‌প্রপঞ্চাদিরহিতং নিষ্প্রপঞ্চাত্মকং শিবম্। জ্ঞান-

---

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দেবী কহিলেন,—হে দেবদেবেশ, মহাদেব! আপনি অপূর্ব্ব অত্যদ্ভুত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন; আমি ইহা কদাচ শুনি নাই। ব্রহ্মাণ্ডে যত লিঙ্গ আছে, আমার নিকট তাহাতো আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন; সেই সকল লিঙ্গ অপেক্ষা সোমেশ্বর লিঙ্গের প্রভাব অধিক হইল কি জন্য?—আমার নিকট ইহা বলুন। আর হে মহাদেব! ঐ ক্ষেত্রের প্রভাবই বা কি প্রকার? হে সুরেশ্বর, মহেশ্বর! আমার নিকট তাহা যথাযথ বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—অয়ি বরাননে! অতঃপর আমি তোমাকে প্রভাসক্ষেত্রের ও তত্রত্য সোমেশ্বরের পরম রহস্য মাহাত্ম্য বলিতেছি। যাহা তীর্থের মধ্যে পরম তীর্থ, ব্রতের মধ্যে পরম ব্রত, জাপ্যের মধ্যে পরম জাপ্য, ধ্যানের মধ্যে উত্তম ধ্যান ও যোগের মধ্যে পরম যোগ,—সেই পরম মহৎ রহস্য আমি তোমাকে বলিতেছি; হে প্রিয়ে! তুমি একাগ্রমনে শ্রবণ কর। সেই সোমেশক্ষেত্র পরম স্থান; পঞ্চমুখান্বিত সেই সোমেশ্বর লিঙ্গ আমি কদাচ পরিত্যাগ করিব না; ইহা আমি তোমাকে সত্যসত্যই বলিতেছি। দেবি! যাহা পরম, যাহা ধ্রুব, যাহা অক্ষয় ও অব্যয়,—তুমি সেই সোমেশকে পরম পদার্থ বলিয়াই জ্ঞাত হও। এ বিষয়ে মনে কোন সন্দেহ করিও না। প্রভাসস্থ সোমেশ্বর লিঙ্গই নির্ভয়, নির্ম্মল, নিত্য, নিরপেক্ষ, নিরাশ্রয়, নিরঞ্জন, নিষ্প্রপঞ্চ, নিঃসঙ্গ ও নিরুপদ্রব; তুমি ইহা সম্যক্ অবধারণ কর। অয়ি সুরসুন্দরি! তুমি প্রভাসস্থ সেই লিঙ্গকে অবিজ্ঞেয়, অপবর্গ, অনাময়, মনোরম, নিত্য, কারণ, মথঘাতী, সর্ব্বতোমুখ, সর্ব্বাত্মক, সূক্ষ্ম, অনাদি, আত্মোপলব্ধি-বিজ্ঞেয়, মানসধ্যানাতীত, আয়-ব্যয়রহিত, অন্তরে বাহিরে একরূপে বিরাজমান, শ্রুত্যাদি ব্যাপারের অগোচর, নিষ্কল, প্রকটজ্ঞানদীপস্বরূপ, আত্মোপলব্ধির বিষয়ীভূত মঙ্গলময় দেব মহেশ্বর বলিয়া জানিও। প্রভাসস্থ সেই লিঙ্গরূপী মহেশ্বরকে তুমি, নিরবকাশ, শব্দস্বরূপ, শব্দান্তগোচর, নিষ্কল, বিমল, দেবদেব, সুরাত্মক, অপ্রমাণ, অকারণ, ভাবনা কল্পনাশূন্য, চিত্ত দ্বারাই অবলোকনের বিষয়, অন্তরে বাহিরে অপ্রত্যক্ষ, প্রণব বলিয়া জ্ঞাত হও। তিনি অনিস্পন্দ, মহাত্মা, নিরানন্দ জনের অবলোকনযোগ্য, লোকের দর্শনযোগ্য পথে বর্ত্তমান, বিশুদ্ধ, অসঙ্গ, জ্ঞানস্বরূপ বিদ্যাবিশেষাত্মক পথে সুখলভ্য, অনেকাকারে বিরাজিত, বহুনামধারী, আত্মভাবাত্মক ভাবনা দ্বারা গ্রাহ্য, ভাবাতীত, লক্ষণশূন্য,

জ্ঞেয়াবলোকস্থং হেত্বাভাসবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৯ ॥ অনাহতং শব্দগতং শব্দাদিগুণসম্ভবম্। এবং সোমেশ্বরং বিদ্ধি প্রভাসে লিঙ্গরূপিণম্ ॥ ২০ ॥ শব্দব্রহ্মগতং শান্তং সশব্দান্তগমাস্পদম্। সর্ব্বাতিরিক্তবিষয়ং সর্ব্বধ্যানপদে স্থিতম্ ॥ ২১ ॥ অনাদিমচ্যুতং দিব্যং প্রমাণাতীতগোচরম্। অধশ্চোর্দ্ধং গতং নিত্যং জীবাখ্যং দেহসংস্থিতম্ ॥ হৃদাদিদ্বাদশান্তস্থং প্রাণাপানোদয়াস্তগম্। অগ্রাহ্যমিন্দ্রিয়াত্মানং নিষ্কলঙ্কাত্মকং বিভুম্ ॥ ২৩ ॥ স্বরাদিব্যঞ্জনাতীতং বর্ণাদিপরিবর্জ্জিতম্। বাচামবাচ্য বিষয়মহঙ্কারার্দ্ধরূপিণম্ ॥ ২৪ ॥ অপ্রতর্ক্যমনুচ্চার্য্যং কলনাকালবর্জ্জিতম্। নিঃশব্দং নিশ্চলং সৌম্যং দেহাতীতং পরাৎপরম্ ॥ ২৫ ॥ ভূতাবগ্রহরহিতং ভাবাভাববিবর্জ্জিতম্। অবিজ্ঞেয়ং পরং সূক্ষ্মং পঞ্চপঞ্চাদিসম্ভবম্ ॥ ২৬ ॥ অপ্রমেয়মনন্তাখ্যমক্ষরং কামরূপিণম্। প্রভবং সর্ব্বভূতানাং বীজাঙ্কুরসমুদ্ভবম্ ॥ ২৭ ॥ ব্যাপকং সর্ব্বকামাখ্যমক্ষরং পরমং মহৎ। স্থূলসূক্ষ্মবিভাগস্থং ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনম্ ॥ ২৮ ॥ কল্পকল্পান্তরহিতমনাদিনিধনং মহৎ। মহাভূতং মহাকায়ং শিবং নির্ব্বাণভৈরবম্ ॥ ২৯ ॥ এবং সদাশিবং বিদ্ধি প্রভাসে লিঙ্গরূপিণম্। যোগাক্রিয়াবিনির্ম্মুক্তং মৃত্যুঞ্জয়মনাদিমৎ ॥ ৩০ ॥ সর্ব্বোপসর্গরহিতং সর্ব্বতোব্যাপকং শিবম্। অব্যক্তং পরতো নিত্যং কেবলং দ্বৈতবর্জ্জিতম্ ॥ ৩১ ॥ অনন্ততেজসাক্রান্তং প্রভাসক্ষেত্রবাসিনাম্। ভূরিস্বয়ম্প্রভপ্রখ্যং সর্ব্বতেজোঽধিকং হরম্ ॥ ৩২ ॥ শরণ্যং দেবমীশানমোঙ্কারং শিবরূপিণম্। দেবদেবং মহাদেবং পঞ্চবক্ত্রং বৃষধ্বজম্ ॥ ৩৩ ॥ নির্ম্মলং মানসাতীতং ভাবগ্রাহ্যমনুপমম্। সদা শান্তং বিরূপাক্ষং শূলহস্তং জটাধরম্ ॥ ৩৪ ॥ হৃৎপদ্মকোশমধ্যস্থং শূন্যরূপং নিরঞ্জনম্। এবং সদাশিবং বিদ্ধি প্রভাসে লিঙ্গরূপিণম্ ॥ ৩৫ ॥ যোঽহসৌ পরাৎপরো দেবো হংসাখ্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। নাদাখ্যঃ সুব্রতে দেবি সোঽস্মিন্ স্থানে স্থিতঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৬ ॥ এতদাদিস্বরূপং চ ময়া যোগবলেন তু। বিজ্ঞাতং দেবি গদিতং দিব্যমাত্মানমাত্মনা ॥ ৩৭ ॥ ঋগ্বেদস্থঃ পূর্ব্বাহ্নে মধ্যাহ্নে যজুষি স্থিতঃ। অপরাহ্নে তু সামস্থো হ্যথর্ব্বস্থো নিশাগমে ॥ ৩৮ ॥ বেদাহমেতং

বাক্প্রপঞ্চাতীত, নিষ্প্রপঞ্চ, জ্ঞানজ্ঞেয়, ধ্যানলভ্য, হেত্বাভাসরহিত, অনাহতশব্দান্তর্ব্বর্ত্তী, ও শব্দ স্পর্শাদির উৎপত্তিনিলয়; এবম্ভূত মহেশ্বরই সোমেশ্বর লিঙ্গরূপী হইয়া প্রভাসে বিরাজমান রহিয়াছেন।১—২০। তিনি শব্দব্রহ্মগত অর্থাৎ ওঙ্কাররূপী, শান্ত, শব্দান্তজ্ঞানের একমাত্র আশ্রয়, সর্ব্ববিষয়াতিরিক্ত, সকল জীবের ধ্যানবিষয়ীভূত, আদিরহিত, অক্ষয়, দিব্য, অপ্রমেয়, উর্দ্ধাধঃ সর্ব্বস্থানব্যাপী, দেহমধ্যে 'জীব' নামে প্রতিষ্ঠিত, হৃদয়াদি দ্বাদশ স্থানে বিশেষরূপে অবস্থিত, প্রাণাপানাদি দৈহিক বায়ুর উদয়াস্তাশ্রয়, প্রত্যক্ষাতীত, ইন্দ্রিয়াত্মা, দোষহীন, বিভু স্বরব্যঞ্জনাতীত, বর্ণবিবর্জ্জিত, বাক্যের অবাচ্য, অর্দ্ধাহঙ্কারাশ্লিষ্ট-রূপধারী, অতর্ক্য, অনুচ্চার্য্য, কাল-কলনারহিত, নিঃশব্দ, নিশ্চল, সৌম্য, দেহহীন, পরাৎপর, পঞ্চভূতকৃত সজ্যর্ষরহিত, ভাবাভাবাতীত, অবিজ্ঞেয়, পরম সূক্ষ্ম, পঞ্চীকৃত-পঞ্চভূতজ-দেহধারী, প্রমাণশূন্য, অনন্ত, অক্ষয়, কামরূপী, সর্ব্বভূতের উৎপাদক, বীজাঙ্কুরবৎ নিরন্তর উৎপদ্যমান, ব্যাপক, অক্ষর, মহৎ, সর্ব্বকামাকার, স্থূল-সূক্ষ্মাদি বিভাগসমূহে প্রতিষ্ঠিত, ব্যক্তাব্যক্ত, সনাতন, কল্প-কল্পান্তাদি-পরিচ্ছেদহীন, অনাদি অমর, মহৎ, মহাকায়, মহাভূত, মহাকার, শিবস্বরূপ, নির্ব্বাণভৈরব। এবম্বিধ সদাশিবই সেই প্রভাসে লিঙ্গরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি যোগাক্রিয়াতীত, মৃত্যুঞ্জয়, অনাদি, দ্বন্দ্বোপসর্গশূন্য, সর্ব্বব্যাপী, শিব, অব্যক্ত, পরবর্ত্তী, নিত্য, কেবল, দ্বৈত্যবর্জ্জিত, অনন্ত তেজের অনাক্রম্য, সর্ব্বাধিক তেজঃসম্পন্ন, স্বয় প্রভ বলিয়া সুবিখ্যাত, সংহারকারী, শরণ্য, শিবরূপী ও ওঙ্কারাখ্য ঈশান দেব। তিনি দেবদেব, মহাদেব, পঞ্চানন, বৃষধ্বজ, নির্ম্মল, মানসাতীত, নিরুপম, ভাবমাত্রগ্রাহ্য,সতত শান্ত, বিরূপাক্ষ, শূলহস্ত, জটাধর ও হৃৎকমল কর্ণিকামধ্যগত শূন্যাকার নিরঞ্জন। সেই প্রভাসক্ষেত্রস্থ লিঙ্গরূপী সদাশিবকে তুমি এইরূপ জানিও। যে পরাৎপর দেব হংস নামে কীর্ত্তিত হন, যিনি নাদ নামে প্রসিদ্ধ, অয়ি সুব্রতে দেবি! তিনিই এইস্থানে স্বয়ং অবস্থান করিতেছেন। দেবি! আমার এই আদিম স্বরূপ আমি যোগবলে জ্ঞাত হইয়াছি; আমি আত্মা দ্বারা সেই আত্মাকেই তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। যে পরম পুরুষ পূর্ব্বাহ্নে ঋগ্বেদে, মধ্যাহ্নে যজুর্ব্বেদে, অপরাহ্নে সামবেদে, এবং রাত্রিকালে অথর্ব্ববেদে অধিষ্ঠান করেন,

পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বা ন ভবেত্তু মৃত্যুর্নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে বৈ জনানাম্। ইতীরিতস্তে তু মহাপ্রভাবঃ সোমেশলিঙ্গস্য কৃতৈকদেশঃ। বৃতং ন চাব্দৈর্বহুভিঃ সহস্রৈর্বক্তুং চ কেনাপি মুখৈর্ন শক্যম্। ৪০। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রোঽপীদং পঠেদ্যদি। নির্মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ। ৪১।

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীসোমেশ্বরমহিমবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ। ৬।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং তত্র তদা দেবী শ্রুত্বা মাহাত্ম্যমুত্তমম্। হর্ষোৎকণ্ঠিতয়া বাচা পুনঃ পপ্রচ্ছ শঙ্করম্। ১। দেব্যুবাচ। দেবদেব ভক্তানুগ্রহকারক। সমস্তজ্ঞানসম্পন্ন নমস্তেঽস্তু মহেশ্বর। ২। নমোঽস্তু তে বৈ ত্রিপুরপ্রহর্ত্রে মহাত্মনে তারকমর্দ্দনায়। নমোঽস্তু তে ক্ষীরসমুদ্রদায়িনে শিশোর্মুনীন্দ্রস্য সমাহিতস্য। ৩। নমোঽস্তু তে সর্ব্বজগদ্বিধাত্রে সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মক সর্ব্বকর্ত্রে। নমো ভবায়াস্তু নমোঽভবায় নমোঽস্তু তে সর্ব্বগতায় নিত্যম্। ঈশ্বর উবাচ। কিং দেবি পৃচ্ছসেঽদ্যাপি সর্ব্বং তে কথিতং ময়া। সন্দিগ্ধমস্তি কিঞ্চিচ্চেৎ পুনঃ পৃচ্ছস্ব ভামিনি। ৫। দেব্যুবাচ। সোমেশ্বরেতি যন্নাম কস্মিন্ কালে বভূব তৎ। কিংনামাগ্রেঽভবল্লিঙ্গং নাম কিং ভবিতাধুনা। ৬। এবং যস্য প্রভাবো বৈ নোক্তঃ পূর্ব্বং ত্বয়া বিভো। অন্যেষাং তীর্থদেবানাং মাহাত্ম্যং বর্ণিতং ত্বয়া। ন হীদৃশং তু কথিতং শ্রীসোমেশস্য যাদৃশম্। ৭। ঈশ্বর উবাচ। পুরাহমেবাহমেবাসং স্পর্শলিঙ্গস্বরূপবান্। ন চ মাং তত্ত্বতো বেদ জনঃ কশ্চিদহেশ্বরি। ৮। মহাকল্পে তু সঞ্জাতে ব্রহ্মণঃ প্রাতসঙ্করে। নামভাবং ভবেদস্যদেবি লিঙ্গে পুনঃপুনঃ। ৯। অতীতং ব্রহ্মণাং ষট্কং সপ্তমোঽয়ং প্রজাপতিঃ। বর্ত্ততে যোঽধুনা দেবি শতানন্দ ইতি

আমি সেই তমঃপারবর্ত্তী, আদিত্যবর্ণ, মহৎ পুরুষকে জানি; একমাত্র তাঁহাকে জানিতে পারিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া চির অমরত্ব লাভ করা যায়, জনগণের সেই পরম ধামে যাইবার এতদ্ভিন্ন অপর কোনও পথ নাই। এই আমি তোমার নিকট সোমেশ লিঙ্গের সুমহৎ মাহাত্ম্যের একাংশ মাত্র বলিলাম, বহুসহস্র মুখে বহুসহস্র বর্ষেও কেহ ইহার সম্পূর্ণ বর্ণন করিতে সক্ষম নহে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, যে কোন মানব এই উপাখ্যান পাঠ করিলে সমস্ত পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।২১—৪১।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—দেবী শঙ্করী সেখানে শঙ্করমুখে এইরূপ মাহাত্ম্যশ্রবণপূর্ব্বক তখন পুনরায় হর্ষগদ্‌গদবাক্যে শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন! দেবী কহিলেন,—হে সমস্তজ্ঞানসম্পন্ন, ভক্তানুগ্রহকারক, দেবদেব, জগন্নাথ, মহেশ্বর! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি তারকমর্দ্দী, ত্রিপুরঘাতী, মহাত্মা, আপনাকে নমস্কার। আপনি সমাহিত শিশু মুনিবরকে ক্ষীরসাগর প্রদান করিয়াছিলেন; আপনাকে নমস্কার করি। হে সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মক! আপনি সর্ব্বকর্ত্তা, ও সর্ব্বজগদ্বিধাতা; আপনাকে নমস্কার; আপনি ভব, আপনাকে নমস্কার; আপনি অভব, আপনাকে নমস্কার; আপনি নিয়ত সর্ব্বভূতান্তর্গত; আপনাকে নমস্কার। ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! তুমি এখন আবার কোন্ কথা জিজ্ঞাসা করিবে? আমি তো সমস্তই তোমাকে বলিয়াছি। অয়ি ভামিনি! তবে যদি কিছু সন্দেহ থাকে, জিজ্ঞাসা কর। দেবী কহিলেন,—সেই সোমেশ্বর লিঙ্গের 'সোমেশ্বর' নাম কোন্ সময়ে হইয়াছে? তৎপূর্ব্বে উঁহার কি নাম ছিল? ভবিষ্যৎকালেই বা উঁহার কি নাম হইবে? বিভো! যাঁহার প্রভাব এইরূপ অদ্ভুত, আপনি তাঁহার কথা প্রথমে বলেন নাই; অপরাপর তীর্থদেবতারই মাহাত্ম্য বলিয়াছেন; পরন্তু সোমেশ্বরের মাহাত্ম্য যেরূপ বর্ণন করিলেন, অপর কাহারও এরূপ মাহাত্ম্য বলেন নাই। ঈশ্বর কহিলেন,—ঈশ্বরি, গৌরি! পূর্ব্বে আমি এখানে স্পর্শলিঙ্গরূপী ছিলাম। তখন কেহই আমাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে নাই। যে প্রলয়ে ব্রহ্মারও লয় হয়, তাহাকে মহাকল্প বলে। প্রত্যেক মহাকল্পেই লিঙ্গেরও পুনঃ পুনঃ পৃথক্ পৃথক্ নাম কল্পিত হইয়া থাকে। ইতঃপূর্ব্বে ছয়জন ব্রহ্মা অতীত হইয়াছেন; এক্ষণে

শ্রুতঃ ॥ ১০ ॥ অস্মিন্ ব্রহ্মণি দেবেশি সঞ্জাতে হ্যষ্ট-বার্ষিকে। তদা কালাৎ সমারভ্য সোমেশ ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ১১ ॥ অতীতেষু চ দেবেশি ব্রহ্মসু প্রলয়াদনু। বহুরূর্ধানি নামানি তানি ত্বং শৃণু পার্ব্বতি ॥ ১২ ॥ আদ্যো বিরিঞ্চিনামাসীদ্‌যদা ব্রহ্মা পিতামহঃ। মৃত্যুঞ্জয়স্তদা নাম সোমনাথস্য কীর্ত্তিতম্। ১৩ ॥ দ্বিতীয়োহভূদ্‌যদা ব্রহ্মা পদ্মভূরিতি বিশ্রুতঃ। তদা কালাগ্নিরুদ্রেতি নাম প্রোক্তং শুভেহম্বিকে ॥ ১৪ ॥ তৃতীয়োহভূদ্‌যদা ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুরিতি বিশ্রুতঃ। অমৃতেশেতি দেবস্য তদা নাম প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ চতুর্থোহভূদ্‌যথা ব্রহ্মা পরমেষ্ঠীতি বিশ্রুতঃ। অনাময়েতি দেবস্য তদা নাম স্মৃতং শুভে ॥ ১৬॥ পঞ্চমোহভূদ্‌যদা ব্রহ্মা সুরজ্যেষ্ঠ ইতি স্মৃতঃ। কৃত্তিবাসেতি দেবস্য নাম প্রোক্তং তদাম্বিকে ॥ ১৭ ॥ ষষ্ঠশ্চাভূদ্‌যদা ব্রহ্মা হেমগর্ভ ইতি শ্রুতঃ। তদা ভৈরবনাথেতি নাম দেবস্য কীর্ত্তিতম্ ॥ ১৮ ॥ অয়ং যো বর্ত্ততে ব্রহ্মা শতানন্দ ইতি স্মৃতঃ। সোমনাথেতি দেবস্য বর্ত্ততে নাম সাম্প্রতম্ ॥ ১৯ ॥ অতঃ পরং চতুর্বক্ত্রো ব্রহ্মা যো ভবিতা যদা। প্রাণনাথেতি দেবস্য তদা

সপ্তম ব্রহ্মা বিদ্যমান। ইহাঁর নাম—শতানন্দ। এই ব্রহ্মার অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রমকালে উক্ত লিঙ্গ সোমেশ্বর নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। অয়ি দেবেশি! প্রলয়কালানুসারে যে ছয়জন ব্রহ্মা অতীত হইয়াছেন, এবং যে সপ্তম ব্রহ্মা এক্ষণে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদিগের নাম সকল আমি বলিতেছি; হে পার্ব্বতি! তুমি তাহা শ্রবণ কর। প্রথম সৃষ্টিকালে পিতামহ ব্রহ্মার নাম ছিল বিরিঞ্চি; তখন সোমনাথ লিঙ্গ মৃত্যুঞ্জয়নামে কীর্ত্তিত হইতেন। দ্বিতীয় ব্রহ্মার নাম ছিল পদ্মভূ; অয়ি শুভে, অম্বিকে! তখন সোমনাথ লিঙ্গ, কালাগ্নিরুদ্রনামে উক্ত হইতেন। তৃতীয় ব্রহ্মার নাম ছিল স্বয়ম্ভু; তখন সোমনাথ, 'অমৃতেশ' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ১—১৫। শুভে! চতুর্থ ব্রহ্মার নাম ছিল—পরমেষ্ঠী; তখন সোমেশ্বর 'অনাময়' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। পঞ্চম ব্রহ্মার নাম ছিল সুরজ্যেষ্ঠ; অয়ি অম্বিকে! তখন সোমেশ্বর দেব কৃত্তিবাস নামে প্রথিত হইয়াছিলেন। ষষ্ঠ ব্রহ্মার নাম ছিল—হেমগর্ভ; তখন সোমেশ্বর দেব ভৈরবনাথ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এক্ষণে যে ব্রহ্মা আছেন, তাঁহার নাম শতানন্দ; আর সোমেশ্বর দেব 'সোমনাথ' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইহার পর যিনি ব্রহ্মা

নাম ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥ অতীতা যে বিধাতারো ভবিষ্যাশ্চ যেহধুনা। তাবত্তদ্বর্ত্ততে নাম যাবদস্তোহষ্টবার্ষিকঃ। সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশভেদেন বিষ্ণুরনন্তসনাতনাঃ ॥ ২১ ॥ এবং নামানি দেবস্য সংক্ষেপাৎ কীর্ত্তিতানি মে। বিস্তরাৎ কথিতুং নৈব শক্যন্তে কালগৌরবাৎ ॥ ২২ ॥ দেব্যুবাচ। আশ্চর্য্যং দেবদেবেশ যত্ত্বয়া কথিতং প্রভো। পূর্ব্বোক্তানি চ নামানি ন স্মরন্তি চ মে কথম্ ॥ ২৩ ॥ এতদ্বিস্তরতো ব্রূহি কারণঞ্চ জগৎপতে। সর্ব্বভূতহিতার্থায় মমানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ঈশ্বর উবাচ। কল্পে কল্পে মহাদেবি অবতারং করোষি যৎ। তেন তে স্মরণং নাস্তি প্রভাবাৎ প্রকৃতেঃ প্রিয়ে ॥ ২৫ ॥ তত্ত্বাবরণমধ্যে তু তত্রাদ্যা ত্বং প্রতিষ্ঠিতা। সাবর্তীর্থ্যাণ্ডমধ্যে তু ময়া সার্দ্ধং বরাননে ॥ ২৬ ॥ অনুগ্রহার্থং লোকানাং প্রাদুর্ভূতা পুনঃপুনঃ। আদ্যে কল্পে জগন্মাতা জগদ্‌যোনির্দ্বিতীয়কে ॥ ২৭ ॥ তৃতীয়ে

হইবেন, তাঁহার নাম হইবে চতুর্মুখ; আর সোমনাথ দেবের নাম হইবে প্রাণনাথ। বর্ত্তমান অষ্টবর্ষবয়স্ক ব্রহ্মার পূর্ব্বে ও পরে যে সমস্ত ব্রহ্মা জন্মিয়াছেন ও জন্মিবেন, তাঁহাদিগের সহিত সোমনাথ দেবেরও নামের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিবে। যুগসকলের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশভেদে বিষ্ণু, অনন্ত, সনাতন প্রভৃতি নামে প্রখ্যাত হন। এই আমি তোমাকে সংক্ষেপে এই সোমনাথ দেবের বিষয় কহিলাম। দীর্ঘকালসাধ্য বলিয়া সবিস্তরে বলা সাধ্যায়ত্ত নহে। দেবী কহিলেন,—প্রভো দেবদেবেশ! আপনি তো আশ্চর্য্য ঘটনা কহিলেন। পরন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, জনগণ আমার পূর্ব্বপূর্ব্বকল্পীয় নাম সকলের স্মরণ করে না কি জন্য? হে জগৎপতে! ইহার কারণ আপনি সবিস্তরে বলুন, ইহা বলিলে আমার প্রতিও প্রকাশ করা হইবে, আর সর্ব্বজীবেরও হিতবিধান করা হইবে। ১৬—২৪। ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! তুমি কল্পে কল্পেই অবতার গ্রহণ করিয়া থাক, কিন্তু প্রকৃতির প্রভাবে জনগণ তোমার সেই সমস্ত নামের স্মরণ করে না। প্রিয়ে! চতুর্বিংশতিতত্ত্বাবরণ মধ্যে তুমিই আদ্যা প্রকৃতিরূপে প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছ। অয়ি বরাননে! তুমি লোকসকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকটনার্থ আমার সহিত পুনঃপুন অণ্ডমধ্যে প্রাদুর্ভূতা হইয়া থাক। আদিকল্পে তোমার নাম ছিল, জগন্মাতা; দ্বিতীয়

শাম্ভবী নাম চতুর্থে বিশ্বরূপিণী। পঞ্চমে নন্দিনী নাম ষষ্ঠে চৈব গণাম্বিকা॥ ২৮॥ বিভূতিঃ সপ্তমে কল্পে স্বভূতিশ্চাষ্টমে তদা। আনন্দা নবমে কল্পে দশমে বামলোচনা॥ ২৯॥ একাদশে বরারোহা দ্বাদশে চ সুমঙ্গলা। কল্পে ত্রয়োদশে চৈব মহামায়া হ্যদাহৃতা॥ ৩০॥ ততশ্চতুর্দ্দশে কল্পেঽনন্তা নাম প্রকীর্ত্তিতা। ভূতমাতা পঞ্চদশে ষোড়শে চোত্তমা স্মৃতা॥ ৩১॥ ততঃ সপ্তদশে কল্পে পিতৃকল্পে তু বিশ্রুতা। দক্ষস্য দুহিতা জাতা সতীনাম্নী মহাপ্রভা॥ ৩২॥ অপমানাত্তু দক্ষস্য স্বাং তনুমত্যজৎপুনঃ। উমাং কলাস্তু চন্দ্রস্য পুরাপূর্য্য চ সংস্থিতা॥ ৩৩॥ ততঃ প্রবৃত্তে বারাহে কল্পে ত্বং সুরসুন্দরি। পুনর্হিমবতারাধ্য দুহিতাত্বমতঃ কৃতা॥ ৩৪॥ ততো দেব্যদ্ভুতং তপ্ত্বা তপঃ পরমদুশ্চরম্। ভর্ত্তারং মাং পুনঃ প্রাপ্য পার্ব্বতীতি নিগদ্যসে॥ ৩৫॥ কৈলাসনিলয়শ্চাহং ত্বয়া সার্দ্ধং বরাননে। ক্রীড়ামি তব দেবেশি যাবৎকল্পাবসানকম্॥ ৩৬। ইদং চতুর্গুণং প্রাপ্য দ্বাপরে বিষ্ণুনা সহ। মহিষস্য বধার্থায় উৎপন্না কৃষ্ণপিঙ্গলা॥ ৩৭॥ কাত্যায়নীতি দুর্গেতি বিবিধৈর্নামপর্য্যায়ৈঃ। নবকোটিপ্রভেদেন জাতাসি বসুধাতলে॥ ৩৮॥ যানি তে কল্পনামানি পূর্ব্বমুক্তানি সুন্দরি। তানি ত্রয়োদশাৎ কল্পাদূদ্ধাৎ কথিতানি মে॥ ৩৯॥ অতীতানি ভবিষ্যাণি বর্ত্তমানানি সুন্দরি। এবং জ্ঞেয়ানি সর্ব্বাণি ব্রহ্মকল্পাবধি প্রিয়ে॥ ৪০॥ দেব্যুবাচ। সোমনাথেতি যন্নাম ত্বয়া পূর্ব্বমুদাহৃতম্। তৎকথং নিশ্চলং নাম মন্যতে ত্রিপুরান্তক॥ ৪১॥ অসঙ্খ্যত্বাচ্চ চন্দ্রাণাং জন্মনামপ্রভেদতঃ। মন্বন্তরে তু সঞ্জাতে যুগানামেকসপ্ততৌ॥ ৪২॥ চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো দেবাঃ সংহ্রিয়ন্তে পুনঃপুনঃ। সপ্তর্ষয়ঃ সুরাঃ শক্রো মনুস্তৎসূনবো নৃপাঃ॥ ৪৩॥ এককালঞ্চ সৃজ্যন্তে সংহ্রিয়ন্তে চ পূর্ব্ববৎ। এতন্মে সংশয়ং দেব যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥ ৪৪॥ ঈশ্বর উবাচ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া দেবি রহস্যং পাপনাশনম্। যন্ন কস্যচিদাখ্যাতং তত্তে বক্ষ্যাম্যশেষতঃ॥ ৪৫॥ অয়ং যো বর্ত্ততে ব্রহ্মা শতানন্দ ইতি শ্রুতঃ। তস্য চৈবাষ্টমে বর্ষে মনুর্যঃ প্রথমো ভবেৎ॥ ৪৬॥ তস্মিন্মন্বন্তরে দেবি যশ্চাদৌ

কল্পে জগদ্যোনি; তৃতীয়ে শাম্ভবী, চতুর্থে বিশ্বরূপিণী, পঞ্চমে নন্দিনী, ষষ্ঠে গণাম্বিকা, সপ্তমে বিভূতি, অষ্টমে স্বভূতি, নবমে আনন্দা, দশমে বামলোচনা, একাদশে বরারোহা, দ্বাদশে সুমঙ্গলা, ত্রয়োদশে মহামায়া, চতুর্দ্দশে অনন্তা, পঞ্চদশে ভূতমাতা, এবং ষোড়শ কল্পে উত্তমা নামে তুমি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলে। অতঃপর সপ্তদশ কল্পে তুমি দক্ষদুহিতা অতি কান্তিমতী সতী' নামে বিখ্যাতা হইয়াছিলে। সেই সপ্তদশ কল্পের নাম পিতৃকল্প। তখন দক্ষ তোমাকে অপমানিত করে বলিয়া তুমি দেহত্যাগ করিয়া কলানিধির উমানাম্নী কলাকে পরিপূরিত করিয়া অবস্থান করিতেছিলে। হে সুরসুন্দরি! তার পর বারাহ কল্প প্রবৃত্ত হইলে হিমালয় পুনরায় আরাধনা করিয়া তোমাকে কন্যারূপে প্রাপ্ত হন। হে দেবি! অতঃপর তুমি পরম দুশ্চর অদ্ভুত তপস্যা করিয়া আমাকে পতিরূপে লাভ করিয়া পার্ব্বতী নামে কীর্ত্তিত হইতেছ। হে বরাননে! আমিও কৈলাসবাসী হইয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি; কল্পাবসান পর্য্যন্ত এইভাবেই অতিবাহিত করিব। এই ভাবে চতুর্গুণ চতুর্যুগ অতীত হইলে পর দ্বাপরযুগে তুমি আবার মহিষাসুরের সংহারার্থ বিষ্ণুর সহিত প্রাদুর্ভূতা হইয়া কৃষ্ণপিঙ্গলা, কাত্যায়নী, দুর্গা প্রভৃতি বিবিধ নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছ। ফলতঃ তুমি এই বসুধাতলে জন্মিয়া নবকোটি বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছ। হে সুন্দরি! পূর্ব্বে যে তোমার কল্পনাম সকল কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহা ত্রয়োদশ কল্পের পর হইতেই বুঝিবে। হে সুন্দরি! অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, —সমস্তই এই ভাবে ব্রহ্মকল্পাবধি জ্ঞাতব্য।২৫—৪০। দেবী কহিলেন,—হে ত্রিপুরান্তক! আপনি যে, পূর্ব্বে সোমনাথ' নাম বলিলেন, ঐ নাম 'চিরস্থির' বলিয়া বুঝিব কিরূপে? জন্ম ও নাম ভেদে 'সোম' তো অসংখ্য; একসপ্ততিযুগাত্মক মন্বন্তর ঘটিলে তখন তো চন্দ্র সূর্য্যাদি দেবতাসকলেরও বিনাশ ঘটে; প্রতি মন্বন্তরেই তো উঁহাদের পুনঃপুন সংহারসাধন হয়। সপ্তর্ষি, দেবতা, ইন্দ্র, মনু, মনুপুত্র নৃপতিগণ,—ইঁহারা তো এক সময়েই সৃষ্ট হন; আবার এক সময়েই পূর্ব্ববৎ সংহৃত হইয়া থাকেন। হে দেব! আমার এই বিষয়ে সংশয় ঘটিয়াছে; আপনি এ সম্বন্ধে সদুত্তর প্রদান করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ; এই পাপনাশক রহস্য বিষয় আমি অপর কাহাকেও বলি নাই, এক্ষণে তোমাকে তাহা সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি। এক্ষণে যে শতানন্দ নামে ব্রহ্মা আছেন, ইঁহার অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে যিনি প্রথম

রোহিণীপতিঃ। সমুদ্রগর্ভাৎ সঞ্জাতঃ সলক্ষ্মীকৌস্তুভাদিভিঃ ॥ ৪৭ ॥ তেন চারাধিতং লিঙ্গং কালভৈরবনামতঃ। মহতা তপসা পূর্ব্বং যুগানি চ চতুর্দ্দশ ॥ ৪৮ ॥ তস্যাদ্ভুতং তপো দৃষ্ট্বা তুষ্টোঽহং তস্য সুন্দরি। বরং বৃণীষ্বেতি ময়া স চ প্রোক্তো নিশাকরঃ ॥৪৯॥ স হোবাচ তদা দেবি ভক্ত্যা সংস্তুত্য মাং শুভে ॥ ৫০ ॥ চন্দ্র উবাচ। যদি প্রসন্নো দেবেশ বরার্হো যদি বাপ্যহম্। সোমনাথেতি তে নাম ভূয়াদ্‌ ব্রহ্মাবধি প্রভো ॥ ৫১ ॥ যে কেচিত্তবিতারোঽন্তে মন্বন্তে শীতরশ্ময়ঃ। তেষাং ভবতু দেবেশ দেবোঽয়ং কুলদেবতা ॥ ৫২ ॥ আরাধয়ন্তু তে সর্ব্বে ক্ষেত্রেঽস্মিন সংস্থিতা বিভো। স্বকীয়ায়ুঃপ্রমাণেন ব্রহ্মণঃ প্রলয়াদনু ॥ ৫৩ ॥ সোমনাথেতি তে নাম ব্রহ্মাণ্ডে সচরাচরে। খ্যাতিং প্রয়াতু দেবেশ তেজোলিঙ্গ নমোঽস্তু তে ॥ ৫৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ। এবমস্ত্বিত্যহং প্রোচ্য পুনর্লিঙ্গে লয়ং গতঃ। এতত্তে কারণং দেবি প্রোক্তং সর্ব্বমশেষতঃ ॥৫৫॥ নিঃসন্দিগ্ধং তু সঙ্ক্ষেপাৎ পুরা পৃষ্টং যতস্ত্বয়া। উদ্দেশমাত্রং কথিতং শ্রীসোমেশগুণান্ প্রতি। সমুদ্রস্যেব রত্নানামচিন্ত্যস্তস্য বিস্তরঃ ॥ ৫৬ ॥ মোহনং তদভক্তানাং ভক্তানাং বুদ্ধিবর্দ্ধনম্। মূঢাস্তে নৈব পশ্যন্তি স্বরূপং মম মোহিতাঃ ॥ ৫৭ ॥ দেব্যুবাচ। ঈদৃশং যস্য মাহাত্ম্যং তেজোলিঙ্গস্য শঙ্কর। কুত্র তিষ্ঠতি তল্লিঙ্গং ক্ষেত্রে তস্মিন্ সুরেশ্বর ॥ ৫৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রযত্নেন শ্রুত্বা চৈবাবধারয়। প্রভাসং পরমং দেবি ক্ষেত্রমেতন্মম প্রিয়ম্ ॥ ৫৯ ॥ দেবানামপি সংস্থানং তচ্চ দ্বাদশযোজনম্। পঞ্চযোজনমানেন পীঠং তত্র প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬০ ॥ তন্মধ্যে মদ্‌গৃহং দেবি তচ্চ গব্যূতিমাত্রকম্। সমুদ্রস্যোত্তরে দেবি দেবিকামুখসংস্থিতম্ ॥ ৬১ ॥ বজ্রিণ্যাঃ পূর্ব্বতশ্চৈব যাবন্ন্যঙ্কুমতী নদী। চতুষ্টয়ঞ্চ বিস্তারাদায়ামাৎ পঞ্চযোজনম্ ॥ ৬২ ॥ ক্ষেত্রপীঠমিতি প্রোক্তমতো গর্ভগৃহং শৃণু। সমুদ্রাৎ কৌরবী যাবদ্দক্ষিণোত্তরমানতঃ। পূর্ব্বপশ্চিমতো জ্ঞেয়ং গোমুখাদাশ্বমেধকম্ ॥ ৬৩ ॥ এতন্মম গৃহং

মনু হইয়াছিলেন, তাঁহার অধিকারকালে লক্ষ্মী ও কৌস্তুভাদির সহিত সমুদ্রগর্ভ হইতে যে চন্দ্র উত্থিত হইয়াছিলেন, তিনি পূর্ব্বে কালভৈরব নামক লিঙ্গের আরাধনাপূর্ব্বক সুমহৎ তপস্যা দ্বারা চতুর্দ্দশ কল্প অতিবাহিত করেন। হে শুভে! সুন্দরি! আমি তাঁহার তাদৃশ অদ্ভুত তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে বলিলে তিনি তখন ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে স্তব করিয়া কহিলেন,—হে দেবেশ! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আর আমি যদি বরদানের যোগ্য হইয়া থাকি, তবে হে প্রভো! ব্রহ্মার স্থিতিকাল পর্য্যন্ত আপনার এই লিঙ্গ সোমনাথ নামে প্রখ্যাত হউক। আর মনুর অবসান ঘটিলে পর অপরাপর যে সমস্ত চন্দ্র জন্মিবেন, হে দেবেশ! এই সোমনাথই যেন তাঁহাদিগের কুলদেবতা হন। হে প্রভো! ব্রহ্মার প্রলয়ান্তে তাঁহারা যেন স্ব স্ব আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত এই ক্ষেত্রে অবস্থানপূর্ব্বক সোমনাথদেবের আরাধনা করেন। হে দেবেশ! এই সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডে ভবদীয় এই লিঙ্গের 'সোমনাথ' নাম প্রখ্যাত হউক। হে তেজোলিঙ্গ আপনাকে নমস্কার করি। ঈশ্বর কহিলেন,—আমি তখন 'তথাস্তু' বলিয়া পুনরায় সেই লিঙ্গে বিলীন হইলাম। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট তোমার পূর্ব্বজিজ্ঞাসিত কারণ সংক্ষেপে অথচ সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তন করিলাম। এখন অবশ্যই তুমি সন্দেহশূন্য হইয়াছ। হে দেবি! সাগরের রত্নের ন্যায় সেই সোমেশ্বরের গুণ সুবিস্তার ও অচিন্তনীয়; তাই আমি তাহা সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম। ইহা অভক্তমায়াবিমূঢ়গণের মোহোৎপাদক; পরন্তু ভক্তগণের বুদ্ধিবর্দ্ধক। মূর্খগণ আমার এই স্বরূপ দর্শনে সমর্থ হয় না। দেবী কহিলেন,—হে সুরেশ্বর শঙ্কর! যে তেজোলিঙ্গের এবম্বিধ মাহাত্ম্য, সেই লিঙ্গ উক্ত ক্ষেত্রে কোন্ স্থানে আছেন? ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! তুমি সযত্নে শুন; শুনিয়া তাহা মনে ধারণা কর। হে দেবি! সেই প্রভাসক্ষেত্র আমার পরম প্রিয়। ঐ ক্ষেত্রের পরিমাণ দ্বাদশ যোজন। উহাতে অনেকানেক দেবতা বাস করেন। উহার পীঠের পরিমাণ পঞ্চ যোজন বলিয়া কীর্ত্তিত। হে দেবি! সেই পীঠমধ্যে আমার বাসভবন। উহার পরিমাণ দুই ক্রোশ। সমুদ্রের উত্তর দিক্ হইতে দেবিকানদীর মুখভাগ পর্য্যন্ত, আর বজ্রিণীর পূর্ব্ব দিক্ হইতে ন্যঙ্কুমতী নদী পর্য্যন্ত;—এই চতুঃসীমাবদ্ধ স্থানের বিস্তার চারি যোজন এবং দৈর্ঘ্য পঞ্চ যোজন। ইহাই হইল ক্ষেত্রপীঠ। অতঃপর গর্ভগৃহের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। উহার দক্ষিণোত্তরসীমা সমুদ্র হইতে কৌরবী পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব-পশ্চিম সীমা গোমুখ হইতে অশ্বমেধ ক্ষেত্র

দেবি ন ত্যজামি কদাচন। তস্য মধ্যে স্থিতং লিঙ্গং যত্র তত্তে প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬৪ ॥ বারুণীং দিশমাশ্রিত্য সাগরস্য চ সন্নিধৌ। কৃতস্মরস্থাপরতো ধনুস্ত্রিশতত্রয়ে॥৬৫ ॥ লিঙ্গং মহাপ্রভাবং তু স্বয়ম্ভূতং ব্যবস্থিতম্। তত্র সন্নিহিতো দেবঃ শঙ্করঃ পরমে-শ্বরঃ ॥ ৬৬ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবি সোমেশস্য সমীপতঃ। চতুর্দ্দিশো বিভাগে তু ধনুষাঞ্চ শতদ্বয়ম্। ৬৭ ॥ সমন্তান্মণ্ডলাকারা কর্ণিকা সা মম প্রিয়া। তস্যাং যে প্রাণিনঃ সর্বে মৃতাঃ কালেন পার্ব্বতি ॥ ৬৮ ॥ কৃমিকীটপতঙ্গাদ্যা জীবা উত্তমমধ্যমাঃ। নির্দ্ধূতকল্মষাঃ সর্বে যান্তি লোকং মমাপি তে ॥ ৬৯ ॥ উত্তরং দক্ষিণং চাপি অয়নং ন বিচারয়েৎ। সর্ব্ব-স্তেষাং শুভঃ কালো যে মৃতাঃ ক্ষেত্রমধ্যতঃ ॥ ৭০ ॥ আদিনাথেন শর্ব্বেণ সর্ব্বপ্রাণিহিতায় বৈ। আদ্য তত্ত্বান্যথানীয় ক্ষেত্রমেতন্মহাপ্রভম্। প্রভাসিতং মহাদেবি যত্র সিধ্যন্তি মানবাঃ ॥ ৭১ ॥ হন্যমানো-ঽপি যো বিদ্বান্ বসেদ্বিঘ্নশতৈরপি। কৃতপ্রতিজ্ঞে দেবেশি যাবজ্জীবং সুরেশ্বরি ॥ ৭২ ॥ স গচ্ছেৎ পরমং স্থানং যত্র গত্বা ন শোচতি। তস্য ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যাৎ স্থাণোশ্চাদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥ ৭৩ ॥ কৃত্বা পাপ-সহস্রাণি পশ্চাৎ সন্তাপমেতি বৈ। প্রভাসে তু বিমুচ্যেত ন সোঽন্তকপুরীং ব্রজেৎ ॥ ৭৪ ॥ জ্ঞাত্বা কলিযুগং ঘোরং হাহাভূতমচেতনম্। নিযুক্তস্তত্র দেবেশি রক্ষার্থং বিঘ্ননায়কঃ ॥ ৭৫ ॥ যে তু ব্রাহ্মণ বিদ্বিষ্টাঃ শিবভক্তিবিড়ম্বকাঃ। ব্রহ্মঘ্নাশ্চ কৃতঘ্নাশ্চ তথা নৈষ্কৃতিকাশ্চ যে ॥ ৭৬ ॥ লোকদ্বিষ্টা গুরুদ্বিষ্টা-স্তীর্থায়তনকণ্টকাঃ। সর্ব্বপাপরতাশ্চৈব যে চান্যে তু বিকুৎসিতাঃ ॥ ৭৭ ॥ রক্ষণার্থং হ বৈ তেষাং নিযুক্তো বিঘ্ননায়কঃ। কালাগ্নিরুদ্রপার্শ্বে তু রুদ্র-তুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৭৮ ॥ ক্ষেত্রং রক্ষতি দেবেশি পাপিষ্ঠানাং নিয়ামকঃ। ম্রিয়ন্তে যদি ব্রহ্মঘ্নাস্তথা পাতকিনো নরাঃ ॥ ৭৯ ॥ ক্ষেত্রে চাস্মিন্ বরা-রোহে তেষাং দেবি গতিং শৃণু। দশবর্ষসহ-স্রাণি দিব্যানি কমলেক্ষণে ॥ ৮০ ॥ দাসীপুত্রাশ্চ জায়ন্তে তদন্তে ব্রহ্মরাক্ষসাঃ। ততঃ পাপক্ষয়ে

পর্য্যন্ত। হে দেবি! আমার এই গৃহ কদাচ পরি-ত্যাগ করি না। এই গৃহমধ্যে যেখানে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহা তো তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সাগরের সমীপে পশ্চিম দিকে,—কৃত-স্মর-স্থানের পশ্চিম দিকে, ত্রিশত ধনু ব্যবধানে একটী মহাপ্রভাবশালী স্বয়ম্ভু লিঙ্গ ব্যবস্থিত আছেন। সেই লিঙ্গেই পরমেশ্বর শঙ্কর নিয়ত সন্নিহিত রহিয়াছেন। হে দেবি! সোমেশ লিঙ্গের চতুর্দ্দিকে দুইশত ধনুঃপরিমাণ মণ্ডলাকার স্থান কর্ণিকাপদবাচ্য। উহা আমার অতীব প্রিয়। হে পার্ব্বতি! সেখানে কৃমি কীট পতঙ্গাদি উত্তমাধম যে কোন প্রাণী কালবশে প্রাণত্যাগ করে, সে নিষ্পাপ হইয়া মদীয় লোক প্রাপ্ত হয়। ঐ স্থানে মৃত্যু বিষয়ে উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়নের কোনও প্রভেদ নাই। এই ক্ষেত্রে যাহারা মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহাদের সকল কালই শুভ বলিয়া জানিবে। ৪১—৭০। আদিনাথ শঙ্কর সর্ব্ব প্রাণীর হিতবিধানার্থ আদিতত্ত্ব সকল আহরণপূর্ব্বক এই ক্ষেত্রে নিবেশিত করি-য়াছেন; তজ্জন্য এই ক্ষেত্র প্রভাসিত অর্থাৎ দীপ্তিযুক্ত হইয়াছে। হে মহাদেবি! মানবগণ সেখানে অভীষ্টসিদ্ধি প্রাপ্ত। হে দেবেশি! যে বিদ্বান্ মানব শত শত বিঘ্নে আক্রান্ত হইয়াও প্রতিজ্ঞা করিয়া যাবজ্জীবন উক্ত ক্ষেত্রে বাস করে, হে সুরে-শ্বরি! যেখানে যাইলে আর শোক করিতে হয় না, সে সেই পরম স্থানে গমন করে। মানব, সহস্র সহস্র পাপ করিয়া পশ্চাৎ সন্তাপযুক্ত হয়, কিন্তু সেই ক্ষেত্রের ও অদ্ভুতকর্ম্মা শঙ্করের মহিমায় তাদৃশ ব্যক্তিও সেই প্রভাসে প্রাণ পরিহার করিলে সে কদাচ অন্তকপুরে গমন করে না। হে দেবি! কলিযুগ অতি ঘোর; তখন জনগণ দুঃখে হাহাকার করিতে থাকিবে। তাহাদের তখন কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান থাকিবে না। ইহা জানিয়া আমি উক্ত ক্ষেত্রের রক্ষাবিধানার্থ বিঘ্ননায়ককে নিযুক্ত করি-য়াছি। যাহারা ব্রাহ্মণদ্বেষী, শিবভক্তের বিরুদ্ধ-বাদী, ব্রহ্মঘাতী, কৃতঘ্ন, বঞ্চনপরায়ণ, লোকবিদ্বেষ্টা গুরুদ্বেষী, তীর্থক্ষেত্রের কণ্টকবৎ উৎপীড়ক, কদা-চারী ও সর্ব্ব পাতকযুক্ত, তাহাদের নিকট হইতে রক্ষা করিবার জন্যই বিঘ্ননায়ককে নিযুক্ত করি-য়াছি। সেই বিঘ্ননায়ক, কালাগ্নি রুদ্রের পার্শ্বভাগে অবস্থানপূর্ব্বক সেই ক্ষেত্রকে রক্ষা করেন। তিনি রুদ্রতুল্য পরাক্রমশালী এবং পাপিষ্ঠগণের নিয়ামক। হে দেবি! উক্ত ক্ষেত্রে যাহারা ব্রহ্মহত্যাদি পাপাচরণ করে, সেই সকল পাতকীরাও যদি উক্ত ক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করে, তবে তাহাদের যে গতি হয়, হে বরারোহে! তাহা শ্রবণ কর। হে কমলে-ক্ষণে! তাহারা দিব্য দশ সহস্র বর্ষ যাবৎ দাসী-পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া

দেবি পুনর্যান্তি বিযোনিতাম্॥ ৮১॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পাপং তত্র ন কারয়েৎ। অন্যত্রাবর্জ্জিতং পাপং ক্ষেত্রে চাস্মিন্ বিনশ্যতি॥ ৮২॥ অস্মিন্ পুনঃ কৃতং পাপং পৈশাচনরকাবহম্। ভক্তানুকম্পী ভগবাংস্তির্য্যগ্‌যোনিগতেষপি॥ ৮৩॥ দদাতি পরমং স্থানং ন তু ব্রহ্মঘ্নিবাৎ প্রিয়ে। যে চ ধ্যানং সমাসাদ্য যুক্তাত্মানঃ সমাহিতাঃ॥ ৮৪॥ সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং জপন্তি শতরুদ্রিয়ম্। প্রভাসে তু স্থিতা দেবি তে কৃতার্থা ন সংশয়॥ ৮৫॥ যদি গচ্ছেন্নরঃ কশ্চিৎ প্রভাসং ক্ষেত্রমুত্তমম্। তদুপায়ং প্রকুর্ব্বীত নির্গচ্ছেন্ন পুনর্যথা॥ ৮৬॥ এতদ্গোপ্যং বরারোহে ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ। গোপনীয়মিদং শাস্ত্রং যথা প্রাণাঃ স্বকাঃ প্রিয়ে॥ ৮৭॥ যেনেদং বিহিতং শাস্ত্রং প্রভাসক্ষেত্রদীপকম্। স শিবশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো মানুষীং প্রকৃতিং স্থিতঃ॥ ৮৮॥ তস্য বিগ্রহসংস্থোহহং সদা তিষ্ঠামি পার্ব্বতি। বন্দিতঃ পূজিতো ধ্যাতো যথাহহং নাত্র সংশয়ঃ॥ ৮৯॥ কলৌ চ দুর্লভং দেবি প্রভাসক্ষেত্রমুত্তমম্। ইদানীং তব স্নেহেন বিশেষং কথয়ামি বৈ। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ত্রিঃসত্যং সুরসুন্দরি॥ ৯০॥ যানি লিঙ্গানি ভূর্লোকে সোমেশস্তেষু মে প্রিয়ঃ। অস্মিল্লিঙ্গে গুণা যে তু তে দেবি বিদিতা মম॥ ৯১॥ অহমেব বিজানামি নান্যো বেদ কথঞ্চন! অন্যেষু চৈব লিঙ্গেষু অহং পূজ্যঃ সুরাসুরৈঃ॥ ৯২॥ লিঙ্গং চেমং পুনর্দেবি পূজয়ামো বয়ং স্বয়ম্॥ ৮৩॥ যস্মিন্ কালে ন বৈ ব্রহ্মা ন ভূমির্ন দিবাকরঃ। সর্ব্বঞ্চৈব জগন্নাথং তস্মিন্ কালে যশস্বিনি॥ ৯৪॥ ইমং লিঙ্গং পরঞ্চৈব ব্রহ্মণঃ প্রলয়ে তদা। ভাবিনীং বৃত্তিমাস্থায় ইদং স্থানং তু রক্ষতি॥ ৯৫॥ দশকোট্যস্তু লিঙ্গানাং গঙ্গাদ্বারাদ্বরাননে। আগত্য তানি মধ্যাহ্নে লিঙ্গেহস্মিন্ যান্তি সংলয়ম্॥ ৯৬॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি গগনস্থানি যানি তু। স্নানার্থমস্য লিঙ্গস্য সমাগচ্ছন্তি সর্ব্বদা॥ ৯৭॥ ধন্যাস্তু খলু তে মর্ত্ত্যাঃ প্রভাসে সংব্যবস্থিতাঃ। সোমেশ্বরং যে দ্রক্ষ্যন্তি সংসারভয়মোচনম্॥ ৯৮॥ দেবি

তাবৎ কাল অতিবাহিত করে; ইহাতে তাহাদের পাপক্ষয় হইলেও অতঃপর তাহারা হীন যোনিতেই জন্মিয়া থাকে। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে উক্তক্ষেত্রে পাপাচরণ বর্জ্জন করিবে। অন্যত্র পাপাচরণ করিয়া এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই তৎসমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, পরন্তু এই ক্ষেত্রে থাকিয়া যদি পাপাচরণ করা যায়, তবে তাহার ফলে পৈশাচ নরকভোগ করিতে হয়। ভক্তানুকম্পী ভগবান্, তির্য্যক্ জাতিকেও পরম স্থান দান করেন; কিন্তু ব্রহ্মঘাতীর প্রতি তাদৃশ কৃপা করেন না। যাহারা প্রভাসক্ষেত্রে থাকিয়া ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক সমাহিত ভাবে যোগানুষ্ঠানপরায়ণ হইয়া ধ্যানাবলম্বন করত শতরুদ্রিয় জপ করে, হে দেবি! তাহারাই কৃতার্থ; এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।৭১—৮৫। যদি কেহ সেই উত্তম প্রভাসক্ষেত্রে গমন করে, তবে তাহার যাহাতে সেখান হইতে পুনরায় নির্গত হইতে না হয়, এমন উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। অয়ি বরারোহে! এই গোপ্য তত্ত্বকথা যাকেতাকে বলা উচিত নহে। হে প্রিয়ে! স্বীয় প্রাণের ন্যায় এই শাস্ত্র সর্ব্বথা গোপনীয়। প্রভাসক্ষেত্রের মহামহিমোদ্দীপক এই শাস্ত্র, যিনি রচনা করিয়াছেন, তাঁহাকে মানুষ ভাবাপন্ন শিব বলিয়াই অবধারণ করা কর্ত্তব্য। হে পার্ব্বতি! আমি সতত তদীয় দেহে অবস্থান করিয়া থাকি! সেই ব্যক্তি আমারই মত ধ্যাত, পূজিত ও বন্দিত হইবার যোগ্য; এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। হে দেবি! কলিকালে সেই উত্তম প্রভাসক্ষেত্র সাধারণের পক্ষে দুর্লভ; ইদানীং তোমার প্রতি স্নেহ বশতঃ তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ বলিতেছি। হে সুরসুন্দরি! ইহা সত্য, সত্য, সত্য,—ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি। এই ভূলোকে যে সমস্ত লিঙ্গ আছে, তন্মধ্যে এই সোমেশ লিঙ্গই সর্ব্বাপেক্ষা আমার প্রিয়। হে দেবি! আমি এই লিঙ্গের গুণসমূহ জ্ঞাত আছি। উহা কেবল আমিই জানি, আর কেহই কিছুমাত্র জানে না। অপরাপর যত লিঙ্গ আছে, তাহাতে আমিই সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকি; কিন্তু হে দেবি! সেই সোমেশ লিঙ্গকে স্বয়ং আমিই পূজা করি। অয়ি যশস্বিনি, দেবি! ব্রহ্মপ্রলয়ে যখন ব্রহ্মা, সূর্য্য, ভূমি প্রভৃতি সহ এই সমস্ত জগৎ থাকে না, তখনও এই লিঙ্গ, ভাবসৃষ্টির জন্য এই স্থানকে রক্ষা করেন। অয়ি বরাননে! প্রতিদিন মধ্যাহ্নকালে গঙ্গাদ্বার হইতে দশকোটি লিঙ্গ আসিয়া ঐ লিঙ্গে বিলীন হইয়া থাকেন। পৃথিবীতে ও গগনতলে যে সমস্ত তীর্থ আছে, প্রতিদিন উক্ত লিঙ্গের স্নানবিধানার্থ তাঁহারা সকলেই মধ্যাহ্নকালে ঐ স্থানে আগমন করেন। যাহারা সংসারভয়মোচক সোমেশ্বর দেবকে প্রতিদিন দর্শন করে,

সোমেশ্বরং লিঙ্গং যে স্মরিষ্যন্তি ভাবিতাঃ। সর্ব্ব-পাপক্ষয়স্তেষাং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৯৯॥ এতৎ স্মৃতং প্রিয়তমং মম দেবি নিত্যং ক্ষেত্রং পবিত্র-মৃষিসিদ্ধগণাভিরম্যম্। অস্মিন্ মৃতাঃ সকলজীব-ভৃতোঽপি দেবি স্বর্গাৎ পরং সমুপযান্তি ন সংশয়োঽত্র॥ ১০০॥ যদা দেবা ন বিজানন্তি ব্রহ্ম-বিষ্ণুপুরোগমাঃ। ন সাংখ্যেন ন যোগেন নৈব পাশুপতেন চ॥ ১০০॥ কৈবল্যং নিষ্কলং যত্র দস্মিঁল্লিঙ্গে তু লভ্যতে। তাবদ্ ভ্রমন্তি সংসারে দেবাদ্যাস্ত যশস্বিনি॥ ১০২॥ যাবৎ সোমেশ্বরং দেবং ন বিন্দন্তি ত্রিলোচনম্। ক্ষেত্রং প্রভাস-মিত্যুক্তং ক্ষেত্রজ্ঞোঽহং ন সংশয়ঃ॥ ১০৩॥ এতং তবোক্তং ননু বোধনায় সোমেশ্বরস্যৈব মহাপ্রভা-বম্। যে বৈ পঠিষ্যন্তি নরা নিতান্তং যাস্যন্তি তে তৎপরমিন্দুমৌলেঃ॥ ১০৪॥ সোমেশ্বরং দেববরং মনুষ্যা যে ভক্তিমন্তঃ শরণং প্রপন্নাঃ। তে ঘোর-রূপে চ ভয়াবহে চ সংসারচক্রে ন পুনর্ভ্রমন্তি॥ ১০৫॥ যে দক্ষিণামূর্ত্তিমুপাশ্রিতাঃ স্যুর্জপন্তি নিত্যং শতরুদ্রিয়ং দ্বিজাঃ। তেঽস্মিন্ ভবে নৈব পুনর্ভবন্তি সংসারপারং পরমং গতা বৈ॥ ১০৬॥ উদ্দেশমাত্রং কথিতো ময়া তে শ্রীসোমনাথস্য কৃতৈকদেশঃ। অব্দৈরনেকৈর্বহুভির্যুগৈর্বা ন শক্য-মেকেন মুখেন বক্তুম্॥ ১০৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীসোমনাথপ্রাদুর্ভাববর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ। পুনঃ কথয় দেবেশ মাহাত্ম্যং লোকশঙ্কর। শ্রীসোমেশ্বরদেবস্য সর্ব্বপাতকনাশ-নম্। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবদৈবত্যং তথাত্র ত্রিতয়ং বদ॥ ১॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণুষ্বৈকমনা ভূত্বা মম গোপ্যং পুরাতনম্। তস্মিল্লিঙ্গে চ যদ্বৃত্ত-মাশ্চর্য্যং পরমং মহৎ॥ ২॥ ষষ্টিকোটিসহস্রাণি ঋষীণামূর্দ্ধরেতসাম্। তস্মিল্লিঙ্গে প্রবিষ্টানি ঘৃতা-হুতিরিবানলে॥ ৩॥ সিদ্ধির্বৃদ্ধিস্তথা তুষ্টিঋদ্ধিঃ

প্রভাসস্থ সেই সমস্ত মানবই ধন্য। হে দেবি! যাহারা ভক্তিসহকারে সোমেশ্বর লিঙ্গ স্মরণ করে, তাহাদিগের সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়; ইহাতে সংশয় নাই। হে দেবি! ঋষিসিদ্ধগণাকীর্ণ উক্ত নিত্য পবিত্র রমণীয় ক্ষেত্র, আমার অতি প্রিয়তম বলিয়া জানিও। হে দেবি! এই স্থানে প্রাণ-পরিহার করিয়া সমস্ত প্রাণীই স্বর্গলোক অতি-ক্রম করিয়া গমন করিতে পারে; ইহাতে সংশয় নাই। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণও যাহা জ্ঞাত নহেন, আর সাংখ্য যোগ ও পাশুপত বিধা-নেও যাহা লাভ করা যায় না, সেই নিষ্কল কৈব-ল্যও এই লিঙ্গের প্রসাদে লাভ করা যায়। অয়ি যশস্বিনি! দেবাদি প্রাণিগণ তাবৎ কালই সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ করে,—যাবৎ সেই ত্রিলোচন সোমে-শ্বর দেবকে লাভ করিতে না পারে। ক্ষেত্রকে প্রভাস বলা যায়, আর আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ; এ বিষয়ে সংশয় নাই। অয়ি শৈলজে! তোমাকে বুঝাই-বার জন্য আমি সোমেশ্বর দেবের মহান্ প্রভাব তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, যে সকল মানব এই উপাখ্যান পাঠ করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই সেই চন্দ্রশেখরের পদ লাভ করিবে। যে সকল মনুষ্য, ভক্তিসহকারে দেববর সোমেশ্বরের শরণাপন্ন হয়, তাহাদিগকে আর কখন ভয়াবহ ঘোর সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে হয় না। যে সকল দ্বিজ, দক্ষিণামূর্ত্তির আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক নিয়ত শতরুদ্রিয় জপ করে, তাহারা সংসারসাগর পার হইয়া সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয়; কদাচ পুনরাবর্ত্তন করে না। শ্রীসোম-নাথ দেবের মাহাত্ম্য, আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে কিঞ্চিন্মাত্র কহিলাম; এক মুখে ইহা বহু বহু যুগযুগান্তরেও বলিয়া উঠিতে পারা যায় না।৮৬—১০৭।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

দেবী কহিলেন,—হে লোকশঙ্কর দেবেশ! আপনি পুনরায় শ্রীসোমেশ্বর দেবের সর্ব্বপাপহর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। আর ওখানে ব্রহ্মদৈবত্য, বিষ্ণুদৈবত্য ও শিবদৈবত্য যে সমস্ত আয়তন আছে, তাহাও আমাকে বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—অয়ি দেবি! আমার সেই লিঙ্গসম্বন্ধে একটি পরম আশ্চর্য্য মহৎ ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই গোপনীয় পুরাতন বৃত্তান্ত তুমি একাগ্রমনে শ্রবণ কর। হুতা-শনে হুত আহুতির ন্যায় ষষ্টিকোটি সহস্র ঊর্দ্ধরেতা ঋষি সেই লিঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। সিদ্ধি, বৃদ্ধি,

পুষ্টিস্তু পঞ্চমী। কীর্ত্তিঃ শান্তিস্তথা লক্ষ্মীস্তস্মিঁল্লিঙ্গে সমুত্থিতা॥ ৪॥ সপ্তকোট্যস্তু মন্ত্রাণাং সিদ্ধীনাঞ্চৈব সম্ভবঃ। দিব্যযোগরসাশ্চান্যে দিব্যৌষধিরসায়নাঃ॥ ৫॥ গারুড়ং ভূততন্ত্রঞ্চ খেচর্য্যো ব্যস্তরীস্তথা। তে সর্ব্বে সহ যোগেন তস্মাল্লিঙ্গাৎ সমুত্থিতাঃ॥ ৬॥ অষ্টাশ্চৈব তু যাঃ কাশ্চিৎসিদ্ধয়োহষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ। তাঃ সর্ব্বাঃ সহ লিঙ্গেন তস্মাৎস্থানাৎসমুত্থিতাঃ॥ ৭॥ অন্যদ্দেবি প্রবক্ষ্যামি অত্র সিদ্ধিং গতাস্তু যে। মমাংশসম্ভবাঃ প্রাপ্তা অস্মিল্লিঙ্গে লয়ঙ্গতাঃ॥৮॥ তেষাঞ্চ বিক্রমান্ সর্ব্বান প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্ব্বশঃ। পুরাক্রমা গ্রহা মুণ্ডা গুণ্ডকাশ্চ-সহেতুকাঃ॥ ৯॥ বিমলা দণ্ডিকাশ্চৈব সপ্তৈতে কুৎসিকাঃ স্মৃতাঃ। অস্মিল্লিঙ্গে পুরা সিদ্ধা যোগাৎ পাশুপতাহ্বয়ম॥ ১০॥ রুদ্রো বিপ্রস্তথা দানশ্চন্দ্রো মন্থোহবলোককঃ। সূর্য্যাবলোককশ্চেতি গার্গেয়াঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ॥১১॥ সোমেশ্বরে চ তে সিদ্ধাঃ প্রভাসে বরবর্ণিনি। মুকমন্তঃ শিবশ্চৈব প্রকাশঃ কপিলস্তথা॥ ১২॥ সৎকুলঃ কর্ণিকারশ্চ পৌরুষেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। সোমেশ্বরে পুরা সিদ্ধাঃ প্রভাসে পাপনাশনে॥ ১৩॥ যুগেযুগে পুরা সিদ্ধাস্তস্মিঁল্লিঙ্গে প্রিয়ে মম। এতে চান্যে চ যে বিপ্রা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে॥ ১৪॥ তত্র সিদ্ধিং গমিষ্যন্তি দুর্ল্লভাং ত্রিদশৈরপি। এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং তল্লিঙ্গং সিদ্ধিদং পরম্॥ ১৫॥ দুর্লভং সর্ব্বমর্ত্ত্যানাং প্রভাসে তু ব্যবস্থিতম্। ন চ কশ্চিদ্বিজানাতি অশুভৈঃ কর্ম্মভির্বৃতঃ॥ ১৬॥ গ্রহদোষাস্তু যে কেচিদ্ভূতদোষাস্তথা পরে। ডাকিনী প্রেতবেতালা রাক্ষসা গ্রহপূতনাঃ॥ ১৭॥ পিশাচা যাতুধানাশ্চ মাতরো জাতহারিকাঃ। বালগ্রহাস্তথা চান্যে বৃদ্ধাশ্চৈব তু যে গ্রহাঃ॥ ১৮॥ জ্বরভূতগ্রহাশ্চান্যে হ্যতিসারভগন্দরাঃ। অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ রোগাশ্চান্যে সংশ্রয়াঃ॥ ১৯॥ দুর্ন্নামকাস্তথা চান্যে কুষ্ঠরোগাস্তথা পরে। ক্ষয়রোগাস্তথা চান্যে বাতগুল্মাস্তথৈব চ। অন্যে চৈব তু যে কেচিদ্ব্যাধয়স্তু প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ২০॥ সোমেশ্বরং সমাসাদ্য তস্য লিঙ্গস্য দর্শনাৎ। সর্ব্ব এব বিনশ্যন্তি বহ্নৌ ক্ষিপ্তমিবেন্ধনম্॥ ২১॥ উপসর্গাশ্চ যে চান্যে সর্পঘোণপবৃশ্চিকাঃ। সর্ব্বে তত্র বিনশ্যন্তি শ্রীসোমেশ্বরদর্শনাৎ॥ ২২॥ যোহসৌ সোমেশ্বরো নাম্না পশ্চিমো ভৈরবঃ স্মৃতঃ। কালাগ্নিরুদ্রনাথেতি

তুষ্টি, ঋদ্ধি, পুষ্টি, কীর্ত্তি, শান্তি, ও লক্ষ্মী,—ইহাঁরা সেই লিঙ্গ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছেন। সপ্তকোটি মন্ত্র এবং সিদ্ধিসমূহও সেই লিঙ্গ হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। দিব্যযোগ, দিব্যরস, দিব্যৌষধি, দিব্যরসায়ন, গারুড়বিদ্যা, ভূততন্ত্র, খেচরীবিদ্যা, ব্যস্তরীবিদ্যা, যোগ,—ইহারা সকলেও সেই লিঙ্গ হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। অপর যে অষ্টবিধ সিদ্ধি আছে, তৎসমস্তও উক্ত লিঙ্গের সহিতই সেই স্থান হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। হে দেবি! আরও একটী বৃত্তান্ত বলিতেছি; মদীয়াংশসম্ভূত যে সমস্ত ব্যক্তি এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়া এই লিঙ্গে লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি যথাক্রমে তাঁহাদিগের বিক্রমের বর্ণন করিতেছি। পুরাক্রম, গ্রহ, মুণ্ড, গুণ্ডক, হেতুক, বিমল, ও দণ্ডিক, কুৎসবংশীয় এই সপ্ত গণ, পূর্ব্বকালে মদীয় পাশুপত যোগাবলম্বনে উক্ত লিঙ্গে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, বিপ্র দান, চন্দ্র, মন্থ, অবলোকক, ও সূর্য্যাবলোকক, এই সপ্ত সাধক, গর্গবংশীয়; অয়ি বরবর্ণিনি! ইহাঁরাও সেই প্রভাসে সোমেশ্বর দেবের নিকট সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। মুকমন্ত, শিব, প্রকাশ, কপিল, সৎকুল, কর্ণিকার,—পৌরুষেয় পদবাচ্য এই সমস্ত সাধক ও পুরাকালে সেই পাপনাশন প্রভাসক্ষেত্রে সোমেশ্বরসমীপে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁরা পূর্ব্বে যুগে যুগে উক্ত লিঙ্গে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। প্রিয়ে! এতদ্ভিন্ন আরও অনেকানেক বিপ্র ভবিষ্যৎকালে কলিযুগে উক্ত লিঙ্গে দেবগণদুর্লভা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট, সেই সোমেশ্বর লিঙ্গে যাহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, ও করিবেন, তদ্বিবরণ সম্যক্ কীর্ত্তন করিলাম। প্রভাসে প্রতিষ্ঠিত সেই সোমেশ্বর লিঙ্গ, নরগণের দুর্লভ ও পরম সিদ্ধিপ্রদ। অশুভকর্ম্মদোষে নরগণ, ইহাঁর তত্ত্ব জানিতে পারে না।১—১৬। গ্রহ, ভূত, ডাকিনী, প্রেত, বেতাল, রাক্ষস, পূতনা, পিশাচ, যাতুধান, জাতাপহারিণী প্রভৃতি মাতৃগণ, বালগ্রহ, বৃদ্ধগ্রহ, অপরাপর গ্রহ, আর জ্বর, অতিসার, ভগন্দর, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অর্শ, কুষ্ঠ, ক্ষয়, বাত, গুল্ম প্রভৃতি রোগনিচয়, অগ্নিমধ্যে প্রক্ষিপ্ত ইন্ধনের ন্যায় সেই সোমেশ্বর ক্ষেত্রে সোমেশ্বর লিঙ্গের দর্শনে বিনষ্ট হইয়া যায়। সর্প, ঘোণপ, বৃশ্চিকাদি উপসর্গসমূহও সেই স্থানে সোমেশ্বর দর্শনে বিনষ্ট হয়। সেই সোমেশ্বর দেব,—পশ্চিম ভৈরব, কালাগ্নি,

পর্য্যায়ৈর্নামভিঃ শ্রুতঃ ॥ ৩৩ ॥ তস্মিংস্তিষ্ঠামি দেবেশি ভক্তানুগ্রহকারকঃ। সর্ব্বং চ দুষ্কৃতং নৃণাং ভক্ষয়ামি ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥ যোঽসৌ প্রাণঃ শরীরস্থো দেহিনাং দেহসঞ্চরঃ। ব্রহ্মাণ্ডমেতদ্যস্যান্তরেকো যশ্চাপ্যনেকধা ॥২৫॥ বেদাঃ সর্ব্বেঽপি যং দেবং প্রশংসন্তি মহর্ষয়ঃ। পরস্য ব্রহ্মণো রূপং যস্য দ্বারেণ লভ্যতে ॥ ২৬ ॥ সোঽয়ং দেবি মহাদেবঃ প্রভাসে সংব্যবস্থিতঃ। যথা গুপ্তং গৃহং রত্নং ন কশ্চিদ্বিন্দতে নরঃ ॥ ২৬ ॥ প্রভাসে তু স্থিতং তদ্বদ্রত্নভূতং গৃহে মম। তচ্চ লিঙ্গং পুরা কল্পে সপ্তপাতালভেদকম্ ॥ ২৮ ॥ কথিতং কোটিসূর্য্যস্য প্রলয়ানলসন্নিভম্। তেন কালাগ্নিরুদ্রেতি প্রোক্তং সোমেশ্বরঃ পুরা ॥ ২৯ ॥ ইতি দেবি সমাসেন কথিতং তব পার্ব্বতি। সোমেশ্বরস্য মাহাত্ম্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীসোমেশ্বরৈশ্বর্য্যবর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ ।

দেব্যুবাচ। দিব্যং তেজো নমস্যামি যন্মে দৃষ্টং পুরাতনম্। কালাগ্নিরুদ্রমধ্যস্থং প্রভাসে শঙ্করোত্তমম্ ॥ ১ ॥ যো বেদসৈন্ধবৈর্বিধিঃ পুরাণৈর্ব্বেদোক্তযোগৈরপি ইজ্যমানঃ। তং দেবদেবং শরণং ব্রজামি সোমেশ্বরং পাপবিনাশহেতুম্ ॥ ২ ॥ দেবদেব জগন্নাথ ভক্তানুগ্রহকারক। সংশয়ো হৃদি মে কশ্চিত্তং ভবাংশ্ছেত্তুমর্হতি ॥ ৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ। কঃ সংশয়ঃ সমুৎপন্নস্তব দেবি যশস্বিনি। তন্মে কথয় কল্যাণি তৎসর্ব্বং কথয়াম্যহম্ ॥ ৪ ॥ দেব্যুবাচ। যদি ত্বং চ মহাদেবো মুণ্ডমালা কথং কৃতা। অনাদিনিধনো ধাতা সৃষ্টিসংহারকারকঃ ॥ ৫ ॥ ততো বিহস্য দেবেশঃ শঙ্করো বাক্যমব্রবীৎ। অনেকমুণ্ডকোটীভির্যা মে মালা বিরাজতে ॥ ৬ ॥ নারায়ণসহস্রাণাং ব্রহ্মণামযুতস্য চ। কৃতা শিরঃকরোটীভিরনাদিনিধনা ততঃ ॥ ৭ ॥ অন্যো বিষ্ণুশ্চ ভবতি অন্যো ব্রহ্মা ভবত্যপি। কল্পে কল্পে ময়া সৃষ্টঃ

রুদ্রনাথ প্রভৃতি পর্য্যায়বাচক নামে] প্রসিদ্ধ। হে দেবেশি! আমি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ বাসনায় সেই লিঙ্গে অবস্থানপূর্ব্বক নরগণের যাবতীয় দুষ্কৃতি বিনাশ করিয়া থাকি। ইহাতে সংশয় নাই। অয়ি দেবি! এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার অভ্যন্তরে বিরাজিত, যিনি এক হইয়াও অনেকাকারে পরিদৃশ্যমান, বেদ সকল ও মহর্ষিগণ যাঁহাকে নিরন্তর প্রশংসা করেন, যাঁহার সহায়তায় পরব্রহ্মের রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, দেহিগণের দেহসঞ্চারী সেই প্রাণ, যাঁহার রূপান্তর মাত্র, সেই মহাদেব প্রভাসে সোমেশ লিঙ্গরূপে বিরাজমান। গৃহমধ্যে রত্ন যেমন গুপ্তভাবে রক্ষিত হইলে, সাধারণ মানব তাহা জানিতে পারে না, প্রভাসে মদীয় ভবনে প্রতিষ্ঠিত উক্ত সোমেশ লিঙ্গও তাদৃশ রত্নস্বরূপ। পূর্ব্ব কল্পে উক্ত লিঙ্গ সপ্ত পাতাল ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল; উহার জ্যোতিঃ কোটিসূর্য্যসম এবং উহা প্রলয়ানলতুল্য সুদীপ্ত ছিল; তজ্জন্য পুরাকালে সেই সোমেশ্বর দেব কালাগ্নিরুদ্র নামে উক্ত হইয়াছেন। হে দেবি, পার্ব্বতি! এই আমি তোমার নিকট সোমেশ্বর দেবের সর্ব্বপাতকনাশক মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কহিলাম।১৭—৩০।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।৮।

নবম অধ্যায়।

দেবী কহিলেন,—আমি পুরাকালে প্রভাসক্ষেত্রে কালাগ্নিরুদ্রের অভ্যন্তরে যে শঙ্করতেজ বিলোকন করিয়াছিলাম, সেই দিব্য তেজকে আমি নমস্কার করি। মহর্ষিগণ যাঁহাকে বেদচতুষ্টয়, বৈদিক যোগনিচয়, ও পুরাণসমুদয় দ্বারা অর্চ্চনা করেন, আমি সেই পাপবিনাশকারণ দেবদেব সোমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। হে ভক্তানুগ্রহকারক, দেবদেব, জগন্নাথ! আমার হৃদয়ে একটী সন্দেহ আছে, আপনি তাহা ছেদন করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—অয়ি যশস্বিনী দেবি! তোমার কি সংশয় জন্মিয়াছে? অয়ি কল্যাণি! আমাকে তাহা বল, আমি তৎসমস্তের সদুত্তর প্রদান করিতেছি। দেবী কহিলেন,—হে দেব! আপনি তো সৃষ্টি-সংহারকারক, আদ্যন্তবর্জ্জিত, ধাতা, মহাদেব; তবে আপনি সেই সৃষ্টির প্রাক্কালে মুণ্ডমালা করিলেন কি প্রকারে? দেবীর এই কথা শুনিয়া দেবেশ্বর শঙ্কর সহাস্য আস্যে কহিলেন,—হে দেবি! আমার সেই বহুকোটিমুণ্ডশোভিতা মুণ্ডমালা, সহস্র সহস্র নারায়ণ ও অযুত অযুত ব্রহ্মার মুণ্ড দ্বারা বিরচিত; সেই জন্যই উহা আদ্যন্তরহিতা। কল্পে কল্পেই পৃথক

কল্পে বিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৮ ॥ অহমেবংবিধো দেবি ক্ষেত্রে প্রাভাসিকে স্থিতঃ। কালাগ্নিলিঙ্গমূলে তু মুণ্ডমালাবিভূষিতঃ ॥ ৯ ॥ অক্ষসূত্রধরঃ শান্ত আদি-মধ্যান্তবর্জ্জিতঃ। পদ্মাসনস্থো বরদো হিমকুন্দেন্দু-সন্নিভঃ ॥১০॥ মম বামে স্থিতো বিষ্ণুর্দক্ষিণে চ পিতা-মহঃ। জঠরে চতুরো বেদাঃ হৃদয়ে ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥ ১১ ॥ অগ্নিঃ সোমশ্চ সূর্য্যশ্চ লোচনেষু ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১২ ॥ এবংবিধো মহাদেবি প্রভাসে সংব্যবস্থিতঃ। আপ্যতত্ত্বাৎ সমানীতে মা তে ভূৎ সংশয়ঃ ক্বচিৎ ॥ ১৩ ॥ এবমুক্তা তদা দেবী হর্ষগদ্গদয়া গিরা। দেবদেবেশং ভক্ত্যা পরময়া যুতা ॥ ১৪ ॥ দেব্যুবাচ। জয় দেব মহাদেব সর্ব্বভাবন ঈশ্বর। নমস্তেঽস্তু সুরেশায় পরমেশায় বৈ নমঃ ॥ ১৫ ॥ অনাদিসৃষ্টিকর্ত্রে চ নমঃ সর্ব্বগতায় চ। সর্ব্বস্থায় নমস্তভ্যং ধাম্নাং ধাম্নে নমোঽস্তু তে ॥ ১৬ ॥ ষড়-স্তায় নমস্তভ্যং দ্বাদশাত্মায় তে নমঃ। হংসভেদ নমস্তভ্যং নমস্তভ্যঞ্চ মোক্ষদ ॥ ১৭ ॥ ইতি স্তত-স্তদা দেব্যা প্রচলচ্চন্দ্রশেখরঃ। তুতস্তুষ্টস্তু ভগবানিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। সাধুসাধু মহা-প্রাজ্ঞে তুষ্টোঽহং ব্রিয়তাং বরঃ ॥ ১৯ ॥ দেব্যুবাচ। যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ বরার্হা যদি বাপ্যহম্। প্রভাস-ক্ষেত্রমাহাত্ম্যং পুনর্বিস্তরতো বদ ॥ ২০ ॥ ভূতেশ ভগবান্ বিষ্ণুর্দৈত্যানামন্তকাগ্রণীঃ। স কস্মাদ্দ্বারকাং ত্যক্ত্বা প্রভাসক্ষেত্রমাশ্রিতঃ ॥ ২১ ॥ ষষ্টিতীর্থসহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানি চ। দ্বারকামধ্যসংস্থানি কথং ত্যক্তবান্ হরিঃ ॥ ২ ॥ অমরৈরাবৃতাং পুণ্যাং পুণ্যকৃদ্ভির্নিষেবিতাম্। এবং তাং দ্বারকাং ত্যক্ত্বা প্রভাসং কথমাগতঃ ॥ ২৩ ॥ দেবমানুষয়োর্নেতা দ্যোভুবোঃ প্রভবো হরিঃ। কিমর্থং দ্বারকাং ত্যক্ত্বা প্রভাসে নিধনং গতঃ ॥ ২৪ ॥ যশ্চক্রং বর্ত্তয়ত্যেকো মানুষাণাং মনোময়ম্। প্রভাসে স কথং কালং চক্রে চক্রভৃতাং বরঃ ॥ ২৫ ॥ গোপায়নং যঃ কুরুতে জগতঃ সার্ব্বলৌকিকম্। স কথং ভগ-বান্ বিষ্ণুঃ প্রভাসক্ষেত্রমাশ্রিতঃ ॥ ২৬ ॥ যোঽন্তকালে

পৃথক্ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, মৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট হন; এজন্য প্রতি কল্পে পৃথক পৃথক ব্রহ্মা ও বিষ্ণু জন্মিয়া থাকেন। হে দেবি! আদ্যন্ত মধ্যরহিত আমি, এই প্রভাসক্ষেত্রের কালাগ্নি লিঙ্গের মূল প্রদেশে মুণ্ডমালাভূষিত, অক্ষসূত্রধর, হিম-কুন্দ-চন্দ্রসম-কান্তি, পদ্মাসনাসীন, বরদানোদ্যত, শান্তরূপে অবস্থান করিতেছি। আমার বামভাগে বিষ্ণু, দক্ষিণভাগে ব্রহ্মা, জঠরে বেদচতুষ্টয়, হৃদয়ে শাশ্বত ব্রহ্ম, এবং লোচনে অগ্নি সোম ও সূর্য্য প্রতিষ্ঠিত। হে দেবি! জলতত্ত্বের সারভাগ হইতে সমুৎ-পাদিত প্রভাসক্ষেত্রে আমি এবম্ভূতরূপে অবস্থান করিতেছি। এ বিষয়ে তোমার যেন কোন সংশয় না হয়। এই কথা শুনিয়া দেবী পার্ব্বতী তখন পরম ভক্তিসহকারে হর্ষ-গদ্গদ বাক্যে সেই দেব-দেবমহেশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন। ১—১৪। দেবী কহিলেন,—হে সর্ব্বপালক ঈশ্বর মহাদেব! আপনার জয় হউক। হে দেব! আপনি সুরে-শ্বর, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি পরমেশ্বর, আপনাকে নমস্কার। আপনি অনাদি সৃষ্টিপ্রবা-হের কর্ত্তা, আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্ব্বব্যাপী, আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্ব্বভূতে প্রতিষ্ঠিত, আপনাকে নমস্কার। আপনি তেজঃসমূহেরও তেজঃস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি স্থিতিবৃদ্ধ্যাদি ষড়্‌বিধ-বিকারবিনাশী, আপনাকে নমস্কার। আপনিই দশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি,— এই দ্বাদশবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। আপনিই হংস নামক প্রাণবায়ুর ভেদ করেন, অর্থাৎ আপনার কৃপায়ই 'হংস'কে 'সোঽহং' রূপে পরিণত করা যায়, আপনাকে নমস্কার। আপনিই মোক্ষদাতা, আপনাকে নমস্কার। দেবী কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া ভগবান্ চঞ্চল-চন্দ্রশেখর তখন সন্তুষ্ট হইলেন এবং দেবীকে এই কথা কহি-লেন, অয়ি মহাপ্রাজ্ঞে! সাধু সাধু! আমি সন্তুষ্ট হই-য়াছি; তুমি বর গ্রহণ কর। দেবী কহিলেন,—হে দেবেশ! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর আমি যদি বরযোগ্যা হইয়া থাকি, তবে পুনরায় সবিস্তার সেই প্রভাসক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণন করুন। দৈত্যা-ন্তকবর সর্ব্বভূতপতি ভগবান্ বিষ্ণু, দ্বারকা পরিহার করিয়া কিজন্য সেই প্রভাসক্ষেত্রের আশ্রয় লইয়া-ছেন? দ্বারকায় ষষ্টি শতকোটি ষষ্টি সহস্র তীর্থ বিরাজমান; হরি তৎসমস্ত তীর্থে অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিলেন কিজন্য? দ্বারকা—অমরনিকরসমাবৃতা ও পুণ্যকারী জনগণে নিষেবিতা; সেই দ্বারকা ছাড়িয়া তিনি প্রভাসে আসিয়াছিলেন কিজন্য? অমর-নরনেতা, দৈবমানব লোকদ্বয়ের পালক হরি, কি নিমিত্ত দ্বারকা পরিহারপূর্ব্বক সেই প্রভাসে তনু-ত্যাগ করিয়াছিলেন? যে অদ্বিতীয় পুরুষ মনো-ময় চক্রদ্বারা নরগণকে পরিচালিত করেন, সেই

জলং পীত্বা কৃত্বা তোয়ময়ং বপুঃ। লোকমেকার্ণবং চক্রে দৃষ্ট্যা দৃষ্টেন চাত্মনা॥ ২৭॥ স কথং পঞ্চতাং প্রাপ প্রভাসে পার্ব্বতীপতে। যঃ পুরাণে পুরাণাত্মা বারাহং বপুরাস্থিতঃ॥ ২৮॥ উদ্দধার মহীং কৃৎস্নাং সশৈলবনকাননাম্। স কথং ত্যক্তবান্ গাত্রং প্রভাসে পাপনাশনে॥ ২৯॥ যেন সৈ হং বপুঃ কৃত্বা হিরণ্যকশিপুর্হতঃ। স কথং দেবদেবেশঃ প্রভাসং ক্ষেত্রমাশ্রিতঃ॥ ৩০॥ সহস্রচরণং দেবং সহস্রাক্ষং মহাপ্রভম্। সহস্রশিরসং বেদা যমাহুর্বৈ যুগেযুগে॥ ১৩॥ তত্যাজ স কথং দেবঃ প্রভাসে স্বং কলেবরম্। নাভ্যরণ্যাং সমুদ্ভূতং যস্য পৈতামহং গৃহম্॥ ৩২॥ একার্ণবগতে লোকে তৎপঙ্কজমপঙ্কজম্। যেনোদ্ধৃতং ক্ষণেনৈব প্রভাসস্থঃ স কিং হরিঃ॥ ৩৩॥ উত্তরাংশে সমুদ্রস্য ক্ষীরোদস্যামৃতোদধেঃ। যঃ শেতে শাশ্বতং যোগমাস্থায় পরবীরহা। স কথং ত্যক্তবান্ দেহং প্রভাসে পরমেশ্বরঃ॥ ৩৪॥ হব্যাদান্ যঃ সুরাংশ্চক্রে কব্যাদাংশ্চ পিতৄনপি। স কথং দেবদেবেশঃ প্রভাসং ক্ষেত্রমাশ্রিতঃ॥৩৫॥ যুগানুরূপং যঃ কৃত্বা রূপং লোকহিতায় বৈ। ধর্ম্মমুদ্ধরতে দেবঃ স কথং ক্ষেত্রমাশ্রিতঃ॥ ৩৬॥ ত্রয়ো বর্ণাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্রৈবিদ্যং পাঠকাস্ত্রয়ঃ। ত্রৈকাল্যং ত্রীণি কর্ম্মাণি ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো গুণাঃ। সৃষ্টং যেন পুরা দেবঃ স কথং ক্ষেত্রমাশ্রিতঃ॥ ৩৭॥ যা গতির্দ্ধর্ম্মযুক্তানামগতিঃ পাপকর্ম্মিণাম্। চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য প্রভবশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য রক্ষিতা॥ ৩৮॥ চাতুর্ব্বিদ্যস্য যো বেত্তা চাতুরাশ্রম্যসংস্থিতিঃ। কস্মাৎ স দ্বারকাং হিত্বা প্রভাসে পঞ্চতাং গতঃ॥ ৩৯॥ দিগন্তরং নভো ভূমিরাপো বায়ুর্বিভাবসুঃ। চন্দ্রসূর্য্যদ্বয়ং জ্যোতির্যুগেশঃ ক্ষণদাতনুঃ॥ ৪০॥ যঃ পরং শ্রূয়তে জ্যোতির্যঃ পরং শ্রূয়তে তপঃ। যঃ পরং পরতঃ প্রোক্তঃ পরং যঃ পরমাত্মবান্॥ ৪১॥ আদিত্যাদিশ্চ যো দিব্যো যশ্চ দৈত্যান্তকো বিভুঃ। স কথং দেবকীসূনুঃ প্রভাসে সিদ্ধিমীসিবান্॥ ৪২॥ যুগান্তে চান্তকো যশ্চ যশ্চ লোকান্তকান্তকঃ।

চক্রধারী শ্রীহরি, কোন্ কারণে সেই প্রভাসক্ষেত্রে কালের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন? যিনি সর্ব্বলোকের পালন করেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণু উক্ত প্রভাসক্ষেত্র আশ্রয় করিয়াছিলেন কেন? যিনি কল্পান্তকালে দৃশ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক জলপান দ্বারা স্বীয় কায় জলময় করিয়া দৃষ্টিমাত্রে লোক সকলকে একার্ণবাকারে পরিণত করেন, হে গিরিজাপতে! তিনি কি কারণে প্রভাসক্ষেত্রে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন? পুরাণে শুনিতে পাই, যে পুরাণপুরুষ, বরাহশরীর পরিগ্রহ করিয়া শৈলবনকাননবর্ত্তী সমগ্রা বসুমতীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনি কিহেতু উক্ত পাপনাশন প্রভাসক্ষেত্রে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন? যিনি নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই দেবদেবেশ হরি কিজন্য প্রভাসক্ষেত্র আশ্রয় করিয়াছিলেন? দেব সকল যাঁহাকে যুগে যুগে সহস্রচরণ, সহস্রনয়ন, সহস্রশিরা, মহাজ্যোতির্ম্ময় দেব বলিয়া বর্ণন করেন, সেই দেব, প্রভাসে স্বীয় কলেবর পরিহার করিলেন কিজন্য? জগৎ একার্ণবীকৃত হইলে যাঁহার নাভিক্ষেত্রে পিতামহের বাসগৃহরূপ অপঙ্কজ পঙ্কজ সমুদ্ভূত হইয়াছিল, এবং যিনি ক্ষণমাত্রেই সেই পদ্মটীকে একার্ণব জলের ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই হরি কিহেতু প্রভাসে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন? যে পরবীরসংহারী হরি, সেই একার্ণবকালে, নিত্য-যোগবলে ক্ষীরামৃতসাগরের উত্তরাংশে শয়ন করিয়া থাকেন, সেই পরমেশ্বর কিজন্য উক্ত প্রভাসে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন? ১৫—৪। যিনি দেবগণকে হব্যভোজী ও পিতৃগণকে কব্যভোজী করিয়াছেন সেই দেবদেবেশ হৃষীকেশ কি নিমিত্ত প্রভাসক্ষেত্র আশ্রয় করিয়াছিলেন? যে দেব, লোকহিতবিধানার্থে যুগোচিত মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মের উদ্ধার সাধন করেন, তিনি প্রভাসক্ষেত্র আশ্রয় করিলেন কিজন্য? যিনি ধার্ম্মিকদিগের গতি, পাপীদিগের দুর্গতি, বর্ণচতুষ্টয়ের প্রবর্ত্তক, চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্মের রক্ষক, বিদ্যাচতুষ্টয়ের বেত্তা, ও চতুর্ব্বিধ আশ্রমধর্ম্মের প্রতিপালক, সেই হরি কিজন্য দ্বারকা ছাড়িয়া প্রভাসে প্রাণত্যাগ করিলেন? যিনি দিক্, দিগন্তর, অন্তরিক্ষ, ভূমি, বায়ু, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, জ্যোতি, যুগেশ্বর, ও রাত্রিমূর্ত্তি; যিনি পরম জ্যোতি ও পরম তপস্যা বলিয়া শ্রুত হন, যিনি পরেরও পরবর্ত্তী বলিয়া উক্ত হন, যিনি জগৎপারবর্ত্তী পরমাত্মা, যিনি আদিত্যাদি দিব্যগ্রহরূপী, এবং যিনি দৈত্যগণের অন্তকারী, সেই বিভু দেবকীনন্দন, কিজন্য প্রভাসে পঞ্চত্বলাভ করিলেন? যিনি যুগান্ত কালে সমগ্র জগতের অন্তকারী, যিনি লোকান্তকেরও অন্তক,

সেতুর্যো লোকসন্তানাং মেধ্যো যো মেধ্যকর্ম্মণাম্। ৪৩। বেত্তা যো বেদবিদুষাং প্রভুর্যঃ প্রভবাত্মনাম্। সোমভূতস্তু ভূতানামগ্নিভূতোঽগ্নিবর্চ্চনাম্। ৪৪। মনুষ্যাণাং মনোভূতস্তপোভূতস্তপস্বিনাম্। বিনয়ো নয়ভূতানাং তেজস্তেজস্বিনামপি। ৪৫। বিগ্রহো বিগ্রহাণাং যো গতির্গতিমতামপি। স কথং পদ্মজপ্রাণঃ প্রভাসং ক্ষেত্রমাশ্রিতঃ। ৪৭। সূত উবাচ। ইতি প্রোক্তস্তদা দেব্যা শঙ্করো লোকশঙ্করঃ। উবাচ প্রহসন্ বাক্যং পার্ব্বতীং দ্বিজসত্তমাঃ। ৪৮। ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি প্রভাসক্ষেত্রবিস্তরম্। রহস্যং সর্ব্বপাপঘ্নং দেবানামপি দুর্লভম্। ৪৯। দেবি ক্ষেত্রাণ্যনেকানি পৃথিব্যাং সন্তি ভামিনি। তীর্থানি কোটিসংখ্যানি প্রভাবস্তেষু সংখ্যয়া। ৫০। অসংখ্যেয়প্রভাবং হি প্রভাসং পরিকীর্ত্তিতম্। ব্রহ্মতত্ত্বং বিষ্ণুতত্ত্বং রৌদ্রতত্ত্বং তৃতীয়ং চ। ৫১। তত্র ভূয়ঃ সমাযোগো দুর্লভোঽন্যেষু পার্ব্বতি। প্রভাসে দেবদেবেশি তত্ত্বানাং ত্রিতয়ং স্থিতম্। ৫২। চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বৈশ্চ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। বালরূপী চ নাম্না চ তত্রস্থানে স্থিতঃ স্বয়ম্। ৫৩। পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানামধিপো দেবতাগ্রণীঃ। তস্মিন্ স্থানে স্থিতঃ সাক্ষাদ্দৈত্যানামন্তকঃ শুভে। ৫৪। অহং দেবি ত্বয়া সার্দ্ধং ষট্ত্রিংশত্তত্ত্বসংযুতঃ। নিবসামি মহাভাগে প্রভাসে পাপনাশনে। ৫৫। এবং তত্ত্বময়ং ক্ষেত্রং সর্ব্বতীর্থময়ং শুভম্। প্রভাসমেব জানীহি মা কার্ষীঃ সংশয়ং ক্বচিৎ। ৫৬। অপি কীটপতঙ্গা যে ম্রিয়ন্তে তত্র যে নরাঃ। তেঽপি যান্তি পরং স্থানং নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ৫৭। স্ত্রিয়ো ম্লেচ্ছাশ্চ শূদ্রাশ্চ পশবঃ পক্ষিণো মৃগাঃ। প্রভাসে তু মৃতা দেবি শিবলোকং ব্রজন্তি তে। ৫৮। কামক্রোধেন যে বদ্ধা লোভেন চ বশীকৃতাঃ। অজ্ঞানতিমিরাক্রান্তা মায়াতন্ত্রে চ সংস্থিতাঃ। ৫৯। কালপাশেন যে বদ্ধাস্তৃষ্ণাজালেন মোহিতাঃ। অধর্ম্মনিরতা যে চ যে চ তিষ্ঠন্তি পাপিনঃ। ৬০। ব্রহ্মঘ্নাশ্চ কৃতঘ্নাশ্চ যে চান্যে গুরুতল্পগাঃ। মহা-

লোকসকলের যিনি মর্য্যাদাসেতুস্বরূপ, পবিত্র কর্ম্মসমূহেরও যিনি পবিত্র, বেদবিদ্‌গণের মধ্যে যিনি প্রধান বেত্তা, প্রভাবশালীদিগেরও যিনি প্রভু, সৌম্য ভূতগণের মধ্যে যিনি সোমরূপী, উষ্ণ প্রাণিগণমধ্যে যিনি অগ্নিস্বরূপ, মনুষ্যগণের যিনি মন, তপস্বীদিগের যিনি তপস্যা, নীতিবিদ্‌গণের যিনি বিনয় তেজস্বীদিগের যিনি তেজ, শরীরীদিগের যিনি শরীর এবং গতিমান্‌দিগের যিনি গতি, সেই হরি কি হেতু দ্বারকা পরিহার করিয়া প্রভাসক্ষেত্রের আশ্রয় লইয়াছিলেন? আকাশ হইতে বায়ু জন্মে; এজন্য বায়ুর প্রাণ আকাশ, হুতাশনের প্রাণ বায়ু এবং দেবগণের প্রাণ হুতাশন; ভগবান্ মধুসূদন সেই হুতাশনের প্রাণ-স্বরূপ, আর যিনি ব্রহ্মারও প্রাণরূপী; ঈদৃশ মহাত্মা হরি কি হেতু প্রভাসক্ষেত্র আশ্রয় করিয়াছিলেন?১৫—৪৭। সূত কহিলেন, হে দ্বিজসত্তমগণ! দেবী এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর, লোকশঙ্কর শঙ্কর সহাস্য আস্যে কহিতে লাগিলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! তুমি শ্রবণ কর, সেই প্রভাসক্ষেত্রে দেবদুর্জ্ঞেয় সর্ব্বপাপহর রহস্য আমি সবিস্তরে বলিতেছি। অয়ি দেবি! এই পৃথিবীতে অনেকানেক ক্ষেত্র ও কোটি কোটি তীর্থ আছে বটে, পরন্তু তৎসমস্তের প্রভাবের সংখ্যা আছে, কিন্তু প্রভাস ক্ষেত্রের প্রভাবের সংখ্যা নাই; এইরূপই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অয়ি পার্ব্বতি! ব্রহ্মতত্ত্ব, বিষ্ণুতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব,—এই তত্ত্বত্রয়ের একত্র সংযোগ অপর কোন স্থানেই নাই। হে দেবদেবেশি! প্রভাস ক্ষেত্রে উক্ত তত্ত্বত্রয়ই প্রতিষ্ঠিত আছে। লোকপিতামহ ব্রহ্মা চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সহিত সেখানে বালরূপে বালনামে প্রখ্যাত হইয়া স্বয়ং অবস্থান করিতেছেন। অয়ি শুভে! দৈত্যান্তকারী দেববর বিষ্ণুও পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সহিত সেখানে বিরাজমান রহিয়াছেন। হে মহাভাগে, দেবি! আমিও ষট্ত্রিংশৎতত্ত্বযুক্ত হইয়া তোমার সহিত সেই পাপনাশন প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছি। তুমি সেই শুভ প্রভাস ক্ষেত্রকে এইরূপ সর্ব্বতত্ত্বাশ্রয় ও সর্ব্বতীর্থময় বলিয়া অবগত হও; ইহাতে কোনও সংশয় করিও না। মনুষ্যের কথা আর কি বলিব? সেখানে কীট-পতঙ্গাদি প্রাণীও প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে পরম স্থান প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে কোনও বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। হে দেবি! স্ত্রী, ম্লেচ্ছ, শূদ্র, পশু, পক্ষী, মৃগ,—ইহারাও সেই প্রভাসে মরণাপন্ন হইলে শিবলোক প্রাপ্ত হয়। যাহারা কাম-ক্রোধে বদ্ধ, লোভের বশীভূত, অজ্ঞান-তিমিরে আক্রান্ত, মায়ায় সমাবৃত, কালপাশে আবদ্ধ, তৃষ্ণাজালে মোহিত, অধর্ম্মে নিরত, এবং উৎকট পাপে সংযুক্ত, আর যাহারা ব্রহ্মঘাতী, কৃতঘ্ন, গুরুদারগামী এবং

পাতকিনশ্চাপি তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৬১ ॥ মাতৃহন্তা নরো যশ্চ পিতৃহন্তা তথৈব চ। তে সর্ব্বে মুক্তিমায়ান্তি কিং পুনঃ শুভকারিণঃ ॥ ৬২ ॥ ইতি জ্ঞাত্বা মহাদেবি দৈত্যানামন্তকো হরিঃ। প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য ত্যক্তবান্ স্বং কলেবরম্ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যে প্রভাসক্ষেত্রে শ্রীহরিস্থিতিপ্রশ্নবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। অন্যচ্চ কথয়িষ্যামি রহস্যং তব ভামিনি। যন্ন কস্যচিদাখ্যাতং তত্তে বচ্মি বরাননে ॥ ১ ॥ পৃথ্বীভাগে স্থিতো ব্রহ্মা অপাং ভাগে জনার্দ্দনঃ। তেজোভাগস্থিতো রুদ্রো বায়ুভাগে তথেশ্বরঃ ॥ ২ ॥ আকাশভাগসংস্থানে স্থিতঃ সাক্ষাৎ সদাশিবঃ ॥ ৩ ॥ যস্য যস্যৈব যো ভাগস্তস্মিংস্তীর্থানি যানি বৈ। তস্য তস্য ন সন্দেহঃ স স এবেশ্বরঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥ ছাগলণ্ডং দ্বিগুণ্ড মাকোটং মণ্ডলেশ্বরম্। কালিঞ্জরং বনঞ্চৈব শঙ্কুকর্ণং স্থলেশ্বরম্ ॥ ৬ ॥ শূলেশ্বরং চ বিখ্যাতং পৃথ্বীতত্ত্বে চ সংস্থিতম্। হরিশ্চন্দ্রং চ শ্রীশৈলং জল্পেশোঽম্রাতিকেশ্বরম্ ॥ ৬ ॥ মহাকালং মধ্যমং চ কেদারং ভৈরবং তথা। পবিত্রাষ্টকমেতদ্ধি জলসংস্থং বরাননে ॥ ৭ ॥ অমরেশং প্রভাসং চ নৈমিষং পুষ্করং তথা। আষাঢ়িং চৈব দণ্ডিং চ ভারভূতিং চ লাঙ্গলম্ ॥ ৮ ॥ আদিগুহ্যাষ্টকং হ্যেতৎ তেজস্তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিতম্। গয়া চৈ কুরুক্ষেত্রং তীর্থং কনখলং তথা ॥ ৯ ॥ বিমলঞ্চাট্টহাসঞ্চ মাহেন্দ্রং ভীমসংজ্ঞকম্। গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং হ্যেতৎ প্রোক্তং বায়ুষ্টকং তব ॥ ১০ ॥ বস্ত্রাপথং রুদ্রকোটির্জ্যেষ্ঠেশ্বরং মহালয়ম্। গোকর্ণং রুদ্রকর্ণং চ কর্ণাখ্যং স্থাপসংজ্ঞকম্ ॥ ১১॥ পবিত্রাষ্টকমেতদ্ধি আকাশস্থং বরাননে। এতানি তত্ত্বতীর্থানি সর্ব্বাণি কথিতানি বৈ ॥ ১২ ॥ যো যস্মিন্ দেবতা তত্ত্বে সা তন্মাহাত্ম্যসূচিকা। ঔদকং চ মহাতত্ত্বং বিষ্ণোশ্চাতিপ্রিয়ং প্রিয়ে ॥ ১৩ ॥ জলশায়ী স্মৃতস্তেন নারায়ণ ইতি শ্রুতিঃ। আপ্যতত্ত্বে তু তীর্থানি যানি প্রোক্তানি তে ময়া ॥ ১৪ ॥ তানি প্রিয়াণি দেবেশি ধ্রুবং নারায়ণস্য বৈ। ঔদকং চৈব যত্তত্ত্বং তস্মিন্ প্রাভাসিকং স্মৃতম্ ॥১৫॥ তত্র দেবো লয়ং যাতি হরি-

অপরাপর মহাপাতকসমন্বিত, তাহারাও উক্ত ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। যাহারা মাতৃঘাতী বা পিতৃঘাতী, সেই সমস্ত ব্যক্তিও উক্ত ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে মুক্তি প্রাপ্ত হয়; শুভকর্ম্মীদিগের আর কথা কি? দৈত্যান্তকারী ভগবান্ হরি, এই তত্ত্ব কথা জানিতেন বলিয়া সেই প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া স্বীয় কলেবর পরিহার করিয়াছিলেন।৪৮—৬৩।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশম অধ্যায়।

ঈশ্বর-কহিলেন,—অয়ি ভামিনি! তোমায় আর অপর একটী রহস্য বলিতেছি। অয়ি বরাননে! যাহা আমি অপর কাহাকেও বলি নাই, তাহাই তোমার নিকট বলিতেছি। পৃথ্বীভাগে ব্রহ্মা, জলভাগে বিষ্ণু তেজোভাগে রুদ্র বায়ুভাগে ঈশ্বর, এবং আকাশভাগে সাক্ষাৎ সদাশিব প্রতিষ্ঠিত। যাঁহার যাঁহার যাহা যাহা ভাগ, সেই সেই ভাগে যে যে তীর্থ প্রতিষ্ঠিত, সেই সেই তীর্থেও সেই সেই দেবতাই অধিষ্ঠিত। ইহাতে সন্দেহ নাই। ছাগলণ্ড, দ্বিগুণ্ড, মাকোট, মণ্ডলেশ্বর, কালিঞ্জরবন, শঙ্কুকর্ণ, স্থলেশ্বর, এবং বিখ্যাত শূলেশ্বর, ইহারা পৃথ্বীতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। হরিশ্চন্দ্র, শ্রীশৈল, জল্পেশ, অম্রাতিকেশ্বর, মহাকাল, মধ্যম, কেদার, ভৈরব, অয়ি বরাননে! এই অষ্ট পবিত্রক্ষেত্র, জলতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। অমরেশ, প্রভাস, নৈমিষ, পুষ্কর, আষাঢ়ি, দণ্ডি, ভারভূতি, লাঙ্গল,—আদি গুহ্য এই অষ্টক্ষেত্র তেজস্তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। গয়া, কুরুক্ষেত্র, কনখল, বিমল, অট্টহাস, মাহেন্দ্র, ভীম,—এই সকল গুহ্যাতিগুহ্যক্ষেত্র বায়ুতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। বস্ত্রাপথ, রুদ্রকোটি, জ্যেষ্ঠেশ্বর, মহালয়, গোকর্ণ, রুদ্রকর্ণ, বর্ণতীর্থ, স্থাপতীর্থ, অয়ি বরাননে! এই পবিত্র অষ্টতীর্থ আকাশতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। এই আমি তোমার নিকট তত্ত্বতীর্থ সকলের বর্ণন করিলাম। যে তত্ত্বে যে দেবতা প্রতিষ্ঠিত, সেই দেবতা উক্ত তত্ত্বেরই মাহাত্ম্যসূচক। অয়ি প্রিয়ে! অতুল উদকতত্ত্ব বিষ্ণুর অতি প্রিয়; এই জন্যই শ্রুতিতে নারায়ণকে জলশায়ী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। হে দেবেশি! জলতত্ত্বপ্রতিষ্ঠিত যে সকল তীর্থের কথা আমি তোমাকে কহিলাম, সেই সমস্ত তীর্থ নারায়ণের অতীব প্রিয়; সন্দেহ নাই। প্রভাস ক্ষেত্রও জলতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। ভগবান্ হরি জন্মে

জন্মনিজন্মনি। স বাসুদেবঃ সূক্ষ্মাত্মা পরাৎপরতরে স্থিতঃ ॥ ১৬ ॥ স শিবঃ পরমং ব্যোম অনাদিনিধনো বিভুঃ। তস্মাৎপরতরং নাস্তি সর্ব্বশাস্ত্রাগমেষু চ ॥ ১৭ ॥ সিদ্ধান্তাগমবেদান্তদর্শনেষু বিশেষতঃ। তেষু চৈব ন ভিন্নস্তু ময়া সার্দ্ধং যশস্বিনি ॥ ১৮ ॥ তস্মিন্ স্থানে হরিঃ সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষেণ তু সংস্থিতঃ। লিঙ্গৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তো জায়তে ন চ কেনচিৎ ॥ ১৯ ॥ মোক্ষার্থং নৈষ্ঠিকৈর্ব্রতৈর্ব্রতৈশ্চৈব তু যৎফলম্। তৎ ফলং সমবাপ্নোতি ভল্লুকাতীর্থদর্শনাৎ ॥ ২০ ॥ গোচর্ম্মমাত্রং তৎস্থানং সমন্তাৎপরিমণ্ডলম্। ন হি কশ্চিদ্বিজানাতি বিনা শাস্ত্রেণ ভামিনি ॥ ২১ ॥ বিষুবং বহতে তত্র নৃণামদ্যাপি পার্ব্বতি। পঞ্চলিঙ্গানি তত্রৈব পঞ্চবক্ত্রাণি কানিচিৎ ॥ ২২ ॥ কুক্কুটাণ্ডকমানানি মহাস্থূলানি কানিচিৎ। সর্পেণ বেষ্টিতান্যেব চিহ্নিতানি ত্রিশূলিভিঃ ॥ ২৩ ॥ তেষাং দর্শনমাত্রেণ কোটিলিঙ্গার্চ্চনং ফলম্। তস্মাদিদং মহাক্ষেত্রং ব্রহ্মাদ্যৈঃ সেব্যতে সদা ॥ ২৪ ॥ শ্রুতিমদ্ভিশ্চ বিপ্রেন্দ্রৈঃ সংসিদ্ধৈশ্চ তপস্বিভিঃ। প্রতিমাসং তথাষ্টম্যাং প্রতিমাসং চতুর্দ্দশীম্ ॥ ২৫ ॥ শশিভানুপরাগে বা কার্ত্তিক্যাং তু বিশেষতঃ। প্রভাসস্থানি লিঙ্গানি প্রপূজ্যান্তে বরাননে ॥ ২৬ ॥ সন্নিহত্যা কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বতীর্থাযতৈঃ সহ। পুষ্করং নৈমিষং চৈব প্রয়াগং সপৃথুদকম্ ॥ ২৭ ॥ ষষ্টিতীর্থসহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানি চ। মাঘ্যাং মাঘ্যাং সমেষ্যন্তি সরস্বত্যব্ধিসঙ্গমে ॥২৮ ॥ স্মরণাত্তস্য তীর্থস্য নামসংকীর্ত্তনাদপি। মৃত্যুকালভবাদ্বাপি পাপং ত্যক্ষ্যন্তি সুব্রতে ॥ ২৯ ॥ আনর্ত্তসারং সৌম্যং চ তথা ভুবনভূষণম্। দিব্যং পাঞ্চনদং পুণ্যমাদিগুহ্যং মহোদয়ম্ ॥ ৩০ ॥ সিদ্ধিরত্নাকরং নাম সমুদ্রাবরণং তথা। ধর্ম্মাধারং কলাধারং শিবগর্ভগৃহং তথা ॥ ৩১ ॥ সর্ব্বদেবনিবেশং চ সর্ব্বপাতকনাশনম্। অস্য ক্ষেত্রস্য নামানি কল্পে কল্পে পৃথক্ প্রিয়ে ॥ ৩২ ॥ আয়ামাদীনি জানীহি গুহ্যানি সুরসুন্দরি। আদ্যে কল্পে পুরা দেবি প্রমোদনমিতি স্মৃতম্ ॥ ৩৩ ॥ নন্দনং পরিতস্তস্য তস্যাপি পরতঃ শিবম্। শিবাৎপরতরং চোগ্রং

জন্মে সেই প্রভাস ক্ষেত্রে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই বাসুদেব সূক্ষ্মাত্মা; তিনি পরাৎপরতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। সেই বিভুই শিব, পরম ব্যোম ও জন্মমরণহীন। তদপেক্ষা পরবর্ত্তী অপর কিছুই নাই; সর্ব্বশাস্ত্রের ও সমস্ত আগমের ইহাই মত। অয়ি যশস্বিনি! বিশেষতঃ সিদ্ধান্তে, আগমে ও বেদান্ত শাস্ত্রে আমার সহিত সেই বিষ্ণুর সর্ব্বথা অভেদ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ১—১৮। সেই প্রভাস ক্ষেত্রে হরি, অপর চারিটী লিঙ্গের সহিত মিলিত হইয়া প্রত্যক্ষমূর্ত্তিতে বিরাজমান রহিয়াছেন। এতত্ত্ব কেহই জ্ঞাত নহে। মোক্ষসাধক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরাপর বিবিধ ব্রতাচরণে যে ফল, ভল্লুকাতীর্থদর্শনে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। সেই স্থানের পরিমাণ গোচর্ম্মমাত্র। উহা সর্ব্বথা মণ্ডলাকার অয়ি ভামিনি! শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবে কেহই সেই উত্তম স্থান পরিজ্ঞাত নহে। হে পার্ব্বতি! অদ্যাপি সেখানে বিষুবরেখা দর্শনগোচর হয়; সেই জন্যই এই ক্ষেত্র, মানবগণের বিষুবসংক্রান্তিবৎ পুণ্যজনক। সেই স্থানে যে পাঁচটী লিঙ্গ আছে, তাহার কোনটী পঞ্চমুখ, কোনটী কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণ ও কোনটী অতিশয় স্থূল; সেই সকল লিঙ্গ, সর্পবেষ্টিত ও ত্রিশূলচিহ্নে চিহ্নিত। সেই সমস্ত লিঙ্গের দর্শনমাত্রেই কোটি লিঙ্গার্চ্চনের ফললাভ হয়। সেই জন্যই উক্ত মহাক্ষেত্র, ব্রহ্মাদি দেবতা ও শ্রুতিমান্ প্রভৃতি সিদ্ধ তপস্বী দ্বিজগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া থাকে। প্রতিমাসের অষ্টমী, প্রতিমাসের চতুর্দ্দশী, কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ,—এই সমস্ত পুণ্য কালে, হে বরাননে! প্রভাস ক্ষেত্রস্থ সেই সমস্ত লিঙ্গের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। সন্নিহতী, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ, পৃথূদক প্রভৃতি যত তীর্থ আছে,—সেই ষষ্টিকোটি ষষ্টিসহস্র তীর্থ, প্রতিবৎসর মাঘীপূর্ণিমায় সরস্বতীসাগরসঙ্গমে আসিয়া মিলিত হইয়া থাকে। অয়ি সুব্রতে! মৃত্যুকালে উক্ত তীর্থের স্মরণ, বা নামসঙ্কীর্ত্তন করিলে মানব তৎক্ষণাৎ নিষ্পাপ হয়। সেই প্রভাসস্থ পঞ্চনদ তীর্থ অতীব পুণ্যজনক। সেই দিব্য তীর্থ আনর্ত্তদেশের সারস্বরূপ, সৌম্যাকার ও ভুবনের ভূষণ; উহা মহাভ্যুদয়বিধায়ক, সিদ্ধিরূপ রত্নের আকরভূত, সমুদ্রের আবরণনিত, ধর্ম্মের আধার, কলাসকলের আশ্রয়, সর্ব্বদেবতার আবাসস্থল, সর্ব্বপাতকহর ও শিবের অন্তর্গৃহস্বরূপ। প্রিয়ে! কল্পে কল্পেই এই ক্ষেত্র বিভিন্ন নামে প্রখ্যাত হয়। উহার দৈর্ঘ্য-বিস্তারও অতীব গুহ্য। হে সুরসুন্দরি! আদি কল্পে ইহার নাম হইয়াছিল প্রমোদন। তার পর নন্দন, অতঃপর

ভদ্রিকং পরতং পুনঃ। ৩৪। সমিদ্ধনং পরং তস্মাৎ কামদং চ ততঃ পরম্। সিদ্ধিদং চাপি ধর্ম্মজ্ঞং বৈশ্বরূপং চ মুক্তিদম্। ৩৫। তথা পদ্মনাভন্ত শ্রীবৎসং তু মহাপ্রভম্। তথা চ পাপসংহারং সর্ব্বকামপ্রদং তথা। ৩৬। মোক্ষমার্গং বরারোহে তথা দেবি সুদর্শনম্। ধর্ম্মগর্ভং তু ধর্ম্মাণাং প্রভাসং পাপনাশনম্। অতঃ পরং ভবন্তীহ উৎপলাবর্ত্তকাদি চ। ৩৭। ক্ষেত্রস্য মধ্যে যদ্দেবি মম গর্ভগৃহং স্মৃতম্। তস্য নামানি তে দেবি কথিতান্যনুপূর্ব্বশঃ। ৩৮। শ্রুত্বা নামান্যশেষাণি ক্ষেত্রমাহাত্ম্যমেব চ। তেষাং তু বাঞ্ছিতা সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ৩৯। এতৎ কীর্ত্ত্যমানস্য ত্রিকালং তু মহোদয়ম্। সন্ধ্যাকালান্তরং পাপমহোরাত্রং বিনশ্যতি। ৪০। অপি বৈ দাম্ভিকাশ্চৈব যে বসন্ত্যল্পবুদ্ধয়ঃ। মূঢ়া জীবনিকা বিপ্রাস্তেঽপি যান্তি মৃতা দিবম্। ৪১। অস্য ক্ষেত্রস্য মধ্যে তু রবিযোজনমধ্যতঃ। উপক্ষেত্রাণি দেবেশি সন্ত্যস্থানি সহস্রশঃ। ৪২। কানিচিৎ পদ্মরূপাণি যবাকারাণি কানিচিৎ। ষট্‌কোণানি ত্রিকোণানি দণ্ডাকারাণি কানিচিৎ। ৪৩। চন্দ্রবিম্বার্দ্ধভেদানি চতুরস্রপ্রভেদতঃ। ব্রহ্মাদিদৈবতানীশে ক্ষেত্রমধ্যে স্থিতানি তু। ৪৪। কানিচিদ্‌যোজনার্দ্ধানি তদর্দ্ধার্দ্ধানি কানিচিৎ। নিবর্ত্তনপ্রমাণেন দণ্ডমানেন কানিচিৎ। ৪৫। গোচর্ম্মমানমধ্যানি কানিচিদ্ধনুষান্তরম্। যজ্ঞোপবীতমাত্রাণি প্রভাসে সন্তি কোটিশঃ। ৪৬। অঙ্গুল্যষ্টমভাগোঽপি নভোঽস্তি কমলেক্ষণে। ন সন্তি যস্মিংস্তীর্থানি দিব্যানি চ মহীতলে। ৪৭। প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য তিষ্ঠন্তি প্রলয়াদনু। কেদারে চৈব যল্লিঙ্গং যচ্চ দেবি মহালয়ে। ৪৮। মধ্যমেশ্বরসংস্থঞ্চ তথা পাশুপতেশ্বরম্। শঙ্কুকর্ণেশ্বরঞ্চৈব ভদ্রেশ্বরমথাপি চ। ৪৯। সোমেশ্বরমথৈকাম্রং কালেশ্বরমজেশ্বরম্। ভৈরবেশ্বরমীশানং তথা কায়াবরোহণম্। ৫০। চাপটেশ্বরকং পুণ্যং তথা বদরিকাশ্রমম্। রুদ্রকোটির্মহাকোটিস্তথা শ্রীপর্ব্বতং শুভম্। ৫১। কপালী চৈব দেবেশঃ করবীরং তথা পুনঃ। ওঙ্কারং পরমং পুণ্যং বশিষ্ঠাশ্রমমেব চ। যত্র কোটিঃ স্মৃতা দেবি রুদ্রাণাং কামরূপিণাম্। ৫২। যানি চান্যানি স্থানানি পুণ্যানি মম ভূতলে। প্রয়াগং পুরতঃ কৃত্বা প্রভাসে নিবসন্তি চ। ৫৩।

শিব, এইরূপ ক্রমে উগ্র, ভদ্রিক, সমিদ্ধন, কামদ, সিদ্ধিদ, ধর্ম্মজ্ঞ, বৈশ্বরূপ, মুক্তিদ, শ্রীপদ্মনাভ, শ্রীবৎস, মহাপ্রভ, পাপসংহার, সর্ব্বকামপ্রদ, মোক্ষমার্গ, সুদর্শন, ধর্ম্মগর্ভ, ও উৎপলাবর্ত্তকাদি নামে সেই ধর্ম্মাশ্রয় পাপনাশক প্রভাসক্ষেত্র বিখ্যাত হইয়াছিল। ১৯—৩৭। হে বরারোহে দেবি! সেই ক্ষেত্রমধ্যে আমার যে গর্ভগৃহ আছে, তাহার নাম সকলই আমি তোমার নিকট আনুপূর্ব্বক্রমে কহিলাম। যাহারা এই সকল নাম ও ক্ষেত্রমাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহারা অভিমতসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়; সংশয় নাই। ত্রিকালে ইহা কীর্ত্তন করিলে মানবের মহান্ অভ্যুদয় হয়; সন্ধ্যাকালে ইহার কীর্ত্তনে অহোরাত্রকৃত পাতক বিনষ্ট হয়। অল্পবুদ্ধি মূঢ় জনগণও যদি দম্ভবশে কিংবা জীবিকাসাধনার্থও এখানে বাস করে, তবে তাহারাও এখানে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গগামী হইতে পারে। হে দেবেশি! এই ক্ষেত্রের পরিমাণ দ্বাদশ যোজন। ইহার সহস্র সহস্র উপক্ষেত্রও বিদ্যমান আছে। সেই সকল উপক্ষেত্রের কোন কোনটী পদ্মাকার, কতকগুলি যবাকার, এবং অপর কতকগুলি ষট্‌কোণ, ত্রিকোণ, দণ্ডাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, ও চতুরস্রাদি বিবিধাকারে বিরাজিত। হে ঈশ্বরি! সেই সকল উপক্ষেত্রে ব্রহ্মাদি দেবতা সকলও প্রতিষ্ঠিত। সেই সকল উপক্ষেত্রের কোন কোনটী অর্দ্ধযোজনপ্রমাণ, কোন কোনটী তদর্দ্ধ এবং অপর কতকগুলি তদর্দ্ধপরিমাণ বিশিষ্ট। আর অন্যান্যগুলি নিবর্ত্তন, দণ্ড, গোচর্ম্ম, ধনুঃ, যজ্ঞোপবীত, ইত্যাদি বিবিধ পরিমাণবিশিষ্ট। এইরূপ কোটি কোটি ক্ষেত্র সেই প্রভাসমধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অয়ি কমলেক্ষণে! সেই প্রভাসক্ষেত্রে গগনমণ্ডলের তলদেশে অঙ্গুলির অষ্টমভাগপরিমিত ঈদৃশ স্থান নাই, যেখানে অনেক দিব্যতীর্থ নাই। প্রভাসে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত বিবিধ তীর্থ ও নানা দেবতা অবস্থান করিয়া থাকেন। হে দেবি! কেদারে যে লিঙ্গ আছেন, মহালয়ে যে লিঙ্গ আছেন, মধ্যমেশ্বরস্থ লিঙ্গ, পাশুপতেশ্বর, শঙ্কুকর্ণেশ্বর, ভদ্রেশ্বর, সোমেশ্বর, একাম্রকানন, কালেশ্বর, অজেশ্বর, ভৈরবেশ্বর, ঈশান, কায়াবরোহণ, চাপটেশ্বর, পুণ্যবদরিকাশ্রম, রুদ্রকোটি, মহাকোটি, শুভ শ্রীপর্ব্বত, দেবেশ্বর, কপালী, করবীরতীর্থ, পরমপুণ্য ওঙ্কারেশ্বর, বশিষ্ঠাশ্রম, হে দেবি! যেখানে কোটিসংখ্যক রুদ্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, এবং এতদ্ভিন্ন ভূতলে আমার প্রিয় অপরাপর যে সমস্ত পুণ্য স্থান আছে, তৎসমস্তই প্রয়াগক্ষেত্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া প্রভাসে

উত্তরে রবিপুত্রী তু দক্ষিণে সাগরং স্মৃতম্। দক্ষিণোত্তরমানোঽয়ং ক্ষেত্রস্যাস্য প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৫৪॥ রুক্মিণ্যাঃ পূর্ব্বতশ্চৈব তপ্ততোয়াচ্চ পশ্চিমে। পূর্ব্বপশ্চিমমানোঽয়ং প্রভাসস্য প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৫৫॥ এতদন্তরমাসাদ্য তীর্থানি সুরসুন্দরি। পাতালাদিকটাহান্তং তানি তত্র বসন্তি বৈ॥ ৫৬॥ এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ। প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য তত্যাজ স্বং কলেবরম্॥ ৫৭॥ দিব্যং মদেদং চরিতং হি রৌদ্রং শ্রোষ্যন্তি যে পর্ব্বসু বা সদা বা। তে চাপি যাস্যন্তি মম প্রসাদাত্রিবিষ্টপং পুণ্যজনাধিবাসম্॥ ৫৮॥ ইতি কথিতমশেষমেব চিত্রং চরিতমিদং তব দেবি পুণ্যযুক্তম্। ইতরমপি তবাতিবল্লভং যদ্দ কথয়ামি মহোদয়ং মুনীনাম্॥ ৫৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে প্রভাসক্ষেত্রস্য সর্ব্বক্ষেত্রোত্তমত্ববর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

আসিয়া বাস করিয়া থাকে। উত্তর দিকে রবিনন্দিনী আর দক্ষিণ দিকে সাগর,—ইহাই সেই প্রভাসক্ষেত্রের দক্ষিণোত্তরপরিমাণ বলিয়া কীর্ত্তিত। রুক্মিণীর পূর্ব্বদিক্ হইতে তপ্ততোয়া নদীর পশ্চিম দিক্ পর্য্যন্ত স্থানই প্রভাসাখ্য; ইহা ঐ ক্ষেত্রের পূর্ব্বপশ্চিমপরিমাণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। হে সুরসুন্দরি! এতন্মধ্যবর্তী স্থানে পাতাল অবধি অণ্ডকটাহ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া সেই সমস্ত তীর্থ বিরাজমান। হে মহাদেবি! সর্ব্বদেবময় হরি, এই তত্ত্ব জানিতেন বলিয়াই সেই প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া স্বীয় কলেবর পরিহার করিয়াছেন। যাহারা পর্ব্বকালে বা সর্ব্বদা মদীয় এই দিব্য রৌদ্রচরিত্র শ্রবণ করিবে, তাহারাও আমার প্রসাদে পুণ্যজনাধ্যুষিত ত্রিদশালয়ে গমন করিবে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট পুণ্যকর বিচিত্র চরিত্রকথা সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম; অপর যাহা তোমার প্রিয় জিজ্ঞাস্য আছে, বল, আমি মুনিজনের অভ্যুদয়াধিক তদ্বিবরণও বর্ণন করিতেছি। ৩৮—৫৯।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ ইতি প্রোক্তা তদা দেবী বিস্ময়োৎফুল্ললোচনা। রোমাঞ্চকঞ্চুকা শুভ্রা পুনঃ পপ্রচ্ছ ভূসুরাঃ॥ ১॥ দেব্যুবাচ। ধন্যাহং কৃতপুণ্যাহং তপঃ সুচরিতং ময়া। যদেষ ক্ষেত্রমহিমা মহাদেবান্ময়া শ্রুতঃ॥ ২॥ ভগবন দেবদেবেশ সংসারার্ণবতারক। পৃষ্টং তু যন্ময়া পূর্ব্বং তৎসর্ব্বং কথিতং হর॥ ৩॥ পুনশ্চ দেবদেবেশ ত্বদ্বাক্যামৃতরঞ্জিতা। নতৃপ্তিমধিগচ্ছামি দেবদেব মহেশ্বর॥ ৪॥ কিঞ্চিৎ প্রষ্টুমনাশ্চাস্মি প্রভাসক্ষেত্রবিস্তরম্। তন্মে কথয় কামেশ দয়াং কৃত্বা জগৎপ্রভো॥ ৫॥ ঈশ্বর উবাচ। পৃথিব্যা মধ্যগর্ভস্থং জম্বুদ্বীপমিতি স্মৃতম্ তচ্চ বৈ নবধা ভিন্নং বর্ষভেদেন সুন্দরি॥ ৬॥ তস্যাদ্যং ভারতং বর্ষং তচ্চাপি নবধা স্মৃতম্

একাদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! এই কথা শুনিয়া শুভ্র পার্ব্বতীদেবী বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে রোমাঞ্চিতকায়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী কহিলেন,—আমি যে মহাদেবের নিকট এই ক্ষেত্রমাহাত্ম্য শুনিতে পাইলাম, ইহাতে আমি ধন্য হইলাম এবং আমি যে পুণ্যার্জ্জন করিয়াছিলাম, আমার তপস্যা যে উত্তমরূপেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাও বুঝিলাম। হে সংসারার্ণবতারক, দেবদেবেশ, ভগবন্ হর! আমি পূর্ব্বে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনি তৎসমস্তই বলিয়াছেন। কিন্তু হে দেবদেবেশ! আপনার বচনামৃতে আমি এমন অনুরক্তা হইয়াছি যে, আমার তৃপ্তির সীমা হইতেছে না; হে দেবদেব, মহেশ্বর! সেই জন্য প্রভাসক্ষেত্রসম্বন্ধীয় সবিশেষ বিবরণ একটু সবিস্তরে শুনিতে অভিলাষ করিতেছি; হে কান্ত জগদীশ্বর! আমার প্রতি দয়া করিয়া আপনি তাহা বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—অয়ি সুন্দরি! পৃথিবীর মধ্যভাগে জম্বুদ্বীপ অবস্থিত; ইহা প্রসিদ্ধ আছে। সেই দ্বীপ আবার নবধা বিভক্ত; প্রত্যেক ভাগ বর্ষ-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। সেই সমস্ত বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ; তাহাও আবার নবধা বিভক্ত। উহার দক্ষিণোত্তরের পরিমাণ নবসহস্র যোজন; আর পূর্ব্বপশ্চিমপরিমাণ অশীতিসহস্র যোজন; এইরূপ স্মৃত হইয়া থাকে

নবযোজনসাহস্রং দক্ষিণোত্তরমানতঃ। ৭। অশীতিশ্চ সহস্রাণি পূর্ব্বপশ্চায়তং স্মৃতম্। উত্তরে হিমবানস্তি ক্ষারোদো দক্ষিণে স্মৃতঃ। ৮। এতস্মিন্নন্তরে দেবি ভারতং ক্ষেত্রমুত্তমম্। কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ তিষ্যং যুগচতুষ্টয়ম্। ৯। অত্রৈবৈষা যুগাবস্থা চতুর্বর্ণশ্চ বৈ জনঃ। চত্বারি ত্রীণি চ দ্বে চ তথৈবৈকং শতঞ্চ তম্। ১০। জীবন্ত্যত্র নরা দেবি কৃতত্রেতাদিষু ক্রমাৎ। যদেতৎ পার্থিবং পদ্মং চতুষ্পত্রং ময়োদিতম্। ১১। বর্ষাণি ভারতাদীনি পত্রাণ্যস্য চতুর্দ্দিশম্। ভারতং কেতুমালঞ্চ কুরুভদ্রাশ্বমেব চ। ১২। ভারতং নাম যদ্বর্ষং দাক্ষিণাত্যং ময়োদিতম্। দক্ষিণাপরতো যস্য পূর্ব্বেণ চ মহোদধিঃ। হিমবানুত্তরেণাস্য কার্ম্মুকস্য যথা গুণঃ। ১৩। তদেতদ্ভারতং বর্ষং সর্ব্ববীজং বরাননে। তৎ কর্ম্মভূমির্নান্যত্র সম্প্রাপ্তিঃ পুণ্যপাপয়োঃ। ১৪। দেবানামপি দেবেশি সদৈবৈষ মনোরথঃ। অপি মানুষ্যমাপ্স্যামো ভারতে প্রত্যুত ক্ষিতৌ। ১৫। ভদ্রাশ্বেঽশ্বশিরা বিষ্ণুর্ভারতে কূর্ম্মসংস্থিতঃ। বরাহঃ কেতুমালে চ মৎস্যরূপস্তথোত্তরে। ১৬। তেষু নক্ষত্রবিন্যাসাদ্বিষয়াঃ সমবস্থিতাঃ। চতুর্ষ্বপি মহাদেবি বিগ্রহো নবপাদক। ১৭। ভারতে যো মদদেবি কূর্ম্মরূপেণ সংস্থিতঃ। নক্ষত্রগ্রহবিন্যাসং তস্য তে কথয়াম্যহম্। ১৮। প্রাঙ্মুখো ভগবান্ দেবো কূর্ম্মরূপী ব্যবস্থিতঃ। আক্রম্য ভারতং বর্ষং নবভেদমিদং প্রিয়ে। ১৯। নবধা সংস্থিতান্যস্য নক্ষত্রাণি নিবোধ মে। কৃত্তিকা রোহিণী সৌম্যং তৃতীয়ং কূর্ম্মপৃষ্ঠগম্। ২০। রৌদ্রং পুনর্ব্বসুঃ পুষ্যং নক্ষত্রত্রিতয়ং মুখে। অশ্লেষা ...ং তথা পৈত্রং ফাল্গুনী প্রথমা প্রিয়ে। ২১। নক্ষত্রত্রিতয়ং পাদমাশ্রিতং পূর্ব্বদক্ষিণম্। ফাল্গুনী চোত্তরা হস্তং চিত্রা চক্ষ্ত্রয়ং স্মৃতম্। ২২। কূর্ম্মস্য দক্ষিণে কুক্ষৌ চক্ষ্পাদং তথাপরম্। স্বাতী বিশাখা মৈত্রঞ্চ নৈর্ঋতে ত্রিতয়ং স্মৃতম্। ২৩। ঐন্দ্রে মূলং তথাষাঢ়া পৃষ্ঠে তু ত্রিতয়ং স্মৃতম্। আষাঢ়া শ্রবণং চৈব ধনিষ্ঠা চাত্র শব্দিতা। ২৪। নক্ষত্রত্রিতয়ং পাদে বায়ব্যে তু যশস্বিনি। বারুণং চৈব নক্ষত্রং তথা প্রোষ্ঠপদাদ্বয়ম্। ২৫। কূর্ম্মস্য বামকুক্ষৌ তু ত্রিতয়ং সংস্থিতং প্রিয়ে। রেবতী চাশ্বিদৈবত্যং যাম্যং চক্ষ্মিতি ত্রয়ম্। ঈশপাদে সমাখ্যাতং শুভাশুভকলং শৃণু।

উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে ক্ষারোদ সাগর; হে দেবি! ইহার মধ্যভাগেই উত্তম ভারতক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত। এই ভারতবর্ষেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি—এই চতুর্ব্বিধ যুগাবস্থা এবং বর্ণচতুষ্টয় বিদ্যমান। হে দেবি! এই ভারতবর্ষে জনগণ, সত্য-ত্রেতাদি যুগানুসারে যথাক্রমে চারিশত, তিনশত, দুইশত, ও একশত বৎসর যাবৎ জীবিত থাকে। আমি পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি যে, এই পৃথিবী একটী চতুর্দ্দল পদ্মাকার। ভারতাদি চারিটী বর্ষই সেই চতুর্দ্দল পদ্মের এক একটী পত্রস্বরূপ। বর্ষচতুষ্টয় যথা,—ভারত, কেতুমাল, কুরু ও ভদ্রাশ্ব। ১—১২। আমি যে ভারতবর্ষের কথা কহিলাম, ঐ ভারতবর্ষ পৃথিবীর দক্ষিণভাগস্থ; উহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও পশ্চিমসীমায় সমুদ্র অবস্থিত। আর উত্তরদিকে ধনুকের গুণের ন্যায়, পূর্ব্ব পশ্চিম সাগরব্যাপী হিমগিরি বিরাজিত। অয়ি বরাননে! এই ভারতবর্ষই সুখ-দুঃখ হেতু কর্ম্মনিচয়ের বীজস্বরূপ। উহাই কর্ম্মভূমি; অন্য কোন ভূমিতেই পাপপুণ্য লাভ হয় না। অয়ি দেবেশি! "আমরা কি ক্ষিতিতলে ভারতবর্ষে মানুষরূপে জন্মিতে পারিব?" দেবগণও সতত এইরূপ মনোরথ করিয়া থাকেন। ভগবান্ বিষ্ণু ভদ্রাশ্ববর্ষে হয়গ্রীবরূপে, ভারতবর্ষে কূর্ম্মাকারে, কেতুমালবর্ষে বরাহমূর্ত্তিতে এবং কুরুবর্ষে মৎস্যবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। উক্ত মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের প্রত্যেকটীতেই নব নব ভাগে বিভক্ত নক্ষত্রমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত; সেই নক্ষত্র মণ্ডলানুসারেই বৈষয়িক ভোগ নিচয় বর্ত্তমান। হে মহাদেবি! ভারতবর্ষে যে কূর্ম্মরূপী ভগবান্ রহিয়াছেন; তদীয় দেহগত নক্ষত্র গ্রহবিন্যাস আমি তোমার নিকট বলিতেছি। কূর্ম্মরূপী ভগবান্ এই নব ভেদান্বিত ভারতবর্ষকে আক্রমণ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থিত। হে প্রিয়ে! নবধাবিভক্ত তদীয় দেহস্থ নক্ষত্র নিচয়ের কথা তুমি আমার নিকট অবধান সহকারে শ্রবণ কর। সেই কূর্ম্মের পৃষ্ঠদেশে কৃত্তিকা, রোহিণী ও মৃগশিরা, মুখে আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা; অগ্নিকোণস্থ পদে অশ্লেষা, মঘা, ও পূর্ব্বফল্গুনী; দক্ষিণ কুক্ষিতে উত্তরফল্গুনী, হস্তা, ও চিত্রা; নৈঋতকোণস্থ পদে স্বাতী, বিশাখা, ও অনুরাধা; পৃষ্ঠে জ্যেষ্ঠা, মূলা, ও পূর্ব্বাষাঢ়া; বায়ুকোণস্থ পদে উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠা, বাম কুক্ষিতে শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, ও উত্তরভাদ্রপদ; এবং ঈশানকোণস্থ পদে রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী নক্ষত্র প্রতিষ্ঠিত। অয়ি যশস্বিনি

২৬ । যন্নক্ষত্রস্য পতির্যো বৈ গ্রহস্তদ্দেশস্ততো ভয়ম্ । তদ্দেশস্য মহাদেবি তথোৎকর্ষে শুভাগমঃ । ২৭ । এষ কূর্ম্মো ময়াখ্যাতো ভারতে ভগবানিহ । নারায়ণো হ্যচিন্ত্যাত্মা যত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ । ২৮ । মেষবৃষৌ হৃদো মধ্যে মুখে চ মিথুনাদিকম্ । প্রাগ্‌-দক্ষিণে তথা পাদে কর্কসিংহৌ ব্যবস্থিতৌ । ২৯ । সিংহকন্যাতুলাশ্চৈব কুক্ষৌ রাশিত্রয়ং স্মৃতম্ । ঘটোঽথ বৃশ্চিকশ্চোভৌ পাদে দক্ষিণপশ্চিমে । ৩০ । পুচ্ছে তু বৃশ্চিকশ্চৈব সধনুশ্চ ব্যবস্থিতঃ । বায়ব্যে বামপাদে চ ধনুর্গ্রাহাদিকত্রয়ম্ । ৩১ । কুম্ভমীনৌ তথা চান্য উত্তরাং কুক্ষিমাশ্রিতৌ । মীনমেষৌ মহাদেবি পাদে পূর্ব্বোত্তরে স্থিতৌ । ৩২ । কূর্ম্মদেশাংস্তথর্ক্ষাণি দেশেষেতেষু বৈ প্রিয়ে । রাশয়শ্চ তথর্ক্ষেষু গ্রহা রাশিব্যবাস্থিতাঃ । ৩৩ । তস্মাদ্‌-গ্রহর্ক্ষপীড়াসু দেশপীড়াং বিনির্দ্দিশেৎ । তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বন্তি দানং হোমাদিকং তথা । ৩৪ । স এষ বৈষ্ণবঃ পাদো দেবি মধ্যে গ্রহোঽস্য যঃ । নারায়ণাখ্যোঽচিন্ত্যাত্মা কারণং জগতঃ প্রভুঃ । ৩৫ সৌমশুক্রবুধেন্দ্বর্কবুধশুক্রমহীসুতাঃ । গুরুমন্দাসুরাচার্য্যা মেষাদীনামধীশ্বরাঃ । ৩৬ । এবংবিধো মহাদেবি কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দনঃ । তস্য নৈঋতপাদে তু সৌরাষ্ট্র ইতি বিশ্রুতঃ । ৩৭ । স চৈবং নবধা ভিন্নঃ পুরভেদেন সুন্দরি । তস্য যো নবমো ভাগঃ সাগরস্য চ সন্নিধৌ । ৩৮ । প্রভাস ইতি বিখ্যাতো মম দেবি প্রিয়ঃ সদা । যোজনানাং দশ দ্বে চ বিস্তীর্ণঃ পরিমণ্ডলম্ । ৩৯। মধ্যেঽস্য পীঠিকা প্রোক্তা পঞ্চযোজনবিস্তৃতা । তন্মধ্যে মদ্‌গৃহং দেবি তিষ্ঠত্যু-দধিসন্নিধৌ । ৪০ । তস্য মধ্যে মহাদেবি লিঙ্গরূপো বসাম্যহম্ । ৪১ । কৃতস্মরাৎ পশ্চিমতো ধনুষাঞ্চ শতত্রয়ে । বসামি তত্র দেবেশি ত্বয়া সহ বরাননে । ৪২ । তন্মে স্থানং মহাদেবি কৈলাসাদপি বল্লভম্ । গোচর্ম্মমাত্রং তত্রাপি মহাগোপ্যং বরাননে । ৪৩ । অকথ্যং দেবদেবেশি তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্ । এতৎ প্রাভাসিকং ক্ষেত্রং প্রভয়া দীপিতং মম । ৪৪ । তেন প্রভাসমিত্যুক্তমাদিকল্পে বরাননে । দ্বিতীয়ে তু প্রভা লব্ধা সর্ব্বৈ-

মহাদেবি ! এক্ষণে এই সমস্ত নক্ষত্রানুযায়ী শুভাশুভ ফল শুন । যে নক্ষত্রের যে গ্রহ অধিপতি, সেই গ্রহ হীনাবস্থাপন্ন হইলে সেই দেশের অশুভ হয়, আর উৎকর্ষযুক্ত হইলে সেই দেশেরও শুভ হইয়া থাকে । অচিন্ত্যস্বরূপ ভগবান্ নারায়ণ এবম্বিধ কূর্ম্মাকারে সেই ভারতবর্ষে বিরাজমান রহিয়াছেন ; তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই এই সমগ্র জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । ১৩—২৮ । তাঁহার হৃদয় মধ্যে মেষ ও বৃষ ; মুখে মিথুন, অগ্নিকোণস্থ পদে কর্কট ও সিংহ, দক্ষিণ কুক্ষিতে সিংহ, কন্যা ও তুলা, নৈঋতকোণস্থ পদে তুলা ও বৃশ্চিক, পুচ্ছে বৃশ্চিক ও ধনু, বায়ুকোণস্থ পদে ধনু, মকর ও কুম্ভ, বাম কুক্ষিতে কুম্ভ ও মীন ; এবং ঈশানকোণস্থ পদে মীন ও মেষরাশি অবস্থিত হে মহাদেবি ! কূর্ম্মের অবয়বপ্রদেশসমূহে যে সকল নক্ষত্র এবং সেই নক্ষত্রানুযায়ী যে সমস্ত রাশি আছে, সেই সেই রাশি অনুসারেই গ্রহগণ অবস্থান করেন । এজন্য গ্রহনক্ষত্রপীড়ায় তত্তদ্দেশের পীড়া নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য । তদবস্থায় স্নান, দান, হোমাদি কার্য্য বিহিত । হে দেবি ! এই রাশিচক্রের মধ্যভাগে যে গ্রহ আছেন, উহাই জগৎকারণ অচিন্ত্যাত্মা প্রভু নারায়ণাখ্য বিষ্ণুর পদ । মঙ্গল, শুক্র, বুধ, চন্দ্র, সূর্য্য, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ও শুক্র,—ইঁহারা যথাক্রমে মেষাদি দ্বাদশ রাশির অধিপতি । অয়ি মহাদেবি ! কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দন এইভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহার নৈঋতকোণস্থ পদে সৌরাষ্ট্র নামে বিখ্যাত দেশ অবস্থিত । সেই সৌরাষ্ট্রও আবার নয় ভাগে নয়টী নগরে বিভক্ত । তাহার নবম ভাগ সাগরের সন্নিহিত, এবং উহাই প্রভাস নামে প্রসিদ্ধ । হে দেবি ! সেই প্রভাসক্ষেত্র আমার সতত অতীব প্রিয় । উহার মণ্ডলপরিমাণ চতুর্দ্দিকে দ্বাদশ যোজন । তাহার মধ্যে পীঠিকা পঞ্চযোজনবিস্তৃতা ; হে দেবি ! সেই পীঠিকার মধ্যে আমার বাসগৃহ বর্ত্তমান ; সেই বাসগৃহ সাগরের সন্নিহিত । হে মহাদেবি ! আমি সেই গৃহমধ্যে লিঙ্গরূপে নিয়ত বাস করিতেছি । উহা কৃতস্মর তীর্থের পশ্চিম দিকে তিনশত ধনু অন্তরে অবস্থিত । অয়ি বরাননে ! আমি তোমার সহিত সেই গৃহে বাস করিতেছি । হে মহাদেবি ! সেই স্থান, কৈলাস অপেক্ষাও আমার প্রিয় । অয়ি বরাননে ! তন্মধ্যেও আবার গোচর্ম্ম-মাত্র স্থান অতীব গোপনীয় ; হে দেবদেবেশি ! উহা অকথ্য, তবে কেবল তোমার প্রতি স্নেহবশতই প্রকাশ করিয়া কহিলাম । অয়ি বরাননে ! আদি কল্পে মদীয় প্রভায় ঐ ক্ষেত্র ভাসিত অর্থাৎ দীপিত হইয়াছিল, এজন্য

দৈবৈঃ সবাসবৈঃ ॥ ৪৫ ॥ মম প্রভাসা দেবেশি তেন প্রাভাসিকং স্মৃতম্। প্রভাববন্তো দেবেশি যত্র সন্তি মহাসুরাঃ ॥ ৪৬ ॥ অথবা তেন লোকেষু প্রভাসমিতি কীর্ত্ত্যতে। প্রথমং ভাসতে দেবি সর্ব্বেষাং ভুবি তেজসাম্। তীর্থানামাদিতীর্থং যৎপ্রভাসং তেন কীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৩ ॥ প্রকৃষ্টং ভানুরথবা ভাসিতো বিশ্বকর্ম্মণা। যত্র সাক্ষাৎ প্রভাপাতো জাতো প্রাভাসিকং ততঃ ॥ ৪৮ ॥ অথবা দক্ষসংশপ্তেনেন্দুনা নিষ্প্রভেণ চ। তত্র দেবি প্রভা লব্ধা তেন প্রাভাসিকং স্মৃতম্। প্রোদ্দধ্রে ভারতী দেবী হৌর্ব্বং বড়বানলম্ ॥ ৪৯ ॥ অথবা তেন দেবেশি প্রভাসমিতি কীর্ত্ত্যতে। প্রকৃষ্টা ভারতী ব্রাহ্মী বিপ্রোক্তা শ্রূয়তেঽধ্বনি। সদা যত্র মহাদেবি প্রভাসং তেন কীর্ত্তিতম্ ॥ ৫০ ॥ প্রোল্লসদ্বীচিভির্ভাতি সর্ব্বদা সাগরঃ প্রিয়ে। তেন প্রভাসনামেতি ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥ ৫১ ॥ প্রত্যক্ষং ভাস্করো যত্র সদা তিষ্ঠতি ভামিনি। তেন প্রভাসনামেতি প্রসিদ্ধিমগমৎ ক্ষিতৌ ॥ ৫২ ॥ প্রকৃষ্টং ভাবিনাং সর্ব্বং কামং তত্র দদাম্যহম্। তেন প্রভাসনামেতি তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ॥ ৫৩ ॥ কল্পভেদেন নামানি তথৈব সুরসুন্দরি। নিরুক্তভেদৈর্বহুধা ভিদ্যন্তে কারণৈঃ প্রিয়ে। প্রভাসমিতি যন্নাম দাতব্যং নিশ্চলং স্মৃতম্ ॥ ৫৪ ॥ অপ্তত্ত্বে সংস্থিতং দেবি বিষ্ণোরাদ্যকলেবরে। ইতি তে কথিতং দেবি সংক্ষেপাৎ ক্ষেত্রকারণম্ ॥ ৫৫ ॥ পুনস্তে কথয়াম্যদ্য যৎ পৃচ্ছসি বরাননে। তদ্ব্রূহি শীঘ্রং কল্যাণি যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৫৬ ॥ দেব্যুবাচ। অস্মিন্ কল্পে যথা জাতং ক্ষেত্রং প্রাসাসিকং হর। তন্মে বিস্তরতো ব্রূহি উৎপত্তিং কারণং তথা ॥ ৫৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ ॥ শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথাবৎ ক্ষেত্রকারণম্। যচ্ছ্রুত্বা মানবো ভক্ত্যা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৫৮ ॥ আদিক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং রহস্যং

উহা প্রভাসনামে প্রখ্যাত হইয়াছে। দ্বিতীয় কল্পে সবাসব সর্ব্ব দেবগণ, মদীয় প্রকৃষ্ট ভাস্ অর্থাৎ দীপ্তি দ্বারা প্রভাশালী হইয়াছিলেন, এজন্য এই ক্ষেত্র প্রভাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে। হে দেবেশি! প্রভাবশালী প্রধান প্রধান দেবগণ ওখানে বাস করেন বলিয়াও লোকে উহা প্রভাস নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহা সমস্ত তীর্থের আদিভূত এবং ভূতলগত তৈজস পদার্থসমূহের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে ইহাই ভাসিত অর্থাৎ প্রদীপ্ত হইয়াছিল বলিয়াও ইহা প্রভাস নামে কীর্ত্তিত হয়। অথবা বিশ্বকর্ম্মা এই স্থানে ভানুকে প্রকৃষ্টরূপে ভাসিত অর্থাৎ কান্তিসম্পন্ন করিয়াছিলেন, এই স্থানেই ভানুর প্রভাপাত হইয়াছিল, সেই জন্য এই স্থান প্রভাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে। অথবা হে দেবি! চন্দ্র দক্ষশাপে নিষ্প্রভ হইয়া সন্তপ্তচিত্তে এই স্থানে তপঃপ্রভাবে প্রভাসিত অর্থাৎ কান্তিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই জন্যও ইহা প্রভাস নামে খ্যাত হইয়াছে। অথবা হে দেবেশি! ভারতী-দেবী এই স্থানে ঔর্ব্বাগ্নি উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই জন্যও ইহা প্রভাস নামে কীর্ত্তিত হয়। হে মহাদেবি! তথায় পথ হইতেও তত্রত্য বিপ্রজনোচ্চারিতা প্রকৃষ্টা ব্রাহ্মী ভারতী সদা শ্রুতিগোচর হয়, এ নিমিত্তও (প্রকৃষ্টার প্র, ভারতীর ভা, সদার স এই আদ্যক্ষরত্রয়-যোগে) উহা প্রভাস নামে কীর্ত্তিত হয়। হে প্রিয়ে! সাগর সর্ব্বদা প্রকৃষ্ট উল্লাসযুক্ত বীচিমালা দ্বারা ভা অর্থাৎ শোভা প্রাপ্ত হয়, এজন্যও উহা (প্রকৃষ্টের প্র, ভা, সার স,—এই অক্ষরত্রয়-যোগে) প্রভাস নামে লোকত্রয়ে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অয়ি ভামিনি! প্রত্যক্ষরূপে ভাস্কর দেব এই স্থানে সদা অবস্থান করেন বলিয়া উহা ক্ষিতিতলে প্রভাস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আর আমি সেখানে থাকিয়া ভাবযুক্ত অর্থাৎ ভক্তিমান্ জনগণকে সর্ব্ব কামনা প্রদান করি বলিয়াও ঐ তীর্থ প্রভাস নামে ত্রৈলোক্যে বিখ্যাত হইয়াছে। অয়ি সুরসুন্দরি! কল্পভেদ বশতঃ প্রভাস ক্ষেত্রের নাম নিরুক্তি ঐরূপ বিভিন্ন হইয়াছে। পরন্তু 'প্রভাস' এ নামটীর কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। হে দেবি! এই প্রভাসক্ষেত্র বিষ্ণুর আদ্য কলেবর জলতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে প্রভাসক্ষেত্রের নামনিরুক্তি কীর্ত্তন করিলাম; অয়ি বরাননে! অতঃপর তোমার আর যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে, হে কল্যাণি! যাহা তোমার অন্তরে অভিলাষ,—বল, আমি তাহা কহিতেছি।২৯—৫৬। দেবী কহিলেন,—হে হর! এই বর্ত্তমান কল্পে সেই প্রভাস ক্ষেত্র যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, আপনি আমাকে সবিস্তরে সেই উৎপত্তি বৃত্তান্ত ও তাদৃশ প্রসিদ্ধির হেতু বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! মানবগণ ভক্তিসহকারে যে বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে সর্ব্বপাতক হইতে বিমুক্ত হয়, সেই প্রভাস-ক্ষেত্র-

পাপনাশনম্। কথয়িষ্যে বরারোহে তব স্নেহেন ভামিনি॥ ৫৯॥ অস্মিন্ কল্পে তু যদ্দেবি আদাবেব বরাননে। স্বায়ম্ভুবে মনৌ তত্র ব্রহ্মণঃ সৃজতঃ পুরা॥ ৬০॥ দক্ষিণাল্লোচনাজ্জাতঃ পূর্ব্বং সূর্য্য ইতি প্রিয়ে। ততঃ কালান্তরে তস্য ভার্য্যে দ্বে চ বভূবতুঃ॥ ৬১॥ তয়োস্তু রাজ্ঞী দ্যৌর্জ্জেয়া নিক্ষুভা পৃথিবী স্মৃতা। সৌম্যমাসস্য সপ্তম্যাং দ্যৌঃ সূর্য্যেণ চ যুজ্যতে॥ ৬২॥ মাঘমাসে তু সপ্তম্যাং মহ্যা সহ ভবেদ্রবিঃ। ভূম্চাদিত্যশ্চ ভগবান্ গচ্ছতে সঙ্গমং তদা॥ ৬৩॥ ঋতুস্নাতা মহী তত্র গর্ভং গৃহ্ণাতি ভাস্করাৎ। দ্যৌর্জ্জলং সূয়তে গর্ভং বর্ষাস্বাস্বিহ ভূতলে॥ ৬৪॥ ততস্ত্রৈলোক্যবৃত্ত্যর্থং মহী শস্যানি সূয়তে। শস্যোপযোগাৎ সংহৃষ্টা জুহ্বত্যাহুতিভির্দ্বিজাঃ॥ ৬৫॥ স্বাহাকারস্বধাকারৈর্যজন্তি পিতৃদেবতাঃ। নিঃক্ষুধঃ কুরুতে যস্মাদ্গর্ভৌষধিসুধামৃতৈঃ॥ ৬৬॥ মর্ত্ত্যান্ পিতৄংশ্চ দেবাংশ্চ তেন ভূর্নিক্ষুভা স্মৃতা। যথা রাজ্ঞী চ সঞ্জাতা যস্য চেয়ং সুতা মতা॥ ৬৭॥ অপত্যানি চ যান্যস্যাস্তানি বক্ষ্যাম্যশেষতঃ। মরীচির্ব্রহ্মণঃ পুত্রো মারীচঃ কশ্যপঃ স্মৃতঃ॥ ৬৮॥ তস্মাদ্ধিরণ্যকশিপুঃ প্রহ্লাদস্তস্য চাত্মজঃ। প্রহ্লাদস্য সুতো নাম্না বিরোচন ইতি স্মৃতঃ॥ ৬৯॥ বিরোচনস্য ভগিনী সংজ্ঞায়া জননী তু সা। হিরণ্যকশিপোঃ পৌত্রী দিতেঃ পুত্রস্য সা স্মৃতা॥ ৭০॥ সা বিশ্বকর্ম্মণঃ পত্নী প্রহ্লাদী প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥ ৭১॥ অথ নাম্নাতিরূপেতি মরীচিদুহিতা শুভা। পত্নী হ্যঙ্গিরসঃ সা তু জননী চ বৃহস্পতেঃ॥ ৭২॥ বৃহস্পতেস্তু ভগিনী বিশ্রুতা ব্রহ্মবাদিনী। প্রভাসস্য তু সা পত্নী বসুনামষ্টমস্য বৈ॥ ৭৩॥ প্রসূতা বিশ্বকর্ম্মাণং সর্ব্বশিল্পবতাং বরম্। স চৈব নাম্না ত্বষ্টা তু পুনস্ত্রিদশবার্দ্ধকিঃ॥ ৭৪॥ দেবাচার্য্যস্য তস্যেয়ং দুহিতা বিশ্বকর্ম্মণঃ। সুরেণুরিতি বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু ভামিনী॥ ৭৫॥ প্রহ্লাদপুত্রী যা প্রোক্তা ভার্য্যা ত্বষ্টুস্তু সা স্মৃতা। তস্যাং স জনয়ামাস পুত্রীস্তা লোকমাতরঃ॥ ৭৬॥ রাজ্ঞী সংজ্ঞা চ দ্যৌস্ত্বাষ্ট্রী প্রভা সৈব বিভাব্যতে। তস্যাস্তু বলয়া

মহাত্ম্য আমি যথাবৎ কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। অয়ি ভামিনি বরারোহে! আমি স্নেহের বশীভূত হইয়া তোমার নিকট সেই আদিক্ষেত্রের পাপনাশক গুপ্তমাহাত্ম্য কহিতেছি। হে দেবি! এই কল্পের আদিকালে প্রথমতঃ ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে স্বায়ম্ভুব মনু প্রাদুর্ভূত হন। হে বরাননে! সেই স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার প্রবৃত্ত হইলে ব্রহ্মার দক্ষিণ লোচন হইতে প্রথমতঃ সূর্য্য সৃষ্ট হন। প্রিয়ে! অতঃপর কিয়ৎকালান্তে তিনি দ্যৌ ও নিক্ষুভা নামে দুই পত্নী পরিগ্রহ করেন। তন্মধ্যে দ্যৌ তাহার প্রধানা মহিষী হইলেন। পৃথিবীরই নামান্তর ছিল—নিক্ষুভা। অগ্রহায়ণ মাসের সপ্তমীতে সূর্য্যদেব দ্যৌর সহিত এবং মাঘ মাসের সপ্তমীতে নিক্ষুভার সহিত সঙ্গত হইয়া থাকেন। ঐ সময়ে নিক্ষুভা দেবী ঋতুস্নান করিয়া থাকেন, তার পর সূর্য্যদেবের সহিত তাঁহার সঙ্গম হয় বলিয়া তিনি তখন সেই ভাস্কর হইতে গর্ভগ্রহণ করিয়া থাকেন। দ্যৌ দেবীও সূর্য্যসঙ্গমে গর্ভবতী হইয়া বর্ষাকালে ভূতলে জলাত্মক সন্তান প্রসব করেন। আর নিক্ষুভা দেবী ত্রৈলোক্যের বৃত্তিকর শস্যনিচয় প্রসব করিয়া থাকেন। দ্বিজগণ সেই শস্যভোজনে তুষ্ট হইয়া স্বাহা-শব্দযোগে আহুতি দান দ্বারা দেবগণের ও স্বধাশব্দযোগে পিতৃগণের তৃপ্তসাধন করিয়া থাকেন। পৃথিবী দেবী স্বকীয় গর্ভসম্ভূত ওষধি, সুধা ও অমৃত দ্বারা মনুষ্যগণের, পিতৃলোকের ও দেবগণের ক্ষুধাক্লেশজ ক্ষোভ নিবারণ করেন বলিয়া 'নিক্ষুভা' নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। দ্যৌ দেবী যেরূপে রাজ্ঞী হইয়াছিলেন, আর তিনি যাহার কন্যা, এবং তাহার যাহা সন্তান-সন্ততি, আমি তৎসমস্ত সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তন করিতেছি। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, তৎপুত্র কশ্যপ, তৎপুত্র হিরণ্যকশিপু, তৎপুত্র প্রহ্লাদ, এবং তৎপুত্র বিরোচন। বিরোচনের ভগিনী—সংজ্ঞা দেবীর জননী, ও দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপুর পৌত্রী। এই প্রহ্লাদনন্দিনী—বিশ্বকর্ম্মার পত্নী; বুধগণ এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ৫৭—৭২। মরীচির অতিরূপা নামে এক শুভা কন্যা ছিলেন। তিনি অঙ্গিরার পত্নী,—ও বৃহস্পতির জননী। বৃহস্পতির ভগিনী বিশ্রুত ব্রহ্মবাদিনী অষ্টম বসু প্রভাসের পত্নী ছিলেন। শিল্পিবর বিশ্বকর্ম্মা ইঁহারই পুত্র। বিশ্বকর্ম্মা—ত্বষ্টা ও ত্রিদশবর্দ্ধকি নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিশ্বকর্ম্মা দেবগণের আচার্য্য ছিলেন। ত্রিলোকবিখ্যাতা প্রহ্লাদনন্দিনীই ত্বষ্টার পত্নী। ইঁহার গর্ভে বিশ্বকর্ম্মার কতিপয় কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সেই কন্যাগণ এই লোকের মাতৃস্বরূপিণী। সেই ত্বষ্টৃনন্দিনীগণের নাম যথা—সংজ্ঞা, দ্যৌ, বলয়া

ছায়া নিষ্কৃতা সা মহীয়সী। ৭৭। সা তু ভার্য্যা ভগবতো মার্ত্তণ্ডস্য মহাত্মনঃ। সাধ্বী পতিব্রতা দেবী রূপযৌবনশালিনী। ৭৮। ন তু তাং নররূপেণ ভার্য্যাং ভজতি বৈ পুরা। আদিত্যস্তেহ তপ্তঃত্বং মহতা স্বেন তেজসা। ৭৯। গাত্রেষপ্রতিরূপেষু নাতিকান্তমিবাভবৎ। সংজ্ঞা চ রবিণা দৃষ্টা নিমীলয়তি লোচনে। যতস্ততঃ সরোষোহর্কঃ সংজ্ঞাং বচনমব্রবীৎ। ৮০। রবিরুবাচ। ময়ি দৃষ্টে সদা যস্মাৎ কুরুষে নেত্রসংযমম্। তস্মাজ্জনিষ্যসে মূঢে প্রজাসংযমনং যমম্। ৮১। ঈশ্বর উবাচ। ততঃ সা চপলাং দৃষ্টিং দেবী চক্রে ভয়াকুলা। বিলোলিতদৃশং দৃষ্ট্বা পুনরাহ চ তাং রবিঃ। ৮২। রবিরুবাচ। যস্মাদ্বিলোলিতা দৃষ্টির্ময়ি দৃষ্টে ত্বয়া পুনঃ। তস্মাদ্বিলোলাং তনয়াং নদীং ত্বং প্রসবিষ্যসি। ৮৩। ঈশ্বর উবাচ। ততস্তস্যাস্তু সঞ্জজ্ঞে ভর্ত্তৃশাপেন তেন বৈ। যমশ্চ যমুনা চেয়ং প্রখ্যাতা সুমহানদী। তৃতীয়ঞ্চ সুতং জজ্ঞে শ্রাদ্ধদেবং মনুং শুভম্। ৮৪। সাপি সংজ্ঞা রবেস্তেজো গোলাকারং মহাপ্রভম্। অসহন্তী চ সা চিত্তে চিন্তয়ামাস বৈ তদা। ৮৫। কিং করোমি ক যাস্যামি ক গতায়াশ্চ নির্বৃতিঃ। ভবেন্মম কথং ভর্ত্তা কোপমর্কশ্চ নেষ্যতি। ৮৬। ইতি সঞ্চিন্ত্য বহুধা প্রজাপতিসুতা তদা। বহু মেনে মহাভাগা পিতৃসংশ্রয়মেব চ। ৮৭। ততঃ পিতৃগৃহং গন্তুং কৃতবুদ্ধির্যশস্বিনী। ছায়াময়ীমাত্মতনুং প্রত্যঙ্গমিব নির্ম্মিতাম্। ৮৮। সম্মুখং প্রেক্ষ্য তাং দেবীং স্বাং ছায়াং বাক্যমব্রবীৎ। ৮৯। সংজ্ঞোবাচ। অহং যাস্যামি ভদ্রং তে স্বকঞ্চ ভবনং পিতুঃ। নির্ব্বিকারং ত্বয়া ত্বত্র স্থেয়ং মচ্ছাসনাচ্ছুভে। ৯০। ইমৌ চ বালকৌ মহ্যং কন্যা চ বরবর্ণিনী। সম্ভাব্যা নৈব চাখ্যেয়মিদং ভগবতে ত্বয়া। ৯১। পৃষ্টয়াপি ন বাচ্যন্তে তথৈতদ্গমনং মম। তেনাস্মি নাম সংজ্ঞেতি বাচ্যসে তৎপ্রতিষ্ঠয়া। ৯২। ছায়োবাচ। আ কেশগ্রহণাদ্দেবি আ শাপাদ্বৈব

ছায়া ও মহীয়সী নিষ্কৃতা। সংজ্ঞাদেবী—মহাত্মা ভগবান্ মার্ত্তণ্ডের ভার্য্যা। তিনি সাধ্বী, পতিব্রতা, ও রূপযৌবনশালিনী হইলেও পূর্ব্বে মার্ত্তণ্ড নররূপে তাঁহার সহিত সঙ্গত হইতেন না। আদিত্যদেব অতি তেজস্বী, এবং তাঁহার তেজও সন্তাপজনক; এজন্য পরস্পর বিসদৃশমূর্ত্তি আদিত্য ও সংজ্ঞার সঙ্গম ঘটিলে আদিত্যের তেজে সংজ্ঞার গাত্রে সন্তাপ জন্মাইত। আদিত্যদেব, সংজ্ঞা দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সংজ্ঞাদেবী তদীয় তেজ সহিতে না পারিয়া তখন লোচন নিমীলন করিতেন। একদা সংজ্ঞাদেবী ঐরূপ নেত্রনিমীলন করিলে আদিত্য দেব সরোষে তাঁহাকে কহিলেন,—অয়ি মূঢ়ে! আমি তোমার প্রতি যখনই দৃষ্টিপাত করি, তুমি তখনই নয়ননিমীলন করিয়া থাক; এজন্য তুমি প্রজাবর্গের সংযমকর্ত্তা যমকে প্রসব করিবে। ৭৩—৮১। ঈশ্বর কহিলেন,—রবির এই কথা শুনিয়া সংজ্ঞা দেবী ভয়াকুলা হইয়া চঞ্চলনয়নে ভানুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রবি তাঁহাকে চঞ্চলনেত্রা দর্শনে পুনরায় কহিলেন,—আমি দৃষ্টিপাত করিলে তুমি পুনরপি তোমার লোচনযুগল চঞ্চল করিয়াছ, এজন্য তুমি চঞ্চলা নদীরূপিণী একটী কন্যা প্রসব করিবে। ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর পতিশাপ নিবন্ধন সংজ্ঞা দেবীর পুত্র যম এবং কন্যা সুবিখ্যাতা মহানদী যমুনা জন্মগ্রহণ করিলেন। এতদ্ভিন্ন সংজ্ঞাদেবী শ্রাদ্ধদেব মনু নামে আর একটী পুত্র প্রসব করেন। সংজ্ঞাদেবী গোলাকার রবির অত্যুজ্জ্বল তেজ সহ্য করিতে পারিতেন না; তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কি করি! কোথায় যাই! কোথায় গেলে শান্তি পাই! আর ভর্ত্তা সূর্য্যের কোপ হইতেই বা কি প্রকারে পরিত্রাণ পাই। প্রজাপতিসুতা মহাভাগা সংজ্ঞাদেবী এইরূপ বহুধা চিন্তা করিয়া তখন পিতৃগৃহে বাসই সঙ্গত মনে করিলেন। যশস্বিনী সংজ্ঞাদেবী অতঃপর পিতৃভবন গমনে কৃতনিশ্চয়া হইয়া স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে ছায়াময়ী একটী নারীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন; এবং সেই ছায়ামূর্ত্তিকে সম্মুখবর্ত্তিনী দেখিয়া কহিলেন,—অয়ি ভদ্রে! তোমার মঙ্গল হউক, আমি স্বীয় পিতৃভবনে গমন করিব, শুভে! তুমি আমার কথানুসারে নির্ব্বিকারে এখানে অবস্থান কর। আমার এই দুইটী বালক পুত্র এবং বরবর্ণিনী কন্যা রহিল, তুমি ইহাদিগকে প্রতিপালন করিও। তুমি জিজ্ঞাসিতা হইলেও ভগবান্ ভাস্করের নিকট এ রহস্য বা আমার গমন এ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিও না। তাঁহার নিকট তুমি আপনাকে সংজ্ঞা বলিয়াই পরিচিত করিবে। ছায়া কহিলেন,—অয়ি দেবি! আদিত্যদেব যাবৎ আমার কেশাকর্ষণ না করেন, এবং

কর্হিচিৎ। আখ্যাস্যামি মতং তুভ্যং গম্যতাং যত্র বাঞ্ছিতম্॥ ৯৩॥ ঈশ্বর উবাচ। ইত্যুক্তা সা তদা দেবী জগাম ভবনং পিতুঃ। দদর্শ তত্র ত্বষ্টারং তপসা ধূতকল্মষম্॥ ৯৪॥ বহুমানাচ্চ তেনাপি পূজিতা বিশ্বকর্ম্মণা। বর্ষাণাঞ্চ সহস্রন্তু বসমানা পিতুর্গৃহে। তস্থৌ পিতৃগৃহে সা তু কঞ্চিৎ কালমনিন্দিতা॥ ৯৫॥ ততস্তাং প্রাহ চার্ব্বঙ্গীং পিতা নাতিচিরোষিতাম্। স্তুত্বা তু তনয়াং প্রেম্ণা বহুমানপুরঃসরম্॥ ৯৬॥ বিশ্বকর্ম্মোবাচ। ত্বামেব পশ্যতো বৎসে দিনানি সুবহূন্যপি। মুহূর্ত্তার্দ্ধসমানি স্যুঃ কিন্তু ধর্ম্মো বিলুপ্যতে॥ ৯৭॥ বান্ধবেষু চিরং বাসো নারীণাং ন যশস্করঃ। মনোরথো বান্ধবানাং নার্য্যা ভর্ত্তৃগৃহে স্থিতিঃ॥ ৯৮॥ সা ত্বং ত্রৈলোক্যনাথেন ভর্ত্রা সূর্য্যেণ সংযুতা। পিতৃগৃহে চিরং কালং বস্তুং নার্হসি পুত্রিকে॥ ৯৯॥ তত্ত্বং ভর্ত্তৃগৃহং গচ্ছ দৃষ্টোঽহং পূজিতাসি মে। পুনরাগমনং কার্য্যং দর্শনায় শুচিস্মিতে॥ ১০০॥ ঈশ্বর উবাচ। ইত্যুক্তা সা তদা পিত্রা গচ্ছগচ্ছেতি সা পুনঃ। সম্পূজয়িত্বা পিতরং বড়বারূপধারিণী॥১০১॥ মেরোরুত্তরতস্তত্র বর্ষং যদ্ধনুষাকৃতি। উত্তরাঃ কুরবো লোকে প্রখ্যাতা যে যশস্বিনি॥ ১০২॥ তত্র তেপে তপঃ সাধ্বী নিরাহারাশ্বরূপিণী। এতস্মিন্নন্তরে দেবি তস্যাশ্ছায়া বিবস্বতঃ॥ ১০৩॥ সমীপস্থা তদা দেবী সংজ্ঞায়া বাক্যতৎপরা। তস্যাঞ্চ ভগবান্ সূর্য্যো দ্বিতীয়ায়াং দিবস্পতিঃ॥ ১০৪॥ সংজ্ঞেয়মিতি মন্বানো রূপৌদার্য্যেণ মোহিতঃ। তস্যাঞ্চ জনয়ামাস দ্বৌ পুত্রৌ কন্যকাং তথা॥ ১০৫॥ পূর্ব্বং যস্তু মনোস্তুল্যঃ সার্বর্ণিস্তেন সোঽভবৎ। যঃ সূর্য্যাৎ প্রথমং জাতঃ পুত্রয়োঃ সুরসুন্দরি॥ ১০৬॥ দ্বিতীয়ো যোঽভবচ্ছায়ঃ স গ্রহোঽভূচ্ছনৈশ্চরঃ। কন্যাভূত্তপতী যা তাং ব্রবে সংবরণো নৃপঃ॥ ১০৭॥ তাপী নাম নদী চেয়ং বিন্ধ্যমূলাদ্বিনিঃসৃতা। নিত্যং পুণ্যজলা স্নানে পশ্চিমোদধিগামিনী॥ ১০৮॥ অন্যা চৈব তথা তত্রা জাতা পুত্রী মহাপ্রভা। সংজ্ঞা

যাবৎ আমায় অভিশাপ না দেন, তাবৎ আমি এ ঘটনা কোনমতেই প্রকাশ করিব না। আপনি যেখানে ইচ্ছা গমন করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—সংজ্ঞাদেবী ছায়াকে এই কথা বলিয়া তখনই পিতৃভবনে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া তিনি তপঃপ্রভাবে নিষ্কলুষ বিশ্বকর্ম্মাকে অবলোকন করিলেন। বিশ্বকর্ম্মাও তাঁহাকে বহুপ্রকারে সম্মানিত করিলেন। অনিন্দিতা সংজ্ঞাদেবী সেই পিতৃভবনে প্রায় সহস্র বৎসর বাস করিলেন অতঃপর পিতা, সেই স্বীয়ভবনে দীর্ঘপ্রবাসিনী মনোহরাঙ্গী তনয়াকে, প্রীতিবশে বহুসম্মান-পুরঃসর কিঞ্চিৎ প্রশংসা সহকারে কহিলেন,—বৎসে তোমাকে আমি যদি অতি দীর্ঘ দিন ধরিয়াও দেখি, তথাচ বাৎসল্যবশে ঐ সকল দিন যেন অর্দ্ধমুহূর্ত্তের ন্যায় কাটিয়া যায়; পরন্তু এরূপ ব্যবহারে ধর্ম্মলোপ হইতেছে। যেহেতু নারীগণের পক্ষে বান্ধব-ভবনে বাস যশস্কর নহে নারীগণ যে পতিগৃহে বাস করে, ইহাই বান্ধবগণ কামনা করেন। অতএব অয়ি পুত্রিকে! তোমার পতি ত্রৈলোক্যনাথ সূর্য্যদেবের সহিতই বাস করা তোমার কর্ত্তব্য; কিন্তু দীর্ঘকাল পিতৃভবনে বাস করা যোগ্য নহে। তুমি আমাকে দর্শন করিয়াছ এবং আমার নিকট সৎকারও প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব তুমি এখন পতিভবনে গমন কর; অয়ি শুচিস্মিতে! পুনরায় আমাকে দেখিতে আসিও ॥৮২-১০০। পিতা বিশ্বকর্ম্মা এইরূপে বারম্বার "যাও, যাও" বলিয়া পতিভবনগমনে প্রেরণা করিতে থাকিলে সংজ্ঞাদেবী তখন পিতাকে প্রণামাদি দ্বারা সৎকৃত করিয়া অশ্বিনী-রূপ ধারণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অয়ি যশস্বিনি! মেরু গিরির উত্তরদিকে উত্তরকুরু নামে যে ধনুরাকৃতি লোকপ্রসিদ্ধ বর্ষ আছে, সাধ্বী সংজ্ঞা অশ্বিনীরূপে সেখানে যাইয়া নিরাহারে তপস্যা করিতে লাগিলেন। এদিকে ছায়াদেবীও সংজ্ঞার উপদেশানুসারে ভাস্করসমীপে সংজ্ঞাবৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। দিবস্পতি ভগবান্ সূর্য্যদেব সেই সংজ্ঞাপ্রতিকৃতি ছায়াময়ী দ্বিতীয়া পত্নীকে সংজ্ঞা বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার রূপে ও ঔদার্য্যগুণে মোহিত হইয়া তাঁহার গর্ভেও দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা উৎপাদন করেন। অয়ি সুরসুন্দরি! সূর্য্যের এই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রথমোৎপন্ন পুত্র, মনুর তুল্যাকৃতি হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল—সার্বর্ণি। দ্বিতীয় পুত্রের নাম হইল শনৈশ্চর। শনৈশ্চর গ্রহত্ব প্রাপ্ত হন। আর সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যাটির নাম হইল তপতী। রাজা সম্বরণ ইঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এই তপতীই বিন্ধ্যমূলনির্গতা তাপীনাম্নী সুপ্রসিদ্ধা নদীরূপে পরিণতা হইয়াছিলেন। ইনি পশ্চিমসাগরে যাইয়া মিলিতা হইয়াছেন। এই পুণ্যজলা তাপী-

তু পার্থিবী চ্ছায়া আত্মজানাং যথাকরোৎ ॥ ১০৯ ॥ স্নেহং ন পূর্ব্বজাতানাং তথা কৃতবতী সতী। লালনাদ্যুপভোগেষু বিশেষমনুবাসরম্ ॥ ১১০ ॥ যথা স্বেষ্বনুবর্ত্তেত ন তথান্যেষু ভামিনী। মনুস্ত কান্তবাংস্তস্যা ভবিষ্যো যো হি পার্থিতি ॥১১১॥ মেরৌ তিষ্ঠতি সোঽদ্যাপি তপঃ কুর্ব্বন্ বরাননে। সর্ব্বং তৎক্ষান্তবান্ মাতুর্যমস্তস্যা ন চক্ষমে ॥ ১১২ ॥ বহুশো যাচমানস্ত ছায়য়াতীব কোপিতঃ। স বৈ কোপাচ্চ বাল্যাচ্চ ভাবিনোঽর্থস্য বৈ বলাৎ ॥ ১১৩ ॥ তাড়নায় ততঃ কোপাৎপাদস্তেন সমুদ্যতঃ। তথা পুনঃ ক্ষান্তিমতা ন তু দেহে নিপাতিতঃ ॥ ১১৪ ॥ পদা সন্তর্জ্জয়ামাস ছায়াং সংজ্ঞাসুতো যমঃ ॥ ১১৫ ॥ তং শশাপ ততশ্ছায়া ক্রুদ্ধা সা পার্থিবী ভৃশম্। কিঞ্চিৎপ্রস্ফুরমাণোষ্ঠী বিচলৎপাণিপল্লবা ॥ ১১৬ ॥ ছায়োবাচ। পিতুঃ পত্নীমমর্য্যাদ যস্মাং তর্জ্জয়সে পদা। ভুবি তস্মাদয়ং পাদস্তবাদ্যৈব পতিষ্যতি ॥ ১১৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ। যমস্ত তেন শাপেন ভৃশং পীড়িতমানসঃ। মনুনা সহ ধর্ম্মাত্মা পিত্রে সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ॥ ১১৮ ॥ যম উবাচ। তাতৈতন্মহদাশ্চর্য্যং ন দৃষ্টমিহ কেনচিৎ। মাতা বাৎসল্যমুৎসৃজ্য শাপং পুত্রে প্রযচ্ছতি ॥ ১১৯ ॥ স্নেহেন তুল্যমস্মাসু মাতাদ্য নৈব বর্ত্ততে। বিসৃজ্য জ্যায়সো যস্মাৎ কনীয়ঃসু বুভূষতি ॥ ১২০ ॥ তস্যা ময়োদ্যতঃ পাদো ন তু দেহে নিপাতিতঃ। বাল্যাদ্বা যদি বা মোহাত্তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি ॥ ১২১ ॥ শপ্তোঽহং তাত কোপেন তয়া সুত ইতি স্ফুটম্। অতো ন মন্যে জননী সা ভবেদেতাং বর ॥ ১২২ ॥ নির্গুণেষ্বপি পুত্রেষু ন মাতা নির্গুণা ভবেৎ। পাদস্তে পততাং পুত্র কথমেতত্ত্বয়োদিতম্ ॥ ১২৩ ॥ তব প্রসাদাচ্চরণো ন পতেত্তগবন্ যথা। মাতৃশাপাদয়ং মেঽদ্য তথা চিন্তয় গোপতে ॥ ১২৪ ॥ রবিরুবাচ। অসংশয়ং মহৎ পুত্র ভবিষ্যত্যত্র কারণম্। যেন তে হ্যাবিশৎ

নদী নিত্যই স্নানকার্য্যে প্রশস্তা। ছায়ার ইহা ব্যতীত আরও একটী কন্যা জন্মিয়াছিল, সেই মহপ্রভা কন্যার নাম—ভদ্রা। সতী ভামিনী ছায়া দেবী স্বীয় সন্তানগণের প্রতি যেমন স্নেহ করিতেন, সংজ্ঞার সন্তানগণের প্রতি তাদৃশ স্নেহ করিতেন না। তিনি সংজ্ঞাসন্তান অপেক্ষা আত্মতনয়গণকে সমধিক লালন-পালন আদর-যত্ন করিতেন। অয়ি পার্ব্বতি! যিনি ভাবী কালে অধিকার লাভ করিবেন, সেই মনু, ছায়ার এইরূপ অসম ব্যবহার ক্ষমা করিতেন। অয়ি বরাননে! মনু অদ্যাপি মেরু পর্ব্বতে থাকিয়া তপশ্চরণ করিতেছেন। তিনি মাতার এইরূপ অসম ব্যবহার সমস্তই উপেক্ষা করিলেন; কিন্তু যম তাহা ক্ষমা করিলেন না; একদা তিনি ভবিতব্যতাবশে বালকত্বপ্রযুক্ত ছায়ার নিকট পুনঃপুন প্রার্থনা করিয়াও অভিমত প্রাপ্ত না হওয়ায় অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন। সংজ্ঞানন্দন যম, ক্রোধবশে ছায়াকে পদাঘাত করিবার জন্য উদ্যম করিলেন; পরন্তু পাদোদ্যম করিয়া ছায়াকে কেবল তর্জ্জনই করিলেন, ক্ষমাগুণে ছায়ার দেহে পদাঘাত করেন নাই। পার্থিবী ছায়াদেবী তাহাতে অতিমাত্র কুপিত হইয়া ঈষৎ চঞ্চল ওষ্ঠে চঞ্চল হস্তে যমকে এইরূপ অভিশাপ দিলেন। ছায়া কহিলেন,—রে মর্য্যাদাজ্ঞানহীন যম! আমি তোর পিতার পত্নী হইলেও তুই আমাকে পাদদ্বারা সন্তর্জ্জন করিলি, অতএব অদ্যই তোর ঐ পাদ ভূতলে খসিয়া পড়িবে।১০১—১১৭। ঈশ্বর কহিলেন,—ছায়ার এইরূপ অভিশাপে ধর্ম্মাত্মা যম অতীব মনঃপীড়া পাইলেন; তিনি মনুর সহিত যাইয়া পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। যম কহিলেন,—হে তাত! ইহা বড়ই আশ্চর্য্য! মাতা যে, পুত্রের প্রতি বাৎসল্য বিসর্জ্জন করিয়া অভিশাপ প্রদান করেন ইহা কেহ কখন দেখে নাই। মাতা এখন আর আমাদের সকলের প্রতি সমব্যবহার করেন না; তিনি জ্যেষ্ঠগণকে উপেক্ষা করিয়া কনিষ্ঠগণকেই অধিক আদর-যত্ন করিয়া থাকেন। বালকত্ববশেই হউক অথবা মোহেই হউক, আমি তাঁহাকে পাদোদ্যম করিয়া তর্জ্জন করিয়াছিলাম, পরন্তু তাঁহার দেহে পাতিত করি নাই। আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি পুত্র হইলেও সেই জননী কোপবশে আমাকে যে অভিশাপ দিয়াছেন, তাহাতে আমার মনে হয়—তিনি কখনই আমার জননী নহেন। হে বক্তবর! পুত্রগণ নির্গুণ হইলেও মাতা কদাচ তাহাদের প্রতি নির্গুণবৎ কুব্যবহার করিতে পারে না; তবে ইনি কেমন করিয়া "পুত্র তোমার পা খসিয়া পড়ুক" এমন কথা বলিলেন? হে ভগবন্ গোপতে! আপনার প্রসাদে মাতার সেই অভিশাপে এখন যাহাতে আমার পদপতিত না হয়, তাহার উপায় চিন্তা করুন। রবি কহিলেন,—পুত্র! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ এবং মহাত্মা হইলেও তোমার যে কোপাবেশ

ক্রোধো ধর্ম্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ। ১২৫। সর্ব্বেষামেব শাপানাং প্রতিঘাতোঽপি বিদ্যতে। ন তু মাত্রাভিশপ্তানাং কচিচ্ছাপনিবর্ত্তনম্। ১২৬। ন যুক্তমেতন্মিথ্যা তু কর্ত্তুং মাতুর্ব্বচস্তব। কিঞ্চিত্তে সংবিধাস্যামি পুত্র স্নেহাদনুগ্রহম্। ১২৭। কৃময়ো মাংসমাদায় প্রযাস্যন্তি মহীতলম্। কৃতং তস্যা বচঃ সত্যং ত্বঞ্চ ত্রাতো ভবিষ্যসি। ১২৮। ঈশ্বর উবাচ। আদিত্যস্তব্রবীচ্ছায়াং কিমর্থং তনয়েষু বৈ। তুল্যেষপ্যধিকঃ স্নেহ একত্র ক্রিয়তে ত্বয়া। ১২৯। নূনং ন চৈবাং জননী ত্বং সংজ্ঞা ক্বাপি সা গতা। বিকলেষ্বপ্যপত্যেষু ন মাতা শাপদা ভবেৎ। ১৩০। অপি দোষসহস্রাণি যদি পুত্রঃ সমাচরেৎ। প্রাণদ্রোহেঽপি নিরতো ন মাতা পাপমাচরেৎ। তস্মাৎ সত্যং মম ব্রূহি মা শাপবশগা ভব। ১৩১। ঈশ্বর উবাচ। তং শপ্তুমুদ্যতং দৃষ্ট্বা ছায়াসংজ্ঞা দিনাধিপম্। ভয়েন কম্পতী দেবী যথাবৃত্তং মহাসতী। ১৩২। সা চাহ তনয়া ত্বষ্টুরহং সংজ্ঞা বিভাবসো। পত্নী তব ত্বয়া পত্যা পতিযুক্তা দিবাকর। ১৩৩। ইত্থং বিবস্বতঃ সা তু বহুশঃ পৃচ্ছতোঽন্যথা। ন বাচা ভাষতে ক্রুদ্ধঃ শাপং দাতুং সমুদ্যতঃ। ১৩৪। শাপোদ্যতকরং দৃষ্ট্বা সূর্য্যং ছায়া বিবস্বতঃ। কথয়ামাস তৎসর্ব্বং সংজ্ঞায়াঃ সুবিচেষ্টিতম্। ১৩৫। তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ সূর্য্যো জগাম ত্বষ্টুরালয়ম্। ততঃ সম্পূজয়ামাস তদা ত্রৈলোক্যপূজিতম্। ১৩৬। নির্দগ্ধুকামং রোষেণ সান্ত্বয়ামাস পার্ব্বতি। ভাস্বন্তং নিজয়া দীপ্ত্যা নিজগেহমুপাগতম্। ক সংজ্ঞেতি চ পৃচ্ছন্তং কথয়ামাস বিশ্বকৃৎ। ১৩৭। বিশ্বকর্ম্মোবাচ। আগতৈব হি মে বেশ্ম ভবতা শ্রূয়তাং বচঃ। বিখ্যাতং তেজসাঢ্যং ত ইদং রূপং সুদুঃসহম্। ১৩৮। অসহন্তী ততঃ সংজ্ঞা বনে চরতি বৈ তপঃ। দ্রক্ষ্যসে তাং ভবানদ্য স্বভার্য্যাং শুভচারিণীম্। ১৩৯। রূপার্থং চরতেঽরণ্যং চরন্তী সুমহত্তপঃ। মতং মে ব্রহ্মণো বাক্যাদ্যদি তে দেব রোচতে।

হইয়াছিল, অবশ্যই ইহার কোন মহৎ হেতু আছে। সমস্ত অভিশাপেরই প্রতিকারোপায় আছে; কিন্তু মাতৃশপ্ত জনগণের শাপনিবৃত্তির কোনও উপায় নাই। পুত্র! তোমার মাতার বাক্য মিথ্যা করাও কর্ত্তব্য নহে; তবে স্নেহবশে আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিতেছি। কৃমিগণ তোমার পদের মাংস লইয়া ভূতলে পতিত হইবে; ইহাতে তোমার মাতার বাক্যের সত্যতা রক্ষা করা হইবে; পরন্তু তুমিও পরিত্রাণ পাইবে। ১১৮—১২৮। ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর আদিত্যদেব ছায়াকে জিজ্ঞাসিলেন যে, সকল সন্তান সমান হইলেও তুমি কোন কোন সন্তানের প্রতি অধিক স্নেহ প্রকাশ কর কি জন্য? নিশ্চয়ই তুমি ইহাদের জননী সংজ্ঞা নহ; সে বোধ হয় কোথায় চলিয়া গিয়াছে। নিতান্ত অসদ্ ব্যবহার করিলেও মাতা কদাচ সন্তানকে অভিশাপ দেন না। পুত্র যদি সহস্র সহস্র দোষও করে, যদি প্রাণহানি করিতেও উদ্যত হয়, তথাপি মাতা তৎপ্রতি পাপাচরণ করেন না। অতএব তুমি আমার নিকট সত্য করিয়া বল; শাপভাগিনী হইও না। ১২৯—১৩১। ঈশ্বর কহিলেন,—ছায়াসংজ্ঞাদেবী তখন বিভাবসুকে অভিশাপদানে সমুদ্যতদর্শনে ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেন। মহাসতী ছায়াদেবী কহিলেন,—হে বিভাবসো! আমি ত্বষ্টার কন্যা সংজ্ঞা; হে দিবাকর! আমি আপনার পত্নী, আপনার দ্বারাই পতিযুক্ত হইয়া রহিয়াছি। সূর্য্যদেব, বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেও ছায়াদেবী যখন অন্য প্রকার আত্মপরিচয় দিতে লাগিলেন, পরন্তু কোন মতেই প্রকৃত কথা কহিলেন না, তখন সূর্য্যদেব তাঁহাকে অভিশাপদানে উদ্যত হইলেন। ছায়াদেবী সূর্য্যকে হস্তে শাপদানার্থ জল গ্রহণ করিতে দেখিয়া সংজ্ঞাকৃত সমস্ত ব্যাপারই প্রকাশ করিয়া কহিলেন। ভগবান্ সূর্য্যদেব তাহা শুনিয়া ত্বষ্টার ভবনে গমন করিলেন। অয়ি পার্ব্বতি! সূর্য্যদেব তখন অতীব ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যে, তিনি যেন ত্বষ্টাকে দগ্ধ করিতেই সমুদ্যত। ত্বষ্টা সেই ত্রৈলোক্যপূজিত সূর্য্যকে যথাযোগ্য অর্চ্চনান্তে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। স্বীয়তেজে দীপ্যমান ভগবান্ সূর্য্যদেব নিজভবনে আসিয়া "সংজ্ঞা কোথায়?" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে কহিলেন,—সংজ্ঞা আমার গৃহে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন। সংজ্ঞা আপনার এই বিখ্যাত তেজোবহুল সুদুঃসহ রূপ সহ্য করিতে না পারিয়া, বনে যাইয়া তপশ্চরণ করিতেছেন। সংজ্ঞা তেজোবহুল রূপ লাভ করিবার জন্যই অরণ্য মধ্যে তপস্যা করিতেছেন। আপনি আজি সেই শুভচারিণী স্বীয় পত্নীকে

রূপং নির্ব্বর্ত্তয়াম্যদ্য তব কান্তং দিবস্পতে ॥ ১৪০ ॥ ঈশ্বর উবাচ। যতো হি ভাস্বতো রূপং প্রাগাসীৎ-পরিমণ্ডলম্। ততস্তথেতি তং প্রাহ ত্বষ্টারং ভগবান্ হরিঃ ॥ ১৪১ ॥ বিশ্বকর্ম্মা ত্বনুজ্ঞাতঃ শাকদ্বীপে বিবস্বতা। ভ্রমিমারোপ্য তত্তেজঃশাতনায়োপচক্রমে ॥ ১৪২ ॥ ভ্রমতাশেষজগতামধিভূতেন ভাস্বতা। সমুদ্রাদ্রিবনোপেতাশ্চক্ষুভুশ্চ সমন্ততঃ ॥ ১৪৩ ॥ ভ্রমতা খলু দেবেশি সচন্দ্রগ্রহতারকম্। অধোগতি মহাভাগে বভূবাক্ষিপ্তমাকুলম্ ॥ ১৪৪ ॥ বিক্ষিপ্তসলিলাঃ সর্ব্বে বভূবুশ্চ তথা নদাঃ। ব্যভিদ্যন্ত তথা শৈলাঃ শীর্ণসানুনিবন্ধনাঃ ॥ ১৪৫ ॥ ধ্রুবাধারাণ্যশেষাণি ধিষ্ণ্যানি বরবর্ণিনি। ভ্রাম্যদ্রশ্মিনিবদ্ধানি অধো জগ্মুঃ সহস্রশঃ ॥ ১৪৬ ॥ ব্যশীর্য্যন্ত মহামেঘা ঘোরারাববিরাবিণঃ। ভাস্বদ্ভ্রমণবিভ্রান্তভূম্যাকাশমহীতলম্ ॥ ১৪৭ ॥ জগদাকুলমত্যর্থং তদাসীদ্বরবর্ণিনি। ত্রৈলোক্যে সকলে দেবি ভ্রমমাণে মহর্ষয়ঃ। দেবাশ্চ ব্রহ্মণা সার্দ্ধং ভাস্বন্তমভিতুষ্টুবুঃ ॥ ১৪৮ ॥ দেবা ঊচুঃ। আদিদেবোঽসি দেবানাং জাতমেতৎ স্বয়ং তব। সর্গস্থিত্যন্তকালেষু ত্রিধা ভেদেন তিষ্ঠসি। স্বস্তি তেঽস্তু জগন্নাথ ঘর্ম্মবর্ষহিমাকর ॥ ১৪৯ ॥ ইন্দ্র আগম্য তং দেবং লিখ্যমানমথাস্তবীৎ। জয় দেব জগৎস্বামিন্ জয় দেব জগৎপতে ॥ ১৫০ ॥ ঋষয়শ্চ ততঃ সপ্ত বসিষ্ঠাত্রিপুরোগমাঃ। তুষ্টুবুঃ বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ স্বস্তি স্বস্তীতি বাদিনঃ। বেদোক্তিভিরথাগ্র্যাভির্বালখিল্যাশ্চ তুষ্টুবুঃ ॥ ১৫১ ॥ বালখিল্যা ঊচুঃ। নমস্ত ঋকৃস্বরূপায় সামরূপায় তে নমঃ। যজুঃস্বরূপরূপায় সাম্নাং ধামগ তে নমঃ ॥ ১৫২ ॥ জ্ঞানৈকরূপদেহায় নির্দ্ধূততমসে নমঃ।

দেখিতে পাইবেন। হে দেব, দিবস্পতে! যদি আপনার মত হয়, তবে অদ্য আমি ব্রহ্মার বাক্যানুসারে আপনার মনোহররূপ সম্পাদন করিয়া দিতে পারি।১৩২—১৪০। ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্ব্বে সূর্য্যের রূপ সম্পূর্ণ মণ্ডলাকার ও অতি দুঃসহ তেজোময় ছিল, এজন্য তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে 'তাহাই করুন' বলিয়া তেজঃশাতনে অনুমতি করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা ভগবান্ বিবস্বান্ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া শাকদ্বীপে যাইয়া ভ্রমিযন্ত্রে তাঁহাকে আরোপণপূর্ব্বক তদীয় তেজঃশাতনে উপক্রম করিলেন। সেই সমগ্র জগতের আধিভূতমূর্ত্তি ভগবান্ বিবস্বান্ ভ্রমিযন্ত্রে আরোপিত হইয়া দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতে থাকিলে গিরি-কানন সহ সাগর সকল ক্ষুভিত হইল। অয়ি মহাভাগে দেবেশি! সূর্য্য তাদৃশ ভাবে ভ্রমণ করিতে থাকিলে চন্দ্রাদি গ্রহ সহ নক্ষত্রমণ্ডলও ভ্রমণবেগে আক্ষিপ্ত হইয়া আকুল ভাবে ক্রমশ অধোগামী হইতে লাগিল; নদনদীর জলরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। শৈলসকলের সানুবন্ধন বিশীর্ণ ও নানাস্থান ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। অয়ি বরবর্ণিনি! গগনতলে ধ্রুবকে অবলম্বন করিয়াই নক্ষত্রলোক প্রতিষ্ঠিত; ঐ সকল নক্ষত্রলোক, রশ্মিদ্বারা ধ্রুবের সহিত নিবদ্ধ, পরন্তু আদিত্যদেবের তাদৃশ প্রবল ভ্রমণবেগে আক্ষিপ্ত হইয়া সেই সহস্র সহস্র নক্ষত্রলোকও ক্রমে ক্রমে অধোগামী হইতে লাগিল। মেঘসমূহ মহাগর্জ্জন সহকারে বিশীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। হে বরবর্ণিনি! তখন সূর্য্যদেবের তাদৃশ প্রবল ভ্রমণবেগে পাতাল ভূতল গগনতল লোকত্রয়ই বিভ্রান্ত হইয়া নিতান্ত আকুল হইয়া পড়িল। হে দেবি! এইরূপে সমগ্র লোকত্রয়, বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলে তখন দেবগণ ও মহর্ষিসমূহ, ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া সেই বিবস্বানকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—হে বিভো! আপনি দেবগণমধ্যে আদিদেব, আপনি স্বয়ংই এই জগতের উৎপাদন করিয়াছেন। আপনিই সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশাত্মক কার্য্যত্রয় সাধনকালে ত্রিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজিত হন। হে তাপপ্রদ, হিমাকর জগন্নাথ। আপনার মঙ্গল হউক। ১৪১—১৪৯। এই সময়ে ত্বষ্টা সূর্য্যদেবগাত্র তক্ষণ করিয়া (চাঁচিয়া) তদীয় তেজঃশাতন করিতেছিলেন, ইন্দ্রও আসিয়া তখন তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন, হে দেব জগৎস্বামিন্। আপনার জয় হউক, হে দেব! জগৎপতে! আপনার জয় হউক। ইন্দ্র এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ, অত্রি প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণও "স্বস্তি স্বস্তি" রবে বিবিধ স্তোত্র দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তারপর বালখিল্যগণও উত্তম বেদোক্তি দ্বারা সেই সূর্য্যদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। বালখিল্যগণ কহিলেন,—আপনি ঋকৃস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার; আপনি সামরূপী, আপনাকে নমস্কার। আপনি যজুঃস্বরূপ এবং সামবেদের তত্ত্ব দ্বারা জ্ঞেয়, আপনাকে নমস্কার। আপনি একমাত্র জ্ঞানরূপ দেহধারী ও তমঃসংসর্গরহিত; আপনাকে নমস্কার।

শুদ্ধজ্যোতিঃস্বরূপায় ত্রিমূর্ত্তয়ামলাত্মনে। ১৫৩। বরিষ্ঠায় বরেণ্যায় সর্ব্বস্মৈ পরমাত্মনে। নমোঽখিলজগদ্ব্যাপিরূপায়ানন্তমূর্ত্তয়ে। ১৫৪। সর্ব্বকারণভূতায় নিষ্ঠায় জ্ঞানচেতসাম্। নমঃ সূর্য্যস্বরূপায় প্রকাশালক্ষ্যরূপিণে। ১৫৫। ভাস্করায় নমস্তভ্যং তথা দিনকৃতে নমঃ। সর্ব্বস্মৈ হেতবে চৈব সন্ধ্যাজ্যোৎস্নাকৃতে নমঃ। ১৫৬। ত্বং সর্ব্বমেতদ্ভগবন্ জগচ্চ ভ্রমতা ত্বয়া। ভ্রমত্যাবিশ্বমখিলং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্। ত্বদংশুভিরিদং সর্ব্বং স্পৃষ্টং বৈ জায়তে শুচি। ১৫৭। ক্রিয়তে ত্বৎকরস্পর্শৈর্জ্জলাদীনাং পবিত্রতা। ১৫৮। হোমদানাদিকো ধর্ম্মো নোপকারায় জায়তে। তাত যাবন্ন সংযোগি জগদেতত্ত্বদংশুভিঃ। ১৫৯। ঋচস্তে সকলা হ্যেতাস্তথা যানি যজূংষি চ। সকলানি চ সামানি নিপতন্তি ত্বদঙ্গতঃ। ১৬০। ঋঙ্ময়স্ত্বং জগন্নাথ ত্বমেব চ যজুর্ম্ময়ঃ। যতঃ সামময়শ্চৈব ততো নাথ ত্রয়ীময়ঃ। ১৬১। ত্বমেব ব্রহ্মণো রূপং পরং চাপরমেব চ। মূর্ত্তামূর্ত্তং তথা সূক্ষ্মং স্থূলং রূপেণ সংস্থিতঃ। ১৬২। নিমেষকাষ্ঠাদিময়ঃ কালরূপক্ষণাত্মকঃ। প্রসীদ স্বেচ্ছয়া রূপং স্বং তেজঃশমনং কুরু। ত্বং দেব জগতাং হেতোর্দ্দুঃখং সহসি দুঃসহম্। ১৬৩। ত্বং নাথ মোক্ষিণাং মোক্ষো ধ্যেয়স্ত্বং ধ্যায়তাং বরঃ। ত্বং গতিঃ সর্ব্বভূতানাং কর্ম্মকাণ্ডনিবর্ত্তিনাম্। ১৬৪। শং প্রজাভ্যোঽস্তু দেবেশ শন্নোঽস্তু জগতাংপতে। ১৬৫। ত্বং ধাতা বিসৃজসি বিশ্বমেক এব ত্বং পাতা স্থিতিকরণায় সম্প্রবৃত্তঃ। ত্বয্যন্তে লয়মখিলং প্রয়াতি চৈতত্ত্বত্তোঽন্যো ন হি তপনাস্তি সর্ব্বদাতা। ১৬৬। ত্বং ব্রহ্মা হরিহরসংজ্ঞিতস্ত্বমিন্দ্রো বিত্তেশঃ পিতৃপতিরম্বুপঃ সমীরঃ। সোমোঽগ্নির্গগনমহীধরাদিরূপঃ কিং ন ত্বং সকলমনোরথপ্রদাতা। ১৬৭। যজ্ঞৈস্ত্বামহর্দ্দিনমাত্মকর্ম্মসক্তাস্ত্বন্তো বিবিধপদৈর্দ্বিজা যজন্তি। ধ্যায়ন্তঃ সবিনয়চেতসো ভবন্তং যোগস্থাঃ পরমপদং প্রয়ান্তি মর্ত্ত্যাঃ। ১৬৮। তপসি পচসি বিশ্বং পাসি ভস্মীকরোষি প্রকটয়সি ময়ূখৈর্হ্লাদয়স্যংশুগর্ভৈঃ।

আপনি শুদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ, ত্রিমূর্ত্তিধর, অমলাত্মা, গরিষ্ঠ, বরেণ্য, সর্ব্বস্বরূপ, পরমাত্মা, সমগ্রজগদ্ব্যাপী, অনন্তমূর্ত্তি সর্ব্বজগতের কারণভূত ও জ্ঞানিগণের চরমাবলম্বন, আপনাকে নমস্কার। আপনি স্বপ্রকাশ, সূর্য্যস্বরূপ ও দুর্লক্ষ্যমূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার। আপনি ভাস্কর, আপনাকে নমস্কার। আপনি দিনকর, পাপনাকে নমস্কার। আপনি সকলের কারণ, এবং সন্ধ্যার ও জ্যোৎস্নার প্রবর্ত্তক, আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্! এই সমগ্র জগৎই আপনি! আপনি ভ্রমণ করিতেছেন বলিয়া সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডও আপনার সহিত ভ্রান্ত হইতেছে। আপনার করনিকরে স্পৃষ্ট হইয়া সমস্ত বস্তুই পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়। আপনার করস্পর্শেই জলাদির পবিত্রতা স্বীকৃত হইয়া থাকে। হে তাত! এই জগৎ যাবৎ কাল পর্য্যন্ত আপনার কিরণজালে সম্পৃক্ত না হয়, তাবৎ জগতে হোমদানাদি ধর্ম্মকার্য্য লোকের উপকারসাধক হয় না। সমস্ত ঋক্, সমস্ত যজুঃ ও সমস্ত সামমন্ত্র—আপনার অঙ্গ হইতেই প্রাদুর্ভাব লাভ করিয়াছে। হে জগন্নাথ! আপনি ঋঙ্ময়, আপনি যজুর্ম্ময়, আর আপনিই সামময়; হে নাথ! এই জন্যই আপনি ত্রয়ীময় পদবাচ্য। ব্রহ্মার যে পর ও অপর নামে মূর্ত্তি, তাহাও আপনিই। মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত, স্থূল, সূক্ষ্ম,—সকলরূপেই আপনি বিরাজমান। আপনি নিমেষ কাষ্ঠা ক্ষণাদি বিভিন্ন কালস্বরূপ, আপনি প্রসন্ন হউন, স্বেচ্ছায় স্বীয় তেজ প্রশমিত করুন। হে দেব! আপনি জগতের হিতসাধনার্থ দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিয়া থাকেন। হে নাথ! মোক্ষাকাঙ্ক্ষীদিগের আপনিই মোক্ষ, এবং ধ্যাননিষ্ঠগণের সর্ব্বপ্রধান ধ্যেয়স্বরূপ। আপনিই কর্ম্মকাণ্ডরত সর্ব্বভূতের গতি। হে দেবেশ! প্রজাবর্গের মঙ্গল হউক, আর হে জগৎপতে! আমাদিগেরও মঙ্গল হউক। আপনি একাকীই এই জগতের সৃষ্টিকারণ বলিয়া ধাতা, স্থিতিসাধনে প্রবৃত্ত বলিয়া পাতা, এবং অন্তকালে অখিল জগৎ আপনাতেই লয় পায় বলিয়া আপনি সংহর্ত্তা; হে তপন! আপনি ব্যতীত অপর কেহই সর্ব্বদাতা নাই। অহো! আপনিই ব্রহ্মা, হরি, হর, ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, সমীরণ, সোম, অগ্নি, গগন, ও ধরাদি রূপে বিরাজমান। সুতরাং আপনি কি সকল কামনাপূরণে সমর্থ নহেন? আত্মনিষ্ঠ কর্ম্মতৎপর দ্বিজগণ, অহর্দ্দিন বিবিধ যজ্ঞদ্বারা আপনারই যজন এবং নানাবিধ পদবিন্যাসযুক্ত স্তোত্র-দ্বারা আপনারই স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন। আর যোগী মানবগণ বিনয়নম্রমানসে আপনার স্তুতি করিয়াই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আপনি এই জগৎকে স্বীয় করনিকর দ্বারা সন্তাপিত করেন, পালন করেন, ভস্মী-

সৃজসি কমলজন্মা পালয়স্যচ্যুতাখ্যঃ ক্ষপয়সি চ যুগান্তে রুদ্ররূপস্ত্বমেকঃ ॥ ১৬৯ ॥ ঈশ্বর উবাচ। লিখমানস্ততো ভানুং বিশ্বকর্ম্মা প্রজাপতিঃ। উদ্ভূত-পুলকঃ স্তোত্রমিদং চক্রে বিবস্বতঃ ॥ ১৭০ ॥ বিবস্বতে প্রণতজনানুকম্পিনে মহাত্মনে সমজবসপ্তসপ্তয়ে। সতেজসে কমলকুলালিবন্ধবে সদা তমঃপটলপটাব-পাটিনে নমঃ ॥ ১৭১ ॥ পাবনাতিশয়সচ্চক্ষুষে নৈককাম-বিষয়প্রদায়িনে। ভাস্বরামলময়ূখমালিনে সর্ব্বভূত-হিতকারিণে নমঃ ॥ ১৭২ ॥ অজায় লোকত্রয়ভাবনায় ভূতাত্মনে গোপতয়ে বৃষায়। নমো মহাকারুণিকো-ত্তমায় সূর্য্যায় বস্তুপ্রভবালয়ায় ॥ ১৭৩ ॥ বিবস্বতে জ্ঞানভৃতেঽন্তরাত্মনে জগৎপ্রতিষ্ঠায় জগদ্ধিতৈষিণে। স্বয়ম্ভুবে নির্ম্মললোকচক্ষুষে সুরোত্তমায়ামিততেজসে নমঃ ॥ ১৭৪ ॥ ক্ষণমুদয়াচলতালিতার্চ্চিঃ সুরগণগীতি-গরিষ্ঠগীতঃ। ত্বমুত ময়ূখসহস্রবজ্জগতি বিকাসিত-পদ্মনাভঃ ॥ ১৭৫ ॥ তব তিমিরাসবপানমদাগুরতি বিলোহিতবিগ্রহতা। মিহির বিভাসতয়া সুতরাং ত্রিভুবনভাবনমাত্রপরঃ ॥ ১৭৬ ॥ রথমারুহ্য সমাবয়বং রুচিরবিকলিতদিব্যহয়ম্। সততমরিবলে ভগবং-শ্চরসি জগদ্ধিতবদ্ধরসঃ ॥ ১৭৭ ॥ অমৃতময়েন রসেন সমং বিবুধপিতৄনপি তর্পয়সে। অরিগণসূদন তেন তব প্রণতিমুপেত্য লিখামি বপুঃ ॥ ১৭৮ ॥ শুভসমবর্ণময়ং রচিতং তব পদপাংশুপবিত্রতমম্। নতজনবৎসল মাং প্রণতং ত্রিভুবনপাবন পাহি রবে ॥ ১৭৯ ॥ ইতি সকলজগৎপ্রসূতিভূতং ত্রিভু-বনভাবনধামহেতুমেকম্। রবিমখিলজগৎপ্রদীপ ভূতং ত্রিদশবরং প্রণতোঽস্মি দেবদেবম্ ॥ ১৮০ ॥ ঈশ্বর উবাচ। হাহা হূহূশ্চ গন্ধর্ব্বৌ নারদস্তুম্বুরু-স্তথা। উপগাতুং সমারব্ধা গান্ধর্ব্বকুশলা রবিম্ ॥ ১৮১ ॥ ষড়্জমধ্যমগান্ধারগ্রামত্রয়বিশারদাঃ। মূর্চ্ছ-নাভিশ্চ তানৈশ্চ সুপ্রযোগৈঃ সুখপ্রদম্ ॥ ১৮২ ॥ সপ্তস্বরবিনির্বৃত্তং যতিত্রয়বিভূষিতম্।

ভূত করেন, প্রকটিত করেন, আহ্লাদিত করেন, এবং ইহার পাক-সাধন করিয়া থাকেন। একমাত্র আপনিই প্রজাপতি-রূপে জগতের সৃজন, বিষ্ণুরূপে পালন, ও যুগান্তকালে রুদ্ররূপে সংহারসাধন করিয়া থাকেন। ১৫০—১৬৯। ঈশ্বর কহিলেন,— প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মাও সেই ভানুকে তদীয় তেজঃ-শাতন করিতে করিতে পুলকাঞ্চিত কায়ে এইরূপ স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। বিশ্বকর্ম্মা কহি-লেন,—যিনি প্রণতজনের প্রতি দয়ালু, যাঁহার রথবাহী সপ্ত অশ্ব নিয়ত সমবেগশালী, কমলকুলের বিকাশক বলিয়া যিনি কমলমধুপায়ী অলিকুলের বান্ধব, সতত তমঃপটলরূপ পটের বিপাটনকারী, সকলের পবিত্র নেত্রস্বরূপ, অনেক কাম্যবিষয়প্রদ, অমলোজ্জ্বল-ময়ূখমালী, ও সর্ব্বভূতের হিত-বিধাতা; সেই তেজস্বী মহাত্মা বিবস্বান্‌কে নমস্কার। যিনি অজ, লোকত্রয়ের স্থিতিবিধায়ক, ভূতনিচয়ের আত্মস্বরূপ, রশ্মিপতি, ধর্ম্মমূর্ত্তি, মহাকারুণিক, ও সর্ব্বদ্রব্যের আকরস্বরূপ, সেই সর্ব্বোত্তম সূর্য্যকে নমস্কার। যিনি জ্ঞানভৃৎ, অন্তরাত্মা জগতের প্রতিষ্ঠা, জগতের হিতৈষী, লোকসকলের অমল-চক্ষুঃস্বরূপ, সুরোত্তম ও অমিততেজা, সেই স্বয়ম্ভু বিবস্বান্‌কে নমস্কার। হে দেব! তোমার উদয়-কালে ত্বদীয় কিরণজাল দ্বারা উদয়াচলের শিরো-ভাগ উজ্জ্বলীকৃত হয়, তখন সুরগণ ত্বদীয় যশো-গীতি দ্বারা তোমারই মহিমা ঘোষণা করিয়া থাকেন, জগতে তুমিই সহস্র কিরণমালী, আর নারায়ণের নাভিকমলরূপ জগৎ তোমাদ্বারাই বিকাশিত হইয়া থাকে। তুমি, তিমির-রূপ আসব পান কর বলিয়াই তোমার মূর্ত্তি লোহিত হইয়া থাকে; হে মিহির! তুমি জগতের হিতসাধনে একান্ত রতচেতা; হে ভগবন্! তাই তুমি ত্রিভুব-নের হিতসাধন মানসে ঐরূপ সমুজ্জ্বল শরীরে, মনোহরাকার সপ্তাশ্ববাহিত সমাবয়ব রথে আরোহণ করিয়া নিয়ত রিপুদল মধ্যে বিচরণ করিয়া থাক। হে অরিবিনাশন! তুমি অমৃতময় কিরণ দ্বারা দেব-পিতৃগণের তুল্যরূপে তর্পণ বিধান কর; সেই জন্যই আমি তোমায় প্রণাম করিয়া তোমার শরীর তক্ষণ করিতেছি। তাহাতে তোমার শরীর এক্ষণে সমবর্ণময় মনোহরাকার হইয়াছে। হে নতজনবৎসল! আমি তোমার পদধূলি দ্বারা পবিত্র হইয়াছি, হে ত্রিভুবনপাবন, রবিদেব! আমি প্রণত; আমাকে পরিত্রাণ কর। যিনি সমগ্র জগতের প্রসূতিস্বরূপ, ত্রিভুবনের হিতাভিলাষী, তেজোধাম, ও অখিল জগতের প্রদীপরূপী, আমি সেই অদ্বিতীয়, দেববর, দেবদেব, রবিকে প্রণাম করি। ১৭০—১৮০। ঈশ্বর কহিলেন,—তখন গীত-বিদ্যাকুশল হাহা হূহূ নারদ ও তুম্বুরু ও রবিদেবের স্তুতিগান করিতে লাগিলেন। ষড়্জ মধ্যম গান্ধার গ্রামত্রয়ে বিশারদ সেই গায়কগণ, মূর্চ্ছ-নার ও তানের উত্তম প্রয়োগদ্বারা পরমতৃপ্তিকর,

সপ্তধাতুসমাযুক্তং ষড়্জাতি ত্রিগুণাশ্রয়ম্। ১৮৩॥ চতুর্গীতসমাযুক্তং চতুর্বর্ণসমুত্থিতম্। চতুর্বর্ণপ্রীতিকরং সপ্তালঙ্কারভূষিতম্॥ ১৮৪॥ ত্রিস্থানশুদ্ধং ত্রিলয়ং সম্যক্কালব্যবস্থিতম্। চিত্তে চিত্তে চ নৃত্যে চ রসেষু লয়সংযুতম্॥ ১৮৫॥ চতুর্বিংশদ্গুণৈর্যুক্তং জগুর্গীতঞ্চ গায়নাঃ। বিশ্বাচী চ ঘৃতাচী চ উর্বশী চ তিলোত্তমা॥ ১৮৬॥ মেনকা সহজন্যা চ রম্ভা চাপ্সরসাং বরা। চতুর্বিধপদং তালং ত্রিপ্রকারং লয়ত্রয়ম্॥ ১৮৭॥ যতিত্রয়ং তথাতোদ্যং নাট্যঞ্চৈব চতুর্বিধম্। ননৃতুর্জ্জগতামীশে লিখ্যমানে বিভাবসৌ॥ ১৮৮॥ ভাবান্ ভাববিশারদ্যঃ কুর্ব্বন্ত্যো বিবিধবহূন্। দেবদুন্দুভয়ঃ শঙ্খাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ১৮৯॥ অনাহতা মহাদেবি নেদিরে ঘননিস্বনাঃ। গায়ন্তিশ্চৈব গন্ধর্ব্বৈর্নৃত্যন্তিশ্চাপ্সরোগণৈঃ॥ ১৯০॥ অবাদ্যন্ত ততস্তত্র বেণুবীণাদিঝর্ঝরাঃ। পণবাঃ পুষ্করাশ্চৈব মৃদঙ্গপটহানকাঃ॥১৯১॥ তূর্য্যবাদিত্রঘোষৈশ্চ সর্ব্বং কোলাহলীকৃতম্। ততঃ কৃতাঞ্জলিপুটা ভক্তিনম্রাত্মমূর্ত্তয়ঃ॥ ১৯২॥ ততঃ কলকলে তস্মিন্ সর্ব্বদেবসমাগমে। সংবৎসরং ভ্রমস্তস্য বিশ্বকর্ম্মা রবেস্ততঃ॥ ১৯৩॥ তেজসঃ শাতনং চক্রে স্তূয়মানস্য দৈবতৈঃ। দেবং চক্রে সমারোপ্য ভ্রাময়ামাস সূত্রভৃৎ॥১৯৪॥ মৃৎপিণ্ডবৎ কুলালস্য সংস্পৃশন্ ক্ষুরধারয়া। পশ্যতস্তু স্তবং কুর্ব্বন্ বিশ্বকর্ম্মা দিবস্পতেঃ॥ ১৯৫॥ তেজসঃ ষোড়শং ভাগং মণ্ডলস্যমধারয়ৎ। শাতিতং তস্য তত্তেজো যাবৎ পাদৌ বরাননে॥ ১৯৬॥ যত্তস্য ঋঙ্ময়ং তেজস্তৎ প্রভাসেহপতৎ প্রিয়ে। যজুর্ম্ময়েন দেবেশি ভাবিতা দ্যৌর্মহাপ্রভোঃ॥ ১৯৭॥ স্বর্গং সামময়েনাপি ভূর্ভুবঃস্বরিতি স্থিতম্। ততস্তৈস্তেজসো ভাগৈর্দ্দশভিঃ পঞ্চভিস্তথা॥ ১৯৮॥ তেন বৈ নির্ম্মিতং চক্রং বিষ্ণোঃ শূলং হরস্য চ। মহাপ্রভং মহাকায়ং শিবিকা ধনদস্য চ॥ ১৯৯॥ দণ্ডঃ প্রেতপতেঃ শক্তির্দ্দেবসেনাপতেস্তথা। অন্যেষাঞ্চ সুরাণাঞ্চ অস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি যানি বৈ॥ ২০০॥ যক্ষবিদ্যাধরাণাঞ্চ তানি চক্রে স বিশ্বকৃৎ। ততঃ ষোড়শমং ভাগং বিভর্ত্তি

সপ্তস্বরান্বিত, যতিত্রয়ভূষিত, সপ্তধাতুসমাযুক্ত, ষড়্বিধ জাতিযুক্ত, গুণত্রয়াশ্রয়, চতুর্বর্ণোত্থিত, চতুর্গীতযুক্ত, চতুর্বিধ গুণে প্রীতিকর, সপ্তালঙ্কারভূষিত, ত্রিস্থানশুদ্ধ, ত্রিলয়ান্বিত, কালব্যবস্থাসংযুক্ত, রসাল বলিয়া নৃত্যের অনুকূল, চতুর্বিংশতি গুণে গুম্ফিত এবং শ্রোতৃবর্গের চিত্তের তৃপ্তিসাধক সঙ্গীত প্রবর্ত্তিত করিলেন। বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, উর্ব্বশী, তিলোত্তমা, মেনকা, সহজন্যা, ও অপ্সরোবরা রম্ভা, মিলিতভাবে চতুর্বিধ পদ, ত্রিবিধ তাল, ত্রিবিধ লয়, ত্রিবিধ যতি, চতুর্ব্বিধ বাদ্য, ও চতুর্ব্বিধ নাট্য সহকারে সেখানে নৃত্য করিতে লাগিল। অয়ি জগদীশ্বরি! সেই বিভাবসুর তেজঃশাতনকালে এই সকল ভাবনিপুণা অপ্সরারা বিবিধ বিচিত্র ভাব সকল প্রকটিত করিয়া তখন নৃত্য করিতে লাগিল। শত-সহস্র দেবদুন্দুভি, ও শঙ্খ তখন আহত না হইয়াও ঘনঘোররবে নিনাদিত হইতে লাগিল। গানপরায়ণ গায়কগণ এবং নৃত্যতৎপর অপ্সরোগণও তখন বেণু বীণা ঝর্ঝর পণব পুষ্কর মৃদঙ্গ পটহ তূর্য্যাদি বাদ্য বাজাইতে লাগিল। সেই সমস্ত শব্দে তখন সেখানে মহাকোলাহল সমুদ্ভূত হইল। সেই কোলাহলকালে সমস্ত দেবগণই উপস্থিত ছিলেন; তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছিলেন। বিশ্বকর্ম্মার ভ্রমিযন্ত্রে সূর্য্যদেবের এই ভাবে একবৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। দেবগণ তখন সূর্য্যের স্তববাদ করিতেছিলেন। সূত্রধর বিশ্বকর্ম্মা, সূর্য্যকে স্বীয় চক্রযন্ত্রে আরোপণপূর্ব্বক ভ্রামিত করিয়া কুলালচক্রস্থ মৃৎপিণ্ডের ন্যায় সূর্য্যদেবের তেজঃশাতন করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তৎকালে সেই নভশ্চর দিবস্পতির স্তুতিবাদ সহকারে তদীয় মণ্ডলগত তেজের ষোড়শভাগ শাতন করিলেন। অয়ি বরাননে! সূর্য্যদেবের মস্তকাবধি পাদপর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ হইতেই ঐ পরিমাণ তেজের তক্ষণ করিয়াছিলেন।১৮৩—১৯৬। অয়ি প্রিয়ে! আদিত্যদেবের সেই শাতিত তেজঃসমূহের যাহা ঋঙ্ময়, তাহা প্রভাসে পতিত হইয়াছিল। হে দেবেশি! মহাপ্রভু সূর্য্যদেবের যজুর্ম্ময় তেজঃসমূহে ভুবর্লোক সমুজ্জ্বলিত হইয়া গেল; আর সামময় তেজোরাশি দ্বারা স্বর্গলোক প্রভাবান্ হইল। এইরূপে তদীয় তেজ ভূ ভুবঃ স্বঃ এই লোকত্রয়েই প্রতিষ্ঠিত হইল। রবির তেজের শাতিত পঞ্চদশভাগ দ্বারা দেবগণের বিবিধ অস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল; আর একভাগ রবি নিজেই ধারণ করিয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মা সেই সূর্য্যতেজ দ্বারা বিষ্ণুর চক্র, হরের শূল, ধনপতির মহাপ্রভ সুবিশাল শিবিকা, যমের দণ্ড, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের শক্তি, অপরাপর দেবতা ও

ভগবান্ রবিঃ। তত্তেজো রবিভাগস্থ খস্থো বিচরতি প্রিয়ে ॥ ২০১ ॥ ইতি শাতিততেজাঃ স শ্বশুরেণাতিশোভনম্। বপুর্দধার মার্ত্তণ্ডঃ পুষ্পবাণমনোরমম্ ॥ ২০২ ॥ ততঃ স্বরূপধৃগ্ ভানুরুত্তরান্ গমৎ কুরূন্। দদৃশে তত্র সংজ্ঞাং তু বড়বারূপধারিণীম্ ॥ ২০৩ ॥ অপাপাং সর্ব্বভূতানাং তপসা নিয়মেন চ। সা চ দৃষ্ট্বা তমায়ান্তং পরপুংসো বিশঙ্কয়া। জগাম সম্মুখং তস্য অশ্বরূপধরস্য চ ॥ ২০৪ ॥ ততশ্চ নাসিকাযোগে তয়োস্তত্র সমেতয়োঃ। নাসত্যদস্রৌ তনয়াবশ্ববক্ত্রৌ বিনির্গতৌ ॥ ২০৫ ॥ রেতসোঽন্তে চ রেবন্তঃ খড়্গী ছত্রী তনুত্রভৃৎ। পিতুর্গৃহ্যোত্তমং সোঽশ্বং জাতমাত্রঃ পলায়ত ॥ ২০৬ ॥ স তস্মিন্ সক্দারূঢ়স্তমশ্বং নৈব মুঞ্চতি। ততোঽর্কেণ সমাদিষ্টৌ দণ্ডনায়কপিঙ্গলৌ ॥ ২০৭ ॥ অশ্বং প্রত্যানয়ধ্বমেম বলাচ্ছিদ্রতোঽস্য তু। পৃষ্ঠতো তিষ্ঠতস্য অশ্বচ্ছিদ্রাভিকাঙ্ক্ষিণৌ ॥ ২০৮ ॥ ন চ ছিদ্রং লভেতে তৌ তস্যাদ্যাপি মহাত্মনঃ। অগ্রে গচ্ছতি রেবন্তঃ পৃষ্ঠগৌ দণ্ডপিঙ্গলৌ ॥ ২০৯ ॥ উত্তরেভ্যঃ কুরুভ্যস্ত নির্গতৌ বেগবত্তরৌ। দক্ষিণং ভারতং প্রাপ্তৌ যত্র ক্ষেত্রং প্রভাসিকম্ ॥ ২১০ ॥ অত্যর্থং বেগখিন্নৌ তৌ স চ রেবন্তকোঽপি হি। প্রখিন্নগাত্রঃ সোচ্ছ্বাসো রেবন্তস্তত্র সংস্থিতঃ ॥ ২১১ ॥ মুহূর্ত্তেন সমাক্রান্তং লক্ষযোজনমণ্ডলম্। উত্তরাদ্দক্ষিণং দেবি রেবন্তেন মহাত্মনা ॥ ২১২ ॥ খিন্নগাত্রস্ততো দেবি প্রভাসে সমবস্থিতঃ। দণ্ডপিঙ্গলসংযুক্তো হয়ারূঢ়ঃ স তিষ্ঠতি ॥ ২১৩ ॥ সাবিত্র্যা নৈর্ঋতে ভাগে নাতিদূরে ব্যবস্থিতঃ। রাজ্ঞীপুত্রো যতো দেবি রাজা ভট্টারকস্ততঃ ॥ ২১৪ ॥ লোকে খ্যাতিং

যক্ষ বিদ্যাধরাদি দেবযোনিগণের অস্ত্রশস্ত্রসমূহ নির্ম্মাণ করিলেন। প্রিয়ে! ভগবান্ রবি যে যোড়শ ভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই তেজোভাগ আকাশে বিচরণ করিয়া থাকে। মার্ত্তণ্ড দেব, শ্বশুর কর্ত্তৃক এইরূপে শাণযন্ত্রে উল্লেখিত হইয়া কন্দর্পসম পরম সুন্দরমূর্ত্তি হইলেন।১৯৭—২০২। সূর্য্যদেব এই প্রকারে উত্তম রূপবান্ হইয়া উত্তর কুরুতে প্রস্থান করিলেন এবং সেখানে যাইয়া তপোনিয়মদ্বারা সর্ব্বভূতের হিতবিধায়িনী বড়বারূপধারিণী পাপহীনা সংজ্ঞাদেবীকে অবলোকন করিলেন। সূর্য্যদেব তখন অশ্বরূপধারণপূর্ব্বক তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে, সংজ্ঞাদেবী পরপুরুষাশঙ্কায় সেই অশ্বের মুখের দিকে আত্মমুখস্থাপনপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন। পরে সেই অশ্বদ্বয়ের পরস্পর নাসিকার যোগ হইলে, কামুক অশ্ব, নাসিকা দ্বারাই বীর্য্য ক্ষরণ করিল; সেই বীর্য্য অশ্বিনীর নাসাছিদ্রে প্রবিষ্ট হইল; এবং তৎক্ষণাৎ নাসত্য ও দস্র নামে অশ্বমুখ পরম সুন্দর দুইটী সন্তান প্রাদুর্ভূত হইল; আর সেই বীর্য্যের যে অংশ অশ্বিনীর নাসিকায় প্রবিষ্ট না হইয়া ভূতলে পতিত হইল, তাহা হইতে ছত্রী, খড়্গী, কবচধারী, রেবন্ত নামক এক সন্তান জন্মিল। এই সময়ে সূর্য্যদেব স্বকীয় অশ্বমূর্ত্তি উপসংহৃত না করিয়াই স্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। রেবন্ত জন্মমাত্রই সেই অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। তিনি সেই যে অশ্বে আরোহণ করিয়াছেন, আর কদাচ সেই অশ্ব হইতে অবতরণ করেন নাই। সূর্য্যদেব তখন দণ্ডনায়ক ও পিঙ্গল নামক নিজ অনুচরযুগলকে আদেশ করিলেন যে, তোমরা রেবন্তের ছিদ্রান্বেষণপূর্ব্বক অবকাশ মতে তাহার নিকট হইতে মদীয় অশ্ব আনয়ন কর; পরন্তু বলপ্রয়োগ করিও না। সূর্য্যের আদেশে দণ্ডনায়ক ও পিঙ্গল রেবন্তের অনুসরণপূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বচর হইয়া তৎসহ বিচরণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোন মতেই তাঁহার নিকট হইতে অশ্বগ্রহণের কোনই ছিদ্র পাইল না। তাহারা অদ্যাপি সেই মহাত্মা রেবন্তের কোন ছিদ্র পায় নাই। সেই উত্তরকুরু প্রদেশ হইতে রেবন্ত অগ্রে অগ্রে সবেগে গমন করিতে থাকিলে উক্ত সূর্য্যানুচরদ্বয়ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল; এই ভাবে সেই রেবন্ত দ্রুতগমনে দক্ষিণ ভারতে প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া উপনীত হইলেন। রেবন্ত দ্রুতগতিবশতঃ অতীব শ্রান্ত, ক্লান্ত ও খিন্নগাত্র হইয়াছিলেন; তখন তাঁহার উচ্ছ্বাস হইতেছিল; তজ্জন্য সেইখানেই তিনি অবস্থিত হইলেন। সূর্য্যানুচরদ্বয়ও তখন তাঁহারই ন্যায় শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল, তাহারাও সেইখানেই সংস্থিত হইল। হে দেবি! মহাত্মা রেবন্ত, মুহূর্ত্তকালমধ্যে উত্তর প্রান্ত হইতে দক্ষিণ প্রান্ত যাবৎ সুদীর্ঘ লক্ষযোজন পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি খিন্নগাত্র ও শ্রান্ত হইয়া প্রভাসক্ষেত্রে বিশ্রাম করেন। তিনি প্রভাসস্থ সাবিত্রীর নৈর্ঋতদিকে অনতিদূরে দণ্ড ও পিঙ্গলের সহিত অশ্বারোহণেই অদ্যাপি বিরাজমান রহিয়াছেন। হে দেবি! রেবন্ত—রাজ্ঞী সংজ্ঞার পুত্র; এই জন্য তিনি লোকে

সমায়াতি রাজভট্টারিকেতি চ। গুহ্যভট্টারকশ্চৈ চ রেবন্তো বিনিযোজিতঃ ॥ ২১৫ ॥ এবমভ্যেত্যাহ ততো ভগবাঁল্লোকতাপনঃ। ত্বমপ্যশেষলোকস্য পূজ্যো বৎস ভবিষ্যসি ॥ ২১৬ ॥ অরণ্যে চ মহাদাবে বৈরিদস্যুভয়েষু চ। ত্বাং স্মরিষ্যন্তি যে মর্ত্ত্যা মোক্ষ্যন্তে তে মহাপদঃ ॥ ২১৭ ॥ ক্ষেমমৃদ্ধিং সুখং রাজ্যমারোগ্যং কীর্ত্তিমুন্নতিম্। নরাণামতিতুষ্টস্ত্বং পূজিতঃ সম্প্রদাস্যসি ॥ ২১৮ ॥ অশ্বিনৌ দেবভিষজৌ কৃতৌ পিত্রা মহাত্মনা। ধর্ম্মদৃষ্টির্যমশ্চাসৌ সমো মিত্রে তথাহিতে ॥ ২১৯ ॥ ততো নিয়োগং তং চাস্য চকার তিমিরাপহঃ। যমুনাঞ্চ নদীং চক্রে কালিন্দান্তরবাহিনীম্ ॥ ২২০ ॥ ছায়াসংজ্ঞাসুতশ্চাপি সাবর্ণিশ্চ মহাযশাঃ। ভাব্যঃ সোহনাগতে কালে মনুঃ সাবর্ণিকোহষ্টমঃ ॥ ২২১ ॥ মেরুপৃষ্ঠে তপো ঘোরমদ্যাপি চরতি প্রভুঃ। ভ্রাতা শনৈশ্চরস্তস্য গ্রহোহভূচ্চ প্রিয়ে ধ্রুবম্ ॥ ২২২ ॥ এবং তেভ্যো বরান্ দত্ত্বা রেবন্তস্যাপি ভাস্করঃ। পুনর্নাম নিরুক্তং স রেবন্তস্যাকরোৎ প্রভুঃ ॥ ২২২ ॥ এবং গচ্ছত্যসৌ যস্মাৎ সংজ্ঞায়াঃ শান্তিদঃ সুতঃ। অশ্বানামাধিপত্যে তু ভানুনা চ নিয়োজিতঃ ॥ ২২৪ ॥ ক্ষেমেণ গচ্ছতেহধ্বানং যস্তু পূজয়তে পথি। সুখপ্রসাদ্যো মর্ত্ত্যানাং সদা চ বরবর্ণিনি ॥ ২২৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রাজভট্টারকোৎপত্তিবর্ণনং নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। যা সংজ্ঞা সা স্মৃতা রাজ্ঞীচ্ছায়া যা সা তু নিক্ষুভা। রাজ্‌দীপ্তৌ স্মৃতো ধাতু রাজা রাজতি যঃ সদা ॥ ১ ॥ অধিকং সর্ব্বভূতেভ্যস্তস্মাদ্রাজা স উচ্যতে। রাজপত্নী তু সা যস্মাত্তস্মাদ্রাজ্ঞী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২ ॥ ক্ষুভ সঞ্চলনে ধাতুর্নিশ্চলা তেন নিক্ষুভা। ভবন্তু হ্যথবা যস্মাৎস্বাঙ্গীয়াঃ ক্ষুদ্বিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩ ॥ ছায়া তান্ বিশতে দিব্যা স্মৃতা সা তেন নিক্ষুভা। সাম্প্রতং বর্ত্ততে যোহয়ং মনুর্লোকে ... হামতেঃ ॥ ৪ ॥ তস্যান্বয়ে জাতস্য শঙ্খচক্রে-

---

রাজা ভট্টারক, রাজভট্টারিক, এবং গুহ্যভট্টারক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। অতঃপর ভগবান লোকতাপন তপনদেব, সমীপাগত হইয়া রেবন্তকে কহিলেন যে, বৎস! তুমি অশেষ লোকের পূজ্য হইবে। যে সকল মানব অরণ্যে, দাবানলে, কিম্বা রিপু ও দস্যু হইতে ভয় উপস্থিত হইলে তোমাকে স্মরণ করিবে, তাহারা সেই সকল মহাপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। পূজা দ্বারা তোমার তুষ্টিসাধন করিলে নরগণ তোমার প্রসাদে ঐশ্বর্য্য, সুখ, রাজ্য, অরোগ্য, ক্ষেম, কীর্ত্তি, ও উন্নতি লাভ করিবে। অশ্বিনীতনয়দ্বয়কে তদীয় মহাত্মা পিতা, দেবগণের চিকিৎসকপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যম, ধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন; তিনি শত্রু-মিত্রে সমজ্ঞান করিতেন, এজন্য তিমিরারি ভাস্কর তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ-পদে নিযোজিত করিলেন। যমুনাকে কলিন্দ-দেশান্তবাহিনী নদী করিলেন। সংজ্ঞানন্দন মনু, ভাবিকালে সাবর্ণি নামে মহাযশা অষ্টম মনু হইবেন। প্রভাববান্ মনু অদ্যাপি মেরুপৃষ্ঠে ঘোর অপশ্চরণ করিতেছেন। প্রিয়ে! মনুর ভ্রাতা ছায়াসুত শনৈশ্চর চিরস্থায়ী গ্রহত্ব লাভ করিয়াছেন। প্রভু ভাস্কর রেবন্তকে ও অপরাপর সন্তানগণকে এইরূপ বর সকল দান এবং রেবন্তের এইরূপ নাম নিরূপণ করিলেন। সংজ্ঞা দেবীর শান্তিপ্রদ সন্তান রেবন্ত, অশ্বারোহণে এইরূপ গমন করিয়াছিলেন বলিয়া ভানুদেব তাঁহাকে অশ্বসমূহের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অয়ি বরবর্ণিনি! যে জন গমনকালে রেবন্তকে পূজা করে, সে সারাপথ সুখে অতিবাহিত করিতে পারে। নরগণ অনায়াসেই ইহাঁর প্রসাদলাভে সমর্থ হয়।২০৩—২২৫।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—যিনি সংজ্ঞা, তিনি রাজ্ঞী নামে আর যিনি ছায়া, তিনি নিক্ষুভা নামে প্রখ্যাতা ছিলেন। রাজধাতুর অর্থ দীপ্তি। সুতরাং যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বভূত হইতে সমধিক দীপ্তিমান্ তিনিই; 'রাজা' বলিয়া উক্ত হন। সংজ্ঞা সেই রাজার (দীপ্তিমান্ সূর্য্যের) পত্নী, এজন্য তিনি 'রাজ্ঞী' বলিয়া কীর্ত্তিতা হন। ক্ষুভ ধাতুর অর্থ—সঞ্চলন। ছায়াদেবী নিশ্চলা বলিয়া নিক্ষুভা-পদবাচ্যা। অথবা দিব্যা ছায়া, যাহাদের দেহে থাকেন, তাহারা ক্ষুধাবর্জ্জিত হয়,—যাঁহারা ক্ষুধা জয় করেন, দিব্যা ছায়া তাঁহাদের শরীরেই আশ্রয় গ্রহণ করেন, এজন্যও তাঁহাকে নিক্ষুভা বলা যায়। অধুনা লোকে যে মহামতি-মনু আছেন, ইহাঁর

গদাধরঃ। যমস্ত মাত্রা সংশপ্তো হীনপাদো ধরাতলে॥ ৫॥ প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য চচার বিপুলং তপঃ। বর্ষাণামযুতং সাগ্রং লিঙ্গং পুজিতবান্ প্রিয়ে॥ ৬॥ তুষ্টশ্চাহং ততস্তস্য বরাণাঞ্চ শতং দদৌ। অদ্যাপি তত্র দেবেশি যমেশ্বরমিতি শ্রুতম্ যমদ্বিতীয়ায়াং দৃষ্ট্বা যমলোকং ন পশ্যতি॥ ৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে যমেশ্বরোৎপত্তিবর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দেব্যুবাচ। যদা ভ্রমস্থঃ সবিতা তক্ষিতঃ ক্ষুরধারয়া। শ্বশুরেণ মহাদেব জামাতা প্রীতিপূর্ব্বকম্॥ ১॥ তত্তেজঃ শাতিতং ভূরি প্রভাসে যৎপপাত বৈ। তদভূৎ কিং তদা দেব প্রভাসাৎ কথয়স্ব মে॥ ২॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি সূর্য্যমাহাত্ম্যমুত্তমম্। যচ্ছ্রুত্বা মানবো ভক্ত্যা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ৩॥ দেহাবতারো দেবস্য প্রভাসেঽর্কস্থলস্য চ। পুরাণাখ্যানমাচক্ষে তব দেবি যশস্বিনি॥ ৪॥ শাকদ্বীপে মহাদেবি ভ্রমিস্থস্য তদা রবেঃ। বর্ষাণাঞ্চ শতং সাগ্রং তক্ষ্যমাণে বিভাবসৌ॥ ৫॥ যদাদ্যত্তাগজং তেজস্তৎ প্রভাসেঽপতৎ প্রিয়ে। পতিতং তত্র, তত্তেজঃ স্থলাকারং ব্যজায়ত॥ ৬॥ জাম্বুনদময়ং দেবি তৎপূর্ব্বমভবৎ ক্ষিতৌ। তিষ্যমাহাত্ম্যযোগেন শৈলীভূতঞ্চ সাম্প্রতম্॥ ৭॥ তত্র চার্কময়ং রূপং কৃত্বা দেবো দিবাকরঃ। উৎপন্নঃ সর্ব্বভূতানাং হিতায় ধরণীতলে॥ ৮॥ হিরণ্যগর্ভনামেতি কৃতে সূর্য্যেতি কীর্ত্তিতম্। ত্রেতায়াং সবিতা নাম দ্বাপরে ভাস্করঃ স্মৃতঃ॥ ৯॥ কলৌ চার্কস্থলো নাম ত্রিষু লোকেষু কীর্ত্তিতঃ। অবতীর্ণমিদং দেবি স্বয়মেব প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১০॥ যদা স্বারোচিষো দেবি দ্বিতীয়োঽভূন্মনুঃ পুরা। তস্মিন্ কালেঽবতীর্ণোঽসৌ দেবস্তত্র দিবাকরঃ॥ ১১॥ ভক্তিমুক্তিপ্রদো দেবি ব্যাধিদুঃখবিনাশকৃৎ। তস্য তেজোস্তবৈর্ব্যাপ্তং রেণুভিঃ পঞ্চযোজনম্॥ ১২॥ দক্ষিণোত্তরতো

বংশে শঙ্খ-চক্র-গদাধর বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রিয়ে! যম, তদীয় মাতার অভিশাপে পদহীন হইয়া ধরাতলে প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া লিঙ্গপূজা সহকারে অযুত বৎসর যাবৎ বিপুল তপস্যা করেন। তাহাতে তুষ্ট হইয়া আমি তাঁহাকে একশত বর প্রদান করিয়াছি। হে দেবেশি! অদ্যাপি সেখানে যমেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ লিঙ্গ রহিয়াছেন, যমদ্বিতীয়ায় তাঁহাকে দর্শন করিলে, যমলোক দর্শন করিতে হয় না। ১—৭।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

দেবী কহিলেন,—হে মহাদেব! শ্বশুর বিশ্বকর্ম্মা, প্রীতিবশে যখন জামাতা সূর্য্যকে স্বীয় ভ্রমিযন্ত্রে আরোপণপূর্ব্বক ক্ষুরধারা দ্বারা তদীয় শরীরতক্ষণ করেন, তখন সূর্য্যদেবের প্রচুর তেজ শাতিত হইয়া প্রভাসে পতিত হইয়াছিল, হে দেব! সেই সমস্ত তেজ কি হইল?—প্রভাস হইতে তাহা কোথায় গেল? আমাকে তাহা বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! শুন; আমি উত্তম সূর্য্যমাহাত্ম্য বলিতেছি,—ভক্তিসহকারে যাহা শুনিলে নরগণ সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হয়। অয়ি যশস্বিনি দেবি! প্রভাসক্ষেত্রে সূর্য্যদেবের দেহাবতার এবং অর্কস্থলের পুরাণ উপাখ্যান তোমাকে বলিতেছি। হে মহাদেবি! বিভাবসু, রবিদেব, বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক শাকদ্বীপে ভ্রমিযন্ত্রে আরোপিত হইয়া তক্ষিত হইয়াছিলেন; এই তক্ষণকর্ম্মে তাঁহার শতবৎসরের অধিককাল অতিবাহিত হয়। প্রিয়ে! তদীয় শাতিত তেজের শ্রেষ্ঠভাগ, প্রভাসে পাতিত হইয়াছিল। উহা সেখানে পতিত হইয়াই স্থলাকারে পরিণত হয়; প্রথমে উহা ভূতলে জাম্বুনদ স্বর্ণাকার হইয়াছিল, কিন্তু কলিকালমাহাত্ম্যে সম্প্রতি উহা শৈলাকার ধারণ করিয়াছে। দেব দিবাকর, সর্ব্বভূতের হিতসাধনমানসে ধরাতলে সেখানে অর্করূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। সত্যযুগে হিরণ্যগর্ভ, ত্রেতায় সূর্য্য, দ্বাপরে সবিতা ও কলিতে তিনি ভাস্কর নামে এবং উক্ত ক্ষেত্রে অর্কস্থল নামে ত্রিলোকে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। হে দেবি! দেব দিবাকর স্বয়ংই তেজোময়াকারে অবতীর্ণ হইয়া তথায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ১—১০। হে দেবি! পূর্ব্বে যখন স্বারোচিষ নামে দ্বিতীয় মনু প্রাদুর্ভূত হন, দেব দিবাকর তৎকালে উক্ত অর্কস্থলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হে দেবি! তিনি ভোগমোক্ষদাতা ও ব্যাধিক্লেশবিনাশক। হে দেবি! তদীয়

দেবি পঞ্চপূর্ব্বাপরেণ তু। উত্তরেণ সমুদ্রস্য যাবন্মাহেশ্বরী নদী। ১৩। স্তম্ভুমত্যাশ্চাপরতো যাবদ্দেব কৃতস্মরম্। এতদ্ব্যাপ্তং মহাদেবি তত্তেজোরেণুভিঃ শুভৈঃ। ১৪। তস্য সূক্ষ্মা প্রভা যা তু আদিতেজোবিনিঃসৃতা। তয়া ব্যাপ্তং মহাদেবি যাবদ্বাদশযোজনম্। ১৫। উত্তরে ভাস্করসুতা দক্ষিণে সরিতাং পতিঃ। পূর্ব্বপশ্চিমতো দেবি দ্বিতীয়ং স্মৃতম্। ১৬। এতস্মিন্নন্তরে দেবি সৌরং তেজঃ প্রসর্পিতম্। তেন পাবিত্র্যমানীতং ক্ষেত্রং দ্বাদশযোজনম্। ১৭। তস্য মধ্যস্য যন্মধ্যং তদ্গৃহং মম সুন্দরি। তেজোমণ্ডলমধ্যস্থং মম স্থানং মহেশ্বরি। ১৮। চক্ষুর্ম্মণ্ডলমধ্যে তু যথা দেবী কনীনিকা। পূর্ব্বপশ্চিমতো দেবি গোমুখাদাশ্বমেধিকম্। ১৯। দক্ষিণোত্তরতো দেবি সমুদ্রাৎ-কৌরবেশ্বরীম্। এতস্মিন্নন্তরে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞোঽহং বরাননে। ২০। যস্মাদর্কস্য তেজোভির্ভাসিতং মম তদ্গৃহম্। তস্মাৎপ্রভাসনামেতি কল্পেঽস্মিন্ প্রথিতং প্রিয়ে। ২১। তত্র পশ্যতি যঃ সূর্য্যমর্করূপং নরোত্তমঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সূর্য্যলোকে মহীয়তে। ২২। স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু তেন চেষ্টং মহামখৈঃ। সর্ব্বদানানি দত্তানি পূর্ব্বজাস্তেন তোষিতাঃ। ২৩। অর্করূপী যতঃ সূর্য্যস্তত্র জাতো মহীতলে। তস্মাত্ত্যাজ্যঃ সদা চার্কো ভোজনেঽত্র ন সংশয়ঃ। ২৪। যো দৃষ্ট্বার্কস্থলং মর্ত্ত্যশ্চার্কপত্রেষু ভুঙ্ক্তি। গোমাংসভক্ষণং তেন কৃতং ভবতি ভামিনি। ২৫। ভক্ষিতো ভাস্করস্তেন স কুষ্ঠী জায়তে নরঃ। তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন চার্কপত্রাণি বর্জ্জয়েৎ। ২৬। যাত্রায়াং প্রথমং দেবি দৃষ্টো যেনার্কভাস্করঃ। তং দৃষ্ট্বা মহিষীং দদ্যাদ্ব্রাহ্মণায় বিপশ্চিতে। ২৭। তাম্রবর্ণাং রক্তবস্ত্রাং তত্তুষ্যতি ভাস্করঃ। তস্য চৈব তু সান্নিধ্যে বহ্নিকোণে ব্যবস্থিতম্। ২৮। নাতিদূরে মহাভাগে সিদ্ধেশ্বরমিতি স্মৃতম্। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং দেবি লিঙ্গং ত্রৈলোক্যপূজিতম্। ২৯। জৈগীষব্যেশ্বরং নাম পূর্ব্বং কৃতযুগেঽভবৎ। কলৌ সিদ্ধেশ্বরমিতি প্রসিদ্ধিমগমৎ প্রিয়ে। ৩০। তং দৃষ্ট্বা মনুজো দেবি সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ। তত্রৈব দেবদেবেশি নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্।

তেজঃসম্ভূত রেণু দ্বারা সমন্ততঃ দক্ষিণ-উত্তর, পূর্ব্ব-পশ্চিম—সকল দিকেই পঞ্চ যোজন স্থান পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রের উত্তর হইতে মাহেশ্বরী নদী পর্য্যন্ত, আর স্তম্ভুমতীর পশ্চিম দিক্ হইতে কৃতস্মর তীর্থ পর্য্যন্ত ক্ষেত্র তদীয় শুভ তেজোরেণুরাজি দ্বারা পরিব্যাপ্ত। পরন্ত হে মহাদেবি! সেই আদিম তেজোরাশির সূক্ষ্মরেণুনিচয় দ্বারা সমন্ততঃ দ্বাদশ-যোজন স্থান ব্যাপ্ত। উত্তরে যমুনা, দক্ষিণে সাগর, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে রুক্মিণী-যুগল,—এই চতুঃসীমান্তর্গত স্থান সেই সৌরতেজোরেণুজালে পরিব্যাপ্ত। সেই জন্যই এই দ্বাদশযোজন স্থান পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। হে সুন্দরি! এই ক্ষেত্রের মধ্যভাগ তেজোমণ্ডলে পরিপূর্ণ; অয়ি মহেশ্বরি! ইহার মধ্যস্থল মদীয় বাসগৃহ। চক্ষুমণ্ডলের তারকার ন্যায় উহা রাজমান। অয়ি বরাননে! পূর্ব্ব-পশ্চিমে গোমুখ হইতে আশ্বমেধিক তীর্থ, আর দক্ষিণোত্তরে সমুদ্র হইতে কৌরবেশ্বরী তীর্থ,—এই চতুঃসীমান্তর্গত ক্ষেত্র মধ্যে আমি ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থিত। ১১—২০। অর্কের তেজোরাশি দ্বারা আমার সেই গৃহ প্রকৃষ্টরূপে ভাসিত হয়; এজন্য হে প্রিয়ে! এই কল্পে সেই ক্ষেত্র প্রভাসনামে খ্যাত হইয়াছে। যে নরোত্তম সেখানে অর্করূপী সূর্য্যকে দর্শন করে সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া সূর্য্যলোকে সসম্মানে বাস করিয়া থাকে। তৎকর্ত্তৃক সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ব যজ্ঞানুষ্ঠান, সর্ব্ব-পিতৃগণের তর্পণ ও সর্ব্ববিধ দানের ফল লব্ধ হয়। সূর্য্যদেব মহীতলে ঐ স্থানে অর্করূপে জন্মিয়াছেন বলিয়া ইহলোকে ভোজন কার্য্যে সর্ব্বদাই অর্ক (আকন্দ) বর্জ্জনীয়। এবিষয়ে সংশয় নাই। অয়ি ভামিনি! যে মানব অর্কস্থল দর্শন করিয়া অর্কপত্রে ভোজন করে, তৎকর্ত্তৃক গোমাংসভক্ষণ কৃত হয়; এবং ভাস্করই তৎকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া থাকেন। সেই মানব কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে অর্কপত্র বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। হে দেবি! যাত্রাকালে যৎকর্ত্তৃক প্রথমতঃ অর্করূপী ভাস্কর দৃষ্ট হন, তাহাকে দর্শন করিলে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে রক্তবসনান্বিতা তাম্রবর্ণা মহিষী দান করা বিধি; ইহাতে ভাস্কর তুষ্ট হইয়া থাকেন। হে মহাভাগে! দেবি। সেই অর্কস্থলের সন্নিধানে অগ্নিকোণে অনতিদূরে সিদ্ধেশ্বর নামক সর্ব্ব-সিদ্ধিদায়ক ত্রৈলোক্যপূজিত লিঙ্গ বিদ্যমান। হে প্রিয়ে! ঐ লিঙ্গ পূর্ব্বে সত্যযুগে জৈগীষব্যেশ্বর নামে খ্যাত ছিলেন; কিন্তু কলিযুগে সিদ্ধেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। হে দেবি! তাঁহাকে দর্শন করিলে মানব সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

৩১। সূর্য্যদক্ষিণনৈঋত্যে পাতালবিবরং প্রিয়ে। মন্দেহা রাক্ষসা যত্র তথা শালককণ্টকাঃ। ৩২। সূর্য্যস্য তেজসা দগ্ধাঃ পাতালমগমন্ পুরা। কলৌ তদ্দ্বারমেবাস্তি ন পাতালে গতিঃ প্রিয়ে। ৩৩। যোগিন্যস্তত্র রক্ষন্তি ব্রাহ্ম্যাদ্যা মাতরস্তথা। মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং রাত্রৌ মাতৃগণান্ যজেৎ। বলিপুষ্পোপহারৈশ্চ ততঃ সিদ্ধির্ভবিষ্যতি। ৩৪। ইতি হি সকলধর্ম্মভাবহেতোর্হরিকমলাসনবিষ্ণুসংস্তুতস্য। তনু-পরিলিখনং নিশম্য ভানোর্ব্রজতি দিবাকরলোক-মায়ুষোঽন্তে। ৩৫।

ইতি শ্রীস্কান্দে প্রভাসপবিত্রনামকরণার্কস্থলোৎ-পত্তিবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ। ১৩।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ। যদেতদ্ভবতা প্রোক্তং মাহাত্ম্যং সূর্য্যদৈবতম্। তন্মে বিস্তরতো ব্রূহি দেবদেব জগৎপতে। ১। কথমর্কস্থলো ভূতঃ প্রভাসক্ষেত্র-ভূষণঃ। পূজনীয়ো মহাদেবঃ সম্যগ্‌যাত্রাফলেপ্সুভিঃ। ২। কে মন্ত্রাঃ কিং বিধানং তু কেষু পর্ব্বসু পূজয়েৎ। জৈগীষব্যেশ্বরো ভূত্বা হ্যভূৎ সিদ্ধেশ্বরঃ কথম্। তন্মে কথয় দেবেশ বিস্তরাৎসর্ব্বমেব হি। ৩। পাতালে বিবরং তত্র যোগিন্যস্তত্র কিং পুরা। তথা মাতৃ-গণশ্চৈব কথমেতদভূৎপুরা। ৪। এতৎসর্ব্বমশে-ষেণ দয়াং কৃত্বা জগৎপতে। মমাচক্ষ্ব বিরূপাক্ষ যদ্যহং তে প্রিয়া হর। ৫। ঈশ্বর উবাচ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া দেবি কথয়ামি সমাসতঃ। সিদ্ধেশ্বরো হ্যভূদ্যেন জৈগীষব্যেশ্বরো হরঃ। ৬। পূজাবিধানং বিস্তীর্য্য তন্মে নিগদতঃ শৃণু। আসীদস্মিন্ কৃতে দেবি সর্ব্বজ্ঞানবিশারদঃ। ৭। পুত্রঃ শতকলাকস্য জৈগীষব্য ইতি শ্রুতঃ। প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য স চক্রে দুশ্চরং তপঃ। ৮। অতিষ্ঠদ্বায়ুভক্ষশ্চ বর্ষাণাং শতকং কিল। অব্ভক্ষঃ সহস্রং তু শাকাহারোঽযুতং তথা। ৯। চান্দ্রায়ণসহস্রঞ্চ কৃতং সান্তপনং পুনঃ। শোষয়িত্বা মিতাহারো দিগ্বাসাঃ সমপদ্যত। ১০। পূর্ব্বে কল্পে স্বয়ং ভূতং মহোদয়-

---

প্রিয়ে, দেবদেবেশি! সেইখানেই সূর্য্যের দক্ষিণ-নৈঋ্ঋতদিকে পাতালবিবর ব্যবস্থিত। পুরাকালে মন্দেহ ও শালকটঙ্কট নামক রাক্ষসগণ সূর্য্যতেজে দগ্ধীভূত হইয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছিল। কলিকালে পতালগমনের সেই দ্বারটী আছে বটে, কিন্তু পাতালগমনের উপায় নাই। ব্রাহ্মীপ্রভৃতি মাতৃগণ ও যোগিনীগণ সেই পাতালবিবরের রক্ষা-বিধান করিয়া থাকেন। মাঘমাসে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে রাত্রিকালে বলি, পুষ্প ও উপহারাদি দ্বারা সেই মাতৃগণের অর্চ্চনা করিলে মানব অভীষ্ট সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সকল ধর্ম্মমূল হরি-হর বিরিঞ্চি-স্তুত ভাস্করদেবের এই শরীর পরিলেখন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে মানব, আয়ুঃশেষে সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়। ২১—৩৫।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

দেবী কহিলেন,—হে জগৎপতে! হে দেব-দেব! আপনি যে, সেই সূর্য্যদেব ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন, ইহা আমার নিকট সবিস্তরে বলুন। সেই অর্কস্থল ক্ষেত্র প্রভাসক্ষেত্রের ভূষণস্বরূপে গণ্য হইল কি প্রকারে? আর যাত্রাফলাভিলাষী জনগণ কর্ত্তৃক কোন্ বিধানে, কোন কোন্ মন্ত্রে, কোন্ কোন্ পর্ব্বে তত্রত্য দেবের পূজা কর্ত্তব্য? সেই দেবদেব জৈগীষব্যেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াও পুনরায় সিদ্ধেশ্বর নামে খ্যাত হইলেন কিজন্য? হে দেবেশ! আপনি সবিস্তরে তদ্বিবরণ সম্পূর্ণ-রূপে বর্ণন করুন। সেখানে যে পাতালবিবর আছে, তথায় যোগিনীগণ ও মাতৃগণ অধিষ্ঠান করিয়াছেন কিজন্য? হে জগৎপতে, বিরূপাক্ষ! আমি যদি আপনার প্রিয়া হই, তবে হে হর! আমার প্রতি দয়া করিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে আমাকে বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। অতএব জৈগীষব্যেশ্বর হর যেরূপ সিদ্ধেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। আর তাঁহার পূজাবিধানও সবিস্তরে বলিতেছি, তুমি অবধানসহকারে আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর। এই বর্ত্তমান মন্বন্তরে সত্যযুগে শতকলাক মুনির সর্ব্বজ্ঞানবিশারদ জৈগীষব্য নামে এক পুত্র ছিলেন। তিনি প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া দুশ্চর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। তিনি শতবৎসর বায়ুভক্ষণে, সহস্র বৎসর জলপানে, ও অযুত বৎসর শাকভোজনে, তপস্যা করেন। তিনি সহস্র চান্দ্রায়ণ ও বহু সান্তপন ব্রতানুষ্ঠান ও আহারসংযম দ্বারা শরীর শোষ-

মিতি শ্রুতম্। স লিঙ্গং দেবদেবস্ত প্রতিষ্ঠাপ্যার্চ্চয়ন্নপি ॥ ১১ ॥ ভস্মশায়ী ভস্মদিগ্ধো নৃত্যগীতৈরতোষয়ৎ। জপেন বৃষনাদৈশ্চ তপসা ভাবিতঃ শুচিঃ ॥ ১২ ॥ তমেবং তোষয়াণং তু ভক্ত্যা পরময়া যুতম্। ভগবাংশ্চ তমভ্যেত্য ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৩ ॥ জৈগীষব্য মহাবুদ্ধে পশ্য মাং দিব্যচক্ষুষা। তুষ্টোঽস্মি বরদশ্চাহং ব্রূহি যত্তে মনোগতম্ ॥ ১৪ ॥ স এবমুক্তো দেবেন দেবং দৃষ্ট্বা ত্রিলোচনম্। প্রণম্য শিরসা পাদাবিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৫ ॥ জৈগীষব্য উবাচ। ভগবন্ দেবদেবেশ মম তুষ্টো যদি প্রভো। জ্ঞানযোগং হি মে দেহি যঃ সংসারনিকৃন্তনম্ ॥ ১৬ ॥ ভগবন্ নান্যদিচ্ছামি যোগাৎপরতরং হিতম্। ত্বয়ি ভক্তিশ্চ নিত্যং মে দেব্যাং স্কন্দে গণেশ্বরে ॥ ১৭ ॥ ন চ ব্যাধিভয়ং ভূয়ান্ন চ তেজোঽপমানতা। অনুৎসেকং তথা ক্ষান্তিং দমং শমমথাপি চ ॥ ১৮ ॥ এতান্ বরান্মহাদেব ত্বদিচ্ছামি ত্রিলোচন ॥ ১৯ ॥ ঈশ্বর উবাচ। অজরশ্চামরশ্চৈব সর্ব্বশোকবিবর্জ্জিতঃ। মহাযোগী মহাবীর্য্যো যোগৈশ্বর্য্যসমন্বিতঃ ॥ ২০ ॥ প্রভাবাচ্চাস্য ক্ষেত্রস্য গুহ্যস্য মম শাশ্বতম্। যোগাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং প্রাপ্স্যসে পরমং মহৎ ॥ ২১ ॥ ভবিষ্যসি মুনিশ্রেষ্ঠ যোগাচার্য্যঃ সুবিশ্রুতঃ ॥ ২২ ॥ যশ্চেদং ত্বৎকৃতং লিঙ্গং নিয়মেনার্চ্চয়িষ্যতি। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যোগং দিব্যমবাপ্স্যতি ॥ ২৩ ॥ জৈগীষব্যগুহাং চেমাং প্রাপ্য যোগং করোতি যঃ। স সপ্তরাত্রাদ্যুক্তাত্মা সংসারং সন্তরিষ্যতি ॥ ২৪ ॥ মাসেন পূর্ব্বজাতিঞ্চ জন্মাতীতঞ্চ বেৎস্যতি। একরাত্রাত্তনুং শুদ্ধাং দ্বাভ্যাং তারয়তে পিতৄন্। ত্রিরাত্রেণ ব্যতীতেন স্বপরান্ সপ্ত তারয়েৎ ॥ ২৫ ॥ পুনশ্চ তব বিপ্রর্ষে অজেয়ত্বঞ্চ যোগিভিঃ। ইচ্ছতো দর্শনং চৈব ভবিষ্যতি চ তে মম ॥ ২৬ ॥ ইতি দেবো বরান্ দত্ত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত। এতৎকৃতযুগে বৃত্তং তব দেবি প্রভাষিতম্ ॥ ২৭ ॥ ত্রেতাযুগে মহাদেবি

ণান্তে নগ্ন হইলেন। ১—১০। পূর্ব্বকল্পে মহোদয় নামে শঙ্করের একটী স্বয়ম্ভু লিঙ্গ ছিল, জৈগীষব্য সেই লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তিনি ভস্মশায়ী, ও ভস্মলিপ্তাঙ্গ হইয়া নৃত্য-গীত, জপ, ও বৃষনাদ দ্বারা নিয়ত শঙ্করের পরিতোষ সাধন করিতে লাগিলেন। এইরূপ তপস্যায় তিনি ভক্তিমান্ ও নির্ম্মল হইলেন। তিনি এইরূপে পরম ভক্তিসহকারে এইভাবে শঙ্করের সন্তোষ সাধন করিতে থাকিলে ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইয়া এই কথা কহিলেন যে, হে মহাবুদ্ধি জৈগীষব্য! তুমি আমাকে দিব্য চক্ষু দ্বারা অবলোকন কর; আমি তুষ্ট হইয়া তোমাকে বর দান করিতে আসিয়াছি; তোমার যাহা অভিলাষ প্রার্থনা কর। দেব শঙ্কর এই কথা কহিলে জৈগীষব্য সেই ত্রিলোচনকে অবলোকনপূর্ব্বক মস্তক দ্বারা তদীয় পদযুগলে প্রণতি করিয়া এই কথা কহিলেন,—হে দেবদেবেশ, ভগবন্! হে প্রভো! আপনি যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে যাহা দ্বারা সংসারনিবৃত্তি হয়, সেই জ্ঞানযোগ আমাকে প্রদান করুন। হে ভগবন্! যোগজ্ঞান ব্যতীত অপর হিতকর কোনও বিষয়ই আমি আকাঙ্ক্ষা করি না। আর আপনাতে, দেবীতে, গণেশ্বরে ও কুমারে আমার ভক্তি যেন নিয়ত প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর আমার যেন ব্যাধিভয় বা তেজোহানি হয় না; গর্ব্বাভাব, ক্ষমা, দম, ও শম যেন আমার সতত বর্ত্তমান থাকে। হে ত্রিলোচন মহাদেব! আপনার নিকট আমি এই সমস্ত বর প্রর্থনা করি। ১১—১৯। ঈশ্বর কহিলেন,—আমার এই গুপ্ত ক্ষেত্রের প্রভাবে তুমি অজর, অমর, সর্ব্বশোকহীন, মহাযোগী, মহাবীর্য্য, ও যোগৈশ্বর্য্যযুক্ত হইবে। হে মুনিবর! তুমি অষ্টৈশ্বর্য্য-সমন্বিত পরম মহৎ যোগ লাভ করিয়া যোগাচার্য্য নামে সুবিখ্যাত হইবে। আর তোমার অর্চ্চিত এই লিঙ্গের যে ব্যক্তি নিয়ম সহকারে অর্চ্চনা করিবে, সে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া দিব্য যোগ প্রাপ্ত হইবে। আর এই জৈগীষব্য-গুহায় থাকিয়া যে ব্যক্তি যোগানুষ্ঠান করিবে, সেই যুক্তাত্মা ব্যক্তি সপ্তরাত্র যোগানুষ্ঠানফলেই সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইবে। একমাসে সে পূর্ব্বজাতি এবং অতীত জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাত হয়। মানব ঐ স্থানে একরাত্র যোগানুষ্ঠানেই শরীরশুদ্ধি লাভ করিবে; দুই রাত্রিতে পিতৃগণের নরকমুক্তি ও ত্রিরাত্রে সপ্ত পিতৃপুরুষের নরকত্রাণ বিধান করিতে পারিবে। হে বিপ্রর্ষে! আর তুমি সমস্ত যোগিজনের অজেয় হইবে; এবং যখন ইচ্ছা আমাকে দেখিতে পাইবে! দেব মহেশ্বর, এইরূপ বরপ্রদানান্তে সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন। হে দেবি! এই যাহা বলিলাম, এই ঘটনা সত্যযুগে ঘটিয়াছিল। ত্রেতাযুগে ও দ্বাপর যুগে সেইরূপই

দ্বাপরেঽপি তথৈব চ। কলিযুগপ্রবেশে তু বালখিল্যা মহর্ষয়ঃ ॥ ২৮ ॥ অস্মিন্ প্রাভাসিকে ক্ষেত্রে সূর্য্যস্থলসমীপতঃ। আরাধয়ন্তো দেবেশং গুহামধ্যনিবাসিনম্ ॥ ২৯ ॥ অষ্টাশীতিসহস্রাণি ঋষয়শ্চোর্দ্ধরেতসঃ। বর্ষাযুতং তপস্তপ্ত্বা সিদ্ধিং জগ্মুস্তদাত্মিকাম্ ॥ ৩০ ॥ ততঃ সিদ্ধেশ্বরং লিঙ্গং কলৌ খ্যাতং বরাননে। যদা সোমেন সংযুক্তা কৃষ্ণা শিবচতুর্দ্দশী। তদৈব তস্য দেবস্য দর্শনং দেবি দুর্লভম্ ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মাণ্ডং সকলং দত্ত্বা যৎপুণ্যমুপজায়তে। তৎপুণ্যং লভতে দেবি সিদ্ধলিঙ্গস্য পূজনাৎ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সিদ্ধেশ্বরোৎপত্তিবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্যাগ্নেয়ে তু দেবেশি অরুণেন প্রতিষ্ঠিতম্। ধনুষাং চ যত্র তত্র সিদ্ধলিঙ্গসমীপতঃ ॥ ১ ॥ সূর্য্যসারথিনা তত্র লিঙ্গং দেবি প্রতিষ্ঠিতম্। কলৌ পাপহরং নাম দর্শনাৎ পাপনাশনম্ ॥ ২ ॥ চৈত্রমাসত্রয়োদশ্যাং শুক্লায়াং বরবর্ণিনি। পূজয়েদ্বিধিবদ্ভক্ত্যা পৌণ্ডরীকফলং লভেৎ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পাপনাশনোৎপত্তিবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। পাতালবিবরস্যাপি মাহাত্ম্যং শৃণু সাম্প্রতম্। পূর্ব্বপৃষ্টং মহাদেবি ব্রহ্মণা বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ১ ॥ তমোভাবে সমুৎপন্নে জাতাস্তত্রৈব রাক্ষসাঃ সূর্য্যস্য দ্বেষিণঃ সর্ব্বে হ্যসংখ্যাতা মহাবলাঃ ॥ ২ ॥ তে তু দৃষ্ট্বা মহাত্মানং সমুদ্যন্তং দিবাকরম্। তে ধূম্রপ্রমুখাঃ সর্ব্বে জহসুঃ সূর্য্যমঞ্জসা ॥ ৩ ॥ অস্মাকমন্তকঃ কোঽয়ং বিদ্যতে পাপকর্ম্মকৃৎ। ইত্যুচুর্ব্বিবিধা বাচঃ সূর্য্যস্যাগ্রে স্থিতাস্তদা ॥ ৪ ॥ ইতি শ্রুত্বা তদা দেবঃ ক্রোধপ্রস্ফুরিতাধরঃ। রাক্ষসানাং বচশ্চৈব ভক্ষ্যমাণো দিবাকরঃ ॥ ৫ ॥ ততঃ ক্রোধাভিভূতেন চক্ষুষা চাবলোকয়ৎ। স ক্রুররক্ষঃক্ষয়কৃত্তিমিরাম্বিপকেশরী ॥ ৬ ॥ মহাং-

ছিল, কোনও নূতন ঘটনা ঘটে নাই। পরে কলিযুগ আরম্ভ হইলে বালখিল্য মহর্ষিগণ এই প্রভাস ক্ষেত্রে সূর্য্যস্থল-সমীপে আসিয়া গুহামধ্যবাসী দেবেশ মহেশের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। সেই অষ্টাশীতি সহস্র ঊর্দ্ধরেতা মহর্ষি অযুত বৎসর তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। অয়ি বরাননে! সেই হইতে উক্ত লিঙ্গ সিদ্ধেশ্বর নামে কলিযুগে খ্যাত হইয়াছেন। হে দেবি! সোমবারযুক্তা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে সেই লিঙ্গের দর্শন অতীব দুর্লভ। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দান করিলে যে ফল, উক্ত সিদ্ধ লিঙ্গের পূজা করিলে সেই ফলই লাভ করা যায়। ২০—৩২।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবেশি! সেই সিদ্ধ লিঙ্গের নিকটেই অগ্নিকোণে তিনধনুঃপরিমাণ অন্তরে সূর্য্যসারথি অরুণপ্রতিষ্ঠিত পাপহর নামক লিঙ্গ বিরাজমান। কলিকালে সেই লিঙ্গের দর্শনে পাপরাশি বিনষ্ট হয়। অয়ি বরবর্ণিনি! চৈত্র মাসে শুক্লা ত্রয়োদশীতে ভক্তিসহকারে যথাবিধি যদি সেই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে, পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ১—৩।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

ষোড়শ অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—অয়ি মহাদেবি! তুমি আমার নিকট পূর্ব্বে যে পাতালবিবরের মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সম্প্রতি তাহাই শ্রবণ কর। বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমতঃ তাঁহার তমোভাবাবেশ হয়; তাহাতে তখন অসংখ্য মহাবল ধূম্রপ্রমুখ সূর্য্যদ্বেষী রাক্ষস জন্মে। মহাত্মা দিবাকরকে উদীয়মান দর্শনে সেই ধূম্রপ্রমুখ রাক্ষসগণ তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। তাহারা তখন সূর্য্যের সম্মুখে যাইয়া "এই আমাদের অন্তবিধায়ক পাপকর্ম্মা কে?" ইত্যাদি বিবিধ কথা কহিতে লাগিল। দেব দিবাকর, সেই রাক্ষসগণের তাদৃশ বচনাবলী শ্রবণ এবং রাক্ষসগণকৃত আত্মভক্ষণোদ্যম দর্শন করিয়া ক্রোধে অভিভূত হই-

শুমান্ খগঃ সূর্য্যস্তদ্বিনাশমচিন্তয়ৎ। অজানন্নং ততশ্ছিদ্রং রাক্ষসানাং দিবস্পতিঃ ॥ ৭ ॥ স ধর্ম্ম-বিচ্যুতান্ দৃষ্ট্বা পাপোপহতচেতসঃ। এবং সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ দধ্যৌ ধ্যানং প্রভাকরঃ ॥ ৮ ॥ অজানংস্তে-জসা গ্রস্তং ত্রৈলোক্যং রজনীচরৈঃ ॥ ততস্তে ভানুনা দৃষ্টাঃ ক্রোধাধ্মাতেন চক্ষুষা ॥ ৯ ॥ নিপেতু-রম্বরভ্রষ্টাঃ ক্ষীণপুণ্যা ইব গ্রহাঃ। রাক্ষসৈর্বেষ্টিতো ধূম্রো নিপতচ্ছুশুভেঽম্বরাৎ ॥ ১০ ॥ অর্দ্ধপক্বং যথা তালফলং কপিভিরাবৃতম্। যদৃচ্ছয়া নিপেতুস্তে যন্ত্রমুক্তা যথোপলাঃ ॥ ১১ ॥ ততো বায়ুবশাদ্ভ্রষ্টা ভিত্ত্বা ভূমিং রসাতলম্। জগ্মুস্তে ক্ষেত্রমাসাদ্য প্রভাসং বরবর্ণিনি ॥ ১২ ॥ যত্র চার্কস্থলো দেবঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ। তৎসান্নিধ্যস্থিতং দেবি পাতাল-বিবরং মহৎ ॥ ১৩ ॥ অন্যানি কোটিশঃ সন্তি তানি লুপ্তানি ভামিনি। কৃতস্মরাৎ সমারভ্য যাবদর্কস্থলো রবিঃ ॥ ১৪ ॥ দেবমাতুর্ব্বরং প্রাপ্য সিদ্ধয়োঽষ্টৌ ব্যবস্থিতাঃ। এতস্মিন্নন্তরে দেবি সূর্য্যক্ষেত্রমুদা-হৃতম্ ॥ ১৫ ॥ সূর্য্যস্য তেজসো দেবি মধ্যভাগং হি তৎ স্মৃতম্। সর্ব্বং হেমময়ং দেবি নাপুণ্যস্তত্র বীক্ষতে ॥ ১৬ ॥ বিবরাণাং শতং চৈকং স্পর্শাশ্চৈব তু কোটিশঃ। তত্র সন্তি মহাদেবি সিদ্ধেশস্তু প্ররক্ষতি ॥ ১৭ ॥ ইদং ক্ষেত্রং মহাদেবি প্রিয়ং সূর্য্যস্য সর্ব্বদা সূর্য্যপর্ব্বণি সম্প্রাপ্তে কুরুক্ষেত্রাধিকং প্রিয়ে ॥ ১৮ ॥ ব্রাহ্মী চৈব হিরণ্যা চ সঙ্গমশ্চ মহোদধেঃ। এতত্ত্রিসঙ্গমং দেবি কোটিতীর্থফলপ্রদম্ ॥ ১৯ ॥ দেবমাতা চ তত্রৈব মঙ্কীশস্তত্র তিষ্ঠতি। নাগস্থানং নগস্থানং তত্রৈব সমুদাহৃতম্ ॥ ২০ ॥ ইতি সঙ্ক্ষেপতঃ প্রোক্ত-মর্কস্থলমহোদয়ম্। রাক্ষসানাঞ্চ সম্পাতাদভূচ্চ বিবরং যথা ॥ ২১ ॥ অন্যানি তত্র দেবেশি লুপ্তানি বিবরাণি বৈ। একন্তু প্রকটং তত্র দৃশ্যতেঽদ্যাপি ভামিনি ॥ ২২ ॥ শ্রীমুখং নাম তদ্দ্বারং রক্ষ্যতে মাতৃভিঃ প্রিয়ে। বর্ষমেকং চতুর্দ্দশ্যাং নিয়মাদ্যস্তু পূজয়েৎ ॥ ২৩ ॥ তত্র মাতৃগণান্ দেবি সুনন্দাদান্

লেন। কোপবশে তাঁহার অধর স্ফুরিত হইতে লাগিল। সেই তিমিরকরীর কেশরিস্বরূপ ক্রূর-রাক্ষসবিনাশক সূর্য্যদেব তখন সক্রোধে তাহা-দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মহাংশুমালী দিবস্পতি আকাশচর প্রভাকর ভগবান্ সূর্য্যদেব, তখন তাহাদিগকে ধর্ম্মবিচ্যুত ও পাপোপহতচেতা দর্শনে তাহাদিগের সংহার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন; পরন্তু কোনই ছিদ্র পাইলেন না; তিনি তীব্র ধ্যানবলে দেখিলেন যে, সেই রাক্ষস-গণের তেজে ত্রৈলোক্য আক্রান্ত হইয়াছে; ইহা দেখিয়া তিনি ক্রোধপূর্ণনয়নে তাহাদিগের প্রতি ত করিলেন। তাহাতে তাহারা ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় গগনতল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইল। রাক্ষসগণপরিবেষ্টিত ধূম্ররাক্ষস যখন গগনতল হইতে পতিত হয়, তখন সে যদৃচ্ছাক্রমে কপিগণাবৃত অর্দ্ধপক্ব তালফলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। অয়ি বরবর্ণিনি! তাহারা যন্ত্রমুক্ত প্রস্তরখণ্ডবৎ আকাশতল হইতে পড়িতে পড়িতে বায়ুবেগবশে প্রভাসক্ষেত্রে পড়িয়া ভূমিভেদপূর্ব্বক রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। হে দেবি! সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক অর্কস্থল দেব যেখানে আছেন, তাঁহার নিকটেই সেই মহৎ পাতালবিবর বিদ্যমান। অয়ি ভামিনি! সেখানে আরও কোটি কোটি বিবর আছে বটে, কিন্তু তৎসমস্ত অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কৃতস্মর তীর্থ হইতে অর্কস্থল রবি পর্য্যন্ত স্থানে, দেবমাতার নিকট হইতে লব্ধবর অষ্ট সিদ্ধি বিদ্যমান আছেন। হে দেবি! এই সীমাবদ্ধ স্থানই সূর্য্যক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হয়। উহাই সূর্য্যতেজের মধ্যভাগ বলিয়া বিখ্যাত। ঐ স্থানের সমস্তই স্বর্ণময়, পরন্তু অকৃতপুণ্য জনগণ তাহা দেখিতে পায় না। হে মহাদেবি! সেখানে একশত একটী বিবর এবং কোটি কোটি স্পর্শমণি বিদ্যমান আছে। সিদ্ধেশ ঐ সমস্ত রক্ষা করিয়া থাকেন। ১—১৭। হে মহাদেবি! এই ক্ষেত্র ভাস্কর দেবের সতত প্রিয়। প্রিয়ে! সূর্য্যগ্রহণকালে ইহা কুরু-ক্ষেত্রাপেক্ষাও অধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে। হে দেবি! ব্রাহ্মী সঙ্গম, হিরণ্যা-সঙ্গম ও সাগর-সঙ্গম, এই তিনটী সঙ্গমস্থল কোটিতীর্থফলপ্রদ। সেই স্থানেই দেবমাতা, মঙ্কীশ, নাগস্থান, ও নগস্থান নামক প্রসিদ্ধ তীর্থ বিদ্যমান। এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে। এই আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে মহোদয়বিধায়ক অর্কস্থলতীর্থের বিবরণ এবং রাক্ষস-সম্পাত বশত যেরূপে বিবরোৎপত্তি ঘটি-য়াছে, তদ্বৃত্তান্ত কহিলাম। হে ভামিনি দেবেশি! সেখানে অপরাপর বিবরনিকর বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এখন সেখানে একটী মাত্র বিবরই প্রকট আছে। উহা এখনও সকলের নয়নগোচর হইয়া থাকে। সেই গুহাদ্বারের নাম শ্রীমুখ। অয়ি প্রিয়ে। মাতৃকাগণ সেই দ্বাররক্ষাকার্য্যে নিয়ত

বিধানতঃ। পশুপুষ্পোপহারৈশ্চ ধূপদীপৈস্তথোত্তমৈঃ। বিপ্রাণাং ভোজনৈর্দেবি তস্য সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥ তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন তত্রার্কস্থলসন্নিধৌ। পূজয়েন্মাতরঃ সর্ব্বা যদীচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥ এতাস্ত মাতরো দেবি সুনন্দাগণনামতঃ। খ্যাতিং যান্তি প্রভাসে তু ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বরবর্ণিনি ॥ ২৫ ॥ এতৎ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং পাতালোত্তরমধ্যতঃ। তচ্ছ্রুত্বা মুচ্যতে দেবি সর্ব্বাপদ্ভ্যো নরোত্তমঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পাতালবিবরসুনন্দাদিমাতৃগণোৎপত্তিবর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। অথ পূজাবিধানন্তে কথয়ামি যশস্বিনি। অর্কস্থলস্য দেবস্য যথা পূজ্যো নরত্তমৈঃ ॥ ১ ॥ সর্ব্বেষামেব দেবানামাদিরাদিত্য উচ্যতে। আদিকর্ত্তা হসৌ যস্মাদাদিত্যস্তেন চোচ্যতে ॥ ২ ॥ নাদিত্যেন বিনা রাত্রির্ন দিবা ন চ তর্পণম্। ন ধর্ম্মো বৈ ন চাধর্ম্মো ন সন্তিষ্ঠেচ্চরাচরম্ ॥ ৩ ॥ আদিত্যঃ পালয়েৎ সর্ব্বামাদিত্যঃ সৃজতে সদা। আদিত্যঃ সংহরেৎসর্ব্বং তস্মাদেষ ত্রয়ীময়ঃ ॥ ৪ ॥ আরাধনবিধিং তস্য ভাস্করস্য মহাত্মনঃ। কথয়ামি মহাদেবি বেদোক্তৈর্ম্মন্ত্রবিস্তরৈঃ। তং শৃণুষ্ব বরারোহে সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৫ ॥ মূর্ত্তিস্থঃ পূজ্যতে যেন বিধানেন মহেশ্বরি। দ্বাদশাত্মা যথা সূর্য্যস্তত্তে বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥ ৬ ॥ মুখশুদ্ধিঞ্চ কৃত্বাদৌ স্নানং কৃত্বা বিশেষতঃ। বস্ত্রশুদ্ধিং দেহশুদ্ধিং কৃত্বা সূর্য্যং স্পৃশেত্ততঃ ॥ ৭ ॥ দন্তকাষ্ঠবিধানন্তু প্রথমং কথয়ামি তে। মধুকে পুত্রলাভঃ স্যাদর্কে নেত্রসুখং প্রিয়ে ॥ ৮ ॥ বক্তৃত্বং বৈ বদর্য্যা চ বৃহত্যা দুর্জ্জনান্ জয়েৎ। ঐশ্বর্য্যঞ্চ ভবেদ্বিল্বে খদিরে চ ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥ রোগক্ষয়ঃ কদম্বে তু অর্থলাভোঽতিমুক্তকে। গুরুতাং যাতি সর্ব্বত্র আটরূষকসম্ভবৈঃ ॥ ১০ ॥ জাতিপ্রধানতাং জাতাবশ্বত্থো যচ্ছতে যশঃ। শ্রিয়ং প্রাপ্নোতি নিখিলাং শিরীষস্য নিষেবণাৎ ॥ ১১ ॥ প্রিয়ঙ্গুং সেবমানস্য সৌভাগ্যং পরমং ভবেৎ। অভীপ্সিতার্থসিদ্ধিঃ স্যান্নিত্যং প্লক্ষনিষেবণাৎ ॥ ১২ ॥ ন পাটিতং সমশ্নীয়াদ্দন্তকাষ্ঠং ন সব্রণম্। ন চোর্দ্ধশুষ্কং

নিযুক্তা রহিয়াছেন। যে মানব এক বৎসর যাবৎ নিয়ম সহকারে, যথাবিধি প্রতিচতুর্দ্দশীতে পশু, পুষ্প, ধূপ, দীপ, উত্তমোত্তম উপহার ও ব্রাহ্মণ-ভোজন দ্বারা সেই সুনন্দাদি মাতৃগণের অর্চ্চনা করে তাহার অভীষ্টসিদ্ধি হয়। অতএব আত্মসিদ্ধি কামী মানবের পক্ষে অর্কস্থলসন্নিধানে সেই সকল মাতৃগণের অর্চ্চনা করা সর্ব্বপ্রযত্নেই কর্ত্তব্য। অয়ি বরবর্ণিনি দেবি! এই মাতৃগণ, প্রভাসেরউক্ত অর্কস্থল ক্ষেত্রে সুনন্দাগণ নামে খ্যাত হইয়াছেন। আমি এই পাতালবিবরের আদি মধ্য অন্ত,—সমস্তই সংক্ষেপে কহিলাম। হে দেবি! উত্তম মানব ইহা শ্রবণ করিলে সর্ব্ব আপদ্ হইতে বিমুক্ত হয়।১৮—২৭।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অয়ি যশস্বিনি! অর্কস্থল দেবের যে বিধানে পূজা করিতে হয়, এক্ষণে আমি নরোত্তমগণের কর্ত্তব্য সেই পূজাবিধান বলিতেছি। আদিত্যই সমস্ত দেবগণের আদি বলিয়া উক্ত হন; তিনিই আদিকর্ত্তা, এজন্য আদিত্য নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। আদিত্য ব্যতীত রাত্রি, দিবা, জীবগণের তৃপ্তি, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম—এমন কি চরাচর জগৎই থাকে না। আদিত্যই সমস্ত পালন করেন, আদিত্যই সতত সমস্ত সৃজন করেন, আর আদিত্যই সমস্ত জগতের সংহার সাধন করেন, এই জন্যই আদিত্যকে ত্রয়ীময় বলা যায়। হে মহাদেবি! সেই মহাত্মা ভাস্করের আরাধনাবিধি বৈদিকমন্ত্রবিস্তর সহকারে বলিতেছি। অয়ি বরারোহে! তুমি সেই সর্ব্বপাপপ্রণাশন পূজাবিধান শ্রবণ কর। হে মহেশ্বরি! দ্বাদশাত্মা সূর্য্যদেবকে মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে বিধানে অর্চ্চনা করিতে হয়, আমি তাহা তোমার নিকট সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি। প্রথমতঃ মুখশুদ্ধিবিধানান্তে বিশেষরূপে স্নান করিবে; পরে বস্ত্রশুদ্ধি ও দেহশুদ্ধি করিয়া আদিত্য দেবকে স্পর্শ করিবে। প্রথমতঃ তোমাকে দন্তকাষ্ঠবিধান বলিতেছি। হে প্রিয়ে! মধুকে পুত্রলাভ, অর্কে নেত্রপ্রীতি, বদরীতে বাগ্মিতা, বৃহতীতে দুর্জ্জনবিজয় বিল্বে ও খদিরে ঐশ্বর্য্য, কদম্বে রোগক্ষয়, অতিমুক্তকে অর্থলাভ, আটরূষকে সর্ব্বত্র গুরুত্ব, জাতিকাষ্ঠে জাতিপ্রাধান্য, অশ্বত্থে যশ, শিরীষে অখিলা শ্রী, প্রিয়ঙ্গুতে পরম সৌভাগ্য, এবং প্রতিদিন প্লক্ষবৃক্ষজাত কাষ্ঠদ্বারা

বক্রং বা নৈব চ ত্বগ্বিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৩॥ বিতস্তিমাত্রম শ্রীয়াদ্দীর্ঘং হ্রস্বঞ্চ বর্জ্জয়েৎ। উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা সুখাসীনোহথ বাগ্‌যতঃ॥ ১৪॥ কামং যথেষ্টং হৃদয়ে কৃত্বা সমভিমন্ত্র্য চ। মন্ত্রেণানেন মতিমান- শ্রীয়াদ্দন্তধাবনম্ ॥ ১৫॥ বরং দত্ত্বাভিজানাসি কামং চৈব বনস্পতে। সিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে নিত্যং দন্তকাষ্ঠ নমোঽস্তু তে ॥১৬॥ ত্রীনবারান্ পরিজপ্যেবং ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্। পশ্চাৎপ্রক্ষাল্য তৎকাষ্ঠং শুচৌ দেশে বিনিক্ষিপেৎ ॥ ১৭॥ দন্তকাষ্ঠেন দেবেশি ন জিহ্বাং পরিমার্জ্জয়েৎ। পৃথক্‌পৃথক্তদা কার্য্যং যদীচ্ছেদ্বিপুলং যশঃ॥ ১৮॥ অঙ্গুল্যা দন্তকাষ্ঠঞ্চ প্রত্যক্ষং লবণঞ্চ যৎ। মৃত্তিকাভক্ষণং চৈব তুল্যং গোমাংসভক্ষণৈঃ॥ ১৯॥ মুখে পর্য্যুষিতে নিত্যং ভবত্যপ্রযতো দ্বিজঃ। তস্মাচ্ছুষ্কমথার্দ্রং বা ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্ ॥ ২০॥ বর্জ্জিতে দিবসে চৈব গণ্ডূষাংশ্চৈব ষোড়শ। তত্তৎপত্রৈঃ সুগন্ধৈর্ব্বা মুখশুদ্ধিঞ্চ কারয়েৎ ॥২১॥ মুখশুদ্ধিমকৃত্বা যো ভাস্করং স্পৃশতি দ্বিজঃ। ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি স কুষ্ঠী জায়তে নরঃ॥ ২২॥ এবং বস্ত্রাদি সংশোধ্য ততঃ স্নানং সমাচরেৎ। শুচৌ মনোরমে স্থানে সংগৃহ্যাস্ত্রেণ মৃত্তিকাম্ ॥ ২৩॥ সানুস্বারোকারযুতো হকারঃ ফট্‌সমন্বিতঃ। অনেনাস্ত্রেণ সংগৃহ্য স্নানং তত্র সমাচরেৎ॥ ২৪॥ ভাগত্রয়ং তু সংশুদ্ধং তৃণপাষাণবর্জ্জিতম্। একমস্ত্রেণ চালভ্য তথাঙ্গং ভাস্করেণ তু॥ ২৫॥ অঙ্গৈশ্চৈব তৃতীয়ন্তু অভিমন্ত্র্য সকৃৎসকৃৎ। জপ্ত্বাস্ত্রেণ ক্ষিপেদ্দিক্ষু নির্ব্বিঘ্নন্তু জলং ভবেৎ ॥ ২৬॥ সূর্য্যতীর্থদ্বিতীয়েন তৃতীয়েন সকৃৎসকৃৎ। গুণ্ঠয়িত্বা ততঃ স্নায়াদ্রবিতীর্থেন মানবঃ॥ ২৭॥ তূর্য্যশঙ্খনিনাদেন ধ্যাত্বা দেবং দিবাকরম্। স্নাত্বা রাজোপচারেণ পুনরাচম্য যত্নতঃ॥ ২৮॥ স্নানং কৃত্বা ততো দেবি মন্ত্ররাজেন সংযুতম্। হরেকৌ বিন্দুনেশশ্চ তথাস্তো দীর্ঘয়া সহ॥ ২৯॥ মাত্রয়া রেফসংযুক্তো হকারো বিন্দুনা সহ। সকারঃ সবিসর্গস্তু মন্ত্ররাজোঽয়মুচ্যতে॥ ৩০॥ ততস্তু তর্পয়েন্মন্ত্রান্ সর্ব্বাংস্তাংস্তু করাগ্রজৈঃ। তুলনাদূর্দ্ধতো দেবান্ সব্যেন চ

দন্তধাবন করিলে বাঞ্ছিতার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। পাটিত, সচ্ছিদ্র, ঊর্দ্ধশুষ্ক, বক্র, কিম্বা ত্বক্‌শূন্য দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিতে নাই। বিতস্তিমাত্র দন্তকাষ্ঠই ব্যবহার্য্য, এতদপেক্ষা হ্রস্ব বা দীর্ঘ দন্তকাষ্ঠ অব্যবহার্য্য। মতিমান্ মানব উত্তরমুখে বা পূর্ব্বমুখে সুখাসীন হইয়া বাক্‌সংযম সহকারে চিত্তে যাহা ইচ্ছা কামনা করিয়া, এইমন্ত্রে অভিমন্ত্রণপূর্ব্বক দন্তকাষ্ঠ ভক্ষণ করিবে। মন্ত্র যথা, “বরং দত্ত্বা” ইত্যাদি “নমোঽস্তু তে” পর্য্যন্ত। এইমন্ত্রে তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া দন্তকাষ্ঠ ভক্ষণ করিতে হয়। পরে সেই ভক্ষিত দন্তকাষ্ঠ প্রক্ষালনান্তে শুচিস্থানে নিক্ষেপ করিবে। হে দেবেশি! যদি বিপুল যশঃকামনা থাকে, তবে দন্তকাষ্ঠ দ্বারা জিহ্বামার্জ্জন করিবে না, কিন্তু দন্তকাষ্ঠ ও জিহ্বামার্জ্জনকাষ্ঠ, পৃথক্ পৃথক্ই করিবে। অঙ্গুলিদ্বারা দন্তকাষ্ঠের কার্য্যসাধন, প্রত্যক্ষদৃষ্ট লবণ ভক্ষণ ও মৃত্তিকাভোজন,—এই তিনটী গোমাংসভক্ষণের তুল্য। মুখ পর্য্যুষিত থাকিলে দ্বিজব্যক্তি অশুচি হইয়া থাকেন, এজন্য শুষ্ক বা আর্দ্র যেরূপই হউক, দন্তকাষ্ঠ ভক্ষণ কর্ত্তব্য। যে সকল দিনে দন্তকাষ্ঠ বর্জ্জনীয়, তত্তদ্দিনে দন্তকাষ্ঠবিহিত পত্রচয় দ্বারা কিম্বা সুগন্ধ দ্রব্যান্তর দ্বারা মুখশুদ্ধি করিয়া ষোড়শ গণ্ডূষ জল দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিবে। যে দ্বিজ মুখশুদ্ধি না করিয়া ভাস্কর দেবকে স্পর্শ করে, সে তিন সহস্রবৎসর যাবৎ কুষ্ঠরোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ বসনাদিরও শোধনাবধানান্তে স্নান করিবে। শুচি মনোরম স্থান হইতে “হুঁ ফট্” মন্ত্রে তৃণপাষাণাদিহীন মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক তিনভাগ করিয়া উহার এক ভাগ ফট্‌মন্ত্রে, একভাগ সূর্য্যমন্ত্রে ও অপর ভাগ অঙ্গমন্ত্রে অভিমন্ত্রণান্তে উহার কিয়দংশ স্বগাত্রে লেপন ও অবশিষ্ট অংশ অস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রণ করত দশদিকে নিক্ষেপ করিবে। এরূপ করিলে সেইজল বিঘ্নরহিত হয়। অতঃপর “গঙ্গে চ” ইত্যাদি মন্ত্রে, সূর্য্যমন্ত্রে ও বক্ষ্যমাণ ‘হ্রাঁ হ্রৈঁ সঃ” এই মন্ত্রে এক একবার জলাভিমন্ত্রণান্তে রবিতীর্থে স্নান করিবে। তৎকালে শঙ্খ তূর্য্যাদিধ্বনি করা কর্ত্তব্য। সেই বাদ্যোদ্যমসমকালে দেবদিবাকরকে ধ্যান করত রাজোপচারে স্নান করান কর্ত্তব্য। হে দেবি! স্নানান্তে পুনরাচমন করিয়া “হ্রাঁ হ্রৈঁ সঃ” মন্ত্ররাজ দ্বারা জলাভিমন্ত্রণপূর্ব্বক পুনরায় স্নান করিবে। হ্রাঁ হ্রাঁ সঃ, * ইহাই মন্ত্ররাজ। ১—৩০। অতঃপর “নমঃ” উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের

* মেরুতন্ত্রে “হ্রাঁ হ্রৈঁ, হঁ সঃ” এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়। ত্র্যক্ষর মন্ত্র নাই।

মুনীংস্তথা। পিতৃংশ্চৈবাপসব্যেন হৃদ্বীজেন প্রতর্পয়েৎ ॥ ৩১ ॥ যদ্দীতং প্রবরং লোকে অক্ষরাণাং মনীষিভিঃ। একোনবিংশং মাত্রায়া অক্ষরং তৎপ্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩২ ॥ এবং স্নাত্বা বিধানেন সন্ধ্যাং বন্দেদ্বিধানতঃ। ততো বিদ্বান্ ক্ষিপেৎপশ্চাদ্ভাস্করায়োদকাঞ্জলিম্ ॥ ৩৩ ॥ জপেচ্চ ত্র্যক্ষরং মন্ত্রং ষণ্মুখঞ্চ যদৃচ্ছয়া। মন্ত্ররাজেতি যঃ পূর্ব্বং তবাখ্যাতো ময়া প্রিয়ে ॥ ৩৪ ॥ পশ্চাত্তীর্থেন মন্ত্রাংশ্চ সংহৃত্য হৃদয়ে ন্যসেৎ। মন্ত্রৈরাত্মানমেকত্র কৃত্বা চার্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ ॥ ৩৫ ॥ রক্তচন্দনগন্ধেন শুচিঃস্নাতো মহীতলে। কৃত্বা মণ্ডলকং বৃত্তমেকচিত্তো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩৬ ॥ গৃহীত্বা করবীরাণি তাম্রে সংস্থাপ্য ভাজনে। তিলতণ্ডুলসংযুক্তং কুশগন্ধোদকেন তু ॥ ৩৭ ॥ রক্তচন্দনধূপেন যুক্তমর্ঘ্যোপসাধিতম্। কৃত্বা শিরসি তৎপাত্রং জানুভ্যামবনিং গতঃ ॥ ৩৮ ॥ মূলমন্ত্রেণ সংযুক্তমর্ঘ্যং দদ্যাচ্চ ভানবে। মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈস্তু যো হ্যেবং বিনিবেদয়েৎ ॥ ৩৯ ॥ যদ্যুগাদিসহস্রেণ ব্যতীপাতশতেন চ। অয়নানাং সহস্রেণ যৎফলং জ্যেষ্ঠপুষ্করে। তৎফলং সমবাপ্নোতি সূর্য্যার্ঘ্যনিবেদনে ॥ ৪০ ॥ দীক্ষামন্ত্রবিহীনোঽপি ভক্ত্যা সংবৎসরেণ তু। ফলমর্ঘ্যেণ বৈ দেবি লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥ যঃ পুনর্দীক্ষিতো বিদ্বান্ বিধিনার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ। নাসৌ সম্ভবতে ভূমৌ প্রলয়ং যাতি ভাস্করে ॥ ৪২ ॥ ইহ জন্মনি সৌভাগ্যমায়ুরারোগ্যসম্পদম্। অচিরাল্লভতে দেবি সভার্য্যঃ সুখভাজনম্ ॥ ৪৩ ॥ এবং স্নানবিধিঃ প্রোক্তঃ সৌরঃ সংক্ষেপতস্তব। হিতায় মানবেন্দ্রাণাং সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ ॥৪৪ ॥ অথবা বেদমার্গেণ কুর্য্যাৎ স্নানং দ্বিজোত্তমঃ। যদ্যেবং মন্ত্রবিস্তারে হ্যশক্তো দীক্ষয়া বিনা ॥ ৪৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। অথ পূজাবিধানন্তে কথয়ামি যশস্বিনি। বেদমার্গেণ দিব্যেন ব্রাহ্মণানাং হিতায় বৈ ॥ ৪৬ ॥ এবং সম্ভৃতসম্ভারঃ পুষ্পাদিপ্রগুণীকৃতঃ। তত আবাহয়েদ্ভানুং স্থাপয়েৎ কর্ণিকোপরি ॥ ৪৭ ॥ উপস্থানন্তু বৈ কৃত্বা মন্ত্রেণানেন সুব্রতে। উদুত্যং জাতবেদসমিতি মন্ত্রঃ সম্পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৮ ॥ অগ্নিং দূতেতি মন্ত্রেণ অনেনাবাহ্য

পঞ্চাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা সমস্ত মন্ত্র, দেবতা, মুনি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে। মনীষিগণ অক্ষর নিচয় সম্বন্ধে লোকে যে সমস্ত প্রবর কীর্ত্তন করিয়াছেন, মাত্রা সম্বন্ধেও সেই একোনবিংশ অক্ষরই বিজ্ঞেয়। এইরূপ বিধান মতে স্নানান্তে যথাবিধি সন্ধ্যাবন্দনা করিবে। বিদ্বান্ মানব অতঃপর ভাস্করোদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রক্ষেপ করিবে। তৎপর ত্র্যক্ষর ষণ্মুখ মন্ত্র যথেচ্ছ জপ করিবে। প্রিয়ে! সেই মন্ত্ররাজ আমি তোমার নিকট ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। অতঃপর আবাহিত তীর্থাদির সহিত মন্ত্রনিচয়কেও সংহারক্রমে স্বহৃদয়ে স্থাপন করিবে। পরে মন্ত্রসহ আত্মার ঐক্যবিধানান্তে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। তাহার বিধান যথা।—স্নাত শুচিমানব একাগ্রচিত্তে ভূতলে রক্তচন্দনগন্ধদ্বারা একটী বৃত্তাকার মণ্ডল লিখিয়া তদুপরি তাম্রপাত্র স্থাপনান্তে সেই পাত্রে করবীরপুষ্প, তিল, তণ্ডুল, কুশ, গন্ধ, উদক ও রক্তচন্দন স্থাপন করিবে। এই সময়ে ধূপপ্রদানও কর্ত্তব্য। অনন্তর সেই অর্ঘ্যপাত্র মস্তকে লইয়া জানুদ্বয় দ্বারা ভূতল স্পর্শ করত মূল মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ভাস্কর দেবকে সেই অর্ঘ্য প্রদান করিবে। যে জন এই বিধানে অর্ঘ্য প্রদান করে, সে সর্ব্বপাতক হইতে বিমুক্ত হয়। সহস্র যুগাদ্য, শত ব্যতীপাত, সহস্র অয়নসংক্রান্তি, ও জ্যেষ্ঠপুষ্করে যে ফল, সূর্য্যার্ঘ্যদানে সেই ফলই লব্ধ হয়। হে দেবি! দীক্ষামন্ত্রহীন মানব যদি ভক্তিসহকারে সংবৎসর কাল যাবৎ অর্ঘ্যদান করে, তবে পূর্ব্বোক্ত ফল প্রাপ্ত হয়; ইহাতে সংশয় নাই। পরন্তু দীক্ষিত বিদ্বান্ মানব যদি যথাবিধি অর্ঘ্যদান করে, তবে সে আর কদাচ ভূতলে সম্ভূত হয় না, পরন্তু সেই দিবাকরেই বিলীন হইয়া থাকে। সেই মানব ইহলোকে ভার্য্যার সহিত অচিরকাল মধ্যেই সৌভাগ্যসম্পদ্ভাজন, আরোগ্যসম্পন্ন ও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে। সাধু মানবগণের হিতসাধনার্থ এই আমি তোমার নিকট সৌর স্নানবিধান সংক্ষেপতঃ কীর্ত্তন করিলাম। ইহা সর্ব্বপাপবিনাশক। অথবা দীক্ষাভাব বশতঃ কিম্বা কারণান্তরে শ্রেষ্ঠ দ্বিজাতি যদি এরূপ মন্ত্রবিস্তারযুক্ত স্নানে অসমর্থ হন, তবে বেদবিধানমতেই স্নান করিবেন। ৩১—৪৫। ঈশ্বর কহিলেন,—অয়ি যশস্বিনি! অতঃপর তোমার নিকট ব্রাহ্মণগণের হিতানিমিত্ত দিব্য বেদমার্গানুসারে পূজাবিধান বলিতেছি। অয়ি সুব্রতে! এইরূপ স্নানাদির পর পুষ্পাদি সম্ভার সমাহরণ করিয়া ভানুকে আবাহনান্তে বক্ষ্যমাণমন্ত্রে তদীয় উপস্থানপূর্ব্বক কর্ণিকোপরি স্থাপন করিবে। মন্ত্রযথা—"উদুত্যং" ইত্যাদি। অয়ি ভামিনি! "অগ্নিং দূতং" ইত্যাদি

ভামিনি। আকৃষ্ণেন রজসা মন্ত্রেণানেন বাহর্চ্চয়েৎ॥ ৪৯॥ হংসঃ শুচিষদিতি মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ। অপত্যেত্তেতি মন্ত্রেণ সূর্য্যং দেবি প্রপূজয়েৎ॥ ৫০॥ অট্রশ্রমস্ত চৈত্তেন সূর্য্যং দেবি সমর্চ্চয়েৎ। তরণি-র্বিশ্বদর্শেতি অনেন সততং জপম্॥ ৫১॥ চিত্রং দেবানামুদেতি ভদ্রাং দেবীং সদার্চ্চয়েৎ। বিভূতি-মর্চ্চয়েন্নিত্যং যেনা পাবকচক্ষসা॥ ৫২॥ বিদ্যা-মেধিরজঃপৃথ্বিত্যনেন বিমলাং সদা। অমোঘাং পূজয়েন্নিত্যং মন্ত্রেণানেন সুব্রতে॥ ৫৩॥ সপ্ত বা হরিতোহনেন সিদ্ধিদাং সর্ব্বকর্ম্মসু। বিদ্যুত্তামর্চ্চয়ে দ্দেবীং সপ্ত ত্বা হরিতেন চ॥ ৫৪॥ নবমীং পূজয়ে-দ্দেবীং সততং সর্ব্বতোমুখীম্। মন্ত্রেণানেন বৈ দেবি উদ্বয়ন্তমিতীহ বৈ॥ ৫৫॥ উদ্যন্নদ্যমিত্রমহঃ প্রথমমক্ষরং জপেৎ। দ্বিতীয়ং পূজয়েদ্দেবি শুকেষু মে হরিমেতি বৈ॥ ৫৬॥ উদগাদয়মাদিত্যো হনেনাপি তৃতীয়কম্। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যেতি চতুর্থং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ৫৭॥ মহাহিবো মহায়েতি পঞ্চমং পরিকীর্ত্তিতম্। হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্তত ষষ্ঠং বীজং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৫৮॥ সবিতা পশ্চাতাৎসবিতা সপ্তমং বরবর্ণিনি। এবং বীজানি বিন্যস্য আদিত্যং স্থাপয়েচ্ছুভে॥ ৫৯॥ আদিত্যং স্থাপয়িত্বা তু পশ্চাদঙ্গানি বিন্যসেৎ॥ ৬০॥ আগ্নেয্যাং হৃদয়ং ন্যস্য ঐশান্যাং তু শিরো ন্যসেৎ। নৈঋর্ত্যাং তু শিখাং চৈব কবচং বায়ুগোচরে॥ ৬১॥ অস্ত্রং দিশাসু বিন্যস্য স্ববীজেন তু কর্ণিকাম্। অমোহসি প্রাণিতেনেতি অনেন হৃদয়ং যজেৎ॥ ৬২॥ শিরস্তু পূজয়েদ্দেবি আয়ুষ্যং বর্চ্চসেতি বৈ। গায়ত্র্যা তু শিখাং পূজ্য নৈঋর্ত্যাং তু ব্যবস্থিতাম্॥ ৬৩ জীমূতস্যেব ভবতি প্রত্যেকং কবচং যজেৎ ধন্বনাগা ধন্বনেতি অনেনাস্ত্রং সদার্চ্চয়েৎ॥ ৬৪ নেত্রং তু পূজয়েদ্দেবি অশ্বিনা তেজসেতি চ বাহ্যতঃ পূর্ব্বতঃ সোমং দক্ষিণেন বুধং তথা॥ ৬৫ পশ্চিমেন গুরুং ন্যস্য উত্তরেণ চ ভার্গবম্। আগ্নেয্যাং মঙ্গলং ন্যস্য নৈঋর্ত্যাং তু শনৈশ্চরম্॥ ৬৬ বায়ব্যাং তু ন্যসেদ্রাহুং কেতুমীশানগোচরে আপ্যায়স্বেতি মন্ত্রেণ দেবি সোমং সদার্চ্চয়েৎ॥ ৬৭ উদ্বুধ্যধ্বং মহাদেবি বুধং তত্র সদার্চ্চয়েৎ। বৃহস্পতেতি মন্ত্রেণ পূজয়েৎসততং গুরুম্॥ ৬৮॥ শুক্রঃ শুশুকানিতি চ ভার্গবং দেবি পূজয়েৎ। অগ্নির্মূর্দ্ধেতি মন্ত্রেণ সদা মঙ্গলমর্চ্চয়েৎ॥ ৬৯॥ শমগ্নিরিতিমন্ত্রেণ পূজয়েদ্ভাস্করাত্মজম্। কয়ানশ্চিত্রেতিমন্ত্রেণ দেবি

মন্ত্রে আবাহন করিব। "আকৃষ্ণেন" ইত্যাদি মন্ত্রে ভানুদেবের অর্চ্চনা করিতে হয়। অথবা "হংসঃ শুচিষদ" ইত্যাদি মন্ত্রে তাঁহার পূজা করিবে; কিম্বা "অপত্য" ইত্যাদি মন্ত্রে, "অট্রশ্রমণ্য" ইত্যাদি মন্ত্রে, সূর্য্যদেবকে অর্চ্চনা করিবে। "তরণি বিশ্বদর্শ" ইত্যাদি মন্ত্র সতত জপ করিবে। "চিত্রং দেবানাম্" ইত্যাদি মন্ত্রে ভদ্রাদেবীর সতত পূজা করিবে। হে সুব্রতে! "যেনা পাবক চক্ষসা" ইত্যাদি মন্ত্রে বিভূতিকে, "বিদ্যামেধি রজঃপৃথু" ইত্যাদি মন্ত্রে বিমলাকে, "সপ্ত ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে সর্ব্বকর্ম্ম-সিদ্ধিদায়িনী অমোঘাকে, "সপ্ত ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে বিদ্যুতাকে, "উদয়ন্তম্" ইত্যাদি মন্ত্রে সর্ব্বতোমুখী নবমী দেবীকে, সতত অর্চ্চনা করিবে। তারপর মন্ত্রন্যাস করিবে যথা "উদ্যন্নদ্য" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রথমাক্ষর, "শুকেষু মে" ইত্যাদি মন্ত্রে দ্বিতীয় অক্ষর, "উদগাদয়মাদিত্য" ইত্যাদি মন্ত্রে তৃতীয় অক্ষর, "তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্" ইত্যাদি মন্ত্রে চতুর্থ অক্ষর, "মহাহিবো মহায়" ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চমাক্ষর, "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে" ইত্যাদি মন্ত্রে ষষ্ঠাক্ষর এবং 'সবিতা পশ্চাতাৎ সবিতা" ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তম বীজবর্ণের বিন্যাসপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে। শুভে! এই প্রকারে বীজবিন্যাসান্তে সূর্য্যদেবকে স্থাপিত করিবে। আদিত্য স্থাপনান্তে ষড়ঙ্গ বিন্যাস করিবে।৪৬—৬০। অগ্নিকোণে হৃদয়, ঈশান কোণে শির, নৈঋর্তকোণে শিখা, বায়ুকোণে বস্ত্র, ও দিক্‌সমূহে অস্ত্রবিন্যাসপূর্ব্বক কর্ণিকায় নিজবীজ বিন্যস্ত করিবে। পরে হে দেবি! "অমোহসি প্রাণিতেন" ইত্যাদি মন্ত্রে হৃদয়, "আয়ুষ্যম্" ইত্যাদি মন্ত্রে শিরঃ, গায়ত্রী মন্ত্রে নৈঋর্তকোণস্থ শিখা, "জীমূতস্যেব" ইত্যাদি মন্ত্রে কবচ, "ধন্বনাগা" ইত্যাদি মন্ত্রে অস্ত্র এবং হে দেবি! "অশ্বিনাতেজসা" ইত্যাদি মন্ত্রে নেত্রের অর্চ্চনা করিবে। হে দেবি! তার পর মণ্ডলবহির্ভাগে পূর্ব্বদিকে সোম, দক্ষিণে বুধ, পশ্চিমে বৃহস্পতি, উত্তরে শুক্র, অগ্নিকোণে মঙ্গল, নৈঋর্তে শনৈশ্চর, বায়ুকোণে রাহু এবং ঈশানকোণে কেতুকে বিন্যস্ত করিয়া "আপ্যায়স্ব" ইত্যাদি মন্ত্রে সোমকে, "উদ্বুধ্যধ্বম্" ইত্যাদি মন্ত্রে বুধকে "বৃহস্পতে" ইত্যাদি মন্ত্রে বৃহস্পতিকে, "শুক্র শুশুকান্" ইত্যাদি মন্ত্রে শুক্রকে, "অগ্নির্মূর্দ্ধা" ইত্যাদি মন্ত্রে মঙ্গলকে, "শমগ্নিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে

রাহুং সদাহর্চ্চয়েৎ ॥ ৭০ ॥ কেতুং কৃণ্বেতি কেতুং বৈ সততং পূজয়েদ্বুধঃ। বাহ্যতঃ পূর্ব্বতঃ শক্রং দক্ষিণেন যমং তথা ॥ ৭১ ॥ ঐশান্যামীশ্বরং বিন্দ্যাদাগ্নেয্যামগ্নিরুচ্যতে। নৈঋর্ত্যেতি বিরূপাক্ষং পবনং বায়ুগোচরে ॥ ৭২ ॥ তমুষ্টবাম ইতি বৈ হ্যনেনেন্দ্রমথার্চ্চয়েৎ। উদীরতামবরেতি সদা বৈবস্বতং যজেৎ ॥ ৭৩ ॥ তত্ত্বায়ামীতি মন্ত্রেণ বরুণং দেবি পূজয়েৎ। ইন্দ্রাসোমাবত ইতি মন্ত্রেণ ধনদং যজেৎ ॥ ৭৪ ॥ পাবকং পূজয়েদ্দেবি অগ্নিমীলে পুরোহিতম্। রক্ষোহণং বাজিনেতি বিরূপাক্ষং সদার্চ্চয়েৎ ॥ ৭৫ ॥ বায়বায়াহিমন্ত্রেণ বায়ুং দেবি সদার্চ্চয়েৎ। যথাক্রমমিমান্ দেবি সর্ব্বান্ বৈ পূজয়েদ্বুধঃ ॥ ৭৬ ॥ বাহ্যতঃ পূর্ব্বতো দেবি ইন্দ্রাদীনাং সমন্ততঃ। রক্তবর্ণং মহাতেজং সিতপদ্মোপরি স্থিতম্ ॥ ৭৭ ॥ সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং সর্ব্বাভরণভূষিতম্। দ্বিভুজং চৈকবক্ত্রঞ্চ সৌম্যপঙ্কজধৃক্করম্ ॥ ৭৮ ॥ বর্ত্তুলং তেজবিম্বং তু মধ্যস্থং রক্তবাসসম্। আদিত্যস্য স্থিদং রূপং সর্ব্বলোকেষু পূজিতম্। ধ্যাত্বা সম্পূজয়েন্নিত্যং স্থণ্ডিলং মণ্ডলাশ্রয়ম্ ॥ ৭৯ ॥ দেব্যুবাচ। মণ্ডলস্থঃ সুরশ্রেষ্ঠ বিধিনা যেন ভাস্করঃ। পূজ্যতে মানবৈর্ভক্ত্যা স বিধিঃ কথিতস্ত্বয়া ॥ ৮০ ॥ পূজয়েদ্বিধিনা যেন ভাস্করং পদ্মসম্ভবম্। মূর্ত্তিস্থং সর্ব্বগং দেবং তন্মে কথয় শঙ্কর ॥ ৮১ ॥ ঈশ্বর উবাচ। সাধুসাধু মহাদেবি সাধু পৃষ্টোহস্মি সুব্রতে। শৃণুষ্বৈকমনা দেবি মূর্ত্তিস্থং যেন পূজয়েৎ ॥ ৮২ ॥ ইষেত্বেতি চ মন্ত্রেণ উত্তমাঙ্গং সদার্চ্চয়েৎ। অগ্নিমীলেত মন্ত্রেণ পূজয়েদ্দক্ষিণং করম্ ॥ ৮৩ ॥ অগ্ন আয়াহি মন্ত্রেণ পাদৌ দেবস্য পূজয়েৎ। আজিঘ্রেতি চ মন্ত্রেণ পূজয়েৎপুষ্পমালয়া ॥ ৮৪ ॥ যোগেযোগেতি মন্ত্রেণ মুক্তপুষ্পাঞ্জলিং ক্ষিপেৎ। সমুদ্রাগচ্ছ যৎপ্রোক্তমনেন স্নাপয়েদ্রবিম্ ॥ ৮৫ ॥ ইমং মে গঙ্গেতি যৎপ্রোক্তমনেনাপি চ ভামিনি। সমুদ্রজ্যেতি মন্ত্রেণ ক্ষালয়েদ্বিধিবদ্রবিম্ ॥ ৮৬ ॥ সিনীবালীতি মন্ত্রেণ স্নাপয়েচ্ছঙ্খবারিণা। যজ্ঞং যজ্ঞেতি মন্ত্রেণ কষায়ৈঃ পরিরক্ষয়েৎ ॥ ৮৭ ॥ স্নাপয়েৎ পয়সা দেবি আপ্যায়স্বেতি মন্ত্রতঃ। দধিক্রাবণেতি বৈ দধ্না স্নাপয়েদ্বিধিবদ্রবিম্ ॥ ৮৮ ॥ ইমং মে গঙ্গেতি

শনৈশ্চরকে, "কয়া নশ্চিত্র" ইত্যাদি মন্ত্রে রাহুকে এবং 'কেতুং কৃণ্বন্" ইত্যাদি মন্ত্রে কেতুর অর্চ্চনা করিবে। হে মহাদেবি! ধীমান্ মানবের পক্ষে সতত এই বিধান মতে ইঁহাদের অর্চ্চনা কর্ত্তব্য। ইঁহাদিগের বহির্ভাগে পূর্ব্বদিকে শক্র, দক্ষিণে যম, পশ্চিমে বরুণ, উত্তরে কুবের, ঈশানেকোণে ঈশ্বর, অগ্নিকোণে অগ্নি, নৈঋর্তে বিরূপাক্ষ, এবং বায়ুকোণে পবনকে বিন্যস্ত করিয়া "তমুষ্টবাম" ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রকে, "উদীরতামবর" ইত্যাদি মন্ত্রে যমকে, 'তত্ত্বায়ামি" ইত্যাদি মন্ত্রে বরুণকে, "ইন্দ্রাসোমাবত" ইত্যাদি মন্ত্রে কুবেরকে, "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিকে "রক্ষোহণংবাজিন" ইত্যাদি মন্ত্রে বিরূপাক্ষকে, এবং 'বায়বায়াহি" ইত্যাদি মন্ত্রে বায়ুকে, পূজা করিবে। হে দেবি! ধীমান্ মানব যথাক্রমে এই সকলেরই অর্চ্চনা করিবে। হে দেবি! অতঃপর ইন্দ্রাদির বহির্ভাগে পূর্ব্বদিকে স্থণ্ডিলোপরি একটী মণ্ডলাকার সূর্য্যপ্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে রক্তবর্ণ, মহাতেজস্বী, শ্বেতপদ্মাসীন, সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত, সর্ব্বাভরণভূষিত, দ্বিভুজ, একমুখ, বর্ত্তুলাকার, তেজোবিম্ব, রক্তবসন, ও পদ্মভূষিতকর আদিত্যমূর্ত্তি বিন্যস্ত করিবে। আদিত্যদেবের এইরূপই সর্ব্বলোকে পূজিত। প্রতিদিন এই মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য।৬১—৭৯। দেবী কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! মণ্ডলস্থ ভাস্করকে ভক্তিমান্ মানবগণের যে বিধানে অর্চ্চনা করিতে হয়, আপনি তাহা আমার নিকট কহিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে সেই সর্ব্বগ ভাস্করদেবের পদ্মস্থ মূর্ত্তির যে বিধানে পূজা করিতে হয়, তাহা আমার নিকট বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—অয়ি মহাদেবি! সাধু সাধু; তুমি আমাকে উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, সুব্রতে! মূর্ত্তিস্থ ভাস্করকে যে বিধানে পূজা করিতে হয়, তুমি তাহা একাগ্রমনে শ্রবণ কর। "ইষেত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে ভাস্করের মস্তক, "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণ হস্ত, এবং "অগ্ন আয়াহি" ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যদেবের পদদ্বয়, পূজা করিবে। "আজিঘ্র' ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্পমালা ও "যোগে যোগে' ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। "সমুদ্রাদাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে রবিদেবকে স্নান করাইবে। "ইমং মে গঙ্গে" ইত্যাদি মন্ত্রে ও "সমুদ্রজ্যে" ইত্যাদি মন্ত্রে যথাবিধি রবিদেবকে প্রক্ষালিত করিবে। "সনীবালী" ইত্যাদি মন্ত্রে শঙ্খোদক "যজ্ঞং যজ্ঞ" ইত্যাদি মন্ত্রে কষায়োদক, "আপ্যায়স্ব' ইত্যাদি মন্ত্রে দুগ্ধ, 'দধি ক্রাবণ' ইত্যাদি মন্ত্রে

যৎ প্রোক্তমনেনাপি চ ভামিনি। সমুদ্রজ্যেতি মন্ত্রেণ স্নানমৌষধিভিঃ স্মৃতম্॥ ৮৯॥ উদ্বর্ত্তয়েত্ততো ভানুং দ্বিপদাভির্বরাননে। মানস্তোকেতি মন্ত্রেণ যুগপৎস্নানমাচরেৎ॥ ৯০॥ বিক্ষোররাটমন্ত্রেণ স্নাপয়েদ্গন্ধবারিণা। সৌবর্ণেন তু মন্ত্রেণ অর্ঘং পাদ্যং নিবেদয়েৎ॥ ৯১॥ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে মন্ত্রেণার্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ। বেদোহসীতি চ মন্ত্রেণ উপবীতং প্রদাপয়েৎ॥ ৯২॥ বৃহস্পতেতি মন্ত্রেণ দদ্যাদ্বস্ত্রাণি ভানবে। যেন শ্রিয়ং প্রকুর্বাণঃ পুষ্পমালাং প্রপূজয়েৎ॥ ৯৩॥ ধুরসীতি চ মন্ত্রেণ ধূপং দদ্যাৎ সগুগ্গুলম্। সমিদ্ধোহঞ্জনমন্ত্রেণ অঞ্জনন্তু প্রদাপয়েৎ॥ ৯৪॥ যুঞ্জান ইতি মন্ত্রেণ ভানুং রোচনমালভেৎ। আরাত্রিকঞ্চ বৈ কুর্য্যাদ্দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বৈ পুনঃ॥ ৯৫॥ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সূর্য্যং শিরসি পূজয়েৎ। শন্তবায়েতি মন্ত্রেণ রবের্নেত্রে পরামৃশেৎ॥ ৯৬॥ বিশ্বতশ্চক্ষুরিত্যেবং ভানোর্দ্দেহং সমালভেৎ। শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চেতি সর্ব্বাঙ্গে পূজয়েদ্রবিম্॥ ৯৭॥ ঈশ্বর উবাচ। অথ মেরোর্ম্মহাদেবি অষ্টশৃঙ্গস্য সুব্রতে। পূজাবিধানমন্ত্রাংস্তে কথয়ামি সমাসতঃ॥ ৯৮॥ অষ্টশৃঙ্গং মহাদেবি অনেন বিধিনার্চ্চয়েৎ। প্রথমং পূজয়েন্মধ্যে মন্ত্রেণানেন সুব্রতে॥ ৯৯॥ মহাহিবোমহায়েতি নানাপুষ্পকদম্বকৈঃ। ত্রাতারমিন্দ্রমন্ত্রেণ পূর্ব্বশৃঙ্গং সদার্চ্চয়েৎ॥ ১০০॥ তমুষ্টবামেতি মন্ত্রেণ পূজয়েৎসুরসুন্দরি। অগ্নিমীলে পুরোহিতমাগ্নেয়ং শৃঙ্গমর্চ্চয়েৎ॥ ১০১॥ আগ্নেয্যা চৈব গায়ত্র্যা অথবানেন পূজয়েৎ। যমায় ত্বা মখায় ত্বা দক্ষিণং শৃঙ্গমর্চ্চয়েৎ॥ ১০২॥ উদীরতামবরেত্যথবানেন পূজয়েৎ। আয়ং গৌরিতি মন্ত্রেণ নৈর্ঋত্যং শৃঙ্গমর্চ্চয়েৎ। ১০৩। রক্ষোহণং বাজিনং বা পূজয়েদসুরান্তিকম্। ইন্দ্রাসোমা চ যো মন্ত্রো হ্যথবা তেন পূজয়েৎ। ১০৪॥ অভি ত্বা সুর নোন্বিতি চৈশানং শৃঙ্গমর্চ্চয়েৎ। যেনেদং ভূতমিতি বা অথবানেন পূজয়েৎ॥ ১০৫॥ নমোহস্তু সর্পেভ্য ইতি মেরুপীঠং সদার্চ্চয়েৎ। হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততেতি পুনর্ম্মধ্যে সদার্চ্চয়ে॥১০৬॥ সবিতা পশ্চাতাদিতি বৈ পূজয়েৎপুষ্পমালয়া। ত্রিকালমর্চ্চয়েদ্দেবি প্রদদ্যাদর্ঘ্যমাদরাৎ॥ ১০৭॥ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং পূর্ব্বাহ্নে চৈব পূজ-

দধি, 'ইমং মে গঙ্গে' ইত্যাদি মন্ত্রে ও 'সমুদ্রজ্যে' ইত্যাদি মন্ত্রে সর্ব্বৌষধি মহৌষধি দ্বারা যথাবিধি রবিদেবকে স্নান করাইবে। অয়ি বরাননে ভামিনি! অতঃপর "দ্বিপদা" প্রভৃতি মন্ত্রে উদ্বর্ত্তন করিয়া "মানস্তোক" ইত্যাদি মন্ত্রে যুগপৎ ভাস্করকে স্নান করাইবে।৮০—৯০। 'বিক্ষোররাট' ইত্যাদি মন্ত্রে গন্ধবারি দ্বারা, স্নান করাইবে। "সৌবর্ণ' মন্ত্রে উৎকৃষ্ট পাদ্য, "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে' ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্য, এবং "বেদোহসি' ইত্যাদি মন্ত্রে উপবীত প্রদান করিবে। "বৃহস্পতে পরিদীয়া" ইত্যাদি মন্ত্রে বস্ত্র, "যেন শ্রিয়ং প্রকুর্ব্বাণঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্পমালা, "ধুরসি" ইত্যাদি মন্ত্রে গুগগুলুসমন্বিত ধূপ, "সমিদ্ধোহঞ্জন" ইত্যাদি মন্ত্রে অঞ্জন, এবং "যুঞ্জান" ইত্যাদি মন্ত্রে সেই ভানুদেবকে গোরোচনা প্রদান করিবে। পরে দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্ত্যর্থ আরাত্রিক কার্য্য করিবে। "সহস্রশীর্ষা'' ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যদেবের মস্তক পূজা "শন্তবায়" ইত্যাদি মন্ত্রে নেত্রদ্বয় স্পর্শ, 'বিশ্বতশ্চক্ষু' ইত্যাদি মন্ত্রে দেহালম্ভন এবং "শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রে ভানুদেবের সর্ব্বাঙ্গ পূজা কারবে।৯১—৯৭। ঈশ্বর কহিলেন,—অয়ি সুব্রতে মহাদেবি! অতঃপর আমি তোমাকে মেরুগিরির অষ্ট শৃঙ্গের পূজাবিধান ও মন্ত্র সংক্ষেপে বলিতেছি। হে মহাদেবি। এই বিধান মতেই অষ্ট শৃঙ্গের পূজা করিতে হয়। হে সুব্রতে! প্রথমতঃ অষ্টশৃঙ্গের মধ্যস্থলে বিবিধ পুষ্পসমূহ দ্বারা "মহাহি বো মহায়" ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবে। হে সুরসুন্দরি! পরে "ত্রাতারমিন্দ্রম্" ইত্যাদি মন্ত্রে কিম্বা "তমুষ্টবাম" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বশৃঙ্গের "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি মন্ত্রে কিম্বা আগ্নেয়ী গায়ত্রী দ্বারা আগ্নেয় শৃঙ্গের "যমায় মখায় ত্বা" ইত্যাদি অথবা "উদীরতামবর" ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণ শৃঙ্গের, "আয়ংগৌঃ" ইত্যাদি অথবা "রক্ষোহণং বাজিনম্" ইত্যাদি মন্ত্রে নৈর্ঋত শৃঙ্গের, "ইন্দ্রা সোমা চ" ইত্যাদি অথবা "অভি ত্বা সুর নো" ইত্যাদি মন্ত্রে ঈশানশৃঙ্গের অর্চ্চনা করিবে। তারপর "যেনেদং ভূতম্" ইত্যাদি মন্ত্রে কিম্বা "নমোহস্তু সর্পেভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে মেরুপীঠের অর্চ্চনা করিয়া "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে" ইত্যাদি মন্ত্রে মধ্যভাগের অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর "সবিতা পশ্চাতাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্পমালা দ্বারা পূজা করিবে। হে দেবি! এই বিধান মতে ভানুদেবকে কালত্রয়েই অর্চ্চনা করিতে হয়। যত্নসহকারে তাঁহাকে অর্ঘ্যদান করিবে।

য়েৎ। মেধ্যাহ্নে পূজয়েদ্দেবি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ১০৮॥ হংসঃ শুচিষদিতি বা অপরাহ্নে সদার্চ্চয়েৎ। এবং ভানুং গ্রহৈঃ সার্দ্ধং পূজয়েদ্বরবর্ণিনি॥ ১০৯॥ দেব্যুবাচ। যানি পুষ্পাণি চেষ্টানি সদা ভাস্করপূজনে। কানি চোক্তানি দেবেশ কথয়স্ব প্রসাদতঃ॥ ১১০॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি পুষ্পাধ্যায়মনুক্রমম্। যেন চার্কস্থলে দেবি শীঘ্রং তুষ্যতি পূজিতঃ॥ ১১১॥ মালতী কুসুমৈঃ পূজা ভবেৎসান্নিধ্যকারিকা। মল্লিকায়াশ্চ কুসুমৈর্ভোগবান্ জায়তে নরঃ॥ ১১২॥ সৌভাগ্যং পুণ্ডরীকৈস্ত ভবত্যর্থশ্চ শাশ্বতঃ। কদম্বপুষ্পৈর্দেবেশি পরমৈশ্বর্য্যমশ্নুতে॥ ১১৩॥ ভবত্যক্ষয়মন্নঞ্চ বকুলৈরর্চ্চনে রবেঃ। মন্দারপুষ্পকৈঃ পূজা সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশিনী॥ ৪॥ বিল্বস্য পত্রকুসুমৈর্মহতীং শ্রিয়মশ্নুতে। অর্কস্রজা ভবত্যর্থঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ॥ ১১৫॥ প্রদদ্যাদ্রূপিণীং কন্যাং পূজিতো বকুলস্রজা। কিংশুকৈরর্চ্চিতো দেবি ন পীড়য়তি ভাস্করঃ॥ ১১৬॥ অগস্তিকুসুমৈস্তদ্বদানুকূল্যং প্রযচ্ছতি। করবীরৈস্ত দেবেশি সূর্য্যস্যানুচরো ভবেৎ॥ ১১৭॥ শতপত্রস্রজা দেবি সূর্য্যসালোক্যতাং ব্রজেৎ। বকপুষ্পৈর্মহাদেবি দারিদ্র্যং নৈব জায়তে॥ ১১৮॥ ঋতুকুসুমেন গন্ধেন সমভ্যর্চ্চ্য দিবাকরম্। চতুঃসমুদ্রমর্য্যাদাং স ভুঙ্ক্তে পৃথিবীমিমাম্॥ ১১৯॥ যঃ ’র্য্যায়তনং ভক্ত্যা গৈরিকেণোপলেপয়েৎ। প্রাপ্নুয়ান্মহতীং লক্ষ্মীং রোগৈশ্চাপি প্রমুচ্যতে॥ ১২০॥ অষ্টাদশেহ কুষ্ঠানি যে চান্যে ব্যাধয়ো নৃণাম্। প্রলয়ং যান্তি তে সর্ব্বে মৃদা যত্ন্যপলেপয়েৎ॥ ১২১॥ বিলেপনানাং সর্ব্বেষাং কুঙ্কুমং রক্তচন্দনম্। পুষ্পাণাং করবীরাণি প্রশস্তানি বরাননে॥ ১২২॥ নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্ভাস্বতস্তুষ্টিকারকম্। যাদৃশং কুঙ্কুমং জাতী শতপত্রং তথাগুরুঃ॥ ১২৩॥ কিং তস্য ন ভবেল্লোকে যশ্চৈভিশ্চার্চ্চয়েদ্রবিম্। উপলিপ্যালয়ং যস্তু কুর্য্যান্মণ্ডলকং শুভম্॥ ১২৪॥ একেনাস্য

“মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসুনাম্” ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বাহ্নে, “তবিষ্ণোঃ পরমং পদম্” ইত্যাদি মন্ত্রে মধ্যাহ্নে, এবং “হংসঃ শুচিষদ্”ইত্যাদি মন্ত্রে সায়াহ্নকালে সেই ভানুদেবকে অর্চ্চনা করিবে। অয়ি বরবর্ণিনি! গ্রহগণ সহ ভানুদেবকে এই বিধান মতেই পূজা করিতে হয়। ৯৮—১০৯। দেবী কহিলেন,—হে দেবেশ! ভাস্করের পূজাকার্য্যে যে সমস্ত পুষ্প অভিমত এবং যে সকল পুষ্প বিহিতরূপে উক্ত হইয়াছে, আপনি প্রসন্ন হইয়া তৎসমস্ত এক্ষণে কীর্ত্তন করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনুত্তম পুষ্পাধ্যায় কীর্ত্তন করিতেছি,—যে ক্রমে ভগবান্ ভাস্কর অর্কস্থলে অর্চ্চিত হইলে অবিলম্বে সন্তুষ্ট হন। মালতীকুসুম দ্বারা পূজা করিলে দেবতার সান্নিধ্য লাভ হয়। মল্লিকাকুসুম দ্বারা পূজা করিলে মানব ভোগবান্ হয়। শ্বেত-পদ্ম দ্বারা পূজা করিলে সৌভাগ্য ও প্রভূত অর্থ লাভ হয়। হে দেবেশি! কদম্ব পুষ্প দ্বারা পরম ঐশ্বর্য্য ও বকুল পুষ্প দ্বারা রবির অর্চ্চনা করিলে অক্ষয় অন্ন লাভ হইয়া থাকে। মন্দার পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। বিল্বপত্র ও বিল্বপুষ্প দ্বারা পূজায় মহতী শ্রীলাভ হয়। অর্কপুষ্পের মালা দ্বারা পূজায় সর্ব্ব কামনাসিদ্ধি ও বিশেষতঃ অর্থ লাভ হইয়া থাকে। বকুলমালা দ্বারা পূজা করিলে রবিদেব সুন্দরী কন্যা প্রদান করেন। হে দেবি! পলাশ কুসুম দ্বারা পূজা করিলে ভাস্কর কদাচ তাহাকে রোগ দ্বারা পীড়ন করেন না। অগস্তি পুষ্পদ্বারা পূজা করিলে আনুকূল্য লাভ হয়। হে দেবেশি! করবীর কুসুম দ্বারা পূজায় মানব সূর্য্যের অনুচর হইতে পারে। কমলমালা দ্বারা পূজা করিলে সূর্য্যসালোক্য লাভ হয়। হে মহাদেবি! বকপুষ্পদ্বারা পূজা করিলে কদাচ দারিদ্র্য হয় না। যদি ঋতুজাত সুগন্ধ কুসুম দ্বারা দিবাকরকে পূজা করে, তবে সেই পূজক মানব, চতুঃসমুদ্রবেষ্টিত মহীমণ্ডল ভোগে সমর্থ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক গৈরিক দ্বারা সূর্য্যায়তন বিলেপিত করে, সে মহতী লক্ষ্মী প্রাপ্ত হয়, এবং সর্ব্ববিধ রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। যদি মৃত্তিকা দ্বারা সূর্য্যায়তন বিলেপিত করে, তবে অষ্টাদশবিধ কুষ্ঠ, ও অপরাপর ব্যাধিসমূহ বিদূরিত হইয়া যায়। অয়ি বরাননে! সমস্ত বিলেপনদ্রব্যের মধ্যে কুঙ্কুম ও রক্তচন্দন প্রশস্ত; আর পুষ্পনিচয় মধ্যে করবীর কুসুমই শ্রেষ্ঠ। কুঙ্কুম, জাতী, পদ্ম, ও অগুরু,—এই কয়টীর ন্যায় ভাস্করের প্রীতিসাধক অপর কোন দ্রব্যই নাই। এই কয়টী দ্রব্য দ্বারা যে মানব ভাস্করের অর্চ্চনা করে, জগতে তাহার কোন্ না অভীষ্টসিদ্ধ হয়? গৃহের ভূমিভাগে উপলেপনান্তে পর-পর ক্রমে সাতটী মণ্ডল রচনা করিবে।

ভবেদর্থো দ্বাভ্যামারোগ্যমশ্নুতে। ত্রিভিস্তু সর্ব্ববিদ্যাবাংশ্চতুর্ভির্ভোগবান্ ভবেৎ ॥ ১২৫ ॥ পঞ্চভির্বিপুলং ধান্যং ষড্ভিরায়ুর্বলং যশঃ। সপ্তমণ্ডলতারী স্যান্মণ্ডলাধিপতির্নরঃ ॥ ১২৬ ॥ ঘৃতদীপপ্রদানেন চক্ষুষ্মান্ জায়তে নরঃ। কটুতৈলস্য দীপেন স্বং শত্রুং জয়তে নরঃ ॥ ১২৭ ॥ তৈলদীপপ্রদানেন সূর্য্যলোকে মহীয়তে। মধুকতৈলদীপেন সৌভাগ্যং পরমং লভেৎ ॥ ১২৮ ॥ পুষ্পাণাং প্রবরা জাতী ধূপানাং বিজয়ঃ পরঃ। গন্ধানাং কুঙ্কুমং শ্রেষ্ঠং লেপানাং রক্তচন্দনম্ ॥ ১২৯ ॥ দীপদানে ঘৃতং শ্রেষ্ঠং নৈবেদ্যে মোদকঃ পরম্। এতৈস্তুষ্যতি দেবেশঃ সান্নিধ্যং চাধিগচ্ছতি ॥ ১৩০ ॥ এবং সম্পূজ্য বিধিবৎ কৃত্বা পিতৃপ্রদক্ষিণাম্। প্রণম্য শিরসা দেবং তত্র চার্কস্থলং প্রিয়ে ॥ ১৩১ ॥ সুখাসীনস্ততঃ পশ্চেদ্রবেরভিমুখে স্থিতঃ। একং সিদ্ধার্থকং কৃত্বা হস্তে পানীয়সংযুতম্ ॥ ১৩২ ॥ কামং যথেষ্টং হৃদয়ে কৃত্বার্কস্থলসন্নিধৌ। পিবেৎ সতোয়ং তদ্দেবি হ্যস্পৃষ্টং দশনৈঃ সকৃৎ ॥ ১৩৩ ॥ এবং কৃত্বা নরো দেবি কোটিযাত্রাফলং লভেৎ। ব্রহ্মা বিষ্ণুর্মহাদেবো জ্বলনো ধনদস্তথা ॥ ১৩৪ ॥ ভানুমাশ্রিত্য সর্ব্বে তে মোদন্তে দিবি সুব্রতে। তস্মাদ্ভানুসমং দেবং নাহং পশ্যামি কঞ্চন ॥ ১৩৫ ॥ ইতি কৃত্বা মহাদেবি পুনর্ভানোঃ প্রদক্ষিণম্। কুর্য্যান্মন্ত্রেণ দেবেশি সপ্তকৃত্বো বরাননে ॥ ১৩৬

ইতি ঋক্ প্রথমা পরিকীর্ত্তিতা। এতোবিপ্রং স্তবামেতি দ্বিতীয়া পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৩৭ ॥ ইন্দ্র শুদ্ধো ন আগহি তৃতীয়া পরিকীর্ত্তিতা। ইন্দ্রং শুদ্ধো হি নো রয়িং চতুর্থী পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৩৮ ॥ অস্য বামস্যেতি শুভে পঞ্চমী পরিকীর্ত্তিতা। ত্রিভিষ্টং দেব ইতি বৈ ষষ্ঠী চ পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৩৯ ॥ দশ সামানি বৈ যানি প্রবরাণি মনীষিভিঃ। গীতানি সামগৈর্নিত্যং সপ্তমীং তৈস্তু কারয়েৎ ॥ ১৪০ ॥ তানি তে কথয়াম্যদ্য দশ সামানি সুন্দরি। হুঙ্কারঃ প্রণবোদ্গীথঃ প্রস্তাবশ্চ চতুষ্টয়ম্ ॥ ১৪১ ॥ পঞ্চমং প্রহরো যত্র ষষ্ঠমারণ্যকং তথা। নিধনং সপ্তমং সাম্নাং সপ্তসিদ্ধিমিতি স্মৃতম্ ॥ ১৪২ ॥ পঞ্চবিধ্যমিতি প্রোক্তং হ্রীঙ্কারপ্রণবেন তু। অষ্টমঞ্চ তথা

পরে তাহাতে সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিয়া প্রণাম সহকারে সেই সমস্ত মণ্ডল অতিক্রম করিবে। একটী মণ্ডলাতিক্রমে মানব ধনবান্, দুইটী মণ্ডলাতিক্রমে রোগহীন, তিনটী মণ্ডলাতিক্রমে সর্ব্ব বিদ্যাবান, চারিটী মণ্ডলাতিক্রমে ভোগবান্, পঞ্চ মণ্ডলাতিক্রমে বিপুল ধান্যবান্, ছয়টী মণ্ডলাতিক্রমে আয়ুষ্মান্, বলবান্ ও যশস্বী এবং সাতটী মণ্ডলাতিক্রমে মানব মণ্ডলাধিপতি হইয়া থাকে। ঘৃত প্রদীপ দান করিলে মানব চক্ষুষ্মান্ হয়। কটু তৈলের দীপদানে নর শত্রুজয়ে সমর্থ হয়। তিলতৈল দীপদানে মনুষ্য সূর্য্যলোকে সসম্মানে বাস করিতে পারে। মধুকতৈল দ্বারা দীপদানে পরম সৌভাগ্য লাভ হয়।১১০—১২৮। পুষ্পের মধ্যে জাতীপুষ্প, ধূপের মধ্যে বিজয় ধূপ, গন্ধ দ্রব্যের মধ্যে কুঙ্কুম, লেপ দ্রব্যের মধ্যে রক্তচন্দন, দীপমধ্যে ঘৃতদীপ, এবং নৈবেদ্য মধ্যে মোদকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সমস্ত বস্তু প্রদান করিলে দেবতার প্রীতি হয় বলিয়া দেবতা সন্নিহিত হইয়া থাকেন। প্রিয়ে! এই বিধানমতে ভাস্কর দেবকে পূজাপূর্ব্বক মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া পিতৃগণের প্রদক্ষিণ করিবে। অতঃপর সেই অর্কস্থল ক্ষেত্রেই রবিদেবের অভিমুখে সুখাসীন হইয়া হস্তে একটু জল লইয়া তাহাতে একটী শ্বেতসর্ষপ নিক্ষেপান্তে অন্তরে যথেচ্ছ কামনা করিয়া দশন স্পর্শ না হয়, এমন ভাবে তাহা একবারেই পান করিবে। হে দেবি! নর এরূপ করিলে কোটিযাত্রার ফল প্রাপ্ত হয়। অয়ি সুব্রতে! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, অগ্নি, ধনপতি প্রভৃতি সকলেই ভানুকে আশ্রয় করিয়াই সুরলোকে বিহার করিয়া থাকেন। সেই জন্য আমি ভানুসম অপর কোন দেবতা দেখিতে পাই না। হে মহাদেবি! এইরূপ করিয়া পুনরায় ভানুকে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠসহকারে সাতবার প্রদক্ষিণ করিবে। "তমুষ্টবাম" ইত্যাদি মন্ত্র প্রথম, "এতোবিপ্রং স্তবাম" ইত্যাদি দ্বিতীয়, "ইন্দ্র শুদ্ধো ন আগহি" ইত্যাদি তৃতীয়, 'ইন্দ্রং শুদ্ধো হি নো রয়িম্" ইত্যাদি চতুর্থ, হে শুভে! "অস্য বামস্য" ইত্যাদি পঞ্চম, "ত্রিভিষ্টং দেব" ইত্যাদি ষষ্ঠ, এবং মনীষি-সামগগণ নিয়ত যে দশটী প্রধান সাম মন্ত্রের ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই দশটী মন্ত্রই সপ্তম প্রদক্ষিণে পঠনীয়। হে সুন্দরি! এক্ষণে আমি তোমাকে সেই দশটী সামগীতি বলিতেছি। হুঙ্কার প্রথম, ওঙ্কার দ্বিতীয়, উদ্গীতা তৃতীয়, প্রস্তাব চতুর্থ, প্রহর পঞ্চম, আরণ্যক ষষ্ঠ, এবং নিধন নামক সাম মন্ত্রই সপ্তম। এই সপ্ত মন্ত্রই সপ্তবিধ সিদ্ধিপ্রদায়ক। হ্রীঙ্কার প্রণবযুক্ত "পঞ্চবিধ্য" ইত্যাদি সাধ্য নামক সাম অষ্টম, বাম-

সাধ্যাৎ নবমং বামদেবকম্ ॥ ১৪৩ ॥ জ্যেষ্ঠন্তু দশমং
সাম বেধসে প্রিয়মুত্তমম্। এতেষাং দেবি সাম্নং
বৈ জাপ্যং কার্য্যং বিধানতঃ ॥ ১৪৪ ॥ জ্যেষ্ঠসাম
পরং চৈব দ্বিতীয়ং গদতঃ শৃণু। ন চ শ্রাব্যং
দ্বিতীয়ন্তু জপ্তব্যং মুক্তিমিচ্ছতা ॥ ১৪৫ ॥ তজ্জাপ্যং
পরমং প্রোক্তং স্বয়ং দেবেন ভানুনা। জাপ্যস্থ
বিনিয়োগোহস্ত লক্ষণঞ্চ নিবোধ মে। স্তোভসারং
শাসলীনমোকারাদি স্মৃতং বুধৈঃ ॥ ১৪৬ ॥ উর্ব্বানুশ্চ
তথা ধর্ম্মং ধর্ম্মঃ সত্যং হ্যুতং তথা। ধর্ম্মং যে
ধর্ম্মবদ্ধর্ম্মে ধর্ম্মে বৈ নিধনং গতাঃ ॥ ১৪৭ ॥ যদে-
ভিশ্চ যজেচ্ছন্দৈরুচিতং সামগৈর্দ্বিজৈঃ। জাপ্যং
চৈতৎপরং প্রোক্তং স্বয়ং দেবেন ভানুনা ॥ ১৪৮
এতদ্বৈ জপ্যমানস্ত পুনরাবর্ত্ততে ন তু। সর্ব্বরোগ-
বিনির্ম্মুক্তো মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ১৪৯ ॥ আজ্য-
দোহাদ্যদোহেতি জ্যেষ্ঠসাম্নোহপি লক্ষণম্ ॥ ১৫০ ॥
ইতি সম্পূজ্য দেবেশং ততঃ কুর্য্যাৎ পরাং স্তুতিম্।
ঋগ্‌ভির্বৈ পঞ্চভিশ্চৈব শৃণুষ্বৈকমনাস্ত তাঃ ॥ ১৫১ ॥
উদ্ধাণং পৃশ্নিমিতি বৈ প্রথমা পরিকীর্ত্তিতা। চত্বারি
বাক্‌পরীতি বৈ দ্বিতীয়া পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৫২
ইন্দ্রং মিত্রং তৃতীয়া তু ঋক্ চৈব পরিকীর্ত্তিতা।
কৃষ্ণং নিয়ানং হি তথা চতুর্থী পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৫৩ ॥
দ্বাদশপ্রথম ইতি পঞ্চমী পরিকীর্ত্তিতা। যো রত্ন-
বাহীত্যনয়া কিরীটং যোজয়েদ্রবেঃ ॥ ১৫৪ ॥
গতেহনামিত্যনয়া অব্যঙ্গং ভাস্করং ন্যসেৎ। অনেন
বিধিনা দেবি পূজয়েদ্বিধিবদ্রবিম্ ॥ ১৫৫ ॥ ইত্যেষ
তে ময়া খ্যাতঃ প্রতিমাপূজনে বিধিঃ ॥ ১৫৬ ॥
অনেন বিধিনা যস্তু সততং পূজয়েদ্রবিম্। স
প্রাপ্নোত্যধিকান্ কামানিহ লোকে পরত্র চ ॥ ১৫৭ ॥
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্। কন্যার্থী
লভতে কন্যাং বিদ্যার্থী বেদবিদ্ভবেৎ ॥ ১৫৮ ॥
নিষ্কামঃ পূজয়েদ্‌যস্তু স মোক্ষং যাতি বৈ ধ্রুবম্।
অস্য ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যাদর্কসূর্য্যপ্রভাবতঃ ॥ ১৫৯ ॥
অন্যত্র ব্রাহ্মণানাঞ্চ কোটিনা যৎফলং লভেৎ।
অর্কস্থলে তথৈকেন ভোজিতেন তু তৎফলম্ ॥
১৬০ ॥ স্নানং দানং জপো হোমঃ সূর্য্যপর্ব্বণি যৎ
কৃতম্। তৎসর্ব্বং কোটিগুণিতং সূর্য্যকোটিপ্রভা-
বতঃ ॥ ১৬১ ॥ মাঘমাসে নরো যস্তু সপ্তম্যাং রবি-
বাসরে। কৃষ্ণপক্ষে মহাদেবি জাগরং শ্রদ্ধয়াচরেৎ।
অর্কস্থলসমীপে তু স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৬২ ॥
গোশতস্য প্রদত্তস্য কুরুক্ষেত্রে চ যৎফলম্। তৎ

দেব্য নবম, আর বিধাতার অতীব প্রিয় জ্যেষ্ঠ সাম মন্ত্রই দশম। হে দেবি! এই সমস্ত সাম মন্ত্র যথাবিধানে জপ করিবে। অপর আরও একটী জ্যেষ্ঠ সামমন্ত্র আছে; সেই দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ সাম মন্ত্র বলিতেছি। তুমি শ্রবণ কর। এই দ্বিতীয় সাম মন্ত্র শ্রবণ করা অকর্ত্তব্য; পরন্তু মুক্তিকামনায় ইহার পাঠ করা কর্ত্তব্য। স্বয়ং ভানুদেব বলিয়াছেন যে, ইহাপেক্ষা অপর কোনও উত্তম জাপ্য মন্ত্র নাই। এই জাপ্য মন্ত্রের বিনিয়োগ ও লক্ষণ আমি বলিতেছি, তুমি অবধানসহকারে আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর। মন্ত্র যথা—"স্তোভসার" ইত্যাদি "নিধনং গতাঃ" পর্য্যন্ত। সামগ দ্বিজগণোচ্চারিত এই সমস্ত শব্দে সূর্য্য দেবের যজন করিবে। এই মন্ত্রের জপ করিলে তাহার আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। সে সর্ব্বরোগরহিত এবং ব্রহ্মহত্যা হইতেও বিমুক্ত হইয়া থাকে "আজ্যদোহাদ্যাদোহ" ইত্যাদি মন্ত্রই জ্যেষ্ঠ সাম মন্ত্র। দেবেশ সূর্য্যকে এই বিধানে পূজা করিয়া পরে পরমোত্তম পঞ্চ ঋক্ দ্বারা স্তব করিবে। সেই সমস্ত ঋক্ তুমি একাগ্রমনে শ্রবণ কর। "উদ্ধাণং পৃশ্নিম্" ইত্যাদি মন্ত্র প্রথম "চত্বারি বাক্ পরিমিতা" ইত্যাদি দ্বিতীয়, "ইন্দ্রং মিত্রম্" ইত্যাদি তৃতীয়, "কৃষ্ণং নিয়নাম্" ইত্যাদি চতুর্থ, এবং "দ্বাদশ প্রথম" ইত্যাদি পঞ্চম, বলিয়া জানিবে। পরে "যো রত্নবাহী" ইত্যাদি মন্ত্রে ভাস্কর দেবের কিরীটযোজনা, এবং "গতে-হনাম্"ইত্যাদি মন্ত্রে সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বাঙ্গন্যাস করিবে। হে দেবি! এই বিধি অনুসারেই রবিদেবের অর্চ্চনা করিতে হয়। আমি এই যে প্রতিমাপূজা-বিধান কহিলাম, যে মানব এই বিধানমতে সতত আদিত্যদেবের অর্চ্চনা করে, সে ইহ-পরলোকে অখিল কাম প্রাপ্ত হয়। পুত্রার্থী ব্যক্তি পুত্র ধনার্থী ধন, কন্যার্থী কন্যা, এবং বিদ্যার্থী বিদ্যালাভ করে। যে ব্যক্তি নিষ্কাম হইয়া পূজা করে, সেও এই ক্ষেত্রের ও অর্কদেবের প্রভাবে নিশ্চয়ই মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। স্থানান্তরে কোটি ব্রাহ্মণভোজনে যে ফল, অর্কস্থানে একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে সেই ফল লাভ হয়।১২৯—১৬০ স্নান, দান, জপ, হোম, এই অর্কস্থলে সূর্য্য গ্রহণকালে যাহা কিছু করা যায়, তৎসমস্ত কোটি গুণিত হইয়া থাকে। হে মহাদেবি! যে নর অর্ক-স্থানে দেব সমীপে মাঘ মাসে কৃষ্ণপক্ষে সপ্তমী তিথিতে রবিবারে শ্রদ্ধা সহকারে রাত্রি জাগরণ

ফলং সমবাপ্নোতি হত্রার্কস্থলদর্শনাৎ ॥ ১৬৩ ॥ অর্কস্থলঃ পূজনীয়স্তত্র স্থানে নিবাসিভিঃ। জপাপুষ্পৈরর্কপুষ্পৈ রোগিভিস্ত বিশেষতঃ ॥ ১৬৪ ॥ ন চ পত্রোর্ণকুসুমৈর্ন চৈবোন্মত্তসম্ভবৈঃ। ন চাম্রাতকজৈঃ পুষ্পৈরর্চ্চনীয়ো দিবাকরঃ ॥ ১৬৫ ॥ আম্রাতকস্য কুসুমং নির্ম্মাল্যমিব দৃশ্যতে। অপ্রত্যগ্রং বহির্গন্ধাত্তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৬৬ ॥ নাবিজ্ঞাতং প্রদাতব্যং ন ম্লানং ন চ দূষিতম্। ন চ পর্য্যুষিতং মাল্যং দাতব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥ ১৬৭ ॥ দেবমূদ্দোচয়েদ্‌যস্তু তৎক্ষণাৎ পুষ্পলোভতঃ। পুষ্পাণি চ সুগন্ধানি ভোজকেনেতরাণি চ ॥ ১৬৮ ॥ ব্রহ্মহত্যামবাপ্নোতি ভোজকো লোভমোহিতঃ। মহারৌরবমাসাদ্য পচ্যতে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ১৬৯ হন্ত তে কীর্ত্তয়িষ্যামি ধূপদানবিধিং পরম্। প্রদানাদ্দেবদেবস্য যেন ধূপেন যৎফলম্ ॥ ১৭০ ॥ সদার্চ্চনে চ ধূপেন সামীপ্যং কুরুতে রবিঃ। প্রদদ্যাৎ সকলং কামং যদ্যদিচ্ছন্তি মানবঃ ॥ ১৭১ ॥ তথৈবাগুরুধূপেন নিধিং দদ্যাদভীপ্সিতম্। আরোগ্যার্থী ধনার্থী চ নিত্যদা গুগ্‌গুলং দহেৎ ॥ ১৭২ ॥ পিণ্ডাতধূপদানেন সদা তুষ্যতি ভানুমান্। আরোগ্যং চ স্বয়ং দদ্যাৎ সৌখ্যঞ্চ পরমং ভবেৎ ॥ ১৭৩ ॥ শ্রীবাসকস্য ধূপেন বাণিজ্যং সকলং লভেৎ। রসং সর্জ্জরসং চৈব দহতোঽর্থাগমো ভবেৎ ॥ ১৭৪ ॥ দেবদারুঞ্চ দহতো ভবত্যন্নমথাক্ষয়ম্। বিলেপনং কুঙ্কুমেন সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১৭৫ ॥ ইহ লোকে সুখী ভূত্বা অক্ষয়ং স্বর্গমাপ্নুয়াৎ। চন্দনস্য প্রলেপেন শ্রিয়মায়ুশ্চ বিন্দতি ॥ ১৭৬ ॥ রক্তচন্দনলেপেন সর্ব্বং দদ্যাদ্দিবাকরঃ। অপি রোগশতৈর্গ্রস্তঃ ক্ষেমমারোগ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭৭ ॥ গতিগন্ধঞ্চ সৌভাগ্যং পরমং বিন্দতে নরঃ। কস্তূরিকামর্দ্দনকৈরৈশ্বর্য্যমতুলং লভেৎ ॥ ১৭৮ ॥ কর্পূরসংযুতৈর্গন্ধৈঃ স্যাধিপাধিপতির্ভবেৎ। চতুঃসমেন গন্ধেন সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭৯ ॥ এতত্তে কথিতং দেবি সূর্য্যমাহাত্ম্যমুত্তমম্। সবিস্তরং ময়া খ্যাতং কিমন্যৎ পরিপৃচ্ছসি ॥ ১৮০ ॥ দেব্যুবাচ। যদ্যোবং ভগবান্ সূর্য্যঃ সর্ব্বতেজস্বিনাং বরঃ। স কথং প্রস্থতে

করে, সে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। কুরুক্ষেত্রে শত গোদান করিলে যে ফল, সেই ক্ষেত্রে অর্কস্থল দেবকে দর্শন করিলেও সেই ফল পাওয়া যায়। তৎক্ষেত্রবাসী জনগণের পক্ষে সেই অর্কস্থল দেবের অর্চ্চনা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ রোগিগণের পক্ষে জবাপুষ্প ও অর্কপুষ্প দ্বারা তদর্চ্চনা বিধেয়। পত্রোর্ণকুসুম, ধুস্তূর পুষ্প ও আম্রাতক পুষ্প দ্বারা দিবাকরের পূজা অকর্ত্তব্য। আম্রাতক পুষ্প সাধারণতঃ নির্ম্মাল্যবৎ লক্ষিত হয়, অনভিনব পুষ্প পূজায় নিষিদ্ধ বলিয়া উহাও বর্জ্জনীয়। অবিজ্ঞাত, মলিন, দূষিত পুষ্প এবং পর্য্যুষিত মাল্যও মঙ্গলকামী ব্যক্তির পূজাকার্য্যে ব্যবহার্য্য নহে। পূজক কিম্বা অপর কোন ব্যক্তি যদি দেবতাকে সুগন্ধি পুষ্প নিবেদনান্তে তৎক্ষণাৎ লোভবশে তাহা আবার গ্রহণ করে, তবে সেই সমস্ত পুষ্প গন্ধহীন হয়, আর সেই লোভাক্রান্ত ব্যক্তিও ব্রহ্মহত্যাপাপগ্রস্ত হইয়া মহারৌরব নরকে পতিত হইয়া দীর্ঘ কাল যাবৎ পচ্যমান হয়। অয়ি দেবি! এক্ষণে তোমার নিকট যে ধূপ দানে যে ফল হয়, তৎসমস্তসহ উত্তম ধূপদানবিধি কীর্ত্তন করিতেছি। ধূপ দ্বারা সতত অর্চ্চনা করিলে রবিদেব পূজকের সমীপস্থ হইয়া থাকেন এবং সেই মানব যাহা যাহা কামনা করে, তৎসমস্তই প্রদান করেন। অগুরুধূপ প্রদানে সূর্য্যদেব পূজককে বাঞ্ছিত নিধি প্রদান করেন। আরোগ্যার্থী ও ধনার্থী ব্যক্তি নিয়ত গুগ্‌গুলু ধূপ দান করিবে। পিণ্ডাত ধূপ দানে ভানুদেব সতত সন্তুষ্ট হন; তজ্জন্য পূজক আরোগ্য ও পরম সৌখ্য প্রাপ্ত হয়। শ্রীবাস ধূপ দানে সর্ব্ববিধ বাণিজ্যোন্নতি, এবং রস ও সর্জ্জরস দাহ করিয়া ধূপ দিলে সতত অর্থাগম হইয়া থাকে। ধূপার্থে দেবদারু দাহ করিলে অক্ষয় অন্ন লাভ হয়। কুঙ্কুম বিলেপন সর্ব্ব কামফলদায়ক। ইহা প্রদানে ইহ লোকে সুখী হইয়া অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। চন্দনপ্রলেপদানে আয়ু এবং শ্রীলাভ হইয়া থাকে। রক্তচন্দনের আলেপন দানে দিবাকর সর্ব্ব কামনা দান করেন। দাতা মানব শত শত রোগে আক্রান্ত হইলেও ক্ষেম ও আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। কস্তূরীর বিলেপন দানে মানব সৌভাগ্যভাজন ও সুগন্ধকায় হয়। এবং অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করে। কর্পূরযুক্ত চন্দনদানে সার্ব্বভৌম রাজা হইয়া থাকে চতুঃসম গন্ধদানে সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট বিখ্যাত সূর্য্যমাহাত্ম্য সবিস্তরে বর্ণন করিলাম। তোমার আর কি জিজ্ঞাস্য আছে?—১৮০। দেবী কহিলেন,—হে দেব! আপনার বাক্য যদি সত্যই

দেব সৈংহিকেয়েন রাহুণা। ১৮১। ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। কারণং গ্রহণস্যাপি ভ্রান্তের্বিচ্ছেদকারকম্‌। ১৮২। রাহুরাদিত্যবিম্বস্যাধস্তাত্তিষ্ঠতি ভামিনি। অমৃতার্থী বিমানস্থো যাবৎ সংস্রবতেঽমৃতম্। ১৮৩। বিম্বে নান্তরিতো দেবি আদিত্যগ্রহণং হি তৎ। ন কশ্চিদ্‌গ্রসিতুং শক্ত আদিত্যো দহতি ধ্রুবম্॥ ১৮৪। ব্রহ্মাদয়স্তমর্চ্চন্তি স আদিঃ সর্ব্বনাকিনাম্। আদিত্যদেহজাঃ সর্ব্বে তথান্যে দেবদানবাঃ।১৮৫॥ আদিকর্ত্তা স্বয়ং যস্মাদাদিত্যস্তেন চোচ্যতে। প্রভাসে সংস্থিতো দেবঃ সর্ব্বপাতকনাশনঃ॥ ১৮৬। ভুক্তিমুক্তিপ্রদো দেবো ব্যাধিদুষ্কৃতনাশকৃৎ। তত্র সিদ্ধাঃ পুরা দেবি লোকপালা মহর্ষয়ঃ। ১৮৭। সিদ্ধা বিদ্যাধরা যক্ষা গন্ধর্ব্বা মুনয়স্তথা। ধনদোঽপি তথা ভীষ্মো যযাতির্গালবস্তথা। ১৮৮। সাম্বশ্চৈব তথা দেবি পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ। ইদং রহস্যং দেবেশি সূর্য্যমাহাত্ম্যমুত্তমম্। ১৮৯। ন দেয়ং দুষ্টবুদ্ধীনাং পাপিনাঞ্চ বিশেষতঃ। ন নাস্তিকেঽশ্রদ্দধানে ন ক্রূরে বা কথঞ্চন। ১৯০॥ ইমাং কথামসূয়াযুক্তে তথা নাসূয়কে শিবে। ইদং পুত্রায় শিষ্যায় ধার্ম্মিকে ন্যায়বর্ত্তিনে॥ ১৯১॥ কথনীয়ং মহাব্রহ্ম সূর্য্যভক্তায় সুব্রতে। অর্কস্থলস্য দেবস্য মাহাত্ম্যমিদমুত্তমম্। ১৯২। যঃ শ্রাদ্ধে শ্রাবয়েদ্দেবি ব্রাহ্মণান্ সংশিতব্রতান্। তস্যানন্তং ভবেদ্দেবি যদ্দানং পুরুষস্য বৈ॥ ১৯৩। যত্রেদং কীর্ত্ত্যতে পুণ্যং সম্পদস্তত্র বৈ সদা। যাতুধানা ন হিংসন্তি তচ্ছ্রাদ্ধং ভয়বিহ্বলাঃ। ১৯৪। পঙ্‌ক্তিপাবনতাং যান্তি যেঽপি বৈ পঙ্‌ক্তিদূষকাঃ। সুতবান্ ধর্ম্মবাংশ্চ স্যাৎ সর্ব্বকামমনোরমঃ। ১৯৫। প্রবাসিভির্বন্ধুবর্গৈঃ সংযুজ্যেত সদা নরঃ। নষ্টৈঃ সংযুজ্যতে চার্থৈরপরৈশ্চাপি চিন্তিতৈঃ। ১৯৬॥ রক্ষ্যতে যোগিনীভিশ্চ প্রিয়ৈশ্চ ন বিযুজ্যতে। উপস্পৃশ্য শুচির্ভূত্বা শৃণুয়াদ্ ব্রাহ্মণঃ সদা। সর্ব্বান্ কামাংশ্চ লভতে নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ১৯৭। বৈশ্যঃ সমৃদ্ধিমতুলাং ক্ষত্রিয়ঃ পৃথিবীপতিঃ। বণিজশ্চাপি বাণিজ্যমখণ্ডং শতসংখ্যয়া। লভেয়ুঃ কীর্ত্তনাদস্যাঃ সূর্য্যোৎপত্তের্বরাননে। ১৯৮। শূদ্রাশ্চৈবাভিলসিতান্ কামান্

হয়,—সূর্য্যদেব যদি সর্ব্বতেজস্বীদিগের প্রধানই হন, তবে, সিংহিকা-নন্দন রাহু তাঁহাকে গ্রাস করে কিরূপে? ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! সর্ব্বপাপনাশনভ্রান্তি নিবারণ, গ্রহণকারণ তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। অয়ি ভামিনি! রাহু, ক্ষরিত অমৃতপানার্থী হইয়া রথারোহণে রবিমণ্ডলের অধোভাগে অবস্থান করে। হে দেবি! সেই রাহু দ্বারা সূর্য্য-বিম্ব আবৃত হইলে তাহাকেই গ্রহণ বলা যায়; নচেৎ আদিত্যকে প্রকৃতপক্ষে গ্রাস করিতে কেহই সক্ষম হয় না, গ্রাসোদ্যত ব্যক্তিকে আদিত্য নিশ্চয়ই দগ্ধ করিয়া ফেলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণও সেই আদিত্যকে অর্চ্চনা করেন; তিনিই সমস্ত সুরগণের আদি। দেব-দানবাদি সকলেই সেই আদিত্যদেহ হইতে সমুৎপন্ন। তিনি স্বয়ং এই জগতের আদিকর্ত্তা বলিয়া আদিত্য-নামে উক্ত হন। সেই সর্ব্বপাতকনাশক দেব প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন। তিনি ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ ও ব্যাধি-দুষ্কৃত-নাশক। হে দেবি! পুরাকালে লোকপাল, মহর্ষি, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, মুনিগণ, এবং ধনপতি, ভীষ্ম, যযাতি, গালব, ও সাম্ব,—ইহাঁরা ঐস্থানে পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অয়ি দেবেশি! এই গোপনীয় উত্তম সূর্য্যমাহাত্ম্য দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিকে, বিশেষতঃ পাপীকে উপদেশ করিতে নাই। শিবে! নাস্তিক, শ্রদ্ধাহীন, কিম্বা ক্রূর, অথবা অসূয়াপরবশ জনকে ইহা কদাচ বলিবে না। পরন্তু ধার্ম্মিক, ন্যায়বর্ত্তী, সুব্রত, সূর্য্যভক্ত, পুত্র কিম্বা শিষ্যকে এই মহান্ ব্রহ্মস্বরূপ অর্কস্থল দেবের উত্তম মাহাত্ম্য উপদেশ করিবে। হে দেবি! যে মানব শ্রাদ্ধকালে সংশিতব্রত বিপ্রগণকে ইহা শ্রবণ করায়, সেই পুরুষের প্রদত্ত শ্রাদ্ধাদি অনন্ত-ফলদায়ক হইয়া থাকে। ১৯১—১৯৩। এই পুণ্যাখ্যান যেখানে কীর্ত্তিত হয়, সেখানে সর্ব্বদা সম্পদ্‌বৃদ্ধি হয়; শ্রাদ্ধকালে পাঠ করিলে রাক্ষসগণ ভয়বিহ্বল হয়; সে শ্রাদ্ধের হিংসা করে না। পুংক্তিদূষক কেহ থাকিলেও সে পংক্তিপাবন হইয়া যায়; এবং পুত্রবান্ ধর্ম্মবান্ ও সর্ব্বকামসম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রবাসী বন্ধুবর্গসহ সেই মানবের নিয়ত সংযোগ ঘটে। সেই মানব নষ্টদ্রব্য লাভ করে, এবং অপরাপর বাঞ্ছিতও প্রাপ্ত হয়। যোগিনীগণ তাহাকে রক্ষা করে; তাহার প্রিয়বিয়োগ ঘটে না। ব্রাহ্মণ, যদি আচমনপূর্ব্বক শুচি হইয়া সদা এই আখ্যান শ্রবণ করে, তবে তাহার সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে। ইহাতে কোন বিচার করা অকর্ত্তব্য। অয়ি বরাননে! এই সূর্য্যোৎপত্তি বৃত্তান্ত কীর্ত্তন

প্রাপ্স্যন্তি ভাবিনি। অপমৃত্যুভয়ং ঘোরং মৃত্যুতোঽপি মহাভয়ম্ ॥ ১৯৯ ॥ নশ্যতে নাত্র সন্দেহো রাজদ্বারকৃতঞ্চ যৎ। সর্ব্বং কামসমৃদ্ধাত্মা সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥ ২০০ ॥ ইত্যেতৎ কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং সূর্য্যদৈবতম্। অর্কস্থলপ্রসঙ্গেন কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২০১ ॥ স্থানং শাশ্বতমোজসাং গতিরপাং দীপো দিশামক্ষয়ং, সিদ্ধের্দ্বারমপায়ভেদি জগতাং সাধারণং লোচনম্। হৈমং পুষ্করমন্তরিক্ষসরসো দীপ্তং দিবঃ কুণ্ডলং, কালোন্মানবিভাবনাক্ষতলয়ং বিম্বং রবেঃ পাতু বঃ ॥ ২০২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যেঽর্কস্থলমাহাত্ম্যার্কস্থলপূজাবিধানাদিবর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ইতি প্রোক্তা তদা দেবী শঙ্করেণ যশস্বিনী। পুনঃ পপ্রচ্ছ বিপ্রেন্দ্রাঃ ক্ষেত্রমাহাত্ম্যবিস্তরম্ ॥ ১ ॥ দেব্যুবাচ। অদ্য মে সফলং জন্ম সফলঞ্চ তপঃ প্রভো। দেবত্বমদ্য মে জাতং ত্বৎপ্রসাদেন শঙ্কর ॥ ২ ॥ অদ্যাহং কৃতকল্যাণী কৃতা ত্বয়া। অদ্য মে ভূষিতৌ কর্ণৌ ক্ষেত্রমাহাত্ম্যভূষণৌ ॥ ৩ ॥ অদ্য মে তেজসঃ পিণ্ডো জাতো জ্ঞানং হৃদি স্থিতম্। অদ্য মে কুলশীলঞ্চ অদ্য মে রূপলক্ষণম্ ॥ ৪ ॥ অদ্য মে কান্তিরুচ্ছিন্না তীর্থভ্রমণসম্ভবা। প্রভাসে নিশ্চলং জাতং মনো মে মানিনাং বর ॥ ৫ ॥ আরাধিতো ময়া পূর্ব্বং তুষ্টো মেঽদ্য সুরেশ্বরঃ। বহ্নিনা বেষ্টিতা সাঽহমেকপাদেন সংস্থিতা ॥ ৬ ॥ তত্তপঃ সফলং ত্বদ্য জাতং মে ভক্তবৎসল। প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যমদ্য মে প্রকটীকৃতম্ ॥ ৭ ॥ পুনঃ পৃচ্ছামি দেবেশ যাথাতথ্যং বদ প্রভো ॥ ৮ ॥ অদ্যাপি সংশয়ো নাথ তীর্থমাহাত্ম্যসম্ভবঃ। অন্যৎ কৌতূহলং দেব কথয়স্ব মহেশ্বর ॥ ৯ ॥ অয়ং যো বর্ত্ততে দেব চন্দ্রস্তে শিরসি স্থিতঃ। কস্মায়ং কথমুৎপন্নঃ কস্মিন্

করিলে ক্ষত্রিয় ভূপতিত্ব, বৈশ্য অতুল সমৃদ্ধি ও বণিক্‌ব্যক্তি শতগুণ পূর্ণ বাণিজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অয়ি ভামিনি! আর শূদ্রগণ অভিলষিত কামনা লাভ করে। ঘোর অপমৃত্যুভয়, সুমহান মৃত্যুভয় কিম্বা রাজদ্বারঘটিত ভয়ও বিনষ্ট হয়; এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। ইহার ফলে মানব সর্ব্বকামসমৃদ্ধ হইয়া সূর্য্যলোকে সসম্মানে বাস করিতে পারে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট অর্কস্থল কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে সূর্য্যদেবের মাহাত্ম্য কহিলাম; অপর কোন্ বিষয় শুনিতে চাও? যাহা শাশ্বত তেজের আধার, জলের গতি, দিঙ্মণ্ডলের অক্ষয় দীপ, সিদ্ধির দ্বার, জগতের সাধারণ লোচন, আকাশ-সরসীর হৈম পঙ্কজ, ও দ্যুলোকের দীপ্ত কুণ্ডল স্বরূপ, কাল-পরিমাণবিষয়ে নির্ব্বাধ উপায়স্বরূপ সেই রবিবিম্ব আপনাদিগকে রক্ষা করুন। ১৯৪—২০২।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্রগণ! শঙ্করের এইরূপ বচনাবলী শ্রবণান্তে যশস্বিনী দেবী পুনরায় সবিস্তরে ক্ষেত্রমাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী কহিলেন,—প্রভো! অদ্য আমার জন্ম সফল, তপস্যাও সফল। হে শঙ্কর! আপনার প্রসাদে অদ্য আমার দেবত্ব-লাভ হইল। অদ্য আমার কল্যাণ-সাধন করা হইয়াছে, আপনি অদ্য আমাকে জ্ঞানদৃষ্টিশালিনী করিয়াছেন। ক্ষেত্রমাহাত্ম্যরূপ ভূষণ দ্বারা অদ্য আমার শ্রবণযুগল ভূষিত হইল। অদ্য আমার হৃদয়ে তেজঃপিণ্ডবৎ জ্ঞান জন্মিয়া আছে। অদ্যই আমার কুল-শীল রূপ-লক্ষণ সফল হইল। তীর্থভ্রমণ-বিষয়িণী ভ্রান্তি অদ্য আমার উচ্ছিন্ন হইল! হে মানিবর! আমার মন অদ্য প্রভাসক্ষেত্রেই নিশ্চল হইয়াছে! হে ভক্তবৎসল! আমি যে পূর্ব্বে বহ্নিবেষ্টিতা ও একপাদে অবস্থিতা হইয়া আরাধনা করিয়াছিলাম, সেই তপস্যা অদ্য আমার সফল হইয়াছে!—সুরেশ্বর অদ্য আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।—যেহেতু অদ্য আমার নিকট প্রভাসক্ষেত্র-মাহাত্ম্য প্রকটীকৃত করিলেন। হে দেবেশ! আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি; হে প্রভো! আপনি যথাতথ তত্ত্ব বলুন। হে নাথ! অদ্যাপি আমার তীর্থমাহাত্ম্যসম্ভূত সংশয় রহিয়াছে! হে মহেশ্বর! আমার আর একটী কৌতূহল আছে, হে দেব! আপনি তাহার উত্তর প্রদান করুন। হে দেব! আপনার মস্তকে এই যে চন্দ্র আছে, এ কখন

কালে বদ প্রভো ॥ ১০ ॥ ঈশ্বর উবাচ ॥ অস্মিন্ কালে মহাদেবি বারাহ ইতি বিশ্রুতে। পরার্দ্ধে তু দ্বিতীয়েঽস্মিন্ বর্ত্তমানে তু বেধসঃ ॥ ১১ ॥ দ্বিতীয়মাসস্যাদৌ তু প্রতিপদ্যা প্রকীর্ত্তিতা। বারাহেণোদ্ধৃতা তস্মাৎ তথা চাদৌ ধরা প্রিয়ে। তেন বারাহকল্পেতি নাম জাতং ধরাতলে ॥ ১২ ॥ তস্মিন্ কল্পে মহাদেবি গতে সন্ধ্যাংশকে প্রিয়ে। প্রথমস্য মনোশ্চাদৌ দেবি স্বায়ম্ভুবস্য হি ॥১৩॥ ক্ষীরোদে মথ্যমানে তু দৈবতৈর্দানবৈরপি। রত্নানি জজ্ঞিরে তত্র চতুর্দ্দশমিতানি বৈ ॥ ১৪ ॥ তেষাং মধ্যে মহাতেজাশ্চন্দ্রমাস্তত্রসম্ভবঃ। সোঽয়ং ময়া ধৃতো দেবি অদ্যাপি শিরসি প্রিয়ে ॥ ১৫ ॥ বিষে পীতে মহাদেবি প্রভাসস্থস্য মে সদা। ভূষণং মুক্তয়ে দেবৈর্মম চন্দ্রঃ কৃতঃ পুরা ॥ ১৬ ॥ শশিনা ভূষিতো যস্মাত্তেনাহং শশিভূষণঃ। তত্র স্থানে স্থিতোঽদ্যাপি স্বয়ম্ভুর্লিঙ্গমূর্ত্তিমান্ ॥ ১৭ ॥ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতা চ কল্পস্থায়ী সদা প্রিয়ে। ইত্যেতৎ কথিতং দেবি কিমন্যৎপরিপৃচ্ছসি ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শিবাশিরোভূষণচন্দ্রোৎপত্তিবৃত্তান্তবর্ণনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

কিরূপে কাহার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিল? প্রভো! ইহা আমাকে বলুন।১—১০। ঈশ্বর কহিলেন,—অয়ি মহাদেবি! এক্ষণে যে বারাহ নামক কল্পের কথা শুনিতে পাও, সেই বারাহ কল্পে ব্রহ্মার দ্বিতীয় পরার্দ্ধ কালে দ্বিতীয় মাসের আদি ভাগে প্রতিপৎ তিথিতে বরাহদেব এই ধরণীর উদ্ধারসাধন করেন। প্রিয়ে! সেই জন্যই ধরাতলে উক্ত কল্প বারাহ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। প্রিয়ে মহাদেবি! সেই বারাহ কল্পের সন্ধ্যাংশ অতীত হইলে প্রথম স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারকালে, দেব-দানবগণ ক্ষীরসাগরমন্থনে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে তখন চতুর্দ্দশ রত্ন জন্মে। সেই রত্ন সকলের মধ্যে মহাতেজা চন্দ্রই তত্রজাত বলিয়া শ্রেষ্ঠ; সেই জন্য আমি অদ্যাপি তাহাকে মস্তকে ধারণ করিতেছি। হে মহাদেবি! আমি যখন সাগরসম্ভূত বিষ পান করিয়া প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন আমার বিষক্লেশবিনাশার্থ দেবগণ সেই চন্দ্র রত্ন আমায় দান করেন; আমি তাহা ভূষণরূপে ধারণ করিতেছি। শশী দ্বারা ভূষিত বলিয়া আমি শশিভূষণ নামে খ্যাত হইয়াছি। প্রিয়ে! আমি সেই স্থানে অদ্যাপি স্বয়ম্ভূলিঙ্গরূপে অবস্থিত হইয়া সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকি; সেই লিঙ্গ কল্পকালস্থায়ী। দেবি! এই আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর করিলাম; তোমার অপর কি জিজ্ঞাস্য আছে? ১১—১৮।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

দেব্যুবাচ। যদ্যেবং সকলশ্চন্দ্রঃ কথং ন বিধৃতস্ত্বয়া। অস্তভাবে কলানাং তৎকারণং কথয় প্রভো ॥ ১ ॥ ঈশ্বর উবাচ। অমা ষোড়শভেদেন দেবি প্রোক্তা মহাকলা। সংস্থিতা পরমা মায়া দেহিনাং দেহধারিণী ॥ ২ ॥ অমাদিপৌর্ণমাস্যন্তা যা এব শশিনঃ কলাঃ। তিথয়স্তাঃ সমাখ্যাতাঃ ষোড়শৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩ ॥ অমা সূক্ষ্মা পরাশক্তিঃ সা ত্বং দেবি প্রকীর্ত্তিতা। প্রলয়োৎপত্তি যোগেন স্থিতাঃ কালপ্রমোদিতাঃ ॥৪॥ ষোড়শৈব স্বরা যে তু আদ্যাঃ সৃষ্ট্যন্তকাঃ প্রিয়ে। কালস্যাবয়বাস্তে চ বিজ্ঞেয়াঃ কালবেদিভিঃ ॥ ৫ ॥ ক্রুটির্লবো নিমেষশ্চ কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্তকম্। রাত্র্যহঃ পক্ষমাসাশ্চ অয়নং বৎসরং যুগম্ ॥ ৬ ॥ মন্বন্তরং তথা কল্পং মহাকল্পং চ ষোড়শ। কলা বিসর্জ্জনী যা তু জীবমাশ্রিত্য বর্ত্ততে ॥ ৭ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

দেবী কহিলেন,—প্রভো! যদি ইহাই হয়, তবে আপনি সমগ্র কলাযুক্ত চন্দ্রকে ধারণ করেন না কি জন্য? চন্দ্রের কলানাশের কারণ কি?—তাহা বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অমা প্রভৃতি ষোড়শটী মহা কলা আছে। পরমা মায়াই সেই কলারূপে দেহিগণের দেহধারণ-বিধান করেন। অমাদি পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত যে সকল চন্দ্রকলা আছে, সেই ষোড়শ চন্দ্রকলাই তিথি বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। অমাই সূক্ষ্মা পরা শক্তি; তুমিই সেই অমা বলিয়া কীর্ত্তিতা। প্রিয়ে! প্রলয়ের পর উৎপত্তিকালে কালক্রমে সর্ব্বাগ্রে যে ষোড়শ স্বর উৎপন্ন হয়, উহারাই সৃষ্টিপ্রলয়ের কারণ। উহারা কালের অবয়ব; কালবেদিগণের ইহা বিজ্ঞেয়। ক্রুটি, লব, নিমেষ, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, রাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসর, যুগ, মন্বন্তর, কল্প, ও মহাকল্প,—কালের এই ষোড়শ ভেদ। তন্মধ্যে বিসর্জ্জনীনাম্নী কলা

সা সৃজত্যখিলং বিশ্বং বিষুবদ্বয়সংযুতম্। তথা সংবরণী যা তু বিশ্বং সংহরতে প্রিয়ে ॥ ৮ ॥ নেত্রপাতাচ্চতুর্ভাগস্ত্রুটিকালো নিগদ্যতে। তস্মাচ্চ দ্বিগুণং বিদ্ধি নিমিষং তন্মহেশ্বরি ॥ ৯ ॥ নিমিষৈস্ত্রিংশদ্ভিঃ কাষ্ঠা তাভির্বিংশতিভিঃ কলা। বিংশতিকলো মুহূর্ত্তঃ স্যাদ্দিনং পঞ্চদশৈস্তু তৈঃ ॥ ১০ ॥ দিনমানা নিশা জ্ঞেয়া অহোরাত্রং দ্বয়ান্তবেৎ। তৈঃ পঞ্চদশভিঃ পক্ষো দ্বিপক্ষো মাস উচ্যতে ॥ ১১ ॥ মাসৈঃ ষড়্ভিরয়নং ষড়্ভির্ব্বর্ষং স্যাদয়নদ্বয়ে। চত্বারিংশচ্চ লক্ষাণি লক্ষাণাং ত্রিতয়ং পুনঃ। বিংশতিশ্চ সহস্রাণি জ্ঞেয়ং সৌরং চতুর্যুগম্। চতুর্যুগৈকসপ্তত্যা মন্বন্তরমুদাহৃতম্ ॥ ১৩ ॥ ঐন্দ্রমেতত্তবেদায়ুঃ সমাসাত্তং চ কীর্ত্তিতম্। চতুর্দ্দশৈন্দ্রৈঃ প্রলীনৈঃ কল্পং ব্রহ্মদিনং ভবেৎ ॥১৪॥ রাত্রিশ্চ তাবতী চৈব চতুর্যুগসহস্রিকা। অনেন দিনমানেন শতাব্দং জীবতি প্রিয়ে ॥ ১৫ ॥ মমৈব নিমিষার্দ্ধেন সহস্রাণি চতুর্দ্দশ। বিনশ্যন্তি ততো বিষ্ণোরসংখ্যাতাঃ পিতামহাঃ ॥ ১৬ ॥ এবং ক্রমেণ দেবেশি সমুৎপন্নমিদং জগৎ। শশিসূর্য্যবিভাগেন চিত্ররূপমনন্তকম্ ॥ ১৭॥ কলা দেবি যদাদ্যন্তমনাদিমজমব্যয়ম্। তদন্বিতঃ শশী তস্যামধোমুখমবস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥ এবং ক্ষয়োদয়ং জ্ঞেয়ং চন্দ্রার্কাভ্যামবস্থিতম্। সৃষ্টিক্রমং ময়া প্রোক্তং সংহারমধুনা শৃণু ॥ ১৯ ॥ মহকল্পং হৃতং কল্পৈঃ কল্পং মন্বন্তরৈর্হৃতম্। মাসং পক্ষহৃতং কৃত্বা তং চাহোরাত্রিভাজিতম্ ॥ ২০ ॥ অহোরাত্রং মুহূর্ত্তেন মুহূর্ত্তং তু কলাহৃতম্। কলাং কাষ্ঠাহৃতাং কৃত্বা কাষ্ঠাং নিমিষভাজিতাম্ ॥ ২১ ॥ নিমিষং চ লবৈর্হৃত্বা লবং ক্রটিবিভাজিতম্। তদতীতং প্রশান্তং চ নির্ব্বিকারমলক্ষণম্ ॥২২॥ তস্য চেয়ং পরা মায়া কলা শিরসি ধারিতা। সা শক্তির্দ্দেবদেবস্য বিশ্বাকারা পরা প্রিয়ে। মোহয়িত্বা তু সন্তানং সংসারয়তি পার্ব্বতি ॥ ২৩ ॥ এবমেতজ্জগদ্দেবি উৎপত্তিস্থিতিলক্ষণম্। যত্রৈবোৎপদ্যতে কৃৎস্নং পুনস্তত্রৈব লীয়তে ॥ ২৪ ॥ সেয়ং মায়াময়ী শক্তিঃ শুদ্ধাশুদ্ধস্বরূপিণী। চন্দ্ররূপা স্থিতা সা তু তব দেবি প্রকাশয়ে ॥ ২৫ ॥ দেব্যুবাচ। পঞ্চাগ্নিনোপসন্তপ্তা বর্ষকোটীরনেকধা।

দেহিগণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, সেই বিসর্জ্জনী কলাই বিষুবদ্বয়সহ অখিল বিশ্ব সৃজন করে। প্রিয়ে! ঐরূপ সংবরণীনাম্নী কলা বিশ্বের সংহারসাধন করে। নেত্রনিমীলনকালের চারি ভাগের একভাগ কাল ক্রটি বলিয়া কথিত হয়। হে মহেশ্বরি! তাহার দ্বিগুণ কালের নাম নিমেষ বলিয়া অবগত হও। ত্রিংশৎ নিমেষে কাষ্ঠা, এবং বিংশতি কাষ্ঠায় কলা হয়। বিংশতি কলায় মুহূর্ত্ত, পঞ্চদশ মুহূর্ত্তে দিন, এবং নিশার পরিমাণ দিনের সমান জানিবে। সম্মিলিত দিন ও নিশা অহোরাত্র পদবাচ্য। পঞ্চদশ অহোরাত্রে পক্ষ, দুই পক্ষে মাস, ছয় মাসে অয়ন, এবং দুই অয়নে বৎসর হয়। সৌর চতুর্যুগের পরিমাণ ত্রিচত্বারিংশৎ লক্ষ বিংশতি সহস্র বৎসর বলিয়া বিজ্ঞেয়। একসপ্ততি চতুর্যুগে মন্বন্তর হয়। ইহাই ইন্দ্রের আয়ু। ইহা তোমাকে সংক্ষেপে কহিলাম। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের বিলয়ে ব্রহ্মার কল্প নামক দিন হয়। রাত্রির পরিমাণও ঐরূপ,—চতুর্যুগসহস্র সমকাল। প্রিয়ে! ব্রহ্মা এই দিন মানের শত বৎসর জীবিত থাকেন। মদীয় নিমিষার্দ্ধ কালে উক্ত চতুর্দ্দশ সহস্রযুগ অতীত হয়। ঐ সময় মধ্যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বিনষ্ট হইয়া থাকেন হে দেবেশি! এই ক্রমে চন্দ্র সূর্য্যের বিভাগানুশুদ্ধাশুদ্ধস্বরূপিণী। ইনিই চন্দ্ররূপে বিরাজমানা। তোমাকে ইহা প্রকাশ করিয়া বলিলাম। ১—২৫। দেবী কহিলেন—হে জগৎপতে দেব! আমি যে, সারে এই বিচিত্রাকার অনন্ত জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে। অনাদি, অনন্ত, অজ, অব্যয় যে কলা সেই কলাসমন্বিত চন্দ্র উক্ত সময়ে অধোমুখে অবস্থান করেন। জগতের এইরূপ ক্ষয়োদয় চন্দ্র-সূর্য্য দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই আমি তোমাকে সৃষ্টিক্রম কহিলাম, এক্ষণে সংহারক্রম শ্রবণ কর। মহাকল্পকে কল্প দ্বারা, কল্পকে মন্বন্তর দ্বারা ও মাসকে পক্ষ দ্বারা, হরণপূর্ব্বক পক্ষকে অহোরাত্রদ্বারা বিভাগ করিবে। অহোরাত্রকে মুহূর্ত্ত দ্বারা, মুহূর্ত্তকে কলা দ্বারা ও কলাকে কাষ্ঠা দ্বারা হরণপূর্ব্বক কাষ্ঠাকে নিমিষ দ্বারা বিভাগ করিবে। পরে নিমিষকে লব দ্বারা হরণ করিয়া লবকে ক্রটি দ্বারা বিভাগ করিবে। ইহাতে যে সূক্ষ্ম অঙ্ক লব্ধ হইবে, নির্ব্বিকার নির্লক্ষণ শান্ত ব্রহ্ম তাহারও অতীত। মদীয় শিরোধৃতা এই কলা, তাঁহারই মায়া। প্রিয়ে পার্ব্বতি! দেবদেবের সেই শক্তিই এই বিশ্বাকারে পরিণত হইয়াছেন, এবং তিনিই স্বীয় সন্তানগণকে মোহিত করিয়া সংসারে সমাসক্ত করিয়া থাকেন। হে দেবি! এই জগৎ এইরূপ উৎপত্তি-স্থিতি সংহার লক্ষণযুক্ত। এই সমস্ত যেখানেই উৎপন্ন হয়, সেইখানেই লীন হয়। এই মায়াময়ী শক্তি

তত্তপঃ সকলং জাতং মেহদ্য দেব জগৎপতে। ২৬। সৃষ্টিযোগো ময়া জ্ঞাতঃ সংহারশ্চ মহেশ্বর। চন্দ্রোৎপত্তিস্বরূপং চ কলামানং তথৈব চ। ২৭। মম দেবেশ সন্দেহো হৃদি সংস্থিতঃ। কৌতূহলং পরং দেব কথয়স্ব মহেশ্বর। ২৮। অমৃতাদেব সম্ভূতঃ সর্ব্বাহ্লাদকরঃ শশী। প্রিয়শ্চ তব দেবেশ বল্লভশ্চন্দ্রমাস্তথা। ২৯। চন্দ্রে চ চদি ইত্যেষ হ্লাদনে ধাতুরিষ্যতে। শুক্লত্বে চাপতত্ত্বে চ ময়া ত্বেষ বিভাব্যতে। ৩০। সর্ব্বৌষধীনামধিপঃ পিতৃণাং প্রীণনং পরম্। ত্বদাশ্রয়শ্চ ত্বদ্ভক্তস্তৎসেবাতৎপরঃ শশী। ৩১। তথাপি সকলঙ্কোহয়ং কৌতুকং কুরুতে মম। দেবী ব্রহ্মাণ্ডসঙ্ঘট্টমালামণ্ডিতশেখরঃ। ৩২। শীর্ষে তব নিবিষ্টস্য কষ্টং চন্দ্রস্য চেদ্যদি। তর্হি নাথ ন শোচ্যা বৈ সংসারে দুঃখভাগিনঃ। ৩৩। ন চাস্তি ত্রিষু লোকেষু ন চৈতৎসম্ভবিষ্যতি। যন্ন শক্তো ভবান্ কর্ত্তুং দুঃখস্যাস্য চ সঙ্ক্ষয়ম্। ৩৪। সর্ব্বেষাং বর্ত্ততে শঙ্কা যথা মম মহেশ্বর। উৎপন্নং কারণং কিং তদ্যেন সোমস্য লাঞ্ছনম্। ৩৫। কিমেতৎকারণং দেব কথয়স্ব মহেশ্বর। অমৃতে সম্ভবো যস্য কথং তস্যাপি লাঞ্ছনম্। ৩৫। প্রিয়শ্চ তব দেবেশ লাঞ্ছনং চাপি তিষ্ঠতি। কৌতূহলং পরং দেব তত্ত্বং মে বক্তুমর্হসি। ৩৭। এবমুক্তঃ স পার্ব্বত্যা দেবদেবো মহেশ্বরঃ। উবাচ পরমপ্রীতঃ প্রেম্ণা শৈলসুতাং প্রভুঃ। ৩৮। ঈশ্বর উবাচ। কিং তে দেবি মহাশঙ্কাদ্যোৎপন্না বরবর্ণিনি। মমোপরি ন কর্ত্তব্যা নিরুদ্বিগ্না তব প্রিয়ে। পিতুস্তব প্রভাবেণ লাঞ্ছনং শশিনোঽভবৎ। ৩৯। ভাবিত্বাৎকর্ম্মণো দেবি দক্ষস্যাজ্ঞাব্যতিক্রমাৎ। সমং বর্ত্তস্ব ভার্য্যাভিরুক্ত্যুক্তঃ শশলাঞ্ছনঃ। ৪০। তদ্বাক্যমন্যথা চক্রে ততঃ শপ্তঃ শশী প্রিয়ে। ইদং পৃষ্টন্তু যদ্দেবি ত্বয়া লাঞ্ছনকারণম্। ৪১। কল্পেকল্পে পৃথগ্‌ভাবং কারণৈরস্তি ভামিনি। অসঙ্খ্যাতঞ্চ তদ্বক্তুং শক্যং নৈব ময়া প্রিয়ে। ৪২। অসঙ্খ্যেয়াশ্চন্দ্রমসঃ সম্ভবন্তি পুনঃপুনঃ। বিনশ্যন্তি চ দেবেশি সর্ব্বমন্বন্তরান্তরম্।

কোটিবর্ষ যাবৎ পঞ্চাগ্নিসন্তপ্তা হইয়া তপস্যা করিয়াছিলাম, অদ্য আমার সেই তপস্যা সফল হইল। হে মহেশ্বর! সৃষ্টিযোগ ও সংহার যোগ আমি বিজ্ঞাত হইয়াছি। সর্ব্বাহ্লাদ-কর শশধর অমৃত হইতেই সম্ভূত হইয়াছেন,—হে দেবেশ! সেই চন্দ্রমা তোমার অতীব প্রিয়পাত্রও বটেন। চদি ধাতু আহ্লাদ-জনক অর্থযুক্ত, তাহা হইতেই চন্দ্র শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেই জন্য আমি ইহাকে শুক্লত্বগুণযুক্ত ও জলতত্ত্বরূপে বিভাবনা করিতেছি। আর ইনি সর্ব্বৌষধির অধিপতি ও পিতৃগণের পরম প্রীতিসাধক! বিশেষতঃ ইনি আপনার ভক্ত, সেবাতৎপর এবং আশ্রয়েও বাস করিতেছেন; তথাপি ইনি কলঙ্কী রহিয়াছেন; ইহাতে আমার বড়ই কৌতুক বোধ হইতেছে। হে দেব! সুসংহত ও ঘনবিন্যস্ত কোটিকোটি-ব্রহ্মাণ্ড-মালায় আপনার শেখরদেশ মণ্ডিত। চন্দ্র আপনার মস্তকে অবস্থান করেন; এতাদৃশ চন্দ্রেরও যদি কষ্ট হয়, হে নাথ! তবে ক্লেশনিমগ্ন জনগণের জন্য শোক কিসের? আপনি ইহার দুঃখনাশনে সমর্থ; যেহেতু জগতে এমন কিছু নাই কিম্বা হইতে পারে না, যাহা আপনি করিতে না পারেন। হে মহেশ্বর! সোমের যে কলঙ্ক উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার কারণ কি?—এবিষয়ে আমার ন্যায় সকলেরই সন্দেহ আছে। হে মহেশ্বর! সেই কারণটী কি?—তাহা আমাকে বলুন। অমৃতে যাহার জন্ম, তাহার আবার কলঙ্ক হইল কেমন করিয়া? হে দেব! সেই চন্দ্র আপনার প্রিয়, অথচ তাহার কলঙ্কও রহিয়াছে! ইহা একটী পরম কৌতুক! আপনি ইহার প্রকৃত তত্ত্ব যথাযথ বলুন। প্রভু দেবদেব মহেশ্বর, পার্ব্বতীর এই কথা শুনিয়া প্রেমবশে পরম প্রীতচিত্তে শৈলসুতাকে কহিতে লাগিলেন। ২৬—৩৮। ঈশ্বর কহিলেন,—অয়ি বরবর্ণিনি দেবি! অদ্য তোমার এরূপ মহা আশঙ্কা জন্মিল কেন? প্রিয়ে! আমার প্রতি কোন আশঙ্কা করিও না, নিরুদ্বিগ্না হও। তোমার পিতার প্রভাবেই শশধরের এই কলঙ্ক জন্মিয়াছে। হে দেবি! ভাবিকর্ম্মবশে চন্দ্র দক্ষের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহা ঘটিয়াছে। দক্ষ শশাঙ্ককে ভার্য্যাগণের প্রতি সমব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু শশী সে বাক্য প্রতিপালন করেন নাই; সেইজন্য অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। হে দেবি! তুমি যে চন্দ্রের কলঙ্কের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা এই কহিলাম। পরন্তু কল্পেকল্পে পৃথক্ পৃথক্‌কলঙ্কের পৃথক্ পৃথক্ কারণ জানিও। প্রিয়ে! উহার সংখ্যা করা যায় না; সুতরাং বলাও যায় না। অসংখ্য চন্দ্র পুনঃ পুন জন্মিয়া মরণাপন্ন হয়। হে

৪৩। অসঙ্খ্যাতাশ্চ কল্পাখ্যা অসঙ্খ্যাতাঃ পিতামহাঃ। হরয়শ্চাপ্যসঙ্খ্যাতা এক এব মহেশ্বরঃ। ৪৪। কোটিকোট্যযুতান্যত্র ব্রহ্মাণ্ডানি মম প্রিয়ে। জলবুদ্বুদবদ্দেবি সঞ্জাতানি তু লীলয়া। ৪৫। তত্রতত্র চতুর্ব্বক্ত্রা ব্রহ্মাণো হরয়ো ভবাঃ। সৃষ্টাঃ প্রধানেন তদা লব্ধা শম্ভোস্ত. সন্নিধিঃ। ৪৬। লয়ং চৈব তথান্যোন্যমাদ্যন্তং প্রকরোতি চ। সর্গসংহারসংস্থানাং কর্ত্তা দেবো মহেশ্বরঃ। ৪৭। সর্গে চ রজসা যুক্তঃ সত্ত্বস্থঃ পরিপালনে। প্রতিসর্গে তমোযুক্তঃ সোহহং দেবি ত্রিধা স্থিতঃ। ৪৮। তস্মান্মাহেশ্বরো ব্রহ্মা ব্রহ্মণোহধিপতিঃ শিবঃ। সদাশিবো ভবোবিষ্ণুর্ব্রহ্মা সর্ব্বাত্মকো হৃতঃ। ৪৯। স এব ভগবান্ রুদ্রো বিষ্ণুর্বিশ্বজগৎপ্রভুঃ। অস্মিন্নণ্ডে স্থিমে লোকা অন্তর্বিশ্বমিদং জগৎ। ৫০। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহা দেবি ব্রহ্মাণ্ডেহস্মিন্ মনস্বিনি। সংখ্যাতু নৈব শক্যন্তে যে ভবিষ্যন্তি যে গতাঃ। ৫১। অস্মিন্ বারাহকল্পে তু বর্ত্তমানে মনস্বিনি। ষড়তীতা মহাদেবি রোহিণীপতয়ঃ পুরা। ৫২। সপ্তমো-

দেবেশি! সর্ব্ব মন্বন্তরেই পৃথক্ পৃথক্ চন্দ্র জন্মে। আর কল্পও অসংখ্য, ব্রহ্মাও অসংখ্য এবং হরিও অসংখ্য; পরন্তু মহেশ্বরই একমাত্র। প্রিয়ে! মদীয় লীলাক্রমে প্রকৃতি হইতে বারিবুদ্বুদবৎ কোটি কোটি অযুত অযুত ব্রহ্মাণ্ড জন্মিয়াছে; সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডে চতুরানন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রও সৃষ্ট হইয়াছেন। ইঁহারা পরস্পর আদ্যন্তক্রমে লয় প্রাপ্ত হইয়া শম্ভুসান্নিধ্য লাভ করেন। দেব মহেশ্বরই সৃষ্টি-স্থিতিলয়ের কর্ত্তা। হে দেবি! আমিই সেই মহেশ্বর; আমি সৃষ্টিকার্য্যে রজোগুণযুক্ত, পালন কার্য্যে সত্ত্বগুণযুক্ত ও সংহার কার্য্যে তমোগুণযুক্ত,—এই ত্রিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করি। এই জন্যই ব্রহ্মা মহেশ্বর হইতে উৎপন্ন, এবং শিব ব্রহ্মার অধিপতি হইলেও, এক সদাশিবকেই সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রাদিরূপে নির্দ্দেশ করা যায়। ফলতঃ ব্রহ্মাকেই সর্ব্বাত্মক বলা যাইতে পারে, ব্রহ্মাই ভগবান্ রুদ্র ও সর্ব্ব জগৎপাতা, বিষ্ণু। অয়ি মনস্বিনি! এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যেই এই পরিদৃশ্যমান সচরাচর সমগ্র জগৎ বিরাজমান। ইহাতে যে কত চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ জন্মিয়া মরিয়া গিয়াছে, এবং আবার জন্মিবে, তাহার সংখ্যা করা যায় না অয়ি মনস্বিনি মহাদেবি! এই বর্ত্তমান বারাহ কল্পে ইতঃপূর্ব্বে ছয় জন চন্দ্র অতীত হইয়াছেন;

হয়ং মহাদেবি বর্ত্ততেহমৃতসম্ভবঃ। দক্ষশাপেন যো দেবি সঙ্ক্ষীণো দৃশ্যতেহধুনা। ৫৩। অথ দ্বিতীয়ে সম্প্রাপ্তে পরার্দ্ধে চৈব বেধসঃ। তস্য ত্রিংশত্তমে কল্পে পিতৃকল্পেতিবিশ্রুতে। ৫৪। স্বায়ম্ভুবেহন্তরে প্রাপ্তে তস্যাদৌ ত্বং সতী কিল। তস্মিন্ কালে মহাদেবি যোহভূদ্দক্ষঃ পিতা তব। ৫৫। প্রাণাৎ প্রজাপতের্জন্ম তস্য দক্ষস্য কীর্ত্তিতম্। অস্মিন্ মন্বন্তরে দেবি দক্ষঃ প্রাচেতসোহভবৎ। ৫৬। অঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষিণাদ্দক্ষো ভবিষ্যত্যধুনা প্রিয়ে। যুগেযুগে ভবন্ত্যেতে সর্ব্বে দক্ষাদয়ো দ্বিজাঃ। ৫৭। পুনশ্চৈব বিনশ্যন্তে বিদ্বাংস্তত্র ন মুহ্যতি। তস্যাপমানাত্ত্বং দেবি দেহং ত্যক্তবতী পুরা। ৫৮। তাবদ্বিযুক্তোহহং দেবি ত্বয়া মুক্তোহভবং পুরা। যাবদ্বরাহকল্পস্য চাক্ষুসস্যান্তরং প্রিয়ে। ৫৯। একবিংশো মনুশ্চায়ং কল্পে বারাহসংজ্ঞকে। কল্পেকল্পে মহাদেবি ভবেন্নামান্তরং তব। ৬০। অস্মিন কল্পে তু বারাহে হিমবত্তপসার্জ্জিতে। সম্ভূতা পার্ব্বতী দেবি চাক্ষুষস্যান্তরে গতে। ৬১। ব্রহ্মণো দিনমেকং তু ষণ্মাসেন তবাবধিঃ। ত্বং বিযুক্তা ময়া সার্দ্ধং দক্ষকোপেণ ভামিনি। ৬২। তব

হে মহাদেবি! এক্ষণে যিনি বর্ত্তমান আছেন,—দক্ষশাপে ক্ষীণাকারে যিনি পরিদৃষ্ট হন, ইনি সপ্তম।৩৯—৫৩। বিধাতার দ্বিতীয় পরার্দ্ধ প্রারব্ধ হইলে পিতৃকল্প নামে বিখ্যাত ত্রিংশত্তম কল্পের স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের আদি কালে তুমি সতী নামে প্রথিতা ছিলে। হে মহাদেবি! সেই সময়ে যিনি দক্ষ নামে তোমার পিতা ছিলেন, প্রজাপতির প্রাণ হইতে তাঁহার জন্ম কীর্ত্তিত হয়। হে দেবি! এই মন্বন্তরে কিন্তু দক্ষ প্রচেতার তনয়রূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহার পর আবার প্রজাপতির দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ জন্মিবেন। প্রিয়ে! এই দক্ষাদি দ্বিজগণ যুগে যুগেই জন্মগ্রহণ করেন, আবার বিনাশপ্রাপ্ত হন। বিদ্বান ব্যক্তি এ বিষয়ে মুগ্ধ হন না। প্রিয়ে! পূর্ব্বে সেই দক্ষ অপমান করায় তুমি তনুত্যাগ করিয়াছিলে। তারপর বারাহ কল্পের চাক্ষুষ মন্বন্তর পর্য্যন্ত আমি তোমার সহিত বিযুক্ত ছিলাম। সেই পিতৃকল্পীয় স্বায়ম্ভুব মনু হইতে এই বারাহকল্পীয় চাক্ষুষ মনু একবিংশ পর্য্যায়। হে মহাদেবি! কল্পেকল্পেই তোমার নাম পরিবর্ত্তন হয়। হে দেবি! এই বারাহকল্পে চাক্ষুষ মন্বন্তরে হিমালয়ের তপস্যায় তুমি প্রাদুর্ভূত

ক্রোধেন যে শপ্তা ঋষয়ো বৈ ময়া পুরা। তেঽপি দেবি ত্বয়া সার্দ্ধং জাতা বৈবস্বতেঽন্তরে॥ ৬৩॥ ভৃগুরঙ্গিরা মরীচিশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ। অত্রিশ্চৈব বসিষ্ঠশ্চ অষ্টৌ তে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ॥ ৬৪॥ দক্ষস্য যজ্ঞে তে শপ্তাঃ পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে। জাতা দেবি পুনস্তে বৈ কল্পেঽস্মিংশ্চাক্ষুষে গতে॥ ৬৫॥ দেবস্য মহতো যজ্ঞে বারুণীং বিভ্রতস্তনুম্। ব্রহ্মণো [illegible]তঃ শুক্রমগ্নৌ পূর্ব্বং প্রজেপ্সয়া॥ ৬৬॥ ঋষয়ো জজ্ঞিরে পূর্ব্বং সূর্য্যবিম্বসমপ্রভাঃ। পিতুস্তব সমীপে তে বরণায় তব প্রিয়ে। প্রস্থাপিতা ময়া পূর্ব্বং তত্ত্বং জানাসি সুব্রতে॥ ৩৭॥ অথ কিং বহুনোক্তেন বচ্মি তে প্রশ্নমুত্তমম্। দ্বিতীয়ে তু পরার্দ্ধেঽস্মিন্ বর্ত্তমানে চ বেধসঃ॥ ৬৮॥ শ্বেতকল্পাৎ সমারভ্য যাবদ্বারাহগোচরম্। সমতীতাশ্চ যে চন্দ্রাস্তান্ শৃণুষ্ব বরাননে॥ ৬৯॥ চতুঃশতানি দেবেশি ষড়্বিংশত্যধিকানি তু। গতানি শীতরশ্মীনাং সপ্তবিংশোঽধুনা প্রিয়ে॥ ৭০॥ বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে যশ্চায়ং বর্ত্ততেঽধুনা। ত্রেতাযুগে তু দশমে দত্তাত্রেয়পুরঃসরঃ॥ ৭১॥ সঞ্জাতো রোহিণীনাথো যোঽধুনা বর্ত্ততে প্রিয়ে। তস্যোৎপত্তিপ্রসঙ্গেন বিষ্ণোর্ম্মানুষসম্ভবান্॥ ৭২॥ দেহাবতারান্ বক্ষ্যামি প্রারম্ভাৎপ্রথমান্ প্রিয়ে। পঞ্চমঃ পঞ্চদশ্যাং স ত্রেতায়াং তু বভূব হ॥ ৭৩॥ মান্ধাতাচক্রবর্ত্তিত্বে তস্যোতথ্যপুরঃসরঃ। একোনবিংশত্রেতায়াং সর্ব্বক্ষত্রান্তকোঽভবৎ॥ ৭৪॥ জমদগ্ন্যস্তথা ষষ্ঠো বিশ্বামিত্রপুরঃসরঃ। চতুর্বিংশে যুগে রামো বসিষ্ঠেন পুরোধসা॥ ৭৫॥ সপ্তমো রাবণস্যার্থে জজ্ঞে দশরথাত্মজঃ। অষ্টমে দ্বাপরে বিষ্ণুরষ্টাবিংশে পরাশরাৎ॥ ৭৬॥ বেদব্যাসস্ততো জজ্ঞে জাতুকর্ণ্যপুরঃসরঃ। তত্রৈব নবমো বিষ্ণুরদিতেঃ কশ্যপাত্মজঃ॥ ৭৭॥ দেবক্যাং বসুদেবাত্তু ব্রহ্মগার্গপুরঃসরঃ। একবিংশতমস্যাস্য দ্বাপরস্যাংশসংক্ষয়ে। নষ্টে ধর্ম্মে তদা জজ্ঞে বিষ্ণুর্বৃষ্ণিকুলে স্বয়ম্॥ ৭৮॥ কর্ত্তুং ধর্ম্মব্যবস্থানমসুরাণাং প্রণাশনঃ। পূর্ব্বজন্মনি বিষ্ণুঃ স প্রমতির্নাম বীর্য্যবান্॥ ৭৯॥ গোত্রেণ বৈ চন্দ্রমসঃ

হইয়াছ। অয়ি ভামিনি! দক্ষকোপবশে ছয় মাস ও ব্রহ্মার এক দিন যাবৎ তোমার সহিত আমার বিয়োগ বিদ্যমান ছিল। হে দেবি! তোমার জন্য ক্রোধবশে আমি পূর্ব্বে যে সকল ঋষিকে অভিশাপ দিয়াছিলাম, তাঁহারাও বৈবস্বত মন্বন্তরে তোমার সহিতই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ভৃগু, অঙ্গিরা, মরীচি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি ও বশিষ্ঠ, এই আট জন ব্রহ্মনন্দন পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। হে দেবি! তাঁহারা পুনরায় এই চাক্ষুষ মন্বন্তরে জন্মিয়াছেন। পূর্ব্বে মহাদেবের যজ্ঞস্থলে বারুণীমূর্ত্তি ধরিয়া প্রজাকামনায় হোমপরায়ণ ব্রহ্মার শুক্রচ্যুতি ঘটিলে তাহা হইতে সূর্য্যবিম্বসম বালখিল্য নামক ঋষিগণ জন্ম পরিগ্রহ করেন। প্রিয়ে! তোমার বরণ নিমিত্ত আমি তাঁহাদিগকে তোমার পিতার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। অয়ি সুব্রতে! তাহা তো তুমি জানই। বহু বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন কি? তোমার উত্তম প্রশ্নের উত্তর করিতেছি। বিধাতার এই বর্ত্তমান দ্বিতীয় পূর্ব্বার্দ্ধকালে শ্বেতকল্প হইতে বারাহ কল্প পর্য্যন্ত যে সমস্ত চন্দ্র অতীত হইয়া গিয়াছেন, অয়ি বরাননে! তুমি তাঁহাদের কথা শুন। হে দেবেশি! চারিশত ষড়্বিংশতি সংখ্যক চন্দ্র এ যাবৎ অতীত হইয়াছেন, সম্প্রতি যে চন্দ্র আছেন, হে প্রিয়ে! ইনি চারিশতসপ্তবিংশতিসংখ্যক।

৫৪—৭০। এই যে বৈবস্বত মন্বন্তরজাত চন্দ্র বিদ্যমান আছেন, ইঁনি দশম ত্রেতাযুগে দত্তাত্রেয়ের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রিয়ে! এই রোহিণীপতির উৎপত্তিপ্রসঙ্গে তোমার নিকট বিষ্ণুর মানুষসম্ভব প্রধান প্রধান দেহাবতার সকল প্রারম্ভাবধি কীর্ত্তন করিতেছি। ইনি পঞ্চমাবতার। ত্রেতাযুগে মান্ধাতার চক্রবর্ত্তিত্বকালে উতথ্যপুরঃসর ইহাঁর জন্ম হয়। ঊনবিংশ ত্রেতায় সর্ব্বক্ষত্রিকান্তক জামদগ্ন্য রাম জন্মেন; তখন বিশ্বামিত্র তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন। ইনি ষষ্ঠাবতার। চতুর্ব্বিংশ ত্রেতাযুগে রাবণবধার্থ দশরথনন্দন রাম প্রাদুর্ভূত হন। তখন বশিষ্ঠ তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন। ইনি সপ্তমাবতার। অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে পরাশর হইতে বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। তখন জাতুকর্ণ্য তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন। ঐ যুগেই বিষ্ণুর কৃষ্ণরূপ নবম অবতার হয়। তখন তিনি দেবকীরূপিণী অদিতির গর্ভে বসুদেবরূপী কশ্যপের পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হন। গর্গরূপী ব্রহ্মাকে তখন তিনি সহায় করিয়াছিলেন। উক্ত দ্বাপরযুগে ধর্ম্ম নষ্টপ্রায় হইয়াছিল; সেই জন্যই বিষ্ণু স্বয়ং বৃষ্ণিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। অসুরগণের সংহারপূর্ব্বক ধর্ম্মব্যবস্থা বিধানই এই জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য। আগামী জন্মে

সন্ধ্যামিশ্রে ভবিষ্যতি। কল্কির্বিষ্ণুযশানাম পারা-
শর্য্যপ্রতাপবান্॥ ৮০॥ দশমো ভাব্যসম্ভূতো যাজ্ঞ-
বল্ক্যপুরঃসরঃ। অনুকর্ষংশ্চ বৈ সেনাং হস্ত্যশ্বরথ-
সঙ্কুলাম্॥ ৮১॥ প্রগৃহীতায়ুধৈর্বিপ্রৈর্ভৃ শং শত-
সহস্রশঃ। নিঃশেষান্ শূদ্ররাজ্ঞস্তাংস্তদা স তু করি-
ষ্যতি॥ ৮২॥ পাষণ্ডান্ ম্লেচ্ছজাতীংশ্চ দস্যুংশ্চৈব
সহস্রশঃ। নাত্যর্থং ধার্ম্মিকা যে চ ব্রহ্মব্রহ্মদ্বিষঃ
ক্বচিৎ॥ ৮৩॥ প্রবৃত্তচক্রো বলবান্ শূদ্রাণামন্তকো
বলী। অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং পৃথিবীং বিচরিষ্যতি॥
৮৪॥ মানবস্থ তু সোংহংশেন দেবস্থ ভুবি বৈ প্রভুঃ।
ক্ষপয়িত্বা তু তান্ সর্ব্বান্ ভাবিনার্থেন নোদিতান্।
গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে নিষ্ঠাং প্রাপ্স্যতি সানুগঃ॥ ৮৫॥
ততো ব্যতীতে কল্কৌ তু সামাত্যে সহসৈনিকে।
নৃপেষ্বপি চ নষ্টেষু তদাত্বপ্রগ্রহাঃ প্রজাঃ॥ ৮৬॥
রক্ষণে বিনিবৃত্তে চ হত্বা চান্যোন্যমাহবে। পরস্পর-
হৃতাস্তাশ্চ নিরাক্রন্দাঃ সুদুঃখিতাঃ॥ ৮৭॥ ক্ষীণে
কলিযুগে চাস্মিন্ বর্ষবর্ষসহস্রকে। সসন্ধ্যাংশে তু
নিঃশেষে কৃতং বৈ প্রতিপৎস্যতি॥ ৮৮॥ যদা
চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তথা তিষ্যবৃহস্পতী। একরাশৌ
সমেষ্যন্তি প্রপৎস্যতি তদা কৃতম্॥ ৮৯॥ অভি-
জিন্নাম নক্ষত্রং জয়ন্তী নাম শর্ব্বরী। মুহূর্ত্তো বিজয়ো-
নাম যত্র জাতো জনার্দ্দনঃ॥ ৯০॥ দেব্যুবাচ।
নোক্তং যথাবদখিলং ভৃগুশাপবিচেষ্টিতম্। পূর্ব্বা-
বতারান্মে ব্রূহি নোক্তপূর্ব্বান্ মহেশ্বর॥ ৯১॥ ঈশ্বর
উবাচ। যদা তু পৃথিবী ব্যাপ্তা দানবৈর্ব্বলবত্তরৈঃ।
ততঃ প্রভৃতি শাপেন ভৃগুনৈর্মিত্তিকেন হ॥ ৯২॥
জজ্ঞে পুনঃপুনর্ব্বিষ্ণুঃ কর্ত্তুং ধর্ম্মব্যবস্থিতিম্। ধর্ম্মা-
ন্নারায়ণঃ সাধ্যঃ সম্ভূতশ্চাক্ষুষেঽন্তরে॥ ৯৩॥ যজ্ঞং
প্রবর্ত্তয়ামাস স চ বৈবস্বতেঽন্তরে। প্রাদুর্ভাবে তদা
তস্থ ব্রহ্মা চাসীৎপুরোহিতঃ॥ ৯৪॥ চতুর্থ্যাং তু
যুগাখ্যায়ামাপন্নেষু সুরেষ্বিহ। সম্ভূতঃ স সমুদ্রান্তু
হিরণ্যকশিপোর্ব্বধে। দ্বিতীয়ো নরসিংহোঽভূদ্রুদ্রস্তস্থ
পুরঃসরঃ॥৯৫॥ লোকেষু বলিসংস্থেষু ত্রেতায়াং সপ্তমে
যুগে॥ ৯৬॥ দৈত্যৈস্ত্রৈলোক্য আক্রান্তে তৃতীয়ো
বামনোঽভবৎ। সংক্ষিপ্যাত্মানমঙ্গেষু বৃহস্পতি-
পুরঃসর॥ ৯৭॥ ত্রেতাযুগে তু দশমে দত্তাত্রেয়ো

কলির সন্ধ্যাংশকালে বিষ্ণু চান্দ্রমস গোত্রে প্রমতিরূপে জন্মিবেন। ইনি বীর্য্যবত্তা ও বেদব্যাস সম অসামান্ত মনীষিতা গুণে কল্কি, ও বিষ্ণুযশা নামে খ্যাতিলাভ করিবেন। এখনও ইহাঁর জন্ম হয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্য ইহাঁর সহায় হইবেন। ইনি দশমাবতার। ইনি তখন হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুলা সেনা ও প্রভূতায়ুধ ধারী দ্বিজগণের সহিত পর্য্যটনপূর্ব্বক তদানীন্তন সমস্ত শূদ্র রাজাদিগকে নিঃশেষরূপে নিহত করিবেন। এতদ্ভিন্ন সহস্র সহস্র পাষণ্ড, ম্লেচ্ছ, দস্যু, অতি অধার্ম্মিক ও বেদব্রাহ্মণদ্বেষী মানব তৎকর্ত্তৃক নিহত হইবে। বলবান্ প্রমতি সসৈন্যে সর্ব্ব ভূমণ্ডলে সর্ব্বভূতের অদৃশ্যরূপে বিচরণ করত শূদ্রগণের অন্ত সাধন করিবেন। প্রভু প্রমতি দেবাংশসম্ভূত মানবগণের সাহায্যে ভূতলে সেই সমস্ত পূর্ব্বকর্ম্মহত দুর্জ্জনগণকে সংহার করিয়া স্বীয় অনুগগণ সহ গঙ্গা-যমুনার মধ্যে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইবেন। কল্কি অমাত্যও সৈন্যসহ এইভাবে অতীত, এবং সমস্ত রাজগণ বিনষ্ট হইলে পর, তখন প্রজাগণ রক্ষকহীন হইয়া দুঃখিতচিত্তে ক্রন্দনপরায়ণ ও পরস্পর বিবাদ করিয়া হতাহত হইতে থাকিবে। দশসহস্র বর্ষান্তে সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশ সহ কলিযুগ নিঃশেষরূপে প্রক্ষীণ হইলে পুনরায় সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইবে। যখন চন্দ্র ও সূর্য্য এবং পুষ্যা ও বৃহস্পতি এক রাশিগত হইবেন, তখনই সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইবে। ভগবান্ জনার্দ্দন যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন অভিজিৎ নক্ষত্র, জয়ন্তীনাম্নী শর্ব্বরী, এবং বিজয় নামক মুহূর্ত্ত বিদ্যমান ছিল। ৭১—৯০। দেবী কহিলেন,—হে মহেশ্বর! আপনি ভৃগুশাপবৃত্তান্ত যথাবৎ সমস্ত বলেন নাই, আর ভগবানের অবতারের মধ্যে পূর্ব্বাবতার সকল যাহা পূর্ব্বে আমাকে বলেন নাই, তৎসমস্ত বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—যখন পৃথিবী বলবত্তর দানবগণ কর্ত্তৃক ব্যাপ্তা হইয়া পড়ে, ভগবান্ তখন তখনই ভৃগুশাপনিমিত্ত দৈত্যবিনাশার্থ পুনঃপুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। ইনি ধর্ম্ম হইতে চাক্ষুষ মন্বন্তরে সাধ্য এবং নারায়ণ নামে প্রাদুর্ভূত হইয়া বৈবস্বত মন্বন্তরে লোকে যজ্ঞপ্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই জন্মে ব্রহ্মা তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন। চতুর্থযুগে হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক দেবগণ নিপীড়িত হইলে তিনি তাহার সংহারার্থ সমুদ্র হইতে নরসিংহরূপে প্রাদুর্ভূত হন। এই জন্মে রুদ্রদেব তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন। ইহা দ্বিতীয়াবতার। সপ্তম ত্রেতাযুগে যখন লোকত্রয় বলিদৈত্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, তখন তিনি আত্মমূর্ত্তি গোপন সহকারে খর্ব্বাকারে জন্মপরিগ্রহ করেন। তৎকালে বৃহস্পতি তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন;

বভূব হ। নষ্টে ধর্ম্মে চতুর্থাংশে মার্কণ্ডেয়পুরঃসরঃ এতে দিব্যাবতারা বৈ মানুষে কথিতাঃ পুর ॥৮৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীবিষ্ণ্বতারবর্ণনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। অথ দৈত্যাবতারাণাং ক্রমো হি কথ্যতে পুনঃ। হিরণ্যকশিপু রাজা বর্ষাণামর্ব্বুদং বভৌ ॥ ১ ॥ তথা শতসহস্রাণি যানি কানি দ্বিসপ্ততিম্। অশীতিঞ্চ সহস্রাণি ত্রৈলোক্যস্যেশ্বরোঽভবৎ ॥ ২ ॥ সৌত্যেঽহন্যতিরাত্রস্য কশ্যপস্যাশ্বমেধিকে ॥ ৩ ॥ উপক্লিপ্তাসনং যত্তু হোতুরর্থে হিরণ্ময়ম্। নিষসাদ স গর্ভোঽত্র হিরণ্যকশিপুস্ততঃ ॥ ৪ ॥ শতবর্ষসহস্রাণাং তপশ্চক্রে সুদুশ্চরম্। দশবর্ষসহস্রাণি দিত্যা গর্ভে স্থিতঃ পুরা ॥৫॥ হিরণ্যকশিপোর্দৈত্যৈঃ শ্লোকো গীতঃ পুরাতনঃ। রাজা হিরণ্যকশিপুর্যাং যামাশাং নিরীক্ষতে ॥ ৬ ॥ তস্যাং তস্যাং দিশি সুরা নমশ্চক্রুঃ সহর্ষিভিঃ। পর্য্যায়ে তস্য রাজাভূদ্বলির্বর্ষার্ব্বুদং পুনঃ ॥ ৭ ॥ ষষ্টিশ্চৈব সহস্রাণি ত্রিংশচ্চ নিযুতানি চ। বলে রাজ্যাধিকারস্ত যাবৎকালং বভূব হ ॥ ৮ ॥ প্রহ্লাদো নিগৃহীতোঽভূত্তাবৎকালং তথা সুরৈঃ। ইন্দ্রাদয়স্তে বিখ্যাতা অসুরান্ অসু্রোজসা ॥ ৯ ॥ দৈত্যসংস্থমিদং সর্ব্বমাসীদ্দশযুগং কিল। অসপত্নং ততঃ সর্ব্বমষ্টাদশযুগং পুনঃ ॥ ১০ ॥ ত্রৈলোক্যমিদমব্যগ্রং মহেন্দ্রেণ তু পালিতম্। ত্রেতাযুগে তু দশমে কার্ত্তবীর্য্যো মহাবলঃ ॥ ১১ ॥ পঞ্চাশীতিসহস্রাণি বর্ষাণাং বৈ নরাধিপঃ। স সপ্তরত্নবান্ সম্রাট্ চক্রবর্ত্তী বভূব হ ॥ ১২ ॥ দ্বীপেষু সপ্তসু স বৈ খড়্গী চর্ম্মী শরাসনী। রথী রাজা সানুচরো যোগাচ্চৌরানপশ্যত ॥ ১৩ ॥ প্রনষ্টদ্রব্যতা যস্য স্মরণান্ন ভবেন্নৃণাম্। চতুর্যুগে ত্বতিক্রান্তে মনৌ হ্যেকাদশে প্রভৌ ॥ ১৪ ॥ অর্দ্ধাবশিষ্টে তস্মিংস্তু দ্বাপরে সম্প্রবর্ত্তিতে। মানবস্য নরিষ্যন্তো হ্যাসীৎ পুত্রো মদঃ কিল ॥ ১৫ ॥ নবমস্তস্য দায়াদস্তৃণবিন্দুরিতি স্মৃতঃ। ত্রেতাযুগমুখে রাজা তৃতীয়ে সম্বভূব হ ॥ ১৬ ॥ তস্য কন্যা ত্বিলবিলা রূপেণাপ্রতিমাভবৎ। পুলস্ত্যায় স রাজর্ষিস্তাং কন্যাং প্রত্যপাদয়ৎ ॥ ১৭ ॥ ঋষিরৈলবিলো যস্যাং বিশ্রবাঃ সমপদ্যত। তস্য পত্ন্যশ্চতস্রস্তু পৌলস্ত্যকুলমণ্ডনাঃ ॥ ১৮ ॥

ধর্ম্মের চতুর্থাংশ নষ্ট হইলে দশম ত্রেতাযুগে দত্তাত্রেয়রূপে অবতীর্ণ হন। মার্কণ্ডেয় তখন তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন। মনুষ্য লোকে এই সকল দিব্যাবতার হয়, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ৯১—৯৮।

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯।

বিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—অধুনা দৈত্য-অবতারের ক্রম বলিতেছি। হিরণ্যকশিপু এক অর্ব্বুদ এক লক্ষ অশীতি সহস্র দ্বিসপ্ততি বৎসর কাল ত্রৈলোক্যে রাজত্ব করেন। তিনি কশ্যপের অশ্বমেধ যজ্ঞে সৌত্যাহে হোতার নিমিত্ত কল্পিত হিরণ্ময় আসনে উপবিষ্ট হন। অনন্তর শতবর্ষসহস্র সুদুশ্চর তপোনিরত থাকেন। তিনি পূর্ব্বে দশ সহস্র বৎসর যাবৎ দিতির গর্ভে অবস্থিতি করেন। দৈত্যগণ হিরণ্যকশিপুবিষয়ক এইরূপ প্রাচীন শ্লোক কীর্ত্তন করে যে, রাজা হিরণ্যকশিপু যে যে দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিত, সেই সেই দিকে সুরগণ ঋষিগণের সহিত নমস্কার করিতেন। হিরণ্যকশিপুর বংশোৎপন্ন বলি এক অর্ব্বুদ, ষষ্টি সহস্র, ত্রিংশৎ নিযুত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। বলি যতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, প্রহ্লাদ ততদিন দেবগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়াছিলেন। ঐ সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ বলপ্রয়োগে অসুরদিগকে নিহত করিয়াছিলেন। দশ যুগ কাল যাবৎ এই সময় চরাচর নিখিল বিশ্ব দৈত্যময় হইয়াছিল। অনন্তর মহেন্দ্র অষ্টাদশযুগ এই অসপত্ন বিশ্ব-রাজ্য পালন করেন। দেবেন্দ্রের পর দশম ত্রেতাযুগে মহাবল কার্ত্তবীর্য্য পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর সমগ্র ধরায় আধিপত্য করেন। তিনি সপ্তরত্নবান্ চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন। সপ্তদ্বীপে তিনি খড়্গী, চর্ম্মী, শরাসনী রথী, ও সানুচর হইয়া বিচরণ করিতেন। তিনি যোগবলে চোর ধরিতে পারিতেন। মানবগণ তাঁহাকে স্মরণ করিলেই নষ্ট দ্রব্য পুনরায় প্রাপ্ত হইত। মনুপুত্র নরিষ্যন্ত, তৎপুত্র মদ, ইহাঁর নবম দায়াদ তৃণবিন্দু; ইনি তৃতীয় ত্রেতাযুগমুখে রাজা হন। ইহার কন্যা ইলবিলা, ইনি অপ্রতিমরূপ-লাবণ্যবতী ছিলেন। রাজর্ষি তৃণবিন্দু ইহাঁকে পুলস্ত্যের করে অর্পণ করেন। ১-১৭ ঋষি ঐলবিল বিশ্রবা ইহাঁর গর্ভে উৎপন্ন হন। পৌলস্ত্যকুলের

বৃহস্পতেঃ শুভা কন্যা নাম্না বৈ দেববর্ণিনী। পুষ্পোৎকটা চ বাকা চ উভে মাল্যবতঃ সুতে। ১৯। কৈকসী মালিনঃ কন্যা তস্যাং দেবি শৃণু প্রজাঃ। জ্যেষ্ঠং বৈশ্রবণং তস্য সুষুবে বরবর্ণিনী। ২০। অষ্টদংষ্ট্রং হরিচ্ছ্মশ্রুং শঙ্কুকর্ণং বিলোহিতম্। শ্বপাদং হ্রস্ববাহুঞ্চ পিঙ্গলং শুচিভূষণম্। ২১। ত্রিপাদং তু মহাকায়ং স্থূলশীর্ষং মহাহনুম্। এবংবিধং সুতং বিরূপং রূপতস্তদা। ২২। তদা দৃষ্ট্বাব্রবীত্তং তু কুবেরোঽয়মিতি স্বয়ম্। কুৎসায়াং ক্বিতি শব্দোঽয়ং শরীরং বেরমুচ্যতে। ২৩। কুবেরঃ কুশরীরত্বান্নাম্না তেন চ সোঽঙ্কিতঃ। তস্য ভার্য্যাভবদ্বৃদ্ধিঃ পুত্রস্তু নলকূবরঃ। ২৪। কৈকস্যজনয়ৎ পুত্রং রাবণং রাক্ষসাধিপম্। শঙ্কুকর্ণং দশগ্রীবং পিঙ্গলং রক্তমূর্দ্ধজম্। ২৫। বভ্রুপাদং বিংশভুজং মহাকায়ং মহাবলম্। কালাঞ্জননিভঞ্চৈব দংষ্ট্রিণং রক্তলোচনম্। ২৬। রাক্ষসেনৌজসা যুক্তং রূপেণ চ বলেন চ। নিসর্গাদ্দারুণঃ ক্রূরো রাবণাদ্রাবণঃ স্মৃতঃ। ২৭। হিরণ্যকশিপুস্ত্বাসীৎ স রাজা পূর্ব্বজন্মনি। চতুর্যুগানি রাজা তু তথা দশ স রাক্ষসঃ। ২৮। পঞ্চ কোটীস্তু বর্ষাণাং সংখ্যাতাঃ সংখ্যায়া প্রিয়ে। নিযুতান্যেকষষ্টিঞ্চ সংখ্যাবদ্ভিরুদাহৃতম্। ২৯। ষষ্টিঞ্চৈব সহস্রাণি বর্ষাণাং স হি রাবণঃ। দেবতানামৃষীণাঞ্চ ঘোরং কৃত্বা প্রজাগরম্। ৩০। ত্রেতাযুগে চতুর্বিংশে রাবণস্তপসঃ ক্ষয়াৎ। রামং দাশরথিং প্রাপ্য সগণঃ ক্ষয়মেয়িবান্। ৩১। যোঽসৌ দেবি দশগ্রীবঃ সম্বভূবারিমর্দ্দনঃ। দমঘোষস্য রাজর্ষেঃ পুত্রো বিখ্যাতপৌরুষঃ। ৩২। শ্রুতশ্রবায়াং চৈদ্যস্তু শিশুপালো বভূব হ। রাবণং কুম্ভকর্ণঞ্চ কন্যাং শূর্পণখাং তথা। ৩৩। বিভীষণং চতুর্থঞ্চ কৈকস্যজনয়ৎ সুতান্। মনোহরঃ প্রহস্তশ্চ মহাপার্শ্বঃ খরস্তথা। ৩৪। পুষ্পোৎকটায়াস্তে পুত্রাঃ কন্যা কুম্ভীনসী তথা। ত্রিশিরা দূষণশ্চৈব বিদ্যুজ্জিহ্বশ্চ রাক্ষসঃ। কন্যৈকা শ্যামিকা নাম বাকায়াঃ প্রসবঃ স্মৃতঃ। ৩৫। ইত্যেতে ক্রূরকর্ম্মাণঃ পৌলস্ত্যা রাক্ষসা নব। বিভীষণো বিশুদ্ধাত্মা দশমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ৩৬। পুলহস্য মৃগাঃ পুত্রাঃ সর্ব্বে ব্যালাশ্চ দংষ্ট্রিণঃ। ভূতাঃ পিশাচাঃ সর্পাশ্চ শূকরা হস্তিনঃ। ৩৭। অনপত্যঃ ক্রতুস্ত্বস্মিন্ স্মৃতো বৈবস্বতেঽন্তরে। অত্রেঃ পত্ন্যো দশৈবাসন্ সুন্দর্য্যশ্চ পতিব্রতাঃ। ৩৮। ভদ্রাশ্বস্য ঘৃতাচ্যন্তা জজ্ঞিরে দশ চাপ্সরাঃ। ৩৯। ভদ্রা শূদ্রা চ মদ্রা চ জলদা নলদা তথা। ঊর্ণা পূর্ণা চ দেবেশি যা চ গোপুচ্ছলা স্মৃতা।

অলঙ্কৃতিস্বরূপ ইঁহার চারি পত্নী ছিল। ইঁহাদের চারি জনের মধ্যে একজন বৃহস্পতির কন্যা নাম—বেদবর্ণিনী। পুষ্পোৎকটা ও বাকা ইহারা উভয়ে মাল্যবানের সুতা। আর কৈকসী মালীর কন্যা। ইহার সন্তান-সন্ততির কথা শ্রবণ কর। বরবর্ণিনী কৈকসী, বিশ্রবার জ্যেষ্ঠপুত্র বৈশ্রবণকে উৎপাদন করে। বৈশ্রবণ অষ্টদংষ্ট্র হরিচ্ছ্মশ্রু, শঙ্কুকর্ণ, 'বিলোহিত, শ্বপাদ, হ্রস্ববাহু, পিঙ্গল, শুচিভূষণ, ত্রিপাদ, মহাকায়, স্থূলশীর্ষ, ও মহাহনু, হইয়াছিল। বিশ্রবা এতাদৃশ কুরূপ পুত্রকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—এ যে কুবের ;—'কু' শব্দের অর্থ কুৎসা, আর 'বের' শব্দের অর্থ শরীর, কুৎসিৎ শরীর সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম রক্ষিত হইল কুবের। কুবেরের ভার্য্যার নাম বৃদ্ধি ও পুত্রের নাম নলকুবের। কৈকসী রাক্ষসাধীশ রাবণকে প্রসব করে। রাবণ, শঙ্কুকর্ণ, দশগ্রীব, পিঙ্গল, রক্তমূর্দ্ধজ, বভ্রুপাদ, বিংশতিভুজ, মহাকায়, মহাবল, কালাঞ্জননিভ, দংষ্ট্র ও রক্তলোচন ছিল। রাবণ বলে ও রূপে রাক্ষসেরই উপযুক্ত ছিল। সে পাঁচ কোটি এক ষষ্টি নিযুত, ষষ্টি সহস্র বর্ষ কাল যাবৎ রাজ্য ভোগ করত দেবতা ও ঋষিগণের মহৎ ক্লেশ উৎপাদন করিয়া তপঃক্ষয়নিবন্ধন অবশেষে চতুর্বিংশ ত্রেতাযুগে দাশরথি রামের হস্তে সবংশে নিধন প্রাপ্ত হয়। হে দেবি! এই যে অরিমর্দ্দন দশগ্রীবের কথা বলা হইল,এই দশগ্রীব রাজর্ষি দমঘোষের বিখ্যাতপৌরুষ পুত্র, শ্রুতশ্রবাগর্ভজাত চৈদিরাজ শিশুপালরূপে জন্মিয়াছিল। কৈকসী রাবণ, কুম্ভকর্ণ শূর্পণখা ও বিভীষণ এই চারি সন্তান প্রসব করে। মনোহর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব ও খর, ইহারা পুষ্পোৎকটার পুত্র, আর তাহার কুম্ভীনসী কন্যা। ত্রিশিরা, দূষণ, বিদ্যুজ্জিহ্ব, কন্যা শ্যামিকা, এই সকল সন্তান বাকা প্রসব করে। ১৮—৩৫। এই পুলস্ত্যকুলসম্ভূত রাক্ষসবংশধরগণ সকলেই ক্রূরকর্ম্মা ছিল ; কিন্তু বিভীষণের অন্তঃকরণ অতি নির্ম্মল ছিল। পুলহের পুত্র মৃগগণ, ভূত, পিশাচ, সর্প, শূকর ও হস্তিগণ সকলেই ব্যাল,-দংষ্ট্রী। মুনিবর ক্রতু অনপত্য ছিলেন। অত্রির দশ পত্নী। ইঁহারা সকলেই সুন্দরী ও পতিব্রতা ছিলেন। ভদ্রাশ্ব হইতে ঘৃতাচীতে দশ অপ্সরা জন্মে। তাহাদের নাম—

৪০॥ তথা তামরসা নাম দশমী রক্তকোটিকা। এতাসাঞ্চ মহাদেবি খ্যাতো ভর্ত্তা প্রভাকরঃ॥ ৪১॥ স্বর্ভানুনা হতে সূর্য্যে পতিতেঽস্মিন্ দিবো মহীম্। তমোঽভিভূতে লোকেঽস্মিন্ প্রভা যেন প্রবর্ত্তিতা॥ ৪২॥ স্বস্তি তেঽস্ত্বিতি চৈবোক্তঃ পতন্নিহ দিবাকরঃ। ব্রহ্মর্ষের্বচনাত্তস্য ন পপাত যতঃ প্রভুঃ॥ ৪৩॥ ততঃ প্রভাকরেত্যুক্তো প্রভুরেবং মহর্ষিভিঃ। ভদ্রায়াং জনয়ামাস সোমং পুত্রং যশস্বিনম্॥ ৪৪॥ ত্বিষিমান্ ধর্ম্মপুত্রস্তু সোমো দেবো বরস্তু সঃ। শীতরশ্মিঃ সমুৎপন্নঃ কৃত্তিকাসু নিশাকরঃ॥ ৪৫॥ পিতা সোমস্য বৈ দেবি জজ্ঞেঽত্রির্ভগবানৃষিঃ। তত্রাত্রিঃ সর্ব্বলোকেশং ভূত্বা স্বে নয়নে স্থিতঃ॥ ৪৬॥ কর্ম্মণা মনসা বাচা শুভান্যেব সমাচরৎ। কাষ্ঠকুড্যশিলাভূত ঊর্দ্ধবাহুর্ম্মহাদ্যুতিঃ॥ ৪৭॥ সুদুস্তরং নাম তপস্তেন তপ্তং মহৎ পুরা। ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি দিব্যানি সুরসুন্দরি॥ ৪৮॥ তস্যোর্দ্ধরেতসস্তত্র স্থিতস্যানিমিষস্য হ। সোমত্বং বপুরাপেদে মহাবুদ্ধেস্তু বৈ শুভে॥ ৪৯॥ ঊর্দ্ধমাচক্রমে তস্য সোমসম্ভাবিতাত্মনঃ নেত্রাভ্যাং সোমঃ সুস্রাব দশধা দ্যোতয়ন্ দিশঃ॥ ৫০॥ তদ্গর্ভং বিধিনাজ্ঞপ্তা দিশো দশ দধুস্তদা। সমেত্য ধারয়ামাসুর্ন চ ধর্তুমশক্নুবন্॥ ৫১॥ স তাভ্যঃ সহসৈবেহ দিগ্ভ্যো গর্ভশ্চ শাশ্বতঃ। পপাত ভাবয়ঁল্লোকান্ শীতাংশুঃ সর্ব্বভাবনঃ॥ ৫২॥ যদা ন ধারণে শক্তাস্তস্য গর্ভস্য তাঃ স্ত্রিয়ঃ। ততস্তাভ্যঃ স শীতাংশুর্নিপপাত বসুন্ধরাম্॥ ৫৩॥ পতিতং সোমমালোক্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। রথমারোপয়ামাস লোকানাং হিতকাম্যয়া॥ ৫৪॥ স তদৈব ময়া দেবি ধর্ম্মার্থং সত্যসঙ্গরঃ। যুক্তো বাজিসহস্রেণ সিতেন সুরসুন্দরি॥ ৫৫॥ তস্মিন্নিপতিতে দেবি পুত্রেঽত্রেঃ পরমাত্মনি। তুষ্টুবুর্ব্রহ্মণঃ পুত্রা মানসাঃ সপ্ত যে শ্রুতাঃ॥ ৫৬॥ তথৈবাঙ্গিরসঃ সর্ব্বে ভৃগোশ্চৈবাত্মজাস্তথা। ঋগ্ভিস্তু সামভিশ্চৈব তথৈবাঙ্গিরসৈরপি॥ ৫৭॥ তস্য সংস্তূয়মানস্য তেজঃ সোমস্য ভাস্বতঃ। আপ্যায়মানং লোকাংস্ত্রীন্ ভাসয়ামাস সর্ব্বশঃ॥ ৫৮॥ স তেন রথমুখ্যেন সাগরান্তাং বসুন্ধরাম্। ত্রিঃসপ্তকৃত্বোঽতিযশাশ্চকারাভিপ্রদক্ষিণম্॥ ৫৯॥ তস্য যচ্চাপি তত্তেজঃ পৃথিবীমন্বপদ্যত। ওষধ্যস্তাঃ সমুৎপন্নাস্তেজসা

ভদ্রা, শুভ্রা, মদ্রা, নলদা, জলদা, ঊর্ণা, পূর্ণা, গোপুচ্ছলা, তামরসা, ও রক্তকোটিকা। হে মহাদেবি! ইহাদের ভর্ত্তা প্রভাকর। ভানু স্বর্ভানু কর্তৃক নিহত হইয়া অম্বরতল হইতে ক্ষিতিতলে পতিত হইলে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, ঐ সময় তিনিই আবার প্রভা প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি পতিত হইতে থাকিলে ব্রহ্মর্ষিগণ “স্বস্তি তেঽস্তু” বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন, তাহাতে তিনি আর পতিত হন না, প্রভা বিকিরণ করিতে থাকেন, এই কারণেই তিনি প্রভাকর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ধর্ম্মপুত্র অংশুমালী ভদ্রায় যশস্বী পুত্র সোমকে উৎপাদন করেন। এই সোম একজন শ্রেষ্ঠ দেবতা। আর যিনি শীতরশ্মি নিশাকর, তিনি কৃত্তিকায় উৎপন্ন হন। ইঁহার পিতা ভগবান্ অত্রি ঋষি। ভগবান্ অত্রি সর্ব্বলোকেশ সোমকে নয়নে ধারণ করিয়া কায়-মনো বাক্যে জগতের মঙ্গল-সাধন করেন তিনি পূর্ব্বে কাষ্ঠকুড্য ও শিলাভূত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে বাহুযুগল প্রসারণ করত দিব্য ত্রিসহস্র বৎসর সুদুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন। ঊর্দ্ধরেতা অত্রি যখন অনিমিষনয়নে তপোনিরত থাকেন, তখন তাঁহার শরীর সোমত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তাহা ঊর্দ্ধদেশ আক্রমণ করে। তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে সোমরশ্মি দশধা ভিন্ন হইয়া এবং দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া ক্ষরিত হয়। বিধির ইঙ্গিতে তখন দিকসমূহ সোমরশ্মিনিচয়কে গর্ভে ধারণ করে। দিক্ সকল সকলে মিলিয়া সোমকে গর্ভে ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং ঐ গর্ভ যখন সর্ব্বোলোক আলোকিত করিয়া পতনোন্মুখ হইল, দিগঙ্গনাগণ তাহা ধারণ করিতে সমর্থ হইল না, তখন শীতরশ্মি অগত্যা ধরাতলে পতিত হইলেন পতিত হইতে দেখিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা লোকহিতকামনায় তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইলেন। তখন ভগবান্ সোম আমার সহিত সিতবাজিসহস্রযুক্ত হইয়া ধর্ম্মার্থ অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে দেবি! অত্রিপুত্র এইরূপে নিপতিত হইলে তখন ব্রহ্মার সপ্ত মানস পুত্র, আঙ্গিরসগণ, এবং ভৃগুপুত্রগণ তাঁহাকে আথর্ব্বণমন্ত্র দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্তব করিতে থাকিলে তাঁহার তেজ ত্রিলোক উদ্ভাসিত ও আপ্যায়িত করিল।৩৬—৫৮। তিনি বিধাতৃপ্রদত্ত রথে আরোহণ করিয়া একবিংশতি বার সাগরাম্বরা ধরা প্রদক্ষিণ করিলেন। তাঁহার তেজ পৃথিবীতে প্রসর্পিত

জলময়ন্ পুনঃ ॥ ৬০ ॥ তাভির্দ্বিনোঽয়ং লোকং প্রজাশ্চৈব চতুর্ব্বিধাঃ। ওষধ্যঃ ফলপাকান্তাঃ কণাঃ সপ্তদশ স্মৃতাঃ ॥ ৬১ ॥ ব্রীহয়শ্চ যবাশ্চৈব গোধূমা অণবস্তিলাঃ ॥ ৬২ ॥ প্রিয়ঙ্গুঃ কোবিদারশ্চ কোরদূষাঃ সতীনরাঃ। মাষা মুদ্গা মসূরাশ্চ নিষ্পাবাঃ সকুলত্থকাঃ ॥ ৬৩ ॥ আঢ়ক্যশ্চণকাশ্চৈব কণাঃ সপ্তদশ স্মৃতাঃ। ইত্যেতা ওষধীনাং চ গ্রাম্যাণাং জাতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬৪ ॥ ওষধ্যো যজ্ঞিয়াশ্চৈব গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ। ব্রীহয়শ্চ যবাশ্চৈব গোধূমাস্ত্বণবস্তিলাঃ ॥ ৬৫ ॥ প্রিয়ঙ্গুষষ্ঠা ইত্যেতে সপ্তমাস্তু কুলত্থকাঃ। শ্যামাকাস্ত্বথ নীবারা জর্ত্তিলাঃ সগবেধুকাঃ॥৬৬॥ উরুবিন্দা মর্কটকাস্তথা বেণুযবাশ্চ যে। গ্রাম্যারণ্যাস্তথা হ্যেতা ওষধ্যস্তু চতুর্দ্দশ ॥ ৬৭ ॥ তৃণগুল্মলতা বীরুদ্বল্লীগুচ্ছাদি কোটিশঃ। এতেষা মধিপশ্চন্দ্রো ধারয়ত্যখিলং জগৎ ॥ ৬৮ ॥ জ্যোৎস্নাভির্ভগবান্ সোমো জগতো হিতকাম্যয়া। ততস্তস্মৈ দদৌ রাজ্যং ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ ॥ ৬৯ ॥ বীজৌষধীনাং বিপ্রাণাং মন্ত্রাণাঞ্চ বরাননে। সোঽভিষিক্তো মহাতেজা রাজা রাজ্যে নিশাকরঃ ॥৭০॥ ত্রীল্লোঁকান্ ভাবয়ামাস স্বভাসা ভাস্বতাং বরঃ। তং সিনী চ কুহূশ্চৈব দ্যুতিঃ পুষ্টিঃ প্রভা বসুঃ ॥৭১॥ কীর্ত্তির্ধৃতিশ্চ লক্ষ্মীশ্চ নব দেব্যঃ সিষেবিরে। সপ্তবিংশতিরিন্দোস্তু দাক্ষায়ণ্যো মহাব্রতাঃ ॥ ৭২ ॥ দদৌ প্রাচেতসো দক্ষো নক্ষত্রাণীতি যা বিদুঃ। স তৎপ্রাপ্য মহদ্রাজ্যং সোমঃ সোমবতাং বরঃ ॥৭৩॥ সমাজহ্রে রাজসূয়ং সহস্রশতদক্ষিণম্। হিরণ্যগর্ভশ্চোদ্গাতা ব্রহ্মা ব্রহ্মত্বমেয়িবান্ ॥ ৭৪ ॥ সদস্যস্তস্য ভগবান্ হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ। সনৎকুমারপ্রমুখৈরাদ্যৈর্ব্রহ্মর্ষিভির্বৃতঃ ॥ ৭৫ ॥ দক্ষিণামদদাৎ সোমস্ত্রীল্লোঁকাংস্তু বরাননে। তেভ্যো ব্রহ্মর্ষিমুখ্যেভ্যঃ সদস্যেভ্যশ্চ বৈ শুভে ॥ ৭৬ ॥ প্রাপ্যাবভৃথমব্যগ্রঃ সর্ব্বদেবর্ষিপূজিতঃ। অতিরাজতি রাজেন্দ্রো দশধা ভাবয়ন্ দিশঃ ॥ ৭৭ ॥ তেন তৎপ্রাপ দুষ্প্রাপ্যমৈশ্বর্য্যমকৃতাত্মভিঃ। স এবং বর্ত্ততে চন্দ্রশ্চাত্রেয় ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চন্দ্রোৎপত্তিবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ। শ্রুতং সর্ব্বমশেষেণ চন্দ্রস্যোৎপত্তিকারণম্। চিহ্নং যথাভবত্তস্য সাম্প্রতং তৎপ্রকীর্ত্তয় ॥

হইল, ঐ তেজে ওষধি সকল জন্মিল, এবং ওষধি সকল তেজে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। চতুর্ব্বিধ প্রজা ঐ সকল ওষধি প্রাপ্ত হইয়া যারপর নাই আনন্দিত হইল। ফল পাকিলে যাহা মরিয়া যায়, তাহাকে ওষধি বলে। কণা সপ্তদশ প্রকার; যথা, ব্রীহি, যব, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, কোবিদার, কোরদূষ, সতীনক, মাষ, মুদ্গ, মসূর, নিষ্পাব, কুলত্থ, আঢ়কী, চণক। এই গ্রাম্য ওষধি জাতি গ্রাম্যারণ্য ওষধি যজ্ঞার্হ এবং উহা চতুর্দ্দশ প্রকার; যথা, ব্রীহি, যব, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, কুলত্থ, শ্যামাক, নীবার, জর্ত্তিল, গবেধুক, উরুবিন্দা, মর্কটকা, ও বেণুযব। এই চতুর্দ্দশটী ওষধি গ্রাম্যরণ্য। তৃণ, গুল্ম, লতা, বীরুধ, বল্লী ও গুচ্ছ, ইহাদেরও অধিপতি সোম। তিনিই লোকহিত কামনায় জ্যোৎস্না বিতরণ করিয়া জগৎ পোষণ করিতেছেন। ভগবান্ ব্রহ্মা বীজৌষধি, বিপ্র, ও মন্ত্র, সকলের রাজা করিয়া সোমকে অভিষিক্ত করিলেন। অভিষিক্ত হইয়া তিনি স্বীয় কিরণ বিতরণ করিয়া ত্রিজগৎ আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। সিনী, কুহূ, দ্যুতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু, কীর্ত্তি, ধৃতি লক্ষ্মী, এই নব দেবী তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। প্রাচেতস দক্ষ স্বীয় সপ্তবিংশতি কন্যা—যাহারা নক্ষত্র বলিয়া অখ্যাত হয়, তাহাদিগকে চন্দ্রের করে অর্পণ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে লাভ করিয়া সহস্রশতদক্ষিণ রাজসূয় যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই যজ্ঞে হিরণ্যগর্ভ উদ্গাতা, ব্রহ্মা এবং ভগবান্ নারায়ণ, সনৎকুমার প্রমুখ আদ্য ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত সদস্য হইলেন: দ্বিজরাজ সোম এই যজ্ঞে ব্রহ্মর্ষিমুখ্য সদস্যগণকে ত্রিলোক দক্ষিণা প্রদান করিলেন। তিনি অবভৃথ স্নাত হইয়া দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি দুষ্প্রাপ্য ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। ৫৯—৭৮।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

একবিংশ অধ্যায়।

দেবী বলিলেন,—হে দেব! আমি সর্ব্বতোভাবে চন্দ্রোৎপত্তিবিবরণ শ্রবণ করিলাম, অধুনা তাঁহার

১। ঈশ্বর উবাচ। ব্রহ্মণস্তু পুত্রো দেবি দক্ষোনাম সুতোঽভবৎ। প্রজাঃ সৃজেতি উদ্দিষ্টঃ পূর্ব্বং দক্ষঃ স্বয়ম্ভুবা। ২। ষষ্টিং দক্ষোঽসৃজৎ কন্যা বৈরিণ্যাং বৈ প্রজাপতিঃ। দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ। ৩। সপ্তবিংশতি সোমায় চতস্রোঽরিষ্টনেমিনে। দ্বে চৈব ভৃগুপুত্রায় দ্বে কৃশাশ্বায় ধীমতে। ৪। দ্বে চৈবাঙ্গিরসে তদ্বত্তাসাং নামানি বিস্তরাৎ। শৃণু ত্বং দেবি মাতৄণাং প্রজাবিস্তরমাদিতঃ। ৫। মরুত্বতী বসুর্জামী লম্বা ভানুররুন্ধতী। সঙ্কল্পা চ মুহূর্ত্তা চ সাধ্যা বিশ্বা চ ভামিনি। ৬। ধর্ম্মপত্ন্যঃ সমাখ্যাতা দক্ষঃ প্রাচেতসো দদৌ। অদিতির্দ্দিতির্দ্দনুস্তদ্বদরিষ্টা সুরসৈব চ। ৭। সুরভির্বিনতা চৈব নাম্না ক্রোধবশা ত্বিলা। কদ্রুস্ত্বিষা বসুস্তদ্বত্তাসাং পুত্রান্ বদামি বৈ। ৮। বিশ্বেদেবাস্তু বিশ্বায়াঃ সাধ্যা সাধ্যানজীজনৎ। মরুত্বত্যাং মরুত্বন্তো বসোস্তু বসবস্তথা। ৯। ভানোস্তু ভানবস্তেন মুহূর্ত্তায়াং মুহূর্ত্তকাঃ। লম্বায়াং ঘোষনামানো নাগবীথিস্তু জামিজা। ১০। সঙ্কল্পায়াস্তু সঙ্কল্পো ধর্ম্মপুত্রো দশ স্মৃতাঃ। আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানলো-ঽনিলঃ। ১১। প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ। আপস্য পুত্রো বৈদণ্ড্যঃ শ্রমঃ শান্তো ধ্বনিস্তথা। ১২। ধ্রুবস্য পুত্রো ভগবান্ কালো লোকপ্রকালনঃ। সোমস্য ভগবান্ শর্ব্বো ধ্রুবশ্চ গৃহবোধনঃ। ১৩। হুতহব্যবহশ্চৈব ধরস্য দ্রবিণঃ স্মৃতঃ মনোজবোঽনিলস্যাসীদবিজ্ঞাতগতিস্তথা। ১৪। দেবলো ভগবান্ যোগী প্রত্যূষস্যাভবন্ সুতাঃ। বৃহস্পতেস্তু ভগিনী ভুবনা ব্রহ্মবাদিনী। ১৫। প্রভাসস্য তু সা ভার্য্যা বসূনামষ্টমস্য চ। বিশ্বকর্ম্মা সুতস্তস্য শিল্পকর্ত্তা প্রজাপতিঃ। ১৬। তুষিতানাং তু সাধ্যানাং নামান্যেতানি বচ্মি তে। মনো-ঽনুমন্তা প্রাণশ্চ নরোঽপানশ্চ বীর্য্যবান্। ১৭। ভক্তির্ভয়োঽনঘশ্চৈব হংসো নারায়ণস্তথা। বিভুশ্চৈব প্রভুশ্চৈব সাধ্যা দ্বাদশ কীর্ত্তিতাঃ। ১৮। কশ্যপস্য প্রবক্ষ্যামি সন্ততিং বরবর্ণিনি। অংশো ধাতা ভগস্ত্বষ্টা মিত্রোঽথ বরুণোঽর্য্যমা। ১৯। বিবস্বান্ সবিতা পূষা হ্যংশুমান্ বিষ্ণুরেব চ। এতে সহস্রকিরণা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতা। ২০। অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যো বিরূপাক্ষোঽথ রৈবতঃ। হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বর। ২১। সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ পিনাকী চাপরাজিতঃ। এতে রুদ্রাঃ সমাখ্যাতা একাদশ গণেশ্বরাঃ। ২২। দিতিঃ পুত্রদ্বয়ং লেভে কশ্যপাদ্বল-গর্ব্বিতম্। হিরণ্যকশিপুং শ্রেষ্ঠং হিরণ্যাক্ষং

গাঙ্গের কলঙ্ক-চিহ্নের বৃত্তান্ত আপনি কীর্ত্তন করুন। ঈশ্বর বলিলেন,—পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মার এক পুত্র হয়, তাহার নাম দক্ষ প্রজাপতি। ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রজা সৃষ্টি করিতে বলেন। তিনি বৈরিণীতে ষষ্টিকন্যা সৃজন করিলেন। এই কন্যাসকলের মধ্যে দশটী ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশটী কশ্যপকে, সপ্তবিংশতি সোমকে, চারিটী অরিষ্টনেমিকে, দুইটী ভৃগুপুত্রকে, দুইটী কৃশাশ্বকে, এবং দুইটী অঙ্গিরাকে, প্রদান করেন। ইহাদের নাম ও প্রজাসৃষ্টির কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। মরুত্বতী, বসু, জামী, লম্বা, ভানু, অরুন্ধতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা। এই কন্যাগণকে তিনি ধর্ম্মপত্নীত্বে অর্পণ করেন। অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, সুরভি, বিনতা ক্রোধবশা, ইলা, কদ্রু, ত্বিষা ও বসু,—এই সকল কশ্যপপত্নীর পুত্রগণের কথা বলিতেছি। বিশ্বদেবগণ বিশ্বায়, সাধ্যগণ সাধ্যাতে, মরুদ্গণ মরুত্বতীতে, বসুগণ বসুতে, ভানু সকল ভানুতে, মুহূর্ত্ত সকল মুহূর্ত্তাতে, ঘোষগণ লম্বাতে, নাগবীথি সকল জামিতে, সঙ্কল্পসমূহ সঙ্কল্পাতে উৎপন্ন হয়। ইহারা ধর্ম্মের পুত্র। আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনল, অনিল, প্রত্যূষ, প্রভাস, ইহারা অষ্টবসু। বৈদন্ড্য, শ্রম, শান্ত, ও ধ্বনি ইহারা আপের পুত্র। লোকপ্রকালন ভগবান্ কাম ধ্রুবের পুত্র। শর্ব্ব, ধ্রুব ও গৃহবোধন অনলের পুত্র। হুতহব্যবহ দ্রবিণ ধরের পুত্র। অবিজ্ঞাতগতি মনোজব অনিলের পুত্র। ভগবান্ যোগী দেবল প্রত্যূষের পুত্র। বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী ভুবনা অষ্টম বসু প্রভাসের ভার্য্যা। প্রভাসের পুত্র বিশ্বশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা। অতঃপর তুষিত সাধ্যগণের নাম বলিতেছি। যথা,—মনঃ, অনুমন্তা, প্রাণ, নর, অপান, ভক্তি, ভয়, অনঘ, হংস, নারায়ণ, বিভু, প্রভু, এই দ্বাদশ প্রকার সাধ্য। অতঃপর কশ্যপের সন্ততিগণের কথা বলিতেছি। অংশ, ধাতা, ভগ, ত্বষ্টা মিত্র, বরুণ, যম, বিবস্বান্, সবিতা, অংশুমান্ ও বিষ্ণু ইহারা সহস্রকিরণ দ্বাদশ আদিত্য। অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন্য, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সুরেশ্বর, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী, ও অপরাজিত এই একাদশ জন গণেশ্বর রুদ্র। ১—২২। দিতি কশ্যপ হইতে দুই বল-গর্ব্বিত পুত্র লাভ করেন। তাহা-

তথানুজম্॥ ২৩॥ হিরণ্যকশিপোর্দৈত্যৈঃ শ্লোকো গীতঃ পুরাতনৈঃ॥ ২৪॥ রাজা হিরণ্যকশিপুর্যাং যামাশাং নিরীক্ষতে। তস্যাস্তস্যাং দিশি সুরা নমশ্চক্রুর্মহর্ষিভিঃ। হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ সুমহাবলাঃ॥ ২৫॥ প্রহ্লাদঃ পূর্বজস্তেষামনুহ্লাদস্ততঃ পরঃ। হ্রাদশ্চৈব হ্রদশ্চৈব পুত্রাশ্চৈতে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ২৬॥ উভৌ সুন্দোপসুন্দৌ তু হ্রদপুত্রৌ বভূবতুঃ। হ্রাদস্য পুত্রস্ত্বেকোঽভূন্মূক ইত্যভিবিশ্রুতঃ॥ ২৭॥ মারীচঃ সুন্দপুত্রস্তু তাড়কায়ামজায়ত। দণ্ডকে নিহতঃ সোঽয়ং রাঘবেণ বলীয়সা॥ ২৮॥ মূকো বিনিহতশ্চাপি কৈরাতে সব্যসাচিনা। সংহ্রাদস্য তু দৈত্যস্য নিবাতকবচাঃ কুলে॥ ২৯॥ তিস্রঃ কোট্যস্তু বিখ্যাতা নিহতাঃ সব্যসাচিনা। গবেষ্ঠী কালনেমিশ্চ জম্ভো বষ্কল এব চ॥৩০॥ জৃম্ভঃ সুষ্ঠোঽনুজস্তেষাং স্মৃতাঃ প্রহ্লাদসূনবঃ। শুম্ভশ্চৈব নিশুম্ভশ্চ গবেষ্ঠিনঃ সুতৌ স্মৃতৌ॥ ৩১॥ ধনুকশ্চাসিলোমা চ শুম্ভপুত্রৌ প্রকীর্ত্তিতৌ। বিরোচনস্য পুত্রস্তু বলিরেকঃ প্রতাপবান্॥ ৩২॥ হিরণ্যাক্ষসুতাঃ পঞ্চ বিক্রান্তাঃ সুমহাবলাঃ। অন্ধকঃ শকুনিশ্চৈব কালনাভস্তথৈব চ॥ ৩৩॥ মহানাভশ্চ বিক্রান্তো ভূতসন্তাপনস্তথা। শতং শতসহস্রাণি নিহতান্তারকাময়ে॥ ৩৪॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তা কশ্যপান্বয়সন্ততিঃ। যয়া ব্যাপ্তং জগৎসর্বং সদেবাসুরমানুষম্॥ ৩৫॥ অথ যাঃ কন্যকা দত্তাঃ সপ্তবিংশতিরিন্দবে। তাসাং মধ্যে মহাদেবি প্রিয়া তস্য চ রোহিণী॥ ৩৫॥ অথ নক্ষত্রনাথস্য তাসাং মধ্যেঽতিবল্লভা। বভূব রোহিণী দেবি প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী॥ ৩৭॥ সর্বাস্তাঃ সম্পরিত্যজ্য রোহিণ্যা সহিতো রহঃ। রেমে কামপরীতাত্মা বনেষূপবনেষু চ। রমণীয়েষু দেশেষু কন্দরেষু গুহাসু চ॥ ৩৮॥ অথ তা দুঃখসম্পন্নাঃ পত্ন্যঃ শেষা যশস্বিনি। জগ্মুশ্চ শরণং দক্ষং বচনং চেদমব্রুবন্॥ ৩৯॥ সোম সর্বা অতিক্রম্য রোহিণ্যা সহ মোদতে। সংবৎসরসহস্রং তু ক্রীড়মানো যথাসুখম্॥ ৪০॥ অবশিষ্টাস্তু বয়ং শশ্বন্মলিনা বিগতশ্রিয়ঃ। পাণিগ্রহণমারভ্য রোহিণ্যা সহ চন্দ্রমাঃ॥ ৪১॥ সংবৎসরসহস্রস্তু জা[illegible]ত্যেকাং স শর্বরীম্। পরিত্যক্তা বয়ং তাত শশিনা দোষবর্জ্জিতাঃ॥ ৪২॥ স রেমে সহ রোহি[illegible] অস্মাকমসুখপ্রদঃ। অস্মাকং দুঃখদগ্ধানাং শ্রেয়োঽতো মরণং ভবেৎ॥ ৪৩॥ তাসাং

দের নাম হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু। হিরণ্যাক্ষ কনিষ্ঠ। হিরণ্যকশিপু সম্বন্ধে প্রাচীন দৈত্যগণ এক শ্লোক কীর্ত্তন করেন; যথা,—রাজা হিরণ্যকশিপু যে যে দিক্ অবলোকন করেন, সুরগণ ও মহর্ষিগণ সেই সেই দিকে নমস্কার করেন। হিরণ্যকশিপুর চারি মহাবল পুত্র যথা—প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, হ্রাদ, ও হ্রদ। প্রহ্লাদ সকলের জ্যেষ্ঠ; অপর ত্রয়ের লিপিক্রমে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাদি জানিবে। সুন্দোপসুন্দ উভয়ে হ্রদপুত্র। হ্রাদের এক পুত্র; নাম মূক। মারীচ সুন্দপুত্র; তাড়কায় জন্ম গ্রহণ করে। রাঘব দণ্ডকারণ্যে তাহাকে নিহত করেন। মূক কৈরাতে সব্যসাচিকর্ত্তৃক নিহত হয়। সংহ্রাদের কুলে তিনকোটি নিবাতকবচ জন্মগ্রহণ করে, সব্যসাচি ইহাদিগকেও বধ করিয়াছিলেন। গবেষ্ঠী, কালনেমি, জম্ভ, বষ্কল, জৃম্ভ, ইহারা প্রহ্লাদপুত্র; জৃম্ভ সর্বকনিষ্ঠ। শুম্ভ-নিশুম্ভ গবেষ্ঠীর পুত্র। ধনুক ও অসিলোমা শুম্ভ-পুত্র। বিরোচনের একমাত্র সন্তান বলি। হিরণ্যাক্ষের মহাবল-পরাক্রান্ত পাঁচপুত্র; নাম—অন্ধক, শকুনি, কালনাভ, মহানাভ, বিক্রান্ত, ও ভূতসন্তাপন। কশ্যপের শত, শতসহস্র, বংশধর তারকাময় সমরে কাল-কবলিত হইয়াছে। এই আমি সংক্ষেপে যথাজ্ঞান কশ্যপ সন্ততি বলিলাম। ইহারা সদেবাসুর-মানুষ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছে। দক্ষ চন্দ্রকে যে সপ্তবিংশতি কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে রোহিণীকেই চন্দ্র স্নেহ করিতেন। সর্বপত্নীর মধ্যে রোহিণীই তাঁহার বল্লভা ও প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী ছিলেন। তিনি অপর সকল পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল রোহিণীকে লইয়াই কামভাবে রম্যদেশ, কন্দর-গুহা ও বন-উপবনে রমণ করিতেন। এজন্য একদা তাঁহার অপর পত্নীগণ দুঃখের কথা পিতাকে গিয়া জানাইলেন। বলিলেন,—তাত! ভগবান্ সোম আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করিয়া রোহিণীর সহিত আমোদপ্রমোদ করেন। তিনি বর্ষসহস্রকাল তাঁহার সহিতই সুখে বিহার করিতেছেন।২৩-৪০। দেখুন, আমরা মলিনা বিগতশ্রী হইয়াছি। পাণিগ্রহণের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্য বর্ষ সহস্রকাল যাবৎ চন্দ্রমা একরাত্রির ন্যায় রোহিণীর সহিত অবস্থান করিতেছেন। আমাদের কোন অপরাধ নাই, তথাপি তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি রোহিণীর সহিতই রমণ করিতেছেন, ইহা আমাদের যারপর নাই দুঃখের কারণ হইয়াছে

তদ্বচনং শ্রুত্বা দুঃখার্ত্তানাং প্রজাপতিঃ। ব্রহ্মতেজঃসমাযুক্তঃ পুত্রীস্নেহেন কর্ষিতঃ। জগাম যত্র ঋক্ষেশো বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৪৪ ॥ সমং বর্ত্তস্ব কন্যাসু মামকাসু নিশাকর। অন্যথা দোষভাগী ত্বং ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা লজ্জয়াবনতঃ স্থিতঃ। বাঢ়মিত্যেব ঋক্ষেন্দ্রো দক্ষস্য পুরতোঽব্রবীৎ ॥ ৪৬ ॥ অদ্যপ্রভৃতি বিপ্রর্ষে সমং বর্ত্তয়িতাস্ম্যহম্। পুত্রীভিস্তব সত্যং বৈ শপেঽহং শপথেন তে ॥ ৪৭ ॥ এবং প্রতিজ্ঞাসংযুক্তে নিশানাথে তদাম্বিকে। সর্ব্বা রূপেণ সংযুক্তাস্তস্য কন্যা নিবেদিতাঃ ॥ ৪৮ ॥ দক্ষঃ স্বভবনং গত্বা নির্বৃতিং পরমাং গতঃ। চন্দ্রোঽপি পূর্ব্ববদ্দেব রোহিণ্যাং নিরতোঽভবৎ ॥ ৪৯ ॥ সম্পরিত্যজ্য তাঃ সর্ব্বাঃ কামোপহতমানসঃ। অথ ভূয়স্ত তাঃ সর্ব্বাঃ দক্ষং বচনমব্রুবন্ ॥ ৫০ ॥ মলিনাস্তাঃ কৃশাঙ্গ্যশ্চ দীনাঃ সর্ব্বা বিচেতসঃ। ততো দৃষ্ট্বা তথারূপং দক্ষো মোহমুপাগতঃ ॥ ৫১ ॥ লব্ধসংজ্ঞঃ পুনঃ সোঽপি ক্রোধোদ্ভূততনূরুহঃ। উবাচ সর্ব্বাঃ স্বাঃ পুত্রীঃ কিমিত্থং মলিনাম্বরাঃ। কিমিদং নিষ্প্রভাঃ সর্ব্বাঃ কথয়ধ্বং মমানঘাঃ ॥ ৫২ ॥ অসুরান্ মানুগাংশ্চৈব যে চান্যে সুরসত্তমাঃ। অদ্য শাপহতান্ পুত্র্যঃ করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥ এবমুক্তাস্তু দক্ষেণ সর্ব্বাস্তাঃ সমুদৈরয়ন্ ॥ ৫৪ ॥ ন চাস্মাকং নিশানাথ ঋতুমাত্রমপি প্রভো। প্রযচ্ছতি পুনস্তেন যুষ্মৎপার্শ্বং সমাগতাঃ ॥ ৫৫ ॥ অনাদৃত্য তু তে বাক্যং রোহিণ্যাং নিরতো রহঃ। রেমে কামপরীতাত্মা অস্মাকং শোকবর্দ্ধনঃ ॥ ৫৬ ॥ তাসাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দক্ষঃ কোপমুপাগতঃ। গত্বা চন্দ্রং মহাদেবি শশাপ প্রমুখে স্থিতম্ ॥ ৫৭ ॥ অনাদৃত্য হি মে বাক্যং যস্মাত্ত্বং রোহিণীরতঃ। সন্ত্যজ্য পুত্রীশ্চাস্মাকং শেষা দোষেণ বর্জ্জিতাঃ। তস্মাদ্যক্ষ্মা শরীরং তে গ্রসিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু যক্ষ্মা পর্ব্বতপুত্রিকে। দক্ষেণ তু সমাদিষ্টস্তস্য কায়ং সমাবিশৎ ॥ ৫৯ ॥ যক্ষ্মণা গ্রস্তকায়োঽসৌ ক্ষয়ং যাতি দিনেদিনে ॥ ৬০ ॥ এবং সোমস্ত দক্ষেণ কৃতশাপো গতপ্রভঃ। পপাত বসুধাং দেবি নিশ্চেষ্টো রোহিণীযুতঃ ॥ ৬১ ॥ লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্ত্তেন রোহিণীং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬২ ॥ দেবি কার্য্যং কিমধুনা ত্বৎপিত্রা শাপিতো হ্যহম্। ক্ষয়কুষ্ঠেন সংযুক্তঃ কিং করোম্যধুনা প্রিয়ে ॥ ৬৩ ॥

অধুনা আমাদের মরণই শ্রেয়। কন্যাগণের এতাদৃশ দুঃখবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মতেজোযুক্ত প্রজাপতি স্নেহবশতঃ জামাতা চন্দ্রের নিকট গমন করিলেন; বলিলেন,—হে নিশাকর! তুমি আমার কন্যাগণে সম ব্যবহার কর। অন্যথা তুমি দোষভাগী হইবে, সংশয় নাই। তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্র লজ্জায় অধোবদন হইলেন। এবং ধীরে ধীরে বলিলেন,—আচ্ছা, আমি অদ্য হইতে আপনার কন্যাগণের উপর সম ব্যবহার করিব; শপথ করিয়া বলিতেছি। নিশানাথ এই কথা কহিলে দক্ষ তাঁহার সমগ্র রূপবতী কন্যাকে তাঁহার নিকট নিবেদন করিয়া হইয়া স্বভবনে গমন করিলেন। চন্দ্রও এদিকে পুনরায় সকলকে পরিত্যাগ করিয়া যথাপূর্ব্ব রোহিণীতেই রত হইলেন। পুনরায় চন্দ্রপত্নীগণ পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া যথাবৎ বলিল! দক্ষ কন্যাগণকে মলিনা কৃশা দীনা, ও বিচেতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি সংজ্ঞালাভ করিলেন। ক্রোধে তাঁহার গাত্ররোম কণ্টকিত হইল। তিনি সক্রোধে বলিলেন,—হে পুত্রী-গণ! কিজন্য তোমাদিগকে মলিনবেশা ও নিষ্প্রভা দেখিতেছি বল। অয়ি পুত্রীগণ! অদ্য আমি অসুর মানুষ ও অন্যান্য যে সকল জাতি আছে, সকলকেই শাপ-দগ্ধ করিব। সংশয় নাই। দক্ষ এই কথা বলিলে কন্যাগণ বলিলেন,—নিশাকর ঋতুকালেও আমাদের নিকট আগমন করেন না, এজন্য আমরা আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। নিশাকর আপনার বাক্যে অনাদর করিয়া কামভাবে সর্ব্বদাই রোহিণীতে রত থাকিয়া আমাদের দুঃখ বর্দ্ধন করিতেছেন। কন্যাগণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দক্ষ অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং সত্বর চন্দ্র সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে শাপ দিলেন। তিনি বলিলেন,—আমার বাক্য অনাদর করিয়া অপর সকলকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যে হেতু তুমি রোহিণীতে রত হইয়া রহিয়াছ, অতএব এই অপরাধে তোমায় যক্ষ্মা গ্রাস করিবে,ইহা অন্যথা হইবার নহে।৪১-৫৮। অভিশাপের পর হইতে দক্ষবাক্যে যক্ষ্মা চন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করিল। যক্ষ্মরোগগ্রস্ত হইয়া চন্দ্র দিন দিন ক্ষয় পাইতে লাগিলেন। এইরূপে দক্ষশাপে চন্দ্র নিশ্চেষ্ট হইয়া ধরণীতলে পতিত হইলেন এবং মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া রোহিণীকে বলিলেন,—দেবি! এখন আমি করি কি? তোমার পিতা শাপ

এবমুক্তা রোহিণী তু বাষ্পব্যাকুললোচনা। দক্ষশাপহতং দৃষ্ট্বা সোমং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬৪ ॥ যেন শাপস্তে দত্তস্তমেব শরণং ব্রজ। স তে শাপান্তিকৃতস্য নূনং শ্রেয়ো বিধাস্যতি ॥ ৬৫ ॥ লপ্স্যসে তৎপ্রসাদাত্ত্বং প্রভাং পূর্ব্বোচিতাং শুভাম্ ॥ ৬৬ ॥ রোহিণ্যা বচনং শ্রুত্বা গতো দক্ষসমীপতঃ। চন্দ্রঃ প্রোবাচ বিনয়াদ্বাষ্পব্যাকুললোচনঃ ॥ ৬৭ ॥ কুরুম্বানুগ্রহং দক্ষ প্রসন্নেনান্তরাত্মনা। কোপং ত্যজ মহর্ষে ত্বং মমোপরি দয়াং কুরু ॥ ৬৮ ॥ ত্বয়া ক্রোধপরীতেন কারণে বাক্যকারণে। অনুকম্পাং চ মে কৃত্বা কার্য্যং শাপস্য মোক্ষণম্ ॥ ৬৯ ॥ বিদিতং তু মহাভাগ শপ্তোঽহং যেন কর্ম্মণা। কুরুম্বানুগ্রহং দক্ষ মম দীনস্য যচতঃ ॥ ৭০ ॥ এবং বিলপমানস্য সোমস্য তু মহাত্মনঃ। অনুগ্রহে মতিং কৃত্বা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৭১ ॥ দক্ষ উবাচ। ময়া শাপহতঃ সোম ত্রাতুং শক্যো ন দৈবতৈঃ। যদ্‌যদ্‌ব্রবীম্যহং সোম তত্তথেতি ন সংশয়ঃ ॥ ৭২ ॥ আয়ুঃ কর্ম্ম চ বিত্তং চ বিদ্যা নিধনমেব চ। পূর্ব্বস্মৃষ্টানি যান্যেব সম্ভবন্তি হি তানি বৈ ॥ ৭৩ ॥ অসুরাশ্চ সুরাশ্চৈব যে চান্যে যক্ষরাক্ষসাঃ। সর্ব্বেঽপি শক্তা ন ত্রাতুং বর্জ্জয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৭৪ ॥ এষ শাপো ময়া দত্তোঽহমুগ্রহীষ্যতি শঙ্করঃ। ত্রাতুং ত্রাতুং ভবেচ্ছক্তো বিনা পশুপতিং ভবম্। ত্বমং শীঘ্রতরং গচ্ছ সমারাধয় শঙ্করম্ ॥ ৭৫ ॥ ন শক্তোঽহং পুনশ্চন্দ্রং কর্ত্তুং ত্বাং নির্ম্মলং পুনঃ। বর্জ্জয়িত্বা মহাদেবং শিতিকণ্ঠমুমাপতিম্ ॥ ৭৬ ॥ দক্ষস্য চ বচঃ শ্রুত্বা কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ। প্রত্যুবাচ তদা সোমঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ৭৭ ॥ ভগবন্ যদি তুষ্টোঽসি মম ভক্তস্য সুব্রতে। অনুগ্রহে কৃতা বুদ্ধিস্তদাচক্ষ কুত্র শিবঃ ॥ ৭৮ ॥ কস্মিন্ স্থানে ময়া দক্ষ দ্রষ্টব্যোঽহসৌ মহেশ্বরঃ। তৎস্থানানি চরিষ্যামি যানি তানি বদস্ব মে ॥ ৭৯ ॥ দক্ষ উবাচ। শৃণু সোম প্রযত্নেন শ্রুত্বা চৈবাবধারয়। বারুণীং দিশমাশ্রিত্য সাগরানুপসন্নিধৌ ॥ ৮০ ॥ কৃতস্মরস্থাপরতো ধন্বন্তরশতত্রয়ে। লিঙ্গং মহাপ্রভাবং চ স্বয়ম্ভূতং ব্যবস্থিতম্ ॥ ৮১ ॥ সূর্য্যবিম্বসমপ্রখ্যং সর্পমেখলমণ্ডিতম্। কুক্কুটাণ্ডকমানং তদ্ভূমিমধ্যে ব্যবস্থিতম্ ॥ ৮২ ॥ স্পর্শলিঙ্গং হি তদ্বিদ্ধি তদ্ভক্ত্যা

দিয়াছেন, আমি ক্ষয় ও কুষ্ঠযুক্ত হইয়াছি; হে প্রিয়ে! এখন আমি করি কি? স্বামীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোহিণী ক্রন্দন করিয়া বলিলেন,—হে প্রভো! আপনাকে যিনি শাপ দিয়াছেন, আপনি তাঁহারই শরণ গ্রহণ করুন। তিনিই আপনার শ্রেয়োবিধান করিবেন। আপনি তাঁহারই প্রসাদে পূর্ব্বের স্থায় কান্তিলাভ করিবেন। প্রিয়ার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্র দক্ষসমীপে উপস্থিত হইয়া ব ষ্প-পর্য্যাকুল নেত্রে বলিলেন,—হে তাত! প্রসন্ন অন্তঃকরণে আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন; আপনি কোপ পরিত্যাগ করিয়া দয়া করুন। হে দেব! কারণ থাকুক বা না থাকুক, অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি আমার শাপ-মোচন করুন। যে কারণে আপনি আমায় পাশ দিয়াছেন, তাহা অবশ্যই আপনি বিদিত আছেন, অধুনা আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি এ দীনের প্রতি কৃপা করুন। সোম এইরূপে বিলাপ করিতে থাকিলে মহাভাগ দক্ষ তাঁহাকে ক্ষমা করিতে মনস্থ করিয়া বলিলেন,—হে সোম! আমি শাপ দিলে দেবগণও তাহাকে ত্রাণ করিতে সক্ষম নহেন; সুতরাং আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা অবশ্যম্ভাবী; ইহাতে কোন সংশয় নাই। দেখ,—আয়ু, কর্ম্ম, বিত্ত, বিদ্যা ও নিধন এ সকল পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট, অবশ্যই ঘটিয়া থাকে, সুরাসুর যক্ষ-রাক্ষস প্রভৃতি সকলে কেহই এ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহেন; কেবল একমাত্র মহেশ্বরই সমর্থ। এই যে আমি তোমায় শাপ দিয়াছি, মহেশ্বরের অনুগ্রহে এ শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার, তিনি ভিন্ন এ শাপ অন্যথা করিবার আর কাহারও সাধ্য নাই। তুমি শীঘ্র গিয়া তাঁহার আরাধনা কর। তিনি ভিন্ন অন্য কে আর তোমাকে শাপ-নির্ম্মুক্ত করিবে?৫৯—৭৬। প্রজাপতির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে সহর্ষে বলিলেন,—হে ভগবন! যদি এই ভক্তের প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে বলিয়া দেন, কোথায় সেই শিব বিরাজ করিতেছেন? কোথায় আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইব, বলুন, আমি সেই স্থানে গমন করিতেছি। দক্ষ বলিলেন,—হে সোম! শ্রবণ করিয়া অবধারণ কর,—পশ্চিমদিগ্‌ভাগে সাগরোপকণ্ঠে কৃতস্মরের অপর পার্শ্বে ত্রিশত ধনু অন্তরে মহাপ্রভাব স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। ঐ লিঙ্গ সূর্য্যবিম্বসমপ্রভ, সর্পমেখল ও কুক্কুটাণ্ড প্রমাণ। এই লিঙ্গ উক্ত নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত। ইহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা যায়। উক্ত

জ্ঞাস্যতে ভবান্। তত্র সন্নিহিতো দেবঃ শঙ্করঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৮৩ ॥ গচ্ছ ত্বং তপসোগ্রেণ আরাধয় সুরেশ্বরম্ ॥ ৮৪ ॥ প্রশস্ত দেবদেবেশমাত্মানং নির্ম্মলং কুরু। যস্তাশু বরদানেন প্রাপ্স্যসে রূপমুত্তমম্ ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শিবারাধনোপদেশবর্ণনং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। দক্ষেণৈবমনুজ্ঞাতঃ শোচন্ কর্ম্ম স্বকং তদা। দুঃখশোকপরীতাত্মা প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতঃ ॥ ১ ॥ স গত্বা দক্ষিণং তীরং সাগরস্য সমীপতঃ। দদর্শ পর্ব্বতং তত্র কৃতস্মরমিতি শ্রুতম্ ॥ ২ ॥ যক্ষবিদ্যাধরাকীর্ণং কিন্নরৈরুপশোভিতম্। চন্দনাগুরুকর্পূরৈরশোকৈস্তিলকৈঃ শুভৈঃ ॥ ৩ ॥ কহ্লারৈঃ শতপত্রৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ ফলিতৈঃ শুভৈঃ। আম্রজম্বুকপিত্থৈশ্চ দাড়িমৈঃ পনসৈস্তথা ॥ ৪ ॥ নিম্বজম্বীরনাগৈশ্চ কদলীখণ্ডমণ্ডিতৈঃ। ক্রমুকৈর্নাগবল্ল্যাদ্যৈঃ শালৈস্তালৈস্তমালকৈঃ ॥ ৫ ॥ বীজপূরকখর্জ্জুরৈর্দ্রাক্ষামধুরপাটলৈঃ। বিল্বচম্পকতিন্দ্বাদ্যৈঃ কদম্বকবকুলৈস্তথা ॥ ৬ ॥ ধবাশোকশিরীষাদ্যৈর্নানাবৃক্ষৈশ্চ শোভিতম্। কামং কামফলৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্পিতৈঃ ফলিতৈঃ শুভৈঃ ॥ ৭ ॥ হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্। কোকিলাদ্যৈঃ শুকৈশ্চৈব নানাপক্ষিনিনাদিতম্ ॥ ৮ ॥ জাতিস্মরাঃ পক্ষিণশ্চ ব্যাজহ্রুর্মানুষীং গিরম্। গন্ধর্ব্বকিন্নরযুগৈঃ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগৈঃ ॥ ৯ ॥ ক্রীড়দ্ভির্বিবিধৈর্দিব্যৈঃ শোভিতং পর্ব্বতোত্তমম্। দেবগন্ধর্ব্বনৃত্যৈশ্চ বেণুবীণানিনাদিতম্ ॥ ১০ ॥ বেদধ্বনিতঘোষেণ যজ্ঞহোমাগ্নিহোত্রজৈঃ। ধূমৈঃ সমাবৃতং সর্ব্বমাজ্যগন্ধিভিরুচ্ছ্রিতম্ ॥ ১১ ॥ শোভিতং চর্ষিভির্দিব্যৈশ্চাতুর্ব্বিদ্যৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ। অত্রিশ্চৈব বসিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ॥ ১২ ॥ ভৃগুশ্চৈব মরীচিশ্চ ভরদ্বাজোঽথ কশ্যপঃ। মনুর্যমোঽঙ্গিরা বিষ্ণুঃ শাতাতপপরাশরৌ ॥ ১৩ ॥ আপস্তম্বোঽথ সম্বর্ত্তঃ কাত্যঃ কাত্যায়নো মুনিঃ। গৌতমঃ শঙ্খলিখিতৌ তথা বাচস্পতির্মুনিঃ ॥ ১৪ ॥ জামদগ্ন্যো যাজ্ঞবল্ক্য ঋষ্যশৃঙ্গো বিভাণ্ডকঃ। গার্গ্যশৌনকদাল্ভ্যাশ্চ ব্যাস উদ্দালকঃ শুকঃ ॥ ১৫ ॥ নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব জাবালির্মুদ্গলস্তথা ॥ ১৬ ॥ বিশ্বামিত্রঃ কৌশিকশ্চ

স্থানে পরমেশ্বর শঙ্কর বিরাজ করিতেছেন, তুমি ইহা অবগত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক ঐ স্থানে গমন কর। তথায় উগ্র তপস্যা দ্বারা শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিয়া তুমি স্বয়ং নির্ম্মল হও। তিনি তোমাকে আশু বর প্রদান করিবেন, তুমি উত্তম রূপ লাভ করিবে।৭৭—৮৫।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—দক্ষ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া নিশাকর নিজ দুষ্কর্ম্মের অনুশোচনা করিতে করিতে দুঃখশোকাকুল-চিত্তে প্রভাসক্ষেত্রে গিয়া উপাস্থত হইলেন। তথায় সাগরের দক্ষিণতীরসমীপে তিনি কৃতস্মর পর্ব্বত অবলোকন করিলেন। তথায় যক্ষ, বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ সর্ব্বদা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। চন্দন, অগুরু, কর্পূর, অশোক, তিলক, কহ্লার, পুষ্পিত ফলিত শতপুষ্প, আম্র, জম্বু, কপিত্থ, দাড়িম, পনস, নিম্ব, জম্বীর, নাগ, কদলী, ক্রমুক, নাগবল্লী, শাল, তাল, তমাল, বীজপূরক, খদির, খর্জ্জুর, দ্রাক্ষা, মধুর, পাটল, বিল্ব, চম্পক, তিন্দু, কদম্ব, বকুল, ধবাশোক, শিরীষ, প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে ঐ পর্ব্বত পরিশোভিত এবং ফলিত পুষ্পিত কামফল বৃক্ষ সকল দ্বারা উহা কামপ্রদ। হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক, কোকিল, শুক ও অন্যান্য নানাবিধ পক্ষিকুলে উহা কূজিত। জাতিস্মর পক্ষী সকলে তথায় মনুষ্যের ন্যায় স্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। গন্ধর্ব্ব ও উরগগণ কিন্নর মিথুন, সিদ্ধ, বিদ্যাধর অহর্নিশ তথায় ক্রীড়া করিতেছে; দেবগন্ধর্ব্বগণের নৃত্য ও বীণা-বেণুনাদে উহা নিনাদিত। বেদধ্বনি ও আজ্যগন্ধি যজ্ঞধূম দ্বারা উহা পবিত্রীকৃত হইতেছে। ঋষি ও চাতুর্ব্বিদ্য দ্বিজগণে ঐ পর্ব্বত শোভা পাইতেছে। অত্রি, বসিষ্ঠ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, মরীচি, ভরদ্বাজ, কশ্যপ, মনু, যম, অঙ্গিরা, বিষ্ণু, শাতাতপ, পরাশর, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্য, কাত্যায়ন, গৌতম, শঙ্খ,-লিখিত, বাচস্পতি, জামদগ্ন, যাজ্ঞবল্ক্য, ঋষ্যশৃঙ্গ, বিভাণ্ডক, গার্গ্য, শৌনক, দাল্ভ্য ব্যাস, উদ্দালক, শুক্র, নারদ, পর্ব্বত, উগ্রতাপস দুর্ব্বাসা, শাকল্য, গালব, জাবালি, মুদ্গল, বিশ্বামিত্র,

জহ্নুর্বিশ্বাবসুস্তথা। ধৌম্যশ্চৈব শতানন্দো বৈশম্পায়নজিষ্ণবঃ। ১৭। শাকটায়নবার্দ্ধিক্যা-বগ্নিকো বাদরায়ণঃ। বালখিল্যা মহাত্মানো যে চ ভূমণ্ডলে স্থিতাঃ। ১৮। তে সর্ব্বে তত্র তিষ্ঠন্তি পর্ব্বতে তু কৃতস্মরে। তেজস্বিনো ব্রহ্মপুত্রা ঋষয়ো ধার্ম্মিকাঃ প্রিয়ে। ১৯। জ্বলন্তস্তপসা সর্ব্বে নির্দ্ধূমা ইব পাবকাঃ। মাসোপবাসিনঃ কেচিৎ কেচিৎ পক্ষোপবাসিনঃ। ২০। ত্রৈরাত্রিকাঃ সান্তপনা নিরাহারাস্তথা পরে। কেচিৎ পুষ্পফলাহারাঃ শীর্ণপর্ণাশিনস্তথা। ২১। কেচিদ্গোময়ভক্ষাশ্চ জলাহারাস্তথাপরে। সাগ্নিহোত্রাঃ সুবিদ্বাংসো মোক্ষমার্গার্থচিন্তকাঃ। ২২। ইতিহাসপুরাণাদিশ্রুতিস্মৃতিবিশারদাঃ। এতে চান্যে চ বহবো মার্কণ্ডেয়পুরোগমাঃ। ২৩। প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য সংস্থিতাঃ কৃতপর্ব্বতে। এবং কৃতস্মরস্তত্র সর্ব্বদেবনিষেবিতঃ। মন্বন্তরেঽস্মিন্ যো দেবি নির্দ্দগ্ধো বড়বাগ্নিনা। ২৪। তং দৃষ্ট্বা পর্ব্বতং রম্যং দৃষ্ট্বা চৈব মহোদধিম্। প্রদক্ষিণং ততশ্চক্রে সপ্তকৃত্বো নিশাকরঃ। গিরেঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা গতো যত্র মহেশ্বরঃ। ২৫। সমীপে তু সমুদ্রস্য স্পর্শলিঙ্গস্বরূপবান্। প্রসাদয়ামাস বিভুং প্রসন্নেনান্তরাত্মনা। ২৬। মরণং বেতি সংখ্যায় শরণং বা মহেশ্বরম্। বরং শাপাভিঘাতার্থং মৃত্যুং বা শঙ্করাশ্রয়ম্। ২৭। ইতি সোমো মতিং কৃত্বা তপসারাধয়ন্ শিবম্। যাবদ্বর্ষসহস্রং তু ফলমূলাশনোঽভবৎ। ২৮। পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু চতুর্থে বরবর্ণিনি। তুতোষ ভগবান্ রুদ্রো বাক্যং চেদমুবাচ হ। ২৯। পরিতুষ্টোঽস্মি তে চন্দ্র বরং বরয় সুব্রত। কিং তে কামং করোম্যদ্য ব্রূহি যৎ স্যাৎ সুদুর্লভম্। ৩০। এবং প্রত্যক্ষমাপন্নং দৃষ্ট্বা দেবং বৃষধ্বজম্। প্রণম্য তং যথাভক্ত্যা স্তুতিং চক্রে নিশাকরঃ। ৩১। চন্দ্র উবাচ। ওঁ নমো দেবদেবায় শিবায় পরমাত্মনে। অপ্রমেয়স্বরূপায় ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণে। ৩২। ত্বং পতির্যোগিনামীশ ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমোঙ্কারঃ প্রজাপতিঃ। ৩৩। চতুর্ব্বিংশত্যধিকঞ্চ ভুবনানাং শতদ্বয়ম্। তস্যোপরি পরং জ্যোতির্জ্জাগর্ত্তি তব কেবলম্। ৩৪। কল্পান্ত আদিবারাহমুক্তব্রহ্মাণ্ডসংস্থিতৌ। আধারস্তম্ভভূতায় তেজোলিঙ্গায় তে নমঃ। ৩৫। নমোঽনাময়নাম্নে তে নমস্তে কৃত্তিবাসসে। নমো ভৈরবনাথায় নমঃ সোমেশ্বরায় তে। ৩৬। ইতি সংস্তাভিরেতাভিঃ স্তুত্যাভিরমৃতেশ্বরঃ। ভূতৈর্ভব্যৈর্ভবিষ্যৈশ্চ স্তুয়সে

কৌশিক, জহ্নু, বিশ্বাবসু, ধৌম্য, শতানন্দ, বৈশম্পায়ন, জিষ্ণু, শাকটায়ন, বার্দ্ধিক্য, অগ্নিক, বাদরায়ণ, ও মহাত্মা বালখিল্যগণ তথায় বাস করেন। এই সকল তেজস্বী, ধার্ম্মিক ব্রহ্মপুত্র ঋষি, নির্দ্ধূম পাবকের ন্যায় তপস্যায় জাজ্বল্যমান; কেহ কেহ মাসোপবাসী, কেহ কেহ পক্ষোপবাসী—সাগ্নিহোত্র, সুবিদ্বান্,—মোক্ষমার্গার্থচিন্তক ও ইতিহাস-পুরাণ-শ্রুতি-স্মৃতবিশারদ এই সকল ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য আরও বহু মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ প্রভাসক্ষেত্রে কৃতস্মর পর্ব্বতে অবস্থান করিতেন। এই কৃতস্মর পর্ব্বত সর্ব্বদেব-নিষেবিত। এই মন্বন্তরে যিনি পাপ-বাড়বাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছেন, সেই নিশাকর এই পর্ব্বত ও অত্রত্য সাগর সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া যেখানে মহেশ্বর বিরাজিত, তথায় স্পর্শলিঙ্গসমীপে গমন করিলেন এবং প্রসন্নচিত্তে শঙ্করের আরাধনা করিতে লাগিলেন। সোম এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, হয় মরণ, না হয় শঙ্করের শরণ অথবা তাঁহার নিকট বর লাভ না হয় আমার মৃত্যু, এতৎকতিপয়ের যাহা হয়, তাহাই হইবে, এই নিশ্চয় করিয়া তিনি ফলমূলাশনে বর্ষসহস্র কাল যাবৎ তপস্যা দ্বারা শঙ্করারাধনা করিলেন। বর্ষসহস্র কাল তপস্যা করা শেষ হইলে ভগবান্ রুদ্র সোমের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—হে সুব্রত চন্দ্র! আমি তুষ্ট হইয়াছি, বর গ্রহণ কর। তোমার অভিলষিত বা দুর্লভ কি তাহা তুমি বল, আমি পূরণ করিব।১—৩০। নিশাকর তখন বৃষভধ্বজকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া প্রণয়ে ও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। হে দেবদেব, শিব, পরমাত্মা, অপ্রমেয় স্বরূপ, ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিন্! তুমি যোগিপতি যোগীশ, তোমাতে সর্ব্ব জগৎ প্রতিষ্ঠিত। তুমি যজ্ঞ, বষট্কার, ওঙ্কার ও প্রজাপতি; চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত যে ভুবন শতদ্বয়, তদুপরি কেবল আপনারই জ্যোতি দীপ্তি পাইয়া থাকে। হে কল্পান্তকালীন আদিবরাহমূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডসংস্থিতির আধারস্তম্ভভূত তেজোলিঙ্গ! তোমাকে নমস্কার। হে অনাময়নায়ক, কৃত্তিবাস, ভৈরবনাথ সোমেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। হে অমৃতেশ্বর! উক্ত প্রকার স্তবাহ বাক্যাবলী দ্বারা ভূত, ভব্য

সুরসত্তমৈঃ ॥ ৩৭ ॥ আদ্যো বিরিঞ্চিনামাভূদ্‌ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। মৃত্যুঞ্জয়েতি তে নাম তদাভূৎ পার্ব্বতীপতে ॥ ৩৮ ॥ দ্বিতীয়োঽভূদ্‌যদা ব্রহ্মা পদ্মভূরিতি বিশ্রুতঃ। তদা কালাগ্নিরুদ্রেতি তব নাম প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩৯ ॥ তৃতীয়োঽভূদ্‌যদা ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূরিতি বিশ্রুতঃ। অমৃতেশেতি তে নাম কীর্ত্তিতং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্ ॥ ৪০ ॥ চতুর্থোঽভূদ্‌যদা ব্রহ্মা পরমেষ্ঠীতি বিশ্রুতঃ। অনাময়েতি দেবেশ তব নাম স্মৃতং তদা ॥ ৪১ ॥ পঞ্চমোঽভূদ্‌যদা ব্রহ্মা সুরজ্যেষ্ঠ ইতি শ্রুতঃ। কৃত্তিবাসেতি তে নাম বভূব ত্রিপুরান্তক ॥ ৪২ ॥ ষষ্ঠশ্চাভূদ্‌যদা ব্রহ্মা হেমগর্ভ ইতি স্মৃতঃ। তদা ভৈরবনাথেতি তব নাম প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৩ ॥ অধুনা বর্ত্ততে যোঽসৌ শতানন্দ ইতি শ্রুতঃ। আদিসোমেন যশ্চাসৌ বামনেত্রোদ্ভবেন তে ॥ ৪৪ ॥ প্রতিষ্ঠার্থং তু লিঙ্গস্য আনীতশ্চাষ্টবার্ষিকঃ। বালরূপী তদা তেন সোমনাথেতি কীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৫ ॥ তদাপ্রভৃতি সোমানাং লক্ষাণাং দ্বিতয়ং গতম্। সহস্রদ্বিতয়ঞ্চৈব শতঞ্চৈব ষড়ুত্তরম্ ॥ ৪৬ ॥ সপ্তমোঽহং মহাদেব আত্রেয় ইতি বিশ্রুতঃ। প্রাচেতসেন দক্ষেণ শপ্তস্ত্বাং শরণং গতঃ। রক্ষ মাং দেবদেবেশ ক্ষয়িণং পাপরোগিণম্ ॥ ৪৭ ॥ ইতি সংস্তবতস্তস্য চন্দ্রস্য করুণাকরঃ। তুতোষ ভগবান্ রুদ্রো বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥ ৪৮ ॥ পরিতুষ্টোঽস্মি তে চন্দ্র বরং বরয় সুব্রত। কিং তে কামং করোম্যদ্য ব্রূহি যৎ স্যাৎ সুদুর্লভম্ ॥ ৪৯ ॥ মম নামানি গুহ্যানি মম প্রিয়তরাণি চ। পঠিষ্যন্তি নরা যে তু দাস্যে তেষাং মনোগতম্ ॥ ৫০ ॥ অতীতা যে চন্দ্রসমো ভবিষ্যন্তি চ যেঽধুনা। তেষাং পূজ্যমিদং লিঙ্গং যাবদস্তোঽষ্টবার্ষিকঃ ॥ ৫১ ॥ অতঃ পরং চতুর্ব্বক্ত্রো ব্রহ্মা যো ভবিতা যদা। প্রাণনাথেতি দেবস্য তদা নাম ভবিষ্যতি ॥ ৫২ ॥ প্রাণাস্তু বায়বঃ প্রোক্তাস্তদারাধননাম তৎ। প্রাণনাথেতি সম্প্রোক্তং মেঽধুনা তত্তবিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥ তস্মাদগ্নীশনামেতি কালরুদ্রেত্যনন্তরম্। তারকেতি ততো নাম ভবিষ্যত্যেব কীর্ত্তিতম্ ॥ ৫৪ ॥ মৃত্যুঞ্জয়েতি দেবস্য ভবিতা তদনন্তরম্। ত্র্যম্বকেশস্তিতীশেতি ভুবনেশেত্যনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥ ভূতনাথেতি ঘোরেতি ব্রহ্মেশেত্যথ নামকম্। ভবিষ্যং পৃথিবীশেতি আদিনাথেত্যনন্তরম্ ॥ ৫৬ ॥ কল্পেশ্বরেতি দেবস্য চন্দ্রনাথেত্যনন্তরম্। নাম দেবস্য যত্তাবি সাম্প্রতং তে প্রকাশিতম্ ॥ ৫৭ ॥ ইত্যেবমাদি

ভবিষ্য সুরসত্তমগণ আপনার স্তব করিয়া থাকেন। হে দেব! যখন আদ্য লোক পিতামহ ব্রহ্মা বিরিঞ্চি নাম ধারণ করেন, তখন আপনার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। যখন দ্বিতীয় ব্রহ্মা পদ্মভূ নামে বিশ্রুত হন, তখন আপনার নাম ছিল কালাগ্নি-রুদ্র। যখন তৃতীয় ব্রহ্মা স্বয়ম্ভু নামে বিদ্যমান ছিলেন, তখন আপনার নাম ছিল অমৃতেশ। যখন চতুর্থ ব্রহ্মা পরমেষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তখন আপনার নাম ছিল অনাময়। যখন সুরজ্যেষ্ঠ নামক পঞ্চম ব্রহ্মা হন, তখন আপনার নাম ছিল কৃত্তিবাস। যখন হেমগর্ভ নামক ষষ্ঠ ব্রহ্মার অধিকার কাল, তখন আপনার নাম ছিল—ভৈরবনাথ। হে দেব! অধুনা এই যে আপনার 'শতানন্দ' নামক লিঙ্গ, ইহা আপনার বাম-নেত্রোদ্ভব আদি সোম প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত আনয়ন করিয়াছিলেন। তখন ঐ লিঙ্গ অষ্টবার্ষিক বালরূপী। সোম কর্ত্তৃক আনীত বলিয়া উহাঁর নাম হইয়াছে 'সোমনাথ'। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত দুই লক্ষ, দুই হাজার, এক শত ছয়টী সোম অতীত হইয়াছে। অধুনা আমি সপ্তম সোম 'আত্রেয়' বর্ত্তমান রহিয়াছি। প্রাচেতস দক্ষ আমায় শাপ দিয়াছেন, সেইজন্য আমি আপনার শরণ লইয়াছি; আপনি এই ক্ষয়রোগগ্রস্ত পাপরোগীকে রক্ষা করুন। করুণাকর শঙ্কর নিশাকর কর্ত্তৃক এইরূপে পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে চন্দ্র! আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, বর গ্রহণ কর। আমি তোমার কোন্ কামনা পূরণ করিব? যাহা তোমার সুদুর্লভ, তাহা তুমি প্রকাশ কর। আমার প্রিয়তম গুহ্য নাম সকল যে কীর্ত্তন করিবে, আমি তাহাকে মনোমত বর প্রদান করিব। যে সকল চন্দ্র অতীত হইয়াছে, বা যে সকল চন্দ্র ভবিষ্যতে হইবে, সেই সকল চন্দ্রেরই এই অষ্টবার্ষিক লিঙ্গ পূজনীয়।৩১—৫১। অতঃপর যখন চতুর্ব্বক্ত্র ব্রহ্মা হইবে, তখন আমার এই লিঙ্গের নাম হইবে, 'প্রাণনাথ'। প্রাণ পঞ্চ বায়ু। আমি তদারাধনার্থ ইহার 'প্রাণনাথ' নাম রাখিলাম, সুতরাং লিঙ্গের নাম প্রাণনাথ হইবে। তদনন্তর অগ্নীশ, তদনন্তর কালরুদ্র, তদনন্তর তারক, তদনন্তর মৃত্যুঞ্জয়, তদনন্তর ত্র্যম্বক, তদনন্তর ভুবনেশ, তদনন্তর ভূতনাথ, তদনন্তর ঘোর, তদনন্তর ব্রহ্মেশ, তদনন্তর পৃথিবীশ, তদনন্তর আদিনাথ, তদনন্তর কল্পেশ্বর, তদনন্তর চন্দ্রনাথ। দেবদেবের যে সকল নাম হইবে, তৎসমস্ত এই প্রকাশ করিলাম। কালের

নামানি স্বসংখ্যা তানি ষোড়শ। গতানি সম্ভবিষ্যন্তি কালস্থানস্বভাবতঃ॥ ৫৮॥ একৈকং বর্ত্ততে নাম ব্রহ্মণঃ প্রলয়াবধি। ততোঽন্যজ্জায়তে নাম যথা নামানুরূপতঃ॥ ৫৯॥ অথ কিং বহুনোক্তেন রহস্যং তে প্রকাশিতম্। বৎস যৎকারণেনেহ তপস্তপ্তং ত্বয়াখিলম্। তন্মে নিঃশেষতো ব্রূহি দাস্যে তুষ্টোঽস্মি তে বরম্॥ ৬০॥ চন্দ্র উবাচ। অহং শপ্তশ্চ দক্ষেণ কস্মিংশ্চিৎকারণান্তরে। যক্ষ্মণা চ ক্ষয়ং নীতস্তস্মাত্ত্বং ত্রাতুমর্হসি॥ ৬১॥ শম্ভুরুবাচ। অধুনা ভোঃ সমং পশ্য সর্ব্বাস্তা দক্ষকন্যকাঃ। ক্ষয়স্তে ভবিতা পক্ষং পক্ষং বৃদ্ধির্ভবিষ্যতি॥ ৬২॥ পূর্ব্বোচিতাং প্রভাং সোম প্রাপ্স্যসে মৎপ্রসাদতঃ। প্রাচেতসস্য দক্ষস্য তপসা হতপাপ্মনঃ॥ ৬৩॥ তস্যান্যথা বচঃ কর্ত্তুং শক্যং নান্যৈঃ সুরৈরপি। ব্রাহ্মণাঃ কুপিতা হন্যুর্ভস্মীকুর্য্যুঃ স্বতেজসা॥ ৬৪॥ দেবান্ কুর্য্যুরদেবাংশ্চ নাশয়েয়ুরিদং জগৎ। ব্রাহ্মণাশ্চৈব দেবাশ্চতেজ একং দ্বিধা কৃতম্॥৬৫॥ প্রত্যক্ষং ব্রাহ্মণা দেবাঃ পরোক্ষং দিবি দেবতাঃ। ন বিনা ব্রাহ্মণা দেবৈর্ন দেবা ব্রাহ্মণৈর্ব্বিনা॥ ৬৬॥ একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি তেজ একত্র তিষ্ঠতি। ব্রাহ্মণা দেবতা লোকে ব্রাহ্মণাদিব দেবতাঃ। ত্রৈলোক্যে ব্রাহ্মণাঃ শ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণা এব কারণম্॥ ৬৭॥ পিতুর্নির্মুক্তাঃ পিতরো ভবন্তি ক্রিয়াসু দৈবীষু ভবন্তি দেবাঃ। দ্বিজোত্তমা হস্তনিষক্ততোয়াস্তেনৈব দেহেন ভবন্তি দেবাঃ॥ ৬৮॥ ষট্কর্ম্মতত্ত্বাভিরতেষু নিত্যং বিপ্রেষু বেদার্থকুতূহলেষু। ন তেষু ভক্ত্যা প্রবিশন্তি ঘোরং মহাভয়ং প্রেতভয়ং কদাচিৎ॥ ৬৯॥ যদ্ব্রাহ্মণাঃ স্তুত্যতমা বদন্তি তদ্দেবতাঃ কর্ম্মভিরাচরন্তি। তুষ্টেষু তুষ্টাঃ সততং ভবন্তি প্রত্যক্ষদেবেষু পরোক্ষদেবাঃ॥ ৭০॥ যথা রুদ্রা যথা দেবা মরুতো বসবোঽশ্বিনৌ। ব্রহ্মা চ সোমসূর্য্যৌ চ তথা লোকে দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৭১॥ দেবাধীনাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা যজ্ঞাধীনাশ্চ দেবতাঃ। তে যজ্ঞা ব্রাহ্মণাধীনাস্তস্মাদ্দেবা দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৭২॥ ব্রাহ্মণানর্চ্চয়েন্নিত্যং ব্রাহ্মণাংস্তর্পয়েৎ সদা। ব্রাহ্মণাস্তারকা লোকে ব্রাহ্মণাৎস্বর্গমশ্নুতে॥ ৭৩॥ অভেদ্যমচ্ছেদ্যমনাদি-

আনন্ত্যে এই সমুদায় নাম গত হইবে। এই এক একটী নাম ব্রহ্মার প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী। এক একটী নামের নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হইলে আর একটী নাম প্রবর্ত্তিত হইবে। অধিক আর কি বলিব, সমুদয় রহস্যই তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। বৎস! যে কারণে তুমি তপস্যা করিতেছ, আমায় ব্যক্তভাবে বল, তুষ্ট হইয়াছি, আমি তোমায় বর প্রদান করিব। চন্দ্র বলিলেন,—কোন কারণে দক্ষ আমায় শাপ দিয়াছেন, ঐ শাপপ্রভাবে দুরন্ত যক্ষ্মা আমায় ক্ষীণ করিতেছে, আপনি পরিত্রাণ করুন। শম্ভু বলিলেন,—হে চন্দ্র! অধুনা তুমি দক্ষের সকল কন্যাগণে সম ব্যবহার কর, তোমার এক পক্ষে ক্ষয় ও এক পক্ষে বৃদ্ধি হইবে; আমার প্রসাদে তুমি পূর্ব্বকান্তি লাভ করিবে। বিগতপাপ প্রাচেতস দক্ষের বাক্য অন্যথা করিতে অন্য কোন দেবতার সাধ্য নাই। ব্রাহ্মণ কুপিত হইলে সমস্ত নিহত ও স্বতেজে সমস্ত ভস্মীভূত করিতে পারেন। তাঁহারা দেবতাগণকেও অদেব করিতে সক্ষম। এমন কি তাঁহারা জগৎও বিনষ্ট করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ ও দেবতা একই তেজ, দ্বিধাকৃত মাত্র; ব্রাহ্মণ প্রত্যক্ষ দেবতা এবং দেবগণ পরোক্ষ দেবতা বলিয়া জানিবে। ব্রাহ্মণ দেবতা হইতে ভিন্ন নহেন এবং দেবতাও ব্রাহ্মণ হইতে ভিন্ন নহেন। ব্রাহ্মণ ও দেবতা উভয়ত্রই মন্ত্র ও তেজ বিরাজিত। এই সংসারে ব্রাহ্মণগণই দেবতা, স্বর্লোকেও তাঁহারাই দেবতা। ত্রিভুবনে ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহারাই কারণ। তাঁহারা পিতৃকার্য্যে পিতা, এবং দেবকার্য্যে দেবতা। হস্তনিষিক্ত তোয় ব্রাহ্মণগণ সেই দেহেই দেবতা। বেদার্থকুশল ষট্কর্ম্মতত্ত্বাভিনিরত ব্রাহ্মণগণে কোনরূপ বিপদ্, মহাভয় বা প্রেতভয় প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণগণ যাহা বলেন, দেবগণ কার্য্যে তাহাই করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষদেবতা ব্রাহ্মণগণ তুষ্ট হইলে পরোক্ষ দেবতাগণও তুষ্ট হইয়া থাকেন।৫২—৭০। যেমন রুদ্র, দব, মরুৎ, বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ব্রহ্মা ও সোমসূর্য্য—তদ্রূপ ইহলোকে দ্বিজোত্তমগণ। দেখ, প্রজা দেবতার অধীন, দেবতা যজ্ঞের অধীন, আর ঐ যজ্ঞ ব্রাহ্মণের অধীন; সুতরাং ব্রাহ্মণগণ দেবতা। নিত্য ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিবে; নিত্য তাঁহাদের তর্পণ করিবে। তাঁহারাই এই দুস্তর ভব-সমুদ্রের তারক; তাঁহাদের নিকট হইতেই স্বর্গলাভ করা যায়। তাঁহারাই অভেদ্য

মক্ষয়ং বিধিং পুরাণং পরিপালয়ন্তি। মহামতিস্তান-ভিপূজ্য বৈ দ্বিজান্ ভবেদজেয়ো দিবি দেবরাড়িব॥ ৭৪॥ শক্যং হি কবচং ভেত্তুং নারাচেন শরেণ বা। অপি বজ্রসহস্রেণ ব্রাহ্মণাশীঃ সুদুর্ভিদা॥৭৫॥ হুতেন শাম্যতে পাপং হুতমন্নেন শাম্যতি। অন্নং হিরণ্যদানেন হিরণ্যং ব্রাহ্মণাশিষা॥ ৭৫॥ য ইচ্ছেন্নরকং গন্তুং সপুত্রপশুবান্ধবঃ। দেবেষধিকৃতং কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণেষু চ গোষু চ॥ ৭৭॥ ব্রাহ্মণান্ দ্বেষ্টি যো মোহাদ্দেবান্ গাশ্চ মখান্ যদি। নৈব তস্য পরো লোকো নায়ং লোকো দুরাত্মনঃ॥ ৭৮॥ অনিন্দ্যা ব্রাহ্মণা গাবঃ কাঞ্চনং সলিলং স্ত্রিয়ঃ। পৃথিবী তু যত্রৈতানি যো নিন্দতি স পাতকী॥ ৭৯॥ অগ্রং ধর্ম্মস্য রাজানো মূলং ধর্ম্মস্য ব্রাহ্মণাঃ। তস্মান্মূলং ন হিংসীত মূলে হ্যগ্রং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৮০॥ ফলং ধর্ম্মস্য রাজানঃ পুষ্পং ধর্ম্মস্য ব্রাহ্মণাঃ। তস্মাৎ পুষ্পং ন হিংসীত পুষ্পাৎ সঞ্জায়তে ফলম্॥ ৮১॥ রাজা বৃক্ষো ব্রাহ্মণাস্তস্য মূলং পৌরাঃ পর্ণং মন্ত্রিণস্তস্য শাখাঃ। তস্মাদ্রাজ্ঞা ব্রাহ্মণা রক্ষণীয়া মূলে গুপ্তে নাস্তি বৃক্ষস্য নাশঃ॥ ৮২॥ আসন্নো হি দহত্যগ্নি-র্দূরাদ্দহতি ব্রাহ্মণঃ। প্ররোহত্যগ্নিনা দগ্ধং ব্রহ্মদগ্ধং ন রোহতি॥ ৮৩॥ ব্রাহ্মণানাঞ্চ শাপেন সর্ব্বভক্ষো হুতাশনঃ। সমুদ্রশ্চাপ্যপেয়শ্চ বিফলশ্চ পুরন্দরঃ॥ ৮৪॥ ত্বং চন্দ্র রাজযক্ষ্মী চ পৃথিব্যামূষরাণি চ। সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ পাতঃ পুনরুদ্ধরণং তয়োঃ॥ ৮৫॥ বনস্পতীনাং নির্য্যাসো দানবানাং পরাজয়ঃ। নাগানাং চ বশীকারঃ ক্ষত্রস্যোৎসাদনং তথা। দেবোৎপত্তিবিপর্য্যাসো লোকানাং চ বিপর্য্যয়ঃ॥ ৮৬॥ এবমাদীনি তেজাংসি ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্। তস্মাদ্বিপ্রেষু নৃপতিঃ প্রণমেন্নিত্যমেব চ॥ ৮৭॥ পরামপ্যাপদং প্রাপ্তো ব্রাহ্মণান্ন প্রকোপয়েৎ। তে হ্যেনং কুপিতা হন্যুঃ সদ্যঃ সবলবাহনম্॥ ৮৮॥ প্রণীতশ্চাপ্রণীতশ্চ যথাগ্নির্দৈবতং মহৎ এবং বিদ্বানবিদ্বান্ বা ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ॥ ৮৯॥ শ্মশানেষপি তেজস্বী পাবকো নৈব দুষ্যতি। হূয়মানশ্চ যজ্ঞেষু ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ ৯০॥ এবং যদ্যপ্যনিষ্টেষু বর্ত্ততে সর্ব্বকর্ম্মসু। সর্ব্বেষাং

অচ্ছেদ্য অনাদি অনন্ত পুরাণবিধি পালন করিয়া থাকেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি তাঁহাদের পূজা করিয়া স্বর্গরাজ্যে দেবরাজের ন্যায় জগতে অজেয় হইবে। নারাচ বা শর দ্বারা দুর্ভেদ্য কবচও ভেদ করা যায়, কিন্তু সহস্র বজ্রেও ব্রাহ্মণাশীর্ব্বাদ দুর্ভেদ্য পাপ হুত 'যজ্ঞ' দ্বারা শান্ত হয়; এই হুত অপেক্ষা অন্নদান অধিক ফলপ্রদ, অন্নদান হইতে হিরণ্য-দান এবং ব্রাহ্মণাশীর্ব্বাদ তদপেক্ষাও অধিক ফল-প্রদ জানিবে। সপুত্রপশু-বান্ধব যে ব্যক্তি নরকে গমন করিতে ইচ্ছা করে, সে গো-ব্রাহ্মণ-দেবতায় দ্বেষ করিবে। যে দুরাত্মা গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও যজ্ঞে দ্বেষ করে, সে না ইহলোকে না পরলোকে—কোন লোকেই সুখ্যাতি লাভ করিতে পারে না। গো, ব্রাহ্মণ, কাঞ্চন, সলিল, স্ত্রী, পৃথিবী, ইহাদের কদাচ নিন্দা করিবে না; করিলে পাতকী হইবে। নৃপতিগণ ধর্ম্মের অগ্র ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মের মূল, অতএব ধর্ম্মের মূল হিংসা করিবে না; কারণ মূলেই অগ্র প্রতিষ্ঠিত আছে। রাজা ধর্ম্মের ফল, আর ব্রাহ্মণ তাহার পুষ্প; অতএব ঐ পুষ্পে হিংসা করিবে না; কেননা, পুষ্প হইতেই ফল হইয়া থাকে। রাজা বৃক্ষ, ব্রাহ্মণ ঐ বৃক্ষের মূল, পৌরজন পর্ণ এবং মন্ত্রী উহার শাখা, অতএব নৃপতিগণ ব্রাহ্মণরক্ষা করিবেন; কেননা, মূল রক্ষিত হইলে বৃক্ষনাশের আশঙ্কা থাকে না। অগ্নি আসন্ন না হইলে দাহ করিতে পারে না, কিন্তু ব্রাহ্মণ দূর হইতেই দাহ করিয়া থাকেন অগ্নিদগ্ধ, কালে অঙ্কুরিত হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মদগ্ধ আর অঙ্কুরিত হয় না অর্থাৎ ঘটনাবিশেষে অগ্নি-দগ্ধের জীবনের আশা থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মশাপাগ্নিদগ্ধের অস্তিত্ব অসম্ভব। দেখ, ব্রাহ্মণের শাপে বহ্নি সর্ব্বভক্ষ, সমুদ্র অপেয়, পুরন্দর বিফল (ভগাঙ্ক,) তুমি রাজযক্ষ্মী, পৃথিবীতে ঊষর, চন্দ্র-সূর্য্যের পতন ও পুনরুদ্ভাব বনস্পতির নির্য্যাস, দান-বের পরাজয়, নাগের বশ্যতা, ক্ষত্রিয়ের উৎসাদন, দেবতাদিগের উৎপত্তি-বিপর্য্যাস, এবং ত্রিলোকের বিপর্য্যয় ইত্যাদি প্রত্যক্ষ বিষয় সকল ব্রাহ্মণগণের অনির্ব্বচনীয় প্রভাবের চিরসাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অতএব নৃপতি নিত্য ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিবেন। ৭১—৮৭। অত্যন্ত বিপন্ন হইলেও রাজা ব্রাহ্মণকে কোপিত করিবেন না। ব্রাহ্মণ কুপিত হইলে সবল-বাহন রাজা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংস্কৃত বা অসংস্কৃত এতদুভয় অগ্নিই যেমন পরম দেবতা, তদ্রূপ বিদ্বান্ বা অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণমাত্রেই দেবতাস্বরূপ জানিবে। যেমন শ্মশানে থাকিয়াও তেজস্বী অগ্নি দূষিত হয় না, যজ্ঞে হোমকালে পুনরায় আবার সম্মানিত ও পূজিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ

ব্রাহ্মণঃ পূজ্যো দৈবতং পরমং মহৎ ॥ ৯১ ॥ ক্ষত্রস্যাতিপ্রবৃদ্ধস্য ব্রাহ্মণানাং প্রভাবতঃ। ব্রাহ্মং হি পরমং পূজ্যং ক্ষত্রং হি ব্রহ্মসম্ভবম্ ॥ ৯২ ॥ অদ্ভ্যোঽগ্নির্ব্রহ্মতঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুত্থিতম্। তেষাং সর্বত্রগং তেজঃ স্বাসু যোনিষু শাম্যতি ॥৯৩॥ যান্ সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি দেবলোকাশ্চ সর্বদা। ব্রহ্মৈব বচনং যেষাং কো হিংস্যাত্তান্ জিজীবিষুঃ ॥৯৪॥ ম্রিয়মাণোঽপ্যাদদীত ন রাজা ব্রাহ্মণাৎ করম্। ন চ ক্ষুধাস্য সংসীদেদ্ ব্রাহ্মণো বিষয়ে বসন্ ॥ ৯৫ ॥ যস্য রাজ্ঞশ্চ বিষয়ে ব্রাহ্মণঃ সীদতি ক্ষুধা। তস্য তচ্ছতধা রাষ্ট্রমচিরাদেব সীদতি ॥ ৯৬ ॥ যদ্রাজা কুরুতে পাপং প্রমাদাদথবচ বিভ্রমাৎ। বসন্তো ব্রাহ্মণা রাষ্ট্রে শ্রোত্রিয়াঃ শময়ন্তি তৎ ॥ ৯৭ ॥ পূর্বরাত্রাপররাত্রেষু দ্বিজৈর্যস্য বিধীয়তে। স রাজা সহ রাষ্ট্রেণ বর্দ্ধতে ব্রহ্মতেজসা ॥ ৯৮ ॥ ব্রাহ্মণান্ পূজয়েন্নিত্যং প্রাতরুত্থায় ভূমিপঃ। ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন দীব্যন্তি দিবি দেবতাঃ ॥ ৯৯ ॥ অথ কিং বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা মামকী তনুঃ। যে কেচিৎ সাগরান্তায়াং পৃথিব্যাং কীর্ত্তিতা দ্বিজাঃ। তদ্রূপং দেবদেবস্য শিবস্য পরমাত্মনঃ ॥ ১০০ ॥ এতান্ দ্বিষন্তি যে মূঢ়া ব্রাহ্মণান্ সংশিতব্রতান্। তে মাং দ্বিষন্তি বৈ নূনং পূজনাৎ পূজয়ন্তি মাম্ ॥ ১০১ ॥ ন প্রদ্বেষস্ততঃ কার্য্যো ব্রাহ্মণেষু বিজানতা। প্রদ্বেষেণাশু নশ্যন্তি ব্রহ্মশাপহতা নরাঃ ॥ ১০২ ॥ ইত্যেব কথিতশ্চন্দ্র ব্রাহ্মণানাং গুণার্ণবঃ। কুরুষ্বানন্তরং কার্য্যং যদ্ব্রবীম্যহমেব তে ॥ ১০৩ ॥ শাপস্যানুগ্রহো দত্তো ময়া তব নিশাকর। ন চান্যথা বচঃ কর্ত্তুং শক্যং তেষাং দ্বিজন্মনাম্ ॥ ১০৪ ॥ শাপানুগ্রহদৈঃ সর্বৈর্দেবৈরপি সবাসবৈঃ। তস্মাচ্চন্দ্র ত্বয়া শোকো নৈব কার্য্যো বিজানতা ॥ ১০৫ ॥ ক্ষয়স্তে ভবিতা পক্ষং পক্ষং বৃদ্ধির্ভবিষ্যতি। অথান্যদ্বচনং চন্দ্র শৃণু কার্য্যং যথা ত্বয়া ॥ ১০৬ ॥ ইদং যৎসাগরোপান্তে তিষ্ঠতে লিঙ্গমুত্তমম্। ধরামধ্যগতং তচ্চ দেবানাং দৃষ্টিগোচরম্ ॥ ১০৭ ॥ কুক্কুটাণ্ডসমপ্রখ্যং সর্পমেখলমণ্ডিতম্। মমাদ্যং পরমং তেজো ন চান্যো বেদ কশ্চন ॥ ১০৮ ॥ ইতঃ সাগরমধ্যে তু ধনুষাং চ শতত্রয়ে। তিষ্ঠতে তত্র লিঙ্গং তু সুগুপ্তং

যদি ব্রাহ্মণ সকল প্রকার দূষিত কর্ম্মও করিয়া থাকেন, তথাপি তিনি সকলেরই পূজনীয় পরম দেবতা। ব্রাহ্মণগণের প্রভাবেই ক্ষত্রিয় জাতির এতাদৃশ অভ্যুদয়। ব্রাহ্মতেজ পরম পূজনীয়। ক্ষত্রতেজ ব্রহ্মমূলক। জল হইতে অগ্নি, ব্রহ্মতেজ হইতে ক্ষত্র এবং পাষাণ হইতে লৌহ উত্থিত হইয়াছে। ইহাদের তেজ সর্বত্রগামী, স্বীয় স্বীয় যোনিতেই উপশম প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মতেজ অবলম্বন করিয়া দেবগণ অবস্থিত। যাহাদের বাক্যই ব্রহ্ম, কোন্ জিজীবিষু ব্যক্তি তাঁহাদিগকে হিংসা করিবে? রাজা ম্রিয়মাণ হইলেও কদাচ ব্রাহ্মণ হইতে কর গ্রহণ করিবেন না। ব্রাহ্মণ নগরে বাস করিয়া যেন কোন প্রকারে ক্ষুধিত না হন। যে রাজার রাজ্যের নগরে ব্রাহ্মণ ক্ষুধিত অবস্থায় বাস করেন, তাঁহার রাজ্য অচিরাৎ শতধা হইয়া থাকে। রাজা প্রমাদ ও বিভ্রম বশত যে পাপ করেন, তাহা ব্রাহ্মণ উপশমিত করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব রাত্র্যন্তরে দ্বিজগণ যাহার হিত বিধান করেন, সেই রাজা ব্রহ্মতেজে বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। নৃপতিগণ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া নিত্য ব্রাহ্মণের পূজা করিবে। ব্রাহ্মণগণের প্রসাদেই স্বর্গে দেবতাগণ দীপ্তি পাইতেছেন। অধিক আর কি বলিব—ব্রাহ্মণ আমার তনু। এই সাগরাম্বরা পৃথিবীতে যে সকল ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা দেবদেব পরমাত্মা শিবের রূপ। এই সংশিতব্রত ব্রাহ্মণগণকে যাহারা দ্বেষ বা পূজা করে, তাহাদের আমাকেই দ্বেষ বা পূজা করা হয়। অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষ করিবে না, দ্বেষ করিলে শাপাহত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। বৎস চন্দ্র! এই আমি তোমার নিকট ব্রাহ্মণগণের গুণ কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর আমি যাহা বলিলাম, তুমি তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। হে নিশাকর! তোমার শাপ বিষয়ে আমি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করিলাম মাত্র, ব্রাহ্মণের বাক্য অন্যথা করিতে আমার সাধ্য নাই। সবাসব দেবগণ কাহারও ব্রাহ্মণের শাপ অন্যথা করিবার ক্ষমতা নাই; অতএব হে চন্দ্র! তুমি জ্ঞানবান্ হইয়া এবিষয়ে আর বৃথা শোক করিও না। এক পক্ষে ক্ষয়, ও অপর পক্ষে তোমার বৃদ্ধি হইবে। আর একটী উপদেশ তোমায় প্রদান করিতেছি, তাহা যেরূপে পালন করিবে, তাহা শ্রবণ কর। এই যে সাগরোপান্তে এক লিঙ্গ আছে, এই লিঙ্গ ধরামধ্যে গমন করিয়াছে। ইহা দেবতাদিগেরও দৃষ্টির গোচরীভূত। এই লিঙ্গ কুক্কুটাণ্ডসমপ্রখ্য, ও সর্পমেখল- ণ্ডিত। ইহা আমার পরম আদ্য

লক্ষণান্বিতম্ ॥ ১০৯ ॥ আদিকল্পে মহর্ষীণাং শাপেন পতিতং মম। লিঙ্গং সাগরমধ্যে তু তত্বং শীঘ্রং সমানয় ॥ ১১০ ॥ স্পর্শাখ্যং যত্র মে লিঙ্গং তত্র স্থানে নিবেশয়। নিবেশ্য তু প্রযত্নেন সহিতো বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ১১১ ॥ ততো ব্রহ্মাণমাহূয় সমেতং তু মুনীশ্বরৈঃ। প্রতিষ্ঠাং কারয় বিভো ইষ্ট্বা তত্র মহামখৈঃ ॥ ১১২ ॥ এবমুক্ত্বা স ভগবাং-স্তত্রৈবান্তরধীয়ত। ততঃ প্রভাং পুনর্লেভে রাত্রিনাথো বরাননে ॥ ১১৩ ॥ ততঃ প্রভৃতি তৎ ক্ষেত্রং প্রভাসমিতি বিশ্রুতম্। নিষ্প্রভস্য প্রভা দত্তা প্রভাসং তেন চোচ্যতে ॥ ১১৪ ॥ দক্ষস্য তু বৃথা শাপো ন কৃতস্তেন লাঞ্ছনম্। সোমঃ প্রভাসতে লোকান্ বরং প্রাপ্য মহেশ্বরাৎ। ব্যক্তীভূতঃ স দেবেশঃ সোমস্যৈব মহাত্মনঃ ॥ ১১৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সোমবরপ্রদানবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২২॥

তেজ; অন্য কিছু মনে করিও না। এই সাগর মধ্যে তিনশত ধনু নিম্নে লক্ষণান্বিত লিঙ্গ সুগুপ্ত আছে। ইহা আদি কল্পে মহর্ষিগণের শাপে সাগর মধ্যে পতিত হইয়াছিল। এই লিঙ্গ শীঘ্র তুমি আনয়ন করিয়া স্পর্শ লিঙ্গের নিকটে নিবেশিত কর। বিশ্বকর্ম্মার সাহায্যে সম্যক্ নিবেশিত করিয়া মহর্ষিগণসমেত ব্রহ্মাকে আহ্বান করত যাগ-যজ্ঞাদি করিয়া এই লিঙ্গের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদন কর। এই বলিয়া দেবদেব হর সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। নিশাকর হর হইতে বর লাভ করিয়া স্বীয় প্রভা লাভ করিলেন। তাঁহার প্রভা লাভ করার পর হইতেই ঐস্থান প্রভাস নামে বিখ্যাত হইল। নিষ্প্রভের প্রভা-লাভ হেতুই ঐস্থান প্রভাসনামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দক্ষের শাপ একেবারে বৃথা হয় নাই, সেই জন্যই চন্দ্রের কলঙ্কচিহ্ন আছে। সোম মহেশ্বর হইতে বর লাভ করিয়া জগতে প্রভা দান করিতে লাগিলেন। আর দেবদেব মহেশ্বরও তাঁহা হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। ৮৮—১১৫

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততঃ শান্তমনা ভূত্বা চন্দ্রমা বিস্ময়ান্বিতঃ। শম্ভুভক্ত্যা পরীতাত্মা প্রভাসক্ষেত্র-মাস্থিতঃ ॥ ১ ॥ পূর্ব্বোক্তং যত্তু দেবেন স তথা কৃতবান্ বিভুঃ। গত্বা সাগরমধ্যে তু গৃহীত্বা লিঙ্গ-মুত্তমম্ ॥ ২ ॥ বিশ্বকর্ম্মাণমাহূয় সহিতং পরিচারকৈঃ। আদিদেশ স্বয়ং সোমস্ত্বষ্টারং দেবশিল্পিনম্ ॥ ৩ ॥ চন্দ্র উবাচ। বিশ্বকর্ম্মন্নিদং লিঙ্গং মম দত্তং তু শম্ভুনা। গৃহাণ ত্বং মহাবাহো যুক্তস্থানে নিবেশয় ॥ রক্ষস্ব তাবদ্গচ্ছামি স্বকীয়ং ভবনং বিভো। যজ্ঞার্থমানয়িষ্যামি যজ্ঞোপকরণানি চ ॥ ৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ইত্যুক্ত্বা চ তদা চন্দ্রশ্চন্দ্রলোকং জগাম হ। গত্বা তত্র মহাদেবি চন্দ্রলোকং মহাপ্রভম্ ॥ ৬ ॥ কোটিযোজনবিস্তীর্ণং সদামৃতময়ং শুভম্। তত্রাহূয় মহাদেবি প্রতিহারং সুমেধসম্ ॥ ৭ ॥ মন্ত্রিণং হেমগর্ভাঙ্গং বৃহস্পতিসমং ধিয়া। যজ্ঞোপস্করসম্ভারং সর্ব্বমাদায় সত্বরাঃ ॥ ৮ ॥ প্রভাস-ক্ষেত্রং গচ্ছন্তু মমাদেশপরায়ণাঃ। সাগ্নিভির্ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধং গচ্ছন্তু ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ৯ ॥ শীঘ্রং সম্পাদ্যতাং সর্ব্বং যথা যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে। সর্ব্বেষামেব বিপ্রাণাং চন্দ্রলোকনিবাসিনাম্ ॥ ১০ ॥ পৃথক্ পৃথগ্বিমানস্তু

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—প্রভুভক্তি-পরায়ণ চন্দ্রমা বিস্ময়ান্বিত হইয়া শান্তমনে প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া পূর্ব্বে ভগবান্ ভব যে আদেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে সাগরমধ্যে গমন করত লিঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক পরিচারকবর্গের সহিত বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করি-লেন। বলিলেন,—বিশ্বকর্ম্মন্! শম্ভু আমাকে এই লিঙ্গ দান করিয়াছেন, তুমি এই লিঙ্গ গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত স্থানে নিবেশিত কর, এই আমি দিলাম, তুমি রাখ। আমি এখন গৃহে গমন করিতেছি; যজ্ঞিয় উপকরণ সকল সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে। ঈশ্বর বলিলেন,—এই বলিয়া চন্দ্র নিজলোকে গমন করিলেন। চন্দ্রলোক মহাপ্রভ, কোটিযোজন বিস্তীর্ণ, সদামৃতময় ও মঙ্গল্য। চন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় মেধাবী প্রতীহারী ও বৃহস্পতিকল্প হেম-গর্ভাঙ্গ মন্ত্রীকে বলিলেন,—আপনারা সত্বর যজ্ঞ-সম্ভার আহরণ করিয়া সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের সহিত প্রভাস-ক্ষেত্রে গমন করিয়া শীঘ্র যাহাতে যজ্ঞারম্ভ হয়, এরূপ চেষ্টা করুন। মদীয় লোকনিবাসী ব্রাহ্মণ-

দেয়ং তেষাং মহাধনম্। গবাঞ্চ দশলক্ষাণাং সবৎসানাং পয়োমুচাম্॥ ১১॥ হেমভারৈর্ভূষিতানাং কামধেনূপমত্বিষাম্। অশ্বানাং শ্যামকর্ণানাং সপাদং লক্ষমেব চ॥ ১২॥ দন্তিনামযুতং চৈব ঘণ্টাভরণশোভিতম্। সহস্রাণি চ চত্বারি রথানাং বাতরংহসাম্॥ ১৩॥ লক্ষন্তু করভাণাঞ্চ মণিমাণিক্যসংযুতম্। সৈন্যানাং কোটিরেকা তু চতুরঙ্গবলান্বিতা॥ ১৪॥ অগ্নিশৌচানি বস্ত্রাণি ব্রাহ্মণার্থং তথৈব চ। বিভূষণানি দিব্যানি ঋত্বিগর্থং শুভানি চ॥ ১৫॥ নানাভক্ষ্যাণি ভোজ্যানি পানানি বিবিধানি চ। লক্ষং কর্ম্মকরাণান্তু দাসীনাং লক্ষমেব চ॥ ১৬॥ দারুবংশাবধি প্রোক্তং যৎকিঞ্চিৎ স্বং মদাজ্ঞয়া। অন্যদ্‌যদ্‌ব্রাহ্মণা ব্রূয়ুস্তৎ সর্ব্বং তত্র নীয়তাম্॥ ১৭॥ দেবানাং দানবানাঞ্চ যক্ষগন্ধর্ব্বরক্ষসাম্। সপ্তদ্বীপক্ষিতীশানাং সপ্তপাতালবাসিনাম্॥ নানানৃপসহস্রাণাং ঘোষণা ক্রিয়তাং মুহুঃ। সর্ব্বেষাং ঘোষণা কার্য্যা প্রভাসাগমনং প্রতি॥ ১৯॥ ইত্যুক্ত্বা মন্ত্রিণং তত্র চন্দ্রমাস্ত্বরয়ান্বিতঃ। ব্রহ্মলোকং স গতবান্ যজ্ঞার্থং ব্রহ্মণোঽন্তিকম্॥ ২০॥ সোঽপি চন্দ্রমসো মন্ত্রী হেমগর্ভো মহাপ্রভঃ। সোমাজ্ঞাং শিরসা কৃত্বা যজ্ঞসম্ভারসম্ভৃতঃ॥ ২১॥ প্রভাসং ক্ষেত্রমাগত্য যজ্ঞার্থং যত্নবানভূৎ। তথৈব চাহ্বয়াঞ্চক্রে ভূর্ভুবঃস্বর্নিবাসিনঃ॥ ২২॥ শ্রুত্বা তু ঘোষণাং সর্ব্বে শীঘ্রং তত্র সমাযযুঃ। রবিযোজনপর্য্যন্তং ক্ষেত্রমালোক্য তত্র তৎ॥ ২৩॥ ব্রাহ্মণাংশ্চ সমাহূয় সোমাধ্যক্ষ উবাচ তান্। যজ্ঞাঙ্গং সর্ব্বমানীতং ময়া সোমাজ্ঞয়া দ্বিজাঃ। অনন্তরং তু যৎকৃত্যং ভবদ্ভিস্তদ্বিধীয়তাম্॥ ২৪॥ ইত্যুক্তা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে তপোনির্ধূতকল্মষাঃ। তত্রৈব দদৃশুঃ সর্ব্বে ত্বষ্টারং দেবশিল্পিনম্॥ ২৫॥ তং দৃষ্ট্বা তু দ্বিজাঃ সর্ব্বে লিঙ্গং দৃষ্ট্বাস্তুসমীপতঃ। কথমেতদিতি প্রোচুর্ব্বিশ্বকর্ম্মন্ ব্রবীহি নঃ। কস্মাদত্রস্থিতস্ত্বং বৈ শিল্পিকোটিসমন্বিতঃ॥ ২৬॥ বিশ্বকর্ম্মোবাচ। অহং সোমনিযুক্তস্তু যুক্তোঽস্মি লিঙ্গরক্ষণে। তদাজ্ঞাপালনে যত্নঃ ক্রিয়তেঽতো ময়া দ্বিজাঃ॥ ২৭॥ ঈশ্বর উবাচ। এবং শ্রুত্বা যদা বিপ্রা জ্ঞাত্বা সর্ব্বং তু কারণম্। চরিতা যজ্ঞকার্য্যার্থং ততশ্চক্রুরুপক্রমম্॥ ২৮॥ তত্র যোজনপর্য্যন্তং দেবানাং যজনং শুভম্। তদ্দেবযজনং কৃত্বা পত্নীশালাং চ চক্রিরে॥ ২৯॥ হবির্দ্ধানং সদশ্চৈব উত্তরা বেদিরেব চ। ব্রহ্মণঃ সদনাগ্নীধ্রীত্যেবং স্থানানি চক্রিরে॥ ৩০॥ তত্র যোজন-

গণকে পৃথক্ পৃথক্ বিমান, ও মহাধন প্রদান করিতে হইবে। দশলক্ষ হেমভার-ভূষিত কামধেনূপম সবৎস পয়স্বিনী গাভী, সার্দ্ধলক্ষ শ্যামকর্ণ অশ্ব, ঘণ্টাভরণভূষিত অযুত হস্তী, চারিসহস্র বাতবেগী রথ, মণি-মাণিক্যভূষিত লক্ষ করভ, চতুরঙ্গবলান্বিত কোটি সৈন্য, অগ্নিশৌচবস্ত্র, দিব্য বিভূষণ, নানা ভক্ষ্যভোজ্য, বিবিধ পানীয়, লক্ষ ভৃত্য, লক্ষ দাসী, কাষ্ঠ বংশাদি যাহা কিছু বস্তু, এবং অন্য যে সকল দ্রব্য ব্রাহ্মণগণ লইয়া যাইতে বলেন, সেই সমুদয় বস্তু আপনারা প্রভাসক্ষেত্রে লইয়া চলুন; আর দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব রাক্ষস এবং সপ্তদ্বীপ, সপ্ত পাতাল ও অন্যান্য স্থানবাসী সহস্র সহস্র নৃপতি মধ্যে প্রভাসক্ষেত্রে আগমনের নিমিত্ত সত্বরে ঘোষণা প্রচার করুন। এই বলিয়া চন্দ্র যজ্ঞার্থ ব্রহ্মসমীপে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। এদিকে মহাপ্রভ হেমগর্ভ চন্দ্রমন্ত্রী প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত যজ্ঞসম্ভার সমুদয় সংগ্রহ করিয়া প্রভাস ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক যজ্ঞার্থ বিশেষ যত্নবান্ হইলেন তিনি ভূলোক, ভুবর্লোক, ও স্বর্লোকনিবাসী নৃপতিবৃন্দকে আমন্ত্রণ করিলেন। আমন্ত্রণ প্রচারিত হইবামাত্র সকলেই সমাগত হইলেন। দ্বাদশ যোজন যজ্ঞক্ষেত্র অবলোকন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে আহ্বানপূর্ব্বক সোমাধ্যক্ষ তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! আমি সোমের আদেশে সমস্ত যজ্ঞাদি দ্রব্য আনয়ন করিয়াছি। ইদানীং যাহা কর্ত্তব্য আপনারা করুন। সোমাধ্যক্ষ এইকথা বলিলে তখন তপোনির্ধূতকল্মষ ব্রাহ্মণগণ সম্মুখে দেবশিল্পী ত্বষ্টাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহারা তাঁহার সমীপে লিঙ্গদর্শন করিলেন। তদ্দর্শনে বলিলেন,—হে বিশ্বকর্ম্মন্! একি? আমাদিগকে বল, কি জন্য তুমি কোটিশিল্পি-পরিবৃত হইয়া এখানে অবস্থান করিতেছ? ১-২৬। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন,—আমি ভগবান্ সোম কর্ত্তৃক লিঙ্গরক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছি, রক্ষাজন্য যত্নপূর্ব্বক তাঁহার আদেশ পালন করিতেছি। ঈশ্বর বলিলেন,—বিপ্রগণ যখন বিশ্বকর্ম্মমুখে এই কথা শ্রবণ করিলেন, তথ্য অবগত হইলেন, তখন তাঁহারা যজ্ঞকর্ম্মের উপক্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যোজনপরিমিত স্থান দেবযজন, তদনন্তর পত্নীশালা, হবির্দ্ধানস্থান, সভাগৃহ, উত্তরবেদি, এবং ব্রহ্মভবন

পর্য্যন্তং যজ্ঞযূপাংশ্চ মণ্ডপান্। বিশ্বকর্ম্মা চকারাশু কুণ্ডানি বিবিধানি চ ॥ ৩১ ॥ সহস্রসংখ্যয়া তত্র কুণ্ডানাং মণ্ডপাবধি। তত্র তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে প্রতিষ্ঠাযজ্ঞকোবিদাঃ ॥ ৩২ ॥ নানাভরণরত্নৈশ্চ ব্রাহ্মণাঃ সমলঙ্কৃতাঃ। চক্রুঃ সর্ব্বে যথান্যায়ং শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা পুনঃপুনঃ ॥ ৩৩ ॥ বৃক্ষাংস্তথৌষধীর্দ্দিব্যাঃ সমিৎপুষ্পকুশাদিকান্। হোমদ্রব্যাদিকং সর্ব্বমাজ্যং প্রাজ্যং নবং পয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ তথান্যদপি যৎকিঞ্চিদ্-যজ্ঞোপকরণং স্মৃতম্। বর্দ্ধনীকলসাদ্যং চ সর্ব্বং হেমময়ং শুভম্ ॥ ৩৫ ॥ চক্রুঃ সর্ব্বং যথান্যায়ং প্রতিষ্ঠামথমাদৃতাঃ। তত্র বিপ্রগণো দৃষ্টো ভক্ষ্য-ভোজ্যাদিতর্পিতঃ ॥ ৩৬ ॥ বেদধ্বনিতনির্ঘোষৈর্দ্দিবং ভূমিং চ সংস্পৃশন্। শুশুভে মণ্ডপস্তত্র পতাকাভিরলঙ্কৃতঃ ॥ ৩৭ ॥ দিব্যসিংহাসনোপেতো মুক্তাদামপরিষ্কৃতঃ। দিব্যচন্দনমালাভিঃ কল্পপল্লব-তোরণৈঃ ॥ ৩৮ ॥ দিব্যগন্ধসুগন্ধাঢ্যৈঃ স্বর্গস্থান-মিবাভবৎ। চতুর্দ্দশবিধস্তত্র ভূতগ্রামঃ সমাগতঃ ॥ ৩৯ ॥ স্থাবরঃ সর্পজাতিশ্চ পক্ষিজাতিস্তথৈব চ। মৃগসংজ্ঞশ্চতুর্থশ্চ পশ্বাখ্যঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ ॥ ৪০ ॥ ষষ্ঠশ্চ মানুষঃ প্রোক্তঃ পৈশাচঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ। অষ্টমো রাক্ষসঃ প্রোক্তো নবমো যক্ষ এব চ ॥ ৪১ ॥ গান্ধর্ব্ব-শাক্রসৌম্যাশ্চ প্রাজাপত্যস্তথৈব চ। ব্রাহ্মশ্চেতি সমাখ্যাতশ্চতুর্দ্দশবিধো গণঃ ॥ ৪২ ॥ বিশ্বেদেবাস্তথা সাধ্যা মরুতো বসবস্তথা। লোকপালাস্তথাষ্টৌ চ নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ ॥ ৪৩ ॥ ব্রহ্মাণ্ডে দেবতা যাশ্চ তাঃ সর্ব্বাস্তত্র চাগতাঃ। হৃষ্টাঃ প্রভাসকে ক্ষেত্রে প্রারব্ধে যজ্ঞকর্ম্মণি ॥ ৪৪ ॥ ঘৃতক্ষীরবহা নদ্যো দধিপায়সকর্দ্দমাঃ। পক্বান্নানাং ফলানাঞ্চ রাশয়ঃ পর্ব্বতোপমাঃ ॥ ৪৫ ॥ দৃশ্যন্তে বিবিধাকারাস্তস্মিন্ যজ্ঞ-মহোৎসবে। জগুস্তত্রৈব গন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্স-রোগণাঃ ॥ ৪৬ ॥ ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ বিবিধৈঃ কাম-পানাদিভিস্তথা। তৃপ্তা দেবাশ্চ মুনয়ো ভূত-গ্রামাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৪৭ ॥ এবং সম্ভারসহিতং যজ্ঞাঙ্গং সর্ব্বমেব হি। প্রগুণীকৃত্য সচিবো মুক্ত্বা তত্রৈব রক্ষকান্। সোমস্যাহ্বাননার্থঞ্চ ব্রহ্মলোকং জগাম হ ॥ ৪৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। স দৃষ্ট্বা ব্রহ্মণঃ পার্শ্বে স্থিতং সোমং মহাপ্রভম্। প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ সোমং ব্রহ্মাণমেব চ। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা উবাচ নতকন্ধরঃ ॥ ৪৯ ॥ হেমগর্ভ উবাচ। ভগবন্ ভবদাদেশাদ্যজ্ঞাঙ্গং সর্ব্বমেব হি ॥ ৫০ ॥ তত্র প্রাভাসিকে ক্ষেত্রে ময়া তে প্রগুণীকৃতম্। তত্র

ও অগ্নীধ্র স্থান, এই সকল রচনা করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা যোজনপরিমিত স্থানে যজ্ঞযূপ পোথিত করিয়া মণ্ডপ ও বিবিধ কুণ্ড ঐস্থানে স্থত করিলেন। তথায় মণ্ডপসীমা পর্য্যন্ত সহস্রসংখ্যক কুণ্ড নির্ম্মিত হইল। নানালঙ্কারালঙ্কৃত প্রতিষ্ঠা-যজ্ঞ কোবিদ ব্রাহ্মণগণ পুনঃপুনঃ যথাবিধি শাস্ত্রদর্শনপূর্ব্বক পল্লব, ওষধি, সমিৎকুশ, প্রাজ্য আজ্য, নব পয়, হেমময় শুভাবর্দ্ধনী কলশসমূহ তথা অন্যান্য যৎ-কিঞ্চিৎ যজ্ঞোপকরণ, স্থাপন করিতে লাগিলেন প্রতিষ্ঠামণ্ডপে ব্রাহ্মণগণের যৎপরোনাস্তি সম্মান রক্ষিত হইতে লাগিল। তাঁহারা ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি দ্বারা যথেষ্ট তর্পিত হইতে লাগিলেন। সুগভীর বেদনাদ ক্ষিতিতল হইতে অম্বরতল স্পর্শ করিতে লাগিল। মণ্ডপ পতাকা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া শোভা পাইতে থাকিল। মণ্ডপের কোন স্থানে দিব্য সিংহাসন, কোন স্থান মুক্তাদাম দ্বারা অলঙ্কৃত, কোথাও দিব্য চন্দন-চর্চ্চিত মালা, কোন স্থানে কল্পপাদপের দিব্যগন্ধ; সুগন্ধাঢ্য পল্লব দ্বারা তোরণ রচিত হইল। এইরূপে সজ্জিত হওয়ায় মণ্ডপ তখন স্বর্গের ন্যায়শোভা পাইতেলাগিল। চতুর্দ্দশ বিধ ভূতগ্রাম তথায় সমাগত হইয়াছিল। স্থাবর সর্পজাতি পক্ষিজাতি, মৃগ, পশ্বাস্ত, মানুষ, পিশাচ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, শাক্র, সৌম্য, প্রাজাপত্য, ব্রাহ্ম, বিশ্বদেব, সাধ্য, মরুৎ, বসু, লোকপাল, নক্ষত্র, গ্রহ, এমন কি ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় দেবতা সমস্তেই হৃষ্ট হইয়া ঐ যজ্ঞে প্রভাসক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন। যজ্ঞক্ষেত্রে ঘৃত ও ক্ষীরের নদী বহিয়াছিল; দধিতে কর্দ্দম হইয়াছিল; আর রাশি রাশি পক্বান্ন ও ফল পর্ব্বতাকারে সজ্জিত ছিল। ঐ যজ্ঞমহোৎ-সবে বিবিধাকারের ভোজ্য-পেয় দৃষ্ট হইয়াছিল। তথায় গন্ধর্ব্বগণ গীত গাহিতে লাগিলেন; অপ্সরো-গণ নৃত্য করিতে লাগিল। দেবতা মুনিগণ ও চতুর্দ্দশ ভূতগ্রাম বিবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য ও কামপানা-দিতে তৃপ্ত হইলেন। ২৭—৪৭। তখন সুযোগ্য সচিব সমুদয় যজ্ঞসম্ভার ও যজ্ঞাঙ্গ আহরণ করিয়া রক্ষক নিয়োগ করত প্রভু সোমকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত স্বয়ং ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—তিনি ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মাকে চন্দ্রকে নমস্কার পূর্ব্বক ও নতকন্ধরে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে ভগবান্! আপনার আদেশে আমি প্রভাসক্ষেত্রে সমস্ত যজ্ঞাদি আহরণ

ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্ব্বে তথা রাজর্ষয়োঽপরে॥ ৫১॥ ত্বন্মার্গপ্রেক্ষকাঃ সর্ব্বে সন্তিষ্ঠন্তে সমাকুলাঃ অনন্তরং তু যৎকৃত্যং তত্তবান্ কর্ত্তুমর্হতি॥ ৫২॥ ঈশ্বর উবাচ। ইত্যুক্তস্তু তদা চন্দ্রঃ সমুদ্রস্থ সুতেন বৈ। প্রহস্যোবাচ ব্রহ্মাণং চন্দ্রমা লোকসাক্ষিণম্॥ ৫৩॥ ভগবন্ সর্ব্বদেবেশ মমানুগ্রহকাম্যয়া প্রতিষ্ঠাযজ্ঞকামস্য মমাতিথ্যং কুরু প্রভো॥ ৫৪॥ অদ্য মে সফলং জন্ম সফলঞ্চ তপঃ প্রভো। দেবত্বমদ্য মে ব্রহ্মংস্তৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি॥ ৫৫॥ ময়া চ তপসোগ্রেণ প্রাপ্তং লিঙ্গমুমাপতেঃ। তৎপ্রতিষ্ঠাবিধিং সর্ব্বং তত্তবান্ কর্ত্তুমর্হতি॥ ৫৬॥ ব্রহ্মোবাচ। অবশ্যং তব কর্ত্তাস্মি প্রতিষ্ঠাং শঙ্করাত্মিকাম্। ত্বদারাধনলিঙ্গে তু সোমেশেঽতিবিশেষতঃ॥ ৫৭॥ যে কেচিদ্ভবিতারো বা অতীতা যে নিশাকরাঃ। তেষাং সোমান্বয়ানাঞ্চ সর্ব্বেষামাদ্যদৈবতম্॥ ৫৮॥ যোঽসৌ সোমেশ্বরো দেব আদ্যো ভৈরবনামভৃৎ। মন্বন্তরান্তরেঽতীতে প্রতিষ্ঠেঽহং পুনঃপুনঃ॥ ৫৯॥ যদা প্রাভাসিকে ক্ষেত্রে গতোঽহং চাষ্টবার্ষিকঃ। আহূতঃ পূর্ব্বমিন্দ্রেণ ভৈরবস্য প্রতিষ্ঠিতে॥ ৬০॥ তৎপ্রভৃত্যেব মে নাম বালরূপী নিগদ্যতে। অন্যেষু সর্ব্বতীর্থেষু বৃদ্ধরূপী বসাম্যহম্॥ ৬১॥ প্রভাসে তু পুনশ্চন্দ্র বাল্যাৎ প্রভৃতি সংবসে। ব্রহ্মাণ্ডে যানি তীর্থানি ব্রাহ্মণাস্তেষু যে স্মৃতাঃ॥ ৬২॥ তেষামাদ্যো নিশানাথ প্রভাসেঽহং ব্যবস্থিতঃ। কল্পেকল্পে নিশানাথ মম নামান্তরং ভবেৎ॥ ৬৩॥ স্বয়ম্ভূঃ প্রথমে নাম দ্বিতীয়ে পদ্মভূঃ স্মৃতঃ তৃতীয়ে বিশ্বকর্ম্মেতি বালরূপী তুরীয়কে॥ ৬৪॥ এবামেব পরীবর্ত্তো নাম্নাং ভাবি পুনঃপুনঃ। পরার্দ্ধদ্বয়পর্য্যন্তং প্রভাসে সংস্থিতস্য মে॥ ৬৫॥ আদিসোমেন তত্রৈব শম্ভোর্নেত্রোদ্ভবেন বৈ। প্রভাসে তু তপস্তপ্ত্বা প্রত্যক্ষীকৃত ঈশ্বরঃ॥ ৬৬॥ ততো দদৌ বরং তুষ্টঃ পূর্ব্বচন্দ্রস্য শূলধৃক্। যস্মাদারাধিতোঽহং তে সোম ভক্ত্যা চিরন্তনম্॥ ৬৭। তস্মাৎ সোমেশনামৈবমস্মিঁল্লিঙ্গে ভবিষ্যতি। যাবদ্ব্রহ্মা শতানন্দঃ প্রকৃতৌ ন প্রলীয়তে॥ ৬৮॥ যে কেচিদ্ভবিতারো বৈ রাত্রিনাথা নিশাকরাঃ। তে মদারাধনং চাত্র করিষ্যন্তি পুনঃপুনঃ॥ ৬৯॥ ইত্যুক্তা ভগবান্ শম্ভুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। তস্মিন্ কালে ময়া সোম আদ্যং লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৭০॥ তদাপ্রভৃতি সোমানাং লক্ষাণাং দ্বিতয়ং গতম্। সহস্রদ্বিতয়ঞ্চৈব শতঞ্চৈকং ষড়ুত্তরম্॥ ৭১॥ সপ্ত-

করিয়াছি! ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণ আপনার উপস্থিতিপ্রতীক্ষা করিতেছেন। অধুনা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তাহা করুন। ঈশ্বর বলিলেন,—সচিব এই কথা বলিলে চন্দ্রমা তখন হাস্য করিয়া লোকসাক্ষী পিতামহকে বলিলেন,—প্রভো! আমি এক প্রতিষ্ঠাযজ্ঞ করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ যজ্ঞে গমন করিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন। অদ্য আপনার গমনে আমার জন্ম সফল হইবে,—আমার তপস্যা সফল হইবে, এবং দেবত্ব সফল হইবে। আমি উগ্র তপস্যা করিয়া দেবদেব মহাদেবের এক লিঙ্গ লাভ করিয়াছি, আপনাকেই ঐ লিঙ্গটী প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি অবশ্যই তোমার সেই আরাধনার ধন সোমেশ্বর লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিব। যে সকল সোম অতীত হইয়াছেন, বা ভবিষ্যতে যাঁহারা হইবেন, এরূপ সকল সোমবংশধরের এই লিঙ্গ আদ্য দেবতা। এই যে সোমেশ্বরদেব, ইঁহার আদ্য নাম ভৈরব। আমি প্রতি মন্বন্তরে ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি। আমি ইন্দ্র কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ভৈরব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলাম, তদবধি আমার নাম হইয়াছে বালরূপী। অন্যান্য তীর্থে আমি বৃদ্ধরূপী হইয়া বাস করি। হে চন্দ্র! আমি প্রভাসক্ষেত্রে বাল্যকাল হইতে বাস করিতেছি। ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল তীর্থ বা যে সকল ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের সকলের প্রথমে আমি প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থিত ছিলাম। হে নিশানাথ! কল্পে কল্পে আমার নামান্তর হয়। প্রথম কল্পে স্বয়ম্ভু, দ্বিতীয়ে পদ্মভু, তৃতীয়ে বিশ্বকর্ম্মা ও চতুর্থে বালরূপী, নাম হয়। পরার্দ্ধদ্বয়সংখ্যক কাল পর্য্যন্ত প্রভাসে বাস করিয়া আমার ঐ সকল নামের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। হরনেত্রভব আদি সোম প্রভাস ক্ষেত্রে তপস্যা করিয়া হরকে প্রসাদিত করেন। হর তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—হে সোম! যেহেতু তুমি ভক্তিপূর্ব্বক আমার আরাধনা করিলে, অতএব আমার এই লিঙ্গ 'সোমেশ' নামক হইবে। শতানন্দ ব্রহ্মা যাবৎ লয়প্রাপ্ত না হন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত যে কোন রাত্রিনাথ নিশাকর প্রভাসক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ আমার আরাধনা করিবে। এই কথা বলিয়া ভগবান্ শম্ভু সেই স্থানে অন্তর্হিত হন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানকালে আমি ঐ স্থানে আদ্য লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। ৪৮—৭০। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত দুই লক্ষ

মস্ত্বং মহাবাহো বর্ত্তসে সোম সাম্প্রতম্। এতাবন্ত্যেব লিঙ্গানি প্রতিষ্ঠাং প্রাপিতানি মে॥ ৭ ॥ এষ এবাধুনা সোঽহং তদারাধনজং ফলম্। প্রতিষ্ঠাতাস্মি ভদ্রং তে সোম কৃত্যং মমৈব তৎ॥ ৭৩॥ ঈশ্বর উবাচ। ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা বেদবিদ্যাসমন্বিতঃ। সর্ব্বদেবময়ো দেবৈঃ সহিতস্তীর্থসংযুতঃ ॥ ৭৪॥ সনৎকুমারপ্রমুখৈর্যোগীন্দ্রৈঋষিভিঃ সহ। বৃহস্পতিং সমাহূয় পুরস্কৃত্য পুরোধসম্॥ ৭৫॥ হংসযানং সমারুহ্য কোটিব্রহ্মর্ষিভিঃ সহ। আগতঃ সোমরাজেন তদা ব্রহ্মা জগৎপতিঃ। ৭৬॥ প্রাভাসিকে মহাতীর্থে যত্র দারুবনং স্মৃতম্। ঋষিতোয়া নদী যত্র মহাপাতকনাশিনী। ৭৭। অস্মিংস্তীর্থে প্রভাসে তু ব্রহ্মভাগঃ স উচ্যতে। ত্রিদৈবতমিদং ক্ষেত্রং ময়া তে কথিতং প্রিয়ে॥ ৭৮॥ তত্রাগত্য চতুর্ব্বক্ত্রো ব্রহ্মভাগেঽতিনির্ম্মলে। মুনীনাকারয়ামাস উন্নতস্থানবাসিনঃ॥ ৭৯। আয়াতং বেধসং দৃষ্ট্বা দেবর্ষিগুরুসংযুতম্। তে সর্ব্বে পূজয়ামাসুঃ সংস্তবৈর্ব্বেদসম্মিতৈঃ॥ ৮০॥ অথোবাচ দ্বিজান্ সর্ব্বান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। চিরমারাধ্য সোমেন সোমেশঃ পাপনাশনম্॥ ৮১॥ তস্মিন্ প্রসন্নে সোমেন লব্ধং লিঙ্গমনুত্তমম্। প্রতিষ্ঠার্থং তু দেবস্য আয়াতা দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৮২॥ যথা ময়া সদা কার্য্যা প্রতিষ্ঠা শঙ্করাত্মিকা। ভবদ্ভিঃ পরিকার্য্যা সা মম ভাগসমাশ্রয়ৈঃ॥ ৮৩॥ যতঃ কোপেন ভবতাং লিঙ্গং প্রপতিতং ভুবি। প্রতিষ্ঠা তস্য কর্ত্তব্যা যুষ্মাভির্ব্বৈ ন সংশয়ঃ॥ ৮৪॥ ঈশ্বর উবাচ। গৃহীত্বাথ মুনীন্ সর্ব্বান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। আনীতঃ সোমরাজেন তদা ব্রহ্মা জগৎপতিঃ॥ ৮৫। প্রাভাসিকে মহাতীর্থে সাবিত্র্যা সহিতঃ প্রভুঃ। কারয়ামাস কুণ্ডানাং মণ্ডপানাং শতংশতম্॥ ৮৬॥ একৈকে মণ্ডপে তত্র চক্রে সপ্তদশর্ত্বিজঃ। গুরুণা প্রেরিতো ব্রহ্মা তত্র দেবপুরোধসা॥ ৮৭॥ পার্শ্বে স্থিতস্তদা ব্রহ্মা বিধানৈর্ব্বেদভাষিতৈঃ। দীক্ষয়ামাস সোমং তু রোহিণ্যা সহিতং বিভুম্॥ ৮৮॥ পত্নীঞ্চ রোহিণীং কৃত্বা সর্ব্বলক্ষণসংযুতাম্। মৃগচর্ম্মধরাং দেবীং ক্ষৌমবস্ত্রাবগুণ্ঠিতাম্॥ ৮৯॥ পত্নীশালাং সমানীতা ঋত্বিগ্ভির্ব্বেদপারগৈঃ। চন্দ্রমা দীক্ষয়া যুক্ত ঋষিগন্ধর্ব্বসংস্তুতঃ॥ ৯০॥ ঔদুম্বরেণ দণ্ডেন সংবৃতো মৃগচর্ম্মণা। অতীব তেজসা যুক্তঃ শুশুভে সদসি স্থিতঃ॥ ৯১॥

দুই সহস্র একশত, ছয়টী সোম অতীত হইয়াছে। সম্প্রতি তুমি সপ্তম সোম। যতগুলি সোম অতীত হইয়াছে ততগুলি লিঙ্গ আমি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। অধুনা আমি আপনার যজ্ঞে যাইয়া লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিবই করিব। ঈশ্বর বলিলেন,—বেদবিদ্যা-সমন্বিত সর্ব্বদেবময় দেবানুগ তীর্থসেবী ভগবান্ ব্রহ্মা নিশাকর-সমীপে পূর্ব্বোক্ত বাক্য প্রকাশ করিয়া সনৎকুমার প্রমুখ যোগীন্দ্র ঋষি, নিশাকর এবং পুরোধা বৃহস্পতির সহিত হংসযানে আরোহণপূর্ব্বক যেখানে দারুবন বিরাজিত, এবং মহাপাতকনাশিনী ঋষিতোয়া নদী বহিয়া যাইতেছে, সেই প্রভাসক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই প্রভাসক্ষেত্র তীর্থে 'ব্রহ্মভাগ' বলিয়া এক ক্ষেত্র আছে। এই ক্ষেত্র ত্রিদৈবত বলিয়া জানিবে। ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ ব্রহ্মভাগ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য মুনিগণকে আহ্বান করিলেন। মহাভাগ মুনিগণ বৃহস্পতির সহিত বিধাতাকে অবলোকনপূর্ব্বক বেদবিহিত স্তব দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা আগত দ্বিজগণকে বলিলেন,—ভগবান্ সোম সুচিরকাল পাপনাশন সোমেশের আরাধনা করিয়াছিলেন, আরাধনায় দেবদেব প্রসন্ন হন, তাহার ফলে তিনি একটী অনুত্তম লিঙ্গ লাভ করেন। তাঁহারই প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদের শুভাগমন হইয়াছে, আপনারা সকলেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ। এখন কথা এই যে, আমি যেভাবে সর্ব্বদা শঙ্করের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি, আপনারাও ঠিক সেই ভাবেই করিবেন; কেননা, আপনাদের কোপে একবার তাঁহার লিঙ্গ ভূতলে পতিত হইয়াছিল। আপনারাই প্রতিষ্ঠা করিবেন, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ঈশ্বর বলিলেন,—প্রজাপতি ব্রহ্মা চন্দ্রকর্তৃক প্রভাসক্ষেত্রে আনীত হইয়া ব্রাহ্মণগণ দ্বারা শতশত যজ্ঞকুণ্ড ও বেদি যথাবিধানে নির্ম্মাণ করাইলেন। এক একটি মণ্ডপে সপ্তদশ জন করিয়া ঋত্বিক্ নিয়োজিত করিলেন। অবশেষে তিনি দেবগুরু গুরু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বেদভাষিত বিধি অনুসারে মণ্ডপৈকপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। রোহিণীর সহিত সোমকে দীক্ষিত করা হইল। বেদপারগ ঋত্বিক্‌গণ ক্ষৌমবস্ত্রাবগুণ্ঠিতা মৃগচর্ম্মাম্বরধরা সর্ব্বলক্ষণ-লক্ষিতা দেবী রোহিণীকেই চন্দ্রের পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। ৭১—৮৯। তখন তিনি পত্নীশালায় আনীত হইলেন। ভগবান্ চন্দ্রমা দীক্ষা গ্রহণের সময় মৃগচর্ম্ম পরিধান ও ঔদুম্বর

ততো ব্রহ্মা মহাদেবি সর্ব্বলোকপিতামহঃ। ঋত্বিজাং
বরণং চক্রে বেদোক্তবিধিনা তদা॥ ৯২॥ গুরুর্হোতা
বৃতস্তত্র বসিষ্ঠোঽধ্বর্য্যুরেব চ। তত্রোদ্গাতা মরীচিশ্চ
ব্রহ্মত্বে নারদঃ কৃতঃ॥ ৯৩॥ সনৎকুমারসংযুক্তাঃ
সদস্যাস্তত্র বৈ কৃতাঃ। বস্ত্রৈরাভরণৈর্যুক্তা মুকুটৈ-
রঙ্গুলীয়কৈঃ॥ ৯৪॥ ভূষিতা ভূষণৌঘৈশ্চ তস্মিন্ যজ্ঞে
তদর্ত্বিজঃ। চতুর্ষু তজ্জ্ব্রাশ্চত্বার এবং তে ষোড়-
শর্ত্বিজঃ॥ ৯৫॥ প্রস্তোতা কশ্যপস্তত্র প্রতিহর্ত্তা তু
গালবঃ। সুব্রহ্মণ্যস্তথা গর্গঃ সদস্যঃ পুলহঃ কৃতঃ
৯৬॥ হোতা শুক্রঃ সমাখ্যাতো নেষ্টা ক্রথ উদাহৃতঃ
মৈত্রাবরুণো দুর্ব্বাসা ব্রাহ্মণাচ্ছংসী কৌশিকঃ॥ ৯৭
অচ্ছাবাকশ্চ শাকল্যো গ্রাবস্থঃ ক্রতুরেব চ
প্রস্তাতা প্রতিপূর্ব্বো যঃ শালঙ্কায়ন এব চ॥ ৯৮
অগ্নীধ্রশ্চ মনুস্তত্র উন্নেতা হ্যঙ্গিরাঃ কৃতঃ। এবমাদ্যান্
মণ্ডপেষু কৃত্বা তানৃত্বিজঃ প্রভুঃ॥ ৯৯॥ অন্যেষু
মণ্ডপেষ্বেব প্রত্যেকমৃত্বিজঃ কৃতাঃ। মণ্ডপানাং শতে-
ষ্বেব কৃত্বা কুণ্ডান্যকল্পয়ৎ॥ ১০০॥ একৈকো
মণ্ডপস্তত্র বিংশহস্তপ্রমাণতঃ। অস্ত্রেণাশোধ্য
ভূমিং তু পঞ্চগব্যেন প্রোক্ষ্য চ॥ ১০১॥ চর্ম্মণা
চাবগুণ্ঠ্যৈব আলিখ্যাস্ত্রেণ পার্ব্বতি। উল্লিখ্য
প্রোক্ষণং কৃত্বা খাতং কৃত্বা বিধানতঃ॥ ১০২. অষ্টৌ
কুণ্ডানি সঙ্কল্প্য তথৈকমণ্ডপে প্রিয়ে। লেপনং মণ্ডপে
কৃত্বা বজ্রাকরণমেব চ॥ ১০৩॥ চতুরস্রং কার্ম্মুকং চ
বর্ত্তুলং কমলাকৃতি। পূর্ব্বাং দিশাং সমারভ্য কৃত্বা
তানি প্রযত্নতঃ॥ ১০৪॥ চতুষ্কোণসমাযুক্তং পূর্ব্বে কুণ্ডং
নিবেশ্য তু। ভগাকৃতি তথাগ্নেয্যাং দক্ষিণে ধনুরা-
কৃতি॥ ১০৫॥ নৈর্ঋত্যে তু ত্রিকোণং বৈ বর্ত্তুলং
পশ্চিমেন তু। ষট্কোণং চৈব বায়ব্যে পদ্মাকারং
তথোত্তরে॥ ১০৬॥ ঐশান্যামষ্টকোণং তু মধ্যে
চৈকং বিধানতঃ। প্রত্যেকং মণ্ডপং শুভ্রং স্তম্ভৈঃ
ষোড়শভির্যুতম্॥ ১০৭॥ ধ্বজৈঃ সতোরণৈর্যুক্তং
চক্রে ব্রহ্মা বিধানতঃ। ন্যগ্রোধং পূর্ব্বতো ন্যস্য দক্ষে
চোদুম্বরং তথা॥ ১০৮॥ অশ্বত্থং পশ্চিমে চৈব
পলাশং চোত্তরে ক্রমাৎ। বাহুদণ্ডপ্রমাণেন ধ্বজাং-
স্তত্র নিবেশ্য বৈ॥ ১০৯॥ ঐন্দ্র্যাদৌ পীতবর্ণাদি-
পতাকাঃ পরিকল্পিতাঃ। ততো ব্রহ্মা হ্যগ্নিকুণ্ডে চাগ্নি-
স্থাপনমারভৎ॥ ১১০॥ স্বস্থানে ব্রাহ্মণাংশ্চৈব জাপ্যে
চৈব ন্যযোজয়ৎ। শ্রীসূক্তং পাবমানং চ সদা চৈব চ

দণ্ড ধারণ করায় অতীব তেজোযুক্ত হইয়া সভা-মণ্ডপে যার পর নাই শোভা পাইতে লাগি-লেন। ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা তখন বেদোক্ত বিধানানুসারে ঋত্বিক্গণেকে বরণ করিলেন। ঐ যজ্ঞে বৃহস্পতি হোতা, বসিষ্ঠ অধ্বর্য্যু, মরীচি উদ্গাতা, নারদ ব্রহ্মা, এবং সনৎকুমার প্রমুখ সদস্য হইলেন। বিবিধ বস্ত্রাভরণ, মুকুট ও অঙ্গুরীয়কাদি ভূষণসমূহ তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইল। বেদির প্রত্যেক দ্বারে চারিজন করিয়া চতুর্দ্বারে ষোড়শজন ঋত্বিক্ বরিত হইলেন। কশ্যপ প্রস্তোতা, গালব প্রতি-হর্ত্তা, গর্গ সুব্রহ্মণ্য, পুলহ, সদস্য, হোতা, শুক্র, নেষ্টাক্রথ, মিত্রাবরুণ,দুর্ব্বাসা ও কৌশিক ব্রাহ্মণাচ্ছংশী, শাকল্য অচ্ছাবাক, ক্রতু গ্রাবস্থ, শালঙ্কায়ন প্রস্তাতা ও প্রতিপ্রস্তাতা, মনু অগ্নীধ্র, এবং অঙ্গিরা উন্নেতা হইলেন। প্রত্যেক মণ্ডপেই এইরূপ ঋত্বিক্ বরণ করা হইল। একশত মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রত্যেক মণ্ডপেই কুণ্ড ছিল। এক একটী মণ্ডপের পরিমাণ বিংশতি হস্ত হইয়াছিল। যে স্থানে বেদি নির্ম্মাণ করিতে হয়। .ঐ স্থান অস্ত্রমন্ত্রে (ফট্) শোধন করিতে হয়; পঞ্চগব্য দ্বারা প্রোক্ষণ করিতে হয়; অজিন দ্বারা আবৃত করিতে হয় এবং অস্ত্রমন্ত্রে আলিখন করিতে হয়। আলিখন করিয়া প্রোক্ষণ করিতে হয়; তদনন্তর ঐ স্থানে বিধিপূর্ব্বক খনন করিয়া প্রত্যেক মণ্ডপে অষ্ট কুণ্ড নির্ম্মাণ করিতে হয়। অনন্তর মণ্ডপ লেপন করিয়া তাহার দৃঢ়ীকরণ করিতে হ।। তাহাতে চতুরস্র কার্ম্মুকাকার, বর্ত্তুল ও কমলাকৃতি কুণ্ড সকল সযত্নে নির্ম্মাণ করিতে হয়। তদ্ যথা,—পূর্ব্ব-দিকে চতুষ্কোণ সমাযুক্ত, অগ্নিকোণে ভগাকৃতি, দক্ষিণে ধনুরাকৃতি, নৈর্ঋতে ত্রিকোণ, পশ্চিমে বর্ত্তুলাকার, বায়ুকোণে ষট্কোণ, উত্তরে পদ্মাকার, ও ঈশানকোণে অষ্টকোণ, কুণ্ড নির্ম্মাণ করিতে হয়। বিধান বশতঃ মধ্যস্থলেও একটী কুণ্ড করিতে হয়। প্রত্যেক মণ্ডপ শুভ্র, ষোড়শ স্তম্ভযুক্ত, ও ধ্বজ-তোরণসমন্বিত করিতে হয়। চন্দ্র-যজ্ঞে স্বয়ং বিধাতা এই সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি মণ্ডপের পূর্ব্বদিকে ন্যগ্রোধ, দক্ষিণে ঔদুম্বর, পশ্চিমে অশ্বত্থ, ও উত্তরদিকে পলাশ নিবেশিত করিলেন। বাহুদণ্ড প্রমাণে ধ্বজরোপণ করা হইল। পূর্ব্বাদি-দিক্ক্রমে ধ্বজবর্ণ পীতাদি হইল। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা স্বস্থানস্থিত ব্রাহ্মণগণকে জাপ্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং অগ্নিকুণ্ডে অগ্নি স্থাপন করিতে আরম্ভ

বাজিনম্। ১১১। বৃষাকপিং তথৈন্দ্রং চ বহ্বৃচঃ পূর্ব্বতোঽজপৎ। রুদ্রান্ পুরুষসূক্তং চ ক্রোকাধ্যায়ং চ বৈক্রিয়ম্।১১২। ব্রাহ্মণং পৈত্র্যমৈন্দ্রং চ জপেরন্ যজুষো যমে। দেবব্রতং বামদেব্যং জ্যৈষ্ঠং সাম রথন্তরম্। ১১৩। ভেরুণ্ডানি চ সামানি ছন্দোগঃ পশ্চিমেঽজপৎ। অথর্ব্বাথর্ব্বশিরসং স্কন্তস্তম্ভমথর্ব্বণম্। ১১৪। নীলরুদ্রমথর্ব্বাণমথর্ব্বা চোত্তরেঽজপৎ। গর্ভাধানাদিকং সর্ব্বং ততোঽগ্নেরকরোদ্বিভুঃ।১১৫। পূর্ণাহুতিং ততো দত্ত্বা স্নানকর্ম্ম তথারভৎ। পঞ্চপল্লবসংযুক্তং মৃত্তিকাভিঃ সমন্বিতম্। ১১৬। কষায়ৈঃ পঞ্চগব্যৈশ্চ পঞ্চামৃতফলৈস্তথা। তীর্থোদকৈঃ সমেতন্তু মন্ত্রৈঃ স্নানমথারভৎ। ১১৭। নেত্রাণ্যুৎপাদ্য দেবস্য কৃত্বা চ তিলকক্রিয়াম্। পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পাতালে চ বিশেষতঃ। ১১৮। স্বর্গলোকে চ যান্যেব তত্র তান্যাযযুস্তদা। এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা দেবানাং পশ্যতাং তদা। ১১৯। ভূমিং ভিত্ত্বা বিবেশাথ তত্র লিঙ্গমপশ্যত। স্পর্শাখ্যং তং তু সঙ্গাদ্য মধুনা দর্ভমূলকৈঃ। ১২০। তত্র ব্রহ্মশিলাং ন্যস্য তস্যা ঊর্দ্ধং মহাপ্রভম্। লিঙ্গং প্রতিষ্ঠয়ামাস কৃত্বা নিশ্চলমাত্মবান্। ১২১। স্থিত্বা চ পরমে তত্ত্বে মন্ত্রন্যাসমথাকরোৎ। এবং লিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র ব্রহ্মা জগদ্গুরুঃ। পূজয়ামাস বিধিনা বেদোক্তৈর্মন্ত্রবিস্তরৈঃ। ১২২। মন্ত্রন্যাসে কৃতে তত্র ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা। তত্র বিপ্রগণো হৃষ্টো জয়শব্দাদিমঙ্গলৈঃ। নির্ধূমশ্চাভবদ্বহ্নিঃ সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ। ১২৩। দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ প্রসন্নাশ্চ দিগীশ্বরাঃ। পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাতোচ্চৈস্তস্মিন্ যজ্ঞমহোৎসবে। ১২৪। প্রতিষ্ঠাপ্য ততো লিঙ্গং শ্রীসোমেশং পিতামহঃ। দাপয়ামাস বিপ্রেভ্যো ভূরিশো যজ্ঞদক্ষিণাম্।১২৫। সনৎকুমারপ্রমুখৈরাদ্যৈর্ব্রহ্মর্ষিভির্বৃতঃ। দক্ষিণামদদাৎ সোমস্ত্রীঁল্লোকান্ ব্রহ্মণে পুরা। ১২৬। তেভ্যো ব্রহ্মর্ষিমুখ্যেভ্যঃ সদস্যেভ্যস্তথৈব চ। দদৌ হিরণ্যং রত্নানি কোটিশো ভূরি দক্ষিণাঃ। ১২৭। সোঽভিষিক্তো মহাতেজাঃ সর্ব্বৈর্ব্রহ্মর্ষিভিস্ততঃ। ত্রীন্ লোকান্ ভাবয়ামাস স্বভাসা ভাসতাং বরঃ। ১২৮। তং সিনী চ কুহূশ্চৈব দ্যুতিঃ পুষ্টিঃ প্রভা বসুঃ। কীর্ত্তির্ধৃতিশ্চ লক্ষ্মীশ্চ নব দেব্যঃ সিষেবিরে। ১২৯। প্রাপ্যাবভৃথমব্যগ্রঃ কৃত্বা মাহেশ্বরং মখম্। কৃতার্থঃ পরিপূর্ণশ্চ সম্বভূব নিশাপতিঃ। ১৩০। ততস্তস্মৈ দদৌ রাজ্যং প্রাজ্যং ব্রহ্মা পিতামহঃ। বীজৌ-

করিলেন। বহ্বৃচ ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বদিকে শ্রীসুক্ত পাবমান বৃষাকপি ও ঐন্দ্র সূক্ত জপ করিতে লাগিলেন। যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণদিকে রুদ্রসূক্ত, পুরুষসূক্ত, ক্রোকাধ্যায়, বৈক্রিয়, ব্রাহ্মণপৈত্র্য, ও ঐন্দ্রসূক্ত জপ করিতে লাগিলেন। পশ্চিম দিকে ছন্দোগ ব্রাহ্মণগণ দেবব্রত, বামদেব্য, জ্যৈষ্ঠসাম, রথন্তর, ও ভেরুণ্ড, সাম, জপ করিতে লাগিলেন এবং উত্তর দিকে অথর্ব্বগণ অথর্ব্বশিরষ, স্কন্ত, স্তম্ভ, অথর্ব্বগণ ও নীলরুদ্র জপ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা অগ্নির গর্ভাধানাদি করিলেন। অতঃপর পূর্ণাহুতি সম্পন্ন করিয়া তিনি স্নানকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। পঞ্চ পল্লব, কষায়, মৃত্তিকা, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, ও তীর্থোদক, দ্বারা মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্নান কর্ম্ম আরম্ভ হইল। দেবদেবের নেত্র উৎপাদন করিয়া তিলকক্রিয়া সম্পন্ন করা হইল। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে যাবতীয় তীর্থ আছে, তৎসমস্ত তীর্থই স্নানসময়ে ঐস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময় প্রবেশপূর্ব্বক ব্রহ্মা সর্ব্বদেবসমক্ষেই ভূমিভেদ করিয়া স্পর্শাখ্য লিঙ্গ অবলোকন করিলেন। পরে ঐ লিঙ্গ মধু ও দর্ভ দ্বারা আচ্ছাদিত হইল। অতঃপর বিধাতা তাহাতে ব্রহ্মশিলা স্থাপন করিলেন। এই শিলার উপর মহাপ্রভ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হইল। লিঙ্গ নিশ্চল ও আত্মবান হইলেন।১০—১২১। বিধাতা তখন পরম তত্ত্বে অবস্থানপূর্ব্বক মন্ত্রন্যাস ও লিঙ্গস্থাপন সম্পন্ন করিয়া বেদোক্ত বিস্তর মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি তাঁহার পূজা করিলেন। তিনি মন্ত্রন্যাসপূর্ব্বক লিঙ্গ স্থাপন করিলে বিপ্রগণ হৃষ্ট হইয়া জয়ধ্বনি ও মঙ্গল ঘোষণা করিতে লাগিলেন; বহ্নি নির্ধূম হইয়া কোটি সূর্য্যের প্রভা ধারণ করিল; দেবদুন্দুভি নাদিত হইল; দিগীশ্বরগণ প্রসন্ন হইলেন এবং পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। পিতামহ সোমেশ লিঙ্গ স্থাপন করিয়া বিপ্রগণকে ভূরি দক্ষিণা প্রদান করাইলেন। স্বয়ং সোম সনৎকুমারাদি আদ্য ব্রহ্মর্ষিগণপরিবৃত হইয়া ব্রহ্মাকে ত্রিলোক দক্ষিণা প্রদান করিলেন। ব্রহ্মর্ষিমুখ্য সদস্যগণকে তিনি রত্ন-হিরণ্য প্রভৃতি ভূরি দক্ষিণা দিলেন। সোম ব্রহ্মর্ষিগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া ত্রিলোক প্রভান্বিত করিলেন। সিনী, কুহূ, দ্যুতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু, কীর্ত্তি ধৃতি ও লক্ষ্মী এই দেবী সকল তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। সোম মাহেশ্বরী প্রতিষ্ঠা সমাপনের পর অবভৃত-স্নাত হইয়া কৃতার্থ ও পরিপূর্ণ হইলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা প্রদত্ত রাজ্য পুনরায় তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

যধীনাং বিপ্রাণামন্নানাঞ্চ বরাননে॥ ১৩১॥ তস্মিন্ যজ্ঞে সমাজগ্মুর্যে কেচিৎ পৃথিবীশ্বরাঃ। তেষাং রাজ্যং ধনং ভোগান্ দদৌ স্বর্গং তথাক্ষয়ম্॥১৩২॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস স্বয়মেবৌষধীপতিঃ। দদৌ সর্ব্বং তদা তেষাং প্রভাসক্ষেত্রবাসিনাম্॥ ১৩৩॥ হিরণ্যাদীন্দদাচ্চৈব মহাদানানি ষোড়শ। যো যদর্থয়তে তত্র সামান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ। নিজকর্ম্মানুসারেণ স লেভে চ তদেব হি॥ ১৩৪॥ এবং সমর্থিতে যজ্ঞে সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। স্থাপয়িত্বা তু লিঙ্গানি জগ্মুঃ সর্ব্বে যথাগতম্॥ ১৩৫॥ চন্দ্রমাস্তু পুনর্দেবি ব্রহ্মণা সহিতো বিভুঃ। লিঙ্গমারাধয়ামাস প্রভাসে পাপনাশনে॥ ১৩৬॥ ত্রিকালং পূজয়ামাস ধূপমাল্যানুলেপনৈঃ। তং প্রনম্য চ দেবেশি স্তৌতি নিত্যং নিশাপতিঃ॥ ১৩৭

ইতি শ্রীস্কান্দে সোমেশ্বরপ্রতিষ্ঠামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ। কস্মিন্ কালে জগন্নাথ তত্র লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্। কথমারাধনং চক্রে কৃতার্থো রোহিণী-পতিঃ॥ ১॥ ঈশ্বর উবাচ। ত্রেতাযুগে চ দশমে মনোর্ব্বৈবস্বতস্য হি। সঞ্জাতো রোহিণীনাথো যুক্তো দুর্ব্বাসসা প্রিয়ে॥ ২॥ তস্মিন্ কালে তদা তত্র গত্বে বর্ষসহস্রকে। ততঃ কৃত্বা তপশ্চাগ্রং প্রত্যক্ষীকৃত-শঙ্করঃ॥ ৩॥ লিঙ্গং প্রতিষ্ঠয়ামাস ব্রহ্মণা লোক-কর্ত্তৃণা। পুনর্বর্ষসহস্রং তু পূজয়ামাস শঙ্করম্॥ ৪॥ ততঃ সম্পূজ্য বিধিনা নিজকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে। স্তুতিং চক্রে নিশানাথঃ প্রত্যক্ষীকৃতশঙ্করঃ॥ ৫॥ চন্দ্র উবাচ। নাস্তি শর্ব্বসমো দেবো নাস্তি শর্ব্বসমা গতিঃ॥ ৬॥ যং পঠন্তি সদা সাংখ্যাশ্চিন্তয়ন্তি চ যোগিনঃ। পরং প্রধানং পুরুষং তস্মৈ জ্ঞেয়াত্মনে নমঃ॥ ৭॥ উৎপত্তৌ চ বিনাশে চ কারণং যং বিদুর্ব্বুধাঃ দেবাসুরমনুষ্যাণাং তস্মৈ জ্ঞানাত্মনে নমঃ॥ ৮॥ যদব্যয়মনাদ্যন্তং যন্নিত্যং শাশ্বতং ধ্রুবম্। নিষ্কলং পরমং ব্রহ্ম তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ॥ ৯॥ যঃ পবিত্রং পবিত্রাণা মাদিদেবো মহেশ্বরঃ। পুনাতি দর্শনাদেব তস্মৈ তীর্থাত্মনে নমঃ॥ ১০॥ যতঃ প্রবর্ত্ততে সর্ব্বং যস্মিন্ সর্ব্বং বিলীয়তে।

তিনি তাঁহাকে বীজৌষধি, বিপ্র ও অন্নের রাজা করিলেন। আর ঐ যজ্ঞে যে সমস্ত রাজা আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি রাজ্য, ধন, ও অক্ষয় স্বর্গ প্রদান করিলেন। ওষধিপতি স্বয়ং ব্রাহ্মণভোজন করাইলেন। হিরণ্যাদি ষোড়শ মহাদান তিনি প্রভাসক্ষেত্রবাসিগণকে প্রদান করিলেন। সাধারণ প্রাকৃত জনগণের মধ্যে যে যাহা প্রার্থনা করিয়াছিল, সোম তাহাদিগকে তাহাই প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে সবাসব দেবগণ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সোম বিধাতার সহিত ঐ প্রভাস ক্ষেত্রেই লিঙ্গারাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি ধূপ, মাল্যানুলেপন, প্রণাম ও স্তবাদি দ্বারা হরের ত্রৈকালিক পূজা করিতে লাগিলেন। ১২২—১৩৭।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।২৩।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

দেবী বলিলেন,—হে জগন্নাথ! কোন্ সময়ে সেখানে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং কৃতার্থ রোহিণীপতিই বা কিরূপে আরাধনা করিয়াছিলেন? ঈশ্বর বলিলেন,—হে প্রিয়ে! দশম ত্রেতায় বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে রোহিণীপতি দুর্ব্বাসার সহিত জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ অবস্থায় তাঁহা রবর্ষ সহস্র অতীত হয়। অনন্তর তিনি তপস্যা করিয়া শঙ্করের সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং বিধাতা দ্বারা লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করাইয়া লন। ইহার পর পুনরায় তিনি বর্ষসহস্র যাবৎ শঙ্করের পূজা করেন। নিজ কার্য্য সিদ্ধির জন্য তিনি পূজা ও স্তবাদি করিয়া শঙ্করের (আমার) সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। তখন চন্দ্র এই বলিয়া স্তব করেন যে, শর্ব্বসম দেবতা ও সর্ব্বসম গতি নাই। সাংখ্য যোগিগণ যাঁহাকে সর্ব্বদা প্রধান ও পুরুষ বলিয়া থাকেন, সেই জ্ঞেয়াত্মাকে আমি নমস্কার করি। পণ্ডিতগণ যাঁহাকে দেবাসুরমনুষ্যের উৎপত্তি-বিনাশের কারণ বলিয়া থাকেন, সেই জ্ঞানাত্মাকে আমার নমস্কার। যিনি অব্যয় অনাদ্যন্ত, যিনি শাশ্বত ধ্রুব নিষ্কল, পর ব্রহ্ম, সেই যোগাত্মাকে আমি নমস্কার করি। যিনি পবিত্রের পবিত্র, আদি-দেব মহেশ্বর, যিনি দৃষ্টিমাত্রে পবিত্র করেন, সেই তীর্থাত্মাকে নমস্কর। যাঁহা হইতে সমস্ত প্রবর্ত্তিত হয়, যাঁহাতে সমস্ত বিলীন হইয়া থাকে এবং

পালয়েদ্যো জগৎ সর্ব্বং তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥ ১১॥ অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈর্যং যজন্তি দ্বিজাতয়ঃ। সম্পূর্ণদক্ষিণৈরেব তস্মৈ যজ্ঞাত্মনে নমঃ॥ ১২॥ ঈশ্বর উবাচ এবং স সংস্তুতে যাবদ্দিবারাত্রৌ নিশাকরঃ। অব্রবীদ্ভগবান্ প্রীতঃ প্রহসন্নিব শঙ্করঃ॥ ১৩॥ শঙ্কর উবাচ। পরিতুষ্টোঽস্মি তে বৎস স্তোত্রেণানেন শীতগো। বরং বরয় ভদ্রং তে ভূয়ো যত্তে মনোগতম্॥ ১৪॥ চন্দ্র উবাচ। যদি দেয়ো বরোঽস্মাকং যদি তুষ্টোঽসি মে প্রভো। সান্নিধ্যং কুরু দেবেশ লিঙ্গেঽস্মিন সর্ব্বদা বিভো॥ ১৫॥ যে ত্বাং পশ্যন্তি চাত্রস্থং ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ। তেষাং তু পরমা সিদ্ধিস্ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর॥ ১৬॥ শম্ভুরুবাচ। অগ্রে তু মম সান্নিধ্যমস্মিঁল্লিঙ্গে মহাপ্রভো। বিশেষতোঽধুনা চন্দ্র তব ভক্ত্যা নিরন্তরম্॥ ১৭॥ স্বাস্তব্যমদ্যপ্রভৃতি ক্ষেত্রেঽস্মিন্ময়া সহ। যস্মাত্ত্বয়া প্রভা লব্ধা ক্ষেত্রেঽস্মিন্ মৎপ্রসাদতঃ। তস্মাৎ প্রভাসমিত্যেবং নামাস্য প্রভবিষ্যতি॥ ১৮॥ যস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং ত্বয়া সোম শুভং মম। সোমনাথেতি মে নাম তস্মাৎ খ্যাতিং গমিষ্যতি॥ ১৯॥ যন্মমাগ্রে তনং নাম খ্যাতং ব্রহ্মবসানিকম্। সোমনাথেতি চ পুনস্তদেব প্রচরিষ্যতি। দ্রক্ষ্যন্তি হি নরা যে মামত্রস্থং ভক্তিতৎপরাঃ॥ ২০॥ শৃণু তেষাং ফলং বৎস ভবিষ্যতি নিশাকরঃ। ন তেষাং জায়তে ব্যাধির্ন দারিদ্র্যং ন দুর্গতিঃ। ন চেষ্টেন বিয়োগশ্চ মম চন্দ্র প্রভাবতঃ॥ ২১॥ যাত্রাং কুর্ব্বন্তি যে ভক্ত্যা মম দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ। পদে-পদেঽশ্বমেধস্য তেষাং ফলমুদাহৃতম্॥ ২২॥ কিং ক্রতৈর্বহুভির্যজ্ঞৈরুপবাসৈর্নিশাকর। সকৃৎ পশ্যন্তি মাং যেঽত্র তে সর্ব্বে লেভিরে ফলম্॥ ২৩॥ একমাসোপবাসস্তু কুরুতে ভক্তিতৎপরঃ। যাবদ্বর্ষসহস্রন্তু একঃ পশ্যতি মামিহ॥ ২৪॥ দ্বাভ্যামপি ফলং তুল্যং নাস্তি কাচিদ্বিচারণা॥ ২৫॥ একো ভবেদ্ব্রহ্মচারী যাবজ্জীবং নিশাকর। সকৃৎ পশ্যতি মামত্র সমং তাভ্যাং ফলং স্মৃতম্॥ ২৬॥ একো দানানি সর্ব্বাণি প্রযচ্ছতি দ্বিজাতয়ে। একঃ পশ্যতি মামত্র সমং তাভ্যাং ফলং স্মৃতম্॥ ২৭॥ একো ব্রতানি সর্ব্বাণি কুরুতে মৃগলাঞ্ছন। অন্যঃ পশ্যতি মামত্র সমং তাভ্যাং ফলং স্মৃতম্॥ ২৮॥ একস্তীর্থানি কুরুতে জপজাপ্যানি ভূরিশঃ। অন্যঃ পশ্যতি মামত্র ফলং

যিনি সমস্ত জগৎ পালন করেন, সেই সর্ব্বাত্মাকে আমার নমস্কার। দ্বিজাতিগণ সম্পূর্ণদক্ষিণ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ দ্বারা যাঁহাকে যজন করিয়া থাকেন, সেই যজ্ঞাত্মাকে আমার নমস্কার। নিশাকর দিবারাত্র এইরূপ স্তব করিলে তখন ভগবান্ (শঙ্কর আমি) প্রীত হইয়া হাসিয়া বলিলেন,—হে চন্দ্র! বৎস, আমি তোমার স্তবে তুষ্ট হইয়াছি, তুমি মনোমত বর প্রার্থনা কর, মঙ্গল হৌক। চন্দ্র বলিলেন,—হে দেব! বর যদি দেন, যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে এই লিঙ্গে সর্ব্বদা সান্নিধ্য করুন। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আপনাকে এই স্থানে দর্শন করিবে, তাহারা যেন আপনার প্রসাদে সিদ্ধি লাভ করে। শম্ভু বলিলেন,—হে মহাপ্রভ চন্দ্র! আমি অগ্রে এই লিঙ্গে সন্নিহিত ছিলাম; বিশেষতঃ এখন আমি নিরন্তর এই লিঙ্গে বাস করিব। অদ্যাবধি আমি উমার সহিত এই ক্ষেত্রে বাস করিব। তুমি এই স্থানে আমার প্রসাদে প্রভা লাভ করিয়াছ বলিয়া এই ক্ষেত্রের নাম হইবে 'প্রভাস'। হে সোম! যেহেতু তুমি [সোম] আমার লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, এজন্য আমি সোমনাথ নামে খ্যাতি লাভ করিব।১—১৯। ব্রহ্মাধিকারকালস্থায়ী আমার যে পুরাতন নাম আছে, তাহাই অধুনা 'সোমনাথ' বলিয়া পুনঃ প্রচারিত হইবে। যে সকল নর এই স্থানে আমাকে দর্শন করিবে, তাহাদের যে ফল হয়, বৎস! তাহা শ্রবণ কর। আমার প্রসাদে তাহাদের ব্যাধি, দারিদ্র, দুর্গতি ও ইষ্টবিয়োগ কদাচ হয় না। আমার দর্শন কামনায় যাহারা যাত্রা করে, তাহাদের পদে পদে অশ্বমেধফল লাভ হয়। বহু যজ্ঞ ও উপবাসের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কারণ আমাকে তথায় মাত্র দর্শন করিয় মানব সকল ফলই লাভ করিয়া থাকে। যদি কেহ বর্ষসহস্র কাল যাবৎ মাসোপবাস করে, আর কেহ যদি মাত্র আমাকে দর্শন করে, তবে এ দুইয়ের ফল সমানই হইয়া থাকে। এবিষয়ে তর্ক করিবার আর কিছু নাই। এক জন যদি যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করে, আর এক জন যদি কেবল আমাকে দর্শন করে, তাহা হইলে উভয়েরই ফল তুল্য জানিবে। এক জন যদি সমস্ত দানীয় বস্তু দ্বিজাতিকে দান করে, আর এক জন যদি আমাকে দর্শন করে, তাহা হইলে এই দুই জনের ফল সমানই হইয়া থাকে। এক জন যদি সমস্ত ব্রত করে, আর এক জন যদি শুদ্ধ

তাভ্যাং সমং স্মৃতম্॥ ২৯॥ একো জ্ঞানাদি-যোগেন মুমুক্ষুর্জায়তে ধ্রুবম্। অন্যঃ পশ্যতি মামত্র ফলং তাভ্যাং সমং স্মৃতম্॥ ৩০॥ একস্তু ভৃগু-পাতেন যাতি মৃত্যুং নিশাকরঃ। অন্যঃ পশ্যতি মামত্র সমং তাভ্যাং ফলং স্মৃতম্॥ ৩১॥ একঃ স্নাতি সদা মাঘং প্রয়াগে নরসত্তমঃ। অন্যঃ পশ্যতি মামত্র ফলং তাভ্যাং সমং স্মৃতম্॥ ৩২॥ একঃ পিণ্ডপ্রদানঞ্চ পিতৃতীর্থে সমাচরেৎ। অন্যঃ পশ্যতি মামত্র ফলং তাভ্যাং সমং স্মৃতম্॥ ৩৩॥ গোসহস্র প্রদো হ্যেকো ব্রাহ্মণে বেদপারগে। একঃ পশ্যতি মামত্র ফলং তাভ্যাং সমং স্মৃতম্॥ ৩৪॥ পঞ্চাগ্নিং সাধয়েদেকো গ্রীষ্মকালে সুদারুণে। একঃ পশ্যতি মামত্র ফলং তাভ্যাং সমং স্মৃতম্॥ ৩৫॥ স্নাতঃ সোমগ্রহে চন্দ্র সোমবারে চ ভক্তিতঃ। যো মাং পশ্যতি সর্ব্বেষামেতেষাং লভতে ফলম্॥ ৩৬॥ সরস্বতী সমুদ্রশ্চ সোমঃ সোমগ্রহস্তথা। দর্শনং সোমনাথস্য সকারাঃ পঞ্চ দুর্লভাঃ॥ ৩৭॥ নৈরন্তর্য্যেণ যণ্মাসান্ বিধিনা যঃ প্রপূজয়েৎ। পুণ্যং তদেব সকলং লভতে বিষুবার্চ্চনাৎ॥ ৩৮॥ এতদেব তু বিজ্ঞেয়ং গ্রহণে চোত্তরায়ণে। সংক্রান্তিদিনচ্ছিদ্রেষু ষড়শীতিমুখেষু চ॥ ৩৯॥ মাসৈশ্চতুর্ভির্যৎপুণ্যং বিধিনাপূজ্য শঙ্করম্। কার্ত্তিক্যাং স লভেৎ পুণ্যং চৈত্র্যাং তদ্দ্বিগুণং স্মৃতম্। পুণ্যমেতত্তু ফাল্গুন্যা-মাষাঢ্যামেবমেব তু॥ ৪০॥ একো দদ্যাদ্গবাং লক্ষং দোগ্ধ্রীণাং বেদপারগে। একো মমার্চ্চয়ে-ল্লিঙ্গং তস্য পুণ্যং ততোঽধিকম্॥ ৪১॥ মাসেমাসে চ যোঽশ্নীয়াদ্যাবজ্জীবং সুরেশ্বরি। যশ্চার্চ্চয়েৎ সকৃল্লিঙ্গং সমমেতন্ন সংশয়ঃ॥ ৪২॥ তপঃশীলগুণো-পেতে পাত্রে বেদস্য পারগে। সুবর্ণকোটিং যদত্ত্বা তৎফলং কুসুমেন তু॥ ৪৩॥ অর্কপুষ্পেঽপি চৈকস্মিঞ্ছিবায় বিনিবেদিতে। দশ দত্ত্বা সুবর্ণানি যৎফলং তদবাপ্নুয়াৎ॥ ৪৪॥ অর্কপুষ্পসহস্রেভ্যঃ করবীরং বিশিষ্যতে। করবীরসহস্রেভ্যো দ্রোণ-পুষ্পং বিশিষ্যতে॥ ৪৫॥ দ্রোণপুষ্পসহস্রেভ্যো হ্যপামার্গং বিশিষ্যতে। অপামার্গসহস্রেভ্যঃ কুশ-

আমাকে দর্শন করে, তাহা হইলে উভয়েই তুল্য-ফল পায়। একজন যদি সমস্ত তীর্থ ও জপ-জাপ্য করে, আর এক জন যদি আমাকে দর্শন করে, তাহা হইলে এতদুভয়ের ফল সমানই জানিবে। এক জন যদি জ্ঞানযোগে মুমুক্ষু হয়, আর এক জন যদি মাত্র আমাকে অবলোকন করে, তাহা হইলে আর এ দুইয়ের পার্থক্য থাকে না। এক জন যদি ভৃগুপতনে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, আর এক জন যদি আমাকে দর্শন করে, তাহা হইলে এতদুভয়ের ফলের তারতম্য আছে এমন কেহ মনে করিবে না। এক জন যদি নিয়ত মাঘমাসে প্রয়াগে স্নান করে, আর এক জন যদি আমাকে দর্শন করে, তাহা হইলে এতদুভয়ের ফল সমান হয়। একজন যদি পিতৃতীর্থে পিণ্ড প্রদান করে, আর অন্য ব্যক্তি আমাকে দর্শন করে, তাহা হইলে এই দুইয়েরই ফল সমান হয়। একজন যদি বেদপারগ ব্রাহ্মণকে গোসহস্র প্রদান করে, আর একজন যদি মাত্র আমাকে দর্শন করে, তাহা হইলে এই দুইয়েরই ফল তুল্য হয়। একজন যদি সুদারুণ গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নি সাধন করে, আর এক জন যদি কেবল আমাকে দর্শন করে, তবে ফল ঠিক এক রকমই হয়। হে চন্দ্র! যে মানব সোমবারে ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে দর্শন করে, সে পূর্ব্বোক্ত সকল কর্ম্মের ফলভাগী হইয়া থাকে। সরস্বতী, সমুদ্র, সোম, সোমগ্রহ এবং সোমনাথের দর্শন এই পঞ্চ সকার দুর্লভ। ছয় মাস কাল নিরন্তর শিবপূজা করিলে যে ফল লাভ হয়, একমাত্র বিষুব, গ্রহণ, উত্তরায়ণ বা ষড়শীতিসংক্রান্তিতে পূজা করিলে তদ্রূপ ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। চাতুর্ম্মাস্যে শঙ্করারাধনা করিলে যে ফল পাওয়া যায়, কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় তাহার তুল্য, চৈত্রী পূর্ণিমায় তাহার দ্বিগুণ, আর ফাল্গুনী ও আষাঢ়ী পূর্ণিমায় তাহার সমানই ফল লাভ হয়। ২০—৪০। এক ব্যক্তি যদি বেদপারগ ব্রাহ্মণকে লক্ষ দোগ্ধ্রী গাভী দান করে, আর একজন যদি আমার লিঙ্গ-অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে এতদুভয়ের মধ্যে লিঙ্গ অর্চ্চনাকারীরই ফল অধিক জানিবে। যদি কোন ব্যক্তি যাবজ্জীবন মাসাহারী হয়, আর যদি কোন ব্যক্তি একবার মাত্র আমার লিঙ্গ অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে এই দুইয়ের ফলতারতম্য কিছুই নাই জানিবে। তপঃশীলগুণোপেত বেদপারগ ব্রাহ্মণে কোটি সুবর্ণ দান করিলে যে ফল লাভ হয়, মাত্র কুসুম দ্বারা আমার পূজা করিলে সেই ফল পাওয়া যায়। দশ সুবর্ণ দানের যে ফল হয়, অর্কপুষ্প দ্বারা শিবপূজা করিলেও সেই ফলই হইয়া থাকে। সহস্র অর্কপুষ্প অপেক্ষা এক করবীর-পুষ্প শ্রেষ্ঠ, সহস্র করবীর হইতে এক দ্রোণ পুষ্প শ্রেষ্ঠ, সহস্র দ্রোণ পুষ্প হইতে এক অপামার্গ

পুষ্পং বিশিষ্যতে। কুশপুষ্পসহস্রেভ্যঃ শমীপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥৪৬॥ শমীপুষ্পং বৃহত্যাশ্চ কুসুমং তুল্যমুচ্যতে। করবীরসমা জ্ঞেয়া জাতীবিজয়পাটলাঃ ॥ ৪৭ ॥ শ্বেতমন্দারকুসুমং সিতপদ্মসমং ভবেৎ। নাগচম্পকপুন্নাগধুস্তুরকুসুমং স্মৃতম্ ॥ ৪৮ ॥ কেতকীজাতিমুক্তঞ্চ কুন্দযূথীমদন্তিকাঃ। শিরীষসর্জ্জজম্বূক-কুসুমানি বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৯ ॥ আকুলীকুসুমং পত্রং করঞ্জেন্দ্রসমুদ্ভবম্। বিভীতকানি পুষ্পাণি কুসুমানি বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫০ ॥ কনকানি কদম্বানি রাত্রৌ দেয়ানি শঙ্করে। দেবশেষাণি পুষ্পাণি দিবা রাত্রৌ চ মল্লিকা ॥ ৫১ ॥ প্রহরং তিষ্ঠতে মল্লী করবীরমহর্নিশম্। কীটকেশাপবিদ্ধানি রাত্রৌ পর্য্যুষিতানি চ ॥ ৫২ ॥ স্বয়ং পতিতপুষ্পাণি ত্যজেদুপহতানি চ। তুলসী শতপত্রঞ্চ গন্ধারী দমনস্তথা ॥ ৫৩ ॥ সর্ব্বাসাং পত্রজাতীনাং শ্রেষ্ঠো মরুবকঃ স্মৃতঃ। এতৈঃ পুষ্পবিশেষৈস্তু পূজ্যঃ সোমেশ্বরঃ সদা ॥ ৫৪ ॥ যাত্রায়াঃ ফলমাপ্নোতি স্বর্গলোকে মহীয়তে। এতাবদুক্ত্বা বচনং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৫৫ ॥ চন্দ্রমা যক্ষ্মণা মুক্তঃ স্বস্থাননিরতোঽভবৎ। আহূয় বিশ্বকর্ম্মাণং প্রাসাদং পর্য্যকল্পয়ৎ। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং গোক্ষীরধবলোজ্জ্বলম্ ॥ ৫৬ ॥ প্রাসাদং মেরুনামানং হেমপ্রাকারতোরণম্। চতুর্দ্দশান্যে পরিতঃ প্রাসাদাঃ পরিকল্পিতাঃ। তেষাং নামানি বক্ষ্যামি প্রত্যেকং তানি মে শৃণু ॥ ৫৭ ॥ কেশরী সর্ব্বতোভদ্রো নন্দনো নন্দিশালকঃ। নন্দীশো মন্দরশ্চৈব শ্রীবৃক্ষো হ্যমৃতোদ্ভবঃ ॥ ৫৮ ॥ হিমবান্ হেমকূটশ্চ কৈলাসঃ পৃথিবীজয়ঃ। ইন্দ্রনীলো মহানীলো ভূধরো রত্নকূটকঃ ॥৫৯॥ বৈদূর্য্যঃ পদ্মরাগশ্চ বজ্রকো মুকুটোজ্জ্বলঃ। ঐরাবতো রাজহংসো গরুড়ো বৃষভস্তথা ॥ ৬০ ॥ মেরুঃ প্রাসাদরাজা চ দেবানামালয়ো হি সঃ। আদৌ পঞ্চাগুকো জ্ঞেয়ঃ কেশরীনামতঃ স্থিতঃ ॥ ৬১ ॥ চতুর্থাংশা চ তদ্বৃদ্ধির্যাবন্মেরুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৬২ ॥ এবং পৃথক্কারয়িত্বা প্রাসাদাংশ্চ চতুর্দ্দশ। ব্রহ্মাদীনাং দেবতানাং সমীপস্থানবাসিনাম্ ॥ ৬৩ ॥ দশ চান্যান্ ভূধরাদীন্ বৃষভান্তান্ বরাননে। আদৌ কপর্দ্দিনং কৃত্বা প্রাসাদান্ পর্য্যকল্পয়ৎ ॥ ৬৪ ॥ মেরুঃ প্রাসাদরাজো বৈ স তু সোমেশ্বরে কৃতঃ। ত্রেতাযুগে তু দশমে মনোর্ব্বৈবস্বতস্য চ ॥ ৬৫ ॥ কারয়িত্বা মণ্ড-

পুষ্প শ্রেষ্ঠ, সহস্র অপমার্গ হইতে এক কুশপুষ্প শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র কুশপুষ্প হইতে এক শমীপুষ্প শ্রেষ্ঠ। শমী ও বৃহতীপুষ্প এ দুইই তুল্য। জাতী, বিজয় ও পাটলা এই পুষ্পত্রয় করবীরতুল্য। শ্বেতমন্দার কুসুম সিত পদ্মের সমান। নাগ, চম্পক, পুন্নাগ, ধুস্তুর কেতকী, অতিমুক্ত, কুন্দ, যুথী, মদন্তিকা, শিরীষ, সর্জ্জ, ও জম্বুক, এই সকল কুসুম শিবপূজায় বর্জ্জনীয়। আকুলীকুসুম, করঞ্জেন্দ্রপত্র, বিভীতক পুষ্প এ সকল শিবপূজায় বর্জ্জনীয়। রাত্রিকালে কনককদম্ব শঙ্করকে দেওয়া যাইতে পারে। দেবশেষ পুষ্প দিবাভাগে, মল্লিকা রাত্রিকালে, মল্লী প্রহরকাল ব্যাপিয়া, এবং করবীর দিবারাত্র ব্যাপিয়া পবিত্র থাকে জানিবে। কীট-কেশাপবিদ্ধ পর্য্যুষিত স্বয়ং পতিত এবং উপহত পুষ্প পরিত্যাগ করিবে। শতপত্র, গন্ধারী, দমন, প্রভৃতি পত্রের মধ্যে মরুবকপত্র উৎকৃষ্ট। ইত্যাদি পুষ্পবিশেষ দ্বারা সোমেশ্বরের পূজা করা কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে যাত্রার ফল লাভ হয় এবং স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকে। এই কথা বলিয়া ভগবান্ শিব সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। সোমও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন। প্রাসাদটী শুদ্ধস্ফটিক-সঙ্কাশ, ও গোক্ষীরধবলোজ্জ্বল। তাহার নাম মেরু। তাহার প্রাকারতোরণ হিরণ্ময়। সেই প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে আরও চতুর্দ্দশটী প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। ঐ চতুর্দ্দশ প্রাসাদের নাম শ্রবণ কর; যথা,—কেশরী, সর্ব্বতোভদ্র, নন্দন, নন্দিশালক, নন্দীশ, মন্দর, শ্রীবৃক্ষ, অমৃতোদ্ভব, হিমবান্, হেমকূট, কৈলাস, পৃথিবীজয়, ইন্দ্রনীল, মহানীল, ভূধর, রত্নকূটক, বৈদূর্য্য, পদ্মরাগ, বজ্রক, মুকুটোজ্জ্বল, ঐরাবত, রাজহংস, গরুড় ও বৃষভ। মেরু, প্রাসাদের রাজা; তাহা দেবগণের আলয়। তাহার আদিতে পঞ্চাগুক এক পর্ব্বত আছে। তাহার নাম কেশরী। কেশরী মেরুর এক চতুর্থাংশ পরিমিত। সোম সমীপস্থ ব্রহ্মাদি দেবতার বাস করিবার জন্য স্বীয় প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে পৃথক্ পৃথক্ চতুর্দ্দশটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন। এতদ্ব্যতীত আরও দশটী ভূধর প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। এই দশটীর শেষেরটীর নাম বৃষভ। সোম প্রথমে শিবের প্রাসাদ কল্পনা করিয়া পরে অন্যান্য দেবগণের প্রাসাদ কল্পনা করিলেন। প্রাসাদরাজ মেরু সোমেশ্বরে কল্পিত হইল। এই সময় দশম ত্রেতাযুগ —বৈবস্বত মনুর অধিকার ছিল। ৪১—৬৫। সোম

পাংশ্চ প্রতিষ্ঠাপ্য যথাবিধি। নদানাং তু শতং কৃত্বা বাপীকূপসহস্রকম্॥ ৬৬॥ গৃহাণাং তু সহস্রাণি দীনানাথাশ্রয়াণি চ। কারয়িত্বা বিধানেন বিপ্রেভ্যঃ প্রদদৌ পৃথক্॥ ৬৭॥ নিবেশ্য নগরং সোমঃ শ্রীসোমেশ্বরসন্নিধৌ। স্বকর্ম্মণাং প্রচারার্থমথাভ্যর্থয়ত দ্বিজান্॥ ৬৮॥ সোমোহস্মি ভবতাং রাজা প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ। তথাপি বিনয়েনৈব ভক্ত্যা বিজ্ঞাপয়াম বঃ॥ ৬৯॥ ধনং হিরণ্যরত্নাদি ধান্যং ব্রীহিযবাদিকম্। গোমহিষ্যাদি-পশবো বস্ত্রাণি বিবিধানি চ॥ ৭০॥ কদলীনারি-কেলানি তাম্বুলীপূগমালিনঃ। মনোহভিরামচরমা আরামাঃ প্ররিতঃ স্থিতাঃ। ৭১॥ জম্বুদ্বীপাধিপাঃ সর্ব্বে ভবতামত্রবাসিনাম্। আদেশং চ করিষ্যন্তি শিরস্যাধায় শোভনম্॥ ৭২॥ দ্বীপান্তরাদাগতৈশ্চ কর্পূরাগুরুচন্দনৈঃ। অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্দ্রব্যৈঃ সম্পূর্ণা ভবতাং গৃহাঃ॥ ৭৩॥ পণ্যানাং শতসংখ্যানাং ব্যবহারনিদর্শিনঃ। ব্রহ্মোত্তরাণি তবন্তি বণিজো লাভকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৭৪॥ ভবৎসু ভৃত্যভাবেন বর্ত্তমানা হিতৈষিণঃ। তে চান্যে চ তথা পৌরা নাবসীদন্তি কর্হিচিৎ॥ ৭৫॥ এবং সম্পূর্ণবিভবৈ-র্ভবদ্ভিঃ শ্রেয়সে মম। ক্রতুক্রিয়া রিতন্বন্তাঃ বিধি-বদ্ভূরিদক্ষিণাঃ॥ ৭৬॥ ব্রহ্মাদীনি চ সর্ব্বাণি প্রবর্ত্তন্তামহর্নিশম্। দীনান্ধকৃপণাদীনাং ক্রিয়তা-মার্ত্তিনাশনম্॥ ৭৭॥ অভ্যাগতানামৌচিত্যাদাতিথ্যং চ বিধীয়তাম্। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন সমেতানাং মাহাত্ম-নাম্॥ ৭৮॥ ব্রহ্মর্ষীণামাশ্রমেষু দীয়ন্তামাংশ্যঃ সদা। ময়াত্র স্থাপিতং লিঙ্গং সর্ব্বকালং দৃঢব্রতাঃ॥ ৭৯॥ পবিত্রৈরুপচারৈশ্চ পূজয়ন্তু দ্বিজোত্তমাঃ। অষ্টৌ প্রমাণপুরুষাঃ পৌরাণাং কার্য্যদর্শিনঃ॥ ৮০॥ ব্যবহারানবেক্ষধ্বং স্মৃত্যাচারবিশারদাঃ। ব্যবস্থাং মৎকৃতামেতাং ভবন্তোহত্র দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৮১॥ ধারয়ন্তু মহাত্মানো দিগ্গজা ইব মেদিনীম্। এবং প্রভুত্বমাস্থায় স্থানেহস্মিন শিবশালিনি॥ ৮২॥ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্তান্ ধর্ম্মানাচরত দ্বিজাঃ। নিশম্য সোমস্য বচো বিনীতমিতি তে দ্বিজাঃ॥ ৮৩॥ উবাচ কৌশিকস্তেষু গোত্রাণাং প্রথমো দ্বিজঃ। সাধূপদিষ্ট-মস্মাকং দ্বিজরাজেন সর্ব্বথা॥ ৮৪॥ সর্ব্বমেতৎ করি-ষ্যামঃ কিং তু কিঞ্চিন্নিশাময়। নিয়োগতঃ পূজয়তাং শিবনির্ম্মাল্যসেবিনাম্॥ ৮৫॥ পাতিত্যং জায়তে-

যথাবিধি মণ্ডপ সকল প্রতিষ্ঠা করিয়া শত শত নদ ও সহস্র সহস্র বাপী-কূপ এবং শত শত দীনানাথ-ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা পৃথক্ পৃথক্ ব্রাহ্মণ-গণকে দান করিলেন। স্বকর্ম্মের প্রচারার্থ সোমেশ্বর-সন্নিধানে নগর বসাইলেন এবং তথায় ব্রাহ্মণগণের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহা-দিগকে বলিলেন,—আমি সোম; আপনাদের রাজা, পরমেষ্ঠীর প্রসাদে আমি রাজা হইয়াছি। রাজা হইয়াও আমি আপনাদিগকে ভক্তিপূর্ব্বক জানাই-তেছি যে, এই সকল ধন, হিরণ্য, রত্ন, ধান্য, ব্রীহি, যব, গো মহিষাদি পশু, বিবিধ বস্ত্র, কদলী, নারি-কেল ও তাম্বুলীপূগমালী মনোভিরাম আরাম আপনাদের উপভোগার্থ রহিয়াছে, গ্রহণ করিবেন। আর জম্বুদ্বীপনিবাসিগণ মস্তক অবনত করিয়া আপনাদের আদেশ পালন করিবে। দ্বীপান্তর হইতে আগত কর্পূরাগুরু-চন্দন ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য দ্বারা আপনাদের গৃহ পরি-পূর্ণ হইবে। শত শত পণ্যের লাভাকাঙ্ক্ষী ব্যব-হারবিৎ বণিকগণ আপনাদের নিকট ভৃত্যভাবে থাকিয়া ব্রহ্মোত্তর (বণিক্‌গণ ব্রাহ্মণদিগকে যে লাভাংশ প্রদান করিত, তাহা) প্রদান করিবে। বণিক্‌গণ ও অপরাপর পৌরগণ কেহই কখন অবসাদগ্রস্ত হইবে না। কিন্তু আপনারা উক্ত প্রকারে বিভব-সম্পন্ন হইয়া আমার মঙ্গলের নিমিত্ত সর্ব্বদা বিধিবৎ ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। অহর্নিশ বেদপাঠ করিবেন। দীনান্ধ-কৃপণগণের দুঃখ দূর করিবেন। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সমাগত মহাত্মা ব্যক্তিগণের আতিথ্য গ্রহণ করি-বেন। মহর্ষিগণকে আশ্রমে স্থান দিবেন। আমি এই যে লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছি, পবিত্র উপচার দ্বারা তাঁহার পূজা করিবেন। আপনাদের মধ্যে আটজন স্মৃত্যাচার-বিশারদ প্রমাণপুরুষ (বিচারক) হউন। তাঁহারা সর্ব্বদা পৌরগণের কৃত্যাকৃত্য অবলোকন করিবেন। আমার এই ব্যবস্থানুসারে দিগ্‌গজের ন্যায় আপনারা মেদিনী পালন করিবেন। এইরূপ প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপনারা এই শিবময় স্থানে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণোক্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন করুন। সোমের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে গোত্রের প্রথম দ্বিজ কৌশিক বলি-লেন,—দ্বিজরাজ! আমাদিগকে সাধু উপদেশ দিলেন, আমরা এইরূপই করিব; কিন্তু কিঞ্চিৎ শ্রবণ করুন, নিয়োগ অনুসারে এইভাবে পূজা

হস্মাকং শ্রুতিস্মৃতিবিগর্হিতম্ ।°. শ্রুতিস্মৃতী হি রুদ্রস্য যস্মাদাজ্ঞাদ্বয়ং মহৎ ॥ ৮৬ ॥ কস্তদুল্লঙ্ঘয়েন্মূঢ়ঃ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥ ৮৭ ॥ অষ্টমূর্ত্তেঃ পুনর্মুর্ত্তাবগ্নৌ দেবমুখে মখান্। কুর্ব্বাণাঃ শ্রুতিমার্গেণ প্রীণয়ামো-হখিলং জগৎ ॥ ৮৮ ॥ জগদ্ভগবতো রূপং ব্যক্তমেতৎ পরদ্বিষঃ। মিথো বিভিন্নমিত্যেতদভিন্নং পুনরীশ্বরাৎ ॥ ৮৯ ॥ অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্য-মুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥ ৯০ ॥ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিসদভ্যাসপ্রসঙ্গি-নাম্। তত্তদর্থেষু পুণ্যার্থং প্রবৃত্তাখিলকর্ম্মণাম্ ॥৯১॥ অস্মাকমবকাশোহপি বিরলো লিঙ্গপূজনে। রুদ্র-জাপ্যৈর্মহাযজ্ঞৈর্বেদজানাচ্চৈবমীশ্বরম্ ॥ ৯২ ॥ যথাক্ষণং যথাকালং লিঙ্গং বেদমুপাস্মহে। যত্তু তেঽভিমতং সোম শ্রীসোমেশ্বরপূজনম্। তচ্চ সম্পাদয়িষ্যামঃ সবিশেষং মহামতে ॥ ৯৩ ॥ যেন ত্বদীপ্সিতং সিধ্যেত্ত-মুপায়ং নিশাময়। গৌরীশঙ্করসংবাদং শ্রুত্বা ভগ-বতো মুখাৎ ॥ ৯৫ ॥ নারদঃ প্রাহ নঃ পূর্ব্বং কথয়াম-স্তমেব তে। ব্রহ্মদেবদ্বিষঃ পূর্ব্বং শতশো দৈত্য-দানবাঃ। তপোভিরুগ্রৈর্ব্বিবিধৈঃ শঙ্করং প্রতিপে-দিরে ॥ ৯৮ ॥ তেষামাত্যুগ্রতপসামনন্যাসক্তচেত-সাম্। প্রসাদমীশ্বরশ্চক্রে কারুণ্যামৃতসাগরঃ ॥ ৯৬ ॥ স হি ত্রিভুবনস্বামী দেবদেবো মহেশ্বরঃ। অপেক্ষতে বরং দাতুং ভক্তিমেবানপায়িনীম্ ॥ ৯৭ ॥ দদৌ স ভুবনৈশ্বর্য্যপ্রায়ানভিমতান্ বরান্। তেষাং ভক্ত্যৈব সন্তুষ্টো দেবব্রহ্মদ্বিষামপি ॥ ৯১ ॥ ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা চাপি যস্যান্তো নাধিগম্যতে। তস্যাতর্ক্য-প্রভাবস্য কো নু বেদাশয়ং প্রভোঃ ॥ ৯৯ ॥ দুর্ব্-ত্তেভ্যোহপি দৈত্যেভ্যস্তপোভির্ব্বরদায়িনম্ পপ্রচ্ছ স্বচ্ছহৃদয়া পার্ব্বতী পরমেশ্বরম্ ॥ ০০ ॥ পার্ব্বত্যুবাচ। ভগবন্ প্রসাদং তে প্রাপ্য ধ্বংসন্তো ভুবনত্রয়ম্। উপদ্রবন্তীন্দ্রমুখান্ দেবান্ সংক্ষোভয়ন্তি চ ॥ ১০১ ॥ বরং দদাসি কিং তেষাং তাদৃশানাং দুরাত্মনাম্। জগতঃ স্বস্তয়ে যেষাং ন মনাগপি চেষ্টিতম্ ॥ ১০২ ॥ ত্বয়া দত্তবরা-নেতান্ দিব্যান্ ভোগোপভোগিনঃ। অবধীর্য্য

করিলে শিবনির্ম্মাল্য সেবা নিবন্ধন আমাদের শ্রুতি-স্মৃতি-বিগর্হিত মহৎ পাতিত্য জন্মিবে। শ্রুতি আর স্মৃতি, এদুটী হইল রুদ্রের মহতী আজ্ঞা। এই আজ্ঞা প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও কোন্ মূঢ় ব্যক্তি উল্লঙ্ঘন করিবে? আমরা শ্রুতি মার্গানুসারে অষ্ট-মূর্ত্তি দেবমুখ বহ্নিতে যজ্ঞ করিয়া অখিল জগৎ প্রীণিত করি। এই জগৎ যে ভগবান্ পুরমথনের রূপ, তাহা ব্যক্তই আছে। আমরা যে অজ্ঞান বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ অবলোকন করি, বাস্তবিক তাহা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। দেখুন অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সকল আদিত্যে গিয়া উপনীত হয়। আর আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে প্রজা সৃষ্টি হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-বিহিত সৎকর্ম্ম-প্রসঙ্গেই আমরা সদা অভ্যস্ত; সুতরাং পুণ্যো-পার্জ্জনার্থ অখিল কর্ম্মপ্রবৃত্তিই আমাদের ঐ নিয়মেই হইয়া থাকে। আর আমাদের লিঙ্গ পূজা করিতে অবকাশই বা কৈ যে, আমরা যথাকালে রুদ্রজাপ্য ও যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিয়া লিঙ্গ পূজা ও বেদপাঠাদি নির্ব্বাহ করিব? তবে যখন শ্রীসোমেশ্বরের পূজা করা আপনার অভিপ্রায়, তখন আমরা ইহা বিশেষ-রূপে সম্পাদন করিব। যেরূপে আপনার অভি-লষিত সিদ্ধ হইবে, তদ্বিষয়ক এক গৌরী-শঙ্কর-সংবাদ আপনি শ্রবণ করুন। ইহা দেবর্ষি নারদ ভগবানের মুখে শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে বলিয়া-ছিলেন। পূর্ব্বে ব্রহ্ম-দেবদ্বেষী শত শত দৈত্য-দানব বিবিধ প্রকার উগ্র তপস্যা দ্বারা শঙ্করকে প্রাপ্ত হয় ।৯৭—৯৮। তাহারা অনন্যাসক্তচিত্তে ঐরূপ তপস্যা করিলে কারুণ্যামৃতসাগর হর তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে বর ও অনপায়িনী ভক্তি প্রদান করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগি-লেন। অবশেষে তিনি তাহাদিগকে ভুবনৈশ্বর্য্য ও অভিমত প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু যাঁহার অন্ত পান না, সেই দেব কেবল একমাত্র ভক্তির গুণে দেব-ব্রহ্মদ্বেষী দৈত্যদানবের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। কে সেই অচিন্তনীয়প্রভাব দেব-দেবের আশয় অবগত হইতে সক্ষম? তপস্যায় দুর্ব্বৃত্ত দৈত্যগণকে বর দিতে দেখিয়া নির্ম্মলহৃদয়া দেবী পার্ব্বতী হরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি যাহাদিগকে বর প্রদান করিলেন, তাহারা আপনার প্রসাদ লাভ করিয়া ত্রিভুবন ধর্ষিত এবং ইন্দ্রাদি দেবগণকে উপদ্রাবিত ও সংক্ষোভিত করিবে। যাহারা জগতের মঙ্গলের জন্য বিন্দুমাত্র কর্ম্ম করে না, তাদৃশ দুরাত্মাদিগকে বর প্রদান করিলেন কেন? আর ভগবান্ বিষ্ণুই বা আপনার ঐশ্বর্য্য অব-ধীরণ রয়া আপনা হইতে লব্ধবর দিব্য

তবৈশ্বর্য্যং কথং বিষ্ণুর্নিহন্তি চ॥ ১০৩॥ হতানাঞ্চ পুনস্তেষাং কা গতিঃ স্যাদ্বদ প্রভো॥ ১০৪॥ ঈশ্বর উবাচ। সাত্ত্বিকা রাজসাশ্চৈব তামসাশ্চেতি বৈ ত্রিধা। ভবন্তি লোকাস্তেষেতে তমঃপ্রায়া দুরাসদাঃ। ১০৫॥ সুরৈঃ সহ স্পর্দ্ধমানাস্তপোভিরপি তামসৈঃ॥ মাং ভজন্তে মুহুর্মোহাজ্জগদুৎসাদনোদ্যতাঃ॥ ১০৬॥ বরং দদামি যত্তেষাং ভক্তিস্তত্র তু কারণম্। অহং হি ভক্ত্যা সুগ্রাহ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১০৭॥ তপোঽনুরূপানাসাদ্য বরাংস্তে পাপকারিণঃ। বিষ্ণুনা যন্নিহন্তস্তে তচ্চ দেবি নিবোধ মে॥ ১০৮॥ অহং হরিশ্চ যদ্ভিন্নৌ গুণভাগোঽত্র কারণম্। পরমার্থাদভিন্নৌ চ রহস্যং পরমং হৃদঃ॥ ১০৯॥ আরাধ্যারাধকাদিশ্চ ভেদঃ সামান্য এব নৌ। তথা হ্যহমিমাং গঙ্গাং বিষ্ণোঃ পাদাগ্রনিঃসৃতাম্॥ ১১০॥ বহামি শিরসা ভক্ত্যা স্বদীক্ষাশঙ্কিতোঽপি সন্। অপি বিষ্ণুস্ত্রিভুবনং পরিত্রাতুং ব্যবস্থয়া॥ ১১১॥ মামুপাস্য চিরং লেভে চক্রং দুষ্টনিবর্হণম্। ত্বাঞ্চ তস্য মহামায়ামপ্রমেয়াত্মনো হরেঃ॥ ১১২॥ আরাধয়ামি তদ্ভক্ত্যা ত্রিজগজ্জন্মকারণম্। শিরস্যাধায় চান্যাং মে শক্তিরূপাং তথা হরিঃ॥ ১১৩॥ অজোঽপি জন্মান্যাসাদ্য লোকরক্ষাং করোতি বৈ। হন্তঃ হিরণ্যকশিপুং নরসিংহবপুশ্চ সঃ॥ ১১৪॥ জগজ্জিঘাংসুঃ শমিতো ময়া শরভরূপিণা। মাং চ বাণপরিত্রাণে ত্রিশূলোদ্যমকারিণম্॥ ১১৫॥ মানুষেঽপ্যবতারেঽসৌ স্তম্ভয়িত্বা স লীলয়া। প্রভাবং মহিমানং চ বর্দ্ধয়ন্মামকং হরিঃ। বরিবস্যতি মাং নিত্যমন্তরাত্মাপি মে বিভুঃ॥ ১১৬॥ অথাহং পরমাত্মানমেনমাদ্যন্তবর্জ্জিতম্। ধ্যানযোগৈঃ সমাধৌ চ ভাবয়ামি নিরন্তরম্॥ ১১৭॥ তদেবং নাবয়োর্ভেদো বিদ্যতে পারমার্থিকঃ। ভেদং চ তারতম্যঞ্চ মূঢ়া এব বিতন্বতে॥ ১১৮॥ বৈষ্ণবং রূপমাস্থায় দুর্বৃত্তান্ হন্মি তানহম্। গতিঞ্চ তেষামধুনা মহেশ্বরি নিশাময়॥ ১১৯॥ ময়ি ভক্ত্যবসানে তু হরেঃ সন্দর্শনেন চ। ক্রোধদর্পাভিভূতত্বান্ন মুক্তিং প্রাপ্নুবন্তি তে॥ ১২০॥ আবয়োস্তু প্রভাবেন তে পুনর্দ্ধৌতকল্মষাঃ। ব্রহ্মর্ষীণাং কুলে জন্ম সম্প্রাপ্য মুক্তিহেতুকম্॥ ১২১॥ ব্রহ্মচারিব্রতাদূর্দ্ধং যোগং পাশুপতং শ্রিতাঃ। প্রাচীনকর্ম্মসংস্কারাত্তে পুনর্মামু-

---

ভোগের ভোগী এই দৈত্যগণকে বিনষ্ট করিবেন কি রূপে? আর হত হইলে ইহাদের গতিই বা কি হইবে? এই সকল আপনি বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—সাত্ত্বিক, রাজস, ও তামস এই তিন প্রকার লোক। এই লোকত্রয়ে ইহারা তমঃপ্রায় দুরাসদ হইয়া অবস্থান করিবে। ইহারা সুরগণের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া বারংবার তামস তপস্যা দ্বারা আমার সন্তোষ বিধানপূর্ব্বক জগৎ উৎসাদনে উদ্যত হইবে। কিন্তু আমি যে ইহাদিগকে বর দিব, তাহার কারণ, একমাত্র উহাদের ভক্তি। আমি যে ভক্তি-গ্রাহ্য, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। পাপকারী দৈত্যগণ তপস্যানুরূপ বর লাভ করিয়া যে কারণে বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইবে, তাহা শ্রবণ কর। আমি আর হরি—আমরা দুই জন যে ভিন্ন ইহার কারণ গুণভাগ। পরমার্থতঃ আমরা ভিন্ন নহি; ইহা পরম রহস্য জানিবে। আরাধ্য-আরাধকভেদে আমাদের সামান্য ভেদ কল্পিত হয় মাত্র। দেখ, আমি বিষ্ণুপাদাগ্র-সম্ভূতা গঙ্গাকে ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকে করিয়া বহন করিয়া থাকি। আর তিনি এই ত্রিভুবন রক্ষার জন্য সুচিরকাল আমার আরাধনা করিয়া দুষ্টের দমন সুদর্শন চক্র লাভ করিয়াছেন। আরও দেখ, আমি আমার অন্য শক্তিকে মস্তকে রাখিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেই অপ্রমেয়াত্মা হরির মহামায়া—সেই ত্রিজগজ্জননী তোমার আরাধনা করিতেছি। আরও দেখ, হরি অজ হইয়াও লোকরক্ষার জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নরসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছেন। আমিও শরভরূপে জগজ্জিঘাংসুকে উপশমিত করিয়াছি। একদা হরির মানুষ অবতারে আমি বাণপরিত্রাণ ব্যাপারে ত্রিশূল উদ্যত করিলে তিনি লীলাক্রমে আমার মহিমা বর্দ্ধিত করেন। তিনি অন্তরাত্মা বিভু হইলেও নিত্য আমাকে পূজা করিয়া থাকেন। আমিও সমাধি প্রাপ্ত হইয়া সেই আদ্যন্তরহিত পরমাত্মাকে ধ্যানযোগে নিরন্তর চিন্তা করিয়া থাকি। অতএব যথার্থ আমাদের কোন ভেদ নাই জানিবে। মূঢ় ব্যক্তিরাই আমাদের ভেদ ও তারতম্য করিয়া থাকে। আমিই বিষ্ণুরূপে সেই দুর্ব্বৃত্ত দৈত্যগণকে নিহত করিব। অধুনা তাহাদের গতির বিষয় শ্রবণ কর।৯৮—১১৯। আমাতে ভক্তি অবসানে তাহাদের হরিদর্শন সংঘটিত হইলেও ক্রোধদর্পাভিভূত হওয়া বশতঃ তাহারা মুক্তি প্রাপ্ত হইবে না। আমাদের উভয়েরই প্রভাবে পরে তাহারা বিগতপাপ হইয়া মুক্তিহেতু ব্রহ্মর্ষিগণের কুলে জন্মগ্রহণ করিবে। ব্রহ্মচারি-

পাসতে ॥ ১২২ ॥ ভক্তিযোগেন চাস্থায় ব্রতং পাশুপতাদিকম্। শ্মশানবাসিনো নগ্না অপরে চৈকবাসসঃ ॥ ১২৩ ভিক্ষাভুজো ভূতিভৃতো মল্লিঙ্গান্তর্চ্চয়ন্তি তে। তথা মদেকাগ্রধিয়ো মদ্ধ্যানৈকদৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ১২৪ ॥ যে ত্বামপি নমস্যন্তি জগতাং মম চেশ্বরীম্। দেহাবসানযোগেন মুক্তিং তেষাং দদাম্যহম্ ॥ ১২৫ ॥ সারূপ্যসালোক্যময়ীং ময্যাবেশিতচেতসাম্। সাযুজ্যমুক্তয়ে নায়ং যোগঃ পাশুপতো যতঃ। স্মৃত্যাচারেণ মুনিভিঃ স সন্তিস্তেন গর্হিতঃ ॥ ১২৬ ॥ দ্বিজা উচুঃ। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন তানিহোপগতান্ দ্বিজান্। স্বমানমুপনেষ্যামো ভক্ত্যাবর্জ্জিতমানসান্ ॥ ১২৭ ॥ শুচিভিক্ষান্নকৌপীনকমণ্ডল্বাদিসৎকৃতাঃ। অনন্তকার্য্যাঃ সততমিহাগত্য তপস্বিনঃ ॥ ১২৮ ॥ ভবৎপ্রদত্তৈর্বিবিধৈরুপহারৈঃ রতস্ত্রিতাঃ। তত্ত্বতস্তত্ত্বসঙ্খ্যাস্তে শিবধর্ম্মৈকতৎপরাঃ ॥ ১২৯ ॥ শ্রীসোমেশ্বরমভ্যর্চ্চ তব শ্রেয়োহভিবর্দ্ধকাঃ। মুক্তিমন্তে গমিষ্যন্তি দেবস্যাতিসুদুর্ল্লভাম্ ॥ ১৩০ ॥ ততোহন্যেহথ ততোহপ্যন্যে ততশ্চান্যে তপোধনাঃ। পরীক্ষিতাস্ত তেঽস্মাভির্ভবিতারো নিশাপতে ॥ ১৩১ ॥ দ্বিজা উচুঃ। ইত্যাহ ভগবান্ দেব্যা পৃষ্টঃ স চ ত্রিলোচনঃ। তত্রৈব নারদঃ সর্ব্বং সংবাদং শিবয়েরিতম্ ॥১৩ ॥ শ্রুত্বা নঃ কথয়ামাস কথাং গোষ্ঠীষু পৃচ্ছতাম্। তব চাস্মাভিরধুনা সর্ব্বমেতদুদীরিতম্ ॥ ১৩৩ ॥ এবমুক্তস্তু তৈঃ প্রীতঃ সোমঃ স্বভবনং যযৌ। তদাজ্ঞয়া চ তৎসর্ব্বং যথোক্তং তেঽপি কুর্ব্বতে ॥ ১৩৪ ॥ দেব্যুবাচ। এবম্প্রভাবো দেবেশঃ সোমেশঃ পাপনাশনঃ। কেনোপায়েন তুষ্যেত ব্রতেন নিয়মেন বা ॥ ১৩৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। কথয়ামি স্ফুটং ধর্ম্মং মানুষাণাং হিতায় বৈ। স যেন তুষ্যতে দেবঃ শৃণু ত্বং সুরসুন্দরি ॥ ১৩৬ ॥ নিত্যোপবাসনক্তানি ব্রতানি বিবিধানি চ। তীর্থে দানানি সর্ব্বাণি পাত্রে দত্তান্যশেষতঃ ॥ ১৩৭ ॥ তপশ্চ তপ্তং তেনৈব স্নাতং তেনৈব পুষ্করে। কেদারে তু জলং তেন গত্বা পীতং তু নিশ্চিতম্ ॥ ১৩৮ ॥ তেন দৃষ্টং বরারোহে জ্যোতির্লিঙ্গং মহাপ্রভম্। সোমবারব্রতং দিব্যং যেন চীর্ণন্তু সংশ্রয়ে ॥ ১৩৯ ॥ কিমন্যৈর্বহুভি-

ব্রতের পর পাশুপত ব্রত অবলম্বন করিয়া প্রাক্তন কর্ম্মের সংস্কারবশতঃ তাহারা পুনরায় আমার উপাসনা করিবে। ভক্তিপূর্ব্বক পাশুপত ব্রত আচরণ করত তাহারা কখন নগ্নাবস্থায়, কখন বা একবাসা হইয়া শ্মশানে ভ্রমণ করিবে; ভিক্ষাভোজী হইবে; বিভূতি মাখিবে; আমার লিঙ্গ অর্চ্চনা করিবে; মদেকচিত্ত হইবে; আমার ধ্যানে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিবে; এবং তোমাকে শুদ্ধ যখন অর্চ্চনা করিবে, তখন আমি তাহাদের দেহাবসানে তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সারূপ্য-সালোক্যময়ী মুক্তি প্রদান করিব। এই পাশুপত যোগ সাযুজ্য মুক্তির কারণ নহে। স্মৃত্যাচারাবলম্বী বুধগণ ইহার নিন্দা করিয়া থাকেন। দ্বিজগণ বলিলেন,—হে নিশাপতে! তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে এখানে যে সকল দ্বিজ আগমন করেন তাঁহারা ভক্তিবর্জ্জিত হইলেও আমরা তাঁহাদিগকে নিজের সমান করিয়া লইব। তাঁহাদিগকে শুচি, ভিক্ষান্নজীবী, কৌপীন-কমণ্ডলুধারী, অনন্যাসক্তচেতা ও তপোনিরত করিব। ভবৎপ্রদত্ত উপহারসমুদয় তাঁহাদিগকে প্রদান করিব। তাঁহারা সংখ্যায় চতুর্বিংশতি জন হইবেন; সকলেই শিবধর্ম্মৈক-তৎপর। তাঁহারাই আপনার শ্রীসোমেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া আপনাকে বর্দ্ধিত করিবেন। পরে দেহান্তে তাঁহারা সুদুর্লভ মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা মুক্তিলাভ করিলে পুনরায় আমরা অন্য তপোধন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিব। তাঁহাদের অবর্ত্তমানে আবার আনিব। এইভাবে আমরা বরাবর ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিয়া ত্রিলোকেশ্বরের পূজায় নিযুক্ত করিব, জানিবেন।১২০--১৩১। দ্বিজগণ কহিলেন,—ভগবান্ ত্রিলোচন দেবী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়াছিলেন! দেবর্ষি নারদ পৃষ্ট হইয়া সভামধ্যেআমাদিগকে ঐ সকল শিবকথাই কহিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ এইকথা বলিলে সোম সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয়-লোকে গমন করিলেন; আর ব্রাহ্মণগণ যথাকথিত তাঁহার আদেশপালন করিতে লাগিলেন। দেবী বলিলেন,—হে দেব! এতাদৃশ-প্রভাব-সম্পন্ন পাপনাশন সোমেশ্বর কোন্ ব্রত বা নিয়ম দ্বারা তুষ্টি লাভ করেন, আপনি তাহা বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—হে সুরসুন্দরি! যেরূপে সেই সোমেশ্বর দেব তুষ্ট হন, আমি মানবগণের হিতার্থ তাহা বলিতেছি। নিত্য উপবাস, যজ্ঞ ব্রতাদি বিবিধ ব্রত, এবং তীর্থে উৎকৃষ্ট পাত্রে দান, এগুলি সোমেশ্বরতুষ্টির কারণ। সেই তপস্যা করিয়াছে—সেই পুষ্করে স্নান করিয়াছে—সেই কেদারে গিয়া জল পান করিয়াছে--এবং সেই জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করিয়াছে, যে ব্যক্তি দিব্য সোমবারব্রত আচরণ

দানৈর্দত্তৈঃ পাত্রেষু সুন্দরি ॥ ১৪০ ॥ পূজিতং যেন ভাবেন সোমবারদিনাষ্টকম্। তেন সর্ব্বং কৃতং দেবি চীর্ণং তত্র মহাব্রতম্ ॥ ১৪১ ॥ ইতিহাসমিমং পূর্ব্বং কথয়ামি তব প্রিয়ে। যথা বৃত্তং মহাদেবি সোমবারব্রতং প্রতি ॥ ১৪২ ॥ ঈশ্বর উবাচ। কৈলাসস্য মহেশানি উত্তরে চ ব্যবস্থিতা। নিষধোপরি বিস্তীর্ণা পুরী নাম স্বয়ম্প্রভা ॥ ১৪৩ ॥ নানারত্নসুশোভাঢ্যা নানাগন্ধর্ব্বসঙ্কুলা। সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণা শক্রস্যেবামরাবতী ॥ ১৪৪ ॥ ঘনবাহননামা চ গন্ধর্ব্বস্তত্র তিষ্ঠতি। ভুঙ্ক্তে তত্র মহাভোগান্ দেবৈরপি সুদুর্লভান্ ॥ ১৪৫ ॥ নবযৌবনসংযুক্তা ভার্য্যা তস্য মনোহরা। প্রৌঢ়বাক্যা সুশীলা চ পীনোন্নতপয়োধরা ॥ ১৪৬ ॥ তয়া সার্দ্ধং তু সম্ভোগান্ ভুঙ্ক্তে গন্ধর্ব্বনায়কঃ। উৎপন্না তস্য কালেন পুত্রী পুত্রাষ্টকোপরি ॥ ১৪৭ ॥ সর্ব্বাবয়বসম্পন্না সর্ব্ববিজ্ঞানবেদিনী। গন্ধর্ব্বসেনা বিখ্যাতা নাম্নী সা পরমেশ্বরি ॥ ১৪৮ ॥ কন্যানাং তু সহস্রেষু প্রবরা রূপশালিনী। কৌতুহলেন সা পিত্রা প্রোক্তা ক্রীড়স্ব ভামিনি ॥ ১৪৯ ॥ উদ্যানে রমণীয়েঽত্র নানাদ্রুমলতাকুলে। বৃক্ষৈরনেকৈঃ সঙ্কীর্ণে ফলপুষ্পসমন্বিতে ॥ ১৫০ ॥ এবং সা রমতে নিত্যং কন্যাপরিবৃতা সদা। এবং দৃষ্ট্বা ক্রীড়মানাং মাতা ভর্ত্তারমব্রবীৎ ॥ ১৫১ ॥ জীবিতং নিষ্ফলং স্বামিন্মম তে সহ বান্ধবৈঃ। যস্যেদৃশী গৃহে কন্যা তিষ্ঠতে ভর্ত্তৃবর্জ্জিতা ॥ ১৫২ ॥ ইত্যুক্তঃ স তু গন্ধর্ব্বো ভার্য্যাং বচনমব্রবীৎ। অন্বেষয়ামি ভর্ত্তারং পুত্র্যর্থে তু মনোহরম্ ॥ ১৫৩ ॥ ইত্যুক্ত্বাহ্বাপয়ামাস পুত্রীং তাং ঘনবাহনঃ। আহূতা পিতৃমাতৃভ্যাং স্বরিতাগত্য সুন্দরি ॥ ১৫৪ ॥ অনুক্রমেণ সর্ব্বেষাং পতিতা পাদয়োঃ শুভা। আদেশং দেহি মে তাত কিং নু কার্য্যং ময়াধুনা ॥ ১৫৫ ॥ উক্তং চ ঘনবাহেন হর্ষিতেন বচস্ততঃ। হে পুত্রি তব যঃ কশ্চিদ্বরঃ সম্প্রতি রোচতে। দিব্যং দ্রক্ষ্যে ত্বৎসদৃশং গন্ধর্ব্বাণাং শিরোমণিম্ ॥ ১৫৬ ॥ ইত্যুক্তা ক্রোধতাম্রাক্ষী পিতরং বাক্যমব্রবীৎ। মম রূপস্য কোট্যংশে কিং কোঽপ্যস্তি জগত্রয়ে। তচ্ছ্রুত্বা চাদ্ভুতং বাক্যং পিতা মাতা চ মোহিতৌ ॥ ১৫৭ ॥ সর্ব্বে বিষাদমাপন্না বান্ধবাশ্চ পরে

করিয়াছে। যে মানব সোমবারাষ্টক ব্রত করে, তাহার আর উপযুক্ত পাত্রে বহু দান করিবার আবশ্যক হয় না। যে জন উক্ত ব্রত করে, তাহার সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মই করা হয়। এই সোমবার ব্রতের ইতিহাস আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট কহিয়াছিলাম, তাহা এই;—কৈলাস পর্ব্বতের উত্তরে নিষধ পর্ব্বতের উপরে এক বিস্তীর্ণ পুরী আছে; তাহার নাম স্বয়ম্প্রভা। স্বয়ম্প্রভা নানারত্ন-শোভাঢ্যা, নানা গন্ধর্ব্ব সঙ্কুলা, সর্ব্বাবয়ব-সম্পূর্ণা, এবং ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায়। ঐ নগরীতে ঘনবাহন নামক এক গন্ধর্ব্ব বাস করিত। সে সেখানে দেব-দুর্লভ ভোগ সকল উপভোগ করিত। তাহার নবযৌবন-সম্পন্না ভার্য্যা ছিল; ভার্য্যা—মনোহরা এবং পীনোন্নত-পয়োধরা। সে সুষ্ঠু স্নেহবাক্যে নিপুণা ও সুশীলা ছিল। গন্ধর্ব্বপতি অনুকুলা পত্নীর সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিত। তাহার ফলে কালে তাহার আটটী পুত্রের পর একটী কন্যা হইল। কন্যাটী সর্ব্বাবয়ব সুন্দরী ও সর্ব্ববিজ্ঞানবেদিনী হইয়াছিল। তাহার নাম ছিল—গন্ধর্ব্বসেনা। সে সহস্র কন্যার মধ্যে রূপশালিনী ছিল। একদা তাহার পিতা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাহাকে বলিল,—মা! তুমি এই ফল-পুষ্প-সমন্বিত তরুরাজি-পূজিত বিবিধ লতাকুঞ্জমণ্ডিত রমণীয় উদ্যানে বিচরণ করিবে। তখন পিতৃবাক্যে সে সখীগণের সহিত উদ্যানে বিচরণ করিতে লাগিল। কন্যাকে এই ভাবে বিচরণ করিতে দেখিয়া মাতা স্বীয় পতি গন্ধর্ব্বরাজকে বলিল,—হে স্বামিন্ যাহার গৃহে এতাদৃশী কন্যা জামাতৃবিহীনা অবস্থায় থাকে, তাহার জীবন বৃথা। ভার্য্যা এই কথা বলিলে গন্ধর্ব্বরাজ বলিল,—আমি পুত্রীর জন্য মনোহর বর অন্বেষণ করিব। এই কথা বলিয়া ঘনবাহন কন্যাকে আহ্বান করিল। আহূত হইবামাত্র কন্যা তৎক্ষণাৎ মাতাপিতার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিল,—হে পিতঃ! আদেশ করুন—আমি কি করিব? ১৩৩—১৫৫। তখন পিতা ঘনবাহন হৃষ্টান্তঃকরণে বলিল,—অয়ি পুত্রি! যে রূপ বর তোমার অভিমত হয়, আমি তদনুরূপ গন্ধর্ব্ব শিরোমণি বর অন্বেষণ করিব। পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গন্ধর্ব্বপুত্রী ক্রোধে আরক্তলোচনে বলিল,—আমার রূপের কোটি অংশের অনুরূপ পুরুষ ত্রিভুবনে কেহ আছে কি? পিতামাতা কন্যার এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং অপর সাধারণ বান্ধবগণও বিষাদ প্রাপ্ত হইল।

জনাঃ। অশোভনমিদং বাক্যং কন্যয়া যৎপ্রভাষিতম্। ইত্যুক্তা তু গতাঃ সর্ব্বে জননীজনবান্ধবাঃ॥ ১৫৮॥ সা তত্রৈব মহোদ্যানে রমতে সখিসংযুতা। হিন্দোলকে সমারূঢ়া বসন্তে মাসি ভামিনি॥ ১৫৯॥ তাবদ্দিব্যবিমানস্থঃ শিখণ্ডী গণনায়কঃ। গচ্ছন্ খে দদৃশে কন্যাং রূপৌদার্য্যসমাকুলাম্॥১৬০॥ গীতবাদ্যেন নৃত্যেন রমতীং দুন্দুভিস্বনৈঃ। স মাধ্যাহ্নিকসন্ধ্যায়ামবতীর্য্য বিমানতঃ॥ ১০১॥ ক্রীড়মানোঽপ্সরোভিস্তু তত্রোদ্যানে স্থিতস্ততঃ। শুশ্রাব বাক্যং কন্যায়া গন্ধর্ব্বদুহিতুস্তদা॥ ১৬২॥ ন কোঽপি সদৃশো লোকে মম রূপেণ দৃশ্যতে। দেবো বা দানবো বাপি কোট্যংশে মম রূপতঃ॥ ১৬৩॥ ইতি বাক্যং ততঃ শ্রুত্বা গণঃ ক্রোধসমন্বিতঃ। শশাপ তাং সুচার্ব্বঙ্গীং সাহঙ্কারাং গণেশ্বরঃ॥ ১৬৪॥ গণ উবাচ। মাং দৃষ্ট্বা যদ্বিশালাক্ষি রূপসৌভাগ্যগর্ব্বিতা। সমাক্ষিপসি গন্ধর্ব্বান্ দেবাদ্যাংশ্চৈব গর্ব্বিতা॥ ১৬৫॥ তস্মাত্তে গর্ব্বসংযুক্তে কুষ্ঠমঙ্গে ভবিষ্যতি। শ্রুত্বা শাপং ততঃ কন্যা ভয়ভীতা তপস্বিনী॥ ১৬৬॥ সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাথানুগ্রহার্থমযাচত। ভগবন্মম দীনায়াঃ শাপস্যানুগ্রহং প্রভো। প্রযচ্ছ ত্বং মহাভাগ নৈবং কর্ত্রী পুনঃ ক্বচিৎ॥ ১৬৭॥ ইত্যুক্তস্তব কারুণ্যাচ্ছিখণ্ডী গণনায়কঃ। অনুগ্রহং দদৌ তস্যা গন্ধর্ব্বদুহিতুস্তদা॥ ১৬৮॥ শিখণ্ড্যুবাচ। জাতিরূপেণ সংযুক্তো বিদ্যাহঙ্কারসম্পদা। যো যেন গর্ব্বিতঃ প্রাণী স তং প্রাপ্য বিনশ্যতি॥ ১৬৯॥ তস্মাদ্গর্ব্বো নৈব কার্য্যো গর্ব্বস্যৈতৎফলং স্মৃতম্। শৃণুষ্বানুগ্রহং বালে শ্রুত্বা চৈবাবধারয়॥ ১৭০॥ হিমবদ্বনমধ্যস্থো গোশৃঙ্গ ঋষিপুঙ্গবঃ। করিষ্যত্যুপকারং স এবমুক্ত্বা গতঃ প্রিয়ে॥ ১৭১॥ তাবৎ সন্ধ্যা সমাযাতা তৎক্ষণাদ্ভুবনান্তরে॥ ১৭২॥ ততো গন্ধর্ব্বতনয়া ভগ্নোৎসাহা নতাননা। পরিত্যজ্য বনং রম্যমাগতা পিতুরন্তিকে॥ ১৭৩॥ কথয়ামাস তৎসর্ব্বং কারণং কুষ্ঠসম্ভবম্। তচ্ছ্রুত্বা শোকসন্তপ্তৌ পিতরৌ বিগতপ্রভৌ॥ ১৭৪॥ হিমবন্তং গিরিং প্রাপ্তৌ ত্বরিতৌ সুতয়া সহ। গোশৃঙ্গস্য ঋষেস্তত্র দদৃশাতে তথাশ্রমম্॥ ১৭৫॥ তত্র মধ্যস্থিতং দৃষ্ট্বা গোশৃঙ্গমৃষিপুঙ্গবম্। প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ স্তুত্বা স্তোত্রৈরনেকধা॥ ১৭৬॥ উপবিষ্টোঽগ্রতস্তস্য প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ। প্রোবাচ বচনং তত্র পূর্ব্ববৃত্তং যথাভবৎ॥

তাহারা সকলে বলিল,—গন্ধর্ব্বকন্যা যে কথা বলিল,—তাহা অতীব আশ্চর্য্য! এই কথা বলিয়া তাহারা সকলে প্রস্থান করিল। গন্ধর্ব্বকুমারী হিন্দোলে আরোহণ করিয়া সখীগণের সহিত উদ্যানে আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। এই সময় বসন্তকাল ছিল। এক গণনায়ক বিমানে চড়িয়া আকাশে বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি নভোমণ্ডলে ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে রূপৌদার্য্য সমাকুলা গন্ধর্ব্বকন্যাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন,—গন্ধর্ব্বকন্যা উদ্যানে সখীগণের সহিত গীত বাদ্য ও নৃত্য করিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি তথায় অবতরণপূর্ব্বক অপ্সরোগণের সহিত ক্রীড়া করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন তিনি গন্ধর্ব্বকুমারীর এই বাক্য শ্রবণ করিলেন যে, দেবতা বা দানব কাহাকেও আমার রূপের কোটি অংশের একাংশেরও যোগ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। গন্ধর্ব্বকুমারীর এতাদৃশী গর্ব্বোক্তি শ্রবণ করিয়া গণনায়ক ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে শাপ দিলেন। তিনি বলিলেন,—হে বিশালাক্ষি! তুমি আমাকে দেখিয়া যে রূপসৌভাগ্যগর্ব্বে দেব-গন্ধর্ব্বগণকে নিন্দা করিতেছ, অতএব তোমার অঙ্গে কুষ্ঠ হইবে। শাপ শুনিয়া কন্যা ভয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিল; বলিল,—ভগবন্! এই দীনার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শাপমোচন করুন, আমি কখনও আর এরূপ করিব না।১৫৮—১৬৭। গন্ধর্ব্বকুমারী সবিনয়ে এই কথা বলিবামাত্র গণনায়ক অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিলেন,—দেখ গন্ধর্ব্বকুমারি! লোক সকল জাতি, রূপ, বিদ্যা, ও সম্পদের মধ্যে যে কোনটী প্রাপ্ত হইয়া গর্ব্বিত হয়, তাহার সেইটীই বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব গর্ব্ব করা উচিত নহে, গর্ব্বের ফল শুনিলে ত? অতঃপর অনুগ্রহের কথা অবধারণ কর। হিমালয় পর্ব্বতের বনমধ্যে গোশৃঙ্গ নামে এক ঋষিপুঙ্গব আছেন, তিনি তোমার উপকার করিবেন। গণনায়ক এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা ত্রিভুবন আক্রমণ করিল। তখন গন্ধর্ব্বতনয়া সেই রমণীয় উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া পিতার নিকট আগমন করিল এবং শাপবৃত্তান্ত সমস্ত জানাইল। কন্যার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া গন্ধর্ব্ব ও গন্ধর্ব্বপত্নী অত্যন্ত শোক সন্তপ্ত হইয়া তনয়ার সহিত গণনায়ক-কথিত হিমালয়স্থ গোশৃঙ্গ ঋষির আশ্রমে গমন করিল। ঋষিকে আশ্রমমধ্যস্থ দর্শনে প্রণাম ও স্তবের পর গন্ধর্ব্ব-

১৭৭ ॥ কথিতে চৈব বৃত্তান্তে পুনঃ পপ্রচ্ছ কারণম্ । পৃষ্টে তু কারণে তত্র গন্ধর্ব্বঃ প্রোক্তবাংস্তদা ॥ ১৭৮ ॥ গন্ধর্ব্ব উবাচ । দুহিতুর্মে শরীরং তু ব্যাধিকুষ্ঠেন পীড়িতম্ । যেনোপশমনং যাতি তত্ত্বং কর্ত্তুমিহার্হসি ॥
১৭৯ ॥ প্রসাদং কুরু বিপ্রর্ষে মম দীনস্য সাম্প্রতম্ । যথা কুষ্ঠং শমং যাতি মম পুত্র্যাস্তু কারণম্ ॥ ১৮০ ॥ গোশৃঙ্গ উবাচ । ভারতে তু মহাতেজাস্তিষ্ঠত্যুদধিসন্নিধৌ । দেবঃ সোমেশ্বরো নাম সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ ॥
১৮১ ॥ ক্ষণং কৃত্বা হি সম্পূজ্য একাহারেণ মানবৈঃ । সর্ব্বব্যাধিবিনাশায় সর্ব্বকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১১২ ॥ সোমবারব্রতেনেশং সমারাধয় শঙ্করম্ । এবং কৃতে ব্যাধিনাশস্তব পুত্র্যা ভবিষ্যতি ॥ ১৮৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ । ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ । তত্র গন্তুং মনশ্চক্রে সোমেশারাধনং প্রতি ॥ ১৮৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সোমবারব্রতমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

দম্পতি তাঁহার অগ্রে উপবিষ্ট হইল। অতঃপর তাহারা যথাযথ সমস্ত বৃত্তান্ত ঋষির গোচর করিল। ঋষি তাহাদিগকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন। গন্ধর্ব্ব বলিতে লাগিল,—হে ঋষে! আমার দুহিতার শরীরে কুষ্ঠ হইয়াছে। যাহাতে উপশম হয়, আপনি তাহা করুন। হে বিপ্রর্ষে! এ দীনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যাহাতে মদীয় কন্যার কুষ্ঠ অপনীত হয়, তাহা আপনি করুন। গোশৃঙ্গ বলিলেন,—এই ভারতের মধ্যে সমুদ্রসমীপে সোমেশ্বর নামে সর্ব্বদেব নমস্কৃত এক শিবলিঙ্গ আছেন। মানবগণ সর্ব্ব ব্যাধি বিনাশ ও সর্ব্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত নিয়মপূর্ব্বক একাহারে থাকিয়া ঐ স্থানে সোমেশ্বর লিঙ্গের পূজা করে; তুমিও সোমবারব্রত করিয়া তথায় শঙ্করের আরাধনা কর। এরূপ করিলে তোমার পুত্রীর ব্যাধি বিনষ্ট হইবে। ঈশ্বর বলিলেন,—গন্ধর্ব্ব ঋষি-বাক্য শ্রবণ করিয়া যেখানে সোমেশ্বর লিঙ্গ বিরাজিত, সেই স্থানে তাঁহার আরাধনার নিমিত্ত গমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ১৬৮—১৮৪।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । স গন্ধর্ব্বস্তদা দেবি আরিরাধয়িষুর্ভবম্ । সোমবারব্রতং নাম পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমম্ ॥ ১ ॥ গন্ধর্ব্ব উবাচ । কথং সোমব্রতং কার্য্যং বিধানং তস্য কীদৃশম্ । কস্মিন্ কালে চ তৎকার্য্যং সর্ব্বং বিস্তরতো বদ ॥ ২ ॥ গোশৃঙ্গ উবাচ । সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকম্ । যন্ন কস্যচিদাখ্যাতং তদদ্য কথয়ামি তে ॥ ৩ ॥ সর্ব্বরোগহরং দিব্যং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ । সোমবারব্রতং নাম সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৪ ॥ সর্ব্বকালিকমাদেয়ং বর্ণানাং শুভকারকম্ । নারীনরৈঃ সদা কার্য্যং দৃষ্টাদৃষ্টা ফলোদয়ম্ ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিভির্দেবৈঃ কৃতমেতন্মহাব্রতম্ । পুনস্তু সোমরাজেন দক্ষশাপগতেন চ ॥ ৬ ॥ আরাধিতোঽনেন শম্ভুঃ শম্ভুধ্যানপরেণ তু । ততস্তুষ্টো মহাদেবঃ সোমরাজস্য ভক্তিতঃ ॥ ৭ ॥ তেনোক্তং যদি তুষ্টেঽসি প্রতিষ্ঠাপ্যো নিরন্তরম্ ॥ ৮ ॥ যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবত্তিষ্ঠন্তি ভূধরাঃ । তাবন্মে স্থাপিতং লিঙ্গমুময়া সহ তিষ্ঠতু ॥ ৯ ॥ স্থাপিতস্তু তদা তেন প্রার্থয়িত্বা মহেশ্বরম্ । আত্মনামাঙ্কিতং কৃত্বা ততো রোগৈর্ব্যমুচ্যত ॥ ১০ ॥ ততঃ শুদ্ধ-

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! গন্ধর্ব্ব ভবের আরাধনা ইচ্ছা করিয়া মুনিবরকে সোমবারব্রতবিষয়ক প্রশ্ন করিল। গন্ধর্ব্ব বলিল,—হে ঋষিবর! সোমবারব্রত কিরূপে করিতে হয়? তাহার বিধি কিরূপ? এবং কোন্ কালেই বা তাহা অনুষ্ঠেয়? এই সকল বিস্তৃতভাবে বলুন? গোশৃঙ্গ বলিলেন,—সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ! আমি যে সর্ব্বজীবোপকারক বিষয় অদ্যাপি কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, আজ তাহা তোমাকে বলিতেছি। এই ব্রত—সর্ব্ব রোগহর, দিব্য, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক, সর্ব্বকামফলপ্রদ, সর্ব্বকালগ্রাহ্য, ও শুভকারক। ফল প্রাপ্তি দেখিয়া দেখিয়া নর-নারী এই ব্রত করিয়া থাকে। এই মহাব্রত ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণও করেন। সোম দক্ষ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া শম্ভুর আরাধনা করেন। সোমের ভক্তিতে তিনি তুষ্ট হন। সোম বলেন,—হে দেব! যদি তুষ্ট হইয়াছেন, তবে আমার প্রতিষ্ঠাপ্য হউন। যাবৎ চন্দ্র, সূর্য্য, ভূধর থাকিবে, তাবৎ আমা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপনি

শরীরোঽহসৌ গগনস্থো বিরাজতে ॥ ১১ ॥ তদা-প্রভৃতি যে কেচিৎ কুর্ব্বন্তি ভুবি মানবাঃ। তেঽপি তৎপদমাপ্নন্তি বিমলাঙ্গাশ্চ সোমবৎ ॥ ১২ ॥ অথ কিং বহুনোক্তেন বিধানং তস্য কীর্ত্তয়ে। যস্মিন্ কস্মিংশ্চ মাসে বা শুক্লে সোমস্য বাসরে ॥ ১৩ ॥ দন্তকাষ্ঠং পুরা ব্রাহ্মে কৃত্বা স্নানং সমাচরেৎ। স্বধর্ম্মবিহিতং কর্ম্ম কৃত্বা স্থানে মনোরমে ॥ ১৪ ॥ সুসমে ভূতলে শুদ্ধে ন্যস্য কুম্ভং সুশোভিতম্। চূতপল্লববিন্যস্তে চন্দনেন সুচিত্রিতে ॥ ১৫ ॥ শ্বেত-বস্ত্রপরীধানে সর্ব্বাভরণভূষিতে। আদৌ পাত্রে তু সন্ন্যস্য আধারসহিতং শিবম্ ॥ ১৬ ॥ অষ্টমূর্ত্ত্যষ্টকং দিক্ষু সোমনাথং সশক্তিকম্। উময়া সহিতং তত্র শ্বেতপুষ্পৈশ্চ পূজয়েৎ ॥ ১৭ ॥ বিবিধং ভক্ষ্য-ভোজ্যঞ্চ ফলং বৈ বীজপুরকম্। অনেনৈব তু মন্ত্রেণ সর্ব্বং তত্রৈব কারয়েৎ ॥ ১৮ ॥ ওঁ নমঃ পঞ্চ-বক্ত্রায় দশবাহুত্রিনেত্রিণে। শ্বেতং বৃষভমারূঢ় শ্বেতা-ভরণভূষিত ॥ ১৯ ॥ উমাদেহার্দ্ধসংযুক্ত নমস্তে সর্ব্বমূর্ত্তয়ে। অনেনৈব তু মন্ত্রেণ পূজাং হোমঞ্চ কারয়েৎ ॥ ২০ ॥ কৃত্বৈবঞ্চ দিনে রাত্রৌ পশ্যংশ্চৈবং স্বপেন্নরঃ। দর্ভশয্যাসমারূঢ়ো ধ্যায়ন্ সোমে-শ্বরং হরম্ ॥ ২১ ॥ এবং কৃতেঽষ্টাদশানাং কুষ্ঠানাং নাশনং ভবেৎ। দ্বিতীয়ে সোমবারে তু করঞ্জং দন্তধাবনম্ ॥ ২২ ॥ দেবং সম্পূজয়েৎ সূক্ষ্মং জ্যেষ্ঠাশক্তিসমন্বিতম্ শতপত্রৈঃ পূজয়িত্বা মধু প্রাশ্য যথাবিধি ॥ ২৩ ॥ নারঙ্গং তত্র দত্বা তু শেষং পূর্ব্ববদাচরেৎ। এবং কৃতে দ্বিতীয়ে তু গোলক্ষফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪ ॥ সোমবারে তৃতীয়ে তু অপামার্গসমুদ্ভবম্। দন্তকাষ্ঠাদিকং কৃত্বা ত্রিনেত্রঞ্চ প্রপূজয়েৎ ॥ ২৫ ॥ ফলঞ্চ দাড়িমং দদ্যাজ্জাতী-পুষ্পৈশ্চ পূজয়েৎ। রজন্যামঙ্গুরং প্রাশ্য সিদ্ধিযুক্তং তু পূজয়েৎ ॥ ২৬ ॥ চতুর্থে সোমবারে তু কাষ্ঠ-মৌদুম্বরং স্মৃতম্। পূজয়েত্তত্র গৌরীশং সূক্ষ্ময়া সহিতং তথা ॥ ২৭ ॥ নারিকেলফলং দদ্যাদ্দমনেন প্রপূজয়েৎ। শর্করাং প্রাশয়েদ্রাত্রৌ জাগরঞ্চৈব কারয়েৎ ॥ ২৮ ॥ পঞ্চমে সোমবারে তু পূজয়েচ্চ গণাধিপম্। বিভূত্যা সহিতং দেবং কুন্দপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ২৯ ॥ আশ্বত্থং দন্তকাষ্ঠঞ্চ অর্ঘ্যং বৈ

উমার সহিত অবস্থান করুন। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া সোম আত্মনামাঙ্কিত করিয়া তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করেন; করিয়া রোগ-মুক্ত হন। তদবধি তিনি গগনে সুস্থশরীরে অবস্থান করিতেছেন। যে সকল মানব সোমে-শ্বরের পূজা করে, তাহারা তাঁহার পদ প্রাপ্ত হয়, এবং অনাময় হইয়া কালযাপন করে। সোমেশ্ব-রের মহিমার কথা অধিক আর কি বলিব? অধুনা তাঁহার পূজাবিধি বলিতেছি! যে কোন মাসের শুক্লপক্ষীয় সোমবারে এই ব্রত করিতে হয়। ব্রতাচরণের দিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অগ্রে দন্ত ধাবন করিয়া স্নান করিবে। স্নানান্তে স্বধর্ম্মানুসারে নিত্য কর্ম্ম সমধা করিয়া সমতল ক্ষেত্রে সুশোভিত কুম্ভ স্থাপন করিবে। কুম্ভো-পরি আম্রপল্লব, চন্দন শ্বেতবস্ত্র ও আভরণ প্রদান করিবে। পরে পাত্র বিন্যস্ত করিয়া তদুপরি সাধার শিব স্থাপন করিবে। অষ্টদিকে সোম-নাথের অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। উমার সহিত পূজা করিতে হয়। শ্বেতপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য, ফল ও বীজ পুরক, শিবকে নিবেদন করিবে! মন্ত্র যথা,—হে পঞ্চবক্ত্র, দশবাহু ত্রিনেত্রিন, শ্বেতবৃষসমারূঢ়, সর্ব্বমূর্ত্তে, শ্বেতাভরণ-ভূষিত, উমাদেহার্দ্ধসংযুক্ত! আপনাকে ওঙ্কার উচ্চা-রণপূর্ব্বক নমস্কার। এই মন্ত্রদ্বারাই পূজা ও হোম দুইই করিবে। ১—২০। দিবা ও রাত্রিতে এইরূপে পূজা করিয়া রাত্রিতে তাঁহাকে দর্শন করিতে করিতে দর্ভশয্যায় শয়নে থাকিয়া ধ্যান করিবে। এইরূপ করিলে অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। দ্বিতীয় সোমবারে কর দ্বারা দন্তধাবন করিবে। জ্যেষ্ঠাশক্তিসমন্বিত দেবদেবের পূজা করিবে! শতপত্র দ্বারা পূজা করিয়া যথাবিধি মধু পান করিবে। মধুপান নারঙ্গের সহিত করিবে। দ্বিতীয় সোমবারে অপরাপর কর্ম্ম পূর্ব্ববৎ করিবে। দ্বিতীয় সোমবার এইভাবে কৃত হইলে লক্ষ গোদানের ফল হয়। তৃতীয় সোমবারে অপামার্গে দন্তকাষ্ঠ করিয়া শিবপূজা করিবে। ফলের মধ্যে দাড়িম দিবে। জাতি পুষ্প দিয়া পূজা করিবে। রজনীতে আঙ্গুর ফল ভক্ষণ করিবে, এবং দেবদেবকে নিবেদন করিবে। চতুর্থ সোমবারে ঔদুম্বর কাষ্ঠের দ্বারা দন্তধাবন করিবে। আর সূক্ষ্মার গৌরীশের পূজা করিবে। পূজায় নারিকেল দিবে। শর্করা নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করিবে এবং জাগরণ করিবে। পঞ্চম সোমবারে গণাধিপের পূজা করিবে। এই দিন পূজায় ভস্ম ও কুন্দপুষ্প দিবে। অশ্বত্থের

দ্রাক্ষয়া তথা। মোচঞ্চ প্রাশয়েদ্রাত্রাবশ্বমেধফলং লভেৎ॥ ৩০॥ ষষ্ঠে সোমস্ত বারে তু স্বরূপং নাম পূজয়েৎ। কর্পূরং প্রাশয়েত্তত্র ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ॥ ৩১॥ সপ্তমে সোমবারে তু দন্তকাষ্ঠঞ্চ মল্লিকা। সর্ব্বজ্ঞং পূজয়েত্তত্র দীপ্তয়া সহিতং তথা॥ ৩২॥ জম্বীরঞ্চ ফলং দদ্যাজ্জাতীপুষ্পৈশ্চ পূজয়েৎ। লবঙ্গং প্রাশয়েত্তত্র তস্যানন্তফলং ভবেৎ॥ ৩৩॥ অষ্টমে সোমবারে তু অমোঘাযুতমীশ্বরম্। কদলীফলকেনার্ঘ্যং মরুবকেণ পূজয়েৎ। রাত্রৌ তু প্রাশয়েদ্দুগ্ধমগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥ ৩৪॥ গঙ্গাস্নানে কৃতে সম্যক্‌কোটিধা যৎফলং স্মৃতম্। দশহেমসহস্রাণাং কুরুক্ষেত্রে রবেগ্র্রহে॥ ৩৫॥ ব্রাহ্মণে বেদবিদুষে যদ্দত্বা ফলমাপ্নুয়াৎ। তৎপুণ্যং কোটিগুণিতমস্মিন্নাচরিতে ব্রতে॥ ৩৬॥ গজানাং তু শতে দত্তে লক্ষে চ রথবাজিনাম্। তৎফলং কোটিগুণিতং সোমবারব্রতে কৃতে॥ ৩৭॥ গুগ্‌গুলোধূপনং কৃত্বা কোটিশো যৎ ফলং লভেৎ। তৎপুণ্যং তু ভবেত্তস্য সোমবারব্রতে কৃতে॥ ৩৮॥ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমাযুক্তঃ শিবতুল্যপরাক্রমঃ। রুদ্রলোকে বসেত্তাবদ্ ব্রহ্মণঃ প্রলয়াবধি॥ ৩৯॥ সম্প্রাপ্তে নবমে বারে কুর্য্যাদুদ্যাপনং শুভম্। যথা ভবতি গন্ধর্ব্ব তথা বক্ষ্যামি তেঽধুনা॥ ৪০॥ মণ্ডলং মণ্ডপং কুণ্ডং পতাকাধ্বজশোভিতম্। তোরণানি চ চত্বারি কুণ্ডং কৃত্বা বিধানতঃ॥ ৪১॥ মধ্যে বেদিঃ প্রকর্ত্তব্যা চতুরস্রা সুশোভনা। নিষ্পাদ্য মণ্ডলং তত্র মধ্যে পদ্মং প্রকল্পয়েৎ॥ ৪২॥ কলশানষ্টদিগ্‌ভাগে সহিরণ্যান্ পৃথক্ পৃথক্। স্থাপয়িত্বা তু শক্তিস্তা বামাদ্যাঃ পূর্ব্বতঃ ক্রমাৎ॥ ৪৩॥ কর্ণিকায়াং তু পদ্মস্য শ্রীসোমেশং মহাপ্রভম্। প্রতিমারূপসম্পন্নং হেমজং শক্তিসংযুতম্॥ ৪৪॥ রুক্মশয্যাসমারূঢ়ং মনোন্মন্যা সমন্বিতম্। হেমপাত্রাদিকে পাত্রে মধুনা পরিপূরিতে॥ ৪৫॥ রুক্মশয্যাসমাচ্ছন্নে তত্রস্থং পূজয়েৎ ক্রমাৎ। অনন্তাদিশিখণ্ড্যন্তৈর্নামভিঃ ক্রমশোঽর্চ্চয়েৎ॥ ৪৬॥ গন্ধস্রগ্‌ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ। বস্ত্রালঙ্কারতাম্বুলচ্ছত্রচামরদর্পণম্॥ ৪৭॥ দীপঘণ্টাবিতানঞ্চ পর্য্যঙ্কঞ্চ সতূলিকম্। সোমেশ্বরং সমুদ্দিশ্য দেয়ং পৌরাণিকে গুরৌ॥ ৪৮॥ ভূষয়িত্বা তথাচার্য্যং হোমং তত্রৈব কারয়েৎ। বলিকর্ম্মাবসানে চ রাত্রৌ তত্রৈব জাগৃয়াৎ॥ ৪৯॥ পঞ্চগব্যং

দন্তকাষ্ঠ ও দ্রাক্ষায় অর্ঘ্য কল্পনা করিবে। রাত্রিকালে মোচাফল খাইবে, ইহা খাইলে অশ্বমেধ-ফল লাভ হয়। ষষ্ঠ সোমবারে স্বরূপ নামক শিবের পূজা করিবে। কর্পূর খাইবে। সপ্তম সোমবারে মল্লিকার দন্তকাষ্ঠ দিবে। দীপ্তার সহিত সর্ব্বজ্ঞের পূজা করিবে। জম্বীর ফল শিবকে দান করিবে, জাতিপুষ্প দিয়া পূজা করিবে। এই দিন শিবকে নিবেদন করিয়া লবঙ্গ খাওয়াইলে অনন্ত ফল পাওয়া যায়। অষ্টম সোমবারে অমোঘাযুত ঈশ্বরের পূজা করিবে। কদলী ফল দ্বারা অর্ঘ্য এবং মরুবক দ্বারা পূজা করিবে। রাত্রিতে দুগ্ধ নিবেদন করিবে, ইহাতে অগ্নিষ্টোমফল লাভ হয়। কোটিবার গঙ্গাস্নান, ও কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে দশসহস্র সুবর্ণমুদ্রা দান করিলে যে ফল লাভ হয়, এই ব্রত আচরণ করিলে তাহার কোটিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। শত গজ ও লক্ষ রথ-বাজী দানে যে ফল হয়, এই ব্রতে তথায় কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে। কোটিবার গুগ্‌গুলের ধূপদানে যে ফল হয়, এই ব্রত করিলে সেই পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। এই সোমবারব্রত করিলে মানব শিবতুল্য পরাক্রমী ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমাযুক্ত হইয়া ব্রহ্মার প্রলয় কাল পর্য্যন্ত রুদ্রলোকে বাস করে। নবম সোমবারে এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। হে গন্ধর্ব্ব! অধুনা তোমাকে উদ্‌যাপন বিধি বলিতেছি। প্রথমতঃ মণ্ডল, মণ্ডপ ও কুণ্ড করিবে। মণ্ডপের চারিটী তোরণ হইবে এবং উহা ধ্বজপতাকাদি-সমন্বিত করিবে। মণ্ডপের মধ্যে বেদি হইবে। বেদিটী চতুরস্রা ও শোভনা করিবে। বেদির মধ্যে মণ্ডল করিয়া তাহাতে পদ্ম অঙ্কিত করিবে।২১—৪২। বেদির অষ্টদিক্ ভাগে পৃথক্‌ভাবে হিরণ্যযুক্ত অষ্ট কলস স্থাপন করিবে। ঐ সকল কলশে পূর্ব্বাদিক্রমে বামাদি শক্তির পূজা করিবে। পদ্ম কর্ণিকায় শ্রীসোমেশের শক্তিযুক্ত সুবর্ণপ্রতিমা স্থাপন করিবে। প্রতিমাকে সুবর্ণ শয্যাসমারূঢ় ও মহাপ্রভ করিবে। সুবর্ণ শয্যার উপর মধুপূরিত হেমপাত্রে রাখিয়া সোমেশ্বরের পূজা করিবে। অনন্তাদি শিখণ্ড্যন্ত নাম সকল দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহার পূজা করিবে। গন্ধ, মাল্য, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, তাম্বুল, ছত্র, চামর, দর্পণ, দীপ, ঘণ্টা ও বিতান এই সকল বস্তু শ্রীসোমেশ্বর উদ্দেশে নিবেদন করিবে। পূজার পর বলিকর্ম্মাবসানে হোম করিবে। প্রতিষ্ঠার দিন রাত্রিজাগরণ করিবে। সমুদয়ের

ততঃ পীত্বা ধ্যায়েৎ সোমেশ্বরং হৃদি। প্রভাতে তু ততঃ স্নাত্বা ধ্যায়েত্তঞ্চ বিধানতঃ॥ ৫০॥ ততো ভক্ত্যা চ গন্ধর্ব্ব ক্ষীরখণ্ডাদিনির্ম্মিতম্। ভক্ষ্য-ভোজ্যৈরনেকৈশ্চ ভোজয়েদ্‌ব্রাহ্মণানথ॥ ৫১॥ বস্ত্র-যুগ্মং ততো দত্ত্বা গাঞ্চ দত্ত্বা বিসর্জ্জয়েৎ॥ ৫২॥ এবং চীর্ণব্রতঃ সম্যগ্‌ লভতে পুণ্যমক্ষয়ম্। ধন-ধান্যসমৃদ্ধাত্মা পুত্রদারসমন্বিতঃ॥৫৩॥ ন কুলে জায়তে তস্য দরিদ্রো দুঃখিতোঽপি বা। অপুত্রো লভতে পুত্রান্ বন্ধ্যা পুত্রবতী ভবেৎ॥ ৫৪॥ কাকবন্ধ্যা তু যা নারী মৃতবৎসা চ দুর্ভগা। কন্যাপ্রসূশ্চ যা কার্য্যমাভিরেতদ্বিশেষতঃ॥ ৫৫॥ এবং কৃতে বিধানে তু দেহপাতে শিবং ব্রজেৎ। কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ। ভুঙ্‌ক্তেঽসৌ বিপুলান্ ভোগান্ যাবদাভূতসম্প্লবম্॥ ৫৬॥ ইতি তে কথিতং সর্ব্বং সোমবারব্রতং ক্রমাৎ। গচ্ছ শীঘ্রং মহাভাগ যত্র সোমেশ্বরঃ স্থিতঃ॥ ৫৭॥ ঈশ্বর উবাচ। ইত্যুক্তঃ স চ গন্ধর্ব্বঃ পুত্র্যা সহ বরাননে। সর্ব্বোপহার-সংযুক্তঃ প্রভাসক্ষেত্রমাশ্রিতঃ॥ ৫৮॥ তত্র সোমে-শ্বরং দৃষ্ট্বা আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতঃ। যাত্রাক্রমেণ সম্পূজ্য চক্রে সোমব্রতং ক্রমাৎ॥ ৫৯॥ পুত্র্যা সহ মহাভাগ-স্তস্য তুষ্টো মহেশ্বরঃ। সর্ব্বরোগবিনাশং চ সর্ব্ব-কামসমৃদ্ধিদম্। দদৌ গন্ধর্ব্বরাজ্যং চ ভক্তিং চৈবাত্মনস্তথা॥ ৬০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গন্ধর্ব্বকন্যাবৃত্তান্তবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। অথ লব্ধবরস্তত্র কৃতার্থো ভক্তি-সংযুতঃ। স্থাপয়ামাস লিঙ্গং স গন্ধর্ব্বো ঘনবাহনঃ॥ ১॥ সোমেশাদুত্তরে ভাগে দণ্ডপাণিসমীপতঃ। গন্ধর্ব্বেশ্বরনামানং গান্ধর্ব্বফলদায়কম্॥ ২॥ বরদা-বারুণে ভাগে ধনুষাং পঞ্চকে স্থিতম্। পঞ্চম্যাং পূজয়িত্বা চ ন দুঃখী জায়তে নরঃ॥ ৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গন্ধর্ব্বেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬॥

কর্ম্মশেষে পঞ্চগব্য পান করিয়া হৃদয়ে সোমেশ্বরকে ধ্যান করিবে। পরদিন প্রভাতে স্নান করিয়া দেব সোমেশ্বরকে বিধিপূর্ব্বক ধ্যানান্তে ভক্তিসহকারে ক্ষীর-খণ্ডাদি উত্তম উত্তম ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্রযুগ্ম ও গোদান করিবে। এই ভাবে ব্রত করিলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়। ধন-ধান্য সমৃদ্ধি ও পুত্র দারা লাভ হয়। তাহার কুলে কেহ কখন দরিদ্র বা দুঃখী হয় না। অপুত্র পুত্র লাভ করে। এই ব্রত করিলে বন্ধ্যার পুত্র হয়। যে সকল নারী কাক-বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, দুর্ভগা ও কন্যাপ্রসূ, তাহারা অবশ্যই এই ব্রত করিবে। এই ব্রত করিয়া দেহ-পাত করিলে সে অন্তে কল্পকোটিসহস্রকাল শিবপদ লাভ করে এবং আভূত-সংপ্লবকাল যাবৎ বিপুল ভোগ সকল উপভোগ করিয়া থাকে। এই আমি তোমার নিকট সোমবারব্রতবিধি কীর্ত্তন করি-লাম, তুমি শীঘ্র যেখানে সোমেশ্বর বিরাজ করিতে-ছেন, সেই স্থানে গমন কর। ঈশ্বর বলিলেন,—হে বরাননে! ঋষিবাক্য শ্রবণ করিয়া গন্ধর্ব্ব উপহার সকল গ্রহণ করিয়া পুত্রীর সহিত প্রভাস-ক্ষেত্রে গমন করিল। প্রভাসে গমন করিয়া সে সোমেশ্বর দর্শনপূর্ব্বক আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া যাত্রাক্রমে পূজা করত ক্রমশঃ সোমবারব্রত গ্রহণ করিল। মহেশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তাহার কন্যা আরোগ্যলাভ করিল। গন্ধর্ব্ব স্বয়ং সর্ব্বকামসমৃদ্ধ হইল। মহেশ্বর তাহাকে গন্ধর্ব্ব-রাজ্য ও আত্মভক্তি প্রদান করিলেন। ৪৩—৬০।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—গন্ধর্ব্ব ঘনবাহন মহেশ্বরের নিকট বর লাভ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেই স্থানে এক লিঙ্গ স্থাপন করিল। এই লিঙ্গ সোমেশ্বরের উত্তরে ও দণ্ডপাণির সমীপে স্থাপিত হইল। নাম হইল—গন্ধর্ব্বেশ্বর। এই লিঙ্গ গান্ধর্ব্বফলদায়ক। বরদার পশ্চিমদিকে পাঁচ ধনু অন্তরে এই লিঙ্গ অবস্থিত। পঞ্চমীতিথিতে তাঁহার পূজা করিলে মানব কদাচ দুঃখী হয় না। ১—৩।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। অথ তত্রৈব দেবেশি লিঙ্গং গন্ধর্ব্বসেনয়া। স্থাপিতং ঘনবাহস্য পুত্র্যা গৌরীসমীপতঃ॥ ১॥ ধনুষাং ত্রিতয়ে তত্র স্থিতং পূর্ব্ববিভাগতঃ। বিমলেশ্বরনামানং সর্ব্বরোগবিনাশনম্॥ ২॥ পূজয়িত্বা তৃতীয়ায়াং দৌর্ভাগ্যের্ম্মুচ্যতেঽঙ্গনা। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি পুত্রপৌত্রপ্রতিষ্ঠিতা॥ ৩॥ ইতি ব্রতং মহাদেবি ত্রেতাসন্ধ্যাংশকে গতে। গন্ধর্ব্বৈস্তৈবমাখ্যাতং শ্রুতং পাতকনাশনম্॥ ৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গন্ধর্ব্বসেনেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ। ইত্যাশ্চর্য্যমিদং দেব ত্বত্তঃ সর্ব্বং ময়া শ্রুতম্। মহিমানং মহেশস্য বিস্তরেণ সমুদ্ভবম্। সাম্প্রতং সোমনাথস্য যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥ ১॥ বিধিনা কেন দৃষ্টোঽহসৌ যাত্রা কার্য্যা কথং নৃভিঃ। কস্মিন্ কালে মহাদেব নিয়মাশ্চৈব কীদৃশাঃ॥ ২॥ ঈশ্বর উবাচ। হেমন্তে শিশিরে বাপি বসন্তে বাথ ভামিনি। যদা চ জায়তে চিত্তং বিত্তং বা পর্ব্ব বা ভবেৎ॥ ৩॥ তদৈব যাত্রা কর্ত্তব্যা ভাবস্তত্রৈব কারণম্। কৃত্বা তু নিয়মং কঞ্চিৎ স্বগৃহে বরবর্ণিনি॥ ৪॥ প্রণম্য মনসা রুদ্রং কৃত্বা শ্রাদ্ধং যথাবিধি। স্থানং প্রদক্ষিণং কৃত্বা বাগ্‌যতঃ সুসমাহিতঃ॥ ৫॥ নিয়তো নিয়তাহারো গচ্ছেচ্চৈব ততঃ পথি। কামক্রোধৌ পরিত্যজ্য লোভমোহৌ তথৈব চ॥ ৬॥ ঈর্ষ্যামৎসরলৌল্যং চ যাত্রা কার্য্যা ততো নৃভিঃ। তীর্থানুগমনং পুণ্যং যজ্ঞেভ্যোঽপি বিশিষ্যতে॥ ৭॥ অগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞৈশ্চ ইষ্ট্বা বিপুলদক্ষিণৈঃ। তত্তৎ ফলমবাপ্নোতি তীর্থানুগমনেন যৎ॥ ৮॥ কলের্যুগং মহাঘোরং প্রাপ্য পাপসমন্বিতম্। নান্যেনোপায়েন ধর্ম্মঃ স্বর্গশ্চ লভ্যতে। বিনা যাত্রাং মহাদেবি সোমেশস্য ন সংশয়ঃ॥ ৯॥ যে কুর্ব্বন্তি নরা যাত্রাং শুচিশ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ। কলৌ যুগে কৃতার্থাস্তে যে ত্বন্যে তে নিরর্থকাঃ॥ ১০॥ যথা মহোদধেস্তুল্যো ন চান্যোঽস্তি জলাশয়ঃ। তথা প্রাভাসিকাৎ ক্ষেত্রাৎ সমং তীর্থং ন বিদ্যতে॥ ১১॥ অনুপোষ্য ত্রিরাত্রাণি তীর্থান্যনভিগম্য চ। অদত্ত্বা কাঞ্চনং গাশ্চ দরিদ্রো নাম জায়তে॥ ১২॥ যান্যগম্যানি

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবেশি! পূর্ব্বোক্ত স্থানে গন্ধর্ব্বপুত্রী গন্ধর্ব্বসেনাও গৌরীসমীপে পূর্ব্বদিক্ ভাগে তিন ধনু অন্তরে এক লিঙ্গ স্থাপন করেন। লিঙ্গের নাম হইল বিমলেশ্বর। তিনি সর্ব্বরোগনাশক। অঙ্গনাগণ তৃতীয়া তিথিতে এই লিঙ্গের পূজা করিলে সর্ব্বকাম লাভ করে এবং তাহার পুত্র-পৌত্রাদি হয়। এই ব্রত ত্রেতাসন্ধ্যাংশ অতীত হইলে গন্ধর্ব্বকে বলা হইয়াছিল। ইহা শ্রবণে পাপ নষ্ট হয়। ১—৪।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

দেবী বলিলেন,—হে দেব! আপনার নিকট মহেশের আশ্চর্য্য মহিমা শ্রবণ করিলাম, সম্প্রতি সোমনাথের দর্শনবিধি, যাত্রাবিধি, তাঁহার পূজাকালবিধি এবং পূজাবিধি কীদৃশ বর্ণন করুন। ঈশ্বর বলিলেন,—হে ভামিনি! কি শিশির, কি হেমন্ত, কি বসন্ত—যখন চিত্ত চাহিবে, বিত্ত পাইবে, বা পর্ব্ব আসিবে—তখনই দেবদেবের যাত্রা করিবে। এবিষয়ে ভক্তিই একমাত্র কারণ জানিবে। স্বগৃহে নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক মনে মনে রুদ্রকে নমস্কার করিয়া শ্রাদ্ধবিধানান্তে বাগ্‌যত ও সমাহিত হইয়া স্বস্থান প্রদক্ষিণ করিবে। অনন্তর সংযত ও নিয়তাহার হইয়া পথে চলিতে আরম্ভ করিবে। এই ভাবে কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ ও ঈর্ষ্যামাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া শিব উদ্দেশে যাত্রা করিবে। ইহাকে তীর্থানুগমন বা তীর্থযাত্রা বলে। ইহা পুণ্যদায়ক; যজ্ঞ হইতেও বিশিষ্ট ফল ইহাতে লাভ হয়। ১—৭। তীর্থযাত্রায় বিপুলদক্ষিণ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞাপেক্ষাও অধিক ফল পাওয়া যায়। এই পাপসঙ্কুল ঘোর কলিযুগে সোমেশ্বরের যাত্রাব্যতিরেকে অন্য উপায়ে ধর্ম্ম ও স্বর্গ লাভ করা যায় না। ইহাও নিশ্চয় জানিবে। যে নর শুচি ও শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া যাত্রা করে, কলিযুগে সে-ই কৃতার্থ; অপর সকলে নিরর্থক। যেমন মহোদধিতুল্য জলাশয় নাই, তদ্রূপ প্রভাস তীর্থ হইতে উত্তম তীর্থ আর নাই। যাহারা উপবাসী থাকিয়া ত্রিরাত্র তীর্থ বাস করে

তীর্থানি দুর্গাণি বিষমাণি চ। মনসা তানি গম্যানি সর্ব্বতীর্থগতীপ্সুনা ॥ ১৩ ॥ যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্। বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥ নিয়তো নিয়তাহারঃ স্নানজাপ্যপরায়ণঃ। ব্রতোপবাসনিরতঃ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ১৫ ॥ অক্রোধনশ্চ দেবেশি সত্যশীলো দৃঢ়ব্রতঃ। আত্মোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ১৬ ॥ কুরুক্ষেত্রাদিতীর্থানি রথগম্যানি যানি তু। তাস্বেব ব্রাহ্মণো যায়াদ্যানদোষো ন তেষু বৈ ॥ ১৭ ॥ যে সাধবো ধনোপেতাস্তীর্থানাং স্মরণে রতাঃ। তীর্থে দানাচ্চ যোগাচ্চ তেষামভ্যধিকং ফলম্ ॥১৮॥ যে দরিদ্রা ধনৈর্হীনাস্তীর্থানুগমনে রতাঃ। তেষাং যজ্ঞফলাবাপ্তির্ব্বিনাপি ধনসঞ্চয়ৈঃ ॥১৯॥ সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং সর্ব্বাশ্রমনিবাসিনাম্। তীর্থং তু ফলদং জ্ঞেয়ং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২০ ॥ কার্য্যান্তরেণ যো গত্বা স্নানং তীর্থে সমাচরেৎ। ন চ যাত্রাফলং তস্য স্নানমাত্রং ফলং ভবেৎ ॥ ২১ ॥ তীর্থানুগমনং পদ্ভ্যাং তপঃ পরমিহোচ্যতে। তদেব কৃত্বা যানেন স্নানমাত্রফলং লভেৎ ॥ ২২ ॥ যশ্চান্যঃ কুরুতে শক্ত্যা তীর্থযাত্রাং তথেশ্বরি। স্বকীয়দ্রব্যযানাভ্যাং ফলং তস্য চতুর্গুণম্ ॥২৩॥ তীর্থানুগমনং কৃত্বা ভিক্ষাহারা জিতেন্দ্রিয়াঃ। প্রাপ্নুবন্তি মহাদেবি তীর্থে দশগুণং ফলম্ ॥ ২৪ ॥ ছত্রোপানদ্বিহীনস্তু ভিক্ষাশী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। মহাপাতকজৈর্ঘোরৈর্বিপ্রঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥ ন ভৈক্ষং পরপাকং তু ন চ ভৈক্ষ্যং প্রতিগ্রহম্। সোমপানসমং ভৈক্ষ্যং তস্মাদ্ভৈক্ষং সমাচরেৎ ॥ ২৬ ॥ লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধং তীর্থং স্বচ্ছন্দৈর্নির্ম্মিতং তথা। স্বয়ম্ভূতং প্রভাসাদ্যং নির্ম্মিতং দৈবতৈঃ কৃতম্ ॥ ২৭ ॥ স্বয়ম্ভূতে মহাতীর্থে স্বভাবে চ মহত্তরে। তস্মিংস্তীর্থে প্রতিগৃহ্য কৃতাঃ সর্ব্বে প্রতিগ্রহাঃ ॥ ২৮ ॥ প্রতিগ্রহনিবৃত্তস্য যাত্রাদশগুণং ফলম্। তেন দত্তানি দানানি যজ্ঞৈর্দ্দেবাঃ সুতর্পিতাঃ ॥ ২৯ ॥ যেন ক্ষেত্রং সমাসাদ্য নিবৃত্তিঃ পরমা কৃতা। বস্তুলোল্যাদ্দ্বিজঃ যঃ ক্ষেত্রে প্রতিগ্রহকৃচ্চতথা ॥ ৩০ ॥ নৈব তস্য পরো লোকো নায়ং লোকো দুরাত্মনঃ। অথ চেৎপ্রতিগৃহ্ণাতি ব্রাহ্মণো বৃত্তিদুর্ব্বলঃ। দশাংশমজ্জিতাদ্দদ্যাদেবং তত্র ন হীয়তে ॥ ৩১ ॥ বিপ্রবেষং সমাস্থায় শূদ্রো ভূত্বা

না, এবং তথায় গো, হিরণ্য দান করে না, তাহারা দরিদ্র হইয়া জন্মে। যে সকল তীর্থ দুর্গম, বিষম এবং অগম্য, সেই সকল তীর্থে মনে মনে গমন করিবে। ইহাতে সর্ব্বতীর্থগমনফল লব্ধ হইয়া থাকে। যাহার হস্ত, পাদ, মন সুসংযত, এবং বিদ্যা তপঃ কীর্ত্তি বিরাজিত, সেই তীর্থফলভাগী হয়। যে মানব নিয়ত, নিয়তাহার স্নানজপপরায়ণ ও ব্রতোপবাসনিরত, সে তীর্থফল লাভ করিয়া থাকে। যে জন অক্রোধী, সত্যশীল, দৃঢ়ব্রত, ও সর্ব্বভূতাত্মদর্শী, সে তীর্থফল প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণগণ রথে চড়িয়া রথ-গম্য কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থে গমন করিবেন। ইহাতে তাঁহাদের যান দোষ হইবে না। তীর্থস্মরণরত ধনবান্ সাধু ব্যক্তি তীর্থে দান ও যোগ করিয়া উপযুক্ত ফল লাভ করে বটে; কিন্তু ধনহীন দরিদ্রগণ তীর্থগমনে রত হইয়াই বিনা অর্থব্যয়ে যজ্ঞ-ফল লাভ করিয়া থাকে। সর্ব্ব বর্ণ ও সর্ব্ব আশ্রমীরই তীর্থ ফলদায়ক বলিয়া জানিবে। এ বিষয়ে বিতর্ক করা উচিত নহে। যদি কোন ব্যক্তি কার্য্যান্তর উপলক্ষে গমন করিয়া তীর্থস্নান করে, তাহা হইলে তাহার যাত্রাফল লাভ হয় না, মাত্র স্নান-ফলই লাভ হইয়া থাকে। পায়ে হাঁটিয়া তীর্থগমন করিলে তাহা পরম তপঃস্বরূপ হয়। আর যানাদি আরোহণে গমন করিলে তাহাতে কেবল স্নানমাত্রের ফল পাওয়া যায়। ৮—২২। যাহারা যথাশক্তি নিজের দ্রব্যযানাদি সাহায্যে তীর্থযাত্রা করে তাহারা চতুর্গুণ ফল পাইয়া থাকে। তীর্থগমন করিয়া যাহারা ভিক্ষাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে, তাহাদের দশগুণ ফললাভ হয়। যে সকল বিপ্র ছত্রপাদুকাবিহীন ভিক্ষাশী বিজিতেন্দ্রিয় হন, তাঁহারা ঘোর মহাপাতক হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ভৈক্ষে পরপাক জনিত দোষ বা প্রতিগ্রহ জন্য দোষ সঙ্ঘটিত হয় না; ভৈক্ষ গ্রহণ সোমপানসদৃশ; অতএব ভিক্ষাচরণ করিবে। লোকে দ্বিবিধ তীর্থ আছে, ইচ্ছাপূর্ব্বক মনুষ্যনির্ম্মিত কৃত্রিম আর স্বয়ম্ভূত দেবতানির্ম্মিত প্রভাসাদি অকৃত্রিম। স্বয়ম্ভূত মহাতীর্থে প্রতিগ্রহ করিবে না। প্রতিগ্রহনিবৃত্ত ব্যক্তি যাত্রার দশগুণ ফললাভ করিয়া থাকে। যজ্ঞে দান করা বিধেয়। যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ তর্পিত হন। তীর্থক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলে পরম নির্বৃত্তি লাভ হয়। যে দুরাত্মা লোভ বশতঃ তীর্থে প্রতিগ্রহ করে, তাহার ইহলোক পরলোক উভয় লোকই বিনষ্ট হয়। তবে যদি কোন বৃত্তিদুর্ব্বল বিপ্রকে বাধ্য

প্রতিগ্রহম্। তৃণকাষ্ঠসমং বাপি প্রতিগৃহ্য পতত্যধঃ॥ ৩২॥ কুম্ভীপাকাদিকেষেবং মহানরককোটিষু। যাবদিন্দ্রসহস্রাণি চতুর্দ্দশ বরাননে॥ ৩৩॥ তস্মান্নৈব প্রতিগ্রাহ্যঃ কিমন্যৈর্ব্রাহ্মণৈরপি। দ্বিপ্রকারস্য তীর্থস্য কৃতস্যাপ্যকৃতস্য চ॥ ৩৪॥ স্বকীয়ভাবসংযুক্তঃ সম্পূর্ণং ফলমশ্নুতে। লভতে ষোড়শাংশং স যঃ পরান্নেন গচ্ছতি॥ ৩৫॥ অশক্তস্য তথান্ধস্য পঙ্গোর্যাযাবরস্য চ। বিহিতং কারণাদ্‌যানমচ্ছিদ্রে ব্রাহ্মণে কৃতঃ॥ ৩৬॥ স্নানখাদনপানৈশ্চ বোঢ়ৃভ্যস্তীর্থসেবকঃ। দদৎ সকলমাপ্নোতি ফলং তীর্থসমুদ্ভবম্॥ ৩৭॥ ন ষোড়শাংশং যত্নেন লব্ধার্থং যদি যচ্ছতি। পঞ্চমাংশমথো বাপি দদ্যাত্তত্র দ্বিজাতিষু॥ ৩৮॥ দেবতানাং গুরূণাং চ মাতাপিত্রোশ্চ কামতঃ। পুণ্যদঃ সমবাপ্নোতি তদেবাষ্টগুণং ফলম্॥ ৩৯॥ স্নানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনম্। পুণ্যং দেয়ং তু সর্ব্বত্র নাপুণ্যং দীয়তে ক্বচিৎ॥ ৪০॥ পিতরং মাতরং তীর্থে ভ্রাতরং সুহৃদং গুরুম্। যমুদ্দিশ্য নিমজ্জেত দ্বাদশাংশং লভেত সঃ॥ ৪১॥ কুশেন প্রতিমাং কৃত্বা তীর্থবারিষু মজ্জয়েৎ। যমুদ্দিশ্য মহাদেবি অষ্টভাগং লভেত সঃ॥ ৪২॥ মহাদানানি যে বিপ্রা গৃহ্ণন্তি জ্ঞানদুর্ব্বলাঃ। বৃক্ষাস্তে দ্বিজরূপেণ জায়ন্তে ব্রহ্মরাক্ষসাঃ॥ ৪৩॥ ন বেদবলমাশ্রিত্য প্রতিগ্রহরুচির্ভবেৎ। অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা দহতে কর্ম্ম নেতরৎ॥ ৪৪॥ চিতিকাষ্ঠং তু বৈ স্পৃষ্ট্বা যজ্ঞযূপং তথৈব চ। বেদবিক্রয়িণং স্পৃষ্ট্বা স্নানমেব বিধীয়তে॥ ৪৫॥ আদেশং পঠতে যস্তু আদেশং তু দদাতি যঃ। দ্বাবেতৌ পাপকর্ম্মাণৌ পাতালতলবাসিনৌ॥ ৪৬॥ আদেশং পঠতে যস্তু সজ্জিহ্বক্ষুঃ প্রতিগ্রহম্। তীর্থে চৈব বিশেষেণ ব্রহ্মঘ্নঃ সৈব নেতরঃ। স্থিতো বৈ নৃপতের্দ্বারি ন কুর্য্যাদ্বেদবিক্রয়ম্॥ ৪৭॥ হত্বা গাবো বরং মাংসং ভক্ষয়ীত দ্বিজাধমঃ। বরং জীবন্ সমং মৎস্যৈর্ন কুর্য্যাদ্বেদবিক্রয়ম্। ব্রহ্মহত্যাসমং পাপং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥ ৪৮॥ বরং কুর্য্যাচ্চ তদ্দেবি ন

হইয়া প্রতিগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে তিনি সেই প্রতিগৃহীত বস্তুর দশাংশ দান করিবেন। এরূপ করিলে পাতিত্য হয় না। শূদ্র যদি বিপ্রবেশ ধারণপূর্ব্বক তৃণ সম বস্তুও প্রতিগ্রহ করে, তাহা হইলে অধঃপতিত হয়; চতুর্দ্দশ সহস্র ইন্দ্রের অধিকার-পরিমিত কাল যাবৎ কুম্ভীপাকাদি মহানরক ভোগ করিয়া থাকে। অন্য জাতির কথা আর কি বলিব?—ব্রাহ্মণগণ কদাচ প্রতিগ্রহ করিবেন না। আর একপ্রকার যে তীর্থ আছে, তাহা স্বকীয় সাহায্যে কৃত হইলে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়। যে জন পরান্নগ্রহণে তীর্থযাত্রা করে, তাহার ষোড়শাংশের একাংশ তীর্থফল লাভ হয়। অশক্ত, অন্ধ, পঙ্গু ও যাযাবর (প্রত্যেক গ্রামে একরাত্র বাস করিয়া যাত্রাকারী) ইহারা যানারোহণে তীর্থযাত্রা করিতে পারে। বিনা কারণে ব্রাহ্মণ কদাচ যানারোহণে তীর্থযাত্রা করিবেন না। কোন তীর্থসেবক যদি যাত্রীদিগকে স্নানাশন-পান প্রদান করে, তাহা হইলে সে তীর্থজাত সমুদয় ফল লাভ করে। যদি কেহ প্রতিগ্রহের ষোড়শাংশ প্রদান না করে, তাহা হইলে দ্বিজাতিকে পঞ্চমাংশ প্রদান করিবে। এরূপ করিলেও সে গুরু-দেবতা ও মাতা-পিতার পুণ্যপ্রদ হইয়া অষ্টগুণ তীর্থফল লাভ করিয়া থাকে। স্নান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায় ও দেবার্চ্চন-জনিত পুণ্যফল দান করা যাইতে পারে; কিন্তু অপুণ্যফল কদাচ দান করা যায় না। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, সুহৃৎ, গুরু প্রভৃতি যে কোন ব্যক্তির উদ্দেশে তীর্থে স্নান করা যায়, তাহারা তাহার ফলের দ্বাদশাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৩—৪১। যাহার কুশপ্রতিমা করিয়া তীর্থজলে নিমজ্জিত করা যায়, সে তাহার অষ্টভাগ ফল লাভ করিয়া থাকে। যে সকল জ্ঞানদুর্ব্বল দ্বিজ মহাদান গ্রহণ করে, তাহাদিগকে দ্বিজরূপী বৃক্ষ বা ব্রহ্মরাক্ষস বলা যাইতে পারে। যাহার বেদ-বল নাই, তাহার প্রতিগ্রহে রুচি না হওয়াই ভাল। ইতর কর্ম্ম অজ্ঞান বা প্রমাদবশত অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতে কর্ম্মীকে দাহ করে না; কিন্তু চিতিকাষ্ঠ, যজ্ঞযূপ, এবং বেদবিক্রয়ী ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করা রূপ কর্ম্ম দাহ করে; সুতরাং তজ্জন্য স্নান করিতে হয়। যে জন আদেশ পাঠ করে এবং যে আদেশ করে, ইহাদের উভয়েই পাপী ও পাতালতলবাসী হয়। প্রতিজিহ্বক্ষু হইয়া যে ব্যক্তি তীর্থক্ষেত্রে আদেশ পাঠ করে, তদ্ব্যতীত অপর কাহাকে আর ব্রহ্মঘ্ন বলা যাইতে পারে? রাজদ্বারে নীত হইয়াও বেদবিক্রয় কখন করিবে না; গোহত্যা করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করা শ্রেয়ঃ অথবা মৎস্য ভক্ষণ করিয়া বরং জীবন ধারণ করিবে, তথাপি বেদবিক্রয় করিবে না। ব্রহ্মহত্যার সমান আর পাপ নাই, বরং তাহাও করিবে, তথাপি বেদবিক্রয়

কুর্য্যাদ্বেদবিক্রয়ম্। তীর্থে চৈব বিশেষেণ মহাক্ষেত্রে তথৈব চ ॥ ৪৯ ॥ দীয়মানন্তু বৈ দানং যস্ত্যজেত্তীর্থসেবকঃ। তীর্থং করোতি তীর্থঞ্চ স পুনাতি চ পূর্ব্বজান্ ॥ ৫০ ॥ যদন্যত্র কৃতং পাপং তীর্থে তদ্যাতি লাঘবম্। ন তীর্থকৃতমন্যত্র কচিদেব ব্যপোহতি ॥ ৫১ ॥ তৈলপাত্রমিবাত্মানং যো রক্ষেত্তীর্থসেবকঃ। স তীর্থফলমস্খলং বিপ্রঃ প্রাপ্নোতি সংযতঃ ॥ ৫২ ॥ যস্তু যস্যাত্তি পক্বান্নমল্পং বা যদি বা বহু। তীর্থগন্তস্য তস্যার্দ্ধং স্নাতস্য বিনিযচ্ছতি ॥ ৫৩ ॥ যো ন ক্লিষ্টোঽপি ভিক্ষেত ব্রাহ্মণস্তীর্থসেবকঃ। সত্যবাদী সমাধিস্থঃ স তীর্থস্যোপকারকঃ ॥ ৫৪ ॥ কৃতে যুগে পুষ্করাণি ত্রেতায়াং নৈমিষং তথা। দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং প্রাভাসিকং কলৌ যুগে ॥ ৫৫ ॥ তিষ্ঠেদ্যুগসহস্রং তু পাদেনৈকেন যঃ পুমান্। প্রভাসযাত্রামেকো বা সমং ভবতি বা ন বা ॥ ৫৬ ॥ এতৎক্ষেত্রং সমাগত্য মধ্যভাগে বরাননে। যানানি তু পরিত্যজ্য ভাব্যং পাদচরৈর্নরৈঃ ॥ ৫৭ ॥ লুঠিত্বা লোঠনীং তত্র লুঠিতা যত্র দেবতাঃ। ততো নৃত্যন্ হসন্ গায়ন্ ভূত্বা কার্পটিকাকৃতিঃ। গচ্ছেৎ সোমেশ্বরং দেবং দৃষ্ট্বা চাদৌ কপর্দ্দিনম্ ॥ ৫৮ ॥ ঈদৃশং পুরুষং দৃষ্ট্বা স্থিতং সোমেশ্বরোন্মুখম্। নিত্যং তুষ্যন্তি পিতরো চ পিতামহাঃ ॥ ৫৯ ॥ অস্মাকং বংশজো দেবং প্রস্থিতস্তারণায় নঃ। গত্বা সোমেশ্বরং দেবি কুর্য্যাদ্বপনমাদিতঃ ॥ ৬০ ॥ তীর্থোপবাসঃ কর্ত্তব্যো যথাবদ্বৈ নিবোধ মে। নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং নাস্তি ক্রতুসমা গতিঃ ॥ ৬১ ॥ গায়ত্রীসদৃশং জাপ্যং হোমো ব্যাহৃতিভিঃ সমঃ। অন্তর্জ্জলে তথা নাস্তি পাপঘ্নমঘমর্ষণাৎ ॥ ৬২ ॥ অহিংসাসদৃশং পুণ্যং দানাৎ সঞ্চয়নং পরম্। তপশ্চানশনান্নাস্তি তথা তীর্থনিষেবণাৎ ॥ ৬৩ ॥ তীর্থোপবাসাদ্দেবেশি অধিকং নাস্তি কিঞ্চন। পাপানাং চোপশমনং সতামীপ্সিতকারকম্ ॥ ৬৪ ॥ উপবাসো বিনির্দ্দিষ্টো বিশেষাদ্দেবতাশ্রয়ে। ব্রাহ্মণস্য ত্বনশনং তপঃ পরমিহোচ্যতে ॥ ৬৫ ॥ ষষ্ঠকালাশনং শূদ্রে তপঃ প্রোক্তং বরং বুধৈঃ। বর্ণসঙ্করজাতানাং দিনমেকং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬৬ ॥ ষষ্ঠকালাৎ পরং শূদ্রস্তপঃ কুর্য্যাৎ যথা কচিৎ। রাষ্ট্রহানিস্তদা জ্ঞেয়া রাজ্ঞশ্চোপদ্রবো মহান্ ॥ ৬৭ ॥ শূদ্রস্তু ষষ্ঠকালাশী

করিবে না। এ কর্ম্ম বিশেষতঃ তীর্থে ও মহাক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। যে তীর্থসেবী দীয়মান দান পরিত্যাগ করে, সে-ই তীর্থকে তীর্থ করিয়া থাকে এবং তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ পবিত্র হন। অন্যত্র কৃত পাপ তীর্থে বিনষ্ট হয়; কিন্তু তীর্থকৃত পাপ আর অন্যত্র কুত্রাপি বিলয় প্রাপ্ত হয় না। যে তীর্থসেবী তৈলপাত্ররক্ষার ন্যায় আত্মরক্ষা করিতে পারে, সে-ই অস্খলিত তীর্থ-ফল লাভ করে। তীর্থচারী ব্যক্তি যাহার যাহার অল্পাধিক পক্বান্ন ভোজন করে, তাহাকে তাহাকে অর্দ্ধ পরিমাণে আত্ম-তীর্থফল প্রদান করিয়া থাকে। যে সত্যবাদী সমাধিস্থ ব্রাহ্মণ ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়াও তীর্থে ভিক্ষা না করেন, তিনি প্রকৃত তীর্থোপকারক। সত্যে পুষ্কর, ত্রেতায় নৈমিষ, দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র এবং কলিতে প্রভাসতীর্থই তীর্থ। একপাদে অবস্থান করিয়া সহস্রগুণ তপস্যা করা, একবার মাত্র প্রভাসযাত্রার সমান হয় কি—না হয় বলা যায় না। যানারোহণে যাত্রা করিলে প্রভাস প্রাপ্ত হইবা মাত্র যান পরিত্যাগপূর্ব্বক পাদচারে অথবা ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া গমন করিতে হয় তথায় কত দেবতা ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, গাহিতে গাহিতে কার্পটিকাকারে গমন করিয়া প্রথমতঃ কপর্দ্দীকে দর্শনপূর্ব্বক সোমেশ্বর দর্শন করিতে হয়। পিতৃ-পিতামহগণ পুত্রগণকে এই ভাবে সোমেশ্বর দর্শন করিতে দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আনন্দ প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন,—আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের বংশজগণ দেব সোমেশ্বরের দর্শন করিতে আসিয়াছে। সোমেশ্বরে গমন করিয়া প্রথমতঃ কেশবপন করিয়া উপবাস করিতে হয়। যেমন গঙ্গার সমান তীর্থ, ক্রতুর সমান গতি, গায়ত্রীর সমান জাপ্য, ব্যাহৃতির সমান হোম নাই তেমনি অন্তর্জলে অঘমর্ষণ অপেক্ষা পাপঘ্ন আর নাই, যেমন অহিংসার তুল্য পুণ্য, দানের সমান সঞ্চয়, এবং অনশনের সমান তপ নাই, তেমনি তীর্থসেবাও তীর্থোপবাসের অধিক আর পুণ্যময় কর্ম্ম নাই। উপবাস পাপোপশমন, সজ্জনের ঈপ্সিতপ্রদ, বিশেষতঃ দেবাগার অনশন ব্রাহ্মণের পরম তপস্যাস্বরূপ। শূদ্রের ষষ্ঠকালাশন পরম তপস্যাস্বরূপ। আর বর্ণশঙ্কর জাতির দিনত্রয়োপবাস পরম তপস্যাস্বরূপ জানিবে। ষষ্ঠকালে আহারের পর শূদ্র যদি তপস্যা করে, তাহা হইলে রাজার মহান্ উপদ্রব—রাষ্ট্রহানি হইয়া থাকে। ৪২—৬৭। শূদ্র ষষ্ঠকালাশী হইয়া যথাশক্তি তপশ্চরণ

যথাশক্ত্যা তপশ্চরেৎ। ন দর্ভানুদ্ধরেচ্ছূদ্রো ন পিবেৎ কাপিলং পয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ মধ্যপত্রে ন ভুঞ্জীত ব্রহ্মবৃক্ষস্য ভামিনি। নোচ্চরেৎ প্রণবং মন্ত্রং পুরোডাশং ন ভক্ষয়েৎ ॥ ৬৯ ॥ ন শিখাং নোপবীতঞ্চ নোচ্চরেৎ সংস্কৃতাং গিরম্। ন পঠেদ্বেদবচনং ত্রৈরাত্রং ন হি সেবয়েৎ ॥ ৭০ ॥ নমস্কারেণ শূদ্রস্য ক্রিয়াসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্। নিষিদ্ধাচরণং কুর্ব্বন্ পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি ॥ ৭১ ॥ যেনৈকাদশসংখ্যানি যন্ত্রিতানীন্দ্রিয়াণি বৈ। স তীর্থফলমাপ্নোতি নরোঽন্যঃ ক্লেশভাগ্ভবেৎ ॥ ৭২ ॥ যচ্চ তীর্থে পিতৃশ্রাদ্ধং স্নানং তত্র সমাচরেৎ। হিতকারী চ ভূতেভ্যঃ সোঽশ্নীয়াত্তীর্থজং ফলম্ ॥ ৭৩ ॥ ধর্ম্মধ্বজী সদা লুব্ধঃ পরদাররতো হি যঃ। করোতি তীর্থগমনং স নরঃ পাতকী ভবেৎ ॥ ৭৪ ॥ এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যাত্রাং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি। তীর্থোপবাসং কৃত্বাদৌ শ্রদ্ধাযুক্তো দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ৭৫ ॥ ভোজনং নৈব কুর্ব্বীত যদীচ্ছেদ্ধিতমাত্মনঃ। পরান্নং নৈব ভুঞ্জীত তদ্দিনে ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ ॥ ৭৬ ॥ হস্ত্যশ্বরথযানানি ভূমিগোকাঞ্চনাদিকম্। সর্ব্বং তৎপরিগৃহ্নীয়াদ্ভোজনং ন সমাচরেৎ ॥ ৭৭ ॥ আমাচ্ছতগুণং পুণ্যং ভুঞ্জতো দদতোঽপি বা। তীর্থোপবাসং কুর্ব্বীত তস্মাত্তত্র বরাননে ॥ ৭৮ ॥ ব্রতী চ তীর্থযাত্রী চ বিধবা চ বিশেষতঃ। পরান্নভোজনে দেবি যস্তান্নং তস্য তৎফলম্ ॥ ৭৯ ॥ বিধবা চৈব যা নারী তস্যা যাত্রাবিধিং শৃণু। কুঙ্কুমং চন্দনং চৈব তাম্বূলং চ স্রজস্তথা ॥ ৮০ ॥ রক্তবস্ত্রাণি সর্ব্বাণি শয্যা প্রাস্তরণানি চ। অশিষ্টৈঃ সহ সম্ভাষো দ্বিবারং ভোজনং তথা ॥ ৮১ ॥ পুংসাং প্রদর্শনং চৈব হাস্যং তমসি বর্জ্জয়েৎ। সশব্দোপানহৌ চৈব নৃত্যং গীতঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৮২ ॥ ধারণঞ্চৈব কেশানামঞ্জনঞ্চ বিলেপনম্। অসতীজনসংসর্গং পাণ্ডিত্যঞ্চ পরিত্যজেৎ ॥ ৮৩ ॥ নিত্যং স্নানঞ্চ কুর্ব্বীত শ্বেতবস্ত্রাণি ধারয়েৎ। যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ বিধবা চ বিশেষতঃ ॥ ৮৪ ॥ তাম্বূলং মধু মাংসঞ্চ সুরাপানসমং বিদুঃ। এতেষাং বর্জ্জনাদ্দেবি সম্যগ্‌যাত্রাফলং লভেৎ ॥ ৮৫ ॥ দেব্যুবাচ। তপাংসি কানি কথ্যন্তে ক্ষেত্রে প্রাভাসিকে নরৈঃ। কানি দানানি দীয়স্তে কেষু তীর্থেষু বা কথম্ ॥ ৮৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ। তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমিষ্যতে। দ্বাপরে যজনং ধর্ম্মং দানমেকং কলৌ যুগে ॥ ৮৩ ॥ তপস্তপ্যন্তি মুনয়ঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিকম্। গত্বা প্রভাসিকং ক্ষেত্রং

করিবে। তাহারা দর্ভ আহরণ করিবে না; কপিলা-পয়ঃ পান করিবে না; ব্রহ্মবৃক্ষের মধ্যপত্রে ভোজন করিবে না; প্রণব উচ্চারণ করিবে না; পুরোডাশ ভক্ষণ করিবে না; শিখা রাখিবে না; উপবীত ধারণ করিবে না; সংস্কৃত কথা উচ্চারণ করিবে না; বেদ পাঠ করিবে না; এবং ত্রিরাত্র সেবা করিবে না। নমস্কার দ্বারাই শূদ্রের সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধ হয়। তাহারা নিষিদ্ধাচরণ করিলে পিতৃলোকের সহিত অধঃপতিত হয়। যে ব্যক্তি একাদশবিধ ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিতে পারে, সে অবশ্যই তীর্থফল লাভ করিয়া থাকে এবং অন্য নর ক্লেশভাগী হয়। যে জন সেখানে পিতৃশ্রাদ্ধ ও স্নান সম্পাদন করে, এবং জনহিতৈষী হয়, সে তীর্থফল লাভ করিয়া থাকে। ধর্ম্মধ্বজী, লুব্ধ এবং পরদাররত ব্যক্তি যদি তীর্থগমন করে, তাহা হইলে পাতকী হয়। ইহা অবগত হইয়া সকলের যথাবিধি যাত্রা করা উচিত। যাত্রা করিতে হইলে আত্মহিতার্থী ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপবাস করিবে, ভোজন করিবে না। যাত্রার দিন পরান্ন ভোজন করিবে না। হস্তী, অশ্ব, রথ, যান, ভূমি, গো, কাঞ্চন, এ সকল প্রতিগ্রহ করিবে, তথাপি ভোজন করিবে না। ভোক্তা ও দাতা অপেক্ষাও উপবাসী ব্যক্তির অধিক পুণ্য। অতএব সকলেই তীর্থোপবাস করিবেন। ব্রতী, তীর্থযাত্রী, ও বিধবা ইহারা যাহার অন্ন আহার করে, তাহার বিশেষ পুণ্য লাভ হয়। বিধবা নারীর যাত্রায় কথা বলিতেছি। বিধবা কুঙ্কুম, চন্দন, তাম্বূল, মালা, রক্তবস্ত্র, শয্যা, প্রাস্তরণ, অশিষ্টসহসম্ভাষ, দ্বিভোজন, পুরুষদর্শন হাস্য, সশব্দ পাদুকা, এবং নৃত্য-গীত, কেশধারণ, অঞ্জন, বিলেপন, অসতীজনসংসর্গ, ও পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করিবে। যতি, ব্রহ্মচারী এবং বিধবা ইহারা নিত্য স্নান ও নিত্য শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিবে। তাম্বূল ও মধু-মাংস সুরাপানতুল্য; ইহা বর্জ্জন করিলে যাত্রাফল সম্যক্ লব্ধ হয়। ৬৮—৮৫। দেবী বলিলেন,—হে দেব! তপঃ কাহাকে বলে এবং কোন্ তীর্থে কি ভাবে কোন্ বস্তু দান করিতে হয়, তাহা বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—সত্যযুগে তপঃ ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজন, এবং কলিযুগে একমাত্র দানই প্রশস্ত। মুনিগণ ও অপর সাধারণ লোক সত্যযুগে প্রভাস তীর্থে গমন করিয়া যে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠান করিতেন; ইহাই তপঃ;

লোকাশ্চান্তে কৃতে যুগে। ৮৮। কলৌ দানানি দীয়ন্তে ব্রাহ্মণেভ্যো যথাবিধি। প্রভাসং ক্ষেত্র মাসাদ্য তপসাং প্রাপ্যতে ফলম্। ৮৯। তুলা-পুরুষব্রহ্মাণ্ডপৃথিবীকল্পপাদপাঃ। হিরণ্যকামধেনুশ্চ গজবাজিরথাস্তথা। ৯০। রত্নধেনুর্হিরণ্যাশ্বসপ্তসাগর এব চ। মহাভূতঘটো বিশ্বচক্রকল্পলতাভিধঃ। ৯১। প্রভাসে নৃপতির্দ্দদ্যান্মহাদানানি ষোড়শ। ধান্যরত্ন-গুড়স্বর্ণতিলকার্পাসশর্করাঃ। ৯২। সর্পির্লবণরূপ্যাখ্যা দশৈতে পর্ব্বতাঃ স্মৃতাঃ। গুড়াজ্যদধিমধ্বম্বুসলিল-ক্ষীরশর্করাঃ। রত্নাখ্যাশ্চ স্বরূপেণ দশৈতা ধেনবো মতাঃ। ৯৩। তেষামেকতমং দানং তীর্থে তীর্থে পৃথক্পৃথক্। প্রদেয়াস্ত্বেকবারং বা সরস্বত্যব্ধি-সঙ্গমে। ৯৪। সর্ব্বস্বং চাতিবিত্তং যে গৃহং বা সপরি-চ্ছদম্। বহ্বল্পমপি বিপ্রেভ্যো দাতব্যং প্রিয়-মেলকে। ৯৫। যত্র তীর্থে লভেল্লিঙ্গং তীর্থঞ্চ বিমলোদকম্। তত্রাগ্নিকার্য্যং কুণ্ডাদৌ বিশিষ্টং দানমিষ্যতে। ৯৬॥ তর্পণং পিতৃদেবানাং শ্রাদ্ধং দানং সদক্ষিণম্। তীর্থেতীর্থে চ গোদানং নিয়তং প্রাকৃতো বিধিঃ। ৯৭। বিশিষ্টখ্যাতলিঙ্গেষু বৃষ-দানং বিধীয়তে। স্নানং বিলেপনং পূজাং দেবতানাং সমাচরেৎ। ৯৮। জগতীং চার্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা তথা চৈবো-পলেপয়েৎ। প্রাসাদং ধবলং সৌধং কারয়েজ্জীর্ণ-মুদ্ধরেৎ। ৯৯। পুষ্পবাটীং স্নানকূপং নির্ম্মলং কারয়েদ্ব্রতী। ব্রাহ্মণানাং ভূরিদানং দেবপূজা-করায় চ। ১০০। সর্ব্বত্র দেবযাত্রায়াং বিধিরেষ প্রবর্ত্ততে। তীর্থমভ্যুদ্ধরেজ্জীর্ণং মার্জ্জয়েৎ কথয়েৎ ফলম্। ১০১। প্রসিদ্ধে চ মহাদানং মধ্যমে চৈব মধ্যমম্। গোদানং সর্ব্বতীর্থেষু সুবর্ণমথ নিষ্ক্রয়ঃ। হিরণ্যদানং সর্ব্বেষাং দানানামেব নিষ্কৃতিঃ। ১০২। এবং কৃত্বা নরো ভক্ত্যা লভতে জন্মনঃ ফলম্। তীর্থেষু দানং বক্ষ্যামি যেষু যদ্দীয়তে তিথৌ। ১০৩। প্রভাসে প্রতিপদ্দানং দাতব্যং কাঞ্চনং শুভম্। দ্বিতীয়ায়াং তথা বস্ত্রং তৃতীয়ায়াঞ্চ মেদিনীম্। ১০৪। চতুর্থ্যাং দাপয়েদ্ধান্যং পঞ্চম্যাং কপিলাং তথা। ষষ্ঠ্যামশ্বঞ্চ সপ্তম্যাং মহিষীং তত্র দাপয়েৎ। ১০৫। অষ্টম্যাং বৃষভং দত্ত্বা নীলং লক্ষণসংযুতম্। নবম্যাং তু গৃহং দদ্যাচ্চক্রং শঙ্খং গদাং তথা। ১০৬। দশম্যাং সর্ব্বগন্ধাংশ্চ একাদশ্যাঞ্চ মৌক্তিকম্। দ্বাদশ্যাং সুরত্নান্নাদ্যং প্রবালং বিধিবত্তথা। ১০৭। স্ত্রিয়ো দেয়াস্ত্রয়োদশ্যাং ভূতায়াং

কলিকালে প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিয়া যথাবিধি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে হয়। ইহাতে তপঃফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুলাপুরুষ, ব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবী, কল্পপাদপ, হিরণ্য, কামধেনু, গজ, বাজি, রথ, রত্ন-ধেনু, হিরণ্যাশ্ব, সপ্তসাগর, মহাভূত ঘট, ও বিশ্বচক্র এই সকল মহাদান প্রভৃতি প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিয়া দান করিবেন। ধান্য, রত্ন, গুড়, স্বর্ণ, তিল, কার্পাস, শর্করা, ঘৃত, লবণ, ও রৌপ্য এই দশবিধ বস্তু দ্বারা পর্ব্বত দান কথিত। গুড়,আজ্য, দধি, মধু, অম্বু, সলিল, ক্ষীর শর্করা, ও রত্ন এই দশ প্রকার ধেনু দান বিহিত। এই দান সকলের মধ্যে এক একটী দান তীর্থে তীর্থে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কর্ত্তব্য। সাগর-সরস্বতী সঙ্গমে একবার মাত্র দান করিলেই উক্ত ফললাভ করা যায়। প্রিয়মেলক তীর্থে বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বস্ব, সপরিচ্ছদ গৃহ এবং অল্প বিস্তর যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তৎ-সমস্ত দান করিবে। এই তীর্থে লিঙ্গ এবং বিমল জল পাওয়া যায়। এই স্থানে প্রথমে অগ্নিকার্য্য করিয়া বিশিষ্ট দান সকল করিতে হয়। পিতৃলোক উদ্দেশে সদক্ষিণ শ্রাদ্ধ, তর্পণ, দান এবং তীর্থে তীর্থে গোদান এ সকল গতি উত্তম বিধি। বিশিষ্ট খ্যাতলিঙ্গ তীর্থ সকলে বৃষ দান, স্নান, বিলেপন, ও দেবপূজা করিতে হয়; ভক্তিপূর্ব্বক জগতীর অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে উপলেপিত করিতে হয়; ধবল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে হয়; জীর্ণ উদ্ধার করিতে হয়; পুষ্পবাটী এবং নির্ম্মল স্নানকূপ করাইয়া দিতে হয় ও দেবপূজাকর ব্রাহ্মণদিগকে ভূরি দান করিতে হয়। ৮৬—১০০। এই হইল সর্ব্বত্র দেবযাত্রার সাধারণ বিধি। তীর্থসেবী জন তীর্থ উদ্ধার করিবে;.তীর্থের সংস্কার করিবে;এবং তাহার ফল কীর্ত্তন করিবে। প্রসিদ্ধ তীর্থ সকলে মহাদান, মধ্যমতীর্থে মধ্যম দান, এবং নিখিল তীর্থেই গোদান প্রশস্ত। হিরণ্যদান সকল দানের শ্রেষ্ঠ দান। এই সকল কার্য্য করিয়া নর জন্ম সার্থক করিবে। অতঃপর আমি তীর্থ সকলে কোন্ কোন্ তিথিতে কি কি দান করিতে হয়, তাহা বলিতেছি। প্রভাস ক্ষেত্রে প্রতিপদে কাঞ্চন, দ্বিতীয়ায় বস্ত্র, তৃতীয়ায় মেদিনী, চতুর্থীতে ধান্য, পঞ্চমীতে কপিলা, ষষ্ঠীতে অশ্ব, সপ্তমীতে মহিষী, অষ্টমীতে লক্ষণান্বিত নীল বৃষভ, নবমীতে গৃহ-শঙ্খ-চক্র-গদা, দশমীতে সর্ব্বগন্ধ, একাদশীতে মৌক্তিক, দ্বাদশীতে অন্নাদি ও প্রবাল

জ্ঞানদো ভবেৎ। অমাবস্থামনুপ্রাপ্য সর্ব্বদানানি দাপয়েৎ ॥ ১০৮ ॥ এবং দানং প্রদত্বা তু দশকৃত্বঃ ফলং লভেৎ ॥ ১০৯ ॥ দেব্যুবাচ। ভক্তিদান-বিহীনা যে প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতাঃ। স্নানমন্ত্রবিহী-নাশ্চ বদ তেষাং তু কিং ফলম্ ॥ ১১০ ॥ ঈশ্বর উবাচ। সধনা নির্দ্ধনা বাপি সমন্ত্রা মন্ত্রবর্জ্জিতাঃ। প্রভাসে নিধনং প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে যান্তি শিবালয়ম্ ॥ ১১১ ॥ যে মন্ত্রহীনাঃ পুরুষা ধর্ম্মহীনাশ্চ যে মৃতাঃ। তেষা-মেকং বিমানং তু দদামি সুমহৎ প্রিয়ে ॥ ১১২ ॥ স্নানদানানুরূপেণ প্রাপ্নুবন্তি পরং পদম্। কেচিৎ স্নানপ্রভাবেণ কেচিদ্দানেন মানবাঃ ॥ ১১৩ ॥ কেচি-ল্লিঙ্গপ্রণামেন কেচিল্লিঙ্গার্চ্চনেন চ। কেচিদ্ধ্যান-প্রভাবেণ কেচিদ্ যোগপ্রভাবতঃ ॥ ১১৪ ॥ কেচিন্ম-ন্ত্রস্য জাপ্যেন কেচিচ্চ তপসা শুভে। তীর্থে সন্ন্যসনৈঃ কেচিৎ কেচিদ্ভক্ত্যনুসারতঃ ॥ ১১৫ ॥ এতে চান্যে চ বহব উত্তমাধমমধ্যমাঃ। সর্ব্বে শিবপুরং যান্তি বিমানৈঃ সূর্য্যসন্নিভৈঃ ॥ ১১৬ ॥ ত্রিশূলাঙ্কিত-হস্তাশ্চ সর্ব্বে চ বৃষবাহনাঃ। দিব্যাপ্সরোগণা-কীর্ণাঃ ক্রীড়ন্তে মৎপ্রভাবতঃ ॥ ১১৭ ॥ এবং ভক্ত্যনুসারেণ দদামি ফলমব্যয়ম্। অলেপকং প্রভাসং তু ধর্ম্মাধর্ম্মৈর্ন লিপ্যতে ॥ ১১৮ ॥ ধর্ম্মং চরন্ত্যধর্ম্মং বা শিবং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১১৯ ॥ জন্মপ্রভৃতি যো দেবি নরো নেত্রবিবর্জ্জিতঃ। মম ক্ষেত্রে মৃতঃ সোঽপি রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ১২০ ॥ জন্মপ্রভৃতি যো দেবি শ্রবণাভ্যাং বিবর্জ্জিতঃ। প্রভাসে নিধনং প্রাপ্তঃ স ভবেন্মৎপরিগ্রহঃ ॥ ১২১ ॥ অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি তীর্থানাং স্পর্শনে বিধিম্। মন্ত্রেণ মন্ত্রিতং তীর্থং ভবেৎ সন্নিহিতং তথা ॥ ১২২ ॥ প্রথমং চালভেত্তীর্থং প্রণবেন জলং শুচি। অবগাহ্য ততঃ স্নায়াদধ্যাত্মমন্ত্রযোগতঃ ॥ ১২৩ ॥ ওঁনমো দেবদেবায় শিতিকণ্ঠায় দণ্ডিনে। রুদ্রায় বামহস্তায় চক্রিণে বেধসে নমঃ ॥ ১২৪ ॥ সরস্বতী চ সাবিত্রী বেদমাতা বিভাবরী। সন্নিধানং কুরুধ্বাত্র তীর্থে পাপপ্রণাশিনি। সর্ব্বেষামেব তীর্থানাং মন্ত্র এষ উদাহৃতঃ ॥ ১২৫ ॥ ইত্যুচ্চার্য্য নমস্কৃত্বা স্নানং কুর্য্যাদ্যথাবিধি। উপবাসং ততঃ কুর্য্যাত্তস্মিন্নহনি সুব্রতে ॥ ১২৬ ॥ সা তিথির্ব্বর্ষমেকং তু উপোষ্যা ভক্তিতৎপরৈঃ ॥ ১২৭ ॥ দেব্যুবাচ।

ত্রয়োদশীতে রমণীরত্ন এবং অমাবস্যায় সমস্ত দেয় বস্তুই দান করিবে। এই সকল দান করিলে দশবার দান করার ফললাভ হয়। দেবী বলি-লেন,—হে দেব! যে সকল ভক্তি দান ও স্নান-মন্ত্রবিহীন ব্যক্তি প্রভাস ক্ষেত্রে আগমন করে, তাহাদের কি ফললাভ হয়? ঈশ্বর বলিলেন,—ধনী অধনী মন্ত্রী অমন্ত্রী যে কেহ প্রভাসে নিধন প্রাপ্ত হইলেই শিবালয়ে গমন করে। যে সকল মন্ত্রহীন ও ধর্ম্মহীন ব্যক্তি প্রভাসে প্রাণত্যাগ করে, আমি তাহাদিগকে এক সুমহৎ বিমান প্রদান করি। তাহারা স্নানদানের অনুরূপই পরম পদ প্রাপ্ত হয়। প্রভাসে কেহ স্নানদান প্রভাবে, কেহ লিঙ্গকে প্রণাম করিয়া, কেহ লিঙ্গার্চ্চনা করিয়া, কেহ ধ্যানপ্রভাবে—কেহ যোগপ্রভাবে —কেহ মন্ত্রজপপ্রভাবে—কেহ তপঃপ্রভাবে —কেহ তীর্থবাসপ্রভাবে এবং কেহ কেহ বা কেবল ভক্তিপ্রভাবে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। আর এতদ্ভিন্ন বহু উত্তমাধম-মধ্যম ব্যক্তি ক্ষেত্র-প্রভাবে সূর্য্যসন্নিভ বিমানে আরোহণ করিয়া শিবপুরে প্রয়াণ করে। তাহারা সকলেই হস্তে ত্রিশূল লইয়া বৃষভে আরোহণ করিয়া দিব্য অপ্সরা-গণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে। আমি ভক্তি অনুসারে এইরূপ অব্যয় ফল প্রদান করি। প্রভাসক্ষেত্র অলেপক; ইহা কাহাকেও কখন ধর্ম্মা-ধর্ম্মে লিপ্ত করে না। ধর্ম্মই আচরণ করুক, আর অধর্ম্মই আচরণ করুক, মানবগণ এখানে থাকিয়া নিঃসংশয় শিবত্ব লাভ করে। জন্মান্ধ ব্যক্তি মদীয় ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে রুদ্রলোকে পূজিত হয়। যাহারা জন্মাবধি বধির, তাহারা আমার এই প্রভাসক্ষেত্রে মরিলে, আমি তাহাদি-গকে অভয় প্রদান করিয়া গ্রহণ করি। অতঃপর আমি তীর্থস্পর্শবিধি বলিতেছি। মন্ত্র দ্বারা অভি-মন্ত্রিত করিলে তীর্থ সন্নিহিত হয়। প্রথমতঃ তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া প্রণব দ্বারা শুচি জলে অবগাহন করিবে। পরে অধ্যাত্মমন্ত্রযোগে স্নান করিবে। মন্ত্রযথা, হে দেবদেব সিতিকণ্ঠ দণ্ডিন্ রুদ্র বামহস্তচক্রিন্ বেধঃ! আমি তোমাকে ওঙ্কার উচ্চারণপূর্ব্বক নমস্কার করিতেছি।১০১—১২৬। হে সরস্বতি, সাবিত্রি, বেদমাতঃ ও বিভাবরি! আপনারা এই পাপপ্রণাশী তীর্থে সন্নিধান করুন। এই হইল সকল তীর্থ স্নানের মন্ত্র। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নমস্কার করিয়া যথাবিধি স্নান করিবে। তীর্থে স্নান করিয়া সেই দিন উপবাস করিতে হয়। যে তিথিতে তীর্থে স্নান করা যায়, সারা

কস্মিংস্তীর্থে নরৈঃ পূর্ব্বং প্রভাসক্ষেত্রমাগতৈঃ। স্নানং কার্য্যং মহাদেব তন্মে বিস্তরতো বদ ॥ ১২৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। হন্ত তে সম্প্রবক্ষ্যামি আদ্যং তীর্থং মহাপ্রভম্। পূর্ব্বং যত্র নরৈঃ স্নানং ক্রিয়তে তচ্ছৃণুষ মে ॥ ১২৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তীর্থযাত্রাবিধানবর্ণনং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। অগ্নিতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সাগরস্য তটে শুভে। যত্রাসৌ বাড়বো মুক্তঃ সরস্বত্যা বরাননে ॥ ১ ॥ দক্ষিণে সোমনাথস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। তীর্থং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং পদ্মকং নাম নামতঃ ॥ ২ ॥ ধন্বন্তরশতে প্রোক্তং সোমেশাজ্জলমধ্যগম্। কুণ্ডং পাপহরং প্রোক্তং শতহস্তপ্রমাণতঃ। তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত বিগাহ্য নিধিমম্ভসাম্ ॥ ৩ ॥ আদৌ কৃত্বা তু বপনং সোমেশ্বরসমীপতঃ। শঙ্করং মনসা ধ্যায়ন্ কেশাংস্তত্র পরিত্যজেৎ। সমুত্তার্য্য ততঃ কেশান্ ভূয়ঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥ ৪ ॥ যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে পাপং মনুষ্যো বৃত্তিকর্শিতঃ। তদেব পর্ব্বতস্তুতে সর্ব্বং কেশেষু তিষ্ঠতি ॥ ৫ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কেশাংস্তত্র বিনিক্ষিপেৎ। তদেব সোমনাথাগ্রে কৃত্বা তু দ্বিগুণং ফলম্ ॥ ৬ ॥ অগ্নিতীর্থসমীপস্থং কপর্দ্দিদ্বারমধ্যগম্। তত্রৈব দ্বিগুণং জ্ঞেয়মন্যত্রৈকগুণং স্মৃতম্ ॥ ৭ ॥ ক্ষুরকর্ম্ম ন শস্তং স্যাদ্‌যোষিতান্তু বরাননে। সভর্তৃকাণাং তত্রৈব বিধিং তাসাং শৃণুষ মে ॥ ৮ ॥ সর্ব্বান্ কেশান্ সমুদ্ধৃত্য চ্ছেদয়েদঙ্গুলদ্বয়ম্। ততো দেবান্ বিধানেন তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥ ৯ ॥ মুণ্ডনং চোপবাসশ্চ সর্ব্বতীর্থেষ্বয়ং বিধিঃ ॥ ১০ ॥ গঙ্গায়াং ভাস্করে ক্ষেত্রে মাতাপিত্রোর্গুর্ব্বৌ মৃতে। আধানে সোমপানে চ বপনং সপ্তসু স্মৃতম্ ॥ ১১ ॥ অশ্বমেধসহস্রাণাং সহস্রং যঃ সমাচরেৎ। নাসৌ তৎফলমাপ্নোতি বপনাদ্‌যচ্চ লভ্যতে ॥ ১২ ॥ বিনা মন্ত্রেণ যস্তত্র দেবি স্নানং সমাচরেৎ। সমাপ্নোতি কচিচ্ছ্রেয়ো মুক্তৈকং পর্ব্ববাসরম্ ॥ ১৩ ॥ বিনা মন্ত্রং বিনা পর্ব্ব ক্ষুরকর্ম্ম বিনা নরৈঃ।

সংবৎসর সেই তিথিতে উপবাস করিবে। দেবী বলিলেন,—হে দেব! যাহারা প্রভাসক্ষেত্রে গমন করে, প্রথমে তাহাদের কোন্‌ তীর্থে স্নান করা বিধেয়? আপনি তাহা বিস্তৃতরূপে আমায় বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—হাঁ আমি সেই আদ্য তীর্থের কথা বলিতেছি—নরগণ প্রভাসক্ষেত্রে স্নান করিবার আগে যেখানে স্নান করে, তুমি শ্রবণ কর। ১২৫—১২৯।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে শুভে! উক্ত তীর্থের পর অগ্নিতীর্থে গমন করিতে হয়। এই স্থানে অগ্নি মুক্ত হইয়াছিলেন। এইতীর্থ সোমনাথ তীর্থের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা সর্ব্বপাপপ্রণাশন। এই তীর্থ ত্রৈলোক্যবিশ্রুত এবং পদ্মক নামে লোকে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে সোমেশ্বরের নিকট হইতে শত ধনু অন্তরে জলমধ্যে এক কুণ্ড আছে। এই কুণ্ড শতহস্তপরিমিত এবং পাপহর। এই স্থানে অম্ভোনিধিতে অবগাহন করিয়া স্নান করিতে হয়। প্রথমতঃ সোমেশ্বরসন্নিধানে কেশবপন করিয়া পরে শঙ্করকে মনে মনে ধ্যান করত ঐ কুণ্ডে উপ্ত কেশ সমস্ত নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় স্নান করিবে। মনুষ্য জীবিকার অনুরোধে যে সমস্ত পাপ অর্জ্জন করে, তৎসমস্ত পাপই কেশসমূহে অবস্থান করিয়া থাকে। এজন্য তীর্থে কেশবপন করিতে হয়। সোমনাথের অগ্রে বপনাদি কর্ম্ম করিলে দ্বিগুণ ফল হয়। আর অগ্নিতীর্থসমীপে কপর্দ্দিদ্বারে কেশবপনাদি কার্য্য করিলেও দ্বিগুণ ফল পাওয়া যায়, অন্য সর্ব্বত্রই ফল একগুণ জানিবে। রমণীগণের ক্ষুরকর্ম্ম প্রশস্ত নহে। এ বিষয়ে সধবাদের বিধি বলিতেছি শ্রবণ কর। তাহারা সমস্ত কেশদাম সংযত করিয়া দুই অঙ্গুল পরিমাণ তাহার অগ্রভাগ ছাটিয়া ফেলিবেন। বিধিপূর্ব্বক দেবতা ও পিতৃতর্পণ, মুণ্ডন, এবং উপবাস এগুলি সর্ব্বতীর্থের সাধারণ বিধি। গঙ্গা ও ভাস্করক্ষেত্রে, পিতৃ-মাতৃ-গুরু-মরণ, আধান ও সোমপান এই কয়েকটী ব্যাপারে বপন বিধেয়। বপন করিয়া যে ফল লাভ করা যায়, লক্ষ অশ্বমেধ করিয়াও সে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি উক্ত তীর্থে মন্ত্রহীন স্নান করে, অথবা পর্ব্ববাসরে স্নান না করে, সে কচিৎ

কুশাগ্রেণাপি দেবেশি ন স্পৃষ্টব্যো মহোদধিঃ। ১৪ এবং স্নাত্বা বিধানেন দত্ত্বার্ঘ্যং চ মহোদধৌ সম্পূজ্য পুষ্পগন্ধৈশ্চ বস্ত্রৈঃ পুণ্যানুলেপনৈঃ। ১৫ হিরণ্ময়ং যথাশক্ত্যা নিক্ষিপেত্তত্র কঙ্কণম্। ১৬ এবং কৃত্বা বিধানং তু স্পর্শয়েল্লবণোদধিম্ মন্ত্রেণানেন দেবেশি ততঃ সান্নিধ্যতাং ব্রজেৎ। ১৭ ওঁনমো বিষ্ণুগুপ্তায় বিষ্ণুরূপায় তে নমঃ। সান্নিধ্যে ভব দেবেশ সাগরে লবণাম্ভসি।১৮। অগ্নিশ্চ রেতো মৃড়য়া চ দেহো রেতোধা বিষ্ণুরমৃতস্য নাভিঃ। এতদ্ ব্রুবং পার্ব্বতি সত্যবাক্যং ততোহবগাহেত্তু পতিং নদীনাম্। ১৯। ওঁ নমো রত্নগর্ভায় মন্ত্রেণানেন ভামিনি। কঙ্কণং প্রক্ষিপেত্তত্র ততঃ স্নায়াদ্‌যদৃচ্ছয়া। । ২০। ততশ্চ তর্পয়েদ্দেবান্মনুষ্যাংশ্চ পিতামহান্। তিলমিশ্রেণ তোয়েন সম্যক্শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। ২১। আজন্মশতসাহস্রং যৎ পাপং কুরুতে নরঃ। সকৃৎ স্নাত্বা ব্যপোহেত সাগরে লবণাম্ভসি। ২২। বৃষভস্তত্র দাতব্যঃ প্রবৃত্তে ক্ষুরকর্ম্মণি। আত্মপ্রকৃতিদানঞ্চ পীতবস্ত্রং তথৈব চ। ২৩। অনেন বিধিনা তত্র সম্যক্ স্নানং সমাচরেৎ। স্পর্শয়েদ্বাড়বং তেজশ্চান্যথা দোষভাগ্ ভবেৎ। ২৪। বরঃ শাপশ্চ তস্যায়ং পুরা দত্তো যথা দ্বিজৈঃ। ২৫। দেব্যুবাচ। কুত্রকুত্র মহাদেব জলস্নানাদ্বিশুধ্যতি। কিমর্থং সাগরে দোষঃ প্রাপ্যতে কৌতুকং মহৎ। ২৬। যত্র গঙ্গাদয়ঃ সর্ব্বা নদ্যো বিশ্রান্তিমাগতাঃ। যত্র বিষ্ণুঃ স্বয়ং শেতে যত্র লক্ষ্মীঃ স্বয়ং স্থিতা। ২৭। কিমর্থং বরশাপং তু তস্য দত্তং দ্বিজৈঃ পুরা। সর্ব্বং বিস্তরতো ব্রূহি মহান্মে সংশয়োহত্র বৈ। ২৮। ঈশ্বর উবাচ। দীর্ঘসত্রং পুরা দেবি প্রারব্ধং সুরসত্তমৈঃ। প্রভাসং তীর্থমাসাদ্য সম্যক্শ্রদ্ধাসমন্বিতৈঃ। ২৯। ততঃ সত্রাবসানে তু দত্ত্বা দানমনেকধা। সর্ব্বেষং ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং প্রভাসক্ষেত্রবাসিনাম্। ৩০। তাবদন্যে দ্বিজাস্তত্র দক্ষিণার্থং সমাগতাঃ। দেশীয়াস্তত্রবাস্তব্যাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ। ৩১। প্রার্থনাভঙ্গভীতাশ্চ ততো দেবাঃ সবাসবাঃ। প্রনষ্টাস্তান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণাশ্চানুবব্রজুঃ। ৩২। খেচরত্বং পুরা দেবি হ্যাসীদগ্রভুবাং মহৎ। তেন যান্তি দ্রুতং সর্ব্বে যত্র যত্র সুরালয়াঃ। ৩৩। এবং সর্ব্বত্রগামিত্বং তেষাং বীক্ষ্য দিবৌকসঃ। প্রবিষ্টাঃ সাগরং ভীতা উচু-

শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকে। মন্ত্র, পর্ব্ব ও ক্ষুর কর্ম্ম ব্যতিরেকে কুশাগ্রেও মহোদধি স্পৃষ্টব্য নহে। ঈদৃশ বিধানে স্নান করিয়া অর্ঘ্য, পুষ্প, গন্ধ, বস্ত্র ও অনুলেপন দ্বারা মহোদধির পূজা করিয়া তাহার জলে হিরণ্ময় কঙ্কণ নিক্ষেপ করিতে হয়। এইরূপ বিধি-মন্ত্র অনুসারে মহোদধিকে স্পর্শ করিয়া পরে তাহার সান্নিধ্য করিবে। মন্ত্র যথা,—হে বিষ্ণুগুপ্ত বিষ্ণুরূপ! তোমাকে ওঙ্কারপুরঃসর নমস্কার; এই লবণজলময় সাগরে তুমি আমার নিকটস্থ হও অগ্নি অমৃতের রেত, মৃড়ানী দেহ এবং রেতোধা বিষ্ণু তাহার নাভি। এই সত্য বাক্য বলিতে বলিতে মহোদধিতে অবগাহন করিতে হয়। "ওঁ নমো রত্নগর্ভায়" এই মন্ত্রে কঙ্কণ নিক্ষেপ করিয়া তথায় যথেচ্ছ স্নান করিবে। স্নানের পর তিলতোয় দ্বারা দেব, মনুষ্য, ও পিতামহগণকে ভক্তিপূর্ব্বক তর্পিত করিবে। লবণসমুদ্রে একবার মাত্র স্নান করিলে শতসহস্র জন্মে যে পাপ করা যায়, তৎসমস্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। ঐ স্থানে ক্ষুরকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া বৃষ, আত্মপ্রতিকৃতি, ও পীতবস্ত্র দান করিতে হয়। এতাদৃশ বিধানে ঐ স্থানে সম্যক্ স্নান করিবে। তত্রত্য বাড়ব তেজঃ স্পর্শ করিবে; অন্যথা দোষভাগী হইতে হয়।১—২৪। দ্বিজগণ পূর্ব্বে এই তীর্থ বিষয়ে বর ও শাপ দিয়াছিলেন। দেবী বলিলেন,—হে মহাদেব! কোন্ কোন্ স্থানে জলস্নান হইতে বিশুদ্ধি লাভ হয়? সাগর কি জন্য দোষার্হ হইল? ইহা আপনি বলুন, শুনিবার জন্য আমার মহৎ কৌতুক জন্মিয়াছে। দেখুন, যেখানে গঙ্গাদি নদী সকল বিশ্রাম লাভ করিয়াছে; যেখানে স্বয়ং বিষ্ণু শয়ন করিয়া আছেন; যেখানে লক্ষ্মীদেবী বাস করেন, দ্বিজগণ সেই সাগরকে বর বা শাপ প্রদান করিলেন কেন? এই সকল তত্ত্ব আপনি বিস্তৃতভাবে বলুন, এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় জন্মিয়াছে। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! পূর্ব্বে দেবগণ শ্রদ্ধা-সমন্বিত হইয়া প্রভাস ক্ষেত্রে মহাসত্র আরম্ভ করেন। পরে যজ্ঞ, সমাপ্ত হইলে তাঁহারা বিপ্রগণকে বহু দক্ষিণা প্রদান করিয়া তোষিত করেন। অনন্তর তদ্দেশীয় শত শত সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ দক্ষিণা গ্রহণার্থ ঐ স্থানে উপস্থিত হন। তাহা দেখিয়া প্রার্থনাভঙ্গ-ভয়ে সবাসব দেবগণ তথা হইতে পলায়ন করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ নিরস্ত হইলেন না। তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। হে দেবি! পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের খেচরত্ব ছিল। সেই জন্য তাঁহারা দ্রুতগতি সুরালয়ে গমন করিতে পারিয়াছিলেন। দেবগণ ব্রাহ্মণগণকে

তং পুনঃ॥ ৩৪॥ শরণং তে বয়ং প্রাপ্তা ব্রাহ্মণেভ্যো ভয়ং গতাঃ। নাস্তি বিত্তঞ্চ দানার্থং তস্মাদ্রক্ষ মহোদধে॥ ৩৫॥ একতঃ ক্রতবঃ সর্ব্বে সমাপ্তবরদক্ষিণাঃ। একতো ভয়ভীতস্য প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষণম্। বিশেষতশ্চ দেবানাং রক্ষণং বহুপুণ্যদম্॥ ৩৬॥ সমুদ্র উবাচ। ব্রাহ্মণেভ্যো ন ভীঃ কার্য্যা কথঞ্চিৎ সুরসত্তমাঃ। অহং বো রক্ষয়িষ্যামি প্রবিশধ্বং মমোদরে॥ ৩৭॥ ততস্তে বিবুধাঃ সর্ব্বে তস্য বাক্যেন হর্ষিতাঃ। প্রবিষ্টা গহ্বরাং কুক্ষিং তস্যৈব ভয়বর্জ্জিতাঃ॥ ৩৮॥ সমুদ্রোঽপি মহৎ কৃত্বা নিজং রূপঞ্চ ভূরিশঃ। জলজান্ জীবসঙ্ঘাতান্ ধৃত্বা তীরসমীপতঃ॥ ৩৯॥ ততশ্চক্র উপায়ং স ব্রাহ্মণানাং নিপাতনে। মৎস্যানামামিষং পক্বা মহান্নেন চ গোপিতম্॥ ৪০॥ অথোবাচ দ্বিজান্ সর্ব্বান্ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ। প্রসাদঃ ক্রিয়তাং বিপ্রা মুহূর্ত্তং মম সাম্প্রতম্॥ ৪১॥ আতিথ্যগ্রহণাদেব দীনস্য প্রণতস্য চ। যুষ্মদর্থং ময়া সম্যগেতৎপাকং সমাবৃতম্। ক্রিয়তাং ভোজনং ভূয়ো গন্তব্যমনু নাকিনাম্॥ ৪২॥ অথ তে ব্রাহ্মণা মত্বা সমুদ্রং শ্রদ্ধয়ান্বিতম্। বাঢ়মিত্যেব তং প্রোচ্য বুভুজুঃ স্বর্ণভাজনে॥ ৪৩॥ ন ব্যজানন্ত তন্মাংসং গুপ্তং স্বাদু ক্ষুধার্দ্দিতাঃ॥ ৪৪॥ ততস্তৃপ্তাশ্চ তে বিপ্রা ব্রাহ্মণা বিগতক্রুধঃ। আশীর্ব্বাদং দদুঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণাঃ শংসিতব্রতাঃ॥ ৪৫॥ ভোজনান্তো ব্রাহ্মণানাং প্রাণান্তঃ ক্ষত্রজন্মনাম্। আশীবিষাণাং সর্পাণাং কোপো জ্ঞেয়ো মৃতাবধিঃ। প্রেরয়ামাস দেবান্ বৈ গম্যতামিত্যুবাচ তান্। ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা গচ্ছন্তঃ শীঘ্রগা বিয়ৎ। গচ্ছতস্তাংস্ততো দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণাস্তত্র বন্দিতাঃ॥ ৪৭॥ দক্ষিণার্থং সমুৎসুকা সুরানুদ্দিশ্য পৃষ্ঠতঃ॥ ৪৮॥ ততঃ প্রপতিতা ভূমৌ দ্বিজাস্তে সহসা পুনঃ। অভক্ষ্যভক্ষণাত্তে বৈ ব্রাহ্মণা মাংসভক্ষণাৎ॥ ৪৯॥ নিষ্কৃতিং তাং পরিজ্ঞায় সমুদ্রস্য রুষান্বিতাঃ। দদুঃ শাপং মহাদেবি রৌদ্রং রৌদ্রবপুর্দ্ধরাঃ॥ ৫০॥ যস্মাদভক্ষ্যং মাংসং বৈ ব্রাহ্মণানাং পরং স্মৃতম্। ত্বয়োপহৃতমস্মাকং সুগুপ্তং ভক্ষ্যসংযুতম্॥ ৫১॥ একতঃ সর্ব্বমাংসানি মৎস্য-

---

অনুগমন করিতে দেখিয়া এবং তাঁহাদের সর্ব্বাগামিত্ব অবগত হইয়া ভয়ে সাগরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন—হে মহাদধে! ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনা-ভয়ে ভীত হইয়া আমরা এখানে আসিয়াছি, আমাদের বিত্ত নাই যে, তাঁহাদিগকে দান করিব। অধুনা আমরা তোমার শরণ লইলাম, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। দেখ, এক দিকে সমাপ্তবরদক্ষিণ আমাদের ক্রতুসকল; আর এক দিকে প্রাণীর প্রাণরক্ষা; বিশেষতঃ দেবতাগণের প্রাণরক্ষা বহু পুণ্যদায়ক। সমুদ্র বলিল,—হে সুরসত্তমগণ! ব্রাহ্মণগণ হইতে আপনাদের কোন ভয় নাই, আমি আপনাদিগকে রক্ষা করিব, আপনারা আমার উদরে প্রবিষ্ট হউন। সমুদ্রের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে সমুদ্রের কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিলেন। সমুদ্র তখন জলজাত মৎস্যাদি জীবসমূহকে ধারণ করিয়া মহৎ রূপ ধারণকরত কূলে আসিয়া ব্রাহ্মণগণকে নিপাতিত করিবার জন্য এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি অন্নের সহিত মৎস্য পাক করিয়া অতি সাবধানে মৎস্য সকলকে অন্নে গুপ্ত রাখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! অদ্য মুহূর্ত্তকালের জন্য আপনারা এই ভ্রমার্ত্ত জনের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করুন। আমি আপনাদের জন্য পাক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, আপনারা ভোজন করুন। পরে দেবগণের অনুগমন করিবেন। দ্বিজগণ সমুদ্রের এতাদৃশ সনির্ব্বন্ধ বাক্য শ্রবণ করিয়া 'আচ্ছা তাহাই হউক' বলিয়া সুবর্ণ থালে ভোজন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ক্ষুধার্দ্দিত হইয়া অন্নগুপ্ত মাংস জানিতে পারিলেন না; পরিতোষের সহিত ভোজন করিলেন। তাঁহাদের ক্রোধ অপনীত হইল, আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণের কোপ ভোজনান্ত, ক্ষত্রিয়গণের প্রাণান্ত এবং আশীবিষসমূহের মরণান্ত জানিবে। অতঃপর সমুদ্র 'অধুনা আপনারা গমন করুন' এই বলিয়া দেবতাগণকে বিদায় দিলেন। সমুদ্রবাক্যে দেবগণ সত্বর স্বর্গে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণগণও তাঁহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং বন্দনাপূর্ব্বক দক্ষিণার্থ প্রার্থনা জানাইলেন।২৫—৪৮। অনন্তর তাঁহারা অভক্ষ্য মাংসভক্ষণদোষে সেই স্থানে সহসা পতিত হইলেন। তখন তাঁহারা সমুদ্রের ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিয়া ক্রোধে রৌদ্রমূর্ত্তি ধারণ করত তাহাকে অতি তীব্র শাপ প্রদান করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—রে সমুদ্র! মৎস্য ও মাংস উভয় ব্রাহ্মণগণের

মাংসং তথৈকতঃ। একতঃ সর্ব্বপাপানি পরদারা-স্তথৈকতঃ॥ ৫২॥ এবং বয়ং বিজানন্তো যদি মাংসস্ত দূষণম্। তথাপি বঞ্চিতাঃ সর্ব্বে অপরী-ক্ষিতকারিণঃ॥ ৫৩॥ যস্মাৎ পাপমতে ক্রূর ত্বয়া বৈ বঞ্চিতা বয়ম্। মাংসস্ত ভক্ষণাত্তস্মাদপেয়ন্ত্বং ভবিষ্যসি॥ ৫৪॥ অস্পৃশ্যশ্চ ত্বং দ্বিজেন্দ্রাণামন্যেষাঞ্চ নৃণাং ভুবি। তবোদকেন যে মর্ত্ত্যাঃ করিষ্যন্তি কুবুদ্ধয়ঃ॥ ৫৫॥ স্নানং তে নরকং ঘোরং প্রযাস্যন্তি ন সংশয়ঃ। কৃতঘ্নানাঞ্চ যে লোকা যে লোকাঃ পাপকর্ম্মিণাম্॥ ৫৬॥ তাংস্তবোদকসংস্পর্শাল্লপ্স্যন্তে মানবা ভুবি॥ ৫৭॥ ঈশ্বর উবাচ। এবং শপ্তঃ সমুদ্রস্তৈর্ব্রাহ্মণৈর্বরবর্ণিনি। ততো বর্ষসহস্রন্ত হ্যস্পৃশ্যঃ সম্বভূব হ॥ ৫৮॥ ততস্ত্রাসাকুলো ভূত্বা সর্ব্বাংস্তানিদমব্রবীৎ। দেবকার্য্যমিদং বিপ্রা ময়া কৃতমবুদ্ধিনা॥ ৫৯॥ বুভূষতা-পরং ধর্ম্মং শরণাগত-সম্ভবম্। কামাৎ ক্রোধাদ্ভয়াল্লোভাদ্‌যস্ত্যজেচ্ছরণা-গতম্॥ ৬০॥ সত্যাদ্বাপি স বিজ্ঞেয়ো মহাপাতক-কারকঃ। যুষ্মদ্ভীত্যা সমায়াতাঃ স্বর্গিণঃ শরণং মম॥ ৬১॥ তে ময়া রক্ষিতাঃ সম্যগ্‌যথা-শক্ত্যা হ্যপায়তঃ। শোষয়িষ্যেঽহমাত্মানং যস্মাচ্ছপ্তঃ প্রকোপতঃ॥ ৬২॥ ভবদ্ভির্নোৎসহে স্থাতুং জল-স্পর্শবিনাকৃতঃ। এবমুক্তা ততো দেবি সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ। আত্মানং শোষয়ামাস দুঃখেন মহতা স্থিতঃ॥ ৬৩॥ ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে জলা-কারং মহার্ণবম্। শনৈঃশনৈঃ প্রপশ্যন্তো ভয়েন মহতান্বিতাঃ॥ ৬৪॥ উচুর্গত্বা তু লোকেশং দেব-দেবং পিতামহম্। অস্মৎকৃতে দ্বিজৈঃ শপ্তঃ সাগরো ব্রাহ্মণোত্তমৈঃ॥ ৬৫॥ স শোষয়তি চাত্মানং দুঃখেন মহতান্বিতঃ। সমুদ্রাজ্জলমাদায় প্রবর্ষন্তি বলাহকাঃ॥ ৬৬॥ ততঃ সঞ্জায়তে শস্যং শস্যাদ্‌যজ্ঞা ভবন্তি চ। যজ্ঞৈঃ সঞ্জায়তে তৃপ্তিঃ সর্ব্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্॥ ৬৭॥ এবং তস্য বিনা-শেন নাশোঽস্মাকং ভবিষ্যতি। তস্মাত্ত্বং রক্ষ তং গত্বা যথা শোষং ন গচ্ছতি॥ ৬৮॥ যথা বিপ্রাস্তে তথা নীতির্বিধীয়তাম্॥ ৬৯॥ দেবানাং বচনাদ্‌ব্রহ্মা গত্বা সাগরসন্নিধৌ। সমুদ্রার্থে যযাচে তান্ ব্রাহ্মণান্ ক্ষেত্রবাসিনঃ॥ ৭০॥ ব্রহ্মোবাচ।

একান্ত অভক্ষ্য, সেই মাংস অপর ভক্ষ্যের সহিত তুই আমাদিগকে আহার করাইয়াছিস্, মৎস্য ও মাংসের তুল্যতার ন্যায় পর-দারাভিগমনজনিত পাপ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ পাপ এ উভয়ও সমান। আমরা মাংসের এবম্বিধ দোষ অবগত থাকিয়াও পরীক্ষা করিয়া ভোজন করি নাই বলিয়া তুই আমাদিগের প্রতি এরূপ বঞ্চনা করিয়াছিস্। রে পাপমতি ক্রূর! যে হেতু তুই বঞ্চনা করিয়া আমাদিগকে অভক্ষ্য মাংস ভক্ষণ করাইয়াছিস্, অতএব তুই জগতে মানবগণের অপেয় ও অস্পৃশ্য হইবি। যে নর তোর জলে স্নান করিবে, সে ঘোর নরকে গমন করিবে, এ বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। কৃতঘ্ন ও পাপকর্ম্মিগণ যে লোকে গমন করে, ভূতলে যে সকল মানব তোর উদক স্পর্শ করিবে, তাহাদের উক্তলোকে গতি হইবে। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! সাগর ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া বর্ষসহস্র কালের জন্য অস্পৃশ্য হইয়া রহিল। অনন্তর সমুদ্র নিতান্ত ত্রস্ত ও আকুল হইয়া ব্রাহ্মণগণকে বলি-লেন,—হে দ্বিজগণ! আমি আপনাদের প্রভাব না জানিয়া, শরণাগতরক্ষা পরম ধর্ম্ম মনে করিয়া দেবকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছি। কাম-ক্রোধ-ভয় ও লোভ বশতঃ যে জন শরণাগত ব্যক্তিকে পরি-ত্যাগ করে, সে সত্যভ্রষ্ট হইয়া মহাপাতকী হইয়া থাকে। আপনাদের ভয়ে দেবগণ আমার শরণ লইয়াছিলেন; সেই জন্য আমি যথাশক্তি তাঁহা-দিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম। অধুনা আপনারা যদি দয়া না করেন, তাহা হইলে আমি শুকাইয়া যাইব; আপনারা আমার জলস্পর্শ না করিলে আমি থাকিতে পারিব না। এই কথা বলিয়া সরিৎপতি অতি দুঃখে শুষ্ক হইয়া গেলেন। ৪৯—৬৩। দেবগণ তদ্দ-র্শনে ভীত হইয়া এই সংবাদ লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে জানাইলেন। তাঁহারা বলিলেন,—আমাদের জন্য সাগর ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। অধুনা তিনি অতি দুঃখে শুষ্ক হইয়া গিয়াছেন। সমুদ্র হইতে জল লইয়া বলাহকবৃন্দ বর্ষণ করে, তাহা হইতে শস্য হয়; শস্য হইতে যজ্ঞ, আর যজ্ঞ হইতে আমরা তৃপ্ত হই। সুতরাং সমুদ্রের নাশে অধুনা আমরাও বিনষ্ট হইব। সম্প্রতি আপনি গমন করিয়া সমুদ্রকে রক্ষা করুন, যাহাতে সে শুষ্কতা প্রাপ্ত না হয়। বিপ্রগণ যাহাতে তুষ্ট হন, সে বিষয়ের সুনীতি উদ্ভাবন করুন। দেবতাগণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা সাগরসমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার হিতের জন্য ক্ষেত্রবাসী শাপপ্রদাতা ব্রাহ্মণগণকে তোষিত করিতে লাগিলেন। তিনি

প্রসাদঃ ক্রিয়তামস্য সাগরস্য দ্বিজোত্তমাঃ। যথা পবিত্রতাং যাতি মদ্বাক্যাৎ ক্রিয়তাং তথা ॥ ৭১ ॥ প্রদাস্যতি স যুষ্মভ্যং রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৭২ ॥ যূয়ং ভবিষ্যথাত্যন্তং ভূমিদেবা ইতি ক্ষিতৌ। নাম্না মদ্বচনান্নূনং সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৭৩ ॥ ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। নান্যথা কর্ত্তুমিচ্ছামস্তব বাক্যং জগৎপতে। ন চ মিথ্যাত্মনো বাক্যং প্রমাণং চাত্র বৈ ভবান্ ॥ ৭৪ ॥ তন্নো বাক্যাৎ সুরশ্রেষ্ঠ হিতং বা যদি বাহিতম্। পরং স্যাজ্জগতাং শ্রেয়ঃ সর্ব্বেষাঞ্চ দিবৌকসাম্। তথা কুরু জগন্নাথ অস্মাকং হিতকারণম্ ॥ ৭৫ ॥ অথোবাচ নদীনাথং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। মা শোষয় ত্বমাত্মানং হিতং বাক্যং শৃণুষ্ব মে ॥ ৭৬ ॥ নান্যথা শক্যতে কর্ত্তুং দ্বিজানাং বচনং হি তৎ। ব্রাহ্মণাঃ কুপিতা নূনং ভস্মীকুর্য্যুঃ স্বতেজসা ॥ ৭৭ ॥ দেবান্ কুর্য্যুরদেবাংশ্চ তস্মাত্তান্নৈব কোপয়েৎ। যস্মাদেব তব স্পর্শস্ত্রিধা মেধ্যো ভবিষ্যতি ॥ ৭৮ ॥ পর্ব্বকালে চ সম্প্রাপ্তে নদীনাঞ্চ সমাগমে। সেতুবন্ধে তথা সিন্ধৌ তীর্থেষন্যেষু সংযুতঃ ॥ ৭৯ ॥ ইত্যেবমাদিসর্ব্বেষু মধ্যেঽন্যত্র ন কর্ম্মণি। যৎফলং সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু যৎফলম্। তৎফলং তব তোয়স্য স্পর্শাদেব ভবিষ্যতি ॥ ৮০ ॥ গয়াশ্রাদ্ধে তু যৎপুণ্যং গোগ্রহে মরণেন চ। তৎফলং তব তোয়স্য স্পর্শাদেব ভবিষ্যতি ॥ ৮১ ॥ অপেয়স্ত্বং তথা ভাবি স্বাদমাত্রেণ কেবলম্। গণ্ডূষমপি পীতঞ্চ তোয়স্যাশুভনাশনম্ ॥ ৮২ ॥ ভবিষ্যতি নৃণাং লোকে তব সৌখ্যবিবর্দ্ধনম্। পিতৃণাং তব তোয়েন যঃ করিষ্যতি তর্পণম্। পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৮৩ ॥ যাবত্ত্বং তিষ্ঠসে লোকে যাবচ্চন্দ্রার্কতারকাঃ। তবোদকামৃতৈস্তৃপ্তাস্তাবৎ স্যাস্যন্তি পূর্ব্বজাঃ ॥ ৮৪ ॥ মাঘে মাসি চ যঃ স্নায়ান্নৈরন্তর্য্যেণ ভাবিতঃ। পৌণ্ডরীকফলং তস্য দিবসে দিবসে ভবেৎ ॥ ৮৫ ॥ যাত্রায়ামথবান্যত্র পর্ব্বকালে শশিগ্রহে। অত্র স্নাস্যতি যঃ সম্যক্ সাগরে লবণাম্ভসি। অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্স্যতি মানবঃ ॥ ৮৬ ॥ শ্রীসোমেশসমুদ্রস্য অন্তরে যে মৃতা নরাঃ। পাপিনোঽপি গমিষ্যন্তি স্বর্গং নির্দ্ধূতকল্মষাঃ ॥ ৮৭ ॥ এবং ভবিষ্যতি সদা তব মদ্বচনাদ্বিভো। প্রযচ্ছস্ব দ্বিজেন্দ্রাণাং রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৮৮ ॥ তেন তুষ্টা বরং ভূয়ঃ প্রদাস্যন্তি তবেপ্সিতম্ ॥ ৮৯ ॥ ঈশ্বর উবাচ। পিতামহবচঃ শ্রুত্বা বাঢ়মিত্যেব সাগরঃ।

বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ! যাহাতে এই সাগর পবিত্রতা লাভ করে, আপনারা আমার বাক্যে তাহা করুন। সাগরের প্রতি প্রসন্ন হউন; সে আপনাদিগকে বিবিধ রত্ন প্রদান করিবে। আপনারা আমার বাক্যে ক্ষিতিতলে মাননীয় ভূদেব হইবেন; ইহা আমি সত্য বলিলাম। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে জগৎপতে! আমরা আপনার বাক্যের অন্যথাচরণ করিতে পারিব না; আর আমাদেরও বাক্য মিথ্যা হইবার নহে; অতএব এ বিষয়ে যাহা করিতে হয়, আপনিই বিবেচনাপূর্ব্বক করুন। আপনি আমাদের বাক্যে হিত বা অহিত যাহাতে জগতের, দেবগণের ও আমাদের শ্রেয়োবিধান হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হউন। অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা নদীনাথ সমুদ্রকে বলিলেন,—হে সাগর! তুমি শুষ্কতাপ্রাপ্ত হইও না, আমার কথা শোন। দ্বিজবাক্য অন্যথা হইবার নহে, তাঁহারা স্বতেজে ত্রিভুবন ভস্ম করিতে পারেন; এমন কি দেবতাদিগকেও তাঁহারা অদেব করিতে সক্ষম। অতএব তাঁহাদিগকে কোপিত করা উচিত নহে। তুমি পর্ব্বকালে, নদীসমাগমে ও সেতুবন্ধে তিন স্থলে শুচি হইবে। সর্ব্বতীর্থ ও যজ্ঞে, যে ফল লব্ধ হয়, তোমার তোয়স্পর্শে মানবগণ সেই ফল প্রাপ্ত হইবে। গয়াতীর্থ এবং গোগ্রহে মরণে যে ফল পাওয়া যায়, তোমার তোয়স্পর্শে নরগণ সেইফল লাভ করিবে। তুমি কেবল স্বাদমাত্রে অপেয় হইবে। গণ্ডূষমাত্র তোমার জল পান করিলে পাপ নাশ হইবে।৬৪—৮২। যে মানব পূর্ব্বোক্ত বিধানে তোমার জলে পিতৃতর্পণ করিবে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। তুমি যাবৎ জগতে বিদ্যমান থাকিবে, যাবৎ চন্দ্র-তারকা থাকিবে, তাবৎ পিতৃলোক তোমার জলপানে তৃপ্তিলাভ করিবেন। যে মানব মাঘমাসে নিরন্তর তোমার জলে স্নান করিবে, দিবসে দিবসে তাহার পৌণ্ডরীকফললাভ হইবে। যাত্রাকালে, পর্ব্বকালে অথবা শশিগ্রহে যে মানব তোমার লবণাক্ত জলে স্নান করিবে, তাহার অশ্বমেধ সহস্রের ফললাভ হইবে। শ্রীসোমেশ্বর সমুদ্রের মধ্যে যে সকল লোক মৃত হয়, তাহারা পাপী হইলেও বিগতকলুষ হইয়া সুরপুরে গমন করে। হে সমুদ্র! আমার বাক্যে তোমার এই সকল হইবে, অধুনা তুমি ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্ন প্রদান কর। তাঁহারা তুষ্ট হইয়া তোমার ঈপ্সিত প্রদান করিবেন। ঈশ্বর বলি-

ব্রাহ্মণেভ্যঃ সুরত্নানি দদৌ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। ৯০। ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মণো বাক্যমশেষং সমনুষ্ঠিতম্। ক্ষুরকর্ম্ম তথা কৃত্বা স্নানং সর্ব্বেঽপি চক্রিরে। ৯১। এবং পবিত্রতাং প্রাপ্তস্তীর্থত্বং লবণোদধিঃ। তস্য মধ্যে মহাদেবি লিঙ্গানাং পঞ্চকোটয়ঃ। ৯২। অস্মিন্ মন্বন্তরে দেবি অদৃশ্যাঃ সাগরে কৃতাঃ। অগ্নিকুণ্ডঞ্চ তত্রৈব তথান্যৎ পদ্মকংসরঃ। ৯৩। মধ্যে তু প্রাবৃতং সর্ব্বমস্মিন্মন্বন্তরে প্রিয়ে। চক্রমৈনাকয়োর্মধ্যে দিশি দক্ষিণমুচ্যতে। ৯৪। শাতকুম্ভময়ে কুম্ভে ধনুষাযুতবিস্তৃতে। তত্র কুম্ভস্য মধ্যস্থো বড়বানলসংজ্ঞিতঃ। ৯৫। সূচীবক্ত্রো মহাকায়ঃ স জলং পিবতে সদা। এতদন্তরমাসাদ্য অগ্নিতীর্থং প্রচক্ষতে। ৯৬। তস্য মধ্যে মহাসারং বাড়বং যত্র বৈ মুখম্। শ্রীসোমেশাদ্দক্ষিণতো ধন্বন্তরশতাবধি। উত্তরামানসাৎ পূর্ব্বং যাবদেব কৃতস্মরম্। ৯৭। এতদ্গোপ্যং বরারোহে ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ। ব্রহ্মঘ্নোঽপি বিশুধ্যেত শ্রুত্বৈতন্মাত্র সংশয়ঃ। ৯৮। এবং শাপো বরো দত্তঃ সাগরস্য যথা দ্বিজৈঃ। পূর্ব্বং রুষ্টৈস্তততুষ্টৈস্তৎ সর্ব্বং কথিতং ময়া। ৯৯।

ইতি শ্রীস্কান্দে সমুদ্রস্যাপেয়তাকারণবর্ণনং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ২৯।

লেন,—পিতামহের তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাগর তাহা অনুমোদন করিল এবং ব্রাহ্মণগণকে শ্রদ্ধা সহকারে বিবিধ রত্ন দিল। ব্রাহ্মণগণও প্রজাপতির সমুদয় বাক্য স্বীকার করিয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহারা ক্ষুরকর্ম্ম করিয়া স্নান করিলেন। এইরূপে লবণোদধি তীর্থত্ব প্রাপ্ত হইল। এই লবণোদধির মধ্যে পঞ্চকোটিলিঙ্গ বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমান মন্বন্তরে তাহা সাগরে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আরও ঐ স্থানে অগ্নিকুণ্ড ও পদ্মসর নামক দুইটী তীর্থ আছে। বর্ত্তমান মন্বন্তরে এই তীর্থদ্বয়ের মধ্যস্থল অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। চক্র ও মৈনাকের মধ্যে দক্ষিণে অযুত ধনু আয়ত সুবর্ণকুম্ভে ইহা অবস্থিত। ঐ কুণ্ডের মধ্যে মহাকায় সূচীবক্ত্র বড়বানল বিরাজিত। ঐ অনল সর্ব্বদা জলশোষণ করিতেছে। ইহারই মধ্যভাগে অগ্নিতীর্থ জানিবে। এই স্থান শ্রীসোমেশ্বর তীর্থের দক্ষিণে শত-ধনু অন্তরে অবস্থিত। উত্তরমানসের পূর্ব্বে কৃতস্মর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অয়ি বরারোহে! এ তীর্থ অতি গোপনীয়, যাহাকে তাহাকে বলিবার নহে, ব্রহ্মঘ্ন ব্যক্তিও এই তীর্থ কথা শুনিয়া নিঃসংশয়ে নিষ্পাপ হয়। হে চিন্ময়ি! উক্ত প্রকারে ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বে রুষ্ট হইয়া শাপ ও পরে তুষ্ট হইয়া (সমুদ্রকে) বর দিয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম।৮৩—৯৯।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ। স্নাত্বা তত্রাগ্নিতীর্থেষু কং দেবং পূর্ব্বমর্চ্চয়েৎ। নির্ব্বিঘ্না জায়তে যেন যাত্রা নৃণাং সুরেশ্বর। তন্মে যাত্রাবিধানং তু যথাবদ্বক্তুমর্হসি। ১। ঈশ্বর উবাচ। এবং স্নাত্বা বিধানেন দদ্যার্ঘ্যং চ মহোদধৌ। সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পৈশ্চ বস্ত্রৈঃ পুষ্পাবলেপনৈঃ। ২। হিরণ্ময়ং যথাশক্ত্যা প্রক্ষিপেত্তত্র কঙ্কণম্। ততঃ পিতৄংস্তর্পয়িত্বা গচ্ছেদ্দেবং কপর্দ্দিনম্। ৩। পুষ্পৈর্ধূপৈস্তথা গন্ধৈর্ব্বস্ত্রৈঃ সম্পূজ্য ভক্তিতঃ। গণানাং ত্বেতি মন্ত্রেণ অর্ঘ্যং চাস্মৈ নিবেদয়েৎ। ৪। শূদ্রাণামথ দেবেশি মন্ত্রশ্চাষ্টাক্ষরঃ স্মৃতঃ। তত্র সোমেশ্বরং গচ্ছেদ্দেবং পাপহরং পরম্। ৫। স্নাপয়িত্বা বিধানেন জপেচ্চ শতরুদ্রিয়ম্। তথা রুদ্রান্ সপঞ্চাঙ্গাংস্তথান্যা রুদ্রসংহিতাঃ। ৬। স্নাপয়েৎ পয়সা চৈব দধ্না ঘৃতযুতেন চ। মধুনেক্ষুরসেনৈব

ত্রিংশ অধ্যায়।

দেবী বলিলেন,—হে দেব! অগ্নিতীর্থে স্নান করিয়া কোন্ দেবতার অগ্রে পূজা করিতে হয়?—কিরূপেই বা মানবগণের এস্থানে নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা হইয়া থাকে, আপনি তাহা বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—বিধিপূর্ব্বক স্নানান্তে মহোদধিতে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, ও অনুলেপ নাদি দ্বারা পূজা করিয়া তাহাতে হিরণ্ময় কঙ্কণ নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর ঐ স্থানে পিতৃতর্পণ করিয়া দেবকপর্দ্দীর সমীপে গমন করিবে। সেখানে যাইয়া গন্ধপুষ্প ধূপ দীপাদি দানে ভক্তি সহকারে তাঁহার পূজা সমাপন করিয়া "গণানাং ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য দিবে। শূদ্রগণ অষ্টাক্ষর মন্ত্রে পূজা করিবে। অনন্তর দেব সোমেশ্বরকে যথাবিধি স্নান করাইয়া শতরুদ্রিয়, রুদ্র-পঞ্চাঙ্গ ও রুদ্রসংহিতা জপ করিবে। জপের পর দধি, দুগ্ধ

কুঙ্কুমেন বিলেপয়েৎ ॥ ৭ ॥ কর্পূরোশীরমিশ্রেণ মৃগনাভিযুতেন চ। চন্দনেন সুগন্ধেন পূজ্যং সম্পূজয়েত্ততঃ ॥ ৮ ॥ ধূপৈর্ব্বহুবিধৈর্দ্দেবং ধূপয়িত্বা যথাবিধি। বস্ত্রৈঃ সংবেষ্টয়েৎ পশ্চাদ্দদ্যান্নৈবেদ্য-মুত্তমম্ ॥ ৯ ॥ আরাত্রিকং ততঃ কৃত্বা নৃত্যং কুর্য্যাদ্‌যথেচ্ছয়া। অষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যৈবং গীত-বাদ্যাদিকং ততঃ ॥ ১০ ॥ ধর্ম্মশ্রবণসংযুক্তং কার্য্যং প্রেক্ষণকং বিভোঃ। ততো দদ্যাদ্দ্বিজাতিভ্য স্তপস্বিভ্যশ্চ শক্তিতঃ ॥ ১১ ॥ দীনান্ধকৃপণেভ্যশ্চ দানং কার্পটিকেষু চ। বৃষভস্তত্র দাতব্যঃ প্রবৃত্তে ক্রূরকর্ম্মণি। উপবাসং ততঃ কুর্য্যাত্তস্মিন্নহনি ভামিনি ॥ ১২ ॥ যস্মিন্নহানি পশ্যেত দেবং সোমেশ্বরং নরঃ। সা তিথির্ব্বর্ষমেকং তু উপোষ্যা ভক্তিতৎপরৈঃ ॥ ১৩ ॥ এবং কৃত্বা নরো ভক্ত্যা লভতে জন্মনঃ ফলম্। তথা চ সর্ব্বতীর্থানাং সকলং লভতে ফলম্ ॥ ১৪ ॥ উদ্ধরেৎ পিতৃবর্গং চ মাতৃবর্গং চ ভামিনি। বাল্যে বয়সি যৎপাপং বার্দ্ধক্যে যৌবনেঽপি বা ॥ ১৫ ॥ ক্ষালয়েচ্চৈব তৎসর্ব্বং দৃষ্ট্বা সোমেশ্বরং নরঃ। ন দুঃখিতো ন দারিদ্রো দুর্ভগো বা ন জায়তে ॥ ১৬ ॥ সপ্তজন্মান্তরেণৈব দৃষ্টে সোমেশ্বরে বিভৌ। ধনধান্যসমাযুক্তে শ্রীতে সঞ্জায়তে কুলে ॥ ১৭ ॥ ভক্তির্ভবতি ভূয়োঽপি সোমনাথং প্রতি প্রভুম্। ক্ষীরেণ স্নপনং পূর্ব্বং ততো ধারাসমুদ্ভবম্ ॥ ১৮ ॥ প্রথমে প্রথমে যামে মহাস্নানমতঃ পরম্। মধ্যাহ্নে দেবদেবস্য যে প্রপশ্যন্তি মানবাঃ। সন্ধ্যামারাত্রিকং ভূয়ো ন জায়ন্তে চ মানুষাঃ ॥ ১৯ ॥ মত্বা কলিযুগং রৌদ্রং বহুপাপং বরাননে। নান্যেন তরতে দুর্গতাং কর্ম্মণা দুর্গতিং নরঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সোমেশ্বরপূজামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ। সকারপঞ্চকং প্রোক্তং যত্ত্বয়া মম শঙ্কর। কথং তদত্র সংবৃত্তমেতন্মে সংশয়ং মহৎ ॥ ১ ॥ কথং বাত্র সমায়াতা কুতশ্চাপি সরস্বতী। কথং স বাড়বো জাতঃ কস্মিন্ কালে কথং হ্যভূৎ। তৎ সর্ব্বং বিস্তরেণেদং যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি যথা জাতা তাস্মিন্ ক্ষেত্রে সরস্বতী। যতশ্চৈব সমুদ্ভূতা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ৩ ॥

ঘৃত, মধু ও ইক্ষুরস এই সকল দ্বারা পুনরায় স্নান করাইবে। পরে কুঙ্কুম, কর্পূর, উশীর মৃগনাভি, ও সুগন্ধ চন্দন দ্বারা দেবদেবের গাত্র লেপন করিবে। পরে বহুবিধ ধূপ, বস্ত্র, উত্তম নৈবেদ্য ইত্যাদি নিবেদনপুরঃসর আরাত্রিক করিবে। আরাত্রিকের পর যথেচ্ছ নৃত্য, নৃত্যের পর অষ্টাঙ্গপ্রণাম ও গীতবাদ্যাদি করিবে। অনন্তর বিভুর ধর্ম্মশ্রবণযুক্ত প্রেক্ষণক কর্ত্তব্য। এই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দ্বিজাতি তপস্বী, দীনান্ধ-কৃপণ ও কার্পটিকগণকে যথাশক্তি দান করিবে। অভিচারাদি উদ্দেশে পূজা করা হইলে বৃষভ দান করিবে। পূজার দিন উপবাস করিবে। যে দিন সোমেশ্বর দর্শন করা যায়, সেই দিনের যে তিথি, বর্ষ যাবৎ ঐ তিথিতে উপবাস করা বিধেয়। এরূপ করিলে মানবের জন্ম সফল এবং সর্ব্বতীর্থফল-লাভ হয়। সে পিতৃমাতৃকুল উদ্ধার করে। বাল্যে যৌবনে এবং বার্দ্ধক্যে যে যে পাপ করে, তাহা সোমেশ্বরদর্শনে বিনষ্ট হয়। সোমেশ্বরদর্শনে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত দুঃখ-দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্য জন্মে না। ধনধান্যসংযুক্ত প্রসিদ্ধ কুলে জন্ম হয় এবং সোমেশ্বরে ভক্তি হইয়া থাকে। দেব সোমনাথকে অগ্রে ক্ষীর দ্বারা স্নান করাইয়া পরে ধারাজলে স্নান করাইবে। প্রথম মাসে মহাস্নান করাইবে। মধ্যাহ্নকালে তাঁহাকে দর্শন করিলে এবং সন্ধ্যায় তাঁহার আরতি দর্শন করিলে মানবগণকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই ঘোর পাপ-সঙ্কুল কলিকালে সোমনাথ ব্যতীত দুর্গতি হইতে সুগতি লাভ করিবার আর অন্য উপায় কিছুই নাই।১—২০।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০।

একত্রিংশ অধ্যায়।

দেবী বলিলেন,—হে শঙ্কর! আপনি যে সকারপঞ্চকের কথা বলিয়াছেন, সেই সকার-পঞ্চক কিরূপে উৎপন্ন হইল? এবিষয়ে আমার মহান্ সংশয় আছে। কিরূপে কোথা হইতেই বা সরস্বতী এখানে আসিল, আর সেই বাড়বই বা কোন্ সময় কোথায় জন্মগ্রহণ করিল? এই সকল আপনি আমায় বিস্তৃতভাবে বলুন। ঈশ্বর বলি-লেন,—হে দেবি! যেরূপে যে কারণে সেই ক্ষেত্রে

হিরণ্যা বজ্রিণী ন্যঙ্কুঃ কপিলা চ সরস্বতী ॥ ৪ ॥ ঋষিভিঃ পঞ্চভিশ্চাত্র সমাহূতা যথা পুরা । বাড়বেনাগ্নিনা যুক্তা যথা জাতা শৃণুষ তৎ ॥ ৫ ॥ পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে নিবৃত্তে সোমকারণাৎ । পিতামহস্ত বচমাত্তারাং চন্দ্রঃ সমর্পয়ৎ ॥ ৬ ॥ ততো যাতাঃ সুরাঃ স্বর্গং পশ্যন্তোঽধোমুখা মহীম্ । দদৃশুস্তে ততো দেবা ভূম্যাং স্বর্গমিবাপরম্ ॥ ৭ ॥ আশ্রমং মুনিমুখ্যস্য দধীচের্লোকবিশ্রুতম্ । সর্ব্বর্তুকুসুমোপেতং পাদপৈরুপশোভিতম্ । কেতকীকুটজোদ্ভূতবকুলামোদমোদিতম্ ॥ ৮ ॥ এবংবিধং সমাসাদ্য তদাশ্রমপদং শুভম্ । কৌতুকাদ্দ্রষ্টুমারব্ধাঃ সর্ব্বে দেবা মনোরমম্ ॥ ৯ ॥ তে চ তীর্থাশ্রমে তস্মিন্ যানান্যুৎসৃজ্য সংযতাঃ । প্রবৃত্তাস্তমৃষিং দ্রষ্টুং প্রাকৃতাঃ পুরুষা যথা ॥ ১০ ॥ দৃষ্টবন্তঃ সুরাঃ সর্ব্বে পিতামহমিবাপরম্ । ততস্ত ঋষিণা সর্ব্বে পাদ্যার্ঘ্যাদিভিরর্চ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥ যথোক্তমাসনং ভেজুঃ সর্ব্বেঃ দেবাঃ সবাসবাঃ । তেষাং মধ্যে সমুত্থায় শক্রঃ প্রোবাচ তং মুনিম্ ॥ ১২ ॥ আয়ুধানি বিমুচ্যাগ্রে ভবান্ গৃহ্লাত্বিমানি হি । তন্নিশম্য বচঃ প্রাহ দধীচিঃ পাকশাসনম্ ॥ ১৩ ॥ মুক্তাস্ত্রাণি মমাভ্যাসে যূয়ং যাত ত্রিবিষ্টপম্ । তং শক্রঃ প্রাহ চৈতানি কার্য্যকালে হ্যুপস্থিতে ॥ ১৪ ॥ দেয়ানি তে পুনঃ শত্রূনভিজেষ্যামহে রণে । পুনঃপুনস্ততঃ শক্রঃ সন্দিশ্য মুনিসত্তমম্ ॥ ১৫ ॥ অস্মাকমেব দেয়ানি ন চান্যস্য ত্বয়া মুনে । বাঢ়মিত্যুদিতে শক্রমুক্তবান্মুনিসত্তমঃ ॥ ১৬ ॥ দাস্যামি তে সমস্তানি যুদ্ধকালে বিশেষতঃ । নাস্য মিথ্যা ভবেদ্বাক্যমিতি মত্বা শচীপতিঃ । মুক্তাস্ত্রাণি তদভ্যাসে পুনঃ স্বর্গং গতস্তদা ॥ ১৭ ॥ অস্ত্রার্পণং যঃ প্রযতঃ প্রযত্নাচ্ছৃণোতি রাজা ভুবি ভাবিতাত্মা । সোঽভ্যেতি যুদ্ধে বিজয়ং পরং হি সুতাংশ্চ ধর্ম্মার্থযশোভিরামাঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সর্ব্বদেবকৃতস্বস্বশস্ত্রসমর্পণবর্ণনং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী সরস্বতী সমুদ্ভূতা হইয়াছিলেন, যেরূপে পূর্ব্বে ঋষিগণ তাঁহাকে হিরণ্যা, বজ্রিণী, ন্যঙ্কু ও কপিলারূপে আহ্বান করেন এবং যেরূপে তিনি বাড়বাগ্নি-সমন্বিত হন, তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সোমের নিমিত্ত যে দেবাসুর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা নিবৃত্ত হওয়ার পর পিতামহবাক্যে চন্দ্র তারাকে সমর্পণ করেন। অনন্তর সুরগণ স্বর্গাভিমুখে প্রস্থান করিতে করিতে অধোভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দ্বিতীয় স্বর্গের ন্যায় এক স্থান দেখিতে পান। ঐ স্থান মুনিবর দধীচির আশ্রম। আশ্রমটী জগদ্বিখ্যাত, সর্ব্বর্তুকুসুমোপেত, পাদপশোভিত, কেতকী কুটজ ও বকুল পুষ্পের সৌরভে আমোদিত। দেবগণ এবম্বিধ মনোরম স্থান দর্শন করত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তথায় অবতরণ করিলেন এবং ঐ স্থানের শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা ক্রমশঃ ঐ স্থানে যান সকল রক্ষা করিয়া প্রাকৃত জনের ন্যায়, মুনিবরকে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা মুনিবরকে দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় অবলোকন করিলেন। মুনিবর তাঁহাদিগকে পাদ্যার্ঘ্য প্রদান করিলেন। তখন তাঁহারা সকলে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে শক্র উত্থিত হইয়া মুনিবরকে বলিলেন,—আমরা আমাদের অস্ত্রশস্ত্র আপনার নিকট রাখিতেছি, আপনি ইহা গ্রহণ করুন। এই কথা শুনিয়া মুনিবর শক্রকে বলিলেন,—আপনারা আমার নিকট অস্ত্র রক্ষা করিয়া স্বর্গে গমন করুন। শক্র বলিলেন,—কার্য্যকালে পুনরায় আপনি এই সকল অস্ত্র আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবেন, আমরা রণে শত্রুজয় করিব। শক্র পুনরায় বলিলেন,—এই সকল অস্ত্র আমাদিগকেই দিবেন, অন্য আর কাহাকেও দিবেন না। মুনিবর স্বীকৃত হইলেন, শক্র আবার ঐ কথা বলিলেন। মুনিবর পুনরায় বলিলেন,—আমি যুদ্ধকালে আপনাদের সমস্ত অস্ত্রই প্রদান করিব, আমার কথা মিথ্যা হইবে না। তখন শক্র অস্ত্র সকল তাঁহার নিকট রক্ষা করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। যে রাজা প্রযতমানসে যত্নসহকারে অস্ত্রার্পণকথা শ্রবণ করে, সেই রাজা যুদ্ধে বিজয় এবং ধার্ম্মিক যশস্বী পুত্র লাভ করেন। ১—১৮।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততস্তেষু প্রয়াতেষু দেবদেবেষ্বসৌ মুনিঃ। শতবর্ষাণি তত্রস্থস্তপসে প্রস্থিতো দ্বিজঃ॥ ১॥ আশ্রমাদুত্তরাত্তস্মাদ্দিব্যাং দিশমথোত্তরাম্। সুভদ্রাপি মহাভাগা তস্য যা পরিচারিকা॥ ২ অস্ত্রাদানেঽসমর্থা সা ঋষিং প্রোবাচ ভামিনী। নাহং নেতুং সমর্থাস্মি শস্ত্রাণ্যানভ্য পাণিনা॥ ৩॥ জলেন সহ তদ্বীর্য্যং পীতবান স ঋষিস্ততঃ। আত্মসংস্থানি সর্ব্বাণি দিব্যাস্ত্রাণ্যসৌ মুনিঃ। কারয়িত্বোত্তরামাশাং জগাম তপসাং নিধিঃ॥ ৪॥ গঙ্গাধরং শুক্রতন্তুং সর্পৈরাকীর্ণবিগ্রহম্। শিববৎ সুখদং পুংসামপশ্যৎ স হিমাচলম্॥ ৫॥ তথাশ্রমং দদর্শোচ্চৈরশ্বত্থৈঃ পরিপালিতম্। চন্দ্রভাগোপকণ্ঠস্থং সমিৎপুষ্পকুশান্বিতম্॥ ৬॥ স তস্মিন্ মুনিশার্দ্দূলো হ্যবসন্মুনিভিঃ সহ। সুভদ্রয়া চ সংযুক্তশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রিকয়া যথা॥ ৭॥ একদা বসতস্তস্য সুভদ্রা পরিচারিকা। স্নানার্থং যাতুমারব্ধা চতুর্থেঽহ্নি রজস্বলা॥ ৮॥ ব্রজন্ত্যা চ তয়া দৃষ্টং কৌপীনাচ্ছাদনং পুনঃ। পরিত্যক্তং বিদিত্বৈবং দৈবযোগাদ্ গৃহাণ সা॥ ৯॥ পরিধায় পুনঃ সা তু কৌপীনং রেতসা যুতম্। একান্তে স্নাতুমারব্ধা জলাভ্যাসে যথাসুখম্॥ ১০॥ ততো দেবী যথাকামমকস্মাদ্বীক্ষতে হি সা। যোদরস্থং সমুৎপন্নং গর্ভং গুরুভরালসা॥ ১১॥ শোচয়িত্বা-স্বনাত্মানমগর্ভাহমিহাগতা। তৎ কেন মন্দভাগিন্যা মমৈবং দূষণং কৃতম্॥ ১২॥ লজ্জাভিভূতা সা তত্র প্রবিশ্যাশ্বত্থবাটিকাম্। তত্র তং সুষুবে গর্ভমবিজ্ঞায় কুতো হ্যয়ম্॥ ১৩॥ পুনরেব হি সা স্নাত্বা অবিজ্ঞায়াত্মদুষ্কৃতম্। শাপং দাতুং সমারব্ধা গর্ভকর্ত্তরি দুঃসহম্॥ ১৪॥ জ্ঞানাদ্বা যদিবাজ্ঞানাদ্যেনেয়ং দূষণা কৃতা। সোঽদ্যৈব পঞ্চতাং যাতু যদ্যহং স্যাং পতিব্রতা॥ ১৫॥ যদ্যহং মনসা বাপি কাময়ে নাপরং পতিম্। এতেন সত্যবাক্যেন যাতু জারঃ

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

ঈশ্বর বলিলেন,—দেবগণ অস্ত্ররক্ষা করিয়া প্রস্থান করিলে এদিকে মুনিবরও তপস্যার্থ গমনোদ্যত হইলেন। তিনি আশ্রমের উত্তর দিক্ দিয়া গমন করিতে মনস্থ করিলেন। সুভদ্রা নামে তাঁহার এক পরিচারিকা ছিল। তিনি তাহাকে দেবরক্ষিত অস্ত্র সকল সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু সে তাহাতে অসমর্থা হইল; বলিল—আমি এই সকল অস্ত্র বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিব না। তখন মুনিবর জলের সহিত অস্ত্র-তেজ পান করিয়া অস্ত্র সকল আত্মনিষ্ঠ করিলেন এবং উত্তর দিকে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে সুখময় শিবসদৃশ ধবল হিমাচল তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইল। তিনি দেখিলেন,—শিব যেমন গঙ্গাধর—হিমালয়ও তেমনি গঙ্গা ধারণ করিয়া রহিয়াছে; শিব যেমন ভুজঙ্গভূষিতবিগ্রহ, হিমালয়েরও বিরাট্ কলেবরে সেইরূপ ভুজঙ্গ বিচরণ করিতেছে। ক্রমশ তিনি উন্নত অশ্বত্থদ্রুম-পরিপালিত এক আশ্রম দেখিতে পাইলেন। ঐ আশ্রম চন্দ্রভাগার উপকণ্ঠে বিরাজিত এবং সমিৎ কুশকুসুম-পরিশোভিত। তিনি আশ্রমে উপস্থিত হইয়া অন্যান্য মুনিগণের সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। চন্দ্রের চন্দ্রিকার ন্যায় সুভদ্রা তাঁহার নিকটই রহিল। এক দিন সুভদ্রা স্নান করিতে যাইতেছে, সেদিন তার রজঃ-প্রবৃত্তির চতুর্থ দিন যাইতে যাইতে দেখিল,—পথে একটী কৌপীন-পড়িয়া রহিয়াছে, দৈব বশতঃ সে কৌপীনটী গ্রহণ করিয়া পরিধান করিল। কৌপীনটী কিন্তু রেতোযুক্ত ছিল। অনন্তর সে জলে অবতরণপূর্ব্বক একান্তে যথাসুখে স্নান করিতে লাগিল, স্নান করিতে করিতে দেখিল যে, তাহার গর্ভ হইয়াছে, সে গর্ভভরে অলস হইয়া পড়িয়াছে। তখন সে আপনা-আপনি আত্মনিন্দা ও শোক করিয়া —এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল যে, হায়! যখন আমি স্নান করিতে আসিয়াছিলাম, তখন আমার গর্ভ থাকে নাই, কে এই মন্দভাগিনীতে দোষারোপ করিল! এই রূপ লজ্জা-ভয়ে অভিভূতা হইয়া সুভদ্রা তখন আশ্রমস্থ অশ্বত্থবাটিকায় প্রবেশপূর্ব্বক গর্ভ মোচন করিল। কিন্তু সে জানিতে পারিল না যে, কিরূপে গর্ভ হইল। তখন সে এবম্বিধ আত্মদূষণের কারণ জানিতে না পারিয়া পুনরায় স্নান করিল। স্নানান্তে সে গর্ভকর্ত্তাকে শাপ দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে বলিল,—জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞানপূর্ব্বক যে আমার দোষোৎপাদন করিয়াছে—আমি যদি পতিব্রতা হই, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে।১-১৫। যদি আমি মনে মনেও কখন পরপুরুষ কামনা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার এই

স্বয়ং ক্ষয়ম্॥ ১৬॥ এবং শপ্ত্বা তু তং দেবী হৃষ্টাত্মা গর্ভকারিণম্। পুনর্যাতুং সমারব্ধা তদ্দধীচিনিকেতনম্॥ ১৭॥ তত্র চার্কপ্রতীকাশং গর্ভমুৎসৃজ্য সা তদা। প্রাপ্তা তপোবনং রম্যং যত্রাসৌ মুনিপুঙ্গবঃ ১৮॥ অত্রান্তরে সর্ব্বদেবা লোকপালা মহাবলাঃ অস্ত্রাণাং কারণার্থায় মুনেরাশ্রমমাগতাঃ॥ ১৯ উবাচ তং মুনিং শক্রো ন্যাসো যস্তব সুব্রত দত্তোঽস্মাভিস্তু শস্ত্রাণাং তানি ক্ষিপ্রং প্রযচ্ছ নঃ ২০॥ ঋষিরাহ পুরা যত্র স্থাপিতানি মমাশ্রমে তত্রৈব তানি তিষ্ঠন্তি ন চানীতানি বাসব॥ ২১ যত্তু তেষাং বলং বীর্য্যং সংগ্রামে শত্রুসূদন। তন্ময়া পীতমখিলং সহ তোয়েন বাসব॥ ২২॥ এবং স্থিতে ময়াস্ত্রাণি যদি দেয়ানি তেঽনঘ। ততোঽস্থীনি প্রযচ্ছামি তদাকারাণি সুব্রত॥ ২৩॥ এবমুক্তঃ সহস্রাক্ষস্তমাহ মুনিসত্তমম্। নাস্ত্রেষু তদ্বলং রৌদ্রং যত্তু তেষু ব্যবস্থিতম্॥ ২৪॥ যস্মাত্তেষু বিনিক্ষিপ্য সহস্রাংশং স্বতেজসাম্। অস্মাকং দত্তবান্ রুদ্রো রক্ষার্থং জগতাং শিবঃ॥ ২৫॥ তদ্বয়ং তানি সর্ব্বাণি গৃহীত্বা চ ব্যবস্থিতাঃ। লোকস্য রক্ষণার্থায় সংজ্ঞেয়ং তেন লোকপাঃ॥ ২৬॥ অমীষামপি শস্ত্রাণামুত্তমং বজ্রমিষ্যতে। তত্কারণাদ্যতোঽস্মাকং দেবরাজত্বমিষ্যতে॥ ২৭॥ বজ্রাদপ্যুত্তমং চক্রং যত্তদ্বিষ্ণুপরিগ্রহে। দৈত্যদানবসংঘানাং তদায়ত্তো জয়োঽভবৎ॥ তস্মাত্তানি যথাস্মাভিঃ প্রাপ্যন্তে মুনিসত্তম। তথা কুরুষ্ব সঞ্চিন্ত্য কার্য্যং কার্য্যবিদাং বর॥ ২৯॥ এবমুক্তে মুনিঃ প্রাহ তং শক্রং পুরতঃ স্থিতম্। তৎপ্রাপ্ত্যর্থংমুপায়ং তু কথয়ামি তবাপরম্॥ ৩০॥ যান্যেতানি মমাস্থীনি যূয়ং তৈস্তানি সর্ব্বশঃ। নির্ম্মাপয়ধ্বং শস্ত্রাণি তদাকারাণি সর্ব্বশঃ॥ ৩১॥ এতানি তৎসমুত্থানি তেষামপ্যধিকং বলম্। সাধয়িষ্যন্তি ভবতাং সংগ্রামে যন্মমেহিতম্॥ ৩২॥ তমুবাচ ততঃ শক্রো দধীচিং তপসো নিধিম্। প্রাণহারং প্রকর্ত্তুং তে নাহং শক্তো যমিচ্ছসি॥ ৩৩॥ ন চামৃতস্য তেঽস্থীনি গ্রহীতুং শক্তিরস্তি নঃ। তস্মাৎসর্ব্বং সমালোচ্য যৎকর্ত্তব্যং তদুচ্যতাম্॥ ৩৪॥ এবমুক্তো মুনিঃ প্রাহ এতদেব কলেবরম্। ত্যজামি স্বয়মেবাহং দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে॥ ৩৫॥ অব্রুবং সর্ব্বক্তুখানামাশ্রয়ং সুজুগুপ্সিতম্। যদা হ্যেতত্তদা যুক্তঃ পরি-

---

সত্য বাক্য প্রভাবে উপপতি ক্ষয় প্রাপ্ত হউক। সুভদ্রা গর্ভকারীকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া মুনিবরের আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। এখানে কিন্তু অশ্বখবাটিকায় আদিত্যপ্রতীকাশ গর্ভ পড়িয়া থাকিল। ইত্যবসরে দেবগণ অস্ত্র গ্রহণমানসে মুনিবরের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত। শক্র বলিলেন,—মুনিবর! আমরা আপনার নিকট যে অস্ত্রন্যাস করিয়াছি, তাহা অবিলম্বে প্রদান করুন মুনিবর বলিলেন,—পূর্ব্বে তামার আশ্রমে যেথাে অস্ত্র রাখিয়াছিলাম, অস্ত্র সকল সেইখানেই আছে, এখানে আনা হয় নাই। তবে তাহারা সমরে যে বল-বীর্য্য প্রদান করে, সেই বল-বীর্য্য আমি জলের সহিত পান করিয়াছি। যদি নিতান্তই আমাকে এখন অস্ত্র প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে আমি আমার অস্ত্রাকার অস্থি সকল প্রদান করিতেছি। মুনিবর এই কথা বলিলে সহস্রাক্ষ বলিলেন,—যাদৃশ প্রচণ্ড বল তাহাতে নিহিত আছে, তাদৃশ বল আর কোন অস্ত্র অস্ত্রে নাই। ভগবান্ রুদ্র স্বীয় তেজের সহস্রাংশ ন্যস্ত করিয়া ঐ সকল অস্ত্র আমাদিগকে জগৎরক্ষার্থে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সকল অস্ত্র লইয়া আমরা লোকরক্ষার্থে নিযুক্ত ছিলাম; এজন্য আমাদিগকে লোকপাল বলে। আর ঐ সকল অস্ত্রের মধ্যে বজ্র শ্রেষ্ঠ; তাহার প্রভাবেই আমাদের দেবরাজ্য। বজ্র হইতে উত্তম অস্ত্রের মধ্যে একমাত্র চক্র আছে; কিন্তু তাহা ভগবান্ বিষ্ণু গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের ঐ সকল অস্ত্রের উপর দৈত্য-দানবগণের জয় নির্ভর করিতেছে। হে কর্ম্মবিদাংবর মুনিবর! যাহাতে আমরা ঐ সকল অস্ত্র প্রাপ্ত হই, আপনি বিবেচনা পূর্ব্বক তাহা করুন। অতঃপর মুনি শক্রকে বলিলেন,—আমি তোমাদের অস্ত্রপ্রাপ্তির এক উপায় বলিয়া দিতেছি। এই যে আমার অস্থি সকল রহিয়াছে, এই অস্থি সকল দ্বারা তদাকার অস্ত্র তোমরা নির্ম্মাণ করিয়া লও। এই অস্থিনির্ম্মিত অস্ত্র সকল পূর্ব্বেকার অস্ত্র হইতে সমরে আপনাদের অধিক বলসাধন করিবে। অনন্তর শক্র বলিলেন,—প্রাণহরণ ব্যতিরেকে অস্থিপ্রাপ্তি অসম্ভব; আর আমরাই বা আপনার প্রাণ হরণ করিব কিরূপে? এই সকল বিবেচনা করিয়া আপনার যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়, তাহা করুন। শক্র এই কথা বলিলে, মুনিবর বলিলেন,—আমি দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত স্বয়ংই কলেবর পরিত্যাগ করিতেছি। ১৬—৩৫। এই দেহ যখন

ত্যাগোঽস্ত সাম্প্রতম্ ॥ ৩৬ ॥ অস্য ত্যাগেন মে দুঃখং সংসারোত্থং ন জায়তে। যস্মাজ্জন্মান্তরে জাতো মৃতোঽপি হি ভবেৎপুনঃ ॥ ৩৭ ॥ ভার্য্যা ভগিনী দুহিতা স্বকর্ম্মফলযোজনাৎ। জাতা তেনৈব সংসারে রতিকার্য্যে জুগুপ্সিতা ॥ ৩৮ ॥ যস্মাচ্চ স্বয়মেবৈতদ্বপুস্ত্যজতি বৈ ধ্রুবম্। তস্মাদস্য পরিত্যাগো বরঃ কার্য্যোঽচিরাৎস্বয়ম্ ॥ ৩৯ ॥ এবং পুরন্দরস্যাগ্রে সঙ্কীর্ত্ত্য স মহামুনিঃ। দধীচিঃ প্রাণসংহারং কৃতবান সত্বরং তদা ॥ ৪০ ॥ গতাসুং তং বিদিত্বৈবং বিবুধাস্তৎকলেবরম্। মাংসশোণিতনির্ম্মুক্তং কথং কার্য্যং ব্যচিন্তয়ন্ ॥ ৪১ ॥ ততস্তদস্থিশুদ্ধ্যর্থমুবাচেদং সুরেশ্বরঃ। গৌরীণাং কর্কশা জিহ্বা তা এতত্তৎখিদন্ত্বিতি ॥ ৪২ ॥ ততস্তৈর্ব্বিবুধৈর্নন্দা যদা লোকেষু সংস্থিতা। ধ্যাতা তদোপযাতা সা সখিভিঃ পরিবারিতা ॥ ৪৩ ॥ নন্দা সুভদ্রা সুরভিঃ সুশীলা সুমনাস্তথা। ইতি গোমাতরঃ পঞ্চ গোলোকাচ্চ সমাগতাঃ ॥ ৪৪ ॥ উচুস্তান্ বিবুধান্ সর্ব্বানস্মাভির্যৎপ্রয়োজনম্। কর্ত্তব্যং তৎকরিষ্যামঃ কথ্যতাং সুবিচারিতম্ ॥ ৪৫ ॥ দেবা ঊচুঃ। যদেতদৃষিণা ত্যক্তং স্বয়মেব কলেবরম্। এতস্মাংসাদিনির্ম্মুক্তং ক্রিয়তামস্থিপঞ্জরম্ ॥ ৪৬ ॥ তৎকৃত্বা গর্হিতং কর্ম্ম দেবাদেশাৎ সুদারুণম্। পুনঃ পিতামহং দ্রষ্টুং গতাস্তাঃ সুরসত্তমাঃ ॥ ৪৭ ॥ ততস্ত দারুণং কর্ম্ম যচ্চ তাভিরনুষ্ঠিতম্। পিতামহস্য তৎসর্ব্বং সমাচখ্যুর্যথাতথম্ ॥ ৪৮ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বিবুধান্ সর্ব্বান্ সমাহূয় পিতামহঃ। সর্ব্বগাত্রেষস্পৃশত সুরভীঃ শুদ্ধিকাময়া ॥ ৪৯ ॥ তাস্ত তৈর্ব্বিবুধৈঃ স্পৃষ্টাঃ সুপূতাঃ সমবস্থিতাঃ। মুখমেকং পরং তাসাং ন স্পৃষ্টমশুচি স্মৃতম্ ॥ ৫০ ॥ অপবিত্রং ভবেত্তাসাং মুখমেকং জুগুপ্সিতম্। শেষং শরীরং সর্ব্বাসাং বিশিষ্টন্ত সুরৈঃ কৃতম্ ॥ ৫১ ॥ সরস্বত্যা তু তাঃ প্রোক্তা ভবন্ত্যো ব্রহ্মঘাতিকাঃ। অন্যথা কারণাৎ কস্মান্ন স্পৃষ্টমমরৈর্মুখম্ ॥ ৫২ ॥ ততস্তাভিস্ত সা প্রোক্তা দেবী তত্র সরস্বতী। নৈতত্তে বচনং যুক্তং বক্তুমেবংবিধং মুখম্ ॥ ৫৩ ॥ অস্মাকমেব হৃদয়মনেন বচসা ত্বয়া। নির্দ্দগ্ধং যেন তস্মাত্ত্বমচিরাদ্দাহমাপ্স্যসি ॥ ৫৪ ॥ শাপং দত্ত্বা ততস্তস্যাঃ সরস্বত্যাস্ত তাস্তদা।

অনিত্য দুঃখাকর এবং জুগুপ্সিত, তখন ইহা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। দেহত্যাগ করিলে সংসারের জন্য আমার কিঞ্চিন্মাত্রও দুঃখ হইবে না। যেহেতু মৃত ব্যক্তিও আবার জন্মান্তরে জাত হইয়া সংসারী হইয়া থাকে। রতিকার্য্যে জুগুপ্সিতা ভার্য্যা এবং ভগিনী, দুহিতা প্রভৃতির কথা যদি বল,—তাহারাও ত' স্বকর্ম্মফলযোগনিবন্ধন পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করিবে। শরীর স্বয়ংই যখন পরিত্যক্ত হইবে, তখন উহা পরিত্যাগ করাই ভাল। মহামুনি দধীচি পুরন্দরের অগ্রে এই সকল কথা বলিতে বলিতে সত্বর প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে গতাসু দেখিয়া তাঁহার দেহ কিরূপে মাংস-শোণিতনির্ম্মুক্ত হইবে, তদ্বিষয়ক চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল চিন্তার পরে শক্র বলিলেন,—গৌরীগণের জিহ্বা কর্কশ, তাহারা এই শবকে জিহ্বা দ্বারা লেহন করিলে এই শবদেহের অস্থি-নিচয় নির্ম্মাংস হইবে। এই নিশ্চয় করিয়া দেবগণ গৌরীগণকে চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিবামাত্র তাহারা সখি-পরিবৃত হইয়া গোলোক হইতে আগমন করিল। ইহারা পঞ্চসংখ্যক; যথা, নন্দা, সুভদ্রা, সুরভি, সুশীলা, ও সুমনা। ইহাদিগকে গোমাতা বলে। ইহারা আসিয়াই বলিল,—আমাদিগকে লইয়া কি প্রয়োজন? কি করিতে হইবে আদেশ কর। দেবগণ বলিলেন,—এই যে ঋষি প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহাঁর অস্থি-পঞ্জর সকল তোমরা মাংসশূন্য করিয়া দাও। তাঁহারা দেবাদেশে এই গর্হিত কর্ম্ম করিয়া পুনরায় পিতামহকে দর্শন করিবার জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া তাঁহারা যে দারুণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্ম-সমীপে নিবেদন করিলেন। বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ব্রহ্মা দেবগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—আপনারা শুদ্ধিহেতু সুরভিগণকে স্পর্শ করুন। দেবগণ সুরভিগণকে স্পর্শ করিলে তাহারা পবিত্র হইল। সুরভির মুখ কিন্তু তাঁহারা কেহই স্পর্শ করিলেন না। সুরভিসকলের মুখই অপবিত্র; তদ্ব্যতীত আর সমুদয় অঙ্গই পবিত্র। এহেন সময়ে সরস্বতী সুরভিদিগকে বলিলেন,—আপনারা ব্রহ্মঘাতিকা; অন্যথা কিজন্য সুরগণ আপনাদের মুখ স্পর্শ করিলেন না? অনন্তর সুরভি সকল দেবী সরস্বতীকে বলিলেন,—আমাদের মুখের নিন্দা করা আপনার উচিত হয় নাই; আপনার এই বাক্যে আমাদের হৃদয় দগ্ধ হইল। সুতরাং আপনি অচিরাৎ পরিতপ্ত হইবেন। সুরভি সকল দেবী সরস্বতীকে এইরূপ

গোলোকং গতবত্যস্ত সুরভ্যঃ সুরপূজিতাঃ ॥ ৫৫ ॥ আহূয় বিশ্বকর্ম্মাণং তৎক্ষণাৎ সুরসত্তমাঃ। অস্মাকং কুরু শস্ত্রাণি তমাহুর্যুদ্ধকারণাৎ ॥ ৫৬ ॥ এতদ্বচনমাকর্ণ্য তানি পূর্বৈর্নবৈর্দৃঢ়ৈঃ। অস্ত্রাণি কারয়ামাস দধীচেরস্থিসঞ্চয়ৈঃ ॥ ৫৭ ॥ প্রমাণাকারযুক্তানি দেবানাং তানি সংযুগে। অজেয়ানি যথা চাসংস্তথা চাসৌ বিনির্ম্মমে ॥ ৫৮ ॥ বজ্রমিন্দ্রস্য শক্তিঞ্চ বহ্নের্দণ্ডং যমস্য চ। খড়্গং তু নিঋতেঃ পাশং সম্যক্ চক্রে প্রচেতসঃ ॥ ৫৯ ॥ বায়োর্ধ্বজং কুবেরস্য গদাং গুর্ব্বীঞ্চ নির্ম্মমে। বিশ্বকর্ম্মা তথা শূলমীশানস্য চ নির্ম্মমে ॥ ৬০ ॥ গৃহীত্বৈতানি বৈ দেবাঃ শস্ত্রাণ্যস্ত্রবলং তদা। বিজেতুং চ ততো দৈত্যান্ দানবাংশ্চ গতাস্তদা ॥ ৬১ ॥ অত্রান্তরে সুভদ্রাপি দধীচেরৌর্দ্ধদৈহিকম্। কৃত্বা মুনিভিঃ সার্দ্ধমব্রৈঃ সা গতা সুতম্ ॥ ৬২ ॥ অশ্বত্থবাটিকায়াং চ তমপশ্যন্মনোরমম্। দৃষ্ট্বা রোদিতি জীবন্তং মুক্তা বাষ্পমথাচিরম্ ॥ ৬৩ ॥ অম্বেত্যাভাষ্য তেনোক্তা মা রোদীস্ত্বং যশস্বিনি। সর্ব্বং পুরাকৃতস্যৈতৎফলং তব মমাপি হি ॥ ৬৪ ॥ যদ্যথা যত্র যেনেহ কর্ম্ম জন্মান্তরার্জ্জিতম্। তদবশ্যং হি ভোক্তব্যং ত্যজ শোকমতোঽখিলম্ ॥ ৬৫ ॥ মৎপরিত্যাগলজ্জা চ ন তে কার্য্যেহ সুন্দরি। ফলং পুরাকৃতস্যৈতদ্ভোক্তব্যং ত্বয়াপি হি ॥ ৬৬ ॥ মাতর্ম্মমোপরি কুরু পুত্রস্নেহং যশস্বিনি। বালস্য হি পরিত্যাগান্মাতা দোষেণ লিপ্যতে ॥ ৬৭ ॥ বালেনাভিহিতা সা তু ধ্যাত্বা দেবং জনার্দ্দনম্। কৃতাঞ্জলিরুবাচেদং কথ্যতাং মে সুনিশ্চিতম্ ॥ ৬৮ ॥ ন বিজানাম্যহং তথ্যং কস্যায়ং বীর্য্যসম্ভবঃ। তস্মাৎ কথয় দেবেশ মম তে নিশ্চিতং বচঃ ॥ ৬৯ ॥ আহোক্তে মাতরং কৃষ্ণঃ সুভদ্রাং বৈ জনার্দ্দনঃ। দধীচেস্তনয়শ্চায়ং ভর্ত্তুস্তে ক্ষেত্রসম্ভবঃ ॥ ৭০ ॥ তস্যোৎপত্তিং বিদিত্বৈবং সুভদ্রা হৃষ্টমানসা। বালমঙ্কে সমারোপ্য অরোদীদার্ত্তয়া গিরা ॥ ৭১ ॥ আহ বালক উৎপন্নঃ শোকস্য বদ কারণম্। অথোক্তঃ স্তন্যরহিতং কথং তে জীবিতং ধৃতম্ ॥ ৭২ ॥ যস্মাচ্চতুর্ব্বিধা সৃষ্টির্জীবানাং ব্রহ্মণা কৃতা। জরায়ুজাণ্ডজোদ্ভিজ্জস্বেদজাশ্চ তথা স্মৃতাঃ ॥ ৭৩ ॥ নরস্ত্রীনপুংসকাখ্যাশ্চ জাতিভেদা জরায়ুজাঃ। চতুষ্পদাশ্চ পশবো গ্রাম্যাশ্চারণ্যজাস্তথা ॥ ৭৪ ॥

শাপ প্রদান করিয়া গোলোকে গমন করিলেন। এদিকে দেবগণ বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া দধীচির অস্থিতে অস্ত্র নির্ম্মাণ করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাদের বাক্যানুযায়ী দধীচির দৃঢ়-পুষ্ট অস্থিনিচয়ে অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। অস্ত্র সকলের প্রমাণ আকার ঠিক রাখিয়া যাহাতে যুদ্ধে অজেয় হয়, এরূপ অস্ত্র নির্ম্মিত হইল। ইন্দ্রের বজ্র, বহ্নির শক্তি, যমের দণ্ড, নিঋতির খড়্গ, প্রচেতার পাশ, বায়ুর ধ্বজ, কুবেরের গুর্ব্বী গদা, এবং মহাদেবের ত্রিশূল নির্ম্মিত হইল। দেবগণ এই সকল অস্ত্র গ্রহণ করিয়া দৈত্যদানবগণকে জয় করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। এদিকে সুভদ্রা তত্রত্য মুনিগণের সহিত গতাসু মুনি দধীচির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া সদ্যঃ প্রসূত সুতকে অশ্বত্থবাটিকায় অন্বেষণ করিতে গেল। সেখানে গিয়া মনোরম সদ্যঃসূত সুতকে অবলোকন করিল। তাঁহাকে জীবন্ত দেখিবামাত্র অজস্র অশ্রু মোচন করিতে করিতে ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন সেই শিশু 'অম্বা' বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল,—অয়ি যশস্বিনি! ক্রন্দন করিবেন না, এ সমস্তই আপনার এবং আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল মাত্র। জন্মান্তরীণ কর্ম্ম—যাহা যেখানে যেজন্য যেরূপে অনুষ্ঠিত হয়, এই সংসারে তাহার নিখিল ফল অবশ্যই ভোগ করিতেই হইবে। হে মাতঃ! আপনি আমায় পরিত্যাগ লজ্জা পরিত্যাগ করুন। আমি তাহা পুরাকৃত কর্ম্মেরই ফলভোগ করিয়াছি, জানিবেন। অয়ি মাতঃ! আপনি আমার প্রতি পুত্রস্নেহ প্রকাশ করুন। দেখুন, শিশুকে পরিত্যাগ করিলে মাতা দোষে লিপ্ত হইয়া থাকেন।৩৬—৬৭। বালকের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুভদ্রা তখন দেব জনার্দ্দনকে ধ্যান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল,—হে দেবেশ! আপনি আমায় নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দেন, আমি জানি না যে, এ কাহার ঔরস পুত্র? তখন জনার্দ্দন সুভদ্রাকে বলিলেন,—এ তোমার ভর্ত্তার ক্ষেত্রসম্ভূত দধীচির পুত্র। এই কথা শুনিয়া সুভদ্রা হৃষ্ট হইল। তখন সে বালককে ক্রোড়ে লইয়া করুণ কণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিল। বালক ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সুভদ্রা বলিল,—তাত! স্তন্যবিরহে কিরূপে তুমি জীবন ধারণ করিলে? দেখ পুত্র! ভগবান্ ব্রহ্মা চারি প্রকার জীব সৃষ্টি করিয়াছেন; যথা জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ। তন্মধ্যে জরায়ুজাত জীবের তিনপ্রকার জাতিভেদ আছে; যথা, নর, স্ত্রী ও নপুংসক। চতুষ্পদ পশু সকল দুই প্রকার—

অণ্ডজাঃ পক্ষিণঃ সর্ব্বে মীনাঃ কূর্ম্মসরীসৃপাঃ। স্বেদজা মৎকুণা যূকা দংশাশ্চ মশকাস্তথা ॥ ৭৫ ॥ স্থাবরাঃ প্রোক্তাস্তৃণগুল্মলতাদয়ঃ। অন্যে-'প্যেবং যথাযোগমন্তর্ভূতাঃ সহস্রশঃ ॥ ৭৬ ॥ অণ্ডজাঃ পক্ষপাতেন জীবন্তি শিশবো ভুবি। উষ্মণা স্বেদজাঃ সর্ব্বে উদ্ভিজ্জঃ সলিলেন হি ॥ ৭৭ ॥ সমুদায়েন ভূতানাং পঞ্চানামুদ্ভিজ্জং ভুবি। জরায়ুজাশ্চ স্তন্যেন বিনা জীবিতুমক্ষমাঃ ॥ ৭৮ ॥ বিনা তেন কথং পুত্র ত্বয়া প্রাণা বিধারিতাঃ। তাং তথা জননীং প্রাহ স চ বাষ্পাবিলেক্ষণাম্ ॥ ৭৯ ॥ অশ্বত্থফলনির্য্যাসপানাৎ প্রাণা ময়া ধৃতাঃ। গৌণং তদা তয়া তস্য পিপ্পলাদেতি কল্পিতম্ ॥ ৮০ ॥ নাম তেন জগত্যস্মিন্নিত্যং খ্যাতং মহাত্মনঃ। তত্রস্থৈর্মুনিভিস্তস্য কৃতাঃ সর্ব্বৈর্যথাক্রমম্ ॥ ৮১ ॥ সংস্কারাঃ পিপ্পলাদস্য বেদোক্তা বেদপারগৈঃ। ষড়ঙ্গোপাঙ্গসংযুক্তা বেদাস্তেন সমুদ্ধৃতাঃ। তদাশ্রমনিবাসিভ্যো মুনিভ্যশ্চ সুপুষ্কলাঃ ॥ ৮২ ॥ পুনস্তত্র স্থিতশ্চাসৌ দৃষ্ট্বা মুনিকুমারকান্। স্বপিত্রঙ্কগতান্ প্রাহ জননীং তাং শুচিস্মিতাম্ ॥ ৮৩ ॥ পিতা মে কুত্র ভদ্রং তে সুভদ্রে কথয় স্ফুটম্। তদঙ্কান্তঃস্থিতো যেন বালক্রীড়াং করোম্যহম্ ॥ ৮৪ ॥

এবং সা জননী তেন যদা পৃষ্টা তপস্বিনী। তদা রোদিতুমারব্ধা নোত্তরং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥ ৮৫ ॥ রুদন্তীং তাং সমালোক্য ক্রুদ্ধোঽসৌ মুনিদারকঃ। কিমসৌ কুৎসিতঃ কশ্চিদ্যেন নাখ্যাসি তং মম ॥ ৮৬ ॥ ইত্যুক্তে সুতমাহৈবং বিবুধৈস্তে পিতা হতঃ। কোপং ত্যজস্ব ভদ্রং তে দধীচিঃ কথিতো ময়া ॥ ৮৭ ॥ কোপবহ্নিপ্রদীপ্তাত্মা প্রাহ তাং জননীং পুনঃ। কিমপকৃতং সুরাণাং মৎপিত্রা কথয়স্ব তৎ ॥ ৮৮ ॥ সুভদ্রোবাচ। শস্ত্রাণাং কারণান্মূঢ়ৈর্হতোঽসৌ মুনিপুঙ্গবঃ। প্রযচ্ছন্নপি চাস্ত্রানি তদাকারাণি সুব্রত ॥ শ্রুত্বৈতদ্বচনং সোঽপি মুনিরুগ্রতপাস্তদা। পিতা মে যো হতো দেবৈস্তেষাং কৃত্যাং মহাবলাম্ ॥ ৯০ ॥ উত্থাপ্য পাতয়িষ্যামি মূর্দ্ধ্নি প্রাণাপহারিকাম্। পিতামহমহং মুক্ত্বা নৈব হন্তো ভবেদ্ যদি ॥ ৯১ ॥ অন্যান্ প্রমথয়িষ্যামি কৃত্যাশস্ত্রেণ সঙ্গতান্। শরণং যদি যাস্যন্তি গীর্ব্বাণা মত্তয়াতুরাঃ। তথাপি পাতয়িষ্যামি তেনৈব সহ সঙ্গতান্ ॥ ৯২ ॥ মত্ত্বৈবং

গ্রাম্য ও আরণ্য। পক্ষী, মীন, কূর্ম্ম ও সরীসৃপ ইহারা অণ্ডজ। মৎকুণ, যুকা, দংশ ও মশক ইহাদিগকে স্বেদজ বলে। তৃণ-গুল্ম-লতাদি উদ্ভিজ্জ। ইহারা স্থাবর। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সহস্র সহস্র জীব আছে, তাহারাও এই ভেদ চতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত। অণ্ডজসমূহ পক্ষবাত দ্বারা, স্বেদজসমূহ উষ্মা দ্বারা এবং উদ্ভিজ্জ সকল সলিল ও পঞ্চভূতের সমবায় দ্বারা জীবন ধারণ করে। কিন্তু তাত! জরায়ুজাত জীবগণ স্তন্য বিনা জীবিত থাকিতে পারে না। তুমি সেই স্তন্য ব্যতিরেকে কিরূপে জীবন ধারণ করিলে? বালক বলিল,—অয়ি মাতঃ! আমি স্তন্য বিনা অশ্বত্থবৃক্ষের নির্য্যাস পান করিয়াছিলাম। তাহাতেই আমি জীবিত আছি। বালকের এই কথা শুনিয়া তখন তাহার মাতা সুভদ্রা তাহার নাম রাখিল—'পিপ্পলাদ'। এই নামই তাহার জগতে প্রসিদ্ধ। তত্রত্য বেদপারগ ঋষিগণ বালক পিপ্পলাদের যথাবিধি সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বালক আশ্রমবাসী মুনিগণের নিকট সাঙ্গোপাঙ্গ পুষ্কল বেদ অধ্যয়ন করিল। একদিন ঐ বালক পিপ্পলাদ আশ্রমবাসী বালকগণকে পিতৃ-ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া মাতাকে বলিল—মাতঃ! আমার পিতা কোথায়? শীঘ্র করিয়া বল, আমি তাঁহার ক্রোড়ে থাকিয়া ক্রীড়া করিব। জননী বালকের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিলেন; কোন উত্তর দিলেন না। তখন বালক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—তিনি কি কোন কুৎসিত ব্যক্তি, সেই জন্য বলিতেছ না? ৮৫—৮৬। বালক এই কথা বলিলে তখন জননী বলিল—তোমার পিতাকে দেবতাগণ বিনষ্ট করিয়াছেন। বৎস! কোপ পরিত্যাগ কর; তোমার পিতার নাম দধীচি। জননীর এই কথা শুনিয়া বালক কোপবহ্নি-প্রদীপ্ত হইয়া বলিল,—আমার পিতা সুরগণের কি অপকার করিয়াছিলেন, তাহা তুমি বল। সুভদ্রা বলিল,—দেবগণের ন্যাসীকৃত অস্ত্র সকলের পরিবর্ত্তে তিনি তদনুরূপ অস্ত্র প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেও দুষ্টগণ তাঁহাকে নিহত করিয়াছে। মাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বালক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—যে দেবগণ আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে, আমি সেই দেবতাগণের উদ্দেশে ভীষণ প্রাণাপহারিণী কৃত্যা উত্থাপিত করিয়া তাহাদের মস্তকে পাতিত করিব। বধ্য না হইলেও আমি পিতামহ ব্যতিরেকে অন্য সকল দেবতাকেই কৃত্যা শস্ত্রে প্রমথিত করিব। তাহারা আমার ভয়ে আকুল হইয়া যদি আমার শরণ লয়, তথাপি আমি

তমৃষিং ক্রুদ্ধং সর্ব্বে তে সুরসত্তমাঃ। ব্রহ্মাণং শরণং প্রাপ্তা ভয়েন মহতার্দ্দিতাঃ ॥ ৯৩ ॥ তাংস্তস্য শরণং প্রাপ্তান্ জ্ঞাত্বা দেবঃ কৃপান্বিতঃ। তত্রৈব গত্ব ত্বরিতং প্রাহ দেবান্ জনার্দ্দনঃ ॥ ৯৪ ॥ ভবতাং রক্ষণোপায়শ্চিন্তিতোঽত্র ময়াধুনা। তেন তাং মোহয়িষ্যামি কৃত্যাং হন্তুমুপস্থিতাম্ ॥ ৯৫ ॥ অত্রান্তরে পিপ্পলাদঃ পিতুর্বৈরমনুস্মরন্। হন্তুং সুরান্ ব্যবসিতঃ প্রবিবেশ হিমাচলম্ ॥ ৯৬ ॥ শ্রুত্বা তদপ্রিয়ং বাক্যং মাতুর্বক্ত্রাদ্বিনির্গতম্। পিপ্পলাদঃ পুনর্যাতস্তস্মাৎ স্থানাদ্ধিমাচলম্ ॥ ৯৭ ॥ স্বর্গসোপানবৎ পুংসাং স্থলীভূতমিবাম্বরম্। শেষস্যাভোগসঙ্কাশং প্রাপ্তোঽসৌ তুহিনাচলম্ ॥ ৯৮ ॥ প্রতিজ্ঞাং কুরুতে যত্র স্থিতঃ স্থাণুরিবাচলঃ। হন্তারো যে মম পিতুস্তান্ হনিষ্যামি চারণাৎ ॥ ৯৯ ॥ কৃত্যাশস্ত্রেণ সকলানমরস্ত্বেন গর্ব্বিতান্। তস্মিন্ স্থিতঃ প্রকুপিতঃ শিবায়তনসংসদি ॥ ১০০ ॥ অত্রস্থঃ সাধয়িষ্যামি তাং কৃত্যাং চিন্তয়ন্ হৃদি। কৃত্যাং বা সাধয়িষ্যামি যাস্যে বা যমসাদনম্ ॥ ১০১ ॥ নির্দ্বন্দ্বো নির্ভয়ো ভূত্বা নিরাহারো হ্যহর্নিশম্। সব্যেন পাণিনা সব্যং নির্ম্মথ্যোরুমহং পুনঃ ॥ ১০২ ॥ তস্মাদুৎপাদয়িষ্যামি মহাকৃত্যামিতি স্থিতঃ। সংবৎসরে তস্য গতে উরুগাত্রাদ্বিনিঃসৃতা ॥ ১০৩ ॥ বড়বা শুক্রভারার্ত্তা বাড়বেনান্বিতা তদা। উরোর্নির্গত্য সা তস্মাৎ সুষুবে সুমহাবলম্ ॥ ১০৪ ॥ বড়বা স্বোদরাদ্গর্ভং জ্বালামালাসমাকুলম্। বিমুচ্য তমৃষেস্তস্য পুরো গর্ভং সমুজ্জ্বলম্ ॥ ১০৫ ॥ পুনর্গতা ক্বাপি তদা ন জ্ঞাতা মুনিনা হি সা। বড়বানলো নরস্তস্যাঃ স গর্ভো নিঃসৃতস্তদা ॥ ১০৬ ॥ কল্পান্ত ইব ভূতানাং কালাগ্নিরিব বর্চ্চসা। বিদ্যুৎপুঞ্জপ্রতীকাশং তং দৃষ্ট্বা পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ১০৭ ॥ স চাপি বিস্মিতোঽত্যন্তং কিমেতদিতি চিন্তয়ন্। ততস্তেন পুরঃস্থেন বাড়বেন চ বহ্নিনা ॥ ১০৮ ॥ ঋষিঃ প্রোক্তঃ পিপ্পলাদঃ সাধিতোঽহং ত্বয়া বলাৎ। ইদানীং তে ময়া কার্য্যং কর্ত্তব্যং যৎ সমাহিতম্ ॥ ১০ ॥ করিষ্যামীহ তৎসর্ব্বমসাধ্যমপি সাধ্যতাম্। যেনোরুং নির্ম্মথ্য জনিতো যেন সংবৎসরাদহম্। তাতোরুণা বিহীনোঽপি করিষ্যে ত্বৎসমীহিতম্ ॥ ১১০ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য মুনিঃ কোপসমন্বিতঃ।

তাহাদিগকে বিনাশ করিতে ক্ষান্ত হইব না। বালক পিপ্পলাদকে এতাদৃশ ক্রুদ্ধ জানিয়া দেবগণ ব্রহ্মার শরণ লইলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণকে শরণাগত দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিলেন। ঐ সময় জনার্দ্দন গিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—আমি আপনাদের রক্ষার উপায় স্থির করিয়াছি। সেই উপায় দ্বারা সংহার-সাধিনী কৃত্যাকে আমি বিমোহিত করিব। দেবদেব বলিলেন,—পিপ্পলাদ মাতৃমুখে উক্ত প্রকার পিতৃনিধন-বার্ত্তা অবগত হইয়া পিতৃবৈর স্মরণ করত সুরগণকে নিহত করিবার জন্য তপস্যার্থ হিমাচলে প্রবেশ করিল। হিমাচল জনগণের স্বর্গ সোপানসদৃশ; স্থলীভূত অম্বরের ন্যায় এবং শেষফণা-প্রতীকাশ। ক্রুদ্ধ পিপ্পলাদ অচলবরে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য শিবায়তনে অচল অটল ভাবে এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, যাহারা আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে, আমি অভিচার দ্বারা কৃত্যা-শস্ত্র উৎপাদন করত সেই পিতৃবৈরী অমরগণের নিধন সাধন করিব। তিনি আরও চিন্তা করিলেন যে, এই স্থানে থাকিয়াই আমাকে কৃত্যা-সাধন করিতে হইবে। আমি হয়—কৃত্যা সিদ্ধ করিব, নতুবা যমসদনে যাইব। এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বালক একাকী নির্ভীকচিত্তে নিরাহারে দিবারাত্র সব্য পাণি দ্বারা সব্য উরু মন্থন করিতে লাগিল। সংবৎসর যাবৎ এইরূপ করিলে আমি তখন তাহার উরুস্থিত হইয়া মহাকৃত্যা উৎপাদন করিলাম। তখন তাহার উরু হইতে শুক্রভারাক্রান্তা বাড়বসমন্বিতা বড়বা নিষ্ক্রান্ত হইল। নির্গত হইয়াই সে জ্বালামালাসমাকুল মহাবল এক গর্ভ প্রসব করিল। প্রসবান্তে সে কোথায় চলিয়া গেল, পিপ্পলাদ তাহা জানিতে পারিল না। বড়বা নররূপী বাড়বানল প্রসব করিয়াছিল। ঐ বড়বানল মানবগণের কল্পান্তস্বরূপ, তেজে কালাগ্নিতুল্য এবং বিদ্যুৎপুঞ্জপ্রতীকাশ। পিপ্পলাদও তাহাকে দর্শন করিয়া বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়াছিলেন। ঐ সময় নররূপী বাড়বাগ্নি পিপ্পলাদকে বলিল,—হে ঋষে! আপনি আমায় সাধন করিয়াছেন, ইদানীং আপনার ঈপ্সিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আমার কর্ত্তব্য। আমি আপনার অসাধ্য কর্ম্মও সাধন করিব। যেহেতু সংবৎসর কাল যাবৎ স্বীয় উরু মন্থন করিয়া আপনি আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন। আমি উরুবিহীন হইলেও আপনার সমীহিত পূরণ করিব।৮৭-১০০। তাহার এবম্বিধ উৎসাহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া

প্রোবাচ বিবুধান্ সর্ব্বান্ মদন্তান্ ভক্ষয় স্বয়ম্॥ ১১১॥ পিতুর্ব্বধাৎ ক্রোধক্রতাবধানং মত্বা সুরা রৌদ্রমতীব ঘোরম্। সমেত্য সর্ব্বে পুরুষং পুরাণং সমাশ্রিতাস্তে সহসা সভর্য্যাঃ॥ ১১২॥ স তান্ সমাশ্বাস্য সুরান্ বরিষ্ঠং কোপানলং তত্র যযৌ প্রহৃষ্টঃ। দৃষ্ট্বা চ তং বৈ রবিপুঞ্জকাশমুবাচ বিষ্ণুর্ব্বচনং বসিষ্ঠম্॥ ১১৩॥ অহং সুরেশান তবৈব পার্শ্বং বিসর্জ্জিতো জাতভয়ৈশ্চ দেবৈঃ। মত্তঃ শৃণু ত্বং বচনং হি পথ্যং যচ্চামরণাং ভবতোহপি পথ্যম্॥ ১১৪॥ জ্ঞাতং বলং তে বিবুধৈরচিন্ত্যং বিনাশনকাঙ্ক্ষব তাং স্তবশ্রুম্। এবং স্থিতে কুরু বাক্যং সুরাণামেকৈকমদ্ধি প্রতিবাসরং ত্বম্॥ ১১৫॥ মুখ্যানাং কোটয়স্ত্রিংশৎ সুরাণাং বলশালিনাম্। কথং তু ভক্ষণং তেষাং যুগপত্বং করিষ্যসি॥ ১১৬॥ তস্মাদেকৈকশস্তেষাং কর্ত্তব্যং ভক্ষণং ত্বয়া। নৈকেন ভবতা শক্যা বিধাতুং ভক্ষণক্রিয়া॥ ১১৭॥ তথা চ পাণ্ডুরোগিত্বং হুতভুক্প্রাপ্তবান্ পুরা। অতিভক্ষণং ন যুক্তং তস্মাৎ কুরু মতিং মম॥ ১১৮॥ তথা চ যুগপত্তেষু ভক্ষিতেষু পুনস্ত্বয়া। প্রত্যহং ভক্ষণোপায়শ্চিন্তিতব্যো বুভুক্ষয়া॥ ১১৯॥ সফলৈব প্রতিজ্ঞা তে নানৃতং মুনিভাষিতম্। এবং কৃতেহপি তে সর্ব্বং ভবিষ্যতি সমীহিতম্॥ ১২০॥ তৎকরিষ্যাম্যহং সর্ব্বমাহৈবং স জনার্দ্দন। একৈকশঃ স বিবুধান্ ভক্ষয়িষ্যতি বাড়বঃ॥ ১২১॥ ততঃ সুরাঃ সুরেশানং তং বিষ্ণুমমিতৌজসম্। প্রণম্যাহুর্যথাযুক্তং শোভনং ভবতা কৃতম্॥ ১২২॥ ভূয়োহদ্য পুনরেবাস্য দোষস্তোপশমক্রিয়াম্। কর্ত্তুং ত্বমেব শক্তোহসি নান্যস্ত্রাতা দিবৌকসাম্॥ ১২৩॥ ততঃ পীতাম্বরধরঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। যুষ্মদ্ভয়ং হরিষ্যামি তান্ সুরানাহ মাধবঃ॥ ১২৪॥ শ্রুত্বৈতদ্বিবুধাঃ সর্ব্বে হর্ষেণোৎফুল্ললোচনাঃ॥ ১২৫॥ ততস্তান্ বিবুধান্ দৃষ্ট্বা প্রোবাচ স তু বাড়বঃ। কিমিদানীং ময়া কার্য্যং ভবতাং কথ্যতাং হি তৎ॥ ১২৬॥ অত্রান্তরে বিশ্বতনুর্ম্মহৌজা বিমোহয়ংস্তং জ্বলনং স্ববুদ্ধ্যা। প্রোবাচ পূর্ব্বং বিহিতা যদাপস্তা ভক্ষয়স্বেতি মহানুভাবঃ॥ এতদ্ব্যবসিতং বিষ্ণোর্যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ। সোহতিচারভয়ান্মুক্তো জ্ঞানং মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥ ১২৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বড়বানলবন্ধনবৃত্তান্তবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ॥ ৩২॥

মুনি পিপ্পলাদ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—তুমি শীঘ্র দেবতাগণকে ভক্ষণ কর। দেবতাগণ পিতৃবৈর নির্য্যাতনপরায়ণ মুনির ক্রোধের বিষয় জানিতে পারিয়া বিষ্ণুর নিকট সত্বর আগমন করিলেন। দেবগণ সপত্নীক আগমন করিয়া ঐ পুরাণ পুরুষের আশ্রয় লইলেন। বিষ্ণু দেবতাগণকে আশ্বাস দিয়া সেই রবিপুঞ্জ প্রতীকাশ ঋষি কোপনল দর্শনে বলিলেন,—দেবতাগণ সভয়ে আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। অধুনা আপনি আমার নিকট দেবগণের ও আপনার হিতবাক্য শ্রবণ করুন। দেবগণ আপনার অভাবনীয় বলবীর্য্য অবগত আছেন। আপনার প্রভাবে তাঁহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী; অতএব আপনি এক কার্য্য করুন, আপনি প্রতিদিন এক একটী দেবতা ভক্ষণ করুন। ত্রিংশৎকোটি দেবতা আছে, কিরূপে আপনি যুগপৎ তাহা ভক্ষণ করিবেন। অতএব এক একটী ভক্ষণ করাই আপনার শ্রেয়ঃ। আর আপনি একাকী ভক্ষণ করিতেও সমর্থ হইবেন না। অতিভোজন করিয়া পূর্ব্বে অগ্নির পাণ্ডুরোগ জন্মিয়াছিল। অতি ভোজন কর্ত্তব্য নহে; অতএব আমি যাহা বলিলাম তাহা করুন। একেবারে সমস্ত দেবগণকে ভোজন করিলে প্রতিদিন আপনাকে বুভুক্ষায় ভোজনোপায় চিন্তা করিতে হইবে; কিন্তু প্রতিদিন এক একটী ভোজন করিলে আপনার প্রতিজ্ঞা পূরণও হইবে, আর মুনিবাক্যও সত্য হইবে। আমি ইহার ব্যবস্থা দিব। এই বলিয়া জনার্দ্দন বলিলেন—এই বাড়ব এক এক দেবকে ভক্ষণ করিবে। বিষ্ণুর এই সুবন্দোবস্ত দেখিয়া দেবগণ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—আপনি অতি উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। হে প্রভো! যাহাতে আমাদের এ বিপদ্ একেবারে অন্তর্হিত হয়, আপনাকে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে, দেবগণের মধ্যে আপনিই এ কার্য্যে সমর্থ, আপনি ব্যতীত আর কেহ নাই। দেবগণের এই কথা শুনিয়া শঙ্খচক্রগদাধর পীতাম্বর তখন বলিলেন,—আমি আপনাদের ভয় হরণ করিব। তাহা শুনিয়া দেবগণ হর্ষে উৎফুল্ললোচন হইলেন। অত্রান্তরে বাড়ব বিবুধগণকে বলিল,—অদ্য আমি কাহাকে ভক্ষণ করিব? তাহা বলিয়া দেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে বাড়বকে বিমোহিত করত বলিলেন,—অদ্য জলের পালা

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

দেব্যুবাচ। পিতুর্ব্বধামর্ষসুজাত মন্যুনা যদ্‌যদ্‌ কৃতং কর্ম্ম পুরা মহর্ষিণা। দধীচিপুত্রেণ সুরপ্রসাধিনা সর্ব্বং শ্রুতং তদ্ধি ময়া সমাধিনা ॥ ১ ॥ পুনঃপুনর্বৈ বিবুধৈঃ সমানং যদ্‌বৃত্তমাসীৎ কিমপি প্রধানম্‌। কার্য্যং হি তৎসর্ব্বমনুক্রমেণ বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি কুতূহলেন ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ। উক্তো যদাসৌ বিবুধৈঃ সমস্তৈরাপঃ পুরা ত্বং ভুবি ভক্ষয়স্ব। যতোঽমরাণাং প্রথমং হি জাতা আপোঽগ্রজাঃ সর্ব্বসুরাসুরেভ্যঃ ॥ ৩ ॥ তেনৈবমুক্তস্ত মহাত্মনা তদা প্রদর্শয়ধ্বং মম তা যতঃ স্থিতাঃ। পীত্বা সুরাঃ সর্ব্বমহং পুরস্তাৎ কৃত্যং করিষ্যে সুরভক্ষণং হি ॥ ৪ ॥ তত্রাপি নেতুং যদি মাং সমর্থা যত্রাসতে বারিচয়াঃ সমেতাঃ ? অতোঽন্যথা নাহমলীকবাদী প্রাণে প্রয়াতে মুনিবাক্যকারী ॥ ৫ ॥ আহোক্তে

(বার) সুতরাং তাহাকেই ভক্ষণ কর। ভগবান্‌ বিষ্ণুর এই মন্ত্রকৌশল যে সমাহিতভাবে শ্রবণ করে, সে অচিরাৎ অতিচার-ভয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।১০১—১২৮।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

দেবী বলিলেন,—হে দেব! পিতৃবধামর্ষে জাতমন্যু পিপ্পলাদ পূর্ব্বে যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত আমি সমাধিযোগে অবগত আছি; কিন্তু অবশেষে সুরগণের সহিত তাঁহার কিরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি জানি না, জানিবার নিমিত্ত অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, আপনি বিস্তৃতরূপে তাহা কীর্ত্তন করুন। ঈশ্বর বলিলেন,—দেবগণ যখন বলিলেন যে, জল সুরগণের সর্ব্ব প্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই আমাদের সকলের জ্যেষ্ঠ; সুতরাং আপনি প্রথমতঃ তাহাকেই ভক্ষণ করুন। দেবগণ এই কথা বলিলে বাড়ব বলিল,—আপনারা আমাকে দেখাইয়া দেন—তিনি যেখানে আছেন, তারপর আমি সমস্ত পান করিয়া আপনাদের সমক্ষেই সুরভক্ষণ কর্ম্ম আরম্ভ করিতেছি। বারি যেখানে বিদ্যমান আছে, আপনারা যদি আমাকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে পারেন ত উত্তম, নতুবা আমি মিথ্যা বলিতেছি না, প্রাণ বহির্গত

পুণ্ডরীকাক্ষ ঔর্ব্বং হি বাড়বং তদা। ত্বাং প্রাপয়িষ্যে যত্রাপঃ কেন যানেন বাড়ব ॥ ৬ ॥ বাড়ব উবাচ। নাহং হয়াদিভির্যানৈর্গন্তুং তত্র সমুৎসহে। কুমারীকরসম্পর্কমেকং মুক্ত্বা মতং হি মে ॥ ৭ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। এতত্তে সুলভং যানং তাং কন্যামানয়াম্যহম্‌। যা ত্বাং নেতুং সমর্থা স্যাদপাং স্থানং সুনিশ্চিতম্‌ ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। সুরভীশাপসন্তপ্তা প্রাগুক্তাপদশাকলা। সরস্বতী যানভূতা তস্য সা বিষ্ণুনা কৃতা ॥ ৯ ॥ ততোঽব্রবীদ্বিভুর্গঙ্গাং পার্শ্বতঃ সমুপস্থিতাম্‌। এনং বহ্নিং মহাভাগে বেগান্নয় মহোদধিম্‌। নান্যা শক্তা সমানেতুং ত্বাং বিনা লোকপাবনি ॥ ১০ ॥ গঙ্গোবাচ। নাস্তি মে ভগবন্ শক্তিরৌর্ব্বং বোঢ়ুং জগৎপতে। রৌদ্ররূপী মহানেষ দহত্যেবানলো ভৃশম্‌ ॥ ১১ ॥ ততস্তু যমুনাং প্রাহ সিন্ধুং তস্যা হ্যনন্তরম্‌। অন্যা নদীশ্চ বিবিধাঃ পৃথক্‌ পৃথগুদারধীঃ ॥ ১২ ॥ অশক্তাস্তাঃ সমানেতুং পৃষ্টাশ্চ সুরসত্তমৈঃ। ততঃ সরস্বতীং প্রাহ দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। ত্বমেব ব্রজ কল্যাণি প্রতীচ্যাং লবণোদধৌ ॥ ১৩ ॥ এবং কৃতে

হইলেও মুনিবাক্য যথাযথ পালন করিতে উদাসীন থাকিব না। বাড়ব ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ বলিলে পুণ্ডরীকাক্ষ বলিলেন,—আপনাকে কোন্‌ যান দ্বারা সেখানে লইয়া যাইব। বাড়ব বলিলেন,—আমি অশ্বারোহণে যাইতে উৎসাহ করি না, কুমারীর হস্ত ধারণ করিয়া যাইব। বিষ্ণু বলিলেন,—কন্যা, আপনার সুলভ যান বটে; আচ্ছা, যে কন্যা আপনাকে বহন করিয়া নিশ্চয়ই বারির নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে; তাদৃশী কন্যাই আনিতেছি। ঈশ্বর বলিলেন,—ভগবান্‌ বিষ্ণু সুরভিশাপ সন্তপ্তা প্রাক্তন ফলভাগিনী সরস্বতীকে বাড়বের বাহন করিয়া দিলেন। তিনি পার্শ্বস্থিতা গঙ্গাদেবীকেও বলিলেন,—অয়ি মহাভাগে! তুমি এই বহ্নিকে অতিবেগে মহোদধিতে উপনীত কর, তুমি ব্যতীত অন্য কেহই আর একার্য্যে সক্ষম নহে। গঙ্গা বলিলেন,—হে ভগবন্‌! অনলকে বহন করিবার ক্ষমতা আমার নাই, ইনি মহারৌদ্ররূপী, অতিশয় দাহ করেন। অনন্তর তিনি যমুনা ও অন্যান্য নদী সকলকেও পৃথক্‌ পৃথক্‌ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সকল নদীই তাহাতে অসম্মতি প্রদান করিল। তখন তিনি পুনরায় সরস্বতীকে বলিলেন,—অয়ি কল্যাণি! তুমিই পশ্চিমদিকে লবণোদধি অভি-

সুরাঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি ভয়োজ্ঝিতাঃ। অন্যথা বাড়বেনৈতে দহ্যন্তে স্বেন তেজসা॥ ১৪॥ তস্মাত্বং রক্ষ বিবুধানেতস্মাত্তুমুলাদ্ভয়াৎ। মাতেব ভব সুশ্রোণি সুরাণামভয়প্রদা॥ ১৫॥ এবমুক্তা হি সা তেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। আহ নাহং স্বতন্ত্রাস্মি পিতা মে ধ্রিয়তে চিরাৎ॥ ১৬॥ তস্যাহং কারিণী নিত্যং কুমারী চ ধৃতব্রতা। কালত্রয়েঽপ্যস্বতন্ত্রা শ্রূয়তে বিবুধৈঃ স্ত্রী॥ ১৭॥ পিত্রাদেশং বিনা নাহং পদমেকমপি কচিৎ। গচ্ছামি তস্মাৎ কোঽপ্যন্য উপায়শ্চিন্ত্যতাং হরে॥ ১৮॥ তৎস্বরূপং বিদিত্বৈবং সমভ্যেত্য পিতামহম্। তমব্রবীদ্বাসুদেবো দেবকার্য্যমিদং কুরু॥ ১৯॥ নান্যথা শক্যতে নেতুং বাড়বোঽগ্নির্মহাবলঃ। অদৃষ্টদোষাং মুক্তেমাং কুমারীং তনয়াং তব॥ ২০॥ তচ্ছ্রুত্বা বিষ্ণুনা প্রোক্তং কুমারীং তনয়াং তদা। শিরস্যাঘ্রায় সস্নেহমুবাচ প্রপিতামহঃ॥ ২১॥ যাহি দেবি সুরান্ সর্ব্বান্ রক্ষ ত্বং ভয়মাগতান্। বিনিক্ষিপ ত্বং নীত্বৈনং বাড়বং লবণাম্ভসি। পিতুর্ব্বাক্যং হি সা শ্রুত্বা প্রোবাচ শ্রুতিলক্ষণা॥ ২২॥ সরস্বত্যুবাচ। এষাস্মি প্রস্থিতা তাত তব বাক্যাদসংশয়ম্। রৌদ্রোঽয়ং বাড়বো বহ্নিস্তনুং মে ভক্ষয়িষ্যতি॥২৩॥ প্রাপ্তং কলিযুগং রৌদ্রং সাম্প্রতং পৃথিবীতলে। লোকঃ পাপসমাচারঃ স্পর্শয়িষ্যতি মাং প্রভো॥ ২৪॥ ততো দুঃখতরং কিং স্যাদ্যৎপাপৈঃ সহ সঙ্গমঃ॥ ২৫॥ ব্রহ্মোবাচ। যদি পাপজনাকীর্ণং ন বাঞ্ছসি ধরাতলম্। পাতালতলসংস্থা ত্বং নয় বহ্নিং মহোদধৌ॥ ২৬॥ যদাতিশ্রমসংযুক্তা বহ্নিনা দহ্যসে ভৃশম্। তদা বিভিদ্য বসুধাং প্রত্যক্ষা ভব পুত্রিকে॥ ২৭॥ কৃত্বা বক্ত্রং বিশালাক্ষি প্রাচী ভব সুমধ্যমে। ততো যাস্যন্তি তীর্থানি ত্বাং শ্রান্তাং চারুহাসিনীম্॥ ২৮॥ তানি সর্ব্বাণি চাগত্য সাহায্যং তে বয়াননে। করিষ্যন্তি ত্রয়স্ত্রিংশৎকোট্যো বৈ মম শাসনাৎ॥ ২৯॥ গচ্ছ পুত্রি ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্য্যঃ কথঞ্চন। অরিষ্টং ব্রজ পন্থানং মা সন্তু পরিপন্থিনঃ॥ ৩০॥ ঈশ্বর উবাচ। এবমুক্তা তদা তেন ব্রহ্মণাথ সরস্বতী। ত্যক্ত্বা ভয়ং হৃষ্টমনাঃ প্রয়াতুং সমুপস্থিতা॥ ৩১॥ তস্যাঃ প্রয়াণসময়ে শঙ্খদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ। মঙ্গলানাঞ্চ নির্ঘোষৈর্জ্জগদাপূরিতং শুভৈঃ॥ ৩২. সিতাম্বরধরা দেবী সিতচন্দনগুণ্ঠিতা। শারদাম্বুদ-

---

মুখে গমন কর। তোমার এই কর্ম্মে সুরগণ নির্ভয় হইবেন; অন্যথা বাড়ব তাঁহাদিগকে স্বতেজে দগ্ধ করিবেন। অয়ি সুশ্রোণি! তুমি মাতার ন্যায় দেবগণকে এই তুমুল ভয় হ'তে রক্ষা কর। ভগবান্ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু এই কথা বলিলে সরস্বতী বলিলেন—হে দেব! আমি স্বতন্ত্রা নহি, পিতা আমায় চিরকাল পোষণ করিতেছেন, আমি তাঁহার আজ্ঞাকারিণী কুমারী নিত্য ধৃতব্রতা। দেখুন, পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন,—নারী ত্রিকালই অস্বাধীনা থাকে, অতএব আমি পিত্রাদেশ ব্যতিরেকে এক পদও গমন করিতে সক্ষম নহি, আপনি অন্য উপায় অবলম্বন করুন। সরস্বতীর এই কথা শুনিয়া ভগবান্ বাসুদেব পিতামহসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে পিতামহ! আপনি দেবকার্য্য সিদ্ধ করুন, নির্দ্দোষা সরস্বতীকে বাড়ববাহনে নিযুক্ত করুন, তদ্ব্যতীত অন্য কেহই আর এ কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম নহে। বাসুদেবের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতামহ কুমারী স্বীয়তনয়া সরস্বতীকে আহ্বান করিয়া মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক বলিলেন,—অয়ি মাতঃ! যাও, যাইয়া বাড়বকে লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া ভীত দেবগণকে রক্ষা কর। পিতৃবাক্যে সরস্বতী বলিলেন—হে তাত! এই আমি আপনার বাক্যে গমন করিতেছি; এই বাড়বাগ্নি রৌদ্রতর, এ আমার তনু ভক্ষণ করিবে। আরও দেখুন ধরাতলে সম্প্রতি কলিযুগ উপস্থিত; লোক সকল পাপময়; নিশ্চয়ই আমাকে পাপ স্পর্শ করিবে।১—২৪। পাপসঙ্গম অপেক্ষা আর দুঃখজনক কি আছে? ব্রহ্মা বলিলেন,—অয়ি পুত্রি! তুমি যদি পাপ-সঙ্কুল ধরাতল দিয়া গমন করিতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে পাতালতল দিয়া মহোদধিতে গমন কর। যখন তুমি অত্যন্ত শ্রান্ত ও বহ্নি কর্ত্তৃক দহ্যমান হইবে, তখন বসুধা ভেদ করিয়া প্রত্যক্ষা হইবে। অয়ি বিশালাক্ষি! তুমি আপনার বদন নির্ম্মাণ করিয়া প্রাচী হও, পরে যদি তুমি শ্রান্তা হইয়া পড়, তাহা হইলে আমার শাসনে ত্রয়স্ত্রিংশৎ তীর্থ তোমার সাহায্য করিবে। অয়ি পুত্রি! তুমি সন্তাপ করিও না, নির্ব্বিঘ্নে পথে গমন কর, কোন অনিষ্ট তোমার হইবে না। ঈশ্বর বলিলেন,—সরস্বতী ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গমন করিলেন। তাঁহার গমন কালে শঙ্খ ও দুন্দুভি নাদিত হইতে লাগিল। মঙ্গল-নিনাদে দিক সকল পরিপূর্ণ হইল।

সঙ্কাশা তারহারবিভূষিতা ॥ ৩৩ ॥ সম্পূর্ণচন্দ্রবদনা পদ্মপত্রায়তেক্ষণা। কীর্ত্তির্যথা মহেন্দ্রস্য পূরয়ন্তী দিশো দশ ॥ ৩৩ ॥ স্বতেজসা দ্যোতয়ন্তী সর্ব্বমাভাসয়জ্জগৎ। অনুব্রজন্তী গঙ্গা বৈ তয়োক্তা বরবর্ণিনি ॥ ৩৫ ॥ দ্রক্ষ্যামি ত্বাং পুনরহং কুত্র বৈ বসতীং সখি। এবমুক্তা তয়া গঙ্গা প্রোবাচ স্নিগ্ধয়া গিরা ॥ ৩৬ ॥ যদৈব বীক্ষসে প্রাচীদিশি প্রাপ্স্যসি মাং তদা। সুরৈঃ পরিবৃতা সর্ব্বৈস্তত্রাহং তব সুব্রতে ॥ ৩৭ ॥ দর্শনং সম্প্রদাস্যামি ত্যজ শোকং শুচিস্মিতে। তামাপৃচ্ছ্য ততো গঙ্গাং পুনর্দর্শনমস্তু তে ॥ ৩৮ ॥ গচ্ছ স্বমালয়ং ভদ্রে স্মর্ত্তব্যাহহং স্বয়ানঘে। যমুনাপি তথা চৈব গায়ত্রী সুমনোরমা ॥ ৩৯ ॥ সাবিত্রীসহিতাঃ সর্ব্বাঃ সখ্যঃ সম্প্রেষিতাস্তদা। ততো বিসৃজ্য তাং দেবী নদী ভূত্বা সরস্বতী ॥ ৪০ ॥ হিমবন্তং গিরিং প্রাপ্য প্লক্ষাত্তত্র বিনির্গতা অবতীর্ণা ধরাপৃষ্ঠে মৎস্যকচ্ছপসংকুলা ॥ ৪১ ॥ গ্রাহডিণ্ডিমসম্পূর্ণা তিমিনক্রগণৈর্যুতা। হসন্তী চ মহাদেবী ফেনৌঘৈঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥ ৪২ ॥ পুণ তোয়বহা দেবী স্তূয়মানা দ্বিজাতিভিঃ। বাড়বং বহ্নিমাদায় হয়বেগেন নিঃসৃতা ॥ ৪৩ ॥ ভিত্বা বেগাদ্ধরাপৃষ্ঠং প্রবিষ্টাথ মহীতলম্। যদা যদাত্তুবচ্ছান্তা দহ্যতে বাড়বাগ্নিনা। তদাতদা মর্ত্ত্যলোকে যাতি প্রত্যক্ষতাং নদী ॥ ৪৪ ॥ ততস্তু জায়তে প্রাচী সন্তপ্তা বাড়বেন তু। ততো বৈ যানি তীর্থানি কীর্ত্তিতানি পুরাতনৈঃ ॥ ৪৫ ॥ দিব্যান্তরিক্ষভৌমানি সান্নিধ্যং যান্তি ভামিনি। ততশ্চাশ্বাসিতা তৈঃ সা সরস্বতী পুনর্নদী। পাতালতলমাসাদ্য জগাম মকরালয়ম্ ॥ ৪৬ ॥ খদিরামোদমাসাদ্য তত্র সা বীক্ষ্য সাগরম্। গন্তুং প্রবৃত্তা তং বহ্নিমাদায় সুরসুন্দরি ॥ ৪৭ ॥ নিরূঢ়ভারমাত্মানং দেবাদেশাদ্ বিচিন্ত্য সা। প্রহৃষ্টা সুমনাস্তস্মাৎপ্রবৃত্তা দক্ষিণামুখী ॥ ৪৮ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু ঋষয়ো বেদপারগাঃ। চত্বারশ্চ মহাদেবি প্রভাসং ক্ষেত্রমাস্থিতাঃ ॥ ৪৯ ॥ হরিণশ্চাথ বজ্রশ্চ ন্যঙ্কুঃ কপিল এব চ। তপস্তপ্যন্তি তত্রস্থাঃ স্বাধ্যায়াসক্তমানসাঃ ॥ ৫০ ॥ পৃথক্ পৃথক্ সমাহূতাঃ স্নানার্থং তৈঃ সরস্বতী। সাগরঃ

দেবী সরস্বতী তখন সিতাম্বর ধারণ করিলেন; সিত চন্দন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে লেপিত হইল; তিনি শারদাম্বুদসঙ্কাশা ও তারহার-পরিশোভিতা হইলেন; তাঁহার আনন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোভিরাম ও নয়নযুগল পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত হইল। তিনি দেবেন্দ্রকীর্ত্তির ন্যায়ই যেন স্বতেজে দশদিক্ পূরণ করিয়া জগৎ উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় গঙ্গা তাঁহার অনুগমন করিলেন। সরস্বতী গঙ্গাকে বলিলেন,—অয়ি বরবর্ণিনি! আমি আবার কোথায় তোমার দর্শন করিব? গঙ্গা বলিলেন,—তুমি যখন প্রাচীদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবে, তখন আমাকে দেখিতে পাইবে, আমি সুরগণ-পরিবৃতা হইয়া তোমায় দর্শন দান করিব। অধুনা শোক পরিত্যাগ কর। গঙ্গাদেবী এই কথা বলিলে দেবী সরস্বতী তাঁহার পুনর্দর্শন লাভের নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন,—অয়ি ভদ্রে! এখন তুমি যাও, দেখ, যেন মনে রেখো। এই রূপে দেবী সাবিত্রী যমুনা, গায়ত্রী ও সাবিত্রী প্রভৃতি সহচরীগণকে বিদায় দিয়া নদী হইয়া হিমালে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তত্রত্য প্লক্ষ হইতে নির্গত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। ধরায় আগমন করিয়া তিনি মৎস্য-কচ্ছপ-সঙ্কুল-গ্রাহডিণ্ডিম-পূর্ণা ও তিমি-নক্রময়ী হইলেন। ফেনচ্ছলে তিনি যেন সর্ব্বদা হাস্য করিতে লাগিলেন। দ্বিজাতিগণ তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বাড়বাগ্নি লইয়া হয় বেগে নিঃসৃত হইলেন। তিনি বেগে ধরাপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া মহীতলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। যখন যখন তিনি বাড়বাগ্নিতাপে তপ্ত ও শ্রান্ত হইতেছিলেন, তখন তখনই তিনি মর্ত্ত্যলোকে প্রকাশিত হইতে থাকিলেন। এইরূপে দেবী সরস্বতী বাড়বাগ্নি-তাপিত হইয়াছিলেন। পুরাতন পণ্ডিতগণ যে সকল দিব্য, আন্তরিক্ষ ও ভৌম তীর্থ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তৎসমুদয় তীর্থ দেবী সরস্বতীর সান্নিহিত হইতে লাগিল। তীর্থগণ কর্ত্তৃক অশ্বাসিত হইয়া দেবী পাতালতলে উপস্থিত হইয়া মকরালয়ে গমন করিলেন। মদিরামোদিনী দেবী তথায় সাগরকে দর্শন করিয়া বহ্নিকে লইয়া তথায় গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি আপনাকে দেবাদেশে ভারাক্রান্ত মনে করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন,—প্রভাসতীর্থ হইতে আগত হরিণ, বজ্র, ন্যঙ্কু ও কপিল নামক চারিজন ঋষি স্বাধ্যায়-নিরত হইয়া ঐ স্থানে তপস্যা করিতেছেন। ২৫—৫০। তাঁহারা সকলেই স্নানার্থ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সরস্বতীকে

সম্মুখস্তস্যাঃ সহসা সমুপস্থিতঃ ॥ ৫১ ॥ ততঃ সা চিন্তয়ামাস কথং মে সুকৃতং ভবেৎ। শাপভীতা চ সা সাধ্বী পঞ্চস্রোতাস্তদাভবৎ ॥ ৫২ ॥ একৈকং তোষয়ামাস তমৃষিং বরবর্ণিনি। ততোহস্যাঃ পঞ্চ নামানি জাতানি পৃথিবীতলে ॥ ৫৩ ॥ হরিণী বজ্রিণী ন্যঙ্কুঃ কপিলা চ সরস্বতী। পানাবগাহনান্নৃণাং পঞ্চস্রোতাঃ সরস্বতী ॥ ৫৪ ॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ। এষাং সংযোগজং চান্যন্নরাণাং পঞ্চমং হি যৎ ॥ ৫৫ ॥ এতৎ পঞ্চবিধং পুংসাং পঞ্চধাবস্থিতা সতী। নাশয়েৎ পাতকং ঘোরং সখীভিঃ সহিতা নদী ॥ ৫৬ ॥ ব্রহ্মহত্যাং মহাঘোরাং প্রতিলোমা সরস্বতী। পানাবগাহনান্নৃণাং নাশয়ত্যখিলং হি সা ॥ ৫৭ ॥ প্রমাদান্মদিরাপানদোষেণোপহতাত্মনাম্। তদ্বাপোহায় কপিলা দ্বিজানাং বহতে নদী ॥ ৫৮ ॥ উপবাসাজ্জপাদ্ধোমাৎ স্নানাৎ পানাদ্দ্বিজন্মনাম্। সপ্তাহান্নাশয়েৎ পাপং তত্তদ্ভাবেন চেতসা ॥ ৫৯ ॥ স্বয়ং তেহপি বিশুদ্ধ্যন্তি যথোক্তবিধিকারিণঃ। ন্যঙ্কুং নদীং সমাসাদ্য মহতঃ পাতকাৎ কৃতাৎ ॥ ৬০ ॥ স্নানোপাসনপানেন বজ্রিণী গুরুতল্পগম্। নাশয়ত্যখিলং পুংসাং পাপং ভূরিভয়ঙ্করম্ ॥ ৬১ ॥ সংযোগজস্য পাপস্য হরণাদ্ধরিণী স্মৃতা। নদী পুণ্যজলোপেতা সপ্তাহমবগাহনাৎ ॥ ৬২ ॥ এবমেতানি পাপানি সর্ব্বাণি সুরসুন্দরি। নদী নাশয়তে তথ্যং পঞ্চস্রোতা সরস্বতী ॥ ৬৩ ॥ ততোহপশ্যৎ পুনশ্চারুং সা দেবী পথি সংস্থিতম্। পর্ব্বতং সাগরস্যান্তে রোদ্ধুং মার্গমিব স্থিতম্ ॥ ৬৪ ॥ ব্রহ্মাণ্ডমানদণ্ডোহয়ং পুরতো গিরিসত্তমঃ। ব্রজন্ত্যাঃ সুরকার্য্যেণ মম বিঘ্নকরঃ স্থিতঃ ॥ উচ্চৈস্তরং মহাশৈলমবলোক্য সরস্বতী। অথ বেগেন রুদ্ধেন গিরিণা বিস্মিতা সতী ॥ ৬৬ ॥ এবং সঞ্চিন্তয়েদ্যাবনন্মনসা তন্মহাদ্ভুতম্। তাবন্মঙ্গলশব্দেন প্রতিবুদ্ধঃ কৃতস্মরঃ ॥ ৬৭ ॥ গিরিশৃঙ্গদ্বন্দ্বচরং দদর্শ পুরুষং চ সা। তামাহ দেবীং স নগো মার্গো নাস্তীহ সুব্রতে ॥ ৬৮ ॥ অন্যত্র কাপি গচ্ছ ত্বং যত্র তেহভিমতং শুভে। আহৈবমুক্তে সা দেবী নরং নগশিরঃস্থিতম্ ॥ ৬৯ ॥ দেবাদেশাৎ সমায়াতা ন নিরোধ্যা গিরে ত্বয়া। এবমুক্তে গিরিঃ প্রাহ তাং দেবীং সুমনোরমাম্ ॥ ৭০ ॥ পর্ব্বতোহহং ত্বয়া ভদ্রে কিং ন জ্ঞাতঃ কৃতস্মরঃ। ত্বৎস্পর্শনান্ন দোষোহস্তি কুমারী ত্বং যতোহনঘে ॥ ৭১ ॥ অতস্ত্বাং বরয়ে দেবি

আহ্বান করিলেন। এদিকে সাগরও সহসা সরস্বতীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন দেবী সরস্বতী স্বীয় মঙ্গল নিমিত্ত ও অভিশাপ-ভয়ে ভীত হইয়া পঞ্চস্রোতা হইলেন। পঞ্চস্রোতা হইয়া তিনি এক এক ঋষিকে তুষ্ট করিলেন। এইজন্য পৃথিবীতে ইঁহার পাঁচটী নাম প্রসিদ্ধ আছে। যথা—হরিণী, বজ্রিণী, ন্যঙ্কু, কপিলা ও সরস্বতী। নরগণের পানাবগাহনের জন্যই দেবী সরস্বতী পঞ্চস্রোতা হইয়াছিলেন। ব্রহ্মহত্যা সুরাপান, স্তেয়, গুর্ব্বঙ্গনাগমন ও এতদতিরিক্ত নরগণের যে পঞ্চম পাপ, এই পাঁচ প্রকার পাপ তিনি সখীসমভিব্যাহারে পঞ্চস্রোত দ্বারা বিনষ্ট করেন। প্রতিলোমা সরস্বতী পানাবগাহন দ্বারা নরগণের মহাঘোর ব্রহ্মহত্যা বিনাশ করেন। প্রমাদবশত সুরাপায়ী দ্বিজগণের দোষবিনাশের জন্যই কপিলা সরস্বতী প্রবাহিত। উপবাস, জপ, হোম, স্নান ও পান এই সকল অনুষ্ঠান দ্বারা যথোক্ত বিধিকারী দ্বিজগণ স্বয়ংই পাপ বিনষ্ট করিতে সক্ষম। ন্যঙ্কু সরস্বতী প্রাপ্ত হইয়া মানবগণ মহৎ পাতক হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে। স্নান, উপবাস ও পাপ দ্বারা বজ্রিণী সরস্বতী পুরুষগণের গুরুতল্পগমন-জনিত ভয়ঙ্কর পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকে। সংযোগজ পাপ হরণ করায় সরস্বতীর 'হরিণী' নাম হইয়াছে। এই পুণ্যতোয়া পঞ্চস্রোতা সরস্বতীজলে সপ্তাহকাল অবগাহন করিলে সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হয়। সরস্বতী স্বীয় গমন-পথে এক মনোহর অচল দেখিতে পাইলেন। ঐ অচল তাঁহার গমন-পথ রোধ করিবার জন্যই যেন সাগরপ্রান্তে অবস্থান করিতেছে। উহা যেন ব্রহ্মাণ্ডের মানদণ্ড। দেবী তদ্দর্শনে চিন্তিত হইলেন। হায়! আমার সুরকার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইল। ঐ উচ্চ মহাচল কর্ত্তৃক তাঁহার বেগ রুদ্ধ হওয়ায় তিনি বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন। এমন সময় তিনি মঙ্গলশব্দ-প্রতিবুদ্ধ, কৃতস্মর, গিরিশৃঙ্গদ্বন্দ্বচর এক পুরুষ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। ঐ পুরুষ বলিল,—অয়ি সুব্রতে! এ দিকে পথ নাই; তুমি অন্যত্র যথেচ্ছ গমন কর। নগশীর্ষস্থ পুরুষ এই কথা বলিলে দেবী তাহাকে বলিলেন,—আমি দেবগণের আদেশে আসিয়াছি; গিরে! তুমি আমাকে রুদ্ধ করিও না। গিরি বলিল,—অয়ি ভদ্রে! আমি কৃতস্মর পর্ব্বত, তাহা কি জান না? তোমাকে স্পর্শ করিলে আমায় দোষ স্পর্শ করিবে না; যেহেতু তুমি কুমারী! অতএব তোমাকে আমি

ভার্য্যা মে ভব সুব্রতে ॥ ৭২ ॥ সরস্বত্যুবাচ। পিতা মে ধ্রিয়তে যস্মাত্তেন নাহং স্বয়ম্বরা। তব ভার্য্যা ভবিষ্যামি মার্গং যচ্ছ মমাধুনা ॥ ৭৩ ॥ এবমুক্তো গিরিঃ প্রাহ অনিচ্ছন্তীং মহাবলাৎ। উদ্বাহয়িষ্যে ত্বাং ভদ্রে কস্ত্রাতাস্তি তবাধুনা ॥ ৭৪ ॥ সা তং মনোভবাক্রান্তং মত্বা দিব্যেন চক্ষুষা। আহ নাস্তি মম ত্রাতা ত্বামেব শরণং গতা ॥ ৭৫ ॥ ত্বয়োদ্বাহ্যা যদ্যবশ্যমহমেবং মহাবল। অস্নাতাং নোদ্বহ বিভো স্নানং কর্ত্তুঞ্চ দেহি মে ॥ ৭৬ ॥ তামুবাচ ততঃ শৈলঃ স্বসম্পদভিমানবান্। সৌখ্যদং পশ্য সুভগে ময়ি সম্পূর্ণবৈভবম্ ॥ ৭৭ ॥ দ্বন্দ্বানি যত্র গায়ন্তি কিন্নরাণাং মনোরমম্। শ্রূয়তে চ সুনিধ্বানং তন্ত্রীবাদ্যমথাপরম্ ॥ ৭৮ ॥ তত্র তালাস্তমালাশ্চ পিপ্পলাঃ পনসাস্তথা। সদৈব ফলপুষ্পাঢ্যা দৃশ্যন্তে সুমনোরমাঃ ॥ ৭৯ ॥ কুটজৈঃ কোবিদারৈশ্চ কদম্বৈঃ কুরবৈস্তথা। মত্তালিকুলঘুষ্টৈশ্চ ভূধরো ভাতি সর্ব্বতঃ ॥ ৮০ ॥ হয়াঙ্গরাগবদ্ভাতি ক্বচিৎ কুটজকুট্মলৈঃ। ক্বচিত্তু কর্ণিকারৈশ্চ বিষ্ণোর্ব্বাসঃসমপ্রভঃ ॥ ৮১ ॥ তমালদলসঙ্কুলঃ ক্বচিদ্বৈবস্বতদ্যুতিঃ। ক্বচিদ্ধাতুবিলিপ্তাঙ্গো গণাধ্যক্ষবপুর্নগঃ ॥ ৮২ ॥ চতুর্ম্মুখ ইবাভাতি হরিতালবপুঃ ক্বচিৎ। ক্বচিৎ সপ্তচ্ছদৈর্ব্বিষ্ণোর্ব্বপুষা ভাত্যয়ং গিরিঃ ॥ ৮৩ ॥ ক্বচিৎ কাত্যায়নীপ্রখ্যঃ প্রিয়ঙ্গুসুষমাকুলঃ। ক্বচিৎ কেসরসংযুক্তৈরনলাভো বিভাত্যসৌ ॥ ৮৪ ॥ বৃত্তৈঃ সপুলকৈঃ স্নিগ্ধৈঃ স্ত্রীণামিব পয়োধরৈঃ। দুষ্প্রাপৈ্যরল্পপুণ্যানাং ক্বচিদাভাতি বিল্বকৈঃ ॥ ৮৫ ॥ সিংহৈর্ব্যাঘ্রৈর্মৃগৈর্নাগৈর্ব্বরাহৈর্ব্বানরৈস্তথা। ক্বচিৎ ক্বচিদসৌ ভাতি পরস্পরমনুব্রতৈঃ ॥ ৮৬ ॥ শৃঙ্গকোটিভিরাকাশমিব কুর্ব্বন্তিরুচ্চকৈঃ। এবমুক্তে প্রত্যুবাচ শারদা তং নগোত্তমম্ ॥ ৮৭ ॥ যদি মাং ত্বং পরিণয়ে রুদন্তীমেকিকাং তথা। গৃহাণ বাড়বং হস্তে যাবৎ স্নানং করোম্যহম্ ॥ ৮৮ ॥ এবমুক্তে স জগ্রাহ তং নগেন্দ্রোহপবর্জ্জিতম্। কৃতস্মরস্তৎসংস্পর্শাৎ ক্ষণাদ্ভস্মত্বমাগতঃ ॥ ৮৯ ॥ ততঃ প্রভৃতি তে তস্য পাষাণা মৃদুতাং গতাঃ। গৃহদেবকুলার্থায় গৃহ্যন্তে শিল্পিভিঃ সহ ॥ ৯০ ॥ দগ্ধ্বা কৃতস্মরং দেবী পুনরা-

---

বরণ করি; তুমি আমার ভার্য্যা হও। সরস্বতী বলিলেন,—পিতা আমায় পালন করিতেছেন, সুতরাং আমি স্বয়ম্বরা হইতে পারি না। আমি তোমার ভার্য্যা হইব? অধুনা আমায় পথ প্রদান কর। সরস্বতী এই কথা বলিলে পর্ব্বত বলিল,—তুমি সম্মতি প্রদান না করিলেও আমি বলপূর্ব্বক তোমার উদ্বাহ করিব। এখানে কে তোমাকে ত্রাণ করিতে আছে? দেবী সরস্বতী তখন দিব্য-চক্ষু দ্বারা পর্ব্বতকে মদনোন্মত্ত দেখিয়া বলিলেন,—না, এখানে আমার কেহ ত্রাতা নাই; আমি তোমারই শরণ লইতেছি। হে মহাবল! যদি একান্তই আমাকে বিবাহ কর, তাহা হইলে আমাকে স্নান করিতে দাও, অস্নাত অবস্থায় আমাকে বিবাহ করিও না। সরস্বতীর কথা শুনিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্যাভিমানী পর্ব্বত বলিল,—অয়ি সুভগে! আমার সুখদায়ক বিভব অবলোকন কর। দেখ, এখানে কিন্নরমিথুন মনোহর গান করিতেছে; তন্ত্রীনিনাদ শ্রুত হইতেছে; তাল-তমাল, পিপ্পল, পনস প্রভৃতি ফল-পুষ্পাঢ্য বৃক্ষ সকল কেমন মনোহর দেখাইতেছে; মত্তালিকুলজুষ্ট কুটজ, কোবিদার, কদম্ব ও কুরবক প্রভৃতি পাদপরাজি কেমন শোভা পাইতেছে। আবার দেখ, কোন স্থান কুটজকুট্মলে হয়াঙ্গবৎ প্রতিভাত হইতেছে, কোন স্থান কর্ণিকার পুষ্পে বিষ্ণুবস্ত্রসমপ্রভ হইয়াছে; কোন স্থান তমালদলসঙ্কুল হইয়া বৈবস্বতী দ্যুতি ধারণ করিয়াছে; কোন স্থান ধাতুময় হওয়ায় গণাধ্যক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছে; কোন স্থান হরিতালময় বলিয়া চতুর্ম্মুখের ন্যায় শোভিত হইতেছে; সপ্তচ্ছদ থাকায় কোন স্থান বিষ্ণুশরীরের অনুকরণ করিতেছে; কোন স্থান প্রিয়ঙ্গু সুষমায় আকুল হইয়া কাত্যায়নীর ন্যায় শোভা পাইতেছে; কোন স্থান কেশরযুক্ত হওয়ায় অনলের ন্যায় প্রদীপ্ত রহিয়াছে। কোন স্থান নারীগণের সুবৃত্ত সপুলক অল্পপুণ্য দুষ্প্রাপ্য স্নিগ্ধ পয়োধরের ন্যায় বিল্বফলে সুশোভিত দৃষ্ট হইতেছে; কোন স্থানে পরস্পরানুগত সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, নাগ, বরাহ, ও বানরগণ বিরাজ করিতেছে। কোন কোন স্থানের তুঙ্গ শৃঙ্গ সকল দেখিলে মনে হইতেছে যেন শৃলিকা দ্বারা আকাশ উদ্ভিন্ন হইতেছে। পর্ব্বত এইরূপ নিজ ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিলে সরস্বতী বলিলেন,—তুমি যদি নিশ্চয়ই একাকিনী আমাকে কান্দাইয়া বিবাহ করিবে, তাহা হইলে এই বাড়বাগ্নি গ্রহণ কর, আমি স্নান করিয়া আসি। এই কথা বলিবা মাত্র নগেন্দ্র কৃতস্মর যেমন বাড়বাগ্নি গ্রহণ করিল, অমনি তৎসংস্পর্শে ভস্মত্বে উপনীত হইল। তদবধি তাহার পাষাণসকল মৃদুতা প্রাপ্ত হইয়া গৃহ-দেব-

দায় বাড়বম্। সমুদ্রস্য সমীপে সা স্থিতা হৃষ্টচেতসা ॥ ৯১ ॥ তত্রস্থা সা মহাদেবী তমাহ বড়বানলম্। পশ্য বাড়ব গর্জ্জন্তং সাগরং পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৯২ ॥ গর্জ্জন্তং সোঽপি তং দৃষ্ট্বা প্রসর্পন্তঞ্চ বীচিভিঃ তামাহ কিমিদং ভদ্রে ভীতো মে লবণোদধিঃ ॥ ৯৩ ॥ প্রহস্যোবাচ সা বালা কো ন ভীতস্তবানল। ভক্ষ্যন্তে বিহিতো যস্মাত্তব দেবৈর্মহাবল ॥ ৯৪ ॥ স তস্যাস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা সম্প্রহৃষ্টশ্চ পাবকঃ। দাস্যামি তে বরং ভদ্রে যথেষ্টং প্রার্থয়স্ব নঃ ॥৯৫॥ তেনৈবমুক্তা সা দেবী বাড়বেনাগ্নিনা তদা। সস্মার কারণাত্মানং বিষ্ণুং কমললোচনম্ ॥ ৯৬ ॥ দৃষ্টোঽসাবাত্মহৃৎসংস্থস্তয়া দেবো জনার্দ্দনঃ। স্মৃতমাত্রঃ সরস্বত্যা পরস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ ॥ ৯৭ ॥ মনোদৃষ্ট্যা বিলোক্যাহ সা তমন্তঃস্থমচ্যুতম্। বাড়বো যচ্ছতি বরমহং তং প্রার্থয়ামি কিম্ ॥ ৯৮ ॥ ততস্তেন হৃদিস্থেন প্রোক্তা দেবী সরস্বতী। প্রার্থনীয়ো বরো ভদ্রে সূচীবক্ত্রত্বমাদরাৎ ॥ ৯৯ ॥ ততস্ত্বভিহিতো দেব্যা যদি মে ত্বং বরপ্রদঃ। ততঃ সূচীমুখো ভূত্বা ত্বং পিবাপো মহাবল ॥ ১০০ ॥ এবমুক্তেন তত্তেন সূচীবেধসমং কৃতম্। ঘটিকাপূরণং যদ্বৎপপৌ তদ্বদনং জলম্ ॥ ১০১॥ এবং স বাড়বো বহ্নিঃ সুরাণাং ভক্ষণোদ্যতঃ। বঞ্চিতো বিষ্ণুনা যাতি মেধামাধায় যত্নতঃ ॥ ১০২ ॥ সর্গমেতং নরঃ পুণ্যং বাচ্যমানং শৃণোতি যঃ। স বিষ্ণুলোকমাসাদ্য তেনৈব সহ মোদতে ॥ ১০৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সরস্বতীবৃত্তান্তবড়বানলবঞ্চনবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। সরস্বতী বরং প্রাপ্য বহ্নিষ্ঠং বড়বানলাৎ। পুনস্তং সাগরে ক্ষেপ্তুমুদ্যতা সা মনস্বিনী ॥ ১ ॥ দেবাদেশাৎ প্রভাসস্য পুরতঃ সংস্থিতা তদা। সমুদ্রমাহূয় তদা বাড়বার্পণকাঙ্ক্ষিণী ॥ ২ ॥ ত্বমাদিঃ সর্ব্বদেবানাং ত্বং প্রাণঃ প্রাণিনাং সদা। দেবাদেশাদ্গৃহাণ ত্বমাগত্যার্ণব বাড়বম্ ॥ ৩ ॥ এবং সঙ্কীর্ত্তিতো দেব্যা যদাসাবম্ভসাম্পতিঃ। তথা জলাৎ সমুত্তীর্য্য সমায়াতো মহাদ্যুতিঃ ॥ ৪ তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতা দেবী দিব্যং বিষ্ণুমিবাপরম্

মন্দিরাদি নির্ম্মাণের উপযোগী হইয়াছে। অধুনা শিল্পিগণ শিল্পের জন্য ঐ সকল প্রস্তর আহরণ করে। দেবী সরস্বতী কৃতস্মরকে দগ্ধ করিয়া পুনরায় বাড়বাগ্নিকে গ্রহণকরিয়া সমুদ্র সমীপে উপস্থিত হইলেন। বাড়বকেবলিলেন,—ঐ দেখ, বাড়ব! সাগর গর্জ্জন করিতেছেন। বাড়ব তরঙ্গভঙ্গে সাগরকে গর্জ্জন করিতে দেখিয়া সরস্বতীকে বলিল,—সাগর আমাকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছে। সরস্বতী হাসিয়া বলিলেন,—তোমাকে কে না ভয় করে? দেখ দেবগণ ভীত হইয়া তোমার ভক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাড়ব সরস্বতীর বাক্যে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া বলিল,—আমি তোমাকে বর দান করিতেছি প্রার্থনা কর। বাড়ব বর প্রার্থনা করিতে বলিলে দেবী মনে মনে কমললোচন কারণাত্মা বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ মাত্র তিনি স্বীয় হৃৎপদ্মে জনার্দ্দনকে দেখিতে পাইলেন। দেবী মনোদৃষ্টি দ্বারা ত্রিভুবনেশ্বর জগন্নাথকে অবলোকন করিয়া বলিলেন,—বাড়ব আমাকে বর দিতে চাহিয়াছে, আমি তাহার নিকট কি বর প্রার্থনা করিব? ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন,—অয়ি ভদ্রে! তুমি বাড়বের সূচীবক্ত্রত্ব প্রার্থনা কর। সরস্বতী তখন বাড়বকে বলিলেন,—যদি তুমি বর দিবে, তাহা হইলে তুমি সূচীমুখ হইয়া জল পান কর। এই কথা বলিবামাত্র বাড়ব স্বীয় বদন সূচীবেধবৎ করিল। তখন ঐ বদন ঘটী পূরণের ন্যায় (ভুক্ ভুক্ করিয়া) জল পান করিতে লাগিল। সুরভক্ষণোন্মোদ্যত বাড়বাগ্নি বিষ্ণুচাতুর্য্যে এইরূপে বঞ্চিত হইয়া শিক্ষা লাভ করত স্বক্ষেত্রে গমন করিল। এই অধ্যায় যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, সে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে। ৫১—১০৩।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—দেবী সরস্বতী বাড়বাগ্নি হইতে বর লাভ করিয়াও দেবাদেশে তাহাকে সাগরে ক্ষেপণ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি সমুদ্রকে আহ্বান করিয়া বাড়বকে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়া সাগরকে বলিলেন,—তুমি সর্ব্বদেবতার আদি, এবং তুমিই প্রাণিগণের প্রাণ, তুমি এই বাড়বকে গ্রহণ করিয়া দেবতাদিগের আদেশ প্রতিপালন কর। সরস্বতী এই কথা বলিবামাত্র মহাদ্যুতি সাগর জল হইতে উঠিয়া আসিল। সরস্বতী অপর

শ্যামং কমলপত্রাক্ষং সাগরং সুমনোরমম্॥ ৫॥ বিচিত্রমাল্যাভরণং চিত্রবস্ত্রানুলেপনম্। আপগাভিঃ সরূপাভিঃ স্ত্রীরূপাভিঃ সমাবৃতম্॥ ৬॥ এবংবিধং সমালোক্য সা দেবী ব্রহ্মণঃ সুতা। সরস্বতী জলনিধিমুবাচেদং শুচিস্মিতা॥ ৭॥ ত্বমগ্রজঃ সর্ব্বভবোদ্ভবানাং ত্বং জীবিতং জন্মবতাং নরাণাম্। তস্মাৎ সুরাণাং কুরু কার্য্যমিষ্টং বহ্নিং গৃহাণ ত্বমিহোপনীতম্॥৮॥ অত্রান্তরে সোঽপি বিমৃশ্য সর্ব্বং কার্য্যং স্ববুদ্ধ্যা কিমিহোপপন্নম্। কৃশানলস্য গ্রহণং ময়েদং কার্য্যং সুরাণাং বিহিতং ভবেচ্চ॥ ৯॥ এবং চিন্তয়তস্তস্য গ্রহণং রুচিতং ততঃ। বাড়বাগ্নেঃ সমুদ্রস্য সুরপীড়াকৃতে যদা॥ ১০॥ তদা তেন পুরঃস্থেন দেবী সাভিহিতা ভৃশম্। বাড়বং সম্প্রযচ্ছেনং সুরশক্রং সরস্বতি॥ ১১॥ ততস্তয়া প্রণম্যাশু পিতামহপুরঃসরান্। চারণাংশ্চাকচিত্রাঙ্গ্যা সরস্বত্যা দিবি স্থিতান্॥ ১২॥ পুনশ্চ করসংস্থোঽসৌ বাড়বোঽভিহিতস্তয়া। ত্বমপো ভক্ষয়স্বেতি সুরৈরুক্ত ইমা ইতি॥ ১৩॥ এবমুক্তা সমুদ্রস্য তদা দেব্যা সমর্পিতঃ। বাড়বোঽগ্নিঃ সরস্বত্যা সুরাদেশান্মহাবলঃ॥ ১৪॥ তং সমর্প্য ততস্তস্মিন্নদী ভূত্বা সরস্বতী। প্রবিষ্টা সাগরং দেবী নারদেশ্বরমার্গতঃ॥ ১৫॥ দৈত্যসূদনসান্নিধ্যে দত্ত্বার্ঘ্যং লবণাম্ভসি। অর্ঘ্যেশ্বরং প্রতিষ্ঠাপ্য দৈত্যসূদনপশ্চিমে॥ ১৬॥ ততোঽব্ধিং সম্প্রবিষ্টা সা পঞ্চস্রোতা মহানদী। স্বরূপেণৈব সা পুণ্যা পুনঃ পুণ্যতমাভবৎ॥ ১৭॥ প্রভাসক্ষেত্রসম্পর্কাৎ সমুদ্রস্য চ সঙ্গমাৎ। সাগরোঽপি সমাসাদ্য সরস্বত্যাস্তু বাড়বম্। নির্দ্ধনো বা ধনং প্রাপ্যাচিন্তয়ৎ ক্ব ক্ষিপাম্যহম্॥ ১৮॥ স তেনৈব করস্থেন দীপ্যমানেন সাগরঃ। বহ্নিনা শিখরস্থেন ভাতি মেরুরিবাপরঃ॥ ১৯॥ তং তথাবিধমালোক্য তত্র যে জলচারিণঃ। যাদোগণাস্তে মুমুচুর্দাহভীতা মহাস্বনম্॥ তং শ্রুত্বা ভৈরবং শব্দমায়াতো দৈত্যসূদনঃ। আহ যাদোগণান্ সর্ব্বান্ মা ভৈষ্ট সুমহাবলাঃ॥ ২১॥ যস্মাদনেন প্রথমা আপো ভক্ষ্যা ন তত্রগাঃ। প্রাণিনস্তত্র ভেতব্যং ভবদ্ভিস্তু মমাজ্ঞয়া॥ ২২॥ এবমুক্তস্তু কৃষ্ণেন তূষ্ণীম্ভূতা জলেচরাঃ॥ ২৩॥ তূষ্ণীম্ভূতেষু সর্ব্বেষু জলজেষু জলেশ্বরম্। প্রাহাচ্যুতঃ প্রক্ষিপ ত্বমপাং মধ্যে তু বাড়বম্॥ ২৪॥ অগাধেঽম্ভসি তেনাসৌ নিক্ষিপ্তো বাড়বানলঃ।

বিষ্ণুর ন্যায় সাগরের দিব্য রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি দেখিলেন,—সাগর শ্যামবর্ণ, কমলপত্রাক্ষ, মনোভিরাম, বিচিত্র মাল্যাভরণ ও বিচিত্র বস্ত্রানুলেপনধারী, ও সমানরূপা স্ত্রীরূপ আপগাগণে পরিবৃত। এবম্বিধ সাগরকে দর্শন করিয়া দেবী সরস্বতী বলিলেন,—তুমি সর্ব্বভবোদ্ভব পদার্থের অগ্রজ, এবং তুমিই জন্মী নরগণের জীবন, তুমি এই অনলকে গ্রহণ করিয়া সুরগণের অভীষ্ট সিদ্ধ কর। অতঃপর সাগর উপস্থিত কার্য্যবিষয়ক কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, অনলকে গ্রহণ করিলে আমার সুরকার্য্য করা হইবে। সুরপীড়া নিবারণের জন্য সাগর এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া সরস্বতীকে বলিল,—সুরশক্র বাড়বকে তুমি আমায় প্রদান কর। সাগর এইকথা বলিলে দেবী সরস্বতী তখন সত্বর পিতামহপুরঃসর দিবিস্থিত দেব ও চারণগণকে প্রণাম করিয়া স্বীয় হস্তস্থিত বাড়বকে বলিলেন,—তুমি সুরবাক্যানুসারে জলপান কর, এই জল। এই বলিয়া দেবী সরস্বতী সমুদ্রহস্তে বাড়বকে অর্পণ করিলেন। তাঁহাকে অর্পণ করিয়া তিনি নদী হইয়া নারদেশ্বর মার্গে সাগরে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি তথায় প্রবেশ করিয়া দৈত্যসূদন সন্নিধানে অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চিমে অর্ঘ্যেশ্বর নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। দেবী সরস্বতী পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া সাগরে প্রবেশ করত স্বভাবতঃ পবিত্র থাকিয়াও প্রভাস ও সাগর সম্পর্কে আরও পবিত্র হইলেন। সাগরও নির্ধনের ধনপ্রাপ্তির ন্যায় সরস্বতীর নিকট হইতে বাড়বকে লাভ করিয়া কোন্ খানে তাহাকে রাখিবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন। বাড়ব সাগরের হস্তে ও মস্তকে রক্ষিত হইলে দ্বিতীয় মেরুর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সমুদ্রকে তথাবিধ দর্শন করিয়া গ্রাহনক্রাদি ও অন্যান্য জলচরগণ ভীত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। চীৎকার শুনিয়া দৈত্যসূদন আসিলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন,—যাদোগণ! তোমরা ভীত হইও না, বাড়ব জল পান করিতেছেন, তোমরা ঐ স্থানে যাইও না, আমি তোমাদিগকে অভয় দিতেছি, তোমাদের কোন ভয় নাই। ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা বলিলে গ্রাহাদি জলচরগণ তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিল। ১—২৩। তখন অচ্যুত জলেশ্বরকে বলিলেন,—তুমি বাড়বকে জলমধ্যে নিক্ষেপ কর। সমুদ্র তাহাকে অগাধজলে নিক্ষেপ করিল।

বরুণেন পিবন্নাস্তে তজ্জলং সুমহাবলঃ ॥ ২৫ ॥ তস্যোচ্ছ্বাসানিলোদ্ভূতং ততোয়ং সাগরাদ্বহিঃ। নির্ম্মর্য্যাদেব যুবতিরিভশ্চেতশ্চ ধাবতি ॥ ২৬ ॥ অথ কালে গতে দেবি শুষ্যত্যম্বু শনৈঃ শনৈঃ। বিদিত্বা ক্ষীয়মাণান্তা অপো জলনিধিস্ততঃ ॥ ২৭ ॥ আহৈবং পুণ্ডরীকাক্ষমপঃ কুরু ত্বমক্ষয়াঃ। অন্যথা সর্ব্বনাশেন জলানাং মামিহাগ্রতঃ। ভক্ষয়িষ্যত্যসৌ বহ্নির্বাড়বো হি জনার্দ্দন ॥ ২৮ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য সমুদ্রস্য তু ভীষণম্। কৃতং তদক্ষয়ং তোয়মাত্মনো ভয়নাশনম্ ॥ ২৯ ॥ জ্ঞাত্বা সুরাঃ সর্ব্বমিদং বিচেষ্টিতং কৃত্যানলস্যাস্য নিবন্ধনং তথা। প্রলোভনং তোয়পুরঃসরা দিবঃ পুপূজিরে কেশবমত্রচারিণম্ ॥ এবং সরস্বতী প্রাপ্তা প্রভাসং ক্ষেত্রমুত্তমম্। ব্রহ্মলোকান্মহাদেবি সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ৩১ ॥ সোমেশাদ্দক্ষিণায়েয়ে সাগরস্য সমীপতঃ। সংস্থিতা তু মহাদেবী বাড়বানলধারিণী ॥ ৩২ ॥ স্নাত্বাগ্নিতীর্থে পূর্ব্বং তাং পূজয়েদ্বিধিনা নরঃ। দম্পত্যোর্ভোজনং তত্র পরিধানং সকঞ্চুকম্ ॥ ৩৩ ॥ দত্ত্বা ততো মহাদেবং পূজয়েচ্চ কপর্দ্দিনম্। ইতি বৃত্তং পুরা দেবী চাক্ষুষস্যান্তরেঽভবৎ ॥ ৩৪ ॥ দধীচ্যন্বয়জাতস্য বাড়বস্য মহাত্মনঃ। অস্মিন্ পুনর্ম্মহাদেবি প্রাপ্তে বৈবস্বতেঽন্তরে। ঔর্ব্বস্তু ভার্গবে বংশে সমুৎপন্নো মহাদ্বিজঃ ॥ ৩৫ ॥ সংক্ষিপ্তোঽসৌ সরস্বত্যা দেবমাত্রা মহাপ্রভঃ। তাবৎ স্থাস্যত্যপাং গর্ভে যাবন্মন্বন্তরাবধিঃ ॥ ৩৬ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি সরস্বত্যাঃ সমুদ্ভবম্। শ্রুতং পাপহরং নৃণাং কীর্ত্তিদং পুণ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সরস্বত্যবতারমহিমবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

নিক্ষিপ্ত বাড়ব বরুণের সহিত সমস্ত জল পান করিতে লাগিল। ঐ সময় বাড়বের নিশ্বাসানিল দ্বারা উৎক্ষিপ্ত তোয় সকল নির্ম্মর্য্যাদা যুবতীর ন্যায় সাগরের বহির্দ্দেশে ধাবিত হইল। ক্রমে সমস্তজল শুকাইয়া গেল। তাহা জানিতে পারিয়া জলনিধি অচ্যুতকে বলিলেন,—আপনি জলকে অক্ষয় করুন। অন্যথা বাড়ব আমাকে ভক্ষণ করিবে। এইকথা শুনিয়া জনার্দ্দন জলকে অক্ষয় করিলেন। তোয়পুরঃসর সুরগণ তখন সকল ব্যাপার অবগত হইয়া কেশবের পূজা করিতে লাগিলেন। এদিকে বাড়বানলধারিণী দেবী সরস্বতী ব্রহ্মলোক হইতে প্রভাসক্ষেত্রে সোমেশ্বরের দক্ষিণে অগ্নিতীর্থে সাগরসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! তিনি ঐ স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। নরগণ প্রথমে বিধিপূর্ব্বক অগ্নিতীর্থে স্নান করিয়া মহাদেবের পূজা করিবে। পরে দম্পতিভোজন ও তাহাদিগকে সকঞ্চুক পরিধেয় দান করিবে। হে দেবি পার্ব্বতি! দধীচি অন্বয়জাত বাড়বের এই ঘটনা চাক্ষুষমন্বন্তরে ঘটিয়াছিল। আর এই বৈবস্বত মন্বন্তরে মহাদ্বিজ ঔর্ব্ব ভার্গববংশে উৎপন্ন হন। দেবমাতা দেবী সরস্বতী ইঁহাকে জলমধ্যে নিক্ষেপ করেন। ঔর্ব্ব যাবন্মন্বন্তর জলমধ্যেই থাকেন। দেবি! এই আমি তোমার নিকট সরস্বতীর উদ্ভববৃত্তান্ত কহিলাম, ইহা শ্রুত হইলে পাপহর, কীর্ত্তিদায়ক, ও পুণ্য বর্দ্ধক হয়। ২৪—৩৭।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ। ভগবন্ ভার্গবে বংশে যস্ত্বৌর্ব্বঃ কথিতস্ত্বয়া। বৈবস্বতেঽন্তরে চাস্মিংস্তস্যোৎপত্তিং বদ প্রভো ॥ ১ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ব্রাহ্মণা নিহতা যে তু ক্ষত্রিয়ৈর্বিত্তকারণাৎ। ক্ষয়ং নীতাশ্চ তে সর্ব্বে সপুত্রাশ্চ সগর্ভতঃ ॥ ২ ॥ ম্রিয়মাণেষু সর্ব্বেষু একা স্ত্রী সমতিষ্ঠত। তয়া তু রক্ষিতো গর্ভ ঊর্ব্বোর্দ্দেশে নিধায় চ ॥ ৩ ॥ অন্যাসাং চৈব নারীণাং সর্ব্বাসামপি ভামিনি। গর্ভা নিপাতিতাস্তৈস্তু দ্রব্যার্থং ক্ষত্রিয়াধমৈঃ ॥ ৪ ॥ কালান্তরে ততো ভিত্ত্বাপ্যূরুদেশং মহাপ্রভঃ। নির্গতোত্তস্থিতশিরা

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

দেবী বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি যে বর্ত্তমান মন্বন্তরে ভার্গববংশীয় ঔর্ব্বের কথা বলিলেন, সেই ঔর্ব্বের উৎপত্তিবিবরণ বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—ক্ষত্রিয়গণ বিত্তনিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে নিহত করিলে ব্রাহ্মণগণ একেবারে সপুত্র সগর্ভ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ সমুদয় ব্রাহ্মণ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে একমাত্র ব্রাহ্মণী অবশিষ্ট ছিলেন! তিনি অতি সন্তর্পণে উরুদেশে গর্ভ রক্ষা করিয়াছিলেন। অর্থলোলুপ ক্ষত্রিয়াধমগণ অপর সকল ব্রাহ্মণীরই গর্ভচ্ছেদ করিয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে এক

জলদাম্ভোহতিভীষণঃ ॥ ৫ ॥ তথৈবং হৃদি চাধায় দদাহ বসুধাতলম্। উৎপাদ্য বহ্নিং তপসা মৌর্ব্বমৌর্ব্বং জলাশনম্ ॥ ৬ ॥ তমিন্দ্রঃ প্লাবয়ামাস বৃষ্ট্যৌঘৈর্ব্বরবর্ণিনি। ন শশাক যদা নেতুং তদা স যত্নবান্ স্থিতঃ ॥ ৭ ॥ ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ব্রহ্মাণং শরণং গতাঃ। অভবন্ ভয়সন্ত্রস্তাঃ সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ৮ ॥ দেবা ঊচুঃ। ভগবন্ ভার্গবে বংশে জাতঃ কোঽপি মহাদ্যুতিঃ। অগ্নিরূপেণ সর্ব্বং স দদাহ বসুধাতলম্ ॥ ৯ ॥ কৃতো যত্নঃ পুরাস্মাভিস্তদ্বিনাশায় সত্তম। জলেন বৃদ্ধিমায়াতি ততো নো ভয়মাগতম্ ॥ ১০ ॥ বিনষ্টে ভূতলে দেব অগ্নিষ্টোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। উচ্ছিদ্যন্তে ততোঽস্মাকং নাশো নূনং ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥ তস্মাদ্ যত্নং কুরু বিভো ত্রৈলোক্যহিতকাম্যয়া ॥ ১২ ॥ ততো ব্রহ্মা সুরৈঃ সার্দ্ধং ভার্গবৈশ্চ মহর্ষিভিঃ। আগত্য চাব্রবীদৌর্ব্বং কিমর্থং দহসি ক্ষিতিম্ ॥ ১৩ ॥ বিরামঃ ক্রিয়তাং সদ্যো মমার্থং চ দ্বিজোত্তম ॥ ১৪ ॥ ঔর্ব্ব উবাচ। এষ এব নিবৃত্তোঽহং তব বাক্যেন সত্তম। এষ বহ্নির্ম্ময়োৎসৃষ্টঃ স বিভো তব শাসনাৎ ॥ ১৫ ॥ যথা গচ্ছেৎসমুদ্রান্তং তথা নীতির্বিধীয়তাম্ ॥ ১৬ ॥ সমাহূয় ততো দেবীং স্বাং সুতাং পদ্মসম্ভবঃ। উবাচ পুত্রি গচ্ছ ত্বং গৃহীত্বাগ্নিং মহোদধিম্। মদ্বাক্যং নান্যথা কার্য্যং গচ্ছ শীঘ্রং মহাপ্রভে ॥ ১৭ ॥ সরস্বত্যুবাচ। এবাস্মি প্রস্থিতা দেব তব বাক্যাদসংশয়ম্। ইত্যুক্তে সাধু সাধ্বীতি ব্রহ্মণা সমুদাহৃতা ॥ ১৮ ॥ ততোঽভিমন্ত্রিতং বহ্নিং ক্ষিপ্ত্বা কুম্ভে হিরণ্ময়ে। প্রাযচ্ছত সরস্বত্যৈ স্বয়ং ব্রহ্মা পিতামহঃ। আশিষো বিবিধা দত্ত্বা প্রোবাচেদ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৯ ॥ গচ্ছ পুত্রি ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্য্যঃ কথঞ্চন। অরিষ্টং ব্রজ পন্থানং মা সন্তু পরিপন্থিনঃ ॥ ২০ ॥ ঈশ্বর উবাচ। এবমুক্তা তদা তেন ব্রহ্মণা চ সরস্বতী। হিমবন্তং গিরিং প্রাপ্য পিপ্পলাদাশ্রমান্তদা ॥ ২১ ॥ উদ্ভূতা সা তদা দেবী অধস্তাদ্বৃক্ষমূলতঃ। তৎকোটরকুটীকোটিপ্রবিষ্টানাং দ্বিজন্মনাম্ ॥ ২২ ॥ শ্রূয়ন্তে বেদনির্ঘোষা সংসারক্লচেত-

উত্তম্ভিতশিরা মহাপ্রভ অতিভীষণ জলদাস্থ পুরুষ ঐ ব্রাহ্মণীর ঊরুদেশ ভেদ করিয়া নির্গত হইলেন। তিনি ক্ষত্রবৈর স্মরণ করিয়া উগ্র তপস্যাপ্রভাবে জলাশন অতি ভীষণ ঔর্ব্বানল উৎপাদনপূর্ব্বক যখন বসুধাতল একেবারে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন ইন্দ্র ভয়ানক বৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে প্লাবিত করিতে লাগিলেন। তাহাতেও ঐ অনল নিবৃত্ত হয় না। তখন সগন্ধর্ব্ব দেবগণ ভীতত্রস্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মার শরণ লইলেন। তাঁহারা ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে ভগবন্! ভার্গববংশে এক মহাদ্যুতি অগ্নিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বসুধাতল দগ্ধ করিতেছেন; আমরা তাঁহার বিনাশের জন্য ঘোর বর্ষণ করিয়াছি, তাহাতেও ঐ অনল উপশমিত হয় নাই। এজন্যই আমরা যার পর নাই ভীত হইয়াছি। এই অনলতেজে ভূতল বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, ভূতল বিনষ্ট হইলে অগ্নিষ্টোমাদি ক্রিয়াসকল লোপ পাইবে আর যজ্ঞাদির অপায় হইলে আমরাও বিনষ্ট হইব। অতএব আপনি ত্রৈলোক্যহিতকামনায় যত্নবান্ হউন। দেবগণের মুখে এবম্বিধ সৃষ্টিবিলোপী বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বিধাতা, সুরগণ ও ভার্গব ঋষিগণের সহিত গমন করিয়া ঔর্ব্বকে বলিলেন,—কিজন্য ধরাতল দগ্ধ করিতেছেন? হে দ্বিজোত্তম! ক্ষান্ত হউন। ঔর্ব্ব বলিলেন,—হে বিধাতঃ! এই আমি আপনার বাক্যে নিবৃত্ত হইলাম, এই আমি ভবদীয় বাক্যে বহ্নিকে পরিত্যাগ করিলাম; অধুনা এই বহ্নি যাহাতে সমুদ্রমধ্যে গমন করে, আপনি তাহা করুন। ঔর্ব্ব এই কথা বলিবামাত্র পিতামহ তখন স্বীয় সুতাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—অয়ি পুত্রি! তুমি এই অগ্নিকে লইয়া মহোদধিতে গমন কর, আমার বাক্য অন্যথা করিতে নাই, শীঘ্র যাও। ১—১৭। পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী সরস্বতী বলিলেন,—পিতঃ! এই আমি প্রস্থিত হইলাম। এই কথা বলিবামাত্র বিধাতা 'সাধু সাধু' বলিয়া পুত্রীকে সম্বর্দ্ধিত করিলেন এবং অভিমন্ত্রিত অগ্নিকে হিরণ্ময় কুম্ভে রক্ষা করিয়া সরস্বতীকে প্রদান করিলেন। বহ্নিকুম্ভপ্রদানকালে তিনি তাঁহাকে বিবিধ আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—পুত্রি! গমন কর; তোমাকে সন্তাপ লাগিবে না, পথে নির্ব্বিঘ্ন হইবে, কেহই তোমার পরিপন্থী হইবে না। ঈশ্বর বলিলেন,—বিধাতা এই কথা বলিলে দেবী সরস্বতী তখন প্রস্থিত হইলেন। তিনি হিমালয় প্রাপ্ত হইয়া পিপ্পলাদ ঋষির আশ্রমে পৌঁছিলেন। এই স্থান হইতে তিনি অধোমার্গে গমন করিয়া এক বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলেন। এই বিটপের কোটর-কুটীরে

সাম্। বিষ্ণুরাস্তে তত্র দেবো দেবানাং প্রবরো গুরুঃ ॥ ২৩ ॥ তস্মাৎ স্থানাত্ততো দেবী প্রতীচ্যাভিমুখং যযৌ। অন্তর্দ্ধানেন সা প্রাপ্তা কেদারং হিমমধ্যগম্ ॥ ২৪ ॥ তৎসম্প্রাপ্য গিরেঃ শৃঙ্গং কেদারস্য পুরঃ স্থিতা। তেনাগ্নিনা করস্থেন দহ্যমানা সরস্বতী ॥ ২৫ ॥ ভূমিং বিদার্য্য তস্যাধঃ প্রবিষ্টা গজগামিনী। তদন্তর্দ্ধানমার্গেণ প্রবৃত্তা পশ্চিমামুখী ॥ ২৬ ॥ পাপভূমিমতিক্রম্য ভূমিং ভিত্বা বিনির্গতা। তত্র কূপঃ সমভবন্নাম্না গন্ধর্ব্বসংজ্ঞিতঃ ॥ ২৭ ॥ তস্মাৎ কূপাৎ পুনর্দৃশ্যা সা বভূব মহানদী। মতিঃ স্মৃতিস্তথা প্রজ্ঞা মেধা বুদ্ধির্গিরা ধরা ॥ ২৮ ॥ উপাসিকাঃ সরস্বত্যাঃ ষড়েতাঃ প্রস্থিতাস্তদা। পুনঃ প্রবৃত্তা সা তস্মাদূর্দ্ধভেদাৎ পশ্চিমামুখী ॥ ২৯ ॥ ভূতীশ্বরং সমাগ্যাতা সিদ্ধো যত্র মহামুনিঃ। ভূতীশ্বরে সমীপস্থং তত্র প্রাপ্তা মনোরমম্ ॥ ৩০ ॥ তস্য দক্ষিণদিক্‌সংস্থং রুদ্রকোট্যুপলক্ষিতম্। শ্রীকণ্ঠদেশং বিখ্যাতং গতা সর্ব্বৌষধীযুতম্ ॥ ৩১ ॥ তস্মাৎ পুণ্যতমাদ্দেশাৎ সা মনস্বিনী। সম্প্রাপ্তা বহ্নিনা সার্দ্ধং কুরুক্ষেত্রং সরস্বতী ॥ ৩২ ॥ পুনস্তস্মাৎ কুরুক্ষেত্রাদ্বিরাটনগরস্য সা। সমুদ্ভূতা সমীপস্থা অন্তর্দ্ধানান্মনোরম। গোপায়নো গিরির্যত্র তত্র সা পুনরুদ্গতা ॥ ৩৩ ॥ গোপায়িতা কেশবেন যত্র তে পাণ্ডুনন্দনাঃ। কুর্ব্বন্তঃ স্বানি কর্ম্মাণি ন কৈশ্চিদুপলক্ষিতা ॥ ৩৪ ॥ তত্র কুণ্ডে স্থিতা দেবী মহাপাতকনাশিনী। পুনর্গোপায়নাদ্দেবী ক্ষেত্রং প্রাপ্তাতিশোভনম্ ॥ ৩৫ ॥ খর্জ্জুরীবনমাপন্না নন্দানাম্নীতি তত্র সা। সরস্বতী পুনস্তস্মাদ্বনাৎ খর্জ্জুরসংজ্ঞিতাৎ ॥ ৩৬ ॥ মেরুপাদং সমাসাদ্য মার্কণ্ডাশ্রমমাগতা। যত্র মার্কণ্ডকং তীর্থং মেরুপাদে সমাশ্রিতম্ ॥ ৩৭ ॥ সরস্বতী পুনস্তস্মাদর্ব্বুদারণ্যমাশ্রিতা। গতা বটবনং রম্যং মার্কণ্ডেয়াশ্রমাচ্ছুভাৎ ॥ ৩৮ ॥ তপস্তপ্তং পুরা যত্র বসিষ্ঠেন সমাশ্রিতাৎ। তস্মাদ্বটবনাৎ পুণ্যাদুদুম্বরবনং গতা। মেরুপাদে চ তত্রৈব তপ্তির্যত্রাতপত্তপঃ ॥ ৩৯ ॥ উদুম্বরবনাত্তস্মাৎ পুনর্দ্দেবী সরস্বতী। অন্তর্দ্ধানেন শিখরমস্তৎ প্রাপ্তা মহানদী ॥ ৪০ ॥ মেরুপাদং তু সুমহৎসুরসিদ্ধনিষেবিতম্। ভিন্নাঞ্জনচয়াকারং গোলাঙ্গুলমিতি স্মৃতম্ ॥ ৪১ ॥ স্থানং মনোরমং তস্মাদুদ্গতা

কোটি কোটি মুনি বাস করেন। তথায় বেদপাঠী ব্রাহ্মণগণের সুস্বর বেদনির্ঘোষ শ্রুত হয়। দেবগুরু বিষ্ণু ঐ স্থানে বাস করেন। ঐ স্থান হইতে দেবী প্রতীচী দিক্ অবলম্বন করিয়া পুনরায় অন্তর্দ্ধানমার্গে প্রস্থান করিলেন। এবার প্রস্থিত হইয়া তিনি হিমালয় মধ্যস্থিত কেদারে উপনীত হইলেন এবং ঐ স্থান প্লাবিত করিলেন। ঐ সময় তাঁহার হস্তস্থিত অনল তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি দগ্ধ করিল। অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া তিনি ভূমি বিদারণ করত ভূমির অন্তস্তলে প্রবেশ করিলেন। এবং তলে তলেই পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পাপভূমি অতিক্রম করত ভূমিভেদ করিয়া নির্গত হইলেন। ঐ স্থানে গন্ধর্ব্বসংজ্ঞিত এক কূপ হইল। তিনি ঐ কূপে অবস্থান করিলেন। মতি, প্রজ্ঞা, মেধা, বুদ্ধি ও উত্তম বাক্য এই ছয় জন ঐ স্থানে তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। উপাসনান্তে তাঁহারা প্রস্থান করিলে দেবী সরস্বতীও ঊর্দ্ধদেশ ভেদ করিয়া পশ্চিমমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি ভূতীশ্বরে আগমন করিলেন। এই স্থানে সিদ্ধ মহামুনি বাস করেন। ভূতীশ্বরের সমীপে মনোরথ নামে এক স্থান আছে। এই স্থানে তিনি উপস্থিত হইলেন। ইহার দক্ষিণে রুদ্রকোটিবিরাজিত শ্রীকণ্ঠ নামক দেশ। এই দেশ বিখ্যাত ও সর্ব্বৌষধি-সমাযুক্ত। এই পুণ্য স্থান হইতে তিনি অগ্নির সহিত কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। কুরুক্ষেত্র হইতে বিরাটনগর তথা হইতে অন্তর্দ্ধানমার্গে গোপায়নগিরি। এইস্থানে কেশব পাণ্ডুনন্দনগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ এই স্থানে স্ব স্ব কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও গোচরীভূত হয় নাই। অত্রত্য কুণ্ডে দেবী সরস্বতী বাস করিতে লাগিলেন। পরে এই কুণ্ড হইতে খর্জ্জুরীবন প্রাপ্ত হইলেন। এই স্থানে তাঁহার নাম হইল—নন্দা। খর্জ্জুরীবন হইতে তিনি মেরুপাদে উপস্থিত হইলেন। মেরুপাদ হইতে মার্কণ্ডাশ্রম। এইস্থানে মেরুপাদে মার্কণ্ডক তীর্থ বিরাজিত। এই স্থান হইতে দেবী অর্ব্বুদারণ্যে এবং অর্ব্বুদারণ্য হইতে বটবন প্রাপ্ত হইলেন ।১৮-৩৮। পূর্ব্বে ভগবান বশিষ্ঠ এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে উদুম্বর বনে গমন করিলেন। এই স্থান মেরুপাদে অবস্থিত। এখানে তপ্তি-তপস্যা করিয়াছিলেন। দেবী সরস্বতী উদুম্বর বন হইতে অন্তর্দ্ধানমার্গে শিখর, শিখর হইতে মেরুপাদ প্রাপ্ত হইলেন। এই মেরুপাদ সুরসিদ্ধনিষেবিত, ভিন্নাঞ্জনচয়াকার

সা সুমধ্যমা। বংশস্তম্বাৎ সু বিপুলাৎ প্রবৃত্তা দক্ষিণামুখী ॥ ৪২ ॥ তত্রোদ্গমবটস্তস্থাস্তৎসমাখ্যো ব্যবস্থিতঃ। ততঃ প্রভৃতি সা দেবী সুপ্রভং প্রকটা স্থিতা ॥ ৪৩ ॥ অন্তর্দ্ধানং পরিত্যজ্য প্রাণিনামনুকম্পয়া। তস্যাস্তটেষু রম্যেষু সন্তি তীর্থানি কোটিশঃ ॥ ৪৪ ॥ তেষু তীর্থেষু সর্ব্বেষু ধর্ম্মহেতুঃ সরস্বতী। রুদ্রাবতারমার্গেঽস্মিন্ প্রবরং প্রথমং স্মৃতম্ ॥ ৪৫ ॥ তরত্তরঙ্গনামাঢ্যং কাকতীর্থং মহাপ্রভম্। তত্র তীর্থং পুনস্ত্বন্যত্তীর্থং ধারেশ্বরং স্মৃতম্ ॥ ৪৬ ॥ ধারেশ্বরাৎপুনশ্চান্যদ্গাঙ্গোদ্ভেদমিতি স্মৃতম্। সারস্বতং তথা গাঙ্গং যত্রৈকং সংস্থিতং জলম্। তস্মাদন্যৎপরং তীর্থং পুণ্ডরীকং ততঃ পরম্ ॥ ৪৭ ॥ মাতৃতীর্থং মহাপুণ্যং সর্ব্বাস্তকহরং পরম্। মাতৃতীর্থাৎপুনস্তস্মান্নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্ ॥ ৪৮ ॥ তীর্থং ত্বনরকং নাম নরকার্ত্তিভয়াপহম্ ততস্তস্মাদনরকাত্তীর্থমন্যৎপুনঃ স্থিতম্ ॥ ৪৯ ॥ সঙ্গমেশ্বরনামাঢ্যং প্রসিদ্ধং তন্মহীতলে। ততস্তস্মাৎ পুনশ্চান্যত্তীর্থং কোটীশ্বরাহ্বয়ম্ ॥ ৫০ ॥ ততস্তস্মান্মহাদেবি শম্ভুকুণ্ডেশ্বরং স্মৃতম্। তীর্থে সরস্বতীতীরে তস্মিন্ সিদ্ধেশ্বরং স্মৃতম্ ॥ ৫১ ॥ সিদ্ধেশ্বরাৎপুনস্তস্মাৎপ্রবৃত্তা পশ্চিমামুখী। পশ্চিমং সাগরং গন্তুং সখীং স্মৃত্বা রুরোদ সা ॥ ৫২ ॥ স্থিতা পূর্ব্বমুখী দেবী হা গঙ্গেতি বিনা ত্বয়া। একাকিনী মন্দভাগ্যা ক গমিষ্যাম্যবান্ধবা ॥ ৫৩ ॥ তাং বিজ্ঞায় ততো গঙ্গা রুদন্তীং শোককর্শিতাম্। শীঘ্রং স্বর্গাৎসমায়াতা তীর্থানাং কোটিভিঃ সহ ॥ ৫৪ ॥ ততো দুঃখং পরিত্যজ্য তত্র প্রাচী সরস্বতী। সর্ব্বদেবগুণৈর্যুক্তা এবং তত্র স্থিতাভবৎ ॥ ৫৫ ॥ তত্র সিদ্ধবটং নাম তীর্থং পৈতামহং স্মৃতম্। বটেশ্বরস্য পুরতঃ সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করম্ ॥ ৫৬ ॥ ত্রিকালং যত্র রুদ্রস্য সমাগত্য ব্যবস্থিতঃ। তন্মহালয়মিত্যুক্তং স্থানং তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৫৭ ॥ পিণ্ডতারকমিত্যেতৎ প্রাচীনং তীর্থমুত্তমম্। কুন্তকুক্ষিগিরিস্থং তৎ পিত্রে কর্ম্মণি সিদ্ধিদম্ ॥ ৫৮ ॥ প্রাচীনেশ্বরদেবস্য পুরোভূতং প্রতিষ্ঠিতম্। প্রাচী সরস্বতী যত্র তত্র কিং মৃগ্যতে পরম্ ॥ ৫৯ ॥ নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে তত্র তীর্থে কিরীটিনা। প্রায়শ্চিত্তং পুরা চীর্ণং বিষ্ণুনা প্রেরিতাত্মনা ॥ ৬০ ॥ তেন তস্মাদ্বিনির্মুক্তঃ পাতকাৎপূর্ব্বসঞ্চিতাৎ। নরতীর্থং ততঃ খ্যাতং তত্র পাপভয়াপহম্ ॥ ৬১ ॥ নরতীর্থাদন্যতীর্থে পুণ্ডরীক-

গো-লাঙ্গল বলিয়া প্রসিদ্ধ! এই স্থান হইতে সুমধ্যমা সরস্বতী মনোরমে গেলেন। এই স্থানের বিপুল বংশস্তম্ব হইতে দেবী দক্ষিণমুখে গমন করিলেন। এই স্থানে দেবীর উদ্গমে এক বটতরু জন্মে। দেবীর নামেই ইহার নামকরণ হয়। এই সকল স্থানে গমন করার পর দেবী প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা করিয়া অন্তর্দ্ধানমার্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য পথে গমন করেন। ইঁহার রম্য তটে তটে কোটি কোটি তীর্থ হয়। এই সকল তীর্থে ধর্ম্মের হেতু একমাত্র সরস্বতী। রুদ্রাবতার মার্গের প্রথম উৎকৃষ্ট তীর্থ তরত্তরঙ্গ নামক মহাপ্রভ কাকতীর্থ, এই কাকতীর্থে অন্য আর এক ধারেশ্বর তীর্থ আছে। ধারেশ্বর হইতে ভিন্ন আর এক তীর্থ গঙ্গোদ্ভেদ, এই তীর্থে সারস্বত ও গঙ্গ জল একত্র মিলিত হইয়াছে। এই তীর্থের পর, পুণ্ডরীক তীর্থ, ইহার পর মাতৃতীর্থ ; ইহা মহাপুণ্য ও সর্ব্বপাতকহর। এই মাতৃতীর্থের অতিদূরে অনরক নামক নরকার্ত্তিভয়াপহ এক তীর্থ আছে, ইহার পর সঙ্গমেশ্বর, ইহার পর কোটীশ্বরাহ্বয়, ইহার পর শম্ভু কুণ্ডেশ্বরতীর্থ। এই তীর্থে সরস্বতীতীরে সিদ্ধেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। এই সিদ্ধেশ্বরক্ষেত্র হইতে দেবী পশ্চিমমুখে প্রবাহিত হইয়াছেন। এই স্থানে তিনি পশ্চিমসাগর যাইবার সময় সখীকে স্মরণ করিয়া পূর্ব্বমুখে হা গঙ্গা! বলিয়া রোদন করিয়াছিলেন। এবং বলিয়াছিলেন,—আমি একাকিনী মন্দভাগিনী বান্ধবরহিতা হইয়া কোথায় যাইব ? সরস্বতীসখী গঙ্গা তাহা জানিতে পারিয়া সত্বর কোটিতীর্থের সহিত ঐ স্থানে আগমন করিলেন।৩৯-৫৫। তখন সর্ব্বদেবগুণযুতা দেবী সরস্বতী দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে সিদ্ধবট নামক পৈতামহতীর্থ আছে। এই তীর্থের পুরোভাগে সর্ব্ব পাপক্ষয়কর তীর্থ। ভগবান্ রুদ্র এই তীর্থে সর্ব্বদা বাস করেন। এই তীর্থের নাম মহালয় এবং ইহাকেই পিণ্ডতারক প্রাচীন উত্তম তীর্থ বলে। এই তীর্থ কুম্ভকুক্ষিগিরিস্থ ও পিত্র্যকর্ম্মে সিদ্ধিদায়ক। ইহা প্রাচীনেশ্বর দেবের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত। এখানে দেবী সরস্বতী বিরাজিত। অতএব এখানে দুর্লভ কিছুই নাই। ভারতযুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে কিরিটী বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই তীর্থে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। এই প্রায়শ্চিত্তেই তাঁহার পাপক্ষয় হইয়াছিল। তথায় তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়াই এই

মিতি স্মৃতম্। অর্জ্জুনেন সহাগত্য তত্র স্নাতো হরিঃ প্রিয়েং ॥ ৬২ ॥ প্রাচীনেশাৎপরং তীর্থং বালখিল্যেশ্বরং মহৎ। তত্র তস্মান্মহাতীর্থাত্তীর্থমন্তস্মহোদয়ম্ ॥ ৬৩ ॥ গঙ্গাসমাগমং নাম তীর্থমন্তস্মহোদয়ম্। তত্রালোক্য পুনর্দ্দেবীং দীনাস্যাং দীনমানসাম্ ॥ ৬৪ ॥ ব্রহ্মাসৃজৎ সখীং তস্যাঃ কপিলাং বিপুলেক্ষণাম্। হরিণীং হরিরপ্যাশু বজ্রিণীমপি দেবরাট্। স্বস্থং বিনোদনার্থঞ্চ সরস্বত্যা দদৌ হরঃ ॥ ৬৫ ॥ ততঃ প্রহৃষ্টা সা দেবী দেবাদেশাৎ সরস্বতী। তস্মাদ্‌গন্তুং সমারব্ধা প্রাচীনা পাপনাশিনী ॥ ৬৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ। দক্ষিণাং দিশমাস্থায় পুনঃ পশ্চান্মুখী তদা। সরস্বতী মহাদেবী বড়বানলধারিণী। তদুত্তরে তটে তীর্থমেকদ্বারমিতি স্মৃতম্ ॥ ৬৭ ॥ একদ্বারেণ যৎ সেনা স্বর্গং প্রাপ্তা ততো বরাৎ। তস্মাত্তীর্থাৎ পুনশ্চান্যত্তীর্থং যত্র গুহেশ্বরঃ ॥ ৬৮ ॥ গুহেন স্থাপিতঃ পূর্ব্বং যত্র-দেবো মহেশ্বরঃ। গুহেশ্বরান্নাতিদূরে বটেশ্বরমিতি স্মৃতম্ ॥ ৬৯ ॥ দিব্যং সরস্বতীতীরে ব্যাসেনারাধিতং পুরা। আমর্দ্দকী-নদী যত্র সরস্বত্যা সহৈকতাম্ ॥ ৭০ ॥ সম্প্রাপ্তা তন্মহাতীর্থং ফলদং সর্ব্বদেহিনাম্। আমর্দ্দকী সঙ্গমং তং নাপুণ্যো বেদ কশ্চন। সঙ্গমেশ্বরনামেতি তত্র লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৭১ ॥ মণ্ডীশ্বরেতি চ তথা প্রসিদ্ধিমগমৎ ক্ষিতৌ। মুণ্ডীশ্বরসমীপস্থং সরস্বত্যাং মহোদয়ম্ ॥ ৭২ ॥ নাম্না যৎপ্রাঙ্মুখং তীর্থং সরস্বত্যাস্তটে স্থিতম্। মাণ্ডব্যেশ্বরনাম্না বৈ যত্রেশঃ সম্প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৭৩ ॥ পীলুকর্ণিকসংজ্ঞন্তু তীর্থমন্যৎ পুনস্ততঃ। সরস্বতীতীরগতমৃষিণা সেবিতং মহৎ ॥ ৭৪ ॥ তস্মাদন্যৎ সরস্বত্যাং তীর্থং দ্বারবতী স্মৃতম্। তীর্থানাং প্রবরং দেবি যত্র সান্নিহিতো হরিঃ ॥ ৭৫ ॥ ততস্তস্য সমীপস্থং তীর্থং গোবৎসসংজ্ঞিতম্। যত্রাবতীর্য্য গোবৎসস্বরূপেণাম্বিকাপতিঃ ॥ ৭৬ ॥ স্বয়ম্ভুলিঙ্গরূপেণ সংস্থিতস্তেজসাং নিধিঃ। গোবৎসান্নৈর্ঋতে ভাগে দৃশ্যতে লোহযষ্টিকা ॥ ৭৭ ॥ স্বয়ম্ভুলিঙ্গরূপেণ রুদ্রস্তত্র স্বয়ং স্থিতঃ। একবিংশতিবারস্য ভক্ত্যা পিণ্ডস্য যৎফলম্ ॥ ৭৮ ॥ গঙ্গায়াং প্রাপ্যতে পুংসাং শ্রাদ্ধেনৈকেন তত্র তৎ। ততস্তস্মান্মহাতীর্থাদ্বালক্রীড়নকী যথা ॥ ৭৯ ॥ সখীভিঃ সহিতা তত্র

তীর্থের নাম নরতীর্থ হইয়াছে। এই স্থানে পুণ্ডরীক তীর্থ নামক আর এক তীর্থ আছে। হরি অর্জ্জুনের সহিত আগমন করিয়া এই স্থানে স্নান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যে প্রাচীনেশ তীর্থের কথা বলা হইয়াছে, ঐ তীর্থের পর বালখিল্যেশ্বরতীর্থ। এই তীর্থে গঙ্গাসমাগম নামে আর একটী তীর্থ আছে। ভগবান্ ব্রহ্মা এই স্থানে স্বীয় সুতা দেবী সরস্বতীর বদন মলিন ও তাঁহাকে ক্ষুণ্নমনা অবলোকন করিয়া তাঁহার সখী বিপুলেক্ষণা কপিলাকে এই স্থানে প্রেরণ করেন। এইরূপ হরি হরিণীনাম্নী সখীকে, দেবরাজ বজ্রিণীকে এবং হর ন্যক্ষুনাম্নী সরস্বতীর সখীকে তাঁহার নিকট উক্ত স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে হৃষ্ট হইয়া দেবী দেবোদ্দেশে পুনরায় গমন করিতে আরম্ভ করেন। ঈশ্বর বলিলেন,—দেবী সরস্বতী বড়বানল ধারণ করিয়া এই স্থান হইতে দক্ষিণদিকে গমন করিতে করিতে পুনরায় পশ্চাৎ হন। এই সময় ইহার উত্তরতটে একদ্বার নামক এক তীর্থ হইয়াছিল। এই তীর্থ সেবা করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। এই স্থানে অন্য আর এক তীর্থ গুহেশ্বর; ইহা গুহ স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে মহেশ্বর বিরাজিত। এই গুহেশ্বর তীর্থের অনতিদূরে বটেশ্বর তীর্থ। এই তীর্থ সরস্বতী তীরে। ইহা ব্যাসসেবিত। এই তীর্থে আমর্দ্দকী নদী সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই তীর্থ সর্ব্বফলপ্রদ। অপুণ্যবান্ ব্যক্তি এই আমর্দ্দকী সঙ্গমতীর্থ জানিতে সক্ষম হয় না। এখানে সঙ্গমেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। এই সঙ্গমেশ্বর লিঙ্গই মুণ্ডীশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। এই মুণ্ডীশ্বরের সমীপে সরস্বতীতটে মহোদয় নামক এক প্রাঙ্মুখ তীর্থ আছে। এই তীর্থে মাণ্ডব্যেশ্বর নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। পীলুকর্ণিক নামক ঋষিসেবিত আর এক তীর্থ সরস্বতীতটে বিরাজিত।৫৬-৭৪। ইহা ছাড়া দ্বারবতী নামে আর তীর্থ আছে। ইহাও উত্তম তীর্থ। এখানে হরি সন্নিহিত। এই তীর্থের সমীপে গোবৎস তীর্থ। অম্বিকাপতি (আমি) স্বয়ং গোবৎসরূপে অবতীর্ণ হইয়া এইখানে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ হইয়াছিল। গোবৎসতীর্থের নৈর্ঋত কোণে লোহষ্টিকা তীর্থ। এই তীর্থে রুদ্র স্বয়ং স্বয়ম্ভু লিঙ্গরূপে অবস্থিত। ভক্তিপূর্ব্বক একবিংশতিবার গঙ্গায় পিণ্ডদান করিলে যে ফল লাভ হয়, ঐ তীর্থে একবার মাত্র পিণ্ড প্রদান করিলেই সেই ফল পাওয়া যায়। এই তীর্থের পরেই বালক্রীড়নকীর ন্যায় দেবী

ক্রীড়ন্ত্যসৌ যথেচ্ছয়া। আনুলোম্যবিলোম্যেন দক্ষিণেনোত্তরেণ চ ॥ ৮০ ॥ রুল্লং প্রাপ্য পুনর্দ্দেবী সমুদ্ভূতা মনোরমা। রুল্লং নাম পুরং যত্র সৃষ্টং দেবেন শম্ভুনা ॥ ৮১ ॥ সহ দেবৈশ্চ পার্ব্বত্যা ধারাযন্ত্রপ্রয়োগকৈঃ। একং বর্ষসহস্রং তু শম্ভুনা তত্র কল্পিতম্ ॥ ৮২ ॥ রুল্লং তত্র হ্রদং নাম সরস্বত্যাং মহোদয়ম্। সাক্ষাত্তত্র মহাদেব আনন্দেশ্বর-সংস্থিতঃ ॥ ৮৩ ॥ পশ্চিমেন স্থিতং তত্র শম্ভোরায়তনস্য তু। স মেরোর্দ্দক্ষিণে পাদে নখস্তু পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৮৪ ॥ পশ্যন্তি যে নরাঃ সম্যক্ তেঽপি পাপবিবর্জ্জিতাঃ। অশ্বমেধসহস্রস্য প্রাপুবন্তি ফলং ধ্রুবম্ ॥ ৮৫ ॥ পরতস্তস্য কুষ্মাণ্ডমুনেস্তত্রাশ্রমং মহৎ। কুষ্মাণ্ডেশ্বরসংজ্ঞং তু তীর্থং ত্রৈলোক্য-বিশ্রুতম্ ॥ ৮৬ ॥ কোল্লাদেবী স্থিতা তত্র সর্ব্বপাপ-ভয়াপহা। অন্তর্দ্ধানেন তাং কোল্লাং সম্প্রাপ্তা সা মহানদী ॥ ৮৭ ॥ ততোঽপ্যন্তর্হিতা ভূত্বা সম্প্রাপ্তা তু মনোরমম্। সানুং মদনসংজ্ঞং তু ক্ষেত্রং সিদ্ধনিষেবিতম্ ॥ ৮৮ ॥ ততোঽপ্যন্তর্হিতা ভূত্বা পুনঃ প্রাপ্তা হিমাচলম্। খাদিরামোদনামানং সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বলম্ ॥ ৮৯ ॥ তত্রারুহ্য বিলোক্যাথ দদর্শ সুমনোরমম্। ক্ষীরোদং পশ্চিমাশাস্থং ঘন-বৃন্দমিবোন্নতম্ ॥ ৯০ ॥ এবংবিধন্তু তং তত্র সা বিলোক্য মহাপ্রভা। হর্ষাৎপঞ্চাননা ভূত্বা দেব কার্য্যার্থমুদ্যতা ॥ ৯১ ॥ হরিণী বজ্রিণী ন্যঙ্কুঃ কপিলা চ সরস্বতী। পঞ্চস্রোতাঃ স্থিতা তত্র মুনি নোক্তা সরস্বতী ॥ ৯২ ॥ শ্রমাপনোদং কুর্ব্বাণা মুনীনাং যত্র সংস্থিতা। তত্তৎপাদকমিত্যুক্তং তীর্থং তীর্থার্থিনাং নৃণাম্। সর্ব্বেষাং পাতকানাঞ্চ শোধনং তদ্বরাননে ॥ ৯৩ ॥ খাদিরামোদমাসাদ্য তত্রস্থা বীক্ষ্য সাগরম্। গন্তুং প্রবৃত্তা তং বহ্নিমাদায় সুর-সুন্দরি ॥ ৯৪ ॥ দগ্ধ্বা কৃতস্মরং দেবী পুনরাদায় বাড়বম্। সমুদ্রস্য সমীপস্থা স্থিতা হৃষ্টতনূরুহা ॥ ৯৫ ॥ ততঃ প্রবিষ্টা সা দেবী অগাধে লবণাম্ভসি। বাড়বং বহ্নিমাদায় জলমধ্যে ব্যসর্জ্জয়ৎ ॥ ৯৬ ॥ ততস্তস্যাঃ পুনঃ প্রীতঃ স্বয়মেব হুতাশনঃ। তদ্দৃষ্ট্বা দুষ্করং কর্ম্ম বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৯৭ ॥ পরিতুষ্টোঽস্মি তে ভদ্রে বরং বরয় সুব্রতে। তত্তে দাস্যাম্যহং প্রীতো যদ্যপি স্যাৎসুদুর্লভম্ ॥ ৯৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। প্রগৃহ্য বলয়ং হস্তাদিদং বচনমব্রবীৎ। ইদং

সরস্বতী যদৃচ্ছাক্রমে যাইতে যাইতে নগরোত্তম রুল্লকে প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্ভূত হন এবং তিনি সখীগণের সহিত এই স্থানে অনুলোম-বিলোমক্রমে ক্রীড়া করিতে করিতে একবার দক্ষিণদিকে ও একবার উত্তরদিকে গমন করিয়াছেন। ভগবান্ শম্ভু এই স্থানে ঐ রুল্ল নগর প্রস্তুত করেন। তিনি পার্ব্বতী ও দেবগণের সহিত পিচকারী লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে এই স্থানে এক সহস্র বৎসর যাপন করিয়াছিলেন। এই স্থানে সরস্বতী নদীতে রুল্ল নামক হ্রদ আছে। এই স্থানে আনন্দেশ্বর নামক মহাদেব সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন। হ্রদটী শম্ভু-আয়তনের পশ্চিমে এবং মেরুর দক্ষিণে পাদদেশে অবস্থিত। যে নর এই স্থান অবলোকন করে, সে পাপবর্জ্জিত হইয়া অশ্বমেধসহস্রের ফল প্রাপ্ত হয়। এই স্থানের পরই কুষ্মাণ্ডমুনির আশ্রম। এই স্থানে ত্রৈলোক্যবিশ্রুত কুষ্মাণ্ডেশ্বর তীর্থ আছে। এই তীর্থে কোল্লানাম্নী দেবী আছেন। সরস্বতী অন্তর্দ্ধান গতিতে এই স্থানে গমন করেন। এই স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইয়া তিনি সিদ্ধনিষেবিত মনোরম মদন-সানু এবং মদনসানু হইতে পুনরায় হিমালয়ের খাদিরামোদক নামক সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বল স্থানে গমন করিয়া পশ্চিমাকাশস্থিত মেঘবৃন্দের ন্যায় উন্নত মনোহর ক্ষীরোদ সমুদ্র দেখিতে পাইলেন। তিনি সমুদ্র দর্শন করিয়া হর্ষে দেবকার্য্য সাধন করিতে উদ্যতা হইয়া পঞ্চাননা হইলেন। হরিণী, বজ্রিণী, ন্যঙ্কু, কপিলা ও সরস্বতী মুনিবাক্যে এই পাঁচটী তাঁহার স্রোত হইল। সরস্বতী এই স্থানে থাকিয়া মুনিগণের শ্রমাপনোদন করিতেন। এই স্থান তীর্থার্থী মানবগণের অভিলষিতপ্রতিপাদক এবং সর্ব্বপাপপ্রণাশক তীর্থ হইল। ৭৫—৯৩। দেবী সরস্বতী খাদিরামোদ প্রাপ্ত হইয়া এই স্থান হইতে সাগরকে অবলোকনপূর্ব্বক বহ্নিকে লইয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বাড়বকে লইয়া সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইয়া কৃতস্মরকে দগ্ধ করত হৃষ্টান্তঃকরণে দণ্ডায়মানা হইলেন। অনন্তর তিনি বাড়বকে লইয়া অগাধ জলরাশি লবণসমুদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক জলমধ্যে তাহাকে বিসর্জ্জন দিলেন। তখন পুনরায় অগ্নি প্রীত হইয়া দেবীর দুষ্কর কার্য্যানুষ্ঠান অবলোকন করত বলিলেন,—অয়ি ভদ্রে! আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি, বর গ্রহণ কর; সুদুর্লভ হইলেও আমি তাহা তোমাকে প্রদান করিব। ঈশ্বর বলিলেন,—দেবী তখন স্বীয় হস্ত হইতে বলয় লইয়া বলিলেন,—হে বহ্নে! আমার এই বলয় তুমি

মে বলয়ং বহ্নে বক্ত্রে ধার্য্যং সদা ত্বয়া ॥ ৯৯ ॥ অনেন শক্যতে যাবত্তাবত্তোয়ং সমাহর। ন ত্বয়া শোষণীয়োঽয়ং সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ॥ ১০০ ॥ বাঢ়মিত্যেব চোক্তা স প্রবিষ্টো নিধিমম্ভসাম্। এবমেষা মহাদেবি প্রভাসে তু সরস্বতী। গৃহীত্বা বাড়বং প্রাপ্তা তুষ্ট্যর্থং চ মনীষিণাম্ ॥ ১০১ ॥ সা বিশ্রান্তা কুরুক্ষেত্রে ভদ্রাবর্ত্তে চ ভামিনি। পুষ্করে শ্রীকলা দেবী প্রভাসে চ মহানদী ॥ ১০২ ॥ দেবমাতেতি সা তত্র সংস্থিতা লবণোদধৌ। অস্মিন্মন্বন্তরে দেবি আদৌ ত্রেতাযুগে পুরা ॥ ১০৩ ॥ ইতি বৃত্তং সরস্বত্যা বাড়বাগ্নেস্তথা· ভবৎ। মন্বন্তরে ব্যতীতেঽস্মিন্ ভবিতান্যস্ত বাড়বঃ ॥ ১০৪ ॥ জালামুখেতি নাম্না বৈ রুদ্রক্রোধাদ্ভবিষ্যতি। সরস্বত্যাস্তথা নাম খ্যাতিং ব্রাহ্মীতি যাস্যতি ॥১০৫॥ সরস্বতীতি বৈ লোকে বর্ত্ততে নাম সাম্প্রতম্। অতীতং নাম যত্তস্যাঃ কমণ্ডলুভবেতি চ। রত্নাকরেতি সামুদ্রং সত্যং নামান্তরং পুরা ॥ ১০৬ ॥ অস্মিন্মন্বন্তরে দেবি সাগরেতি প্রকীর্ত্তিতম্। ক্ষারোদেতি ভবিষ্যং তু নাম দেবি প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১০৭ ॥ এবং জানাতি যঃ কশ্চিৎ স তীর্থফলমশ্নুতে। স্বর্গনিঃশ্রেণিসম্ভূতা প্রভাসে তু সরস্বতী ॥ ১০৮ ॥ নাপুণ্য-

সর্ব্বদা মুখে ধারণ কর। ইহা দ্বারা তুমি যথাশক্তি তোয় অহরণ কর; সরিৎপতি সমুদ্রকে শোষণ করিও না। দেবী এই কথা বলিলে অগ্নি ‘বাঢ়ম্’ বলিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিল। হে দেবি! দেবী সরস্বতী মনীষিগণের তুষ্টির জন্য এইরূপে বাড়বকে গ্রহণ করিয়া প্রভাসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি গমনকালে কুরুক্ষেত্র, ভদ্রাবর্ত্ত, পুষ্কর, প্রভাস ও পরে লবণোদধিতে বিশ্রাম লাভ করেন। পুষ্করে ইহাঁর নাম শ্রীকলা, প্রভাসে মহানদী ও লবণোদধিতে দেবমাতা হয়। এই মন্বন্তরের আদি ত্রেতাযুগে সরস্বতী ও বাড়বাগ্নির এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই মন্বন্তর অতীত হইলে অন্য আর এক বাড়ব হইবে। তাহার নাম হইবে জলামুখ। সে রুদ্রকোপ হইতে জন্মিবে। সরস্বতীর নাম হইবে ব্রাহ্মী। সম্প্রতি তাঁহার নাম সরস্বতী। আর তাঁহার অতীত নাম ছিল—কমণ্ডলু-ভবা; সাগরের অতীত নাম ছিল—রত্নাকর, বর্ত্তমান নাম—সাগর আর ভবিষ্য নাম হইবে—ক্ষারোদ। এ সকল যে জানিতে পারে, সে তীর্থফল লাভ করে। প্রভাসে স্বর্গের সিঁড়ির ন্যায় দেবী সরস্বতী বিরাজ করিতেছেন।

বদ্ভিঃ সম্প্রাপ্তুং পুম্ভিঃ শক্যা মহানদী। প্রাচী সরস্বতী দেবি সর্ব্বত্র চ সুদুর্লভা। বিশেষেণ কুরুক্ষেত্রে প্রভাসে পুষ্করে তথা ॥ ১০৯ ॥ এবম্প্রভাবা সা দেবী বড়বানলধারিণী। অগ্নিতীর্থসমীপস্থা স্থিতা দেবী সরস্বতী ॥ ১১০ ॥ তামাদৌ পূজয়েদ্যস্তু স তীর্থফলমশ্নুতে। সাগরং যচ্চ তত্তীর্থং পাপঘ্নং পুণ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ১১১ ॥ দর্শনাদেব তস্যৈব মহাক্রতুফলং লভেৎ। অগ্নিচিৎ কপিলা সত্রী রাজা ভিক্ষুর্মহোদধিঃ ॥ ১১২ ॥ দৃষ্টমাত্রাঃ পুনস্ত্যেতে তস্মাৎপশ্যেদ্ধি ভাবিতঃ। অগ্নিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা পাবকে প্রক্ষিপেত্ততঃ। গুগ্গুলং ভারসহিতং সোঽগ্নিলোকে মহীয়তে ॥ ১১৩ ॥ এবং সংক্ষেপতঃ প্রোক্তো হ্যগ্নিতীর্থমহোদয়ঃ। সরস্বত্যাশ্চ মহাত্ম্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১১৪ ॥ স্নাত্বাগ্নিতীর্থে বিধিবৎ কঙ্কণং প্রক্ষিপেত্ততঃ। সুবর্ণস্য মহাদেবি যথাবিত্তানুসারতঃ ॥ ১১৫ ॥ ততঃ সরস্বতীং পূজ্য কপর্দ্দিনমথার্চ্চয়েৎ ॥ ১১৬ ॥ ততঃ কেদারনামানং ভীমেশ্বরমতঃপরম্। ভৈরবেশ্বরনামানং চণ্ডীশ্বরমতঃ পরম্ ॥ ১১৭ ॥ ততঃ সোমেশ্বরং দেবং পূজয়েদ্বিধিবন্নরঃ। নবগ্রহেশ্বরানিষ্ট্বা রুদ্রেকাদশকং তথা ॥ ১১৮ ॥ ততঃ সম্পূজয়েদ্দেবং ব্রহ্মাণং বালরূপিণম্। এবং রৌদ্রী সমাখ্যাতা যাত্রা পাতক-

অপুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। তিনি সর্ব্বত্রই দুর্লভ, বিশেষতঃ কুরুক্ষেত্র,প্রভাস ও পুষ্করে। ৯৪—১০৯। এবম্প্রভাবা বাড়বানলধারিণী দেবী অগ্নিতীর্থে অবস্থান করিতেছেন। অগ্রে তাঁহাকে যে পূজা করে, সে তীর্থফল প্রাপ্ত হয়। সাগর পাপঘ্ন ও পুণ্যবর্দ্ধক, দর্শনমাত্রেই মহাক্রতুফল লাভ হয়। অগ্নিহোত্রী, কপিলা সত্রী, রাজা, ভিক্ষু ও মহোদধি ইহাঁরা দর্শনমাত্রে পাবিত করেন। নর অগ্নিতীর্থে স্নান করিয়া ভারপ্রমাণ গুগ্গুল তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। এই ত' সংক্ষেপে সর্ব্বপাপহর অগ্নিতীর্থ আর সরস্বতী মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। নরগণ অগ্নিতীর্থে বিধিবৎ স্নান করিয়া বিভবানুসারে সুবর্ণকঙ্কণ নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর কেদারেশ্বরের পূজা, তারপর ভীমেশ্বরের, ভীমেশ্বরের পর ভৈরবেশ্বর, তারপর চণ্ডীশ্বরের অতঃপর সোমেশ্বরের, পূজা করিবে। এই সকল দেবতার পূজার পর নবগ্রহেশ্বরের, একাদশ রুদ্র ও বালরূপী ব্রহ্মার পূজা করিবে। এইরূপ পাতকনাশিনী রৌদ্রী যাত্রা কীর্ত্তিত আছে। যে

নাশিনী। ১১৯। মাহাত্ম্যমখিলং তস্যা যো জানাতি নরোত্তমঃ। নির্বসন্ ক্ষেত্রমধ্যে তু স তীর্থফলমশ্নুতে।। ১২০। এবং কৃত্বা ততো গচ্ছেন্মহাদেবীং সরস্বতীম্। ১২১। সরস্বতীবাসসমা কুতো গুণাঃ সরস্বতীবাসসমা কুতো রতিঃ। সরস্বতীং প্রাপ্য দিবং গতা নরাঃ পুনঃ স্মরিষ্যন্তি নদীং সরস্বতীম্। ১২২।

ইতি শ্রীস্কান্দে সরস্বত্যব্ধিসমাগমাগ্নিতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৫।

ষটত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ। যদেতত্তবতা প্রোক্তং প্রাচী সর্ব্বত্র দুর্ল্লভা। বিশেষেণ কুরুক্ষেত্রে প্রভাসে পুষ্করে তথা। ১। কথং প্রভাসমাসাদ্য সংস্থিতা পাপনাশিনী। মহাত্ম্যমখিলং তস্যাঃ প্রাচ্যাঃ পাতকনাশনম্। কথয়স্ব মহেশান যদ্যহং তে প্রিয়া বিভো। ২। ঈশ্বর উবাচ। সাধু প্রোক্তং ত্বয়া ভদ্রে প্রাচী সর্ব্বত্র দুর্লভা। কুরুক্ষেত্রে পুষ্করে চ তস্মাৎপ্রাভাসিকেঽধিকা। ৩। প্রভাসে তু মহাদেবী প্রাচীং পাপপ্রণাশিনীম্। নাপুণ্যো বেদ দেবেশি কর্ম্মনির্ম্মূলনক্ষমাম্। ৪। যে পিবন্তি নরাঃ পুণ্যাং প্রাচীং দেবীং সরস্বতীম্। ন তে মনুষ্যা বিজ্ঞেয়াঃ সত্যং সত্যং বরাননে। ৫। ধন্যাস্তে মুনয়স্তে চ পুণ্যাস্তে চ তপস্বিনঃ। যে চ সারস্বতং তোয়ং পিবন্ত্যহরহঃ সদা। ৬। দেবাস্তে ন মনুষ্যাস্তে নদীস্তিস্রঃ পিবন্তি যে। চন্দ্রভাগাং চ গঙ্গাং চ তথা দেবীং সরস্বতীম্। ৭। ভুক্ত্বা বা যদি বাভুক্ত্বা দিবা বা যদি বা নিশি। ন কালনিয়মস্তত্র যত্র প্রাচী সরস্বতী। ৮। প্রাচীং সরস্বতীং যে তু পিবন্তি সততং মৃগাঃ। তেঽপি স্বর্গং গমিষ্যন্তি যজ্ঞেদ্বিজবরা যথা। ৯। সর্ব্বকামপ্রপূর্ত্ত্যর্থং নৃণাং তৎক্ষেত্রমুত্তমম্। চিন্তামণিসমা দেবী যত্র প্রাচী সরস্বতী। ১০। যথা কামদঘা গাবঃ সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ। তথা স্বর্গাপবর্গাভ্যাং প্রাচী দেবী সরস্বতী। ১১। অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্। যত্র স্থিতানি সন্ন্যাসং তস্মাৎ কিমধিকং স্মৃতম্। ১২। যত্র মঙ্কণকঃ সিদ্ধঃ প্রাচীনে নিয়তাত্মবান্। ব্রহ্মহত্যাব্রতং চীর্ণং ময়া যত্র বরাননে। ১৩। বৃষতীর্থে মহাপুণ্যে প্রাচীকূলসমাশ্রিতে। নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে তস্মিংস্তীর্থে কিরীটিনা। প্রায়শ্চিত্তং পুরা চীর্ণং

নরোত্তম এই যাত্রামাহাত্ম্য অবগত হইতে পারে, তাহার ক্ষেত্রমধ্যে বাস হয় আর সে তীর্থ ফললাভ করে। নরগণ উক্ত সমস্ত স্থানস্থিত সরস্বতীতে গমন করিবে। সরস্বতীতীরে বাসতুল্য গুণ কোথায়? সরস্বতীবাসসম রতি কোথায়? সরস্বতীকে প্রাপ্ত হইয়া নর স্বর্গে গমন করিয়া আবার তাঁহাকে স্মরণ করিয়া থাকে। ১১০—১২২।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।৩৫।

ষটত্রিংশ অধ্যায়।

দেবী বলিলেন,—হে বিভো! আপনি যে বলিলেন, প্রাচী সরস্বতী সর্ব্বত্র দুর্ল্লভা; বিশেষতঃ কুরুক্ষেত্রে, প্রভাসে, আর পুষ্করে, তা প্রভাসে আবার তিনি রহিলেন কি করিয়া? আর তাঁহার পাপনাশন সমস্ত মাহাত্ম্য আপনি আমাকে বলুন;—যদি আমাকে ভাল বাসেন। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! তুমি সাধু জিজ্ঞাসা করিয়াছ। প্রাচী সরস্বতী সর্ব্বত্র দুর্ল্লভাই বটেন; কুরুক্ষেত্রে প্রভাসে আর পুষ্করে তিনি অধিক দুর্ল্লভা। অপুণ্যবান্ ব্যক্তি প্রভাসে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। যে সকল নর পুণ্য প্রাচী সরস্বতীসলিল পান করে, তাহাদিগকে মনুষ্য বলা যায় না, এ কথা ঠিক। যে সকল ঋষি তপস্বী অহরহ সরস্বতীসলিল পান করেন, তাঁহারা ধন্য। যাহারা চন্দ্রভাগা, গঙ্গা ও সরস্বতী সলিল পান করিয়াছ, তাহারা দেবতা, মনুষ্য নহে। দিবা বা রাত্রি, ভোজন করিয়া বা অভুক্ত অবস্থায়, প্রাচী সরস্বতীস্নানে এ সকল নিয়ম নাই। যে সকল মৃগ সরস্বতী সলিল পান করে, তাহারাও যাজ্ঞিক দ্বিজগণের ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। প্রভাসক্ষেত্র মানবগণের সর্ব্বকামপূর্ত্তির নিমিত্ত জানিবে। প্রভাসে দেবী প্রাচী সরস্বতী চিন্তামণিসমা। কামদঘা ধেনু যেমন সর্ব্বকামফলপ্রদা, তেমনি প্রাচী সরস্বতী দেবীকেও জানিবে। যে সরস্বতীতীরে অষ্টাশীতি সহস্র ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ বাস করিয়াছেন, তাহার তটভূমিতে বাসকরার ফল আর অধিক কি বলিব? ১-১২। মঙ্কণক প্রাচীনকালে প্রাচী সরস্বতীতীরে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। আমি তত্রত্য মহাপুণ্য বৃষতীর্থে ব্রহ্মহত্যাজনিত ব্রতাচরণ করিয়াছিলাম। ভারতযুদ্ধের অবসানে বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অর্জ্জুন ঐ স্থানে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। অতএব এ তীর্থের

বিষ্ণুনা প্রেরিতাত্মনা। ১৪ ॥ ত্রৈলোক্যে সর্ব্ব-তীর্থানাং তত্তীর্থং প্রবরং স্মৃতম্। পাপঘ্নং পুণ্য-জননং প্রাণিনাং পুণ্যকীর্ত্তিদম্ ॥ ১৫। সূত উবাচ। আহৈবমুক্তে সা দেবী শঙ্করং লোকশঙ্করম্। প্রায়-শ্চিত্তং কথং প্রাপ্তঃ পার্থঃ পরপুরঞ্জয়ঃ। জ্ঞাতিক্ষয়ো-দ্ভবং পাপং কথং নাশমগাৎ প্রভো। ১৬ ॥ এবমুক্তঃ পুনঃ প্রাহ বিশ্বেশো নীললোহিতঃ। প্রায়শ্চিত্তস্য সম্প্রাপ্তঃ কারণং তদ্‌যথা স্থিতম্ ॥ ১৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণুষ্বাবহিতা ভদ্রে কথাং পাতকনাশিনীম্। যাং শ্রুত্বা মানবো ভক্ত্যা পবিত্রাত্মা প্রজায়তে ॥১৮॥ যোহসৌ দেবি সমাখ্যাতঃ কিরীটী শ্বেতবাহনঃ। স জিত্বা কৌরবান্ সর্ব্বান্ সংহৃত্য হয়কুঞ্জরান্ ॥ ১৯ ॥ পশ্চাৎ সুযোধনং হত্বা ভীমেন প্রযযৌ গৃহান্। নারায়ণেন সহিতো নরোহসৌ প্রস্থিতো রণাৎ ॥২০॥ দ্রষ্টুং ধর্ম্মসুতং হৃষ্টঃ প্রণতঃ প্রাঞ্জলিঃ স্থিতঃ। স বিজ্ঞায় সমায়াস্তৌ নরনারায়ণাবুভৌ ॥ ২১ ॥ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ প্রাহ দ্বারস্থান্ দ্বারপালকান। ভবদ্ভিরেতাবায়াস্তৌ নিষেধ্যৌ দ্বারসংস্থিতৌ ॥ ২২ ॥ নরনারায়ণৌ ক্রূরৌ পাপপঙ্কানুলেপিনৌ এবমেতদিতি প্রোক্তো তৌ তদা দ্বারমাগতৌ ॥ ২৩। ভবন্তৌ নেচ্ছতি দ্রষ্টুং রাজা দুর্ণয়কারিণৌ। তত্রস্থঃ পৃষ্টবান্ ভূয়ঃ প্রতীহারং নরঃ স্বয়ম্ ॥ ২৪। আবাং কিং কারণং রাজা নেক্ষতে বশবর্ত্তিনৌ। প্রোবাচ প্রণতো রাজা ততো দ্বাঃস্থং পুরঃস্থিতম্ ॥ ২৫ ॥ নারায়ণেন সহিতং নরং নরকনির্ভয়ম্। দুর্য্যোধনেন সহিতা বান্ধবাস্তে যতো হতাঃ। পিতৃতুল্যাশ্চ রাজানস্তেন বৈ পাপভাজনম্ ॥ ২৬ ॥ এবমুক্তে তু তেনাথ মুখমালোকিতং হরেঃ। তেন প্রোক্তমিদং তথ্যং যত্তে রাজ্ঞা প্রভাষিতম্ ॥ ২৭ ॥ এবমুক্তে নরঃ প্রাহ পুনরেব জনার্দ্দনম্। কথয়স্ব কথং পাপাৎ কৃষ্ণ শুধ্যামহে বয়ম্ ॥ ২৮ ॥ তীর্থস্নানেন মে শুদ্ধির্যথা স্যাত্তদ্বদ স্ফুটম্। তচ্চ গঙ্গাদিকং কৃষ্ণ যথাস্যাঘস্য নাশনম্ ॥ ২৯ ॥ কৃষ্ণ উবাচ। মা গয়াং গচ্ছ কৌন্তেয় মা গঙ্গাং মা চ পুষ্করম্। তত্র গচ্ছ কুরু-শ্রেষ্ঠ যত্র প্রাচী সরস্বতী। ৩০ ॥ ব্রহ্মঘ্নাশ্চ সুরা-পাশ্চ যে চান্যে পাপকারিণঃ। তত্র স্নাত্বা বিমুচ্যন্তে যত্র প্রাচী সরস্বতী ॥ ৩১। নারায়ণেন প্রোক্তো-হসৌ নরস্তদ্বচনাদ্‌দ্রুতম্। সহিতস্তেন সম্প্রাপ্তঃ প্রাচীনং তীর্থমুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥ ত্রিরাত্রোপোষিতঃ

কথা আর কি বলিব? ইহা ত্রিভুবনস্থ যাবতীয় তীর্থের শ্রেষ্ঠ তীর্থ, পাপঘ্ন, পুণ্যজনক এবং পুণ্য-কীর্ত্তিদায়ক। সূত বলিলেন,—দেবদেব এই কথা বলিলে দেবী বলিলেন,—পার্থ পরপুরঞ্জয় তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ হইলেন কিরূপে? আর যদিই জ্ঞাতিক্ষয়জন্য পাপ হইয়াছিল, তাহা হইলে সে পাপ নষ্ট হইল কি করিয়া? এইরূপ অভিহিত হইয়া নীললোহিত বলিলেন,—প্রায়শ্চিত্তের কারণ ছিল, শ্রবণ কর, একথা অতি পাপনাশিনী, একথা শুনিলে মানবগণের আত্মা পবিত্র হয়। দেবি! সেই যে কিরীটী শ্বেতবাহন ছিলেন, তিনি সমরে কৌরব-দিগকে নিহত করিয়া, গজাশ্ব মারিয়া, পশ্চাৎ সুযোধনকে সংহার ক'রে ভীম আর নারায়ণের সহিত ধর্ম্মপুত্রের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য হৃষ্টান্তঃ-করণে গৃহে গমন করিয়াই তাঁহাকে প্রাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম-পুত্র তাহা জানিতে পারিয়া দৌবারিকদিগকে বলি-লেন,—কে আছ হে তোমরা এই পাপপঙ্কানুলেপী দ্বারস্থিত নর-নারায়ণের প্রবেশ নিষেধ কর। ধর্ম্মপুত্র এই কথা বলিলে দৌবারিকগণ 'যে আজ্ঞে মহারাজ' বলিয়া দ্বারস্থিত নর-নারায়ণকে বলিল,—মহারাজ দুর্নয়কারী আপনাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করেন না। দৌবারিকের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নর তখন তাহাকে বলিল,—আমরা রাজার বশবর্ত্তী; কিজন্য তিনি আমাদিগকে দেখিবেন না? দৌবারিক প্রণত হইয়া বলিল,—আপনি সুযোধনের সহিত বান্ধবগণকে এবং পিতৃতুল্য রাজগণকে রণে নিহত করিয়াছেন বলিয়া পাপ-ভাগী হইয়াছেন, এজন্য তিনি আপনাদিগকে দর্শন করিবেন না। প্রতিহারী এই কথা বলিলে নর তখন নারায়ণের বদনকমল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নারায়ণ বলিলেন,—সত্যইত' রাজা ঠিক বলিয়াছেন। জনার্দ্দন এই কথা বলিলে পুনরায় নর বলিলেন,—হে জনার্দ্দন! কিরূপে আমরা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিব তাহা বলুন? যে কোন তীর্থ বা গঙ্গাদি স্নানে আমাদের পাপ বিনষ্ট হইয়া শুদ্ধি হইতে পারে, আপনি তাহা প্রকাশ করুন। ১৩—২৯। কৃষ্ণ বলিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! গয়া বা গঙ্গায় এ পাপ-শান্তি হইবে না, সরস্বতীতে গমন কর। ব্রহ্মঘ্ন বা সুরাপায়ী যে কোন প্রকার পাপী হউক না কেন সরস্বতীতে স্নান করিয়া শুদ্ধি-লাভ করিয়া থাকে। নর নারায়ণের এই উপদেশানু-সারে প্রাচীন নামক তীর্থে গমন করিলেন। সেখানে

স্নাতস্ত্রিকালং নিয়তাত্মবান্। তেন তস্মাদ্বিনির্ম্মুক্তঃ পাতকাৎ পূর্ব্বসঞ্চিতাৎ ॥ ৩৩ ॥ বিজ্ঞায় শুদ্ধমেনং তু রাজা ধর্ম্মসুতো ক্রতম্। ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ প্রাপ্তস্তং দ্রষ্টুং নরপুঙ্গবম্ ॥৩৪॥ ততস্তং প্রণতং দৃষ্ট্বা ধর্ম্মপুত্রঃ পুরঃস্থিতম্। আলিলিঙ্গ্য প্রহৃষ্টাত্মা পৃষ্টবাংশ্চাপ্যনাময়ম্ ॥ ৩৫ ॥ ভীমাদিভিভ্রাতৃভিশ্চ তদা গুরুগণৈর্বৃতঃ আলিঙ্গিতঃ প্রহৃষ্টস্তু নরো গুণগণৈর্বৃতঃ ॥ ৩৬ ॥ এতদ্ধি তন্মহাতীর্থং প্রাচীনেতি চ শব্দিতম্। স্নানক্রমেণ মর্ত্ত্যানামন্যেষামপি পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥ ত্রিরাত্রো পোষিতঃ স্নাতস্তীর্থেঽস্মিন্ ব্রহ্মহাপি যঃ। বিমুক্তঃ পাতকাত্তস্মান্মোদতে দিবি রুদ্রবৎ ॥ ৩৮ ॥ প্রাচীনে দেব্যহং নিত্যং বসামি সহিতস্ত্বয়া। প্রভাসে তু মহাক্ষেত্রে বিশেষাত্তত্র ভামিনি ॥ ৩৯ ॥ সরস্বত্যুত্তরে তীরে যস্ত্যজেদাত্মনস্তনুম্। প্রাচীনে তু বরারোহে ন চেহাগচ্ছতে পুনঃ ॥ ৪০ ॥ আপ্লুতো বাজিমেধস্য ফলং প্রাপ্স্যতি পুষ্কলম্। নিয়মৈশ্চোপবাসৈশ্চ শোষয়েদ্দেহমাত্মনঃ ॥ ৪১ ॥ জলাহারা বায়ুভক্ষাঃ পর্ণাহারাশ্চ তাপসাঃ। যথা স্থণ্ডিলগা নিত্যং যে চান্যনিয়মাঃ পৃথক্ ॥ ৪২ ॥ এবং মঙ্ক্যাশ্রমে যেষাং বসতাং মৃত্যুরাগতঃ। ন তে মনুষ্যা দেবাস্তে সত্যমেতদ্‌ব্রবীমি তে ॥ ৪৩ ॥ অস্মিংস্তীর্থে তু যো দদ্যাৎ ক্রটিমাত্রং তু কাঞ্চনম্। শ্রদ্ধয়া দ্বিজমুখ্যায় মেরুতুল্যং ফলং লভেৎ ॥ ৪৪ ॥ অস্মিংস্তীর্থে তু যে শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তি চ মানবাঃ। একবিংশৎকুলোপেতাঃ স্বর্গং যাস্যন্তি তে ধ্রুবম্ ॥ পিতৃণাং বল্লভে তীর্থে পিণ্ডেনৈকেন তর্পিতাঃ। ব্রহ্মলোকং গমিষ্যন্তি গয়াশ্রাদ্ধকৃতো যথা ॥ ৪৬ ॥ কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং স্নানঞ্চ বিহিতং সদা। পিণ্যাকেঙ্গুদকেনাপি পিণ্ডং তত্র দদাতি যঃ। পিতৃণামক্ষয়া তৃপ্তিঃ পিতৃলোকং স গচ্ছতি ॥ ৪৭ ॥ ভূয়শ্চান্নং প্রযচ্ছন্তি মোক্ষমার্গং ব্রজন্তি তে ॥ ৪৮ ॥ দধি দদ্যাদ্যোঽপি তত্র ব্রাহ্মণায় মনোরমম্। সোঽগ্নিলোকং সমাসাদ্য ভুঙ্‌ক্তে ভোগান্ সুশোভনান্ ॥ ৪৯ ॥ ঊর্ণাং প্রাবরণং যোঽপি ভক্ত্যা দদ্যাদ্দ্বিজোত্তমে সোঽপি যাতি পরাং সিদ্ধিং মর্ত্ত্যোরন্যৈঃ সুদুর্লভাম্ ॥ ৫০ ॥ যে চাত্র মলনাশায় বিশেষৈর্মানবা জলম্। গোপ্রদানসমং তেষাং সুখেন

গিয়া তিনি ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া ত্রিসন্ধ্য নিয়ম পালনপূর্ব্বক স্নাত হইলেন। স্নাত হইবামাত্রই পূর্ব্ব-সঞ্চিত পাতক হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। এ দিকে ধর্ম্মপুত্র তখন নরের শুদ্ধিলাভ অবগত হইয়া অপর ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার দর্শনমানসে তথায় গমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র নর তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তিনি তখন সম্মুখবর্ত্তী ভ্রাতাকে হৃষ্টান্তঃকরণে আলিঙ্গন করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীমসেনাদি অপর ভ্রাতৃগণ ও গুরুজনগণ কর্ত্তৃক ও তিনি এইরূপে আলিঙ্গিত ও পরিবৃত হইয়া পরমানন্দিত হইলেন। প্রাচীনকালে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া ঐ তীর্থের নাম প্রাচীন। এই তীর্থে স্নান মাত্রেই সমুদয় পাতক বিনষ্ট হয়। ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া এই তীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্মঘাতীও তজ্জনিত পাতক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গে রুদ্রবৎ বিমলানন্দ অনুভব করিয়া থাকে। হে দেবি! প্রাচীন তীর্থে আমি তোমার সহিত সর্ব্বদাই বাস করিয়া থাকি, বিশেষতঃ প্রভাসে। সরস্বতীর উত্তরতীরে প্রাচীনতীর্থে যে মানব তনুত্যাগ করে, তাহাকে আর ইহলোকে আগমন করিতে হয় না। যে নর নিয়ম বা উপবাসাদি দ্বারা ঐ তীর্থে আত্মদেহ শোষিত করে, তাহার বাজিমেধের ফলপ্রাপ্তি হয়। জলাহারী, বায়ুভক্ষী, পর্ণাহারী, তাপসও স্থণ্ডিলগা, ইহারা যদি সরস্বতী-তটে মঙ্ক্যাশ্রমে বাস করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে মানব না বলিয়া দেবতা বলাই উচিত। এই তীর্থে যে মানব বিপ্রগণকে ক্রটি মাত্র সুবর্ণ দান করে, তাহার মেরুপ্রমাণ সুবর্ণদানের ফল হয়। যে সকল মানব এই তীর্থে শ্রদ্ধানুষ্ঠান করে তাহারা একবিংশতি কুলের সহিত স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। এই পিতৃবল্লভ তীর্থে মাত্র একটী পিণ্ড দ্বারা তর্পিত হইয়া পিতৃগণ গয়াশ্রাদ্ধভোক্তা পিতৃগণের ন্যায় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন।৩০—৪৬। কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে এখানে স্নান বিহিত আছে। যে পিণ্যাক ও ইঙ্গুদীফল দ্বারা এই স্থানে পিণ্ড প্রদান করে তাহার পিতৃগণ অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করেন এবং সে পিতৃলোকে গমন করিয়া থাকে। যাহারা এখানে অন্নদান করে, তাহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যে মানব এই তীর্থে বিপ্রগণকে উত্তম দধি দান করে, সে অগ্নিলোক প্রাপ্ত হইয়া উত্তম ভোগ উপভোগ করিয়া থাকে। যাহারা এখানে ভক্তিপূর্ব্বক বিপ্রগণকে ঊর্ণাবস্ত্র প্রদান করে, তাহারা আত্মীয় জনের সহিত সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। যে সকল মানব মলনাশের জন্য এই তীর্থে অবগাহন করে, তাহার

ফলমাদিশেৎ ॥ ৫১ ॥ ভাবেন যো নরস্তত্র কশ্চিৎ সমাচরেৎ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৫২ ॥ তর্পণাৎ পিণ্ডদানাচ্চ নরকেষপি সংস্থিতাঃ। স্বর্গং প্রয়ান্তি পিতরঃ সুপুত্রেণ হি তারিতাঃ ॥ ৫৩ ॥ প্রাচীং সরস্বতীং প্রাপ্য যাতি তীর্থং হিমালয়ম্। স করস্থং সমুৎসৃজ্য কূর্পরেণ সমালিহেৎ ॥ ৫৪ ॥ যং যং কামমভিধ্যায় তস্মিন্ প্রাণান্ পরিত্যজেৎ। তং তং সকলমাপ্নোতি তীর্থমাহাত্ম্যযোগতঃ ॥ ৫৫ ॥ অস্তদ্দেবি পুরা গীতং গাঙ্গেয়েন যুধিষ্ঠিরে। সত্যমেব হি গঙ্গায়াং বয়ং জাতা যুধিষ্ঠির ॥ ৫৬ ॥ যাঃ কাশ্চিৎ সরিতো লোকে তাসাং পুণ্যা সরস্বতী ॥ ৫৭ ॥ সরস্বতী সর্ব্বনদীষু পুণ্যা সরস্বতী লোকসুখাবহা সদা। সরস্বতীং প্রাপ্য সুদুঃখিতা নরাঃ সদা ন শোচন্তি পরত্র চেহ চ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীস্কান্দে প্রাচীসরস্বতীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

গো-দানসম ফল প্রাপ্ত হয়। যে মানব এখানে ভক্তিপূর্ব্বক স্নানাচরণ করে, সে সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। সুপুত্রগণ যদি এখানে স্নান-তর্পণ করে, তাহা হইলে পিতৃগণ তৎকর্ত্তৃক তারিত হইয়া স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন। প্রাচীসরস্বতীতীর্থ থাকিতে যে নর হিমালয়াদি তীর্থে গমন করে, তাহার হস্তস্থিত ভক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া কূর্পর ভক্ষের লেহন করা হয়। মানব যে যে কামনা করিয়া উক্ততীর্থে প্রাণ পরিত্যাগ করে তীর্থমাহাত্ম্যে সে সেই সেই কামনাই লাভ করিয়া থাকে। অয়ি দেবি! পূর্ব্বে গাঙ্গেয় যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, হে যুধিষ্ঠির! সত্য সত্যই আমি গঙ্গার জল গ্রহণ করিয়াছিলাম বটে; কিন্তু পৃথিবীতে যাবতীয় সরিৎ আছে, তাহাদের সকলের মধ্যে সরস্বতীই পুণ্যবতী। সরস্বতী সকল নদী অপেক্ষা পুণ্যবতী, লোকসুখাবহা, ও দুঃখিত জনের ইহপরত্র সুখদাত্রী।৫৭—৫৮।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ। কিমর্থং কঙ্কণং দেব ক্ষিপ্যতে লবণাম্ভসি। তস্য পুণ্যং ন পূর্ব্বোক্তং যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥ ১ ॥ কে মন্ত্রাঃ কিং বিধানং তৎ কস্মিন্ কালে মহৎ ফলম্। কিং পুরাভূচ্চ তদ্‌বৃত্তং ভগবন্ কঙ্কণাশ্রিতম্ ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ। আসীৎ পুরা মহীপালো বৃহদ্রথ ইতি শ্রুতঃ। তস্য ভার্য্যাভবৎ সাধ্বী নাম্না চেন্দুমতী প্রিয়া ॥ ৩ ॥ ন দেবী ন চ গন্ধর্ব্বী নাসুরী ন চ কিন্নরী। তাদৃগ্রূপা মহাদেবি যাদৃশী সা সুমধ্যমা ॥ ৪ ॥ শীলরূপগুণোপেতা নিত্যং সা তু পতিব্রতা। সর্ব্বযোষিদ্‌গুণৈর্যুক্তা যথা সাধ্বী হ্যরুন্ধতী ॥ ৫ ॥ প্রধানা স্ত্রীসহস্রস্য সৌভাগ্যমদগর্ব্বিতা। ন বিনা স তয়া রেমে মুহূর্ত্তমপি পার্থিবঃ ॥ ৬ ॥ একদা তস্য রাজর্ষেরর্দ্ধাসনগতা সতী। যাবত্তিষ্ঠতি রাজেন্দ্রমৃষিস্তাবদুপাগতঃ। কণ্বো নাম মহাতেজাস্তপস্বী বেদপারগঃ ॥ ৭ ॥ তমাগতমথো দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় পার্থিবঃ। পূজাং কৃত্বা যথান্যায়ং দত্ত্বা চার্ঘ্যমনুত্তমম্ ॥ ৮ ॥ সুখাসীনং ততো মত্বা বিশ্রান্তং মুনিপুঙ্গবম্। অপৃচ্ছৎ কুশলং রাজা স সর্ব্বং

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

দেবী বলিলেন,—হে দেব! লবণোদধিতে কি জন্য কঙ্কণ নিক্ষেপ করিতে হয়? এই কর্ম্ম করিলে কি পুণ্য হয়? ইহার মন্ত্র কি? বিধান কি? কোন সময় করিলে মহৎ ফল হয় এবং ইহার পুরাবৃত্ত কি এই সকল আপনি বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—পূর্ব্বে বৃহদ্রথ নামে এক নৃপতি ছিলেন, তাঁহার মহিষীর নাম ছিল-ইন্দুমতী। না গন্ধর্ব্বী না অসুরী—না কিন্নরী, কেহই ইন্দুমতীর সৌন্দর্য্যের সমকক্ষ ছিল না। তিনি রূপে, গুণে, কুলে শীলে, পাতিব্রত্যে ও শ্রেষ্ঠযোষিদ্‌গুণে যেন সাক্ষাৎ সাধ্বী অরুন্ধতী ছিলেন। তিনি সমগ্র রাজমহিষীর মধ্যে প্রধানা ও সৌভাগ্যমদগর্ব্বিতা ছিলেন। নৃপতিও তাঁহাকে ছাড়া মুহূর্ত্তকাল থাকিতে পারিতেন না। একদিন মহিষী রাজার অর্দ্ধাসনভাগিনী হইয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় মহাতেজা বেদপারগ মহর্ষি কণ্ব তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে অবলোকন করিয়াই সহসা গাত্রোত্থান করত যথাবিধি তাঁহার পূজা এবং তাঁহাকে অর্ঘ্য দান করিলেন। অর্ঘ্যদানান্তে মুনিবর সুখাসীন ও বিশ্রান্ত হইলে রাজা তাঁহার কুশল

চানুমোদয়ৎ ॥ ৯ ॥ ততো ধর্ম্মকথাং চক্রে স ঋষি-র্নৃপসন্নিধৌ ॥ ১০ ॥ ততঃ কথাবসানে সা ভার্য্যা তস্য মহীপতেঃ। অব্রবীদমৃতং বাক্যং কৃতাঞ্জলি-পুটা সতী ॥ ১১ ॥ ইন্দুমত্যুবাচ। ত্বং বেৎসি ভগবন্ সর্ব্বমতীতানাগতং বিভো। পৃচ্ছে ত্বাং কৌতুকাবিষ্টা উন্মারং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ১২ ॥ অন্য-দেহোদ্ভবং কর্ম্ম মম সর্ব্বং প্রকীর্ত্তয়। ঈদৃশং মম সৌভাগ্যং পতির্দেবসুতোপমঃ ॥ ১৩ ॥ সৌভাগ্যং পতিদেবত্বং শীলং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। কিং প্রভাবো ব্রতস্যৈব উতাহোপোষিতস্য বা ॥ ১৪ ॥ দানস্য বা মুনিশ্রেষ্ঠ যন্মে সৌভাগ্যমুত্তমম্। বশো রাজা মহাবাহুর্ম্মম বাক্যানুগঃ সদা ॥ ১৫ ॥ এতন্মে সর্ব্বমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ১৬ ॥ সূত উবাচ। তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ধ্যাত্বা চ সুচিরং মুনিঃ। অব্রবীৎ প্রহসন্ বাক্যং কণ্বো বেদবিদাং বরঃ ॥ ১৭ ॥ কণ্ব উবাচ। শৃণু রাজ্ঞি প্রবক্ষ্যামি অন্যদেহোদ্ভবং তব। ন রোষশ্চ ত্বয়া কার্য্যো লজ্জা বাপি সুমধ্যমে ॥ ১৮ ॥ ত্বমাসীদন্যদেহে তু আভীরী পঞ্চভর্ত্তৃকা। সৌরাষ্ট্রবিষয়ে হীনা দেবং সোমেশ্বরং গতা ॥ ১৯ ॥ ততঃ স্নাতুং প্রবিষ্টা চ সাগরে লবণাম্ভসি। হতা কল্লোলমালাভির্বিহ্বলত্ব-মুপাগতা ॥ ২০ ॥ তব হস্তাচ্চ্যুতং তত্র হৈমং কঙ্কণমেব চ। নষ্টং সমুদ্রসলিলে পশ্চাত্তাপস্তু তে স্থিতঃ ॥ ২১ ॥ অথ কালেন মহতা পঞ্চত্বং ত্বমু-পাগতা। দশার্ণাধিপতের্গেহে ততো জাতাসি সুন্দরি ॥ ২২ ॥ বৃহদ্রথেন চোঢ়াসি কঙ্কণস্য প্রভা-বতঃ। ন ব্রতং ন তপো দানং ত্বয়া চীর্ণং পুরা শুভে ॥ ২৩ ॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি। তচ্ছ্রুত্বা সা বিশালাক্ষী ত্রপয়াধো-মুখী তথা। আসীত্তূষ্ণীং তদা দেবী শ্রুত্বা বাক্যং চ তাদৃশম্ ॥ ২৪ ॥ এবং নিবেদ্য স মুনী রাজপত্নীং বরাননে। জগাম ভবনং স্বং চ আমন্ত্র্য বসুধাধি-পম্ ॥ ২৫ ॥ জ্ঞাত্বা ফলং কঙ্কণস্য মুনেস্তস্য প্রভা-বতঃ। গত্বা সোমেশ্বরং দেবং স্নাত্বা চ লবণাম্ভসি ॥ ২৬ ॥ প্রাক্ষিপৎ কঙ্কণং তত্র প্রতিবর্ষং মহাপ্রভে। ততো দেবত্বমাপন্না প্রভাবাত্তস্য ভামিনি ॥ ২৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ এষ প্রভাবঃ সুমহান্ কঙ্কণস্য প্রকীর্ত্তিতঃ। সর্ব্বকামপ্রদো দেবি সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কঙ্কণমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্ত-ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও তাহা অনুমোদন করিলেন। তিনি নৃপসন্নিধানে ধর্ম্মকথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কথাবসানে রাজ্ঞী অমৃত-ময় বাক্যে বলিলেন,—হে বিভো! আপনি অতীত অনাগত সমুদয়ই অবগত আছেন, এ জন্য আমি কৌতুহলাক্রান্তা হইয়া আপনাকে যৎকিঞ্চিৎ প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার অন্যদেহ-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন। দেখুন, আমার দেবসুতো-পম পতি, তাহাতে আবার তিনি নৃপতি, তদুপরি আমার বশীভূত ও বাক্যানুগত, আবার তিনি ত্রৈলোক্যবিশ্রুত, ঈদৃশ সৌভাগ্য আমার কিরূপে হইল? ইহা কি ব্রতোপবাসের প্রভাব—না দানের অথবা জন্মান্তরীণ পুণ্যফল? এই সকল আপনি কীর্ত্তন করুন, আমার পরম কৌতুহল জন্মিয়াছে। সূত বলিলেন,—রাজ্ঞীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বেদবিৎবর ঋষিবর সুচিরকাল ধ্যানান্তে হাসিয়া বলিলেন,—রাজ্ঞি! বলিতেছি শ্রবণ করুন,-- দেখুন, আপনি রোষ বা লজ্জা করিবেন না, আপনি পূর্ব্বজন্মে আভীরী ছিলেন। আপনার পাঁচজন ভর্ত্তা ছিল। সৌরাষ্ট্রদেশে আপনার জন্ম হইয়াছিল। আপনি এক সময় সোমেশ্বর দর্শন করিতে যান, সেখানে লবণসমুদ্রে স্নান করিবার নিমিত্ত অবতরণ করেন। আপনি সাগরের কল্লো-লিত তরঙ্গমালায় অভিহত হইয়া বিহ্বল হইয়া পড়েন। ঐ সময় আপনার হস্ত হইতে কঙ্কণ স্খলিত হয়। তাহা সমুদ্রসলিলে পতিত হওয়ায় আপনি পশ্চাত্তাপযুক্ত হন। অনন্তর বহুকালের পর আপনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া দশার্ণাধিপতির সুন্দরী কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। রাজা বৃহদ্রথ সেই কঙ্কণপ্রভাবেই আপনার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন; ব্রত, দান বা তপ এ সকলের কিছুই আপনি পূর্ব্বে অনুষ্ঠান করেন নাই। এইত আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত বলিলাম। রাজ্ঞী মুনির এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জায় অধোমুখী হইয়া তুষ্ণীভাবে অবস্থান করিয়া রহিলেন। মুনি রাজাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। রাজ্ঞী মুনিমুখে কঙ্কণ-ফল অবগত হইয়া প্রতিবর্ষে সোমেশ্বরে গমনপূর্ব্বক লবণজলনিধিতে স্নান করিয়া কঙ্কণক্ষেপণ করিয়া ক্রমে দেবত্ব লাভ করিলেন। ঈশ্বর বলিলেন,—হে

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ। যদেতদ্ভবতা প্রোক্তং পশ্যেৎপূর্ব্বং কপর্দ্দিনম্। ভগবন্ সংশয়ং ছেনং যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥ স ভৃত্যঃ কিল দেবেশ তব শম্ভো মহাপ্রভঃ। প্রভোরনন্তরং ভৃত্য এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ২॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথা পূজ্যতমো হি সঃ। কপর্দ্দী সর্ব্বদেবানামাদ্যো বিঘ্নেশ্বরঃ প্রভুঃ॥ ৩॥ যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ প্রভাসক্ষেত্রসংস্থিতঃ। সোমেশ্বরো মহাদেবি লিঙ্গরূপী সদাশিবঃ॥ ৪॥ তস্য বামে স্থিতো বিষ্ণুর্ব্বরাহ ইতি যঃ স্মৃতঃ। তস্য দক্ষিণভাগে তু স্থিতো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ। কপর্দ্দিরূপমাস্থায় সাবিত্র্যাঃ কোপকারণাৎ॥ ৫॥ কৃতে হেরম্বনামা তু ত্রেতায়াং বিঘ্নমর্দ্দনঃ। লম্বোদরো দ্বাপরে তু কপর্দ্দী তু কলৌ স্মৃতঃ। ৬॥ এবং যুগেযুগে তস্য অবতারঃ পৃথক্ পৃথক্। যথা কার্য্যানুরূপেণ জায়তে চ পুনঃপুনঃ॥ ৭॥ অষ্টাবিংশতিমে তত্র দেবি প্রাপ্তে চতুর্যুগে। কারণাত্মা যথোৎপন্নঃ কপর্দ্দী তত্র মে শৃণু॥ ৮॥ পুরা দ্বাপরসন্ধৌ তু সম্প্রাপ্তে চ কলৌযুগে। স্ত্রিয়ো ম্লেচ্ছাশ্চ শূদ্রাশ্চ যে চান্যে পাপকারিণঃ। প্রয়ান্তি স্বর্গমেবাশু দৃষ্ট্বা সোমেশ্বরং প্রভুম্॥ ৯॥ ন যজ্ঞা ন তপো দানং ন স্বাধ্যায়ো ব্রতং ন চ। কুর্ব্বন্তোঽপি-নরা দেবি সর্ব্বে যান্তি শিবালয়ম্॥ ১০॥ তং প্রভাবং বিদিত্বৈবং সোমেশ্বরসমুদ্ভবম্। অগ্নিষ্টোমাদিকাঃ সর্ব্বা ক্রিয়া নষ্টাঃ সুরেশ্বরি॥ ১১॥ ততো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ ঋষয়ো বেদপারগাঃ। শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽপি তং দৃষ্ট্বা প্রয়ান্তি পরমাং গতিম্॥ ১২॥ নষ্টযজ্ঞোৎসবে কালে শূন্যে চ বসুধাতলে। ঊর্দ্ধবাহুভিরাক্রান্তং পরিপূর্ণং ত্রিবিষ্টপম্॥ ১৩॥ ততো দেবা মহেন্দ্রাদ্যা দুঃখেনৈব সমন্বিতাঃ। পরিভূতা মনুষ্যৈস্তু শঙ্করং শরণং গতাঃ॥ ১৪॥ ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্ব ইন্দ্রাদ্যাঃ সুরসত্তমাঃ। ব্যাপ্তোঽয়ং মানুষৈঃ স্বর্গঃ প্রসাদাত্তব শঙ্কর॥ ১৫॥ নিবাসায় প্রভোঽস্মাকং স্থানং কিঞ্চিৎ সমাদিশ। অহং শ্রেষ্ঠো হ্যহং শ্রেষ্ঠ ইত্যেবং তে পরস্পরম্। জল্পন্তঃ সর্ব্বতো দেব পর্য্যটন্তি যথেচ্ছয়া॥ ১৬॥ ধর্ম্মরাজঃ সুধর্ম্মাত্মা তেষাং কর্ম্ম

দেবি! এই আমি কল্পণের সর্ব্বকামপ্রদ পাপনাশন সুমহান্ প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম। ১—২৮।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত.

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

দেবী বলিলেন,—হে দেব! আপনি যে বলিলেন,—প্রথমতঃ কপর্দ্দীকে দর্শন করিতে হয়। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সে হইল আপনার ভৃত্য, আর যে ভৃত্য, সে প্রভুর পরে গণিত, এই হইল সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব। এই জন্যইত ইহাতে আমার সংশয় হইতেছে, এ সংশয় আপনি ছেদন করুন। ঈশ্বর বলিলেন, দেবি! যেরূপে ঐ কপর্দ্দী সর্ব্বদেবের আদ্য বিঘ্নেশ্বর প্রভু পূজ্যতম হইলেন, তাহা শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি। তুমি জান যে প্রভাসক্ষেত্রে সোমেশ্বর নামে এক লিঙ্গরূপী সদাশিব আছেন, সেই সদাশিবের বামে বিষ্ণু আছেন, তিনি বরাহসংজ্ঞায় অভিহিত। আর এই বিষ্ণুর দক্ষিণভাগে সাবিত্রীর কোপে প্রজাপতি ব্রহ্মা কপর্দ্দিরূপে অবস্থান করেন। সত্যযুগে ইঁহার নাম ছিল—হেরম্ব, ত্রেতায় বিঘ্নমর্দ্দন, দ্বাপরে লম্বোদর, এবং কলিতে হইয়াছে কপর্দ্দী। কার্য্যানুরোধে এইরূপে যুগে যুগে পুনঃপুনঃ তাঁহার পৃথক্ পৃথক্ অবতার। এই কারণাত্মা কপর্দ্দী অষ্টাবিংশতিতম যুগে যেরূপে জন্মিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দ্বাপরসন্ধি সময়ে কলিযুগে স্ত্রী, ম্লেচ্ছ, শূদ্র ও অন্যান্য বহুবিধ পাপী সোমেশ্বর দর্শন করিয়া স্বর্গে গমন করে। তখন ব্রত, দান, যজ্ঞ, তপ, স্বাধ্যায় এ সকল না করিয়াই নরগণ শিবালয়ে গমন করিতে থাকে। লোকে সোমেশ্বরের এতাদৃশ প্রভাব দেখিয়া অগ্নিষ্টোমাদি সমস্ত ক্রিয়া একেবারে বন্ধ করিল। বাল-বৃদ্ধ ঋষি বেদপারগ, স্ত্রী-শূদ্র সকলেই পরা গতি লাভ করিতে লাগিল। এই সময় সোমেশ্বর প্রভাবে ধরাতলস্থ সমুদয় লোকই স্বর্গে গমন করিল, ইহার ফলে তথায় এত জনতা (ভিড়) হইল যে, (ন স্থানং তিলধারণং) স্বর্গযাত্রী সকলকেই ঊর্দ্ধবাহু হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। তখন মনুষ্য- পরিভূত ইন্দ্রাদি দেবগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শঙ্করের (আমার) শরণ লইলেন। তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে দেব! আপনার প্রসাদে মনুষ্যগণ স্বর্গ ব্যাপ্ত করিয়াছে। অধুনা আমাদের নিবাসের জন্য স্থান দান করুন। এই কথা বলিয়া তাঁহারা 'আমি প্রধান, আমি প্রধান,' এই প্রকার জল্পনা করিতে করিতে ইতস্তত বিচরণ করিতেলাগিলেন। ১—১৬।

শুভাশুভম্। স্বয়ং লিখিতমালোক্য তূষ্ণীমাস্তে সুবিস্মিতঃ॥ ১৭॥ যেষামর্থে কৃতং সজ্জং কুম্ভীপাকং সুদারুণম্। রৌরবঃ শাল্মলির্দেব দৃষ্ট্বা তান্ দিবি সংস্থিতান্। বৈলক্ষ্যং পরমং গত্বা ব্যাপারং ত্যক্তবানসৌ॥ ১৮॥ শ্রীভগবানুবাচ প্রতিজ্ঞাতং ময়া সর্ব্বং ভক্ত্যা তুষ্টেন বৈ সুরাঃ সোমায় মম সান্নিধ্যমস্মিন্ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতি॥ ১৯ ন শক্যমন্যথা কর্ত্তুমাত্মনো যদুদীরিতম্। এব যাস্যন্তি তে স্বর্গং যে মাং দ্রক্ষ্যন্তি তত্র বৈ॥ ২০ ভয়োদ্বিগ্নাস্ততো দেবাঃ পার্ব্বতীং প্রেক্ষ্য বিশ্বতঃ উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে ত্বমস্মাকং গতির্ভব॥ ২১ এবমুক্ত্বাস্তুবন্ দেবাঃ স্তোত্রেণানেন সত্তম জানুভ্যাং ধরণীং গত্বা শিরস্যাধায় চাঞ্জলিম্ ২২॥ দেবা উচুঃ। নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে বিশ্বধাত্রিকে। নমস্তে পদ্মপত্রাক্ষি নমস্তে কাঞ্চনভাতে॥ ২৩॥ নমস্তে সংহর্ত্রি কর্ত্রি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে। কালরাত্রি নমস্তুভ্যং নমস্তে গিরিপুত্রিকে॥ ২৪॥ আর্য্যে ভদ্রে বিশালাক্ষি নমস্তে লোকসুন্দরি। ত্বং রতিস্ত্বং ধৃতিস্ত্বং শ্রীস্ত্বং স্বাহা ত্বং সুধা সতী॥ ২৫॥ ত্বং দুর্গা ত্বং মণির্মেধা ত্বং সর্ব্বং ত্বং বসুন্ধরা। ত্বয়া সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ২৬॥ নদীষু পর্ব্বতাগ্রেষু সাগরেষু গুহাসু চ। অরণ্যেষু চ চৈত্যেষু সংগ্রামেষাশ্রমেষু চ॥ ২৭॥ ত্রৈলোক্যে তন্ন পশ্যামো যত্র ত্বং দেবি ন স্থিতা। এতজ্জ্ঞাত্বা বিশালাক্ষি ত্রাহি নো মহতো ভয়াৎ॥ ২৮॥ ঈশ্বর উবাচ। এবমুক্তা তু সা দেবী দেবৈরিন্দ্রপুরোগমৈঃ। কারুণ্যান্নিজদেহং ত্বং তদা মর্দ্দিতবত্যসি॥ ২৯॥ মর্দ্দয়ন্ত্যাস্তব তদা সঞ্জাতঞ্চ মহন্মলম্। তত্র জজ্ঞে গজেন্দ্রাস্যশ্চতুর্ব্বাহুর্মনোহরঃ॥ ৩০॥ ততোঽব্রবীৎ সুরান্ সর্ব্বান্ ভবতী করুণাত্মিকা। এষ এব ময়া সৃষ্টো যুষ্মাকং হিতকাম্যয়া॥ ৩১॥ এষ বিঘ্নানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাং সংবিধাস্যতি॥ ৩২॥ মোহেন মহতাবিষ্টাঃ কামোপহতবুদ্ধয়ঃ। সোমনাথমপশ্যন্তো যাস্যন্তি নরকং নরাঃ॥ ৩৩॥ এবং তে বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বে তে হৃষ্টমানসাঃ। স্বস্থানং ভেজিরে দেবাস্ত্যক্ত্বা মানুষজং ভয়ম্॥ ৩৪॥ অথেভবদনঃ প্রাহ ত্বাং দেবি বিনয়ান্বিতঃ। কিং করোমি বিশালাক্ষি

সকলেরই শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ স্বহস্তলিখিত দেখিয়া ধর্ম্মরাজ বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তিনি মনে করিলেন,—হায়, আমি যাহাদের জন্য দারুণ কুম্ভীপাক, রৌরব, শাল্মলী প্রভৃতি মহানরক সাজ্জত করিয়া রাখিয়াছি, তাহারা কিনা অদ্য স্বর্গে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইরূপ নির্ব্বিণ্ণ হইয়া বৈলক্ষ্যসহকারে ধর্ম্মরাজ নিশ্চেষ্ট রহিলেন। শ্রীভগবান বলিলেন,—হে সুরগণ! আমি পূর্ব্বে সোমের ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া ঐ স্থানে অবস্থান করিয়াছি, এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অধুনা আর তাহার অন্যথা হইতে পারে না, নিজের কথার কেমন করিয়া অন্যথাচরণ করিব? সুতরাং প্রভাসক্ষেত্রে যাহারা আমাকে দর্শন করিবে, তাহারা অবশ্যই স্বর্গে গমন করিবে। দেবদেবের এই কথা শুনিয়া দেবগণ ভয়োদ্বিগ্ন হইয়া পার্ব্বতীর নিকট গিয়া বলিলেন—মা তুমি আমাদের গতি বিধান কর। এই বলিয়া দেবগণ পাতিতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—হে দেবদেবেশি, হে বিধাত্রিকে, হে পদ্মপত্রাক্ষি, হে সুবর্ণবর্ণাভে, হে সংহারকর্ত্রি, হে কর্ত্রি, হে শঙ্করপ্রিয়ে, হে কালরাত্রি, হে গিরিপুত্রিকে, হে বিশালাক্ষি, হে লোকসুন্দরি মাতঃ! তোমাকে নমস্কার। হে মা! তুমি রতি, তুমি ধৃতি, তুমি শ্রী, তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি সতী, তুমি দুর্গা, তুমি মণিমেধা, তুমি নিখিল বস্তু এবং তুমিই আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড। তুমিই সচরাচর ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। নদী, পর্ব্বত, সাগর, গুহা, অরণ্য, চৈত্য, সংগ্রাম, আশ্রম, এমন কি নিখিল ত্রৈলোক্যে এমন স্থান নাই—যেখানে তোমার স্থিতি না আছে। হে বিশালাক্ষি মাতঃ! তুমি এই মহৎ ভয় হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! তুমি তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক উক্ত প্রকারে পরিষ্টুত হইয়া তাঁহাদের প্রতি করুণাবশতঃ নিজ দেহ মর্দ্দন করিতে লাগিলে। তাহার ফলে পুঞ্জীকৃত মল উৎপন্ন হইল। ঐ পুঞ্জীকৃত মল হইতে গজেন্দ্রাস্য চতুর্ব্বাহু মনোহর পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। তুমি তখন দেবগণকে বলিলে,—এই ইঁহাকে আমি তোমাদের হিতকামনায় উৎপাদিত করিলাম। ইনিই প্রাণিগণের বিঘ্নবিধান করিবেন। কামোপহতবুদ্ধি জনগণ মুগ্ধ হইয়া সোমনাথকে দর্শন না করিয়া নরকে গমন করিবে। দেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ মানুষজ ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক হৃষ্টমানসে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।১৭—৩৪। তখন গজবদন

আদেশো দীয়তাং মম ॥ ৩৫ ॥ শ্রীভগবত্যুবাচ। গচ্ছ প্রাভাসিকং ক্ষেত্রং যত্র সন্নিহিতো হরঃ। তত্রস্ক মানুষাণাঞ্চ যথা নায়াতি গোচরম্ ॥ ৩৬ ॥ লিঙ্গং তু দেবদেবস্য স্থাপিতং শশিনা স্বয়ম্। ভবত্যাদেশিতো নিত্যং নৃণাং বিঘ্নং করোতি সঃ ॥ ৩৭ ॥ প্রস্থিতং পুরুষং দৃষ্ট্বা সোমনাথং প্রতি প্রভুম্। স করোতি মহাবিঘ্নং কপর্দ্দী লোকপূজিতঃ ॥ ৩৮ ॥ পুত্রদারগৃহক্ষেত্র-ধনধান্যসমুদ্ভবম্। জনয়েৎ স মহামোহং ততঃ পশ্যতি নো হরম্ ॥ ৩৯ ॥ অথবা গড়ুগণ্ডাদিব্যাধিং চৈব সমুৎসৃজেৎ। তৈর্গ্রস্তঃ পুরুষো মোহান্ন পশ্যতি ততো হরম্ ॥ ৪০ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সোমেশ্বরপরীপ্সয়া। স নিত্যং পূজনীয়শ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চ দিবানিশম্ ॥ ৪১ ॥ স্তোত্রেণানেন দেবেশি সর্ব্ববিঘ্নান্তকেন বৈ। সমারাধ্যো গণাধ্যক্ষঃ প্রভাসক্ষেত্র-রক্ষকঃ ॥ ৪২ ॥ তত্তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি স্তোত্রং তদ্বিঘ্নমর্দ্দনম্। কপর্দ্দিনো মহাদেবি সাবধানাবধারয় ॥ ৪৩ ॥ ওঁনমো বিঘ্নরাজায় নমস্তেঽস্তু কপর্দ্দিনে। নমো মহোগ্রদংষ্ট্রায় প্রভাসক্ষেত্রবাসিনে ॥ ৪৪ ॥ কপর্দ্দিনং নমস্কৃত্য যাত্রানির্ব্বিঘ্নহেতবে। স্তোষ্যেঽহং বিঘ্নরাজানং সিদ্ধিবুদ্ধিপ্রিয়ং শুভম্ ॥ ৪৫ ॥ মহাগণপতিং শূরমজিতং জয়বর্দ্ধনম্। একদন্তং চ দ্বিদন্তং চতুর্দ্দন্তং চতুর্ভুজম্ ॥ ৪৬ ॥ ত্র্যক্ষং চ শূলহস্তং চ রক্তনেত্রং বরপ্রদম্। অজেয়ং শঙ্কুকর্ণং চ প্রচণ্ডং দণ্ডনায়কম্ ॥ আয়স্কদণ্ডিনং চৈব হুতবক্ত্রং হুতপ্রিয়ম্ ॥ ৪৭ ॥ অনর্চ্চিতো বিঘ্নকরঃ সর্ব্বকার্য্যেষু যো নৃণাম্। তং নমামি গণাধ্যক্ষং ভীমমুগ্রমুমাসুতম্ ॥ ৪৮ ॥ মদবন্তং বিরূপাক্ষমিভবক্ত্রসমপ্রভম্। ধ্রুবং চ নিশ্চলং শান্তং তং নমামি বিনায়কম্ ॥ ৪৯ ॥ ত্বয়া পূর্ব্বেণ বপুষা দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে। গজরূপং সমাস্থায় ত্রাসিতাঃ সর্ব্বদানবাঃ ॥ ৫০ ॥ ঋষীণাং দেবতানাং চ নায়কত্বং প্রকাশিতম্ ॥ ৫১ ॥ ইতি স্তুতঃ সুরৈরগ্রে পূজ্যসে ত্বং ভবাত্মজ। ত্বামারাধ্য 'গণাধ্যক্ষমিভবক্ত্রসমপ্রভম্ ॥ ৫২ ॥ ধ্রুবং চ নিশ্চলং শান্তং পরীতং বিজয়শ্রিয়া। কার্য্যার্থং রক্তকুসুমৈ রক্তচন্দনবারিভিঃ ॥ ৫৩ ॥ রক্তাম্বরধরো ভূত্বা চতুর্থ্যামর্চ্চয়েত্তু যঃ। এককালং দ্বিকালং বা নিয়তো নিয়তাশনঃ ॥ ৫৪ ॥ রাজানং রাজপুত্রং বা রাজমাত্রণমেব চ। রাজ্যং বা সর্ব্ববিঘ্নেশো বশীকুর্য্যাৎ

সবিনয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিশালাক্ষি! আমি কি করিব, আদেশ দেন। তুমি বলিলে,—যেখানে হর বিরাজ করিতেছেন, সেই প্রভাস ক্ষেত্রে তুমি গমন কর। যেখানে গমন করিয়া তুমি সোমপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ এরূপে রক্ষা করিবে, যাহাতে মানবগণের গোচরীভূত না হন। গজবদন তোমা কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া প্রভাসে গিয়া উক্ত প্রকারে মানবগণের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিল, তখন মানবগণের পুত্র-দারগৃহ-ক্ষেত্র-ধন-ধান্য বিষয়ক মহামোহ জন্মাইতে লাগিল। সেই মোহে মুগ্ধ হইয়া জনগণ আর সোমনাথ দর্শন করে না। কখন সে নরগণের গড়ু-গলগণ্ডাদি রোগ সৃজন করিতে থাকিল, তাহার ফলে তাহারা সোমনাথ দর্শন একেবারে ভুলিয়া গেল। এজন্য তিনি সোমনাথ দর্শনে বস্তু মানবগণের নিত্য পূজনীয় ও স্মর্ত্তব্য। হে দেবি! যে স্তোত্র দ্বারা ঐ গণাধ্যক্ষ কপর্দ্দীর স্তব করিতে হয়, আমি তাহা বলিতেছি; ইহাতে সোমনাথদর্শনবিষয়ক বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া থাকে। তুমি ইহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। হে বিঘ্নরাজ! তোমাকে নমস্কার; তুমি কপর্দ্দী মহোগ্রদংষ্ট্র, প্রভাসক্ষেত্রবাসী, যাত্রা নির্ব্বিঘ্ন হেতু, তোমাকে নমস্কার। হে বিঘ্নরাজ! তুমি বুদ্ধিসিদ্ধিপ্রিয়; শুভ, মহাগণপতি, শূর, অজিত, জয়বর্দ্ধন, একদন্ত, দ্বিদান্, চতুর্দ্দন্ত, চতুর্ভুজ ত্র্যক্ষ, শূলহস্ত, রক্তনেত্র, বরপ্রদ, অজেয়, শঙ্কুকর্ণ, প্রচণ্ড, দণ্ডনায়ক, আয়সণ্ডী, হুতবক্ত্র ও হুতপ্রিয়। তুমি অর্চ্চিত না হইলে মানবগণের সর্ব্বকার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন কর; আমি তোমার স্তব ও নমস্কার করিতেছি। হে গণাধ্যক্ষ, ভীম, উগ্র, উমাসুত, মদবন্ত, বিরূপাক্ষ, গজবক্ত্র, ধ্রুব, নিশ্চল, শান্ত। আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। হে বিনায়ক! তুমি তোমার পূর্ব্ব শরীরে গজরূপ আধান করিয়া দেবগণের কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ দৈত্যগণকে ত্রাসিত এবং ঋষি ও দেবতাগণের নায়কত্ব করিয়াছিলে। হে ভবাত্মজ! তুমি এইরূপে স্তুত হইয়া সুরগণ কর্তৃক পুজিত হও। তুমি গণাধ্যক্ষ, ইভবক্ত্র সমপ্রভ, ধ্রুব, নিশ্চল, শান্ত ও জয়শ্রী-যুক্ত। কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ তুমি রক্তচন্দন বারি ও রক্তকুসুম দ্বারা পুজিত হইয়া থাক। যে নিয়ত নিয়তাশন ব্যক্তি চতুর্থী তিথিতে রক্তা ধারণ করিয়া একবার বা দুইবার তোমায় পুজা করে, সে সর্ব্ববিঘ্নেশ্বর হইয়া রাজা, রাজপুত্র, মন্ত্রীও রাজ্যকেও

সরাষ্ট্রকম্॥ ৫৫॥ যৎফলং সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু যৎফলম্। স তৎফলমবাপ্নোতি স্মৃত্বা দেবং বিনায়কম্॥ ৫৬॥ বিষমং ন ভবেত্তস্য ন স গচ্ছেৎ পরাভবম্। ন চ বিঘ্নং ভবেত্তস্য জন্মে জাতিস্মরো ভবেৎ॥ ৫৭॥ য ইদং পঠতি স্তোত্রং ষড়্ভির্মাসৈর্ব্বরং লভেৎ। সংবৎসরেণ সিদ্ধিং চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫৮॥ প্রসাদাদ্দর্শনং যাতি তস্য সোমেশ্বরঃ প্রভুঃ। কপর্দ্দাকারমুদরং যতোহস্য সমুদাহৃতম্। ততোহস্য নাম জানীহি কপর্দ্দীতি মহাত্মনঃ॥ ৫৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কপর্দ্দিবিনায়কমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ॥ ৩৮॥

একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। অথ সম্পূজ্য বিধিনা দেবদেবং কপর্দ্দিনম্। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লিঙ্গং কেদারসংস্থিতম্॥ ১॥ তস্যৈবাগ্নেয়ভাগস্থং ভীমেশ্বরসমীপগম্। স্বয়ম্ভূতং মহাদেবি কল্পলিঙ্গং মম প্রিয়ম্॥ ২॥ ময়া সম্পূজিতং দেবি বৃদ্ধিলিঙ্গং মহাপ্রভম্। নিরাহারস্তু যস্তত্র করোত্যেকং প্রজাগরম্॥ ৩॥ চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষেণ তস্য লোকাঃ সনাতনাঃ। রুদ্রেশ্বরেতি দেবস্য ত্বাসীন্নাম পুরা যুগে॥ ৪॥ তিষ্যেহস্মিংস্তু পুনঃ প্রাপ্তে ম্লেচ্ছস্পর্শভয়াতুরঃ। অস্মিল্লিঙ্গে লয়ং যাতঃ কেদারশ্চাব্ধিসন্নিধৌ॥ ৫॥ তেন কেদারনামেতি তস্য খ্যাতং ধরাতলে। মাঘে মাসি যতাহারঃ স্নাত্বা তু লবণোদধৌ॥ ৬॥ পদ্মকে তু মহাকুণ্ডে মধ্যেহস্য লবণাম্ভসঃ। রুদ্রেশাদ্দক্ষিণে ভাগে ধনুষাং দশকে স্থিতে॥ ৭॥ স্নাত্বা বিধানতো দেবি রুদ্রেশং চার্চ্চয়িষ্যতি। সম্যক্‌কেদারযাত্রায়াঃ ফলং তস্য ভবিষ্যতি॥ ৮॥ ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং পূজনান্নাশনং মহৎ। অথ তস্যৈব দেবস্য ইতিহাসং পুরাতনম্॥ সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাং কথ্যতে তে সুরপ্রিয়ে। আসীদ্রাজা পুরা দেবি শশবিন্দুরিতি শ্রুতঃ॥ ১০॥ সার্ব্বভৌমো মহীপালো বিপক্ষগণসূদনঃ। কলিদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ সম্ভূতঃ পৃথিবীপতিঃ॥ ১১॥ তস্য ভার্য্যাভবৎ সাধ্বী প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী। ন দেবী ন চ গন্ধর্ব্বী নাসুরী ন চ পন্নগী॥ ১২॥ তাদৃগ্রূপা বরারোহে যথাস্য শুভলোচনা। তস্য হেমময়ং পদ্মং শতপত্রং মনোরমম্॥ ১৩॥ খেচরং

বশীভূত করিয়া থাকে। অপিচ সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমণে ও সর্ব্ব যজ্ঞানুষ্ঠানে যে ফললাভ হয়, সে তোমাকে স্মরণ করিয়া সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার কদাচ বৈষম্য পরাভব বা বিঘ্ন উপস্থিত হয় না; পরন্তু সে জাতিস্মরত্ব লাভ করে। হে দেবি! এই স্তোত্র ছয়মাস কাল যাবৎ পাঠ করিলে বরলাভ ও সংবৎসর পাঠ করিলে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। কপর্দ্দীর প্রসাদে প্রভু সোমেশ্বর দর্শন দান করিয়া থাকেন। উদর কপর্দ্দাকার বলিয়াই তাঁহার কপর্দ্দী নাম হইয়াছে। ৩৫—৫৯।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৮।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! উক্ত প্রকারে দেবদেব কপর্দ্দীর পূজা করিয়া কেদারেশ্বর লিঙ্গ সমীপে গমন করিতে হয়। এই লিঙ্গের অগ্নি কোণে ভীমেশ্বর লিঙ্গসমীপে আমার প্রিয় স্বয়ংভূত কল্পলিঙ্গ আছেন, এই লিঙ্গের আমি পূজা করিয়া থাকি। ইহা মহাপ্রভ ও বর্দ্ধিত লিঙ্গ। যে জন নিরাহারে এই লিঙ্গের প্রজাগর করে, বিশেষতঃ যদি চতুর্দ্দশীতে করা হয়, তাহা হইলে তাহার সনাতন লোক লব্ধ হইয়া থাকে। পূর্ব্ব যুগে উক্ত লিঙ্গের নাম ছিল—রুদ্রেশ্বর। তিনি ম্লেচ্ছস্পর্শভয়ে তিষ্য নক্ষত্রে অব্ধিসন্নিধানে কেদারেশ্বর লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হন। এই কারণেই তিনি ধরাতলে কেদারেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। যে নিয়তাহার মানব মাঘমাসে, লবণোদধির মধ্যে রুদ্রেশ্বর লিঙ্গের দক্ষিণদিক্‌ভাগে দশধনু ব্যবধানে অবস্থিত মহাকুণ্ড পদ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া ঐ লিঙ্গের পূজা করে, তাহার কেদারযাত্রার সম্যক্ ফললাভ হইয়া থাকে।১--৮। এই লিঙ্গপূজার ফলে মহৎ ব্রহ্মহত্যাপাপও বিনষ্ট হয়। হে দেবি! আমি এই লিঙ্গের একটী সর্ব্বকামপ্রদ পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে শশবিন্দু নামে এক সার্ব্বভৌম রাজা ছিলেন। কলি-দ্বাপরের সন্ধিসময়ে তিনি রাজত্ব করেন। তাঁহার মহিষী তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী ছিলেন। তাঁহার মহিষী যেরূপ রূপবতী ছিলেন, দেবী, গন্ধর্ব্বী, অসুরী বা পন্নগীরাও তাদৃশী রূপবতী ছিলেন না। রাজার একটী

বেগি নিত্যঞ্চ তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ। স তেন পর্য্যটল্লোকান্ সর্ব্বান্ দেবি স্বকামতঃ ॥ ১৪ ॥ একদা ফাল্গুনে মাসি শুক্লপক্ষে বরাননে। চতুর্দ্দশ্যাং তু সম্প্রাপ্তঃ প্রভাসক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ১৫ ॥ অথাপশ্যদৃষীন্ সর্ব্বান্ শ্রীসোমেশপুরঃস্থিতান্। রাত্রৌ জাগরণার্থায় জপহোমপরায়ণান্ ॥ ১৬ ॥ স দৃষ্ট্বা সোমনাথং তু প্রণিপত্য বিধানতঃ। পূজয়ামাস সর্ব্বাং স্তান্ যথার্হং ভক্তিসংযুতঃ ॥ ১৭ ॥ ততঃ কেদারমাসাদ্য সংস্নাপ্য বিধিবৎ প্রিয়ে। পূজয়িত্বা বিচিত্রাভিঃ পুষ্পমালাভিরীশ্বরম্ ॥ ১৮ ॥ নৈবেদ্যৈর্ব্বিবিধৈর্ব্বস্ত্রৈর্ভূষণৈশ্চ মনোহরৈঃ। ততোঽত্র কারয়ামাস জাগরং সুসমাহিতঃ ॥ ১৯ ॥ ততস্তে মুনয়ঃ সর্ব্বে কুতূহলসমন্বিতাঃ। চ্যবনো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ শাণ্ডিল্যঃ শাকটায়নঃ ॥ ২০ ॥ রৈভ্যোঽথ জৈমিনিঃ ক্রৌঞ্চো নারদঃ পর্ব্বতঃ শিলঃ। মার্কণ্ডঃ পুরতঃ কৃত্বা জগ্মুস্তস্য সমীপতঃ ॥ ২১ ॥ চক্রুঃ কথাঃ সুবিচিত্রা ইতিহাসানি ভূরিশঃ। কীর্ত্তয়ন্তঃ স্থিতাস্তত্র পপ্রচ্ছু রাজসত্তমম্ ॥ ২২ ॥ ঋষয় উচুঃ। কস্মাৎ সোমেশ্বরং দেবং পরিত্যজ্য নরাধিপ। কেদারস্য পুরোঽকার্ষীর্জ্জাগরং তদ্‌ব্রবীহি নঃ। নূনং বেৎসি ফলং চাস্য লিঙ্গস্য ত্বং মহোদয়ম্ ॥ ২৩ ॥ রাজোবাচ। শৃণ্বন্তু ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে অন্যদেহোদ্ভবং মম। পুরাহং শূদ্রজাতীয় আসং ব্রাহ্মণপূজকঃ ॥ ২৪ ॥ সৌরাষ্ট্রবিষয়ে শুভ্রে ধনধান্যসমাকুলে। অথ কালান্তরে তত্র অনাবৃষ্টিরভূদ্দ্বিজাঃ ॥ ২৫ ॥ ততোঽহং ক্ষুধয়াবিষ্টঃ প্রভাসং ক্ষেত্রমাস্থিতঃ। অথাপশ্যং সরঃ শুভ্রং হরিণীমূলসংস্থিতম্ ॥ ২৬ ॥ তচ্চ রামসরো নাম পদ্মিনীষণ্ডমণ্ডিতম্। ক্ষীরোদাম্বুধিসঙ্কাশং দৃষ্ট্বা স্নাতঃ ক্রমান্বিতঃ ॥ ২৭ ॥ সন্তর্প্য চ পিতৄন্ দেবান্ পীত্বা স্বচ্ছমথোদকম্। ততোঽহং ভার্য্যয়া প্রোক্তো গৃহাণেমান্ সরোরুহান্ ॥ ২৮ ॥ এতৎসমীপতো রম্যং দৃশ্যতে স্থানমুত্তমম্। বিক্রীণীমোঽত্র গত্বা তু যেন স্যাদ্ভোজনং বিভো ॥ ২৯ ॥ অথাবতীর্য্য সলিলং গৃহীতানি ময়া দ্বিজাঃ। কমলানি সুভূরীণি প্রস্থিতশ্চ পুরং প্রতি ॥ ৩০ ॥ তত্র গত্বা চ রথ্যাসু চত্বরেষু ত্রিকেষু চ। প্রফুল্লকমলান্যেব ক্রেতুং বৈ মুনিসত্তমাঃ ॥ ৩১ ॥ ন কশ্চিৎ প্রতিগৃহ্লাতি অস্তং প্রাপ্তো দিবাকরঃ। প্রাসাদং

মনোরম হেমময় শতপত্র পদ্ম ছিল। এই পদ্মটী বিশিষ্ট বেগসম্পন্ন ও খেচর ছিল। রাজা এই পদ্মের মাহাত্ম্যেই সর্ব্বস্থানে ইচ্ছামত বিচরণ করিতেন। এক দিন তিনি ফাল্গুন মাসে শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে প্রভাসক্ষেত্রে গমন করেন। সেখানে যাইয়া দেখেন যে, ঋষিগণ রাত্রিকালে জাগরণ করিবার জন্য জপহোম-পরায়ণ হইয়া শ্রীসোমেশ্বরসমীপে অবস্থান করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি দেব সোমেশ্বরকে বিধিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া পরে তাঁহাদের সকলকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে তিনি কেদারেশ্বরের স্নান করাইয়া বিচিত্র পুষ্পমালা, নৈবেদ্য ও মনোহর বস্ত্রাভরণ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনাপূর্ব্বক সমাহিতভাবে জাগরণ করিতে লাগিলেন। এই সময় চ্যবন, যাজ্ঞবল্ক্য শাণ্ডিল্য, শাকটায়ন, রৈভ্য, জৈমিনি, ক্রৌঞ্চ, নারদ, পর্ব্বত ও শীল প্রভৃতি তত্রত্য ঋষিগণ সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা বিচিত্র ইতিহাসকথার অবতারণা করিয়া প্রসঙ্গক্রমে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে রাজন্! কি জন্য আপনি দেব সোমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া কেদারেশ্বর-সম্মুখে জাগরণ করিতেছেন বলুন? নিশ্চয়ই আপনি এই লিঙ্গের বিশেষ মাহাত্ম্য অবগত আছেন। ৯—২৩। রাজা বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা আমার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে আমি ব্রাহ্মণ-পূজক শূদ্র ছিলাম। সমৃদ্ধ সৌরাষ্ট্রে আমার জন্ম হইয়াছিল। একদা তথায় অনাবৃষ্টি উপস্থিত হওয়ায় ক্ষুৎ-পীড়িত হইয়া আমি প্রভাসক্ষেত্রে গমন করি। ঐ স্থানে গমন করিয়া আমি এক সরোবর দেখিতে পাই। সরোবরটীর নাম রামসরোবর। উহা হরিণীর মূলদেশে অবস্থিত। ঐ সরোবর পদ্মিনীখণ্ড মণ্ডিত ও ক্ষীরোদ সাগরের ন্যায় সুবিস্তৃত। ঐ সরোবরে স্নান করিয়া দেব ও পিতৃগণের তর্পণ সমাপনপূর্ব্বক উদর পূর্ণ করিয়া স্বয়ং সলিল পান করিলাম। এই সময় আমার পত্নী বলিলেন,—নাথ! ঐ মনোরম পদ্ম সকল তুলিয়া আনুন। নিকটেই মনোহর নগর দেখা যাইতেছে, ঐ নগরমধ্যে লইয়া গিয়া পদ্মগুলি বিক্রয় করিব। তাহাতে আমাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। ভার্য্যার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় আমি জলে অবতরণ করিলাম। এবং ভূরি ভূরি পদ্ম গ্রহণ করিয়া নগর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। নগরে প্রতিপথে গৃহে গৃহে পদ্মপুষ্প বিক্রয়ার্থ ভ্রমণ করিলাম; কিন্তু কেহই তাহা গ্রহণ করিল না। দিবাকর অস্তাচল অবলম্বন করিলেন, আমরাও একটী প্রাসাদে আশ্রয়

কশ্চিদাসাদ্য সুপ্তোঽহং সহ ভার্য্যয়া। ৩২॥ তত্র সুপ্তস্য মে বুদ্ধিঃ শ্রুত্বা গীতধ্বনিং তদা। সমুৎপন্না সভার্য্যস্য ক্ষুধার্ত্তস্য বিশেষতঃ। নূনং জাগরণং হ্যেতৎকস্মিংশ্চিদ্বিবুধালয়ে। ৩৩। সরোরুহাণি চাদায় ব্রজাম্যত্র সুরালয়ে। যদি কশ্চিৎ প্রগৃহ্ণাতি প্রাণযাত্রা ততো ভবেৎ। ৩৪। অথোত্থায় সমায়াতো হ্যত্রাহং মুনিপুঙ্গবাঃ। অপশ্যং লিঙ্গমেতত্তু পূজিতং কুসুমৈঃ শুভৈঃ।৩৫। রুদ্রেশ্বরাভিধমিদং বৃদ্ধলিঙ্গং স্বয়ম্ভুবম্। বেশ্যানঙ্গবতীনাম্নী শিবরাত্রিপরায়ণা। ৩৬। জাগর্ত্তি পুরতস্তস্য গীতনৃত্যোৎসবাদিনা। ততঃ কশ্চিন্ময়া পৃষ্টঃ কিমেতদ্রাত্রিজাগরম্। ৩৭। কেয়ং স্ত্রী দৃশ্যতে-হত্যর্থং গীতনৃত্যোৎসবে রতা। সোঽব্রবীচ্ছিব-ধর্ম্মোক্তা শিবরাত্রিঃ সুধর্ম্মদা॥ ৩৮॥ তাং চানঙ্গ-বতীনাম্নী বেশ্যেয়ং ধর্ম্মসংযুতা। জাগর্ত্তি পরমং শ্রেয়ঃ শিবরাত্রিব্রতং শুভম্॥ ৩৯॥ শিবরাত্রিব্রতং হ্যেতদ্যঃ সম্যক্কুরুতে নরঃ। ন স দুঃখমবাপ্নোতি ন দারিদ্র্যং ন বন্ধনম্। ৪০॥ দুষ্টং চারিষ্টযোগং বা ন রোগং ন ভয়ং ক্বচিৎ। সুখসৌভাগ্যসম্পন্নো জায়তে সৎকুলে নরঃ। ৪১॥ তেজস্বী চ যশস্বী চ সর্ব্ব-কল্যাণভাজনম্। ভবেদস্য প্রসাদেন এবমাহুর্ম্মনী-ষিণঃ॥ ৪২। রাজোবাচ। অথ মে বুদ্ধিরুৎপন্না তদ্-ব্রতং প্রতি নিশ্চলা। চিন্তিতং মনসা হ্যেতন্ময়া ব্রাহ্মণসত্তমাঃ। ৪৩। অন্নাভাবান্মমোৎপন্ন উপ-বাসো বলাদ্যতঃ। তদহং পদ্মকে তীর্থে স্নাত্বা চ লবণাম্ভসি। ৪৪। এতৈঃ সরোরুহৈর্দেবং পূজয়ামি মহেশ্বরম্। ততো ময়া সভার্য্যেণ রুদ্রেশঃ সম্প্র-পূজিতঃ। ৪৫। পদ্মৈশ্চ ভক্তিযুক্তেন সভার্য্যেণ বিশেষতঃ। জাগ্রৎস্থিতস্য দেবাগ্রে তাং রাত্রিং সহ ভার্য্যয়া। ৪৬। ততঃ প্রভাতসময় উদিতে সূর্য্য-মণ্ডলে। সা বেশ্যা মামুবাচেদনং কলধৌতপলত্রয়ম্। ৪৭। গৃহাণ মূল্যং পদ্মানাং ন গৃহীতং ময়া হি তৎ। সাত্ত্বিকং ভাবমাস্থায় সভার্য্যেণ দ্বিজোত্তমাঃ। ৪৮। ততো ভিক্ষাং সমাহৃত্য প্রাণযাত্রা ময়া কৃতা। কালেন মহতা প্রাপ্তঃ কালধর্ম্মং মুনীশ্বরাঃ। ৪৯। ইয়ং মে দয়িতা সাধ্বী প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী। মম দেহং সমাদায় প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্।

লইলাম। তথায় শয়ন করিয়া আমার ভার্য্যা ও আমি উভয়ে নিদ্রা যাইতেছি, এমন সময় আমার কর্ণে গীতধ্বনি প্রবেশ করিল। গীত শুনিয়া আমি মনে করিলাম, নিশ্চয়ই এ কোন দেবালয়ের জাগরণগীত হইবে। পত্নী সঙ্গে রহিয়াছেন, উভয়েই ক্ষুধার্ত্ত, অতএব ঐ পদ্মগুলি লইয়া দেবালয়ে গমন করি; যদি কেহ ক্রয় করে, তাহা হইলে উভয়ের প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে হে মুনিপুঙ্গবগণ! এই ভাবিয়া আমি ঐ স্থানে আগমন করিলাম। দেখিলাম, কে কুসুম দ্বারা এই রুদ্রেশ্বর নামক স্বয়ং-ভূত বৃদ্ধলিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়াছে। অনঙ্গবতী নাম্নী এক বেশ্যা শিবরাত্রি করিয়া, নৃত্যগীতানু-ষ্ঠানে ঐ স্থানে জাগরণ করিতেছে। অনন্তর আমি কোন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কি দেবোদ্দেশে জাগরণ? নৃত্যগীতোৎসবরতা এই কামিনী কে?" সেই ব্যক্তি আমায় উত্তর দিলেন, অদ্য শিবধর্ম্মোক্তা সুধর্ম্মদা শিবরাত্রি; শিবরাত্রি-ব্রত করিয়া অনঙ্গবতী নাম্নী বেশ্যা জাগরণ করি-তেছে। শিবরাত্রি ব্রত পরম শ্রেয়ঃসাধন ও শুভ। যে নর বিধিপূর্ব্বক শিবরাত্রি ব্রত করে, সে ব্যক্তি কদাচ দুঃখ দারিদ্র্য বন্ধন, দুষ্ট অরিষ্ট যোগ, রোগ, বা ভয় প্রাপ্ত হয় না, সে সতত সুখ সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়া সৎকুলে জন্ম গ্রহণ করে। অপিচ সে শিব-রাত্রি প্রসাদে তেজস্বী, যশস্বী ও সর্ব্বকল্যাণভাজন হয়। ইহা মনীষিগণ বলিয়া থাকেন। ২৪—৪২। রাজা বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণসত্তমগণ! তখন আমার শিব-রাত্রিব্রত করিবার জন্য ইচ্ছা বলবতী হইল। আমি ভাবিলাম, অন্নাভাব নিবন্ধন উপবাস ত আমার হইয়াই আছে, অতএব আমি এই লবণসমুদ্রে পদ্মক তীর্থে স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেই পদ্মগুলি দিয়া পদ্মপুষ্পাঞ্জলি দিয়া মাহেশ্বরের পূজা করি। এই স্থির করিয়া আমরা পতি-পত্নীতে রুদ্রেশ্বরের পূজা করিলাম এবং উভয়েই দেব সম্মুখে ঐ রাত্রি জাগরিত থাকিলাম। অনন্তর রাত্রি প্রভাতে সূর্য্যমণ্ডল প্রকাশিত হইলে, সেই বেশ্যা আমাকে বলিল,—ওহে আমি তোমাকে ঐ পদ্ম-গুলির মূল্যস্বরূপ তিনপল সুবর্ণ প্রদান করি-তেছি, তুমি গ্রহণ কর। বেশ্যা এইকথা বলিলে আমি সাত্ত্বিক ভাব অবলম্বন করিয়া তাহার বাক্য উপেক্ষা করিলাম, মূল্য গ্রহণ করিলাম না। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আমি প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। এইভাবে কিয়ৎদিন অতিবাহিত হইলে আমি কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হই-লাম। আমার পত্নী সহমৃতা হইয়া হব্যবাহনে

৫০. তৎপ্রভাবাদহং জাতঃ সার্ব্বভৌমো মহীপতিঃ। জাতিস্মরঃ সভার্য্যস্তু সত্যমেতদ্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫১ ॥ এতস্মাৎকারণাদস্য ভক্তির্লিঙ্গস্য গোপরি। মম নিত্যং সভার্য্যস্য সত্যমেতদ্ ব্রবীমি বঃ ॥ ৫২ ॥ ময়া ক্রিয়াবিহীনেন ভক্তিবাহ্যেন সত্তমাঃ। ব্রতমেতৎ সমাচীর্ণং তস্যেদং সুমহৎ ফলম্ ॥ ৫৩ ॥ অধুনা ভক্তিযুক্তস্য যথোপকরণান্মম। ভবিষ্যে যৎফলং কিঞ্চিন্নো বেদ্মি চ মুনীশ্বরাঃ। যেন সোমেশমুৎসৃজ্য অত্রাহং ভক্তিতৎপরঃ ॥ ৫৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ। এবং শ্রুত্বা তু তে বিপ্রা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ। সাধু সাধ্বিতি জল্পন্তো রাজানং সম্প্রশংসিরে ॥ ৫৫ ॥ পূজয়ামাসুরনিশং লিঙ্গং তত্র স্বয়ম্ভুবম্। ততোঽসৌ পার্থিবশ্রেষ্ঠো লিঙ্গস্যাস্য প্রসাদতঃ। সংসিদ্ধিং পরমাং প্রাপ্তো দুর্লভাং ত্রিদশৈরপি ॥ ৫৬ ॥ সা চ বেশ্যা ভগবতী শিবরাত্রিপ্রভাবতঃ। তস্য লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যাদ্রম্ভা নামাপ্সরাভবৎ ॥ ৫৭ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তল্লিঙ্গং পূজয়েদ্বুধঃ। ধর্ম্মকামার্থমোক্ষঞ্চ যো বাঞ্ছত্যখিলপ্রদম্ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রুদ্রেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

প্রবেশ করিলেন। লিঙ্গপ্রভাবে আমি সার্ব্বভৌম নরপতি হইলাম। আমরা উভয়েই জাতিস্মর হইয়াছি। এ জন্য এই লিঙ্গের উপর আমাদের অচলা ভক্তি জানিবেন। এই আমি আপনাদের নিকট সত্য তথ্য খ্যাপন করিলাম। আমি নিষ্ক্রিয় ও ভক্তিশূন্য অবস্থায় এই ব্রত আচরণ করিয়াছিলাম, তাহারই এই ফল জানিবেন। অধুনা আমি ভক্তিযুক্ত হইয়া সর্ব্বোপকরণের সহিত পূজা করিতেছি, এই পূজার ফল কি হইবে, তাহা আমি জানি না, কারণ—আমি সোমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া রুদ্রেশ্বরে ভক্তিতৎপর হইয়াছি। ঈশ্বর বলিলেন,—বিপ্রগণ নৃপবাক্য শ্রবণ করিয়া সাধু সাধু বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং রাজকথিত ঐ স্বয়ম্ভু লিঙ্গের পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা লিঙ্গপ্রসাদে দেবদুর্লভ সিদ্ধি লাভ করিলেন। বেশ্যা অপ্সরা হইল। অতএব ধর্ম্মকামার্থমোক্ষার্থী ব্যক্তি ঐ লিঙ্গের পূজা করিবে! ৪৩—৫৮।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি শ্বেতকেতুপ্রতিষ্ঠিতম্। লিঙ্গং মহাপ্রভাবং তু ভীমেনারাধিতং পুরা ॥ ১ ॥ কেদারেশ্বরসান্নিধ্যে নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্। পূজয়েত্তদ্বিধানেন ক্ষীরস্নানাদিভিঃ ক্রমাৎ। যাত্রাফলমভিপ্রেপ্সুঃ প্রেত্য স্বর্গফলায় বৈ ॥ ২ ॥ দেব্যুবাচ। শ্বেতকেতোস্তু যদেব লিঙ্গং প্রোক্তং ত্বয়া মম। তস্য জাতং কথং দেব নাম ভীমেশ্বরেতি চ ॥ ৩ ॥ কথং বিনির্ম্মিতং পূর্ব্বং তস্মিন্ দৃষ্টে তু কিং ফলম্ ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ। আসীত্ত্রেতাযুগে পূর্ব্বং রাজা স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে। শ্বেতকেতুরিতি খ্যাতো রাজর্ষিঃ সুমহাতপাঃ ॥ ৫ ॥ স প্রভাসং সমাগত্য প্রতিষ্ঠাপ্য মহেশ্বরম্। তপস্তেপে সুবিপুলং সাগরস্য তটে শুভে ॥ ৬ ॥ পঞ্চাগ্নিসাধকো গ্রীষ্মে বর্ষাস্বাকাশগস্তথা। হেমন্তে জলমধ্যস্থো নববর্ষাণি পঞ্চ চ ॥ ৭ ॥ ততশ্চতুর্দ্দশে দেবি তপসা নিয়মেন চ। তুষ্টেনোক্তো ময়া দেবি বরং বরয় সুব্রত ॥ ৮ ॥ শ্বেতকেতুরথোবাচ ভক্তিং দেহি সুনিশ্চলাম্। স্থানেঽস্মিন্ স্থীয়তাং

চত্বারিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর মানবগণ শ্বেতকেতুপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। পূর্ব্বে ভীমসেন এই লিঙ্গারাধনা করিয়াছিলেন। এই লিঙ্গ কেদারেশ্বরের অনতিদূরে অবস্থিত। যাত্রাফলপ্রেপ্সু জীবনান্তে স্বর্গলাভার্থ ক্ষীরস্নানাদি দ্বারা এই লিঙ্গের পূজা করিবে। দেবী বলিলেন,—হে দেব! আপনি শ্বেতকেতু-প্রতিষ্ঠিত যে লিঙ্গের কথা বলিলেন, ঐ লিঙ্গের নাম—ভীমেশ্বর কিরূপে হইল। কি জন্য এই লিঙ্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল? ইহা দর্শন করিলে কি ফল হয়? আপনি তাহা বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারকালে শ্বেতকেতু নামক এক মহাতপা রাজর্ষি ছিলেন। তিনি প্রভাস ক্ষেত্রে গমন করিয়া লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক সাগরতটে বিপুল তপশ্চরণ আরম্ভ করেন। তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যে বর্ষায় অনাবৃত স্থানে এবং হেমন্তে জলমধ্যে থাকিয়া তপস্যা করিতেন। এইভাবে তাঁহার চতুর্দ্দশবর্ষ অতীত হইলে আমি তুষ্ট হইয়া বলিলাম,—হে সুব্রত! তুমি বর গ্রহণ

দেব যদি তুষ্টোঽসি মে প্রভো। ৯। এবমস্ত্বিত্যথোক্তাঽহং তস্মাদন্তর্দ্ধানমাগতঃ। ততঃ কালান্তরেঽতীতে শ্বেতকেতুর্মহাপ্রভঃ। ১০। সমারাধ্য স্থিরং লিঙ্গং প্রাপ্তং স্থানং মহোদয়ম্। ততো জাতং নাম তস্য শ্বেতকেত্বীশ্বরং শ্রুতম্ ১১॥ অগ্নিতীর্থে মহাপুণ্যে সর্ব্বপাতকনাশনে। ততঃ কলিযুগে প্রাপ্তে ভ্রাতৃভিশ্চ সমন্বিতঃ। ১২। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন যদা প্রভাসমাগতঃ। ভীমসেনো মহাবাহুর্বায়ুপুত্রো মমাংশজঃ। ১৩। তল্লিঙ্গং পূজয়ামাস কৃত্বা জাগেশ্বরং নিজম্। মত্বা তীর্থং মহাপুণ্যং সাগরস্য সমীপতঃ। ১৪॥ তদা প্রভৃতি ভীমেশং পুনর্নামাভবচ্ছ্রুতম্। দৃষ্টমাত্রেণ তেনৈব সকৃল্লিঙ্গেন ভামিনি। ১৫। অন্যজন্মকৃতান্যেব পাপানি সুবহূন্যপি। নাশমায়ান্তি সর্ব্বাণি তথৈবামুষ্মিকাণি তু। ১৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভীমেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪০।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্যৈব পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে সরস্বত্যা প্রতিষ্ঠিতম্। লিঙ্গং মহাপ্রভাবন্তু সোমেশাদগ্নিগোচরে। ১॥ ভৈরবেশ্বররূপস্তু বাড়বঃ কুম্ভসংস্থিতঃ। যত্র দেব্যা সমানীতঃ সাগরস্য সমীপতঃ। ২। বিশ্রামার্থং ক্ষণং মুক্ত্বা দেব্যা লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্। সমভ্যর্চ্চ্য বিধানেন গৃহীত্বা বড়বানলম্। সমুদ্রমধ্যে চিক্ষেপ দেবানাং হিতকাম্যয়া। ৩। ততো হৃষ্টতরা দেবাঃ শঙ্খদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ। পুরয়ন্তোঽম্বরং দেবীমীড়িরে পুষ্পবৃষ্টিভিঃ। ৪। দেবমাতেতি তে নাম কৃত্বোচুস্তাং তদা সুরাঃ। কৃত্বা তু ভৈরবং কার্য্যমসাধ্যং দেবদানবৈঃ। ৫। প্রতিষ্ঠিতবতী চাত্র যস্মাল্লিঙ্গং মহোদয়ম্। তৎ সর্ব্বসরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্ব্বপাতকনাশিনী। তস্মাদ্ভৈরবনামেতি লিঙ্গং খ্যাতিং গমিষ্যতি। ৬। ইত্যুক্তা তু তদা দেবী ভৈরবেশ্বরনৈঋ‍্তে। সাগরস্য স্থিতা রম্যে তত্র মূর্ত্তিমতী সতী। ৭॥ পূজয়েত্তাং বিধানেন তং তথা ভৈরবেশ্বরম্। মহানবম্যাং যত্নেন কৃত্বা স্নানং বিধানতঃ। সরস্বতীং পূজয়িত্বা বাগ্দোষান্মুচ্যতেঽখিলাৎ। ৮। তস্যা লিঙ্গং তু সম্পূজ্য সংস্নাপ্য পয়সা পৃথক্। অঘোরেণৈব বিধিবৎ সম্যগ্‌যাত্রাফলং লভেৎ॥ ৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভৈরবেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪১॥

কর। শ্বেতকেতু বলিল,—হে দেব! যদি তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে অচলা ভক্তি আমায় প্রদান করুন; আর এই স্থানে অবস্থিত হউন। শ্বেতকেতু এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে আমি 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলাম। আর শ্বেতকেতু উক্ত লিঙ্গের আরাধনা করিয়া উত্তম স্থান লাভ করিলেন। এই কারণেই ঐ লিঙ্গের নাম হইয়াছে—শ্বেতকেত্বীশ্বর। মদীয় অংশসম্ভূত বায়ুপুত্র ভীমসেন যখন তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ভ্রাতৃগণপরিবৃত হইয়া সাগরসমীপস্থ মহাপুণ্য সর্ব্বপাতকনাশন অগ্নিতীর্থে আগমন করিয়া ঐ লিঙ্গের পূজা করে, তখন হইতেই ঐ লিঙ্গের নাম হইয়াছে—ভীমেশ্বর। ঐ লিঙ্গ দর্শন করিলে পূর্ব্ব জন্ম ও বর্ত্তমান জন্মের যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১—১৬।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪০।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—দেবী সরস্বতী পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে সোমেশ্বর লিঙ্গের অগ্নিকোণে এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থান সাগরসন্নিহিত; তিনি দেবহিতকামনায় কুম্ভ দ্বারা বাড়বানল বহন করিয়া আনিয়া বিশ্রামার্থ এই স্থানে ক্ষণকালের জন্য ঐ কুম্ভ অবতারিত করিয়া এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠান্তে অর্চ্চনা করিয়া তিনি বাড়বকে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করেন। এই সময় দেবগণ হৃষ্ট হইয়া দুন্দুভি বাদন ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং দেবী সরস্বতীকে দেবমাতা আখ্যা প্রদান করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—হে দেবি! তুমি দেব-দানবের অসাধ্য কর্ম্ম সংসাধন করিয়া ঐ স্থানে লিঙ্গ স্থাপন করিলে! তুমি উক্ত প্রকার ভৈরব কার্য্য সম্পাদন করিয়া লিঙ্গ স্থাপন করিলে বলিয়া ঐ লিঙ্গের নাম হইল—ভৈরবেশ্বর। এইরূপ অভিহিত হইয়া দেবী সরস্বতী মূর্ত্তিমতী হইয়া ভৈরবেশ্বর লিঙ্গের নৈঋ‍্ত কোণে সাগরতটে বাস করিতে লাগিলেন। জনগণ মহানবমীতে স্নান করিয়া যথাবিধি ঐ দেবী-মূর্ত্তি ও লিঙ্গ ভৈরবেশ্বরের পূজা করিবে। সরস্বতীর পূজা করিলে অখিল বাগ্‌দোষ বিনষ্ট হয়। আর অঘোর মন্ত্র দ্বারা

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি চণ্ডীশং দেবমুত্তমম্। সোমেশাদীশদিগ্‌ভাগে ধনুষাং সপ্তকে স্থিতম্॥ ১॥ দণ্ডপাণেস্তু ভবনাদ্দক্ষিণে নাতিদূরগম্। চণ্ড্যা প্রতিষ্ঠিতং পূর্ব্বং চণ্ডেনারাধিতং ততঃ॥ ২॥ গণেন মম দেবেশি তৎকৃত্বা দুষ্করং তপঃ। তেন চণ্ডেশ্বরং লিঙ্গং প্রখ্যাতং ধরণীতলে॥ ৩॥ স্নাপয়েৎ পয়সা পূর্ব্বং দধ্না ঘৃতযুতেন চ। মধুনেক্ষুরসেনৈব কুঙ্কুমেন বিলেপয়েৎ॥ ৪॥ কর্পূরোশীরমিশ্রেণ মৃগনাভিরসেন চ। চন্দনেন সুগন্ধেন পুষ্পৈঃ সম্পূজয়েত্ততঃ॥ ৫॥ দগ্ধ্বা ধূপং পুরো দেবি ততো দেবস্য চাগুরুম্। বস্ত্রৈঃ সম্পূজয়েৎ পশ্চাদাত্মবিত্তানুসারতঃ॥ ৬॥ নৈবেদ্যং পরমান্নং চ দত্ত্বা দীপসমন্বিতম্। ততো দদ্যাদ্দ্বিজাতিভ্যো যথাশক্ত্যা তু দক্ষিণাম্॥ ৭॥ দক্ষিণাং দিশমাস্থায় যৎকিঞ্চিত্তত্র দীয়তে। চণ্ডীশস্য বরারোহে তৎসর্ব্বং চাক্ষয়ং ভবেৎ॥ ৮॥ যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে তত্র চণ্ডীশস্য তু দক্ষিণে। আকল্পং তৃপ্তিমায়ান্তি পিতরস্তস্য ভামিনি॥ ৯॥ অয়নে চোত্তরে প্রাপ্তে যঃ কুর্য্যাদ্ঘৃতকম্বলম্। ন স ভূয়োঽত্র সংসারে জন্ম প্রাপ্নোতি দারুণম্॥ ১০॥ এবং কৃত্বা নরো ভক্ত্যা যাত্রাং দেবস্য শূলিনঃ। নির্মাল্যাতিক্রমোদ্ভূতৈরজ্ঞানাদ্ভক্ষণোদ্ভবৈঃ। পাপৈঃ প্রমুচ্যতে জন্তুস্তথান্যৈঃ কর্ম্মসম্ভবৈঃ॥ ১১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চণ্ডীশমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪২

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেদ্বরারোহে লিঙ্গং সূর্য্যপ্রতিষ্ঠিতম্। সোমেশাৎ পশ্চিমে ভাগে ধনুষাং সপ্তকে স্থিতম্। আদিত্যেশ্বরনামানং সর্ব্বপাতকনাশনম্॥ ১॥ ত্রেতাযুগে মহাদেবি সমুদ্রেণ মহাত্মনা। রত্নৈঃ সম্পূজিতং লিঙ্গং বর্ষাণামযুতং প্রিয়ে॥ ২॥ তেন রত্নেশ্বরং নাম সাম্প্রতং প্রথিতং

স্নান করাইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের বিধিবৎ পূজা করিলে যাত্রাফল লব্ধ হয়।১—৯।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪১।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অনন্তর চণ্ডীশ লিঙ্গের সমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ সোমেশ্বর লিঙ্গের ঈশান কোণে সপ্ত ধনু ব্যবধানে অবস্থিত। এই লিঙ্গের অনতিদূরে উত্তরদিকে দণ্ডপাণি-ভবন বিদ্যমান। এই ভবন দক্ষিণে চণ্ডীশলিঙ্গ দেবী চণ্ডী প্রতিষ্ঠা করেন। আমার গণ চণ্ড দুষ্কর তপস্যা করিয়া এই লিঙ্গের আরাধনা করিয়াছিল। এই জন্যই লিঙ্গ ধরণীতলে চণ্ডেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। হে দেবি! প্রথমতঃ এই লিঙ্গকে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত দ্বারা স্নান করাইয়া পরে মধু ও ইক্ষুরস যোগে স্নান করাইতে হয়, স্নাপনান্তে কুঙ্কুম, কর্পূর, উশীর, মৃগনাভি, চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা লিঙ্গকে অনুলিপ্ত করিতে হয়। পুষ্প দিয়া পূজা করিতে হয়। পূজার সময় ধূপ ও অগুরু পোড়াইতে হয়। বস্ত্রদান করিতে হয়; সামার্থ্যানুসারে নৈবেদ্য পরমান্ন ও দীপ এ সকল বস্তু নিবেদন করিতে হয়। এইরূপে পূজা সম্পন্ন করিয়া যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হয়। হে বরারোহে! দক্ষিণদিক্ অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু চণ্ডীশ্বরকে দান করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। যে জন চণ্ডীশ্বরের দক্ষিণদিক্ অবলম্বন করিয়া পিতৃলোক উদ্দেশে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, তাহার পিতৃলোক অক্ষয়তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। যে মানব উত্তরায়ণে ঐ স্থানে ঘৃতকম্বল দান করে, তাহাকে আর সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। নরগণ দেব চণ্ডীশ্বরের এইরূপ যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া নির্ম্মাল্যাক্রমজনিত, অজ্ঞানপূর্ব্বক ভোজনজনিত ও অন্যান্য দুষ্কর্ম্মজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।১—১১।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪২।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর সূর্য্যপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের সমীপে গমন করিতে হয়। এই লিঙ্গ সোমেশ্বর লিঙ্গের পশ্চিমদিকে সপ্তধনু অন্তরে অবস্থিত। এই লিঙ্গের নাম—আদিত্যেশ্বর। ইহা সর্ব্বপাতকনাশন। ত্রেতা যুগে স্বয়ং সমুদ্র অযুত বর্ষকাল যাবৎ বিবিধ রত্নাদি দ্বারা এই লিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন। সেই জন্যই

ক্ষিতৌ। পঞ্চামৃতেন সংস্নাপ্য পঞ্চরত্নৈঃ প্রপূজয়েৎ॥ ৩॥ ততো রাজোপচারেণ পূজয়েদ্বিধিবন্নরঃ। এবং কৃতে মহাদেবি মেরুদানফলং লভেৎ॥ সর্ব্বেষাং চৈব যজ্ঞানাং দানানাং নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫ তীর্থানাং চাপি সর্ব্বেষাং যচ্চান্যৎ সুকৃতং ভুবি। উদ্ধরেৎ পিতৃবর্গং চ মাতৃবর্গং চ মানবঃ॥ ৬॥ বাল্যে বয়সি যৎপাপং বার্দ্ধকে যৌবনেঽপি বা। ক্ষালয়েচ্চৈব তৎসর্ব্বং দৃষ্ট্বা রত্নেশ্বরং নরঃ॥ ৭ ধেনুদানং প্রশংসন্তি তস্মিন্ স্থানে মহর্ষয়ঃ। ধেনুদস্তারয়েন্নূনং দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্॥ ৮॥ দেবস্য দক্ষিণে ভাগে যো জপেচ্ছতরুদ্রিয়ম্। সম্পূজ্য বিধিবল্লিঙ্গং ন স ভূয়ঃ প্রজায়তে॥ ৯॥ এবং সংক্ষেপতঃ প্রোক্তমাদিত্যেশমহোদয়ম্। শ্রুত্বাবধার্য্য যত্নেন মুচ্যতে কর্ম্মবন্ধনৈঃ॥ ১০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে আদিত্যেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়॥ ৪৩॥

সম্প্রতি এই লিঙ্গের নাম রত্নেশ্বর শ্রুত হইতেছে। পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া পঞ্চরত্ন দ্বারা এই লিঙ্গের পূজা করিতে হয়। অনন্তর রাজোচিত উপচার দ্বারা দেবের পূজা করিতে হয়। এইরূপ করিলে মানবগণ মেরুদান, সর্ব যজ্ঞ, বিবিধ দান যাবতীয় তীর্থগমন ও অন্যান্য যাহা কিছু পুণ্যজনক কর্ম্ম আছে, তৎসমুদয়ের ফল লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। মানবগণ রত্নেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিয়া পিতৃকুল,-মাতৃকুল,-উদ্ধার ও বাল-যৌবন-বার্দ্ধক্যের অনুষ্ঠিত পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকে। মুনিগণ ঐ লিঙ্গসন্নিধানে ধেনুদানের প্রশংসা করিয়া থাকেন। ঐ স্থলে যাহারা ধেনু দান করে, তাহারা স্বীয় কুলের পূর্ব্ব দশ পুরুষ ও পর দশপুরুষ উদ্ধার করিয়া থাকেন। যে জন যথাবিধানে পূজা করিয়া দেবের দক্ষিণদিক্‌ভাগে শতরুদ্রিয় জপ করে, তাহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই আমি আদিত্যেশ দেবের মাহাত্ম্য যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম, যে মানব যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া অবধারণ করে, সে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।১—১০।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। আদিত্যেশং সমভ্যর্চ্চ্য পুনঃ সোমেশ্বরং ব্রজেৎ। তং সম্পূজ্য বিধানেন পঞ্চাঙ্গেন বিশেষতঃ॥ ১॥ দৃষ্ট্বা সোমেশ্বরঞ্চৈব সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ। প্রদক্ষিণাদিকং কুর্য্যাৎসম্পশ্যেচ্চ পুনঃ-পুনঃ॥ ২॥ সূর্য্যাচন্দ্রমসো লিঙ্গং ত্রিঃকৃত্বা প্রযতঃ শুচিঃ। অগ্নীষোমাত্মকং কর্ম্ম তেন সর্ব্বং কৃতং ভবেৎ॥ ৩॥ উমাদেবীং ততো গচ্ছেৎ সোমেশ্বরসমীপতঃ। দ্বিতীয়াং তু ততো গচ্ছেদ্দৈত্য-সূদনসন্নিধৌ॥ ৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সোমেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৪॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি অঙ্গারেশ্বরমুত্তমম্। স্থাপিতং ভূমিপুত্রেণ সোমেশাদীশ-গোচরে॥ ১॥ ত্রিপুরং দগ্ধুকামস্য পুরা মম বরাননে। ক্রোধাদশ্রু বিনিষ্ক্রান্তং লোচনত্রিতয়েন তু॥ ২॥ তচ্চ ভূমৌ নিপতিতং ততো ভূমিসুতোঽভবৎ। স

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! মানব আদিত্যেশ লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া সোমেশ্বর লিঙ্গ-সমীপে গমন করিবে। ঐ স্থানে গমনপূর্ব্বক পঞ্চাঙ্গ বিধানে তাঁহার পূজা, দর্শন, পুনঃপুন প্রণিপাত এবং সংযত ও শুচি হইয়া বারত্রয় প্রদক্ষিণকর্ম্ম সমাপন করিলে অগ্নীষোমাত্মক কর্ম্ম সম্পন্ন করার ফল লাভ হইয়া থাকে। অতঃপর সোমেশ্বরসমীপে উমাদেবীসকাশে গমন করিবে। মানব উমাদেবী দর্শনপূর্ব্বক দৈত্যসূদনসমীপে দ্বিতীয়দেবীদর্শনো-দ্দেশে যাত্রা করিবে।২—৪।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৪।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! পূর্ব্বোক্ত দেব দর্শনের পর উত্তম অঙ্গারেশ্বরসমীপে গমন করিতে হয়। এই লিঙ্গ সোমেশ্বরের ঈশানকোণে অবস্থিত। অয়ি বরাননে! পূর্ব্বে ত্রিপুরদাহসময়ে ক্রোধে আমার নেত্রত্রয় হইতে অশ্রুজল বিনির্গত

প্রভাসং ততো গত্বা বাল্যাৎপ্রভৃতি শঙ্করম্ ॥ ৩ ॥
তপসারাধয়ামাস বহূন্ বর্ষগণান্ প্রিয়ে। তস্য
তুষ্টো মহাদেবঃ সুপ্রীতাত্মা বরং দদৌ ॥ ৪ ॥
সোঽব্রবীদ্যদি মে দেব তুষ্টোঽসি বৃষভধ্বজ। গ্রহত্বং
দেহি দেবেশ ন চান্যং বরমুৎসহে ॥ ৫ ॥ স তথেতি
প্রতিজ্ঞায় পুনস্তং বাক্যমব্রবীৎ। ইহাগত্য নরো
যো মাং পূজয়িষ্যতি ভক্তিতঃ ॥ ৬ ॥ ন ভবিষ্যতি
বৈ পীড়া তাবকী তস্য কুত্রচিৎ। পুষ্পাণি রক্তবর্ণানি
মধ্বাজ্যাক্তানি ভূরিশঃ ॥ ৭ ॥ হোমষিষ্যতি যো
ভক্ত্যা লক্ষমেকং তদগ্রতঃ। পঞ্চোপচারবিধিনা
ত্বাং তু সম্পূজ্য যত্নতঃ ॥ ৮ ॥ তস্য জন্মাবধির্নৈব
তব পীড়া ভবিষ্যতি। তথা বিক্রমদানেন লপ্স্যতে
ফলমীপ্সিতম্ ॥ ৯ ॥ এবমুক্ত্বা স ভগবানত্রৈবান্তর-
ধীয়ত। ভৌমোঽপি গ্রহমধ্যস্থো বিমানেন বিরা-
জতে ॥ ১০ ॥ এবং সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং ভৌম-
মাহাত্ম্যমুত্তমম্। শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং
প্রযচ্ছতি ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হঙ্গারেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

হয়। ঐ জল ভূমিতে পতিত হইলে তাহা হইতে ভূমিসুত প্রাদুর্ভূত হন। ভূমিসুত প্রভাসে গমন করিয়া বহুবর্ষকাল যাবৎ তপস্যা দ্বারা শঙ্করের (আমার) আরাধনা করেন। শঙ্কর (আমি) প্রীত হইয়া বরদান করেন। তিনি বলেন,—হে দেব! যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে আমার গ্রহত্ব প্রদান করুন, আমি অন্য বর কামনা করি না। তিনি (আমি) 'তথাস্তু' বলিয়া পুনরায় তাহাকে বলিলাম,—যে মানব এই স্থানে আগমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আমার পূজা করিবে, কদাপি কুত্রাপি তাহার পীড়া জন্মিবে না। যে নর পঞ্চোপচারে তোমার পূজা করিয়া ঘৃত-মধু-মিশ্রিত রক্তপুষ্প দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার লক্ষসংখ্যক হোম করে, জন্মাবধি কখন তাহার ত্বজ্জনিত পীড়া হয় না। বিক্রম দান করিলে সে ঈপ্সিত ফল লাভ করে। এই কথা বলিয়া দেব অন্তর্হিত হইলেন। ভৌমও গ্রহমধ্যস্থ হইয়া বিমানে বিরাজিত হইলেন। এই আমি সংক্ষেপে ভৌম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে পাপ বিনষ্ট ও আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে। ১—১১।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৫।

ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তস্যৈ-
বোত্তরতঃ স্থিতম্। লিঙ্গং মহাপ্রভাবন্তু বুধেশ্বর-
মিতি শ্রুতম্ ॥ ১ ॥ ধনুষাং দ্বিতয়ে চৈব নাতিদূরে
ব্যবস্থিতম্। সর্ব্বপাপহরং লিঙ্গং দর্শনাদেব
ভামিনি ॥ ২ ॥ বুধেন চৈব দেবেশি তত্র তপ্তং
মহাতপঃ। স্থাপিতং বিমলং লিঙ্গং সমারাধ্য সদা-
শিবম্ ॥ ৩ ॥ বর্ষাযুতানি চত্বারি সম্পূজ্য তু বিধা-
নতঃ। অনন্যচেতাঃ শান্তাত্মা প্রত্যক্ষীকৃতবান্
ভবম্ ॥ ৪ ॥ ততস্তুষ্টমনা দেবো গ্রহত্বং তস্য
তদ্দদৌ। তং সম্পূজ্য বিধানেন সোমপুত্রপ্রতিষ্ঠিতম্।
সৌম্যাষ্টম্যাং বিশেষেণ রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥ ৫ ॥
ন দৌর্ভাগ্যং কুলে তস্য ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্।
শত্রুতো ন ভয়ং তস্য ভবেত্তস্য প্রসাদতঃ ॥ ৬ ॥
ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং বুধদৈবতম্
শ্রুত্বাভিনন্দ্য প্রযতঃ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বুধেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অনন্তর পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের উত্তরদিক্ ভাগে মহাপ্রভাব বুধেশ্বর লিঙ্গ সমীপে গমন করিবে। পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের অনতিদূরে দুই ধনু ব্যবধানে এই লিঙ্গ বিরাজিত এই লিঙ্গ দর্শন করিলে সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হয়। বুধ এই স্থানে তপস্যা করিয়া এই লিঙ্গ সংস্থাপন করেন। তিনি অনন্যচিত্ত ও শান্তাত্মা হইয়া চারি অযুত বর্ষ যাবৎ বিধিপূর্ব্বক এই লিঙ্গের পূজা করিয়া শঙ্করের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। শঙ্কর তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গ্রহত্ব প্রদান করেন। সৌম্যাষ্টমীদিনে এই বুধেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে রাজসূয়-ফললাভ হয়; কুলে দৌর্ভাগ্য জন্মে না; ইষ্টবিয়োগ হয় না, শত্রুভয় বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই আমি সংক্ষেপে বুধেশ্বর লিঙ্গমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ ও অভিনন্দন করিয়া মানব পরম পদ লাভ করে। ১—৭।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৬।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি দেবং গুরু নিষেবিতম্। উমায়াঃ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে সিদ্ধেশাগ্নেয়-গোচরে॥ ১॥ সংস্থিতস্তু মহল্লিঙ্গং দেবাচার্য্যপ্রতিষ্ঠিতম্। আরাধ্য পরয়া ভক্ত্যা লিঙ্গং বর্ষসহস্রকম্॥ ২॥ তোষয়ামাস দেবেশং ভবং সর্ব্বমুমাপতিম্। প্রাপ্তবানখিলান্ কামানপ্রাপ্যানকৃতাত্মভিঃ॥ ৩॥ দেবানাঞ্চৈব পূজ্যত্বং প্রাপ্য জ্ঞানমথৈশ্বরম্। গ্রহত্বং চ তথা প্রাপ্য মোদতে দিবি সাম্প্রতম্॥৪॥ তং দৃষ্ট্বা মানবো ভক্ত্যা ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ। বৃহস্পতিকৃতং লিঙ্গং যে পশ্যন্তি নরোত্তমাঃ॥ ৫॥ বৃহস্পতিকৃতা পীড়া নৈব তেষাং হি জায়তে। তত্র শুক্লচতুর্দ্দশ্যাং গুরুবারে তথা প্রিয়ে॥ ৬॥ সম্পূজ্য বিধিবল্লিঙ্গং সম্যগ্রাজোপচারতঃ। অথবা ভক্তিভাবেন প্রাপ্নুয়াৎ পরমং পদম্॥ ৭॥ স্নানং ফলসহস্রেণ পঞ্চামৃতরসেন যঃ। করোতি ভক্ত্যা মর্ত্ত্যো বৈ মুচ্যতে স ঋণত্রয়াৎ॥৮॥ মাতৃকাৎপৈতৃকাদ্দেবি তথা গুরুসমুদ্ভবাৎ। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা নির্দ্ধন্দ্বো মুক্তিমাপ্নুয়াৎ॥ ৯॥ এবং সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং গুরুদৈবতম্। শৃণুয়াদ্‌যস্তু ভাবেন তস্য প্রীতো গুরুর্ভবেৎ॥ ১০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বৃহস্পতীশ-মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লিঙ্গং শুক্রপ্রতিষ্ঠিতম্। সর্ব্বপাপহরং দেবি বিভূতীশ্বরপশ্চিমে॥ ১॥ নাতিদূরে স্থিতং তত্র স্বয়ং শুক্রেণ নির্ম্মিতম্। যত্র সঞ্জীবনীং প্রাপ্তো বিদ্যাং রুদ্রপ্রভাবতঃ॥ ২॥ সন্তর্প্য তু মহাঘোরং তপো বর্ষসহস্রকম্। সম্প্রসাদ্য বিরূপাক্ষং যোঽবাপ গ্রহতাং সুধীঃ॥ ৩॥ গ্রস্তেন শম্ভুনা যেন দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে। তজ্জোদরগতেনৈব তপস্তপ্তং সুদুষ্করম্॥ ৪॥ বর্ষাণামযুতং সাগ্রং তুষ্টিং নীতো মহেশ্বরঃ। নিষ্কাসিতস্ততঃ শীঘ্রং শুক্রমার্গেণ শম্ভুনা॥ ৫॥ ততঃ শুক্রেতি নামাভূন্মার্গবশস্য মহাত্মনঃ। তদারাধয়তে লিঙ্গং যঃ কৃত্বা নিশ্চলং মনঃ॥ ৬॥ মৃত্যুঞ্জয়ং জপেল্লক্ষং স

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর মানব দেবগুরুনিষেবিত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ উমার পূর্ব্বদিগভাগে ও সিদ্ধেশ্বরের অগ্নিকোণে অবস্থিত। এই লিঙ্গ সুরগুরু বৃহস্পতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বর্ষসহস্রকাল যাবৎ আরাধনা করিয়া লিঙ্গকে তোষিত করিয়া অকৃতিদুষ্প্রাপ্য অখিল কাম লাভান্তে দেবপূজ্যত্ব ঐশ্বরজ্ঞানবত্ত্ব ও গ্রহত্ব লাভ করিয়া অদ্যাপি স্বর্গে অতুল আনন্দ ভোগ করিতেছেন। মানব এই লিঙ্গ দর্শন করিলে কদাচ দুর্গতিলাভ করে না। যে সকল নর সুরাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গ দর্শন করে, কদাপি তাহাদের তজ্জনিত পীড়া হয় না। গুরুবার শুক্লা চতুর্দ্দশীতে রাজোচিত উপচার দ্বারা সুরগুরুলিঙ্গের পূজা করিতে হয়। রাজোচিত উপচারাভাবে কেবল ভক্তিভাবে পূজা করিলেও মানব পরম পদের অধিকারী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সহস্র-সংখ্যক ফল ও পঞ্চামৃত দ্বারা তথায় স্নান করে, সে পিতৃ-মাতৃ-গুরু-সম্ভব ঋণত্রয় হইতে মুক্তি লাভ করত বিশুদ্ধান্তঃকরণে দ্বৈতরহিত মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। এই সংক্ষেপতঃ গুরু-দৈবত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে ইহা শ্রবণ করে, গুরু তাহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন। ১—১০।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৭।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব শুক্র-প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। এই সর্ব্বপাপহর লিঙ্গ বিভূতীশ্বরের পশ্চিমে অনতিদূরে অবস্থিত। এই লিঙ্গ দৈত্যগুরু শুক্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি সহস্র বর্ষকাল যাবৎ সুদুষ্কর তপস্যা করিয়া রুদ্রপ্রভাবে এই স্থানে সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদীয় গ্রহত্ব প্রাপ্তিরও কারণ হরপ্রসাদ। একদা দেবকার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত হর তাঁহাকে গ্রাস করিলে তিনি সপাদ অযুত বৎসর তাঁহার উদরমধ্যে ঘোরতর তপস্যা করেন। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া হর শুক্রমার্গে তাঁহাকে নিঃসারিত করিয়া দেন। এই কারণেই তাঁহার নাম হয়—শুক্র। যে মানব অনন্যমনা হইয়া ঐ লিঙ্গের আরাধনা করত লক্ষ মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করে,

সমীহিতমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭ ॥ তং দৃষ্ট্বা অথবা স্পৃষ্ট্বা জন্মাদিমরণান্তকাৎ। মুচ্যতে পাতকান্মৃত্যোঃ প্রসাদাত্তস্য ভামিনি ॥ ৮ ॥ মৃতসঞ্জীবনাদ্যং যদৈশ্বর্য্যমণিমাদিকম্। প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সন্দেহো যস্য ভক্তিঃ সুনিশ্চলা ॥ ৯ ॥ পঞ্চামৃতেন সংস্নাপ্য দেবং শুক্রপ্রতিষ্ঠিতম্। সুগন্ধপুষ্পৈঃ সম্পূজ্য শৌক্রীং পীড়াং স নাপ্নুয়াৎ ॥ ১০ ॥ ইতি সর্ব্বং সমাসেন মাহাত্ম্যং শুক্রদৈবতম্। কথিতং তব সুশ্রোণি শ্রুতং পাপভয়াপহম্ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শুক্রেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্মাচ্ছুক্রেশ্বরাদ্গচ্ছেদ্দেবি লিঙ্গং মহাপ্রভম্। শনৈশ্চরেশ্বরং নাম মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ বুধেশ্বরাৎ পশ্চিমতো হ্যজাদেব্যাগ্নিগোচরে। তস্যা ধনুঃপঞ্চকেন নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্ ॥ ২ ॥ কল্পলিঙ্গং মহাদেবি পূজিতং দেবদানবৈঃ। ছায়াপুত্রেণ সন্তপ্তং তপঃ পরমদুষ্করম্ ॥ ৩ ॥ অনাদিনিধনো দেবো যেন লিঙ্গেঽবতারিতঃ। প্রাপ্তবান্ যে গ্রহেশত্বং ভক্ত্যা শম্ভোঃ প্রসাদতঃ ॥ ৪ ॥ যস্য দৃষ্ট্যা বিভেতি স্ম দেবাসুরগণো মহান্। ন স কোঽপ্যস্তি বৈ প্রাণী ব্রহ্মাণ্ডে সচরাচরে ॥ ৫ ॥ দেবো বা দানবো বাপি সৌরিণা পীড়িতো ন যঃ। শনিবারেণ সম্পূজ্য ভক্ত্যা সৌরীশ্বরং শিবম্ ॥ ৬ ॥ শমীপত্রৈর্ম্মহাদেবি তিলমাষগুড়ৌদনৈঃ। সন্তর্প্য তু বিধানেন দদ্যাৎ কৃষ্ণং বৃষং দ্বিজে ॥ ৭ স্তুত্বা স্তোত্রৈশ্চ বিবিধৈঃ পুরাণশ্রুতিসম্ভবৈঃ। অথ বৈ কেন দেবেশঃ স্তোত্রেণ পরিতোষিতঃ ॥ ৮ ॥ রাজ্ঞা দশরথেনৈব কৃতেন তু বলীয়সা। স্তুত্যঃ সৌরীশ্বরো দেবঃ সর্পপীড়োপশান্তয়ে ॥ ৯ ॥ দেব্যুবাচ। কথং দশরথো রাজা চক্রে শানৈশ্চরীং স্তুতিম্। কথং সন্তুষ্টিমগমত্তস্য দেবঃ শনৈশ্চরঃ ॥ ১০ ॥ ঈশ্বর উবাচ। রঘুবংশেঽতিবিখ্যাতো রাজা দশরথো বলী। চক্রবর্ত্তী স বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তদ্বীপাধিপঃ পুরা ॥ ১১ ॥ কৃত্তিকান্তে শনিং কৃত্বা দৈবজ্ঞৈর্জ্ঞাপিতো হি সঃ। রোহিণীং ভেদয়িত্বা তু শনির্যাস্যতি সাম্প্রতম্ ॥ ১২ ॥ উক্তং শকটভেদস্ত

সে নিশ্চিতই অভিলষিত লাভ করিয়া থাকে। এই শুক্র-লিঙ্গ যে মানব দর্শন বা স্পর্শ করে, সে আজন্ম-কৃত পাপ ও মৃত্যুভয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে। এই লিঙ্গে যাহার অচলা ভক্তি, সে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা ও অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ করে। পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা এই লিঙ্গের পূজা করিলে শুক্রজনিত কোন পীড়া হয় না। অয়ি সুশ্রোণি! এই আমি অতি সংক্ষেপে তোমার নিকট শুক্রদৈবত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, ইহা শুনিলে সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়। ১—১১।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৮

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! শুক্রেশ্বরের নিকট হইতে মহাপাতকনাশন শনৈশ্চরেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিতে যাইতে হয়। এই লিঙ্গ বুধেশ্বরের পূর্ব্বে ও অজাদেবীর অগ্নিকোণে অবস্থিত। অজাদেবীর অনতিদূরে প্রায় পাঁচ ধনু ব্যবধানে কল্পলিঙ্গ নামে আর এক লিঙ্গ আছেন। এই লিঙ্গ দেবদানবপূজিত। ছায়াপুত্র শনৈশ্চর উক্ত লিঙ্গসকাশে পরম সুদুষ্কর তপঃ করিয়াছিলেন। ঐ তপের প্রভাবেই তিনি অনাদিনিধন দেবকে স্বনামোক্ত লিঙ্গে অবতারিত করেন। শম্ভুপ্রসাদেই ইনি গ্রহত্ব লাভ করিয়াছেন। দেবাসুরগণও ইঁহার দৃষ্টিপাতকে ভয় করেন। কি দেব, কি দানব, সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন প্রাণী নাই, যাহাকে ইনি পীড়িত না করেন। শনিবার দিন শমীপত্র ও তিল মাষ গুড় দ্বারা শনৈশ্চরেশ্বরের পূজা ও স্তব করিয়া ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণ বৃষ দান করিতে হয়। রাজা দশরথকৃত স্তোত্র দ্বারা শনি সন্তুষ্ট হন; সুতরাং নরগণ সর্ব্বপীড়া উপশমের নিমিত্ত উক্ত স্তোত্র দ্বারা তাঁহার স্তব করিবেন। দেবী বলিলেন,—রাজা দশরথ কিজন্য শনৈশ্চরের স্তব করিয়াছিলেন এবং শনৈশ্চর তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেনই বা কিরূপে? বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—বিখ্যাত রঘুবংশে দশরথ নামে প্রসিদ্ধ সপ্তদ্বীপাধিপতি এক চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন। একদা দৈবজ্ঞগণ, তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল যে, মহারাজ! সম্প্রতি কৃত্তিকান্তে শনি; এই শনি রোহিণী ভেদ করিয়া গমন করিবে ১—১২। এরূপ যোগকে শাস্ত্রে

সুরাসুরভয়ঙ্করম্। দ্বাদশাব্দং তু দুর্ভিক্ষং ভবিষ্যতি সুদারুণম্॥ ১৩॥ এতচ্ছ্রুত্বা মুনের্বাক্যং মন্ত্রিভিঃ সহিতো নৃপঃ। আকুলং তু জগদ্দৃষ্ট্বা পৌরজানপদাদিকম্॥ ১৪॥ বদন্তি সততং লোকা নিয়মেন সমাগতাঃ। দেশাশ্চ নগরগ্রামা ভয়াক্রান্তাঃ সমন্ততঃ। মুনীন্ বসিষ্ঠপ্রমুখান পপ্রচ্ছ চ স্বয়ং নৃপঃ॥ ১৫॥ দশরথ উবাচ। সমাধানং কিমত্রাস্তে ব্রূহি মে দ্বিজসত্তম॥ ১৬॥ বসিষ্ঠ উবাচ। প্রাজাপত্যে চ নক্ষত্রে তস্মিন্ ভিন্নে কুতঃ প্রজাঃ। অয়ং যোগো হ্যসাধ্যস্তু ব্রহ্মাদীন্দ্রাদিভিঃ সুরৈঃ॥ ১৭॥ তদা সঞ্চিন্ত্য মনসা সাহসং পরমং মহৎ। সমাদায় ধনুর্দিব্যং দিব্যৈরস্ত্রৈঃ সমন্বিতম্॥ ১৮॥ রথমারুহ্য বেগেন গতো নক্ষত্রমণ্ডলম্। রথং তু কাঞ্চনং দিব্যং মণিরত্নবিভূষিতম্॥ ১৯॥ ধ্বজৈশ্চ চামরৈশ্ছত্রৈঃ কিঙ্কিণীবর শোভিতম্। হংসবর্ণহয়ৈর্যুক্তং মহাকেতুসমন্বিতম্॥ ২০॥ দীপ্যমানো মহারত্নৈঃ কিরীটমুকুটোজ্জ্বলঃ। বভ্রাজ স তদাকাশে দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ॥ ২১॥ আকর্ণং চাপমাপূর্য্য সংহারাস্ত্রং নিযোজ্য চ। কৃত্তিকান্তে শনিং জ্ঞাত্বা প্রবিশ্য কিল রোহিণীম্॥ ২২॥ দৃষ্ট্বা দশরথোঽস্যাগ্রে তস্থৌ সভ্রূকুটীমুখঃ। সংহারাস্ত্রং শনির্দৃষ্ট্বা সুরাসুরবিমর্দনম্॥ ২৩॥ হসিত্বা তদ্ভয়াৎ সৌরিরিদং বচনমব্রবীৎ। পৌরুষং তব রাজেন্দ্র পরং রিপুভয়ঙ্করম্॥ ২৪॥ দেবাসুরমনুষ্যাশ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ। ময়া বিলোকিতাঃ সর্ব্বে ভয়ং যান্তি ব্রজন্তি তে॥ ২৫॥ তুষ্টোঽহং তব রাজেন্দ্র তপসা পৌরুষেণ চ। বরং ব্রূহি প্রদাস্যামি মনসা যদভীপ্সিতম্॥ ২৬॥ দশরথ উবাচ। রোহিণীং ভেদয়িত্বা তু ন গন্তব্যং ত্বয়া শনে। সরিতঃ সাগরা যাবদ্যাবচ্চন্দ্রার্কমেদিনী॥ ২৭॥ যাচিতং তে ময়া সৌরে নান্যমিচ্ছামি তে বরম্। এবমুক্তঃ শনিঃ প্রাদাদ্বরং তস্মৈ তু শাশ্বতম্॥ ২৮॥ প্রাপ্যৈবং তু বরং রাজা কৃতকৃত্যোঽভবত্তদা। পুনরেবাব্রবীৎ সৌরির্বরং বরয় সুব্রত॥ ২৯॥ প্রার্থয়ামাস হৃষ্টাত্মা বরমেবং শনৈস্তদা। ন ভেত্তব্যঞ্চ শকটং ত্বয়া ভাস্করনন্দন॥ ৩০॥ দ্বাদশাব্দং তু দুর্ভিক্ষং ন কর্ত্তব্যং কদাচন। কীর্ত্তিরেষা মদীয়া চ ত্রৈলোক্যে বিচরিষ্যতি॥ ৩১॥

'শকটভেদ' বলে। এই যোগ সুরাসুরভয়ঙ্কর। এই যোগ উপস্থিত হইলে জগতে দ্বাদশাব্দব্যাপী সুদারুণ দুর্ভিক্ষ হয়। রাজা দৈবজ্ঞ-মুখে এই কথা শুনিয়া মন্ত্রিগণের সহিত সপৌর-জানপদ সমস্ত জগৎ আকুল দেখিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ রাজদ্বারে অহরহ ভাবী ভয় জ্ঞাপন করিতে লাগিল। সমুদয় দেশ, নগর, গ্রাম, বিভীষিকাময় হইয়া উঠিল। এই সময় নৃপ ভগবান্ বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্ দ্বিজসত্তম! অধুনা এ বিপদের সমাধান কি বলুন? বশিষ্ঠ বলিলেন,—প্রাজাপত্য নক্ষত্র ভিন্ন হইলে আর প্রজার অস্তিত্ব কোথায়? এই যোগ সদেবেন্দ্র ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অপ্রতিকার্য্য। রাজা দশরথ বশিষ্ঠমুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তিত হইলেন এবং কিয়ৎকাল চিন্তার পর অসীম সাহসে বুক বাঁধিয়া দিব্যাস্ত্র-সমন্বিত দিব্য ধনু গ্রহণ করত রথারোহণে বেগে নক্ষত্রমণ্ডলে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার রথ কাঞ্চননির্ম্মিত, তদুপরি মণিরত্ন-বিভূষিত, ধ্বজ-চামর-ছত্র ও কিঙ্কিণীজালে পরিমণ্ডিত, হংসবর্ণ হয়যুক্ত ও মহাকেতু-সমন্বিত। মহারত্নপ্রদীপ্ত কিরীটমুকুটোজ্জ্বল রাজা রথারোহণে আকাশে গমন করিতে করিতে ভাস্করের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি কৃত্তিকান্তস্থিত শনির রোহিণী-প্রবেশ অবগত হইয়াই সংহারাস্ত্র ধনুতে যোজনা করত তাহা আকর্ণ আকৃষ্ট করিয়া নক্ষত্রমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে শনিকে দর্শন করিলেন। শনি রাজা দশরথকে একেবারে ভ্রূকুটীকুটিলাননে সংহারাস্ত্র যোজনা করিয়া সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া সভয়ে হাসিয়া বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! আপনার পৌরুষ যথার্থই রিপুভয়ঙ্কর। কিন্তু সদেবাসুর মানুষ সিদ্ধ বিদ্যাধরোরগ সকলেই আমা কর্ত্তৃক বিলোকিত হইয়াই ভয় পাইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! আমি আপনার তপঃপ্রভাব ও পৌরুষ দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। আপনি অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন। রাজা বলিলেন,—হে শনে! আপনি রোহিণীকে ভেদ করিয়া গমন করিবেন না। যতদিন সরিৎ-সাগর ও চন্দ্রার্ক-মেদিনী বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিনের জন্য আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা, আমি অন্যবর ইচ্ছা করি না। শনি তাঁহাকে অভিমত বর প্রদান করিলেন। রাজা বর লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন। শনি পুনরায় তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে বলিলেন,—রাজা হৃষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে ভাস্করনন্দন! শকটযোগ যেন আমাদিগকে ভয় প্রদান না করে এবং দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ যেন কখন না হয়। আপনার

ঈশ্বর উবাচ। বরদ্বয়ং ততঃ প্রাপ্য হৃষ্টরোমা স পার্থিবঃ। রথোপরি ধনুর্মুক্তা ভূত্বা চৈব কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৩২॥ ধ্যাত্বা সরস্বতীং দেবীং গণনাথং বিনায়কম্। রাজা দশরথঃ স্তোত্রং সৌরেরিদমথাকরোৎ॥ ৩৩॥ রাজোবাচ। নমো নীলময়ূখায় নীলোৎপলনিভায় চ। নমো নির্মাংসদেহায় দীর্ঘশ্মশ্রুজটায় চ॥ ৩৪॥ নমো বিশালনেত্রায় শুষ্কোদরভয়ানক। নমঃ পরুষগাত্রায় স্থূলরোমায় বৈ নমঃ॥ ৩৫॥ নমো নিত্যং ক্ষুধার্ত্তায় নিত্যতপ্তায় বৈ নমঃ। নমঃ কালাগ্নিরূপায় কৃতান্তক নমোঽস্তু তে॥ ৩৬॥ নমো দীর্ঘায় শুষ্কায় কালদৃষ্টে নমোঽস্তু তে। নমস্তে কোটরাক্ষায় দুর্নিরীক্ষ্যায় বৈ নমঃ॥ ৩৭॥ নমো ঘোরায় রৌদ্রায় ভীষণায় করালিনে। নমস্তে সর্ব্বভক্ষায় বলীমুখ নমোঽস্তু তে॥ ৩৮॥ সূর্য্যপুত্র নমস্তেঽস্তু ভাস্করে ভয়দায়ক। অধোদৃষ্টে নমস্তুভ্যং বপুঃশ্যাম নমোঽস্তু তে॥ ৩৯॥ নমো মন্দগতে তুভ্যং নিস্ত্রিংশায় নমো নমঃ। নমস্তে উগ্ররূপায় চণ্ডতেজায় তে নমঃ॥ ৪০॥ তপসা দগ্ধদেহায় নিত্যং যোগরতায় চ। নমস্তে জ্ঞাননেত্রায় কশ্যপাত্মজসূনবে॥ ৪১॥ তুষ্টো দদাসি বৈ রাজ্যং রুষ্টো হরসি তৎক্ষণাৎ। দেবাসুরমনুষ্যাশ্চ পশুপক্ষিসরীসৃপাঃ॥ ৪২॥ ত্বয়া বিলোকিতাঃ সৌরে দৈন্যমাশু ব্রজন্তি চ। ব্রহ্মা শক্রো যমশ্চৈব ঋষয়ঃ সপ্ততারকাঃ॥ ৪৩॥ রাজ্যভ্রষ্টাশ্চ তে সর্ব্বে তব দৃষ্ট্যা বিলোকিতাঃ। দেশাশ্চ নগরগ্রামা দ্বীপাশ্চৈবাদ্রয়স্তথা॥ ৪৪॥ রৌদ্রদৃষ্ট্যা তু যে দৃষ্টাঃ ক্ষয়ং গচ্ছন্তি তৎক্ষণাৎ॥ ৪৫॥ প্রসাদং কুরু মে সৌরে বরার্থেঽহং তবাশ্রিতঃ সৌরে ক্ষমস্বাপরাধং সর্ব্বভূতহিতায় চ॥ ৪৬॥ ঈশ্বর উবাচ। এবং স্তুতস্তদা সৌরী রাজ্ঞা দশরথেন চ। গ্রহরাজঃ শনির্বাক্যং হৃষ্টরোমাব্রবীদিদম্॥ ৪৭॥ শনিরুবাচ। তুষ্টোঽহং তব রাজেন্দ্র স্তবেনানেন সুব্রত। বরং ব্রূহি প্রদাস্যামি স্বেচ্ছয়া রঘুনন্দন॥ ৪৮॥ দশরথ উবাচ। অদ্য প্রভৃতি পিঙ্গাক্ষ পীড়া কার্য্যা ন কস্যচিৎ। দেবাসুরমনুষ্যাণাং পশুপক্ষিসরীসৃপাম্॥ ৪৯॥ শনিরুবাচ। গ্রহাণাং দুর্গ্রহো জ্ঞেয়ো গ্রহপীড়াং করোম্যহম্। অদেয়ং প্রার্থিতং রাজন্ কিঞ্চিদ্যুক্তং দদাম্যহম॥ ৫০॥ ত্বয়া প্রোক্তং মম স্তোত্রং যে পঠিষ্যন্তি মানবাঃ। পুরুষাশ্চ স্ত্রিয়ো বাপি মদ্ভয়েনোপপীড়িতাঃ॥ ৫১॥ দেবাসুরমনুষ্যাশ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ। মৃত্যুস্থানে স্থিতো বাপি জন্মপ্রান্তগতস্তথা॥ ৫২॥ এককালং দ্বিকালং

প্রদত্ত এই বর আমার কীর্ত্তিরূপে ত্রৈলোক্যে ঘোষিত হইবে। ঈশ্বর বলিলেন,—রাজা শনির নিকট বরদ্বয় লাভ করিয়া রথোপরি শরাসন স্থাপনপূর্ব্বক সহর্ষে রোমাঞ্চিত-কলেবরে, দেবী সরস্বতী ও গণনাথের ধ্যানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া সৌরীর স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,-হে নীলময়ূখ! নীলোৎপলনিভ, নির্ম্মাংসদেহ, দীর্ঘশ্মশ্রুজট, বিশালনেত্র, শুষ্কোদর ভয়ানক, পরুষগাত্র, স্থূলরোম, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। তুমি নিত্যক্ষুধার্ত্ত, নিত্যতপ্ত, কালাগ্নিরূপ, কৃতান্তক, দীর্ঘ, শুষ্ক, ও কালদৃষ্টি, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। হে কোটরাক্ষ, দুর্নিরীক্ষ্য, ঘোর, রৌদ্র, ভীষণ, করালী সর্ব্বভক্ষ, বলীমুখ, সূর্য্যপুত্র, ভাস্করি, ভয়দায়ক! তোমাকে নমস্কার নমস্কার। হে অধোদৃষ্টে, বপুঃশ্যাম, মন্দগতে, নিস্ত্রিংশ, উগ্ররূপ, চণ্ডতেজ, দগ্ধদেহ, যোগরত, জ্ঞাননেত্র, ও কশ্যপাত্মজসূনু! তোমাকে নমস্কার নমস্কার। তুমি তুষ্ট হইয়া রাজ্য দান কর; আবার রুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ হরণ করিয়া থাক। দেবাসুর মনুষ্য ও পশু-পক্ষি-সরীসৃপ ইহারা তোমা কর্ত্তৃক বিলোকিত হইয়া দৈন্য প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা, শক্র, যম, সপ্ত তারকা ও ঋষি, ইঁহারাও তোমা কর্ত্তৃক বিলোকিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। দেশ, নগর, গ্রাম, দ্বীপ, এ সকল তোমার রৌদ্র দৃষ্টিতে পতিত হইলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে সৌরে! আমি তোমাকে বধ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম, আমি তোমার শরণ লইতেছি, তুমি আমায় ক্ষমা কর। ১৩—৪৬। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! গ্রহরাজ রাজা দশরথ কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! আমি আপনার স্তবে তুষ্ট হইয়াছি, যথেচ্ছ বর গ্রহণ করুন। দশরথ বলিলেন,—হে পিঙ্গাক্ষ! অদ্য প্রভৃতি আপনি কি দেবাসুর মনুষ্য—কি পশুপক্ষি-সরীসৃপ, কাহাকেও পীড়া দিবেন না। শনি বলিলেন,—হে রাজন্! আমি গ্রহমধ্যে দুষ্টগ্রহ; সুতরাং আমি পীড়া প্রদান করিবই। ফলতঃ আপনার এ প্রার্থনা আমি পূরণ করিতে পারিলাম না। তবে আমি এক যুক্তিযুক্ত বাক্য আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন। কি স্ত্রী—কি পুরুষ—কি দেবাসুর-মনুষ্য, কি সিদ্ধ-বিদ্যাধরোরগ যে কেহ মদ্ভয়ে ভীত হইয়া এককাল বা দ্বিকাল আপনার বর্ণিত এই স্তোত্র পাঠ

বা তেষাং শ্রেয়ো দদাম্যহম্। পূজয়িত্বা জপেৎ স্তোত্রং ভূত্বা চৈব কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৫৩॥ তস্য পীড়াং ন চৈবাহমিহ কুর্য্যাং কদাচন। জন্মস্থানে স্থিতো বাপি মৃত্যুস্থানে স্থিতোঽপি চ ॥ ৫৪ ॥ জন্মর্ক্ষে চ লগ্নে চ দশাস্বন্তর্দ্দশাসু চ। রক্ষামি সততং তস্য পীড়াং চান্যগ্রহস্য চ ॥ ৫৫ ॥ অনেনৈব প্রকারেণ পীড়ামুক্ত-স্তসৌ ভবেৎ। এতৎ প্রোক্তং ময়া দত্তং বরং চ রঘুনন্দন ॥ ৫৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ। বরদ্বয়ং চ সম্প্রাপ্য রাজা দশরথঃ পুরা। মেনে কৃতার্থমাত্মানং নমস্কৃত্য শনৈশ্চরম্ ॥ ৫৭ ॥ শনিং স্তুত্বা ভ্যনুজ্ঞাতো রথমারুহ্য বীর্য্যবান্। স্বস্থানং গতবান্ রাজা পূজ্যমানো দিবৌকসৈঃ ॥ ৫৮ ॥ য ইদং প্রাতরুত্থায় সৌরি-বারে পঠেন্নরঃ। সর্ব্বগ্রহোদ্ভবা পীড়া ন ভবেদ্ভুবি তস্য তু ॥ ৫৯ ॥ শনৈশ্চরং স্মরেদ্দেবং নিত্যং ভক্তি-সমন্বিতঃ। পূজয়িত্বা পঠেৎ স্তোত্রং তস্য তুষ্যতি ভাস্করিঃ ॥ ৬০ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং শনিদৈবতম্। সর্ব্বপাপোপশমনং সর্ব্বকামফল-প্রদম্ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শনৈশ্চরেশ্বরমাহাত্ম্যস্তোত্রবর্ণনং নামৈকোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লিঙ্গং রাহু-প্রতিষ্ঠিতম্। শনৈশ্চরেশ্বরাদ্দেবি বায়ব্যে সম্প্রতি-ষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥ অজাদেব্যাশ্চোত্তরতো ধনুষাং সপ্তকে স্থিতম্। মঙ্গলায়াঃ সমীপস্থং নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্ ॥ ২ ॥ লিঙ্গং মহাপ্রভাবং তু সৈংহিকেয়প্রতিষ্ঠিতম্। তত্র বর্ষসহস্রং তু বৈপ্রচিত্তিস্তপোঽকরোৎ ॥ ৩ ॥ স্বর্ভানুঃ স মহাবীর্য্যো বক্রযোধী মহাসুরঃ। সমারাধ্য মহাদেবং দিব্যেন তপসা প্রভুম্ ॥ ৪ ॥ লিঙ্গেঽব-তারয়ামাস জগদ্দীপং মহেশ্বরম্। যশ্চৈনং পূজয়ে-ভক্ত্যা নরঃ সম্যক্ চ পশ্যতি। তস্য পাপং ক্ষয়ং যাতি অপি ব্রহ্মবধোদ্ভবম্ ॥ ৫ ॥ নান্ধো ন বধিরো মূকো ন রোগী ন চ নির্দ্ধনঃ। কদাচিজ্জায়তে মর্ত্ত্য-স্তেন দৃষ্টেন ভূতলে ॥ ৬ ॥ সুখসৌভাগ্যসম্পন্নস্তদা ভবতি রূপবান্। সর্ব্বকামসমৃদ্ধাত্মা মোদতে দিবি দেববৎ ॥ ৭ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং রাহুদৈবতম্। শ্রুত্বা তু মোহনির্ম্মুক্তো নরো নিষ্ক-ল্মষো ভবেৎ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রাহ্বীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

করিবে—আমি মৃত্যুস্থান ও জন্মস্থান গত হই-লেও তাহাদের শ্রেয়োলাভ হইবে। যে জন পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তব করিবে, আমি কদাচ তাহাকে পীড়া প্রদান করিব না। আমি জন্মস্থান, মৃত্যুস্থান, জন্মনক্ষত্র, দশা এবং অন্তর্দ্দশাগত হইয়াও তাহাকে অন্য গ্রহপীড়া হইতে রক্ষা করিব। আমার স্তবপাঠকারী ব্যক্তি এইরূপে পীড়ামুক্ত হইবে। হে রঘুনন্দন! আমি আপ-নাকে এইরূপে বর প্রদান করিলাম। ঈশ্বর বলি-লেন,—রাজা দশরথ শনির নিকট দুই প্রকার বর লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। স্তব ও প্রণামান্তে অনুজ্ঞা লইয়া তিনি রথারোহণে স্বপুরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। দেবগণ এই সময় তাঁহার পূজা করিয়া ছিলেন। যে মানব শনিবারে প্রাতঃকালে গাত্রো-ত্থান করিয়া এই প্রবন্ধ পাঠ করে, সর্ব্বগ্রহ-জনিত পীড়া তাহার বিনষ্ট হয়। শনৈশ্চরকে নিত্য স্মরণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজার পর স্তব পাঠ করিলে তিনি তুষ্ট হইয়া থাকেন। হে দেবি। এই আমি তোমার নিকট শনৈশ্চর-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, ইহা সর্ব্বপাপনাশন, ও সর্ব্ব কামফলপ্রদ।৪৭—৬১।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৯।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর রাহু-প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ দর্শন করিতে যাইতে হয়। এই লিঙ্গ শনৈশ্চরেশ্বরের বায়ুকোণে—অজাদেবীর উত্তর দিক্‌ভাগে সপ্তধনু ব্যবধানে মঙ্গলার অনতি-দূরে অর্থাৎ নিকটেই অবস্থিত। এই রাহু-প্রতি-ষ্ঠিত লিঙ্গ মহাপ্রভাবসম্পন্ন। এই স্থানে বৈপ্রচিত্তি সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিল। বক্রযোধী স্বর্ভানু এই স্থানে দিব্য তপোনুষ্ঠানে লিঙ্গারাধনা করিয়া তাহাতে জগদ্দীপ মহেশ্বরকে অবতারিত করেন। যে জন ভক্তিপূর্ব্বক এই লিঙ্গের পূজা বা তাঁহাকে দর্শন করে, তাহার ব্রহ্মবধোদ্ভব পাপও বিনষ্ট হয়। এই লিঙ্গ দর্শন করিলে মানব কদাচ অন্ধ, বধির, মূক, রোগী বা নির্দ্ধন হয় না; বরং সে সুখ-সৌভাগ্য-সম্পন্ন, রূপবান, ও সর্ব্বকাম-

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি কেতুলিঙ্গ মহাপ্রভম্। রাহ্বীশানাত্তুত্তরে চ মঙ্গলায়াশ্চ দক্ষিণে॥ ১॥ ধনুর্যোঽন্তরমানেন নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্। লিঙ্গং মহাপ্রভাবং হি সর্ব্বপাতকনাশনম্॥ ২॥ কেতুর্নাম গ্রহোঽত্যুগ্রঃ শিবসম্ভাবভাবিতঃ। বর্ত্তুলোঽতীব বিস্তীর্ণো লোচনাভ্যাং সুভীষণঃ॥ ৩॥ পলাল-ধূমসঙ্কাশো গ্রহপীড়াপহারকঃ। তত্রাকরোত্তপশ্চোগ্রং দিব্যাব্দানাং শতং প্রিয়ে॥ ৪॥ তস্য তুষ্টো মহাদেবো গ্রহত্বং প্রদদৌ প্রিয়ে। একাদশশতানাঞ্চ গ্রহাণামাধি-পত্যতাম্॥ ৫॥ তত্রস্থং পূজয়েদ্ভক্ত্যা কেতুলিঙ্গং মহাপ্রভম্। কেতূদয়ে মহাঘোরে তস্মিন্ দৃষ্টে বিশেষতঃ॥ ৬॥ গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু পূজয়েৎকৃং বিধা-নতঃ। পুষ্পৈর্গন্ধৈস্তথা ধূপৈর্নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈঃ শুভৈঃ॥ ৭॥ তোষয়েদ্বিধিবদ্দেবং কেতুং কল্মষনাশনম্॥ ৮॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং কেতুলিঙ্গং মহো-দয়ম্। গ্রহপীড়োপশমনং সর্ব্বপাতকনাশনম্॥ ৯॥

এতানি নবলিঙ্গানি গ্রহাণাং কথিতানি তে। যঃ পশ্যতি নরো নিত্যং তস্য পীড়াভয়ং কুতঃ॥ ১০॥ ন দৌর্ভাগ্যং কুলে তস্য ন রোগী নৈব দুঃখিতঃ জায়তে পুত্রবদ্দেবি তং রক্ষন্তি মহাগ্রহাঃ॥ ১১॥ ইতি তে কথিতং সম্যক চতুর্দ্দশায়তনং প্রিয়ে। বিঘ্নেশ্বরং সমারভ্য যাবৎ কেতুপ্রতিষ্ঠিতম্॥ ১২॥ নবগ্রহেশ্বরাণাং তু মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। তথৈব পঞ্চলিঙ্গানাং শ্রুত্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৩॥ কপর্দ্দিনং সমারভ্য চণ্ডনাথান্তকানি চ। পঞ্চৈব মুদ্রালিঙ্গানি নাপুণ্যো বেদ মানবঃ॥ ১৪॥ সূর্য্যেশ্বরং সমারভ্য কেতুলিঙ্গান্তকানি বৈ। নবগ্রহাণাং লিঙ্গানি নান্যো জানাতি কশ্চন॥ ১৫॥ চতুর্দ্দশবিধা হ্যেবং প্রোক্তায়-তনসঙ্গতিঃ। যশ্চৈনাং বেদ ভাবেন স ক্ষেত্রফল-মশ্নুতে॥ ১৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কেত্বীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫১॥

সমৃদ্ধাত্মা হয়। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট রাহুদৈবত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম; মানব ইহা শুনিয়া মোহ-পরিশূন্য ও নিষ্কল্মষ হইয়া থাকে। ১—৮।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫০।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব কেতুলিঙ্গ দর্শন করিতে যাইবে। এই লিঙ্গ রাহু-প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের উত্তরে—মঙ্গলার দক্ষিণে অনতি-দূরে প্রায় ধনুঃপরিমিত ব্যবধানে অবস্থিত। এই লিঙ্গ মহাপ্রভাব এবং সর্ব্বপাতকনাশন। কেতু অতি উগ্রগ্রহ। এই গ্রহ শিবসম্ভাব-ভাবিত, বর্ত্তুলাকার, অতীব বিস্তীর্ণ, ভীষণলোচন, পলালধূমসঙ্কাশ, এবং গ্রহপীড়াপহারক। এবম্বিধ কেতু ঐ স্থানে দিব্য শত বৎসর মহাদেব-উদ্দেশে তপস্যা করিয়া-ছিলেন। মহাদেব তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে একাদশ শত গ্রহের আধিপত্য প্রদান করেন। কেতূদয়ে ঘোরতর সময় উপস্থিত হইলে এই কেতুলিঙ্গের পূজা করিতে হয়; এবং গ্রহপীড়া উপস্থিত হই-লেও গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-নৈবেদ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া তোষিত করা কর্ত্তব্য। এই আমি সংক্ষেপে কেতুলিঙ্গের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। ইহা গ্রহ-পীড়াহারক এবং সর্ব্বপাতকনাশন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট নবগ্রহের নবলিঙ্গের পরিচয় প্রদান করিলাম, যে ব্যক্তি এই নবলিঙ্গ দর্শন করে, তাহার পীড়াভয় সম্ভবে না অপিচ তাহার কুলে কদাচ দুর্ভাগ্য, রোগী ও দুঃখিত হয় না, গ্রহগণ তাহাকে পুত্রবৎ রক্ষা করেন। হে দেবি! এই আমি বিঘ্নেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া কেতুপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ লিঙ্গের আয়তনের কথা বলি-লাম। নবেগ্রহেশ্বর লিঙ্গগণের মাহাত্ম্য পাপ-নাশন। এইরূপ পঞ্চলিঙ্গেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণেও পাপনাশ হইয়া থাকে। কপর্দ্দী হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডনাথান্তক পর্য্যন্ত পঞ্চমুদ্রালিঙ্গ অপুণ্য-বান্ ব্যক্তি জানিতে পারে না। সূর্য্যেশ্বর হইতে কেতুলিঙ্গান্ত নবগ্রহলিঙ্গ পুণ্যবান্ ভিন্ন অন্য কেহ বিদিত হইতে সমর্থ হয় না। এই চতুর্দ্দশ প্রকার আয়তনসঙ্গতি উক্ত হইয়াছে। যে জন ইহা ভক্তিপূর্ব্বক অবগত হয়, সে ক্ষেত্রফল লাভ করিয়া থাকে। ১—১৬।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫১।

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। পঞ্চাথ সিদ্ধলিঙ্গানি কথয়ামি যশস্বিনি। যেষাং দর্শনতো দেবি সিদ্ধা যাত্রা ভবেন্নৃণাম্॥ ১॥ সোমেশাদীশদিগ্‌ভাগে বরারোহেতি যা স্মৃতা। তস্যাশ্চ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে দেবং সিদ্ধেশ্বরং পরম্। অভিগম্য নরো ভক্ত্যা অণিমাদিকমাপ্নুয়াৎ॥ ২॥ সিদ্ধৈঃ প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং দৃষ্ট্বা ভক্ত্যা তু মানবঃ। মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ সিদ্ধলোকং স গচ্ছতি॥ ৩॥ বিঘ্নানি নাশমায়ান্তি তত্র ক্ষেত্রনিবাসিনাম্। কামঃ ক্রোধো ভয়ং লোভো রাগো মৎসর এব চ॥ ৪॥ ঈর্ষ্যা দম্ভস্তথালস্যং নিদ্রা মোহস্ত্বহঙ্কৃতিঃ। এতানি বিঘ্নরূপাণি সিদ্ধের্বিঘ্নকারাণি তু॥ ৫॥ তানি নাশং সমায়ান্তি তত্র সিদ্ধেশ্বরার্চ্চনাৎ। এবং জ্ঞাত্বা তু যত্নেন তত্র যাত্রাং সমাচরেৎ॥ ৬॥ ইত্যেবং কথিতং দেবি সিদ্ধেশ্বরমহোদয়ম্। সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাং শ্রুতং পাতকনাশনম্॥ ৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সিদ্ধেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়॥ ৫২

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি কপিলেশ্বরমুত্তমম্। তস্যৈব পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্॥ ১॥ লিঙ্গং মহাপ্রভাবং তু দর্শনাৎ পাপনাশনম্। কপিলো নাম রাজর্ষির্যত্র তপ্ত্বা মহাতপঃ॥ ২॥ সম্প্রাপ্তঃ পরমাং সিদ্ধিং প্রতিষ্ঠাপ্য মহেশ্বরম্। দেবসান্নিধ্যমীশানং তস্মিঁল্লিঙ্গে সদা হরিঃ॥ ৩॥ শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং সর্ব্বলোকহিতার্থতঃ। সপ্তকৃত্বো মহাদেবং সোমেশং কপিলেশ্বরম্। যঃ পশ্যেৎ প্রযতো ভূত্বা স গোদান ফলং লভেৎ॥ ৪॥ তিলধেনুঞ্চ যো দদ্যাত্তস্মিংতীর্থে সমাহিতঃ। তিলসঙ্খ্যাযুগান্যেব স স্বর্গে বসতি প্রিয়ে॥৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কপিলেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি গন্ধর্ব্বেশ্বরমুত্তমম্। দণ্ডপাণেস্তু ভবনাদুত্তরে নিকটে স্থিতম্॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অধুনা আমি পঞ্চ সিদ্ধ লিঙ্গের কথা বলিতেছি—যাঁহাদিগকে দর্শন করিলে মানবগণের যাত্রা ফলবতী হইয়া থাকে। সোমেশ্বরের ঈশান কোণে যে বরারোহা নাম্নী দেবী আছেন, তাঁহার পূর্ব্বদিক্ ভাগে দেব সিদ্ধেশ্বর বিরাজিত। নরগণ এখানে গমন করিয়া অণিমাদি সিদ্ধি লাভ করে। সিদ্ধপ্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গ দর্শন করিয়া জনগণ সর্ব্ব পাতক হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সিদ্ধলোকে গমন করিয়া থাকে। এই সিদ্ধেশ্বরক্ষেত্রবাসী নরগণের সিদ্ধেশ্বরার্চ্চনে সর্ব্ব প্রকার বিঘ্ন এবং কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, রাগ, মৎসর, ঈর্ষ্যা দম্ভ, আলস্য, নিদ্রা, মোহ, অহঙ্কার প্রভৃতি সকল প্রকার সিদ্ধিবিঘ্নকর বিঘ্ন সকলও বিনাশ পাইয়া থাকে। ইহা অবগত হইয়া জনগণ সিদ্ধেশ্বরার্চ্চনা করিবে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বকামপ্রদ ও পাতকনাশন সিদ্ধেশ্বর-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ১—৭।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫২।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অনন্তর কপিলেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের পূর্ব্বদিক ভাগে নাতিদূরে এই মহাপ্রভাব দর্শন-পাপহারী লিঙ্গ বিরাজিত। কপিল নামক রাজর্ষি এই স্থানে মহৎ তপ ও লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই লিঙ্গে সর্ব্বদা সর্ব্বদেবসান্নিধ্য ও হরিহর বিদ্যমান। যে জন শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে সর্ব্বলোকহিতার্থ মহাদেব সোমেশ কপিলেশ্বরকে সাতবার দর্শন করে, সে গোদানফল লাভ করিয়া থাকে। যে মানব সমাহিত ভাবে ঐ তীর্থে তিলধেনু দান করে, সে দত্ত তিলসংখ্যা যুগ কাল স্বর্গে বাস করিয়া থাকে। ১—৫।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৩।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব উত্তম গন্ধর্ব্বেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে।

১॥ যত্র গন্ধর্ব্বরাজো বৈ ঘনবাহেতি বিশ্রুতঃ। তস্য গন্ধর্ব্বসেনেতি খ্যাতা পুত্রী মহাপ্রভা ॥ ২ ॥ শিখণ্ডিনা গণেনৈব সা শপ্তা রূপগর্ব্বিতা। ততো গোশৃঙ্গঋষিণা দত্তস্তস্যা অনুগ্রহঃ ॥ ৩ ॥ সোমবারব্রতেনৈব সোমেশারাধনং প্রতি। ততঃ ক্ষেত্রং সমাগত্য তপঃ কৃত্বা সুদুশ্চরম্ ॥ ৪ ॥ লিঙ্গং প্রতিষ্ঠয়ামাস তত্র গন্ধর্ব্বরাট্ স্বয়ম্। তথৈব পুত্র্যা তস্যৈব তত্র লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৫ ॥ অথ তত্রৈব দেবেশি দণ্ডপাণেঃ সমীপতঃ। ঘনবাহেশ্বরং নাম যো লিঙ্গং যত্নতোঽর্চ্চয়েৎ ॥ ৬ ॥ গন্ধর্ব্বলোকমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা স প্রযতঃ শুচিঃ। ইতি তে কথিতং দেবি গান্ধর্ব্বং লিঙ্গমুত্তমম্ ॥৭॥ তৃতীয়ং সর্ব্বপাপানাং নাশনং পুণ্যবর্দ্ধনম্। অগ্নিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা পূজ্য গন্ধর্ব্বপূজিতম্ ॥ ৮ ॥ অয়নে চোত্তরে প্রাপ্তে নির্ব্বাণমধিগচ্ছতি। শ্রুত্বাঽভিনন্দ্য মাহাত্ম্যং মুচ্যতে মহতো ভয়াৎ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গন্ধর্ব্বেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

দণ্ডপাণিভবনের উত্তরে অতি নিকটে এই লিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। বিখ্যাত গন্ধর্ব্বরাজ ঘন বাহের গন্ধর্ব্বসেনা নাম্নী এক অতি সুন্দরী কন্যা ছিল। শিখণ্ডী গণ রূপ গৌরবান্বিতা ঐ কন্যাকে শাপ দেয়। মহাভাগ গোশৃঙ্গ ঋষি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে সোমবারব্রত ও সোমনাথ আরাধনা উপদেশ দেন। অনন্তর তাহার পিতা স্বয়ং সোমেশ্বর তীর্থে আগমন করিয়া সুদুশ্চর তপশ্চরণ করত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে। গন্ধর্ব্বসেনাও সেই স্থানে এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। দণ্ডপাণিসমীপস্থ ঘনবাহেশ্বর নামক লিঙ্গ যে নর প্রযত ও শুচি হইয়া পূজা ও দর্শন করে, সে গন্ধর্ব্বলোক লাভ করিয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বপাপনাশন পুণ্যবর্দ্ধন উত্তম গন্ধর্ব্বলিঙ্গের কথা কীর্ত্তন করিলাম। নর উত্তরায়ণে অগ্নিতীর্থে স্নান করিয়া এই গন্ধর্ব্বপূজিত লিঙ্গের পূজা করিলে নির্ব্বাণ-পদবী লাভ করিয়া থাকে। এমন কি এই লিঙ্গমাহাত্ম্য শ্রবণ ও অভিনন্দন করিলেও মহৎ ভয় হইতে মুক্তি লাভ হয়। ১—৯।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তৎপূর্ব্বে বিমলেশ্বরম্। গৌর্য্যাঃ পূর্ব্বসমীপস্থং নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্ ॥ ১ ॥ গুরোর্নৈঋর্ত্যদিগ্‌ভাগে স্থিতং পাপপ্রণাশনম্। অপি কৃত্বা মহাপাপং নারী বা পুরুষোঽপি বা ॥ ২ ॥ ক্ষয়াভিভূতদেহো বা তং সমভ্যর্চ্চ্য ভক্তিতঃ। সর্ব্বদুঃখান্তগো ভূত্বা নির্ম্মলং পদমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩ ॥ গন্ধর্ব্বসেনা যত্রৈব বিমলাভূৎ ক্ষয়ান্বিতা। বিমলেশ্বরনাম্না বৈ তল্লিঙ্গং প্রথিতং ক্ষিতৌ ॥ ৪ ॥ ইতি তে কথিতং সর্ব্বং বিমলেশ্বরসূচকম্। মহাত্ম্যং সর্ব্বপাপঘ্নং তুরীয়ং ভবসুন্দরি ॥৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিমলেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। অথ তে পঞ্চমং বচ্মি সিদ্ধলিঙ্গং মহাপ্রভম্। ব্রহ্মণো নৈঋর্তে ভাগে ধনুষাং ষোড়শে স্থিতম্ ॥ ১ ॥ রাহুলিঙ্গস্য চাভ্যাশে লিঙ্গং

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর পূর্ব্ব-কথিত লিঙ্গের পূর্ব্বদিকে বিমলেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিতে যাইতে হয়। এই পাপপ্রণাশন লিঙ্গ গৌরীর পূর্ব্বদিক্‌ভাগে অনতিদূরে এবং গুরুপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের নৈঋর্তকোণে অবস্থিত। ক্ষয়াভিভূতদেহ মহাপাপী নারী বা নর ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সর্ব্বদুঃখান্ত নির্ম্মল পদ প্রাপ্ত হয়। ক্ষয়রোগগ্রস্ত গন্ধর্ব্বসেনা এই লিঙ্গসন্নিধানে রোগমুক্ত হইয়া বিমল দেহ লাভ করিয়াছিল বলিয়া এই লিঙ্গের নাম হইয়াছে,—বিমলেশ্বর। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট বিমলেশ্বর লিঙ্গের সর্ব্বপাপঘ্ন মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ১—৫।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৫।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর আমি তোমার নিকট মহাপ্রভ পঞ্চম সিদ্ধ লিঙ্গের কথা বলিতেছি। এই লিঙ্গ ব্রহ্মার নৈঋর্তকোণে

ধনদনির্ম্মিতম্। ধনদত্বং চ সম্প্রাপ্তো যত্র তপ্তা মহত্তপঃ॥ ২॥ সংস্থাপ্য বিধিবৎ পূজ্য লিঙ্গং বর্ষসহস্রকম্। অলকাধিপতির্জ্জাতস্তত্র শম্ভোঃ প্রসাদতঃ॥ ৩॥ জাতিং স্মৃত্বা পূর্ব্বিকাং তু জ্ঞাত্বা দীপদশাফলম্। শিবরাত্রেঃ প্রভাবং তু প্রভাসং পুনরাগতঃ॥ ৪॥ প্রভাবাতিশয়ং জ্ঞাত্বা স্থাপয়ামাস শঙ্করম্। তত্র প্রত্যক্ষতাং নীতস্তপসা যেন শঙ্করঃ॥ ৫॥ মহাভক্ত্যা মহাদেবি তস্মিল্লিঙ্গেঽবতারিতঃ। তং দৃষ্ট্বা মানবো ভক্ত্যা পূজয়িত্বা যথাবিধি॥ ৬॥ পঞ্চোপচারৈঃ সদ্ভক্ত্যা গন্ধ-ধূপানুলেপনৈঃ। তস্যান্বয়ে দরিদ্রশ্চ কদাপি ন ভবিষ্যতি॥৭॥ যে চৈতৎপূজয়িষ্যন্তি লিঙ্গং ভক্তিযুতা নরাঃ। অজেয়াস্তে ভবিষ্যন্তি শত্রূণাং দর্পনাশনাঃ॥ ৮॥ ইতি তে কথিতং সর্ব্বং ধনদেশমহোদয়ম্। শ্রুত্বানুমোদ্য যত্নেন দরিদ্রো নৈব জায়তে॥ ৯।

ইতি শ্রীস্কান্দে ধনদেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৬॥

ষোড়শ ধনু অন্তরে রাহুপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের সমীপে অবস্থিত। এই লিঙ্গ ধনদনির্ম্মিত। ধনদ এই স্থান তপস্যা করিয়া ধনদত্ব লাভ করেন। তিনি বিধিপূর্ব্বক এই লিঙ্গ স্থাপন ও তাঁহার পূজা করিয়া সহস্র বর্ষ কাল ঐ স্থানে ঘোর তপস্যা করেন। এই তপস্যার ফলে শম্ভু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলে তিনি তাঁহার প্রসাদে অলকাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। একদা তিনি পূর্ব্বজন্ম, দীপদানফল ও শিবরাত্রি-মাহাত্ম্য অবগত হইয়া প্রভাসক্ষেত্রে আগমন করেন। ঐ স্থানে আগমন করিয়া ক্ষেত্র মাহাত্ম্য অবগত হইয়া তিনি শিব স্থাপন করেন। শঙ্কর ঐ প্রতিষ্ঠিত শিবে সাক্ষাদ্ভূত হন। অলকাধিপতি অসীম ভক্তিতে শঙ্করকে ঐ প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গে অবতারিত করেন। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক গন্ধ-পুষ্পাদি পঞ্চোপচার দ্বারা যথাবিধি ঐ লিঙ্গের পূজা করে, সে ও তাহার অন্বয়ে কেহ কখন কদাপি দারিদ্র হয় না। যে সকল নর ভক্তিপূর্ব্বক এই লিঙ্গ অর্চ্চনা করে, তাহারা অরিগর্ব্বখর্ব্বকারী ও অজেয় হয়। হে দেবি! যাহা শুনিয়া নর দরিদ্র হয় না, আমি সেই ধনদেশমহোদয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ১—৯।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৬।

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। পঞ্চৈবং সিদ্ধলিঙ্গানি কথিতানি তব প্রিয়ে। যশ্চৈনং বেদ সঙ্কেতং ক্ষেত্রবাসী স উচ্যতে॥ ১॥ অথ শক্তিত্রয়াণাং তে রৌদ্রীণাং বচ্মি বিস্তরম্। ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্ত্যস্তিস্রস্তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ২॥ পুনস্তাসাং পূজনায়ানুক্রমং ক্রমতঃ শৃণু। চতুর্দ্দশ তথা পঞ্চ পূর্ব্বমুক্তানি যানি তু॥ ৩॥ চত্বারি ত্রীণি চৈকং বা যথাশক্ত্যাভিপূজ্য চ। লিঙ্গানি তানি সম্পূজ্য শক্তীস্তিস্রস্ততোঽর্চ্চয়েৎ॥ ৪॥ সোমেশাদীশদিগ্ভাগে বরারোহেতি যা স্মৃতা। অমা কলা সা সোমস্য উমা পশ্চাৎ প্রকীর্ত্তিতা॥ ৫॥ ইচ্ছাশক্তিস্তু সা জ্ঞেয়া প্রভাসক্ষেত্রসংস্থিতা। তত্র দেবি হিতার্থায় সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং ভুবি॥ ৬॥ তস্যা মাহাত্ম্যমখিলং কথয়ামি তবাধুনা। পুরা সোমেন ত্যক্তাভির্ভার্য্যাভিস্তু বরাননে॥৭॥ ষড়্বিংশত্তিস্তপস্তপ্তং ক্ষেত্রে প্রাভাসিকে শুভে। গৌরী সারাধ্যমানাথ দিব্যবর্ষগণান্ বহূন্॥ ৮॥ তাসাং প্রত্যক্ষতাং প্রাপ্তা পার্ব্বতী পরমেশ্বরী। উবাচ বরদা ব্রূত যদ্বো মনসি সংস্থিতম্॥ ৯॥ অথ তাশ্চা-

---

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে প্রিয়ে! এই আমি তোমার নিকট পাঁচটী সিদ্ধলিঙ্গের কথা বলিলাম। যে ব্যক্তি এই সঙ্কেত অবগত হইতে পারে, তাহাকে ক্ষেত্রবাসী বলা যায়। অধুনা আমি তোমার নিকট তিনটী রৌদ্রী শক্তির কথা বলিতেছি; যথা—ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি। ইহাঁদের পূজাক্রম শ্রবণ কর। পূর্ব্বে যে চতুর্দ্দশ, ও পঞ্চ লিঙ্গের কথা বলা হইয়াছে, ঐ সকল লিঙ্গের মধ্যে শক্তি অনুসারে তিন চারিটী একটী বা সমুদয়গুলির পূজা করিয়া উক্ত শক্তিত্রয়ের অর্চ্চনা করিবে। সোমেশ্বরের ঈশানকোণে বরারোহা নাম্নী যে দেবী আছেন, ইনিই সোমের অমানাম্নী কলা এবং ইনিই পশ্চাৎ উমা নামে কীর্ত্তিত হন। ইহাঁরই নাম ইচ্ছাশক্তি। ইনি লোকহিতার্থ প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থিত। ইহাঁর অখিল মাহাত্ম্য আমি তোমাকে বলিতেছি। পূর্ব্বে সোম কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহার ষড়্বিংশতি পত্নী প্রভাসক্ষেত্রে তপস্যা করেন। দিব্য বহুবর্ষ কাল তাঁহারা দেবী গৌরীর (তোমার) আরাধনা করিলে গৌরী দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাদিগকে

ব্রুবন্ দেবি যদি তুষ্টাসি পার্ব্বতি। সৌভাগ্যং দেহি নো ভূরি লাবণ্যং পরমং তথা। ১০॥ ত্যক্তাঃ সর্ব্বা বয়ং দেবি নির্দ্দোষাঃ স্বামিনা শুভে। দৌর্ভাগ্য-দোষসন্দগ্ধা দৌর্ভাগ্যেণ তু পীড়িতাঃ॥ ১১॥ গৌর্য্যুবাচ। অদ্যপ্রভৃতি সর্ব্বা বঃ সমং দ্রক্ষ্যতি রাত্রিপঃ। প্রসাদান্মম চার্ব্বঙ্গ্যো নৈতন্মিথ্যা ভবিষ্যতি॥ ১২॥ বরদা চেতি মন্নাম বরদানাদ্ভবিষ্যতি। ইহাগত্য তু যা নারী পূজয়িষ্যতি মাং শুভাম্॥ ১৩॥ ন দৌর্ভাগ্যং কুলে তস্যাঃ ক্বচিৎ প্রাপ্স্যন্তি যোষিতঃ। মাঘমাসে তৃতীয়ায়ামুপবাসপরায়ণা॥ ১৪॥ যা মাং দ্রক্ষ্যতি সুশ্রেণী মত্তুল্যা সা ভবিষ্যতি। দম্পতীষোড়শৈবাত্র পরিধাপ্য প্রযত্নতঃ॥ ১৫॥ ফলানি ভক্ষ্যভোজ্যং চ পক্কান্নানি চ ষোড়শ। যা প্রদাস্যতি বৈ নারী সা তুমৈব ভবিষ্যতি॥ ১৬॥ এতদ্গৌরীব্রতং নাম তৃতীয়ায়াং তু কারয়েৎ। অপ্রসূতা চ যা নারী যা নারী দুর্ভগা ভবেৎ॥ ১৭॥ পুমানসকৃদপ্যেবং কৃত্বা প্রাপ্স্যত্যভীপ্সিতম্। এবমুক্ত্বা স্থিতা তত্র সা দেবী চারুলোচনা॥ ১৮॥ পশ্যতে রাত্রিনাথশ্চ সর্ব্বাস্তা রোহিণীং যথা। অদ্যাপি দুঃখসন্দগ্ধ দৌর্ভাগ্যেণ তু পীড়িতা॥ ১৯॥ অপুত্রয়তুমাং দেবীং সুভগা সাভবত্ততঃ। ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং শক্তিসম্ভবম্॥ ২০॥ সোমেশ্বরে বরারোহা নামেতি কথিতং তব। সর্ব্বপাপক্ষয়করং সর্ব্বদারিদ্র্যনাশনম্॥ ২১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বরারোহামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। অথ দ্বিতীয়াস্তে বচ্মি শক্তিং দেবি ক্রিয়াত্মিকাম্। প্রভাসস্থাং মহাদেবীং দেবানাং প্রীতিদায়িনীম্॥ ১॥ সোমেশাদ্বায়বে ভাগে ষষ্টি-ধন্বন্তরে স্থিতা। তত্র পীঠং মহাদেবি যোগিনীগণ-বন্দিতম্॥ ২॥ তস্মিন্ স্থানে স্থিতং দেবি পাতাল-বিবরং মহৎ। তস্মিন্ মহাপ্রভে স্থানে রক্ষারূপেণ সংস্থিতাম্॥ ৩॥ পাতালনিধিনিক্ষেপদিব্যৌষধি-রসায়নম্। ক্ষেত্রমধ্যে স্থিতং সর্ব্বং তদর্চ্চনরতো

বলেন,—তোমাদের বাঞ্ছিত কি বল? সোমপত্নী-গণ বলেন,—হে দেবি! যদি তুষ্টা হইয়াছেন, তাহা হইলে আমাদিগকে সৌভাগ্য ও পরম লাবণ্য প্রদান করুন। আমরা দুর্ভগা বলিয়া আমাদের স্বামী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরা এই দুঃখে দুঃখিত। গৌরী (তুমি) বলিলেন,—হে নিশাপতি-পত্নীগণ! অদ্যাবধি নিশাপতি আমার প্রসাদে তোমাদের সকলের প্রতি সম ব্যব-হার করিবেন। এ কথা মিথ্যা হইবে না। আর আমি তোমাদিগকে বর প্রদান করিলাম বলিয়া বরদা নামে বিখ্যাত হইব। এই স্থানে আগমন করিয়া যে সকল নারী আমার পূজা করিবে, তাহা-দের কুলে কোন নারীই দুর্ভগা হইবে না। মাঘী তৃতীয়ায় উপবাসপরায়ণা হইয়া যে নারী আমাকে দর্শন করিবে, সে আমার মত সুশ্রেণী হইবে। যে সকল নারী এই দিন ষোড়শটী দম্পতিকে নব বস্ত্র পরিধান করাইয়া তাহাদিগকে ষোড়শবিধ ফল, ভক্ষ্যভোজ্য ও পক্কান্ন ভোজন করায়, তাহারা উমা-তুল্য হইয়া থাকে। এই ব্রতকে উমাব্রত বলে। ইহা স্ত্রীলোকদিগেরই অনুষ্ঠেয়। তৃতীয়ায় ইহা করিতে হয়। করিলে অপ্রসবিনী প্রসব করে এবং দুর্ভগা সুভগা হয়। পুরুষগণ বারবার এই ব্রত করিলে ঈপ্সিত লাভ করে। এই কথা বলিয়া দেবী চারুলোচনা ঐ স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নিশানাথ এই ব্রতপ্রভাবে তাঁহার পরিত্যক্তা পত্নীগণকে রোহিণীর ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। যে সকল দুর্ভগা দুঃখিতা নারী উমা-দেবীর পূজা করে, তাহারা নিশ্চয়ই সুভগা হয়। হে দেবি! এই আমি সংক্ষেপে শক্তি-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। তোমার বরারোহা নাম সোমে-শ্বরে সর্ব্ব পাপক্ষয়কর ও সর্ব্বদারিদ্রনাশন।১—২১।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৭

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অনন্তর আমি তোমাকে ক্রিয়াশক্তির কথা বলিতেছি। এই মহাদেবী প্রভাসক্ষেত্রে আছেন। ইনি দেবগণের প্রীতিদায়িনী। সোমেশ্বর লিঙ্গের বায়ুকোণে ষষ্টি-ধনু ব্যবধানে ইনি অবস্থিতা। ঐ স্থানে এক পীঠ আছে। ঐ পীঠ যোগিনীগণবন্দিত! এই পীঠস্থানে এক পাতালতলগামী মহৎ বিবর বিদ্য-মান আছে। এই মহাপ্রভ বিবরে ঐ দেবী রক্ষা-রূপে বিরাজিতা। মহৌষধি সকল এই মহাপ্রভ পাতাল বিবরে নিধিনিক্ষেপের ন্যায় অবস্থিত। এই

লভেৎ॥ ৪॥ ভৈরবীতি চ তদ্দেব্যাঃ পূর্ব্বং নাম প্রকীর্ত্তিতম্। অস্মিন্ পুনশ্চান্তরে তু অষ্টাবিংশে চতুর্যুগে। ত্রেতাযুগমুখে রাজা অজাপালো বভূব হ॥ ৫॥ তেন চাগত্য ক্ষেত্রেঽস্মিন্ পঞ্চবর্ষশতানি চ। ভৈরবী পূজিতা দেবী ব্যাধিগ্রস্তেন ভামিনি ৬॥ ততঃ প্রোবাচ তং দেবী সন্তুষ্টা রাজসত্তমম্ অলং ক্লেশেন রাজর্ষে তুষ্টাহং তব ভক্তিতঃ॥ ৭ ইত্যুক্তঃ স তদা রাজা কৃতাঞ্জলিপুটঃ সুধীঃ প্রণম্যোবাচ তাং দেবীমানন্দাস্রাবিলেক্ষণঃ॥ ৮ যদি তুষ্টাসি মে দেবি বরার্হো যদিবাপ্যহম্। সর্ব্বে রোগাঃ শরীরান্মে নাশং যান্তু বহিষ্কৃতাঃ॥ ৯॥ এবমুক্তা তু সা দেবী পুনঃ প্রোবাচ তং নৃপম্। সর্ব্বমেব মহারাজ যথোক্তন্তে ভবিষ্যতি॥ ১০॥ ইত্যুক্তে তু তদা দেব্যা তস্য রাজ্ঞঃ কলেবরাৎ। নির্গতা ব্যাধয়স্তত্র অজারূপেণ বৈ পৃথক্॥ ১১॥ সহস্রাণান্তু পঞ্চৈব নিয়তং সার্দ্ধমেব চ। ইতি বৃত্তে মহাদেব্যা পুনঃ প্রোক্তো নরাধিপঃ॥ ১২॥ রাজন্মেতানজারূপান্ ব্যাধীন্ পালয় কৃৎস্নশঃ। কিঙ্করাণা ভবিষ্যন্তি তবৈবাদেশকারিণঃ॥ ১৩॥ অজাপালেতি তে নাম খ্যাতং লোকে ভবিষ্যতি। তব নাম্না মম নাম অজাপালেশ্বরীতি চ। ভবিষ্যতি ধরাপৃষ্ঠে তচ্চ যাবচ্চতুর্যুগম্॥ ১৪॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং যোঽত্র মাং পূজয়িষ্যতি। তস্যাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং দাস্যে তুষ্টা ন সংশয়ঃ॥ ১৫॥ অশ্বযুক্শুক্লাষ্টম্যাঞ্চ ত্রিঃকৃত্বা তু প্রদক্ষিণাম্। সোমেশং মধ্যতঃ কৃত্বা সংপ্রাপ্যাভ্যর্চ্চ্য মাং পৃথক্। তস্য বর্ষত্রয়ং রাজন্ন ভীঃ শোকো ভবিষ্যতি॥ ১৬॥ যা তু বন্ধ্যা ভবেন্নারী রোগিণী দুর্ভগা তথা। তয়োক্তা নবমী কার্য্যা মমাগ্রে তুষ্টিবর্দ্ধিনী॥ ১৭॥ ঈশ্বর উবাচ। ইত্যুক্তা তু তদা দেবী তত্রৈবান্তর্হিতাভবৎ। প্রভাসক্ষেত্রমধ্যস্থঃ স রাজাতুলবিক্রমঃ॥ ১৮॥ পালয়ামাস ধর্ম্মাত্মা তানজান্ ব্যাধিরূপিণঃ। ঔষধীর্বিবিধাকারাস্তেষাং যাঃ পুষ্টিহেতবঃ॥ ১৯॥ তত্র বর্ষশতং সাগ্রং পুষ্টিং নীতা অজাঃ পৃথক্। মহানিধানসংস্থানমজাপালেন নির্ম্মিতম্॥ ২০॥ অথ তস্যাঃ প্রসাদেন স রাজা পৃথুবিক্রমঃ। সপ্তদ্বীপাধিপো জাতঃ সূর্য্যবংশবিভূষণঃ॥ ২১॥ দেব্যুবাচ। অত্যাশ্চর্য্যমিদং দেব অজাদেব্যাঃ সমুদ্ভবম্। পুনশ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি তস্য

পীঠ মধ্যে সবই আছে, অভাব কিছুরই নাই, যাহারা এই দেবীর অর্চ্চনা করে, তাহারাই ঐ সকল বস্তু লাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে এই দেবীর নাম ছিল—ভৈরবী। পরে বর্ত্তমান মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ ত্রেতাযুগ প্রারম্ভে অজাপাল নামে এক রাজা হন। তিনি এই ক্ষেত্রে আগমন করিয়া পাঁচশত বৎসর যাবৎ এই ভৈরবীর পূজা করেন। ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া দেবী বলিলেন,—হে রাজর্ষে! আর ক্লেশ করিতে হইবে না। আমি তুষ্ট হইয়াছি। রাজা দেবীবাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—দেবি! যদি তুষ্ট হইয়াছেন, আমি যদি বরার্হ হই, তাহা হইলে রোগ সকল আমার শরীর হইতে অপগত হোক। দেবী পুনরায় বলিলেন,—রাজন্! আপনি যাহা প্রার্থনা করিলেন, তাহাই হইবে। এই কথা বলিবামাত্র রোগ সকল রাজার শরীর হইতে অজারূপে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। এই ব্যাধি সকল সংখ্যায় পাঁচসহস্র। ইহারা রাজসন্নিধানেই অবস্থান করিল। পুনরায় দেবী রাজাকে বলিলেন,—রাজন! এই অজারূপী ব্যাধি সকলকে তুমি পালন কর। ইহারা সর্ব্বদাই আপনার আজ্ঞাবহ কিঙ্কর হইবে। ইহাদের পালননিবন্ধন তুমি অজাপাল নামে খ্যাতিলাভ করিবে। আমিও তোমার নামে অজাপালেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ হইব। চতুর্যুগ যাবৎ আমার এই নাম ধরাতলে ঘোষিত হইবে।১—১৪। যে যে ব্যক্তি অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে এই স্থানে আমার পূজা করিবে, তাহাকে আমি অষ্টৈশ্বর্য্য প্রদান করিব। অশ্বযুক্ শুক্লাষ্টমীতে যে ব্যক্তি সোমেশ্বরকে মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া আমায় প্রদক্ষিণ করিয়া অর্চ্চনা করিবে, তিন বৎসর যাবৎ তাহার শোক ও ভয় হইবে না। যে সকল নারী বন্ধ্যা, রোগিণী বা দুর্ভগা, তাহারা উক্ত অষ্টমীতে আমার পূজা করিবে। ঈশ্বর বলিলেন,—এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন। রাজা অজাপাল প্রভাসক্ষেত্রে উক্ত অজারূপী রোগ সকলকে পালন করিতে লাগিলেন। তাহাদের পুষ্টিকর ওষধিসকলদ্বারা সপাদ শতবর্ষকাল যাবৎ তাহাদের তুষ্টিসাধন করিলেন। ঐ স্থানে যে মহানিধানসংস্থান আছে, তাহা রাজা অজাপাল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি ঐ দেবীর প্রসাদে সপ্তদ্বীপাধিপত্য লাভ করিয়া সূর্য্যবংশের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছিলেন। দেবী বলিলেন,—

রাজ্যোহদ্ভুতং মহৎ ॥ ২২ ॥ কথং রাজা স দেবেশ সপ্তদ্বীপাং বসুন্ধরাম্। শশাস এক এবাসৌ কথং তে ব্যাধয়ঃ কৃতাঃ ॥ ২৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ। পুরা বভূব রাজর্ষির্দিলীপ ইতি বিশ্রুতঃ। দীর্ঘো নাম সুতস্তস্য রঘুস্তস্মাদজায়ত ॥ ২৪ ॥ অজঃ পুত্রো রঘোশ্চাপি তস্মাদৃক্ষচাতিবীর্য্যবান্। স ভৈরবীং সমারাধ্য কৃত্বা ব্যাধীনজাগণান্ ॥ ২৫ ॥ পালয়ামাস সংহৃষ্টো হ্যজাপালস্ততোহভবৎ। তস্মিন্ কালে বভূবাথ রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ২৬ ॥ লঙ্কাস্থিতঃ সুরগণান্নিযুযোজ স্বকর্ম্মসু। অথশুমণ্ডলং চন্দ্রমাতপত্রং চকার হ ॥ ২৭ ॥ ইন্দ্রং সেনাপতিং চক্রে বায়ুং পাংসুপ্রমার্জ্জকম্। বরুণং দূতকর্ম্মস্থং ধনদং ধনরক্ষকম্ ॥ ২৮ ॥ যমং সংযমনেহরীণাং যুযুজে মন্ত্রণে মনুম্। মেঘাশ্চাৰ্দ্দন্তি লিম্পন্তি দ্রুমাঃ পুষ্পাণি চিক্ষিপুঃ ॥ ২৯ ॥ সপ্তর্ষয়ঃ শান্তিপরা ব্রাহ্মণাঃ প্রিয়শংসিনঃ। নাগা যামককক্ষায়াং গন্ধর্ব্বা গীততৎপরাঃ ॥ ৩০ ॥ প্রেক্ষণীয়েহপ্সরোবৃন্দং বাদ্যে বিদ্যাধরা বৃতাঃ। গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ পানে গার্হপত্যে হুতাশনঃ ॥ ৩১ ॥ বিশ্বকর্ম্মাঙ্গসংস্কারে তেন শিল্পী নিয়োজিতঃ। তিষ্ঠন্তি পার্থিবাঃ সর্ব্বে পুরঃ সেবাবিধায়িনঃ ॥ ৩২ ॥ দৃশ্যন্তে ভাস্বরৈ রত্নৈঃ প্রস্খলন্তো বিভূষণৈঃ। তান্ দৃষ্ট্বা রাবণঃ প্রাহ প্রহস্তং প্রতিহারকম্ ॥ ৩৩ ॥ সেবাং কর্ত্তুং মম স্থানে ব্রূহি কেহত্র সমাগতাঃ। উবাচ স প্রণম্যাগ্রে দণ্ডপাণির্নিশাচরঃ ॥ ৩৪ ॥ এষ কাকুৎস্থো মান্ধাতা ধুন্ধুমারো নলোহর্জ্জুনঃ। যযাতির্নহুষো ভীমো রাঘবোহয়ং বিদূরথঃ ॥ ৩৫ ॥ এতে চান্যে চ বহবো রাজান ইহ চাগতাঃ। সেবাকরাস্তব স্থানে নাজাপাল ইহাগতঃ ॥ ৩৬ ॥ রাবণঃ কুপিতঃ প্রাহ শীঘ্রং দূতং বিসর্জ্জয়। ইত্যুক্ত্বা প্রহিতো দূতো ধূম্রাক্ষো নাম রাক্ষসঃ ॥ ৩৭ ॥ ধূম্রাক্ষ গচ্ছ ব্রূহি ত্বমজাপালং মমাজ্ঞয়া। সেবাং কর্ত্তুং মমাগচ্ছ করং বা যচ্ছ পার্থিব ॥ ৩৮ ॥ অথবা চন্দ্রহাসেন ত্বাং করিষ্যে বিকন্ধরম্। রাবণেনৈবমুক্তস্তু ধূম্রাক্ষো গরুড়ো যথা ॥ ৩৯ ॥ সম্প্রাপ্তস্তাং পুরীং রম্যাং তচ্চ রাজকুলং গতঃ। দদর্শায়ান্তমেকং স অজাপালমজাবৃতম্ ॥ ৪০ ॥ মুক্তকেশং মুক্তকচ্ছং স্বর্ণ-

হে দেব! অজাদেবীর উদ্ভববৃত্তান্ত অত্যাশ্চর্য্য; অধুনা আমি রাজা অজাপালের অদ্ভুত চরিত্রকথা শুনিতে ইচ্ছা করি। ঐ রাজা একক হইয়া কিরূপে সপ্তদ্বীপা মহী শাসন করিতেন। ঈশ্বর বলিলেন,—পূর্ব্বে দিলীপ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ছিল—দীর্ঘ। দীর্ঘ হইতে রঘু প্রাদুর্ভূত হন। রঘু হইতে অদ্ভুতবীর্য্য অজ উৎপন্ন হন। এই অজ ভৈরবীর আরাধনা করিয়া ব্যাধি সকলকে অজারূপে কল্পনা করত তাহাদিগকে পৃথিবীতে পালন করেন। তাহাতে তিনি অজাপাল নামে বিখ্যাত হন। ঐ সময় রাবণ রাক্ষসেশ্বর হইয়াছিল। সে লঙ্কায় রাজ্য করিত। নিজ রাজ্যে থাকিয়াই সে দেবতাগণকে স্বীয় বিশেষ বিশেষ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিল। সে চন্দ্রকে আতপত্র, ইন্দ্রকে সেনাপতি, বায়ুকে পাংশুমার্জ্জক (ঝাড়ুদার), বরুণকে দূত, ধনদকে ধনরক্ষক (ভাণ্ডারী), যমকে অরিমর্দ্দক, ও মনুকে মন্ত্রী করিয়াছিল। মেঘগণ তাহার ভয়ে ভীত হইয়া কখন বৃষ্টি করিত; কখন বা আকাশে লিপ্ত হইয়া থাকিত। দ্রুমসকল পুষ্প বর্ষণ করিত। সপ্তর্ষিগণ শান্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। নাগগণ যামককক্ষে (যে কক্ষে রাবণ রাত্রিযাপন করিত) অবস্থান করিত, গন্ধর্ব্বগণ তাহার নিকট গান গাহিত। দর্শনীয় কর্ম্মে (নৃত্যাদিতে) অপ্সরোগণ নিযুক্ত ছিল। বিদ্যাধরগণ বাদ্য বাজাইত। গঙ্গাদি নদীসকল তাহার পানকর্ম্ম সম্পন্ন করিত। হুতাশন গার্হপত্য কর্ম্মসম্পন্ন করিতেন। বিশ্বকর্ম্মা অঙ্গসংস্কার কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। আর নৃপতিবৃন্দ সর্ব্বদা তাহার অগ্রে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেবা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন। একদা কতিপয় রাজা ভাস্বর বররত্ন-মণ্ডিত ভূষণে ভূষিত দৃষ্ট হইলে তাহাদিগকে দর্শন করিয়া রাবণ প্রতিহারী প্রহস্তকে বলে,—ওরে দেখ ত,—অদ্য আমার সেবা করিবার জন্য কে কে আসিয়াছে। দণ্ডপাণি নিশাচর প্রহস্ত অমনি প্রণাম করিয়া বলিল,—মহারাজ! কাকুৎস্থ, মান্ধাতা, ধুন্ধুমার, নল, অর্জ্জুন, যযাতি, নহুষ, ভীম, রাঘব, বিদূরথ প্রভৃতি বহু রাজা সেবা করিবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছেন; কেবল আসেন নাই—অজাপাল। রাবণ বলিল,—শীঘ্র দূত প্রেরণ কর। এই কথা বলিয়া স্বয়ংই ধূম্রাক্ষকে প্রেরণ করিল এবং বলিয়া দিল, ধূম্রাক্ষ! শীঘ্র যাও; যাইয়া আমার আদেশে অজাপালকে বল, শীঘ্র সেবা করিতে এস; অথবা কর প্রদান কর। অন্যথা চন্দ্রহাস (খড়্গ) দ্বারা মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিব। ধূম্রাক্ষ রাবণকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া রম্য অজাপালপুরী এবং ক্রমশঃ রাজকুল প্রাপ্ত হইল। সে

কম্বলধারিণম্। যষ্টিস্কন্ধং রেণুবৃতং ব্যাধিভিঃ পরিবারিতম্ ॥ ৪১ ॥ নিঘ্নন্তমিব শার্দ্দুলং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্। মহ্যামালিখ্যনামানি বিনিঘ্নন্তং দ্বিষাং গণম্ ॥ ৪২ ॥ স্নাতং ভুক্তং নিজস্থানে কৃত্যকৃত্যং মনুং যথা। দৃষ্ট্বা হৃষ্টমনাঃ প্রাহ ধূম্রাক্ষো রাবণোদিতম্ ॥ ৪৩ ॥ অজাপালোঽপি সাক্ষেপং প্রত্যুক্তো কারণোত্তরম্। প্রেষয়ামাস ধূম্রাক্ষং ততঃ কৃত্যং সমাদধে ॥ ৪৪ ॥ জ্বরমাকারয়িত্বা তু প্রোবাচেদং মহীপতিঃ। গচ্ছ লঙ্কাধিপস্থানমাচর ত্বং যথোদিতম্ ॥ ৪৫ ॥ নিযুক্তস্ত্বজপালেন জ্বরো দিবি জগাম হ। গত্বা চ কম্পয়ামাস রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥ ৪৬ ॥ রাবণস্তং বিদিত্বা তু জ্বরং পরমদারুণম্। প্রোবাচ তিষ্ঠতু নৃপস্তেন মে ন প্রয়োজনম্ ॥ ৪৭ ॥ ততঃ স বিজয়ো রাজা বভূব ধনদানুজঃ। এবং তস্য চরিত্রাণি সন্তি চান্যানি কোটিশঃ ॥ ৪৮ ॥ অজাপালস্য দেবেশি সূর্য্যাবহ্নিকিরীটিনঃ। তেনৈষারাধিতা দেবী অজাপালেন ধীমতা। সর্ব্বরোগপ্রশমনী সর্ব্বোপদ্রবনাশিনী ॥ ৪৯ ॥ পূজয়েত্তাং বিধানেন ভোগেপ্সুর্যদি মানবঃ। গন্ধৈর্ধূপৈরলঙ্কারৈর্বস্ত্রৈরন্যৈশ্চ ভক্তিতঃ ॥ ৫০ ॥ ইতি তে কথিতং সর্ব্বমজাদেব্যাঃ সমুদ্ভবম্। সর্ব্বদুঃখোপশমনং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অজাপালেশ্বরীমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

রাজকুলে প্রবেশ করিয়া অজাপালকে অজাপরিবৃত হইয়া আসিতে দেখিল। অজাপাল—মুক্তকেশ, মুক্তকচ্ছ, স্বর্ণকম্বলধারী, যষ্টিস্কন্ধ, রেণুধূসরিত ও ব্যাধিগণপরিবৃত। তিনি যেন শার্দ্দুলকে নিহত করিতেছেন; তিনি সর্ব্বোপদ্রবনাশন এবং তিনি যেন ভূমিতে শত্রুনাম লিখন করিয়া তাহাকে নিহত করিতেছেন। তিনি স্নাত ভুক্ত এবং কৃতকৃত্য মনুর ন্যায়। এবম্ভূত অজাপালকে দর্শন করিয়া ধূম্রাক্ষ সহর্ষে রাবণোদিত বিজ্ঞাপন করিল। অজাপাল দূতবার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক ক্ষুব্ধ হইয়া হেতুযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া তিনি ধূম্রাক্ষকে প্রেরণ করত স্বীয় কৃত্য সমাধান করিতে লাগিলেন। তিনি জ্বরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—হে জ্বর! তুমি লঙ্কাধিপসমীপে গমন করিয়া যথাকথিত আচরণ কর। রাজা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া জ্বর অন্তরিক্ষ মার্গে গমন করিল এবং লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া সে রাক্ষসেশ্বর রাবণকে কাঁপাইতে লাগিল। রাবণ তখন ঐ পরম দারুণ জ্বরকে জানিতে পারিয়া বলিল,—রাজা অজাপাল থাকুক; তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। তখন ধনদানুজ রাজা রাবণ বিজয় হইলেন। সূর্য্যভাস্বরকিরীটকান্তি রাজা অজাপালের এরূপ চরিত্র অনেক আছে। সর্ব্বোপদ্রবনাশিনী সর্ব্বরোগপ্রশমনী উক্ত দেবী (শক্তি) অজাপাল কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়াছিলেন। মানব যদি ভোগেপ্সু হয়, তাহা হইলে যথাবিধানে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-অলঙ্কার বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। হে দেবি! এই আমি অজাদেবীর সর্ব্বপাতকনাশন সর্ব্বদুঃখোপশমন মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম।৪১—৫১।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৮।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। অথ বচ্মি তৃতীয়াং তে জ্ঞানশক্তিং শিবাত্মিকাম্। প্রভাসক্ষেত্রমধ্যস্থাং দারিদ্র্যৌঘবিনাশিনীম্ ॥ ১ ॥ অজেতি নাম্নীং তাং দেবীং রাহ্বীশাদ্দক্ষিণে স্থিতাম্। মম বক্ত্রাদ্বিনিষ্ক্রান্তা ষষ্ঠাদ্বৈ বিষ্ণুপূজিতাৎ ॥ ২ ॥ দেব্যুবাচ। পঞ্চবক্ত্রাণি দেবেশ প্রসিদ্ধানি তব প্রভো। ষষ্ঠং যদ্বদনং দেব তস্য কিং নাম সংস্মৃতম্। সমুৎপন্না কথং তস্মাদজা দেবীতি যা শ্রুতা ॥ ৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া দেবি যদ্গোপ্যং স্বসুতেষ্বপি। ততোঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি অপ্রসিদ্ধাগমোদিতম্ ॥ ৪ ॥ বক্ত্রাণি

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর আমি তোমাকে শিবাত্মিকা তৃতীয়া জ্ঞানশক্তির কথা বলিতেছি। তিনি প্রভাসক্ষেত্র মধ্যস্থা ও দারিদ্র্যৌঘবিনাশিনী। তাঁহার নাম—অজা। তিনি রাহ্বীশলিঙ্গের দক্ষিণে অবস্থিতা। আমার বিষ্ণুপূজিত ষষ্ঠ বক্ত্র হইতে তিনি নিষ্ক্রান্তা হইয়াছেন। দেবী বলিলেন,—হে প্রভো! আপনার বদন ত' পাঁচটী বলিয়া প্রসিদ্ধ; আপনি যে ষষ্ঠ বদনের কথা কহিতেছেন, তাহার নাম কি? যিনি অজাদেবী বলিয়া কথিত, তিনি কিরূপে ঐ বদন হইতে উৎপন্ন হইলেন? ঈশ্বর কহিলেন,—সাধু প্রশ্ন করিয়াছ, দেবি! যাহা স্বপুত্রের নিকটও গোপনীয় এবং প্রসিদ্ধ

মম দেবেশি সপ্তাসন্ পূর্ব্বমেব হি। সদ্যোজাতাদি পঞ্চৈব ষষ্ঠং স্মৃতমজেতি চ॥ ৫॥ সপ্তমং পিচুনামেতি সপ্তৈবং বদনানি মে। তেভ্যোঽহজং ব্রহ্মণে দত্তং পিচুবক্ত্রং তু বিষ্ণবে॥ ৬॥ তস্মাদহং মহাদেবি পঞ্চবক্ত্রোঽধুনাভবম্। অজস্তু ব্রহ্মা সঞ্জজ্ঞে পিচুবিষ্ণুরজায়ত॥ ৭॥ অজবক্ত্রান্মহাদেবি অজা জাতা মহাপ্রভা। অন্ধাসুররণে ঘোরে মম ক্রোধেন ভামিনি॥ ৮॥ খড়্গচর্ম্মধরা দেবী সুরূপা সিংহবাহিনী। মর্দ্দয়ন্তী মহাদৈত্যান্ দেবীকোটীসমন্বিতা॥ তস্যা ভয়েন যে দৈত্যা বিদ্রুতা দক্ষিণার্ণবম্। পৃষ্ঠতোঽন্বয যৌ তান্ বৈ সা দেবী সিংহবাহিনী॥১০॥ ইতস্ততস্তে ধাবন্তো মার্য্যমাণাশ্চ তদ্গণৈঃ। প্রভাস ক্ষেত্রসম্প্রাপ্তা নশ্যমানা মহার্ণবম্॥ ১১॥ কেচিত্তত্র হতা দৈত্যাঃ কেচিৎপাতালমায়য়ুঃ। নিঃশেষান্নিহতান্ দৃষ্ট্বা সা দেবী সিংহবাহিনী॥ ১২॥ ক্ষেত্রং পবিত্রমাজ্ঞায় তত্র স্থানে স্থিতা শুভা। সোমেশাদীশকোণস্থা সৌরীশাদুত্তরে স্থিতা॥ ১৩॥ যস্তাং তত্র স্থিতাং পশ্যেদ্যোষিদ্বাথ নরোঽপি বা। স ভূয়াৎ সর্ব্বসৌভাগ্যৈঃ সপ্তজন্মানি সংযুতঃ॥ ১৪॥ গীতবাদ্যাদিকং নৃত্যং যস্তত্র কুরুতে নরঃ। তস্যান্বয়ে ন দৌর্ভাগ্যং ভূয়াত্তস্যাঃ প্রসাদতঃ। ১৫॥ ঘৃতেন দীপকং তত্র যা নারী সম্প্রযচ্ছতি। রক্তবর্ত্ত্যা মহাদেবি যাবন্তস্তত্র তন্তবঃ। তাবজ্জন্মান্তরাণ্যেব সা সৌভাগ্যমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৬॥ যশ্চৈতত্তু পঠেন্নিত্যং তৃতীয়ায়াং বিশেষতঃ। শৃণুয়াদ্বাপি যো ভক্ত্যা স কামানখিলাল্লভেৎ॥ ১৭॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তো রুদ্রশক্তিত্রয়ক্রমঃ॥ ১৮॥ এতাঃ শক্তীঃ পূজয়িত্বা সোমেশং পূজয়েত্ততঃ। সম্যগ্‌যাত্রাফলাপেক্ষী একাং বা বরদামথ॥ ১৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অজাদেবীমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৯॥

আগমাদিতে অপ্রকাশিত হইলেও, আমি তাহা তোমাকে বলিতেছি। পূর্ব্বে আমার বদন সাতটী ছিল। তন্মধ্যে সদ্যোজাতাদি পঞ্চ, ষষ্ঠ অজ এবং সপ্তম পিচুনামা। এই সপ্ত বদনের মধ্যে অজ নামক বদন ব্রহ্মাকে এবং পিচুনামা বদনটী বিষ্ণুকে প্রদান করিয়াছি। এই জন্যই অধুনা আমি পঞ্চানন হইয়াছি। আমার বদন লাভ করিয়া ব্রহ্মা অজ, ও বিষ্ণু পিচুনামা হইয়াছেন। ঘোর অন্ধকাসুররণে আমার অজবক্ত্র হইতে মহাপ্রভা অজা নির্গত হইয়াছিল। ঐযুদ্ধে তিনি সিংহবাহিনী ও খড়্গচর্ম্মধারিণী হইয়া কোটি দেবী সমভিব্যাহারে মহা দৈত্যগণকে মর্দ্দিত করিয়াছিলেন। যে সকল দৈত্য ভীত হইয়া দাক্ষিণার্ণব অভিমুখে পলায়ন করিয়াছিল, সিংহবাহিনী দেবী তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। তাঁহার গণসমূহ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইতে হইতে দৈত্যগণ ইতস্তত ধাবন করিয়াছিল। ক্রমে তাহারা আহত হইতে হইতে প্রভাসক্ষেত্রসমীপে মহার্ণবে উপস্থিত হয়। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের কেহ কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং কেহ কেহ পাতালপুরে পলায়ন করিল। দেবী সিংহবাহিনী তখন তাহাদিগকে নিঃশেষ নিহত দেখিয়া উত্তম ক্ষেত্র জ্ঞানে প্রভাসে অবস্থান করিলেন। তিনি সোমেশ্বরের ঈশানকোণে এবং সৌরীশ্বরের উত্তরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যে সকল নর বা নারী তাঁহাকে দর্শন করে, তাহারা সপ্তজন্ম সর্ব্ব সৌভাগ্যযুক্ত হয়। যে সকল নর সেখানে গীত-বাদ্যাদি করে, দেবী সিংহবাহিনীর প্রসাদে তাহাদের গৃহে কদাপি দৌর্ভাগ্য হয় না। যে সকল নারী রক্তবর্ত্তি করিয়া ঐ স্থানে দীপদান করে, তাহারা বস্ত্রতন্তুপরিমিত জন্ম সুভগা হইয়া থাকে। যাহারা তৃতীয়া তিথিতে ভক্তিপূর্ব্বক নিত্য ইহা পাঠ করে, তাহারা অখিল কামনা লাভ করিয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি ক্রমশঃ রুদ্রশক্তিত্রয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। মানব সম্যক্ যাত্রাফল ও একমাত্র বরদা দেবীকে কামনা করিয়া ঐ সকল শক্তি ও সোমেশ্বরের পূজা করিবে। ১—১৯

একোনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৯।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। প্রভাসক্ষেত্রদূতীনাং ত্রিতয়ং বরবর্ণিনি। অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণু হ্যেকমনাঃ প্রিয়ে॥ ১॥ প্রথমা মঙ্গলা দেবী বিশালাক্ষী দ্বিতী-

ষষ্টিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—অয়ি বরবর্ণিনি! অতঃপর আমি তোমায় প্রভাসক্ষেত্রের দূতীত্রয়ের কথা বলিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। মঙ্গলা, বিশা-

য়িকা। তথা চত্বরদেবী তু তৃতীয়া পরিকীর্ত্তিতা ॥২॥ যথানুক্রমতঃ পূজ্যাঃ শক্তয়স্তা বরাননে। প্রভাসক্ষেত্রযাত্রায়াঃ ফলপ্রেপ্সুর্নরো যদি ॥ ৩॥ দেব্যুবাচ। কস্মিন্ স্থানে স্থিতা দেব দূত্যস্তাঃ ক্ষেত্ররক্ষিকাঃ। কস্য তাঃ কথমারাধ্যাঃ কথং পূজ্যা জগৎপতে ॥ ৪॥ ঈশ্বর উবাচ। ব্রাহ্মী তু মঙ্গলা প্রোক্তা বিশালাক্ষী তু বৈষ্ণবী। রৌদ্রী শক্তিঃ সমাখ্যাতা দেবী সা চত্বরপ্রিয়া ॥ ৫॥ মঙ্গলা প্রথমং পূজ্যা অজাদেব্যুত্তরে স্থিতা। রাহ্বীশাদ্দক্ষিণে ভাগে নাতিদূরে বরাননে ॥৬॥ সোমেশ্বরং প্রতিষ্ঠাপ্য প্রারব্ধে যজ্ঞকর্ম্মণি। সোমেন তত্র দেবানামাগতা সা দিদৃক্ষয়া ॥৭॥ ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সা যস্মান্মাঙ্গল্যং কৃতবত্যমে। তস্মাৎ সা মঙ্গলা প্রোক্তা সর্ব্বমাঙ্গল্যদায়িনী ॥ ৮॥ তৃতীয়ায়াং তু যা নারী নরো বা পূজয়িষ্যতি। তস্যামঙ্গলাদুঃখানি নাশং যাস্যন্তি কৃৎস্নশঃ ॥ ৯॥ দম্পতীভোজনং তত্র ফলদানং সকুঙ্কুমম্। প্রশস্তং পৃষদাজ্যস্য প্রাশনং পাপনাশনম্ ॥ ১০॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মহাভাগ্যং মহোদয়ম্। মঙ্গলায়াশ্চ মাহাত্ম্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ১১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মঙ্গলামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০॥

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবীং ক্ষেত্রদূতীন্তু বৈষ্ণবীম্। শ্রীদৈত্যসূদনাদ্দেবি পূর্ব্বভাগে ব্যবস্থিতাম্ ॥ ১॥ যোগেশ্বর্য্যাস্তথৈশান্যাং ধনুষাং সপ্তকে স্থিতাম্। মহাদৌর্ভাগ্যদগ্ধানাং স্থিতাং ভেষজরূপিণীম্ ॥ ২॥ চাক্ষুষস্যান্তরে দেবি যদা দৈত্যা বলোৎকটাঃ। হন্যমানা বিষ্ণুনাথ দক্ষিণাং দিশমাবিশন্ ॥ ৩॥ তত্র বর্ষশতং সাগ্রং দৈত্যাশ্চক্রুর্মহাহবম্। বিষ্ণুনা সহ দেবেশি দিব্যাস্ত্রৈশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ ॥ ৪॥ দুঃখবধ্যাংস্ততো জ্ঞাত্বা বিষ্ণুঃ কমললোচনঃ। সস্মার ভৈরবীং শক্তিং মহামায়াং মহাপ্রভাম্ ॥ ৫॥ সা স্মৃতা ক্ষণমাত্রেণ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। তত্রাগতা মহাদেবী আনন্দস্ফুরিতেক্ষণা ॥ ৬॥ বিশালে তু কৃতে দেব্যা লোচনে বিষ্ণুদর্শনাৎ। বিশালাক্ষী ততো জাতা তত্রস্থা দৈত্যনাশিনী ॥ ৭॥ অস্মিন্ কল্পে সমাখ্যাতা ললিতোমা বরাননে। উমাস্বয়ং সমাখ্যাতং সোমেশে দৈত্যসূদনে ॥ ৮॥

লাক্ষী, ও চত্বরদেবী এই তিন দূতী। প্রভাসযাত্রাপ্রবৃত্ত ব্যক্তি এই শক্তিত্রয়ের যথাক্রমে পূজা করিবে। দেবী বলিলেন,—হে দেব! ঐ ক্ষেত্ররক্ষিকা দেবীগণ কোন্ স্থানে আছেন—তাঁহারা কাহার—কিরূপে তাঁহাদের আরাধনা করিতে হয়—এবং পূজাই বা তাঁহাদের কিপ্রকার? ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! ব্রাহ্মী শক্তি মঙ্গলা, বিশালাক্ষী বৈষ্ণবী এবং রৌদ্রীশক্তিই চত্বরপ্রিয়া বলিয়া কথিত। প্রথমে এই মঙ্গলার পূজা করিতে হয়। মঙ্গলাদেবী অজাদেবীর উত্তরে এবং রাহ্বিশলিঙ্গের দক্ষিণে অনতিদূরে অবস্থিত। সোমেশ্বর প্রতিষ্ঠার সময় যখন যজ্ঞকর্ম্ম আরব্ধ হয়, তখন এই মঙ্গলাদেবী দেবদর্শনমানসে সোমের সহিত প্রভাসক্ষেত্রে আগমন করেন। তিনি ব্রহ্মাদি দেবগণের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন বলিয়া সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী মঙ্গলা নামে অভিহিতা হন। তৃতীয়া তিথিতে যে নর বা নারী তাঁহার পূজা করে তাহাদের অমঙ্গল-জানত দুঃখ দূর হয়। মঙ্গলাদেবীর পূজান্তে দম্পতিভোজন সকুঙ্কুম ফলদান এবং দধি ঘৃত প্রদান প্রশস্ত ও পাপনাশন। এই আমি সর্ব্বপাপনাশন মহোদয় মঙ্গলামাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। ১—১১।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬১।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মহাদেবী বৈষ্ণবী ক্ষেত্রদূতীদর্শনে গমন করিতে হয়। দেবী ক্ষেত্রদূতী শ্রীদৈত্যসূদনের পূর্ব্বভাগে যোগেশ্বরীর ঈশানদিকে সপ্ত ধনু অন্তরে অবস্থিত। তিনি মহাদৌর্ভাগ্যদগ্ধ ব্যক্তিগণের ভেষজরূপিণী। চাক্ষুষ মনুর অধিকারকালে যখন বলোৎকট-দৈত্যগণ বিষ্ণু কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিয়া সাগ্র শতবর্ষকাল দিব্যাস্ত্রদ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করে, তখন ভগবান্ কমললোচন দৈত্যদিগকে দুর্দ্ধর্ষ জ্ঞানে মহাপ্রভা মহামায়া দেবী ভৈরবী শক্তিকে স্মরণ করেন। তিনি তৎকর্ত্তৃক স্মৃত হইবামাত্র আনন্দস্ফুরিতনেত্রে তৎক্ষণাৎ আগমন করেন। তিনি বিষ্ণুকে দর্শন করিবার জন্য স্বীয় লোচন বিশাল করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বিশালাক্ষী হইয়াছে। বর্ত্তমান কল্পে তিনি ললিতোমা নামে প্রসিদ্ধা। সোমেশে ও

পূর্ব্বং সোমেশ্বরে পশ্যেৎ পশ্চাদ্দৈত্যসূদনে। উমাদ্বয়ং পূজয়িত্বা তীর্থযাত্রাফলং লভেৎ॥ ৯॥ মাঘে মাসি তৃতীয়ায়াং বিধিনা যোঽর্চ্চয়েত্তু তাম্। ন সন্ততিবিহীনঃ স্যাত্তস্য কোট্যন্বয়ে নরঃ॥ ১০॥ যো নিত্যমীক্ষতে তত্র ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ। আরোগ্যসুখসৌভাগ্যসংযুক্তোঽহসৌ ভবেচ্চিরম্॥ ১১॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং ললিতোদ্ভবম্। শ্রুতং যৎপাপনাশায় জায়তে ধর্ম্মবৃদ্ধয়ে॥১২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ললিতোমাবিশালাক্ষীমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬১॥

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তৃতীয়াং চত্বরপ্রিয়াম্। ললিতাপূর্ব্বদিগ্‌ভাগে দশধন্বন্তরে স্থিতাম্॥ ১॥ ক্ষেত্রদূতীং মহারৌদ্রীং রুদ্রশক্তিং মহাপ্রভাম্। ক্ষেত্ররক্ষাবিধৌ তত্র ময়া মুক্তাং তু মধ্যতঃ॥ ২॥ কোটিভূতসমাযুক্তা মহাকায়া মহাপ্রভা। জীর্ণে গৃহে তথোদ্যানে প্রাসাদাট্টালকে পথি॥ ৩॥ চত্বরেষু চ সর্ব্বেষু ক্ষেত্রমধ্যস্থিতা সতী। রাত্রৌ পর্য্যটতে দেবী ভূতানাং কোটিভির্বৃতা॥ ৪॥ মহানবম্যাং যস্তত্র নারী বাথ নরোঽপি বা। নানাপুজোপচারৈশ্চ পূজয়েদ্বিধিবচ্ছুভাম্॥ ৫॥ তস্য তুষ্টাখিলান্ কামান্ সা দেবী সম্প্রদাস্যতি। দম্পত্যোর্ভোজনং তত্র দেয়ং যাত্রাফলেপ্সুভিঃ। ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। ক্ষেত্রদূত্যাস্তৃতীয়ায়াঃ শ্রুতমৈশ্বর্য্যকারকম্॥ ৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চত্বরাদেবীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬২॥

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি ভৈরবেশ্বরমুত্তমম্। যোগেশ্বর্য্যা দক্ষিণতো নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্॥ ১॥ সর্ব্বপাপপ্রশমনং দিব্যৈশ্বর্য্যপ্রদায়কম্। পুরা দৈত্যবিনাশায় যদা দেবী কৃতোদ্যমা॥ ২॥ তদা ভৈরবমাহূয় দূতত্বে নিযুযোজ হ। শিবদূতী তদা খ্যাতা পশ্চাদ্‌যোগেশ্বরীতি চ॥ ৩॥ ভৈরবো যত্র বৈ দেব্যা দূতত্বে

দৈত্যসূদনে উমাদ্বয় বিখ্যাত। পূর্ব্বে সোমেশ্বরে উমা দর্শন করিতে হয়, পশ্চাৎ দৈত্যসূদনে দর্শন করা কর্ত্তব্য। উমাদ্বয়ের পূজা করিলে তীর্থযাত্রাফললাভ হয়। যে জন মাঘী তৃতীয়ায় বিধিপূর্ব্বক উমার অর্চ্চনা করে, তাহার কোটিকুলজাত নর কদাপি সন্ততিবিহীন হয় না। যে মানব নিত্য ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই আরোগ্যসুখসৌভাগ্যসংযুক্ত হয়। হে দেবি! এই আমি ললিতোদ্ভব মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শুনিলে পাপনাশ ও ধর্ম্মবৃদ্ধি হয় ১-১২।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৬১।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর তৃতীয়া চত্বরপ্রিয়া দেবীসমীপে গমন করিতে হয়। ইনি ললিতার পূর্ব্বদিক্‌ভাগে দশ ধনু ব্যবধানে অবস্থিত। মহাপ্রভা মহারৌদ্রী ক্ষেত্রদূতীকে আমি ক্ষেত্ররক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়াছি। ইনি কোটিভূতসমাযুক্ত মহাকায়া ও মহাপ্রভা। জীর্ণ গৃহ, উদ্যান, প্রাসাদ, অট্টালক, পথ, চত্বর এবং সর্ব্বক্ষেত্রমধ্যস্থিত। এই দেবী কোটিভূত পরিবৃত হইয়া রাত্রিকালে বিচরণ করেন। যে নর বা নারী মহানবমী তিথিতে নানা পুজোপচার দ্বারা তাঁহার পূজা করে, তাহাদের প্রতি তুষ্ট হইয়া তিনি অখিল অভিলষিত প্রদান করিয়া থাকেন। যাত্রাফলেপ্সু ব্যক্তির ঐ স্থানে দম্পতিভোজন করান কর্ত্তব্য। হে দেবি! এই তৃতীয় ক্ষেত্রদূতীর পাপনাশন ঐশ্বর্য্যকারক মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ১—৭।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬২।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন—হে দেবি! অতঃপর মানব উত্তম ভৈরবেশ্বরে গমন করিবে। যোগেশ্বরীর দক্ষিণদিক্ ভাগে অনতিদূরে তিনি অবস্থিত। তিনি সর্ব্বপাপপ্রণাশন ও দিব্যৈশ্বর্য্য-প্রদায়ক। পূর্ব্বে দৈত্যবিনাশের জন্য যখন দেবী কৃতোদ্যমা হইয়াছিলেন, তখন তিনি ভৈরবকে আহ্বান করিয়া দূতত্বে নিযুক্ত করেন। এই সময়েই তিনি শিবদূতী নামে খ্যাতি লাভ করিয়া পরে আবার

বিনিযোজিতঃ। তেন লিঙ্গং সমাখ্যাতং ভৈরবে শ্বরনামকম্॥ ৪॥ পূজিতং দেবদৈত্যৈশ্চ ভৈরবেণ প্রতিষ্ঠিতম্। যস্তৎ পূজয়তে ভক্ত্যা কার্ত্তিক্যাং বিধিনা নরঃ। নিরন্তরং বা ষণ্মাসং সোঽভীষ্টং লভতে ফলম্॥ ৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভৈরবেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৩॥

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্যৈব পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে ধনুষাং পঞ্চকে স্থিতম্। লক্ষ্মীশ্বরেতি বিখ্যাতং দারিদ্র্যৌঘ-বিনাশনম্॥ ১॥ যত্র দেব্যা সমানীতা লক্ষ্মী-দৈত্যান্নিহত্য চ। তেন লক্ষ্মীশ্বরং নাম স্বয়ং দেব্যা প্রতিষ্ঠিতম্॥ ২॥ যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা শ্রীপঞ্চম্যাং বিধানতঃ। ন বিযুক্তো ভবেল্লক্ষ্ম্যা যাবন্মন্বন্তরং প্রিয়ে॥ ৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে লক্ষ্মীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৪॥

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লিঙ্গং বৈ বাড়বেশ্বরম্। লক্ষ্মীশাদুত্তরে ভাগে বিশালা-ক্ষ্যাশ্চ দক্ষিণে॥ ২॥ স্থিতং মহাপ্রভাবং হি বাড়বেন প্রতিষ্ঠিতম্। কৃতস্মরো যদা দগ্ধঃ পর্ব্বতো বাড়বা-গ্নিনা॥ ২॥ সমীকৃত্যাখিলং স্থানং তেন লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্। পূজয়েত্তং বিধানেন দধ্না সংস্নাপ্য শঙ্করম্॥ ৩॥ দধি দদ্যাচ্চ বৈ তত্র ব্রাহ্মণে বেদ-পারগে। সোঽগ্নিলোকমবাপ্নোতি সম্যগ্‌যাত্রাফলং লভেৎ॥ ৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বাড়বেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৫॥

ষটষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহালিঙ্গমর্ঘ্যেশ্বর-মিতি শ্রুতম্। উত্তরে তু বিশালাক্ষ্যা নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্॥ ১॥ লিঙ্গং মহাপ্রভাবং হি সুরগন্ধর্ব্ব-পূজিতম্। যদা দেবী সমায়াতা বড়বানলধারিণী॥

যোগেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ হন। তথায় ভৈরব দেবী কর্ত্তৃক দূতত্বে যোজিত হইয়াছিলেন বলিয়া তত্রত্য লিঙ্গও ভৈরবেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই ভৈরবপ্রতিষ্ঠিত দেবদৈত্যপূজিত লিঙ্গ যে ব্যক্তি ষণ্মাস যাবৎ বা নিরন্তর কার্ত্তিকী পৌর্ণ-মাসীতে ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করে, সে অভীষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকে।১—৫।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৩।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের পূর্ব্বদিক্‌ভাগে পঞ্চধনু ব্যবধানে বিখ্যাত দারিদ্র্য-নাশন লক্ষ্মীশ্বর নামে এক লিঙ্গ আছেন। দেবী দৈত্যদিগকে নিহত করিয়া এই স্থানে লক্ষ্মীকে আনয়ণ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই এই লিঙ্গ লক্ষ্মীশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হন; আর লক্ষ্মী দেবীও এই লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যে জন ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীপঞ্চমীদিনে এই লিঙ্গের পূজা করে, সে মন্বন্তরাবধি লক্ষ্মীবিযুক্ত হয় না। ১—৩।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৬৪।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব বাড়বেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ লক্ষ্মীশ্বরের উত্তর দিকে বিশালাক্ষী দেবীর দক্ষিণে অবস্থিত। এই লিঙ্গ মহাপ্রভাব, বাড়ব ইঁহার প্রতিষ্ঠাতা। বাড়বাগ্নি যখন নিখিল স্থান সমতল করিয়া কৃতস্মর পর্ব্বত দাহ করেন, তখনই তিনি এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যে মানব যথাবিধি দধি দ্বারা লিঙ্গ স্নান সমাপনপূর্ব্বক বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দধি দান করে, সে অগ্নিলোক ও সম্যক যাত্রাফল প্রাপ্ত হয়। ১—৪।

পঞ্চষটিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৫।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর উত্তরদিকে বিশালাক্ষী দেবীর অনতিদূরে অবস্থিত অর্ঘ্যেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ মহালিঙ্গের নিকট গমন করিবে। ঐ লিঙ্গ মহাপ্রভাবসম্পন্ন ও সুরগন্ধর্ব্বগণের পূজিত।

২॥ প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য দৃষ্ট্বা তত্র মহোদধিম্। অর্ঘ্যং দত্তবতী তত্র বিধিনা তন্মহোদধেঃ॥ ৩॥ প্রতিষ্ঠাপ্য মহল্লিঙ্গং সম্পূজ্য বিধিনা ততঃ। প্রবিবেশাথ দেবেশি স্নানার্থং চ মহোদধৌ॥ ৪॥ যস্মাদর্ঘ্যং পুরা দত্ত্বা পশ্চাদীশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তেনার্ঘ্যেশেতি বিখ্যাতং লিঙ্গং পাপপ্রণাশনম্॥ ৫॥ পঞ্চামৃতেন সংস্নাপ্য বিধিনা যস্তমর্চ্চয়েৎ। সপ্তজন্মনি দেবেশি স বিদ্যামধিগচ্ছতি। সম্যক্ শাস্ত্রপ্রবক্তা চ সর্ব্বসন্দেহবিত্তমঃ॥ ৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽর্ঘ্যেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়॥ ৬৬॥

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহালিঙ্গং কামেশ্বরমিতি শ্রুতম্। কামেনারাধিতং পূর্ব্বং দৈত্যসূদনপশ্চিমে॥ ১॥ ধনুষাং সপ্তকে তত্র স্থিতং দেবি মহাপ্রভম্। নির্দ্দগ্ধস্তু যদা কামস্তৃতীয়েনাগ্নিনা মম॥ ২॥ তদা বর্ষসহস্রং তু সমারাধ্য মহেশ্বরম্। প্রপেদে কামনাসর্গং যত্রানঙ্গঃ পুরা কিল॥ ৩॥ তেন কামেশ্বরং নাম খ্যাতং লিঙ্গং ধরাতলে। সর্ব্বপাপহরং দেবি সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥ ৪॥ ত্রয়োদশ্যাং বিধানেন শুক্লায়াং মাসি মাধবে। সম্পূজ্য তং বিধানেন স স্ত্রীণাং কামবদ্ভবেৎ॥ ৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কামেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৭॥

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ইতি প্রোক্তানি তে দেবি বক্ত্রলিঙ্গানি পঞ্চ বৈ। অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি যত্র গৌর্য্যাস্তপোবনম্। স্থানং মহাপ্রভাবং হি সুরসিদ্ধনিষেবিতম্॥ ১॥ সোমেশাৎ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে ষষ্টিধন্বন্তরে স্থিতম্। যত্র দেবী তপস্তপ্তং সত্যা বৈ পূর্ব্বজন্মনি॥ ২॥ কৃত্বা চ প্রণয়াৎ কোপং ময়া সার্দ্ধং বরাননে। প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য সংস্থিতা সা তপস্বিনী॥ ৩॥ দেব্যুবাচ। কিমর্থং সা পরিত্যজ্য সতী ত্বাং তপসি স্থিতা। কস্মিন্ স্থানে

বাড়বানলধারিণী দেবী কখন প্রভাসক্ষেত্রে আসিলেন, আসিয়া তথায় মহোদধিকে দেখিলেন; তখন তিনি যথাবিধি অর্ঘ্যদানান্তে মহোদধিতীরে এক মহালিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক পরে যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া স্নানার্থ মহোদধিগর্ভে প্রবেশ করিলেন। হে দেবেশি! হে হেতু প্রথমে অর্ঘ্যদান করিয়া পরে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল, এইজন্য ঐ পাপহর লিঙ্গ অর্ঘ্যেশ নামে বিখ্যাত হইল। যে ব্যক্তি পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া যথাবিধি ঐ লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, সপ্তজন্ম যাবৎ তাহার বিদ্যালাভ হয়; সে সম্যক্ শাস্ত্রবক্তা ও সর্ব্বসন্দেহভঞ্জক হইয়া থাকে॥ ১—৬।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৬৬।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ঃ

ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্ব্বে কামদেব যাহার আরাধনা করিয়াছিলেন, দৈত্যসূদনের পশ্চিমে সপ্তধনু ব্যবধানে সে মহাপ্রভ লিঙ্গ অবস্থিত, ঐ লিঙ্গ কামেশ্বর নামে অভিহিত। নর অর্ঘ্যেশ্বরের অর্চ্চনান্তে কামেশ্বরসমীপে গমন করিবে। পুরাকালে কাম যখন মদীয় তৃতীয় নয়নাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছিল, তখন অনঙ্গ সহস্র বর্ষ যাবৎ মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া কামনাময় দেহ লাভ করিয়াছিল। সেই জন্য ধরাতলে ঐ লিঙ্গ কামেশ্বর নামে প্রখ্যাত হইল। হে দেবি! ঐ লিঙ্গ সর্ব্বপাপহর ও সর্ব্বকামফলপ্রদ। বৈশাখ মাসের শুক্লত্রয়োদশীর দিনে যে ব্যক্তি বিধিমত লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, স্ত্রীগণের নিকট সে কামবৎ প্রতিভাত হয়। ১—৫।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬৭॥

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! এই আমি পঞ্চবক্ত্রলিঙ্গের কথা কহিলাম। অনন্তর গৌরীতপোবন স্থানের বিবরণ বলিতেছি। ঐ স্থান মহাপ্রভাবান্বিত ও সুরসিদ্ধগণে সুসেবিত। সোমেশ্বরের পূর্ব্বে ষষ্টিধনু ব্যবধানে সতী দেবী পূর্ব্বজন্মে তপস্যা করিয়াছিলেন। হে বরাননে! সতী দেবী আমার সহিত প্রণয়কোপ করিয়া প্রভাসক্ষেত্রে আসিয়া তপশ্চারিণী হইয়াছিলেন। দেবী কহিলেন,—সতীদেবী কি নিমিত্ত আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন্ স্থানে থাকিয়া তপস্যা করেন,

স্থিতা দেবী এতন্মে বিস্তরাদ্বদ ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ। পুরাসীত্ত্বং মহাদেবি শ্যামবর্ণা মনস্বিনী। নর্ম্মার্থঞ্চ ময়া প্রোক্তা কালীতি রহসি স্থিতা ॥ ৫ ॥ সা শ্রুত্বা বিস্ময়ং বাক্যং ভৃশং রোষপরায়ণা। অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং ভ্রূকুটীকুটিলাননা ॥ ৬ ॥ যস্মাৎ কালীত্যহং প্রোক্তা ত্বয়া শম্ভোঽতিবিপ্রবাৎ। তস্মাদ্‌যাস্যামি গৌরীতি ভবিষ্যামি চ যত্র হি ॥ ৭ ॥ এবমুক্ত্বা মহাভাগা সখীগণসমাবৃতা। গত্বা প্রভাসক্ষেত্রং সা প্রতিষ্ঠাপ্য মহেশ্বরম্। গৌরীশ্বরেতি বিখ্যাতং পূজয়ন্তী বিধানতঃ ॥ ৮ ॥ ততো লিঙ্গসমীপস্থা একপাদে স্থিতা সতী। লিঙ্গমারাধয়ন্তী সা চকার সুমহত্তপঃ ॥ ৯ ॥ পঞ্চাগ্নিসাধিকা দেবী গ্রীষ্মজাপ্যপরায়ণা। বর্ষাস্বাকাশশয়না হেমন্তে সলিলাশয়া ॥ ১০ ॥ যথা যথা তপো বৃদ্ধিং যাতি তস্যা মহাপ্রভা। তথাতথা শরীরস্য গৌরত্বং প্রতিপদ্যতে ॥ ১১ ॥ কালেন মহতা গৌরী সর্ব্বাঙ্গেণাথ সাভবৎ। ততো বিহস্য ভগবানুবাচ শশিশেখরঃ ॥ ১২ ॥ গৌরীতি চ মুহুর্ব্বাক্যমুত্তিষ্ঠ ব্রজ মন্দিরম্। বরং বরয় কল্যাণি যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ১৩ ॥ গৌর্য্যুবাচ। যো মামত্র স্থিতাং পশ্যেন্নারী বা পুরুষোঽথ বা। স ভূয়াৎ সুতসৌভাগ্যৈঃ সপ্তজন্মানি সংযুতঃ ॥ ১৪ ॥ গীতবাদ্যাদিকং নৃত্যং যঃ কুর্য্যাৎ পুরতো মম। তস্যান্বয়ে ন দৌর্ভাগ্যং ভূয়াত্তব প্রসাদতঃ ॥ ১৫ ॥ ময়া প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং পূর্ব্বমভ্যর্চ্চ্য মাং ততঃ। পূজয়িষ্যতি যো ভক্ত্যা স যাস্যতি পরং পদম্ ॥ ১৬ ॥ গৌরীশ্বরেতি বিখ্যাতং নাম তস্য ভবেৎ প্রভো। তথেত্যহং প্রতিজ্ঞায় তত্র স্থানে স্থিতোঽভবম্ ॥ ১৭ ॥ দেব্যা সহ মহাদেবি প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। অদ্যাপি অয়নে প্রাপ্তে উত্তরে দক্ষিণেঽপি বা ॥ ১৮ ॥ গৌরীস্থানং সমভ্যেতি তত্র দেবগণৈর্যুতঃ। তস্মিন্নহনি যস্তত্র বিশিষ্টানি ফলানি চ। সম্প্রযচ্ছতি বিপ্রেভ্যস্তস্য পুত্রা ভবন্তি চ ॥ ১৯ ॥ পুত্রহীনা তু যা নারী নারিকেলং প্রযচ্ছতি। পুত্রং সা লভতে শীঘ্রং সবলং লক্ষণান্বিতম্ ॥ ২০ ॥ ঘৃতেন দীপকং তত্র যা নারী সম্প্রযচ্ছতি। রক্তবর্ত্ত্যা মহাদেবি যাবত্তস্যৈব তন্তবঃ ॥ ২১ ॥ তাবজ্জন্মান্তরাণ্যেব সা সৌভাগ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২২ ॥ যা নৃত্যং কুরুতে তত্র ভক্ত্যা পরময়া যুতা।

তাহা আমার নিকট বিস্তৃতরূপে বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—অয়ি মহাদেবি! পূর্ব্বে তুমি শ্যামবর্ণা ও অতীব মানিনী ছিলে; একদা নির্জ্জনে তোমায় আমি কালী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম। তাহাতে সেই উপহাস-বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কুপিতা হও এবং ভ্রূকুটিকুটিল মুখে আমাকে পরুষ বাক্যে বল যে—শম্ভো! তুমি আমায় যখন কালী বলিয়া সম্বোধন করিলে, তখন আমি সেই স্থানেই যাইব, যেখানে গিয়া গৌরী নামে অভিহিত হইতে পারিব। এই বলিয়া সেই মহাভাগা সতী সখীগণ সমভিব্যাহারে প্রভাসক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক গৌরীশ্বর নামে মহেশ্বর লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিধিমত পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সতী লিঙ্গসমীপে একপদে থাকিয়া লিঙ্গের আরাধনার্থ পরম তপস্যা করিলেন। তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যে, বর্ষায় আকাশতলে এবং হেমন্তে সলিলমধ্যে থাকিয়া জপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে যেমন যেমন তপোবৃদ্ধি হইতে লাগিল, মহাপ্রভাযুক্ত সতীর দেহও তথা তথা গৌরবর্ণ হইতে লাগিল। ক্রমে দীর্ঘকাল পরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ গৌরবর্ণ হইল। তখন ভগবান্ চন্দ্রমৌলি হাস্য করিয়া কহিলেন,—গৌরি! উঠ, উঠ, স্বমন্দিরে গমন কর। অয়ি কল্যাণি! তোমার মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। গৌরী কহিলেন,—যে কোন নারী বা নর আমাকে অত্রস্থ অবলোকন করিবে, সে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত সুত-সৌভাগ্যে অন্বিত হইয়া জীবন যাপন করিবে। যে ব্যক্তি মৎসম্মুখে গীত, বাদ্য ও নৃত্যাদি কার্য্য করিবে, তোমার প্রসাদে তাহার বংশে যেন দৌর্ভাগ্য কখন প্রবেশ করে না। প্রথমে মৎপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া পরে ভক্তির সহিত আমাকে যে অর্চ্চনা করিবে, তাহার পরম পদ লাভ হইবে। হে প্রভো! এই লিঙ্গ গৌরীশ্বর নামে বিখ্যাত হইবে। হে মহাদেবি! আমি 'তথাস্তু' বলিয়া তখন হইতে দেবীর সহিত হৃষ্টচিত্তে সেই স্থানেই রহিলাম। উত্তর এবং দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে অদ্যাপি দেবগণ সহ দেবদেব সেই গৌরীস্থানে সমহিত হইয়া থাকেন। উক্ত দিনে যে নর তথায় বিশিষ্ট ফল সকল ব্রাহ্মণদিগকে দান করে, তাহার পুত্রলাভ হয়। পুত্রহীনা নারী নারিকেল ফল প্রদান করিলে বল ও সুলক্ষণান্বিত সন্তান লাভ করে। ১—২০। যে নারী তথায় রক্তবর্ত্তিযোগে ঘৃতপ্রদীপ দান করে, প্রদীপবর্ত্তিকার যত তন্তু, তত জন্ম যাবৎ তাহার সৌভাগ্য লাভ হয়। যে নারী পরম ভক্তিযোগে তথায় নৃত্য করে

আরোগ্যসুখসৌভাগ্যৈঃ সংযুক্তা সা ভবেচ্চিরম্ ॥ ২৩ ॥ তত্রান্তে সুমহৎ কুণ্ডং তীর্থং স্বচ্ছোদপূরিতম্। যঃ স্নানমাচরেত্তত্র মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ২৪ ॥ যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে তত্র পিতৄনুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ। স যাতি পরমং স্থানং পিতৃভিঃ সহ পুণ্যভাক্ ॥ ২৫ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শ্রাদ্ধং তত্র সমাচরেৎ। গীতবাদ্যাদিভির্নৃত্যৈ রাত্রৌ কুর্ব্বীত জাগরম্ ॥২৬॥ দম্পত্যোঃ পরিধানং চ তত্র দেয়ং সদক্ষিণম্। যশ্চৈতৎ পঠতে নিত্যং তৃতীয়ায়াং বিশেষতঃ। পার্ব্বত্যাঃ পুরতো দেবি স সৌভাগ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥২৭॥ শৃণুয়াদ্বাপি যো ভক্ত্যা সম্যগ্ ভক্তিপরায়ণঃ। সোঽপি সৌভাগ্যমাপ্নোতি যাবজ্জীবং ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গৌরীতপোবনমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ। গৌরীশ্বরেতি বিখ্যাতং যত্ত্বয়া লিঙ্গমুত্তমম্। কুত্র তিষ্ঠতি তল্লিঙ্গং পূজিতং যৎফলং লভেৎ ॥ ১ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। গৌরীশ্বরস্য দেবস্য সর্ব্বকামপ্রদস্য বৈ ॥ ২ ॥ ইদং তপোবনং দেবি খ্যাতং গৌর্য্যা মহাপ্রভম্। ধনুষাং পঞ্চপঞ্চাশৎ সমন্তাৎ পরিমণ্ডলম্ ॥ ৩ ॥ তত্র মধ্যে স্থিতা দেবী একপাদা তপোঽন্বিতা। তস্যা উত্তরতো দেবি কিঞ্চিদীশানসংস্থিতম্ ॥ ৪ ॥ ধনুষাং চতুরন্তে চ লিঙ্গং পাপভয়াপহম্। যস্তৎ পূজয়তে ভক্ত্যা লিঙ্গং ভক্তিযুতো নরঃ। কৃষ্ণাষ্টম্যাং বিশেষেণ স মুক্তঃ পাতকৈর্ভবেৎ ॥ ৫ ॥ গোদানং চাত্র শংসন্তি সুবর্ণং দ্বিজপুঙ্গবে। অন্নদানং বিশেষেণ সর্ব্বপাপপ্রশান্তয়ে ॥ ৬ ॥ গোঘ্নো বা ব্রহ্মহা বাপি তথা দুষ্কৃতকর্ম্মকৃৎ। সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত তস্য লিঙ্গস্য দর্শনাৎ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গৌরীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি বরুণেশ্বরমুত্তমম্। গৌরীতপোবনাগ্নেয্যাং ধনুষাং

চিরদিন তাহার আরোগ্য, সুখ ও সৌভাগ্য হয়। সেই স্থানের নিকটে স্বচ্ছসলিলপূর্ণ এক সুবৃহৎ কুণ্ড তীর্থ আছে। যে তথায় স্নান করে, তাহার সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি ভক্তি করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে তথায় শ্রাদ্ধ করে, সে পিতৃগণ সহ পুণ্যভাগী হইয়া পরম স্থান প্রাপ্ত হয়। অতএব এখানে বিশেষ যত্ন করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে এবং গীত, বাদ্য ও নৃত্যাদি করিয়া রাত্রিজাগরণ করিবে। তথায় দক্ষিণা সহ পতি-পত্নীকে পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করিতে হয়। হে দেবি! প্রতিদিন বিশেষতঃ তৃতীয়ার দিন এই বৃত্তান্ত পার্ব্বতীর সমীপে পাঠ করিলে নর সৌভাগ্য লাভ করে। যে বিশিষ্ট ভক্তি সহিত ইহা শ্রবণ করিবে, আজীবন তাহারও সৌভাগ্য লাভ নিশ্চিতই। ২১—২৮।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৮।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

দেবী কহিলেন,—আপনি যে গৌরীশ্বর নামক উত্তম লিঙ্গের কথা বলিলেন, এ লিঙ্গ কোথায় আছে, উহার পূজায় কি ফললাভ হয়? ঈশ্বর কহিলেন,—শুন দেবি! সর্ব্বকামপ্রদ পাপহর-গৌরীশ্বরদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। দেবি। গৌরীর ঐ মহাপ্রভ বিখ্যাত তপোবন চারিদিকে পঞ্চপঞ্চাশৎ ধনু পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া বিরাজমান। দেবী সতী তন্মধ্যে এক পদে থাকিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। দেবীর তপঃস্থানের কিঞ্চিৎ উত্তরে ঈশান স্থান; ইহার চারিধনু ব্যবধানে পাপভয়নাশন গৌরীশ্বর লিঙ্গ। যে নর ভক্তিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণাষ্টমী দিনে ঐ লিঙ্গের পূজা করে, তাহার সর্ব্বপাতক নষ্ট হয়। এখানে সকল প্রকার পাপশান্তির জন্য গো, সুবর্ণ, বিশেষতঃ অন্নদান প্রশস্ত। ঐ লিঙ্গের দর্শনলাভে গোঘাতী, ব্রহ্মঘাতী এমন কি সর্ব্ববিধদুষ্কর্ম্মকারীই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। ১—৭।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৯।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! গৌরীতপোবনের অগ্নিকোণে বিংশতি ধনু ব্যবধানে উত্তম

বিংশতো স্থিতম্। লিঙ্গং মহাপ্রভাবং হি বরুণেন প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥ পূর্ব্বং পীতো যদা দেবি সমুদ্রঃ কুম্ভজন্মনা। তদা কোপেন সন্তপ্তো বরুণঃ সরিতাং পতিঃ ॥ ২ ॥ কামিকং তু সমাশ্রায় ক্ষেত্রং প্রাভাসিকং তদা। তত্রাতপদ্দেবি তপঃ স বৈ পরমদুশ্চরম্ ॥ ৩ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্য মহালিঙ্গং সম্পূজয়তি ভক্তিতঃ। বর্ষাণামযুতং সাগ্রং পূজিতো বৃষভধ্বজঃ ॥ ৪ ॥ ততঃ প্রসন্নো দেবেশি নিজগঙ্গাজলেন তু। পূরয়ামাস তং রিক্তং সমুদ্রং যাদসাং পতিম্ ॥ ৫ ॥ ছন্দয়ামাস তং লিঙ্গং বরদানৈরনেকধা। তৎপ্রভৃত্যেব তে সর্ব্বে সমুদ্রাঃ পরিপূরিতাঃ ॥ ৬ ॥ বরুণেশ্বরনামেতি তল্লিঙ্গং তৎ প্রভৃত্যভূৎ। ৭ ॥ কো হ্যর্থো বহুভির্লিঙ্গৈর্দৃষ্টৈর্বা সুরসুন্দরি। বরুণেশেন দৃষ্টেন সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং তদ্দধ্না স্নাপয়েদ্‌যদি। স ব্রাহ্মণশ্চতুর্বেদো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্যে বরাননে। মূকান্ধবধিরা বালাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব নপুংসকাঃ ॥ ১০ ॥ দৃষ্ট্বা গচ্ছন্তি তে দেবি স্বর্গং ধর্ম্মপরায়ণাঃ। স্নানং জাপ্যং বলিং হোমং পূজাং স্তোত্রঞ্চ নর্ত্তনম্। তস্মিন্ স্থানে তু যঃ কুর্য্যাত্তৎ সর্ব্বং চাক্ষয়ং ভবেৎ ॥ ১১ ॥ হৈমং পদ্মং মৌক্তিকঞ্চ দানং তত্রৈব দাপয়েৎ। সম্যগ্‌যাত্রাফলাপেক্ষী স্বর্গাপেক্ষী তথা নরঃ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বরুণেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লিঙ্গং তত্রৈব সংস্থিতম্। দক্ষিণে বরুণেশস্য ধনুষাং ত্রিতয়ে স্থিতম্ ॥ ১ ॥ ভার্য্যয়া বরুণস্যৈব উষানাম্ন্যা বরাননে। কৃত্বা তপো মহাঘোরং ভর্ত্তুর্দুঃখপরীতয়া ॥ ২ ॥ স্থাপিতন্তু মহল্লিঙ্গং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্। উষেশ্বরেতি বিখ্যাতং সর্ব্বসিদ্ধপ্রপূজিতম্ ॥ ৩ ॥ যস্তৎ পূজয়তে ভক্ত্যা লিঙ্গং পাপপ্রণাশনম্। মহাপাপৌঘযুক্তোঽপি স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ॥ ৪ ॥ স্ত্রীণাং সৌভাগ্যফলদং দুঃখদৌর্ভাগ্যনাশনম্ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে উষেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

বরুণেশ্বর লিঙ্গ বিরাজমান, গৌরীশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনান্তে নর সেই স্থানে গমন করিবে। ঐ মহাপ্রভাব লিঙ্গ বরুণের প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে অগস্ত্য যখন সমুদ্র পান করেন, তখন সরিৎপতি বরুণ কোপজ্বলিত হইয়া প্রভাসক্ষেত্রকেই কামনাসিদ্ধির প্রকৃষ্ট স্থান বোধে সেইখানেই পরম দুষ্কর তপোনুষ্ঠান করেন। হে দেবেশি! তিনি মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তৎকালে পূজা করিলেন। বৃষধ্বজ অযুত বর্ষ পূজিত হইয়া পরে তৎপ্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং স্বীয় শিরঃস্থিত গঙ্গাজল দ্বারা সেই জলশূন্য সরিৎপতিকে পূরণ করিলেন। অনন্তর তিনি বরুণকে বিবিধ বরদানে অনুগৃহীত করিলেন। তখন হইতে সমুদ্র সকল পরিপূরিত হইল এবং সেই হইতেই ঐ লিঙ্গ বরুণেশ্বর আখ্যায় অভিহিত হইতে লাগিল। অয়ি সুরসুন্দরি! অন্যান্য বহু লিঙ্গ দর্শনে প্রয়োজন কি? একমাত্র বরুণেশ লিঙ্গ দর্শনেই সর্ব্বতীর্থফললাভ হয়। অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে দধি দ্বারা উহার স্নান করাইলে ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বেদবিৎ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। অয়ি বরাননে! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কিম্বা মূক, অন্ধ, বধির, বালক, স্ত্রী, নপুংসক, সকলেই উক্ত লিঙ্গ দর্শনে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া স্বর্গে গমন করে। তথায় স্নান, জপ, বলি, হোম, পূজা, স্তোত্র বা নৃত্য করিলে তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। সম্যক্ যাত্রাফলাপেক্ষী তথা স্বর্গাপেক্ষী নর হৈম পদ্ম ও মৌক্তিক দান করিবে। ১—১২

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭০।

একসপ্ততিতম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! বরুণেশ্বরের তিন ধনু পরিমাণ দক্ষিণে এক লিঙ্গ আছে। বরুণেশের অর্চ্চনার পর সেই স্থানে গমন করিবে। বরুণের ভার্য্যা উষা পতিদুঃখে কাতর হইয়া তথায় মহাঘোর তপস্যা করেন, এবং তিনি এক সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মহালিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন, সিদ্ধজনপূজিত ঐ লিঙ্গ উষেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। যে ব্যক্তি ভক্তি করিয়া উক্ত পাপঘ্ন লিঙ্গের পূজা করে, সে মহাপাপরাশি দ্বারা অন্বিত হইলেও পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ঐ লিঙ্গ সৌভাগ্য ফলের দাতা এবং দুঃখ-দৌর্ভাগ্যের হন্তা। ১—৫।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭১।

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। তত্রৈব সংস্থিতং পশ্যেদ্বিঘ্নেশং জলবাসসম্। সর্ববিঘ্নবিনাশায় সর্বকার্য্যপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ১ ॥ বরুণেন মহাদেবি তপোনির্ব্বিঘ্নহেতবে। পূজিতো জলজৈর্ভক্ত্যা জলবাসাস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ২ ॥ চতুর্থ্যাং তর্পয়েদ্ভক্ত্যা গন্ধৈঃ পুষ্পৈঃ সমোদকৈঃ। যথাভক্ত্যনুসারেণ তস্য তুষ্যেদ্গণাধিপঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জলবাসোগণপতিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি কুমারেশ্বরমুত্তমম্। লিঙ্গং মহাপ্রভাবং হি মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ ধনুষাং ত্রিংশতা দেবি বরুণান্নৈর্ঋতে স্থিতম্। গৌরীতপোবনাদ্দেবি দক্ষিণস্থানসংস্থিতম্ ॥ ২ ॥ ষণ্মুখেন মহাদেবি তত্র কৃত্বা মহত্তপঃ। প্রতিষ্ঠিতং মহালিঙ্গং কুমারেশস্ততোঽভবৎ ॥ ৩ ॥ যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা মাসমেকং নিরন্তরম্। ষণ্মাসস্যার্চ্চনেনৈব যৎপুণ্যমুপজায়তে ॥ ৪ ॥ তৎপুণ্যং সকলং তস্য কুমারেশার্চ্চনাৎ সকৃৎ। লভতে দিবসৈকেন বিধিনা যদি পূজয়েৎ ॥ ৫ ॥ কামং ক্রোধং তথা লোভং রাগং ত্যক্ত্বা তু বৎসরম্। ব্রহ্মচারী যতির্ভূত্বা সকৃদপ্যেনমর্চ্চয়েৎ ॥ ৬ ॥ এবং সম্পূজিতে দেবি সম্যগ্‌যাত্রাফলং লভেৎ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুমারেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি শাকল্যেশ্বরমুত্তমম্। দৈত্যসূদনবায়ব্যে ধনুষাং ত্রিংশতা স্থিতম্ ॥ ১ ॥ শাকল্যেন মহাদেবি পূজিতং সর্ব্বকামদম্। শাকল্যো নাম রাজর্ষির্যত্র তপ্ত্বা মহত্তপঃ ॥ ২ ॥ সমারাধ্য মহাদেবং প্রত্যক্ষীকৃতবান্ ভবম্। লিঙ্গেঽবতারয়ামাস প্রসন্নং তং মহেশ্বরম্ ॥ তস্মিন্ দৃষ্টে বরারোহে সপ্তজন্মকৃতং নৃণাম্। পাপং প্রণশ্যতে শীঘ্রং তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥ ৪ ॥ তত্রা-

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,---সর্ব্ববিঘ্নবিনাশার্থ ও সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত ঐ স্থানেই জলবাসী বিঘ্নেশ্বরকে দর্শন করিবে। হে মহাদেবি! বরুণ তপোবিঘ্ন-নাশের জন্য ভক্তি করিয়া জলজরাজি দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন, সেই জন্য ঐ দেব জলবাসা নামে বিখ্যাত হন। চতুর্থীতে যে ব্যক্তি ভক্তি করিয়া গন্ধ, পুষ্প ও মোদক দ্বারা পূজা করে, গণাধিপ তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন। ১---৩।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭২।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর উত্তম কুমারেশ্বর লিঙ্গের সমীপে গমন করিবে। ঐ লিঙ্গ মহাপ্রভাব ও মহাপাতকহর। দেবি! বরুণেশের নৈর্ঋত দিকে ত্রিংশৎ ধনু ব্যবধানে গৌরী-তপোবনের দক্ষিণে কুমারেশ্বরলিঙ্গ অবস্থিত। মহাদেবি! ষড়ানন কঠোর তপস্যা করিয়া উক্ত মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাই উহা কুমারেশ নামে প্রথিত হইয়াছিল। যে জন ম সাবধি ভক্তির সহিত ঐ লিঙ্গের পূজা করে, তাহার ষণ্মাসার্চ্চনের ফল হয়। একবার মাত্র যথাবিধি কুমারেশের অর্চনা করিলে এক দিনেই নিখিল পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, রাগ ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী সকৃৎ পূজা করিবেন। এইরূপ পূজায় সম্যক্ যাত্রাফল লাভ হয়। ১—৭।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৩।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! অনন্তর শাকল্যেশ্বর লিঙ্গের সমীপে গমন করিলেন। ঐ লিঙ্গ দৈত্যসূদনের বায়ুকোণে ত্রিংশৎ ধনু দূরে অবস্থিত। ঐ সর্ব্বকামপ্রদ লিঙ্গ শাকল্য কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছে। রাজর্ষি শাকল্য ঐ স্থানে কঠোর তপস্যা করিয়া মহাদেবের উপাসনা করত তাঁহার সাক্ষাৎকার পাইয়াছিলেন। তিনিই প্রসন্নমূর্ত্তি মহেশকে লিঙ্গমধ্যে অবতারিত করেন। সুন্দরি! তাঁহাকে দেখিলে নরগণের সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ সূর্য্যোদয়ে

ষ্টম্যাং চতুর্দ্দশ্যাং স্নাপয়েৎ পয়সা শিবম্। পূজয়েচ্চ বিধানেন গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥ ৫ ॥ হিরণ্যং তত্র দাতব্যং সম্যগ্‌যাত্রাফলেপ্সুভিঃ। চত্বারি তস্য নামানি কথ্যমানানি মে শৃণু ॥ ৬ ॥ আদৌ কৃতযুগে দেবি কীর্ত্তিতো ভৈরবেশ্বরঃ। ততঃ সাবর্ণিমনুনা সম্যগারাধিতঃ প্রিয়ে ॥ ৭ ॥ সাবর্ণিকেশ্বরং নাম ত্রেতায়াং তস্য সংজ্ঞিতম্। ততশ্চ দ্বাপরে দেবি গালবেন মহাত্মনা। সম্যগারাধিতস্তত্র লিঙ্গরূপী বৃষধ্বজঃ ॥ ৮ ॥ তৃতীয়ং তস্য দেবস্য গালবেশ্বর-সংজ্ঞিতম্। কলৌ যুগে তু সম্প্রাপ্তে শাকল্যো নাম বৈ মুনিঃ ॥ ৯ ॥ যত্র সিদ্ধিমনুপ্রাপ্ত ঐশ্বর্য্যং চাণিমাদিকম্। শাকল্যেশ্বরনামেতি ততঃ খ্যাতং তুরীয়কম্ ॥ ১০ ॥ এবং চাতুর্যুগং নাম তস্য লিঙ্গস্য কীর্ত্তিতম্। পাপঘ্নং পুণ্যদং নৃণাং কীর্ত্তিতং সর্ব্বকামদম্ ॥ ১১ ॥ তস্যৈব দেবদেবস্য ক্ষেত্রোৎপত্তিং শৃণু প্রিয়ে ॥ ১২ ॥ অষ্টাদশধনুর্দ্দেবি সমন্তাৎ পরিমণ্ডলম্। মহাপাপহরং দেবি তত্র ক্ষেত্রনিবাসিনাম্ ॥ ১৩ ॥ কৃমিকীটপতঙ্গানাং তিরশ্চামপি মোক্ষদম্। যত্র কূপাদিতোয়েষু জলং সারস্বতং স্মৃতম্ ॥ ১৪ ॥ যত্র তত্র নরঃ স্নাত্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে। অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ ॥ ১৫ ॥ তৎফলং সমবাপ্নোতি তস্য লিঙ্গস্য দর্শনাৎ। সোমপর্ব্বণি সম্প্রাপ্তে যস্তত্র শুচিরাত্মবান্ ॥ ১৬ ॥ অঘোরঞ্চ জপেৎ সম্যগাজ্যহোমসমন্বিতম্। তল্লিঙ্গস্য সমীপস্থো যাবন্মাসাবধিঃ প্রিয়ে ॥ ১৭ ॥ মহাপাতকযুক্তোঽপি যুক্তো বাপ্যুপপাতকৈঃ। স সর্ব্বাং লভতে সিদ্ধিমুত্তমাং বরবর্ণিনি ॥ ১৮ ॥ কামিকং তৎস্মৃতং লিঙ্গং সর্ব্বকামফলপ্রদম্। অঘোরবক্ত্রং দেবস্য তত্রস্থং ভৈরবং মহৎ ॥ ১৯ ॥ ভৈরবেশ্বরনামেতি পূর্ব্বং খ্যাতমভূদ্ভুবি। অস্মিন্ যুগে তু সম্প্রাপ্তে শাকল্যেশ্বরনামকম্ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শাকল্যেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লিঙ্গং কলকলেশ্বরম্। শাকল্যেশ্বরনৈঋর্ত্যে ধনুষাং ষষ্টিভিঃ স্থিতম্ ॥ ১ ॥ তচ্চতুর্যুগনামাঢ্যং স্মৃতং পাতকনাশনম্। পূর্ব্বং কামেশ্বরং নাম ত্রেতায়াং পুলহেশ্বরম্ ॥ ২ ॥ দ্বাপরে সিদ্ধিনাথং তু নারদেশং

অন্ধকারের ন্যায় শীঘ্র নাশ পায়। তথায় অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে দুগ্ধ দ্বারা শিবকে স্নান ও গন্ধ-পুষ্পাদির দ্বারা বিধিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে। সম্যক্ যাত্রাফলপ্রার্থী নর তথায় হিরণ্য দান করিবে। দেবি! কালভেদে ঐ লিঙ্গের নামচতুষ্টয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগের আদিতে ঐ লিঙ্গ ভৈরবেশ্বর নামে অভিহিত হইত। প্রিয়ে! ত্রেতায় সাবর্ণি মনু সম্যক্‌রূপে উহার আরাধনা করেন; তাই তখন উহা সাবর্ণিকেশ্বর নামে অভিহিত হয়। দ্বাপরে মহাত্মা গালব লিঙ্গরূপী বৃষধ্বজকে সম্যক্ আরাধনা করেন, তাই উহার তৃতীয় নাম হয়—গালবেশ্বর। কলিকালে শাকল্য মুনি তপস্যা করিয়া ঐ স্থানে অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, তাই উহা শাকল্যেশ্বর নামে অভিহিত হইয়াছিল। এইরূপে উক্ত লিঙ্গের চতুর্যুগানুযায়ী নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ সকল নাম পাপঘ্ন, পুণ্যপ্রদ, ও নরগণের সর্ব্বকামদ। প্রিয়ে! এক্ষণে সেই দেবদেবের ক্ষেত্রোৎপত্তি-বিবরণ শ্রবণ কর। ঐ ক্ষেত্র ক্ষেত্রবাসীদিগের মহাপাপহর। উহার চারিদিকের পরিমাণ অষ্টাদশ ধনু। কৃমি কীট ও পতঙ্গাদি তির্য্যগ্‌জাতিদিগেরও ইহা মোক্ষপ্রদ। এখানে কূপাদির জল সারস্বতজলে পরিপূর্ণ। নর ইহার যে কোন স্থানে স্নান করিয়া স্বর্গগমন করে। অত্রত্য লিঙ্গ দর্শনের ফলে সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। পূর্ণিমা তিথিতে আরম্ভ করিয়া যে দেহী শুচিভাবে ঐ লিঙ্গের সমীপে এক মাস যাবৎ আজ্যহোমসংকারে অঘোর মন্ত্র জপ করে, সে মহাপাতক বা উপপাতকযুক্ত হইলেও উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ঐ লিঙ্গ সর্ব্ব-কামফলপ্রদ কামিক লিঙ্গ বলিয়াই বিখ্যাত। পূর্ব্বে ভূমণ্ডলে উহার নাম ছিল ভৈরবেশ্বর; এই যুগে ইহা শাকল্যেশ্বর। ১—২০।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৪।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর কলকলেশ্বর লিঙ্গের সান্নিধানে গমন করিবে। এই লিঙ্গ শাকল্যেশ্বরের নৈঋতকোণে ষষ্টি ধনু দূরে অবস্থিত। ইহার চারি যুগের চারিটী পাতকহর নাম আছে। যথা—সত্যযুগে কামেশ্বর,

কলৌ স্মৃতম্। তথা কলকলেশঞ্চ নাম তস্যৈব কীর্ত্তিতম্। ৩। সমুদ্রে চ মহাপুণ্যে যস্মিন্ কালে সরস্বতী। আগতা সা মহাভাগা হৃষ্টা তুষ্টা সরিদ্বরা। তস্য তোয়স্য শব্দেন সাগরস্য মহাত্মনঃ। ৪। ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ। নেদুঃ কলকলং তত্র তুমুলং লোমহর্ষণম্। ৫। তেন শব্দেন মহতা মম মূর্ত্তিঃ সমুত্থিতা। কল্কলেশ্বরনামেতি ততো লিঙ্গং প্রকীর্ত্তিতম্। ৬। ইতি তে পূর্ব্ববৃত্তান্তং কথিতং নামকারণম্। সাম্প্রতং তু যথা জাতং পুনঃ কলকলেশ্বরম্। তত্তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনাঃ প্রিয়ে। ৭ পুরা দ্বাপরসন্ধৌ চ প্রবিষ্টে তু কলৌ যুগে। নারদশ্চ সমাগত্য ক্ষেত্রং প্রাভাসিকং শুভম্। সঞ্চকার তপশ্চোগ্রং তত্র লিঙ্গসমীপতঃ। ৮। ততো বর্ষশতে পূর্ণে সমারাধ্য বৃষধ্বজম্। গান্ধর্ব্বং প্রাপ্য দেবেশি ভূষিতং সপ্ত ভঃ স্বরৈঃ। ৯। ততো হৃষ্টমনা ভূত্বা তল্লিঙ্গস্য সমীপতঃ। স চকার মহাযজ্ঞং পৌণ্ডরীকমিতি শ্রুতম্।১০। দেবদেবস্য তুষ্ট্যর্থং স সদা ভাবিতাত্মবান্। সমাহূয় ঋষীংস্তত্র ব্রহ্মলোকাৎ সহস্রশঃ। ১১। ততঃ সম্ভৃতসম্ভারো যজ্ঞোপকরণান্বিতঃ। কৃত্বা কুণ্ডাদিকং সর্ব্বং সমারেভে ততঃ ক্রতুম্। ১২। ততঃ সম্পূর্ণতাং প্রাপ্তে তস্মিন্ ক্রতৌ বরাননে। ১৩। অথাগমংস্তত্র বিপ্রাস্তত্র ক্ষেত্রনিবাসিনঃ। দক্ষিণার্থং মহাদেবি শতশোঽথ সহস্রশঃ। ১৪। ততঃ স কৈ স্তেষাং যুদ্ধার্থমেব হি। প্রাক্ষিপত্তত্র রত্নানি সুবর্ণঞ্চ মহীতলে। ১৫। ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে যুধ্যমানাঃ পরস্পরম্। কোলাহলং পরং চক্রুর্ব্বহুদ্রব্যপরীপ্সয়া। ১৬। একে দিগম্বরা দেবি ত্যক্তযজ্ঞোপবীতিনঃ। বিকচাঃ কেঽপি দৃশ্যন্তে ঘ্নন্তে রুধিরবিপ্লবাঃ। ১৭। অন্যে পরস্পরং জঘ্নুর্মুষ্টিভিশ্চরণৈস্তথা। এবং তত্র তদা ক্ষিপ্তং যদ্দ্রব্যং নারদেন তু। ১৮। অথাভাবে তু বিত্তস্য যে চ বিপ্রা হ্যকিঞ্চনাঃ। বিদ্যাবিনয়সম্পন্না ব্রাহ্মণৈর্জ্জর্জ্জরীকৃতাঃ। ১৯। তে তমুচুর্ভৃশং শান্তাঃ স্ময়মানং মুহুর্ম্মুহুঃ। কলহার্থং যতো দানং ত্বয়া দত্তমিদং মুনে। ২০। বিদ্যাযুক্তান্ পরিত্যজ্য বিধিং ত্যক্ত্বা তু যাজ্ঞিকম্। তস্মাদস্য মুনে নাম খ্যাতং কলকলেশ্বরম্। ২১। তেন নাম্না

ত্রেতায় পুলহেশ্বর, দ্বাপরে সিদ্ধিনাথ এবং কলিতে নারদেশ। কলিতে এ লিঙ্গ কলকলেশ নামেও কীর্ত্তিত। যৎকালে মহাপুণ্য সমুদ্রে সরিদ্বরা মহাভাগা হৃষ্টতুষ্টমনা সরস্বতী আসিয়া মিলিতা হন, তখন মহাত্মা সাগরের সলিলশব্দের সঙ্গে সঙ্গে দেব, গন্ধর্ব্ব ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণ তুমুল লোমহর্ষণ কলকল নাদ করিয়াছিলেন। সেই মহাশব্দে আমার এক মূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল; পরবর্ত্তী কালে উহা কল্কলেশ্বর লিঙ্গ নামে কীর্ত্তিত হইল, এই আমি এ লিঙ্গের পূর্ব্ব নামকরণ-বিবরণ বলিলাম। সম্প্রতি এই কলকলেশ্বর নাম কেন হইল, তাহা তোমায় বলিতেছি, প্রিয়ে একমনে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দ্বাপরযুগের সন্ধিকালে কলিযুগের প্রবেশ ঘটিলে নারদ মুনি শুভ প্রভাসক্ষেত্রে আসিয়া উক্ত লিঙ্গসমীপে তীব্র তপস্যা করেন। হে দেবেশি! পূর্ণ একশত বর্ষকাল তিনি বৃষধ্বজের আরাধনা করিয়া সপ্তস্বরভূষিত গন্ধর্ব্ববিদ্যালাভ করেন। অনন্তর ভাবিতাত্মা নারদ হৃষ্ট হইয়া দেবদেবের তুষ্টির জন্য সেই লিঙ্গসমীপে পৌণ্ডরীকাখ্য মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন। এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত সহস্র সহস্র ঋষি ব্রহ্মলোক হইতে আগমন করিলেন। যজ্ঞীয় সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী সংগৃহীত হইল। তখন নারদ কুণ্ডাদি নিখিল কার্য্য করিয়া যজ্ঞারম্ভ করিলেন। হে বরাননে! অনন্তর সেই যজ্ঞ যখন সম্পূর্ণ হইল, তখন ক্ষেত্রনিবাসী শত সহস্র ব্রাহ্মণ দক্ষিণা গ্রহণার্থ আগমন করিলেন। তখন নারদ কৌতুকাবিষ্ট হইয়া সেই সকল ব্রাহ্মণের পরস্পর যুদ্ধ দেখিবার জন্য ভূতলে রত্নাদি ছড়াইয়া দিলেন। রত্নলাভার্থ ব্রাহ্মণেরা তখন পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন একে অন্যের প্রতি আঘাত করিতে লাগিলেন। ১—১৬। অয়ি দেবি! সেই সকল যুধ্যমান ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ কেহ দিগম্বর হইয়া পড়িলেন, কাহারও কাহারও যজ্ঞোপবীত পরিত্যক্ত হইল, কেহ কেহ ছিন্নকেশ হইলেন, অন্য অনেকের সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত হইল, অনেকে মুষ্টি ও পদাঘাতে অন্যান্যকে আহত করিতে লাগিলেন। এইরূপে নারদ তখন সমস্ত দ্রব্য নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে তাহার দেয় বিত্ত যখন ফুরাইয়া গেল, তখন কতিপয় বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন নিঃস্ব ব্রাহ্মণ যাহারা অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের হস্তে প্রহারে জর্জ্জরীকৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেই মুহুর্ম্মুহু হাস্যরত নারদকে বারম্বার শান্তভাবে বলিলেন, মুনে! যেহেতু তুমি বিদ্বান্দিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাজ্ঞিক বিধি পরিহারপূর্ব্বক কলহার্থ এই দান করিয়াছ, এই জন্য এই লিঙ্গের

দ্বিজশ্রেষ্ঠ লিঙ্গমেতত্ত্বিষ্যতি। এতস্মাৎ কারণাদ্দেবি জাতং কলকলেশ্বরম্॥ ২২॥ যস্তং স্নাপ্য নরো ভক্ত্যা কুরুতে ত্রিঃপ্রদক্ষিণম্। স গচ্ছেদ্রুদ্রলোকং তু ত্বৎপ্রসাদাদসংশয়ম্॥ ২৩॥ যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা গন্ধপুষ্পানুলেপনৈঃ। হেম দত্ত্বা দ্বিজাতিভ্যঃ স গচ্ছেৎ পরমং পদম্॥ ২৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কলকলেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৫॥

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। তস্যৈব দেবদেবস্য সমীপস্থং বিরাজতে। লিঙ্গদ্বয়ং মহাপুণ্যং লকুলীশপ্রতিষ্ঠিতম্॥ ১॥ লকুলেশ্বরনামাস্তি তস্য লিঙ্গদ্বয়স্য বৈ। তদ্দৃষ্ট্বা দেবদেবস্য লিঙ্গদ্বয়মনুত্তমম্॥ ২॥ মুচ্যতে সকলাৎ পাপাদাজন্মমরণান্তিকাৎ। তত্র শুক্লচতুর্দ্দশ্যাং মাসি ভাদ্রপদে প্রিয়ে॥ ৩॥ উপবাসপরো ভূত্বা যঃ করোতি প্রজাগরম্। মূর্ত্তিমন্তং তু সম্পূজ্য লকুলীশং মহাপ্রভম্॥ ৪॥ ততঃ সম্পূজ্য বিধিনা তত্র লিঙ্গদ্বয়ং পৃথক্। সম্যক্ পূজাবিধানেন স্তুতিমন্ত্রৈরনুক্রমাৎ। স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বর॥ ৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে লকুলীশলিঙ্গদ্বয়মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৬॥

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি উত্তঙ্কেশ্বরমুত্তমম্। তস্যৈব দক্ষিণে ভাগে নাতি দূরে ব্যবস্থিতম্। স্থাপিতং চ স্বয়ং ভক্ত্যা উত্তঙ্কেন মহাত্মনা॥ ১॥ তদ্দৃষ্ট্বা তু মহাদেবি স্পৃষ্ট্বা চ সুসমাহিতঃ। সম্পূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষাৎ॥ ২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে উত্তঙ্কেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৭॥

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি দেবং বৈশ্বানরেশ্বরম্। তস্যৈবাগ্নেয়কোণস্থং ধনুষাং

কলকলেশ্বর নাম প্রখ্যাত হইল। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেই নামেই এ লিঙ্গ প্রথিত হইবে। ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! এই কারণেই কলকলেশ্বর নাম হইয়াছে। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক এই লিঙ্গের স্নান করাইয়া তিনবার ইহাঁকে প্রদক্ষিণ করে, ইহাঁর প্রসাদে তাহার রুদ্রলোকে গতি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গন্ধ পুষ্প ও অনুলেপনাদি দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক ইহাঁর পূজা করে, এবং পূজান্তে দ্বিজগণকে স্বর্ণ প্রদান করে, তাহার পরম পদ লাভ হয়। ১৭—২৪।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৫!

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—সেই দেবদেবের সমীপে লকুলীশ প্রতিষ্ঠিত লকুলেশ্বর নামে আরও দুইটী লিঙ্গ আছে। সেই দুই অনুত্তম লিঙ্গের দর্শনে মানব জন্ম হইতে মরণাবধিকৃত নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হয়। প্রিয়ে! ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে যে নর উপবাসী হইয়া মূর্ত্তিমান্ মহাপ্রভ লকুলীশের পূজাপূর্ব্বক রাত্রিজাগরণ করে, উভয় লিঙ্গকেই যথাবিধি পৃথক্ পৃথক্ পূজা করে, এবং ক্রমিক স্তুতিমন্ত্র উচ্চারণ করে, মহেশ্বরাধিষ্ঠিত পরম স্থানে তাহার গতি হইয়া থাকে। ১—২৪।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৬।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর উত্তম উত্তঙ্কেশ্বরলিঙ্গের সমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ পূর্ব্বোক্ত লকুলীশ্বরের দক্ষিণে অনতিদূরে অবস্থিত। মহাত্মা উত্তঙ্ক ভক্তিপূর্ব্বক স্বয়ং এ লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহাদেবি! নর সমাহিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক এই লিঙ্গের দর্শন স্পর্শন ও যথাবিধি অর্চ্চন করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। —২।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৭।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি। অনন্তর বৈশ্বানরেশ্বর লিঙ্গের সন্নিধানে গমন করিবে। এই

পঙ্ককে স্থিতম্ ॥ ১ ॥ পাপঘ্নং সর্ব্বজন্তূনাং দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি। তত্র কশ্চিচ্ছুকঃ পূর্ব্বং নীড়ং দেবী চকার হ ॥ ২ ॥ প্রাসাদে ভার্য্যয়া সার্দ্ধং নিবসন্ সুচিরং স্থিতঃ। ততস্তৌ দম্পতী নিত্যং প্রদক্ষিণং প্রচক্রতুঃ ॥ ৩ ॥ কুলায়স্য বশাদ্দেবি ন তু ভক্ত্যা কথঞ্চন। কালেন মহতা তৌ চ পঞ্চত্বং সমুপস্থিতৌ ॥ ৪ ॥ জাতৌ তেন প্রভাবেণ উক্তৌ জাতিস্মরৌ ভুবি। লোপামুদ্রাগস্ত্যনামপ্রসিদ্ধিং পরমাং গতৌ ॥ অথ গাথা পুরা গীতা অগস্ত্যেন মহাত্মনা। স্মরতা পূর্ব্বদেহং তু বিস্ময়েনানুভূতিজা ॥ ৬ ॥ কৃত্বা প্রদক্ষিণং সম্যগ্ বহ্নীশং যঃ প্রপশ্যতি। নূনং প্রসিদ্ধিমাপ্নোতি ইতশ্চাহং যথা পুরা ॥৭ ॥ এবং দেবি তবাখ্যাতং মাহাত্ম্যং বহ্নিদৈবতম্। শ্রুতং পাপহরং নৃণাং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৮ ॥ ঘৃতেন তং তু সংস্নাপ্য বিধিনা বৈ সমর্চ্চয়েৎ। হেম দদ্যাচ্চ বিপ্রেভ্যঃ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥ ৯ ॥ এবং কৃত্বা বিধানেন সম্যগযাত্রাফলং লভেৎ। বহ্নিলোকং তু সম্প্রাপ্য মোদতে কালমক্ষয়ম্ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বৈশ্বানরেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥

লিঙ্গ পূর্ব্বোক্ত উত্তঙ্কেশ্বরের অগ্নিকোণে পঞ্চ ধনু ব্যবধানে অবস্থিত। ইহার দর্শনে এবং স্পর্শনে সর্ব্ব প্রাণীরই পাপ নষ্ট হয়। হে দেবি! ঐ লিঙ্গের মন্দিরে কোন এক শুক পক্ষী নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সে সেই নীড়ে শুকীর সহিত সুচির কাল বাস করে। শুকদম্পতি ভক্তিভরে নহে,-- তাহাদের কুলায় ছিল বলিয়াই নিত্য সেই মন্দির প্রদক্ষিণ করিত। অনন্তর দীর্ঘ কালান্তে তাহাদের মৃত্যু হইল। পরজন্মে তাহারা অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা নামে পরম প্রসিদ্ধি লাভ করিল। জন্মান্তরীণ মন্দিরপ্রদক্ষিণের ফলে এজন্মে তাহারা জাতিস্মর হইল। অনন্তর মহাত্মা অগস্ত্য পূর্ব্বদেহ স্মরণ করিয়া বিস্ময়াভিভূত চিত্তে এক গাথা কীর্ত্তন করিলেন যে, যে ব্যক্তি প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বৈশ্বানরেশ্বরকে দর্শন করে, সে ব্যক্তি আমার ন্যায় ইহকালে প্রসিদ্ধি লাভ করে। হে দেবি! এই আমি বহ্নিদৈবত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, ইহা শ্রবণে নরগণের নিখিল পাপ নষ্ট হয় এবং সর্ব্বকামফল লাভ হয়। যে জন ঘৃত দ্বারা স্নান করাইয়া বধিপূর্ব্বক এই লিঙ্গার্চ্চনা করে এবং শ্রদ্ধাসহকারে স্বর্ণদান করে, তাহার সম্যক্ যাত্রাফল লাভ হয়। ঐ ব্যক্তি বহ্নিলোক প্রাপ্ত হইয়া অক্ষয় কাল সুখে বিহার করে।১—১০।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৮।

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লকুলীশং মহাপ্রভম্। তস্য পশ্চিমদিগ্‌ভাগে ধনুষাং সপ্তকে স্থিতম্ ॥ ১ ॥ পাপঘ্নং সর্ব্বজন্তূনাং স্থিতং প্রভুম্। সমায়াতং মহাক্ষেত্রে তত্র কায়াবরোহণাৎ ॥ ২ ॥ কৃত্বা তত্র তপশ্চোগ্রং দীক্ষয়িত্বাত্মশিষ্যকান্। কুশকাদীংশ্চ চতুর উক্তা শাস্ত্রাণ্যনেকশঃ ॥ ৩ ॥ ন্যায়বৈশেষিকাদীনি ততঃ সিদ্ধিং পরাং গতঃ। এবং জ্ঞাত্বা তু যঃ সম্যক্ তং সমর্চ্চয়তে নরঃ ॥ ৪ ॥ কার্ত্তিক্যাং তু বিশেষেণ অয়নে চোত্তরেঽপি বা। বিদ্যাদানঞ্চ তত্রৈব দদ্যাদ্বিপ্রায় শালিনে। সপ্তজন্মানি বিপ্রস্য ধনাঢ্যস্য কুলে শুভে। জায়তে মতিমান্ ধীমান্ শ্রীমানেবং পুনঃ পুনঃ ॥৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে লকুলীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯ ॥

ঊনাশীতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি। অনন্তর মহামহিমান্বিত লকুলীশ লিঙ্গের সন্নিধানে গমন করিবে। পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের পশ্চিমে সপ্ত ধনু ব্যবধান এই লিঙ্গ অবস্থিত। ইহা সর্ব্বজীবের পাপঘ্ন, শান্ত এবং মূর্ত্তিমান প্রভু। লকুলীশ কায়াবরোহণ তীর্থ হইতে এই প্রভাস মহাক্ষেত্রে আসিয়া উৎকট তপশ্চরণ পুরঃসর কুশকাদি স্বীয় শিষ্যচতুষ্টয়কে ন্যায় বৈশেষিকাদি অশেষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া পরে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে নর এই বিবরণ জানিয়া সম্যক্‌রূপে এই লিঙ্গার্চ্চনা করে এবং কার্ত্তিক মাসে বিশেষতঃ উত্তরায়ণে এই স্থানে সুশীল বিদ্যার্থী বিপ্রকে বিদ্যাদান করে, সে সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত শুভ ধনাঢ্য বিপ্রকুলে মতিমান্ ধীমান্ ও শ্রীমান্ হইয়া পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে থাকে। ১—৫।

ঊনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৯।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। তস্যৈব পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে লিঙ্গং পাতকনাশনম্। গৌতমেশ্বরনামাঢ্যং দৈত্যসূদন-পশ্চিমে ॥ ১ ॥ ধনুষাং পঞ্চকে দেবি সংস্থিতং সর্ব্ব-কামদম্। শল্যেনারাধিতং যত্নে মদ্ররাজেন ভামিনি ॥ ২ ॥ তত্র কৃতং তপশ্চোগ্রং সমারাধ্য মহেশ্বরম্। অন্যোঽপ্যেবং নরো যস্তু তং সমা-রাধয়িষ্যতি ॥ ৩ ॥ স প্রাপ্স্যতি পরাং সিদ্ধিং যথা শল্যো মহামনাঃ। চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং স্নাপয়েৎ পয়সা তু যঃ ॥ ৪ ॥ গন্ধোদকেন চ ততঃ পূজয়েৎ কুসুমোত্তমৈঃ। তথৈব বিধিবদ্ভক্ত্যা সোঽশ্বমেধ-ফলং লভেৎ ॥ ৫ ॥ বাচা কৃতঞ্চ যৎপাপং মনসা কর্ম্মণাথ বা। তৎসর্ব্বং নশ্যতে দেবি তস্য লিঙ্গস্য দর্শনাৎ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গৌতমেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামা-শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০ ॥

অশীতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের পূর্ব্বদিকে এবং দৈত্যসূদনের পশ্চিমে গৌতমেশ্বর নামে এক পাতকনাশক লিঙ্গমূর্ত্তি আছেন। হে দেবি! এই লিঙ্গ সর্ব্বকামপ্রদ। মদ্ররাজ শল্য এই লিঙ্গের আরাধনা করিয়াছিলেন। হে ভামিনি! তিনি মহেশ্বরের আরাধনায় উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার পরম সিদ্ধি লাভ হয়। মহামনা শল্য যেরূপে পরম সিদ্ধি পাইয়া-ছিলেন, সেইরূপ অন্য যে কোন নরও এই লিঙ্গের আরাধনাফলে ভবিষ্যতে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি চৈত্র মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে দুগ্ধ ও গন্ধোদক দিয়া স্নান করাইয়া পরে উত্ত-মোত্তম কুসুমসমূহ দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক এই লিঙ্গের অর্চনা করে, তাহার অশ্বমেধফল লাভ হয়। হে দেবি! এই লিঙ্গের দর্শনে বাক্য মন ও কর্ম্মকৃত নিখিল পাপ নষ্ট হইয়া যায়। ১—৬।

আশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮০।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহা দেবি দেবেশং দৈত্যসূদনম্। পাপঘ্নং সর্ব্বজন্তূনাং প্রভাসক্ষেত্র-বাসিনাম্ ॥ ১ ॥ অনাদিযুগসংস্থানং সর্ব্বকামপ্রদং শুভম্। সংসারসাগরে ঘোরে স্থিতং নৌরিব তারণে ॥ ২ ॥ অস্মে সর্ব্বেঽপি নশ্যন্তি কল্পান্তে ব্রহ্মণো দিনে। এতানি মুক্ত্বা দেবেশি ন্যগ্রোধং সপ্তকল্পগম্ ॥ ৩ ॥ কল্পবৃক্ষং তথাগারং বৈদূর্য্যং পর্ব্বতোত্তমম্। শ্রীদৈত্যসূদনং দেবং মার্কণ্ডেয়ং মহা-মুনিম্ ॥৪॥ অক্ষয়াশ্চাব্যয়াশ্চৈতে সপ্তকল্পানি সুন্দরি। দেবি কিং বহুনোক্তেন বর্ণিতেন পুনঃপুনঃ ॥ ৫ ॥ শ্রীদৈত্যসূদনাদ্দেবি নাস্ত্যস্তি ভুবি দেবতা। যবাকারং তু তস্যৈব ক্ষেত্রং পাতকনাশনম্ ॥ ৬ ॥ সেবিতং ঋষিভিঃ সিদ্ধৈর্যক্ষবিদ্যাধরোরগৈঃ। তস্য সীমাং প্রবক্ষ্যামি বিষ্ণুক্ষেত্রস্য ভাবিনি ॥ ৭ ॥ পূর্ব্বে যমেশ্বরং যাবচ্ছ্রীসোমেশং তু পশ্চিমে। উত্তরে তু বিশালাক্ষী দক্ষিণে সরিতাং পতিঃ ॥ ৮ ॥ এতৎ ক্ষেত্রং যবাকারং বৈষ্ণবং পাপনাশনম্ ॥ ৯ ॥ অত্র ক্ষেত্রে মৃতা যে তু পাপিনোঽপি নরা ধ্রুবম্। স্বর্গং

একাশীতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অতঃপর দেব-দেব দৈত্যসূদনসমীপে গমন করিবে। ঐ দেব প্রভাসক্ষেত্রবাসী সর্ব্বপ্রাণীর পাপহর, অনাদি-যুগলিঙ্গ, সর্ব্বকামপ্রদ ও শুভাবহ। উনি ঘোর সংসারসাগরতরণে নৌকার ন্যায় অবস্থিত। কল্পান্তে ব্রহ্মার দিনাবসানে সপ্তকল্পস্থ ন্যগ্রোধ, কল্পবৃক্ষ, ব্রহ্ম-লোক, পর্ব্বতবর বৈদূর্য্য, শ্রীদৈত্যসূদন দেব এবং মহামুনি মার্কণ্ডেয় ব্যতীত আর সমস্তই বিনষ্ট হয়। হে সুন্দরি! ঐ সকল সপ্ত কল্পাবধি অক্ষয় ও অব্যয়ভাবে অবস্থিত। দেবি! বার বার অধিক আর কি বলিব? ভূতলে শ্রীদৈত্যসূদন অপেক্ষা দেবতা আর নাই। তাঁহার ক্ষেত্র যবাকার,—পাতকহর; ঋষি, সিদ্ধ, যক্ষ, বিদ্যাধর ও উরগগণে উহা সেবিত। হে ভামিনি! এক্ষণে আমি সেই বিষ্ণুক্ষেত্রের সীমা নিরূপণ করিতেছি। ঐ ক্ষেত্রের পূর্ব্বে যমেশ্বর, পশ্চিমে সোমেশ্বর, উত্তরে বিশা-লাক্ষী এবং দক্ষিণে সরিৎপতি।১—৮। এই যবাকার বৈষ্ণবক্ষেত্র সর্ব্বপাপহর। এই ক্ষেত্রে পাপিষ্ঠ নর-গণও মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সুকৃতশালী ব্যক্তি-

গচ্ছন্তি তে সর্ব্বে সন্তঃ সুকৃতিনো যথা ॥ ১০ ॥ অত্র দত্তং হুতং জপ্তং তপস্তপ্তং কৃতং হি যৎ। তৎসর্ব্বং চাক্ষয়ং প্রোক্তং সপ্তকল্পাবধি প্রিয়ে ॥ ১১ ॥ তত্রৈকমপি যো দেবি ব্রাহ্মণং ভোজয়িষ্যতি। বিধিনা বিষ্ণুমুদ্দিশ্য কোটির্ভবতি ভোজিতা ॥ ১২ ॥ তত্রোপবাসং যঃ কুর্য্যান্নরো ভক্তিসমন্বিতঃ। একেনৈবোপবাসেন উপবাসাযুতং ফলম্। চক্রতীর্থে নরঃ স্নাত্বা সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৩ ॥ দ্বাদশ্যাং কার্ত্তিকে মাসি দদ্যাদ্বিপ্রেষু কাঞ্চনম্। বিষ্ণুং সম্পূজ্য বিধিবন্মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ১৪ ॥ দেব্যুবাচ। দৈত্যসূদননামেতি কথং তস্য প্রকীর্ত্তিতম্। কস্মিন্ কালে তু দেবেশ তন্মে বিস্তরতো বদ ॥ ১৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। দৈত্যসূদনদেবস্য পুরা বৃত্তং মহোদয়ম্ ॥ ১৬ ॥ দেবি তস্যৈব নামানি কল্পে কল্পে ভবন্তি বৈ। অনাদিনিধনাস্যৈব সম্ভবন্তি পুনঃপুনঃ ॥ ১৭ ॥ পূর্ব্বকল্পে শ্রিয়াবৃত্তো বামনশ্চ দ্বিতীয়কে। বজ্রাঙ্গশ্চ তৃতীয়ে বৈ তুরীয়ে কমলাপ্রিয়ঃ ॥ ১৮ ॥ পঞ্চমে দুঃখহর্ত্তা চ ষষ্ঠে তু পুরুষোত্তমঃ। শ্রীদৈত্যসূদনো দেবঃ কল্পে বৈ সপ্তমে স্মৃতঃ ॥ ১৯ ॥ তস্যৈব নাম চোৎপত্তিং কথয়ামি যথার্থতঃ ॥ ২০ ॥ পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে দানবৈর্দ্দেবকণ্টকৈঃ। নির্জ্জিতা দেবতাঃ সর্ব্বা জগ্মুস্তে শরণং হরিম্। ক্ষীরোদবাসিনং দেবমস্তুবন্ প্রণতাঃ স্থিতাঃ ॥ ২১ ॥ দেবা উচুঃ। জয় দেব জগন্নাথ দৈত্যাসুরবিমর্দ্দন। বারাহরূপমাস্থায় উদ্ধৃতা বসুধা ত্বয়া ॥ ২২ ॥ উদ্ধৃতা মৎস্যরূপেণ বেদা উদধিমধ্যতঃ। কূর্ম্মরূপী তথা ভূত্বা ক্ষীরোদার্ণবমন্থনম্ ॥ ২৩ ॥ কৃত্বা ত্বয়া জগন্নাথ উদ্ধৃতা শ্রীর্নমোঽস্তু তে। শ্রীপতিঃ শ্রীধরো দেব আর্ত্তানামার্ত্তিনাশনঃ ॥ ২৪ ॥ বলির্ব্বামনরূপেণ ত্বয়া বদ্ধোঽসুরারিণা। হিরণ্যাক্ষো মহাদৈত্যো হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ॥ ২৫ ॥ নারসিংহেন রূপেণ অন্তরিক্ষে ধৃতস্ত্বয়া। দেবমূল মহাদেব উদ্ধৃতং ভুবনং ত্বয়া ২৬ ॥ ত্বয়া বিনা জগন্নাথ ভুবনং নিষ্প্রভীকৃতম্ ॥ সূর্য্যেণেব তু বিক্রান্তং তমোভিরিব দানবৈঃ ॥ ২৭ ॥ শ্রুত্বা স্তোত্রমিদং দেবি বিষ্ণুঃ কমললোচনঃ। উবাচ দেবান ব্রহ্মাদ্যান্ ক্ষীরোদার্ণববোধিতঃ ॥ ২৮ ॥ ভয়ং

বর্গের ন্যায় স্বর্গগমন করে। প্রিয়ে! এখানে যাহা দান, হোম, জপ ও তপস্যা করা হয়, তৎসকলই সপ্ত কল্পাবধি অক্ষয় হইয়া থাকে। দেবি! এ ক্ষেত্রে যে নর বিষ্ণুর উদ্দেশে যথাবিধি একটীমাত্র ব্রাহ্মণকেও ভোজন করায়, তাহার সেই কার্য্য কোটিগুণ ফল প্রদান করে। যে নর ভক্তিযুক্ত হইয়া তথায় উপবাস করে, তাহার এক উপবাসেই অযুত উপবাসের ফল হয়। জিতেন্দ্রিয় উপবাসী নর চক্রতীর্থে স্নান করিয়া কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশী তিথিতে যথাবিধি বিষ্ণুপূজা করিয়া বিপ্রগণকে কাঞ্চন দান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। দেবী কহিলেন,—দেবেশ! কবে কিরূপে তাঁহার দৈত্যসূদন নাম নিরূপিত হইল, তাহা আমার নিকট বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন কর। ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! দৈত্যসূদন দেবের পাপহর মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি, তৎসম্বন্ধে পুরাকালীন মহোদয় বৃত্তান্তই প্রসিদ্ধ আছে। কল্পে কল্পে তাঁহার বিভিন্ন নাম হইয়া থাকে। তদীয় অনাদিনিধন মূর্ত্তিসকল পুনঃপুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়। আদি কল্পে শ্রিয়াবৃত্ত, দ্বিতীয়ে বামন, তৃতীয়ে বজ্রাঙ্গ, চতুর্থে কমলাপ্রিয়, পঞ্চমে দুঃখহর্ত্তা, ষষ্ঠে পুরুষোত্তম এবং সপ্তম কল্পে দেব শ্রীদৈত্যসূদন নামে প্রসিদ্ধ। এক্ষণে তাঁহার নামোৎপত্তির যথাযথ বৃত্তান্ত বলিতেছি। পূর্ব্বে দেবাসুরসংগ্রামে দেবকণ্টক দানবেরা দেবগণকে নির্জ্জিত করিলে তাঁহারা ক্ষীরোদবাসী হরির শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম পুরঃসর তৎসম্মুখে অবস্থান করিয়া কহিলেন,—হে দেব, জগন্নাথ, দৈত্যাসুরবিনাশন! তোমার জয় হউক। তুমি বরাহরূপ ধারণ করিয়া এই ধরার উদ্ধারসাধন করিয়াছ; মৎস্যরূপে উদধিমধ্য হইতে বেদসমূহের উদ্ধার করিয়াছিলে; হে জগন্নাথ! তুমি কূর্ম্মরূপী হইয়া ক্ষীরার্ণবের মন্থন করত শ্রীদেবীকে উদ্ধার করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি শ্রীপতি, শ্রীধর, দেব ও আর্ত্তগণের আর্ত্তিহর তুমিই বামনাখ্য অসুরারিরূপে বলিকে বন্ধন করিয়াছিলে; মহাদৈত্য হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুকে তুমিই নারসিংহরূপে অন্তরীক্ষে ধরিয়া নিহত করিয়াছ। হে বেদমূল! হে মহাদেব! তুমিই ভুবনের উদ্ধারকর্ত্তা। সূর্য্য বিনা এ জগৎ যেমন নিষ্প্রভ হয়; পরন্তু তমোরাশি আসিয়া আক্রমণ করে, তেমনি এ জগৎ তুমি ব্যতীত নিষ্প্রভ; পরন্তু দানবগণ কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়াছে। ৯—২৭। দেবি! ক্ষীরোদার্ণবশায়ী কমললোচন বিষ্ণু এই স্তোত্র শ্রবণ করিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন এবং ব্রহ্মাদি

ত্যজধ্বং বৈ দেবা দানবান্ প্রতি সর্ব্বথা। অচিরেণৈব কালেন ঘাতয়িষ্যামি দানবান্॥ ২৯॥ এবমুক্ত্বাথ তৈঃ সার্দ্ধমাজগাম জনার্দ্দনঃ। দানবান্ ঘাতয়ামাস স চক্রেণ পৃথক্ পৃথক্॥ ৩০॥ ভয়ার্ত্তা দানবাঃ সর্ব্বে পলায়নপরায়ণাঃ। প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য সমুদ্রাভিমুখা ভবন্॥ ৩১॥ নশ্যমানাস্ততো দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ দৈত্যবিনাশনঃ। সঞ্জঘ্নে তান্ স চক্রেণ নিঃশেষান্ সর্ব্বদানবান্॥ ৩২॥ হতেষু সর্ব্বদৈত্যেষু দেবব্রাহ্মণতাপসৈঃ। কল্যাণমভবত্তত্র জগৎ স্বস্থমনাকুলম্॥ ৩৩॥ তৎ প্রভৃত্যেব দেবস্য দৈত্যসূদননাম তৎ। এতন্মাহাত্ম্যমতুলং কথিতং তব সুন্দরি। দৈত্যসূদনদেবস্য মহাভাগ্যং মহোদয়ম্॥ ৩৪॥ তং দৃষ্ট্বা ন জড়ো নান্ধো ন দরিদ্রো ন দুঃখিতঃ। জায়তে সপ্ত জন্মানি সত্যং সত্যং বরাননে॥ ৩৫॥ শ্রবণদ্বাদশীং পুণ্যাং রোহিণ্যাং চাষ্টমীং শুভাম্। শয়নোত্থাপনীং চৈব নরঃ কৃত্বা প্রযত্নতঃ। ৩৬॥ একৈকেনোপবাসেন উপবাসাযুতং ফলম্॥ লভতে নাত্র সন্দেহো দৈত্যসূদনসন্নিধৌ॥ ৩৭॥ চণ্ডালঃ শ্বপচো বাপি তির্য্যগ্‌যোনিগতোঽপি বা। প্রাণত্যাগে কৃতে তস্মিন্নাচ্যুতং লোকমাপ্নুয়াৎ॥ ৩৮॥ কার্ত্তিক্যাং চৈব বৈশাখ্যাং মাসমেকমুপোষয়েৎ। দৈত্যসূদনমধ্যস্থঃ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ॥ ৩৯॥ একৈকেনোপবাসেন কোটিকোটি পৃথক্ পৃথক্। লভতে তৎফলং সর্ব্বং বিষ্ণুক্ষেত্রপ্রভাবতঃ॥ ৪০॥ দীপং দদাতি যস্তত্র মাসং বা পক্ষমেব বা। একৈকদীপদানেন কোটিদীপফলং লভেৎ॥ ৪১॥ পঞ্চামৃতেন সংস্নাপ্য দেবদেবং চতুর্ভুজম্। একাদশ্যাং নিরাহারঃ পূজয়িত্বাচ্যুতো ভবেৎ॥ ৪২॥ চাতুর্ম্মাস্যং বিধানেন দৈত্যসূদনসন্নিধৌ। নিয়মেন ক্ষিপেদ্যস্তু তস্য তুষ্যতি কেশবঃ॥ ৪৩॥ অন্যক্ষেত্রেষু যৎ কৃত্বা চাতুর্ম্মাস্যানি কোটিশঃ। তৎফলং লভতে সর্ব্বং দৈত্যসূদনদর্শনাৎ॥ ৪৪॥ ব্রহ্মাণ্ডং সকলং দত্ত্বা যৎপুণ্যফলমাপ্নুয়াৎ। তৎপুণ্যং লভতে সর্ব্বং দৈত্যসূদনদর্শনাৎ॥ ৪৫॥ একাদশ্যান্তু যস্তত্র কুরুতে জাগরং নরঃ। গীতনৃত্যৈস্তথা বাদ্যৈঃ প্রেক্ষণীয়ৈস্তথাবিধৈঃ। স যাতি বৈষ্ণবং লোকং যং গত্বা ন নিবর্ত্ততে॥ ৪৬॥ হত্যাযুতানীহ সুসঞ্চি-

দেবগণকে বলিলেন,—দেবগণ! দানবদল হইতে উৎপন্ন ভয় পরিত্যাগ কর। আমি অচিরকাল মধ্যেই দানবদিগকে বিনাশ করিব। জনার্দ্দন এই কথা কহিয়া সেই দেবগণ সহ আগমন করিলেন এবং চক্রাস্ত্রপ্রহারে দানবদিগকে পৃথক্ পৃথক্রূপে নিহত করিলেন। দানবেরা ভয়ার্ত্ত হইয়া সকলেই পলায়নপর হইল এবং প্রভাসক্ষেত্রে আসিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিতে প্রয়াস পাইল। জনার্দ্দন বহুদানবকে পলায়মান দেখিয়া চক্রাঘাতে সমস্ত দানবকেই নিঃশেষরূপে নিহত করিলেন। সর্ব্বদৈত্য নিহত হইলে দেব, ব্রাহ্মণ ও তাপসগণ সহ সমস্ত জগৎ স্বাস্থ্য লাভ করিল, সকলের কল্যাণ হইল। তখন হইতে দেবদেবের দৈত্যসূদন নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিল। হে সুন্দরি! এই আমি তোমার নিকট এই দৈত্যসূদনের অতুল মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ইহা মহাভাগ্য ও মহোদয়জনক। হে বরাননে! দৈত্যসূদন দেবকে দর্শন করিলে নর সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত জড়, অন্ধ, দরিদ্র বা দুঃখিত হয় না, একথা ধ্রুবসত্য। পবিত্র শ্রবণদ্বাদশী, শুভ অষ্টমী, শয়ন ও উত্থান একাদশী—এই সকল দিনে নর যত্নপূর্ব্বক দৈত্যসূদনের সন্নিধানে এক উপবাস করিলে অযুত উপবাসের ফল লাভ করে; সন্দেহ নাই। শ্বপচ চণ্ডাল কিম্বা তির্য্যগ্‌যোনিগত প্রাণীও দৈত্যসূদনের ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে অচ্যুতলোক প্রাপ্ত হয়। ২৮—৩০। কার্ত্তিক বা বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা হইতে এক মাস দৈত্যসূদনের ক্ষেত্র মধ্যে থাকিয়া শ্রদ্ধা সহকারে যে ব্যক্তি উপবাস করে, বিষ্ণুক্ষেত্রের প্রভাবে তাহার এক এক উপবাসেই কোটিকোটিগুণ ফল হইয়া থাকে। যে জন তথায় এক মাস বা এক পক্ষ কাল দীপ দান করে, তাহার এক একটী দীপদানে কোটি কোটিগুণ ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি দেবদেব চতুর্ভুজকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া একাদশী-দিনে উপবাসী থাকিয়া পূজা করে, তাহার অচ্যুত সারূপ্য লাভ হয়। যে জন চাতুর্ম্মাস্যবিধানে দৈত্যসূদনের সমীপে নিয়মাবলম্বন করে, কেশব তাহার প্রতি তুষ্ট হন। অন্য ক্ষেত্রে কোটি কোটি চাতুর্ম্মাস্য করিলে যে ফল হয়,একমাত্র দৈত্যসূদনের দর্শনেই সেই সকল ফল লাভ হইয়া থাকে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দানে যে পুণ্যফল লাভ হয় সেই দৈত্যসূদনের দর্শনে সেই সমস্ত পুণ্যফলই লব্ধ হইয়া থাকে। যে নর একাদশীদিনে দৈত্যসূদনের ক্ষেত্রে নৃত্য গীত ও বাদ্যাদি করিয়া রাত্রিজাগরণ করে, তাহার বৈষ্ণব লোক লাভ হয়; সে লোক

তানি স্তেয়ানি রুক্মস্য ন সন্তি সংখ্যা। নিহন্তি কেনাপি পুরা কৃতানি সর্ব্বাণি ভদ্রা নিশি জাগরেণ॥ ৪৭॥ মার্গা ন তে প্রেতপুরী ন দূতা বনঞ্চ তৎ খেচরখড়্গপত্রম্। স্বপ্নে ন পশ্যন্তি চ তে মনুষ্যা যেষাং গতা জাগরণেন ভদ্রা॥ ৪৮॥ কন্যাসহস্রং বিধিবদ্দদাতি রত্নৈরলঙ্কৃত্য স্বধর্ম্মবুদ্ধ্যা। গবাং সহস্রং কুরুজাঙ্গলে তু তেষাং পরং জাগরণেন বিষ্ণোঃ॥ ৪৯॥ কৃত্বা চৈবোপবাসঞ্চ যোঽশ্নাতি দ্বাদশীদিনে। নৈবেদ্যং তুলসীমিশ্রং হত্যাকোটিবিনাশনম্॥ ৫০॥ ইতি তে কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। দৈত্যসূদনদেবস্য কিমন্যৎ পরিপৃচ্ছসি॥ ৫১॥ পীতবস্ত্রাণি দেবস্য গাং হিরণ্যঞ্চ দাপয়েৎ। স্নাত্বা চক্রবরে তীর্থে মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ॥ ৫২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীদৈত্যসূদনমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮১॥

হইতে তাহাকে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না। ভদ্রা অর্থাৎ দ্বাদশীর রাত্রিজাগরণে অযুত হত্যা, সংখ্যাতীত সুবর্ণস্তেয় এবং অন্যান্য পুরাকৃত অশেষ পাপ নষ্ট করিয়া থাকে। যাহারা দ্বাদশীর রাত্রি জাগরণ করিয়া অতিবাহিত করে, সেই মনুষ্যগণ স্বপ্নেও যমপুরীর পথ, যমপুরী বা যমদূতগণকে দর্শন করে না। যাহারা কুরুজাঙ্গলক্ষেত্রে বিধিপূর্ব্বক ধর্ম্মজ্ঞানে সহস্র অলঙ্কৃত কন্যা ও সহস্র গো দান করে, বিষ্ণুতিথি দ্বাদশীতে জাগরণে তাহাদের তদপেক্ষা অধিক ফল হয়। যে ব্যক্তি একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীদিনে তুলসীমিশ্র নৈবেদ্য ভক্ষণ করে, তাহার কোটি হত্যাজন্য পাপও বিনষ্ট হয়। হে দেবি! এই আমি দৈত্যসূদন দেবের পাপঘ্ন মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, তুমি অন্য আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? নর চক্রবর তীর্থে স্নান করিয়া দৈত্যসূদন দেবের উদ্দেশে পীতবস্ত্র, গো, হিরণ্য দান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। ৩৯—৫২।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮১।

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

দেব্যুবাচ। চক্রতীর্থেতি কিং নাম ত্বয়া প্রোক্তং বৃষধ্বজ। কুত্র তিষ্ঠতি তত্তীর্থং কিম্প্রভাবং বদস্ব মে॥ ১॥ ঈশ্বর উবাচ। পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে হত্বা দৈত্যান্ জনার্দ্দনঃ। চক্রং প্রক্ষালয়ামাস তত্র বৈ রক্তরঞ্জিতম্॥ ২॥ অষ্টকোটিসুতীর্থানি তত্রানীয় স্বয়ং হরিঃ। তীর্থে প্রকল্পয়ামাস শুদ্ধিং কৃত্বা সুদর্শনে। তীর্থস্য চক্রে নামাপি চক্রতীর্থমিতি শ্রুতম্॥ ৩॥ অষ্টাযুতানি তীর্থানামষ্টৌ কোট্যস্তথৈব চ। তত্র সন্তি মহাদেবি চক্রতীর্থে ন সংশয়ঃ॥ ৪॥ যস্তত্র কুরুতে স্নানমেকচিত্তো নরোত্তমঃ। সর্ব্বতীর্থাভিষেকস্য স প্রাপ্নোত্যখিলং ফলম্॥ ৫॥ তীর্থানামষ্টকোটিস্তু নিবসন্তি বরাননে। একাদশ্যাং বিশেষেণ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তথা॥ ৬॥ তত্র স্নাত্বা মহাদেবি যজ্ঞকোটিফলং লভেৎ। তস্যৈব কল্পনামানি শৃণু তে কথয়াম্যহম্॥ ৭॥ কোটিতীর্থং পূর্ব্বকল্পে শ্রীনিধানং দ্বিতীয়কে। তৃতীয়ে শতধারঞ্চ চক্রতীর্থং চতুর্থকে॥ ৮॥ এবং কল্পনামানি হ্যতীতান্যখিলানি বৈ। কথিতান্যেব-

---

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

দেবী কহিলেন,—বৃষধ্বজ! আপনি চক্রতীর্থ নামে কি বলিলেন? কোথায় ঐ তীর্থ? উহার প্রভাব কীদৃশ? তাহা আমার নিকট বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্ব্বে দেবাসুরযুদ্ধে জনার্দ্দন দৈত্যগণকে নিহত করিয়া তাঁহার রক্তরঞ্জিত চক্র যথায় ক্ষালন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং হরি যেখানে অষ্ট কোটি শুভ তীর্থ আনয়ন করিয়া সুদর্শনের শুদ্ধিসাধন করেন, তাহাই চক্রতীর্থ নামে প্রখ্যাত হয়, হরি নিজেই তাহার চক্রতীর্থ নাম নিরূপণ করেন। মহাদেবি! ঐ চক্র তীর্থে অষ্টকোটি অষ্টাযুত তীর্থ বিদ্যমান। যে নরবর একচিত্তে তথায় স্নান করে, তাহার সর্ব্ব তীর্থাবগাহনের সর্ব্ব ফল লাভ হয়। হে বরাননে! একাদশীতে বিশেষতঃ চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে তথায় অষ্টকোটি তীর্থ বাস করে। দেবি! তথায় স্নানে কোটিযজ্ঞের ফল লাভ হয়। এক্ষণে চক্রতীর্থের কল্পোক্ত নাম-ভেদ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১—৭। উহা প্রথমে কোটিতীর্থ, দ্বিতীয়ে শ্রীনিধান, তৃতীয়ে শতধার এবং চতুর্থ কল্পে চক্রতীর্থ নামে প্রখ্যাত। এইরূপে আমি অতীত কল্পনাম সকল

মন্যানি জ্ঞেয়ানি বিবুধৈঃ ক্রমাৎ ॥ ৯ ॥ তত্র যদ্দীয়তে দানং তস্য সংখ্যা ন বিদ্যতে। অর্দ্ধক্রোশ প্রমাণং হি বিষ্ণুক্ষেত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মহত্যা নোপসর্পেৎ সত্যমেতন্ময়োদিতম্। মাসোপবাসী তৎক্ষেত্রে অগ্নিহোত্রী যতব্রতঃ ॥ ১১ ॥ স্বাধ্যায়ী যজ্ঞযাজী চ তপশ্চান্দ্রায়ণাদিকম্। তিলোদকং পিতৃণাঞ্চ শ্রাদ্ধঞ্চ বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১২ ॥ একরাত্রং ত্রিরাত্রং বা কৃচ্ছ্রং সান্তপনং তথা। মাসোপবাসং তচ্চৈব অন্যদ্বা পুণ্যকর্ম্ম তৎ ॥ ১৩ ॥ দৈত্যারিক্ষেত্রমাসাদ্য যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ। অন্যক্ষেত্রাৎ কোটিগুণং পুণ্যং ভূয়ান্ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥ সুদর্শনে বরে তীর্থে গোদানং তত্র দাপয়েৎ। সম্যগ্‌যাত্রাফলপ্রেপ্সুঃ সর্ব্বপাপবিশুদ্ধয়ে ॥ ১৫ ॥ চণ্ডালঃ শ্বপচো বাপি তির্য্যগ্‌যোনিগতস্তথা। তস্মিংস্তীর্থে মৃতঃ সম্যগাচ্যুতং লোকমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬ ॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং চক্রতীর্থসমুদ্ভবম্। মাহাত্ম্যং সর্ব্বপাপঘ্নং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চক্রতীর্থোৎপত্তিবৃত্তান্তমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তস্য পূর্ব্বেণ সংস্থিতাম্। যোগেশ্বরীং মহাদেবীং যোগসিদ্ধিফলপ্রদাম্ ॥ ১ ॥ তদুৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি শৃণু শ্রদ্ধাসমন্বিতা। পুরা দানবশার্দ্দুলো মহিষাখ্যো মহাবলঃ ॥ ২ ॥ বভূব প্রবরো দেবি সর্ব্বদেবভয়ঙ্করঃ। কামরূপী স লোকাংস্ত্রীন্ বশীকৃত্যাভবৎ সুখী ॥ ৩ ॥ কস্মিংশ্চিদথ কালে তু ব্রহ্মণা লোককারিণা। সৃষ্টা মনোহরা কন্যা রূপেণাপ্রতিমা দিবি ॥ ৪ ॥ অতপৎ সা তপো ঘোরং কন্যা রূপবতী সতী। নারদেন ততো দৃষ্টা সা কদাচিদ্বরাননে ॥ ৫ ততঃ স সহসা দেবি বিস্ময়ং পরমং গতঃ। অহো রূপমহো ধৈর্য্যমহো কান্তিরহো বয়ঃ ॥ ৬ ॥ ইত্যেবং চিন্তয়ংস্তত্র নারীং বচনমব্রবীৎ। কুরুষ্বাত্মপ্রদানং মে ন মে দারপরিগ্রহঃ। তবাহং দর্শনাদ্দেবি কামবাণেন পীড়িতঃ ॥ ৭ ॥ সাব্রবীন্ন হি মে কার্য্যং কামধর্ম্মেণ সত্তম। কৌমারং ব্রতমাসাদ্য সাধয়িষ্যে যথেপ্সিতম্ ॥ ৮ ॥ ন চ মন্মুষ্যয়া কার্য্যো হৃস্মিন্নর্থে

কহিলাম। বিবুধগণ ক্রমে উহার অন্যান্য নামও কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ তীর্থে যাহা দান করা হয়, তাহা অসংখ্য ফলের উৎপাদক হইয়া থাকে। ঐ বিষ্ণুক্ষেত্র তীর্থ ক্রোশ ব্যাপিয়া অবস্থিত। আমি সত্যই বলিতেছি, ব্রহ্মহত্যা তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। ঐ বিষ্ণুক্ষেত্রে মাসোপবাস অগ্নিহোত্র, ব্রতনিয়ম, স্বাধ্যায়পাঠ, যজ্ঞযাজন তপস্যা, চান্দ্রায়ণ পিতৃগণোদ্দেশে তিলোদক, দান, বিধিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ, একরাত্র ত্রিরাত্র বা কৃচ্ছ্র সান্তপন, মাসোপবাস, অন্যান্য পুণ্যকর্ম্ম অধিক কি দৈত্য সূদনের ক্ষেত্রে আসিয়া নর যে কোন কর্ম্ম করে তাহার সেই কৃত কর্ম্ম অন্যক্ষেত্র অপেক্ষা কোটিগুণ পুণ্যের উৎপাদক হয়, সংশয় নাই। সম্যক্ যাত্রাফল লিপ্সু ব্যক্তি সুদর্শন তীর্থে সর্ব্ব পাপ শুদ্ধির নিমিত্ত গোদান করিবে। শ্বপচ চণ্ডাল হউক, কিম্বা তির্য্যগযোনি জাত হউক, ঐ তীর্থে মরিলে অবশ্যই অচ্যুতলোক লাভ করে। দেবি! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বকামফলজনক পাপহর চক্রতীর্থের মাহাত্ম্য সংক্ষেপতঃ কীর্ত্তন করিলাম। ৮—১৭।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮২

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অতঃপর পূর্ব্বোক্ত দেবদেবের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত—যোগসিদ্ধি-ফলদায়িনী মহাদেবী যোগেশ্বরীর সন্নিধানে গমন করিবে। ঐ যোগেশ্বরীর উৎপত্তিবার্ত্তা বলিতেছি, তুমি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণ কর। দেবি! পূর্ব্বে মহিষ নামে এক মহাবল শ্রেষ্ঠ দানব ছিল। ঐ দানব সর্ব্বদেবভয়ঙ্কর কামরূপ ও ত্রিলোকজয়ী হইয়া সুখ ভোগ করিতেছিল। একদা লোকবিধাতা ব্রহ্মা এক অপ্রতিমরূপবতী মনোহারিণী কন্যা সৃষ্টি করেন। ঐ কন্যা ঘোর তপস্যা করিতে থাকেন। বরাননে! কোন সময়ে নারদ সেই রূপবতী কন্যাকে দেখিলেন; দেখিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ভাবিলেন—অহো কি রূপ! কি ধৈর্য্য! কি কান্তি! কি শোভন যৌবন! এইরূপ অনেক চিন্তা করিয়া নারদ সেই নারীকে বলিলেন,—দেবি! তুমি আমায় আত্মদান কর; আমি এখনও দারপরিগ্রহ করি নাই। তোমার দর্শনে আমি কামবাণে পীড়িত হইয়াছি। ১—৭। সেই কন্যা কহিল,—হে সাধুবর! আমার কামধর্ম্মে কার্য্য নাই। আমি কৌমারব্রত অবলম্বন করিয়াই আমার ইষ্ট বিষয় সাধন করিব। তুমি এ বিষয়ে

কথঞ্চন। তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা স মুনির্নারদঃ প্রিয়ে। ৯। সমুদ্রান্তেঽগমদ্দিব্যাং পুরীং মহিষপালিতাম্। অর্চ্চিতো হি মুনিস্তেন মহিষেণ মহাত্মনা। ১০। পৃষ্ট্বা হ্যনাময়ং দেবি দত্ত্বা চার্ঘ্যমনুত্তমম্। সেঽব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা কিমাগমনকারণম্। ব্রূহি যত্তে ব্যবসিতং সর্ব্বং কর্ত্তাস্মি নারদ। ১১। অথোবাচ মুনিস্তত্র মহিষং দানবেশ্বরম্। কন্যারত্নং সমুৎপন্নং জম্বুদ্বীপে মহাসুর। ১২। স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে ন দৃষ্টং ন চ মে শ্রুতম্। তাদৃগ্রূপমহং যেন কামবাণ-বশীকৃতঃ। ১৩। স শ্রুত্বা বচনং তস্য কাম-স্তোৎপাদনং পরম্। জগাম যত্র সা সাধ্বী ক্ষেত্রে প্রাভাসিকে স্থিতা। ১৪। তামেব প্রার্থয়ামাস বলেন মহতা বৃতঃ। ভার্য্যা ভব ত্বং মে ভীরু ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্মনোরমান্। এতত্তপো মহাভাগে বিরুদ্ধং যৌবনস্য তে। ১৫। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা জহাস বরবর্ণিনী। তস্যা হসন্ত্যা দেবেশি শতশোঽথ সহস্রশঃ। ১৬। নিশ্বাসাৎ সহসা নার্য্যঃ শস্ত্রহস্তা ভয়ানকাঃ। তাভির্বিধ্বংসিতং সৈন্যং মহিষস্য দুরাত্মনঃ। ১৭। তস্মিন্নিপাত্যমানে তু সৈন্যে দানবসত্তমঃ। ক্রোধং কৃত্বা ততঃ শীঘ্রং তামেবাভিমুখো যযৌ। ১৮। বিধুন্বন্ সহিতে তীক্ষ্ণশৃঙ্গেঽভীক্ষ্ণং ভয়ানকে। তয়া সার্দ্ধং চ সুমহৎ কৃত্বা যুদ্ধং মহাসুরঃ। ১৯। শৃঙ্গাভ্যাং জগৃহে দেবীং সা তস্যোপরি সংস্থিতা। পদ্ভ্যামাক্রম্য শূলেন নিহতো দৈত্যপুঙ্গবঃ। ২০। ছিন্নে শিরসি খড়্গেন তদ্রূপো নিঃসৃতঃ পুমান্। রৌদ্রোঽপি স গতঃ স্বর্গং দৈত্যো দেব্যস্ত্রপাতিতঃ। ২১। ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে মহিষং বীক্ষ্য নির্জ্জিতম্। মহেন্দ্রাদ্যাঃ স্তুতিং চক্রুর্দ্দেব্যাস্তুষ্টেন চেতসা। ২২। দেবা উচুঃ। নমো দেবি মহাভাগে গম্ভীরে ভীমদর্শনে। নয়স্থিতে সুসিদ্ধান্তে ত্রিনেত্রে বিশ্বতোমুখি। ২৩। বিদ্যাবিদ্যে জয়ে জাপ্যে মহিষাসুরমর্দ্দিনি। সর্ব্বগে সর্ব্ববিদ্যেশে দেবি বিশ্বস্বরূপিণি। ২৪। বীতশোকে ধ্রুবে দেবি পদ্মপত্রায়তেক্ষণে। শুদ্ধসত্ত্বে ব্রতস্থে চ চণ্ডরূপে বিভাবরি। ২৫। ঋদ্ধিসিদ্ধিপ্রদে দেবি

কোন দৈন্য বা ক্রোধ করিও না। ঈশ্বর কহিলেন,—প্রিয়ে! নারদ মুনি সেই কন্যার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহিষাসুর-পালিতা সাগর মধ্যগতা দিব্য পুরীতে গমন করিলেন। সেখানে মহাত্মা মহিষ তাঁহাকে অনাময় প্রশ্নপূর্ব্বক উত্তম অর্ঘ্য-দানান্তে প্রাঞ্জলি হইয়া তদীয় আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিল; বলিল,—বলুন আপনার প্রয়োজন কি, আমি সকলই সম্পাদন করিব। অনন্তর নারদ মুনি সেই দানবরাজকে বলিলেন—হে মহাসুর! জম্বুদ্বীপে একটী কন্যারত্ন উৎপন্ন হইয়াছে। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে বা পাতালে, কুত্রাপি আমি সেরূপ দেখি নাই এবং কোথায় আছে বলিয়া শুনিও নাই। সেই রূপদর্শনেই আমি কামবাণের বশীভূত হই-য়াছি। মহিষাসুর নারদের সেই কামোদ্দীপক বাক্য শ্রবণ করিয়া যথায় সেই সাধ্বী তপস্যা করিতে-ছিলেন, সেই প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিল। অন-ন্তর সেই মহাবলান্বিত মহিষ সাধ্বী তাপসীর নিকট প্রার্থনা করিল যে, হে ভীরু! তুমি আমার ভার্য্যা হও; মনোরম ভোগ সকল উপভোগ কর। হে মহাভাগে! এই তপস্যা তোমার যৌবনের বিরোধী। মহিষের বাক্য শুনিয়া সেই বরবর্ণিনী হাস্য করিলেন। হে দেবেশি! তাঁহার হাস্য-কালে নিশ্বাসমারুত হইতে শত শত সহস্র সহস্র ভয়ঙ্করী শস্ত্রপাণি নারী সহসা প্রাদুর্ভূত হইল। সেই সকল নারীর আক্রমণে দুরাত্মা মহিষাসুরের সমস্ত বল বিধ্বস্ত হইয়া গেল। দানবশ্রেষ্ঠ মহিষ তখন নিজের সৈন্যবল নিপাতিত হইল দেখিয়া সক্রোধে সত্বর সেই তাপসীর অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন তীক্ষ্ণশৃঙ্গ অভীক্ষ্ণ কম্পিত করিয়া সেই মহাসুর তপস্বিনীর সহিত ঘোর যুদ্ধ করিল এবং উভয় শৃঙ্গ দ্বারা তাঁহাকে উত্তোলন করিল। কিন্তু সেই দেবী তাহার শৃঙ্গোপরি অনায়াসে অবস্থান করিতে লাগি-লেন। অনন্তর দেবী পাদদ্বয় দ্বারা আক্রমণ করিয়া শূলাঘাতে সেই দৈত্য-পুঙ্গবকে নিহত করিলেন। খড়্গাঘাতে মহিষের মস্তক ছিন্ন হইল। তখন মহিষের অনুরূপ এক পুরুষ তাহার উদর হইতে প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ দৈত্য রুদ্রস্বভাব হইলেও দেবীর অস্ত্রা-ঘাতে পাতিত হইয়া স্বর্গলাভ করিল, তখন মহিষকে নির্জ্জিত দেখিয়া মহেন্দ্রাদি দেবগণ তুষ্ট-চিত্তে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। ৮—২২। দেবগণ কহিলেন,—হে দেবি, মহাভাগে! তুমি গম্ভীর ভীমদর্শনা, নীতিস্থিতা, সুসিদ্ধান্তা, ত্রিনেত্রা, বিশ্বতোমুখী, বিদ্যাবিদ্যা, জয়া, জাপ্যা, মহিষাসুর-মর্দ্দিনী, সর্ব্বগা ও সর্ব্ববিদ্যেশা। হে দেবি! হে বিশ্বস্বরূপিণি! তুমি বীতশোকা, ধ্রুবা, পদ্ম-পত্রায়তনয়না, শুদ্ধসত্ত্বা ব্রতস্থা, চণ্ডরূপা, বিভাবরী,

কালনৃত্যে ধৃতিপ্রিয়ে। শাঙ্করি ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মি সর্ব্বদেবনমস্কৃতে ॥ ২৬ ॥ ঘণ্টাহস্তে শূলহস্তে মহামহিসমর্দ্দিনি। উগ্ররূপে বিরূপাক্ষি মহামায়েঽমৃতে শিবে ॥ ২৭॥ সর্ব্বগে সর্ব্বদে দেবি সর্ব্বসত্ত্বময়োদ্ভবে। বিদ্যাপুরাণশলানাং জননি ভূতধারিণি ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বদেবরহস্যানাং সর্ব্বসত্ত্ববতাং শুভে। ত্বমেব শরণং দেবি বিদ্যাবিদ্যে শ্রিয়েঽশ্রিয়ে ॥ ২৯ ॥ এবং স্তুতা সুরৈর্দ্দেবি প্রণম্য ঋষিভিস্তথা। উবাচ হসন্তী বাক্যং বৃণুধ্বং বরমুত্তমম্ ॥ ৩০ ॥ দেবা উচুঃ। স্তবেনানেন যে দেবি স্তবন্ত্যত্র নরোত্তমাঃ। তে সন্তু কামৈঃ সম্পূর্ণা বহুবর্ষা নিরন্তরম্ ॥ ৩১ ॥ অস্মিন্ ক্ষেত্রে ত্বয়া বাসো নিত্যং কার্য্যঃ শুচিস্মিতে ॥ ৩২ ॥ এবমস্ত্বিতি সা দেবী দেবানুক্ত্বা বরাননে। বিসৃজ্য ঋষিসজ্ঘাংশ্চ তত্রৈব নিরতাভবৎ ॥ ৩৩ ॥ অশ্বযুক্শুক্লপক্ষস্য নবম্যাং যো বরাননে। উপবাসপরো ভূত্বা তাং প্রপশ্যতি ভক্তিতঃ। তস্য পাপং ক্ষয়ং যাতি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥ ৩৪ ॥ য এতৎ পঠতি স্তোত্রং প্রাতরুত্থায় মানবঃ। ন ভীঃ সম্পদ্যতে তস্য যাবজ্জীবং নরস্য বৈ ॥ ৩৫ ॥ আশ্বযুক্শুক্লপক্ষে যা অষ্টমী মূলসংযুতা। সা মহানামিকা প্রাণা যেষাং তস্যাং গতাঃ শুভে ॥ ৩৬ ॥ তেষাং স্বর্গে ধ্রুবং বাসো বীরাস্তেঽপ্সরসাং প্রিয়াঃ ॥ ৩৭ ॥ মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু কল্পাদিষু সুরেশ্বরি। এষ এব ক্রমঃ প্রোক্তো বিশেষং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ৩৮ ॥ আশ্বযুক্শুক্লপক্ষে যা পঞ্চমী পাপনাশিনী। তস্যাং সম্পূজয়েদ্রাত্রৌ খড়্গমন্ত্রৈর্ব্বিভূষিতম্ ॥ ৩৯ ॥ মণ্ডপং কারয়েত্তত্র নবসপ্তকরং তথা। প্রাগুদক্প্রবণে দেশে পতাকাভিরলঙ্কৃতম্। যোগেশ্বর্য্যাঃ সন্নিধানে বিধিনা কারয়েদ্দ্বিজঃ ॥ ৪০ ॥ আগ্নেয্যাং কারয়েৎ কুণ্ডং হস্তমাত্রং সুশোভনম্। মেখলাত্রয়সংযুক্তং যোন্যাশ্বত্থদলাভয়া ॥ ৪১ ॥ শাস্ত্রোক্তং মন্ত্রসংযুক্তং হোতব্যং পায়সং ততঃ। ততঃ খড়্গং তু সংস্নাপ্য পঞ্চামৃতরসেন বৈ। পূজয়েদ্বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্ম্মন্ত্রপূর্ব্বং দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ ৪২ ॥ অসির্ব্বিশসনঃ খড়্গঃ প্রাণিভৃতো দুরাসদঃ। অগম্যো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মাধারস্তথৈব চ। ইত্যষ্টৌ তব নামানি স্বয়মুক্তানি বেধসা ॥ ৪৩ ॥ নক্ষত্রং কৃত্তিকা তুভ্যং গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ। হিরণ্যঞ্চ শরীরং তে ধাতা দেবো জনা-

ঋদ্ধি-সিদ্ধি প্রদা, কালনৃত্যা, ও ধৃতিপ্রিয়া। হে শঙ্করি! তুমি ব্রহ্মাণী, ব্রাহ্মী, সর্ব্ব-সুরবন্দিত-ঘণ্টাহস্তা, শূলহস্তা, মহামহিষমর্দ্দিনী, উগ্ররূপা বিরূপাক্ষী, মহামায়া, অমৃতা, শিবা, সর্ব্বগা, সর্ব্বদা এবং সর্ব্বসত্ত্বময়োদ্ভবা। হে জননি! হে বিদ্যা বিদ্যে! তুমি ভূতধারিণী, সমস্ত বেদরহস্য ও সমস্ত সত্ত্বশালীদিগের তুমিই একমাত্র আশ্রয়। দেব ও ঋষিগণ এইরূপে দেবীকে স্তব ও প্রণাম করিলে তিনি হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—তোমরা উত্তম বর প্রার্থনা কর। দেবগণ কহিলেন,—হে দেবি! এই স্তব দ্বারা যে সকল নরশ্রেষ্ঠ অপনাকে এখানে স্তব করিবে, তাহারা বহুবর্ষ পর্য্যন্ত নিয়ত সর্ব্ব কামপূর্ণ হইয়া থাকিবে। আর, হে শুচিস্মিতে! এই ক্ষেত্রে নিত্য তুমি বাস করিবে। ইহাই আমাদের প্রার্থনা। হে বরাননে! সেই দেবী দেবগণের প্রার্থনায় 'এবমস্তু' বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং ঋষিগণকে বিদায় দিয়া সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি আশ্বিনের শুক্ল নবমীদিনে উপবাসী থাকিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় তাহার পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। যে মানব প্রভাতে উঠিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, আজীবন তাহার আর কোনই ভয় থাকে না। আশ্বিনের মূলানক্ষত্রান্বিত শুক্লাষ্টমী মহানীলিকা নামে অভিহিত। ঐ দিন যাহাদের প্রাণ অপগত হয়, তাহাদের স্বর্গবাস নিশ্চিতই; সেই সকল বীর স্বর্গে অপ্সরাদিগের প্রিয় হইয়া থাকে। হে সুরেশ্বরি! সমস্ত মন্বন্তরে ও সর্ব্ব-কল্পে এইরূপ ক্রমই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে বিশেষ শ্রবণ কর। আশ্বিনের শুক্লপক্ষীয় পাপহারিণী পঞ্চমীর রাত্রিতে পূজা করিবে, খড়্গমন্ত্র দ্বারা ভূষিত নব বা সপ্তহস্তমিত মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। ঐ মণ্ডপের উদকপ্রবণ দেশ পতাকারাজি দ্বারা অলঙ্কৃত হইবে। ব্রাহ্মণ যোগেশ্বরীর সন্নিধানে বিধিপূর্ব্বক এইরূপে মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া পরে অগ্নিকোণে এক হস্তমাত্র সুন্দর কুণ্ড প্রস্তুত করিবে। ঐ কুণ্ড ত্রি-মেখলা ও অশ্বত্থদলাভ যোনি দ্বারা অন্বিত হইবে। ২৩—৪১। অনন্তর মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পায়স হোম করিবে। পরে পঞ্চামৃতরসে খড়্গ স্নান করাইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ বিবিধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর বলিবে—হে দেব! অসি বিশসন, খড়্গ, প্রাণিভৃত, দুরাসদ, অগম্য, বিজয়, ও ধর্ম্মাধার এই তোমার অষ্ট নাম স্বয়ং বিধাতা বলিয়াছেন। তোমার নক্ষত্র—কৃত্তিকা, গুরু—মহেশ্বর দেব,

র্দনঃ। পিতা পিতামহো দেব স্বেন পালয় সর্ব্বদা ॥ ৪৪ ॥ এবং সম্পূজ্য বিধিনা তং খড়্গং ব্রাহ্মণোত্তমৈঃ। ভ্রাময়েন্নগরে রাত্রৌ নান্দীঘোষপুরঃসরম্ ॥ ৪৫ ॥ সর্ব্বসৈন্যেন সংযুক্তস্তত্র ব্রাহ্মণপুঙ্গবৈঃ। এবং কৃত্বা বিধানং তু পুনর্যোগেশ্বরীং নয়েৎ। উচ্চার্য্য মন্ত্রমেবং বৈ খড়্গং তস্যৈ সমর্পয়েৎ ॥ ৪৬ ॥ অঞ্জনেন সমালেখ্য চন্দনেন বিলেপিতম্। বিল্বপত্রকৃতাং মালাং তস্যৈ দেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ দুর্গে দুর্গার্ত্তিহে দেবি সর্ব্বদুর্গতিনাশিনি। ত্রাহি মাং সর্ব্বদুর্গেষু দুর্গেঽহং শরণং গতঃ ॥ ৪৮ ॥ দত্ত্বৈবমর্ঘ্যং দেবেশি তত্র খড়্গঞ্চ জাগৃয়াৎ। নিত্যং সম্পূজ্য বিধিনা অষ্টম্যাং যাবদেব হি ॥ ৪৯ ॥ তদ্রাত্রৌ জাগরং কৃত্বা প্রভাতে হ্যরুণোদয়ে। পাতয়েন্মহিষান্মেষানগ্রতো গতকন্ধরান্ ॥ ৫০ ॥ শতমর্দ্ধশতং বাপি তদর্দ্ধার্দ্ধং যথেচ্ছয়া। সুরাসবভৃতৈঃ কুম্ভৈস্তর্পয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ৫১ ॥ কাপালিকেভ্যস্তদ্দেয়ং দাসীদাসজনে তথা। ততোঽপরাহ্নসময়ে নবম্যাং স্যন্দনে স্থিতাম্ ॥ ৫২ ॥ যোগেশীং ভ্রাময়েদ্রাষ্ট্রে স্বয়ং রাজা স্বসৈন্যবান্। নদদ্ভিঃ শঙ্খপটহৈঃ পঠদ্ভির্ব্বটুচারণৈঃ ॥ ৫৩ ॥ ভূতেভ্যশ্চ বলিং দদ্যান্মন্ত্রেণানেন ভামিনি। সরক্তং সজলং সান্নং গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্যুতম্ ॥ ৫৪ ॥ ত্রীন্ বারাংস্তু ত্রিশূলেন দিগ্বিদিক্ষু ক্ষিপেদ্বলিম্। বলিং গৃহ্নন্ত্বিমে দেবা আদিত্যা বসবস্তথা ॥ ৫৫ ॥ মরুতোঽথাশ্বিনৌ রুদ্রাঃ সুপর্ণাঃ পন্নগা গ্রহাঃ। সৌম্যা ভবন্তু তৃপ্তাশ্চ ভূতাঃ প্রেতাঃ সুখাবহাঃ ॥ ৫৬ ॥ য এবং কুর্ব্বতে যাত্রাং ব্রাহ্মণাঃ ক্ষেত্রবাসিনঃ। ন তেষাং শত্রবো নাগ্নির্ন চৌরা ন বিনায়কাঃ। বিঘ্নং কুর্ব্বন্তি দেবেশি যোগেশ্বর্য্যাঃ প্রসাদতঃ ॥ ৫৭ ॥ সুখিনো ভোগভোক্তারঃ সর্ব্বাতঙ্কবিবর্জ্জিতাঃ। ভবন্তি পুরুষা ভক্তা যোগেশ্বর্য্যা-নিরন্তরম্ ॥ ৫৮ ॥ ইত্যেষ তে সমাখ্যাতো যোগেশ্বর্য্যা মহোৎসবঃ। পঠতাং শৃণ্বতাং চৈব সর্ব্বাশুভবিনাশনঃ ॥ ৫৯ ॥ শূলাগ্রভিন্নমহিষাসুরপৃষ্ঠপীঠামুৎখাতখড়্গরুচিরাঙ্গদবাহুদণ্ডাম্। অভ্যর্চ্চ্য পঞ্চবদনানুগতাং নবম্যাং দুর্গাং সুদুর্গগহনানি তরন্তি মর্ত্ত্যাঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে যোগেশ্বরীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

শরীর—হিরণ্য, নির্ম্মাণকর্ত্তা দেব জনার্দ্দন এবং পিতা—ব্রহ্মা, তুমি সর্ব্বদা স্বদেহ দ্বারা রক্ষা কর। এইরূপ খড়্গমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ রাত্রিতে নান্দীঘোষপুরঃসর উক্ত খড়্গ নগরে ভ্রমণ করাইবেন। বিপ্রবরগণ সর্ব্বসৈন্য সমভিব্যাহারে এইরূপ কার্য্য করিয়া পরে ঐ খড়্গ যোগেশ্বরীর নিকট লইয়া যাইবেন এবং মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অঞ্জন দ্বারা সমালেপন ও চন্দন দ্বারা বিলেপিত করিয়া উহা তাঁহাকে অর্পণ করিবেন। তদনন্তর বিল্বপত্রকৃত মালা সেই দেবীকে নিবেদন করিয়া দিবেন। হে দেবেশি! পরে 'দুর্গে দুর্গার্ত্তিহে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্য এবং খড়্গ দানান্তে রাত্রি জাগরণ করিবে। এইরূপে অষ্টমী তিথি যাবৎ নিত্য নিত্য যথাবিধি পূজা করিয়া অষ্টমীর রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক প্রভাতে অরুণোদয় বেলায় মহিষ ও মেষ সকল বলি প্রদানান্তে তাহাদের মস্তকসমূহ দেবীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর সুরাসবপূর্ণ কুম্ভসমূহ দ্বারা পরমেশ্বরীকে শত অর্দ্ধশত তদর্দ্ধ অথবা যথেচ্ছ সংখ্যক বার তর্পণ করিবে; তর্পণান্তে ঐ সুরাসব কাপালিক দাস-দাসীদিগকে অর্পণ করিবে। অনন্তর নবমীর দিন অপরাহ্ণে রাজা নিজে সৈন্যপরিবৃত হইয়া যোগেশী দেবীকে স্যন্দনে আরোপণপূর্ব্বক রাজ্য মধ্যে ভ্রমণ করাইবেন। ঐ সময় শঙ্খ ও পটহধ্বনি হইতে থাকিবে, এবং বটু ও চারণচয় স্তুতিপাঠ করিবে। তারপর 'বলিং গৃহ্নন্ত্বিমে দেবা' ইত্যাদি মন্ত্রে ভূতগণকে রক্ত, জল, অন্ন, গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতযুক্ত বলি প্রদানপূর্ব্বক ত্রিশূল দ্বারা বারত্রয় দিগ্বিদিগন্তে ঐ বলিদ্রব্য নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে যে সকল ক্ষেত্রবাসী ব্রাহ্মণ যোগেশ্বরীর উৎসব কার্য্য সমাধা করে, শত্রু, অগ্নি, চৌর বা বিনায়কগণ তাহাদের বিঘ্নাচরণ করিতে পারে না; যোগেশ্বরীর প্রসাদেই তাহারা নির্ব্বিঘ্ন হয়। যোগেশ্বরীর ভক্তগণ নিয়ত সুখী, ভোগী ও সর্ব্বোপদ্রবহীন হইয়া থাকে। এই আমি তোমার নিকট যোগেশ্বরীর মহোৎসব বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলাম। ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে সর্ব্ব অশুভ বিনষ্ট হয়। যিনি শূলাগ্র দ্বারা মহিষাসুরের পৃষ্ঠপীঠ নির্ভিন্ন করিয়াছেন, উদ্যত খড়্গ ও সুন্দর অঙ্গদ দ্বারা যাহার বাহুদণ্ড বিমণ্ডিত হইয়াছে, সেই পঞ্চবদনানুগামিনী দুর্গাদেবীকে যে

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি আদিনারায়ণং হরিম্। তস্মাচ্চ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে সর্ব্বপাতকনাশনম্॥ ১॥ পাদুকাসনসংযুক্তং সর্ব্বদৈত্যান্তকারিণম্। আদৌ কৃতযুগে দেবি দৈত্যোঽভূন্মেঘবাহনঃ। ২॥ মহাবলো মহাকায়ো যোজনাযুতবিস্তরঃ। অজেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ত্রৈলোক্যক্ষয়কারকঃ। ব্রহ্মণা তস্য তুষ্টেন বরো দত্তো বরাননে॥ ৩॥ যদা পাদুকয়া বিষ্ণুস্ত্বাং হনিষ্যতি সংযুগে। তদৈব মৃত্যুর্ভবিতা নান্যথা মরণং তব॥ ৪॥ ইতি লব্ধবরো দৈত্যঃ সন্তাপয়তি ভূতলম্। যুগানাং কোটিমেকাং তু সদেবাসুরমানুষম্॥ ৫॥ সন্তপ্য বহুধা দেবি দক্ষিণোদধিমাগতঃ। তত্র বিধ্বংসয়ামাস ঋষীণামাশ্রমাণি বৈ॥ ৬॥ ততস্ত ঋষয়ঃ সর্ব্বে বিধ্বস্তাশ্রমমণ্ডলাঃ। শরণং চৈব সম্প্রাপ্তা দেবদেবং তু কেশবম্। অজেয়ং তং তু সংজ্ঞাত্বা তুষ্টুবুর্গরুড়ধ্বজম্॥ ৭॥ ঋষয় উচুঃ। নমঃ পরমকল্যাণ-কল্যাণায়াত্মযোগিনে। জনার্দ্দনায় দেবায় শ্রীধরায় চ বেধসে॥ ৮॥ নমঃ কমলকিঞ্জল্কসুবর্ণমুকুটায় চ। কেশবায়াতিসূক্ষ্মায় বৃহন্মূর্ত্তে নমোনমঃ॥ ৯॥ মহাত্মনে বরেণ্যায় নমঃ পঙ্কজনাভয়ে। নমোঽস্তু মায়াহরয়ে হরয়ে হরিবেধসে॥ ১০॥ হিরণ্যগর্ভগর্ভায় জগতঃ কারণাত্মনে। অচ্যুতায় নমো নিত্যমনন্তায় নমো নমঃ॥ ১১॥ নমো মায়াপটচ্ছন্নজগদ্ধাম্নে মহাত্মনে। সংসারসাগরোত্তারজ্ঞানপোতপ্রদায়িনে। অকুণ্ঠমতয়ে ধাত্রে সর্গস্থিত্যন্তকর্ম্মণে॥ ১২॥ যথাহি বাসুদেবেতি প্রোক্তে নশ্যতি পাতকম্। তথা বিলয়মভ্যেতু দৈত্যোঽয়ং মেঘবাহনঃ॥ ১৩॥ যথা বিষ্ণুঃ স্বভক্তেষু পাপমাপ্নোতি সংস্থিতম্। তথা বিনাশমায়াতু দৈত্যোঽয়ং পাপকর্ম্মকৃৎ॥ ১৪॥ স্মৃতমাত্রো যথা বিষ্ণুঃ সর্ব্বপাপং ব্যপোহতি। তথা প্রণাশমভ্যেতু দৈত্যোঽয়ং মেঘবাহনঃ॥ ১৫॥ ভবন্তু ভদ্রাণি সমস্তদোষাঃ প্রয়ান্তু নাশং জগতোঽখিলস্য।

সকল মানব নবমীদিনে অর্চ্চনা করে, তাহারা সুদুর্গম গহনরাশি উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। ৪২—৬০।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৩।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর আদিনারায়ণ হরির সন্নিধানে গমন করিবে। ঐ হরি যোগেশ্বরীর পূর্ব্বদিকে সকল পাতকহররূপে বিরাজমান। উনি পাদুকা ও আসনযুক্ত এবং নিখিল দৈত্যের অন্তকারী। দেবি! কৃতযুগের প্রথমে মেঘবাহন নামে এক দৈত্য ছিল। ঐ দৈত্য মহাবীর, মহাকায়, যোজনাযুত বিস্তৃত দেহ, সর্ব্বদেবের অজেয় ও ত্রিলোকবাসীর অনিষ্টকর। হে বরাননে! ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া একদা তাহাকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন যে, যখন বিষ্ণু সমরে তোমাকে পাদুকা দ্বারা আহত করিবেন, তখনই তোমার মৃত্যু হইবে, অন্যথা তোমার মৃত্যু নাই। সেই দৈত্য এইরূপ লব্ধবর হইয়া নির্ভয়ে ভূতলে উপদ্রব করিতে লাগিল। দেবি! কোটিযুগ যাবৎ দেব ও মনুষ্যদিগের উপর তাহার নানাপ্রকার উপদ্রব অত্যাচার চলিল; অবশেষে সে দক্ষিণোদধির তীরে আগমন করিল। এখানে আসিয়া ঐ দৈত্য ঋষিগণের আশ্রমসমূহ ধ্বস্তবিধ্বস্ত করিল। অনন্তর ঋষিগণ সকলেই নষ্টাশ্রম হইয়া দেবদেব কেশবের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা দৈত্যের কুত্রাপি পরাজয় সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া একান্তে গরুড়ধ্বজেরই স্তব করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—যিনি পরম কল্যাণের কল্যাণ, আত্মযোগী, জনার্দ্দন, শ্রীধর, বিধাতৃদেব, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি কমলকিঞ্জল্কের ন্যায় সুবর্ণ মুকুট ধারণ করেন, যাঁহার নাম কেশব, যিনি অতীবসূক্ষ্ম অথচ বিরাটমূর্ত্তি, তাঁহাকে আমাদের বারবার নমস্কার। যিনি মহাত্মা, বরেণ্য পঙ্কজনাভ, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি মায়াহরি, হরি, হরিবেধা, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি হিরণ্যগর্ভের গর্ভ, জগতের কারণাত্মা অচ্যুত, নিত্য সিদ্ধ, অনন্ত তাঁহাকে আমাদের বারম্বার নমস্কার। ১—১১। এই জগদ্‌গৃহ যদীয় মায়াপটে আছন্ন, যিনি মহাত্মা, সংসারসাগরপারের জ্ঞানপোত প্রদাতা, অকুণ্ঠমতি, ধাতা, ও সৃষ্টি-স্থিতিলয়কর্ত্তা তাঁহাকে আমরা ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি। বাসুদেব এই নাম গ্রহণেই যেমন পাতক নাশ হয়, তেমনি এই মেঘবাহন দৈত্য বিনষ্ট হউক, বিষ্ণু যেমন স্বীয় ভক্তবৃন্দের পাপনাশ করেন, তেমনি এই পাপকর্ম্মকারী দৈত্যও তাঁহার হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হউক। স্মরণমাত্রেই বিষ্ণু যেমন সর্ব্বপাপ হরণ করেন, এই মেঘাবহন দৈত্য তেমনি ভাবে বিনষ্ট হউক;

অভেদ্যভক্ত্যা পরমেশ্বরেশে স্তুতে জগদ্ধাতরি বাসুদেবে ॥ ১৬ ॥ যে ভূতলে যে দিবি যেহন্তরিক্ষে রসাতলে প্রাণিগণাশ্চ কেচিৎ। ভবন্তু তে সিদ্ধিযুতা নরোত্তমাঃ স্তুতে জগদ্ধাতরি বাসুদেবে ॥ ১৭ ॥ যে প্রাণিনঃ কুত্রচিদত্র সন্তি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে পরতশ্চ কেচিৎ। তেষাং তু সিদ্ধিঃ পরমাস্ত্বনিন্দ্যা স্তুতে জগদ্ধাতরি বাসুদেবে ॥ ১৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ইতি স্তুতস্তদা দেবি আদিনারায়ণো হরিঃ। জ্ঞাত্বা স ভাবি কার্য্যং তৎ সমারুহ্য চ পাদুকাম্ ॥ ১৯ ॥ বভূব তেষাং প্রত্যক্ষ ঋষীণাং পাপনাশনঃ। উবাচ প্রণতান্ সর্ব্বান্ কিং বা কার্য্যং হৃদি স্থিতম্ ॥ ২০ ॥ কথ্যতাং তৎকরিষ্যামি যুষ্মৎস্তোত্রেণ তর্পিতঃ ॥ ২১ ॥ ইত্যুক্তা ঋষয়ঃ সর্ব্বে কৃতাঞ্জলিপুটাঃ স্থিতাঃ। আদিদেবং হরিং প্রোচুঃ সর্ব্বে নতশিরোধরাঃ ॥২২॥ ঋষয় উচুঃ। জানাসি সর্ব্বং ত্বং দেব ন চান্যবিদিতং তব। ইমং দৈত্যং মহাদেব সংহরস্ব মহাবলম্। যথেদং সকলং বিশ্বং নিরাতঙ্কং ভবেৎ প্রভো ॥ ২৩ ॥ ইত্যুক্তৈস্তৈস্তদা বিষ্ণুর্দৈত্যমাহূয় সংযুগে। তাড়য়ামাস তং দৈত্যং হৃদি পাদুকয়া শুভে ॥ ২৪ ॥ স হতঃ পতিতো দৈত্যো বিগতাসুর্মহোদধৌ। হত্বা দৈত্যবরং দেবস্তত্র স্থানে স্থিতোহভবৎ। পাদুকাসনসংস্থশ্চ তত্রাদ্যাপি বরাননে ॥ ২৫ ॥ যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা একাদশ্যাং নরোত্তমঃ। সোহশ্বমেধফলং প্রাপ্য মোদতে দিবি দেববৎ ॥ ২৫ ॥ গোলক্ষং ব্রাহ্মণে দত্ত্বা যৎফলং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ। তদাদিদেবে গোবিন্দে দৃষ্টে ভক্ত্যা ফলং লভেৎ ॥ ২৭ ॥ কলৌ কৃতযুগং তেষাং ক্লেশস্তেষাং সুখাধিকঃ। আদিনারায়ণো দেবো যেষাং হৃদয়সংস্থিতঃ ॥ ২৮ ॥ একাদশ্যাং রবিদিনে স্নাত্বা সন্নিহিতাজলে। আদিনারায়ণং পূজ্য মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ২৯ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং বিষ্ণুদৈবতম্। শ্রুতং পাপহরং নৃণাং দারিদ্র্যৌঘবিনাশনম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে আদিনারায়ণমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৪

নিখিল জগতের মঙ্গল হউক, নিখিল দোষ নষ্ট হউক, বাসুদেব জগতের ধাতা, পরমেশ্বর; তাঁহার স্মরণে ভূতল নভস্তল ও রসাতলবাসী প্রাণিগণ সকলেই সিদ্ধিসম্পন্ন হউক। জগদ্বিধাতা বাসুদেবের স্তব করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে যে কোন স্থানে যত প্রাণী আছে, তাহাদের সকলেরই অনবদ্য পরম সিদ্ধি লাভ হউক। ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! তৎকালে ঐরূপ স্তব করিলে আদিনারায়ণ হরি ভাবী কার্য্য অবগত হইয়া পাদুকা পরিধানপূর্ব্বক সেই সকল স্তাবক ঋষিমণ্ডলীর সাক্ষাতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। এবং প্রণত ঋষিগণকে বলিলেন,—তোমাদের মনোমত কার্য্য কি? তাহা প্রকাশ কর; তোমাদের স্তবতুষ্ট আমি, অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব। বাসুদেব এই কথা কহিলে ঋষিগণ কৃতাঞ্জলিপুটে নতকন্ধরে কহিলেন—দেব! আপনি সকলি জানেন; আপনার অবিদিত কিছুই নাই। হে মহাদেব! এই মহাবল দৈত্যকে আপনি সংহার করুন। প্রভো! এ জগৎ নিরাতঙ্ক হউক। তাঁহারা এই কথা কহিলে, বিষ্ণু সমরে দৈত্যকে আহ্বানপূর্ব্বক পাদুকা দ্বারা তাহার হৃদয়ে আঘাত করিলেন। হে শুভে! তখন সেই দৈত্য গতাসু হইয়া মহাব্ধিমধ্যে পতিত হইল। দেব জনার্দ্দন দৈত্যহত্যা করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে বরাননে! অদ্যাপি তিনি সেই পাদুকাসনে অবস্থিত আছেন! যে নরবর একাদশী দিনে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে অর্চ্চনা করে, তাহার অশ্বমেধফল হয়, সে দেবতার ন্যায় স্বর্গে বিহার করে। লক্ষ গোদানে লোক যে ফল প্রাপ্ত হয়, একমাত্র আদিদেব গোবিন্দকে ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করিলে সেই ফল হইয়া থাকে। অনাদি নারায়ণ দেব যাহাদের হৃদয়ে বিরাজমান, কলিকালও তাহাদের কৃতযুগ এবং ক্লেশও তাহাদের সুখাধিক। নর রবিবার একাদশীদিনে সন্নিহিতাজলে স্নানপূর্ব্বক আদি নারায়ণদেবকে পূজা করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। দেবি! এই আমি তোমার নিকট বিষ্ণুদৈবত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণে নরগণের পাপ তাপ ও দারিদ্র্য নাশ হয়।১২—৩০।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত : ৮৪।

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ। তত্র সন্নিহিতা প্রোক্তা যা ত্বয়া বৃষভধ্বজ। কথং দেব সমায়াতা কুরুক্ষেত্রান্মহানদী। কিম্প্রভাবা তু সা প্রোক্তা ফলং স্নানাদিকেন কিম্॥ ১॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যত্র সন্নিহিতা শুভা। পাপঘ্নী সর্ব্বজন্তূনাং দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি॥ ২॥ আদিনারায়ণাদ্দেবি পশ্চিমে ধনুষাং ত্রয়ে। সংস্থিতা সা মহাদেবী সরিদ্রূপা মহানদী॥ ৩॥ কথয়ামি সমাসেন তদুৎপত্তিং শৃণু প্রিয়ে। জরাসন্ধভয়াদ্দেবি বিষ্ণুঃ পরিজনৈঃ সহ॥৪॥ গৃহীত্বা যাদবান্ সর্ব্বান্ বালবৃদ্ধবণিগ্জনান্। স শূন্যাং মথুরাং কৃত্বা প্রভাসং সমুপাগতঃ॥ ৫॥ সমুদ্রং প্রার্থয়ামাস স্থানং সংবাসহেতবে। এতস্মিন্নেবকালে তু দেব দেবো দিবাকরঃ॥ ৬॥ সংগ্রস্তো রাহুণা দেবি পর্ব্বকালে হ্যুপস্থিতে। তং দৃষ্ট্বা যাদবাঃ সর্ব্বে বিষাদং পরমং গতাঃ॥ ৭॥ অপ্রাপ্তাঃ সন্নিহিত্যায়াং তানুবাচ জনার্দ্দনঃ। মা বিষাদং যদুশ্রেষ্ঠা ব্রজধ্বং ময়ি সংস্থিতে॥ ৮॥ দৃশ্যতাং মৎপ্রভাবোঽদ্য ধর্ম্মার্থমিহ ভূতলে। আনয়িষ্যাম্যহং সম্যক্পুণ্যং সান্নিহিতং সরঃ॥ ৯॥ এবমুক্ত্বা স ভগবান্ সমাধিস্থো বভুব হ। এবং সন্ধ্যায়তস্তস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ॥১০॥ প্রাদুর্ভূতা ততস্তস্য বারিধারাগ্রতঃ শুভা। বিভেদ্য ধরণীপৃষ্ঠং স্নানার্থং চাসুরদ্বিষঃ॥ ১১॥ ততস্তে যাদবাঃ সর্ব্বে রামসাম্বপুরোগমাঃ। চক্রুঃ স্নানং মহাদেবি রাহুগ্রস্তে দিবাকরে॥ ১২॥ প্রাপ্তপুণ্যা বভুবুস্তে সন্নিহিত্যাসমুদ্ভবম্। কুরুক্ষেত্রস্য যাত্রায়াঃ প্রাপ্য সম্যক্ ফলং হি তে॥ ১৩॥ এবং তৎসমনুপ্রাপ্তং পুণ্যং সান্নিহিতং সরঃ। তত্র স্নাত্বা মহাদেবিরাহুগ্রস্তে দিবাকরে। অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোত্যশেষতঃ॥ ১৪॥ দ্বিযস্তত্র ভোজয়েদ্বিপ্রং ষড়্রসং বিধিপূর্ব্বকম্। একেন ভোজিতেনৈব কোটির্ভবতি ভোজিতা॥ ১৫॥ যস্তত্র কারয়েদ্ধোমং সন্নিহিত্যাসমীপতঃ। ঐকৈকাহুতিদানেন কোটিহোমফলং লভেৎ॥ ১৬॥ মন্ত্রজাপ্যং তু কুরুতে তত্র স্থানে স্থিতো যদি। একৈকমন্ত্রজাপ্যেন কোটিজাপ্যফলং লভেৎ॥ ১৭॥ সুবর্ণদানং দাতব্যং

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

দেবী কহিলেন,—বৃষধ্বজ! আপনি যে তথায় সন্নিহিতার কথা কহিলেন,—ঐ মহানদী কুরুক্ষেত্র হইতে কিরূপে আসিল? উহার প্রভাব কিরূপ? এবং উহাতে স্নানদানাদি করিলেই বা কিরূপ ফল ফলে? ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি। শ্রবণ কর, শুভদায়িনী সন্নিহিতা নদী দর্শনে-স্পর্শনে সর্ব্বজীবের পাপঘ্নী সন্নিহিতা নদী যথায় প্রবাহিত, তাহা বলিতেছি! আদি নারায়ণের পশ্চিমে তিন ধনু দূরে ঐ সরিদ্রূপিণী মহাদেবী মহানদী অবস্থান করিতেছেন। প্রিয়ে! শ্রবণ কর, এক্ষণে সংক্ষেপে উহার উৎপত্তিবার্ত্তা বলিতেছি। হে দেবি! পূর্ব্বে বিষ্ণু জরাসন্ধের ভয়ে স্বীয় পরিজন সহ যদুবংশীয় বালক বৃদ্ধ ও বণিগদিগকে লইয়া মথুরাপুরী জনশূন্য করিয়া প্রথমে প্রভাসে আসিয়া উপস্থিত হন এবং বাসের নিমিত্ত সমুদ্রের নিকট স্থান প্রার্থনা করেন। ইত্যবসরে পর্ব্বকাল উপস্থিত হইল। দেবদেব দিবাকর রাহুগ্রস্ত হইলেন। তদ্দর্শনে যাদবগণ সকলেই অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। এমন দিনে সন্নিহিতা নদী যাইতেছেন না বলিয়াই তাঁহাদের বিষাদ হইল। জনার্দ্দন তাঁহাদিগকে কহিলেন,—হে যদুশ্রেষ্ঠগণ! আমি থাকিতে আপনারা বিষণ্ণ হইবেন না; ধর্ম্মার্থ এ ভূতলে আমার প্রভাব কতদূর, তাহা আপনারা দেখুন। আমি সেই পুণ্য সান্নিহিত সরোবর এইখানেই আনয়ন করিব।১—৯। এই বলিয়া সেই ভগবান্ তখন সমাধিস্থ হইলেন। ধ্যান করিতে করিতে সেই অমিততেজা বিষ্ণুর অগ্রভাগে ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া অসুরদ্বেষী যাদবগণের স্নানের নিমিত্ত বারিধারা প্রাদুর্ভূত হইল। তখন রাম সাম্ব প্রমুখ যাদবগণ সকলেই সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে সেই বারিধারায় স্নান করিলেন। তথায় স্নানমাত্র তাঁহারা সন্নিহিতা জলে স্নান জন্য পুণ্য প্রাপ্ত হইলেন। কুরুক্ষেত্র যাত্রার সম্যক্ফল তাঁহাদের অধিগত হইল। এইরূপে সেই পুণ্য সান্নিহিত সরোবরের সন্নিধান হইয়াছিল। হে মহাদেবি! রাহুগ্রস্ত-দিবাকরে তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তথায় বৈধভাবে ব্রাহ্মণকে ষড়্রসময় অন্ন ভোজন করায়, একটী মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজনেই তাহার কোটি ব্রাহ্মণভোজনের ফল হয়। সন্নিহিতার সমীপে যে নর হোম করে, এক এক আহুতি দানেই তাহার কোটিহোমফল হইয়া থাকে। সেই স্থানে থাকিয়া যদি মন্ত্র জপ করে, তবে এক একবার জপেই কোটি কোটি জপফল

তত্র যাত্রাফলেপ্সুভিঃ। স্নাত্বা সম্পূজনীয়শ্চ আদিদেবো জনার্দ্দনঃ॥ ১৮॥ ইতি বৈ কথিতং সম্যক্ ফলং সান্নিহিতং তব। শ্রুতং পাপহরং নৃণাং সম্যক্ শ্রদ্ধাবতাং প্রিয়ে॥ ১৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সন্নিহিত্যামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৫॥

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্যাশ্চ দক্ষিণে ভাগে স্থিতং লিঙ্গং মহাপ্রভম্। পাণ্ডবেশ্বরনামাঢ্যং পঞ্চভিঃ স্থাপিতং ক্রমাৎ॥ ১॥ গুপ্তচর্য্যাং যদা যাতাঃ পাণ্ডবা বনবাসিনঃ। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতাঃ॥ ২॥ তস্মিন্ কালে মহাদেবি সম্প্রাপ্তে সোমপর্ব্বণি। স্থাপয়ামাসুস্তে সর্ব্বে লিঙ্গং সন্নিহিতাতটে॥ ৩॥ মার্কণ্ডপ্রমুখান্ কৃত্বা ঋত্বিজো ব্রাহ্মণোত্তমান্। বেদোক্তৈঃ কারয়ামাসুরভিষেকং বৃষান্ দদুঃ॥ ৪॥ ততঃ প্রসন্না ঋষয়ো মার্কণ্ডপ্রমুখাঃ প্রিয়ে। প্রতিষ্ঠিতস্য লিঙ্গস্য পাণ্ডবৈর্ব্বরবর্ণিনি॥ ৫॥ ঋষয় উচুঃ। যে চৈতৎ পূজয়িষ্যন্তি লিঙ্গং পাণ্ডবপূজিতম্। তে বৈ পূজ্যা ভবিষ্যন্তি দেবদানবরক্ষসাম্॥ ৬॥ অশ্বমেধফলং তেষাং সম্যক্ শ্রদ্ধার্চ্চনেন বৈ। ভবিষ্যতি ন সন্দেহো হ্যস্মদ্বাক্যপ্রভাবতঃ॥ ৭॥ স্নাত্বা সন্নিহিতাকুণ্ডে যোঽর্চ্চয়েৎ পাণ্ডবেশ্বরম্। মাঘে মাসি সমগ্রে তু স সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমঃ॥ ৮॥ দর্শনেনাপি তস্যাপি পাপং যাতি সহস্রধা। বিষ্ণুরূপো হি স প্রোক্তো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পাণ্ডবেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৮৬।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। এবং কৃত্বা নরো যাত্রাং সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি রুদ্রানেকাদশ ক্রমাৎ॥ ১॥ প্রভাসক্ষেত্রমধ্যস্থান্মহাপাতকনাশনান্। যদেকাদশধা পাপমর্জ্জিতং মনুজৈঃ পৃথক্॥ ২॥ তদেকাদশরুদ্রাণাং পূজনাৎ ক্ষয়মেষ্যতি। সংক্রান্তা-

লাভ হয়। যাত্রাফলেপ্সু ব্যক্তিবর্গের তথায় সুবর্ণ দান করা কর্ত্তব্য এবং স্নানান্তে আদিদেব জনার্দ্দন পূজনীয়। এই আমি সন্নিহিতার সম্যক্ ফল তোমায় বলিলাম। প্রিয়ে! ইহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শুনিলে নরগণের পাপ প্রনষ্ট হয়। ১০—১৯।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৫।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—উহার দক্ষিণভাগে এক মহাপ্রভ লিঙ্গ আছে। তাহার নাম পাণ্ডবেশ্বর। পঞ্চপাণ্ডব ঐ লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। বনবাসী পাণ্ডবগণ যখন অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, তখন তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে একদা তাঁহারা প্রভাসক্ষেত্রে আগমন করেন। মহাদেবি! অনন্তর পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত হইলে পাণ্ডবগণ সকলেই সন্নিহিতায় এক শিললিঙ্গ স্থাপন করেন। এই লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে মার্কণ্ডেয় প্রমুখ বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ ঋত্বিক্ কার্য্যে ব্রতী হইলেন। পাণ্ডবগণ বেদোক্ত মন্ত্রে লিঙ্গের অভিষেক ক্রিয়া সমাধা করিলেন এবং প্রত্যেকে এক এক বৃষ দান করিলেন। হে প্রিয়ে! তখন মার্কণ্ডেয়প্রমুখ ঋষিগণ প্রসন্ন হইয়া পাণ্ডবপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ সম্বন্ধে কহিলেন,—যাহারা এই পাণ্ডবার্চ্চিত লিঙ্গের পূজা করিবে, দেব, দানব ও রাক্ষসদিগের তাহারা পূজ্য হইবে। শ্রদ্ধার সহিত সম্যক্ পূজা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইবে। আমাদের বাক্যপ্রভাবে ঐরূপ ফল হইবেই হইবে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি সমস্ত মাঘ মাস সান্নিহিত কুণ্ডে স্নান করিয়া পাণ্ডবেশ্বরের অর্চ্চনা করে, সে সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম হইয়া থাকে। তাহার দর্শনেও অন্যের সহস্রধা পাপ অপনীত হয়, সেই ব্যক্তি বিষ্ণুরূপ বলিয়াই কথিত; এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। ১—৯।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৬।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! পাপ নর সম্যক্ শ্রদ্ধা সহকারে এইরূপে যাত্রা করিয়া পরে একাদশ রুদ্রসমীপে গমন করিবে। ঐ সকল মহাপাতকহর রুদ্র প্রভাসক্ষেত্রের মধ্য স্থলে অবস্থিত। নরগণ যে একাদশবিধ পৃথক্ পৃথক্ পাপ অর্জ্জন করে, তাহা একাদশ রুদ্রের পূজায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

বয়নে বাপি চন্দ্রসূর্য্যগ্রহেহথবা। ৩। অন্যাসু পুণ্যতিথিষু সম্যগ্‌ভাবেন ভাবিতঃ। পূজয়েদানুপূর্ব্ব্যেণ রুদ্রৈকাদশকং ক্রমাৎ। ৪। তেষাং নামানি বক্ষ্যামি যান্যতীতানি মে পুরা। আদ্যে কৃতযুগে তানি শৃণু দেবি যথার্থতঃ। ৫। অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যো বিরূপাক্ষোহথ রৈবতঃ। হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বরঃ। বৃষাকপিশ্চ শম্ভুশ্চ কপর্দ্দী চাপরাজিতঃ। ৬। আদৌ কৃতযুগে দেবি ত্রেতায়াং দ্বাপরেহপি চ। কলৌ যুগে তু সম্প্রাপ্তে জাতং নামান্তরং পুনঃ। ৭। একাদশৈবা রুদ্রাণাং তানি তে বচ্মি সাম্প্রতম্। ভূতেশো নীলরুদ্রশ্চ কপালী বৃষবাহনঃ। ৮। ত্র্যম্বকো ঘোরনামা চ মহাকালোহথ ভৈরবঃ। মৃত্যুঞ্জয়োহথ কামেশো যোগেশ ইতি কীর্ত্তিতঃ। একাদশৈতে রুদ্রাস্তে কথিতাঃ ক্রমশঃ প্রিয়ে। ৯। অনাদিনিধনা দেবি ভেদভিন্নাশ্চ তে পৃথক্। একাদশস্বরূপেণ পৃথঙ্‌নামপ্রভেদতঃ। ১০। দেব্যুবাচ। ভগবন্ বিস্তরাদ্‌ব্রূহি লিঙ্গৈকাদশকক্রমম্। স্থানসীমাপ্রভেদেন মাহাত্ম্যোৎপত্তিকারণৈঃ। ১১ কথং পূজ্যানি তানীশ কে মন্ত্রাঃ কো বিধিঃ স্মৃতঃ। কস্মিন্ পর্ব্বণি কালে বা সর্ব্বং বিস্তরতো বদ। ১২। ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি রহস্যং পাপনাশনম্। সোমনাথাদিতঃ কৃত্বা সিদ্ধিনাথাদিকারণম্। ১৩। যচ্ছ্রুত্বা মুচ্যতে জন্তুঃ পাতকৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ। যে চৈকাদশ রুদ্রা বৈ তব প্রোক্তা ময়া প্রিয়ে। ১৪। দশ তে বায়বঃ প্রোক্তা আত্মা চৈকাদশঃ স্মৃতঃ। তেষাং নামানি বক্ষ্যামি বায়ূনাং শৃণু মে ক্রমাৎ। ১৫। প্রাণোহপানঃ সমানশ্চ হ্যুদানো ব্যান এব চ। নাগশ্চ কূর্ম্মঃ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ। ১৬। আত্মা চেতি ক্রমাজ্‌জ্ঞেয়া রুদ্রাধিপতয়ঃ ক্রমাৎ। তেষাং যাত্রাং ক্রমাদ্বক্ষ্যে সর্ব্বপ্রাণিহিতায় বৈ। ১৭। রুদ্রাণামাদিদেবোহসৌ পূর্ব্বং সোমেশ্বরঃ প্রিয়ে। ভূতেশ্বরেতি নাম্না বৈ পূজয়েত্তং বিধানতঃ। ১৮। রাজোপচারযোগেন শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা। পঞ্চামৃতেন সংস্নাপ্য সদ্যোজাতেন পূজয়েৎ। ১৯। পুষ্পৈর্ম্মনোহরৈর্ভক্ত্যা ধ্যাত্বা দেবং সদাশিবম্। ত্রিভিঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ। ২০। রুদ্রৈকাদশযাত্রার্থী নির্ব্বিঘ্নার্থং ব্রজেত্ততঃ। ভূতেশ্বরেতি যন্নাম প্রোক্তং তত্তে ব্রবীম্যহম্। ২১। মহদাদিবিশেষান্তং ভূতজালং যদীরিতম্। পঞ্চ-

---

অয়ন সংক্রান্তি, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ এবং অন্যান্য পুণ্য তিথি উপলক্ষে নর সম্যক্ ভাবে ভাবিত হইয়া যথাক্রমে একাদশ রুদ্রের পূজা করিবে। আদি কৃত যুগে ঐ সকল রুদ্রের যে যে নাম ছিল, সেই সেই নাম আমি বলিতেছি যথাযথ শ্রবণ কর। নাম যথা—অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন্য, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও অপরাজিত। দেবি! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয়ে এই সকল রুদ্রের বিভিন্ন নাম নিরূপিত হইয়া থাকে। আমি ঐ রুদ্রগণের বর্ত্তমান একাদশবিধ নাম বলিতেছি। ভূতেশ, নীল, রুদ্র, কপালী, বৃষবাহন, ত্র্যম্বক, ঘোর, মহাকাল ভৈরব, মৃত্যুঞ্জয়, কামেশ, ও যোগেশ, প্রিয়ে! ক্রমিক এই একাদশ রুদ্রের বিবরণ কথিত হইল, হে দেবি! এই সকল রুদ্র অনাদিনিধন, ভেদভিন্ন ও পৃথক্ পৃথক্ নামে একাদশ স্বরূপে অবস্থিত। দেবী কহিলেন,—ভগবন্! স্থানসীমা, মাহাত্ম্য ও উৎপত্তিক্রমে এই একাদশ লিঙ্গের বিবরণ ব্যক্ত করুন। ইহাঁদের পূজা-মন্ত্র ও পূজাবধি কি প্রকার এবং কোন কোন পর্ব্বকালে ইহাঁদের অর্চ্চনা প্রশস্ত, তাহা বিস্তৃতরূপে বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! শ্রবণ কর, সোমনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া সিদ্ধনাথাদির বৃত্তান্ত বলিতেছি, ইহা শ্রবণে জীব পূর্ব্বসঞ্চিত পাতক হইতে পরিমুক্ত হয়। প্রিয়ে! তোমার নিকট যে একাদশ রুদ্রের কথা কহিয়াছি, তন্মধ্যে দশজন বায়ু আর একাদশ আত্মা, এক্ষণে সেই দশ বায়ুর নাম বলিতেছি, ক্রমে শ্রবণ কর। ১—১৫। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ও ধনঞ্জয়। ইহাদের একাদশ হইলেন আত্মা। এই ক্রমে এই সকল রুদ্রাধিপতি প্রসিদ্ধ। সর্ব্ব প্রাণীর হিতের নিমিত্ত এই রুদ্রগণের ক্রমিক যাত্রাবিবরণ বলিতেছি। প্রিয়ে! রুদ্রসমূহের মধ্যে আদিদেব সোমেশ্বর, ইহাঁকে ভূতেশ্বর নামে যথাবিধি রাজোপচারযোগে শ্রদ্ধাপূত-চিত্তে পূজা করিতে হয়। পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া সদ্যোজাত মন্ত্রে মনোহর পুষ্প দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। অনন্তর সদাশিবকে তিনবার ধ্যান ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া একাদশ রুদ্রযাত্রার্থী নর নির্ব্বিঘ্নার্থ সেখান হইতে যাত্রা করিবে। দেবি! তোমার নিকট যে ভূতেশ্বর নাম বলিয়াছি, এক্ষণে উহার

বিংশতিসংখ্যাকং তেষামীশো যতঃ স্মৃতঃ ॥ ২২ ॥ তেন ভূতেশ্বরেত্যুক্তং নাম তস্য পুরা কিল। পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি জ্ঞাত্বা মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩ ॥ ভূতেশরুদ্রং সম্পূজ্য গচ্ছেদ্বৈ মুক্তিমব্যয়াম্। ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তমাদি রুদ্রস্য কীর্ত্তনম্। কীর্ত্তনীয়ং দ্বিজাতীনাং কীর্ত্তিতং পুণ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভূতেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি নীলরুদ্রং দ্বিতীয়কম্। ভূতেশাদুত্তরে ভাগে ধনুষাং ষোড়শে স্থিতম্ ॥ ১ ॥ মহালিঙ্গং মহাদেবি গণগন্ধর্ব্বপূজিতম্। সংপ্রাপ্য তং বিধানেন ঈশমন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥ ২ ॥ কুমুদোৎপলসম্ভারৈঃ সম্যক্ সম্ভাবিতাত্মবান্। কৃত্বা প্রদক্ষিণাং তস্য নমস্কারেণ পূজয়েৎ ॥ ৩ ॥ এবং কৃত্বা নরো দেবি রাজসূয়ফলং লভেৎ। বৃষস্তত্রৈব দাতব্যঃ সম্যগ্‌যাত্রাফলেপ্সুভিঃ ॥ ৪ ॥ নীলাঞ্জননিভো দৈত্যো নিহতশ্চান্তকঃ পুরা। তস্য স্ত্রোদয়িতা স্ত্রীণাং নীলরুদ্রস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৫ ॥ তস্য সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। সম্যক্ শ্রদ্ধান্বিতৈঃ পাঠ্যং শ্রাব্যং তদ্দর্শনোৎসুকৈঃ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নীলরুদ্রমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেদ্বরারোহে কপালীশ্বরমুত্তমম্। রুদ্রং তৃতীয়ং পাপঘ্নং নীলরুদ্রস্য পূর্ব্বতঃ ॥ ১ ॥ বুধেশ্বরাৎ পশ্চিমতো ধনুষাং সপ্তকে স্থিতম্। ছিন্নং ময়া পুরা দেবি ব্রহ্মণঃ পঞ্চমং শিরঃ ॥ ২ ॥ তৎকপালং করে লগ্নং প্রভাসক্ষেত্রমাগতঃ। ততো বর্ষসহস্রস্তু সংস্থিতঃ ক্ষেত্রমধ্যতঃ ॥ ৩ ॥ কপালধারী দিগ্বাসাঃ কপালী তেন চ স্মৃতঃ। তন্ময়া পূজিতং লিঙ্গং বর্ষাণামযুতং প্রিয়ে ॥ ৪ ॥ কপালিরূপমাস্থায় কপালীশস্ততঃ স্মৃতঃ। সর্ব্বপাপ-

---

ব্যুৎপত্তি বলি শ্রবণ কর। মহদাদি বিশেষান্ত পঞ্চবিংশতিসংখ্যক ভূতজালের ঈশ্বর বলিয়া পুরাকালে তাঁহার ভূতেশ্বর নাম নিরূপিত হইয়াছিল। ঐ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব অবগত হইয়া নর মুক্তি লাভ করে। ভূতেশ্বর রুদ্রের পূজা করিয়াও নর অব্যয় মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই আমি সংক্ষেপে আদি রুদ্রের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। দ্বিজাতিগণের ইহা কীর্ত্তনীয়। ইহার কীর্ত্তনে পুণ্যবৃদ্ধি হয়। ১৬—২৪।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৭।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অতঃপর দ্বিতীয় নীলরুদ্রসমীপে গমন করিবে। এই রুদ্র ভূতেশ্বরের উত্তরে ষোড়শ ধনু দূরে অবস্থিত। মহাদেবি! এই রুদ্র একটী মহালিঙ্গ,—গণ ও গন্ধর্ব্বগণের অর্চ্চিত। যথাবিধি স্নান করাইয়া কুমুদোৎপলাদি দ্বারা ঈশমন্ত্রে ইহাকে পূজা করিতে হয়, সম্যক্ সম্ভাবিতাত্মা ব্যক্তি পূজান্তে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিবে। দেবি! এইরূপ করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যাত্রাফলেপ্সু ব্যক্তি এখানে একটী বৃষ দান করিবে। পুরাকালে এই রুদ্র এক নীলাঞ্জননিভ অন্তকোপম দৈত্যকে নিহত করিয়াছিলেন এবং তাহার স্ত্রীগণের রোদনের কারণ হইয়াছিলেন; এই জন্য ইনি নীলরুদ্র নামে অভিহিত হন। এই নীলরুদ্রের পাপহর মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম; ইঁহার দর্শনোৎসুক নরগণের সম্যক্ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাহা পাঠ ও শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ১—৬।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৮

ঊননবতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অয়ি বরারোহে! অতঃপর কপালীশ্বর নামক পাপঘ্ন তৃতীয় রুদ্রসমীপে গমন করিবে। ইনি নীলরুদ্রের পূর্ব্বে বুধেশ্বরের পশ্চিমে সপ্তধনু ব্যবধানে অবস্থিত। দেবি! পূর্ব্বে আমি ব্রহ্মার পঞ্চম শির ছেদন করিয়াছিলাম। পরে সেই শিরঃকপাল মদীয় করে লগ্ন হইলে আমি প্রভাসক্ষেত্রে আসিয়া সহস্রবর্ষ যাবৎ ক্ষেত্রমধ্যে অবস্থান করি। তখন কপালধারী, দিগ্‌বাসা কপালী লিঙ্গ প্রথিত ছিল। প্রিয়ে! অযুতবর্ষ পর্য্যন্ত আমি সেই লিঙ্গের পূজা করিলাম। পরে

হরো নৃণাং দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি ॥ ৫ ॥ ময়া তত্র নিযুক্তা বৈ রক্ষার্থং শূলপাণয়ঃ। গণাঃ সহস্রশো দেবি পাপিনাং দুষ্টচেতসাম্ ॥ ৬ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। পূজয়েত্তং মহাদেবং কপালিনমনাময়ম্ ॥ ৭ ॥ হিরণ্যং তত্র দাতব্যং ব্রাহ্মণে বেদপারগে। পূজয়িত্বা বিধানেন সম্যক্তৎপুরুষাণুনা ॥ ৮ ॥ জন্মপ্রভৃতি যৎপাপং প্রাণিভিঃ সমুপার্জ্জিতম্। ষড়শীতিমুখে দৃষ্ট্বা তল্লিঙ্গস্ত ব্যপোহতি ॥ ৯ ॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। কপালিরুদ্রদেবস্ত তৃতীয়স্ত বরাননে ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কপালীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি চতুর্থং রুদ্রমুত্তমম্। বৃষভেশ্বরনামানং কল্পলিঙ্গং সুরপ্রিয়ম্ ॥ ১ ॥ বালরূপী মহাদেবি যত্র ব্রহ্মা স্বয়ং স্থিতঃ। তস্যৈব চোত্তরে ভাগে ধনুষাং ত্রিতয়ে স্থিতম্ ॥ ২ ॥ আদ্যং মহাপ্রভাবং হি নাপুণ্যো বেদ মানবঃ। তস্যৈব কল্পনামানি সাম্প্রতং প্রব্রবীমি তে ॥ ৩ ॥ পূর্ব্বকল্পে মহাদেবি ব্রহ্মেশ্বর ইতি স্মৃতঃ। ব্রহ্মণারাধিতঃ পূর্ব্বং বর্ষাণাময়ুতং প্রিয়ে ॥ স্থষ্টিকামেন দেবেন ততস্তুষ্টো মহেশ্বরঃ। চতুর্ব্বিধাং ভূতসৃষ্টিঃ ততশ্চক্রে পিতামহঃ ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মণস্তীশভাবেন গতস্তুষ্টিং যতো হরঃ। তেন ব্রহ্মেশ্বরং নাম তস্মিঁল্লিঙ্গে পুরাভবৎ ॥ ৬ ॥ ততো দ্বিতীয়কল্পে তু সম্প্রাপ্তে বরবর্ণিনি। রৈবতেশ্বরনামেতি প্রখ্যাতং ধরণীতলে ॥ ৭ ॥ রৈবতো নাম রাজাভূদ্ব্রহ্মাণ্ডে সচরাচরে। জগদ্যো নির্জ্জিগায়েদং তল্লিঙ্গস্ত প্রভাবতঃ ॥ ৮ ॥ রৈবতেশ্বরনামাভূত্তেন লিঙ্গং মহাপ্রভম্। পুনস্তৃতীয়কল্পে তু সম্প্রাপ্তে বরবর্ণিনি ॥ ৯ ॥ বৃষভেশ্বরনামাভূত্তস্ত লিঙ্গস্ত ভামিনি। মমৈব বাহনং যোঽসৌ ধর্ম্মোঽয়ং বৃষরূপধৃক্ ॥ ১০ ॥ তেন তৎপূজিতং লিঙ্গং দিব্যাব্দানাং সহস্রকম্। ততস্তুষ্টেন দেবেশি নীতঃ সাযুজ্যতাং বৃষঃ ॥ ১১ ॥ তেন তল্লিঙ্গমভবদ্বৃষভেশেতি ভূতলে। ততশ্চতুর্থে সম্প্রাপ্তে বারাহে কল্পসংজ্ঞিতে ॥ ১২ ॥ অষ্টাবিংশতমে তত্র ত্রেতা-

তিনি কপালিরূপ ধারণ করিয়া কপালীশ নামে প্রথিত হইলেন। দর্শনে, স্পর্শনে নরগণের সর্ব্ব পাপ তিনি হরণ করিতে লাগিলেন। আমি তথায় দুষ্টচেতা পাপিগণের দমনার্থ সহস্র সহস্র শূলপাণি প্রমথ সৈন্ত নিযুক্ত করিলাম। অতএব সম্যক্ শ্রদ্ধান্বিত নর সর্ব্বপ্রযত্নে সেই কপালিনামক মহাদেবের পূজা করিবে। 'তৎপুরুষায় বিদ্মহে' ইত্যাদি মন্ত্রে যথাবিধিপূজা করিয়া বেদপারগ ব্রাহ্মণকে তথায় হিরণ্য দান করা কর্ত্তব্য। প্রাণিগণ জন্মাবধি যে সকল পাপ অর্জ্জন করে, ষড়শীতি সংক্রান্তিতে কপালীশ লিঙ্গ দর্শনে তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১—১০।

উননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৯।

নবতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অতঃপর বৃষেশ্বর নামক চতুর্থ রুদ্রের সমীপে গমন করিবে। এই সুরপ্রিয় লিঙ্গ কল্পলিঙ্গ নামে অভিহিত। মহাদেবি! স্বয়ং ব্রহ্মা বালরূপে তৎসন্নিধানে অবস্থান করিতেছেন। এই লিঙ্গ পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের উত্তর দিকে ত্রিধনু ব্যবধানে বিরাজিত। ইহা আদ্য এবং মহাপ্রভাবান্বিত লিঙ্গ। অকৃতপুণ্য মানব ইহার তত্ত্ব জানে না। সম্প্রতি ঐ লিঙ্গের বিভিন্ন কল্পোক্ত বিভিন্ন নাম বলিতেছি। দেবি! পূর্ব্ব কল্পে ঐ লিঙ্গ ব্রহ্মেশ্বর নামে অভিহিত হইতেন। প্রিয়ে! ব্রহ্মা সৃষ্টিকামনায় অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত উঁহার আরাধনা করেন। তখন মহেশ্বর তুষ্ট হন। অনন্তর পিতামহ চতুর্ব্বিধ ভূত সৃষ্টি করেন। হর ব্রহ্মার প্রতি ঈশ্বররূপে তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া ঐলিঙ্গ পূর্ব্বে ব্রহ্মেশ্বর নামে বিখ্যাত হয়। অনন্তর দ্বিতীয় কল্প আসিলে ধরণীতলে উহা রৈবতেশ্বর নামে খ্যাতিলাভ করে। এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডে রৈবত নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি ঐ লিঙ্গের প্রভাবে এ জগৎ জয় করিয়াছিলেন; তাই ঐ মহাপ্রভ লিঙ্গ তখন রৈবতেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। হে বরবর্ণিনি! পুনরায় যখন তৃতীয় কল্প আসিল, তখন ঐ লিঙ্গ বৃষেশ্বর নামে বিখ্যাত হইল। আমার বাহন বৃষরূপী ধর্ম্ম দিব্য সহস্র বর্ষ যাবৎ ঐ লিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন ১—১০। হে দেবেশি! তাহাতে আমি তুষ্ট হইয়া বৃষকে আমার সাযুজ্য দান করি। তাই ভূতলে ঐ লিঙ্গ বৃষেশ্বর নামে অভিহিত হয়। অনন্তর চতুর্থ বারাহ কল্পে অষ্টা-

যুগমুখে তদা। ইক্ষ্বাকুর্নাম রাজাভূৎ সূর্য্যবংশ- ॥ ১৩ ॥ স লিঙ্গং পূজয়ামাস ত্রিকালং ভক্তিভাবিতঃ। একাহারো জিতাহারো ভূমিশায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥ এবং কালে বহুবিধে ততস্তুষ্টো মহেশ্বরঃ। দদৌ রাজ্যং মহোদগ্রং সন্ততিং পুত্র-পৌত্রিকীম্ ॥ ১৫ ॥ ইক্ষ্বাক্বীশ্বরনামাভূত্তেনেদং লিঙ্গমুত্তমম্। যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা দেবং বৃষভ-বাহনম্ ॥ ১৬ ॥ সপ্তজন্মকৃতৈঃ পাপৈর্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। ত্রিংশদ্ধনুপ্রমাণেন তস্য ক্ষেত্রং চতু-র্দ্দিশম্ ॥ ১৭ ॥ স্নানং জাপ্যং বলিং হোমং পূজাং স্তোত্রমুদীরণম্। তস্মিংস্তীর্থে তু যঃ কুর্য্যাত্তৎসর্ব্বং চাক্ষয়ং ভবেৎ ॥ ১৮ ॥ চতুষ্কোণান্তরা ক্ষেত্রমেবং মাত্রাপ্রমাণতঃ। একরাত্রোষিতো ভূত্বা তস্য লিঙ্গস্য সন্নিধৌ ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মচর্য্যেণ জাগর্ত্তি স পাপৈঃ সম্প্রমুচ্যতে। হোমজাপ্যসমাধিস্থো নৃত্যগীতাদি-বাদনৈঃ ॥ ২০ ॥ গোঘ্নো বা ব্রহ্মহা পাপী মুচ্যতে দুষ্কৃতৈর্নরঃ। যঃ সম্প্রীণয়তে বিপ্রাংস্তত্র ভোজ্যৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ ॥ ২১ ॥ একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটির্ভবতি ভোজিতা। ভৈরবঞ্চৈব কেদার পুষ্করং দ্রুতিজঙ্গমম্ ॥ ২২ ॥ বারাণসী কুরুক্ষেত্রং মহাকালঞ্চ নৈমিষম্। এতত্তীর্থাষ্টকং দেবি তস্মিং-ল্লিঙ্গে ব্যবস্থিতম্ ॥ ২৩ ॥ মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং তত্র যো জাগৃয়ান্নিশি। সম্পূজ্য বিধিনা দেবং স তীর্থাষ্টফলং লভেৎ ॥ ২৪ ॥ দদাতি তত্র যঃ পিণ্ডং নষ্টেন্দৌ শিবসন্নিধৌ। তৃপ্যন্তি পিতরস্তস্য যাবদ্‌ব্রহ্মদিনান্তকম্ ॥ ৩৫ ॥ দধিক্ষীরঘৃতৈনৈব পঞ্চ-গব্যকুশোদকৈঃ। কুঙ্কুমাগুরুকর্পূরৈস্তল্লিঙ্গং পূজয়ে-ন্নিশি ॥ ২৬ ॥ সদ্যস্ত্যাঘোরমন্ত্রেণ ধ্যাত্বা দেবং সদাশিবম্। এবং কৃত্বা মহাদেবি মুচ্যতে পঞ্চ-পাতকৈঃ ॥ ২৭ ॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং দধ্না সংস্না-পয়েদ্‌যদি। স ব্রাহ্মণশ্চতুর্ব্বেদী জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥ ক্ষীরেণ স্নাপয়েদ্দেবি যদি তং বৃষভেশ্বরম্। সপ্তধেনুসহস্রাণাং স ফলং বিন্দতে মহৎ ॥ ২৯ ॥ জন্মান্তরেণ যৎপাপং সাম্প্রতং যৎকৃতং প্রিয়ে। তৎসর্ব্বং নাশমায়াতি ঘৃতস্নানেন ভামিনি ॥ ৩০ ॥ পঞ্চগব্যেন যো দেবি স্নাপয়েদ্‌বৃষভেশ্বরম্। স দহেৎ সর্ব্বপাপানি সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ৩১ ॥ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মহা গোঘ্নঃ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ। শরণাগত-ঘাতী চ মিত্রবিশ্রম্ভঘাতকঃ ॥ ৩২ ॥ দুষ্টপাপসমা-

বিংশতিতম ত্রেতাযুগেরপ্রথমে ইক্ষ্বাকু নামেএক সূর্য্য বংশাবতংস রাজা ছিলেন। তিনি ভক্তিযুক্ত হইয়া প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় লিঙ্গার্চ্চনা করিতেন এবং একাহার জিতাহার, ভূশায়ী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিতেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিপুল রাজ্য ও পুত্রপৌত্রাদি সন্ততি দান করেন। তখন হইতে ঐ উত্তম লিঙ্গ ইক্ষ্বাক্বীশ্বর নামে অভিহিত হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক বৃষবাহন দেবের পূজা করে, সে সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়, সন্দেহ নাই। ঐ লিঙ্গের ক্ষেত্র চতুর্দ্দিকে ত্রিংশদ্ ধনুপরিমিত। স্নান, জপ, বলি, হোম, পূজা বা স্তোত্র, যাহা কিছু ঐ তীর্থক্ষেত্রে করা হয়, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। উক্ত লিঙ্গক্ষেত্র চতুষ্কোণান্তর। যে ব্যক্তি ঐ লিঙ্গের সমীপে হোম, জপ, ধ্যান, নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিয়া এক রাত্রি বাস করে এবং ব্রহ্মচর্য্য করিয়া জাগিয়া থাকে, সে সকল পাপ হইতেই মুক্ত হয়। তথায় যে নর বিপ্রদিগকে বিবিধ ভোজ্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করে, সে গোঘ্ন, ব্রহ্মঘ্ন বা অন্য যে কোনরূপ পাপা-চারীই হউক, সর্ব্ব পাপ হইতেই মুক্ত হইয়া থাকে। তথায় একটী বিপ্র ভোজন করাইলে কোটি বিপ্র-ভোজনের ফল হয়। হে দেবি! ভৈরব, কেদার, পুষ্কর, দ্রুতিজঙ্গম, বারাণসী, কুরুক্ষেত্র, মহাকাল ও নৈমিষ এই অষ্ট তীর্থ ঐ লিঙ্গে নিত্য বিরাজিত। মাঘ মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী দিনে যে নর দেবপূজা করিয়া তথায় রাত্রি জাগরণ করে, তাহার অষ্টতীর্থ-সেবার ফল লাভ হয়। অমাবস্যা তিথিতে তথায় শিবসন্নিধানে যে নর পিণ্ড দান করে, তাহার পিতৃগণ ব্রহ্মদিনাবধি পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। বস্ত্র, দধি ক্ষীর, ঘৃত, পঞ্চগব্য, কুশোদক, কুঙ্কুম, অগুরু, ও কর্পূর দ্বারা রাত্রিযোগে অঘোর মন্ত্রে সদাশিবকে ধ্যান করিয়া উক্ত লিঙ্গের পূজা করিবে। হে মহা-দেবি! এইরূপ ভাবে পূজা করিলে নর সর্ব্বপাপ হইতেই মুক্ত হয়, অষ্টমী এবং চতুর্দ্দশীতে দধি দ্বারা স্নান করাইলে নর চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। দেবি! যদি ক্ষীর দ্বারা স্নান করায়, তবে সপ্ত সহস্র ধেনুদানের মহাফল প্রাপ্ত হয়।১১—২৯। হে ভামিনি! ঘৃত দ্বারা স্নান করাইলে জন্মান্তরকৃত ও অধুনাকৃত নিখিল পাপ নষ্ট হয়। দেবি! যে ব্যক্তি পঞ্চগব্য দ্বারা বৃষেশ্বরের স্নান করায়, তাহার সর্ব্ব পাপ দগ্ধ ও সর্ব্ব যজ্ঞফল লব্ধ হয়। ঐ লিঙ্গ দর্শন করিয়া এবং পূজা করিতে উদ্যত হইয়া ব্রহ্মঘ্ন, গোঘ্ন স্তেয়ী, গুরুতল্প-

চারো মাতৃহা পিতৃহা তথা। মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈস্তু তল্লিঙ্গারাধনোদ্যতঃ ॥ ৩৩ ॥ কার্ত্তিকং সকলং যস্তু পূজয়েদ্ব্রহ্মণা সহ। ব্রহ্মেশ্বরং মহালিঙ্গং স মুক্তঃ পাতকৈর্ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥ তেন দত্তং ভবেৎ সর্ব্বং গুরবস্তেন তোষিতাঃ। শ্রাদ্ধং কৃতং গয়াতীর্থে তেন তপ্তং মহত্তপঃ। যেন দেবাধিদেবোহসৌ পূজিতো বৃষভেশ্বরঃ ॥ ৩৫ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং দেবপূজিতম্। বৃষভেশ্বরদেবস্য কল্পলিঙ্গস্য ভামিনি ॥ ৩৬ ॥ যঃ শৃণোতি মহাদেবি মাহাত্ম্যং দৈবদেবতম্। মূর্খো বা পণ্ডিতো বাপি স যাতি পরমাং গতিম্ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বৃষবাহনেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০ ॥

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি ত্র্যম্বকেশ্বরমব্যয়ম্। তৎপঞ্চমং সমাখ্যাতং রুদ্রাণামাদিদৈবতম্ ॥ ১ ॥ শিখণ্ডীশ্বরমাখ্যাতং পূর্ব্বং ত্রেতাযুগে প্রিয়ে। তচ্চাদ্যাহং প্রবক্ষ্যামি যথা সংজ্ঞায়তে নরৈঃ ॥ ২ ॥ অস্তি সাম্বপুরং দেবি তত্রস্থং পরমেশ্বরি। তস্যৈবোত্তরদিগ্ভাগে স্থানং কাপালিকং স্মৃতম্ ॥ ৩ ॥ কপালেশ্বরনামা চ যত্রেশো লিঙ্গমূর্ত্তিমান্। সংস্থিতঃ পাপনাশায় দর্শনাৎ স্পর্শনান্নৃণাম্ ॥ ৪ ॥ তস্মাদীশানদিগ্ভাগে ধনুষাং ষোড়শান্তরে। ত্র্যম্বকেশ্বরনামা চ তত্র রুদ্রঃ স্থিতঃ স্বয়ম্ ॥ ৫ ॥ সর্ব্বানুগ্রহকর্ত্তা চ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ। পুরা যত্রাতপদ্দেবি তপো ঘোরং সুদুষ্করম্। শুক্রনামা ঋষিবরো দেবদানবদুঃসহম্ ॥ ৬ ॥ কোটীনাং ত্রিতয়ং যেন ত্র্যম্বকো মন্ত্রনায়কঃ। জপ্তো দিব্যেন বিধিনা ত্রিকালং পূজ্য শঙ্করম্ ॥ ৭ ॥ ততঃ প্রসাদ্য দেবেশং দিব্যৈশ্বর্য্যমবাপ সঃ। চক্রে নাম স্বয়ং তস্য ত্র্যম্বকেশ্বরমব্যয়ম্ ॥ ৮ ॥ জপ্ত্বা তু ত্র্যম্বকং মন্ত্রং যতঃ সিদ্ধিমবাপ সঃ। দিব্যাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং তেনাসৌ ত্র্যম্বকেশ্বরঃ ॥ ৯ ॥ সর্ব্বপাতকবিধ্বংসী দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি। যস্ত্র্যম্বকং জপেদ্বিপ্রস্ত্র্যম্বকেশ্বরসন্নিধৌ। স প্রাপ্নোতি মহাসিদ্ধিং প্রত্যক্ষং রুদ্র এব সঃ ॥ ১০ ॥ দর্শনাদপি তস্যাথ পাপং যাতি সহস্রধা। যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা বিধিনা

গামী, শরণাগতঘাতী, মিত্রতাভেদী দুর্বৃত্ত, পাপাচার, মাতৃহা, ও পিতৃহা ব্যক্তিও পাপমুক্ত হইয়া থাকে। সমস্ত কার্ত্তিক মাস ধরিয়া যে ব্যক্তি ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মেশ্বর নামক মহালিঙ্গের পূজা করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। যে নর দেবাধিদেবের পূজা করে তৎকর্ত্তৃক সমস্ত দানই করা হয়, সমস্ত গুরুই তোষিত হন, গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ করা হয়, এমন কি মহৎতপোনুষ্ঠানই তৎকর্ত্তৃক করা হইয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট কল্পলিঙ্গ বৃষেশ্বর দেবের দেবপূজিত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। হে মহাদেবি। যে এই দেবদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে, মূর্খ বা পণ্ডিত হউক তাহার পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। ৩০-৩৭।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯০।

একনবতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অতঃপর অব্যয় ত্র্যম্বকেশ্বরসমীপে গমন করিবে, ইনি রুদ্রগণের অন্তিম ও আদি দৈবত বলিয়া ব্যাখ্যাত। এই রুদ্র পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে শিখণ্ডীশ্বর নামে প্রথিত ছিলেন। সম্প্রতি নরগণ ইঁহাকে যেরূপে অবগত হয়, তাহা বলিতেছি। হে দেবি, পরমেশি! তথায় স্বাম্বপুর নামে এক স্থান আছে। তাহার উত্তরদিগ্ভাগের স্থান কাপালিক নামে বিখ্যাত তথায় লিঙ্গমূর্ত্তি ঈশ্বর দর্শনে স্পর্শনে নরগণের পাপহরণার্থ কপালেশ্বর নামে বিরাজমান। ঐ কপালেশ্বরের ঈশানদিকে ষোড়শ ধনু ব্যবধানে স্বয়ং ত্র্যম্বকেশ্বর নামক রুদ্র অবস্থান করিতেছেন। ১—৫। তিনি সর্ব্বানুগ্রহকর্ত্তা ও সর্ব্বকামফলদাতা। হে দেবি। পূর্ব্বে শুক্রনামে এক শ্রেষ্ঠ ঋষি ঐ লিঙ্গ স্থানে তিন কোটিবর্ষ যাবৎ দেবদানবদুঃসহ ঘোর তপশ্চরণ করেন। তিনি দিব্য বিধি অনুসারে মন্ত্রনায়ক ত্র্যম্বকের জপ করিয়া এবং ত্রিকাল তাঁহার পূজা করিয়া দেবদেবের প্রসন্নতা আপাদন পূর্ব্বক দৈব্যৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। ত্র্যম্বকমন্ত্র জপ করিয়া তিনি দিব্য অষ্টগুণ ঐশ্বর্য্যও সিদ্ধিলাভ করেন, এইজন্য ঐ লিঙ্গকে তিনি নিজেই অব্যয় ত্র্যম্বকেশ্বর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ঐ লিঙ্গ দর্শনে স্পর্শনে সর্ব্বপাতক বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। যে বিপ্র ত্র্যম্বকেশ্বরসন্নিধানে ত্র্যম্বকমন্ত্র জপ করে, তাহার মহাসিদ্ধি লাভ হয়, সে সাক্ষাৎ রুদ্র হইয়া থাকে। তাহার দর্শনেও সহস্র সহস্র পাপ নিরাকৃত হয়।

ভাবমাস্থিতঃ। বামদেবেন মন্ত্রেণ স মুক্তঃ পাতকৈর্ভবেৎ ॥ ১১ ॥ চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং তত্র যো জাগৃয়ান্নিশি। পূজাস্তুতিকথাভিশ্চ স প্রাপ্নোতীপ্সিতং ফলম্ ॥ ১২ ॥ ধেনুস্তত্রৈব দাতব্যা সম্যগ্যাত্রাফলেপ্সুভিঃ ॥ ১৩ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। ত্র্যম্বকেশ্বররুদ্রস্য নৃণাং পুণ্যফলপ্রদম্ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ত্র্যম্বকেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি অঘোরেশ্বরমুত্তমম্। ষষ্ঠং লিঙ্গং সমাখ্যাতং তদ্বক্ত্রং ভৈরবং স্মৃতম্ ॥ ১ ॥ ত্র্যম্বকেশ্বরবায়ব্যে ধনুষাং পঞ্চকে স্থিতম্। সর্ব্বকামপ্রদং পুণ্যং কলিকল্মষনাশনম্ ॥ ২। যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা স্নানপূজাদিভিঃ ক্রমাৎ। মেরুদানস্য কৃৎস্নস্য স লভেন্মনুজঃ ফলম্ ॥৩॥ দক্ষিণামুর্ত্তিমাস্থায় যৎকিঞ্চিত্তত্র দীয়তে। অঘোরেশ্বরদেবস্য তৎসর্ব্বং চাক্ষয়ং ভবেৎ ॥ ৪ ॥ যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে তত্র অঘোরেশ্বরদক্ষিণে। আকল্পং তৃপ্তিমায়ান্তি পিতরস্তস্য তর্পিতাঃ ॥ ৫ ॥ কিং শ্রাদ্ধেন গয়াতীর্থে বাজিমেধেন কিং প্রিয়ে। তত্র শ্রাদ্ধেন তৎসর্ব্বং ফলমভ্যধিকং লভেৎ ॥ ৬ ॥ ত্রুটিমাত্রমপি স্বর্ণং যাত্রায়াং য প্রযচ্ছতি। স সর্ব্বং ফলমাপ্নোতি মহাদানস্য ভূরিশঃ ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মকূর্চ্চং চরেদ্যস্তু সোমাষ্টম্যাং বিধানতঃ। অঘোরেশ্বরসান্নিধ্যে অঘোরেণাভিমন্ত্রিতম্। ষড়ব্দস্য মহস্তেন প্রায়শ্চিত্তং কৃতং ভবেৎ ॥ ৮ ॥ ইতি সঙ্ক্ষেপতঃ প্রোক্তমঘোরেশমহোদয়ম্। মাহাত্ম্যং সর্ব্বপাপঘ্নং শ্রুতং সর্ব্বার্থসাধকম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে একাদশরুদ্রমাহাত্ম্যেঽঘোরেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেদ্বরারোহে মহাকালেশ্বরং হরম্। অঘোরেশাদুত্তরতঃ কিঞ্চিদ্বায়ব্য-

---

যে ব্যক্তি ভাবান্বিত হইয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে বামদেবমন্ত্রে যথাবিধি পূজা করে, সে সকল পাপ হইতেই মুক্ত হয়। চৈত্র মাসের শুক্লচতুর্দ্দশীদিনে যে তথায় পূজা, স্তুতি ও পুণ্যকথায় রাত্রি জাগরণ করে, তাহার অভীষ্ট ফল হয়। সম্যক যাত্রাফলেপ্সু ব্যক্তিগণ এইস্থানে ধেনু দান করিবে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট ত্র্যম্বকেশ্বর রুদ্রের পাপহর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, ইহা নরগণের পুণ্যফলপ্রদ ।৬—১৪।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।৯১।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি। অনন্তর শ্রেষ্ঠ ষষ্ঠ অঘোরেশ্বর লিঙ্গের সমীপে গমন করিবে। ঐ লিঙ্গের বদন অতীব ভীষণ। ত্র্যম্বকেশ্বরের বায়ুকোণে পঞ্চ ধনু ব্যবধানে ঐ লিঙ্গ অবস্থিত। উহা সর্ব্বকামপ্রদ, পবিত্র ও কলিকল্মষনাশন। যে ব্যক্তি স্নান ও পূজনাদি দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করে, তাহার নিখিল মেরুদানফল লাভ হয়। দক্ষিণামূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া এইস্থানে অঘোরেশ্বর দেবকে যাহা কিছু প্রদান করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। যে নর অঘোরেশ্বরের দক্ষিণে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, তদীয় পিতৃগণ তর্পিত হইয়া আকল্প তৃপ্তিলাভ করে। প্রিয়ে! গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ বা অশ্বমেধ যজ্ঞে ফল কি? ঐস্থানে শ্রাদ্ধ করিলেই অত্যধিক ফললাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সেই যাত্রায় ত্রুটিমাত্র সুবর্ণও প্রদান করে, তাহার নিখিল মহাদানের ভূরিফললাভ হয়। যে নর সোমবার অষ্টমীতিথিতে তথায় অঘোরেশ্বরসন্নিধানে অঘোরাভিমন্ত্রিত ব্রহ্মকূর্চ্চ যথাবিধি আচরণ করে, তাহার মহাপ্রায়শ্চিত্ত করা হয়। হে দেবি! এই আমি সংক্ষেপে অঘোরেশ্বরের মহাপাপহর মহোদয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণে সর্ব্বার্থ সুসিদ্ধ হয়। ১—৯।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।৯২।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে বরারোহে! অতঃপর মহাকালেশ্বর রুদ্রের সন্নিধানে গমন করিবে। এই

সংস্থিতম্॥ ১॥ ধনুষাং ত্রিশতা দেবি শ্রুতং পাতকনাশনম্। পূর্ব্বং কৃতযুগে দেবি স্মৃতং চিত্রাঙ্গদেশ্বরম্॥ ২॥ মহাকালেশ্বরং দেবি কলৌ নাম প্রকীর্ত্তিতম্। কালরূপী মহারুদ্রস্তস্মিঁল্লিঙ্গে ব্যবস্থিতঃ॥ ৩॥ চরাচরগুরুং সাক্ষাদ্দেবদানবদর্পহা। সূর্য্যরূপেণ যঃ সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং গ্রসতে প্রিয়ে॥ ৪॥ স দেবঃ সংস্থিতো দেবি তস্মিঁল্লিঙ্গে মহাপ্রভঃ। যস্তৎ পূজয়তে ভক্ত্যা কল্পে লিঙ্গং মম প্রিয়ম্। ষড়ক্ষরেণ মন্ত্রেণ মৃত্যুং জয়তি তৎক্ষণাৎ॥ ৫॥ কৃষ্ণাষ্টম্যাং বিশেষেণ গুগ্গুলং ঘৃতসংযুতম্। যো দহেদ্বিধিবত্তত্র পূজাং কৃত্বা নিশাগমে॥ ৬॥ অপরাধসহস্রন্তু ক্ষমতে তস্য ভৈরবঃ। ধেনুদানং প্রশংসন্তি তস্মিন্ স্থানে মহর্ষয়ঃ॥ ৭॥ ধেনুদস্তারয়েন্নূনং দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্। দেবস্য দক্ষিণে ভাগে যো জপেচ্ছতরুদ্রিয়ম্॥ ৮॥ উদ্ধরেৎ পিতৃবর্গং চ মাতৃবর্গং চ মানবঃ। বাল্যে বয়সি যৎপাপং বার্দ্ধকে যৌবনেঽপি বা। ক্ষালয়েচ্চৈব তৎসর্ব্বং দৃষ্ট্বা কালেশ্বরং হরম্॥ ৯॥ অয়নে চোত্তরে প্রাপ্তে যঃ কুর্য্যাদ্ঘৃতকম্বলম্। ন স ভূয়োঽত্র সংসারে জন্ম প্রাপ্নোতি দারুণম্॥ ১০॥ ন দুঃখিতো দরিদ্রো বা দুর্ভগো বা প্রজায়তে। সপ্তজন্মান্তরাণ্যেব মহাকালেশদর্শনাৎ॥ ১১॥ ধনধান্যসমাযুক্তে স্ফীতে সঞ্জায়তে কুলে। ভক্তির্ভবতি ভূয়োঽপি মহাকালেশ্বরার্চ্চনে॥ ১২॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মহাকালেশ্বরং প্রিয়ে। চিত্রাঙ্গদো গণো দেবি তেন চারাধিতং পুরা॥ ১৩॥ দিব্যাব্দানাং সহস্রং তু মহাকালেশ্বরং হি তৎ। চিত্রাঙ্গদেশ্বরং নাম তেন খ্যাতং ধরাতলে॥ ১৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাকালেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৩॥

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি ভৈরবেশ্বরমুত্তমম্। তস্যৈব বহ্নিকোণস্থং ধনুষাং দশকে স্থিতম্॥ ১॥ সর্ব্বকামপ্রদং দেবি দারিদ্র্যৌঘবিনাশনম্। পূর্ব্বং চণ্ডেশ্বরং নাম খ্যাতং কৃতযুগে প্রিয়ে॥ ২॥ চণ্ডো নাম গণো দেবি তেন চারাধিতঃ পুরা। দিব্যাব্দানাং সহস্রং তু তেন চণ্ডেশ্বরং

লিঙ্গ অঘোরেশ্বরে উত্তরে কিঞ্চিৎ বায়ুকোণে ত্রিংশৎ ধনু ব্যবধানে অবস্থিত। দেবি! ইহার মাহাত্ম্য শ্রবণে পাপ নষ্ট হয়। পূর্ব্বে সত্যযুগে ঐ লিঙ্গ চিত্রাঙ্গদেশ্বর নামে অভিহিত হইত। দেবি! কলিতে উহার মহাকালেশ্বর নাম প্রথিত হইয়াছে। কালরূপী মহারুদ্র ঐ লিঙ্গে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সাক্ষাৎ চরাচরগুরু ও দেবদানবগণের দর্পহারী। প্রিয়ে! যিনি সূর্য্যরূপে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করেন, সেই মহাপ্রভু দেব ঐ লিঙ্গে অবস্থিত। যে নর ভক্তি করিয়া আমার ঐ প্রিয়লিঙ্গ ষড়ক্ষর মন্ত্রে পূজা করে, সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুঞ্জয় হয়। যে জন কৃষ্ণাষ্টমী দিনে নিশাগতে পূজা করিয়া ঘৃতযুক্ত গুগ্গুল বিধিবৎ প্রদান করে; ভৈরব তাহার সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন। মহর্ষিগণ ঐ স্থানে ধেনুদানের প্রশংসা করিয়া থাকেন। ধেনুদাতা ব্যক্তি তাহার দশ পূর্ব্ব ও দশাবর পুরুষ উদ্ধার করিয়া থাকে। ঐ দেবদেবের দক্ষিণ ভাগে যে মানব শত রুদ্রের জপ করে, সে তাহার পিতৃমাতৃকুল উদ্ধার করিয়া থাকে। বাল্যে যৌবনে এবং বার্দ্ধক্যে যে পাপসঞ্চয় করা হয়, কালেশ্বর হরদর্শনে সেই সকল পাপই ক্ষয় পাইয়া থাকে। উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে যে নর ঘৃতকম্বল করে, তাহাকে আর সংসারে জন্ম লইতে হয় না। মহাকালেশ্বরের দর্শনে নর সপ্তজন্মাবধি দুঃখিত, দরিদ্র বা দুর্ভাগ্যশালী হয় না; পরন্তু ধনধান্যযুক্ত সমৃদ্ধ মহাকুলেই তাহার জন্ম হয়, মহাকালেশ্বরের অর্চ্চনে পুনরপি তাহার ভক্তি হইয়া থাকে। প্রিয়ে! এই আমি সংক্ষেপে মহাকালেশ্বরের বৃত্তান্ত বলিলাম। দেবি! পূর্ব্বে চিত্রাঙ্গদ নামক প্রমথ দিব্য সহস্রবর্ষ যাবৎ মহাকালেশ্বরের আরাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নামানুসারে ধরাতলে এ লিঙ্গ চিত্রাঙ্গদেশ্বর নামেও বিখ্যাত। ১—১৪।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৩।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর উত্তম ভৈরবেশ্বরের নিকট গমন করিবে, পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের অগ্নিকোণে দশ ধনু ব্যবধানে এই সর্ব্বকামপ্রদ অশেষ দারিদ্র্যহর শিবলিঙ্গ অবস্থিত। প্রিয়ে! পূর্ব্বে সত্যযুগে চণ্ডেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ বিখ্যাত ছিল। চণ্ড নামক প্রমথ দিব্য সহস্র বর্ষ

স্মৃতম্॥ ৩॥ তং দৃষ্ট্বা দেবদেবেশং স্পৃষ্ট্বা চ সুসমাহিতঃ। মুচ্যতে সকলাৎ পাপাদাজন্মমরণান্তিকাৎ॥ ৪॥ তত্র কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং মাসে ভাদ্রপদে প্রিয়ে। উপবাসপরো ভূত্বা যঃ করোতি প্রজাগরম্। স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ॥ ৫॥ বাচিকং মানসং পাপং কর্ম্মণা যদুপার্জ্জিতম্। তৎসর্ব্বং নাশমায়াতি তস্য লিঙ্গস্য দর্শনাৎ॥ ৬॥ তিলা হিরণ্যং বস্ত্রাণি তত্র দেয়ং মনীষিণে। সর্ব্বকিল্বিষনাশার্থং সম্যগ্‌যাত্রাফলেপ্সুনা॥ ৭॥ ভৈরবাকারমাস্থায় কল্পান্তে স হরেদ্‌যতঃ। বিশ্বং সমগ্রং দেবেশি তেনাসৌ ভৈরবঃ স্মৃতঃ॥ ৮॥ অস্মিন্ কল্পে মহাদেবি প্রভাসক্ষেত্রমাস্থিতঃ। বভূব ভৈরবো রুদ্রঃ কল্পান্তে লিঙ্গমূর্ত্তিমান্॥ ৯॥ এবং সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং ভৈরবেশ্বরম্। যচ্ছ্রুত্বা মুচ্যতে জন্তুঃ পাতকাদতিভৈরবাৎ॥ ১০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভৈরবেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৪॥

যাবৎ ঐ লিঙ্গের আরাধনা করে। তখন হইতে উহা চণ্ডেশ্বর নামে বিখ্যাত হয়। নর সুসমাহিত ভাবে ঐ দেবদেবকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে আজন্ম মরণান্ত নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। প্রিয়ে! ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীদিনে উপবাসী থাকিয়া যে নর ঐ শিবসন্নিধানে জাগরণ করে, সে, মহেশ্বরাধিষ্ঠিত পরম স্থানে প্রয়াণ করিয়া থাকে। বাক্য মন ও কর্ম্মার্জ্জিত নিখিল পাপই ঐ লিঙ্গদর্শনে নষ্ট হয়। যাত্রাফলেপ্সু নর ঐ লিঙ্গসন্নিহিত স্থানে গমন করিয়া সম্যক্ সকল পাপদূরীকরণার্থ মনীষী ব্যক্তিকে তিল, হিরণ্য ও বস্ত্র দান করিবে। হে দেবেশি! কল্পান্তে ভৈরবাকার অবলম্বন করিয়া ঐ দেব সমগ্র বিশ্ব-সংহার করেন বলিয়া ভৈরব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। হে মহাদেবি! এই কল্পে ইনি প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন। এই লিঙ্গমূর্ত্তিশালী ভৈরবই কল্পান্তে ভৈরবরূপে বিরাজ করেন। এই আমি সংক্ষেপে ভৈরবেশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম, ইহা শ্রবণে জীব অতি ভৈরব পাতক হইতেও মুক্ত হয়। ১—১০।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৪।

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেদ্বরারোহে লিঙ্গং মৃত্যুঞ্জয়েশ্বরম্। তস্যৈব বহ্নিকোণস্থং ধনুষাং দশকে স্থিতম্॥ ১॥ পশ্চিমে সাগরাদিত্যাৎ স্থিতং ধনুশ্চতুষ্টয়ে। পাপঘ্নং সর্ব্বজন্তূনাং দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি॥ ২॥ পূর্ব্বে যুগে সমাখ্যাতং নাম নন্দীশ্বরেতি চ। যত্র তপ্তং তপো ঘোরং নন্দিনাম্না গণেন মে॥ ৩॥ প্রতিষ্ঠাপ্য মহালিঙ্গং নিত্যং পূজাপরেণ চ। তত্র জপ্তো মহামন্ত্রো মৃত্যুঞ্জয় ইতি শ্রুতঃ॥ ৪॥ কোটীনাং নিযুতং দেবি ততস্তুষ্টো মহেশ্বরঃ। দদৌ গণেশতাং তস্য মুক্তিং সামীপ্যগাং তথা॥ ৫॥ মৃত্যুঞ্জয়েন মন্ত্রেণ তস্য তুষ্টো যতো হরঃ। তেন মৃত্যুঞ্জয়েশেতি খ্যাতং লিঙ্গং ধরাতলে॥ ৬॥ যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা পশ্চেদ্বা ভাবিতাত্মবান্। নাশয়েৎ তস্য পাপানি সপ্তজন্মার্জ্জিতান্যপি॥ ৭॥ স্নাপয়েৎ পয়সা লিঙ্গং দধ্না ঘৃতযুতেন চ। মধুনেক্ষুরসেনৈব কুঙ্কুমেন বিলেপয়েৎ॥ ৮॥ কর্পূরোশীরমিশ্রেণ মৃগনাভিরসেন চ। চন্দনেন সুগন্ধেন পুষ্পৈঃ সম্পূজয়েত্ততঃ॥ ৯॥

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অয়ি বরারোহে! অতঃপর মৃত্যুঞ্জয়েশ্বর নামক লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ পূর্ব্বোক্ত ভৈরবেশ্বরের বহ্নিকোণে দশ ধনু ব্যবধানে এবং পশ্চিমদিকস্থিত সাগরাদিত্যের চারি ধনু দূরে অবস্থিত। ইহার দর্শনে স্পর্শনে পাপ নষ্ট হয়। পূর্ব্বযুগে ইহার নাম ছিল। নন্দীশ্বর। মদীয়গণ নন্দী এই লিঙ্গসন্নিধানেই ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য পূজানিষ্ঠ হইয়া নিযুত কোটি বর্ষ যাবৎ মৃত্যুঞ্জয়াখ্য মহামন্ত্র জপ করেন। হে দেবি! তখন মহেশ্বর তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গণেশ্বরত্ব ও সামীপ্যমুক্তি প্রদান করিলেন। হর মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া ঐ লিঙ্গ ধরাতলে মৃত্যুঞ্জয় নামে বিখ্যাত হয়। যে ভাবিতাত্মা নর ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করে, তাহার সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ নষ্ট হয়। দুগ্ধ দধি ও ঘৃত দ্বারা ঐ লিঙ্গের স্নান এবং মধু ইক্ষুরস ও কুঙ্কুম দ্বারা উহাকে লেপন করাইবে। পরে কর্পূর ও উশীরমিশ্র মৃগনাভিরস ও সুগন্ধ চন্দনযোগে পুষ্পসমূহ দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর দেবাগ্রে

দদ্যাদ্ধূপং পুরো দেবি ততো দেবস্য চাগুরুম্। বস্ত্রৈঃ সম্পূজ্য বিবিধৈরাত্মবিত্তানুসারতঃ॥ ১০॥ নৈবেদ্যং পরমান্নং চ দত্ত্বা দীপসমন্বিতম্। অষ্টাঙ্গং প্রণিপাতং চ ততঃ কার্য্যং চ ভক্তিতঃ॥ ১১॥ হেমদানং প্রদাতব্যং ব্রাহ্মণে বেদপারগে॥ ১২॥ এবং যাত্রা ভবেত্তস্য শাস্ত্রোক্তা নাত্র সংশয়ঃ। এবং কৃত্বা নরো দেবি লভতে জন্মনঃ ফলম্॥ ১৩॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মৃত্যুঞ্জয়মহোদয়ম্। পাপঘ্নং সর্ব্বজন্তূনাং সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥ ১৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মৃত্যুঞ্জয়মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৯৫।

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি কামেশ্বরমিতি স্মৃতম্। তস্যৈবোত্তরদিগ্‌ভাগে ধনুষাং ত্রিতয়ে স্থিতম্। রতীশ্বরমিতি খ্যাতং ত্রেতায়াং তৎসুরেশ্বরি॥ ১॥ যস্মিন্ দৃষ্টে মনুষ্যাণাং পূজিতে তু বরাননে। নশ্যেচ্চ সপ্তজন্মাঘং গৃহভঙ্গশ্চ নো ভবেৎ॥ ২॥ দেব্যুবাচ। কেনায়ং স্থাপিতো দেব কস্মাৎ প্রোক্তো রতীশ্বরঃ। দর্শনেনাস্য কিং শ্রেয়ঃ সর্ব্বং বিস্তরতো বদ॥ ৩॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশিনীম্। রতির্নামাভবৎ সাধ্বী কামপত্নী যশস্বিনী॥ ৪॥ দগ্ধে মনসিজে পূর্ব্বং দেবেন ত্রিপুরারিণা। তদর্থায় তপস্তেপে তস্মিন্ দেশে রতিঃ কিল॥ ৫॥ অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ তিষ্ঠন্ত্যা যাবদ্‌যুগচতুষ্টয়ম্। আরাধিতো মহাদেবঃ শান্তেন মনসা প্রিয়ে॥ ৬॥ কস্মিংশ্চিদথ কালে তু নির্ভিদ্য ধরণীতলম্। তদগ্রতঃ সমুত্তস্থৌ লিঙ্গং মাহেশ্বরং প্রিয়ে॥ ৭॥ এতস্মিন্নেব কালে তু বাগুবাচাশরীরিণী। আহ্লাদয়ন্তী সহসা তস্যাশ্চিত্তং বরাননে॥ ৮॥ যস্মান্মাহেশ্বরং লিঙ্গং ত্বদ্ভক্ত্যা সহসোত্থিতম্। পূজয়েস্তন্মহাভাগে ততঃ কান্তমবাপ্স্যসি॥ ৯॥ এতচ্ছ্রুত্বা তু সা সাধ্বী দেবদূতস্য ভাষিতম্। তল্লিঙ্গং পূজয়ামাস ভক্ত্যা পরময়া যুতা॥ ১০॥ ততঃ কামঃ সমুত্তস্থৌ সুপ্তোত্থিত ইব প্রিয়ে। ততঃপ্রভৃতি তল্লিঙ্গং কামেশ্বরমিতি শ্রুতম্॥ ১১॥ ততঃ সা কামদয়িতা বাক্যমেতদুবাচ হ। প্রহৃষ্টা কামদেবাপ্ত্যা পুরতঃ পুষ্পধন্বনঃ॥ ১২॥ পূজয়িষ্যন্তি যে চাস্তে

অগুরু ধূপ, ও বিবিধ বস্ত্র দান করিয়া স্বীয় বিত্তানুসারে নৈবেদ্য ও পরমান্ন দান করিবে এবং দীপদানান্তে ভক্তিপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিবে, বেদপারগ ব্রাহ্মণকে হেম দান করিবে; এইরূপে তাহার যথাশাস্ত্র যাত্রাব্যাপার নিষ্পন্ন হইবে, সংশয় নাই। এইরূপ করিলে মানবের জন্মসাফল্য হয়। এই আমি সংক্ষেপে মৃত্যুঞ্জয়ের মহোদয়বৃত্তান্ত বলিলাম। ইহা সর্ব্ব প্রাণীর পাপঘ্ন ও সর্ব্বকাম ফলপ্রদ। ১—১৪।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৯৫।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অতঃপর কামেশ্বর সমীপে গমন করিবে। পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের উত্তর দিকে তিন ধনু দূরে এই রুদ্রলিঙ্গ অবস্থিত। হে সুরেশ্বরি! ত্রেতাযুগে ইহা রতীশ্বর নামে বিখ্যাত ছিল। ইহার দর্শনে এবং পূজনে সপ্ত জন্মার্জ্জিত পাপ নষ্ট হয় এবং গৃহভঙ্গ কখনবই হয় না। দেবী কহিলেন,—কে ইহাকে স্থাপন করিয়াছে? কেন ইনি রতীশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন? ইহার দর্শনে কিরূপ মঙ্গল হয়? এই সকল বিস্তৃতরূপে বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! শ্রবণ কর, পাপহারিণী কথা কহিতেছি। পূর্ব্বে ত্রিপুরারি কামকে দগ্ধ করিলে তৎপত্নী যশস্বিনী পতিব্রতা রতি তন্নিমিত্ত ঐ স্থানে তপস্যা করিতে লাগিলেন। হে প্রিয়ে! রতি চতুর্যুগ যাবৎ অঙ্গুষ্ঠাগ্রে অবস্থান করিয়া শান্ত চিত্তে মহাদেবের আরাধনা করিলেন। অনন্তর কোন এক সময় তদগ্রে ধরণীতল ভেদ করিয়া এক মাহেশ্বর লিঙ্গ অভ্যুত্থিত হইল। তখন সেই সঙ্গে এক আকাশবাণী সহসা রতির চিত্ত আহ্লাদিত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইল। সেই বাণীর মর্ম্ম—হে মহাভাগে! তুমি এই সহসোত্থিত মাহেশ্বর লিঙ্গ ভক্তির সহিত পূজা কর; তাহা হইলেই তোমার কান্তকে প্রাপ্ত হইবে। সাধ্বী কামপ্রিয়া দেবদূতের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম ভক্তিযোগে সেই লিঙ্গের পূজা করিলেন। তখন কামদেব সুপ্তোত্থিতের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই হইতে ঐ লিঙ্গ কামেশ্বর নামে বিখ্যাত হইল।১—১১। অনন্তর কামপত্নী হৃষ্ট হইয়া কামের অগ্রে কহিলেন,—অদ্য যাহারাও

লিঙ্গমেতৎ সমাহিতাঃ। এবং তে বাঞ্ছিতাং সিদ্ধিং ভূয়ো যাস্যন্তি সদ্গতিম্ ॥ ১৩ ॥ মনোঽভীষ্টং তথা সর্ব্বং যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্। তৎপ্রাপ্স্যন্তি ন সন্দেহো লিঙ্গস্যাস্য প্রসাদতঃ ॥ ১৪ ॥ এবমুক্তা গতা সাধ্বী রতিঃ কামেন সংযুতাঃ। স্বস্থানং পূর্ণকামা সা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ১৫ ॥ এবং চৈত্রত্রয়োদশ্যাং শুক্লায়াং যঃ সমর্চ্চতি। স কামবদ্ভবেন্নৃণাং শ্রুতং সৌভাগ্যদায়কম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কামেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি যোগেশ্বরমিতি শ্রুতম্। কামেশাদ্বায়বে ভাগে ধনুষাং সপ্তকে স্থিতম্ ॥ ১ ॥ লিঙ্গং মহাপ্রভাবং হি দর্শনাৎ পাপনাশনম্। পূর্ব্বে যুগে তু সংখ্যাতং গণেশ্বরমিতি শ্রুতম্ ॥ ২ ॥ পুরা মম গণা দেবি অসংখ্যাতা মহাবলাঃ। ক্ষেত্রং মাহেশ্বরং জ্ঞাত্বা প্রভাসং সমুপাগমন্ ॥ ৩ ॥ তত্রস্থাশ্চ তপো ঘোরং তেপুস্তে যোগমাশ্রিতাঃ। দিব্যাব্দানাং সহস্রন্তু ততস্তুষ্টো মহেশ্বরঃ ॥ ৪ ॥ সালোক্যাখ্যং দদৌ মুক্তিং তেষাং যোগবলেন বৈ। যস্মাৎ ষড়ঙ্গযোগেন তেষাং তুষ্টো বৃষধ্বজঃ। তেন যোগেশ্বরং নাম লিঙ্গং যোগফলপ্রদম্ ॥ ৫ ॥ যস্তমর্চ্চয়তে ভক্ত্যা সম্যক্ পূজাবিধানতঃ। স যোগসিদ্ধিমাপ্নোতি মোদতে দিবি দেববৎ ॥ ৬ ॥ যো দদ্যাৎ কাঞ্চনং মেরুং কৃৎস্নাং চৈব বসুন্ধরাম্। যোগেশং পূজয়েদ্যস্তু স তয়োরধিকঃ স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥ বৃষভস্তত্র দাতব্যঃ সম্পূর্ণফলহেতবে। এবমেকাদশ প্রোক্তা রুদ্রাঃ প্রাভাসমাশ্রিতাঃ। নিত্যং পূজ্যাশ্চ বন্দ্যাশ্চ ক্ষেত্রস্থ ফলমীপ্সুভিঃ ॥ ৮ ॥ য এতাং চৈব শৃণুয়াদ্রুদ্রৈকাদশসংহিতাম্। তস্য ক্ষেত্রফলং সর্ব্বং প্রভাসান্তরবাসিনঃ ॥ ৯ ॥ যশ্চৈতান্নৈব জানাতি রুদ্রান্ প্রাভাসমাশ্রিতান্। স ক্ষেত্রমধ্যসংস্থোঽপি নাস্ত্যেব স পশুঃ স্মৃতঃ ॥ ১০ এতেষাং চৈ৭ রুদ্রাণাং সর্ব্বান্ বাপ্যেকমেব বা। সোমেশ্বরং পূজয়িত্বা জপেদ্বৈ শতরুদ্রিয়ম্। সর্ব্বেষাং লভতে পুণ্যং রুদ্রাণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥ ইদং

সমাহিত ভাবে এই লিঙ্গের পূজা করিবে, তাহাদেরও ইষ্টসিদ্ধি ও সদ্গতি লাভ হইবে। মনোভীষ্ট অতিদুর্লভ হইলেও তাহারা এই লিঙ্গের প্রসাদে তাহা প্রাপ্ত হইবে নিঃসন্দেহ। এই বলিয়া কামসঙ্গিনী সাধ্বী রতি হৃষ্টচিত্তে পূর্ণকাম হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। চৈত্র-শুক্ল-ত্রয়োদশীদিনে যে নর এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করে সে কামের ন্যায় হয়। ইহার মাহাত্ম্য শ্রবণে নরগণের সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে। ১২—১৬।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৯৬।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি অতঃপর কামেশ্বরের বায়ুকোণে সপ্ত ধনু দূরে অবস্থিত যোগেশ্বর নামক মহামহিম লিঙ্গের সন্নিধানে গমন করিবে। এই লিঙ্গের দর্শনেও পাপ নষ্ট হয়। পূর্ব্ব যুগে ইহা গণেশ্বর নামে বিখ্যাত ছিল। দেবি! পুরাকালে আমার মহাবল অসংখ্য গণ মাহেশ্বর ক্ষেত্র জানিয়া প্রভাসতীর্থে আসিয়াছিল, তাহারা প্রভাসে থাকিয়া যোগাবলম্বনে দিব্য সহস্র বর্ষ যাবৎ ঘোর তপস্যা করে। তাহাতে মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সালোক্যমুক্তি দান করেন, বৃষধ্বজ তাহাদের ষড়ঙ্গযোগে তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া যোগফলপ্রদ যোগেশ্বর লিঙ্গ বিখ্যাত হয়। সম্যক্ পূজাবিধানে যে নর এই লিঙ্গের, পূজা করে, তাহার যোগসিদ্ধি হয় সে স্বর্গে দেববৎ বিহার করিয়া থাকে। যে জন কাঞ্চনমেরু ও সমগ্র বসুধা দান করে, আর যে মাত্র যোগেশ্বরের অর্চ্চনা করে, এই উভয়ের মধ্যে যোগেশ্বরের পূজক ব্যক্তিই পুণ্যফলে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ ফলাবাপ্তির জন্য যোগেশক্ষেত্রে বৃষভ দান করা কর্ত্তব্য। এইরূপে এই প্রভাসস্থ একাদশ রুদ্রের কথা কথিত হইল। ক্ষেত্রফলেপ্সু নরগণের এই সকল রুদ্র নিত্য পূজ্য এবং নিত্য নমস্কার্য্য। যে এই একাদশ রুদ্রসংহিতা শ্রবণ করে, সেই প্রভাসমধ্যবাসী নরের সমস্ত ক্ষেত্রফল লাভ হয়। ১—৯। যে এই প্রভাসস্থ রুদ্রগণকে জানে না, সে নর ক্ষেত্রমধ্যে থাকিয়াও নাই; তাদৃশ লোক পশু মধ্যেই গণ্য। এই সমস্ত রুদ্র অথবা সোমেশ্বরকে পূজা করিয়া পরে শতরুদ্রিয় জপ করিলে

রহস্যং সংখ্যাতং মাহাত্ম্যং তব ভামিনি। রুদ্রাণাং পাপশমনং শ্রুতং পুণ্যবিবর্দ্ধনম্॥ ১২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে যোগেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৭॥

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি চণ্ডেশ্বরমিতি শ্রুতম্। সোমেশাদ্বায়বে ভাগে ধনুষাং ষষ্টিভিঃ স্থিতম্॥ ১॥ দিব্যং লিঙ্গং মহাদেবি সর্ব্বপাতকনাশনম্। তৎ পূর্ব্বং তু যুগে খ্যাতং মনোঃ স্বায়ম্ভুবান্তরে॥ ২॥ ত্রেতাযুগমুখে দেবি পৃথিব্যাং সম্প্রতিষ্ঠিতম্॥ পূর্ব্বে মন্বন্তরে চাস্মিল্লিঙ্গং পৃথ্বীশ্বরং প্রিয়ে॥ ৩॥ পুনশ্চন্দ্রেণ তৎপ্রাপ্তং লিঙ্গং চন্দ্রেশ্বরং প্রিয়ে। ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং নাশনং পুণ্যবর্দ্ধনম্॥ ৪॥ তদ্দৃষ্ট্বা মানবো দেবি সপ্তজন্মসমুদ্ভবৈঃ। মুচ্যতে কল্মষৈঃ সর্ব্বৈঃ কৃতকৃত্যস্তু জায়তে॥ ৫॥ দেব্যুবাচ। কথং পৃথ্বীশ্বরং খ্যাতং তল্লিঙ্গং পাপনাশনম্। কথং পুনঃ সমাখ্যাতং চন্দ্রেশ্বরমিতি প্রভো। এতদ্বিস্তরতো ব্রূহি শ্রোতুকামাঽস্মাদরাৎ॥ ৬॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশিনীম্। যাং শ্রুত্বা মুচ্যতে জন্তুস্ত্রিবিধৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ॥ ৭॥ আসীৎ পূর্ব্বং মহাদেবি দৈত্যভারার্দ্দিতা মহী। সাধো ব্রজন্তী সহসা গোরূপা সমভূব হ॥ ৮॥ ইতস্ততো ধাবমানা ন লেভে নির্বৃতিং কচিৎ। ততো বর্ষশতে পূর্ণে ভ্রমমাণা কচিৎ কচিৎ॥ ৯॥ আসসাদ মহাক্ষেত্রং প্রভাসমিতি বিশ্রুতম্। দেবদানবগন্ধর্ব্বৈঃ সেবিতং পাপনাশনম্॥ ১০॥ তত্র স্থিত্বা মহাক্ষেত্রে কৃত্বা মনসি নিশ্চয়ম্। লিঙ্গং প্রতিষ্ঠয়ামাস ভক্ত্যা পরময়া যুতা॥ ১১॥ বর্ষাণাঞ্চ শতং সাগ্রং কৃতে তপসি দুশ্চরে। তুতোষ ভগবান্ রুদ্রো ধরিত্রীং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১২॥ দেবি বিশ্বম্ভরে সর্ব্বং তপঃ সুচরিতং ত্বয়া। মা শোকং কুরু কল্যাণি ভবিষ্যতি তবেপ্সিতম্॥ ১৩॥ দৈত্যা নাশং গমিষ্যন্তি বিষ্ণুনা নিহতা ভুবি। ভবিত্রী ত্বং মহাদেবি দৈত্যভারবিবর্জ্জিতা॥ ১৪॥ ইদং ত্বয়া স্থাপিতং যল্লিঙ্গং পরমশোভনম্। ধরিত্রীনাম্না বিখ্যাতং লোকে

সর্ব্ব রুদ্র পূজার ফল লাভ হইবে সংশয় নাই। হে ভামিনি! রুদ্রগণের এই পাপহর রহস্য তোমায় বলিলাম; ইহা শুনিলেও পুণ্যবৃদ্ধি হয়। ১০—১২।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৭।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর সোমেশ্বরের বায়ুকোণে ষষ্টি ধনু ব্যবধানে অবস্থিত চণ্ডেশ্বরাখ্য বিখ্যাত দিব্য-লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। ঐ লিঙ্গ পাতকহর। ইহা পূর্ব্ব যুগে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে খ্যাতি লাভ করে। ত্রেতাযুগের প্রথম অবস্থায় পৃথিবী ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। তাই পূর্ব্ব মন্বন্তরে ইহা পৃথ্বীশ্বর নামে বিখ্যাত ছিল। প্রিয়ে! পুনরায় চন্দ্র ইহাকে পূজার্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাই নাম হয় চন্দ্রেশ্বর। এই লিঙ্গ ব্রহ্মহত্যাদি পাপের নাশক ও পুণ্যবর্দ্ধক। ইহাকে দেখিয়া মানব সপ্তজন্মসঞ্চিত সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত ও কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। দেবী কহিলেন,—ঐ পাপহর লিঙ্গের পৃথ্বীশ্বর নাম কেন হইল? আর কেনই বা উহা চন্দ্রেশ্বর নামে খ্যাতি লাভ করিল? প্রভো! আমি সাদরে শ্রবণার্থিনী; আমার নিকট বিস্তার করিয়া বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—শুন দেবি! পাপহারিণী কথা কহিতেছি। ইহা শ্রবণে জীব ত্রিবিধ কর্ম্মবন্ধন হইতেই মুক্ত হয়। মহাদেবি! পূর্ব্বকালে মহী দৈত্যভরে অর্দ্দিত হইয়া অধোগামিনী হইয়াছিলেন। অনন্তর সহসা তিনি গোরূপ ধারণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার নির্ব্বৃতি কোথাও হইল না। ক্রমে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে শত বর্ষ পূর্ণ হইল। একদা তিনি বিখ্যাত মহাক্ষেত্র দেবদানবসেবিত প্রভাসে আগমন করিলেন। মহাক্ষেত্র প্রভাসে থাকিয়া মনে মনে সঙ্কল্পপূর্ব্বক পৃথিবী পরম ভক্তির সহিত এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরে সম্পূর্ণ শত বৎসর যাবৎ দুষ্কর তপস্যা করিলে, ভগবান্ রুদ্র ধরিত্রীর প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—দেবি বিশ্বম্ভরে! তোমার দ্বারা সমস্ত তপস্যাই সম্যক্ আচরিত হইয়াছে। কল্যাণি! তুমি শোক করিও না; তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। দৈত্যগণ বিষ্ণুর হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়া নিঃশেষ হইবে। হে মহাদেবি! তখন তুমি দৈত্যভারবর্জ্জিত হইয়া সুখিনী হইতে পারিবে। তুমি যে এই পরম শোভন লিঙ্গ স্থাপন করিলে,

খ্যাতিং গমিষ্যতি ॥ ১৫ ॥ অত্রাহং সংস্থিতো নিত্যং লিঙ্গরূপী মহাপ্রভুঃ। স্থাস্যামি কল্পে কল্পে বৈ নৃণাং পাপাপহারকঃ ॥ ১৬ ॥ মূর্ত্ত্যষ্টক-সমাযুক্তো লিঙ্গেঽস্মিন্ সংস্থিতঃ সদা। নৃণাং নাশয়িতা পাপং পূর্ব্বজন্মশতার্জ্জিতম্ ॥ ১৭ ॥ ভাদ্রে কৃষ্ণতৃতীয়ায়াং যশ্চৈতং পূজয়িষ্যতি। সোঽশ্বমেধসহস্রস্য ফলমাপ্স্যত্যসংশয়ম্ ॥ ১৮ ॥ সর্ব্বতীর্থাভিষেকস্য সর্ব্বেষাং দানকর্ম্মণাম্। তদ্ভবিষ্যতি ফলং তস্য লিঙ্গস্যৈবাস্য পূজনাৎ ॥ ১৯ ॥ ধনুষাং ষোড়শং যাবৎ সমন্তাৎ পরিমণ্ডলম্। ক্ষেত্রমস্য সমাখ্যাতং প্রাণিনাং মুক্তিদায়কম্ ॥ ২০ ॥ তস্মিন্মৃতাঃ প্রাণিনো যে কামতো বাপ্যকামতঃ। কৃমিকীটসমা বাপি তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ২১ ॥ যো দদ্যাৎ কাঞ্চনং মেরুং কৃৎস্নাং বাপি বসুন্ধরাম্। যঃ পূজয়তি পৃথ্বীশং স তয়োরধিকঃ স্মৃতঃ ॥ ২২ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ইতি দত্ত্বা বরান্ দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। পৃথিবীশ্বরনামাভূত্তৎপ্রভৃত্যেব শঙ্করঃ ॥ ২৩ ॥ পুনরস্মিন্মহাকল্পে বারাহ ইতি বিশ্রুতে। কদাচিদ্দক্ষশাপেন ক্ষীণশ্চন্দ্রো বভূব হ ॥ ২৪ ॥ পপাত ভূতলে দেবি যক্ষ্মণা পীড়িতঃ শশী। ক্ষেত্রং প্রভাসমাসাদ্য তন্মহোদধিসন্নিধৌ ॥ ২৫ ॥ দৃষ্ট্বা পৃথ্বীশ্বরং লিঙ্গং সপ্রভাবং মহাপ্রভম্। তৎপূজানিরতো ভূত্বা বর্ষাণাং তু সহস্রকম্ ॥ ২৬ ॥ অতপৎ স তপো রৌদ্রং শীর্ণপর্ণাম্বুভক্ষকঃ। যতঃ সমস্তবদ্দীপ্ত্যা সর্ব্বাহ্লাদকরঃ শশী ॥ ২৭ ॥ তল্লিঙ্গস্যৈব মাহাত্ম্যাত্তস্মচ্চন্দ্রেশ্বরোঽভবৎ। তস্য লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যাচ্চন্দ্রমা গতকল্মষঃ ॥ ২৮ ॥ অবাপ সিদ্ধিমতুলাং স্পর্শলিঙ্গপ্রকাশিনীম্। সোমনাথেতি যাং প্রাহুঃ প্রসিদ্ধাং লিঙ্গরূপিণীম্ ॥ ২৯ ॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং চন্দ্রদৈবতম্। শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চন্দ্রেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৮ ॥

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি যত্র চক্রধরঃ স্থিতঃ। দণ্ডপাণিশ্চ দেবেশি যত্রৈকস্থানসংস্থিতঃ ॥ ১ ॥ চন্দ্রেশাৎ পূর্ব্বদিগ্ ভাগে সোমেশাদুত্তরে স্থিতঃ। ধনুষাং পঞ্চসংস্থানে গন্ধর্ব্বেশাৎ সমীপতঃ ॥ ২ ॥ উমায়া নৈঋর্তে ভাগে ব্রহ্মদেবর্ষি-

---

লোকে তোমার নামানুসারেই এ লিঙ্গের খ্যাতি হইবে। আমি মহাপ্রভু; লিঙ্গরূপে নিত্যই উহাতে বাস করিব; কল্পে কল্পে নরগণের পাপহারী হইয়া থাকিব। আমি অষ্টমূর্ত্তিযুক্ত হইয়া ঐ লিঙ্গে অবস্থানপূর্ব্বক নরগণের জন্মার্জ্জিত পাপহরণ করিব। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণতৃতীয়ায় যে নর এ লিঙ্গের পূজা করিবে, তাহার সহস্র অশ্বমেধফল হইবে, সংশয় নাই। এমন কি সর্ব্বতীর্থ-অবগাহনে ও সমস্ত দানকার্য্যে যে ফল হয়, এই লিঙ্গ-পূজকের সেই ফলই হইবে। এই লিঙ্গের ক্ষেত্র চতুর্দ্দিকে ষোড়শধনুব্যাপী; ইহা প্রাণিগণের মুক্তিদায়ক। কৃমি-কীটসম প্রাণিগণও এখানে কামত বা অকামত মৃত্যুগ্রস্ত হইলে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কাঞ্চনময় মেরু ও সমগ্র বসুধা দাতা এবং পৃথিবীশ্বরের পূজন কর্ত্তা এই উভয়ের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিই অধিক পুণ্যবান্ ঈশ্বর কহিলেন,—দেব শঙ্কর এই বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পৃথিবীস্থাপিত লিঙ্গ সেই হইতে পৃথিবীশ্বর নামে বিখ্যাত হইল। অনন্তর সুপ্রসিদ্ধ বারাহ মহাকল্পের কোন এক সময়ে চন্দ্র দক্ষশাপে যক্ষ্মরোগগ্রস্ত ও ক্ষীণ হইয়া ভূতলে মহোদধিসন্নিহিত প্রভাসক্ষেত্রে পতিত হন। তিনি মহামহিম পৃথ্বীশ্বর লিঙ্গ দর্শনপূর্ব্বক সহস্র বর্ষ যাবৎ তাঁহার পূজা করেন। শশধর শীর্ণপর্ণ ও অম্বুমাত্র ভক্ষণ করিয়া এইরূপে ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন। পরে লিঙ্গের মাহাত্ম্যে শশী দীপ্তিচ্ছটায় সকলের আহ্লাদকর ও বিগতকল্মষ হইলেন এবং স্পর্শলিঙ্গপ্রকাশিনী পরমা সিদ্ধি লাভ

লিঙ্গরূপিণী প্রসিদ্ধাসিদ্ধি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই আমি সংক্ষেপে চন্দ্রদৈবত-মাহাত্ম্য বলিলাম। ইহা শ্রবণে পাপ নষ্ট ও আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে। ১—৩০।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।—৯৮।

নবনবতিতম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—যথায় চক্রধর ও দণ্ডপাণি এক স্থানে অবস্থিত আছেন, হে মহাদেবি! অনন্তর সেই স্থানে গমন করিবে। চন্দ্রেশ্বরের পূর্ব্বে সোমেশ্বরের উত্তরে গন্ধর্ব্বেশের সমীপে ও উমা

সংস্থিতঃ। তস্যোৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাতকনাশিনীম্ ॥ ৩ ॥ পৌণ্ড্রকো বাসুদেবস্তু বারাণস্যাং পুরাভবৎ। তেন শ্রুতং পুরাণং তু পঠ্যমানং দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৪ ॥ কল্পাদৌ দ্বাপরান্তে তু ক্ষত্রিয়াণাং নিবেশনে। অবতারং মহাবাহুর্ব্বাসুদেবঃ করিষ্যতি ॥ ৫ ॥ স তু মূঢ়মতির্ম্মেনে অহং বিষ্ণুরিতি প্রিয়ে। চিহ্নানি ধারয়ামাস চক্রাদীনি বরাননে ॥ ৬ ॥ স দূতং প্রেষয়ামাস দ্বারকায়াং মহোদয়ম্। স গত্বা প্রাহ বিষ্ণুং বৈ চক্রাদীনি পরিত্যজ ॥ ৭ ॥ ইত্যাহ পৌণ্ড্রকো রাজা ন চেদ্বধমবাপ্স্যসি। ততশ্চ ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রাহাস্য রুচিরং বচঃ ॥ ৮ ॥ বাচ্যঃ স পৌণ্ড্রকো রাজা ত্বয়া হন্ত বচো মম। গৃহীতচক্র এবাহং কাশীমাগম্যতে পুরীম্ ॥ ৯ ॥ সন্ত্যক্ষ্যামি ততশ্চক্রং গদাং চেমামসংশয়ম্। তদ্‌গ্রাহ্যং ভবতা চক্রমন্যদ্বা যত্তবেপ্সিতম্ ॥ ১০ ॥ ইত্যুক্তেঽথ গতে দূতে সংস্মৃত্যাভ্যাগতং হরিঃ। গরুত্মন্তং সমারুহ্য ত্বরিতস্তৎপুরং যযৌ ॥ ১১ ॥ মিত্রস্নেহাত্ততস্তস্য কাশিরাজঃ সহানুগঃ। সর্ব্বসৈন্যপরীবারস্ততঃ পৌণ্ড্রমুপাযযৌ ॥ ১২ ॥ ততো বলেন মহতা কাশি-

দেবীর নৈঋত ভাগে পঞ্চধনু দূরে দেবব্রহ্মর্ষি-সেবিত উক্ত লিঙ্গ অবস্থিত। এক্ষণে তাহার সকলপাতকহারিণী উৎপত্তিবার্ত্তা বলিতেছি। পুরাকালে পৌণ্ড্রক বাসুদেব বারাণসীধামে আসিয়াছিলেন। সেখানে তিনি দ্বিজাতিগণের মুখে পঠ্যমান পুরাণ গ্রন্থে শুনিয়াছিলেন যে, দ্বাপরান্তে কল্পাদিতে ক্ষত্রিয়ালয়ে মহাবাহু বাসুদেব অবতীর্ণ হইবেন। প্রিয়ে। সেই মূঢ়মতি রাজা তৎশ্রবণে মনে করিল, আমিই সাক্ষাৎ বিষ্ণু। এই ভাবিয়া সে চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করিল এবং দ্বারকায় এক দূত পাঠাইয়া দিল। দূত গিয়া বিষ্ণুকে বলিল, –পৌণ্ড্রকরাজ বলিয়া দিয়াছেন, তুমি চক্রাদি চিহ্ন পরিত্যাগ কর ; অন্যথা আমার বধ্য হইবে। অনন্তর ভগবান্ রুচির বাক্যে বলিলেন,—দূত! তুমি গিয়া পৌণ্ড্রকরাজকে বল যে, আমি চক্র গ্রহণ করিয়াই কাশীপুরে আসিতেছি ; তথায় গিয়াই চক্র এবং গদা পরিত্যাগ করিব, নিশ্চয়ই তখন তুমি চক্র বা অন্য চিহ্নাদি যথেচ্ছ ধারণ করিও। বিষ্ণু এই কথা কহিলে, দূত চলিয়া গেল। অনন্তর হরি গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক সত্বর তৎপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তখন কাশিরাজ মিত্রস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার অনুগমন করিলেন। তিনি সর্ব্বসৈন্য-

রাজবলেন চ। পৌণ্ড্রকো বাসুদেবোঽসৌ কেশবাভিমুখো যযৌ ॥ ১৩ ॥ তং দদর্শ হরির্দূরাদুদারে স্যন্দনে স্থিতম্। চক্রহস্তং গদাশার্ঙ্গসংবৃতং গরুড়ধ্বজম্ ॥ ১৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা ভাবগম্ভীরং জহাস গরুড়ধ্বজঃ। উবাচ। পৌণ্ড্রকং মূঢ়মাত্মচিহ্নোপলক্ষিতম্ ॥ ১৫ ॥ পৌণ্ড্রকোক্তং ত্বয়া যত্তু দূতবক্ত্রেণ মাং প্রতি। সমুৎসৃজেতি চিহ্নানি তচ্চ সর্ব্বং ত্যজাম্যহম্ ॥ ১৬ ॥ চক্রমেতৎ সমুৎসৃষ্টং গদেয়ঞ্চ বিসর্জ্জিতা। গরুত্মানেষ তে গত্বা সমারোহতু বৈ ধ্বজম্ ॥ ১৭ ॥ ইত্যুচ্চার্য্য বিমুক্তেন চক্রেণাসৌ নিপাতিতঃ। রথশ্চ গদয়া ভগ্নো গজাশ্চাশ্বাশ্চ চূর্ণিতাঃ ॥ ১৮ ॥ ততো হাহাকৃতে লোকে কাশিনাথো মহাবলী। যুযুধে বাসুদেবেন মিত্রদুঃখেন দুঃখিতঃ ॥ ১৯ ॥ ততঃ শার্ঙ্গবিনির্ম্মুক্তৈশ্ছিত্ত্বা তস্য শরৈঃ শিরঃ। কাশীপুর্য্যাং স চিক্ষেপ কুর্ব্বন্ লোকস্য বিস্ময়ম্ ॥ ২০ ॥ হত্বা তু পৌণ্ড্রকং শৌরিঃ কাশিরাজং চ সানুগম্। পুনর্দ্বারবতীং প্রাপ্তো

সমভিব্যাহারে পৌণ্ড্রকরাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। প্রবল কাশিরাজবলের সহিত মিলিত হইয়া পৌণ্ড্রক বাসুদেব কেশবাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হরি দূর হইতে দেখিলেন,—পৌণ্ড্রকরাজ দুর্ব্বার স্যন্দনে সমারূঢ়, চক্রহস্ত, গদা-শার্ঙ্গধর ও গরুড়ধ্বজ। তাহাকে তথাবিধ অবস্থায় দেখিয়া গরুড়ধ্বজ ভাব-গম্ভীর হাস্য করিলেন এবং সেই আত্মচিহ্নোপলক্ষিত মূঢ় পৌণ্ড্রককে বলিলেন,—ওহে পৌণ্ড্রক! তুমি দূতমুখে আমাকে যে চিহ্নসকল পরিত্যাগ করিতে বলিয়া পাঠাইয়াছ, আমি সে সমস্ত চিহ্ন এখনই পরিত্যাগ করিতেছি। এই আমি চক্র ত্যাগ করিলাম, গদা ফেলিয়া দিলাম ; এই গরুত্মান্ গিয়া তোমার ধ্বজে আরোহণ করুক। এই বলিয়া হরি চক্র নিক্ষেপ করিলেন ; সেই চক্রে পৌণ্ড্রক নিপাতিত হইল। তাঁহার গদায় তদীয় রথ ভগ্ন হইল ; গজাশ্ব চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। তখন লোকসকল হাহাকার করিতে লাগিল। মহাবল কাশীনাথ মিত্রদুঃখে দুঃখিত হইয়া বাসুদেবসহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শৌরি শার্ঙ্গনির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা তদীয় শিরশ্ছেদন করিয়া লোকের বিস্ময়োৎপাদন করত কাশীপুরীতে নিক্ষেপ করিলেন।১—২। হরি এইরূপে পৌণ্ড্রক-কাশিরাজকে নিহত করিয়া সানুচর দ্বারাবতীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বোধ হইল, যেন তিনি মৃগয়া হইতে

স্নাগরাখ্যাং গতো যথা॥ ২১॥ ততঃ কাশিপতেঃ পুত্রঃ পিতুর্দুঃখেন দুঃখিতঃ। শঙ্করং তোষয়ামাস স চ তস্মৈ বরং দদৌ॥ ২২॥ স বব্রে ভগবন্ কৃত্যা বধায় মে। সমুত্তিষ্ঠতু কৃষ্ণস্য ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর॥ ২৩॥ এবং ভবিষ্যতীত্যুক্তে দক্ষিণাগ্নেস্ত মধ্যতঃ। মহাকৃত্যা সমুত্তস্থৌ প্রস্থিতা দ্বারকাং প্রতি॥ ২৪॥ জ্বালামালাকরালাং তাং যাদবা ভয়বিহ্বলাঃ। দৃষ্ট্বা জনার্দ্দনং সর্ব্বে শরণার্থমুপাগতাঃ॥ ২৫॥ ততঃ সুদর্শনং তস্যা মুমোচ গরুড়ধ্বজঃ। বধায় সা ততো ভগ্না চক্রতেজোঽভিপীড়িতা॥ ২৬॥ কৃত্যামনুজগামাশু বিষ্ণোশ্চক্রং সুদর্শনম্। কৃত্যা বারাণসীং প্রাপ্তা তস্যাশ্চক্রং তু পৃষ্ঠতঃ॥ ২৭॥ ততঃ সা ভয়সন্ত্রস্তা শঙ্করং শরণং গতা। সোমনাথং জগন্নাথং নান্যঃ শক্তো হি রক্ষিতুম্॥ ২৮॥ ততশ্চক্রং বরৈর্ব্বাণৈস্তাড়য়ামাস শঙ্করঃ। তচ্চ দ্বারবতীং প্রাপ্তং শিবসায়কমিশ্রিতম্॥ ২৯॥ তদ্দৃষ্ট্বা শিবনামাঙ্কৈস্তাড়িতং ভগবান্ হরিঃ। চক্রং শরৈস্ততঃ ক্রুদ্ধো গৃহীত্বা চ করেণ তৎ। জগাম তত্র যত্রাস্তে সোমেশঃ কালভৈরবঃ॥ ৩০॥ স গত্বা রোষতাম্রাক্ষশ্চক্রোদ্যতকরঃ স্থিতঃ। কৃত্যাং হন্তুং মতিং চক্রে কালভৈরবনির্ম্মিতাম্॥ ৩১॥ দৃষ্টো দেবৈস্ততঃ সর্ব্বৈর্দণ্ডপাণিগণেন চ। দেবানাং প্রেক্ষতাং তত্র দণ্ডপাণির্ম্মহাগণঃ। চক্রোদ্যতকরং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং প্রাহাব্জলোচনম্॥ ৩২॥ দণ্ডপাণিরুবাচ। মা ক্রোধং কুরু দেবেশ কৃত্যাং প্রতি জগৎপ্রভো॥ ৩৩॥ অমোঘং যুধি তে চক্রং কৃত্যা চাপি চ শাঙ্করী। এবং চক্রে বিনির্ম্মুক্তে ভবেৎ ক্রোধো হরে যদি। ভবিষ্যতি মহদ্দুঃখং লোকানাং সংক্ষয়ো হি বা॥৩৪॥ ন মোক্তব্যমতশ্চক্রং শৃণু ভূয়ো বচশ্চ নঃ। অত্র স্থানে নিযুক্তোঽহং শঙ্করেণ পুরা হরে॥ ৩৫॥ পাপিনাং রক্ষণার্থং বৈ বিঘ্নার্থং দুষ্টচেতসাম্। তস্মাত্ত্বং মম সান্নিধ্যে তিষ্ঠ চক্রধরো হরে॥ ৩৬॥ অত্র চক্রধরং দেবং পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ। ধূপমাল্যোপহারৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈরপি॥ ৩৭॥ বিষ্ণুরুবাচ। এষ এব নিবৃত্তোঽহং তব বাক্যাঙ্কুশেন বৈ। অত্র চক্রোদ্যতকরঃ স্থাস্যে তব সমীপতঃ॥ ৩৮॥ এবং হি সংস্থিতো দেবস্তত্র চক্রধরঃ প্রিয়ে। দণ্ডপাণিশ্চ

প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর কাশীপতির পুত্র পিতার মরণ দুঃখে দুঃখিত হইয়া শঙ্করের আরাধনা করিলেন, শঙ্কর তাহাকে বর দিলেন। কাশিরাজের পুত্র প্রার্থনা করিল—ভগবন সুরেশ্বর! আমার পিতার হন্তা শ্রীকৃষ্ণের বধের জন্য আপনার প্রসাদে কৃত্যা প্রাদুর্ভূত হউক। শঙ্কর বলিলেন, তাহাই হইবে। এই কথা বলিবামাত্র দক্ষিণাগ্নির মধ্য হইতে এক মহাকৃত্যা উৎপন্ন হইল এবং দ্বারকাভিমুখে প্রস্থান করিল। সেই জ্বালামালায় করাল কৃত্যা সন্দর্শন করিয়া যাদবগণ ভয়বিহ্বলভাবে জনার্দ্দনের শরণাপন্ন হইলেন। গরুড়ধ্বজ কৃত্যা নিবারণের জন্য স্বীয় সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন চক্রতেজে তাপিত হইয়া কৃত্যা ভগ্ন হইল। বিষ্ণুর চক্র কৃত্যার অনুসরণ করিল। কৃত্যা ক্রমে বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। চক্রও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। এইবার কৃত্যা ভীত হইয়া মহেশের শরণাপন্ন হইল। সোমনাথ জগন্নাথ বিনা অন্য কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে সক্ষম নহেন। অনন্তর শঙ্কর তীক্ষ্ণবাণে বিষ্ণুচক্র তাড়িত করিলেন। চক্র শিবসায়ক সহ দ্বারাবতী নগরী প্রাপ্ত হইল। ভগবান্ হরি স্বীয় চক্র শিবনামাঙ্কিতশরে তাড়িত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কর দ্বারা চক্র গ্রহণ করিয়া সোমেশ কালভৈরব সমীপে গমন করিলেন। রোষারক্তনেত্র হরি চক্রহস্তে অবস্থান করিয়া কালভৈরবনির্ম্মিতা কৃত্যা-ধ্বংসে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সমস্ত দেব ও সমস্ত দণ্ডপাণিগণ সে ব্যাপার দেখিতে পাইলেন। তখন দেবগণের সমক্ষে মহাগণ দণ্ডপাণি চক্রহস্ত কমলাক্ষ বিষ্ণুকে বলিলেন,—দেবেশ! কৃত্যার প্রতি ক্রোধ করিবেন না, হে জগৎপ্রভো! তোমার চক্র সমরে অপ্রতি- এবং এই কৃত্যাও শঙ্করনির্ম্মিত। এ ক্ষেত্রে আপনি চক্র নিক্ষেপ করিলে যদি হরের ক্রোধোদ্রেক হয়, তবে জগতের মহৎ দুঃখ এমন কি, প্রলয় পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। অতএব চক্র ত্যাগ করিবেন না; আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন। হে হরে! পুরাকালে শঙ্কর পাপীদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্টাত্মাদিগের বিঘ্নার্থ এই স্থানে আমায় নিযুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে তুমিও চক্রধর হইয়া মৎসন্নিধানে অবস্থান কর। ২১—৩৬। মানবগণ এখানে ধূপ, মাল্য, ও নানা নৈবেদ্য দ্বারা চক্রধর দেবকে পূজা করিবে। বিষ্ণু কহিলেন,—এই আমি তোমার বাক্যাঙ্কুশ দ্বারা নিবৃত্ত হইলাম। আমি এই ক্ষেত্রে চক্রহস্তে তোমার সমীপে বাস করিব। ঈশ্বর কহিলেন—প্রিয়ে! এইরূপে দেব

ভগবান্মম রূপী গণেশ্বরঃ। ৩৮। যস্তৌ পূজয়তে ভক্ত্যা দণ্ডপাণিহরী ক্রমাৎ। স পাপকঞ্চুকৈর্মুক্তো গচ্ছেচ্ছিবপুরং নরঃ। ৪০। মাঘে মাসি চতুর্দ্দশ্যাং কৃষ্ণাষ্টম্যাং বিশেষতঃ। গন্ধধূপোপহারৈর্যঃ পূজয়েদ্দণ্ডনায়কম্। তস্য ক্ষেত্রে নিবসতো ন বিঘ্নং জায়তে কচিৎ। ৪১। একাদশ্যাং জিতাহারো যোহর্চ্চয়েচ্চক্রপাণিনম্। সমুক্তঃ পাতকৈঃ সর্বৈর্যাতি বিষ্ণোঃ সলোকতাম্। ৪২। ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং চক্রপাণিনঃ। দণ্ডপাণিগণস্যাপি শ্রুতং পাপৌঘনাশনম্। ৪৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে দণ্ডপাণিচক্রধরমাহাত্ম্যবর্ণনংনামৈকোনশততমোহধ্যায়ঃ। ৯৯।

শততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তয়োরুত্তরসংস্থিতম্। তথা বায়ব্যদিগ্ভাগে ব্রহ্মণো বালরূপিণঃ। ১। সাম্বাদিত্যং সুরশ্রেষ্ঠে যঃ সাম্বেন প্রতিষ্ঠিতঃ। স্থানানি ত্রীণি দেবস্য দ্বীপেঽস্মিন্ ভাস্করস্য তু। ২। পূর্ব্বং মিত্রবনং নাম তথা মুণ্ডীরমুচ্যতে। প্রভাসক্ষেত্রমাস্থায় সাম্বাদিত্যস্তৃতীয়কঃ। ৩। তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহাদেবি পুরং যৎ সাম্বসংজ্ঞকম্। দ্বিতীয়ং শাশ্বতং স্থানং তত্র সূর্য্যস্য নিত্যশঃ। ৪। প্রীত্যা সাম্বস্য তত্রার্কো জনস্যানুগ্রহায় চ। তত্র দ্বাদশভাগেন মিত্রো মৈত্রেণ চক্ষুষা। ৫। অবলোকয়ন্ জগৎসর্ব্বং শ্রেয়োহর্থং তিষ্ঠতে সদা। প্রযুক্তাং বিধিবৎ পূজাং গৃহ্ণাতি ভগবান্ স্বয়ম্। ৬। দেব্যুবাচ। কোঽয়ং সাম্বঃ সুতঃ কস্য যস্য নাম্না রবেঃ পুরম্। যস্য বায়ং সহস্রাংশুর্বরদঃ পুণ্যকর্ম্মণঃ। ৭। ঈশ্বর উবাচ। য এতে দ্বাদশাদিত্যা বিরাজন্তে মহাবলাঃ। তেষাং যো বিষ্ণুসংজ্ঞস্তু সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতঃ। ৮। ইহাসৌ বাসুদেবত্বমবাপ ভগবান্ বিভুঃ। ৯। তস্য সাম্বঃ সুতো জজ্ঞে জাম্ববত্যাং মহাবলঃ। স তু পিত্রা ভৃশং শপ্তঃ কুষ্ঠরোগমবাপ্তবান্। তেন সংস্থাপিতঃ সূর্য্যো নিজনাম্না পুরং কৃতম্। ১০। দেব্যুবাচ। শপ্তঃ কাস্মন্নিমিত্তেঽসৌ পিত্রা পুত্রঃ স্বয়ং পুনঃ। নাল্পং স্যাৎ কারণং দেব যেনাসৌ শপ্তবান্ সুতম্। ১১। ঈশ্বর উবাচ। শৃণুষাব-

চক্রধর এবং মৎস্বরূপী গণেশ্বর ভগবান্ দণ্ডপাণি অবস্থান করিলেন। যে নর দণ্ডপাণি ও চক্রধরকে যথাক্রমে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করে, সে পাপকঞ্চুক হইতে মুক্ত হইয়া শিবপুরে প্রয়াণ করিয়া থাকে। মাঘমাসের চতুর্দ্দশী কিম্বা কৃষ্ণাষ্টমীদিনে যে নর গন্ধ ধূপাদি উপহার দ্বারা দণ্ডনায়কের পূজা করে, ক্ষেত্রবাসে তাহার কখনই বিঘ্ন হয় না। একাদশী দিনে জিতাহার হইয়া যে নর চক্রপাণির পূজা করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুসালোক্য প্রাপ্ত হয়। এই আমি সংক্ষেপে চক্রপাণি ও দণ্ডপাণগণের মাহাত্ম্য ব্যক্ত করিলাম। ইহা শ্রবণে পাপরাশি প্রশমিত হইয়া থাকে। ৩৭—৪৩।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৯।

শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর উঁহাদের উত্তর দিকে বালরূপী ব্রহ্মার বায়ুকোণে অবস্থিত সাম্বপ্রতিষ্ঠিত সাম্বাদিত্যসমীপে গমন করিবে। হে সুরেশ্বরি! এ দ্বীপে ভাস্কর দেবের তিনটী স্থান প্রসিদ্ধ। অন্মধ্যে প্রথম মিত্রবন, দ্বিতীয় মুণ্ডার স্থান এবং তৃতীয় সাম্বাদিত্যাধিষ্ঠিত প্রভাসক্ষেত্র। মহাদেবি! প্রভাসক্ষেত্রের সাম্বপুরই সূর্য্যের নিত্য সিদ্ধ দ্বিতীয় স্থান। সূর্য্য সাম্বের প্রতি প্রীত হইয়া জনগণের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ মৈত্র নেত্রে সর্ব্বজগৎ অবলোকনপূর্ব্বক মঙ্গলার্থ তথায় দ্বাদশ ভাগে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন। সেই ভগবান্ যথাবিধি বিহিত পূজা স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেবী কহিলেন,—কে সাম্ব? কাহার পুত্র? কাহার নামে ঐ রবিপুরী প্রথিত? কোন্ পুণ্যকর্ম্মা লোকের প্রতিই বা সহস্রাংশু বরপ্রদ? ঈশ্বর কহিলেন—সুপ্রসিদ্ধ মহাপ্রভাব দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে যিনি সর্ব্বলোকবিশ্রুত বিষ্ণুসংজ্ঞায় অভিহিত, সেই ভগবান্ বিভুই এখানে বাসুদেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জাম্ববতীর গর্ভে মহাবল সাম্ব নামে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হয়। বাসুদেব সেই স্বীয় পুত্রকে অভিশাপ প্রদান করেন, তাহাতে সাম্ব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন। অনন্তর শাম্ব সূর্য্যপ্রতিষ্ঠা করেন এবং তজ্জন্য নিজ নামে পুর নির্ম্মাণ করেন। দেবী কহিলেন,—পিতা হইয়া পুত্রকে কি নিমিত্ত অভিশাপ দিয়াছিলেন? দেব! পিতা কর্ত্তৃক পুত্রের প্রতি অভিশাপ, এরূপ ব্যাপার তো অল্প

হিতা ভূত্বা তস্য যচ্ছাপকারণম্। দুর্ব্বাসা নাম ভগবান্ মমৈবাংশসমুদ্ভবঃ॥ ১২॥ অটমানঃ স ভগবাংস্ত্রীল্লোকান্ প্রচচার হ। অথ প্রাপ্তো দ্বারবতীং লোকাঃ সঞ্জজ্ঞিরে পুরঃ॥ ১৩॥ তমাগতমৃষিং দৃষ্ট্বা সাম্বো রূপেণ গর্ব্বিতঃ। পিঙ্গাক্ষং জটিলং রূক্ষং বিশ্বরূপং কৃশং তথা॥ ১৪॥ অবমানং চকারাসৌ দর্শনাৎ স্পর্শনাত্তথা। দৃষ্ট্বা তস্য মুখং মন্দো বক্রং চক্রে তথাত্মনঃ। চক্রে যদুকুলশ্রেষ্ঠো গর্ব্বিতো যৌবনেন তু॥ ১৫॥ অথ ক্রুদ্ধো মহাতেজা দুর্ব্বাসা ঋষিসত্তমঃ। সাম্বং প্রোবাচ ভগবান্ বিধুন্বন্মুখমাত্মনঃ॥ ১৬॥ যস্মাদ্বিরূপং মাং দৃষ্ট্বা আত্মরূপেণ গর্ব্বিতঃ। গমনে দর্শনে মহ্যমহঙ্কারঃ কৃতো যতঃ। তস্মাত্ত্বং কুষ্ঠরোগেণ ন চিরেণ প্রসিষ্যসে॥ ১৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সাম্বশাপপ্রাপ্তিবর্ণনং নাম শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০০॥

কারণে হইবার নহে? ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! অবহিত হইয়া তাহার শাপকারণ শ্রবণ কর। মমাংশ-সম্ভূত ভগবান্ দুর্ব্বাসা ত্রিলোক ভ্রমণ করিতে করিতে একদা দ্বারাবতী পুরে আগমন করিলেন। তথায় বহুলোক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। রূপগর্ব্বিত সাম্ব সেই সমাগত ঋষিকে পিঙ্গাক্ষ, জটিল, রূক্ষ, বিকৃতরূপ ও কৃশকায় দেখিয়া দর্শনে স্পর্শনে তাঁহার যথেষ্ট অবমাননা করিলেন। মন্দমতি সাম্ব তাঁহার মুখ দেখিয়া নিজের মুখও সেই ভাবে বিকৃত করিতে লাগিলেন। যদুকুলশ্রেষ্ঠ শাম্ব যৌবনমদে গর্ব্বিত হইয়াই ঐরূপ কার্য্য করিলেন। অনন্তর ঋষিপ্রবর মহাতেজা দুর্ব্বাসা সাম্বের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আত্মবক্ত্র কম্পিত করত কহিলেন,—তুই আত্মরূপে গর্ব্বিত হইয়া আমাকে বিরূপ দেখিয়া গমনে দর্শনে আমার প্রতি যখন অহঙ্কার প্রদর্শন করিলি, তখন তোকে আচরাৎ কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইতে হইবে। ১—১৭।

শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০০।

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। এতস্মিন্নেব কালে তু নারদো ভগবানৃষিঃ। ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রস্ত্রিষু লোকেষু গর্ব্বিতঃ॥ ১॥ সর্ব্বলোকচরঃ সোঽপি যুবা দেবনমস্কৃতঃ। তথা যদৃচ্ছয়া চায়মটমানঃ সমন্ততঃ॥ ২॥ বাসুদেবং স বৈ দ্রষ্টুং নিত্যং দ্বারবতীং পুরীম্। আয়াতি ঋষিভিঃ সার্দ্ধং ক্রোধেন ঋষিসত্তমঃ॥ ৩॥ অথাশ্বাগচ্ছতস্তস্য সর্ব্বে যদুকুমারকাঃ। যে প্রদ্যুম্নপ্রভৃতয়স্তে চ প্রহ্বাননাঃ স্থিতাঃ॥ ৪॥ অভাবাচ্চার্ঘ্যপাদ্যানাং পূজাং চক্রুঃ সমন্ততঃ। সাম্বস্ত্ববশ্যভাবিত্বাত্তস্য শাপস্য কারণাৎ॥ ৫॥ অবজ্ঞাং কুরুতে নিত্যং নারদস্য মহাত্মনঃ। রতক্রীড়াসবৈর্নিত্যং রূপযৌবনগর্ব্বিতঃ॥ ৬॥ অবিনীতং তু তং দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস নারদঃ। অস্যাহমবিনীতস্য করিষ্যে বিনয়ং শুভম্॥ ৭॥ এবং স চিন্তয়িত্বা তু বাসুদেবমথাব্রবীৎ। ইমাঃ ষোড়শসাহস্রাঃ স্ত্রিয়ো যা দেবসত্তম॥ ৮॥ সর্ব্বাস্তাসাং সদা সাম্বে ভাবো দেব সমাশ্রিতঃ। রূপেণাপ্রতিমঃ সাম্বো লোকে-

---

একাধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—ইত্যবকাশে ব্রহ্মার মানস পুত্র ত্রিলোকগর্ব্বিত সর্ব্বলোকচারী সুরবন্দিত যুবা ভগবান্ নারদ ঋষি যথেচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে অন্যান্য ঋষিগণসমভিব্যাহারে দ্বারাবতী পুরে আগমন করিলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ বাসুদেবকে দেখিবার জন্য নিত্যই তথায় আসিতেন। অদ্য তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া প্রদ্যুম্নপ্রমুখ যদুকুমারগণ বিনীতভাবে অবস্থান করিলেন এবং অর্ঘ্য পাদ্যাদির অভাবেও অন্যরূপে তাঁহার সৎকার করিলেন। কিন্তু শাম্ব অভিশাপের অবশ্যম্ভাবিতা নিবন্ধন নিত্য মহাত্মা নারদকে অবজ্ঞা করিতেন। তিনি রূপযৌবনে গর্ব্বিত হইয়া রতিক্রিয়া ও আসবনিষেবণাদি দ্বারা অত্যন্ত অবিনীত হইয়াছিলেন। নারদ তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ভাবিলেন,—এই অবিনীতের যাহাতে সম্যক্ বিনয় হইতে পারে, আমি তাহা করিব। নারদ এইরূপ চিন্তা করিয়া বাসুদেবের নিকট একদা বলিলেন,—হে দেবশ্রেষ্ঠ! আপনার এই যে ষোড়শ সহস্র পত্নী আছে; ইহাদের সকলেরই অনুরাগ সাম্বের উপর। এজগতে সাম্ব রূপে অপ্রতিম; তাই ঐ সকল ভবৎপত্নী

হস্মিন্ সচরাচরে॥ ৯॥ সদার্হন্তি চ তাস্তস্য দর্শনং হৃপি সৎস্ত্রিয়ঃ। শ্রুত্বৈবং নারদাদ্বাক্যং চিন্তয়ামাস কেশবঃ॥ ১০॥ যদেতন্নারদেনোক্তং সত্যমত্র তু কিং ভবেৎ। এবঞ্চ শ্রূয়তে লোকে চাপল্যং স্ত্রীষু বিদ্যতে। শ্লোকাবিমৌ পুরা গীতৌ চিত্তজ্ঞৈর্যোষিতাং দ্বিজৈঃ॥ ১১॥ পৌংশ্চল্যাদতিচাপল্যাদজ্ঞানাচ্চ স্বভাবতঃ। রক্ষিতা যত্নতো হ্যেতা বিকুর্বন্তি হি ভর্ত্তৃষু॥ ১২॥ নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংশ্রয়ঃ। সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে॥ ১৩॥ ঈশ্বর উবাচ। মনসা চিন্তয়িত্বৈবং কৃষ্ণো নারদমব্রবীৎ। ন হ্যহং শ্রদ্ধধাম্যেতদ্যদেতদ্ভাষিতং পুরা॥ ১৪॥ ব্রুবাণমেবং দেবং তু নারদঃ প্রত্যুবাচ হ। তথাহং তু করিষ্যামি যথা শ্রদ্ধাস্যতে ভবান্॥ ১৫॥ এবমুক্ত্বা যযৌ ভূয়ো নারদস্তু যথাগতম্। ততঃ কতিপয়াহস্য দ্বারকাং পুনরভ্যগাৎ॥ ১৬॥ তস্মিন্নহনি দেবোঽপি সহান্তঃপৌরকৈর্জনৈঃ। অনুভূয় জলক্রীড়াং পানমাসেবতে রহঃ॥ ১৭॥ রম্যে রৈবতকোদ্যানে নানাদ্রুমবিভূষিতে। সর্বর্ত্তুকুসুমৈর্নিত্যং বাসিতে সর্বকামনে॥ ১৮॥ নানাজলজফুল্লাভির্দীর্ঘিকাভিরলঙ্কৃতে। হংসসারসসঙ্ঘুষ্টে চক্রবাকোপশোভিতে॥ ১৯॥ তস্মিন্ স রমতে দেবঃ স্ত্রীভিঃ পরিবৃতস্তদা। হারনূপুরকেয়ূররসনাদ্যৈর্বিভূষণৈঃ॥ ২০॥ ভূষিতানাং বরস্ত্রীণাং সর্ব্বাঙ্গীণাং বিশেষতঃ। তত্রস্থঃ পিবতে পানং শুভগন্ধান্বিতং শুভম্॥ ২১॥ এতস্মিন্নন্তরে বুদ্ধা মদ্যমত্তাস্ততঃ স্ত্রিয়ঃ। উবাচ নারদঃ সাম্বমস্মিংস্তিষ্ঠ কুমারক॥ ২২॥ ত্বাং সমাহ্বয়তে দেবো ন যুক্তং স্থাতুমত্র তে। তদ্বাক্যার্থমবুদ্ধৈব নারদেনাথ নোদিতঃ॥ ২৩॥ গত্বা তু সত্বরং সাম্বঃ প্রণামমকরোৎ পিতুঃ। নির্দ্দিষ্টমাসনং ভেজে যথাভাবেন বিষ্ণুনা॥ ২৪॥ এতস্মিন্নন্তরে তত্র যাস্তু বৈ চাল্পসাত্বিকাঃ। তা দৃষ্ট্বা সহসা সাম্বং সর্ব্বাশ্চুক্ষুভিরে স্ত্রিয়ঃ॥ ২৫॥ ন স দৃষ্টঃ পুরা যাভিরন্তঃপুরনিবাসিভিঃ। মদ্যদোষাত্ততস্তাসাং স্মৃতিলোপাত্তথা বহু॥ ২৬॥ স্বভাবতোঽল্পসত্ত্বানাং জঘনাদি বিসুস্রুবুঃ। শ্রূয়তে চাপ্যয়ং শ্লোকঃ পুরাণপ্রথিতঃ ক্ষিতৌ॥ ২৭॥ ব্রহ্মচর্য্যেঽপি বর্ত্তন্ত্যা

সৎস্বভাবা হইলেও সর্ব্বদাই সাম্বের দর্শন অভিনন্দন করেন। কেশব নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন—নারদ যাহা বলিল, তাহা কি সত্য? লোকপরম্পরায় শুনা যায় বটে যে, স্ত্রীজাতির চাঞ্চল্য আছে। অপিচ এ সম্বন্ধে যোষিদ্গণের চিত্তাভিজ্ঞ দ্বিজগণ এই দুইটী শ্লোকও পূর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়াছেন; যথা:—স্ত্রীজাতির পৌংশ্চল্য ও চাপল্য অজ্ঞান ও স্বভাবসিদ্ধ দোষ; এ দোষ হইতে উহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা কর্ত্তব্য। উহারা ভর্ত্তৃজনে বিরূপ হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতি রূপের অপেক্ষা করে না, বয়সেও উহাদের বিবেক নাই, সুরূপ বা কুরূপ যাহাই হউক, 'পুরুষ' পাইলেই তাহাকে ভোগ করিয়া থাকে। ঈশ্বর কহিলেন—কৃষ্ণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যে নারদকে বলিলেন,—নারদ! তুমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছ, তাহাতে আমার বিশ্বাস হইতেছে না। নারদ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—আপনার যাহাতে বিশ্বাস হয়, তাহা আমি করিব। এই বলিয়া নারদ যথাস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর কতিপয় দিনের পর পুনরায় দ্বারকায় আসিলেন। তাঁহার দ্বারকাগমনের দিনই বাসুদেব অন্তঃপুরিকাদিগের সহিত জলকেলি করিয়া রম্য রৈবতক উদ্যানে মধুপান করিতেছিলেন! রৈবতকের উদ্যান নানা পাদপে শোভিত; সকল ঋতুর সকল কুসুমে সুবাসিত; সর্ব্ববিধ কামভোগের আকর; নানা কমলোদ্ভাসিত বাপীসমূহে সমলঙ্কৃত; হংস, সারস ও চক্রবাক-রবে মুখরিত। ১—১৯। তথায় থাকিয়া বাসুদেব স্ত্রীগণ-পরিবৃত হইয়া রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি হার-নূপুর-কেয়ূর-রসনাদি বিবিধ ভূষণে ভূষিত বরনারীগণের মধ্যে থাকিয়া সুরভি মধু পান করিলেন। ইত্যবসরে নারদ বুঝিলেন, বাসুদেবের প্রেয়সীগণ সকলেই মদ্যপানে মত্ত হইয়াছেন। বুঝিয়া নারদ সাম্বকে বলিলেন, —কুমার! তুমি এইখানে থাক; কিন্তু বাসুদেব তোমায় ডাকিতেছেন, এখানে তোমার থাকা উচিত হয় না। সাম্ব নারদের বাক্যার্থ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার প্রেরণায় পিতৃ-পার্শ্বে গিয়া প্রণাম করিলেন এবং বিষ্ণুর নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। এই সময় তথায় যে সকল অল্পসাত্ত্বিকা বিষ্ণুমহিলা ছিলেন, তাঁহারা সাম্বকে দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। যে সকল অন্তঃপুরবাসিনী রমণীরা পূর্ব্বে সাম্বকে দেখেন নাই, মদ্যপানদোষে স্মৃতি বিলুপ্ত হওয়ায় সেই সকল অল্পসত্ত্বা রমণীর জঘনতট হইতে স্বেদোদ্গম হইল। বস্তুত জগতে পুরাণপ্রসিদ্ধ এরূপ শ্লোকও শুনিতে পাওয়া যায় যে,

যোগিন্যো বা প্রমাদতঃ। প্রকৃষ্টং পুরুষং দৃষ্ট্বা বরাঙ্গং ক্লিদ্যতে স্ত্রিয়াঃ ॥ ২৮ ॥ লোকেঽপি দৃশ্যতে হেতু-মদ্যস্যাপ্যথ সেবনাৎ। লজ্জাং মুঞ্চন্তি নিঃশঙ্কা হ্রীমত্যো হ্যপি চ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৯ ॥ সমাংসৈর্ভোজনৈঃ স্নিগ্ধৈঃ পানৈঃ সীধুসুরাসবৈঃ। গন্ধৈর্মনোজ্ঞৈ-র্বস্ত্রৈশ্চ কামঃ স্ত্রীষু বিজৃম্ভতে ॥ ৩০ ॥ মদ্যং ন দেয়মত্যর্থং পুরুষেণ বিপশ্চিতা। মদোন্মত্তাঃ স্বভাবে ন পূর্ব্বং সন্তি যতঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩১ ॥ নারদোঽপ্যথ তং সাম্বং প্রেষয়িত্বা ত্বরান্বিতঃ। আজগামাথ তত্রৈব সাম্বস্যানুপদেন তু ॥ ৩২ ॥ আয়ান্তং তাঃ স্বয়ং দৃষ্ট্বা প্রিয়সৌমনসং মুনিম্। সহসৈবোত্থিতাঃ সর্ব্বাঃ মদোন্মত্তা অপি স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ তাসামথোত্থিতানাং তু বাসুদেবস্য পশ্যতঃ। ভিত্ত্বা বাসাংস্যনর্ঘাণি পাত্রেষু পতিতানি তু ॥ ৩৪ ॥ জঘনেষু বিলগ্নানি তানি পেতুঃ পৃথক্‌পৃথক্। তদ্দৃষ্ট্বা তু হরিঃ ক্রুদ্ধস্তাঃ শশাপ ততোঽবলাঃ ॥ ৩৫ ॥ যস্মাদ্গতানি চেতাংসি মাং মুক্ত্বান্যত্র বঃ স্ত্রিয়ঃ। তস্মাৎপতিকৃতাল্লোকানা-য়ুষোঽন্তে ন যাস্যথ ॥ ৩৬ ॥ পতিলোকাৎ পরিভ্রষ্টাঃ স্বর্গমার্গাত্তথৈব চ। ভূত্বা হ্যশরণা ভূয়ো দস্যুহস্তং গমিষ্যথ ॥ ৩৭ ॥ শাপদোষাত্ততস্তস্মাত্তাঃ স্ত্রিয়ো গাঙ্গতে হরৌ। হৃতাঃ পাঞ্চনদৈশ্চৌরৈরর্জ্জুনস্য প্রপশ্যতঃ ॥ ৩৮ ॥ অল্পসত্ত্বাশ্চ যাশ্চাসংস্তা গতা দূষণং স্ত্রিয়ঃ। রুক্মিণী সত্যভামা চ তথা জাম্ববতী প্রিয়ে ॥ ৩৯ ॥ ন প্রাপ্তা দস্যুহস্তং তাঃ স্বেন সত্ত্বেন রক্ষিতাঃ। শপ্ত্বৈবং তাঃ স্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণঃ সাম্বমপ্যশপৎ পুনঃ ॥ ৪০ ॥ যস্মাদতীব তে কান্তং দৃষ্ট্বা রূপমিমাঃ স্ত্রিয়ঃ। ক্ষুব্ধাঃ সর্ব্বা যতস্তস্মাৎকুষ্ঠরোগমবাপ্নুহি ॥ ৪১ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সাম্বো লজ্জাসমন্বিতঃ। উবাচ প্রহসন্ বাক্যং স স্মরন্নৃষিসত্তমম্ ॥ ৪২ ॥ অনিমিত্তমহং তাত ভাবদোষবিবর্জ্জিতঃ। শপ্তো ন মেঽত্র বৈ ক্রুদ্ধো দুর্ব্বাসা নান্যথা বদেৎ ॥ ৪৩ ॥ এবমুক্ত্বা ততঃ সাম্বঃ কৃষ্ণং কমললোচনম্। ততো বৈরাগ্যসংযুক্তশ্চিন্তাশোকপরায়ণঃ ॥ ৪৪ ॥ প্রভাস-ক্ষেত্রমগমৎসর্ব্বপাতকনাশনম্। এবং তৎক্ষেত্র-মাসাদ্য তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥ ৪৫ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্য সহস্রাংশুং দেবং পাপনিষূদনম্। ততশ্চারাধয়ামাস পরং নিয়মমাশ্রিতঃ ॥ ৪৬ ॥ ত্রিসন্ধ্যং পূজয়ামাস

রমণী ব্রহ্মচারিণীই হৌক বা যোগিনীই হৌক, সুন্দর পুরুষ দর্শনে প্রমাদবশতঃ তাহার বরাঙ্গ ক্লিন্ন হইয়া থাকে। লোকেও দেখা যায় যে, মদ্য-সেবনে লজ্জাশীলা রমণীরাও অসঙ্কোচে লজ্জা পরি-ত্যাগ করে। সমাংস ভোজন, স্নিগ্ধ পান, এবং সীধু-সুরাসব নিষেবণ, মনোজ্ঞ গন্ধ ও উত্তম বস্ত্র এই সকল ভোগে স্ত্রীজাতির কামবৃদ্ধি হয়; অত-এব বিজ্ঞ পুরুষ রমণীকে অধিক মদ্য প্রদান করিবেন না। কেননা, মদোন্মত্তা রমণীরা পূর্ব্বোক্ত চরিত্র-সম্পন্নই হইয়া থাকে। যাহা হৌক, নারদ সাম্বকে প্রেরণ করিয়া দ্রুতগতি সাম্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎই সেইখানে আগমন করিলেন। স্বামীর প্রিয় মুনি নারদকে আসিতে দেখিয়া সেই সকল কৃষ্ণকামিনীরা মদোন্মত্তা হইলেও সহসা সসম্ভ্রমে উত্থিতা হইলেন। বাসুদেবের সমক্ষে তাঁহারা উত্থিত হইলে তাঁহাদের মহামূল্য সূক্ষ্ম বসন ভেদ করিয়া বরাঙ্গ-ক্লেদ পাত্রসমূহে পতিত ও জঘন-দেশে পৃথক্ পৃথক্ বিলগ্ন হইল। হরি তাহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সেই সকল অবলাকে শাপ দিলেন। বলিলেন,—তোমরা আমার পত্নী হইয়াও আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষে যখন মনো-নিবেশ করিয়াছ, তখন আয়ুঃশেষে তোমাদের ভাগ্যে আর পতিলোকপ্রাপ্তি ঘটিবে না। তোমরা পতিলোক ও স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নিরাশ্রয়ার ন্যায় দস্যুহস্তে পতিত হইবে। ২০—৩৭। এইরূপ শাপদোষেই পরে কৃষ্ণ স্বর্গগমন করিলে অর্জ্জুনের সমক্ষে পঞ্চনদবাসী দস্যুরা তাহাদিগকে হরণ করিয়াছিল। যে সকল রমণী অল্পসত্ত্বা ছিল, তাহারাই শাপদুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু রুক্মিণী, সত্যভামা তথা জাম্ববতী, ইহাঁরা স্বীয় চরিত্রবলেই রক্ষিতা হইয়াছিলেন; দস্যুহস্তে পতিত হন নাই। যাহা হৌক, কৃষ্ণ সেই সকল স্ত্রীগণকে শাপ দিয়া পরে সাম্বকেও শাপ দিলেন—তোমার পরম সুন্দর রূপ দেখিয়া আমার স্ত্রীগণ যখন ক্ষুব্ধ হই-য়াছে, তখন তোমাকেও কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইতে হইবে। তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া সাম্ব লজ্জিত হইলেন এবং ঋষিসত্তমকে স্মরণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—তাত! আমি ভাবদোষবর্জ্জিত; অকারণ আমায় অভিশাপ দিলেন। ক্রুদ্ধ দুর্ব্বাসা আমায় ঠিকই বলিয়াছিলেন। সাম্ব কমললোচন কৃষ্ণকে এই কথা কহিয়া পরে চিন্তা ও শোকাক্রান্তভাবে বৈরাগ্যের আশ্রয় লইলেন। অনন্তর তিনি সর্ব্ব পাতক-হর প্রভাসক্ষেত্রে আসিলেন। সেখানে আসিয়া পাপনাশন সহস্রাংশু দেবের প্রতিষ্ঠা করিয়া তৎসমীপে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

দিব্যগন্ধানুলেপনৈঃ। স্তোত্রেণানেন ভক্ত্যা বৈ স্তৌতি নিত্যং দিনাধিপম্॥ ৪৭॥ সাম্ব উবাচ। নমস্ত্রৈলোক্যদীপায় নমস্তে তিমিরাপহ। নমঃ পঙ্কজনাথায় নমঃ কুমুদশত্রবে॥ ৪৮॥ নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায় জগদ্ধাত্রে নমোঽস্তু তে। দেবদেব নমস্যামি সূর্য্যং ত্রৈলোক্যদীপকম্॥ ৪৯॥ আদিত্যবর্ণো ভুবনস্য গোপ্তা অপূর্ব্ব এষ প্রথমঃ সুরাণাম্। হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষো মহাত্মা স পঠ্যতে বৈ তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৫০॥ ইতি স্তুতস্তদা সূর্য্যঃ প্রসন্নেনান্তরাত্মনা। উবাচ দর্শনং গত্বা সাম্বং জাম্ববতীসুতম্॥ ৫১॥ সাম্ব সাম্ব মহাবাহো শৃণু গোবিন্দনন্দন। স্তোত্রেণানে তুষ্টোঽহং বরং ব্রূহি যদীপ্সিতম্॥ ৫২॥ সাম্ব উবাচ। কৃষ্ণেনাহং সুরশ্রেষ্ঠ শপ্তঃ পাপঃ সুদুর্ম্মতিঃ। কুষ্ঠান্তং কুরু মে দেব যদি তুষ্টোঽসি মে প্রভো॥ ৫৩॥ শ্রীভানুরুবাচ। ভূয় এব মহাভাগ নীরোগস্ত্বং ভবিষ্যসি। যাদৃগ্রূপঃ পুরা হ্যাসীস্ত্বম চৈব প্রসাদতঃ॥ ৫৪॥ অদ্য প্রভৃতি নেক্ষ্যাস্তা বিষ্ণুভার্য্যাঃ কথঞ্চন। ন তাসাং দর্শনে জাতু স্থাতব্যং যদুনন্দন॥ ৫৫॥ তাসামীর্ষ্যাপরীতেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। কুষ্ঠং তে যাদবশ্রেষ্ঠ প্রদত্তং হি মহাত্মনা॥ ৫৬॥ যো মাং স্তোত্রেণ চানেন সমাগত্য চ স্তোষ্যতি। ন তস্যান্বয়সম্ভূতঃ কুষ্ঠী কশ্চিদ্ভবিষ্যতি॥ ৫৭॥ অথাদিত্যস্য নামানি সম্যগ্ জানীহি দ্বাদশ। দ্বাদশৈব তথাস্থানি তানি বক্ষ্যাম্যশেষতঃ॥ ৫৮॥ আদিত্যঃ সবিতা সূর্য্যো মিহিরোঽর্কঃ প্রতাপনঃ। মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো ভানুশ্চিত্রভানুর্দিবাকরঃ॥ ৫৯॥ রবির্দ্বাদশনামৈবং জ্ঞেয়ঃ সামান্যনামভিঃ। বিষ্ণুর্ধাতা ভগঃ পূষা মিত্রোঽংশুর্বরুণোঽর্য্যমা॥ ৬০॥ ইন্দ্রো বিবস্বাংস্ত্বষ্টা চ পর্জ্জন্যো দ্বাদশঃ স্মৃতঃ। ইতি তে দ্বাদশাদিত্যাঃ পৃথক্ত্বেন প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৬১॥ উত্তিষ্ঠন্তি সদা হ্যেতে মাসৈর্দ্বাদশভিঃ ক্রমাৎ। বিষ্ণুস্তপতি বৈ চৈত্রে বৈশাখে চার্য্যমা সদা॥৬২॥ বিবস্বান্ জ্যৈষ্ঠমাসে তু আষাঢ়ে চাংশুমাংস্তথা। পর্জ্জন্যঃ শ্রাবণে মাসি বরুণঃ প্রৌষ্ঠসংজ্ঞিকে॥ ৬৩॥ ইন্দ্রশ্চাশ্বযুজে মাসি ধাতা তপতি কার্ত্তিকে। মার্গশীর্ষে তথা মিত্রঃ পৌষে পূষা দিবাকরঃ॥ ৬৪॥ মাঘে ভগস্তু

সাম্ব নিয়মান্বিত হইয়া সূর্য্যারাধনায় নিবিষ্ট হইলেন এবং দিব্য গন্ধ ও অনুলেপন দ্বারা তাঁহার ত্রৈকালিক পূজা করিতে লাগিলেন। তিনি ভক্তিভরে নিত্য নিত্য দিনাধিপতিকে এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন। সাম্ব কহিলেন,—হে তিমিরারে ত্রৈলোক্যদীপক! তোমাকে আমার বার বার নমস্কার। তুমি পঙ্কজ-বন্ধু ও কুমুদনাথ তোমাকে নমস্কার। তুমি জগৎপ্রতিষ্ঠ, জগদ্ধাতা, তোমাকে নমস্কার। হে দেবদেব! তুমি সূর্য্য—ত্রৈলোক্যের দীপক, তোমাকে আমি নমস্কার করি। তুমি আদিত্যবর্ণ, ভুবনগোপ্তা, অনাদি ও সুরগণের আদি। তুমিই হিরণ্যগর্ভ তমঃপারবর্ত্তী মহাপুরুষ বলিয়া পঠিত, তোমাকে আমার নমস্কার। সূর্য্য এইরূপে স্তুত হইয়া তৎকালে প্রসন্নচিত্তে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া জাম্ববতীসুত সাম্বকে বলিলেন,—হে সাম্ব, সাম্ব, গোবিন্দনন্দন, মহাভুজ! শ্রবণ কর, তোমার এই স্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি; অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। সাম্ব কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি সুদুর্ম্মতি পাপিষ্ঠ; কৃষ্ণ আমায় অভিশাপ দিয়াছেন। দেব! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমায় কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত করুন। ভানু বলিলেন,—মহাভাগ! তুমি নীরোগ হইবে; তোমার যেমন রূপ ছিল, আমার প্রসাদে পুনরায় তাহাই হইবে। আজ হইতে তুমি আর কৃষ্ণভার্য্যাদিগকে দেখিও না। হে যদুনন্দন! তাঁহাদের দর্শনপথে কদাচ তুমি থাকিও না। তাঁহাদের প্রতি ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়াই প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু তোমায় কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইবার অভিশাপ দিয়াছিলেন। ৫৮-৫৬। যাহা হৌক, এই ক্ষেত্রে আসিয়া তোমার কৃত এই স্তব দ্বারা আমার যে স্তব করিবে, তাহার বংশে আর কেহই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইবে না। অনন্তর আদিত্যের সামান্য দ্বাদশবিধ নাম শ্রবণ কর। তদীয় অন্যান্য দ্বাদশ নামও আমি বলিতেছি, আদিত্য, সবিতা, সূর্য্য, মিহির, অর্ক, প্রতাপন, মার্ত্তণ্ড, ভাস্কর, ভানু, চিত্রভানু, দিবাকর, ও রবি। সামান্য নামনিরুক্তি অনুসারে আদিত্যের এই দ্বাদশ নাম বিজ্ঞেয়। অন্য দ্বাদশ নাম যথা—বিষ্ণু, ধাতা, ভগ, পূষা, মিত্র, অংশু, বরুণ, অর্য্যমা, ইন্দ্র, বিবস্বান্, ত্বষ্টা ও পর্জ্জন্য। আদিত্যের এই অষ্টবিধ দ্বাদশ নাম কীর্ত্তিত হইল। দ্বাদশ মাসে যথাক্রমে এই সকল আদিত্য উদিত হইয়া থাকেন। বিষ্ণু চৈত্রে, অর্য্যমা বৈশাখে, বিবস্বান্ জ্যৈষ্ঠে, অংশুমান্ আষাঢ়ে, পর্জ্জন্য শ্রাবণে, বরুণ ভাদ্রে, ইন্দ্র আশ্বিনে, ধাতা

বিজ্ঞেয়স্ত্বষ্টা তপতি ফাল্গুনে। শতৈর্দ্বাদশভির্বিষ্ণু রশ্মীনাং দীপ্যতে সদা। ৬৫। দীপ্যতে গো-সহস্রেণ শতৈশ্চ ত্রিভিরর্য্যমা। দ্বিসপ্তকৈর্বিবস্বাংস্ত অংশুমান্ পঞ্চকৈস্ত্রিভিঃ। ৬৬। বিবস্বানিব পর্জ্জন্যো বরুণশ্চার্য্যমা ইব। ইন্দ্রস্তু দ্বিগুণৈঃ ষড়ভির্ভাত্যেকা-দশভিঃ শতৈঃ। ৬৭। মিত্রবচ্চ ভগস্ত্বষ্টা সহস্রেণ শতেন চ। উত্তরোপক্রমেঽর্কস্য বর্দ্ধন্তে রশ্ময়ঃ সদা। দক্ষিণোপক্রমে ভূয়ো হ্রসন্তে সূর্য্যরশ্ময়ঃ। ৬৮॥ এবং দ্বাদশমূর্ত্তিস্থঃ প্রভাসক্ষেত্রমধ্যতঃ। সাম্বাদি-ত্যেতি বিখ্যাতঃ স্বাম্বে মন্বন্তরান্তরে। ৬৯। মাঘস্য শুক্লপক্ষে তু পঞ্চম্যাং যাদবোত্তম। একভক্তং সদা খ্যাতং ষষ্ঠ্যাং নক্তমুদাহৃতম্॥ ৭০। সপ্তভানুপ-বাসং তু কৃত্বা সাবর্কসন্নিধৌ। রক্তচন্দনমিশ্রৈস্তু করবীরৈর্মহাব্রতঃ। ৭১॥ দত্ত্বা কুন্দরকং ধূপং পূজয়েদ্ভাস্করং বুধঃ। ব্রাহ্মণান্ দিব্যভোজ্যেন ভোজয়িত্বাপি শক্তিতঃ। ৭২। এবং যঃ কুরুতে সম্যক্ সাম্বাদিত্যস্য পূজনম্। সম্যক্ শ্রদ্ধাসমাযুক্তঃ সম্প্রাপ্স্যত্যখিলং ফলম্। ৭৩। ঈশ্বর উবাচ। এবমুক্ত্বা সহস্রাংশুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। সাম্বোঽপি নির্জ্জরো ভূত্বা দ্বারকাং পুনরাগমৎ। ৭৪। ইত্যেতৎ কথিতং দেবি সাম্বাদিত্যমহোদয়ম্। শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি। ৭৫।

ইতি শ্রীস্কান্দে সাম্বাদিত্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈ-কাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১০১।

কার্ত্তিকে, মিত্র মার্গশীর্ষে, পূষা পৌষে, ভগ মাঘে এবং ত্বষ্টা ফাল্গুনে তাপ প্রদান করেন। বিষ্ণু দ্বাদশ শত, অর্য্যমা তিন শতাধিক সহস্র, বিবস্বান্ চতুর্দ্দশ শত এবং অংশুমান্ পঞ্চশতাধিক সহস্র রশ্মি দ্বারা দীপ্তি পাইয়া থাকেন। এইরূপে পর্জ্জন্য বিবস্বানের ন্যায় এবং বরুণ অর্য্যমার ন্যায় রশ্মিমালায় দীপ্তি পান। ইন্দ্র দ্বাদশ শত রশ্মি দ্বারা দীপ্তি পাইয়া থাকেন। মিত্র একা-দশ শত রশ্মিযোগে, ভগ মিত্রের ন্যায়, এবং ত্বষ্টা শতাধিক সহস্র রশ্মি দ্বারা প্রদীপ্ত হন। উত্তরায়ণের উপক্রম হইতেই আদিত্যরশ্মি সকল নিত্য বর্দ্ধিত হয় এবং দক্ষিণায়ণের উপক্রম হইতে হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। এইরূপে দ্বাদশ মূর্ত্তি দিবাকর প্রভাসক্ষেত্রের মধ্যে সাম্বাদিত্য নামে বিখ্যাত হইয়া বিভিন্ন মন্বন্তরেও বিরাজ করেন। হে যদুশ্রেষ্ঠ! এইরূপে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী তিথিতে সম্বাদিত্যের সন্নিধানে যথাক্রমে একভক্ত, নক্ত ও উপবাস করিয়া রক্তচন্দনমিশ্র করবীর কন্দুরক ও ধূপ দ্বারা ভাস্করপূজা করিবে এবং পূজান্তে দিব্য ভোজ্য সামগ্রী দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে যথাশক্তি ভোজন করাইবে। এইরূপে যে ব্যক্তি সম্যক্ শ্রদ্ধালু হইয়া সাম্বাদিত্যের পূজা করে, তাহার নিখিল ফলপ্রাপ্তি হয়। ঈশ্বর কহিলেন,—সহস্রাংশু এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। সাম্বও নির্জ্জর হইয়া পুনরায় দ্বারকায় আগমন করিলেন। দেবি! এই আমি সাম্বাদিত্যের মহোদয় বর্ণন করিলাম। ইহা শ্রবণে পাপ নাশ ও আরোগ্য লাভ হয়। ৫৭—৭৫।

একাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০১

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি দেবীং কণ্টকশোধিনীম্। তস্যৈবোত্তরাদগ্‌ভাগে ধনু-র্দ্বিতয়সংস্থিতাম্। ১। মহিষঘ্নীং মহামায়াং ব্রহ্ম-দেবর্ষিপূজিতাম্। পুরা যে কল্মষোপেতা দানবা দেবকণ্টকাঃ॥ ২। যুগেযুগে শোধয়েত্তাংস্তেন কণ্টকশোধিনী। অশ্বযুক্শুক্লপক্ষে তু নবম্যাং তামথার্চ্চয়েৎ॥ ৩। পশুপুষ্পোপহারৈশ্চ দীপ-ধূপৈস্তথোত্তমৈঃ। তস্যারয়ো ন জায়ন্তে যাবদ্বর্ষং বরাননে॥ ৪। যস্তাং পশ্যতি সম্ভক্ত্যা ভূতায়াং নিত্যমেব বা। তং পুত্রমিব কল্যাণী সংরক্ষতি

দ্ব্যধিক শততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি। অনন্তর উহার উত্তরে দুই ধনু ব্যবধানে অবস্থিত কণ্টকশোধিনী দেবীর নিকট গমন করিবে। ঐ দেবী মহিষঘ্নী, মহাকায়া ও ব্রহ্মর্ষিদেবর্ষি-বন্দিতা। দেবকণ্টক দানবেরা পাপাক্রান্ত হইলে যুগে যুগে ঐ দেবী তাহাদিগকে শোধন করেন বলিয়াই কণ্টকশোধিনী নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। আশ্বিন মাসের শুক্ল-পক্ষীয় নবমীদিনে ধূপ, দীপ, উত্তম পুষ্পাদির দ্বারা উহাঁর অর্চ্চনা করিতে হয়। এইরূপ পূজা করিলে এক বর্ষমধ্যে শত্রুনিপাত হয়। যে নর উত্তম ভক্তিযোগে চতুর্দ্দশীদিনে অথবা

ন সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥ ইতি সঙ্ক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। দেবি কণ্টকশোধিন্যাঃ শ্রুতং রক্ষাকরং পরম্ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কণ্টকশোধিনীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০২ ॥

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেদ্বরারোহে কপালেশ্বরমুত্তমম্। তস্যা উত্তরদিগ্‌ভাগে সুরগন্ধর্ব্বপূজিতম্ ॥ ১ ॥ পুরা যজ্ঞে বর্ত্তমানে দক্ষরাজস্য ধীমতঃ। উপবিষ্টেষু বিপ্রেষু হূয়মানে হুতাশনে ॥২॥ জাল্মরূপধরো ভূত্বা শঙ্করস্তত্র চাগতঃ। জীর্ণকন্থান্বিতো দেবি মলবান্ ধূলিধূসরঃ ॥ ৩ ॥ অথ তে ব্রাহ্মণাঃ ক্রুদ্ধা দৃষ্ট্বা তং জাল্মরূপিণম্। কপালধারিণং সর্ব্বে ধিক্‌শব্দৈস্তং জগর্হিরে ॥ ৪ ॥ অসকৃৎ পাপপাপেতি গচ্ছগচ্ছ নরাধম। যজ্ঞবেদির্ন চার্হা হি মানুষাস্থিধরস্য তে ॥ ৫ ॥ অথ প্রহস্য ভগবান্ যজ্ঞবেদ্যাং সুরেশ্বরি। ক্ষিপ্ত্বা কপালং নষ্টোঽহসৌ ন স জ্ঞাতো মনীষিভিঃ ॥ ৬ ॥ তস্মিন্নষ্টে কপালং তৎক্ষিপ্তং মণ্ডপবাহ্যতঃ। অথান্যত্তত্র সঞ্জাতং তদ্রূপং চ বরাননে ॥ ৭ ॥ ক্ষিপ্তংক্ষিপ্তং পুনস্তত্র জায়তে চ মহীতলে। এবং শতসহস্রাণি প্রযুতান্যর্ব্বুদানি চ ॥ ৮ ॥ তত্র ক্ষিপ্তানি জাতানি ততস্তে বিস্ময়ান্বিতাঃ। অথোচুর্ম্মুনয়ঃ সর্ব্বে নির্ব্বিণ্ণাশ্চাস্য চেষ্টিতম্ ॥ ৯ ॥ কোঽন্যো দেবান্মহাদেবাদ্গঙ্গাক্ষালিতশেখরাৎ। সমর্থ ঈদৃশং কর্ত্তুমস্মিন যজ্ঞে বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥ ততস্তে বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ স্তবন্তো বৃষভধ্বজম্। হোমং চক্রুর্ম্মুহুর্বহ্নৌ মন্ত্রৈস্তৈঃ শতরুদ্রিয়ৈঃ ॥ ১১ ॥ ততঃ প্রত্যক্ষতাং প্রাপ্তস্তেষাং দেবো মহেশ্বরঃ। ততস্তে বিবিধৈঃ স্তোত্রৈস্তুষ্টুবুঃ শূলপাণিনম্। বেদোক্তমন্ত্রৈর্বিবিধৈঃ পুরাণোক্তৈস্তথৈব চ ॥ ১২ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। ওঁ নমো মূলপ্রকৃতয়ে অজিতায় মহাত্মনে। অনাবৃতায় দেবায় নিঃস্পৃহায় নমো নমঃ ॥ ১৩ ॥ নম আদ্যায় বীজায় আর্ষেয়ায় প্রবর্ত্তিনে। অনন্তরায় চৈকায় অব্যক্তায় নমো নমঃ ॥ ১৪ ॥ নানাবিচিত্র-

---

নিত্য তাহাকে দর্শন করে, ঐ কল্যাণী দেবী তাহাকে পুত্রের ন্যায় রক্ষা করিয়া থাকেন। দেবি! এই আমি সংক্ষেপে কণ্টকশোধিনী দেবীর পাপহর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম; ইহা শ্রুত হইয়া পরম রক্ষাকর হইয়া থাকে। ১—৬।

দ্ব্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০২।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে বরারোহে! অনন্তর ঐ দেবীর উত্তরে সুরগন্ধর্ব্বপূজিত উত্তম কপালেশ্বরের সমীপে গমন করিবে। পূর্ব্বে ধীমান্ দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞে বিপ্রগণ সমাসীন ও হুতাশন হূয়মান হইতে লাগিলে, শঙ্কর জাল্মরূপ ধরিয়া তথায় আগমন করেন। দেবি! তিনি জীর্ণকন্থায় অন্বিত, মলাচিত ও ধূলিধূসরদেহে আসিয়াছিলেন; তাই ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া সেই জাল্মরূপী কপালীকে ধিক্ ধিক্ শব্দে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং বারম্বার বলিলেন দূর দূর পাপী নরাধম দূরহ' এ পবিত্র যজ্ঞবেদী নরাস্থিধারীর যোগ্য নহে। হে সুরেশি! তখন ভগবান হাস্য করিয়া সেই যজ্ঞবেদিতেই কপাল ক্ষেপণপূর্ব্বক অদৃশ্য হইলেন। মনীষিগণ কেহই তাঁহাকে জানিতে পারিলেন না। তিনি অদৃশ্য হইলে তৎপরিত্যক্ত কপাল যজ্ঞমণ্ডপের বহির্ভাগে বিপ্রগণ ফেলিয়া দিলেন। যেমন ফেলিলেন, অমনি আবার একটী কপাল জন্মিল। এইরূপে বার বার ক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; বার বার জন্মিতে লাগিল। শত সহস্র অযুত অর্ব্বুদ বার নিক্ষিপ্ত হইয়াও সেই কপাল পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইলে বিপ্রগণ বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তখন যজ্ঞক্ষেত্রে উপবিষ্ট মুনিগণ তদীয় চেষ্টায় আলোচনা করিতে গিয়া কহিলেন,—গঙ্গাজলক্ষালিতশিরা মহাদেব ব্যতীত কে আর এ যজ্ঞে এরূপ করিতে সমর্থ? এ কার্য্য তাঁহারই। এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা বিবিধ স্তবে বৃষধ্বজের স্তব করিতে লাগিলেন এবং শতরুদ্রিয় মন্ত্র দ্বারা বহ্নিতে হোম করিতে লাগিলেন। ১—১১। অনন্তর মহেশ্বর দেব তাঁহাদের প্রত্যক্ষ হইলেন। তখন মুনিগণ অন্য বিবিধ স্তবে এবং বৈদিক ও পৌরাণিক মন্ত্রে শূলপাণির স্তব করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ কহিলেন—যিনি মূলপ্রকৃতি, অজিত, মহাত্মা, অনাবৃত, নিঃস্পৃহ ও দেবদেব, তাঁহাকে পুনঃপুন নমস্কার। যিনি আদ্য বীজ, অর্ষবিধির প্রবর্ত্তক, অনন্তর, এক ও অব্যক্ত তাঁহাকে নমোনমঃ।

ভুজগাঙ্গদভূষণায় সর্ব্বেশ্বরায় বিরজায় নমো বরায় বিশ্বাত্মনে পরমকারণকারণায় ফুল্লারবিন্দবিপুলায়তলোচনায় ॥ ১৫ ॥ অদৃশ্যমব্যক্তমনাদিমব্যয়ং যদক্ষরং ব্রহ্ম বদন্তি সর্ব্বগম্। নিশাম্য যং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে তমাদিদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১৬ ॥ এবং স্তুতস্তদা সর্ব্বৈর্ঋষিভির্গতকল্মষৈঃ। ততস্তুষ্টো মহাদেবস্তেষাং প্রত্যক্ষতাং গতঃ। অব্রবীত্তানৃষীন্ দেবো বৃণুধ্বং বরমুত্তমম্ ॥ ১৭ ॥ ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। যদি তুষ্টোঽসি নো দেব স্থানেঽস্মিন্নিরতো ভব। অসংখ্যাতানি যস্মাচ্চ কপালানি সুরেশ্বর ॥ ১৮ ॥ পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তানি ব্যপনীতান্যপি প্রভো। অস্মিন্নসংশয়ং স্থানে কপালেশ্বরনামভৃৎ ॥ ১৯ ॥ স্বয়ং তু লিঙ্গং দেবেশ তিষ্ঠেন্মন্বন্তরান্তরম্। কপালেশ্বরনাম্না ত্বমস্মিন্ স্থানে স্থিতিং কুরু ॥ ২০ ॥ যেঽত্র ত্বাং পূজয়িষ্যন্তি ধূপমাল্যানুলেপনৈঃ। তেষাং তু পরমং স্থানং যদ্দেবৈরপি দুর্লভম্ ॥ ২১ ॥ বাঢ়মিত্যেবমুক্ত্বাসৌ স্থিতস্তত্র মহেশ্বরঃ। পুনঃ প্রবর্ত্তিতো যজ্ঞো নিশানাথস্য ভামিনি ॥ ২২ ॥ তস্মিন্ দৃষ্টে লভেন্মর্ত্ত্যো বাজিমেধফলং প্রিয়ে। মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতৈরপি ॥ ২৩ ॥ ইদং মাহাত্ম্যমখিলমভূৎ স্বায়ম্ভুবান্তরে। বৈবস্বতে পুনশ্চাস্তদ্দক্ষযজ্ঞবিনাশকৃৎ ॥ ২৪ ॥ কপালীতি মহেশানো দক্ষেণোক্তঃ পুরা হরঃ। তেন যজ্ঞস্য বিধ্বংসং কপালী তমথাকরোৎ। কপালেশ্বরনামেতি স্থিতোঽস্মিন্মানবান্তরে ॥ ২৫ ॥ অথাস্য নাম দেবস্য সূর্য্যসাবর্ণিকেঽন্তরে। ভবিষ্যতি বরারোহে নাম তত্ত্বেশ্বরেতি চ ॥ ২৬ ॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং রুদ্রদৈবতম্। পাপঘ্নং সর্ব্বজন্তূনাং পশুপাশবিমোক্ষণম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কপালেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৩ ॥

যিনি বিবিধ বিচিত্র ভুজঙ্গ ও অঙ্গদধারী, যিনি সর্ব্বেশ্বর, বিরজ ও বরেণ্য, তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি বিশ্বাত্মা, পরম কারণকারণ, ফুল্লারবিন্দবৎ বিপুলায়তনেত্র, যাঁহাকে অদৃশ্য, অব্যক্ত, অনাদি, অব্যয়, অক্ষয় ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম-নামে অভিহিত করা হয়, যাঁহার নাম শুনিলে জীবমৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, সেই অনাদিদেবের আমরা শরণাপন্ন হইলাম। বীতপাপ ঋষিগণ এইরূপে স্তব করিলে মহাদেব তুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ হইলেন এবং সেই সকল ঋষিকে বলিলেন,—তোমরা বর গ্রহণ কর। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—দেব! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই স্থানে নিত্য সন্নিহিত হউন। সুরেশ্বর! যেহেতু অসংখ্য কপাল বারম্বার এইস্থান হইতে অপনীত হইলেও পুনঃপুনঃ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, এই কারণ এখানে আপনি কপালেশ্বর নাম ধারণ করিয়া অবস্থান করুন। হে দেবেশ! স্বয়ং লিঙ্গরূপে এস্থানে ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরে কপালেশ্বর নামেই বিরাজ করুন। ধূপ মাল্য ও অনুলেপনাদি দ্বারা যাহারা তোমার পূজা করিবে, তাহাদের যেন দেবদুর্লভ পরম স্থান লাভ হয়। মহেশ্বর "তাহাই হউক" বলিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে ভামিনি! পুনরায় তথায় নিশানাথের যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইল। প্রিয়ে! মর্ত্ত্যজন সেই কপালেশ্বরকে দেখিলে অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হয় এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অশেষ পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই অখিল মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইয়াছিল। বৈবস্বত মন্বন্তরে দক্ষযজ্ঞধ্বংসকর অন্তর্বিধ মাহাত্ম্য প্রবর্ত্তিত হয়। পুরাকালে দক্ষ ইঁহাকে কপাল মহেশান ও হর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। কপালী দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন, তাই মন্বন্তরে তিনি কপালেশ্বর নাম ধারণ করিয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। হে বরারোহে! সূর্য্যসাবর্ণিক মন্বন্তরে এই দেব তত্ত্বেশ্বর নামে অভিহিত হইবেন। এই আমি সংক্ষেপে রুদ্রদৈবতমাহাত্ম্য ব্যক্ত করিলাম, ইহা সর্ব্বজীবের পাপঘ্ন ও পশুপাশহর। ১২—২৭।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৩।

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি কোটীশ্বরমনুত্তমম্। তস্মাদুত্তরতো দেবি কোটীশমিতি

চতুরধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! উহার উত্তরে কোটীশ্বর নামে এক সিদ্ধ লিঙ্গ আছে। অনন্তর

বিশ্রুতম্ ॥ ১ ॥ পাপঘ্নং সর্ব্বজন্তূনাং পশুপাশ-বিমোক্ষদম্। পুরা পাশুপতা দেবি কপালেশ্বর-সন্নিধৌ ॥ ২ ॥ তপঃ কুর্ব্বন্তি বিপুলং ভস্মোদ্ধূলিত-বিগ্রহাঃ। জটামুকুটসংযুক্তা মুণ্ডমেখলধারিণঃ ॥ ৩ ॥ শান্তাঃ সর্ব্বে জিতক্রোধা ব্রাহ্মণাঃ শিবযোগিনঃ। তপঃ কুর্ব্বন্তি তত্রস্থা ব্যাপ্য ক্ষেত্রং চতুর্দ্দিশম্ ॥ ৪ ॥ কোটিসংখ্যা মহাদেবি মন্ত্রজাপ্যপরায়ণাঃ ॥ সম্যক্ সংস্থাপ্য তে লিঙ্গং কপালেশসমীপগম্ ॥ ৫ ॥ ততস্তে পূজয়াঞ্চক্রুস্তল্লিঙ্গং ভক্তিসংযুতাঃ। ততস্তুষ্টো মহাদেবো মুক্তিং তেষাং দদৌ হরঃ ॥ ৬ ॥ ঋষয়ঃ কোটিসংখ্যাতাস্তস্মিন্ সিদ্ধা যতঃ প্রিয়ে। তেন কোটীশ্বরং লিঙ্গং নাম্না খ্যাতং ধরাতলে ॥ ৭ ॥ যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা কোটীশ্বরমনাময়ম্। স কোটিমন্ত্রজাপ্যস্য ফলং প্রাপ্স্যতি মানবঃ ॥ ৮ ॥ হিরণ্যং তত্র দাতব্যং ব্রাহ্মণে বেদপারগে। কোটি-হোমফলং তস্য সম্যগ্‌যাত্রাফলং ভবেৎ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কোটীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৪ ॥

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি রহস্যং স্থানমুত্তমম্। সর্ব্বপাপহরং নৃণাং বিস্তরাৎ কথয়ামি তে ॥১॥ প্রধানদেবমাহাত্ম্যং মাহাত্ম্যং কল্পবাসিনাম্। সোমেশো দৈত্যহন্তা চ বালরূপী পিতামহঃ ॥ ২ ॥ অর্কস্থলস্তথাদিত্যঃ প্রভাসঃ শশিভূষণঃ। এতে ষট্‌প্রবরা দেবাঃ ক্ষেত্রে প্রাভাসিকে স্থিতাঃ ॥ ৩ ॥ তেষাং দর্শনমাত্রেণ কৃতকৃত্যঃ প্রজায়তে। মুচ্যতে পাতকৈর্ঘোরৈরাজন্মজনিতৈর্ধ্রুবম্ ॥ ৪ ॥ দেব্যুবাচ। পূর্ব্বেষামুক্তদেবানাং মাহাত্ম্যং কথিতং ত্বয়া। প্রভাসে বালরূপীতি যৎ প্রোক্তং তৎকথং বচঃ ॥ ৫ ॥ অন্যেষু সর্ব্বস্থানেষু বৃদ্ধরূপী পিতামহঃ। কথঞ্চ সমনুপ্রাপ্তো মাহাত্ম্যং তস্য কিং স্মৃতম্ ॥ ৬ ॥ কথং স পূজ্যো দেবেশ যাত্রা কার্য্যা কথং নৃভিঃ। এতদ্বিস্তরতো ব্রূহি প্রসন্নো যদি মে প্রভো ॥ ৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং ব্রহ্মসম্ভবম্। যস্য শ্রবণমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ৮ ॥ নাস্তি ব্রহ্মসমো দেবো নাস্তি ব্রহ্মসমো গুরুঃ। নাস্তি ব্রহ্মসমং জ্ঞানং নাস্তি ব্রহ্মসমং তপঃ ॥ ৯ ॥

তৎসমীপে গমন করিবে। ঐ লিঙ্গ সর্ব্বজীবের পাপঘ্ন ও পশুপাশবিমুক্তিদ। দেবী পূর্ব্বে ভস্ম-ভূষিতাঙ্গ, জটামুকুট-মণ্ডিত, ভুজঙ্গমেখলান্বিত শান্ত, জিতক্রোধ, শিবযোগী, মন্ত্রজপ-নিরত, কোটিসংখ্যক পাশুপত ব্রাহ্মণ কপালেশ্বরসমীপে এক শিবলিঙ্গ সংস্থাপন করিয়া বিপুল তপস্যা করেন এবং সেই লিঙ্গার্চ্চনায় নিরত হইয়াছিলেন। তাহাতে মহাদেব তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে মুক্তিবর প্রদান করেন। প্রিয়ে! যে-হেতু কোটিসংখ্যক সিদ্ধ ঋষি ঐ লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন, এইজন্য উহা ধরা-তলে কোটীশ্বর নামে বিখ্যাত হয়। যে নর ভক্তি করিয়া ঐ নামে কোটীশ্বর দেবের অর্চ্চনা করে, সে কোটি মন্ত্র জপের ফল প্রাপ্ত হয়। ঐ স্থানে বেদপারগ ব্রাহ্মণকে হিরণ্য দান করিতে হয়। তাহাতে দাতার কোটি হোমফল ও সম্যক্ যাত্রা-ফল সিদ্ধ হয়। ১—৯।

চতুরধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৪।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর অন্য এক উত্তম রহস্য স্থান বলিতেছি, উহা নরগণের নিখিল পাপ-হর। প্রধানদেবের মাহাত্ম্য ও কল্পবাসীদিগের মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বলিতেছি। সোমেশ দৈত্যসূদন, বাল ব্রহ্মা, অর্কস্থল, আদিত্য, প্রভাস ও শশিভূষণ এই ছয় প্রধান দেব প্রভাস ক্ষেত্রে অবস্থিত। তাঁহা-দের দর্শনমাত্রেই নর কৃতকৃত্য হয়; আজন্মার্জ্জিত নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। দেবী কহিলেন,—পূর্ব্বোক্ত দেবগণের মাহাত্ম্য তুমি ব্যক্ত করিয়াছ, কিন্তু প্রভাসে বালরূপী ব্রহ্মা আছেন, সে কিরূপ কথা? অন্যান্য সকল স্থানে পিতামহ বৃদ্ধরূপেই অবস্থিত। তিনি এখানে বালরূপ হইলেন কিরূপে? তাঁহার মাহাত্ম্য কি? কিরূপ তাঁহার পূজাবিধি? হে দেবেশ! নরগণ তাঁহার যাত্রাই বা কিরূপে করিবে? প্রভো! আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকিলে এ সকল বিস্তৃত রূপেই আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ঈশ্বর কহিলেন, শোন দেবি! ব্রহ্মমাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি। উহা শ্রব-ণেই নিখিল পাতক হইতে মুক্তি হয়। ব্রহ্মসমান দেব নাই, ব্রহ্ম-সম গুরু নাই, ব্রহ্ম-সম জ্ঞান নাই,

তাবদ্‌ভ্রমন্তি সংসারে দুঃখশোকভয়প্লুতাঃ। ন ভবন্তি সুরজ্যেষ্ঠে যাবদ্ভক্তাঃ পিতামহে॥ ১০॥ সমাসক্তং যথা চিত্তং জন্তোর্বিষয়গোচরে। যদ্যেবং ব্রহ্মণি ন্যস্তং কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥ ১১॥ দেব্যুবাচ। এবং মাহাত্ম্যসংযুক্তো যদি ব্রহ্মা জগদ্‌গুরু। প্রাভাসিকে মহাতীর্থে কস্মিন্ স্থানে তু সংস্থিতঃ॥১ কিমর্থমাগতস্তত্র কস্মিন্ কালে সুরোত্তমঃ। কথং স পূজ্যো বিপ্রেন্দ্রৈঃ স্থিতো কস্মাৎ ক্রমাদ্বদ॥ ১৩॥ ঈশ্বর উবাচ। সোমনাথস্য ঐশান্যাং সাম্বাদিত্যাগ্নিগোচরে। ব্রহ্মণঃ পরমং স্থানং ব্রহ্মলোক ইবাপরঃ॥ ১৪॥ তিষ্ঠন্তে কল্পসংস্থা যে তত্র কল্পান্তবাসিনঃ। তত্র স্থানে স্থিতো দেবি বালরূপী পিতামহঃ॥ ১৫॥ জগৎপ্রভুর্লোককর্ত্তা সর্ব্বমূর্ত্তির্মহাপ্রভঃ। আগতশ্চাষ্টবর্ষস্তু ক্ষেত্রে প্রাভাসিকে শুভে॥ ১৬॥ তত্রাকরোত্তপো ঘোরং দিব্যাব্দানাং সহস্রকম্। সংস্থাপ্য তু মহালিঙ্গং সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ॥ ১৭॥ ততঃ কালান্তরেঽতীতে সোমেন প্রার্থিতো বিভুঃ। ক্ষয়রোগবিমুক্তেন সম্যক্‌শ্রদ্ধান্বিতেন বৈ॥ ১৮॥ লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাহেতোর্বৈ ক্ষেত্রে প্রাভাসিকে শুভে। কোটিব্রহ্মর্ষিভিঃ সার্দ্ধং সহিতো বিশ্বকর্ম্মণা। কারয়ামাস বিধিবৎ প্রতিষ্ঠাং লিঙ্গমুত্তমম্॥ ১৯॥ প্রতিষ্ঠাপ্য ততো লিঙ্গং সোমনাথং বরাননে। দাপয়ামাস বিপ্রেভ্যো ভূরিশো যজ্ঞদক্ষিণাম্॥ ২০॥ এবং প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা। বর্ষাণি চাত্র জাতানি প্রভাসে বালরূপিণঃ॥ ২১॥ চত্বারিংশদ্দ্বয়ঞ্চৈব ক্ষেত্রমধ্যনিবাসিনঃ। এবং পরার্দ্ধমগমৎ প্রভাসক্ষেত্রবাসিনঃ॥ ২২॥ দেব্যুবাচ। ব্রহ্মণো দিনমানং তু মাসবর্ষসহস্রকম্। তৎসর্ব্বং বিস্তরাদ্‌ব্রূহি যথায়ুর্ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্॥ ২৩॥ ঈশ্বর উবাচ। পরমায়ুঃ স্মৃতো ব্রহ্মা পরার্দ্ধং তস্য বৈ গতম্। প্রভাসক্ষেত্রসংস্থস্য দ্বিতীয়ং ভবতেঽধুনা॥ ২৪॥ যদা প্রাভাসিকে ক্ষেত্রে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। আগতশ্চাষ্টবর্ষস্তু বালরূপী তদোচ্যতে॥ ২৫॥ অন্যেষু সর্ব্বতীর্থেষু বৃদ্ধরূপী পিতামহঃ। মুক্তা প্রাভাসিকং ক্ষেত্রং সদৈব বিবুধপ্রিয়ে॥ ২৬॥ ব্রহ্মাণ্ডে যানি তীর্থানি ব্রহ্মাণস্তেষু যে স্মৃতাঃ। তেষামাদ্যো মহাতেজাঃ প্রভাসে যো ব্যবস্থিতঃ॥

ব্রহ্ম-সম তপস্যা নাই। সুরজ্যেষ্ঠ পিতামহে যে পর্য্যন্ত না ভক্তির উদ্রেক হয়, দুঃখ-শোক-ভয়াতুর নরগণ ততকালই সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকে। জীবের চিত্ত যেরূপ বিষয়ে আসক্ত হয়, যদি ব্রহ্মে ঐরূপ একনিষ্ঠ হইত, তাহা হইলে কে না ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিত? দেবী কহিলেন,—তাঁহার যদি এমন মাহাত্ম্য, তবে সেই জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা মহাতীর্থ প্রভাসের কোথায় অবস্থিত? কবে কি জন্য তিনি প্রভাসে আসিয়াছিলেন? বিপ্রেন্দ্রগণ কোন তিথিতে, কিরূপে সেই সুর-শ্রেষ্ঠের পূজা করেন? তাহা ক্রমে বর্ণন করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—সোমনাথের ঈশানকোণে এবং সাম্বাদিত্যের অগ্নিকোণে দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকের ন্যায় ব্রহ্মার পরম স্থান নির্দ্দিষ্ট। কল্পস্থ কল্পান্তবাসীরা যথায় অবস্থান করে, বালরূপী পিতামহ সেই স্থানেই অবস্থিত রহিয়াছেন। তিনি জগৎপ্রভু, লোককর্ত্তা, সর্ব্বমূর্ত্তি মহামহিম; তিনি অষ্টবর্ষীয় বালকরূপে সেই শুভ প্রভাসক্ষেত্রে আসিয়া বিবিধ প্রজাসৃষ্টিকামনায় এক মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠান্তে দিব্য সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত তৎসমীপে ঘোর তপস্যা করেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে ক্ষয়রোগমুক্ত, সম্যক্ শ্রদ্ধান্বিত ভগবান্ সোম সেই বিভুর নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার্থ কোটি ব্রহ্মর্ষি ও দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার সহিত শুভ প্রভাসক্ষেত্রে যথাবিধি উত্তম সোমনাথ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভূরি দক্ষিণা প্রদান করেন। ১—২০। হে বরাননে! লোককর্ত্তা ব্রহ্মা এইরূপে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন, প্রতিষ্ঠাকালে ক্ষেত্রমধ্যবাসী বালরূপী ব্রহ্মার দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছিল। এইরূপে ক্রমে প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থান করিতে করিতে তাঁহার পরার্দ্ধকাল অতীত হইয়াছে। দেবী কহিকহিলেন,—ব্রহ্মার দিন, মাস, বর্ষাদির মান কত, তিনি কত কালই বা জীবিত থাকেন, এ সকল আমার নিকট বিস্তৃতরূপে ব্যক্ত করুন। ঈশ্বর কহিলেন—ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল দ্বিপরার্দ্ধ, প্রভাসক্ষেত্রে থাকিয়া তাঁহার পরার্দ্ধ অতীত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় পরার্দ্ধ চলিতেছে। লোক পিতামহ ব্রহ্মা যখন প্রভাসক্ষেত্রে আইসেন, তখন উঁহার বয়স অষ্টবর্ষ। অন্যান্য সর্ব্বতীর্থে পিতামহ বৃদ্ধরূপী; কেবল প্রভাসক্ষেত্রেই তাঁহার ব্যতিক্রম। হে বিবুধপ্রিয়ে! ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তীর্থে যে সকল ব্রহ্মমূর্ত্তি আছেন, তাহাদের মধ্যে আদ্য মহাতেজঃসম্পন্ন ব্রহ্মাই প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থিত।

২৭॥ কল্পেকল্পে তু নামানি শৃণু ত্বং তানি বৈ প্রিয়ে। স্বয়ম্ভূঃ প্রথমে কল্পে দ্বিতীয়ে পদ্মভূঃ স্থিতঃ॥ ২৮॥ তৃতীয়ে বিশ্বকর্ত্তেতি বালরূপী চতুর্থকে। এতানি মুখ্যনামানি কথিতানি স্বয়ম্ভুবঃ॥ ২৯॥ নিত্যং সংস্মরতে যস্তু স দীর্ঘায়ুর্নরো ভবেৎ॥ ৩০॥ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাঃ সর্ব্বে সদেবাসুরমানুষাঃ। ত্রৈলোক্যং নশ্যতে সর্ব্বং ব্রহ্মরাত্রিসমাগমে॥ ৩১॥ পুনর্দিনে তু সঞ্জাতে প্রবুদ্ধঃ সন্ পিতামহঃ। তথা সৃষ্টিং প্রকুরুতে যথাপূর্ব্বমভূৎপ্রিয়ে॥ ৩২॥ দিনমানং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণো লোককর্ত্তৃণঃ। নেত্রভাগাচ্চতুর্ভাগস্ত্রুটিঃ কালো নিগদ্যতে॥ ৩৩॥ তস্মাচ্চ দ্বিগুণং জ্ঞেয়ং নিমিষান্তং বরাননে। নিমিষৈঃ পঞ্চদশভিঃ কাষ্ঠা ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ। ত্রিংশদ্ভিশ্চৈব কাষ্ঠাভিঃ কলা প্রোক্তা মনীষিভিঃ॥ ৩৪॥ ত্রিংশৎকলো মুহূর্ত্তঃ স্যাদ্দিনং পঞ্চদশৈস্তু তৈঃ। দীনমানা নিশা জ্ঞেয়া অহোরাত্রং তয়োর্ভবেৎ॥ ৩৫॥ তৈ পঞ্চদশভিঃ পক্ষঃ পক্ষাভ্যাং মাস উচ্যতে। মাসৈশ্চৈবায়নং ষড়্ভিরব্দং স্যাদয়নদ্বয়াৎ॥ ৩৬॥ চত্বারিংশদ্ধি লক্ষাণি লক্ষাণাং ত্রিতয়ং পুনঃ। বিংশতিশ্চ সহস্রাণি জ্ঞেয়ং সৌরং চতুর্যুগম্॥ ৩৭॥ চতুর্যুগৈকসপ্তত্যা মন্বন্তরমুদাহৃতম্। ঐন্দ্রমেতদ্ভবেদায়ুঃ সমাসাত্তব কীর্ত্তিতম্॥ ৩৮॥ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বং মনুঃ স্বারোচিষস্ততঃ। ঔত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্ততঃ॥ ৩৯॥ বৈবস্বতোহর্কসাবর্ণির্ব্রহ্মসাবর্ণিরেব চ। ধর্ম্মসাবর্ণিনামা চ রৌচ্যো ভৌত্যস্তথৈব চ॥ ৪০॥ চতুর্দ্দশৈতে মনবঃ সংখ্যাতাস্তে যথাক্রমম্। ভূতান্ ভবিষ্যানিন্দ্রাংশ্চ সর্ব্বান্ বক্ষ্যে তব ক্রমাৎ॥ ৪১॥ বিশ্বভুক্ চ বিপশ্চিচ্চ সুকীর্ত্তিঃ শিবিরেব চ। বিভুর্মনোভুবশ্চৈব তথৌজস্বী বলির্বলী॥ ৪২॥ অদ্ভুতশ্চ তথা শান্তো রম্যো দেববরো বৃষা। ঋতধামা দিবঃস্বামী শুচিঃ শক্রশ্চতুর্দ্দশ॥ ৪৩॥ এতে সর্ব্বে বিনশ্যন্তি ব্রহ্মণো দিবসে প্রিয়ে। রাত্রিস্তু তাবতী জ্ঞেয়া কল্পমানমিদং স্মৃতম্ ৪৪॥ প্রথমং শ্বেতকল্পস্তু দ্বিতীয়ো নীললোহিতঃ বামদেবস্তৃতীয়স্তু ততো রাথন্তরোঽপরঃ॥ ৪৫ রৌরবঃ পঞ্চমঃ প্রোক্তঃ ষষ্ঠঃ প্রাণ ইতি স্মৃতঃ সপ্তমোঽথ বৃহৎকল্পঃ কন্দর্পোঽষ্টম উচ্যতে॥ ৪৬ সদ্যোঽথ নবমঃ প্রোক্ত ঈশানো দশমঃ স্মৃতঃ ধ্যান একাদশঃ প্রোক্তস্তথা সারস্বতোঽপরঃ॥ ৪৭ ত্রয়োদশ উদানস্তু গরুড়োঽথ চতুর্দ্দশ। কৌর্ম্মঃ পঞ্চদশো জ্ঞেয়ঃ পৌর্ণমাসী প্রজাপতেঃ॥ ৪৮॥ ষোড়শো নারসিংহস্তু সমাধিস্তু ততঃ পরঃ। আগ্নেয়ো-

প্রিয়ে! কল্পে কল্পে ব্রহ্মার বিভিন্ন নাম হয়। ঐ সকল নাম বলিতেছি; যথা, প্রথম কল্পে স্বয়ম্ভু, দ্বিতীয়ে পদ্মভু, তৃতীয়ে বিশ্বকর্ত্তা এবং চতুর্থে বালরূপী। স্বয়ম্ভুর এই কয়টী কল্পনামই প্রশস্ত। নিত্য যে নর এই সকল নাম স্মরণ করে, তাহার দীর্ঘায়ু হয়। ব্রাহ্মরাত্রির সমাগমে চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহ, সুর, অসুর, নর, বলিতে কি এই সমস্ত ত্রৈলোক্যই নষ্ট হইয়া যায়। পুনরায় দিনোদয়ে পিতামহ প্রবুদ্ধ হন; হইয়া যথাপূর্ব্ব সৃষ্টি বিস্তার করেন। এক্ষণে লোককর্ত্তা ব্রহ্মার দিনমান বলিতেছি। নেত্রস্পন্দের চারিভাগের একভাগের নাম ত্রুটি। তাহার দ্বিগুণ নিমেষ; পঞ্চদশ নিমেষে এককাষ্ঠা; ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এককলা; এবং ত্রিংশৎ কলায় এক মুহূর্ত্ত। ইহার পঞ্চদশ মুহূর্ত্তে এক দিন। এই দিনমানের সমানই নিশামান। দিন-নিশার সমবায়—অহোরাত্র। পঞ্চদশ অহোরাত্রে একপক্ষ; দুই পক্ষে এক মাস; ছয় মাসে এক অয়ন; দুই অয়নে এক বর্ষ। এই বর্ষমানের সপ্তচত্বারিংশৎ লক্ষ বিংশতি সহস্র বর্ষে এক সৌর চতুর্যুগ। এই চতুর্যুগের একসপ্ততি আবর্ত্তনে এক মন্বন্তর কাল নিরূপিত। এই মন্বন্তরকাল পর্য্যন্তই ইন্দ্রের আয়ু। এ বিবরণ সংক্ষেপেই তোমায় কহিলাম। অতঃপর মনুবিবরণ বলি।২১—৩৮। প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনু; পরে স্বারোচিষ মনু, এই ক্রমে ঔত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সূর্য্যসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রৌচ্য ও ভৌত্য এই চতুর্দ্দশ মনু সংখ্যাত হইয়া থাকে। এক্ষণে ভূত ও ভবিষ্য ইন্দ্রগণের নাম ক্রমশঃ তোমার নিকট বলিতেছি। বিশ্বভুক্, বিপশ্চিৎ, সুকীর্ত্তি, শিবি, বিভু, মনোভুব, ওজস্বী বলি, অদ্ভুত, শান্তি, রম্য, দেববর, বৃষ, ঋতধামা, দিবঃস্বামী ও শুচি এই চতুর্দ্দশ ইন্দ্র। প্রিয়ে! ব্রহ্মার এক দিবসের মধ্যেই এই সকল ইন্দ্রের অবসান। ব্রহ্মার যেমন দিনমান, রাত্রিমানও এইরূপই। এই দিনরাত্রির মান লইয়াই কল্পমান। কল্পসমূহের মধ্যে প্রথম শ্বেতবরাহ কল্প, দ্বিতীয় নীললোহিত, তৃতীয় বামদেব, চতুর্থ রথন্তর, পঞ্চম রৌরব, ষষ্ঠ প্রাণ, সপ্তম বৃহৎকল্প, অষ্টম কন্দর্প, নবম সদ্য, দশম ঈশান, একাদশ ধ্যান, দ্বাদশ সারস্বত, ত্রয়োদশ উদান, চতুর্দ্দশ

হষ্টাদশঃ প্রোক্তঃ সোমকল্পস্ততোঽপরঃ ॥ ৪৯ ॥ ভাবনো বিংশতিঃ প্রোক্তঃ সুপ্তমালীতি চাপরঃ। বৈকুণ্ঠশ্চার্চ্চিষো রুদ্রো লক্ষ্মীকল্পস্তথাপরে ॥ ৫০ ॥ সপ্তবিংশোঽথ বৈরাজো গৌরীকল্পস্তথান্ধকঃ। মাহেশ্বরস্তথা প্রোক্তস্ত্রিপুরো যত্র ঘাতিতঃ ॥ ৫১ ॥ পিতৃকল্পস্তথান্তে চ যা কুহূর্ব্রহ্মণঃ স্মৃতা। ত্রিংশৎ-কল্পাঃ সমাখ্যাতা ব্রহ্মণো মাসি বৈ প্রিয়ে ॥ ৫২ ॥ অতীতাঃ কথিতাঃ সর্ব্বে বারাহো বর্ত্ততেঽধুনা। প্রতিপদ্‌ব্রহ্মণো যত্র বারাহেণোদ্ধৃতা মহী ॥ ৫৩ ॥ ত্রিংশৎকল্পৈঃ স্মৃতো মাসো বর্ষং দ্বাদশভিস্তু তৈঃ। অনেন বর্ষমানেন তদা ব্রহ্মাষ্টবার্ষিকঃ। আনীতঃ সোমরাজেন সোমনাথঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৫৪ ॥ এবং ক্ষেত্রে নিবসতঃ প্রভাসে বালরূপিণঃ। পরার্দ্ধ-মেকমগমদ্দ্বিতীয়ং বর্ত্ততেঽধুনা ॥ ৫৫ ॥ এবং মহা-প্রভাবোঽসৌ প্রভাসক্ষেত্রমধ্যগঃ। ব্রহ্মা স্বয়ম্ভু-র্ভগবান্ বালত্বাৎ ক্ষেত্রমাশ্রিতঃ ॥ ৫৬ ॥ স বৈ পূজ্যো নমস্কার্য্যো বন্দনীয়ো মনীষিভিঃ। আদৌ স এব পূজ্যঃ স্যাৎ সম্যগ্‌যাত্রাফলেপ্সুভিঃ ॥ ৫৭ ॥

যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা স মাং পূজয়তে ধ্রুবম্। স মাং দ্বেষ্টি যোঽস্য পূজ্যো মমৈব সঃ ॥ ৫৮ ॥ ব্রহ্মণা পূজ্যমানেন অহং বিষ্ণুশ্চ পূজিতঃ। বিষ্ণুনা পূজ্যমানেন অহং ব্রহ্মা চ পূজিতঃ ॥ ৫৯ ॥ ময়া পূজিতমাত্রেণ ব্রহ্মবিষ্ণু চ পূজিতৌ। সত্ত্বং ব্রহ্মা রজো বিষ্ণুস্তমোঽহং সম্প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৬০ ॥ বায়ুর্ব্রহ্মানলো রুদ্রো বিষ্ণুরাপঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। রাত্রি-র্বিষ্ণুরহো রুদ্রো যা সন্ধ্যা স পিতামহঃ ॥ ৬১ ॥ সাম-বেদো হ্যহং দেবি ব্রহ্মা ঋগ্বেদ উচ্যতে। যজুর্ব্বেদো ভবেদ্বিষ্ণুঃ কুলাধারো হ্যথর্ব্বণঃ ॥ ৬২ ॥ উষ্ণকালো হ্যহং দেবি বর্ষাকালঃ পিতামহঃ। শীতকালো ভবে-দ্বিষ্ণুরেবং কালত্রয়ং হি সঃ ॥ ৬৩ ॥ দক্ষিণাগ্নিরহং জ্ঞেয়ো গার্হপত্যো হরিঃ স্মৃতঃ। ব্রহ্মা চাহবনীয়স্তু এবং সর্ব্বং ত্রিদৈবতম্ ॥ ৬৪ ॥ অহং লিঙ্গস্বরূপস্থো ভগো বিষ্ণুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। বীজসংস্থো ভবেদ্‌ব্রহ্মা বিষ্ণুরাপঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৬৫ ॥ অহমাকাশরূপস্থ এবং তত্ত্বময়ং প্রভুঃ। আকাশাৎ স্রবতে যচ্চ তদ্বীজং ব্রহ্মসংস্থিতম্। স্বরূপং ব্রাহ্মমাশ্রিত্য ব্রহ্মা বীজ-প্ররোহকঃ ॥ ৬৬ ॥ নাভিমধ্যে স্থিতো ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ

গরুড়, পঞ্চদশ কৌর্ম্ম, ষোড়শ নারসিংহ, সপ্ত-দশ সমাধি, অষ্টাদশ আগ্নেয়, ঊনবিংশ সোম, বিংশ ভাবন, একবিংশ সত্যমালী, দ্বাবিংশ বৈকুণ্ঠ, ত্রয়োবিংশ আর্চ্চিষ, চতুর্ব্বিংশ রুদ্র, পঞ্চবিংশ লক্ষ্মী, ষড়্‌বিংশ বৈরাজ, সপ্তবিংশ গৌরী, অষ্টাবিংশ অন্ধক, ঊনত্রিংশ মহেশ্বর এবং ত্রিংশ পিতৃকল্প,—সমষ্টিতে এই ত্রিংশৎ কল্প বিখ্যাত। এই ত্রিংশৎ কল্পেই ব্রহ্মার একমাস। প্রিয়ে! পূর্ব্বে যে মহে-শ্বর কল্পের কথা বলিয়াছি, ঐ কল্পেই মহেশ্বর ত্রিপুরাসুরকে হনন করেন। অতীত সমস্ত কল্পের কথাই বলা হইল; সম্প্রতি আবার বারাহ কল্প চলিতেছে। এই কল্পেই ভগবানের বারাহ অবতার মহীর উদ্ধার-সাধন করেন। উল্লিখিত ত্রিংশৎ কল্পে ব্রহ্মার একমাস, এই মাসমানের দ্বাদশ মাসে তাঁহার এক বৎসর। এই বর্ষমানের অষ্টবর্ষ-বয়স্ক ব্রহ্মাই প্রভাসক্ষেত্রে বিরাজিত। তথায় সোম রাজ সোমনাথকে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রভাসক্ষেত্রবাসী বালরূপী ব্রহ্মার এক পরার্দ্ধ অতীত হইয়াছে; এক্ষণে দ্বিতীয় পরার্দ্ধ চলিতেছে। সেই প্রভাসক্ষেত্রবাসী ব্রহ্মা এ নই মহামহিমান্বিত! তিনি স্বয়ম্ভু, সাক্ষাৎ ভগবান্ বালরূপ ধরিয়া প্রভাস ক্ষেত্রে বিরাজমান। সুতরাং তিনি মনীষিগণের পূজ্য নমস্কার্য্য ও বন্দনীয়। যথাযথ

যাত্রাফলকাঙ্ক্ষী মানবদিগেরও তাঁহাকেই অগ্রে পূজা করা কর্ত্তব্য। যে ভক্তি করিয়া তাঁহাকে পূজা করে, নিশ্চয় তাহার আমাকেই পূজা করা হয়। যে তাঁহাকে দ্বেষ করে, সে আমাকেই দ্বেষ করিয়া থাকে। ইহাঁর যিনি পূজ্য, তিনি আমারও পূজার্হ। ব্রহ্মাকে পূজা করিলে আমি ও বিষ্ণু উভয়েই আমরা পূজিত হই। বিষ্ণুকে পূজা করিলে আমি এবং ব্রহ্মা পূজিত হইয়া থাকি। আর আমাকে পূজা করিলে, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়েই পূজিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মা রজঃ, বিষ্ণু সত্ত্ব এবং আমি তমঃ বলিয়া কীর্ত্তিত। এইরূপে ব্রহ্মা বায়ু, রুদ্র অনল, এবং বিষ্ণু জল বলিয়া নিরূপিত! রাত্রি বিষ্ণু, দিবা রুদ্র ও সন্ধ্যা পিতামহ।৩৯—৬১। দেবি! আমিই সামবেদ, ব্রহ্মা ঋগ্বেদ, বিষ্ণু যজুর্ব্বেদ এবং মূলশক্তি অথর্ব্ববেদ। আমি উষ্ণকাল, পিতামহ বর্ষাকাল আর বিষ্ণু শীতকাল,—এইরূপে কালত্রয়ই তিনি। আমি দক্ষিণাগ্নি, হরি গার্হপত্যাগ্নি, আর ব্রহ্মা আহবনীয়াগ্নি, এইরূপে সকলই ত্রিদৈবত, আমি লিঙ্গস্বরূপ, বিষ্ণু ভগস্বরূপ, এবং ব্রহ্মা বীজ-স্বরূপ। বিষ্ণু জল, আমি আকাশ, এইরূপে ঈশ্বর সর্ব্বতত্ত্বময়। আকাশ হইতেই ব্রহ্মরূপী বীজের ক্ষরণ হয়। ব্রহ্মা ব্রাহ্মস্বরূপ আশ্রয় করিয়াই বীজ-

হৃদয়ান্তরে । বক্ত্রমধ্যে অহং দেবি আধারঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৬৭ ॥ যশ্চাহং স স্বয়ং ব্রহ্মা যো ব্রহ্মা স হুতাশনঃ । যা দেবী স স্বয়ং বিষ্ণুর্যো বিষ্ণুঃ স চ চন্দ্রমাঃ ॥ ৬৮ ॥ য. কালঃ স স্বয়ং ব্রহ্মা যো রুদ্রঃ স চ ভাস্করঃ । এবং শক্তিবিশেষেণ পরং ব্রহ্ম স্থিতং প্রিয়ে ॥ ৬৯ ॥ ওঙ্কারস্তৎপরং ব্রহ্ম গায়ত্রী প্রকৃতিঃ পরা । উভাবেতৌ নরো জ্ঞাত্বা ন বিচ্যবতি মুচ্যতে ॥ ৭০ ॥ এবং যো বেদ দেবেশি অদ্বৈতং পরমাক্ষরম্ । স সর্ব্বং বেদ নৈবান্যো ভেদকর্ত্তা নরাধমঃ ॥ ৭১ ॥ একরূপং পরং ব্রহ্ম কার্য্যভাবাৎ পৃথক্ স্থিতঃ । যস্তং দ্বেষ্টি বরারোহে ব্রহ্মদ্বেষ্টা স উচ্যতে ॥ ৭২ ॥ দক্ষিণাঙ্গে স্থিতো ব্রহ্মা বামাঙ্গে মম কেশবঃ । যস্তয়োর্দ্বেষমাধত্তে স দ্বেষ্টা মম ভামিনি ॥ ৭৩ ॥ এবং জ্ঞাত্বা বরারোহে হৃভিন্নেনান্তরাত্মনা । ব্রহ্মাণং কেশবং রুদ্রমেকরূপেণ পূজয়েৎ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৫ ॥

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

দেব্যুবাচ । এবমদ্বৈতভাবেন যদ্ ব্রহ্ম পরিকীর্ত্তিতম্ । তস্য পূজাবিধানং মে কথয়স্ব যথার্থতঃ ॥ ১ ॥ ক্ষেত্রে প্রাভাসিকে দেব বালরূপী পিতামহঃ । স কথং পূজ্যতে লোকৈঃ পরব্রহ্মস্বরূপবান্ ॥ ২ ॥ কে মন্ত্রাঃ কিং বিধানং তদ্‌ব্রাহ্মণাস্তত্র কীদৃশাঃ । তত্র স্থিতানাং বিপ্রাণাং কথং ক্ষেত্রফলং ভবেৎ ॥ ৩ ॥ কতিপ্রকারাস্তে বিপ্রাস্তত্র ক্ষেত্রনিবাসিনঃ । কিমাচারা মহাদেব কিংশীলাঃ কিংপরায়ণাঃ ॥ ৪ ॥ এতদ্বিস্তরতো ব্রূহি ব্রাহ্মণানাং মহোদয়ম্ ॥ ৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ । সাধুসাধু মহাদেবি সম্যক্ প্রশ্নবিশারদে । শৃণুষ্বৈকমনা ভূত্বা মাহাত্ম্যং বিপ্রদৈবতম্ ॥ ৬ ॥ যচ্ছ্রুত্বা মানবো দেবি মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ । যে কেচিৎসাগরান্তায়াং পৃথিব্যাং কীর্ত্তিতা দ্বিজাঃ ॥ ৭ ॥ তদ্রূপং মম দেবেশি প্রত্যক্ষং ধরণীতলে । প্রত্যক্ষং ব্রাহ্মণা দেবাঃ পরোক্ষং দিবি দেবতাঃ ॥ ৮ ॥ ব্রাহ্মণা মৎপ্রিয়া নিত্যং ব্রাহ্মণা মামকী তনুঃ । যস্তানর্চ্চয়তে ভক্ত্যা স মামর্চ্চয়তে সদা ॥ ৯ ॥ যস্তাংস্তোষয়তে

প্ররোহ হইয়া থাকেন । ব্রহ্মা নাভিমধ্যে, বিষ্ণু হৃদয়াভ্যন্তরে, এবং আমি বক্ত্রমধ্যে অবস্থিত । দেবি ! এইরূপে আমরাই সর্ব্বদেহীর আধার । যে আমি, সেই ব্রহ্মা, যে ব্রহ্মা সেই হুতাশন ; যা দেবী সেই স্বয়ং বিষ্ণু ; যে বিষ্ণু, সেই চন্দ্রমা, যে কাল, সেই স্বয়ং ব্রহ্মা, আর যে রুদ্র, সেই ভাস্কর । প্রিয়ে ! এইরূপে শক্তিবিশেষে পরম ব্রহ্ম অবস্থিত । ওঙ্কারই সেই পরম ব্রহ্ম । আর গায়ত্রী পরাপ্রকৃতি । মানব এই উভয়কে জানিয়া মুক্ত হইয়া থাকে । হে দেবেশি ! যে নর অদ্বৈত ব্রহ্মকে অবগত হয়, তাহার আর কিছুই অবিদিত থাকে না । তদ্ব্যতীত অন্য ভেদদর্শী নর নরাধমমধ্যেই গণ্য । পরব্রহ্ম একরূপ ; কিন্তু কার্য্যভেদে তিনি বিভিন্নরূপ । হে বরারোহে ! যে তাঁহাকে দ্বেষ করে, তাহাকে ব্রহ্মদ্বেষ্টা বলে । ব্রহ্মা আমার দক্ষিণাঙ্গে এবং কেশব আমার বামাঙ্গে অবস্থিত । যে তাঁহাদের দ্বেষাচরণ করে—হে ভামিনি ! সে আমার দ্বেষ্টা হইয়া থাকে । হে বরারোহে ! ব্রহ্মাকে,কেশবকে এবং রুদ্রকে এইরূপে অভিন্ন অন্তরাত্মায় অভিন্নভাবে অবগত হইয়া লোকে পূজা করিবে । ৬২-৭৪ ।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৫ ।

ষড়ধিক শততম অধ্যায়

দেবী কহিলেন,—আপনি এরূপে অদ্বৈত ব্রহ্মরূপে যাঁহার কীর্ত্তন করিলেন, তাঁহার যথাযথ পূজাবিধি আমার নিকট বলুন । প্রভাসক্ষেত্রে মানবগণ সেই পরব্রহ্ম বালরূপধর পিতামহকে কিরূপে অর্চ্চনা করিবে ? তাঁহার অর্চ্চনামন্ত্র কি কি ? বিধান কি ? তাঁহার পূজক ব্রাহ্মণই বা কি প্রকার ? তত্রত্য বিপ্রগণের ক্ষেত্রফলই বা কিরূপে হয়, সেই ক্ষেত্রবাসী বিপ্রগণ কতিবিধ ? তাঁহাদের আচার ব্যবহার, স্বভাব ও বৃত্তিই বা কিপ্রকার ? মহাদেব ! এই সকল বিবরণ আমার নিকট বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! হে প্রশ্নপণ্ডিতে ! সাধু, সাধু, তুমি একাগ্রমনে এই বিপ্রদৈবতমাহাত্ম্য শ্রবণ কর । ইহা শ্রবণে মানব সকল পাতক হইতেই নিষ্কৃতি পায় । অয়ি দেবেশি ! এই আসমুদ্র ভূমণ্ডলে যাবৎসংখ্যক দ্বিজ অবস্থান করেন, তাঁহারা আমারই ভূতলস্থ প্রত্যক্ষরূপ । ব্রাহ্মণেরা প্রত্যক্ষ দেব ; আর স্বর্গবাসীরা পরোক্ষ দেবতা । ব্রাহ্মণেরা নিত্যই আমার প্রিয় এবং তাঁহারাই আমার তনু । যে ভক্তি করিয়া তাঁহাদের অর্চ্চনা করে, সে আমারই নিত্য অর্চ্চনা করিয়া থাকে । ১—৯ ।

ভক্ত্যা স চ মাং পরিতোষয়েৎ ॥ ১০ ॥ হে ব্রাহ্মণাঃ সোঽহমসংশয়ং প্রিয়ে তেষর্চ্চিতেষর্চ্চিতোঽহং ভবেয়ম্। তেষ্বেব তুষ্টেষ্বহমেব তুষ্টো বৈরং চ তৈর্যস্ত মমাপি বৈরম্ ॥ ১১ ॥ যশ্চন্দনৈঃ সাগুরুগন্ধমাল্যৈরভ্যর্চ্চয়েচ্ছৈলময়ীং মমার্চ্চাম্। অসৌ ন মামর্চ্চয়তেঽর্চ্চয়ন্ বৈ বিপ্রার্চ্চনাদর্চ্চিত এব চাহম্ ॥১২॥ যাবন্তঃ পৃথিবীমধ্যে চীর্ণবেদব্রতা দ্বিজাঃ। অচীর্ণব্রতবেদা বা তেঽপি পূজ্যা দ্বিজাঃ প্রিয়ে ॥ ১৩ ॥ ন ব্রাহ্মণান্ পরীক্ষেত শ্রাদ্ধে ক্ষেত্রনিবাসিনঃ। সুমহান্ পরিবাদোঽস্য ব্রাহ্মণানাং পরীক্ষণে ॥ ১৪ ॥ কাণাঃ খঞ্জাশ্চ কুব্জাশ্চ দরিদ্রা ব্যাধিতাস্তথা। সর্ব্বে শ্রাদ্ধে নিযোক্তব্যা মিশ্রিতা বেদপারগৈঃ ॥১৫॥ ব্রাহ্মণা জাতিতঃ পূজ্যা বেদাভ্যাসাত্ততঃ পরম্। ততোঽর্থং হব্যকব্যেষু ন নিন্দ্যা ব্রাহ্মণাঃ ক্বচিৎ ॥১৬॥ কাণান্ কুণ্ঠাংশ্চ কুব্জাংশ্চ দরিদ্রান্ ব্যাধিতানপি। নাবমন্যে দ্বিজান্ প্রাজ্ঞো মম রূপং যতঃ স্মৃতম্ ॥১৭॥ বহবো হি ন জানন্তি নরা জ্ঞানবহিষ্কৃতাঃ। যথাহং দ্বিজরূপেণ চরামি পৃথিবীমিমাম্ ॥১৮॥ মদ্রূপান্ ঘ্নন্তি যে বিপ্রান্ বিকর্ম্ম কারয়ন্তি চ। অপ্রেষণে প্রেষয়ন্তি দাসত্বং কারয়ন্তি চ ॥১৯॥ মৃতাংস্তান্ করপত্রেণ যমদূতা মহাবলাঃ। নিকৃন্তন্তি যথা কাষ্ঠং সূত্রমার্গেণ শিল্পিনঃ ॥ ২০ ॥ যে চৈবাশ্লক্ষ্ময়া বাচা তর্জ্জয়ন্তি নরাধমাঃ। বদন্তি পরুষং ক্রোধাৎপাদেন নিঘ্নন্তি চ ॥ ২১ ॥ মৃতাংস্তান্ যমলোকা হি নিহত্য ধরণীতলে। ক্রূরপাদেন চাক্রম্য ক্রোধসংরক্তলোচনাঃ ॥ ২২ ॥ অগ্নিবর্ণৈশ্চ সন্দংশৈর্জ্জিহ্বামুদ্ধরতে যমঃ। যে তু বিপ্রান্নিরীক্ষন্তে পাপাঃ পাপেন চক্ষুষা ॥ ২২ ॥ অব্রহ্মণ্যাস্তু তে বাহ্যা নিত্যব্রহ্মদ্বিষো নরাঃ। তেষাং ঘোরা মহাকায়া বজ্রতুণ্ডা ভয়ানকাঃ। উদ্ধরন্তি মুহূর্ত্তেন চক্ষুঃ কাকা যমাজ্ঞয়া ॥ ২৪ ॥ যস্তাড়য়তি বিপ্রং বৈ ক্ষতে কুর্য্যাদ্ধি শোণিতম্। অস্থিভঙ্গঞ্চ বা কুর্য্যাৎপ্রাণৈর্বাপি বিযোজয়েৎ ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্মঘ্নঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ন তস্মৈ নিষ্কৃতিঃ স্মৃতা। পঞ্চাশৎকোটিসঙ্খ্যেষু নরকেষনুপূর্ব্বশঃ ॥ ২৬ ॥ স বহূনি সহস্রাণি বর্ষাণি পচ্যতে ভৃশম্। তস্মাদ্বিপ্রো বরারোহে নমস্কার্য্যো নৃভিঃ সদা ॥ ২৭ ॥ অন্নপানপ্রদানৈস্তু পূজ্যা হি সততং দ্বিজাঃ। সর্ব্বেষাঞ্চৈব

যে ভক্তির সহিত তাঁহাদের পরিতোষ জন্মায়, সে আমাকেই পরিতুষ্ট করে। প্রিয়ে! আমিই ব্রাহ্মণরূপে অবস্থিত; সুতরাং তাঁহাদের অর্চ্চনায় আমারই অর্চ্চনা হইয়া থাকে। তাঁহারা তুষ্ট হইলেই আমি তুষ্ট; আর তাঁহাদের প্রতি দ্বেষ করিলেই আমার দ্বেষ। যে জন চন্দন, অগুরু ও গন্ধমাল্যাদি দ্বারা আমার লিঙ্গার্চ্চনা করে, প্রকৃতপক্ষে আমাকে তাহার অর্চ্চনা করা হয় না। ফলে বিপ্রার্চ্চনেই আমি অর্চ্চিত হইয়া থাকি। প্রিয়ে! এই পৃথিবীমধ্যে বেদব্রত বা অবেদব্রত যত বিপ্র আছেন, সকলেই পূজনীয়। শ্রাদ্ধে ক্ষেত্রবাসী ব্রাহ্মণদিগকে পরীক্ষা করিতে নাই। ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষা করিলে ক্ষেত্রের মহৎ পরিবাদ হয়। কাণ, খঞ্জ, কুব্জ, দরিদ্র ও ব্যাধিত, সকল প্রকার ব্যক্তিকেই বেদপারগদিগের সহিত শ্রাদ্ধে নিয়োগ করিবে। ব্রাহ্মণগণ জাতিমাত্রেই পূজ্য; তদুপরি বেদাভ্যাসে আরও পূজ্যতম। অতএব হব্যকব্যাদি ব্যাপারে ব্রাহ্মণগণ কখনই নিন্দার্হ নহেন। প্রাজ্ঞ নর কাণ, কুণ্ঠ, কুব্জ, দরিদ্র বা রোগগ্রস্ত কোন প্রকার ব্রাহ্মণের অবমাননা করিবেন না। কেননা, তাঁহারাও আমারই স্বরূপ। আমি যে এই পৃথিবীতে দ্বিজরূপে বিচরণ করি, একথা অনেক অজ্ঞ নর জানে না। ফলে ব্রাহ্মণেরা আমারই মূর্ত্তিবিশেষ। তাঁহাদিগকে যাহারা হিংসা করে, কুকর্ম্ম করায়, অস্থানে প্রেরণ করে, বা দাসত্ব করায়, মরণান্তে মহাবল যমদূতেরা উহাদিগকে করপত্র দ্বারা ছেদন করে। তাহাদের সেই ছেদন, সূত্রমার্গে শিল্পীর কাষ্ঠপাটনের ন্যায়ই হইয়া থাকে। যে সকল নরাধম ব্রাহ্মণদিগকে কর্কশ বাক্যে তর্জ্জন করে, পরুষাক্ষরবাক্যে সম্ভাষণ করে, কিম্বা ক্রোধে পদাঘাত করে, যমপুরুষেরা ক্রোধরক্ত-নয়নে কঠোর পদাঘাতে তাহাদিগকে ভূপৃষ্ঠে আহত করিয়া মৃত্যুমুখে পাতিত করে। আর যমরাজ স্বয়ং অগ্নিবর্ণ সন্দংশ দ্বারা তাহাদের জিহ্বা উৎপাটন করেন। যে সকল পাপিষ্ঠ নর বিপ্রগণকে পাপচক্ষে নিরীক্ষণ করে, তাহারা অব্রহ্মণ্য, সমাজবাহ্য ও নিত্য ব্রহ্মশত্রু। তাহাদের অক্ষিযুগল—মহাকায়, বজ্রতুণ্ড ভীষণ কাকগণ যমাজ্ঞায় মুহূর্ত্তমধ্যে উৎকর্ত্তন করে। যে ব্রাহ্মণকে তাড়ন করে তাঁহার শোণিতপাত, অস্থিভঙ্গ অথবা প্রাণনাশ করে, সে জন ব্রহ্মঘ্ন বলিয়াই বিজ্ঞেয়। তাহার আর নিষ্কৃতি কিছুতেই নাই। সে ক্রমান্বয়ে পঞ্চাশৎ কোটি নরকে বহু সহস্র বর্ষ পাচিত হয়। অতএব হে বরারোহে! বিপ্র সকল মানবেরই নমস্কার্য্য এবং অন্নপানাদি দানে সর্ব্বদাই পূজনীয়। বিপ্রগণ সমস্ত দানেরই

দানানাং বিপ্রাঃ সর্ব্বেহধিকারিণঃ॥ ২৮॥ নান্যঃ সমর্থো দেবেশি গৃহ্লান্ যাত্যধমাং গতিম্। তপসা পাবিতো দেবি ব্রাহ্মণো ধূতকিল্বিষঃ॥ ২৯॥ ন সীদেৎ প্রতিগৃহ্লানঃ পৃথিবীমনুসাগরাম্। নাস্তি কিঞ্চিন্মহাদেবি দুষ্কৃতং ব্রাহ্মণস্য তু॥ ৩০॥ যস্য স্থিতঃ সদাধ্যাত্মে নিত্যং সম্ভাবভাবিতঃ। ব্রাহ্মণো হি মহদ্ভূতং জন্মনা সহ জায়তে॥ ৩১॥ লোকে লোকেশ্বরাশ্চাপি সর্ব্বে ব্রাহ্মণপূজকাঃ। ততস্তান্নাবমন্যেত যদীচ্ছেজ্জীবিতং চিরম্॥ ৩২॥ ব্রাহ্মণাঃ কুপিতা হন্যুর্ভস্মীকুর্য্যুঃ স্বতেজসা। লোকানন্যান্‌স্বজেয়ুশ্চ লোকপালাংস্তথাপরান্॥ ৩৩॥ অপেয়ঃ সাগরো যৈশ্চ কৃতঃ কোপান্মহাত্মভিঃ। যেষাং কোপাগ্নিরদ্যাপি দণ্ডকে নোপশাম্যতি॥ ৩৪॥ এতে স্বর্গস্য নেতারো দেবদেবাঃ সনাতনাঃ। এভিশ্চাপি কৃতঃ পন্থা দেবযানঃ স উচ্যতে॥ ৩৫॥ তে পূজ্যাস্তে নমস্কার্য্যাস্তেষু সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। তে বৈ লোকানিমান্ সর্ব্বান্ ধারয়ন্তি পরস্পরম্॥ ৩৬॥ গূঢ়স্বাধ্যায়তপসো ব্রাহ্মণাঃ শংসিতব্রতাঃ। বিদ্যাস্নাতা ব্রতস্নাতা অনপাশ্রিত্য জীবিনঃ॥ ৩৭॥ আশীবিষা ইব ক্রুদ্ধা উপচর্য্যা হি ব্রাহ্মণাঃ। তপসা দীপ্যমানাস্তে দহেয়ুঃ সাগরানপি॥ ৩৮॥ ব্রাহ্মণেষু চ তুষ্টেষু তুষ্যন্তে সর্ব্বদেবতাঃ। তে গতিঃ সর্ব্বভূতানামধ্যাত্মগতিচিন্তকাঃ॥ ৩৯॥ আদিমধ্যাবসানানাং জ্ঞানানাং ছিন্নসংশয়াঃ। পরাপরবিশেষজ্ঞা নেতারঃ পরমাং গতিম্। অবধ্যা ব্রাহ্মণাস্তস্মাৎ পাপেষ্বপি রতাঃ সদা॥ ৪০॥ যশ্চ সর্ব্বমিদং হন্যাদ্‌ব্রাহ্মণং চাপি তৎসমম্। সোহগ্নিঃ সোহর্কো মহাতেজা বিষং ভবতি কোপিতঃ॥ ৪১॥ ভূতানামগ্রভুগ্বিপ্রো বর্ণশ্রেষ্ঠঃ পিতা গুরুঃ। ন স্কন্দতে ন ব্যথতে ন বিনশ্যতি কর্হিচিৎ॥ ৪২॥ বরিষ্ঠমগ্নিহোত্রাদ্ধি ব্রাহ্মণস্য মুখে হুতম্। বিপ্রাণাং বপুরাশ্রিত্য সর্ব্বাস্তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ॥ ৪৩॥ অতঃ পূজ্যাস্তু তে বিপ্রা অলাভে প্রতিমাদয়ঃ॥ ৪৪॥ অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা ব্রাহ্মণো মম দৈবতম্। প্রণীতশ্চাপ্রণীতশ্চ যথাগ্নির্দৈবতং মহৎ॥ ৪৫॥ শ্মশানেষ্বপি তেজস্বী পাবকো নৈব দুষ্যতি। হব্যকব্যব্যপেতোহপি ব্রাহ্মণো নৈব দুষ্যতি॥ ৪৬॥ মহাপাতকবর্জ্জ্যং হি পূজ্যো বিপ্রো

একমাত্র অধিকারী। অন্য কেহই দানাধিকারী নহে। ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি দানগ্রহণে অধমগতি প্রাপ্ত হয়। দেবি! তপঃপূত ব্রাহ্মণ নিত্যই নিষ্পাপ তিনি এই সাগরান্তা সমগ্র ধরা গ্রহণ করিয়াও অবসন্ন হইবার নহেন। হে মহাদেবি! যে ব্রাহ্মণ সদা সদ্ভাবভাবনায় নিত্যই অধ্যাত্মনিষ্ঠ, তাঁহার আর দুষ্কৃত কিছুই নাই। ব্রাহ্মণ জন্ম হইতেই মহাপ্রাণ। এ লোকে লোকেশ্বরগণও ব্রাহ্মণের পূজা করিবে। অতএব দীর্ঘ জীবনেচ্ছু নর ব্রাহ্মণকে কখনই অবজ্ঞা করিবেন না। ব্রাহ্মণেরা কুপিত হইলে স্বতেজে সকলকেই হত ও ভস্মীভূত করিতে পারেন। এমন কি অন্য লোক এবং অপর লোকপালদিগকেও তাঁহারা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয় থাকেন। যে মহাত্মগণ কোপ করিয়া সাগরকে অপেয় করিয়াছেন, যাঁহাদের কোপাগ্নি অদ্যাপি দণ্ডকারণ্যে উপশান্ত হয় নাই, এই সেই ব্রাহ্মণেরাই স্বর্গনেতা সনাতন দেবদেব। ইহাঁরা যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই দেবযান নামে নিরুক্ত হইয়াছে। অতএব তাঁহারাই পূজ্য, তাঁহারাই নমস্কার্য্য এবং তাঁহারাই সকলের প্রতিষ্ঠা। এই লোক সকল পরস্পর তাঁহারাই ধারণ করিয়া আছেন। গূঢ় স্বাধ্যায়তপাঃ সংশিতব্রত বিদ্যাব্রতস্নাত, স্বাধীনবৃত্তি ব্রাহ্মণগণ ক্রুর হইলে আশীবিষবৎ দেদীপ্যমান। অতএব ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই উপচারযোগ্য হইয়া থাকেন। তপোদীপ্ত ব্রাহ্মণ সাগরদহনেও সক্ষম। তাঁহারা তুষ্ট হইলে সর্ব্ব দেবই তুষ্ট হইয়া থাকেন। অধ্যাত্মগতিদর্শী ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বভূতের গতি। সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয়তত্ত্বে অভিজ্ঞ, অসন্দিগ্ধ, পরাপরদর্শী, সর্ব্বনেতা ব্রাহ্মণগণই পরম গতি। অতএব ব্রাহ্মণ পাপাসক্ত হইলেও নিত্য অবধ্য।১০—৪০। এই সমস্ত জগৎকেও একমাত্র ব্রাহ্মণকে যে বিনষ্ট করে, তাহার পক্ষে উভয় নাশই তুল্য হইয়া থাকে। কেননা, কোপিত ব্রাহ্মণ মহাতেজা অগ্নি, অর্ক ও তীব্র বিষস্বরূপে প্রতিভাত হন। ব্রাহ্মণই সর্ব্ব প্রাণীর অগ্রভোক্তা, পিতা, ও বর্ণশ্রেষ্ঠ গুরু। তিনি স্কন্দিত, ব্যথিত, বা বিনষ্ট কখনই হইবার নহেন। ব্রাহ্মণের মুখে হোম অগ্নিহোত্র হইতেও বরিষ্ঠ। বিপ্রগণের বপু আশ্রয় করিয়াই সর্ব্বদেব অধিষ্ঠিত। অতএব বিপ্রগণই পূজ্য; অলাভে তাঁহাদের প্রতিমাদিও পূজনীয়। ব্রাহ্মণ অবিদ্য হউন আর সবিদ্যই হউন, প্রণীত বা অপ্রণীত অগ্নি যেমন মহাদৈবত তেমনি তিনিও মম দৈবত। তেজস্বী পাবক শ্মশানে থাকিলেও দুষ্ট হন না। এইরূপ হব্যকব্যযুক্ত

বরাননে। সর্ব্বথা ব্রাহ্মণাঃ পূজ্যাঃ সর্ব্বথা দৈবতং মহৎ। তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন রক্ষেদাপদ্গতং দ্বিজম্॥ ৪৭॥ এবং বিপ্রা মহাদেবি পূজ্যাঃ সর্ব্বত্র মানবৈঃ। কিং পুনঃ সংস্থিতাত্মানো বিশেষাৎ ক্ষেত্রবাসিনঃ॥ ৪৮॥ অথ ক্ষেত্রস্থিতানাঞ্চ চতুরাশ্রমবাসিনাম্। বিপ্রাণাং বৃত্তিতো ভেদং প্রবক্ষ্যাম্যানুপূর্ব্বশঃ॥ ৪৯॥ ক্ষেত্রস্থ সন্ন্যাসবিধিং যে জানন্তি দ্বিজাতয়ঃ। বৃত্তিভেদং ক্রমাচ্চৈব তে ক্ষেত্রফলভাগিনঃ॥ ৫০॥ যথা ক্ষেত্রে নিবসতা বর্ত্তিতব্যং দ্বিজাতিনা। প্রাজাপত্যাদিভেদেন তৎ শৃণু ত্বং বরাননে॥ ৫১॥ প্রাজাপত্যা মহীপালাঃ কপোতা গ্রন্থিকাস্তথা। কুটিকাশ্চাথ বৈতালাঃ পদ্মহংসা বরাননে॥ ৫২॥ ধৃতরাষ্ট্রা বকাঃ কঙ্কা গোপালাশ্চৈব ভামিনি। ক্রটিকা মঠরাশ্চৈব গুটিকা দণ্ডিকাঃ পরে॥ ৫৩॥ ক্ষেত্রস্থানামিমে ভেদা বৃত্তিং তেষাং শৃণুষ্ব চ॥ ৫৪॥ অহিংসা গুরুশুশ্রূষা স্বাধ্যায়ঃ শৌচসংযমৌ। সত্যমস্তেয়মেতদ্ধি প্রাজাপত্যং ব্রতং স্মৃতম্॥ ৫৫॥ ক্ষয়পুষ্ট্যর্থবিদ্বেষকর্ম্মভিঃ শান্তিকাদিভিঃ। পালয়ন্তি মহীং যস্মান্মহীপালাস্ততঃ স্মৃতাঃ॥ ৫৬॥ পতিতা যে কণা ভূমৌ সংহরন্তি কপোতবৎ। উঞ্ছত্যাজীবনং যেষাং কপোতাস্তে তু সাধকাঃ॥ ৫৭॥ গৃহং কৃত্বা তু সদ্গ্রন্থাঃ সহসৈব ত্যজন্তি যে। কুটিকাঃ সাধকাস্তে বৈ শিবারাধনতৎপরাঃ॥ ৫৮॥ তীর্থাসক্তাঃ সপত্নীকা যথালব্ধোপজীবিনঃ। মহাসাহসযুক্তাস্তে বৈতালাখ্যাস্ত সাধকাঃ॥ ৫৯॥ সংযতাঃ কামনাসক্তা রাজ্যকর্ম্মার্থসাধকাঃ। পদ্মাস্তে সাধকাঃ খ্যাতা ভিক্ষাচর্য্যারতাঃ সদা॥ ৬০॥ জ্ঞানযোগসমাযুক্তা দ্বৈতাচাররতাশ্চ যে। হংসাস্তে সাধকা খ্যাতাঃ স্বয়মুৎপন্নসংবিদঃ॥ ৬১॥ ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্ত্বেন তথালুব্ধতয়াপি বা। জিতং জগদ্ধারয়ন্তো ধৃতরাষ্ট্রা মতাস্ত যে॥ ৬২॥ গূঢ়াশ্চরন্তি যে জ্ঞানং ব্রতং ধর্ম্মমথাপি বা। স্বার্থৈকাগতনিষ্ঠাস্ত বকাস্তে সাধকা মতাঃ॥ ৬৩॥ জলাশ্রয়ং সমাশ্রিত্য স্থিতা উৎকৃষ্টসিদ্ধয়ে। বিসশৃঙ্গাটকাহারাস্তে কঙ্কাঃ সাধকাঃ স্মৃতাঃ॥ ৬৪॥ গোভিঃ সার্দ্ধং ব্রজন্ত্যত্র গোষ্ঠে চ নিবসন্তি যে। পঞ্চগব্যরসা যে বৈ গোপালাস্তে তু সাধকাঃ॥ ৬৫॥ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণৈশ্চৈব ক্ষপয়ন্তি স্বয়ং বপুঃ। ক্রটিমাত্রাশনাস্তে তু ক্রটিকাঃ সাধকা মতাঃ।

ব্রাহ্মণও দোষার্হই নহেন। অয়ি বরাননে! একমাত্র মহাপাতকী ব্যতীত অন্য সমস্ত বিপ্রই পূজ্য। ফলে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বপ্রকারেই পূজনীয় এবং তাঁহারাই পরম দৈবত। অতএব সকল প্রকার যত্ন করিয়া আপন্ন ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। হে মহাদেবি! এইরূপে বিপ্রগণ সর্ব্বত্রই মানবগণের পূজার্হ। তাহাতে যাঁহারা ক্ষেত্রবাসী জিতাত্মা ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের পূজ্যত্বসম্বন্ধে আর কি বলিব? তাঁহারা বিশেষরূপেই পূজনীয়। যাহা হউক, এক্ষণে চতুরাশ্রমবাসী ক্ষেত্রস্থ বিপ্রগণের বৃত্তিভেদ কীর্ত্তন করিতেছি। যে সকল দ্বিজাতি ক্ষেত্রসন্ন্যাসবিধি ও ক্ষেত্রবাসীদিগের ক্রমিক বৃত্তিভেদ অবগত হন, তাঁহারাই ক্ষেত্রফলভাগী হইয়া থাকেন। হে বরাননে! ক্ষেত্রবাসী দ্বিজাতিকে যেরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়, আমি তাহা প্রাজাপত্যাদিভেদে বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রাজাপত্য, মহীপাল, কপোত, গ্রন্থিক, কুটিক, বৈতাল, পদ্মহংস, ধৃতরাষ্ট্র, কাক, কঙ্ক, গোপাল, ক্রটিক, মঠর, গুটিক, ও দণ্ডিক—ক্ষেত্রস্থ বিপ্রগণ এই সকল বিভিন্ন নামে বিভক্ত। এক্ষণে তাঁহাদের বৃত্তি কি তাহা শ্রবণ কর। যাঁহারা প্রাজাপত্য—অহিংসা, গুরুশুশ্রূষা, স্বাধ্যায়, শৌচ, সংযম, সত্য, ও অস্তেয়, এই সকলই তাঁহাদের ব্রত। যাঁহারা ক্ষয়, পুষ্টি, অর্থ, ও বিদ্বেষকর কর্ম্ম এবং শান্তিকাদি দ্বারা মহীপালন করেন, তাঁহারা মহীপালশ্রেণীর অন্তর্গত। যাঁহারা ভূপতিত শস্যকণা উত্তোলন করিয়া কপোতবৎ জীবিকাযাপন করেন, তাঁহারাই কপোতসাধক। যাঁহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন, তাঁহারা সদ্গ্রন্থ। যাঁহারা সেই গৃহ সহসা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা কুটিক, ও শৈব সাধক। যাঁহারা তীর্থাসক্ত, সপত্নীক, যথালব্ধোপজীবী, ও মহাসাহসিক, তাঁহারা বৈতাল সাধক। যাঁহারা সংযত, কামনাসক্ত, ভিক্ষাচর্য্যরত, তাঁহারা পদ্ম সাধক। যাঁহারা জ্ঞানযোগী, অদ্বৈতবাদী, স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান, তাঁহারাই হংসসাধক। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য, সত্ত্ব, ও অলোভ দ্বারা জগৎ জয় করিয়া ধারণ করেন, তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্র সাধক। যাঁহারা গোপনে জ্ঞান-ব্রত-ধর্ম্মার্জ্জন করেন, ও স্বার্থসাধনে একনিষ্ঠ থাকেন, তাঁহারা বক সাধক। যাঁহারা উৎকৃষ্ট সিদ্ধি লাভার্থ জলাবাসে অবস্থিত এবং মৃণাল ও শৃঙ্গাটক আহারে নিরত, তাঁহারা কঙ্কসাধক। যাঁহারা গোগণসহ গমন করেন, গোষ্ঠে বাস করেন ও পঞ্চগব্যরস পান করেন, তাঁহারা গোপালসাধক। যাঁহারা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ দ্বারা

কৃত্বা কুশময়ীং পত্নীং মঠে যে গৃহমেধিনঃ। স্ববৃত্তিরতাঃ শুদ্ধা মঠরাস্তে তু সাধকাঃ॥ ৬৭॥ গ্রাসমাত্রসমানাভির্গুটিকাভিরথাষ্টভিঃ। কন্দমূলফলোত্থাভির্গুটিকাস্তে দ্বিজাতয়ঃ॥ ৬৮॥ স্বদেহদণ্ডনৈর্যুক্তা রাত্রৌ বীরাসনেস্থিতাঃ। দণ্ডিনস্তে সমাখ্যাতাঃ সর্ব্বমেতত্তবোদিতম্॥ ৬৯॥ সামান্তোঽপি বিশেষশ্চ বৃত্তিনো গৃহিণোঽপি বা। তেষাং ভেদো ময়া খ্যাতাঃ সম্যক্ ক্ষেত্রনিবাসিনাম্॥৭০॥ এবমাদিধর্ম্মযুক্তাঃ প্রভাসক্ষেত্রবাসিনঃ। তৈঃ পূজ্যো ভগবান্ দেবো বালরূপী পিতামহঃ॥ ৭১॥ মহাপাতকিনো যে তু যে তু বিপ্রৈর্বাহিষ্কৃতাঃ। ন চ তে সংস্পৃশেযুর্বৈ ব্রহ্মাণং বালরূপিণম্॥ ৭২॥ ব্রহ্মচারী সদা দান্তো জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ। এবং তে ব্রাহ্মণাঃ খ্যাতাঃ ক্ষেত্রমধ্যনিবাসিনঃ॥ ৭৩॥ তৈঃ পূজ্যো ভগবান্ দেবো বালরূপী পিতামহঃ। যে বেদাধ্যয়নে যুক্তাস্তৈঃ প্রপূজ্যঃ পিতামহঃ॥ ৭৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রাহ্মণপ্রশংসাবর্ণনং নাম ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০৬।

নিজ কলেবর ক্ষীণ করেন এবং ত্রুটিকালমাত্র আহার করেন, তাঁহারা ত্রুটিকসাধক। যাঁহারা কন্দ-মূল-ফলজাত গ্রাসমাত্র অষ্ট গুটিকা দ্বারা নিজের বৃত্তি বিধান করেন, তাঁহারা গুটিকসাধক। আর যাঁহারা রাত্রিযোগে বীরাসনে অবস্থিত হইয়া স্বদেহ-দণ্ডনে যোগাসক্ত,তাঁহারাই দণ্ডী সাধক বলিয়া বিখ্যাত। যাঁহারা সামান্য বা বিশেষ বৃত্তি-সম্পন্ন, ক্ষেত্রবাসী গৃহমেধী বা উদাসী, তাঁহাদের এই ভেদবার্ত্তা তোমার নিকট সকলই কহিলাম। প্রভাসক্ষেত্রবাসী ব্রাহ্মণেরাও ঐরূপ ধর্ম্মযুক্ত এবং তাঁহাদের দ্বারাই বালরূপধর ভগবান্ পিতামহ নিত্যপূজ্য। যাহারা মহাপাতকী বা বিপ্রসমাজ হইতে বহিষ্কৃত, তাহারা কদাচ বালরূপী ব্রহ্মাকে স্পর্শ করিবে না। যিনি ব্রহ্মচারী, নিত্যদান্ত, জিতক্রোধ, ও জিতেন্দ্রিয়, তাঁহারই তিনি স্পৃশ্য। প্রভাসক্ষেত্রের ব্রাহ্মণেরা ঐরূপই গুণসম্পন্ন। তাই বালরূপধর ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদেরই পূজ্য। বস্তুতঃ বেদাধ্যয়নযুক্ত ব্রাহ্মণগণেরই পিতামহ পূজনীয়। ৪১—৭৪।

ষড়ধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৬।

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। অথ পূজাবিধানং তে কথয়ামি সমাসতঃ। ভক্তিভেদান্ পৃথক্ তস্য ব্রহ্মণো বালরূপিণঃ॥ ১॥ রথযাত্রাবিধানন্তু স্তোত্রমন্ত্রবিধিক্রমম্। ত্রিবিধা ভক্তিরুদ্দিষ্টা মনোবাক্কায়সম্ভবা॥ ২॥ লৌকিকী বৈদিকী চাপি ভবেদাধ্যাত্মিকী তথা। ধ্যানধারণয়া যা তু বেদানাং স্মরণেন চ। ব্রহ্মপ্রীতিকরী চৈষা মানসী ভক্তিরুচ্যতে॥ ৩॥ মন্ত্রবেদনমস্কারৈরগ্নিশ্রাদ্ধবিধানকৈঃ। জাপ্যৈশ্চারণ্যকৈশ্চৈব বাচিকী ভক্তিরুচ্যতে॥ ৪॥ ব্রতোপবাসনিয়মৈশ্চিত্তেন্দ্রিয়নিরোধিভিঃ। কৃচ্ছ্রসান্তপনৈশ্চান্যৈস্তথা চান্দ্রায়ণাদিভিঃ॥ ৫॥ ব্রহ্মোক্তৈশ্চোপবাসৈশ্চ তথান্যৈশ্চ শুভব্রতৈঃ। কায়িকী ভক্তিরাখ্যাতা ত্রিবিধা তু দ্বিজন্মনাম্॥ ৬॥ গোম্বতক্ষীরদধিভির্মধিক্ষুসুকুশোদকৈঃ। গন্ধমাল্যৈশ্চ বিবিধৈর্বস্তভিশ্চোপপাদিভিঃ॥ ৭॥ ঘৃতগুগ্গুলধূপৈশ্চ কৃষ্ণাগুরুসুগন্ধিভিঃ। ভূষণৈর্হেমরত্নাদ্যৈশ্চিত্রাভিঃ স্রগ্ভিরেব চ॥ ৮॥ ন্যাসৈঃ পরিসরৈঃ স্তোত্রৈঃ পতাকাভিস্তথোৎসবৈঃ। নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ সর্ব্ববস্তুপহারকৈঃ॥ ৯॥ ভক্ষ্যভোজ্যান্নপানৈশ্চ যা পূজা

সপ্তাধিক শততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর সংক্ষেপে পূজাবিধান বলিতেছি। ভক্তিভেদে বালরূপী ব্রহ্মার পৃথক্ পৃথক্ পূজাবিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রথযাত্রাবিধি, স্তোত্রমন্ত্রবিধি, এবং মন, বাক্য, কায়জ, লৌকিকী-বৈদিকী ও আধ্যাত্মিকী ভক্তি তদীয় পূজাবিধানে প্রশস্ত। ধ্যান, ধারণা ও বেদস্মরণ দ্বারা যে ব্রহ্মপ্রীতিকরী ভক্তি উৎপন্ন হয়,তাহার নাম মানসী; মন্ত্র, বেদবচন, নমস্কার, হোম, শ্রাদ্ধবিধি, ও আরণ্যকপাঠ দ্বারা যে ভক্তি, তাহা বাচিকী; ব্রত, উপবাস, নিয়ম, মনোজয়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, কৃচ্ছ্র-সান্তপন, অন্যান্য চান্দ্রায়ণ, এবং ব্রহ্মোক্ত উপবাস, ও অপরাপর শুভ ব্রতাদি দ্বারা যে ভক্তির উদ্রেক হয়, তাহা কায়িকী ভক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ব্রাহ্মণগণের এই ত্রিবিধ ভক্তিই প্রশস্ত। দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, মধু, ইক্ষু, কুশোদক, বিবিধ স্তবপুরঃসর গন্ধমাল্য, ঘৃত, গুগ্গুল, ধূপ, গন্ধদ্রব্য, হেমরত্নাদির ভূষণ, বিচিত্র স্রক্, সুবিন্যস্ত মৌক্তিকমালা, নানা স্তোত্র, পতাকা, উৎসব ব্যাপার, তৌর্য্যত্রিক, সর্ব্ববিধ বস্তুর উপহার, এবং ভক্ষ্য ভোজ্য ও অন্ন-

ক্রিয়তে নরৈঃ। পিতামহং সমুদ্দিশ্য সা ভক্তি-র্লৌকিকী মতা ॥ ১০ ॥ বেদমন্ত্রহবির্ভাগৈঃ ক্রিয়া যা বৈদিকী স্মৃতা ॥ ১১ ॥ দর্শে চ পৌর্ণমাস্যাঞ্চ কর্ত্তব্যং চাগ্নিহোত্রকম্। প্রাশনং দক্ষিণাদানং পুরোডাশ ইতি ক্রিয়া ॥ ১২ ॥ ইষ্টির্ধৃতিঃ সোমপানং যজ্ঞিয়ং কর্ম্ম সর্ব্বশঃ। ঋগযজুঃসামজাপ্যানি সংহিতাধ্যয়নানি চ। ক্রিয়ন্তে ব্রহ্মাণমুদ্দিশ্য সা ভক্তির্বৈদিকোচ্যতে ॥ ১৩ ॥ প্রাণায়ামপরো নিত্যং ধ্যানবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। ভৈক্ষ্যভক্ষী ব্রতী চাপি সর্ব্বপ্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥ ধারণং হৃদয়ে কৃত্বা ধ্যায়মানঃ প্রজেশ্বরম্। হৃৎপদ্মকর্ণিকাসীনং রক্তবর্ণং সুলোচনম্ ॥ ১৫ ॥ পশ্যন্ দ্যোতিতমুখং ব্রহ্মাণং সুকটীতটম্। রক্তবর্ণং চতুর্ব্বাহুং বরদাভয়হস্তকম্। এবং যশ্চিন্তয়েদ্দেবং ব্রহ্মভক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৬ ॥ বিধিঞ্চ শৃণু মে দেবি য স্মৃতঃ ক্ষেত্রবাসিনাম্ ॥ ১৭ ॥ নির্ম্মমা নিরহঙ্কারাঃ নিঃসঙ্গা নিষ্পরিগ্রহাঃ। চতুর্বর্গেহপ নিঃস্নেহাঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনাঃ ॥ ১৮ ॥ ভূতানাং কর্ম্মভির্নিত্যং ত্রিবিধৈরভয়প্রদাঃ। প্রাণায়ামপরা নিত্যং পরধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ১৯ ॥ জাপিনঃ শুচয়ো নিত্যং যতিধর্ম্মক্রিয়াপরাঃ। সাঙ্খ্যযোগবিধিজ্ঞা যে ধর্ম্মবিচ্ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মপূজারতা নিত্যং তে বিপ্রা ক্ষেত্রবাসিনঃ। তৈর্যথা পূজনীয়ো বৈ বালরূপী পিতামহঃ ॥ ২১ ॥ তথাহং কীর্ত্তয়িষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনাঃ প্রিয়ে। স্নাত্বা তু বিমলে তীর্থে শুক্লাম্বরধরঃ শুচিঃ। পূজোপহারসংযুক্তস্ততো ব্রহ্মাণমর্চ্চয়েৎ ॥ ২২ ॥ পূর্ব্বং সংস্নাপ্য বিধিনা পঞ্চামৃতরসোদকৈঃ। গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্ ॥ ২৩ ॥ গায়ত্র্যা গৃহ্য গোমূত্রং গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্। আপ্যায়স্বেতি চ ক্ষীরং দধিক্রাবণেতি বৈ দধি ॥ ২৪ ॥ তেজোহসি শুক্রমিত্যাজ্যং দেবস্য ত্বা কুশোদকম্। আপোহিষ্ঠেতি মন্ত্রেণ পঞ্চগব্যেন স্নাপয়েৎ ॥ ২৫ ॥ কপিলাপঞ্চগব্যেন কুশবারিযুতেন চ। স্নাপয়েন্মন্ত্রপূতেন ব্রহ্মস্নানং হি তৎস্মৃতম্ ॥ ২৬ ॥ বর্ষকোটিসহস্রৈস্তু যৎপাপং সমুপার্জ্জিতম্। সুরজ্যেষ্ঠং তু সংস্নাপ্য দহেৎ সর্ব্বং ন সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥ এবং সংস্নাপ্য বিধিনা ব্রহ্মাণং বালরূপিণম্। কর্পূরাগুরুতোয়েন ততঃ সংস্নাপয়েদ্দ্বিজঃ ॥ ২৮ ॥ এবং কৃত্বার্চ্চয়েদ্দেবং গায়ত্রীন্যাসযোগতঃ। মূর্দ্ধ্নঃ পাদতলং যাবৎ প্রণবং বিন্যসেদ্বুধঃ ॥ ২৯ ॥ তকারং বিন্যসেন্মূর্দ্ধ্নি সকারং মুখমণ্ডলে। বিকারং কণ্ঠ-

পানাদি দ্বারা ব্রহ্মার উদ্দেশে নরগণ যে পূজা করে, তাহা লৌকিকী ভক্তি। বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক হবিরাহুতি প্রদানে যে ক্রিয়া করা হয়, তাহার নাম বৈদিকী ভক্তি। দর্শে ও পৌর্ণমাসীতে অগ্নিহোত্র, প্রাশন, দক্ষিণাদান, পুরোডাশ, ইষ্টি, ধৃতি, ও সোমপানাদি সমস্ত যজ্ঞীয় কর্ম্ম এবং ঋক্ যজুঃ ও সামমন্ত্রজপ ও সংহিতা অধ্যয়ন কর্ত্তব্য। ব্রহ্মোদ্দেশক এই সকল ক্রিয়ার নামই বৈদিকী ভক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নিত্য প্রাণায়াম, ধ্যান, ইন্দ্রিয়জয়, ভিক্ষাশন, ব্রত, সর্ব্ব বিষয় হইতে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার, হৃদয়ে ধারণান্তে ব্রহ্মাকে ধ্যান, এবং হৃৎপদ্মকর্ণিকাসীন, রক্তবর্ণ, সুলোচন, উজ্জ্বলবদন, সুকটিতট, বরদাভয়হস্ত, চতুর্ব্বাহু ব্রহ্মাকে দর্শনপূর্ব্বক যে যতি ব্যক্তি তাঁহাকে চিন্তা করেন, তিনি ব্রহ্মভক্ত বলিয়া পরিব্যক্ত হইয়া থাকেন। হে দেবি! এক্ষণে ক্ষেত্রবাসীদিগের প্রসিদ্ধ বিধি আমার নিকট শ্রবণ কর। ক্ষেত্রবাসী নিয়ত ব্রহ্মপূজারত বিপ্রগণ নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, নিঃসঙ্গ, নিষ্পরিগ্রহ, চতুর্ব্বর্গে নিঃস্নেহ, লোষ্ট প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমবুদ্ধি, ত্রিবিধ কর্ম্মে নিত্য ভূতগণের অভয়প্রদ, নিত্য প্রাণায়ামরত, পরমাত্মধ্যাননিষ্ঠ, জপশীল, শুচি, যতিধর্ম্মক্রিয়াতৎপর, সাঙ্খ্যযোগবিধিজ্ঞ, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে ছিন্নসংশয়। তাঁহাদের নিকট বালরূপী পিতামহ যেরূপ পূজনীয় হন, আমি তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি—প্রিয়ে! একমনে শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ বিমল তীর্থোদকে স্নান করিয়া শুক্লাম্বরধর শুচি হইয়া পূজোপহার আয়োজনপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে অর্চ্চনা করিবে।১—২২। পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্য দ্বারা যথাবিধি স্নান করাইবে। গায়ত্রী দ্বারা গোমূত্র, 'গন্ধদ্বারেতি' গোময়, 'আপ্যায়স্বেতি' ক্ষীর, 'দধিক্রাবণেতি' দধি, 'তেজোহসীতি' ঘৃত, 'দেবস্যেতি' কুশোদক, এবং 'আপোহিষ্ঠেতি' মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইবে। কপিলার পঞ্চগব্য কুশবারিযুত ও মন্ত্রপূত করিয়া তদ্দ্বারা স্নপনই ব্রহ্মস্নান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। নর সুরজ্যেষ্ঠকে স্নান করাইয়া সহস্রবর্ষার্জ্জিত পাপও নিঃসন্দেহে দগ্ধ করিয়া থাকে। এইরূপে বিধিপূর্ব্বক বালরূপী ব্রহ্মাকে স্নান করাইয়া পরে কর্পূর ও অগুরুযুক্ত জলে পুনঃ স্নান করাইবে। এইরূপ স্নানকার্য্যের পর গায়ত্রী ন্যাসপূর্ব্বক সুরশ্রেষ্ঠের পূজা করিতে হইবে। বিধিজ্ঞ ব্যক্তি মস্তক হইতে পাদতল পর্য্যন্ত ন্যাস করিবেন। মস্তকে 'ত', মুখমণ্ডলে 'স', কণ্ঠে 'বি',

দেশে তু তুকারং চাঙ্গসন্ধিষু। ৩০। বকারং হৃদি মধ্যে তু রেকারং পার্শ্বয়োর্দ্বয়োঃ। নিকারং দক্ষিণে কুক্ষৌ যকারং বামসংস্থিতে। ৩১। ভকারং কটি নাভিস্থং গোকারং পার্শ্বয়োর্দ্বয়োঃ। দেকারং জানুনোর্ন্যস্য বকারঃ পাদপদ্ময়োঃ। ৩২। স্যকারমঙ্গুষ্ঠয়োর্ন্যস্য ধীকারমুরসি ন্যসেৎ। মকারং জানুমূলে তু হিকারং গুহ্যমাশ্রিতম্। ৩৩। ধিকারঞ্চ হৃদয়ে ন্যস্য যোকারং চাধরোষ্ঠকে। যোকারঞ্চ তথৈবাস্যমুত্তরোষ্ঠে ন্যসেৎ সুধীঃ। ৩৪। নকারং নাসিকাগ্রে তু প্রকারং নেত্রমাশ্রিতম্। চোকারঞ্চ ভ্রুবোর্মধ্যে দকারং প্রাণমাশ্রিতম্। ৩৫। যাৎকারঞ্চ ললাটান্তে বিন্যসেদ্বৈ সুরেশ্বরি। ন্যাসং কৃত্বাত্মনো দেহে দেবে কুর্য্যাত্তথা প্রিয়ে। ৩৬। সর্ব্বোপহারসম্পন্নং কৃত্বা সমাঙ্ভনিরীক্ষয়েৎ। কুঙ্কুমাগুরুকর্পূরচন্দনেন বিমিশ্রিতম্। ৩৭। গন্ধতোয়ৈকপস্কৃত্য গায়ত্র্যা প্রণবেন চ। প্রোক্ষয়েৎ সর্ব্বদ্রব্যাণি পশ্চাদর্চ্চনমারভেৎ। ৩৮। দিব্যৈঃ পুষ্পৈঃ সুগন্ধৈশ্চ মালতীকমলাদিভিঃ। অশোকৈঃ শতপত্রৈশ্চ বকুলৈঃ পূজয়েৎ ক্রমাৎ। ৩৯। কৃষ্ণাগুরুসুধূপেন ঘৃতদীপৈস্তথোত্তমৈঃ। ততঃ প্রদাপয়েত্তত্র নৈবেদ্যং বিবিধং ক্রমাৎ। ৪০। খণ্ডলড্ডুকশ্রীবেষ্টকাংসারাশোকপল্লবৈঃ। স্বস্তিকোল্লিপিকাদুগ্ধাতিলবেষ্টকিলাটিকাম্। ৪১। ফলানি চৈব পক্কানি মূলমন্ত্রেণ দাপয়েৎ। ঋগ্বেদঞ্চ যজুর্ব্বেদং সামবেদঞ্চ পূজয়েৎ। ৪২। জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং ধর্ম্মং সম্পূজয়েদ্বুধঃ। ঈশানাদিক্রমাদ্দেবি দিশাসু বিদিশাসু চ। ৪৩। চতুর্দ্দশবিদ্যাস্থানানি ব্রহ্মণোহগ্রে প্রপূজয়েৎ। হৃদয়ানি ততো ন্যস্য দেবস্য পুরতঃ ক্রমাৎ। ৪৪। আপোহিষ্ঠেতি ঋগিয়ং হৃদয়ং পরিকীর্ত্তিতম্। ঋতং সত্যং শিখা প্রোক্তা উদুত্যং নেত্রমাদিশেৎ। ৪৫। চিত্রং দেবানামিত্যেবং সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্। ব্রহ্মংস্তে ছাদয়ামীতি কবচং সমুদাহৃতম্। ৪৬। ভূর্ভুবঃ স্বরিতীরেশপূজনং পরিকীর্ত্তিতম্। গায়ত্র্যা পূজয়েদ্দেবমোঙ্কারেণাভিমন্ত্রিতম্। ৪৭। প্রণবেনাপরান্ সর্ব্বানৃগ্বেদাদীন্ প্রপূজয়েৎ। গায়ত্রী পরমো মন্ত্রো বেদমাতা বিভাবরী। ৪৮। গায়ত্র্যক্ষরতত্ত্বৈস্তু ব্রহ্মাণং যস্তু পূজয়েৎ। উপোষ্য পঞ্চদশ্যাং তু স যাতি পরমং পদম্। ৪৯। সংসারসাগরং ঘোরমুত্তিতীর্ষুর্দ্বিজো যদি। প্রভাসে কার্ত্তিকে মাসি ব্রহ্মাণং পূজয়েৎ সদা। ৫০। যস্য দর্শনমাত্রেণ অশ্বমেধফলং লভেৎ। কস্তং ন পূজয়েদ্বিদ্বান্ প্রভাসে বালরূপিণম্। ৫১। যস্ত্বেকদিবসপ্রাপ্তে

অঙ্গসন্ধিতে 'তু', হৃন্মধ্যে 'ব', উভয় পার্শ্বে 'রে', দক্ষিণকুক্ষিতে 'নি', বামকুক্ষিতে 'য', কটি ও নাভিতে 'ভ', উভয় পার্শ্বে 'গো', উভয় জানুতে 'দে', উভয় পাদপদ্মে 'ব', উভয় অঙ্গুষ্ঠে 'স্য', বক্ষে 'ধী', জানুমূলে 'ম', গুহ্যে 'হি', হৃদয়ে 'ধি', অধরোষ্ঠে 'যো' উত্তরোষ্ঠে 'যো' নাসিকাগ্রে 'ন', নেত্রে 'প্র', ভ্রূমধ্যে 'চো', প্রাণে 'দ', এবং ললাটান্তে যাৎকার বিন্যাস করিবে। নিজদেহে ন্যাস করিয়া পরে দেবদেহেও ন্যাস করিবে। কুঙ্কুম আগুরু কর্পূর ও চন্দনমিশ্র, গন্ধজলান্বিত সর্ব্ববিধ পূজোপহার দ্রব্য আয়োজনান্তে সম্যক্ নিরীক্ষণ করিবে এবং গায়ত্রী ও প্রণব দ্বারা সর্ব্ব দ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া পরে অর্চ্চনা করিবে। মালতী কমল অশোক শতপত্র ও বকুল প্রভৃতি দিব্য সুগন্ধ পুষ্পসমূহ এবং কৃষ্ণাগুরু ধূপ ও উত্তম ঘৃতদীপ দ্বারা ক্রমিক পূজা করিয়া পরে ত্রিবিধ নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিবে। খণ্ড লড্ডুক শ্রীবেষ্টক কাংসার অশোকপল্লব স্বস্তিকা, উল্লিপিকা দুগ্ধা, তিলবেষ্ট ও কিলাটিকা এবং অন্যান্য বহু পক্কফল মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক প্রদান করিবে। অনন্তর ঋক্ যজু ও সামবেদ, ঈশানাদি ক্রমে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্ম দিগ্‌দিগন্তে এবং চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থানকে ব্রহ্মার অগ্রে পূজা করিবে। অনন্তর দেবশ্রেষ্ঠের পুরোভাগে ক্রমিক হৃদয়াদি ন্যাস করিতে হইবে।২৩-৪৪। আপোহিষ্ঠেতি' হৃদয়ে, 'ঋতংসত্যমিতি' শিখায়, 'উদুত্যমিতি' নেত্রে, 'চিত্রং দেবানামিতি' করতলপৃষ্ঠে এবং 'ব্রহ্মংস্তে ছাদয়ামীতি' মন্ত্রে কবচন্যাস করিবে। ভূর্ভুবঃ স্ব ইত্যাদি মন্ত্রে দেবশ্রেষ্ঠের পূজা করিতে হইবে। গায়ত্রী পাঠ করিয়া ওঙ্কারাভিমন্ত্রিত ব্রহ্মাকে পূজা করিবে এবং ঋগবেদাদি অন্যান্য সকলের পূজা প্রণব দ্বারা করিবে। গায়ত্রী পরম মন্ত্র এবং তিনিই বেদমাতা। যে জন পঞ্চদশীতে উপবাস করিয়া গায়ত্র্যক্ষরতত্ত্বে ব্রহ্মার পূজা করে, তাহার পরম পদ লাভ হয়। দ্বিজ যদি সংসারসাগর হইতে উদ্ধার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে কার্ত্তিক মাসে প্রভাসে আসিয়া নিত্য পূজা করিবেন। যাঁহার দর্শন মাত্রেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়, প্রভাসক্ষেত্রের সেই বালরূপী ব্রহ্মাকে কে

সদেবাসুরমানবাঃ। বিলয়ং যান্তি দেবেশি কস্তং ন প্রতিপূজয়েৎ ॥ ৫২ ॥ পিতা যঃ সর্ব্বদেবানাং ভূতানাঞ্চ পিতামহঃ। যস্মাদেষ স তৈঃ পূজ্যো ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষেত্রবাসিভিঃ ॥ ৫৩ ॥ রুদ্ররূপী বিশ্বরূপী স এব ভুবনেশ্বরঃ। পৌর্ণমাস্যামুপোষিত্বা ব্রহ্মাণং জগতাং পতিম্। অর্চ্চয়েদ্যো বিধানেন সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৫৪ ॥ কার্ত্তিকে মাসি দেবস্য রথযাত্রা প্রকীর্ত্তিতা। যাং কৃত্বা মানবো ভক্ত্যা যাতি ব্রহ্মসলোকতাম্ ॥ ৫৫ ॥ কার্ত্তিকে মাসি দেবেশি পৌর্ণমাস্যাং চতুর্ম্মুখম্। মার্গেণা চর্ম্মণা সার্দ্ধং সাবিত্র্যা চ পরন্তপ ॥ ৫৬ ॥ ভ্রাময়েন্নগরং সর্ব্বং নানাবাদ্যৈঃ সমন্বিতম্। স্থাপয়েদ্ভ্রাময়িত্বা তু সকলং নগরং নৃপঃ ॥ ৫৭ ॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বাগ্রে শাণ্ডিলেয়ং প্রপূজ্য চ। আরোপয়েদ্রথে দেবং পুণ্যবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ ॥ ৫৮ ॥ রথাগ্রে শাণ্ডিলীপুত্রং পূজয়িত্বা বিধানতঃ। ব্রাহ্মণান্ বাচয়িত্বা চ কৃত্বা পুণ্যাহমঙ্গলম্ ॥ ৫৯ ॥ দেবমারোপয়িত্বা তু রথে কুর্য্যাৎ প্রজাগরম্। নানাবিধৈঃ প্রেক্ষণকৈর্ব্রহ্মঘোষৈশ্চ পুষ্কলৈঃ ॥ ৬০ ॥ নারোঢ়ব্যং রথে দেবি শূদ্রেণ শুভমিচ্ছতা। নাধর্ম্মেণ বিশেষেণ মুক্ত্বৈকং ভোজকং প্রিয়ে ॥ ৬১ ॥ ব্রহ্মণো দক্ষিণে পার্শ্বে সাবিত্রীং স্থাপয়েৎ প্রিয়ে। ভোজকং বামপার্শ্বে তু পুরতঃ পঙ্কজং ন্যসেৎ ॥ ৬২ ॥ এবং তূর্য্যনিনাদৈশ্চ শঙ্খশব্দৈশ্চ পুষ্কলৈঃ। ভ্রাময়িত্বা রথং দেবি পুরং সর্ব্বঞ্চ দক্ষিণম্। স্বস্থানে স্থাপয়েদ্ভূয়ঃ কৃত্বা নীরাজনং বুধঃ ॥ ৬৩ ॥ য এবং কুরুতে যাত্রাং ভক্ত্যা যশ্চাপি পশ্যতি। রথং বাকর্ষয়েদ্যস্তু স গচ্ছেদ্ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥ ৬৪ ॥ যো দীপং ধারয়েত্তত্র ব্রহ্মণো রথপৃষ্ঠগঃ। পদেপদেঽশ্বমেধস্য স ফলং বিন্দতে মহৎ ॥ ৬৫ ॥ যো ন কারয়তে রাজা রথ-যাত্রান্তু ব্রাহ্মণঃ। স পচ্যতে মহাদেবি রৌরবে কাল-মক্ষয়ম্ ॥ ৬৭ ॥ তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন রাষ্ট্রস্য ক্ষেম-মিচ্ছতা। রথযাত্রাং বিশেষেণ স্বয়ং রাজা প্রবর্ত্তয়েৎ ॥ ৬৭ ॥ প্রতিপদ্ব্রাহ্মণাংশ্চাপি ভোজয়েদ্বিধিবৎ সুধীঃ। বাসোভিরহতৈশ্চাপি গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ৬৮ ॥ কার্ত্তিকে মাস্যমাবস্যাং যস্তু দীপপ্রদীপনম্। শালায়াং ব্রাহ্মণঃ কুর্য্যাৎস স গচ্ছেৎপরমং পদম্ ॥ ৬৯ ॥ উৎসবেষু চ সর্ব্বেষু সর্ব্বকালে বিশেষতঃ। পূজয়েয়ুরিমং বিপ্রা ব্রহ্মাণং জগতাং গুরুম্ ॥ ৭০ ॥ যথাকৃত্যপ্রয়োগেণ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ। পূজ্যো

না পূজা করিয়া থাকে? হে দেবেশি! যাঁহার একটী দিবসের মধ্যেই সুরাসুর নর সকলই বিলয় প্রাপ্ত হয়, কে না তাঁহার পূজা করে? যিনি সর্ব্বদেবের পিতা এবং সর্ব্ব ভূতের পিতামহ, সেই তিনি ক্ষেত্রবাসী সর্ব্বব্রাহ্মণেরই পূজনীয়। সেই ভুবনেশ্বরই রুদ্ররূপী ও বিশ্বরূপী; পূর্ণিমাদিনে উপবাস করিয়া যে নর বিধিপূর্ব্বক বিধাতার পূজা করে, তাহার অশ্বমেধফল লাভ হয়। কার্ত্তিকমাসে ব্রহ্মদেবের রথযাত্রা করিতে হয়। মানব ভক্তির সহিত ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, ব্রহ্মসালোক্য লাভ করে। হে দেবেশি! ভূপতি ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমায় চতুরাননকে সাবিত্রী সহ মৃগচর্ম্মোপরি উপবেশন করাইয়া নানা বাদ্যোদ্যম সহকারে সমস্ত নগর ভ্রমণ করাইবেন এবং ভ্রমণান্তে স্থাপনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে অগ্রে শাণ্ডিলেয়কে পূজা করিয়া সুপবিত্র বাদিত্র ঘোষ সহকারে দেবশ্রেষ্ঠকে রথে আরোহণ করাইবেন। রথাগ্রে যথাবিধি শাণ্ডিলীপুত্রের পূজা, ব্রাহ্মণবাচন, পুণ্যাহ মঙ্গল আচরণ, এবং দেবকে রথে আরোহণপূর্ব্বক সেই রথেই জাগরণ করিবেন। নানাবিধ প্রেক্ষণ ও বিপুল ব্রহ্মঘোষ দ্বারা রাত্রিযাপন বিধেয়। শুভেচ্ছু শূদ্র কখন ঐ রথে আরোহণ করিবে না। প্রিয়ে! ব্রহ্মার দক্ষিণ পার্শ্বে সাবিত্রী, বাম পার্শ্বে ভোজক এবং পুরোভাগে পঙ্কজ স্থাপন করিবে দেবি! এইরূপে বিপুল তূর্য্যনাদ, ও শঙ্খধ্বনি সহকারে সমস্ত পুর প্রদক্ষিণ করাইয়া পুনরায় নীরাজনান্তে ব্রহ্মাকে স্বস্থানে স্থাপন করিবে। ৪৫—৬৩। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে এইরূপে যাত্রোৎসব করে, ব্রহ্মাকে দর্শন করে কিম্বা তদীয় রথাকর্ষণ করে, তাহার পরম পদলাভ হয়। ব্রহ্মার রথপৃষ্ঠে থাকিয়া যে ব্যক্তি দীপ ধারণ করে, তাহার পদে পদে অশ্বমেধমহাফল লাভ হয়। যে রাজা ব্রহ্মার রথ-যাত্রা না করান,—হে মহাদেবি! তাঁহাকে অনন্তকাল রৌরবে বাস করিতে হয়। অতএব রাষ্ট্রমঙ্গলৈষী রাজা ব্রহ্মার রথ-যাত্রা নিজেই সযত্নে প্রবর্ত্তিত করিবেন। সুধী রাজা যাত্রার পর প্রতিপৎ তিথিতে অহত বস্ত্র, গন্ধ, মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে সৎকৃত করিয়া ভোজন করাইবেন। কার্ত্তিক মাসের অমাবাস্যায় যে নর ব্রহ্মমন্দিরে দীপ দান করে, তাহার পরম পদে গতি হয়। সর্ব্বকালে সমস্ত উৎসবেই বিপ্রগণ সম্যক্ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই জগদ্গুরু

দিব্যোপচারেণ যথাবিত্তানুসারতঃ॥ ৭১ ॥ এবং তে কথিতং দেবি পূজামাহাত্ম্যমুত্তমম্। প্রভাসক্ষেত্র-মাহাত্ম্যং ব্রহ্মণো বালরূপিণঃ॥ ৭২॥ তস্যাহং কথয়িষ্যামি নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্। প্রদত্ত্বা চ পঠিত্বা চ যজ্ঞাযুতফলং লভেৎ॥ ৭৩॥ গায়ত্র্যা লক্ষজাপ্যেন সম্যগ্‌জপ্তেন যৎফলম্। তৎফলং সমবাপ্নোতি স্তোত্রস্যাস্য উদীরণাৎ॥ ৭৪॥ ইদং স্তোত্রবরং দিব্যং রহস্যং পাপনাশনম্। ন দেয়ং দুষ্টবুদ্ধীনাং নিন্দকানাং তথৈব চ॥ ৭৫॥ ব্রাহ্মণায় প্রদাতব্যং শ্রোত্রিয়ায় মহাত্মনে। বিষ্ণুনা হি পুরা পৃষ্টং ব্রহ্মণঃ স্তোত্রমুত্তমম্॥ ৭৬॥ কেষুকেষু চ স্থানেষু দেবদেবঃ পিতামহঃ। সঞ্চিন্ত্যস্তন্মমাচক্ষ্ব ত্বং হি সর্ব্ববিদুত্তম॥ ৭৭॥ ব্রহ্মোবাচ। পুষ্করেঽহং সুরশ্রেষ্ঠো গয়ায়াং প্রপিতামহঃ। কান্যকুব্জে বেদগর্ভো ভৃগুক্ষেত্রে চতুর্ম্মুখঃ॥ ৭৮॥ কৌবের্য্যাং সৃষ্টিকর্ত্তা চ নন্দিপূর্য্যাং বৃহস্পতিঃ। প্রভাসে বালরূপী চ বারাণস্যাং সুরপ্রিয়ঃ॥ ৭৯॥ দ্বারাবত্যাং চক্রদেবো বৈদিশে ভুবনাধিপঃ। পৌণ্ড্রকে পুণ্ডরীকাক্ষঃ পীতাক্ষো হস্তিনাপুরে॥৮০॥ জয়ন্ত্যাং বিজয়শ্চাসৌ জয়ন্তঃ পুরুষোত্তমে। বাডেষু

ব্রহ্মাকে বিশেষ পূজা করিবেন। দিব্য দিব্য উপচার দ্বারা যথাশক্তি পূজা করিতে হইবে। দেবি! এই আমি তোমার নিকট প্রভাসক্ষেত্র-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বালরূপী ব্রহ্মার পূজামাহাত্ম্য বলিলাম। এক্ষণে তাঁহার অষ্টোত্তর শত নামাবলী বলিতেছি। ইহা দানে এবং পাঠে অযুত যজ্ঞফল লাভ হইয়া থাকে। লক্ষবার গায়ত্রী জপে যে ফল হয়, এই স্তোত্রের উদীরণে সেই ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই দিব্য গোপ্য পাপঘ্ন স্তোত্ররাজ দুষ্টবুদ্ধি নিন্দকদিগকে প্রদান করিবে না। যিনি মহাত্মা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, তাঁহাকেই ইহা প্রদেয়। পুরাকালে বিষ্ণু এই স্তোত্র ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—পিতামহ! দেবদেব! কোন্ কোন্ স্থানে আপনি চিন্তনীয় হইয়া থাকেন? হে সর্ব্বজ্ঞপ্রবর! তাহা আমার নিকট বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—পুষ্করে আমি সুরশ্রেষ্ঠ, গয়ায় প্রপিতামহ, কান্যকুব্জে বেদগর্ভ, ভৃগুক্ষেত্রে চতুর্ম্মুখ, কৌবেরীতে সৃষ্টিকর্ত্তা, নন্দিপুরে বৃহস্পতি, প্রভাসে বালরূপী, কাশীতে সুরপ্রিয়, দ্বারকায় চক্রদেব, বিদিশায় ভুবনাধিপ, পৌণ্ড্রকে পুণ্ডরীকাক্ষ, হস্তিনাপুরে পীতাক্ষ, জয়ন্তীতে বিজয়,

পদ্মহস্তোঽহং তমোলিপ্তে তমোনুদঃ॥ ৮১ ॥ আহিচ্ছত্র্যাং জনানন্দঃ কাঞ্চীপূর্য্যাং জনপ্রিয়ঃ। কর্ণাটস্য পুরে ব্রহ্মা ঋষিকুণ্ডে মুনিস্তথা॥ ৮২॥ শ্রীকণ্ঠে শ্রীনিবাসশ্চ কামরূপে শুভঙ্করঃ। উড্ডিয়ানে দেবকর্ত্তা স্রষ্টা জালন্ধরে তথা॥ ৮৩॥ মল্লিকাখ্যে তথা বিষ্ণুর্মহেন্দ্রে ভার্গবস্তথা। গোনর্দ্দঃ স্থবিরাকারে হ্যুজ্জয়িন্যাং পিতামহঃ॥ ৮৪॥ কৌশাম্ব্যাস্তু মহাদেবো হ্যযোধ্যায়াং তু রাঘবঃ। বিরিঞ্চিশ্চিত্রকূটে তু বারাহো বিন্ধ্যপর্ব্বতে॥ ৮৫॥ গঙ্গাদ্বারে সুরশ্রেষ্ঠো হিমবত্তে তু শঙ্করঃ। দেহিকায়াং স্রুচাহস্তঃ পদ্মহস্তস্তথার্ব্বুদে॥ ৮৬॥ বৃন্দাবনে পদ্মনেত্রঃ কুশহস্তশ্চ নৈমিষে। গোপক্ষেত্রে চ গোবিন্দঃ সুরেন্দ্রো যমুনাতটে॥ ৮৭॥ ভাগীরথ্যাং পদ্মতনুর্জনানন্দো জনস্থলে। কোঙ্কণে চ স মধ্বক্ষঃ কাম্পিল্যে কনকপ্রভঃ॥ ৮৮॥ খেটকে চান্নদাতা চ শম্ভুশ্চৈব ক্রতুস্থলে। লঙ্কায়াঞ্চৈব পৌলস্ত্যঃ কাশ্মীরে হংসবাহনঃ॥ ৮৯॥ বসিষ্ঠশ্চার্ব্বুদে চৈব নারদশ্চোৎপলাবনে। মেধকে শ্রুতিদাতা চ প্রয়াগে যজুষাং পতিঃ॥ ৯০॥ শিবলিঙ্গে সামবেদো মর্কটে চ মধুপ্রিয়ঃ। নারায়ণশ্চ গোমন্তে বিদর্ভায়াং দ্বিজপ্রিয়ঃ॥ ৯১॥ অঙ্কুলকে ব্রহ্মগর্ভো ব্রহ্মবাহে সুতপ্রিয়ঃ। ইন্দ্রপ্রস্থে দুরাধর্ষশ্চম্পায়াং সুরমর্দ্দনঃ॥ ৯২॥ বিরজায়াং মহারূপঃ

পুরুষোত্তমে জয়ন্ত, বাড়ে পদ্মহস্ত, তমোলিপ্তে তমোনুদ, আহিচ্ছত্রাতে জনানন্দ, কাঞ্চীপুরীতে জনপ্রিয়, কর্ণাটপুরে ব্রহ্মা, ঋষিকুণ্ডে মুনি, শ্রীকণ্ঠে শ্রীনিবাস, কামরূপে শুভঙ্কর, উড্ডিয়ানে দেবকর্ত্তা, জালন্ধরে স্রষ্টা, মল্লিকাস্থানে বিষ্ণু, মহেন্দ্রে ভার্গব, স্থবিরাকারে গোনর্দ্দ, উজ্জয়িনীতে পিতামহ, কৌশাম্বীতে মহাদেব, অযোধ্যায় রাঘব, চিত্রকূটে বিরিঞ্চি, বিন্ধ্যাচলে বরাহ, গঙ্গাদ্বারে সুরশ্রেষ্ঠ, হিমালয়ে পিতামহ, দেহিকায় স্রুচাহস্ত, অর্ব্বুদে পদ্মহস্ত, বৃন্দাবনে পদ্মনেত্র, নৈমিষে কুশহস্ত, গোপক্ষেত্রে গোবিন্দ, যমুনাতটে সুরেন্দ্র, ভাগীরথীতে পদ্মতনু, জনস্থলে জনানন্দ, কঙ্কণে মধ্বক্ষ, কাম্পিল্যে কনকপ্রভ, খেটকে অন্নদাতা, ক্রতুস্থলে শম্ভু, লঙ্কায় পৌলস্ত্য, কাশ্মীরে হংসবাহন, অর্ব্বুদে বশিষ্ঠ, উৎপলাচলে নারদ, মেধকে শ্রুতিদাতা, প্রয়াগে যজুঃপতি, শিবলিঙ্গে সামবেদ, মর্কটে মধুপ্রিয়, গোমন্তে নারায়ণ, বিদর্ভায় দ্বিজপ্রিয়, অঙ্কুলকে ব্রহ্মগর্ভ, ব্রহ্মবাহে সুতপ্রিয়, ইন্দ্রপ্রস্থে

স্বরূপো রাষ্ট্রবর্দ্ধনে। কদম্বকে জলাধ্যক্ষঃ দেবাধ্যক্ষঃ সমস্থলে ॥ ৯৩ ॥ গঙ্গাধরো রুদ্রপীঠে সুপীঠে জলদঃ স্মৃতঃ। ত্র্যম্বকে ত্রিপুরারিশ্চ শ্রীশৈলে চ ত্রিলোচনঃ ॥ ৯৪ ॥ মহাদেবঃ প্লক্ষপুরে কপালে বেধনাশনঃ। শৃঙ্গবেরপুরে শৌরির্নিমিষে চক্রধারকঃ ॥ নন্দিপুর্য্যাং বিরূপাক্ষো গৌতমঃ প্লক্ষপাদপে। মাল্যবান্ হস্তিনাথে তু দ্বিজেন্দ্রো বাচিকে তথা ॥৯৬॥ ইন্দ্রপুর্য্যাং দিবানাথো ভূতিকায়াং পুরন্দরঃ। হংসবাহুশ্চ চন্দ্রায়াং চম্পায়াং গরুড়প্রিয়ঃ ॥ ৯৭ ॥ মহোদয়ে মহাযজ্ঞঃ সুযজ্ঞঃ পূতকে বনে। সিদ্ধেশ্বরে শুক্লবর্ণো বিভায়াং পদ্মবোধকঃ ॥ ৯৮ ॥ দেবদারুবনে লিঙ্গী উদকেঽথ উমাপতিঃ। বিনায়কো মাতৃস্থানে অলকায়াং ধনাধিপঃ ॥ ৯৯ ॥ ত্রিকূটে চৈব গোবিন্দঃ পাতালে বাসুকিস্তথা। কোবিদারে যুগাধ্যক্ষঃ স্ত্রীরাজ্যে চ সুরপ্রিয়ঃ ॥ ১০০ ॥ পূর্ণগির্য্যাং সুভোগশ্চ শাল্মল্যাং তক্ষকস্তথা। অমরে পাপহা চৈব অম্বিকায়াং সুদর্শনঃ ॥ ১০১ ॥ নরবাপ্যাং মহাবীরঃ কান্তারে দুর্গনাশনঃ। পদ্মাবত্যাং পদ্মগৃহো গগনে মৃগলাঞ্ছনঃ ॥ ১০২ ॥ অষ্টোত্তরং নামশতং যত্রৈতৎপরিপঠ্যতে। তত্রৈব মম সান্নিধ্যং ত্রিসন্ধ্যং মধুসূদন ॥ ১০৩ ॥ এতেষামপি যস্ত্বেকং পশ্যেদ্বৈ বালরূপিণম্। সর্ব্বেষাং লভতে পুণ্যং পূর্ব্বোক্তানাঞ্চ বেধসাম্ ॥ ১০৪ ॥ এতৈর্যো নামভিঃ কৃষ্ণ প্রভাসে স্তৌতি মাং সদা। স্থানে মে বিজয়ং লব্ধ্বা মোদতে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ১০৫ ॥ মানসং বাচিকং চৈব কায়িকঞ্চৈব দুষ্কৃতম্। তৎসর্ব্বং নাশমায়াতি মম স্তোত্রানুকীর্ত্তনাৎ ॥১০৬॥ পুষ্পোপহারৈর্ধূপৈশ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ তর্পণৈঃ। ধ্যানেন চ স্থিরেণাশু প্রাপ্যতে যৎফলং নরৈঃ। তৎফলং সমাবাপ্নোতি মম স্তোত্রানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ১০৭ ॥ ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি ইহ লোকে কৃতান্যপি। অকামতঃ কামতো বা তানি নশ্যন্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ১০৮ ॥ ইদং স্তোত্রং মমাভীষ্টং শৃণুয়াদ্বা পঠেচ্চ বা। স মুক্তঃ পাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রাপ্নুয়ান্মহদীপ্সিতম্ ॥ ১০৯ ॥ অন্যদ্রহস্যং তে বচ্মি শৃণু কৃষ্ণ যথার্থতঃ ॥ ১১০ ॥ আগ্নেয়ং তু যদা ঋক্ষং কার্ত্তিক্যাং ভবতি ক্বচিৎ। মহতী সা তিথির্জ্ঞেয়া প্রভাসে মম বল্লভা ॥ ১১১ ॥ প্রাজাপত্যং যদা ঋক্ষং তিথৌ তস্যাং ভবেদ্ যদি। সা মহাকার্ত্তিকী পুণ্যা দেবানামপি দুর্লভা ॥ ১১২ ॥ মন্দে বার্কে গুরৌ বাপি কার্ত্তিকী কৃত্তিকাযুতা। তত্রা-

দুরাধর্ষ, চম্পায় সুরমর্দ্দন, বিরজায় মহারূপ, রাষ্ট্রবর্দ্ধনে স্বরূপ, কদম্বকে জলাধ্যক্ষ, সমস্থলে দেবাধ্যক্ষ, রুদ্রপীঠে গঙ্গাধর, সুপীঠে জলদ, ত্র্যম্বকে ত্রিপুরারি, শ্রীশৈলে ত্রিলোচন, প্লক্ষপুরে মহাদেব, কপালে বেধনাশন, শৃঙ্গবেরপুরে শৌরি, নিমিষে চক্রধারক, নান্দীপুরে বিরূপাক্ষ, প্লক্ষ পাদপে গৌতম, হস্তিনাথে মাল্যবান, বাচিকে দ্বিজেন্দ্র, ইন্দ্রপুরীতে দিবানাথ, ভূতিকায় পুরন্দর, চন্দ্রায় হংসবাহু, চম্পায় গরুড়-প্রিয়, মহোদয়ে মহাযজ্ঞ, পূতকবনে সুযজ্ঞ, সিদ্ধেশ্বরে শুক্লবর্ণ, বিভায় পদ্মবোধক, দেবদারুবনে লিঙ্গী, উদকে উমাপতি, মাতৃস্থানে বিনায়ক, অলকায় ধনাধিপ, ত্রিকূটে গোবিন্দ, পাতালে বাসুকি, কোবিদারে যুগাধ্যক্ষ, স্ত্রীরাজ্যে সুরপ্রিয়, পূর্ণগিরিতে সুভোগ, শাল্মলীতে তক্ষক, অমরে পাপহা, অম্বিকায় সুদর্শন, নরবাপীতে মহাবীর, কান্তারে দুর্গনাশন, পদ্মাবতীতে পদ্মগৃহ এবং গগনে মৃগলাঞ্ছন নামে বিরাজ করি। মধুসূদন! আমার এই অষ্টোত্তর শত নাম যথায় সম্যক্ পরিপঠিত হয়, সেখানে ত্রিসন্ধ্যাই আমার সন্নিধান। সমুদায়ের মধ্যে যে একমাত্র বালরূপীকে দর্শন করে, তাহার পূর্ব্বোক্ত নিখিল ব্রহ্মমূর্ত্তিদর্শনেরই পুণ্য হইয়া থাকে। কৃষ্ণ! ঐ সকল নাম কীর্ত্তনে প্রভাসে আমায় যে স্তব করে, সে মদীয় বিজয় স্থান লাভ করিয়া নিত্য কাল সুখবিহার করে। আমার এই স্তোত্র কীর্ত্তনে কায়মনোবাক্য-কৃত সর্ব্ব দুষ্কৃত নষ্ট হয়। পুষ্পোপহার, ধূপদান, ব্রাহ্মণপরিতোষণ, ও স্থির ধ্যান করিয়া নর যে ফল প্রাপ্ত হয়, আমার স্তোত্র কীর্ত্তনে সেই ফলই তাহার লব্ধ হইয়া থাকে। অকামতঃ বা কামতঃ ইহলোকে ব্রহ্মহত্যাদি যে কিছু পাপ করা হউক, এ স্তোত্র পাঠে তৎক্ষণাৎ তাহা নষ্ট হইয়া যায়। আমার ইষ্ট এই স্তোত্র সর্ব্বদা যে শ্রবণ কিম্বা পাঠ করে, সে সর্ব্ব পাতক হইতেই মুক্ত এবং মহৎ ইষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে কৃষ্ণ! শ্রবণ কর, আমি তোমার নিকট অন্য রহস্যও বলিতেছি। কার্ত্তিকীপূর্ণিমায় কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত দিন প্রভাসে আমার অতি প্রিয় মহাতিথি; ঐ তিথিতে যদি প্রাজাপত্যনক্ষত্র হয়, তবে তাহা দেবদুর্লভ মহাকার্ত্তিকী পুণ্যা তিথি হইয়া থাকে। অথবা যদি কার্ত্তিক মাসের শনি, রবি ও বৃহস্পতিবারে কৃত্তিকা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলেও মহাকার্ত্তিকী

শ্বমেধিকং পুণ্যং দৃষ্ট্বা বৈ বালরূপিণম্ ॥ ১১৩ ॥ বিশাখাসু যদা সূর্য্যঃ কৃত্তিকাসু চ চন্দ্রমাঃ। স যোগঃ পদ্মকো নাম প্রভাসে দুর্লভো হরে ॥ ১১৪ ॥ তস্মিন্ যোগে নরো দৃষ্ট্বা প্রভাসে বালরূপিণম্। পাপকোটিযুতো বাপি যমলোকং ন পশ্যতি ॥ ১১৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ইত্যেবং কথিতং স্তোত্রং ব্রহ্মণা হরয়ে পুনঃ। ময়া তব সমাখ্যাতং মাহাত্ম্যং ব্রহ্মদৈবতম্ ॥ ১১৬ ॥ সর্ব্বপাপহরং নৃণাং শ্রুতং সর্ব্বার্থসাধকম্। ভূমিদানঞ্চ দাতব্যং তত্র যাত্রাফলেপ্সুভিঃ ॥ ১১৭ ॥ কমণ্ডলুঃ শ্বেতবস্ত্রং মহাদানানি ষোড়শ। তত্রৈব দেবি দেয়ানি ব্রহ্মণে বালরূপিণে ॥ ১১৮ ॥ মহাপর্ব্বণি সম্প্রাপ্তে কুর্য্যুঃ পারায়ণং দ্বিজাঃ। সর্ব্বে তে ব্রাহ্মণা দেবি ক্ষেত্রমধ্যনিবাসিনঃ ॥ ১১৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বালরূপিব্রহ্মণো মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৭ ॥

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি বসূনাং লিঙ্গমুত্তমম্। সোমেশাদীশদিগ্ভাগে পঞ্চাশদ্ধনুষান্তরে ॥ ১ ॥ স্থিতং লিঙ্গং মহাদেবি চতুর্ব্বক্ত্রং সুরপ্রিয়ম্। প্রত্যুষেশ্বরনামানং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ২ ॥ দর্শনাত্তস্য দেবস্য সপ্তজন্মান্তরোদ্ভবম্। পাপং প্রণাশমায়াতি সত্যং সত্যং বরাননে ॥৩॥ দেব্যুবাচ। কোঽসৌ প্রত্যুষনামেতি কথং লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্। কস্য পুত্রঃ স বিখ্যাত এতন্মে বদ শঙ্কর ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ। দক্ষো ব্রহ্মসুতো দেবি প্রজাপতিরিতি স্মৃতঃ। তস্য কন্যাঃ পুরা ষষ্টির্দ্দদৌ ধর্ম্মায় বৈ দশ ॥ ৫ ॥ তাসাং মধ্যে মহাদেবি একা বিশ্বেতি বিশ্রুতা। সা ধর্ম্মাচ্চ মহাদেবি অষ্টাবজনয়ৎ সুতান্ ॥ ৬ ॥ আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানলোঽনিলঃ। প্রত্যুষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭ ॥ তেষাং মধ্যে সপ্তমোঽসৌ প্রত্যুষ ইতি বিশ্রুতঃ। স পুত্রকামো দেবেশি প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতঃ ॥ ৮ ॥ স জ্ঞাত্বা কামিকং ক্ষেত্রং প্রতিষ্ঠাপ্য মহেশ্বরম্। তপশ্চচার বিপুলং দিব্যং বর্ষশতং প্রিয়ে। ধ্যায়ন্ দেবং মহাদেবং শান্তস্তদ্গতমানসঃ ॥ ৯ ॥ ততস্তুষ্টো মহাদেবস্তস্য ভক্ত্যা নিরঞ্জনঃ। দদৌ তস্য সুতং দেবি দেবলং যোগিনাং বরম্ ॥ ১০ ॥ ততঃ প্রভৃতি দেবেশি তল্লিঙ্গস্য প্রভাবতঃ। দেবলো ভগবান্ যোগী প্রত্যুষস্যাভবৎ সুতঃ ॥ ১১ ॥ অনেন কারণে-

তিথি হইয়া থাকে। ঐ দিনে বালরূপী ব্রহ্মদর্শনে অশ্বমেধসম পুণ্যফল হয়। হে হরে! বিশাখায় সূর্য্য এবং কৃত্তিকায় চন্দ্রযোগ হইলে পঞ্চম যোগ হয়। প্রভাসক্ষেত্রে এরূপ যোগ পরম দুর্লভ। সেই যোগে প্রভাসক্ষেত্রে নর বালব্রহ্মকে দর্শন করিয়া কোটিপাপযুক্ত হইলেও যমলোকে প্রয়াণ করে না। ঈশ্বর কহিলেন,—ব্রহ্মা হরিকে এইরূপ স্তোত্র বলিয়াছিলেন; আমি আবার তোমায় নিকট এই ব্রহ্মদৈবতমাহাত্ম্য ব্যক্ত করিলাম। ইহা শ্রবণে নরগণের সর্ব্বপাপনাশ ও সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। যাত্রাফলৈষী ব্যক্তি তথায় ভূমিদান করিবেন। কমণ্ডলু শ্বেতবস্ত্র এবং ষোড়শ মহাদানে বালরূপী ব্রহ্মাকে অর্চ্চনা করিতে হয়। মহাপর্ব্ব উপস্থিত হইলে সেই ক্ষেত্রবাসী সমস্ত ব্রাহ্মণই ব্রহ্মপ্রীত্যর্থ পারায়ণ করিবেন।৬৪—১১৯।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৭।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর বসুগণের প্রতিষ্ঠিত প্রত্যুষেশ্বর নামক মহাপাতকহর মহালিঙ্গ-সমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ চতুর্ব্বক্ত্র ও সুরপ্রিয়। ইহা সোমেশ্বরের ঈশানকোণে পঞ্চাশৎ ধনু ব্যবধানে অবস্থিত। অয়ি সুবদনে! সেই দেবের দর্শনমাত্রেই সপ্ত জন্মের পাপ প্রনষ্ট হয়; ইহা ধ্রুব সত্য। ঈশ্বর কহিলেন,—ব্রহ্মনন্দন দক্ষ প্রজাপতির ষষ্টি কন্যা; তন্মধ্যে দশটী কন্যা ধর্ম্মকে সম্প্রদান করেন। এই দশ কন্যার মধ্যে এক জনের নাম বিশ্বা। হে মহাদেবি! ধর্ম্মপত্নী বিশ্বা ধর্ম্ম হইতে অষ্ট পুত্র প্রসব করেন। ঐ পুত্রগণের নাম আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনল অনিল, প্রত্যুষ ও প্রভাস। ইঁহারা অষ্টবসু বলিয়া কীর্ত্তিত। ইঁহাদের মধ্যে সপ্তম বসু প্রত্যুষ নামে বিখ্যাত। তিনি পুত্রকামনায় প্রভাসক্ষেত্রে আসিয়া প্রভাসক্ষেত্রের কামিকত্ব অবগত হইলেন এবং এক মহেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিব্য শতবর্ষ যাবৎ প্রভাসে কঠোর তপস্যা করিলেন, তদ্গত মনে শান্তভাবে মহাদেবকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভক্তিতে নিরঞ্জন শিব তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেবলাখ্য যোগিবর পুত্র প্রদান করিলেন। সেই হইতে সেই প্রত্যুষ-পুত্র দেবল তদীয় পিতৃপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের প্রভাবে যোগী

মাসৌ প্রত্যুষেশ্বরসংজ্ঞিতঃ ॥ ১২ ॥ যশ্চানপত্যঃ পুরুষস্তং সমারাধয়িষ্যতি। তস্যান্বয়ে দেবেশি সন্ততির্ন বিনশ্যতি ॥ ১৩ ॥ যঃ প্রত্যুষে মহাদেবি প্রত্যুষেশ্বরমুত্তমম্। পূজয়িষ্যতি সদ্ভক্ত্যা সততং নিয়তাত্মবান্। তস্যৈষ্যতি ক্ষয়ং পাপমপি ব্রহ্মবধোদ্ভবম্ ॥ ১৪ ॥ বৃষস্তত্রৈব দাতব্যঃ সম্যগ যাত্রাফলেপ্সুভিঃ ॥ ১৫ ॥ মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং জাগৃয়াত্তত্র বৈ নিশি। সর্ব্বেষাং দানযজ্ঞানাং ফলং জাগরণাল্লভেৎ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে প্রত্যুষেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৮ ॥

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি অনিলেশ্বরমুত্তমম্। তস্যোত্তরেশানদিক্স্থং ধনুষাং ত্রিতয়ে প্রিয়ে ॥ ১ ॥ লিঙ্গং মহাপ্রভাবং হি দর্শনাৎ পাপনাশনম্। বসূনাং পঞ্চমো যোঽসাবনিলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২ ॥ স চারাধ্য মহাদেবং প্রত্যক্ষীকৃতবান্ ভবম্। লিঙ্গং প্রতিষ্ঠয়ামাস সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥ ৩ ॥ এবমীশপ্রভাবেণ সুতস্তস্যাপ্যভূদ্বলী। মনোজবেতি বিখ্যাতো হ্যবিজ্ঞাতগতিস্তথা ॥ ৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা ব্যাধিনা মর্ত্ত্যো পীড্যতে ন কদাচন। নান্ধো ন বধিরো মূকো ন রোগী ন চ নির্দ্ধনঃ। কদাচিজ্জায়তে মর্ত্ত্যস্তেন দৃষ্টেন ভূতলে ॥ ৫ ॥ পুষ্পমেকং তু যো দদ্যাত্তস্য লিঙ্গস্য চোপরি। সুখসৌভাগ্যসম্পন্নঃ স সদা রূপবান্ ভবেৎ ॥ ৬ ॥ ইত্যেবং কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। শ্রুত্বানুমোদ্য ভাবেন সর্ব্বকামৈঃ সমৃদ্ধ্যতে ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অনিলেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৯ ॥

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেদ্বরারোহে প্রভাসেশ্বরমুত্তমম্। গৌরীতপোবনাদ্দেবি পশ্চিমে সমুদাহৃতম্ ॥ ১ ॥ ধনুষাং সপ্তকে দেবি নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্। স্থাপিতং তন্মহালিঙ্গং বসুনামষ্টমেন হি ॥ ২ ॥ প্রভাস ইতি নাম্না হি শিবপূজারতেন বৈ। স পুত্রকামো দেবেশ প্রভাসক্ষেত্রমাগতঃ ॥ ৩ ॥ প্রতি-

হইলেন। এই কারণে সেই লিঙ্গ প্রত্যুষেশ্বর নামে প্রখ্যাত হইল। যে অনপত্য ব্যক্তি ঐ লিঙ্গের আরাধনা করে, তাহার বংশে সন্ততিবিচ্ছেদ হয় না, মহাদেবি! যে নিয়তাত্মা নর প্রত্যুষে প্রত্যুষেশ্বরকে ভক্তি করিয়া পূজা করিবে, তাহার ব্রহ্মবধজন্য পাপও ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। সম্যক্ যাত্রাফলেপ্সু ব্যক্তি তথায় একটী বৃষভ দান করিবে। মাঘমাসীয় কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে ঐ স্থানে জাগরণ করা বিধেয়; এইরূপ জাগরণে সমস্ত দানযজ্ঞের ফল লাভ হয়। ১—১৬।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৮।

নবাধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অতঃপর পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের উত্তরে ঈশান কোণে তিনধনু দূরে অবস্থিত অনিলেশ্বর নামক এক মহামহিম লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। ঐ লিঙ্গের দর্শনমাত্রেই পাপ নাশ হয়। বসুগণের মধ্যে পঞ্চমবসু অনিল মহাদেবকে আরাধনা করিয়া তদীয় সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ঈশ্বরার্চ্চনার প্রভাবে তাঁহার মনোজব নামে এক অজ্ঞেয়গতি বলশালী পুত্র উৎপন্ন হয়। অনিলপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ দর্শনে মানব কদাচ ব্যাধিপীড়িত হয় না। অপিচ তদ্দর্শনে এ ভূতলে কোন ব্যক্তিই অন্ধ, বধির, মূক, রোগী বা নির্দ্ধন থাকে না। যে নর সেই লিঙ্গোপরি একটী মাত্র পুষ্পও প্রদান করে, সে সর্ব্বদা সুখ-সৌভাগ্যসম্পন্ন ও রূপবান্ হইয়া থাকে। দেবি! এই আমি পাপহর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ইহা ভক্তি করিয়া শ্রবণে বা অনুমোদনে সর্ব্বকামসমৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১—৭।

নবাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৯।

দশাধিক শততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—সুন্দরি! অনন্তর গৌরীতপোবনের পশ্চিমে সপ্ত ধনু দূরে অবস্থিত প্রভাসেশ্বর নামক মহালিঙ্গ সমীপে গমন করিবে। শিবপূজারত অষ্টম বসু প্রভাস কর্ত্তৃক পুত্রকামনায় এই লিঙ্গ পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। অনন্তর তিনি ঐ মহা-

ষ্ঠাপ্য মহালিঙ্গং চচার বিপুলং তপঃ। আগ্নেয়মিতি বিখ্যাতং দিব্যাব্দানাং শতং প্রিয়ে॥ ৪॥ ততস্তস্য মহাদেবি সম্যক্শ্রদ্ধান্বিতস্য বৈ। তুতোষ ভগবান্ রুদ্রো দদৌ যন্মনসীপ্সিতম্॥ ৫॥ বৃহস্পতেস্ত ভগিনী ভুবনা ব্রহ্মবাদিনী। প্রভাসস্য তু সা ভার্য্যা বসুনামষ্টমস্য চ॥ ৬॥ বিশ্বকর্ম্মা সুতস্তস্যাঃ সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতিঃ। দেবানাং তক্ষকো বিদ্বান্ মনোর্ম্মাতামহঃ স্মৃতঃ॥ ৭॥ তক্ষকঃ সূর্য্যবিম্বস্য তেজসঃ শাতনো মহান্। এবং তস্যাভবৎ পুত্রো বসুনামষ্টমস্য বৈ॥৮॥ প্রভাসনাম্নো দেবেশি তল্লিঙ্গারাধনোদ্যতঃ। ইতি তে কথিতং দেবি প্রভাসেশ্বরসূচকম্॥ ৯॥ মাহাত্ম্যং সর্ব্বপাপঘ্নং সর্ব্বকামপ্রদং শুভম্। যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ॥ ১০॥ নিরাহারো জপন্ বৈ শতরুদ্রিয়ম্। মাঘে মাসি চতুর্দ্দশ্যাং স্নাত্বা সাগরসঙ্গমে॥ ১১॥ পঞ্চামৃতেন সংস্নাপ্য পূজয়িত্বা বিধানতঃ॥ ১২॥ য এবং কুরুতে দেবি সম্যগ্যাত্রামহোৎসবম্। স মুক্তঃ পাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বকামৈঃ সমৃধ্যতে। বৃষস্তত্রৈব দাতব্যঃ সম্যগ্যাত্রাফলেপ্সুভিঃ॥ ১৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে প্রভাসেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১০॥

লিঙ্গপ্রতিষ্ঠান্তে দিব্য শত বর্ষ পর্য্যন্ত বিপুল তপস্যা করেন। হে মহাদেবি! ভগবান্ রুদ্র সেই সেই কার্য্যে সম্যক্ শ্রদ্ধাশীল বসুর প্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মনোভীষ্ট বর প্রদান করেন। বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী ভুবনা প্রভাসের ভার্য্যা। সেই ভার্য্যার গর্ভে, অষ্টম বসু প্রভাসের এক পুত্র হইল। এই পুত্রের নাম প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা। ইনি দেবগণের তক্ষা, বিদ্বান্, মনুর মাতামহ এবং সূর্য্যবিম্বগত তেজের প্রধান শাতনকর্ত্তা। এইরূপে লিঙ্গারাধনার ফলে অষ্টম বসু প্রভাসের বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। দেবি! এই আমি তোমার নিকট প্রভাসেশ্বর সম্বন্ধীয় সর্ব্বপাপহর সর্ব্বকামজনক শুভ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। সম্যক শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যে তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করে, ভূশায়ী ও অনাহারী হইয়া শতরুদ্রিয় জপ করে, এবং মাঘমাসের চতুর্দ্দশীতে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া পঞ্চামৃত দ্বারা স্নপনান্তে যথাবিধি অর্চ্চনা করে, তাহার সম্যক্যাত্রাফল হয়, সে সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বকামসমৃদ্ধ হইয়া থাকে। সম্যক্ যাত্রাফলার্থী ব্যক্তিগণ এই ক্ষেত্রে বৃষ দান করিবে। ১—১৩।

দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১০।

একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি পুষ্করারণ্যমুত্তমম্। তস্মাদীশানকোণস্থং ধনুষাং ষষ্টিভিঃ স্থিতম্॥ ১॥ তত্র কুণ্ডং মহাদেবি হৃষ্টপুষ্করসংজ্ঞিতম্। সর্ব্বপাপহরং দেবি দুষ্প্রাপ্যমকৃতাত্মভিঃ॥ ২॥ তত্র কুণ্ডসমীপে তু পুরা রামেণ ধীমতা। স্থাপিতং তন্মহালিঙ্গং রামেশ্বর ইতি স্মৃতম্॥ ৩॥ তস্য পূজনমাত্রেণ মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥ ৪॥ শ্রীদেব্যুবাচ। ভগবন্ বিস্তরাদ্ব্রূহি রামেশ্বরসমুদ্ভবম্। কথং তত্রাগমদ্রামঃ সসীতশ্চ সলক্ষ্মণঃ॥ ৫॥ কথং প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং পুষ্করে পাপতস্করে। এতদ্বিস্তরতো ব্রূহি ফলং মাহাত্ম্যসংযুতম্॥ ৬॥ ঈশ্বর উবাচ। চতুর্ব্বিংশযুগে রামো বসিষ্ঠেন পুরোধসা। পুরা রাবণনাশার্থং যজ্ঞে দশরথাত্মজঃ॥ ৭॥ ততঃ কালান্তরে দেবি ঋষিশাপান্মহাতপাঃ। যযৌ দাশরথী রামঃ সসীতঃ সহলক্ষ্মণঃ॥ ৮॥ বনবাসায় নিষ্ক্রান্তো দিব্যৈর্ব্রহ্মর্ষি-

একদশাধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর ঐ স্থান হইতে ষষ্টি ধনু দূরে ঈশান কোণে অবস্থিত পুষ্করারণ্যে গমন করিবে। তথায় এক সর্ব্বপাপহর পাপিজন-দুর্লভ পুষ্করনামক কুণ্ড আছে। সেই কুণ্ডের সমীপে পুরাকালে ধীমান্ রাম রামেশ্বর নামে এক মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার পূজা মাত্রেই ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীদেবী কহিলেন,—ভগবন্! রামেশ্বরঘটিত বৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে বলুন। কিরূপে সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে রাম তথায় আগমন করিলেন? কিরূপেই বা তিনি পাপহারী পুষ্করে লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন? এই লিঙ্গমাহাত্ম্যময় কথা আমার নিকট বিশেষরূপে বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—পুরাকালে চতুর্ব্বিংশত্রেতাযুগে দশরথনন্দন রাম রাবণবধার্থ উৎপন্ন হন, বশিষ্ঠ তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। অনন্তর কালক্রমে দাশরথি রাম ঋষিশাপে সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বনবাসার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে বহু ব্রহ্মর্ষিও চলি-

ভির্বৃতঃ। ততো যাত্রাপ্রসঙ্গেন প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতঃ ॥ ৯ ॥ তং দেশং তু সমাসাদ্য সুশ্রান্তো নিষসাদ হ। অস্তং গতে ততঃ সূর্য্যে পর্ণান্যাস্তীর্য্য ভূতলে ॥ ১০ ॥ সুষ্বাপাথ নিশাশেষে দদৃশে পিতরং স্বকম্। স্বপ্নে দশরথং দেবি সৌম্যরূপং মহাপ্রভম্ ॥ ১১ ॥ প্রাতরুত্থায় তৎসর্ব্বং ব্রাহ্মণেভ্যো ন্যবেদয়ৎ। যথা দশরথঃ স্বপ্নে দৃষ্টস্তেন মহাত্মনা ॥ ১২ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। বৃদ্ধিকামাশ্চ পিতরো বরদাস্তব রাঘব। দর্শনং হি প্রযচ্ছন্তি স্বপ্নান্তে হি স্ববংশজে ॥ ১৩ ॥ এতত্তীর্থং মহাপুণ্যং সুগুপ্তং শার্ঙ্গধন্বনঃ। পুষ্করেতি সমাখ্যাতং শ্রাদ্ধমত্র প্রদীয়তাম্ ॥ ১৪ ॥ নূনং দশরথো রাজা তীর্থে চাস্মিন্ সমীহতে। ত্বয়া দত্তং শুভং পিণ্ডং ততঃ স দর্শনং গতঃ ॥ ১৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা রামো রাজীবলোচনঃ। নিমন্ত্রয়ামাস তদা শ্রাদ্ধার্হান্ ব্রাহ্মণান্ শুভান্ ॥ ১৬ ॥ অব্রবীল্লক্ষ্মণং পার্শ্বে স্থিতং বিনতকন্ধরম্। ফলার্থং ব্রজ সৌমিত্রে শ্রাদ্ধার্থং ত্বরয়ান্বিতঃ ॥ ১৭ ॥ স তথেতি প্রতিজ্ঞায় জগাম রঘুনন্দনঃ। আনয়ামাস শীঘ্রং স ফলানি বিবিধানি চ ॥ ১৮ ॥ বিল্বানি চ কপিত্থানি তিন্দুকানি চ ভূরিশঃ। বদরাণি করীরাণি করমর্দ্দানি চ প্রিয়ে ॥ ১৯ ॥ চির্ভটানি পরুষাণি মাতুলিঙ্গানি বৈ তথা। নারিকেলানি শুভ্রাণি ইঙ্গুদীসম্ভবানি চ ॥ ২০ ॥ অথৈতানি পপাচাশু সীতা জনকনন্দিনী। ততস্তু কুতপে কালে স্নাত্বা বল্কলভৃচ্ছুচিঃ ॥ ২১ ॥ ব্রাহ্মণানানয়ামাস শ্রাদ্ধার্হান্ দ্বিজসত্তমান্। গালবো দেবলো রৈভ্যো যবক্রীতোঽথ পর্ব্বতঃ ॥২২॥ ভরদ্বাজো বসিষ্ঠশ্চ জাবালির্গৌতমো ভৃগুঃ। এতে চান্যে চ বহবো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥ ২৩ ॥ শ্রাদ্ধার্থং তস্য সম্প্রাপ্তা রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ। এতস্মিন্নেব কালে তু রামঃ সীতামভাষত ॥ ২৪ ॥ এহি বৈদেহি বিপ্রাণাং দেহি পাদাবনেজনম্। এতচ্ছ্রুত্বাথ সা সীতা প্রবিষ্টা বৃক্ষমধ্যতঃ ॥ ২৫ ॥ গুল্মৈরাচ্ছাদ্য চাত্মানং রামস্যাদর্শনে স্থিতা। মুহুর্মুহুর্যদা রামঃ সীতাসীতামভাষত ॥ ২৬ ॥ জ্ঞাত্বা তাং লক্ষ্মণো নষ্টাং কোপাবিষ্টঞ্চ রাঘবম্। স্বয়মেব তদা চক্রে ব্রহ্মাণার্হপ্রতিক্রিয়াম্ ॥ ২৭ ॥ অথ ভুক্তেষু বিপ্রেষু কৃতে পিণ্ডপ্রদানকে। আগতা জানকী সীতা যত্র রামো ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৮ ॥ তাং দৃষ্ট্বা পরুষৈর্বাক্যৈর্ভর্ৎসয়ামাস রাঘবঃ। ধিগ্ ধিক্ পাপে দ্বিজাংস্ত্যক্ত্বা পিতৃকৃত্যমহো

লেন। ক্রমে যাত্রাপ্রসঙ্গে রাম প্রভাসক্ষেত্রে আসিলেন। সেই দেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি শ্রমাপনয়নার্থ সেই দিন তথায় বাস করিলেন। অনন্তর দিবাবসানে সূর্য্য অস্তমিত হইলে ভূতলে পর্ণাস্তরণপূর্ব্বক শয়ন করিলেন। শেষ রাত্রে রাম স্বপ্নে স্বীয় মহাপ্রভ সৌম্যরূপযুক্ত পিতাকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর প্রভাতে উঠিয়া তিনি সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, ব্রহ্মণগণ কহিলেন,—রাঘব! বৃদ্ধিকামী পিতৃগণ স্বপ্নে স্বীয় বংশধরকে দেখা দিয়া থাকেন, তোমার প্রতি তাঁহারা প্রসন্ন বরদ হইয়াছেন। এই পুষ্কর শার্ঙ্গধন্বার সুগুপ্ত মহাপুণ্য তীর্থ; এখানে তুমি শ্রাদ্ধ কর। নিশ্চয়ই রাজা দশরথ এ তীর্থে ভবৎপ্রদত্ত শুভ পিণ্ড প্রার্থনা করিতেছেন; সেই জন্যই স্বপ্নে তিনি দর্শন দিয়াছেন। ঈশ্বর কহিলেন,—তাঁহাদের সেই কথা শুনিয়া রাজীবলোচন রাম শ্রাদ্ধযোগ্য ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিলেন এবং পার্শ্বস্থ বিনীত লক্ষ্মণকে বলিলেন,—সৌমিত্রে! শ্রাদ্ধনিমিত্তক ফলাহরণার্থ শীঘ্র তুমি গমন কর। রঘুনন্দন লক্ষ্মণ ‘তথাস্তু’ বলিয়া গমন করিলেন এবং সত্বর রাশি রাশি বিল্ব, কপিত্থ, তিন্দুক, বদর, করীর, করমর্দ্দ, চির্ভট, পরুষ মাতুলিঙ্গ, নারিকেল ও শুভ্র ইঙ্গুদী ফল সকল আনয়ন করিলেন।১-২০। অনন্তর জনকনন্দিনী সীতা ঐ সকল ফল পাক করিলেন। পরে কুতপ কাল উপস্থিত হইলে বল্কলধারী রাম স্নানান্তে শুচি হইয়া শ্রাদ্ধযোগ্য ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিলেন, অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের সেই শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদনার্থ গালব দেবল রৈভ্য, যবক্রীত, পর্ব্বত, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, জাবালি, গৌতম ও ভৃগু, এই সকল বেদপারগ ব্রাহ্মণ সমাগত হইলেন। এই সময় রাম সীতাকে বলিলেন,—বৈদেহি! এস, ব্রাহ্মণগণের পাদ প্রাক্ষালনের জল প্রদান কর। সীতা এই কথা শুনিয়া বৃক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং গুল্ম দ্বারা অঙ্গাচ্ছাদনপূর্ব্বক রামের চক্ষুর অগোচরে রহিলেন। রাম বারম্বার ‘সীতা সীতা’ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বুঝিলেন—সীতা অদৃশ্য এবং রাঘব কোপাবিষ্ট হইয়াছেন, ইহা বুঝিয়া নিজেই ব্রাহ্মণদিগের যথাযোগ্য সৎকার করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ ভোজন হইল, পিণ্ডপ্রদান কার্য্য হইয়া গেল; এই সময় জানকী রামের নিকট আসিলেন, রামচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া পরুষ বাক্যে তিরস্কার করিলেন, বলিলেন,—ধিক্ ধিক্ পাপে! তুমি ব্রাহ্মণ-

দয়ম্। ক গতাহসি চ মাং হিত্বা শ্রাদ্ধকালে হ্যুপস্থিতে ॥২৯॥ ঈশ্বর উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ভয়ভীতা চ জানকী ॥৩০॥ কৃতাঞ্জলিপুটা ভূত্বা বেপমানা হ্যভাষত। মা কোপং কুরু কল্যাণ মা মাং নির্ভর্ৎসয় প্রভো॥ ৩১ ॥ শৃণু যস্মাদ্বিভোহন্যত্র গতা ত্যক্ত্বা তবান্তিকম্। দৃষ্টস্তব পিতা মেহদ্য তথা চৈব পিতামহঃ ॥ ৩২ ॥ তস্য পূর্ব্বতরশ্চাপি তথা মাতামহাদয়ঃ। অঙ্গেষু ব্রাহ্মণেন্দ্রাণামাক্রান্তাস্তে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৩ ॥ ততো লজ্জা সমভবত্তত্র মে রঘুনন্দন। পিত্রা তব মহাবাহো মনোজ্ঞানি শুভানি চ ॥ ৩৪ ॥ ভক্ষ্যাণি ভক্ষিতান্যেব যানি বৈ গুণবন্তি চ। স কথং সুকষায়াণি ক্ষারাণি কটুকানি চ। ভক্ষয়িষ্যতি রাজেন্দ্র ততো মে দুঃখমাবিশৎ ॥ ৩৫ ॥ এতস্মাৎকারণান্নষ্টা লজ্জয়াহং রঘূদ্বহ। দৃষ্ট্বা শ্বশুরবর্গং স্বং তস্মাৎ কোপং পরিত্যজ ॥ ৩৬ ॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বিস্মিতো রাঘবোহভবৎ। বিশেষেণ দদৌ তস্মিন্ শ্রাদ্ধং তীর্থে তু পুষ্করে ॥ ৩৭ ॥ তত্র পুষ্করসান্নিধ্যে দক্ষিণে ধনুষাং ত্রয়ে। লিঙ্গং প্রতিষ্ঠয়ামাস রামেশ্বরমিতি শ্রুতম্ ॥ ৩৮ ॥ যস্তং পূজয়েত্তে ভক্ত্যা গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ। স প্রাপ্নোতি পরং স্থানং যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ৩৯ ॥ কিমত্র বহুনোক্তেন দ্বাদশ্যাং যৎপ্রদাপয়েৎ। ন তত্র পরিসংখ্যানং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ ৪০ ॥ শুক্রাঙ্গারকসংযুক্তা চতুর্থী যা ভবেৎকচিৎ। ষষ্ঠী বাত্র নরারোহে তত্র শ্রাদ্ধে মহৎ ফলম্ ॥ ৪১ ॥ যাবদ্বাদশবর্ষাণি পিতরশ্চ পিতামহাঃ। তর্পিতা নাস্তমিচ্ছন্তি পুষ্করে স্বকুলোদ্ভবে ॥ ৪২ ॥ তত্র যো বাজিনং দদ্যাৎসম্যগ্ভক্তিসমন্বিতঃ। অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৪৩ ॥ ইতি তে কথিতং সম্যঙ্মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। রামেশ্বরস্য দেবস্য পুষ্করস্য চ ভামিনি ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রামেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১১ ॥

দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লক্ষ্মণেশ্বরমুত্তমম্। রামেশাৎপূর্ব্বদিগ্ভাগে ধনুস্ত্রিংশকসংস্থিতম্ ॥ ১ ॥ স্থাপিতং লক্ষ্মণেনৈব তত্র যাত্রা-

দিগকে, আমাকে এবং উপস্থিত পিতৃকৃত্য পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছিলে? ঈশ্বর কহিলেন,—জানকী সেই কথা শুনিয়া ভয়ভীতা হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন—হে কল্যাণ! কোপ করিবেন না; আমাকে ভর্ৎসনা করিবেন না। হে বিভো! আপনার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়া যে জন্য আমি গিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করুন। আমি দেখিলাম, সমাগত ব্রাহ্মণগণের শরীরে অদ্য আপনার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ ও মাতামহাদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতেছেন। তাহা দেখিয়া আমার লজ্জা হইল এবং হে মহাবাহো, রঘুনন্দন! আপনার যে পিতা পূর্ব্বে বহুগুণান্বিত সরস মনোজ্ঞ ভক্ষ্য সকল ভক্ষণ করিতেন, তিনি অদ্য কিরূপে কটু কষায় ক্ষার বস্তু সকল ভক্ষণ করিবেন? এই ভাবিয়া আমার বড় দুঃখ হইল। সেই জন্যই হে রঘূদ্বহ! আমি অদৃশ্য হইয়াছিলাম; আমার শ্বশুরবর্গকে দেখিয়া লজ্জা হইয়াছিল। অতএব আপনি এ বিষয়ে কোপ পরিহার করুন। জানকীর সেই বাক্য শুনিয়া রাঘব বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং সেই পুষ্করতীর্থে বিশেষভাবে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলেন। পরে পুষ্করতীর্থের দক্ষিণে ত্রিধনু দূরে রামেশ্বর নামে এক মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যে নর ভক্তিভরে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা সেই লিঙ্গের পূজা করে, জনার্দ্দনাধিষ্ঠিত পরম স্থান তাহার অধিগত হয়। অধিক কি, দ্বাদশীদিনে তথায় যে নর প্রদীপ প্রদান করে, ত্রিলোকে তাহার পুণ্যপরিসংখ্যা নাই। শুক্র ও মঙ্গলবারে চতুর্থী বা ষষ্ঠী হইলে, সেই দিন শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মহাফল হয়। দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃপিতামহগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। যে নর সম্যক্ ভক্তিযুক্ত হইয়া তথায় একটী অশ্ব দান করে, তাহার অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়। হে ভামিনি! এই আমি তোমার নিকট রামেশ্বর দেব ও পুষ্করতীর্থের পাপহর মাহাত্ম্য সম্যক্রূপে কীর্ত্তন করিলাম। ২৯—৪৪।

একাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১১।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অতঃপর উত্তম লক্ষ্মণেশ্বর লিঙ্গের সমীপে গমন করিবে। তীর্থযাত্রার্থ সমাগত লক্ষ্মণ রামেশ্বর লিঙ্গের পূর্ব্বদিকে

গতেন বৈ। মহাপাপহরং দেবি তল্লিঙ্গং সুরপূজিতম্॥ ২॥ যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা নৃত্যগীতাদিবাদনৈঃ। হোমজাপ্যৈঃ সমাধিস্থঃ স যাতি পরমাং গতিম্॥ ৩॥ অন্নোদকং হিরণ্যঞ্চ তত্র দেয়ং দ্বিজাতয়ে। সম্পূজ্য দেবদেবেশং গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ॥ ৪॥ মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতস্তত্র পূজনে। স্নানং দানং জপস্তত্র ভবেদক্ষয়কারকম্॥ ৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে লক্ষ্মণেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১১২॥

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি জানকীশ্বরমুত্তমম্। রামেশান্নৈঋর্তে ভাগে ধনুস্ত্রিংশকসংস্থিতম্॥১॥ পাপঘ্নং সর্ব্বজন্তূনাং জানক্যারাধিতং পুরা। প্রতিষ্ঠিতং বিশেষেণ সম্যগারাধ্য শঙ্করম্॥২॥ পূর্ব্বং তস্যৈব লিঙ্গস্য বসিষ্ঠেশেতি নাম বৈ। তৎপশ্চাজ্জানকীশেতি ত্রেতায়াং প্রথিতং ক্ষিতৌ॥ ৩॥ ততঃ ষষ্টিসহস্রাণি বালখিল্যা মহর্ষয়ঃ। তত্র সিদ্ধিমনুপ্রাপ্তাস্তেন সিদ্ধেশ্বরেতি চ॥ ৪॥ খ্যাতং কলৌ মহাদেবি যুগলিঙ্গং মহাপ্রভম্। তদ্দৃষ্ট্বা মুচ্যতে পাপৈর্দ্দুঃখদৌর্ভাগ্যসম্ভবৈঃ॥ ৫॥ যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা নারী বা পুরুষোঽপি বা। সংপ্রাপ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা স মুক্তঃ পাতকৈর্ভবেৎ॥ ৬॥ স্নাত্বা চ পুষ্করে তীর্থে যস্তল্লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ। নিয়তো নিয়তাহারো মাসমেকং নিরন্তরম্॥ ৭॥ দিনেদিনে ভবেত্তস্য বাজিমেধাধিকং ফলম্। মাঘে মাসি তৃতীয়ায়াং যা নারী তং প্রপূজয়েৎ। তদন্বয়েঽপি দৌর্ভাগ্যং দুঃখং শোকশ্চ নো ভবেৎ॥ ৮॥ ইতি তে কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। শ্রুতং হরতি পাপানি সৌভাগ্যং সম্প্রযচ্ছতি॥ ৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জানকীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১৩॥

চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি বিষ্ণুং পাপপ্রণাশনম্। বামনস্বামনামানং সর্ব্বপাতক-

ত্রিংশৎ ধনু দূরে এই পাপহর সুরসেবিত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নৃত্যগীত ও বাদ্যোদ্যম সহকারে যে ব্যক্তি ভক্তিভরে ঐ লিঙ্গের পূজা করে এবং হোম, জপ ও ধ্যান ধারণা করে, তাহার পরমগতি লাভ হয়। তথায় গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা দেবদেবকে পূজা করিয়া দ্বিজাতিকে অন্ন, জল ও হিরণ্য দান করিবে। মাঘমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে পূজা করিলে বিশেষ ফল হয়। ঐ দিন স্নান দান ও জপাদি করিলে, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে।১—৫।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১২।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর উত্তম জানকীশ্বরসমীপে যাত্রা করিবে। এই লিঙ্গ রামেশ্বরের নৈঋতকোণে ত্রিংশৎধনু দূরে অবস্থিত। ইহা জানকীর আরাধিত ও সর্ব্ব জীবের পাপহরণার্থ বিরাজিত। জানকী পূর্ব্বে সম্যক্ শঙ্করারাধনা করিয়া এই লিঙ্গের বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বযুগে ঐ লিঙ্গ বশিষ্ঠেশ নামে প্রথিত ছিল; পরে ত্রেতায় জানকীশ নামে প্রথিত হয়। অনন্তর ষষ্টিসহস্র বালখিল্য ঋষি ঐ স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া উহা সিদ্ধেশ্বর নামে প্রখ্যাত হয়। মহাদেবি! এই মহামহিম যুগলিঙ্গ দর্শনে দুঃখদৌর্ভাগ্যজনিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। নারী বা নর যে তাঁহাকে বিধিমত ভক্তিভরে স্নান করাইয়া পূজা করে, তাহার সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি হয়। পুষ্কর তীর্থে স্নান করিয়া যে নর নিয়ত ও নিয়তাহার হইয়া মাসাবধি প্রতি দিন উহার পূজা করে, তাহার দিনে দিনে অশ্বমেধাধিক ফল লাভ হয়। মাঘমাসের তৃতীয়ায় যে নারী উহার পূজা করে, তাহার বংশে কদাচ দৌর্ভাগ্য দুঃখ বা শোক হয় না। দেবি! এই আমি পাপহর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণে পাপ নষ্ট ও সৌভাগ্য লব্ধ হয়। ১—৯।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১১৩।

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অতঃপর সর্ব্বপাপহর বামনস্বামিনামধেয় বিষ্ণুসমীপে গমন

নাশনম্ ॥১॥ পুষ্করান্নৈর্ঋতে ভাগে ধনুর্বিংশতিভিঃ স্মৃতম্। যদা বদ্ধো বলির্দেবি বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ২ ॥ তদা তত্র পদং ন্যস্তং দক্ষিণং বিশ্বরূপিণা। দ্বিতীয়ং মেরুশৃঙ্গে তু তৃতীয়ং গগনে প্রিয়ে ॥ ৩ ॥ যাবদূর্দ্ধং চোৎক্ষিপতি তাবদ্ভিন্নঃ সুদূরতঃ। পাদাগ্রেণ তু ব্রহ্মাণ্ডং নিষ্ক্রান্তং সলিলং ততঃ ॥ ৪ ॥ ততঃ স্বজানুমাত্রেণ সম্প্রাপ্তং পৃথিবীতলে। ততো বিষ্ণুপদী গঙ্গা প্রসিদ্ধিমগমৎ ক্ষিতৌ ॥ ৫ ॥ পূর্ব্বং সা পুষ্করে প্রাপ্তা পুষ্করাৎ সা মহানদী। পুষ্করং কথ্যতে ব্যোম পুষ্করং কথ্যতে জলম্। তেন তৎ পুষ্করং খ্যাতং সন্নিধানং প্রজাপতেঃ ॥ ৬ ॥ তত্র স্নানং নরঃ কৃত্বা যঃ পশ্যতি হরেঃ পদম্। স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৭ ॥ তত্র পিণ্ডপ্রদানেন তৃপ্তিঃ স্যাৎ কোটিবার্ষিকী। পিতৃণাঞ্চ বরারোহে হ্যেতদাহ হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৮ ॥ অত্র গাথা পুরা গীতা বসিষ্ঠেন মহর্ষিণা। বামনস্বামিনং দৃষ্ট্বা তাং শৃণুষ্ব সমাহিতা ॥ ৯ ॥ স্নাত্বা তু পুষ্করে তীর্থে দৃষ্ট্বা বিষ্ণুপদং ততঃ। অপি কৃত্বা মহৎপাপং কিমতঃ পরিতপ্যতে ॥ ১০ ॥ যস্তত্রোপানহৌ দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণায় যতব্রতঃ। স যানবরমারূঢ়ো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বামনস্বামিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি পুষ্করেশ্বরমুত্তমম্। তস্যৈব দক্ষিণে ভাগে জানকীশ্বরমুত্তমম্ ॥ ১ ॥ লিঙ্গং মহাপ্রভাবন্তু ব্রহ্মপুত্রেণ পূজিতম্। সনৎকুমারমুনিনা শ্রদ্ধয়া হেমপুষ্করৈঃ ॥ ২ ॥ পূজিতং তদ্বিধানেন তেন তৎ পুষ্করেশ্বরম্। খ্যাতং তত্র বরারোহে সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৩ ॥ যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ। যাত্রা কৃতা ভবেত্তেন পৌষ্করী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুষ্করেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৫ ॥

করিবে। পুষ্করক্ষেত্রের নৈর্ঋত কোণে বিংশতি ধনু ব্যবধানে বামনস্বামী অবস্থিত। হে দেবি! প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু যখন বিশ্বরূপ ধরিয়া বলিকে বন্ধন করেন, তখন তিনি ঐ স্থানে দক্ষিণ পাদ বিন্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পাদ মেরুশৃঙ্গে এবং তৃতীয় পাদ গগনে বিন্যস্ত হইয়াছিল। প্রিয়ে। যখন তিনি পাদাগ্র ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপ করিয়াছিলেন, তখন তাহা দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড ভিন্ন হইয়া জল নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল। অনন্তর তিনি স্বীয় জানুমাত্রে পৃথিবীতল প্রাপ্ত হন। তৎকালে বিষ্ণুপদী গঙ্গা ক্ষিতিতলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ঐ মহানদী প্রথমে পুষ্করে, পরে পুষ্কর হইতে ভূমণ্ডলের অন্যত্র প্রবাহিত হন। পুষ্করই ব্যোম এবং পুষ্করই জল বলিয়া কথিত। সেই জন্য প্রজাপতির সন্নিধানস্থান ঐ পুষ্কর পৃথিবীতে বিখ্যাত। তথায় স্নান করিয়া হরিপদ দর্শন করিলে নর হরিবিরাজিত পরম স্থান প্রাপ্ত হয়। স্বয়ং হরি বলিয়াছেন,—তথায় পিণ্ড প্রদানে পিতৃগণের কোটি বর্ষ তৃপ্তি হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে মহর্ষি বশিষ্ঠ পুরাকালে বামনস্বামীকে সন্দর্শন করিয়া এক গাথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ঐ গাথার মর্ম্ম সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। বশিষ্ঠ ঘোষণা করিয়াছিলেন, পুষ্করতীর্থে স্নান ও বিষ্ণুপদ সন্দর্শনপূর্ব্বক মানব মহৎ পাপ করিয়াও কি পরিতপ্ত হয়? যে নর যতব্রত হইয়া ঐ স্থানে ব্রাহ্মণকে উপানহ প্রদান করে, সে শ্রেষ্ঠ যানারোহণে বিষ্ণুলোকে গিয়া বিহার করিয়া থাকে। ১—১১।

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১১৪।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর উত্তম পুষ্করেশ্বরসমীপে গমন করিবে। পূর্ব্বোক্ত বামনস্বামীর দক্ষিণভাগে জানকীশ্বর নামে এক মহামহিমান্বিত ব্রহ্মপূজিত উত্তম লিঙ্গ ছিল। সনৎকুমার মুনি শ্রদ্ধার সহিত হেমপুষ্কর দ্বারা যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। সেই জন্য ঐ লিঙ্গ নিখিল পাতকহর পুষ্করেশ্বর নামে বিখ্যাত হয়। যে নর গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা ভক্তি করিয়া তাঁহার পূজা করে, তাহার নিশ্চয়ই সমগ্র পৌষ্করী যাত্রা করা হয়। ১-৪।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৫।

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি দেবীং সৌভাগ্যকারিণীম্। কুণ্ডেশ্বরীতি বিখ্যাতাং পুষ্করাদ্বায়ুগোচরে॥ ১॥ ধনুষাং ত্রিংশতা দেবি ভূতনাথাচ্চ নৈঋর্তে। সংস্থিতা পাপদমনী দারিদ্র্যৌঘবিনাশিনী॥ ২॥ তস্যা নৈঋর্তদিগ্‌ভাগে ধনুঃপঞ্চদশে স্থিতম্। শঙ্খোদকং নাম কুণ্ডং সর্ব্বপাতকনাশনম্॥ ৩॥ তত্র স্নাত্বা তু যে মর্ত্ত্যা নারী বা শুভবারিণি। পূজয়েত্তাং মহাদেবি শঙ্খাবর্ত্তেতি বিশ্রুতাম্॥ ৪॥ কলৌ কুণ্ডেশ্বরী নাম সর্ব্বসৌখ্যপ্রদায়িনী। শঙ্খো নাম্‌ পুরা দেবি বিষ্ণুনা নিহতঃ প্রিয়ে॥ ৫॥ তস্য দেহং সমাদায় মহাস্তং শঙ্খরূপিণম্। তীর্থোদকেন সম্পূর্য্য প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতঃ॥ ৬॥ তত্র শঙ্খং তু প্রক্ষাল্য কৃতং তীর্থং মহাপ্রভম্। তত্র পূরিতবান্ শঙ্খং মেঘগম্ভীরনিস্বনম্॥ ৭॥ তস্য নাদেন মহতা দেবী তত্র সমাগতা। পৃচ্ছন্তী কারণং তত্র তৎকুণ্ডস্য সমীপগা। তেন কুণ্ডেশ্বরী খ্যাতা কুণ্ডং শঙ্খোদকং স্মৃতম্॥ ৮॥ মাঘে মাসি তৃতীয়ায়াং যস্তাং পূজয়তে নরঃ। নারী বা ভক্তিসংযুক্তা স গৌরীপদমাপ্নুয়াৎ॥ ৯॥ দম্পত্যোর্ভোজনং তত্র দেয়ং যাত্রাফলেপ্সুভিঃ। কঞ্চুকং ফলদানঞ্চ গৌরিণীনাঞ্চ ভোজনম্॥ ১০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শঙ্খোদককুণ্ডেশ্বরগৌরীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১৬॥

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি ভূতনাথেশ্বরং হরম্। কুণ্ডেশ্বর্য্যা ঈশভাগে ধনুষাং বিংশকেঽন্তরে॥ ১॥ কল্পলিঙ্গং মহাদেবি হ্যনাদিনিধনং স্থিতম্। পূর্ব্বং ত্রেতাযুগে দেবি বীরভদ্রেশ্বরীতি চ॥ ২॥ প্রখ্যাতং ভুবি দেবেশি কলৌ ভূতেশ্বরং স্মৃতম্। পুরা দ্বাপরসন্ধৌ চ তত্র ভূতানি কোটিশঃ॥ ৩॥ সংসিদ্ধিং পরমাং জগ্মুস্তল্লিঙ্গস্য প্রভাবতঃ। তেন ভূতেশ্বরং নাম প্রখ্যাতং ধরণীতলে॥ ৪॥ তত্র কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং রাত্রৌ সম্পূজ্য

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—পুষ্কর হইতে বায়ুকোণে এবং ভূতনাথের নৈঋর্তে ত্রিংশৎ ধনু দূরে পাপদমনী দারিদ্র্যরাশিনাশিনী কুণ্ডেশ্বরী বিরাজমানা। হে মহাদেবি! নর পুষ্করেশ্বরের পূজার পর সেই সৌভাগ্যদায়িনী কুণ্ডেশ্বরী দেবীর সমীপেই গমন করিবে। সেই দেবীস্থানের নৈঋর্তকোণে পঞ্চদশ ধনু দূরে শঙ্খোদক নামে এক সকলপাতকহর কুণ্ড আছে। মানব বা মানবী সেই শুভসলিলশালী শঙ্খোদক কুণ্ডে স্নান করিয়া তৎসন্নিহিতা শঙ্খাবর্ত্তা দেবীর পূজা করিবে। ঐ দেবীই কলিতে সর্ব্বসৌখ্যদায়িনী, পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডেশ্বরী নামে বিখ্যাত। প্রিয়ে! পুরাকালে বিষ্ণু শঙ্খাসুরকে নিহত করেন। পরে তাহার মহাশঙ্খরূপী দেহ লইয়া তীর্থোদকে পরিপূরণপূর্ব্বক প্রভাসক্ষেত্রে সমাগত হন। তিনি পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডে তদীয় শঙ্খ প্রক্ষালিত করিয়া উহাকে এক মহাতীর্থে পরিণত করেন। বিষ্ণু যখন সলিল দ্বারা শঙ্খ পূরণ করেন, তখন এক মেঘগম্ভীর নাদ উত্থিত হইয়াছিল। সেই মহানাদ শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত দেবী তথায় আগমনপূর্ব্বক সেই কুণ্ডসমীপে অবস্থিত হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সেই জন্য তিনি কুণ্ডেশ্বরী নামে এবং কুণ্ড শঙ্খোদক নামে বিখ্যাত হয়। মাঘ মাসের তৃতীয়া তিথিতে যে নর-নারী ভক্তিভাবে ঐ দেবীর পূজা করে, তাহাদের গৌরীলোক লাভ হয়। যাত্রাফলেপ্সু ব্যক্তিগণ তথায় দম্পতিকে ভোজন করাইয়া কঞ্চুক ও ফল দান করিবেন এবং কুমারীদিগকেও ভোজন করাইবেন।১—১০।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৬।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর নর ভূতনাথেশ্বর হরের সমীপে গমন করিবে। কুণ্ডেশ্বরীর ঈশানকোণে বিংশতি ধনু ব্যবধানে ঐ অনাদিনিধন কল্পলিঙ্গ অবস্থিত। হে দেবি! পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে ঐ লিঙ্গ বীরভদ্রেশ্বর এবং কলিতে ভূতেশ্বর নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। দ্বাপরযুগের সন্ধিসময়ে ঐ লিঙ্গের প্রভাবে কোটি কোটি ভূত পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই জন্য উহা ধরণীতলে ভূতেশ্বর নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। যে নর কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর নিশাকালে জিতেন্দ্রিয়

শঙ্করম্। দক্ষিণাং দিশমাশ্রিত্য অঘোরং পূজয়েত্তু যঃ॥ ৫॥ দৃঢ়ং জিতেন্দ্রিয়ো ভূত্বা নির্ভয়ো ধ্যানসংযুতঃ। তস্যৈব জায়তে সিদ্ধির্যা কাচিদ্ভূতলে স্থিতা॥ ৬॥ তিলহেমপ্রদানঞ্চ পিণ্ডদানঞ্চ তত্র বৈ। পিতৃনুদ্দিশ্য দদ্যাদ্বৈ তেষাং প্রেতত্বমুক্তয়ে॥ ৭॥ ইতি নিগদিতমেতদ্ভূতনাথেশ্বরস্য প্রচুরকলিমলানাং নাশনং পুণ্যহেতুঃ। পঠতি চ পুরুষো বা যঃ শৃণোতীহ ভক্ত্যা স্মরবরমহিমানং মুচ্যতে পাতকৌঘৈঃ॥ ৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভূতনাথেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১১৭॥

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি গোপ্যাদিত্যমনুত্তমম্। ভূতেশাদ্ বায়বে ভাগে ধনুষাং ত্রিংশকেঽন্তরে॥১॥ বলাতিবলদৈত্যঘ্নীং দক্ষিণাগ্নেয়সংস্থিতম্। ধনুষাং দশকে দেবি সংস্থিতাং পাপনাশনীম্॥ ২॥ তস্যোৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি মহাপাপহরাং শুভাম্। যাং শ্রুত্বা মানবো ভক্ত্যা দুঃখশোকৈঃ প্রমুচ্যতে॥৩॥ পুরা কৃষ্ণো মহাতেজা যদা প্রভাসমাগতঃ। সহিতো যাদবৈঃ সর্ব্বৈঃ ষট্পঞ্চাশতিকোটিভিঃ॥ ৪॥ ষোড় শৈব সহস্রাণি গোপ্যস্তত্র সমাগতাঃ। লক্ষমেকং তথা ষষ্টিরেতে কৃষ্ণসুতাঃ প্রিয়ে॥ ৫ ॥ তত্র প্রাভাসিকে ক্ষেত্রে সংস্থিত্যঃ পাপনাশনে। যাদবস্থলমাসাদ্য যাবদ্রৈবতকো গিরিঃ॥ ৬॥ তত্র দ্বাদশবর্ষাণি সংস্থিতাস্তে মহাবলাঃ। ক্ষেত্রং পবিত্রমাদায় শিবলিঙ্গানি তে পৃথক্। স্থাপয়াঞ্চক্রিরে সর্ব্বে হ্যঙ্কিতানি স্বনামভিঃ॥ ৭॥ এবং সমগ্রং তৎক্ষেত্রং যাদ্বেবদাশযোজনম্। ধ্বজলিঙ্গাঙ্কিতং চক্রুঃ সর্ব্বে যাদবপুঙ্গবাঃ॥ ৮॥ হস্তহস্তান্তরে দেবি প্রাসাদাঃ ক্ষেত্রমধ্যতঃ। সুবর্ণকলশোপেতাঃ পতাকাকুলিতাম্বরাঃ। বিরাজন্তে তু তত্রস্থাঃ কীর্ত্তিস্তম্ভা হরেরিব॥ ৯॥ ততো গোপ্যো মহাদেবি আদ্যা যাঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ। তাসাং নামানি তে বক্ষ্যে তানি হ্যেকমনাঃ শৃণু॥ ১০॥ নন্দিনী চন্দ্রিকা কান্তা ক্রূরা শান্তা মহোদয়া। ভীষণী নন্দিনী শোকা সুপর্ণা বিমলাক্ষয়া॥ ১১॥ শুভদা শোভনা

নির্ভয় ও ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া ঐ স্থানে শঙ্করের পূজাপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে গিয়া অঘোরের পূজা করে, তাহার ভূতলস্থ সমস্ত সিদ্ধিই করায়ত্ত হয়। মানব পিতৃগণের উদ্দেশে তাঁহাদের প্রেতত্ব মুক্তির জন্য তিল, স্বর্ণ, ও পিণ্ড প্রদান করিবে। দেবি! এই আমি ভূতনাথেশ্বরের কলিমলাপহ পুণ্য মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। যে নর ভক্তিভরে ইহা পাঠ বা শ্রবণ করে, সে পাতকরাশি হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১—৮।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৭।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর অনুত্তম গোপ্যাদিত্য সমীপে গমন করিবে। ভূতেশ্বরের বায়ুকোণে ত্রিংশৎ ধনু দূরে ঐ গোপ্যাদিত্যদেব অবস্থিত। তাঁহার দক্ষিণে অগ্নিকোণে দশ ধনু দূরে দেবী বলাতিবলদৈত্যঘ্নী অবস্থিতা। গোপ্যাদিত্য দর্শনের পর ঐ দেবীর স্থানে গমন করিতে হইবে। এক্ষণে গোপ্যাদিত্যের মহাপাপহারিণী উৎপত্তিকথা বলিতেছি, ইহা শ্রবণে নর দুঃখশোক হইতে মুক্ত হয়। পূর্ব্বে মহাতেজা শ্রীকৃষ্ণ একদা ষট্পঞ্চাশৎ কোটি যাদব ও স্বীয় ষোড়শ সহস্র গোপী সহ প্রভাসক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে তদীয় এক লক্ষ ষষ্টিসহস্র পুত্র পবিত্র প্রভাসক্ষেত্রে আসিয়া রৈবতকাচল যাবৎ যাদবস্থলীতে অবস্থান করেন। সেই সকল মহাবলেরা ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ঐ স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক পবিত্র ক্ষেত্র পাইয়া সকলেই স্ব স্ব নামাঙ্কিত এক এক লিঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ রূপে স্থাপন করিলেন। এইরূপে যাদবপুঙ্গবেরা সেই দ্বাদশ যোজন-পরিমিত সমগ্র ক্ষেত্রই ধ্বজ ও লিঙ্গসমূহ দ্বারা অঙ্কিত করিলেন। হে দেবি! সেই ক্ষেত্র মধ্যের এক এক হস্ত ব্যবধানেই এক এক প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়া সুবর্ণ-কলস ও পতাকারাজি দ্বারা সমলঙ্কৃত হইল। ঐ সকল প্রাসাদ হরির কীর্ত্তিস্তম্ভসমূহের ন্যায় তথায় থাকিয়া বিরাজ করিতে লাগিল। ১—৯। হে মহাদেবি! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের যাঁহারা প্রধানা ষোড়শ গোপী ছিলেন, তাঁহাদের নাম সকল বলিতেছি, একমনে শ্রবণ কর; যথা,—নন্দিনী, চন্দ্রিকা, কান্তা, ক্রূরা, শান্তা, মহোদয়া, ভীষণা, নন্দিনী, অশোকা, সুপর্ণা, বিমলা, অক্ষয়া, শুভদা,

পুণ্যা হংসস্যৈতাঃ কলাঃ স্মৃতাঃ। হংস এব মতঃ কৃষ্ণঃ পরমাত্মা জনার্দ্দনঃ॥ ১২ ॥ তস্যৈতাঃ শক্তয়ো দেবি ষোড়শৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ। চন্দ্ররূপী ততঃ কৃষ্ণঃ কলারূপাস্তু তাঃ স্মৃতাঃ॥ ১৩॥ সম্পূর্ণমণ্ডলা তাসাং মালিনী ষোড়শী কলা। প্রতিপত্তিথিমারভ্য বিচরত্যাসু চন্দ্রমাঃ॥ ১৪ ॥ ষোড়শৈব কলা যাস্তা গোপীরূপা বরাননে। একৈকশস্তাঃ সম্ভিন্নাঃ সহস্রেণ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৫ ॥ এবং তে কথিতং দেবি রহস্যং জ্ঞানসম্ভবম্। এবং যো বেদ পুরুষঃ স জ্ঞেয়ো বৈষ্ণবো বুধৈঃ॥ ১৬॥ অথ তাভিঃ কৃতান্ জ্ঞাত্বা প্রাসাদান্ যাদবৈঃ পৃথক্। ততো গোপ্যোঽপি তাঃ সর্ব্বাঃ সহস্রাণি তু ষোড়শ। কৃষ্ণমাজ্ঞাপ্য ভাবেন স্থাপয়াঞ্চক্রিরে রবিম্॥ ১৭॥ ঋষিভির্নারদাদ্যৈস্তাস্তথা ক্ষেত্রনিবাসিভিঃ। তং প্রতিষ্ঠাপয়ামাসুঃ প্রতিষ্ঠাবিধিনা রবিম্॥ ১৮॥ প্রতিষ্ঠিতে ততঃ সূর্য্যে দদুর্দ্দানানি ভূরিশঃ। ততঃ ক্ষেত্রনিবাসিভ্যো গোভূহেমাম্বরাণি চ॥ ১৯॥ ততস্ত ঋষয়ঃ সর্ব্বে সন্তুষ্টা হৃষ্টমানসাঃ। চক্রুর্নাম রবেস্তত্র গোপ্যাদিত্যেতি বিশ্রুতম্। সর্ব্বপাপহরং দেবং মহাসৌভাগ্যদায়কম্॥ ২০॥ এবং কৃতে কৃতার্থাস্তাঃ সম্প্রাপ্যাতিমহদ্যশঃ। জগ্মুর্যথাগতং সর্ব্বা দ্বারকাং কৃষ্ণসংযুতাঃ॥ ২১॥ পুনঃ কালান্তরে দেবি শাপাদ্দুর্ব্বাসসঃ প্রিয়ে। যাদবস্থলতাং প্রাপ্তাঃ। প্রভাসে পাপনাশনে॥ ২২॥ এবং তে কথিতো দেবি গোপ্যাদিত্যসমুদ্ভবঃ। মাহাত্ম্যং তস্য তে বচ্মি পূজাবন্দনজং ক্রমাৎ॥ ২৩॥ অস্মিন্মিত্রবনে দেবি যো গোপীভিঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তস্য দর্শনমাত্রেণ দুঃখশোকৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ২৪॥ সুতপ্তেনেহ তপসা যজ্ঞৈর্ব্বা বহুদক্ষিণৈঃ। তাং গতিং তে নরা যান্তি যে গোপীরবিমাশ্রিতাঃ॥ ২৫॥ যেন সর্ব্বাত্মনা ভাবো গোপ্যাদিত্যে নিবেশিতঃ। মহেশ্বরি কৃতার্থত্বাৎ স শ্লাঘ্যো ধন্য এব সঃ॥ ২৬॥ অপি নঃ স কুলে ধন্যো জায়তে কুলপাবনঃ। ভাগ্যবান্ ভক্তিভাবেন যেন ভানুরুপাসিতঃ॥ ২৭॥ সপ্তম্যাং পূজয়েদ্যস্তু মাঘে মাসি প্রিয়ে। সপ্তবরান্ সপ্ত পূর্ব্বান পিতৄন্ সোঽভ্যুদ্ধরেন্নরঃ॥ ২৮॥ ছিনত্তি রোগান্ দুশ্চেষ্টান্ দুর্জ্জয়ান জয়তি হরীন্॥ ২৯॥ ন সপ্তম্যাং স্পৃশেত্তৈলং নীলবস্ত্রং ন ধারয়েৎ। ন

শোভনা, ও পুণ্যা। এই ষোড়শ গোপীই যেন হংসেরই ষোড়শ কলা। বস্তুতঃ পরমাত্মা জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণই হংস বলিয়া নিরূপিত, তাঁহার এই ষোড়শ শক্তি বিখ্যাত। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্ররূপী, আর ঐ ষোড়শী গোপী তাঁহার কলাস্বরূপিণী। এ সকল গোপীর মধ্যে সম্পূর্ণমণ্ডলা মালিনীই ষোড়শী কলা। হে সুবদনে! প্রতিপৎ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রমা তাঁহার ষোড়শ কলায় বিহার করেন। সেই যে ষোড়শ কলা, ইহারাই এই গোপীরূপা। এই সকল গোপীরাই এক এক জনে সহস্র সহস্র রূপে বিভিন্ন। হে দেবি! এই তোমার নিকট আমি জ্ঞানজনক রহস্যবার্ত্তা বলিলাম। এই রহস্যবার্ত্তা যে পুরুষ জানেন, তিনি বিজ্ঞগণের নিকট বৈষ্ণব বলিয়া বিদিত হইয়া থাকেন। অনন্তর যাদবগণ প্রভাসে পৃথক্ পৃথক্ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন জানিয়া সেই ষোড়শ সহস্র গোপী কৃষ্ণের অনুমতি লইয়া ভক্তিভরে রবিদেবকে স্থাপন করিলেন। ক্ষেত্রবাসী নারদাদি ঋষি সেই রবিকে প্রতিষ্ঠাবিধি অনুসারে প্রতিষ্ঠা করাইলেন। সূর্য্য প্রতিষ্ঠার পর গোপীগণ ক্ষেত্রবাসী ঋষিদিগকে প্রভূত গো, ভূ, হিরণ্য ও বস্ত্র দান করিলেন। অনন্তর ঋষিগণ সন্তুষ্ট হইয়া হৃষ্টচিত্তে সেই গোপীপ্রতিষ্ঠিত রবির গোপ্যাদিত্য নাম নির্ব্বাচন করিলেন। ঐ গোপ্যাদিত্য দেব সর্ব্বপাপহর ও মহাসৌভাগ্যদায়ক। এইরূপে গোপীগণ প্রতিষ্ঠাকার্য্যে করিয়া মহৎ যশঃ প্রাপ্ত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সমভিব্যাহারে দ্বারকায় গমন করিলেন। ১০—২১। হে দেবি! কালান্তরে দুর্ব্বাসার শাপে পুনরায় তাঁহারা পাপহর প্রভাসের যাদবস্থলীতে উপনীত হইয়াছিলেন। দেবি! এই আমি তোমার নিকট গোপ্যাদিত্যের উৎপত্তিবার্ত্তা বলিলাম, এক্ষণে তাঁহার মাহাত্ম্য ও পূজাভিবাদন ক্রম বলিতেছি। এই মিত্রবনে গোপীজনপ্রতিষ্ঠিত গোপ্যাদিত্যের দর্শনমাত্রেই নর দুঃখশোক হইতে মুক্ত হয়। এই স্থানে সম্যক্ তপস্যা ও বহু দক্ষিণান্বিত যজ্ঞ করিলে গোপ্যাদিত্যের আশ্রয়ে নরগণ পরম গতি প্রাপ্ত হয়। যে নর সর্ব্বপ্রকারে গোপ্যাদিত্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, সে কৃতার্থ, শ্লাঘ্য এবং ধন্য। আমাদের কুলে কি কোন কুলপাবন ধন্য নর জন্মগ্রহণ করিবে—যে ভাগ্যবান্ পুরুষ দ্বারা ভানুদেব উপাসিত হইবেন। বস্তুতঃ নর মাঘমাসের সপ্তমী তিথির প্রত্যূষে এই রবি দেবের পূজা করিলে তাহার ঊর্দ্ধাধঃ চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার করিয়া থাকে। সে নর রোগনাশে সক্ষম

চাপ্যামলকৈঃ স্নানং ন কুর্য্যাৎকলহং ক্বচিৎ ॥ ৩০ ॥ নীলরক্তেন বস্ত্রেণ যৎকর্ম্ম কুরুতে দ্বিজঃ। স্নানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্। বৃথা তস্য মহাযজ্ঞা নীলসূত্রস্য ধারণাৎ ॥ ৩১ ॥ নীলীরক্তং যদা বস্ত্রং বিপ্রস্ত্বঙ্গেষু ধারয়েৎ। অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৩২ ॥ রোমকূপে যদা গচ্ছেদ্রসং নীলস্য কস্যচিৎ। পতিতস্তু ভবেদ্বিপ্র-স্ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্ব্যপোহতি ॥৩৩॥ নীলমধ্যং যদা গচ্ছেৎ প্রমাদাদ্‌ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ। অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৩৪ ॥ নীলদারু যদা ভিদ্যেদ্‌-ব্রাহ্মণানাং শরীরকে। শোণিতং দৃশ্যতে তত্র দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৩৫ ॥ কুর্য্যাদজ্ঞানতো যস্তু নীলং বৈ দন্তধাবনম্। কৃত্বা কৃচ্ছ্রদ্বয়ং তস্য শুদ্ধি-রুক্তা মনীষিভিঃ ॥ ৩৬ ॥ ইত্যেতৎ কথিতং দেবি গোপ্যাদিত্যমহোদয়ম্। পাপঘ্নং সর্ব্বজন্তূনাং শ্রুতং সর্ব্বার্থসাধকম্ ॥ ৩৭ ॥ গবাং শতসহস্রস্য দত্তৈর্যৎ কুরুজাঙ্গলে। পুণ্যং ভবতি দেবেশি তদ্গোপ্যা-দিত্যদর্শনে ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গোপ্যাদিত্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাদশাধিকশততমো-হধ্যায়ঃ ॥ ১১৮ ॥

হয় এবং দুষ্ক্রিয়ারত দুর্জ্জয় অরিদিগকেও জয় করিতে পারে। সপ্তমীতে তৈল স্পর্শ করিবে না; নীলবস্ত্র ধারণ করিবে না; আমলক জলে স্নান করিবে না বা কদাচিৎ কলহ করিবে না। নীল রক্তবস্ত্র পরিয়া যে দ্বিজ স্নান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ, বা মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করে, নীল সূত্র ধারণের ফলে তাহার হেই সেই কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া যায়। যে বিপ্র নীলীরক্ত বস্ত্র অঙ্গে ধারণ করে, অহোরাত্র উপবাস করিয়া পরে পঞ্চগব্য দ্বারা তাহাকে শুদ্ধ হইতে হয়। নীলরস যদি কোন বিপ্রের লোমকূপে প্রবেশ করে, তবে সে পতিত হইয়া থাকে। তিনটি কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ দ্বারা তাঁহার সেই পাতিত্য নাশ হয়। যদি কোন ব্রাহ্মণ কখন নীলমধ্যে গমন করে, তবে অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা তাহাকে শুদ্ধ হইতে হয়। ব্রাহ্মণদিগের শরীরে যদি নীল দারু বিদ্ধ হয়, আর সেই বেধ স্থানে যদি রক্ত দেখা যায়, তবে ব্রাহ্মণকে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। যাহারা অজ্ঞানত নীল কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করে, মনীষীগণ দুইটী কৃচ্ছ্র চন্দ্রায়ণে তাহার শুদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট গোপ্যাদিত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, ইহা শ্রবণে সর্ব্ব জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি ও পাপক্ষয় হয়। হে দেবেশি! কুরু-জাঙ্গলে শতসহস্র গোদানে যে পুণ্য হয়, একমাত্র গোপ্যাদিত্য দর্শনে সেই পুণ্য হইয়া থাকে ।৩২-৩৮।

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৮।

একোনবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি মহাদেবীং মহাপ্রভাম্। বলাতিবলদৈত্যঘ্নীং নাম্নেতি প্রথিতাং ক্ষিতৌ ॥ ১ ॥ আনাদিনিধনাং দেবীং তত্র ক্ষেত্রে ব্যবস্থিতাম্। কোটিভূতপরীবারাং সর্ব্বদৈত্যনিব-র্হিণীম্ ॥ ২ ॥ দেব্যুবাচ। বলাতিবলদৈত্যঘ্নী কথ-মুক্তা ত্বয়া প্রভো। বলাতিবলনামানৌ কথং দৈত্যৌ নিপাতিতৌ ॥ ৩ ॥ কুত্র তিষ্ঠতি সা দেবী কিম্প্র-ভাবা মহেশ্বর। মাহাত্ম্যমখিলং তস্যাঃ সর্ব্বং বিস্ত-রতো বদ ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশিনীম্। যাং শ্রুত্বা মানবো ভক্ত্যা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৫ ॥ আসীদ্রক্তাসুরো নাম মহিষস্য সুতো বলী। মহাকায়ো মহাবাহুর্হিরণ্যাক্ষ ইবাপরঃ ॥ ৬ ॥ বলাতিবলনামানৌ তস্য পুত্রৌ

ঊনবিংশাধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অতঃপর ক্ষিতি-প্রসিদ্ধ বলাতিবলদৈত্যঘ্নী নাম্নী মহাপ্রভা মহাদেবী সমীপে গমন করিবে। ঐ দেবী অনাদিনিধনা, ক্ষেত্র মধ্যে অবস্থিতা, কোটি কোটি ভূতপরিবৃতা ও সমস্ত দৈত্যসংহারশালা। দেবী কহিলেন,—প্রভো! বলাতিবলদৈত্যঘ্নী নাম কিরূপে নিরূপিত হইল? বলাতিবল নামক দৈত্যদ্বয় কিরূপে নিপাতিত হইয়াছিল? হে মহেশ্বর! ঐ দেবী কোথায় আছেন? কিরূপ তাঁহার প্রভাব? সেই দেবীর অখিল মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! ঐ পাপহারিণী কথা কহিতেছি শ্রবণ কর। মানব ভক্তিভরে ইহা শ্রবণ করিলে সর্ব্ব পাতক হইতে মুক্ত হয়। পুরাকালে মহিষাসুরের রক্তাক্ষ নামে এক বলবান্ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ মহিষপুত্র মহাকায়, মহাবাহু, অপর হিরণ্যাক্ষের ন্যায় দেদীপ্যমান। উহার দুই পুত্র; তাহাদেরই নাম বল ও অতিবল। তাহারা

বভূবতুঃ। তৌ বিজিত্য সুরান্ সর্ব্বান্ দেবেন্দ্রাগ্নিপুরোগমান্ ॥ ৭ ॥ ত্রৈলোক্যেঽস্মিন্নিরাতঙ্কৌ চক্রতু রাজ্যমঞ্জসা। তয়োঃ সেনামুখে বীরাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎপ্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮ ॥ রৌদ্রাত্মানো মহাযোধাঃ সহস্রাক্ষৌহিণীমুখাঃ। সিংহস্কন্ধা মহাকায়া দুরাত্মানো মহাবলাঃ ॥ ৯ ॥ ধূম্রাক্ষো ভীমদংষ্ট্রশ্চ কালবক্ত্রো মহাহনুঃ। ব্রহ্মঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ স্ত্রীঘ্নঃ পাপনিকেতনঃ ॥ ১০ ॥ বিদ্যুন্মালী চ বন্ধূকঃ শঙ্কুকর্ণো বিভাবসুঃ। দেবান্তকো বিকর্ম্মা চ দুর্ভিক্ষঃ ক্রূর এব চ ॥ ১১ ॥ হয়গ্রীবোঽশ্বকর্ণশ্চ কেতুমানবৃষভো দ্বিজঃ। শরভঃ শলভো ব্যাঘ্রো নিকুম্ভো মণিকো বকঃ ॥ ১২ ॥ শূর্পকো বিষ্করো মালী কালো দণ্ডককেরলঃ ॥ এতে দৈত্যা মহাকায়াস্তয়োঃ সেনাধিকারিণঃ ॥ ১৩ ॥ এবং তৈঃ পৃথিবী ব্যাপ্তা পঞ্চাশৎকোটিবিস্তরা। এবং জ্ঞাত্বা তদা দেবা ভয়েনোদ্বিগ্নমানসাঃ ॥ ১৪ ॥ সর্ব্বৈর্দেবর্ষিভিঃ সার্দ্ধং জগ্মুস্তে হিমবদ্বনম্। স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং তুষ্টুবুঃ প্রযতাস্তদা ॥ ১৫ ॥ দেবা ঊচুঃ। জয়াক্ষরে জয়ানন্তে জয়াব্যক্তে নিরাময়ে। জয় দেবি মহামায়ে জয় দেবর্ষিবন্দিতে ॥ ১৬ ॥ জয় বিশ্বেশ্বরে গঙ্গে জয় সর্ব্বার্থসিদ্ধিদে। জয় ব্রহ্মাণি কৌমারি জয় নারায়ণীশ্বরি ॥ ১৭ ॥ জয় ব্রহ্মাণি চামুণ্ডে জয়েন্দ্রাণি মহেশ্বরি। জয় মাতর্ম্মহালক্ষ্মি জয় পার্ব্বতি সর্ব্বগে ॥ ১৮ ॥ জয় দেবি জগৎস্রষ্টে জয়ৈরাবতি ভারতি। জয়ানন্তে জয় জয়ে জয় দেবি জলাবিলে ॥ ১৯ ॥ জয়েশানি শিবে শর্ব্বে জয় নিত্যং জয়ার্চ্চিতে। মোক্ষদে জয় সর্ব্বজ্ঞে জয় ধর্ম্মার্থকামদে ॥ ২০ ॥ জয় গায়ত্রি কল্যাণি জয় সহ্যে বিভাবরি। জয় দুর্গে মহাকালি শিবদূতি জয়াজয়ে ॥ ২১ ॥ জয় চণ্ডে মহামুণ্ডে জয় নন্দে শিবপ্রিয়ে। জয় ক্ষেমঙ্করি শিবে জয় কল্যাণি রেবতি ॥ ২২ ॥ জয়োমে সিদ্ধিমাঙ্গল্যে হরসিদ্ধে নমোঽস্তু তে। জয়াপর্ণে জয়ানন্দে মহিষাসুরঘাতিনি ॥ জয় মেধে বিশালাক্ষি জয়ানঙ্গে সরস্বতি। জয়াশেষগুণাবাসে জয়াবর্ত্তে সুরান্তকে ॥ ২৪ জয় সঙ্কল্পসংসিদ্ধে জয় ত্রৈলোক্যসুন্দরি। জয় শুম্ভনিশুম্ভঘ্নে জয় পদ্মেঽদ্রিসম্ভবে ॥ ২৫ ॥ জয় কৌশিকি কৌমারি জয় বারুণি কামদে। নমো-নমস্তে শর্ব্বাণি ভূয়োভূয়ো জয়াম্বিকে ॥ ২৬ ॥ ত্রাহি নস্ত্রাহি নো দেবি শরণ্যে শরণাগতান্ ॥ ২৭ ॥ সৈবং স্তুতা ভগবতী দেবৈঃ সর্ব্বৈর্বরাননে। আত্মানং

ইন্দ্রপ্রমুখ সমস্ত সুর নির্জ্জিত করিয়া এই ত্রৈলোক্যে নির্ভীকভাবে রাজ্য করিতেছিল। তাহাদের ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি বীর সেনানী ছিল। তাহারা সকলেই রৌদ্রাত্মা, মহাযোদ্ধা, সহস্র সহস্র অক্ষৌহিণীর নেতা, সিংহস্কন্ধ, মহাকায়, দুরাত্মা, ও মহাবল। তাহাদের নাম যথা,—ধূম্রাক্ষ, ভীমদ্রংষ্ট্র, কালবক্ত্র, মহাহনু, ব্রহ্মঘ্ন, যজ্ঞকোপ, স্ত্রীঘ্ন, পাপকেতন, বিদ্যুন্মালী, বন্ধূক, শঙ্কুকর্ণ, বিভাবসু, দেবান্তক, বিকর্ম্মা, দুর্ভিক্ষ, ক্রূর, হয়গ্রীব, অশ্বকর্ণ, কেতুমান, বৃষভ, দ্বিজ, শরভ, শলভ, ব্যাঘ্র, নিকুম্ভ, মণিক, বক, শূর্পক, বিষ্কর, মালী, কাল ও দণ্ডককেরল এই সকল মহাকায় মহাদৈত্য ঐ রক্তাক্ষের সেনাপতি ছিল। এই প্রকার পঞ্চাশৎ কোটি দানব পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। দেবগণ এই ঘটনা জানিয়া ভয়ে উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন এবং সমস্ত দেব ও ঋষিজনে পরিবৃত হইয়া সকলেই হিমালয়াচলে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তাঁহারা প্রযতভাবে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে দেবি! তুমি অক্ষয়া, অনন্তা, অব্যক্তা, নিরাময়া, মহামায়া, ও দেবর্ষিবন্দিতা। তোমার জয় হৌক, জয় হৌক। হে বিশ্বেশ্বরি! তুমি গঙ্গা, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা; তুমি ব্রহ্মাণী, কৌমারী নারায়ণী, ঈশ্বরী, তোমার জয় হৌক, জয় হৌক। হে ব্রহ্মাণি! তুমি চামুণ্ডা, ইন্দ্রাণী, মহেশ্বরী, তোমার জয় হৌক। হে মাতঃ! তুমি মহালক্ষ্মী, পার্ব্বতী, সর্ব্বগামিনী, জগৎ স্রষ্টিকর্ত্রী, ঐরাবতী, ভারতী, অনন্তা, জয়া, ও জলাবিলা, তোমার জয় হৌক। হে ঈশানি! তুমি শিবা, শর্ব্বা, জয়ার্চ্চিতা মোক্ষদা, সর্ব্বদা, সর্ব্বকামার্থদায়িকা, নিত্য তোমার জয় হৌক জয় হৌক। হে দেবি! দুর্গে! তুমি গায়ত্রী, কল্যাণী, সহিষ্ণু, বিভাবরী, মহাকালী, শিবদূতী, জয়া, ও অজয়া, তোমার জয় হৌক, জয় হৌক। হে শিবপ্রিয়ে! তুমি চণ্ডা, মহামুণ্ডা, নন্দা, ক্ষেমঙ্করী, শিবা, কল্যাণী, রেবতী, উমা, সিদ্ধিমাঙ্গল্যা, তোমার জয় হৌক; তোমাকে নমস্কার। হে অর্পণে! তুমি আনন্দা, মহিষাসুরহন্ত্রী, মেধা, বিশালাক্ষী, অনঙ্গা, সরস্বতী, অশেষগুণাবাসা, আবর্ত্তা, অসুরান্তকা, সংকল্পসংসিদ্ধা, ত্রৈলোক্যসুন্দরী, শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনী, পদ্মা, অদ্রিসম্ভবা, কৌশিকী, কৌমারী ও কামদা, তোমার জয় জয়কার, মা জয় জয়কার। হে শর্ব্বাণি! হে অম্বিকে! তোমাকে নমস্কার নমস্কার। হে দেবি! হে শরণ্যে! আমরা তোমার শরণাগত, আমাদিগকে রক্ষা কর রক্ষা কর। ঈশ্বর কহিলেন,—হে

দর্শয়ামাস ভাভাসিতদিগন্তরম্॥ ২৮॥ নমস্কৃত্য তু তামূচুঃ সুরাস্তে ভয়নাশনীম্। বলাতিবলনামানৌ হত্বা দৈত্যৌ মহাবলৌ। তেষাং চৈব মহৎ-পাহ্যতো মহতো ভয়াৎ॥ ২৯॥ তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দত্ত্বা তেভ্যোঽভয়ং ততঃ। বভূবাদ্ভুতরূপা সা ত্রিনেত্রা চেন্দুশেখরা॥ ৩০॥ সিংহারূঢ়া মহাদেবি নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিণী। সুবক্ত্রা বিংশতিভুজা স্ফূর্জ্জদ্বিদ্যুল্লতোপমা॥ ৩১॥ ততোঽম্বিকা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ॥ ৩২॥ তস্যা নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপূরিতং নভঃ। প্রকম্পিতাখিলা চোর্ব্বী সরিদ্বারিধিমেখলা॥ ৩৩॥ শৈলতুঙ্গস্তনী রম্যা প্রমদেব ভয়াতুরা। তেঽপি তত্রাসুরাঃ প্রাপ্তাশ্চতুরঙ্গবলান্বিতাঃ॥ ৩৪॥ সমাখ্যিদিতবিক্রান্তাঃ কালান্তকযমোপমাঃ। রক্ষোদানবদৈত্যাশ্চ পাতালে যেঽপি সংস্থিতাঃ॥ ৩৫॥ তে সর্ব্ব এব দৈত্যেন্দ্রাঃ কোটিশঃ সমুপাগতাঃ। ততোঽভবন্মহাযুদ্ধং দেব্যাস্তত্রাসুরৈঃ সহ॥ ৩৬॥ বভূব সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডে হ্যকাণ্ডক্ষয়কারণম্। অক্ষৌহিণীসহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশৎ সুরেশ্বরি॥ ৩৭॥ একবিংশৎসহস্রাণি শতান্যষ্টৌ চ সপ্ততিঃ। সানুগানাং সযোধানাং রথানাং বাতরংহসাম্॥ ৩৮॥ হত্বা সা লীলয়া দেবী নিস্থে ক্ষয়মনাকুলা॥ ৩৯॥ ততো দেব্যা হতানাঞ্চ দানবানাং মহৌজসাম্। গজবাজিরথানাঞ্চ শরীরৈরাবৃতা মহী॥ ৪০॥ কবন্ধনৃত্যসঙ্কুলে স্রবদ্বসাস্থিকর্দ্দমে। রণাজিরে নিশাচরাস্ততো বিচেরুরূর্জ্জিতাঃ॥ ৪১॥ শৃগালগৃধ্রবায়সাঃ পরং প্রপাতমাদধুঃ। ক্বচিৎপরে নিশাচরাঃ প্রপীতশোণিতোৎকটাঃ। প্রতর্প্য চাত্মনঃ পিতৄন্ সমর্চ্চয়ংস্তথা ঋষীন্॥ ৪২॥ গজান্নরাংস্তুরঙ্গমান্ বভক্ষিরে সুনির্ঘৃণাঃ। রথোড়ুপৈস্তথা পরে তরন্তি শোণিতার্ণবম্॥ ৪৩॥ ইতি প্রগাঢসঙ্গরে সুরারিসঙ্ঘসঙ্কুলে। বিরাজতেঽম্বিকা ধনুঃশরাসিশূলধারিণী॥ ৪৪॥ গজেন্দ্রদর্পমর্দ্দিনী তুরঙ্গযূথপোথিনী। সুরারিসৈন্যনাশিনী ইতস্ততঃ প্রপশ্যতী॥ ৪৫॥ সিংহাষ্টকযুক্তে মহাপ্রেতকে

বরাননে! দেবগণ সেই ভগবতীকে এইরূপ স্তব করিলে সেই দেবী ভগবতী স্বীয় তেজে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তাহাদের সমক্ষে আবির্ভূতা হইলেন। তখন সুরগণ সেই অভয়াকে নমস্কার করিয়া বলিলেন,—হে দেবি! বল ও অতিবল নামক মহাবল দৈত্যদ্বয়কে এবং তাহাদের বিপুল বাহিনীকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে মহাভয় হইতে উদ্ধার করুন। দেবগণের সেই বাক্য শুনিয়া দেবী তাহাদিগকে অভয় দিলেন এবং তৎকালে এক অপূর্ব্ব রূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তিনি ত্রিনেত্রা, চন্দ্রশেখরা, সিংহারূঢ়া, নানা শস্ত্রাস্ত্রধরা, সুবক্ত্রা বিংশতিভুজা ও স্ফুরৎসৌদামিনীবৎ সুশোভনা হইলেন। অনন্তর অম্বিকা মুহুর্মুহুঃ অট্টহাস্য করিয়া উচ্চ সিংহনাদ করিলেন। সেই ঘোর নাদে সমগ্র নভোমণ্ডল পূর্ণ হইল এবং সমগ্র সরিদ্বারিধিমেখলা উর্ব্বী কম্পিত হইতে লাগিল। দেবী তখন শৈলোপম তুঙ্গ স্তন ধারণ করিয়া অবলা প্রমদায় ন্যায় রম্য শোভা ধারণ করিলেন। তখন অসুরেরা চতুরঙ্গ বলে অন্বিত হইয়া দেবীর অভিমুখে উপস্থিত হইল। ঐ অসুরেরা সকলেই বিশেষরূপে বিদিতবিক্রান্ত ও কালান্তক-যমোপম। উহাদের দলে পাতালস্থ রাক্ষসগণ, দানবগণ ও দৈত্যগণ সকলেই যোগদান করিয়াছিল। ঐ সকল দৈত্যশ্রেষ্ঠ কোটি কোটি সংখ্যায় বিভক্ত হইয়া তৎকালে উপস্থিত হইল। তখন সেই অসুরগণের সহিত দেবীর মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধ যেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আকস্মিক ক্ষয়কারণ হইয়া দাঁড়াইল। হে সুরেশ্বরি! ঐ যুদ্ধে সেই দেবী অসুরদিগের ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র অক্ষৌহিণী এবং একবিংশতি সহস্র অষ্টশত সপ্ততিসংখ্যক বায়ুবেগী রথ ও পদাতি যোধ প্রভৃতি অবলীলাক্রমে নিহত করিয়া অনাকুলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১-৩৯। দেবী কর্ত্তৃক নিহত মহাবল দানবদিগের এবং গজ, বাজী ও রথসমূহের অবয়বে বসুন্ধরা আবৃত হইল। রণাঙ্গনে কবন্ধেরা নৃত্য করিতে লাগিল। অস্থিযুক্ত বসাকর্দ্দম ক্ষরিত হইল। উর্জ্জিত নিশাচরেরা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। শৃগাল, গৃধ্র ও বায়সেরা দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোথাও প্রেত-নিশাচরগণ শোণিত পান করিয়া স্বীয় পিতৃগণের তর্পণ করত ঋষিগণেরও অর্চ্চনা করিতে লাগিল। তাহারা নিতান্ত নির্ঘৃণভাবে নর, তুরগ, ও গজদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। কোন কোন নিশাচর রথরূপ প্লব দ্বারা শোণিতার্ণব পার হইতে লাগিল। এইরূপে অসুরসঙ্ঘসঙ্কুল প্রচণ্ড সমরে শর, শরাসন, অসি ও শূলধারিণী অম্বিকা, দেবী বিরাজ করিতে লাগিলেন। ঐ দেবী গজেন্দ্রদর্পদলনী তুরঙ্গযূথযোথিনী, অসুরসৈন্যনাশিনী ও ইতস্ততঃ সঞ্চারিণী

ভূধরহংসগুভ্রোজ্জলস্তাম্বরাস্তে বৃষভসমানে মানিনী-মথ তে দৈত্যেন্দ্রবীরাঃ পশুস্তঃ সমুদ্ভূতরোষা-স্ততোঽপি জগ্মুর্নদন্তো রবন্তো বরং মেঘনাদাঃ ॥৪৬॥ হাহাকারং বিকুর্ব্বাণা হন্যমানাস্ততোঽসুরাঃ। কেচিৎসমুদ্রং বিবিশুরদ্রীন্ কেচিচ্চ দানবাঃ ॥ ৪৭ ॥ কেচিন্মুণ্ডিতমূর্দ্ধানো জাখ্যা ভূত্বা বনেঽবসন্। দয়াধর্ম্মং ব্রুবাণাশ্চ নিগ্রন্থব্রতমাস্থিতাঃ ॥ ৪৮ ॥ কেচিৎপ্রাণপরা ভীতাঃ পাষণ্ডাশ্রমমাস্থিতাঃ। হেতু-বাদপরা মূঢ়া নিঃশৌচা নিরপেক্ষকাঃ ॥ ৪৯ ॥ তে চাদ্যাপীহ দৃশ্যন্তে লোকে ক্ষপণকাঃ কিল। তথৈব ভিন্দকাশ্চান্যে শিবশাস্ত্রবহিষ্কৃতাঃ ॥ ৫০ ॥ কেচিৎ কৌলব্রতা হ্যস্মিন্ দৃশ্যন্তে সকলৈর্জ্জনৈঃ। সুরাস্ত্রী-মাংসভূয়িষ্ঠা বিকর্ম্মস্থাশ্চ লিঙ্গিনঃ ॥ ৫১ ॥ প্রায়ো নৈষ্কৃতিকাঃ পাপা জিহ্বোপস্থপরায়ণাঃ। এবং দেব্যা হতাঃ সর্ব্বে বলাতিবলসংযুতাঃ ॥ ৫২ ॥ প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য সংস্থিতা সা তদাম্বিকা। যোগিনীনাং চতুঃষষ্ট্যা সংযুতা পাপনাশিনী। বলাতিবলনাশীতি প্রভাসে প্রথিতা ক্ষিতৌ ॥ ৫৩ ॥ দেব্যুবাচ। চতুঃ-ষষ্টিস্ত্বয়া প্রোক্তা যোগিন্যো যাঃ সুরেশ্বর। তাসাং নামানি মে ব্রূহি সর্ব্বপাপহরাণি চ ॥ ৫৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যোগিনীনাং মহোদয়ম্। সর্ব্বরক্ষাকরং দিব্যং মহাভয়বিনাশনম্ ॥ ৫৫ ॥ আদৌ তত্র মহালক্ষ্মীর্নন্দা ক্ষেমঙ্করী তথা। শিবদূতী মহাভদ্রা ভ্রামরী চন্দ্রমণ্ডলা ॥ ৫৬ ॥ রেবতী হরসিদ্ধিশ্চ দুর্গা বিষমলোচনা। সহজা কুলজা কুব্জা মায়াবী শাম্ভবী ক্রিয়া ॥ ৫৭ ॥ আদ্যা সর্ব্বগতা শুদ্ধা ভাবগম্যা মনোঽতিগা। বিদ্যাবিদ্যা মহামায়া সুষুম্না সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ৫৮ ॥ ওঙ্কারাত্মা মহাদেবী বেদার্থ-জননী শিবা। পুরাণাবীক্ষিকী দীক্ষা চামুণ্ডা শঙ্করপ্রিয়া ॥ ৫৯ ॥ ব্রাহ্মী শান্তিকরী গৌরী ব্রহ্মণ্যা ব্রাহ্মণপ্রিয়া। ভদ্রা ভগবতী কুব্জা গ্রহ-নক্ষত্রমালিনী ॥ ৬০ ॥ ত্রিপুরা ত্বরিতা নিত্যা সাধ্যা কুণ্ডলিনী ধ্রুবা। কল্যাণী শোভনা নিত্যা নিষ্কলা পরমা কলা ॥ ৬১ ॥ যোগিনী যোগসম্ভাবা যোগগম্যা গুহাশয়া। কাত্যায়নী উমা সর্ব্বা হ্যপর্ণেতি প্রকী-র্ত্তিতা ॥ ৬২ ॥ চতুঃষষ্টির্ম্মহাদেবি এবং তে পরিকী-র্ত্তিতাঃ। স্তোত্রেণানেন দিব্যেন ভক্ত্যা যঃ স্তৌতি

দৈত্যেন্দ্রগণ দেখিল,—ঐ দেবী সিংহাষ্টকযুক্ত ভূধর, হংস ও বৃষভসম শুভ্রোজ্জল মহাপ্রেতাসনে সমা-সীন রহিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া তাহারা ক্রুদ্ধ হইল এবং তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে তদভিমুখে ধাবিত হইল। অনন্তর অসুরেরা তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া হাহাকার করিতে করিতে কেহ সমুদ্রে এবং কেহ কেহ অদ্রিমধ্যে প্রবেশ করিল। কোন কোন অসুর মস্তক মুণ্ডন করিয়া বর্ব্বরের ন্যায় বন বাস করিতে লাগিল। এবং নিগ্রন্থ ব্রত অবলম্বন করিয়া দয়াধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। কেহ কেহ পাষণ্ডাশ্রম আশ্রয় করিয়া ভীত ভীত ভাবে প্রাণরক্ষায় তৎপর হইল। তাহারা হেতুবাদনিষ্ঠ, মূঢ়, শৌচাচারবর্জ্জিত, নিরপেক্ষভাবে রহিল। এ জগতে অদ্যাপি তাহাদিগকে ক্ষপণকবেশে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে অনেক অসুর শিবশাস্ত্রবহিষ্কৃত হইল। কেহ কেহ কৌলব্রতী হইল। তাহারা সুরা, স্ত্রী, ও মাংসসেবী, বিকর্ম্মস্থ, লিঙ্গী, নৈষ্কৃতিক, পাপা-চার, এবং জিহ্বা ও উপস্থপরায়ণ হইয়া অদ্যাপি সকল লোকের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এইরূপে সেই দেবী প্রভাসক্ষেত্রের মধ্যে থাকিয়া বল ও অতিবল নামক অসুরদিগের সহিত সমস্ত বিনাশ করিলেন। চতুঃষষ্টি যোগিনী-পরিবৃতা পাপ-নাশিনী দেবী অম্বিকা তখন হইতে প্রভাসক্ষেত্রে বলাতিবলনাশিনী নামে প্রথিতা হইলেন। ৪০-৫৩। দেবী কহিলেন,—হে সুরেশ্বর! আপনি যে চতুঃষষ্টি যোগিনীর উল্লেখ করিলেন, তাহাদের নিখিল পাপ-হর নামনিচয় আমার নিকট প্রকাশ করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—শুন দেবি! যোগিনীদিগের মহাভয় হর, সর্ব্ব রক্ষাকর দিব্য মহোদয় বলিতেছি। তাঁহা-দিগের মধ্যে প্রথমা মহালক্ষ্মী, দ্বিতীয়া নন্দা, এই-রূপে ক্ষেমঙ্করী, শিবদূতী, মহাভদ্রা, ভ্রামরী, চন্দ্র-মণ্ডলা, রেবতী, হরসিদ্ধি, দুর্গা, বিষমলোচনা, সহজা, কুলজা, কুব্জা, মায়াবী, শাম্ভবী, ক্রিয়া, আদ্যা, সর্ব্বগতা, শুদ্ধা, ভাবগম্যা, মনোতিগা, বিদ্যা, অবিদ্যা, মহামায়া, সুষুম্না, সর্ব্বমঙ্গলা, ওঙ্কারাত্মা, বেদার্থজননী, শিবা, পুরাণাবীক্ষিকী, দীক্ষা, চামুণ্ডা, শঙ্করপ্রিয়া, ব্রাহ্মী, শান্তিকরী, গৌরী, ব্রহ্মণ্যা, ব্রাহ্মণপ্রিয়া, ভদ্রা, ভগবতী, কুব্জা, গ্রহ-নক্ষত্রমালিনী, ত্রিপুরা, ত্বরিতা, নিত্যা, শম্ভা, কুণ্ডলিনী, ধ্রুবা, কল্যাণী, শোভনা, নিষ্কলা, পরমা কলা, যোগিনী, যোগসম্ভাবা, যোগগম্যা, গুহাশয়া, কাত্যায়নী, উমা, সর্ব্বা, ও অর্পণা। এই সকলই চতুঃষষ্টি যোগীনীর নাম বলিয়া কীর্ত্তিত। এই নাম-ময় দিব্য স্তোত্র দ্বারা যে নর ভক্তিভরে চণ্ডিকার

চণ্ডিকাম্ ॥ ৬৩ ॥ তং পুত্রমিব শর্ব্বাণী সর্ব্বাপৎ- স্বভিরক্ষতি। চতুর্দ্দশ্যামথাষ্টম্যাং নবম্যাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৬৪ ॥ উপবাসৈকভক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ। গৃহীতনিয়মা দেবি যে জপন্তি চ চণ্ডিকাম্ ॥ ৬৫ ॥ বর্ষার্দ্ধং বর্ষমেকং বা সিদ্ধান্তে তত্বচারিণঃ। অশ্বযুক্- শুক্লপক্ষে চ মন্বাদিষ্বষ্টকাসু চ ॥৬৬॥ কৃত্বা মহোৎসবং দেবীং যজেচ্ছ্রেয়োঽভিবৃদ্ধয়ে। পাদুকে ধারয়েদ্দেব্যা দুর্গাভক্তো হিরণ্ময়ে ॥ ৬৭ ॥ প্রসাদং বিঘ্নশান্ত্যর্থং ক্ষুরিকাঞ্চ সদা পুমান্। পশুমাংসাসবৈশ্চৈবমাসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ৬৮ ॥ যে যজন্ত্যম্বিকাং তে স্যুর্দৈত্যা ঐশ্বর্য্যভোগিনঃ। দেবত্বং সাত্বিকা যান্তি সাত্বিকীং ভক্তিমাস্থিতাঃ ॥ ৬৯ ॥ এতত্তে কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। বলাতিবলনাশিন্যা দেব্যাঃ সর্ব্বার্থসাধকম্। প্রভাসক্ষেত্রসংস্থায়াঃ সঙ্ক্ষেপাৎ কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্ ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বলাতিবলদৈত্যঘ্নীমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনবিংশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৯ ॥

স্তব করে, সর্ব্বাণী তাহাকে সর্ব্বাপদে পুত্রের ন্যায় রক্ষা করেন। চতুর্দ্দশী অষ্টমী ও নবমী তিথিতে উপবাসী বা একভক্তাশী হইয়া নিয়মাবলম্বনপূর্ব্বক একবর্ষ বা বর্ষার্দ্ধ যাহারা চণ্ডিকার মন্ত্র জপ করে— হে দেবি ! তাদৃশ ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তি সিদ্ধ হইয়া থাকেন। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে এবং সমস্ত মন্বন্তরা ও অষ্টকা তিথিতে মহোৎসব করিয়া মঙ্গলবৃদ্ধির জন্য দেবীর পূজা করিতে হয়। দুর্গা- ভক্ত ব্যক্তি দেবীকে হিরণ্ময় পাদুকা প্রদান করি- বেন এবং প্রমাদ ও বিঘ্নশান্তির জন্য ক্ষুরিকা দান করিবেন। এইরূপে পশুমাংস ও মদ্য সেবায় আসুর ভাব আশ্রয় করিয়া যে সকল নর অম্বিকা- দেবীর অর্চ্চনা করে, তাহারা ঐশ্বর্য্যভোগী দৈত্য হইয়া প্রাদুর্ভূত হয়! সাত্বিকভক্তিতৎপর সাত্বিক ব্যক্তিগণ দেবত্ব লাভ করেন। ঈশ্বর কহিলেন, —হে দেবি এই আমি তোমার নিকট প্রভাসস্থিতা বলাতিবলনাশিনী দেবীর পাপহর মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। ৫৪—৭০।

উনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৯।

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি গোপী- শ্বরমনুত্তমম্। বলাতিবলদৈত্যঘ্ন্যা উত্তরে ধনুষাং ত্রয়ে ॥ ১ ॥ সংস্থিতং পাপশমনং গোপীভিঃ সম্প্র- তিষ্ঠিতম্। সমারাধ্য মহাদেবং পুত্রহেতোর্ম্মহে- শ্বরম্। সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাং পূজিতং সন্ততিপ্রদম্ ॥ ২ ॥ চৈত্রশুক্লতৃতীয়ায়াং যস্তং পূজয়তে নরঃ। গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ স প্রাপ্নোতীপ্সিতং ফলম্ ॥ ৩ ॥ এবং সঙ্ক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। গোপীশ্বরস্য দেবস্য প্রভাসক্ষেত্রবাসিনঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গোপীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২০ ॥

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি রামেশ্বর- মনুত্তমম্। জামদগ্ন্যেন রামেণ স্বয়ং তত্র প্রতি- ষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥ গোপীশ্বরাচ্চ বায়ব্যে ধনুষাং ত্রিংশ- কেঽন্তরে। স্থিতং মহাপ্রভাবং হি লিঙ্গং পাতক-

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর বলাতিবলদৈত্যনাশিনী দেবীর উত্তরদিকে তিন ধনু দূরে অবস্থিত গোপীজনপ্রতিষ্ঠিত পাপহর গোপীশ্বর সমীপে গমন করিবে। এই সর্ব্বকাম- প্রদ মহেশ্বর মহাদেবকে গোপীগণ পুত্রলাভার্থ আরাধনা করিয়াছিলেন। নরগণ ইহাঁকে অর্চ্চনা করিয়া সন্ততি লাভ করে। চৈত্রমাসের শুক্ল- তৃতীয়ায় যে নর গন্ধপুষ্পাদি উপহার দ্বারা ইহাঁর পূজা করে, সে অভীষ্ট ফললাভ করিয়া থাকে। এই আমি প্রভাসক্ষেত্রবাসী গোপীশ্বর দেবের পাপঘ্ন মাহাত্ম্য সংক্ষেপত কীর্ত্তন করিলাম। ১—৪।

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২০।

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর অনু- ত্তম রামেশ্বর সমীপে গমন করিবে। জমদগ্নি- নন্দন রাম স্বয়ং ঐ লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গোপীশ্বরের বায়ুকোণে ত্রিংশৎ ধনু ব্যবধানে ঐ

নাশনম্ ॥ ২ ॥ যদা রামেণ দেবেশি জমদগ্নিসুতেন বৈ। কৃতো মাতৃবধো ঘোরঃ পিতুরাজ্ঞানুবর্ত্তিনা ॥ ৩ ॥ তদা মনসি সন্তাপং কৃত্বা নির্ব্বেদমাগতঃ। ততঃ প্রসন্নতাং যাতো জমদগ্নির্মহাতপাঃ ॥ ৪ ॥ দদৌ বরং তস্মৈ রেণুকায়াশ্চ জীবিতম্। এবং যদ্যপি সা তত্র জীবিতা বরবর্ণিনী ॥ ৫ ॥ তথাপি সম্বণো দেবি জামদগ্ন্যো মহাপ্রভঃ। প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য তপশ্চক্রে ততোঽদ্ভুতম্ ॥ ৬ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্য মহাদেবং শঙ্করং লোকশঙ্করম্। দিব্যং বর্ষশতং সাগ্রং ততস্তুষ্টো মহেশ্বরঃ ॥ ৭ ॥ দদৌ তস্মৈপ্সিতং সর্ব্বং স্বয়ং তত্রৈব সংস্থিতঃ। ততঃ কৃতার্থতাং প্রাপ্তো জামদগ্ন্যো মহাঋষিঃ ॥ ৮ ॥ ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং জিত্বা হত্বা চ ক্ষত্রিয়ান্। কৃত্বা পঞ্চনদং তত্র কুরুক্ষেত্রে মহামনাঃ ॥ ৯ ॥ রক্তৈঃ সম্পূর্ণতাং নীত্বা ক্ষত্রিয়াণাং বরাননে। আনৃণ্যং সমনুপ্রাপ্তঃ পিতৄণাং যো মহাব্রতঃ ॥ ১০ ॥ এবং ক্ষত্রান্তকং কৃত্বা দত্ত্বা বিপ্রেষু মেদিনীম্ কৃতার্থতামনুপ্রাপ্তস্ত্রৈলোক্যে খ্যাতপৌরুষঃ ॥ ১১ ॥ তেন তৎস্থাপিতং লিঙ্গং ক্ষেত্রে প্রভাসিকে শুভে। যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা পাপযুক্তোঽপি মানবঃ। স মুক্তঃ পাতকৈঃ সর্ব্বৈর্যাতি লোকমুমাপতেঃ ॥ ১২ ॥ জ্যেষ্ঠকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং জাগৃয়াত্তত্র যো নরঃ। সোঽশ্বমেধফলং প্রাপ্য মোদতে দেবি দেববৎ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জামদগ্ন্যেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২১ ॥

মহামহিম মহাপাতকহর লিঙ্গ অবস্থিত। হে দেবেশি! পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া জমদগ্নি-নন্দন রাম যখন ঘোর মাতৃবধ করেন, তখন তাঁহার মনে সন্তাপ হয়। তিনি অত্যন্ত নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হন। অনন্তর মহাতপা জমদগ্নি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বরদান করেন। বরপ্রভাবে রামজননী রেণুকা পুনরায় জীবন লাভ করেন। এইরূপে সেই বরবর্ণিনী যদিও তখন জীবিতা হইয়াছিলেন, তথাপি মহাপ্রভ জামদগ্ন্য অন্তরে শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি প্রভাসক্ষেত্রে আসিয়া লোকশঙ্কর শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিব্য শত-বর্ষ যাবৎ ঘোর তপস্যা করিলেন। অনন্তর মহেশ্বর তুষ্ট হইলেন এবং সেই স্থানে অবস্থিত হইয়া জামদগ্ন্যকে ঈপ্সিত বরদান করিলেন। মহর্ষি জামদগ্ন্য তখন কৃতার্থ হইলেন। তিনি ত্রিসপ্তবার পৃথিবী জয় করিয়া পৃথিবীস্থ ক্ষত্রিয়দিগকে নিহত করিয়া কুরুক্ষেত্রে পঞ্চহ্রদ নির্ম্মাণপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণের রুধিরে তাহা পূর্ণ করত পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। সেই মহামনা জামদগ্ন্য এইরূপে ক্ষত্রিয় সংহার করিয়া বিপ্রদিগকে মেদিনী দানপূর্ব্বক এই ত্রৈলোক্যে প্রখ্যাতকীর্ত্তি ও কৃতার্থতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি শুভ প্রভাসক্ষেত্রে ঐ লিঙ্গ স্থাপন করেন। যে নর ভক্তিভরে ঐ লিঙ্গের পূজা করে, সে পাপমুক্ত হইয়া শিবলোক প্রাপ্ত হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীর নিশায় যে নর তথায় জাগরণ করে, সে অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে সুরজনবৎ বিহার করিয়া থাকে। ১—১৩।

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২১।

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লিঙ্গং চিত্রাঙ্গদেশ্বরম্। তস্যৈব নৈর্ঋতে ভাগে ধনুর্বিংশতিভিঃ স্থিতম্ ॥ ১ ॥ চিত্রাঙ্গদেন দেবেশি গন্ধর্ব্বপতিনা প্রিয়ে। ক্ষেত্রং পবিত্রং জ্ঞাত্বা বৈ লিঙ্গং তত্র প্রতিষ্ঠিতম্। কৃত্বা তপো মহাঘোরং সমারাধ্য মহেশ্বরম্ ॥ ২ ॥ অথ যো ভাবসংযুক্তস্তল্লিঙ্গং সম্প্রপূজয়েৎ। গন্ধর্ব্বলোকমাপ্নোতি গন্ধর্ব্বৈঃ সহ মোদতে ॥ ৩ ॥ তত্র শুক্লত্রয়োদশ্যাং সংস্থাপ্য বিধিনা শিবম্। পূজয়েদ্বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্গন্ধ-

---

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর চিত্রাঙ্গদেশ্বর সমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের নৈঋত কোণে বিংশতি ধনু ব্যবধানে অবস্থিত। হে দেবেশি! গন্ধর্ব্বপতি চিত্রাঙ্গদ পবিত্র ক্ষেত্র-বোধে প্রভাসে ঘোর তপস্যা করিয়া মহেশ্বরের আরাধনান্তে ঐ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যে নর ভাবাবিষ্ট হইয়া ঐ লিঙ্গের পূজা করে, সে গন্ধর্ব্ব লোক প্রাপ্ত হইয়া গন্ধর্ব্ব সহ বিহার করিয়া থাকে। তথায় শুক্ল চতুর্দ্দশীর দিন বিধিমত শিব-স্নান করাইয়া যে নর বিবিধ গন্ধ পুষ্প ও

ধূপৈরনুক্রমাৎ। স প্রাপ্নোত্যখিলং কামং মনসা যদ্যদীপ্সিতম্ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চিত্রাঙ্গদেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২২ ॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি রাবণেশ্বরমুত্তমম্। তস্মাদ্দক্ষিণনৈঋর্ত্যে ধনুষাং ষোড়শে স্থিতম্ ॥ ১ ॥ প্রতিষ্ঠিতং দশাস্যেন সর্ব্বপাতকনাশনম্। পৌলস্ত্যো রাবণো দেবি রাক্ষসস্তু সুদারুণঃ ॥ ২ ॥ • ত্রৈলোক্যবিজয়াকাঙ্ক্ষী পুষ্পকেণ চচার হ। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য বিমানং তস্য পুষ্পকম্ ॥ ৩ ॥ ব্রজদ্বৈ ব্যোমমার্গেণ নিশ্চলং সহসাভবৎ। স্তম্ভিতং পুষ্পকং দৃষ্ট্বা রাবণো বিস্ময়ান্বিতঃ ॥ ৪ ॥ প্রহস্তং প্রেষয়ামাস কিমিদং ব্রজ মেদিনীম্। অহতাস্য গতির্যস্মাত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ৫ ॥ তৎকস্মান্নিশ্চলং জাতং বিমানং পুষ্পকং মম। অথাসৌ সত্বরো দেবি জগাম বসুধাতলে ॥ ৬ ॥ অপশ্যদ্দেবদেবেশং শ্রীসোমেশং মহাপ্রভম্। স্তূয়মানং সুরগণৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৭ ॥ তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসেন্দ্রায় তৎসর্ব্বং বিস্তরাৎপ্রিয়ে। প্রহস্তঃ কথয়ামাস যদ্দৃষ্টং ক্ষেত্রমধ্যতঃ ॥ ৮ ॥ প্রহস্ত উবাচ। রাক্ষসেশ মহাবাহো শিবক্ষেত্রং নিজং প্রভো। প্রভাসেতি সমাখ্যাতং গণগন্ধর্ব্বসেবিতম্ ॥ ৯ ॥ তত্র সোমেশ্বরো দেবঃ স্বয়ং তিষ্ঠতি শঙ্করঃ। অব্ভক্ষৈর্ব্বায়ুভক্ষৈশ্চ দন্তোলূখলিভিস্তথা। ঋষিভির্ব্বালখিল্যৈশ্চ পূজ্যমানঃ সমন্ততঃ ॥ ১০ ॥ প্রভাবাত্তস্য দেবস্য নেদং গচ্ছতি পুষ্পকম্। ন স প্রালঙ্ঘ্যতে দেবো হ্যলঙ্ঘ্যো যঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ১১ ॥ ঈশ্বর উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ। অবতীর্য্য ধরাপৃষ্ঠং সোমেশং সমপশ্যত ॥ ১২ ॥ পূজয়ামাস দেবেশি ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ। রত্নৈর্বহুবিধৈর্ব্বস্ত্রৈর্গন্ধপুষ্পানুলেপনৈঃ ॥ ১৩ ॥ অথ পৌরজনা দৃষ্ট্বা রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্। সর্ব্বদিক্ষু বরারোহে ভয়াদ্ভীতাঃ প্রদুদ্রুবুঃ ১৪ ॥ শূন্যং সমভবৎসর্ব্বং তত্র দেবো ব্যবস্থিতঃ। এতাস্মিন্নেব কালে তু বাগুবাচাশরীরিণী ॥ ১৫ ॥ দশগ্রীব মহাবাহো অয়নে

ধূপাদি দ্বারা যথাক্রমে ঐ লিঙ্গের পূজা করে, তাহার অখিল মনোভীষ্ট লাভ হয়। ১—৪।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২২।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর চিত্রাঙ্গদেশ্বরের নৈঋর্তে ষোড়শ ধনু দূরে অবস্থিত উত্তম বারণেশ্বর সমীপে গমন করিবে। ঐ দশবদনপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ সর্ব্ব পাপনাশন। হে দেবি! পুলস্ত্যবংশীয় সুদারুণ রাক্ষস রাবণ ত্রিলোকজিগীষু হইয়া পুষ্পক রথে পরিভ্রমণ করিতেছিল। একদা তদীয় পুষ্পক ব্যোমপথে যাইতে যাইতে সহসা নিশ্চল হইল। পুষ্পক স্তম্ভিত হইল দেখিয়া রাবণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ইহার কারণ জানিবার জন্য প্রহস্তকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন। কেন না, তিনি ভাবিলেন,—এই চরাচর ত্রৈলোক্যে আমার পুষ্পকের গতি অপ্রতিহত! তথাচ কেন সহসা এ বিমান নিশ্চল হইল। যাহা হউক, রাবণের আজ্ঞায় প্রহস্ত সত্বর বসুধাপৃষ্ঠে অবতরণ করিল এবং দেখিল,—শত শত সহস্র সহস্র সুর নর মহামহিম সোমেশ্বর দেবকে স্তব করিতেছেন। প্রহস্ত তাহা দেখিয়া আসিয়া সেই ক্ষেত্রমধ্যে যাহা হইতেছিল, সমস্তই রাক্ষসেন্দ্রকে নিবেদন করিল। ১-৮। প্রহস্ত কহিল,—হে মহাভুজ রাক্ষসেশ্বর! এস্থানে এক সাক্ষাৎ শিবক্ষেত্র বিরাজমান। এই স্থান দেব-গন্ধর্ব্বসেবিত প্রভাস নামে বিখ্যাত। সোমেশ্বর শঙ্কর দেব এখানে অবস্থিত। অম্বুমাত্রভোজী বায়ুমাত্রভক্ষী, দন্তোলূখলী, ও বালখিল্য ঋষিগণ ইহার পূজা করিতেছেন। এই জন্য সেই দেবদেবের প্রভাবে প্রভাস হইতে পুষ্পক গমন করিতেছে না। এই দেব কাহারও লঙ্ঘনীয় নহেন। সুরাসুর মধ্যে কেহই ইহাঁকে লঙ্ঘন করে না। ঈশ্বর কহিলেন,—প্রহস্তের সেই বাক্য শুনিয়া রাবণ বিস্ময়োৎ-ফুল্লনয়নে ধরাপৃষ্ঠে অবতরণপূর্ব্বক সোমেশ্বরকে দর্শন করিলেন। পরম ভক্তির সহিত বহু, রত্ন, বস্ত্র গন্ধ-পুষ্প, ও অনুলেপন দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর পৌরজনগণ রাক্ষসেশ্বর রাবণকে দেখিয়া ভীতত্রস্তভাবে নানাদিকে পলায়ন করিল। তখন সেই সমস্ত স্থান শূন্য হইল। একমাত্র দেবদেব অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইত্যবকাশে এক অশরীরিণী বাণী উত্থিত হইল; বলিল,—হে মহাভুজ

চোত্তরে তথা। যাত্রাকলে তু দেবস্য সর্ব্বপাপ-প্রণাশনে। ১৬। দূরতঃ সমনুপ্রাপ্তা ভূরিলোকা দ্বিজাতয়ঃ। রাক্ষসানাং ভয়াম্ভীতাঃ প্রয়ান্তি হি দিশো দশ। ১৭। ভয়াত্মা ত্বং রাক্ষসেন্দ্র যাত্রাবিঘ্নকরো ভব। বাল্যে বয়সি যৎপাপং বার্দ্ধক্যে যৌবনেঽপি চ। তৎসর্ব্বং ক্ষালয়েন্মর্ত্ত্যো দৃষ্ট্বা সোমেশ্বরং প্রভুম্। ১৮। ততোঽসৌ রাক্ষসেন্দ্রস্তু গত্বৈকান্তে সুগহ্বরে। লিঙ্গঞ্চ স্থাপয়ামাস ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ। ১৯। ততস্তন্নিরতো ভূত্বা সর্ব্বৈস্তৈ রাক্ষসেশ্বরঃ। পূজয়ামাস দেবেশি উপবাসপরায়ণঃ॥ ২০॥ চকার পুরতস্তস্য গীতবাদ্যেন জাগরম্। ততোঽর্দ্ধরাত্রসময়ে বাগুবাচাশরীরিণী॥ ২। দশগ্রীব মহাবাহো পরিতুষ্টোঽস্মি তেঽনঘ। মম প্রসাদাত্ত্রৈলোক্যং বশগং তে ভবিষ্যতি। অত্র সন্নিহিতো নিত্যং স্থাস্যাম্যহমসংশয়ম্। ২২। যে চৈতৎপূজয়িষ্যন্তি লিঙ্গং ভক্তিযুতা নরাঃ। অজেয়াস্তে ভবিষ্যন্তি শত্রূণাং রাক্ষসেশ্বর॥ ২৩। যাস্যন্তি পরমাং সিদ্ধিং মৎপ্রসাদাদসংশয়ম্। এবমুক্ত্বা বরারোহে বিররাম বৃষধ্বজঃ॥ ২৪। রাবণোঽপি স সন্তুষ্টো ভূয়োভূয়ো মহেশ্বরম্। পূজয়িত্বা চ তল্লিঙ্গং সমারুহ্য চ পুষ্পকম্। ত্রৈলোক্যবিজয়াকাঙ্ক্ষী ইষ্টং দেশং জগাম হ॥ ২৫।

ইতি শ্রীস্কান্দে রাবণেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ২৩।

দশানন! এই উত্তরায়ণ দেবদেবের সর্ব্ব পাপহর যাত্রাকাল। এ সময়ে ভূরি ভূরি দ্বিজাতি দূরদেশ হইতে এখানে উপস্থিত; কিন্তু তাঁহারা রাক্ষসভয়ে ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিতেছেন। অতএব হে রাক্ষসেন্দ্র! তুমি যাত্রাবিঘ্নকর হইও না। মর্ত্তলোক বাল্যে, যৌবনে, ও বার্দ্ধক্যে যে সকল পাপ করে, সোমেশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া তৎসমস্তই প্রক্ষালিত করিয়া থাকে। অনন্তর রাক্ষসেন্দ্র এক গহ্বরে গিয়া পরম ভক্তির সহিত একান্তে এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। হে দেবেশি! রাক্ষসেশ্বর উপবাসী থাকিয়া অন্যান্য রাক্ষসদিগের সহিত সেই লিঙ্গপূজনেই তৎপর হইলেন। তিনি গীতবাদ্যপুরঃসর সেই লিঙ্গ সমীপে জাগরণ করিলেন। অনন্তর নিশীথ সময়ে এক অশরীরী বাণী রাক্ষসেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—হে মহাভুজ দশগ্রীব! আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। আমার প্রসাদে সমস্ত ত্রৈলোক্যই তোমার বশীভূত হইবে। আমি এই খানেই নিত্য সন্নিহিত থাকিব। যে সকল নর ভক্তিযুক্ত হইয়া এই লিঙ্গের পূজা করিবে, তাহারা মৎপ্রসাদে শত্রুগণের অজেয় হইবে। এবং পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। হে বরারোহে! এই বলিয়া বৃষধ্বজ বিরত হইলেন। রাবণ সন্তুষ্ট হইয়া পুনঃপুনঃ মহেশ্বরের পূজাপূর্ব্বক পুষ্পকারোহণে ত্রৈলোক্যবিজয় বাসনায় অভীষ্ট দেশে প্রস্থান করিলেন। ১—৪।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৩।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি গৌরীং সৌভাগ্যদায়িনীম্। পশ্চিমে রাবণেশস্য ধনুষাং পঞ্চকে স্থিতাম্। ১। যত্রাতপ্যত্তপো ঘোরং স্বয়ং দেবী হ্যরুন্ধতী। সৌভাগ্যং কাঙ্ক্ষমাণা সা গৌরীপূজাপরায়ণা॥ ২। সম্প্রাপ্তা পরমাং সিদ্ধিং তস্যা দেব্যাঃ প্রভাবতঃ। তৃতীয়ায়াং শুক্লপক্ষে মাঘে মাসি বরাননে। ৩। যস্তাং পূজয়তে ভক্ত্যা স সৌভাগ্যমবাপ্নুয়াৎ। অন্যজন্মনি দেবেশি নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ৪।

ইতি শ্রীস্কান্দে সৌভাগ্যেশ্বরীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১২৪।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর সৌভাগ্যদায়িনী গৌরীর সমীপে গমন করিবে। রাবণেশ্বরের পশ্চিমে পঞ্চধনু ব্যবধানে এই গৌরীদেবী বিরাজিত। স্বয়ং অরুন্ধতী দেবী সৌভাগ্যলাভার্থ গৌরী-পূজায় নিরত হইয়া ঐ স্থানে কঠোর তপস্যা করেন এবং সেই দেবীর প্রভাবে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। হে সুবদনে! মাঘ মাসের শুক্লতৃতীয়ায় যে নর ভক্তি করিয়া গৌরীপূজা করে, জন্মান্তরে তাহার সৌভাগ্য লাভ হয়, সন্দেহ নাই। ১—৪।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৪।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহালিঙ্গং মহাদেবি সুরপ্রিয়ম্। রাবণেশ্বরবায়ব্যে ধনুষাং ত্রিংশকেঽন্তরে ॥১॥ স্থিতং কামপ্রদং লিঙ্গং সর্ব্বপাতকনাশনম্। পৌলোমীশ্বরনামাঢ্যং পৌলোম্যা সম্প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২ তারকেণ যদা ধ্বস্তাস্ত্রিদশাঃ সঙ্গরে স্থিতাঃ। ত্রৈলোক্যং বিহৃতং সর্ব্বং স্বয়মিন্দ্রত্বমাগতঃ ॥ ৩ ॥ তদা শক্রঃ সুদুঃখার্ত্তো ভয়োদ্বিগ্নো ননাশ বৈ। তদা তদ্ভার্য্যয়া দেবি ইন্দ্রাণ্যা শোককর্ষয়া ॥ ৪ ॥ ইন্দ্রস্য জয়মিচ্ছন্ত্যা শম্ভুরারাধিতস্তয়া। ততস্তুষ্টো মহাদেব স্তামুবাচ শুভেক্ষণাম্ ॥ ৮ ॥ ভগবানুবাচ। উৎপৎস্যতি সুতোঽস্মাকং ষণ্মুখস্তু মহাবলঃ। তারকং দৈত্যরাজানং স চৈনং ঘাতয়িষ্যতি ॥ ৬। গচ্ছ ত্বং বিজ্বরা ভূত্বা শৃণু ভূয়ো বচশ্চ মে ॥ ৭ ॥ অত্র স্থিতমিদং লিঙ্গং যোঽস্মাকং পূজয়িষ্যতি। স নূনং মে গণো ভূত্বা মৎসকাশমুপৈষ্যতি ॥ ৮ ॥ এবমুক্তা গতা সাধ্বী দেবরাড়্যত্র সংস্থিতঃ। সর্ব্বদুঃখবিনির্ম্মুক্তা সর্ব্বদৈত্যভয়োজ্ঝিতা ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পৌলোমীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৫ ॥

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর পৌলোমীপ্রতিষ্ঠিত পৌলোমীশ্বর নামক মহালিঙ্গ সমীপে গমন করিবে। এই সুরপ্রিয় লিঙ্গ রাবণেশ্বরের বায়ুকোণে ত্রিংশৎ ধনু ব্যবধানে অবস্থিত। ইহা কামদ ও নিখিল পাতকনাশন। তারকাসুর সমরে সুরগণকে বিধ্বস্ত করিয়া ত্রৈলোক্যরাজ্য হরণপূর্ব্বক নিজেই যখন ইন্দ্রপদ অধিকার করে, তখন ইন্দ্র দুঃখার্ত্ত ও ভয়োদ্বিগ্ন হইয়া স্বর্গ হইতে পলায়ন করেন। তাঁহার পত্নী শচী শোক-সন্তপ্তা হইয়া ইন্দ্রের জয়-কামনায় তৎকালে শম্ভুর আরাধনা করিলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া শুভাননা শচীকে বলিলেন,—ষড়ানন নামে আমাদের এক মহাবল পুত্র উৎপন্ন হইবে। সেই পুত্রই দৈত্যরাজ তারককে নিহত করিবে। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া গমন কর। অপিচ পুনরায় আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমার অত্রস্থিত এই লিঙ্গ যে পূজা করিবে, সে আমার পারিষদ হইয়া আমারই সমীপে উপনীত হইবে। মহাদেব এই কথা কহিলে সাধ্বী শচী সর্ব্বদুঃখ-বিনির্ম্মুক্ত ও সর্ব্বদৈত্যভয়-বিবর্জ্জিত হইয়া ইন্দ্রসমীপে গমন করিলেন।১—৯।

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়। ১২৫।

ষড়্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি শাণ্ডিল্যেশ্বর মুত্তমম্। ব্রহ্মণঃ! পশ্চিমে ভাগে ধনুষাং ষোড়শেঽন্তরে ॥ ১ ॥ মহাপ্রভাবং লিঙ্গং তদ্দর্শনাৎ পাপনাশনম্। শাণ্ডিল্যো নাম ব্রহ্মর্ষিঃ সারথির্ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ। তপস্বী স মহাতেজা জ্ঞাননিষ্ঠো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥ স প্রভাসং সমাসাদ্য তপস্তেপে সুদারুণম্। প্রতিষ্ঠাপ্য মহালিঙ্গং সোমেশাদুত্তরে স্থিতম্ ॥ ৪ ॥ স স্বয়ং পূজয়ামাস দিব্যাব্দানাং শতং প্রিয়ে। ততোঽভিলষিতং প্রাপ্য কৃতকৃত্যো বভূব হ ॥ ৫ ॥ নন্দীশ্বরপ্রসাদেন অণিমাদিগুণৈর্যুতঃ। তং দৃষ্ট্বা তু নরঃ সদ্যো বিপাপঃ সম্প্রজায়তে ॥ ৬ ॥ বাল্যে বয়সি যৎপাপং বার্দ্ধক্যে যৌবনেঽপি বা। অজ্ঞানাজ্জ্ঞানতো বাপি যঃ করোতি নরঃ প্রিয়ে। তৎসর্ব্বং নাশমায়াতি শাণ্ডিল্যেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শাণ্ডিল্যেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৬ ॥

ষড়বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর উত্তম শাণ্ডিল্যেশ্বর সমীপে গমন করিবে। ব্রহ্মার পশ্চিমে ষোড়শ ধনু ব্যবধানে এই মহামহিম লিঙ্গ অবস্থিত। ইহার দর্শনমাত্রেই পাপনাশ হয়। ব্রহ্মর্ষি শাণ্ডিল্য ব্রহ্মার সারথি ছিলেন। তিনি তপস্বী, মহাতেজা, জ্ঞাননিষ্ঠ, ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি প্রভাসে আসিয়া সোমেশ্বরের উত্তরে এক মহালিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক তৎসমীপে ঘোর তপস্যা করেন। প্রিয়ে! তিনি দিব্য শতবর্ষ পর্য্যন্ত ঐ লিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই পূজার ফলে অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইয়া পরিপূর্ণতা লাভ করেন। নন্দীশ্বরের প্রসাদে তাঁহার অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি লাভ হয়। নর ঐ শাণ্ডিল্যেশ্বর লিঙ্গের দর্শনে সদ্যই পাপমুক্ত হইয়া থাকে। নর বাল্যে, যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে জ্ঞানত

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি ক্ষেমেশ্বরমনুত্তমম্। তস্মাদুত্তরকোণস্থং কপালেশাগ্নিগোচরে॥ ১॥ ধনুষাং পঞ্চদশকে কপালেশ্বরতঃ স্থিতম্। লিঙ্গং মহাপ্রভাবং হি সর্ব্বপাতকনাশনম্॥ ২॥ ক্ষেমমূর্ত্তিঃ পুরা রাজা বভূব স মহাবলঃ। তেন তত্র তপস্তপ্তং চিরকালং মহাত্মনা॥ ৩॥ ততঃ সংস্থাপিতং লিঙ্গং ভক্ত্যা ভাবিতচেতসা। তদ্দৃষ্ট্বা ক্ষেমমায়াতি কার্য্যং ক্ষেমেণ সিধ্যতি॥ ৪॥ সর্ব্বকামসমৃদ্ধাত্মা ভূয়াজ্জন্মনিজন্মনি। এবং ক্ষেমেশ্বরং লিঙ্গং খ্যাতং পাতকনাশনম্॥ ৫॥ সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাং শ্রুতং সৌভাগ্যদায়কম্। দর্শনেনাপি তস্যাপি গোশতস্য ফলং স্মৃতম্॥ ৬॥ তস্মাৎক্ষেত্রফলাকাঙ্ক্ষী নিত্যং তল্লিঙ্গমাশ্রয়েৎ॥ ৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ক্ষেমঙ্করেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১২৭॥

অস্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি সাগরাদিত্যমুত্তমম্। ভৈরবেশাৎপশ্চিমতো রুদ্রানমৃত্যুঞ্জয়াত্তথা॥ ১॥ কামেশাদ্দক্ষিণাগ্নেয়ে নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্। সর্ব্বরোগপ্রশমনং দারিদ্র্যৌঘবিঘাতকম্। প্রতিষ্ঠিতং মহাদেবি সাগরেণ মহাত্মনা॥ ২॥ ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি যঃ প্রাপারাতিসূদনঃ। সূর্য্যং তত্র সমারাধ্য সগরঃ পৃথিবীপতিঃ॥ ৩॥ য এষ সাগরো দেবি যোজনায়তবিস্তরঃ। আয়তোঽশীতিসাহস্রং যোজনানাং প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৪॥ অস্মিন্মন্বন্তরে ক্ষিপ্তঃ সাগরৈশ্চ চতুর্দ্দিশম্। তস্যেদং কীর্ত্তিতং দেবি নাম সাগরসংজ্ঞিতম্॥ ৫॥ যস্যাদ্যাপীহ গায়ন্তে পুরাণে প্রথিতং যশঃ। তেনায়ং স্থাপিতো দেবো ভাস্করো বারিতস্করঃ॥ ৬॥ তং দৃষ্ট্বা ন জড়ো নান্ধো ন দরিদ্রো ন দুঃখিতঃ। ন চৈবেষ্টবিয়োগী স্যান্ন রোগী নৈব পাপকৃৎ॥ ৭॥ মাঘে মাসি মহাদেবি সিতে পক্ষে জিতেন্দ্রিয়ঃ। ষষ্ঠ্যামুপোষিতো ভূত্বা রাত্রৌ তস্যাগ্রতঃ স্বপেৎ॥ বিবুদ্ধস্ত্বথ সপ্তম্যাং ভক্ত্যা ভানুং সমর্চ্চয়েৎ। ব্রাহ্ম-

বা অজ্ঞানতঃ যে যে পাপ করে, শাণ্ডিল্যেশ্বর দর্শনে তৎসমস্তই নষ্ট হইয়া যায়।১—৭।

ষড়্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৬।

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি। অনন্তর উত্তম ক্ষেমেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের উত্তরভাগে কপালেশ্বরের লিঙ্গ অবস্থিত। পূর্ব্বে ক্ষেমমূর্ত্তি নামে এক মহাবল রাজা ছিলেন। সেই মহাত্মা বহুকাল তপস্যা করিয়া ভয়ভক্তিভরে বিশুদ্ধ মনে উক্ত লিঙ্গ স্থাপন করেন এবং তাঁহার সমীপে দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। ঐ লিঙ্গ দর্শনে ক্ষেম হয় এবং কুশলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। অপিচ দর্শনকারী জন্মে জন্মে সর্ব্ববিধ কামসুখে সমৃদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপে ঐ পাতকহর ক্ষেমেশ্বর লিঙ্গ বিখ্যাত হইয়াছে। উহা নরগণের সর্ব্বকামপ্রদ এবং শ্রবণে সর্ব্ব সৌভাগ্যদায়ক। উহার দর্শনমাত্রেই শত গোদানফল হয়। অতএব ক্ষেত্রফলাকাঙ্ক্ষী নর নিত্য ঐ লিঙ্গের সেবা করিবে। ১—৭।

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১২৭।

অস্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর উত্তম সাগরাদিত্য সমীপে গমন করিবে। ইহা ভৈরবেশ, রুদ্রেশ ও মৃত্যুঞ্জয়েশের পশ্চিমে এবং কামেশ্বরের দক্ষিণে অগ্নিকোণে নাতিদূরে অবস্থিত। মহাত্মা সগর ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা রোগহারী ও দারিদ্র্যরাশিনাশী। পৃথিবীপতি অরিন্দম সগর ঐ স্থানে সূর্য্যারাধনা করিয়া ষষ্টি সহস্র পুত্র লাভ করেন। হে দেবি। এই যে যোজনায়ত বিস্তৃত সাগর—যাহা অশীতি সহস্র যোজন আয়ত বলিয়া কীর্ত্তিত, ইহার সর্ব্ব স্থান এই মন্বন্তরে উৎখাত হইয়াছিল। এইজন্য ইহা সাগর-সংজ্ঞায় অভিহিত। পুরাণশাস্ত্রে অদ্যাপি ইহার যশঃ খ্যাতি গীত হইয়া থাকে। সগরই উক্ত বারিতস্কর ভাস্করকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইহাঁকে দর্শন করিলে নর জড়, অন্ধ, দরিদ্র, দুঃখী, ইষ্ট বিয়োগী, রোগী, বা পাপকারী হয় না। হে মহাদেবি! মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠীতে উপবাসী থাকিয়া জিতেন্দ্রিয় নর রাত্রিকালে উক্ত ভাস্করসমীপে শয়ন করিবে। অনন্তর সপ্তমীতে জাগরিত হইয়া ভক্তি-

পান্ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৯ ॥ সুতপ্তেনেহ তপসা যজ্ঞৈর্ব্বা বহুদক্ষিণৈঃ। তাং গতিং ন নরা যান্তি যাং গতাঃ সূর্য্যমাশ্রিতাঃ ॥ ১০ ॥ ভক্ত্যা তু পুরুষৈঃ পূজা কৃতা দূর্ব্বাঙ্কুরৈরপি। ভানুর্দ্দদাতি হি ফলং সর্ব্বযজ্ঞৈঃ সুদুর্লভম্ ॥ ১১ ॥ তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন সূর্য্যমেবাভিপূজয়েৎ। জনকাদয়ো যথা সিদ্ধিং গতা ভানুং প্রপূজ্য চ ॥ ১২ ॥ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকেশো দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ। সূর্য্য এব ত্রিলোকস্য মূলং পরমদৈবতম্ ॥ ১৩ ॥ বসন্তে কপিলঃ সূর্য্যো গ্রীষ্মে কাঞ্চনসপ্রভঃ। শ্বেতবর্ণশ্চ বর্ষাসু পাণ্ডুঃ শরদি ভাস্করঃ ॥ ১৪ ॥ হেমন্তে তাম্রবর্ণস্তু শিশিরে লোহিতো রবিঃ। এবং বর্ণবিশেষেণ ধ্যায়েৎসূর্য্যং যথাক্রমম্ ॥ ১৫ ॥ পূজয়িত্বা বিধানেন যতাত্মা সংযতেন্দ্রিয়ঃ। পঠেন্নামসহস্রং তু সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১৬ ॥ দেব্যুবাচ। নাম্নাং সহস্রং মে ব্রূহি প্রসাদাচ্ছঙ্কর প্রভো। তুল্যং নামসহস্রস্য কিমপ্যন্যৎপ্রকীর্ত্তয় ॥ ১৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ। অলং নাম সহস্রেণ পঠস্বৈবং শুভং স্তবম্। যানি গুহ্যানি নামানি পবিত্রাণি শুভানি চ। তানি তে কীর্ত্তয়িষ্যামি প্রযত্নাদবধারয় ॥ ১৮ ॥ বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ। লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমাঁল্লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ ॥ ১৯ ॥ লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা। তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ ॥ ২০ ॥ গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ। একবিংশতিরিত্যেষ স্তব ইষ্টো মহাত্মনঃ ॥ ২১ ॥ শরীরারোগ্যদশ্চৈব ধনবৃদ্ধিযশস্করঃ। স্তবরাজ ইতি খ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥ ২২ ॥ যশ্চানেন মহাদেবি দ্বে সন্ধ্যেঽস্তমনোদয়ে। স্তোত্যর্কং প্রযতো ভূত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। সর্ব্বকামসমৃদ্ধাত্মা সূর্য্যলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৩ ॥ ইত্যেবং কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং সাগরার্কজম্। শ্রুতং দুঃখৌঘশমনং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সাগরাদিত্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৮ ॥

পূর্ব্বক ভানুর অর্চ্চনা করিবে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। এই কার্য্যে বিত্তশাঠ্য করিবে না। এরূপ করিলে নরগণ সূর্য্যাশ্রয়ে এরূপ গতি লাভ করে যে, তাহা অন্যান্য নরগণ সম্যক্ তপস্যা বা ভূরিদক্ষিণান্বিত যজ্ঞ করিয়াও প্রাপ্ত হয় না। ভক্তিপূর্ব্বক নরগণ যদি দূর্ব্বাঙ্কুর দ্বারাও ভানুপূজা করে, তথাচ তিনি সর্ব্বযজ্ঞজনিত সুদুর্লভ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে নর সূর্য্যকেই পূজা করিবে। জনকাদি রাজর্ষিগণ ভানুপূজা করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ভানু—সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বলোকেশ, দেবদেব ও প্রজাপতি। সূর্য্য ত্রিলোকের মূল এবং তিনিই পরম দৈবত। সূর্য্য বসন্তে কপিল—গ্রীষ্মে কাঞ্চনাভ—বর্ষায় শ্বেতবর্ণ—এবং শরতে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া বিরাজ করেন। তিনি হেমন্তে তাম্রবর্ণ এবং শিশিরে লোহিত। এইরূপ বর্ণবিশেষে যথাক্রমে সূর্য্যের ধ্যান করিতে হয়। পরে জিতেন্দ্রিয় নর যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিয়া তদীয় নিখিল পাতকহর সহস্র নাম পাঠ করিবে। দেবী কহিলেন,—প্রভো! শঙ্কর! আপনি প্রসন্ন হইয়া সূর্য্যের সহস্র নাম বলুন। অথবা তাঁহার সহস্র নামের তুল্য আর যদি কোন নামাবলী থাকে, তবে তাহাই কীর্ত্তন করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—সহস্র নামের প্রয়োজন কি? এই শুভ স্তব পাঠ কর। সূর্য্যের যে সকল গোপনীয় শুভ, পুণ্য নাম আছে, তাহাই আমি কীর্ত্তন করিতেছি; অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। বিকর্ত্তন, বিবস্বান্, মার্ত্তণ্ড, ভাস্কর, রবি, লোকপ্রকাশ, শ্রীমান্, লোকচক্ষু, গ্রহেশ্বর, লোকসাক্ষী, ত্রিলোকেশ, কর্ত্তা, হর্ত্তা, তমিস্রহা, তপন, তাপন, শুচি, সপ্তাশ্ববাহন, গভস্তিহস্ত, ব্রহ্মা, ও সর্ব্বদেবনমস্কৃত। এই এক বিংশতিনামাত্মক স্তবই মহাত্মা সূর্য্যের প্রিয় স্তব। ইহা আরোগ্যপ্রদ, ধনবৃদ্ধিকর ও যশস্কর। এই স্তবরাজ ত্রিলোকে বিখ্যাত। হে মহাদেবি! দুই সন্ধ্যা অস্তোদয় বেলায় যে ব্যক্তি প্রীত হইয়া এই স্তবে সূর্য্যের স্তব করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং সর্ব্ববিধ কামসুখে সমৃদ্ধ হইয়া সূর্য্যলোকে গমন করিয়া থাকে। দেবি! এই আমি সাগরাদিত্যের মাহাত্ম্য বলিলাম, ইহা শ্রবণে দুঃখরাশি নাশ পায়, এবং মহাপাতক সকল ক্ষয় হয়। ১—২৪।

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৮।

একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি অক্ষমালেশ্বরং পরম্। সাগরার্কাদীশকোণে পঞ্চাশদ্ধনুষান্তরে॥ ১॥ সংস্থিতং পাপশমনং যুগালিঙ্গং মহাপ্রভম্। অক্ষমালেশ্বরং নাম পুরা তস্য প্রকীর্ত্তিতম্। উগ্রসেনেশ্বরং নাম খ্যাতং তস্যৈব সাম্প্রতম্॥ ২॥ দেব্যুবাচ। অক্ষমালেশ্বরং নাম যৎপূর্ব্বং সমুদাহৃতম্। কথং তদভবদ্দেব কথয়স্ব প্রসাদতঃ॥ ৩॥ ঈশ্বর উবাচ। আসাৎ পুরা মহাদেবি সতী চাধমযোনিজা। অক্ষমালেতি বৈ নাম্না সতীধর্ম্মপরায়ণা॥ ৪॥ কদাচিৎ সমনুপ্রাপ্তে দুর্ভিক্ষে কালপর্য্যয়াৎ। ঋষয়শ্চ মহাদেবি ক্ষুধাক্রান্তা বিচেতসঃ॥ ৫॥ সর্ব্বে চান্নং পরীপ্সন্তো গতাশ্চণ্ডালবেশ্মনি। জ্ঞাত্বান্নসংগ্রহং তস্য প্রা্যাচন্ত্যজম্॥ ৬॥ ভোভোঽন্ত্যজ মহাবুদ্ধে রক্ষাস্মানন্নদানতঃ। প্রাণসন্দেহমাপন্নান্ কৃশাঙ্গান্ ক্ষুৎপ্রপীড়িতান্॥ ৭॥ অহো ধন্যোঽসি পূজ্যোঽসি ন ত্বমন্ত্যজ উচ্যসে। যদস্মিন্ প্রলয়ে যাতে স্থিতং ধান্যং গৃহে তব॥ ৮॥ অনাবৃষ্টিহতে দেশে শস্যে চ প্রলয়ং গতে। একং যো ভোজয়েদ্বিপ্রং কোটির্ভবতি ভোজিতা॥ ৯॥ অন্ত্যজ উবাচ। অহো আশ্চর্য্যমতুলং যদেতদ্দৃশ্যতেঽধুনা। যদেতন্মদ্গৃহং প্রাপ্তা ঋষয়শ্চান্নকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১০॥ শূদ্রান্নমপি নাদেয়ং ব্রাহ্মণৈঃ কিমুতান্ত্যজাৎ॥ ১১॥ আমং বা যদি বা পক্কং শূদ্রান্নং যস্তু ভক্ষতি। স ভবেচ্ছূকরো গ্রাম্যস্তস্য বা জায়তে কুলে॥ ১২॥ অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ স্মৃতম্। বৈশ্যান্নমন্নমিত্যাহুঃ শূদ্রান্নং রুধিরং স্মৃতম্॥ ১৩॥ শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেণ চ সহাসনম্। শূদ্রাদন্নাগমশ্চৈব জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ॥ ১৪॥ অগ্নিহোত্রী তু যো বিপ্রঃ শূদ্রান্নান্ন নিবর্ত্ততে। এতে তস্য প্রণশ্যন্তি আত্মা ব্রহ্ম ত্রয়োঽগ্নয়ঃ॥ ১৫॥ শূদ্রান্নেনোদরস্থেন ব্রাহ্মণো ম্রিয়তে যদি। ষণ্মাসাভ্যন্তরে বিপ্রঃ পিশাচঃ সোঽভিজায়তে॥ ১৬॥ শূদ্রান্নেন দ্বিজো যস্তু অগ্নিহোত্রং জুহোতি চ চণ্ডালো জায়তে প্রেত্য শূদ্রাচ্চৈবেহ দৈবতঃ॥ ১৭॥ যস্তু ভুঙ্ক্তে শূদ্রান্নং মাসমেকং নিরন্তরম্। ইহ জন্মনি শূদ্রত্বং মৃতঃ শূদ্রোঽভিজায়তে॥ ১৮॥ রাজান্নং

ঊনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর অক্ষমালেশ্বর সমীপে গমন করিবে। সাগরাদিত্যের ঈশান কোণে পঞ্চাশৎ ধনু ব্যবধানে এই মহামহিম পাপনাশক যুগালিঙ্গ অবস্থিত। পূর্ব্বকালে এই লিঙ্গের অক্ষমালেশ্বর নাম কীর্ত্তিত হইত। সম্প্রতি ইনি উগ্রেশ্বর নামে বিখ্যাত। দেবী কহিলেন,—পূর্ব্বে ইঁহার অক্ষমালেশ্বর নাম কিরূপে হইয়াছিল, অনুগ্রহ করিয়া বলুন? ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! পুরাকালে অক্ষমালা নামে এক সতীধর্ম্মপরায়ণা অন্ত্যজাতীয়া রমণী ছিল। একদা কালক্রমে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ঋষিগণ ক্ষুধাক্রান্ত হইয়া অন্নলাভ লালসায় জনৈক চণ্ডালগৃহে গমন করেন এবং সেই চণ্ডালের অন্নসংস্থান আছে জানিয়া তাহার নিকট অন্নপ্রার্থনা করিয়া বলেন,—ভো ভো মহাবুদ্ধে অন্ত্যজ! তুমি অন্ন প্রদান করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। আমাদের প্রাণ-সংশয় উপস্থিত। আমরা কৃশ হইয়াছি; ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। অহো তুমিই ধন্য; তুমিই পূজ্য; তোমাকে এখন আর অন্ত্যজ বলা যায় না। কেননা, এ দুর্দ্দিনে তোমার গৃহে ধান্য রহিয়াছে। দেশ অনাবৃষ্টি দ্বারা নষ্ট হইলে এবং শস্য সকলের অভাব ঘটিলে যে জন একটী মাত্র ব্রাহ্মণকেও ভোজন করায়, তাহার কোটি ব্রাহ্মণভোজনের ফল হয়। অন্ত্যজ কহিল,—অহো! আজ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম, আমার গৃহে ঋষিগণ অদ্য অন্নাকাঙ্ক্ষী হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণের শূদ্রান্ন গ্রাহ্য নহে; তাহাতে আমি অন্ত্যজ; আমার অন্ন তাঁহারা গ্রহণ করিবেন; ইহা আশ্চর্য্য নহে কি? পক্ক হউক, অপক্ক হউক, যে বিপ্র শূদ্রান্ন ভক্ষণ করে, তাহাকে গ্রাম্য শূকর হইয়া জন্মিতে হয়। ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত; ক্ষত্রিয়ান্ন পয়ঃ, বৈশ্যান্ন অন্ন এবং শূদ্রান্ন রুধির বলিয়া বিদিত। শূদ্রান্ন, শূদ্রসম্পর্ক, শূদ্রের সহিত একাসনে বাস, এবং শূদ্র হইতে অন্নপ্রাপ্তি এ সকল তেজস্বী ব্রাহ্মণকেও পাতিত্যযুক্ত করে।১—১৪। যে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ শূদ্রান্নসেবা হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাহার আত্মা, ব্রহ্ম ও অগ্নিত্রয় এই তিনটীই নষ্ট হইয়া যায়। উদরস্থ শূদ্রান্ন লইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ষণ্মাসের মধ্যেই ব্রাহ্মণ পিশাচ হইয়া থাকে। যে দ্বিজ শূদ্রান্ন দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করে, সে ভবান্তরে চণ্ডাল হয়। যে বিপ্র মাসাবধি নিরন্তর শূদ্রান্ন ভক্ষণ করে, তাহার ইহজন্মে শূদ্রত্ব হয়! জন্মান্তরেও তাহাকে শূদ্র হইতে হয়। রাজান্নে

তেজ আদত্তে শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চ্চসম্। আয়ুঃ সুবর্ণকারান্নং যশশ্চর্ম্মাবকর্ত্তিনঃ ॥ ১৯ ॥ কারুকান্নং প্রজা হন্তি বলং নির্ণেজকস্য চ। গণান্নং গণিকান্নঞ্চ লোকেভ্যঃ পরিকৃন্ততি ॥ ২০ ॥ পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নং পুংশ্চল্যাশ্চান্নমিন্দ্রিয়ম্। বিষ্ঠা বার্দ্ধুষিকস্যান্নং শস্ত্রবিক্রয়িণো মলম্ ॥ ২১ ॥ সহস্রকৃত্বস্ত্বেতেষামন্নে যত্তক্ষিতে ভবেৎ। তদেকবারং ভুক্তেন কন্যাবিক্রয়িণো ভবেৎ ॥ ২২ ॥ সহস্রকৃত্বস্তস্যৈব ভুক্তেঽন্নে যৎফলং লভেৎ। তদন্ত্যজানামন্নেন সকৃদ্‌ভুক্তেন বৈ ভবেৎ ॥ ২৩ ॥ তৎকথং মম বিপ্রেন্দ্রাশ্চণ্ডালস্যাধমাত্মনঃ। ধর্ম্মমেবং বিজানন্তো নূনমন্নং জিহীর্ষথ ॥ ২৪ ॥ ঋষয় উচুঃ। জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমাদ্রিয়তে ততঃ। আকাশ ইব পঙ্কেন ন স পাপেন লিপ্যতে ॥ ২৫ ॥ অজীগর্ত্তঃ সুতং হন্তুমুপসর্পন্ বুভুক্ষিতঃ। ন চালিপ্যত পাপেন ক্ষুৎপ্রতীঘাতমাচরন্ ॥ ২৬ ॥ ভারদ্বাজঃ ক্ষুধার্ত্তস্তু সপুত্রো বিজনে বনে। বহ্বীর্গাঃ উপজগ্রাহ বৃহজ্জ্যোতির্মহামনাঃ ॥ ২৭ ॥ ক্ষুধার্ত্তো গীতমভ্যাগাদ্বিশ্বামিত্রঃ শ্বজাঘনীম্। চণ্ডালহস্তাদাদায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণঃ ॥ ২৮ ॥ শ্বমাংসমিচ্ছন্নার্ত্তো তু ধর্ম্মান্ন চ্যবতে স্ম সঃ। প্রাণানাং পরিরক্ষার্থং বামদেবো ন লিপ্তবান্ ॥ ২৯ ॥ এবং জ্ঞাত্বা ধর্ম্মবুদ্ধে সাম্প্রতং মা বিচারয়। দদস্বান্নং দদস্বান্নমস্মাকমিহ যাচতাম্ ॥ ৩০ ॥ চণ্ডাল উবাচ। যদ্যেবং ভবতাং কার্য্যমিদমঙ্গীকৃতং ধ্রুবম্। তদীয়ং মৎসুতা কন্যা ভবদ্ভিঃ পরিগৃহ্যতাম্ ॥৩১॥ ভবতাং যোঽগ্রণীর্জ্যেষ্ঠঃ স চৈমামুদ্বহেদ্ধ্রুবম্। দাস্যে বর্ষাশনং পশ্চাদীপ্সিতং ভবতাং দ্বিজাঃ ॥ ৩২ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ইত্যুক্তা ঋষয়ো দেবি লজ্জয়ানতকন্ধরাঃ। প্রত্যালোচ্য যথান্যায়ং বসিষ্ঠং সমনূদ্বহন্ ॥ ৩৩ ॥ বসিষ্ঠোঽপি সমাধায় আপদ্ধর্ম্মং মহামনাঃ। কালস্যানন্তরপ্রেক্ষী প্রোদ্বাহাস্ত্যজাঙ্গনাম্। অক্ষমালেতি বৈ নাম্নীং প্রসিদ্ধাং ভুবনত্রয়ে ॥ ৩৪ ॥ যদা স্বকীয়তেজোভিরর্কবিম্ব মরুদ্ধত। অরুন্ধতী তদা জাতা দেবদানববন্দিতা ॥ ৩৫ ॥ যাদৃশেন তু ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যতে যথাবিধি। সা তাদৃগেব ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা ॥ ৩৬ ॥

তেজ, শূদ্রান্নে ব্রহ্মতেজ, সুবর্ণকারের অন্নে আয়ু, চর্ম্মকারের অন্নে যশ, কারুকান্নে প্রজা, রজকান্নে গণান্নে ও গণিকান্নে বলক্ষয় হয়। চিকিৎসকের অন্ন পূয়, পুংশ্চলীর অন্ন উপস্থ, বার্দ্ধুষিকের অন্ন বিষ্ঠা এবং শস্ত্রবিক্রয়ীর অন্ন মলস্বরূপ। এই সকলের অন্ন সহস্রবার ভোজন করিলে যে দোষ হয়, কন্যাবিক্রয়ী ব্যক্তির অন্ন একবার ভক্ষণে সেই দোষ হইয়া থাকে। কন্যাবিক্রয়ীর অন্ন সহস্রবার ভোজন করিলে যে ফল হয়, অন্ত্যজদিগের অন্ন একবার ভোজনে সেই ফল হইয়া থাকে। অতএব হে বিপ্রেন্দ্রগণ! আমি অধমাত্মা চণ্ডাল, আপনারা ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া আমার অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন কিরূপে? ঋষিগণ কহিলেন,—জীবনান্তকালে এইরূপ দূষিতান্ন যে গ্রহণ করে, আকাশ যেমন পঙ্ক লিপ্ত হয় না, সেইরূপ সেও পাপস্পৃষ্ট হইবার নহে। অজীগর্ত্ত ক্ষুধানিবারণের জন্য বুভুক্ষিত হইয়া নিজ পুত্রকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পাপলিপ্ত হন নাই। সপুত্র ভরদ্বাজ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিজন বনে বহু গো উপগ্রহ করিয়াছিলেন; মহামনা বৃহজ্জ্যোতি গীত উপগত হইয়াছিলেন; ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণ বিশ্বামিত্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া চণ্ডালের হস্ত হইতে কুক্কুরমাংস গ্রহণ করিয়াছিলেন। বামদেব প্রাণপরিরক্ষার্থ কুক্কুরমাংস ভোজনে সমুৎসুক হইয়াও পাপলিপ্ত হন নাই। এইরূপে অনেকেই জীবন রক্ষার্থ অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়াও স্বীয় ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন নাই। হে ধর্ম্মবুদ্ধে! তুমি এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সম্প্রতি আর বিবেচনা করিও না। আমরা প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগকে অন্ন দাও-অন্ন দাও। ১৯—৩০। চণ্ডাল কহিল,—যদি এইরূপই আপনাদের কর্ত্তব্য হয়, তবে আমি অন্নদানে স্বীকার করিলাম; পরন্তু আপনারা আমার এই কন্যাটীকে গ্রহণ করুন। আপনাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ অগ্রণী, তিনিই ইহার পাণি গ্রহণ করুন। হে দ্বিজগণ! আমি পশ্চাৎ আপনাদিগকে এক বৎসরোপযোগী ঈপ্সিত অন্ন প্রদান করিব। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া লজ্জায় নতশির হইলেন এবং পরস্পর যথাযোগ্য আলোচনা করিয়া বসিষ্ঠকে বলিলেন,—মহামনা বসিষ্ঠ তৎশ্রবণে আপদ্ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া কালাতিক্রমপ্রতীক্ষায় সেই অন্ত্যজ কন্যার পাণিপীড়ন করিলেন। ঐ কন্যা অক্ষমালা নামে ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধা। অক্ষমালা স্বীয় তেজে অর্কবিম্ব রোধ করিয়াছিল বলিয়া দেব-দানব-বন্দিতা অরুন্ধতী নামে তৎকালে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যেরূপ ভর্ত্তা, পত্নীও সেইরূপই হইয়া থাকে।

অক্ষমালা বসিষ্ঠেন সংযুক্তাধমযোনিজা। শার্ঙ্গীব খগঃ। মন্দপালেন জগাম হংসীব তাম্ ॥ ৩৭ ॥ এবং কাল-ক্রমেণৈব প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতঃ। সপ্তর্ষয়ো মহা-ভাগা হ্যরুন্ধত্যা সমন্বিতাঃ ॥ ৩৮ ॥ তীর্থানি প্রেষয়া-মাসুঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদান তাম্ ॥ ৩৯ ॥ এষামন্বেষ-মাণানাং তত্র দেবী হ্যরুন্ধতী। অপশ্যল্লিঙ্গমেকন্তু বৃক্ষজালান্তরে স্থিতম্ ॥ ৪০ ॥ তং দৃষ্ট্বা দেবদেবেশ-মেবং জাতিস্মরাভবৎ। পূর্ব্বস্মিন্ জন্মনি ময়া রজো-ভাবান্তরস্থয়া ॥ ৪১ ॥ অজ্ঞানভাবাদ্দেবেশে নূনং চাত্রার্চ্চিতঃ শিবঃ। তস্মাৎ কর্ম্মফলং প্রাপ্তমন্ত্যজত্বং দ্বিজন্মনা ॥ ৪২ ॥ কস্তেন সদৃশো দেবঃ শম্ভুনা ভুবনত্রয়ে। রাজ্যং নিয়মিনামেবং যো রুষ্টোঽপি প্রযচ্ছতি ॥ ৪৩ ॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা তত্রৈব নিরতাভবৎ। পূজয়ামাস তল্লিঙ্গং দিব্যাব্দানাং শতং প্রিয়ে ॥ ৪৪ ॥ এবং তস্য প্রভাবেন দৃশ্যতে গগনান্তরে। অরুন্ধতী সতী হ্যেষা দৃষ্টা দুষ্কৃত-নাশিনী ॥ ৪৫ ॥ অক্ষমালেশ্বরস্ত্বেবং যথাবৎ কথিত-স্তব। ততস্তু দ্বাপরস্যান্তে কলৌ সন্ধ্যাংশকে গতে ॥ ৪৬ ॥ অন্ধাসুরসুতশ্চাসীদুগ্রসেন ইতি

স প্রভাসং সমাসাদ্য পুত্রার্থং লিঙ্গমেবি-বান্ ॥ ৪৭ ॥ অক্ষমালেশ্বরং নাম জ্ঞাত্বা মাহাত্ম্য-মদ্ভুতম্। সমারাধ্য মহাদেবং নব বর্ষাণি পঞ্চ চ। সম্প্রাপ্তবাংস্তদা পুত্রং কংসাসুরমিতি শ্রুতম্ ॥ ৪৮ ॥ তৎকালান্তরমারভ্য উগ্রসেনেশ্বরোঽভবৎ। পাপঘ্নং সর্ব্বজন্তূনাং দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি ॥ ৪৯ ॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ। মহান্তি পাতকান্যাহু-র্নশ্যন্তি তস্য দর্শনাৎ ॥ ৫০ ॥ তত্রৈব ঋষিপঞ্চম্যাং প্রাপ্তে ভাদ্রপদে শুভে। অক্ষমালেশ্বরং পূজ্য মুচ্যতে নারকাদ্ভয়াৎ ॥ ৫১ ॥ গোপ্রদানং প্রশংসন্তি হ্যন্নমুদকং তথা। সর্ব্বপাপবিনাশায় প্রেত্যানন্ত-সুখায় চ ॥ ৫২ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি হ্যক্ষমালে-শ্বরোদ্ভবম্। মাহাত্ম্যং পাপশমনং শ্রুতং দুঃখ-নিবর্হণম্ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে উগ্রসেনেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনত্রিংশদধিকশততমো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৯ ॥

দৃষ্টান্ত—সাগরযুক্তা নদী সাগরেরই গুণানুরূপিণী হয়। অধমযোনিজাতা অক্ষমালা বসিষ্ঠ সহ সংযুক্ত হইয়া মন্দপালানুগা শাঙ্গার ন্যায় পূজনীয়া হইল। এইরূপে কালক্রমে মহাত্মা সপ্তর্ষি অরু-ন্ধতীর সহিত প্রভাসতীর্থে আগমন করিলেন। তাঁহারা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ তীর্থসমূহে অরুন্ধতীকে প্রেরণ করিলেন। সপ্তর্ষিও তীর্থপর্য্যটনে নির্গত হইলেন। দেবী অরুন্ধতী বৃক্ষজালান্তরস্থিত এক লিঙ্গ দর্শন করিলেন। সেই দেবদেবকে দেখিয়া তিনি জাতিস্মরা হইলেন। তাঁহার মনে হইল — আমি পূর্ব্বজন্মে রজোভাবে অন্বিত হইয়া নিশ্চয়ই দেবদেবকে এইস্থানে অজ্ঞানবশে অর্চ্চনা করিয়া ছিলাম। সেই জন্য আমি তখন দ্বিজাতি হইয়াও এই অন্ত্যজজন্মরূপ কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইয়াছি। অত-এব শম্ভুর সমান দেব ত্রিভুবনে আর কে আছেন? যিনি রুষ্ট হইয়াও নিয়মনিষ্ঠদিগকে রাজ্য পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়া থাকেন। প্রিয়ে! অরুন্ধতী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দিব্য শত বর্ষ পর্য্যন্ত সেই লিঙ্গের পূজা করিলেন। সেই পূজার ফলে অদ্যাপি দুষ্কৃতনাশিনী সতী অরুন্ধতী গগনান্তরে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট অক্ষমালেশ্বরের বিবরণ যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম।

দ্বাপরান্তে কলির সন্ধ্যাংশ অতীত হইলে অন্ধা-সুরের পুত্র উগ্রসেন প্রভাসে আসিয়া অক্ষমালে-শ্বরের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য অবগত হইয়া ক্ষেত্রলাভার্থ চতুর্দ্দশবর্ষ পর্য্যন্ত ঐ লিঙ্গেরই আরাধনা করেন। সেই আরাধনার ফলে তিনি কংসাসুর নামে বিখ্যাত পুত্র প্রাপ্ত হন। তখন হইতে ঐ লিঙ্গ উগ্রসেনেশ্বর নামে খ্যাতি লাভ করে। উহা দর্শনে স্পর্শনে সর্ব্ব প্রাণীর পাপ হরণ করিয়া থাকে। ঐ লিঙ্গদর্শনে ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, ও গুর্ব্বঙ্গনা-গমনাদি মহাপাতক সকলও নষ্ট হয়। শুভ ভাদ্র-মাসের ঋষিপঞ্চমী তিথিতে ঐ অক্ষমালেশ্বরকে পূজা করিয়া নর নরক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। সর্ব্ব পাপবিনাশার্থ এবং ইহ পরজন্মের অনন্ত সুখার্থ এই স্থানে গো, অন্ন ও উদক দান প্রশস্ত। হে দেবি! এই আমি শ্রবণমাত্রেই পাপহর নিখিল দুঃখনিবারক অক্ষমালেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম।৩৭—৫৩।

ঊনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৯।

ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি দেবং পাশুপতেশ্বরম্। উগ্রসেনেশ্বরাদ্দেবি পূর্ব্বভাগে ব্যবস্থিতম্॥ ১॥ গোপাদিত্যাত্তথাগ্নেয্যাং ধ্রুবেশাদ্ দক্ষিণাং শ্রিতম্। সর্ব্বপাপহরং দেবি পূর্ব্বভাগে ব্যবস্থিতম্॥ ২॥ গোপাদিত্যাত্তথা লিঙ্গং দর্শনাৎ-সর্ব্বকামদম্। অস্মিন্ যুগে সমাখ্যাতং সন্তোষেশ্বর-সংজ্ঞিতম্॥ ৩॥ সন্তুষ্টো ভগবান্ যস্মাত্তেষাং তত্র তপস্বিনাম্। তেন সন্তোষনাম্না তু প্রখ্যাতং ধরণী-তলে॥ ৪॥ যুগলিঙ্গং মহাদেবি সিদ্ধিস্থানং মহা-প্রভম্। স্থানং পাশুপতানাঞ্চ ভেষজং পাপরোগি-ণাম্॥ ৫॥ চত্বারো মুনয়ঃ সিদ্ধাস্তস্মিঁল্লিঙ্গে যশস্বিনি। বামদেবস্ত সাবর্ণিরঘোরঃ কপিলস্তথা। তস্মিঁল্লিঙ্গে তু সংসিদ্ধা অনাদীশে নিরঞ্জনে॥ ৬॥ তস্য দেবস্য সমীপে বনে শ্রীমুখসংজ্ঞিতম্। লক্ষ্মীস্থানং মহা-দেবি সিদ্ধযোগৈস্ত সেবিতম্॥ ৭॥ তত্র পাশুপতাঃ শ্রেষ্ঠা মম লিঙ্গার্চ্চনে রতাঃ। তেষাঞ্চৈব নিবাসার্থং তদ্দেব্যা নির্ম্মিতং বলম্॥ ৮॥ তস্য মধ্যে তু সুশ্রোণি লিঙ্গং পূর্ব্বমুখং স্থিতম্। তস্মিন্ পাশুপতাঃ সিদ্ধা অঘোরাদ্যা মহর্ষয়ঃ। অনেনৈব শরীরেণ গতাস্তে শিবমন্দিরম্॥ ৯॥ তত্র প্রাভাসিকে ক্ষেত্রে সুরসিদ্ধনিষেবিতে। রোচতে মে সদা বাসস্ত-স্মিন্নায়তনে শুভে। সর্ব্বেষামেব স্থানানামতি রম্যমতিপ্রিয়ম্॥ ১০॥ তত্র পাশুপতা দেবি মম ধ্যানপরায়ণাঃ। মম পুত্রাস্ত তে সর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যেণ সংযুতাঃ। ১১॥ দান্তাঃ শান্তা জিতক্রোধা ব্রাহ্মণাস্তে তপস্বিনঃ। তল্লিঙ্গস্য প্রভাবেন সিদ্ধিং তে পরমাং-গতাঃ॥ ১২॥ তস্মাত্তং পূজয়েন্নিত্যং ক্ষেত্রবাসী দ্বিজোত্তমঃ॥ ১৩॥ দেব্যুবাচ। ভগবন্ দেবদেবেশ সংসারার্ণবতারক। প্রভাসে তু মহাক্ষেত্রে ত্বদীয়-ব্রতচারিণাম্॥ ১৪॥ স্থানং তেষাং মহৎপুণ্যং যোগং পাশুপতং তথা। কথয়স্ব প্রসাদেন লিঙ্গ-মাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ১৫॥ কিমাদিনাম দেবস্য কথং পূজ্যো নরোত্তমৈঃ। কথং পাশুপতাস্তত্র সদেহাঃ স্বর্গমাগতাঃ॥ ১৬॥ এতৎকথয় দেবেশ দয়াং কৃত্বা মম প্রভো॥ ১৭॥ ঈশ্বর উবাচ। যস্ত্বয়া পৃচ্ছ্যতে ভদ্রে যোগঃ পাশুপতো মহান্। তেষাং চৈব

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর পাশুপতেশ্বর দেবের সমীপে গমন করিবে। এই দেব উগ্রসেনেশ্বরের পূর্ব্বদিকে গোপাদিত্যের অগ্নি-কোণে, ও ধ্রুবেশ্বরের দক্ষিণে অবস্থিত। ঐ লিঙ্গ দর্শনমাত্রেই সর্ব্বপাপহর ও সর্ব্বকামপ্রদ হইয়া থাকে। ঐ ভগবান্ এইযুগে তপস্বীদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ত্তমানে সন্তোষেশ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। হে মহাদেবি! এই যুগলিঙ্গ সন্তোষ নামে বিখ্যাত। এই লিঙ্গাধি-ষ্ঠিত স্থানই মহামহিম সিদ্ধিস্থান। এই স্থানই পাশুপতগণের আশ্রয় এবং পাপরোগীদিগের ভেষজস্বরূপ। হে যশস্বিনি! বামদেব সাবর্ণি অঘোর ও কপিল, এই মুনিচতুষ্টয় ঐ অনাদি নিরঞ্জন লিঙ্গ সমীপে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সন্তোষেশ্বর দেবের সমীপস্থ কাননে শ্রীমুখ নামে লক্ষ্মীস্থান আছে। উহা সিদ্ধযোগিগণের সেবিত! শ্রেষ্ঠ পাশুপতগণ ঐ কাননে থাকিয়া মদীয় লিঙ্গা-র্চ্চনে নিরত। পাশুপতগণের বাসের নিমিত্তই ঐ বন দেবী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। হে সুশ্রোণি! তাহার মধ্যে উক্ত লিঙ্গ পূর্ব্বমুখে অবস্থিত। পাশুপতগণ এবং অঘোরাদি সিদ্ধ মহর্ষিগণ ঐ স্থানে উপাসনা করিয়াই সশরীরে শিবমন্দিরে গমন করিয়াছেন। প্রভাসের সেই সুর-সিদ্ধনিষেবিত ক্ষেত্রে বাস করিতে আমার সদাই অভিলাষ। ঐ শুভায়তনে অবস্থান আমার একান্তই রুচিকর। ইহা সর্ব্বস্থান অপেক্ষাই মনোরম ও অতীব প্রিয়-তম! হে দেবি! তথায় পাশুপতগণ আমারই ধ্যানে নিরত এবং আমারাই তাঁহারা পুত্র স্থানীয়। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মচারী, দান্ত, শান্ত, জিতক্রোধ, তপস্বী ব্রাহ্মণ। ঐ লিঙ্গের প্রভাবেই তাঁহারা পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব ক্ষেত্রবাসী দ্বিজোত্তম নিত্য ঐ লিঙ্গের পূজা করিবেন। ১—১৩। দেবী কহিলেন—হে সংসারসাগরতারণ দেবদেব ভগবন্! মহাক্ষেত্র প্রভাসে যাঁহারা ভবদীয় ব্রতাচরণে নিরত, তাঁহাদের স্থান মহৎ পুণ্যফল, পাশুপত যোগ ও উত্তম লিঙ্গমাহাত্ম্য আমার নিকট অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন। ঐ দেবের আদি নাম কি ছিল? কিরূপে নরোত্তম-গণের তিনি পূজনীয়? এবং কিরূপেই বা পাশু-পতগণ সদেহে স্বর্গারোহণ করিলেন? হে দেবেশ! কৃপা করিয়া ইহা আমার নিকট বর্ণন করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—ভদ্রে! তুমি মহা-পাশুপত যোগ লিঙ্গপ্রভাব, ও অনাদীশ্বর দেবের

প্রভাবো যস্তথা লিঙ্গস্য সুব্রতে। ১৮। অনাদী-শস্তু দেবস্য আদিনাম মহাপ্রভে। তস্মিঁল্লিঙ্গে তু যে দেবি মদীয়ব্রতমাশ্রিতাঃ। ১৯। চিরং নিয়োগং সুশ্রোণি ব্রতং পাশুপতং মহৎ। ধারয়ন্তি যথোক্তং তু মম বিস্ময়কারকম্। তেষামনুগ্রহার্থায় মম চিত্তং প্রধাবতি। ২০। সূত উবাচ। হরস্য বচনং শ্রুত্বা দেবী বিস্ময়মাগতা। উবাচ বচনং বিপ্রাঃ সর্ব্ব-লোকপতিং পতিম্। ২১। মমাপি কৌতুকং দেব কিমকার্ষীস্ততো ভবান্। তদ্ব্রূহি মে মহাদেব যদ্যহং তব বল্লভা। ২২। তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মহাদেবো জগাদ তাম্। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মম ভক্তবিচেষ্টিতম্। ২৩। দৃষ্ট্বা চৈব তপোনিষ্ঠাং তেষামাদ্যঃ সুরেশ্বরঃ। উবাচ বচনং দেবঃ প্রণতান্ পার্শ্বতঃ স্থিতান্। ২৪। ঈশ্বর উবাচ। গচ্ছ শীঘ্রং নন্দিকেশ যত্র তে মম পুত্রকাঃ। চরন্তি চ ব্রতং ঘোরং মদীয়ং চাতিদুষ্করম্। ২৫। তৎক্ষেত্রস্য প্রভাবেন ভক্ত্যা চ মম নিত্যশঃ। তেন তে মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ স্বশরীরেণ সুব্রতাঃ। ২৬। তস্মান্মদ্বচনান্ন-ন্দিন গচ্ছ প্রাভাসিকং শুভম্। আমন্ত্রয় ত্বং তান্ সর্ব্বান্ কৈলাসং শীঘ্রমানয়। ২৭। ইদং পদ্মং গৃহাণ ত্বং সনালং কলিকোজ্জ্বলম্। লিঙ্গস্য মূর্দ্ধ্নি দত্ত্বেদং পদ্মনালমিহানয়। ২৮। মুক্তস্তদা স বৈ নন্দী দেবদেবেন শম্ভুনা। কৈলাসনিলয়াত্তস্মাৎ প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতঃ। ২৯। দৃষ্ট্বা চৈব পুনর্লিঙ্গং দেবদেবস্য শূলিনঃ। দৃষ্ট্বা তাংশ্চৈব যোগীন্দ্রান্ পরং বিস্ময়মাগতঃ। ৩০। কেচিদ্ধ্যানরতাস্তত্র কেচিদ্ যোগং সমাশ্রিতাঃ। কেচিদ্ব্যাখ্যাং প্রকুর্ব্বন্তি বিচার-মপি চাপরে। ৩১। কুর্ব্বন্ত্যন্যে লিঙ্গপূজাং প্রণামঞ্চ তথাপরে। প্রদক্ষিণং প্রকুর্ব্বন্তি সাষ্টাঙ্গং প্রণমন্তি চ। ৩২। কেচিৎ স্তুতিং প্রকুর্ব্বন্তি ভাবযুক্তাস্তথা পরে। কেচিৎ পূজাঞ্চ কুর্ব্বন্তি অহিংসাকুসুমৈঃ শুভৈঃ। ৩৩। ভস্মস্নানং প্রকুর্ব্বন্তি গণ্ডূকৈঃ স্নাপয়ন্তি চ। এবং ব্যাকুলতাং যাতং তপস্বিগণমণ্ডলম্। ৩৪। তত্তাদৃশমথালোক্য নন্দী বিস্ময়মাগতঃ। চিন্তয়ামাস মনসা সর্ব্বং তেষাং নিরীক্ষ্য চ। ৩৫। আগতোঽহমিমং দেশং ন কশ্চিন্মাং নিরীক্ষতে। ন কেনচিদহং পৃষ্টোঽভ্যাগতঃ কুত্র কস্য চ। ৩৬। অহঙ্কারাবৃতাঃ সর্ব্বে ন বদন্তি চ মাং ক্বচিৎ। এবং

আদি নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এ সম্বন্ধে বলি-তেছি, ঐ লিঙ্গস্থানে মদীয় ব্রতাবলম্বী সাধক-গণ চিরতরে মহাপাশুপত ব্রত-ধারণ করিয়া থাকেন। ঐ ব্রত আমার বড়ই বিস্ময়াবহ। উক্ত ব্রতাবলম্বীদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ চিত্ত আমার সদাই ব্যগ্র। সূত কহিলেন,—বিপ্রগণ! হরের বাক্য শুনিয়া দেবী বিস্মিতভাবে তাঁহার সেই স্বর্গলোক-পতি পতিকে বলিলেন,—দেব! আপনি তাহার পর কি করিলেন? তাহা শুনিতে আমার বড় কৌতুহল হইয়াছে। অতএব আমি যদি আপনার বল্লভা হই, তবে তাহা আমার নিকট বলুন। মহাদেব দেবীর বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—দেবি! মদীয় ভক্তচরিত শ্রবণ কর। আদি-দেব সুরেশ্বর তাঁহাদের তপোনিষ্ঠা এবং তাঁহাদি-গকে প্রণতভাবে পার্শ্বস্থ দেখিয়া নন্দীকে বলিলেন,—হে নন্দিকেশ্বর! শীঘ্র আমার পুত্রগণের নিকট গমন কর। তাহারা মদীয় অতি দুষ্কর কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছে। ক্ষেত্রের প্রভাবে এবং আমার প্রতি সার্ব্বকালিক ভক্তিবশে ঐ সকল সুব্রত মুনি সশরীরে সিদ্ধ হইয়াছেন। অতএব নন্দিন্! তুমি আমার আদেশে শুভ প্রভাসক্ষেত্রে গমন কর এবং উহাঁদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া সত্বর কৈলাস ধামে আনয়ন কর।১৪-২৭। এই কলি-কোজ্জ্বল সনাল কমল গ্রহণ কর। ইহা তত্রত্য লিঙ্গ-মস্তকে প্রদান করিয়া কমলের নালটী এই স্থানে লইয়া আইস। দেবদেব শম্ভুর প্রেরণায় নন্দী কৈলাস ক্ষেত্র হইতে প্রভাসে আগমন করিলেন। আসিয়া দেবদেব শূলপাণির লিঙ্গ এবং তৎসমীপস্থ যোগি-শ্রেষ্ঠকে অবলোকনপূর্ব্বক পরম বিস্ময়াপন্ন হই-লেন। দেখিলেন,—কেহ ধ্যানী, কেহ যোগী, কেহ ব্যাখ্যাতৎপর, কেহ বিচারনিরত, কেহ কেহ লিঙ্গপূজা ও লিঙ্গপ্রণামে নিরত, কেহ প্রদক্ষিণতৎপর, কেহ সাষ্টাঙ্গে প্রণতিনিষ্ঠ, কেহ স্তুতিনিরত, কেহ ভাবযোগ-পরায়ণ, কেহ কেহ শুভ অহিংসাকুসুমে লিঙ্গার্চ্চনরত এবং কেহ কেহ ভস্ম দ্বারা, ও কেহ কেহ গণ্ডূক দ্বারা লিঙ্গ স্নপনে কৃতপ্রযত্ন। এইরূপে সেই তপস্বিগণ সকলেই লিঙ্গার্চ্চনায় ব্যাকুলিত। তদ্দর্শনে নন্দী বিস্মাপন্ন হইলেন এবং তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন,—আমি এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; অথচ কেহই আমায় দেখিতেছে না এবং কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে না, ইহারা সকলে অহঙ্কারাবৃত হইয়াই আমার সহিত কথা কহিতেছে

মনসি সন্ধ্যায় লিঙ্গপার্শ্বমুপাগতঃ ॥ ৩৭ ॥ দত্তং লিঙ্গস্য তৎপদ্ম-নালং ছিত্ত্বা তু নন্দিনা। অর্চ্চয়িত্বা তু তন্নন্দী লিঙ্গং পাশুপতেশ্বরম্। নালং গৃহীত্বা যত্নেন ঋষীন্ বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৮ ॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ। শাসনাদ্দেবদেবস্য ভবতাং পার্শ্বমাগতঃ। আজ্ঞাপয়তি দেবেশস্তপস্বিগণমণ্ডলম্ ॥ ৩৯ ॥ যুষ্মাভিস্তত্র গন্তব্যং যত্র দেবঃ সনাতনঃ। যুষ্মান্ সর্ব্বান্ সমাদায় গমিষ্যামি ভবালয়ম্ ॥ ৪০ ॥ উত্তিষ্ঠতাশু গচ্ছামঃ কৈলাসং পর্ব্বতোত্তমম্। তূষ্ণীম্ভূতাস্ততঃ সর্ব্বে প্রোচুস্তে সংজ্ঞয়া দ্বিজাঃ। গম্যতামগ্রতো নন্দিন্ পশ্চাদেষ্যামহে বয়ম্ ॥ ৪১ ॥ এবমুক্তস্ত মুনিভির্নন্দী শীঘ্রতরং গতঃ। কথয়ামাস তৎসর্ব্বং কুপিতেনান্তরাত্মনা ॥ ৪২ ॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ। দেব তত্র গতোঽহং বৈ যত্র তে যোগিনঃ স্থিতাঃ। সন্তোষিতো ন চৈবাহং কেনচিত্তত্র সংস্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥ ন মাং দেব নিরীক্ষন্তে নালপন্তি কথঞ্চন। পদ্মং তত্র ময়া দেব স্থাপিতং লিঙ্গমূর্দ্ধনি ॥ ৪৪ ॥ উক্তং দেব ময়া তেষাং যোগেন্দ্রাণাং মহেশ্বর। আজ্ঞপ্তা দেবদেবেন ইহাগচ্ছত মা চিরম্ ॥ ৪৫ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচঃ স্বামিন সর্ব্বে তত্র মহর্ষয়ঃ। আগমিষ্যাম ইতি বৈ পৃষ্ঠতো গচ্ছ মা চিরম্ ॥ ৪৬ ॥ ইত্যুক্তে তৈস্তথা দেব অহং শীঘ্রমিহাগতঃ। নালং চেমং গৃহাণ ত্বং যথেষ্টং কুরু মে প্রভো ॥ ৪৭ ॥ একং মে সংশয়ং দেব চ্ছেত্তুমর্হসি সাম্প্রতম্। ময়া বিনা মহাদেব আগমিষ্যন্তি তে কথম্। সংশয়ো মে মহাদেব কথয়স্ব মহেশ্বর ॥ ৪৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু নন্দিন্ যথাশ্চর্য্যং তেষাং বৈ ভাবিতাত্মনাম্। ন দৃশ্যন্ত ইমে সিদ্ধা মাং মুক্ত্বান্যৈঃ সুরৈরপি ॥ ৪৯ ॥ মদ্ভাবভাবিতাস্তে বৈ যোগং বিন্দন্তি শঙ্করম্। পশ্যৈতৎ কৌতুকং নন্দিন দর্শয়ামি তবাধুনা ॥ ৫০ ॥ আনীতং যত্ত্বয়া নালং তস্মিন্নালে তু সূক্ষ্মবৎ। প্রবিশ্য চাগতাঃ সর্ব্বে যোগৈশ্বর্য্যবলেন চ ॥ ৫১ ॥ এবমুক্তস্তদা নন্দী বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ। অপশ্যন্নালমধ্যস্থান্ মহর্ষীন্ পরমাণুবৎ ॥ ৫২ ॥ যথার্করশ্মিমধ্যস্থা দৃশ্যন্তে পরমাণবঃ। এবং তন্নালমধ্যস্থা দৃশ্যন্ত ঋষয়ঃ পৃথক্ ॥ ৫৩ ॥ এবং দৃষ্ট্বা তদা নন্দী বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ। আশ্চর্য্যং পরমং গত্বা কিঞ্চিন্নৈবাব্রবীৎ পুনঃ ॥ ৫৪ ॥ এবং তৎ কৌতুকং

না, এইরূপ মনে করিয়া নন্দী লিঙ্গপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং পদ্মনাল ছেদন করিয়া লিঙ্গ মস্তকে প্রদানপূর্ব্বক পাশুপতেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনান্তে সযত্নে পদ্মনাল গ্রহণ করিয়া ঋষিগণকে বলিলেন, —আমি দেবদেবের শাসনে আপনাদের নিকট আগমন করিয়াছি। ভবাদৃশ তপস্বীদিগকে দেবদেব আজ্ঞা করিয়াছেন,—আপনাদিগকে সেই সনাতন দেবের সন্নিধানে গমন করিতে হইবে। আমি আপনাদিগের সকলকে লইয়া ভবমন্দিরে গমন করিব। অতএব গাত্রোত্থান করুন। আমরা সকলেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে গমন করি। এই কথা শুনিয়া সেই দ্বিজগণ প্রথমে তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন,—নন্দিন্! আপনি অগ্রে গমন করুন। আমরা পশ্চাৎ আসিতেছি। মুনিগণ এই কথা কহিলে নন্দী সত্বর কৈলাসে গিয়া কুপিত চিত্তে দেবদেবকে সেই সকল কথা কহিলেন। নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—দেব! আমি সেই যোগিগণের নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু তত্রত্য কেহই আমার সন্তোষ সাধন করে নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ আমার সহিত আলাপ বা আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। হে দেব! আমি সেই লিঙ্গ মস্তকে পদ্মস্থাপনপূর্ব্বক সেই যোগিশ্রেষ্ঠগণকে বলিলাম,—দেবদেব মহাদেব আদেশ করিয়াছেন,—তোমরা অবিলম্বে আমার সহিত আগমন কর। হে স্বামিন্! এই কথা শুনিয়া সেই মহর্ষিরা বলিলেন,—তুমি যাও আমরা পশ্চাৎ আসিব। হে দেব! তাঁহারা এই কথা কহিলে আমি সত্বর চলিয়া আসিয়াছি। প্রভো! এই সেই পদ্মনাল গ্রহণ করুন। হে দেব! এ ক্ষেত্রে আমার একটী সংশয় আছে, তাহা আপনি ছেদন করুন। আমার সংশয় এই যে আমি ব্যতীত ঐ সকল মহর্ষি কিরূপে কৈলাসে আগমন করিবেন? হে মহেশ্বর! এ সংশয় আমার নিরাকরণ করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে নন্দিন্। সেই সকল ভাবিতাত্মা ঋষির আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর। আমি ভিন্ন অন্যান্য কোন দেবই ঐ সকল সিদ্ধ ঋষিদিগকে দর্শন করিতে সক্ষম নহেন। কেননা তাঁহারা মদ্ভাবে ভাবিত হইয়া শৈব যোগ লাভ করিয়াছেন। হে নন্দিন্! অধুনা তোমায় আমি এক কৌতুক দেখাইতেছি। ঐ যে তুমি পদ্মনাল আনয়ন করিয়াছ, সেই সকল ঋষি যৌগৈশ্বর্য্যবলে উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্মাকারে আসিয়াছেন। মহাদেব এই কথা কহিলে, নন্দী বিস্ময়োৎফুল্ল-নয়নে সেই নালমধ্যস্থ মহর্ষিদিগকে পরমাণুবৎ অবলোকন

দৃষ্ট্বা দেবী বচনমব্রবীৎ। কিং দৃশ্যতে মহাদেব হৃষ্টঃ কস্মান্মহেশ্বর ॥ ৫৫ ॥ ইত্যুক্তে বচনে দেব্যা প্রোবাচেদং মহেশ্বরঃ ॥ ৫৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ। যোগযুক্তা মহাত্মানো যোগে পাশুপতে স্থিতাঃ। এতে মাঞ্চ সমারাধ্য প্রভাসক্ষেত্রবাসিনম্। ঈদৃশীং সিদ্ধিমাপন্নাঃ স্বচ্ছন্দগতিচারিণঃ ॥ ৫৭ ॥ ইত্যুক্তবতি দেবেশ ঋষয়স্তে মহাপ্রভাঃ। পদ্মনালাদ্বিনিঃসৃত্য সর্ব্বে বৈ যোগমায়য়া। প্রদক্ষিণাং প্রকুর্ব্বন্তি দেবং দেব্যা বহিষ্কৃতম্ ॥ ৫৮ ॥ দেব্যুবাচ। কিমর্থং মাং ন পশ্যন্তি দুরাধার ইমে দ্বিজাঃ। বিস্ময়োঽয়ং মহাদেব কথয়স্ব প্রসাদতঃ ॥ ৫৯ ॥ ঈশ্বর উবাচ। প্রকৃতিস্থাং ন পশ্যন্তি সিদ্ধা হ্যেতে মহাতপাঃ। এবমুক্তা তু গিরিজা দেবদেবেন শূলিনা ॥ ৬০ ॥ চুকোপ তেষাং সুশ্রোণী শশাপ ক্রোধিতাননা। স্ত্রীলোলেন দুরাচারা নাশমেষ্যথ গর্ব্বিণঃ ॥ ৬১ ॥ রাজপ্রতিগ্রহাসক্তা বৃত্ত্যা দেবার্চ্চনে রতাঃ। ভবিষ্যথ কলৌ প্রাপ্তে লিঙ্গদ্রব্যোপজীবিনঃ ॥ ৬২ ॥ বেশ্যাসক্তাশ্চ সম্ভ্রান্তাঃ সর্ব্বলোকবহিষ্কৃতাঃ। দেবদ্রব্যবিনাশায় ভবিষ্যথ কলৌ যুগে ॥ ৬৩ ॥ ইতি দত্তে তদা শাপ ঋষীণাং চ মহাত্মনাম্। গৌরীং প্রসাদয়ামাসুস্তে চ সর্ব্বে সুরেশ্বরাঃ ॥ ৬৪ ॥ দেবদেবস্য বচনাৎপ্রসন্না সাভবৎপুনঃ। নালং দেবোঽপি সংগৃহ্য দক্ষিণাশাং সমাক্ষিপৎ ॥ ৬৫ ॥ পতিতং তচ্চ বৈ নালং প্রভাসক্ষেত্রমধ্যতঃ। তদেব লিঙ্গং সঞ্জাতং মহানালেতি বিশ্রুতম্ ॥ ৬৬ ॥ কলৌ যুগে চ সম্প্রাপ্তে তদ্ধ্রুবেশ্বরসংজ্ঞিতম্। সংস্থিতং চোত্তরেশানে তস্মাৎপাশুপতেশ্বরাৎ ॥ ৬৭ ॥ পুরানাদীশনামেতি পশ্চাৎ পাশুপতেশ্বরঃ। প্রভাসে তু মহাক্ষেত্রে স্থিতঃ পাতকনাশনঃ ॥ ৬৮ ॥ ইদং স্থানং পরং শ্রেষ্ঠং মম ব্রতনিষেবনম্। ইদং লিঙ্গং পরং ব্রহ্ম অনাদীশেতি সংজ্ঞিতম্ ॥ ৬৯ ॥ অত্র সিদ্ধিশ্চ মুক্তিশ্চ ব্রাহ্মণানাং ন সংশয়ঃ। অনেনৈব শরীরেণ ষড্ভির্মাসৈস্তু সিধ্যতি ॥ ৭০ ॥ সংসারস্য বিমোক্ষার্থমিদং লিঙ্গং তু দৃশ্যতাম্। দুর্ল্লভং সর্ব্বলোকানামিদং মোক্ষপ্রদং পরম্। ইদং পাশুপতং জ্ঞানমস্মিঁল্লিঙ্গে প্রতি-

করিলেন। যেমন অর্করশ্মি মধ্যে পরমাণু সকল দেখা যায়, তেমনি নালমধ্যস্থ ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্নরূপে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। নন্দী তদ্দর্শনে বিস্ময়োৎফুল্ল-নয়নে পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আর কিছু মাত্র বাক্যব্যয় করিলেন না। তখন ঐরূপ কৌতুক দেখিয়া দেবী বলিলেন,—মহাদেব! কি দেখিতেছেন? কেন হৃষ্ট হইতেছেন? দেবী এই কথা কহিলে, মহেশ্বর কহিলেন—এই সকল যোগযুক্ত মহাত্মগণ পাশুপত যোগে অবস্থিত হইয়া প্রভাসক্ষেত্রে আমাকে আরাধনা করিয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং স্বচ্ছন্দ গতি লাভ করিয়াছেন। দেবদেব এই কথা কহিলে, মহাপ্রভ ঋষিগণ যোগমায়াবলম্বনে পদ্মনাল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবীকে বাদ দিয়া দেবদেবকে প্রদক্ষিণ করিলেন। দেবী কহিলেন,—মহাদেব! অনুগ্রহ করিয়া বলুন, কি নিমিত্ত ঐ দুর্বৃত্ত দ্বিজগণ আমাকে দেখিল না; এতো বড়ই বিস্ময়ের কথা! ঈশ্বর কহিলেন,—এই সকল মহাতপা সিদ্ধগণ প্রকৃতিস্থ হেতু দেখেন। তৎশ্রবণে গিরিজা কুপিত হইলেন এবং সক্রোধে তাঁহাদিগকে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন যে, রে দুর্বৃত্ত গর্ব্বিত ব্রাহ্মণগণ! স্ত্রীচাপল্যেই তোরা নষ্ট হইবি। কলিকালে তোরা রাজপ্রতিগ্রহে আসক্ত হইবি; লিঙ্গ দ্রব্যই তোদের উপজীবিকা এবং দেবার্চ্চনাই বৃত্তি হইবে। তোরা বেশ্যাসক্ত, সম্ভ্রান্ত, ও সর্ব্বলোক হইতে বহিষ্কৃত হইবি। কলিতে দেবদ্রব্য নষ্ট করাই তোদের কার্য্য হইবে। গৌরী মহাত্মা ঋষিগণকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন, তাহারা এবং সমস্ত সুরেশ্বরেরা গৌরীকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন। দেবদেব নিজেও অনুরোধ করিলেন। তখন দেবী পুনরায় প্রসন্ন হইলেন। দেবদেব সেই পদ্মনাল লইয়া গিয়া দক্ষিণ দিকে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ নাল প্রভাসক্ষেত্রে পতিত হইয়া মহানাল নামে বিখ্যাত এক লিঙ্গরূপে পরিণত হইল।২৮—৬৬। কলিযুগের অধিকারে উহা ধ্রুবেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া পাশুপতেশ্বরের উত্তরে ঈশানকোণে অবস্থান করিল। পূর্ব্বে যে লিঙ্গ অনাদীশ নামে খ্যাত হইত, পরবর্ত্তী কালে তাহাই পাশুপতেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ঐ পাপহর লিঙ্গ মহাক্ষেত্রে প্রভাসে অবস্থিত। এই স্থানই আমার ব্রতচর্য্যার পরম স্থান; এবং অনাদীশ লিঙ্গই পরম ব্রহ্ম। এখানে ব্রাহ্মণগণের সিদ্ধি এবং মুক্তি উভয়ই হইয়া থাকে। সাধক তাহার বর্ত্তমান দেহেই ছয় মাসে এখানে সিদ্ধিলাভ করে। অতএব সংসারমোচনের জন্য এই লিঙ্গ দর্শন কর। যাহা সর্ব্বলোক দুর্লভ, পরম মোক্ষপ্রদ, সেই পাশুপত জ্ঞান এই লিঙ্গেই প্রতি-

ষ্ঠিতম্॥ ৭১॥ যশ্চৈনং পূজয়েদ্ভক্ত্যা মাঘে মাসি নিরন্তরম্। সর্ব্বেষাং বৈ ক্রতূনাং চ দানানাং লভতে ফলম্॥ ৭২॥ হিরণ্যং তত্র দাতব্যং সম্যগ্‌যাত্রাফলেপ্সুভিঃ॥ ৭৩॥ ইত্যেতৎকথিতং দেবি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। পশুপাশবিমোক্ষার্থং সম্যক্‌পাশুপতেশ্বরম্॥ ৭৪॥ চতুর্ণামপি বর্ণানাং পূজ্যো ব্রাহ্মণ উচ্যতে। তস্য চৈবাধিকারোঽস্তি চাস্মিন্ পাশুপতেশ্বরে॥ ৭৫॥ যদ্দেবতানাং প্রথমং পবিত্রং বিশ্বব্রতং পাশুপতং বভূব। অয়ং পন্থা নৈষ্ঠিকো বৈ ময়োক্তো যেন দেবা যান্তি ভুবনানি বিশ্বা॥ ৭৬॥ সুরাং পীত্বা গুরুদারাংশ্চ গত্বা স্তেয়ং কৃত্বা ব্রাহ্মণং চাপি হত্বা। ভস্মচ্ছন্নো ভস্মশয্যাশয়ানো রুদ্রাধ্যায়ী মুচ্যতে পাতকেভ্যঃ॥ ৭৭॥ অগ্নিরিত্যাদিনা ভস্ম গৃহীত্বাঙ্গানি সংস্পৃশেৎ। গৃহ্নীয়াৎ সংযতে চাগ্নৌ ভস্ম তদ্‌গৃহবাসিনাম্॥ ৭৮॥ অগ্নিরিতি ভস্ম বায়ুরিতি ভস্ম জলমিতি ভস্ম স্থলমিতি ভস্ম সর্ব্বং হ বা ইদং ভস্মাভবৎ। এতানি চক্ষুংষি নাদীক্ষিতঃ সংস্পৃশেৎ॥ ৭৯॥ ব্রাহ্মণৈশ্চ সমাদেয়ং ন তু শূদ্রৈঃ কদাচন। নাধিকারোঽস্তি শূদ্রস্য ব্রতে পাশুপতে সদা॥ ৮০॥ ব্রাহ্মণেষ্বধিকারোঽস্তি ব্রতে পাশুপতে শুভে। ব্রাহ্মণীং তনুমাস্থায় সম্ভবামি যুগেযুগে॥ ৮১॥ চণ্ডালবেশ্মন্যথ বা শ্মশানে রাজ্ঞশ্চ মার্গেষ্বথ বর্ত্মমধ্যে। করীষমধ্যে নিঃসৃতা নরাধমাঃ শৈবং পদং যান্তি ন সংশয়োঽত্র॥ ৮২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পাশুপতেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩০॥

একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ। যদেতদ্ভবতা প্রোক্তং নালেশ্বরমিতি শ্রুতম্। ধ্রুবেশ্বরেতি তল্লিঙ্গং কথং বৈ সমুদ্ভূতং॥ ১॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ধ্রুবেশ্বরমহোদয়ম্। যচ্ছ্রুত্বা মানবো দেবি মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ॥ ২॥ উত্তানপাদনৃপতেঃ পুত্রোঽভূদ্‌ধ্রুবসংজ্ঞিতঃ। মহাত্মা জ্ঞানসম্পন্নঃ সর্ব্বজ্ঞঃ প্রিয়দর্শনঃ॥ ৩॥ স কদাচিৎসমাসাদ্য প্রভাসং ক্ষেত্রমুত্তমম্। ততাপ বিপুলং দেবি তপঃ পরমদারুণম্॥ ৪॥ দিব্যং বর্ষসহস্রং তু প্রাতিষ্ঠাপ্য মহেশ্বরম্। সম্পূজয়তি সদ্ভক্ত্যা স্তৌতি স্তোত্রৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ॥ ৫॥ তৎ স্তোত্রং তে প্রবক্ষ্যামি যেনাহং

ষ্ঠিত। যে ব্যক্তি মাঘ মাসে প্রত্যহ ভক্তি করিয়া এই লিঙ্গের পূজা করে, তাহার সমস্ত যজ্ঞ ও দানফল হইয়া থাকে। সম্যক্ যাত্রাফলেপ্সু ব্যক্তিগণ ঐ স্থানে সুবর্ণ দান করিবে। হে দেবি! এই আমি পশুপাশবিমোক্ষণার্থ পাশুপতেশ্বরের পাপনাশন মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ব্রাহ্মণই চতুর্বর্ণের পূজ্য; এই পাশুপতেশ্বরে তাঁহারই অধিকার আছে। দেবগণের যাহা আদি পবিত্র ব্রত, তাহা পাশুপত। এই পাশুপত পন্থাই নৈষ্ঠিক পন্থা বলিয়া আমি বর্ণন করিলাম। এই পথ ধরিয়াই সুর নরাদি সমস্ত বিশ্ববাসী প্রয়াণ করিয়া থাকেন। সুরাপান, গুরুদারগমন, স্তেয়, এবং ব্রহ্মহত্যা করিয়া নর ভস্মভূষিত, ভস্মশয্যায় শয়ান, ও রুদ্রাধ্যায়পাঠে নিরত হইলে পাতকমুক্ত হয়। 'অগ্নিরিত্যাদি মন্ত্রে ভস্ম গ্রহণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিবে। অগ্নি সংযত হইলে ভস্ম গ্রহণ করিবে। অগ্নি, বায়ু, জল, স্থল এমন কি সমস্তই ভস্ম হইয়াছিল! অদীক্ষিত ব্যক্তি এই সকল ভস্ম চক্ষুতে স্পর্শ করাইবে না। ব্রাহ্মণেই ভস্ম গ্রহণ করিবে, শূদ্রে নহে। শূদ্রের পাশুপত ব্রতে অধিকার নাই। শুভ পাশুপতব্রতে ব্রাহ্মণেরই অধিকার। আমি ব্রাহ্মণদেহ অবলম্বন করিয়া যুগে যুগে সম্ভূত হইয়া থাকি। চণ্ডালগৃহে, শ্মশানে, রাজপথে, পথান্তরে, বা করীষমধ্যে নরাধমেরাও ভস্মভূষিত হইলে শৈবপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৭১—৮২।

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩০।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

দেবী কহিলেন,—আপনি এই যে নালেশ্বরের কথা কহিলেন, উহা ধ্রুবেশ্বর লিঙ্গরূপে কিরূপে উৎপন্ন হইল? ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! শ্রবণ কর,—ধ্রুবেশ্বরের মাহাত্ম্য বলিতেছি—যাহা শ্রবণে মানব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। উত্তানপাদ নৃপতির ধ্রুব নামে এক পুত্র ছিলেন। তিনি মহাত্মা, জ্ঞানসম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। একদা তিনি প্রভাসক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া দিব্য সহস্রবর্ষব্যাপিনী ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করেন। অনন্তর তিনি ঐ স্থানে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা ও পৃথক্ পৃথক্ স্তোত্র দ্বারা স্তব করিতে থাকেন। সেই স্তব আমি তোমায়

তুষ্টিমাগতঃ ॥ ৬ ॥ ধ্রুব উবাচ। কৈলাসতুঙ্গশিখরং প্রবিকম্পমানং কৈলাসশৃঙ্গসদৃশেন দশাননেন। যঃ পাদপদ্মপরিপীড়নয়া দধার তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ৭ ॥ যেনাসুরাশ্চাপি দনোশ্চ পুত্রা বিদ্যাধরোরগগণৈশ্চ বৃতাঃ সমগ্রাঃ। সংযোজিতা ন তু ফলং ফলমূলমুক্তাস্তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ৮ ॥ যস্যাখিলং জগদিদং বশবর্ত্তি নিত্যং যোঽষ্টাভিরেব তনুভির্ভুবনানি ভুঙ্ক্তে। যঃ কারণং পরমকারণকারণানাং তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ৯ ॥ যঃ সব্যপাণিকমলাগ্রনখেন দেবস্তৎ পঞ্চমঞ্চ সহসৈব পুরাতিকৃষ্টঃ। ব্রাহ্মং শিরস্তরুণপদ্মনিভং চকর্ত্ত তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ১০ ॥ যস্য প্রণম্য চরণৌ বরদস্য ভক্ত্যা স্তুত্বা চ বাগ্ভিরমলাভিরতন্দ্রিতাভিঃ। দীপ্তস্তমাংসি নুদতি স্বকরৈর্বিবস্বাংস্তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ১১ ॥ যঃ পঠেৎ স্তবমিদং রুচিরার্থং মানবো ধ্রুবকৃতং নিয়তাত্মা। বিপ্রসংসদি সদা শুচিসিদ্ধঃ স প্রয়াতি শিবলোকমনাদিম্ ॥ ১২ ॥ তস্যৈবং স্তবতো দেবি তুষ্টোঽহং ভাবিতাত্মনঃ। পূর্ণে বর্ষসহস্রান্তে ধ্রুবস্যাহ মহাত্মনঃ ॥ ১৩ ॥ পুত্র তুষ্টোঽস্মি ভদ্রন্তে জাতস্ত্বং নির্ম্মলোঽধুনা। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মাং বিগতজ্বরঃ ॥ ১৪ ॥ যচ্চ তে মনসা কিঞ্চিৎ কাঙ্ক্ষিতং ফলমুত্তমম্। তৎসর্ব্বন্তে প্রদাস্যামি ব্রূহি শীঘ্রং মমাগ্রতঃ ॥ ১৫ ॥ ব্রাহ্ম্যং বা বৈষ্ণবং শাক্রং পদমন্যৎ সুদুর্লভম্। দদামি নাত্র সন্দেহো ভক্ত্যা সম্প্রীণিতস্তব ॥ ১৬ ॥ ধ্রুব উবাচ। ব্রাহ্ম্যং বৈষ্ণবং মাহেন্দ্রং পদমাবৃত্তিলক্ষণম্। বিদিতং মম তৎসর্ব্বং মনসাপি ন কাময়ে ॥ ১৭ ॥ যদি তুষ্টোঽসি মে দেব ভক্তিং দেহি সুনির্ম্মলাম্। অস্মিল্লিঙ্গে সদা বাসং কুরু দেব বৃষধ্বজ ॥ ১৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ইতি যৎ প্রার্থিতং সর্ব্বং তদস্তু সর্ব্বমেব হি। স্থানঞ্চ তস্য তদ্ধ্রৌব্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ১৯ ॥ শ্রাবণস্য অমাবাস্যাং যস্তল্লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ। অশ্বযুক্পৌর্ণমাস্যাং বা সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ২০ ॥ অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্। রূপবান্ সুভগো ভোগী সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ। হংসযুক্তবিমানেন রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ২১ ॥ অসুরসুরগণানাং পূজিতস্য ধ্রুবস্য কথয়তি কমনীয়াং

বলিতেছি; এই স্তবে আমও তুষ্টিলাভ করিয়াছিলাম। ধ্রুব বলিয়াছিলেন,—কৈলাসশৈল সদৃশ দশানন কর্ত্তৃক পরিকম্প্যমান কৈলাসের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ যিনি পাদপদ্মপরিপীড়নে স্থিরীকৃত করিয়াছিলেন, সেই শরণদ শঙ্করের আমি শরণ লইতেছি। যিনি ফল-মূল-মুক্ত দৈত্য ও অসুরগণকে বিদ্যাধরোরগগণের সহিত ফল বিয়োজিত করেন নাই, সেই শরণদ শঙ্করের আমি শরণ লইতেছি। এই অখিল জগৎ যাঁহার নিত্য বশবর্ত্তী, যিনি অষ্ট মূর্ত্তি দ্বারা ত্রিভুবন পালন করেন, এবং যিনি কারণ-কারণেরও পরম কারণ, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ লইতেছি। যিনি পূর্ব্বে রুষ্ট হইয়া সব্য পাণিকমলের নখ দ্বারা ব্রহ্মার পঞ্চম শির ছেদন করিয়াছেন, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ লইতেছি। দীপ্ত দিবাকর যাঁহার চরণকমলে প্রণত হইয়া এবং অমল অভ্রান্ত বাক্যে স্তব করিয়া স্বীয় কিরণ দ্বারা তমঃ-অপনোদন করেন, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ লইতেছি। যে জন সংযতাত্মা হইয়া বিপ্রসভায় ধ্রুবকৃত এই রুচিরার্থ স্তব পাঠ করে, সে অনাদি শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। হে দেবি! মহাভাগ ধ্রুব এইরূপ সহস্র বৎসর স্তব করিলে আমি তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলাম—অয়িপুত্র! আমি তুষ্ট হইয়াছি, অধুনা তুমি নির্ম্মল হইয়াছ। এই আমি তোমায় দিব্য চক্ষু প্রদান করিলাম, তুমি নিরুদ্বেগে দর্শন কর। আর তোমার যাহা যাহা কাঙ্ক্ষিত, তাহা বল আমি সত্বর তোমায় প্রদান করিতেছি। ১—১৫। আমি তোমার অচলা ভক্তিতে প্রীণিত হইয়াছি, তুমি ব্রাহ্ম বা বৈষ্ণব বা ঐন্দ্র অথবা অন্য যে কোন সুদুর্লভপদ প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই তোমাকে দিব সন্দেহ নাই। ধ্রুব বলিলেন,—ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, বা ঐন্দ্রপদ পুনরাবৃত্তি-লক্ষণ, ইহা আমার বিদিত; সুতরাং সে সকলের কোনপদই আমার মনোভীষ্ট নহে। হে দেব! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমায় সুনির্ম্মলা ভক্তি দান করুন। হে বৃষধ্বজ! আপনি এই লিঙ্গে সদা বাস করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—ধ্রুবের এই সমস্ত প্রার্থিত বস্তুই প্রদত্ত হইল। বিষ্ণুর পরমপদই ধ্রুবস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। শ্রাবণের অমাবস্যায় অথবা আশ্বিনের পূর্ণিমায় ঐ লিঙ্গের পূজা করিলে মানবের অশ্বমেধফললাভ হয়। অপুত্র পুত্র ও ধনার্থী ধন লাভ করে। এই লিঙ্গপূজাকারী রূপবান্, সৌভাগ্যবান্, ও সর্ব্বশাস্ত্রার্থসুনিপুণ হইয়া

কীর্ত্তিমেতাং শৃণোতি। সকলসুখনিধানং রুদ্রলোকং সুশান্তং সুরগণদনুনাথৈরর্চ্চিতং যাত্যনন্তম্॥ ২২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধ্রুবেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩১॥

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি বৈষ্ণবীং শক্তিমুত্তমাম্। সোমেশাদীশদিগ্‌ভাগে নাতিদূরে ব্যবস্থিতাম্॥ ১॥ সিদ্ধলক্ষ্মীতি বিখ্যাতা হ্যত্র পীঠাধিদেবতা॥ ২॥ ব্রহ্মাণ্ডে প্রথমং পীঠং যৎ প্রভাসং ব্যবস্থিতম্। তত্র দেবি মহাপীঠে যোগিন্যো ভূচরাঃ খগাঃ। ভৈরবেণ সমেতাস্তু ক্রীড়ন্তে স্বেচ্ছয়া প্রিয়ে॥ ৩॥ জালন্ধরং মহাপীঠং কামরূপং তথৈব চ। শ্রীমদ্রুদ্রনৃসিংহঞ্চ চতুর্থং পীঠমুত্তমম॥ ৪॥ রত্নবীর্য্যং মহাপীঠং কাশ্মীরং পীঠমেব চ। এতানি দেবি পীঠানি যো বেত্তি স চ মন্ত্রবিৎ॥ ৫॥ সর্ব্বেষাং চৈব পীঠানামাধারং পীঠমুত্তমম্। সৌরাষ্ট্রে তু মহাদেবি নাম্না খ্যাতং মহোদয়ম্। কামরূপধরং স্থানং যত্রাদ্যাপি প্রবর্ত্ততে॥ ৬॥ তত্র পীঠে স্থিতা দেবী মহালক্ষ্মীতি বিশ্রুতা। সর্ব্বপাপপ্রশমনী সর্ব্বকার্য্যশুভপ্রদা॥ ৭॥ শ্রীপঞ্চম্যাং নরো যস্তু পূজয়েত্তাং বিধানতঃ। গন্ধপুষ্পাদিভির্ভক্ত্যা তস্যালক্ষ্মীভয়ং কুতঃ॥ ৮॥ উত্তরাং দিশমাস্থায় মহালক্ষ্ম্যাস্তু সন্নিধৌ। যো জপেন্মন্ত্ররাজ্ঞীং তাং সিদ্ধলক্ষ্মীতি বিশ্রুতাম্॥ ৯॥ লক্ষজাপ্যবিধানেন দীক্ষাস্নানাদিপূর্ব্বকম্। দশাংশহোমসংযুক্তং ত্রিমধুশ্রীফলৈস্তিভিঃ॥ ১০॥ এবং প্রত্যক্ষতাং যাতি তস্য লক্ষ্মীর্ন সংশয়ঃ। দদাতি বাঞ্ছিতাং সিদ্ধিমিহ লোকে পরত্র চ॥ ১১॥ তৃতীয়ায়ামথাষ্টম্যাং চতুর্দ্দশ্যাং বিধানতঃ। যস্তাং পূজয়তে ভক্ত্যা তস্য সিদ্ধিঃ করে স্থিতা॥ ১২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সিদ্ধলক্ষ্মীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩২॥

অন্তে হংসযুক্ত বিমানে রুদ্রলোকে বিহার করিয়া থাকে। এই সুরাসুরপূজিত ধ্রুবের রমণীয় কীর্ত্তিকথা যে সুশান্ত ব্যক্তি শ্রবণ করে, যে সুরাসুরার্চ্চিত সকল সুখনিদান, রুদ্রলোকে উপনীত হয়। ১৬—২২।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩১।

দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর সোমেশ্বরের ঈশানকোণে অনতিদূরস্থিতা উত্তম বৈষ্ণবী শক্তি সমীপে গমন করিবে। এই স্থানের পীঠাধিদেবতা সিদ্ধলক্ষ্মী নামে বিখ্যাতা। ব্রহ্মাণ্ডে আদি পীঠ প্রভাস। হে দেবি! এই মহাপীঠে ভূচর, খেচর, যোগিনীগণ, ভৈরব সহ যথেচ্ছ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। প্রভাসব্যতীত আরও কয়েকটী মহাপীঠ আছে, যথা—জালন্ধর, কামরূপ, শ্রীরুদ্রনৃসিংহ, রত্নবীর্য্য ও কাশ্মীর। এই সকল মহাপীঠতত্ত্ব যে জানে, সেই মন্ত্রবিৎ। হে মহাদেবি! সমস্ত পীঠের উত্তম আধারপীঠ সৌরাষ্ট্রে অবস্থিত। উহা মহোদয় নামে খ্যাত। অদ্যাপি ঐ পীঠে কামরূপী স্থান প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই পীঠস্থ দেবী মহালক্ষ্মী নামে বিখ্যাত। ঐ দেবী সর্ব্বপাপপ্রশমনী ও সর্ব্বকার্য্যশুভদায়িনী। যে নর শ্রীপঞ্চমীদিনে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা ভক্তিভরে তাঁহার পূজা করে, তাহার অলক্ষ্মী ভয় থাকে না। মহালক্ষ্মীর সমীপে উত্তরদিকে অবস্থিতা মন্ত্ররাজ্ঞী সিদ্ধলক্ষ্মী দেবীর মন্ত্র যে নর জপ করে; লক্ষ্মী তাহার প্রত্যক্ষ হন এবং ইহ পরলোকে তাহাকে বাঞ্ছিত সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। দীক্ষা স্নানাদি করিয়া লক্ষবার জপ করিতে হয় এবং ঐ জপের দশমাংশ হোম করিতে হয়। এইরূপে লক্ষ্মী প্রত্যক্ষ হন—হইয়া ইহ পরকালে বাঞ্ছিত সিদ্ধি প্রদান করেন। তৃতীয়া, অষ্টমী কিম্বা চতুর্দ্দশী দিনে যে নর সিদ্ধলক্ষ্মীর পূজা করে, সিদ্ধি তাহার করস্থা হইয়া থাকে।১—১২।

দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩২।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তত্রৈব সংস্থিতা দেবি মহাকালীতি বিশ্রুতা। অধঃ স্থিতে মহাপীঠে পাতালবিবরান্বিতে ॥ ১ ॥ সর্ব্বদুঃখপ্রশমনী সর্ব্বশত্রুক্ষয়ঙ্করী। পূজনীয়া বিধানেন কৃষ্ণাষ্টম্যাং মহানিশি। গন্ধৈঃ পুষ্পৈস্তথাধূপৈঃ ক্রবৈর্ব্বলিভিরেব চ ॥ ২ ॥ ফলতৃতীয়াং নারী চ কুর্য্যাদ্বৈ তত্র ভাবিতা। বর্ষমেকং সিতে পক্ষে দেবীং পূজ্য বিধানতঃ। ফলানি ব্রাহ্মণে দেয়ান্যেব নূনং বিধানতঃ ॥ ৩ ॥ এতানি বর্জ্জয়েদন্নে হ্যন্নানি সুরসুন্দরি। নিষ্পাবা আঢ়কী মুদ্গা মাষাশ্চৈব কুলত্থকাঃ ॥ ৪ ॥ মসূরা রাজমাষাশ্চ গোধূমাস্ত্রিপুটাস্তথা। চণকা বর্ত্তুলা বাপি মকুষ্ঠাশ্চৈবমাদয়ঃ ॥৫॥ ন ভক্ষ্যাস্তাবত্তে দেবি যাবদ্গৌরীব্রতং চরেৎ। তস্যাঃ পুণ্যফলং বক্ষ্যে কথ্যমানং শৃণুষ্ব মে ॥ ৬ ॥ ধনং ধান্যং গৃহে তস্যা ন কদাচিৎ ক্ষয়ং ব্রজেৎ। দুঃখিতা দুর্ভগা দীনা সপ্ত জন্মানি নো ভবেৎ ॥ ৭ ॥ মহাকালীব্রতং প্রোক্তং দেব্যা মাহাত্ম্যসংযুতম্। কৃতং পাতকনাশায় সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে ॥ ৮ ॥ এবং দেবি সমাখ্যাতং মহাকালীমহোদয়ম্। ক্ষেত্রপীঠং মহাদেবি মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ৯ ॥ অশ্বযুক্শুক্লপক্ষে তু নবম্যাং তত্র জাগৃয়াৎ। পীঠে পূজাবলিং দত্ত্বা মন্ত্রং কামং জপেন্নিশ। সৌম্যচিত্তঃ সমাপ্নোতি বাঞ্ছিতাং সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাকালীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি পুষ্করাবর্ত্তকাং নদীম্। ব্রহ্মকুণ্ডাদুত্তরতো নাতিদূরে ব্যবস্থিতাম্ ॥ ১ ॥ পুরা যজ্ঞে বর্ত্তমানে সোমস্য তু মাহাত্মনঃ। ব্রহ্মা সুরগণৈঃ সার্দ্ধং প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতঃ ॥ ২ ॥ সোমনাথপ্রতিষ্ঠার্থমৃক্ষরাজনিমন্ত্রিতঃ। প্রতিজ্ঞাতং পুরা তেন ব্রহ্মণা লোককারিণা ॥ ৩ ॥ যাবৎ স্থাস্যাম্যহং মর্ত্ত্যে কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে। তাবৎ সন্ধ্যাত্রয়ং বন্দ্যং নিত্যমেব ত্রিপুষ্করে ॥ ৪ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু লগ্নকালে উপস্থিতে। আদিষ্টং শোভনং কাল ব্রাহ্মণৈর্দ্দৈবচিন্তকৈঃ ॥ ৫ ॥ ততস্তং প্রস্থিতং জ্ঞাত্বা পুষ্করে তু পিতামহম্। সন্ধ্যাগং

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! ঐ স্থানেই অবস্থিত পাতালবিবরান্বিত মহাপীঠে মহাকালী দেবী অবস্থিতা। ঐ দেবী সর্ব্বদুঃখনাশিনী ও সর্ব্ব-শত্রুক্ষয়ঙ্করী। কৃষ্ণাষ্টমীর মহানিশায় গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, বলি প্রভৃতি দ্বারা যথাবিধি উঁহার পূজা করিতে হয়। ঐ স্থানে স্ত্রীলোক সংযতভাবে একবর্ষ যাবৎ শুক্লপক্ষে দেবীর পূজা করিয়া ফলতৃতীয়া করিবে। ফল সকল যথাবিধি ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিবে। হে সুরসুন্দরি! এই কার্য্যে নিষ্পাব, আঢক, মুদ্গ, মাষ, কুলত্থ, মসূর, রাজমাষ, গোধূম, ত্রিপুটা, চণক, বর্ত্তুল, ও মকুষ্ঠাদি অন্ন বর্জ্জন করিবে। যতদিন গৌরীব্রত করিবে, সে পর্য্যন্ত ঐ সকল অন্ন ভক্ষণ করিবে না। এই ব্রতচারিণী নারীর পুণ্যফল আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। ফলতৃতীয়াকারিণী রমণীর গৃহে ধনধান্য অক্ষয় হইবে। সপ্তজন্মাবধি ঐ নারী দুঃখিতা দুর্ভগা বা দীনদশাগ্রস্তা হইবে না। দেবীর মাহাত্ম্যমণ্ডিত মহাকালীব্রত বলিলাম। এই ব্রতাচরণে পাতকনাশ ও সর্ব্বকামসমৃদ্ধি হয়! হে দেবি! এই আমি মহাকালীর মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদ মহোদয় ক্ষেত্রবৃত্তান্ত বলিলাম। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয় নবমীতে ঐ পীঠস্থানে জাগরণ করিয়া পূজা ও বলিপ্রদানপূর্ব্বক সমস্ত রাত্রি যথাসাধ্য মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ করিলে নর সৌম্যচিত্ত হইয়া বাঞ্ছিত সিদ্ধি লাভ করে। ১—১০।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৩।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর পুষ্করাবর্ত্তকা নাম্নী নদীর নিকট গমন করিবে। ঐ নদী ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তরে অনতিদূরে অবস্থিতা। পূর্ব্বকালে মহাত্মা সোমের যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া সুরগণসহ ব্রহ্মা সোমনাথের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রভাসক্ষেত্রে আগমন করেন। তৎকালে লোককারী ব্রহ্মা এইরূপ প্রতিশ্রুত হন যে, যতদিন কোন কারণ উপলক্ষে আমি মর্ত্ত্যধামে অবস্থান করিব, তাবৎ নিত্যই ত্রিপুষ্করে ত্রিসন্ধ্যা বন্দনা করিব। ইত্যবসরে লগ্নকাল উপস্থিত হইলে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ শুভকাল বিজ্ঞাপন করিলেন। তখন পিতামহ পুষ্করে প্রস্থানোদ্যত হইলে নিশাপতি তাঁহাকে সন্ধ্যাবন্দনার্থ এই

রাত্রিনাথো বৈ বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৬ ॥ দৈবজ্ঞৈঃ কলিতঃ কাল এষ এব শুভোদয়ঃ। যথা কালাত্যয়ো ন স্যাত্তথা নীতির্বিধীয়তাম্ ॥ ৭ ॥ তং জ্ঞাত্বা সাম্প্রতং কালং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। মনসা চিন্তয়ামাস পুষ্করাণি সমাহিতঃ ॥ ৮ ॥ তানি বৈ স্মৃতমাত্রাণি ব্রহ্মণা বরবর্ণিনি। প্রাদুর্ভূতানি তত্রৈব নদ্যাস্তীরে সুশোভনে ॥ ৯ ॥ আবর্ত্তাস্তত্র সঞ্জাতা জ্যেষ্ঠমধ্যকনীয়সঃ। অথ নামাকরোত্তস্যা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ১০ ॥ পুষ্করাবর্ত্তকা নাম্না অদ্যপ্রভৃতি শোভনা। নদী প্রয়াস্যতে লোকে খ্যাতিং মম প্রসাদতঃ ॥ ১১ ॥ অত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা তর্পয়িষ্যতি যঃ পিতৄন্। ত্রিপুষ্করসমং পুণ্যং লপ্স্যতে স তথেপ্সিতম্ ॥ ১২ ॥ শ্রাবণে শুক্লপক্ষস্য তৃতীয়ায়াং নরোত্তমঃ। যঃ পিতৄংস্তর্পয়েত্তত্র তৃপ্তিঃ কল্পাযুতং ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুষ্করাবর্ত্তকানদীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৪॥

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তত্রৈব সংস্থিতাং পশ্যেদ্দেবীং দুঃখান্তকারিণীম্। শীতলেতি পুরা খ্যাতং যুগে দ্বাপরসংজ্ঞিতে। কলৌ পুনঃ সমাখ্যাতাং কলিদুঃখান্তকারিণীম্ ॥ ১ ॥ শীতলং কুরুতে দেহং বালানাং রোগবর্জ্জিতম্। পূজিতা ভক্তিভাবেন তেন সা শীতলা স্মৃতা ॥ ২ ॥ বিস্ফোটানাং প্রশান্ত্যর্থং বালানাঞ্চৈব কারণাৎ। মানেন মাপিতান্ কৃত্বা মসূরাংস্তত্র কুট্টয়েৎ ॥ ৩ ॥ শীতলাপুরতো দত্ত্বা বালাঃ সন্তু নিরাময়াঃ। বিস্ফোটচর্চ্চিতাদীনাং বাতাদীনাং শমো ভবেৎ ॥ ৪ ॥ শ্রাদ্ধং তত্রৈব কুর্বীত ব্রাহ্মণাংস্তত্র ভোজয়েৎ ॥ ৫ ॥ কর্পূরং কুঙ্কুমঞ্চৈব মৃগনাভিং সুচন্দনম্। পুষ্পাণি চ সুগন্ধীনি নৈবেদ্যং ঘৃতপায়সম্। নিবেদ্য দেব্যৈ তৎসর্ব্বং দম্পত্যোঃ পরিধাপয়েৎ ॥ ৬ নবম্যাং শুক্লপক্ষে তু মালাং বিশ্বময়ীং শুভাম্। ভক্ত্যা নিবেদ্য তাং দেব্যৈ সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দুঃখান্তকারিণীশীতলাগৌরীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৫ ॥

বাক্য বলিলেন যে, হে পিতামহ! দৈবজ্ঞগণ এই সময়কেই শুভকাল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যাহাতে কালাত্যয় না হয় এরূপ ব্যবস্থা করুন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই সময়কেই সন্ধ্যোপাসনার যোগ্য জানিয়া মনে মনে পুষ্করত্রয়ের চিন্তা করিলেন। স্মরণমাত্রেই ত্রিপুষ্কর তত্রত্য নদীতীরে আসিয়া প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ নদীর জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠ-ভেদে তিনটী আবর্ত্ত হইয়া ছিল। এই জন্য ব্রহ্মা তাহার নামকরণ করিলেন, পুষ্করাবর্ত্তকা; এই শুভ নাম অদ্যাপি বর্ত্তমান। তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—এই নদী আমার প্রসাদে জগতে খ্যাতি লাভ করিবে। যে নর ভক্তি করিয়া এখানে স্নানান্তে পিতৃগণের তর্পণ করিবে, তাহার ত্রিপুষ্করসম পুণ্য লাভ হইবে। যে নরোত্তম শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়ায় এই নদীতে তর্পণ করে, তাহার পিতৃগণের অযুত কল্প যাবৎ তৃপ্তি হয়। ১—১৩।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—ঐ স্থানেই দুঃখান্তকারিণী দেবীকে দর্শন করিবে। ইনি দ্বাপরযুগে শীতলা নামে বিখ্যাত ছিলেন। কলিতে দুঃখান্তকারিণী নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। এই দেবী ভক্তি-ভাবে পূজিতা হইয়া বালকদিগের দেহ নীরোগ ও শীতল করেন। এই জন্য ইনি শীতলা নামে অভিহিতা। বালকগণের বিস্ফোটক শান্তির জন্য মানমাপিত মসূর সকল কুট্টন করিবে। পরে শীতলার সম্মুখে তাহা প্রদান করিয়া বলিবে,—বালকগণ নিরাময় হৌক। এইরূপ করিলে বিস্ফোট, চর্চ্চিকা, ও বাতাদির প্রশমন হইবে। তথায় শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়। কর্পূর, কুঙ্কুম, মৃগনাভি, চন্দন, সুগন্ধ পুষ্প, ও ঘৃত পায়সাদির নৈবেদ্য ঐ দেবীকে নিবেদন করিয়া দম্পতিকে নব বস্ত্র পরিধান করাইবে। শুক্লপক্ষের নবমীদিনে ভক্তি করিয়া ঐ দেবীকে বিশ্বময়ী শুভ

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লোমশেশ্বরমুত্তমম্। দুঃখান্তকারিণীপূর্ব্বে ধনুষাং সপ্তকে স্থিতম্॥ ১॥ স্থাপিতং তত্র দেবেশি লোমশেন মহর্ষিণা। গুহামধ্যে মহালিঙ্গং তপঃ কৃত্বা সুদুশ্চরম্॥ ২॥ কোটীনাং ত্রিতয়ং সার্দ্ধমিন্দ্রাদ্যাঃ স্বর্ভুজঃ প্রিয়ে। যদা নাশং গমষ্যন্তি তদা তস্য ক্ষয়ো ধ্রুবম্॥ ৩॥ যাবন্তি দেহরোমাণি ইন্দ্রাস্তাবন্ত এব চ ক্রমাদিন্দ্রে বিনষ্টে তু তল্লোমপতনং ভবেৎ॥ ৪॥ এবমীশপ্রসাদেন চিরায়ুর্লোমশোঽভবৎ। ব্রহ্মাণঃ ষড়ুবিনশ্যন্তি সমগ্রায়ুষি লোমশে॥ ৫॥ য এবং পূজয়েদ্ভক্ত্যা তল্লিঙ্গং লোমশার্চ্চিতম্। সোঽপি দীর্ঘায়ুরাপ্নোতি নির্ব্যাধির্নীরুজঃ সুখী॥ ৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে লোমশেশ্বরমহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌ত্রিংশধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩৬॥

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তত্রৈব সংস্থিতং পশ্যেৎ ক্ষেত্রপালমনুত্তমম্। কঙ্কালভৈরবং নাম ভৈরবেণ নিয়োজিতম্। তস্য ক্ষেত্রস্য রক্ষার্থং প্রাণিনাং তুষ্টচেতসাম্॥ ১॥ শ্রাবণে শুক্লপঞ্চম্যামষ্টম্যামাশ্বিনস্য চ। যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা বলিপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ॥ তস্য ক্ষেত্রে নিবসতঃ পুরুষস্য মহাত্মনঃ। নির্ব্বিঘ্ন-

ইতি শ্রীস্কান্দে কঙ্কালভৈরবক্ষেত্রপালমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩৭॥

অষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্যৈব পশ্চিমে ভাগে ধনুষাং পঞ্চকে স্থিতম্। তৃণবিন্দ্বীশ্বরং নাম তীব্রভক্ত্যা প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১॥ কৃত্বা মহত্তপো দেবি তৃণবিন্দু-ীশ্বরঃ। মাসিমাসি কুশাগ্রেণ জলবিন্দুং নিপীয় বৈ॥ ২॥ সংবৎসরাণ্যনেকানি এবমারাধ্য চেশ্বরম্

মালা নিবেদন করিলে সর্ব্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১—৭।

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর উত্তম লোমশেশ্বর সমীপে গমন করিবে। হে দেবেশি! এই মহালিঙ্গ দুঃখান্তকারিণী দেবীর পূর্ব্বে সপ্তধনু ব্যবধানে অবস্থিত। মহর্ষি লোমশ দুশ্চর তপস্যা করিয়া গুহামধ্যে এই লিঙ্গ স্থাপন করেন। হে প্রিয়ে! যখন সার্দ্ধ ত্রিকোটি ইন্দ্রাদি দেবগণ বিনষ্ট হইবেন, ঐ লিঙ্গেরও তখনি অন্তর্দ্ধান ঘটিবে। লোমশ ঋষির দেহে যত রোম, ইন্দ্রসংখ্যাও তত! ক্রমে এক এক ইন্দ্রের বিনাশে ঐ ঋষির এক একগাছি লোমপাত হইবে। ঈশ্বরের প্রসাদে এইরূপ বর পাইয়াই লোমশ চিরায়ু হইয়াছিলেন। লোমশের সমগ্র আয়ুষ্কাল মধ্যে ষট্‌সংখ্যক ব্রহ্মার পতন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে লোমশার্চ্চিত ঐ লিঙ্গের পূজা করে, তাহারও দীর্ঘায়ু লাভ হয়। সে নীরোগ ও সুখী হইয়া থাকে। ১—৬।

ষটত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৬।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—ঐ স্থানেই উত্তম ক্ষেত্রপাল দেবকে অবলোকন করিবে। স্বয়ং ভৈরব তুষ্টচেতা প্রাণী হইতে ঐ ক্ষেত্র রক্ষার্থ উঁহাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। উনিই কঙ্কালভৈরব নামে বিখ্যাত। শ্রাবণের শুক্লপঞ্চমী, অথবা আশ্বিনের অষ্টমীতে যে ব্যক্তি ভক্তি করিয়া বলি-পুষ্পাদি দ্বারা ঐ ক্ষেত্রপতির পূজা করে, সেই ক্ষেত্রবাসী মহাত্মারও তিনি নির্বিঘ্নকারী হইয়া থাকেন এবং তাহাকে পুত্রবৎ রক্ষা করেন। ১-৩।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩৭॥

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—তাহারই পশ্চিমভাগে পঞ্চধনু দূরে তৃণবিন্দ্বীশ্বর অবস্থিত। ঐ দেব তীব্রভক্তিযোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। হে দেবি! মুনিবর তৃণবিন্দু মহাতপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি মাসে মাসে কুশাগ্রদ্বারা জলবিন্দু পান করিয়া বহুবৎসর

সম্প্রাপ্তঃ পরমাং সিদ্ধিং ক্ষেত্রে প্রভাসিকে শুভে। ৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে তৃণবিন্দ্বীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৩৮।

একোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি চিত্রাদিত্যমনুত্তমম্। তস্যৈব দক্ষিণে ভাগে ব্রহ্মকুণ্ডসমীপতঃ। ১। মহাপ্রভাবো দেবেশি সর্ব্বদারিদ্র্যনাশনঃ। মিত্রো নাম পুরা দেবি ধর্ম্মাত্মাভূদ্ধরাতলে। কায়স্থঃ সর্ব্বভূতানাং নিত্যং ভূতহিতে রতঃ। ২। তস্যাপত্যদ্বয়ং জজ্ঞ ঋতুকালাভিগামিনঃ। পুত্রঃ পরমতেজস্বী চিত্রো নাম বরাবনে। ৩। তথা চিত্রাভবৎকন্যা রূপাঢ্যা শীলমগুনা। ৪॥ আভ্যাং তু জাতমাত্রাভ্যাং মিত্রঃ পঞ্চত্বমেযিবান্। অথ তস্য বরা ভার্য্যা সহ তেনাগ্নিমাবিশৎ। ৫। অথ তৌ বালকৌ দীনাবৃষিভিঃ পরিপালিতৌ। বৃদ্ধিং গতৌ মহারণ্যে বালাবেব স্থিতৌ ব্রতে ॥৬॥ প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য তপঃ পরমমাস্থিতৌ। প্রতিষ্ঠাপ্য মহাদেবং ভাস্করং বারিতস্করম্। ৭। পূজয়ামাস ধর্ম্মাত্মা পুষ্পমাল্যানুলেপনৈঃ। বশিষ্ঠকথিতৈশ্চৈব হৃষ্টষষ্টি সমন্বিতৈঃ। নামভিঃ সূর্য্যদেবেশং তুষ্টাব প্রাঞ্জলিঃ প্রভুম্ ॥৮॥ চিত্র উবাচ। প্রণম্য শিরসা দেবং ভাস্করং গগনাধিপম্। আদিদেবং জগন্নাথং পাপঘ্নং রোগনাশনম্ ॥৯। সহস্রাক্ষং সহস্রাংশুং সহস্রকিরণদ্যুতিম্। ১০। তমহং সংস্তবিষ্যামি সম্পৃক্তং গুহ্যনামভিঃ। মুণ্ডীরস্বামিনং প্রাতর্গঙ্গাসাগরসঙ্গমে। কালপ্রিয়ং তু মধ্যাহ্নে যমুনাতীরমাশ্রিতম্। ১১। মূলস্থানং চাস্তমনে চন্দ্রভাগাতটে স্থিতম্। যত্র সাম্বঃ স্বয়ং সিদ্ধ উপবাসপরায়ণঃ। ১২। বারাণস্যাং লোহিতাক্ষং গোভিলাক্ষে বৃহন্মুখম্। প্রয়াগেষু প্রতিষ্ঠানং বৃদ্ধাদিত্যং মহাদ্যুতিম্। ১৩। কোট্যক্ষে দ্বাদশাদিত্যং গঙ্গাদিত্যং চতুর্ঘটে। নৈমিষে চৈব গোষ্ঠে চ ভদ্রং ভদ্রপুটে স্থিতম্। ১৪। জয়ায়াং বিজয়াদিত্যং প্রভাসে স্বর্ণবেতসম্। কুরুক্ষেত্রে চ সামন্তং ত্রিমন্ত্রঞ্চ ইলাবৃতে। ১৫। মহেন্দ্রে ক্রমণাদিত্যমৃণে সিদ্ধেশ্বরং বিদুঃ। কৌশাম্ব্যাং পদ্মবোধঞ্চ ব্রহ্মবাহৌ দিবাকরম্। ১৬। কেদারে চণ্ডকান্তিঞ্চ নিত্যে চ তিমিরাপহম্। গঙ্গামার্গে শিবদ্বারমাদিত্যং ভূপ্রদী-

---

যাবৎ ঈশ্বরের আরাধনা করেন। সেই আরাধনার ফলে তিনি শুভ প্রভাসক্ষেত্রে পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১—৩।

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৮।

ঊনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর ব্রহ্মকুণ্ডের সমীপে এবং লোমশেশ্বরের দক্ষিণে অনুত্তম চিত্রাদিত্যসমীপে গমন করিবে। ঐ চিত্রাদিত্য দেব মহাপ্রভাব ও সর্ব্বদারিদ্র্যহর। হে দেবি! পূর্ব্বকালে মিত্র নামে এক সর্ব্বভূতহিতৈষী ধর্ম্মাত্মা কায়স্থ ছিলেন। তিনি ঋতুকালে দারাভিগমন করিতেন। তাঁহার দুই অপত্য হয়। তন্মধ্যে চিত্র নামক পরম তেজস্বী পুত্র এবং চিত্রানাম্নী রূপশীলগুণান্বিতা কন্যা হইয়াছিল। এই অপত্যদ্বয় জন্মিবা মাত্র মিত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার সাধ্বী ভার্য্যা তৎসহ চিতারোহণ করেন। অনন্তর তাঁহাদের দুরবস্থাগ্রস্ত বালক-বালিকা দুইটীকে ঋষিগণ পালন করেন। তাহারা মহারণ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে প্রভাসক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক পরম তপস্যা করিল। ধর্ম্মাত্মা চিত্র দেবদেব বারি-তস্কর ভাস্করকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ধূপ, মাল্য ও অনুলেপনাদি দ্বারা পূজা করিল এবং বসিষ্ঠের উপদেশে অষ্টষষ্টি নামের উল্লেখ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সূর্য্যদেবের স্তব করিতে লাগিল। চিত্র কহিল,—আমি গগনাধিপ, আদিদেব, জগন্নাথ, পাপঘ্ন, রোগঘ্ন, সহস্রাক্ষ, সহস্রাংশু, সহস্রকিরণদ্যুতি, ভাস্করকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া তদীয় গুহ্য নামসমূহ দ্বারা স্তব করিতেছি। যিনি প্রভাতে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে মুণ্ডীরস্বামী, মধ্যাহ্নে যমুনাতীরাশ্রয়ী কালপ্রিয় এবং সায়ংকালে চন্দ্রভাগাতটে মূলস্থান, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি। ঐ চন্দ্রভাগাতটেই উপবাসী সাম্ব স্বয়ং সিদ্ধ হইয়াছিলেন। যিনি বারাণসীতে লোহিতাক্ষ, গোভিলাক্ষে বৃহন্মুখ, প্রয়াগে প্রতিষ্ঠান, বৃদ্ধাদিত্য, ও মহাদ্যুতি, কোট্যক্ষে দ্বাদশাদিত্য, চতুর্ঘটে গঙ্গাদিত্য, নৈমিষে, গোষ্ঠে, ও ভদ্রকূটে ভদ্র, জয়ায় বিজয়াদিত্য, প্রভাসে স্বর্ণবেতস, কুরুক্ষেত্রে সামন্ত, ইলাবৃতে ত্রিমন্ত্র, মহেন্দ্রে ক্রমণাদিত্য, ঋণে সিদ্ধেশ্বর, কৌশাম্বীতে পদ্মবোধ, ব্রহ্মবাহুতে দিবাকর, কেদারে চণ্ডকান্তি, নিত্যে তিমিরাপহ,

পনে ॥ ১৭ ॥ হংসং সরস্বতীতীরে বিশ্বামিত্রং পৃথূদকে। উজ্জয়িন্যাং নবদ্বীপং সিদ্ধায়ামমলদ্যুতিম্ ॥ ১৮ ॥ সূর্য্যং কুন্তীকুমারে চ পঞ্চনদ্যাং বিভাবসুম্। মথুরায়াং বিমলাদিত্যং সংজ্ঞাদিত্যন্তু সংজ্ঞিকে ॥ ১৯ ॥ শ্রীকণ্ঠে চৈব মার্ত্তণ্ডং দশার্ণে দংশকং স্মৃতম্। গোধনে গোপতিং দেবং কর্ণং চৈব মরুস্থলে ॥ ২০ ॥ পুষ্পং দেবপুরে চৈব কেশবার্কন্তু লোহিতে। বৈদিশে চৈব শার্দ্দূলং শোণে বারুণবাসিনম্ ॥ ২১ ॥ বৰ্দ্ধমানে চ সাম্বাখ্যং কামরূপে শুভঙ্করম্। মিহিরং কান্যকুব্জে চ মন্দারং পুণ্যবর্দ্ধনে ॥ ২২ ॥ গান্ধারে ক্ষোভণাদিত্যং লঙ্কায়ামমরদ্যুতিম্। কর্ণাদিত্যঞ্চ চম্পায়াং প্রবোধে শুভদর্শিনম্ ॥ ২৩ ॥ দ্বারাবত্যাং তু পার্ব্বত্যং হিমবন্তে হিমাপহম্। মহাতেজস্তু লৌহিত্যে অমলাঙ্গে চ ধূর্জ্জটিম্ ॥ ২৪ ॥ রোহিকে তু কুমারাখ্যং পদ্মায়াং পদ্মসম্ভবম্। ধর্ম্মাদিত্যঞ্চ লাটায়াং মদ্দকে স্থবিরং বিদুঃ ॥ ২৫ ॥ সুখপ্রদন্তু কৌবের্য্যাং কোশলে গোপতিং তথা। কোঙ্কণে তু পদ্মদেবং তাপনং বিন্ধ্যপর্ব্বতে ॥ ২৬ ॥ ত্বষ্টারঞ্চৈব কাশ্মীরে চরিত্রে রত্নসম্ভবম্। পুষ্করে হেমগর্ভস্থং বিদ্যাৎ সূর্য্যং গভাস্তকে ॥ ২৭ ॥ প্রকাশায়াং তু মুজঝালং তীর্থগ্রামে প্রভাকরম্। কাম্পিল্যে রিল্লকাদিত্যং ধনকে ধনবাসিনম্ ॥ ২৮ ॥ অনলং নর্ম্মদাতীরে সর্ব্বত্র গমনাধিকম্। অষ্টষষ্টিস্তু দেবস্য ভাস্করস্যামিতদ্যুতেঃ ॥ ২৯ ॥ প্রাতরুত্থায় বৈ নিত্যং শক্তিমান্ শুচিমান্নরঃ। যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩০ ॥ রাজ্যার্থী লভতে রাজ্যং ধনার্থী লভতে ধনম্। পুত্রার্থী লভতে পুত্রান্ সৌখ্যার্থী লভতে সুখম্ ॥ ৩১ ॥ রোগার্ত্তো মুচ্যতে রোগাদ্বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ। যান্ যান্ প্রার্থয়তে কামাংস্তাংস্তান প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩২ ॥ ঈশ্বর উবাচ। এবঞ্চ স্তবতস্তস্য চিত্রস্য বিমলাত্মনঃ। ততস্তুষ্টঃ সহস্রাংশুঃ কালেন মহতা বিভুঃ ॥ ৩৩ ॥ অব্রবীদ্বৎস ভদ্রন্তে বরং বরয় সুব্রত ॥ ৩৪ ॥ সোঽব্রবীদ্যদি মে তুষ্টো ভগবংস্তীক্ষ্ণদীধিতে। প্রৌঢ়ত্বং সর্ব্বকার্য্যেষু নয় মাং জ্ঞানিতাং তথা ॥ ৩৫ ॥ তথেত্যেতি প্রতিজ্ঞাতং সূর্য্যেণ বরবর্ণিনি। ততঃ সর্ব্বজ্ঞতাং প্রাপ্তশ্চিত্রো মিত্রকুলোদ্ভবঃ ॥ ৩৬ ॥ তং জ্ঞাত্বা ধর্ম্মরাজস্তু বুদ্ধ্যা পরময়া শুভম্। চিন্তয়ামাস মেধাবী লেখকোঽয়ং ভবেদ্যদি ॥ ৩৭ ॥ ততো মে সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যান্নির্বৃতিশ্চ পরা ভবেৎ। এবং চিন্তয়তস্তস্য ধর্ম্মরাজস্য ভামিনি ॥ ৩৮ ॥ অগ্নিতীর্থে গতে চিত্রে স্নানার্থং লবণাম্ভসি। স তত্র প্রবিশ-

---

গঙ্গামার্গে শিবদ্বার, ভূপ্রদীপনে আদিত্য, সরস্বতীতীরে হংস, পৃথূদকে বিশ্বামিত্র, উজ্জয়িনীতে নবদ্বীপ, সিদ্ধায় অমলদ্যুতি, কুন্তী-কুমারে সূর্য্য, পঞ্চনদীতে বিভাবসু, মথুরায় বিমলাদিত্য, সংজ্ঞিকে সংজ্ঞাদিত্য, শ্রীকণ্ঠে মার্ত্তণ্ড, দশার্ণে দশক, গোধনে গোপতি, মরুস্থলে কর্ণদেব, দেবপুরে পুষ্প, লোহিতে কেশবার্ক, বৈদিশে শার্দ্দূল, শোণে বারুণবাসী, বৰ্দ্ধমানে সাম্ব, কামরূপে শুভঙ্কর, কান্যকুব্জে মিহির, পুণ্যবর্দ্ধনে মন্দার, গান্ধারে ক্ষোভণাদিত্য, লঙ্কায় অমরদ্যুতি, চম্পায় কর্ণাদিত্য, প্রবোধে শুভদর্শী, দ্বারাবতীতে পার্ব্বত্য, হিমবন্তে হিমাপহ, লৌহিত্যে মহাতেজ, অমলাঙ্গে ধূর্জ্জটি, রোহিকে কুমার, পদ্মায় পদ্মসম্ভব, লাটায় ধর্ম্মাদিত্য, মর্দ্দকে স্থবির, কৌবেরীতে সুখপ্রদ, কোশলে গোপতি, কোঙ্কণে পদ্মদেব, বিন্ধ্যাচলে তাপন, কাশ্মীরে ত্বষ্টা, চরিত্রে রত্নসম্ভব, পুষ্করে হেমগর্ভস্থ, গভস্তিকে সূর্য্য, প্রকাশায় মুজঝাল, তীর্থগ্রামে প্রভাকর, কাম্পিল্যে রিল্লকাদিত্য, ধনকে ধনবাসী, নর্ম্মদাতীরে অনল, এবং সর্ব্বত্র গমনাধিক, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি। অমিতপ্রভাব ভাস্করের এই অষ্টষষ্টি নাম যে শক্তিমান ও শুচিমান নর নিত্য প্রাতে উঠিয়া পাঠ ও শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।১-৩০। এই স্তবপাঠে রাজ্যার্থী রাজ্য, ধনার্থী ধন, পুত্রার্থী পুত্র, এবং সুখার্থী সুখ লাভ করে। রোগার্ত্ত রোগ হইতে এবং বদ্ধ বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। অধিক কি মানব যে যে কামনা করে, তৎ সমস্তই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঈশ্বর কহিলেন,—বিমলাত্মা চিত্র ঐরূপে স্তব করিলে বহুকাল পরে ভগবান সহস্রকর তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে বৎস! হে সুব্রত! তুমি বর প্রার্থনা কর। চিত্র বলিল,—হে ভগবন! উষ্ণরশ্মে! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে সর্ব্বকার্য্যে আমার প্রাধান্য হউক। এবং আমাকে জ্ঞান দান করুন। হে বরবর্ণিনি! সূর্য্য "তথাস্তু" বলিয়া এইরূপ বরদানে প্রতিশ্রুত হইলেন। মিত্রাত্মজ চিত্র তখন সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন। ধর্ম্মরাজ চিত্রকে পরম বুদ্ধিযুক্ত জানিয়া মনে মনে স্থির করিলেন,—এই মেধাবী ব্যক্তি যদি আমার লেখক হয়, তাহা হইলে আমার সর্ব্বসিদ্ধি ও পরম নির্বৃতি হইবে। ধর্ম্মরাজ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এদিকে চিত্র

য়েব নীতস্ত যমকিঙ্করৈঃ॥ ৩৯॥ সশরীরো মহাদেবি যমাদেশপরায়ণৈঃ। স চিত্রগুপ্তনামাভূদ্বিশ্বচারিত্রলেখকঃ॥ ৪০॥ চিত্রাদিত্যেতিনামাভূত্ততো লোকে বরাননে॥ ৪১॥ সপ্তম্যাং নিয়তাহারো যস্তং পূজয়তে নরঃ। সপ্ত জন্মানি দারিদ্র্যং ন দুঃখং তস্য জায়তে॥ ৪২॥ তত্রৈব চাশ্বো দাতব্যঃ সকোষং খড়্গমেব চ। হিরণ্যং চৈব বিপ্রায় এবং যাত্রাফলং লভেৎ॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চিত্রাদিত্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনচত্বারিংশদধিকশততমো-হধ্যায়ঃ॥ ১৩৯॥

চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি নদীং চিত্রপথাং ততঃ। ব্রহ্মকুণ্ডসমীপস্থাং চিত্রাদিত্যস্য মধ্যতঃ॥ ১॥ যদা চ চিত্রঃ সন্নীতো যমদূতৈঃ সুরশ্রিয়ে। সশরীরো মহাপ্রাজ্ঞো যমাদেশপরায়ণৈঃ॥ ২॥ এবং জ্ঞাত্বা তু তত্রস্থা ভগিনী তস্য দুঃখিতা। চিত্রা নদী ততো ভূত্বা স্বসা তস্য মহাত্মনঃ॥ ৩॥ প্রবিষ্টা সাগরে দেবি অন্বেষন্তী চ বান্ধবম্। ততশ্চিত্রপথা নাম তস্যাশ্চক্রুর্দ্বিজাতয়ঃ॥ ৪॥ এবং তত্র সমুৎপন্না সা নদী বরবর্ণিনি॥ ৫॥ তস্যাং স্নাত্বা নরো যস্তু চিত্রাদিত্যং প্রপশ্যতি। স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো দিবাকরঃ॥ ৬॥ অস্মিন্ কলিযুগে দেবি অন্তর্দ্ধানং গতা নদী। প্রাবৃট্‌কালে চ দৃশ্যেত দুর্লভং তত্র দর্শনম্॥ ৭॥ স্নানং দানং বিশেষেণ সর্ব্বপাতকনাশনম্॥ ৮॥ ভুক্তো বাপ্যথবাভুক্তো রাত্রৌ বা যদি বা দিবা। পর্ব্বকালেঽথবাকালে পবিত্রোঽপ্যথবাশুচিঃ॥ ৯॥ যদৈব দৃশ্যতে তত্র নদী চিত্রপথা প্রিয়ে। প্রমাণং দর্শনং তস্যা ন কালস্তত্র কারণম্॥ ১০॥ দৃষ্ট্বা নদীং মহাদেবি পিতরঃ স্বর্গসংস্থিতাঃ। গায়ন্তি তত্র সামানি নৃত্যন্তি চ হসন্তি চ॥ ১১॥ অস্মাকং বংশজঃ কশ্চচ্ছ্রাদ্ধমত্র করিষ্যতি। যাবৎ কল্পং তথাস্মাকং প্রীতিমুৎপাদয়িষ্যতি॥ ১২॥ এবং জ্ঞাত্বা নরস্তত্র স্নানং শ্রাদ্ধঞ্চ কারয়েৎ। সর্ব্বপাপবিনাশার্থং পিতৄণাং প্রীতয়ে তথা॥ ১৩॥ ইত্যেতৎ কথিতং দেবি যথা

লবণসাগরের অগ্নিতীর্থে গমন করিলেন। তিনি যেমন সাগরজলে প্রবেশ করিয়াছেন অমনি যমাদিষ্ট যমকিঙ্করেরা তাঁহাকে সশরীরে যমপুরে লইয়া গেল। এই চিত্রই বিশ্বচারিত্রলেখক চিত্রগুপ্ত নামে বিখ্যাত হইলেন এবং চিত্রপ্রতিষ্ঠিত ভাস্কর জগতে চিত্রাদিত্য নামে খ্যাতি লাভ করিলেন। সপ্তমীতে নিয়তাহার হইয়া যে নর চিত্রাদিত্যের পূজা করে, সপ্তজন্ম যাবৎ তাহার কোন দারিদ্র্য বা দুঃখ হয় না। ঐ স্থানে ব্রাহ্মণকে অশ্ব, সকোশ খড়্গ, এবং হিরণ্য দান করিতে হয়। এইরূপ দানে যাত্রা ফল লাভ হইয়া থাকে। ৩১—৪৩।

উনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৯।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর চিত্রাদিত্যের মধ্যস্থ ও ব্রহ্মকুণ্ডের সমীপস্থ চিত্রপথা নদীতে গমন করিবে। প্রিয়ে! যমাদিষ্ট যমদূতেরা যখন মহাপ্রাজ্ঞ চিত্রকে সশরীরে যমালয়ে লইয়া আইসে, তখন তদীয় ভগিনী তত্রত্য চিত্রা দুঃখিত হইয়া নদীরূপ ধারণপূর্ব্বক ভ্রাতার অন্বেষণে সাগরে প্রবেশ করেন। দ্বিজাতিগণ তখন হইতে তাহার নাম রাখিলেন—চিত্রপথা। এইরূপে চিত্রপথা নদীর উৎপত্তি হইল। নর ঐ নদীতে স্নান করিয়া চিত্রাদিত্য দর্শন করিলে দিবাকরের পরম স্থান প্রাপ্ত হয়। হে দেবি! বর্ত্তমান কলিযুগে ঐ নদী অন্তর্হিতা হইয়াছেন। কেবলমাত্র প্রাবৃট্‌কালেই লক্ষিত হইয়া থাকেন। সুতরাং সর্ব্বদা তাঁহার দর্শন সুদুর্লভ। ঐ নদীতে স্নান, দান, সর্ব্বপাতকহর। ভুক্ত বা অভুক্ত অবস্থায় হৌক, রাত্রিতে, দিবসে, পর্ব্বকালে, বা অকালে হৌক পবিত্র বা অপবিত্র দেহে হৌক, যখনই ঐ চিত্রপথা নদী নয়নপথে নিপতিতা হন, তখনি পুণ্যজননী হইয়া থাকেন। তাঁহার দর্শনই প্রমাণ। কোন বিশেষ কাল তাহাতে কারণ নহে। হে মহাদেবি! ঐ নদী দর্শনে পিতৃগণ স্বর্গস্থ হইয়া নৃত্য গীত ও আমোদআহ্লাদ করিতে থাকেন। তাঁহারা এরূপও বলিয়া থাকেন যে, আমাদের কোন্ বংশধর এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিবে। আর সেই শ্রাদ্ধের ফলে আমাদের কল্পান্তস্থায়িনী প্রীতি উৎপাদন করিবে। এই রহস্য জানিয়া নর তথায় সর্ব্বপাপবিনাশার্থ ও

চিত্রপথা নদী। প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য সংস্থিতা পাপনাশিনী ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চিত্রপথানদীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪০ ॥

একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি কপর্দ্দী যত্র সংস্থিতঃ। তত্রৈব উত্তরে ভাগে নাতিদূরে ব্যবস্থিতঃ। চিন্তিতার্থপ্রদো দেবি চিন্তামণিরিবাপরঃ ॥ ১ ॥ চতুর্থ্যাং তং তু দেবেশি অঙ্গারকদিনে পুনঃ। স্নাপয়িত্বা তু সম্পূজ্য নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈঃ শুভৈঃ। সন্তর্প্য বিঘ্নরাজেশং সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কপর্দ্দিচিন্তামণিমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি চিত্রেশ্বরমনুত্তমম্। ধনুষাং সপ্তকে তস্য স্থিতমাগ্নেয়দক্ষিণে ॥ ১ ॥ লিঙ্গং মহাপ্রভাবং হি সর্ব্বপাতকনাশনম্। তত্র চিত্রেশ্বরং পূজ্য নরকায় ভবেন্নয়ম্ ॥ ২ ॥ পটস্থিতং তস্য পাপং চিত্রো মার্জ্জয়তি প্রিয়ে। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন চিত্রেশং পূজয়েৎ সদা। যঃ স্যাৎ পাপযুতো বাপি নরকং নৈব পশ্যতি ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চিত্রেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি বিচিত্রেশ্বরমুত্তমম্। তত্রৈব পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে কিঞ্চিদাগ্নেয়গোচরে। ধনুষাং দশকে তত্র স্থিতং পাপপ্রণাশনম্ ॥ ১ ॥ বিচিত্রেণ মহাদেবি লেখকেন যমস্য চ। স্থাপিতং তন্মহালিঙ্গং তপঃ কৃত্বা সুদুশ্চরম্ ॥ ২ ॥

পিতৃলোকের প্রীত্যর্থ স্নান ও শ্রাদ্ধ করিবে। দেবি চিত্রপথা নদী যেরূপে প্রভাসে আসিয়া পাপহারিণীরূপে অবস্থান করিতেছে, এই আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম। ১—১৪।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪০।

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! উহারই উত্তরে অনতিদূরে যথায় অপর চিন্তামণির ন্যায় চিন্তিতার্থপ্রদ কপর্দ্দী দেব আবস্থান করিতেছেন, অতঃপর নর সেই স্থানেই গমন করিবে। হে দেবেশি! মঙ্গলবার চতুর্থী তিথিতে ঐ দেবকে স্নান করাইয়া এবং বিবিধ উত্তম নৈবেদ্য দ্বারা বিঘ্নরাজেশ্বরের তৃপ্তি উৎপাদন করিয়া নর সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১—২।

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমপ্ত। ১৪১।

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর অনুত্তম চিত্রেশ্বর সমীপে গমন করিবে। ঐ নিখিল পাতকহর মহামহিম লিঙ্গ কপর্দ্দী দেবের সপ্তধনু দূরে দক্ষিণে অগ্নিকোণে অবস্থিত। চিত্রেশ্বরের পূজা করিলে নরকভয় থাকে না। চিত্রগুপ্ত লেখ্যপত্রস্থিত তদীয় পাপবৃত্তান্ত প্রোঞ্ছন করিয়া থাকেন। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা চিত্রেশ্বরের পূজা করিবে। ইঁহার পূজার ফলে নর পাপযুক্ত হইয়াও নরক দর্শন করে না। ১—৩।

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪২।

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,— হ দেবি! অতঃপর বিচিত্রেশ্বর লিঙ্গ সমীপে গমন করিবে। পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের পূর্ব্ব দিক্‌ভাগে কিঞ্চিৎ অগ্নিকোণে দশধনু দূরে এই পাপহর লিঙ্গ অবস্থিত। যমের অন্যতম লেখক বিচিত্র সুদুষ্কর তপস্যা করিয়া উক্ত মহালিঙ্গ

তং দৃষ্ট্বা পূজিতশ্চৈব মুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বপাতকৈঃ। সম্পূজ্য চ বিধানেন ন দুঃখী জায়তে নরঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিচিত্রেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তৃতীয়ং পুষ্করং মহৎ। তস্যৈব পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে কিঞ্চিদীশানগোচরে। কনীয়ঃ সংস্মৃতং কুণ্ডং পুষ্করং নাম নামতঃ ॥ ১ ॥ যত্র মধ্যাহ্নসময়ে ব্রহ্মণা সমুপাসিতা। সন্ধ্যা ত্রৈলোক্যজননী প্রতিষ্ঠার্থং গতেন চ ॥ ২ ॥ তত্র যঃ কুরুতে স্নানং পৌর্ণমাস্যাং সমাহিতঃ। সম্যক্‌ কৃতং ভবেত্তেন স্নানং তত্রাদিপুষ্করে ॥ ৩ ॥ হিরণ্যং তত্র দাতব্যং সর্ব্বপাপমুক্তয়ে ॥ ৪ ॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং তব পৌষ্করম্‌। শ্রুতং পাপহরং নৃণাং সর্ব্বকামপ্রদং তথা ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুষ্করকুণ্ডমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তত্রৈব সংস্থিতং পশ্যেৎ বিঘ্নেশং পাপনাশনম্‌। গজকুম্ভোদরং নাম সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্‌ ॥ তত্র কুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা চতুর্থ্যাং প্রযতাত্মবান্‌। পূজয়েদ্‌যস্তু তং ভক্ত্যা বিঘ্নেশস্তস্য তুষ্যতি ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গজকুম্ভোদরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি ধর্ম্মরাজপ্রতিষ্ঠিতম্‌। যমেশ্বরং মহাদেবং তস্যৈবোত্তরতঃ স্থিতম্‌ ॥ ১ ॥ যদা শপ্তো ধর্ম্মরাজশ্ছায়য়া বরবর্ণিনি। তদা তস্যাপতৎপাদঃ স চ দুঃখান্বিতোঽভবৎ ॥ ২ ॥ ততঃ প্রভাসিকে ক্ষেত্রে তপস্তেপে মহাতপাঃ। স্থাপয়ামাস লিঙ্গং তু তত্র দেবস্য শূলিনঃ ॥ ৩ ॥ তস্য তুষ্টো মহাদেবস্ততঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ। অব্রবীদ্ধর্ম্ম

স্থাপন করেন। ঐ লিঙ্গের দর্শনে এবং পূজনে নর সর্ব্ব পাতক হইতে মুক্ত হয়। বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলে মানব কখনই দুঃখভাগী হয় না। ১—৩।

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর নর তৃতীয় পুষ্করে গমন করিবে। পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের পূর্ব্বদিকে কিঞ্চিৎ ঈশানকোণে এই তৃতীয় পুষ্কর কুণ্ড অবস্থিত। ব্রহ্মা মধ্যাহ্নকালে এই কুণ্ডে ত্রিলোকজননী সন্ধ্যার উপাসনা করিয়াছিলেন। হেথায় পূর্ণিমা তিথিতে যে নর সমাহিত হইয়া স্নান করে, তাহার আদি পুষ্করে সম্যক্‌ স্নানের ফল হয়। পাপাপনোদনের নিমিত্ত এই স্থানে স্বুবর্ণ দান করিতে হয়। এই আমি সংক্ষেপে পুষ্করমাহাত্ম্য ব্যক্ত করিলাম। ইহা শ্রবণে নরগণের সর্ব্বপাপ নষ্ট হয় এবং সর্ব্ব কাম সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১—৫।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৪।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—ঐ স্থানেই গজকুম্ভোদর নামক সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, পাপহর্ত্তা বিঘ্নেশ্বর আছেন তাঁহাকে দর্শন করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডে স্নান করিয়া চতুর্থী তিথিতে প্রীতভাবে বিঘ্নেশ্বরপূজা করিবে। এইরূপ পূজায় তৎপ্রতি বিঘ্নেশ্বর তুষ্ট হইবেন। ১—২।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৫।

ষট্‌চত্বারিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! উক্ত বিঘ্নেশ্বরের উত্তরে ধর্ম্মরাজপ্রতিষ্ঠিত যমেশ্বর মহাদেব অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর নর সেই স্থানে যাইবে। হে দেবি! ছায়া যখন ধর্ম্মরাজকে অভিশাপ করেন, তখন তাঁহার পদ পতিত হয়। তিনি অতি দুঃখিত হন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ প্রভাসে আসিয়া তপস্যা করেন এবং দেবদেব শূলপাণির লিঙ্গ স্থাপন করেন তাহাতে মহাদেব তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রত্যক্ষ হন এবং বলেন,—হে ধর্ম্ম!

ভদ্রং তে বরং বরয় চেপ্সিতম্। ৪॥ তদাব্রবী-দ্ধর্ম্মরাজঃ পাদঃ প্রপতিতো মম। প্রসাদাত্তব দেবেশ জায়তাং পুনরেব হি। ৫। এতল্লিঙ্গং সুর-শ্রেষ্ঠ ময়য়া নির্ম্মিতং তব। এদ্যে ভক্তিসংযুক্তাঃ পশ্যন্তি প্রাণিনোহভুবি॥ ৬। তেষাং তব প্রসাদেন ভূয়াৎপাপবিমোক্ষণম্। ৭। এবং ভবিষ্যতী-ত্যুক্তা হ্যন্তর্দ্ধানং গতো হরঃ। যমোহপি লব্ধপাদস্তু পুনরেব দিবং যযৌ। ৮। তস্মিন্ দৃষ্টে সুরশ্রেষ্ঠ যমলোকসমুদ্ভবম্। ন ভয়ং বিদ্যতে নৃণামপি দুষ্কৃতকারিণাম্। ৯। ভ্রাতৃদ্বিতীয়াসংযোগে স্নাত্বা পুষ্করিণীজলে। যমে-শ্বরসমীপস্থো যমেশমবলোকয়েৎ। ১০। তিলপাত্রং প্রদাতব্যং দীপং গাঃ কাঞ্চনাদিকম্। যমদেবং সমুদ্দিশ্য মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ১১।

ইতি শ্রীস্কান্দে যমেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌চত্বা-রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ৪৬।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি ব্রহ্মকুণ্ড-মনুত্তমম্। তস্যৈব নৈঋ‍্ঁতে ভাগে ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা। ১। যদা তু শশাঙ্করাজেন সোমনাথঃ প্রতি-ষ্ঠিতঃ। তদা ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সর্ব্বে তত্র সমাগতাঃ। প্রতিষ্ঠার্থং হি দেবস্য শশাঙ্কেন নিমন্ত্রিতাঃ। ২। অথাহব্রবীন্নিশানাথো ব্রহ্মাণং বিনয়ান্বিতঃ। ৩। কৃতং ভবদ্ভির্জ্জানাতি স্থাপনং বৈ যথা জনঃ। তথা কুরু সুরশ্রেষ্ঠ চিহ্নমাত্মসমুদ্ভবম্॥ ৪। এবং শ্রুত্বা তদা ব্রহ্মা ধ্যানং কৃত্বা তু নিশ্চলম্। আহ্বয়ৎ সর্ব্ব-তীর্থানি পুষ্করাদীনি সর্ব্বশঃ। ৫। স্বর্গে বৈ যানি তীর্থানি তথৈব চ রসাতলে। তপঃসামর্থ্যযোগেন ব্রহ্মণাকর্ষিতানি চ। অতস্তস্যৈব নাম্না তু ব্রহ্মকুণ্ডন্ত গীয়তে। ৬। গণানাঞ্চ সহস্রৈস্তু চতুর্দ্দশভিরীক্ষ্যতে। অতশ্চাভক্তিযুক্তানাং দুষ্প্রাপ্যং তীর্থমুত্তমম্। ৭। অথাব্রবীৎ সর্ব্বদেবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।৮॥ অত্র কুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা যঃ পিতৄংস্তর্পয়িষ্যতি। অগ্নিষ্টোম-ফলং সর্ব্বং লপ্স্যতে স চ মানবঃ। তৎপ্রসাদাৎ স্বর্গ-লোকে বিমানেন চরিষ্যতি॥ ৯। গোদানং চাশ্ব-দানঞ্চ তথা স্বর্ণকমণ্ডলুম্। দদ্যাদ্দ্বিপ্রায় বিদুষে সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে। ১০। পৌর্ণমাস্যাং মহাদেবি

তোমার মঙ্গল হোক, তুমি ইষ্টবর প্রার্থনা কর। তখন ধর্ম্মরাজ বলেন,—আমার পদ পতিত হই-য়াছে, হে দেবেশ! ভবৎপ্রসাদে তাহা আমার পুনরুৎপন্ন হোক। হে সুরশ্রেষ্ঠ! এই যে লিঙ্গ আমি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যে সকল দেহী ভক্তি-যুক্ত হইয়া ইহা দর্শন করিবে, ভবদীয় প্রসাদে তাহাদের যেন পাপক্ষয় হয়। ভগবান হর 'এবমস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। যম লব্ধপাদ হইয়া স্বর্গে গেলেন। ঐ যমপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ দর্শনে পাপীদিগেরর যমলোকভয় থাকে না। ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ায় যমেশ্বরসমীপস্থ পুষ্করিণীজলে স্নান করিয়া নর যমেশ্বর দর্শন করিবে এবং যমদেবের উদ্দেশে তিলপাত্র প্রদীপ ও কাঞ্চনাদি নিবেদন করিবে। এইরূপ করিলে সর্ব্ব পাতক হইতে মুক্ত হইবে। ১—১১।

ষট্‌চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৬।

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর অনু-ত্তম ব্রহ্মকুণ্ডে যাইবে। পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের নৈঋ‍্ঁত-কোণে পূর্ব্বে ব্রহ্মা উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যৎকালে চন্দ্রমা সোমনাথের প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁহার নিমন্ত্রণে দেবদেবের প্রতিষ্ঠার্থ ব্রহ্মাদি দেবগণ ঐ স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। অন-ন্তর নিশানাথ ব্রহ্মাকে বিনীতভাবে বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! লোকে যাহাতে প্রতিষ্ঠাবিধি জানিতে পারে, তাহা আপনারা করিয়াছেন। পরন্তু একটা আত্মচিহ্ন আপনি প্রতিষ্ঠা করুন। ব্রহ্মা ঐ কথা শুনিয়া নিশ্চলভাবে ধ্যান করিলেন। ধ্যানান্তে তিনি পুষ্করাদি নির্ম্মল তীর্থ আহ্বান করিলেন। স্বর্গে এবং পাতালে যে সকল তীর্থ ছিল, তপোবলে ব্রহ্মা তাহাদের সমস্তকেই আকর্ষণ করিলেন। সুতরাং তাঁহারই নামানুসারে ব্রহ্মকুণ্ড নাম গীত হইতে লাগিল।১—৬। চতুর্দ্দশ সহস্র শিবগণ সর্ব্বদা ঐ কুণ্ডের পর্য্যবেক্ষণ করেন। অতএব অভক্তিযুক্ত নরগণের পক্ষে ঐ উত্তম তীর্থ অতীব দুর্লভ। অনন্তর লোক-পিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত দেবকে বলিলেন,—যে নর এই কুণ্ডে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিবে, তাহার সহস্র অগ্নিষ্টোম ফললাভ হইবে। সে নর ঐ কুণ্ড-মাহাত্ম্যে বিমানে চড়িয়া স্বর্গলোকে গমন করিবে। এই স্থানে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে সর্ব্ব পাপাপনোদনের জন্য গোদান, অশ্বদান, ও স্বর্ণকমণ্ডলু দান করিবে।

তথা চ প্রতিপদ্দিনে। সর্ব্বপাপবিনাশার্থং তত্র স্নাতি সরস্বতী ॥ ১১ ॥ সিদ্ধং রসায়নং দেবি তত্র বৈ হ্রাদকং প্রিয়ে। নানাবর্ণসমাযুক্তমুপদেশেন সিধ্যতি ॥ ১২ ॥ দারিদ্র্যদুঃখরুকৃচ্ছোকান্মানবঃ সেবতে কথম্। ব্রহ্মকুণ্ডমনুপ্রাপ্য কল্পবৃক্ষমিবাপরম্ ॥ ১৩॥ দেব্যুবাচ। ভগবন্ বিস্তরাদ্‌ব্রূহি ব্রহ্মকুণ্ডমহোদয়ম্। সর্ব্বপ্রাণিহিতার্থায় বিস্তরাদ্বদ মে প্রভো ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মকুণ্ডস্য মাহাত্ম্যং শ্রোতুং মে কৌতুকং মহৎ। লোকানাং দুঃখনাশায় দারিদ্র্যক্ষয়হেতবে ॥ ১৫ ॥ ভগবন্মানুষাঃ সর্ব্বে দুঃখশোকনিপীড়িতাঃ। ভ্রমন্তি সকলং জন্ম রসায়নবিমোহিতাঃ ॥ ১৬ ॥ তেষাং হিতায় মে ব্রূহি নির্ব্বাণং রসমুত্তমম্। আদাবিহ শরীরং তু অক্ষয্যন্তু যথা ভবেৎ ॥ ১৭ ॥ অষ্টসিদ্ধিসমাযুক্তং সর্ব্ববিদ্যাসমন্বিতম্। কামরূপং ক্রিয়াযুক্তং সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৮ ॥ ততস্তু পরমং দেব নির্ব্বাণং যেন বৈ লভেৎ। মানবঃ কৃতকৃত্যশ্চ জায়তে চ যথা প্রভো ॥ ১৯ ॥ তথা কথয় মে দেব দয়াং কৃত্বা জগৎপ্রভো। নির্ব্বাণপরমং কল্পং সর্ব্বভ্রান্তিবিবর্জ্জিতম্। প্রসিদ্ধং সুখদং দিব্যং সমাচক্ষ্ব মহেশ্বর ॥ ২০ ॥ ঈশ্বর উবাচ। সাধু সাধু মহাদেবি লোকানাং হিতকারিণি। মর্ত্ত্যলোকে মহাদেবি তীর্থং তীর্থবরং শুভম্ ॥ ২১ ॥ প্রভাসং পরমং খ্যাতং তচ্চ দ্বাদশযোজনম্। তত্র সোমেশ্বরো দেবস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥ ২২ ॥ তস্য পূর্ব্বে সমাখ্যাতঃ শ্রীকৃষ্ণো দৈত্যসূদনঃ। চণ্ডিকা যোগিনী তত্র সখীভিঃ পরিবারিতা ॥ ২৩ ॥ ততঃ পূর্ব্বে দিশাং ভাগে চতুর্ব্বক্ত্রেণ নির্ম্মিতম্। তীর্থাত্তীর্থং বরং দিব্যং সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং শুভম্ ॥ ২৪ ॥ সেবিতং সর্ব্বদেবৈস্তু সিদ্ধৈঃ সাধ্যৈর্গ্রহৈস্তথা। অপ্সরোমুনিভির্দ্দিব্যৈর্যক্ষৈশ্চ পন্নগৈঃ সদা ॥ ২৫ ॥ সিদ্ধ্যর্থং সর্ব্বকামার্থং দিব্যভোগাবহং শুভম্। ব্রহ্মকুণ্ডমিতি খ্যাতং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং যতঃ ॥ ২৬ ॥ তস্য বায়ব্যকোণে তু হিরণ্যেশঃ স্বয়ং স্থিতঃ। তমারাধ্য মহাদেবং হিরণ্যেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ২৭ ॥ মহামন্ত্রং জপেৎক্ষিপ্রং দশাংশং হোময়েৎ সুধীঃ। হোমেন সিদ্ধ্যতে মন্ত্রঃ সত্যং সত্যং বরাননে ॥ ২৮ ॥ তস্যোত্তরে তু দিগ্‌ভাগে কিঞ্চিদীশানমাশ্রিতঃ। চতুর্ব্বক্ত্রো মহাদেবি ক্ষেত্রপো লিঙ্গরূপধৃক্ ॥ ২৯ ॥ তৎস্থানং রক্ষতে দেবি লিঙ্গরূপেণ শঙ্করঃ। তমারাধ্য প্রযত্নেন ততঃ কুণ্ডং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৩০ ॥ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-

হে মহাদেবি! পূর্ণিমা এবং প্রতিপদে সরস্বতী দেবী সর্ব্ব পাপবিনাশার্থ ঐ স্থানে স্নান করিয়া থাকেন। প্রিয়ে! তত্রত্য উদক্ সিদ্ধ রসায়নস্বরূপ। উহা নানাবর্ণান্বিত। ঐ স্থানে দীক্ষালাভে সিদ্ধ হওয়া যায়। অপর কল্প বৃক্ষের ন্যায় ব্রহ্মকুণ্ড প্রাপ্ত হইয়া মানব দারিদ্র, দুঃখ, রোগ ও শোক ভোগ করে কেন? দেবী কহিলেন,—ভগবন্! সর্ব্ব প্রাণীর হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মকুণ্ডের বিস্তৃত মাহাত্ম্য বলুন্ উহা শ্রবণ করিবার জন্য আমার বড়ই কৌতুহল হইতেছে। লোকসমূহের দুঃখনাশ ও দারিদ্রক্ষয় হেতুই ব্রহ্মকুণ্ডের মাহাত্ম্য প্রচার প্রয়োজন। ভগবন্! মনুষ্যগণ দুঃখশোকে নিপীড়িত হইয়া মদবিমোহিতের ন্যায় নানা জন্ম পরিভ্রমণ করে; তাহাদের হিতের নিমিত্ত আপনি নির্ব্বাণ রস প্রকাশ করুন। অগ্রে এ দেহ যাহাতে অক্ষয়, অষ্টসিদ্ধিযুত, সর্ব্ববিদ্যান্বিত, কামরূপী, ক্রিয়াযুক্ত, ও সর্ব্বব্যাধিবর্জ্জিত হয় এবং পরে যাহাতে কৃতকৃত্য হইয়া মানব পরম নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে, হে দেব, হে জগৎপতে! আপনি কৃপা করিয়া সেই বিষয়ই বলুন। হে মহেশ্বর! যাহা সর্ব্ব ভ্রান্তিবিরহিত, প্রসিদ্ধ সুখদ নির্ব্বাণকল্প, তাহাই আমার নিকট ব্যাখ্যা করুন।১৭—২০। ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! হে লোকহিতৈষিণি! সাধু সাধু; মর্ত্ত্যলোকে প্রভাসতীর্থই পরম শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। তীর্থ দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত। তথায় ত্রিলোকবিশ্রুত সোমেশ্বর দেব বিরাজিত। তাঁহার পূর্ব্বদিকে দৈত্যসূদন শ্রীকৃষ্ণ এবং সখীগণপরিবৃতা যোগিনী চণ্ডিকা দেবী বিরাজ করিতেছেন। তাহার পূর্ব্বদিক্ ভাগে ব্রহ্মনির্ম্মিত এক তীর্থ আছে। তাহার নাম ব্রহ্মকুণ্ড। ঐ কুণ্ড তীর্থেরও তীর্থ, শ্রেষ্ঠ, দিব্য, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, ও মঙ্গলাবহ। দেব, সিদ্ধ, সাধ্য, গ্রহ, অপ্সরা, মুনি, যক্ষ, ও পন্নগগণ সিদ্ধিলাভার্থ ঐ ব্রহ্মকুণ্ডের সেবা করিয়া থাকেন। উহা দিব্য ভোগাবহ শুভতীর্থ। উহার বায়ুকোণে হিরণ্যেশলিঙ্গ অবস্থিত। সুধী ব্যক্তি সেই উত্তম হিরণ্যেশ্বর দেবের আরাধনাপূর্ব্বক মহামন্ত্র জপ ও জপদশাংশ দ্বারা হোম করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। হে দেবি! একথা ধ্রুব সত্য। ঐ লিঙ্গের উত্তর দিকে কিঞ্চিৎ ঈশানকোণে চতুর্ব্বদন লিঙ্গরূপধারী ক্ষেত্রপাল অবস্থিত হে দেবি! শঙ্কর নিজে লিঙ্গরূপে ঐ তীর্থস্থান রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে আরাধনা করিয়া

ময়ং দেবি নানাবর্ণবিচিত্রিতম্। কুণ্ডস্যাস্তেশদিগ্‌ভাগে ভৈরবেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ৩১ ॥ দুর্গন্ধা ভাস্বরা দেবি বহতে রসরূপিণী। তস্যা রসেন সংযুক্তং পৃথগ্বর্ণং হি কর্ব্বুরম্ ॥ ৩২ ॥ মেঘবর্ণং মহাদিব্যং রাজতঞ্চ পুনঃ শুভম্। কপিলং দুগ্ধবর্ণং চ কর্পূরাভং সুশোভনম্ ॥ ৩৩ ॥ কদা কস্তুরিকাভাসং কুঙ্কুমচ্ছবিকাবহম্। সৌগন্ধং চন্দনোপেতং কদাচিদ্রোধিরোদকম্ ॥ ৩৪ ॥ এতে রসাশ্চ বিবিধা দৃশ্যন্তে তত্র সর্ব্বদা। যস্য তুষ্টো মহাদেবঃ সিধ্যন্তে তস্য তৎক্ষণাৎ ॥৩৫॥ রজতং ক্ষিপ্যতে তত্র সুবর্ণমিব জায়তে প্রত্যক্ষমেব তত্রৈব রসায়নমনুত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥ পশ্যন্তি মানবা দেবি কৌতুকং তৎক্ষণাদৃভৃশম্। রসং হি পরমং দিব্যং তত্রস্থং চ কলৌ যুগে ॥ ৩৭ ॥ সিদ্ধং সিদ্ধরসং পুংসাং ব্যাধীনাং ক্ষয়কারকম্। হেমবীজময়ং দিব্যং ব্রহ্মকুণ্ডোদ্ভবং মহৎ ॥ ৩৮ ॥ ইদানীং তে প্রবক্ষ্যামি মনুষ্যাণাং হিতায় বৈ। দারিদ্র্যং ক্ষয়মাপ্নোতি তৎক্ষণাচ্চ যশস্বিনি ॥ ৩৯ ॥ আদাবেব প্রকুর্ব্বন্তি তাম্রকুম্ভং দৃঢ়ং শুভম্। তীর্থোদকং ক্ষিপেত্তত্র পত্রৈস্তাম্রৈস্তথা যুতম্ ॥ ৪০ ॥ নিক্ষিপ্য ভূমৌ তৎকুম্ভং জ্বালয়েদনলং ততঃ। চুল্লীরূপেণ ষণ্মাসং পাচয়েত্তং শনৈঃশনৈঃ ॥ ৪১ ॥ পশ্চাদুদ্ধৃত্য তং কুম্ভং পুনরেব জলং ক্ষিপেৎ। মাসমেকং পুনঃ কুর্য্যান্মাসমেকং পুনর্ভৃশম্ ॥ ৪২ ॥ ততঃ সর্ব্বাণি খণ্ডানি একীকৃত্য প্রযত্নতঃ। পুনরেবোদকেনৈবং প্লাব্য চাবর্ত্তয়েৎপুনঃ ॥ ৪৩ ॥ কাঞ্চনং জায়তে তত্র যদি তুষ্টো মহেশ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥ সিদ্ধিং শরীরজাং দেবি যদীচ্ছেন্মানবোত্তমঃ। স স্নানমাদিতঃ কৃত্বা সংবৎসরত্রয়ং পুনঃ ॥ ৪৫ ॥ মৌনেন নিয়মেনৈব মহামন্ত্রজপান্বিতঃ। পূজয়েচ্চ হিরণ্যেশং ক্ষেত্রপালং প্রযত্নতঃ ॥ ৪৬ ॥ পঞ্চোপচারসংযুক্তং ধ্যানধারণসংযুতম্। তীর্থোদকেন পাকং বৈ পেয়ং তদ্বদুদুম্বরে ॥ এবং বর্ষত্রয়েণৈব দিব্যদেহঃ প্রজায়তে। তেজস্বী বলবান্ প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বব্যাধিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪৮ ॥ জীবেদ্বর্ষশতান্যেব ত্রীণি দুঃখবিবর্জ্জিতঃ। বর্ষত্রয়মবিচ্ছিন্নং যস্তত্র স্নানমাচরেৎ ॥ ৪৯ ॥ বাগীশ্বরীং জপেন্নিত্যং

সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় নানা বর্ণবিচিত্র উল্লিখিত ব্রহ্মকুণ্ডের অর্চ্চনা করিতে হয়। ঐ কুণ্ডের ঐশানভাগে ভৈরবেশ্বর আছেন। হে দেবি! ঐ স্থানে রসরূপিণী দুর্গন্ধা ভাস্বরা নদী প্রবাহিতা। তাহার রসের সংস্রবে বিবিধ বর্ণ হইয়া থাকে। কখন কর্ব্বুর, কখন মেঘবর্ণ, কখন মহাদিব্য রজতবর্ণ, কখন কপিলবর্ণ, কখন দুগ্ধসন্নিভ, কখন কর্পূরাভ, কখন কস্তুরিকাভাস, কখন কুঙ্কুমচ্ছবি, কখন সুগন্ধচন্দনযুক্ত, এবং কখন কখন রক্তোদকনিভ এই সকল বিবিধ রস তথায় সর্ব্বদা দৃষ্ট হইয়া থাকে মহাদেব যাহার প্রতি তুষ্ট হন, তৎক্ষণাৎ তাহার সিদ্ধি লাভ হয়। উক্ত রসে রজত ক্ষিপ্ত হইলে তাহা সুবর্ণের ন্যায় হইয়া যায়। হে দেবি! এই অনুত্তম রসায়ণ তথায় সকলেরই প্রত্যক্ষ। মানবগণ কৌতুকের সহিতই ইহা বারংবার দেখিয়া থাকে। কলিযুগে তত্রত্য রস এক পরম দিব্য বস্তু। উহা সিদ্ধ, সিদ্ধরস ব্যাধিক্ষয়কর, হেমবীজময়, দিব্য, এবং ব্রহ্মকুণ্ডোদ্ভব। হে দেবি! ইদানীং আমি মনুষ্যগণের হিতের নিমিত্ত তোমার নিকট উক্ত বিষয় বলিতেছি। ইহা অনুষ্ঠান করিলে তৎক্ষণাৎ দারিদ্র্য নাশ হয়। প্রথমত এক তাম্রকুম্ভে করিবে। ঐ কুম্ভে তীর্থোদক ও তাম্রপত্র সকল প্রদান করিবে। জল প্রদানের পর ঐ কুম্ভ ভূমিতে স্থাপনপূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে। পরে ঐ কুম্ভকে চুল্লীর উপর স্থাপন করিয়া ছয় মাস কাল যাবৎ মন্দ মন্দ জ্বাল দিবে। অনন্তর ঐ কুম্ভ চুল্লী হইতে উত্থাপিত করিয়া তাহাতে জল ক্ষেপণ করিবে। পুনরায় ঐ কুম্ভ একমাস কাল যাবৎ চুল্লীতে রাখিয়া জ্বাল দিবে; পুনরায় তাহা নামাইয়া তাহাতে জল সেক করিয়া একমাস কাল জ্বাল দিবে। অনন্তর যত্নপূর্ব্বক কুম্ভস্থিত সমস্ত তাম্রপাত্র একত্র করিয়া তাহা জল দ্বারা ধৌত করত পুনঃপুন আবর্ত্তিত করিবে। এরূপ করিলে কাঞ্চন উৎপন্ন হয়—যদি মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া থাকেন ।২১—৪৪। যদি কোন মানব শরীরজা সিদ্ধি ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সে প্রথমতঃ স্নান করিয়া যাবৎ মৌনী নিয়মযুক্ত, মহামন্ত্র-জপনিরত ও ধ্যানধারণান্বিত হইয়া পঞ্চোপচার দ্বারা ক্ষেত্রপাল হিরণ্যেশের যত্ন সহকারে পূজা করিবে। পরে পাক তীর্থোদক দ্বারা করিতে হয়; আর ঔষধ পান করিতে হয় উডুম্বরপাত্রে (তাম্র পাত্র)। বর্ষত্রয় কাল এই নিয়ম পালন করিলে মানব দিব্য দেহ লাভ করে। অপিচ সে তেজস্বী, বলবান্, প্রাজ্ঞ, সর্ব্ব ব্যাধিবিবর্জ্জিত ও দুঃখবিরহিত হইয়া শতত্রয় বর্ষ যাবৎ জীবিত থাকে। যে জন তিন বৎসর অবিচ্ছিন্ন ভাবে ঐ স্থানে স্নানাচরণ করে এবং পূজা-হোমসমাপ্ত হইয়া নিত্য বাগীশ্বর মন্ত্র জপ করে,

পূজাহোমসমন্বিতঃ। তস্য প্রবর্ত্ততে বাণী সিদ্ধিঃ সারস্বতী ভবেৎ ॥৫০॥ সংস্কৃতং প্রাকৃতং চৈবাপভ্রংশং ভূতভাষিতম্। গাঙ্গস্রোতঃপ্রবাহেণ উদ্গিরেদ্গিরমাস্থবান্। অশ্রান্তাং চ বরারোহে হ্যবিচ্ছিন্নাং চ সন্ততম্ ॥ ৫১ ॥ বদেদ্বাদিসহস্রৈস্তু ন শ্রমস্তস্য জায়তে। তীর্থস্যাস্য প্রভাবেণ সর্বশাস্ত্রবিশারদাঃ॥ ৫২ ॥ পণ্ডিতা গর্ব্বিতাঃ সর্ব্বে তর্কশাস্ত্রবিশারদাঃ। আগচ্ছন্তি সমং তাত বিদ্যয়োদ্ধতকন্ধরাঃ। ন শক্নুবন্তি তে বক্তুং দ্রষ্টুং বক্ত্রমপি প্রিয়ে ॥ ৫৩ ॥ বাদিনাং চ সহস্রাণি ভনক্ত্যেবং নিরীক্ষণাৎ ॥ ৫৪ ॥ উদ্গ্রাহয়তি শাস্ত্রাণি বিবুদ্ধার্থানি সত্বরম্। বিমলং পাঞ্চরাত্রং চ বৈষ্ণবং শৈবমেব চ ॥ ৫৫ ॥ ইতিহাসপুরাণঞ্চ ভূততন্ত্রং চ গারুড়ম্। ভৈরবং চ মহাতন্ত্রং কুলমার্গং দ্বিধা প্রিয়ে ॥ ৫৬ ॥ রথপ্রবরবেগেণ বাণী চাস্খলিতা ভবেৎ। নশ্যন্তি বাদিনঃ সর্ব্বে গরুড়স্যেব পন্নগাঃ ॥ ৫৭ ॥ ন দারিদ্র্যং ন রোগশ্চ ন দুঃখং মানসং পুনঃ। রাজমান্যো মহামানী ভবেদ্ব্রহ্মপ্রসাদতঃ ॥ ৫৮ ॥ উৎসাহবলসংযুক্তো দেববজ্জীবতে সুধীঃ। দাতা ভোক্তা চ বাগ্মী চ তীর্থস্যাস্য প্রসাদতঃ ॥ ৫৯ ॥ তৈলাভ্যক্তস্য যত্তেজো জায়তে মনুজেষু চ। স্নাতমাত্রে তথা তেজস্তীর্থস্যৈব প্রসাদতঃ ॥ ৬০ ॥ যৎপাপং কুরুতে জন্তুঃ পৈশুন্যঞ্চ কৃতঘ্নতাম্। মিত্রদ্রোহে চ যৎপাপং যৎপাপং পারদারিকম্। তৎসর্ব্বং বিলয়ং যাতি কুণ্ডস্নানরতস্য চ ॥ ৬১ ॥ মুষলং লঙ্ঘয়েদ্যস্তু যো গাস্ত্যজতি বৈ দ্বিজঃ। তৎপাপং ক্ষয়মাপ্নোতি ব্রহ্মকুণ্ডস্য দর্শনাৎ ॥ ৬২ ॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি দৈবতানি তথা পুনঃ। পূজিতানি চ সর্ব্বাণি কুণ্ডস্নানপ্রভাবতঃ ॥ ৬৩ ॥ সপ্তজন্মার্জ্জিতং পাপং দর্শনাৎ ক্ষয়মাব্রজেৎ ৬৪ ॥ যৎপাপং গুরুগোঘ্নে চ পরস্বহরণেষু চ তৎপাপং ক্ষয়মাপ্নোতি ব্রহ্মকুণ্ডনিষেবণাৎ ॥ ৬৫ প্রদক্ষিণঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ স্নাত্বা কুণ্ডস্য নামতঃ সংখ্যয়া পঞ্চদশ বৈ শৃণু তস্যাপি যৎফলম্ ॥ ৬৬ প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা। সপ্তপাতালসহিতা তীর্থকোটিভিরাবৃতা ॥ ৬৭ ॥ আহারমাত্রং যো দদ্যাত্তত্র বেদবিদাং বরে। লক্ষভোজ্যং কৃতং তেন তীর্থস্যাস্য প্রভাবতঃ ॥ ৬৮ ॥ ব্রহ্মেশ্বরঞ্চ

তাহার বাণীসিদ্ধি প্রবর্ত্তিত হয়। অপিচ সেই ব্যক্তি গঙ্গা প্রবাহের ন্যায় অনর্গল সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, ও ভূত ভাষিত উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। হে বরারোহে! ঐ ব্যক্তি সহস্র বক্তার সহিত অশ্রান্ত ও অবিচ্ছিন্নভাবে কথা কহিতে পারে, তাহাতে তাহার শ্রম হয় না। সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ বহু গর্ব্বিত পণ্ডিত ও তর্কশাস্ত্রবিশারদ অনেক বিদ্যোদ্ধতমস্তক মনীষী ব্যক্তি তৎসহ বিচারার্থ আগমন করিলেও এই তীর্থপ্রভাবে তাঁহারা কিছুই বলিতে সক্ষম হন না। এমন কি এই তীর্থসেবীর বক্ত্র পর্য্যন্ত নিরীক্ষণে তাঁহারা অপারগ হইয়া থাকেন। তীর্থসেবী ব্যক্তি সহস্র সহস্র বাদী ব্যক্তিকে দর্শনমাত্রেই পরাজয় করিয়া থাকেন। ঐ ব্যক্তি সত্বর সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হয়। বিমল পঞ্চরাত্র, বৈষ্ণব ও শৈব শাস্ত্র ইতিহাস, পুরাণ, ভূত, গারুড় ও ভৈরব তন্ত্র, মহাতন্ত্র, এবং দ্বিধাবিভক্ত কুলমার্গ তাঁহার আয়ত্ত হয়। তদীয় বাণী রথবেগের ন্যায় অস্খলিত ভাবে নির্গত হইতে থাকে। গরুড় দর্শনে পন্নগের ন্যায় তৎসমক্ষে সমস্ত বাদীই নিরস্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মার প্রসাদে তাহার দারিদ্র্য, রোগ, বা মানস দুঃখ কিছুই থাকে না। সে রাজমান্য মহামানী হয়। দেবতার ন্যায় উৎসাহ বল সহকারে তদীয় জীবন যাপন হইতে থাকে। ঐ ব্যক্তি তীর্থের প্রভাবে দাতা, ভোক্তা, ও বাগ্মী হয়। মনুষ্যলোকে তৈলাভ্যক্ত ব্যক্তির যে তেজ হয়, উক্ত তীর্থে স্নানমাত্রে তৎপ্রসাদে সেইরূপ তেজই হইয়া থাকে। মানব পৈশুন্য, কৃতঘ্নতা, মিত্রদ্রোহ, বা পরদার গমনাদি যে কোন পাপই করুক, ঐ কুণ্ডস্নানের ফলে তৎসমস্তই বিলয় পাইয়া যায়। যে ব্যক্তি মুষল লঙ্ঘন করে, কিম্বা গো পরিত্যাগ করে, এই কুণ্ড দর্শনে তাহারও পাপক্ষয় হয়। পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ ও দেবতা আছেন, এই কুণ্ডস্নানের প্রভাবে তৎসমস্তই অর্চ্চিত হইয়া সেবিত হইয়া থাকেন! ইহার দর্শন মাত্রেই সপ্ত জন্মার্জ্জিত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। গোহত্যা ও পরস্বহরণাদি কার্য্যে যে পাপ হয়, এই ব্রহ্মকুণ্ডসেবনে সে সকলই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি কুণ্ডে স্নান করিয়া পঞ্চদশবার কুণ্ড প্রদক্ষিণ করে, তাহার যে ফল হয় শ্রবণ কর। ঐ ব্যক্তি সপ্ত পাতাল, ও কোটি কোটি তীর্থ-পরিবৃতা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা প্রদক্ষিণ করার ফল পাইয়া থাকে।৪৫—৬৭। যে ব্যক্তি ঐ স্থানে বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে আহার প্রদান করে, ঐ তীর্থপ্রভাবে তাহার লক্ষ ব্রাহ্মণভোজন করান হয়। ব্রহ্মেশ্বরের পূজা

সম্পূজ্য হিরণ্যেশ্বরমুত্তমম্। ক্ষেত্রপালং চতুর্বক্ত্রং পূজয়েচ্চিন্তিতং লভেৎ ॥ ৬৯ ॥ একবিংশৎ কুলৈর্যুক্তঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ। ব্রহ্মলোকং স বৈ যাতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭০ ॥ বিরিঞ্চিকুণ্ডে স্নাত্বা বা যো জপেদ্বেদমাতরম্। লক্ষজাপ্যবিধানেন স মুক্তঃ পাতকৈর্ভবেৎ ॥ ৭১ ॥ স এব পুণ্যকর্ত্তা চ স এব পুরুষোত্তমঃ। যাত্রা কৃত্র কৃতা যেন ব্রহ্মকুণ্ডে বরাননে ॥ ৭২ ॥ অষ্টাশীতিসহস্রাণি ঋষীণামূর্দ্ধরেতসাম্। ব্রহ্মকুণ্ডং সমাশ্রিত্য ব্রহ্মদেবমুপাসতে ৭৩ ॥ তাবদ্গর্জ্জন্তি তীর্থানি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। যাবদ্‌ব্রহ্মেশ্বরং তীর্থং ন পশ্যন্তি নরাঃ প্রিয়ে ॥ ৭৪ ॥ ব্রহ্মকুণ্ডে চ পানীয়ং যে পিবন্তি নরাঃ সকৃৎ। ন তেষাং সংক্রমেৎ পাপং বাচিকং মানসং তনৌ ॥৭৫॥ ব্রহ্মাণ্ডোত্তরমধ্যে তু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ। তেষাং পুণ্যমবাপ্নোতি ব্রহ্মকুণ্ডে প্রদক্ষিণাৎ ॥ ৭৬ ॥ যাজ্ঞবল্ক্যো মহাত্মা চ পরব্রহ্মস্বরূপবান্। সোঽপি কুণ্ডং ন মুঞ্চেত নিকুম্ভস্ত গণস্তথা ॥ ৭৭ ॥ ইতি সঙ্ক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং ব্রহ্মকুণ্ডজম্। তব স্নেহেন দেবেশি কিমন্যৎ পরিপৃচ্ছসি ॥ ৭৮ ॥ য ইদং শৃণুয়ান্মর্ত্ত্যঃ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। স মুক্তঃ পাতকৈঃ সর্ব্বৈর্ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৭৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মকুণ্ডমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৭ ॥

করিয়া উত্তম হিরণ্যেশ্বর ও চতুরানন ক্ষেত্রপালের পূজা করিতে হয়। এইরূপ পূজায় অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে এবং একবিংশতি কুল সহ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া সে ব্রহ্মলোকে গমন করে। এ কথা নিশ্চিতই। বিরিঞ্চিকুণ্ডে স্নান করিয়া যে নর লক্ষবার বেদমাতার জপ করে, তাহার নিখিল পাতক হইতে মুক্তি হয়। হে দেবি! যে নর ব্রহ্মকুণ্ডে যাত্রা করে, সেই প্রকৃত পুণ্যকর্ত্তা এবং সেই যথার্থ পুরুষোত্তম। অষ্টাশীতি সহস্র ঊর্দ্ধরেতা ঋষি ব্রহ্মকুণ্ড আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মদেবের উপাসনা করিয়া থাকেন। প্রিয়ে! যে পর্য্যন্ত নরগণ ব্রহ্মেশ্বর তীর্থ দর্শন না করে, সচরাচর ত্রৈলোক্যে নিখিল তীর্থই তাবৎ গর্জ্জন করিয়া থাকে। নরগণ ব্রহ্মকুণ্ডের পানীয় একবার পান করিলে তাহাদের বাচিক বা মানসিক পাপ দেহে আর সংক্রান্ত হয় না। ব্রহ্মকুণ্ড প্রদক্ষিণ করিলে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ নিখিল তীর্থ প্রদক্ষিণ জন্য পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। মহাত্মা পরমাত্মস্বরূপী যাজ্ঞবল্ক্য এবং নিকুম্ভাখ্যগণ এতদুভয়ে কেহই ঐ কুণ্ড পরিত্যাগ করেন না। এই আমি তোমার প্রতি স্নেহ বশতঃ সংক্ষেপে ব্রহ্মকুণ্ডমাহাত্ম্য বিবৃত করিলাম। হে দেবেশি! তুমি অন্য আর কি জানিতে চাও। যে মর্ত্ত্য সম্যক্ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ইহা শ্রবণ করে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়া থাকে। ৬৮—৭৯।

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৭।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি কূপং কুণ্ডলসম্ভবম্। তস্যৈব চোত্তরে ভাগে ব্রহ্মকুণ্ডসমীপতঃ ॥ ১ ॥ যত্র সিদ্ধো মহাদেবি রূপকুণ্ডলহারকঃ। তত্র স্নাত্বা নরো দেবি মুচ্যেৎ স্তেয়কৃতাদঘাৎ ॥ ২ ॥ সপ্ত জন্মানি দেবেশি ন তস্যান্বয়সম্ভবঃ। চৌরঃ কশ্চিদ্ভবেৎ কূপস্তত্র স্নানপ্রভাবতঃ ॥ ৩ ॥ শিবরাত্র্যাং বিশেষেণ পিণ্ডদানাদিকাং ক্রিয়াম্। কুর্য্যাচ্ছস্ত্রহতানাঞ্চ পাপিনাং তত্র মুক্তয়ে ॥ ৪ ॥ দেব্যুবাচ। কথং কুণ্ডলরূপস্তু পৃথিব্যাং খ্যাতিমাগতম্। এতৎ কথয় মে দেব বিস্তরাদ্বদতাং বর ॥ ৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি মহাপুণ্যাং কথাং পাপপ্রণাশনীম্। যাং শ্রুত্বা মুচ্যতে পাপান্নরো জন্মশতার্জ্জিতাৎ ॥ ৬ ॥ প্রভাস-

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তরে নিকটেই কুণ্ডলসম্ভব এক কূপ আছে। অনন্তর নর সেই স্থানে গমন করিবে। তথায় এক রূপকুণ্ডলহারী চোর সিদ্ধ হইয়াছিল। ঐকূপে স্নান করিলে নর স্তেয়জনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। হে দেবি! ঐ কূপে স্নান করার প্রভাবে কূপস্নায়ী নরের বংশসম্ভবগণ সপ্তজন্ম চোর হয় না। শস্ত্রহত পাপিগণের মুক্তির নিমিত্ত ঐ কূপে শিবরাত্রিতে পিণ্ড দান করিতে হয়। দেবী বলিলেন,—হে দেব! কি রূপে পৃথিবীতে কুণ্ডলকূপ খ্যাতি লাভ করিল! আপনি ইহা আমার নিকট বিস্তৃতভাবে বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! যে কথা শ্রবণ করিয়া শিবরাত্রোপবাসী নর প্রভাস-

ক্ষেত্রমাহাত্ম্যাচ্ছিবরাত্র্যামুপোষিতঃ। আসীৎ সুদর্শনো রাজা পৃথিব্যামেকরাট্ সুধীঃ ॥ ৭ ॥ ধন্যো হি স ধনাঢ্যশ্চ প্রজাং যত্নৈরপালয়ৎ। রাজ্যং তস্য সুসম্পন্নং ব্রাহ্মণৈরুপশোভিতম্। সমৃদ্ধমৃদ্ধিসংযুক্তং বিটতস্করবর্জ্জিতম্ ॥ ৮ ॥ তস্মিন্ জনপদে রম্যে পুরী ভগবতী শুভা। চতুর্ব্বর্ণ্যসমাযুক্তা পুরপ্রাকারমণ্ডিতা ॥ ৯ ॥ তস্মিন্ পুরবরে রম্যে রাজ্যং নিহতকণ্টকম্। করোতি বান্ধবৈঃ সার্দ্ধমৃদ্ধিযুক্তঃ সুদর্শনঃ। হিরণ্যদন্তস্য সুতো জাতো গান্ধারকন্যয়া ॥ ১০ ॥ তস্য ভার্য্যা প্রিয়া সাধ্বী ভর্ত্তৃব্রত পরায়ণা। সুনন্দা নামবিখ্যাতা কাশিরাজসুতা শুভা ॥ ১১ ॥ তয়া সার্দ্ধং হি রাজেন্দ্রো ভোগান্ স বুভুজে সদা। ভুঞ্জমানস্য ভোগান্ বৈ চিরকালো গতস্তদা ॥ ১২ ॥ অকরোৎ স মহাযজ্ঞান্ দদৌ দানানি ভূরিশঃ। এবং কালো গতস্তস্য ভার্য্যয়া সহ সুব্রতে ॥ ১৩ ॥ কদাচিন্মাঘমাসে তু শিবরাত্র্যাং বরাননে। সস্মার পূর্ব্বজাতিং স ভার্য্যামাহূয় চাব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥ সুদর্শন উবাচ। শিবরাত্রিব্রতং দেবি ময়া কার্য্যং বরাননে। ব্রতস্যাস্য প্রভাবেন প্রাপ্তং রাজ্যং ময়া কিল ॥ ১৫ ॥ রাজ্ঞ্যুবাচ। মহান্ প্রভাবো রাজেন্দ্র এবমুক্তং ত্বয়া মম। এতন্মে কারণং ব্রূহি আশ্চর্য্যং হৃদি বর্ত্ততে ॥ ১৬ ॥ রাজোবাচ। শৃণু তীর্থস্য মাহাত্ম্যং শিবরাত্রিমুপোষণাৎ। তস্মিন্ শিবপুরে রম্যে স্বর্গদ্বারে সুশোভনে ॥ ১৭ ॥ আদিতীর্থে প্রভাসে তু কামিকে তীর্থ উত্তমে ॥ ১৮ ॥ ঋদ্ধিযুক্তে পুরে তস্মিন্নিত্যং ধর্ম্মানুসেবিতে। শিবরাত্র্যাং গতো রাত্রি তিথীনামুত্তমা তিথিঃ ॥১৯॥ মানবাস্তত্র যে কেচিৎ পুররাষ্ট্রনিবাসিনঃ। তত্রাগতা বরারোহে শিবরাত্র্যামুপোষিতুম্ ॥ ২০ ॥ ধননামা বণিক্কশ্চিত্তত্রৈব বসতে সদা। ধনাঢ্যঃ স তু ধর্ম্মাত্মা সদা ধর্ম্মপরায়ণঃ ॥২১॥ স ভার্য্যাসহিতস্তত্র শিবরাত্রিমুপোষিতঃ। তস্য ভার্য্যাভবৎসাধ্বী রূপযৌবনসংবৃতা ॥ ২২ ॥ প্রচলন্মেখলাহারা সর্ব্বাভরণভূষিতা। স তয়া ভার্য্যয়া সার্দ্ধং কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২৩ ॥ প্রভাসস্যাগ্রতো ভূত্বা স্নাতঃ শুক্লাম্বরঃ শুচিঃ। যথোক্তেন বিধানেন ভক্ত্যা নিদ্রাবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২৪ ॥ তত্রাহং চৌররূপেণ পাপঃ স্তৈন্যং সমাশ্রিতঃ। স চূড্রাণাং কুলে জাতো

ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে শতজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, তুমি সেই পাপপ্রণাশিনী মহাপুণ্যা কথা শ্রবণ কর। পৃথিবীতে সুদর্শন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি সম্রাট্, সুধী, ধন্য, ও ধনাঢ্য ছিলেন। তিনি যত্নসহকারে প্রজা পালন করিতেন। তাঁহার সুখসম্পন্ন রাজ্য ব্রাহ্মণগণে পরিশোভিত ছিল। তাঁহার সেই সমৃদ্ধ রাজ্যে বিটতস্কর ছিল না। তাঁহার রাজধানীর নাম ভগবতী। এই ভগবতী পুরী শোভনীয়া, চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাযুক্তা ও পুরপ্রাকারমণ্ডিতা ছিল। নৃপতি সুদর্শন বান্ধবগণের সহিত এই সমৃদ্ধ পুরীতে নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিতেন। তিনি হিরণ্যদন্তের সুত ছিলেন এবং গান্ধার কন্যায় উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়া ভার্য্যা—সাধ্বী ও ভর্ত্তৃব্রত পরায়ণা ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল সুনন্দা। তিনি কাশীরাজের দুহিতা ছিলেন। তাঁহার সহিত রাজা সুদর্শন বহু ভোগ উপভোগ করিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহাদের সুচির কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। একদা তিনি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ভূরিদান প্রদান করেন। হে সুব্রতে! এই ভাবে তাঁহার কালাতিপাত হইতে থাকিলে কদাচিৎ মাঘমাসে শিবরাত্রি আগমন করিলে তিনি পূর্ব্বজাতি স্মরণ করিয়া রাজ্ঞীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—অয়ি বরাননে! আমি শিবরাত্রিব্রত করিব। এই ব্রত প্রভাবেই আমি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। রাজ্ঞী বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! আপনি যাহা বলিলেন, ইহাত মহান্ প্রভাবই বটে। আপনি ইহার কারণ বলুন, আমি চমৎকৃত হইয়াছি। রাজা বলিলেন,—হে দেবি! তীর্থমাহাত্ম্য ও শিবরাত্রি উপবাসের কথা শ্রবণ কর। একদা আমি উত্তম তিথি শিবরাত্রিতে রম্য শিবপুর, স্বর্গদ্বার, সুশোভন, আদিতীর্থ, উত্তম কামিকতীর্থ, ঋদ্ধিযুক্ত ধর্ম্মানুসেবিত প্রভাসক্ষেত্রে গমন করি। আরও পুররাষ্ট্রনিবাসী বহু মানব শিবরাত্রিতে উপবাস দিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে আগমন করে। ধন নামক এক বণিক্ ঐ তীর্থক্ষেত্রে নিত্য বাস করিত। সে ধনাঢ্য, ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। সেও ভার্য্যার সহিত শিবরাত্রির উপবাস করিয়াছিল। বণিক্পত্নী সাধ্বী, রূপযৌবনশালিনী, চঞ্চল-মেখলাহারা, ও সর্ব্বাভরণভূষিতা ছিল। বণিক্ কামক্রোধবিবর্জ্জিত হইয়া ভার্য্যার সহিত ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া স্নান করত শুক্লাম্বর ধারণপূর্ব্বক শুচিভাবে যথোক্ত বিধানে ভক্তির সহিত জাগরণ করিতে লাগিল। আর পাপাত্মা আমি ঐস্থানে চৌর্য্য অবলম্বন

দেবব্রাহ্মণপূজকঃ ॥ ২৫ ॥ পূর্ব্বকর্ম্মানুসংযোগাদ্বিকর্ম্মণি রতঃ সদা। তস্যাং রাত্র্যামহং তত্র জনমধ্যে তু সংস্থিতঃ ॥ ২৬ ॥ কুণ্ডলীনঃ স্থিতস্তত্র রন্ধ্রাপেক্ষী বরাননে। বণিজস্তস্য ভার্য্যায়াশ্ছিদ্রান্বেষণতৎপরঃ ॥ ২৭ ॥ সা রাত্রির্জাগ্রতস্তস্য গতা মে বিজনে তথা। গীতনৃত্যাদিনির্ঘোষৈর্বেদমঙ্গলপাঠকৈঃ ॥ ২৮ ॥ তালশব্দৈস্তথা বন্দ্যৈঃ পুস্তকানাঞ্চ বাচকৈঃ। এবং রাত্র্যাস্তু শেষায়াং যাবত্তিষ্ঠতি তত্র বৈ ॥ ২৯ ॥ নিরোধেন সমাযুক্তা পীড্যমানা শুচিস্মিতা। ধনিভার্য্যা নিরোধার্ত্তা দেবাগারাদ্বহির্গতা ॥ ৩০ ॥ তস্যাঃ কর্ণৌ ত্রোটয়িত্বা পুপ্লুবেঽহং জলে স্থিতঃ। ততঃ কোলাহলস্তত্র কৃতস্তৎপুরবাসিভিঃ ॥ ৩১ ॥ শ্রুত্বা কোলাহলং শব্দং কর্ণত্রোটনজং তদা। ধাবিতা রক্ষকাস্তত্র রাজশাসনকারকাঃ ॥ ৩২ ॥ তৈরহং শস্ত্রহস্তৈশ্চ উল্কাহস্তৈঃ সমন্ততঃ। নিরীক্ষিতোঽথ ন প্রাপ্তং সুবর্ণং মন্মুখে স্থিতম্ ॥ ৩৩ ॥ খড়্গেন তীক্ষ্ণধারেণ ছিত্বা শীর্ষং তদা মম। উল্কাহস্তা নিরীক্ষন্তো নাপশ্যন্ স্বর্ণমণ্বপি ॥ ৩৪ ॥ হিত্বা মাং তে গতাঃ সর্ব্বে গত্বা রাজ্ঞে ন্যবেদয়ন্। ন কিঞ্চিত্তত্র সম্প্রাপ্তং হতোঽস্মাভিশ্চ তৎক্ষণাৎ ॥৩৫॥ কথয়িত্বা তু তে সর্ব্বে যথাদেশং গতাঃ পুনঃ। ততো বৈ বন্ধুনা তত্র ভয়ভীতেন চেতসা ॥ ৩৬ ॥ নিখাতং মম তত্রৈব শিরঃ কায়েন সংযুতম্। খাতং কৃত্বা প্রিয়ে তত্র ব্রহ্মতীর্থস্য চোত্তরে ॥ ৩৭ ॥ পিহিতোঽহং তু তত্রৈব প্রভাসে তীর্থ উত্তমে। শিবরাত্রিপ্রভাবেন তজ্জাতিস্মরতাং গতঃ ॥ ৩৮ ॥ রাজ্যং নিষ্কণ্টকং প্রাপ্তং সমৃদ্ধং বরবর্ণিনি। এতৎ প্রভাসমাহাত্ম্যং শিবরাত্রেরুপোষণাৎ। এতৎফলং ময়া লব্ধং গত্বা তস্মাদুপোষয়ে ॥ ৩৯ ॥ রাজ্ঞ্যুবাচ। গচ্ছাবস্তত্র যত্রৈব কপালং পতিতং তব। স্ফোটিতে চ কপালে চ হিরণ্যং দৃশ্যতে যদি। প্রত্যয়ো মে ভবেৎ পশ্চাত্তব বাক্যে ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥ রাজোবাচ। কল্পং হি তিষ্ঠতে চাস্থি যাবদ্ভূমিবিপর্য্যয়ঃ। উত্তিষ্ঠ ব্রজ ভদ্রং তে প্রভাসং ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ৪১ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা যদ্রাজ্ঞা সমুদীরিতম্। গমনায় মতিং চক্রে শিবরাত্র্যা উপোষণে ॥ ৪২ ॥ ততোঽশ্বে-

---

করিয়া অবস্থান করিতাম। আমি তথায় সৎ শূদ্রের গৃহে জন্মিয়াছিলাম। দেবব্রাহ্মণের পূজা আমাদের ধর্ম্ম ছিল। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মদোষে আমি সর্ব্বদা বিকর্ম্মস্থ হইয়াছিলাম। শিবরাত্রির দিন আমি রন্ধ্রাপেক্ষী হইয়া জলে কুণ্ডলীন হইয়া বাস করিতে লাগিলাম। আমি ঐ ভাবে থাকিয়া বণিক্-পত্নীর ছিদ্র অন্বেষণে তৎপর রহিলাম। জাগরিত অবস্থায় আমার রাত্রি প্রভাত হইল। প্রভাতে গীত-নৃত্যাদিনির্ঘোষ, বেদমঙ্গলপাঠ, তালশব্দ ও পুস্তকপাঠ হইতে লাগিল। এই সময় জনতায় পীড্যমান হইয়া শুচিস্মিতা বণিক্‌ভার্য্যা নিরোধার্ত্তা হইয়া যেমন দেবগৃহ হইতে বাহিরে আসিবে, অমনি আমি তাহার কর্ণ ত্রোটিত করিয়া জলে সন্তরণ দিতে লাগিলাম। পুরবাসী জনগণ তখন কোলাহল করিয়া উঠিল। কোলাহল শ্রবণ করিয়া রাজ্য শাসক রক্ষগণ ধাবিত হইল। তাহারা শস্ত্র ও উল্কা হস্তে করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে আমাকে নিরীক্ষণ করিল। কিন্তু তাহারা সুবর্ণ প্রাপ্ত হইল না,—সুবর্ণ আমি মুখে রাখিয়াছিলাম। তাহারা তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা আমার মস্তক ছেদন করিয়া উল্কাদ্বারা নিরীক্ষণ করত বিন্দুমাত্রও স্বর্ণ পাইল না। তখন তাহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল যে, আমরা অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট কিছুই পাইলাম না, তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিহত করিয়াছি। রাজসন্নিধানে এই কথা জ্ঞাপন করিয়া তাহারা যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিল। এদিকে তখন আমার এক বন্ধু আমার খণ্ডিত মস্তক দেহে যোজিত করিয়া ভয়ে ভয়ে আমাকে ঐ প্রভাসক্ষেত্রে ব্রহ্মতীর্থের উত্তরে নিখাত করিল। আমি ঐ উত্তমতীর্থ প্রভাসে মৃত্তিকাচ্ছাদিত রহিলাম। পরে আমি শিবরাত্রিপ্রভাবে জাতিস্মরত্ব ও নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য লাভ করিলাম। হে বরবর্ণিনি! এই প্রভাসক্ষেত্রে শিবরাত্রি উপবাসের আমি এই ফল লাভ করিয়াছি। এজন্য আমি ঐ স্থানে যাইয়া উপবাস করিব।১—৩৯। রাজ্ঞী বলিলেন,—হে রাজন্! যেখানে আপনার কপাল পতিত আছে, আমি ঐ স্থানে গমন করিব। সম্ভবত আপনার কপাল স্ফুটিত হইয়াছিল বলিয়া ঐ স্থানে হিরণ্য দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। হিরণ্য দেখিতে পাইলে তবে আপনার বাক্যে আমার প্রত্যয় জন্মিবে, সংশয় নাই। রাজা বলিলেন,—কল্পকাল পর্য্যন্ত যাবৎ না ভূমিবিপর্য্যয় হয়, তাবৎ ঐ অস্থি বিদ্যমান থাকিবে। তোমার মঙ্গল হৌক, উত্থিত হও, উত্তম ক্ষেত্র প্রভাসে চল। রাজকথিত উক্ত

জবনৈর্যুক্তং রথং হেমবিভূষিতম্। আরুহ্য সহ পত্ন্যা চ প্রভাসং ক্ষেত্রমেয়িবান্॥ ৪৩॥ ব্রতং কৃত্বা প্রভাসে তু যথোক্তং বরবর্ণিনি। ব্রহ্মতীর্থে সমাগত্য উদ্ধৃত্য সকলং ততঃ॥ ৪৪॥ হিরণ্যং দর্শয়ামাস স্ফোটয়িত্বা শবং স্বয়ম্॥ ৪৫॥ ঈশ্বর উবাচ। জাতসম্প্রত্যয়া ভার্য্যা তস্য রাজ্ঞো বভূব হ। জগাম পরমং স্থানং যত্র কল্যাণমুত্তমম॥ ৪৬॥ জনোঽপি বিস্মিতঃ সর্ব্বো দৃষ্ট্বা চিত্রং তদদ্ভুতম্॥ ৪৭॥ নদী চিত্রপথানাম তত্রোৎপন্না বরাননে। চিত্রাদিত্যস্য পূর্ব্বেণ ব্রহ্মতীর্থস্য চোত্তরে॥ ৪৮॥ তস্যাং তত্তিষ্ঠতে তত্রসর্ব্বপাপপ্রনাশনম্॥ ৪৯॥ শ্রাবণে মাসি সম্প্রাপ্তে তস্মিন্ কূপে বিধানতঃ। যঃ স্নানং কুরুতে দেবি শ্রাদ্ধং তত্র বিশেষতঃ॥ ৫০॥ চিত্রাদিত্যন্তু সম্পূজ্য শিবলোকে মহীয়তে॥ ৫১॥ এতত্তে কথিতং সর্ব্বং শিবরাত্র্যা মহৎ ফলম্। ভুক্তিমুক্তিপ্রদং পুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ৫২॥ যঃ ইদং পঠতে নিত্যং শৃণুয়াদ্বাপি মানবঃ। সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো রুদ্রলোকে মহীয়তে॥ ৫৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুণ্ডলকূপমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪৮॥

একোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি ভৈরবেশ্বরমুত্তমম্। ব্রহ্মকুণ্ডস্য ঈশানে স্থিতং পাপপ্রণাশনম্। চতুর্ব্বক্ত্রং মহাদেবং সংস্থিতং তীর্থরক্ষণে॥ ১॥ তত্র স্নাত্বা মহাকুণ্ডে যস্তং পূজয়তে নরঃ। পঞ্চোপচারবিধিনা ভক্তিযুক্তো যতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২॥ কুলানি যান্যতীতানি ভাবিষ্যাণি চ যানি বৈ। তারয়েৎস নরো দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৩॥ ন চাত্র সম্ভবস্তস্য বিনাশো নৈব জায়তে। বিমানৈশ্চরতে নিত্যং দিবাকরসমপ্রভৈঃ॥ ৪॥ স্ত্রীসহস্রৈর্বৃতো নিত্যং ক্রীড়তে দেববদ্দিবি॥ ৫॥ এতল্লিঙ্গং মহাদেবি চতুর্ব্বক্ত্রং মহাপ্রভম্। দৃষ্ট্বাপি তদ্বিমুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্য মানবঃ॥ ৬॥৪০—৫৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে ভৈরবেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪৯॥

প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী শিবরাত্রির উপবাস উপলক্ষে প্রভাস ক্ষেত্রে গমন করিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন রাজা রাজ্ঞীর সহিত হেমবিভূষিত জবন তুরঙ্গযুক্ত রথবরে আরোহণ করিয়া প্রভাসক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন। হে বরবর্ণিনি! অনন্তর তাঁহারা যথোক্ত ব্রতাচরণপূর্ব্বক প্রভাসে উপনীত হইয়া ব্রহ্মতীর্থে গমন করত সমাধিস্থান খনন করিয়া শবদেহ স্ফোটিত করিয়া হিরণ্য দর্শন করিলেন। ঈশ্বর বলিলেন,—তখন তাঁহারা ভার্য্যা জাতপ্রত্যয়া হইলেন। অনন্তর তাঁহার যেখানে উত্তম কল্যাণ অবস্থিত, সেই পরম স্থানে গমন করিলেন। জনগণ ঐ অদ্ভুত চিত্র দর্শন করিয়া বিস্মিত হইল। ঐ স্থানে চিত্রাদিত্যের পূর্ব্বে ব্রহ্মতীর্থের উত্তরে ত্রিপথগানাম্নী নদী উৎপন্ন হইল। ঐ নদীতেই সর্ব্ব-পাপপ্রণাশন কুণ্ডলকূপতীর্থ বিরাজিত। হে দেবি! যে জন শ্রাবণ মাসে চিত্রাদিত্যের পূজা করিয়া ঐ কূপে বিধিপূর্ব্বক স্নান ও শ্রাদ্ধ করে, সে শিবলোকে পূজিত হইয়া থাকে। এই আমি সর্ব্বপাপপ্রণাশন ভুক্তিমুক্তিপ্রদ, পুণ্য, শিবরাত্রিমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি ই নিত্য পাঠ ও শ্রবণ করে, সে সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে বিহার করিয়া থাকে।

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৪৮।

ঊনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর উত্তম ভৈরবেশ্বরসমীপে গমন করিবে। ব্রহ্মকুণ্ডের ঈশান কোণে তীর্থরক্ষার্থ ঐ পাপহর চতুর্ব্বক্ত্র মহাদেব অবস্থিত। তত্রত্য মহাকুণ্ডে স্নান করিয়া যে নর ভক্তিযুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া পঞ্চোপচারে ভৈরবেশ্বরের পূজা করে, সে তাহার অতীত ভবিষ্য সমস্ত কুল উদ্ধার করিয়া থাকে। এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ঐ ব্যক্তির জন্ম-মরণ নাই। সে নিত্য দিবাকরপ্রভ বিমানে বিচরণ করে এবং সহস্র সহস্র রমণীজনে পরিবৃত হইয়া নিত্য নিত্য দেববৎ ক্রীড়া করিয়া থাকে। হে দেবি! মানব এই চতুর্ব্বক্ত্র মহামহিম লিঙ্গ দর্শন মাত্রেই সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।১—৮।

ঊনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৪৯।

পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো ব্রহ্মেশ্বরং গচ্ছেত্তস্য দক্ষিণতঃ স্থিতম্‌ । ব্রহ্মণা স্থাপিতং পূর্ব্বং ব্রহ্মকুণ্ড-সমীপতঃ । ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং রক্ষ্যমাণং গণৈর্ম্মম ॥ ১ ॥ তত্র স্নাত্বা চতুর্দ্দশ্যামমাবস্যাং বিশেষতঃ । শ্রাদ্ধঞ্চ বিধিবৎকৃত্বা ব্রহ্মেশং পূজয়েত্ততঃ ॥ ২ ॥ বিপ্রেভ্যঃ কাঞ্চনং দদ্যাৎপ্রীতয়ে শঙ্করস্য চ ॥ ৩ ॥ এবং কৃত্বা নরো দেবি লভতে জন্মনঃ ফলম্‌ । বিপুলাং কীর্ত্তিমাপ্নোতি মোদতে ব্রহ্মণা প্রিয়ে ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫০ ॥

একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্যৈব দক্ষিণে ভাগে তৃতীয়ো ভৈরবঃ স্থিতঃ । ব্রহ্মকুণ্ডসমীপে তু সাবিত্র্যা সম্প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১ ॥ আরাধ্য তত্র দেবেশং দেবানাং প্রপিতামহম্‌ । বায়ুভক্ষা নিরাহারা তোষয়ামাস শঙ্করম্‌ ॥ ২ ॥ তুষ্টঃ প্রাহেশ্বরো দেবি শঙ্করস্তাং বরাননাম্‌ ॥ ৩ ॥ যোঽস্মিন্‌ কুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা মল্লিঙ্গং পূজয়িষ্যতি পৌর্ণমাস্যাং বিধানেন গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥ ৪ ॥ দাস্যে তস্য বরানিষ্টান্মনসাভীপ্সিতান্‌ শুভান্‌ ॥ ৫ ॥ মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তো ভবতি পাতকৈঃ । সর্ব্বকামসমৃদ্ধাত্মা স ভূয়াদ্‌বৃষভধ্বজঃ ॥ ৬ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা দেবেশি ততোঽন্তর্দ্ধানমাগতঃ । সাবিত্রী ব্রহ্মলোকে তু গতা সংস্থাপ্য শঙ্করম্‌ ॥ ৭ ॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং সাবিত্রীশমহোদয়ম্‌ । শৃণুয়াদ্‌ যস্তু মতিমান্‌ স মুক্তঃ পাতকৈর্ভবেৎ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সাবিত্রীশ্বরভৈরবমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তৃতীয়ো ভৈরবঃ প্রোক্তশ্চতুর্থং ভৈরবং শৃণু । ব্রহ্মেশাৎপশ্চিমে ভাগে ধনুষাং ত্রিতয়ে স্থিতম্‌ ॥ ১ ॥ সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বকাম-প্রদং নৃণাম্‌ । নারদেশ্বরনামানং স্থাপিতং নারদেন

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—ঐ লিঙ্গের দক্ষিণ পার্শ্বে ব্রহ্মকুণ্ড-সমীপে পূর্ব্বে ব্রহ্মা যে ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ স্থাপন করেন,—অনন্তর তীর্থযাত্রী তৎসমীপে গমন করিবে। ঐ লিঙ্গ ত্রিলোকবিখ্যাত এবং মদীয়-গণসমূহ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত। চতুর্দ্দশী বা অমাবস্যায় তত্রত্য কুণ্ডে স্নান করিয়া বিধিমত শ্রাদ্ধ করিবার পর ব্রহ্মেশ্বরের পূজা করিবে এবং শঙ্করের প্রীতির নিমিত্ত বিপ্রগণকে কাঞ্চন প্রদান করিবে। হে দেবি! নর এইরূপ করিয়া জন্ম-সাফল্য লাভ করে। তাহার বিপুল কীর্ত্তি হয়। সে ব্রহ্মার সহিত বিহার করে। ১—৪।

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫০।

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের দক্ষিণ ভাগে ব্রহ্মকুণ্ডের সমীপে সাবিত্রীপ্রতিষ্ঠিত তৃতীয় ভৈরব অবস্থিত। সেই দেবপ্রপিতামহ দেবেশ্বরকে তথায় আরাধনা করিয়া সাবিত্রী বায়ু-ভোজনে এবং অনাহারে শঙ্করের সন্তোষ উৎপাদন করেন। শঙ্কর ইহাতে তুষ্ট হইয়া সেই বরবর্ণিনীকে বলেন,—হে দেবি! যে নর এই কুণ্ডে স্নান করিয়া পূর্ণিমা তিথিতে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা মদীয় লিঙ্গের পূজা করিবে, তাহাকে আমি মনোভীষ্ট শুভ বর সকল প্রদান করিব। সে মহাপাতকী হইলেও পাতকমুক্ত ও সর্ব্বকামসমৃদ্ধ হইয়া সাক্ষাৎ বৃষভ-ধ্বজরূপ ধারণ করিবে। হে দেবেশি! শঙ্কর এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হন। সাবিত্রী শঙ্করলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এই লিঙ্গের নাম—সাবিত্রীশ্বর। আমি সংক্ষেপে ইহাঁর মহিমা কীর্ত্তন করিলাম। মতিমান্‌ নর ইহা শ্রবণে পাতকমুক্ত হইয়া থাকে। ১—৮।

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫১।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—তৃতীয় ভৈরবের কথা বলা হইল। অতঃপর চতুর্থ ভৈরবের বিষয় শ্রবণ কর। ব্রহ্মেশ্বরের পশ্চিমে তিন ধনু দূরে সর্ব্ব পাপহর সর্ব্ব কাম প্রদ চতুর্থ ভৈরব অবস্থিত। পূর্ব্বে নারদ

বৈ ॥ ২ ॥ ব্রহ্মলোকে স্থিতঃ পূর্ব্বং নারদো ভগবানৃষিঃ। তত্র দৃষ্ট্বা মহাবীণাং দিব্যাং তন্ত্র্যযুতৈর্যুতাম্ ॥ ৩ ॥ সরস্বত্যা বিনির্ম্মুক্তাং ব্রহ্মলোকে মহাপ্রভাম্। তেনাসৌ কৌতুকাবিষ্টো বাদয়ামাস তাং তদা ॥ ৪ ॥ তন্ত্রীভ্যো বাদ্যমানাভ্যো ব্রাহ্মণাঃ পতিতা ভুবি। সপ্ত স্বরাস্তে বিখ্যাতা মূর্চ্ছিতাঃ ষড়্জকাদয়ঃ ॥ ৫ ॥ তান দৃষ্ট্বা বিস্ময়াবিষ্টো মুক্তা বীণাং প্রযত্নতঃ। পপ্রচ্ছ দেবং ব্রহ্মাণং কিমিদং কৌতুকং বিভো ॥ ৬ ॥ বাদ্যমানাসু তন্ত্রীষু পতিতা ব্রাহ্মণা ভুবি। ক এতে ব্রাহ্মণা দেব কিং মৃতা ইব শেরতে ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মোবাচ। এতে স্বরা মহাভাগ মূর্চ্ছিতাঃ পতিতা ভুবি। অজ্ঞানবাদনেনৈব পাপং জাতং তবাধুনা ॥ ৮ ॥ সপ্তব্রাহ্মণবিধ্বংসপাতকং তে সমাগতম্। তস্মাচ্ছীঘ্রং ব্রজ মুনে প্রভাসং ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ৯ ॥ সমারাধয় দেবেশং সর্ব্বপাপবিশুদ্ধয়ে। ইত্যুক্তো নারদস্তত্র সন্তপ্য চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ১০ ॥ কৃত্বা বিষাদং বহুশঃ প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতঃ। তত্রৈব ব্রহ্মকুণ্ডং তু সমাসাদ্য প্রযত্নতঃ ॥ ১১ ॥ ভৈরবং পূজয়ামাস দিব্যাব্দানাং শতং প্রিয়ে। ততো নিষ্কল্মষো ভূত্বা গীতজ্ঞশ্চাভবত্তথা ॥ ১২ ॥ ততঃ প্রভৃতি তল্লিঙ্গং নারদেশ্বরভৈরবম্। খ্যাতং লোকে মহাদেবি সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১৩ ॥ অজ্ঞানাদ্বাদয়েদ্যস্তু বীণাঞ্চৈব তথা স্বরান্। স তৎপাতকশুদ্ধ্যর্থং তত্র গচ্ছেৎসুরেশ্বরি ॥ ১৪ ॥ মাঘে মাসি জিতাহারস্ত্রিকালং যোঽর্চ্চয়েত্ততঃ। নারদেশং ভৈরবং স স্বর্গরামামনোহরঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫২ ॥

ইহাঁকে স্থাপন করেন। এই জন্য ইনি নারদেশ্বর নামে অভিহিত। ভগবান্ নারদ ঋষি একদা ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতেছিলেন তথায় দেখিলেন, অযুত তন্ত্রী-সমন্বিতা মহামহিমান্বিতা এক দিব্য মহাবীণা সরস্বতী পরিত্যাগ করিয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি কৌতুকাবিষ্ট হইয়া ঐ মহাবীণা বাজাইতে লাগিলেন। বাদনকালে উহার তন্ত্রীসমূহ হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণ পতিত হইলেন। এই ব্রাহ্মণেরাই ষড়্জাদি বিখ্যাত সপ্ত স্বর ও সপ্ত মূর্চ্ছনা। নারদ তদ্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সযত্নে বীণা পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিভো! কি এ কৌতুকব্যাপার? আমি তন্ত্রী বাজাইতে লাগিলাম, আর তাহা হইতে ব্রাহ্মণগণ ভূতলে পতিত হইলেন। হে দেব! কে এই ব্রাহ্মণগণ? কেন ইহারা মৃতের ন্যায় শুইয়া আছেন? ব্রহ্মা কহিলেন—হে মহাভাগ! ইহাঁরাই বিখ্যাত সপ্ত স্বর, মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছেন। অজ্ঞানপূর্ব্বক বাজাইয়াছ বলিয়া তোমার অধুনা পাপসঞ্চয় হইয়াছে। সহজ পাপ নহে, সপ্ত ব্রাহ্মণবধের পাতক হইয়াছে। অতএব মুনে! শীঘ্র প্রভাসক্ষেত্রে গমন কর। সেখানে গিয়া সর্ব্ব পাপ শুদ্ধির নিমিত্ত দেবদেবের আরাধনা কর। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে নারদ বারবার অন্তরে সন্তাপ অনুভব করিয়া বিষাদসহকারে প্রভাসক্ষেত্রে আগমন করিলেন। প্রিয়ে! তথায় আসিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে অতীব যত্নসহকারে দিব্য শত বর্ষ যাবৎ নারদ ভৈরবের পূজা করিলেন। পূজাফলে তিনি নিষ্পাপ ও গীতজ্ঞ হইলেন। তখন হইতে ঐ লিঙ্গ নারদেশ্বর নামে জগতে বিখ্যাতি লাভ করিল। হে দেবি! যেজন অজ্ঞানে বীণাবাদন করে, সে পাতকশুদ্ধির নিমিত্ত ঐ স্থানে গমন করিবে। মাঘমাসে জিতাহার হইয়া যে নর কালত্রয় নারদেশ ভৈরবের অর্চ্চনা করে, সে অন্তে স্বর্গে গিয়া সুরসুন্দরীগণের মনোহরণ করিয়া থাকে। ১—১৫।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫২।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি হিরণ্যেশ্বরমুত্তমম্। ব্রহ্মকুণ্ডস্য বায়ব্যে ধনুষাং দ্বিতয়ে স্থিতম্ ॥ ১ ॥ সর্ব্বপাপপ্রশমনং দারিদ্র্যৌঘবিনাশনম্। কৃতস্মরাচ্চ পরতো হ্যগ্নিতীর্থাচ্চ পূর্ব্বতঃ ॥ ২ ॥ যমেশ্বরাচ্চ নৈর্ঋত্যে সমুদ্রস্যোত্তরে তথা।

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর উত্তম হিরণ্যেশ্বর সমীপে গমন করিবে। ব্রহ্মকুণ্ডের বায়ুকোণে দুই ধনু দূরে এই সর্ব্বপাপহর নিখিল দারিদ্র্যনাশন দেব অবস্থিত। ইহা কৃতস্মরের পশ্চিমে, অগ্নিতীর্থের পূর্ব্বে, সোমেশ্বরের নৈর্ঋতে ও সমুদ্রের উত্তরাংশে বিরাজমান। ঐ লিঙ্গের

তস্য লিঙ্গস্য প্রাগ্‌ভাগে ব্রহ্মা তেপে মহত্তপঃ। আরাধয়ামাস তদা দেবদেবং ত্রিলোচনম্ ॥ ৩ ॥ তত্তুষ্টো মহাদেবো ব্রহ্মন্ ব্রূহি বরো মম ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ। যদি তুষ্টোহসি মে দেব যাজয়ামীতি মে মতিঃ। স্থানঞ্চ মহান্মহাপুণ্যং তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। কৃতস্মরাদ্‌ব্রহ্মকুণ্ডং যমেশাৎসাগরাবধি। এতদন্তরমাসাদ্য পাপী চাপি বিমুচ্যতে ॥ ৬ ॥ বহেদ্বিষুবতী তত্র সদা পুণ্যাত্মনাং নৃণাম্। যত্র তত্র কুরু বিভো মনসা তে যথেপ্সিতম্ ॥ ৭ ॥ ইত্যুক্তঃ স তদা ব্রহ্মা প্রারেভে যজ্ঞমুত্তমম্ ॥ ৮ ॥ ততো ভাগার্থিনো দেবা ইন্দ্রাদ্যাস্তত্র চাগতাঃ। ঋষয়ো ভাগকামাস্ত সর্ব্বে তত্র সমাগতাঃ ॥ ৯ ॥ ততো যজ্ঞাগতেভ্যঃ স দক্ষিণামদদাৎ পুনঃ। ততোহথ দক্ষিণা ক্ষীণা দীয়মানা যশস্বিনি ॥ ১০ ॥ ততো ব্রহ্মা বহুদ্বিগ্নো দধ্যৌ বৈ মনসা তদা। বদ্ধাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥ ভগবন্ বৈ বিরূপাক্ষ ক্রতুর্নৈব সমাপ্যতে। দক্ষিণাহীনস্ততো দেব ন যাতি পরিপূর্ণতাম্ ॥ ১২ ॥ দক্ষিণাসহিতাঃ সর্ব্বে যথা যান্তি তথা কুরু। পিতামহবচঃ শ্রুত্বা কৃত্বা ধ্যানং তদা ময়া ॥ ১৩ ॥ স্মৃতা সরস্বতী দেবী দেবানাং হিতকাম্যয়া। আগতা সা মহাপুণ্যা উক্তা দেবী ময়া তদা ॥ ১৪ ॥ প দ্মযোনের্ধনং ক্ষীণং ক্রতুর্ব্বৈ ন সমাপ্যতে। তস্মা ৎ প্রসাদেন ভব কাঞ্চনবাহিনী ॥ ১৫ ॥ সরস্বত্য স্তঃ স্রোত উত্থিতং পশ্চিমামুখম্। কাঞ্চনানাঞ্চ পদ্মানি উচ্ছ্রিতানি সহস্রশঃ ॥ ১৬ ॥ কাঞ্চনেন প্রবাহেণ তোয়ং সারস্বতং শুভম্। দৈত্যসূদনমাসাদ্য অগ্নিতীর্থাবধি প্রিয়ে। পূরয়ামাস পদ্মৈশ্চ কোটিশশ্চ সমন্ততঃ ॥ ১৭ ॥ কাঞ্চনানি তু তান্যেব দত্ত্বা বিপ্রেষু দক্ষিণাম্। যজ্ঞং নির্ব্বর্ত্তয়ামাস হৃষ্টো ব্রহ্মা দ্বিজৈঃ সহ ॥ ১৮ ॥ শেষাণি যানি পদ্মানি তানি নিঃক্ষিপ্য ভূতলে। তদূর্দ্ধং স্থাপয়ামাস লিঙ্গং তু কনকেশ্বরম্ ॥ ১৯ ॥ তত্র লিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্। ঋষিভ্যো দক্ষিণাং প্রাদাদেকৈকস্য যথাক্রমম্। কাঞ্চনানাঞ্চ পদ্মানাং প্রত্যেকমযুতং দদৌ ॥ ২০ ॥ ততঃ শেষাণি পদ্মানি নিহিতানি ধরাতলে। ব্রহ্মকুণ্ডস্য মধ্যে তু নাপুণ্যো লভতে নরঃ ॥ ২১ ॥ তৎকুণ্ডতোয়মদ্যাপি নানাবর্ণং প্রদৃশ্যতে। তত্রাধঃ

পূর্ব্বভাগে ব্রহ্মা মহাতপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিলোচন দেবদেবকে আরাধনা করিলে, তিনি তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমার নিকট বর গ্রহণ কর। ব্রহ্মা কহিলেন,—দেব! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে ইচ্ছা—আমি একটী যজ্ঞ করিব; সেই যজ্ঞের যাহা মহাপুণ্য স্থান হয়, তাহা আপনি বলুন। ঈশ্বর কহিলেন—কৃতস্মর হইতে ব্রহ্মকুণ্ড ও যমেশ্বর হইতে সাগর পর্য্যন্ত যে ভূভাগ আছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে পাপিষ্ঠও মুক্ত হইয়া থাকে। তথায় পুণ্যাত্মা নরগণের জন্য 'বষুবতী নদী সদা প্রবাহিতা হইতেছেন। হে ব্রহ্মন্! আপনি উহার যে কোন স্থানে ইষ্ট যজ্ঞ সম্পাদন করুন। মহাদেব এই কথা কহিলে ব্রহ্মা তখন সেই স্থানে এক উত্তম যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন অনন্তর ভাগার্থী ইন্দ্রাদি দেব ও ঋষিগণ সমাগত হইলে ব্রহ্মা যজ্ঞাগত ব্যক্তিগণকে দক্ষিণা দিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই দীয়মান দক্ষিণা যজ্ঞের অনুপযুক্ত হইল। অনন্তর ব্রহ্মা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে ধ্যান করিলেন এবং বদ্ধাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে ভগবন্! বিরূপাক্ষ! দক্ষিণা বিনা আমার যজ্ঞ সমাপ্ত হইতেছে না, হে দেব! হীন দক্ষিণায় যজ্ঞের পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয় না। অতএব যজ্ঞাগত ব্যক্তিগণ যাহাতে দক্ষিণা পাইতে পারেন, আপনি তাহাই করুন। পিতামহের বাক্য শুনিয়া আমি ধ্যান করিলাম এবং দেবগণের হিতকামনায় সরস্বতী দেবীকে স্মরণ করিলাম। সেই মহাপাবনী দেবী স্মরণ মাত্র সমাগত হইলে আমি বলিলাম,—পদ্মযোনির ধনক্ষয় বশত যজ্ঞ সমাপ্ত হইতেছে না। অতএব মৎপ্রসাদে তুমি কাঞ্চনবাহিনী হও। এই কথার পর সরস্বতীর স্রোত পশ্চিমাভিমুখে উত্থিত হইল। সহস্র সহস্র কাঞ্চন-পদ্ম তাহাতে প্রস্ফুটিত হইল। প্রিয়ে! দৈত্যসূদনের ক্ষেত্র হইতে অগ্নিতীর্থ পর্য্যন্ত শুভ সারস্বত জল কাঞ্চন প্রবাহে ও কোটি কোটি কাঞ্চন-পদ্মে পূর্ণ হইল।১—১৭। ব্রহ্মা হৃষ্ট হইয়া সেই সকল কাঞ্চন বিপ্রগণকে দক্ষিণাদানে যজ্ঞ সমাপন করিলেন। অবশিষ্ট যে সকল কনক-পদ্ম ছিল, তাহা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তদুপরি তিনি কনকেশ্বর নামে এক লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। তথায় সর্ব্বদেবনমস্কৃত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্রহ্মা প্রত্যেক ঋষিকে অযুত অযুত কাঞ্চন পদ্ম দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করিলেন। অবশিষ্ট পদ্ম সকল ধরাপৃষ্ঠস্থ ব্রহ্মকুণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিলেন। অকৃতপুণ্য ব্যক্তি তাহা লাভ করিতে পারে না। স্বর্ণপদ্ম নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের জল অদ্যাপি

পদ্মসংযোগাদ্বৈরং স্বর্ণামিতে ক্বণাৎ॥ ২২॥ হিরণ্ময়ানি পদ্মানি অধঃ কৃত্বা প্রজাপতিঃ। লিঙ্গমূর্দ্ধং প্রতিষ্ঠাপ্য স্বয়ং পূজিতবাংস্তদা। হিরণ্যকমলৈর্দিব্যৈর্হিরণ্যেশস্ততোঽভবৎ॥ ২৩॥ সর্ব্বপাপপ্রশমনং তথা দারিদ্র্যনাশনম্। দৃষ্ট্বা হিরণ্ময়েশানং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ২৪॥ মাঘমাসে চতুর্দ্দশ্যাং যস্তল্লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ। পূজিতং তেন সকলং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্॥ ২৫॥ সর্ব্বদানানি দত্তানি সর্ব্বে দেবাশ্চ তোষিতাঃ। ব্রহ্মাণ্ডং তেন দত্তং স্যাদ্যেন তল্লিঙ্গমর্চ্চিতম্॥ ২৬॥ এতন্ময়া তে কথিতং স্নেহেন বরবর্ণিনি। ন কস্যচিন্ময়াখ্যাতং মহাগোপ্যং বরাননে॥ ২৭॥ য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা পঠেদ্বা ভক্তিসংযুতঃ। স গচ্ছেদ্দেবলোকং তু মুক্তঃ সর্ব্বৈশ্চ পাতকৈঃ॥ ২৮॥ ইতি তে চাতিবিখ্যাতাঃ পবিত্রাঃ পঞ্চ ভৈরবাঃ। ব্রহ্মকুণ্ডসমীপস্থাঃ কথিতাস্তব সুন্দরি॥ ২৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হিরণ্যেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫৩॥

নানাবর্ণ অবলোকিত হয়। পদ্মসংযোগে ঐ কুণ্ডের অধঃপ্রদেশস্থ জল এখনও স্বর্ণের ন্যায় প্রতিভাত হয়। প্রজাপতি হিরন্ময় পদ্ম সকল নিম্নে রাখিয়া তদূর্দ্ধে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠান্তে স্বয়ং কনকময় কমলদল দ্বারা উহার পূজা করিয়াছিলেন। এই জন্য ঐ লিঙ্গ হিরণ্যক নামে বিখ্যাত হয়। সর্ব্ব পাপহর দারিদ্রনাশন হিরণ্যেশ্বরকে দর্শন করিয়া সর্ব্ব পাপ হইতেই মুক্ত হওয়া যায়। মাঘমাসের চতুর্দ্দশী দিনে যে নর ঐ লিঙ্গ পূজা করে, তাহার চরাচর সকল ব্রহ্মাণ্ডেরই অর্চ্চনা করা হয়, সর্ব্বদেয় বস্তু প্রদান করা হয়; সর্ব্বদেবের পরিতোষ করা হয়; অধিক কি, লিঙ্গপূজক ব্যক্তির এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডদানেরই ফল হয়। হে দেবি! তোমাকে ভালবাসি, তাই ইহা বলিলাম। এই মহাগোপ্য বিষয় আমি আর অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। যে নর ভক্তিযুক্ত হইয়া ইহা শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহার দেবলোকে গতি হয়; সর্ব্বপাতক দূরে যায়। হে দেবি! এই আমি ব্রহ্মকুণ্ডসমীপস্থ অতি বিখ্যাত পবিত্র পঞ্চ ভৈরবের কথা কীর্ত্তন করিলাম।১৮—২৯।

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৩।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লিঙ্গং পাপবিমোচনম্। হিরণ্যেশ্বরবায়ব্যে ধনুষাং ত্রিতয়ে স্থিতম্॥ ১॥ পাপঘ্নং সর্ব্বজন্তূনাং দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি। আদ্যং লিঙ্গং মহাদেবি গায়ত্র্যা সম্প্রতিষ্ঠিতম্॥ ২॥ তল্লিঙ্গং সমনুপ্রাপ্য গায়ত্রীং জপতে তু যঃ। ব্রাহ্মণস্তু শুচির্ভূত্বা মুচ্যতে দুষ্প্রতিগ্রহাৎ॥ ৩ জ্যৈষ্ঠস্য পূর্ণিমায়াং তু দম্পতী যস্তু ভোজয়েৎ পরিধাপ্য যথাশক্ত্যা দৌর্ভাগ্যৈর্মুচ্যতে নরঃ॥ ৪ গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ পৌর্ণমাস্যাং তু যোঽর্চ্চয়েৎ ব্রাহ্মণ্যং জায়তে তস্য সপ্ত জন্মানি সুন্দরি॥ ৫ ইত্যেবং কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। ব্রহ্মকুণ্ডপ্রসাদেন সারাৎসারতরং প্রিয়ে॥ ৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গায়ত্রীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫৪॥

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর পাপমোচন লিঙ্গের নিকট গমন করিবে। হিরণ্যেশ্বরের বায়ুকোণে তিন ধনু ব্যবধানে এই আদ্য লিঙ্গ অবস্থিত। ইহা দর্শন ও স্পর্শন মাত্রেই জীবগণের পাপহরণ করে। স্বয়ং গায়ত্রী দেবী এই আদি লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই লিঙ্গ সমীপে গমন করিয়া যে ব্রাহ্মণ শুচিভাবে গায়ত্রী জপ করেন, তিনি সমস্ত দুষ্পরিগ্রহ-দোষ হইতে মুক্ত হন। এখানে জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমায় যে নর দম্পতীকে বসন-ভূষণ প্রদান করিয়া যথাশক্তি ভোজন করায়, তাহাকে আর দুর্ভাগ্য ভোগ করিতে হয় না। যে নর পূর্ণিমায় গন্ধপুষ্পের উপহার দিয়া লিঙ্গার্চ্চনা করে, হে সুন্দরি! সপ্তজন্ম তাহার ব্রহ্মণ্য অক্ষুন্ন থাকে। দেবি! এই আমি পাপহর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ব্রহ্মকুণ্ডের প্রসাদে ইহা সারাৎসারতর হইয়াছে।১—৬

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৪

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি রত্নেশ্বরমনুত্তমম্। তত্র তপ্ত্বা তপো দেবি বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। স্থাপিতং তত্র তল্লিঙ্গং সর্ব্বকামপ্রদং প্রিয়ে॥ ১॥ রত্নকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা যস্তং পূজয়তে সদা। সর্ব্বোপচারৈর্ভক্ত্যা স প্রাপ্নুয়াদীপ্সিতং ফলম্॥ ২॥ অত্র কৃত্বা তপো ঘোরং কৃষ্ণেনামিততেজসা। প্রাপ্তং সুদর্শনং চক্রং সর্ব্বদৈত্যান্তকারকম্॥৩॥ এতৎ স্থানং মহাদেবি সদা প্রিয়তরং মম। বসামি তত্র দেবেশি প্রলয়েঽপি ন সন্ত্যজে॥ ৪॥ স্মৃতং তদ্বৈষ্ণবং ক্ষেত্রং নাম্না দেবি সুদর্শনম্। ধন্বন্তরাণি ষট্‌ত্রিংশৎ সমন্তাৎ পরিমণ্ডলম্॥ ৫॥ এতদন্তরমাসাদ্য যে কেচিৎ প্রাণিনোঽধমাঃ। মৃতাঃ কালবশাদ্দেবি তে যান্তি পরং পদম্॥ ৬॥ কাঞ্চনং তত্র গরুড়ং পীতানি বসনানি চ। বিষ্ণুমুদ্দিশ্য যো দদ্যাৎ স তু যাত্রাফলং লভেৎ॥ ৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রত্নেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫৫॥

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি বৈনতেয়প্রতিষ্ঠিতম্। রত্নেশ্বরাদুত্তরতো ধনুষাং ত্রিতয়ে স্থিতম্॥ ১॥ বৈনতেয়শ্চ দেবেশি জ্ঞাত্বা ক্ষেত্রং তু বৈষ্ণবম্। লিঙ্গং প্রতিষ্ঠয়ামাস সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ২॥ যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা পঞ্চম্যাং তু বিধানতঃ। ন বিষং ক্রমতে তস্য সপ্ত জন্মানি সর্পজম্॥ ৩॥ পঞ্চামৃতেন সংস্নাপ্য পূজয়িত্বা বিধানতঃ। প্রাপ্নুয়াৎ সকলং পুণ্যং মোদতে দিবি দেববৎ॥ ৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গরুড়েশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি সত্যভামেশ্বরং শুভম্। রত্নেশ্বরাদ্দক্ষিণে তু ধনুষান্তরমাস্থিতম্॥ ১॥ সর্ব্বপাপপ্রশমনং স্থাপিতং সত্যভাময়া। কৃষ্ণস্য কান্তয়া দেবি রূপৌদার্য্যসমেতয়া॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর উত্তম রত্নেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু তপস্যা করিয়া ঐ স্থানে এই সর্ব্ব কামপ্রদ লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। যে নর রত্নকুণ্ডে স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বোপচার দ্বারা ঐ লিঙ্গের পূজা করে, সে ঈপ্সিত ফল লাভ করিয়া থাকে। অমিততেজা কৃষ্ণ এই স্থানে ঘোর তপস্যা করিয়া সর্ব্ব দৈত্যান্তকর সুদর্শন চক্র লাভ করিয়াছিলেন। হে দেবি! এই স্থান আমার নিত্য প্রিয়তর। আমি ঐ স্থানে বাস করি, প্রলয়েও উহা পরিত্যাগ করি না। ঐ স্থান সুদর্শন নামে বৈষ্ণব ক্ষেত্র। ঐ ক্ষেত্রের পরিমাণ ষট্‌ত্রিংশৎ ধনু। এই সীমামধ্যে যে কোন পাপী কালবশে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। সে পরমপদ লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঐ বিষ্ণু উদ্দেশে কাঞ্চনময় গরুড় ও পীত বসন দান করে, সে যাত্রাফল লাভ করিয়া থাকে।১—৭।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৫।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর বৈনতেয়ের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ রত্নেশ্বরের উত্তরে তিন ধনু অন্তরে অবস্থিত। ঐ স্থান বৈষ্ণবক্ষেত্র জানিয়া বৈনতেয় ঐস্থানে সর্ব্বপাপনাশন লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। যে জন পঞ্চমীদিনে ভক্তিপূর্ব্বক ঐ লিঙ্গের পূজা করে, সপ্তজন্ম যাবৎ ঐ ব্যক্তিতে কদাপি সর্পবিষ সংক্রামিত হয় না। পঞ্চামৃত দ্বারা স্নাপনপূর্ব্বক বিধিপূর্ব্বক ঐ লিঙ্গের পূজা করিলে মানব নিখিল পুণ্য লাভ করিয়া স্বর্গে দেববৎ আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে।১—৪।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৬

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর সত্যভামেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ রত্নেশ্বরের দক্ষিণে কতিপয় ধনু অন্তরে অবস্থিত। কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী সত্যভামা এই সর্ব্বপাপপ্রশমন লিঙ্গ

২॥ স্নাত্বা তদ্বৈষ্ণবং স্থানং নৃণাং পাতকনাশনম্॥ ৩॥ মাঘে মাসি তৃতীয়ায়াং নারী বা পুরুষোঽপি বা। যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা স মুক্তঃ পাতকৈর্ভবেৎ॥ ৪॥ দৌর্ভাগ্যদুঃখশোকেভ্যস্তথা বিঘ্নেশ্চ দুঃখিতঃ। মুচ্যতে নাত্র সন্দেহঃ সত্যভামান্বিতো ভবেৎ॥ ৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সত্যভামেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি অনঙ্গেশ্বরমুত্তমম্। রত্নেশ্বরাদগ্রতঃস্থং ধনুর্ধান্তরমাস্থিতম্॥ ১॥ স্থাপিতং কামদেবেন তল্লিঙ্গং বিষ্ণুসূনুনা। জ্ঞাত্বা তদ্বৈষ্ণবং স্থানং কলৌ পাতকনাশনম্॥ ২॥ তং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা তু কামদেবসমো ভবেৎ। স্বর্গবিদ্যাধরীণাঞ্চ জায়তে চিত্তমোহকঃ॥ ৩॥ তস্যাম্বয়েঽপি ন ভবেৎ কুরূপো দুর্ভগোঽপি বা॥ ৪॥ তত্রানঙ্গত্রয়োদশ্যাং ব্রতেন বরবর্ণিনি। বিশেষারাধনং তত্র জন্মসাফল্যকারণম্॥ ৫॥ শয্যাদানং তু দাতব্যং তত্র বিপ্রায় শীলিনে। বিশেষাদ্বিষ্ণুভক্তায় সম্যগ্‌যাত্রাফলং লভেৎ॥ ৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রত্নেশ্বরমাহাত্ম্যেঽনঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্যনামাষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫৮॥

একোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি রত্নকুণ্ডমনুত্তমম্। রত্নেশাদ্দক্ষিণে ভাগে ধনুষাং সপ্তকে স্থিতম্। মহাপাপোপশমনং বিষ্ণুনা নির্ম্মিতং স্বয়ম্॥ ১॥ অষ্টকোটীস্থ তীর্থানি ভূম্যোঽন্তরিক্ষগাণি তু। সমানীয় তু কৃষ্ণেন তত্র ক্ষিপ্তানি ভূরিশঃ॥ ২॥ গণানাং কোটিরেকা তু তৎকুণ্ডং রক্ষতি প্রিয়ে। কলৌ যুগে তু সম্প্রাপ্তে দুষ্প্রাপ্যমকৃতাত্মভিঃ॥ ৩॥ তত্র স্নাত্বা মহাদেবি বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা। প্রাপ্নুয়াদশ্বমেধস্য ফলং শতগুণোত্তরম্॥ ৪॥ একাদশ্যাং বিশেষেণ পিণ্ডং তত্র প্রদাপয়েৎ। অক্ষয্যাং তৃপ্তিমায়াস্তি পিতরস্তস্য ভামিনি॥ ৫॥ কুর্য্যাজ্জাগরণং তত্র একাদশ্যাং বিধানতঃ। বাঞ্ছিতং লভতে দেবি

স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বৈষ্ণব স্থান স্নাত ব্যক্তির পাতকনাশন। নারী বা পুরুষ যে কেহ মাঘী পূর্ণিমায় ভক্তিপূর্ব্বক এই লিঙ্গের পূজা করিলে পাতক, দৌর্ভাগ্য, দুঃখ, শোক, ও বিঘ্ন হইতে মুক্তি লাভ করে, ইহাতে কোন সংশয় নাই; অপিচ তাহারা সত্যবাদী এবং কান্তি ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া থাকে। ১—৭।

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৭।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অনন্তর অনঙ্গেশ্বরসমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ রত্নেশ্বরের অগ্রবর্ত্তী এবং তাহার ধনুঃ পরিমিত দূরে অবস্থিত। বিষ্ণুসূনু কামদেব ঐস্থান বৈষ্ণবস্থান এবং পাতকনাশন জানিয়া ঐ স্থানে ঐ লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ লিঙ্গ দর্শন এবং তাঁহার পূজা করিয়া মানবগণ কামদেব সম ও স্বর্গবিদ্যাধরী গণের চিত্তমোহক হয়। অপিচ তাহাদের কুলে কেহ কখন কুরূপ ও দুর্ভগ হয় না। ঐ স্থানে অনঙ্গ চতুর্দ্দশী ব্রত করিয়া বিশেষ আরাধনা করিলে তাহা জন্ম সাফল্যকারণ হইয়া থাকে। তথায় শীলসম্পন্ন বিশেষতঃ বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণকে শয্যা দান করিলে সম্যক্ যাত্রাফললাভ হয়। ১—৬।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৮।

ঊনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর অনুত্তম রত্নকুণ্ডে গমন করিবে। এই তীর্থ রত্নেশ্বরের দক্ষিণে সপ্তধনু অন্তরে অবস্থিত। এই মহাপাপোপশমন তীর্থ বিষ্ণু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভগবান্ বিষ্ণু ভৌম আন্তরিক্ষ ও স্বর্গীয় অষ্টকোটি তীর্থ আনয়ন করিয়া ঐ স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। এক কোটিগণ ঐ কুণ্ড রক্ষা করিয়া থাকে। ঐ কুণ্ড কলিযুগে অকৃতাত্ম ব্যক্তিগণের দুষ্প্রাপ্য। ঐ স্থানে স্নান করিলে অশ্বমেধ যাগের শতগুণ অধিক পুণ্য লাভ হয়। যে জন একাদশী তিথিতে ঐ স্থানে পিণ্ড নির্ব্বপণ করে, তাহার পিতৃগণ অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। ঐ একাদশী তিথিতে ঐ স্থানে বিধিপূর্ব্বক জাগরণ করিতে হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক জাগরণ অনুষ্ঠিত হইলে বাঞ্ছিত লাভ

যদি শ্রদ্ধা দৃঢ়া ভবেৎ ॥ ৬ ॥ দেয়ানি পীতবস্ত্রাণি তথা ধেনুঃ পয়স্বিনী। তত্র বিষ্ণুংসমুদ্দিশ্য সম্যগ্‌যাত্রা-ফলাপ্তয়ে ॥ ৭ ॥ হেমকুণ্ডং কৃতে প্রোক্তং ত্রেতায়াং রৌপ্যনামকম্। দ্বাপরে চক্রকুণ্ডন্তু রত্নকুণ্ডং কলৌ স্মৃতম্ ॥৮॥ পাতালবাহিনীগঙ্গাস্রোতাংসি তত্র ভূরিশঃ সমানীতানি হরিণা তত্র তিষ্ঠন্তি ভামিনি ॥ ৯ তত্র স্নানেন দেবেশি সর্ব্বতীর্থাভিষেচনম্ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রত্নেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোন-ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৯ ॥

ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি রাজ-ভট্টারকং পরম্। রৈবন্তকং সূর্য্যপুত্রমশ্বারূঢ়ং মহা-বলম্ ॥ ১ ॥ সংস্থিতং ক্ষেত্রমধ্যে তু সাবিত্র্যা নৈঋর্তে প্রিয়ে। তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি সর্ব্বপাপস্তো বিমুচ্যতে ॥ ২ ॥ রবিবারেণ সপ্তম্যাং যস্তং পূজয়তে নরঃ। তস্যান্বয়েঽপি নো দেবি দরিদ্রো জায়তে নরঃ ॥ ৩ ॥ তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন তমেবারাধয়েন্নরাক্। নির্ব্বিঘ্নং ক্ষেত্রবাসার্থং রাজা বাহশ্ববিবৃদ্ধয়ে ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রৈবন্তকরাজভট্টারকমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তস্য দক্ষিণতঃ স্থিতম্। ঈশানে লক্ষ্মণেশাচ্চ ধনুষাং ষোড়শে প্রিয়ে ॥ ১ ॥ অনন্তেশ্বরনামানমনন্তেন প্রতিষ্ঠিতম্। নাগরাজেন দেবেশি জ্ঞাত্বা ক্ষেত্রং তু পাবনম্ ॥ ২ ॥ যস্তু তং পূজয়েদ্দেবি পঞ্চম্যাং ফাল্গুনে সিতে। পঞ্চোপচারবিধিনা জিতাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥ ন তং দশন্তি ফণিনো দশ বর্ষাণি পঞ্চ চ। বিষং ন ক্রমতে দেবি দেহে স্বচ-রমেব বা ॥ ৪ ॥ তস্মাত্তং পূজয়েদ্‌যত্নাৎপঞ্চম্যাং চ বিশেষতঃ ॥ ৫ ॥ তত্রানন্তব্রতং কার্য্যং মধুপায়স-সংযুতম্। পায়সং মধুসংযুক্তং দেয়ং বিপ্রায় ভোজ-নম্ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হনন্তেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈক-ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬১ ॥

হইয়া থাকে। বিষ্ণু উদ্দেশে ঐ স্থানে পীত বস্ত্র, ও পয়স্বিনী ধেনু, দান করিতে হয়। ইহাতে সম্যক্ যাত্রাফল পাওয়া যায়। এই কুণ্ডের নাম সত্যযুগে হেমকুণ্ড, ত্রেতায় রৌপ্য কুণ্ড দ্বাপরে চক্র-কুণ্ড এবং কলিযুগে রত্নকুণ্ড। হে দেবি! ভগবান্ হরি ঐ স্থানে পাতাল গঙ্গা আনয়ন করিয়াছেন। গঙ্গা ঐ স্থানে বিরাজিত। তথায় স্নান করিলে সর্ব্বতীর্থস্নানের ফল লাভ হইয়া থাকে। ১—১০।

উনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৯।

ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর পরম রাজভট্টারক. সূর্য্যনন্দন মহাবল রৈবন্তক সমীপে গমন করিবে। এই অশ্বারোহী দেবকে দেবি সাবিত্রী নৈঋর্ত দিকে ক্ষেত্রমধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। হে দেবি! মানব ইহাকে দেখিলে সর্ব্বাপৎ হইতে বিমুক্ত হয়। রবিবার সপ্তমী তিথিতে যে নর ইহার পূজা করে, তাহার বংশে কেহই আর কখন দরিদ্র হয় না। অতএব নির্ব্বিঘ্নে ক্ষেত্রবাসার্থ সর্ব্বপ্রযত্নে ইহাঁর আরধনা করিবে। অশ্ববৃদ্ধিকামনায় ভূপতিও ইহাঁর অর্চ্চনা করিবেন। ১—৪।

ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬০।

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর উক্ত রৈবন্তকের দক্ষিণে লক্ষ্মণেশ্বরের ঈশানকোণে শোড়শধনু দূরে অনন্তেশ্বর নামক লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। প্রিয়ে! নাগরাজ অনন্ত এই ক্ষেত্রের পবিত্রতা বুঝিয়া উহাঁকে প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। যে জিতাহার জিতেন্দ্রিয় নর ফাল্গুনের শুক্লপঞ্চমী তিথিতে ঐ দেবকে পঞ্চোপচার বিধানে পূজা করে, ফণিগণ তাহাকে দংশন করে না। তাহার দেহে কোন বিষই সংক্রামিত হয় না। অতএব যত্ন করিয়া উক্ত পঞ্চমীতে বিশেষরূপে তাঁহার পূজা করিবে। ঐ দিনে মধু-পায়সাদি দ্বারা অনন্তব্রত করিবে এবং মধুযুক্ত পায়স প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। ১—৬।

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬১।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তস্মাদ্দক্ষিণতঃ স্থিতম্। লক্ষ্মণেশাচ্চ পূর্ব্বস্মিঁল্লিঙ্গমষ্টকুলেশ্বরম্॥ ১॥ সর্ব্বপাপপ্রশমনং মহাবিষপ্রণাশনম্। পূজিতং সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈর্বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়কম্॥ ২॥ যস্তং পূজয়তে মর্ত্ত্যঃ কৃষ্ণাষ্টম্যাং বিধানতঃ। স মুক্তঃ পাতকৈর্ঘোরৈর্নাগলোকে মহীয়তে॥ ৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ঽষ্টকুলেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৬২।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তস্মাৎ পূর্ব্বেণ সংস্থিতম্। নাসত্যেশ্বরনামানং মহাকল্মষনাশনম্॥ ১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নাসত্যেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৬৩॥

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর উক্ত লিঙ্গের দক্ষিণে লক্ষ্মণেশ্বরের পূর্ব্বে অষ্টকুলেশ্বর নামক লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ সর্ব্বপাপনাশন, মহাবিষহর, বাঞ্ছিতার্থদায়ক এবং সিদ্ধগন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক পূজিত। যে মর্ত্ত্য কৃষ্ণাষ্টমীতে যথাবিধানে ইহাঁর পূজা করে, সে সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হইয়া নাগলোকে বিহার করিয়া থাকে।১—৩।

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬২।

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত নাসত্যেশ্বর নামক লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। ইহাঁর পূজনে মহাপাতক নাশপ্রাপ্ত হয়। ১।

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৩।

চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তস্মাৎ পূর্ব্বেণ সংস্থিতম্। মহাপাপৌঘশমনং পূজিতং সর্ব্বকামদম্॥ ১॥ অশ্বিনেশ্বরনামানং ধনুষাং পঞ্চকে স্থিতম্। সর্ব্বরোগপ্রশমনং দৃষ্টং সর্ব্বার্থসাধকম্॥ ২॥ যে কেচিদ্রোগিণো লোকে তেষাং তদ্ভেষজং মহৎ। মাঘমাসে দ্বিতীয়ায়াং দর্শনং তস্য দুর্লভম্॥ ৩॥ তস্মাৎ পশ্যেচ্চ তদ্ভক্ত্যা যদি শ্রেয়োঽভিকাঙ্ক্ষিতম্। মহাপাপৌঘশমনং পূজিতং সর্ব্বকামদম্॥ ৪॥ ইতি লিঙ্গদ্বয়ং দেবি সূর্য্যপুত্রপ্রতিষ্ঠিতম্। তস্মিন্নেব দিনে পশ্যেৎ সংযতাত্মা নরোত্তমঃ॥ ৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽশ্বিনেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬৪॥

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর উক্তলিঙ্গের পূর্ব্বদিকে পঞ্চধনু দূরে অবস্থিত অশ্বিনেশ্বর নামক সর্ব্বরোগহর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। ঐ লিঙ্গের পূজায় মহাপাপরাশি নষ্ট হয় এবং দর্শনেই সর্ব্বকাম ও সর্ব্বার্থসাধন হয়। জগতে যে সকল রোগী আছে, মাঘমাসের দ্বিতীয়াদিনে ঐ লিঙ্গ দর্শন, তাহাদের পক্ষে পরম দুর্লভ মহৌষধি। অতএব যদি শ্রেয়োভিলাষ থাকে, তবে নর ভক্তি করিয়া ঐ লিঙ্গ দর্শন করিবে। উহাঁর অর্চ্চনায় মহাপাপরাশি নষ্ট হয় ও সর্ব্বকামনা লাভ হইয়া থাকে, নাসত্যেশ্বর ও অশ্বিনেশ্বর এই দুই লিঙ্গ সূর্য্যপুত্রদ্বয়ের প্রতিষ্ঠিত। সংযতাত্মা নরবর মাঘমাসের দ্বিতীয়া দিনে ঐ উভয় লিঙ্গ দর্শন করিবে। ১—৫।

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৪।

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি সাবিত্রীং লোকমাতরম্। মহাপাপপ্রশমনীং সোমেশাদীশদিক্‌স্থিতাম্॥ ১॥ সংযতাত্মা নরঃ পশ্যেত্তত্র তাং নিয়তাত্মবান্। ২॥ ব্রহ্মণা যষ্টুকামেন সাবিত্রী সহধর্ম্মিণী। কৃতা তাং বলতো জ্ঞাত্বা গায়ত্রীং কোপমাবিশৎ॥ ৩॥ ততঃ সন্ত্যজ্য সা দেবী ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্। সপত্নীরোষসন্তপ্তা প্রভাসং ক্ষেত্রমাশ্রিতা॥ ৪॥ তপঃ করোতি বিপুলং দেবৈরপি সুদুঃসহম্। তত্র স্থলে স্থিতা দেবী সাদ্যাপি প্রিয়দর্শনা॥ ৫॥ শ্রীদেব্যুবাচ। কিমর্থং সা পরিত্যক্তা সাবিত্রী ব্রহ্মণা পুরা। গায়ত্রী চ কথং প্রাপ্তা কেন চাস্য নিবেদিতা॥ ৬॥ কীদৃশীং তাঞ্চ সাবিত্রীং লব্ধবান্ পদ্মসম্ভবঃ। যস্তাং পত্নীং সমুৎসৃজ্য তস্যামেব মনো দধৌ॥ ৭॥ কস্য সা দুহিতা দেব কিমর্থঞ্চ বিবাহিতা। এতন্মে কৌতুকং সর্ব্বং যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥ ৮॥ ঈশ্বর উবাচ শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি সাবিত্র্যাশ্চরিতং মহৎ। যথা সা ক্ষণা ত্যক্তা গায়ত্রী চ বিবাহিতা॥ ৯॥ পুরা বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ। ইতি বেদা ময়া প্রোক্তা যজ্ঞার্থং নাত্র সংশয়ঃ॥ ১০॥ যজ্ঞৈঃ সন্তর্পিতা দেবা বৃষ্টিং দাস্যন্তি ভূতলে। ততশ্চৌষধয়ঃ সর্ব্বা ভবিষ্যন্তি ধরাতলে। ১১॥ তস্মাৎ সঞ্জায়তে শুক্রং শুক্রাৎ সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে। সৃষ্ট্যর্থং সর্ব্বলোকানাং ততো যজ্ঞং করোম্যহম্॥ ১২॥ দৃষ্ট্বা মাং যজ্ঞ আসক্তং যে চ বিপ্রা ধরাতলে। তে যজ্ঞান প্রচরিষ্যন্তি শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ১৩॥ এবং স নিশ্চয়ং কৃত্বা যজ্ঞার্থং সুরসুন্দরি। তীর্থং নিবেশয়ামাস পুষ্করং নাম নামতঃ॥ ১৪॥ যজ্ঞবাটো মহাংস্তত্র আসীত্তস্য মহাত্মনঃ। তত্র দেবর্ষয়ঃ সর্ব্বে দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ॥ ১৫॥ সমায়াতা মহাদেবি যজ্ঞে পৈতামহে তদা। পুণ্যাস্তেঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠা-স্তত্রর্ত্বিজঃ প্রজজ্ঞিরে॥ ১৬॥ সাবিত্রী লোকজননী পত্নী তস্য মহাত্মনঃ। গৃহকার্য্যে সমাসক্তা দীক্ষাকালব্যতিক্রমাৎ। অধ্বর্য্যুণা সমাহূতা সাবিত্রী বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৭॥ সাবিত্র্যুবাচ। অদ্যাপি ন কৃতো বেশো ন গৃহে গৃহমণ্ডনম্। লক্ষ্মীর্নাদ্যাপি সম্প্রাপ্তা ন ভবানী ন জাহ্নবী॥ ১৮॥ ন স্বাহা ন

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর মহাপাপনাশিনী লোকমাতা সাবিত্রীসমীপে গমন করিবে। এই দেবী সোমেশ্বরের ঈশানকোণে অবস্থিতা। সংযতাত্মা নর তাঁহাকে তথায় অবশ্যই দর্শন করিবে। যজ্ঞকামী ব্রহ্মা গায়ত্রীকে সহধর্ম্মিণী করিয়াছিলেন। তাহাতে সাবিত্রীর ক্রোধ হয়। সাবিত্রী কমলযোনিকে পরিত্যাগ করিয়া সপত্নীরোষে সন্তপ্তমনে প্রভাসক্ষেত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রভাসে থাকিয়া সেই প্রিয়দর্শনা দেবী দেবদুঃসহ বিপুল তপস্যা করিতে লাগিলেন। দেবী কহিলেন,—ব্রহ্মা সাবিত্রীকে কিজন্য পূর্ব্বে পরিত্যাগ করেন? গায়ত্রীকেই বা কিরূপে লাভ করিয়াছিলেন? পরে আবার কাহার নিকটই বা সাবিত্রী গায়ত্রীগ্রহণ সংবাদ প্রাপ্ত হন। পদ্মজন্মা সাবিত্রীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যে গায়ত্রীকে লাভ করিয়া তাঁহাতেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, সেই গায়ত্রী পত্নী তাঁহার কীদৃশী? তিনি কাহার দুহিতা? কিজন্য বিবাহিতা? এই কৌতুককর জ্ঞাতব্য বিষয় আমার নিকট যথাবৎ বর্ণন করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—শুন দেবি! যেরূপে ব্রহ্মা সাবিত্রীকে ত্যাগ করিয়া গায়ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সাবিত্রীর যাহা মহনীয় চরিত্র, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি। পূর্ব্বকালে অষ্টমজন্মা ব্রহ্মার এইরূপ বুদ্ধি হয় যে, এই সকল বেদ আমি নিশ্চিতই যজ্ঞনিমিত্ত প্রকাশ করিয়াছি। যজ্ঞ দ্বারাই সন্তর্পিত হইয়া দেবগণ ভূতলে বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। পরে ওষধিসকল সমুৎপন্ন হইবে। তাহা হইতে শুক্র জন্মিবে। শুক্র হইতেই সৃষ্টিপ্রবৃত্তি হইবে। অতএব সর্ব্বলোকের সৃষ্টির নিমিত্ত আমি যজ্ঞ করিব। আমাকে যজ্ঞাসক্ত দেখিয়া ধরাতলবাসী ব্রাহ্মণগণও ভবিষ্যতে শত সহস্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন। ১—১৩। ব্রহ্মা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যজ্ঞ নিমিত্ত পুষ্কর নামক এক তীর্থস্থান সন্নিবেশিত করিলেন। মহাত্মা ব্রহ্মার ঐ স্থানে মহাযজ্ঞবাট প্রস্তুত হইল। তথায় ইন্দ্রাদি দেব ও দেবর্ষিগণ সেই পৈতামহ যজ্ঞে তৎকালে সমাগত হইলেন। তথায় পবিত্র দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋত্বিক্‌গণ প্রাদুর্ভূত হইলেন। মহাত্মা ব্রহ্মার লোকজননী পত্নী সাবিত্রী তখন গৃহকার্য্যে সমাসক্ত ছিলেন। পাছে দীক্ষা-কাল ব্যতিক্রান্ত হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় অধ্বর্য্যু সাবিত্রীকে যজ্ঞে আহ্বান করিলেন। সাবিত্রী আসিয়া বলিলেন,—অদ্যাপি আমার বেশবিন্যাস বা গৃহ-সজ্জা করা

স্বধা চৈব তথা চৈবাপ্যরুন্ধতী। ইন্দ্রাণী দেবপত্ন্যোঽন্যাঃ কথমেকাকিনী ব্রজে॥ ১৯॥ উক্তঃ পিতামহো গত্বা পুলস্ত্যেন মহাত্মনা। সাবিত্রী দেব নায়াতি প্রসক্তা গৃহকর্ম্মণি॥ ২০॥ ত্বৎপত্নী কিমিদং কর্ম্ম ফলেন সম্প্রবর্ত্ততে। তচ্ছ্রুত্বা দীক্ষিতো বাচং শিখী মুণ্ডী মৃগাজিনী॥ ২১॥ পত্নীকোপেন সন্তপ্তঃ প্রাহ দেবং পুরন্দরম্॥ ২২॥ গচ্ছ মদ্বচনাচ্ছক্র পত্নীমন্যাং কুতশ্চন। গৃহীত্বা শীঘ্রমাগচ্ছ ন স্যাৎ কালাত্যয়ো যথা॥ ২৩॥ জগাম বলহা তূর্ণং বচনাৎ পরমেষ্ঠিনঃ। অপশ্যমানঃ কাঞ্চিৎ স্ত্রীং যা যোগ্যা হংসবাহনে॥ ২৪॥ অথ শাপাদ্বিভীতেন সহস্রাক্ষেণ ধীমতা। দৃষ্টা গোপালকন্যৈকা রূপযৌবনশালিনী॥ ২৫॥ বিভ্রতী তত্র পূর্ণং সা কুম্ভং কন্যেত্যচোদয়ৎ। তাং গৃহীত্বা ততঃ শক্রঃ সমায়াদ্যত্র দীক্ষিতঃ। দেবদেবশ্চতুর্বক্ত্রো বিষ্ণুরুদ্রসমন্বিতঃ॥ ২৬॥ সম্প্রদানন্তু কৃতবান্ কন্যায়া মধুসূদনঃ॥ ২৭॥ প্রেরিতঃ শঙ্করেণৈব ব্রহ্মা দেবর্ষিভিস্তথা। পরিণীয় তাং ততো দীক্ষাং তস্যাশ্চক্রে যথাত্মনঃ॥ ২৮॥ ততঃ প্রবর্ত্তিতো যজ্ঞঃ সর্ব্বকামসমন্বিতঃ॥ ২৯॥ অত্রির্হোতার্চ্চিকস্তত্র পুলস্ত্যোঽধ্বর্য্যুরেব চ। উদ্গাতাথো মরীচিশ্চ ব্রহ্মাহং সুরপুঙ্গবঃ॥ ৩০॥ সনৎকুমারপ্রমুখাঃ সদস্যাস্তস্য নির্ম্মিতাঃ। বস্ত্রৈরাভরণৈর্যুক্তা মুকুটৈরঙ্গুলীয়কৈঃ॥ ৩১॥ ভূষিতা ভূষণোপেতা একৈকস্য পৃথক্ পৃথক্। ত্রয়স্ত্রয়ঃ পৃষ্ঠতোঽন্যে তে চৈবং ষোড়শর্ত্বিজঃ॥ ৩২॥ প্রোক্তা ভবদ্ভির্যজ্ঞেঽস্মিন্ননুগ্রাহ্যোঽস্মি সর্ব্বদা। পত্নী মমেয়ং গায়ত্রী যজ্ঞেঽস্মিন্ ননু গৃহ্যতাম্॥ ৩৩॥ মৃদুবস্ত্রধরা সাক্ষাৎ ক্ষৌমবস্ত্রাবগুণ্ঠিতাম্। নিষ্ক্রম্য পত্নীশালাত ঋত্বিগ্ভির্বেদপারগৈঃ॥ ৩৪॥ ঔদুম্বরেণ দণ্ডেন সংবৃতো মৃগচর্ম্মণা। তয়া সার্দ্ধং প্রবিষ্টশ্চ ব্রহ্মা তং যজ্ঞমণ্ডপম্॥ ৩৫॥ ঈশ্বর উবাচ। এতস্মিন্নেব কালে তু সম্প্রাপ্তা দেবযোষিতঃ। সম্প্রাপ্তা যত্র সাবিত্রী যজ্ঞে তস্মিন্ নিমন্ত্রিতাঃ॥ ৩৬॥ ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্না বিষ্ণুপত্নী যশস্বিনি। আমন্ত্রিতা সা লক্ষ্মীশ্চ তত্রায়াতা ত্বরান্বিতা॥ ৩৭॥ তত্র দেবী মহাভাগা যোগনিদ্রা বিভূষিতা। দেবী কান্তিস্তথা শ্রদ্ধা

হয় নাই। লক্ষ্মী, ভবানী, জাহ্নবী, স্বাহা, স্বধা, অরুন্ধতী, ইন্দ্রাণী, বা অন্যান্য দেবপত্নীগণ এখনও আগমন করেন নাই, সুতরাং আমি একাকিনী কি প্রকারে গমন করি? তখন মহাত্মা পুলস্ত্য পিতামহকে বলিলেন,—দেব! সাবিত্রী গৃহকর্ম্মে আসক্তা; তাই আসিতে পারিতেছেন না; অথচ এই যজ্ঞকর্ম্ম অপত্নীক অবস্থায় করিলেও ফলপ্রসূ হইবে না। এই কথা শুনিয়া যজ্ঞদীক্ষিত শিখী, মুণ্ডী, মৃগাজিনী ব্রহ্মা পত্নীর প্রতি কোপকলুষিত হইয়া পুরন্দরকে বলিলেন,—শক্র! তুমি শীঘ্র যাও, আমার নিমিত্ত অন্য কোন পত্নী কোথা হইতে আনয়ন কর; শীঘ্র গিয়া লইয়া আইস। দেখিও কালাত্যয় যেন না হয়। পরমেষ্ঠীর বাক্যে ইন্দ্র সত্বর গমন করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মার যোগ্যা পত্নী তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর সহস্রাক্ষ পৈতামহশাপে ভীত হইলেন। সুতরাং এক রূপযৌবনশালিনী পূর্ণকুম্ভধারিণী গোপকন্যাকে দেখিয়া তাহাকেই লইয়া দীক্ষিত ব্রহ্মার নিকট আগমন করিলেন। দেবদেব চতুরানন যজ্ঞক্ষেত্রে বিষ্ণু-রুদ্রের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। তখন মধুসূদন সেই ইন্দ্র-আনীত গোপকন্যা ব্রহ্মাকে সম্প্রদান করিলেন। শঙ্কর অনুমোদন করিলেন।

ব্রহ্মা দেবর্ষিগণের সমক্ষে তাঁহার পরিণয়কার্য্য সমাধা করিয়া তাঁহাকে আত্মানুরূপ দীক্ষা প্রদান করিলেন। অনন্তর সর্ব্বকামসমন্বিত যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইল। এই যজ্ঞে অত্রি হোতা, পুলস্ত্য অধ্বর্য্যু, মরীচি উদ্গাতা, সনৎকুমার প্রমুখ সদস্য এবং আমি ব্রহ্মা হইলাম। যজ্ঞের ব্রতিগণ সকলেই বস্ত্র, আভরণ, মুকুট ও অঙ্গুরীয় দ্বারা ভূষিত হইলেন। তাহাদের এক এক জনের পশ্চাতে পশ্চাতে আরও তিন তিন জন ভূষণযুক্ত ঋত্বিক্ ব্রতী হইয়া সমষ্টিতে ষোড়শ ঋত্বিক্ যজ্ঞে ব্রতী হইলেন। তখন ব্রহ্মা ঋত্বিক্গণকে বলিলেন—আপনারা এই যজ্ঞে আমার প্রতি সর্ব্বদাই অনুগ্রহ বিতরণ করিতেছেন। আমার পত্নী এই গায়ত্রী; এ যজ্ঞে ইহাকেও আপনারা অনুগ্রহ করুন। এই কথার পর মৃদুবসনধারিণী, ক্ষৌমবসনাবগুণ্ঠিতা ব্রহ্মপত্নী গায়ত্রী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে ঔদুম্বর দণ্ডধারী মৃগচর্ম্মাবৃত ব্রহ্মা তৎসহ যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। ১৪—৩৫। ঈশ্বর কহিলেন,—এই সময় নিমন্ত্রিত দেবরমণীগণ সাবিত্রীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ভৃগুনন্দিনী যশস্বিনী বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী, ত্বরান্বিত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন। অনন্তর যোগনিদ্রা বিভূষিতা মহাভাগা অন্যান্য দেবীগণ,—

দ্যুতিস্তুষ্টিস্তথৈব চ ॥ ৩৮ ॥ সতী যা দক্ষতনয়া উমা যা পার্ব্বতী শুভা। ত্রৈলোক্যসুন্দরী দেবী স্ত্রীণাং সৌভাগ্যদায়িকা ॥ ৩৯ ॥ জয়া চ বিজয়া চৈব গৌরী চৈব মহাধনা। মনোজবা বায়ুপত্নী ঋদ্ধিশ্চ ধনদপ্রিয়া ॥ ৪০ ॥ দেবকন্যাস্তথায়াতা দানব্যো দনুবংশজাঃ। সপ্তর্ষীণাং তদা পত্ন্য ঋষীণাঞ্চ তথৈব চ ॥ ৪১ ॥ প্রবা মিত্রা দুহিতরো বিদ্যাধরগণাস্তথা। পিতরো রক্ষসাং কন্যাস্তথান্যা লোকমাতরঃ ॥ ৪২ ॥ বধূভিশ্চৈব মুখ্যাভিঃ সাবিত্রী গন্তুমিচ্ছতি। অদিত্যাদ্যাস্তথা দেব্যো দক্ষকন্যাঃ সমাগতাঃ ॥ ৪৩ ॥ তাভিঃ পরিবৃতা সার্দ্ধং ব্রহ্মাণী কমলালয়া। কাশ্চিন্মোদকমাদায় কাশ্চিৎ পূপং বরাননে ॥ ৪৪ ॥ ফলানি তু সমাদায় প্রয়াতা ব্রহ্মণোঽন্তিকম্। আঢ়কীশ্চৈব নিষ্পাবান্ রাজমাষাংস্তথা পরাঃ ॥ ৪৫ ॥ দাড়িমানি বিচিত্রাণি মাতুলিঙ্গানি শোভনে। করীরাণি তথা চান্যা গৃহীত্বা করমর্দ্দকান্ ॥ ৪৬ ॥ কৌসুম্ভং জীরকঞ্চৈব খর্জ্জুরং চাপরাস্তথা। উত্ততীশ্চাপরা গৃহ্য নারিকেলানি চাপরাঃ ॥ ৪৭ ॥ দ্রাক্ষয়া পূরিতং চান্যং শৃঙ্গারায় যথা পুরা। কর্ব্বুরাণি বিচিত্রাণি জম্বুকানি শুভানি চ ॥ ৪৮ ॥ অক্ষোটামলকান্ গৃহ্য জম্বীরাণি তথা পরাঃ। বিল্বানি পরিপক্বানি চির্ভটানি বরাননে ॥ ৪৯ ॥ অন্নপানাধিকারাণি বহূনি বিবিধানি চ। শর্করাপুত্তলীং চান্যা বস্ত্রে কৌসুম্ভকে তথা ॥ ৫০ ॥ এবমাদীনি চান্যানি গৃহ্য পূর্ব্বে বরাননে। সাবিত্র্যা সহিতাঃ সর্ব্বাঃ সম্প্রাপ্তাস্তু তদা শুভাঃ ॥ ৫১ ॥ সাবিত্রীমাগতাং দৃষ্ট্বা ভীতস্তত্র পুরন্দরঃ। অধোমুখঃ স্থিতো ব্রহ্মা কিমেষা মাং বদিষ্যতি ॥ ৫২ ॥ ত্রপান্বিতো বিষ্ণুরুদ্রৌ সর্ব্বে চান্যে দ্বিজাতয়ঃ। সভাসদস্তথা ভীতাস্তথৈবান্যে দিবৌকসঃ ॥ ৫৩ ॥ পুত্রপৌত্রা ভাগিনেয়া মাতুলা ভ্রাতরস্তথা। ঋভবো নাম যে দেবা দেবানামপি দেবতাঃ ॥ ৫৪ ॥ বিলক্ষাস্তু তথা সর্ব্বে সাবিত্রী কিং বদিষ্যতি। ব্রহ্মবাক্যানি বাচ্যানি কিংনু বৈ গোপকন্যয়া ॥ ৫৫ ॥ মৌনীভূতাস্তু শৃণ্বানাঃ সর্ব্বেষাং বদতাং গিরঃ। অধ্বর্য্যুণা সমাহূতা নাগতা বরবর্ণিনী ॥ ৫৬ ॥ শক্রেণান্যা তথানীতা দত্তা সা বিষ্ণুনা স্বয়ম্। অনুমোদিতা চ রুদ্রেণ পিত্রাদত্তা স্বয়ং তথা ॥ ৫৭ ॥ কথং সা ভবিতা যজ্ঞঃ সমাপ্তিং বা কথং ব্রজেৎ। এবং চিন্তয়তাং তেষাং প্রবিষ্টা কামলালয়া ॥ ৫৮ ॥ বৃতো ব্রহ্মা ভার্য্যয়া স ঋত্বিগ্‌ভর্ব্বেদপাংগৈঃ।

কান্তি, শ্রদ্ধা, দ্যুতি, তুষ্টি, দক্ষসুতা সতী—ত্রিলোকসুন্দরী সৌভাগ্যদায়িনী পর্ব্বতকন্যা উমা, জয়া, বিজয়া, গৌরী, বায়ুপত্নী, মনোজবা, ধনদপ্রিয়া, ঋদ্ধি, অপরাপর দেবকন্যা, দনুবংশজা দানবী সকল, সপ্তর্ষি-পত্নীগণ, প্রবা, মিত্রা, বিদ্যাধরসুতাগণ, সিদ্ধ ও রাক্ষসকন্যাগণ এবং অন্য লোকমাতৃগণ সমাগত হইলেন। এই সকল শ্রেষ্ঠ বধূসহ সাবিত্রী যজ্ঞক্ষেত্রে গমনোদ্যতা হইলেন। অদিতিপ্রমুখ দক্ষকন্যাগণে পরিবৃতা হইয়া কমলালয়া ব্রহ্মাণী যাইতে লাগিলেন। তাঁহার অনুগামিনী দেববধূগণের মধ্যে কেহ কেহ মোদক, কেহ কেহ পূপ, কেহ কেহ বিবিধ ফল, কেহ কেহ আঢ়কী, নিষ্পাপ, রাজমাষ, বিচিত্র দাড়িম, মাতুলিঙ্গ, করীর, করমর্দ্দ, কৌসুম্ভ, জীরক, খর্জ্জুর, অপর কেহ কেহ উত্ততী, নারিকেল, দ্রাক্ষাপূর্ণ আম্র, ও বিবিধ বর্ণের সুন্দর সুন্দর জম্বু, কেহ কেহ অক্ষোড়, আমলক ও জম্বীর, কেহ কেহ পরিপক্ব বিল্ব, চির্ভট, ও বহু বিবিধ অন্নপান এবং কেহ কেহ শর্করাপুত্তলী, কৌসুম্ভ বসনযুগ্ম ও এইরূপ অন্য আরও অনেক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া সকলেই সাবিত্রীর সহিত যজ্ঞস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সাবিত্রীকে আসিতে দেখিয়া পুরন্দর ভীত হইলেন এবং ব্রহ্মা অধোমুখে থাকিয়া ভাবিলেন,—সাবিত্রী আমায় কি বলিবে? এদিকে বিষ্ণু ও রুদ্র লজ্জিত হইলেন। অন্যান্য সভাসদ্ দ্বিজাতি ও দেবগণও ভীত হইয়া পড়িলেন।৩৮—৫৩। এইরূপে পুত্র, পৌত্র, ভাগিনেয়, মাতুল, ভ্রাতা, ঋত্বিক্ দেবগণ ও অন্যান্য দেবাধিপগণও সাবিত্রী কি বলিবেন ভাবিয়া লজ্জিত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন,—গোপকন্যাই বা ব্রহ্মবাক্য কিরূপে প্রকাশ করিবে? এই ভাবিয়া সকলেই মৌনী হইয়া বক্তৃগণের বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সভায় আলোচনা চলিতে লাগিল,—বরবর্ণিনী সাবিত্রীকে অধ্বর্য্যু আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সময়মত আসিলেন না; কাজেই ইন্দ্র ব্রহ্মার জন্য অন্য পত্নী আনয়ন করিলেন, বিষ্ণু তাহাকে সম্প্রদান করিলেন, রুদ্র তাহা অনুমোদন করিলেন; ঘটনা এমন হইল, যেন স্বয়ং পিতাই কন্যাদান করিলেন। অন্যথা কিরূপে যজ্ঞ হইত বা যজ্ঞসমাপ্তি হইতে পারিত? এইরূপ চিন্তাচর্চ্চা চলিতেছিল, এমনই সময় সাবিত্রী প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—ব্রহ্মা ভার্য্যাপরিবৃত হইয়াছেন, বেদপারগ ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ-

হূয়ন্তে চাগ্নয়স্তত্র ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ ॥ ৫৯ ॥ পত্নীশালে তথা গোপী রৌপ্যশৃঙ্গা সমেখলা। ক্ষৌমবস্ত্রপরীধানা ধ্যায়ন্তী পরমেশ্বরম্ ॥ ৬০ ॥ পতিব্রতা পতিপ্রাণা প্রাধান্যেন নিবেশিতা। রূপান্বিতা বিশালাক্ষী তেজসা ভাস্করোপমা ॥ ৬১ ॥ দ্যোতয়ন্তী সদস্তত্র সূর্য্যস্যেব যথা প্রভা। জ্বলমানস্তথা বহ্নির্ভ্রমন্তে চর্ত্বিজস্তথা ॥ ৫২ ॥ পশূনামবদানানি গৃহ্নন্তি দ্বিজসত্তমাঃ। প্রাপ্তা ভাগার্থিনো দেবা বিলম্বসময়োহভবৎ ॥ ৬৩ ॥ কালহীনং ন কর্ত্তব্যং কৃতং ন ফলদং ভবেৎ। বেদেষ্বয়মধীকারো দৃষ্টঃ সর্ব্বৈর্মনীষিভিঃ ॥ ৬৪ ॥ প্রবর্গ্যে ক্রিয়মাণে তু ব্রাহ্মণৈর্ব্বেদপারগৈঃ। ক্ষীরদ্বয়ে হূয়মানে মন্ত্রেণাধ্বর্য্যুণা তথা ॥ ৬৫ ॥ উপহূতোপহূতেন আগতেষু দ্বিজন্মসু। ক্রিয়মাণে তথা ভক্ষ্যে দৃষ্ট্বা দেবী ক্রুধান্বিতা। উবাচ দেবী ব্রহ্মাণং সদোমধ্যে তু মৌনিনম্ ॥ ৬৬ ॥ কিমেবং বুধ্যতে দেব কৃতমেতদ্বিচেষ্টিতম্। যাং পরিত্যজ্য যঃ কামাৎকৃতবানসি কিল্বিষম্ ॥ ৬৭ ॥ ন তুল্যা পাদরজসা সমা সাধিঃ শিরঃ কৃতা ॥ ৬৮ ॥ যদ্বদন্তি নরাঃ সর্ব্বে সঙ্গতাঃ সদসি স্থিতাঃ। আশ্চর্য্যঞ্চ প্রভূণাস্তু কুর্ব্বতে যংযমিচ্ছতি ॥ ৬৯ ॥ ভবতা রূপলোভেন কৃতং কর্ম্ম বিগর্হিতম্ ॥ ৭০ ॥ ন পুত্রেষু কৃতা লজ্জা পৌত্রেষু চ ন তে বিভো। কামকারকৃতং মন্যে হ্যেতৎকর্ম্ম বিগর্হিতম্ ॥ ৭১ ॥ পিতামহোহসি দেবানামৃষীণাং প্রপিতামহঃ। কথং ন তে ত্রপা জাতা আত্মনঃ পশ্যতস্তনুম্ ॥ ৭২ ॥ লোকমধ্যে কৃতং হাস্যমিহ চৈব বিগর্হিতঃ। যদ্যেষ তে স্থিতো ভাবস্তিষ্ঠ দেব নমোহস্তু তে ॥ ৭৩ ॥ অহং কথং সখীনান্তু দর্শয়িষ্যামি বৈ মুখম্। ভর্ত্তা মে বিহিতা পত্নী কথমেতদহং বদে ॥ ৭৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ঋত্বিগ্‌ভিরহমাজ্ঞপ্তো দীক্ষা কালোহতিবর্ত্ততে। পত্নীং বিনা ন হোমোহত্র শীঘ্রং পত্নীমিহানয় ॥ ৭৫ ॥ শক্রেণৈষা সমানীতা দত্তা চৈবাথ বিষ্ণুনা। গৃহীতা চ ময়া ত্বং হি ক্ষমস্বৈকং ময়া কৃতম্। ন চাপরাধ্যং ভূয়োহন্যং করিষ্যে তব সুব্রতে ॥ ৭৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ। এবমুক্তা তদা

গণ অগ্নিতে হোম করিতেছেন। পত্নীস্থানে গোপকন্যা রৌপ্যশৃঙ্গ, মেখলা ও ক্ষৌমবস্ত্রান্বিতা হইয়া পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতেছেন। তাঁহাকেই পতিব্রতা ও পতিপ্রাণারূপে প্রাধান্যতঃ স্থাপন করা হইয়াছে। তিনি রূপাবতী, বিশালাক্ষী, তেজে ভাস্করসদৃশী, এবং সূর্য্যের ন্যায় সভাগৃহোদ্ভাসিনী। দেখিলেন,—বহ্নি প্রজ্বলিত; ঋত্বিকগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণতৎপর; দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ পশুগণের অবদান গ্রহণ করিতেছেন। ভাগার্থী দেবগণ আগমন করিয়াছেন, বলিতেছেন—সময়াতিক্রম হইল। কালাত্যয়ে ক্রিয়া করা উচিত নহে; করিলে ফলজনক হয় না। মনীষিগণ বেদে এইরূপই নির্দ্দেশ দেখিয়া থাকেন। এই কথার পর বেদ পারগ বিপ্রগণ ক্রিয়ারম্ভ করিয়াছেন, অধ্বর্য্যু মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক উপহূত ও অনুপহূত ক্রমে চরুদ্বয় হোম করিতেছেন। সমাগত দ্বিজগণ ভক্ষ্য ভোজনে নিরত হইয়াছেন। এই সকল দেখিয়া দেবী সাবিত্রী ক্রুদ্ধা হইলেন এবং সভামধ্যে মৌনাবলম্বনে অবস্থিত ব্রহ্মাকে বলিলেন—দেব! আপনার এ কিরূপ ব্যবহার? আপনার এই বুদ্ধিই বা কি প্রকার? আপনি আমাকে ত্যাগ করিয়া কামবশে পাপাচরণ করিলেন? যে পদরজের তুল্যা নয়, তাহাকে আপনি মস্তকোপরি স্থান দিলেন? এই সভায় সভ্যগণও সকলেই এ কথা বলিতেছেন! ইহাই আশ্চর্য্য যে, প্রভুগণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাকেন। আপনি রূপলোভে গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছেন। হে বিভো! পুত্র পৌত্রাদি হইতে আপনার কি লজ্জা হইল না? আপনার কৃত এই গর্হিত কর্ম্ম আমি কামকারকৃত বলিয়া মনে করি। আপনি দেবগণের পিতামহ এবং ঋষিগণের প্রপিতামহ; নিজের এই অবস্থা দর্শনেও আপনার কি লজ্জা হইল না! লোকমধ্যে এই হাস্যজনক কার্য্য আপনা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল! আপনি নিন্দিত হইলেন। যদি আপনার এইরূপ ভাবই থাকিয়া যায়, তবে দেব থাকুন। আপনাকে আমার নমস্কার। হায়! আমি সখীসমাজে কিরূপে আমার মুখ দেখাইব? স্বামী আমার দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিয়াছেন, এ কথা কেমন করিয়া প্রকাশ করিব?৫৪-৭৪। ব্রহ্মা কহিলেন,—ঋত্বিকগণ আমায় আজ্ঞা করিলেন,—দীক্ষাকাল অতিবাহিত হইয়া যায়; পত্নী বিনা হোম হইতেছে না; অতএব শীঘ্র পত্নী আনয়ন করুন। এই কথার পর ইন্দ্র এই পত্নী আনিলেন; বিষ্ণু দাতা আর আমি গৃহীতা হইলাম, যাহা হউক, মৎকৃত এই কার্য্য তুমি ক্ষমা কর। হে সুব্রতে! আমি আর দ্বিতীয়বার তোমার নিকট কোন অপরাধ করিব না। ঈশ্বর কহিলেন,—ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, তখন সাবিত্রী

ক্রুদ্ধা ব্রহ্মাণং শপ্তুমুদ্যতা। যদি মেঽস্তি তপস্তপ্তং গুরবো যদি তোষিতাঃ ॥ ৭৭ ॥ সর্ব্বব্রাহ্মণশালাসু স্থানেষু বিবিধেষ্বপি। ন তু তে ব্রাহ্মণাঃ পূজাং করিষ্যন্তি কদাচন ॥ ৭৮ ॥ ঋতে বৈ কার্ত্তিকী-মেকাং পূজাং সাংবৎসরীং তব। করিষ্যন্তি দ্বিজা সর্ব্বে সত্যেনানেন তে শপে। এতদ্বুদ্ধা ন কোপোঽস্ত হতো হন্তি ন সংশয়ঃ ॥৭৯॥ সাবিত্র্যুবাচ। ভোভোঃ শক্র ত্বয়ানীতা আভীরী ব্রহ্মণোঽন্তিকম্। যস্মাদীদৃক্ কৃতং কর্ম্ম তস্মাত্ত্বং লপ্স্যসে ফলম্ ॥৮০॥ যদা সংগ্রামমধ্যে ত্বং স্থাতা শক্র ভবিষ্যসি। তদা ত্বং শত্রুভির্বদ্ধো নীতঃ পরমিকাং দশাম্ ॥৮১॥ অকিঞ্চনো নষ্টসুতঃ শত্রূণাং নগরে স্থিতঃ। পরাভবং মহৎপ্রাপ্য অচিরাদেব মোক্ষ্যসে ॥ ৮২ ॥ শক্রং শপ্ত্বা তদা দেবী বিষ্ণুং চাথ বচোঽব্রবীৎ ॥ ৮৩ ॥ গুরু-বাক্যেণ তে জন্ম যদা মর্ত্ত্যে ভবিষ্যতি। ভার্য্যা-বিরহজং দুঃখং তদা ত্বং তত্র ভোক্ষ্যসে ॥৮৪॥ হৃতাং শত্রুগণৈঃ পত্নীং পরে পারে মহোদধেঃ। ন চ ত্বং জ্ঞাস্যসে সীতাং শোকোপহতচেতনঃ ॥ ৮৫ ॥ ভ্রাত্রা সহ পরাং কাষ্ঠামাপদং দুঃখিতস্তথা। পশূনাং চৈব সংযোগশ্চিরকালং ভবিষ্যতি ॥ ৮৬ ॥ তথাহ রুদ্রং কুপিতা যদা দারুবনে স্থিতঃ। তদা তে মুনয়ঃ ক্রুদ্ধাঃ শাপং দাস্যন্তি তে হর ॥ ৮৭ ॥ ভোভোঃ কাপালিক ক্ষুদ্র পত্ন্যোঽস্মাকং জিহীর্ষসি। তদেতদ্ভূষণং লিঙ্গং ভূমৌ রুদ্র পতিষ্যতি ॥ ৮৮ ॥ বিহীনঃ পৌরু-ষেণ ত্বং মুনিশাপাচ্চ পীড়িতঃ। গঙ্গাতীরে স্থিতা পত্নী সা ত্বামাশ্বাসয়িষ্যতি ॥ ৮৯ ॥ অগ্নে ত্বং সর্ব্বভক্ষোঽসি পূর্ব্বং পুত্রেণ মে কৃতঃ। ভ্রূণহা ধর্ম্ম ইত্যেষ কথং দগ্ধং দদাম্যহম্ ॥ ৯০ ॥ জাত-বেদস রুদ্রস্ত্বাং রেতসা প্লাবয়িষ্যতি। মেধ্যেষু চ কৃতজ্বালো জ্বালয়া ত্বাং জ্বলিষ্যতি ॥ ৯১ ॥ ব্রাহ্মণা-নৃত্বিজঃ সর্ব্বান্ সাবিত্রী হ্যশপত্তদা ॥ ৯২ ॥ প্রতি গ্রহাগ্নিহোত্রাশ্চ বৃথাদারা বৃথাশ্রমাঃ। সদা ক্ষেত্রাণি তীর্থানি লোভাদেব গমিষ্যথ ॥ ৯৩ ॥ পরা-ন্নেষু সদা তৃপ্তা অতৃপ্তাঃ স্বগৃহেষু চ। অযাজ্য-যাজনং কৃত্বা কুৎসিতস্য প্রতিগ্রহম্ ॥ ৯৪ ॥ বৃথা

ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকে শাপদানে উদ্যতা হইলেন; বলিলেন,—যদি আমার তপস্যা থাকে, গুরুগণ তোষিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি শাপ দিলাম, ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের গৃহসমূহে বা অন্য কোন স্থানে তোমার পূজা করিবেন না। একমাত্র কার্ত্তিকী সাংবৎসরী পূজাই তোমার তাঁহারা করি-বেন। তবে ব্রাহ্মণেতর দ্বিজগণের নিকট তুমি সর্ব্বদাই পূজা পাইবে। আমার এই অভিশাপের বিষয় বুঝিয়া তুমি কোপ করিও না; কেন না লোকে আঘাত পাইলেই আঘাত দিয়া থাকে, একথা নিশ্চিতই। এই বলিয়া সাবিত্রী পরে ইন্দ্রকে বলিলেন,—ভো ভো শক্র! তুমিই ব্রহ্মার নিকট একটা আভীরীকে পত্নীরূপে আনয়ন করি-য়াছ; অতএব তোমার এই কৃত কর্ম্মের ফল তুমি অবশ্যই লাভ করিবে। হে শক্র! তুমি সংগ্রাম-মধ্যস্থ হইয়া শত্রুগণ কর্ত্তৃক বদ্ধ ও দুরবস্থায় উপ-নীত হইবে, তুমি অকিঞ্চন, নষ্টপুত্র ও শত্রুপুরে বন্দী থাকিবে। এইরূপ বিষম পরাভব প্রাপ্ত হইয়া পরে মুক্ত হইবে। দেবী সাবিত্রী ইন্দ্রকে শাপ দিয়া পরে বিষ্ণুকে বলিলেন—বিষ্ণো! গুরুবাক্যে যখন তোমার ধরাতলে জন্ম হইবে, তখন তুমি ভার্য্যাবিরহজনিত দুঃখ ভোগ করিবে, শত্রুগণ মহোদধির পর পারে তোমার ভার্য্যা সীতাকে লইয়া যাইবে, তুমি তাহা জানিতে পারিবে না; তোমার চিত্ত শোকে সমাচ্ছন্ন রহিবে। তুমি ভ্রাতার সহিত দুঃখিতভাবে আপদের চরম সীমায় উপনীত হইবে। পরে বহুদিন ধরিয়া পশুগণের সহিত তোমাকে সংসর্গ করিতেই হইবে। অনন্তর সাবিত্রী রুদ্রকে বলিলেন,—তুমি যখন দারুবনে বিচরণ করিবে, তখন ক্রুদ্ধ মুনিগণ তোমাকে এইরূপে অভিশপ্ত করিবেন যে, ভো ভো নীচস্বভাব কাপালিক! পত্নীগণকে হরণ করিতে সমুৎ-সুক হইয়াছিস্; অতএব তোমার ভূষণস্বরূপ লিঙ্গ ভূতলে খসিয়া পড়িবে। এইরূপ মুনি-শাপে পুরুষত্বহীন হইয়া তুমি পীড়িত হইবে। তোমার গঙ্গাতীরবাসিনী পত্নী তোমায় আশ্বাস দিবেন। আর হে অগ্নে! পূর্ব্বে মৎপুত্রই তোমাকে সর্ব্বভক্ষ্য করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং দগ্ধ ব্যক্তিকে দাহ করা ভ্রূণহত্যাতুল্য ধর্ম্ম হয়। হে জাতবেদঃ! রুদ্র তোমায় রেতো দ্বারা প্লাবিত করিবেন। তুমি মেধ্য বস্তুতে অবস্থিত হইলেও রুদ্রের রেতোজ্বালায় জ্বলিত হইতে থাকিবে। ৭৫—৮১। অনন্তর ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণকেও সাবিত্রী শাপ দিলেন; বলিলেন,—তোমাদের প্রতিগ্রহ, অগ্নিহোত্র, দার-পরিগ্রহ ও আশ্রম, সকলই বৃথা হইবে। তোমরা তীর্থক্ষেত্রসমূহে সর্ব্বদা লোভবশেই গমন করিবে, পরান্নে তৃপ্ত হইবে, স্বগৃহে অতৃপ্ত

ধনার্জ্জনং কৃত্বা ব্যয়শ্চৈব তথা বৃথা। মৃতানাং তেন প্রেতত্বং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৯৫ ॥ এবং শক্রং তথা বিষ্ণুং রুদ্রং বৈ পাবকং তথা। ব্রহ্মাণং ব্রাহ্মণাংশ্চৈব সর্ব্বাংস্তানশপত্তদা ॥ ৯৬ ॥ শাপং দত্ত্বা তথা তেষাং তদা সাবিত্রী স্থিরা ॥ ৯৭ ॥ লক্ষ্মীঃ প্রাহ সখীং তাঞ্চ ইন্দ্রাণী চ বরাননা। অন্যা দেব্যস্তথা প্রাহুঃ নাহং স্থাস্যামি নাত্র বৈ। তত্র চাহং গমিষ্যামি যত্র শ্রোষ্যে ন তু ধ্বনিম্ ॥ ৯৮ ॥ ততস্তাঃ প্রমদাঃ সর্ব্বাঃ প্রয়াতাঃ স্বনিকেতনম্। সাবিত্রী কুপিতা তাসাং পুনঃ শাপায় চোদ্যতা ॥ ৯৯ ॥ যস্মান্মাং সম্পরিত্যজ্য গতাস্তা দেবযোষিতঃ। তাসামপি তথা শাপং প্রদাস্যে কুপিতা ভৃশম্ ॥ ১১০ ॥ নৈকত্র বাসো লক্ষ্ম্যাস্তু ভবিষ্যতি কদাচন। কৃদ্ধাপি চঞ্চলা তাবন্মূর্খেষু চ বসিষ্যসি ॥ ১০১ ॥ ম্লেচ্ছেষু পার্ব্বতীয়েষু কুৎসিতে কুষ্ঠিতে তথা। বাচাটে চাবলিপ্তে চ অভিশস্তে দুরাত্মনি। এবংবিধে নরে তুভ্যং বসতিঃ শাপকারিতা ॥ ১০২ ॥ শাপং দত্ত্বা ততস্তস্যা ইন্দ্রাণীমশপত্তদা ॥ ১০৩ ॥ ত্বষ্টুর্বাচা গৃহীতেন্দ্রে পত্যৌ তে দুষ্টকারিণি। নহুষায় গতে রাজ্যে দৃষ্ট্বা ত্বাং যাচয়িষ্যতি ॥ ১০৪ ॥ অহমিন্দ্রঃ কথং চৈষা নোপতিষ্ঠতি চালসা। সর্ব্বান্ দেবান্ হনিষ্যামি লপ্স্যে নাহং শচীং যদি ॥ ১০৫ ॥ নষ্টা ত্বঞ্চ তদা শস্তা বনে মহতি দুঃখিতা। বৎস্যসি দুরাচারে শাপেন মম গর্ব্বিতে ॥ ১০৬ ॥ দেবভার্য্যাসু সর্ব্বাসু তদা শাপমযচ্ছত ॥ ১০৭ ॥ ন চাপত্যকৃতা প্রীতিঃ সর্ব্বাস্বেব ভবিষ্যতি। দহ্যমানা দিবারাত্রৌ বন্ধ্যাশব্দেন দুঃখিতাঃ ॥ ১০৮ ॥ গৌরীমেবং তথা শপ্ত্বা সা দেবী বরবর্ণিনী। উচ্চৈ রুরোদ সাবিত্রী ভর্ত্তৃযজ্ঞাদ্বহিঃ স্থিতা ॥ ১০৯ ॥ রোদমানা তু সা দৃষ্ট্বা বিষ্ণুনা চ প্রসাদিতা। মা রোদীস্ত্বং বিশালাক্ষি এহ্যাগচ্ছ সদঃ শুভে ॥ ১১০ ॥ প্রবিষ্টা চ শুভে যাগে মেখলাং ক্ষৌমবাসসী। গৃহাণ দীক্ষাং ব্রহ্মাণি পাদৌ তে প্রণমে শুভে ॥ ১১১ ॥ এবমুক্তাব্রবীদেনং নাহং কুর্য্যাং বচস্তব। তত্রাহং চ গমিষ্যামি যত্র শ্রোষ্যে ন চ ধ্বনিম্ ॥ ১১২ ॥ এতাব-

রহিবে, অযাজ্য যাজন করিবে; কদর্য্য প্রতিগ্রহে আসক্ত হইবে, তথা ধর্ম্মার্জ্জন ও ব্যয় বৃথা হইবে; এবং মরণান্তে তোমাদের প্রেতত্ব হইবে; এইরূপে ইন্দ্র, বিষ্ণু, রুদ্র, অগ্নি, ব্রহ্মা, ও ব্রাহ্মণদিগকে সাবিত্রী যখন শাপ দিলেন, শাপ দিয়া তাঁহাদের সম্মুখে তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন লক্ষ্মী, ইন্দ্রাণী ও অন্যান্য দেবীগণ সাবিত্রীকে বলিলেন,—এখানে আর আমরা থাকিব না। যথায় কোন শব্দ শুনা যায় না, আমরা সেইরূপ স্থানেই চলিলাম। এই বলিয়া সেই সকল প্রমদা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। সাবিত্রী কুপিতা হইয়া পুনরায় তাঁহাদিগকেও শাপদানে উদ্যতা হইলেন; বলিলেন,—দেবপত্নীগণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগকেও আমি শাপ প্রদান করিব। আমার বাক্যে লক্ষ্মীর একত্র বাস কদাচ হইবে না। সেই চঞ্চলা ক্রুদ্ধ হইয়াও মূর্খলোকেই কিছুকাল বাস করিবে। এই শাপের ফলে ম্লেচ্ছ, পার্বত্য, অসভ্য, কুৎসিত, কুষ্ঠগ্রস্ত, বাচাল, অবলিপ্ত, অভিশস্ত ও দুরাত্মা মানবেই লক্ষ্মীর বাস হইবে। লক্ষ্মীকে শাপ দিয়া পরে ইন্দ্রাণীকে অভিসম্পাত করিলেন; বলিলেন,—হে দুষ্টকারিণি! ত্বষ্টার বাক্যে তোমার পতি ইন্দ্র নিগৃহীত হইলে নহুষ লব্ধরাজ্য হইয়া তোমাকে কামনা করিবে। বলিবে,—আমি ইন্দ্র; কেন এই অলসা ইন্দ্রপত্নী আমায় ভজনা করিতেছে না? আমি যদি শচীলাভ না করিতে পারি, তবে সর্ব্ব দেবতার উচ্ছেদসাধন করিব। এই কথা শুনিয়া তখন তুমি পলায়ন করিবে। ঘোর অরণ্যে দুঃখের সহিত বাস করিবে। রে গর্ব্বিতে, দুরাচারে! আমারই শাপে তোমার এই অবস্থা নিশ্চয়ই ঘটিবে। অনন্তর সাবিত্রী সমস্ত দেবভার্য্যাকে শাপ দিলেন; বলিলেন,—অপত্যকৃত প্রীতি তোমাদের কাহারই থাকিবে না। বন্ধ্যাশব্দে দুঃখিত হইয়া তোমরা অহর্নিশ দগ্ধ হইতে থাকিবে। অনন্তর বরবর্ণিনী দেবী সাবিত্রী গৌরীকেও অভিসম্পাত করিলেন—করিয়া ভর্ত্তার যজ্ঞস্থলীর বহির্ভাগে অবস্থানপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া প্রসাদিত করিলেন; বলিলেন,—হে শুভে, বিশালাক্ষি! আপনি রোদন করিবেন না, আসুন, এই যজ্ঞসভায় আগমন করুন। এই শুভযাগক্ষেত্রে প্রবেশপূর্ব্বক মেখলা ক্ষৌমবস্ত্র ও যজ্ঞদীক্ষা গ্রহণ করুন। হে ব্রহ্মাণি! আপনার পদযুগে আমি প্রণাম করি। ৮২—১১১। বিষ্ণু এই কথা কহিলে সাবিত্রী বলিলেন,—না আমি তোমার কথা রক্ষা করিব না; যথায় কোন ধ্বনি নাই, আমি সেই স্থানেই গমন করিব। এই বলিয়া ভূমির ঊর্দ্ধ স্থানস্থিতা দেবী

তুক্তা ব্যরমহুচ্চৈঃ স্থানে স্থিতো স্থিতা ॥ ১১৩॥ বিষ্ণুস্তদগ্রতঃ স্থিত্বা বদ্ধা চ করসম্পুটম্। তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ১১৪ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। নমোঽস্তু তে মহাদেবি ভূর্ভুবঃস্বস্ত্রয়ীময়ি। সাবিত্রি দুর্গতরিণি ত্বং বাণী সপ্তধা স্মৃতা ॥ ১১৫॥ সর্ব্বাণি স্তুতিশাস্ত্রাণি লক্ষণানি তথৈব চ। ভবিষ্যা সর্ব্বশাস্ত্রাণাং ত্বন্তু দেবি নমোঽস্তু তে॥ ১১৬॥ শ্বেতা ত্বং শ্বেতরূপাসি শশাঙ্কেন সমাননা। শশিরশ্মিপ্রকাশেন হরিণোরসি রাজসে। দিব্যকুণ্ডলপূর্ণাভ্যাং শ্রবণাভ্যাং বিভূষিতা॥ ১১৭ ॥ ত্বং সিদ্ধিস্ত্বং তথা ঋদ্ধিঃ কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ সন্ততির্ম্মতিঃ। বন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভাতস্ত্বং কালরাত্রিস্ত্বমেব চ॥ ১১৮॥ কর্ষুকাণাং যথা সীতা ভূতানাং ধারিণী তথা। এবং স্তবন্তং সাবিত্রী বিষ্ণুং প্রোবাচ সুব্রতা॥১১৯॥ সম্যক্ স্তুতা ত্বয়া পুত্র অজেয়স্ত্বং ভবিষ্যসি। অবতারে সদা বৎস পিতৃমাতৃসুবল্লভঃ॥ ১২০॥ অনেন স্তবরাজেন স্তোষ্যতে যস্তু মাং সদা। সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্তঃ পরং স্থানং গমিষ্যতি॥ ১২১॥ গচ্ছ যজ্ঞং চিরং তস্য সমাপ্তিং নয় পুত্রক॥ ১১২॥ কুরুক্ষেত্রে প্রয়াগে চ ভবিষ্যে যজ্ঞকর্ম্মণি। সমীপগা *স্থিতা ভর্তুঃ করিষ্যে তব ভাষিতম্॥ ১২৩॥ এবমুক্তো গতো বিষ্ণুর্ব্রহ্মণঃ সদ উত্তমম্। সাবিত্রী তু* সমায়াতা প্রভাসে বরবর্ণিনি॥ ১২৪॥ গতায়ামথ সাবিত্র্যাং গায়ত্রী বাক্যমব্রবীৎ॥ ২৫॥ শৃণ্বন্তু মুনয়ো বাক্যং মদীয়ং ভর্তৃসন্নিধৌ। যদহং বচ্মি সন্তুষ্টা বরদানায় চোদ্যতা॥ ১২৬॥ ব্রহ্মাণং পূজয়িষ্যন্তি নরা ভক্তিসমন্বিতাঃ। তেষাং বস্ত্রং ধনং ধান্যং দারাঃ সৌখ্যং সুতাশ্চ বৈ॥ ১২৭॥ অবিচ্ছিন্নং তথা সৌখ্যং গৃহং বৈ পুত্রপৌত্রিকম্। ভুক্ত্বাসৌ সুচিরং কালং ততো মোক্ষং গমিষ্যতি॥ ১২৮॥ শক্রাহং তে বরং বচ্মি সংগ্রামে শত্রুভিঃ সহ। তদা ব্রহ্মা মোচয়িতা গত্বা শত্রুনিকেতনম্॥ ১২৯॥ সপুত্রশত্রুনাশাত্ত্বং লপ্স্যসে চ পরাং মুদম্। অকণ্টকং মহদ্রাজ্যং ত্রৈলোক্যে তে ভবিষ্যতি॥ ১৩০॥ মর্ত্ত্যলোকে যদা বিষ্ণো হ্যবতারং করিষ্যসি। ভ্রাত্রা সহ পরং দুঃখং স্বভার্য্যাহরণং চ যৎ॥ ১৩১॥ হত্বা শত্রুঃ পুনর্ভার্য্যা লপ্স্যসে সুরসন্নিধৌ। গৃহীত্বা তাং পুনঃ প্রাজ্যং রাজ্যং কৃত্বা গমিষ্যসি॥ ১৩২॥ একাদশ-

বিরতা হইলেন। বিষ্ণু তাঁহার অগ্রে থাকিয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক প্রণতভাবে পরম ভক্তিযোগে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—হে ভূর্ভুবঃ স্বস্ত্রয়ীময়ি, মহাদেবি, দুর্গতারিণি সাবিত্রি! তোমাকে নমস্কার করি, তুমিই সপ্তধা স্মৃতা বাণী; সমস্ত স্তুতিশাস্ত্র, সমস্ত লক্ষণ, সমস্ত ভবিষ্য শাস্ত্র, এসকলই তুমি। হে দেবি! তোমায় আমার নমস্কার, তুমি শ্বেতা, শ্বেতরূপা, ও শশাঙ্ক সদৃশাননা; তুমি দিব্য কুণ্ডলমণ্ডিত শ্রবণযুগলে বিভূষিতা, তুমি সিদ্ধি, ঋদ্ধি, কীর্ত্তি, শ্রী, সন্ততি, রতি, সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভাত ও কালরাত্রি। যেমন কর্ষুকদিগের সীতা, তেমনি তুমি ভূতধাত্রী। বিষ্ণু এইরূপ স্তব করিলে সুব্রতা সাবিত্রী বলিলেন—পুত্র! তুমি আমার সুন্দর স্তব করিয়াছ, অতএব তুমি সর্ব্বত্র অজেয় হইবে। বৎস! সমস্ত অবতারে তুমি পিতামাতার অত্যন্ত বৎসল হইবে। এই স্তবরাজ দ্বারা যে আমার স্তব করিবে, সে সর্ব্বদোষ হইতে মুক্ত হইয়া পরম স্থান প্রাপ্ত হইবে। যাও বৎস! যাইয়া ব্রহ্মার যজ্ঞ সমাধা কর। ভাবী কালে কুরুক্ষেত্রে এবং প্রয়াগে যে যজ্ঞানুষ্ঠান হইবে, তাহাতে ভর্ত্তার সমীপে থাকিয়া আমি তোমার বাক্য রক্ষা করিব।১১২—১২৩। সাবিত্রী এই কথা কহিলে, বিষ্ণু উত্তম ব্রহ্মসভায় গমন করিলেন। হে বরবর্ণিনি! তৎকালে সাবিত্রী প্রভাসক্ষেত্রে আসিলেন। সাবিত্রী প্রস্থান করিলে গায়ত্রী কহিলেন,—মুনিগণ! ভর্তৃসন্নিধানে তুষ্ট হইয়া আমি বরদানে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে যাহা বলি, আপনারা শ্রবণ করুন, যে সকল নর ভক্তিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মার পূজা করিবে, তাহাদের ধন, ধান্য, বসন, স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র, গৃহ ও অবিচ্ছিন্ন সুখ-সৌভাগ্য হইবে। ব্রহ্মার্চ্চনাকারী নর বহুকাল ভোগসুখের পর মোক্ষ লাভ করিবে। হে শক্র! আমি তোমায় বরদান করিতেছি, যৎকালে সংগ্রামে শত্রুদিগের হস্তে তুমি বন্ধন প্রাপ্ত হইবে, তখন ব্রহ্মা শত্রুপুরে গিয়া তোমায় মোচন করিবেন, তুমি সপুত্র-শত্রুনাশেও পরম প্রমোদ প্রাপ্ত হইবে। এই ত্রৈলোক্যে তুমি অকণ্টক মহারাজ্যে আধিপত্য করিবে। হে বিষ্ণো! তুমি যখন এই মর্ত্ত্যলোকে অবতার স্বীকার করিবে, তখন ভ্রাতার সহিত পরম দুঃখ এবং ভার্য্যাহরণমনস্তাপ প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু কালে শত্রু-সংহার করিয়া পুনরায় ভার্য্যালাভ করিবে; ভার্য্যা গ্রহণপূর্ব্বক তুমি প্রাজ্য রাজ্য পালন করিবে;

সহস্রাণি কৃত্বা রাজ্যং পুনর্দ্দিবম্। খ্যাতিস্তে বিপুলা লোকে চানুরাগো ভবিষ্যতি। ১৩৩। গায়ত্রী ব্রাহ্মণাংস্তাংশ্চ সর্ব্বানেবাব্রবীদিদম্॥ ১৩৪॥ যুষ্মাকং প্রীণনং কৃত্বা তৃপ্তিং যাস্যন্তি দেবতাঃ। ভবন্তো ভূমিদেবান্ বৈ সর্ব্বে পূজ্যা ভবিষ্যথ। ১৩৫। যুষ্মাকং পূজনং কৃত্বা দত্ত্বা দানান্যনেকশঃ। প্রাণায়ামেন চৈকেন সর্ব্বমেতত্তরিষ্যথ। ১৩৬। প্রভাসে তু বিশেষেণ জপ্ত্বামাং বেদ মাতরম্। প্রতিগ্রহকৃতান্ দোষান্ন প্রাপ্স্যথবং দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১৩৭॥ পুষ্করে চান্নদানেন প্রীতাঃ সর্ব্বে চ দেবতাঃ। একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটির্ভবতি ভোজিতা। ১৩৮। ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি দুরিতানি চ যানি চ। তরিষ্যন্তি নরাঃ সর্ব্বে দত্তে যুষ্মৎকরে ধনে॥ ১৩৯। মহীয়ধ্বে তু জাপ্যেন প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ কৃতৈঃ। ব্রহ্মহত্যাসমং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥ ১৪০। দশভির্জ্জন্মজনিতং শতেন তু পুরা কৃতম্। ত্রিযুগং তু সহস্রেণ গায়ত্রী হন্তি কিল্বিষম্। ১৪১। এবং জ্ঞাত্বা সদা পূজ্যা জাপ্যো চ মম বৈ কৃতে। ভবিষ্যথবং ন সন্দেহো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১৪২॥ ওঙ্কারেণ ত্রিমাত্রেণ সার্দ্ধেন চ বিশেষতঃ। পূজ্যা সর্ব্বে ন সন্দেহো জপ্ত্বা মাং শিরসা সহ॥ ১৪৩॥ অষ্টাক্ষরস্থিতা চাহং জগদ্ব্যাপ্তং ময়া ত্বিদম্। মাতাহং সর্ব্ববেদানাং বেদৈঃ সর্ব্বৈরলঙ্কৃতা। ১৪৪। জপ্ত্বা মাং পরমাং সিদ্ধিং পশ্যন্তি দ্বিজসত্তমাঃ। প্রাধান্যং মম জাপ্যেন সর্ব্বেষাং বো ভবিষ্যতি। ১৪৫। গায়ত্রীসারমাত্রোঽপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ। নাযন্ত্রিতশ্চতুর্ব্বেদঃ সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী। ১৪৬॥ যস্মাত্তবতাং সাবিত্র্যা শাপো দত্তো সদে ত্বিহ। অত্র দত্তংহুতঞ্চাপি সর্ব্বমক্ষয়কারকম্। দত্তো বরো ময়া তেন যুষ্মাকং দ্বিজসত্তমাঃ। ১৪৭। অগ্নিহোত্রপরা বিপ্রাস্ত্রিকালং হোমদায়িনঃ। স্বর্গং তে তু গমিষ্যন্তি একবিংশতিভিঃ কুলৈঃ। ১৪৮। এবং শক্রে চ বিষ্ণৌ চ রুদ্রে বৈ পাবকে তথা। ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণানাঞ্চ গায়ত্রী সা বরং দদৌ। তস্মিন্ কালে বরং দত্বা ব্রহ্মণঃ পার্শ্বগাভবৎ। ১৪৯। হরিণা তু সমাখ্যাতং লক্ষ্ম্যাঃ শাপস্য কারণম্। যুবতীনাঞ্চ সর্ব্বাসাং শাপস্তাসাং পৃথক্ পৃথক্। ১৫০। লক্ষ্ম্যাস্তদা বরং প্রাদাদ্গায়ত্রী ব্রহ্মণঃ প্রিয়া। ১৫১। অকুৎসিতাঃ সদা পুত্রি

একাদশ সহস্র বর্ষ রাজ্য ভোগের পর তুমি স্বর্গারোহণ করিবে। এ জগতে তোমার অতুল কীর্ত্তি হইবে; লোকে তোমায় ভক্তি করিবে। পরে গায়ত্রী ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন,—দেবগণ তোমাদের প্রীণন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিবেন। তোমরা ভূমিদেব হইয়া সকলেই সর্ব্বত্র পূজ্য হইবে। লোকে তোমাদিগকে পূজা করিবে; নানাবিধ বস্তু দান করিবে; কিন্তু তোমরা একটী মাত্র প্রাণায়াম জপ করিয়াই সমস্ত প্রতিগ্রহদোষ হইতে মুক্ত হইবে। বিশেষতঃ প্রভাসে বেদমাতা —আমাকে জপ করিয়া হে দ্বিজোত্তমগণ! তোমরা প্রতিগ্রহদোষ প্রাপ্ত হইবে না। পুষ্করে অন্ন দান করিলে সমস্ত দেব প্রীত হইয়া থাকেন। কিন্তু তথায় একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল লাভ হয়। নরগণ তোমাদের হস্তে ধনদান করিয়া ব্রহ্মহত্যাদি নিখিল দুরিত হইতে অব্যাহতি পাইবে। তোমাদের সম্মান হইবে। তিনবার প্রাণায়াম জপ করিলেই ব্রহ্মহত্যা তুল্য পাপ তোমাদের তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইবে। পূর্ব্বতন দশশত জন্মার্জ্জিত পাপ সহস্রবার গায়ত্রীজপে নষ্ট হয়। ইহা জানিয়া তোমরা সদা আমায় জপ করিবে। এরূপ করিলে তোমরা সর্ব্বত্রই পূজ্য হইবে সন্দেহ নাই। অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত ত্রিমাত্র ওঙ্কার দ্বারা শিরঃসহ আমাকে (গায়ত্রী) জপ করিয়া সকলেই পূজ্য হয়, নিঃসন্দেহ। আমি অষ্টাক্ষরস্থিতা; এই জগৎ মৎকর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত। সর্ব্ববেদালঙ্কৃতা আমি সর্ব্ববেদের মাতা। দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ আমার জপ করিয়া পরম সিদ্ধি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। তোমাদের সকলেরই প্রধানতঃ আমিই জপ্য হইব। গায়ত্রীকে যিনি সার করিয়াছেন, তথাবিধ সুযন্ত্রিত বিপ্রও শ্রেষ্ঠ; পরন্তু চতুর্ব্বেদবেদী সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী বিপ্র অযন্ত্রিত হইলেও শ্রেষ্ঠ নহেন। এই যজ্ঞ-সভায় সাবিত্রী তোমাদিগকে যে হেতু অভিশাপ দিয়াছেন, এই জন্য আমি তোমাদিগকে বর প্রদান করিলাম;—এইখানে দান, হোম, যাহা কিছু করা যাইবে, সকলই অক্ষয় হইবে। এখানে অগ্নিহোত্রনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ত্রৈকালিক হোম বিধান করিয়া একবিংশতি কুল সহ স্বর্গ লাভ করিবেন। ১২৪—১৪৮। এইরূপে গায়ত্রী, ইন্দ্র, বিষ্ণু, রুদ্র, অগ্নি, ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণদিগকে বর প্রদান করিলেন। এই বর দিয়া তিনি ব্রহ্মার পার্শ্ববর্ত্তিনী হইলেন। তখন হরি লক্ষ্মীর এবং অন্যান্য যুবতীগণের পৃথক্ পৃথক্ শাপপ্রাপ্তির কথা কহিলেন। ব্রহ্মপ্রিয়া গায়ত্রী তৎশ্রবণে লক্ষ্মীকে বর দিলেন,—পুত্রি! তোমার বাক্যে

ভব বাসেন শোভনে। ভবিষ্যন্তি ন সন্দেহঃ সর্ব্বেভ্যঃ প্রীতিদায়কাঃ ॥ ১৫২ ॥ যে ত্বয়া বীক্ষিতাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে বৈ পুণ্যভাজনাঃ। তেষাং জাতিঃ কুলং শীলং ধর্ম্মশ্চৈব বরাননে ॥ ১৫৩ ॥ পরিত্যক্তাস্ত্বয়া যে তু তে নরা দুঃখভাগিনঃ। সভায়াং তে ন শোভন্তে মন্যন্তে ন চ পার্থিবৈঃ ॥ ১৫৪ ॥ আশিষশ্চৈব তেষাং তু কুর্ব্বতে বৈ দ্বিজোত্তমাঃ। সৌজন্যং তেষু কুর্ব্বন্তি নপ্তা ভ্রাতা পিতা গুরুঃ ॥ ১৫৫ ॥ বান্ধবোঽসি ন সন্দেহো ন জীবেঽহং ত্বয়া বিনা। ত্বয়ি দৃষ্টে প্রসন্না মে দৃষ্টির্ভবতি শোভনা। মনঃ প্রসীদতেঽত্যর্থং সত্যং সত্যং বদামি তে ॥ ১৫৬ ॥ এবংবিধানি বাক্যানি ত্বয়া দৃষ্ট্যা নিরীক্ষিতে। সজ্জনাস্তে বদিষ্যন্তি জনানাং প্রীতিদায়কাঃ ॥ ১৫৭ ॥ ইন্দ্রাণি নহুষঃ প্রাপ্য স্বর্গং ত্বাং যাচয়িষ্যতি। অদৃষ্ট্বা তু হতঃ পাপো হ্যগস্ত্যবচনাদ্রুতম্ ॥ ১৫৮ ॥ সর্পত্বং সমনুপ্রাপ্য প্রার্থয়িষ্যতি তং মুনিম্। দর্পেণাহং বিনষ্টোঽস্মি শরণং মে মুনে ভব ॥ ১৫৯ ॥ বাক্যেন তেন তস্যাসৌ নৃপস্য ভগবানৃষিঃ। কৃত্বা মনসি কারুণ্যমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৬০ ॥ উৎপৎস্যতি কুলে রাজা ত্বদীয়ে কুরুনন্দন। সার্পং কলেবরং দৃষ্ট্বা প্রশ্নৈস্ত্বামুদ্ধরিষ্যতি ॥ ১৬১ ॥ সোঽপ্যজগরতাং ত্যক্ত্বা পুনঃ স্বর্গং গমিষ্যতি। অশ্বমেধে কৃতে ভর্ত্রা সহ যাসি পুনর্দিবি। প্রাপ্স্যসে বরদানেন মমানেন সুলোচনে ॥ ১৬২ ॥ দেবপত্ন্যস্তদা সর্ব্বাস্তুষ্টয়া পরিভাষিতাঃ। অপত্যৈরপি হীনাঃ স্থ্যার্নৈব দুঃখং ভবিষ্যতি ॥ ১৬৩ ॥ ইতি দত্ত্বা বরান্ দেবী গায়ত্রী লোকসম্মতা। জগামাদর্শনং দেবী সর্ব্বেষাং পশ্যতাং তদা ॥ ১৬৪ ॥ সাবিত্রী তু তদা দেবী প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতা। কৃতস্মরস্য শৃঙ্গে তু শ্রীসোমেশ্বরপূর্ব্বতঃ ॥ ১৬৫ ॥ মন্বন্তরে চাক্ষুষে চ দ্বিতীয়ে দ্বাপরে শুভে। তত্র যজ্ঞঃ সমারব্ধো ব্রহ্মণা লোককারিণা ॥ ১৬৬ ॥ যজ্ঞে যাতা মহাত্মানো দেবাঃ সপ্তর্ষয়ো বরাঃ। স্বায়ম্ভুবে তু যে শস্তাঃ শপ্তাস্তে চাভবন্ পুরা ॥ ১৬৭ ॥ তস্মাৎ কালাৎ সমারভ্য প্রভাসং ক্ষেত্রমাশ্রিতাঃ ॥ ১৬৮ ॥ সাবিত্রী লোকজননী লোকানুগ্রহকারিণী। যস্তাং পূজয়তে ভক্ত্যা পক্ষমেকং নিরন্তরম্। ব্রহ্মপূজাবিধানেন তস্য পুত্রো ধ্রুবো ভবেৎ ॥ ১৬৯ ॥ পাণ্ডু-

---

সমস্তই অকুৎসিত হইবে। তোমার দৃষ্টি যাহাদের উপর পড়িবে, তাহারা পুণ্যভাজন হইবে। তাহাদের জাতি, কুল, শীল, ধর্ম্ম সকলই সুরক্ষিত থাকিবে। আর তুমি যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, তাহারা দুঃখভাগী হইবে; সভায় তাহাদের শোভা হইবে না; পার্থিবগণ তাহাদের আদর করিবেন না। তোমার আশ্রিত নরগণ ব্রাহ্মণদিগের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইবে। তাহাদের নপ্তা, ভ্রাতা, পিতা, গুরু, বান্ধবগণ তাহাদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিবে। অধিক কি, তোমা ব্যতীত আমার অস্তিত্ব রহিবে না। তোমার দর্শনে আমার দৃষ্টি ও মন একান্ত প্রসন্ন হইবে। ইহা আমি সত্যসত্যই বলিলাম। তোমার দর্শনে সজ্জনগণ জনসাধারণের প্রীতিদায়ক হইয়া এই এই প্রকার বাক্য সকল উচ্চারণ করিবেন। হে ইন্দ্রাণি! নহুষ স্বর্গরাজ্য লাভ করিয়া তোমাকে প্রার্থনা করিবে। কিন্তু তোমার দর্শন না পাইয়া পরে অগস্ত্যবাক্যে ঐ পাপাত্মা বিনষ্ট হইবে। তাহার সর্পযোনি লাভ হইবে। সে তদবস্থায় প্রার্থনা করিবে,—হে মুনে! আমি দর্পবশত বিনষ্ট হইয়াছি। আপনি আমায় পরিত্রাণ করুন। সেই রাজার বাক্যে ঋষি কারুণ্যপূর্ণমনে বলিবেন,—তোমার কুলে এক রাজা জন্মিবেন। তিনি সর্প কলেবর দর্শনে প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়া তোমার উদ্ধার সাধন করিবেন। এই ঘটনার পর নহুষ স্বীয় অজগরত্ব পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় স্বর্গ গমন করিবেন। তোমার ভর্ত্তা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তোমার সহিত স্বর্গাধিপত্য লাভ করিবেন। হে সুলোচনে! আমার বরদানফলে এইরূপেই তুমি পতি প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর গায়ত্রী তুষ্ট হইয়া অন্যান্য দেবপত্নীদিগকে বলিলেন,—তোমরা অপত্যহীন হইলেও তোমাদের সে জন্য দুঃখ হইবে না। লোকমাতা গায়ত্রী এইরূপ বরদান করিয়া সকলের সমক্ষেই অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর সাবিত্রী দেবী প্রভাসে আসিলেন। এখানে সোমেশ্বরের পূর্ব্বে কৃতস্মরের শৃঙ্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে চাক্ষুষ মন্বন্তরে দ্বিতীয় দ্বাপরযুগে লোককর্ত্তা ব্রহ্মা এক যজ্ঞারম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞে মহাত্মা দেব সপ্তর্ষিগণ—যাঁহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে, অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সমাগত হইলেন। এবং সেই সময় হইতে প্রভাসক্ষেত্রেই বাস করিতে লাগিলেন। লোকানুগ্রহকারিণী লোকজননী সাবিত্রীকে যাহারা একপক্ষ কাল ভক্তির সহিত পূজা করে, তাহাদের পুত্রলাভ নিশ্চতই। নর

কূপে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা লিঙ্গানি পঞ্চ বৈ। পাণ্ডবৈঃ স্থাপিতানীহ দৃষ্ট্বা যজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ১৭০ ॥ জ্যৈষ্ঠস্য পূর্ণিমায়ান্তু সাবিত্রীস্থলসন্নিধৌ। পঠেদ্যো ব্রহ্মসূক্তানি মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ১৭১ ॥ এতত্তে সর্ব্ববিখ্যাতমাখ্যাতং কল্মষাপহম্। যশ্চেদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা স গচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥ ১৭২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সাবিত্রীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

দেব্যুবাচ। প্রভাসে সংস্থিতা যা তু সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ প্রিয়া। তস্যাশ্চরিত্রং মে ব্রূহি দেবদেব জগৎপতে ॥ ১ ॥ ব্রতমাহাত্ম্যসংযুক্তমিতিহাসসমন্বিতম্। পাতিব্রত্যকরং স্ত্রীণাং মহাভাগ্যং মহোদয়ম্ ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ। কথয়ামি মহাদেবি সাবিত্র্যাশ্চরিতং মহৎ। প্রভাসক্ষেত্রসংস্থায়াঃ স্থলস্থানে মহেশ্বরি। যথা চীর্ণং ব্রতবরং সাবিত্র্যা রাজকন্যয়া ॥ ৩ ॥ আসীন্মদ্রেষু ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বভূতহিতে রতঃ। পার্থিবোঽশ্বপতির্নাম পৌরজানপদপ্রিয়ঃ ॥ ৪ ॥ ক্ষমাবাননপত্যশ্চ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রভাসক্ষেত্রযাত্রায়ামাজগাম স ভূপতিঃ। যাত্রাং কুর্ব্বন্ বিধানেন সাবিত্রীস্থলমাগতঃ ॥ ৫ ॥ স সভার্য্যো,ব্রতমিদং তত্র চক্রে নৃপঃ স্বয়ম্। সাবিত্রীতি প্রসিদ্ধং যৎসর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৬ ॥ তস্য তুষ্টাভবদ্দেবি সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ প্রিয়া। ভূর্ভুবঃস্বরিতীত্যেষা সাক্ষান্মূর্ত্তিমতী স্থিতা ॥ ৭ ॥ কমণ্ডলুধরা দেবী জগামাদর্শনং পুনঃ। কালেন বহুনা জাতা দুহিতা দেবরূপিণী ॥ ৮ ॥ সাবিত্র্যা প্রীতয়া দত্তা সাবিত্র্যাঃ পূজয়া তথা। সাবিত্রীত্যেব নামাস্যাশ্চক্রে বিপ্রাজ্ঞয়া নৃপঃ ॥ ৯ ॥ সা বিগ্রহবতীব শ্রীঃ প্রাবর্দ্ধত নৃপাত্মজা। সাবিত্রী সুকুমারাঙ্গী যৌবনস্থা বভূব হ ॥ ১০ ॥ যা সুমধ্যা পৃথুশ্রোণী প্রতিমা কাঞ্চনী যথা। প্রাপ্তেয়ং দেবকন্যা বা দৃষ্ট্বা তাং মেনিরে জনাঃ ॥ ১১ ॥ সা তু পদ্মা বিশালাক্ষী প্রজ্বলন্তীব তেজসা। চচার সা চ সাবিত্রী ব্রতং যদ্ভৃগুণোদিতম্ ॥ ১২ ॥ অথো-

পাণ্ডুকূপে স্নান করিয়া পাণ্ডবস্থাপিত পঞ্চলিঙ্গ দর্শনে যজ্ঞফল লাভ করিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় সাবিত্রীস্থলের সমীপে যে নর ব্রহ্মসূক্ত পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বপাপাপহ উপাখ্যান সকলই কীর্ত্তন করিলাম, যে নর ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করে, তাহার পরমপদ লাভ হয়। ১৪৯—১৭২।

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৫।

ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

দেবী কহিলেন,—হে জগৎপতে! দেবদেব-প্রভাসক্ষেত্রে যে ব্রহ্মপ্রিয়া দেবী অবস্থান করিলেন, তাঁহার চরিত্র আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। ঐ চরিত্র ব্রতমাহাত্ম্য-মণ্ডিত, ইতিহাসান্বিত, এবং স্ত্রীগণের পাতিব্রত্য ও মহাভাগ্যজনক। ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! আমি প্রভাসক্ষেত্রস্থা সাবিত্রীর মহৎ চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি। সাবিত্রী রাজকন্যা হইয়া যেরূপ ব্রতাচরণ করিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে আমার বক্তব্য। পুরাকালে মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক ধর্ম্মাত্মা ভূপতি ছিলেন। তিনি সর্ব্বভূতহিতে রত, পৌরজানপদপ্রিয়, ক্ষমাবান্, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। কিন্তু তিনি অনপত্য; তাই একদা প্রভাসক্ষেত্রযাত্রায় ভূপতি সমাগত হইলেন। প্রভাসে সাবিত্রীস্থলে উপস্থিত হইয়া তিনি যথাবিধি তীর্থযাত্রা নির্ব্বাহ করিলেন। অনন্তর রাজা স্বয়ং ভার্য্যার সহিত সর্ব্বকামফলপ্রদ সুপ্রসিদ্ধ সাবিত্রীব্রত আচরণ করিলেন। হে দেবি! ব্রহ্মপ্রিয়া সাবিত্রী সেই ব্রতে রাজার প্রতি তুষ্ট হইলেন। প্রভাসে সাবিত্রীদেবী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী-সাক্ষাৎ ভূর্ভুবস্বঃস্বরূপিণী ছিলেন। তিনি করে কমণ্ডলু ধারণ করিতেন। কিন্তু রাজার ব্রতাচরণের পর তাঁহার অদর্শন ঘটিল। অনন্তর বহুকাল পরে ঐ রাজার এক দেবরূপিণী দুহিতা জন্ম গ্রহণ করিল। সাবিত্রী রাজার পূজায় প্রীত হইয়া রাজাকে ঐ কন্যা দিয়াছিলেন বলিয়া রাজা ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞা লইয়া তাঁহার নাম রাখিলেন—সাবিত্রী। ঐ নৃপবালা বিগ্রহবতী কমলার ন্যায় রাজগৃহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে কোমলাঙ্গী সাবিত্রী যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তিনি সুমধ্যা, সুশ্রোণী, দেখিতে যেন অবিকল কাঞ্চনী প্রতিমা; তাঁহাকে দেখিয়া জনগণ আলোচনা করিত,—ইনি কি সাক্ষাৎ দেবকন্যা আসিয়া জন্ম লইলেন? সেই বিশালাক্ষী সাবিত্রী সাক্ষাৎ

পোষ্য শিরঃস্নাতা দেবতামভিগম্য চ। হুত্বাগ্নিং বিধিবদ্বিপ্রান্ বাচয়েদ্বরবর্ণিনী ॥ ১৩ ॥ তেভ্যঃ সুমনসঃ শেষাং প্রতিগৃহ্য নৃপাত্মজা। সখীপরিবৃতাভ্যেত্য দেবী শ্রীবৎসরূপিণী ॥ ১৪ ॥ সাভিবাদ্য পিতুঃ পাদৌ শেষাং পূর্ব্বং নিবেদ্য চ। কৃতাঞ্জলির্বরারোহা নৃপতেঃ পার্শ্বতঃ স্থিতা ॥ ১৫ ॥ তাং দৃষ্ট্বা যৌবনপ্রাপ্তাং স্বাং সুতাং দেবরূপিনীম্। উবাচ রাজা সম্মন্ত্র্য পুত্র্যর্থং সহ মন্ত্রিভিঃ ॥ ১৬ ॥ পুত্রি প্রদানকালস্তে ন হি কশ্চিদ্বৃণোতি মাম্। বিচারয়ন্ন পশ্যামি বরং তুল্যমিহাত্মনঃ ॥ ১৭ ॥ দেবাদীনাং যথা বাচ্যো ন ভবেয়ং তথা কুরু। পঠ্যমানং ময়া পুত্রি ধর্ম্মশাস্ত্রেষু চ শ্রুতম্ ॥ ১৮ ॥ পিতুর্গেহে তু যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা। ব্রহ্মহত্যা পিতুস্তস্য সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা ॥ ১৯ ॥ অতোহর্থং প্রেষয়ামি ত্বাং কুরু পুত্রি স্বয়ম্বরম্। বৃদ্ধৈরমাত্যৈঃ সহিতা শীঘ্রং গচ্ছাবধারয় ॥ ২০ ॥ এবমস্ত্বিতি সাবিত্রী প্রোচ্য তস্মাদ্বিনির্যযৌ। তপোবনানি রম্যাণি রাজর্ষীণাং জগাম সা ॥ ২১ ॥ মান্যানাং তত্র বৃদ্ধানাং কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্। ততোহভিগম্য তীর্থানি সর্ব্বাণ্যেবাশ্রমাণি চ ॥ ২২ ॥ আজগাম পুনর্ব্বেশ্ম সাবিত্রী সহ মন্ত্রিভিঃ। তত্রাপশ্যত দেবর্ষিং নারদং পুরতঃ শুচিম্ ॥ ২৩ ॥ আসীনমাসনে বিপ্রং প্রণম্য স্মিতভাষিণী। কথয়ামাস তৎকার্য্যং যেনারণ্যং গতা চ সা ॥ ২৪ ॥ সাবিত্র্যুবাচ। আসীচ্ছাল্বেষু ধর্ম্মাত্মা ক্ষাত্রিয়ঃ পৃথিবীপতিঃ। দ্যুমৎসেন ইতি খ্যাতো দৈবাদন্ধো বভূব সঃ ॥ ২৫ ॥ আর্য্যস্য বালপুত্রস্য দ্যুমৎসেনস্য রুক্মিণা। সামন্তেন হৃতং রাজ্যং ছিদ্রেঽস্মিন্ পূর্ব্ববৈরিণা ॥ ২৬ ॥ স বালবৎসয়া সার্দ্ধং ভার্য্যয়া প্রস্থিতো বনম্ ॥ ২৭ ॥ স তস্য চ বনে বৃদ্ধঃ পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ। সত্যবাননুরূপো মে ভর্ত্তেতি মনসেপ্সিতঃ ॥ ২৮ ॥ নারদ উবাচ। অহো বত মহৎ কষ্টং সাবিত্র্যা নৃপতে কৃতম্। বালস্বভাবাদনয়া গুণবান্ সত্যবাগ্‌বৃতঃ ॥ ২৯ ॥ সত্যং বদত্যস্য পিতা সত্যং মাতা প্রভাষতে। সত্যং

লক্ষ্মীর ন্যায় আপন তেজে আপনিই যেন প্রদীপ্ত হইতেন। একদা ভৃগুমুনির আদেশে সাবিত্রী এক ব্রত করিলেন। এই ব্রতে সাবিত্রী উপবাস করিয়া শিরঃ স্নানান্তে দেবারাধনা ও হোম করিয়া ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন। অনন্তর নৃপবালা তাঁহাদের নিকট পুষ্প প্রসাদ লাভ করিয়া সখী সমভিব্যাহারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপে সমাগত হইয়া পিতার পাদযুগল বন্দনা করিলেন এবং বিপ্রদত্ত পুষ্পপ্রসাদ তাঁহাকে নিবেদন করিয়া যুক্তকরে পিতার পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা স্বীয় সুতাকে যৌবনযুতা দেবীর ন্যায় দর্শন করিয়া মন্ত্রিগণ সহ মন্ত্রণা করিয়া বলিলেন,—পুত্রি! তোমার এখন সম্প্রদানকাল উপস্থিত; কিন্তু কেহই তোমার জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করে নাই। আমি নিজেও বিচার করিয়া তোমার তুল্য বর দেখিতেছি না। যাহা হৌক, আমি যাহাতে দেবসমাজের নিন্দনীয় না হই, তুমি তাহাই কর। বৎসে! আমি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে শুনিয়াছি, যে কন্যা অসংস্কৃত অবস্থায় পিতৃগৃহে রজোদর্শন করে, তাহার পিতার ব্রহ্মহত্যাপাপ হয়, আর সেই কন্যা বৃষলীপদবাচ্য হইয়া থাকে। বৎসে! এই কারণেই তোমায় নিয়োগ করিতেছি, তুমি স্বয়ম্বর কর; যাও, বৃদ্ধ অমাত্যগণ সহ গিয়া শীঘ্র এ বিষয় অবধারণ কর। সাবিত্রী 'এবমস্তু' বলিয়া সেই স্থান হইতে নির্গত হইলেন এবং রাজর্ষিগণের রম্য রম্য তপোবনসমূহে গমন করিলেন। ১—২১। সেই সকল বনে গিয়া মান্য বৃদ্ধবর্গের পাদ বন্দনাপূর্ব্বক সমস্ত তীর্থ ও পুণ্যাশ্রমসমূহ সন্দর্শন করিয়া পুনরায় বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ সহ স্বভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ভবনাগত হইয়া সাবিত্রী সম্মুখে পূতাত্মা দেবর্ষি নারদকে আসনে সমাসীন দেখিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্মিতপূর্ব্ব অভিভাষণপুরঃসর স্বীয় অরণ্যগমন-বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বলিতে লাগিলেন। সাবিত্রী কহিলেন,—শাল্বদেশে দ্যুমৎসেন নামে এক ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয় নরপতি ছিলেন। দৈবক্রমে তিনি অন্ধ হন। দ্যুমৎসেনরাজের অল্পবয়স্ক বালক পুত্র ছিলেন। অন্ধরাজার রুক্মি-নামক জনৈক সামন্ত পূর্ব্বশত্রুতাবশতঃ তাঁহার ছিদ্র পাইয়া রাজ্যাপহরণ করে। তিনি বালক পুত্র ও ভার্য্যার সহিত অরণ্যে বাস করেন। এক্ষণে তাঁহার সেই বালক পুত্র বনে থাকিয়াই বর্দ্ধিত হইয়াছেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক। তাঁহার নাম সত্যবান্। তিনিই আমার অনুরূপ ভর্ত্তা হন। ইহাই আমার ইচ্ছা। নারদ এই কথা শুনিয়া নরপতিকে সাবধানপূর্ব্বক বলিলেন,—অহো মহারাজ! আপনার কন্যা সাবিত্রী বালস্বভাববশতঃ বড়ই দুঃখাবহ সঙ্কল্প করিয়াছে। এই বালা গুণবান্ সত্যবান্‌কে বরণ করিয়াছে। সত্যবানের

বদেতি মুনিভিঃ সত্যবান্নাম বৈ কৃতম্ ॥ ৩০ ॥ নিত্যং চাশ্বাঃ প্রিয়াস্তস্য করোত্যশ্বাংশ্চ মৃন্ময়ান্। চিত্রেঽপি চ লিখত্যশ্বাংশ্চিত্রাশ্ব ইতি চোচ্যতে ॥ ৩১ ॥ সত্যবান্ রন্তিদেবস্য শিষ্যো দানগুণৈঃ সমঃ। ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাদী চ শিবিরৌশীনরো যথা ॥ ৩২ ॥ যযাতিরিব চোদারঃ সোমবৎপ্রিয়দর্শনঃ। রূপেণান্যতমোঽশ্বিভ্যাং দ্যুমৎসেনসুতো বলী ॥ ৩৩ ॥ একো দোষোঽস্তি নান্যশ্চ সোঽদ্য-প্রভৃতি সত্যবান্। সংবৎসরেণ ক্ষীণায়ুর্দেহত্যাগং করিষ্যতি ॥ ৩৪ ॥ নারদস্য বচ শ্রুত্বা দুহিতা প্রাহ পার্থিবম্ ॥ ৩৫ ॥ সাবিত্র্যুবাচ।

রাজনঃ সকৃজ্জল্পন্তি ব্রাহ্মণাঃ। সকৃৎকন্যা প্রদীয়েত ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ ॥ ৩৬ ॥ দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽপি বা। সকৃদ্বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্ ॥ ৩৭ ॥ মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে। ক্রিয়তে কর্ম্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং হি মনস্ততঃ ॥ ৩৮ ॥ নারদ উবাচ। যদ্যেতদিষ্টং ভবতঃ শীঘ্রমেব বিধীয়তাম্। অবিঘ্নেন তু সাবিত্র্যাঃ প্রদানং দুহিতুস্তব ॥ ৩৯ ॥ এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য নারদস্ত্রিদিবং গতঃ। রাজা চ দুহিতুঃ সর্ব্বং বৈবাহিকমথাকরোৎ। শুভে মুহূর্ত্তে পার্থৈস্তৈর্ব্রাহ্মণৈর্ব্বেদপারগৈঃ ॥ ৪০ ॥ সাবিত্র্যাপি চ তং লব্ধা ভর্ত্তারং মনসেপ্সিতম্। মুমুদেঽতীব তন্বঙ্গী স্বর্গং প্রাপ্যেব পুণ্যকৃৎ ॥ ৪১ ॥ এবং তত্রাশ্রমে তেষাং তদা নিবসতাং সতাম্। কালস্তু পশ্যতাং কিঞ্চিদতিচক্রাম পার্ব্বতি ॥ ৪২ ॥ সাবিত্র্যাস্তু তদা নার্য্যাস্তিষ্ঠন্ত্যাশ্চ দিবানিশম্। নারদেন যদুক্তং তদ্বাক্যং মনসি বর্ত্ততে ॥ ৪৩ ॥ ততঃ কালে বহুতিথে ব্যতিক্রান্তে কদাচন। প্রাপ্তঃ কালোঽথ মর্ত্তব্যো যত্র সত্যব্রতো নৃপঃ ॥ ৪৪ ॥ জ্যৈষ্ঠমাসে সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাং রজনীমুখে। গণয়ন্ত্যাশ্চ সাবিত্র্যা নারদোক্তং বচো হৃদি ॥ ৪৫ ॥ চতুর্থেঽহনি মর্ত্তব্যমিতি সঞ্চিন্ত্য ভামিনী। ব্রতং ত্রিরাত্রমুদ্দিশ্য দিবারাত্রং স্থিতাশ্রমে ॥ ৪৬ ॥ ততস্ত্রিরাত্রং

পিতা সত্যবাদী; মাতাও সত্যবাদিনী। এইজন্য মুনিগণ তাহাদের পুত্রের ‘সত্যবান্’ নাম প্রদান করিয়াছেন। ঐ সত্যবান্ সততই অশ্বপ্রিয়; তাই সে সর্ব্বদা মৃণ্ময় অশ্ব প্রস্তুত করে এবং চিত্রপটেও অশ্বমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া থাকে। এই জন্য তাহাকে চিত্রাশ্ব নামেও অভিহিত করা হয়। সত্যবান্ রন্তিদেবের শিষ্য; দানগুণে তাঁহারই সমকক্ষ। অপিচ ঐ সত্যবান্ ব্রহ্মণ্য, সত্যবাদী, ঔশীনর শিবির ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যযাতির ন্যায় উদারস্বভাব, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন এবং রূপে অশ্বিনীকুমারযুগলের অন্যতমের ন্যায় প্রতিভাত। সেই দ্যুমৎসেন-নন্দন সর্ব্বগুণান্বিত হইলেও একটী ব্যতীত তাহার আর দ্বিতীয় দোষ নাই। ঐ সত্যবান্ অদ্য হইতে সংবৎসর মধ্যে ক্ষীণায়ু হইয়া দেহ ত্যাগ করিবে। ইহাই তাহার দোষ। নারদের বাক্য শুনিয়া দুহিতা সাবিত্রী রাজাকে বলিলেন,—রাজগণ একবার বলেন; ব্রাহ্মণগণও একবার বলিয়া থাকেন এবং কন্যাও একবার মাত্রই প্রদত্ত হইয়া থাকে। জগতে এই তিনটী এক একবারই হয়। সুতরাং তিনি দীর্ঘায়ু হউন বা অল্পায়ু হউন, সগুণ হউন বা নির্গুণই হউন, আমি একবার যখন তাঁহাকে ভর্ত্তৃরূপে বরণ করিয়াছি, তখন আর দ্বিতীয় ভর্ত্তাকে বরণ করিব না। মনঃ দ্বারা নিশ্চয় করিয়া পরে বাক্য দ্বারা প্রকাশ, ও কর্ম্ম দ্বারা ক্রিয়া করা হয়। পশ্চাৎ মনই তাহার প্রমাণ হইয়া থাকে। নারদ কহিলেন,—যদি তোমার এইরূপই ইষ্ট হইয়া থাকে, তবে এ কার্য্য সম্পাদন কর। মহারাজ! তোমার দুহিতা সাবিত্রীর সম্প্রদানকার্য্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হৌক। নারদ এই বলিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সুরালয়ে গমন করিলেন। রাজা অশ্বপতিও দুহিতার সমস্ত বৈবাহিক কার্য্য শুভ মুহূর্ত্তে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সম্পাদন করাইলেন। ২২—৪০। পুণ্যকর্ত্তা যেমন স্বর্গ লাভ করিয়া আনন্দিত হয়, তন্বঙ্গী সাবিত্রীও তেমনি মনোভীষ্ট পতি লাভ করিয়া অত্যন্ত মুদিত হইলেন। হে পার্ব্বতি! এইরূপে বিবাহান্তে তাঁহারা সকলে সেই বনাশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইল। এদিকে নারদ যাহা বলিয়াছিলেন, সাবিত্রীর অন্তরে সর্ব্বদাই সে কথা জাগরূক হইতে লাগিল। অনন্তর অনেককাল অতীত হইলে একদা এমন কাল আসিল, যেকালে সত্যবানের মরণ নিকটবর্ত্তী হইল। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীর দিন প্রদোষকালে সাবিত্রী নারদের কথা হৃদয়ে গণনা করিয়া দেখিলেন,—চতুর্থ দিবসে সত্যবান্ মৃত্যুগ্রস্ত হইবেন। ঐ বিষয়টী চিন্তা করিয়া ভামিনী সাবিত্রী ত্রিরাত্রব্যাপী ব্রতাবলম্বনে দিবারাত্র আশ্রমে অবস্থান করিলেন। অন-

স্তবসৎ স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবতাম্। শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ পাদৌ ববন্দে চারুহাসিনী॥ ৪৭॥ অথ প্রস্কন্ধে পরশুং গৃহীত্বা সত্যবান্ বনম্। সাবিত্র্যপি চ ভর্ত্তারং গচ্ছন্তং পৃষ্ঠতোঽন্বয়াৎ॥ ৪৮॥ ততো গৃহীত্বা তরসা ফলপুষ্পসমিৎকুশান্। অথ পুষ্পাণি চাদায় কাষ্ঠভারমকল্পয়ৎ॥ ৪৯॥ অথ পাটয়তঃ কাষ্ঠং জাতা শিরসি বেদনা। কাষ্ঠভারং ক্ষণাত্ত্যক্ত্বা বটশাখাবলম্বিতঃ॥ ৫০॥ সাবিত্রীং প্রাহ শিরসো বেদনা মাং প্রবাধতে। তবোৎসঙ্গে ক্ষণং তাবৎ মি সুন্দরি॥ ৫১॥ বিশ্রমস্ব মহাবাহো সাবিত্রী প্রাহ দুঃখিতা। পশ্চাদপি গমিষ্যামি হ্যাশ্রমং শ্রমনাশনম্॥ ৫২॥ যাবত্তৎসঙ্গগং কৃত্বা শিরোঽস্য তু মহীতলে। তাবদ্দদর্শ সাবিত্রী পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্॥ ৫৩॥ কিরীটিনং পীতবস্ত্রং সাক্ষাৎ সূর্য্যমিবোদিতম্। তমুবাচাথ সাবিত্রী প্রণম্য মধুরাক্ষরম্॥ ৫৪॥ কস্ত্বং দেবোঽথবা দৈত্যো যো মাং ধর্ষিতুমাগতঃ। ন চাহং কেনচিচ্ছক্যা স্বধর্ম্মাদেব রোধিতুম্॥ ৫৫॥ বিদ্ধি মাং পুরুষশ্রেষ্ঠ দীপ্তামগ্নিশিখামিব॥ ৫৬॥ যম উবাচ। যমঃ সংযমনশ্চাস্মি সর্ব্বলোকভয়ঙ্করঃ॥ ৫৭॥ ক্ষীণায়ুরেষ তে ভর্ত্তা সন্নিধৌ তে পতিব্রতে। ন শক্যঃ কিঙ্করৈর্নেতুমতোঽহং স্বয়মাগতঃ॥ ৫৮॥ এবমুক্ত্বা সত্যব্রতশরীরাৎ পাশসংযুতঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিচকর্ষ যমো বলাৎ॥৫৯॥ অথ প্রযাতুমারভে পন্থানং পিতৃসেবিতম্। সাবিত্র্যপি বরারোহা পৃষ্ঠতোঽনুজগাম হ॥ ৬০॥ পতিব্রতত্বাচ্চাশ্রান্তাং তামুবাচ যমস্তথা। নিবর্ত্ত গচ্ছ সাবিত্রি মুহূর্ত্তং ত্বমিহাগতা॥ ৬১॥ এষ মার্গো বিশালাক্ষি ন কেনাপ্যনুগম্যতে॥ ৬২॥ সাবিত্র্যুবাচ। ন শ্রমো ন চ মে গ্লানিঃ কদাচিদপি জায়তে। ভর্ত্তারমনুগচ্ছন্ত্যা বিশিষ্টস্য চ সন্নিধৌ॥ ৬৩॥ সতাং সন্তো গতির্নান্যা স্ত্রীণাং ভর্ত্তা সদা গতিঃ। বেদো বর্ণাশ্রমাণাঞ্চ শিষ্যাণাঞ্চ গতির্গুরুঃ॥ ৬৪॥ সর্ব্বেষামেব ভূতানাং স্থানমস্তি মহীতলে। ভর্ত্তারমেকমুৎসৃজ্য স্ত্রীণাং নান্যঃ সমাশ্রয়ঃ॥ ৬৫॥ এবমন্যৈঃ

স্তর ত্রিরাত্র ব্রতবাসের পর স্নানান্তে দেবগণকে তর্পণ করিয়া চারুহাসিনী সাবিত্রী শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের পাদদ্বয় বন্দনা করিলেন। পরে সত্যবান্ পরশু গ্রহণ করিয়া বনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সাবিত্রীও ভর্ত্তার পশ্চাদনুসরণ করিলেন। অনন্তর সত্বর ফল-পুষ্প-সমিৎ-কুশ ও শুষ্ককাষ্ঠ আহরণ করিয়া সত্যবান্ কাষ্ঠভার স্কন্ধে লইলেন। কাষ্ঠ পাটন করিতে করিতে তাঁহার শিরঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাই তিনি ক্ষণেকের জন্য কাষ্ঠভার ভূতলে রাখিয়া এক বটশাখা অবলম্বনপূর্ব্বক সাবিত্রীকে বলিলেন,—শিরঃপীড়ায় আমি বড়ই কষ্ট পাইতেছি। হে সুন্দরি! তাই তোমার উৎসঙ্গে কিছুকাল মস্তক রাখিয়া আমি শুইতে ইচ্ছা করি। সাবিত্রী দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—মহাবাহো! তাহাই হোক, আপনি বিশ্রাম করুন; পরে শ্রমহর আশ্রমে আমরা গমন করিব। এই বলিয়া সাবিত্রী যেমন সেই সত্যবানের মস্তক নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া ভূতলে অবস্থান করিলেন, অমনি এক রক্তপিঙ্গলাকৃতি পুরুষ তিনি দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—ঐ পুরুষ কিরীটী, পীতবস্ত্রধারী এবং সাক্ষাৎ সূর্য্যের ন্যায় উদীয়মান। সাবিত্রী তাঁহাকে দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক মধুরাক্ষরে বলিলেন,—কে তুমি দেব বা দানব আমাকে ধর্ষণ করিবার জন্য আগমন করিলে? কিন্তু দেব, বলিয়া রাখি, আমায় স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমায় আপনি প্রদীপ্ত পাবকশিখার ন্যায়ই অবগত হইবেন। যম কহিলেন,—আমি যম সংযমন, সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর; অয়ি পতিব্রতে! তোমার এই ক্ষীণায়ু ভর্ত্তা তোমার সন্নিধানে রহিয়াছে। আমার কিঙ্করেরা ইহাকে লইয়া যাইতে পারিবে না বলিয়া আমি স্বয়ং আগমন করিয়াছি। এই বলিয়া যম সত্যবানের দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে সবলে পাশবন্ধনে আকর্ষণ করিলেন এবং পিতৃসেবিত পথে প্রয়াণ করিতে লাগিলেন। এদিকে বরারোহা সাবিত্রী যমের অনুসরণ করিলেন। পাতিব্রত্যবশে সাবিত্রীর শ্রান্তিবোধ হইল না। যম তাঁহাকে কহিলেন,—সাবিত্রি! তুমি এ স্থান হইতে নিবৃত্ত হও। মুহূর্ত্ত মধ্যে তুমি এতদূর আসিয়াছ। কিন্তু হে বিশালাক্ষি! এই পথে কেহই আমার অনুগমন করিতে পারে না। সাবিত্রী কহিলেন,—ভর্ত্তার অনুসরণে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির সন্নিধানে আমার শ্রম বা গ্লানি কখন হয় না। সৎলোকের সজ্জনই একমাত্রগতি। স্ত্রীগণেরও ভর্ত্তাই একমাত্র গতি। এইরূপে বর্ণাশ্রমিগণের বেদ এবং শিষ্যগণের গুরুই একমাত্র গতি। ৪৭—৬৪। সর্ব্বপ্রাণীরই মহীতলে স্থান আছে, কিন্তু স্ত্রীগণের ভর্ত্তা

সুমধুরৈর্বাক্যৈর্ধর্ম্মার্থসংহিতৈঃ। তুতোষ সূর্য্যতনয়ঃ সাবিত্রীং বাক্যমব্রবীৎ॥ ৬৬॥ যম উবাচ। তুষ্টোঽস্মি তব ভদ্রং তে বরং বরয় ভামিনি। সাপি বব্রে চ রাজ্যং স্বং বিনয়াবনতাননা॥ ৬৭॥ চক্ষুঃপ্রাপ্তিং তথা রাজ্যং শ্বশুরস্য মহাত্মনঃ॥ ৬৮॥ পিতুঃ পুত্রশতং চৈব পুত্রাণাং শতমাত্মনঃ। জীবিতঞ্চ তথা ভর্ত্তুর্ধর্ম্মসিদ্ধিঞ্চ শাশ্বতীম্। ধর্ম্মরাজো বরং দত্ত্বা প্রেষয়ামাস তাং ততঃ॥ ৬৯॥ অথ ভর্ত্তারমাসাদ্য সাবিত্রী হৃষ্টমানসা। জগাম স্বাশ্রমপদং সহভর্ত্রা নিরাকুলা॥ ৭০॥ জ্যৈষ্ঠস্য পূর্ণিমায়াঞ্চ তয়া চীর্ণং ব্রতং ত্বিদম্। মাহাত্ম্যতোঽস্য নৃপতেশ্চক্ষুঃপ্রাপ্তিরভূৎপুরঃ॥ ৭১॥ ততঃ স্বদেশরাজ্যঞ্চ প্রাপ নিষ্কণ্টকং নৃপঃ। পিতাস্যাঃ পুত্রশতকং সা চ লেভে সুতান্ শতম্॥ ৭২॥ এবং ব্রতস্য মাহাত্ম্যং কথিতং সকলং ময়া॥ ৭৩॥ দেব্যুবাচ। কীদৃশং তদ্‌ব্রতং দেব সাবিত্র্যা চরিতং মহৎ। তস্মিংশ্চ জ্যৈষ্ঠমাসে হি বিধানং তস্য কীদৃশম্॥ ৭৪॥ কা দেবতা ব্রতে তস্মিন্ কে মন্ত্রাঃ কিং ফলং বিভো। বিস্তরেণ মহেশ ত্বং ব্রূহি ধর্ম্মং সনাতনম্॥ ৭৫॥

ঈশ্বর উবাচ। শ্রূয়তাং দেবদেবেশি সাবিত্রীব্রতমাদরাৎ। কথয়ামি যথা চীর্ণং তয়া সত্যা মহেশ্বরি ৭৬॥ ত্রয়োদশ্যাং তু জ্যৈষ্ঠস্য দন্তধাবনপূর্ব্বকম্ ত্রিরাত্রং নিয়মং কুর্য্যাদুপবাসস্য ভামিনি॥ ৭৭॥ অশক্তস্তু ত্রয়োদশ্যাং নক্তং কুর্য্যাজ্জিতেন্দ্রিয় অযাচিতং চতুর্দ্দশ্যাং হ্যুপবাসেন পূর্ণিমাম্॥ ৭৮ নিত্যং স্নাত্বা তড়াগে বা মহানদ্যাঞ্চ নির্ঝরে পাণ্ডুকূপে তু সুশ্রোণি সর্ব্বস্নানফলং লভেৎ॥ ৭৯ বিশেষাৎ পূর্ণিমায়াং তু স্নানং সর্ষপমৃজ্জলৈঃ॥ ৮০ গৃহীত্বা বালুকং পাত্রে প্রস্থমাত্রে যশস্বিনি। অথবা ধান্যমাদায় যবশালিতিলাদিকম্॥ ৮১॥ ততো বংশময়ে পাত্রে বস্ত্রযুগ্মেন বেষ্টিতে। সাবিত্রীপ্রতিমাং কৃত্বা সর্ব্বাবয়বশোভিতাম্॥ ৮২॥ সৌবর্ণীং মৃণ্ময়ীং বাপি স্বশক্ত্যা দারুনির্ম্মিতাম্। রক্তবস্ত্রদ্বয়ং দদ্যাৎ সাবিত্র্যৈ ব্রহ্মণঃ সিতম্॥ ৮৩॥ সাবিত্রীং ব্রহ্মণা সার্দ্ধমেবং শক্ত্যা প্রপূজয়েৎ। গন্ধৈঃ সুগন্ধপুষ্পৈশ্চ ধূপনৈবেদ্যদীপকৈঃ॥ ৮৪॥ পূর্ণকোশাতকৈঃ পক্বৈঃ কুষ্মাণ্ডৈর্কর্কটীফলৈঃ। নারিকেলৈঃ সখর্জ্জুরৈঃ কপিত্থৈর্দাড়িমৈঃ শুভৈঃ॥ ৮৫॥ জম্বুজম্বীরনারিঙ্গৈরক্ষোটৈঃ পনসৈস্তথা। জীরকৈঃ কটুখণ্ডৈশ্চ গুড়েন লবণেন চ॥ ৮৬॥ বিরূঢ়ৈঃ সপ্ত-

ব্যতীত দ্বিতীয় আশ্রয় নাই। সাবিত্রীর এইরূপ এবং অন্যান্য ধর্ম্মময় সুমধুর বাক্যে সূর্য্যনন্দন তুষ্ট হইয়া সাবিত্রীকে বলিলেন,—হে ভামিনি! আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গলকর বর প্রার্থনা কর। তৎশ্রবণে সাবিত্রী বিনয়াবনত হইয়া মহাত্মা শ্বশুরের রাজ্য ও চক্ষুলাভ, পিতার শতপুত্র, নিজের শতপুত্র, ভর্ত্তার জীবন এবং শাশ্বতী ধর্ম্মসিদ্ধি প্রার্থনা করিলেন। ধর্ম্মরাজ তাঁহার প্রার্থিত বর প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর সাবিত্রী ভর্ত্তাকে লাভ করিয়া হৃষ্টমনে তৎসহ স্বাশ্রমে আগমন করিলেন। জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমায় সাবিত্রী ব্রতাচরণ করিয়াছিলেন। সেই ব্রতের মাহাত্ম্যে তদীয় শ্বশুরের চক্ষুঃপ্রাপ্তি হয়। অনন্তর দ্যুমৎসেন রাজা স্বীয় নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হন। সাবিত্রীর পিতা শতপুত্র এবং সাবিত্রী নিজেও শতপুত্র লাভ করেন। দেবি! এই আমি ব্রতের সকল মাহাত্ম্য বলিলাম। দেবী কহিলেন,—সাবিত্রী যে মহাব্রত করিয়াছিলেন, তাহা কি প্রকার? জ্যৈষ্ঠমাসে কোন্ বিধানে কিরূপে উহা নির্ব্বাহ করিতে হয়? ঐ ব্রতে কোন্ দেবতা কি কি মন্ত্র এবং ফলই বা কীদৃশ? হে বিভো! মহেশ! আপনি তাহা বিস্তররূপে কীর্ত্তন করুন।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবদেবেশি! সতী সাবিত্রী যেরূপে ঐ ব্রত করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, তুমি সাদরে ঐ সাবিত্রীব্রত শ্রবণ কর। হে মহেশ্বরি! জ্যৈষ্ঠমাসের ত্রয়োদশীতে দন্তধাবনপূর্ব্বক নিয়মনিষ্ঠ হইয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। অশক্ত পক্ষে জিতেন্দ্রিয় হইয়া ত্রয়োদশীতে নক্তভোজন করিবে। চতুর্দ্দশীতে অযাচিত এবং পূর্ণিমায় উপবাস করা বিধেয়। হে সুশ্রোণি! এইব্রতে তড়াগে, মহানদীতে, নির্ঝরে বা পাণ্ডুকূপে নিত্য স্নান করিলে সর্ব্বস্নানফল লাভ হয়। পূর্ণিমায় মৃজ্জল দ্বারা বিশেষ স্নান কর্ত্তব্য। প্রস্থমাত্র পাত্রে বালুকা অথবা যবশালি-তিলাদি, ও ধান্য গ্রহণ করিয়া অনন্তর বস্ত্রযুগ্মবেষ্টিত বংশময় পাত্রে সর্ব্বাবয়বশোভিতা সৌবর্ণী মৃন্ময়ী বা দারুময়ী সাবিত্রী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া সাবিত্রীকে রক্তবস্ত্রযুগ্ম ও ব্রহ্মাকে শুক্লবস্ত্র প্রদানান্তে যথাশক্তি ব্রহ্মার সহিত সাবিত্রীর পূজা করিবে। গন্ধ-পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পূর্ণকোশাতক, পক্ব কুষ্মাণ্ড, ও কর্কটীফল, নারিকেল, খর্জ্জুর, কপিত্থ, দাড়িম, জম্বীর, নাগরঙ্গ, অক্ষোট, পনস, জীরক, কটুখণ্ড, গুড়,

ধান্যৈশ্চ বংশপাত্রপ্রকল্পিতৈঃ। রঞ্জয়েৎপট্টসূত্রৈশ্চ শুভৈঃ কুঙ্কুমকেসরৈঃ॥ ৮৭॥ অবতারং করোত্যেব সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ প্রিয়া॥ ৮৮॥ তামর্চ্চয়ীত মন্ত্রেণ সাবিত্র্যা ব্রহ্মণা সমম্। ইতরেষাং পুরাণোক্তো মন্ত্রোহয়ং সমুদাহৃতঃ॥ ৮৯॥ ওঙ্কারপূর্ব্বকে দেবি বীণাপুস্তকধারিণি বেদাম্বিকে নমস্তভ্যমবৈধব্যং প্রযচ্ছ মে॥ ৯০॥ এবং সম্পূজ্য বিধিবজ্জাগরং তত্র কারয়েৎ। গীতবাদিত্রশব্দেন নরনারীকদম্বকম্। নৃত্যান্ধসময়েন্রাত্রিং নৃত্যশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥ ৯১॥ সাবিত্র্যাখ্যানকং চাপি বাচয়ীত দ্বিজোত্তমান্। যাবৎপ্রভাতসময়ং গীতভাবরসৈঃ সহ॥ ৯২॥ বিবাহমেবং কৃত্বা তু সাবিত্র্যা ব্রহ্মণা সহ। পরিধাপ্য সিতৈর্ব্বস্ত্রৈর্দ্দম্পতীনাং তু সপ্তকম্॥ ৯৩॥ গৃহদানং প্রদাতব্যং সর্ব্বোপস্করসংযুতম্। ব্রাহ্মণে বেদবিদুষে সাবিত্রীং বিনিবেদয়েৎ॥ ৯৪॥ অথ সাবিত্রীকল্পজ্ঞে সাবিত্র্যাখ্যানবাচকে। দৈবজ্ঞে হ্যুঞ্ছবৃত্তিস্থে দরিদ্রে চাগ্নিহোত্রিণি॥ ৯৫॥ এবং দত্বা বিধানেন তস্যাং রাত্রৌ নিমন্ত্রয়েৎ। পৌর্ণমাস্যাং বটাধস্তাদ্দম্পতীনাং চতুর্দ্দশ॥ ৯৬॥ ততঃ প্রভাতসময়ে উষঃকাল উপস্থিতে। ভক্ষ্যভোজ্যাদিকং সর্ব্বং সাবিত্রীস্থলমানয়েৎ॥ ৯৭॥ পাকং কৃত্বা তু শুচিনা রক্ষাং কৃত্বা প্রযত্নতঃ। ব্রাহ্মণান্গৃহিণীযুক্তাংস্তত আহ্বানয়েৎ সুধীঃ॥ ৯৮॥ সাবিত্র্যাং স্থলকে তত্র কৃত্বা পাদাভিষেচনম্। সুস্নাতান্ব্রাহ্মণাংস্তত্র সভার্য্যানুপবেশয়েৎ॥ ৯৯॥ সাবিত্র্যাঃ পুরতো দেবি দম্পত্যোর্ভোজনং দদেৎ। তেনাহং ভোজিতস্তত্র ভবামীহ ন সংশয়ঃ॥ ১০০॥ দ্বিতীয়ং ভোজয়েদ্যস্ত ভোজিতস্তেন কেশবঃ। লক্ষ্ম্যাঃ সহায়ো বরদো বরাংস্তস্য প্রযচ্ছতি॥ ১০১॥ সাবিত্র্যা সহিতো ব্রহ্মা তৃতীয়ে ভোজিতো ভবেৎ। একৈকং ভোজনং তত্র কোটিভোজসমং স্মৃতম্॥ ১০২॥ অষ্টাদশপ্রকারেণ ষড়্রসীকৃতভোজনম্। দেব্যাস্তত্র মহাদেবি সাবিত্রীস্থলসন্নিধৌ॥ ১০৩॥ বিধবা ন কুলে তস্য ন বন্ধ্যা ন চ দুর্ভগা। ন কন্যাজননী চাপি ন চ স্যাদ্ভর্ত্তুরপ্রিয়া। অষ্টৌ দোষাস্তু নারীণাং ন ভবন্তি কদাচন॥ ১০৪॥ তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন সাবিত্র্যগ্রে চ ভোজনম্। দাতব্যং সর্ব্বদা দেবি কটুনীলবিবর্জ্জিতম্॥ ১০৫॥

লবণ, এবং বংশপাত্রকল্পিত বিরূঢ় সপ্তবিধ ধান্য দ্বারা পূজা করিতে হয়। আর কুঙ্কুমকেশরান্বিত শুভ পট্টসূত্র দ্বারা রঞ্জন করিতে হয়। ব্রহ্মপ্রিয়া সাবিত্রী এইরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ব্রহ্মার সহিত তাঁহাকে যথামন্ত্র পূজা করিতে হয়। এ সম্বন্ধে পুরাণোক্ত মন্ত্র এইরূপই উল্লিখিত হইয়া থাকে; যথা, "ওঙ্কারপূর্ব্বিকে দেবি" ইত্যাদি। এইরূপে বিধিমত পূজা করিয়া তথায় রাত্রিজাগরণ করিবে। নরনারীগণ গীতবাদিত্র-শব্দের সহিত নৃত্যশাস্ত্রবিশারদগণের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ও হাস্য করিয়া রাত্রিযাপন করিবে। ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সাবিত্রীর উপাখ্যান পাঠ করাইবে। প্রভাতকাল পর্য্যন্ত এইভাবে গীতভাবরসে কাটাইয়া দিবে। পরে ব্রহ্মার সহিত সাবিত্রীর বিবাহ দিয়া সপ্ত দম্পতিকে শুক্ল বস্ত্র পরিধান করাইবে। অনন্তর বেদবেদী ব্রাহ্মণকে সর্ব্বোপকরণান্বিত গৃহদান ও সাবিত্রীপ্রতিমা প্রদান করিবে। অথবা সাবিত্রীকল্পজ্ঞ, সাবিত্রীর আখ্যানবাচক, দৈবজ্ঞ, উঞ্ছবৃত্তিশীল দরিদ্র বা অগ্নিহোত্রী ব্যক্তিকে উহা নিবেদন করিয়া দিবে। এইরূপ বিধানে সেই রাত্রিতে দান করিয়া পরে পূর্ণিমার দিন চতুর্দ্দশ দম্পতিকে বটবৃক্ষের অধোভাগে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবে। পরে প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে ভোজ্যভোজ্যাদি সমস্ত সামগ্রী সাবিত্রীস্থানে আনয়ন করিবে। অনন্তর যত্নপূর্ব্বক শুদ্ধভাবে পাক করিয়া রক্ষা করিবে। পরে অভিজ্ঞ ব্রতী গৃহিণীযুক্ত বিপ্রগণকে আহ্বান করিয়া সাবিত্রীস্থলে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিবে। সুস্নাত ব্রাহ্মণদিগকে ঐস্থানে তাঁহাদের নিজ নিজ ভার্য্যাসংযোগে উপবেশন করাইবে। ৮৫—৯৯। অনন্তর হে দেবি! সাবিত্রীর পুরোভাগে দম্পতিকে ভোজন প্রদান করিবে। এইরূপ ভোজনে আমিই ভোজিত হইয়া থাকি, সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় দম্পতীকে ভোজন করাইলে কেশবকেই ভোজন করান হয় এবং কেশব লক্ষ্মীর সহিত বরপ্রদ হইয়া তাহাকে বরদান করিয়া থাকেন। তৃতীয় দম্পতিকে ভোজন করাইলে সাবিত্রীসহ ব্রহ্মারই ভোজন করান হয়। এইরূপে এক এক জনকে ভোজন করাইলে কোটি ভোজনের সমান হইয়া থাকে। হে মহাদেবি! ষড়্রসমিশ্রিত অষ্টাদশ প্রকার ভোজনসামগ্রী দ্বারা এইরূপে সাবিত্রীস্থলে দেবী সাবিত্রীর সম্মুখে দম্পতিদিগকে ভোজন করাইতে হয়। এইরূপ করিলে সে কুলে কোন রমণীই বিধবা, বন্ধ্যা, দুর্ভগা, কন্যাজননী বা ভর্ত্তার অপ্রিয়া হয় না; নারীগণের উক্ত অষ্টদোষ কদাচ ঘটে না। অতএব হে দেবি! সর্ব্ব-

ন চাম্লং ন চ বৈ ক্ষারং স্ত্রীণাং ভোজ্যং কদাচন। পঞ্চপ্রকারং মধুরং হৃদ্যং সর্ব্বং সুসংস্কৃতম্॥ ১০৬॥ ঘৃতপূর্ণাপূপকাশ্চ বহুক্ষীরসমন্বিতাঃ। পূপকাস্তাদৃশাঃ কার্য্যা দ্বিতীয়াশোকবর্ত্তিকা॥ ১০৭॥ তৃতীয়া পূপিকা কার্য্যা খর্জ্জুরেণ সমন্বিতাঃ। চতুর্থশ্চৈব সংযাবো গুড়াজ্যাভ্যাং সমন্বিতঃ॥ ১০৮॥ আহ্লাদ-কারিণী পুংসাং স্ত্রীণাং চাতীব বল্লভা। ধনধান্যজনোপেতং নারীনরশতাকুলম্। পূপকৈস্তু কুলং তস্যা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। ১০৯। ন জরো ন চ সন্তাপো দুঃখঞ্চ ন বিয়োগজম্। অশোকবর্ত্তিদানেন কুলানামেক-বিংশতিম্॥ ১১০॥ বধূভিশ্চ সুতৈশ্চৈব দাসীদাসৈ-রনন্তকৈঃ। পূরিতঞ্চ কুলং তস্যাঃ পূরিকা যা প্রয-চ্ছতি॥ ১১১। পুত্রিণ্যো বৈ দুহিতরো বধূভিঃ সহিতাঃ কুলে। শিখরিণীপ্রদাত্রীণাং যুবতীনাং ন সংশয়ঃ। ১১২॥ মোদতে চ কুলং সর্ব্বং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রপূরিতম্। মোদকানাং প্রদানেন এবমাহ পিতামহঃ॥ ১১৩॥ এতচ্চ গৌরিণীনাং তু ভোজনং হি বিশিষ্যতে॥১১৪। সুভগা পুত্রিণী সাধ্বী ধনঋদ্ধিসমন্বিতা। সহস্র-ভোজিনী দেবি ভবেজ্জন্মনিজন্মনি॥ ১১৫॥ পানানি চৈব মুখ্যানি হৃদ্যানি মধুরাণি চ। দ্রাক্ষাপানং তু চিঞ্চায়াঃ পানং গুড়সমন্বিতম্॥ ১১৬॥ সরসেন তু তোয়েন কৃতখণ্ডেন বৈ শুভম্। সুবাসিনীনাং পেয়ং বৈ দাতব্যঞ্চ দ্বিজন্মনাম্॥ ১১৭॥ ইতরৈ-রিতরাণ্যেব বর্ণযোগ্যানি যানি চ। সুরভীণি চ পানানি তাসু যোগ্যানি দাপয়েৎ॥ ১১৮॥ প্রতি-পূজ্য বিধানেন বস্ত্রদানৈঃ সকঞ্চুকৈঃ। কুঙ্কুমেনানু-লিপ্তাঙ্গাঃ স্রগ্দামভিরলঙ্কৃতাঃ। গন্ধৈর্ধূপৈশ্চ সম্পূজ্য নারিকেলান্ প্রদাপয়েৎ॥ ১১৯॥ নেত্রাণাঞ্চাঞ্জনং কৃত্বা সিন্দূরঞ্চৈব মস্তকে। পূগীফলানি হৃদ্যানি বাসিতানি মৃদূনি চ। হস্তে দত্বা সপাত্রাণি প্রণিপত্য বিসর্জ্জয়েৎ॥ ১২০॥ স্বয়ঞ্চ ভোজয়েৎ পশ্চাদ্বন্ধুভি-র্বালকৈঃ সহ॥ ১২১॥ অথবা নৈব সম্পদ্যেত্তীর্থে চৈব তু ভোজনম্। গৃহে গত্বা প্রভোক্তব্যং তুষ্টা দেবী যথা ভবেৎ॥ ১২২॥ এবমেব পিতৄণাঞ্চ আগম্য স্বে চ মন্দিরে। পিণ্ডপ্রদানপূর্ব্বন্তু শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ। পিতরস্তস্য তুষ্টা বৈ ভবন্তি ব্রহ্মণো দিনম্॥ ১২৩॥ তীর্থাদষ্টগুণং পুণ্যং স্বগৃহে দদতঃ শুভে। ন চ পশ্যন্তি বৈ নীচাঃ শ্রাদ্ধং দত্তং দ্বিজা-

প্রযত্নে সাবিত্রীর অগ্রে সর্ব্বদা কটুনীলবর্জ্জিত ভোজন দান করিবে। স্ত্রীগণের পক্ষে ক্ষার বা অম্ল ভোজন কদাচ কর্ত্তব্য নহে। তাহাদের ভোজ্য বস্তুর মধ্যে পঞ্চবিধ দ্রব্য মধুর, হৃদ্য ও সুসংস্কৃত করিতে হইবে। প্রথম বহু-ক্ষীরান্বিত ঘৃতপূর্ণ অপূপক, দ্বিতীয়—তথাবিধ অশোকবর্ত্তিক নামক পূপক, তৃতীয় খর্জ্জুরযুক্ত পূপিকা ও চতুর্থ —গুড়ঘৃতান্বিত সংযাব নারীগণের ভোজনার্থ প্রস্তুত করিতে হয়। এই সকল বস্তু নর ও নারী-গণের আহ্লাদকর ও অত্যন্ত প্রিয়। এই উল্লি-খিত প্রকার পূপক দানে দানকর্ত্রীর কুল ধনধান্যযুক্ত ও শত শত নরনারীসমাকুল হয়। যে নারী অশোকবর্ত্তি নামক পূপক দান করে, তাহার এক-বিংশতি কুল যাবৎ সন্তাপ বা বিয়োগজন্য দুঃখ কদাচ হয় না। যে নারী পূরিকা প্রদান করে, অসংখ্য পুত্র,পুত্রবধূ, দাসী ও দাসজনে তাহার কুল পরিপূর্ণ হয়। যে সকল যুবতী এই ব্রতে শিখরিণী দান করে, তাহাদের কুলে কন্যা দৌহিত্র ও পুত্র-বধূগণ বিহার করিয়া থাকে। পিতামহ বলিয়াছেন, মোদকপ্রদানে সর্ব্বকুল সর্ব্বসিদ্ধিপূর্ণ হইয়া প্রমুদিত হয়। এই ব্যাপারে সুবাসিনীদিগকে ভোজন করানই প্রশস্ত। হে দেবি! এই ব্রতের প্রভাবে নারী জন্মে জন্মে সুভগা, পুত্রবতী, সাধ্বী, সমৃদ্ধি-শালিনী ও সহস্রভোজিনী হইয়া থাকে। ইহাতে হৃদ্য,মধুর, উত্তম উত্তম পান সধবা ও দ্বিজন্মাদিগকে দান করিতে হয়। দ্রাক্ষাপান, এবং গুড়যুক্ত সরস তোয়ময় চিঞ্চাপান প্রদান করিবে। অন্যান্য বর্ণ দ্বারা অন্য যে সকল বর্ণযোগ্য সুরভি পান প্রস্তুত হইতে পারে, তৎসমস্ত দান করিতে হয়। এই ব্রতে সধবাদিগকে সকঞ্চুক বস্ত্র দানান্তে কুঙ্কুম দ্বারা অনুলেপনপূর্ব্বক মাল্যাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া গন্ধ ধূপাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক নারিকেল প্রদান করিবে। সধবাদিগের নেত্রে অঞ্জন, মস্তকে সিন্দূর এবং হস্তে সপাত্র হৃদ্য বাসিত মৃদু পূগীফল সকল প্রদান করিয়া পরে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহা-দিগকে বিদায় দিবে। ১১০—১২০। অনন্তর স্বয়ং বন্ধু ও বালক গণ সহ ভোজন করিবে। অথবা তীর্থক্ষেত্রে যদি ভোজনাদি কার্য্য সম্পাদন করান না হইয়াউঠে, তাহা হইলে দেবীর যাহাতে পরিতুষ্টি হইতে পারে, এরূপভাবে ভোজন করাইবে। এইরূপে তীর্থ-হইতে গৃহে প্রত্যা-গত হইয়া পিণ্ড দানপূর্ব্বক পিতৃগণের শ্রাদ্ধ বিধান করিবে। ইহাতে তাহার পিতৃগণ ব্রহ্মদিনাবধি পরিতৃপ্ত থাকিবেন। হে প্রভো! স্বগৃহে শ্রাদ্ধ দান করিলে তীর্থাপেক্ষা অষ্টগুণ ফ..

তিতিঃ॥ ১২৪॥ একান্তে তু গৃহে গুপ্তে পিতৃণাং শ্রাদ্ধমিষ্যতে। নীচং দৃষ্ট্বা হতং তত্তু পিতৃণাং নোপতিষ্ঠতি॥ ১২৫॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শ্রাদ্ধং গুপ্তং কারয়েৎ। পিতৃণাং তৃপ্তিদং প্রোক্তং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥ ১২৬॥ গৌরীভোজ্যাদিকা যা তু উৎসর্গাৎ ক্রিয়তে ক্রিয়া। রাজসী সা সমাখ্যাতা জনানাং কীর্ত্তিদায়িনী॥ ১২৭॥ ইদং দানং সদা দেয়মাত্মনো হিতমিচ্ছতা। শ্রাদ্ধে চৈব বিশেষেণ যদীচ্ছেৎ সাত্ত্বিকং ফলম্॥ ১২৮॥ ইদমুদ্যাপনং দেবি সাবিত্র্যাস্তু ব্রতস্য চ। সর্ব্বপাতকশুদ্ধ্যর্থং কার্য্যং দেবি নরৈঃ সদা। অকামতঃ কামতো বা পাপং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ॥ ১২৯॥ ইহ লোকে তু সৌভাগ্যং ধনং ধান্যং বরাঃ স্ত্রিয়ঃ। ভবন্তি বিবিধাস্তেষাং যৈর্যাত্রা তত্র বৈ কৃতা॥ ১৩০॥ ইদং যাত্রাবিধানন্তু ভক্ত্যা যঃ কুরুতে নরঃ। শৃণোতি বা স পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যেব প্রমুচ্যতে॥ ১৩১॥ জ্যৈষ্ঠস্য পূর্ণিমায়ান্তু সাবিত্রীস্থলকে শুভে। প্রদক্ষিণা যঃ কুরুতে ফলদানৈর্যথাবিধি॥ ১৩২॥ অষ্টোত্তরশতং বাপি কার্দ্ধার্দ্ধং তদর্দ্ধকম্। যঃ করোতি নরো দেবি সৃষ্ট্বা তত্র প্রদক্ষিণাম্॥ ১৩৩॥ অগম্যাগমনং যৈশ্চ কৃতং জ্ঞানাচ্চ মানবৈঃ। অন্যানি পাতকান্যেবং নশ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৩৪॥ যৈর্গত্বা স্থলকে সন্ধ্যা সাবিত্র্যাঃ সমুপাসিতা। স্বপত্ন্যাশ্চৈব হস্তেন পাণ্ডুকূপজলেন চ॥ ১৩৫॥ ভৃঙ্গারকনকেনৈব মৃন্ময়েনাথ ভামিনি। আনীয় তু জলং পুণ্যং সন্ধ্যোপাস্তিং করোতি যঃ। তেন দ্বাদশবর্ষাণি ভবেৎ সন্ধ্যা হ্যুপাসিতা॥ ১৩৬॥ অশ্বমেধফলং স্নানে দানে দশগুণং তথা। উপবাসে ত্বনন্তং চ কথায়াঃ শ্রবণে তথা॥ ১৩৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সাবিত্রীব্রতবিধিপূজনপ্রকারোদ্যাপনাদিকথনং নাম ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬৬॥

সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তত্রস্থাং ভূতমাতৃকাম্। সাবিত্র্যা বারুণে ভাগে শতধন্বন্তরে স্থিতাম্॥ ১॥ নবকোটিগণৈর্যুক্তাং প্রেতভূতসমাকুলাম্। পূজিতাং সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈর্দেবাদিভিরনেকশঃ॥

হয়। এইরূপ শ্রাদ্ধ নীচগণের দৃষ্টিগোচর হয় না। এই জন্য দ্বিজাতিগণ একান্তে গুপ্তগৃহে পিতৃশ্রাদ্ধ বিধান ইচ্ছা করিয়া থাকেন। নীচজনে শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে, তাহা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা আর পিতৃগণের নিকট উপস্থিত হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে গোপনে শ্রাদ্ধ করিবে। স্বয়ং স্বয়ম্ভু বলিয়াছেন, এইরূপ শ্রাদ্ধই পিতৃগণের তৃপ্তিপ্রদ। গৌরীদিগকে ভোজনদানাদি যে কিছু ক্রিয়া করা হয়, উহা জনগণের কীর্ত্তিদায়িনী রাজসিক ক্রিয়া বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। আত্মহিতার্থ এইরূপ দানই কর্ত্তব্য। যদি সাত্ত্বিক ফললাভের ইচ্ছা থাকে, তবে শ্রাদ্ধ কার্য্য বিশেষরূপে বিধেয়। হে দেবি! সর্ব্ব পাতক শুদ্ধির নিমিত্ত এই সাবিত্রীব্রতের উদ্যাপন করা নরগণের কর্ত্তব্য। ইহা কামত বা অকামতঃ করিলে তৎক্ষণাৎ পাপ নষ্ট হয়। ইহলোকে সৌভাগ্য, ধন, ধান্য, উত্তম স্ত্রী, তাহাদেরই হইয়া থাকে—যাহারা ঐরূপে যাত্রা বিধান করে। যে নর ভক্তি করিয়া এইরূপ যাত্রাবিধান করে, বা ইহার কথা শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি হয়। জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমায় শুভ সাবিত্রীস্থানে যে নর ফলদানপূর্ব্বক যথাবিধি অষ্টোত্তর শত, তদর্দ্ধ বা তদর্দ্ধবার প্রদক্ষিণ করে, উহার পাপ নষ্ট হয়। যে সকল মানব জ্ঞানপূর্ব্বক অগম্যাগমন বা অন্যান্য পাতক করিয়াছে, ঐরূপ প্রদক্ষিণ ব্যাপারে তাহাদেরও সর্ব্বপাপ বিলয় পাইয়া যায়। যে নর সাবিত্রীস্থানে গিয়া সন্ধ্যোপাসনায় সাবিত্রীর উপাসনা করে এবং যাহারা নিজ পত্নীর আনীত পাণ্ডুকূপজলে অথবা নিজানীত মৃন্ময় বা স্বর্ণময় ভৃঙ্গারজলে তথায় সন্ধ্যোপাসনা করে, তাহাদের সকলেরই দ্বাদশবর্ষব্যাপিনী সন্ধ্যোপাসনার ফল হয়। এখানে স্নানে অশ্বমেধফল, দানে তদপেক্ষা দশগুণ এবং উপবাসে ও কথাশ্রবণে অনন্ত ফল হইয়া থাকে। ১২১—১৩৭।

ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৬।

সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর তত্রত্য ভূতমাতৃকাস্থানে গমন করিবে। সাবিত্রীর পশ্চিমভাগে শত ধনু দূরে এই মাতৃকা অবস্থিতা। তিনি নবকোটিগণে পরিবৃতা, ভূত-প্রেতগণে সমাকুলা, এবং সিদ্ধগন্ধর্ব্বগণের অর্চ্চিতা। দেবী

২॥ দেব্যুবাচ। ভূতমাতেতি সংহৃষ্টা গ্রামে গ্রামে পুরে পুরে। গায়ন্ত্যন্ হসঁল্লোকঃ সর্ব্বতঃ পরিধাবতি॥ ৩॥ উন্মত্তবৎ প্রলপতে ক্ষিতৌ পততি মত্তবৎ। ক্রুদ্ধবদ্ধাবতি পরান্ মৃতবৎকৃষ্যতে হি সঃ॥ ৪॥ মুখভঙ্গাংশ্চ কুরুতে লোকো বাতগৃহীতবৎ। ভূতবদ্ভস্মমূত্রাম্বুকর্দ্দমানবগাহতে॥ ৫॥ কিমেষ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টো মার্গঃ কিমুত লৌকিকঃ। মুহ্যতে মে মনো দেব তেন ত্বং বক্তুমর্হসি॥ ৬॥ কথং সা পুরুষৈঃ পূজ্যা প্রভাসক্ষেত্রবাসিভিঃ। কস্মাত্তত্র গতা দেবী কস্মিন্ কালে সমাগতা। কস্মিন্ দিনে তু মাসে তু তস্যাঃ কার্য্যো মহোৎসবঃ॥ ৭॥ ঈশ্বর উবাচ শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যত্তে কিঞ্চিন্মনোগতম্। আস্তিকাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভবন্তীতি মতির্মম॥ ৮॥ চাক্ষুষস্যান্তরেঽতীতে প্রাপ্তে বৈবস্বতেঽন্তরে। দক্ষাপমানাৎ সঞ্জাতা তদা পর্ব্বতপুত্রিকা॥ ৯॥ দ্বাপরে তু দ্বিতীয়ে বৈ দত্তা ত্বং পর্ব্বতেন মে। বিবাহে চৈব সঞ্জাতে সর্ব্বদেবমনোরমে॥ ১০॥ ত্বয়া চ সহিতঃ পূর্ব্বং মন্দরে চারুকন্দরে। অক্রীড়ং চ মুদা যুক্তো দিব্যক্রীড়নকৈঃ প্রিয়ে। পীনোন্নতনিতম্বেন ভ্রাজমানাং কুচোন্নতাম্॥ ১১॥ সিতাব্জবদনাং হৃষ্টাং দৃষ্ট্বাহং ত্বাং মহাপ্রভাম্। দগ্ধকামতরোঃ কন্দকন্দলীমিব নিঃস্থিতাম্। মহার্হশয়নস্থাং ত্বাং তদা কামিতবানহম্॥ ১২॥ সুরতে তব সঞ্জাতং দিব্যং বর্ষশতং যদা। তদা দেবি সমুত্থায় নিরোধান্নির্গতা বহিঃ॥ ১৩॥ তবোদকাৎ সমুত্তস্থৌ নার্য্যেকা গহ্বরোদরা। কৃষ্ণা করালবদনা পিঙ্গাক্ষী মুক্তমূর্দ্ধজা॥ ১৪॥ কপালমালাভরণা বদ্ধমুণ্ডার্দ্ধপিণ্ডকা। খট্টাঙ্গকঙ্কালধরা কুণ্ডমুণ্ডকরা শিবা॥ ১৫॥ দ্বীপিচর্ম্মাম্বরধরা রণৎকিঙ্কিণিমেখলা। ডমড্ডমরুকারা চ ফেৎকারপূরিতাম্বরা॥ ১৬॥ তস্যাশ্চ পার্শ্বগা অন্যাস্তাসাং নামানি মে শৃণু। সখ্যো ব্রাহ্মণরাক্ষস্যস্তাসাঞ্চৈব সুদর্শনাঃ॥ ১৭॥ দশকোটিপ্রভেদেন ধরাং ব্যাপ্য সুসংস্থিতাঃ। মুখ্যাস্তত্র চতস্রো বৈ মহাবলপরাক্রমাঃ॥ ১৮॥ রক্তবর্ণা মহাজিহ্বাক্ষয়া বৈ পাপকারিণী। এতাসামন্বয়ে জাতাঃ পৃথিব্যাং ব্রহ্ম-

---

কহিলেন,—লোকে ভূতমাতার নামে গ্রামে গ্রামে, পুরে পুরে নৃত্য, গীত ও হাস্যপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে দিকে দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। লোকে উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ করে; মত্তের ন্যায় ভূপতিত হয়; ক্রুদ্ধের ন্যায় ধাবিত হয় এবং মৃতের ন্যায় অপর লোকদিগকে আকর্ষণ করে। এরূপে লোক বায়ুগ্রস্তের ন্যায় স্ব স্ব মুখরাগ গ্রহণ করে এবং ভূতের ন্যায় ভস্ম, মূত্র, অম্বু ও কর্দ্দমসমূহে অবগাহন করিয়া থাকে। লোকে যে এইরূপ করে, ইহা কি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পন্থা অথবা লৌকিক আচারপদ্ধতি? দেব! এ বিষয়ে আমার মন মোহাপন্ন হইয়াছে। আপনি উহা বলুন। আমার আরও জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রভাসক্ষেত্রবাসী পুরুষেরা কিরূপে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন? কবে কোথা হইতে ঐ দেবী প্রভাসে সমাগত হইয়াছেন? কোন্ দিনে বা কোন্ মাসে তাঁহার উদ্দেশে মহোৎসব করিতে হয়? ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! শ্রবণ কর, তোমার মনোগত বিষয় বলিতেছি। ইহা শ্রবণে লোকে সকল আস্তিক ও শ্রদ্দধান হয়, ইহাই আমার ধারণা। চাক্ষুষ মনুর অধিকার কাল অতীত হওয়ায় পর বৈবস্বত মনুর অধিকারকালে তুমি দক্ষ হইতে অপমান প্রাপ্ত হইয়া পর্ব্বতরাজপুত্রীরূপে জন্মগ্রহণ কর। পরে দ্বিতীয় দ্বাপরে পর্ব্বতরাজ তোমাকে আমায় প্রদান করেন। সর্ব্বদেবমনোরম আমাদের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে মন্দরের চারুকন্দরে তোমার সহিত আমি হৃষ্টান্তঃকরণে দিব্য ক্রীড়নক সকল দ্বারা ক্রীড়া করি। ঐ সময় তুমি বিপুলনিতম্বা, পীনোন্নতপয়োধরা, সিতাব্জবদনা, ও দগ্ধ কাম-তরুর নবোদগত কন্দকন্দলীর ন্যায় ছিলে। আমি তোমাকে এতাদৃশী দর্শন করিয়া মহার্ঘ শয্যায় কামনা করি। অনন্তর সুরতাসক্ত অবস্থায় যখন আমাদের দিব্য শতবর্ষকাল অতিবাহিত হইল, তখন তুমি অবরোধ হইতে নির্গত হইয়া বহিঃপ্রদেশে গমন করিলে। তোমার ব্যবহার উদক হইতে এক গহ্বরোদরা নারী উৎপন্ন হইল। নারী কৃষ্ণবর্ণা, করালবদনা, পিঙ্গাক্ষী, মুক্তকেশী, কপালমালাভরণা, বদ্ধমুণ্ডার্দ্ধপিণ্ডকা, খট্টাঙ্গধারিণী, কপালমালিনী, কুণ্ডমুণ্ডধারিণী, মঙ্গলদায়িনী, দ্বীপিচর্ম্মাম্বরধারিণী, সশব্দকিঙ্কিণীমালিনী, মেখলাশালিনী ও ডমড্ডমরুকরা। তিনি ফেৎকার রবে অম্বরতল পূরিত করিতে লাগিলেন, তাঁহার পার্শ্বচারিণী আরও অনেক রমণী ছিলেন, তাঁহাদের পরিচয় বলিতেছি শ্রবণ কর। তাঁহারা ব্রহ্মরাক্ষসী; ঐ দেবীর সঙ্গিনী। এই সঙ্গিনীগণ সকলেই সুদর্শনা। ইঁহারা দশকোটি সংখ্যায় ধরাতল ব্যাপিয়া অবস্থিতা। ইঁহাদের মধ্যে চারি জন মুখ্যা মহাবলপরাক্রমা। ১—১৮। ঐ চারি জনের

রাক্ষসাঃ ॥ ১৮ ॥ শ্লেষ্মাতকতরৌ হেতে প্রায়শঃ শুকৃতালয়াঃ। উত্তালতালচপলা নৃত্যন্তি চ হসন্তি চ॥ ২০ ॥ বিজ্ঞেয়া ইহলোকেঽস্মিন্ ভূতানাং মূলনায়কাঃ। অতিকৃষ্ণা ভবন্ত্যেতে ব্যন্তরান্তরচারিণঃ ॥ ২১ ॥ বৃক্ষাগ্রমাত্র-মাকাশং তে চরন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥ তথৈব মম বীর্য্যাত্তু মন্ত্রপাভরণঃ পুমান্। কপাল-খট্বাঙ্গধরো জাতশ্চর্ম্মবিগুণ্ঠিতঃ ॥ ২৩ ॥ অনুগম্য-মানো বহুভির্ভূতৈরপি ভয়ঙ্করঃ। সিংহশার্দ্দূলবদনৈ-র্বদনোল্লিখিতাম্বরৈঃ ॥ ২৪ ॥ এবং দেবি তদা জাতঃ ক্ষুধাক্রান্তো বভাষ মাম্। অতোঽহং ক্ষুধিতং দৃষ্ট্বা বরং হীমং চ দত্তবান্ ॥ ২৫ ॥ যুবয়োর্হস্তসংস্পর্শান্নক্ত-মেবাস্তু সর্ব্বশঃ। নক্তঞ্চৈব বলীয়াংসৌ দিবা নাতি-বলাবুভৌ। পুত্রবদ্রক্ষতং লোকান্ ধর্ম্মশ্চৈবানুপাল্য-তাম্ ॥ ২৬ ॥ ইত্যুক্তৌ তৌ ময়া তত্র ভূতমাতৃগণৌ প্রিয়ে। একীভূতৌ ক্ষণেনৈব তৌ ভবানীভবো-দ্ভবৌ ॥ ২৭ ॥ দৃষ্ট্বা হৃষ্টমনাশ্চাহমবোচং ত্বাং শুচি-স্মিতে ॥ ২৮ ॥ কল্যাণি পশ্যপশ্যৈতৌ মমাংশাচ্চ সমুদ্ভবৌ। বীভৎসাদ্ভুতশৃঙ্গারধারিণৌ হাস্যকারিণৌ ॥ ২৯ ॥ ভ্রাতৃভাণ্ডা ভূতমাতা তথৈবোদকসেবিতা। সংজ্ঞাত্রয়ং স্মৃতং দেবি লোকে বিখ্যাতপৌরুষম্ ॥৩০॥ পুনঃ কৃতাঞ্জলিপুটৌ দৃষ্ট্বা মামূচতুস্তদা। আবয়োর্ভ-গবন্ কুত্র স্থানে বাসো ভবিষ্যতি ॥ ৩১ ॥ ইত্যুক্ত-বন্তৌ তৌ তত্র বরেণ চ্ছন্দিতৌ ময়া। অস্তি সৌরাষ্ট্রবিষয়ে ভারতে ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥ প্রভা-সেতি সমাখ্যাতং তত্র ক্ষেমং মম প্রিয়ম্। কূর্ম্মস্য নৈঋর্তে ভাগে স্থিতং বৈ দক্ষিণে পরে ॥ ৩৩ ॥ স্বাতী বিশাখা মৈত্রঞ্চ যত্র ঋক্ষত্রয়ং স্মৃতম্। তস্মিন্ স্থানে সদা স্থেয়ং যাবন্মন্বন্তরাবধি ॥ ৩৪ ॥ অন্যদা-জীবিকং বচ্মি তব ভূতপ্রিয়ে সদা ॥ ৩৫ ॥ যত্র কণ্টকিনো বৃক্ষা যত্র নিষ্পাববল্লরী। ভার্য্যা পুনর্ভূ-র্বল্মীকস্তাস্তে বসতয়শ্চিরম্ ॥ ৩৬ ॥ যস্মিন্ গৃহে নরাঃ পঞ্চ স্ত্রীত্রয়ং তাবতীশ্চ গাঃ। অন্ধকারেন্ধ-নাগ্নিশ্চ তদ্ গৃহে বসতিস্তব ॥ ৩৭ ॥ ভূতৈঃ প্রেতৈঃ পিশাচৈশ্চ যৎস্থানং সমধিষ্ঠিতম্। একাবি চাষ্ট-বালেয়ং ত্রিগবং পঞ্চমাহিষম্। ষড়শ্বং সপ্তমাতঙ্গং তদ্গৃহে বসতিস্তব ॥ ৩৮ ॥ উদ্দালকান্নপিটকং

নাম—রক্তবর্ণা, মহাজিহ্বা, অক্ষয়া ও পাপকারিণী। ইহাঁদিগের বংশেই পৃথিবীতে ব্রহ্মরাক্ষসেরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই ব্রহ্মরাক্ষসগণ শ্লেষ্মাতকবৃক্ষেই প্রায়শ বাস করে এবং উত্তাল-তালে চঞ্চল হইয়া কখন কখন নৃত্য ও হাস্য করিয়া থাকে। ইহারাই এলোকে ভূতগণের মূল নায়ক। ইহারা মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং বৃক্ষাগ্রে ও আকাশে বিচরণ করে। এইরূপে আমার বীর্য্য হইতেও আমারই অনুরূপ আভরণ-শালী এক পুরুষ প্রাদুর্ভূত হয়। ঐ পুরুষ কপাল-খট্টাঙ্গধারী, চর্ম্মাবগুণ্ঠিত, ও ভয়ঙ্কর; ইহাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে বহু সিংহশার্দ্দূলবদন ভূত গমন করিত। হে দেবি! ঐ পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়া ক্ষুধাতুর ভাবে আমার নিকট গমন করে। আমি তাহাকে ক্ষুধিত দেখিয়া এইরূপ বরদান করি যে, তোমাদের হস্ত-সংস্পর্শে সর্ব্বত্রই রাত্রিকাল হইবে; রাত্রিকালে তোমরা বলবান্ ও দিবসে নাতিবলশালী হইবে; তোমরা পুত্রবৎ লোকসকল রক্ষা কর এবং ধর্ম্ম-পালন কর। হে প্রিয়ে! আমি সেই ভূতমাতৃগণ-দ্বয়কে এই কথা কহিলে, ক্ষণমধ্যেই সেই ভবানী ও ভবোদ্ভব স্ত্রীপুরুষ একীভূত হইয়া গেল। আমি তাহা দেখিয়া হৃষ্টমনে তোমাকে বলিলাম—হে শুচি-স্মিতে! হে কল্যাণি! দেখ দেখ, আমার অংশোৎ-পন্ন এই দুই ব্যক্তি বীভৎস অদ্ভুত, শৃঙ্গার ও হাস্য রসের আধার হইয়া কেমন ভাবে হাস্য করি-তেছে! হে দেবি! এ জগতে ইহাদের ভ্রাতৃ-ভাণ্ডা, ভূতমাতা ও উদকসেবিতা—এই প্রখ্যাত-পৌরুষ নামত্রয় প্রসিদ্ধ হইল। অনন্তর আবার তাহারা আমাকে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল,—ভগবন্! আমাদের কোন স্থানে বাস হইবে? তাহারা এই কথা বলিলে, আমি তাহাদিগকে বর দিলাম; বলিলাম—ভারতের সৌরাষ্ট্র দেশে প্রভাস নামে এক উত্তম ক্ষেত্র আছে। ঐ ক্ষেত্র আমার বড় প্রিয়স্থান। কূর্ম্মের নৈঋর্তাংশে দক্ষিণ দিকে যথায় স্বাতী, বিশাখা ও মৈত্রনক্ষত্র বিদ্যমান, তথায় মন্বন্তর পর্য্যন্ত তোমরা অবস্থান করিবে। হে ভূতপ্রিয়ে! তোমার অন্য এক বৃত্তির কথা বলি-তেছি, যথায় কণ্টকী বৃক্ষ, যথায় নিষ্পাববল্লরী, এবং যথায় পুনর্ভূ ভার্য্যা ও বল্মীক আছে, তথায় তোমার চির বসতি হইবে। যে গৃহে পঞ্চ নর, তিন নারী ও তাবৎসংখ্যক গাভী এবং অন্ধকারে ইন্ধনাগ্নি বিদ্য-মান, সেই গৃহেই তোমার বাস হইবে। যথায় ভূত, প্রেত ও পিশাচগণের নিত্য অধিষ্ঠান;—যেখানে একটী মেষ, অষ্ট গর্দ্দভ, তিন গাভী, পঞ্চ মহিষ, ছয় অশ্ব ও সপ্ত মাতঙ্গ বিদ্যমান, সেই গৃহেই তোমার বাস হইবে।১৯—৩৮। যে গৃহের যত্র তত্র উদ্দালক,

তদ্বৎস্থাল্যাদিভাজনম্। যত্র তত্রৈব ক্ষিপ্তঞ্চ তব তচ্চ প্রতিশ্রয়ম্॥ ৩৯॥ মুষলোলূখলে স্ত্রীণা-মাস্থা তদ্বদুদুম্বরে। ভাষণং কটুকঞ্চৈব তত্র দেবি স্থিতিস্তব॥ ৪০॥ খাদান্তে যত্র ধান্যানি পক্কা-পক্কানি বেশ্মনি। তদ্বচ্ছাথাশ্চ তত্র ত্বং ভূতৈঃ সহ চরিষ্যসি॥ ৪১। স্থালীপিধানে যত্রাগ্নিং দদতে বিকলা নরাঃ। গৃহে তত্র হুরিষ্টানামশেষাণাং সমা-শ্রয়ঃ॥ ৪২॥ মানুষ্যাস্থি গৃহে যত্র অহোরাত্রং ব্যবস্থিতম্। তত্রায়ং ভূতনিবহো যথেষ্টং বিচরিষ্যতি॥ ৪৩॥ সর্বস্মাদধিকং যে ন প্রবদন্তি পিনাকিনম্। সাধারণং বদন্ত্যেনং তত্র ভূতৈঃ সমাবিশ॥ ৪৪॥ কন্যা চ যত্র বৈ বল্লী রোহী নাম জটী গৃহে। অগস্ত্যপাদপো বাপি বন্ধুজীবো গৃহেষু বৈ॥ ৪৫॥ করবীরো বিশেষেণ নন্দ্যাবর্ত্তস্তথৈব চ। মল্লিকা বা গৃহে যেষাং ভূতযোগ্যং গৃহং হি তৎ॥ ৪৬॥ তালং তমালং ভল্লাতং তিন্তিড়ীখণ্ডমেব বা। বকুলং কদলীখণ্ডং কদম্বঃ খদিরোঽপি বা॥ ৪৭॥ ন্যগ্রোধো হি গৃহে যেষামশ্বত্থং চূত এব বা। উদুম্বরশ্চ পনসঃ সর্বভূতপ্রিয়ং হি তৎ॥ ৪৮॥ যত্র কাকগৃহং বৈ স্যাদারামে বা গৃহেঽপি বা। ভিক্ষুবিম্বঞ্চ বৈ যত্র গৃহে দক্ষিণকে তথা॥ ৪৯॥ বিম্বমূর্দ্ধঞ্চ যত্রস্থং তত্র ভূতনিবেশনম্॥ ৫০॥ লিঙ্গার্চ্চনং ন যত্রৈব যত্র নাস্তি জপাদিকম্। যত্র ভক্তিবিহীনা বৈ ভূতানাং তান্ গৃহান্ বদেৎ॥ ৫১॥ মলিনাস্যাশ্চ যে মর্ত্ত্যা মলিনাম্বরধারিণঃ। মলদন্তা গৃহস্থা যে গৃহং তেষাং সমাবিশ॥ ৫২॥ অগম্যনিরতা যে তু মৈথুনে ব্যভিচারতঃ। সন্ধ্যায়াং মৈথুনং যান্তি গৃহং তেষাং সমাবিশ॥ ৫৩॥ বহুনা কিং প্রলাপেন নিত্যকর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ। রুদ্রভক্তিবিহীনা যে গৃহং তেষাং সমাবিশ॥ ৫৪॥ অদত্ত্বা ভুঞ্জতে যোঽন্নং বন্ধুভ্যোঽন্নং তথোদকম্। সপিণ্ডান্ সোদকাংশ্চৈব তৎকালান্তাররান্ ভজ॥ ৫৫॥ যত্র ভার্য্যা চ ভর্ত্তা চ পরস্পরবিরোধিনৌ। সহ ভূতৈর্গৃহং তস্য বিশ ত্বং ভয়বর্জ্জিতা॥ ৫৬॥ বাসুদেবে রতির্নাস্তি যত্র নাস্তি সদা হরিঃ। জপহোমাদিকং নাস্তি ভস্ম নাস্তি গৃহে নৃণাম্॥ ৫৭॥ পর্ব্বস্বপ্যর্চ্চনং নাস্তি চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতঃ॥ ৫৮॥ কৃষ্ণাষ্টম্যাঞ্চ যে মর্ত্ত্যাঃ সন্ধ্যায়াং ভস্মবর্জ্জিতাঃ। পঞ্চদশ্যাং মহাদেবং ন যজন্তি চ যত্র বৈ॥ ৫৯॥ পৌরজান-পদৈর্যত্র প্রাক্প্রসিদ্ধা মহোৎসবাঃ। ক্রিয়ন্তে পূর্ব্ব-

অন্নপিটক ও তদ্বৎ স্থাল্যাদি ভাজন বিক্ষিপ্ত, তাহাই তোমার আবাস হইবে। হে দেবি! যে গৃহে মুষল উলূখল বিক্ষিপ্ত, গৃহের দ্বারকাষ্ঠে স্ত্রীগণ উপবিষ্ট এবং সর্ব্বদাই কটুভাষণ উচ্চারিত, সেই-খানেই তোমার বাস হইবে। যে গৃহে পক্কাপক্ক ধান্য সকল ভক্ষিত হয়, তথায় তুমি ভূতগণ সহ বিচরণ করিবে। যথায় বিকল নরগণ স্থালীপিধানে অগ্নি প্রদান করে, সেই গৃহই অশেষ দুরিষ্টের আশ্রয়। যে গৃহে অহোরাত্র মনুষ্যাস্থি সকল অবস্থিত, তথায় ভূতনিবহ যথেষ্ট বিচরণ করিয়া থাকে। যাহারা পিনাকী দেবকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক না বলিয়া সাধারণরূপে নির্দ্দেশ করে, তুমি ভূতগণ সহ তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিবে। যে গৃহে শ্বত-কুমারী, বল্লী, রোহী ও জটীনাম্নী বল্লী বিদ্যমান এবং যে সকল গৃহে অগস্ত্য, বন্ধুজীব, করবীর নন্দ্যাবর্ত্ত বা মল্লিকা বৃক্ষ অবস্থিত। সে গৃহ নিশ্চয়ই ভূতাবাসের যোগ্য। তাল, তমাল, ভল্লাতক, তিন্তিড়ী, বকুল, কদলী, কদম্ব, খদির, ন্যগ্রোধ, অশ্বত্থ, চূত, উদুম্বর ও পনস বৃক্ষ যথায় বিদ্য-মান, সে গৃহ সর্ব্বভূতের প্রিয়; যে আরামে বা গৃহে কাককুলায়, এবং যে দক্ষিণদিকৃস্থিত গৃহে ভিক্ষু-বিম্ব বা বিম্বমূর্দ্ধ অবস্থিত, সেই স্থানই ভূতের আবাস। যে গৃহে লিঙ্গার্চ্চনা নাই, জপাদি নাই, বা ভক্তি নাই, সেই সকলই ভূতগৃহ বলিয়া উল্লিখিত। যে সকল গৃহস্থ মলিনবদন, মলিনাম্বর ও মলাচিতদন্ত, তুমি তাহাদের গৃহে বাস কর। যাহারা অগম্যাগামী, ব্যভিচারক্রমে মৈথুনাসক্ত অথবা সন্ধ্যায় মৈথুনকারী, তুমি তাহাদের গৃহে প্রবেশ কর। অধিক আর কি বলিব, যাহারা নিত্যকর্ম্মে পরাঙ্মুখ ও রুদ্রভক্তিহীন, তুমি তাহা-দেরই গৃহে আশ্রয় লও। যাহারা বন্ধুবর্গকে অন্ন জল না দিয়া এবং সপিণ্ডদিগকে উদক প্রদান না করিয়া ভোজন করে, তুমি সেই সকল নরকেই আশ্রয় কর। যেখানে ভর্ত্তা ও ভার্য্যা পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, তুমি সেই গৃহেই ভূতগণ সহ নির্ভয়ে প্রবেশ কর। যেখানে বাসুদেবে রতি নাই, সদা হরি যেখানে অবিদ্যমান, যেখানে জপ-হোমাদি ও ভস্ম নাই, যেখানে পর্ব্বে বিশেষতঃ চতুর্দ্দশীদিনে অর্চ্চনা নাই, কৃষ্ণাষ্টমীতে যেখানে মর্ত্ত্যগণ ভস্ম-বর্জ্জিত, পঞ্চদশীতে যেখানে মহাদেবের পূজা হয় না, পৌর-জানপদগণ যেখানে পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ মহোৎ-

বন্নৈব তদ্‌গৃহং বসতিস্তব॥ ৬০॥ বেদঘোষো ন যত্রাস্তি গুরুপূজাদিকং ন চ। পিতৃকর্ম্মবিহীনঞ্চ তদ্ভূতস্য গৃহং স্মৃতম্॥ ৬১॥ রাত্রৌরাত্রৌ গৃহে যস্মিন্ জায়তে কলহো মিথঃ। বালানাং প্রেক্ষমাণানাং যত্র বৃদ্ধশ্চ পূর্ব্বতঃ॥ ভক্ষয়েত্তত্র বৈ হৃষ্টা ভূতৈঃ সহ সমাবিশ॥ ৬২॥ কস্মিন্ মাসে দিনে চাপি ভবিত্রী লোকপূজিতা। ইত্যুক্তোঽহং তয়া দেবি তামবোচং পুনঃ প্রিয়ে ৬৩॥ অমা যা মাধবে মাসি তস্মিন্ যা চ চতুর্দ্দশী। তস্যাংমহোৎসবস্তত্র ভবিতা তে চিরন্তনঃ॥ ৬৪॥ যাঃ স্ত্রিয়স্তাঞ্চ যক্ষ্যন্তি তস্মিন্ কালে মহোৎসবে। বলিভিঃ পুষ্পধূপৈশ্চ মা তাসাং ত্বং গৃহে বিশ॥ ৬৫॥ নারায়ণ হৃষীকেশ পুণ্ডরীকাক্ষ মাধব। অচ্যুতানন্ত গোবিন্দ বাসুদেব জনার্দ্দন॥ ৬৬॥ নৃসিংহ বামনাচিন্ত্য কেশবেতি চ যে জনাঃ। রুদ্র রুদ্রেতি রুদ্রেতি শিবায় চ নমোনমঃ॥ ৬৭॥ বক্ষ্যন্তি সততং হৃষ্টাস্তেষাং ধনগৃহাদিষু। আরমে চৈব গোষ্ঠে চ মা বিশেথাঃ কথঞ্চন॥ ৬৮॥ দেশাচারান্ জ্ঞাতিধর্ম্মান্ জপং হোমঞ্চ মঙ্গলম্। দৈবতেজ্যাং বিধানেন শৌচং কুর্ব্বন্তি যে জনাঃ। লোকাপবাদভীতা যে পুমাংসস্তেষু মা বিশ॥ ৬৯॥ দেব্যুবাচ। কদা পূজা প্রকর্ত্তব্যা ভূতমাতুঃ সুখার্থিভিঃ। পুরুষৈর্দ্দেবদেবেশ এতন্মে বক্তুমর্হসি॥ ৭০॥ ঈশ্বর উবাচ। সর্ব্বত্রৈষা ভগবতী বালানাং হিতকারিণী। নামভেদৈঃ কালভেদৈঃ ক্রিয়াভেদৈশ্চ পূজ্যতে॥ ৭১॥ প্রতিপৎ প্রভৃতি বৈশাখে যাবচ্চতুর্দ্দশীতিথিঃ। তাবৎ পূজা প্রকর্ত্তব্যা প্রেরণীপ্রেক্ষণীয়কৈঃ॥ ৭২॥ ভগ্নামপি গতাং চৈনাং জরত্তরুতলে স্থিতাম্। সেচয়িষ্যন্তি যে ভক্ত্যা জলসম্পূর্ণগণ্ডূকৈঃ॥ ৭৩॥ গ্রীবাসূত্রকসিন্দূরৈঃ পুষ্পৈর্ধূপৈস্তথার্চ্চয়েৎ। তত্র সিদ্ধবটঃ পূজ্যঃ শাখাং চাস্য বিনিক্ষিপেৎ॥ ৭৪॥ পূজিতাং তাং নরৈর্দৃষ্ট্বাদবলোক্য শুভেপ্সুভিঃ। ভোজয়েৎ ক্ষিপ্রাসংযাবকৃশরাপূপপায়সৈঃ॥ ৭৫॥ এবং বিধিং যঃ কুরুতে পুরুষো ভক্তিভাবতঃ। স পুত্রপশুবৃদ্ধিঞ্চ শরীরারোগ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ৭৬॥ ন শাকিন্যো গৃহে তস্য ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ। পীড়াঙ্কুর্ব্বন্তি শিশবো যান্তি বৃদ্ধিমনাময়ম্॥ ৭৭॥ অথ দেবি প্রবক্ষ্যামি প্রতিপৎপ্রভৃতি ক্রমাৎ। যথোৎসবো নরৈঃ

সব পূর্ব্ববৎ করে না, সেই স্থানে তোমার বসতি। ৩৯—৬০। যেখানে বেদঘোষ, গুরুপূজাদি ও পিতৃকর্ম্ম হয় না, তাহাই ভূতগৃহ। যেখানে প্রতিরাত্রি পরস্পর কলহ হয়, যথায় বালকগণ অভুক্ত অবস্থায় তাকাইয়া থাকে আর বৃদ্ধগণ অগ্রে অগ্রে ভোজন করে, তুমি সেই স্থানে ভূতগণের সহিত প্রবেশ কর। হে প্রিয়ে! তুমি পুনরায় বলিলে,—কোন্ মাসে বা কোন্ দিনে আমি লোকপূজিতা হইব? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি পুনরায় তোমায় বলিলাম,—বৈশাখমাসের যে অমাবস্যা ও চতুর্দ্দশী, তাহাতে তোমার চিরন্তন উৎসব হইবে। যে সকল নারী ঐ সময়ে মহোৎসবে বলি, পুষ্প, ধূপ দ্বারা তোমার পূজা করিবে, তাহাদের গৃহে তুমি প্রবেশ করিও না। নারায়ণ, হৃষীকেশ, পুণ্ডরীকাক্ষ, মাধব, অচ্যুত, অনন্ত, গোবিন্দ, বাসুদেব, জনার্দ্দন, নৃসিংহ, বামন, অচিন্ত্য, কেশব, রুদ্র, রুদ্র রুদ্র ও শিবায় নমোনমঃ, এই সকল যাহারা সতত হৃষ্ট হইয়া উচ্চারণ করে তাহাদের ধনগৃহাদিতে, আরামে ও গোষ্ঠে তুমি কোন প্রকারে প্রবেশ করিও না। যাহারা দেশাচার ও জ্ঞাতিধর্ম্ম পালন, জপ, হোম, মঙ্গল, বিধিপূর্ব্বক দেবপূজা ও শৌচ করে, এবং লোকাপবাদ-ভীত, তুমি সেই সকল পুরুষে প্রবেশ করিও না। দেবী কহিলেন,—হে দেবদেব! সুখার্থী পুরুষেরা কোন্‌কালে ভূতমাতার পূজা করিবে, তাহা আমার নিকট বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—এই ভগবতী ভূতমাতা সর্ব্বদাই বালকগণের হিতকারিণী। ইঁনি নামভেদে, কালভেদে ও ক্রিয়াভেদে পূজিত হইয়া থাকেন। বৈশাখমাসের প্রতিপদ্ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত ইঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। হীন জীর্ণ তরুতলে ভগ্নাবস্থায় অবস্থিত হইলেও ভক্তগণ জলপূর্ণ গণ্ডুক দ্বারা ইঁহার অভিষেক করিবে এবং গ্রীবাসূত্র, সিন্দূর, পুষ্প ও ধূপ দ্বারা অর্চনা করিবে। এই সময় সিদ্ধবটের পূজা করিয়া তাহার একটা শাখা নিক্ষেপ করিতে হয়। শুভকামী নরগণ ভূতমাতাকে সযত্নে সুপূজিত দেখিয়া সংযাব, কৃশর, অপূপ ও পায়স দ্বারা সত্বর তাঁহাকে ভোজন করাইবে। যে পুরুষ ভক্তিভাবে ভূতমাতার উদ্দেশে এইরূপ আচরণ করে, তাহার পুত্র ও পশুবৃদ্ধি হয়; দেহ নীরোগ হয়; শাকিনী, পিশাচ ও রাক্ষসেরা তাহার গৃহে কোন পীড়া উৎপাদন করে না; তদীয় শিশুগণ নিরাময়ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৬১—৭৭। হে দেবি! নরগণ প্রতিপৎ হইতে

কার্য্যঃ প্রেরণীপ্রেক্ষণীয়কৈঃ। ৭৮ ॥ বিকর্ম্মফল-নির্দ্দেশৈঃ পাষণ্ডানাং বিড়ম্বনৈঃ। প্রদর্শ্যন্তে হাস্যপরৈর্নরৈরদ্ভুতচেষ্টিতৈঃ। ৭৯ । পঞ্চম্যাং তু বিশেষেণ রাত্রৌ কোলাহলঃ শুভে। জাগরং তত্র কুর্ব্বীত দেবীং পূজ্য প্রযত্নতঃ। ৮০। বিশ্বাস্য ধনলোভেন স্বাধ্যায়ী নিহতঃ পতিঃ। আরোপ্য-মাণাং শূলাগ্রমেনাং পশ্যত ভো জনাঃ। ৮১ ॥ দৃষ্টো ভবদ্ভির্দুষ্টঃ স পরদারাবমর্শকঃ। ছিত্বা হস্তৌ চ খড়্গেন খরারূঢ়স্তু গচ্ছতি। ৮২। শীর্ণৈশ্চৈবাসি-পত্রেণ অস্থ্যাভরণভূষিতঃ। সুখাসনসমারূঢ়ঃ সুকৃতী যাত্যসৌ সুখম্ ॥ ৮৩ ॥ হে জনাঃ কিং ন পশ্যধ্বং স্বামিদ্রোহকরং পরম্। করপত্রৈর্ব্বিদার্য্যন্ত-মুচ্ছলচ্ছোণিতান্তরম্ ॥ ৮৪ ॥ চৌরঃ কিলায়ং সম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বোদ্বেগকরঃ পরঃ। দণ্ডপ্রহারাভিহতো নীয়তে দণ্ডপাশিকৈঃ। ৮৫ ॥ প্রেক্ষকৈশ্চেষ্টিতঃ শব্দারটন্ বিবিধৈঃ স্বরৈঃ। সংযম্য নীয়তে হস্তং লজ্জিতোঽধোমুখো জনাঃ। ৮৬। সিতকেশং সিতশ্মশ্রুং সিতাম্বরধরধ্বজম্। বিটঙ্কাদ্যৈশ্চ চেটীভির্হন্যমানং ন পশ্যথ। ৮৭ ॥ গৃহান্নিষ্ক্রাম্য মাং রণ্ডাং গৃহং নীত্বাকরোদ্রতিম্। কস্মাদসৌ ন কুরুতে মূঢ়ো ভরণপোষণম্। ৮৮। ভৈরবাভরণো নেতা সদা ঘূর্ণিতলোচনঃ। প্রবৃত্ততন্দ্রবন্মূঢ়ো বধ্যশ্চাসা-বিতস্ততঃ ॥ ৮৯ । নির্ব্বেদঃ কোঽস্য হৃদয়ে ধন-ক্ষেত্রাদিসম্ভবঃ। গৃহীতং যদনেনাদ্য বালেনাপি মহা-ব্রতম্। রক্তাক্ষং কাককৃষ্ণাঙ্গং সত্বরং কিং ন পশ্যথ। ৯০ ॥ তরুকোটরগান্ বদ্ধা অন্যান্ শৃঙ্খ-লয়া তথা। শরৌঘৈঃ কাষ্ঠকৈশ্চৈব বহুভিঃ শকলী-কৃতান্। ৯১ ॥ বিমুক্তহক্কাহুঙ্কারান্ সুপ্রহারান্নিরী-ক্ষত। ৯২। ইমাং কৃষ্ণার্দ্ধবদনাং গ্রহীষ্যসি ত্বরা-ন্বিকাম্। বিমুক্তকেশাং নৃত্যন্তীং পশ্যধ্বং যোগিনী-মিব ॥ ৯৩ । গম্ভীরনূপুরধ্বানপ্রবৃদ্ধোদ্ধততাণ্ডবা।

আরম্ভ করিয়া যেরূপে উৎসব ব্যাপার সমাধা করিবে, অতঃপর তাহাই বলিতেছি। এই উৎসবে পরিহাস-কুশল জনগণ, পাষণ্ডগণের আচার-ব্যবহারের অনুকরণে বিবিধ অদ্ভুত ভাব-ভঙ্গীসহকারে নানাবিধ বিচিত্র অভিনয় দ্বারা অসৎকর্ম্মের কুৎসিত ফল প্রদর্শন করিবে। হে শুভে! পঞ্চমীতে রাত্রিকালে যত্নসহকারে দেবীর অর্চ্চনা করিয়া সবিশেষ কোলাহল করিয়া রাত্রিজাগরণ করিবে। —৮০। অনুরূপ অভিনয়সহকারে বক্ষ্যমাণ বাক্যাবলী বলিবে। একটী রমণীকে শূলে আরোপিত করিয়া বলিবে,—] হে জনগণ! এই পাপীয়সী ধনলোভে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া স্বীয় স্বাধ্যায়রত পতিকে হত্যা করিয়াছে। তোমরা দর্শন কর। (কোনও ছিন্নহস্ত পুরুষকে গর্দ্দভোপরি আরোপিত করিয়া বলিবে,—) এই পারদারিক দুষ্টকে আপনারা দেখিলেন তো? খড়্গাঘাতে ইহার হস্তদ্বয় ছিন্ন এবং শরীরও ভিন্ন করা হইয়াছে; এ এক্ষণে গর্দ্দভারোহণে গমন করিতেছে। ঐ দেখ, এই সুকৃতী ব্যক্তি আভরণে ভূষিত হইয়া সুখকর-যানারোহণে সুখে গমন করিতেছে। হে জনগণ! তোমরা কি দেখিতেছ না?—এই ব্যক্তি নিতান্ত স্বামিদ্রোহী; করপত্র দ্বারা ইহাকে বিদারিত করা হইয়াছে, শোণিত ধারায় ইহার সর্ব্বশরীর পরিপ্লুত হইয়া গিয়াছে। এই যে আসিয়াছে, এই ব্যক্তি সকলের উদ্বেগকর মহাচোর; দণ্ডপাশধারী পুরুষগণ ইহাকে বন্ধন-পূর্ব্বক দণ্ডপ্রহার করিতে করিতে শাসনের নিমিত্ত লইয়া যাইতেছে। ঐ দেখ, দর্শকগণ বিবিধ বাক্যে ইহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছে; জনগণ! এ ব্যক্তি লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিয়াছে। শ্বেতকেশ, শ্বেতশ্মশ্রু, শ্বেতাম্বরাদি বিবিধ শ্বেতচিহ্নে ভূষিত এই ব্যক্তিকে চেটীগণ বিটঙ্কাদি দ্বারা প্রহার করিতেছে, তোমরা কি দেখিতেছ না? আমি বিধবা হইলে এই মূঢ় আমাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া নিজগৃহে লইয়া গিয়া সম্ভোগ করিয়াছে, এক্ষণে আমার ভরণ-পোষণ করে না কিজন্য? ভৈরবোচিত আভরণধারী সতত ঘূর্ণিতনয়ন তন্দ্রাক্রান্তবৎ প্রতীয়মান এই মূঢ় দস্যুদলের নেতা; ইহাকে সর্ব্বত্র সকলেরই প্রহার করা কর্ত্তব্য। এই রক্তনেত্র কাকসম কৃষ্ণকায় চপল বালবটীকে দেখিতেছ না? ইহার হৃদয়ে ধনক্ষেত্রাদি জনিত কোন নির্ব্বেদ ঘটিয়া থাকিবে; যে হেতু এ বালক হইয়াও মহাব্রত অবলম্বন করিয়াছে। ৭৮—৯০। ঐ দেখ, এই দুষ্টগণ তরুকোটরে লুক্কায়িত থাকিত, ইহাদিগকে এবং অপর কতিপয় দুষ্টকেও শৃঙ্খল দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক বহুবাণাঘাতে ছিন্নভিন্নাঙ্গ করিয়া কাষ্ঠাদি দ্বারা নিদারুণ প্রহার করা হইতেছে; যাতনায় ইহারা হাহাকার করিতেছে। হে জনগণ! ঐ দেখ, যোগিনী-সমানা আলুলায়িতকেশে নৃত্যপরায়ণা ঐ ত্বরান্বিক কামিনীর মদন-মণ্ডলের অর্দ্ধভাগ কৃষ্ণবর্ণ; ওহে!

উন্মত্তনেত্রচরণা যাত্যেষা ডিম্ভমণ্ডলী ॥ ৯৪ ॥ কটী-
তটস্থপিটিকোল্লসৎকম্বলধারিণী । অটন্তে নটতী হ্যর্ব্বীং
পরিতশ্চ গৃহাদ্গৃহম্ ॥ ৯৫ ॥ ইত্যেবমাদিভির্নিত্যং
প্রেক্ষণীপ্রেক্ষণীয়কৈঃ । প্রেরয়েত্তাম্মহানিত্থং পুত্র-
ভ্রাতৃসুহৃদ্বৃতঃ ॥ ৯৬ ॥ একাদশ্যাং নবম্যাং বা দীপ-
প্রজ্বাল্য কুণ্ডকম্ । মুখবিম্বানি তত্রৈব লেপদারু-
কৃতানি বৈ ॥ ৯৭ ॥ বিচিত্রাণি মহার্হাণি রৌদ্র-
শান্তানি কারয়েৎ । মাতৃণাং চণ্ডিকাদীনাং রাক্ষ-
সানাং তথৈব চ ॥ ৯৮ ॥ ভূতপ্রেতপিশাচানাং
শাকিনীনাং তথৈব চ । মুখানি কারয়েত্তত্র হাব-
ভাবকৃতানি চ ॥ ৯৯ ॥ রক্ষিভির্বহুভির্গুপ্তং তির্য্যগ্-
ধ্বনিপুরঃসরম্ । অমাবাস্যাং মহাদেবি ক্ষিপেৎ
পূজাক্রমৈর্নরঃ ॥ ১০০ ॥ ততঃ প্রদোষসময়ে যত্র
দেবী জনৈর্বৃতা । তত্র গচ্ছেন্মহারাবৈঃ ফেৎকারা-
কুলকীর্ত্তনৈঃ ॥ ১০১ ॥ বীরচর্য্যাবিধানেন নগরে
ভ্রাময়েন্নিশি । বীরচর্য্যা স কথিতো দীপঃ সর্ব্বার্থ-
সাধকঃ ॥ ১০২ ॥ নিত্যং নিষ্ক্রাময়েদ্দীপং যাবৎপঞ্চ-
দশী তিথিঃ । পঞ্চদশ্যাং প্রকুর্ব্বীত ভূতমাতুর্মহোৎ-
সবম্ । তস্য গৃহেশ্বরং যাবদ্গৃহে বিঘ্নং ন জায়তে ॥
অথ কালান্তরেঽতীতে ভূতামাতুঃ শরীরতঃ । জাতাঃ
প্রস্বেদবিন্দুভ্যঃ পিশাচাঃ পঞ্চকোটয়ঃ ॥ ১০৪ ॥ সর্ব্বে
তে ক্রূরবদনা জিহ্বাজ্বালাকৃশোদরাঃ । পাণিপাত্রাঃ
পিশাচাস্তে নিসৃষ্টবলিভোজনাঃ ॥ ১০৫ ॥ ধমনী-
সন্ততাঃ শুষ্কাঃ শ্মশ্রুলাশ্চর্ম্মবাসসঃ । উলূখলৈরাভ-
রণৈঃ শূর্পচ্ছত্রাসনাম্বরাঃ ॥ ১০৬ ॥ নক্তং জ্বলিত-
কেশাঢ্যা অঙ্গারান্মুদ্গিরন্তি বৈ । অঙ্গারকাঃ পিশা-
চাস্তে মাতৃমার্গানুসারিণঃ ॥ ১০৭ ॥ আকর্ণদারিতা-
স্যাশ্চ লম্বভ্রূস্থূলনাসিকাঃ । বলাঢ্যাস্তে পিশাচা বৈ
সূতিকাগৃহবাসিনঃ ॥ ১০৮ ॥ পৃষ্ঠতঃ পাণিপাদাশ্চ
পৃষ্ঠগা বাতরংহসঃ । বিষাদনাঃ পিশাচাস্তে সংগ্রামে
পি শতাশনাঃ ॥ ১০৯ ॥ এবংবিধান্ পিশাচাংস্তু দৃষ্ট্বা
দীনানুকম্পয়া । তেভ্যোঽহমবদং কিঞ্চিৎকারুণ্যা-
দল্পচেতসাম্ ॥ ১১০ ॥ অন্তর্দ্ধানং প্রজাদেহে কাম-
রূপিত্বমেব চ । উভয়োঃ সন্ধ্যয়োশ্চারং স্থানান্তা-

তুমি কি উহাকে থাবাইতে পার? এই দেখ, ডিম্ভমণ্ডলী উদ্ধত তাণ্ডব সহকারে উত্তম ভাবে নয়ন-চরণ বিক্ষেপ করত গম্ভীর নূপুরধ্বনিতে দিগন্ত পূরিত করিয়া গমন করিতেছে। এই নর্ত্তকী কটী-তটে পিটক ও স্কন্ধে দোদুল্যমান কম্বল লইয়া নৃত্য করিতে করিতে ভূতলের সর্ব্বত্র এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে বিচরণ করিতেছে। প্রতিদিনই পুত্র ভ্রাতা সুহৃদ্গণপরিবৃত হইয়া অভিনেতৃবর্গ দ্বারা এই প্রকার দর্শনযোগ্য বিবিধ অভিনয় মহোৎসব করা ইবে। একাদশীতে ও নবমীতে দীপ ও একটী অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করিবে এবং কাষ্ঠ বর্ণকাদি দ্বারা চণ্ডিকাদি মাতৃকা রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ, শাকিনী প্রভৃতির বিচিত্র আনন্দবর্দ্ধক বিবিধ হাবভাবদ্যোতক শান্ত রৌদ্রাদি বিবিধকার মুখ-প্রতিকৃতিনিচয় নির্ম্মাণ করিবে। হে মহাদেবি! মানব, বহু রক্ষিজনে পরিবৃত হইয়া অমাবস্যাতে বাদ্যোদ্যম সহকারে ভূতমাতা দেবীর বিধানক্রমে পূজা করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। অতঃপর পরদিন প্রদোষ সময়ে যেখানে বিসর্জ্জিতা দেবীমূর্ত্তি রহিয়া-ছেন, জনগণ সহ ফেৎকার কীর্ত্তনাদি ধ্বনি সহকারে তথায় গমন করিবে এবং রাত্রিকালে বীরচর্য্যা-বিধানে সেই প্রতিমাকে নগরে ভ্রমণ করাইবে। দেবীপূজায় যে দীপ প্রজ্বালিত করা হয়, সেই দীপটী সর্ব্বার্থসাধক। সেই দীপটী লইয়াই দেবীকে নগর ভ্রমণ করাইতে হয়; ইহাকেই বীরচর্য্যা কহে। পূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত এইরূপ উৎসব করা কর্ত্তব্য। পূর্ণিমা-দিনে ভূতমাতার মহোৎসব করিলে তাহার গৃহে কদাচ কোনও বিঘ্ন হয় না। ৯১—১০৩। অনন্তর কিয়ৎকালান্তে ভূতমাতার শরীরের স্বেদবিন্দুনিচয় হইতে পঞ্চকোটি পিশাচ সমুৎপন্ন হয়। তাহারা সকলেই ক্রূরমুখ, জ্বলজ্জিহ্ব, ও কৃশোদর, তাহারা সকলেই পাণিপাত্রে পরিত্যক্ত বলি ভোজন করিয়া থাকে। উহাদের শরীর শিরাজালে পরিব্যাপ্ত, শুষ্ক, ও শ্মশ্রুল। উহারা চর্ম্মাম্বরধারী, উদূখলাভরণভূষিত এবং অনেকে শূর্প দ্বারা ছত্র,আসন ও বসনের কার্য্য সম্পাদন করিতেছিল। রাত্রিকালে তাহাদের অনে-কেরই কেশপাশ জ্বলিত হয় এবং মুখ হইতে অঙ্গার উদ্গীর্ণ হয়। ইহারা অঙ্গারক নামে প্রখ্যাত পিশাচ। ইহারা মাতৃগণের অনুগামী। বলাঢ্য নামক পিশাচগণ আকর্ণবিস্তৃতমুখ, লম্বভ্রূ ও স্থূল নাসাযুক্ত, ইহারা সূতিকাগৃহবাসী। যাহাদিগের পাণিপদ পূর্ব্বদিকে, যাহারা পশ্চাদ্দিকেই বায়ু-বেগে গমন করে, যাহারা যুদ্ধস্থলে শোণিত পান করে, সেই সমস্ত পিশাচ বিষাদন নামে পরি-চিত। আমি এবম্বিধ পিশাচদিগকে অব-লোকন করিয়া দীন জনের প্রতি করুণা-বশে সানুক্রোশে সেই অল্পজ্ঞদিগকে কহিলাম যে, তোমরা প্রজাবর্গের দেহে অন্তর্হিত হইয়া

জীবিতং তথা। ১১১। গৃহাণি যানি নগ্নানি শূন্যা-ন্যায়তনানি চ। বিধ্বস্তানি চ যানি স্যু রচনায়ো-ষিতানি চ। ১১২। রাজমার্গোপরথ্যাশ্চ চত্বরাণি ত্রিকাণি চ। দ্বারাণ্যট্টালকাংশ্চৈব নির্গমান্ সংক্রমাং-স্তথা। ১১৩। পথো নদীশ্চ তীর্থানি চৈত্যবৃক্ষান্মহা-পথান্। স্থানানি তু পিশাচানাং নিবাসায়াদদাং প্রিয়ে। ১১৪। অধার্ম্মিকা জনাস্তেষামাজীবো বিহিতঃ পুরা। বর্ণাশ্রমাচারহীনাঃ কারুশিল্পিজনা-স্তথা। ১১৫। অনৃতাপাশ্চ সাধূনাং চৌরা বিশ্বাস-ঘাতিনঃ। এতৈরন্যৈশ্চ বহুভিরন্যায়োপার্জ্জিতৈ-র্দ্ধনৈঃ। ১১৬॥ আরভ্যন্তে ক্রিয়া যাস্ত পিশাচাস্তত্র দেবতাঃ। মধুমাসদিনে দধ্না তিলচূর্ণসুরাসবৈঃ। ১১৭। পুপৈর্হারিদ্রকৃশরৈস্তিলৈরিক্ষুগুড়োদনৈঃ। কৃষ্ণানি চৈব বাসাংসি ধূপাঃ সুমনসস্তথা। ১১৮। সর্ব্বভূতপিশাচানাং কৃতা দেবী ময়া শুভা। এবংবিধা ভূতমাতা সর্ব্বভূতগণৈর্ব্বৃতা। ১১৯। প্রভাসে সংস্থিতা দেবী সমুদ্রাদুত্তরেণ তু। য এতাং বেদ বৈ দেব্যা উৎপত্তিং পাপনাশিনীম্। ১২০। কুৎসিতা সন্ততিস্তস্য ন ভবেচ্চ কদাচন। ভূতপ্রেতপিশাচানাং ন দোষৈঃ পরিভূয়তে। ১২১। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বসৌভাগ্যসংযুতঃ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি নারীহৃদয়নন্দনঃ॥ ১২২। যে মানয়ন্তি নিজহাস-কলৈর্ব্বিলাসৈঃ সংসেবয়া অভয়দাং ভবভূতমাতাম্। তে ভ্রাতৃভৃত্যসুতবন্ধুজনৈর্যুতাশ্চ সর্ব্বোপসর্গ রহিতাঃ সুখিনো ভবন্তি। ১২৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে ভূতমাতৃকামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্ত-ষষ্ট্যাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৬৭।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি দেবীং শালকটঙ্কটাম্। সাবিত্র্যা দক্ষিণে ভাগে রৈবতাৎ পর্ব্বতঃ স্থিতাম্। ১। মহাপাপোপশমনীং সর্ব্বদুঃখ-বিনাশনীম্। পূজিতাং সর্ব্বগন্ধর্ব্বৈঃ স্ফুরদ্দংষ্ট্রোগ্র-

---

থাকিতে পারিবে, আর তোমরা কামরূপত্বও লাভ করিবে। উভয় সন্ধ্যাকালেই গমনাগমন করিবে। জীবিকা ও বাসস্থানের কথা বলি-তেছি।—অনাবৃত, শূন্য, বিধ্বস্ত কিম্বা অর্দ্ধনির্ম্মিত ভবন বা আয়তন, রাজপথসংশ্লিষ্ট উপপথ, চতু-ষ্পথ, ত্রিপথ, ভবনদ্বার, অট্টালিকার প্রবেশনির্গম-পথ, সাধারণ পথ, নদী, তীর্থ, চৈত্যবৃক্ষ, মহাপথ, এই সমস্ত স্থানে তোমরা বাস করিবে। হে প্রিয়ে! পূর্ব্বে সেই পিশাচগণের বাসের জন্য এই-রূপ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া জীবিকার জন্য অধার্ম্মিক জনগণকেই নিরূপিত করিয়া দিয়াছিলাম। বর্ণাশ্রমাচারভ্রষ্ট, কারুকর্ম্মকারী, শিল্পী, সজ্জনপীড়ক, চৌর, বা বিশ্বাসঘাতী ব্যক্তিরা যে সৎক্রিয়ারম্ভ করে, আর অন্যায়োপার্জ্জিত ধনদ্বারা যে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, সেই সমস্ত কার্য্যে পিশাচগণই দেবতা-বৎ সেই সেই পূজোপহারাদি ভোগ করিয়া থাকে। চৈত্রমাসে অমাবস্যাদিনে দধি, তিলচূর্ণ, সুরা, আসব, পিষ্টক, হরিদ্রাবহুল কৃশরান্ন, তিল, ইক্ষু, গুড়োদন, কৃষ্ণবসন, ধূপ, পুষ্প প্রভৃতি উপচার দ্বারা সেই ভূতমাতা দেবী এবং পিশাচবর্গের অর্চ্চনা করিবে। আমি সেই শুভা ভূতমাতাকে এইরূপ নিয়মে সমস্ত ভূত-পিশাচাদির দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। এবম্বিধা ভূতমাতা দেবী সর্ব্বভূত-গণে পরিবৃত হইয়া প্রভাসক্ষেত্রে সমুদ্রের উত্তর-দিকে অবস্থিতা রহিয়াছেন। যে জন সেই ভূত-মাতা দেবীর এই পাপনাশক উৎপত্তি বৃত্তান্ত অব-গত হয়, তাহার কদাচ কুৎসিতা সন্ততির সমুৎপত্তি হয় না এবং ভূত-প্রেত-পিশাচাদি জনিত কোনও পরিভব ঘটে না। সে সর্ব্বপাপমুক্ত, সর্ব্ব-সৌভাগ্যযুক্ত, সর্ব্বকাল প্রাপ্ত, এবং রমণী মনোমো-হন মূর্ত্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। যে সকল মানব স্বয়ং হাস্য-পরিহাস ও কলাবিলাস দ্বারা অভয়দা ভূতমাতাদেবীর সেবা সহকারে তদীয় সম্মাননা করে, তাহারা ভ্রাতা পুত্র সুহৃদ্ ভৃত্যাদি পরিজন-বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হয়; কদাচ তাহাদিগের কোনরূপ উপসর্গ-পীড়া ঘটে না। ১০৪—১২৩।

সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৭।

অস্টসপ্তাধিক শততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—অয়ি মহাদেবি! অতঃপর রৈবতপর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে, ও সাবিত্রীর দক্ষিণদিকে অবস্থিতা শালকটঙ্কটা দেবীর সমীপে যাইবে। পৌলস্ত্যকর্তৃক প্রভাসক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিতা সেই শাল-

ভীষণাম্ ॥ ২ ॥ মহাপ্রচণ্ডদৈত্যঘ্নীং পৌলস্ত্যেন প্রতিষ্ঠিতাম্। মহিষঘ্নীং মহাকায়াং ক্ষেত্রে প্রাভাসিকে স্থিতাম্ ॥৩॥ মাঘে মাসে চতুর্দ্দশ্যাং যস্তামারাধয়েন্নরঃ। স ভবেৎ পশুমান্ ধীমাল্লক্ষ্মীবান্ পুত্রবান্ সুধীঃ ॥ ৪ ॥ যস্তাং পশুপ্রদানেন সন্তর্পয়তি ভক্তিতঃ। বলিপূজোপহারৈশ্চ স স্যাচ্ছত্রুবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শালকঙ্কটামাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৮ ॥

একোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লিঙ্গং বৈবস্বতেশ্বরম্। দেব্যা দক্ষিণদগ্‌ভাগে ধনুস্ত্রিংশকসংস্থিতম্ ॥১॥ বৈবস্বতেন মনুনা স্থাপিতং সর্ব্বকামদম্। তৎসমীপে দেবখাতং তিষ্ঠতে তু মহাদ্ভুতম্ ॥ ২ স্নাত্বা তত্র বরারোহে যস্তং পূজয়তে নরঃ। পঞ্চোপচারৈর্বিধিনা ভক্তিপ্রহ্বো জিতেন্দ্রিয়ঃ জপেদঘোরবিধিনা স্তোত্রং সিদ্ধিং স চাপ্নুয়াৎ ॥ ৩

ইতি শ্রীস্কান্দে বৈবস্বতেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৯ ॥

কটঙ্কটা দেবী মহাপাপশমনী, সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী, সর্ব্বগন্ধর্ব্বপূজিতা, স্ফুরিত-ভীষণোগ্রদশনা, মহাপ্রচণ্ডদৈত্যনাশিনী, মহিষঘাতিনী, ও মহাকায়া। যে মানব মাঘমাসে চতুর্দ্দশীতে তাঁহার আরাধনা করে, সে পশুমান্, ধীমান্, লক্ষ্মীবান্ ও পুত্রবান্ হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া পশুবলি প্রদানে তদীয় প্রীতিসাধন করে, সে শত্রুহীন হয়। ১—৫।

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৮।

ঊনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অয়ি মহাদেবি! অতঃপর বৈবস্বতেশ্বর লিঙ্গসমীপে যাইবে। ঐ লিঙ্গ দেবীর দক্ষিণদিগ্‌ভাগে অবস্থিত। ঐ তীর্থের পরিমাণ ত্রিংশৎ ধনু। বৈবস্বত মনু উক্ত সর্ব্বকামদ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উহার সমীপে একটী দেবখাত বিদ্যমান; উহা অতীব অদ্ভুত। অয়ি বরারোহে! যে জিতেন্দ্রিয় নর সেখানে স্নান করিয়া ভক্তিবিনম্রমনে বিধি-বিধানে পঞ্চোপচারে সেই লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, এবং তদন্তে অঘোর-বিধানমতে স্তোত্র পাঠ করে, সে অভিমত সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ১—৩।

ঊনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৯।

সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তত্র মাতৃগণান্ সুধীঃ। তত্রৈব বলদেবীঞ্চ নাতিদূরে ব্যবস্থিতাম্ ॥ ১ ॥ শ্রাবণ্যাং শ্রাবণে মাসি যস্তাং পূজয়তে নরঃ। পায়সৈর্ম্মধুনা বাপি দিব্যপুষ্পোপহারকৈঃ ॥ ২ ॥ তস্য বর্ষং মহাদেবি সুখং গচ্ছেৎ সুপূজিতম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মাতৃগণবলদেবীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭০ ॥

একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি দেবীমেকল্লবীরিকাম্। একল্লবীরায়াম্যে তু নাতিদূরে ব্যবস্থিতাম্ ॥ ১ ॥ পূর্ব্বং দশরথো যোঽসৌ সূর্য্যবংশবিভূষণঃ। প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য তপশ্চক্রে সুদুশ্চরম্ ॥ ২ ॥ লিঙ্গং তত্র প্রতিষ্ঠাপ্য তোষয়ামাস শঙ্করম্। স দেবং প্রার্থয়ামাস পুত্রং চৈবামিতৌজ-

---

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর সুধী-ব্যক্তি মাতৃগণসমীপে এবং তাহারই অনতিদূরস্থিতা বলদেবীর নিকট গমন করিবে। শ্রাবণ মাসের শ্রবণানক্ষত্রে যে নর পায়স, মধু ও দিব্য পুষ্পোপহার দ্বারা পূজা করে, হে দেবি! তাহার বৎসর সুখে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হয়। ১—৩।

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭০।

একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর একল্লবীরিকা দেবীর প্রান্তে গমন করিবে। একল্লবীরার দক্ষিণে অনতিদূরে এই দেবী অবস্থিতা। পূর্ব্বে দশরথ নামে জনৈক সূর্য্যবংশাবতংস রাজা ছিলেন। তিনি প্রভাসক্ষেত্রে আসিয়া দুস্তর তপস্যা করেন এবং তথায় এক শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা

সম্॥ ৩॥ দদৌ তস্য তদা পুত্রং দেবং ত্রৈলোক্যপূজিতম্। রামেতি নাম যস্যাসীৎ ত্রৈলোক্যে প্রথিতং যশঃ॥ ৪॥ যস্যাদ্যাপীহ গায়ন্তি ভূর্ভুবঃস্বর্নিবাসিনঃ। দেবদৈত্যাসুরাঃ সর্ব্বে বাল্মীক্যাদ্যা মহর্ষয়ঃ॥ ৫॥ তল্লিঙ্গস্য প্রভাবেণ প্রাপ্তং রাজ্ঞা মহদ্যশঃ। কার্ত্তিক্যাং কার্ত্তিকে মাসি বিধিনা যস্তমর্চ্চয়েৎ। দীপপূজোপহারেণ যশস্বী সোঽপি জায়তে॥ ৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দশরথেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭১॥

দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লিঙ্গং তস্তরতেশ্বরম্। তস্মাদুত্তরকোণস্থং নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্॥ ১॥ ভরতো নাম রাজাভূদাগ্নীধ্রঃ প্রথিতঃ ক্ষিতৌ। যস্যেদং ভারতং বর্ষং নাম্না লোকেষু গীয়তে॥ ২॥ স চ চক্রে তপো ঘোরং ক্ষেত্রেঽস্মিন্ পার্ব্বতি প্রিয়ে। দিব্যং বর্ষসহস্রং তু প্রতিষ্ঠাপ্য মহেশ্বরম্॥ ৩॥ পুত্রকামো নরশ্রেষ্ঠঃ পূজয়ামাস শঙ্করম্। ততস্তুষ্টঃ স ভগবান্ বরং দাতুং সমুৎসুকঃ॥ ৪॥ অষ্টৌ পুত্রান্ দদৌ তস্মৈ কন্যাং চৈকাং যশস্বিনীম্। স তু প্রাপ্যাভিলষিতং কৃতকৃত্যো নরাধিপঃ॥ ৫॥ ভারতং নবধা কৃত্বা পুত্রেভ্যঃ প্রদদৌ পৃথক্। তেষাং নামাঙ্কিতান্যেব ততো দ্বীপানি জজ্ঞিরে॥ ৬॥ ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্। নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বস্ত্বথ চারুণঃ॥ ৭॥ অয়ং তু নবমো দ্বীপঃ কুমার্য্যা সংজ্ঞিতঃ প্রিয়ে। অষ্টৌ দ্বীপাঃ সমুদ্রেণ প্লাবিতাশ্চ তথা পরে॥ ৮॥ গ্রামাদিদেশসংযুক্তাঃ স্থিতাঃ সাগরমধ্যগাঃ। এক এব স্থিতস্তেষাং কুমার্য্যাখ্যস্তু সাম্প্রতম্॥ ৯॥ বিন্দুসরঃ প্রভৃত্যেব সাগরাদ্দক্ষিণোত্তরম্। যোজনানাং সহস্রাণি নব দৈর্ঘ্যং প্রকীর্ত্তিতম্। তস্যৈতজ্জৃম্ভিতং দেবি ভরতস্য মহাত্মনঃ॥ ১১॥ ষট্পঞ্চাশদশ্বমেধান্ গঙ্গামনু চকার যঃ। যস্ত্রিংশদ্যমুনাপ্রান্তে ভরতো লোকপূজিতঃ॥ ১২॥ স চেশ্বরপ্রসাদেন মোদতে দিবি দেববৎ॥ ১৩॥ যস্তৎপ্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং ভারতং পূজয়িষ্যতি। স সর্ব্বযজ্ঞদানানাং ফলং প্রাপয়িতা ধ্রুবম্॥ ১৪॥ কার্ত্তি-

করিয়া তাহার পূজা করিতে থাকেন। অনন্তর তিনি দেবীর নিকট এক অমিতেজা পুত্র প্রার্থনা করেন। দেবী তাঁহাকে ত্রিলোকপূজিত দেবাত্মা পুত্র প্রদান করেন। এই পুত্র রাম নামে বিখ্যাত। এই রামের যশ অদ্যাপি ত্রিলোকে প্রথিত। আজও ভূর্ভুবঃস্বর্নিবাসী দেব, দৈত্য, অসুর ও বাল্মীকাদি মহর্ষিগণ রামগুণ গান করিয়া থাকেন। রাজা দশরথ লিঙ্গপ্রতিষ্ঠার ফলেই মহাযশঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমায় যে নর বিধিপূর্ব্বক দীপ ও পূজোপচার দ্বারা ঐ লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, সেও যশস্বী হইয়া থাকে।১—৬।

একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭১।

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর উক্ত লিঙ্গেরই অনতিদূরে উত্তর কোণস্থিত ভরতেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। অগ্নীধ্রনন্দন ভরত এই ক্ষিতিতলে প্রথিত নামা রাজা ছিলেন। এ জগতে তাঁহারই নামানুসারে এই ভারতবর্ষ গীত হইয়া থাকে। হে প্রিয়ে! তিনি এই ক্ষেত্রে মহেশ্বর প্রতিষ্ঠা করিয়া দিব্য সহস্র বৎসর ঘোর তপস্যা করার পর পুত্রকামী হইয়া তাঁহার পূজা করেন। পূজায় তুষ্ট হইয়া শঙ্কর তাঁহাকে বররূপে অষ্ট পুত্র ও এক যশস্বিনী কন্যা প্রদান করেন। নরপতি অভিমত বর লাভে কৃতকৃত্য হইয়া এই ভারতবর্ষকে নবধা বিভক্ত করিয়া পৃথক পৃথকরূপে পুত্রদিগকে প্রদান করেন। তাঁহাদের নামানুসারে ঐ বিভক্তাংশ দ্বীপ সকলের নাম হয়—ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব ও অরুণ। নবম দ্বীপ কুমারী সংজ্ঞায় অভিহিত। পূর্ব্বোক্ত অষ্ট দ্বীপ সমুদ্র-প্লাবিত। অপরাপর দ্বীপ সকল গ্রামাদি দেশসংযুক্ত হইয়া সাগরমধ্যে অবস্থিত। এই সকল দ্বীপের মধ্যে সম্প্রতি কুমারী দ্বীপটীই আছে। এই দ্বীপ বিন্দুসর হইতে সাগর পর্য্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে প্রসৃত। ইহার বিস্তার এক সহস্র এবং দৈর্ঘ্য নয় সহস্র যোজন। এই দ্বীপ মহাত্মা ভরতের জৃম্ভিত স্বরূপ। যিনি গঙ্গাতীরে ষট্পঞ্চাশৎবার এবং যমুনাতীরে ত্রিংশৎবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই লোকপূজিত রাজা ভরত ঈশ্বরপ্রসাদে স্বর্গে আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। যে জন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই ভারত লিঙ্গের পূজ

ক্যাং কৃত্তিকাযোগে যস্তং পশ্যতি মানবঃ। ন স পশ্যতি স্বপ্নেঽপি নরকং ঘোরদারুণম্॥ ১৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভরতেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭২॥

ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লিঙ্গানাং চ চতুষ্টয়ম্। একস্থানস্থিতানাং তু সাবিত্র্যাস্তত্র পশ্চিমে॥ ১॥ লিঙ্গানাং দ্বিতয়ং পূর্ব্বে পশ্চিমে সম্মুখদ্বয়ম্। কুশকেশ্বরনামেতি লিঙ্গং বৈ প্রথমং স্মৃতম্॥ ২॥ গর্গেশ্বরং দ্বিতীয়ং তু তৃতীয়ং পুষ্করেশ্বরম্। মৈত্রেয়েশ্বরনামেতি চতুর্থং সমুদাহৃতম্॥৩॥ এতানি যস্তু লিঙ্গানি পশ্যেদ্ভক্ত্যা জিতেন্দ্রিয়ঃ। স মুক্তঃ পাতকৈঃ সর্ব্বৈর্গচ্ছেচ্ছিবপুরং মহৎ॥ ৪॥ শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং বৈশাখে তু বিশেষতঃ। স্নানং কৃত্বা প্রযত্নেন ব্রাহ্মণাংস্তত্র ভোজয়েৎ॥ ৫॥ তেভ্যো দদ্যাদ্যথাশক্ত্যা কাঞ্চনং বসনানি চ। এবং কৃতে ভবেদ্যাত্রা পরিপূর্ণা সুরেশ্বরি॥ ৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুশকাদিলিঙ্গচতুষ্টয়মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭৩॥

চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি কুন্তীশ্বরমনুত্তমম্। সাবিত্র্যাঃ পূর্ব্বভাগস্থং খাতমধ্যে ব্যবস্থিতম্॥ ১॥ কুন্ত্যা প্রতিষ্ঠিতং দেবি ক্ষেত্রে প্রভাসিকে প্রিয়ে। পাণ্ডবাস্তু যদা পূর্ব্বং প্রভাসক্ষেত্রমাগতাঃ॥ ২॥ তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন কুন্ত্যা চৈব সমন্বিতাঃ। তস্মিন্‌কালে মহাদেবি জ্ঞাত্বা ক্ষেত্রমনুত্তমম্॥ ৩॥ কুন্ত্যা প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং সর্ব্বপাপভয়াপহম্। কার্ত্তিক্যাং তু বিশেষেণ যস্তং পূজয়তে নরঃ। স সর্ব্বকামতৃপ্তাত্মা রুদ্রলোকে মহীয়তে॥ ৪॥ বাচিকং মানসং পাপং কর্ম্মণা যদুপার্জ্জিতম্। তৎসর্ব্বং নশ্যতে দেবি তস্য লিঙ্গস্য দর্শনাৎ॥ ৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুন্তীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭৪॥

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি পুণ্যমর্কস্থলং শুভম্। তস্মাদাগ্নেয়কোণস্থং সর্ব্বপাতকনাশনম্॥

করিবে, সে নিশ্চিতই সর্ব্ব দান-যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। যে মানব কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় উক্ত লিঙ্গ দর্শন করে, সে স্বপ্নেও কদাচ নরক দর্শন করে না।১—১৫।

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৭২

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব একস্থানস্থিত লিঙ্গচতুষ্টয়সন্নিধানে গমন করিবে। এই লিঙ্গচতুষ্টয় সাবিত্রীর পশ্চিমে অবস্থিত। লিঙ্গচতুষ্টয় মধ্যে পূর্ব্বে দুইটী ও পশ্চিমে দুইটী এইরূপ যুগ্মভাবে বিরাজিত। প্রথম লিঙ্গের নাম কুশকেশ্বর, দ্বিতীয়ের নাম গর্গেশ্বর, তৃতীয়ের নাম পুষ্করেশ্বর এবং চতুর্থের নাম মৈত্রেয়েশ্বর। যে মানব জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই লিঙ্গচতুষ্টয় দর্শন করে, সে নিষ্পাপ হইয়া শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। যে জন শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীদিনে বিশেষত বৈশাখ মাসে ঐ স্থানে স্নান করিয়া যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করায় এবং যথাশক্তি তাঁহাদিগকে বসন ও কাঞ্চন দান করে, তাহার যাত্রফললাভ হয়।১—৬।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৩

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব কুন্তীশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ সাবিত্রীর পূর্ব্বভাগে খাতমধ্যে অবস্থিত। পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ যখন তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে কুন্তীদেবীর সহিত প্রভাসক্ষেত্রে গমন করেন, তখন তিনি উত্তম স্থান জ্ঞানে এই স্থানে এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যে নর বিশেষতঃ কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় এই লিঙ্গের পূজা করে, সে সর্ব্ব কামতৃপ্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। এই লিঙ্গ দর্শন করিলে কায়মনোবাক্যে যে সকল পাপ অর্জ্জন করা যায়, তৎসমস্তই বিনষ্ট হয়।১—৫।

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৪।

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের অগ্নিকোণস্থ সর্ব্ব পাতকহর শুভ পুণ্য অর্ক-

১। তং দৃষ্ট্বা মানুষো দেবি ন শোচ্যঃ সম্প্রজায়তে। সপ্ত জন্মানি দেবেশি দারিদ্র্যং নৈব জায়তে। ২। কুষ্ঠানি নাশমায়ান্তি তং দৃষ্ট্বা দশধা প্রিয়ে। গো-শতস্য প্রদত্তস্য কুরুক্ষেত্রেষু যৎফলম্। ৩। তৎ ফলং সমবাপ্নোতি দৃষ্ট্বা চার্কস্থলং রবিম্। স্নাত্বা ত্রিসঙ্গমে তীর্থে সপ্তৈব রবিবাসরান্। ৪। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু মহিষীং তত্র দাপয়েৎ। দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু স্বর্গলোকে মহীয়তে। ৫।

ইতি শ্রীস্কান্দেঽর্কস্থলমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৭৫।

ষট্সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি সিদ্ধেশ্বরমিতি স্মৃতম্। অর্কস্থলাত্তথাগ্নেয্যাং নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্। ১। অষ্টাদশসহস্রাণি ঋষীণামূর্দ্ধরেতসাম্। তস্মিল্লিঙ্গে তু সিদ্ধানি সিদ্ধেশ্বরমতঃ স্মৃতম্। ২। স্নাত্বার্চ্চয়েন্নরো ভক্ত্যা সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ। সম্পূজ্য বিধিবদ্দেবং দদ্যাদ্বিপ্রেষু দক্ষিণাম্। সর্ব্বকামসমৃদ্ধস্তু স যাতি পরমং পদম্। ৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে সিদ্ধেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৭৬।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্যৈব পূর্ব্বদিগ্ভাগে লকুলীশস্তু মূর্ত্তিমান্। স্বয়ং তিষ্ঠতি দেবেশি কৃত্বা ঘোরং তপঃ পুরা। ১। সংস্থিতঃ পাপশমনে তত্র স্থানে স্থলোপরি। কার্ত্তিক্যাং কৃত্তিকাযোগে যস্তং পূজয়তে নরঃ। ২। স পূজ্যতে মহাদেবি সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ। ৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে লকুলীশমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৭৭।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তস্মাদ্দক্ষিণতঃ স্থিতম্। ভার্গবেশ্বরনামানং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥

স্থলে গমন করিবে। হে দেবি! তদ্দর্শনে মানুষ কখন শোকভাজন হয় না। সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত তাহার দারিদ্র্য দুঃখ থাকে না। প্রিয়ে! ঐ অর্কস্থল দর্শনে দশবিধ কুষ্ঠই নষ্ট হয়। কুরুক্ষেত্রে শত গোদানে যে ফল হয়, অর্কস্থলে রবিদর্শনে সেই ফলই হইয়া থাকে। ত্রিসঙ্গম তীর্থে স্নান করিয়া সপ্ত রবিবার মহিষী দান করিবে। এইরূপ কার্য্যে নর দিব্য সহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে বিহার করিতে পারে। ১—৫।

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৫

ষট্সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর অর্কস্থলের অগ্নিকোণে অনতিদূরস্থিত প্রসিদ্ধ সিদ্ধেশ্বরাখ্য লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। অষ্টাদশ সহস্র ঊর্দ্ধরেতা ঋষি ঐ লিঙ্গে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া পরবর্ত্তী কালে উহা সিদ্ধেশ্বরাখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। জিতেন্দ্রিয় উপবাসী নর স্নানান্তে ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি ঐ লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া অর্চ্চনান্তে বিপ্রগণকে দক্ষিণা দিবে। এই কার্য্যের ফলে সে সর্ব্বকামসমৃদ্ধ হইয়া পরম পদে প্রয়াণ করিবে। ১—৩।

ষট্সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৬।

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের পূর্ব্বদিকে সাক্ষাৎ লকুলীশ দেব অবস্থান করিতেছেন। হে দেবেশি! পুরাকালে কঠোর তপস্যা করিয়া তিনি পাপ শমনার্থ তত্রত্য স্থলোপরি নিজেই অবস্থিত হইয়াছিলেন। কার্ত্তিক মাসের কৃত্তিকানক্ষত্রদিনে যে নর তাঁহার পূজা করে, সুরাসুর সকলের নিকটেই সে পূজিত হইয়া থাকে। ১—৩।

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৭।

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর উক্ত লিঙ্গের দক্ষিণদিক্স্থিত ভার্গবেশ্বর নামক সকল

১। যস্তং পূজয়তে দেবি দিব্যপুষ্পোপহারকৈঃ। স ভবেৎ কৃতকৃত্যস্তু সর্ব্বকামৈঃ সমৃদ্ধিমান্। ২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভার্গবেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টসপ্তাত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭৮॥

একোনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লিঙ্গং পাপপ্রণাশনম্। সিদ্ধেশাদ্দক্ষিণে কোণে ধনুষাং ত্রিতয়ে স্থিতম্। মাণ্ডব্যেশ্বরনামানং মহাপাতকনাশনম্। ১। মাঘে মাসে চতুর্দ্দশ্যাং পূজাং জাগরণং তথা। কুর্য্যাদ্যোঽজিতেন্দ্রিয়ো মর্ত্ত্যো ন স মর্ত্ত্যে পুনর্ব্রজেৎ। ২।

ইতি শ্রীস্কান্দে মাণ্ডব্যেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭৯॥

অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তত্রৈব সংস্থিতং পশ্যেৎ পুষ্পদন্তেশ্বরং শুভম্। পুষ্পদন্তেশ্বরো নাম গণেশঃ শঙ্করস্য তু। ১। তেন তপ্তং তপো ঘোরং তত্র লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ২। তং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে জন্তুর্জন্মসংসারবন্ধনাৎ। প্রাপ্নুয়াদীপ্সিতান্ কামানিহ লোকে পরত্র চ। ৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে পুষ্পদন্তেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮০॥

একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি ক্ষেত্রপেশ্বরমুত্তমম্। সিদ্ধেশ্বরসমীপস্থং পূর্ব্বস্মিন্নাতিদূরতঃ।
১ তং দৃষ্ট্বা শুক্লপঞ্চম্যাং ন চ নাগৈঃ স দশ্যতে
২। পূজয়েত্তং বিধানেন গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ। ভোজয়েদ্ব্রাহ্মণান্ শক্ত্যা ভক্ষ্যভোজ্যৈরনেকশঃ। ৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে ক্ষেত্রপালেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮১॥

দ্ব্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো মাতৃগণান পশ্যেদ্বসুনন্দাদিনামতঃ। অর্কস্থলসমীপস্থান দক্ষিণে নাতিদূরতঃ॥

দুরিতহর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। হে দেবি! যে নর দিব্য দিব্য পুষ্পোপহার দ্বারা এই লিঙ্গের পূজা করে, সে কৃতকৃত্য হয়। তাহার সর্ব্বকামসমৃদ্ধি লাভ হয়। ১—২।

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৮।

ঊনাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর সিদ্ধেশ্বরের দক্ষিণ কোণে ত্রিধনুর্দূরে মাণ্ডব্যেশ্বর নামক মহাপাতকহর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। যে জিতেন্দ্রিয় মানব মাঘ মাসের চতুর্দ্দশীতে ঐ লিঙ্গের পূজা ও রাত্রিজাগরণ করে, তাহাকে আর এ মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ১— ।

ঊনাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৯।

অশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! ঐ স্থানেই শুভ পুষ্পদন্তেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিবে। পুষ্পদন্ত নামে শঙ্করের এক গণাধিনায়ক ঐ স্থানে ঘোর তপস্যা করিয়া লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই লিঙ্গ দর্শনে জীব সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং ইহ পরকালে ঈপ্সিত কাম সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১—৩।

অশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮০।

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর সিদ্ধেশ্বরের পূর্ব্বদিকে অনতিদূরস্থ উত্তম ক্ষেত্রপেশ্বরসমীপে গমন করিবে। শুক্ল পঞ্চমীদিনে ক্ষেত্রপেশ্বরকে দর্শন করিলে কদাচ নাগদষ্ট হইতে হয় না। গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা যথাবিধি তাঁহার পূজা করিতে হয় এবং পূজান্তে বহুবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা যথাশক্তি ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করান কর্ত্তব্য। ১—৩।

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮১।

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর অর্কস্থলের সমীপে দক্ষিণে অনতিদূরে বসুনন্দাদি নামক মাতৃগণকে

১॥ শ্বযুক্শুক্লপক্ষে তু নবম্যাং নিয়তাত্মবান্। যস্তাঃ পূজয়তে মাতৄর্ব্বিধিনা ভাবিতাত্মবান॥ ২॥ স সমৃদ্ধিমবাপ্নোতি দুষ্প্রাপামকৃতাত্মভিঃ। তত্রৈব সংস্থিতং পশ্চেচ্ছ্রীমুখং বিবরপ্রিয়ম্॥ ৩॥ তস্মিন্নেব দিনে পূজ্যং সিদ্ধিকামৈর্নরৈঃ সদা। এতৎ পূর্ব্বং ময়াখ্যাতং তব বিস্তরতঃ প্রিয়ে॥ ৪॥ তস্মিন্নেব দিনে পূজ্যং তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গতঃ॥ ৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বসুনন্দামাতৃগণশ্রীমুখবিবরমাহাত্ম্য-বর্ণনং নাম দ্বাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৮২॥

—

ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি মিত্রতীর্থমনুত্তমম্। ত্রিসঙ্গমেতি বিখ্যাতং সৌরং তীর্থমনুত্তমম্॥ ১॥ সরস্বতী হিরণ্যা চ সমুদ্রশ্চৈব ভামিনি। ত্রয়াণাং সঙ্গমো যত্র দুষ্প্রাপ্যো দৈবতৈরপি॥ ২॥ সর্ব্বেষাং তত্র তীর্থানাং প্রধানং তীর্থমুত্তমম্। সূর্য্যপর্ব্বণি সম্প্রাপ্তে কুরুক্ষেত্রাদ্বিশিষ্যতে॥ ৩॥ স্নানং দানং জপস্তত্র সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ॥ ৪॥ মঙ্কীশ্বরান্মহাদেবি যাবল্লিঙ্গং কৃতস্মরম্। এতস্মিন্নন্তরে দেবি তীর্থানাং দশকোটয়ঃ॥ ৫॥ কৃমিকীটপতঙ্গাশ্চ শ্বপচা বা নরাধমাঃ। সোঽপি স্বর্গমবাপ্নোতি কিং পুনর্ভাবিতাত্মবান্॥ ৬॥ তত্র পীতানি বস্ত্রাণি কাঞ্চনং সুরভিস্তথা। ব্রাহ্মণায় প্রদাতব্যা সম্যগ্-যাত্রাফলেপ্সুভিঃ॥ ৭॥ কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং স্নাত্বা যস্তর্পয়েৎ পিতৄন্। তর্পিতাঃ পিতরস্তেন যাবচ্চন্দ্রার্ক-তারকম্॥ ৮॥ এতত্ত্রিসঙ্গমং দেবি মহাপাতক-নাশনম্। দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু বৈশাখ্যান্তু বিশেষতঃ॥ ৯॥ বৃষোৎসর্গো বিশেষেণ তত্র কার্য্যো নরোত্তমৈঃ। সর্ব্বপাপবিনাশায় পিতৄণাং প্রীতয়ে প্রিয়ে॥ ১০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ত্রিসঙ্গমমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্র্যশী-ত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮৩।

—

চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি মঙ্কীশ্বর-মনুত্তমম্। ত্রিসঙ্গমসমীপস্থং সর্ব্বপাতকনাশনম্॥ ১॥ মঙ্কীনাম ঋষিঃ পূর্ব্বমাসীৎ স তপতাং বরঃ। স চ জ্ঞাত্বা মহাক্ষেত্রং প্রভাসং

দর্শন করিবে। আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষীয় নবমী-দিনে যে নিয়তাত্মা ভাবিতাত্মা নর ঐ মাতৃগণকে বিধিমত পূজা করে, তাহার এমন সমৃদ্ধি লাভ হয় যাহা অকৃতাত্মা প্রাপ্ত হইতে পারে না। ঐ স্থানেই বিবরপ্রিয় শ্রীমুখ দর্শন করিবে এবং সিদ্ধি-কামী নর ঐ দিবসেই তাঁহার পূজা করিবে। হে প্রিয়ে! এই শ্রীমুখবৃত্তান্ত তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে পূর্ব্বেই তোমার নিকট বিস্তৃতরূপে বলিয়াছি।১—৫।

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৮২

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর অনুত্তম মিত্রতীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ উত্তম সৌর-তীর্থ; ইহা ত্রিসঙ্গমাখ্যায় অভিহিত। হে ভামিনি! সরস্বতী হিরণ্যা ও সমুদ্র এতত্ত্রয়ের সঙ্গম দেব-গণেরও দুষ্প্রাপ্য। ইহা সর্ব্বতীর্থের প্রধান তীর্থ। এই তীর্থ সূর্য্যপর্ব্বে কুরুক্ষেত্র হইতেও বিশিষ্ট। স্নান, দান, জপ, সকলই হেথায় কোটিগুণ হইয়া থাকে। হে মহাদেবি! মঙ্কীশ্বর হইতে কৃতস্মর লিঙ্গ পর্য্যন্ত এই তীর্থের বিস্তৃতি। এই তীর্থ-মধ্যে দশকোটি তীর্থ বিদ্যমান। কৃমি, কীট, পতঙ্গ বা নরাধম শ্বপচ—এ তীর্থবৈভবে সকলেই স্বর্গ-প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা ভাবিতাত্মা, তাঁহাদের আর কথা কি? সম্যক্ যাত্রাফলেচ্ছু মানব এই তীর্থে ব্রাহ্মণদিগকে পীত বস্ত্র, কাঞ্চন ও সুরভি দান করিবেন। কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে এ তীর্থে স্নান করিয়া যে নর পিতৃপুরুষদিগের তর্পণ করে, আচন্দ্রার্কতারক তাহার পিতৃগণ তর্পিত হইয়া থাকেন। হে দেবি! এই ত্রিসঙ্গম মহাপাতকহর ত্রিলোকদুর্লভ, বিশেষত বৈশাখে ইহা আরও দুর্লভ। নরশ্রেষ্ঠগণ এ তীর্থে সর্ব্ব পাপক্ষালন ও পিতৃগণের প্রীণনার্থ বিশেষরূপে বৃষোৎসর্গ করিবেন।১—১০।

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৮৩।

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর ত্রিসঙ্গমসমীপস্থ সকল দুরিতহর মঙ্কীশ্বরসমীপে গমন করিবে। পূর্ব্বে মঙ্কী নামক ঋষি এই উত্তম স্থান প্রভাস শঙ্করপ্রিয় জানিয়া মহেশ্বর প্রতিষ্ঠা-

শঙ্করপ্রিয়ম্॥ ২॥ অতপদ্বৈ তপো ঘোরং কন্দমূলফলাশনঃ। বর্ষাণাময়ুতং সাগ্রং প্রতিষ্ঠাপ্য মহেশ্বরম্॥ ৩॥ ততস্তুষ্টো মহাদেবো দদৌ প্রীতো বরং তদা। স বব্রে যদি তুষ্টোঽসি অস্মিন্ স্থানে স্থিতো ভব॥ ৪॥ মন্নামাঙ্কিতলিঙ্গস্থ বস কল্পাযুতাযুতম্। এবমস্ত্বিত্যথেত্যুক্তা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ৫॥ তদাপ্রভৃতি তল্লিঙ্গং মঙ্কীশ্বরমিতি শ্রুতম্। মাঘে মাসি ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যামথাপি বা॥ ৬॥ পূজ্যাঃ পঞ্চোপচারেণ প্রাপ্নুয়াদীপ্সিতং ফলম্। গোদানং তত্র বৈ দেয়ং সম্যগ্‌যাত্রাফলেপ্সুভিঃ॥ ৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মঙ্কীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৮৪॥

পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি দেবমাতরমব্যয়াম্। মঙ্কীশান্নৈর্ঋতে ভাগে গৌরীরূপসমাশ্রিতম্। দেবমাতা সরস্বত্যা নাম লোকেষু গীয়তে॥ ১॥ পাদুকাসনসংস্থা চ তত্র দেবী সরস্বতী। গৌরীরূপেণ সা তত্র বড়বাশ্রিতবিগ্রহা॥ ২॥ মাতৃবদ্রক্ষিতা দেবি বাড়বানলভীতিতঃ। দেবমাতেতি লোকেঽস্মিংস্ততঃ সা বিবুধৈঃ কৃতা॥ ৩॥ মাঘে মাসি তৃতীয়ায়াং যস্তামর্চ্চয়তে নরঃ। নারী বা সংযতা সাধ্বী সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥ ৪॥ দম্পতী ভোজয়েদ্‌যস্তু পায়সৈঃ শর্করাদিভিঃ। গৌরীসহস্রভোজ্যস্য দত্তস্য ফলমাপ্নুয়াৎ॥ ৫॥ সুবর্ণপাদুকা দেয়া তত্র বিপ্রায় শীলিনে॥ ৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দেবমাতৃগৌরীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮৫॥

ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি নাগস্থানমনুত্তমম্। মঙ্কীশাৎপশ্চিমে ভাগে সঙ্গমত্রিতয়ং গতম্॥ ১॥ পাপঘ্নং সর্ব্বজন্তূনাং পাতালবিবরং মহৎ॥ ২॥ বলভদ্রঃ পুরা দেবি শ্রুত্বা কৃষ্ণস্য পঞ্চতাম্। ভল্লতীর্থে তু ভল্লেন ততঃ প্রভাসমাগতঃ॥ ক্ষেত্রং মহাপ্রভাবং হি জ্ঞাত্বা সর্ব্বার্থসিদ্ধিদম্।

পূর্ব্বক কন্দমূলফলাশনে ঐ স্থানে সপাদ অযুত বর্ষকাল যাবৎ তপস্যা করিয়াছিলেন। অনন্তর মহাদেব তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করেন। মঙ্কী বলেন,—দেব যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই স্থানে অবস্থান করুন। মদীয় নামাঙ্কিত লিঙ্গরূপে অযুত অযুত কল্পকাল এই স্থানে বাস করিতে থাকুন। মহাদেব তাহাতে 'এবমস্তু' বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। সেই হইতে ঐ লিঙ্গ মঙ্কীশ্বর নামে বিখ্যাত হইল। মাঘমাসের ত্রয়োদশী বা চতুর্দ্দশীতে পঞ্চ উপচার দ্বারা ঐ লিঙ্গের পূজা করিতে হয়। এইরূপ পূজায় ঈপ্সিত ফল লাভ হইয়া থাকে। সম্যক্ যাত্রাফলেপ্সু ব্যক্তির ঐ ক্ষেত্রে গোদান করা কর্ত্তব্য। ১—৭।

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৪।

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর অব্যয়া দেবমাতার নিকট গমন করিবে। মঙ্কীশ্বরের নৈর্ঋতভাগে দেবী দেবমাতা গৌরীরূপ ধারণ করিয়া অবস্থিতা; লোকে সরস্বতীর নামেই দেবমাতা গীত হইয়া থাকেন। তথায় দেবী সরস্বতী পাদুকাসনে অবস্থিতা, তিনিই গৌরীরূপে বড়বাধিষ্ঠিতা, বড়বানলের ভয় হইতে দেবগণকে তিনি মাতার ন্যায় রক্ষা করিয়াছিলেন; এই জন্য বিবুধগণ তাঁহাকে দেবমাতা নামে কীর্ত্তন করেন। মাঘমাসের তৃতীয়ায় যে নর বা সংযমশীলা সাধ্বী নারী তাঁহার অর্চ্চনা করে, তাহারা সর্ব্বকাম লাভ করিয়া থাকে। যে নর পায়স কিম্বা শর্করাদির দ্বারা তথায় দম্পতী ভোজন করায়, সে গৌরীসহস্র ভোজনের ফল লাভ করে। ঐ ক্ষেত্রে শীলসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে সুবর্ণপাদুকা প্রদান করিতে হয়। ১—৬।

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৫।

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর মঙ্কীশ্বরের পশ্চিমে ত্রিসঙ্গমগত উত্তম নাগস্থানে গমন করিবে। এই স্থান সর্ব্ব জীবের পাপহর এবং ইহা একটা বৃহৎ পাতালবিবর। হে দেবি! পূর্ব্বে ভল্লতীর্থে ভল্লাঘাতে কৃষ্ণ পঞ্চত্ব পাইয়াছেন শুনিয়া বলভদ্র প্রভাসক্ষেত্রে আগমন করেন এবং সেই ক্ষেত্রের সর্ব্ব-সিদ্ধিজনকত্ব ও মহামাহাত্ম্য

যাদবানাং ক্ষয়ং কৃত্বা ততো বৈরাগ্যমেযিবান্॥ ৪॥ শেষনাগেশরূপেণ নিষ্ক্রম্য চ শরীরতঃ। গচ্ছন্ গচ্ছংস্তদা প্রাপ্য তীর্থং ত্রৈসঙ্গমং পরম্॥ ৫॥ পাতালস্য তদা দৃষ্ট্বা দ্বারং বিবররূপকম্। প্রবিষ্টোঽথ জগামাশু যত্রানন্তঃ স্বয়ং স্থিতঃ॥ ৬॥ যতো নাগস্বরূপেণ স্থানেঽস্মিংশ্চ সমাবিশৎ। তৎপ্রভৃত্যেব দেবেশি নাগস্থানমিতি শ্রুতম্॥ ৭॥ নাগরাদিত্যপূর্ব্বেণ যত্র কায়ো বিসর্জ্জিতঃ। তদদ্যাপি প্রসিদ্ধং বৈ শেষস্থানমিতি শ্রুতম্॥ ৮॥ অতঃ স্নাত্বা মহাদেবি তত্র তীর্থে ত্রিসঙ্গমে। নাগস্থানং সমভ্যর্চ্য পঞ্চম্যামকৃতাশনঃ॥ ৯॥ শ্রাদ্ধং কৃত্বা যথাশক্ত্যা দত্ত্বা বিপ্রায় দক্ষিণাম্। বিমুক্তঃ সর্ব্বদুঃখেভ্যো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি॥ ১০॥ পায়সং মধুসম্মিশ্রং ভক্ষ্যভোজ্যৈঃ সমন্বিতম্। শেষনাগং সমুদ্দিশ্য বিপ্রং যস্তত্র ভোজয়েৎ। কোটিভোজ্যকৃতং তেন জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নাগস্থানমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮৬॥

অবগত হন। অনন্তর যাদবগণের ক্ষয় সাধনে তিনি বৈরাগ্য লাভ করেন। পরে বলভদ্র শেষনাগরূপে শরীর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক যাইতে যাইতে ঐ পরম সঙ্গম তীর্থ প্রাপ্ত হন। তখন এক বিবররূপী পাতাল দ্বার তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তিনি সেই পথে প্রবেশ করিয়া সাক্ষাৎ অনন্তের অবস্থিতিস্থানে গমন করেন। হে দেবি! বলরাম নাগরূপে এই স্থান দিয়া প্রবেশ করিয়া ছিলেন বলিয়া তখন হইতে ইহা নাগস্থান নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। নাগরাদিত্যের পূর্ব্বে যথায় তাঁহার দেহবিসর্জ্জন হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি শেষস্থান নামে অভিহিত হইতেছে। অতএব হে মহাদেবি! ঐ ত্রিসঙ্গমতীর্থে স্নান করিয়া উপবাসী নর পঞ্চমীতে নাগস্থানের অর্চ্চনা, তথায় শ্রাদ্ধ এবং যথাশক্তি ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দান করিয়া সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইবে এবং অন্তে রুদ্রলোকে গমন করিবে। যে ব্যক্তি ঐ স্থানে ভক্ষ্য-ভোজ্য-সমন্বিত মধুমিশ্র পায়স—শেষ নাগোদ্দেশে একটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়, তাহাতে তাহার কোটিব্রাহ্মণভোজনের ফল লাভ হয়।১-১১।

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৬।

সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি সর্ব্বকামফলপ্রদম্। প্রভাসপঞ্চকং পুণ্যমাদ্যং তত্র ব্যবস্থিতম্॥ ১॥ তস্যৈব পশ্চিমে ভাগে প্রভাস ইতি চোচ্যতে। বৃদ্ধপ্রভাসশ্চ ততো দক্ষিণে নাতিদূরতঃ॥ ২॥ জলপ্রভাসশ্চ ততো দক্ষিণেন বরাননে। কৃতস্মরপ্রভাসশ্চ শ্মশানং যত্র ভৈরবম্॥ ৩॥ এবং পঞ্চপ্রভাসান্ যঃ পশ্যেদ্ভক্ত্যা সমন্বিতঃ। স যাতি পরমং স্থানং জরামরণবর্জ্জিতম্॥ ৪॥ ন নিবর্ত্ততি যৎপ্রাপ্য দুষ্প্রাপ্যং ত্রিদশৈরপি। প্রভাসং প্রথমং তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্॥ ৫॥ দেবানামপি দুষ্প্রাপ্যং মহাপাতকনাশনম্। প্রভাসে ত্বেকরাত্রেণ অমাবাস্যাং কৃতোদকঃ॥ ৬॥ মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ শিবলোকং স গচ্ছতি। সপ্তজন্মকৃতং পাপং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে॥ ৭॥ জন্মনাং চ সহস্রেণ যৎ পাপং কুরুতে নরঃ। স্নানাদেবাস্য নশ্যেত সাগরে লবণাম্ভসি॥ ৮॥ চতুর্দ্দশ্যামমাবস্যাং পঞ্চদশ্যাং বিশেষতঃ। অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা ব্রাহ্মণান্ ভোজ্য শক্তিতঃ॥ ৯॥ দত্ত্বা গাং কাঞ্চনং তেভ্যঃ শিবঃ প্রীতো ভবত্বিতি। এবং কৃত্বা নরো

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর সর্ব্ব কামফলপ্রদ পবিত্র প্রভাসপঞ্চকে গমন করিবে। প্রথমে আদ্য প্রভাস, তৎপশ্চিমে প্রভাস, তদনন্তর বৃদ্ধ প্রভাস, তাহার দক্ষিণে অনতিদূরে জলপ্রভাস এবং ইহার দক্ষিণভাগে ভীষণ শ্মশানযুক্ত কৃতস্মর প্রভাস। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই পঞ্চপ্রভাস দর্শন করে, তাহার জরামরণবর্জ্জিত পরমপদ লাভ হয়; সে আর সে পদ হইতে নিবৃত্ত হয় না। তাহার প্রাপ্য পদ দেবগণেরও দুর্লভ। প্রথম প্রভাস তীর্থ ত্রিলোকবিশ্রুত। এই মহাপাতকহর তীর্থ দেবগণেরও দুর্ল্লভ। প্রভাসে একবার অবস্থান করিয়া অমাবস্যায় তর্পণ করিলে মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন করে। গঙ্গাসাগরসঙ্গমে মানবের সপ্তজন্মার্জ্জিত পাতক নষ্ট হয়। আর লবণসাগরে স্নানমাত্রেই মানবের সহস্রজন্মার্জ্জিত পাপ প্রনষ্ট হইয়া থাকে। চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, বিশেষতঃ পূর্ণিমায় অহোরাত্র উপবাস করিয়া যথাশক্তি ব্রাহ্মণভোজনান্তে "শিব প্রীত হউন" এই বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে গাভী ও কাঞ্চন দান করিবে।

দেবি কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥ ১০ ॥ দেব্যুবাচ। প্রভাসপঞ্চকং হ্যেতদ্‌যত্ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতম্। কথমত্র সমুদ্ভূতমেতন্মে কৌতুকং মহৎ ॥ ১১ ॥ এক এব শ্রুতোঽস্মাভিঃ প্রভাসস্তীর্থবাসিতঃ। প্রভাসাঃ পঞ্চ দেবেশ যত্ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১২ ॥ এতন্মে সংশয়ং সর্ব্বং যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥ ১৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশনীম্। যাং শ্রুত্বা মানবো ভক্ত্যা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥১৪॥ পুরা মহেশ্বরো দেবশ্চচার বসুধামিমাম্। দিব্যরূপধরঃ কান্তো দিগ্বাসাঃ স যদৃচ্ছয়া ॥ ১৫ ॥ এবং চ রমমাণস্তু ঋষীণামাশ্রমং মহৎ। জগাম কৌতুকাবিষ্টো ভিক্ষার্থং দারুকে বনে ॥ ১৬ ॥ ভ্রমমাণস্য তস্যাথ দৃষ্ট্বা রূপমনুত্তমম্। তা নার্য্যঃ কামসন্তপ্তা বভূবুর্ব্যথিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১৭ ॥ সানুরাগাস্ততঃ সর্ব্বা অনুগচ্ছন্তি তং সদা। সমালিঙ্গন্তি তাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চ বীক্ষন্তি রাগতঃ ॥ ১৮ ॥ প্রার্থয়ন্তি তথা চান্যাঃ পরিত্যজ্য গৃহান্ স্বকান্ ॥ ১৯ ॥ এবং তাসাং স্বরূপং তে দৃষ্ট্বা সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ। কোপেন মহতা যুক্তাঃ শেপুস্তং বৃষভধ্বজম্ ॥ ২০ ॥ যস্মাত্ত্বং নগ্নতামেত্য আশ্রমেঽস্মিন্ সমাগতঃ। মোহয়ানঃ স্ত্রিয়োঽস্মাকং লজ্জাং নৈবং করোষি চ। তস্মাত্তে পততাল্লিঙ্গং সদ্য এব বৃষধ্বজ ॥ ২১ ॥ ততস্তৎ পতিতং লিঙ্গং তৎক্ষণাচ্ছঙ্করস্য চ। তস্মিন্ প্রপতিতে ভূমৌ প্রাকম্পত বসুন্ধরা ॥ ২২ ॥ ক্ষুভিতাঃ সাগরাঃ সর্ব্বে মর্য্যাদাং বিজহুস্তদা। শীর্ণানি গিরিশৃঙ্গাণি ত্রস্তাঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ ॥ ২৩ ॥ ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সমহোরগকিন্নরাঃ। ঊচুঃ পিতামহং গত্বা কিমেতৎ কারণং বিভো ॥ ২৪ ॥ সাগরাঃ ক্ষুভিতা যেন প্লাবয়ন্তি বসুন্ধরাম্। শীর্য্যন্তে গিরিশৃঙ্গাণি কম্পতে চ বসুন্ধরা ॥ ২৫ ॥ চিহ্নানি লোকনাশায় দৃশ্যন্তে দারুণানি চ। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মলোকে পিতামহঃ ॥ ২৬ ॥ ধ্যাত্বা তু সুচিরং কালং বাক্যমেতদুবাচ হ। শিবলিঙ্গং নিপাতিতং পৃথিব্যাং সুরসত্তমাঃ ॥ ২৭ ॥ শাপেন ঋষিমুখ্যানাং ভার্গবাণাং মহাত্মনাম্। তস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ২৮ ॥ এতদবস্থতাং প্রাপ্তং তস্মাত্তত্র গম্যতাম্। বিষ্ণুনা সহ গীর্ব্বাণাস্তথা নীতি-

---

হে দেবি! নর এইরূপ করিয়া তাহার শতকুল উদ্ধার করিতে পারে। ১-১০। দেবী কহিলেন,—আপনি যে প্রভাসপঞ্চকের কথা কহিলেন,—ইহা কিরূপেউদ্ভূত হইল, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করুন। হে দেবেশ! আমরা তীর্থরূপে একই প্রভাসের কথা শুনিয়াছি, আপনি এক্ষণে পঞ্চ প্রভাসের কথা কহিলেন। ইহা আমার বড়ই সংশয়ের বিষয়। আপনি যথাযথ ব্যক্ত করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! পাপপ্রণাশিনী কথা শ্রবণ কর। মানব ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুরাকালে দেব মহেশ্বর দিব্যরূপধর কমনীয় দিগম্বররূপে যদৃচ্ছাক্রমে সমগ্র বসুধা বিচরণ করেন। এইরূপে বিচরণ করিতে করিতে তিনি একদা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া ভিক্ষার্থ দারুবনে ঋষিগণের আশ্রমে গমন করিলেন। আশ্রমে ভ্রমণ কালীন ঋষিপত্নীরা তাঁহার অপূর্ব্বরূপ দেখিয়া কামসন্তাপে বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পড়েন। তাঁহারা অনুরাগভরে সকলেই সেই দিগম্বরের অনুসরণ করেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে জড়াইয়া ধরেন, কেহ কেহ বা তৎপ্রতি সানুরাগ দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, অপর কেহ কেহ স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যভাবে তাঁহাকেই প্রার্থনা করেন। ঋষিগণ পত্নীগণের এবম্বিধ ভাববিপর্য্যয় দেখিয়া মহাকোপান্বিত হন এবং বৃষধ্বজকে এইরূপে অভিসম্পাত করেন যে, তুমি নগ্নাবস্থায় আমাদের আশ্রমে আসিয়া, আমাদের ভার্য্যাদিগকে মোহিত করিয়াছ, লজ্জা কিছুমাত্র কর নাই, অতএব সদ্যই তোমার লিঙ্গ পতিত হোক। ঋষিগণ এইরূপ অভিসম্পাত করিলে শঙ্করের লিঙ্গ ভূপতিত হইল। লিঙ্গপতনে বসুধা কম্পিতা হইলেন; সাগর সকল ক্ষুভিত হইয়া মর্য্যাদা উলঙ্ঘন করিল; গিরিশৃঙ্গ সকল শীর্ণ হইল এবং দেবগণ ত্রস্ত হইলেন। অনন্তর দেব, গন্ধর্ব, মহোরগ ও কিন্নরগণ পিতামহসমীপে গমন করিয়া বলিলেন,—বিভো! একি! সাগর সকল ক্ষোভিত হইয়া বসুধা প্লাবিত করিল; গিরিশৃঙ্গ সকল শীর্ণ হইল; বসুধা কম্পিত হইলেন; ফলতঃ লোকসংহারের দারুণ চিহ্ন সকলই দেখা যাইতেছে। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ কাল ধ্যান করিলেন। ধ্যানান্তে বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! ভৃগুবংশীয় মহাত্মা ঋষিশ্রেষ্ঠগণের অভিশাপ বশতঃ পৃথিবীতে শিবলিঙ্গ পতিত হইয়াছে। সেই লিঙ্গপতনে চরাচর ত্রৈলোক্য এতদবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব

র্বিধীয়তাম্ ॥ ২৯॥ ততঃ ক্ষীরোদধিং জগ্মুর্ব্রহ্মাদ্যা স্ত্রিদিবৌকসঃ। যত্র শেতে চতুর্ব্বাহুর্যোগনিদ্রাঙ্কসঙ্গতঃ ॥ ৩০ ॥ তস্মৈ সর্ব্বং সমাচখ্যুস্তেনৈব সহিতাস্ততঃ। জগ্মুর্যত্র মহাদেবো লিঙ্গেন রহিতো বিভুঃ ॥ ৩১ ॥ উচুঃ সমাহিতাঃ সর্ব্বে প্রণিপত্য দিবৌকসঃ ॥ ৩২ ॥ লিঙ্গমুৎক্ষিপ্যতামেতদ্যৎ ক্ষিতৌ পতিতং বিভো। এতে মহার্ণবাঃ সর্ব্বে প্লাবয়ন্তি বসুন্ধরাম্ ॥ ৩৩ ॥ ভগবানুবাচ। ঋষিভিঃ পাতিতং হ্যেতন্মম লিঙ্গং সুরেশ্বরাঃ। ন তু শক্যো ময়া কর্ত্তুং বাধস্তেষাং মহাত্মনাম্ ॥ ৩৪ ॥ শাপো হি ভার্গবেন্দ্রাণামতো মে শ্রূয়তাং বচঃ। পূজয়ধ্বং সুরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবিষ্ণুপুরঃসরাঃ ॥ ৩৫ ॥ লিঙ্গমেতত্ততঃ সর্ব্বে সর্ব্বং লপ্স্যথ সত্তমাঃ। প্রকৃতিং সাগরাঃ সর্ব্বে যাস্যন্তি গিরয়স্তথা ॥ ৩৬ ॥ এতৎ পুণ্যতমে ক্ষেত্রে ধৃত্বা সর্ব্বে সমাহিতাঃ। অথোদ্ধৃত্য সুরাঃ সর্ব্বে প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতাঃ ॥ ৩৭ ॥ তত্রৈব নিদধুঃ সর্ব্বে ততঃ পূজাং প্রচক্রিরে। ব্রহ্মণা পূজিতং লিঙ্গং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৩৮ ॥ শক্রেণাথ কুবেরেণ যমেন বরুণেন চ। উচুশ্চৈব ততো দেবা লিঙ্গং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ ॥ ৩৯ ॥ অদ্যপ্রভৃতি রুদ্রস্য লিঙ্গং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ। ভবিষ্যামো ন সন্দেহস্তথা পিতৃগণাশ্চ যে ॥ ৪০ ॥ য এনং পূজয়িষ্যন্তি ভক্তিযুক্তাশ্চ মানবাঃ। যাস্যন্তি তে সুরাবাসং সশরীরা নরোত্তমাঃ ॥ ৪১ ॥ অত্রৈব প্রথমং লিঙ্গং যতোঽস্মাভিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। প্রভাসং নাম চাস্যাপি প্রভাসেতি ভবিষ্যতি ॥ ৪২ ॥ এবমুক্ত্বা গতাঃ সর্ব্বে ত্রিদিবং সুরসত্তমাঃ। তং দৃষ্ট্বা ত্রিদিবং যান্তি ভূয়াংসঃ প্রাণিনো ভুবি ॥ ৪৩ ॥ ততস্ত্রিবিষ্টপং ব্যাপ্তং বহুভিঃ প্রাণিভিঃ প্রিয়ে। তদ্দৃষ্ট্বা ত্রিদিবং ব্যাপ্তং সহস্রাক্ষঃ সুদুঃখিতঃ ॥ ৪৪ ॥ জ্ঞাত্বা লিঙ্গপ্রভাবং তু ততশ্চাগত্য ভূতলম্। বজ্রেণাচ্ছাদয়ামাস সমন্তাৎ স বরাননে ॥ ৪৫ ॥ ততঃ প্রভৃতি নো দেবি স্বর্গং গচ্ছন্তি মানবাঃ। ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তঃ প্রভাসস্য মহোদয়ঃ। সর্ব্বপাপোপশমনঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে প্রভাসপঞ্চকমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৭ ॥

সেই স্থানেই গমন কর। হে গীর্ব্বাণগণ! তোমরা বিষ্ণুর সহিত সেই স্থানে গিয়া যেরূপ নীতি আলোচনা করা উচিত, তাহা কর। অনন্তর ব্রহ্মাদি ত্রিদশগণ সকলেই ক্ষীরসাগরে যথায় চতুর্ব্বাহু বিষ্ণু যোগনিদ্রাবলম্বনে শয়ন করিয়াছিলেন, সেইখানে গমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া যথায় লিঙ্গবিরহিত ভগবান্ মহাদেব অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। তাঁহারা তথায় গিয়া সকলেই প্রণিপাতপূর্ব্বক মহাদেবকে বলিলেন — হে বিভো! আপনার ক্ষিতিতলগত লিঙ্গ উত্তোলন করুন। এই দেখুন, ইহারই জন্য এই সকল মহার্ণব বসুন্ধরা প্লাবিত করিতেছে। ভগবান্ কহিলেন,—হে সুরেশগণ! আমার এই লিঙ্গ ঋষিগণ পাতিত করিয়াছেন। আমি সেই সকল মহাত্মার কথার অন্যথা করিতে পারিব না। ইহা ভার্গবশ্রেষ্ঠগণের অভিশাপের ফল। অতএব হে ব্রহ্মবিষ্ণুপ্রমুখ সুরগণ! আপনারা আমার এই লিঙ্গ পূজা করুন। এই লিঙ্গপূজার ফলে সকলেই মনোভীষ্ট লাভ করিতে পারিবেন। সাগর ও শৈল সকলও প্রকৃতিস্থ হইবে। আপনারা সমাহিত হইয়া এই পুণ্যতম ক্ষেত্রে লিঙ্গগ্রহণপূর্ব্বক পূজা করুন। অনন্তর সুরগণ সকলেই লিঙ্গগ্রহণপূর্ব্বক প্রভাসক্ষেত্রে আগমন করিলেন এবং তথায় তাহা স্থাপন করিয়া সকলেই পূজা করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, একে একে সকলেই পূজা করিলেন। ভক্তিভরে লিঙ্গার্চ্চনার পর সকলেই বলিলেন,—অদ্য হইতে ভক্তিভরে রুদ্রলিঙ্গ পূজা করিয়া আমরা নিশ্চিতই নিরাপদ্ হইব। এই লিঙ্গপূজায় পিতৃগণও পরিতৃপ্ত হইবেন। যে সকল মানব ভক্তিযুক্ত হইয়া এই লিঙ্গের পূজা করিবে, তাহারা সশরীরে স্বর্গে যাইবে। আমরা এই স্থানেই প্রথম লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিলাম। অদ্য হইতে এই স্থান প্রভাস নামে প্রখ্যাত হইবে। এই কথা বলিয়া সুরশ্রেষ্ঠগণ ত্রিদিবধামে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ দর্শন করিয়া বহু প্রাণী স্বর্গে যাইতে লাগিল। হে প্রিয়ে! এই ঘটনায় স্বর্গ স্থান বহু প্রাণী দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইল। তখন দেবরাজ স্বর্গভূমি প্রাণিপরিবৃত দেখিয়া দুঃখিত হইলেন এবং লিঙ্গের প্রভাব অবগত হইয়া ভূতলে আগমনপূর্ব্বক স্বীয় বজ্র দ্বারা লিঙ্গাধিষ্ঠিত স্থানের চতুর্দ্দিক্ আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন। হে দেবি! তখন হইতেই মানবেরা আর সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে

অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তত্র স্থানে তু সংস্থিতম্। রুদ্রেশ্বরেতিনামানং স্বয়ম্ভূতং ধরাতলে ॥ ১ ॥ আদিপ্রভাসাৎ পুরতো ধনুষাং ত্রিতয়ে স্থিতম্। রুদ্রেণ ধ্যানমাস্থায় স্বং তেজস্তত্র যোজিতম্ ॥ ২ ॥ ততো রুদ্রেশ্বরং নাম সর্ব্বপাতকনাশনম্। তং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রুদ্রেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৮ ॥

একোননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্যৈব পশ্চিমে ভাগে নাতিদূরে ব্যবস্থিতা। চণ্ডিকা কর্ম্মমোটী চ যোগিনীকোটিসংযুতা। পীঠত্রয়ং মহাদেবি আদ্যং ত্রৈলোক্যবন্দিতম্ ॥ ১ ॥ নবম্যাং তত্র সম্পূজ্য দেবীপীঠঞ্চ যোগিনীম্। স সর্ব্বান্ প্রাপ্নুয়াৎ কামান্ ভবেৎ স্বর্গাঙ্গনাপ্রিয়ঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কর্ম্মমোটীমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৯ ॥

নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তত্র মুক্তিপ্রদং হরিম্। প্রভাসান্নৈঋ´তে ভাগে নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্ ॥ ১ ॥ একাদশ্যাং জিতাহারো যস্তং দেবি প্রপূজয়েৎ। মাঘে মাসি বিশেষেণ সোঽগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥ ২ ॥ যস্তত্রানশনং কুর্য্যাদ্ ব্রতং চান্দ্রায়ণাদিকম্। সোঽন্যতীর্থাৎ কোটিগুণং প্রাপ্নুয়াৎ ফলমীপ্সিতম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মোক্ষস্বামিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম নবত্যদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯০ ॥

একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি অজাগর্ত্তেশ্বরং হরম্। চন্দ্রবাপীসমীপস্থং কর্ম্মমোটীসমী-

পারিল না। এই আমি প্রভাসের মহোদয় সংক্ষেপে বলিলাম। ইহা সর্ব্বপাপহর ও সর্ব্বকাম ফলপ্রদ। ১১—৪৬।

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৭।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর তত্রত্য স্বয়মুৎপন্ন রুদ্রেশ্বরনামধেয় লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ আদি প্রভাসের সম্মুখে ত্রিধনু ব্যবধানে অবস্থিত। সাক্ষাৎ রুদ্র ধ্যানাবলম্বনপূর্ব্বক তথায় স্বীয় তেজ যোজিত করিয়াছিলেন। এইজন্য রুদ্রেশ্বর নামক সর্ব্বপাতকহর লিঙ্গ দর্শন ও অর্চ্চন করিলে সর্ব্বফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১—৩।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৮৮।

ঊননবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! রুদ্রেশ্বরের পশ্চিমদিকে অনতিদূরে কোটিযোগিনীপরিবৃতা কর্ম্মমোটী নাম্নী চণ্ডিকা বিরাজমানা। আর এই স্থানে তিনটী পীঠ আছে। এই পীঠত্রয় ত্রৈলোক্যর বন্দিত আদ্য পীঠ। নবমী তিথিতে এই দেবীপীঠ ও যোগিনীগণের পূজা করিলে মানব সর্ব্ব কামনা লাভ করিয়া স্বর্গাঙ্গনা-প্রিয় হয়। ১।২।

ঊননবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৯।

নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব মুক্তিপ্রদ হরি-সমীপে গমন করিবে। এই তীর্থ প্রভাসক্ষেত্রের নৈঋ´ত কোণে অনতিদূরে অবস্থিত। যে জিতাহার মানব একাদশী তিথিতে বিশেষত মাঘ মাসে এই দেবের পূজা করে, সে অগ্নিষ্টোমফল লাভ করিয়া থাকে। যে জন এখানে অনাহারে চান্দ্রায়ণাদি ব্রত করে, সে অন্য তীর্থের কোটিগুণ ঈপ্সিতফল প্রাপ্ত হয়। ১—৩।

নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯০।

একনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব অজাগর্ত্তেশ্বর হরসমীপে গমন করিবে। দেব

পতঃ॥ ১ ॥ তস্যাং স্নাত্বা মহাদেবি যস্তল্লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ। স মুক্তঃ পাতকৈর্ঘোরৈর্গচ্ছেচ্ছিবপদং মহৎ॥ ২॥

ইতি শ্রীস্কান্দেহজীগর্ত্তেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯১॥

দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি বিশ্বকর্ম্মপ্রতিষ্ঠিতম্। লিঙ্গং মহাপ্রভাবং হি মোক্ষস্বামিন উত্তরে॥ ১॥ ধনুষাং পঞ্চকে দেবি স্থিতং পাতকনাশনম্॥ ২॥ তং দৃষ্ট্বা মানবঃ সম্যগ্ যাত্রাফলমবাপ্নুয়াৎ। বাচিকং মানসং পাপং দর্শনাত্তস্য নশ্যতি॥ ৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিশ্বকর্ম্মেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯২॥

ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি যমেশ্বরমনুত্তমম্। তস্যৈব নৈঋতে ভাগে নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্॥ ১॥ দর্শনাৎ পাপশমনং সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥ ২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে যমেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৯৩॥

চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লিঙ্গং দেবৈঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্ঞাত্বা প্রভাবং ক্ষেত্রস্য সর্ব্বপাতকনাশনম্॥ ১। তত্র কৃত্বা তপশ্চোগ্রং লিঙ্গং দেবৈঃ প্রতিষ্ঠিতম্। তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি কৃতকৃত্যঃ প্রজায়তে॥ ২॥ গোদানং তত্র দেয়ং তু ব্রাহ্মণে বেদপারগে। সম্যক্ফলং লভতে দেবি যাত্রায়াঃ ফলমূর্জ্জিতম্॥ ৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হমরেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯৪॥

পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো বৃদ্ধপ্রভাসন্তু গচ্ছেচ্চ নিয়তাত্মবান্ আদিপ্রভাসাদ্দক্ষিণতো নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্॥ ১॥ চতুর্মুখং মহালিঙ্গং দর্শনাৎপাপ-

অজীগর্ত্তেশ্বর চন্দ্রবাপীসমীপে কর্ম্মমোটী-সন্নিধানে অবস্থিত। যে নর এই চন্দ্রবাপীতে স্নান করিয়া অজীগর্ত্তেশ্বর লিঙ্গের পূজা করে, সে ঘোর পাতক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মহৎ শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। ১৷২।

একনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯১

দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব বিশ্বকর্ম্মপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ মহাপ্রভাব, পাপনাশন এবং মোক্ষস্বামীর উত্তরে পাঁচ ধনু ব্যবধানে অবস্থিত। এ লিঙ্গ দর্শন করিলে মানব সম্যক্ যাত্রাফল লাভ করে এবং তাহার বাচিক ও মানসিক পাপ বিনষ্ট হয়।১-৩

দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৯২।

ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব অনুত্তম যমেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের নৈঋত কোণে অনতিদূরে অবস্থিত। দর্শনমাত্রে এই লিঙ্গ পাপ নাশ করিয়া সর্ব্বকাম ফলপ্রদান করিয়া থাকেন।১৷২।

ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৩

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! অতঃপর মানব ক্ষেত্রপ্রভাব অবগত হইয়া সর্ব্বপাতকনাশন দেবগণ-প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। এই স্থানে তপস্যা ও লিঙ্গ দর্শন করিয়া মানব কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। এই তীর্থে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে গোদান করিলে মানব সম্যক্‌যাত্রা ফলভোগী হয়।১—৩।

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৪

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব নিয়তাত্মা হইয়া বৃদ্ধ প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিবে। এই ক্ষেত্র আদি প্রভাসের দক্ষিণে অনতিদূরে

নাশনম্ ॥ ২ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। কথং বৃদ্ধপ্রভাসং তু নাম তস্যাভবৎপ্রভো। তস্মিন্ দৃষ্টে ফলং কিং স্যাৎস্তুতে সম্পূজিতে তথা ॥ ৩ ॥ এতৎকথয় মে দেব সংক্ষেপান্নাতিবিস্তরাৎ ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ। আদৌ স্বায়ম্ভুবে দেবি পূর্ব্বমন্বন্তরে পুরা। ত্রেতাযুগে চতুর্থে তু প্রভাসে ক্ষেত্র উত্তমে ॥ ৫ ॥ তস্মিন কালে মহাদেবি পূর্ব্বমন্বন্তরে পুরা। ত্রেতাযুগে চতুর্থে তু ঋষয়স্তত্র সঙ্গতাঃ ॥ ৬ ॥ দর্শনার্থং প্রভাসস্য উত্তরাপথগামিনঃ। তং দৃষ্ট্বাচ্ছাদিতং দেবং বজ্রেণ তু মহেশ্বরি ॥ ৭ ॥ বিষাদং পরমং জগ্মুর্বাক্যং চেদমথাব্রুবন্। অদৃষ্ট্বা শাঙ্করং লিঙ্গং ন যাস্যামো বয়ং গৃহম্ ॥ ৮ ॥ স্বর্গার্থিনো বয়ং প্রাপ্তা মহদধ্বানমেব হি। তস্মাদত্রৈব তিষ্ঠামো যাবল্লিঙ্গস্য দর্শনম্ ॥ ৯ ॥ এবন্তে নিশ্চয়ং কৃত্বা পরস্মিংস্তপসি স্থিতাঃ। বর্ষাস্বাকাশগা ভূত্বা হেমন্তে সলিলাশ্রয়াঃ ॥ ১০ ॥ পঞ্চাগ্নিসাধনা গ্রীষ্মে নিয়তা ব্রহ্মচারিণঃ। বহূন বর্ষগণান্ বিপ্রা জরাগ্রস্তাস্তদাভবন্ ॥ ১১ ॥ এবং বৃদ্ধত্বমাপন্না যদা তে বরবর্ণিনি। ছন্দ্যমানা বরৈস্তে তু শঙ্করেণ মহাত্মনা ॥ ১২ ॥ লিঙ্গস্য দর্শনং মুক্ত্বা ন তেহন্যং বব্রিরে বরম্ ॥ ১৩ ॥ তেষান্তু নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা সর্ব্বেষাং বৃষভধ্বজঃ। অনুকম্পাপরো ভূত্বা স্বলিঙ্গং তানদর্শয়ৎ ॥ ১৪ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু ভিত্ত্বা চৈব বসুন্ধরাম্। উত্থিতং সহসা লিঙ্গং তদেব বরবর্ণিনি ॥ ১৫ ॥ ঋষয়স্তে চ তং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে চ ত্রিদিবং গতাঃ। অথ তেষু প্রয়াতেষু শক্রস্তপ্তমনা হ্যভূৎ ॥ ১৬ ॥ তমপি চ্ছাদয়ামাস বজ্রেণ শতপর্ব্বণা ॥ ১৭ ॥ বৃদ্ধভাবে যতস্তেষামৃষীণাং দর্শনং গতঃ। অতো বৃদ্ধপ্রভাসং তৎকীর্ত্ত্যতে বসুধাতলে ॥ ১৮ ॥ তস্মিন্ দৃষ্টে বরারোহে অদ্যাপি লভতে ফলম্। রাজসূয়াশ্বমেধানাং নরো ভক্তিসমন্বিতঃ ॥ ১৯ ॥ এবং তত্র সমুৎপন্নং প্রভাসং বৃদ্ধসংজ্ঞকম্। তত্রোক্ষা ব্রাহ্মণে দেয়ঃ সম্যগ্যাত্রাফলেপ্সুভিঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বৃদ্ধপ্রভাসমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৫

অবস্থিত। এখানে এক মহালিঙ্গ আছেন, তাঁহার চারিটী মুখ, দর্শন মাত্রেই ইনি পাপহরণ করিয়া থাকেন। শ্রীদেবী বলিলেন,—হে প্রভো! কি জন্য ইঁহার নাম হইল—বৃদ্ধপ্রভাস এবং ইহা দর্শনে, পূজনে বা স্তবনে কি ফল লাভ হয়? আপনি ইহা সংক্ষেপে বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে চতুর্থ ত্রেতাযুগে উত্তম ক্ষেত্র প্রভাসে ঋষিগণ একদা সমাগত হন। তাঁহারা উত্তর পথে প্রস্থান করিয়াছিলেন, প্রভাস ক্ষেত্র দর্শন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। মহেশ্বরি! ঋষিগণ সেখানে দেবদেবকে বজ্রাচ্ছাদিত দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে বলিলেন,—আমরা শঙ্করলিঙ্গ দর্শন না করিয়া গৃহে গমন করিব না। স্বর্গ কামনা করিয়া আমরা এই প্রশস্ত পথে আসিয়াছি, অতএব যতদিনে এই লিঙ্গ দর্শন না হয়, এইস্থানেই থাকিব। ঋষিগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পরম তপস্যা অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা বর্ষায় আকাশতলে, হেমন্তে জলাভ্যন্তরে ও গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য সহকারে বহুবর্ষ যাবৎ তপস্যা করিলেন। ক্রমে তাঁহাদের জরা আসিল। তাঁহারা বৃদ্ধ হইলেন। হে বরবর্ণিনি! ঐ সময় মহাত্মা শঙ্কর তাঁহাদিগকে বরগ্রহণে প্রলোভিত করিলেন। ঋষিগণ লিঙ্গ দর্শন ব্যতীত বরান্তর প্রার্থনা করিলেন না। বৃষধ্বজ তাঁহাদের দৃঢ় নিশ্চয় জানিয়া দয়াপরবশভাবে তাঁহাদিগকে স্বলিঙ্গ সন্দর্শন করাইলেন। দেবি! ঐ সময় সহসা বসুধা ভেদ করিয়া সেই লিঙ্গ উত্থিত হইল। ঋষিগণ তাহা দর্শন করিয়া সকলেই স্বর্গধামে গমন করিলেন। তাঁহারা স্বর্গ গমন করিলে শক্র সন্তপ্তচিত্ত হইলেন এবং স্বীয় শতপর্ব্ব বজ্রদ্বারা সেই লিঙ্গও ঢাকিয়া রাখিলেন। ঋষিগণের বার্দ্ধক্যদশায় শঙ্কর দর্শন দিয়াছিলেন, এই জন্য বসুধাতলে ঐ লিঙ্গ বৃদ্ধপ্রভাস নামে কীর্ত্তিত হইল। ভক্তিমান মানব সেই ক্ষেত্র দর্শনে অদ্যাপি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। হে বরারোহে! এইরূপে তথায় বৃদ্ধ প্রভাসের উৎপত্তি হইয়াছিল। সম্যক যাত্রাফলেপ্সু ব্যক্তি তথায় ব্রাহ্মণগণকে বৃষ দান করিবেন। ১—২০।

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৫

———

ষণ্ণবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি প্রভাসং জলসংস্থিতম্। বৃদ্ধপ্রভাসাদ্দক্ষিণতো নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্॥ ১॥ তস্যৈব দেবি দেবস্য শৃণু মাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ২॥ জামদগ্ন্যেন রামেণ যদা ক্ষত্রবধঃ কৃতঃ। তদাস্য পরমা জাতা ঘৃণা মনসি ভামিনি॥ ৩॥ ততস্তারাধয়ামাস মহাদেবং সুরেশ্বরম্। উগ্রং তপঃ সমাস্থায় বহূন্ বর্ষগণান্ প্রিয়ে॥ ৪॥ ততস্তুষ্টো মহাদেবস্তস্য প্রত্যক্ষতাং গতঃ। অব্রবীদ্বরদস্তেঽহং বরং বরয় সুব্রত॥ ৫॥ রাম উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব যদি দেয়ো বরো মম। দর্শয়স্ব স্বকং লিঙ্গং যত্তে বজ্রেণ ছাদিতম্॥ ৬॥ ঘৃণা মে মহতী জাতা হত্বেমান্ ক্ষত্রিয়ান্ বহূন্। দর্শনাত্তব লিঙ্গস্য যেন মে নশ্যতে ঘৃণা॥ ৭॥ তথা মে পাতকং সর্ব্বং প্রসাদাত্তব শঙ্কর॥ ৮॥ শঙ্কর উবাচ। মম লিঙ্গং সহস্রাক্ষ উত্থিতং তু পুনঃপুনঃ। বজ্রেণাচ্ছাদয়ত্যেব ভয়েন মহতা বৃতঃ॥ ৯॥ ন তেঽহং দর্শনং যাস্যে লিঙ্গরূপী কদাচন॥ ১০॥ যন্মাং বদসি ঘৃণয়া বৃতোঽহং পাতকেন তু। ততস্তেঽহং নাশয়িষ্যামি স্পর্শনাত্তু দ্বিজোত্তম॥ ১১॥ অস্মিন্ জলাশ্রয়ে পুণ্যে জলমধ্যে মহামতে। উত্থাস্যতি মহালিঙ্গং তস্য ত্বং দর্শনং কুরু॥ ১২॥ ভবিষ্যতি ঘৃণা সর্ব্বা নিষ্পাপস্ত্বং ভবিষ্যতি। উক্তৈবমুদতিষ্ঠচ্চ জলমধ্যাদ্বরাননে॥ ১৩॥ জলপ্রভাসনামাস্য ততো জাতং ধরাতলে। তস্যালং স্পর্শনাদ্দেবি শিবলোকং ব্রজেন্নরঃ॥ ১৪॥ একং ভোজয়তে যোঽত্র ব্রাহ্মণং শংসিতব্রতম্। ভোজিতোঽহং ভবেত্তেন সপত্নীকো ন সংশয়ঃ॥ ১৫॥ এষা জলপ্রভাসস্য সম্ভূতিস্তে ময়োদিতা। শ্রুতা পাপোপশমনী সর্ব্বকামফলপ্রদা॥ ১৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জলপ্রভাসমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষণ্ণবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৬॥

ষণ্ণবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর জলসংস্থিত প্রভাসে গমন করিবে। এই ক্ষেত্র বৃদ্ধপ্রভাসের দক্ষিণে অনতিদূরে অবস্থিত। হে দেবি! এক্ষণে অত্রত্য দেবমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। জামদগ্ন্য রাম যখন ক্ষত্রিয়কুলের সংহার সাধন করেন, তখন তাঁহার অন্তরে অত্যন্ত ঘৃণার সঞ্চার হয়। সেই জন্য তিনি কঠোর তপস্যা অবলম্বন করিয়া বহু বর্ষ যাবৎ দেবদেব মহাদেবের আরাধনা করেন। অনন্তর মহাদেব তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহার সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—সুব্রত! আমি বর দিতে আসিয়াছি, বর গ্রহণ কর। পরশুরাম কহিলেন,—দেব! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, যদি আমায় বর দান করেন, তাহা হইলে আমার প্রার্থনা—আপনি আপনার সেই বজ্রাচ্ছাদিত লিঙ্গ দর্শন করান। আমি এই সকল ক্ষত্রিয়দিগকে নিহত করিয়াছি, তাই আমার ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে। আপনার ঐ লিঙ্গদর্শনেই আমার সে ঘৃণার যেন অবসান হয়। অপিচ আমার যে কিছু পাতক আছে, তাহাও যেন ভবৎপ্রসাদাৎ প্রশমিত হইয়া যায়। শঙ্কর কহিলেন—সহস্রাক্ষ মহাভীত হইয়া আমার পুনঃপুনঃ উত্থিত লিঙ্গ বজ্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখেন। সুতরাং আমি লিঙ্গরূপে কখনই তোমাকে দর্শন দিতে পারিব না। পরন্তু তুমি যে আমায় বলিয়াছ, ঘৃণায় এবং পাতকে তুমি আবৃত হইয়াছ, হে দ্বিজোত্তম! তোমার সে ঘৃণা ও পাতক আমি স্পর্শমাত্রেই নাশ করিয়া দিতেছি। হে মহামতে! এইখানে এই পবিত্র জলাশয় মধ্যে আমার মহালিঙ্গ উত্থিত হইবে। তুমি তাহাই দর্শন করিও। তাহাতেই তোমার সমস্ত ঘৃণা অপগত হইবে; তুমি নিষ্পাপ হইবে। হে বরাননে! এই কথা বলিবামাত্র জলমধ্য হইতে লিঙ্গ উত্থিত হইল। তাহাতে ঐ ক্ষেত্র ধরাতলে জলপ্রভাস নামে খ্যাতি লাভ করিল। হে দেবি! তাহার স্পর্শ মাত্রেই নর শিবলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। এই স্থানে একজন মাত্র শংসিতব্রত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে গৌরী সহ আমাকেই ভোজন করান হয়। দেবি এই আমি জলপ্রভাসের উৎপত্তিবার্ত্তা বলিলাম ইহা শ্রবণে পাপোপশম হয় এবং সর্ব্বকামফল লব্ধ হইয়া থাকে। ১—১৬

ষণ্ণবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৬

সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি জমদগ্নীশ্বরং শিবম্। বৃদ্ধপ্রভাসসামীপ্যে নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্॥ ১॥ সর্ব্বপাপোপশমনং স্থাপিতং জমদগ্নিনা। তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি মুচ্যতে চ ঋণত্রয়াৎ॥ ২॥ স্নাত্বা নিধানবাপ্যাং চ সম্পূজ্য প্রাপ্নুয়াদ্ধনম্। নিধানং পাণ্ডবৈর্লব্ধং তত্র স্থানে পুরা প্রিয়ে॥ ৩॥ নিধানেনৈব সা খ্যাতা বাপী ত্রৈলোক্যবন্দিতা॥ ৪॥ তস্যাং স্নাত্বা মহাদেবি দুর্ভগা সুভগা ভবেৎ। লভন্তে বাঞ্ছিতান্ কামানিতি প্রোক্তং ময়া তব॥ ৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জমদগ্নীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯৭॥

অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি মহাপ্রভাসমুত্তমম্। জলপ্রভাসতো যাম্যে যমমার্গবিঘাতকম্॥ ১॥ শৃণু তস্যৈব মাহাত্ম্যং যথা জাতং ধরাতলে॥ ২॥ পূর্ব্বং ত্রেতাযুগে দেবি স্পর্শলিঙ্গং তু তৎ স্মৃতম্। দিব্যং তেজোময়ং নৃণাং স্পর্শনামুক্তিদায়কম্॥ ৩॥ অথ কালে চ কস্মিংশ্চিদ্বজ্রিণাচ্ছাদিতং প্রিয়ে। ইন্দ্রেণাগত্য বসুধাং ভয়াক্রান্তেন সুন্দরি॥ ৪॥ উগ্রা তদুদ্ভবো দেবি নির্গচ্ছন্নবরোধিতঃ। দশকোটিপ্রবিস্তীর্ণং জ্বালাগ্রং লিঙ্গরূপধৃক্॥ ৫॥ প্রভাসক্ষেত্রমাস্থায় ভিত্ত্বাবির্ভাবমাস্থিতম্। বজ্রেণ রুদ্ধিতে দেবি ভিত্ত্বা চৈব বসুন্ধরাম্॥ ৬॥ ধূমসঙ্ঘৈঃ সমেতং তু ব্যাপয়ামাস তজ্জগৎ। ততস্ত্রৈলোক্যমখিলং জ্বালাভির্ব্যাকুলীকৃতম্॥ ৭॥ ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্ব ঋষয়ো বেদপারগাঃ। অস্তুবন্ বিবিধৈঃ সূক্তৈর্বেদোক্তৈঃ শশিশেখরম্॥ ৮॥ সংহরস্ব সুরশ্রেষ্ঠ তেজঃ স্বং দহনাত্মকম্। ত্রৈলোক্যং ব্যাকুলীভূতমেবং সর্ব্বং চরাচরম্। ন যাবৎ প্রলয়ং যাতি তাবদ্রক্ষ সুরেশ্বর॥ ৯॥ ঈশ্বর উবাচ। এবমাভাষমাণেষু ত্রিদিবেষু সুরেশ্বরি। তত্তেজঃ পঞ্চধাবিষ্টং ব্যাপ্যাশেষং জগত্রয়ম্॥ ১০॥ পঞ্চপ্রভাসরূপেণ ভিত্ত্বা তত্র বসুন্ধরাম্। যেন মার্গেণ নিষ্ক্রান্তং তন্মার্গে চ মহন্মহঃ॥ ১১॥ তত্র তৈঃ স্থাপিতং দ্বারং সুপ্রদেশে-

---

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর বৃদ্ধপ্রভাসের সমীপে অনতিদূরে অবস্থিত জমদগ্নীশ্বর শিবসমীপে গমন করিবে। স্বয়ং জমদগ্নি এই সর্ব্বপাপোপশমন লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই লিঙ্গ দর্শনে মানব ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হয়। এই স্থানের নিধানবাপীতে স্নান করিয়া লিঙ্গপূজান্তে নর ধন লাভ করে। প্রিয়ে! পুরাকালে পাণ্ডবগণ এই স্থানে নিধিলাভ করিয়াছিলেন। এই নিধানবিখ্যাতা বাপী ত্রিলোকবন্দিতা। হেথায় স্নান করিলে দুর্ভগাও সুভগা হয় এবং বাঞ্ছিত বর লাভ করিয়া থাকে। এ রহস্য তোমার নিকট আমি ব্যক্ত করিলাম। ১—৫।

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৭।

অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর উত্তম মহাপ্রভাসে যাত্রা করিবে। জল-প্রভাসের দক্ষিণে এই যমমার্গবিঘাতক পুণ্যক্ষেত্র বিদ্যমান। এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য যেরূপে ধরাতলে বিস্তৃত হইয়াছিল, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে এইস্থানে এক স্পর্শলিঙ্গ ছিল। উহা দিব্য তেজোময় এবং স্পর্শমাত্রেই নরগণের মুক্তিদায়ক অনন্তর কালক্রমে বজ্রধারী ইন্দ্র ঐ লিঙ্গ আবৃত করিয়া রাখেন। সুন্দরি! ইন্দ্র ভয়াক্রান্ত হইয়াই বসুধাপৃষ্ঠে অবতরণপূর্ব্বক ঐরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। ঐ লিঙ্গ হইতে যে তেজ নির্গত হইত, তাহাও অবরুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ জ্বালান্বিত তেজ লিঙ্গরূপে দশকোটি যোজন বিস্তৃত হইয়া প্রভাসক্ষেত্র ভেদ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু ইন্দ্র যখন বজ্র দ্বারা রোধ করিলেন, তখন উহা বসুধা ভেদ করিয়া ধূমস্তোমে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করিল। তখন সমগ্র ত্রৈলোক্য জ্বালামালায় ব্যাকুলীকৃত হইল। অনন্তর সুরগণ ও বেদপারগ ঋষিগণ বেদোক্ত বিবিধ সূক্তে শশিশেখরের স্তব করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! স্বীয় দাহনাত্মক তেজ সংহার করুন। এই সচরাচর ত্রৈলোক্য ব্যাকুলীভূত হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত না ইহার প্রলয় ঘটে, তাবৎ ইহাকে রক্ষা করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে সুরেশ্বরি! স্বর্গবাসিগণ এইরূপ কহিলে সেই ত্রিজগদ্ব্যাপী মহাতেজ পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া বসুধা ভেদপূর্ব্বক পঞ্চপ্রভাসরূপে যে পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল, সেই পথের

হস্মজং প্রিয়ে। পিহিতেঽথ চ রন্ধ্রেঽস্মিন্ ধূমো নাশমুপেযিবান্॥ ১২॥ স্বস্থাশ্চৈববাভবল্লোকাস্তেজস্তত্রৈব সংস্থিতম্। এবং ময়া প্রেরিতাস্তে লিঙ্গং তত্র সমাদধুঃ॥ ১৩॥ তন্মহস্তত্র দেবেশি বিশ্রামমকরোত্তদা। ততো মহাপ্রভাসেতি কীর্ত্ত্যতে দেবদানবৈঃ॥ ১৪॥ যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা লিঙ্গং পুষ্পৈঃ পৃথগ্‌বিধৈঃ। স যাতি পরমং স্থানং জরামরণবর্জ্জিতম্॥ ১৫॥ দৃষ্টেন তেন দেবেশি মুচ্যতে পাতকৈর্নরঃ। লভতে বাঞ্ছিতান্ কামান্মনসা চেপ্সিতান্ প্রিয়ে॥ ১৬॥ হিরণ্যং তত্র দাতব্যং ব্রাহ্মণে শংসিতব্রতে। গোদানং বিধিবত্তত্র দেয়ঞ্চৈব দ্বিজন্মনে॥ ১৭॥ এবং কৃত্বা মহাদেবি লভতে জন্মনঃ ফলম্। রাজসূয়াশ্বমেধানাং প্রাপ্নুয়াৎ ফলমূর্জ্জিতম্॥ ১৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পঞ্চমপ্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৯৮॥

নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তস্য দক্ষিণতঃ স্থিতম্। সরস্বত্যাস্তটে রম্যে দেবং তত্র কৃতস্মরম্॥ ১॥ স্বয়ম্ভূতং মহাদেবি সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। তস্যোৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি যথা জাতং মহীতলে॥ ২॥ পুরা কামো ময়া দগ্ধো যদা তত্র বরাননে। তদা রতিঃ সমাগম্য বিললাপ সুদুঃখিতা॥ তাং তু শোকাতুরাং দৃষ্ট্বা তত্রাহং করুণান্বিতঃ। অবোচং মা রুদস্বেতি তব ভর্ত্তা পুনঃ শুভে। সমুত্থাস্যতি কালেন মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ॥ ৪॥ দেব্যুবাচ। কিমর্থং স পুরা দগ্ধঃ কামদেবস্ত্বয়া বিভো। কথমাপ পুনর্জ্জন্ম বিস্তরাৎ কথয়স্ব মে॥ ৫॥ ঈশ্বর উবাচ। দক্ষঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং বভূব ত্বৎপিতা প্রিয়ে। শতং সুতানাং জজ্ঞেঽস্য গৌরীণাং দীর্ঘচক্ষুষাম্॥ ৬॥ দদৌ ত্বাং প্রথমং মহ্যং সতীনামেতি কীর্ত্তিতাম্। দদৌ দশ চ ধর্ম্মায় শ্রদ্ধা মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥ ৭॥ অনসূয়া শুচির্লজ্জা স্মৃতিঃ শক্তিঃ শ্রুতিস্তথা। দ্বে ভার্য্যে কামদেবায় রতিঃ প্রীতি-

স্থপ্রদেশে দেবগণ এক প্রস্তরদ্বারা স্থাপন করেন। তাহাতে রন্ধ্রদেশ আচ্ছাদিত হইলে সেই ধূমস্তোম নষ্ট হইয়া গেল। লোকসকল প্রকৃতিস্থ স্বস্থ হইল; সেই তেজ সেইখানেই রহিল। এইরূপে মৎপ্রেরিত দেবগণ তথায় আমার লিঙ্গ আচ্ছাদন করিলেন। তখন আমার মহাতেজ সেইস্থানে বিশ্রাম করিল। এই কারণে দেব ও দানবগণের নিকট ঐ ক্ষেত্র মহাপ্রভাস নামে বিখ্যাত হইল। যে নর নানাবিধ পুষ্প দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক ঐ লিঙ্গের পূজা করে, তাহার অজর অমর পরম স্থান লাভ হয়। হে দেবেশি! নর ঐ লিঙ্গ দর্শনে পাতক হইতে মুক্ত হয়। তাহার মনোভীষ্ট বস্তু লব্ধ হইয়া থাকে। হে দেবি! ঐস্থানে শংসিতব্রত ব্রাহ্মণকে যথাবিধি হিরণ্য ও গোদান করিতে হয়। এরূপ করিয়া নর জন্মসাফল্য লাভ করে এবং রাজসূয় ও অশ্বমেধযজ্ঞের উৎকট ফল লাভ করিয়া থাকে। ১—১৮।

অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৮।

নবনবত্যধিক শততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর উল্লিখিত ক্ষেত্রের দক্ষিণে সরস্বতীর রম্য তটে অবস্থিত কৃতস্মর দেবের সমীপে গমন করিবে। হে দেবি! এই লিঙ্গ স্বয়ম্ভূত ও নিখিল দুরিতনাশন। ভূতলে যেরূপে ইঁহার উৎপত্তি হইয়াছিল, বলিতেছি। হে বরাননে! পুরাকালে আমি যখন মদন-দহন করি, তখন তৎপত্নী রতি আসিয়া অতি দুঃখের সহিত বিলাপ করেন। তাঁহাকে শোকাতুর দর্শনে আমার করুণা হয়; আমি তাহাকে বলিলাম,—শুভে! রোদন করিও না। আমার প্রসাদে তোমার ভর্ত্তা পুনরুত্থিত হইবেন; নিশ্চিতই। দেবী কহিলেন,—হে বিভো! কি জন্য আপনি কামদেবকে দগ্ধ করিয়াছিলেন? কিরূপে তিনি পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন? তাহা আমার নিকট বিস্তৃতরূপে বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—প্রিয়ে! পূর্ব্বে দক্ষপ্রজাপতি তোমার পিতা ছিলেন। তাঁহার শত কন্যা উৎপন্ন হয়। কন্যাগণ সকলেই বিশাল-নয়না ও গৌরবর্ণা। তাহাদের মধ্যে প্রথমে সতীনাম্নী কন্যা তোমাকে আমার করে সম্প্রদান করেন। পরে শ্রদ্ধা, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা, অনসূয়া, শুচি, লজ্জা, , শক্তি, ও শ্রুতিনাম্নী দশকন্যা ধর্ম্মকে; রতি

স্তথৈব চ ॥ ৮ ॥ একাং স্বাহাং দদৌ বহ্নেঃ পিতৃনাঞ্চ ততঃ স্বধাম্। সপ্তবিংশচ্ছশাঙ্কায় অশ্বিন্যাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৯ ॥ তবাপি বিদিতা দেবি রেবত্যন্তা-স্তথা জনে। কশ্যপায় দদৌ দেবি স তু কন্যা স্ত্রয়োদশ ॥ ১০ ॥ অদিতিশ্চ দিতিশ্চৈব বিনতা কদ্রুরেব চ। সিংহিকা সুপ্রভা চৈব উলূকী যা বরাননে ॥ ১১ ॥ অনুবিদ্ধা সিতা চৈব ঈর্ষ্যা হিংসা তথা পরা। মায়া নিকৃতিসংযুক্তা দক্ষঃ পূর্ব্বং মহামতিঃ ॥ ১২ ॥ গৌরী চ সুপ্রভা চৈব বার্ত্তা সাধ্বী সুমালিকা। বরুণায় দদৌ পঞ্চ তদাসৌ পর্ব্বতাত্মজে ॥ ১৩ ॥ ভদ্রা চ মদিরা চৈব বিদ্যা ধন্যা ধনা শুভা। দদৌ পঞ্চ কুবেরায় পত্ন্যর্থং পর্ব্বতাত্মজে ॥ ১৪ ॥ জয়া চ বিজয়া চৈব মধুস্পন্দা ইরাবতী। সুপ্রিয়া জনকা কান্তা সুভদ্রা ধার্ম্মিকা শুভা ॥ ১৫ ॥ রুদ্রাণাং প্রদদৌ কন্যা দশানাং ধর্ম্মবিত্তদা। প্রভাবতী সুভদ্রা চ বিমলা নির্ম্মলামৃতা ॥ ১৬ ॥ তীব্রা দক্ষাকুণা বিদ্যা ধারপালা চ বর্চ্চসা। আদিত্যানাং দদৌ দক্ষঃ কন্যা দ্বাদশকং প্রিয়ে ॥ ১৭ ॥ যোগনিদ্রাভিভূতস্য সংসর্পা সরমা গুহা। মালা চম্পা তথা জ্যোৎস্না স বিশ্বেভ্যশ্চ এব চ ॥ ১৮ ॥ অশ্বিভ্যাং দ্বে তথা কন্যে সুবেষা ভূষণা শুভা। একা কন্যা তথা বায়োর্দত্তা এতাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৯ ॥ সাবিত্রীং ব্রহ্মণে প্রাদাল্লক্ষ্মীং বিষ্ণোর্ম্মহাত্মনঃ। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য স ঈজে দক্ষিণাবতা ॥ ২০ ॥ যজ্ঞেন পর্ব্বতস্তুতে হিমবন্তে মহাগিরৌ। যজ্ঞবাটো হ্যভূত্তস্য সর্ব্বকামসমৃদ্ধিমান্ ॥ ২১ ॥ তস্মিন্ যজ্ঞে সমায়াতা আদিত্যা বসবস্তথা। বিশ্বে দেবাশ্চ মরুতো লোকপালাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সহস্রাক্ষো বরুণো যম এব চ। ধনদশ্চ কুমারশ্চ তথা নদ্যশ্চ সাগরাঃ ॥ ২৩ ॥ বাপ্যঃ কূপাস্তথা চৈব তড়াগাঃ পল্বলানি চ। সুপর্ণশ্চাথ যে নাগাঃ সর্ব্বে মূর্ত্তা ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২৪ ॥ দানবাপ্সরসশ্চৈব যক্ষাঃ কিন্নরগুহ্যকাঃ। সানুগাস্তে সভার্য্যাশ্চ বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ॥ ২৫ ॥ মহর্ষয়ো মহাভাগাস্তথা দেবর্ষয়শ্চ যে। তে ভার্য্যাসহিতাস্তত্র বসন্তি চ বরাননে ॥ ২৬ ॥ কপালমালাভরণশ্চিতাভস্ম বিভর্ত্তি যঃ। অপবিত্রতয়া শম্ভুর্নাহূতস্তু তথাবিধঃ ॥ ২৭ ॥ যতস্ততঃ সমায়াতা কৈলাসে পর্ব্বতোত্তমে। অশ্বিন্যাদ্যা ভগিন্যস্তাস্ত্বাং প্রতীদং বচোঽব্রুবন্ ॥ ২৮ ॥ কিং তূষ্ণীং চ কল্যাণি তিষ্ঠসি ত্বং সুমধ্যমে বয়ং চ প্রস্থিতাঃ সর্ব্বাঃ পিতুর্যজ্ঞে সভর্ত্তৃকাঃ ॥ ২৯ ॥ বয়মাকারিতাস্তেন সুতাঃ সর্ব্বা যশস্বিন। ন ত্বামাহূবান দক্ষস্ত্বপত্যে শঙ্করাদ্যতঃ ॥ ৩০ ॥ তৎ সাং বচনমাকর্ণ্য সতী প্রাহ

ও প্রীতি নাম্নী কন্যাদ্বয় কামদেবকে; স্বাহানাম্নী-কন্যা বহ্নিকে; স্বধানাম্নী কন্যা পিতৃগণকে; অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রকে; অদিতি, দিতি, বিনতা, কদ্রু, সিংহিকা, সুপ্রভা, উলূকী, অনুবিদ্ধা, সিতা, ঈর্ষ্যা, হিংসা, মায়া, ও নিকৃতিনাম্নী ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপকে; গৌরী, সুপ্রভা, বার্ত্তা, সাধ্বী, ও সুমালিকা নাম্নী পঞ্চকন্যা বরুণকে; ভদ্রা, মদিরা, বিদ্যা, ধন্যা, ও ধনানাম্নী শুভ পঞ্চকন্যা কুবেরকে; জয়া, বিজয়া, মধুস্পন্দ্যা, ইরাবতী, সুপ্রিয়া, জনকা কান্তা, সুভদ্রা, ও ধার্ম্মিকা নাম্নী কন্যা রুদ্রগণকে; প্রভাবতী, সুভদ্রা, বিমলা, নির্ম্মলা, অমৃতা, তীব্রা, দক্ষাকুণা, বিদ্যা, ধারপালা, ও বর্চ্চসী নাম্নী দ্বাদশ কন্যা আদিত্যগণকে; সংসর্পা, সরমা, গুহা, শালা, চম্পা, ও জ্যোৎস্না নাম্নী কন্যা বিশ্বদেবগণকে; সুবেশা ও ভূষণানাম্নী কন্যাদ্বয় অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে; এক কন্যা বায়ুকে; সাবিত্রী ব্রহ্মাকে; এবং লক্ষ্মীনাম্নী কন্যা মহাত্মা বিষ্ণুকে সম্প্রদান করেন। একদা মহামতি দক্ষ মহাগিরি হিমালয়ে প্রভূত দক্ষিণা সহকারে এক যজ্ঞারম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই যজ্ঞক্ষেত্র সমস্ত কামসমৃদ্ধি সম্পন্ন হইল। আদিত্যগণ, বসুগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্‌গণ, লোক-পালগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের, স্কন্দ, নদী ও সাগরগণ, বাপী, কূপ, তড়াগ ও পল্বল সকল, সুপর্ণ, নাগগণ, দানব, অপ্সরা যক্ষ, কিন্নর, ও গুহ্যকগণ, সানুচর সপত্নীক বেদ-বেদাঙ্গপারগ মহর্ষি মহাভাগ দেবর্ষিগণ, সেই যজ্ঞে সমাগত হইলেন। ঋষিগণ স্ব স্ব ভার্য্যা সমভি-ব্যাহারে দক্ষালয়ে বাস করিতে লাগিলেন।১—২৬। কিন্তু একমাত্র সেই কপালমালামণ্ডিত চিতাভস্ম-ধারী শম্ভু অপবিত্র বলিয়া সে যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হই-লেন না। নিমন্ত্রিত দেবদেবীগণ পর্ব্বতবর কৈলাসের চতুর্দ্দিক্ দিয়া যজ্ঞবাটে যাইতে লাগি-লেন। যাইবার কালে তোমার অশ্বিন্যাদি ভগিনী-গণ তোমায় বলিলেন,—অয়ি কল্যাণি! কেন তুমি সন্তুষ্টার ন্যায় অবস্থান করিতেছ? আমরা সকলে স্ব স্ব পতির সহিত পিতার যজ্ঞে প্রস্থান করি-য়াছি। পিতা তাঁহার সমস্ত কন্যাকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। তোমায় তিনি আহ্বান করেন নাই। কারণ, জামাতা শঙ্কর হইতে তিনি

ক্রুধান্বিতা। হা ধিগ্দক্ষ দুরাচার কিং বদিষ্যে মহেশ্বরম্ ॥ ৩১ ॥ কথং সন্দর্শয়ে বক্ত্রমিত্যুক্ত্বাত্মানমাত্মনা। বিসসর্জ্জ তপোযোগাৎ সস্মারান্যন্ন কিঞ্চন ॥ ৩২ ॥ অথ দৃষ্ট্বা মহাদেবঃ সতীং প্রাণৈর্বিনা স্থিতাম্। অবমানাত্তথাত্মানং ত্যক্ত্বা মত্বা কপালিনম্ ॥ ৩৩॥ গণান্ সম্প্রেষয়ামাস যজ্ঞবিধ্বংসনায় চ। তে গতাশ্চ গণা রৌদ্রাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৩৪ ॥ বিকৃতা বিকৃতাকারা অসংখ্যাতা মহাবলাঃ। রুদ্রেণ প্রেরিতান্ দৃষ্ট্বা বীরভদ্রপুরোগমান্ ॥ ৩৫ ॥ ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে বসবঃ সহ ভাস্করৈঃ। বিশ্বেদেবাশ্চ সাধ্যাশ্চ ধনুর্হস্তা মহাবলাঃ ॥ ৩৬ ॥ যুদ্ধায় চ বিনিষ্ক্রান্তা মুমুচুঃ সায়কান্বিতান্। তে সমেত্য ততোঽন্যোন্যং প্রমথা বিবুধৈঃ সহ ॥ ৩৭ ॥ মুমুচুঃ শরবর্ষাণি বারিধারাং যথা ঘনাঃ। তেষাং হস্তী গণেনাথ শূলেন হৃদি ভেদিতঃ ॥ ৩৮ ॥ স তু তেন প্রহারেণ বিসংজ্ঞো বিষসাদ হ। অথ মুষ্ট্যা হতঃ কুম্ভে নাগ ঐরাবণস্তদা ॥ ৩৯ ॥ সহসা স হতস্তেন বারণো ভৈরবান্ রবান্। বিনদ্য জবমাস্থায় যজ্ঞবাটমুপাদ্রবৎ ॥ ৪০ ॥ বিশ্বেদেবা নিরুচ্ছ্বাসাঃ কৃতা রৌদ্রৈর্ম্মহাশরৈঃ। চকর্ষ স ধনুর্যেণ বসুমান্ বলবত্তরঃ ॥ ৪১ ॥ নিস্তেজসস্তদাদিত্যাঃ কৃতাস্তেন রণাজিরে। এতস্মিন্নন্তরে দেবাঃ কৃতাস্তেন পরাঙ্মুখাঃ ॥ ৪২ ॥ ততস্তে শরণং জগ্মুর্বিষ্ণুং তত্র চ সংস্থিতম্। ততঃ কোপসমাবিষ্টো বিষ্ণুর্দেবান্ সবাসবান্ ॥ ৪৩ ॥ দৃষ্ট্বা বিদ্রাবিতান্ সর্ব্বানমুমোচাশু সুদর্শনম্। তমাপতন্তং বেগেন বিক্ষোশ্চক্রং সুদর্শনম্ ॥ ৪৪ ॥ প্রসার্য্য বক্ত্রং সহসা উদরস্থং চকার হ। তস্মিংশ্চক্রে তদা গ্রস্তে অমোঘে পর্ব্বতাত্মজে ॥ ৪৫ ॥ চুকোপ ভগবন্ বিষ্ণুঃ শার্ঙ্গহস্তো হভ্যধাবত। স হত্বা দশভিস্তীক্ষ্ণৈর্নন্দিং ভৃঙ্গিং শতেন চ ॥ ৪৬ ॥ মহাকালং সহস্রেণ হ্যযুতেন গণাধিপম্। বাণানামযুতৈর্ভিত্ত্বা বীরভদ্রমুপাদ্রবৎ ॥ ৪৭ ॥ তং হত্বা গদয়া বিষ্ণুর্বিহ্বলং রুধিরোক্ষিতম্। গৃহীত্বা পাদয়োর্ভূমৌ নিজঘানাতিরোষিতঃ ॥ ৪৮ ॥ হন্যমানস্য তস্যাথ ভূমৌ চক্রং সুদর্শনম্। রুধিরোদ্গারসংযুক্তং প্রহারমকরোন্ন তু ॥ ৪৯ ॥ রুদ্রলব্ধবরো দেবি বীরভদ্রো গণেশ্বরঃ। যস্য

বড়ই লজ্জিত আছেন। ভগিনীগণের সেই বাক্য শুনিয়া সতী সক্রোধে কহিলেন,—হা দক্ষ! হা দুরাচার! ধিক্ তোমায়! কি বলিয়া আমি মহেশ্বরকে মুখ দেখাইব! এই বলিয়া তপোযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক তিনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে পরিত্যাগ করিলেন; অন্য কিছুই স্মরণ করিলেন না। অনন্তর মহাদেব সতীকে প্রাণহীন দেখিয়া নিজেকে কপালী বোধে অবমাননায় আত্মত্যাগ করিয়া দক্ষের যজ্ঞধ্বংসার্থ প্রমথগণকে প্রেরণ করিলেন। রুদ্রের আদেশে শত শত সহস্র সহস্র রৌদ্রপ্রকৃতি বিকৃতাকার মহাবল প্রমথ প্রস্থান করিল। রুদ্রপ্রেরিত বীরভদ্র প্রমুখ প্রমথসৈন্য দেখিয়া বসুগণ, ভাস্করগণ, বিশ্বদেবগণ এবং সিদ্ধ সাধ্য নামক মহাবল দেবগণ ধনুর্ব্বাণহস্তে যুদ্ধার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ সায়ক সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। প্রমথগণ বিবুধগণের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া মেঘমুক্ত বারিধার ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। দেবহস্তী ঐরাবত প্রমথগণের শূলাঘাতে হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতল আশ্রয় করিল। অনন্তর তদীয় কুম্ভে মুষ্ট্যাঘাত প্রদান করায় সহসা আহত হইয়া ঐরাবত ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে যজ্ঞবটাভিমুখে ছুটিয়া আসিল। রৌদ্র মহাশরনিকরে বিশ্ব দেবগণ নিরুচ্ছ্বাস হইয়া পড়িলেন। অনন্তর বলবত্তর বসুমান্ ধনু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। আদিত্যগণ রণাঙ্গনে নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। এইরূপে তখন দেবগণ সকলেই রৌদ্রসৈন্যের নিকট পরাস্ত হইলেন। অনন্তর দেবগণ বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন কোপাক্রান্ত বিষ্ণু বাসবাদি দেবগণকে বিদ্রাবিত দেখিয়া স্বীয় সুদর্শনচক্র নিক্ষেপ করিলেন। বেগে বিষ্ণুচক্র আসিতেছে দেখিয়া বীরভদ্র বদন ব্যাদান করিয়া সহসা তাহা উদরস্থ করিলেন। সেই অমোঘচক্র গিলিত হইল দেখিয়া শার্ঙ্গপাণি ভগবান্ সক্রোধে ধাবিত হইলেন। তিনি দশটী তীক্ষ্ণবাণে নন্দীকে, শত বাণে ভৃঙ্গীকে, সহস্র বাণে মহাকালকে, অযুতবাণে গণাধ্যক্ষকে এবং অপর অযুত বাণে বীরভদ্রকে আহত করিয়া তদভিমুখে প্রস্থান করিলেন।২৭—৪৭। বিষ্ণু তাঁহার গদা দ্বারা বীরভদ্রকে প্রহার করিলেন। বীরভদ্র বিহ্বল হইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ শোণিতাক্ত হইল। বিষ্ণু তাহার পাদদ্বয় গ্রহণ করিয়া অতি ক্রোধে ভূতলে আহত করিতে লাগিলেন। এইরূপে আহত করায় বীরভদ্রের উদর হইতে রুধিরোদ্গারযুক্ত সুদর্শনচক্র ভূপতিত হইল। বিষ্ণু

পঞ্চত্বমাপন্নো গদয়া পীড়িতোঽপি সঃ ॥ ৫০ ॥ পতিতং বীক্ষ্য তং সর্ব্বে বিষ্ণুতেজোবলার্দ্দিতাঃ। বিক্রুতাঃ সর্ব্বতো যাতা যত্র দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৫১ ॥ তস্মৈ সর্ব্বং তথা বৃত্তং সমাচখ্যুঃ পরাভবম্। বিক্রমং বীরভদ্রস্য ততঃ ক্রুদ্ধো মহেশ্বরঃ ॥ ৫২। প্রগৃহ্য সহসা শূলং প্রস্থিতঃ স্বগণৈঃ সহ। যজ্ঞবাটং তু দক্ষস্য পরাভবভবং ততঃ। বিক্রমন্ বীরভদ্রেণ যত্র বিষ্ণুঃ স্বয়ং স্থিতঃ ॥ ৫৩ ॥ তমায়ান্তং সমালোক্য কোপযুক্তং মহেশ্বরম্। সংগ্রামে সোঽজয়ং মত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৫৪ ॥ মরুদ্ভিঃ সার্দ্ধমিন্দ্রোঽপি বসুভিঃ সহ কিন্নরৈঃ। শিবঃ ক্রোধপরীতাত্মা ততশ্চাদর্শনং গতঃ ॥ ৫৫ ॥ কেবলং ব্রাহ্মণাস্তত্র স্থিতাঃ সদসি ভামিনি। তে দৃষ্ট্বা শঙ্করং প্রাপ্তং কোপসংরক্তলোচনম্ ॥ ৫৬ ॥ হোমং চক্রুস্ততো ভীতা রুদ্রমন্ত্রৈঃ সমন্ততঃ। অন্যে ত্রাসসমাযুক্তাঃ পলায়ন্তে দিশো দশ ॥ ৫৭ ॥ অথাগত্য মহাদেবো দৃষ্ট্বা তান্ ব্রাহ্মণোত্তমান্। অপশ্যমানো বিবুধাংস্তত্র যজ্ঞং জঘান সঃ ॥ ৫৮ ॥ স চ মৃগবপুর্ভূত্বা প্রনষ্টঃ শিবভীতিতঃ। পৃষ্ঠতস্ত ধনুষ্পাণির্জগাম ভগবান্ শিবঃ। অদ্যাপি দৃশ্যতে ব্যোম্নি তারারূপে মহেশ্বরি ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দক্ষযজ্ঞবিধ্বংসনো নাম নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৯ ॥

তাহা দ্বারা বীরভদ্রকে প্রহার করিলেন না। হে দেবি! বিষ্ণুগদায় পীড়িত হইয়াও গণেশ্বর বীরভদ্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল না। কেননা, সে রুদ্রের নিকট লব্ধবর ছিল। বীরভদ্রকে পতিত দেখিয়া বিষ্ণুর তেজোবলপীড়িত প্রমথগণ দৌড়িয়া মহেশ্বরের নিকট গমন করিল এবং তাঁহার নিকট বীরভদ্রের পরাক্রম ও পরাভববার্ত্তা ব্যক্ত করিল। মহেশ্বর তৎশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সহসা শূল গ্রহণ করিয়া স্বগণ সমভিব্যাহারে দক্ষের যজ্ঞবাটে গমন করিলেন। ঐ স্থানেই তখনও বিষ্ণু বীরভদ্রের সহিত বিক্রম প্রকাশ করিতেছিলেন। বিষ্ণু দেখিলেন,—ক্রুদ্ধ মহেশ্বর আগমন করিতেছেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন,—সংগ্রামে জয়লাভ করা সম্ভব নহে। এই বুঝিয়া মরুদ্গণ সহ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও বসুগণ ও কিন্নরগণ সহ অন্তর্দ্ধান করিলেন। ক্রোধপূর্ণচেতা শিব যখন তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন কেবল ব্রাহ্মণগণই সে সভায় অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা শঙ্করকে কোপরক্তনেত্রে সম্প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া ভীত ভীত ভাবে রুদ্রমন্ত্রে হোম করিতে লাগিলেন। অন্য অনেক ব্রাহ্মণ ত্রাসান্বিত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিলেন। অনন্তর মহাদেব আসিয়া দেখিলেন,—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ সেই যজ্ঞসভায় অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু দেবগণের একজনও তথায় নাই। তদ্দর্শনে তিনি যজ্ঞকে নিহত করিলেন। যজ্ঞ শিবের ভয়ে মৃগরূপ ধরিয়া পলায়ন করিল। ভগবান্ শিব ধনুর্ব্বাণ হস্তে তাহার পশ্চাৎ প্রধাবিত হইলেন। হে মহাদেবি। অদ্যাপি তিনি আকাশে তারারূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ৪৮—৫৯।

নবনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৯।

দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। এবং বিধ্বংসিতে যজ্ঞে গতাস্তে ব্রাহ্মণা গৃহম্। অপ্রাপ্তকামনা দেবি যে চান্যে তত্র বৈ গতাঃ ॥ ১ ॥ হরোঽপি বিগতামর্ষঃ কৈলাসং পর্ব্বতং গতঃ ॥ ২ ॥ এতস্মিন্নেব কালেন তারকো-নাম দানবঃ। উৎপন্নঃ স মহাবাহুর্দ্দেবানাং বলদর্পহা ॥ ৩ ॥ তেন ইন্দ্রাদিকান্ সর্ব্বান্ সুরান্ জিত্বা মহাহবে। স্বর্গঃ স্বৈর্ব্ব্যাপিতো দেবি ব্রহ্মলোকং ততো গতাঃ। উচুঃ সুরা দুঃখযুক্তা ব্রহ্মাণং পর্ব্বতাত্মজে ॥ ৪ ॥ তারকেণ সুরশ্রেষ্ঠ স্বর্গান্নির্ব্বাসিতা বয়ম্। স্বয়মিন্দ্রঃ সমভবদ্বসবোঽন্যে তথা কৃতাঃ ॥ ৫ ॥ রুদ্রাঃ সাধ্যাস্তথা বিশ্বে অশ্বিনৌ

দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—এইরূপে যজ্ঞধ্বংস হইলে ব্রাহ্মণগণ এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিতগণ অনন্ধকাম হইয়া গৃহে গমন করিলেন। ভগবান্ হর বিগতামর্ষ হইয়া কৈলাসে গেলেন। ইত্যবসরে তারক নামে এক দেবদর্পহারী মহাবল দানব প্রাদুর্ভূত হইল। তারকাসুর মহাসংগ্রামে ইন্দ্রাদি সুরগণকে জয় করিয়া সগণ সমভিব্যাহারে স্বর্গরাজ্য অধিকার করিল। তখন সুরগণ ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক দুঃখিতভাবে ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! তারকাসুর আমাদিগকে স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া স্বয়ং ইন্দ্র হইয়াছে এবং বসু, রুদ্র, সাধ্য,

মরুতস্তথা। আদিত্যাশ্চ বধোপায়ং তস্মাদ্বদ পিতামহ ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মোবাচ। অবধ্যঃ স তু সর্ব্বেষাং দেবানামিতি মে মতিঃ। ঋতে তু শাঙ্করং তেজো নান্যেন বিনিপাত্যতে। তস্মাদ্গচ্ছত ভদ্রং বো দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ৭ ॥ তস্য ভার্য্যা মৃতা পূর্ব্বং জাতা হিমবতো গৃহে। তস্যাং চ জায়তে পুত্রঃ স হনিষ্যতি তারকম্। তস্মাৎ প্রসাদয়ধ্বং বৈ তদর্থং শূলপাণিনম্ ॥ ৮ ॥ ততো দেবৈঃ সমাদিষ্টঃ কামদেবো বরাননে। মৃতভার্য্যং হরং গত্বা ততঃ সায়কৈঃ ॥ ৯ ॥ যেনাসৌ কামসন্তপ্তো ভার্য্যার্থং যত্নবান ভবেৎ। অয়ং গচ্ছতু তে ভ্রাতা বসন্তশ্চ মনোহরঃ ॥ ১০ ॥ স তথেতি প্রতিজ্ঞায় কৈলাসং পর্ব্বতং গতঃ। ততো দৃষ্ট্বা মহাদেবঃ কামদেবং ধৃতায়ুধম্ ॥ ১১ ॥ বসন্তসহিতং দেবি রুদ্রোঽন্ধকনিষূদনঃ। গঙ্গাদ্বারমনুপ্রাপ্য অপশ্যদ্যাবদগ্রতঃ ॥ ১২ ॥ দত্তায়ুধং কামদেবং ত্রুদ্রুবে স ভয়াৎ পুনঃ। ততো বারাণসীং গত্বা নৈমিষং পুষ্করং তথা ॥ ১৩ ॥ শ্রীকণ্ঠং রুদ্রকোটিং চ কুরুক্ষেত্রং গয়াং তথা। জ্বালামার্গং প্রয়াগং চ বিশালামর্ব্বুদং শুভম্ ॥ ১৪ ॥ বহূন্ বর্ষগণানেবং ভ্রমন্ স ধরণীতলে। কামদেবভয়াদ্দেবি দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥ অবৈক্ষত তদা কামং বিস্ফার্য্য নয়নং তদা। তৃতীয়ং দেবদেবেশি দেবদেবস্ত্রিলোচনঃ ॥ ১৬ ॥ তস্য তং বীক্ষমাণস্য সঞ্জাতাঃ পাবকার্চ্চিষঃ। তাভিঃ স ধনুষা যুক্তো ভস্মসাৎসমপদ্যত ॥ ১৭ ॥ তং রোষস্য নির্ণয়ম্। নিবাসমকরোত্তত্র ক্ষেত্রে প্রাভাসিকে শুভে ॥ ১৮ ॥ তস্মিন্ দগ্ধে তদা কামে রতিঃ শোকপরায়ণা। বিললাপ সুদুঃখার্ত্তা পতিভক্তিপরায়ণা ॥ ১৯ ॥ হা নাথ নাথ ভোঃ স্বামিন্ কিং জহাসি পতিব্রতাম্। পতিব্রতাং পতিপ্রাণাং কস্মান্মাং ত্যজসি প্রভো ॥ ২০ ॥ এবং বিলপতীং তাং তু বাগুবাচাশরীরিণী। মা ত্বং রুদ বিশালাক্ষি পুনরেব পতিস্তব ॥ ২১ ॥ প্রসাদাদ্দেবদেবস্য উজ্জীবতি শিবস্য তু। এতাং বাচং রতিঃ শ্রুত্বা ততঃ স্বস্থা বভূব হ ॥ ততো দেবাঃ শিবং নত্বা প্রার্থয়ামাসুরীশ্বরি। কলত্রসংগ্রহং দেব কুরু কার্য্যার্থসংগ্রহে ॥ ২৩ ॥ এষ কাম-

---

বিশ্বেদেব, অশ্বিনীকুমারযুগল, মরুদ্গণ, ও আদিত্যগণের পদে অপরাপর ব্যক্তিকে স্থাপন করিয়াছে। অতএব হে পিতামহ! উহার বধোপায় বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—আমি জানি, ঐ অসুর সর্ব্বদেবের অবধ্য। শঙ্করের তেজ ব্যতীত অন্য কেহই উহাকে নিপাতিত করিতে পারিবে না। অতএব তোমরা দেবদেব মহেশ্বরের নিকট গমন কর! তোমাদের মঙ্গল হইবে। পূর্ব্বে মহেশভর্য্যা দেহত্যাগ করিয়া এক্ষণে হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারই হস্তে তারকাসুর নিহত হইবে। অতএব পুত্রোৎপাদনার্থ শূলপাণিকে প্রণোদিত কর। অনন্তর দেবগণ কামদেবকে আদেশ করিলেন,—তুমি বিপত্নীক হরের নিকট গিয়া শরাঘাতে তাঁহাকে সন্তাপিত কর। এমন ভাবে কার্য্য করিবে, যাহাতে তিনি কামাসন্তপ্ত হইয়া ভার্য্যার্থ প্রযত্ন প্রকাশ করেন। এই তোমার ভ্রাতা মনোহর বসন্তও তোমার সহিত গমন করুন। মদন 'তথাস্তু' বাক্যে প্রতিশ্রুত হইয়া কৈলাস শৈলে গমন করিলেন। অনন্তর অন্ধকনাশন মহাদেব রুদ্র বসন্ত সহ কামদেবকে চাপহস্ত দেখিয়া গঙ্গাদ্বারে গমন করিলেন। সে স্থানে গিয়াও সম্মুখে ধৃতায়ুধ কামদেবকে দেখিলেন। তদ্দর্শনে বারাণসী, নৈমিষারণ্য, পুষ্কর, শ্রীকণ্ঠ, রুদ্রকোটি, কুরুক্ষেত্র, গয়া, জ্বালামার্গ, প্রয়াগ, বিশালা ও অর্ব্বুদ এই সকল স্থানেও দেবদেব মহেশ্বর কামদেব ভয়ে বহু বর্ষ ভ্রমণ করিলেন।১—১৭। অনন্তর ত্রিলোচন শিব তৃতীয় নয়ন বিস্ফারিত করিয়া কামদেবের প্রতি তাকাইলেন। তাঁহার সেই দর্শনে অগ্নিশিখা সকল উৎপন্ন হইল এবং তাহা দ্বারা ধনুর্দ্ধারী কাম ভস্মীভূত হইয়া গেল। ভগবান্ শম্ভু কামকে দগ্ধ করিয়া ক্রোধের শান্তি করিলেন এবং শুভ প্রভাসক্ষেত্রে বাস করিতে লাগিলেন। কাম দগ্ধ হইলে পতিভক্তিযুক্তা দুঃখার্ত্তা রতি শোকভরে বিলাপ করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—হা নাথ! হা নাথ! হা স্বামিন্! আমি পতিব্রতা, পতিপ্রাণা; আমাকে কেন পরিত্যাগ করিলেন? এইরূপ বিলাপকারিণী রতিকে সম্বোধন করিয়া এক অশরীরিণী বাণী বলিল,—অয়ি বিশালাক্ষী! রোদন করিও না। দেবদেবের প্রসাদে তোমার পতি পুনরুজ্জীবিত হইবেন। রতি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রকৃতিস্থা হইলেন। অনন্তর দেবগণ শিবকে নমস্কার করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, হে দেব! আপনি দারপরিগ্রহ করুন। আপনি মহাক্রোধে

ত্বয়া দগ্ধঃ ক্রোধেন মহতা স্বয়ম্। বিনা কেন বিভো নষ্টা সৃষ্টির্বৈ ধরণীতলে॥ ২৪॥ ভগবানুবাচ। এষ কামো ময়া দগ্ধঃ ক্রোধেন সুরসত্তমাঃ। তস্মাদনঙ্গ এবৈষ প্রজাসু প্রচরিষ্যতি। তদ্বীর্য্যান্তৎপ্রভাবশ্চ বিনা দেহং ভবিষ্যতি॥ ২৫॥ দেবা ঊচুঃ। ভগবন্ কুরু পূর্ব্বং ত্বং সংস্মরস্ব রতীশ্বরম্। হিতায় সর্ব্বলোকানাং যথা নঃ প্রত্যয়ো ভবেৎ॥ ২৬॥ সংস্মৃতবান্ কামং স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ। ততস্তচ্ছাশ্বতং লিঙ্গং সমুত্তস্থৌ মহীতলে॥ ২৭॥ কৃতস্মরঃ পুনস্তত্র অনঙ্গো বলবাংস্তথা। তেনোঢ়া শৈলজা তেন শঙ্করেণ মহাত্মনা॥ ২৮॥ জাতঃ স্কন্দঃ সুরশ্রেষ্ঠস্তারকো যেন সূদিতঃ। পতিতে নৈব লিঙ্গেন যস্মাচ্চৈব কৃতঃ স্মরঃ॥ ২৯॥ তস্মাৎ কৃতস্মরো লোকে কীর্ত্ত্যতে স মহীতলে। তং দৃষ্ট্বা ন জড়ো নান্ধো নামুখী ন চ দুর্ভগঃ। জায়তে তু কদা মর্ত্ত্যো ন দরিদ্রো ন রোগবান॥ ৩০॥ এবং তে সর্ব্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি। দগ্ধো যথা স্মরঃ পূর্ব্বং পুনর্বীর্য্যান্বিতঃ স্থিতঃ॥ ৩১॥

ঈশ্বর উবাচ। তত্রৈব সংস্থিতং কুণ্ডং দক্ষিণেন কৃতস্মরাৎ। কামকুণ্ডেতি বৈ নাম যত্রোদ্ভূতঃ পুনঃ স্মরঃ॥ ৩২॥ অনঙ্গরূপী দেব্যত্র স্নানাদ্বৈ রূপবান্ ভবেৎ। ইক্ষবস্তত্র বৈ দেয়াঃ সুবর্ণং গাস্তথৈব চ। বস্ত্রাণি চৈব বিধিবদ্ব্রাহ্মণে বেদপারগে॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কামকুণ্ডমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২০০॥

একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্মিন্ স্থানে মহাদেবি শ্মশানং কালভৈরবম্। ব্রহ্মকুণ্ডং বরারোহে যাবদ্দেবঃ কৃতস্মরঃ॥ ১॥ তত্র যে প্রাণিনো দগ্ধা মৃতাঃ কালবিপর্য্যয়াৎ। তে সর্ব্বে মুক্তিমায়ান্তি মহাপাতকিনোঽপি বা॥ ২॥ কৃতস্মরান্মহাদেবি যাবদ্যক্ষেশ্বরঃ স্থিতঃ। মহাশ্মশানং তদ্দেবি অপুনর্ভবদায়কম্॥ ৩॥ তস্মিন্ স্থানে বহেদ্যত্র বিষুবং প্রাণিনাং প্রিয়ে। তত্রোষরং স্মৃতং ক্ষেত্রং তন্মে প্রিয়তরং

এই কামকে দগ্ধ করিয়াছেন, হে বিভো! কাম ব্যতীত এই ধরাতলে সৃষ্টি নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। ভগবান্ কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! এই কামকে আমি মহাক্রোধে দগ্ধ করিয়াছি; অতএব এ, অনঙ্গ হইয়াই প্রজাগণ মধ্যে বিচরণ করিবে। ইহার সেই বীর্য্য, সেই প্রভাব—দেহ ব্যতিরেকেই হইবে। দেবগণ কহিলেন,—ভগবন্ আপনি সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত এবং আমাদের যাহাতে প্রত্যয় হইতে পারে, এই জন্ত আপনিই অগ্রে রতীশ্বরকে স্মরণ করুন। অনন্তর মহেশ্বর স্বয়ং কামকে স্মরণ করিলেন। অনন্তর এক শাশ্বত লিঙ্গ মহীতলে প্রাদুর্ভূত হইল। বলবান অনঙ্গের আবার আবির্ভাব ঘটিল। তিনি মহাদেবের কৃতস্মর লিঙ্গ নামে অভিহিত হইলেন। মহাত্মা শঙ্কর অতঃপর শৈলনন্দিনীর পাণিপীড়ন করিলেন। তাহাতে তারকসূদন সুরবর স্কন্দ উৎপন্ন হইলেন। লিঙ্গ পতিত হইলে যে হেতু স্মর পুনরায় সৃষ্ট হইলেন, এই জন্ত ঐ লিঙ্গ কৃতস্মর নামে লোকে কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। এই লিঙ্গ দর্শনে নর জড়, অন্ধ, অমুখী, দুর্ভগ, দরিদ্র, বা রোগবান্ কখনই হয় না। হে দেবি! তুমি আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসিয়াছিলে, স্মর যেরূপে দগ্ধ হইল, পুনরায় বীর্য্যান্বিত ও স্থিত হইল, সকলই তোমার নিকট বলিলাম। এই বলিয়া ঈশ্বর আবার বলিলেন,—ঐ স্থানেই কৃতস্মরের দক্ষিণে একটী কুণ্ড আছে, উহার নাম কামকুণ্ড। ঐ কুণ্ড হইতেই অনঙ্গরূপী স্মর, পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছিল। দেবি! হেথায় স্নান করিলে নর রূপবান্ হয়। এখানে বেদপারগ ব্রাহ্মণকে ইক্ষু, সুবর্ণ, গাভী ও বিবিধ বস্ত্র বিধিপূর্ব্বক দান করিতে হয়। ১৬—৩৩।

দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০০।

একাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন;—অয়ি মহাদেবি! সেই স্থানে কালভৈরব শ্মশান ও ব্রহ্মকুণ্ড বিদ্যমান। হে বরারোহে! উহা কৃতস্মর ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। কালবিপর্য্যয় বশে সেখানে যে প্রাণী মৃত বা দগ্ধ হয়, তাহারা মহাপাতকী হইলেও মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। হে মহাদেবি! সেই মহাশ্মশান কৃতস্মর হইতে যক্ষেশ্বর ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। উহা পুনর্জ্জন্মনিবারক। প্রিয়ে! যে স্থানে প্রাণিগণের সুষুম্নানাড়ীতে শ্বাস প্রবাহিত হয়, সেই স্থানই ঊষরসম উৎপত্তিনিবারক। উক্ত শ্মশানেও সুষুম্নাতেই শ্বাসপ্রবাহ হইয়া থাকে; সেই জন্তই

সদা ॥ ৪ ॥ কল্পান্তেঽপি ন মুঞ্চামি অবিমুক্তাৎ প্রিয়ং মম ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কালভৈরবশ্মশানমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০১ ॥

দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি রামেশ্বরমনুত্তমম্। মঙ্কীশাদ্দক্ষিণে ভাগ আগ্নেয়ে তু কৃতস্মরাৎ। পূর্ব্বতস্তু সরস্বত্যা বলভদ্রপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥ যত্র মুক্তোঽভবদ্দেবি রামো ব্রহ্মবধাৎ কিল। পাতকাৎ প্রতিলোমাং তামগাহত সরস্বতীম্ ॥ ২ ॥ দেব্যুবাচ। কথং স পাতকান্মুক্তঃ কথং পাপমভূৎ পুরা। কথং তৎস্থাপিতং লিঙ্গং কিম্প্রভাবং বদস্ব মে ॥ ৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশিনীম্। যাং শ্রুত্বা মানবো দেবি মুক্তঃ সংসারসাগরাৎ। সর্ব্বান্ কামান্ স লভতে সততং মনসি প্রিয়ান্ ॥ ৪ ॥ রামঃ পূর্ব্বং পরাং প্রীতিং কৃত্বা কৃষ্ণস্য লাঙ্গলী। চিন্তয়ামাস বহুধা কিং কৃতং সুকৃতং ভবেৎ ॥ ৫ ॥ কৃষ্ণেন হি বিনা নাহং যাস্যে দুর্য্যোধনান্তিকম্। পাণ্ডবান্ বা সমাশ্রিত্য কথং দুর্য্যোধনং নৃপম্ ॥ ৬ ॥ জামাতরং তথা শিষ্যং ঘাতয়িষ্যে নরেশ্বরম্। তস্মান্ন পার্থং যাস্যামি নাপি দুর্য্যোধনং নৃপম্ ॥ ৭ ॥ তীর্থেষ্বাপ্লাবয়িষ্যামি তাবদাত্মানমাত্মনা। কুরূণাং পাণ্ডবানাং চ যাবদত্যয় কল্পতে ॥ ৮ ॥ ইত্যাদিশ্য হৃষীকেশং পার্থদুর্য্যোধনাবপি। জগাম দ্বারকাং শৌরিঃ স্বসৈন্যৈশ্চ পরীবৃতঃ ॥ ৯ ॥ গত্বা দ্বারাবতীং রামো হৃষ্টতুষ্টজনাকুলাম্। স্বৈরন্তঃপুরগৈঃ সার্দ্ধং পপৌ পানং হলায়ুধঃ ॥ ১০ ॥ পীতপানো জগামাথ রৈবতোদ্যানমৃদ্ধিমৎ। হস্তে গৃহীত্বা স গদাং রেবত্যাদিভিরন্বিতঃ ॥ ১১ ॥ স্ত্রীকদম্বকমধ্যস্থো যযৌ মত্তবদাস্খলন্। দদর্শ চ বনং বীরো রমণীয়মনুত্তমম্ ॥ ১২ ॥ সর্ব্বত্র তরুপুষ্পাঢ্যং শাখামৃগগণাকুলম্। পুষ্পপদ্মবনোপেতং সপদ্মলমহাবনম্ ॥ ১৩ ॥ স শৃণ্বন্ প্রীতিজনকান্ কলান্মদকলাঙ্কুভান্। শ্রোত্ররম্যান্ সুমধুরাঙ্কদ্দান্ খগমুখেরিতান্ ॥ ১৪ ॥ সর্ব্বতঃ ফল-

---

উহা আমার সতত প্রিয়তর। আমি কল্পান্তকালেও সেই শ্মশান পরিত্যাগ করি না; উহা আমার অবিমুক্ত ক্ষেত্র হইতেও প্রিয়। ১—৫।

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০১।

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন;—হে মহাদেবি! অতঃপর অনুত্তম রামেশ্বরক্ষেত্রে যাইবে। বলভদ্র-প্রতিষ্ঠিত সেই ক্ষেত্র, মঙ্কীশের দক্ষিণে, কৃতস্মরের অগ্নিকোণে, এবং সরস্বতীর পূর্ব্বদিকে বিরাজিত। হে দেবি! রাম এই স্থানে ব্রহ্মহত্যাপাতক হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই প্রতিলোমা সরস্বতীতে অবগাহন করিয়াছিলেন। দেবী কহিলেন,—তিনি পাতক হইতে মুক্ত হইলেন কিরূপে? কিরূপেই বা পূর্ব্বে তাঁহার ব্রহ্মহত্যাপাপ ঘটিয়াছিল? কি প্রকারেই বা তিনি সেই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন? আর সেই লিঙ্গের প্রভাবই বা কি প্রকার? এসকল আমাকে বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! শ্রবণ কর; আমি তোমাকে সেই পাপনাশিনী কথা বলিতেছি,—যাহার শ্রবণে সংসারসাগরমগ্ন মানব সতত বাঞ্ছিত কামসমূহ উপভোগান্তে অন্তে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে হলধর রাম, কৃষ্ণের প্রতি পরম প্রীতি বশতঃ চিন্তা করিলেন যে, কি করিলে সুকৃত হইবে? কৃষ্ণকে ছাড়িয়া দুর্য্যোধনের পক্ষ আশ্রয় করা আমার কর্ত্তব্য নহে; আবার পাণ্ডবগণের পক্ষাবলম্বন করিয়াই বা জামাতা ও শিষ্য দুর্য্যোধন রাজাকে ঘাতিত করিব কিরূপে? অতএব কি পাণ্ডব কি দুর্য্যোধন—কোন পক্ষেই আমি যাইব না, পরন্তু যাবৎ কুরুপাণ্ডবগণের ক্ষয় না হয়, তাবৎ আত্মা দ্বারা তীর্থনিচয়ে আত্মাভিষেকবিধানপূর্ব্বক বিচরণ করিব। হলধর কৃষ্ণকে, পার্থকে ও দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া স্বসৈন্যে পরিবৃত হইয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। হলধর রাম হৃষ্টতুষ্টজনাকুলা দ্বারাবতী নগরীতে যাইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বীয় অন্তঃপুরগ জনগণসহ হালাপানান্তে গদাহস্তে রেবতী প্রভৃতি নারীবর্গে পরিবৃত হইয়া ঋদ্ধিযুক্ত রৈবতকোদ্যানে গমন করিলেন। বীর হলধর, নারীকদম্ব মধ্যে মত্তবৎ স্খলিত হইতে হইতে সেখানে যাইয়া তত্রত্য অনুত্তম রমণীয় উদ্যান বিলোকন করিতে লাগিলেন ১-১২। দেখিলেন,উহার প্রায় সকল স্থলই প্রসূনপাদপে মণ্ডিত ও শাখামৃগবর্গে সমাকুল; উহা বিবিধ পুষ্পোদ্যানে ও পদ্ম-

রত্নাঢ্যান্ সর্ব্বতঃ কুসুমোজ্জ্বলান্। অপশ্যৎ পাদপাং-শ্চৈব বিহঙ্গৈরনুমোদিতান্॥ ১৫॥ আম্রানাম্রাতকান্ ভব্যান্নারিকেলান্ সতিন্দুকান্। আবন্ধলাংস্তথা পীতান্ দাড়িমান্ বীজপূরকান্॥ ১৬॥ পনসান্ লকুচান্মোচাংস্তাপাংশ্চাপি মনোহরান্। পারেবতান্ কুসম্ভুনান্নলিনানথ বেতসান্॥ ১৭॥ ভল্লাতকানামলকাং স্তিন্দুকাংশ্চ মহাফলান্। ইঙ্গুদান্ করমর্দ্দাংশ্চ হরীতকবিভীতকান্॥১৮॥ এতানন্যাংশ্চ স ভ্রমন্ দদর্শ যদুনন্দনঃ। তথৈবাশোকপুন্নাগকেতকীবকুলাংস্তথা॥ ১৯॥ পঙ্ককান্ সপ্তপর্ণাংশ্চ কর্ণিকারান্ সুমালতীঃ। পারিজাতান্ কোবিদারান্মন্দারেন্দীবরাংস্তথা॥ ২০॥ পাটলান্ পুষ্পিতান্ রম্যান্ দেবদারুদ্রুমাংস্তথা। শালাংস্তালাংস্তমালাংশ্চ নিচুলান্ বঞ্জুলাংস্তথা॥ ২১॥ চকোরৈঃ শতপত্রৈশ্চ ভৃঙ্গরাজৈঃ সমাবৃতান্। কোকিলৈঃ কলবিঙ্কৈশ্চ হারীতৈর্জীবজীবকৈঃ॥ ২২॥ প্রিয়পুত্রৈশ্চাতকৈশ্চ শুকৈরন্যৈর্ব্বিহঙ্গমৈঃ। শ্রোত্ররম্যং সুমধুরং কূজদ্ভিশ্চাপ্যধিষ্ঠিতৈঃ॥ ২৩॥ সরাংসি চ সপদ্মানি মনোজ্ঞসলিলানি চ। কুমুদৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ তথা রোচনকোৎপলৈঃ॥ ২৪॥ কহ্লারৈঃ কমলৈশ্চাপি চর্চ্চিতানি সমন্ততঃ। কাদম্বৈশ্চক্রবাকৈশ্চ তথৈব জলকুক্কুটৈঃ॥ ২৫॥ কারণ্ডবৈঃ প্লবৈর্হংসৈঃ কূর্ম্মৈর্ম্মণ্ডুভিরেব চ। এতৈরন্যৈশ্চ কীর্ণানি তথান্যৈর্জলবাসিভিঃ॥ ২৬॥ ক্রমেণ সঞ্চরন্ রামঃ প্রেক্ষমাণো মনোরমম্। জগামানুগতঃ স্ত্রীভির্লতাগৃহমনুত্তমম্॥ ২৭॥ স দদর্শ দ্বিজাংস্তত্র বেদবেদাঙ্গপারগান্। কৌশিকান্ ভার্গবাংশ্চৈব ভারদ্বাজাংশ্চ গৌতমান্॥ ২৮॥ বিবিধেষু চ সম্ভূতান্ বংশেষু দ্বিজসত্তমান্। কথাশ্রবণসোৎকণ্ঠানুপবিষ্টান্ মহাত্মনঃ॥ ২৯॥ কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েষু কূর্চ্চেষু চ বৃষীষু চ। সূতং তেষাং মধ্যস্থং কথয়ানং কথাঃ শুভাঃ॥ ৩০॥ পৌরাণিকাঃ সুরষীণামাদ্যানাং চরিতক্রিয়াঃ। দৃষ্ট্বা রামং দ্বিজাঃ সর্ব্বে মধুপানাকুলেক্ষণম্॥ ৩১॥ মত্তোঽয়মিতি মন্বানাঃ সমুত্তস্থুস্ত্বরান্বিতাঃ। পূজয়ন্তো হলধরং তমৃতে সূতবংশজম্॥ ৩২॥ ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো হলী সূতং মহাবলঃ। নিজঘান বিরক্তাক্ষঃ ক্ষোভিতাশেষদানবঃ॥ ৩৩॥ অন্বাসিতে পদং ব্রাহ্ম্যং তস্মিন্ সূতে নিপাতিতে। নিষ্ক্রান্তাস্তে দ্বিজাঃ সর্ব্বে বনাৎ কৃষ্ণাজিনাম্বরাঃ॥ ৩৪॥ অবধূতং তথাত্মানং

বনে সমুপেত এবং পল্বলে ও মহাবনে শোভিত। তিনি সেখানে মদমত্ত বন্য পক্ষিগণের প্রীতিকর, শ্রুতিসুখাবহ, শুভ, মধুর বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিতে করিতে সর্ব্বতঃফলরত্নাঢ্য, সর্ব্বতঃকুসুমোজ্জ্বল, বিহগগণানুমোদিত উদ্যানতরুরাজী দর্শন করিতে লাগিলেন। যদুনন্দন রাম, আম্র, আম্রাতক, ভব্য, নারিকেল, তিন্দুক, আবন্ধল, পীত, দাড়িম, বীজপূর, পনস, লকুচ, মোচ, তাপ, পারেবত, কুসম্ভুন, নলিন, বেতস, ভল্লাতক, আমলক, মহাতিন্দুক, ইঙ্গুদ, করমর্দ্দ, হরীতক, বিভীতকাদি এবং শ্রুতিসুখাবহ সুমধুর কূজনপরায়ণ চকোর, শতপত্র, ভৃঙ্গরাজ, কোকিল, কলবিঙ্ক, হারীত, জীবজীবক, প্রিয়পুত্র, চাতক, শুকাদি বিহঙ্গনিবহে সংসেবিত অশোক, পুন্নাগ, কেতকী, বকুল, চম্পক, সপ্তপর্ণ, কর্ণিকার, মালতী, পারিজাত, কোবিদার, মন্দার, ইন্দীবর, পাটল, কদলী, দেবদারু, শাল, তাল, তমাল, নিচুল, বঞ্জুলাদি, তরুনিকর বিলোকন করিতে লাগিলেন। ১৩—২৩। ইতস্ততঃ কত কাদম্ব, চক্রবাক, জলকুক্কুট, কারণ্ডব, প্লব, হংসাদি জলপক্ষী ও কূর্ম্ম, মণ্ডূকাদি জলচর জীবে সমাকীর্ণ, পদ্ম, কুমুদ, পুণ্ডরীক, রোচনক, উৎপল, কহ্লার কমলাদি জলকুসুমভূষিত, স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ, সরোবর তাঁহার নয়নগোচর হইল। রাম রমণীগণ সহ এই সকল দেখিতে দেখিতে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে একটী অনুত্তম লতাগৃহ অবলোকন করিলেন। দেখিলেন, ঐ স্থানে কৌশিক ভার্গব ভারদ্বাজ গৌতমাদি বিবিধ গোত্রসম্ভূত, বেদবেদাঙ্গপারগ, মহাত্মা দ্বিজগণ কথাশ্রবণার্থ সমুৎসুকচিত্তে কৃষ্ণাজিন, কূর্চ্চ, বৃষী প্রভৃতি আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; তাঁহাদিগের মধ্যস্থলে পৌরাণিকশ্রেষ্ঠ সূত বসিয়া সুরর্ষি-রাজর্ষিদিগের চরিতসংক্রান্ত শুভ কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। সূতবংশীয় সেই পৌরাণিক ব্যতীত অপরাপর সমস্ত দ্বিজগণই হলধর রামকে অরুণলোচন দর্শনে 'ইনি মধুপানে মত্ত হইয়াছেন' ভাবিয়া ত্বরা সহকারে উঠিয়া তাঁহার যথোচিত অর্চনা করিতে লাগিলেন। অশেষ দানবক্ষোভক মহাবল হলধর ইহাতে সূতকর্তৃক আপনাকে অবজ্ঞাত বোধে সূতের প্রতি অতিশয় কুপিত হইয়া বিস্ফারিতনেত্রে তখন তাহাকে নিহত করিলেন। সেই সূত ব্রহ্মাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, হলধর তাঁহাকে হত্যা করিলেন, দেখিয়া সেই কৃষ্ণজিনাম্বর মুনিগণ সকলেই সেই বন

মন্তমানো হলায়ুধঃ। চিন্তয়ামাস সুমহন্ময়া পাপমিদং কৃতম্ ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মাসনগতো হ্যেষ যঃ সূতো বিনিপাতিতঃ। তথা হ্যেতে দ্বিজাঃ সর্ব্বে মামবেক্ষ্য বিনির্গতাঃ ॥ ৩৬ ॥ শরীরস্য চ মে গন্ধো লোহস্যেবাসুখাবহঃ। আত্মানং চাবগচ্ছামি ব্রহ্মঘ্নমিতি কুৎসিতম্ ॥ ৩৭ ॥ ধিঙ্মমার্থং তথা মদ্যং মহিমানমকীর্ত্তিদম্। যেনাবিষ্টেন সুমহন্ময়া পাপমিদং কৃতম্ ॥ ৩৮ ॥ স্মৃত্যুক্তং তু করিষ্যামি প্রায়শ্চিত্তং যথাবিধি। উক্তমন্ত্যেব মনুনা প্রায়শ্চিত্তাদিকং ক্রমাৎ ॥ ৩৯ ॥ জপঃ প্রচ্ছন্নপাপানাং মনসন্তাপ এব চ। ভূতাত্মনস্তপোবিদ্যে বুদ্ধের্জ্ঞানং বিশোধনম্ ॥ ৪০ ॥ ক্ষেত্রেশ্বরস্য বিজ্ঞানাদ্বিশুদ্ধিঃ পরমা মতা। শরীরস্য বিশুদ্ধিস্তু প্রায়শ্চিত্তৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ ॥ ৪১ ॥ ততোঽদ্যতঃ করিষ্যামি ব্রতং দ্বাদশবার্ষিকম্। স্বকর্ম্মখ্যাপনং কুর্ব্বন প্রায়শ্চিত্তমনুত্তমম্ ॥৪২॥ ইয়ং বিশুদ্ধিরজ্ঞানাদ্ধত্বা চাকামতো দ্বিজম্ ! কামতো ব্রাহ্মণবধে নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে ॥ ৪৩ ॥ যঃ কামতো মহাপাপং নরঃ কুর্য্যাৎ কথঞ্চন। ন তস্য নিষ্কৃতিদৃষ্টা ভৃগ্বগ্নিপতনাদৃতে ॥ ৪৪ ॥ অকামতঃ কৃতে পাপে প্রায়শ্চিত্তং বিদুর্বুধাঃ। কামকারকৃতেঽপ্যাহুরেকে শ্রুতিনিদর্শনাৎ ॥ ৪৫ ॥ বিধিঃ প্রাথমিকস্তস্মাদ্দ্বিতীয়ে দ্বিগুণং চরেৎ। তৃতীয়ে ত্রিগুণং প্রোক্তং চতুর্থে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ৪৬ ॥ ঔষধং স্নেহমাহারং দদদ্গোব্রাহ্মণাদিষু। দীয়মানে বিপত্তিঃ স্যান্ন স পাপেন লিপ্যতে ॥ ৪৭ ॥ অকারণং তু যঃ কশ্চিদ্দ্বিজঃ প্রাণান্ পরিত্যজেৎ। তস্যৈব তত্র দোষঃ স্যান্ন তু যোঽস্মৈ দদাতি তৎ ॥ ৪৮ ॥ পরিক্ষতো যদা বিপ্রো হত্বাত্মানং মৃতো যদি। নির্গুণঃ সহসা ক্রোধাদ্গৃহক্ষেত্রাদিকারণাৎ ॥ ৪৯ ॥ ত্রিবার্ষিকং ব্রতং কুর্য্যাৎ প্রতিলোমাং সরস্বতীম্। গচ্ছেদ্বাপি বিশুদ্ধ্যর্থং তৎপাপস্যেতি নিশ্চিতম্ ॥৫০॥ উদ্দিশ্য কুপিতো হত্বা তোষিতং বাসয়েৎ পুনঃ। তস্মিন্ মৃতে ন দোষোঽস্তি দ্বয়োরুক্তশ্রাবণে কৃতে ॥

হইতে চলিয়া গেলেন। অতঃপর হলধর ভাবিলেন —আমি যে ব্রহ্মাসনস্থ সূতকে মারিলাম, ইহাতে মহৎ পাপাচরণ করা হইয়াছে; সেই জন্যই এই সমস্ত দ্বিজগণ আমাকে দেখিয়া স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমার শরীরেও লৌহের ন্যায় অসুখাবহ গন্ধ জন্মিয়াছে! আর আমি নিজেও আপনাকে কুৎসিত ব্রহ্মঘাতী বলিয়া বুঝিতেছি! আমার অকীর্ত্তিকর অর্থে, মদ্যে ও মহিমায় ধিক্!—যাহার আবেশে আমি এই সুমহৎ পাপাচরণ করিলাম! যাহা হউক, এক্ষণে আমি যথাবিধি স্মৃত্যুক্ত প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিব! যেহেতু মনু বলিয়াছেন যে, পাপক্ষালনার্থ প্রায়শ্চিত্তাদি যথাক্রমে করিতে হয়; জপদ্বারা প্রচ্ছন্ন পাপ, এবং মনস্তাপ দ্বারা মানস পাপ বিনষ্ট হয়। দেহ ও মন তপস্যা ও বিদ্যা দ্বারা এবং বুদ্ধি জ্ঞান দ্বারা বিশোধিত হইয়া থাকে। ২৪—৪০। যদি ক্ষেত্রজ্ঞ ও ঈশ্বরের তত্ত্ববিজ্ঞান জন্মে, তবে পরমা শুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। আর পৃথক্ পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও শরীরশুদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব আমি অদ্য হইতে দ্বাদশ বর্ষ কাল যাবৎ স্বকর্ম্ম কীর্ত্তন সহকারে বিচরণ করিব। এইরূপ ব্রতাবলম্বন করিলেই আমার অনুত্তম প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান হইবে। অকামতঃ অজ্ঞানবশে ব্রহ্মহত্যা করিলেই এইরূপে শুদ্ধিলাভ হয়; কিন্তু যদি কামতঃ জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা করা হয়, তাহা হইলে তাহার কোন প্রায়শ্চিত্ত বিহিত নাই। মানব যদি কোনপ্রকারে কামতঃ মহাপাতক করে, তবে তাহার ভৃগুপাত ও অগ্নিপ্রবেশ ব্যতীত অপর কোন প্রায়শ্চিত্ত দৃষ্ট হয় না। পণ্ডিতগণ অকামতঃ পাতকাচরণেই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন; তবে কোন কোন পণ্ডিত শ্রুতি সমালোচনা করিয়া কামতঃ কৃত পাতকেও প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। পরন্তু প্রথমাপরাধে বিহিত প্রায়শ্চিত্ত, দ্বিতীয়াপরাধে দ্বিগুণ, তৃতীয়ে ত্রিগুণ, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। চতুর্থবার অপরাধে সে পাপের নিষ্কৃতি বিহিত হয় নাই। যদি কেহ ঔষধ, স্নেহদ্রব্য কিম্বা কোন খাদ্যদ্রব্য ব্রাহ্মণ গো প্রভৃতিকে প্রদান করে, আর সেই দ্রব্যের ব্যবহারের পর যদি উক্ত ব্রাহ্মণাদির মৃত্যু হয়, তবে তাহাতে উক্ত দাতার কোনরূপ পাপ হয় না। যদি কোন ব্রাহ্মণ অকারণ প্রাণপরিহার করে, তবে তাহার তাদৃশ মৃত্যু জন্য ঔষধাদিদাতা ব্যক্তি পাতকী হইবেন না; কারণ তজ্জন্য সেই মৃত ব্রাহ্মণ স্বয়ংই দোষী। যদি কোন নির্গুণ ব্রাহ্মণ, গৃহ ক্ষেত্রাদি নিমিত্ত নির্য্যাতিত হইয়া ক্রোধবশে আত্মহত্যা করে, তবে তজ্জন্য নির্য্যাতনকারী তৎপাপক্ষালনার্থ ত্রৈবার্ষিক ব্রতাচরণ, কিম্বা প্রতিলোমা সরস্বতীতে যাইয়া স্নান করিবে। ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। ক্রোধবশে বিবদমান ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে তাহার সন্তোষসাধন করিতে হয়, আর যদি উভয়ের বিবাদে কোন

৫১। ষণ্ঢং তু ব্রাহ্মণং হত্বা শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ। বহুনামেককার্য্যাণাং সর্ব্বেষাং শস্ত্রধারিণাম্॥ ৫২॥ যদ্যেকো ঘাতয়েত্তত্র সর্ব্বে তে ঘাতকাঃ স্মৃতাঃ। প্রায়শ্চিত্তে ব্যবসিতে যদি কর্ত্তা বিপদ্যতে॥ ৫৩॥ এনস্তৎপ্রাপ্নুয়াদেনমিহ লোকে পরত্র চ। তদহং কিং করোম্যেষ ক্ব গচ্ছামি দুরাত্মবান্॥ ৫৪॥ ধিক্ মাঞ্চ পাপচরিতং মহাদুষ্কৃতকর্ম্মিণম্॥ ৫৫॥ ঈশ্বর উবাচ। ইত্যেবং বিলপন্ যাবচ্ছোকাকুলিতমানসঃ। তাবদাকাশসম্ভূতা বাগুবাচাশরীরিণী॥ ৫৬॥ ভোভো রাম ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্য্যঃ কথঞ্চন। গচ্ছ প্রাভাসিকং ক্ষেত্রং যত্র দেবী সরস্বতী॥ ৫৭॥ পঞ্চস্রোতাঃ স্থিতা তত্র পঞ্চপাতকনাশনী। নদীনাং প্রবরা সা তু ব্রহ্মভূতা সরস্বতী॥ ৫৮॥ একতঃ সর্ব্বতীর্থানি ব্রহ্মাণ্ডে সচরাচরে। গঙ্গাদীনি নরশ্রেষ্ঠ তেষাং পুণ্যা সরস্বতী॥ ৫৯॥ তাবদ্ গর্জ্জন্তি পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ। যাবন্ন দৃশ্যতে দেবী প্রভাসস্থা সরস্বতী॥ ৬০॥ তস্মাত্তত্রৈব গচ্ছ ত্বং যত্র দেবী সরস্বতী। নান্যৈস্তীর্থৈঃ সহস্রৈস্ত্বং কর্ত্তুং শক্যো বিকল্মষঃ॥ ৬১॥ তস্মাৎ কালবিলম্বং ত্বং গচ্ছ তীরং মহোদধেঃ। প্রাভাসিকে মহাদেবীং প্রতিলোমাং বিগাহয়॥ ৬২॥ তত্রৈবারাধয় বিভুং লিঙ্গরূপণমীশ্বরম্। প্রতিষ্ঠাপ্য মহাপাপাচ্ছারীরাত্ত্বং বিমোক্ষ্যসি॥ ৬৩॥ ইতি শ্রুত্বা বচো রামঃ পরমানন্দপূরিতঃ। প্রভাসক্ষেত্রগমনে মতিং চক্রে মহামনাঃ॥ ৬৪॥ ততঃ স্বসৈন্যসংযুক্তো দ্রব্যোপস্করসংযুতঃ। আজগাম মহাক্ষেত্রং প্রভাসমিতি বিশ্রুতম্॥ ৬৫॥ দৃষ্ট্বা মনোরমং তীর্থং সরস্বত্যব্ধিসঙ্গমে। চকার হৃদি সঙ্কল্পং প্রতিলোমাবগাহনে॥ ৬৬॥ আহূয় ব্রাহ্মণাংস্তত্র প্রভাসক্ষেত্রবাসিনঃ। সম্যগ্‌যাত্রাবিধানেন যাত্রাং তত্র করোৎপ্রভুঃ॥ ৬৭॥ যানি প্রাভাসিকে ক্ষেত্রে তীর্থানি বিবিধানি তু। রবিযোজনসংস্থানি তেষু যাত্রাং চকার সঃ॥ ৬৮॥ প্রত্যেকং চ দদৌ তেষু দানানি বিবিধানি তু। তথাধঃ স্থাপয়ামাস সরস্বত্যব্ধিসঙ্গমে॥ ৬৯॥ পূর্ব্বভাগে মহালিঙ্গং কৃত্বা যজ্ঞবিধিক্রিয়াম্। এবং কৃতে মহাদেবি বিমুক্তঃ

ব্রাহ্মণের মৃত্যু ঘটে, তবে তজ্জন্য দোষ হইবে না। ক্লীব ব্রাহ্মণকে হত্যা করিলে শূদ্রহত্যাব্রত করিতে হয়। একোদ্দেশে বহু ব্যক্তি শাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সঙ্কুলভাবে আঘাত করিলে যাহার আঘাতেই মৃত্যু হউক না কেন, সকলেই ঘাতক বলিয়া গণ্য হইবে। প্রায়শ্চিত্তের উদ্যম করিয়াও কর্ত্তা যদি মরণাপন্ন হয়, তবে উক্ত পাপ তাহাকে পরলোকে কিম্বা জন্মান্তরে ইহলোকে পুনরায় আশ্রয় করে। অতএব এ অবস্থায় আমি কি করি? কোথায় যাই? আমি দুরাত্মা, দুষ্কৃতকারী, ও পাপাচারী; আমাকে ধিক্! ঈশ্বর কহিলেন,—রাম শোকাকুলচিত্তে এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে তখন অশরীরিণী আকাশবাণী প্রাদুর্ভূত হইয়া কহিল,—ওহে, ওহে রাম! তোমার এরূপ ভাবে শোক করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে; তুমি প্রভাস ক্ষেত্রে গমন কর,—যেখানে ব্রহ্মভূতা নদীপ্রবরা পঞ্চপাতকহারিণী সরস্বতী দেবী পঞ্চস্রোতা হইয়া বিরাজমানা। হে নরশ্রেষ্ঠ! একদিকে গঙ্গাদি সমস্ত তীর্থ, আর একদিকে পুণ্যা সরস্বতীকে রাখিয়া তুলনা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, সরস্বতীই তাহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। সেই প্রভাস বাসিনী সরস্বতী যাবৎ নয়নগোচর না হয়, ব্রহ্মহত্যাদি পাপসকল তাবৎ কালই আস্ফালন করিয়া থাকে। ৫১—৬০। অতএব তুমি সেই সরস্বতীস্থানে গমন কর; নচেৎ অপরাপর শত সহস্র তীর্থও তোমায় বিপাপ করিতে পারিবে না। অতএব তুমি আর বিলম্ব করিও না, সাগরতীরে প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া প্রতিলোমা সরস্বতীতে অবগাহন কর এবং সেইখানেই শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই বিভুর আরাধনা কর; তাহাতে মহাপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। মহামনা রাম, এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণে পরমানন্দপূরিত-চিত্তে প্রভাসক্ষেত্রে গমন বিষয়ে সঙ্কল্প করিলেন। তারপর তিনি সৈন্য ও দ্রব্যসম্ভারসহ বিখ্যাত প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিলেন। বিভু রাম, পরে সরস্বতীসাগরসঙ্গমে যাইয়া সেই মনোরম তীর্থ দর্শনান্তে প্রতিলোমা সরস্বতীতে অবগাহনার্থ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া প্রভাসবাসী ব্রাহ্মণগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বিধানানুসারে দ্বাদশযোজন পরিমিত প্রভাসক্ষেত্রস্থ যাবতীয় তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পরে তিনি সেই সকল তীর্থে যাইয়া বিবিধ দানাদি কার্য্য করিলেন। পরে সরস্বতীসাগরসঙ্গমের পূর্ব্বতটে যজ্ঞাদিসহ যথাবিধি সুমহৎ শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। হে মহাদেবি! এইরূপ করিয়া তিনি পাতকমুক্ত হইলেন। ৬১—৭০।

পাতকৈরভূৎ ॥ ১০ ॥ নির্ম্মলাঙ্গস্ততো দেবি দিনানি দশ সংস্থিতঃ। ততস্তাং চৈব স স্নাত্বা প্রতিলোমাং ক্রমাদ্যযৌ। প্লক্ষাবহরোণং যাবৎ সমুদ্রাচ্চ হিমাহ্বয়ম্ ॥ ১১॥ এবমুক্তঃ স পাপৌঘৈ রামোঽভূৎ প্রথিতঃ প্রিয়ে। তস্য লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যাৎ সরস্বত্যাঃ প্রসাদতঃ ॥ ১২ ॥ যস্তৎপূজয়তে দেবি লিঙ্গং পাপভয়াপহম্। রামেশ্বরেতি কথিতং সোঽপি মুচ্যেত পাতকান্ ॥ ১৩॥ অষ্টম্যাং চ বিশেষেণ ব্রহ্মকূর্চ্চবিধানতঃ। যস্তত্র কুরুতে দেবি সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ১৪ ॥ স্নাত্বা তত্র বরারোহে সরস্বত্যব্ধিসঙ্গমে। রামেশ্বরেতিনামানং ততঃ সম্পূজ্য শঙ্করম্। গোদানং তত্র দেয়ং তু সম্যগ্যাত্রাফলেপ্সুভিঃ ॥ ১৫ ॥ ইত্যেবং কথিতং দেবি রামেশ্বরমহোদয়ম্। যচ্ছ্রুত্বা মানবঃ সম্যক্ শ্রদ্ধাবান প্রাপ্নুয়াদ্দিবম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রামেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০২ ॥

ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি মঙ্কীশ্বরমহালয়ম্। রামেশাদুত্তরে ভাগে দেবমাতুঃ সমীপগম্ ॥ ১ ॥ অর্কস্থলাত্তরে যাম্যে পূর্ব্বতশ্চ কৃতস্মরাৎ। লিঙ্গং মহাপ্রভাবং তু মঙ্কিনা স্থাপিতং পুরা ॥ ২ ॥ তং দৃষ্ট্বা মানবঃ সম্যগশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৩ ॥ দেব্যুবাচ। কোঽসৌ মঙ্কির্মহাদেব কথং লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্। কিম্প্রভাবঞ্চ তল্লিঙ্গমেতন্মে বদ বিস্তরাৎ ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ। মঙ্কির্নামাভবৎ পূর্ব্বং কুব্জকায়ো দ্বিজোত্তমঃ। প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য তপস্তেপে সুমহত্তমম্ ॥ ৫ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্য মহাদেবং শিবভক্তিপরায়ণঃ। ন তুতোষ হরস্তস্য বহুবর্ষগণার্চ্চিতঃ ॥ ৬ ॥ তস্যৈবং তপ্যমানস্য সিদ্ধিং প্রাপ্তা হ্যনেকশঃ। তত্রারাধ্য মহাদেবং স্বর্গলোকমিতো গতাঃ ॥ ৭ ॥ ততো দুঃখং সমভবন্মঙ্কেস্তত্র বরাননে। কস্মান্মে ভগবাংস্তুষ্টিং ন গচ্ছতি মহেশ্বরঃ ॥ ৮ ॥ ততস্তীব্ররতিং চক্রে কৃত্বা তীব্রানব-

হে দেবি! তিনি নির্ম্মল শরীরে তথায় দশ দিন অবস্থান করিয়া পরে প্রতিলোমা সরস্বতীতে স্নানান্তে সেই সমুদ্রতীর হইতে ক্রমে ক্রমে হিমালয়স্থ প্লক্ষাবহরণ তীর্থ পর্য্যন্ত গমন করিলেন। প্রিয়ে! সেই লিঙ্গের প্রসাদে ও সরস্বতীর মাহাত্ম্যে সেই রাম এইরূপে ব্রহ্মহত্যাদি পাতকনিচয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জগতে কীর্ত্তিভাজন হইয়াছিলেন। হে দেবি! যে মানব, সেই রামেশ্বর নামক পাপভয়হর শঙ্করলিঙ্গ পূজা করে, সেও পাতকমুক্ত হয়। হে দেবি! সেখানে যে ব্যক্তি অষ্টমীতে ব্রহ্মকূর্চ্চ বিধানে উক্ত লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, সে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। অয়ি বরারোহে! সম্যক্ যাত্রাফলকামী মানবের সেখানে সরস্বতীসাগরসঙ্গমে যথাবিধি স্নানান্তে রামেশ্বরনামক শঙ্করলিঙ্গের অর্চ্চনাপূর্ব্বক গোদান করা কর্ত্তব্য। হে দেবি! এই তোমার নিকট রামেশ্বরের মহৎ মাহাত্ম্য কহিলাম; সম্যক্ শ্রদ্ধালু মানব ইহা শ্রবণে স্বর্গলাভ করে। ১১—১৬।

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০২।

ত্র্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অয়ি মহাদেবি! অতঃপর রামেশ্বরের উত্তরদিক্স্থ দেবমাতার সমীপবর্ত্তী মঙ্কীশ্বর ক্ষেত্রে যাইবে। উহা অর্কস্থলের দক্ষিণে এবং কৃতস্মরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। পুরাকালে মঙ্কিমুনি ঐ স্থানে এক মহাপ্রভাবশালী লিঙ্গস্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার দর্শনে মানব অশ্বমেধ যাগের যথাযথ ফল প্রাপ্ত হয়। দেবী কহিলেন,—হে মহাদেব! সেই মঙ্কি কে? কেনই বা তিনি লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করেন? আর সেই লিঙ্গের প্রভাবই বা কি প্রকার? এ সকল আপনি আমাকে সবিস্তার বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্ব্বে মঙ্কি নামে এক কুব্জ দ্বিজ ছিলেন; তিনি শিবভক্তিপরায়ণ মানসে প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া লিঙ্গ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক বহু বৎসর যাবৎ সুমহৎ তপশ্চরণ করেন। তাঁহার তপস্যাকালমধ্যে অনেকানেক ব্যক্তি ঐ স্থানে মহাদেবের আরাধনা করিয়াই বিবিধ সিদ্ধি লাভ করিয়া স্বর্গগামী হইল। কিন্তু মহাদেব তৎপ্রতি তুষ্ট হইলেন না। ইহাতে মঙ্কির মনে বড়ই দুঃখ হইল। অয়ি বরাননে! মঙ্কি ভাবিলেন—ভগবান্ মহেশ্বর কিজন্য আমার প্রতি তুষ্ট হইতেছেন না। এইরূপ চিন্তা

র্ত্তনম্। এবং বৃদ্ধত্বমাপন্নো জপধ্যানপরায়ণ ॥ ৯ ॥ তস্য তুষ্টো মহাদেবো বয়সোঽন্তে বরং দদৌ। পরিতুষ্টোঽস্মি তে মঙ্কে ব্রূহি কিং করবাণি তে ॥ ১০ ॥ মঙ্কিরুবাচ। কিং বরেণ সুরশ্রেষ্ঠ মম বৃদ্ধস্য সাম্প্রতম্। কিঞ্চিন্মে পরমং দুঃখং স্থিতস্যাত্র পরং প্রভো ॥ ১১ ॥ শিব উবাচ। শৃণু যৎ কারণং তত্র তেষাং তব তপস্বিনাম্। ব্রতচর্য্যাপ্তয়ে বিপ্রাঃ পূজয়ন্ত্যধিকং হি তে ॥ ১২ ॥ তে পুষ্পাণি সমানীয় নানাবর্ণানি সর্ব্বশঃ। বৃক্ষাণামতিগন্ধীনি ন তেষাং হর্ষকারণম্ ॥ ১৩ ॥ ত্বং পুনঃ কুব্জরূপশ্চ যজ্ঞপূজাপরায়ণঃ। ন চ প্রাপ্নোষি বৃক্ষাণাং শাখাগ্রাণ্যতিযত্নবান্ ॥ ১৪ ॥ একেনাপি প্রদত্তেন পুষ্পেণ দ্বিজসত্তম। ভক্ত্যা শিরসি লিঙ্গস্য লভ্যতে যাজ্ঞিকং ফলম্ ॥ ১৫ ॥ লিঙ্গস্য দক্ষিণে ব্রহ্মা স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ। বামে চ ভগবান্ বিষ্ণুর্মধ্যেঽহং বৈ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৬ ॥ ত্রয়োঽপি পূজিতাস্তেন যেন লিঙ্গং প্রপূজিতম্ ॥ ১৭ ॥ বিল্বপত্রং শমীপত্রং করবীরঞ্চ মালতীম্। উন্মত্তকং চম্পকঞ্চ সদ্যঃ প্রীতিকরং ভবেৎ ॥ ১৮ ॥ চম্পকাশোককহ্লারৈঃ করবীরৈস্তথা মম। পূজেষ্টা দ্বিজশার্দ্দূল যে চান্যে বহুগন্ধিনঃ। এতৈর্হি পূজিতো নিত্যং শীঘ্রং তুষ্টিং প্রয়াম্যহম্ ॥ ১৯ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব যদি দেয়ো বরো মম। ইহাগত্য নরঃ স্নাত্বা যো জলেনাপি সিঞ্চতি ॥ ২০ ॥ লিঙ্গমেতদ্ধি সর্ব্বাসাং পূজানাং ফলমাপ্নুয়াৎ। অদ্যপ্রভৃতি যে বৃক্ষা দৈবিকাঃ পার্থিবাশ্চ যে। তেষাং সান্নিধ্যমত্রাস্তু প্রসাদাত্তব শঙ্কর ॥ ২১ ॥ ভগবানুবাচ। সলিলেনাপি যঃ পূজামস্মিঁল্লিঙ্গে বিধাস্যতি। তস্য পূজাফলং সর্ব্বং ভবিষ্যতি দ্বিজোত্তম ॥ ২২ ॥ বৃক্ষাণামত্র সান্নিধ্যং সর্ব্বেষাঞ্চ ভবিষ্যতি। অদ্যপ্রভৃতি নাম্নৈতন্নাগস্থানং ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥ যতস্তু সর্ব্বনাগানাং সান্নিধ্যমত্র সংস্থিতম্। ত্বমপি দ্বিজশার্দ্দূল প্রযাস্যসি মমান্তিকম্ ॥ ২৪ ॥ এবমুক্ত্বা তু

করিয়া তিনি আরও কঠোর নিয়মাবলম্বনে ঘোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এই ভাবে জপধ্যানাদি করিতে করিতে তিনি বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার বয়সের শেষভাগে ভগবান্ মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দান করিলেন। মহেশ্বর আবির্ভূত হইয়া কহিলেন,—হে মঙ্কে! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি. বল, তোমার কি করিব? ১—১০। মঙ্কি কহিলেন,—হে প্রভো! সুরশ্রেষ্ঠ! সম্প্রতি আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং এক্ষণে আমার আর বরগ্রহণে প্রয়োজন কি? আমি এই স্থানে দীর্ঘকাল তপস্যা করিলাম, কিন্তু আমার বড়ই দুঃখ রহিল। শিব কহিলেন,—তুমি এবং সেই সমস্ত তাপসগণ তুল্যরূপে তপস্যা করিলেও যে কারণ তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তুমি সিদ্ধি প্রাপ্ত হও নাই, তাহা শুন। সেই বিপ্রগণ ব্রতচর্য্যার সম্যক্ ফল কামনায়, তোমার অপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে আমার অর্চনা করিতেন। তাঁহারা বিবিধ বৃক্ষ হইতে নানাবর্ণ সুগন্ধি কুসুমসমূহ আহরণ করিয়া আমার অর্চনা করিতেন, পরন্তু তাহাতেও তাঁহারা উত্তম উপচার দিয়াছি, ভাবিয়া আনন্দিত হইতেন না। তুমিও পূজাযজ্ঞে তৎপর বটে, কিন্তু তুমি কুব্জ, এজন্য সবিশেষ যত্ন করিয়াও বৃক্ষশাখাগ্র হইতে তাদৃশ পুষ্পচয়ন করিতে পারিতে না। হে দ্বিজসত্তম! ভক্তিপূর্ব্বক শিবলিঙ্গমস্তকে একটী মাত্র পুষ্প সমর্পণ করিলেও যজ্ঞফল লাভ হইয়া থাকে। সেই লিঙ্গের দক্ষিণভাগে ব্রহ্মা, বামভাগে ভগবান্ বিষ্ণু এবং মধ্যভাগে আমি বিরাজমান রহিয়াছি। এজন্য এই লিঙ্গের অর্চনা করিলে, উক্ত তিন দেবতাই পূজিত হন। বিল্বপত্র, শমীপত্র, করবীর,মালতী, ধুস্তুর, ও চম্পক পুষ্প আমার সদ্যঃ প্রীতিদায়ক হে দ্বিজশার্দ্দূল! চম্পক, অশোক, কহ্লার, করবীর ও অপরাপর সুগন্ধি কুসুমসমূহদ্বারা পূজা করিলে আমার প্রীতি হয়। এই সমস্ত দ্বারা নিয়ত আমার অর্চনা করিলে আমি সত্বরসন্তুষ্ট হই।১১—১৯। মঙ্কি কহিলেন,—হে দেবেশ! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন যদি আমাকে বর দেয় হয়, তবে এই বর দিউন, যে,যে নর এখানে আসিয়া স্নানান্তে জল দ্বারাও এই লিঙ্গের অভিষেক করিবে, সেও যেন সমস্ত পূজার ফল লাভ করে। আর হে শঙ্কর! আপনার প্রসাদে কি দৈবিক, কি লৌকিক যত কিছু বৃক্ষ জগতে আছে, তৎসমস্তের এখানে সান্নিধ্য হউক। ভগবান্ বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! যে ব্যক্তি জলমাত্র দ্বারাও এই লিঙ্গের অর্চনা করিবে; তাহারও সমস্ত পূজাফল লাভ হইবে। আর এখানে সমস্ত বৃক্ষেরই সান্নিধ্য হইবে এবং অদ্য হইতে এই স্থান নাগস্থান নামে বিখ্যাত হইবে; কারণ, এ স্থানে নাগগণের নিয়ত সান্নিধ্য রহিয়াছে। আর হে দ্বিজশার্দ্দূল! তুমিও আমার

ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। মঙ্কিস্তু দেহমুৎসৃজ্য শিবলোকং ততো গতঃ॥ ২৫॥ ইত্যেবং কথিতং দেবি মঙ্কীশোদ্ভবমুত্তমম্‌। শ্রুতং হরতি পাপানি সম্যক্‌ শ্রদ্ধাসমন্বিতৈঃ॥ ২৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মঙ্কীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২০৩॥

চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ। ভগবন্‌ দেবদেবেশ সংসারার্ণবতারক। সরস্বত্যাশ্চ মাহাত্ম্যং বিস্তরাৎ কথয়স্ব মে॥ ১॥ যাত্রাগতানাং দেবেশ পুরুষাণাং জিতাত্মনাম্‌। মুখদ্বারে তু কিং পুণ্যং স্নানদানে চ শঙ্কর॥২॥ অবগাহনেন চান্যত্র ফলং কিংস্বিৎ প্রজায়তে। শ্রাদ্ধস্য কিং বিধানং তু কে মন্ত্রাস্তত্র কে দ্বিজাঃ॥ ৩॥ কিং গ্রাহ্যং কিঞ্চ ভোক্তব্যং ব্রাহ্মণৈঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি। কানি দানানি দেয়ানি নৃভির্যাত্রাফলেপ্সুভিঃ॥ ৪॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি দানশ্রাদ্ধবিধিক্রমম্‌। সরস্বত্যাশ্চ মাহাত্ম্যং কীর্ত্ত্যমানং নিবোধ মে॥ ৫॥ পুণ্যং সারস্বতং তোয়ং যত্র তত্রাবগাহ্যতে। সাগরেণ তু সম্মিশ্রং দেবানামপি দুর্লভম্‌॥ ৬॥ সরস্বতী সর্ব্বনদীষু পুণ্যা সরস্বতী লোকসুখাবগাহা। সরস্বতীং প্রাপ্য ন দুঃখিতা নরাঃ সদা ন শোচন্তি পরত্র চেহ বা॥ ৭॥ পুণ্যং সারস্বতং তোয়ং পুণ্যকৃল্লভতে নরঃ। দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু বৈশাখ্যাং সোমপর্ব্বণি॥ ৮॥ অমা সোমেন সংযুক্তা যদি তত্রৈব লভ্যতে। তত্র কিং ক্রিয়তে দেবি পর্ব্বকোটিশতৈরপি॥ ৯॥ চান্দ্রায়ণানি কৃচ্ছ্রাণি মহাসান্তপনানি চ। প্রায়শ্চিত্তানি দীয়ন্তে যত্র নাস্তি সরস্বতী॥ ১০॥ যাবদস্থি শরীরস্য তিষ্ঠেৎ সারস্বতে জলে। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে বসেন্নরঃ। জাত্যন্ধৈস্তে সমা জ্ঞেয়া মৃতৈঃ পঙ্গুভিরেব চ॥ ১১॥ সমর্থা যে ন পশ্যন্তি প্রভাসস্থাং সরস্বতীম্‌। তে দেশাস্তানি তীর্থানি আশ্রমাস্তে চ পর্ব্বতাঃ॥ ১২॥ যেষাং সরস্বতী দেবী মধ্যে যাতি সরিদ্বরা। ত্রৈলোক্যপাবনীং পুণ্যাং সংশ্রিতা যে সরস্বতীম্‌।

সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইবে। ভগবান্‌ শঙ্কর এই বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অতঃপর মঙ্কিও দেহত্যাগান্তে শিবলোক প্রাপ্ত হইলেন। হে দেবি! আমি এই তোমার নিকট উত্তম মঙ্কীশলিঙ্গোদ্ভব বৃত্তান্ত কহিলাম; ইহা শ্রদ্ধা সহকারে সম্যক্‌ শ্রুত হইলে, পাপ হরণ করিয়া থাকে। ২০—২৬।

ত্র্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০৩॥

চতুরধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

দেবী কহিলেন,—হে সংসারার্ণবতারক, দেবদেবেশ, ভগবন্‌! আমার নিকট আপনি সরস্বতীর মাহাত্ম্য সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। হে দেবেশ! যাত্রাপ্রবৃত্ত জিতাত্মা পুরুষগণের সরস্বতী মুখদ্বারে স্নানদানে কিরূপ পুণ্য হয়? হে শঙ্কর! সরস্বতীর অপরাপর স্থলে অবগাহন করিলেই বা কি ফল হয়? শ্রাদ্ধের বিধান কি? মন্ত্র কি? কিরূপ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে নিয়োগ করিতে হয়? শ্রাদ্ধে কোন্‌ কোন্‌ বস্তু গ্রাহ্য? ব্রাহ্মণগণেরই বা শ্রাদ্ধ কর্ম্মে কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য ভক্ষণীয়? আর যাত্রাফলেচ্ছু নরগণের কোন্‌ কোন্‌ দান অনুষ্ঠেয়? ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! শুন, আমি তোমার নিকট দান, শ্রাদ্ধবিধান ও সরস্বতীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবধানসহকারে শ্রবণ কর। সরস্বতীতোয় সর্ব্বত্রই পুণ্যপ্রদ; পরন্তু যে স্থলে সাগর সহ মিলিত হইয়াছে, ঐ স্থান দেবগণেরও দুর্লভ। সরস্বতী সর্ব্ব নদীমধ্যে পুণ্যা ও জনগণের সুখাবগাহ্যা; সরস্বতীকে প্রাপ্ত হইয়া নরগণের কি ইহ, কি পর, কোন কালেই দুঃখ-শোক করিতে হয় না। পুণ্যবান্‌ মানবই পুণ্য সরস্বতীতোয় প্রাপ্ত হয়। বৈশাখী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণকালে উহা ত্রিলোকে দুর্লভ। আর যদি সোমবারে অমবস্যার যোগে সরস্বতীতোয় লব্ধ হয়, তবে অপরাপর শত কোটি পর্ব্বে প্রয়োজন কি? যেখানে সরস্বতী নাই, সেই স্থলেই চান্দ্রায়ণ, মহাসান্তপন, কৃচ্ছ্র-প্রায়শ্চিত্তাদির বিধান প্রদত্ত হয়। সরস্বতীজলে যাবৎ অস্থি বিদ্যমান থাকে, মানব তাবৎ সহস্র বৎসর বিষ্ণুলোকে বাস করে। যাহারা সমর্থ হইয়াও প্রভাসবাসিনী সরস্বতীকে দর্শন না করে, তাহারা জাত্যন্ধ,পঙ্গু ও মৃততুল্য।১-১১। যাহাদিগের মধ্য দিয়া সরিদ্বরা সরস্বতী দেবী প্রবাহিতা হইয়াছেন, সেই সমস্ত দেশই দেশ, সেই সকল তীর্থই তীর্থ, সেই সমস্ত আশ্রমই আশ্রম ও সেই সকল

সংসারকর্দ্দমামোদমাজিঘ্রন্তি ন তে পুনঃ ॥ ১৩ ॥ শব্দবিদ্যেব বিস্তীর্ণা মাতেব জগতঃ প্রিয়া। সতাং মতিরিব স্বচ্ছা রমণীয়া সরস্বতী ॥ ১৪ ॥ ত্রৈলোক্য-শোভিতাং দেবীং দিব্যতোয়াং সুনির্ম্মলাম্। স নীচো যঃ পুমানেতাং ন বন্দেত সরস্বতীম্ ॥ ১৫ ॥ স্বর্গনিশ্রেণিসম্ভূতা প্রভাসে তু সরস্বতী। নাপুণ্য-বদ্ভিঃ সম্প্রাপ্তুং পুম্ভিঃ শক্যা মহানদী ॥ ১৬ ॥ চন্দ্র-ভাগা চ গঙ্গা চ তথা যত্র সরস্বতী। দেবাস্তে ন মনুষ্যাস্তে তিস্রো নদ্যঃ পিবন্তি যে ॥ ১৭ ॥ সত্য-মেব ময়া দেবি জাহ্নবী শিরসা ধৃতা। যাঃ কাশ্চিৎ সরিতো লোকে তাসাং পুণ্যা সরস্বতী ॥ ১৮ ॥ দর্শ-নেন সরস্বত্যা রাজসূয়ো ন রাজতে। গণ্ডূষশ্চাশ্ব-মেধাদ্বৈ সর্ব্বক্রতুবরং পয়ঃ ॥ ১৯ ॥ ভস্মাস্থিচর্ম্মতো-য়ানি নখকেশাদিকানি চ। বাতৈরপি ধৃতান্যেব তথা সারস্বতে জলে ॥২০॥ বহন্তি যেষাং কালেন তে ন কালবশা নরাঃ। দেবি কিং বহুনোক্তেন বর্ণিতেন পুনঃপুনঃ। সরস্বত্যাঃ পরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥ তত্রৈব দুর্লভং স্নানং যত্র সাগর-সঙ্গমঃ। তত্র স্নানেন দানেন কোটিযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ২২ ॥ যত্র সারস্বতং তোয়ং সাগরোর্ম্মি-সমাকুলম্। তত্র স্নান্তি যে মর্ত্ত্যা ভাগ্যবন্তো যুগেযুগে ॥ ২৩ ॥ তে ধন্যাস্তে নমস্কার্য্যাস্তেষাং স্ফীততরং যশঃ। যেষাং কলেবরং নৃণাং সিক্তং সারস্বতৈর্জলৈঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সরস্বতীসঙ্গমমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৪ ॥

পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ। ভগবন্ দেবদেবেশ সংসারার্ণব-তারক। ব্রূহি শ্রাদ্ধবিধিং পুণ্যং বিস্তরাজ্জগতাং-পতে ॥ ১ ॥ কস্মিন্ বাসরভাগে তু শ্রাদ্ধকৃচ্ছ্রাদ্ধ-মাচরেৎ। অস্মিন সরস্বতীতীর্থে প্রভাসক্ষেত্র উত্তমে ॥ ২ ॥ কস্মিংস্তীর্থে কৃতং শ্রাদ্ধং বহুপুণ্য-ফলং ভবেৎ। এতৎসর্ব্বং মহাদেব যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ। স প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেব তু। মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাদপরাহ্নস্ততঃ

শৈলই প্রকৃত শৈল পদবাচ্য। যাঁহারা ত্রৈলোক্য-পাবনী পুণ্যা সরস্বতীর আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কদাচ আর সংসারকর্দ্দমদুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিতে হয় না। রমণীয়া সরস্বতী শব্দবিদ্যার ন্যায় বিস্তীর্ণা ও জনগণের অভিমতা; আর সজ্জন-মতিবৎ স্বচ্ছা। যে মানব ত্রৈলোক্যশোভা-শালিনী দিব্যজলা সুনির্ম্মলা সরস্বতীর বন্দনা না করে, সে নিতান্ত নীচ। অপুণ্যবান জনগণ সেই প্রভাসস্থা স্বর্গসোপানসমা মহানদী প্রাপ্ত হয় না। যাহারা চন্দ্রভাগা, গঙ্গা ও সরস্বতী, এই নদীত্রয়ের জল পান করে, তাহারা দেবতা ;—মনুষ্য নহে। হে মহাদেবি! যদিও আমি গঙ্গাকেই মস্তকে ধারণ করিয়াছি, কিন্তু লোকে যত কিছু নদী আছে, সরস্বতীই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠা। আমি সত্যই বলিতেছি; সরস্বতীর দর্শনেই রাজসূয় যাগ নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে; আর উহার গণ্ডূষ প্রমাণ জল অশ্বমেধাদি ক্রতুনিচয় হইতেও শ্রেষ্ঠ। যাহা-দিগের ভস্ম, অস্থি, কেশ, নখাদিও কালক্রমে বাত-চালিত হইয়া সরস্বতীজলপ্রবাহে পতিত হয়, কদাচ তাহারা কালবশীভূত হয় না। হে দেবি! অনেক বলিয়া কি হইবে? —বহু বর্ণনায় ফল কি? সরস্বতী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ হয় নাই, হইবেও না। এই সরস্বতীরও আবার যেখানে সাগরসহ সঙ্গম ঘটিয়াছে, তথায় স্নানই দুর্লভ। সেখানে স্নান-দান করিলে কোটিযজ্ঞের ফল লাভ হয়। সরস্বতীর জল যেখানে সাগরতরঙ্গমালায় সমাকুল, যে সকল মানব তথায় স্নান করে, যুগে যুগে তাহারাই ভাগ্যবান্। যে সকল নরের কলেবর সরস্বতীজল দ্বারা সিক্ত হইয়াছে, তাহারাই ধন্য, ও প্রণম্যই, আর জগতে তাহাদিগের যশই স্ফীততররূপে পরিব্যাপ্ত হয়। ১২—২৪।

চতুরধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৪।

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

দেবী কহিলেন,—হে সংসারার্ণবতারক জগৎ-পতে দেবদেবেশ ভগবন্! শ্রাদ্ধবিধি সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা এই উত্তম প্রভাসক্ষেত্রে সরস্বতীর তীরে দিবসের কোন্ অংশে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে? আর শ্রাদ্ধকার্য্য কোন্ তীর্থে অনুষ্ঠিত হইলেই বা বহু পুণ্যজনক হয়? হে মহাদেব! এই সকল আপনি আমাকে যথাযথ বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—সূর্য্যোদয়ের পর তিন মুহূর্ত্ত প্রাতঃ-কাল, তৎপর তিন মুহূর্ত্ত সঙ্গব, তৎপর তিন

পরম্॥ ৪॥ সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্তঃ স্যাচ্ছ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ। রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব্বকর্ম্মসু॥ ৫॥ অহ্নো মুহূর্ত্তা বিখ্যাতা দশ পঞ্চ চ সর্ব্বদা। তত্রাষ্টমো মুহূর্ত্তো যঃ স কালঃ কুতপঃ স্মৃতঃ॥ ৬॥ মধ্যাহ্নে সর্ব্বদা যস্মান্মন্দীভবতি ভাস্করঃ। তস্মাদনন্তফলদস্তদারম্ভো ভবিষ্যতি॥ ৭॥ মধ্যাহ্নঃ খড়্গপাত্রঞ্চ তথা নেপালকম্বলাঃ। রূপ্যং দর্ভাস্তিলা গাবো দৌহিত্রশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ॥ ৮॥ পাপং কুৎসিতমিত্যাহুস্তস্য সন্তাপকারিণঃ। অষ্টৈবৈবং যতাস্তস্মাৎ কুতপা ইতি বিশ্রুতাঃ॥ ৯॥ ঊর্দ্ধং মুহূর্ত্তাৎ কুতপাদ্‌যন্মুহূর্ত্তচতুষ্টয়ম্। মুহূর্ত্তপঞ্চকং চৈব স্বধাভবনমিষ্যতে॥ ১০॥ বিষ্ণোর্দ্দেহসমুদ্ভূতাঃ কুশাঃ কৃষ্ণাস্তিলাস্তথা। শ্রাদ্ধস্য রক্ষণার্থায় এতৎ প্রাহুর্দিবৌকসঃ॥ ১১॥ তিলোদকাঞ্জলির্দেয়ো জলস্থৈস্তীর্থবাসিভিঃ। সদর্ভহস্তেনৈকেন শ্রাদ্ধসেবনমিষ্যতে॥ ১২॥ ত্রীণি শ্রাদ্ধে পবিত্রাণি দৌহিত্রঃ কুতপস্তিলাঃ। ত্রীণি চাত্র প্রশংসন্তি শুদ্ধিমক্রোধমত্বরাম্॥ ১৩॥ দৌহিত্রং খড়্গমিত্যুক্তং ললাটে শৃঙ্গমস্তি যৎ। তস্য শৃঙ্গস্য যৎপাত্রং তদ্দৌহিত্রমিতি স্মৃতম্॥ ১৪॥ ক্ষীরিণী বাপি চিত্রা গৌস্তৎক্ষীরাদ্‌যদ্‌ঘৃতং ভবেৎ। তদ্দৌহিত্রমিতি প্রোক্তং দৈবে পিত্র্যে চ কর্ম্মণি॥ ১৫॥ দর্ভাগ্রং দৈবমিত্যুক্তং সমূলাগ্রন্তু পৈতৃকম্। তত্রাবলম্বিনো যে তু কুশাস্তে কুতপাঃ স্মৃতাঃ॥ ১৬॥ শরীরদ্রব্যদারাভূমনোমন্ত্রদ্বিজন্মনাম্। শুদ্ধিঃ সপ্তসু বিজ্ঞেয়া শ্রাদ্ধকালে বিশেষতঃ॥ ১৭॥ সপ্তধা দ্রব্যশুদ্ধিস্তু সোত্তমা মধ্যমাধমা॥ ১৮॥ শ্রুতং শৌর্য্যং তপঃ কন্যা শিষ্যাদ্যং চান্বয়াগতম্। ধনং সপ্তবিধং শুক্লমুপায়োঽপ্যস্য তাদৃশঃ॥ ১৯॥ কুৎসিতং কৃষিবাণিজ্যং শুক্লং শিল্পানুবৃত্তিভিঃ। কৃতোপকারাদাপ্তঞ্চ শবলং সমুদাহৃতম্॥ ২০॥ উৎকোচতশ্চ যৎপ্রাপ্তং যৎ প্রাপ্তং চৈব সাহসাৎ। ব্যাজেনোপার্জ্জিতং যচ্চ তৎকৃষ্ণং সমুদাহৃতম্॥ ২১॥ অন্যায়োপার্জ্জিতৈর্দ্রব্যৈর্যচ্ছ্রাদ্ধং ক্রিয়তে নরৈঃ। তৃপ্যন্তি তেন চণ্ডালাঃ পুক্কসাদ্যাসু যোনিষু॥ ২২॥ অন্নপ্রকিরণং যত্তু মনুষ্যৈঃ ক্রিয়তে ভুবি। তেন তৃপ্তিমুপায়ান্তি যে পিশাচত্বমাগতাঃ॥ ২৩॥ যৎপয়ঃ স্নানবস্ত্রোত্থং ভূমৌ পততি পুত্রক। তেন যে তরুতাং প্রাপ্তাস্তেষাং

মুহূর্ত্ত অপরাহ্ণ, ও পরে তিন মুহূর্ত্ত সায়াহ্ন নামে উক্ত হয়। সায়াহ্ন বেলায় শ্রাদ্ধ করিতে নাই, উহার নাম রাক্ষসী বেলা; উহা সর্ব্বকর্ম্মে গর্হিত। সকল ঋতুতেই দিনভাগের পরিমাণ পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত; তন্মধ্যে অষ্টম মুহূর্ত্তকে 'কুতপ' বলে। সকল ঋতুতেই মধ্যাহ্নকালে ভগবান্ ভাস্কর কিঞ্চিৎ মন্দতেজা হন, সেই জন্য ঐ সময়ে শ্রাদ্ধারম্ভ করিলে তাহা অনন্ত ফলজনক হইয়া থাকে, মধ্যাহ্ন, খড়্গপাত্র, নেপালকম্বল, রৌপ্য, দর্ভ, তিল, গো এবং দৌহিত্র,—এই অষ্ট পদার্থ-কুতপপদবাচ্য। পাপকে তাপিত করে বলিয়া কুতপ বলা যায়। আর ইহারা যে কালে পাপহরণ করে, সেই কাল ও (অষ্টম মুহূর্ত্ত) কুতপ নামে অভিহিত হয়। কুতপ মুহূর্ত্তের পর চারি বা পাঁচ মুহূর্ত্তকাল স্বধাভবনসংজ্ঞক; এই সময়ে শ্রাদ্ধ-কার্য্য করিতে হয়। শ্রাদ্ধ রক্ষার নিমিত্তই বিষ্ণুর দেহ হইতে কুশ ও কৃষ্ণতিল সকল উৎপন্ন হইয়াছে; দেবগণ এইরূপ বলেন। তীর্থবাসিগণের পক্ষে জলস্থ হইয়া কুশহস্তে তিলমিশ্র জলাঞ্জলি দান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে শ্রদ্ধানুষ্ঠানেরই ফল লাভ হয়। শ্রাদ্ধে—দৌহিত্র, কুতপকাল ও তিল এই তিনটী পবিত্র; আর শৌচ, অক্রোধ, অচাঞ্চল্য,—এই তিনটী প্রশংসার্হ। দৌহিত্র—খড়্গের নামান্তর; খড়্গের ললাটে যে শৃঙ্গ থাকে, সেই শৃঙ্গ দ্বারা যে পাত্র নির্ম্মিত হয়, সে পাত্রই দৌহিত্র পদবাচ্য। বিচিত্র বর্ণা গাভীর দুগ্ধ হইতে যে ঘৃত প্রস্তুত হয়, দৈব ও পিত্র্য কার্য্যে তাহাই দৌহিত্র পদবাচ্য। দর্ভাগ্রভাগ দৈব ও সমূল দর্ভাগ্র পৈতৃক বলিয়া নিরূপিত; যে সকল কুশ মূলাগ্রসংযুক্ত, তাহাও কুতপ পদবাচ্য। শরীর, দ্রব্য, দারা ভূ, মন, মন্ত্র, ও দ্বিজ, শ্রাদ্ধকালে এই সপ্ত পদার্থের বিশেষরূপ শুদ্ধিবিধান আবশ্যক।১—১৭। এই দ্রব্যশুদ্ধি আবার উত্তম মধ্যম অধম ভেদে সপ্তবিধ। বিদ্যা, শৌর্য্য, তপস্যা, কন্যা, শিষ্য, প্রাধান্য ও বংশমর্য্যাদা দ্বারা যাহা লব্ধ হয়, এই সপ্তবিধ ধন সদুপায়ে অধিগত হয় বলিয়া শুক্ল পদবাচ্য। ইহা উত্তম। কুসীদ, কৃষি, বাণিজ্য, সৎশিল্প, অনুবৃত্তি ও উপকারকরণহেতু যাহা লব্ধ হয়, তাহা শবল পদবাচ্য। ইহা মধ্যম। উৎকোচ, সাহস ও দ্যূতাদি দ্বারা যাহা লব্ধ হয়, তাহা কৃষ্ণ। ইহা অধম। মানব অন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্য দ্বারা যে শ্রাদ্ধ করে, তদ্দ্বারা চণ্ডাল পুক্কসাদি যোনিগত পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করেন। নরগণ ভূতলে যে অন্ন বিকিরণ করে, তদ্দ্বারা পিশাচত্বপ্রাপ্ত পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করেন। হে পুত্রক! স্নানবস্ত্রের যে জল ভূতলে

তৃপ্তিঃ প্রজায়তে। ২৪। যাস্ত গন্ধাম্বুকণিকাঃ পতন্তি ধরণীতলে। তাভিরাপ্যায়নং তেষাং যে দেবত্বমুপাগতাঃ। ২৫। উদ্ধৃতেষপি পিণ্ডেষু যাশ্চান্নকণিকা ভুবি। তাভিরাপ্যায়নং তেষাং তির্য্যক্ত্বঞ্চ কুলে গতাঃ। ২৬। যে চাদগ্ধাঃ কুলে বালাঃ স্ত্রিয়ো যাশ্চাপ্যসংস্কৃতাঃ। বিপন্নাস্তে তু বিকিরসমার্জ্জনজলালসাঃ। ২৭। ভুক্তা বা ভ্রমতে যচ্চ জলং যচ্চাঙ্ঘ্রি সেবতে। ব্রাহ্মণানাং যথান্নেন তেন তৃপ্তিং প্রয়ান্তি তে। ২৮। পিশাচত্বমনুপ্রাপ্তাঃ কৃমিকীটত্বমেব যে। অথ কালান্ প্রবক্ষ্যামি কথ্যমানান্নিবোধ মে। ২৯। শ্রাদ্ধং কার্য্যমমাবাস্যাং মাসিমাসীন্দুসংক্ষয়ে। তথাষ্টকাসু বিপ্রাপ্তৌ সূর্য্যেন্দুগ্রহণে তথা। ৩০। অয়নে বিষুবে যুগ্মে সামান্তে চার্কসংক্রমে। অমাবাস্যাষ্টকায়াং চ কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ। ৩১। আর্দ্রামঘারোহিণীষু দ্রব্যব্রাহ্মণসঙ্গমে। গজচ্ছায়াব্যতীপাতে বিষ্টিবৈধৃতিবাসরে। ৩২। বৈশাখস্য তৃতীয়ায়াং নবম্যাং কার্ত্তিকস্য চ। পঞ্চদশ্যাং তু মাঘস্য নভস্যে চ ত্রয়োদশী। ৩৩। যুগাদয়ঃ স্মৃতা এতা দত্তস্যাক্ষয়

পাতিত হয়, তদ্দ্বারা তরুতা প্রাপ্ত পিতৃগণ তৃপ্ত হন। যেসকল গন্ধজল-কণা ভূতলে পতিত হয়, তদ্দ্বারা দেবত্বপ্রাপ্ত পিতৃগণের তৃপ্তি হয়। ভূতল হইতে পিণ্ড উঠাইয়া লইলে পর ভূতলে যে অন্নকণা অবশেষ থাকে, তদ্দ্বারা তির্য্যক্‌যোনিগত পিতৃগণের তৃপ্তি জন্মে। কুলের যে সকল স্ত্রীলোক বালকাদি অগ্নিদগ্ধ বা সংস্কৃত হয় নাই; তাহারা বিকিরমার্জ্জন কামনা করে। আর যাহারা পিশাচত্ব বা কৃমিকীটত্ব লাভ করিয়াছে, অন্ন ভোজনান্তে ও দিবসের অন্তকালে পীত জলের এবং ব্রাহ্মণভক্ষিত অন্নের অবশেষ দ্বারা তাহারা তৃপ্তিলাভ করেন। অতঃপর তোমাকে শ্রাদ্ধার্হ কাল সকল বলিতেছি; অবধান সহকারে আমার নিকট শ্রবণ কর। ১৮—২৯। প্রতিমাসীয় চন্দ্রক্ষয়দিনে, অমাবস্যায়, অষ্টকায়, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে, যুগাদ্যায়, অয়নে, বিষুবে, ও সাধারণ সংক্রান্তিতে, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান প্রশস্ত। বিশেষতঃ কৃষ্ণ পক্ষে আর্দ্রা, মঘা, কিম্বা রোহিণীনক্ষত্র যোগে; আর বিশিষ্ট দ্রব্য ও ব্রাহ্মণলাভ ঘটিলে কিম্বা গজচ্ছায়া, ব্যতীপাত, বিষ্টিকরণ, অথবা বৈধৃতিযোগ ঘটিলেও শ্রাদ্ধকার্য্য সুপ্রশস্ত। বৈশাখী তৃতীয়া, কার্ত্তিকী নবমী, মাঘী পূর্ণিমা, ভাদ্রী ত্রয়োদশী, এই সমস্ত যুগাদ্যা; ইহারা

কারিকাঃ। ৩৪। যস্যাং মন্বন্তরস্যাদৌ রথারূঢ়ো দিবাকরঃ। মাঘমাসস্য সপ্তম্যাং সা তু স্যাদ্রথসপ্তমী। ৩৫। বৈশাখস্য তৃতীয়ায়াং কৃষ্ণায়াং ফাল্গুনস্য চ। পঞ্চমী চৈত্রমাসস্য তস্যৈবান্ত্যা তথাপরা। ৩৬। শুক্লত্রয়োদশী মাঘে কার্ত্তিকস্য চ সপ্তমী। কার্ত্তিকী ফাল্গুনী চৈত্রী জ্যৈষ্ঠী পঞ্চদশীতি চ। মন্বন্তরা স্মৃতা হ্যেতা দত্তস্যাক্ষয়কারিকাঃ। ৩৭। শ্রাবণস্যাষ্টমী কৃষ্ণা তথাষাঢ়ী চ পূর্ণিমা। কার্ত্তিকী ফাল্গুনীচৈত্রী জ্যৈষ্ঠী পঞ্চদশী তিথিঃ। ২৮। মন্বাদয়ঃ স্মৃতাশ্চৈতা দত্তস্যাক্ষয়কারিকাঃ। নবমী মার্গশীর্ষস্য সপ্তৈতাঃ সংস্মরাম্যহম্। ৩৯। কল্পনামাদয়ো দেবি দত্তস্যাক্ষয়কারিকাঃ। তথা মন্বন্তরস্যাদৌ দ্বাদশৈব বরাননে। ৪০। নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সপিণ্ডকম্। পার্ব্বণং চাতিবিজ্ঞানং গোষ্ঠং শুদ্ধ্যর্থমুত্তমম্। ৪১। কর্ম্মাঙ্গং নবমং প্রোক্তং দৈবকং দশমং স্মৃতম্। একাদশং ক্ষয়াহং তু পুষ্ট্যর্থং দ্বাদশং স্মৃতম্। ৪২। সর্ব্বেষামেব শ্রাদ্ধানাং শ্রেষ্ঠং সাংবৎসরং স্মৃতম্। অহন্যহনি যচ্ছ্রাদ্ধং নিত্যং তৎপরিকীর্ত্তিতম্। ৪৩। বৈশ্বদেববিহীনং তু অশক্তাবুদকেন তু। একোদ্দিষ্টন্তু যচ্ছ্রাদ্ধং তন্নৈমিত্তিকমুচ্যতে। ৪৪। কামেন বিহিতং

দত্তবস্তুর অক্ষয়ত্বসাধক। মন্বন্তরের আদি কালে ভগবান্ ভাস্কর মাঘী সপ্তমীতে সর্ব্ব প্রথম রথারোহণ করেন; ঐ তিথি রথসপ্তমী নামে প্রসিদ্ধা। সেই সপ্তমী, বৈশাখী শুক্লতৃতীয়া, ফাল্গুনী কৃষ্ণাতৃতীয়া, চৈত্রী পঞ্চমীদ্বয়, মাঘী শুক্লাত্রয়োদশী, কার্ত্তিকী শুক্লা সপ্তমী, কার্ত্তিকী ফাল্গুনী, চৈত্রী ও জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা, এই সমস্ত তিথি মন্বন্তরা পদবাচ্য ইহাতে প্রদত্ত বস্তু অক্ষয় হয়। শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমী, ও আষাঢ়ী, কার্ত্তিকী ফাল্গুনী চৈত্রী ও জৈষ্ঠী পূর্ণিমা, আর অগ্রাহয়ণী নবমী,—ইহারা মন্বাদি পদবাচ্য। এই সকল তিথিতেও দত্তদ্রব্য অক্ষয় হয়। হে দেবি! দত্তদ্রব্যের অক্ষয়তাসাধক এই সপ্ত মন্বাদি তিথি আমি নিয়তই স্মরণ করিয়া থাকি। অয়ি বরাননে! উক্ত মন্বন্তরাদিতে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, সপিণ্ডন, পার্ব্বণ, গোষ্ঠশ্রাদ্ধ, শুদ্ধিশ্রাদ্ধ, কর্ম্মাঙ্গশ্রাদ্ধ, দৈবকশ্রাদ্ধ, ক্ষয়াহশ্রাদ্ধ, ও পৌষ্টিকশ্রাদ্ধ,—এই দ্বাদশবিধ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠেয়। এই সমস্ত শ্রাদ্ধের মধ্যে সাংবৎসর শ্রাদ্ধই শ্রেষ্ঠ। প্রতিদিন যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা নিত্যশ্রাদ্ধ। উহা বৈশ্বদেববিহীন, অসামর্থ্যে জলমাত্র দ্বারাও ইহার অনুষ্ঠান করা যায় একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধকে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ বলে। কোন

কাম্যমভিপ্রেতার্থসিদ্ধয়ে। বৃদ্ধৌ যৎক্রিয়তে শ্রাদ্ধং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং তদুচ্যতে ॥ ৪৫ ॥ যে সমানা ইতি দ্বাভ্যামেতচ্ছ্রাদ্ধং সপিণ্ডনম্। অমাবস্যাং তু যচ্ছ্রাদ্ধং তৎ পার্ব্বণমুদাহৃতম্ ॥ ৪৬ ॥ গোষ্ঠ্যাং যৎ ক্রিয়তে শ্রাদ্ধং তদ্গোষ্ঠীশ্রাদ্ধমুচ্যতে। ক্রিয়তে পাপশুদ্ধ্যর্থং শুদ্ধিশ্রাদ্ধং তদুচ্যতে ॥ ৪৭ ॥ নিষেককালে সোমে চ সীমন্তোন্নয়নে তথা। তথা পুংসবনে চৈব শ্রাদ্ধং কর্ম্মাঙ্গমেব চ ॥ ৪৮ ॥ দেবমুদ্দিশ্য ক্রিয়তে যত্তদ্দৈবকমুচ্যতে। গচ্ছেদ্দেশান্তরং যস্তু শ্রাদ্ধং কার্য্যং তু সর্পিষা ॥ ৪৯ ॥ পুষ্ট্যর্থমেতদ্বিজ্ঞেয়ং ক্ষয়াহং দ্বাদশং স্মৃতম্। মৃতেঽহনি পিতুর্যস্তু ন কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধমাদরাৎ ॥ ৫০ ॥ মাতুশ্চৈব বরারোহে বৎসরান্তে মৃতেঽহনি। নাহং তস্য মহাদেবি পূজাং গৃহ্লামি নো হরিঃ ॥ ৫১ ॥ মৃতাহর্যো ন জানাতি মানবো যদি বা ক্বচিৎ। তেন কার্য্যমমাবাস্যাং শ্রাদ্ধং মাঘেঽথ মার্গকে ॥ ৫২ ॥ অথ বিপ্রান্ প্রবক্ষ্যামি শ্রাদ্ধে যে কেচন ক্ষমাঃ। বিশিষ্টঃ শ্রোত্রিয়ো যোগী বেদবিদ্যাসমন্বিতঃ ॥ ৫৩ ॥ ত্রিণাচিকেতস্ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ। দৌহিত্রকস্তু জামাতা স্বস্রীয়ঃ

অভিপ্রায় সাধনার্থ যাহার অনুষ্ঠান, তাহা কাম্যশ্রাদ্ধ। অভ্যুদয়ার্থ যাহার অনুষ্ঠান, তাহা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। "যে সমানা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়যুক্ত শ্রাদ্ধকে সপিণ্ডনশ্রাদ্ধ বলা যায়। অমাবস্যায় যাহার অনুষ্ঠান, তাহাকে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ বলে। গোষ্ঠীমধ্যে যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা গোষ্ঠীশ্রাদ্ধ পদবাচ্য। পাপশুদ্ধ্যর্থ যাহা করা যায়, তাহাকে শুদ্ধিশ্রাদ্ধ বলে। গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন, পুংসবনাদিতে যাহার অনুষ্ঠান, তাহা কর্ম্মাঙ্গশ্রাদ্ধ। দেবপ্রীত্যর্থ যাহা করা যায়, তাহাকে দৈবিকশ্রাদ্ধ বলে। দেশান্তর গমনকালে পুষ্টিসাধনার্থ ঘৃত দ্বারা যে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহা পৌষ্টিক শ্রাদ্ধ আর মৃততিথিকর্ত্তব্য শ্রাদ্ধকে ক্ষয়াহশ্রাদ্ধ বলে। অয়ি বরারোহে। যে ব্যক্তি মাতা পিতার মরণান্তে প্রতিবৎসর উক্ত মৃত তিথিতে সাদরে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান না করে, হে মহাদেবি। আমিও তাহার পূজা গ্রহণ করি না, আর হরিও গ্রহণ করেন না। যদি কেহ মাতাপিতার মৃত তিথি না জানে, তবে সে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ কিম্বা মাঘ মাসে অমাবস্যায়ই শ্রাদ্ধ করিবে। ২৪—৫২। এক্ষণে শ্রাদ্ধ-যোগ্য ব্রাহ্মণের কথা বলিতেছি। শ্রোত্রিয়, যোগী, বেদপারগ, ত্রিণাচিকেত ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ, ষড়ঙ্গবিৎ, দৌহিত্র, জামাতা, ভাগিনেয়,

শ্বশুরস্তথা ॥ ৫৪ ॥ পঞ্চাগ্নিকর্ম্মনিষ্ঠশ্চ তপোনিষ্ঠশ্চ মাতুলঃ। পিতৃমাতৃপরশ্চৈব শিষ্যসম্বন্ধিবান্ধবঃ ॥ ৫৫ ॥ বেদার্থবিৎ প্রবক্তা চ ব্রহ্মচারী সহস্রদঃ। সম্বন্ধিনং তথা সন্তং দৌহিত্রং দুহিতুঃ পতিম্ ॥ ৫৬ ॥ ভাগিনেয়ং বিশেষেণ তথা বন্ধুগণানপি। নাতিক্রমেন্নরস্ত্বেতান্মূর্খানপি বরাননে ॥ ৫৭ ॥ ন ব্রাহ্মণান্ পরীক্ষেত দেবকর্ম্মণ্যুপস্থিতে। পৈত্রকর্ম্মণি সম্প্রাপ্তে পরীক্ষেত প্রযত্নতঃ ॥ ৫৮ ॥ যে স্তেনাঃ পতিতাঃ ক্লীবা যে চ নাস্তিকবৃত্তয়ঃ। তান্ হব্যকব্যয়োর্বিপ্রাননর্হান্মনুরব্রবীৎ ॥ ৫৯ ॥ জটিলং চানধীয়ানং দুর্ব্বলং কিতবং তথা। যাজয়ন্তি চ যে শূদ্রাংস্তাংশ্চ শ্রাদ্ধে ন পূজয়েৎ ॥ ৬০ ॥ চিকিৎসকান দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িণস্তথা। বিপণৈঃ পরিজীবন্তো বর্জ্জ্যাঃ স্যুর্হব্যকব্যয়োঃ ॥ ৬১ ॥ প্রেষ্যো গ্রামস্য রাজ্ঞশ্চ কুনখী শ্যাবদন্তকঃ। প্রতিরোদ্ধা গুরোশ্চৈব ত্যক্তাগ্নির্বার্দ্ধুষিস্তথা ॥ ৬২ ॥ যক্ষ্মী চ পশুপালশ্চ পরিবেত্তা নিরাকৃতিঃ। ব্রহ্মধ্রুক্ পরিবিত্তিশ্চ গণাভ্যন্তর এব চ ॥ ৬৩ ॥ কুশীলশ্চৈব কাণশ্চ বৃষলীপতিরেব চ। পৌনর্ভবশ্চ কানীনঃ কিতবো মদ্যপস্তথা ॥ ৬৪ ॥ পাপরোগ্যভিশস্তশ্চ দাম্ভিকো রসবিক্রয়ী। ধনুঃশরাণাং কর্ত্তা চ যশ্চ

শ্বশুর, পঞ্চাগ্নিকর্ম্মনিষ্ঠ তপস্বী, মাতুল, পিতৃ-মাতৃপ্রিয়, শিষ্য, সম্বন্ধী, বান্ধব, বেদার্থবিৎ, সুবক্তা, ব্রহ্মচারী, সহস্রদ, এই সমস্ত ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধকার্য্যে সুপ্রশস্ত। হে বরাননে! বিশেষতঃ সম্বন্ধী, দৌহিত্র জামাতা, ভাগিনেয় এবং অন্যান্য বান্ধবগণ মূর্খ হইলেও শ্রাদ্ধকার্য্যে ইহাদিগকে কদাচ অতিক্রম করিতে নাই। দৈবকর্ম্ম উপস্থিত হইলে তদর্থে ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিবে না; কিন্তু পিতৃকার্য্যে যত্নসহকারেই ব্রাহ্মণপরীক্ষা কর্ত্তব্য। চৌর, পতিত, ক্লীব, ও নাস্তিকবৃত্তি ব্রাহ্মণ হব্যকব্যে অযোগ্য; ইহা মনু বলিয়াছেন। জটিল, বিদ্যাহীন, দুর্ব্বল দ্যূতকার ও শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধে অনর্হ। চিকিৎসক, দেবল, মাংসবিক্রয়ী ও বিপণিজীবী ব্রাহ্মণও হব্যকব্যে অনর্হ। গ্রামপ্রেষ্য, রাজপ্রেষ্য, কুনখী, শ্যাবদন্ত, গুরুপ্রতিপক্ষ, অগ্নিত্যাগী, বার্দ্ধুষিক, যক্ষ্মাক্রান্ত, পশুপালক, পরিবেত্তা, স্বাধ্যায়হীন, ব্রাহ্মণদ্রোহী, পরিবিত্তি, গণবিশেষের অন্তর্ভুক্ত, কুশীল, কাণ, বৃষলীপতি, পৌনর্ভব, কানীন, দ্যূতাসক্ত, মদ্যপায়ী, পাপরোগাক্রান্ত, অভিশস্ত, দাম্ভিক, রসবিক্রয়ী, শর শরাসননির্ম্মাতা,

স্তাদিদিধিষূপতিঃ। ৬৫॥ মিত্রধ্রুগ্দ্যূতবৃত্তিশ্চ পুত্রাচার্য্যস্তথৈব চ। ভ্রমরী মণ্ডপালী চ চিত্রাঙ্গঃ পিশুনস্তথা। ৬৬॥ উন্মত্তোহন্ধশ্চ বধিরো বেদনিন্দক এব চ। হয়গোহশ্বোষ্ট্রদমকো নক্ষত্রৈর্যশ্চ জীবতি। ৬৭॥ পক্ষিণাং পোষকো যশ্চ যুদ্ধাচার্য্যস্তথৈব চ। স্রোতঃসম্ভেদকো যশ্চ বেশ্যানাং পোষণে রত। ৬৮॥ গৃহসংবেশকো দূতঃ কৃষ্যারোপক এব চ। আখেটী শ্যেনজীবী চ কন্যাদূষক এব চ। ৬৯॥ হিংস্রো বৃষলপুত্রশ্চ গণানাং চৈব যাজকঃ। আচারহীনঃ ক্লীবশ্চ নিত্যযাজনকস্তথা। ৭০॥ কৃষিজীবী শ্লীপদী চ সদ্ভির্নিন্দিত এব চ। ঔরভ্রিকো মাহিষিকঃ পরপূর্ব্বাপতিস্তথা। প্রেতনির্য্যাতকাশ্চৈব বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ। ৭১॥ এতান্ বৈ গার্হিতাচারানপাঙ্ক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্। দ্বিজানাং সতি লাভে তূভয়ত্রৈব বিবর্জ্জয়েৎ। ৭২॥ বীক্ষ্যান্ধো বৈকৃতঃ কাণঃ কুষ্ঠী চ বৃষলীপতিঃ। পাপরোগী সহস্রস্য দাতুর্নাশয়তে ফলম্॥ ৭৩॥ যাবতঃ সংস্পৃশত্যঙ্গৈর্ব্রাহ্মণান্ শূদ্রযাজকঃ। তাবতাং ন ভবেৎ প্রেত্য দাতুর্ব্বা তস্য পৈত্রিকম্। ৭৪॥ আদৌ মাহিষিকং দৃষ্ট্বা মধ্যে চ বৃষলীপতিম্। অন্তে বার্দ্ধুষিকং দৃষ্ট্বা নিরাশাঃ পিতরো গতাঃ। ৭৫॥ মহিষী প্রোচ্যতে ভার্য্যা সা বৈধব্যেহভিচারিণী। তস্যাং যঃ ক্ষপতে দোষাং স বৈ মাহিষিকঃ স্মৃতঃ॥ ৭৬॥ বৃষলীত্যুচ্যতে শূদ্রী তস্যা যশ্চ পতির্ভবেৎ। তদোষ্ঠলালাসংসর্গাৎ পতিতো বৃষলীপতিঃ। ৭৭॥ স্বং বৃষং তু পরিত্যক্ত্বা পরেণ তু বৃষায়তে। বৃষলী সা তু বিজ্ঞেয়া ন শূদ্রী বৃষলী ভবেৎ। ৭৮॥ চণ্ডালী বন্ধকী বেশ্যা রজঃস্থা যা চ কন্যকা। কুটিলা চ স্বগোত্রা চ বৃষল্যঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ। ৭৯॥ পিতুর্গেহে তু যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা। পিতরস্তস্যাঃ কন্যা সা বৃষলী ভবেৎ॥ ৮০॥ যস্তু তাং বরয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানপূর্ব্বতঃ। অশ্রাদ্ধেয়মপাঙ্ক্তেয়ং তং বিদ্যাদ্বৃষলীপতিম্॥ ৮১॥ গৌরী কন্যা প্রধানা বৈ মধ্যমা কন্যকা মতা রোহিণী তৎসমা জ্ঞেয়া অধমা চ রজস্বলা। ৮২॥ অপ্রাপ্তে রজসি গৌরী প্রাপ্তে রজসি রোহিণী। অব্যঞ্জনকৃতা কন্যা কুচহীনা তু নগ্নিকা। ৮৩॥ সপ্তবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু নগ্নিকা। দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা হ্যত ঊর্দ্ধং রজস্বলা। ৮৪॥ ব্যঞ্জনৈর্হন্তি বৈ পুত্রান্ কুলং হন্যাৎ পয়োধরা। গতিমিষ্টাং তথা লোকান্ হন্তি সা রজসা পিতুঃ। ৮৫॥ য উদ্বহেদ্র-

---

দিধিষূপতি, মিত্রদ্রোহী, দ্যূতজীবী, পুত্রোপদিষ্ট, ভ্রমররোগী, মণ্ডপালী, বিচিত্রাঙ্গ, পিশুন, উন্মত্ত, অন্ধ, বধির, বেদনিন্দক, অশ্বারোহী, অশ্ব ও উষ্ট্রের দমনকারী, নক্ষত্রজীবী, পক্ষিপোষক, যুদ্ধাচার্য্য, স্রোতোভেদক, বেশ্যাপোষক, গৃহসম্বেশক, কৃষিরোপক, মৃগয়াপরায়ণ, শ্যেনজীবী, কন্যাদূষক হিংসক, বৃষলীতনয়,গণযাজী, আচারহীন, ক্লীব, নিত্যযাজী, কৃষিজীবী, শ্লীপদরোগী, সজ্জননিন্দিত, মেষজীবী, মহিষজীবী, পরপূর্ব্বপতি, শবসৎকারজীবী, এই সমস্ত ব্রাহ্মণ যত্নসহকারে শ্রাদ্ধব্যাপারে বর্জ্জনীয়। যোগ্য ব্রাহ্মণ লাভে এই সমস্ত গর্হিতাচারসম্পন্ন অপাংক্তেয় দ্বিজাধমগণকে দৈব পিত্র্য উভয়ত্রই বর্জ্জন করিবে। অন্ধ, বিকৃতাকার, কাণ, কুষ্ঠরোগী, বৃষলীপতি ও পাপরোগী, ইহাদিগের দর্শনেও দাতার সহস্রগুণ ফল বিনাশ করে। শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ স্বীয় অঙ্গ দ্বারা যে সকল ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করে, তাঁহাদিগের পরকাল নষ্ট হয়, আর শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃগণও বিরক্ত হইয়া থাকেন। অগ্রে মাহিষিক, মধ্যে বৃষলীপতি এবং অন্তে বার্দ্ধুষিককে দেখিলে পিতৃগণ নিরাশ হইয়া প্রস্থান করেন। ব্যভিচারিণী বিধবাকে মহিষী বলে; যে ব্যক্তি তৎসহ নিশা যাপন করে, তাহাকেই মাহিষিক বলা যায়। শূদ্রীকে বৃষলী বলে, তাহার পতি,—তদীয় ওষ্ঠ-লালা-সংসর্গহেতু পতিত ব্রাহ্মণই বৃষলীপতি পদবাচ্য। আর যে নারী স্বীয় বৃষকে (পতিকে) পরিত্যাগ করিয়া অপর দ্বারা তৎকার্য্য করে, তাহাকেই বৃষলী বলা যায়; বৃষলী পদে কেবল শূদ্রী নহে। চণ্ডালী, ব্যভিচারিণী, বেশ্যা, কুটিলা ও স্বগোত্রা এই সপ্ত রমণী বৃষলী পদবাচ্যা। যে কন্যা অসংস্কৃতাবস্থায় পিতৃগৃহে রজোদর্শন করে,তাহাকেই বৃষলী বলে। তদীয় পিতৃগণ পতিত হন।৫৩—৮০। যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানপূর্ব্বক সেই কন্যাকে বিবাহ করে, সে অশ্রাদ্ধেয় ও অপাংক্তেয় হয়, তাহাকেই বৃষলীপতি বলে। গৌরী কন্যা উত্তমা, কন্যকা মধ্যমা, রোহিণীও তৎতুল্যা, আর রজস্বলা অধমা। অপ্রাপ্তরজস্কা কন্যা—গৌরী, প্রাপ্তরজস্কা—রোহিণী,রোমাদি যৌবনচিহ্নহীনা—কন্যা, আর কুচহীনা—নগ্নিকা বলিয়া প্রসিদ্ধ। পঞ্চবর্ষা গৌরী, নববর্ষা নগ্নিকা, দশবর্ষা কন্যা, তদধিকবয়স্কা রজস্বলা পদবাচ্যা যৌবনচিহ্নে পুত্র, কুচযুগলে কুল, আর রজোদর্শনে

জ্ঞেয়মুক্তং স জ্ঞেয়ো বৃষলীপতিঃ ॥ ৮৬ ॥ যৎকরোত্যেকরাত্রেণ বৃষলীসেবনাদ্দ্বিজঃ। তদ্ভৈক্ষ্য-ভুগ্জপন্নিত্যং ত্রিভির্বর্ষৈর্ব্যপোহতি ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রাদ্ধানর্হব্রাহ্মণপরীক্ষণকথনং নাম পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৫ ॥

ষড়াধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। অথ শ্রাদ্ধবিধিং বক্ষ্যে পার্ব্বণস্য বিধানতঃ। যথাক্রমং মহাদেবি শৃণুষ্বৈকমনাঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥ কৃত্বাপসব্যং পূর্ব্বেদ্যুঃ পিতৃপূর্ব্বং নিমন্ত্রয়েৎ। ভবন্তিঃ পিতৃকার্য্যং নঃ সম্পাদ্যঞ্চ প্রসীদথ ॥ ২ ॥ সবর্ণান্ প্রেষয়েদাপ্তান দ্বিজানামুপমন্ত্রেণ ॥ ৩ ॥ অভোজ্যং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়াদ্যৈর্নিমন্ত্রিতৈঃ। তথৈবাব্রাহ্মণস্যান্নং ব্রাহ্মণেন নিমন্ত্রিতৈঃ ॥ ৪ ॥ ব্রাহ্মণান্নং দদেচ্ছূদ্রঃ শূদ্রান্নং ব্রাহ্মণো দদেৎ। উভাবেতাবভোজ্যান্নৌ ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৫ ॥ উপনিক্ষেপধর্ম্মেণ শূদ্রান্নং যঃ পচেদ্দ্বিজঃ। অভোজ্যং তদ্ভবেদন্নং স চ বিপ্রঃ পতেদধঃ ॥ ৬ ॥ শূদ্রান্নং শূদ্র-সম্পর্কং শূদ্রেণ চ সহাসনম্। শূদ্রাজ্জ্ঞানাগমশ্চৈব জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ ॥ ৭ ॥ শূদ্রান্নোপহতা বিপ্রা বিহ্বলা রতিলালসাঃ। কুপিতাঃ কিং করিষ্যন্তি নির্ব্বিষা ইব পন্নগাঃ ॥ ৮ ॥ নগ্নঃ স্যান্মলবদ্বাসা নগ্নঃ কৌপীনবস্ত্রধৃক্। দ্বিকচ্ছোঽনুত্তরীয়শ্চ বিকচ্ছো-ঽবস্ত্র এব চ ॥ ৯ ॥ নগ্নঃ কাষায়বস্ত্রঃ স্যান্নগ্নশ্চার্দ্ধপটঃ স্মৃতঃ। অচ্ছিন্নাগ্রং তু যদ্বস্ত্রং মৃদা প্রক্ষালিতং তু যৎ ॥ ১০ ॥ অহতং ধাতুরক্তং বা তৎপবিত্রমিতি স্থিতম্। অগ্রতো বসতে মূর্খো দূরে চাস্য গুণা-ন্বিতঃ ॥ ১১ ॥ গুণান্বিতে চ দাতব্যং নাস্তি মূর্খে ব্যতিক্রমঃ। যস্ত্বাসন্নমতিক্রম্য ব্রাহ্মণং পতিতাদৃতে। দূরস্থং পূজয়েন্মূঢ়ো গুণাঢ্যং নরকং ব্রজেৎ ॥ ১২ ॥ বেদবিদ্যাব্রতস্নাতে শ্রোত্রিয়ে গৃহমাগতে। ক্রীড়ন্ত্যোষধয়ঃ সর্ব্বা যাস্যামঃ পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥ সন্ধ্যয়োরুভয়োর্জ্জাপ্যে ভোজনে দন্ত-ধাবনে। পিতৃকার্য্যে চ দৈবে চ তথা মূত্র-পুরীষয়োঃ ॥ ১৪ ॥ গুরূণাং সন্নিধৌ দানে যোগে

কন্যার পিতার সদ্গতি ও লৌকিক সুখ বিনষ্ট হয়। রজস্বলাকে যে বিবাহ করে, তাহাকেই বৃষলীপতি বলে। দ্বিজ, একরাত্রি মাত্র বৃষলী সেবন করিলে যে পাতক অর্জ্জন করে, তিন বৎসর কালে ভিক্ষা-শনে জপপরায়ণ হইলে সেই পাপ ক্ষালিত হয়। ৮১—৮৭।

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৫।

ষড়ধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! এক্ষণে যথা-বিধি যথাক্রমে পার্ব্বণশ্রাদ্ধবিধান কীর্ত্তন করি-তেছি; তুমি অবধান সহকারে শ্রবণ কর। পূর্ব্ব-দিন অপসব্য করিয়া পিত্রাদিক্রমে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে। অথবা স্বজাতীয় বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে তৎ-পার্শ্বে নিয়োগ করিবে। "আপনারা প্রসন্ন হইয়া মদীয় পিতৃকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিতে হয়। ক্ষত্রিয়াদি দ্বারা নিম ন্ত্রিত হইয়া ব্রাহ্মণান্ন-ভোজন অবৈধ; আর কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ দ্বারা নিমন্ত্রিত হইলে ব্রাহ্মণেতর জাতির অন্নও অভক্ষ্য। ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন এবং শূদ্র ব্রাহ্মণান্ন পরিবেশন করিলে সেই অন্ন সকলেরই অখাদ্য; উহা ভোজনে চান্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ যদি উপনিক্ষেপ-ধর্ম্মানুসারে অর্থাৎ শূদ্রগৃহে শূদ্র কর্ত্তৃক সাক্ষাৎভাবে প্রদত্ত অন্ন পাক করে, তবে সেই প্রন্ন অভোজ্য, উহা ভক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণ অধঃ-পতিত হয়। শূদ্রান্ন, শূদ্রসম্পর্ক, শূদ্র সহ একাশনে উপবেশন, ও শূদ্রের নিকট জ্ঞান গ্রহণ করিলে জ্বলন্ত দ্বিজও পতিত হন। শূদ্রান্নদ্বারা উপহত, রতিলালস, বিহ্বল দ্বিজগণ বিষহীন সর্পের ন্যায় কুপিত হইলেই বা কি করিতে পারে? মলিনাম্বর-ধারী, কৌপীনমাত্রধারী, দ্বিকচ্ছশালী, উত্তরীয়হীন, বিকচ্ছ, বসনপরিশূন্য, কাষায়বস্ত্রধারী, ও অর্দ্ধবস্ত্র-ধারী,—ইহারা নগ্ন-পদবাচ্য। যাহার অগ্রভাগ (ছিলে) অচ্ছিন্ন, যাহা মৃত্তিকা দ্বারা প্রক্ষালিত, যাহা অচ্ছিন্ন আর যাহা ধাতুরঞ্জিত, সেই বস্ত্রই পবিত্র। এইরূপই নিশ্চিত আছে। মূর্খ ব্যক্তি নিকটে, আর গুণবান্ মানব যদি দূরেও থাকেন, তথাপি সেই গুণবান্‌কেই দান করিবে, ইহাতে মূর্খাতিক্রম হেতু কোন দোষ হইবে না। পতিত ব্রাহ্মণ ব্যতীত নিকটস্থ ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়া যদি দূরস্থ গুণ-বানের অর্চ্চনা করে, তবে সেই মূঢ় মানব নরকস্থ হয়। বেদ-বিদ্যাব্রতস্নাত শ্রোত্রিয় যদি গৃহাগত হন, তবে গৃহগত ওষধি সকল "আমরা পরম গতি পাইব" ভাবিয়া আনন্দিত হইয়া থাকে। উভয় সন্ধ্যা, জপ, ভোজন, দন্তধাবন, পিতৃকার্য্য, দৈবকার্য্য,

চৈব বিশেষতঃ। এতেষু মৌনমাস্থিষ্ঠন্ স্বর্গং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ১৪॥ যদি বাগ্‌যমলোপঃ স্যাজ্জপাদিষু কথঞ্চন। ব্যাহরেদ্বৈষ্ণবং মন্ত্রং স্মরেদ্বা বিষ্ণুমব্যয়ম্॥ ১৬॥ দানে স্নানে জপে হোমে ভোজনে দেবতার্চ্চনে। দেবানামৃজবো দর্ভাঃ পিতৃণাং দ্বিগুণাস্তথা॥ ১৭॥ উদঙ্মুখস্তু দেবানাং পিতৃণাং দক্ষিণামুখঃ। অগ্নিনা ভস্মনা বাপি যবেনাপ্যুদকেন বা। দ্বারসংক্রমণেনাপি পঙ্‌ক্তিদোষো ন বিদ্যতে॥ ১৮॥ ইষ্টশ্রাদ্ধে ক্রতুর্দক্ষো বৃদ্ধৌ সত্যবসূ স্মৃতৌ। নৈমিত্তিকে কালকামৌ কাম্যে চাধ্ববিরোচনৌ॥ ১৯॥ পুরূরবা মাদ্রবাশ্চ পার্ব্বণে সমুদাহৃতৌ। পুষ্টিং প্রজাঞ্চ ন্যগ্রোধে বুদ্ধিং প্রজ্ঞাং ধৃতিং স্মৃতিম্॥ ২০॥ রক্ষোঘ্নঞ্চ যশস্যঞ্চ কাশ্মর্য্যং পাত্রমুচ্যতে। সৌভাগ্যমুত্তমং লোকে মধূকে সমুদাহৃতম্॥ ২১॥ ফাল্গুনপাত্রে তু কুর্ব্বাণঃ সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ। পরাং দ্যুতিমথার্কে তু প্রাকাশ্যঞ্চ বিশেষতঃ॥ ২২॥ বিল্বে লক্ষ্মীং তপো মেধাং নিত্যমায়ুষ্যমেব চ। ক্ষেত্রারামতড়াগেষু সর্ব্বপাত্রেষু চৈব হি॥ ২৩॥ বর্ষত্যজস্রং পর্জ্জন্যে বেণুপাত্রেষু কুর্ব্বতঃ। এতেষাং লভ্যতে পুণ্যং স্মুবর্ণে রজতৈস্তথা॥ ২৪॥ পলাশফলন্যগ্রোধপ্লক্ষাশ্বত্থবিকঙ্কতাঃ। ঔডুম্বরস্তথা বিল্বং চন্দনং যজ্ঞিয়াশ্চ যে॥ ২৫॥ সরলো দেবদারুশ্চ শালশ্চ খদিরাস্তথা। সমিদর্থং প্রশস্তাঃ স্যুরেতে বৃক্ষা বিশেষতঃ॥ ২৬॥ শ্লেষ্মাতকো নক্তমালঃ কপিত্থঃ শাল্মলী তথা। নিম্বো বিভীতকশ্চৈব শ্রাদ্ধকর্ম্মণি গর্হিতাঃ॥ ২৭॥ অনিষ্টশব্দাং সঙ্কীর্ণাং রুক্ষাং জন্তুমতীমপি। মৃতিগন্ধাং তু তাং ভূমিং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি গর্হয়েৎ॥ ২৮॥ ত্রৈশঙ্কবং ত্যজেদ্দেশং সর্ব্বং দ্বাদশযোজনম্। উত্তরেণ মহীনদ্যা দক্ষিণেন চ কেরলম্॥ ২৯॥ দেশস্ত্রৈশঙ্কবো নাম বর্জ্জিতঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি। কারস্করাঃ কলিঙ্গাশ্চ সিন্ধোরুত্তরমেব চ। প্রনষ্টাশ্রমধর্ম্মাশ্চ বর্জ্জ্যা দেশাঃ প্রযত্নতঃ॥ ৩০॥ ব্রাহ্মণং তু কৃতং প্রোক্তং ত্রেতা তু ক্ষত্রিয়ং স্মৃতম্। বৈশ্যং দ্বাপরমিত্যাহুঃ শূদ্রং কলিযুগং স্মৃতম্॥ ৩১॥ কৃতে তু পিতরঃ পূজ্যাস্ত্রেতায়াঞ্চ সুরাস্তথা। মুনয়ো দ্বাপরে নিত্যং পাষণ্ডাশ্চ কলৌ যুগে॥ ৩২॥ শুক্লপক্ষস্য পূর্ব্বাহ্নে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ। কৃষ্ণপক্ষেঽপরাহ্নে তু

মলমূত্রত্যাগ, গুরুসান্নিধ্য, ও বিশেষতঃ দান, যোগানুষ্ঠান, এই সকল কালে মানব মৌনাবলম্বন করিলে স্বর্গগামী হয়।১—১৫। দান, স্নান, জপ, হোম, ভোজন, দেবার্চ্চনাদি কার্য্যে যদি কোন কারণে মৌনভঙ্গ হয়, তবে বৈষ্ণব মন্ত্র বা অব্যয় বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে। দর্ভ সকল দেবকার্য্যে ঋজু ভাবে আর পিতৃকার্য্যে দ্বিগুণিত ভাবে স্থাপন করিতে হয় দেবগণের দর্ভ উত্তরমুখে আর পিতৃগণেয় দর্ভ দক্ষিণমুখেই স্থাপন করিবে। মধ্যস্থলে অগ্নি, ভস্ম, যব, জল ও দ্বারসংক্রমণ (চৌকাঠ) স্থাপিত হইলে পংক্তিভেদ হয়, অর্থাৎ একপংক্তিজনিত দোষ নিবারিত হইয়া থাকে। ইষ্টশ্রাদ্ধে ক্রতু ও দক্ষ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে সত্য ও বসু, নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধে কাল ও কাম, কাম্য শ্রাদ্ধে অধ্ব ও বিরোচন, এবং পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে পুরূরবা ও মাদ্রবাকে অর্চ্চনা করিবে। বটপাত্রে পুষ্টি, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, ধৃতি, স্মৃতি ও সন্ততি লাভ হয়। কাশ্মর্য্যপাত্র রক্ষোঘ্ন ও যশঃপ্রদ বলিয়া উক্ত হয়। মধুক পাত্রে ইহলোকে অতুল সৌভাগ্য লাভ হয়। অর্জ্জুনপাত্রে সর্ব্বকাম লাভ হয়। অর্কপাত্রে পরমকান্তি ও মহতী কীর্ত্তি লাভ হয়। বিল্বপাত্রে লক্ষ্মী, তপস্যা, মেধা, ও নিয়ত আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। ক্ষেত্র, আরাম, তড়াগাদিতে সর্ব্ববিধ পাত্রেই শ্রাদ্ধ করা যায়। যখন অজস্রধারায় বৃষ্টিপাত হয়, তখন যদি বেণুপাত্রে শ্রাদ্ধ করা যায়, তবে সৌবর্ণ ও রজতপাত্রকৃত শ্রাদ্ধের এবং পূর্ব্বোক্ত পাত্রনিচয়ে কৃত শ্রাদ্ধের ফল লাভ হইয়া থাকে। পলাশ, বট, প্লক্ষ, অশ্বত্থ, বিকঙ্কত, উডুম্বর, বিল্ব, চন্দন, সরল, দেবদারু, শাল, খদির, এবং অপরাপর যজ্ঞিয় বৃক্ষনিচয় সমিদর্থে সুপ্রশস্ত। শ্লেষ্মাতক, নক্তমাল, কপিত্থ, শাল্মলি, নিম্ব ও বিভীতক, বৃক্ষ শ্রাদ্ধে অপ্রশস্ত। অপ্রিয়শব্দযুক্ত, সঙ্কীর্ণ, রুক্ষ, কৃমিকীটব্যাপ্ত ও দুর্গন্ধান্বিত ভূমি শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়। ত্রিশঙ্কুর স্থান দ্বাদশ যোজন সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। মহীনদীর উত্তরে কেরল দেশের দক্ষিণে দ্বাদশযোজন স্থান ত্রিশঙ্কুদেশ, উহা শ্রাদ্ধ কার্য্যে বর্জ্জনীয়। কারস্কর, কলিঙ্গ, সিন্ধুনদের উত্তর প্রদেশ, এবং যেখানে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই, তৎসমস্ত দেশ শ্রাদ্ধে সযত্নে বর্জ্জনীয়। ১৬—৩০। সত্যযুগ—ব্রাহ্মণ, ত্রেতাযুগ—ক্ষত্রিয়, দ্বাপরযুগ—বৈশ্য, আর কলিযুগ—শূদ্র বলিয়া নির্ণীত। সত্যযুগে পিতৃগণ, ত্রেতায় দেবগণ, এবং দ্বাপরে মুনিগণ, পূজিত হইয়া থাকেন, আর কলিযুগে ভণ্ড পাষণ্ডগণই পূজা লাভ করে। বিচক্ষণ মানব শুক্লপক্ষে

রৌহিণং ন বিলঙ্ঘয়েৎ ॥ ৩৩ ॥ রত্নিমাত্রপ্রমাণঞ্চ পিতৃতীর্থং তু সংস্কৃতম্‌। উপমূলে তথা লূনাঃ প্রস্তরার্থে কুশোত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥ তথা শ্যামাকনীবারা দূর্ব্বাশ্চ সমুদাহৃতাঃ। পূর্ব্বং কীর্ত্তিমতাং শ্রেষ্ঠো বহুকেশঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৫ ॥ তস্য কেশা নিপতিতা ভূমৌ কাশত্বমাগতাঃ। তস্মান্মেধ্যাঃ সদা কাশাঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি পূজিতাঃ ॥ ৩৬ ॥ পিণ্ডনির্ব্বপণং তেষু কর্ত্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা। উক্তমন্নং দ্বিজাতিভ্যঃ শ্রদ্ধয়া বিনিবেশয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ অন্যত্র ফলপুষ্পেভ্যঃ পানকেভ্যশ্চ পণ্ডিতঃ। হস্তে দত্ত্বা তু বৈ স্নেহাল্লবণং ব্যঞ্জনানি চ ॥ ৩৮ ॥ আয়সেন চ পাত্রেণ তদ্বৈ রক্ষাংসি ভুঞ্জতে। দ্বিজপাত্রেষু দত্ত্বান্নং তুষ্ণীং সঙ্কল্পমাচরেৎ ॥ ৩৯ ॥ দর্ব্ব্যাদিস্থেন নো তেষাং সম্বন্ধো দৃশ্যতে যতঃ। যশ্চ শূকরবদ্ভুঙ্‌ক্তে যশ্চ পাণিতলে দ্বিজঃ। ন তদশ্নন্তি পিতরো যঃ সবাচং সমশ্নুতে ॥ ৪০ ॥ দ্বিহায়নস্য বৎসস্য বিশন্ত্যাস্যং যথা সুখম্‌। তথা কুর্য্যাৎ প্রমাণেন পিণ্ডান্‌ ব্যাসেন ভাষিতম্‌ ॥ ৪১ ॥ ন স্ত্রী প্রচালয়েত্তানি জ্ঞানহীনো ন চাব্রতঃ। স্বয়ং পুত্রোঽথবা যস্য বাঞ্ছেদভ্যুদয়ং পরম্‌ ॥ ৪২ ॥ ভাজনেষু চ তিষ্ঠৎসু স্বস্তিং কুর্ব্বন্তি যে দ্বিজাঃ। তদন্নমসুরৈর্ভুক্তং নিরাশাঃ পিতরো গতাঃ ॥ ৪৩ ॥ অপ্‌স্বেকং প্লাবয়েৎ পিণ্ডমেকং পত্ন্যৈ নিবেদয়েৎ। একং বৈ জুহুয়াদগ্নাবেষা তু ত্রিবিধা গতিঃ ॥ ৪৪ ॥ ছন্দোগং ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধে বৈশ্বদেবে চ বহ্বৃচম্‌। পুষ্টিকর্ম্মণ্যথাধ্বর্য্যুং শান্তিকর্ম্মণ্যথর্ব্বণম্‌ ॥ ৪৫ ॥ দ্বৌ দেবেঽথর্ব্বণৌ বিপ্রৌ প্রাঙ্মুখৌ চ নিবেশয়েৎ। পিত্র্যে ত্র্যুদঙ্মুখান্‌ কুর্য্যাদ্বহ্বৃচাধ্বর্য্যুসামগান্‌ ॥ ৪৬ ॥ জাত্যশ্চ সর্ব্বা দাতব্যা মল্লিকা শ্বেতযূথিকা। জলোদ্ভবানি সর্ব্বাণি কুসুমানি চ চম্পকম্‌ ॥ ৪৭ ॥ মধুকং রামঠং চৈব কর্পূরং মরিচং গুড়ম্‌। শ্রাদ্ধকর্ম্মণি শস্তানি সৈন্ধবং ত্রপুসং তথা ॥ ৪৮ ॥ ব্রাহ্মণঃ কম্বলো গাবঃ সূর্য্যোঽগ্নিরতিথিশ্চ বৈ। তিলা দর্ভাশ্চ কালশ্চ নবৈতে কুতপাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৯ ॥ আপদ্যনগ্নৌ তীর্থে চ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তথা। নাচরেৎ সংগ্রহে চৈব তথৈবাস্ত-

---

পূর্ব্বাহ্নে আর কৃষ্ণপক্ষে অপরাহ্নে শ্রদ্ধানুষ্ঠান করিবে; পরন্তু রৌহিণ অতিক্রম করিবে না। রত্নি-প্রমাণ সংস্কৃত স্থানই পিতৃতীর্থ। আস্তরণ কুশনিচয় মূল-সন্নিহিতভাগে কর্ত্তিত করিয়া লইবে। শ্যামাক, নীবার, ও দূর্ব্বারও এই ভাবেই ব্যবহার করিতে হয়। পুরাকালে কীর্ত্তিমান্‌গণের অগ্রগণ্য প্রজাপতি বহুকেশশালী ছিলেন, সেই কেশনিচয়ই ভূপতিত হইয়া কাশরূপ ধারণ করিয়াছে। তজ্জন্যই কাশ-সকল পবিত্র ও শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রশস্ত হইয়াছে। বিভূতিকামী মানবের সেই কাশোপরি পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। দ্বিজাতিগণকে শ্রদ্ধাসহকারে উক্ত অন্ন নিবেদন করিবে। পণ্ডিত মানব ফলপুষ্পব্যতীত অপর কোন দ্রব্যই হস্তে প্রদান করিবে না। লবণ, ব্যঞ্জন কিম্বা স্নেহ দ্রব্য হস্তে অথবা লৌহপাত্রে প্রদত্ত হইলে তাহা রাক্ষসগণের ভোগ্য হয়। তুষ্ণীম্ভাবে দ্বিজগণের পাত্রে অন্ন পরিবেশন করিয়া সঙ্কল্প করিবে। দর্ব্বী প্রভৃতি দ্বারা অন্ন পরিবেশন করিলে সেই দর্ব্ব্যাদি পাত্রে যে কিঞ্চিৎ অন্ন অবশিষ্ট থাকে, তৎসহ দ্বিজপাত্রের অন্নের কোনরূপ সম্বন্ধ না ঘটিলে তদ্দ্বারা শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহাতে কোন দোষ হয় না। দ্বিজগণ যদি শূকরের ন্যায় কিম্বা হাতে করিয়া অথবা কথা কহিতে কহিতে ভোজন করেন, তবে তাহা পিতৃগণ ভোজন করেন না। দুই বৎসরবয়স্ক বৎসের মুখে প্রবিষ্ট হইতে পারে এমন আকারে পিণ্ড নির্ম্মাণ করিবে। ব্যাস ইহা কহিয়াছেন। স্ত্রী জ্ঞানহীন, বা অনুপনীত ব্যক্তি, প্রদত্ত পিণ্ড পরিচালিত করিবে না; পরন্তু স্বয়ং পুত্র অথবা যাহার পরমাভ্যুদয় কামনা থাকে, সে পরিচালিত করিবে। ভুক্তোচ্ছিষ্ট পাত্র ভোজনস্থানে বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে দ্বিজগণ যদি দক্ষিণাগ্রহণান্তে স্বস্তি উচ্চারণ করেন, তবে দ্বিজগণ যে ভোজন করিয়াছেন, তাহা অসুরেরাই ভোজন করিয়াছে, পিতৃগণ নিরাশ হইয়া গিয়াছেন। ইহাই বুঝিবে। একটী পিণ্ড জলে প্লাবন, একটী পত্নীকে নিবেদন এবং অপরটী অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পিণ্ডের এই ত্রিবিধ গতি নির্দ্দিষ্ট। শ্রাদ্ধে ছন্দোগ দ্বিজকে, বৈশ্বদেবে বহ্বৃচকে, পুষ্টিকর্ম্মে অধ্বর্য্যুকে আর শান্তিকর্ম্মে আথর্ব্বণ বিপ্রকে ভোজন করাইবে। দৈবপক্ষে দুইজন আথর্ব্বণ বিপ্রকে পূর্ব্বাস্যে উপবেশন করাইবে। আর পিতৃপক্ষে বহ্বৃচ অধ্বর্য্যু ও সামগ দ্বিজকে উত্তরাস্যে উপবেশন করাইবে। জাতি, মল্লিকা, শ্বেতযূথিকা, চম্পক, জলজকুসুম, মধুক, হিঙ্গু, কর্পূর, মরিচ, গুড়, সৈন্ধব ও ত্রপুস,—এই সমস্ত শ্রাদ্ধ কর্ম্মে প্রশস্ত। ব্রাহ্মণ, কম্বল, গো, সূর্য্য, অগ্নি, অতিথি, তিল, কুশ ও শ্রাদ্ধবিহিত কাল,—এ সকল কুতপপদবাচ্য। আপৎকালে, অগ্নির অভাবে, কিম্বা সূর্য্যাস্তকালে যদি

মুপাগতে ॥ ৫০ ॥ সংশুদ্ধা স্নাচ্চ তুর্থেহহনি স্নাত্বা নারী রজস্বলা। দৈবে কর্ম্মণি পিত্র্যে চ পঞ্চমেহহনি শুধ্যতি ॥৫১॥ দ্রব্যাভাবে দ্বিজাভাবে প্রবাসে পুত্রজন্মনি। আমশ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত যস্য ভার্য্যা রজস্বলা ॥ ৫২॥ সর্পবিপ্রহতানাঞ্চ দংষ্ট্রিশৃঙ্গিসরীসৃপৈঃ। আত্মনস্ত্যাগিনাঞ্চৈব শ্রাদ্ধমেষাং ন কারয়েৎ ॥ ৫৩॥ চণ্ডালাদুদকাৎ সর্পাদ্ব্রাহ্মণাদ্বৈদ্যুতাদপি। দংষ্ট্রিভ্যশ্চ পশুভ্যশ্চ মরণং পাপকর্ম্মণাম্ ॥ ৫৪ ॥ সর্ব্বৈরনুমতং কৃত্বা জ্যেষ্ঠেনৈব চ যৎকৃতম্। দ্রব্যেণ চ বিভক্তেন সর্ব্বৈরেব কৃতং ভবেৎ ॥ ৫৫ ॥ অমাবাস্যাং পিতৃশ্রাদ্ধে মন্থনং যস্য কারয়েৎ। তক্রং মদিরাতুল্যং ঘৃতং গোমাংসবৎ স্মৃতম্ ॥ ৫৬ ॥ ভুঞ্জন্তি ক্রমশঃ পূর্ব্বে তথা পিণ্ডাশিষোহপি চ। নিমন্ত্রিতো দ্বিজঃ শ্রাদ্ধে ন শয়ীত স্ত্রিয়া সহ ॥ ৫৭ ॥ শ্রাদ্ধভুক্ প্রাতরুত্থায় প্রকুর্য্যাদ্দন্তধাবনম্। শ্রাদ্ধকর্ত্তা ন কুর্ব্বীত দন্তানাং ধাবনং বুধঃ ॥ ৫৮ ॥ বর্ষে বর্ষে তু যচ্ছ্রাদ্ধং মাতাপিত্রোর্মৃতেহহনি। মলমাসে ন কর্ত্তব্যং ব্যাসস্য বচনং যথা ॥ ৫৯ ॥ গর্ভে বার্দ্ধুষিকে প্রেতে ভৃত্যে মাসানুমাসিকে। আব্দিকে চ তথা শ্রাদ্ধে নাধিমাসো বিধীয়তে ॥ ৬০ ॥ বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো যজ্ঞাদৌ সাবনঃ স্মৃতঃ। আব্দিকে পিতৃকার্য্যে তু চান্দ্রো মাসঃ প্রশস্যতে ॥৬১॥ যস্মিন্ রাশৌ গতে সূর্য্যে বিপত্তিঃ স্যাদ্দ্বিজন্মনঃ। তদাশাবেব কর্ত্তব্যং পিতৃকার্য্যং মৃতেহহনি ॥ ৬২ ॥ বষট্কারশ্চ হোমশ্চ পর্ব্ব চাগ্রায়ণং তথা। মলমাসেহপি কর্ত্তব্যং কাম্যা ইষ্টির্বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬৩ ॥ অগ্ন্যাধেয়ং প্রতিষ্ঠাঞ্চ যজ্ঞদানব্রতানি চ। বেদব্রতবৃষোৎসর্গচূড়াকরণমেখলাঃ ॥ ৬৪ ॥ মাঙ্গল্যমভিষেকঞ্চ মলমাসে বিবর্জ্জয়েৎ। নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রযতঃ সন্ মলিম্লুচে। তীর্থে স্নানং গজচ্ছায়াং প্রেতশ্রাদ্ধং তথৈব চ ॥ ৬৫ ॥ রসা যত্র প্রশস্যন্তে ভোক্তারো বন্ধুগোষ্ঠিনঃ। রাজবার্ত্তাদিসংকথো রক্ষঃশ্রাদ্ধস্য লক্ষণম্ ॥ ৬৬ ॥ শ্রাদ্ধং কৃত্বা পরশ্রাদ্ধে যস্তু ভুঙ্ক্তে চ বিহ্বলঃ। পতন্তি পিতর-

দ্রব্য-সম্ভারও সংগ্রহ হয়, তথাপি তীর্থে কিম্বা চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ হইলেও শ্রাদ্ধ করিবে না। ৩১—৫০। রজস্বলা নারী চতুর্থ দিবসে স্নানান্তে সাধারণ কর্ম্মে শুদ্ধা হয়; পরন্তু দৈব কিম্বা পৈত্র কর্ম্মে পঞ্চম দিনেই পবিত্রা হইয়া থাকে। দ্রব্যাভাবে, দ্বিজাভাবে, প্রবাসে, পুত্র জন্মে এবং পত্নী রজস্বলা হইলে আমান্ন দ্বারাই শ্রাদ্ধ করিবে। যাহারা সর্প, বিপ্র, দংষ্ট্রী, শৃঙ্গী বা সরীসৃপ দ্বারা নিহত, আর যাহারা আত্মঘাতী,—তাহাদের শ্রাদ্ধ করিবে না। চণ্ডাল, জল, সর্প, ব্রাহ্মণ, বজ্র, দংষ্ট্রী, ও পশু হইতে পাপিগণই মরণাপন্ন হইয়া থাকে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি অপরাপর ভ্রাতৃগণের মতে বিভাগানুসারে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য লইয়া তদ্দ্বারা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, তবে সেই শ্রাদ্ধ, সকল ভ্রাতারই করা হইল বলিয়া জানিবে। অমাবস্যায় কিম্বা পিতৃশ্রাদ্ধদিনে যদি দধিমন্থন করা হয়, তবে সেই তক্র মদিরা তুল্য; আর সেই ঘৃতও গোমাংস সদৃশ। দ্বিজগণ প্রথমতঃ ভোজনে বসিয়া ক্রমে ক্রমে ভোজন করিতে থাকিলে পরে পিণ্ড দান করিবে; এরূপ করিলেই পিতৃগণের আশীর্ব্বাদ লাভ হয়। শ্রাদ্ধনিমন্ত্রিত দ্বিজ স্ত্রীসহবাস করিবেন না। শ্রাদ্ধভোজনে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া দন্তধাবন করিবেন। কিন্তু ধীমান শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধদিনে দন্তধাবন করিবেন না। মাতা- বৎসর মাতা পিতার মৃততিথিতে যে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, ব্যাস বলিয়াছেন,—উহা মলমাসে অকর্ত্তব্য। গর্ভ, ঋণদান, ভৃত্যবন্ধন, প্রেতশ্রাদ্ধ, মাসানুমাসিক শ্রাদ্ধ, ও সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ এই সমস্ত স্থলে অধিমাস গণনীয় নহে। বিবাহাদি কার্য্যে সৌরমাস, যজ্ঞাদি কার্য্যে সাবন মাস, সংবৎসরিক কার্য্যে ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি কার্য্যে চান্দ্র মাসই ব্যবহার্য্য। সূর্য্যের যে রাশিতে অবস্থান কালে দ্বিজাতির প্রাণত্যাগ ঘটে উক্ত মৃততিথিতে কর্ত্তব্য সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধও সূর্য্যের সেই রাশিতে অবস্থান কালেই করিতে হয়। বষট্কারসাধ্য পৌষ্টিক কার্য্য, হোম ও অগ্রহায়ণকৃত্য নবান্নশ্রাদ্ধ মলমাসেও কর্ত্তব্য; পরন্তু কাম্য যজ্ঞ বর্জ্জনীয়। অগ্ন্যাধান প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞ, মহাদান, কাম্য ব্রত, বৃষোৎসর্গ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, মেখলাধারণ, ও কাম্য মাঙ্গল্য অভিষেক কার্য্য মলমাসে বর্জ্জন করিবে। পরন্তু নিত্য, নৈমিত্তিক, তীর্থস্নান, গজচ্ছায়াযোগ, স্নান ও প্রেতশ্রাদ্ধকার্য্য মলমাসেও প্রযতভাবে কর্ত্তব্য। ভোজনকালে যদি ভোজ্যদ্রব্যের প্রশংসা, কিম্বা রাজবার্ত্তাদি লৌকিক আলাপ হইতে থাকে অথবা যদি কেবল বন্ধু-গোষ্ঠিগণই ভোজন করে, তবে সেই শ্রাদ্ধে রাক্ষসগণই তৃপ্তিলাভ করে;—রাক্ষসশ্রাদ্ধের ইহাই লক্ষণ। যে মূঢ়মানব স্বয়ং শ্রাদ্ধ করিয়া পরকীয় শ্রাদ্ধে ভোজন করে, তদীয়

স্তস্য লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৬৭ ॥ তৈলমুদ্বর্ত্তনং স্নানং দন্তধাবনমেব চ। কৃপ্তরোমনখেভ্যশ্চ দদ্যাদ্গত্বা পরেহহনি ॥ ৬৮ ॥ নিমন্ত্রিতা যথান্যায়ং হব্যে কব্যে দ্বিজোত্তমাঃ। কথঞ্চিদপ্যতিক্রামেৎ পাপঃ শূকরতাং ব্রজেৎ ॥ ৬৯ ॥ দৈবে চ পিতৃশ্রাদ্ধে চাপ্যাশৌচং জায়তে যদা। আশৌচান্তেহথবা তত্র তেভ্যঃ শ্রাদ্ধং প্রদীয়তে ॥ ৭০ ॥ অথ শ্রাদ্ধাবসানে তু আশিষস্তত্র দাপয়েৎ। দীর্ঘা নগাস্তথা নদ্যো বিষ্ণোস্ত্রীণি পদানি চ। এবমেষাং প্রমাণেন দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াম্ ॥ ৭১ ॥ অপাং মধ্যে স্থিতা দেবাঃ সর্ব্বমপ্সু প্রতিষ্ঠিতম্। ব্রাহ্মণস্য করে ন্যস্তাঃ শিবা আপো ভবন্তু নঃ ॥ ৭২ ॥ লক্ষ্মীর্বসতি পুষ্পেষু লক্ষ্মীর্বসতি পুষ্করে। লক্ষ্মীর্ব্বসতু বাসে মে সৌমনস্যং দদাতু মে ॥ ৭৩ ॥ অক্ষতং চাস্তু মে পুণ্যং শান্তিঃ পুষ্টির্ধৃতিশ্চ মে। যদ্যচ্ছ্রেয়স্করং লোকে তত্তদস্তু সদা মম ॥ ৭৪ ॥ দক্ষিণায়াস্তু সর্ব্বত্র বহুদেয়ং তথাস্তু নঃ। এবমস্ত্বিতি তৈর্বাচ্যং মূর্দ্ধ্না গ্রাহ্যঞ্চ তেন তৎ ॥ ৭৫ ॥ পিণ্ডমগ্নৌ সদা দেয়াদ্ভোগার্থী সততং নরঃ। প্রজার্থং পত্ন্যৈ বৈ দদ্যান্মধ্যমং মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ॥ ৭৬ ॥ উত্তমাং দ্যুতিমন্বিচ্ছন্ গোষু নিত্যং প্রদাপয়েৎ। আজ্ঞামিচ্ছেদ্‌যশঃ কীর্ত্তিমপ্সু নিত্যং প্রবেশয়েৎ ॥ ৭৭ ॥ প্রার্থয়ন্ দীর্ঘমায়ুশ্চ বায়সেভ্যঃ প্রদাপয়েৎ। কুমারলোকমন্বিচ্ছন্ কুক্কুটেভ্যঃ প্রদাপয়েৎ ॥ ৭৮ ॥ আকাশে প্রক্ষিপেদ্বাপি স্থিতো বা দক্ষিণামুখঃ। পিতৄণাং স্থানমাকাশং দক্ষিণা চৈব দিক্ তথা ॥ ৭৯ ॥ নক্তং তু বর্জ্জয়েচ্ছ্রাদ্ধং রাহোরন্যত্র দর্শনাৎ। সর্ব্বস্বেনাপি কর্ত্তব্যং ক্ষিপ্রং বৈ রাহুদর্শনাৎ ॥ ৮০ ॥ উপরাগে ন কুর্য্যাদ্যঃ পঙ্কে গৌরিব সীদতি। কুর্ব্বাণস্তু তরেৎ পাপং সা চ নৌরিব সাগরে ॥ ৮১ ॥ কৃষ্ণমাষাস্তিলাশ্চৈব শ্রেষ্ঠাঃ স্যুর্যবশালয়ঃ। মহাযবা ব্রীহিযবাস্তথৈব চ মসূরিকাঃ ॥ ৮২ ॥ কৃষ্ণাঃ শ্বেতাশ্চ বা গ্রাহ্যাঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি সর্ব্বদা। বিল্বামলকমৃদ্বীকং পনসাম্রাতদাড়িমম্ ॥ ৮৩ ॥ ভব্যং পারেবতং চৈব খর্জ্জূরং করমর্দ্দকম্। সকোরকা বদর্য্যশ্চ তালকন্দং তথা বিসম্ ॥ ৮৪ ॥ তমালাসনকন্দং চ মাবেল্লং

পিতৃগণের জল-পিণ্ড-লোপ হয় বলিয়া পিতৃগণ স্বর্গভ্রষ্ট হন। শ্রাদ্ধের পরদিন শ্রাদ্ধভোজী দ্বিজগণকে তৈল, উদ্বর্ত্তন, স্নানীয়, ও দন্তধাবন দ্রব্য প্রদান করিবে। আর শ্রাদ্ধভোজী দ্বিজগণও পরদিন ক্ষৌরকর্ম্ম করিবেন। হব্যে বা কব্যে যথাবিধি নিমন্ত্রিত দ্বিজগণ যদি কোনক্রমে উক্ত শ্রাদ্ধ ভোজন না করে, তবে সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তিগণ মরণান্তে শূকরত্ব প্রাপ্ত হয়। ৫১—৬৯। যদি দৈব বা পৈত্রকর্ম্মানুষ্ঠান সময়ে কোনরূপ অশৌচ হয়, তবে অশৌচান্তেই তৎকার্য্য করিবে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পর ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিবেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবেন; যথা,—দীর্ঘ বৃক্ষ, দীর্ঘা নদী ও সুদীর্ঘ বিষ্ণুপদত্রয়ের ন্যায় আমারও সুদীর্ঘ আয়ুঃপ্রাপ্তি হউক। জল মধ্যে দেবগণ বাস করেন, আর জলেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত; সেই জল ব্রাহ্মণকরে ন্যস্ত হইয়া আমাদের মঙ্গলসাধক হউক। লক্ষ্মী দেবী পুষ্প ও বিশেষতঃ পদ্মে বাস করেন, সেই লক্ষ্মী মদীয়াবাসে বাস করত আমায় সৌমনস্য প্রদান করুন। আমার পুণ্য অক্ষত হউক, শান্তি, পুষ্টি ও ধৃতি লাভ হউক, আর ইহলোকে যাহা যাহা শ্রেয়স্কর, তৎসমস্তই সতত লাভ হউক। দক্ষিণা দান করিলেই আমরা যেন বহু দান করিতে পারি। দ্বিজগণ এইরূপ প্রার্থনায় "তাহাই হউক" বলিবেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তাও তাঁহাদের সেই আশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ করিবেন। ভোগার্থী মানব সর্ব্বদাই অগ্নিতে পিণ্ড দান করিবে; আর সন্তানকামী মানব মধ্যম পিণ্ডটী পত্নীকে সমন্ত্রক দিবেন। উত্তমকান্তি-কামনায় গোকে প্রদান করিবে। প্রভুত্ব, কীর্ত্তি, ও যশঃ কামনায় জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। দীর্ঘায়ুঃকামনায় বায়সগণকে প্রদান করিবে। কুমারলোকপ্রাপ্তি কামনায় কুক্কুটগণকে প্রদান করিবে। অথবা দক্ষিণামুখী হইয়া আকাশেই পিণ্ড নিক্ষেপ করিবে। আকাশ ও দক্ষিণদিক্ পিতৃগণের স্থান। ৭০—৭৯। গ্রহণদর্শন ব্যতীত রাত্রিকালে শ্রাদ্ধ বর্জ্জনীয়। গ্রহণদর্শনে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া অবিলম্বেই শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। গ্রহণকালে শ্রাদ্ধ না করিলে পঙ্কমগ্না গাভীর ন্যায় অবসন্ন হইতে হয়, কিন্তু শ্রাদ্ধ করিলে নৌকা দ্বারা সাগর পার হইবার ন্যায় পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। কৃষ্ণমাস ও তিল আর সব শালি, মহাযব, ব্রীহিযব, মসূর, এ সকল কৃষ্ণ বা শ্বেত উভয়বিধই শ্রাদ্ধকার্য্যে সতত প্রশস্ত বলিয়া গ্রাহ্য। বিল্ব, আমলক, মৃদ্বীক, পনস, আম্রাতক, দাড়িম, ভব্য, পারেবত, খর্জ্জুর, করমর্দ্দক, কোরক, বদর, তালকন্দ, মৃণাল, তমালকন্দ, অসনকন্দ, মাবেল্ল,

শতকন্দলী। কালেয়ং কালশাকং চ মুদ্গান্নং চ সুবর্চ্চলম্॥ ৮৫॥ মাংসং ক্ষীরং দধি শাকং ব্যোমং বেত্রাঙ্কুরস্তথা। কটুফলং বজ্রকং দ্রাক্ষাং লকুচং মোচমেব চ॥ ৮৬॥ প্রিয়ামলকদুগ্রীবং তিন্দুকং মধুসাহ্বয়ম্। বৈকঙ্কতং নারিকেলং শৃঙ্গাটকপরূষকম্॥ ৮৭। পিপ্পলী মরিচং চৈব পটোলী বৃহতীফলম্। আরামস্থ তু সীমান্তঃসম্ভবং সর্ব্বমেব তু॥ ৮৮॥ এবমাদীনি চান্যানি পুষ্পাণি শ্রাদ্ধকর্ম্মণি। মসূরাঃ শতপুষ্পাশ্চ কুসুমং শ্রীনিকেতনম্॥ ৮৯॥ বর্ষ্যা শ্বাতিযবা নিত্যং তথা বৃষবাসকৌ। বংশাঃ করীরাঃ সুরসা মার্জ্জিতা ভূস্তৃণানি চ॥ ৯০॥ বর্জ্জনীয়ানি বক্ষ্যামি শ্রাদ্ধকর্ম্মণি নিত্যশঃ। লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং পিণ্ডমূলকম্। মোগরং চাত্র বৈদেহং দীর্ঘমূলকমেব চ॥ ৯১॥ দিবসস্যাষ্টমে ভাগে মন্দীভূতে দিবাকরে। আসুরং তদ্ভবেচ্ছ্রাদ্ধং পিতৄণাং নোপতিষ্ঠতে॥ ৯২॥ চতুর্থে প্রহরে প্রাপ্তে যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ। বৃথা শ্রাদ্ধমবাপ্নোতি দাতা চ নরকং ব্রজেৎ॥ ৯৩॥ রেখাপ্রভৃত্যথাদিত্যে মুহূর্ত্তাস্ত্রয় এব চ। প্রাতস্তস্মোত্তরং কালং ভগমাহুর্বিপশ্চিতঃ॥ ৯৪॥ সঙ্গবস্ত্রিমুহূর্ত্তোঽয়ং মধ্যাহ্নস্ত সমস্ততঃ। ততশ্চ ত্রিমুহূর্ত্তাশ্চ অপরাহ্নো বিধীয়তে॥ ৯৫॥ পঞ্চমোঽথ দিনাংশো যঃ স সায়াহ্ন ইতি স্মৃতঃ॥ ৯৬॥ তথাচ শ্রুতিঃ। যদেবাদিত্যোঽথ বসন্তো যদা সঙ্গবিকোঽথ গ্রীষ্মো যদা বা মাধ্যন্দিনোঽথ বর্ষা যদাঽপরাহ্নোঽথ শরৎ। যদেবাস্তমেত্যথ হেমন্ত ইতি॥ ৯৭॥ প্রারভ্য কুতপে শ্রাদ্ধে কুর্য্যাদারোহিণং বুধঃ। বিধিজ্ঞো বিধিমাস্থায় রৌহিণং ন তু লঙ্ঘয়েৎ॥ ৯৮॥ অষ্টমো যো মুহূর্ত্তশ্চ কুতপঃ স নিগদ্যতে। নবমো রৌহিণঃ প্রোক্ত ইতি শ্রাদ্ধবিদো বিদুঃ॥ ৯৯॥ একোদ্দিষ্টে তু মধ্যাহ্নে প্রাতর্বৈ জাতকর্ম্মণি। পিত্রার্থং নির্ব্বপেৎ পাকং বৈশ্বদেবার্থমেব চ॥ ১০০॥ বৈশ্বদেবে ন পিত্র্যার্থং ন পিত্র্যং বৈশ্বদেবিকে। কৃত্বা শ্রাদ্ধং মহাদেবি ব্রাহ্মণাংশ্চ বিসর্জ্জ্য চ॥ ১০১॥ বৈশ্বদেবাদিকং কর্ম্ম ততঃ কুর্য্যাদ্বরাননে। বহুহব্যেন্ধনে চাগ্নৌ সুসমিদ্ধে বিশেষতঃ॥ ১০২॥ বিধুমে লেলিহানে চ কুর্য্যাৎ কর্ম্ম প্রসিদ্ধয়ে। অপ্রবুদ্ধে সধুমে চ জুহুয়াদ্যো হুতাশনে॥১০৩॥ যজমানো ভবেদন্ধঃ কুপুত্র ইতি নিশ্চিতম্। দুর্গন্ধশ্চৈব কৃষ্ণশ্চ নীলশ্চৈব বিশেষতঃ॥ ১০৪॥ ভূমিং বিগাহতে যত্র তত্র বিদ্যাৎ

শতকন্দলী, কালেয়, কালশাক, মুদ্গান্ন, সুবর্চ্চল, মাংস, দুগ্ধ, দধি, শাক, ব্যোম, বেত্রাঙ্কুর, কটফল, বজ্রক, দ্রাক্ষা, লকুচ, মোচকল, প্রিয়ামলক, দুগ্রীব, তিন্দুক, মধুক, বৈকঙ্কত, নারিকেল, শৃঙ্গাটক, পরূষক, পিপ্পলী, মরিচ, পটোল, বৃহতীফল, এবং উদ্যান-সীমাজাত, যাবতীয় শাক ফল পুষ্পাদি, আর মসূর, শতপুষ্পী ও শ্রীপুষ্প শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রশস্ত। শ্বাতিযব, বৃষক, বাসক, সুরস বংশকরীর, এবং মসৃণ ভূস্তৃণও শ্রাদ্ধে সুপ্রশস্ত জানিবে।৮০—৯০। এক্ষণে শ্রাদ্ধকর্ম্মে নিয়ত বর্জ্জনীয় দ্রব্যনিচয় কহিতেছি। লশুন, গৃঞ্জন, পলাণ্ডু, পিণ্ডালু, বিদেহদেশজ মোগর নামক মূলবিশেষ, ও দীর্ঘাকার মূলক যে শ্রাদ্ধে প্রদত্ত হয়, আর দিবসের অষ্টম ভাগে দিবাকর মন্দরশ্মি হইলে যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা আসুর শ্রাদ্ধ, উহা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধক হয় না। যে নর চতুর্থ প্রহরে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, তাহার সেই শ্রাদ্ধ ব্যর্থ হয়, আর সেও নরকগামী হয়। সূর্য্যের উদয়াবধি তিন মুহূর্ত্ত প্রাতঃকাল, তারপর তিন মুহূর্ত্তকে পণ্ডিতগণ ভগ বলেন ইহারই নাম সঙ্গব। তারপর তিন মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন। অতঃপর তিন মুহূর্ত্ত অপরাহ্ন। আর দিবসের পঞ্চমাংশকে সায়াহ্ন বলে। এইরূপ শ্রুতিও আছে যে, যখন আদিত্যের দর্শন হয়, তখন বসন্ত, সঙ্গবিক সময় গ্রীষ্ম, মাধ্যন্দিন কাল বর্ষা, অপরাহ্ন শরৎ আর যখন আদিত্য অস্ত গমন করেন, তখন হেমন্তকাল। বিধিজ্ঞ ধীমান্ মানব কুতপ কালে বিধানানুসারে শ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। রৌহিণ কাল কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। দিবসের অষ্টম মুহূর্ত্ত কুতপ আর নবম মুহূর্ত্ত রৌহিণ কাল বলিয়া উক্ত হয়। শ্রাদ্ধতত্ত্বাভিজ্ঞগণ এইরূপ বলেন। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে মধ্যাহ্নে এবং জাতকর্ম্মনিমিত্তক শ্রাদ্ধে ও বৈশ্বদেবার্থ প্রাতঃকালেই পাকারম্ভ করিবে, পরন্তু পিতৃপাকে বৈশ্বদেবকর্ম্ম কিম্বা বৈশ্বদেবপাকে পিতৃকর্ম্ম করিবে না। আর বরাননে দেবি! শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণবিসর্জ্জনান্তে বৈশ্বদেবাদি কর্ম্ম করিবে। বহুল হব্যেন্ধনদানে হুতাশন সুসমিদ্ধ বিধুম ও লেলিহান শিখা বিস্তার করিলে তাহাতে অভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। অল্পজ্বলিত সধুম বহ্নিতে হোম করিলে যজমান কুপুত্রবান্ ও নয়নহীন হয়। ইহা নিশ্চিত। বহ্নি যদি দুর্গন্ধ, কৃষ্ণবর্ণ বিশেষতঃ নীলবর্ণ শিখা দ্বারা ভূমিলুণ্ঠন করে,

পরাভবম্। অর্চ্চিষ্মান পিঙ্গলশিখঃ সর্পিঃকাঞ্চনসপ্রভঃ ॥ ১০৫ ॥ স্নিগ্ধঃ প্রদক্ষিণশ্চৈব বহ্নিঃ স্যাৎ কার্য্যসিদ্ধয়ে। অঞ্জনাভ্যঞ্জনং গন্ধান্ মন্ত্রপ্রণয়নং তথা ॥ ১০৬ ॥ কাশৈঃ পুনর্ভবেৎ কার্য্যং হয়মেধফলং লভেৎ। অষ্টজাতিকপুষ্পঞ্চ অঞ্জনং নিত্যমেব হি ॥ ১০৭ ॥ কৃষ্ণেভ্যশ্চ তিলেভ্যশ্চ তৈলং যত্নাৎ সুরক্ষিতম্। চন্দনাগুরুণী চোভে তমালোশীরপদ্মকম্ ॥ ১০৮ ॥ ধূপশ্চ গোগ্গুলঃ শ্রেষ্ঠস্তৌরুষ্কো ধূপ এব চ ॥ ১০৯ ॥ শুক্লাঃ সুমনসঃ শ্রেষ্ঠাস্তথা পদ্মোৎপলানি চ গন্ধবন্ত্যপপন্নানি যানি চান্যানি কৃৎস্নশঃ। নিশিগন্ধা জপা ভিণ্ডিরূপকঃ সকুরণ্টকঃ ॥ ১১০ ॥ পুষ্পাণি বর্জনীয়ানি শ্রাদ্ধকর্ম্মণি নিত্যশঃ। সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং পিতৃণাং পাত্রমুচ্যতে ॥ ১১১ ॥ রজতস্য তথা কিঞ্চিদ্দর্শনং পুণ্যদায়কম্। কৃষ্ণাজিনস্য সান্নিধ্যং দর্শনং দানমেব চ ॥ ১১২ ॥ রক্ষোঘ্নং চৈব বর্চ্চস্যং পশূন্ পুত্রাংশ্চ তারয়েৎ। অথ মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি অমৃতং ব্রহ্মনির্ম্মিতম্ ॥ ১১৩ ॥ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বাহায়ৈ স্বধায়ৈ নিত্যমেব নমোনমঃ ॥ ১১৪ ॥ আদ্যাবসানে শ্রাদ্ধস্য ত্রিরাবর্ত্তমিমং জপন্। অশ্বমেধফলং হেতদ্বিপ্রৈঃ সংস্রায় পূজিতম্ ॥ ১১৫ ॥ পিণ্ডনির্ব্বাপণে বাপি জপেদেনং সমাহিতঃ। পিতরঃ ক্ষিপ্রমায়ান্তি রাক্ষসাঃ প্রদ্রবন্তি চ ॥ ১১৬ ॥ সপ্তার্চ্চিষং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বকামশুভপ্রদম্ ॥ ১১৭ ॥ অমূর্ত্তানাঞ্চ মূর্ত্তানাং পিতৃণাং দীপ্ততেজসাম্। নমস্যামি সদা তেষাং ধ্যায়িনাং দিব্যচক্ষুষাম্ ॥ ১১৮ ॥ ইন্দ্রাদীনাঞ্চ নেতারো দক্ষমারীচয়ো থা। তান্নমস্যামি সর্ব্বান্ বৈ পিতৄংশ্চৈবোষধীস্তথা ॥ ১১৯ ॥ নক্ষত্রাণাং গ্রহাণাঞ্চ বায়ুগ্ন্যেশ্চ পিতৄনপি। দ্যাবাপৃথিব্যোশ্চ সদা নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১২০ ॥ নমঃ পিতৃভ্যঃ সপ্তভ্যো নমো লোকেষু সপ্তসু। স্বয়ম্ভুবে নমস্যামো ব্রহ্মণে যোগচক্ষুষে ॥ ১২১ ॥ এতদ্বদুক্তং সপ্তার্চ্চির্ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্। পবিত্রং পরমং হ্যেতচ্ছ্রীমদ্রক্ষোবিনাশনম্ ॥ ১২২ ॥ অনেন বিধিনা যুক্তস্ত্রীন্ বারাংস্তু জপেন্নরঃ। ভক্ত্যা পরময়া যুক্তঃ শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১২৩ ॥ সপ্তার্চ্চিষং জপেদ্যস্তু নিত্যমেব সমাহিতঃ। স তু সপ্তসমুদ্রায়াঃ পৃথিব্যা একরাড়্ ভবেৎ ॥ ১২৪ ॥ শ্রাদ্ধকল্পং পঠেদ্যো বৈ স ভবেৎ পঙ্‌ক্তিপাবনঃ। অষ্টাদশানাং বিদ্যানাং স চ বৈ পারগঃ স্মৃতঃ ॥ ১২৫ ॥ পুজাং পুষ্টিং স্মৃতিং মেধাং রাজ্যমারোগ্যমেব চ। প্রীতা নিত্যং প্রযচ্ছন্তি মানুষাণাং পিতামহাঃ ॥১২৬॥ এবং প্রভাসক্ষেত্রে স সরস্বত্যব্ধিসঙ্গমে। কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং বিধানেন প্রভাসে চৈব ভামিনি ॥ ১২৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রাদ্ধবিধিবর্ণনং নাম ষড়ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৬ ॥

তবে সেখানে পরাভব ঘটনা বুঝিবে। পিঙ্গলশিখাবান্, স্বতবর্ণ, কিম্বা কাঞ্চনসমবর্ণ, স্নিগ্ধাকার ও প্রদক্ষিণগামী বহ্নিই কার্য্যসাধক। অঞ্জন, অভ্যঞ্জন, মন্ত্রপ্রণয়ন ও গন্ধার্থ কাশ ব্যবহার করিলে অশ্বমেধ যাগের ফল লাভ হয়। অষ্টজাতি পুষ্প, অঞ্জন, কৃষ্ণতিলতৈল, চন্দন, অগুরু, তমাল, উশীর, পদ্মক, এই সমস্ত অনুলেপন, গুগ্‌গুলু ও শিলারসের ধূপ, এই সমস্ত শ্রাদ্ধে প্রশস্ত। ৯১—১০৯। শুক্লপুষ্প, পদ্ম, উৎপল, অপরাপর সমস্ত সুগন্ধি পুষ্পই শ্রাদ্ধে প্রশস্ত। রজনীগন্ধা, জবা, রূপক, ও কুরুণ্টক পুষ্প শ্রাদ্ধে নিয়ত বর্জ্জনীয়। কাঞ্চন রাজত ও তাম্রপাত্রই পিতৃগণের পাত্র বলিয়া উক্ত হয়। শ্রাদ্ধকালে রজতের দর্শনও পুণ্যদায়ক। কৃষ্ণাজিনের সান্নিধ্য, দর্শন এবং দানও রক্ষোঘ্ন, তেজোবর্দ্ধক আর পশুপুত্রাদিরও ত্রাণকারক। অতঃপর ব্রহ্মনির্ম্মিত অমৃত মন্ত্র বলিতেছি। "দেবতাভ্যঃ" ইত্যাদি "নমোনমঃ" পর্য্যন্ত মন্ত্র, শ্রাদ্ধের আদিতে ও অন্তে তিনবার করিয়া পাঠ করিলে অশ্বমেধের ফল হয়। বিপ্রগণ ইহা জানিয়াই শ্রাদ্ধে উক্ত মন্ত্রের সমধিক আদর করেন, পিণ্ডদান কালেও সমাহিত মনে ইহা পাঠ করিবে; তাহাতে পিতৃগণ ত্বরায় আগমন করেন আর রাক্ষসগণও বিদ্রাবিত হয়। এক্ষণে সর্ব্বকামশুভদায়ক সপ্তার্চ্চি মন্ত্র বলিতেছি। "অমূর্ত্তানাং" ইত্যাদি "যোগচক্ষুষে" পর্য্যন্ত সপ্তার্চ্চি মন্ত্র। এই তোমাকে সপ্তার্চ্চি মন্ত্র কহিলাম। ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত এই মন্ত্র, পরম পবিত্র, শ্রীপ্রদ ও রক্ষোবিনাশক। শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় বিধিযুক্ত মানব পরমভক্তি সহকারে এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন সমাহিতমনে এই সপ্তার্চ্চি মন্ত্র পাঠ করে, সে সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা হয়। যে মানব এই শ্রাদ্ধকল্প পাঠ করিবে, সে পঙ্‌ক্তিপাবন হইবে; এবং অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিবে। পিতৃগণ পুজিত হইলে মানবগণকে নিয়ত সন্তান, পুষ্টি, স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য, এমন কি রাজ্যও প্রদান

সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শ্রাদ্ধদানান্যনুক্রমাৎ। তারণায় চ ভূতানাং সরস্বত্যব্ধিসঙ্গমে॥ ১॥ লোকে শ্রেষ্ঠতমং সর্ব্বং হ্যাত্মনশ্চাপি যৎ প্রিয়ম্। সর্ব্বং পিতৃণাং দাতব্যং তদেবাক্ষয্যমিচ্ছতাম্॥ ২॥ জাম্বুনদময়ং দিব্যং বিমানং সূর্য্যসন্নিভম্। দিব্যাপ্সরোভিঃ সঙ্কীর্ণমন্নদো লভতেঽক্ষয়ম্॥ ৩॥ আচ্ছাদনং তু যো দদ্যাদহতং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি। আয়ুঃ প্রকাশমৈশ্বর্য্যং রূপং তু লভতে চ সঃ॥ ৪॥ কমণ্ডলুঞ্চ যো দদ্যাদ্ ব্রহ্মণে বেদপারগে। মধুক্ষীরস্রবা ধেনুর্দ্দাতারমনুগচ্ছতি॥৫॥ যঃ শ্রাদ্ধে অভয়ং দদ্যাৎ প্রাণিনাং জীবিতৈষিণাম্। অশ্বদানসহস্রেণ রথদানশতেন চ। দন্তিনাঞ্চ সহস্রেণ অভয়ঞ্চ বিশিষ্যতে॥ ৬॥ যানি রত্নানি মেদিন্যাং বাহনানি স্ত্রিয়স্তথা। ক্ষিপ্রং প্রাপ্নোতি তৎসর্ব্বং পিতৃভক্তস্তু মানবঃ॥ ৭॥ পিতরঃ সর্ব্বলোকেষু তিথিকালেষু দেবতাঃ। সর্ব্বে পুরুষমায়ান্তি নিপানমিব ধেনব॥৮॥ মা স্ম তে প্রতিগচ্ছেয়ুঃ পর্ব্বকালে হ্যপূজিতাঃ। মোঘাস্তেষাং ভবন্ত্যাশাঃ পরত্রেহ চ মা কচিৎ॥ ৯॥ সরস্বত্যাস্তু সান্নিধ্যে যস্ত্বেকং ভোজয়েদ্দ্বিজম্। কোটিভোজ্যফলং তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১০॥ অমাবাস্যাং নরো যস্তু পরান্নমুপভুঞ্জতে। তস্য মাসকৃতং পুণ্যমন্নদাতুঃ প্রজায়তে॥ ১১॥ ষণ্মাসময়নে ভুঙ্ক্তে ত্রীন্মাসান্ বিষুবে স্মৃতম্। বর্ষৈর্দ্বাদশভিশ্চৈব যৎপুণ্যং সমুপার্জ্জিতম্। তৎসর্ব্বং বিলয়ং যাতি ভুক্ত্বা সূর্য্যেন্দুসংপ্লবে॥ ১২॥ সাগ্রং মাসং রবেঃ ক্রান্তাবাদ্যশ্রাদ্ধে ত্রিবৎসরম্। মাসিকেঽপ্যথ বর্ষস্য ষণ্মাসে ত্বর্দ্ধবৎসরম্॥ ১৩॥ তথা সঞ্চয়নশ্রাদ্ধে জাতিজন্মকৃতং নৃণাম্। মৃতশয্যাপ্রতিগ্রাহী বেদবিক্রয়ী তথা চ বিক্রয়ী। ব্রহ্মস্বহারী চ নরস্তস্য শুদ্ধির্ন বিদ্যতে॥ ১৪॥ তড়াগানাং সহস্রেণ হ্যশ্বমেধশতেন চ। গবাং কোটিপ্রদানেন ভূমিহর্ত্তা ন শুধ্যতি॥ ১৫॥ সুবর্ণমাষং গামেকাং ভূমেরপ্যর্দ্ধমঙ্গুলম্। হরন্নরকমাপ্নোতি যাবদাভূত-

করেন। অয়ি ভামিনি! এই বিধানমতে সেই প্রভাসক্ষেত্রে সরস্বতীসাগরসঙ্গম স্থলে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান কর্ত্তব্য।১১০—১২৭।

ষড়ধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৬।

সপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর প্রাণিগণের পরিত্রাণার্থ সরস্বতীসাগরসঙ্গমে যথাক্রমে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধনিচয় কীর্ত্তন করিতেছি। লোকে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠতম দ্রব্য, আর যাহা আত্মপ্রিয়, তৎসমস্তের আনন্ত্যকামনায় তত্তদ্ দ্রব্যই পিতৃগণকে প্রদান করিবে। শ্রাদ্ধে অন্নদাতা দিব্যাপ্সরোগণে সমাকীর্ণ, জাম্বুনদময় সূর্য্যসন্নিভ অক্ষয় দিব্য বিমান লাভ করে। যে মানব শ্রাদ্ধে অচ্ছিন্ন আচ্ছাদন দান করে, সে আয়ুঃ, যশ, ঐশ্বর্য্য ও রূপ প্রাপ্ত হয়। যে জন বেদপারগ ব্রাহ্মণকে কমণ্ডলু দান করে, মধুদুগ্ধস্রবা ধেনু সেই দাতার অনুগামী হয়। শ্রাদ্ধে যে জন জীবিতৈষী ব্যক্তিকে অভয় দান করে, সে সহস্র অশ্বদান, শত রথদান ও সহস্র হস্তিদানাপেক্ষা অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। ধরাতলে যত কিছু রমণী রত্ন বাহনাদি আছে, পিতৃভক্ত মানব তৎসমস্ত সহসা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বলোকস্থ পিতৃদেবগণ সকলেই বিশিষ্ট তিথিকালাদিতে ধেনুগণের নিপানগমনবৎ কুলজ পুরুষের নিকট শ্রাদ্ধকামনায় আগমন করিয়া থাকেন। তাঁহারা যেন কদাচ পর্ব্বকালে অপূজিত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত না হন। ইহপরকালে কদাচ যেন তাঁহাদিগের আশা বিফল না হয়। যে জন সরস্বতীর সন্নিহিত প্রদেশে একটী ব্রাহ্মণকেও ভোজন করায়, তাহার কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল লাভ হয়; ইহাতে সংশয় নাই। ১—১০। যে নর অমাবস্যায় পরান্ন ভোজন করে, তাহার এক মাসের পুণ্য উক্ত অন্নদাতা প্রাপ্ত হয়। অয়নে পরান্ন ভোজনে ছয় মাসের, বিষুবে পরান্ন ভোজনে তিন মাসের আর চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে পরান্নভোজনে দ্বাদশবর্ষকৃত পুণ্য বিলীন হইয়া যায়। রব সংক্রমণে সম্পূর্ণ একমাস আদ্য শ্রাদ্ধে ত্রিবৎসর, মাসিকে এক বৎসর, ষাণ্মাসিকে অর্দ্ধবৎসর, আর সঞ্চয়ন শ্রাদ্ধে ভোজনে নরগণের জন্মাবধিকৃত পুণ্যনিচয় বিনষ্ট হয়। মৃতশয্যাপ্রতিগ্রাহী, বেদবিক্রয়ী ও ব্রহ্মস্বহারী নরের কোন মতেই শুদ্ধি হয় না। ভূমিহারী নর সহস্র তড়াগ, শত অশ্বমেধ কিম্বা কোটি গোদানেও শুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। মাষক পরিমাণ সুবর্ণ, একটি মাত্র গো, কিম্বা অর্দ্ধাঙ্গুলপ্রমাণ ভূমি হরণ

সম্প্লবম্॥ ১৬॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং দরিদ্রস্ব তু যদ্ধনম্। গুরোঃ পত্নী হিরণ্যঞ্চ স্বর্গস্থমপি পাতয়েৎ॥ ১৭॥ সহস্রসম্মিতা ধেনুরনড়ান্ দশ ধেনবঃ। দশানড়ুৎ সমং যানং দশযানসমো হয়ঃ॥ ১৮॥ দশহয়সমা কন্যা ভূমিদানং ততোঽধিকম্। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বিক্রয়ং নৈব কারয়েৎ॥ ১৯॥ বিশেষতো মহাক্ষেত্রে সর্ব্বপাতকনাশনে। চিতিকাষ্ঠঞ্চ বৈ স্পৃষ্ট্বা যজ্ঞযূপাংস্তথৈব চ। বেদবিক্রয়কর্ত্তারং স্পৃষ্ট্বা স্নানং বিধীয়তে॥ ২০॥ আদেশং পঠতে যস্তু আদেশঞ্চ দদাতি যঃ। দ্বাবেতৌ পাপকর্ম্মাণৌ পাতালতলবাসিনৌ॥ ২১॥ আদেশ পঠতে যস্তু রাজদ্বারে তু মানবঃ। সোঽপি দেবি ভবেদ্বৃক্ষ উষরে কণ্টকাবৃতঃ। স্থিতো বৈ নৃপতিদ্বারি যঃ কুর্য্যাদ্বেদবিক্রয়ম্॥ ২২॥ ব্রহ্মহত্যাসমং পাপং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। বরং কুর্ব্বন্ ধ্রুবং দেবি ন কুর্য্যাদ্বেদবিক্রয়ম্॥ ২৩॥ হত্বা গাশ্চ বরং মাংসং ভক্ষয়ীত দ্বিজাধমঃ। বরং জীবেৎ সমং ম্লেচ্ছৈর্ন কুর্য্যাদ্বেদবিক্রয়ম্॥ ২৪॥ প্রত্যক্ষোক্তিঃ প্রত্যয়শ্চ প্রশ্নপূর্ব্বঃ প্রতিগ্রহঃ। যাজনাধ্যাপনে বাদঃ ষড়্‌বিধো বেদবিক্রয়ঃ॥ ২৫॥ বেদাক্ষরাণি যাবন্তি নিযুঙ্‌ক্তে স্বার্থকারণাৎ। তাবতীর্ভ্রূণহত্যা বৈ প্রাপ্নুয়াদ্বেদবিক্রয়ী॥ ২৬॥ বেদানুযোগাদ্‌যো দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণায় প্রতিগ্রহম্। স পূর্ব্বং নরকং যাতি ব্রাহ্মণস্তদনন্তরম্॥ ২৭॥ বৈশ্বদেবেন হীনা যে হীনাশ্চাতিথ্যতোঽপি যে। কর্ম্মণা সর্ব্বৃষলা বেদযুক্তা হ্যপি দ্বিজাঃ॥ ২৮॥ যেষামধ্যয়নং নাস্তি যে চ কেচিদনগ্নয়ঃ। কুলং বাশ্রোত্রিয়ং যেষাং তে সর্ব্বে শূদ্রজাতয়ঃ॥ ২৯॥ মৃতেঽহনি পিতুর্যস্তু ন কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধমাদরাৎ। মাতুশ্চৈব বরারোহে স দ্বিজঃ শূদ্রসন্নিভঃ॥ ৩০॥ মৃতকে যস্তু ভুঞ্জীত গৃহীতশশিভাস্করে। গজচ্ছায়াসু যঃ কশ্চিত্তং চ শূদ্রবদাচরেৎ॥ ৩১॥ ব্রহ্মচারিণি যজ্ঞে চ যতৌ শিল্পিনি দীক্ষিতে। যজ্ঞে বিবাহে সত্রে চ সূতকং ন কদাচন॥ ৩২॥ গোরক্ষকান্ বণিজকাংস্তথা কারুকুশীলবান্। কৃষ্যান্ বার্দ্ধুষিকাংশ্চৈব বিপ্রান্ শূদ্রবদাচরেৎ॥ ৩৩॥ ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু। দাম্ভিকো দুষ্কৃতপ্রায়ঃ স চ শূদ্রসমঃ

করিলেও প্রলয়ান্ত কাল যাবৎ নরকভোগ করিতে হয়। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, দরিদ্রধনহরণ, গুরুপত্নীগমন ও স্বর্ণচৌর্য্য করিলে স্বর্গবাসীও পতিত হয়। সাধারণ পশু অপেক্ষা একটী ধেনু সহস্রগুণ অধিক ফলদায়ক, একটী অনড়ান দশধেনু সমান, দশটী অনড়ানের তুল্য এক খানি যান, দশখানি যানের তুল্য একটী অশ্ব, দশটী অশ্বের তুল্য একটী কন্যা, কিন্তু ভূমিদান তদপেক্ষাও অধিক ফল দায়ক। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে বিশেষতঃ সর্ব্বপাপহর মহাক্ষেত্রে কদাচ এসকল বিক্রয় করিবে না। চিতাকষ্ঠ, যজ্ঞযূপ ও বেদবিক্রয়ী ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়। যে মানব আদেশ দান করে, আর যে আদেশ পাঠ করে, এই উভয় পাপকর্ম্মাই পাতালতলগত নরকে বাস করে। হে দেবি! যে মানব রাজদ্বারেও আদেশ পাঠ করে, সেও উষর স্থলে কণ্টকাবৃত বৃক্ষরূপে জন্ম পরিগ্রহ করে। রাজদ্বারে থাকিয়া যে জন বেদ বিক্রয় করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাসম পাতক হয়; এমন পাপজনক অপর কোন কার্য্য এতাবৎ হয় নাই, আর হইবেও না। হে দেবি! বরং ব্রহ্মহত্যা বা গোহত্যাও করিবে, পরন্তু বেদ বিক্রয় করিবে না। অধম দ্বিজ বরং গোহত্যা করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে, কিম্বা ম্লেচ্ছগণ সহ বাস করিবে, কিন্তু কদাচ বেদবিক্রয় করিবে না। সাক্ষ্যপ্রদান, শপথগ্রহণ, প্রশ্নপূর্ব্বক প্রতিগ্রহাচরণ, যাজন, অধ্যাপন, ও তর্ক,—বেদবিক্রয় এই ষড়্‌বিধ। ১১—২৫। স্বার্থসাধন মানসে যতগুলি বেদাক্ষর ব্যবহার করে, বেদবিক্রয়ী ততগুলি ভ্রূণহত্যা প্রাপ্ত হয়। বেদের বিনিময়ে যদি ব্রাহ্মণকে প্রতিগ্রহ দান করে, তবে প্রথমে দাতা ও পরে প্রতিগ্রহী ব্রাহ্মণ নরকগামী হয়। বেদবান্ দ্বিজগণও যদি বৈশ্বদেব ও আতিথ্য কর্ম্ম না করে, তবে তাহারা সকলেই বৃষল পদবাচ্য। যাহাদের স্বাধ্যায় নাই অগ্নি নাই, কিম্বা যাহাদের কুলে শ্রোত্রিয় নাই, তাহারা সকলেই শূদ্রজাতি বলিয়া গণনীয়। অয়ি বরারোহে! যে জন পিতামাতার মৃততিথিতে সাদরে শ্রাদ্ধ করে না, সে শূদ্রতুল্য। মৃতাশৌচে, চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণে ও গজচ্ছায়া যোগে যে ব্যক্তি ভোজন করে, তাহাকে ও শূদ্রের ন্যায় মনে করিবে। ব্রহ্মচারী, শিল্পী ও দীক্ষিত ব্যক্তির এবং যজ্ঞ, বিবাহ ও সত্র ব্যাপারে কদাচ সূতকাশৌচ হয় না। গোরক্ষক, বণিক, শিল্পী, চারণ, কৃষিরত ও বার্দ্ধুষিককে শূদ্রবৎ গণনা করিবে। ব্রাহ্মণ যদি পতনসাধন হীন কর্ম্মে

স্মৃতঃ ॥ ৩৪ ॥ অস্নাতাশী মলং ভুঙক্তে অজাপী পূযশোণিতম্। অহুত্বা তু কৃমীন্ ভুঙক্তে অদত্ত্বা বিষভোজনম্ ॥ ৩৫ ॥ পরান্নেন তু ভুক্তেন মৈথুনং যোঽধিগচ্ছতি। যস্যান্নং তস্য তে পুত্রা অন্নাচ্ছুক্রং প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৬ ॥ রাজান্নং তেজ আদত্তে শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চ্চসম্। আয়ুঃ সুবর্ণকারান্নং যশশ্চর্ম্মাবকর্ত্তিনঃ ॥ ৩৭ ॥ কারুকান্নং প্রজা হন্তি বলং নির্ণেজকস্য চ। গণান্নং গণিকান্নং চ লোকেভ্যঃ পরিকৃন্ততি ॥ ৩৮ ॥ পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নং পুংশ্চল্যাস্ত্বন্নমিন্দ্রিয়ম্। বিষ্ঠা বার্দ্ধুষিকস্যান্নং শস্ত্রবিক্রয়িণো মলম্ ॥ ৩৯ ॥ গায়ত্রীসারমাত্রোঽপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ। নাযন্ত্রিতশ্চতুর্ব্বেদী সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী ॥ ৪০ ॥ সদ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষয়া লবণেন চ। ত্র্যহেণ শূদ্রো ভবতি ব্রাহ্মণো ক্ষীরবিক্রয়াৎ ॥ ৪১ ॥ রসা রসৈর্নিয়স্তব্যা নত্বেব লবণং রসৈঃ। কৃতান্নঞ্চ চ কৃতান্নেন তিলা ধান্যেন তৎসমাঃ ॥ ৪২ ॥ ভোজনাভ্যঞ্জনাদ্দানাদ্‌যদন্যৎ কুরুতে তিলৈঃ। কৃমিভূতঃ স বিষ্ঠায়াং পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি ॥ ৪৩ ॥ অপূপঞ্চ হিরণ্যং চ গামশ্বং পৃথিবীং তিলান্। অবিদ্বান্ প্রতিগৃহ্লাতি ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ ॥ ৪৪ ॥ হিরণ্যমায়ু রত্নং চ ভূশ্চাকর্ষতগৌস্তনুম্। অশ্বশ্চক্ষুস্ত্বচং বাসো ঘৃতং তেজস্তিলাঃ প্রজাঃ ॥ ৪৫ ॥ অগ্নিহোত্রী তপস্বী চ গুণবান্ ক্রিয়তে যদি। অগ্নিহোত্রং তপশ্চৈব সর্ব্বং তদ্ধনিনো ধনম্ ॥ ৪৬ ॥ সোমবিক্রয়ণে বিষ্ঠা ভেষজে পূয়শোণিতম্। নষ্টং দেবলকে দানং হ্যপ্রতিষ্ঠং চ বার্দ্ধুকে ॥ ৪৭ ॥ দেবার্চ্চনপরো বিপ্রো বিত্তার্থী ভুবনত্রয়ে। অসৌ দেবলকো নাম হব্যকব্যেষু গর্হিতঃ ॥ ৪৮ ॥ ভ্রাতুর্মৃতস্য ভার্য্যায়াং যো গচ্ছেৎ কামপূর্ব্বকম্। ধর্ম্মেণাপি নিযুক্তায়াং স জ্ঞেয়ো দিধিষূপতিঃ ॥ ৪৯ ॥ দারাগ্নিহোত্রসংযোগং কুরুতে যোঽগ্রজে স্থিতে। পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্ব্বজঃ ॥ ৫০ ॥ যো নরোঽন্যস্য বাসাংসি কূপোদ্যানগৃহাণি চ। অদত্তান্যুপভুঞ্জানঃ স তৎ পাপতুরীয়ভাক্ ॥ ৫১ ॥ আমন্ত্রিতস্তু যঃ শ্রাদ্ধে

রত হয়, কিম্বা দাম্ভিক অথবা দুষ্কৃতকারী হয়, তবে সেও শূদ্র সদৃশ।২৬—৩৪। অস্নাত অবস্থায় ভোজনকারী মলই ভোজন করে, জপহীন ব্যক্তি পূয-শোণিতই ভোজন করে, হোমরহিত ব্যক্তি কৃমিই ভোজন করে, আর দান না করিয়া ভোজন করিলে তাহার বিষভোজনই করা হয়। পরান্ন ভোজন করিয়া মৈথুন করিলে তাহাতে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তান যাহার অন্ন ভোজন করা হইয়াছে, তাহারই; কারণ অন্ন হইতেই শুক্র জন্মে। রাজার অন্ন তেজ, শূদ্রান্ন ব্রহ্মণ্য, স্বর্ণকারান্ন আয়ু, কর্ম্মকারান্ন যশ, শিল্পীর অন্ন সন্তান, রজকান্ন বল, গণান্ন ও গণিকান্ন স্বর্গাদিলোকগতি বিনষ্ট করে। চিকিৎসকের অন্ন পূয, ব্যভিচারিণীর অন্ন শুক্র, বার্দ্ধুষিকের অন্ন বিষ্ঠা এবং শস্ত্রবিক্রয়ীর অন্ন মলস্বরূপ। সংযতচেতা বিপ্র গায়ত্রীমাত্র সার হইলেও ভাল; পরন্তু সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী অসংযত চতুর্ব্বেদীও ভাল নহে। ব্রাহ্মণ, মাংস, লাক্ষা ও লবণ বিক্রয় করিলে সদ্যঃ পতিত হয়; আর দুগ্ধ বিক্রয় করিলে তিন দিনেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। রসের বিনিময়ে রস গ্রহণ করিবে, পরন্তু লবণ গ্রহণ করিবে না; আর কৃতান্ন দ্বারাই কৃতান্ন গ্রহণ করিবে; এবং ধান্য দ্বারা তিল সংগ্রহ করিবে। তিল দ্বারা ভোজন, অভ্যঞ্জন ও দান ব্যতীত অপর কোন কার্য্য করিলে মানব পিতৃগণ সহ কৃমিরূপে বিষ্ঠায় মগ্ন হইয়া থাকে। অবিদ্বান্ মানব যদি হিরণ্য, গো, অশ্ব, পৃথিবী, তিল,—এ সকল দ্রব্য প্রতিগ্রহ করে, তবে কাষ্ঠবৎ ভস্মীভূত হয়। হিরণ্য ও রত্ন প্রতিগ্রহে আয়ু, ভূমি ও গো প্রতিগ্রহে শরীর, অশ্ব প্রতিগ্রহে চক্ষু, বসন প্রতিগ্রহে ত্বক্, ঘৃতপ্রতিগ্রহে তেজ এবং তিল প্রতিগ্রহে প্রজা বিনাশ হয়। অগ্নিহোত্রী তপস্বী, ও সৎকর্ম্মোন্মুখ মানব যাহার ধন দ্বারা তত্তৎকার্য্য করে, যাহার ধন, তাহারই তত্তৎকার্য্যজনিত ফল লাভ হয়। সোমবিক্রয়ীকে দান করিলে তাহা বিষ্ঠা, এবং চিকিৎসককে দান করিলে তাহা পূয-শোণিত সদৃশ; আর দেবলকে প্রদত্ত দ্রব্য নষ্ট ও বার্দ্ধুষিকাকে প্রদত্ত দ্রব্য ব্যর্থ হইয়া যায়! ত্রিভুবনে যেজন ধনলোভে দেবার্চ্চনপরায়ণ হয়, তাহাকে দেবলক বলে; সে হব্য-কব্যে নিন্দনীয়। মৃত ভ্রাতার ভার্য্যা ধর্ম্মানুসারে নিযুক্ত হইলেও যদি কেহ কামবশে তাহাতে উপগত হয়; তাহাকে দিধিষূপতি বলে। অগ্রজ ভ্রাতা বর্ত্তমানে যে ব্যক্তি দারপরিগ্রহ কিম্বা অগ্নিহোত্র গ্রহণ করে, সে পরিবেত্তা, আর তদীয় অগ্রজ পরিবিত্তি বলিয়া বিজ্ঞেয়।৩৫—৫০। যে মানব অদত্ত পরকীয় বসন, কূপ, উদ্যান বা গৃহ উপভোগ করে, সে দ্রব্যস্বামীর পাপেরও চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হয়। শ্রাদ্ধে

বৃষল্যা সহ মোদতে। দাতুর্যদ্দুষ্কৃতং কিঞ্চিত্তৎ সর্ব্বং প্রতিপদ্যতে ॥ ৫২ ॥ ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত মৃতেন প্রমৃতেন বা। সত্যানৃতাভ্যাং জীবেত ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন ॥ ৫৩ ॥ ভৈক্ষ্যং নিত্যমৃতং জ্ঞেয়মমৃতং স্যাদযাচিতম্। মৃতস্তু বৃদ্ধ্যাজীবিত্বং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্ ॥ ৫৪ ॥ সত্যানৃতং চ বাণিজ্যং তেন চৈবোপজীব্যতে। সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৫ ॥ বিপ্রযোনিং সমাসাদ্য সঙ্করং পরিবর্জ্জয়েৎ। মানুষ্যং দুর্লভং লোকে ব্রাহ্মণ্যমধিকং ততঃ ॥ ৫৬ ॥ একশয্যাসনং পঙ্ক্তির্ভাণ্ডপক্কান্নমিশ্রণম্। যাজনাধ্যাপনং যোনিস্তথা চ সহ ভোজনম্। নবধা সঙ্করঃ প্রোক্তো ন কর্ত্তব্যোঽধমৈঃ সহ ॥ ৫৭ ॥ অজীবন্ কর্ম্মণা স্বেন বিপ্রঃ ক্ষাত্রং সমাশ্রয়েৎ। বৈশ্যকর্ম্মাথবা কুর্য্যাচ্ছার্দ্রং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৮ ॥ কুসীদং কৃষিবাণিজ্যং প্রকুর্ব্বীত স্বয়ং কৃতম্। আপৎকালে স্বয়ং কুর্ব্বন্ স্নানেন স্পৃশ্যতে দ্বিজঃ ॥ ৫৯ ॥ লব্ধলাভঃ পিতৄন্ দেবান্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব তর্পয়েৎ। তে তৃপ্তাস্তস্য তৎপাপং শময়ন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৬০ ॥ জলগোশকটারামযাচ্ঞাবৃদ্ধিবণিক্‌ক্রিয়াঃ। অনূপং পর্ব্বতো রাজা দুর্ভিক্ষে জীবিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬১ ॥ অসতোঽপি সমাদায় সাধুভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি। ধনং স্বামিনমাত্মানং সন্তারয়তি দুস্তরাৎ ॥ ৬২ ॥ শূদ্রে সমগুণং দানং বৈশ্যে তদ্দ্বিগুণং স্মৃতম্। শ্রোত্রিয়ে তচ্চ সাহস্রমনন্তং চাগ্নিহোত্রিকে ॥ ৬৩ ॥ ব্রাহ্মণাতিক্রমো নাস্তি নাচরেদ্‌যোব্যবস্থিতিম্। জলন্তমগ্নিমুৎসৃজ্য ন হি ভস্মনি হূয়তে ॥ ৬৪ ॥ বিদ্যাতপোভ্যাং হীনেন নৈব গ্রাহ্যঃ প্রতিগ্রহঃ। গৃহ্নন্ প্রদাতারমধো নয়ত্যাত্মানমেব চ ॥ ৬৫ ॥ তস্মাচ্ছ্রোত্রিয় এবার্হো গুণবাঞ্ছীলবান্ শুচিঃ। অব্যঙ্গস্তত্র নির্দ্দোষঃ পাত্রাণাংপরমং স্মৃতম্ ॥ ৬৬ ॥ কপালস্থং যথাতোয়ং শ্বদৃতৌ চ যথা পয়ঃ। দূষিতং স্থানদোষেণ বৃত্তহীনে তথা শ্রুতম্ ॥ ৬৭ ॥ দত্তং পাত্রমতিক্রম্য যদপাত্রে প্রতিগ্রহঃ। তদ্দত্তং গামতিক্রম্য গর্দ্দভস্য গবাহ্নিকম্ ॥ ৬৮ ॥ বৃত্তং তস্মাত্তু সংরক্ষেদ্বিত্তমেতি গতং পুনঃ। অক্ষীণো বিত্ততঃ ক্ষীণো

নিমন্ত্রিত হইয়া যে দ্বিজ বৃষলী সম্ভোগ করে, সে শ্রাদ্ধদাতার যাহা কিছু দুষ্কৃত, তৎসমস্তই প্রাপ্ত হয়। দ্বিজগণ, ঋত, অমৃত, মৃত, বা প্রমৃত বৃত্তি দ্বারা কিম্বা সত্যানৃত দ্বারা জীবন যাপন করিবেন; পরন্তু কদাচ শ্ববৃত্তি অবলম্বন করিবেন না। ভিক্ষার নাম ঋত, অযাচিত বৃত্তিকে অমৃত; বৃদ্ধি দ্বারা জীবিকার নাম মৃত কৃষিকর্ম্মের নাম প্রমৃত আর বাণিজ্যের নাম সত্যানৃত, এ সকলের দ্বারা জীবন যাপন করিবে; পরন্তু সেবাকেই শ্ববৃত্তি বলে, তাহা সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে। লোকে মনুষ্যত্ব দুর্লভ, ব্রাহ্মণত্ব আরও দুর্লভ। অতএব ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া কদাচ হীনবৃত্তি গ্রহণ করিয়া বৃত্তিসঙ্কর করিবে না। এক শয্যা, একাসন, ও একপাত্র ব্যবহার, একত্র পাক, পক্কান্নমিশ্রণ, যাজন, অধ্যাপন, যোনিসম্বন্ধ ও একত্র ভোজন,—এই নববিধ কর্ম্ম শঙ্কর পদবাচ্য; অধমজন সহ ইহা অকর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ নিজবৃত্তি দ্বারা জীবিকাসাধনে অসমর্থ হইলে ক্ষাত্রবৃত্তি কিম্বা বৈশ্যবৃত্তি আশ্রয় করিবে। পরন্তু শূদ্রকর্ম্ম—সেবা সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে। আর আপৎকালে ব্রাহ্মণ স্বয়ং কুসীদ, কৃষি ও বাণিজ্য করিতে পারে; উহা করিলে স্নানান্তে সে স্পর্শযোগ্য হয়। আর ঐ সকল কার্য্যে লাভান্তে পিতৃদেব বিপ্রগণের তৃপ্তিসাধন করিবে; তাহাতে তাঁহারা তৃপ্ত হইয়া তাহার তত্তৎকর্ম্মজনিত পাতক প্রশমিত করেন; সংশয় নাই। দুর্ভিক্ষকালে জল, গো, শকট, উদ্যান, ভিক্ষা, বৃদ্ধি, বাণিজ্য, অনূপদেশ, পর্ব্বত ও রাজা ইহাদের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। যে জন অসৎ ব্যক্তির নিকট ধনগ্রহণ করিয়া যদি সাধুকে তাহা দান করে, তবে সে সেই ধনস্বামীকে ও আত্মাকেও দুস্তর ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে। শূদ্রে দানে সমফল, বৈশ্যে তাহার দ্বিগুণ, শ্রোত্রিয়ে সহস্রগুণ, আর অগ্নিহোত্রীকে দানে অনন্ত ফল লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে সমীপস্থ দূরস্থ ইত্যাদি বিচার অনাবশ্যক; কারণ জলন্ত অগ্নি পরিহার করিয়া ভস্মে হোম করিতে নাই। তপোবিদ্যাহীন ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ করা অকর্ত্তব্য। প্রতিগ্রহ করিলে দাতার সহিত তাহার অধঃপাত ঘটে। এ নিমিত্ত অব্যঙ্গ নির্দ্দোষ সুশীল গুণবান্ শ্রোত্রিয়ই প্রতিগ্রহের যোগ্য;—তাদৃশ পাত্রই পাত্রনিচয় মধ্যে প্রশস্ত। কপালস্থ জল ও সারমেয়চর্ম্মস্থ দুগ্ধবৎ অসচ্চরিত্র ব্রাহ্মণের বিদ্যাও আধারদোষে নিন্দনীয়। পাত্র ত্যাগ করিয়া অপাত্রে দান, গোকে না দিয়া গর্দ্দভকে আহার্য্যদানবৎ নিষ্ফল। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে বৃত্ত রক্ষা করিবে; বিত্ত বিগত হইলেও

হতো হতঃ ॥ ৬৯ ॥ প্রথমং তু গুরৌ দানং দত্বা শ্রেষ্ঠমনুক্রমাৎ। ততোঽন্যেষাং তু বিপ্রাণাং দদ্যাৎ পাত্রানুরূপতঃ ॥ ৭০ ॥ গুরৌ ন দত্তং যদ্দানং দত্তং পাত্রেষু মানবৈঃ। নিষ্ফলং তদ্ভবেৎ প্রেত্য যাত্যুত্তাধোগতিং প্রতি ॥ ৭১ ॥ অবমানং গুরোঃ কৃত্বা কোপয়িত্বা তু দুর্ম্মতিঃ। গুর্ব্বমানহতো মূঢ়ো ন শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭২ ॥ গুরোরভাবে তৎপুত্রং তদ্ভার্য্যাং তৎসুতং বিনা। পুত্রং প্রপৌত্রং দৌহিত্রং হ্যন্যং বা তৎকুলোদ্ভবম্ ॥ ৭৩ ॥ পঞ্চযোজনমধ্যে তু শ্রূয়তে স্বগুরুর্যদা। তদা নাতিক্রমেদ্দানং দদ্যাৎ পাত্রেষু মানবঃ ॥ ৭৪ ॥ যতিশ্চেৎ প্রার্থয়েল্লোভাদ্দীয়মানং প্রতিগ্রহম্। ন তস্য দেয়ং বিদ্বদ্ভির্ন লোভঃ শস্যতে যতেঃ ॥ ৭৫ ॥ ধনং প্রাপ্য যতির্লোকে মৌনং জ্ঞানং চ নাভ্যসেৎ। উপভোগং তু দানেন জীবিতং ব্রহ্মচর্য্যয়া ॥ ৭৬ ॥ কুলে জন্ম চ দীক্ষাভির্যে গতাস্তে নরোত্তমাঃ। সৌভাগ্যমাপ্নুয়াল্লোকে নূনং রসবিবর্জ্জনাৎ ॥ ৭৭ ॥ আয়ুষ্মত্যঃ প্রজাঃ সর্ব্বা ভবন্ত্যামিষবর্জ্জনাৎ ॥ ৭৮ ॥ চীরবল্কলধৃক্ত্যক্ত্বা বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ। নাগাধিপত্যং প্রাপ্নোতি উপবাসেন মানবঃ ॥ ৭৯ ॥ ক্রীড়ন্তে সত্যবাক্যেন স্বর্গে বৈ দৈবতৈঃ সহ। অহিংসয়া তথারোগ্যং দানাৎ কীর্ত্তিমনুত্তমাৎ ॥ ৮০ ॥ দ্বিজশুশ্রূষয়া রাজ্যং দ্বিজত্বং চাতিপুষ্কলম্। দিব্যরূপমবাপ্নোতি দেবশুশ্রূষয়া নরঃ ॥ ৮১ ॥ অন্নদানাত্তবেত্তৃপ্তিঃ সর্ব্বকামৈরনুত্তমৈঃ। দীপস্য তু প্রদানেন চক্ষুষ্মান্ জায়তে নরঃ ॥ ৮২ ॥ তুষ্টির্ভবেৎ সর্ব্বকালং প্রদানাদ্গন্ধমাল্যয়োঃ। লবণস্য তু দাতারস্তিলানাং সর্পিষস্তথা। তেজস্বিনোঽপি জায়ন্তে ভোগিনশ্চিরজীবিনঃ ॥ ৮৩ ॥ সুচিত্রবস্ত্রাভরণোপধানং দদ্যান্নরো যঃ শয়নং দ্বিজায়। রূপান্বিতাং পক্ষবতীং মনোজ্ঞাং ভার্য্যামরালোপচিতাং লভেৎ সঃ ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পাত্রাপাত্রবিচারবর্ণনং নাম সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৭ ॥

অষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ। ইদং দেয়মিদং দেয়মিতি প্রোক্তং তু যচ্ছ্রুতৌ। দানাদানবিশেষাংস্তু শ্রোতুমিচ্ছামি

আবার সমাগত হইতে পারে; বিত্ত ক্ষীণ হইলে মানব প্রকৃতপক্ষে ক্ষীণ হয় না, কিন্তু বৃত্ত বিহত হইলে সে মৃতভুল্য হয়। ৫১—৬৯। প্রথমে গুরুকে দান করিয়া পরে প্রাধান্য অনুসারে অপরাপর বিপ্রকে পাত্রানুরূপ দান করিবে। মানবগণ গুরুকে না দিয়া যদি অপরাপর সুপাত্রেও দান করে, তবে সেই দান পরকালে নিষ্ফল হইয়া যায়, আর দাতার অধোগতি হইয়া থাকে। দুর্ম্মতি মূঢ় মানব গুরুর অপমান করিয়া কিম্বা তাঁহার কোপোৎপাদন করিয়া কদাচ শান্তি লাভে সমর্থ হয় না। গুরুর অভাবে গুরুর পুত্র, তদভাবে ভার্য্যা, তদভাবে পৌত্র, অভাবে প্রপৌত্র, ব্যক্তিকেই গুরুবৎ সম্মান করিবে। স্বীয় গুরু পঞ্চ যোজন মধ্যে আছেন, ইহা জানিতে পারিলে মানব কর্ম্মে তাহাকে কদাচ অতিক্রম করিবে না। পরন্তু পঞ্চযোজন মধ্যে গুরু না থাকিলে সৎপাত্রে দানকার্য্য করিবে। যতি ব্যক্তি যদি লোভবশে দান প্রার্থনা করে, তবে বিদ্বান্ জনগণ তাঁহাকে দান করিবেন না; যেহেতু যতির লোভ প্রশস্ত নহে। ৭০—৭৫। যতি যদি সংসারে ধনলাভ করে, তবে সে মৌন বা জ্ঞানাভ্যাস করিবে না; সুতরাং তাহাকে দান করা অকর্ত্তব্য। যাহারা দান দ্বারাই ধনোপভোগ, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা জীবন, আর দীক্ষা দ্বারা সৎকুলজন্মের সাফল্য সাধন করিয়া গত হন, তাঁহারাই নরোত্তম। রসবর্জ্জন করিলে সৌভাগ্য লাভ হয়; আর আমিষ বর্জ্জন করিলে আয়ুষ্মান সন্তান লাভ হয়। বস্ত্রাভরণবর্জ্জনপূর্ব্বক চীরবল্কলধারণ করিয়া উপবাস করিলে হস্তিযুক্ত রাজত্ব লাভ হয়। সত্যভাষণফলে আরোগ্য, দানে অনুত্তমা কীর্ত্তি, দ্বিজশুশ্রূষায় রাজ্য ও উত্তম দ্বিজত্ব, দেবশুশ্রূষায় দিব্যরূপ, অন্নদানে সর্ব্বকামযুতা তৃপ্তি, দীপদানে চক্ষুর্জ্যোতি, এবং গন্ধমাল্যদানে নিয়ত তৃপ্তিলাভ হয়। লবণ, চিরজীবী হয়। যে মানব ব্রাহ্মণকে সচিত্র-বস্ত্র-আভরণ ও উপাধানসহ শয্যা দান করে, সে আরালপক্ষ্মা মনোহরা সুরূপা ভার্য্যা প্রাপ্ত হয়। ৭৬—৮৪।

সপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৭

অষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

দেবী কহিলেন,—শ্রুতিতে যে, "ইহা দিবে, ইহা দিবে" এইরূপ বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে দান

তত্ত্বতঃ॥ ১॥ কানি দানানি শস্তানি কস্মৈ দেয়ানি কান্যপি। কালং দেশং চ পাত্রং চ সর্ব্বমাচক্ষ্ব মে বিভো॥ ২॥ ঈশ্বর উবাচ। বৃথা জন্মানি চত্বারি বৃথা দানানি ষোড়শ। সুজন্মানি চ চত্বারি মহাদানানি ষোড়শ॥ ৩॥ দেব্যুবাচ। এতদ্বিস্তরতো ব্রূহি দেবদেব জগৎপতে॥ ৪॥ ঈশ্বর উবাচ। বৃথা জন্মানি চত্বারি যানি তানি নিবোধ মে। কুপুত্রাণাং বৃথা জন্ম যে চ ধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ। প্রবাসং যে চ গচ্ছন্তি পরদাররতাঃ সদা॥ ৫॥ পরপাকং চ যেঽশ্নন্তি পরদাররতাশ্চ যে। অপ্রত্যাখ্যং বৃথা দানং সদোষং চ তথা প্রিয়ে॥ ৬॥ আরূঢ়পতিতে চৈব অন্যায়োপার্জ্জিতং ধনম্। বৃথা ব্রহ্মহণে দানং পতিতে তস্করে তথা॥ ৭॥ গুরোশ্চাপ্রীতিজননে কৃতঘ্নে গ্রামযাজকে। ব্রহ্মবন্ধৌ চ যদ্দত্তং যদ্দত্তং বৃষলীপতৌ॥ ৮॥ বেদবিক্রয়িণে চৈব যস্য চাপোপপতির্গৃহে। স্ত্রীনির্জ্জিতে চ যদ্দত্তং বৃথা দানানি ষোড়শ॥৯॥ সুজন্ম চ সুপুত্রাণাং যে চ ধর্ম্মে রতা নরাঃ। প্রবাসং ন চ গচ্ছন্তি পরদারপরাঙ্মুখাঃ॥ ১০॥ গাবঃ সুবর্ণং রজতং রত্নানি চ সরস্বতী। তিলাঃ কন্যা গজোঽশ্ব'চ শয্যা বস্ত্রং তথা মহী॥ ১১॥ ধান্যং পয়শ্চ চ্ছত্রং চ গৃহং চোপস্করান্বিতম্। এতান্যেব মহাদেবি মহাদানানি ষোড়শ॥ ১২॥ গর্ব্বাবৃতস্ত যো দদ্যাদ্ভয়াৎ ক্রোধাত্তথৈব চ। ভুঙ্ক্তে দানফলং তদ্ধি গর্ভস্থো নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৩॥ বালত্বেঽপি চ সোঽশ্নাতি যদ্দত্তং দম্ভকারণাৎ। মন্যুনা মন্তুনা চৈব তথৈবার্থস্য কারণাৎ॥ ১৪॥ দেশে কালে চ পাত্রে চ শুদ্ধেন মনসা তথা। ন্যায়ার্জ্জিতং চ যো দদ্যাদ্যৌবনে স তদশ্নুতে॥ ১৫॥ অন্যায়েনার্জ্জিতং দ্রব্যমপাত্রে প্রতিপাদিতম্। ক্লিষ্টং চ বিধিহীনং চ বৃদ্ধভাবে তদশ্নুতে॥ ১৬॥ তস্মাদ্দেশে চ কালে চ সুপাত্রে বিধিনা নরঃ। শুভার্জ্জিতং প্রযুঞ্জীত শ্রদ্ধয়া শাঠ্যবর্জ্জিতঃ॥ ১৭॥ স্বাধ্যায়াঢ্যং ভোগবন্তং প্রশান্তং পুরাণজ্ঞং পাপভীরুং বদান্যম্। স্ত্রীষু ক্ষান্তং ধার্ম্মিকং গোশরণ্যং ব্রতৈঃ ক্রান্তং তাদৃশং পাত্রমাহুঃ॥ ১৮॥ সত্যং দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষোঽনৈর্ষ্যমার্জ্জবম্। জ্ঞানং শমো দয়া দানমেতৎ পাত্রস্য লক্ষণম্॥ ১৯॥ এবংবিধে তু যৎপাত্রে গামেকাং তু প্রযচ্ছতি। সমানবৎসাং কপিলাং ধেনুং সর্ব্বগুণান্বিতাম্॥ ২০॥ রৌপ্যপাদাং স্বর্ণশৃঙ্গীং রুদ্রলোকে মহীয়তে। একাং গাং দশগুর্দদ্যাদ্গোশতী চ তথা দশ॥ ২১॥ শতং

দানের বিশেষ তত্ত্ব শুনিতে অভিলাষ করি। কোন্ কোন্ দান প্রশস্ত? কাহাকে কোন্ দ্রব্য দিতে হয়? হে বিভো! কাল দেশ পাত্র—দান সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, সমস্ত আমাকে বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—চারিটী বৃথা জন্ম, চারিটী সুজন্ম; আর চারিটী বৃথা দান ও চারিটী মহাদান। দেবী কহিলেন,—হে জগৎপতি মহাদেব! ইহাই আমাকে সবিস্তরে বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! যে চারিটী জন্ম বৃথা, তাহা আমার নিকট অবগত হও। কুপুত্র, ধর্ম্মচ্যুত, প্রবাসী ও সদা পরনারীরত, এই চারিজনের জন্ম বৃথা। প্রিয়ে! যে দান অপ্রখ্যাত, যাহা সদোষ, আর যাহা অন্যায়ার্জ্জিত ধনের দান, এবং যে ব্রতাদি হইতে বিচ্যুত, ব্রহ্মঘাতী, পতিত, তস্কর, গুরুদ্বেষী, কৃতঘ্ন, গ্রামযাজী, ব্রহ্মবন্ধু, বৃষলীপতি, বেদবিক্রয়ী, স্ত্রীজাতি, ও যাহার গৃহে উপপতি বিদ্যমান,—এই সকলকে যাহা দান করা যায়, এই ষোড়শবিধ দানই বৃথা দান। সুপুত্র, ধার্ম্মিক, অপ্রবাসী ও পরদারপরাঙ্মুখ, ইহাদের জন্মই সুজন্ম। গো, সুবর্ণ, রজত, রত্ন, বিদ্যা, তিল, কন্যা, হস্তী, অশ্ব, শয্যা, বস্ত্র, ভূমি, ধান্য, দুগ্ধ, ছত্র, সোপকরণ গৃহ, এই ষোড়শ পদার্থ দানই মহাদান। গর্ব্ব, ক্রোধ, কিম্বা ভয়বশতঃ যাহা দান করা যায়, তাহার ফল গর্ভবাসকালেই ভোগ হয়। ইহাতে সংশয় নাই। দম্ভবশে দান করিলে বাল্যকালে তৎফলভোগ হয়। দুঃখিতভাবে কিম্বা অসদভিপ্রায়ে অথবা অর্থলোভে দান করিলে তাহারও বাল্যকালেই ফলভোগ হইয়া থাকে। যোগ্য দেশ-কাল-পাত্রে ন্যায়ার্জ্জিত ধন প্রদত্ত হইলে যৌবনকালে তাহার ভোগ হয়; এজন্য মানবের পক্ষে দেশে কালে পাত্রে বিধানমতে শ্রদ্ধাসহকারে সরলচিত্তে সৎপথে অর্জ্জিত ধন দান কর্ত্তব্য। ১—১৭। স্বাধ্যায়াঢ্য, যোগী, প্রশান্ত, পুরাণজ্ঞ, পাপভীরু, বদান্য, স্ত্রীজনে জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক, গোপালক, ও ব্রতকারী ব্যক্তিকেই পাত্র বলে। সত্য দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ অনীর্ষা, সরলতা, জ্ঞান, শম, দয়া, ও দান,—এ সকল দানপাত্রের লক্ষণ; অর্থাৎ এই সকল গুণ যাঁহার আছে, তিনিই সৎপাত্র। যে মানব এবম্বিধ গুণবান্ পাত্রে বৎসান্বিতা, রৌপ্যমণ্ডিতপাদা, স্বর্ণমণ্ডিত-শৃঙ্গী সর্ব্বগুণান্বিতা কপিলা-গাভী প্রদান করে, সে অন্তে রুদ্রলোকে সসম্মানে বাস করিতে পারে। যাহার দশটী গো আছে, সে একটী গোদান

সহস্রগুর্দশ্যাৎ সর্ব্বে সমফলাঃ স্মৃতাঃ। সুশীলা সোমসম্পন্না তরুণী চ পয়স্বিনী। সবৎসা ন্যায়লব্ধা চ প্রদেয়া ব্রাহ্মণায় গোঃ॥ ২২॥ বন্ধ্যা সরোগা হীনাঙ্গী দুষ্টা বৃদ্ধা মৃতপ্রজা। অন্যায়লব্ধা দূরস্থা নেদৃশীং গাং প্রদাপয়েৎ॥ ২৩॥ যো হীদৃশীং গাং দদাতি দেবোদ্দেশেন মানবঃ। প্রত্যুতাধোগতিং যাতি ক্লিশ্যতে চ মহেশ্বরি॥ ২৪॥ কষ্টা ক্লিষ্টা দুর্ব্বলা ব্যাধিতা চ ন দাতব্যা যা চ মূল্যৈরদত্তৈঃ। ক্লেশো বিপ্রেভ্যো যয়া জায়তে বৈ তস্যা দাতুশ্চাফলা সর্ব্বলোকাঃ॥ ২৫॥ অতিথয়ে প্রশান্তায় সীদতে চাহিতাগ্নয়ে। শ্রোত্রিয়ায় তথৈকাপি দত্তা বহুগুণা ভবেৎ॥ ২৬॥ গাং বিক্রীণাতি চেদ্দেবি ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ। নাসৌ প্রশস্যতে পাত্রং ব্রাহ্মণো নৈব স স্মৃতঃ॥ ২৭॥ বহুভ্যো ন প্রদেয়ানি গৌর্গৃহং শয়নং স্ত্রিয়ঃ। বিভক্তা দক্ষিণা হ্যেষা দাতারং নোপতিষ্ঠতি॥ ২৮॥ প্রাসাদা যত্র সৌবর্ণাঃ শয্যা রত্নোজ্জ্বলাস্তথা। বরাশ্চাপ্সরসো যত্র তত্র গচ্ছন্তি গোপ্রদাঃ॥ ২৯॥ নাস্তি ভূমিসমং দানং নাস্তি গঙ্গাসমা সরিৎ। নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো নাস্তো দেবো মহেশ্বরাৎ॥ ৩০॥ উচ্চৈঃ পাষাণযুক্তা চ ন সমা নৈব চোষরা। ন নদীকূলবিকটা ভূমির্দ্দেয়া কদাচন॥ ৩১॥ ষষ্টি-বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে বসতি ভূমিদঃ। আচ্ছেত্তা চানু-মন্তা চ তান্যেব নরকং ব্রজেৎ॥ ৩২॥ কুরুতে পুরুষঃ পাপং যৎকিঞ্চিদ্বৃত্তিকর্শিতঃ। অপি গোচর্ম্ম-মাত্রেণ ভূমিদানেন শুধ্যতি॥ ৩৩॥ ছত্রং শয্যাসনং শঙ্খং গজাশ্বাশ্চামরাঃ স্ত্রিয়ঃ। ভূমিশ্চৈষাং প্রদানস্য শিবলোকঃ ফলং স্মৃতম্॥ ৩৪॥ আদিত্যেহহনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। পারণৈশ্চৈব গোদানে নোপোষ্যঃ পৌত্রবান্ গৃহী॥ ৩৫॥ ইন্দু-ক্ষয়ে তু সংক্রান্ত্যামেকাদশ্যাং শতে কৃতে। উপবাসং ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেৎ সন্ততিং ধ্রুবম্॥ ৩৬॥ যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন। তথাপি বর্দ্ধতে ধর্ম্মঃ শুক্লায়ামেব সর্ব্বদা॥ ৩৭॥ দশম্যেকা-দশীবিদ্ধা দ্বাদশী চ ক্ষয়ং গতা। নক্তং তত্র প্রকুর্ব্বীত নোপবাসো বিধীয়তে॥ ৩৮॥ উপোষ্যৈকাদশীং যস্তু ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্। করোতি তস্য নশ্যেত্তু দ্বাদশদ্বাদশীফলম্॥ ৩৯॥ উপবাসে তথা শ্রাদ্ধে ন

করিবে, শত গো থাকিলে দশটী আর সহস্র গো থাকিলে শতগাভী দান করিবে। পরন্তু এরূপ দানে তাহাদিগের সকলেরই তুল্যফল লাভ হইবে। সুশীলা, তৃণাদি খাদ্যে অভ্যস্তা, তরুণী, সবৎসা, ন্যায়লব্ধা, দুগ্ধবতী গাভী ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। বন্ধ্যা, রুগ্না, অঙ্গহীনা, দুষ্টা, বৃদ্ধা, মৃতবৎসা অন্যায়-লব্ধা, অথবা দূরস্থিতা গাভী দান করিবে না। অয়ি মহেশ্বরি! যে জন দেবোদ্দেশে ঈদৃশী গাভী দান করে, সে প্রত্যুত বহুক্লেশভোগান্তে অধো-গতি প্রাপ্ত হয়। কষ্টা, ক্লিষ্টা, দুর্ব্বলা, ব্যাধিতা কিম্বা যাহার মূল্য দেওয়া হয় নাই, ঈদৃশী গাভী দিবে না। ফলতঃ যে গাভী দ্বারা প্রতীগ্রহী ব্রাহ্মণের ক্লেশ জন্মে; তাদৃশী গাভী দানে দাতার সমস্ত লোকই বিফল হইয়া যায়। অতিথি, প্রশান্ত, অবসন্ন আহিতাগ্নি শ্রোত্রিয়, ইহাদিগকে একটী গাভী দানেও বহুদানজ ফল লাভ হয়। অজ্ঞ ব্রাহ্মণ যদি গো বিক্রয় করে, তবে সে অব্রাহ্মণ, কদাচ পবিত্র পাত্রতা লাভ করিতে পারে না। গো, গৃহ, শয্যা ও স্ত্রী কদাচ বহুব্যক্তিকে দিতে নাই; এ সকল দক্ষিণা বিভক্ত হইলে তদ্দ্বারা দাতার কোন ফল হয় না। যেখানে প্রাসাদনিচয় সুবর্ণ নির্ম্মিত, শয্যা রত্নোজ্জ্বল, এবং বরাপ্সরারা বিরাজমান, গোদাতা সেই স্থানে গমন করে। ভূমিসম দান নাই, গঙ্গাতুল্য নদী নাই, সত্যাধিক ধর্ম্ম নাই আর মহেশ্বরাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই। ১৮—৩০। উচ্চ, পাষাণব্যাপ্ত, অতি-নিম্ন, উষর, নদীকূলগত ও বিকটাকার ভূমি কদাচ দান করিবে না। ভূমিদাতা ষষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করে, পরন্তু দত্তভূমির অপহারক ও তদনু-মোদক ব্যক্তি তত কাল নরকে বাস করে। মনুষ্য বৃত্তিক্ষীণতাবশতঃ যত কি; পাপ করুক না কেন, গোচর্ম্মপ্রমাণ ভূমিদানেই পবিত্র হইতে পারে। পুত্র, শয্যা, আসন, শঙ্খ, গজ, অশ্ব, চামর, নারী ও ভূমিদানের ফল শিবলোকেই নির্দ্দিষ্ট। রবিবার, সংক্রান্তি, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ, ও পারণবিহিত তিথিতে এবং গোদানে পৌত্রবান্ গৃহস্থের উপবাস নিষেধ। বিশেষতঃ অমাবস্যাতে কিম্বা শত একাদশী উপ-বাসের পর একাদশীতে সন্ততিস্থিতিকামী মানব উপবাস করিবে না। একাদশী শুক্লাও যেমন, কৃষ্ণাও তেমনই; ইহার কোন তারতম্য নাই; তথাপি কৃষ্ণাপেক্ষা শুক্লায় নিয়ত অধিক পুণ্য লাভ হয়। গৃহস্থ মানবের পক্ষে দশমীবিদ্ধা একাদশীর পর দিন দ্বাদশীর ক্ষয় হইলে তদ্দিনে নক্ত ভোজন কর্ত্তব্য, উপবাস বিহিত নহে। যে মানব একা-

খাদেদ্দন্তধাবনম্। দন্তানাং কাষ্ঠসঙ্গাচ্চ হন্তি সপ্তকুলানি বৈ ॥ ৪০ ॥ দর্শঞ্চ পৌর্ণমাসঞ্চ পিতুঃ সাংবৎসরং দিনম্। পূর্ব্ববিদ্ধমকুর্ব্বাণো নরকং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪১ ॥ হানিশ্চ সন্ততেঃ প্রোক্তা দৌর্ভাগ্যং সমবাপ্নুয়াৎ। দ্রব্যাভাবেঽথ শ্রাদ্ধস্য বিধিং বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ ॥ ৪২ ॥ একেনাপি হি বিপ্রেণ ষট্‌পিণ্ডং শ্রাদ্ধমাচরেৎ। ষড়র্ঘ্যান্ পারয়েত্তত্র তেভ্যো দদ্যাদ্‌যথাবিধি ॥ ৪৩ ॥ পিতা ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজকরে মুখে ভুঙ্‌ক্তে পিতামহঃ। প্রপিতামহস্তালুস্থঃ কণ্ঠে মাতামহঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৪ ॥ প্রমাতামহস্ত হৃদয়ে বৃদ্ধো নাভৌ তু সংস্থিতঃ। অলাভে ব্রাহ্মণস্যৈব কুশঃ কার্য্যো দ্বিজঃ প্রিয়ে। ইদং সর্ব্বপুরাণেভ্যঃ সারমুদ্ধৃত্য চোচ্যতে ॥ ৪৫ ॥ ন চৈতন্নাস্তিকে দেয়ং পিশুনে বেদনিন্দকে। প্রাতঃপ্রাতরিদং শ্রাব্যং পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৪৬ ॥ কুলীনং সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞং যথা দেবং মহেশ্বরম্। অস্য ধর্ম্মস্য বক্তারং ছত্রং দদ্যাৎ প্রপূজয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ অপূজ্যাদ্বাচকাদ্‌যস্তু শ্লোকমেকং শৃণোতি চ। নাসৌ পুণ্যমাপ্নোতি শাস্ত্রচৌরঃ স্মৃতো হি সঃ ॥ ৪৮ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পূজয়েদ্বাচকং বুধঃ। অন্যথা নিষ্ফলং তস্য পুস্তকশ্রবণং ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥ যস্যৈব তিষ্ঠতে গেহে শাস্ত্রমেতৎ সুদুর্লভম্। তস্য দেবি গৃহে তীর্থৈঃ সহ তিষ্ঠেচ্ছিবঃ স্বয়ম্ ॥ ৫০ ॥ বহুনাত্র কিমুক্তেন ভবেন্মোক্ষস্য ভাজনম্। ন চৈতৎ পিশুনে দেয়ং নাস্তিকে দম্ভসংযুতে ॥ ৫১ ॥ ইদং শান্তায় দান্তায় দেয়ং শৈবদ্বিজন্মনে ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দানপাত্রব্রাহ্মণমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৮ ॥

নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি মার্কণ্ডেয়েশমুত্তমম্। তস্মাদুত্তরদিগ্‌ভাগে মার্কণ্ডেন প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥ সাবিত্র্যাঃ পূর্ব্বভাগে তু নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্। মহর্ষিরভবৎ পূর্ব্বং মার্কণ্ডেয় ইতি শ্রুতঃ ॥ ২ ॥ অজরশ্চামরশ্চৈব প্রসাদাৎ পদ্মযোনিনঃ। স গত্বা তত্র বিপ্রেন্দ্রো দেবদেবস্য শূলিনঃ। লিঙ্গস্তু স্থাপয়ামাস জ্ঞাত্বা তৎ ক্ষেত্রমুত্ত-

দশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করে, তাহার দ্বাদশ-দ্বাদশীর ফল বিনষ্ট হইয়া যায়। উপবাস কিম্বা শ্রাদ্ধবাসরে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না; ঐ দিন দন্তে কষ্ঠসংযোগ ঘটিলে সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত দগ্ধ হয়। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, পিতৃ শ্রাদ্ধ ও সংবৎসরিক শ্রাদ্ধবিহিত কার্য্য পূর্ব্ববিদ্ধাতেই করিবে; নচেৎ নরকভাগী হইতে হয় এবং সন্তানহানি ও দৌর্ভাগ্য ঘটিয়া থাকে। অতঃপর দ্রব্যাভাবে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য বিধান যথাতত্ত্ব বলিতেছি। ৩১—৪২। একজন বিপ্র দ্বারায়ও ষট্‌পিণ্ড শ্রাদ্ধ করিতে পারে। তাহাতে তখন ছয়টী অর্ঘ্যই প্রস্তুত করিয়া পিত্রাদি উদ্দেশে যথাবিধি নিবেদন করিবে। ব্রাহ্মণের হস্তে পিতা, মুখে পিতামহ, তালুতে প্রপিতামহ, কণ্ঠে মাতামহ, হৃদয়ে প্রমাতামহ এবং নাভিতে বৃদ্ধ প্রমাতামহ অবস্থানপূর্ব্বক ভোজন করিয়া থাকেন। প্রিয়ে! ব্রাহ্মণের অলাভে কুশ দ্বারা ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ করিবে; ইহা আমি তোমাকে সর্ব্ব পুরাণের সার উদ্ধার করিয়া কহিলাম। ৪৩—৪৫। নাস্তিক, পিশুন কিম্বা বেদনিন্দাকারীকে ইহা দিবে না। প্রতিদিন প্রাতঃকালে মহেশ্বরের অর্চ্চনান্তে ইহা শ্রবণ করিবে। এই ধর্ম্মের বক্তা—কুলীন সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও শিবতুল্য ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক; তাঁহাকে একটী ছত্র প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিবে। যে ব্যক্তি একটী শ্লোক শুনিয়াও বাচককে অর্চ্চনা না করে, সে শাস্ত্রচোর;—কদাচ পুণ্যফল প্রাপ্ত হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে বাচককে অর্চ্চনা করিবে; নচেৎ পুস্তকশ্রবণ বৃথা হইবে। দেবি! এই সুদুর্লভ শাস্ত্র যাহার গৃহে থাকে, তাহার গৃহে স্বয়ং শঙ্কর অপরাপর তীর্থচয় সহ অবস্থান করেন। বহু বাগ্‌বিন্যাসে ফল কি? সেই মানব মোক্ষভাজন হয়। পিশুন, নাস্তিক বা দাম্ভিককে ইহা দিবে না; পরন্তু শান্ত দান্ত শৈব ব্রাহ্মণকেই ইহা প্রদান করিবে। ৪৬—৫২

অষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৮।

নবাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর ইহার উত্তর দিকে উত্তম মার্কণ্ডেয়েশ্বর তীর্থে যাইবে। উহা সাবিত্রীর পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে বিরাজিত। পূর্ব্বে মার্কণ্ডেয় নামে এক মহর্ষি ছিলেন; তিনি পদ্মজন্মা ব্রহ্মার প্রসাদে অজরামর হইয়াছিলেন। সেই বিপ্রেন্দ্র উক্ত উত্তম ক্ষেত্র অবগত হইয়া সেখানে যাইয়া দেবদেব শিবের

সহস্রশুর্দশ্যাৎ সর্ব্বে সমফলাঃ স্মৃতাঃ। সুশীলা সোমসম্পন্না তরুণী চ পয়স্বিনী। সবৎসা স্তায়লব্ধা চ প্রদেয়া ব্রাহ্মণায় গৌঃ॥ ২২॥ বন্ধ্যা সরোগা হীনাঙ্গী দুষ্টা বৃদ্ধা মৃতপ্রজা। অন্যায়লব্ধা দূরস্থা নেদৃশীং গাং প্রদাপয়েৎ॥ ২৩॥ যো হীদৃশীং গাং দদাতি দেবোদ্দেশেন মানবঃ। প্রত্যুতাধোগতিং যাতি ক্লিশ্যতে চ মহেশ্বরি॥ ২৪॥ কৃষ্টা ক্লিষ্টা দুর্ব্বলা ব্যাধিতা চ ন দাতব্যা যা চ মূল্যৈরদত্তৈঃ। ক্লেশো বিপ্রেভ্যো যয়া জায়তে বৈ তস্যা দাতুশ্চাফলা সর্ব্বলোকাঃ॥ ২৫॥ অতিথয়ে প্রশান্তায় সীদতে চাহিতাগ্নয়ে। শ্রোত্রিয়ায় তথৈকাপি দত্তা বহুগুণা ভবেৎ॥ ২৬॥ গাং বিক্রীণাতি চেদ্দেবি ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ। নাসৌ প্রশস্যতে পাত্রং ব্রাহ্মণো নৈব স স্মৃতঃ॥ ২৭॥ বহুভ্যো ন প্রদেয়ানি গৌর্গৃহং শয়নং স্ত্রিয়ঃ। বিভক্তা দক্ষিণা হ্যেষা দাতারং নোপতিষ্ঠতি॥ ২৮॥ প্রাসাদা যত্র সৌবর্ণাঃ শয্যা রত্নোজ্জ্বলাস্তথা। বরাশ্চাপ্সরসো যত্র তত্র গচ্ছন্তি গোপ্রদাঃ॥ ২৯॥ নাস্তি ভূমিসমং দানং নাস্তি গঙ্গাসমা সরিৎ। নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো নাস্তো দেবো মহেশ্বরাৎ॥ ৩০॥ উচ্চৈঃ পাষাণযুক্তা চ ন সমা নৈব চোষরা। ন নদীকূলবিকটা ভূমির্দ্দেয়া কদাচন॥ ৩১॥ ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গে বসতি ভূমিদঃ। আচ্ছেত্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকং ব্রজেৎ॥ ৩২॥ কুরুতে পুরুষঃ পাপং যৎকিঞ্চিদ্বৃত্তিকর্শিতঃ। অপি গোচর্ম্মমাত্রেণ ভূমিদানেন শুধ্যতি॥ ৩৩॥ ছত্রং শয্যাসনং শঙ্খং গজাশ্বচামরাঃ স্ত্রিয়ঃ। ভূমিশ্চৈষাং প্রদানস্য শিবলোকঃ ফলং স্মৃতম্॥ ৩৪॥ আদিত্যেহহনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। পারণৈশ্চৈব গোদানে নোপোষ্যঃ পৌত্রবান্ গৃহী॥ ৩৫॥ ইন্দুক্ষয়ে তু সংক্রান্ত্যামেকাদশ্যাং শতে কৃতে। উপবাসং ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেৎ সন্ততিং ধ্রুবম্॥ ৩৬॥ যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন। তথাপি বর্দ্ধতে ধর্ম্মঃ শুক্লায়ামেব সর্ব্বদা॥ ৩৭॥ দশম্যেকাদশীবিদ্ধা দ্বাদশী চ ক্ষয়ং গতা। নক্তং তত্র প্রকুর্ব্বীত নোপবাসো বিধীয়তে॥ ৩৮॥ উপোষ্যৈকাদশীং যস্য ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণম্। করোতি তস্য নশ্যেত্তু দ্বাদশদ্বাদশীফলম্॥ ৩৯॥ উপবাসে তথা শ্রাদ্ধে ন

করিবে, শত গো থাকিলে দশটী আর সহস্র গো থাকিলে শতগাভী দান করিবে। পরন্তু এরূপ দানে তাহাদিগের সকলেরই তুল্যফল লাভ হইবে। সুশীলা, তৃণাদি খাদ্যে অভ্যস্তা, তরুণী, সবৎসা, ন্যায়লব্ধা, দুগ্ধবতী গাভী ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। বন্ধ্যা, রুগ্না, অঙ্গহীনা, দুষ্টা, বৃদ্ধা, মৃতবৎসা অন্যায়লব্ধা, অথবা দূরস্থিতা গাভী দান করিবে না। অয়ি মহেশ্বরি! যে জন দেবোদ্দেশে ঈদৃশী গাভী দান করে, সে প্রত্যুত বহুক্লেশভোগান্তে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। কৃষ্টা, ক্লিষ্টা, দুর্ব্বলা, ব্যাধিতা কিম্বা যাহার মূল্য দেওয়া হয় নাই, ঈদৃশী গাভী দিবে না। ফলতঃ যে গাভী দ্বারা প্রতীগ্রহী ব্রাহ্মণের ক্লেশ জন্মে; তাদৃশী গাভী দানে দাতার সমস্ত লোকই বিফল হইয়া যায়। অতিথি, প্রশান্ত, অবসন্ন আহিতাগ্নি শ্রোত্রিয়, ইহাদিগকে একটী গাভী দানেও বহুদানজ ফল লাভ হয়। অজ্ঞ ব্রাহ্মণ যদি গো বিক্রয় করে, তবে সে অব্রাহ্মণ, কদাচ পবিত্র পাত্রত্ব লাভ করিতে পারে না। গো, গৃহ, শয্যা ও স্ত্রী কদাচ বহুব্যক্তিকে দিতে নাই; এ সকল দক্ষিণা বিভক্ত হইলে তদ্দ্বারা দাতার কোন ফল হয় না। যেখানে প্রাসাদনিচয় সুবর্ণ নির্ম্মিত, শয্যা রত্নোজ্জ্বল, এবং বরাপ্সরার বিরাজমান, গোদাতা সেই স্থানে গমন করে। ভূমিসম দান নাই, গঙ্গাতুল্য নদী নাই, সত্যাধিক ধর্ম্ম নাই আর মহেশ্বরাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই। ১৮—৩০। উচ্চ, পাষাণব্যাপ্ত, অতিনিম্ন, উষর, নদীকূলগত ও বিকটাকার ভূমি কদাচ দান করিবে না। ভূমিদাতা ষষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করে, পরন্তু দত্তভূমির অপহারক ও তদনুমোদক ব্যক্তি তত কাল নরকে বাস করে। মনুষ্য বৃত্তিক্ষীণতাবশতঃ যত কি; পাপ করুক না কেন, গোচর্ম্মপ্রমাণ ভূমিদানেই পবিত্র হইতে পারে। পুত্র, শয্যা, আসন, শঙ্খ, গজ, অশ্ব, চামর, নারী ও ভূমিদানের ফল শিবলোকেই নির্দ্দিষ্ট। রবিবার, সংক্রান্তি, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ, ও পারণবিহিত তিথিতে এবং গোদানে পৌত্রবান্ গৃহস্থের উপবাস নিষেধ। বিশেষতঃ অমাবস্যাতে কিম্বা শত একাদশী উপবাসের পর একাদশীতে সন্ততিস্থিতিকামী মানব উপবাস করিবে না। একাদশী শুক্লাও যেমন, কৃষ্ণাও তেমনই; ইহার কোন তারতম্য নাই; তথাপি কৃষ্ণাপেক্ষা শুক্লায় নিয়ত অধিক পুণ্য লাভ হয়। গৃহস্থ মানবের পক্ষে দশমীবিদ্ধা একাদশীর পর দিন দ্বাদশীর ক্ষয় হইলে তদ্দিনে নক্ত ভোজন কর্ত্তব্য; উপবাস বিহিত নহে। যে মানব একা-

খাদেদ্দন্তধাবনম্। দন্তানাং কাষ্ঠসঙ্গাচ্চ হন্তি সপ্তকুলানি বৈ ॥ ৪০ ॥ দর্শঞ্চ পৌর্ণমাসঞ্চ পিতুঃ সাংবৎসরং দিনম্। পূর্ব্ববিদ্ধমকুর্ব্বাণো নরকং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪১ ॥ হানিশ্চ সন্ততেঃ প্রোক্তা দৌর্ভাগ্যং সমবাপ্নুয়াৎ। দ্রব্যাভাবেহথ শ্রাদ্ধস্য বিধিং বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ ॥ ৪২ ॥ একেনাপি হি বিপ্রেণ ষট্পিণ্ডং শ্রাদ্ধমাচরেৎ। ষডর্ঘ্যান্ পারয়েত্তত্র তেভ্যো দদ্যাদ্যথাবিধি ॥ ৪৩ ॥ পিতা ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজকরে মুখে ভুঙ্‌ক্তে পিতামহঃ। প্রপিতামহস্তালুস্থঃ কণ্ঠে মাতামহঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৪ ॥ প্রমাতামহস্তু হৃদয়ে বৃদ্ধো নাভৌ তু সংস্থিতঃ। অলাভে ব্রাহ্মণস্যৈব কুশঃ কার্য্যো দ্বিজঃ প্রিয়ে। ইদং সর্ব্বপুরাণেভ্যঃ সারমুদ্ধৃত্য চোচ্যতে ॥ ৪৫ ॥ ন চৈতন্নাস্তিকে দেয়ং পিশুনে বেদনিন্দকে। প্রাতঃপ্রাতরিদং শ্রাব্যং পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৪৬ ॥ কুলীনং সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞং যথা দেবং মহেশ্বরম্। অস্য ধর্ম্মস্য বক্তারং ছত্রং দদ্যাৎ প্রপূজয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ অপূজ্যাদ্বাচকাদ্যস্তু শ্লোকমেকং শৃণোতি চ। নাসৌ পুণ্যমাপ্নোতি শাস্ত্রচৌরঃ স্মৃতো হি সঃ ॥ ৪৮ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পূজয়েদ্বাচকং বুধঃ। অন্যথা নিষ্ফলং তস্য পুস্তকশ্রবণং ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥ যস্যৈব তিষ্ঠতে গেহে শাস্ত্রমেতৎ সুদুর্লভম্। তস্য দেবি গৃহে তীর্থৈঃ সহ তিষ্ঠেচ্ছিবঃ স্বয়ম্ ॥ ৫০ ॥ বহুনাত্র কিমুক্তেন ভবেন্মোক্ষস্য ভাজনম্। ন চৈতৎ পিশুনে দেয়ং নাস্তিকে দম্ভসংযুতে ॥ ৫১ ॥ ইদং শান্তায় দান্তায় দেয়ং শৈবদ্বিজন্মনে ॥ ৫২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দানপাত্রব্রাহ্মণমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৮ ॥

নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি মার্কণ্ডেয়েশমুত্তমম্। তস্মাদুত্তরদিগ্‌ভাগে মার্কণ্ডেন প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥ সাবিত্র্যাঃ পূর্ব্বভাগে তু নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্। মহর্ষিরভবৎ পূর্ব্বং মার্কণ্ডেয় ইতি শ্রুতঃ ॥ ২ ॥ অজরশ্চামরশ্চৈব প্রসাদাৎ পদ্মযোনিনঃ। স গত্বা তত্র বিপ্রেন্দ্রো দেবদেবস্য শূলিনঃ। লিঙ্গস্তু স্থাপয়ামাস জ্ঞাত্বা তৎ ক্ষেত্রমুত্ত-

দশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করে, তাহার দ্বাদশ-দ্বাদশীর ফল বিনষ্ট হইয়া যায়। উপবাস কিম্বা শ্রাদ্ধবাসরে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না; ঐ দিন দন্তে কষ্ঠসংযোগ ঘটিলে সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত দগ্ধ হয়। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, পিতৃ শ্রাদ্ধ ও সংবৎসরিক শ্রাদ্ধবিহিত কার্য্য পূর্ব্ববিদ্ধাতেই করিবে; নচেৎ নরকভাগী হইতে হয় এবং সন্তানহানি ও দৌর্ভাগ্য ঘটিয়া থাকে। অতঃপর দ্রব্যাভাবে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য বিধান যথাতত্ত্ব বলিতেছি। ৩১—৪২। একজন বিপ্র দ্বারায়ও ষট্‌পিণ্ড শ্রাদ্ধ করিতে পারে। তাহাতে তখন ছয়টী অর্ঘ্যই প্রস্তুত করিয়া পিত্রাদি উদ্দেশে যথাবিধি নিবেদন করিবে। ব্রাহ্মণের হস্তে পিতা, মুখে পিতামহ, তালুতে প্রপিতামহ, কণ্ঠে মাতামহ, হৃদয়ে প্রমাতামহ এবং নাভিতে বৃদ্ধ প্রমাতামহ অবস্থানপূর্ব্বক ভোজন করিয়া থাকেন। প্রিয়ে! ব্রাহ্মণের অলাভে কুশ দ্বারা ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ করিবে; ইহা আমি তোমাকে সর্ব্ব পুরাণের সার উদ্ধার করিয়া কহিলাম। ৪৩—৪৫। নাস্তিক, পিশুন কিম্বা বেদনিন্দাকারীকে ইহা দিবে না। প্রতিদিন প্রাতঃকালে মহেশ্বরের অর্চ্চনান্তে ইহা শ্রবণ করিবে। এই ধর্ম্মের বক্তা—কুলীন সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও শিবতুল্য ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক; তাঁহাকে একটী ছত্র প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিবে। যে ব্যক্তি একটী শ্লোক শুনিয়াও বাচককে অর্চ্চনা না করে, সে শাস্ত্রচোর;—কদাচ পুণ্যফল প্রাপ্ত হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে বাচককে অর্চ্চনা করিবে; নচেৎ পুস্তকশ্রবণ বৃথা হইবে। দেবি! এই সুদুর্লভ শাস্ত্র যাহার গৃহে থাকে, তাহার গৃহে স্বয়ং শঙ্কর অপরাপর তীর্থচয় সহ অবস্থান করেন। বহু বাগ্‌বিস্তাসে ফল কি? সেই মানব মোক্ষভাজন হয়। পিশুন, নাস্তিক বা দাম্ভিককে ইহা দিবে না; পরন্তু শান্ত দান্ত শৈব ব্রাহ্মণকেই ইহা প্রদান করিবে। ৪৬—৫২।

অষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৮।

নবাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর ইহার উত্তর দিকে উত্তম মার্কণ্ডেয়েশ্বর তীর্থে যাইবে। উহা সাবিত্রীর পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে বিরাজিত। পূর্ব্বে মার্কণ্ডেয় নামে এক মহর্ষি ছিলেন; তিনি পদ্মজন্মা ব্রহ্মার প্রসাদে অজরামর হইয়াছিলেন। সেই বিপ্রেন্দ্র উক্ত উত্তম ক্ষেত্র অবগত হইয়া সেখানে যাইয়া দেবদেব শিবের

মম্॥ ৩॥ স ততঃ পূজা বিধানেন স্থিত্বা দক্ষিণতো মুনিঃ। পদ্মাসনধরো ভূত্বা ধ্যানাবস্থস্তদাভবৎ॥৪॥ তস্য ধ্যানরতস্যৈব প্রযুতান্যর্ব্বুদানি চ। যুগানাং সমতীতানি ন জানাতি মুনীশ্বরঃ॥ ৫॥ অথ লোপং সমাপন্নঃ প্রাসাদঃ শাঙ্করঃ স্থিতঃ। কালেন মহতা দেবি পাংশুভির্ম্মারুতোত্থিতৈঃ॥ ৬॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য প্রবুদ্ধো মুনিসত্তমঃ। অপশ্যৎ পাংশুভির্ব্যাপ্তং তৎসর্ব্বং শিবমন্দিরম্॥ ৭॥ ততঃ কৃচ্ছ্রাৎ স নিষ্ক্রান্তঃ খনিত্বা মুনিপুঙ্গবঃ। অকরোৎ সুমহাদ্বারং পূজার্থং তস্য ভামিনি॥ ৮॥ প্রবিশ্য তত্র যো ভক্ত্যা পূজয়েদ্বৃষভধ্বজম্। স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ॥ ৯॥ দেব্যুবাচ। অমরত্বং কথং প্রাপ্তো মার্কণ্ডো মুনিসত্তমঃ। অভবৎ কৌতুকং হ্যেতত্তস্মাত্ত্বং বক্তুমর্হসি॥ ১০॥ অমরত্বং যতো নাস্তি প্রাণিনাং ভুবি শঙ্কর। দেবানামপি কল্পান্তে স কথং ন মৃতো মুনিঃ॥ ১১॥ ঈশ্বর উবাচ। অথাতস্ত্বাং প্রবক্ষ্যামি যথাসাবমরোঽভবৎ। আসীন্মুনিঃ পুরা কল্পে মৃকণ্ড ইতি বিশ্রুতঃ॥ ১২॥ ভৃগোঃ পুত্রো মহাভাগঃ সভার্য্যস্তপসি স্থিতঃ। তস্য পুত্রস্তদা জাতো বসতস্তু বনান্তরে॥ ১৩॥ স পাঞ্চবার্ষিকো ভূত্বা বাল এব গুণান্বিতঃ। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য জ্ঞানী তত্র সমাগতঃ॥ ১৪॥ তেন দৃষ্টস্তদা বালঃ প্রাঙ্গণে বিচরন্ প্রিয়ে। সুস্থাহসচ্চিরং কালং ভাব্যর্থং প্রতি নোদিতঃ॥ ১৫॥ তস্য পিত্রা স দৃষ্টস্তু সামুদ্রজ্ঞো বিদুত্তমঃ। হাস্যস্য কারণং পৃষ্টো বিস্ময়াম্বিতচেতসা॥ ১৬॥ কস্মান্মে সুতমালোক্য স্মিতং বিপ্র কৃতং ত্বয়া। তত্র মে কারণং ব্রহ্মন্ যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥ ১৭॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা জ্ঞানী বিপ্রো বচোঽব্রবীৎ॥ ১৮॥ অয়ং পুত্রস্তব মুনে সর্ব্বলক্ষণসংযুতঃ। অদ্যপ্রভৃতি ষণ্মাসমধ্যে মৃত্যুমবাপ্স্যতি॥ ১৯॥ যদি জীবেৎ পুনরয়ং চিরায়ুর্বৈ ভবিষ্যতি। অতো ময়া কৃতং হাস্যং বিচিত্রা কর্ম্মণো গতিঃ॥ ২০॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচো রৌদ্রং জ্ঞানিনা সমুদাহৃতম্। ব্রতোপনয়নং চক্রে বালকস্য পিতা তদা॥ ২১॥ আহ চৈনমৃষিঃ পুত্রং দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণমাগতম্। অভিবাদ্যাস্ত্বয়ো বর্ণাস্ততঃ শ্রেয়ো হ্যবাপ্স্যসি॥ ২২॥ এবমুক্তঃ স বৈ

একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তার পর সেই মুনিবর উক্ত লিঙ্গের দক্ষিণদিকে পদ্মাসনে সমাসীন হইয়া যথাবিধানে লিঙ্গপূজান্তে ধ্যাননিরত হইলেন। এইভাবে তাঁহার বহু প্রযুত অর্ব্বুদ বৎসর অতীত হইয়া গেল; মুনিবর কিছুই জানিতে পারিলেন না। হে দেবি! এদিকে সুদীর্ঘকালে তদীয় শাঙ্কর প্রাসাদ বাতোদ্ধত পাংশু দ্বারা সমাবৃত হইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িল। কিয়ৎকাল পরে সেই মুনিসত্তম প্রবুদ্ধ হইয়া সেই শিবমন্দির ধূলিসমাচ্ছাদিত দর্শনে অতি কষ্টে খননপূর্ব্বক মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শিবের পূজার ব্যাঘাত না হয়, তজ্জন্য সেই মন্দিরের একটী সুবৃহৎ দ্বার নির্ম্মাণ করিলেন। যে মানব ভক্তিসহকারে সেই মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক শঙ্করের অর্চ্চনা করে, যেখানে দেব মহেশ্বর বিরাজমান, সে সেইখানে গমন করে। ১—৯। দেবী কহিলেন,—মুনিসত্তম মার্কণ্ড অমরত্ব পাইলেন কিরূপে? আমার এ বিষয়ে কৌতুক জন্মিয়াছে; অতএব আপনি তাহা বলুন। হে শঙ্কর! ভূতলে প্রাণিগণের তো অমরত্ব নাই, দেবগণেরও প্রকৃত পক্ষে অমরত্ব নাই; তবে সেই মুনি কল্পান্ত কালেও মরিলেন না কেন? ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর সেই মুনি যেরূপে অমর হইয়াছিলেন, তোমাকে তাহা বলিতেছি। পুরাকল্পে মৃকণ্ড নামে এক বিখ্যাত মুনি ছিলেন, তিনি ভৃগুর পুত্র। সেই মহাভাগ ভার্য্যার সহিতই তপস্যা করিতেন। তাঁহাদিগের বনবাসকালে একটী পুত্র জন্মে; পঞ্চমবর্ষ বয়সেই সে গুণবান্ হইয়াছিল। প্রিয়ে! একদা কোন সামুদ্রিকশাস্ত্রাভিজ্ঞ জ্ঞানী মুনি তদীয়াশ্রমে সমাগত হন। তিনি প্রাঙ্গণে বিচরণকারী বালককে নিপুণভাবে বিলোকনান্তে ভাবিতব্যতা চিন্তা করিয়া হাস্য করিলেন। বালকের পিতা তদ্দর্শনে সবিস্ময়ে সেই সামুদ্রজ্ঞ জ্ঞানিবরকে হাস্য কারণ জিজ্ঞাসিলেন। কহিলেন,—হে বিপ্র! আপনি আমার পুত্রকে দেখিয়া কিজন্য হাস্য করিলেন? ব্রহ্মন্! তাহার কারণ আমাকে যথাযথ বলুন। তাঁহার এই কথা শুনিয়া জ্ঞানী বিপ্র কহিলেন,—মুনে! আপনার এই পুত্রটী সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত, পরন্তু অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যেই মৃত্যুগ্রস্ত হইবে। তবে যদি কোন রূপে বাঁচে তো চিরায়ু হইবে। আমি এই বিচিত্রা কর্ম্মগতি দর্শনে হাস্য করিয়াছি। পিতা, মৃকণ্ড সেই জ্ঞানী বিপ্রের এই কঠোর কথা শুনিয়া অবিলম্বে বালক পুত্রের উপনয়ন সংস্কার করিলেন। আর বালককে কহিলেন যে, তুমি দ্বিজাতি বর্ণ-

বপ্রঃ করোত্যেবাভিবাদনম্ । ন বর্ণাবরজং বেত্তি বালভাবাদ্বরাননে ॥ ২৩॥ পঞ্চমাসা হ্যতিক্রান্তা দিবসাঃ পঞ্চবিংশতিঃ । এতস্মিন্নেব কালে তু প্রাপ্তাঃ সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ ॥ ২৪ ॥ তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন তেন মার্গেণ ভামিনি । কালেন তেন সর্ব্বেঽথ যথাবদভিবাদনৈঃ । আয়ুষ্মান্ ভব তৈরুক্তঃ স বালো দণ্ডবল্কলী ॥ ২৫ ॥ উক্ত্বা তে তু পুনর্বালং বীক্ষ্য বৈ ক্ষীণজীবিতম্ । দিনানি পঞ্চ তে হ্যায়ুর্জ্ঞাত্বা ভীতাস্ততোঽনৃতাৎ ॥ ২৬ ॥ ব্রহ্মচারিণমাদায় গতাস্তে ব্রহ্মণোঽন্তিকে । প্রতিমুচ্যাগ্রতো বালং প্রণেমুস্তে পিতামহম্ ॥ ২৭ ॥ ততস্তেনাপি বালেন ব্রহ্মা চৈবাভিবাদিতঃ । চিরায়ুর্ব্রহ্মণা বালঃ প্রোক্তোঽসাবৃষিসন্নিধৌ ॥ ২৮ ॥ ততস্তে মুনয়ঃ প্রীতাঃ শ্রুত্বা বাক্যং পিতামহাৎ । পিতামহস্ত তান্ দৃষ্ট্বা ঋষীন্ প্রোবাচ বিস্মিতান্ । কেন কার্য্যেণ বায়াতাঃ কেন বালো নিবেদিতঃ ॥ ২৯ ॥ ঋষয় উচুঃ । ভৃগোঃ পুত্রো মৃকণ্ডস্ত ক্ষীণায়ুস্তস্য বালকঃ । অকালেন পিতা জ্ঞাত্বা ববন্ধাস্য চ মেখলাম্ ॥ ৩০ ॥ যজ্ঞোপবীতঞ্চ তৎস্তেন বিপ্রেণ বোধিতঃ । যং কঞ্চিদ্রক্ষ্যসে লোকে ভ্রমন্তং ভূতলে দ্বিজম্ ॥ ৩১ ॥ তস্যাভিবাদনং কার্য্যং নিত্যমেব চ পুত্রক । ততো বয়মনেনৈব দৃষ্টা বালেন সত্তম ॥ ৩২ ॥ তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন দৈবযোগাৎ পিতামহ । চিরায়ুরেষ বৈ প্রোক্তো হ্যস্মাভিশ্চাভিবাদিতৈঃ ॥ ৩৩ ॥ ত্বৎসকাশং সমানীতস্ত্বয়া চৈবমুদাহৃতঃ । কথং বাগনৃতা দেব হ্যস্মাকং ভবতা সহ ॥ ৩৪ ॥ উবাচ বালমুদ্দিশ্য প্রহসন্ পদ্মসম্ভবঃ । মৎসমানায়ুষো বালো মার্কণ্ডেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৩৫ ॥ কল্পস্যাদৌ তথা চান্তে সহায়ো মে ভবিষ্যতি । ততস্তু মুনয়ঃ প্রীতা গৃহীত্বা মুনিদারকম্ । তস্মিন্নেব প্রদেশে তু মুমুচুশ্চেষ্টিতং যতঃ ॥ ৩৬ ॥ তীর্থযাত্রাং গতা বিপ্রা মার্কণ্ডেয়ো গৃহং যযৌ । গত্বা গৃহমথোবাচ মৃকণ্ডং মুনিসত্তমম্ ॥ ৩৭ ॥ ব্রহ্মলোকমহং নীতো মুনিভিস্তাত সপ্তভিঃ । উক্তোঽহং ব্রহ্মণা কল্পস্যাদৌ চান্তে চ মে সখা ॥ ৩৮ ॥ ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মৎসমায়ুশ্চ বালকঃ । ততস্তৈঃ পুনরানীতো মুক্তশ্চৈবাশ্রমং প্রতি ॥ ৩৯ ॥ মৎকৃতে

ব্রয়কে দেখিলেই অভিবাদন করিও । তাহাতে মঙ্গল লাভ করিবে । হে বরাননে ! সে এইরূপ আদিষ্ট হইয়া যাকে-তাকেই অভিবাদন করিত ; বালকস্বভাব বশত উচ্চনীচ বিচার করিতে পারিত না । অয়ি ভামিনি ! এই ভাবে তাহার আরও পঞ্চ মাস ও পঞ্চ-বিংশতি দিবস অতিক্রান্ত হইলে পর অমল সপ্তর্ষিগণ তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে সেই পথে প্রস্থিত হইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । দণ্ড-বল্কলধারী বালক তাঁহাদিগকে দেখিয়া যথাযথ অভিবাদন করিলে তাঁহারাও তাহাকে "আয়ুষ্মান হও" বলিয়া পরে নিপুণ-নিরীক্ষণে তাহাকে অল্পকাল-জীবী, পঞ্চাদনমাত্র আয়ুঃসম্পন্ন জানিয়া মিথ্যোক্তি-ভয়ে সেই বাল-ব্রহ্মচারীকে লইয়া ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক বালককে তাঁহার অগ্রে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন । পরে বালকও ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলে সেই ঋষিগণসন্নিধানে ব্রহ্মাও তাহাকে "দীর্ঘায়ু হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন । তাহাতে তখন মুনিগণ প্রীত ও বিস্মিত হইলেন । তদ্দর্শনে ব্রহ্মা কহিলেন,—আপনারা কি প্রয়োজনে আসিয়াছেন ? এ বালকটীই বা আপনাদিগকে কে দিল ? ১০—২৯ । সপ্তর্ষিগণ কহিলেন,—এটী ভৃগুরনন্দন, মৃকণ্ডু মুনির পুত্র, ইহার পিতা ইহাকে ক্ষীণায়ু দেখিয়া অল্প বয়সেই ইহার মেখলাবন্ধন ও যজ্ঞোপবীতসংস্কার করিয়াছেন । তার পর তিনি উপদেশ দেন যে, "পুত্র ! তুমি প্রতিদিনই লোকে ভ্রমণ-কারী যে যে দ্বিজকে দেখিবে, তাহাকেই প্রণাম করিও !" অতঃপর দৈবযোগে একদা আমরা তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে বিচরণ করিতে থাকিলে বালক আমাদিগকে অভিবাদন করে ; আমরাও ইহাকে "চিরায়ু হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করি ; শেষে ইহাকে অল্পায়ু বুঝিয়া আপনার নিকট লইয়া আসিয়াছি ; পরন্তু আপনিও তদ্রূপই আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার এবং আমাদের বাক্য সত্য হইবে কিরূপে ? ব্রহ্মা সহাস্যে কহিলেন,—এই বালক মার্কণ্ডেয় মৎসম আয়ুঃসম্পন্ন হইবে এবং কল্পের আদিতে ও অন্তে আমার সাহায্য করিবে । এই কথা শুনিয়া সপ্তর্ষিগণ প্রীতমনে সেই বালককে লইয়া পূর্ব্বস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া তীর্থযাত্রায় গমন করিলেন ; মার্কণ্ডেয়ও গৃহে গমন করিল । যাইয়া মুনিবর মৃকণ্ডুকে কহিল যে, সপ্তর্ষিগণ আমাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া গিয়াছিলেন ; ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, এই বালক কল্পের আদিতে ও অন্তে আমার সহায় হইবে, এবং আমারই মত আয়ুঃসম্পন্ন হইবে । ইহার পর মুনিগণ আমাকে এখানে আশ্রমে আনিয়া

হি দ্বিজশ্রেষ্ঠ যাতু তে মনসো জ্বরঃ। মার্কণ্ডেয়বচঃ শ্রুত্বা মৃকণ্ডো মুনিসত্তমঃ। জগাম পরমং হর্ষং ক্ষণমেকং মুহূর্ত্তসহম্ ॥ ৪০ ॥ ততো ধৈর্য্যং সমাস্থায় বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৪১ ॥ অদ্য মে সফলং জ জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্। যত্ত্বয়া মে সুপুত্রেণ দৃষ্টো লোকপিতামহঃ ॥ ৪২ ॥ বাজপেয়সহস্রেণ রাজসূয় শতেন চ। যং ন পশ্যন্তি বিদ্বাংসঃ স ত্বয়া লীলয়া সুত ॥ ৪৩ ॥ দৃষ্টশ্চিরায়ুরপ্যেবং কৃতস্তেনাজযোনিনা। দিবারাত্রমহং তাত তব দুঃখেন দুঃখিতঃ। ন নিদ্রামনুগচ্ছামি তন্মে দুঃখং গতং মহৎ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মার্কণ্ডেয়েশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৯ ॥

দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি পুলস্ত্যেশ্বরমুত্তমম্। মার্কণ্ডেয়োত্তরে ভাগে ধনুষাং পঞ্চকে স্থিতম্ ॥ ১ ॥ তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি পূজয়িত্বা বিধানতঃ। সপ্তজন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুলস্ত্যেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। পুলস্ত্যেশ্বরাত্ততো দেবি নৈঋ'তে ধনুষাষ্টকে। পুলহেশ্বরনামানং তং চ ভক্ত্যা প্রপূজয়েৎ ॥ ১ ॥ হিরণ্যদানং দত্ত্বা বৈ সম্যগ্‌যাত্রাফলং লভেৎ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুলহেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১১ ॥

দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। পুলহেশ্বরাত্ততো দেবি নৈঋ'তে ধনুষাষ্টকে। ক্রত্বীশ্বরেতিনামানং মহাক্রতুফলপ্রদম্ ॥ ১ ॥ তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি পৌণ্ডরীকফলং লভেৎ। সপ্তজন্মনি দারিদ্র্যং ন দুঃখং তত্র জায়তে ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ক্রত্বীশ্বরমাহাত্ম্য বর্ণনং নাম দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১২ ॥

পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অতএব আমার জন্য আপনার মানস ক্লেশ দূর হউক। মুনিসত্তম মৃকণ্ড, মার্কণ্ডেয়ের এই কথা শুনিয়া এমন পরম হর্ষাবিষ্ট হইলেন যে, ক্ষণকাল তিনি একবারে বিহ্বল হইয়া গেলেন। পরে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া কহিলেন যে, অদ্য আমার জন্ম সফল, এবং জীবনও সার্থক হইল,—যেহেতু সুপুত্র তুমি পিতামহকে দর্শন করিয়াছ। হে পুত্র! বিদ্বান্‌গণ সহস্র বাজপেয়, ও শত রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারাও যাহার দর্শন পায় না, তুমি সেই পিতামহকে অবলীলাক্রমে নয়নগোচর করিয়াছ, আর সেই পদ্মজন্মা তোমাকে দীর্ঘায়ু করিয়া দিয়াছেন। হে তাত! আমি তোমার দুঃখে দিবারাত্র দুঃখিত থাকিতাম, নিদ্রা হইত না; আমার সেই মহৎদুঃখ অপনীত হইল।৩০—৪৪।

নবাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৯।

দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অয়ি মহাদেবি! অতঃপর পুলস্ত্যেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। উহা মার্কণ্ডেয়ের উত্তরদিকে পঞ্চধনু অন্তরে অপবস্থিত। হে দেবি! মানব তাঁহাকে দেখিয়া যথাবিধি পূজা করিলে সপ্তজন্মজ পাতক হইতে বিমুক্ত হয়। ইহাতে সংশয় নাই। ১। ২

দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১১০।

একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! পুলস্ত্যেশ্বরের নৈঋ'তদিকে অষ্টধনু অন্তরে পুলহেশ্বর নামক লিঙ্গ বিরাজমান। তাঁহাকে ভক্তিসহকারে অর্চ্চনান্তে সেখানে স্বর্ণদান করিলে সম্যক্ যাত্রাফল লাভ হয়।১ ২।

একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১১১।

দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! পুলহেশ্বরের নৈঋ'তদিকে অষ্টধনু অন্তরে ক্রত্বীশ্বর নামক মহাক্রতুফলদায়ক লিঙ্গ অবস্থিত। তাঁহার দর্শনে মানবের পৌণ্ডরীক যাগের ফল লাভ হয় এবং সপ্তজন্ম যাবৎ দুঃখ-দারিদ্র ভোগ হয় না। ১।২।

দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১১২।

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ক্রন্থীশাৎপূর্ব্বদিগ্‌ভাগে ধনুঃ-ষোড়শকান্তরে । কণ্ডপেশ্বরনামানং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি ধনবান্ পুত্রবান্ ভবেৎ । সর্ব্বপাতযুক্তোঽপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥২

ইতি শ্রীস্কান্দে কণ্ডপেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৩ ॥

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । ধনুষামষ্টভিস্তস্মাদীশানে কণ্ডপেশ্বরাৎ । কৌশিশকেশ্বরনামানং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ বসিষ্ঠতনয়ান্ হত্বা তত্র কৌশিকসত্তমঃ । স্থাপয়ামাস তল্লিঙ্গং মুক্তপাপস্তাতেঽভবৎ ॥ ২ ॥ তং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা তু লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কৌশিকেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্মহাদেবি কুমারেশ্বরমুত্তমম্ । মার্কণ্ডেশ্বরতো দেবি দক্ষিণে নাতিদূরতঃ । ধনুর্ব্বিংশতিভিস্তত্র স্থিতং স্বামিপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥ ততঃ কৃত্বা তপো ঘোরং কার্ত্তিকেয়েন ভামিনি । পরদারাপহারোত্থপাপানাং নাশহেতবে ॥ ২ ॥ লিঙ্গং স্থাপিতবাংস্তত্র স মুক্তঃ কিল্বিষাত্ততঃ । বৈরাগ্যাদ্ যৌবনং ত্যক্ত্বা কৌমারং পুনরাদদে ॥ ৩ ॥ পিতৄন্ হত্বা সুমালী চ তমারাধিতবান্ পুরা । সোঽপি মুক্তোঽভবদ্দেবি পাপাৎ পিতৃবধোদ্ভবাৎ ॥ ৪ ॥ কুমারেশ্বরনাম্নৈতৎ পূজিতং বৈ সুরাসুরৈঃ । তস্যাগ্রতঃ কুমারস্য কূপস্তিষ্ঠতি ভামিনি ॥ ৫ ॥ তত্র স্নাত্বা পূজয়েদ্‌যঃ শূলিনং স্বামিপূজিতম্ । স মুক্তঃ পাতকৈঃ সর্ব্বৈর্গচ্ছেৎ স্বামিপুরং মহৎ ॥ ৬ ॥ শাতকৌম্ভময়ং যস্তু তাম্রচূড়ং দ্বিজাতয়ে । দদ্যাৎ স্বামিনমুদ্দিশ্য স তু যাত্রাফলং লভেৎ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুমারেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৫ ॥

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—ক্রন্থীশের পূর্ব্বদিকে ষোড়শ ধনু অন্তরে কণ্ডপেশ্বর নামে মহাপাতকহর লিঙ্গ বিদ্যমান । মানব তাহাকে দর্শন করিলে ধনবান্ ও পুত্রবান্ হয় ; আর সে সর্ব্বপাতকযুক্ত হইলেও বিমুক্ত হয় ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ।১।২।

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।২১৩।

চতুর্দ্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—সেই কণ্ডপেশ্বরের ঈশানকোণে অষ্টধনু অন্তরে কৌশিকেশ্বর নামক মহাপাতকনাশক লিঙ্গ বিরাজমান । মুনিবর কৌশিক বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠতনয়গণের হত্যাসাধন করিয়া উক্ত লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক পাপমুক্ত হন । তাঁহার দর্শন ও অর্চ্চন করিলে মানব বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয় । ১।৩।

চতুর্দ্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।২১৪।

পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! তারপর উত্তম কুমারেশ্বর সমীপে যাইবে । দেবি ! মার্কণ্ডেয়েশ্বরের অনতিদূরে বিংশতি ধনু অন্তরে দক্ষিণদিকে উহা বিরাজিত । কুমারস্বামী উহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । অয়ি ভামিনি ! পূর্ব্বে কার্ত্তিকেয় তথায় পরদারজ পাপনাশমানসে একটী লিঙ্গ স্থাপন করিয়া সুমহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন । তারপর তিনি পাপমুক্ত হন । অতঃপর তিনি বৈরাগ্যবশে যৌবন পরিহারপূর্ব্বক পুনরায় কৌমার গ্রহণ করেন । এতদ্‌ভিন্ন পূর্ব্বে সুমালীও পিতৃগণের হত্যাসাধন করিয়া উক্ত লিঙ্গের আরাধনা করিয়াছিল, তাহাতে সেও পিতৃবধপাতক হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল । কুমারেশ্বর নামক ঐ লিঙ্গ সুরাসুরগণপূজিত । অয়ি ভামিনি ! তাহার অগ্রে কুমারের একটী কূপও আছে । যে নর সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া উক্ত কুমারস্বামিপূজিত লিঙ্গ পূজা করে, সে সর্ব্বপাতকমুক্ত হইয়া মহৎ কুমারপুরে গমন করে । যে জন স্বর্ণময় কুক্কুট নির্ম্মাণপূর্ব্বক

ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। মার্কণ্ডেশ্বরতো দেবি উত্তরে লিঙ্গমুত্তমম্। ধনুষাং পঞ্চদশভির্গৌতমেশ্বরনামকম্॥ ১॥ গুরুং হত্বা পুরা দেবি গৌতমঃ পাপদুঃখিতঃ। তত্র লিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য তস্মাৎ পাপাদ্বিমুচ্যত॥ ২॥ যস্তত্র কপিলাং দদ্যাৎ স্নাত্বা নদ্যাং বিধানতঃ। সম্পূজ্য বিধিবল্লিঙ্গং মুচ্যতে পঞ্চপাতকৈঃ॥ ৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গৌতমেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২১৬॥

সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। গৌতমেশ্বরতো দেবি পশ্চিমে নাতিদূরতঃ। ধনুঃষোড়শভির্দেবি দেবরাজেশ্বরঃ স্থিতঃ॥ ১॥ লিঙ্গং স স্থাপয়ামাস ততঃ পাপৈর্বিমুচ্যত। যস্তং সমাহিতমনাঃ পূজয়িষ্যতি মানবঃ। স চ মানবসম্ভূতাৎ পাতকাৎ সম্প্রমোক্ষ্যতি॥ ২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দেবরাজেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২১৭॥

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তত্রৈব মানবং লিঙ্গং মনুনা সম্প্রতিষ্ঠিতম্। পূর্ব্বং হত্বা সুতং দেবি মনুঃ পাপসমন্বিতঃ॥ ১॥ ক্ষেত্রং পাপহরং জ্ঞাত্বা তত্র প্রাতিষ্ঠদীশ্বরম্। মুক্তশ্চৈবাভবৎ পাপাত্তস্মাৎ পুত্রবধোদ্ভবাৎ॥ ২॥ পূজয়েন্মানবো যস্তু স মুক্তঃ পাতকৈর্ভবেৎ॥ ৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মানবেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২১৮॥

একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্মাদাগ্নেয়কোণে তু মার্কণ্ডেয়সমীপগম্। গুহালিঙ্গং মহাদেবি নীলকণ্ঠেতি বিশ্রুতম্॥ ১॥ বিষ্ণুনা পূজিতং পূর্ব্বং সর্ব্বপাতকনাশনম্॥ ২॥ তত্র যঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা তল্লিঙ্গং পাপমোচনম্। স পুত্রপৌত্রবান্ ধীমান্ মোদতে পৃথিবী·

কুমারস্বামীর প্রীতি-উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে প্রদান করে, সে যাত্রাফল প্রাপ্ত হয়। ১—৭।

পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২১৫।

ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! মার্কণ্ডেয়েশ্বরের উত্তরে পঞ্চদশ ধনু অন্তরে গৌতমেশ্বর নামক উত্তম লিঙ্গ বিরাজিত। হে দেবি! পূর্ব্বে গৌতম গুরুহত্যা করিয়া পাপ ক্লেশে ঐ স্থানে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পাপমুক্ত হইয়াছিলেন। যে মানব সেখানে নদীতে স্নানান্তে যথাবিধি লিঙ্গার্চ্চন করিয়া কপিল দান করে, সে পঞ্চপাতক হইতে বিমুক্ত হয়।১—৩

ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৬।

সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! গৌতমেশ্বরের অনতিদূরে ষোড়শ ধনু অন্তরে পশ্চিমদিকে দেবরাজেশ্বর নামক লিঙ্গ বর্ত্তমান দেবরাজ উক্ত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পাপবিমুক্ত হইয়াছিলেন। যে মানব সমাহিতমনে উক্ত লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, সে মানব সংসর্গজনিত পাতক হইতে বিমুক্ত হয়। ১। ২।

সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৭।

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—সেইখানেই মনুপ্রতিষ্ঠিত মানব লিঙ্গ বর্ত্তমান। পূর্ব্বে মনু পুত্রহত্যা করিয়া পাপী হইয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত পাপহর ক্ষেত্রের বিষয় অবগত হইয়া সেখানে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতেই তিনি পাপমুক্ত হন। যে মানব উক্ত লিঙ্গের পূজা করে সে, পাপচয় হইতে বিমুক্ত হয়। ১—৩।

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৮।

উনবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! মানবেশ্বরের অগ্নিকোণে মার্কণ্ডেয়ের নিকটেই নীলকণ্ঠ নামক একটি বিখ্যাত গুহালিঙ্গ বিদ্যমান। পূর্ব্বে বিষ্ণু উক্ত সর্ব্বপাতকনাশন লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। যে মানব তথায় যাইয়া ভক্তিসহকারে

তলে। ৩॥ এবং তত্র মহাদেবি মার্কণ্ডেয়েশ-সন্নিধৌ। ঋষীণামাশ্রমা যেহত্র দৃশ্যন্তেহদ্যাপি ভামিনি॥ ৪॥ অষ্টাশীতিসহস্রাণি ঋষীণামূর্দ্ধরেতসাম্। তত্র স্থিতানি দেবেশি মার্কণ্ডেয়াশ্রমান্তিকে॥ ৫॥ ঋষীণাঞ্চ গুহাস্তত্র সর্ব্বা লিঙ্গসমন্বিতাঃ। দৃশ্যন্তে পুণ্যতপসাং তদাশ্রমনিবাসিনাম্॥ ৬॥ তত্র যঃ স্থাপয়েল্লিঙ্গং মার্কণ্ডেশসমীপগম্। কুলানাং শতমুদ্ধৃত্য মোদতে দিবি দেববৎ॥ ৭॥ সর্ব্বে শিবময়া লোকাঃ শিবে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। তস্মাচ্ছিবং যজেদ্বিদ্বান্ য ইচ্ছেচ্ছ্রিয়মাত্মনঃ॥ ৮॥ শিবভক্তো ন যো রাজা ভক্তোহন্যেষু সুরেষু চ। স্বপতিং যুবতী ত্যক্ত্বা রমতেহন্যেষু বৈ যথা॥ ৯॥ ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে রাজানশ্চ মহর্দ্ধিকাঃ। মানবা মুনয়শ্চৈব সর্ব্বে লিঙ্গং যজন্তি চ॥ ১০॥ স্বনামকৃতচিহ্নানি লিঙ্গানীন্দ্রাদিভিঃ ক্রমাৎ। স্থাপিতানি যথা স্থানে মানবৈরপি ভূরিশঃ॥ ১১॥ স্থাপনাদ্ব্রহ্মহত্যাং চ ভ্রূণহত্যাং তথৈব চ। মহাপাপানি চান্যানি নিস্তীর্ণাঃ শিবতেজসা ১২॥ বৃত্রং হত্বা পুরা শক্রো মাহেন্দ্রং স্থাপ্য শঙ্করম্। লিঙ্গং চ মুক্তপাপোঽয়ন্ততোহসৌ ত্রিদিবং গতঃ॥ ১২॥ স্থাপয়িত্বা শিবং সূর্য্যো গঙ্গাসাগরসঙ্গমে। নিরাময়োহভূৎ সোমশ্চ প্রভাসে পশ্চিমোদধেঃ॥ ১৪॥ কাশ্যাং চৈব তথাদিত্যঃ সহ্যে গরুড়কাশ্যপৌ। প্রতিষ্ঠাং পরমাং প্রাপ্তৌ প্রতিষ্ঠাপ্য জগৎপতিম্॥ ১৫॥ খ্যাতদোষা হ্যহল্যাপি ভর্ত্তৃশপ্তাভবত্তদা। স্থাপ্যেশানং পুনঃ স্ত্রীত্বং লেভে পুত্রাংস্তথোত্তমান্॥ ১৬॥ পশ্যন্ত্যদ্যাপি যাঃ স্নাত্বা তত্রাহল্যেশ্বরং স্ত্রিয়ঃ। পুরুষাশ্চাপি তদ্দোষৈর্মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৭॥ স্থাপয়িত্বেশ্বরং শ্বেতশৈলে বলিবিরোচনৌ। উভাবপি হি সঞ্জাতাবমরৌ বলিনাং বরৌ॥ ১৮॥ রামেণ রাবণং হত্বা সসৈন্যং ত্রিদশেশ্বরঃ। স্থাপিতো বিধিবদ্ভক্ত্যা তীরে নদনদীপতেঃ॥ ১৯॥ স্বায়ম্ভুবর্ষিদেবাদিলিঙ্গহীনা ন ভূঃ ক্বচিৎ। ব্যাপারান্ সকলাংস্ত্যক্ত্বা

উক্ত পাপমোচন লিঙ্গের পূজা করে, সে পুত্রবান পশুমান্ ও ধীমান্ হইয়া ধরাতলে পরম আমোদ উপভোগ করে। অয়ি মহাদেবি! এতদ্ভিন্ন সেখানে মার্কণ্ডেয়ের আশ্রমসমীপে যে সকল আশ্রম অদ্যাপি দৃষ্ট হয়, অয়ি ভামিনি! উহা অষ্টাশীতি সহস্র উর্দ্ধরেতা মুনির আশ্রম। হে দেবেশি। মুনিগণ ঐ স্থানে মার্কণ্ডেয়াশ্রমসমীপে বাস করিতেন। সেই সমস্ত আশ্রমবাসী পুণ্যতপস্বী ঋষিগণের উক্ত আশ্রম সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ গুহাসমন্বিত; সেই সকল গুহায় পৃথক্ পৃথক্ লিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়। সেখানে মার্কণ্ডেশ্বরসমীপে যে জন লিঙ্গ স্থাপন করে, সে শত কুল উদ্ধারপূর্ব্বক স্বর্গে দেববৎ আমোদ প্রমোদ করে। সমস্ত লোকই শিবময়, আর শিবেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত; অতএব যদি শ্রী কামনা থাকে, তবে বিদ্বান্ মানবের শিবারাধনা কর্ত্তব্য। যে রাজা শিবভক্ত না হইয়া অপর দেবতার প্রতি ভক্তিমান্, সে পতিপরিত্যাগিনী উপপতিসঙ্গিনী তরুণী রমণীর ন্যায়। ব্রহ্মাদিদেবতা, রাজা, সমৃদ্ধিশালী মানব এবং মুনিগণ,—ইঁহারা সকলেই লিঙ্গারাধনা করেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অনেকানেক মানব যথাক্রমে স্ব স্ব নাম দ্বারা চিহ্নিত করিয়া স্থানে স্থানে বহু বহু লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন অনেকে লিঙ্গ স্থাপনপ্রভাবে শিবকৃপায় ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, ও অপরাপর মহাপাপ হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে শক্রদেব বৃত্রকে হত্যা করিয়া মাহেন্দ্র নামক শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার ফলে তৎপাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। সূর্য্যদেব গঙ্গাসাগরসঙ্গমে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া নিরাময় হইয়াছিলেন; আর সোমদেবও পশ্চিম সাগরতীরে প্রভাসক্ষেত্রে লিঙ্গস্থাপন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আদিত্যদেব কাশীতে ও গরুড় ও বিষ্ণু সহ্য পর্ব্বতে জগৎপতি শঙ্করের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,এবং তৎপ্রভাবে পরম প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া পরম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। খ্যাতদোষ অহল্যাও যখন ভর্ত্তা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন, তখন তিনি শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়া পুনরায় স্ত্রীত্ব লাভান্তে উত্তম পুত্র সকল পাইয়াছিলেন।১—১৬। অদ্যাপি সেখানে স্নানান্তে নরনারী সেই অহল্যেশ্বরকে অবলোকন করিলে উক্ত দোষ হইতে বিমুক্ত হয়। ইহাতে সংশয় নাই। বলি ও বিরোচন, উভয়েই শ্বেতশৈলে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া অমর ও প্রধান বলবান্ হইয়াছেন। রামচন্দ্র সসৈন্যে রাবণকে সংহার করিয়া সাগরতীরে ভক্তি সহকারে যথাবিধি শঙ্করপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ফলতঃ ভূমণ্ডলে এমন স্থান নাই, যেখানে স্বয়ম্ভূত কিম্বা ঋষিদেবাদিপ্রতিষ্ঠিত কোন প্রকার লিঙ্গই নাই। তোমরা অপর ব্যাপারনিকর পরিহার করিয়া

পূজয়ধ্বং শিবং সদা। নিকটা ইব দৃশ্যন্তে কৃতান্তনগরোপগাঃ। ২০। দেবি কিং বহুনোক্তেন বর্ণিতেন পুনঃ পুনঃ। প্রভাসক্ষেত্রসারং তু মার্কণ্ডেয়াশ্রমং প্রতি। ২১।

ইতি শ্রীস্কান্দে মার্কণ্ডেয়েশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ। ২১৯।

বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি দেবং ত্রৈলোক্যপূজিতম্। বৃষধ্বজেশ্বরং নাম স্থিতং দক্ষিণতস্তথা। ১। যত্তদক্ষরমব্যক্তং পরং যস্মান্ন বিদ্যতে। যোগগম্যমনাদ্যন্তং বৃষভধ্বজসংজ্ঞিতম্। ২। সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবি বুদ্ধিগ্রাহ্যং নিরাময়ম্। বিশ্বতঃপাণিপাদং চ বিশ্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। ৩। তং চ দেবং চিরং স্থাণুং বৃষভধ্বজসংজ্ঞিতম্। পৃথুর্মরুচ্চ ভরতঃ শশবিন্দুর্গয়ঃ শিবিঃ। ৪। রামোঽম্বরীষো মান্ধাতা দিলীপোঽথ ভগীরথঃ। সুহোত্রো রন্তিদেবশ্চ যযাতিঃ সগরস্তথা। ৫। ষোড়শৈতে নৃপা ধন্যাঃ প্রভাসং ক্ষেত্রমাশ্রিতাঃ। বৃষধ্বজেশমারাধ্য যজ্ঞৈরিষ্ট্বা দিবং গতাঃ। ৬। সত্যং বচ্মি হিতং বচ্মি সারং বচ্মি পুনঃ পুনঃ। অসারে দগ্ধসংসারে সারং তত্র শিবার্চ্চনম্। ৭। পুনর্জন্ম পুনর্মৃত্যুঃ পুনঃ ক্লেশঃ পুনর্জ্জরা। অহরহর্ঘটীযন্ত্রে ন কদাচিদপীদৃশঃ। ৮। তদাশ্বে তস্য স সারগ্রন্থেরত্যন্তদুর্ভিদঃ। পরং নির্ম্মূলবিচ্ছেদি ক্রিয়তাং তত্তবার্চ্চনম্। ৯। তস্য চিন্তামণির্গেহে তস্য কল্পদ্রুমঃ কুলে। কুবেরঃ কিঙ্করস্তস্য ভক্তির্যস্য শিবে স্থিতা। ১০। সেয়ং লক্ষ্মীঃ পুরা পুংসাং সেয়ং ভক্তিঃ সমীহিতা। সেয়ং শ্রেয়স্করী মূর্ত্তির্ভক্তির্যা বৃষভধ্বজে। ১১। পুষ্পৈঃ পঞ্চভিরপ্যত্র পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্। দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ। ১২। বৃষভস্তত্র দাতব্যো বৃষভধ্বজসন্নিধৌ। সর্ব্বপাতকনাশার্থং সম্যগযাত্রাফলেপ্সুভিঃ। ১৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে বৃষভধ্বজেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ। ২২০।

সর্ব্বদা শঙ্করের অর্চ্চনে নিরত হও; কারণ কৃতান্তনাগরিকদিগকে নিকটবর্ত্তী বলিয়াই বোধ হইতেছে। হে দেবি! বারম্বার বলায়—বহু বাগাড়ম্বরে ফল কি? প্রভাসক্ষেত্রের যাহা সার, তাহা সেই মার্কণ্ডেয়াশ্রমসমীপেই বিরাজমান। ১৭-২১।

উনবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৯

বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! ইহার দক্ষিণে বৃষধ্বজেশ্বর নামে ত্রৈলোক্যপূজিত লিঙ্গ বিদ্যমান। হে মহাদেবি! পরে সেই তীর্থে যাইবে। যাহা অক্ষয় ও অব্যক্ত, যাহার পর আর কিছুই নাই, যাহা যোগগম্য, অনাদি ও অনন্ত, সেই পরব্রহ্মই বৃষধ্বজমূর্ত্তিতে অবস্থিত। দেবি! সেই চির স্থির বৃষধ্বজ, বুদ্ধিগ্রাহ্য, নিরাময় ও সর্ব্বাশ্চর্য্যময়; উহার সর্ব্বত্রই পাণি পাদ নেত্র মস্তক মুখ বিরাজিত। পৃথু, মরুৎ, ভরত, শশবিন্দু, গয়, শিবি, রাম, অম্বরীষ, মান্ধাতা, সুহোত্র, রন্তিদেব, যযাতি, ও সগর এই ষোড়শ জন রাজা প্রভাসক্ষেত্র আশ্রয়পূর্ব্বক বৃষধ্বজের আরাধনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন; তাঁহারা বিবিধ যাগযজ্ঞ করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। আমি পুনঃপুনঃ সত্য করিয়া সার হিত কথা বলিতেছি, এই অসার দগ্ধসংসারে শিবার্চ্চনাই সার। ঘটীযন্ত্রের উত্থানপতনের ন্যায় প্রাণিগণের অহরহঃ জন্ম মৃত্যু জরা ক্লেশ ঘটিতেছে, ঘটিবে, কিন্তু এতাদৃশ লিঙ্গ কদাচ হয় নাই হইবে না। অতএব অবিলম্বেই এই অত্যন্ত দুর্ভেদ্য সংসারগ্রন্থির পরম নির্ম্মূলনক্ষম বৃষধ্বজ লিঙ্গের আরাধনা কর। শিবে যাহার ভক্তি আছে, তাহার গৃহে চিন্তামণি, কুলে কল্পপাদপ, আর কিঙ্করপদে ধনপতি অধিষ্ঠিত; বৃষধ্বজের প্রতি, যে ভক্তি,নরগণের তাহাই পরম শ্রী, তাহাই অভিমত ভোগৈশ্বর্য্য এবং তাহাই শ্রেয়োবিধায়িনী বিভূতি। মানব পাঁচটী পুষ্প দ্বারাও মহেশের পূজা করিলে দশটী অশ্বমেধের ফলপ্রাপ্ত হয়। সর্ব্বপাপ বিশুদ্ধি ও যাত্রাফলপ্রাপ্তি কামনায় সেই বৃষভধ্বজসমীপে বৃষভ দান কর্ত্তব্য। ১—১৩।

বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২০।

একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি দেবং চ ঋণমোচনম্ তস্মিন্ দৃষ্টে ঋণং ন স্যান্মাতাপিতৃসমুদ্ভবম্॥ ১॥ পিতরস্তু পুরা সর্ব্বে দিব্যক্ষেত্রং সমাগতাঃ। প্রভাসে তপসা যুক্তাঃ স্থিতা বর্ষগণান্ বহূন্॥ ২॥ অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ সোমপা আজ্যপাস্তথা। লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাসুঃ সর্ব্বে ভক্তিপরায়ণাঃ॥ ৩॥ ততঃ কালেন মহতা তুষ্টস্তেষাং মহেশ্বরঃ। ততঃ প্রত্যক্ষতাং গত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ৪॥ পরিতুষ্টোঽস্মি ভদ্রং বো ব্রূত যন্মনসেপ্সিতম্॥ ৫॥ পিতর ঊচুঃ। অস্মাকং দীয়তাং বৃত্তির্জ্জগত্যস্মিন স্বয়ং কৃতে। দেবানাং চ ঋষীণাঞ্চ মানুষাণাং মহীতলে॥ ৬॥ ভবানেব পরো লোকে সর্ব্বেষাং পদ্মসম্ভব। আগত্য বর্ণাশ্চত্বার ইহ যে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ॥ ৭॥ পৈতৃকাদ্ধু ঋণান্মুক্তা ভবন্তু গতকল্মষাঃ। ব্যন্তরত্বং সুরশ্রেষ্ঠ যেষাং বৈ পিতরো গতাঃ॥ ৮॥ সর্পবহ্নিবিষৈর্ব্বা যে নাশং নীতাঃ পিতামহাঃ। অপুত্রা বা সপুত্র বা সপিণ্ডীকরণং বিনা॥ ৯॥ ন কৃতানি পুরা যেষামেকোদ্দিষ্টানি ষোড়শ। তথা নৈব বৃষোৎসর্গো গোহতাশ্চাথ চান্ত্যজৈঃ॥ ১০॥ অথাপরে যে চ মৃতাঃ শৌচেন তু বিনাকৃতাঃ। তে চাত্র তর্পিতাঃ সর্ব্বে প্রয়ান্তু পরমাং গতিম্॥ ১১॥ শ্রীভগবানুবাচ। স্নাত্বা তু সলিলে পুণ্যে পিতৄণাং চৈব তর্পণম্। যে করিষ্যন্তি মনুজাঃ পিতৃভক্তিপরায়ণাঃ॥ ১২॥ অহং বরপ্রদস্তেষাং তারয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ। পিতৄন্ সর্ব্বান্ন সন্দেহো যদি পাপশতৈর্বৃতাঃ॥ ১৩॥ অস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা যো লিঙ্গং পূজয়িষ্যতি। যুষ্মাভিঃ স্থাপিতং লিঙ্গং স মুক্তঃ পৈতৃকাদৃণাৎ॥ ১৪॥ যস্মাদৃণাৎপ্রমুচ্যেত অস্য লিঙ্গস্য দর্শনাৎ। তস্মান্ময়া কৃতং নাম হ্যেতস্য ঋণমোচনম্॥ ১৫॥ ঈশ্বর উবাচ। হিরণ্যং মস্তকে দত্বা যঃ স্নাতি ঋণমোচনে। আত্মা বৈ তারিতস্তেন দত্তং ভবতি গোশতম্॥ ১৬॥ এবমুক্তা স ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন তত্র শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ। পূজয়েত্তন্মহাদেবি পিতৃলিঙ্গং সুরপ্রিয়ম্॥ ১৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ঋণমোচনমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২২১॥

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! সেখান হইতে ঋণমোচন দেবসমীপে গমন করিবে। তাহাকে দেখিলে পিতৃমাতৃঋণ পরিশোধ হয়। পুরাকালে অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ, আজ্যপ ও সোমপ পিতৃগণ দিব্য প্রভাসক্ষেত্রে আসিয়া ভক্তিযুক্ত চিত্তে লিঙ্গস্থাপনান্তে বহু বহু বৎসর যাবৎ তপস্যা করিতে থাকেন। তারপর দীর্ঘকালান্তে মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রত্যক্ষগোচর হইলেন এবং কহিলেন,—আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, তোমাদের মঙ্গল হউক, যাহা অভিলাষ বল। পিতৃগণ কহিলেন,—হে পদ্মসম্ভব! এ জগৎ আপনারই সৃষ্ট, আপনিই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অতএব ভূতলে দেবাসুর-নরগণ মধ্যে আমাদের একটী বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিউন। চারি বর্ণই যদি শ্রদ্ধাসহকারে এখানে আসিয়া এই লিঙ্গ দর্শন করে, তবে তাহার যেন নিষ্পাপ দেহে পৈতৃক ঋণ হইতে মুক্ত হয়। হে সুরশ্রেষ্ঠ! যাহাদিগের পিতৃগণ ব্যন্তরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, কিম্বা সর্প বহ্নি বা বিষ দ্বারা নিহত হইয়াছে, আর যাহারা অপুত্র বা সপুত্র অবস্থায় সপিণ্ডীকরণহীন হইয়াছে, যাহাদের উদ্দেশে ষোড়শৈকোদ্দিষ্ট ও বৃষোৎসর্গ অনুষ্ঠিত হয় নাই, আর যাহারা গো বা অন্ত্যজ জাতি দ্বারা নিহত হইয়াছে, যাহারা অশুচি অবস্থায় মরিয়াছে, তাহারা সকলেই যেন এখানে তর্পিত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হয়।১—১১। ভগবান্ কহিলেন,—যে সকল পিতৃভক্তিপরায়ণ মানব এখানে পুণ্যজলে স্নানান্তে পিতৃতর্পণ করিবে, তাহাদিগের পিতৃগণ যদি শত শত পাপে সমাবৃতও হয়, তথাপি বরদাতা আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের পরিত্রাণ করিব; ইহাতে সন্দেহ নাই। যে নর অত্রত্য তীর্থে স্নানান্তে আপনাদিগের স্থাপিত এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে, সে পিতৃঋণ হইতে বিমুক্ত হইবে। আর লিঙ্গদর্শনে পিতৃঋণমোচন হয় বলিয়া আমি ইহার "ঋণমোচন" নামকরণ করিলাম। ঈশ্বর কহিলেন,—যে জন মস্তকে স্বর্ণস্থাপনপূর্ব্বক ঋণমোচন তীর্থে স্নান করে, এবং পশ্চাৎ সেই সুবর্ণ দান করে, তৎকর্ত্তৃক আত্মা তারিত হয়; এবং শত গোদানের ফল লব্ধ হয়। হে মহাদেবি! ভগবান্ এই কথা বলিয়া তথায়ই অন্তর্হিত হইলেন। অতএব সেখানে সর্ব্বপ্রযত্নে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও সুরপ্রিয় পিতৃলিঙ্গের অর্চ্চনা কর্ত্তব্য। ১—১৭।

ংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২১।

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। তত্রৈব সংস্থিতং লিঙ্গং রুক্মবত্যা প্রতিষ্ঠিতম্। সর্ব্বপাপোপশমনং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ তত্র স্নাত্বা মহাতীর্থে লিঙ্গং সংপ্লাব্য যত্নতঃ। বিপ্রেভ্যো দাপয়েদ্বিত্তং মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রুক্মবতীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২২ ॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লিঙ্গং ত্রৈলোক্যপূজিতম্। গাত্রোৎসর্গমিতি খ্যাতং তস্য দক্ষিণতঃ স্থিতম্ ॥ ১ ॥ যত্র গাত্রং পরিত্যক্তং বলভদ্রেণ ধীমতা। অন্যৈশ্চৈব মহাভাগৈর্যাদবৈস্তত্র সংযুগে ॥ ২ ॥ যত্র তে যাদবাঃ ক্ষীণা ব্রহ্মশাপবলাগ্নিনা। এতৎ পুরুষোত্তমং ক্ষেত্রং সমন্তাদ্দশযোজনম্ ॥ ৩ ॥ যত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং দেবি তিষ্ঠতে পুরুষোত্তম। তদেব বৈষ্ণবং ক্ষেত্রং কলৌ পাতকনাশনম্ ॥ ৪ ॥ রহস্যং পরমং দেবি তীর্থানাং প্রবরং হি তৎ। পূর্ব্বং কৃতযুগে দেবি প্রেততীর্থং চ সংস্মৃতম্। কলৌ যুগে তু সম্প্রাপ্তে গাত্রোৎসর্গমিতি স্মৃতং ॥ ৫ ॥ ঋণমোচনপার্শ্বে তু মধ্যে তু পাপমোচনাৎ। এতন্মধ্যং সমাশ্রিত্য মৃতঃ পাপৈর্বিমুচ্যতে ॥ ৬ ॥ তস্য কিং বর্ণ্যতে দেবি যত্রানন্তফলং মহৎ। অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং স্নাত্বা হ্যবাপ্যতে ॥ ৭ যত্রাশ্বত্থং সমাসাদ্য সমাধিস্থস্তমানসঃ। মুমোচ তুস্ত্যজান্ প্রাণান্ ব্রহ্মদ্বারেণ কেশবঃ ॥ ৮ ॥ তত্র নারায়ণং সাক্ষাদ্বলভদ্রং চ রুক্মিণীম্। পূজয়িত্বা বিধানেন মুচ্যতে পাতকত্রয়াৎ ॥ ৯ ॥ তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা যঃ সন্তর্পয়তে পিতৄন্। প্রেতত্বাৎ পিতরো মুক্তা ভবন্তি শ্রাদ্ধদায়িনঃ ॥ ১০ ॥ গোঘ্নঃ সুরাপো দুর্ম্মেধা ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ। তত্র স্নাত্বা নরঃ সদ্যো বিপাপঃ সম্প্রপদ্যতে ॥ ১১ ॥ বাল্যে বয়সি যৎপাপং বার্দ্ধকে যৌবনেঽপি বা। অজ্ঞানাজ্ জ্ঞানতো বাপি যঃ করোতি নরঃ প্রিয়ে। তত্র স্নাত্বা প্রমুচ্যেত তীর্থে গাত্রপ্রমোচনে ॥ ১২ ॥ তত্র পিণ্ডপ্রদানেন পিতৄণাং জায়তে পরা। তৃপ্তির্বর্ষশতং যাবদেতদাহ পুরা হরিঃ ॥ ১৩ ॥ যঃ পুনশ্চান্নদানং তু তত্র কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ। তস্যাপ্যয়েঽপি দেবেশি ন

দ্বাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন—সেই স্থানেই রুক্মবতী প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বপাপহর সর্ব্বকামপ্রদ একটী লিঙ্গ বিদ্যমান। তথায় মহাতীর্থে স্নানান্তে সযত্নে উক্ত লিঙ্গের অভিষেক সম্পাদন করিয়া বিপ্রগণকে ধন দান করিলে মানব সর্ব্বপাতক হইতে বিমুক্ত হয়। ১।২।

দ্বাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।২২২।

ত্রয়োবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অয়ি মহাদেবি! তারপর উহার দক্ষিণদিকে অবস্থিত ত্রৈলোক্যপূজিত গাত্রোৎসর্গ নামক বিখ্যাত লিঙ্গ সমীপে যাইবে। ঐ স্থানে ধীমান্ বলভদ্র, এবং অপরাপর মহাভাগ যাদবগণ গাত্রবিসর্জ্জন করিয়াছেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মশাপরূপ সর্প দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যাদবগণ ঐ স্থানেই পরস্পর যুদ্ধ করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। উহাই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র; উহার পরিমাণ চতুর্দ্দিকে ষোড়শ যোজন। দেবি! ঐ স্থানে স্বয়ং পুরুষোত্তম অবস্থিত। কলিকালে ঐ পাপহর বৈষ্ণব ক্ষেত্র পরম রহস্য ও তীর্থশ্রেষ্ঠ। দেবি! পূর্ব্বে সত্যযুগে উহা প্রেততীর্থ নামে প্রসিদ্ধ ছিল, পরন্তু কলিযুগাগমে উহা গাত্রোৎসর্গ নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। দেবি! সেখানে স্নানাদিতে অনন্ত ফল হয়; সুতরাং তাহার মাহাত্ম্য আমি আর কি

ফল লাভ হয়। ঐ স্থানেই ভগবান্ কেশব, অশ্বত্থমূলে সমাধিস্থচিত্তে ব্রহ্মদ্বার দ্বারা দুস্ত্যজ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেখানে নারায়ণ বলভদ্র ও রুক্মিণীকে যথাবিধানে অর্চ্চনা করিলে মানব পাতকত্রয় হইতে মুক্ত হয়। যে নর তথায় স্নানান্তে ভক্তিসংকারে পিতৃগণের শ্রাদ্ধতর্পণ করে, তাহার পিতৃগণ প্রেতত্ব হইতে বিমুক্ত হয়। গোঘ্ন, সুরাপায়ী, ব্রহ্মহা, বা গুরুতল্পগামী, দুর্ব্বুদ্ধি মানবও তথায় স্নান করিয়া সদ্যঃ পাপমুক্ত হয়। বাল্যে যৌবনে, বার্দ্ধক্যে, অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে যে কোন পাপাচরণ করে, প্রিয়ে! গাত্রমোচনতীর্থে স্নান করিলে তৎসমস্ত হইতে বিমুক্ত হয়। সেখানে পিণ্ডপ্রদানে পিতৃগণের শতবার্ষিকী তৃপ্তিলাভ হয়; পূর্ব্বে হরি এই কথা কহিয়াছেন। আর সেখানে সমাহিতমনে যে মানব অন্নদান করে,

প্রেতো জায়তে নরঃ॥ ১৪॥ শ্রীদেব্যুবাচ। প্রেত-তীর্থমিতি প্রোক্তং পশ্চাদ্ গাত্রবিমোচনম্। বদ মে দেবদেবেশ প্রেততীর্থস্য কারণম্॥ ১৫॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি প্রেততীর্থস্য কারণম্। যচ্ছ্রুত্বা মানবো ভক্ত্যা মুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥ ১৬॥ পুরাসীদ্ গৌতমো নাম মহর্ষিঃ শংসিতব্রতঃ। ভৃগুকল্পাৎ সমায়াতঃ ক্ষেত্রে প্রাভাসিকে শুভে॥ ১৭॥ অয়নে চোত্তরে পুণ্যে শ্রীসোমেশদিদৃক্ষয়া। দৃষ্ট্বা সোমেশ্বরং দেবং স্নাত্বা তীর্থেষ্বনুক্রমশঃ॥ ১৮॥ স গচ্ছংস্তীর্থযাত্রায়াং গাত্রোৎসর্গং ততো গতঃ॥ ১৯॥ অথাসৌ ব্রাহ্মণো দেবি যাবৎ সীমামুপাগতঃ। তাবদ্বিষ্ণুপ্রিয়ং তত্র দদৃশে বৈষ্ণবং বনম্॥২০॥ পুরুষোত্তমনামাঢ্যং ক্ষেত্রঞ্চ ধনুষাং শতম্। তস্মিন্ ক্ষেত্রে স চাপশ্যৎ পঞ্চ প্রেতান্ সুদারুণান্॥ ২১॥ মহাবৃক্ষসমারূঢ়ান্মহাকায়ান্মহোৎকটান্। ঊর্দ্ধকেশান্ শঙ্কুকর্ণান্ স্নায়ুনদ্ধকলেবরান্॥ ২২॥ বিমাংসরুধিরান্নগ্নানথ কৃষ্ণকলেবরান্। দৃষ্ট্বাসৌ ভয়সন্ত্রস্তো বিনষ্টোঽস্মীত্যচিন্তয়ৎ॥ ২৩॥ ধ্যাত্বাহ সুচিরং কালং ধৈর্য্যমাস্থায় যত্নতঃ। কে যূয়ং বিকৃতাকারা দৃষ্টাঃ পূর্ব্বংময়া পুরা॥ ২৪॥ ন কদাচিদ্যথা যূয়ং কিমর্থং ক্ষেত্রমধ্যতঃ। ধাবমানাঃ সুদুঃখার্ত্তা এতন্মে কৌতুকং মহৎ॥ ২৫॥ প্রেতা উচুঃ। বয়ং প্রেতা মহাভাগ দূরাদিহ সমাগতাঃ। শ্রুত্বা তীর্থবরং পুণ্যং প্রবেশং ন লভামহে॥ ২৬॥ গণৈরস্তর্দ্ধানগতৈঃ প্রহারৈর্জ্জর্জ্জরীকৃতাঃ। লেখকো রোহকশ্চৈব সূচকঃ শীঘ্রগস্তথা॥ ২৭॥ অহং পর্য্যুষিতো নাম পঞ্চমঃ পাপকৃত্তমঃ॥ ২৮॥ গৌতম উবাচ। প্রেতযোনৌ প্রবৃত্তানাং কেন নামানি কৃৎস্নশঃ। যুষ্মাকং নির্ম্মিতান্যেবমেতন্মে কৌতুকং মহৎ॥ ২৯॥ প্রেতা উচুঃ। যাচমানস্য বিপ্রস্য লিখত্যেব ধরাতলে। নোত্তরং পঠতে কিঞ্চিত্তেনাসৌ লেখকঃ স্মৃতঃ॥ ৩০॥ দ্বিতীয়ো ব্রাহ্মণভয়াৎ প্রাসাদমধিরোহতি। ততোঽসৌ রোহকাখ্যোঽভূচ্ছৃণু বিপ্র তৃতীয়কম্॥ ৩১॥ সূচিতা বহবোঽনেন ব্রাহ্মণা বিত্তসংযুতাঃ। রাজ্ঞে পাপেন তেনাসৌ সূচকো ভুবি বিশ্রুতঃ॥ ৩২॥ ব্রাহ্মণৈঃ প্রার্থ্যমানস্তু শীঘ্রং ধাবতি নিত্যশঃ। ন

হে দেবেশি! তাহার বংশে কদাচ কেহ প্রেতত্ব প্রাপ্ত না। ১—১৪। দেবী কহিলেন,—হে দেব দেবেশ! আপনি প্রেততীর্থের গাত্রবিমোচন নামে প্রসিদ্ধির কারণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, হে দেবদেবেশ! সেই প্রেততীর্থের উৎপত্তিকারণ আমার নিকট বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—শুন দেবি! মানব ভক্তিসহকারে যাহা শুনিলে সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হয়, সেই প্রেততীর্থের কারণ বলিতেছি। পুরাকালে গৌতম নামে এক সংশিতব্রত মহর্ষি ছিলেন। তিনি একদা পুণ্য উত্তরায়ণকালে শ্রীসোমেশ্বর দর্শনার্থে ভৃগুকল্প হইতে শুভ প্রভাসতীর্থে আগমন করেন। আসিয়া যাবতীয়তীর্থে অভিষেকান্তে সোমেশ্বরকে দর্শন করিয়া পরে তীর্থযাত্রাক্রমে গাত্রোৎসর্গ তীর্থের দিকে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে সেই ব্রাহ্মণ ক্রমে সীমার সমীপস্থ হইয়া এক বিষ্ণুপ্রিয় বন দেখিতে পাইলেন। উহার নাম পুরুষোত্তম, পরিমাণ শত ধনুঃ। তন্মধ্যে মহাবৃক্ষারূঢ়, মহাকায় মহোৎকট, ঊর্দ্ধকেশ, শঙ্কুকর্ণ শিরাব্যাপ্তিশরীর, মাংসশোণিতহীন, কৃষ্ণকায়, নগ্ন, সুদারুণ পঞ্চপ্রেত দর্শনে ভয়সন্ত্রস্ত হইয়া ভাবিলেন যে, আমি তো বিনষ্ট হইলাম। পরে সযত্নে ধৈর্য্যধারণে কিয়ৎ কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন,—তোমরা কে? পূর্ব্বে আমি তোমাদের ন্যায় বিকৃতাকার প্রাণী দেখি নাই! আর এই ক্ষেত্রমধ্যেই বা কি জন্য তোমরা দুঃখার্ত্তভাবে ধাবিত হইতেছ? ইহাতে আমার মহৎ কৌতুক জন্মিতেছে। প্রেতগণ কহিল,—হে মহাভাগ! আমরা এই পুণ্যতীর্থের নাম শুনিয়া দূর হইতে এখানে আসিয়াছি। পরন্তু প্রবেশ করিতে পারিতেছি না। অদৃশ্য রক্ষিগণের প্রহারে জর্জ্জরীকৃত হইতেছি মাত্র। এই লেখক, রোহক, সূচক, শীঘ্রগ, আর প্রধান পাতকী আমি পর্য্যুষিত নামক। ১৫—২৫। গৌতম কহিলেন,—প্রেত যোনিতে তোমাদের এই নামকরণ করিল কে? এ বিষয়ে আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে। প্রেতগণ কহিল,—ভূতলে থাকিতে এই ব্যক্তি প্রার্থী ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনা লিখিয়া জানাইত, কিন্তু রাজকীয় উত্তর প্রার্থিদিগকে বলিত না। এই জন্য ইহার নাম হইয়াছে লেখক। আর এই দ্বিতীয় ব্যক্তি যাচক ব্রাহ্মণগণের ভয়ে প্রাসাদে আরোহণ করিয়া থাকিত; সেই জন্য ইহার নাম হইয়াছে রোহক। বিপ্র! এই তৃতীয় ব্যক্তির কথা শুন। এ ব্যক্তি রাজার নিকট বহু বহু ধনবান্ ব্রাহ্মণের কথা তুলিয়াছে; সেই পাপে ভূতলে সূচক নামে খ্যাত হইয়াছে। আর এই চতুর্থ

কদাচিদ্দদাতি স্ম তেনাসৌ শীঘ্রগঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৩ ॥ ময়া কদন্নং দত্তঞ্চ পর্য্যুষিতং ব্রাহ্মণোত্তমে। ব্রাহ্মণেভ্যঃ সদা দানং মিষ্টান্নেন তু পোষণম্। তস্মাৎ পর্য্যুষিতোনাম সঞ্জাতোঽহং ধরাতলে ॥ ৩৪ ॥ গৌতম উবাচ। ন বিনা ভোজনেনৈব প্রবর্ত্তন্তে প্রাণিনো ভুবি। কিমাহারা ভবন্তো বৈ বদধ্বং মম কৌতুকাৎ ॥ ৩৫ ॥ প্রেতা উচুঃ। প্রাপ্তে ভোজনকালে তু যত্র যুদ্ধং প্রবর্ত্ততে। তত্রান্নস্য রসং সর্ব্বং ভুঞ্জামো দ্বিজসত্তম ॥ ৩৬ ॥ নানুলিপ্তে ধরাপৃষ্ঠে যত্র ভুঞ্জন্তি মানবাঃ। ভ্রষ্টশৌচা দ্বিজশ্রেষ্ঠ তদস্মাকং তু ভোজনম্ ॥ ৩৭ ॥ অপ্রক্ষালিতপাদস্তু যো ভুঙ্‌ক্তে দক্ষিণামুখঃ। যো বেষ্টিতশিরা ভুঙ্‌ক্তে প্রেতা ভুঞ্জন্তি নিত্যশঃ ॥ ৩৮ ॥ শ্রাদ্ধং সম্পশ্যতে শ্বা চেন্নারী চৈব রজস্বলা। অন্ত্যজঃ শূকরশ্চান্নং তদস্মাকং তু ভোজনম্ ॥ ৩৯ ॥ ত্যক্ত্বা ক্রমাগতং বিপ্রং পূজিতং প্রপিতামহৈঃ। যো দানং দদতেঽন্যস্মৈ তস্মৈ চাতুষ্টচেতসা ॥ ৪০ ॥ তস্য দানস্য যৎপুণ্যং তদস্মাকং প্রজায়তে। যস্মিন্ গৃহে সদোচ্ছিষ্টং সদা চ কলহো ভবেৎ। বৈশ্বদেববিহীনে তু তত্র ভুঞ্জামহে বয়ম্ ॥ ৪১ ॥ গৌতম উবাচ। যুষ্মাকং কীদৃশে গেহে প্রবেশো ন চ বিদ্যতে। সত্যং বদত মাসত্যং সত্যং সাধুষু সঙ্গতম্ ॥ ৪২ ॥ প্রেতা উচুঃ। বৈশ্বদেবোত্থবা যত্র ধূমবর্ত্তিঃ প্রদৃশ্যতে। তস্মিন্ গেহে ন চাস্মাকং প্রবেশো বিদ্যতে দ্বিজ ॥ ৪৩ যস্মিন্ গৃহে প্রভাতে তু ক্রিয়তে চোপলেপনম্। বিদ্যতে বেদনির্ঘোষস্তত্রাস্মাকং ন কিঞ্চন ॥ ৪৪ ॥ গৌতম উবাচ। কেন কর্ম্মবিপাকেণ প্রেতত্বং ব্রজতে নরঃ। এতন্মে বিস্তরেণৈব যথাবদ্বক্তুমর্হথ ॥ ৪৫ ॥ প্রেতা উচুঃ। মৃষাপহারিণো যে চ যে চোচ্ছিষ্টা ব্রজন্তি চ। গোব্রাহ্মণহতাশ্চৈব প্রেতত্বং তে ব্রজন্তি হি ॥ ৪৬ ॥ পৈশুন্যনিরতা যে চ কূটসাক্ষ্যরতা নরাঃ। ন্যায়পক্ষে ন বর্ত্তন্তে মৃতাঃ প্রেতা ভবন্তি তে ॥ ৪৭ ॥ শ্লেষ্মমূত্রপুরীষাণি যে ক্ষিপন্তি সরোবরে। প্রেতত্বং তে সমাসাদ্য বিচরন্তি চ মানবাঃ ॥ ৪৮ ॥ দীয়মানং তু বিপ্রাণাং গোষু বিপ্রাতুরেষু চ। মা দেহীতি প্রজল্পন্তস্তে চ প্রেতা ভবন্তি চ ॥ ৪৯ ॥ শূদ্রান্নেনোদরস্থেন যদি বিপ্রো ম্রিয়েত বৈ। প্রেতত্বং যাত্যসৌ নূনং যদ্যপি স্যাৎ ষড়ঙ্গবিৎ ॥ ৫০ ॥ যস্ত্রীন্ হলে বলীবর্দ্দান্ বাহ-যন্মদসংযুতঃ। অমাবাস্যাং বিশেষেণ স প্রেতো

ব্যক্তি ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইত কিন্তু কদাচ কাহাকেও কিছুমাত্র দিত না। সেই জন্য এ ব্যক্তি ধাবক নামে অভিহিত। আর এই পঞ্চম আমি—উত্তম ব্রাহ্মণকেও জঘন্য পর্য্যুষিত কদন্ন প্রদান করিতাম; আর নিজে উত্তমোত্তম মিষ্টান্ন দ্বারা আত্মপোষণ করিতাম। সেই জন্য ধরাতলে আমি পর্য্যুষিত নাম ধারণ করিয়াছি। গৌতম কহিলেন,—ভূতলে কোন প্রাণীই আহার ব্যতীত বাঁচে না; অতএব তোমাদিগের আহার কি? তাহা জানিবার জন্য আমার কৌতুক হইতেছে; আমাকে তাহা বল। প্রেতেরা কহিল,—হে দ্বিজসত্তম! যদি কোথায়ও ভোজন কালে বিবাদ আরব্ধ হয়, তবে আমরা সেই অন্নের সমুদয় রস ভক্ষণ করিয়া থাকি। অননুলিপ্ত ভূতলে রাখিয়া শীলভ্রষ্ট মানবগণ যে ভোজন করে, হে দ্বিজবর! তাহাই আমাদিগের আহার। নরগণ অধৌতপদে দক্ষিণমুখে, বা বেষ্টিতমস্তকে, যে ভোজন করে, প্রেতগণ প্রতিদিন তাহাই ভোজন করিয়া থাকে। কুকুর, রজস্বলা, অন্ত্যজ কিম্বা শূকর যদি শ্রাদ্ধ বা অন্ন দর্শন করে, তবে তাহা আমাদের আহার। পূর্ব্বপুরুষক্রমাগত দানীয় ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া যদি অন্য ব্রাহ্মণকে দান করা যায়, কিম্বা অশ্রদ্ধায় যাহা দান করা যায়, সেই দানফল আমরা প্রাপ্ত হই। যে গৃহে উচ্ছিষ্টপাত্র দীর্ঘকাল থাকে, যেখানে সদাই কলহ হয়, কিম্বা যাহা বৈশ্বদেবহীন, আমরা সেখানে ভোজন করি।২৬-৪১। গৌতম কহিলেন,—কিরূপ গৃহে তোমাদের প্রবেশ ঘটে না? ইহা সত্য করিয়া বল; অসত্য বলিও না, কারণ সাধুজন সমীপে সত্যোক্তিই সঙ্গত। প্রেতগণ কহিল,—হে দ্বিজ! যে গৃহে অনুষ্ঠিত বৈশ্বদেবের ধূমবর্ত্তি দৃষ্ট হয়, সেখানে আমাদের প্রবেশ নাই। প্রাতঃকালে যে সকল গৃহে উপলেপন ও বেদঘোষ হয়, সেখানেও আমাদের কোন অধিকার নাই। গৌতম কহিলেন,—মনুষ্য কোন্ কর্ম্মবিপাকে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা আমায় সমস্তই যথাযথ বল। প্রেতগণ কহিল,—যাহারা মৃষাপহারী, উচ্ছিষ্টাবস্থায় গমনকারী, কিম্বা যাহারা গো অথবা ব্রাহ্মণ দ্বারা হত হয়, তাহারা প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ ষড়ঙ্গবেত্তা হইলেও যদি উদরে শূদ্রান্ন থাকিতে মৃত্যু হয়, তবে তাহারও প্রেতত্ব হইয়া থাকে। যে মূঢ় মানব অমাবস্যায় হল চালনা করে, কিম্বা তিনটী বলীবর্দ্দ দ্বারা হল চালনা করায়, সেও প্রেতত্ব

জায়তে নরঃ॥ ৫১॥ নাস্তিকো নিন্দকঃ ক্ষুদ্রো নিত্যনৈমিত্তবর্জ্জিতঃ। ব্রাহ্মণান্ দ্বেষ্টি যো নূনং স প্রেতো জায়তে নরঃ॥ ৫২॥ বিশ্বাসঘাতকো যশ্চ ব্রহ্মহা স্ত্রীবধে রতঃ। গোঘ্নো গুরুঘ্নঃ পিতৃহা স প্রেতো জায়তে নরঃ॥ ৫৩॥ যস্য নৈব প্রদত্তানি একোদ্দিষ্টানি ষোড়শ। মৃতস্য ন বৃষোৎসর্গঃ স প্রেতো জায়তে নরঃ॥ ৫৪॥ এতদ্ধি সর্ব্বমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টাঃ স্ম দ্বিজোত্তম। ভূয়ো ব্রূহি দ্বিজশ্রেষ্ঠ যশ্চাস্তি তব সংশয়ঃ॥ ৫৫॥ গৌতম উবাচ। যেন কর্ম্মবিপাকেণ ন প্রেতো জায়তে নরঃ। তন্মে বদত নিঃশেষং কৌতুকং মেঽত্র বিদ্যতে॥ ৫৬॥ প্রেতা উচুঃ। তীর্থযাত্রারতো যশ্চ দেবার্চ্চনপরায়ণঃ। ব্রাহ্মণেষু সদা ভক্তো ন প্রেতো জায়তে নরঃ॥ ৫৭॥ নিত্যং শৃণোতি শাস্ত্রাণি নিত্যং সেবতি পণ্ডিতান্। বৃদ্ধাংশ্চ পৃচ্ছতে নিত্যং ন স প্রেতো বিজায়তে॥ ৫৮॥ এতস্মাৎ কারণাৎ প্রাপ্তা বয়ং সর্ব্বে সুদূরতঃ। ন শক্নুমো প্রবেষ্টুঞ্চ পুণ্যেঽস্মিন্ ক্ষেত্র উত্তমে॥ ৫৯॥ নির্ব্বিণ্নাঃ প্রেতরূপেণ তস্মাত্ত্বং দ্বিজসত্তম। গতির্ভব মহাভাগ সর্ব্বেষাং নঃ প্রযত্নতঃ॥ ৬০॥ গৌতম উবাচ। কথং বো জায়তে মোক্ষো বদধ্বং কৃৎস্নশো মম। কৃপয়াবিষ্টচিত্তোঽহং যতিষ্যে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬১॥ প্রেতা উচুঃ। প্রভূতকালমস্মাকং প্রেতত্বে তিষ্ঠতাং বিভো। ন ত্বভ্যেতি পুমান্ কশ্চিদস্মাকং যো গতির্ভবেৎ॥ ৬২॥ তস্মাত্ত্বং দেহি নঃ শ্রাদ্ধং গত্বা ক্ষেত্রন্তু বৈষ্ণবম্। নামগোত্রাণি চাদায় মোক্ষং যাস্যামহে ততঃ॥ ৬৩॥ ঈশ্বর উবাচ। ততোঽসৌ ব্রাহ্মণো গত্বা দয়াবিষ্টো হরের্গৃহম্। শ্রাদ্ধঞ্চ প্রদদৌ তেষামেকৈকস্য পৃথক্ পৃথক্॥ ৬৪॥ যস্যযস্য যদা শ্রাদ্ধং করোতি দ্বিজসত্তমঃ। স রাত্রৌ স্বপ্ন এত্যেনং দর্শনে বাক্যমব্রবীৎ॥ ৬৫॥ প্রসাদাত্তব বিপ্রেন্দ্র মুক্তোঽহং প্রেতযোনিতঃ। স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি বিমানং মে হ্যুপস্থিতম্॥ ৬৬॥ এবং সন্তারিতাস্তেন চত্বারস্তে দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৬৭॥ অথাসৌ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠঃ সম্প্রাপ্তে পঞ্চমে দিনে। প্রদদৌ বিধিপূর্ব্বন্তু শ্রাদ্ধং পর্য্যুষিতস্য চ॥ ৬৮॥ অথাপশ্যত স্বপ্নান্তে প্রাপ্তং পর্য্যুষিতং নরম্। দীনবাক্যং পরিক্লিষ্টং নিঃশ্বসন্তং মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ৬৯॥ পর্য্যুষিত উবাচ।

প্রাপ্ত হয়! নাস্তিক, নিন্দক, ক্ষুদ্রচেতা, নিত্য নৈমিত্তিককর্ম্মত্যাগী, ও ব্রাহ্মণদ্বেষী মানবও প্রেতত্ব লাভ করে। বিশ্বাসঘাতক, ব্রহ্মঘাতী, স্ত্রীবধাসক্ত, গোঘ্ন, এবং গুরুঘ্ন, ব্যক্তিই প্রেত হয়। যে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে ষোড়শ একোদ্দিষ্ট ও বৃষোৎসর্গ না করা হয়, সেও প্রেতত্ব লাভ করে। হে দ্বিজোত্তম! এই তো আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সমস্ত কহিলাম। হে দ্বিজবর! তোমার আর যাহা সংশয় থাকে বল। ৪২—৫৫। গৌতম কহিলেন,—যে কর্ম্মের ফলে প্রেতত্ব হয় না, আমার নিকট তাহা নিঃশেষরূপে বল; আমার এ বিষয়ে কৌতুক রহিয়াছে। যে মানব তীর্থযাত্রারত, দেবার্চ্চনাপরায়ণ, ও সদা ব্রাহ্মণভক্ত, সে প্রেত হয় না। যে জন নিয়ত শাস্ত্র শ্রবণ করে, নিত্য পণ্ডিতের উপাসনা করে, ও বৃদ্ধগণের নিকট জিজ্ঞাসা করে, সেও প্রেত হয় না। আমরা এই জন্যই সুদূর দেশ হইতে এখানে আসিয়াছি, পরন্তু এই উত্তম পুণ্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিতেছি না। এই প্রেতাবস্থায় আমরা নিতান্ত নির্ব্বিণ্ন হইয়া পড়িয়াছি অতএব হে দ্বিজসত্তম! আপনি একটু যত্ন করিয়া আমাদের সকলের গতি হউন। গৌতম কহিলেন,—আমি তোমাদের প্রতি কৃপাবিষ্টচিত্ত হইয়াছি, অতএব কিরূপে তোমাদের মোক্ষ হইবে, আমাকে সম্পূর্ণ বল, আমি যত্ন করিব, এ বিষয়ে সংশয় নাই। প্রেতগণ কহিল—বিভো! আমরা প্রভূত কাল প্রেতভাবে আছি, কিন্তু এযাবৎ আমাদের মোচন করিতে পারে এমন কোন ব্যক্তিই আমরা পাই নাই; অতএব তুমি আমাদের জন্য বৈষ্ণব ক্ষেত্রে যাইয়া নাম গোত্র উল্লেখ সহকারে শ্রাদ্ধ দান কর, তাহা হইলেই আমরা মোক্ষলাভ করিব। ঈশ্বর কহিলেন,—তারপর সেই দয়াবিষ্ট ব্রাহ্মণ গৌতম বৈষ্ণবক্ষেত্রে যাইয়া তাহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিলেন। দ্বিজসত্তম গৌতম যে যে দিন যাহার যাহার জন্য শ্রাদ্ধ করিলেন সে সে সেই সেই রাত্রিতে স্বপ্নে প্রত্যক্ষগোচর হইয়া কহিল,—হে দ্বিজবর! আমি তোমার প্রসাদে প্রেতযোনি হইতে মুক্ত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক, আমার বিমান উপস্থিত; আমি এখন যাইব। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ গৌতম এইভাবে চারিজন প্রেতের পরিত্রাণ করিয়া পঞ্চম দিনে পর্য্যুষিতের উদ্দেশেও বিধিমত শ্রাদ্ধ দান করিলেন; পরন্তু রাত্রিকালে স্বপ্নে দেখিলেন যে, পর্য্যুষিত আসিয়া উপস্থিত হইল। সে মুহুর্ম্মুহু

ন মে জাতা গতিবিপ্র মন্দভাগ্যস্য পাপিনঃ। ময়া হৃতং তড়াগার্থং যদ্বিত্তং প্রগুণীকৃতম্ ॥ ৭০ ॥ গৌতম উবাচ। কথং তে জায়তে মোক্ষো বদ শীঘ্রমশেষতঃ। করিষ্যে নাত্র সন্দেহো যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্ ॥ ৭১ ॥ পর্য্যুষিত উবাচ। অয়নে চোত্তরে প্রাপ্তে গত্বা তীর্থং হরিপ্রিয়ম্। শ্রাদ্ধং ত্বং দেহি মে নূনং ততো গতির্ভবিষ্যতি ॥ ৭২ ॥ ঈশ্বর উবাচ। এবমুক্তঃ স বিপ্রেন্দ্রস্তেন প্রেতেন বৈ মুনিঃ। অয়নে চোত্তরে প্রাপ্তে গত্বা তীর্থং হরিপ্রিয়ম্। প্রদদৌ বিধিবচ্ছ্রাদ্ধং ততঃ পর্য্যুষিতায় চ ॥ ৭৩ ॥ ততঃ পর্য্যুষিতো রাত্রৌ স্বপ্নান্তে বাক্যমব্রবীৎ। প্রসন্নবদনো ভূত্বা দিব্যমাল্যবপুর্দ্ধরঃ ॥ ৭৪ ॥ পর্য্যুষিত উবাচ। মুক্তোহহং ত্বৎপ্রসাদেন প্রেতভাবাদ্দ্বিজোত্তম। স্বস্তি তেহস্তু গমিষ্যামি বিমানং মে হ্যুপস্থিতম্ ॥ ৭৫ ॥ দেবত্বঞ্চ ময়া প্রাপ্তং সমর্থোহহং দ্বিজোত্তম। বরং দদামি তে বিপ্র গৃহাণ ত্বং বরং শুভম্ ॥ ৭৬ ॥ ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা। নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ৭৭ ॥ গৌতম উবাচ। যদি দেয়ো বরোঽস্মাকং সমর্থোহসি বরপ্রদ। যত্র স্থানে ময়া দৃষ্টাঃ প্রেতা যূয়ং সুদুঃখিতাঃ। তত্রাহং চাশ্রমং কৃত্বা করিষ্যে চোত্তমং তপঃ ॥ ৭৮ ॥ নির্গন্তাস্মি গৃহং ভূয়ঃ স্নাত্বা তীর্থমিদং মহৎ। তত্র যো মানবো ভক্ত্যা পিতৄনুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ ॥ ৭৯ ॥ বিধিবদ্দাস্যতি শ্রাদ্ধং স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবতাঃ। যুষ্মৎপ্রসাদাত্তস্য স্যুর্বংশেঽপি কদাচন। মা ভূয়াৎ প্রেতভাবো হি অপি পাপান্বিতস্য ভোঃ ॥ ৮০ ॥ পর্য্যুষিত উবাচ। গচ্ছ ত্বং চাশ্রমং তত্র কুরু ব্রাহ্মণসত্তম। গমিষ্যসি পরাং সিদ্ধিং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যসি ॥ ৮১ ॥ তত্র যে মানবা ভক্ত্যা শ্রাদ্ধং দাস্যন্তি সত্তমাঃ। পিতৄণাং তে বিমানস্থা যাস্যন্তি ত্রিদিবালয়ম্ ॥ ৮২ ॥ ন তেষাং বংশজঃ কশ্চিৎ প্রেতত্বঞ্চ গমিষ্যতি। প্রাহুঃ সপ্তপদীং মৈত্রীং পণ্ডিতাঃ স্থিরবুদ্ধয়ঃ ॥ ৮৩ ॥ মিত্রতাং তু পুরস্কৃত্য কিং তদ্বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু। তবাশ্রমপদং পুণ্যং ভবিষ্যতি মহীতলে ॥ ৮৪ ॥ সর্ব্বপাপপ্রণ-

---

নিশ্বাসপরায়ণ, দীনবচন ও পরিক্লিষ্টাকায়। পর্য্যুষিত কহিল,—বিপ্র! আমি অতি মন্দভাগ্য পাপী, আমি তড়াগনিমিত্ত দ্বিগুণীকৃত বিত্ত অপহরণ করিয়াছিলাম, সেই জন্য আমার মুক্তি হয় নাই। গৌতম কহিলেন,—কিরূপে তোমার মোক্ষ হয়, শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে বল। তাহা যদি দুঃসাধ্যও হয়, তথাপি আমি তাহা করিব। ইহাতে সংশয় নাই। পর্য্যুষিত কহিল,—উত্তরায়ণকালে তুমি হরিপ্রিয় তীর্থে যাইয়া শ্রাদ্ধ দান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার মুক্তি হইবে। এই কথা শুনিয়া বিপ্রেন্দ্র গৌতম উত্তরায়ণকালে সেই প্রেতের সহিত উক্ত হরিপ্রিয় ক্ষেত্রে যাইয়া পর্য্যুষিতের উদ্দেশে যথাবিধি শ্রাদ্ধ দান করিলেন। পরে রাত্রিকালে পর্য্যুষিত প্রসন্নবদন ও দিব্য মাল্যভূষিত দিব্যদেহে স্বপ্নে প্রত্যক্ষগোচর হইয়া কহিল,—হে দ্বিজোত্তম! তোমার প্রসাদে আমি প্রেতভাব হইতে বিমুক্ত হইলাম। তোমার মঙ্গল হউক, আমি এখন যাইব; আমার বিমান উপস্থিত। হে দ্বিজোত্তম, আমি এখন দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, বরদান করিতে সক্ষম; অতএব তোমাকে বরদান করিব; তুমি শুভ বর গ্রহণ কর। ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, চৌর ও ব্রতচ্যুত,—সাধুগণ ইহাদেরও নিষ্কৃতি বিধান করিয়াছেন, কিন্তু কৃতঘ্নের কোথাও নিষ্কৃতি বিহিত নাই। ৫৬—৭৭ গৌতম কহিলেন,—হে বরপ্রদ! তুমি তো বরদানে সমর্থ; সুতরাং যদি আমাকে বর দান কর, তবে আমি যেখানে তোমাদিগকে সুদুঃখিত পঞ্চপ্রেতরূপে অবলোকন করিয়াছিলাম, সেই স্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া উত্তম তপস্যা করিব; এবং পরে এই মহৎ তীর্থে স্নানান্তে গৃহে গমন করিব। যে মানব সেখানে ভক্তিসহকারে স্নান ও দেবতর্পণ বিধানান্তে পিতৃগণের উদ্দেশে যথাবিধি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে, তোমাদের প্রসাদে তাহাদের বংশে কেহ পাপিষ্ঠ হইলেও যেন কদাচ প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় না। ৭৮—৮০। পর্য্যুষিত কহিল,—হে ব্রাহ্মণসত্তম! যাও, তুমি সেখানে যাইয়া আশ্রম নির্ম্মাণ কর। তুমি তাহাতে পরম সিদ্ধি ও লোকে সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইবে। সেখানে যে সকল মানবসত্তম পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিবে, তাহারা বিমানারোহণে ত্রিদিবধামে গমন করিবে। তাহাদের কুলে কদাচ কেহ প্রেতত্বভাগী হইবে না। স্থিরবুদ্ধি পণ্ডিতগণ মিত্রতাকে সাপ্তপদী অর্থাৎ সপ্ত পদালাপসম্পাদ্য বলিয়া থাকেন। তোমার সহিত আমার সেই মিত্রতা ঘটিয়াছে; অতএব সেই মিত্রতা অনুসারে তোমাকে যাহা বলি, শুন। প্রভো! মহীতলে তোমার উক্ত আশ্রমপদ পুণ্য, সর্ব্বপাপনাশন,

মনঃ সর্ব্বদুঃখবিনাশনম্। মন্নাম্না খ্যাতিমায়াতু প্রেততীর্থমিতি প্রভো ॥ ৮৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। তং তথেতি প্রতিজ্ঞায় গত্বস্তত্র দ্বিজোত্তম। যথা বেদোক্তমার্গেণ সর্ব্বং কৃত্যং চকার সঃ ॥ ৮৬ ॥ সোঽপি স্বর্গমনুপ্রাপ্তো হৃষ্টঃ পর্য্যুষিতঃ প্রিয়ে। এতৎ সর্ব্বং পুরাবৃত্তং স্থানেঽস্মিন্ গাত্রমোচনে ॥৮৭॥ যঃ শৃণোতি নরঃ সম্যক্ সর্ব্বপাপৈঃ স মুচ্যতে। শয়নোত্থাপনে যোগে যঃ পশ্যেৎ পুরুষোত্তমম্। গাত্রোৎসর্গে তু গত্বাসৌ যজ্ঞাযুতফলং লভেৎ ॥৮৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুরুষোত্তমতীর্থপ্রেততীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৩॥

চতুর্ব্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লিঙ্গমিন্দ্রপ্রতিষ্ঠিতম্। পাপমোচননামাঢ্যং দক্ষিণে পুরুষোত্তমাৎ ॥ ১ ॥ বৃত্রং হত্বা পুরা শক্রো ব্রহ্মহত্যাসমন্বিতঃ। অব্রবীৎ স ঋষীন্ দিব্যান্ কথমেষাং গমিষ্যতি ॥ ২ ॥ ব্রহ্মহত্যা হি দুষ্প্রেক্ষ্যা বিবর্ণজননী মম। দুর্গন্ধচারিণী চৈব সর্ব্বতেজোবিনাশিনী ॥ ৩ ॥ অথোচুস্তং সুরগণা নারদাদ্যা মহর্ষয়ঃ। প্রভাসং গচ্ছ দেবেশ ক্ষেত্রং পাপহরং হি তৎ ॥ ৪ ॥ তত্রারাধ্য মহাদেবং মোক্ষ্যসে ব্রহ্মহত্যয়া। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় গতস্তত্র বরাননে ॥ ৫ ॥ লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাস দেবদেবস্য শূলিনঃ। তস্য পূজারতো নিত্যং ধূপগন্ধানুলেপনৈঃ ॥ ৬ ॥ ততোঽস্য গাত্রদৌর্গন্ধ্যং নাশমাশ্বভ্যগচ্ছত। বিবর্ণত্বং গতং সর্ব্বং বপুশ্চাভূত্তথোত্তমম্ ॥ ৭ ॥ অথ হৃষ্টমনা ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ। অত্রাগত্য নরো ভক্ত্যা যশ্চৈনং পূজয়িষ্যতি ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং নাশং তস্য প্রয়াস্যতি। এবমুক্ত্বা সহস্রাক্ষঃ প্রহৃষ্টস্ত্রিদিবং যযৌ ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মহত্যাবিনির্ম্মুক্তঃ পূজ্যমানো দিবৌকসৈঃ। গোদানং তত্র দাতব্যং ব্রাহ্মণে বেদপারগে। ব্রহ্মহত্যাপনোদার্থং তত্র শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ ॥ ১০

ইতি শ্রীস্কন্দে ইন্দ্রেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৪ ॥

সর্ব্বদুঃখহর, এবং মদীয় নামে ‘প্রেততীর্থ’ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিবে। ঈশ্বর কহিলেন,—দ্বিজবর গৌতম তাহার নিকট ‘তাহাই করিব’ বলিয়া স্বীকার করিয়া সেই স্থানে যাইয়া বেদবিধি মতে সমস্ত কার্য্য করিলেন। আর সেই পর্য্যুষিত প্রেতও হৃষ্টচিত্তে স্বর্গ লাভ করিল। প্রিয়ে! এই আমি গাত্রমোচন তীর্থের সমস্ত ইতিহাস তোমার নিকট কহিলাম। যে মানব ইহা সম্যক্‌রূপে শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হয়। যে জন শয়নোত্থানৈকাদশীতে গাত্রোৎসর্গে যাইয়া পুরুষোত্তমকে দর্শন করে, সে অযুত যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ৮১—৮৮।

ত্রয়োবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২২৩।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর ইন্দ্র প্রতিষ্ঠিত পাপমোচন নামক লিঙ্গের স্থানে যাইবে। উহা পুরুষোত্তমের দক্ষিণে অবস্থিত। পুরাকালে শক্র বৃত্রহত্যাহেতু ব্রহ্মহত্যায় আক্রান্ত হইয়া ঋষিগণের নিকট জিজ্ঞাসিলেন যে, এই মদীয় বৈবর্ণ্যজননী দুর্গন্ধচারিণী, সর্ব্বতেজোহারিণী দুষ্প্রেক্ষ্যা ব্রহ্মহত্যা কিরূপে অপনীত হইবে? এই প্রশ্নে নারদাদি মহর্ষি ও সুরগণ সকলেই তাঁহাকে কহিলেন যে, হে দেবেশ! আপনি প্রভাসক্ষেত্রে গমন করুন; ঐ ক্ষেত্র পাপনাশক। সেখানে মহাদেবের আরাধনা করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হইবেন। ইন্দ্রও “তাহাই করিব” বলিয়া স্বীকার করিয়া উক্ত প্রভাস ক্ষেত্রে গমন করিলেন। অয়ি বরাননে! তিনি সেখানে দেবদেব শিবের লিঙ্গ স্থাপন করিয়া নিয়ত গন্ধ পুষ্প ধূপ অনুলেপনাদি দ্বারা তাহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ইহাতে অতি অল্পকালেই তদীয় গাত্রদুর্গন্ধ অপনীত হইল। বিবর্ণতা দূর হইল, শরীর সুদৃশ্য হইল। তিনি তখন হৃষ্টমনে কহিলেন,—যে নর এখানে আসিয়া এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে, তাহার ব্রহ্মহত্যাদি পাতক বিনষ্ট হইবে। সহস্রাক্ষ ব্রহ্মহত্যাবিমুক্ত হইয়া এই কথা বলিয়া হৃষ্টচিত্তে স্বর্গে গমন করিলে। দেবগণ তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিলেন। ব্রহ্মহত্যা নিবারণার্থ ঐ স্থানে বেদপারগ ব্রাহ্মণকে গো দান ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিতে হয়। ১—১০।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২২৪।

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি দেবং চানরকেশ্বরম্। তস্মাদুত্তরদিগ্‌ভাগে সর্ব্বপাতকনাশনম্। তন্মাহাত্ম্যং প্রবক্ষ্যামি শৃণু হ্যেকমনাঃ প্রিয়ে॥ ১॥ মথুরা নাম বিখ্যাতা নগরী ধরণীতলে। তত্র বিপ্রো হ্যভবৎপূর্ব্বং দেবশর্ম্মেতি বিশ্রুতঃ। অগস্ত্যগোত্রো বিদ্বান্ বৈ স তু দারিদ্র্যপীড়িতঃ॥২॥ অথাপরোঽভবত্তত্র তাদৃগরূপবয়োঽন্বিতঃ। তন্নামগোত্রো দেবেশি ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ॥ ৩॥ অথ প্রাহ যমো দূতং রৌদ্রমূর্দ্ধশিরোরুহম্। গচ্ছ ভো মথুরাং শীঘ্রং দেবশর্ম্মাণমানয়॥ ৪॥ অথাগত্য ততো দূতো গৃহীত্বা তত্র বৈ গতঃ। তং দৃষ্ট্বাথ যমো নত্বা প্রাহ দূতং ক্রুধান্বিতঃ॥ ৫॥ নায়মানেতুমাদিষ্টো দেবশর্ম্মা ময়া তব। অন্যোঽস্তি দেবশর্ম্মা যস্তমানয় গতায়ুষম্। এনং বিপ্রং চ দীর্ঘায়ুং নয় তত্রাবিলম্বিতম্॥ ৬॥ ঈশ্বর উবাচ। অথাব্রবীদ্‌ব্রাহ্মণো বৈ নাহং যাস্যে গৃহং বিভো। দারিদ্র্যোপাতিনির্ব্বিণ্ণো যাবজ্জীবং সুরেশ্বর। ইহৈব ক্ষপয়িষ্যামি শেষমায়ুস্তবান্তিকে॥ ৭॥ যম উবাচ। অকালে নাত্র চায়াতি কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণসত্তম। মুহূর্ত্তমপি নো জীবেৎপূর্ণকালেন বৈ ভুবি॥ ৮॥ অতএব হি মে নাম ধর্ম্মরাজেতি বিশ্রুতম্॥ ৯॥ ন মে সুহৃন্ন মে দ্বেষ্যঃ কশ্চিদস্তি ধরাতলে। বিদ্ধঃ শরশতেনাপি নাকালে ম্রিয়তে যতঃ॥ ১০॥ কুশাগ্রেণাপি বিদ্ধঃ সন্ কালে পূর্ণে ন জীবতি। তস্মাদ্গচ্ছ দ্বিজশ্রেষ্ঠ যাবদ্গাত্রং ন দহ্যতে॥১১॥ অথাব্রবীদ্‌ব্রাহ্মণোঽসৌ যদি প্রেষয়সে প্রভো। প্রশ্নমেকং ময়া পৃষ্টো যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥ ১২॥ ন বৃথা জায়তে দেব সাধূনাং দর্শনং ক্বচিৎ। যুষ্মাকং চ বিশেষেণ তস্মাদেতদ্‌ব্রবীম্যহম্॥ ১৩॥ এতে যে নরকা রৌদ্রা দৃশ্যন্তে চ সুদারুণাঃ। কর্ম্মণা কেন কং গচ্ছেন্মানবো নরকং যম॥১৪॥ কতিসংখ্যাঃ স্মৃতাশ্চৈতে চ নরকাঃ কিংপ্রমাণতঃ। এতৎসর্ব্বং সুরশ্রেষ্ঠ যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥১৫॥ যম উবাচ। শৃণু দেব প্রবক্ষ্যামি যাবন্তো নরকাঃ

পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর ইহার উত্তরে অবস্থিত সর্ব্বপাপহর অনরকেশ্বর দেবের নিকট যাইবে। প্রিয়ে! আমি তাঁহার মাহাত্ম্য বলিতেছি, তুমি একাগ্রমনে শুন। পূর্ব্বে ধরাতলে মথুরা নামে বিখ্যাত নগরীতে দেবশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি অগস্ত্যগোত্রীয় এবং বিদ্বান্; পরন্তু দারিদ্র্যে পীড়িত ছিলেন। হে দেবেশি! সেখানে ঐ নামে ঐ গোত্রোৎপন্ন আরও এক বেদপারগ ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহারও আকার প্রকার-বয়স ঐরূপই ছিল। একদা যম স্বীয় রৌদ্রবেশধর দূতকে আদেশ করিলেন যে, ওহে! তুমি সত্বর মথুরায় যাও, যাইয়া দেবশর্ম্মাকে লইয়া আইস। আদেশ পাইয়া দূত যাইয়া দেবশর্ম্মাকে লইয়া গেল। যম সেই দেবশর্ম্মাকে দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক দূতকে সক্রোধে কহিলেন যে, আমি তোকে এই দেবশর্ম্মাকে আনিতে বলি নাই, সেখানে আর এক দেবশর্ম্মা আছেন, তিনি ক্ষীণায়ু; তাঁহাকে লইয়া আয়। আর অবিলম্বে এই দীর্ঘায়ু দ্বিজকে সেখানে লইয়া যা। ঈশ্বর কহিলেন,—সেই ব্রাহ্মণ তখন কহিলেন,—বিভো! সুরেশ্বর! আমি দারিদ্র্যে যাবজ্জীবন অতীব পীড়িত হইয়াছি, তজ্জন্য আমি আর সেখানে যাইব না; এখানে আপনার কাছে থাকিয়াই অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল অতিবাহিত করিব। যম কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণসত্তম! অকালে কেহই এখানে আগমন করে না, আর আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলেও কেহ ভূতলে মুহূর্ত্তকালও থাকিতে পারে না। সেই জন্যই আমার ধর্ম্মরাজ নাম বিখ্যাত আছে। ধরাতলে কেহই আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই। অকালে শত বাণে বিদ্ধ হইলেও কেহ মরে না, পরন্তু কাল পূর্ণ হইলে কুশাগ্রের আঘাতেও প্রাণী প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। অতএব হে বিপ্র! যাবৎ তোমার দেহদাহ না হয়, তাবৎকাল মধ্যেই তুমি ধরাতলে প্রস্থান কর। সেই ব্রাহ্মণ তখন কহিলেন,—প্রভো! যদি আমাকে একান্তই ভূতলে প্রেরণ করেন, তবে আমার একটী প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করুন। হে দেব! সাধুগণের দর্শন, বিশেষতঃ আপনাদের দর্শন কদাচ বিফল হয় না; সেই জন্যই আমি একথা কহিলাম। এই দারুণ রৌদ্রাকার নরকনিকর দেখা যাইতেছে, হে যম! মানব কোন্ কর্ম্মে ইহার কোন্ নরক প্রাপ্ত হয়? আর সমুদয়ে নরকসংখ্যা কত? উহাদিগের পরিমাণই বা কি? হে সুরশ্রেষ্ঠ! এই সমস্ত আমার নিকট যথাযথ বলুন। ১—১৫। যম কহিলেন,—হে দেব! শ্রবণ করুন

স্থিতাঃ। কর্ম্মণা যেন গচ্ছেত মানবো দ্বিজসত্তম। একবিংশৎ সমাখ্যাতা নরকা মম মন্দিরে॥ ১৬॥ যানেতান্ প্রেক্ষসে বিপ্র যন্ত্রমধ্যে ব্যবস্থিতান্। পীড্যমানান্ কিঙ্করৈর্ম্মে কৃতঘ্নান্ পাপসংযুতান্॥ ১৭॥ লৌহাস্তবায়সা যেষাং নেত্রোদ্ধারং প্রকুর্ব্বতে। এতৈর্নিরীক্ষিতাস্তেব কলত্রাণি দুরাত্মভিঃ॥ ১৮॥ পরেষাং দ্বিজশার্দ্দূল সরাগৈঃ পাপিভিঃ সদা। কুম্ভীপাকগতানেতানথ পশ্যসি পাপিনঃ॥ ১৯॥ কূটসাক্ষ্যরতা হ্যেতে কটুবাগ্নিরতাস্তথা। এতে লৌহময়ান্ স্তম্ভান্ সন্তপ্তান্ পাবকপ্রভান্॥ ২০॥ আলিঙ্গন্তি দুরাত্মানঃ পরদাররতাশ্চ যে। এতে বৈতরণীমধ্যে পূয়শোণিতসঙ্কুলে॥ ২১॥ যে তিষ্ঠন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্ব্বে বিশ্বাসঘাতকাঃ। অসিপত্রবনে ঘোরে ভিদ্যন্তে যে তু খণ্ডশঃ। তে নষ্টাঃ স্বামিনং ত্যক্ত্বা সংগ্রামে সমুপস্থিতে॥২২॥ অঙ্গাররাশীন্ বৈ দীপ্তান্ যে গাহন্তে নরাধমাঃ। স্বামিদ্রোহরতা হ্যেতে তথা হেতুপ্রবাদকাঃ॥ ২৩॥ লৌহশঙ্কুভিরাকীর্ণমাক্রমন্তি নরাধমাঃ। ক্রন্দমানা দ্বিজশ্রেষ্ঠ উপানদ্দানবর্জ্জিতাঃ॥ ২৪॥ অধোমুখা নিবদ্ধা যে বৃক্ষাগ্রে পাবকোপরি। ব্রহ্মহত্যান্বিতাঃ সর্ব্ব এতে চৈব নরাধমাঃ॥ ২৫॥ মশকৈর্মৎকুণৈঃ কাকৈর্যে ভক্ষ্যন্তে বিহঙ্গমৈঃ। ব্রতভঙ্গরতা হ্যেতে ব্রতিনাঃ চৈব হিংসকাঃ॥ ২৬॥ কুঠারকর্ত্তিতাঃ হ্যেতে ভূয়ঃ সন্তি তথাবিধাঃ। গোহন্তারো দুরাত্মনো দেবব্রাহ্মণনিন্দকাঃ॥ ২৭॥ যে ভক্ষ্যন্তে শৃগালৈশ্চ বৃকৈর্লৌহময়ৈর্মুখৈঃ। পরস্বানাং চ হর্ত্তারঃ পরস্ত্রীণাং চ হর্তৃকাঃ। আত্মমাংসানি যে পাপা ভক্ষয়ন্তি বুভুক্ষিতাঃ॥ ২৮॥ ন দত্তমন্নমেতৈস্তু কদাচিদ্বৈ দ্বিজোত্তম। রুধিরং যে পিবন্ত্যেতে বসাপূয়পরিপ্লুতম্। ব্রাহ্মণানাং বিনাশায় গবামেতে সদা স্থিতাঃ॥ ২৯॥ কূটশাল্মলিবদ্ধাশ্চ তীক্ষ্ণকণ্টকপীড়িতাঃ। ছিদ্রান্বেষণসংযুক্তাঃ পরেষাং নিত্যসংস্থিতাঃ॥ ৩০॥ ক্রকচেন তু ছিদ্যন্তে য ইমে দ্বিজসত্তম। অভক্ষ্যনিরতা হ্যেতে স্বধর্ম্মস্য বিদূষকাঃ॥ ৩১॥ কন্যাবিক্রয়কর্ত্তারঃ কন্যানাং জীবভঞ্জকাঃ। পুরীষমধ্যগা হ্যেতে পচ্যন্তে মম কিঙ্করৈঃ॥ ৩২॥ সন্দংশৈর্দারুণৈর্জিহ্বা যেষামুৎপাট্যতে মুহুঃ। বাগ্‌লোপনিরতা হ্যেতে মৃষাবাদপরায়ণাঃ॥ ৩৩॥ যে শীতেন প্রবাধ্যন্তে বেপমানা মুহুর্মুহুঃ। দেবস্বানাং

যতগুলি নরক আছে, আর হে দ্বিজসত্তম! যে যে কর্ম্মে মানব সেই নরকে গমন করে, তাহা বলিতেছি। আমার এই পুরে একবিংশতিসংখ্যক নরক আছে। হে বিপ্র! দেখিতেছ, এই যাহারা যন্ত্রমধ্যে ব্যবস্থিত হইয়া মদীয় কিঙ্করগণ কর্ত্তৃক পীড্যমান হইতেছে, ইহারা কৃতঘ্ন পাপসংযুক্ত আর লৌহমুখ বায়সগণ ঐ যাহাদিগের চক্ষুরুৎপাটন করিতেছে, হে দ্বিজশার্দ্দুল! ঐ দুরাত্মারা কুভাবে পরনারী দর্শন করিয়াছে। আর এই যে কুম্ভীপাক মধ্যে পাপীদিগকে দেখিতেছ, ইহারা কূটসাক্ষ্যদাতা ও কটুবাদী ছিল। ঐ যে দুরাত্মারা সন্তপ্ত পাবকপ্রভ লৌহস্তম্ভ সকল আলিঙ্গন করিতেছে, ইহারা পরদারনিরত ছিল। আর হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই যাহারা পূয়শোণিতসঙ্কুল বৈতরণীতে পতিত রহিয়াছে, ইহারা সকলেই বিশ্বাসঘাতক। ঐ ঘোর অসিপত্র বনে যাহারা খণ্ডখণ্ডীকৃত হইতেছে, ইহারা যুদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়াছিল। আর ঐ যে নরাধমেরা জ্বলন্ত অঙ্গাররাশি মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, ইহারা স্বামিদ্রোহরত ও হেতুবাদরত ছিল। এই যে নরাধমগণ ক্রন্দন করিতে করিতে লৌহশঙ্কুসমাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিতেছে, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! উহারা উপানহদান করে নাই। ১৬—২৪। ঐ যে নরাধমগণ বৃক্ষাগ্রে বিলম্বিত হইয়া পাবকোপরি অধোমুখে বিলম্বিত রহিয়াছে, ইহারা সকলেই ব্রহ্মঘাতী। আর ঐ যাহারা মশক মৎকুণ, ও কাকাদি বিহঙ্গগণ দ্বারা ভক্ষ্যমাণ হইতেছে, উহারা ব্রতভঙ্গকারী ও ব্রতিহিংসক ছিল। এই যে কুঠার দ্বারা সমাক্রান্ত-জনগণ রহিয়াছে, এই দুরাত্মারা গোঘাতী ও দেবব্রাহ্মণ নিন্দক ছিল। লৌহমুখ বৃক ও শৃগালগণ দ্বারা যাহারা ভক্ষ্যমাণ হইতেছে, উহারা পরস্ব-পরনারী-হারী। যে পাপিষ্ঠেরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আত্মমাংস ভক্ষণ করিতেছে, হে দ্বিজোত্তম! উহারা কদাচ অন্নদান করে নাই। এই যাহারা বসা-পূযপরিপ্লুত রুধির পান করিতেছে; ইহারা সতত গোব্রাহ্মণবিনাশে সমাসক্ত ছিল। ঐ কূটশাল্মলিবদ্ধ ও তীক্ষ্ণ কণ্টকে পীড়িত ব্যক্তিরা নিয়ত পরচ্ছিদ্রানুসন্ধান করিত। হে দ্বিজসত্তম! এই যাহারা ক্রকচ দ্বারা পাটিত হইতেছে, ইহারা অভক্ষ্য-ভক্ষক ও স্বধর্ম্মদূষক। এই কন্যাবিক্রয়ী ও কন্যাত্মনাশক ব্যক্তিদিগকে মদীয় কিঙ্কর-গণ পুরীষমধ্যে রাখিয়া পীড়ন করিতেছে। সন্দংশ দ্বারা যাহাদের জিহ্বা মুহুর্মুহুঃ

চ হর্ত্তারো ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ ॥ ৩৪ ॥ তেষাং শিরসি নিক্ষিপ্তো ভূরিভারো দ্বিজোত্তম। অতোহমী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পুৎকারয়ন্তি ভৈরবম্ ॥ ৩৫ ॥ যম উবাচ। এবমেতৎসমাখ্যাতং তব সর্ব্বং দ্বিজোত্তম। নরকাণাং স্বরূপং তু কর্ম্মণাং বৈ যথাক্রমম্ ॥৩৬॥ গচ্ছ শীঘ্রং মহাভাগ যাবৎ কায়ো ন দহ্যতে ॥৩৭॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। কথয় ত্বং সুরশ্রেষ্ঠ মম সর্ব্বং সমাহিতঃ। ন গচ্ছেৎ কর্ম্মণা যেন নরকং মানবঃ ক্বচিৎ ॥ ৩৮ ॥ সতাং সপ্তপদং মৈত্রমিত্যাহুর্ব্বুদ্ধিকোবিদাঃ। মিত্রতাঞ্চ পুরস্কৃত্য সমাসাদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৩৯ ॥ যম উবাচ। প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্যানরকেশ্বরমুত্তমম্। যঃ পশ্যতি নরো ভক্ত্যা নরকং স ন পশ্যতি ॥ ৪০ ॥ স্থাপিতং যন্ময়া লিঙ্গং শিবভক্ত্যা যুতেন চ। এতদ্গুহ্যং ময়া প্রোক্তং তব প্রীত্যৈ দ্বিজোত্তম ॥ ৪১ ॥ গোপনীয়ং প্রযত্নেন মম বাক্যাদসংশয়ম্। এবমুক্তস্তদা বিপ্রঃ স্বয়মেবাবনিং যযৌ ॥ ৪২ ॥ লব্ধা কলেবরং সোঽথ বিস্ময়ং পরমং গতঃ। তৎস্মৃত্বা বচনং সর্ব্বং ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ ॥ ৪৩ ॥ গত্বা তত্র স নিত্যং বৈ পূজয়ামাস তং প্রভুম্। যাবজ্জীবং বরারোহে ততঃ সিদ্ধিং পরাং গতঃ ॥ ৪৪ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভক্ত্যা তমবলোকয়ন্। অপি পাতকযুক্তোঽপি ন যাতি নরকে নরঃ ॥ ৪৫ ॥ অশ্বযুক্কৃষ্ণপক্ষে তু চতুর্দ্দশ্যাং বিধানতঃ। যস্তত্র কুরুতে শ্রাদ্ধং সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৪৮ ॥ কৃষ্ণাজিনং তত্র দেয়ং ব্রাহ্মণে বেদপারগে। যাবত্তিলানাং সংখ্যানং তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽনরকেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৫॥

ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্যৈব পূর্ব্বভাগে তু নৈঋর্তে পাপমোচনাৎ। মেঘেশ্বরেতি বিখ্যাতং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ অনাবৃষ্টিভয়ে জাতে শান্তিং তত্রৈব কারয়েৎ। বারুণীং বিপ্রমুখ্যৈস্তু ভাবয়েদুদকৈর্ম্মহীম্ ॥ ২ ॥ মেঘৈঃ প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং যত্র নিত্যং প্রপূজ্যতে। অনাবৃষ্টিভয়ং কিঞ্চিন্ন চ তত্র প্রজায়তে ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মেঘেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৬ ॥

আকর্ষিত হইতেছে; উহারা সত্যের অপলাপকারী মিথ্যাবাদ-তৎপর। যাহারা শীতদ্বারা পীড়িত হইতেছে, উহারা দেবস্ব বিশেষতঃ ব্রহ্মস্বহর্ত্তা। হে দ্বিজসত্তম! উহাদিগের মস্তকে ভূরিভার বিন্যস্ত হইয়াছে; তজ্জন্যই উহারা ভৈরব রব করিতেছে। হে দ্বিজসত্তম! এই তো তোমার নিকট নরকের ও কর্ম্মের স্বরূপ যথাক্রমে সমস্তই কহিলাম। হে মহাভাগ! তুমি শীঘ্র যাও,—যাবৎ তোমার শরীর-সৎকার না হয়। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি সমাহিত হইয়া আমার নিকট যে কর্ম্মে মানবের কদাচ নরকগতি হয় না, তাহাই সম্পূর্ণরূপে বলুন। সজ্জনগণের সপ্তপদ আলাপনেই মিত্রতা হয়; ইহা বুদ্ধিমানগণ বলেন; অতএব মিত্রতা পুরস্কারেও আপনি সংক্ষেপে বলিতে পারেন। যম কহিলেন,—প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া যে মানব অনরকেশ্বরকে ভক্তিসহকারে দর্শন করে, তাহাকে নরক দর্শন করিতে হয় না। আমি শিবভক্তিযুক্ত হইয়া সেই লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছি। হে দ্বিজোত্তম! এই তোমাকে প্রীতিনিমিত্ত গুহ্য কথা কহিলাম, আমার কথায় তুমি নিঃসংশয়চিত্তে সযত্নে ইহা গোপনে রাখিও। এই কথা শুনিয়া সেই বিপ্র স্বেচ্ছায়ই ভূতলে আসিলেন এবং স্বীয়দেহে প্রবেশ করিয়া পরম বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তিনি এখানে ধর্ম্মরাজের সেই সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া প্রতিদিন সেইস্থানে পূজা করিতে লাগিলেন। হে বরারোহে! সেই দ্বিজ যাবজ্জীবন এই ভাবে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া পরমাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ভক্তিসহকারে তাঁহাকে অবলোকন করিবে। পাতকী ব্যক্তিও তাঁহাকে দেখিলে নরকগামী হয় না। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে সেখানে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করে, সে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। সেখানে বেদপারগ ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণাজিন দান করিবে; তাহাতে তিলসমসংখ্যক বৎসর স্বর্গে সসম্মানে বাস হয়।২৫—৪৭।

পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৫।

ষড়্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—তাহারই পূর্ব্বভাগে নৈঋর্তকোণে পাপমোচন মেঘেশ্বর নামে বিখ্যাত সর্ব্বপাতকনাশন লিঙ্গ বিদ্যমান। অনাবৃষ্টিভয় উপস্থিত হইলে সেই স্থলে মুখ্যবিপ্রগণ দ্বারা বারুণী শান্তি করিবে। তৎকর্ম্মে মহীকে উদকপূর্ণা ধ্যান

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি বলভদ্র-প্রতিষ্ঠিতম্। লিঙ্গং মহাপাপহরং গাত্রোৎ-সর্গাত্তুত্তরে॥ ১॥ মহালিঙ্গং মহাদেবি মহাসিদ্ধি-ফলপ্রদম্। বলভদ্রেণ বিধিনা স্থাপিতং পাপ-শুদ্ধয়ে॥ ২॥ যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ। তৃতীয়ারেবতীযোগে স যোগেশপদং লভেৎ॥ ৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বলভদ্রেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্ত-বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২২৭॥

—

অষ্টাবিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি মাতৃস্থান-মনুত্তমম্। ভৈরবেশেতি বিখ্যাতং সর্ব্বভয়বিনা-শনম্॥ ১॥ চতুর্দ্দশ্যাং বিধানেন কৃষ্ণপক্ষে যতাত্ম-বান্। পূজয়েদ্গন্ধপুষ্পৈশ্চ বলিদানৈস্তথোত্তমৈঃ॥২॥ তং পুত্রমিব যোগিন্যো রক্ষন্তি ভুবি মাতরঃ॥ ৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভৈরবেশ্বরমাতৃগণমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২২৮॥

একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি গঙ্গাং ত্রিপথগামিনীম্। অনরকেশতো দেবি ঐশান্যাং দিশি সংস্থিতাম্॥ ১॥ স্বয়ম্ভূতা ধরামধ্যাদানীতাং বিষ্ণুনা পুরা। যাদবানান্তু মুক্ত্যর্থং সর্ব্বপাপোপশান্তয়ে॥ ২॥ যস্তত্র কুরুতে স্নানং কথঞ্চিৎ পুণ্যসঞ্চয়াৎ। শ্রাদ্ধঞ্চৈব বিধানেন ন স শোচেৎ কৃতাকৃতে॥ ৩॥ ব্রহ্মাণ্ডং সকলং দত্ত্বা যৎ পুণ্যফলমাপ্নুয়াৎ। তৎ পুণ্যং প্রাপ্নুয়াদ্দেবি কার্ত্তিক্যাং জাহ্নবীজলে॥ ৪॥ কলৌ যুগে তু সম্প্রাপ্তে দুর্লভং তত্র দর্শনম্। কিং পুনঃ স্নানদানন্তু প্রভাসে জাহ্নবীজলে॥ ৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে স্বয়ম্ভূগঙ্গামাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোন-ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২২৯॥

করিবে। মেঘপ্রতিষ্ঠিত সেই লিঙ্গ যে দেশে নিত্য পূজিত হয়, তথায় কদাচ অনাবৃষ্টিভয় হয় না। ১—৩।

ষড়্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৬।

সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর গাত্রোৎসর্গের উত্তরে বলভদ্রপ্রতিষ্ঠিত মহাপাপহর লিঙ্গস্থানে যাইবে। হে মহাদেবি! সেই মহালিঙ্গ মহাসিদ্ধিফলপ্রদ। বলভদ্র পাপবিশুদ্ধি নিমিত্ত উহা স্থাপন করিয়াছেন। যে মানব তৃতীয়া-রেবতী-যোগে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করে, সে যোগেশপদ প্রাপ্ত হয়। ১—৩।

সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৭।

অষ্টবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! তারপর অনুত্তম মাতৃস্থান, ভৈরবেশ নামে বিখ্যাত, সর্ব্ব-ভয়হর ক্ষেত্রে যাইবে। সংযতাত্মা মানব কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীতে যথাবিধি গন্ধ পুষ্প উত্তম বলিদানাদি দ্বারা পূজা করিলে যোগিনী ও মাতৃগণ তাহাকে ভূতলে পুত্রবৎ পালন করেন। ১—৩।

অষ্টাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৮।

ঊনত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! তারপর অনরকেশের ঈশান-কোণে অবস্থিতা ত্রিপথগামিনী গঙ্গাতীর্থে যাইবে। ঐ গঙ্গা স্বয়ম্ভূতা; সমস্ত যাদব-গণের পাপশান্তি ও মুক্তির নিমিত্ত পূর্ব্বে বিষ্ণু এই পাপনাশিনীকে আনয়ন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি পুণ্যসঞ্চয়বশে সেখানে স্নান ও কোনরকমে যথা-বিধি পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করে, তাহাকে আর কৃতাকৃত নিমিত্ত শোক করিতে হয় না। দেবি! সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-দান করিলে যে ফল, এই জাহ্নবীর জলে কার্ত্তিকী-পূর্ণিমায় স্নানাদি করিলেও সেই ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলিযুগ উপস্থিত হইলে প্রভাসক্ষেত্রস্থ সেই জাহ্নবীর দর্শনই দুর্লভ হইবে; স্নান দানের আর কথা কি? ১—৫।

ঊনত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৯।

ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি দেবং গণপতিপ্রিয়ম্। তত্রৈব সংস্থিতং সম্যঙ্ মযা তত্র নিয়োজিতঃ॥ ১॥ গঙ্গায়া দক্ষিণে দেবি ক্ষেত্র-রক্ষণতৎপরঃ। মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যস্তং পূজয়তে নরঃ॥ ২॥ দিব্যমোদকনৈবেদ্যৈঃ পুষ্পধূপাদিভিঃ ক্রমাৎ। ন তস্য জায়তে বিঘ্নং যাবৎ ক্ষেত্রে বসত্যসৌ॥ ৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গণপতিপ্রিয়মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২৩০॥

একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি যত্র জাম্ব-বতী নদী। পুরা জাম্ববতীনাম বিষ্ণোর্যা মহিষী প্রিয়া। অপৃচ্ছদর্জ্জুনং সাধ্বী বদ বার্ত্তাং কুরূদ্বহ॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা অর্জ্জুনো নিশ্বসন্মুহুঃ। বাষ্প গদ্গদয়া বাচা ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ২॥ পরিত্যক্তা বয়ং ভদ্রে যাদবৈঃ সুমহাত্মভিঃ। বলদেবস্য বীরস্য সাত্যকেশ্চ মহাত্মনঃ॥ ৩॥ অন্যেষাং যদুবীরাণাং পাপকর্ম্মাতিনির্ঘৃণঃ। জিজীবিষুরিহ প্রাপ্তো বাসু-দেবনিরাকৃতঃ॥ ৪॥ সা শ্রুত্বা ভর্ত্তৃনিধনমর্জ্জুনাচ্চ মহাসতী। গঙ্গাতীরে সমুৎপাদ্য পাবকং পাবক-প্রভা। সমুৎসৃজ্য মহাকায়ং নদীভূত্বা বিনির্যযৌ॥ ৫॥ সা গৃহীত্বা সতী ভর্ত্তুর্ভস্ম সর্ব্বং চিতেস্তথা। প্রবিষ্টা সাগরং দেবি তদা জাম্ববতী শুভা॥ ৬॥ যা নারী তত্র দেবেশি ভক্ত্যা স্নানং সমাচরেৎ। তদ-ন্বয়েঽপি কাচিৎ স্ত্রী ন বৈধব্যমবাপ্নুয়াৎ॥ ৭॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তত্র স্নানং সমাচরেৎ। নরো বা যদি বা নারী প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্॥ ৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জাম্ববতীনদীমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈক-ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩১

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি কূপং ত্রৈলোক্যপূজিতম্। পশ্চিমে তস্য তীর্থস্য পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্॥ ১॥ যদারণ্যমনুপ্রাপ্তাঃ পাণ্ডবাঃ পৃথিবী-

ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর গণপতিপ্রিয় দেবের নিকট যাইবে। হে দেবি! আমিই তাঁহাকে সম্যক্ নিযুক্ত করিয়াছি। তিনি গঙ্গার দক্ষিণতীরে ক্ষেত্র-রক্ষণপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। যে নর মাঘমাসে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে দিব্য মোদক-নৈবেদ্য-পুষ্প-ধূপাদি দ্বারা যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করে, পূজক ব্যক্তি ঐ ক্ষেত্রে যতদিন বাস করে, তিনি কদাচ তাহার কোন বিঘ্ন করেন না। ১—৩।

ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩০।

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি। তারপর জাম্ব-বতী নদী সন্নিধানে যাইবে। পূর্ব্বে বিষ্ণুর জাম্ব-বতী নামে এক ভার্য্যা ছিলেন। সেই সাধ্বী একদা অর্জ্জুনকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—হে কুরূদ্বহ! বার্ত্তা বল। তাঁহার সেই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন মুহুর্মুহু নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বাষ্প-গদগদ কণ্ঠে কহিলেন,—ভদ্রে! আমরা সুমহাত্মা বলদেব, সাত্যকি ও অপরাপর যাদগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছি। আমরা পাপকর্ম্মা ও অতি নির্ঘৃণ। তাই বাসুদেব কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়াও জীবনধারণ কামনায় এখানে আসিয়াছি। অর্জ্জুনের মুখে পতিনিধনবার্ত্তা শুনিয়া সেই শুভা পাবকপ্রভা মহাসতী জাম্ববতী গঙ্গাতীরে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাহাতে দেহ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নদী হইয়া বিনির্গত হইলেন এবং পতির সমস্ত চিতাভস্ম লইয়া সাগরে প্রবেশ করিলেন। হে দেবেশি! যে নারী সেখানে ভক্তি সহকারে স্নান করে, তাহার বংশেও কেহ বৈধব্য প্রাপ্ত হয় না। অত-এব সর্ব্ব-প্রযত্নে সেখানে স্নান করিবে। নর বা নারী যে কেহ সেখানে স্নান করিলে পরমা গতি প্রাপ্ত হইবে। ১—৮।

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩১।

দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! তারপর ইহার পশ্চিমদিকে মহাত্মা পাণ্ডবগণের প্রতিষ্ঠিত ত্রৈলোক্য-পূজিত কূপ সমীপে যাইবে। হে মহাদেবি!

তলে। ভ্রমমাণা মহাদেবি প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতাঃ ২। ততস্তে স্তবসংস্তত্র কঞ্চিৎকালং সমাহিতাঃ। গত্বা ক্ষেত্রং মহাপুণ্যং ততঃ কৃষ্ণাব্রবীদিদম্। ৩। ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি ভুঞ্জতে ভবতাং গৃহে। দূরে জলাশ্রয়শ্চৈব ন তাবন্তশ্চ কিঙ্করাঃ। ৪। তস্মা জ্জলাশ্রয়ঃ কার্য্য আশ্রমস্য সমীপতঃ। যত্র স্নানং করিষ্যামি যুষ্মাকং সম্প্রসাদতঃ। ৫। ততস্ত পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে সহিতাস্তে বরাননে। অখনংস্তত্র তে কূপং দ্রৌপদীবাক্যপ্রেরিতাঃ। ৬। অথাজগাম তত্রৈব ভগবান্ দেবকীসুতঃ। শ্রুত্বা সমাগতান্ পার্থং দ্বারাবত্যাঃ সবান্ধবঃ। ৭। প্রদ্যুম্নেন চ সাম্বেন গদেন নিষধেন চ। যুযুধানেন রামেণ চারুদেষ্ণেন ধীমতা। ৮। অন্যৈঃ পরিবৃতঃ শূরৈর্যাদবৈর্যুদ্ধ-দুর্ম্মদৈঃ। তে সমেত্য যথান্যায়ং সমস্তা যদুপুঙ্গবাঃ। ৯। ততঃ কথাবসানে চ কস্মিংশ্চিৎকারণান্তরে। বাসুদেবঃ পাণ্ডুসুতমিদং বচনমব্রবীৎ। ১০। যুধিষ্ঠির মহাবাহো কিং তে কামং করোম্যহম্। রাজ্যং ধান্যং ধনং চাপি অথবা রিপুনাশনম্॥১১। যুধিষ্ঠির উবাচ। শক্তস্ত্বং যাদবশ্রেষ্ঠ সর্ব্বকর্ম্মস্বসংশয়ম্। প্রতিজ্ঞাতং ত্বয়া পূর্ব্বং বর্ষৈর্দ্বাদশভিঃ প্রিয়ম্। ১২। ত্বয়া স্থিতি স্ত্রিষু লোকেষু যন্ন সিধ্যতি ভূতলে। ত্বয়ি তুষ্টে জগন্নাথ সর্ব্বদেবনমস্কৃতে। ১৩। অবশ্যং যদি তুষ্টোঽসি মম সর্ব্বজগৎপতে। অত্র সান্নিধ্যমাগচ্ছ কূপে নিত্যং জনার্দ্দন। ১৪। অত্রাগত্য নরো যস্তু ভক্ত্যা স্নানং সমাচরেৎ। স যাতু বৈষ্ণবং স্থানং প্রসাদাত্তব কেশব। ১৫। ঈশ্বর উবাচ। এবং ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা তদামন্ত্র্য যুধিষ্ঠিরম্। প্রযযৌ দ্বারকাং কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ। ১৬। তস্মিন্ শ্রাদ্ধং নরঃ কৃত্বা বাজিমেধফলং লভেৎ। প্রসাদা-দ্দেবদেবস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ। ১৭। তদর্দ্ধং তর্পণেনৈব স্নানাৎ পাদমবাপ্নুয়াৎ। তস্মাৎ সর্ব্ব-প্রযত্নেন তত্র শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ। ১৮। জ্যৈষ্ঠস্য পৌর্ণমাস্যাং যঃ স্নানং শ্রাদ্ধং করিষ্যতি। সাবিত্রীঞ্চৈব সম্পূজ্য স যাস্যতি পরং পদম্। ১৯। গোদানং তত্র দেয়ং তু সম্যগ্‌যাত্রাফলেপ্সুভিঃ। ২০।

ইতি শ্রীস্কান্দে পাণ্ডবকূপমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশ-দধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৩২।

পাণ্ডবগণ যখন অরণ্যে আগমন করেন, তখন তাঁহারা পৃথিবীভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া উত্তম প্রভাস ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। সেই মহাপুণ্য ক্ষেত্রে কিয়ৎ দিবস বাস করিলে পর একদা দ্রৌপদী কহিলেন যে, আপনাদের গৃহে সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করেন, অথচ জলাশয় দূরে, আবার কিঙ্করও নাই; এতদ-বস্থায় আশ্রমের সমীপে একটী জলাশয় করা কর্ত্তব্য;—যাহাতে আপনাদিগের প্রসাদে অক্লেশে স্নান করিতে পারি। অতঃপর পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর বাক্য-প্রণোদিত হইয়া সকলে মিলিয়া সেখানে একটী কূপ খনন করিলেন। ইত্যবসরে ভগবান্ দেবকীনন্দন, ইহাঁরা বনে আসিয়াছেন শুনিয়া সবান্ধবে দ্বারবতী হইতে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। তাঁহার সহিত, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, গদ, নিষধ, যুযুধান, রাম, ধীমান্ চারুদেষ্ণ এবং অপরাপর যুদ্ধ-দুর্ম্মদ যাদব বীরগণও আসিয়াছিলেন। সেই সমস্ত যদুপুঙ্গবগণ যথান্যায়ে মিলিত হইয়া পরস্পর আলাপ করিতে লাগিলেন। কথা-প্রসঙ্গে বাসু-দেব যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহবাহো যুধি-ষ্ঠির! আমি আপনার রাজ্য, ধান্য, ধনলাভ ও রিপুনাশ ইহার কোন্ কামনা সম্পাদন করিব? যুধি-ষ্ঠির কহিলেন,—হে যাদবশ্রেষ্ঠ! আপনি সর্ব্ব-কর্ম্মেই সমর্থ সংশয় নাই; পরন্তু এ বিষয়ে পূর্ব্বে আপনিই তো প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, দ্বাদশ বর্ষান্তে প্রিয়ানুষ্ঠান করিবেন। হে জগন্নাথ! ভূতলে সর্ব্বদেবনমস্কৃত আপনি তুষ্ট থাকিলে এমন কিছু নাই, যাহা সিদ্ধ না হয়। হে সর্ব্ব-জগৎপতি জনার্দ্দন! যদি অবশ্যই মৎপ্রতি তুষ্ট হইয়াছে', তবে আমার এই কূপে নিত্য সন্নিহিত হউন। হে কেশব! যে নর এখানে আসিয়া ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিবে, সে যেন তোমার প্রসাদে বৈষ্ণব স্থান প্রাপ্ত হয়। ১—১০। ঈশ্বর কহিলেন,—সর্ব্বলোকনমস্কৃত কৃষ্ণ তখন "তাহাই হইবে" বলিয়া আমন্ত্রণপূর্ব্বক দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। মানব সেখানে শ্রাদ্ধ করিলে অমিততেজা দেবদেব বিষ্ণুর প্রসাদে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। তর্পণে ইহার অর্দ্ধ ফল এবং স্নানে পাদমাত্র ফল লাভ হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সেখানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে। জ্যৈষ্ঠমাসের পৌর্ণ-মাসীতে সেখানে স্নান ও শ্রাদ্ধ এবং সাবিত্রীর অর্চ্চনা করিলে মানব পরমপদ প্রাপ্ত হয়। সম্যক্ যাত্রাফলপ্রার্থিগণের পক্ষে সেখানে গোদান কর্ত্তব্য। ১১—২০।

দ্বাত্রিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩২।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তত্রৈব পূজয়েদ্দেবি পঞ্চ লিঙ্গানি ভাবিতঃ। প্রতিষ্ঠিতানি দেবেশি পাণ্ডবৈশ্চ মহাত্মভিঃ॥ ১॥ যস্তান্ পূজয়তে ভক্ত্যা স মুক্তঃ পাতকৈর্ভবেৎ॥ ২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পাণ্ডবেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশদধিদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩৩॥

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। দশাশ্বমেধিকং নাম মহাপাতকনাশনম্॥ ১॥ বাজিমেধৈঃ পুরা চেষ্টং দশভিস্তত্র ভামিনি। ভরতেন সমাগত্য মত্বা ক্ষেত্রমনুত্তমম্॥ ২॥ তত্র তৃপ্তঃ সহস্রাক্ষঃ সোমনাথেন ভামিনি। কৃপণাঃ খানপানৈশ্চ দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ॥ ৩॥ অথোচুস্ত্রিদশাঃ সর্বে সুপ্রীতা ভরতং নৃপম্। তুষ্টাস্তব মহাবাহো যজ্ঞৈঃ সন্তর্পিতা বয়ম্। বরং বৃণীষ রাজেন্দ্র যত্তে মনসি বর্ত্ততে॥ ৪॥ রাজোবাচ। অত্রাগত্য নরো ভক্ত্যা যঃ স্নানং কুরুতে নরঃ। দশানামশ্বমেধানাং সপ্রাপ্নোতু ফলং শুভম্॥ ৫॥ দেবা উচুঃ। দশানামশ্বমেধানাং শ্রদ্ধয়া ফলমাপ্স্যতি। দশাশ্বমেধিকং নাম তীর্থমেতন্মহীতলে। খ্যাতিং যাস্যতি রাজেন্দ্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৬॥ ঈশ্বর উবাচ। ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং প্রখ্যাতং ধরণীতলে। দশাশ্বমেধিকমিতি সর্বপাপপ্রণাশনম্॥ ৭॥ ঐন্দ্রকং কণমাশ্রিত্য গোমুখাদাশ্বমেধিকম্। অত্রান্তরে মহাদেবি শিবক্ষেত্রং বিদুর্বুধাঃ॥ ৮॥ সর্বপাপহরং দিব্যং স্বর্গসোপানসন্নিভম্। সপাদকোটিতীর্থানাং স্থানং তৎপরিকীর্ত্তিতম্॥ ৯॥ প্রাণত্যাগে কৃতে তত্র শিবলোকে চ মোদতে। তির্য্যগ্যোনিগতাঃ পাপাঃ কীটপক্ষিমৃগাদয়ঃ॥ ১০॥ তেঽপি যান্তি পরং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ। তিলোদকপ্রদানেন মাতৃকাঃ পৈতৃকাস্তথা॥ ১১॥ পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি যাবদাভূতসংপ্লবম্। তত্রেষ্টা ব্রহ্মণা পূর্বমসংখ্যাতা মখোত্তমাঃ॥ ১২॥ শক্রশ্চ দেবরাজত্বং তত্রেষ্ট্বা সমবাপ্তবান্। কার্ত্তবীর্য্যেণ তত্রৈব ক্রতুং যজ্ঞশতং পুরা॥ ১৩॥ এবং তৎপ্রবরং স্থানং ক্ষেত্রগর্ভান্তিকং প্রিয়ে। মৃতানাং তত্র জন্তূনামপুনর্ভবদায়কম্॥ ১৪॥

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! ঐ স্থানেই মহাত্মা পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পঞ্চলিঙ্গ পূজা করিবে। যে নর ভক্তির সহিত ঐ লিঙ্গপঞ্চকের পূজা করে, তাহার সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি হয়। ১—২।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩৩।

চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর ত্রিলোকবিশ্রুত মহাপাতকহর দশাশ্বমেধিক তীর্থে গমন করিবে। পুরাকালে ভরত রাজা এই ক্ষেত্রের উৎকৃষ্টতা বোধে এখানে আগমনপূর্ব্বক দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে সোমনাথ ও সহস্রাক্ষ পরম পরিতৃপ্ত হন। খাদ্য পেয় দ্বারা দীনগণ এবং দক্ষিণাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণ পরিতুষ্ট হন। অনন্তর দেবগণ প্রীত হইয়া ভরত নরপতিকে বলিলেন,—হে মহাভুজ! তোমার যজ্ঞ দ্বারা আমরা তুষ্ট হইয়াছি। হে রাজেন্দ্র! তোমার মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন,—এখানে আসিয়া যে নর ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিবে, সে দশাশ্বমেধফল প্রাপ্ত হৌক। দেবগণ কহিলেন—তাহাই হইবে। অত্রাগত শ্রদ্ধাশীল নর দশাশ্বমেধের ফল লাভ করিবে। অপিচ এই তীর্থ দশাশ্বমেধিক নামে ভূতলে প্রসিদ্ধ হইবে নিশ্চয়ই। ঈশ্বর কহিলেন,—তখন হইতে ঐ তীর্থ দশাশ্বমেধিক নামে প্রখ্যাত হইল। গোমুখের পূর্ব্বে ও আশ্বমেধিকের পশ্চিমে এই তীর্থ অবস্থিত। হে মহাদেবি! এই তীর্থের মধ্যস্থলেই এক দিব্য স্বর্গসোপানসন্নিভ সর্ব্বপাপহর শিবক্ষেত্র। ঐ ক্ষেত্র সপাদ কোটি তীর্থের আস্পদ বলিয়া পণ্ডিতগণের অভিমত। তির্য্যক্‌যোনিগত কীট পক্ষী মৃগাদি পাপিগণ ঐ ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে শিবলোকে গিয়া বিহার করে। তাহারা মহেশ্বরসন্নিহিত স্থানে নিয়তই বাস করিতে পারে। এখানে তিলোদক দানে পিতৃমাতৃবংশীয়গণ প্রলয়াবধি পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই স্থানে অসংখ্য যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এইখানে যজ্ঞ করিয়াই ইন্দ্র দেবরাজত্ব লাভ করেন। পূর্ব্বে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জনও হেথায় শত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। প্রিয়ে! এইরূপে ক্ষেত্রভূ-

বৃষোৎসর্গং যস্তত্র কুর্য্যাদ্বৈ ভাবিতাত্মবান্। যাবন্তি বৃষরোমাণি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥১৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দশাশ্বমেধমাহাত্ম্যবর্ণনং নামচতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৪॥

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তত্রৈব সংস্থিতং পশ্যেল্লিঙ্গত্রয়মনুত্তমম্। শতমেধং সহস্রমেধং কোটিমেধমিতি ক্রমাৎ ॥১॥ দক্ষিণে শতমেধন্তু শতযজ্ঞফলপ্রদম্। কার্ত্তবীর্য্যেণ তত্রৈব কৃতং যজ্ঞশতং পুরা ॥ ২ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্য মহালিঙ্গং সর্ব্বপাতকনাশনম্। মধ্যভাগেঽত্র যল্লিঙ্গং কোটিমেধেতি বিশ্রুতম্ ॥ ৩ ॥ তত্রেষ্টা ব্রহ্মণা পূর্ব্বং কোটিসঙ্খ্যা মখোত্তমাঃ। সংস্থাপ্য তু মহাদেবং শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ৪ ॥ তস্য উত্তরভাগস্থং সহস্রক্রতুসংজ্ঞকম্। শক্রশ্চ দেবরাজোঽপি সহস্রং যষ্টবান্ ক্রতূন্ ॥ ৫ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্য মহালিঙ্গং দেবানামাদিদৈবতম্। গন্ধপুষ্পাদিবিধিনা পঞ্চামৃতরসোদকৈঃ ॥ ৬ ॥ স প্রাপ্নুয়াৎফলং দেবি লিঙ্গনামোদ্ভবং ক্রমাৎ। গোদানং তত্র দেয়ং তু সম্যগ্যাত্রাফলেপ্সুভিঃ ॥ ৭ ॥ দশলক্ষাণি তীর্থানাং তত্র তিষ্ঠন্তি ভামিনি। লিঙ্গত্রয়ং তথা মধ্যে সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শতমেধাদিলিঙ্গত্রয়মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশদধিক দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ততো গচ্ছেন্মহাদেবি দুর্ব্বাসাদিত্যমুত্তমম্। যত্র দুর্ব্বাসসা তপ্তং তপো বর্ষসহস্রকম্। নিরাহারো জিতাহারঃ সূর্য্যারাধনতৎপরঃ ॥ ১ ॥ এবং কালেন মহতা দিব্যতেজা জনাধিপঃ। প্রত্যক্ষং দর্শনং গত্বা প্রাহ সূর্য্যো মহামুনিম্ ॥ ২ ॥ সূর্য্য উবাচ। মা ব্রহ্মন্ সাহসং কার্ষীর্ব্বরং বরয় সুব্রত। অপ্রাপ্যমপি দাস্যামি যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৩ ॥ দুর্ব্বাসা উবাচ। প্রসন্নো যদি মে দেব বরার্হো যদি বাপ্যহম্। অত্র স্থানে ত্বয়া স্থেয়ং যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী ॥ ৪ ॥ দুর্ব্বাসাদিত্যনামাত্র লোকে খ্যাতিঞ্চ গচ্ছতু। ময়া প্রতিষ্ঠিতা যা তু প্রতিমা তব সুন্দরী ॥ ৫ ॥ তস্যাং

সন্নিহিত স্থান উত্তম হইয়াছে। ইহা অত্রত্য মৃতজন্তুগণের অপুনর্ভবদায়ক। যে ভাবিতাত্মা নর এই স্থানে বৃষোৎসর্গ করে, বৃষরোমসমসংখ্যক কাল তাহার স্বর্গবাস হয়। ১—১৫।

চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩৪।

পঞ্চত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—ঐস্থানেই শতমেধ, সহস্রমেধ ও কোটিমেধ নামক উত্তম লিঙ্গত্রয় দর্শন করিবে দক্ষিণে শতযজ্ঞফলপ্রদ শতমেধ; কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ঐস্থানে পাপহর মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া শতযজ্ঞ করিয়াছিলেন। মধ্যভাগে বিখ্যাত কোটিলিঙ্গ; পূর্ব্বে ব্রহ্মা লোকশঙ্কর শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ স্থানে কোটিযজ্ঞ করিয়াছিলেন। উহার উত্তরস্থানস্থ লিঙ্গ সহস্রমেধ নামে বিখ্যাত। দেবরাজ ইন্দ্র দেবাদিদেব মহাদেবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐস্থানে সহস্র যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যে নর গন্ধপুষ্পাদি ও পঞ্চামৃতরস দ্বারা এই লিঙ্গার্চ্চনা করে, তাহার লিঙ্গনামের অনুরূপ সংখ্যক ফল লাভ হইয়া থাকে। সম্যক্ যাত্রাফলেপ্সু ব্যক্তি ঐ স্থানে গোদান করিবেন। হে ভামিনি! দশলক্ষ তীর্থ ঐ স্থানে বিরাজিত। উক্ত লিঙ্গত্রয় সর্ব্ববিধ পাতকনাশক ১—৮।

পঞ্চত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩৫।

ষট্‌ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর উত্তম দুর্ব্বাসাদিত্যসমীপে গমন করিবে। ঐ স্থানে দুর্ব্বাসা সূর্য্যারাধনতৎপর হইয়া নিরাহারে জিতাহারে সহস্রবর্ষ তপস্যা করিয়াছিলেন। মুনি এইরূপ বহুতপস্যা করিলে দিব্যতেজা জনাধিপ আদিত্য তাঁহার সাক্ষাদ্ভূত হইয়া বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! সাহস করিও না; বরগ্রহণ কর। তোমার যাহা অভিরুচি এমন কি তাহা অপ্রাপ্য হইলেও আমি তোমাকে প্রদান করিব। দুর্ব্বাসা বলিলেন,—হে দেব! আমার প্রতি যদি প্রসন্ন হইয়াছেন, এবং আমি যদি বরার্হ হই, তাহা হইলে আপনি যাবৎ মেদিনী, এই স্থানে বাস করুন এবং দুর্ব্বাসাদিত্য নামে লোকে প্রসিদ্ধ হউন। আর আমি যে এই আপনার সুন্দরী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলাম, এই প্রতিমায়

সান্নিধ্যমেবাস্তু তব দেব জগৎপতে। সান্নিধ্যং কুরুতাং চাত্র যমুনা দুহিতা তব। ত্বৎসুতস্ত মহাতেজা ধর্ম্মরাজো মহাবলঃ॥ ৬॥ সূর্য্য উবাচ। এতৎসর্ব্বং মুনিশ্রেষ্ঠ ত্বয়োক্তং সম্ভবিষ্যতি। তীর্থানাং কোটিরস্তা চ গঙ্গাদীনাং মহামুনে॥ ৭॥ আগমিষ্যতি তে স্থানং নিশ্চিতং বচনান্মম। অত্র স্থানে ময়া ব্রহ্মন্ স্থাতব্যং সহ দৈবতৈঃ॥ ৮॥ আদিত্যানাং প্রভাবৈস্তু ব্রহ্মাণ্ডোদরবাসিনাম্। তেষাং মাহাত্ম্যসংযুক্তঃ স্থাস্যে চাত্র মহামুনে॥ ৯॥ সবিতৃণাং সহস্রেণ দৃষ্টেনৈব তু যৎফলম্। তৎফলং কোটিগুণিতং দুর্ব্বাসাদিত্যদর্শনাৎ॥ ১০॥ লপ্স্যন্তে প্রাণিনঃ সর্ব্বে যজ্ঞকোটিফলং তথা। এবমুক্ত্বা তদা সূর্য্যঃ সস্মার তনয়াং নিজাম্। তথা চ ধর্ম্মরাজনং সর্ব্বপ্রাণিনিয়ামকম্॥ ১১॥ স্মৃতমাত্রা তত্র ভিত্ত্বা পাতালতলমুদ্যযৌ। সা নদীরূপিণী দেবী তীর্থকোটিসমন্বিতা॥ ১২॥ যমশ্চ তত্র ভগবান্ কালদণ্ডধরস্তদা। উচতুঃ প্রণয়োপেতৌ সূর্য্যং ভুবনসাক্ষিণম্॥ ১২॥ যম উবাচ। আজ্ঞাপয়তু মাং দেবো যমুনাং চ জগৎপ্রভুঃ। কার্য্যং যদ্ভাবিনোঽর্থস্য তৎ করিষ্যে ন সংশয়ঃ॥ ১৪॥ সূর্য্য উবাচ। অত্র ক্ষেত্রে স্বরূপেণ স্থাতব্যং বচনান্মম। পাপিনাং প্রাণিনাং চাত্র রক্ষা কার্য্যা প্রযত্নতঃ॥ ১৫॥ সূর্য্যভক্তাঃ সদা রক্ষ্যা ব্রাহ্মণা গৃহমেধিনঃ। ত্বং চাপি যমুনে চাত্র কোটিতীর্থেন সংযুতা॥ ১৬॥ বস ত্বং ভব সুপ্রীতা স্থানে দুর্ব্বাসসোদ্ভবে। ইত্যেবমুক্ত্বা দেবেশস্তত্র দুর্ব্বাসসোঽন্তিকে॥ ১৭॥ পশ্যতাং সর্ব্বদেবানামন্তর্দ্ধানমগাৎ প্রভুঃ। দুর্ব্বাসাস্তু তদা হৃষ্টো যাবৎ পশ্যতি স্বাশ্রমম্॥ ১৮॥ তাবৎ পাতালমার্গেণ যমুনা প্রাদুরাভবৎ। যমশ্চ ভগবাংস্তত্র দৃষ্টঃ ক্ষেত্রপরূপধৃক্॥ ১৯॥ ঈশ্বর উবাচ। ইত্থং সমভবত্তত্র যমুনোদ্ভেদমুত্তমম্। কুণ্ডমাদিত্যতো যাম্যে দুন্দুভিস্তত্র পূর্ব্বতঃ॥ ২০॥ ক্ষেত্রপালো মহাদেবি যতো দুন্দুভিনিঃস্বনঃ। তত্র স্নাত্বা মহাকুণ্ডে যঃ সন্তর্পয়তে পিতৃন্॥ ২১॥ দশ বর্ষাণি পঞ্চৈব তৃপ্তিং যান্তি পিতামহাঃ। পিণ্ডদানেন দত্তেন পিতৃণাং তুষ্টিমাবহেৎ। নরকে তু স্থিতানাঞ্চ মুক্তির্ভূয়ান্ন সংশয়ঃ॥ ২২॥ মাঘে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তম্যাং সংযতাত্মবান্। দুর্ব্বাসার্কঞ্চ সম্পূজ্য মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥ ২৩॥ স্নাত্বা তু যমুনাকুণ্ডে মাধবে মাসি মানবঃ। পূজয়েদ্ভক্তিভাবেন রবিং

আপনি সান্নিধ্য করুন। আপনার দুহিতা যমুনা এবং পুত্র মহাতেজো ধর্ম্মরাজ ইহাতে সান্নিধ্য করুন। সূর্য্য বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি যাহা বলিলে তৎ সমস্তই হইবে; এতদ্ব্যতীত গঙ্গাদি কোটিতীর্থ, আমার বাক্যে তোমার এই স্থানে আগমন করিবে। হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মাণ্ডোদরবাসী আদিত্যগণের প্রভাবে ও মহিমায় দেবতাগণের সহিত এইস্থানে অবস্থান করিব। সহস্র সবিতা দর্শন করিলে যে ফল হয়, এই দুর্ব্বাসাদিত্য দর্শন করিলে তাহার কোটিগুণ ফল লাভ হইবে। প্রাণিগণ এখানে কোটি যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া সূর্য্য নিজ তনয়া ও সর্ব্বপ্রাণিনিয়ামক ধর্ম্মরাজকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবা মাত্র দেবী যমুনা কোটিতীর্থের সহিত নদীরূপে পাতালতল হইতে ঐ স্থানে উদ্গতা হইলেন। কালদণ্ডধর যমও ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরস্পর প্রণয়োপেত যম-যমুনা ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ভুবনসাক্ষী সবিতাকে বলিতে লাগিলেন। যম বলিলেন,—হে জগৎপ্রভো! ভাবিকার্য্য যাহা আমাদিগকে নিশ্চয়ই করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন। সূর্য্য বলিলেন,—এই ক্ষেত্রে আমার বাক্যে তোমাদিগকে অবস্থান করিতে হইবে! তোমরা এই স্থানে যত্নপূর্ব্বক পাপীদিগের রক্ষা বিধান কর; যে হেতু সূর্য্যভক্ত গৃহমেধী ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা রক্ষণীয়। হে যমুনে! তুমি কোটিতীর্থযুক্ত হইয়া প্রীতি সহকারে এই দুর্ব্বাসোদ্ভব তীর্থে বাস কর। ভগবান্ সবিতা দুর্ব্বাসার সমীপে এই কথা বলিয়া সর্ব্বদেবসমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দুর্ব্বাসা হৃষ্ট হইয়া যেমন স্বীয় আশ্রম অবলোকন করিলেন, অমনি পাতাল মার্গ হইতে যমুনা উপনীত হইলেন। যমও ঐ স্থানে দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক ক্ষেত্রপরূপে দৃষ্ট হইলেন। ১—১৯। ঈশ্বর কহিলেন,—এইরূপে আদিত্যের যাম্যদিগ্ভাগে যমুনোদ্ভেদ নামক কুণ্ড, আর পূর্ব্বদিকে দুন্দুভি নামক ক্ষেত্রপাল অবস্থিত। এই দুন্দুভি হইতে দুন্দুভি স্বন নির্গত হয়। এই কুণ্ডে স্নান করিয়া যে পিতৃদেবগণের তর্পণ করে, পিতামহগণ পঞ্চদশ বর্ষ তাহার প্রতি তুষ্ট হন। এখানে পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণের তুষ্টি হয়। তাঁহারা নরকস্থ হইলেও তাঁহাদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবিনী। মাঘমাসের শুক্লসপ্তমীতে সংযতাত্মা নর দুর্ব্বাসাদিত্যের পূজা করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হয়। বৈশাখ মাসে মানব যমুনাকুণ্ডে স্নান করিয়া গগনমণি রবিকে

গগনভূষণম্‌॥ ২৪॥ পঠেৎ সহস্রং নাম্নাং তু দুর্ব্বাসাদিত্যসন্নিধৌ। মন্মাসান্মুচ্যতে জন্তুর্ব্রহ্মহাপি নরঃ॥ ২৫॥ সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্‌। দুর্ব্বাসাদিত্যনামানং সূর্য্যং কো নু ন পূজয়েৎ॥ ২৬॥ ন তদস্তি ভয়ং কিঞ্চিদ্‌যদনেন ন শাম্যতি। দর্শনেনাপি সূর্য্যস্য তত্র দুর্ব্বাসসঃ প্রিয়ে। ২৭॥ সম্পদ্যন্তে তথা কামাঃ সর্ব্ব এব যথেপ্সিতাঃ। বন্ধ্যানাং পুত্রফলদং ভীতানাং ভয়নাশনম্‌॥ ২৮॥ ভূতিপ্রদং দরিদ্রাণাং কুষ্ঠিনাং পরমৌষধম্‌। বালানাং চৈব সর্ব্বেষাং গ্রহরক্ষোনিবারণম্‌। মহাপাপোপশমনং দুর্ব্বাসাদিত্যদর্শনম্‌॥ ২৯॥ হেমাশ্বস্তত্র দাতব্যঃ সূর্য্যমুদ্দিশ্য ভামিনি। ব্রাহ্মণে বেদসংযুক্তে তেন দত্তা মহী ভবেৎ॥ ৩০॥ যস্তত্র পূজয়েদ্দেবং ক্ষেত্রপালঞ্চ দুন্দুভিম্‌। স পুত্রপশুমান্‌ ধীমান্‌ শ্রীমান্‌ ভবতি মানবঃ॥ ৩১॥ ন ভয়ং জায়তে তস্য ত্রিবিধং বরবর্ণিনি। অর্দ্ধগব্যূতিমাত্রং তু তত্র ক্ষেত্রং রবেঃ স্মৃতম্‌॥ ৩২॥ ন তত্র প্রবিশেজ্জন্তুঃ সূর্য্যভক্তিবিবর্জ্জিতঃ। ইত্যেতৎ কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং সূর্য্যদৈবতম্‌॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দুর্ব্বাসাদিত্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২৩৬॥

ভক্তিভাবে পূজা করিবে। এবং দুর্ব্বাসাদিত্য সন্নিধানে রবির সহস্র নাম পাঠ করিবে। এইরূপ করিলে ব্রহ্মহত্যাকারী নরও ষন্মাসান্তে মুক্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্য সর্ব্বপাপপ্রণাশন দুর্ব্বাসাদিত্য নামক সূর্য্যকে কে না পূজা করিবে? ইহা দ্বারা উপশান্ত হইতে না পারে এমন ভয় কিছুই নাই। দুর্ব্বাসাদিত্যের দর্শনমাত্রেই ইষ্ট কাম সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই পাপোপশমন দুর্ব্বাসাদিত্য দর্শন বন্ধ্যাদিগেরও পুত্রফলদ; ভীতগণের ভয়নাশক, দরিদ্রদিগের ভূতিপ্রদ; কুষ্ঠীদিগের মহৌষধ ও বালকদিগের গ্রহভূতনাশন। হে ভামিনি! তথায় সূর্য্যোদ্দেশে সুবর্ণাশ্ব দান করিবে। এরূপ দানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে মহীদানের ফললাভ হয়। যে নর তথায় দুন্দুভি ক্ষেত্রপালকে পূজা করে, সে পশু-পুত্র ও শ্রীসম্পন্ন হয়। তাহার ত্রিতাপভয় থাকে না। হে বরবর্ণিনি! ঐ স্থানে রবির ক্ষেত্র অর্দ্ধগব্যূতিমাত্র। ভক্তিহীন নর তথায় প্রবেশ করিবে না। হে দেবি! এই তোমায় সূর্য্য-দৈবত-মহাত্ম্য বলিলাম। ২০—৩৩।

ষট্‌ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩৬।

সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি যাদবস্থলমুত্তমম্‌। যাদবা যত্র নষ্টা বৈ ষট্‌পঞ্চাশচ্চ কোটয়ঃ॥ ১॥ যত্র বজ্রেশ্বরো দেবো বজ্রেণারাধিতঃ সদা। যত্রাভূদ্দিব্যদৃষ্টীনামৃষীণামাশ্রমং কুলম্‌॥২॥ দেব্যুবাচ। কথং বিনষ্টা ভগবন্নন্ধকা বৃষ্ণিভিঃ সহ। পশ্যতো বাসুদেবস্য ভোজাশ্চৈব মহারথাঃ॥ ৩॥ কেন শপ্তাস্তে বীরা নষ্টা বৃষ্ণ্যন্ধকাদয়ঃ। ভোজাশ্চৈব মহাদেব বিস্তরেণ বদস্ব মে॥ ৪॥ ঈশ্বর উবাচ। ষট্‌ত্রিংশে চ কলৌ বর্ষে সম্প্রাপ্তেঽন্ধকবৃষ্ণয়ঃ। অন্যোন্যং মুষলৈস্তে হি নিজঘ্নুঃ কালনোদিতাঃ॥ ৫॥ বিশ্বামিত্রঞ্চ কণ্বঞ্চ নারদঞ্চ যশস্বিনম্‌। সারণপ্রমুখা ভোজা দদৃশুর্দ্বারকাং গতান্‌॥ ৬॥ তে বৈ সাম্বং সমানিন্যুর্ভূষয়িত্বা স্ত্রিয়ং যথা। অব্রুবন্নুপসঙ্গম্য দেবদণ্ডনিপীড়িতাঃ॥ ৭॥ ইয়ং স্ত্রী পুত্রকামস্য বভ্রোরমিততেজসঃ। ঋষয়ঃ সাধু জানীত কিমিয়ং জনয়িষ্যতি॥ ৮॥ ইত্যুক্তাস্তে তদা দেবি বিপ্রলম্ভপ্রধর্ষিতাঃ। প্রত্যব্রুবংস্তান্মুনয়স্তত্ত্বং শৃণু যথাতথম্‌॥

সপ্তত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! যথায় ষট্‌পঞ্চাশৎ কোটি যাদব নষ্ট হইয়াছিলেন, অনন্তর সেই উত্তম যাদব স্থলে যাইব। ঐ স্থানে পূর্ব্বে বজ্র কর্ত্তৃক বজ্রেশ্বর দেব আরাধিত হইয়াছিলেন এবং ঐ স্থানে দিব্যদৃষ্টিশালী ঋষিগণের বহু আশ্রম ছিল। দেবী কহিলেন,—ভগবন্‌! বাসুদেবের সমক্ষে কিরূপে মহারথ বৃষ্ণি অন্ধক ও ভোজগণ বিনষ্ট হইয়াছিলেন? কিরূপে ঐ সকল বীর কাহার দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া নাশ পাইলেন? তাহা বিস্তৃতরূপে বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—কলির ষট্‌ত্রিংশ বর্ষে অন্ধক বৃষ্ণি প্রভৃতি যাদবগণ কালপ্রেরিত হইয়াই মুষল দ্বারা পরস্পর নিহত হইয়াছিলেন। একদা সারণপ্রমুখ ভোজগণ দ্বারকাগত বিশ্বামিত্র, কণ্ব, ও যশস্বী নারদ ঋষিকে দর্শন করে। অনন্তর তাহারা সাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আনয়নপূর্ব্বক দেবদণ্ডনিপীড়িত হইয়াই তাঁহাদিগকে কহিল,—ঋষিগণ! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ; অতএব বলুন, পুত্রাকাঙ্ক্ষী অমিততেজা বভ্রুর এই পত্নী কি সন্তান প্রসব করিবে? দেবি! প্রবঞ্চনা-প্রধর্ষিত ঋষিগণ এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া

৯। ঋষয় উচুঃ। বৃষ্ণ্যন্ধকবিনাশায় মুষলং ঘোরমায়সম্। বাসুদেবস্ত দায়াদঃ সাম্বোঽয়ং জনয়িষ্যতি। ১০। যেন যূয়ং সুদুর্বৃত্তা নৃশংসা জাতমন্যবঃ। উচ্ছেত্তারঃ কুলং সর্বমৃতে রামাজ্জনার্দ্দনাৎ। ১১। ত্যক্ত্বা যাস্যতি বঃ শ্রীমাংস্ত্যক্ত্বা ভূমিং হলায়ুধঃ। জরা কৃষ্ণং মহাভাগং শয়ানন্তু নিবেৎস্যতি। ১২। ইত্যক্রবংস্ততো দেবি প্রলব্ধাস্তে দুরাত্মভিঃ। মুনয়ো ক্রোধরক্তাক্ষাঃ সমীক্ষ্যাথ পরস্পরম্। ১৩। তথোক্ত্বা মুনয়স্তে তু ততঃ কেশবমভ্যয়ুঃ। অথাবদত্তদা বৃষ্ণীন্ শ্রুত্বৈবং মধুসূদনঃ। ১৪। অভিজ্ঞো মতিমাংস্তস্য ভবিতব্যং তথেতি তৎ। এবমুক্ত্বা হৃষীকেশঃ প্রবিবেশ পুনর্গৃহান্। ১৫। কৃতান্তমন্যথাকর্ত্তুং নৈচ্ছৎ স জগতঃ প্রভুঃ। শ্বোভূতে স ততঃ সাম্বো মুষলং তদসূত বৈ। ১৬। যেন বৃষ্ণ্যন্ধককুলে পুরুষা ভস্মসাৎ কৃতাঃ। কৃষ্ণ্যন্ধকবিনাশায় কিঙ্করপ্রতিমং মহৎ। ১৭। অসূত শাপজং ঘোরং তচ্চ রাজ্ঞে ন্যবেদয়ৎ। বিষণ্নোঽথ ততো রাজা সূক্ষ্মং চূর্ণমকারয়ৎ। ১৮। প্রাক্ষিপং সাগরে তত্র পুরুষো রাজশাসিতঃ। অথোবাচ নগরে বচনাদাহুকস্য হি। ১৯। জনার্দ্দনস্য রামস্য বভ্রোশ্চৈব মহাত্মনঃ। অদ্যপ্রভৃতি সর্বেষাং বৃষ্ণ্যন্ধকগৃহেম্বিহ। সুরাসবো ন কর্ত্তব্যঃ সর্বৈর্বিষয়বাসিভিঃ। ২০। যশ্চ নো বিদিতং কুর্য্যাদেবং কশ্চিৎ নরঃ ক্বচিৎ। স জীবন্ শূলমারোহেৎ স্বয়ং কৃত্বা সবান্ধবঃ। ২১। ততো রাজভয়াৎ সর্বে নিয়মং তত্র চক্রিরে। নরাঃ শাসনমাজ্ঞায় রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ। ২২। এবং প্রযতমানানাং বৃষ্ণীনামন্ধকৈঃ সহ। কালো গৃহাণি সর্বাণি পরিচক্রাম নিত্যশঃ। ২৩। করালো বিকটো মুণ্ডঃ পুরুষঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ। সম্মার্জ্জনীমহাকেতুর্জবাপুষ্পাবতংসকঃ। ২৪। কৃকলাসবাহনশ্চ রক্তিকাকর্ণভূষণঃ। গৃহাণ্যবেক্ষ্য বৃষ্ণীনাং নাদৃশ্যত পুনঃ ক্বচিৎ। ২৫। তস্য চাসন্মহেষ্বাসাঃ শরৈঃ শতসহস্রশঃ। ন চাশক্যত বেদ্ধুং স সর্বভূতাপ্যয়ং সদা। ২৬। উৎপেদিরে মহাবাতা দারুণা হি দিনে দিনে। বৃষ্ণ্যন্ধকবিনাশায় বহবো লোমহর্ষণাঃ। ১৭। বিবৃদ্ধা মূষিকা রথ্যাবিতুন্নমণিকাস্তথা। কেশান্ দদংশুঃ সুপ্তানাং নৃণাং

প্রত্যুত্তরে যাহা বলিলেন,—যথাযথ বলিতেছি শ্রবণ কর। ঋষিগণ কহিলেন,—এই বাসুদেবনন্দন সাম্ব বৃষ্ণ্যন্ধকবিনাশের নিমিত্ত এক ভীষণ লৌহ মুষল প্রসব করিবে। তোরা অতীব দুর্বৃত্ত, নৃশংস; তোরাই জাতক্রোধ হইয়া উহা দ্বারা এই সমগ্র কুলের উচ্ছেদ সাধন করিবি। বলরাম শ্রীকৃষ্ণ ইহার সংশ্রবে থাকিবেন না। তাঁহারা তোদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। জরাব্যাধ তরুতল-শয়ান শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিবে! হে দেবি! দুরাত্মা যাদবগণ কর্ত্তৃক প্রতারিত মুনিগণ কোপরক্তনয়নে পরস্পরের দিকে তাকাইয়া এই কথা কহিলেন। অনন্তর তাঁহারা কেশবসমীপে গমন করিলেন! তখন সর্বজ্ঞ সুবুদ্ধি মধুসূদন ঐ কথা শুনিয়া বৃষ্ণিদিগকে বলিলেন,—ঋষিরা যে অভিশাপ দিয়াছেন, তাহাই হইবে। তোমাদের ভবিতব্যতা এইরূপই। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। জগৎপ্রভু কৃষ্ণ সেই ঋষিশাপ অন্যথা করিতে ইচ্ছা করিলেন না। অনন্তর প্রভাতে ঋষিশাপে—যাহাতে বৃষ্ণ্যন্ধককুল ভস্মীভূত হইয়াছিল, সেই যমকিঙ্করসন্নিভ মুষল বৃষ্ণ্যন্ধকবিনাশ নিমিত্ত সাম্ব প্রসব করিল?। মুষল প্রসূত হইবা মাত্র রাজার নিকট সে সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল! রাজা বিষণ্ন হইলেন এবং মুষলকে সূক্ষ্মচূর্ণে পরিণামিত করিলেন। অনন্তর রাজাদিষ্ট পুরুষেরা উহা লইয়া গিয়া সাগরজলে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর আহুক, জনার্দ্দন, বলরাম ও বভ্রুপ্রমুখ যাদবশ্রেষ্ঠগণের কথানুসারে নগরমধ্যে এইরূপ ঘোষণা প্রচার করা হইল যে, অদ্য হইতে বৃষ্ণ্যন্ধকদিগের কোন গৃহে কেহই সুরাসব করিও না। যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া ঐরূপ কার্য্য করিবে, সে সবান্ধবে সশরীরে শূলারোপিত হইবে। অনন্তর রাজভয়ে এবং অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের শাসনে নরগণ নিয়মিত হইল। এইরূপ নিয়মে থাকিয়া বৃষ্ণ্যন্ধকদিগের বহুকাল কাটিল। অতঃপর এক জবাপুষ্পাবতংসক, কৃকলাসবাহন, গুঞ্জানির্ম্মিত-কর্ণভূষণ, সম্মার্জ্জনীকেতু, করাল-বিকট, কৃষ্ণ-পিঙ্গল ভীষণ পুরুষ নিত্য নিত্য যাদবগণের গৃহে গৃহে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহাকে কেহই একস্থানে কোথাও দেখিতে পাইল না। মহাধনুর্দ্ধারী শত সহস্র পুরুষ তাহার সন্ধানে রহিল। কিন্তু বহু শর বিনিক্ষেপ করিয়াও তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারিল না। এই সময় দিন দিন বৃষ্ণ্যন্ধকবিনাশার্থ দারুণ লোমহর্ষণ উৎপাতিক বহু বায়ু প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ৯—১৭। মূষিক সকল বিবৃদ্ধ হইয়া

যুবতয়ো নিশি ॥ ২৮ ॥ চীচীকূচীত্যবাশন্ত সারিকা বৃষ্ণিবেশ্মসু। নোপশাম্যতি শব্দশ্চ স দিবারাত্রমেব বা ॥ ২৯ ॥ অন্বকুর্বন্নুলূকাশ্চ বায়সান্ বৃষ্ণিবেশ্মসু। অজাঃ শিবানাং চ রুতমন্বকুর্বত ভামিনি ॥ ৩০ ॥ পাণ্ডুরা রক্তপাদাশ্চ বিহগাঃ কালপ্রেরিতাঃ। বৃষ্ণ্যন্ধকগৃহেষ্বেবং কপোতা ব্যচরংস্তদা ॥ ৩১ ॥ ব্যজায়ন্ত খরা গোষু করভাশ্চাশ্বতরীষু চ। শুনীষ্বপি বিড়ালাশ্চ মূষকা নকুলীষু চ ॥ ৩২ ॥ তাপত্রয়ান্তপাপানি কুর্ব্বতো বৃষ্ণয়স্তথা। অদ্বিষন্ ব্রাহ্মণাংশ্চাপি পিতৄন্ দেবাংস্তথৈব চ ॥ ৩৩ ॥ গুরূংশ্চাপ্যবমন্যন্তে ন তু রামজনার্দ্দনৌ। ভার্য্যাঃ পতীন্ ব্যুচ্চরন্তি পত্নীশ্চ পুরুষাস্তথা ॥৩৪॥ বিভাবসুঃ প্রজ্বলিতো বামং বিপারিবর্ত্ততে। নীললোহিত-মাঞ্জিষ্ঠা বিসৃজংশ্চার্চ্চিষঃ পৃথক্ ॥ ৩৫ ॥ উদয়াস্তমনে নিত্যং পর্য্যস্তঃ স্বাদ্দিবাকরঃ। ব্যদৃশ্যত সকৃৎ পুম্ভিঃ কবন্ধৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৩৬ ॥ মহানসেষু সিদ্ধান্তে সংস্কৃতেঽন্নে তু ভামিনি। উত্তার্য্যমাণে কৃময়ো দৃশ্যন্তে চ বরাননে ॥ ৩৭ পুণ্যাহে বাচ্যমানে চ পঠৎসু চ মহাত্মসু। অভিধাবন্তি শ্রূয়ন্তে ন চাদৃশ্যত কশ্চন ॥ ৩৮ ॥ পরস্পরস্ত নক্ষত্রং হন্যমানং পুনঃপুনঃ। গ্রহৈরপশ্যন্ সর্ব্বেস্তে নাত্মনস্তু কথঞ্চন ॥ ৩৯ ॥ ন হুতং পাচয়ত্যগ্নি-র্বৃষ্ণ্যন্ধকপুরস্কৃতম্। সমন্তাৎ প্রত্যবাশন্ত রাসভা দারুণস্বনাঃ ॥ ৪০ ॥ এবং পশ্যন্ হৃষীকেশঃ সম্প্রাপ্তান্ কালপর্য্যয়ান্। ত্রয়োদশীং হ্যমাবাস্যাং তাং দৃষ্ট্বা প্রাব্রবীদিদম্ ॥ ৪১ ॥ ত্রয়োদশী পঞ্চদশী কৃতেয়ং রাহুণা পুনঃ। তদা চ ভারতে যুদ্ধে প্রাপ্তা চাদ্য ক্ষয়ায় নঃ ॥ ৪২ ॥ ধিগ্ধিগিত্যেব কালং তং পরিচিন্ত্য জনার্দ্দনঃ। মেনে প্রাপ্তং স ষট্‌ত্রিংশং বর্ষং কেশিনিষূদনঃ। পুত্রশোকাভিসন্তপ্তা গান্ধারী যদুবাচ হ ॥ ৪২ ॥ এবং পশ্যন্ হৃষীকেশস্তদিদং সমুপস্থিতম্। ইদং চ সমনুপ্রাপ্তমব্রবীদ্‌যদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৪৪ ॥ পুরা ব্যূঢেষ্বনীকেষু দৃষ্ট্বোৎ-পাতান্ সুদারুণান্। পুণ্যগ্রন্থস্য শ্রবণাচ্ছান্তিহোমাদ্বি-শোধনাৎ ॥ ৪৫ ॥ পূততীর্থাভিষেকাচ্চ নান্যচ্ছ্রেয়ো

রথ্যা খুঁড়িতে এবং বৃহৎ বৃহৎ মৃদ্ভাণ্ড সচ্ছিদ্র করিতে লাগিল। যুবতীগণ রাত্রিকালে সুপ্ত নরগণের কেশপাশ দংশন করিতে লাগিল। সারিকাগণ বৃষ্ণিদিগের গৃহে গৃহে চীচী কূচী রব করিতে লাগিল। দিবারাত্রমধ্যে সে শব্দের আর নিবৃত্তি হইতে লাগিল না। উলূকগণ বৃষ্ণিভবনে বায়সদিগের অনুকরণ করিতে লাগিল। অজাগণ শিবাদিগের রবের প্রতিধ্বনি তুলিল। কাল-প্রেরিত হইয়া রক্তপাদ পাণ্ডুরাভ কপোতগণ বৃষ্ণিদিগের গৃহে গৃহে বিচরণ করিতে লাগিল। গর্দ্দভেরা গাভীতে, করভেরা অশ্বতরীতে, বিড়ালগণ শুনীতে এবং মূষিকেরা নকুলীতে জন্মিতে লাগিল। বৃষ্ণিগণ ত্রিতাপকর পাপাচরণ করিতে লাগিল। তাহারা দেবদ্বিজ-পিতৃলোকদিগের প্রতি দ্বেষ করিতে লাগিল। রামজনার্দ্দন ব্যতীত অন্য সকলেই গুরুজনদিগের অবমাননা করিল। ভার্য্যা পতিকে এবং পতি ভার্য্যাকে অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। প্রজ্বলিত পাবক বামাবর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিলেন এবং নীল লোহিত ও মাঞ্জিষ্ঠ বর্ণ বিভিন্ন শিখা নিঃসারণ করিতে লাগিলেন। দিবাকর উদয়াস্তকালে প্রত্যহ পর্য্যস্তভাবে পরিদৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং এক একবার কবন্ধগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইতে লাগিলেন। মহানসসমূহে সুসংস্কৃত সিদ্ধান্ন সকল উত্তারিত হইলে তন্মধ্যে কৃমিকুল পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। পুণ্যাহবাচন আরব্ধ হইলে, মহাত্মগণ পাঠ করিতে লাগিলে, যেন বিঘ্নকারী জন্তুগণ অভিধাবিত ও তাহাদের বিকট রব শ্রুত হইতে লাগিল। কিন্তু কাহাকেই দেখা যাইতে লাগিল না। গ্রহগণ কর্ত্তৃক পরস্পরের গাত্র পুনঃপুন অভিহত হইতে দেখা গেল। অগ্নি বৃষ্ণ্যন্ধক-পুরস্কৃত হুত পাক করিতে লাগিলেন না। দারুণস্বর রাসভেরা চতুর্দ্দিকে চীৎকার করিতে লাগিল। হৃষীকেশ এইরূপ কালপর্য্যায় দর্শনে ত্রয়োদশী ও অমাবস্যার উপস্থিতি দেখিয়া কহিলেন,—রাহুকর্ত্তৃক এই ত্রয়োদশী পঞ্চদশী কৃত হইয়াছে। যখন ভারত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন ইহা একবার হইয়াছিল। আর অদ্য আমাদের ক্ষয়ের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে। কেশিসূদন জনার্দ্দন তখন কালকে মনে মনে ধিক্কার প্রদানান্তে ভাবিলেন যে, পুত্রশোকসন্তপ্তা গান্ধারী যাহা বলিয়াছিলেন, সেই ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ এই উপস্থিত হইয়াছে। হৃষীকেশ দুঃসময় সমুপস্থিত বুঝিয়া পূর্ব্বে ভারতযুদ্ধে সমস্ত সৈন্য যুদ্ধার্থ সন্নদ্ধ হইলে যুধিষ্ঠির যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ করিলেন; বুঝিলেন—সেই কালই এই সমুপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে পুণ্যগ্রন্থ শ্রবণ, বিশোধক শান্তি-হোম, পূততীর্থস্নান,—এসকল ব্যতীত

ভবেদিতি। ইত্যুক্ত্বা বাসুদেবস্তচ্চিকীর্ষন্ সত্যমেব চ। আজ্ঞাপয়ামাস তদা তীর্থযাত্রামরিন্দমঃ। ৪৬। অঘোষয়ন্ত পুরুষাস্তত্র কেশবশাসনাৎ। তীর্থযাত্রা প্রভাসে বৈ কার্য্যেতি বরবর্ণিনি। ৪৭। অথারিষ্টানি বক্ষ্যামি পুরীং দ্বারবতীং প্রতি। কালী স্ত্রী পাণ্ডুরৈর্দন্তৈঃ প্রবিশ্য নগরীং নিশি। ৪৮। স্ত্রিয়ঃ স্বপ্নেষু মুষ্ণন্তী দ্বারকাং প্রতি ধাবতি। অগ্নিহোত্রনিকেতং চ সুমেধ্যেষু চ বেশ্মসু। ৪৯ বৃষ্ণ্যন্ধকাংশ্চ খাদন্তী স্বপ্নে দৃষ্টা ভয়ানকা। কুর্ব্বন্তী ভীষণং নাদং কুক্কুটশ্বানসংযুতা। ৫০। তথা সহস্রশো রৌদ্রাশ্চতুর্ব্বাহব এব চ। স্ত্রীণাং গর্ভেষু জায়ন্ত রাক্ষসা গুহ্যকাস্তথা। ৫১। অলঙ্কারাশ্চ ছত্রাণি ধ্বজাশ্চ কবচানি চ। হ্রিয়মাণানি দৃশ্যন্তে রক্ষোভিস্তু ভয়ানকৈঃ। ৫২। যচ্চাগ্নিদত্তং কৃষ্ণস্য বজ্রনাভমযস্ময়ম্। দিবমাচক্রমে চক্রং বৃষ্ণীনাং পশ্যতাং তদা। ৫৩। যুক্তং রথং দিব্যমাদিত্যবর্ণং পশ্যতো দারুকস্য। তে সাগরস্যোপরিষ্টাদ্বর্ত্তমানামনোজবাংশ্চতুরো বাজিমুখ্যান্। ৫৪। তালঃ সুপর্ণশ্চ মহাধ্বজৌ তৌ সুপূজিতৌ রামজনার্দ্দনাভ্যাম্। উচ্চৈর্জ্জগুঃ স্বপ্সরসো দিবানিশং বাচং চোচুর্গম্যতাং তীর্থযাত্রাম্। ৫৫। ততো জিগমিষন্তস্তে বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথাঃ। সান্তঃপুরাস্তীর্থযাত্রামীহন্তে স্ম নরর্ষভাঃ। ৫৬। ততো মাংসপরা হৃষ্টাঃ পেয়ং বেশ্মসু বৃষ্ণয়ঃ। বহু নানাবিধং চক্রুর্মাংসানি বিবিধানি চ। ৫৭। তথা সীধুষু বদ্ধেষু নির্যযুর্নগরাদ্বহিঃ। যানৈরশ্বৈর্গজৈশ্চৈব শ্রীমন্তস্তিগ্মতেজসঃ। ৫৮। ততঃ প্রভাসে ন্যবসন্ যথোদ্দেশং যথাগৃহম্। প্রভূতভক্ষ্যপেয়াস্তে সদারা যাদবাস্তদা। ৫৯। নিবিষ্টাংস্তান্নিশম্যাথ সমুদ্রান্তে স যোগবিৎ। জগামামন্ত্র্য তান্ বীরানুদ্ধবোঽর্থবিশারদঃ। ৬০। প্রস্থিতং তং মহাত্মানমভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিম্। জানন্ বিনাশং ভোজানাং নৈচ্ছদ্বারয়িতুং হরিঃ। ৬১। ততঃ কালপরীতাস্তে বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথাঃ। অপশ্যন্নুদ্ধবং যান্তং তেজসাদীপ্য রোদসী। ৬২। ব্রাহ্মণার্থেষু যৎক্লৃপ্তমন্নং তেষাং বরাননে। তদ্বাহনেভ্যঃ প্রদদুঃ সুরাগন্ধরসান্বিতম্ ৬৩। ততস্তূর্য্যশতাকীর্ণং নটনর্ত্তকসঙ্কুলম্। প্রাবর্ত্তত

অপর শ্রেয়স্কর উপায় নাই। অরিন্দম বাসুদেব এই বলিয়া সেই গান্ধারীবাক্য সত্য করিবার অভিপ্রায়ে তীর্থযাত্রার আদেশ করিলেন। হে বরবর্ণিনি! কেশবের শাসনানুসারে কতিপয় পুরুষ "সকলকেই প্রভাসে তীর্থযাত্রায় যাইতে হইবে" একথা ঘোষণা করিল। ৪৮—৪৭। অতঃপর দ্বারবতী পুরীতে যে সকল অরিষ্ট প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল তাহা বলিতেছি। স্বপ্নে দৃষ্ট হইতে লাগিল যে, কোন কৃষ্ণবর্ণা, পাণ্ডুরদশনা রমণী যেন দ্বারকায় প্রবেশ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ প্রধাবন ও নারীগণকে হরণ করিতে লাগিল। অগ্নিহোত্রগৃহে এবং অপরাপর পবিত্র গৃহমধ্যেও বৃষ্ণি-অন্ধকদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। সেই ভয়ানকা রমণী কুক্কুট-কুক্কুরগণে পরিবৃতা হইয়া ভীষণ নাদে বিচরণ করিতে লাগিল। যাদব নারীগণের গর্ভে সহস্র সহস্র রৌদ্রাকার গুহ্যক রাক্ষসগণ চতুর্ভুজাকারে জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল। অলঙ্কার, ছত্র, ধ্বজ, কবচ প্রভৃতি, ভয়ানক রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক হ্রিয়মাণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। বৃষ্ণিগণের সমক্ষেই শ্রীকৃষ্ণের অগ্নিদত্ত লৌহময় বজ্রনাভ চক্র স্বর্গে চলিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের মনোজব অশ্ব চতুষ্টয়যুক্ত শত্রুভয়াবহ আদিত্যবর্ণ রথও দারুকের সাক্ষাতেই সাগরোপরি অদৃশ্য হইয়া গেল। রামজনার্দ্দনের অতিপূজিত তাল ও গরুড়ধ্বজও সেই সঙ্গেই চলিয়া গেল। অপ্সরারা অহর্নিশ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল যে, 'তীর্থযাত্রায় যাও।' অতঃপর নরর্ষভ বৃষ্ণি ও অন্ধক মহারথগণ তীর্থযাত্রার্থী হইয়া উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মাংসপ্রিয় তীগ্মতেজা শ্রীমান্ বৃষ্ণিগণ হৃষ্টচিত্তে বিবিধ পেয় সীধু ও মাংস প্রস্তুত করিয়া তৎসমস্ত বিশেষরূপে আবদ্ধ করিয়া প্রভূত ভক্ষ্যপেয়সহ অশ্ব গজ-যানারোহণে সস্ত্রীক নগর হইতে বাহির হইয়া প্রভাসে যাইয়া যথাস্থানে নিজ নিজ গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। অর্থতত্ত্বজ্ঞ যোগবিৎ উদ্ধব সেই বীরগণকে প্রভাসে সম্যক্ নিবিষ্ট দেখিয়া সকলকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক প্রস্থানোদ্যত হইলেন। সেই মহাত্মা অভিবাদনান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে ভগবান্ কৃষ্ণ যদুকুলের ভাবিবিনাশ জানিতেন বলিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে অভিলাষ করিলেন না। কালাক্রান্ত যাদবেরা দেখিল যে, উদ্ধব নিজতেজে দ্যুলোকভূলোক আলোকিত করিয়া যাইতেছেন। অয়ি বরাননে! ব্রাহ্মণগণের জন্য যে সমস্ত খাদ্য প্রস্তুত ছিল, সুরামিশ্রণে তাহা সুরারস গন্ধযুক্ত হওয়ায় তৎসমস্ত বাহনগণকেই প্রদত্ত হইল। অতঃপর সেই তীগ্মতেজা যাদবগণ

মহাপানং প্রভাসে তিগ্মতেজসাম্‌ ॥ ৬৪ ॥ কৃষ্ণস্য সন্নিধৌ রামঃ সহিতঃ কৃতবর্ম্মণা। অপিবদ্‌ যুযুধানশ্চ গদো বভ্রুস্তথৈব চ ॥ ৬৫ ॥ ততঃ পরিষদো মধ্যে যুযুধানো মদোৎকটঃ। অব্রবীৎ কৃতবর্ম্মাণমবহস্যাবমন্য চ ॥ ৬৬ ॥ কঃ ক্ষত্রিয়ো মন্যমানঃ সুপ্তান্‌ হন্যানমৃতানিব।. ন তন্মৃষ্যন্ত হার্দ্দিক্যস্ত্বয়া তৎ সাধু যৎ কৃতম্‌ ॥ ৬৭ ॥ ইত্যুক্তে যুযুধানেন পূজয়ামাস তদ্বচঃ। প্রদ্যুম্নো রথিনাং শ্রেষ্ঠো হার্দ্দিক্যমথ ভর্ৎসয়ন্‌ ॥ ৬৮ ॥ ততঃ পুনরপি ক্রুদ্ধঃ কৃতবর্ম্মা তমব্রবীৎ। নির্দ্দিশন্নিব সাবজ্ঞং তদা সব্যেন পাণিনা ॥ ৬৯ ॥ ভূরিশ্রবাশ্ছিন্নবাহুর্যুদ্ধে প্রায়োপগতস্ত্বয়া। ব্যাধেনেব নৃশংসেন কথং বৈরেণ ঘাতিতঃ ॥ ৭০ ॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা কেশবঃ পরবীরহা। তির্য্যক্‌ সরোষয়া দৃষ্ট্যা বীক্ষাঞ্চক্রে সমঃ পুমান্‌ ॥ ৭১ ॥ মণিঃ স্যমন্তকং চৈব যঃ স সত্রাজিতোঽভবৎ। তৎকথাং স্মারয়ামাস সাত্যকির্মধুসূদনম্‌ ॥ ৭২ ॥ তচ্ছ্রুত্বা কেশবস্যাঙ্কমগমদ্রুদতী সতী। সত্যভামা প্রকুপিতা কোপয়ন্তী জনার্দ্দনম্‌। ৭৩ ॥ তত উত্থায় স ক্রোধাৎ সাত্যকির্বাক্যমব্রবীৎ। পঞ্চানাং দ্রৌপদেয়ানাং ধৃষ্টদ্যুম্নশিখণ্ডিনঃ ॥ ৭৪ ॥ এষ যচ্ছামি পদবীং সত্যে তব পিতুঃ সদা। সৌপ্তিকে নিহতা যে চ সুপ্তাস্তেন দুরাত্মনা ॥ ৭৫ ॥ দ্রোণপুত্রসহায়েন পাপেন কৃতবর্ম্মণা। সমাপ্তং চায়ুরস্যাদ্য যশশ্চাপি সুমধ্যমে ॥ ৭৬ ॥ ইতীদমুক্ত্বা খড্গেন কেশবস্য সমীপতঃ। অভিদ্রুত্য শিরঃ ক্রুদ্ধশ্চিচ্ছেদ কৃতবর্ম্মণঃ ॥ ৭৭ ॥ তথান্যানপি নিঘ্নন্তং যুযুধানং সমন্ততঃ। অবধাবদ্ধৃষীকেশো বিনিবারয়িষুস্তথা ॥ ৭৮ ॥ একীভূতাস্ততস্তস্য কালপর্য্যায়প্রেরিতাঃ। ভোজান্ধকা মহারোষাঃ শৈনেয়ং পর্য্যবারয়ন্‌ ॥ ৭৯ ॥ তান্‌ দৃষ্ট্বাপততস্তূর্ণমভিক্রুদ্ধান্‌ জনার্দ্দনঃ। ন চুক্রোধ মহাতেজা জানন্‌ কালস্য পর্য্যয়ম্‌ ॥ ৮০ ॥ তে চ পানমদাবিষ্টাশ্চোদিতাশ্চৈব মন্যুনা। যুযুধানমথাজঘ্নুরুচ্ছিষ্টৈর্ভাজনৈস্তথা ॥ ৮১ ॥ হন্যমানে তু শৈনেয়ে ক্রুদ্ধো রুক্মিণীনন্দনঃ। তদন্তরমথাধাবন্মোক্ষয়িষ্যঞ্ছিনেঃ সুতম্‌ ॥ ৮২ ॥ স ভোজৈঃ সহ সংযুক্তঃ সাত্যকিশ্চান্ধকৈঃ সহ। বহুত্বাত্তু হতৌ বীরাবুভৌ কৃষ্ণস্য

সেই প্রভাসে শত শত তূর্য্যবাদ্য ও নট-নর্ত্তক-ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত করিয়া মহাপানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাম, কৃতবর্ম্মা, যুযুধান, গদ, বভ্রু, ইঁহারা কৃষ্ণের সমীপে উপবিষ্ট হইয়াই পান করিতে লাগিলেন। অতঃপর মদমত্ত যুযুধান কৃতবর্ম্মাকে অবজ্ঞাসহকারে সোপহাসে কহিলেন,—ক্ষত্রিয়াভিমানী কোন্‌ ব্যক্তি মৃতবৎ সুপ্ত জনগণকে হনন করিয়া থাকে? হে হার্দ্দিক্য! তুমি যাহা করিয়াছ, কেহই তাহা সাধু বলিয়া ক্ষমা করিতে পারে না। এই কথা কহিলে রথিবর প্রদ্যুম্ন সে কথার প্রশংসা করিয়া, হার্দ্দিক্যকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তখন কৃতবর্ম্মাও ক্রুদ্ধ হইয়া অবজ্ঞাসহকারে বামহস্তচালনায় নিরাস করিয়াই যেন, কহিলেন,—তুমি নৃশংস ব্যাধের ন্যায় বৈরিতাবশে রণস্থলে ছিন্নবাহু প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবাকে কিরূপে নিহত করিয়াছিলে? এই কথায় পরবীরঘাতী কেশব সরোষ-নয়নে কুটিল দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সত্রাজিতের যে স্যমন্তক মণি ছিল, সাত্যকি তখন কেশবকে তাহার কথা—কৃতবর্ম্মার প্ররোচনায়ই যে সত্রাজিৎকে শতধন্বা হত্যা করে, তদ্বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিলেন। ইহা শুনিয়া সতী সত্যভামা রোদন করিতে করিতে কেশবের অগ্রে পতিত হইয়া তদীয় কোপবর্দ্ধন করিলেন। অতঃপর সাত্যকি সক্রোধে উত্থিত হইয়া কহিলেন,—অয়ি সত্যভামে! এই কৃতবর্ম্মাকে আমি সুপ্ত পঞ্চ পাণ্ডবের, দৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও তোমার পিতার পদবী প্রদর্শন করিতেছি। এই দুরাত্মা কৃতবর্ম্মা, দ্রোণপুত্রসহায়ে সুপ্ত ব্যক্তিদিগকে নিহত করিয়াছিল বলিয়া অয়ি সুমধ্যমে! অদ্য ইহার আয়ুঃ ও যশঃক্ষীণ হইয়াছে। ক্রুদ্ধ যুযুধান এই বলিয়া কৃষ্ণের সমক্ষেই খড়্গাঘাতে কৃতবর্ম্মার শিরশ্ছেদ করিলেন। পরে চতুর্দ্দিকস্থ অপরাপর যাদবগণকেও হত্যা করিতে লাগলেন। তখন হৃষীকেশ তাঁহাকে নিবারণার্থ ধাবিত হইলেন; কিন্তু ভোজ ও অন্ধকগণ কালপরিবর্ত্তনে চালিত হইয়াই তখন মহারোষে শিনিতনয় যুযুধানকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাতেজা জনার্দ্দন তাঁহাদিগকে তাদৃশভাবে আপতিত হইতে দেখিয়াও কালপরিবর্ত্তন উপস্থিত জানিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন না। ৪৮—৮০। তাঁহারা সকলেই পানমদে মত্ত এবং ক্রোধে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং তখন তাঁহারা উচ্ছিষ্ট পাত্রনিচয় দ্বারাই যুযুধানকে আঘাত করিতে লাগিলেন। শৈনেয় যুযুধান এই ভাবে হন্যমান হইতে থাকিলে তদ্দর্শনে প্রদ্যুম্ন তাঁহাদিগের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক যুযুধানের পরিত্রাণে চেষ্টিত হইলেন। তিনি ভোজ-

পশ্যতঃ ॥ ৮৩ ॥ হতং দৃষ্ট্বা তু শৈনেয়ং পুত্রঞ্চ যদুনন্দনঃ। এরকাণাং তদা মুষ্টিং কোপাজ্জগ্রাহ কেশবঃ ॥ ৮৪ ॥ তদভূন্মুষলং ঘোরং বজ্রকল্পময়স্ময়ম্। জঘান তেন কৃষ্ণোঽপি যে তস্য প্রমুখে স্থিতাঃ ॥ ৮৫ ॥ ততোঽন্ধকাশ্চ ভোজাশ্চ শিনয়ো বৃষ্ণয়স্তদা। জঘ্নুরন্যোন্যমাক্রন্দৈর্মুষলৈঃ কালপ্রেরিতাঃ ॥ ৮৬ ॥ যশ্চৈকামেরকাং কশ্চিজ্জগ্রাহ রুষিতো নরঃ। বজ্রভূতা চ সা দেবি হ্যদৃশ্যত তদা প্রিয়ে ॥ ৮৭ ॥ তৃণঞ্চ মুষলীভূতমপ্যপি তত্র দৃশ্যতে। ব্রহ্মদণ্ডকৃতং সর্ব্বমিতি তদ্বিদ্ধি ভামিনি ॥ ৮৮ ॥ আবিধ্যাবিধ্য দেবেশি প্রহরন্তি স্ম সায়কান্। তদ্বজ্রভূতং মুষলমপশ্যন্ত তদা দৃঢ়ম্ ॥ ৮৯ ॥ অবধীৎ পিতরং পুত্রঃ পিতা পুত্রঞ্চ ভামিনি। মত্তাস্তে পর্য্যটন্তি স্ম যোধমানাঃ পরস্পরম্ ॥ ৯০ ॥ পতঙ্গা ইব চাগ্নৌ তু প্রাপতন্ যদুপুঙ্গবাঃ। নাসীৎ পলায়নে বুদ্ধির্বধ্যমানস্য কস্যচিৎ ॥ ৯১ ॥ তং তু পশ্যন্ মহাবাহুর্জানন্ কালস্য পর্য্যয়ম্। মুষলং সমবষ্টভ্য তস্থৌ স মধুসূদনঃ ॥ ৯২ ॥ সাম্বঞ্চ নিহতং দৃষ্ট্বা চারুদেষ্ণঞ্চ মাধবঃ। প্রদ্যুম্নমনিরুদ্ধঞ্চ ততশ্চুক্রোধ ভামিনি ॥ ৯৩ ॥ যাদবান্ স্বাশয়ানাংশ্চ ভৃশং কোপসমন্বিতঃ। স নিঃশেষং তদা চক্রে শার্ঙ্গচক্রগদাধরঃ ॥ ৯৪ ॥ এবং তত্র মহাদেবি অভবদ্‌ যাদবস্থলম্। গব্যূতিমাত্রং তদ্দেবি যাদবানাং চিতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯৫ ॥ তেষাং কসাস্থিনিচয়ৈঃ স্থলরূপং বভূব তৎ। ভস্মপুঞ্জনিভাকারং তেনাভূদ্‌ যাদবস্থলম্ ॥ ৯৬ ॥ দিব্যরত্নসমাযুক্তং মণিমাণিক্যপূরিতম্। যাদবানাং কিরীটৈশ্চ দিব্যগন্ধৈঃ সুপূরিতম্ ॥ ৯৭ ॥ তেষাং রক্ষানিমিত্তং হি গঙ্গা গণপতিস্তথা। যাদবানান্তু সর্ব্বেষাং জীবিতো বজ্র এব হি ॥ ৯৮ ॥ বয়সোঽন্তে ততঃ সোঽপি প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতঃ। নিষিচ্য স্বসুতং রাজ্যে নাম্না খ্যাতং মহদ্বলম্ ॥ ৯৯ ॥ তেনাপি স্থাপিতং লিঙ্গং যাদবেন্দ্রেণ ধীমতা। বজ্রেশ্বরমিতি খ্যাতং তৎ স্থিতং যাদবস্থলে ॥ ১০০ ॥ তত্রৈব সুচিরং কালং তপস্তপ্তং সুপুষ্কলম্। নারদস্যোপদেশেন প্রভাসে পাপনাশনে ॥ ১০১ ॥ প্রাপ্তবান্ পরমাং সিদ্ধিং স রাজা যাদবোত্তমঃ। তত্রৈব যো নরঃ সম্যক্ স্নাত্বা

গণসহ এবং যুযুধান অন্ধকগণ সহ যুদ্ধ করিতে থাকিলে কৃষ্ণের সমক্ষেই প্রতিপক্ষের বহুত্ব বশতঃ তাঁহারা উভয়েই নিহত হইলেন। যদুনন্দন কেশব তখন স্বীয় পুত্র প্রদ্যুম্নকে ও যুযুধানকে নিহত দর্শনে সকোপে এরকামুষ্টি গ্রহণ করিলেন। তাহা তখন ঘোর লৌহময় বজ্রকল্প মুষল হইল; কৃষ্ণও তদ্দ্বারা যাহাকে সম্মুখে পাইলেন প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন বৃষ্ণি অন্ধক ভোজ ও শিনিবংশীয় বীরগণ কালপ্রেরিত হইয়া এরকাময় মুষল গ্রহণপূর্ব্বক পরস্পর তুমুল প্রহার করিতে লাগিলেন। প্রিয়ে! তখন যে যে ব্যক্তি একটী মাত্র এরকাও গ্রহণ করিল, তাহারই হস্তে তাহা মুষলাকারে দৃষ্ট হইতে লাগিল; অয়ি ভামিনি! এতৎসমস্তই ব্রহ্মদণ্ডকৃত বলিয়া জানিবে। তাঁহারা পরস্পর সবেগে লক্ষ্য করিয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু দেখা গেল,— সেই সমস্ত তৃণমুষল বজ্রবৎ দৃঢ়ই রহিল; কোনটীই কর্ত্তিত বা ভিন্ন হইল না। অয়ি ভামিনি! মদমত্ত যাদবগণ তখন পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে বিচরণপূর্ব্বক পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে নিহত করিতে লাগিল। তাহারা এই ভাবে বধ্যমান হইলেও কাহারও পলায়নে বুদ্ধি হইল না; সেই যদুপুঙ্গবগণ অনলপতিত পতঙ্গবৎ নিপতিত হইতে লাগিলেন। মহাবাহু মধুসূদন এই দশা দেখিয়া 'কালপরিবর্ত্তন' বুঝিয়া মুষল আলিঙ্গনে অবস্থিত হইলেন। অয়ি ভামিনি! শার্ঙ্গ-চক্রগদাধর মাধব তখন, সাম্ব, চারুদেষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি যাদবগণকে নিহত অবস্থায় ভূপতিত দর্শনে অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অবশিষ্ট সকলকে স্বয়ংই নিঃশেষে নিহত করিলেন। ৮১—৯৪। হে মহাদেবি! এই ভাবে সেখানে সেই যাদবস্থল হইয়াছে; দেবি! যাদবগণের চিতাব্যাপ্ত সেইস্থান গব্যূতিপ্রমাণ। যাদবগণের অস্থিচয়ে উহা স্তূপাকার ভস্মপুঞ্জনিভ লক্ষিত হয়; সেই জন্যই উহা যাদবস্থল নাম ধারণ করিয়াছে। উহা যাদবগণের কিরীট-মণি-মাণিক্য-রত্নাদিতে পরিপূরিত এবং দিব্য গন্ধে সমাকীর্ণ। তৎসমস্তের রক্ষণার্থ গঙ্গা ও গণপতি নিযুক্ত আছেন। সমস্ত যাদবগণের মধ্যে একমাত্র বজ্রই তখন জীবিত ছিলেন। তিনিও শেষ বয়সে মহদ্বল নামক নিজ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রভাসক্ষেত্রে আগমন করেন। সেই ধীমান্ যাদবেন্দ্রও সেখানে বজ্রেশ্বর নামে একটী লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন; এখনও সেই লিঙ্গ উক্ত যাদবস্থলেই বিদ্যমান রহিয়াছে। যাদববর সেই বজ্র সেই পাপনাশক প্রভাসে নারদের উপদেশে

জাম্ববতীজলে ॥ ১০২ ॥ বজ্রেশ্বরন্তু সম্পূজ্য ব্রাহ্মণাংস্তত্র ভোজয়েৎ। যাদবস্থলসামীপ্যে গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ১০৩ ॥ ষট্‌কোণং তত্র দাতব্যমষ্টাপদসমন্বিতম্। যাত্রাফলমবাপ্নোতি সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥ ১০৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বজ্রেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি হিরণ্যাং পাপনাশিনীম্। সর্বকামপ্রদাং পুণ্যাং দারিদ্র্যান্তকারিণীম্ ॥ ১ ॥ তত্র স্নাত্বা বিধানেন কৃত্বা পিণ্ডোদকক্রিয়াম্। প্রাপ্নুয়াদক্ষয়াল্লোকান্ পিতৃনুদ্ধৃত্য পাপতঃ ॥ ২ ॥ একং যো ভোজয়েত্তত্র ব্রাহ্মণং শংসিতব্রতম্। তেনাযুতসহস্রং হি ভোজিতং স্যাদ্দ্বিজন্মনাম্ ॥ ৩ ॥ তত্র হেমরথো দেয়ো ব্রাহ্মণে বেদপারগে। বিধিনা শিবমুদ্দিশ্য যাত্রাযুতফলং লভেৎ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হিরণ্যানদীমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৮ ॥

সুচিরকাল তপস্যা করিয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। যে মানব তথায় জাম্ববতীজলে স্নানান্তে বজ্রেশ্বরের অর্চ্চনাপূর্ব্বক যাদবস্থলসমীপে ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, সে সহস্র গোদানের পুণ্য প্রাপ্ত হয়। যাত্রাফলার্থী মানব সেখানে সম্যক্ শ্রদ্ধাসহকারে স্বর্ণময় ষট্‌কোণ যন্ত্র প্রদান করিবে। ৯৫—১০৪।

সপ্তত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২১।

অষ্টত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর দারিদ্র্যান্তকারিণী সর্ব্বকামপ্রদা পাপনাশিনী পুণ্যা হিরণ্যাতে গমন করিবে; এখানে যথাবিধি স্নান পিণ্ডদান ও উদকক্রিয়া করিয়া পিতৃগণকে পাপ হইতে উদ্ধার করত মানব অক্ষয় লোকে গমন করে। মানব শিবের উদ্দেশে এই তীর্থে যাত্রা করিয়া অযুত যাত্রার ফললাভ করিয়া থাকে। ১—৪।

অষ্টত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩৮।

একোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি হিরণ্যাপার্শ্বতঃ স্থিতম্। প্রত্যক্ষং নাগরাদিত্যং সর্বব্যাধিবিনাশনম্ ॥ ১ ॥ পুরা সত্রাজিতা রাজ্ঞা দ্বারবত্যাং গতেন তু। আরাধিতো ভাস্করোঽভূদ্‌যাদবেন মহাত্মনা ॥ ২ ॥ মহাব্রতমুপাস্থায় নিম্নপুত্রেণ ধীমতা। তস্য তুষ্টস্তদা ভানুঃ স্যমন্তকমণিং দদৌ ॥ ৩ ॥ স মণিঃ সেবতে নিত্যং ভারানষ্টৌ দিনেদিনে। সুবর্ণস্য সুশুদ্ধস্য ভক্ত্যা ব্রততপোযুতঃ ॥৪॥ ভূয়োঽপি ভানুনা প্রোক্তো বরং ব্রূহি বরাননে। স চাহ দেবদেবেশং ভাস্করং বারিতস্করম্ ॥ ৫ ॥ যদি তুষ্টোঽসি মে দেব বরদানং করোষি চ। অত্রৈবচাশ্রমে পুণ্যে নিত্যং সন্নিহিতো ভব ॥ ৬ ॥ এবং ভবিষ্যতীত্যুক্তা সূর্য্যঃ সত্রাজিতং নৃপম্। অভিনন্দ্য বরং তস্য তত্রৈবাদর্শনং গতঃ ॥ ৭ ॥ তেনাপি নিম্নপুত্রেণ দেবদেবস্য ভাস্বতঃ। স্থাপিতা প্রতিমা শুভ্রা তত্রৈব বরবর্ণিনি ॥ শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্ব্রহ্মঘোষৈশ্চ পুষ্কলৈঃ। ততস্তু

ঊনচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর হিরণ্যার পার্শ্বস্থিত সর্ব্বব্যাধিবিনাশন নাগরাদিত্য তীর্থে গমন করিবে। পুরাকালে নিম্ননন্দন মহাত্মা রাজা যাদব সত্রাজিৎ দ্বারাবতীতে গমন করিয়া দিবাকরের আরাধনা করেন। ধীমান্ রাজা মহাব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ভানুর আরাধনা করিলে তিনি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্যমন্তক মণি প্রদান করেন। এই ভানুদত্ত মণি প্রতিদিন অষ্টভার করিয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণ প্রসব করিতে লাগিল। ব্রততপোযুক্ত সত্রাজিৎ ভক্তিপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভানুর আরাধনা করিলেন। হে বরাননে! তখন ভানু সত্রাজিৎকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—তুমি বর প্রার্থনা কর। সত্রাজিৎ সেই বারিতস্কর দেবেশ দিবাকরকে কহিলেন,—হে দেব! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন আর যদি আমাকে বরদান করেন, তবে এই পুণ্যাশ্রমে নিত্য সন্নিহিত হউন। তখন সূর্য্য রাজা সত্রাজিৎকে 'এইরূপই হইবে' এই বলিয়া তাহাকে অভিনন্দনপূর্ব্বক বর দিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। হে বরবর্ণিনি! নিম্ননন্দন রাজা সত্রাজিৎও সেই স্থানে দেবদেব ভাস্করের শুভ্রপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলেন।

নাগরান্ সর্ব্বান্ সমাহূয় দ্বিজোত্তমান্। অব্রবীৎ প্রণতো ভূত্বা দত্বা বৃত্তিমনুত্তমাম্ ॥ ৯ ॥ যুষ্মৎ-পাদপ্রসাদেন সূর্য্যস্যানুগ্রহেণ বৈ। সাধয়িত্বা তপশ্চোগ্রং স্থাপিতা প্রতিমা ময়া ॥ ১০ ॥ ইন্দ্র লোকাদিহানীতা জিত্বা শক্রং সুরারিণা। দশানন-নস্য পুত্রেণ লঙ্কায়াং স্থাপিতা পুরা ॥ ১১ ॥ তং নিহত্য তু রামেণ লক্ষ্মণানুগতেন বৈ। অযোধ্যায়াং সমানীতা সৌমিত্রিজয়লক্ষ্মিকা ॥ ১২ ॥ মিত্রাবরুণ-পুত্রায় বসিষ্ঠায় সমর্পিতা। তেনাপি মম তুষ্টেন দ্বারকায়াং নিবেদিতা ॥ ১৩ ॥ ময়াপি স্থাপিতা চাত্র জ্ঞাত্বা ক্ষেত্রমনুত্তমম্। কিমত্র বহুনোক্তেন ভবদ্ভিঃ সর্ব্বথৈব হি ॥ ১৪ ॥ পরিপাল্যা প্রযত্নেন যাবচ্চন্দ্রার্ক-তারকম্। তস্মাদ্যুষ্মাকমাদিষ্টা প্রতিমেয়ং ময়া শুভা ॥ ১৫ ॥ নাগরাণাং তু বিপ্রাণাং সোমেশ-পুরবাসিনাম্। তস্মান্নাম ময়া দত্তং নাগরাদিত্যমেব হি ॥ ১৬ ॥ ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। সর্ব্বমেব করিষ্যামো দেবস্য পরিপালনম্। যাবন্মহী চ চন্দ্রার্কৌ যাব-ত্তিষ্ঠতি সাগরঃ। তাবত্তে হ্যক্ষয়া কীর্ত্তিঃ স্থানে চাস্মিন্ ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥ এবমুক্তা তু তে সর্ব্বে নাগরা দ্বিজপুঙ্গবাঃ। রাজাপি তুষ্টঃ প্রযযৌ তদা দ্বারবতীং পুরীম্ ॥ ১৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তস্মিন্ দৃষ্টে তু যৎফলম্। গোশতস্য প্রয়াগেষু সম্যগ্দত্তস্য যৎ ফলম্। তৎ ফলং সমবাপ্নোতি নাগরার্কস্য দর্শনাৎ ॥ ১৯ ॥ দারিদ্র্যদুঃখশোকার্ত্তেঃ কোঽন্যোঽস্তি হরণক্ষমঃ। প্রভাসে পাবনে ক্ষেত্রে মুক্ত্বা নাগরভাস্করম্ ॥ ২০ ॥ বন্ধকুষ্ঠাদিকং দুঃখং যে ভজন্ত্যল্পবুদ্ধয়ঃ। তত্র তে নৈব জানন্তি বৈদ্যং নাগরভাস্করম্ ॥ ২১ ॥ স্নাত্বা হিরণ্যাতোয়েন যস্তং পূজয়তে নরঃ। কল্প-কোটিসহস্রাণি সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥ ২২ ॥ শুক্ল-পক্ষে তু সপ্তম্যাং যদা সংক্রমতে রবিঃ। মহাজয়া তদা খ্যাতা সপ্তমী ভাস্করপ্রিয়া ॥ ২৩ ॥ স্নানং দানং জপো হোমঃ পিতৃদেবাভিপূজনম্। সর্ব্বং কোটি-গুণং প্রোক্তং ভাস্করস্য বচো যথা ॥ ২৪ ॥ একং যো ভোজয়েত্তত্র ব্রাহ্মণং সূর্য্যসন্নিধৌ। কোটি-ভোজ্যং কৃতং তেন ইত্যাহ ভগবান্ হরিঃ ॥ ২৫ ॥ এতন্ময়া তে কথিতং পুরা নোক্তং বরাননে। যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা স গচ্ছেদ্ভাস্করং পদম্ ॥ ২৬ ॥

এই ব্যাপারে বিপুল শঙ্খ-দুন্দুভিনির্ঘোষ ও বেদধ্বনি হইয়াছিল। অনন্তর রাজা নগরবাসী দ্বিজোত্তগণকে আহ্বান করিয়া প্রণামপূর্ব্বক তাঁহা-দিগকে অনুত্তম বৃত্তিদান করিলেন এবং বলিলেন,—আমি আপনাদের পাদপদ্মপ্রসাদে ও দিবা-করের অনুগ্রহে উগ্র তপস্যার সাধন করত ভাস্কর-প্রতিমা স্থাপন করিয়াছি। পূর্ব্বে দশাননতনয় সুরশত্রু ইন্দ্রজিৎ শক্রকে নির্জ্জিত করিয়া ইন্দ্রলোক হইতে এই প্রতিমা আনয়নপূর্ব্বক লঙ্কায় প্রতিষ্ঠিত করে, অন-ন্তর লক্ষ্মণসহায় রাম, লক্ষ্মণ দ্বারা তাহাকে নিহত করাইয়া লক্ষ্মণের বিজয়লক্ষ্মীরূপিণী এই মূর্ত্তি অযো-ধ্যায় আনয়নপূর্ব্বক মিত্রাবরুণনন্দন বসিষ্ঠকে সম-র্পণ করেন। বসিষ্ঠ আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া এই প্রতিমার বিষয় বলেন, আমিও দ্বারকাকে উত্তম ক্ষেত্র জানিয়া দ্বারকাক্ষেত্রে ঐ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। এ বিষয় অধিক বলিয়া কি হইবে, পৃথিবীতে যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, আপ-নারা যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বথা ইঁহার রক্ষা করিবেন! আমি সোমনাথপুরবাসী নাগর বিপ্রগণের আদেশে এই শুভা প্রতিমা আনয়ন করিয়াছি; অতএব এই প্রতিমার নাম নাগরাদিত্যই প্রদান করিলাম। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—আমরা এই দেবমূর্ত্তির সর্ব্ব-প্রকার রক্ষা করিব, যতকাল মেদিনী, চন্দ্র, সূর্য্য ও সাগর বিদ্যমান থাকিবে, এই স্থানে ততদিনই আপ-নার অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। ১—১৭। শ্রেষ্ঠ নাগরব্রাহ্মণগণ এইরূপ বলিলে, রাজাও তুষ্ট হইয়া দ্বারবতীতে গমন করিলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—এই নাগরাদিত্য দর্শনে যে ফল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রয়াগে যথাবিধি শত গোদানে যে ফল, মানব নাগরার্ক দর্শনেও সেই ফল প্রাপ্ত হয়। পূত প্রভাসক্ষেত্রের নাগরভাস্কর ভিন্ন আর কে দারিদ্র্য ও শোকপীড়াহরণ করিতে সমর্থ? বন্ধ-কুষ্ঠাদিদুঃখহরণে নাগরভাস্কর যে বৈদ্যস্বরূপ, অল্প-বুদ্ধি মানবগণ তাহা বিদিত নহে। যে নর হিরণ্যা-নীরে অবগাহন করিয়া নাগরভাস্করের পূজা করে, সে সহস্র কোটি কল্পকাল সূর্য্যলোকে পূজিত হয়। রবিসংক্রমণে শুক্লা সপ্তমী হইলে তাহা মহাজয়া নামে আখ্যাত হয়, এই সপ্তমী ভাস্করের প্রিয়; ভাস্কর বলিয়াছেন,—এইমহাজায়ায় স্নান, দান, জপ, হোম, পিতৃদেবগণের পূজন এ সমস্ত কোটিগুণফলদ হয়। এ দিনে যে জন সূর্য্যসন্নিধানে একটী দ্বিজকে ভোজন করায়, ভগবান্ হরি কহিয়াছেন,—তাহার কোটি দ্বিজকে ভোজন করান হয়। হে বরাননে! এই আমি তোমার নিকট এক অনুক্তপূর্ব্ব বিষয়

সূর্য্যস্য দেবি নামানি রহস্যানি শৃণুষ মে। অলং নামসহস্রেণ পঠৈস্বেনং শুভং স্তবম্। ২৭। বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ। লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমাঁল্লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ। ২৮। লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা। তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ। ২৯। গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ। একবিংশক ইত্যেষ নাগরার্কস্তবঃ স্মৃতঃ। ৩০। স্তবরাজ ইতি খ্যাতঃ শরীরারোগ্যবৃদ্ধিদঃ। ৩১। য এতেন মহাদেবি দ্বে সন্ধ্যেহস্তমনোদয়ে। নাগরার্কং তু সংস্তৌতি স লভেদ্বাঞ্ছিতং ফলম্। ৩২।

ইতি শ্রীস্কান্দে নাগরার্কমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ। ২৩৯।

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি বলভদ্রং সুরেশ্বরম্। সুভদ্রাং চ তথা কৃষ্ণং সর্ব্বপাতকনাশনম্। ১। পূর্ব্বকল্পে মহাদেবি দেহমত্রাত্যজদ্ধরিঃ। অস্মিন্ কল্পেঽপি চ পুনর্গাত্রোৎসর্গমিতি স্মৃতম্। ২। তত্র যে পূজয়িষ্যন্তি নাগরাদিত্যসন্নিধৌ। বলভদ্রং সুভদ্রাং চ কৃষ্ণং তে স্বর্গগামিনঃ। ৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে বলভদ্রসুভদ্রাকৃষ্ণমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ। ২৪০।

একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। তত্রৈব সংস্থিতং পশ্যেদ্বলভদ্রকলেবরম্। শেষরূপেণ যত্রাসৌ প্রাত্যজৎ স্বং কলেবরম্। ১। গত্বস্ত্রিসঙ্গমে তীর্থে তত্র পাতালবর্ত্মনা। অস্মিন্মিত্রবনে দেবি গব্যূতিদ্বয়বিস্তৃতে। ২। কলেবরং স্থিতং দেবি লিঙ্গাকারং মহাপ্রভম্। রেবত্যা সহিতং তত্র শেষনামেতি বিশ্রুতম্। ৩। যত্র সিদ্ধিঃ পুরা দেবি জরানামা তু কৌলিকঃ। বিষ্ণুহন্তা ভিল্লতীর্থে সোঽস্মিন্ স্থানে লয়ং গতঃ। ৪। তৎপ্রভৃত্যেব সকলে শেষ ইত্যভিবিশ্রুতঃ। চৈত্রে শুক্লত্রয়োদশ্যাং যস্তং পূজয়তে নরঃ। স পুত্রপৌত্রপশুমান্ সর্বং ক্ষেমেণ

কীর্ত্তন করিলাম, যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করে, তাহার ভাস্করপদ লাভ হয়। দেবি! সূর্য্যের গুহ্য নাম সকল শ্রবণ কর, তাঁহার সহস্র নামে কি করিবে, এই শুভ স্তব পাঠ কর। নাম যথা—বিকর্ত্তন, বিবস্বান, মার্ত্তণ্ড, ভাস্কর, রবি, লোকপ্রকাশক, শ্রীমান্, লোকচক্ষু, গ্রহেশ্বর, লোকসাক্ষী, ত্রিলোকেশ, কর্ত্তা, হর্ত্তা, তমিস্রহা, তপন, তাপন, শুচি, সপ্তাশ্ববাহন, গভস্তিহস্ত, ব্রহ্মা ও সর্ব্বদেবনমস্কৃত। এই একবিংশতি নাম নাগরার্কের স্তব বলিয়া জানিবে; ইহা স্তবরাজ বলিয়া খ্যাত এবং শরীরের আরোগ্যদ ও বৃদ্ধিদ। হে মহাদেবি! যে এই স্তবরাজ দ্বারা উদয়াস্তকালে নাগরার্কের সম্যক্ স্তব করে, তাহার অভীষ্ট লাভ হয়। ১৮—৩২।

ঊনচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ২৩৯।

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর সুররাজ বলভদ্র, সুভদ্রা ও সর্ব্বপাতকনাশন কৃষ্ণতীর্থে গমন করিবে; পূর্ব্বকল্পে হরি এই স্থানে তনু ত্যাগ করিয়াছিলেন; এ কল্পেও ইহা গাত্রোৎসর্গ নামে কথিত হয়। মানব নাগরাদিত্যের সন্নিধানে স্বর্গবাসী বলভদ্র সুভদ্রা ও কৃষ্ণের পূজা করিবে। ১—৩।

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪০।

একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—ঐ স্থানেই বলভদ্রকলেবর অবলোকন করিবে। পুরাকালে বলভদ্র ঐ স্থানে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অনন্তরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি পাতালপথে ত্রিসঙ্গমতীর্থে গমন করেন। বন হে দেবি! অত্রত্য চারিক্রোশবিস্তৃত মিত্রবন স্থানে বলভদ্র-কলেবর মহাপ্রভ লিঙ্গাকারে বিরাজিত। তিনি এই স্থানে রেবতীর সহিত শেষ নামে বিখ্যাত। হে দেবি! পূর্ব্বে বিষ্ণুহন্তা জরা নামক কৌলিক যে স্থানে সিদ্ধ ও লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাকে ভিল্লতীর্থ কহে; আর জরাব্যাধির সিদ্ধিস্থানের পরই শেষ নামে বলভদ্রদেহ বিশ্রুত হয়। যে মানব চৈত্রশুক্লত্রয়োদশীতে এই শেষ দেবের পূজা করে, সে পুত্র, পৌত্র ও

গঙ্কাদিভিঃ মসূরিকাদিরোগেভ্যো শিশূনাং ভয়ং ভবেৎ। বিস্ফোটকাদিরোগেভ্যো ন ভয়ং জায়তে ক্বচিৎ॥ ৬॥ অস্মিন্ ক্ষেত্রে মহাসিদ্ধে সিদ্ধযক্ষস্তু যঃ স্মৃতঃ। বর্ণানাং সাম্প্রদায়ানুসরেষাং চাতিবল্লভঃ॥ ৭॥ পৃথক্পুষ্পোপহারৈশ্চ বলিদানৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ। [illegible] শেষোঽশেষকলুষনাশনঃ॥ ৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে [illegible]

[illegible] একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪১॥

দ্বিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি যত্র দেবী কুমারিকা। তস্যৈব পূর্ব্বদিগ্ভাগে স্থিতা রক্ষার্থমেব হি॥ ১॥ পুরা রথন্তরে কল্পে রুরুর্নাম মহাসুরঃ। উৎপন্নঃ স মহাকায়ঃ সর্ব্বলোকভয়াবহঃ॥ ২॥ তেন দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাস্ত্রাসিতাস্ত্রিদশালয়াৎ। তস্য ভীত্যা ততঃ সর্ব্বে ব্রহ্মলোকমধি স্থিতাঃ॥৩॥ তথা ভূমিতলে বিপ্রান্ যজ্বিনোঽথ তপস্বিনঃ। নিজঘান স দুষ্টাত্মা যে চান্যে ধর্ম্মচারিণঃ॥৪॥ নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারং তদাসীদ্ধরণীতলম্। নষ্টযজ্ঞোৎসবং সর্ব্বং রুরোর্ভয়নিপীড়িতম্॥ ৫॥ ততঃ প্রব্যথিতা দেবাস্তথা সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ। সমেত্যামন্ত্রয়ন্মন্ত্রং যথার্থং তস্য দুর্ম্মতেঃ॥ ৬॥ ততঃ কোপোদ্ভবঃ স্বেদঃ সর্ব্বেষাং সমজায়ত। তেষাং চিন্তয়তাং দেব নিরোধার্থং গৃহীতঞ্চ তম্॥ ৭॥ তত্র কন্যা সমুৎপন্না দিব্যা কমললোচনা। ব্যাপয়ন্তী দিশঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বেষাং পুরতঃ স্থিতা॥ ৮॥ সম্মান দেবাংস্তত্র প্রাহ কিমর্থং নির্ম্মিতাস্ম্যহম্। কিং কার্য্যং করিষ্যামি শ্রুত্বা তস্যাস্তদা গিরম্॥ ৯॥ আচখ্যুঃ সঙ্কটং তস্যাস্তে দেবা রুরুচেষ্টিতম্। শ্রুত্বা জহাস সা দেবী দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে॥ ১০॥ তস্যা হসন্ত্যা নিশ্চেরুর্বরাঙ্গাঃ কন্যকাঃ পুনঃ। পাশাঙ্কুশধরাঃ সর্ব্বাঃ পীনশ্রোণিপয়োধরাঃ॥ ১১॥ ফেৎকাররাবমাত্রেণ ত্রাসয়ন্ত্যশ্চরাচরম্। অথাগাৎ সা রুরুর্যত্র তাভিঃ সার্দ্ধং যশস্বিনী॥ ১২॥ অথাভূত্তুমুলং তাসাং যুদ্ধং ঘোরং তু তৈঃ সহ। শস্ত্রাস্ত্রৈর্বিবিধৈর্ঘোরৈঃ শত্রুপক্ষক্ষয়-

---

পত্ত্বপ্রাপ্ত হয় এবং এক বর্ষকাল তাহার নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হইয়া থাকে। তাহার শিশুগণের মসূরিকাদি রোগভয় হয় না এবং কদাচ বিস্ফোটকাদি ব্যাধিভয় থাকে না। এই মহাসিদ্ধ ক্ষেত্রে যিনি সিদ্ধযক্ষ নামে কথিত হন, তিনি বর্ণ সকলের অতিবল্লভ; পৃথক পৃথক্ পুষ্পোপহার বলিদানে ইঁহার পূজা করিলে, অশেষ কলুষনাশন শেষ শীঘ্র তুষ্ট হন। ১—৮।

একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৪১॥

দ্বিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! পূর্ব্বোক্ত শেষের পূর্ব্বদিগ্ভাগে দেবী কুমারিকা বিরাজিতা থাকিয়া শেষদেবের রক্ষা করিতেছেন; অনন্তর এই স্থানে গমন করিবে। পূর্ব্বে রথান্তর কল্পে সর্ব্বলোকভয়দ রুরু নামক এক মহাকায় মহাসুর সমুৎপন্ন হইয়াছিল; দেব ও গন্ধর্ব্বগণ এই রুরু কর্ত্তৃক ভীত বিত্রাসিত হইয়া ত্রিদশাগার পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ভূতলে যে সকল যজ্বা, তপস্বী ও ধর্ম্মাচারী অন্যান্য বিপ্র ছিলেন দুরাত্মা রুরু সকলকেই বিনষ্ট করিয়াছিল। রুরুভয়-পীড়িত ধরণীতল তখন স্বাধ্যায় ও বষট্কাররহিত হইল এবং যজ্ঞ মহোৎসব একেবারেই বিনষ্ট হইয়া গেল। অনন্তর ব্যথিত দেব ও মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া সেই দুর্ম্মতির যথার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রণাকারী সুর ও মহর্ষিগণের ক্রোধে তাঁহাদের দেহ হইতে স্বেদ নির্গত হইল। তাঁহারা সেই স্বেদনিরোধার্থ তাহা ধারণ করিলেন। তখন সেই স্বেদ হইতে দিব্য কমললোচনা এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি সুরমহর্ষিগণের সম্মুখে অবস্থিতা হইয়া দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন। অনন্তর কন্যা দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনারা কি জন্য আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি আপনাদের কোন্ কার্য্য সাধন করিব? তাঁহারা কন্যার বাক্য শুনিয়া তাঁহার নিকট রুরুচেষ্টিত সঙ্কটের বিষয় নিবেদন করিলেন। কন্যা দেবগণের বাক্য শুনিয়া হাস্য করিলেন। দেবকার্য্যসিদ্ধির জন্য তাঁহার হাস্য হইতে অনেক বরাঙ্গী কন্যা সমুদ্ভূত হইল। সকলেই পাশাঙ্কুশধারিণী এবং সকলেরই শ্রোণিপয়োধর পীন। তখন তাঁহারা ফেৎকার রব করিলেন; সে রবে চরাচর বিত্রস্ত হইল। অনন্তর যশস্বিনী কন্যা তাঁহাদের সহিত রুরুসমীপে আগমন করিলেন। তখন রুরুপ্রমুখ অসুরগণের সহিত তাঁহাদের তুমুল যুদ্ধ হইল। কন্যাগণ শত্রুপক্ষক্ষয়-

ক্ষরৈঃ ॥ ১৩ ॥ তাভিস্তদসুরাঃ সর্ব্বে প্রহারৈর্জ্জর্জ্জরীকৃতাঃ। পরাঙ্মুখাঃ ক্ষণেনৈব জাতাঃ কেচিন্নিপাতিতাঃ ॥ ১৪ ॥ ততো হতং বলং দৃষ্ট্বা রুরুর্ম্মায়া মথাসৃজৎ। তামসীং নাম দেবেশি শুয়ামুহূত নৈব সা ॥ ১৫ ॥ তমোভূতে ততস্তত্র দেবী দৈত্যং তদা রুরুম্। শক্ত্যা বিভেদ হৃদয়ে ততো মূর্চ্ছাং জগাম হ ॥ ১৬ ॥ মুহূর্ত্তাল্লব্ধসংজ্ঞোঽথ জ্ঞাত্বা তস্যাঃ পরাক্রমম্। পলায়নকৃতোৎসাহ সমুদ্রাভিমুখো যযৌ ॥ ১৭ ॥ সাপি দেবী জগামাথ পৃষ্ঠতোঽস্য দুরাত্মনঃ। স্তূয়মানা সুরগণৈঃ কিন্নরৈঃ সমহোরগৈঃ ॥ ১৮ ॥ ততঃ প্রবিশ্য জলধিং তং দৃষ্ট্বা দানবং রুষা। খড়্গাগ্রেণ শিরশ্ছিত্ত্বা চর্ম্মমুণ্ডধরা ততঃ ॥ ১৯ ॥ নিশ্চক্রাম পুনস্তস্মাৎ প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতা। কন্যাসৈন্যেন সংযুক্তা বহুরূপেণ ভাস্বতা ॥ ২০ ॥ দেবৈঃ সুবিস্মিতৈর্দৃষ্টা চর্ম্মমুণ্ডধরা বরা। ততো দেবাঃ স্তুতিং চক্রুঃ কৃতাঞ্জলিপুটাঃ স্থিতাঃ ॥ ২১ ॥ দেবা উচুঃ। জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি। জয় সর্ব্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ২২ ॥ ভীমরূপে শিবে বিদ্যে মহামায়ে মহোদয়ে। মহাভাগে জয়ে জৃম্ভে ভীমাক্ষি ভীমদর্শনে ॥ ২৩ ॥ মহামায়ে বিচিত্রাঙ্গি গেয়নৃত্যপ্রিয়ে শুভে। বিকরালি মহাকালি কালিকে কালরূপিণি ॥ ২৪ ॥ প্রাসহস্তে দণ্ডহস্তে ভীমহস্তে ভয়াননে। চামুণ্ডে জ্বলমানাস্যে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রে মহাবলে। শবযানস্থিতে দেবি প্রেতসঙ্ঘনিষেবিতে ॥ ২৫ ॥ এবং স্তুতা তদা দেবী সর্ব্বৈঃ শক্রপুরোগমৈঃ। প্রহৃষ্টবদনা ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ২৬ ॥ বরং বৃণুধ্বং ভদ্রং বো নিত্যং যন্মনসি স্থিতম্। অহং দাস্যামি তৎসর্ব্বং যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্ল্লভম্ ॥ ২৭ ॥ দেবা উচুঃ। কৃতকৃত্যাস্তয়া ভদ্রে দানবস্য নিষূদনাৎ ॥ ২৮ ॥ স্তোত্রেণানেন যো দেবি ত্বাং বৈ স্তৌতি বরাননে। তস্য ত্বং বরদা দেবি ভব সর্ব্বগতা সতী ॥ ২৯ ॥ যশ্চেদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা তব দেবি সমুদ্ভবম্। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স প্রাপ্নোতু পরাং গতিম্ ॥ ৩০ ॥ অস্মিন্ ক্ষেত্রে ত্বয়া দেবি স্থিতিঃ কার্য্যা সদা শুভে ॥

কর বিবিধাকার ঘোর অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রহারে অসুরগণকে ক্ষণকাল মধ্যে জর্জ্জরিত করিলেন। তখন অসুরেরা কেহ পরাঙ্মুখ ও কেহ নিপাতিত হইল; অনন্তর রুরু স্ববলের বিনাশ দর্শন করিয়া এক তামসী মায়া উদ্ভাবিত করিল, হে দেবেশি! কন্যা সে মায়ায় মুগ্ধা হইলেন না। তিনি সেই অন্ধকারময় স্থানে শক্তি দ্বারা রুরু দৈত্যের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন, দানব মূর্চ্ছিত হইল। অনন্তর মুহূর্ত্তমধ্যে রুরু পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিল, এবং সেই কন্যার পরাক্রম জানিতে পারিয়া সমুদ্রাভিমুখে পলায়নার্থ উদ্যত হইল। দেবীও ঐ দুরাত্মা দানবের পশ্চাদ্ ধাবিতা হইলেন, তখন সুর-কিন্নর মহোরগগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি জলধিমধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া দানবকে দর্শন করিলেন এবং রোষবশে খড়্গ দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করত চর্ম্মমুণ্ডধারিণী হইয়া সমুদ্র হইতে নির্গমনপূর্ব্বক পুনরায় প্রভাসক্ষেত্রে আগমন করিলেন। তখন বহুরূপধারিণী অন্যান্য যে সকল কন্যা তাঁহার সেনারূপে নিযুক্তা হইয়াছিলেন, সেই দ্যুতিশালিনী কন্যারা আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। দেবগণও সেই চর্ম্মমুণ্ডধারিণী কন্যাকে অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে ভূতাপহারিণি চামুণ্ডে! আপনার জয় হউক। হে দেবি! আপনি সর্ব্বগতা ও কালরাত্রি, আপনাকে নমস্কার। আপনি ভীমরূপা, শিবা, বিদ্যা, মহামায়া, মহোদয়া, মহাভাগা, জয়া, জৃম্ভা, ভীমনয়না, ভীষণদর্শনা, মহামায়া, বিচিত্রদেহা, গীতনৃত্যপ্রিয়া, শুভা, বিকরালী, মহাকালী, কালিকা ও কালরূপিণী। পাশ ও দণ্ড বিদ্যমান থাকায় আপনার হস্ত ভীষণদর্শন হইয়াছে; হে চামুণ্ডে! আপনার বদন জাজ্বল্যমান হইয়া ভয়ানক হইয়াছে; আপনি তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা মহাবলা ও শবযানে অবস্থিতা। হে দেবি! প্রেতগণ আপনার সেবা করে। তখন শক্রপ্রমুখ দেবগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মানা দেবী প্রহৃষ্টবদনে দেবগণকে কহিলেন,—সতত আপনাদের মঙ্গল হউক, আপনারা এক্ষণে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করুন। সুদুর্ল্লভ হইলেও আমি আপনাদের অভিলষিত প্রদান করিব। ১-২৭। দেবগণ বলিলেন,—ভদ্রে! আপনি দানবকে নিষূদিত করিয়াছেন, এজন্য আমরা কৃতকৃত্য হইয়াছি। হে বরাননে! আপনি সর্ব্বগতা; এই স্তোত্র দ্বারা যে মানব আপনার স্তব করিবে, আপনি তাহার বরদা হউন। হে দেবি! যে নর ভক্তিপূর্ব্বক আপনার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হউক। হে কল্যাণি! আপনি এই ক্ষেত্রে নিত্য সন্নিহিতা হউন। যে

৩১। অত্র ত্বাং পূজয়েদ্‌যস্তু শুক্লপক্ষে সমাহিতঃ নবম্যামাশ্বিনে মাসি তস্য কার্য্যং সদা শুভম্ ॥ ৩২ ॥ ঈশ্বর উবাচ। এবমুক্তা মহাদেবী তত্রৈব নিরতাভবৎ। দেবাস্ত্রিবিষ্টপং জগ্মুঃ প্রহৃষ্টা হতশত্রবঃ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুমারীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি ক্ষেত্রপালং মহাপ্রভম্। ঈশানে সংস্থিতং দেবমন্ত্রমালাবিভূষিতম্ ॥ ১ ॥ হিরণ্যাতটমাশ্রিত্য রক্ষার্থং সমুপস্থিতম্। তত্রৈব হীরকং ক্ষেত্রং তস্মিন্ রক্ষাং করোতি সঃ ॥ ২ ॥ কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশ্যাং তত্র তং পূজয়েন্নরঃ। গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ তথা বলিনিবেদনৈঃ ॥ ৩ ॥ এবং সম্পূজিতো দেবঃ সর্ব্বকামপ্রদো ভবেৎ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽত্রামালিক্ষেত্রপালমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪৩ ॥

মানব সমাহিত হইয়া আশ্বিনশুক্লনবমীদিনে আপনার পূজা করিবে, তাহার কার্য্য সতত শুভযুক্ত হউক। ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর মহাদেবী 'তাহাই হউক' কহিয়া সেই স্থানে অবস্থিতা হইলেন, বিনষ্টশত্রু সুরগণও প্রহৃষ্ট হইয়া ত্রিবিষ্টপে চলিয়া গেলেন। ২৮—৩৩।

দ্বিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৪২॥

ত্রিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর মহাপ্রভ ক্ষেত্রপাল তীর্থে গমন করিবে। হিরণ্যাতটের ঈশানকোণে মন্ত্রমালাবিভূষিত ক্ষেত্রপাল দেব বিদ্যমান। এখানে একটী হীরকক্ষেত্র অবস্থিত। ক্ষেত্রপাল এই হীরকক্ষেত্রের রক্ষা করিয়া থাকেন। মানব কৃষ্ণ ত্রয়োদশীদিনে গন্ধপুষ্পোপহার ও বলিদান দ্বারা এই ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে, এইরূপে পূজিত হইলে ক্ষেত্রপাল দেব মানবের সর্ব্বকামদ হন। ১—৪।

ত্রিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি বিচিত্রেশ্বরমুত্তমম্। হিরণ্যাতীরনিলয়ং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ বিচিত্রেণ মহাদেবি লেখকেন যমস্য চ। তপঃ কৃত্বা মহারৌদ্রং লিঙ্গং তত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২ ॥ তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি যমলোকং ন পশ্যতি ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিচিত্রেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তত্রৈবোপরিসংস্থিতম্। সরস্বত্যাস্তটে দেবি পর্ণাদিত্যস্য পশ্চিমে ॥ ১ ॥ তত্রাস্তে সুমহল্লিঙ্গং স্থাপিতং ব্রহ্মণা পুরা। ব্রহ্মেশ্বরেতি বিখ্যাতং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ২ ॥ তত্র স্নাত্বা দ্বিতীয়ায়াং সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ। অর্চ্চয়েদ্দেবদেবেশং নাম্না ব্রহ্মেশ্বরং শুভম্। তর্পয়েচ্চ পিতৄন্ শ্রাদ্ধে যদীচ্ছেচ্ছাশ্বতং পদম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৫॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর অনুত্তম বিচিত্রেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। অত্রত্য মহাপাতকনাশন বিচিত্রেশ্বর লিঙ্গ হিরণ্যাতীরে বিদ্যমান। হে দেবি! যমের লেখক বিচিত্র এখানে তপস্যা করিয়া এই মহারৌদ্র লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। মানব ইঁহাকে দর্শন করিলে যমলোক দর্শন করে না। ১—৩।

চতুশ্চত্বারিংশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪৪।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন—হে মহাদেবি! অনন্তর ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। এই ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ সরস্বতীতটে পর্ণাদিত্যের পশ্চিমে ও বিচিত্রেশ্বরসমীপে বিদ্যমান। পুরাকালে ব্রহ্মা এই মহালিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন, এজন্য এই লিঙ্গ সর্ব্ব পাতকনাশন ব্রহ্মেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি পিঙ্গলীং পাপনাশিনীম্। ঋষিতীর্থাৎ পশ্চিমতো নদীং সাগরগামিনীম্ ॥ ১ ॥ তস্যাঃ সন্দর্শনাদ্দেবি রূপবান্ জায়তে নরঃ। পুরা মহর্ষয়ঃ প্রাপ্তাঃ সোমেশ্বরদিদৃক্ষয়া ॥ ২ ॥ প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য নদীতীরে ব্যবস্থিতাঃ। দাক্ষিণাত্যা মহাদেবি কৃষ্ণবর্ণা বিরূপকাঃ ॥ ৩ ॥ তত্রাশ্রমবরে স্নাত্বা পশ্যন্তো রূপমাত্মনঃ। কামেন সদৃশং সর্ব্বে বিস্ময়ং পরমং গতাঃ ॥ ৪ ॥ ততস্তে সহিতাঃ সর্ব্বে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ। অত্র স্নাতা বয়ং সর্ব্বে যতঃ পিঙ্গত্বমাগতাঃ। অতঃপ্রভৃতি নামাস্যাস্ততঃ পিঙ্গা ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥ যেঽত্র স্নানং করিষ্যন্তি ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ। ন তেষামন্বয়ে কশ্চিদ্ভবিষ্যতি কুরূপবান্ ॥ ৬ ॥ দর্শনাৎ পিতৃমেধস্য লভ্যতে মানবঃ ফলম্। স্নানেন দ্বিগুণং পুণ্যং তর্পণেন চতুর্গুণম্ ॥ ৭ ॥ অসংখ্যাতং ফলং তস্য যোঽত্র শ্রাদ্ধং করিষ্যতি। এবমুক্ত্বা ততঃ সর্ব্ব ঋষয়ো বরবর্ণিনি ॥ ৮ ॥ ব্যভজংস্তন্নদীতীরং সর্ব্বে তে মুনিসত্তমাঃ। যজ্ঞোপবীতমাত্রাণি চক্রুস্তীর্থানি সর্ব্বতঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পিঙ্গানদীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। তত্রৈব সংস্থিতং পশ্যেৎ সূর্য্যং পাপপ্রণাশনম্। তথা চ পিঙ্গলাং দেবীং পার্ব্বতীরূপধারিণীম্ ॥ ১ ॥ তৃতীয়ায়াং বিশেষেণ হ্যুপবাসং করোতি যঃ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি ধনবান্ পুত্রবান্ ভবেৎ ॥ ২ ॥ তত্রৈব সংস্থিতং পশ্যেচ্ছুক্রেশ্বরমিতি শ্রুতম্। তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি মুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পিঙ্গলাদিত্যপিঙ্গাদেব্যাংশুক্রেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪৭ ॥

অক্ষয়পদপ্রার্থী মানব দ্বিতীয়াদিনে উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া এখানে স্নান, শুভদ দেবেশ ব্রহ্মেশ্বরের পূজা এবং শ্রাদ্ধদানে পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিবে। ১—৩।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৪৫॥

ষট্‌চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর পাপনাশিনী পিঙ্গলাসমীপে গমন করিবে। এই পিঙ্গলা নদী ঋষিতীর্থের পশ্চিমদিক দিয়া সাগরগামিনী হইয়াছে। মানব এই নদী দর্শনে রূপবান্ হয়। পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ সোমেশ্বরদর্শনার্থ প্রভাসক্ষেত্রে আগমন করিয়া এই পিঙ্গলা নদীর তীরে অবস্থিত হন। হে মহাদেবি! এই সকল ঋষি দাক্ষিণাপথবাসী ও কদাকার কৃষ্ণকায় ছিলেন। তাঁহারা তথায় স্নান করিয়া নিজ নিজ রূপের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন যে, তাঁহারা কামসদৃশ হইয়াছেন। এইরূপ অবলোকন করিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন,—আমরা যখন এইস্থানে স্নান করিয়া পিঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইলাম, তখন এই তীর্থের নাম হইল পিঙ্গ। যাহারা পরম ভক্তিসহকারে এখানে স্নান করিবে, তাহাদের বংশে কদাচ কেহ কুরূপ হইবে না। মানব এ তীর্থ দর্শন করিলে পিতৃমেধ ফল, এখানে স্নান করিলে তাহার দ্বিগুণ ফল, তর্পণ করিলে তাহার চতুর্গুণ ফল এবং শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য ফল লাভ করে। হে বরবর্ণিনি! অনন্তর ঋষিগণ তত্রত্য নদীতীর যজ্ঞোপবীতপ্রমাণে বিভাগ করিয়া লইয়া তীর্থ প্রণয়ন করিলেন। ১—৯।

ষট্‌চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।২৪৬।

সপ্তচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! মানব পূর্ব্বোক্ত স্থানে পাপপ্রণাশন সূর্য্যদেব এবং পার্ব্বতীরূপধারিণী পিঙ্গলাদেবীকে দর্শন করিবে। যে ব্যক্তি (তাঁহাদের উদ্দেশে) তৃতীয়ার উপবাস করে, সে সর্ব্ব অভিলষিত লাভ করিয়া থাকে; অপিচ, ধনবান্ ও পুত্রবান্ হয়। ঐ স্থানেই শুক্রেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিবে। তাঁহাকে দর্শন করিয়া মানব সর্ব্বপাতক হইতে মুক্তি লাভ করে। ১—৩।

সপ্তচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪৭

অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি পূর্ব্বোক্তং ব্রহ্মপূজিতম্। সরস্বত্যাস্তটে সংস্থং পর্ণাদিত্যস্য পশ্চিমে॥ ১॥ তস্যোৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনাঃ প্রিয়ে। সৃজতো ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বং ভূতগ্রামং চতুর্ব্বিধম্॥ ২॥ উৎপন্নাদ্ভুতরূপাঢ্যা নারী কমললোচনা। কম্বুগ্রীবা সুকেশান্তা বিম্বোষ্ঠী তনুমধ্যমা॥ ৩॥ গম্ভীরনাভিঃ সুশ্রোণী পীনশ্রোণিপয়োধরা। পূর্ণচন্দ্রমুখী সা তু গূঢ়গুল্ফা সিতাননা॥ ৪॥ ন দেবী ন চ গন্ধর্ব্বী নাসুরী ন চ পন্নগী। যাদৃগ্রূপা বরারোহা তাদৃশী সা ব্যজায়ত॥ ৫॥ তাং দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নাং ব্রহ্মা কামবশোঽভবৎ। অথ তাং প্রার্থয়ামাস রত্যর্থং বরবর্ণিনি॥ ৬॥ অথ প্রার্থয়তস্তস্য ন্যপতৎ পঞ্চমং শিরঃ। স্বরূপং মহাদেবি তেন পাপেন তৎক্ষণাৎ॥ ৭॥ ততো জ্ঞাত্বা মহৎপাপং দুহিতুঃ কামসম্ভবম্। ত্বরয়া পরয়া যুক্তঃ প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতঃ॥ ৮॥ ন কায়স্য যতঃ শুদ্ধির্বিনা তীর্থাবগাহনাৎ॥ স স্নাতঃ সলিলে পুণ্যে সরস্বত্যা বরাননে॥ ৯॥ লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাস দেবদেবস্য শূলিনঃ। ততো বিকল্মষো ভূত্বা জগাম স্বপুরং পুনঃ॥ ১০॥ স্নাত্বা সারস্বতে তোয়ে যস্তল্লিঙ্গং প্রপশ্যতি। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১১॥ চৈত্রে শুক্লচতুর্দ্দশ্যাং যস্তং পশ্যতি মানবঃ। স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ॥ ১২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বক্ষেশ্বরমাহাত্ম্যে ব্রহ্মেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪৮॥

একোনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি দেবং বৈ সঙ্গমেশ্বরম্। গোলক্ষমিতি বিখ্যাতং সর্ব্বপাতকনাশনম্॥ ১॥ তস্যৈব পশ্চিমে ভাগে সর্ব্বকামফলপ্রদম্। ঋষিরুদ্দালকো নাম পুরা হ্যাসীন্মহাতপাঃ॥২॥ স পুরা সঙ্গমং প্রাপ্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। সরস্বত্যাশ্চ পিঙ্গায়াস্তপস্তেপে সুরেশ্বরি॥৩॥ তপস্তপ্যতস্তস্য তপো রৌদ্রং মহাত্মনঃ। পুরতো হ্যুত্থিতং লিঙ্গং ভক্ত্যা যুক্তস্য সুন্দরি॥ ৪॥ এতস্মিন্নেব কালে তু বাগুবাচাশরীরিণী। উদ্দালক মহাবাহো শৃণুষ্বৈতদ্বচো মম॥ ৫॥ অদ্যপ্রভৃতি বাসোঽত্র মম নিত্যং ভ...

অষ্টচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর মানব পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মপূজিত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ পর্ণাদিত্যের পশ্চিমে সরস্বতীতটে অবস্থিত। উহার উৎপত্তি-বিবরণ বলিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ভগবান ব্রহ্মা চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম সৃজন করিতে থাকিলে এক অদ্ভুতরূপাঢ্যা নারী উৎপন্ন হন। তিনি কমললোচনা, কম্বুগ্রীবা, সুকেশান্তা, বিম্বোষ্ঠী তনুমধ্যমা, গভীরনাভী, সুশ্রোণী, পীনশ্রোণিপয়োধরা, পূর্ণচন্দ্রমুখী, গূঢ়গুল্ফা ও সিতাননা। তিনি যাদৃশী রূপবতী ছিলেন, দেবী, গন্ধর্ব্বী, অসুরী, বা পন্নগীর মধ্যে এরূপ রূপবতী দৃষ্ট হইত না। তাঁহাকে তথাবিধ রূপসী দেখিয়া পিতামহ কামবশীভূত হন। তিনি রত্যর্থ তাঁহাকে প্রার্থনা করেন। এই পাপে তাঁহার স্বরূপ পঞ্চম শির তৎক্ষণাৎ পতিত হয়। তখন তিনি দুহিতৃকামনা-সম্ভব মহৎ পাপ অবগত হইয়া এবং তীর্থাবগাহন ব্যতিরেকে এ পাপের শুদ্ধি হইবে না বিবেচনা করিয়া ত্বরায় প্রভাসক্ষেত্রে গমন করেন। প্রভাসে উপস্থিত হইয়া তিনি সরস্বতীসলিলে স্নান করিয়া ঐ স্থানে দেবদেব শঙ্করের এক লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। এইরূপে তিনি শুদ্ধি লাভ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। সরস্বতীসলিলে স্নান করিয়া যে জন ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, সে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে যে মানব তাহাকে দর্শন করে, সে যেখানে দেব মহেশ্বর বিরাজিত, সেই পরম স্থানে গমন করিয়া থাকে। ১—১২।

অষ্টচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৪৮

ঊনপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর মানব উহারই পশ্চিমে গোলক্ষ নামক সঙ্গমেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ সর্ব্বকামফলপ্রদ ও সর্ব্বপাতকনাশন। পূর্ব্বে মহাতপা উদ্দালক ঋষি ঐ স্থানে পিঙ্গা-সরস্বতীর সর্ব্ব পাপনাশন সঙ্গম-সন্নিধানে তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি ভক্তিযুক্তভাবে তপস্যা করিতে থাকিলে তাঁহার সম্মুখে এক লিঙ্গ উত্থিত হন। এই সময় এক অশরীরিণী বাণী উচ্চারিত হয় যে, হে মহাবাহু

স্যতি। যস্মাদত্র সমুৎপন্নং সঙ্গমে লিঙ্গমুত্তমম্। সঙ্গমেশ্বরমিত্যেব নাম চাস্য ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥ যেঽত্র স্নানং নরাঃ কৃত্বা সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে। সঙ্গমেশ্বরমীক্ষন্তে তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ততস্তং পূজয়ামাস দিবারাত্রমতন্দ্রিতঃ। ততো দেহাবসানেঽসৌ গতো যত্র মহেশ্বরঃ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সঙ্গমেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোন-পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪৯ ॥

পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লিঙ্গং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। গঙ্গেশ্বরেতি বিখ্যাতং সঙ্গমেশ্বরপশ্চিমে ॥ ১ ॥ যদা গঙ্গা সমাহূতা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। অন্তকালেঽভিষেকার্থং স্বকায়স্য বরাননে ॥ ২ ॥ ততো দৃষ্ট্বা তু তৎক্ষেত্রং পুণ্যং ঋষিনিষেবিতম্। সর্বত্র ব্যাপিতং লিঙ্গৈরাশ্রমৈশ্চ তপস্বিনাম্ ॥ ৩ ॥ ততো গঙ্গা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা পূর্বসাগরগামিনী। স্থাপয়ামাস তল্লিঙ্গং শিবভক্তিপরায়ণা ॥ ৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা তু বরারোহে গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ। অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫০ ॥

একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি শঙ্করাদিত্যমুত্তমম্। গঙ্গেশ্বরস্য পূর্বেণ শঙ্করেণ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥ ষষ্ঠ্যাঞ্চৈব তু শুক্লায়ামেনং যঃ পূজয়িষ্যতি। গমিষ্যতি পরং স্থানং যত্র দেবো দিবাকরঃ ॥ ২ ॥ রক্তচন্দনমিশ্রৈশ্চ রক্তপুষ্পৈঃ সমাহিতঃ। তাম্রপাত্রে সমাধায় যোঽর্ঘ্যং দাস্যতি মানবঃ। স যাস্যতি পরাং সিদ্ধিং ন চ যাতি দরিদ্রতাম্ ॥ ৩ ॥ তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন তস্মিন্ ক্ষেত্রে বরাননে। পূজয়েৎ শঙ্করাদিত্যং সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শঙ্করাদিত্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈক-পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫১ ॥

উদ্দালক! তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর। অদ্য হইতে এই স্থানে আমি নিত্য বাস করিব। সঙ্গমে এই লিঙ্গ উৎপন্ন হইল বলিয়া ইঁহার নাম হইবে সঙ্গমেশ্বর। যাহারা এই সঙ্গমে স্নান করিয়া লিঙ্গ দর্শন করিবে, তাহারা পরম গতি লাভ করিবে। ঈশ্বর বলিলেন,—অনন্তর মুনি দিবারাত্র ঐ লিঙ্গের আরাধনা করিয়া দেহাবসানে শিবলোকে গমন করিলেন। ১—৮।

উনপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪৯।

পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব সঙ্গমেশ্বরের পশ্চিম অবস্থিত গঙ্গেশ্বর নামক ত্রৈলোক্যবিশ্রুত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। ভগবান্ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু স্বীয় কার্য্যকালের অন্তে অভিষেকার্থ যখন দেবী গঙ্গাকে আহ্বান করেন, তখন সরিদ্বরা গঙ্গাদেবী তত্রত্য ক্ষেত্র—ঋষিনিষেবিত, তপস্বিগণের আশ্রমে পরিপূরিত ও সর্বত্র লিঙ্গময় দেখিয়া ঐ স্থানে এক লিঙ্গ স্থাপন করত পূর্বসাগরে গমন করেন। এই লিঙ্গ দর্শন করিয়া মানব সহস্র অশ্বমেধফল ও গঙ্গাস্নানফল লাভ করিয়া থাকে। ১—৫।

পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫০

একপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব শঙ্করাদিত্যসমীপে গমন করিবে। ইহা গঙ্গেশ্বরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত—শঙ্কর ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠীতে যে মানব ইঁহার পূজা করে, সে, পরম স্থান—যেখানে দিবাকর বিরাজিত, সেই স্থানে গমন করিয়া থাকে। রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্পসমন্বিত অর্ঘ্য তাম্রপাত্রে করিয়া যে মানব ঐ দেবকে দান করে, সে পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। অপিচ কদাচ তাহার দারিদ্র্য হয় না। অয়ি বরাননে! অতএব সকলে সর্বপ্রযত্নে ঐ ক্ষেত্রে সর্বকামফলপ্রদ শঙ্করাদিত্যের পূজা করিবে। ১—৪।

একপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫১।

দ্বিপ৺াশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লিঙ্গং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। তত্র শঙ্করনাথেতি প্রসিদ্ধং পাপনাশনম্॥ ১॥ স্থাপিতং ভানুনা দেবি কৃত্বা তত্র মহত্তপঃ। তমর্চ্চয়িত্বা দেবেশং সোপবাসো মহেশ্বরম্॥ ২॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তত্র শ্রাদ্ধং কুর্য্যাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ। শক্ত্যা হিরণ্যং বাসাংসি বিপ্রে দদ্যাৎ সমাহিতঃ। স যাতি পরমং স্থানং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শঙ্করনাথমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫২॥

ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি শুক্লেশ্বরমনুত্তমম্। হিরণ্যা উত্তরে ভাগে সর্ব্বপাতকনাশনম্। তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি কোটিহত্যাং ব্যপোহতি॥ ১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শুক্লেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫৩॥

দ্বিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব এক ত্রৈলোক্যবিশ্রুত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গের নাম শঙ্করনাথ। ইনি প্রসিদ্ধ পাপনাশন। মহৎ তপশ্চরণের পর ভানু ঐ লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। জনগণ ইন্দ্রিয়সংযম করত উপবাসী থাকিয়া এই লিঙ্গের পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। অপিচ সমাহিত ভাবে তাঁহাদিগকে যথাশক্তি হিরণ্য ও বাস দান করিবে। এরূপ করিলে নিঃসন্দেহ পরম পদ লাভ হয়।১—৩।

দ্বিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫২।

ত্রিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অনন্তর মানবগণ অনুত্তম শুক্লেশ্বরসন্নিধানে গমন করিবে। হিরণ্যার উত্তরদিক্ ভাগে এই লিঙ্গ অবস্থিত। ইনি সর্ব্বপাতকনাশন। মানবগণ ইহাঁকে দর্শন করিয়া কোটি হত্যাজনিত পাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করে। ১।

ত্রিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫৩

চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তত্রৈব সংস্থিতং পশ্যেৎ সর্ব্বপাতকনাশনম্। ঘণ্টেশ্বরমিতি খ্যাতং দেবদানববন্দিতম্। পূজিতং ঋষিভিঃ সিদ্ধৈর্ব্বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদম্॥ ১॥ বারে সোমস্য চাষ্টম্যাং যস্তং পূজয়তে নরঃ। স লভেদ্বাঞ্ছিতান্ কামান্মুক্তঃ স্যাৎপাতকেন হি॥ ২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ঘণ্টেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫৪॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ; ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। তস্যৈব পশ্চিমে ভাগে ঋষীণাং পুণ্যকর্ম্মণাম্॥ ১॥ তস্মিংস্ত্রিনেত্রা মৎস্যাশ্চ দৃশ্যন্তেঽদ্যাপি ভামিনি। অঙ্গিরা গৌতমোঽগস্ত্যঃ সুমতিঃ সুসখিস্তথা॥ ২॥ বিশ্বামিত্রঃ স্থূলশিরাঃ

চতুঃপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! পূর্ব্বোক্ত স্থানেই ঘণ্টেশ্বর নামক সর্ব্বপাতকনাশন আর এক লিঙ্গ আছেন। এই লিঙ্গ দেব-দানববন্দিত, ঋষি-সিদ্ধ-পূজিত ও বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদ। সোমবার অষ্টমীতে যে জন তাঁহার পূজা করে, সে পাতকমুক্ত হইয়া অভিলষিত লাভ করিয়া থাকে। ১।২।

চতুঃপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের পশ্চিমে পুণ্যকর্ম্মা ঋষিগণের এক ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত লিঙ্গ আছেন। মানব ঐ স্থানে গমন করিবে। এই তীর্থক্ষেত্রে অদ্যাপি ত্রিনেত্র মৎস্য সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। অঙ্গিরা, গৌতম, অগস্ত্য, সুমতি, শ্বামিত্র, স্থূলশিরা, সংবর্ত্ত, প্রতিমর্দ্দন, রৈভ্য,

সংবর্ত্তঃ প্রতিমর্দ্দনঃ। রৈভ্যো বৃহস্পতিশ্চৈব চ্যবনঃ কশ্যপো ভৃগুঃ। ৩। দুর্ব্বাসা জামদগ্ন্যশ্চ মার্কণ্ডেয়োহথ গালবঃ। উশনাথ ভরদ্বাজো যবক্রীতস্ত্রিতস্তথা। ৪। স্থূলাক্ষঃ সকলাক্ষশ্চ কণ্বো মেধাতিথিঃ কৃশঃ। নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব বসিষ্ঠোহরুন্ধতী তথা। ৫। কাণ্বোহথ গৌতমো ধৌম্যঃ শতানন্দোহকৃতব্রণঃ। জমদগ্নিস্তথা রামো বকশ্চেত্যেবমাদয়ঃ। কৃষ্ণদ্বৈপায়নশ্চৈব পুত্রশিষ্যৈঃ সমন্বিতঃ। ৬। এতৎ ক্ষেত্রং সমাসাদ্য প্রভাসং মুনিসত্তমাঃ। তপস্তেপুর্মহাত্মানো বিবিধং পরমাদ্ভুতম্। ৭। এবং তে নিয়তাত্মানো দমযুক্তাস্তপস্বিনঃ। সমাধিনা জিগীষন্তে ব্রহ্মলোকং সনাতনম্। ৮। অথাভবদনাবৃষ্টিঃ কদাচিন্মহতী প্রিয়ে। কৃচ্ছ্রং প্রাপ্তো হ্যভূত্তত্র সর্ব্বলোকঃ ক্ষুধার্দ্দিতঃ। ৯॥ ততো নিরন্নে লোকেহস্মিন্নাত্মানস্তে পরীপ্সবঃ। মৃতং কুমারমাদায় কৃচ্ছ্রং প্রাপ্তাস্তদাপচন। ১০। অথোপরিচরস্তত্র ক্লিশ্যমানান্ হি তানৃষীন্। দৃষ্ট্বা রাজা বৃষাদর্ভিঃ প্রোবাচেদং বচস্তদা। ১১। রাজোবাচ। প্রতিগ্রহো ব্রাহ্মণানাং দৃষ্টা বৃত্তিরনিন্দিতা। তস্মাৎপ্রতিগ্রহং মত্তো গৃহ্নীধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ॥ ১২। মুদ্গান্মাষাংশ্চ ব্রীহীংশ্চ তথা রত্নানি কাঞ্চনম্। যুষ্মাকং সম্প্রদাস্যামি যচ্চান্যদপি দুর্লভম্। নিবর্ত্তধ্বমতঃ সর্ব্বে হেতস্মাৎ পাতকাৎ পরম্। ১৩। ঋষয় ঊচুঃ। তজ্জানন্তঃ কথং রাজন্ গৃহ্নীমস্তে প্রতিগ্রহম্। ১৪। দশশূনাসমশ্চক্রী দশচক্রিসমো ধ্বজী। দশধ্বজিসমা বেশ্যা দশবেশ্যাসমো নৃপঃ। ১৫। যো রাজ্ঞাং প্রতিগৃহ্নাতি ব্রাহ্মণো লোভমোহিতঃ। তামিস্রাদিষু ঘোরেষু নরকেষু স পচ্যতে। ১৬। তদগচ্ছ কুশলং তেহস্তু সহ দানেন পার্থিব। অন্যেষাং দীয়তামেতদিত্যুক্ত্বা তে বনং যযুঃ। ১৭। অথ রাজ্ঞঃ সমাদেশাত্তত্র গত্বা চ মন্ত্রিণঃ। উদুম্বরাণি ব্যকিরন্ হেমগর্ভাণি ভূতলে। ১৮॥ অথ তানি ব্যচিন্বংশ্চ ঋষয়ো বরবর্ণিনি। গুরুণীতি বিদিত্বা তু ন গ্রাহ্যাণ্যঙ্গিরাব্রবীৎ। ১৯॥ অত্রিরুবাচ। নাস্মহে নাস্মহে মূঢ় বয়মজ্ঞানবুদ্ধয়ঃ। হৈমানীমানি জানীমঃ প্রতিবুদ্ধাঃ স্ম জাড্যতঃ॥ ২০। বসিষ্ঠ উবাচ। ধর্ম্মার্থং সঞ্চয়ো যস্তু দ্রব্যাণাং স ন শস্যতে। তপঃসঞ্চয়নং মন্যে বসিষ্ঠো ধনসঞ্চয়ম্॥ ২১। ত্যজধ্বং সঞ্চয়ান্ সর্ব্বান্ জাতৌনাং সমুপদ্রবান্। ন হি সঞ্চয়বান্

বৃহস্পতি, চ্যবন, কশ্যপ, ভৃগু, দুর্ব্বাসা, জামদগ্ন্য, মার্কণ্ডেয়, গালব, উশন, ভরদ্বাজ, যবক্রীত, ত্রিত, স্থূলাক্ষ, সকলাক্ষ, কণ্ব, মেধাতিথি, কৃশ, নারদ, পর্ব্বত, বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী, কাণ্ব, গোতম, ধৌম্য শতানন্দ, অকৃতব্রণ, জমদগ্নি, রাম, বক, ও সপুত্রশিষ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, এই নিয়তাত্মা দান্ত মুনিসত্তমগণ এই তীর্থক্ষেত্রে পরমাদ্ভুত বিবিধ তপস্যা করেন। ইহাঁরা সকলেই পরম্পর সনাতন ব্রহ্মলোক জয় করিতে উৎসুক ছিলেন। কোন সময় এক মহতী অনাবৃষ্টি হয়। তাহাতে সর্ব্বলোক ক্ষুধাক্রান্ত হইয়া পড়ে। সর্ব্বলোক নিরন্ন হইলে পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণ অত্যন্ত কষ্টে পতিত হইয়া আত্মরক্ষার্থ একটী মৃত বালক প্রাপ্ত হইয়া তাহা পাক করিতে আরম্ভ করেন। বৃষাদর্ভি রাজা উপরিচর তদ্দর্শনে ঋষিগণকে বলিলেন,—প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের অনিন্দিত বৃত্তি; অতএব আপনারা আমার নিকট প্রতিগ্রহ করুন। আমি মুদ্গ, মাস, ব্রীহি, রত্ন, কাঞ্চন প্রভৃতি যাহা কিছু দুর্লভ, তৎসমস্তই আপনাদিগকে দান করিব। আপনারা এই মৃত বালকের পাতক হইতে নিবৃত্ত হউন। ঋষিগণ বলিলেন,—হে রাজন্! আমরা জানিয়া-শুনিয়া কিরূপে আপনার নিকট প্রতিগ্রহ করিব? দেখুন, দশশূনাসম চক্রী, দশচক্রী সম ধ্বজী, দশধ্বজিসমা বেশ্যা, আর দশ বেশ্যার সমান হলেন,—নৃপ। যে ব্রাহ্মণ লোভমোহিত হইয়া রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করে, সে তামিস্রাদি ঘোর নরকে পচ্যমান হয়। তাই বলি—হে রাজন্! তোমার মঙ্গল হোক, তুমি তোমার দান লইয়া গৃহে যাও, অন্য কাহাদিগকে দাওগে। এই কথা বলিয়া তাঁহারা বনগমন করিলেন। এই সময় রাজমাত্রগণ রাজাদেশে সুবর্ণময় উড়ুম্বর সকল লইয়া গিয়া তাঁহাদের অগ্রভূমিতে ছড়াইয়া দিলেন। ঋষিগণ তাহা কুড়াইয়া লইলেন। ভগবান্ অঙ্গিরা কিন্তু ভারাবগত হইয়া বলিলেন,—ইহা গ্রহণ করিবেন না—করিবেন না। অত্রি কহিলেন,—হে মূঢ়গণ! চল চল, আমরা এখানে থাকিব না, আমরা অজ্ঞানবুদ্ধি। এই জিনিষগুলি হৈম বলিয়া বোধ হইতেছে। অধুনা আমরা জাড্য হইতে প্রতিবুদ্ধ হইলাম। বশিষ্ঠ বলিলেন,—ধর্ম্মার্থ দ্রব্য সঞ্চয় করা প্রশস্ত নহে। বসিষ্ঠ আমি কিন্তু তপঃসঞ্চয়কেই ধর্ম্মসঞ্চয় বলিয়া মনে করি না। তোমরা এই জাতি সমুপদ্রব সঞ্চয় সকল পরিত্যাগ কর। সঞ্চয় করিয়া কাহাকেও নিরুপদ্রব

কশ্চিদ্দৃশ্যতে নিরুপদ্রবঃ ॥ ২২ ॥ যথাযথা ন গৃহ্লাতি ব্রাহ্মণোঽসৎপ্রতিগ্রহম্। তথাতথানিশং চাস্য ব্রহ্মতেজশ্চ বর্দ্ধতে ॥ ২৩ ॥ অকিঞ্চনত্বং রাজ্যং চ তুলয়া সমতোলয়ম্। অকিঞ্চনত্বমধিকং রাজ্যাদপি ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥ কশ্যপ উবাচ। অনর্থো ব্রাহ্মণস্যৈব যদর্থনিচয়ো মহান্। অর্থৈশ্বর্য্যবিমূঢ়োঽপি শ্রেয়সো ভ্রশ্যতে দ্বিজঃ ॥ ২৫ ॥ অর্থসম্পদ্বিমোহায় বহুশোকায় চৈব হি। তস্মাদর্থমনর্থাখ্যং শ্রেয়োঽর্থী দূরতস্ত্যজেৎ ॥ ২৬ ॥ যস্য ধর্ম্মার্থমপ্যর্থাস্তস্যাপি ন হি দৃশ্যতে। প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম্ ॥ ২৭ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ। জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ কেশা দন্তা জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ। চক্ষুঃশ্রোত্রে চ জীর্য্যেতে তৃষ্ণৈকা ন তু জীর্য্যতে ॥ ২৮ ॥ সূচী সূত্রং তথা বস্ত্রে সমানয়তি সূচিকা। তদ্বৎ স সারসূত্রস্য তৃষ্ণা সূচী বিধীয়তে ॥ ২৯ ॥ যথা শৃঙ্গং রুরোঃ কায়ে বর্দ্ধমানে হি বর্দ্ধতে। অনন্তপারা দুষ্পারা তৃষ্ণা দুঃখপ্রদা সদা। অধর্ম্মবহুলা চৈব তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩০ ॥ গৌতম উবাচ। সন্তুষ্টঃ কো ন শক্নোতি কলৈশ্চাপি চ বর্ত্তিতুম্। সর্ব্বোঽপীন্দ্রিয়লোভেন সঙ্কটান্যভিগাহতে ॥ ৩১ ॥ সর্ব্বত্র সম্পদস্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্। উপানদ্‌গূঢ়পাদস্য নন্বু চর্ম্মাবৃতেব ভূঃ ॥ ৩২ ॥ সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎসুখং শান্তচেতসাম্। কুতস্তদ্ধনলুব্ধানাং সুখকাশান্তচেতসাম্ ॥ ৩৩ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। কামং কামায়মানস্য যদি কামঃ স সিধ্যতি। তথৈনমপরং কামো ভূয়ো বিধ্যতি বাণবৎ ॥ ৩৪ ॥ ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ৩৫ ॥ কামানভিলষন্ লোভান্ন নরঃ সুখমেধতে। সমালভ্য তরুচ্ছায়াং ভবনং বাঞ্ছতে নরঃ ॥ ৩৬ ॥ চতুঃসাগরসংযুক্তাং যে ভুঙ্ক্তে পৃথিবীমিমাম্। এক বনবাসী চ স কৃতার্থো ন পার্থিবঃ ॥ ৩৭ ॥ জমদগ্নিরুবাচ। প্রতিগ্রহসমর্থো যস্তপো বর্দ্ধয়তে মহান্। ন করোতি তপস্তস্য জায়তে চ সহস্রধা ॥ ৩৮ ॥ প্রতিগ্রহসমর্থানাং নিবৃত্তানাং প্রতিগ্রহাৎ। য এব দদতাং লোকাস্ত এবাপ্রতিগৃহ্নতাম্ ॥ ৩৯ ॥ অরুন্ধত্যুবাচ। বিসতন্তুর্যথা নিত্যং সমস্তান্নালসংস্থিতঃ। তৃষ্ণা চৈবমনাদ্যন্তা

হইতে দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ যেমন যেমন অসৎ প্রতিগ্রহ করেন না, তেমনি তেমনি তাঁহার অহর্নিশ ব্রহ্মতেজ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। একবার আমি অকিঞ্চনত্ব আর রাজত্ব এই দুই বস্তুর তুলনা করিয়াছিলাম, তাহাতে অকিঞ্চনত্বই নিঃসংশয়ে অধিক হইয়াছিল। কশ্যপ বলিলেন,—অর্থসঞ্চয় ব্রাহ্মণের মহান্ অনর্থস্বরূপ। ঐশ্বর্য্য-বিমূঢ় দ্বিজ শ্রেয়োলাভ হইতে ভ্রষ্ট হন। অর্থসম্পৎ মোহ ও বহুশোকের কারণ। অতএব অনর্থাখ্য অর্থকে শ্রেয়োর্থী জন পরিত্যাগ করিবে। যাহার ধর্ম্মার্থ অর্থ, তাহার কদাচ ধর্ম্ম দেখা যায় না; অতএব পঙ্ক স্পর্শ করিয়া প্রক্ষালন করা অপেক্ষা তাহা স্পর্শ না করাই ভাল। ভরদ্বাজ বলিলেন,—ওহে দেখ, জীর্ণের কেশ জীর্ণ হয়; দন্ত জীর্ণ হয় এবং চক্ষুকর্ণও হয়; কিন্তু তৃষ্ণাকে জীর্ণ হইতে দেখা যায় না। সূচী যেমন বস্ত্রদ্বয়কে মিলিত করে, তদ্রূপ তৃষ্ণা জীবের সংসারানুসরণ অবিযুক্ত রাখে। কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই যেমন মৃগের শৃঙ্গও বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ অনন্তা অপারা দুষ্পারা তৃষ্ণাও মানবগণের কায়বৃদ্ধির সহিত বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগকে দুঃখ প্রদান করে। তৃষ্ণা অধর্ম্মবহুলা; সুতরাং ইহা গৌতম বলিলেন,—কোন্ সন্তুষ্ট ব্যক্তি না কল দ্বারা বৃত্তিবিধান করিতে সমর্থ হন? ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যবশতই সকলে সঙ্কটসাগরে অবগাহন করে। তাহার সর্ব্বত্রই সম্পদ্—যাহার মন তুষ্ট। দেখ, পাদুকা-সংরক্ষিত-পদ ব্যক্তির সমস্ত পৃথিবীকেই চর্ম্মাবৃত বলিয়া বোধ হয়। আরও দেখ, সন্তোষামৃত-তৃপ্ত শান্তচেতা ব্যক্তির যে সুখ, ধনলোভী অশান্তচেতা ব্যক্তি সে সুখ কোথায় পাইবে? ১-৩৩। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—দেখ, কামী ব্যক্তির কামনা সিদ্ধ হইলেই লোভবশতঃ আর একটী নূতন কামনা আসিয়া তাহাকে বাণবৎ বিদ্ধ করে। উপভোগে কদাচ কামনানিবৃত্ত হয় না,—দেখ ঘৃতপ্রদানে অগ্নি বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। কামী ব্যক্তি কদাচ সুখ লাভ করিতে পারে না। কারণ, তরুচ্ছায়া লাভ করার পর ভবনে বাস করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? চতুরুদধিমালামেখলা পৃথিবীর পতি আর বনবাসী এই দুইয়ের মধ্যে বনবাসীই শ্রেষ্ঠ। জমদগ্নি বলিলেন,—যে প্রতিগ্রহ-সমর্থ ব্যক্তি প্রতিগ্রহ না করিয়া তপ বর্দ্ধিত করিতে পারেন, তিনিই মহান্ এবং তাঁহার তপস্যা সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রতিগ্রহসমর্থ হইয়াও তাহা হইতে নিবৃত্ত হন, সেই অপ্রতিগ্রাহী জনগণ দাতার সমান লোক লাভ করিয়া থাকেন। অরুন্ধতী বলিলেন,—বিসতন্তু যেমন নিত্য নালে অবস্থিত, অনাদ্যন্তা

তথা দেহাশ্রিতা সদা ॥ ৪০ ॥ যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ। যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্ ॥ ৪১ ॥ চণ্ডোবাচ। উগ্রাৎপ্রতিগ্রহাদ্যস্মাদ্বিভ্যত্যেতে মহেশ্বরাঃ। বলীয়াংসো দুর্ব্বলবত্তথা চৈব বিভেম্যহম্ ॥ ৪২ ॥ পশুমুখ উবাচ। যদাচরন্তি বিদ্বাংসঃ সদা ধর্ম্মপরায়ণাঃ। তদেব বিদুষা কার্য্যমাত্মনো হিতমিচ্ছতা ॥ ৪৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ইত্যুক্ত্বা হেমগর্ভাণি ত্যক্ত্বা তানি ফলানি চ। ঋষয়ো জগ্মুরন্যত্র সর্ব্ব এব দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৪৪ ॥ ততস্তে বিচরন্তো বৈ দদৃশুঃ সুমহৎ সরঃ। পদ্মিনীভিঃ সমাকীর্ণং সর্ব্বতো বরবর্ণিনি ॥ ৪৫ ॥ তস্মিন্ দেশে তদা প্রাপ্তঃ পরিব্রাজঃ শুনোমুখঃ। তেনৈব সহিতাস্তত্র স্নাতাঃ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ তত্রাবতারং কৃত্বা তৈর্গৃহীতানি বিসানি তু। নিক্ষিপ্য সরসস্তীরে চক্রুঃ পুণ্যাং জলক্রিয়াম্ ॥ ৪৭ ॥ অথোত্তীর্য্য জলাত্তস্মাত্তে সমেত্য পরস্পরম্। বিসানি তান্যপশ্যন্ত ইদং বচনমব্রুবন্ ॥ ৪৮ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। কেন ক্ষুধাভিতপ্তানামস্মাকং পাপকর্ম্মণা। বিসানি তানি সর্ব্বাণি হৃতানি চ মুনীশ্বরাঃ ॥ ৪৯ ॥ তে শঙ্কমানাস্ত্বন্যোন্যং পর্য্যপৃচ্ছন্ দ্বিজোত্তমাঃ। চক্রুস্তে শপথান্ সর্ব্বে যথান্যায়ং চ ভামিনি ॥ ৫০ ॥ কশ্যপ উবাচ। সর্ব্বভক্ষঃ স ভবতু ন্যাসলোপং করোতু সঃ। কূটসাক্ষিত্বমভ্যেতু বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥ ৫১ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ। অনৃতৌ মৈথুনং যাতু পরনারীং বিশেষতঃ। অতিথিঃ স্যাত্তথান্যোন্যং বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥ ৫২ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ। নৃশংসো বৈ স ভবতু সমৃদ্ধ্যা চাপ্যহঙ্কৃতঃ। মৎসরী পিশুনশ্চৈব বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥ ৫৩ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। নিত্যং কামরতঃ সোঽস্তু দিবা সেবতু মৈথুনম্। নীচকর্ম্মরতশ্চৈব বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥ ৫৪ ॥ জমদগ্নিরুবাচ। কন্যাং যচ্ছতু বৃদ্ধায় স ভূয়াদ্বৃষলীপতিঃ। যস্তু বার্দ্ধুষিকো নিত্যং বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥ ৫৫ ॥ গৌতম উবাচ। স গৃহ্ণাত্ববিকাদানং করোতু হয়বিক্রয়ম্। প্রকরোতু গুরোর্নিন্দাং বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥ ৫৬ ॥ অত্রিরুবাচ। মাতরং পিতরং নিত্যং দুর্ম্মতিঃ সোঽবমন্যতাম্। শূদ্রং পৃচ্ছতু ধর্ম্মার্থং বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥ ৫৭ ॥ অরুন্ধত্যুবাচ। করোতু পত্যুঃ পূর্ব্বং সা ভোজনং

তৃষ্ণাও তদ্রূপ দেহে অবস্থান করে। যে তৃষ্ণা দুর্ম্মতিদিগের দুস্ত্যজা, যাহা (মানব) জীর্ণ হইলেও জীর্ণ হয় না, যাহা প্রাণান্তিক রোগস্বরূপ, সেই তৃষ্ণাকে যে পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহারই সুখ। চণ্ডা বলিল,—এই বলীয়ান্ প্রভুগণ যে প্রতিগ্রহ হইতে দুর্ব্বলের ন্যায় ভয় পাইতেছেন, সেই প্রতিগ্রহ হইতে আমারও ভয় হইতেছে। পশুমুখ বলিল,—নিত্য ধর্ম্মপরায়ণ বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ যে কার্য্য করেন, আত্মহিতৈষী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের তাহাই করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বর বলিলেন,—হে বরবর্ণিনি! এই সকল কথা বলিয়া ঋষিগণ হেমগর্ভ ফল সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিলেন। একদা তাঁহারা বিচরণ করিতে করিতে এক সুমহৎ সরোবর দেখিতে পাইলেন। সরোবরটী পদ্মে পরিপূর্ণ। শুনোমুখ নামক জনৈক পরিব্রাজক ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শুনোমুখের সহিত মিলিত হইয়া ঋষিগণ সরোবরে স্নান করিলেন। তাঁহারা সরোবরে অবতরণ করিয়া মৃণাল গ্রহণ করত তাহা তীরে নিক্ষেপ করিলেন এবং সাঁতার দিতে লাগিলেন। অনন্তর জলক্রীড়া শেষ করিয়া তাঁহারা তীরে উত্থিত হইয়া মৃণালগুলি দেখিতে না পাইয়া বলিতে লাগিলেন, হে মুনীশ্বরগণ! কোন্ পাপকর্ম্মা ক্ষুধাভিতপ্ত আমাদের মৃণালগুলি অপহরণ করিল? এই বলিয়া তাঁহারা পরস্পরকে সন্দেহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা সকলেই শপথ করিতে লাগিলেন। ৩৮—৫০। কশ্যপ বলিলেন,—যে ব্যক্তি মৃণাল চুরি করিয়াছে, সে সর্ব্বভক্ষ হউক; সে ন্যাস লোপ করুক; সে কূটসাক্ষিত্ব প্রাপ্ত হউক। বশিষ্ঠ বলিলেন—যে ব্যক্তি বিসস্তৈন্য করিয়াছে, সে ঋতুকালভিন্নে বিশেষতঃ পরনারীতে মৈথুন প্রাপ্ত হউক এবং পরস্পর পরস্পরের অতিথি হউক। ভরদ্বাজ বলিলেন—যে জন বিসচৌর্য্য করিয়াছে সে নৃশংস সমৃদ্ধিহেতু অহঙ্কারী, মৎসরী, ও পিশুন হউক। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—যে ব্যক্তি বিসচৌর্য্য করিয়াছে, সে নিত্য কামরত হউক, দিবাভাগে মৈথুন করুক, এবং নীচকর্ম্মরত হউক। জমদগ্নি বলিলেন,—যে জন বিসস্তৈন্য করিয়াছে, সে বৃদ্ধকে, কন্যাদান করুক, এবং বৃষলীপতি ও বার্দ্ধুষিক হউক। গৌতম বলিলেন,—যে ব্যক্তি বিসস্তৈন্য করিয়াছে, সে অবিকাদান গ্রহণ, অশ্ববিক্রয় এবং গুরুনিন্দা করুক। অত্রি বলিলেন, যে জন বিসস্তৈন্য করিয়াছে, সে নিত্য পিতামাতার অবমাননা করুক এবং শূদ্রকে ধর্ম্মার্থ জিজ্ঞাসা করুক। অরুন্ধতী বলি-

শয়নং তথা। নারী দুষ্টসমাচারা বিসস্তৈন্যং করোতি যা ॥ ৫৮ ॥ চণ্ডোবাচ। স্বামিনঃ প্রতিকূলাস্ত ধর্ম্মদ্বেষং করোতু চ। সাধুদ্বেষপরা চৈব বিসস্তৈন্যং করোতি যা ॥ ৫৯ ॥ পশুমুখ উবাচ। পরস্য প্রেষ্যতাং যাতু সদা জন্মনিজন্মনি। সর্ব্বধর্ম্মক্রিয়াহীনো বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥ ৬০ ॥ শুনোমুখ উবাচ। বেদান্ স পঠতু স্যাদ্ গৃহস্থঃ স্যাৎ প্রিয়াতিথিঃ। সত্যং বদতু চাজস্রং বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥ ৬১ ॥ ঋষয় উচুঃ ॥ ইষ্টমেতাদ্দ্বিজাতীনাং যত্ত্বয়া শপথঃ কৃতঃ। ত্বয়া কৃতং বিসস্তৈন্যং সর্ব্বেষাং নঃ শুনোমুখ ॥ ৬২ ॥ শুনোমুখ উবাচ। ময়া হৃতানি সর্ব্বেষাং বিসানীমানি বৈ দ্বিজাঃ। ধর্ম্মং বৈ শ্রোতুকামেন জানীধ্বং মাং পুরন্দরম্ ॥ ৬৩ ॥ অলোভাদক্ষয়া লোকা জিতা বৈ মুনিসত্তমাঃ। প্রার্থয়ধ্বং বরং শুভ্রং, সর্ব্বমেব হ্যসংশয়ম্ ॥ ৬৪ ॥ ঋষয় উচুঃ। ইহাগত্য নরো যস্তু ত্রিরাত্রপোষিতঃ শুচিঃ। কৃত্বা স্নানং পিতৃংস্তর্প্য শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ৬৫ ॥ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং তস্য পুণ্যং ভূয়াৎ পুরন্দর। নাধোগতিমবাপ্নোতি বিবুধৈঃ সহ মোদতাম্। তথেত্যুক্ত্বা ততঃ শক্রস্তত্রৈবান্তর্হিতোঽভবৎ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ঋষিতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি নন্দাদিত্যং সমাহিতঃ। নন্দেন স্থাপিতং পূর্ব্বং তত্রৈবাস্মিতবুদ্ধিনা ॥ ১ ॥ নন্দো রাজা পুরা হ্যাসীৎ সর্ব্বলোকসুখপ্রদঃ ॥ ন দুর্ভিক্ষং ন চ ব্যাধির্নাকালে মরণং নৃণাম্ ॥ ২ ॥ তস্মিন্ শাসতি ধর্ম্মজ্ঞে ন চাবৃষ্টিকৃতং ভয়ম্। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য পূর্ব্বকর্ম্মানুসারতঃ ॥ ৩ ॥ কুষ্ঠেন মহতা ব্যাপ্তো বৈরাগ্যং পরমং গতঃ। তেন রোগাভিভূতেন দেবদেবো দিবাকরঃ ॥ ৪ ॥ প্রতিষ্ঠিতো নদীতীরে ... চ রোগাদ্বিমোচিতঃ ॥ ৪ ॥ দেব্যুবাচ। কিমসৌ রোগবান্ রাজা সার্ব্বভৌমো মহীপতিঃ। তস্য ধর্ম্মরতস্যাপি কস্মাদ্রোগসমুদ্ভবঃ ॥ ৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। এষ ধর্ম্মসদাচারো নন্দো রাজা

লেন,—যে বিসস্তৈন্য করিয়াছে, সে পতির অগ্রে ভোজন ও শয়ন করুক এবং দুষ্টসমাচার হৌক। চণ্ডা বলিল,—যে মৃণালচুরি করিয়াছে, সে প্রভুর প্রতিকূল হইয়া ধর্ম্মদ্বেষ করুক এবং সাধুদ্বেষপরায়ণ হৌক! পশুমুখ বলিল,—যে বিসস্তৈন্য করিয়াছে, সে জন্মে জন্মে পরপ্রেষ্যতা লাভ করুক এবং সর্ব্ব ধর্ম্মক্রিয়াহীণ হৌক! শুনোমুখ বলিল,—যে জন বিসস্তৈন্য করিয়াছে, সে নিত্য বেদপাঠ করুক, প্রিয়াতিথি গৃহস্থ হৌক, এবং অজস্র সত্য বাক্য বলুক ঋষিগণ বলিলেন,—রে শুনোমুখ! তুই যে শপথ করিলি, ইহা দ্বিজাতিগণের অভিলষিত; অতএব আমাদের মনে হয়,—তুই বিসনিকর অপহরণ করিয়াছিস্। শুনোমুখ বলিল,—হে দ্বিজগণ। আমি সকলের বিসনিচয় অপহরণ করিয়াছি। আমি ধর্ম্ম শ্রবণের নিমিত্ত এই কর্ম্ম করিয়াছি। আপনারা আমাকে পুরন্দর বলিয়া জানিবেন। হে ঋষিসত্তমগণ! আপনারা লোভরাহিত্য হেতু অক্ষয় লোক লাভ করিয়াছেন, নিঃসংশয়ে বর প্রার্থনা করুন। ঋষিগণ বলিলেন,—হে পুরন্দর! এই স্থানে আগমন করিয়া যাহারা ত্রিরাত্র উপবাসের পর স্নানান্তে শুচি হইয়া সমাহিতভাবে পিতৃতর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাদের যেন সর্ব্বতীর্থোদ্ভব পুণ্য লাভ হয়, কদাচ যেন তাহাদের অধোগতি হয় না এবং তাহারা বিবুধগণের সহিত যেন ক্রীড়া করে। ইন্দ্র এই সকল বাক্য অনুমোদন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।৫১—৬৬।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৫৫।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর নন্দাদিত্যসমীপে গমন করিবে। অমিতবুদ্ধি নন্দ এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে নন্দ নামে এক সর্ব্বলোকসুখপ্রদ রাজা ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে না দুর্ভিক্ষ, না ব্যাধি, না অকালমরণ এ সকল কিছুই ছিলনা। একদা রাজা পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে মহৎ কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া বৈরাগ্য প্রাপ্ত হন। তিনি তত্রত্য নদীতীরে রোগাভিভূত হইয়া দেবদেব দিবাকরের প্রতিষ্ঠা করেন,—করিয়া রোগমুক্ত হন। দেবী বলিলেন,—হে দেব! কি জন্য ঐ সর্ব্বভৌম রাজা রুগ্ন হইয়াছিলেন, তিনি তো পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার রোগোৎপত্তির কারণ কি? ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! এই

প্রতাপবান্। ব্যচরৎ সর্ব্বলোকান্ স বিমানবরমাস্থিতঃ ॥ ৬ ॥ বিমানং তস্য তুষ্টেন দত্তং বৈ বিষ্ণুনা স্বয়ম্। কামগং বরবর্ণেন বর্হিণেন বিনাদিতম্ ॥ ৭ ॥ স কদাচিন্নৃপশ্রেষ্ঠো বিচরংস্তত্র সংস্থিতঃ। গতবান্মানসং দিব্যং সরো দেবগণান্বিতম্ ॥ ৮ ॥ তত্রাপশ্যদ্বৃহৎপদ্মং সরোমধ্যগতং সিতম্। তত্র চাঙ্গুষ্ঠমাত্রং তু স্থিতং পুরুষসত্তমম্ ॥৯॥ রক্তবাসোভিরাচ্ছন্নং দ্বিভুজং তিগ্মতেজসম্। তং দৃষ্ট্বা সারথিং প্রাহ পদ্মমেতৎসমাহর ॥ ১০ ॥ ইদং তু শিরসা বিভ্রৎ সর্ব্বলোকস্য সন্নিধৌ। শ্লাঘনীয়ো ভবিষ্যামি তস্মাদাহর মা চিরম্ ॥ ১১ ॥ এবমুক্তস্ততস্তেন সারথিঃ প্রবিবেশ হ। গ্রহীতুমুপচক্রাম তৎপদ্মং বরবর্ণিনি। স্পৃষ্টমাত্রে তদা পদ্মে হুঙ্কারঃ সমপদ্যত ॥ ১২ ॥ রাজা চ তৎক্ষণাত্তেন শব্দেন সমজায়ত। কুষ্ঠী বিগতবর্ণশ্চ বলবীর্য্যবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৩ ॥ তথাগতমথাত্মানং দৃষ্ট্বা স পুরুষর্ষভঃ। তস্থৌ তত্রৈব শোকার্ত্তঃ কিমেতদিতি চিন্তয়ন্ ॥ ১৪ ॥ তস্য চিন্তয়তো ধীমানাজগাম মহাতপাঃ। বসিষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রস্তু স তং পপ্রচ্ছ পার্থিবঃ ॥১৫॥ এষ মে ভগবন্ জাতো দেহস্যাস্য বিপর্য্যয়ঃ। কুষ্ঠরোগাভিভূতাত্মা নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥ ১৬ ॥ উপায়ং ব্রূহি মে ব্রহ্মন্ ব্যাধিতস্য চিকিৎসতম্। উতাহো ব্রতমন্যদ্বা দানং যজ্ঞমথাপি বা ॥ ১৭ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ। এতদ্‌ব্রহ্মোদ্ভবং নাম পদ্মং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। দৃষ্টমাত্রেণ চানেন দৃষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ১৮ ॥ এতদ্ধি দৃশ্যতে ধন্যৈঃ পদ্মং কৈঃ কাপি পার্থিব। এতস্মিন্ দৃষ্টমাত্রে তু যো জলং বিশতে নরঃ ॥ ১৯ ॥ সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ পদং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ। এষ দৃষ্ট্বা তু তে সূতো হর্ত্তুং তোয়ে প্রবিষ্টবান্ ॥ ২০ ॥ তব বাক্যেন রাজেন্দ্র মৃতোঽহসৌ রোগবান্ ভবেৎ। ব্রহ্মপুত্রোঽহপ্যহং তেন পশ্যামি পরমেশ্বরম্ ॥ ২১ ॥ অহন্যহনি চাগচ্ছংস্ত্বং পুনর্দ্দৃষ্টবানসি। বাঞ্ছন্তি দেবতা নিত্যমমুং হৃদি মনোরথম্ ॥ ২২ ॥ মানসে ব্রহ্মপদ্মং তু দৃষ্ট্বা স্নাত্বা কদা বয়ম্। প্রাপ্স্যামঃ পরমং ব্রহ্ম যদ্গত্বা ন পুনর্ভবেৎ ॥ ২৩ ॥ ইদং চ কারণং ভূয়ো দ্বিতীয়ং শৃণু পার্থিব। কুষ্ঠস্য ত্বয়া প্রাপ্তং হর্ত্তুকামেন পঙ্কজম্ ॥ ২৪ ॥ প্রদ্যোতনস্য

প্রভাববান্ রাজা বিমানবরে আরোহণ করিয়া সর্ব্ব লোকে বিচরণ করিতেন। ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং তাঁহাকে এই কামগামী বিমান দান করিয়াছিলেন। বরবর্ণ বর্হী এই বিমানে কেকারব করিত। একদা নৃপতি ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে দেবগণসেবিত মানস সরোবরে গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি সরোবরমধ্যে এক বৃহৎ সিতপদ্ম অবলোকন করিলেন। এই পদ্মমধ্যে রক্তবস্ত্র-পরিহিত দ্বিভুজ তিগ্মতেজা অঙ্গুষ্ঠমাত্র এক পুরুষসত্তম বিরাজ করিতেছিলেন। রাজা এবম্বিধ পদ্ম দর্শন করিয়া সারথিকে বলিলেন,—ঐ পদ্ম উত্তোলন কর, আমি ঐ পদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া সর্ব্ব লোকসমক্ষে শ্লাঘনীয় হইব। রাজা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সারথি সরোবরে অবতরণপূর্ব্বক যেমন পদ্ম উত্তোলন করিতে গেল, অমনি ঐ পদ্ম হইতে এক হুঙ্কারধ্বনি উত্থিত হইল। এই হুঙ্কার শ্রবণ করিবামাত্র রাজা তৎক্ষণাৎ কুষ্ঠী, বিবর্ণ ও বলবীর্য্যহীন হইয়া পড়িলেন। তখন রাজা আপনাকে তথাবিধ দর্শন করিয়া শোকার্ত্তহৃদয়ে "একি হইল" বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ব্রহ্মপুত্র মহাভগবান্ বসিষ্ঠ ঐ স্থানে আগমন করিলে, তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! এই দেখুন, আমি কেমন হইয়া গিয়াছি, আমার দেহবিপর্য্যয় অবলোকন করুন, কুষ্ঠরোগে আমার আত্মা অভিভূত হইয়াছে; এখন উপায় কি? ইহার চিকিৎসাই বা কি হইবে? যদি কোন ব্রত-দান-যজ্ঞাদি দ্বারা উপশম প্রাপ্ত হয়, তাহা বলুন। ১—১৭। বসিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাজন্! এই পদ্ম ব্রহ্মোদ্ভব নামে ত্রৈলোক্যবিশ্রুত। ইহা দর্শন করিলে সর্ব্বদেবতা দর্শন করা হয়। কচিৎ কোন ধন্য ব্যক্তি ইহা দেখিতে পান। এই পদ্ম দর্শন করিয়া যে জলপ্রবেশ করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণপদবী লাভ করিয়া থাকে। ভবদীয় আদেশে সারথি ইহা দর্শন করিয়া হরণমানসে জলে প্রবেশ করিয়াছে, অতএব জন্মান্তরে সে রোগযুক্ত হইবে। পদ্মের প্রভাব দর্শনে আমি ব্রহ্মপুত্র হইয়াও তাহা দর্শন করি। আপনি এখানে আগমন করিয়া প্রতিদিন ঐ পদ্ম দর্শন করিতেছেন। দেবতাগণ নিত্য হৃদয়ে ভাবনা করেন যে, কবে আমরা মানসে ব্রহ্মপদ্ম দর্শন করিয়া পরম ব্রহ্ম লাভ করিব; আর জন্মিতে হইবে না। হে নৃপ! আপনাকে আর এক কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি পঙ্কজ হরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়া কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়াছেন। স্বয়ং

গর্ভেঽস্মিন্ স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ। তবৈষা বুদ্ধিরভবদ্দৃষ্টেদং বরপঙ্কজম্। ২৫ ॥ ধারয়ামি শিরস্তেনং লোকমধ্যে বিভূষণম্। ইদং চিন্তয়তঃ পাপমেবং দেবেন দর্শিতম্। ২৬। ততঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন তমারাধয় ভাস্করম্। প্রসাদাদ্দেবদেবস্য মোক্ষ্যসে নাত্র সংশয়ঃ। ২৭ ॥ প্রভাসং গচ্ছ রাজেন্দ্র তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। তত্র সিদ্ধির্ভবেচ্ছীঘ্রমার্ত্তানাং প্রাণিনাং ভুবি। ২৮। ঈশ্বর উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ। প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য মাহেশ্বর্য্যাস্তটে শুভে। ২৯। নন্দাদিত্যং প্রতিষ্ঠাপ্য গন্ধধূপানুলেপনৈঃ। পূজয়ামাস তং দেবি পুষ্পৈরুচ্চাবচৈস্তথা। ৩০। তস্য তুষ্টো দিবানাথো বরদোঽহমথাব্রবীৎ। ৩১। নন্দ উবাচ। কুষ্ঠেন মহতা ব্যাপ্তং পশ্য মাং সুরসত্তম। যথায়ং নাশমায়াতি তথা কুরু দিবাকর। ৩২। সান্নিধ্যং কুরু দেবেশ স্থানেঽস্মিন্নিত্যদা বিভো। ৩৩। সূর্য্য উবাচ। নীরোগস্ত্বং মহারাজ সদ্য এব ভবিষ্যসি। অত্র যে মাং সমাগত্য দ্রক্ষ্যন্তি চ নরা ভুবি ॥ ৩৪। সপ্তম্যাং সূর্য্যবারেণ যাস্যন্তি পরমাং গতিম্। অত্র মে সূর্য্যবারেণ সান্নিধ্যং সপ্তমীদিনে। ভবিষ্যতি ন সন্দেহো গমিষ্যে ত্বং সুখী ভব। ৩৫। এবমুক্ত্বা সহস্রাংশুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। ৩৬। নীরোগত্বমবাপ্যাসৌ কৃত্বা রাজ্যমনুত্তমম্। জগাম পরমং স্থানং যত্র দেবো দিবাকরঃ। তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা কৃত্বা শ্রাদ্ধং প্রযত্নতঃ। ৩৭। নন্দাদিত্যং পুনর্দৃষ্ট্বা ন পুনর্মর্ত্ত্যতাং ব্রজেৎ। প্রদদ্যাৎ কপিলাং তত্র ব্রাহ্মণে বেদপারগে। ৩৮ ॥ অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা ঘৃতধেনুমথাপি বা। ন তস্য গণিতুং শক্যা সংখ্যা পুণ্যস্য কেনচিৎ। ৩৯ ॥ ইত্যেবং দেবদেবস্য মাহাত্ম্যং দীপ্তদীধিতেঃ। কথিতং তব সুশ্রোণি সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। ৪০।

ইতি শ্রীস্কান্দে নন্দাদিত্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ। ২৫৬।

প্রদ্যোতন ঐ পদ্মগর্ভে অবস্থিত। "এই বরপদ্ম লোকসমাজে মস্তকে ধারণ করিব" এইরূপ কল্পনা আপনি যে করিয়াছিলেন, দেব তাহাতেই আপনার পাপ দর্শন করিয়াছেন। অতএব আপনি সর্ব্ব প্রযত্নে ভাস্করের আরাধনা করুন, তাঁহার প্রসাদে রোগমুক্ত হইবেন সন্দেহ নাই। ত্রৈলোক্যবিশ্রুত প্রভাসে গমন করুন। তথায় আর্ত্ত প্রাণিগণের অচিরাৎ সিদ্ধি লাভ হয়। ঈশ্বর বলিলেন,—ঋষিবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা নন্দ প্রভাসে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি মাহেশ্বরীতটে নন্দাদিত্য প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক গন্ধপুষ্পানুলেপন দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। তিনিও তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—বরদান করিতেছি গ্রহণ কর। নৃপতি নন্দ বলিলেন,—হে সুরসত্তম! এই দেখুন, আমি দারুণ কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়াছি, যাহাতে ইহা নাশ প্রাপ্ত হয়, আপনি তাহা করুন; আর এইস্থানে আপনার নিত্য সান্নিধ্য হউক। সূর্য্য বলিলেন,—হে মহারাজ! আপনি নীরোগ হইবেন। রবিবার সপ্তমীর দিন যাহারা এইস্থানে আসিয়া আমাকে দর্শন করিবে, তাহারা পরম গতি লাভ করিবে। রবিবার সপ্তমীতে এইস্থানে আমার সান্নিধ্য হইবে, সংশয় নাই, আপনি গৃহে গমন করিয়া সুখী হউন। এই বলিয়া সহস্রাংশু তথায় অন্তর্হিত হইলেন। রাজাও আরোগ্য লাভ করিয়া রাজ্যভোগ করত অন্তে পরমধাম সূর্য্যলোকে গমন করিলেন। নরগণ এই তীর্থে স্নান, শ্রাদ্ধ ও নন্দাদিত্যকে দর্শন করিলে তাহাদিগকে আর মর্ত্তধামে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যে জন এইস্থানে বেদপারগ ব্রাহ্মণকে কপিলা দান করে এবং অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া ঘৃতধেনু দান করে, তাহার অসংখ্য পুণ্য লাভ হয়। হে সুশ্রোণি! এই আমি তোমার নিকট নন্দাদিত্য দেবের সর্ব্বপাপপ্রণাশন মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ১৮—৪০।

ষট্পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫৬।

সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি ত্রিতকূপমিতি স্মৃতম্। নন্দাদিত্যস্য পূর্ব্বেণ যোজনত্রিতয়েন তু। ১॥ পুরা বভূব রাজেন্দ্রঃ সৌরাষ্ট্রবিষয়ে সুধীঃ। আত্রেয় ইতি বিখ্যাতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ২। তস্য পুত্রত্রয়ং জজ্ঞে ঋতুকালাভিগামিনঃ। একতশ্চ

সপ্তপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর নর ত্রিতকূপে গমন করিবে। এই কূপ নন্দাদিত্যের পূর্ব্বে তিন যোজন দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে সৌরাষ্ট্রদেশে আত্রেয় নামে এক রাজশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি

দ্বিতশ্চৈব ত্রিতশ্চৈবেতি ভামিনি ॥ ৩ ॥ ত্রিতস্তেষাং কনিষ্ঠোঽভূদ্বেদবেদাঙ্গপারগঃ। সর্ব্বৈরেব গুণৈর্যুক্তো মুখ্যো জ্যেষ্ঠৌ বভূবতুঃ ॥ ৪ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য আত্রেয়ো দ্বিজসত্তমঃ। তপঃ কৃত্বা তু বিপুলং কালধর্ম্মমুপেয়িবান্ ॥ ৫ ॥ ততস্তেষাং ত্রিতো রাজা বভূব গুণবত্তরঃ। ধুরমাকর্ষয়ামাস পুত্রোঽয়ং তস্য যা পুরা ॥ ৬ ॥ তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না কথং যজ্ঞং করোম্যহম্। সন্নিমন্ত্র্য দ্বিজশ্রেষ্ঠান্ যজ্ঞকর্ম্মবিধিষ্ঠিতান্ ॥ ৭ ॥ ইন্দ্রাদীংশ্চ সুরান্ সম্যগাবাহ্য বিধিপূর্ব্বকম্ দক্ষিণার্থং দ্বিজেন্দ্রাণাং প্রভাসং স জগাম হ গৃহীত্বা ভ্রাতরৌ জ্যেষ্ঠৌ গবার্থং প্রস্থিতো দ্বিজঃ ॥ ৮ ॥ যস্য যস্য গৃহে যাতি স ত্রিতো বেদপারগঃ তত্র তত্র বরাং পূজাং লেভে গাশ্চৈব পুষ্কলাঃ ॥ ৯ এবং স গোধনং প্রাপ্য ভ্রাতৃভ্যাং সহিতস্তদা গৃহায় প্রস্থিতো দেবি নির্বৃতিং পরমাং গতঃ ॥ ১০ ত্রিতস্তাভ্যাং পুরো যাতি পৃষ্ঠতো ভ্রাতরৌ চ তৌ গোধনং চালয়ন্তস্তে প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতাঃ ॥ ১১ অথ তদ্গোধনং দৃষ্ট্বা ভূরি দানার্থমাহৃতম্ ভ্রাতৃভ্যাং ত্রিতয়ে চেতি পাপা মতিরজায়ত ॥ ১২ ॥ পরস্পরমূচতুস্তৌ ভ্রাতরৌ দুষ্টচেতসৌ। ত্রিতো যজ্ঞেষু কুশলো বেদেষু কুশলস্তথা ॥ ১৩ ॥ মান্যঃ পূজ্যশ্চ সর্ব্বত্র আবাং মূর্খৌ নিরর্থকৌ। এতদ্ধি গোধনং সর্ব্বং ত্রিতো দাস্যতি সন্মখে ॥ ১৪ ॥ অস্মাকং পিতৃপর্যাগতো যদাপ্তং তৎসমং ভবেৎ। তস্মাদত্রৈব যুক্তোঽহস্য বধো বৈ ত্রিতযজ্ঞিনঃ ॥ ১৫ ॥ এবং তৌ নিশ্চয়ং কৃত্বা প্রস্থিতৌ ভ্রাতরাবুভৌ। ত্রিতস্তু পুরতো যাতি নির্ব্বিকল্পো ঋজুঃ সুধীঃ ॥ ১৬ ॥ অত্র তত্র সমুত্তস্থৌ ব্যাঘ্রো রৌদ্রতরাকৃতিঃ। ব্যাদিতাস্যো রবং দেবি ব্যনদদ্ভৈরবং ততঃ ॥ ১৭ ॥ তস্য শব্দেন তা গাবো নষ্টা জগ্মুর্দিশো দশ। অন্ধকূপো মহাংস্তত্র প্রদেশে দারুণোঽভবৎ ॥ ১৮ ॥ একতো দারুণো ব্যাঘ্রঃ কূপোঽন্যত্র সুদারুণঃ। দৃষ্ট্বা তে ভ্রাতরঃ সর্ব্বে ভয়োদ্বিগ্নাঃ প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ১৯ ॥ অথ তে বিষমং প্রাপ্য তটং কূপস্য ভামিনি। স্থিতা যাবদ্গতো ব্যাঘ্রস্ততো গন্তুং মনো দধুঃ ॥ ২০ ॥ অথ তাভ্যাং ত্রিতো দেবি ভ্রাতৃভ্যাং নৃপসত্তমঃ।

বেদবেদাঙ্গপারগ এবং ঋতুকালাভিগামী ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র হয়; নাম—একত, দ্বিত ও ত্রিত। ত্রিত সর্ব্বকনিষ্ঠ; ইনি বেদবেদাঙ্গপারগ ও সর্ব্বগুণান্বিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠদ্বয় মূর্খ ছিলেন। কালে ইহাঁদের পিতা রাজা আত্রেয় বিপুল তপশ্চরণ করিয়া পরলোক গমন করিলেন। ত্রিত ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে সুযোগ্য বলিয়া রাজা হইয়া রাজ্যধুর বহন করিতে লাগিলেন। একদা ত্রিত ভাবিলেন,—কিরূপে আমি যজ্ঞকর্ম্মাধিষ্ঠিত দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া এবং ইন্দ্রাদি দেবগণকে বিধিপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া যজ্ঞকর্ম্ম সম্পাদন করিব? এইপ্রকার চিন্তা করিয়া রাজা ত্রিত দ্বিজগণের দক্ষিণা আহরণার্থ প্রভাস ক্ষেত্রে গমন করিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণা প্রদানার্থ গোধন আহরণের জন্য প্রস্থান করিলেন। যে যে গৃহে তিনি গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানেই উপযুক্ত সম্মান ও গো লাভ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি গোধন আহরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। নৃপতি ত্রিত অগ্রে অগ্রে আর তাঁহার জ্যেষ্ঠদ্বয় পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে থাকিলেন। এইরূপে তাঁহারা গোধন পরিচালন করিতে করিতে প্রভাসক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এই সময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় কনিষ্ঠের দানার্থ ভূরি গোধন আহৃত দেখিয়া তাঁহার প্রতি পাপবুদ্ধি কল্পনা করিলেন। তাঁহারা উভয় ভ্রাতায় পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, ত্রিত যজ্ঞকুশল, বেদপারগ, সাম্য ও সর্ব্বত্র পূজ্য; আর আমরা দুইজন মূর্খ ও অর্থহীন। দেখ, ত্রিত এই গোধন সকল যজ্ঞে দান করিবে; আর আমাদের সেই পিতৃপিতামহাগত যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা সমানই রহিল। সুতরাং আমি বলিতেছি যে, যজ্ঞকারী ত্রিতের বধসাধনই যুক্তিযুক্ত। তাঁহারা উভয় ভ্রাতায় এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া চলিতে লাগিলেন। সরল সুধী ত্রিত অগ্রে যাইতে লাগিলেন। এই সময় দৈবাৎ এক ব্যাদিতাস্য ভীষণাকার ব্যাঘ্র ভৈরব রব করিতে করিতে গোকুর পালের পশ্চাৎ আসিয়া আপতিত হইল। ব্যাঘ্রের ভীষণ চীৎকার শ্রবণ করিয়া গোধন সকল দশ দিকে ধাবিত হইল। ঐ স্থানে বৃহৎ দারুণ অন্ধকূপ ছিল। একদিকে দারুণ ব্যাঘ্র আর একদিকে ভয়ঙ্কর কূপ। তাঁহারা ভ্রাতৃ-ত্রিতয়ে ভয়ে পলায়ন করিলেন। পলায়ন করিয়া তাঁহারা তত্রত্য কূপের এক বিষম তট আশ্রয় করিয়া ব্যাঘ্রের আগমনকাল-পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। পরে তাঁহারা আবার গমন করিতে লাগিলেন। ১—২০। এই সময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় কনিষ্ঠ ত্রিতকে তত্রত্য জল-

প্রক্ষিপ্তো দারুণে কূপে জীর্ণে তোয়বিবর্জ্জিতে ॥২১॥ ততস্তদ্গোধনং গৃহ্য প্রস্থিতৌ হৃষ্টমানসৌ। ত্রিতস্ত পতিতস্তত্র কূপে জলবিবর্জ্জিতে ॥ ২২ ॥ চিন্তয়ামাস মেধাবী নাহং শোচামি জীবিতুম্। ময়াহুতা দ্বিজশ্রেষ্ঠা যজ্ঞার্থং বেদপারগাঃ। ইন্দ্রাদ্যাশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে স ক্রতুঃ স্যান্ন মে স্বতঃ ॥ ২৩ ॥ স এবং চিন্তয়ামাস বেদবেদাঙ্গপারগঃ। মানসং যজ্ঞমারভ্য তত্রৈব বরবর্ণিনি ॥ ২৪ ॥ স্বয়মেব স সূক্তানি প্রোক্তা প্রোক্তা দ্বিজোত্তমঃ। কৃতবান্ বালুকাহোমং তেন তুষ্টাশ্চ দেবতাঃ ॥ ২৫ ॥ শ্রদ্ধাং তস্য বিদিত্বা তাং ভূয়স্তুষ্টাস্ত দেবতাঃ। আগত্য ব্রাহ্মণং প্রোচুঃ কূপমধ্যে ব্যবস্থিতম্ ॥ ২৬ ॥ দেবা উচুঃ। ভো ভো বিপ্র ত্বয়া নূনং সর্ব্বে সন্তর্পিতা বয়ম্। মানসেন তু যজ্ঞেন তস্মাদ্‌ব্রূহি মনোগতম্ ॥ ২৭ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। যদি দেবাঃ প্রসন্না মে কূপান্নিক্রমণে ত্বহম্। যথা স্বং মন্দিরং গত্বা দেবযজ্ঞং করোম্যহন্ ॥ ২৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। অথ দেবৈঃ সমাদিষ্টা তস্মিন্ কূপে সরস্বতী। নির্গতা বসুধাং ভিত্বা পূরয়ামাস বারিণা ॥ ২৯ ॥ অথ নিক্রম্য বিপ্রোঽসৌ যাতঃ স্বভবনং প্রতি। ততঃ প্রভৃতি দেবেশি ত্রিতকূপঃ স উচ্যতে ॥ ৩০ ॥ স্নাত্বা তত্র শুচির্ভূত্বা ত্বথ সন্তর্পয়েৎ পিতৄন্। অশ্বমেধমবাপ্নোতি সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩১ ॥ তিলদানন্তু দেবেশি তত্র শস্তং সকাঞ্চনম্। পিতৃণাং বল্লভং তীর্থং নিত্যমেব তু ভামিনি ॥ ৩২ ॥ অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদ আয়ন্ত ন ইতি স্মৃতাঃ। যে দিব্যাঃ পিতরো দেবি তেষাং সান্নিধ্যমত্র হি ॥ ৩৩ ॥ দর্শনাদপি তীর্থস্য তস্য বৈ সুরসত্তমে। মুচ্যন্তে প্রাণিনঃ পাপাদাজন্মমরণান্তিকাৎ ॥ ৩৪ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তত্র স্নানং সমাচরেৎ। প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য যদীচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ত্রিতকূপমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫৭ ॥

শূন্য দারুণ জীর্ণ কূপে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ঐ সকল গোধন গ্রহণ করিয়া হৃষ্টমানসে প্রস্থিত হইলেন। নৃপতি ত্রিত ঐ জলশূন্য কূপে পতিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—হায়! আমি জীবনের জন্য শোক করি না; কিন্তু আমি যে যজ্ঞ করিবার জন্য বেদপারগ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে এবং ইন্দ্রাদি দেবতা সকলকে আহ্বান করিয়াছিলাম; সেই যজ্ঞ আমার হইল না! তিনি এই প্রকার চিন্তা করিয়া ঐ কূপমধ্যেই মানস যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; মনে মনে তিনি সূক্ত পাঠ করিয়া বালুকা দ্বারা হোম নির্ব্বাহ করিলেন। দেবতাগণ তাঁহার ভক্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কূপে তৎসমীপে আগমনপূর্ব্বক বলিলেন—ভো ভো বিপ্র! যথার্থতঃ তুমি আমাদিগকে তর্পিত করিয়াছ, আমরা সকলেই তোমার মানসযজ্ঞে প্রীতিলাভ করিয়াছি, তোমার মনোগত কি বল? ত্রিত বলিলেন,—হে দেবগণ! যদি আমার প্রতি আপনারা প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে কূপ হইতে আমায় উদ্ধার করুন; আমি গৃহে গমন করিয়া দেবযজ্ঞ সম্পন্ন করিব। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! দেববাক্যে তখন দেবী সরস্বতী পাতালতল ভেদ করিয়া নির্গত হইয়া ঐ কূপ, বারি দ্বারা পূরণ করিলেন। তখন ত্রিত নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃহে গমন করিলেন। ঐ সময় হইতেই এই কূপের নাম হইয়াছে—ত্রিতকূপ। এই কূপে স্নান করিয়া শুচি হইয়া মানব পিতৃতর্পণ করিবে। ইহাতে মানব সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিত হইয়া অশ্বমেধফল লাভ করিয়া থাকে। ঐ স্থানে সকাঞ্চন তিলদান অতি প্রশস্ত। এই তীর্থ নিত্য পিতৃবল্লভ। অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদাদি দিব্য পিতৃগণ এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। এই তীর্থ দর্শনমাত্র প্রাণী আজন্মমরণ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। মানবগণ যদি প্রভাসক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া আত্মহিত ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সকলে সর্ব্বপ্রযত্নে ঐ তীর্থে স্নানাচরণ করিবে।২১—৩৫।

সপ্তপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৫৭।

অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি শশাপানমিতি স্মৃতম্। তত্রৈব দক্ষিণে তীর্থং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১ ॥ যস্মিন্ স্নাত্বা নরঃ সম্যগুনাপ-

অষ্টপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব শশাপান তীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ পূর্ব্বোক্ত তীর্থের দক্ষিণে অবস্থিত এবং ইহা সর্ব্বপাতক-

মৃত্যুভয়ং লভেৎ। শৃণু যস্মাত্তদুৎপত্তিং বদতো মম বল্লভে॥ ২॥ মথিত্বা সাগরং দেবা গৃহীত্বামৃতমুত্তমম্। সত্বরাস্তত্র তে গত্বা পপুশ্চৈব যথেপ্সয়া॥ ৩॥ পিবতাং তত্র পীযূষং দেবানাং বরবর্ণিনি। বিন্দবঃ পতিতা ভূমৌ শতশোহথ সহস্রশঃ॥ ৪॥ এতস্মিন্নেব কালে তু শশকস্তত্র চাগতঃ। প্রবিষ্টঃ সলিলে তত্র তৃষার্ত্তো বরবর্ণিনি॥ ৫॥ অমরত্বমনুপ্রাপ্তো বর্দ্ধতে সলিলালয়ে। তং দৃষ্ট্বা ত্রিদশাঃ সর্ব্বে স্পর্দ্ধমানা মুহুর্ম্মুহুঃ। জ্ঞাত্বামৃতান্বিতং তোয়ং মন্ত্রং চক্রুর্ভয়ান্বিতাঃ॥ ৬॥ অমৃতং পতিতং ভূমৌ ভক্ষয়িষ্যন্তি মানবাঃ। ততোহমর্ত্ত্যা ভবিষ্যন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৭॥ তির্য্যগ্‌যোন্যাং সমুৎপন্নঃ কৃপণঃ শশকো হ্যয়ম্। অস্মাভিঃ স্পর্দ্ধতে তস্মাত্ততো ভয়মুপস্থিতম্॥ ৮॥ অথ প্রাপ্তো নিশানাথো ব্যাধিনা স পরিপ্লুতঃ। অব্রবীত্ত্রিদশান্ সর্ব্বানমৃতং মে প্রযচ্ছত॥ ৯॥ কৃচ্ছ্রেণ মহতা প্রাপ্তো নাহং শক্তো বিসর্পিতুম্। অথোচুস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে সর্ব্বমস্মাভির্ভক্ষিতম্॥ ১০॥ বিলম্বিতস্ত্বং নিশানাথ চিরাৎ কস্মাদিহাগতঃ। কুরুষ্ব বচনং চন্দ্র অস্মাকং তিমিরাপহ॥ ১১॥ অস্মিন্ জলেঽমৃতং ভূরি পতিতং পিবতাং হি নঃ। তৎপিবস্ব নিশানাথ সর্ব্বমেতজ্জলাশয়ম্॥ ১২॥ অর্দ্ধং নিপতিতঞ্চাত্র সত্যমেতন্নিশাময়। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা শীতরশ্মিস্ত্বরান্বিতঃ॥১৩॥ তৃষার্ত্তো বাপিবত্তোয়ং শশকেন সমন্বিতম্। অস্থিশেষং তু তত্তস্য কার্য্যং পীযূষভক্ষণাৎ॥ ১৪॥ তৎক্ষণাৎ পুষ্টিমগমৎ কান্ত্যা পরময়া যুতঃ। ধাতুষু ক্ষীয়মাণেষু পুষ্টো হি সুধয়া হি সঃ॥ ১৫॥ স চাপি শশকস্তস্য ন মৃতো জঠরং গতঃ। অদ্যাপি দৃশ্যতে তত্র দেহে পীযূষভক্ষণাৎ॥ ১৬॥ তৎক্ষণাৎপুষ্টিমগমৎ কান্ত্যা পরময়া যুতঃ। অব্রুবন্ খন্যতামেতদ্যথা ভূয়ো জলং ভবেৎ॥ ১৭॥ অস্মাকং সঙ্গমাদেতচ্ছুষ্কং শ্বভ্রং জলাশয়ম্। তদ্যুক্তং চ কৃতং কর্ম্ম নৈতৎ সাধুবিচেষ্টিতম্॥ ১৮॥ ততোহখনংশ্চ তে সর্ব্বে

নাশন। এই তীর্থে স্নান করিলে নরের অপমৃত্যুভয় থাকে না। আমি ইহার উৎপত্তিবিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর। একদা দেবগণ সাগরমন্থন করিয়া অমৃত গ্রহণ করত ঐ তীর্থে গিয়া যথেচ্ছ অমৃত পান করিতে থাকেন। তাহাতে ঐ স্থানে শত শত সহস্র সহস্র অমৃতবিন্দু পতিত হয়। এমন সময় এক তৃষ্ণার্ত্ত শশক আসিয়া উক্ত তীর্থসলিলে প্রবেশ করিয়া জল পান করে। ইহার ফলে অমরত্ব লাভ করিয়া সে ঐ তীর্থজলাশয়ে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তখন দেবগণ তাহাকে অমরত্ব লাভ করিতে দেখিয়া স্পর্দ্ধান্বিত হন এবং তীর্থজল অমৃতমিশ্রিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া তাঁহারা পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা করেন যে, মর্ত্ত্যধামে অমৃত পতিত হইল, নিশ্চয়ই ইহা মর্ত্ত্যবাসিগণ পান করিয়া দেবত্ব লাভ করিবে। দেখুন, এই তির্য্যক্‌যোনিজাত শশক অমৃতমিশ্রিত জল পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়া আমাদের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে। ইহা আমাদের একটী মহৎ ভয়ের কারণ হইল। দেবগণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ব্যাধিত নিশানাথ ঐস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেবতাগণকে বলিলেন,—আমি মহৎ কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছি; আমার নড়িবার সামর্থ্য নাই; আপনারা আমাকে অমৃত প্রদান করুন। দেবগণ বলিলেন,—হায়! নিশানাথ! আপনি এত বিলম্ব করিয়া আসিলেন আমাদের আপনাকে মনেই ছিল না; আমরা যে সব পান করিয়া ফেলিয়াছি। হায়! আপনি আমাদের তিমিরাপহ। যাহা হৌক, সম্প্রতি আপনি এক কার্য্য করুন—আমরা যখন অমৃত পান করি, তখন এই জলে বহুতর অমৃত পতিত হইয়াছিল, আপনি এই জল পান করুন। আপনি সমস্ত জলাশয়ই পান করিয়া ফেলুন; প্রায় অর্দ্ধেক অমৃত ইহাতে পতিত হইয়াছে; ইহা মিথ্যা মনে করিবেন না। দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত নিশানাথ শশকের সহিত জলপান করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। এইরূপ পীযূষপানের ফলে তাঁহার অস্থিমাত্রাবশিষ্ট শরীর তৎক্ষণাৎ পুষ্টিলাভ করিল এবং কান্তিযুক্ত হইল। তাঁহার সমস্ত ধাতু ক্ষয় হইয়া গেলেও তিনি সুধাপানবশতঃ পুষ্ট হইলেন। শশকটী সেখানে মৃত্যুগ্রস্ত হয় নাই, সুরাপানের সময়ে তাঁহারই উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। অদ্যাপি ঐ শশক সুধাপানফলে তাঁহার উদরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে নিশানাথ তৎক্ষণাৎ পরম কান্তিযুক্ত হইলেন। দেবগণ বলিলেন,—পুনরায় যাহাতে এই জলাশয় হইতে জল বাহির হয়, এইভাবে ইহা খনন করুন। আমাদের সংসর্গে এই জলাশয় শুষ্ক বিবরের ন্যায় হইয়াছে। আপনি সমস্ত জলাশয় পান করিয়া ভাল করিলেন না; ইহা সাধুবিচেষ্টিত

যাবত্তোয়বিনির্গমঃ। অধাক্রবংস্ততঃ সর্ব্বে হর্ষেণ মহতান্বিতাঃ ॥ ১৯ ॥ যস্মাচ্ছশেন সংযুক্তং পীতমেতজ্জলাশয়ম্। চন্দ্রেণ হি শশাপানং তস্মাদেতদ্ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥ অত্রাগত্য নরঃ স্নানং যঃ করিষ্যতি ভক্তিতঃ। স যাস্যতি পরং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ২১ ॥ অত্রান্নং সম্প্রদাস্যন্তি ব্রাহ্মণেভ্যঃ সমাহিতাঃ। সর্ব্বযজ্ঞফলং তেষাং ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥ অস্মিন্ দৃষ্টে সুরাঃ সর্ব্বে দৃষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ। এবমুক্ত্বা সুরাঃ সর্ব্বে জগ্মুশ্চৈব সুরালয়ম্ ॥ ২৩ ॥ অথ কালেন মহতা প্রাপ্তা তত্র সরস্বতী। বড়বাগ্নিং সমাদায় তয়াপ্লাবিতং পুনঃ ॥২৪॥ ততো মেধ্যতরং জাতং তীর্থং চ বরবর্ণিনি। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তত্র স্নানং সমাচরেৎ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শশাপানমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫৮ ॥

নহে। এই বলিয়া তাঁহারা জল বাহির হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সরোবর খনন করিতে লাগিলেন এবং অতিশয় হর্ষের সহিত তাঁহারা বলিলেন, যেহেতু নিশানাথ শশযুক্ত এই সরোবর পান করিয়াছেন, অতএব এই সরোবরের নাম হইবে শশাপান। এই স্থানে আগমন করিয়া যে নর ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিবে, সে পরম পদ মাহেশ্বর লোকে গমন করিবে। সমাহিত ব্যক্তিগণ এইস্থানে ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিবে। ইহাতে তাহাদের সর্ব্বযজ্ঞ ফল লাভ হইবে সন্দেহ নাই। এই সরোবর দর্শন করিলে সর্ব্ব দেবতা দর্শন করা হয়। এই কথা বলিয়া সুরগণ স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। অতঃপর সুচিরকাল অতিবাহিত হইলে দেবী সরস্বতী বড়বাগ্নি লইয়া ঐস্থানে গমন করিলেন। তিনি এই স্থান প্লাবিত করিয়াছিলেন। এই জন্যই এই তীর্থ পুণ্যময় হইয়াছে। জনগণ সর্ব্বপ্রযত্নে এই তীর্থে স্নান করিবে।১—২৫।

অষ্টপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫৮।

একোনষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি পর্ণাদিত্যং সুরেশ্বরম্। প্রাচীসরস্বতীকূলে তটে চোত্তরতঃ স্থিতম্ ॥ ১ ॥ পুরা ত্রেতাযুগে দেবি পর্ণাদো নাম বৈ দ্বিজঃ। প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য তপস্তেপে সুদারুণম্। আরাধয়ামাস রবিং ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ২ ॥ তর্পয়িত্বা ততঃ সূর্য্যং ধূপমাল্যবিলেপনৈঃ। বেদোক্তৈঃ স্তবনৈঃ সূক্তৈর্দিবারাত্রং সমাহিতঃ ॥ ৩ ॥ এবঞ্চ ধ্যায়তস্তস্য কালেন মহতা ততঃ। তুতোষ ভগবান্ সূর্য্যো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৪ ॥ পরিতুষ্টোঽস্মি বিপ্রেন্দ্র তপসানেন সুব্রত। বরং বরয় ভদ্রং তে নিত্যং যন্মনসেপ্সিতম্ ॥ ৫ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। এষ এব বরঃ কামো যত্তুষ্টো ভগবান্ স্বয়ম্। দর্শনং তব দেবেশ স্বপ্নেষপি চ দুর্লভম্ ॥ ৬ ॥ অবশ্যং যদি দাতব্যো বরো মম দিবাকর। অত্র সন্নিহিতো দেব সদা ত্বং ভব ভাস্কর ॥ ৭ ॥ তব প্রসাদাত্তে যান্তু তব লোকং দিবাকর। এবং ভবিষ্যতীত্যুক্তা হ্যন্তর্দ্ধানং গতো রবিঃ ॥ ৮ ॥ পর্ণাদোঽপি স্থিতস্তত্র তস্যারাধনতৎপরঃ। তত্র

উনষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব সুরেশ্বর পর্ণাদিত্য সমীপে গমন করিবে। এই দেব সরস্বতীর উত্তর কূলে অবস্থিত। পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি প্রভাসক্ষেত্রে দারুণ তপস্যা করিয়া পরম ভক্তিসহকারে দেব রবির আরাধনা করেন। তিনি ধূপ, মালা, বিলেপন, বেদোক্তস্তব ও সূক্ত এই সকল দ্বারা সর্ব্বদা সূর্য্যারাধনা করিতে লাগিলেন। এই প্রকার আরাধনা করিলে দেব সূর্য্য তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি; অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে দেব! আপনার দর্শন স্বপ্নেরও অগোচর; আপনি যে তুষ্ট হইয়া দর্শন দান করিয়াছেন, ইহাই আমার পরম বর। দেব! যদি কৃপা করিয়া আপনি বর দান করেন, তাহা হইলে আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি এই স্থানে সদা সন্নিহিত হউন। আপনার প্রসাদ লাভ করিয়া জনগণ ভবদীয় লোকে গমন করুক। হে দেবি! 'তাহাই হইবে' বলিয়া দেব দিবাকর সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। পর্ণাদদ্বিজ ঐ স্থানে তাঁহার আরাধনা

ভাদ্রপদে মাসে ষষ্ঠ্যাং স্নানং সমাচরেৎ। পর্ণাদিত্যং ততঃ পশ্যেন্ন স দুঃখমবাপ্নুয়াৎ॥ ৯॥ গোশতস্য প্রয়াগে তু সম্যগ্দত্তস্য যৎফলম্। তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যঃ পর্ণাদিত্যস্য দর্শনাৎ॥ ১০॥ যে সেবন্তে মহাকুষ্ঠং পাঙ্গুল্যঞ্চ বিচর্চ্চিকাঃ। পর্ণাদিত্যং ন জানন্তি নূনং তে মন্দবুদ্ধয়ঃ॥ ১১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পর্ণাদিত্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোন-ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫৯॥

ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি দেবং সিদ্ধেশ্বরং পরম্। তস্যৈব পশ্চিমে ভাগে সিদ্ধৈঃ সংস্থাপিতং পুরা॥ ১॥ সিদ্ধা নাম সুরাঃ পূর্ব্বং তত্রাগত্য বরাননে। লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাসুঃ সিদ্ধ্যর্থং সর্ব্ববস্তুষু॥ ২॥ ততস্তুষ্টো মহাদেবি তেষাং দৃষ্ট্বা তপো মহৎ। অণিমাদিকমৈশ্বর্য্যং তেষাং সর্ব্বং দদৌ শিবঃ॥ ৩॥ অব্রবীদত্র মে নিত্যং সান্নিধ্যঞ্চ ভবিষ্যতি॥ ৪॥ চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং যোঽত্র মাং পূজয়িষ্যতি। স যাস্যতি পরং স্থানং প্রসাদান্মম পুণ্যকৃৎ॥ ৫॥ এবমুক্ত্বাথ ভগবান্ জগামাদর্শনং ততঃ। সিদ্ধাশ্চৈব তদাগত্য পূজয়ন্তি মহেশ্বরম্॥ ৬॥ যস্তমারাধয়েদ্ভক্ত্যা সংসিদ্ধিং লভতেঽদ্ভুতাম্। ঈপ্সিতাঞ্চ সুরশ্রেষ্ঠে তস্মাত্তং পূজয়েৎ সদা॥ ৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সিদ্ধেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষষ্ট্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬০॥

একষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি যত্র কুঙ্কুমতী নদী। মর্য্যাদার্থং সমানীতা ক্ষেত্রশান্ত্যৈ চ শম্ভুনা॥ ১॥ তস্যৈব দক্ষিণে ভাগে সর্ব্বপাপপ্রণাশিনা। তস্যাং স্নাত্বা চ বৈ সম্যক্ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ। স পিতৄংস্তারয়েৎ সর্ব্বান্নরকান্নাত্র সংশয়ঃ॥২॥ বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু তৃতীয়ায়াঞ্চ ভামিনি। স্নাত্বা তু তর্পয়েদ্ভক্ত্যা তিলদর্ভজলৈঃ প্রিয়ে। শ্রাদ্ধং কৃতং ভবেত্তেন গঙ্গায়াং নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুঙ্কুমতীমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকষষ্ট্য-ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬১

করিতে লাগিলেন। ভাদ্রমাসীয় ষষ্ঠীতিথিতে ঐ স্থানে স্নান করিতে হয়; স্নানান্তে পর্ণাদিত্যকে দর্শন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে মানব দুঃখ প্রাপ্ত হয় না। প্রয়াগে শত গোদানের যে ফল, পর্ণাদিত্য-দর্শনে সেই ফল হইয়া থাকে। যাহারা মহাকুষ্ঠ, পাঙ্গুল্য, ও বিচর্ব্বিকাদি রোগ দ্বারা পীড়িত, নিশ্চয়ই তাহারা পর্ণাদিত্য দর্শন করে নাই, বলিতে হইবে। ১—১১।

ঊনষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫৯।

করিবে, তাহারা আমার প্রসাদে পরম পদ লাভ করিবে। এই কথা বলিয়া দেবদেব অদৃশ্য হই-লেন। সিদ্ধগণ কিন্তু ঐ স্থানে আসিয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। যে জন ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করে, সে অলৌকিক ঈপ্সিত সিদ্ধি, লাভ করিয়া থাকে। অতএব সকলেরই তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। ১—৭।

ষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬০।

ষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব সিদ্ধেশ্বর দেবসমীপে গমন করিবে। এই দেব পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের পশ্চিমে অবস্থিত; দেবগণ ইহাঁর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সিদ্ধ নামক সুরগণ সর্ব্ব বস্তুসিদ্ধির নিমিত্ত ঐ স্থানে থাকিয়া লিঙ্গ স্থাপন করেন। ইহাতে শিব তাঁহাদের প্রতি তুষ্ট হইয়া অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য প্রদান করেন এবং বলিয়া দেন,—এই স্থানে আমার নিত্য সান্নিধ্য হইবে। শুক্লা চতুর্দ্দশীতে যাহারা আমার এই স্থানে পূজা

একষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর মানব! কুঙ্কুমতী নদীতে গমন করিবে। ভগ-বান্ শম্ভু ক্ষেত্রের শান্তি ও সীমা বিধানের জন্য এই নদী আনয়ন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের দক্ষিণে এই সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী নদী বিরাজিত। এই নদীতে স্নান করিয়া যে নর শ্রাদ্ধাচরণ করে, সে পিতৃলোকদিগকে নরক হইতে উদ্ধার করে, সংশয় নাই। শুক্লপক্ষীয়া বৈশাখী তৃতীয়ায় যে জন ঐ নদীতে স্নান, কুশ-তিল-জল

দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি বরাহং তত্র সংস্থিতম্। গোষ্পদাদ্দক্ষিণে ভাগে স্থিতং পাপপ্রণাশনম্॥ ১॥ একাদশ্যাং সিতে পক্ষে যস্তং পূজয়তে নরঃ। স মুক্তঃ পাতকৈঃ সর্ব্বৈর্গচ্ছেদ্বিষ্ণুপদং মহৎ॥ ২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বরাহস্বামিমহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬২॥

ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি ছায়ালিঙ্গমিতি স্মৃতম্। উত্তরে স্কন্দমত্যাশ্চ বহ্বাশ্চর্য্যং মহৎ ফলম্॥ ১॥ তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি মুচ্যতে পঞ্চপাতকৈঃ। সার্দ্ধদ্বাদশহস্তং তু যোজনত্রিতয়েন তু। ন পশ্যন্তি মহাদেবি পাপিষ্ঠা যে তু মানবাঃ॥ ২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ছায়ালিঙ্গমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬৩॥

চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তত্রৈব সংস্থিতা দেবি গুহা পাতকনাশিনী। ঋষীণাং সংস্থিতির্যত্র সিদ্ধানাং পুণ্যচেতসাম্॥ ১॥ তত্র গত্বা মহাদেবি গুহাং যঃ পশ্যতে নরঃ। স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যশ্চান্দ্রায়ণফলং লভেৎ॥ ২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নন্দিনীগুহামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬৪॥

পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি ঐশান্যাং দিশি সংস্থিতাম্। দেবীং কনকনন্দাখ্যাং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্॥ ১॥ তত্র শুক্লতৃতীয়ায়াং চৈত্রে মাসি বিধানতঃ। যাত্রাং কুর্য্যাচ্চ মতিমান্ সর্ব্বকামমবাপ্নুয়াৎ॥ ২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কনকনন্দামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬৫॥

দ্বারা তর্পণ, ও শ্রাদ্ধ করে, তাহার গঙ্গায় শ্রাদ্ধ করার ফল হয়। ১২।

একষষ্ট্যধিক দ্বিততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬১।

দ্বিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর মানব তত্রত্য বরাহসমীপে গমন করিবে। এই পাপপ্রণাশন বরাহ গোষ্পদের দক্ষিণে অবস্থিত। যে ব্যক্তি সিতপক্ষীয় একাদশীতে তাঁহার পূজা করে, সে সর্ব্ব পাতকমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক লাভ করে।১।২

দ্বিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬২।

ত্রিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব ছায়ালিঙ্গ সমীপে গমন করিবে। এই ছায়ালিঙ্গ স্কন্দমতীর উত্তরে অবস্থিত। এই লিঙ্গ বহু আশ্চর্য্যময় এবং মহাফলপ্রদ। এই লিঙ্গ দর্শন করিলে মানব পঞ্চবিধ পাতক হইতে মুক্তিলাভ করে। সার্দ্ধদ্বাদশহস্তাধিক যোজনত্রিতয় হইল এই লিঙ্গের পরিমাণ। ১।২।

ত্রিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬৩।

চতুঃষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি। পূর্ব্বোক্ত স্থানেই মহাপাতকনাশিনী গুহা আছে। পূতচেতা সিদ্ধ ও ঋষিগণ এই স্থানে বাস করিতেন। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া যে মানব গুহা দর্শন করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া চান্দ্রায়ণ ফল প্রাপ্ত হয়।

চতুঃষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬৪।

পঞ্চষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর পূর্ব্বোক্ত স্থানের ঈশানদিক্‌স্থিত সর্ব্বকামফলপ্রদ দেবী কনকনন্দাসমীপে গমন করিবে। বিধিজ্ঞ ব্যক্তি চৈত্রমাসের শুক্লা তৃতীয়াতে ঐ স্থানে যাত্রা

ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি কুন্তীশ্বরমনুত্তমম্। শরভস্থানতঃ পূর্ব্বে নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্। তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ১॥
ইতি শ্রীস্কান্দে কুন্তীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যাঃ॥ ২৬৬॥

সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি স্থানং গঙ্গাপথেতি চ। যত্র গঙ্গা মহাস্রোতা গঙ্গেশ্বরঃ শিবস্তথা॥ ১॥ সমুদ্রগামিনী দেবি সা গঙ্গা পাপনাশিনী। উত্তানেতি ভুবি খ্যাতা নদী ত্রৈলোক্যভূষণা॥ ২॥ তত্র স্নাত্বা মহাদেবি গঙ্গেশং যস্তু পূজয়েৎ। মুক্তঃ স্যাৎপাতকৈর্ঘোরৈরশ্বমেধাযুতং লভেৎ॥ ৩॥
ইতি শ্রীস্কান্দে গঙ্গাপথগঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬৭॥

অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি চমসোদ্ভেদমুত্তমম্। যত্র ব্রহ্মাকরোৎসত্রং বর্ষাণামযুতং প্রিয়ে॥ ১॥ চমসৈঃ পীতবন্তস্তে সোমং দেবা মহর্ষয়ঃ। চমসোদ্ভেদনামেতি তেন খ্যাতং ধরাতলে॥ ২॥ তত্র স্নাত্বা সরস্বত্যাং পিণ্ডদানং দদাতি যঃ। গয়াকোটিগুণং পুণ্যং বৈশাখ্যাং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ॥ ৩॥
ইতি শ্রীস্কান্দে চমসোদ্ভেদমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬৮

একোনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি বিদুরস্যাশ্রমং মহৎ। যত্রাকরোত্তপো রৌদ্রং বিদুরো ধর্ম্মমূর্ত্তিমান॥ ১॥ প্রতিষ্ঠাপ্য মহাদেবং লিঙ্গং ত্রিভুবনেশ্বরম্। তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি সর্ব্বান্‌কামানবাপ্নুয়াৎ॥ ২॥ বিদুরাট্টালকং নাম গণগন্ধর্ব্ব-

---

করিবেন, এরূপ করিলে সর্ব্ব কামফল লাভ হয়। ১।২

পঞ্চষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬৫।

ষট্‌ষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব কুন্তীশ্বর সমীপে গমন করিবে। এই কুন্তীশ্বরদেব শরভ স্থানের পূর্ব্বে অনতিদূরে অবস্থিত। ইঁহাকে দেখিয়া মানব সর্ব্বপাতক হইতে মুক্তি লাভ করে। ১—৩।

ষট্‌ষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬৬।

সপ্তষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব গঙ্গাপথে গমন করিবে। এই স্থানে মহাস্রোতা গঙ্গা ও গঙ্গেশ্বর শিব আছেন। গঙ্গাদেবী পাপনাশিনী, সমুদ্রগামিনী; এবং ত্রৈলোক্যের ভূষণস্বরূপা। ইনি ভূতলে উত্তানা বলিয়া বিখ্যাতা। এই তীর্থে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি গঙ্গেশের পূজা করে, সে সর্ব্ব পাতক হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া অযুত অশ্বমেধের ফল লাভ করিয়া থাকে। ১--৩

সপ্তষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬৭

অষ্টষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব চমসোদ্ভেদ তীর্থে গমন করিবে। এই স্থানে ভগবান্ অযুতবৎসরব্যাপী যজ্ঞ করেন। মহর্ষিগণ ও দেবগণ এইখানে চমস দ্বারা সোমপান করিয়াছিলেন, এই জন্যই এই স্থানের নাম হইয়াছে—চমসোদ্ভেদ। যাহারা বৈশাখী পূর্ণিমায় অত্রত্য সরস্বতী নদীতে স্নান করিয়া পিণ্ডদান করে, তাহারা গয়াশ্রাদ্ধের কোটিগুণ ফল প্রাপ্ত হয়।

অষ্টষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬৮

ঊনসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! যেখানে ধর্ম্মমূর্ত্তি বিদুর ত্রিভুবনেশ্বর মহাদেবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক ঘোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, অনন্তর মানব সেই পবিত্র বিদুরাশ্রম তীর্থে গমন করিবে। অত্রত্য শঙ্করলিঙ্গ দর্শন করিলে মানবগণের সকল কামনা

সেবিতম্। দ্বাদশস্থানকং স্থানং নাল্পপুণ্যেন লভ্যতে ॥ ৩॥ নাবর্ষণং ভবেত্তত্র কদাচিদপি পার্ব্বতি। লিঙ্গানি তত্র দিব্যানি পশ্যেৎপাপোপশান্তয়ে ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিদুরাশ্রমমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬৯ ॥

সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি যত্র প্রাচী সরস্বতী। তত্র স্থানে স্থিতং লিঙ্গং মঙ্কীশ্বরমিতি শ্রুতম্ ॥ ১ ॥ তস্যোৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাতকনাশিনীম্। শৃণু দেবি মহাভাগে হ্যাশ্চর্য্যং যদভূৎপুরা ॥ ২ ॥ ঋষির্ম্মঙ্কণকো নাম স তেপে পরমং তপঃ। প্রাচীমেত্য যতাহারো নিত্যং স্বাধ্যায়তৎপরঃ ॥৩॥ বহুবর্ষসহস্রাণি তস্যাতীতানি ভামিনি। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য বিদ্ধাদস্য বরাননে ॥৪॥ করাচ্ছাকরসো জাতঃ কুশাগ্রেণেত নঃ শ্রুতম্। স তং দৃষ্ট্বা মহাশ্চর্য্যং বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥ ৫ ॥ মেনে সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তো হর্ষান্নৃত্যমথাকরোৎ। তস্মিন সন্নৃত্যমানে চ জগৎস্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৬ ॥ অনর্ত্তত বরারোহে প্রভাবাত্তস্য বৈ মুনেঃ। ততো দেবা মহেন্দ্রাদ্যা ব্রহ্মবিষ্ণুপুরঃসরাঃ। ঊচুস্ত্রিপুরহন্তারং নায়ং নৃত্যেত্তথা কুরু ॥ ৭ ॥ চলিতাঃ পর্ব্বতাঃ স্থানাৎক্ষুভিতো মকরালয়ঃ। ধরণী পতুশো দেবপৃক্ষাশ্চ নিধনং গতাঃ ॥ ৮ ॥ উৎপথাশ্চ মহানদ্যো গতা উন্মার্গসংস্থিতাঃ। ত্রৈলোক্যং ব্যাকুলীভূতং যাবৎপ্রাপ্নোতি সংক্ষয়ম্ ॥ ৯ ॥ তাবন্নিবারয়স্বৈনং নান্যঃ শক্তো নিবারণে ॥ ১০ ॥ স তথেতি প্রতিজ্ঞায় গত্বা তস্য সমীপতঃ। দ্বিজরূপং সমাস্থায় তমৃষিং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥ কো হর্ষবিষয়ঃ কস্মাত্ত্বমেতন্নৃত্যতে দ্বিজ। তস্মাৎকার্য্যং বদাশু মে পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ১২ ॥ ঋষিরুবাচ। কিং ন পশ্যসি মে ব্রহ্মন্ করাচ্ছাকরসং চ্যুতম্। অতএব হি মে নৃত্যং সিদ্ধোঽহং নাত্র সংশয়ঃ ॥১৩॥ ঈশ্বর উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ভগবাংস্ত্রিপুরান্তকঃ। অঙ্গুষ্ঠং তাড়য়ামাস অঙ্গুল্যগ্রেণ ভামিনি ॥

পূর্ণ হয়। বিদুরাট্টালক নামক নাগ-গন্ধর্ব্ব-সেবিত এই স্থান অল্পপুণ্যের লভ্য নহে। এখানে কদাচ অনাবৃষ্টি হয় না। মানব পাপশান্তির জন্য অত্রত্য দিব্য লিঙ্গ সকল দর্শন করিবে। ১—৪।

ঊনসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬৯।

সপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—মহাদেবি! যেখানে প্রাচী সরস্বতী প্রবহমাণা, সেই স্থানে মঙ্কীশ্বর নামক এক শম্ভুলিঙ্গ আছেন। মানবগণ এই স্থানে গমন করিবে। এই লিঙ্গের সর্ব্বপাতকনাশিনী উৎপত্তি কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। একথা অতি আশ্চর্য্যজনক। পূর্ব্বে মঙ্কণক নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত তপস্যা করেন। যতাহার ও স্বাধ্যায়তৎপর হইয়া তিনি প্রাচী সরস্বতীতীরে তপস্যা করিতেন। এই তপস্যায় তাঁহার বহু সহস্র বৎসর অতীত হইয়া যায়। আমরা শুনিয়াছি যে একদা কুশাগ্র দ্বারা মুনিবরের হস্ত বিদ্ধ হইলে ঐ বিদ্ধ স্থান হইতে শাকরস নির্গত হয়। তিনি তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া মনে করেন,—আমি পরমসিদ্ধিলাভ করিয়াছি। এই মনে করিয়া তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। তপঃপ্রভাবে তাঁহার নৃত্যে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎই নৃত্য করিতে থাকে। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মাবিষ্ণুপ্রমুখ ইন্দ্রাদি দেবগণ ত্রিপুরহর হরকে বলিলেন,—হে দেব! যাহাতে ইনি নৃত্য না করেন, আপনি তাহা করুন। দেখুন, পর্ব্বত চালিত—মকরালয় ক্ষুভিত—ধরণী পতিত—দেবপাদপ নিধন প্রাপ্ত—মহানদী সকল উৎপথগত এবং ত্রৈলোক্য ব্যাকুলীভূত হইয়াছে। সৃষ্টি বিনষ্ট না হইতে হইতে আপনি মুনিবরকে নৃত্য হইতে নিবারিত করুন, আপনি ব্যতীত অন্য কেহই আর তাঁহাকে নিবারিত করিতে সক্ষম নহেন। দেবগণ এই কথা বলিলে দেবদেব 'তথাস্তু' বাক্যে তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিয়া দ্বিজরূপ ধারণপূর্ব্বক ঋষিসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে দ্বিজ! আপনার এত হর্ষের কারণ কি? নৃত্য করিতেছেন কেন? বলুন, আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। ঋষি বলিলেন,—হে ব্রহ্মন! আপনি দেখিতেছেন না যে, আমার হস্ত দিয়া শাকরস নির্গত হইতেছে, এই জন্যই নৃত্য করিতেছি, আমি যে সিদ্ধ হইয়াছি, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। ভগবান ত্রিলোচন তাঁহার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গুল্যগ্রে স্বীয় অঙ্গুষ্ঠ তাড়ন করি-

১৪॥ ততো বিনির্গতং ভস্ম তৎক্ষণাদ্ধিমপাণ্ডুরম্। অথাব্রবীৎ প্রহস্যৈনং ভগবান্ ভূতভাবনঃ॥ ১৫॥ পশ্য মেহঙ্গুষ্ঠতো ব্রহ্মন্ ভূরি ভস্ম বিনির্গতম্। ন নৃত্যেঽহং ন মে হর্ষস্তথাপি মুনিসত্তম॥ ১৬॥ তদ্দৃষ্ট্বা সুমহাশ্চর্য্যং বিস্ময়ং পরমং গতঃ। অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা হর্ষগদ্গদয়া গিরা॥ ১৭॥ নান্যং দেবমহং মন্যে ত্বাং মুক্ত্বা বৃষভধ্বজম্। নান্যস্য বিদ্যতে শক্তিরীদৃশী ধরণীতলে॥ ১৮॥ ভগবানুবাচ। জ্ঞাতোঽস্মি মুনিশার্দ্দূল ত্বয়া বেদবিদাং বর। বরং বরয় ভদ্রং তে নিত্যং যন্মনসেপ্সিতম্॥ ১৯॥ ঋষিরুবাচ। প্রসাদাদ্দেবদেবস্য নৃত্যেন মহতা বিভো। যথা ন স্যাত্তপোহানিস্তথা নীতির্বিধীয়তাম্॥ ২০॥ শম্ভুরুবাচ। তপস্তে বর্দ্ধতাং বিপ্র মৎপ্রসাদাৎ সহস্রধা। প্রাচীমত্রিহ বৎস্যামি ত্বয়া সার্দ্ধমহং সদা॥ ২১॥ সরস্বতী মহাপুণ্যা ক্ষেত্রে চাস্মিন্ বিশেষতঃ। সরস্বত্যুত্তরে তীরে যস্ত্যজেদাত্মনস্তনুম্॥ ২২॥ প্রাচীনে হ্যৃষিশার্দ্দূল ন চেহাগচ্ছতে পুনঃ। আপ্লুতো বাজিমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি পুষ্কলম্॥ ২৩॥ নিয়মৈশ্চোপবাসৈশ্চ শোষয়ন্ দেহমাত্মনঃ। জলাহারা বায়ুভক্ষাঃ পর্ণাহারাশ্চ তাপসাঃ। তথা চ স্থণ্ডিলশয়া যে চান্যে নিয়তাঃ পৃথক্॥ ২৪॥ যে স্নানমাচরিষ্যন্তি তীর্থেঽস্মিন্নিয়মান্বিতাঃ। তে যান্তি পরমাং সিদ্ধিং ব্রহ্মণঃ পরমং পদম্॥ ২৫॥ অস্মিংস্তীর্থে তু যো দানং ক্রটিমাত্রঞ্চ কাঞ্চনম্। দদাতি দ্বিজমুখ্যায় মেরুতুল্যং ভবেৎ ফলম্॥ ২৬॥ অস্মিংস্তীর্থে তু যে শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তীহ মানবাঃ। একবিংশৎকুলোপেতাঃ স্বর্গং যাস্যন্তি তে ধ্রুবম্॥ ২৭॥ পিতৃণাং বল্লভং তীর্থং পিণ্ডেনৈকেন তর্পিতাঃ। ব্রহ্মলোকং গমিষ্যন্তি সুপুত্রেণেহ তারিতাঃ॥ ২৮॥ ভূয়শ্চান্নং প্রযচ্ছন্তি মোক্ষমার্গং ব্রজন্তি তে॥ ২৯॥ অত্র যে শুভকর্ম্মাণঃ প্রভাসস্থাং সরস্বতীম্। পশ্যন্তি তেঽপি যাস্যন্তি স্বর্গলোকং দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৩০॥ যে পুনস্তত্র ভাবেন নরাঃ স্নানপরায়ণাঃ। ব্রহ্মলোকং সমাসাদ্য তে রমিষ্যন্তি সর্ব্বদা॥৩১॥ দধি প্রদদ্যাদ্যোঽপীহ ব্রাহ্মণায় মনোরমম্। সোঽপ্যগ্নিলোকমাসাদ্য ভুঙ্ক্তে ভোগান্ সুশোভনান্॥ ৩২॥ উর্ণাপ্রবারণং যোঽপি ভক্ত্যা দদাদ্দ্বিজোত্তমে। সোঽপি যাতি পরাং সিদ্ধিং মর্ত্ত্যৈরন্যৈঃ সুদুর্লভাম্॥ ৩৩॥ যে চাত্র মলনাশায় বিশেয়ুর্মানবা জলম্। গোপ্রদানফলং তেষাং সুখেন ফলমাদিশেৎ॥ ৩৪॥ ভাবেন

লেন, তাহাতে তাহা হইতে হিমপাণ্ডুর ভস্ম নির্গত হইল। তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন,—আমার অঙ্গুষ্ঠ হইতে ভস্ম নির্গত হইল; কিন্তু তথাপি আমি নৃত্য করিতেছি না; আমার হর্ষও হয় নাই। মুনিবর তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, হে দেব! আপনি নিশ্চয় বৃষভধ্বজ; ধরণীতলে আপনি ব্যতীত কোন দেবতারই আর এরূপ শক্তি নাই। ভগবান্ বলিলেন, হে বেদবিৎপ্রবর! আপনি যখন আমাকে জানিতে পারিয়াছেন; তখন অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন। ঋষি বলিলেন,—হে দেব! এই মহানৃত্য হইতে যাহাতে আমার তপোবিঘ্ন না হয়, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা করুন। শম্ভু বলিলেন,—হে বিপ্র! আমার প্রসাদে আপনার তপস্যাবৃদ্ধি হইবে; আমি এই প্রাচীসমীপে আপনার সহিত বাস করিব। এই ক্ষেত্রে পুণ্যা সরস্বতী বিরাজমানা। ইহার উত্তর তীর্থে যাহারা তনুত্যাগ করিবে,ভবিষ্যতে তাহাদিগকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। অপিচ তাহারা বাজিমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। যাহারা ঐ তীর্থে নিয়মোপবাস দ্বারা দেহশুষ্ক করিবে; জল-পত্র-বায়ু ভক্ষণে তপস্যা করিবে; নিয়ত স্থণ্ডিলশায়ী হইবে এবং নিত্য স্নানাচরণ করিবে, তাহারা পরম সিদ্ধি ও ব্রহ্মলোক লাভ করিবে। এই তীর্থে যে ব্যক্তি ক্রটি মাত্র কাঞ্চন বিপ্রশ্রেষ্ঠগণকে দান করিবে, তাহার মেরুদানতুল্য ফললাভ হইবে। ১—২৬। এখানে যাহারা শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাদের একবিংশতি কুল স্বর্গে গমন করিবে। এই তীর্থ পিতৃগণের অতীব প্রিয়; যেহেতু তাঁহাদের পুত্র প্রদত্ত অত্রত্য একটিমাত্র পিণ্ড দ্বারাই তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। এই তীর্থে যাহারা অন্নদান করেন, তাঁহাদের মোক্ষলাভ হয়। যে শুভকর্ম্মা ব্যক্তিগণ এই স্থানে সরস্বতী দেবীকে দর্শন করে, তাঁহারা স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক এখানে স্নান করে, তাহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় ক্রীড়া করে। যে ব্যক্তি এখানে বিপ্রকে উত্তম দধি দান করে, সে অগ্নিলোক প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ ভোগ সকল উপভোগ করে। যাহারা উষ্ণীষ প্রাবরণ দান করে, তাহারা অন্যদুর্লভ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে সকল মানব পাপনাশের জন্য এই তীর্থজলে প্রবেশ করে, গোপ্রদানফল তাহাদের সুখলব্ধ হয়

ভি নরঃ কশ্চিত্তত্র স্নানং সমাচরেৎ। সর্ব্বপাপ-
বিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৩৫ ॥ তর্পণাৎ
পিণ্ডদানাচ্চ নরকেষ্বপি সংস্থিতাঃ। স্বর্গং প্রয়ান্তি
পিতরঃ সুপুত্রেণেহ তারিতাঃ ॥ ৩৬ ॥ [illegible]
[illegible] ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশশক্তিকান্। [illegible]
[illegible] মোক্ষমার্গং লভন্তি তে ॥ ৩৭ ॥ [illegible]
[illegible] প্রভাসে তু সরস্বতী। [illegible]
[illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥ ৩৯ ॥ [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥ ৪০ ॥ [illegible]
[illegible] পিণ্যাকেঙ্গুদকেনাপি পিতৃ
[illegible] পিণ্ডদানং তু যঃ পিতৃলোকঃ
[illegible] ॥ [illegible] তুল্যা রতিঃ
[illegible] তথা। সরস্বতীং প্রাপ্য
[illegible] পুনঃ [illegible] সরস্বতীম্।
[illegible] উবাচ। উক্তৈবং ভগবান্ দেবস্তত্রে-
বান্তরধীয়ত। সান্নিধ্যমকরোত্তত্র ততঃপ্রভৃতি
শঙ্করঃ ॥ ৪২ ॥ অত্র গাথা পুরা গীতা বিষ্ণুনা
প্রভবিষ্ণুনা। স্নেহাদ্ধৈর্ব্বচ [illegible] তেন ধর্ম্মপুত্রং প্রতি
প্রিয়ে ॥ ৪৪ ॥ মা গঙ্গাং ব্রজ কৌন্তেয় মা প্রয়াগঞ্চ
পুষ্করম্। তত্র গচ্ছ কুরুশ্রেষ্ঠ যত্র প্রাচী সরস্বতী ॥
৪৫ ॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
মাহাত্ম্যঞ্চ সরস্বত্যাঃ ভূয়ঃ কিং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে প্রাচীসরস্বতীমহিমাহাত্ম্যবর্ণনং
নাম সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭০ ॥

একসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

ঈশ্বর উবাচ। তস্যৈব সন্নিকটে তু লিঙ্গং
জ্বালেশ্বরঃ স্মৃতম্। শরঃ পাশুপতো যত্র জ্বলন্ বৈ
ত্রিপুরারিণা ॥ ১ ॥ পাতিতো যৎপ্রদেশে তু তেন
জ্বালেশ্বরঃ স্মৃতঃ। তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি মুচ্যতে
সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জ্বালেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈক-
সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭১ ॥

ভক্তিপূর্ব্বক যাহারা এখানে স্নান করে, তাহারা সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত হইয়া থাকে। পুত্রগণ এখানে পিতৃউদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়া যদি সুপুত্রের কার্য্য করে, তাহা হইলে নরকস্থ পিতৃগণও স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। যাহারা ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক প্রভৃতি অক্ষয় লোক সকল লাভ করিয়াছে, তাহারাও যদি পুনরায় এখানে অন্ন দান করে, তাহা হইলে তাহাদের মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। প্রভাসস্থিতা সরস্বতী স্বর্গ-গমনের সোপানস্বরূপ; পাপী ব্যক্তিগণের ভাগ্যে ইঁহার দর্শন ঘটে না। প্রাচী সরস্বতী অন্যত্র দুর্ল্লভ হইলেও বিশেষতঃ পুষ্কর, প্রভাস, ও কুরুক্ষেত্রে আরও দুর্ল্লভ। সরস্বতী প্রাপ্ত হইয়া যে মানব পুনরায় অন্য তীর্থ আকাঙ্ক্ষা করে, হস্ত পরিত্যাগ করিয়া কূর্পর (কনুই) দ্বারা তাহার কার্য্য করা হয়। কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে এই তীর্থে স্নান বিহিত আছে। যে মানব এখানে পিণ্যাক ও ইঙ্গুদী দ্বারা পিণ্ড প্রদান করে, তাহার পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হয় এবং সে স্বয়ং পিতৃলোকে গমন করে। সরস্বতীবাস তুল্য রতি, এবং সরস্বতীবাস তুল্য গুণ আর নাই। সরস্বতী প্রাপ্ত হইয়া নর স্বর্গে গমন করে; অতএব নর পুনঃপুনঃ সরস্বতীস্মরণ করিবে। ঈশ্বর বলিলেন,—এই সকল কথা বলিয়া ভগবান দেব অন্তর্হিত হইলেন। তদবধি শঙ্কর এই তীর্থে সান্নিধ্য করিতেছেন। ভগবান্ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু সৌহার্দ্দ বশত এবিষয়ের একটী গাথা ধর্ম্মপুত্রকে বলিয়াছিলেন। সেই গাথা এই—হে কৌন্তেয়! গঙ্গায় যাইও না; প্রয়াগে যাইও না; পুষ্করেও যাইও না; যেখানে প্রাচী সরস্বতী আছেন, সেইখানে যাও। হে দেবি! এই ত' তুমি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই সরস্বতীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? ২৭—৪৬।

সপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭০।

একসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গ-সন্নিধানে জ্বালেশ্বর লিঙ্গ আছেন। ত্রিপুরারি প্রজলিত পাশুপতাস্ত্র এইস্থানে পাতিত করিয়াছিলেন, এজন্য অত্রত্য লিঙ্গের নাম হইয়াছে—জ্বালেশ্বর। জ্বালেশ্বর দর্শন করিয়া মানব সর্ব্বপাতক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ১২।

একসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭১।

দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। তত্রৈব সংস্থিতং পশ্যেৎ প্রাচীদেব্যাস্তু সন্নিধৌ। লিঙ্গত্রয়ং সমাখ্যাতং ত্রিপুরাণাং মহাত্মনাম্॥ ১॥ বিদ্যুন্মালী তারকাখ্যঃ কপোলাখ্যস্তথৈব চ। তৈশ্চ প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং দৃষ্ট্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ত্রিপুরলিঙ্গত্রয়মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭২॥

ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি ষণ্ডতীর্থমনুত্তমম্। সর্ব্বপাপোপশমনং সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥ ১॥ তস্যোৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনাঃ প্রিয়ে। পুরা পঞ্চশিরা আসীদ্ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥ ২॥ শিরস্তস্য ময়া ছিন্নং কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে। তত্র গন্ধবতী জাতা ব্রহ্মণঃ সা চ শোণিতৈঃ॥ ৩॥ ততোৎপন্না মহাতালাস্তেন তালবনং স্মৃতম্। অথ করতলে লগ্নং কপালং ব্রহ্মণো মম॥ ৪॥ শরীরং কৃষ্ণতাং যাতং মম চৈব বৃষস্য চ। অথ তীর্থান্তনেকানি গতোঽহং পাপশঙ্কয়া॥ ৫॥ ন কুচিদ্ব্রজতে পাপং ততঃ প্রভাসমাগতঃ। ক্ষেত্রে তত্র ময়া দৃষ্টা প্রাচী দেবী সরস্বতী॥ ৬॥ তত্র মে বৃষভঃ স্নাতুং প্রবিষ্টো জলমধ্যতঃ। তৎক্ষণাচ্ছ্বেততাং প্রাপ্তো মুক্তোঽহমপি হত্যয়া॥ ৭॥ করমধ্যে চ মে লগ্নং কপালং পতিতং তদা। কপালমোচনশ্চাসৌ লিঙ্গরূপী স্থিতোঽভবৎ॥ ৮॥ তত্রাপি যো দদেচ্ছ্রাদ্ধং প্রাচীদেব্যাস্তু সন্নিধৌ। মাতৃকং পৈতৃকং চৈব তৃপ্তং কুলশতং তথা॥ ৯॥ ভবেচ্চ তস্য তৃপ্তিশ্চ যাবৎ কল্পাস্তু সপ্ততিঃ। মাস আশ্বযুজে দেবি কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী। তত্র দদ্যাত্তু যঃ শ্রাদ্ধং দক্ষিণামূর্ত্তিমাশ্রিতঃ॥ ১০॥ যথাবিত্তোপচারেণ সুপাত্রে চ যথাবিধি। যাবদ্যুগসহস্রন্তু তৃপ্তাঃ স্যুস্তে পিতামহাঃ॥ ১১॥ অন্নং সুবর্ণদানঞ্চ দধিকম্বলমেব চ। তত্র দেয়ং বিধানেন সর্ব্বপাপোপশুদ্ধয়ে॥ ১২॥ কৃষ্ণরূপো বৃষো দেবি যদা শ্বেতত্বমাগতঃ। ষণ্ডতীর্থমিতি খ্যাতং তেন ত্রৈলোক্যপূজিতম্॥ ১৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ষণ্ডতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭৩॥

দ্বিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! পূর্ব্বোক্ত স্থানেই প্রাচী দেবীসন্নিধানে মহাত্মা ত্রিপুরগণের প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত তিনটী লিঙ্গ আছেন, মানবগণ তাঁহাদিগকে দর্শন করিবে। ত্রিপুরত্রয়ের নাম—বিদ্যুন্মালী, তারক ও কপোল। ইহাদের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গত্রয় দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১।২।

দ্বিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭২।

ত্রিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর মানব ষণ্ডতীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ সর্ব্বপাপোপশমন ও সর্ব্বকামফলপ্রদ। এই তীর্থের উৎপত্তিবিবরণ বলিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মার চারিটী মস্তক ছিল। আমি কোন কারণবশতঃ তন্মধ্যে একটী ছেদন করি। ঐ সময় প্রভূত শোণিত স্রাব হয়; ঐ শোণিতে গন্ধবতী নদীর উৎপত্তি হইয়াছিল। তথায় বহুসংখ্যক মহাতালবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া ঐ স্থান 'তালবন' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ব্রহ্মকপাল আমার করলগ্ন হওয়াতে আমি আর আমার বৃষটী আমরা উভয়েই কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেলাম। তখন আমি পাপাশঙ্কায় বহু তীর্থক্ষেত্রে গমন করিলাম; কিন্তু কোন তীর্থেই আমার পাপ বিনষ্ট হইল না; অবশেষে আমি প্রভাসে উপনীত হইলাম। প্রভাসে আসিয়া প্রাচীদেবীকে দর্শন করিলাম। আমার বৃষ স্নান করিবার জন্য সরস্বতী-জলে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্বেতবর্ণ হইল। আমিও ব্রহ্মহত্যামুক্ত হইলাম। আমার করলগ্ন ব্রহ্মকপালও পতিত হইল। আমি লিঙ্গরূপ ধারণ করিয়া কপালমোচন নামে ঐ স্থানে অবস্থান করিলাম। এই স্থানে প্রাচীদেবীর সন্নিধানে যে মানব পিতামাতার শ্রাদ্ধ প্রদান করে, তাহার পিতামাতার শতকুল উদ্ধার হয়। আর সে নিজেও সপ্ততি কল্প পর্য্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে যে মানব এই স্থানে দক্ষিণাভিমুখে শ্রাদ্ধ প্রদান করে সহস্রযুগকাল পর্য্যন্ত তাহার পিতামহগণ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। সর্ব্ব পাপ বিশুদ্ধির নিমিত্ত এই স্থানে অন্ন সুবর্ণ দান ও দধিকম্বল দান আচরণ করা কর্ত্তব্য। হে দেবি! আমার কৃষ্ণরূপী বৃষটী এই স্থানে শুক্লবর্ণ হইল বলিয়া ইহা ষণ্ডতীর্থ নামে ত্রৈলোক্যপূজিত হইল। ১-১৩।

ত্রিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭৩।

চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি সূর্য্যপ্রাচীং মহাপ্রভাম্। সর্ব্বপাপোপশমনীং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্ ॥ ১ ॥ তত্র স্নাত্বা মহাদেবি মুচ্যতে পঞ্চপাতকৈঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সূর্য্যপ্রাচীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭৪ ॥

পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায় ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি দেবঞ্চৈব ত্রিলোচনম্। ঋষিতীর্থসমীপে তু সর্ব্বপাতকনাশনম্। স্কন্দমত্যুত্তরে কূলে ঋষিভিঃ পূজিতং পুরা ত্রিনেত্রা মৎস্যকা যত্র জলং স্ফটিকসন্নিভম্। তত্র স্নাত্বা নরো দেবি মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ২ ॥ কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং মাসে ভাদ্রপদে তথা। উপবাসং তু কুর্ব্বীত রাত্রৌ জাগরণং তথা ॥ ৩ ॥ প্রাতঃ শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত বিধিবৎপূজয়েচ্ছিবম্। রুদ্রলোকে বসেদ্দেবি বর্ষাণামযুতত্রয়ম্ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ত্রিনেত্রেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭৫ ॥

চতুঃসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর মানব মহাপ্রভা সূর্য্যপ্রাচীসমীপে গমন করিবে। সূর্য্যপ্রাচী, সর্ব্ব পাপের শমনী ও সর্ব্বকামফলপ্রদা। এই তীর্থে স্নান করিয়া নর পঞ্চ পাতক হইতে মুক্তি লাভ করে। ১। ২।

চতুঃসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭৪।

পঞ্চসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানবগণ ঋষিতীর্থসমীপে ত্রিলোচনসন্নিধানে গমন করিবে। এই তীর্থ সর্ব্ব পাতকনাশন; ইহা স্কন্দমতীর উত্তরকূলে অবস্থিত। ঋষিগণ সর্ব্বদাই এই তীর্থের সেবা করিয়া থাকেন। এই তীর্থসলিলে ত্রিনেত্র মৎস্য সকল বিচরণ করে, ইহার জল দেখিতে ঠিক স্ফটিকের ন্যায়। নরগণ এই স্থানে স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ভাদ্রমাসীয় কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে যে মানব ঐখানে উপবাস ও জাগরণ করে; প্রাতঃস্নান করে, এবং বিধিবৎ শিবপূজা করে, সে অযুত বৎসর রুদ্রলোকে বাস করিয়া থাকে। ১—৪।

পঞ্চসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭৫।

ষট্‌সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি ঋষিতীর্থস্য সন্নিধৌ। কামিকং হি পরং ক্ষেত্রং দেবিকানাম নামতঃ ॥ ১ ॥ মহাসিদ্ধিবনং তত্র ঋষিসিদ্ধসমাবৃতম্। নানাদ্রুমলতাকীর্ণং পর্ব্বতৈরুপশোভিতম্ ॥ ২ ॥ চম্পকৈর্ব্বকুলৈর্দ্দিব্যৈরশোকৈঃ স্তবকৈঃ পরৈঃ। পুন্নাগৈঃ কিঙ্কিরাতৈশ্চ সুগন্ধৈর্নাগকেসরৈঃ ॥ ৩ ॥ মল্লিকোৎপলপুষ্পৈশ্চ পাটলাপারিজাতকৈঃ। চূতচম্পককপিত্থৈশ্চ শ্রীফলৈঃ পনসৈস্তথা ॥ ৪ ॥ খর্জ্জুরৈর্ব্বদরৈশ্চান্যৈর্ম্মাতুলিঙ্গৈঃ সদাড়িমৈঃ। জম্বীরৈশ্চৈব দিব্যৈশ্চ নারঙ্গৈরুপশোভিতম্ ॥ ৫ ॥ শিখিভিঃ কোকিলাভিশ্চ গীয়মানং তু ষট্‌পদৈঃ। মৃগৈঋক্ষৈর্ব্বরাহৈশ্চ সিংহৈর্ব্যাঘ্রৈস্তথা পরৈঃ ॥ ৬ ॥ শ্বাপদৈর্ব্বিবিধাকারৈঃ কন্দরৈর্গহ্বরৈস্তথা। সুরাসুরগণৈঃ সিদ্ধৈর্যক্ষগন্ধর্ব্বপন্নগৈঃ ॥ ৭ ॥ অপ্সরোরগনাগৈশ্চ বহুভিস্তু সমাকুলম্। কেচিৎ স্তবন্তি ঈশং তু কেচিন্নৃত্যন্তি

ষট্‌সপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব ঋষিতীর্থসন্নিধানে গমন করিবে। এই তীর্থ কামপ্রদ এবং দেবিকা নামে প্রসিদ্ধ। এই ক্ষেত্রে মহাসিদ্ধি বন নামে এক বন আছে। এই বন ঋষিসিদ্ধসমাকুল; নানাদ্রুমলতাকীর্ণ; পর্ব্বতোপশোভিত, চম্পক, অশোক, স্তবক, বকুল, পুন্নাগ, কিঙ্কিরাত, নাগকেশর, মল্লিকা, উৎপল, পাটলা, পারিজাত, চূত, চম্পক, কপিত্থ, শ্রীফল, পনস, খর্জ্জুর, বদর, মাতুলিঙ্গ, দাড়িম, জম্বীর ও নারঙ্গ বৃক্ষে উপশোভিত; কোথাও শিখী, কোকিল, ও ষট্‌পদ সকল মনোহর রব করিতেছে; কোথাও মৃগ, ঋক্ষ, বরাহ, সিংহ, ব্যাঘ্র, প্রভৃতি শ্বাপদগণ, কোথাও কন্দর ও গহ্বর সকল অবস্থিত; এবং কোথাও সুরাসুর গন্ধর্ব্ব, কোথাও যক্ষ-রক্ষ উরগ সিদ্ধ নাগ পন্নগ, ও কোথাও বহু অপ্সরোগণ বিচরণ করিতেছে। তথায় কেহ ঈশ্বরের স্তব

চাগ্রতঃ ॥ ৮ ॥ পুষ্পৈর্বৃষ্টিং তু মুঞ্চন্তি মুখবাদ্যানি চাপরে। হসন্তি চাপরে হৃষ্টা গর্জ্জন্তি চ তথা পরে ॥ ঊর্দ্ধবাহবস্তথা চান্যে অন্যে ধ্যায়ন্তি তদ্‌গতাঃ। তস্মিন্ স্থানে মহাদেবি দেবিকায়াস্তটে শুভে ॥ ১০ ॥ উমাপতীশ্বরো নাম তত্রাহং সংস্থিতঃ সদা। যুগেযুগে সদা পূর্ব্বে কল্পে মন্বন্তরে তথা ॥ ১১ ॥ ন ত্যজামি সদা দেবি দেবিকায়াস্তটং শুভম্। দুর্লভং সর্ব্বলোকেঽস্মিন পবিত্রং সুপ্রিয়ং হি মে ॥ ১২ ॥ ত্বয়া সহ স্থিতশ্চাহং তস্মিন্ স্থানে বরাননে। উময়া যুক্তদেহত্বাত্তেন খ্যাত উমাপতিঃ ॥ ১৩ ॥ পুষ্যমাসে ত্বমাবস্যাং দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধং সমাহিতঃ। ন পশ্যামি ক্ষয়ং তস্য তস্মিন্ দত্তস্য পার্ব্বতি ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মহত্যাসহস্রং তু তস্য দর্শনতো ব্রজেৎ। গোভূহিরণ্যবাসাংসি তত্র দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ১৫ ॥ স একঃ পরমঃ পুত্রো যো গত্বা তত্র সুন্দরি। দদেচ্ছ্রাদ্ধং পিতৃণাং চ তস্যান্তো নৈব বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥ দেবৈঃ সর্ব্বৈঃ সমাহূতা স্নানার্থং সা সরিদ্বরা। দেবিকেতি সমাখ্যাতা তেন সা পাপনাশিনী ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দেবিকায়ামুমাপতিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭৬ ॥

সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। তত্রৈব সংস্থিতং পশ্যেদ্ভূধরং নাম নামতঃ। উদ্ধৃত্য পৃথিবীং যস্মাদ্দংষ্ট্রাগ্রেণ দধার সঃ ॥ ১ ॥ ভূধরস্তেন চাখ্যাতো দেবিকাতটসংস্থিতঃ। বেদপাদো যূপদংষ্ট্রঃ ক্রতুদন্তঃ স্রুচামুখঃ ॥ ২ ॥ অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ। অহোরাত্রেক্ষণপরো বেদাঙ্গশ্রুতিভূষণঃ ॥ ৩ ॥ আদ্যনাসঃ স্রুবাতুণ্ডঃ সামঘোষস্বনো মহান্। প্রাগ্বংশকায়ো দ্যুতিমান্নানাদীক্ষাবিরাজিতঃ ॥ ৪ ॥ দক্ষিণাহৃদয়ো যোগী মহাসত্রময়ো মহান। উপাকর্ম্মোষ্ঠরুচকঃ প্রবর্গ্যাবর্ত্তভূষণঃ ॥ ৫ ॥ নানাচ্ছন্দোগতিপথো ব্রহ্মোক্তক্রমবিক্রমঃ। ভূত্বা যজ্ঞবরাহোঽসৌ তত্র স্থানে স্থিতোঽভবৎ ॥ ৬ ॥ পুষ্যমাসে ত্বমাবাস্যামেকাদশ্যামথাপি বা। প্রাপ্তে প্রাবৃষি কালে চ জ্ঞাত্বা কন্যাগতং রবিম্ ॥ ৭ ॥ পায়সং গুড়সংযুক্তং হবিষ্যং চ শুভপ্লুতম্। নমো বঃ

করিতেছে, কেহ নৃত্য করিতেছে; কেহ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে; কেহ মুখবাদন করিতেছে; কেহ হাস্য করিতেছে; কেহ হর্ষ প্রকাশ করিতেছে; কেহ গর্জ্জন করিতেছে; কেহ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া দণ্ডায়মান আছে, এবং কেহ বা ধ্যান করিতেছে। হে দেবি! আমি ঐ স্থানে দেবিকাতটে উমাপতীশ্বর নামে অবস্থিত ছিলাম। যুগ, কল্প বা মন্বন্তরের মধ্যে আমি কখন ঐ স্থান পরিত্যাগ করি না। ঐ লোকদুর্লভ স্থান অতিপবিত্র এবং উহা আমার অত্যন্ত প্রিয়। আমি তোমার সহিত ঐ স্থানে বাস করিয়াছিলাম। উমার (তোমার) সহিত আমার দেহ যুক্ত ছিল বলিয়া আমি ঐ স্থানে উমাপতি নামে খ্যাত হইয়াছি। ভাদ্রমাসে অমাবস্যায় যেজন ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, আমি তাহার পুণ্য পার দেখিতে পাই না। তত্রত্য লিঙ্গ দর্শনে সহস্র ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ অপগত হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তি ঐ স্থানে গো, হিরণ্য, বাস, দান করিবেন। যে জন ঐ স্থানে গমন করিয়া পিতৃলোক-উদ্দেশে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, তাহাকেই উত্তম পুত্র বলা যায়, তাহার প্রদত্ত শ্রাদ্ধের কদাচ ক্ষয় হয় না। তত্রত্য সরিদ্বরাকে দেবগণ স্নানার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে—দেবিকা; এবং এই জন্যই ইনি পাপনাশিনী হইয়াছেন। ১—১৭।

ষট্‌সপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! ঐ স্থানেই দেব ভূধর নামক দেব অবস্থিত। তিনি দংষ্ট্রাগ্রে ভূ (পৃথিবী) উদ্ধার করিয়া ধারণ করিয়াছিলেন, এই জন্যই ভূধর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই ভূধর দেব দেবিকাতটে বিরাজিত। ইনিই বেদপাদ, যূপদংষ্ট্র, ক্রতুদন্ত, স্রুচামুখ, অগ্নিজিহ্ব, দর্ভরোম, ব্রহ্মশীর্ষ, মহাত্মা, অহোরাত্রেক্ষণপর, বেদাঙ্গশ্রুতি-ভূষণ, আদ্যনাস, স্রুবতুণ্ড, মহান সামঘোষস্বন, প্রাগ্বংশকায়, দ্যুতিমান্, দীক্ষাবিরাজিত, দক্ষিণাহৃদয় যোগী, মহাসত্বময়, উপাকর্ম্মোষ্ঠরুচক, প্রবর্গ্যাবর্ত্তভূষণ, নানাচ্ছন্দোগতিপথ, ব্রহ্মোক্তক্রমবিক্রম প্রভৃতি শব্দপ্রতিপাদ্য হইয়া যজ্ঞবরাহরূপে ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছেন। মানবগণ প্রবৃট্‌কালে রবি কন্যা রাশিতে গমন করিলে পুষ্যমাসীয় অমাবস্যা বা একাদশী তিথিতে "নমো বঃ পিতরো রসায়" মন্ত্রে গুড়সংযুক্ত পায়স,

পিতরো রসায় অন্নাদ্যমভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৮ ॥ তেজোঽসি শুক্রমিত্যাজ্যং দধিক্রাবণেন বৈ দধি। ক্ষীরমাজ্যায় মন্ত্রেণ ব্যঞ্জনানি চ যানি তু ॥ ৯ ॥ ভক্ষ্যভোজ্যানি সর্ব্বাণি মহানিন্দ্রেণ দাপয়েৎ। সংবৎসরোনিয়ো মন্ত্রং জপ্তা তেনোদকং দ্বিজঃ ॥ ১০ ॥ এবং সম্ভোজ্য বৈ বিপ্রান্ পিণ্ডদানং তু দাপয়েৎ· ইত্যনেন বিধানেন যস্তত্র শ্রাদ্ধকৃদ্ভবেৎ ॥ ১১ ॥ তস্য তৃপ্তাস্ত পিতরো যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। গয়াশ্রাদ্ধং বিনাপীহ গয়াশ্রাদ্ধফলং লভেৎ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভূধরযজ্ঞবরাহমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৭॥

অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি মূলস্থানমিতি শ্রুতম্। দেবিকায়াস্তটে রম্যে ভাস্করং বারিতস্করম্ ॥ ১ ॥ যত্রাতপত্তপো ঘোরং বাল্মীকিৰ্মুনিপুঙ্গবঃ। বাল্মীকিনামা বিপ্রর্ষিযত্র সিদ্ধো মহামুনিঃ ॥ ২ ॥ যত্র সপ্তর্ষয়ো মুষ্টাস্তেনৈব মুনিনা প্রিয়ে। তস্যৈব পশ্চিমে ভাগে মরীচিপ্রমুখা দ্বিজাঃ ॥ ৩ ॥ দেব্যুবাচ। কথং তু সিদ্ধো বাল্মীকিঃ কথং চৌর্য্যেঽহকরোন্মনঃ। কথং সপ্তর্ষয়ো মুষ্টা এতন্মে বদ শঙ্কর ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ। আসীৎ পূর্ব্বং দ্বিজো দেবি নাম্না খ্যাতঃ শমীমুখঃ। গার্হস্থ্যে বর্ত্তমানস্য তস্য পুত্রো ব্যজায়ত। বৈশাখ ইতি নাম্নাসৌ রৌদ্রকর্ম্মা ব্যজায়ত ॥ ৫ ॥ মুক্তৈকাং গুরুশুশ্রূষাং নান্যৎ কিঞ্চিদসৌ দ্বিজঃ। অকরোচ্ছোভনং কর্ম্ম দিবাপ্রভৃতি নিত্যশঃ ॥ ৬ ॥ অথ কালেন মহতা পিতরৌ তস্য তৌ প্রিয়ে। বার্দ্ধক্যভাবমাপন্নৌ ভর্ত্তব্যৌ তস্য বিহ্বলৌ ॥ ৭ ॥ স নিত্যং পদবীং গত্বা মুষ্টা লোকান্ স্বশক্তিতঃ। দ্রব্যমাদায় পিতরৌ ভার্য্যাং· চাপি পুপোষ চ ॥ ৮ ॥ কস্যচিত্বথ কালস্য তেন মার্গেণ গচ্ছতঃ। সপ্তর্ষীংশ্চ তদাপশ্যত্তীর্থযাত্রাপরায়ণান্ ॥ ৯ ॥ তান্ দৃষ্টা যষ্টিমুদ্যম্য ভর্ৎসয়ন্ পরুষাক্ষরৈঃ। বাক্যৈরুবাচ তান্ সর্ব্বাংস্তিষ্ঠধ্বমিতি ভূরিশঃ ॥ ১০ ॥ অথ তে মুনয়ঃ শান্তাঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনাঃ। সমাঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ রোষরাগবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১১ ॥ অস্মাকং দর্শনং

গুড়সংযুক্ত হবিষ্য, ও অন্নাদি "তেজোঽসি শুক্রম্" মন্ত্রে আজ্য, "দধিক্রাব" মন্ত্রে দধি, "ক্ষীরসাজ্যায়" মন্ত্রে সর্ব্ব প্রকার ব্যঞ্জন, "মহানিন্দ্রেণ" মন্ত্রে সমুদয় ভক্ষ্য-ভোজ্য এবং "সংবৎসরনেয়ো" মন্ত্রে উদক অভিমন্ত্রিত করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণভোজনের পর পিণ্ডপ্রদান। যে ব্যক্তি এইরূপ বিধানে উক্ত তীর্থে শ্রাদ্ধদান করে, তাহার পিতৃগণ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকারকাল পর্য্যন্ত তৃপ্ত থাকেন। গয়া শ্রাদ্ধ না করিলেও এই তীর্থে গয়া শ্রাদ্ধের ফল লাভ করা যায়। ১—১২।

সপ্তসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭৭।

অষ্টসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর দেবিকার রম্যতটে মূলস্থানাখ্য ভাস্কর সমীপে গমন করিবে। ঐ স্থানে মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। উহারই পশ্চিমভাগে মরীচিপ্রমুখ সপ্তর্ষি ঐ মুনিকর্ত্তৃক মুষ্ট হন। দেবী কহিলেন,—বাল্মীকি সিদ্ধ হইলেন কিরূপে? কেন তাঁহার চৌর্য্যে মনে হয়? সপ্তর্ষিরাই বা কিরূপে মুষ্ট হন, হে শঙ্কর! ইহা আমায় বলুন। ১—৪। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! পূর্ব্বে শমীমুখ নামে এক দ্বিজ ছিলেন। তিনি যখন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করেন, তখন তাঁহার এক পুত্র হয়। পুত্রটীর নাম ছিল—বৈশাখ। বৈশাখ অত্যন্ত রৌদ্রকর্ম্মা ছিলেন। দ্বিজবালক একমাত্র গুরুশুশ্রূষা ব্যতিরেকে আর কোন সৎ কর্ম্ম করেন নাই। কালে তাঁহার পিতামাতা বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইয়া অত্যন্ত বিহ্বল ভাবে তাঁহার পোষ্য হইতে বাধ্য হইলেন। দ্বিজপুত্র তখন সুদূর কান্তারে গমন করিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বনে বলপ্রয়োগে পথিকদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া আনিয়া পিতা, মাতা, ভার্য্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গের পোষণ করিতে লাগিলেন। একদা দৈবযোগে সপ্তর্ষিগণকে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ঐ পথে গমন করিতে দেখিয়া তিনি লগুড় উদ্যত করত ধাবিত হইয়া পরুষাক্ষরে ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—থাক্ থাক্ আর যাইতে হইবে না। দ্বিজপুত্র এরূপ রুক্ষবাক্য বলিল বটে; কিন্তু মুনিগণ শান্ত; তাঁহাদের লোষ্টে-কাঞ্চনে সমজ্ঞান; শত্রুমিত্রে কোন ভেদ নাই; রাগরোষবর্জ্জিত। অঙ্গিরা এই সময় স্বগতভাবে

স্য সম্ভাষামুনিভিঃ সহ। সঙ্গাতং নিষ্ফলং মা
চাদিত্যুবাচাঙ্গিরা বচঃ। ১২॥ অঙ্গিরা উবাচ।
ভাভোস্তস্কর মে বাক্যং শৃণুষ্বাবহিতঃ ক্ষণাৎ।
মাত্মনস্ত হিতার্থায় সত্যং চৈব বদাম্যহম্। তব
ঃ পোষ্যবর্গোঽস্তি তচ্চ সর্ব্বং বদস্ব মে॥ ১৩॥
স্কর উবাচ। স্মাতাং মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যৈকা-
পত্যবর্জ্জিতা। একা দাসী হ্যহং ষষ্ঠো নাস্যদস্ত্য-
ধিকং মুনে। ১৪। অঙ্গিরা উবাচ। গত্বা পৃচ্ছস্ব
তান্ সর্ব্বান্ পুষ্টান্ পাপার্জ্জিতৈর্ধনৈঃ। অহং করোমি
পাপানি সর্ব্বে যূয়ং তু ভক্ষকাঃ। ১৫। তৎপাপং
ভবিতা কস্য কথয়স্তিতি মে লঘু। তথৈব গত্বা
পপ্রচ্ছ পিতরৌ তাবথোচতুঃ। ১৬॥ মাতাপিতরা-
বূচতুঃ। একঃ পাপানি কুরুতে ফলং ভু ভুঙক্ত মহা-
জনঃ। ভোক্তারো বিপ্রমুচ্যন্তে কর্ত্তা দোষেণ
লিপ্যতে। ১৭। যঃ কর্ম্মোত্যশুভং কর্ম্ম কুটুম্বার্থং
তু মন্দধীঃ। আত্মা ন বল্লভস্তস্য নূনং পুংসঃ
সুপাপিনঃ। ১৮। ঈশ্বর উবাচ। তয়োঃ স বচনং
শ্রুত্বা পুনর্ভীতমনাস্তদা। তয়োস্তু সন্নতিং কৃত্বা
পিতরৌ পুনরব্রবীৎ। ১৯। যুবাভ্যাং হিতমেবাহং
যৎ করোম্যশুভং ক্বচিৎ। তস্যাংশং ভুজ্যতে
কিঞ্চিদ্ যুবাভ্যাং বা ন বোচ্যতাম্। ২০। পিতরা-
বূচতুঃ। পূর্ব্বে বয়সি পুত্র ত্বমাবাভ্যাং পাল্য এব
হি। উত্তরে তু বয়ং পাল্যাঃ সম্যক্ পুত্র ত্বয়া
পুনঃ। ২১। ইতরেতরধর্ম্মোঽয়ং নির্দ্দিষ্টঃ পদ্ম-
যোনিনা। আবাভ্যাং যৎকৃতং কর্ম্ম যুষ্মদর্থং শুভা-
শুভম্। ভোক্ষ্যামো বয়মেবেহ তৎসর্ব্বং নাত্র
সংশয়ঃ॥ ২২। অথ ত্বমপি যদ্বৎস প্রকরোষি শুভা-
শুভম্। ভোক্ষ্যসে সকলং তদ্বৎ স্বয়ং নাস্যঃ পরত্র
চ। ২৩। অবশ্যং স্বয়মশ্নাতি কৃতং কর্ম্ম শুভা-
শুভম্। তস্মাত্ত্বয়েণ কর্ত্তব্যং শুভং কর্ম্ম বিপ-
শ্চিতা। ২৪। চৌর্য্যং বাথ কৃষিং বাথ কুসীদং বাথ
পুত্রক। বাণিজ্যমথবা প্রেষ্যং কৃত্বাস্মাকঞ্চ ভোজ-
নম্। অহর্নিশং ত্বয়া দেয়ং ন দোষোঽস্মাসু-
পুত্রক। ২৫। তাভ্যাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ততো ভার্য্যা-
মভাষত। তদেব বাক্যং সাবোচদ্ যৎ প্রোক্তং
গুরুভিঃ পুরা। ততো বৈরাগ্যমাপন্নো বৈশাখো
মুনিসত্তমঃ। ২৬। গর্হয়ন্নেবমাত্মানং ভূয়োভূয়ঃ

বলিলেন, মুনিগণের দর্শন এবং তাঁহাদের সঙ্গতি কদাচ নিষ্ফল হওয়া উচিত নহে। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন,—রে রে তস্কর! তুই অবহিত হইয়া ক্ষণকাল আমাদের বাক্য শ্রবণ কর। তোর হিতের নিমিত্তই আমি তোকে সত্য কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। বলি তোর কতগুলি পোষ্য আছে, তাহা তুই বল। তস্কর বলিল,—পিতা, মাতা, ভার্য্যা, একটী দাসী আর আমি, এই ছয় জন আমরা সবে মাত্র, আর আমাদের কেহ নাই। আমার স্ত্রীর এখন সন্তানাদি হয় নাই। অঙ্গিরা বলিলেন,—তুই এই পাপার্জ্জিত ধন দ্বারা যাহাদিগকে প্রতিপালন করিস্, তাহাদের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা কর যে, আমি করি পাপ, আর তোমরা সকলে ভোজন কর, তা এ পাপ হইবে কাহার? শীঘ্র করিয়া বল? আমি এই কথা বলিলে চোর গৃহে গমন করত প্রথমে পিতামাতাকে জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা বলিল,—এক জন করিবে পাপ, আর একজন তার ফলভোগ করিবে, ইহা হইতে পারে না। যাহারা ভরণীয়, তাহারা ভরণকর্ত্তার পাপভাগ গ্রহণ করে না; ভরণকর্ত্তা স্বয়ংই স্বকৃত পাপের ফল ভোগ করিয়া থাকে। যে মন্দবুদ্ধি কুটুম্বভরণার্থ অশুভ কর্ম্ম করে, সেই পাপীর আত্মা কখনই মঙ্গল্য নহে। ৫—১৮. ঈশ্বর কহিলেন,—তাহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সে পুনরায় সভয়ে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—আমি যাহা কিছু পাপ কর্ম্ম করি, তাহা ত তোমাদের হিতের জন্যই করি, তা তোমরা ইহার কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করিবে কি না বল? পিতা-মাতা বলিল,—অয়ি পুত্র! আমাদের প্রথম বয়সে তুমি আমাদের পাল্য ছিলে, এখন আমাদের উত্তর কাল উপস্থিত, এখন আমরা তোমার পাল্য হইয়াছি। পিতা পুত্র পরস্পরের এই সনাতন ধর্ম্ম ভগবান্ পদ্মযোনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তোমাকে পালন করিবার নিমিত্ত আমরা যে সকল পাপার্জ্জন করিয়াছি, সে সকল পাপের ফল অবশ্যই আমরা ভোগ করিব, আর তুমি যে বৎস! এখন আমাদিগকে প্রতিপালন করিবার জন্য পাপ করিতেছ, আমাদের ন্যায় তাহার ফল তোমাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। তুমি চৌর্য্য কুসীদ কৃষি বাণিজ্য বা প্রেষ্য যে কোন কর্ম্ম করিয়া সর্ব্বদা আমাদের ভরণ পোষণ করিবে; আমরা কিন্তু কোন প্রকারেই তোমার পাপাংশ গ্রহণ করিব না। পিতা-মাতা এই কথা বলিলে সে তখন ভার্য্যার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল। ভার্য্যা, শ্বশ্রূ-শ্বশুরকথিত কথাই কহিল। চোর বৈশাখ

স্থঃখিতঃ। ধিগ্মাং দুষ্কৃতকর্ম্মাণং পাপকর্ম্মরতং সদা ॥ ২৭ ॥ বিবেকেন পরিত্যক্তং সৎসঙ্গেন বিবর্জ্জিতম্। যঃ করোতি নরঃ পাপং ন সেবয়তি পণ্ডিতান্। ন চাত্মা বল্লভস্তস্ত এতন্মে বর্ত্ততে হৃদি ॥ ২৮ ॥ এবং বিকল্পহৃদয়ো গত্বা স ঋষিসন্নিধৌ। উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা গম্যতামিতি সাদরম্ ॥ বৃষী প্রগৃহ্যতামেষা তথৈব চ কমণ্ডলুঃ। বল্কলানি চ চীরাণি মৃগচর্ম্মাণ্যশেষতঃ ॥ ৩০ ॥ ক্ষম্যতামপরাধো-মে দীনস্ত কৃপণস্ত চ। সৎসঙ্গেন বিযুক্তস্য মূর্খস্য মুনিসত্তমাঃ ॥ ৩১ ॥ অদ্যপ্রভৃতি নিবৃত্তঃ কর্ম্মণোঽস্মাদহমেব চ। রৌদ্রস্য সুনৃশংসস্য সাধুভির্গর্হিতস্য চ। তস্মাৎ কথয়তাস্মাকং নিবৃত্তিং চাস্য কর্ম্মণঃ ॥ ৩২ ॥ যেন যুষ্মৎপ্রসাদেন পাপান্মোক্ষমহং ব্রজে। উপবাসোঽথ মন্ত্রো বা নিয়মো বাথ সংযমঃ ॥ ৩৩ ॥ ঋষয় উচুঃ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া বৎস তত্ত্বমেকমনাঃ শৃণু। সংগৃহ্য কীর্ত্তয়িষ্যামস্ত্বয়াপ্যেষং ন কস্যচিৎ ॥ ৩৪ ॥ তেন জপ্তেন পাপাত্মন্ মোক্ষং প্রাপ্স্যসি নিশ্চিতম্। ঝাটঘোটস্ত্বয়া কীর্ত্ত্যো মন্ত্রোঽয়ং চতুরক্ষরঃ ॥ ৩৫ ॥ সর্ব্বপাপহরো নৃণাং স্বর্গমোক্ষফলপ্রদঃ। স তদৈবং হি তৈঃ প্রোক্তো বৈশাখো মুনিপুঙ্গবৈঃ। তস্থৌ জাপ্যপরো নিত্যং গতাস্তে মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৩৬ ॥ তস্যৈবং জপতো দেবি দেবিকায়াস্তটে শুভে। অনিশং গুরুভক্তস্য সমাধিঃ সমপদ্যত ॥ ৩৭ ॥ ক্ষুৎপিপাসা তদা নষ্টা শুদ্ধিমায়াৎ কলেবরম্ ॥ ৩৮ ॥ মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥ ৩৯ ॥ নির্ম্মলোঽয়ং স্বভাবেন পরমাত্মা যথা স্থিতঃ। উপাধিসঙ্গাৎসাদ্য বিকারং স্ফটিকো যথা ॥ ৪০ ॥ যথা চ ভ্রমরী বন্ধ্যা লব্ধা জীবমণুং ক্বচিৎ। স্বস্থানে স্থাপ্য তং ধ্যায়েদ্‌ভ্রমরী ধ্যানসংযুতা ॥ ৪১ ॥ স তু তদ্ধ্যানসংবৃদ্ধো জীবো ভবতি তাদৃশঃ। অন্যযোন্যুদ্ভবো বাপি তথা নিদর্শনং সতাম্ ॥ ৪২ ॥ আদিষ্টো গুরুণা যশ্চ বিকল্পং যদি গচ্ছতি। নাসৌ সিদ্ধিমবাপ্নোতি মন্দভাগ্যো যথা নিধিম্ ॥ ৪৬ ॥ এবং বর্ষসহস্রাণি সমতীতানি ভূরিশঃ। তস্য জাপ্যপরস্যৈব অমৃতত্বং

তখন বৈরাগ্যাপন্ন হইয়া মুক্তিবৃত্তি অবলম্বন করিল। সে ভার্য্যার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিতভাবে এইরূপ আত্মনিন্দা করিতে লাগিল যে, হায়! এই দুষ্কৃতকর্ম্মা পাপীকে ধিক্! আমি বিবেক-রহিত ও সৎসঙ্গবর্জ্জিত। আমার মনে হয়,—যে নর পাপ করে, পণ্ডিত ব্যক্তির সেবা করে না, নিজ আত্মাও তাহার প্রিয় পাত্র নহে। এইরূপ স্বগতভাবে বিলাপ করিয়া বৈশাখ মুনিগণসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া অতি কাতরবচনে সাদরে বলিলেন,—হে মুনিগণ! আপনারা গমন করুন; এই লউন আপনাদের কমণ্ডলু, আসন, বল্কল, চীর, ও মৃগচর্ম্ম। আপনারা এই সৎসঙ্গবর্জ্জিত মূর্খ গরীব বেচারার অপরাধ ক্ষমা করুন। অদ্য হইতে আমি এই সাধুনিন্দিত ভীষণ নৃশংস কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইলাম। আপনারা দয়া করিয়া আমার শান্তিলাভের উপায় বলিয়া দিন। আমি আপনাদের প্রসাদে এই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করি। উপবাস, মন্ত্র, নিয়ম, সংযম প্রভৃতি যাহাতে আমি পাপ হইতে মোক্ষ লাভ করিতে পারি, প্রসন্ন হইয়া আপনারা আমায় তাহা উপদেশ দিন। ঋষিগণ বলিলেন,—বৎস! তুমি সাধু প্রার্থনা করিয়াছ; অনন্যমনে শ্রবণ কর। আমরা সংগ্রহ করিয়া বলিতেছি, তুমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। হে পাপাত্মন! এই অপ্রকাশ্যমন্ত্র জপ করিয়া তুমি মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। তুমি অহরহ চতুরক্ষর 'ঝাটঘোট' মন্ত্র জপ করিবে। ইহা সর্ব্বপাপহর ও স্বর্গমোক্ষপ্রদ। বৈশাখ মুনি মুনিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া সর্ব্বদা মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন। এদিকে মুনিগণও তখন তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গুরুভক্ত বৈশাখ দেবিকাতটে অহর্নিশ জপ করিতে থাকিলে ক্রমশঃ তিনি সমাধি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার ক্ষুৎ-পিপাসা অপগত হইল; এবং কলেবর শুদ্ধি লাভ করিল। এরূপ হবে না কেন? দেখ, মন্ত্র, তীর্থ, দ্বিজ, দৈবজ্ঞ, ভেষজ ও গুরু এ সকলে যাহার যেরূপ ভাবনা, তাহার সেইরূপ সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। স্ফটিকের বিকারপ্রাপ্তির ন্যায় উপাধি-সঙ্গ লাভ করিয়া স্বভাব-নির্ম্মল পরমাত্মা (ঈশ্বর) যেমন অবস্থান করেন, মুনিবর বৈশাখও তদ্রূপ রহিলেন। বন্ধ্যা ভ্রমরী যেমন যে কোন স্থান হইতে জীবাণু লাভ করিয়া তাহা স্বস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক ধ্যান দ্বারা বর্দ্ধিত করে, তদ্রূপ ইনি ধ্যান দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া জীবাত্মস্বরূপ হইয়াছেন। দুশ্চরিত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেও ইনি এখন সৎব্যক্তিগণের আদর্শ-পুরুষ হইয়াছেন। যাহারা গুরূপদেশে সংশয়াপন্ন হয়, তাহারা মন্দভাগ্যের নিধিলাভের অসম্ভাবনার ন্যায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ১৯—৪৬।

তস্য চ॥ ৪৪॥ ততঃ কালক্রমেণৈব বল্মীকেন স বেষ্টিতঃ। যেনাসৌ সর্ব্বতো ব্যাপ্তো ন চ তং স বুবোধ বৈ॥ ৪৫॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য মুনয়স্তে সমাগতাঃ। তং প্রদেশং তু সম্প্রেক্ষ্য সহাস্যমিতরেতরম্। উচুঃ পরস্পরং সর্ব্বে দত্বা চৈব করৈঃ করম্॥ ৪৬॥ ঋষয় উচুঃ। অত্রাসৌ তস্করঃ প্রাপ্তো বৈশাখো দারুণাকৃতিঃ। যেন সর্ব্বে বয়ং মুষ্টা অস্মিন্ স্থানে সমাগতাঃ॥ ৪৭॥ এবং সঞ্জল্পমানাস্তে শুশ্রুবুঃ শব্দমুত্তমম্। বল্মীকমধ্যতো ব্যক্তং ততস্তে কৌতুকান্বিতাঃ॥ ৪৮॥ অথখনংস্তত্র বল্মীকং কুশীভিঃ পর্ব্বতোপমম্॥ ৪৯॥ অথ তে দদৃশুস্তত্র বৈশাখং মুনিসত্তমাঃ। জপন্তমসকৃন্মন্ত্রং তমেব চতুরক্ষরম্॥ ৫০॥ তং সমাধিগতং জ্ঞাত্বা ভেষজৈর্যোগসম্মতৈঃ। মমর্দ্দুঃ সর্ব্বতো বিপ্রাস্তত্র সুপ্ততনৌ ভৃশম্॥ ৫১॥ ততোঽব্রবীদৃষীন্ সর্ব্বান্ স্বমর্থং গৃহ্যতাং দ্বিজাঃ। যুষ্মদীয়ং গৃহীতং যৎপাপেনাকৃতবুদ্ধিনা॥ ৫২॥ গম্যতাং তীর্থযাত্রায়াং সর্ব্বে মুক্তা ময়া দ্বিজাঃ। বাচ্যৌ মে পিতরৌ গত্বা তথা ভার্য্যা দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৫৩॥ সর্ব্বসঙ্গপরিত্যক্তো বৈশাখঃ সমপদ্যত। দর্শনং কাঙ্ক্ষতে নৈব ভবদ্ভিস্তু যথা পুরা॥ ৫৪॥ ঋষয় উচুঃ। বহুবর্ষাণ্যতীতানি তবাত্র বসতো মুনে। সর্ব্বে তে নিধনং প্রাপ্তা যে চান্যে তে কুটুম্বিনঃ॥ ৫৫॥ বয়ং চিরাৎ সমায়াতাঃ স্থানেঽস্মিন্ মুনিসত্তমাঃ। স ত্বং সিদ্ধিমনুপ্রাপ্তো মন্ত্রাদস্মাদসংশয়ম্॥ ৫৬॥ যস্মাত্ত্বং মন্ত্রমেকাগ্রো ধ্যায়ন্ বল্মীকমাশ্রিতঃ। তস্মাদ্বাল্মীকিনামা ত্বং ভবিষ্যসি মহীতলে॥ ৫৭॥ স্বচ্ছন্দা ভারতী দেবী জিহ্বাগ্রে তে ভবিষ্যতি। কৃত্বা রামায়ণং কাব্যং ততো মোক্ষং গমিষ্যসি॥ ৫৮॥ বৈশাখ উবাচ। গৃহ্যতাং দ্বিজশার্দ্দুলাঃ প্রসন্না গুরুদক্ষিণাম্। যেনাহমনৃণো ভূত্বা করোমি সুমহত্তপঃ॥ ৫৯॥ ঋষয় উচুঃ। এষা নো দক্ষিণা বিপ্র যত্ত্বং সিদ্ধিমুপাগতঃ। সর্ব্বকামসমৃদ্ধাত্মা কৃতকৃত্যা বয়ং মুনে॥ ৬০॥ বরং বরয় ভূয়স্ত্বং যত্তে মনসি বর্ত্ততে॥ ৬১॥ বাল্মীকিরুবাচ।

হে দেবি! উক্ত প্রকার জপনিরত বৈশাখ মুনির সহস্রবৎসর অতীত হইল। তিনি অমরত্ব লাভ করিলেন। কিন্তু ক্রমে বল্মীকে তাঁহার গাত্র বেষ্টন করিল। এরূপ বেষ্টন করিল যে, তাহাকে আর মানুষ বলিয়া বোধ হইল না। এই ভাবে বহুকাল অতীত হইয়া গেলে একদা সেই মুনিগণ ঐ পথে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা ঐস্থানে উপস্থিত হইয়া স্থানটী দর্শন করিয়াই পরস্পর হাসিতে লাগিলেন। এবং সকলে করতালি দিয়া বলিলেন,—এই স্থানেই সেই ভীষণাকৃতি বৈশাখ নামক তস্কর আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা তত্রত্য বল্মীকমধ্য হইতে এক সুব্যক্ত মনোহর শব্দ শুনিতে পাইলেন। ইহাতে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহারা যেমন কুশী দ্বারা বল্মীক খনন করিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি তন্মধ্যে দেখিতে পাইলেন যে, মুনিবর সমাবিষ্ট বৈশাখ সেই চতুরক্ষর মন্ত্র জপ করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাকে তথাবিধ দর্শন করিয়া যোগসম্মত ভেষজ দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তাহাতে চৈতন্য লাভ করিয়া মুনিবর বৈশাখ তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! আমি অজ্ঞানতা বশতঃ আপনাদের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলাম, এই নেন তাহা গ্রহণ করুন, আমি আপনাদিগকে সমর্পণ করিলাম, অধুনা আপনারা তীর্থযাত্রায় গমন করুন। আপনারা আমার পিতা, মাতা ও ভার্য্যাকে বলিবেন যে, বৈশাখ আপনাদের সর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছে। সে আর পূর্ব্বের ন্যায় আপনাদিগকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করে না। ঋষিগণ বলিলেন,—মুনে! আপনি অদ্য বহুকাল এই স্থানে বাস করিতেছেন। আপনার পিতা, মাতা, বা ভার্য্যা কেহই তাঁহারা জীবিত নাই। আমরা বহুকালের পর এই স্থানে প্রত্যাগমন করিয়াছি। আর সেই হইতে আপনি এই স্থানে অবস্থান করিয়া মন্ত্রপ্রভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন আপনি একাগ্রতা সহকারে মন্ত্র জপ করিয়া বল্মীকময় হইয়াছেন বলিয়া জগতে বাল্মীকি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। স্বচ্ছন্দা ভারতী দেবী আপনার জিহ্বাগ্রে বাস করিবেন। অতঃপর আপনি রামায়ণ কাব্য রচনা করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন।৪৭—৫৮। বৈশাখ বলিলেন,—হে দ্বিজশার্দ্দুলগণ! আপনারা আমার নিকট গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করুন; আমি অঋণী হইয়া তপশ্চরণ করি। ঋষিগণ বলিলেন,—হে বিপ্র! আপনি যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, ইহাই আমাদের যথেষ্ট গুরুদক্ষিণা হইয়াছে; আমরা সর্ব্বকামসমৃদ্ধাত্মা ও কৃতকৃত্য হইয়াছি। আপনি আমাদের নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন। বল্মীকি বলিলেন,—আপনারা যদি আমার

ভবন্তো যদি তুষ্টা মে যদি দেয়ো বরো মম। কথ্যতাং তর্হি মে শীঘ্রং কো দেবো হ্যত্র সংস্থিতঃ। দেবিকায়াস্তটে রম্যে সর্ব্বকামফলপ্রদঃ। ৬২॥ ঋষয় উচুঃ। শৃণুষ্বৈকমনা বিপ্র যো দেবশ্চাত্র সংস্থিতঃ। পশ্য নিম্বমিমং বিপ্র বহুশাখাপ্রবিস্তরম্। ৬৩। অস্য মূলে স্থিতঃ সূর্য্যঃ কল্পাদৌ ব্রহ্মণোঽংশজঃ। তামারাধয় যত্নোঽসাবস্য স্থানস্য দেবতা॥ ৬৪। সূর্য্যক্ষেত্রং সমাখ্যাতমিদং গব্যূতিমাত্রকম্। অত্র স্থানে স্থিতা যেঽপি তেষাং স্বর্গো ধ্রুবং ভবেৎ। ৬৫। অদ্যপ্রভৃতি বিপ্রেন্দ্র মূলস্থানমিতি শ্রুতম্। স্থানং সূর্য্যস্য বিপ্রেন্দ্র কার্য্যা চাত্র ত্বয়া স্থিতিঃ। ৬৬। অদ্যপ্রভৃতি বিপ্রেন্দ্র তীর্থমেতন্মহীতলে। গমিষ্যতি পরাং খ্যাতিং দেবিকাতটমাশ্রিতম্। ৫৭। বয়ং মৃষ্টা যতো বিপ্র মূলস্থানে পুরা স্থিতাঃ। মূলস্থানেতি বৈ নাম লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি। ৬৮। অত্র যে মানবা ভক্ত্যা স্নানং সূর্য্যস্য সঙ্গমে। উত্তরে তু করিষ্যন্তি তে যাস্যন্তি ত্রিবিষ্টপম্। ৬৯। তর্পণং তিলমিশ্রেণ জলেন দ্বিজসত্তমাঃ। গয়াশ্রাদ্ধসমা তুষ্টিঃ পিতৃণাং চ ভবিষ্যতি। ৭০। অত্র যে মানবা ভক্ত্যা শ্রাদ্ধং দাস্যন্তি সত্তমাঃ। শাকমূলফলৈর্বাপি সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ। ৭১। তেষাং যাস্যন্তি পিতরো মোক্ষং নৈবাত্র সংশয়ঃ। ৭২। অপি কীটপতঙ্গা যে পক্ষিণঃ পশবো মৃগাঃ। তৃষার্ত্তা জলসংস্পর্শাদ্যাস্যন্তি পরমাং গতিম্। ৭৩। বয়মেব সদাত্রস্থাঃ শ্রাবণে মাসি সত্তম। পৌর্ণমাস্যাং ভবিষ্যামস্তব স্নেহাদসংশয়ম্। ৭৪। তস্মিন্নহনি যত্নোত্যৈঃ পিতৄন্ সন্তর্পয়িষ্যতি। তস্যাষ্টাদশকুষ্ঠানি ক্ষয়ং যাস্যন্তি তৎক্ষণাৎ॥ ৭৫। কপালোতুম্বরাখ্যেন্দ্রমণ্ডলাপ্যবিচর্চ্চিকাঃ। ঋষ্যচর্ম্মৈককিটিমসিধ্মালসবিপাদিকাঃ। ৭৬। দদ্রু সিতারুচি স্ফোটং পুণ্ডরীকং সকাকণম্। পামা চর্ম্মদলং চেতি কুষ্ঠান্যষ্টাদশৈব তু। ৭৭। গমিষ্যন্তি ন সন্দেহ ইত্যুক্ত্বান্তর্দধুশ্চ তে। ঋষিঃ সিষেবে চ রবিং চক্রে রামায়ণং ততঃ॥ ৭৮। তস্মাৎ পশ্যেচ্চ তং দেবং সর্ব্বযজ্ঞফলপ্রদম্। শৃণুয়াচ্চ কথাং চৈনাং সর্ব্বপাতকনাশনীম্। ৭৯।

ইতি শ্রীস্কান্দে দেবিকামাহাত্ম্যমূলস্থানমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ। ২৭৮।

প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, যদি আমাকে নিশ্চয়ই বর দিবেন,তাহা হইলে শীঘ্র বলিয়া দেন, এই দেবিকাতটে সর্ব্বকামফলপ্রদ কোন দেবতা আছেন কি না? ঋষিগণ বলিলেন,—হে বিপ্র! এখানে যে দেবতা আছেন, তাহা শ্রবণ করুন। এই যে বহু শাখাসমন্বিত নিম্ববৃক্ষ দেখিতেছেন, কল্পাদি হইতে ইহার মূলে ব্রহ্মাংশ সূর্য্য বাস করিতেছেন। আপনি তাঁহার আরাধনা করুন। তিনিই এই স্থানের দেবতা। এই ক্রোশদ্বয়পরিমিত স্থান সূর্য্যক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে যাহারা বাস করে; তাহাদের স্বর্গলাভ হয়। অদ্যাবধি এই সূর্য্যস্থান মূলস্থান নামে বিখ্যাত হইল। আপনি এই স্থানে বাস করুন। এই দেবিকাতটস্থিত তীর্থ অদ্য হইতে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। পূর্ব্বে আমরা এই মূলস্থানে মৃষ্ট (আপনা কর্ত্তৃক হৃতদ্রব্য) হইয়াছিলাম বলিয়া ইহার নাম হইল মূলস্থান। যে সকল মানব উত্তরায়ণে এই সূর্য্যসঙ্গমে স্নান করে,তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। তিলমিশ্র জল দ্বারা এখানে তর্পণ করিলে পিতৃলোকের গয়াশ্রাদ্ধসদৃশ তৃপ্তি হয়। যাহারা এখানে শাক-মূল-ফল দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, তাহাদের পিতৃলোকগণ মোক্ষপ্রাপ্ত হয় সংশয় নাই। পশু-পক্ষী, কীটপতঙ্গ, মৃগাদিও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া এই স্থানে জলস্পর্শ করিয়া পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। আমরা আপনার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ প্রতি শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসীতে এই স্থানে আসিয়া বাস করিব। এই দিন যাহারা এখানে পিতৃতর্পণ করিবে, তাহাদের অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ তৎক্ষণাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। কপাল, উতুম্বর, ইন্দ্রমণ্ডল, বিচর্চ্চিকা, ঋষ্য চর্ম্ম, কিটিম, সিধ্ম, অলস, বিপাদিকা, দদ্রু, সিতরুচি, স্ফোট, পুণ্ডরীক, কাকণ, পামা, ও চর্ম্মদল, এই অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ। এই কথা বলিয়া ঋষিগণ অন্তর্দ্ধান করিলেন। আর বৈশাখ মুনি ঐ স্থানে সূর্য্যারাধনা ও রামায়ণ কাব্য করিতে লাগিলেন। অতএব এই সর্ব্বযজ্ঞফলপ্রদ দেবতাকে দর্শন করা উচিত এবং ইহার সর্ব্বপাতকনাশিনী কথাও শুনিতে হয়। ৫৭—৭৯।

অষ্টসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭৮।

একোনাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি চ্যবনার্কমনুত্তমম্। হিরণ্যাপূর্ব্বভাগস্থ চ্যবনেন প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১॥ সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাং পূজিতং বিধিবন্নরৈঃ। সপ্তম্যাং চ বিধানেন যঃ স্তোষ্যতি রবিং নরঃ ॥ ২ ॥ অষ্টোত্তরশতৈর্নাম্নাং সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। শৃণু তানি মহাদেবি শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ ॥ ৩ ॥ কথনং ত্বং কুরু দেবেশি সর্ব্বং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ। ধৌম্যেন তু যথা পূর্ব্বং পার্থায় সুমহাত্মনে ॥ ৪ ॥ নামাষ্টশতমাখ্যাতং তচ্ছৃণুষ্ব মহামতে। সূর্য্যোঽর্য্যমা ভগস্ত্বষ্টা পূষার্কঃ সবিতা রবিঃ ॥ ৫ ॥ গভস্তিমানজঃ কালো মৃত্যুর্ধাতা প্রভাকরঃ। পৃথিব্যাপশ্চ তেজশ্চ খং বায়ুশ্চ পরায়ণং ॥ ৬ ॥ সোমো বৃহস্পতিঃ শুক্রো বুধোঽঙ্গারক এব চ। ইন্দ্রো বিবস্বান্ দীপ্তাংশুঃ শুচিঃ সৌরিঃ শনৈশ্চরঃ ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ বিষ্ণুশ্চ স্কন্দো বৈশ্রবণো যমঃ। বৈদ্যুতো জাঠরশ্চাগ্নিরিন্ধনস্তেজসাং পতিঃ ॥ ৮ ॥ ধর্ম্মধ্বজো বেদকর্ত্তা বেদাঙ্গো বেদবাহনঃ। কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিঃ সর্ব্বামরাশ্রয়ঃ ॥ ৯ ॥ কলাকাষ্ঠামুহূর্ত্তাশ্চ পক্ষা মাসা অহর্নিশাঃ। সংবৎসরকরোঽশ্বত্থঃ কালচক্রো বিভাবসুঃ ॥ ১০ ॥ পুরুষঃ শাশ্বতো যোগী ব্যক্তাব্যক্তঃ সনাতনঃ। লোকাধ্যক্ষঃ প্রজাধ্যক্ষো বিশ্বকর্ম্মা তমোনুদঃ ॥ ১১ ॥ বরুণঃ সাগরোংশুশ্চ জীবন্তো জীবনোঽরিহা। ভূতাশ্রয়ো ভূতপতিঃ সর্ব্বভূতনিষেবিতঃ ॥ ১২ ॥ স্রষ্টা সংবর্ত্তকো বহ্নিঃ সর্ব্বস্যাদিকরোঽমলঃ। অনন্তঃ কপিলো ভানুঃ কামদঃ সর্ব্বতোমুখঃ ॥১৩॥ জয়ো বিষাদো বরদঃ সর্ব্বধাতুনিষেবিতঃ। সমঃ সুবর্ণো ভূতাদিঃ শীঘ্রগঃ প্রাণধারকঃ ॥ ১৪ ॥ ধন্বন্তরির্ধূমকেতুরাদিদেবোঽদিতেঃ সুতঃ। দ্বাদশাত্মারবিন্দাক্ষঃ পিতা মাতা পিতামহঃ ॥১৫॥ স্বর্গদ্বারং প্রজাদ্বারং মোক্ষদ্বারং ত্রিবিষ্টপম্। দেহকর্ত্তা প্রশান্তাত্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বতোমুখঃ। চরাচরাত্মা সূক্ষ্মাত্মা মৈত্রেণ বপুষান্বিতঃ ॥ ১৬ ॥ এতদ্বৈ কীর্ত্তনীয়স্য সূর্য্যস্যামিততেজসঃ। নাম্নামষ্টোত্তরশতং প্রোক্তং শক্রেণ ধীমতা ॥ ১৭ ॥ শক্রাচ্চ নারদঃ প্রাপ্তো ধৌম্যশ্চ তদনন্তরম্। ধৌম্যাদ্ যুধিষ্ঠিরঃ প্রাপ্য সর্ব্বান্ কামানবাপ্তবান্ ॥ ১৮ ॥ এতানি কীর্ত্তনীয়স্য সূর্য্যস্যামিততেজসঃ। নামানি যঃ পঠেন্নিত্যং সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯ ॥ সুরপিতৃমনুজযক্ষসেবিতমসুরনিশাচরসিদ্ধবন্দিতম্। বরকনকহুতাশনপ্রভং

ঊনাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব চ্যবনার্কসমীপে গমন করিবে। চ্যবনার্ক দেব হিরণ্যা-পূর্ব্বভাগস্থ, চ্যবন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত, নরগণের সর্ব্বকামপ্রদ ও নরগণ কর্ত্তৃক বিধিবৎ পূজিত। হে দেবি! নর যেরূপে শ্রদ্ধা-সমন্বিত হইয়া সপ্তমী তিথিতে অষ্টোত্তর শত নাম দ্বারা বিধিপূর্ব্বক রবির স্তব করিবে, শুচি ও সমাহিতভাবে তাহা তুমি শ্রবণ কর। আমি ইহা অশেষ প্রকারে বলিতেছি, তুমি অবহিত হও। পূর্ব্বে ধৌম্য যেরূপ অষ্টোত্তর শত নাম পার্থকে বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি; যথা—সূর্য্য, অর্য্যমা, ভগ, ত্বষ্টা, পূষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান্ অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতা, প্রভাকর, পৃথিবী, অপ, তেজ, খ, বায়ু, পরায়ণ, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, অঙ্গারক, ইন্দ্র, বিবস্বান্, দীপ্তাংশু শুচি, সৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু, স্কন্দ, বৈশ্রবণ, যম বৈদ্যুত, জঠর, অগ্নি, ইন্ধন, তেজঃপতি, ধর্ম্মধ্বজ, বেদকর্ত্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, সর্ব্বময়াশ্রয়, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, পক্ষ, মাস, অহর্নিশ, সংবৎসর, অশ্বত্থ, কালচক্র, বিভাবসু, পুরুষ, শাশ্বত, যোগী, ব্যক্তাব্যক্ত, সনাতন, লোকাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্ম্মা, তমোনুদ, বরুণ, সাগর, অংশু, জীবন্ত, জীবন, অরিহা, ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, সর্ব্বভূতনিষেবিত, স্রষ্টা, সংবর্ত্তক, বহ্নি, সর্ব্বাদিকর, অমল, অনন্ত, কপিল, ভানু, কামদ, সর্ব্বতোমুখ, জয়, বিষাদ, বরদ, সর্ব্বধাতুনিষেবিত, সম, সুবর্ণ, ভূতাদি, শীঘ্রগ, প্রাণধারক, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, আদিদেব, অদিতিসুত, দ্বাদশাত্মা, অরবিন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিবিষ্টপ, দেহকর্ত্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা, ও মৈত্রবপু দ্বারা অন্বিত। এই হইল সূর্য্যের অষ্টোত্তর শতনাম। ইহা প্রথমতঃ শক্র কীর্ত্তন করেন। পরে শক্র হইতে দেবর্ষি নারদ, তাঁহা হইতে ধৌম্য, এবং ধৌম্য হইতে যুধিষ্ঠির প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বকাম লাভ করেন। এই অষ্টোত্তর শতনাম যে ব্যক্তি পাঠ করে, তাহার সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। তুমিও লোকহিতার্থ সুর-পিতৃ-যক্ষ-সেবিত, অসুর-নিশাচর-সিদ্ধ-বন্দিত,

ত্বমপি লোকহিতায় ভাস্করম্ ॥ ২০ ॥ সূর্য্যোদয়ে যস্তু সমাহিতঃ পঠেৎ স পুত্রলাভং ধনরত্নসঞ্চয়ান। লভেত জাতিস্মরতাং সদা নরঃ স্মৃতিঞ্চ মেধাঞ্চ স বিন্দতে পুমান্ ॥ ২১ ॥ ইমং স্তবং দেববরস্য যো নরঃ প্রকীর্ত্তয়েচ্ছুদ্ধমনাঃ সমাহিতঃ। স মুচ্যতে শোক-দবাগ্নিসাগরাল্লভেত কামান্মনসা যথেপ্সিতান্ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চ্যবনাদিত্যমাহাত্ম্যসূর্য্যাষ্টোত্তর-শতনামমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনাশীত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭৯ ॥

অশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি চ্যবনেশ্বর-মুত্তমম্। তত্রৈব সংস্থিতং লিঙ্গং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ যত্র শর্য্যাতিনা দত্তা সুকন্যা সা মহর্ষয়ে। যত্র সংস্তম্ভিতং সৈন্যমানাহার্ত্তমথাকরোৎ ॥ ২ ॥ এষ শর্য্যাতিযজ্ঞস্য দেশো দেবি প্রকাশতে। প্রভাসক্ষেত্র-মধ্যে তু সাক্ষাৎপাতকনাশনঃ ॥ ৩ ॥ সাক্ষাত্তত্রাভবৎ সোমমশ্বিভ্যাং সহ কৌশিকঃ। চুকোপ ভার্গবশ্চৈব মহেন্দ্রায় মহাতপাঃ ॥ ৪ ॥ সংস্তম্ভয়ামাস চ তং বাসবং চ্যবনঃ প্রভুঃ। সুকন্যাং চাপি ভার্য্যাং স রাজপুত্রী-মবাপ্তবান্ ॥ ৫ ॥ দেব্যুবাচ। কথং বিষ্টম্ভিতস্তেন ভগবান্ পাকশাসনঃ। কিমর্থং ভার্গবশ্চাপি কোপং চক্রে মহাতপাঃ ॥ ৬ ॥ নাসত্যৌ চ কথং ব্রহ্মন্ কৃত-বান্ সোমপায়িনৌ। তৎসর্ব্বং চ যথাবৃত্তমাখ্যাতু ভগ-বান্মম ॥ ৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ভৃগোর্মহর্ষেঃ পুত্রো-হভূচ্চ্যবনো নাম নামতঃ। স প্রভাসং সমাসাদ্য তপস্তেপে মহামুনিঃ ॥ ৮ ॥ স্থাণুভূতো মহাতেজা বীরস্থানে চ ভামিনি। অতিষ্ঠৎসুচিরং কালমেক-দেশে বরাননে ॥ ৯ ॥ স বল্মীকোঽভবত্তত্র লতাভি-রভিসংবৃতঃ। কালেন মহতা দেবি সমাকীর্ণঃ পিপী-লকৈঃ ॥ ১০ ॥ স তথা সংবৃতো ধীমান্ মৃৎপিণ্ড ইব সর্ব্বতঃ। তপ্যতে স্ম তপো ঘোরং বল্মীকেন সমা-বৃতঃ ॥ ১১ ॥ অথাস্য যাতকালস্য শর্য্যাতির্নাম পার্থিবঃ। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন শ্রীসোমেশদিদৃক্ষয়া। আজগাম মহাক্ষেত্রং প্রভাসং পাপনাশনম্ ॥ ১২ ॥ তস্য স্ত্রীণাং সহস্রাণি চত্বার্য্যাসন্ পরিগ্রহাঃ। একৈব তু সুতা শুভ্রা সুকন্যা নাম নামতঃ। ১৩ ॥ সা সখীভিঃ পরিবৃতা সর্ব্বাভরণভূষিতা।

বরকনক-হুতাশনপ্রভ, ভাস্করকে বন্দনা কর। এই প্রবন্ধ যে জন সূর্য্যোদয়ে সমাহিত হইয়া পাঠ করে, সে জাতিস্মর স্মৃতিসম্পন্ন ও মেধাবী হয়। পূর্ব্বোক্ত স্তব যাহারা শুদ্ধমনে কীর্ত্তন করে, তাহারা শোক-দাবাগ্নিভয় হইতে মুক্ত হইয়া অভিলষিত প্রাপ্ত হয়। ১—২২।

উনাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭৯।

অশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অনন্তর চ্যবনেশ্বর-সমীপে গমন করিবে। এই সর্ব্বপাতকনাশন লিঙ্গ পূর্ব্বোক্ত দেবতাসমীপেই অবস্থিত। এই-স্থানে শর্য্যাতি সুকন্যাকে মহর্ষি চ্যবনহস্তে দান করিয়াছিলেন। আর মহর্ষিও এইস্থানে তাঁহার সৈন্যগণকে উদরাধ্মানরোগে আক্রান্ত করিয়া স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। এইস্থানই শর্য্যাতিযজ্ঞ-ক্ষেত্র। প্রভাস ক্ষেত্র মধ্যে এইস্থানই সাক্ষাৎ পাতকনাশন। কৌশিক অশ্বিদ্বয়ের সহিত এই স্থানেই সোমরস পান করিয়াছিলেন। এইস্থানেই মহাতপা ভার্গব মহেন্দ্র পর্ব্বতের প্রতি কুপিত হন। চ্যবন এইস্থানেই বাসবকে স্তম্ভিত করেন এবং রাজপুত্রী সুকন্যাকে প্রাপ্ত হন।১-৫। দেবী বলিলেন, হে ভগবন! মহর্ষি চ্যবন কিজন্য ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করিলেন? ভার্গবই বা কোপ করিয়াছিলেন কেন? অশ্বিনীকুমারদ্বয় কিরূপে সোমপায়ী হই-লেন? এই সকল আপনি আমায় বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—চ্যবন মহর্ষি ভৃগুর পুত্র। তিনি প্রভাস ক্ষেত্রে তপস্যা করেন! তপস্যা করিতে করিতে তিনি স্থাণুবৎ হইয়া যান। তিনি এক স্থানেই সুচিরকাল অবস্থান করিয়া তপ করেন। কালে তিনি বল্মীক হইয়া লতা-পরিবেষ্টিত হন। এই সময় তাহাতে পিপীলিকা আশ্রয় করে। ক্রমে তিনি মৃৎপিণ্ডের ন্যায় হন। এইরূপে তিনি বল্মীকাবৃত হইয়া ঘোর তপস্যা করেন। একদা রাজা শর্য্যাতি তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে শ্রীসোমেশ্বর দর্শনেচ্ছায় পাপ-নাশন মহাক্ষেত্র প্রভাসে যেখানে মহর্ষি তথাবিধ-রূপে তপ করিতেছিলেন, ঐ স্থানে আসিয়া উপ-স্থিত হন। রাজা শর্য্যাতির চারিসহস্র মহিষী ও একটী কন্যা ছিলেন। ইঁহারা সকলেই সঙ্গে আগমন করেন। রাজকুমারী গোরাঙ্গী নামে সুকন্যা ছিলেন। কাছে তাঁহার সখী ছিল। তিনি সর্ব্বালঙ্কারালঙ্কৃতা ছিলেন। ঐ স্থানে ইতস্ততঃ

চঙ্ক্রম্যমাণা বল্মীকং ভার্গবস্য সমাসদৎ ॥ ১৪ ॥ সা চৈব সুদতী তত্র পশ্যমানা মনোরমান্। বনস্পতীন্ বিচিন্বন্তী বিজহার সখীবৃতা ॥ ১৫ ॥ রূপেণ বয়সা চৈব সুরাপানমদেন চ। বভঞ্জ বনবৃক্ষাণাং শাখাঃ পরমপুষ্পিতাঃ ॥ ১৬ ॥ তাং সখীরহিতামেকামেক-বস্ত্রামলঙ্কৃতাম্। দদর্শ ভার্গবো ধীমাংশ্চরন্তীমিব বিদ্যুতম্ ॥ ১৭ ॥ তাং পশ্যমানো বিজনে স রেমে পরমদ্যুতিঃ। ক্ষামকণ্ঠশ্চ ব্রহ্মর্ষিস্তপোবলসমন্বিতঃ ॥ ১৮ ॥ তামভাষত কল্যাণীং সা চাস্য ন শৃণোতি বৈ। ততঃ সুকন্যা বল্মীকে দৃষ্ট্বা ভার্গবচক্ষুষী ॥ ১৯ ॥ কৌতূহলাৎ কণ্টকেন বুদ্ধিমোহবলাৎকৃতা। কিং নু খল্বিদমিত্যুক্ত্বা নির্বিভেদাস্য লোচনে ॥ ২০ ॥ অক্রুধ্যৎ স তয়া বিদ্ধে নেত্রে পরমমন্যুমান্। ততঃ শর্যাতিসৈন্যস্য শকৃন্মূত্রে সমাবৃণোৎ ॥ ২১ ॥ ততো রুদ্ধে শকৃন্মূত্রে সৈন্যমানাহদুঃখিতম্। তথাগতমভি-প্রেক্ষ্য পর্য্যপৃচ্ছত পার্থিবঃ ॥ ২২ ॥ তপোনিত্যস্য বৃদ্ধস্য রোষণস্য বিশেষতঃ। কেনাপকৃতমদ্যেহ ভার্গবস্য মহাত্মনঃ। জ্ঞাতং বা যদি বা জ্ঞাতং তদিদং ব্রূত মা চিরম্ ॥ ২৩ ॥ তত্রোচুঃ সৈনিকাঃ সর্ব্বে ন বিদ্মোঽপকৃতং বয়ম্। সর্ব্বোপায়ৈর্যথাকামং ভবান্ সমধিগচ্ছতু ॥ ২৪ ॥ ততঃ স পৃথিবীপালঃ সাম্না চোগ্রেণ চ স্বয়ম্। পর্য্যপৃচ্ছৎ সুহৃদ্বর্গং প্রত্যজানন্ন চৈব তে ॥ ২৫ ॥ আনাহার্ত্তং ততো দৃষ্ট্বা তৎসৈন্যং সমুখোদিতম্। পিতরং দুঃখিতঞ্চাপি সুকন্যৈবমথাব্রবীৎ ॥ ২৬ ॥ ময়া তাতেহ বল্মীকে দৃষ্টং সত্ত্বমভিজ্বলৎ। উদ্দ্যোতবদবিজ্ঞানাৎতন্ময়া বিদ্ধমস্তিকাৎ ॥ ২৭ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা তু শর্য্যাতির্বল্মীকং ক্ষিপ্রমভ্যগাৎ। তত্রাপশ্যত্তপোবৃদ্ধং বয়োবৃদ্ধঞ্চ ভার্গবম্ ॥২৮॥ অথাবদৎ স্বসৈন্যার্থং প্রাঞ্জলিঃ স মহী-পতিঃ। অজ্ঞানাদ্বালয়া যত্তে কৃতং তৎক্ষন্তুমর্হসি ॥ ২৯ ॥ ততোঽব্রবীন্মহীপালং চ্যবনো ভার্গবস্তদা। রূপৌদার্য্যসমাযুক্তাং লোভমোহসমাবৃতাম্ ॥ ৩০ ॥ তামেব প্রতিগৃহ্যাহং রাজন্ দুহিতরং তব। ক্ষমিষ্যামি মহীপাল সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে ॥ ৩১ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ঋষের্ব্বচনমাজ্ঞায় শর্য্যাতিরবিচারয়ন্। দদৌ দুহিতরং তস্মৈ চ্যবনায় মহাত্মনে ॥ ৩২ ॥ প্রতিগৃহ্য চ তাং কন্যাং ভগবান্ প্রসসাদ হ। প্রাপ্তে প্রসাদে রাজা তু সসৈন্যঃ পুরমাব্রজৎ ॥ ৩৩ ॥ সুকন্যাপি পতিং লব্ধ্বা তপস্বিনমনিন্দিতম্। নিত্যং

বিচরণ করিতে করিতে তিনি ভার্গবের বল্মীক দেখিতে পান। রূপ, বয়স ও সুরাপানমদে মত্ত হইয়া তিনি সখীগণের সহিত ঐ স্থানে বিচরণ করিতে করিতে তত্রত্য মনোহর পুষ্পিত বনস্পতি ও অন্যান্য বনতরু-শাখা ভাঙ্গিতে থাকেন। এক সময় ভার্গব সখীরহিতা একবস্ত্রা অলঙ্কৃতা সুকন্যাকে একাকিনী বিদ্যুতের ন্যায় বিচরণ করিতে দেখিয়া বিজনে তাঁহার সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করেন। সেই ব্রহ্মর্ষি তপোবলসমন্বিত হইয়াও ক্ষীণকণ্ঠ হইয়াছিলেন; তাই তিনি সুকন্যকে কোন কথা বলন, কিন্তু তিনি তাহা শুনিতে পান না। অতঃপর রাজকুমারী বল্মীকে ভার্গবের চক্ষু দুইটী দেখিয়া "নিশ্চিতই ইহা কিছু হইবে" এই বলিয়া কৌতুকবশে বল্মীকস্থ ভার্গবের চক্ষুদ্বয় কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করেন। তাঁহার নয়ন বিদ্ধ হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হন। তাহার ফলে শর্য্যাতি-সৈন্যগণের মলমূত্ররোধ হয়। সৈন্যগণ ইহাতে যারপর নাই দুঃখ পায়। রাজা পরিতাপ করেন। তিনি বলেন,—তপোনিরত বৃদ্ধ রোষতৎপর ভার্গ-বের কে অদ্য অপকার করিল? যদি কেহ ইহা জান, তাহা হইলে আমাকে অচিরে বল। সৈন্য-গণ বলে,—মহারাজ! আমরা মহর্ষির অপকার-সম্বন্ধে কিছুই জানি না, আপনি সর্ব্বতোভাবে অবগত হইবার চেষ্টা করুন। অনন্তর রাজা সাম-বাক্যে ও উগ্রবাক্যে তাঁহার সমস্ত পরিবারবর্গকে কেহ জানেন কি না? জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সুকন্যা পিতাকে দুঃখিত দেখিয়া বলিলেন,—তাত! কিন্তু আমি এই স্থানে এক বল্মীকে খদ্যোতবৎ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দেখিয়া তাহা কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছি। রাজা শর্য্যাতি কন্যার এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বল্মীকসমীপে গমন করিয়া তপোবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ ভার্গবকে দর্শন করিলেন এবং সৈন্যগণকে নিরাময় করিবার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! অজ্ঞানবশতঃ আমার কন্যা আপনার যে অপরাধ করিয়াছে, আপনি তাহা ক্ষমা করুন। ভার্গব নৃপবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—রাজন্! আমি তোমার রূপৌ-দার্য্যসম্পন্না কন্যাকে প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিব। ঈশ্বর বলিলেন,—শর্য্যাতি তখন ঋষি-বাক্যে কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়াই তাঁহাকে কন্যা দান করিলেন। মহর্ষি কন্যা প্রতিগ্রহ করিয়া আন-ন্দিত হইলেন, রাজাও সসৈন্য নগরাভিমুখে গমন

পর্য্যচরৎ প্রীত্যা তপসা নিয়মেন চ ॥ ৫৪ ॥ অগ্নীনাম-তিথীনাঞ্চ শুশ্রূষুরনসূয়য়া। সমারাধয়ত ক্ষিপ্রং চ্যবনং সা শুভাননা ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চ্যবনেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮০ ॥

একাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য ত্রিদশাবশ্বিনৌ প্রিয়ে। কৃতাভিষেকাং বিবৃতাং সুকন্যাং তামপশ্যতাম্ ॥ ১ ॥ তাং দৃষ্ট্বা দর্শনীয়াঙ্গীং দেবরাজসুতামিব। উচতুঃ সমভিদ্রুত্য নাসত্যাবশ্বিনাবথ ॥ ২ ॥ কস্য ত্বমসি বামোরু কিং বনেঽস্মিংশ্চিকীর্ষসি। ইচ্ছাবস্ত্বাং চ বিজ্ঞাতুং তত্ত্বমাখ্যাহি শোভনে ॥ ৩ ॥ ততঃ সুকন্যা সংবীতা তাবুবাচ সুরোত্তমৌ। শর্য্যাতিতনয়াং বিত্তং ভার্য্যাঞ্চ চ্যবনস্য মাম্ ॥ ৪ ॥ ততোঽশ্বিনৌ প্রহস্যৈনামব্রূতাং পুনরেব তু। কথং ত্বং চ বিনিক্ষিপ্তা তু পিত্রা দত্তাগতা বনে ॥ ৫ ॥ ভ্রাজসে গগনোদ্দেশে বিদ্যুৎসৌদামনী যথা। ন দেবেষ্বপি তুল্যাং হি তব পশ্যাব ভামিনি ॥ ৬ ॥ সর্ব্বাভরণসম্পন্না পরমাম্বরধারিণী। মা মৈবমনবদ্যাঙ্গি ত্যজৈনমবিবেকিনম্ ॥ ৭ ॥ কস্মাদেবংবিধা ভূত্বা জরাজর্জ্জরিতং ভুবি। ত্বমুপাস্সে হি কল্যাণি কামভাববহিষ্কৃতম্ ॥ ৮ ॥ অসমর্থং পরিত্রাণে পোষণে বা শুচিস্মিতে। সা ত্বং চ্যবনমুৎসৃজ্য বরয়স্বৈকমাবয়োঃ ॥ ৯ ॥ পত্যর্থং দেবগর্ভাভে মা বৃথা যৌবনং কৃথাঃ। এবমুক্তা সুকন্যা সা সুরৌ তাবিদমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥ রতাহং চ্যবনে পত্যৌ ন চৈবং পরিশঙ্কতম্ তাবব্রূতাং পুনশ্চৈতামাবাং দেববিষগ্বরৌ ॥ ১১ ॥ যুবানং রূপসম্পন্নং করিষ্যাবঃ পতিং তব। ততস্তস্যাবয়োশ্চৈব পতিমেকতমং বৃণু ॥ ১২ ॥ এতেন সময়েনাবাং শমং নয় সুমধ্যমে। সা তয়োর্বচনাদ্দেবি উপসঙ্গম্য ভার্গবম্। উবাচ বাক্যং যত্তাভ্যামুক্তং ভৃগুসুতং প্রতি ॥ ১৩ ॥ তদ্বাক্যং চ্যবনো ভার্য্যামুবাচাক্রিয়তামিতি। ইত্যুক্তা চ্যবনেনাথ সুকন্যা তাবুবাচ বৈ ॥ ১৪ ॥ এবং দেবৌ ভবন্ত্যাং

করিলেন। সুকন্যা তপস্বী পতি লাভ করিয়া তপো নিয়ম দ্বারা নিত্য তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। এইরূপে অসূয়ারহিত হইয়া মহর্ষি চ্যবনের শুশ্রূষা করিতে থাকিলেন ৬—১৫।

অশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।২৮০।

একাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! একদা অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্নান-সময়ে দেবরাজসুতা সদৃশী দর্শনীয়াঙ্গী সুকন্যাকে অনাবৃত অবস্থায় অবলোকন করিয়া বলিয়াছিলেন,—অয়ি শোভনে! তুমি কাহার কন্যা? এই বিজন বনে কি করিতেছ? আমরা তোমার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি, তুমি আমাদের নিকট যথাবদ্বৃত্তান্ত প্রকাশ কর। সুকন্যা কহিলেন, হে সুরোত্তমদ্বয়! আমি রাজা শর্য্যাতির কন্যা এবং মহর্ষি চ্যবনের ভার্য্যা। এই কথা শুনিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় হাসিয়া বলিলেন,—অয়ি সুশ্রোণি! কিরূপে তুমি জ্ঞানপূর্ব্বক তোমার পিতা কর্ত্তৃক প্রদত্তা হইয়া এই বিজন বনে আগমন করত গগনাঙ্গনে সৌদামিনীর ন্যায় বিকাশ পাইতেছ! আমরা দেবগণের মধ্যেও তোমার মত সুন্দরী দেখি নাই। তুমি সর্ব্বাভরণ-সম্পন্না ও পরমাম্বরধারিণী; হে অনবদ্যাঙ্গি! তুমি তোমার তাদৃশ অযোগ্য পতিকে পরিত্যাগ কর। কেন তুমি এরূপ রূপ-গুণবতী হইয়া কামভাব-বহিষ্কৃত জরাজর্জ্জরিত পতির উপাসনা করিবে? অয়ি শুচিস্মিতে! সে তোমায় পোষণ বা পরিত্রাণ করিতে পারিবে না। অতএব তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের একজনকে পতিত্বে বরণ কর, যৌবন বৃথা যাপন করিও না। অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই কথা বলিলে সুকন্যা বলিলেন,—আমি আমার পতি চ্যবনে রতা; তোমরা এরূপ বলিতে শঙ্কিত হইতেছ না? অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন, সুন্দরি! আমাদের শঙ্কা নাই; আমরা স্বর্গবৈদ্য; আমরা তোমার পতিকে রূপসম্পন্ন করিয়া দিব। তার পর তুমি তোমার পতি ও আমাদের উভয়ের মধ্যে এক জনকে বরণ করিবে। এই নিয়মে তুমি আমাদের বাক্যে প্রতিশ্রুত হও। সুকন্যা এই কথা শুনিয়া স্বীয় স্বামি-সমীপে গমনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্তআমূলাগ্র নিবেদন করিলেন। ১—১৩। চ্যবন বলিলেন, অশ্বিনীকুমার- দ্বয়ের বাক্যে উপেক্ষা করিও না। স্বামী অনুমোদন করিলে সুকন্যা শীঘ্র আসিয়া

যৎ প্রোক্তং তৎ ক্রিয়তাং লঘু। ইত্যুক্তৌ ভিষজৌ তত্র তয়া চৈব সুকন্যয়া। উচতু রাজপুত্রীং তাং পতিস্তব বিশত্বপঃ। ১৫। ততোঽপশ্চ্যবনঃ শীঘ্রং রূপার্থী প্রবিবেশ হ। অশ্বিনাবপি তদ্দেবি ততঃ প্রবিশতাং জলম্। ১৬। ততো মুহূর্ত্তাদুত্তীর্ণাঃ সর্ব্বে তে সমসন্ততঃ। দিব্যরূপধরাঃ সর্ব্বে যুবানো মৃষ্টকুণ্ডলাঃ। ১৭। দিব্যবেশধরাশ্চৈব মনসঃ প্রীতিবর্দ্ধনাঃ। তেঽব্রুবন্ সহিতাঃ সর্ব্বে বৃণীষ্বান্যতমং শুভে। ১৮। অস্মাকমীপ্সিতং ভদ্রে যতত্বং বরবর্ণিনী। যত্র বাপ্যভিকামাসি তং বৃণীষ্ব সুশোভনে। ১৯। সা সমীক্ষ্য তু তান্ সর্ব্বান্ তুল্যরূপধরান্ স্থিতান্। নিশ্চিত্য মনসা বুদ্ধ্যা দেবি বব্রে পতিং স্বকম্। ২০। লব্ধা তু চ্যবনো ভার্য্যাং বয়োরূপমবস্থিতঃ। হৃষ্টোঽব্রবীন্মহাতেজাস্তৌ নাসত্যাবিদং বচঃ। ২১। যদহং রূপসম্পন্নো বয়সা চ সমন্বিতঃ। কৃতো ভবদ্ভ্যাং বৃদ্ধঃ সন্ ভার্য্যাঞ্চ প্রাপ্তবানিমাম্। তদত্র বঃ বৈ বিধাস্যামি ভবতোর্যদভীপ্সিতম্। ২২। অশ্বিনাবূচতুঃ। আবাং তু দেবভিষজৌ ন চ শক্রঃ করোতি নৌ। সোমপানার্হতাং তস্মাৎ কুরু নৌ সোমপায়িনৌ। ২৩। চ্যবন উবাচ। অহং বাং যজ্ঞভাগার্হৌ করিষ্যে সোমপায়িনৌ। ২৪। ঈশ্বর উবাচ। ততস্তৌ হৃষ্টমনসৌ নাসত্যৌ দিবি জগ্মতুঃ। চ্যবনোঽপি সুকন্যা চ সুরাবিব বিজহ্রতুঃ। ২৫।

ইতি শ্রীস্কান্দে চ্যবনেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ। ২৮১।

দেববৈদ্যদ্বয়কে বলিলেন,—আপনারা যাহা বলিলেন, তাহা শীঘ্র সম্পাদন করুন। সুকন্যা এই কথা বলিলে তখন তাঁহারা বলিলেন,—শীঘ্র তোমার পতি জল প্রবেশ করুন। এই কথা বলিবামাত্র চ্যবন রূপার্থী হইয়া জলপ্রবেশ করিলেন। এই সময় অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও জলমগ্ন হইলেন। পরে মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহারা সকলেই সমরূপ হইয়া জল হইতে উত্থিত হইলেন। দেখিতে—তাঁহারা সকলেই দিব্যরূপধর; সকলেই যুবা, সকলেই কুণ্ডলধারী এবং সকলেই দিব্যপরিচ্ছদপরিহিত। তাঁহারা সকলেই হৃদয়ানন্দবর্দ্ধক হইলেন। সকলেই তাঁহারা এককালীন বলিলেন,—অয়ি শুভে! অধুনা তুমি স্বীয় কামনানুসারে আমাদের অন্যতমকে বরণ কর; আমাদের সকলেরই তুমি অভিলষিত। হে দেবি! তাঁহারা এই কথা বলিলে তখন সুকন্যা সকলকেই তুল্যরূপ ও সমবয়স্ক দেখিয়া মনে মনে ধ্যান করিয়া পাতিব্রত্য-প্রভাবে স্বীয় পতিকেই বরণ করিলেন। মহাতেজা বয়োরূপপ্রাপ্ত চ্যবন তখন ভার্য্যা লাভ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলিলেন,—আমি বৃদ্ধ ছিলাম, আপনারা আমাকে যুবা ও রূপবান্ করিলেন; অতএব আপনারা বলুন, কোন্ অভিলাষ আমি আপনাদের পূরণ করিব? অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন,—আমরা দেবভিষক্, এজন্য শক্র সোমপানে আমাদের অধিকার দেন নাই, আপনি আমাদিগকে সোমপায়ী করুন। চ্যবন বলিলেন,—আমি আপনাদিগকে যজ্ঞভাগার্হ ও সোমপায়ী করিব। ঈশ্বর বলিলেন,—অতঃপর দেবভিষগ্-যুগল স্বর্গে গমন করিলেন। আর ভগবান্ চ্যবণ ও সুকন্যা দেবতাদিগের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন। ১৪—২৫।

একাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮১।

দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততঃ শ্রুত্বা চ শর্য্যাতির্বলভীস্থানসংস্থিতঃ। বয়স্থং চ্যবনং শ্রুত্বা আনন্দোদ্গতমানসঃ। ১। প্রহৃষ্টঃ সেনয়া সার্দ্ধং স প্রায়াদ্ভার্গবাশ্রমম্। চ্যবনং চ সুকন্যাং চ দৃষ্ট্বাং দেবসুতামিব। ২। ততো মহীপঃ শর্য্যাতিঃ কৃৎস্নানন্দমহোদধিঃ। ঋষিণা সৎকৃতস্তেন সভার্য্যঃ পৃথিবীপতিঃ। তত্রোপবিষ্টঃ কল্যাণীঃ কথাশ্চক্রে মহামনাঃ। ৩। অথৈনং ভার্গবো দেবি হ্যুবাচ পরিসান্ত্বয়ন্।

দ্ব্যশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—বলভীস্থ রাজা শর্য্যাতি শ্রবণ করিলেন যে, তাঁহার জামাতা মহর্ষি চ্যবন রূপ-যৌবন লাভ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া তিনি যারপর নাই আনন্দিত হইয়া বাহবীর সহিত বিপুল সেনা সমভিব্যাহারে জামাতৃ-আশ্রমে গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি জামাতাকে ও স্বীয় দুহিতাকে দেব-দম্পতির ন্যায় আনন্দিত দর্শন করিলেন। তাঁহার জামাতা তাঁহাদের যথোচিত সৎকার করিলেন। তাঁহাদের পরস্পর হিতকরী কথা হইতে লাগিল। ভার্গব

যাজয়িষ্যামি রাজংস্ত্বাং সম্ভারানুপকল্পয়॥ ৪ ॥ ততঃ পরমসংহৃষ্টঃ শর্যাতিঃ পৃথিবীপতিঃ। চ্যবনস্য মহাদেবি তদ্বাক্যং প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৫ ॥ প্রশস্তেহহনি যাজ্ঞ সর্ব্বকামসমৃদ্ধিমৎ। কারয়ামাস শর্য্যাতির্যজ্ঞায়তনমুত্তমম্॥ ৬ ॥ তত্রৈব চ্যবনো দেবি যাজয়া ভার্গবম্। অদ্ভুতানি চ তত্রাসন্ যানি তানি মহেশ্বর ॥ ৭ ॥ অগৃহ্ণাচ্চ্যবনঃ সোমমশ্বিনো-র্দ্দেবয়োস্তদা। তমিন্দ্রো বারয়ামাস মা গৃহাণ তয়োগ্রহম্॥ ৮ ॥ ইন্দ্র উবাচ। উভাবেতৌ ন সোমার্হৌ নাসত্যাবিতি মে মতিঃ। ভিষজৌ দেবতানাং হি কর্ম্মণা তেন গর্হিতৌ॥ ৯ ॥ চ্যবন উবাচ। মাবমংস্থা মহাত্মানৌ রূপদ্রবিণবর্চ্চসৌ। যৌ চক্রতুশ্চ মামদ্য বৃন্দারকমিবাজরম্॥ ১০ ॥ সমস্তেনান্যদেবানাং কথং বৈ নেক্ষতে ভবান্। অশ্বিনাবপি দেবেন্দ্র দেবৌ বিদ্ধি পরন্তপ॥ ১১ ॥ ইন্দ্র উবাচ। চিকিৎসকৌ কর্ম্মকরৌ কামরূপ-সমন্বিতৌ। লোকে চরন্তৌ মর্ত্ত্যানাং কথং সোম-মিহার্হতঃ॥ ১২ ॥ ঈশ্বর উবাচ। এতদেব যদা বাক্যমাম্রেড়য়তি বাসবঃ। অনাদৃত্য ততঃ শক্রং গ্রহং জগ্রাহ ভার্গবঃ॥ ১৩ ॥ গ্রহীষ্যন্তং ততঃ সোমমশ্বিনোঃ সত্তমং তদা। সমীক্ষ্য বলভিদ্দেব ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৪ ॥ আভ্যামর্থায় সোমং ত্বং গ্রহীষ্যসি যদি স্বয়ম্। বজ্রং তে প্রহরিষ্যামি ঘোররূপমনুত্তমম্॥ ১৫ ॥ এবমুক্তঃ স্ময়মিন্দ্র-মভিবীক্ষ্য স ভার্গবঃ। জগ্রাহ বিধিবৎ সোম-মশ্বিভ্যামুত্তমং গ্রহম্॥ ১৬ ॥ ততোহস্মৈ প্রাহরৎ কোপাদ্বজ্রমিন্দ্রঃ শচীপতিঃ। তস্য প্রহরতো বাহুং স্তম্ভয়ামাস ভার্গবঃ॥ ১৭ ॥ স্তম্ভয়িত্বাথ চ্যবনো জুহুবে মন্ত্রতোহনলম্। কৃত্যার্থী সুমহাতেজা দেবং হিংসিতুমুদ্যতঃ॥ ১৮ ॥ তত্র কৃত্যোদ্ভবো যজ্ঞে মুনেস্তস্য তপোবলাৎ। মদোনাম মহাবীর্য্যো মহাকায়ো মহাসুরঃ॥ ১৯ ॥ শরীরং যস্য নির্দ্দেষ্টু-মশক্যং চ সুরাসুরৈঃ। তস্য প্রমাণং বপুষা ন তুল্যমিহ বিদ্যতে॥ ২০ ॥ তস্যাস্যং চাভব-দ্ঘোরং দংষ্ট্রাদুর্দর্শনং মহৎ। হনুরেকঃ স্থিতস্তস্য ভূমাবেকো দিবং গতঃ॥ ২১ ॥ চতস্রশ্চাপি তা দংষ্ট্রা যোজনানাং শতং শ ম্। ইতরে তস্য দশনা

চ্যবন রাজাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—হে রাজন্! আমি আপনাকেযাজন করিব, আপনি সম্ভার সমুদয় আহরণ করুন। রাজা শর্যাতি আনন্দিত হইয়া জামাতৃ বাক্য অনুমোদন করিলেন। অনন্তর তিনি প্রশস্ত দিনে উত্তম যজ্ঞায়তন প্রস্তুত করাইলেন। মহর্ষি চ্যবন তাঁহাকে যাজন করিলেন। ঐ যজ্ঞে অলৌকিক দ্রব্য সম্ভার সকল আহৃত হইয়াছিল, মহর্ষি অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়কে এই যজ্ঞে সোমরস প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ইন্দ্র তাহা অনুমোদন না করিয়া নিবারণ করিলেন। তিনি বলিলেন,—আমার মতে ইহারা সোমার্হ নহে, ইহারা দেববৈদ্য, ভৈষজ্যকর্ম্ম হেতুই ইহারা সোমপানে গর্হিত। চ্যবন বলিলেন,—ইহারা আমাকে দেবগণের ন্যায় অজর করিয়াছেন, এই রূপসম্পত্তিশালী দেবদ্বয়কে আপনার অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। আপনি কি জন্য ইহাঁদিগকে দেবনির্ব্বিশেষে দর্শন করেন না? ইহাঁদিগকেও আপনি দেবতা বলিয়া জানিবেন। ইন্দ্র বলিলেন,—চিকিৎসক ভৃত্যমাত্র; তদুপরি ইহারা আবার কামরূপী হইয়া মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করে; ইহাকে কিরূপে ইহারা সোমার্হ হইবে? ঈশ্বর বলিলেন,—বাসব যখন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সোমপ্রাপ্তি-প্রস্তাবে দুই তিন বার প্রতিবাদ করিলেন, তখন চ্যবন তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া স্বয়ং অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের জন্য সোম গ্রহণ করিলেন। তদ্দর্শনে ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, আপনি যদি স্বয়ং উহাদের জন্য সোম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বজ্র দ্বারা আপনাকে প্রহার করিব। ১ ১৫। শক্র এই কথা বলিলে মহর্ষি চ্যবন তখন তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে অশ্বিনীকুমার-দ্বয় উদ্দেশে যথাবিধি সোম গ্রহণ করিলেন। এই সময় ইন্দ্র তাঁহাকে যেমন বজ্র প্রহার করিতে যাইবেন, অমনি মহর্ষি ব্রহ্মতেজঃ-প্রভাবে তাঁহার বাহুযুগল স্তম্ভিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি দেবকুল একেবারে উন্মূলিত করি-বার জন্য কৃত্যা উৎপাদনমানসে অনলে আহুতি প্রদান করিলেন। তাহাতে কৃত্যারূপী এক অদ্ভুতবীর্য্য মহাকায় মদ নামক অসুর উৎপন্ন হইল। সুরাসুর কেহই এই অসুরের শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম হইলেন না। তাহার শরীরের তুলনা দিতে পারা যায় জগতে এমন কোন বৃহৎ বস্তু নাই। তাহার বদন অতি ভয়ঙ্কর, দন্তও তদুপযুক্ত—এক পাটী দাঁত তাহার ভূতলে, আর এক পাটী আকাশে। তাহার সম্মুখের চারিটী দাঁতের পরিমাণ শত যোজন করিয়া। আর পাশের দাঁতগুলির পরিমাণ দশ যোজন করিয়া।

বস্তুর্দশযোজনাঃ॥ ২২ ॥ প্রাকারসদৃশাকারা মূলাগ্রসমদর্শনাঃ। নাম্না পর্ব্বতসঙ্কাশাশ্চাযুতাযুতযোজনাঃ॥ ২৩॥ নেত্রে রবিশশিপ্রখ্যে ভ্রূবাবন্তকসন্নিভে। লেলিহজ্জিহ্বয়া বক্ত্রং বিদ্যুচ্চলিতলোলয়া। ব্যাত্তাননো ঘোরদৃষ্টির্গ্রসন্নিব জগদ্বলাৎ॥ ২৪॥ স ভক্ষয়িষ্যন্ সংক্রুদ্ধঃ শতক্রতুমুপাদ্রবৎ। মহতা ঘোরনাদেন লোকান্ শব্দেন ছাদয়ন্॥ ২৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চ্যবনেন কৃত্যামদসুরোৎপাদনবৃত্তান্তবর্ণনং নাম দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮২॥

ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তং দৃষ্ট্বা ঘোরবদনং মদং দেবঃ শতক্রতুঃ। আয়ান্তং ভক্ষয়িষ্যন্তং ব্যাত্তাননমিবান্তকম্॥ ১॥ ভয়াৎ স্তম্ভিতরূপেণ লেলিহানো মুহুর্মুহুঃ। প্রণতোঽব্রবীন্মহাদেবি চ্যবনং ভয়পীড়িতঃ॥২॥ সোমার্হাবশ্বিনাবেতাবদ্যপ্রভৃতি ভার্গব। ভবিষ্যতঃ সর্ব্বমেতদ্বচঃ সত্যং ব্রবীমি তে॥ ৩॥ মা তে মিথ্যা সমারম্ভো ভবত্বথ তপোধন। জানামি চাহং বিপ্রর্ষে ন মিথ্যা ত্বং করিষ্যসি॥ ৪॥ সোমার্হাবশ্বিনাবেতৌ যথৈবাদ্য ত্বয়া কৃতৌ। ভূয় এব তু তে বীর্য্যং প্রকাশেদিতি ভার্গব॥ ৫॥ সুকন্যায়াঃ পিতুশ্চাস্য লোকে কীর্ত্তির্ভবেদিতি। অথো মন্যে তদ্বিহিতং তদ্বীর্য্যস্য প্রকাশনম্। তস্মাৎপ্রসাদং কুরু মে ভবত্বেতদ্যথেচ্ছসি॥ ৬॥ এবমুক্তস্য শক্রেণ চ্যবনস্য মহাত্মনঃ। মন্যুর্ব্ব্যুপারমচ্চৈত্রং মানশ্চৈব সুরেশিতুঃ॥ ৭॥ মদং চ ব্যভজদ্দেবি পানে স্ত্রীষু চ বীর্য্যবান্। অক্ষেষু মৃগয়ায়াং চ পূর্ব্বং সৃষ্টং পুনঃপুনঃ। তথা মদং বিনিক্ষিপ্য শক্রং সন্তর্প্য চেন্দুনা॥ ৮॥ অশ্বিভ্যাং সহিতান্ সর্ব্বান্ যাজয়িত্বা চ তং নৃপম্। বিখ্যাপ্য বীর্য্যং সর্ব্বেষু লোকেষু বরবর্ণিনি॥ ৯॥ সুকন্যয়া মহারণ্যে ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বিজহার সঃ। তস্যৈতদ্দেবি সংযুক্তং চ্যবনেশ্বরনামভৃৎ॥ ১০॥ লিঙ্গং মহাপাপহরং চ্যবনেন প্রতিষ্ঠিতম্। পূজয়েত্তং বিধানেন সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ॥ ১১॥ তস্মাচ্চন্দ্রমসন্তীর্থমুত্তমং

দাঁতগুলির অগ্র-মূল সমান; দেখিতে ঠিক প্রাচীরের ন্যায়, এক একটী দাঁতকে এক একটী অযুতাযুত যোজন পরিমিত পর্ব্বত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার চক্ষু দুটী যেন চন্দ্র-সূর্য্য; ভ্রূতে কৃতান্ত বসিয়া আছেন। জিহ্বা ইতস্ততঃ চালিত করায় মনে হইতেছে যেন তাহার বদনে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। সেই ঘোরদৃষ্টি অসুর এইরূপে বদন ব্যাদন করিয়া বলপূর্ব্বক জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে। অতঃপর সে ঘোর রবে ত্রিভুবন আপুরিত করত ক্রোধে ইন্দ্রকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল। ১৬—২৫।

দ্ব্যশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮২।

ত্র্যশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! ঘোরবদন মহাসুর ব্যাদিতানন অন্তকের ন্যায় শক্রের প্রতি ধাবিত হইলে স্তম্ভিতগাত্র শক্র তাহাকে দেখিয়া ভয়ে মহর্ষি চ্যবনকে বারম্বার প্রণাম করিয়া বলিলেন,—ভার্গব! আজ হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সোমার্হ হইলেন, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি। আপনি যে আজ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমার্হ করিলেন, ইহা ঠিকই হইয়াছে। আমি এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। আপনার প্রভাব বর্দ্ধিত হইবে; সুকন্যার পিতা পৃথিবীতে কীর্ত্তি লাভ করিবেন; এই সকল কারণেই আমি এরূপ করিলাম। আপনার প্রভাব খ্যাপিত করাই আমার উদ্দেশ্য জানিবেন। সম্প্রতি আপনি আমাকে দয়া করুন। আপনার অভিলষিত সিদ্ধ হউক। শক্র এইকথা কহিলে মহর্ষি চ্যবনের ক্রোধ উপশম প্রাপ্ত হইল। শক্রও রোষ পরিহার করিয়া শান্তিলাভ করিলেন। মহর্ষি চ্যবন ও দেবেন্দ্র ইহাদের উভয়েরই সমান ক্রোধশান্তি ও সম্মানরক্ষা হইল। পান, স্ত্রী, অক্ষ ও মৃগয়া বিষয়ে পূর্ব্বসৃষ্ট মদ বিভক্ত হইল মহর্ষি চ্যবন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত শক্রকে সোমরস প্রদানে অপ্যায়িত করত সকলের সহিত নৃপকে যাজন করিলেন। ত্রিভুবনে তাঁহার যশ ঘোষিত হইল। অতঃপর তিনি মহারণ্যমধ্যে এইক্ষেত্রে সুকন্যার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। এই জন্যই তত্রত্য লিঙ্গের চ্যবনেশ্বর নাম যুক্ত হইয়াছে। এই মহাপাপহর লিঙ্গ চ্যবন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই লিঙ্গের পূজা করিলে অশ্বমেধফল লাভ হয়। ইহা চান্দ্রসম তীর্থ। বৈখানস

পর্য্যুপাসতে। বৈখানসাখ্যা ঋষয়ো বালখিল্যাস্তথৈব চ। ১৩। অত্রাশ্বিনে মাসি নরঃ পৌর্ণমাস্যাং বিশেষতঃ। শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিধানেন ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পৃথক্। কোটিতীর্থফলং তস্য ভবেন্নৈবাত্র সংশয়ঃ। ১৩। য ইমাং শৃণুয়াদ্দেবি কথাং পাতকনাশিনীম্ সমস্তজন্মসম্ভূতাৎপাপান্মুক্তো ভবেন্নরঃ। ১৪।

ইতি শ্রীস্কান্দে চ্যবনেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ। ২৮৩।

চতুরশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি সুকন্যাসর উত্তমম্। যত্রাশ্বিনৌ নিমগ্নৌ তৌ চ্যবনেন সহাম্বিকে। সমানরূপো হ্যভবচ্চ্যবনো যত্র সোঽশ্বিনা। ১। যত্র প্রাপ্তবতী কামং সুকন্যা বরবর্ণিনী। সরঃস্নানপ্রভাবেণ তেন কন্যাসরঃ স্মৃতম্। তত্র স্নাতা শুভা নারী তৃতীয়ায়াং বিশেষতঃ। ২। সপ্তজন্মসহস্রাণি গৃহভঙ্গং ন চাপ্নুয়াৎ। দরিদ্রো বিকলো দীনো নান্ধস্তস্যা ভবেৎ পতিঃ। ৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে সুকন্যাসরোমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুরশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ। ২৮৪।

পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি পুনর্ন্যঙ্কুমতীং নদীম্। তত্র কুর্য্যাদ্ গয়াশ্রাদ্ধং গোষ্পদে তীর্থ উত্তমে। ১। ততঃ পশ্চেদ্বরাহং তু তস্মাদ্ধরিগৃহং ব্রজেৎ। তত্র মাতৄঃ সম্পূজ্য স্নাত্বা সাগরসঙ্গমে। ২। ন্যঙ্কুমত্যর্ণবোপেতে ততঃ পূর্ব্বমনুব্রজেৎ। অগস্ত্যেরাশ্রমং দিব্যং ক্ষুধাহরমিতি স্মৃতম্। ৩। যত্রেল্বলঞ্চ বাতাপিং সংহৃত্য ভগবান্ মুনিঃ। মুক্তাপদস্ত্যো ব্রাহ্মণাংশ্চ তেভ্যঃ স্থানং ততো দদৌ। ৪। অগস্ত্যাশ্রমমেতদ্ধি অগস্তিপ্রিয়মুত্তমম্। ন্যঙ্কুমত্যাস্তটে রম্যে সর্ব্বপাতকনাশনে। ৫। দেব্যুবাচ। অগস্তিনেহ বাতাপিঃ কিমর্থমুপশামিতঃ। অত্র বৈ কিম্প্রভাবশ্চ স দৈত্যো ব্রাহ্মণান্তকঃ। কিমর্থং চোদ্গতো মন্যুরগস্ত্যস্য মহাত্মনঃ। ৬। ঈশ্বর উবাচ। ইল্বলো নাম দৈত্যেন্দ্র আসীদ্বৈ বরবর্ণিনি। মণিমত্যাং পুরা

বাল্যখিল্য প্রভৃতি ঋষিগণ এ তীর্থের উপাসনা করিয়া থাকেন। নরগণ আশ্বিনমাসে বিশেষতঃ পৌর্ণমাসী তিথিতে এখানে বিধিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ইহাতে কোটিতীর্থফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই। যে মানব এই পাতকনাশিনী কথা শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। ১—১৪।

ত্র্যশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮৩।

চতুরশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর মানব উত্তম সুকন্যাসরোবরে গমন করিবে। এই সরোবরে মহর্ষি চ্যবন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত মজ্জন করিয়া তাঁহাদের রূপসাদৃশ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই স্নানপ্রভাবে বরবর্ণিনী সুকন্যার মনোরথ সিদ্ধি হইয়াছিল। এজন্য এই সরোবরের নাম কন্যাসর হইয়াছে। মঙ্গলময়ী রমণীগণ বিশেষতঃ তৃতীয়া তিথিতে এই সরোবরে স্নান করিলে সপ্ত সহস্র জন্ম যাবৎ তাঁহারা গৃহভঙ্গদোষে কলঙ্কিত হন না; আর দরিদ্র, বিকল, দীন, বা অন্ধ ব্যক্তি কখন তাঁহাদের পতি হয় না। ১—৩।

চতুরশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮৪।

পঞ্চাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব ন্যঙ্কুমতী নদীতে গমন করিবে। ঐ স্থানে উত্তম তীর্থ গোষ্পদে গয়াশ্রাদ্ধ করিয়া বরাহ দর্শন করত হরিগৃহে গমন করিবে। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া মাতৃকাগণের পূজা ও সাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া তথা হইতে পূর্ব্বমুখে গমন করিবে। যাইতে-যাইতে পথে ক্ষুধাহর নামক অগস্ত্যাশ্রম তীর্থ পাওয়া যাইবে। এই স্থানে ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি ইল্বল বাতাপির বিনাশ সাধন করত দ্বিজগণকে আপন্মুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে স্থান দান করেন। ন্যঙ্কুমতীতটে এই সর্ব্বপাতকনাশন অগস্ত্যপ্রিয় উত্তম আশ্রম অবস্থিত। দেবী বলিলেন,—ব্রাহ্মণঘাতী দৈত্য বাতাপি এই স্থানে কি উপদ্রব করিত? আর ভগবান্ অগস্ত্য ঋষিই বা কি জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে উপশমিত করিলেন? ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! পূর্ব্বে মণিমতী পুরীতে ইল্বল নামে এক

পুরাঃ বাতাপিস্তস্য চানুজঃ ॥ ৭ ॥ স ব্রাহ্মণং তপোযুক্তমুবাচ দিতিনন্দনঃ । পুত্রং মে ভগবন্নেকমিন্দ্রতুল্যং প্রযচ্ছতু ॥ ৮ ॥ তস্মিন্ স ব্রাহ্মণো নৈচ্ছৎ পুত্রং দাতুং তথাবিধম্ । চুক্রোধ দিতিজস্তস্য ব্রাহ্মণস্য ততো ভৃশম্ ॥ ৯ ॥ প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য স দৈত্যঃ পাপবুদ্ধিমান্ । মেষরূপী চ বাতাপিঃ কামরূপোঽভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ১০ ॥ সংস্কৃত্য ভোজয়েত্তত্র বিপ্রান্ স চ জিঘাংসতি । সমাহ্বয়তি তং বাচা গতশ্চৈব ততঃ ক্ষয়ম্ ॥ ১১ ॥ স পুনর্দেহমাস্থায় জীবন্ স্ম প্রত্যদৃশ্যত । ততো বাতাপিরপি তং ছাগং কৃত্বা সুসংস্কৃতম্ । ব্রাহ্মণং ভোজয়িত্বা তু পুনরেব সমাহ্বয়ৎ ॥ ১২ ॥ স তস্য পার্শ্বং নির্ভিদ্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ । বাতাপিঃ প্রহসংস্তত্র নিশ্চক্রাম দ্বিজোদরাৎ ॥ ১৩ ॥ এবং স ব্রাহ্মণান্ দেবি ভোজয়িত্বা পুনঃপুনঃ । বিনির্ভিদ্যোদরং তেষামেবং হন্তি দ্বিজান্ বহূন্ ॥ ১৪ ॥ ততো বৈ ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে ভয়ভীতাঃ প্রদুদ্রুবুঃ । অগস্ত্যেরাশ্রমং জগ্মুঃ কথয়ামাসুরগ্রতঃ ॥ ১৫ ॥ ভগবন্ শৃণু নো বাক্যমস্মাকং তু ভয়াবহম্ । নিমন্ত্রিতাঃ স্ম সর্ব্বে বা ইল্বলেন বয়ং প্রভো ॥ ১৬ ॥ অস্মাকং মৃত্যুরূপং তদ্ভোজনং নাস্তি সংশয়ঃ । তদস্মান্ রক্ষ ভগবন্ বিষণ্ণান্ গতচেতসঃ ॥ ১৭ ॥ ততঃ প্রভাসমাসাদ্য যত্র তৌ দৈত্যপুঙ্গবৌ । ব্রহ্মঘ্নৌ পাপনিরতৌ দদর্শ স মহামুনিঃ ॥ ১৮ ॥ বাতাপিং সংস্কৃতং দৃষ্ট্বা মেষরূপং মহাসুরম্ । উবাচ দেহি মে ভোজ্যং বুভুক্ষা মম বর্ত্ততে ॥ ১৯ ॥ ইত্যুক্তো স্বাগতং তত্র চক্রাতে মুনয়ে তদা । ভগবন্ ভোজনং তুভ্যং দাস্যেঽহং বহুবিস্তরম্ । কিয়ন্মানস্তবাহারস্তাবন্মানং পচাম্যহম্ ॥ ২০ ॥ অগস্ত্য উবাচ । অন্নং পচস্ব দৈত্যেন্দ্র কিঞ্চিত্তৃপ্তির্ভবিষ্যতি । এবমস্ত্বিতি দৈত্যেন্দ্রঃ পক্কমাহ মহামুনে ॥ ২১ ॥ আস্তামাসনমিদং ভুজ্যতাং স্বেচ্ছয়া মুনে । ইত্যুক্তো হ্যঘোরমন্ত্রং স জপন্ কল্পান্তকারণম্ । ধৃষ্ট্যাসনমথাসাদ্য নিষসাদ মহামুনিঃ ॥ ২২ ॥ তং পর্য্যবেষদ্দৈত্যেন্দ্র ইল্বলঃ প্রহসন্নিব । শতহস্তপ্রমাণেন রাশিমন্নস্য সোঽকরোৎ ॥ ২৩ ॥ ততো হৃষ্টমনাগস্ত্যঃ প্রাগ্রসৎ কবলদ্বয়ম্ । রূপং কৃত্বা মহত্তদ্যদ্বৎ সাগরশোষণে ॥ ২৪ ॥ সমস্তমেব তদ্ভোজ্যং বাতাপিং

দৈত্য ছিল। বাতাপি তাহারই ভ্রাতা। একদা সে জনৈক তাপস ব্রাহ্মণকে বলে,—আপনি আমায় ইন্দ্রতুল্য পুত্র প্রদান করুন। তিনি তাহাতে সম্মত হন না। দৈত্য তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়—হইয়া দুষ্টাভিসন্ধিতে প্রভাসক্ষেত্রে গমন করে। কামরূপী বাতাপি তৎক্ষণাৎ মেষরূপ ধারণ করে। ইল্বল ঐ মেষকে সংস্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করায়। ব্রাহ্মণগণ ইহাতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হন। ইল্বল ব্রাহ্মণভোজনান্তে স্বীয় মেষরূপী ভুক্ত ভ্রাতাকে আহ্বান করিত—করিয়া গৃহে যাইত। আহ্বান করিবামাত্র কামরূপী ভুক্ত বাতাপি দেহ ও জীবন প্রাপ্ত হইয়া আসিয়া দেখা দিত। এই ভাবে বাতাপিও আবার ইল্বলকে ছাগল করিয়া ঐ ছাগের সংস্কার বিধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া তাহাকে আহ্বান করিত। ইল্বলও জীবিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের কুক্ষি বিদারণপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া ভ্রাতাকে দেখা দিত। এই ভাবে ঐ দুরাত্মদ্বয় ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া তাঁহাদের বিনাশসাধন করিতে থাকিলে তাঁহারা ভীত হইয়া অগস্ত্যাশ্রমে পলায়নপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভগবন্! আমাদের দুঃখের কথা শ্রবণ করুন। দুরাত্মা ইল্বল আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। কিন্তু ঐ নিমন্ত্রণভোজন আমাদের মৃত্যুস্বরূপ হইয়াছে। আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। অনন্তর মুনিবর অগস্ত্য, যেখানে ঐ ব্রহ্মঘাতী অসুরদ্বয় বাস করিত, সেই স্থানে—প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিয়া তাহাদিগকে দর্শন করিলেন। তিনি বাতাপিকে সংস্কৃত মেষরূপী নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—আমি বুভুক্ষিত, আমাকে ভোজন দান কর। মুনি কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া তাহারা স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিল,—ভগবন্! আমরা আপনাকে বিস্তর ভোজন প্রদান করিব; কিন্তু আপনার আহার কি পরিমাণ, সেইটী বলুন, তাহা হইলে সেই মতই করি। ১—২০। ঋষি বলিলেন,—অন্নপাক কর, দৈত্যেন্দ্র, আমার কিঞ্চিৎ তৃপ্তি হইবে মাত্র। 'এবমস্তু' বলিয়া অমনি দৈত্য বলিল,—অন্ন প্রস্তুত, এই আসন, উপবেশন করুন; যথেচ্ছ ভোজন করুন। দৈত্য এই কথা বলিলে ঋষি কল্পান্তকারক অঘোর মন্ত্র জপ করিয়া উত্তম আসনে উপবেশন করিলেন। দৈত্য ইল্বল হাসিতে হাসতে পরিবেশন করিতে লাগিল। শতহস্তপরিমিত অন্নের রাশি হইল। ঋষি আনন্দিত হইয়া দুই গ্রাসেই সাবাড় করিয়া দিলেন। এই সময় তাঁহার ঠিক সাগরশোষণকালের মত রূপ হইয়াছিল। তিনি সেই ভোজ্যরূপ বাতাপিকে সম্পূর্ণরূপে

বুভুজে ততঃ। ভুক্তবত্যস্তুরো হ্বানমকরোত্তস্য ইল্বলঃ ॥ ২৫ ॥ ততোহসৌ দত্তবানন্নমগস্ত্যস্য মহাত্মনঃ। ভস্মীচকার সর্ব্বং স তদন্নং চ সদানবম্ ॥ ২৬ ॥ ইল্বলং ক্রোধদৃষ্ট্যা তু ভস্মীচক্রে মহামুনিঃ। ততো হাহারবং কৃত্বা সর্ব্বে দৈত্যা ননংশিরে ॥ ২৭ ॥ ততোহগস্ত্যো মহাতেজা আহূয় দ্বিজপুঙ্গবান্। তৎস্থানঞ্চ দদৌ তেভ্যো দৈত্যানাং দ্রব্যপূরিতম্ ॥ ২৮ ॥ ক্ষুধা হৃতা ততো দেবি তত্রাগস্ত্যস্য দানবৈঃ। তেন ক্ষুধাহরং নাম স্থানমাসীদ্দ্বিজন্মনাম্ ॥ ২৯ ॥ তস্য পশ্চিমভাগে তু নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্। গঙ্গেশ্বরমিতি খ্যাতং গঙ্গয়া যৎপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩০ ॥ বাতাপিভক্ষণে পূর্ব্বমগস্ত্যেন মহাত্মনা। দৈত্যসম্ভক্ষণোৎপন্নসর্ব্বপাতকশুদ্ধয়ে। সমাহূতা মহাদেবি গঙ্গা পাতকনাশিনী ॥ ৩১ ॥ ততো দেবি সমায়াতা গঙ্গা পাতকনাশিনী। শুদ্ধিং চকার তস্যর্ষেস্তত্র স্থানে স্থিতাভবৎ ॥ ৩২ ॥ অগস্ত্যস্যাশ্রমে রম্যে নৃণাং পাপভয়াপহে। তত্র গঙ্গেশ্বরং দৃষ্ট্বা অভক্ষ্যোত্থপাতকাৎ। মুচ্যতে নাত্র সন্দেহঃ স্নানদানজপাদিনা ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ক্ষুধাহরমাহাত্ম্যেহগস্ত্যাশ্রমগঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮৫ ॥

ষড়শীত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি বালার্কং পাপনাশনম্। আগস্ত্যাশ্রমতো দেবি উত্তরে নাতিদূরতঃ ॥ ১ ॥ বাল এব তু যত্রার্কস্তপস্তেপে পুরা প্রিয়ে। তেন বালার্ক ইত্যেতন্নাম খ্যাতং ধরাতলে ॥ ২ ॥ তং দৃষ্ট্বা রবিবারেণ ন কুষ্ঠী জায়তে নরঃ। বালানাং রোগজা পীড়া ন সম্ভবেৎ কদাচন ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বালার্কমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়শীত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮৬ ॥

সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি অজাপালেশ্বরীং শুভাম্। অগস্ত্যস্থানপূর্ব্বেণ নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্ ॥ ১ ॥ রঘুবংশসমুদ্ভূতো হ্যজাপালো নৃপোত্তমঃ। স তত্র দেবীমারাধ্য পাপরোগ-

---

ভোজন করিলেন। ইল্বল এই সময় একবার বাতাপিকে ডাকিয়া পুনরায় ঋষিকে অন্ন প্রদান করেন। ঋষি ঐ অন্ন দানবের সহিত ভস্ম করিলেন। তাঁহার ক্রোধদৃষ্টিতে ইল্বলও ভস্ম হইল। তখন দৈত্যগণ সকলে হাহাকার করিতে করিতে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। এই সময় ঋষি দ্বিজগণকে আহ্বান করিয়া বিবিধ দ্রব্য পূর্ণ দৈত্যদিগের ঐ স্থান তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। হে দেবি! এই স্থানে দানবগণ অগস্ত্য ঋষির ক্ষুধা হরণ করিয়াছিল বলিয়া এই স্থানের নাম হইয়াছে ক্ষুধাহর। ইহার পশ্চিমে অনতিদূরে বিখ্যাত গঙ্গেশ্বর আছেন। গঙ্গা ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্বে বাতাপিভক্ষণকালে ভগবান্ অগস্ত্য অভক্ষ্যভক্ষণজনিত পাপাপনোদনের জন্য গঙ্গা দেবীকে আহ্বান করেন। তিনি আসিয়া তাঁহার শুদ্ধি বিধান করত ঐ স্থানে অবস্থান করেন। ঐ স্থান রমণীয় ও পাপহর। এই স্থানে স্নান দান ও জপাদি করিয়া গঙ্গেশ্বর দর্শন করিলে অভক্ষ্যভক্ষণজনিত পাপ হইতে মানব মুক্ত হয়। ২১—৩৩।

পঞ্চাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮৫।

ষড়শীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব পাপনাশন বালার্কসমীপে গমন করিবে। এই স্থান অগস্ত্যাশ্রমের উত্তরে অনতিদূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে বাল্যকালে অর্ক এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই জন্যই এই স্থান বালার্ক নামে খ্যাত হইয়াছে। এই স্থান দর্শন করিলে মানব কুষ্ঠী হয় না এবং বালকগণের কদাচ কোন পীড়া জন্মে না। ১—৩।

সড়শীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮৬।

সপ্তাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব অজাপালেশ্বরীসমীপে গমন করিবে। ইহা অগস্ত্যাশ্রমের পূর্ব্বে অনতিদূরে অবস্থিত। রঘুবংশসমুদ্ভূত রাজা অজাপাল উক্ত দেবীক্ষেত্রে

বশঙ্করীম্ ॥ ২ ॥ অজারূপাংশ্চ রোগান্ বৈ চারয়ামাস ভূমিপঃ। তত্র তাং স্থাপয়ামাস স্বনাম্না পাপনাশিনীম্ ॥ ৩ ॥ যস্তাং পূজয়তে ভক্ত্যা তৃতীয়ায়াং বিধানতঃ। বলং বুদ্ধিং যশো বিদ্যাং সৌভাগ্যং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যেহজাপালেশ্বরীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮৭ ॥

অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি বালাদিত্যমিতি শ্রুতম্। অগস্ত্যস্থানতঃ পূর্ব্বে গব্যুতিদ্বিতয়েন তু ॥ ১ ॥ স্থানং সপাটিকা নাম তস্য দক্ষিণতঃ স্থিতম্। গব্যূতিমাত্রং দেবেশি বালার্ক ইতি বিশ্রুতম্ ॥ ২ ॥ যত্র চারাধিতা বিদ্যা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা। সংস্থাপ্য লিঙ্গত্রিতয়ং প্রতিষ্ঠাপ্য তথা রবিম্ ॥ ৩ ॥ বিদ্যায়াঃ সাধনং চক্রে সিদ্ধিং সূর্য্যাদবাপ্তবান্। বালাদিত্যেতি তেনাসৌ ততঃ খ্যাতিমগাৎ প্রভুঃ ॥ ৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি ভাস্করং পাপতস্করম্। ন দারিদ্র্যমবাপ্নোতি যাবজ্জীবতি মানবঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বালার্কমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮৮ ॥

একোননবত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্যৈব দক্ষিণে দেবি তস্মাদ্গব্যূতিমাত্রতঃ। পাতালগামিনী গঙ্গা সংস্থিতা পাপনাশিনী ॥ ১ ॥ বিশ্বামিত্রেণ চাহূতা স্নানার্থং বরবর্ণিনি। তত্র স্নাত্বা মহাদেবি মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ২ ॥ তত্র গঙ্গেশ্বরং দৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রেশ্বরং তথা। বালেশ্বরঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বালার্কমাহাত্ম্যে পাতালগঙ্গেশ্বরবিশ্বামিত্রেশ্বরবালেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোননবত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮৯ ॥

নবত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি কুবেরস্থানমুত্তমম্। যত্র সিদ্ধঃ পুরা দেবি কুবেরো ধনদো-

---

পাপরোগক্ষয়ঙ্করী দেবীর আরাধনা করিয়া অজারূপী রোগদিগকে ঐ স্থানে চারণ করিতেন। তিনি নিজ নামে ঐ দেবীকে ঐ স্থান স্থাপনে করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক তৃতীয়া তিথিতে ঐ দেবীর পূজা করে, সে বল, বুদ্ধি, যশ, বিদ্যা ও সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে। ১—৪।

সপ্তাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮৭।

অষ্টাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব বালাদিত্য সন্নিধানে গমন করিবে। অগস্ত্যাশ্রমের পূর্ব্বে ক্রোশদ্বয়ের মধ্যে সপাটিকা নামক এক স্থান আছে, তাহার দক্ষিণে চতুষ্টক্রোশযুগ পরিমিত যে স্থান, তাহাই বালাদিত্য-ক্ষেত্র। ধীমান্ বিশ্বামিত্র লিঙ্গত্রয় সংস্থাপন এবং রবিদেবের প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ স্থানে বিদ্যার আরাধনা করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাসাধনা করিয়া ঐ স্থানে সূর্য্য হইতে সিদ্ধি লাভ করেন। এই জন্যই ঐ দেব বালাদিত্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। হে দেবি! মানব ঐ পাপতস্কর ভাস্করকে দর্শন করিয়া যাবজ্জীবন দারিদ্র্য প্রাপ্ত হয় না। ১—৫।

অষ্টাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮৮।

ঊননবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! বালাদিত্যের দক্ষিণে ক্রোশদ্বয়ের মধ্যে পাপনাশিনী গঙ্গা আছেন। বিশ্বামিত্র স্নানার্থ তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। উক্ত গঙ্গায় স্নান করিয়া নর সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে গঙ্গেশ্বর, বিশ্বামিত্রেশ্বর, এবং বালেশ্বরকে দর্শন করিলে মানবগণের সর্ব্বকাম সিদ্ধ হয়। ১—৩।

ঊননবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮৯

নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব কুবেরস্থানে গমন করিবে। পূর্ব্বে ঐ

হভবৎ ॥ ১ ॥ ব্রাহ্মণশ্চৌররূপেণ তত্র স্থানেঽবসৎ পুরা। স চ মে ভক্তিযোগেন পুরা বৈ ধনদঃ কৃতঃ ॥ ২ ॥ দেব্যুবাচ। কথং স ব্রাহ্মণো ভূত্বা চৌররূপো নরাধমঃ। তন্মে কথয় দেবেশ ধনদঃ স যথাভবৎ ॥ ৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ। তস্মিন্নর্থে মহাদেবি যদ্বৃত্তং চোত্তমেঽন্তরে। কথয়িষ্যামি তৎসর্ব্বং শিবমাহাত্ম্য-সূচকম্ ॥ ৪ ॥ কশ্চিদাসীদ্দ্বিজো দেবি দেবশর্ম্মেতি বিশ্রুতঃ। প্রভাসক্ষেত্রনিলয়ো ন্যঙ্কুমত্যাস্তটেঽবসৎ ॥ ৫ ॥ পুত্রক্ষেত্রকলত্রাদিব্যাপারৈকরতঃ সদা। বিহায়াথ স গার্হস্থ্যং ধনার্থং লোভমোহিতঃ। প্রচচার মহীমেতাং সগ্রামনগরান্তরাম্ ॥ ৬ ॥ ভার্য্যা তস্য বিলোলাক্ষী তস্য গেহাদ্বিনির্গতা। স্বচ্ছন্দচারিণী নিত্যং নিত্যং চানঙ্গমোহিতা ॥ ৭ ॥ তস্যাং কদাচিৎ পুত্রস্তু শূদ্রাজ্জাতো বিধের্ব্বশাৎ। দুষ্টাত্মাতীব নির্ম্মুক্তো নাম্না দুঃসহ ইত্যতঃ ॥ ৮ ॥ সোঽথ কালেন মহতা নামকর্ম্মপ্রবর্ত্তিতঃ। ব্যসনোপহতঃ পাপস্ত্যক্তো ॥ ৯ ॥ পূজোপকরণং দ্রব্যং স কস্মিংশ্চিচ্ছিবালয়ে। বহু দোষামুখে দৃষ্ট্বা হর্ত্তু-কামোঽবিশত্ততঃ ॥ ১০ ॥ যাবদ্দীপো গতপ্রায়ো বর্ত্তিচ্ছেদোঽভবৎ কিল। তাবত্তেন দশা দত্তা দ্রব্যান্বেষণকারণাৎ ॥ ১১ ॥ প্রবুদ্ধশ্চোত্থিতস্তত্র দেবপূজাকরো নরঃ। কোঽয়ং কোঽয়মিতি প্রোচ্চৈ-র্ব্যাহরৎ পরিঘায়ুধঃ ॥ ১২ ॥ স চ প্রাণভয়ান্নষ্টঃ শূদ্রজশ্চাপি মূঢ়ধীঃ। বিনিন্দন্নাত্মনো জন্ম কর্ম্ম চাপি সুদুঃখিতঃ ॥ ১৩ ॥ পুরপালৈর্হতোঽবস্থাং মৃতঃ কালাদভূচ্চ সঃ। গান্ধারবিষয়ে রাজা খ্যাতো নাম্না সুদুর্ম্মুখঃ ॥ ১৪ ॥ গীতবাদ্যরতস্তত্র বেশ্যাসু নিরতো ভৃশম্। প্রজোপদ্রবকৃন্মূর্খঃ সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃতঃ ॥ ১৫ ॥ কিন্ত্বর্চ্চয়ন্ সদৈবাসৌ লিঙ্গং রাজ্যক্রমাগতম্। পুষ্পস্রগ্‌ধূপনৈবেদ্যগন্ধাদি-ভিরমন্ত্রবৎ ॥ ১৬ ॥ মুখ্যেষু চ সদা কালে দেবতায়তনেষু চ। দদ্যাৎ স বহুলান্ দীপান্ বর্ত্তি-ভিশ্চ সমুজ্জ্বলান্ ॥ ১৭ ॥ কদাচিন্মৃগয়াসক্তো বভ্রাম স চ বীর্য্যবান্। প্রভাসক্ষেত্রমাগত্য পূর্ব্ব-সংস্কারভাবিতঃ ॥ ১৮ ॥ পরৈরভিহতো যুদ্ধে ন্যঙ্কুমত্যাস্তটে শুভে। শিবপূজাবিধানেন বিধ্বস্তাশেষপাতকঃ ॥ ১৯ ॥ ততো বিশ্রবসশ্চাসৌ পুত্রোঽভূদ্ভুবি বিশ্রুতঃ। যঃ স এব মহাতেজাঃ সর্ব্বযক্ষাধিপো বলী ॥ ২০ ॥ কুবের ইতি

স্থানে তপস্যা করিয়া ধনদ কুবের সিদ্ধ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে এক চোর ব্রাহ্মণ ঐ স্থানে বাস করিতেন। তিনিই আমার প্রতি ভক্তিপ্রভাবে ধনদ হন। দেবী বলিলেন,—হে দেব! কিজন্য তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া চোর এবং ধনদ হইলেন বলুন? ঈশ্বর বলিলেন, —দেবি! এই ঘটনার পূর্ব্বে উত্তম মন্বন্তরে যাহা ঘটিয়াছিল, সেই শিবমাহাত্ম্যসূচক প্রবন্ধ আমি বলিতেছি। প্রভাসক্ষেত্রে ন্যঙ্কুমতীতীরে দেবশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা পুত্র-ক্ষেত্র-কলত্রাদিব্যাপারে রত থাকিতেন। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি লোভবশত ধনার্থ সগ্রাম-নগরান্তরা এই মহীতে বিচরণ করিতেন। তিনি প্রোষিত হইলে তাঁহার বিশালাক্ষী পত্নীও গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। তিনি অনঙ্গমোহিতা হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিলেন। কালে দৈববশে শূদ্র হইতে তাঁহাতে এক পুত্র উৎপন্ন হইল। সে অত্যন্ত দুষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল হইল। তাহার নাম হইল দুঃসহ। কালে সে নামানুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। এই পাপ ব্যসনোপহত হইলে বন্ধুগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। একদা সে প্রদোষসময়ে পূজোপকরণ দ্রব্য অপহরণ করিবার জন্য কোন শিবালয়ে প্রবেশ করে। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, প্রদীপ গতপ্রায়; বর্ত্তি শেষ হইয়াছে। তদ্দর্শনে সে দ্রব্যান্বেষণের নিমিত্ত প্রদীপে দশা প্রদান করে।১—১১। তখন দেবপূজাকর বিপ্র জাগিয়া উঠিলেন। তিনি তখন এক মুদ্গর লইয়া "কে ও, কে ও" করিতে লাগিলেন। তখন ঐ শূদ্রজাত ব্রাহ্মণ প্রাণভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিল। সে দুঃখিতভাবে আত্মজন্ম-কর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিল। কালে সে পুরপালগণ হইতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া গান্ধার দেশে সুদুর্ম্মুখ নামে গীতবাদ্যরত বেশ্যাসক্ত বিখ্যাত প্রজাপীড়ক মূর্খ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু সে জন্মে জন্মে কখন মুখ্য মুখ্য দেবায়তনে পুষ্প, মাল্য, ধূপ, দীপ, গন্ধ, নৈবেদ্যাদি দ্বারা লিঙ্গ আরাধনা করিতে বিরত হয় নাই। বর্ত্তি দ্বারা উজ্জ্বল করিয়া সে দেবায়তনে বহু দীপ দান করিত। একদা সে মৃগয়াপ্রসঙ্গে প্রভাসে গিয়া ন্যঙ্কুমতীতটে শত্রুহস্তে নিহত হয়। জীবনান্তে শিবপূজার ফলে সমস্ত পাতক নাশ হওয়ায় সে পরজন্মে বিশ্রবার পুত্র কুবের হইয়া জন্মগ্রহণ করে —করিয়া সে ন্যঙ্কুমতীর পূর্ব্বে কৌবেরের পশ্চিমে সোমনাথ নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠানন্তর যথাবিধি

ধর্ম্মাত্মা শ্রুতশীলসমমন্বিতঃ। লিঙ্গং প্রতিষ্ঠয়ামাস স্তম্ভুমত্যাশ্চ পূর্ব্বতঃ ॥ ২১ ॥ কৌবেরাৎপশ্চিমে ভাগে সোমনাথেতি বিশ্রুতম্। সম্পূজ্য চ যথেশানং স্তম্ভুমত্যাস্তটে শুভে। স্তোত্রেণানেন চাস্তোষীদ্ভক্ত্যা তং সর্ব্বকামদম্ ॥ ২২ ॥ মূর্ত্তিঃ ক্বাপি মহেশ্বরস্য মহতী যজ্ঞস্য মূলোদয়া তুম্বী তুঙ্গকলাবতী চ শতশো ব্রহ্মাণ্ডকোটিস্তথা। যন্মানং ন পিতামহো ন চ হরির্ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থিতো জানাত্যন্যসুরেষু কা চ গণনা সা সন্ততং বোঽবতাৎ ॥ ২৩ ॥ নমাম্যহং দেবমজং পুরাণমুপেন্দ্রমিন্দ্রাবররাজজুষ্টম্। শশাঙ্কসূর্য্যাগ্নিসমাননেত্রং বৃষেন্দ্রচিহ্নং প্রলয়াদিহেতুম্ ॥ ২৪ ॥ সর্ব্বেশ্বরৈকত্রিবলৈকবন্ধুং যোগাধিগম্যং জগতোঽধিবাসম্। তং বিশ্বয়াধারমনন্তশক্তিং জ্ঞানোদ্ভবং ধৈর্য্যগুণাধিকঞ্চ ॥ ২৫ ॥ পিনাকপাশাঙ্কুশশূলহস্তং কপর্দ্দিনং মেঘসমানঘোষম্। সকালকণ্ঠং স্ফটিকাবভাসং নমামি শম্ভুং ভুবনৈকনাথম্ ॥ ২৬ ॥ কপালিনং মালিনমাদিদেবং জটাধরং ভীমভুজঙ্গহারম্। প্রভাসিতারঞ্চ সহস্রমূর্ত্তিং সহস্রশীর্ষং পুরুষং বিশিষ্টম্ ॥ ২৭ ॥ যদক্ষরং নির্গুণমপ্রমেয়ং সজ্জ্যোতিরেকং প্রবদন্তি সন্তঃ। দূরঙ্গমং বেদ্যমনিন্দ্যবন্দ্যং সর্ব্বেষু হৃৎস্থং পরমং পবিত্রম্ ॥ ২৮ ॥ তেজোনিভং বালমৃগাঙ্কমৌলিং নমামি রুদ্রং স্ফুরদুগ্রবক্ত্রম্। কালেন্ধনং কামদমস্তসসঙ্গং ধর্ম্মাসনস্থং প্রকৃতিদ্বয়স্থম্ ॥ ২৯ ॥ অতীন্দ্রিয়ং বিশ্বভুজং জিতারিং গুণত্রয়াতীতমজং নিরীহম্। তমোময়ং বেদময়ং চিদংশং প্রজাপতীশং পুরুহূতমিন্দ্রম্। অনাহতৈকধ্বনিরূপমাদ্যং ধ্যায়ন্তি যং যোগবিদো যতীন্দ্রাঃ ॥ ৩০ ॥ সংসারপাশচ্ছিদুরং বিমুক্তং পুনঃ পুনস্ত্বাং প্রণমামি দেবম্ ॥ ৩১ ॥ নিরূপমাস্যঞ্চ বলপ্রভাবং ন চ স্বভাবং পরমস্য পুংসঃ। বিজ্ঞায়তে বিষ্ণুপিতামহাদ্যৈস্তং বামদেবং প্রণমাম্যচিন্ত্যম্ ॥ ৩২ ॥ শিবং সমারাধ্য তমুগ্রমূর্ত্তিং পপৌ সমুদ্রং ভগবানগস্ত্যঃ। লেভে দিলীপোঽপ্যখিলাংশ্চ কামাস্তং বিশ্বযোনিং শরণং প্রপদ্যে ॥৩৩॥ দেবেন্দ্রবন্দ্যোদ্ধর মামনাথং শম্ভো কৃপাকারুণিকঃ কিল ত্বম্। দুঃখার্ণবে মগ্নমুমেশ দীনং সমুদ্ধর ত্বং ভব শঙ্করোঽসি ॥ ৩৪ ॥ সম্পূজয়ন্তো দিবি দেবসঙ্ঘা ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রা বিহরন্তি কামম্। তং স্তৌমি নৌমীহ জপামি শর্ব্বং বন্দেঽভিবন্দ্যং শরণং প্রপন্নঃ ॥ ৩৫ ॥ স্তুত্বৈবমীশং বিররাম যাবত্তাবৎস রুদ্রোঽর্কসহস্রতেজাঃ। দদৌ চ তস্মৈ বরদোঽক্ষকান্নির্বরত্রয়ং বৈশ্রবণায় দেবঃ। সখ্যঞ্চ দিক্‌পালপদং চতুর্থং

পূজান্তে যে স্তোত্র পাঠ করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর;—মহাদেবের যে মহতী মূর্ত্তি যজ্ঞের মূল-উদয়স্বরূপ, যাহা তুম্বী ও তুঙ্গকলাবতী, যাহা শত শত ব্রহ্মাণ্ডকোটিস্বরূপ, ব্রহ্মা বিষ্ণু যাহার পরিমাণ জানেন না, অন্য দেবতার কথা কি বলিব? সেই মূর্ত্তি নিখিল জগৎ পালন করুক। দেব, অজ, পুরাণ, উপেন্দ্র, ইন্দ্রাবররাজজুষ্ট, শশাঙ্কসূর্য্যাগ্নি-সমাননেত্র, বৃষেন্দ্রচিহ্ন, প্রলয়াদিহেতু, সর্ব্বেশ্বরৈকত্রিবলৈকবন্ধু যোগাধিগম্য, জগন্নিবাস, বিশ্বয়াধার, অনন্তশক্তি, জ্ঞানোদ্ভব ধৈর্য্যগুণাধিক, পিনাকপাশাঙ্কুশশূলহস্ত, কপর্দ্দী, মেঘসমানঘোষ, সকালকণ্ঠ, স্ফটিকাবভাস, শম্ভু, ভুবনৈকনাথ, কপালী, মালী, আদিদেব, জটাধর, ভীম, ভুজঙ্গহার, প্রভাসিতা, সহস্রমূর্ত্তি, সহস্রশীর্ষ, পুরুষ, বিশিষ্ট, অক্ষর, নির্গুণ, অপ্রমেয়, সজ্জ্যোতি, এক, দূরঙ্গম, বেদ্য, অনিন্দ্য, বন্দ্য, সর্ব্বহৃদয়স্থ, পরম পবিত্র, তেজোনিভ, বাম, মৃগাঙ্কমৌলি, রুদ্র, স্ফুরদুগ্রবক্ত্র, কালেন্ধন, কামদ, অস্তসঙ্গ, ধর্ম্মাসনস্থ, প্রকৃতিদ্বয়স্থ, অতীন্দ্রিয় বিশ্বভুজ, জিতারি, গুণত্রয়াতীত, অজ, নিরীহ, তমোময়, বেদময়, চিদংশ, প্রজাপতীশ, পুরুহূত, ইন্দ্র, অনাহতৈকধ্বনিরূপ এবং আদ্যকে আমি নমস্কার করি। যোগবিৎ যতীন্দ্রগণ তাঁহাকে ধ্যান করেন। আমি বিমুক্ত হইয়া সংসারপাশচ্ছিদুর সেই দেবকে প্রণাম করি। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু যাঁহার নিরুপম আস্য, বল, প্রভাব, ও স্বভাব জ্ঞাত নহেন, আমি সেই অচিন্ত্য বামদেবকে নমস্কার করি। ভগবান্ অগস্ত্য যাঁহার আরাধনা করিয়া সমুদ্র পান করিয়াছিলেন; দিলীপ যাঁহার প্রসাদে অখিল কামনা লাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই বিশ্বযোনিকে শরণরূপে প্রাপ্ত হইতেছি। হে দেবেন্দ্রবন্দ্য! শম্ভো! তুমি পরমকারুণিক, এ অনাথকে উদ্ধার কর। হে ভব! আপনি উমেশ এবং মঙ্গলময়, আমি দুঃখার্ণবে পতিত হইয়াছি, উদ্ধার করুন। স্বর্গে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার পূজা করিয়া আভিলষিত লাভ করত বিহার করেন, আমি তাঁহাকে স্তব করিতেছি, নমস্কার করিতেছি, জপ করিতেছি, বন্দনা করিতেছি এবং শরণরূপে প্রাপ্ত হইতেছি। এইরূপে স্তব করিয়া কুবের যেমন বিরত হইল, অমনি সহস্রঅর্কতেজা রুদ্র তাহাকে বরত্রয় প্রদান করিলেন। যথা—

ধনাধিপত্যঞ্চ দিবৌকসাঞ্চ ॥ ৩৬ ॥ যস্মাদত্র ত্বয়া সম্যঙ্ন্যঙ্কুমত্যাস্তটে শুভে। আরাধিতোঽহং বিধিবৎকৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্ ॥ ৩৭ ॥ তস্মাত্তবৈব নাম্না তৎস্থানং খ্যাতং ভবিষ্যতি। কুবেরনগরেত্যেবং মম প্রীতিপ্রদায়কম্ ॥ ৩৮ ॥ ত্বয়া প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গমস্মাৎস্থানাচ্চ পশ্চিমে। উমানাথস্ত বিধিবৎ সোমনাথেতি তৎস্মৃতম্ ॥ ৩৯ ॥ শ্রীপঞ্চম্যাং বিধানেন যস্তচ্চ পূজয়িষ্যতি। সপ্তপুরুষাবধির্যাবত্তস্য লক্ষ্মীর্ভবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুবেরনগরোৎপত্তি-কুবেরস্থাপিত-সোমনাথমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম নবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত ॥ ২৯০ ॥

একনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্মাদুত্তরভাগে তু স্থানাৎ কৌবেরসংজ্ঞকাৎ। ভদ্রকালী মহাদেবি বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী ॥ ১ ॥ দক্ষযজ্ঞস্য বিধ্বংসে বীরভদ্রসমন্বিতা। ভদ্রকালী মহাদেবী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী ॥ ২ ॥ চৈত্রে মাসি তৃতীয়ায়াং দেবীং তাং যস্তু পূজয়েৎ। নবকোট্যস্তু চামুণ্ডা ভবিষ্যন্তি সুপূজিতাঃ। সৌভাগ্যং বিজয়ং চৈব তস্য লক্ষ্মীর্ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভদ্রকালীমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯১ ॥

দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্মাদুত্তরভাগে তু স্থানাৎ কৌবেরসংজ্ঞকাৎ। ভদ্রকালী মহাদেবি তপঃ কৃত্বা সুদুস্তরম্ ॥ ১ ॥ রবিং সংস্থাপয়ামাস ভক্ত্যা পরময়া যুতা। রবিবারেণ সপ্তম্যাং রক্তপুষ্পানুলেপনৈঃ ॥ ২ ॥ যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা কোটিযজ্ঞফলং লভেৎ। মুচ্যতে বাতপিত্তোত্থৈ রোগৈরন্যৈশ্চ পুষ্কলৈঃ ॥ ৩ ॥ অশ্বস্তত্রৈব দাতব্যঃ সম্যগ্‌যাত্রাফলেপ্সুভিঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভদ্রকালীবালার্কমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯২ ॥

তাঁহার সহিত সখ্য, দিক্‌পালপদ ও ধনাধিপত্ব। দেবদেব বলিলেন,—যে হেতু তুমি এই স্থানে ন্যঙ্কুমতীতটে আমার মহীময়ী মূর্ত্তি করিয়া বিধিবৎ আরাধনা করিয়াছ, অতএব তোমার নামে এইস্থান কুবেরনগর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। এইস্থান আমার অতিশয় প্রীতিদায়ক হইবে। আর এইস্থানের পশ্চিমে তুমি যে উমানাথের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, তাহা সোমনাথ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। যে জন শ্রীপঞ্চমীদিনে ঐ লিঙ্গ পূজা করে, সপ্ত পুরুষ যাবৎ তাহার লক্ষ্মী লাভ হয়।১২—৪০।

নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৯০।

একনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! পূর্ব্বোক্ত কুবেরনগরের উত্তরে বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী ভদ্রকালী দেবী আছেন। দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিবার সময় ভদ্রকালী বীরভদ্রসহ মিলিত হইয়া দক্ষের যজ্ঞ বিনাশ করিয়াছিলেন। যে জন চৈত্রী তৃতীয়ায় ভদ্রকালী দেবীর পূজা করে, তাহার নব কোটি চামুণ্ডা পূজা করার ফল হয়। অপিচ তাহার সৌভাগ্য, বিজয়, এবং লক্ষ্মী লাভ হয়।১—৩।

একনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৯১।

দ্বিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—উক্ত স্থানের উত্তরে ভদ্রকালী দেবী সুদুস্তর তপস্যা করিয়া পরম ভক্তি সহকারে রবিদেবকে স্থাপন করেন। যে জন রবিবার সপ্তমীতিথিতে পুষ্পানুলেপন দ্বারা উক্ত দেবের পূজা করে, সে কোটি যজ্ঞ ফল প্রাপ্ত হয়। অপিচ সে বাতপিত্তোত্থ ও অন্যান্য রোগ সকল হইতে মুক্তি লাভ করে। সম্যক্ যাত্রাফলেপ্সু ব্যক্তিগণ ঐ স্থানে অশ্ব দান করিবেন।১—৪।

দ্বিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৯২।

ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্মাদ্বৈশ্রবণস্থানান্নৈর্ঋত্যাং বরবর্ণিনি। স্বয়ং স্থিতঃ কুবেরস্তু সর্ব্বদারিদ্র্য-নাশনঃ॥ ১॥ মকরাদিনিধানৈস্তু অষ্টাভিঃ পরি-ভূষিতঃ। পঞ্চম্যাং পূজয়েদ্ভক্ত্যা গন্ধপুষ্পানুলে-পনৈঃ। নিধানপ্রাপ্তিরতুলা নির্ব্বিঘ্না তস্য জায়তে॥২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুবেরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিনবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৯৩॥

চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি কৌবে-রাৎ পূর্ব্বসংস্থিতম্। গব্যূতিপঞ্চকে দেবি পুষ্করং নাম.নামতঃ। যত্র সিদ্ধো মহাদেবি কৈবর্ত্তো মৎস্য-ঘাতকঃ॥ ১॥ দেব্যুবাচ। সবিস্তরং মম ব্রূহি কথং স সিদ্ধিমাপ বৈ। কথয়স্ব প্রসাদেন দেবদেব মহেশ্বর॥ ২॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু ত্বং যৎ-পুরাবৃত্তং দেবি স্বারোচিষেঽন্তরে। আসীৎ-কশ্চিদ্দুরাচারঃ কৈবর্ত্তো মৎস্যঘাতকঃ॥ ৩॥

ত্রিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে বরবর্ণিনি! পূর্ব্বোক্ত বৈশ্রবণ স্থানের নৈর্ঋতকোণে সর্ব্বদারিদ্র্য-নাশন কুবের বিদ্যমান। তিনি অষ্ট মকরাদি নিধানের দ্বারা পরিশোভিত। যে জন পঞ্চমীতিথিতে গন্ধ-পুষ্পানুলেপন দ্বারা তাঁহার পূজা করে, তাহার নির্ব্বিঘ্নে অতুল নিধানপ্রাপ্তি হয়। ১। ২।

ত্রিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৯৩।

চতুর্নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব কৌবের নগরের পূর্ব্বে ক্রোশদ্বয়পঞ্চক মধ্যে অবস্থিত পুষ্কর ক্ষেত্রে গমন করিবে। হে দেবি! এই তীর্থে মৎস্যঘাতী কৈবর্ত্ত সিদ্ধি লাভ করিয়া-ছিল। দেবী বলিলেন,—হে দেবদেব মহেশ্বর! আপনি কৃপা করিয়া বিস্তৃতরূপে বলুন, যেরূপে সে সিদ্ধি লাভ করিল? ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! এ বিষয়ের পুরাবৃত্ত শ্রবণ কর,—স্বারোচিষ মন্বন্তর অধিকারকালে এক দুরাচার মৎস্যঘাতী কৈবর্ত্ত ছিল।

স কদাচিচ্চরন্পাপঃ পুষ্করে তু জগাম বৈ। দদর্শ শাঙ্করং বেশ্ম লতাপাদপসঙ্কুলম্॥ ৪॥ স মাঘমাসে শীতার্ত্তঃ ক্লিন্নজালসমন্বিতঃ। প্রাসাদ-মারুরোহার্ত্তঃ সূর্য্যতাপজিঘৃক্ষয়া॥ ৫॥ ততঃ স ক্লিন্নজালং তচ্ছোষণায় রবেঃ করৈঃ। প্রাসাদধ্বজ-দণ্ডাগ্রে সম্প্রসারিতবাংস্তদা॥ ৬॥ ততঃ প্রসাদতো দেবি জাড্যাৎসম্পতিতঃ ক্রমাৎ। স মৃতঃ সহসা দেবি তস্মিন্ ক্ষেত্রে শিবস্য চ॥ ৭॥ জালং তস্য প্রভূতেন জীর্ণং কালেন যত্তদা। ধ্বজা বদ্ধা যতো জালৈঃ প্রাসাদে সা শুভেঽভবৎ॥ ৮॥ ততোঽসৌ ধ্বজমাহাত্ম্যাজ্জাতোঽবন্যাং নরাধিপঃ। ঋতধ্বজেতি বিখ্যাতঃ সৌরাষ্ট্রবিষয়ে সুধীঃ। স হি স্ফুর্জ্জদ্ধ্বজা-গ্রেণ রথেন পর্য্যটন্মহীম্॥ ৯॥ কামভোগাভি-ভূতাত্মা রাজ্যং চক্রে প্রতাপবান্। ততোঽসৌ ভবনে শম্ভোর্দ্দদৌ শোভাসমন্বিতাম্। ধ্বজাং শুভ্রাং বিচিত্রাঞ্চ নান্যৎকিঞ্চিদপি প্রভুঃ॥ ১০॥ ততো জাতিস্মরো রাজা প্রভাসক্ষেত্রমাগতঃ। দদর্শ তত্রায়তনং ধ্বজাজালসমন্বিতম্॥ ১১॥ অজোগন্ধস্য দেবস্য পূর্ব্বমারাধিতস্য চ। প্রাসাদং কারয়ামাস

একদা সেই পাপাত্মা কবিতে কবিতে পুষ্করে গমন পূর্ব্বক লতাপাদপসঙ্কুল শঙ্করভবন দর্শন করে। এক দিন মাঘমাসে ক্লিন্ন জালসমন্বিত ধীবর অত্যন্ত শীতার্ত্ত হইয়া সূর্য্যতাপ গ্রহণেচ্ছায় প্রাসাদে আরো-হণ করিয়া ক্লিন্ন জালটী শুষ্ক করিবার জন্য প্রাসাদ-ধ্বজদণ্ডে প্রসারিত করিয়া দেয় এবং সে শীতে অতিশয় কাতর হইয়া সহসা জাড্যবশত প্রাসাদ হইতে পতিত হয় ও পঞ্চত্ব পায়। এইরূপে তাহার শিবক্ষেত্রে মৃত্যু হয়। জালটী তার অনেক কালের জীর্ণ ছিল। এই জাল প্রসারিত করায় তাহার ধ্বজা দেওয়ার কার্য্য হইল। ইহারই ফলে সে অবনীতে নরাধিপ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। এই ধীবর সৌরাষ্ট্রে ঋতধ্বজ নামক রাজা হইয়াছিল। রাজা ঋতধ্বজ স্ফুরিতধ্বজ রথে আরোহণপূর্ব্বক মহী পর্য্যটন করিয়া বিবিধ কামভোগ উপভোগ করত প্রতাপসহকারে রাজ্য করিতেছিলেন। একদা তিনি শম্ভুভবনে শোভাসমন্বিত শুভ্রধ্বজা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত অন্য আর কোন কর্ম্ম করেন না। ইহাতে রাজা জাতিস্মর হইয়া একদা প্রভাসে আইসিলেন এবং ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বজন্মপ্রদত্ত ধ্বজা-জাল প্রাসাদে অদ্যাপি লম্বিত রহিয়াছে। অতঃপর তিনি

শিবোপকরণানি চ ॥ ১২ ॥ নিত্যং পূজয়তে ভক্ত্যা তল্লিঙ্গং পাপনাশনম্‌। দশবর্ষসহস্রাণি রাজ্যং চক্রে মহামনাঃ ॥ ১৩ ॥ তল্লিঙ্গস্য প্রভাবেন ততঃ কালাদ্দিবং গতঃ। তস্মাত্তত্র প্রযত্নেন গত্বা লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৪ ॥ স্নাত্বা পশ্চিমতঃ কুণ্ডে পুষ্করে পাপতস্করে। যত্র ব্রহ্মাঽযজৎপূর্ব্বং যজ্ঞৈর্ব্বিপুলদক্ষিণৈঃ ॥ ১৫ ॥ সমাহূয় চ তীর্থানি পুষ্করাত্তত্র ভামিনি। তস্মিন্‌ কুণ্ডে তু বিন্যস্য অজোগন্ধসমীপতঃ। প্রতিষ্ঠাপ্য মহালিঙ্গমজোগন্ধেতি নামতঃ ॥ ১৬ ॥ ত্রিপুষ্করে মহাদেবি কুণ্ডে পাতকনাশনে। সৌবর্ণং কমলং তত্র দদ্যাদ্ব্রাহ্মণপুঙ্গবে ॥ ১৭ ॥ দেবং সম্পূজ্য বিধিবদ্গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ। মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ সপ্তজন্মার্জ্জিতৈরপি ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুষ্করমাহাত্ম্যেঽজোগন্ধেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৪ ॥

পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্মাদীশানদিগ্‌ভাগে ইন্দ্রস্থানমনুত্তমম্‌। গব্যূতিপঞ্চমাত্রেণ যত্র চন্দ্রসরঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥ তস্মাদুত্তরদিগ্‌ভাগে নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্‌। যত্র চন্দ্রোদকং দেবি জরাদারিদ্র্যনাশনম্‌ ॥ ২ ॥ চন্দ্রানুবৃদ্ধ্যা তদ্‌বৃদ্ধিঃ ক্ষয়স্তৎসঙ্ক্ষয়ে ভবেৎ। তস্মিন্‌ পাপযুগেঽপ্যেবং কদাচিৎসম্প্রদৃশ্যতে ॥ ৩ ॥ তত্র স্নাত্বা মহাদেবি যদি পাপসহস্রকম্‌। কৃতং সোঽত্র সমায়াতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪ ॥ তত্রাহল্যাপ্রসঙ্গোত্থমহাপাতকভীরুণা। গৌতমোত্থবশাপেন বিলক্ষীকৃতচেতসা ॥ ৫ ॥ ইন্দ্রেণ চ পুরা দেবি ইষ্টং বিপুলদক্ষিণৈঃ। তত্র বর্ষসহস্রাণি সংস্থাপ্য শিবমীশ্বরম্‌। ইন্দ্রেশ্বরেতি নাম্না বৈ সর্ব্বপাতকনাশনম্‌ ॥ ৬ ॥ চন্দ্রতীর্থে নরঃ স্নাত্বা সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ। ইন্দ্রেশ্বরঞ্চ সম্পূজ্য মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দ ইন্দ্রেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯৫ ॥

ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। তস্মাদাগ্নেয়দিগ্‌ভাগে গব্যূতিসপ্তকেন চ। স্থানং দেবকুলং নাম দেবানাং যত্র সঙ্গমঃ ॥ ১ ॥ ঋষীণাং যত্র সিদ্ধানাং পুরা লিঙ্গে

ঐ পূর্ব্বারাধিত দেবের প্রাসাদ ও বিবিধ পূজাদ্রব্য প্রস্তুত করাইয়া দিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিতে থাকিলেন। এইরূপে লিঙ্গপ্রভাবে তিনি দশ সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়া কালে স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। অতএব মানবগণ এই পাপতস্কর পুষ্করকুণ্ডে স্নান করিয়া যত্নপূর্ব্বক লিঙ্গপূজা করিবে। পূর্ব্বে ব্রহ্মা পুষ্কর হইতে তীর্থ আবাহন করিয়া অজোগন্ধসমীপস্থ কুণ্ডে স্থাপন ও সেখানে অজোগন্ধ নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। হে দেবি! মানব পাতকনাশন-ত্রিপুষ্করকুণ্ডে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণপুঙ্গবকে সুবর্ণ কমল দান করিবে। এই স্থানে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা বিধিবৎ দেবপূজা করিলে মানব সপ্তজন্মার্জ্জিত সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হয়। ১—১৮।

চতুর্নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯৪।

পঞ্চনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

হে দেবি! পূর্ব্বোক্ত স্থানের ঈশানকোণে অনুত্তম ইন্দ্রস্থান; এই স্থানের উত্তরে অনতি দূরে দশ ক্রোশপরিমিত চন্দ্রসর বিরাজিত। ইহাতে জরাদারিদ্র্যনাশন চন্দ্রোদক আছে। চন্দ্রের বৃদ্ধিতে ইহার বৃদ্ধি এবং ক্ষয়ে ক্ষয় হয়। এই পাপযুগে চন্দ্রোদকের ন্যায় সরোবর আর দেখা যায় না। সহস্র পাপ করিলেও এই স্থানে স্নান করিয়া নর স্বর্গে গমন করে, অহল্যাপ্রসঙ্গজনিত মহাপাতকভীরু ও গৌতমশাপদগ্ধচিত্ত ইন্দ্র পূর্ব্বে এই স্থানে লিঙ্গ স্থাপন করিয়া,সহস্রবর্ষব্যাপী বিপুল দক্ষিণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তত্রত্য লিঙ্গের নাম ইন্দ্রেশ্বর। নর চন্দ্রতীর্থে স্নান, পিতৃতর্পণ, ও ইন্দ্রেশ্বরের পূজা করিয়া নিঃসন্দেহ মুক্তিলাভ করে। ১—৭।

পঞ্চনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯৫।

ষণ্ণবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! পূর্ব্বোক্ত স্থানে অগ্নিকোণে চতুর্দ্দশ ক্রোশ মধ্যে দেবকুল নামক স্থান; পূর্ব্বে শিবলিঙ্গ পতিত হইলে এই স্থানে দেবতাদিগের এবং ঋষি-সিদ্ধ-

নিপাতিতে। যস্মাজ্জাতো মহাদেবি তস্মাদ্দেবকুলং স্মৃতম্ ॥ ২ ॥ তস্য পশ্চিমদিগ্‌ভাগে ঋষিতোয়া মহানদী। ঋষীণাং বল্লভা দেবি সর্ব্বপাতকনাশিনী ॥ ৩ ॥ তত্র স্নাত্বা নরঃ সম্যক্ পিতৃণাং নির্ব্বপেন্নরঃ। সপ্তবর্ষাযুতান্যেব পিতৃণাং তৃপ্তিমাবহেৎ ॥ ৪ ॥ সুবর্ণং তত্র দেয়ন্তু অজিনং কম্বলং তথা। আষাঢ়ে ত্বমাবাস্যায়াং যৎ কিঞ্চিদ্দীয়তে ধ্রুবম্ ॥ ৫ ॥ বর্দ্ধতে ষোড়শগুণং যাবদায়াতি পূর্ণিমা ॥ ৬ ॥ সুবর্ণং তত্র দেয়ন্তু অজিনং কম্বলং তথা। মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ সপ্তজন্মকৃতৈরপি ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ঋষিতোয়ানদীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততমো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯৬ ॥

সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ। দেবদেব জগন্নাথ সংসারার্ণবতারক। সবিস্তরং তু মে ব্রূহি ঋষিতোয়ামহোদয়ম্ ॥ ১ ॥ ঋষিতোয়েতি তন্নাম কথং খ্যাতং ধরাতলে। কথং সা পুনরায়াতা দেবদারুবনে শুভে ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি সাবধানা বচো মম। মাহাত্ম্যমৃষিতোয়ায়াঃ সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৩ ॥ দেবদারুবনে পুণ্যে ঋষয়স্তপসা যুতাঃ। নিবসন্তি বরারোহে শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৪ ॥ তেষাং নিবসতাং তত্র বহুকালো গতঃ প্রিয়ে। পুত্রপৌত্রৈঃ প্রবৃদ্ধাস্তে দারুকং ব্যাপ্য সংস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥ তে সর্ব্বে চিন্তয়ামাসুঃ সমেত্য চ পরস্পরম্। সরস্বতী মহাপুণ্যা শিরস্যাধায় বাড়বম্ ॥ ৬ ॥ প্রভাসং চিরকালেন ক্ষেত্রঞ্চৈব গমিষ্যতি। বাপীকূপতড়াগাদি মুক্তা সাগরগামিনীম্ ॥ ৭ ॥ নাহ্লাদং কুরুতে চেতঃ স্নানদানজপেষু চ। ব্রহ্মাণং প্রার্থয়িষ্যামো গত্বা ব্রহ্মনিকেতনম্ ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। এবং নিমন্ত্র্য তে সর্ব্বে ঋষয়স্তপসোজ্জ্বলাঃ। গতাস্তে ব্রহ্মলোকং তু দ্রষ্টুং দেবং পিতামহম্। তুষ্টুবুর্ব্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্ ॥ ৯ ॥ ঋষয় উচুঃ। নমঃ প্রণবরূপায় বিশ্বকর্ত্রে নমোনমঃ। তথা বিশ্বস্য রক্ষিত্রে নমোঽস্তু পরমাত্মনে ॥ ১০ ॥ তথা তস্যৈব সংহর্ত্রে নমো ব্রহ্মস্বরূপিণে। পিতামহ নমস্তুভ্যং সুরজ্যেষ্ঠ নমোঽস্তু তে ॥ ১১ ॥ চতুর্ব্বক্ত্র নমস্তুভ্যং পদ্মযোনে নমোঽস্তু তে। বিরিঞ্চয়ে নমস্তুভ্যং বিধয়ে বেধসে

গণের সম্মিলন হয়। এই কারণেই এই স্থানের নাম দেবকুল। ইহার পশ্চিমে ঋষিতোয়া নাম্নী মহানদী আছে। ইহা ঋষিবল্লভা ও সর্ব্বপাতকনাশিনী। নরগণ যদি এখানে স্নান করিয়া পিতৃগণের পিণ্ড নির্ব্বপণ করে, তাহা হইলে পিতৃগণ শতাযুতবর্ষ তৃপ্তি লাভ করেন। এখানে সুবর্ণ, অজিন ও কম্বল দান করিতে হয়। আষাঢ়ী অমাবস্যাতে যাহা কিছু এখানে দেওয়া যায়, পূর্ণিমা যাবৎ তাহা ষোড়শগুণ বর্দ্ধিত হয়। এখানে অজিন, কম্বল ও সুবর্ণ প্রদত্ত হইলে সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি হয়। ১—৭।

ষণ্ণবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯৬।

সপ্তনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

দেবী বলিলেন,—দেবদেব জগন্নাথ সংসারার্ণবতারক! আপনি আমার নিকট ঋষিতোয়ার সমৃদ্ধি কীর্ত্তন করুন। তাহার ঋষিতোয়া এই নাম ধরাতলে কিরূপে খ্যাত হইল? এবং সে দেবদারুবনেই বা কিরূপে আসিল? ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! আমি তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ঋষিতোয়ার মাহাত্ম্য সর্ব্ব পাতকনাশন। শত শত সহস্র সহস্র ঋষি-তপস্বী দেবদারুবণে বাস করিতেন। বাস করিতে করিতে বহু দিন তাঁহাদের অতীত হইল; তাঁহাদের বহু পুত্রপৌত্র বর্দ্ধিত হওয়ায় তাঁহারা দারুক স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। একদা তাঁহারা মিলিত হইয়া পরস্পর চিন্তা করেন যে, দেবী সরস্বতী বাড়বকে মস্তকে আধান করিয়া চিরকালের জন্য প্রভাসে গমন করিবেন। সেই সাগরগামিনী ব্যতীত বাপীকূপতড়াগাদিতে স্নান-দান-জপে আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হয় না। অতএব আমরা ব্রহ্মসদনে গিয়া সরস্বতীর জন্য ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা জানাইব। ঈশ্বর কহিলেন,—তপোধন ঋষিগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া পিতামহদর্শনেচ্ছায় তদীয় লোকে গমন করিলেন এবং এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন,—হে বিশ্বরূপ! প্রণবরূপ! তোমাকে নমস্কার। তুমি বিশ্বরক্ষিতা পরমাত্মা, তোমাকে নমস্কার। তুমি বিশ্বসংহর্ত্তা সুরজ্যেষ্ঠ পিতামহ, তোমাকে নমস্কার।

নম ॥ ১২ ॥ চিদানন্দ নমস্তভ্যং হিরণ্যগর্ভ তে নমঃ। হংসবাহন তে নিত্যং পদ্মাসন নমোঽস্তু তে ॥ ১৩ ॥ এবং সংস্তবতাং তেষামৃষীণামূর্দ্ধরেতসাম্। উবাচ পরমপ্রীতো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ১৪ ॥ স্বাগতং বৈ দ্বিজশ্রেষ্ঠা যুষ্মাকং কৃতবানহম্। স্তোত্রেণানেন দিব্যেন বৃণুধ্বং বরমুত্তমম্ ॥ ১৫ ॥ ঋষয় উচুঃ। অভিষেকায় নো দেব নদী পাপপ্রণাশিনী। ত্রিলোক্যতে সুরশ্রেষ্ঠ দেহি নো বরমুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ইত্যুক্তস্তৈস্তদা ব্রহ্মা মুনিভিস্তপসোজ্জ্বলৈঃ। বীক্ষাঞ্চক্রে তদা সর্ব্বা মূর্ত্তিমত্যশ্চ নিম্নগাঃ ॥ ১৭ ॥ গঙ্গা চ যমুনা চৈব তথা দেবী সরস্বতী। চন্দ্রভাগা চ রেবা চ সরযূর্গণ্ডকী তথা ॥ ১৮ ॥ তাপী চৈব বরারোহে তথা গোদাবরী নদী। কাবেরী চন্দ্রপুত্রী চ শিপ্রা চর্ম্মণ্বতী তথা ॥ ১৯ ॥ সিন্ধুশ্চ দেবিকা চৈব নদাঃ সর্ব্বে বরাননে। মূর্ত্তিমত্যঃ স্থিতাঃ সর্ব্বাঃ পবিত্রাঃ পাপনাশিনী ॥ ২০ ॥ দৃষ্ট্বা পিতামহঃ সর্ব্বা গন্তব্যা ধরণীং প্রতি। দেবদারুবনে রম্যে প্রভাসক্ষেত্র উত্তমে। কমণ্ডলৌ কৃতা দৃষ্টির্বিধিস্তস্তাঃ কমণ্ডলুম্ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ধৃতাঃ সর্ব্বা মহাপুণ্যা নদ্যো ব্রহ্মকমণ্ডলৌ। প্রবিষ্টাঃ পৃথিবীং যান্তু ঋষীণামনুকম্পয়া ॥ ২২ ॥ প্রহিণোমি যদ্যেকাঞ্চ হৃষ্যা কৃষ্যন্তি মে দ্বিজাঃ। তস্মাৎ সর্ব্বাঃ প্রমোক্ষ্যামি কমণ্ডলুকৃতালয়াঃ ॥ ২৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ততো ব্রহ্মা মুমোচাথ তত্রস্থাশ্চ মহাপগা। মুক্তা ব্রহ্মা মুনীন্ সর্ব্বান্ প্রোবাচেদং পুনঃপুনঃ ॥ ২৪ ॥ ঋষিভিঃ প্রার্থ্যমানেন নদ্যো মুক্তা ময়া যতঃ। তোয়রূপা মহাবেগা অভিষেকায় সত্বরাঃ ॥ ২৫ ॥ ঋষিতোয়েতি নাম্না সা ভবিষ্যতি ধরাতলে। ঋষীণাং বল্লভা দেবী সর্ব্বপাতকনাশিনী ॥ ২৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ। এবং দেবি সমায়াতা দেবদারুবনে নদী। ঋষিতোয়েতি বিখ্যাতা পবিত্রা চ বরাননে ॥ ২৭ ॥ তূর্য্যদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্বেদমঙ্গলনিঃস্বনৈঃ। সমুদ্রং প্রাপিতা দেবী ঋষিভির্বেদপারগৈঃ ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বত্র সুলভা দেবী ত্রিষু স্থানেষু দুর্লভা। মহোদয়ে মহাতীর্থে মূলচণ্ডীশসন্নিধৌ ॥ ২৯ ॥ সমুদ্রেণ সমেতা তু যত্র সা পূর্ব্ববাহিনী। যত্রর্ষিতোয়া লভ্যেত তত্র কিং মৃগ্যতে পরম্ ॥ ৩০ ॥ মনুষ্যাস্তে সদা ধন্যাস্তত্তোয়ং তু

হে চতুর্ব্বক্ত্র! তুমি পদ্মযোনি, বিরিঞ্চি, বিধি, বেধা, চিরানন্দ, হিরণ্যগর্ভ, হংসবাহন, ও পদ্মাসন, তোমাকে নমস্কার। ঋষিগণ এইরূপ স্তব করিলে লোকপিতামহ পরম প্রীত হইয়া বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা সুখে আগমন করিয়াছেন ত? আপনাদের কি উপকার করিব বলুন? আপনাদের দিব্যস্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি, বর গ্রহণ করুন। ঋষিগণ বলিলেন,—হে দেব! আমরা যেন অভিষেকের নিমিত্ত পাপপ্রণাশিনী সরস্বতীকে দেখিতে পাই, আপনি আমাদিগকে এই বর প্রদান করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—তপোজ্যোতিঃসম্পন্ন ঋষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মা গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, চন্দ্রভাগা,রেবা, সরযূ, গণ্ডকী, তাপী, গোদাবরী, কাবেরী, চন্দ্রপুত্রী, সিপ্রা, চর্ম্মন্বতী, সিন্ধু, ও দেবিকা প্রভৃতি মূর্ত্তিমতী নদী ও নদগণকে অবলোকন করিলেন। নদী সকলকে ধরণীতে প্রভাসে রম্য দেবদারুবনে যাইতে উৎসুক দেখিয়া কমণ্ডলুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন নদী সকল তাহাতে প্রবিষ্ট রহিয়াছে। তিনি বলিলেন,—হে মহাপুণ্যা নদীসকল! আমি তোমাদিগকে কমণ্ডলুতে ধারণ করিয়াছি, তোমরাও ইহাতে প্রবিষ্ট আছ। অধুনা তোমরা ঋষিগণের প্রতি কৃপা করিয়া ধরাতলে গমন কর। তোমাদের মধ্যে একজনকে যদি আমি ধরাতলে প্রেরণ করে, তাহা হইলে অপরে রুষ্ট হইতে পারে, এজন্য আমার কমণ্ডলুবাসী তোমাদের সকলকেই আমি পরিত্যাগ করিলাম।১—২৩। ঈশ্বর বলিলেন,—অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা মহানদী সকলকে মোচন করিয়া ঋষিগণকে বলিলেন,—আপনাদের (ঋষিগণ) কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া আমি এই তোয়রূপা নদী অভিষেকের নিমিত্ত প্রেরণ করিলাম বলিয়া ধরাতলে ইহা ঋষিতোয়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। এবং ঋষিবল্লভা ও সর্ব্বপাতকনাশিনী হইবে। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি। উক্ত নদী এইরূপে দেবদারুবনে আগমন করিয়া ঋষিতোয়া নামে বিখ্যাত হইয়াছে। নদী আগমনকালে বেদপারগ ঋষিগণ তূর্য্যদুন্দুভিনিনাদ ও মঙ্গল নিস্বন করিতে করিতে তাঁহাকে সমুদ্র পাওয়াইয়াছেন। দেবী সরস্বতী সর্ব্বত্রে সুলভা, কেবল মহোদয় মহাতীর্থ ও মূলচণ্ডীশ সন্নিধানে—এই স্থানত্রয়ে দুর্লভ। দেবী সরস্বতী যেখানে পূর্ব্ববাহিনী, সেই স্থানেই সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। ঋষিতোয়া লব্ধ হইলে মানবের কি না লাভ হয়? যাহারা

পিবন্তি যে। অস্থীনি যত্র লীয়ন্তে ষণ্মাসাভ্যন্তরেণ তু ॥ ৩১ ॥ প্রাতঃকালে বহেদ্গঙ্গা সায়ঞ্চ যমুনা তথা ৩২ ॥ নদীসহস্রসংযুক্তা মধ্যাহ্নে তু সরস্বতী। অপরাহ্ণে বহেদ্রেবা সায়াহ্নে সূর্য্যপুত্রিকা ॥ ৩৩ ॥ এবং জানন্নরো যস্তু তত্র স্নানং বিচক্ষণঃ। আচরেদ্বিধিনা শ্রাদ্ধং স তস্যাঃ ফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥ এবং সংক্ষেপতঃ প্রোক্তমৃষিতোয়ামহোদয়ম্। সর্ব্বপাপহরং নৃণাং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ঋষিতোয়ামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯৭ ॥

অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ঋষিতোয়াপশ্চিমে তু তত্র গব্যূতিমাত্রতঃ। সঙ্গালেশ্বরনামাস্তি সর্ব্বপাতকনাশনঃ ॥ ১ ॥ গুপ্তস্তত্র প্রয়াগশ্চ দেবো বৈ মাধবস্তথা। জাহ্নবী যমুনা চৈব দেবী তত্র সরস্বতী ॥ ২ ॥ অন্যানি তত্র তীর্থানি বহুনি চ বরাননে। স্নাত্বা দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা মুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥ ৩ ॥ পার্ব্বত্যুবাচ। কথয় ত্বং মহেশান সর্ব্বদেবনমস্কৃত। তীর্থরাজঃ প্রয়াগস্তু কথং বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥ ৪ ॥ কথং গঙ্গা চ যমুনা তথা দেবী সরস্বতী। অন্যান্যপি বহুন্যেব তীর্থানি বৃষভধ্বজ ॥ ৫ ॥ সমায়াতানি তত্রৈব সঙ্গালেশ্বরসন্নিধৌ। সঙ্গালেশেতি কিং নাম হেতবস্মে বদ কৌতুকম্ ॥ ৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ। পুরা বৈ লিঙ্গপতনে সর্ব্বদেবসমাগমে। সার্দ্ধত্রিতয়কোটীনি পুণ্যানি সুরসুন্দরি ॥ ৭ ॥ তীর্থানি তীর্থরাজোঽয়ং প্রয়াগঃ সমুপস্থিতঃ। আত্মানং গোপয়ামাস তীর্থকোটিভিরাবৃতম্ ॥ ৮ ॥ ততস্তত্র সমায়াতা ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমাঃ। বিবুধাস্তীর্থরাজং তং দদৃশুর্দিব্যচক্ষুষা ॥ ৯ ॥ তীর্থকোটিভিরাকীর্ণং পবিত্রং পাপনাশনম্। লিঙ্গস্য পতনং শ্রুত্বা মহাদুঃখেন সংবৃতাঃ ॥ ১০ ॥ স্থিতাঃ সর্ব্বে তদা দেবি ব্রহ্মাদ্যাঃ সুরসত্তমাঃ ॥ ১১ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু দেবো রুদ্রঃ সনাতনঃ। নিরানন্দঃ সমায়াতো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১২ ॥ শৃণুধ্বং বচনং দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমাঃ। ঋষিশাপান্নিপতিতং মম লিঙ্গমনুত্তমম্। তস্মাল্লিঙ্গং পূজয়ত সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৩ ॥ এবমুক্ত্বা মহাদেবো দেশে তস্মিন্ স্থিতঃ প্রিয়ে। ব্রাহ্মঞ্চ বৈষ্ণবং রৌদ্রং

তাহার জল পান করিয়াছে, তাহারা ধন্য। ষণ্মাসাভ্যন্তরে ঐ স্থানে অস্থিক্ষেপ করা উচিত। ঋষিতোয়ায় প্রাতঃকালে গঙ্গা,সায়ংকালে যমুনা, মধ্যাহ্নে সহস্রনদীযুক্তা সরস্বতী, অপরাহ্ণে রেবা, ও সায়াহ্নে সূর্য্যপুত্রিকা প্রবাহিত হয়। এইরূপ জানিয়া শুনিয়া যে জন ঐ স্থানে স্নান ও স্নানাচরণ করে, সে ঐ স্থানে শ্রাদ্ধাচরণের ফললাভ করিয়া থাকে। এই আমি সংক্ষেপে নরগণের সর্ব্ব কামফলপ্রদ ও সর্ব্বপাপহর ঋষিতোয়ামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম।১—১৫

সপ্তনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯৭।

অষ্টনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—ঋষিতোয়ার পশ্চিমে ক্রোশদ্বয় পরিমাণ মধ্যে সর্ব্বপাতকনাশন সঙ্গালেশ্বর আছেন। এইখানে প্রয়াগ তীর্থ ও মাধব দেব গুপ্তভাবে বিরাজিত। জাহ্নবী, যমুনা, সরস্বতী, ও অন্যান্য বহু তীর্থ এই স্থানে বিরাজিত। এখানে স্নান, দর্শন, পূজা করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। পার্ব্বতী বলিলেন—হে সর্ব্বদেবনমস্কৃত মহেশ! কীদৃশ এই প্রয়াগ এবং সনাতন বিষ্ণু? তাহা আপনি বলুন। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও অন্যান্য বহু তীর্থ, সঙ্গমেশ্বরসমীপে কিরূপে আসিল এবং সঙ্গালেশ্বর এই নামই বা কিরূপে হইল, বলিয়া কৌতুক নিবারণ করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্ব্বে আমার লিঙ্গ পতিত হইলে বহু দেবসমাগম হয় এবং সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থ আসিয়া এখানে উপস্থিত হয়। এমন কি কোটীতীর্থপরিবৃত তীর্থরাজ প্রয়াগও এখানে উপস্থিত হইয়া আত্মগোপন করেন। অনন্তর ব্রহ্মবিষ্ণুপ্রমুখ বিবুধগণ এখানে আগমন করিয়া দিব্য চক্ষে তাঁহারা কোটিতীর্থপরিপূর্ণ পবিত্র পাপনাশন এই তীর্থ রাজাকে দর্শন করেন এবং লিঙ্গপতন ব্যাপার শ্রবণ করিয়া মহাদুঃখে অবস্থান করিতে থাকেন। এমন সময় সনাতন দেব রুদ্র নিরানন্দভাবে আগমন করিয়া বলিলেন—হে ব্রহ্মবিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ! তোমরা আমার বচন শ্রবণ কর। ঋষিদিগের সমীপে আমার অনুত্তম লিঙ্গ পতিত হইয়াছে, তোমরা তাঁহার পূজা কর, অভীষ্ট লাভ হইবে। এই কথা বলিয়া মহাদেব সেইখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে ব্রহ্ম, বৈষ্ণব,

তত্র কুণ্ডত্রয়ং স্মৃতম্। ১৪। চতুর্থং ত্রিসঙ্গমাখ্যং নদীনাং যত্র সঙ্গমঃ। গঙ্গায়াশ্চ সরস্বত্যাঃ সূর্য্যপুত্র্যাস্তথৈব চ। ১৫। কোটিরেকা চ তীর্থানাং ব্রহ্মকুণ্ডে ব্যবস্থিতা। তথা চ বৈষ্ণবে কুণ্ডে কোটিরেকা প্রকীর্ত্তিতা। ১৬। সার্দ্ধকোটিস্তু সম্প্রোক্তা শিবকুণ্ডে প্রকীর্ত্তিতা। পশ্চিমে ব্রহ্মকুণ্ডঞ্চ পূর্ব্বে বৈ বৈষ্ণবং স্মৃতম্। ১৭। মধ্যভাগে স্থিতং যচ্চ রুদ্রকুণ্ডং প্রকীর্ত্তিতম্। কুণ্ডমধ্যাদ্বিনির্গত্য যত্র গঙ্গা বরাননে। ১৮। সূর্য্যপুত্র্যা সমেতা চ তত্রিসঙ্গম উচ্যতে। অনয়োরন্তরে সূক্ষ্মে তত্র গুপ্তা সরস্বতী। ১৯। এষু সন্নিহিতো নিত্যং প্রয়াগস্তীর্থনায়কঃ। অত্রাগত্য নরো যস্তু মাঘমাসে বরাননে। ২০। স্নায়াৎ প্রভাতসময়ে মকরস্থে রবৌ প্রিয়ে। কিঞ্চিদভ্যুদিতে সূর্য্যে শৃণু তস্য চ যৎফলম্। ২১। আদ্যেনৈকেন স্নানেন পাপং যন্মনসা কৃতম্। ব্যপোহতি নরঃ সম্যক্ শ্রদ্ধাযুক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ। ২২। বাচিকং তু দ্বিতীয়েন কায়িকং তু তৃতীয়কাৎ। সংসর্গজং চতুর্থেন রহস্যং পঞ্চমেন তু। ২৩। উপপাতকানি ষষ্ঠেন স্নানেনৈব ব্যপোহতি। ২৪। অভিষেকেণ কুণ্ডানাং সপ্তকৃত্বো বরাননে। মহান্তি চৈব পাপানি ক্ষালয়ন্তে পুরুষৈঃ সদা। ২৫। যঃ স্নাতি সকলং মাসং প্রয়াগে গুপ্তসংজ্ঞকে। ব্রহ্মাদিভির্ন তৎ বক্তুং শক্যতে কল্পকোটিভিঃ। ২৬। যানি কানি চ তীর্থানি প্রভাসে সন্তি ভামিনি। তেভ্যোঽতিবল্লভং তীর্থং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। ২৭। এষাং সংরক্ষণার্থায় ময়া বৈ তত্র মাতরঃ। পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈঃ শুভৈঃ। ২৮। কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং শ্রদ্ধাযুক্তেন চেতসা। তাসামনুচরা দেবি ভূতপ্রেতাশ্চ কোটিশঃ। ২৯। তেষাং ভয়বিনাশায় তা মাতৄশ্চ প্রপূজয়েৎ। অস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি। ৩০। যঃ কশ্চিৎকুরুতে শ্রাদ্ধং পিতৄনুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ। উদ্ধরেচ্চ পিতুর্ব্বর্গং মাতুর্ব্বর্গং নরোত্তমঃ। ৩১। বৃষভস্তত্র দাতব্যঃ সম্যগ্‌যাত্রাফলেপ্সুভিঃ। এবং যঃ কুরুতে যাত্রাং তস্য ফলমনন্তকম্। ৩২। এবং গুপ্তপ্রয়াগস্য মাহাত্ম্যং কথিতং তব। শ্রুত্বাভিনন্দ্য পুরুষঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছঙ্করালয়ম্। ৩৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে গুপ্তপ্রয়াগমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।২৯৮।

ও রৌদ্র এই কুণ্ডত্রয় হইল। চতুর্থ কুণ্ডও হইয়াছিল, নাম ত্রিসঙ্গম। গঙ্গা, যমুনা, ও সরস্বতীর সঙ্গম এখানে আছে। ব্রহ্মকুণ্ডে এককোটি, বৈষ্ণবকুণ্ডে এক কোটি ও শিবকুণ্ডে সার্দ্ধকোটি তীর্থ বিরাজিত। পশ্চিমে ব্রহ্মকুণ্ড, পূর্ব্বে বৈষ্ণবকুণ্ড এবং মধ্যভাগে রুদ্রকুণ্ড বিদ্যমান আছে। এই স্থানেই গঙ্গাদেবী কুণ্ডমধ্য হইতে নির্গত হইয়া যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছেন। এতদ্দ্বয়ের অন্তরে সূক্ষ্মভাবে সরস্বতী গুপ্ত আছেন। তীর্থনায়ক প্রয়াগ এখানে নিত্য সন্নিহিত। যে নর মাঘমাসে মকরস্থ রবিতে এখানে আগমন করিয়া প্রভাতে সূর্য্য কিঞ্চিৎ উদিত হইলে স্নান করে, তাহার যে ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। শ্রদ্ধাযুক্ত জিতেন্দ্রিয় নর এখানে প্রথম স্নান হইতে মুক্ত হয় এবং দ্বিতীয় স্নানে বাচিক পাপ হইতে, তৃতীয় স্নানে কায়িক পাপ হইতে, চতুর্থ স্নানে সংসর্গজ পাপ হইতে, পঞ্চম স্নানে গুপ্ত পাপ হইতে ও ষষ্ঠ স্নানে উপপাতকাদি পাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে। সমস্ত কুণ্ডজলে সাতবার অভিষিক্ত হইলে মানব মহাপাপ হইতে বিশুদ্ধি লাভ করে। সম্পূর্ণ মাস যে এই গুপ্ত প্রয়াগে স্নান করে, ব্রহ্মাদি দেবগণ কল্পকোটি কালেও তাহার পুণ্যের ইয়ত্তা করিতে পারেন না। হে দেবি! প্রভাসে যত তীর্থ আছে, সেই সমুদয় তীর্থ অপেক্ষা এই তীর্থ অধিক পাপনাশন। ইহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমি সেখানে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে বিবিধ নৈবেদ্যাদি দ্বারা সযত্নে মাতৃকাগণের পূজা করিয়া থাকি। তাহাদের অনুচররূপে বহু ভূতপ্রেত আমি ঐ স্থানে প্রেরণ করিয়াছি। এই সকল ভূতের নিবারণের জন্য মাতৃকাপূজা করিতে হয়। মানব এই তীর্থে স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে অব্যাহতি লাভ করে। যে ব্যক্তি এখানে পিতৃ উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে, সে পিতৃকুল ও মাতৃকুল উদ্ধার করিয়া থাকে। সম্যক্ যাত্রাফলেপ্সু ব্যক্তিগণ এখানে বৃষভ দান করিবে। যে এইভাবে যাত্রা করে, যাত্রা তাহার অনন্তফলদায়িকা হয়। এই আমি তোমার নিকট গুপ্তপ্রয়াগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ ও অভিনন্দন করিয়া মানব শিবলোক প্রাপ্ত হয়।১—৩৩

অষ্টনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯৮।

নবনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্যৈব দক্ষিণে ভাগে নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্। শঙ্খচক্রগদাধারী মাধবস্তত্র সংস্থিতঃ ॥ ১ ॥ একাদশ্যাং সিতে পক্ষে সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ। যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা গন্ধপুষ্পানুলেপনৈঃ। স যাতি পরমং স্থানমপুনর্ভবদায়কম্ ॥ ২ ॥ অত্র গাথা পুরা গীতা ব্রহ্মণা লোককর্তৃণা বিষ্ণুকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা যো বৈ মাধবমর্চ্চয়েৎ। স যাস্যতি পরং স্থানং যত্র দেবো হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং মাহাত্ম্যং বিষ্ণুদৈবতম্। সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৪

ইতি শ্রীস্কান্দে মাধবমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম নবনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯৯ ॥

ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্যৈবোত্তরদিগ্‌ভাগে কিঞ্চিদ্বায়ব্যসংস্থিতম্। সঙ্গালেশ্বরনামাস্তি সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ তত্র ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ লিঙ্গস্যারাধনোদ্যতৌ। শক্রশ্চৈব মহাতেজা লিঙ্গং পূজিতবান্ প্রিয়ে ॥ ২ ॥ বরুণো ধনদশ্চৈব ধর্ম্মরাজোঽথ পাবকঃ। আদিত্যৈর্ব্বসুভিশ্চৈব লোকপালৈঃ সমস্ততঃ ॥ ৩ ॥ আরাধিতং মহালিঙ্গং সঙ্গালেশ্বরনামভৃৎ। পূজয়িত্বা তু তে সর্ব্বে দৃষ্ট্বা মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৪ ॥ ঊচুশ্চ সহসা দেবি পরমানন্দসংযুতাঃ। দেবানাং নিবহৈর্যস্মাৎ সমাগত্য প্রতিষ্ঠিতম্। সঙ্গালেশ্বরনামাস্য ভবিষ্যতি ধরাতলে ॥ ৫ ॥ সঙ্গালেশ্বরনামানং পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ। ন তেষামন্বয়ে কশ্চিন্নির্দ্ধনঃ সম্ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥ গোসহস্রস্য দত্তস্য কুরুক্ষেত্রে চ যৎফলম্। তৎফলং সমবাপ্নোতি সঙ্গালেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৭ ॥ অমাবস্যাঞ্চ সম্প্রাপ্য স্নানং কৃত্বা বিধানতঃ। যঃ করোতি নরঃ শ্রাদ্ধং পিতৃণাং রোষবর্জ্জিতঃ। পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৮ ॥ অর্দ্ধক্রোশঞ্চ তৎক্ষেত্রং সমন্তাৎ পরিমণ্ডলম্। সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৯ ॥ অস্মিন্ ক্ষেত্রে মহাদেবি জীবা উত্তমমধ্যমাঃ। কালেন নিধনং প্রাপ্তাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ১০ ॥ গৃহীত্বানশনং যে তু প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যন্তি মানবাঃ। নিশ্চয়ং তে মহাদেবি লীয়ন্তে পরমেশ্বরে ॥ ১১ ॥ গবা হতা দ্বিজহতা যে চ বৈ দংষ্ট্রিভির্হতাঃ। আত্মনো ঘাতকা যে তু

নবনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—পূর্ব্বোক্ত স্থানের দক্ষিণে অনতিদূরে এক তীর্থ আছে। শঙ্খচক্রগদাধারী মাধব ঐ তীর্থে বিদ্যমান আছেন। সিতপক্ষীয় একাদশীতে যে সোপবাস জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি—ভক্তিপূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা তত্রত্য দেব মাধবের অর্চ্চনা করে, সে আবৃত্তিরহিত পরম স্থানে গমন করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বিধাতা এ বিষয়ে এক গাথা কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, যে নর বিষ্ণুকুণ্ডে স্নান করিয়া মাধবের অর্চ্চনা করে, সে যেখানে হরি বিরাজিত, সেই পরম লোকে গমন করিয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বকামদ পাতকনাশন বিষ্ণুদৈবত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম।১-৪

নবনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯৯।

ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্ব্বোক্ত দেবের উত্তরে কিঞ্চিৎ বায়ব্যাংশে সর্ব্ব পাতকনাশন সাঙ্গলেশ্বর লিঙ্গ আছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শক্র, বরুণ, ধনদ, ধর্ম্মরাজ, পাবক, আদিত্য, বসু, লোকপাল, ইঁহারা সকলেই উক্ত মহালিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়া আরাধনা করিয়াছেন। অর্চ্চনান্তে মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়া তাঁহারা বলিয়াছেন, দেবনিবহ সমাগত হইয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বলিয়া এই লিঙ্গ ধরাতলে সাঙ্গালেশ্বর নামে বিখ্যাত হইবেন। যে সকল মানব ইঁহার পূজা করিবে, তাহাদের বংশে কেহ নির্দ্ধন হইবে না। কুরুক্ষেত্রে সহস্র গো দান করিলে যে ফল হয়, সাঙ্গালেশ্বর দর্শন মাত্রে সেই ফল লব্ধ হইবে। যে জন এখানে অমাবস্যায় বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ করে, আভূতসংপ্লব কাল পর্য্যন্ত তাহার পিতৃলোক তৃপ্তি অনুভব করে। এই ক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকের পরিমণ্ডল অর্দ্ধক্রোশ এবং ইহা সর্ব্বকামপ্রদ ও পাতকনাশন। উত্তমাধমমধ্যম জীবগণ এই ক্ষেত্রে নিধন প্রাপ্ত হইয়া পরম গতি লাভ করে। যাহারা অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহারা নিশ্চয় পরমেশ্বরে লয় প্রাপ্ত হয়। এখানে ষোড়শ শ্রাদ্ধ বৃষোৎসর্গ করিলে এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে গোহত,

সর্পদষ্টাশ্চ যে মৃতাঃ ॥ ১২ ॥ [illegible] প্রাণা যে চ শৌচবর্জ্জিতাঃ । অপি স্বর্গে মহাপুণ্যে [illegible] ॥ ১৩ ॥ [illegible] ॥ ১৪ ॥ [illegible] ॥ ১৫ ॥ [illegible] পাপানি [illegible] ॥ ১৬ ॥

ইতি [illegible] সঙ্গালেশ্বর-[illegible] নাম ত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০০ ॥

একাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি সিদ্ধেশ্বর-মনুত্তমম্। তস্যৈব পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্ ॥ ১ ॥ যদা দেবৈঃ সমেতাশু শিবলিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্। সঙ্গালেশ্বরনামাঢ্যং সর্ব্বপাপহরং শুভম্ ॥ ২ ॥ তদা সিদ্ধিগণাঃ সর্ব্বে সমারাধ্য বৃষধ্বজম্। স্থাপয়াঞ্চক্রিরে লিঙ্গং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ৩ ॥ তৎসিদ্ধেশ্বরনামাঢ্যং মহাপাতকনাশনম্। তুষ্টুবুর্ব্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈস্তদা সিদ্ধগণা শিবম্ ॥ ৪ ॥ ততস্তুষ্টো মহাদেবো যাচ্যতাং বরমুত্তমম্। নমস্কৃত্য ততঃ সর্ব্বে প্রোচুশ্চ শশিশেখরম্ ॥ ৫ ॥ ইহাগত্য নরো যস্তু স্নাত্বা চ বিধিপূর্ব্বকম্। অর্চ্চয়েৎ সিদ্ধনাথঞ্চ জপেচ্চ শতরুদ্রিয়ম্ ॥ ৬ ॥ অঘোরং বা জপেন্মন্ত্রং গায়ত্রীঞ্চ মহেশ্বরম্ সন্ন্যাসাভ্যন্তরেণৈব জপেচ্চ মুনিসত্তমাঃ। অণিমাদিগুণৈশ্বর্য্যং সংসিদ্ধিং প্রাপ্নুয়াচ্চ তম্ ॥ ৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ। এবং ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা তত্রৈবান্তর্হিতো হরঃ। সিদ্ধেশ্বরং তু সম্পূজ্য অঘোরঞ্চ জপেন্নরঃ ॥ ৮ ॥ অশ্বযুক্কৃষ্ণপক্ষে তু চতুর্দ্দশ্যাং মহানিশি। ধৈর্য্যমালম্ব্য নিভীকঃ স সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ ৯ ॥ ইত্যেতৎকথিতং দেবি মহাত্ম্যং পাপনাশনম্। সিদ্ধেশ্বরস্য দেবস্য সর্ব্বকাম-ফলপ্রদম্ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সিদ্ধেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকাধিক-*ত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০১ ॥*

দ্ব্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি গন্ধর্ব্বেশ্বর-মুত্তমম্। তস্যৈবোত্তরদিগ্‌ভাগে ধনুষাং পঞ্চকে স্থিতম্ ॥ ১ ॥ তং দৃষ্ট্বা চ মহাদেবি রূপবান্ জায়তে নরঃ। গন্ধর্ব্বৈঃ স্থাপিতং লিঙ্গং স্নাত্বা সম্পূজয়েৎ সকৃৎ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি রক্তকণ্ঠশ্চ জায়তে ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গন্ধর্ব্বেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্ব্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০২ ॥

দ্বিজহত, দংষ্ট্রিহত, আত্মঘাতক, সর্পদষ্ট, শয্যামৃত ও শৌচবর্জ্জিত মৃত ব্যক্তিগণও মুক্তিলাভ করে, সংশয় নাই। এই বলিয়া সুরগণ স্বর্গে গমন করিলেন। এই আমি সংক্ষেপে সঙ্গালেশ্বরমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে পাপ ও শোক দুঃখ বিনষ্ট হয়। ৯—১৬।

ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০০।

একাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব সিদ্ধেশ্বরসমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের পূর্ব্বে অনতিদূরে অবস্থিত। যখন দেবগণ মিলিত হইয়া সঙ্গালেশ্বর নামক সর্ব্বপাপহর শুভ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সিদ্ধগণ বৃষধ্বজের আরাধনা করিয়া সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ সিদ্ধেশ্বর নামক লিঙ্গকে স্নান করান এবং বিবিধ স্তোত্র দ্বারা তাঁহার স্তব করেন। তুষ্ট হইয়া শঙ্কর বর প্রার্থনা করিতে বলেন। নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহারা বলেন,—হে দেব! যেনর এখানে আসিয়া যথাবিধি স্নানান্তে লিঙ্গনাথের পূজা এবং শতরুদ্রিয় অঘোর মন্ত্র বা গায়ত্রী জপ করিবে,তাহারা যেন সন্ন্যাসমধ্যেই অণিমাদি গুণৈশ্বর্য্য সহ সিদ্ধি লাভ করেন। ঈশ্বর, 'এবং ভবিষ্যতি' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। যে জন অশ্বযুক্ কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশীর মহানিশাতে ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক নির্ভীক হইয়া সিদ্ধেশ্বরের পূজা করিয়া অঘোর মন্ত্র জপ করে, সে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। এই আমি সিদ্ধেশ্বর দেবের কামফলপ্রদ পাপনাশন মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ১—১০।

একাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০১।

দ্ব্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! সিদ্ধেশ্বরের উত্তরে পাঁচ ধনুমধ্যে গন্ধর্ব্বেশ্বর দেব বিরাজিত। তাঁহাকে দর্শন করিলে নব রূপবান্ হয়। গন্ধর্ব্বস্থাপিত

ত্র্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি উত্তরেশ্বরমুত্তমম্। যস্তমারাধয়েদ্দেবং মহাপাতকনাশনম্॥ ১॥ তস্যৈব পশ্চিমে ভাগে ধনুষাং ত্রিতয়ে স্থিতম্। শেষাদিপ্রমুখৈর্নাগৈর্মহতা তপসা যুতৈঃ। সমারাধ্য মহাদেবং স্থাপিতং লিঙ্গমুত্তমম্॥ যস্তমারাধয়েদ্দেবং সর্পৈরারাধিতং পুরা। ন বিষং ক্রমতে দেহে তস্য জন্মাবধি প্রিয়ে॥ ৩॥ সর্পাস্তস্য প্রসীদন্তি ন কুপ্যন্তি কদাচন। তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন তল্লিঙ্গং পূজয়েন্নরঃ॥ ৪॥ তত্র লিঙ্গান্যনেকানি ঋষিভিঃ স্থাপিতানি তু। গঙ্গাতীরে মহাপুণ্যে পশ্চিমে বরবর্ণিনি॥ ৫॥ তানি দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দ উত্তরেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্র্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০৩॥

এই লিঙ্গ স্নপনান্তে একবারমাত্র পূজিত হইলে সর্ব্বকামপ্রাপ্ত ও রক্তকণ্ঠ হওয়া যায়।১—২।

দ্ব্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।৩০২।

ত্র্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! অতঃপর মানব উত্তরেশ্বর দেবসমীপে গমন করিবে। ইঁহার আরাধনা করিলে মহাপাতক নাশ হয়। পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের পশ্চিমে তিন ধনু মধ্যে এই লিঙ্গ অবস্থিত। তপোযুক্ত শেষপ্রমুখ মহানাগগণ আরাধনাপূর্ব্বক এই উত্তম লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। যে জন সর্পারাধিত এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, যাবজ্জীবন তাহার গাত্রে বিষ প্রসর্পিত হয় না। অপিচ সর্পগণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়, দংশন করে না। অতএব নর সর্ব্বপ্রযত্নে উক্ত লিঙ্গের পূজা করিবে। পশ্চিমে অত্রত্য মহাপুণ্য নদীতীরে ঋষিস্থাপিত বহু লিঙ্গ আছেন, এই সকল লিঙ্গকে দর্শন ও তাঁহাদের পূজা করিলে মানব পাপমুক্ত ও সহস্র অশ্বমেধফলাধিকারী হয়।১—৬।

ত্র্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।৩০৩।

চতুরধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি গঙ্গাং ত্রিপথগামিনীম্। সংঙ্গালেশাদৈশান্যাং ধনুষাং সপ্তকে স্থিতাম্॥ ১॥ তস্যাং ত্রিনেত্রো মৎস্যাঃ স্যুর্নিত্যমাস্তিকাঃ প্রিয়ে। কলৌ যুগেঽপি দৃশ্যন্তে সত্যংসত্যং ময়োদিতম্॥ ২॥ তস্যাং স্নাত্বা মহাদেবি মুচ্যতে পঞ্চপাতকৈঃ॥ ৩॥ সূত উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিস্মিতা গিরিজা সতী। উবাচ তং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রচলচ্চন্দ্রশেখরম্॥ ৪॥ পার্ব্বত্যুবাচ। কথং তত্র সমায়াতা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী। কথং ত্রিনেত্রাঃ সঞ্জাতা মৎস্যা আস্তিকাঃ শিব॥ ৫॥ এতদ্বিস্তরতো ব্রূহি যদ্যহং তে প্রিয়া বিভো॥ ৬॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যদি পৃচ্ছসি মাং শুভে। আস্তিকাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভবন্তীতি মতির্মম॥ ৭॥ যদা শপ্তো মহাদেবো হ্যজ্ঞানতিমিরাবৃতৈঃ। ঋষিভিঃ কোপযুক্তৈশ্চ কস্মিংশ্চিৎকারণান্তরে॥ ৮॥ তদা তে মুনয়ঃ সর্ব্বে শপ্তং জ্ঞাত্বা মহেশ্বরম্। নিরানন্দং জগৎসর্ব্বং দৃষ্ট্বা চাত্মানমেব চ॥ ৯॥ আরাধ্য

চতুরধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব মঙ্গলেশ্বরের ঈশানে সপ্ত ধনু ব্যবধানে অবস্থিত ত্রিপথগামিনী গঙ্গা সমীপে গমন করিবে। এই কলিতেও এখানে গঙ্গা-সলিলে ত্রিনেত্র মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা কেহ মিথ্যা মনে করিও না। এখানে স্নান করিলে সর্ব্ব পাপ মুক্ত হয়। সূত বলিলেন,—হরের এতাদৃশ বাক্যে দেবী বিস্মিতা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেব! ত্রিপথগামিনী গঙ্গা সেখানে কিরূপে আগমন করিলেন? আর মৎস্যগণই বা ত্রিনেত্র হইল কিরূপে? আমাকে যদি ভাল বাসেন, তবে এই সকল বিস্তৃতভাবে বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! যদি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা হইলে বলি শুন—ইহা শ্রবণ করিলে আমার প্রতি আস্তিক্য ও শ্রদ্ধা হয়। মহাদেব [আমি] যখন কোন কারণ বশত অজ্ঞানতিমিরাবৃত ক্রুদ্ধ ঋষিকর্ত্তৃক শপ্ত হন, তখন তাঁহারা মহাদেবকে শপ্ত ও তন্নিবন্ধন সমস্ত জগৎ নিরানন্দ অবলোকন করিয়া গজরূপধারী মহেশের আরাধনা করত তাঁহাকে

পরমেশানং দধতং গজরূপকম্। উন্নতং স্থানমানীয় সানন্দং চক্রিরে দ্বিজাঃ ॥ ১০ ॥ ততঃ প্রভৃতি সর্ব্বে তে শিবদ্রোহকরং পরম্। আত্মানং মেনিরে নিত্যং প্রসন্নেঽপি মহেশ্বরে ॥ ১১ ॥ মহোদয়ান্মহাতীর্থং সর্ব্ব আগত্য সত্বরম্। তপস্তেপুর্ম্মহাঘোরং সঙ্গালেশ্বরসন্নিধৌ ॥ ১২ ॥ সঙ্গালেশ্বরনামানং সর্ব্বে পূজ্য যথাবিধি। ভৃগুরত্রিস্তথা মঙ্কিঃ কশ্যপঃ কণ্ব এব চ ॥ ১৩ ॥ গৌতমঃ কৌশিকশ্চৈব কুশিকশ্চ মহাতপাঃ। শূকরোঽথ ভরদ্বাজো ভার্গবিশ্চ মহাতপাঃ ॥ ১৪ ॥ জাতুকর্ণ্যো বসিষ্ঠশ্চ সাবর্ণিশ্চ পরাশরঃ। শাণ্ডিল্যশ্চ পুলস্ত্যশ্চ বৎসশ্চৈব মহাতপাঃ ॥ ১৫ ॥ এতে চান্যে চ বহবো হ্যসংখ্যাতা মহর্ষয়ঃ ॥ ১৬ ॥ সঙ্গালেশ্বরমাসাদ্য প্রভাতে পাপনাশনে। তপঃ কুর্ব্বন্তি সততং প্রতিষ্ঠাপ্য মহেশ্বরম্ ॥ ১৭ ॥ ততঃ কালেন মহতা তে সর্ব্বে মুনিপুঙ্গবাঃ। ধ্যানাত্রিলোচনস্যৈব অদৃষ্টে তু মহেশ্বরে ॥ ১৮ ॥ ত্রিনেত্রত্বমনুপ্রাপ্তাস্তপোনিষ্ঠাস্তপোধনাঃ। পরস্পরং বীক্ষমাণাস্ত্রিনেত্রস্যাভিশঙ্কয়া ॥ ১৯ ॥ স্তুবন্তি বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্ম্মন্যমানা মহেশ্বরম্। জ্ঞাত্বা ধ্যানেন দেবস্য ত্রিনেত্রত্বমুপাগতাঃ ॥ ২০ ॥ চক্রুরুগ্রং তপস্তে তু পূজাং দেবস্য শূলিনঃ। তেষু বৈ তপ্যমানেষু কৃপাবিষ্টো মহেশ্বরঃ ॥ ২১ ॥ উবাচ তান্মুনীন্ সর্ব্বান্ শৃণুধ্বং বরমুত্তমম্। প্রসন্নোঽহং মুনিশ্রেষ্ঠাস্তপসা পূজয়াপি চ ॥ ২২ ॥ ঋষয় উচু। যদি প্রসন্নো দেবেশ বরং নো দাতুমর্হসি। গঙ্গামানয় বেগেন হ্যভিষেকায় নো হর ॥ ২৩ ॥ তস্যাং কৃতাভিষেকাস্তু তব দ্রোহকরা বয়ম্। অজ্ঞানভাবাৎ পূতত্বং যাস্যামঃ পৃথিবীতলে ॥ ২৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ। যূয়ং পবিত্রকরণাঃ পাবনানাঞ্চ পাবনাঃ। গঙ্গাং চৈব নয়িষ্যামি যুষ্মাকং চিত্ততুষ্টয়ে। ২৫ ॥ পাবিত্র্যাত্তবতাং জাতং ত্রৈনেত্র্যং মুনিসত্তমাঃ। এবমুক্ত্বা ততঃ শম্ভুর্ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ। সস্মার ক্ষণমাত্রেণ গঙ্গাং মীনকুলাবৃতাম্ ॥ ২৫ ॥ স্মৃতমাত্রা তদা দেবী গঙ্গা ত্রিপথগামিনী। ভিত্ত্বা ভূমিতলং প্রাপ্তা তত্র মীনকুলাবৃতা ॥ ২৭ ॥ ঋষিভিশ্চ যদা দৃষ্টা গঙ্গা মীনযুতা শুভা। দৃষ্টমাত্রাস্তু তে মৎস্যাস্ত্রিনেত্রত্বমুপাগতাঃ ॥ ২৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। যুষ্মাকং দর্শনাদ্বিপ্রাস্ত্রিনেত্রত্বমুপাগতাঃ। এতন্নিদর্শনং সর্ব্বং লোকানাঞ্চ প্রদর্শনম্ ॥ ২৯ ॥ ঋষয় উচুঃ। অস্মিন্ কুণ্ডে মহাদেব মৎস্যানাং সন্ততিঃ সদা। ত্রিনেত্রা ত্বৎপ্রসাদেন ভূয়াৎসর্ব্বা যুগেযুগে ॥ ৩০ ॥ অস্মিন্ কুণ্ডে সমাগত্য নরঃ স্নানং করোতি যঃ। দদাতি

কোন এক উন্নত স্থানে লইয়া গিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। মহেশ তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেও তাঁহারা আপনাদিগকে শিবদ্রোহী মনে করিয়া মহাতীর্থ সাঙ্গলেশ্বরসন্নিধানে আগমন করিয়া তাঁহার পূজাপূর্ব্বক ঘোর তপস্যা করিতে থাকেন। এইরূপে তাঁহারা অর্থাৎ ভৃগু, অত্রি, মঙ্কি কশ্যপ, কণ্ব, গৌতম, কৌশিক, কুশিক, শূকর, ভরদ্বাজ, ভার্গবি, জাতুকর্ণ, বসিষ্ঠ, সাবর্ণি, পরাশর, শাণ্ডিল্য, পুলস্ত্য, বৎস ও অন্যান্য অসংখ্য মহর্ষি পাপনাশন প্রভাসে সাঙ্গলেশ্বরসমীপে মহেশ্বর প্রতিষ্ঠা করিয়া নিরন্তর তপস্যা করিতেন। একদা তাঁহারা ধ্যান করিয়াও তাঁহার দর্শন না পাইয়া সকলেই ত্রিনেত্র হন। তখন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে শিব মনে করিয়া বিবিধ স্তব দ্বারা স্তুতি করিতে থাকেন। তার পর তাঁহারা দেবদেবের ধ্যান করিয়া তাঁহারা যে ত্রিনেত্র হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া দেবদেবের পূজান্তে উগ্র তপস্যা করিতে থাকিলেন। তাঁহারা এই প্রকার তপস্যা করিলে হর তুষ্ট হইয়া বলিলেন, —হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি তোমাদের পূজা ও তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি; বরগ্রহণ কর।১—২২। ঋষিগণ বলিলেন,—হে হর! আপনি যদি আমাদিগকে বর দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তবে আমাদের অভিষেকের নিমিত্ত গঙ্গা আনয়ন করুন। গঙ্গাজলে অভিষিক্ত হইয়া ভবৎদ্রোহী পাপী আমরা বিশুদ্ধি লাভ করিব। ঈশ্বর কহিলেন,—তোমরা পবিত্রকারক, পাবনেরও পাবন; তথাপি আমি তোমাদের চিত্ততুষ্টির জন্য গঙ্গা আনয়ন করিব। হে ঋষিগণ! পবিত্রতা বশতই আপনাদের ত্রিনেত্রত্ব হইয়াছে, এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল ধ্যানস্তিমিতলোচনে অবস্থান করিয়া মীনকুলাবৃতা গঙ্গাকে স্মরণ করিলেন। স্মৃত হইবামাত্র তিনি ধরণীতল ভেদ করিয়া ঐস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঋষিগণ যখন তাঁহাকে দর্শন করিলেন, তখন তত্রত্য মৎস্যগুলি দৃষ্টমাত্রে ত্রিনেত্রত্ব প্রাপ্ত হইল। ঈশ্বর বলিলেন,—হে ঋষিগণ! আপনাদের দৃষ্টিমাত্রে এই মৎস্যগণ ত্রিনেত্র হইয়াছে। এই সকল মৎস্য সর্ব্বলোকের দর্শনের জন্য থাকিল। ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহাদেব! এই কুণ্ডে মৎস্যগণের সন্ততি সকল আপনার প্রভাবে যুগে যুগে ত্রিনেত্র হইবে। যে নর এই কুণ্ডে

হেম বিপ্রায় গাশ্চ বস্ত্রং তথা তিলান্। ৩১। অমাবাস্যাং বিশেষেণ ত্রিনেত্রঃ স প্রজায়তাম্। এবং ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা হ্যন্তর্দ্ধানং গতো হরঃ। ৩২। ব্রাহ্মণাস্তুষ্টিসংযুক্তা গতাঃ সর্ব্বে মহোদয়ম্। ৩৩। এতত্তে কথিতং দেবি গঙ্গামাহাত্ম্যমুত্তমম্। শ্রুতং পাপপ্রশমনং সর্ব্বকামফলপ্রদম্। ৩৪।

ইতি শ্রীস্কান্দে সঙ্গালেশ্বরসমীপবর্ত্তিগঙ্গামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুরধিকত্রিংশততমোঽধ্যায়ঃ। ৩০৪॥

পঞ্চাধিকত্রিংশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তস্যাঃ পূর্ব্বেণ সংস্থিতম্। নারদাদিত্যনামানং জরাদারিদ্র্যনাশনম্। ১। পশ্চিমে মূলচণ্ডীশাদ্ধনুষাঞ্চ শতত্রয়ে। আরাধ্য নারদো দেবি ভাস্করং বারিতস্করম্। জরানির্ম্মুক্তদেহস্তু তৎক্ষণাৎসমপদ্যত। ২। দেব্যুবাচ। কথং জরামনুপ্রাপ্তো নারদো মুনিপুঙ্গবঃ। কথমারাধিতঃ সূর্য্য এতন্মে বদ শঙ্কর। ৩। ঈশ্বর উবাচ। যদা দ্বারবতীং প্রাপ্তো নারদো মুনিপুঙ্গবঃ। সর্ব্বে দৃষ্টাস্তদা তেন বিষ্ণোঃ পুত্রা মহাবলাঃ। ৪। তত্রাজকুলমধ্যে তু ক্রীড়মানাঃ পরস্পরম্। আয়ান্তং নারদং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে বিনয়সংযুতাঃ। ৫। নমশ্চক্রুর্যথান্যায়ং বিনা সাম্বং স্বয়ান্বিতাঃ। অবিনীতস্তু তং দৃষ্ট্বা কথয়ামাস নারদঃ। ৬। শরীরমদমত্তোঽসি যস্মাৎসাম্ব হরেঃ সুত। অচিরেণৈব কালেন শাপং প্রাপ্স্যসি দারুণম্। ৭। সাম্ব উবাচ। নমস্কারেণ কিং কার্য্যং মুনীণাং চ জিতাত্মনাম্। আশীর্ব্বাদেন তেষাং চ তপোহানিঃ প্রজায়তে। ৮। মুনীনাং যঃ স্বভাবো হি ত্বয়ি লেশো ন নারদ। বিদ্যতে ব্রহ্মণঃ পুত্র উচ্যতে কিমতঃ পরম্। ৯। ন কলত্রং ন তে পুত্র ন চ পৌত্রপ্রপৌত্রকাঃ। ন গৃহং নৈব চ দ্বারং ন হি গাবো ন বৎসকাঃ। ১০॥ ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রো ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতঃ। অযুক্তং কুরুতে নিত্যং কস্মাৎপ্রকৃতিরীদৃশী॥ ১১। যুদ্ধং বিনা ন তে সৌখ্যং সৌখ্যং ন কলহং বিনা। যাদৃশস্তাদৃশো বাপি বাগ্বাদোঽপি সদা প্রিয়ঃ। ১২। স্নানং সন্ধ্যা জপো হোমস্তর্পণং পিতৃদেবয়োঃ। নারদঃ কুরুতে চান্ত-দন্তৎকুর্ব্বন্তি ব্রাহ্মণাঃ। ১৩ কৌমারেণ তু গর্ব্বিষ্ঠো

আসিয়া স্নান করিবে, এবং অমাবস্যায় এখানে হেম, তিল, গো, বস্ত্র দান করিবে, সে ত্রিনেত্র হইবে এবং ভবিষ্যতি' বলিয়া হর তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তুষ্ট হইয়া মহোদয় তীর্থ প্রাপ্ত হইলেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট গঙ্গামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, এই কামফলপ্রদ পাপপ্রণাশন বিষয় শ্রবণ করিলে ত? ২৩—৩৪।

চতুরধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।৩০৪।

পঞ্চাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর নব গঙ্গার পূর্ব্বে সংস্থিত জরাদারিদ্র্যনাশন নারদাদিত্য-সমীপে গমন করিবে। মূলচণ্ডীশ্বরের পশ্চিমে তিন শত ধনু ব্যবধানে এই দেব অবস্থিত। দেবর্ষি-নারদ বারিতস্কর ভাস্করের আরাধনা করিয়া তৎ-ক্ষণাৎ জরানির্ম্মুক্ত-দেহ হইয়াছিলেন। দেবী বলিলেন,—মুনিপুঙ্গব নারদ কিরূপে জরা প্রাপ্ত হইলেন? কিজন্যই বা তিনি সূর্য্যারাধনা করিলেন? ইহা আমায় বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—মুনিপুঙ্গব নারদ যখন দ্বারবতী নগরীতে গমন করেন, তখন তিনি তথায় গিয়া বিষ্ণুর পুত্র-সকলকে পরস্পর রাজভবনে ক্রীড়া করিতে দেখিলেন। মুনিকে আসিতে দেখিয়া তাঁহারা সকলে বিনীত ভাবে তাঁহাকে প্রণাম করেন; কিন্তু সাম্ব তাহা করেন নাই! মুনি তাঁহাকে অবিনীত দেখিয়া বলেন,—হে সাম্ব! যেহেতু তুমি শরীর মদে মত্ত হইয়াছ, অতএব তুমি অচিরকাল মধ্যে দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হইবে। সাম্ব বলিলেন, ঋষি ও দ্বিজদিগকে নমস্কার করিয়া লাভ কি আছে? তাহাদের আশীর্ব্বাদে তপোহানি হয়। মুনিদের যাহা গুণ, তাহার লেশমাত্র আপনাতে নাই; অথবা আপনি ব্রহ্মপুত্র বলিয়া কথিত হন। আপনার কলত্র, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, গৃহ, দ্বার গোরু বাছুর এ সকল আপনার কিছুই নাই; কেবল আপনি ব্রহ্মার মানস পুত্র ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত। আপনি নিত্য অযুক্ত কর্ম্ম করেন। কিজন্য আপনার এরূপ প্রকৃতি। যুদ্ধ ও কলহ ব্যতিরেকে আপনার সুখ হয় না। যে কোন প্রকার বাক্য-বাদ আপনার প্রিয়! স্নান সন্ধ্যা জপ হোম, দেবপিতৃতর্পণ, এ সকলে আপনি একরূপ করেন।

যস্মান্মাং শাপয়িষ্যসি। তস্মাত্ত্বমপি বিপ্রর্ষে জরাযুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ১৪ ॥ এবং শপ্তস্তদা দেবি নারদো মুনিপুঙ্গবঃ। একান্তে নির্ম্মলে স্থানে কণ্টকাস্থিবিবর্জ্জিতে ॥ ১৫ ॥ কৃষ্ণাজিনপরিচ্ছন্নে হ্যুপবিষ্টো বরাসনে। ঋষিতোয়াতটে রম্যে প্রতিষ্ঠাপ্য মহামুনিঃ ॥ ১৬ ॥ সূর্য্যস্য প্রতিমাং রম্যাং সর্ব্বদারিদ্র্যনাশিনীম্। তুষ্টাব বিবিধৈঃ স্তোত্রৈরাদিত্যং তিমিরাপহম্ ॥ ১৭ ॥ নমস্তে ঋক্স্বরূপায় সাম্নাং ধামগ তে নমঃ। জ্ঞানৈকরূপদেহায় নির্দ্ধূততমসে নমঃ ॥ ১৮ ॥ শুদ্ধজ্যোতিঃস্বরূপায় নির্ম্মূর্ত্তায়ামলাত্মনে। বরিষ্ঠায় বরেণ্যায় সর্ব্বস্মৈ পরমাত্মনে ॥ ১৯ ॥ নমোঽখিলজগদ্ব্যাপিস্বরূপানন্দমূর্ত্তয়ে। সর্ব্বকারণভূতায় নিষ্ঠায়ৈ জ্ঞানচেতসাম্ ॥ ২০ ॥ নমঃ সর্ব্বস্বরূপায় প্রকাশালক্ষ্যরূপিণে। ভাস্করায় নমস্তুভ্যং তথা দিনকৃতে নমঃ ॥ ২১ ॥ ঈশ্বর উবাচ। এবং সংস্তুবতস্তস্য পুরতস্তস্য চেতসা। প্রাদুর্ব্বভুব দেবেশি জগচ্চক্ষুঃ সনাতনঃ। উবাচ পরমং প্রীতো নারদং মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ২২ ॥ সূর্য্য উবাচ। বরং বরয় বিপ্রর্ষে যস্তে মনসি বর্ত্ততে। তুষ্টোঽহং তব দাস্যামি যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্ ॥ ২৩ ॥ নারদ উবাচ। কুমারবয়সা যুক্তো জরাযুক্তকলেবরঃ। প্রসাদাৎ স্যাং হি তে দেব যদি তুষ্টো দিবাকর ॥ ২৪ ॥ সপ্তম্যাং রবিবারেণ যস্ত্বাং পশ্যতি মানবঃ। তস্য রোগভয়ং মাস্তু প্রসাদাত্তিমিরাপহ ॥ ২৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। এবং ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা হ্যন্তর্দ্ধানং গতো রবিঃ। ইত্যেতৎকথিতং দেবি মাহাত্ম্যং সকলং তব। নারদাদিত্যদেবস্য সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদাদিত্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০৫ ॥

ষড়ধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি সাম্বাদিত্যমনুত্তমম্। তস্মাদুত্তরভাগে তু সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ যত্র সাম্বস্তপস্তপ্ত্বা হ্যারাধ্য চ দিবাকরম্। প্রাপ্তবান্ সুন্দরং দেহং সহস্রাংশুপ্রসাদতঃ ॥ ২ ॥ যদা রোষেণ সংশপ্তঃ পিত্রা জাম্ববতীসুতঃ। আরাধয়ামাস তদা বিষ্ণুং কমললোচনম্ ॥ ৩ ॥ অনুগ্রহার্থং শাপস্য সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ। প্রসন্নবদনো ভূত্বা বিষ্ণুঃ প্রোবাচ তং প্রতি ॥ ৪ ॥ গচ্ছ প্রাভাসিকে ক্ষেত্রে ব্রহ্মভাগমনুত্তমম্। ঋষি-

আর ব্রাহ্মণগণ অন্তরূপ করেন। কৌমার গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া আপনি আমাকে শাপ দিলেন। অতএব হে বিপ্রর্ষে! আপনিও জরাযুক্ত হইবেন। হে দেবি! দেবর্ষি নারদ এইরূপে শপ্ত হইয়া ঋষিতোয়াতটে নির্ম্মল কৃষ্ণাজিন পরিচ্ছিন্ন আসনে উপবেশনপূর্ব্বক বিবেচনা করত তথায় সর্ব্বদারিদ্র্যনাশিনী সূর্য্যপ্রতিমা স্থাপনান্তে বিবিধ স্তোত্র দ্বারা আদিত্যের স্তব করিতে লাগিলেন। হে সামসকলের ধামন্! তুমি ঋক্স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি জ্ঞানৈকরূপদেহ, নির্দ্ধূততমা, শুদ্ধজ্যোতিস্বরূপ অমূর্ত্ত, অমূল্য বরিষ্ঠ বরেণ্য, সর্ব্ব, পরমাত্মা অখিল জগদ্ব্যাপিস্বরূপ, আনন্দমূর্ত্তি, সর্ব্বকারণভূত জ্ঞানচেতা, সর্ব্বস্বরূপ, প্রকাশালক্ষ্যরূপী, ভাস্কর ও দিনকৃৎ, তোমাকে নমস্কার। ঈশ্বর বলিলেন,—মুনিবর এই স্তব করিলে সূর্য্য তুষ্ট হইয়া বলিলেন, *বিপ্রর্ষে! অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুষ্ট হইয়াছি দুর্লভ বর আমি তোমায় দিব।* নারদ বলিলেন,—হে দিবাকর! যদি তুষ্ট হইয়াছেন, তবে আমার জরাযুক্ত দেহ কুমারবয়সযুক্ত হউক। যে মানব রবিবার সপ্তমীতে আপনাকে দর্শন করে, হে তিমিরাপহ! আপনার প্রসাদে তাহার রোগ যেন ভয় হয় না। ঈশ্বর বলিলেন,—"এবং ভবিষ্যতি" বলিয়া রবি অন্তর্দ্ধান করিলেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট নারদাদিত্য দেবের সর্ব্বপাপনাশন মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ১—২৬।

পঞ্চাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০৫।

ষড়ধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর সাম্বাদিত্যসমীপে গমন করিবে। পূর্ব্বোক্ত দেবের উত্তরে এই সর্ব্বপাতকনাশন দেব অবস্থিত। সাম্ব এই স্থানে দিবাকরের আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে সুন্দর দেহ লাভ করিয়াছিলেন। সাম্ব যখন ক্রুদ্ধ পিতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি শাপানুগ্রহলাভের জন্য তাঁহার আরাধনা করেন। ঐ সময় প্রসন্ন হইয়া তিনি সাম্বের প্রতি বলেন,—তুমি প্রভাসক্ষেত্রে অনুত্তম

তোয়াতটে রম্যে ব্রাহ্মণৈরুপশোভিতে ॥ ৫ ॥ তত্রাহহং সূর্য্যরূপেণ বরং দাস্যামি পুত্রক। ইত্যুক্তঃ স তদা সাম্বো বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুন। গতঃ প্রভাসিকে ক্ষেত্রে রম্যে শিবপুরে শিবে। তত্রারাধ্য পরং দেবং ভাস্করং বারিতস্করম্ ॥ ৭ ॥ প্রসাদয়ামাস তদা স্তুত্বা স্তোত্রৈরনেকধা ॥ ৮ ॥ প্রত্যুবাচ রবিঃ সাম্বং প্রসন্নস্তে স্তবেন বৈ। শীঘ্রং গচ্ছ নরশ্রেষ্ঠ ঋষিতোয়াতটে শুভে ॥ ৯ ॥ ইত্যুক্তঃ স তদাগত্য ঋষিতোয়াতটং শুভম্। নারদো যত্র ব্রহ্মর্ষিস্তপস্তপ্যতি চৈব হি ॥ ১০ ॥ তত্র গত্বা হরেঃ সূনুরুন্নতস্থানবাসিনঃ। আসন্ যে ব্রাহ্মণাস্তান্ স ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১১॥ সাম্ব উবাচ। এষ বৈ ব্রহ্মণো ভাগঃ প্রভাসে ক্ষেত্র উত্তমে। অত্র বৈ ব্রাহ্মণা যে তু তে বৈ শ্রেষ্ঠাঃ স্মৃতা ভুবি ॥ ১২ ॥ ভবতাং বচনাদ্বিপ্রাঃ সূর্য্যমারাধয়াম্যহম্। মম বৈ পূর্ব্বমাদিষ্টং স্থানমেতচ্চ বিষ্ণুনা ॥ ১৩ ॥ বিপ্রা ঊচুঃ। সিদ্ধিস্তে ভবিতা সাম্ব আরাধয় দিবাকরম্। ইত্যুক্তঃ স তদা বিপ্রৈঃ প্রবিষ্টোহথ প্রভাকরম্ ॥ ১৪ ॥ নিত্যমারাধয়ামাস সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ। তপোনিষ্ঠং তং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুঃ কারুণিকো মহান্ ॥ ১৫ ॥ ইদং বৈ চিন্তয়ামাস পুত্রবাৎসল্যসংযুতঃ। যথৈশ্বর্য্যপ্রদো রুদ্রো যথা বিষ্ণুশ্চ মুক্তিদঃ ॥ ১৬ ॥ যজ্ঞৈরিষ্টো হি দেবেন্দ্রো যথা স্বর্গপ্রদঃ স্মৃতঃ। শুদ্ধিকর্ত্তৃ যথা তোয়ং মৃত্তিকাভস্মসংযুতম্। দহনাত্মা যথা বহ্নির্বিঘ্নহর্ত্তা গণেশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥ স্বচ্ছন্দভারতীদানে যথা ব্রহ্মসুতা নৃণাম্। তথারোগ্যপ্রদাতা চ নান্যো দেবো দিবাকরাৎ ॥ ১৮ ॥ অনেকধারাধিতোহপি স দেবো ভাস্করঃ শুচিঃ। ন দদাতি বরং যত্তু তন্মে শাপস্য কারণাৎ ॥ ১৯ ॥ এবং সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ বিষ্ণুঃ কমললোচনঃ। সূর্য্যরূপং সমাশ্রিত্য তস্য জনার্দ্দনঃ ॥ ২০ ॥ যোহপরনারায়ণাখ্যস্তস্যৈব সন্নিধৌ স্থিতঃ। প্রত্যক্ষঃ স ততো বিষ্ণুঃ সূর্য্যরূপী দিবাকরঃ। উবাচ পরমপ্রীতো বরদঃ পুণ্যকর্ম্মণাঃ ॥ ২১ ॥ অলং ক্লেশেন তে সাম্ব কিমর্থং তপ্যসে তপঃ। প্রসন্নোহহং হরেঃ সূনো বরং বরয় সুব্রত ॥ ২২ ॥ সাম্ব উবাচ। নির্ম্মলস্ত্বৎপ্রসাদেন কুষ্ঠমুক্তকলেবরঃ। ভবানি দেবদেবেশ প্রত্যক্ষাম্বরভূষণ। অস্মিন্ স্থানে স্থিতো রম্যে নিত্যং সন্নিহিতো ভব ॥ ২৩ ॥ সূর্য্য উবাচ। অধুনা নির্ম্মলো দেবস্তব সাম্ব ভবিষ্যতি। ইহাগত্য নরো

ব্রহ্মভাগ তীর্থে গমন কর। এই স্থান ঋষিতোয়ার ব্রাহ্মণশোভিত রম্য তটে অবস্থিত। আমি তথায় সূর্য্যরূপে তোমাকে বর প্রদান করিব। এইরূপ কথিত হইয়া সাম্ব তথায় গমনপূর্ব্বক চারি বৎসর ভাস্করের আরাধনা করেন এবং অনেক প্রকার স্তোত্র দ্বারা তাঁহাকে প্রসাদিত করেন। তখন রবি বলেন,—সাম্ব! তোমার স্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি। তুমি শীঘ্র ঋষিতোয়াতটে গমন কর। এইরূপ অভিহিত হইয়া তিনি ঋষিতোয়াতটে—যেখানে দেবর্ষি তপস্যা করিয়াছিলেন, যেখানে উন্নতস্থানবাসী ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,—এই প্রভাস ক্ষেত্রের ব্রহ্মভাগ; এখানে যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। হে ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের বাক্যে আমি সূর্য্যারাধনা করিব। ভগবান্ বিষ্ণু আমায় এই স্থানে তাঁহার আরাধনা করিতে বলিয়া দিয়াছেন। বিপ্রগণ বলিলেন,—হে সাম্ব। তোমার সিদ্ধি হইবে, দিবাকরের আরাধনা কর। এইরূপ উক্ত হইয়া সাম্ব তথায় প্রবেশ করত নিত্য প্রভাকরের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন সাম্বকে তপোনিষ্ঠ দেখিয়া বিষ্ণু পুত্রবাৎসল্যে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, রুদ্র যেমন ঐশ্বর্য্যপ্রদ—বিষ্ণু যেমন মুক্তিপ্রদ—যজ্ঞেষ্ট দেবেন্দ্র যেমন স্বর্গপ্রদ—মৃত্তিকাভস্মসংযুক্ত তোয় ও দহনাত্মা বহ্নি যেমন শুদ্ধিপ্রদ—গণেশ যেমন অবিঘ্নপ্রদ—এবং সরস্বতী যেমন স্বচ্ছন্দভারতীপ্রদ—তেমনি দিবাকর আরোগ্যপ্রদ। ইনি ভিন্ন আর আরোগ্য দানে কেহই সমর্থ নহেন।১-১৮।অনেকধা আরাধিত হইয়াও যখন তিনি সাম্বকে বর দিলেন না, তখন আমারই শাপ ইহার কারণ বলিতে হইবে। এই প্রকার চিন্তা করিয়া কমললোচন বিষ্ণু সূর্য্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া সাম্বের প্রতি তুষ্ট হইলেন। যে অপর নারায়ণ তাঁহার সন্নিধান ছিলেন, সেই সূর্য্যরূপী বিষ্ণু প্রত্যক্ষ হইয়া পরম প্রীতিসহকারে সাম্বকে বলিলেন,—হে সাম্ব! আর ক্লেশের প্রয়োজন নাই, কি জন্য তপ করিতেছ? আমি প্রসন্ন হইয়াছি; বর গ্রহণ কর। সাম্ব বলিল,—হে প্রমত্যক্ষাম্বরভূষণ! আমি আপনার প্রসাদে নির্ম্মল ও কুষ্ঠমুক্তকলেবর হইতে ইচ্ছা করি। আপনি এই রম্যস্থানে নিত্য সন্নিহিত হউন। সূর্য্য বলিলেন,—সাম্ব! অধুনা তোমার নির্ম্মলদেহ হইবে। যে নর এখানে আসিয়া রবিবার সপ্তমীতে

যস্ত সপ্তম্যাং রবিবাসরে। উপবাসপরো ভূত্বা রাত্রৌ জাগরণে স্থিতঃ ॥ ২৪ ॥ অষ্টাদশানি কুষ্ঠানি পাপরোগাস্তথৈব চ। কদাচিন্ন ভবিষ্যন্তি কুলে তস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥ কৃত্বা স্নানং নরো যস্তু ভক্তিযুক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ। পূজয়েদ্রবিবারেণ সাম্বাদিত্যং মহাপ্রভম্। স রোগহীনো ধনবান্ পুত্রবান্ জায়তে নরঃ ॥ ২৬ ॥ তস্যৈব পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে কিঞ্চিদীশানমাশ্রিতম্। কুণ্ডং পাপহরং পুণ্যং স্বচ্ছোদপরিপুরিতম্ ॥ ২৭ ॥ তত্র স্নাত্বা চ বিধিবৎ কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং বিচক্ষণঃ। ভোজয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ যস্তু সাম্বাদিত্যং প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বকামসমৃদ্ধাত্মা সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সাম্বাদিত্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়ধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০৬ ॥

সপ্তাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। সাম্বাদিত্যাচ্চ পূর্ব্বেণ কিঞ্চিদাগ্নেয়সংস্থিতঃ। অপরনারায়ণো নাম যস্মান্নাস্তি পরো ভুবি ॥ ১ ॥ স তু সাম্বস্য দেবেশি সূর্য্যো বিষ্ণুস্বরূপবান্। অপরাং মূর্ত্তিমাস্থায় বিষ্ণুরূপো বরং দদৌ ॥ ২ ॥ তেনাপরেতি নাম্না বৈ খ্যাতো বিষ্ণুঃ পুরাভবৎ। ফাল্গুনামলপক্ষে তু একাদশ্যাং বিধানতঃ ॥ ৩ ॥ পূজয়েৎ পুণ্ডরীকাক্ষং তত্র সূর্য্যস্বরূপিণম্। মুক্তো ভবতি পাপেভ্যঃ সর্ব্বকামৈঃ সমৃধ্যতে ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽপরনারায়ণমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০৭ ॥

অষ্টাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্মান্নারায়ণাৎ পূর্ব্বে কিঞ্চিদীশানসংস্থিতম্। মূলচণ্ডীশনাম্না তু বিখ্যাতং ভুবনত্রয়ে ॥ ১ ॥ যত্র লিঙ্গং পুরাস্মাকং পাতিতং ঋষিভিঃ প্রিয়ে। ক্রোধরক্তেক্ষণৈর্দ্দেবি মূলচণ্ডীশতাং গতম্ ॥ ২ ॥ আদ্যং লিঙ্গোদ্ভবং দেবি ঋষিকোপাগ্নিপাতিতম্। যে কেচিদৃষয়স্তত্র দেবদারুবনে স্থিতাঃ ॥ ৩ ॥ কালান্তরে মহাদেবি অহং তত্র সমাগতঃ। তেষাং জিজ্ঞাসয়া দেবি ততস্তে রোষিতা ভবন্। শপ্তস্ততোঽহং দেবেশি চক্রুর্মে লিঙ্গপাতনম্ ॥ ৪ ॥ দেব্যুবাচ। রোষোপহতসদ্ভাবাঃ

উপবাসপরায়ণ হইয়া রাত্রিতে জাগরণ করে, তাহার কুলে কদাচ অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ বা অন্যান্য পাপরোগ হয় না। যে ভক্তিযুক্ত জিতেন্দ্রিয় নর স্নানান্তে সাম্বাদিত্যের পূজা করে, সে রোগহীন, ধনবান্ ও পুত্রবান্ হয়। সাম্বাদিত্যের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ ঈশানে স্বচ্ছোদকপরিপূর্ণ পুণ্য পাপহর এক কুণ্ড আছে, বিচক্ষণ ব্যক্তি এই কুণ্ডে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ করিবেন। যাহারা এইস্থানে সাম্বাদিত্যের পূজা করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করায়, তাহারা সর্ব্বকামসমৃদ্ধাত্মা হইয়া সূর্য্যলোকে পূজিত হয়। ১৯—২৯।

ষড়ধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।৩০৬।

সপ্তাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন—হে দেবেশি! সাম্বাদিত্যের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ অগ্নিকোণে অপর নারায়ণ নামক এক দেবতা আছেন। তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা ভুবনে আর নাই। উনি বিষ্ণুস্বরূপবান্। সূর্য্য অপর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সাম্বকে বরদান করিয়াছিলেন বলিয়া অপর নারায়ণ নামে খ্যাত হইয়াছেন। ফাল্গুন মাসের একদশীতে এই তীর্থে বিধিপূর্ব্বক সূর্য্যরূপী পুণ্ডরীকাক্ষের পূজা করিতে হয়। যে করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত ও সর্ব্বকামসমৃদ্ধ হয়। ১—৪।

সপ্তাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।৩০৭।

অষ্টাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন—নারায়ণ দেবের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ ঈশানে মূলচণ্ডীশ নামে এক ত্রিভুবনবিখ্যাত দেব আছেন। হে প্রিয়ে! পূর্ব্বে ক্রোধ-রক্তেক্ষণ ঋষিগণ এই স্থানে আমার লিঙ্গ পাতিত করিয়াছিলেন। সেই লিঙ্গই মূলচণ্ডীশতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এইই প্রথম লিঙ্গোদ্ভব। পূর্ব্বে দেবদারুবনে ঋষিগণ বাস করিতেন। একদা আমি ঐ স্থানে গমন করি। ঋষিগণ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া রুষ্ট হইয়া শাপ দিয়া আমার লিঙ্গ পাতন করেন। দেবী বলিলেন,—এই দ্বিজাতিগণ রোষোপহতচিত্ত

কথমেতে দ্বিজাতয়ঃ। সঞ্জাতা এতদাখ্যাহি পরং কৌতূহলং মম ॥ ৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ডিণ্ডিরূপঃ পুরা দেবি ভূত্বাহং দারুকে বনে। ঋষীণামাশ্রমে পুণ্যে নগ্নো ভিক্ষাচরোঽভবম্। ভিক্ষন্তমাশ্রমে দৃষ্ট্বা তাঃ সর্ব্বা ঋষিযোষিতঃ ॥ ৬ ॥ কামস্য বশমাপন্নাঃ প্রিয়মুৎসৃজ্য সর্ব্বতঃ। তমূর্দ্ধলিঙ্গমালোক্য জটামুকুটধারিণম্ ॥ ৭ ॥ ভিক্ষন্তং ভস্মদিগ্ধাঙ্গং ঝষকেতুমিবাপরম্। বিক্ষোভিতাশ্চ নঃ সর্ব্বে দারা এতেন ডিণ্ডিনা ॥৮॥ তস্মাচ্ছাপঞ্চ দাস্যাম ঋষয়স্তে তদাব্রুবন্। ততঃ শাপোদকং গৃহ্য সন্ধ্যান্তার্থ তপোধনাঃ ॥ ৯ ॥ অস্য লিঙ্গমধো যাতু দৃশ্যতে যৎ সদোন্নতম্। ইত্যুক্তে পতিতং লিঙ্গং তত্র দেবকুলে মম ॥ ১০ ॥ মূলচণ্ডীশনাম্না তু বিখ্যাতং ভুবনত্রয়ে। তল্লিঙ্গং পতিতং দৃষ্ট্বা কোপোপহতচেতনঃ। পুনর্হন্তুং সমারব্ধা ডিণ্ডিনং তে তপোধনাঃ ॥ ১১ ॥ বৃষিকাপাণয়ঃ কেচিৎ কমণ্ডলুধরাঃ পরে। গৃহীত্বা পাদুকাশ্চান্যে তস্য ধাবন্তি পৃষ্ঠতঃ ॥ ১২ ॥ ডিণ্ডিশ্চান্তর্হিতো ভূত্বা ত্বামুবাচ সুমধ্যমাম্। রোষোপহতচেতস্কান্ পশ্যৈতাংস্ত্বং তপোধনান্ ॥ ১৩ ॥ এতস্মাৎকারণাদ্দেবি তব বাক্যাম্ময়ানঘে। ন কৃতোঽনুগ্রহস্তেষাং সরোষাণাং তপস্বিনাম্ ॥ ১৪ ॥ অত্রান্তরে তে মুনয়ো হ্যপশ্যন্তো হি ডিণ্ডিনম্। নিরানন্দং গতাঃ সর্ব্বে দ্রষ্টুং দেবং পিতামহম্ ॥ ১৫ ॥ তং দৃষ্ট্বা বিবুধেশানং বিরিঞ্চিং বিগতজ্বরম্। প্রণম্য শিরসা সর্ব্ব ঋষয়ঃ প্রাহুরঞ্জসা ॥ ১৬ ॥ ভগবন্ ডিণ্ডিরূপেণ কশ্চিদস্তি তপোধনঃ। বিধ্বংসনায় দারাণাং প্রবিষ্টঃ কিল ভিক্ষিতুম্ ॥ ১৭ ॥ শপ্তোঽস্মাভিশ্চ দুর্বৃত্তস্তস্য লিঙ্গং নিপাতিতম্। তস্মিন্নিপতিতেঽস্মাকং তথৈব পতিতানি চ ॥ ১৮ ॥ গতোঽসৌ কারণাত্তস্মাত্তল্লিঙ্গে পতিতে বয়ম্। নিরানন্দাঃ স্থিতাঃ সর্ব্ব আচক্ষ্ব তদ্ধি কারণম্ ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মোবাচ। অশোভনমিদং কার্য্যং যুষ্মাভির্যৎ কৃতং মহৎ। রুদ্রস্যাতিসুরূপস্য সেৰ্ষ্যা যে হন্তুমুদ্যতাঃ ॥ ২০ ॥ আসুরীং দানবীং দৈবীং যক্ষিণীং কিন্নরীং তথা। বিদ্যাধরীঞ্চ গন্ধর্ব্বীং নাগকন্যাং মনোরমাম্। এতা বরস্ত্রিয়স্ত্যক্ত্বা যুষ্মদীয়াসু তাস্বপি ॥ ২১ ॥ আহ্লাদং কুরুতে সর্ব্বে নৈব জানীত ভো দ্বিজাঃ। ত্রৈলোক্যনায়িকাং সর্ব্বাং

হইলেন কেন? ইহা কহিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! পূর্ব্বে আমি ডিণ্ডিরূপে দারুবনে ঋষিগণের আশ্রমে নগ্নাবস্থায় ভিক্ষাচরণ করিতাম। ঋষিপত্নীগণ আমাকে এবম্বিধ অবলোকন করিয়া স্ব স্ব প্রিয়গণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কামের বশতাপন্ন হন। এই সময় ঋষিগণ আমাকে জটামুকুটধারী ভস্মদিগ্ধাঙ্গ দ্বিতীয় মকরধ্বজের ন্যায় এবং ঊর্দ্ধলিঙ্গ অবস্থায় ভিক্ষা করিতে দেখিয়া বলেন,—এই ডিণ্ডি আমাদের পত্নীগণকে বিক্ষোভিত করিতেছে, অতএব আমরা ইহাকে শাপ দিব। এই বলিয়া তপোধনগণ শাপোদক গ্রহণপূর্ব্বক ধ্যানান্তে বলিলেন যে, ইহার যে লিঙ্গ সর্ব্বদা উন্নত হইয়া রহিয়াছে, সেই লিঙ্গের অধঃপাত হউক। ঋষিগণ এইরূপ শাপ প্রদান করিবামাত্র দেবকুলে আমার লিঙ্গ পতিত হইল। ইহাই মূলচণ্ডীশ নামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত। লিঙ্গকে পতিত দেখিয়াও ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় ডিণ্ডিকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ বৃষিকা লইয়া, কেহ কেহ কমণ্ডলু ধারণ করিয়া, কেহ কেহ বা পাদুকা গ্রহণ করিয়া ডিণ্ডির পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তখন ডিণ্ডি (আমি) অন্তর্হিত হইয়া তোমাকে বলিলেন,—দেখ এই তপোধনগণ ক্রোধাপহতচিত্ত হইয়া প্রহার করিতেছেন। এই জন্যই ত আমি তোমার তদানীন্তন কথামত সেই ক্রুদ্ধ ঋষিগণের প্রতি কৃপা করি নাই। অত্রান্তরে উক্ত ঋষিগণ ডিণ্ডিকে দেখিতে না পাইয়া নিরানন্দে পিতামহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভগবন্! ডিণ্ডিরূপধারী এক তপস্বী আছে। সে আমাদের পত্নীগণকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য ভিক্ষা করিতে যায়। তাহাকে আমরা শাপ দি। তাহাতে তাহার লিঙ্গ পতিত হয়। তাহার লিঙ্গ পতিত হওয়ায় আমাদেরও লিঙ্গ তদ্রূপ পতিত হইয়াছে। লিঙ্গ পতিত হইলে ডিণ্ডি অন্তর্দ্ধান করে। তদবধি লিঙ্গপতন জন্য আমরাও নিরানন্দ আছি। আপনি এই সকল ঘটনার কারণ বলিয়া দেন।১—১৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—ঋষিগণ! তোমরা ইহা মহৎ অশোভন কর্ম্ম করিয়াছ; যে হেতু তোমরা অতি সুরূপ রুদ্রের প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছ। অহহ! তিনি আসুরী, দানবী, দেবী, যক্ষিণী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী, গন্ধর্ব্বী, নাগ-কন্যা প্রভৃতি মনোরমা রমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের স্ত্রীসকলে আহ্লাদ করিতেছিলেন, তোমরা ইহা বুঝিতে পার নাই! দেখ, তিনি

রূপাতিশয়সংযুতাম্ ॥ ২২ ॥ তাং ত্যক্ত্বা মুনিপত্নীনামাহ্লাদং কুরুতে কথম্। তয়া রুদ্রো হি বিজ্ঞপ্ত ঋষীণাং কুর্ব্বনুগ্রহম্ ॥ ২৩ ॥ তেন বাক্যেন পার্ব্বত্যা জিজ্ঞাসার্থং কৃতং মনঃ। চতুর্দ্দশবিধস্যাপি ভূতগ্রামস্য যঃ প্রভুঃ ॥ ২৪ ॥ স শপ্তো ডিণ্ডিরূপস্থ ভবদ্ভিঃ করণেশ্বরঃ। তচ্ছাপাচ্ছপ্তমেবৈতৎ সমস্তং তদ্গুণাস্পদম্। দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাণাং নিরানন্দমিতি স্থিতম্ ॥ ২৫ ॥ শাপেনানেন ভবতাং মহাদোষঃ প্রজায়তে। আরাধ্যং নান্যথা লিঙ্গমুন্নতিঃ যাত্যধোগতম্ ॥ ২৬ ॥ এবমুক্তেঽথ দেবেন বিপ্রা ঊচুঃ পিতামহম্। দ্রষ্টব্যঃ কুত্র সোঽস্মাভিঃ কথয়স্ব যথাস্থিতম্ ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মোবাচ। আস্তে গজস্বরূপেণ কুবেরাশ্রমসংস্থিতঃ। তত্র গত্বা তমাসাদ্য তোষয়ধ্বং পিনাকিনম্ ॥ ২৮ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য সর্ব্বে তে হৃষ্টমানসাঃ। গন্তুং প্রবৃত্তাঃ সহসা কোটিসংখ্যাস্তপোধনাঃ ॥ ২৯ ॥ চিন্তয়ন্তঃ শুভং দেশং দ্রষ্টুং তং গজরূপিণম্। রুদ্রং পিতামহাখ্যাতং কুবেরাশ্রমবাসিনম্ ॥ ৩০ ॥ ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠা স্তৃষিতান্ গৌরী মত্বা তপোধনান্। আদায় গোরসং তেষাং কারুণ্যাৎ সা পুরঃ স্থিতা ॥৩১॥ অসিতা কুটিলাং স্নিগ্ধামায়তাং ভুজগীমিব। বেণীং শিরসি বিভ্রাণা গৌরী গোরসসংযুতা ॥ ৩২ ॥ সা তানাহ মুনীন্ সর্ব্বান্ যন্ময়া পর্ব্বতাহৃতম্। কপিত্থফলসদ্গন্ধং গোরসং ত্বমৃতোপমম্ ॥ ৩৩ ॥ তয়ৈবমুক্তা বিপ্রাস্ত আহুস্তাং বিপুলেক্ষণাম্। স্নাত্বা চ সর্ব্বে পাস্যামো গোরসং তু ত্বয়াহৃতম্ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ শ্রুত্বা তথা দেব্যা স্নানার্থং তীর্থমুত্তমম্। তপ্তোদকেন সম্পূর্ণং কৃতং কুণ্ডং মনোরমম্ ॥ ৩৫ ॥ তত্র তে সম্প্লুতাঃ সদ্যো বিমুক্তা বিপুলাচ্ছ্রমাৎ। কৃতাহ্নিকা গোরসস্যৈব পানার্থং সমুপস্থিতাঃ ॥ ৩৬ ॥ পত্রৈর্দ্দিবাকরতরোর্বিধায় পুটকান্ শুভান্। উপবিশ্য ক্রমাৎ সর্ব্বে তে পিবন্তি স্ম গোরসম্ ॥ ৩৭ ॥ গোরসেন তদা তেষামমৃতেনেব পূরিতান্। বুভুক্ষিতানাং পুটকান্মুনীনাং তৃপ্তিকারণাৎ ॥ ৩৮ ॥ পুনঃ পূরয়তে গৌরী পীতা তে তৃপ্তিমাগতাঃ। ক্ষুত্তৃষাশ্রমনির্ম্মুক্তাঃ পুনর্জ্জাতা ইব স্থিতাঃ ॥ ৩৯ ॥ স্বস্থচিত্তৈস্ততো জ্ঞাত্বা নেয়ং গোপালিসংজ্ঞিকা। অনুগ্রহার্থমস্মাকং গৌরীয়ং সমুপাগতা ॥ ৪০ ॥ প্রণম্য শিরসা সর্ব্বে তামূচুস্তে

ত্রিলোক-নায়িকা সর্ব্বরূপাতিশয়সংযুতা পার্ব্বতীকে পরিত্যাগ করিয়া মুনিপত্নীকে আহ্লাদ করিতেছিলেন। একদা দেবী ঋষিদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য রুদ্রকে জানান। তাঁহার বাক্যেতেই তিনি জিজ্ঞাসার্থ মনন করিয়াছিলেন। যিনি চতুর্দ্দশ প্রকার ভূতগ্রামের প্রভু, সেই ডিণ্ডিরূপী করণেশ্বরকে তোমরা শাপ দিয়াছ। তাঁহাকে শাপ দেওয়ায় তদ্গুণাধার দেব, তির্য্যক্ মনুষ্য সমুদয় জগৎই অভিশপ্ত হইয়াছে। এরূপ শাপ দেওয়া তোমাদের মহাদোষ হইয়াছে। অধুনা আরাধনা ব্যতিরেকে অধোগত লিঙ্গ আর উন্নত হইবে না। পিতামহ এই কথা বলিলে ঋষিগণ বলিলেন,—তাঁহাকে আমরা কোথায় দেখিতে পাইব, তাহা বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—তিনি গজরূপে কুবেরাশ্রমে আছেন। সেখানে গিয়া তোমরা তাঁহাকে তোষিত কর। এই কথা শুনিয়া তাঁহারা কোটি সংখ্যায় সংখ্যেয় হইয়া সহর্ষে সেই স্থানে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে তাঁহারা সেখানে উপস্থিত হইয়া পিতামহাখ্যাত গজরূপী কুবেরাশ্রমবাসী রুদ্রকে দর্শন করিলেন। গৌরী এই সময় ঋষিগণকে ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ ও তৃষিত মনে করিয়া করুণাবশতঃ গোরস প্রদান করিলেন। গোরস প্রদান কালে দেবীর অসিতা কুটিলা স্নিগ্ধা আয়তা ভুজঙ্গীর ন্যায় বেণী পৃষ্ঠে পতিত ছিল। দেবী বলিলেন,—হে তপোধনগণ! আমি এই কপিত্থফলসদ্গন্ধ অমৃতোপম গোরস পর্ব্বত হইতে আহরণ করিয়াছি।২০—৩৩। দেবী কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া ঋষিগণ বলিলেন,—আমরা স্নান করিয়া আপনার আহৃত এই গোরস পান করিব। তাহা শুনিয়া দেবী উত্তমতীর্থ তত্রত্য কুণ্ড তাঁহাদের স্নানার্থ উষ্ণোদকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন। স্নানে অপগত-শ্রম হইয়া ঋষিগণ তাহাতে সন্তরণ দিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহারা আহ্নিকাদি কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক গোরস পানের নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া তাঁহারা অর্কপত্রের পুটকে করিয়া গোরস পান করিতে লাগিলেন। দেবী গৌরী অমৃতকল্প গোরস দ্বারা তাঁহাদের পুটক পুনঃপুন পূরণ করিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহারাও পুনঃপুন পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন। এইরূপে গোরস পান করিয়া তৃপ্ত বিগতক্লম হইয়া তাঁহারা পুনর্জ্জাতবৎ প্রতিভাত হইলেন। অনন্তর তৃপ্ত হইয়া তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যে, গোরসদাত্রী গোপালী নহেন, আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য গৌরীই উপস্থিত হইয়াছেন।

শুমধ্যমাম্। উমে কথয় কুত্রস্থং দ্রক্ষ্যামো রুদ্রমেকদা॥ ৪১॥ তথোক্তাস্তে মহাত্মানস্তং পশ্যত মহাগজম্। গজতাঞ্চ সমাসাদ্য সঞ্চরন্তং মহাবনম্॥ ৪২॥ ভবদ্ভির্নিজভক্ত্যায়ং সংগ্রাহ্যো হি যথাসুখম্। তে তদ্বচনমাসাদ্য সমেত্যৈকত্র চ দ্বিজাঃ॥ ৪৩॥ পবিত্রান্তং গজং দ্রষ্টুং ভাবিতেনান্তরাত্মনা। যত্রৈকত্র স্থিতা বিপ্রাস্তত্র তীর্থং মহোদয়ম্। সঙ্গমেশ্বরসংজ্ঞন্তু পূর্ব্বং সর্ব্বত্র বিশ্রুতম্॥৪৪॥ ততস্তস্মাৎ প্রবৃত্তাস্তে দ্রষ্টুকামা মহাগজম্। কুণ্ডিকাঃ সম্পরিত্যজ্য সন্নহ্যাত্মানমাত্মনা॥ ৪৫॥ যত্র তাঃ কুণ্ডিকাস্ত্যক্তাস্তত্তীর্থং কুণ্ডিকাহ্বয়ম্। সর্ব্বপাপহরং পুংসাং দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদম্॥ ৪৫॥ কুবেরস্যাশ্রমং প্রাপ্য ততস্তে মুনিসত্তমাঃ। নারিকেলবনীসংস্থং দদৃশুস্তং দ্বিপং তদা॥ ৪৭॥ করে গ্রহীতুমারব্ধাঃ স্বকরৈর্হৃষ্টমানসাঃ। গজস্তান্ করসংলগ্নান বিচিক্ষেপ তপোধনান্॥ ৪৮॥ কাংশ্চিদঙ্গসমালগ্নান্ সমস্তান্ভয়বর্জ্জিতান্। এবং স তৈঃ পুনঃ সর্ব্বৈর্মশকৈরিব বেষ্টিতঃ॥ ৪৯॥ ক্রীড়াং করোতি বিবিধাং বনসংস্থো হরদ্বিপঃ। তদ্রূপং সম্পরিত্যজ্য রুদ্রো রৌদ্রগজাত্মকম্॥ ৫০॥ পুনরন্তশ্চকারাসৌ ডিণ্ডিরূপং মনোরমম্। জয়শব্দপ্রঘোষেণ বেদমঙ্গলকঃ॥ ৫১॥ উন্নামিতং পুনস্তেন যত্র লিঙ্গং মহোদয়ম্। তদুন্নমিতি প্রোক্তং স্থানং স্থানবতাং বরম্॥ ৫২॥ গজরূপধরস্তত্র স্থিতঃ স্থানে মহাবলঃ। গণনাথস্বরূপেণ হ্যদ্যতো জগতি স্থিতঃ॥ ৫৩॥ ডিণ্ডিরূপধরো ভূত্বা রুদ্রঃ প্রাহ তপোধনান্। যন্ময়া ভবতাং কার্য্যং কর্ত্তব্যং তদিহোচ্যতাম্॥ ৫৪॥ এবমুক্তস্তু তৈরুক্তঃ সর্ব্বজ্ঞানক্রিয়াপরৈঃ। সানন্দাঃ প্রাণিনঃ সন্তু ত্বৎপ্রসাদাৎ পুরা যথা॥ ৫৫॥ ক্ষন্তব্যং দেবদেবেশ কৃতং যন্মূঢ়মানসৈঃ। ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশান তত্ত্বং সানুগ্রহো ভব॥ ৭৬॥ এবমস্ত্বিতি তেনোক্তাস্তে সর্ব্বে বিগজ্বরাঃ। তল্লিঙ্গাকৃতি লিঙ্গমৌজিরে মুনয়স্তথা। চক্রুস্তে মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তুতিং বিগতমৎসরাঃ॥ ৫৭॥ ক্ষমস্ব দেবদেবেশ কুর্ব্বস্মাকমনুগ্রহম্। অস্মিল্লিঙ্গে লয়ং গচ্ছ মুলচণ্ডীশসংজ্ঞকে। ত্রিকালং দেবদেবেশ গ্রাহ্য হ্যত্র কলা

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাঁহারা প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেবি উমে! আপনি বলুন, কোথায় আমরা হরের সাক্ষাৎলাভ করিব? ঋষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তিনি বলিলেন,—ঐ দেখুন, আপনারা মহাগজ; তিনি গজত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহাবনে বিচরণ করিতেছেন। আপনারা নিজ ভক্তি দ্বারা উহাঁকে গ্রহণ করুন। তাঁহারা গৌরী মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া পবিত্রান্তঃকরণে গজ দেখিবার জন্য সকলে একত্র মিলিত হইলেন। যেখানে ঋষিগণ মিলিত হইলেন ঐ স্থানে এক তীর্থ হইল। এই তীর্থের নাম সঙ্গমেশ্বর। পূর্ব্বে এইরূপে ঐ তীর্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অতঃপর তাঁহারা কুণ্ডিকা পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মা দ্বারা আত্মাকে সন্নহন করিয়া গজ-দর্শন করিবার উপক্রম করিলেন। যেখানে তাঁহারা কুণ্ডিকা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই স্থান কুণ্ডিকাতীর্থ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এ তীর্থ মানবগণের সর্ব্বপাপহর ও দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদ ঋষিসত্তমগণ কুবেরাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া নারিকেলবনে গজ-দর্শন করিলেন। তাঁহারা হৃষ্ট মানসে কর দ্বারা গজের কর গ্রহণ করিতে লাগিলেন। গজ করসংলগ্ন ভয়বর্জ্জিত ঋষিগণকে সর্ব্বতোভাবে নিক্ষেপ করিলেন। পরে ঋষিগণ মশকের ন্যায় ঐ গজকে বেষ্টন করিলেন। হরদ্বিপ রৌদ্রগজাত্মক ঐরূপ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। গজ পুনরায় ডিণ্ডিরূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি ঋষিগণের জয়শব্দে ও বেদমঙ্গলগীতে যেখানে মহোদ লিঙ্গ বিরাজিত, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থান উন্নত বলিয়া কথিত এবং স্থান সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গজরূপধর হর ঐ স্থানে গণনাথস্বরূপে অবস্থান করিলেন। অনন্তর ডিণ্ডিরূপে তিনি তপোধনগণকে বলিলেন,—আমাকে আপনাদিগের যাহা করিতে হইবে, তাহা এই স্থানে বলুন। এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞানী ক্রিয়াপর ঋষিগণ বলিলেন,—আপনার প্রসাদে প্রাণিগণ পূর্ব্বের ন্যায় সানন্দ হউক; হে দেবদেবেশ! এই মূঢ়গণ যাহা করিয়াছে, তাহা ক্ষমা করুন। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদের প্রতি সানুগ্রহ হৌন। হর 'এবমস্তু' বাক্যে তাঁহাদিগকে বিগতজ্বর করিলেন। তাঁহারা তল্লিঙ্গাকৃতি লিঙ্গ লাভ করিলেন। অতঃপর তাঁহারা বিগতমৎসর হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—দেবদেবেশ! আপনি আমাদিগকে ক্ষমা ও অনুগ্রহ করুন। আপনি এই মূলচণ্ডীশ নামক লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হউন। হে দেবদেবেশ!

ত্বয়া। ৫৮। ঈশ্বর উবাচ। চণ্ডী তু প্রোচ্যতে দেবী তস্যা ঈশস্ত্বহং স্মৃতঃ। তস্য মূলং স্মৃতং লিঙ্গং তদত্র পতিতং যতঃ॥ ৫৯। তস্মাত্তন্মূলচণ্ডীশ ইতি খ্যাতিং গমিষ্যতি। বাপীকূপতড়াগানাং শতৈস্ত বিপুলৈরপি। ৬০। কৃতৈর্যজ্জায়তে পুণ্যং তৎপুণ্যং লিঙ্গদর্শনাৎ। ব্রহ্মাণ্ডং সকলং দত্ত্বা যৎপুণ্যফলমাপ্নুয়াৎ। ৬১। তৎপুণ্যং লভতে দেবি মূলচণ্ডীশদর্শনাৎ। তত্র দানানি দেয়ানি ষোড়শৈব নরোত্তমৈঃ। ৬২। এবং তদ্ভবিতা সর্ব্বং যন্ময়োক্তং দ্বিজোত্তমাঃ। যাত দারুবনং বিপ্রাঃ সর্ব্বে যূয়ং তপোধনাঃ। ময়া সর্ব্বে সমাদিষ্টা যাত দারুবনং দ্বিজাঃ॥ ৬৩। ততস্তু সম্প্রাপ্য মদ্বচো মম সর্ব্বে প্রহৃষ্টা মুনয়ো মহোদয়ম্। গত্বা চ তদ্দারুবনং মহেশ্বরি পুনশ্চ চেরুঃ সুতপ পোধনাঃ। ৬৪। এতস্মাৎ কারণাদ্দেবি মূলচণ্ডীশসংজ্ঞিতম্। লিঙ্গং পাপহরং নৃণামর্দ্ধচন্দ্রেণ ভূষিতম্। ৬৫॥ দোহনীদুগ্ধদানেন মুনীনাং তৃষিতাত্মনাম্। শ্রমাপহারং যদ্দেবি ত্বয়া কৃতমনুত্তমম্। তত্তপ্তোদকনাম্না বা অভূৎ কুণ্ডং ধরাতলে॥ ৬৬। ঋষিতোয়াজলে স্নাত্বা চণ্ডীশং যঃ প্রপূজয়েৎ। স প্রচণ্ডো ভবেদ্ভূমৌ ভুবনানামধীশ্বরঃ। ৬৭। এতৎ সংক্ষেপতো দেবি মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং তব। মূলচণ্ডীশদেবস্য শ্রুতং পাতকনাশনম্॥ ৬৮।

ইতি শ্রীস্কান্দে মূলচণ্ডীশোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম অষ্টাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০৮।

নবাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি বিনায়কমনুত্তমম্। চতুর্ম্মুখেতি বিখ্যাতং চণ্ডীশাদুত্তরে স্থিতম্। ১। কিঞ্চিদীশানদিগ্‌ভাগে ধনুষাঞ্চ চতুষ্টয়ে। তং প্রযত্নাচ্চ সম্পূজ্য সর্ব্ববিঘ্নৈঃ প্রমুচ্যতে। ২। গন্ধপুষ্পাদিভিস্তত্র ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈঃ সমোদকৈঃ। চতুর্ম্মুখং চতুর্থ্যান্তু সম্পূজ্য সিদ্ধিভাগ্‌ভবেৎ॥ ৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে চতুর্ম্মুখবিনায়কমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম নবাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ। ৩০৯।

এই লিঙ্গে ত্রিকাল যাবৎ তোমার কলাগৃহীত হইবে। ঈশ্বর কহিলেন,—দেবী-চণ্ডী; তাঁহার ঈশ আমি। আর মূল লিঙ্গ; সেই লিঙ্গ এখানে পতিত হইয়াছে। অতএব অত্রত্য পতিত লিঙ্গ মূলচণ্ডীশ নামে খ্যাতি লাভ করিবে। শত শত বিপুল বাপী-কূপ-তড়াগ খনিত হইলে যে পুণ্য হয়, তত্রত্য লিঙ্গদর্শনে সেই পুণ্য হইয়া থাকে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দানে যে ফল হয়, মূলচণ্ডীশ দর্শনে সেইপুণ্য লব্ধ হইয়া থাকে। মূলচণ্ডীশসমীপে নরোত্তমগণ ষোড়শ দান বিতরণ করিবেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই আমি যাহা বলিলাম, তাহাই হইবে। অধুনা তোমরা আমার আদেশে দারুবনে যাও। হে মহেশ্বরি! অনন্তর দ্বিজোত্তমগণ আমার বাক্যে হৃষ্ট হইয়া দারুবনে গমনপূর্ব্বক পুনরায় তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই কারণে, নরগণের পাপহর অর্দ্ধচন্দ্রভূষিত লিঙ্গ মূলচণ্ডীশসংজ্ঞক হইয়াছেন। হে দেবি! যে হেতু তুমি দোহনীদুগ্ধদানে তৃষিতাত্মা মুনিগণের শ্রমাপনোদন করিয়াছ, একারণ ধরাতলে তপ্তোদক নামক কুণ্ড হইবে। যে জন ঋষিতোয়া জলে স্নান করিয়া চণ্ডীশের পূজা করে, সে পৃথিবীতে প্রচণ্ড রাজা হয়। হে দেবি! এই আমি তোমায় মূলচণ্ডীশদেবের মহাপাপনাশন মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ৩৪—৬৮।

অষ্টাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০৮।

নবাধিক ত্রিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর অনুত্তম বিনায়ক সমীপে গমন করিবে। ইনি চতুর্ম্মুখ নামে বিখ্যাত এবং চণ্ডীশের উত্তরে কিঞ্চিৎ ঈশানে চারি ধনু মধ্যে অবস্থিত। সযত্নে এই লিঙ্গের পূজা করিলে সর্ব্ববিঘ্ন বিনষ্ট হয়। গন্ধপুষ্পাদি এবং অমল উদক দ্বারা চতুর্থীতে চতুর্ম্মুখের যে পূজা করে, সে সিদ্ধিলাভ করে। ১—৩।

নবাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০৯।

দশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্মাদ্বায়ব্যদিগ্‌ভাগে ধনুষাং দ্বিতয়ে স্থিতম্। কলম্বেশ্বরনামানং সর্ব্বপাতকনাশনম্॥ ১॥ তং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ মুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ। সোমবারে ত্বমাবাস্যা তত্রৈব বহুপুণ্যদা। বিপ্রাণাং . ভোজনং দেয়ং তত্র পুণ্যফলেপ্সুভিঃ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কলম্বেশ্বর মহাত্ম্যবর্ণনং নাম দশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩১০ ॥

একাদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি গোপালস্বামিনং হরিম্। চণ্ডীশাৎ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে ধনুষাং বিংশতৌ স্থিতম্॥ ১॥ সর্ব্বপাপোপশমনং দারিদ্র্যৌঘবিনাশনম। তং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ মাঘে মাসি বিশেষতঃ। পূজাজাগরণং কৃত্বা তত্র গচ্ছেৎপরং পদম্॥ ২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গোপালস্বামিহরিমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকাদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩১১ ॥

দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্ব্বোক্ত দেবের বায়ুকোণে দুই ধনু মধ্যে এক লিঙ্গ অবস্থিত। ইহাঁর নাম কলম্বেশ্বর; ইনি সর্ব্বপাতকনাশন। ইহাঁকে দর্শন ও পূজা করিলে সর্ব্বপাপমুক্তি হয়। ঐ স্থানে সোমবার ও অমাবস্যা বহু পুণ্যদা; ফলেপ্সু ব্যক্তি ঐ পুণ্যময় ক্ষেত্রে বিপ্রগণকে ভোজন দান করিবেন। ১। ২।

দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১০।

একদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর নর গোপালস্বামী হরিসমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ চণ্ডীশলিঙ্গের পূর্ব্বে বিংশতি ধনু ব্যবধানে অবস্থিত এবং সর্ব্ব পাপোপশমন ও দারিদ্র্যৌঘবিনাশন। বিশেষত মাঘমাসে এই লিঙ্গ দর্শন ও ইহাঁর পূজা-জাগরণ করিলে মানব পরম পদে গমন করে। ১। ২।

একাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১১।

দ্বাদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্মাদুত্তরদিগ্‌ভাগে ধনুষামষ্টভিঃ প্রিয়ে। বকুলস্বামিনং সূর্য্যং তং পশ্যেদ্দুঃখনাশনম্॥ ১॥ রবিবারেণ সপ্তম্যাং কুর্য্যাজ্জাগরণং নরঃ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি সূর্য্যলোকে মহীয়তে॥ ২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বকুলস্বামিসূর্য্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩১২॥

ত্রয়োদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্মাদ্বায়ব্যদিগ্‌ভাগে ধনুঃ-ষোড়শভিঃ স্থিতঃ। উত্তরার্কশ্চ নাম্না বৈ সদ্যঃ প্রত্যয়কারকঃ। মুচ্যতে সর্ব্বরোগৈস্তু কৃত্বা বৈ নিম্বসপ্তমীম্॥ ১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে উত্তরার্কমহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩১৩॥

দ্বাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব গোপালস্বামীর উত্তরে অষ্ট ধনু ব্যবধানে অবস্থিত বকুলস্বামীর সমীপে গমন করিবে। এখানে রবিবার সপ্তমীতে জাগরণ করিতে হয়। এরূপ করিলে সর্ব্ব কাম লাভ করিয়া মানব সূর্য্যলোকে গমন করিয়া থাকে। ১। ২।

দ্বাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১২।

ত্রয়োদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—বকুলস্বামীর বায়ুকোণে ষোড়শ ধনু ব্যবধানে উত্তরার্ক দেব অবস্থিত। তিনি সদ্যঃ প্রত্যয়কারক। এখানে নিম্বসপ্তমী করিয়া মানব সর্ব্বরোগ হইতে মুক্তি লাভ করে।১।২

ত্রয়োদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১৩।

চতুর্দ্দশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। অথ দেবকুলাগ্নেয়্যাং গব্যূত্যা তত্র সংস্থিতম্। সমুদ্রস্য তটে রম্যমৃষিতীর্থমনুত্তমম্॥ ১॥ পাষাণাকৃতয়স্তত্র ঋষয়োঽদ্যাপি সংস্থিতাঃ। দৃশ্যন্তে মানুষে দেবি সর্ব্বপাতকনাশনাঃ॥ ২॥ তত্র জ্যৈষ্ঠে ত্বমাবাস্যাং প্রাপ্যতে নাধমৈর্নরৈঃ। পিণ্ডদানং বিশেষেণ স্নানং শ্রদ্ধাসমন্বিতৈঃ॥ ৩॥ ঋষিতোয়াসঙ্গমে তু স্নানং শ্রাদ্ধং সুদুর্ল্লভম্। গোপ্রদানং প্রশংসন্তি তত্র তে মুনপুঙ্গবাঃ। ভোজনং ব্রাহ্মণানাং তু যথাশক্ত্যা প্রদাপয়েৎ॥ ৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ঋষিতীর্থসঙ্গমমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩১৪॥

পঞ্চদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি মরুদার্য্যাং মহাপ্রভাম্। তস্মাৎপশ্চিমদিগ্‌ভাগে ক্রোশার্দ্ধেন ব্যবস্থিতাম্॥ ১॥ মরুদ্ভিঃ পূজিতাং দেবীং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্। মহানবম্যাং যত্নেন সপ্তম্যাং পূজয়েন্নরঃ। গন্ধপুষ্পাদিবিধিনা সর্ব্বকামপ্রসিদ্ধয়ে॥ ২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মরুদার্য্যাদেবীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩১৫॥

ষোড়শাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। অথ দেবকুলাৎপূর্ব্বে পঞ্চগব্যূতিমাত্রতঃ। শম্বরস্থানমধ্যে তু ক্ষেমাদিত্যেতি-বিশ্রুতঃ॥ ১॥ তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি ভবেৎ-ক্ষেমার্থসিদ্ধিভাক্। সপ্তম্যাং রবিবারেণ পূজিতঃ সর্ব্বকামদঃ॥ ২॥ ইতি দেবকুলস্থানে কথিতা তীর্থসংস্থিতিঃ॥ ৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ক্ষেমাদিত্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষোড়শাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩১৬॥

সপ্তদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি দেবীং কণ্টকশোষিণীম্। উত্তরেণ দেবকুলাদ্দক্ষিণেনোন্নতাৎস্থিতাম্॥ ১॥ তস্যোৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি শৃণু হ্যেকমনাঃ প্রিয়ে। উন্নতাদ্দক্ষিণে ভাগে যজন্তে দ্বিজসত্তমাঃ॥ ২॥ ভৃগুরত্রির্ম্মরীচিশ্চ ভরদ্বাজোঽথ

তীর্থের পশ্চিমে ক্রোশার্দ্ধেরমধ্যে ইনি আছেন। এই দেবী মরুদ্‌গণপূজিতা ও সর্ব্বকামফলপ্রদা। নরগণ গন্ধপুষ্পাদি বিধানে মহানবমী ও সপ্তমীতে ইঁহার পূজা করিবে। ইহাতে সর্ব্বকামসিদ্ধি হয়।১—৩।

পঞ্চদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১৫।

চতুর্দ্দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর দেবকুলের অগ্নিকোণে ক্রোশযুগমধ্যে সমুদ্রতটে রম্য ঋষিতীর্থ অবস্থিত। এখানে পাষাণাকৃতি ঋষি সকল অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ইঁহারা সর্ব্বপাতকনাশন। এই স্থানে জ্যৈষ্ঠমাসের অমাবস্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ পিণ্ডদান ও স্নান করিবেন। ঋষিতোয়াসঙ্গমে স্নান শ্রাদ্ধ সুদুর্ল্লভ। মুনিপুঙ্গবগণ এখানে গোপ্রদানের প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই স্থানে যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হয়। ১—৪।

চতুর্দ্দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১৪।

পঞ্চদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর নর মহাপ্রভা মরুদার্য্যা সমীপে যাইবে। পূর্ব্বোক্ত

ষোড়শাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর দেবকুলের পূর্ব্বে পঞ্চগব্যূতি ব্যবধানে শম্বরস্থানের মধ্যে ক্ষেমাদিত্য নামে দেবতা আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে মানব সর্ব্বক্ষেমার্থ সিদ্ধিভাগী হয়। রবিবার সপ্তমীতে এই দেবতার পূজা করিলে তিনি সর্ব্বকামদ হন। এই আমি দেবকুল স্থানের তীর্থসংস্থিতি বলিলাম। ১—৩।

ষোড়শাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১৬।

সপ্তদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর নর দেবী কণ্টকশোষিণীসমীপে গমন করিবে। ইনি দেবকুলের উত্তরে ও উন্নত স্থানের দক্ষিণে অবস্থিত। একমনে ইঁহার উৎপত্তিবিবরণ শ্রবণ কর

কশ্যপঃ। কণ্বো মঙ্কিশ্চ সাবর্ণির্জাতুকর্ণ্যস্তথৈব চ ৩। বৎসশ্চৈব বসিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ যমোঽর্থমোঽঙ্গিরা বিষ্ণুঃ শাতাতপপরাশরৌ। ৪ শাণ্ডিল্যঃ কৌশিকশ্চৈব গৌতমো গার্গ্য এব চ দাল্‌ভ্যশ্চ শৌনকশ্চৈব শাকল্যো গালবস্তথা। ৫ জাবালির্মুদ্গলশ্চৈব ঋষ্যশৃঙ্গো বিভাণ্ডকঃ। বিশ্বামিত্রঃ শতানন্দো জহ্নুর্বিশ্বাবসুস্তথা। ৬। এতে চান্যে চ মুনয়ো যজন্তে বিবিধৈর্মখৈঃ। যজ্ঞবাটঞ্চ নির্ম্মায় ঋষিতোয়াতটে শুভে। ৭। দেবগন্ধর্ব্বনৃত্যৈশ্চ বেণুবীণানিনাদিতম্। দেবধ্বনিতঘোষেণ যজ্ঞহোমাগ্নিহোত্রজৈঃ। ৮। ধূপৈঃ সমাবৃতং সর্ব্বমাজ্যগন্ধিভিরর্চ্চিতম্। শোভিতং মুনিভির্দ্দিব্যৈশ্চাতুর্ব্বৈদ্যৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ। ৯। এবংবিধং প্রদেশং তু দৃষ্ট্বা দৈত্যা মহাবলাঃ, সমুদ্রমধ্যাদায়াতা যজ্ঞবিধ্বংসহেতবে। ১০। মায়াবিনো মহাকায়াঃ শ্যামবর্ণা মহোদরাঃ। লম্বভ্রূশ্মশ্রুনাসাগ্রা রক্তাক্ষা রক্তমূর্দ্ধজাঃ। ১১। যজ্ঞং সমাগতাঃ সর্ব্বে দৈত্যাশ্চৈব বরাননে। তান্ দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে রৌদ্ররূপান্ ভয়ঙ্করান্। ১২। কেচিন্নিপতিতা ভূমৌ তথান্যেঽগ্নৌ স্রুচীকরাঃ। পত্নীশালাং সমাবিষ্টা হবির্দ্ধানং তথা পরে। ১৩। ঋত্বিজস্ত সদোমধ্যে স্থিতা বাচংযমাস্তথা। ১৪। এবং দেবি যদা বৃত্তং মুনীনাঞ্চ মহাত্মনাম্। তদাধ্বর্য্যুর্ম্মহাতেজা ধৈর্য্যমালম্ব্য সাদরঃ। ১৫। অগ্নিহোত্রং হবিষ্যঞ্চ হবির্ব্বিপ্রস্তু মন্ত্রবিৎ। সুসমিদ্ধং জুহাবাগ্নিং রক্ষসাং নাশহেতবে। ১৬। হুতে হবিষি দেবেশি তৎক্ষণাদেব চোত্থিতা। শক্তিঃ শক্তিত্রিশূলাঢ্যা চর্ম্মহস্তা মহোজ্জ্বলা। ১৭। তয়া তে নিহতা দৈত্যা যজ্ঞবিধ্বংসকারিণঃ। ততস্তাং বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্মুনয়স্তুষ্টুবুস্তদা। ১৮। প্রসন্না ভূয়সী দেবী তানৃষীন্ প্রত্যুবাচ হ। বরং বৃণুধ্বং মুনয়ো দাস্যামি বরমুত্তমম্। ১৯। ঋষয় উচুঃ। কৃতং বৈ সকলং কার্য্যং যজ্ঞো নো রক্ষিতাস্ত্বয়া। যদি দেয়ো বরোঽস্মাকং ত্বয়া চাসুরমর্দ্দিনি। ২০। অস্মিন্ স্থানে সদা তিষ্ঠ মুনীনাং হিতকাম্যয়া। কণ্টকাঃ শোষিতা দৈত্যাস্তেন কণ্টকশোষিণী। অদ্যপ্রভৃতি নামাস্তু তেন দেবি সদা স্থিহ। ২১। ঈশ্বর উবাচ। এবং ভবিষ্যতীত্যুক্তা সা দেব্যন্তর্হিতা তদা। অষ্টম্যাং বা নবম্যাং বা পূজয়িষ্যতি মানবঃ। ২২। রাজ-

বলিতেছি। একদা ভৃগু, অত্রি, মরীচি, ভরদ্বাজ, কশ্যপ, কণ্ব, মঙ্কি, সাবর্ণি, জাতুকর্ণ্য, বৎস, বশিষ্ঠ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, যম, অঙ্গিরা, বিষ্ণু, শাতাতপ, পরাশর, শাণ্ডিল্য, কৌশিক, গৌতম, গার্গ্য, দাল্‌ভ্য, শৌনক, শাকল্য, গালব, জাবালি, মৌদ্গল, ঋষ্যশৃঙ্গ, বিভাণ্ডক, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, জহ্নু ও বিশ্বাবসু প্রভৃতি অন্যান্য মুনিগণ ঋষিতোয়াতটে যজ্ঞবাট নির্ম্মাণ করিয়া যাগ করেন। যজ্ঞ স্থানটী দেব গন্ধর্ব্বগণের নৃত্য ও বেণু বীণানিনাদে মুখরিত, বেদধ্বনি-নাদিত, যজ্ঞহোমাগ্নিহোত্রজ আজগন্ধী ধূমে পরিব্যাপ্ত ও চাতুর্ব্বিদ্য মুনিগণ দ্বারা শোভিত। এই সময় মহাবল দৈত্যগণ যজ্ঞ বিধ্বস্ত করিবার জন্য সমুদ্রমধ্য হইতে যজ্ঞবাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই দৈত্য সকলেই মায়াবী, মহাকায় শ্যামবর্ণ, মহোদর লম্বা লম্বা ভ্রূ—শ্মশ্রু-নাসাগ্র-বিশিষ্ট, রক্তাক্ষ, ও রক্তমূর্দ্ধজ। হে বরাননে! দৈত্যগণ এইরূপে যজ্ঞভূমিতে আসিয়া পড়িল। মুনিগণ তখন ঐ রৌদ্ররূপী ভয়ঙ্কর দৈত্যগণকে দর্শন করিয়া কেহ বা ভয়ে ভূমিতলে পতিত হইলেন; কেহ বা স্রুক্ স্রুব লইয়াই পত্নীশালায় গিয়া প্রবেশ করিলেন; কেহ বা হবির্দ্ধান গৃহে লুক্কায়িত হইলেন; ঋত্বিক্‌গণ সভামধ্যেই ছিলেন, কিন্তু কাহার মুখে বাক্য সরে নাই হে দেবি! যখন মুনিগণের এবম্বিধ অবস্থা উপস্থিত হইল, তখন মন্ত্রবিৎ মহাতেজা অধ্বর্য্যু দৈত্যগণের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত অগ্নিহোত্রে সুসমিদ্ধ হবি হোম করিলেন। হে দেবি! বলিব কি, হবি হুত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ চর্ম্মহস্তা মহোজ্জ্বলা শক্তিত্রিশূলাঢ্যা শক্তি অগ্নিহোত্র হইতে উত্থিত হইলেন। ১—১৭। তিনি ঐ যজ্ঞবিধ্বংসকারী দৈত্যগণকে নিহত করিলেন। তখন মুনিগণ বাহিরে আসিয়া বিবিধ স্তোত্র দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। শক্তি দেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—বর গ্রহণ কর। মুনিগণ! আমি উত্তম বর প্রদান করিব। ঋষিগণ বলিলেন,—হে দেবি! আপনি ত আমাদের সকল কার্য্যই করিলেন,—যজ্ঞরক্ষা করিলেন, ইহার উপরান্ত যদি বর দিব বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা হইলে আমাদের হিতকামনায় এইখানে সর্ব্বদা বাস করুন। আপনি আমাদের কণ্টক দৈত্যগণকে শোষণ করিলেন বলিয়া অদ্য হইতে আপনার নাম হইল—কণ্টকশোষিণী। ঈশ্বর কহিলেন,—মুনিগণের বাক্যে তথাস্তু বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। অষ্টমী বা

সেভ্যঃ পিশাচেভ্যো ভয়ং তস্য ন জায়তে। প্রাপ্নুয়াৎ পরমাং সিদ্ধিং মানবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কণ্টকশোষণীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১৭ ॥

অষ্টাদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্যাশ্চ সর্ব্বদিগ্‌ভাগে নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্। লিঙ্গং মহাপ্রভাবং হি সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মেশ্বরেতি নামাঢ্যং ব্রাহ্মণৈশ্চ প্রতিষ্ঠিতম্। ঋষিতোয়াজলে স্নাত্বা তল্লিঙ্গং যঃ প্রপূজয়েৎ। স ভবেদ্বেদবিদ্বিপ্রো জাড্যভাববিবর্জ্জিতঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১৮ ॥

একোনবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি হ্যুন্নতস্থানমুত্তমম্। তস্মিন্বোত্তরদিগ্‌ভাগে ঋষিতোয়াতটে শুভে ॥১॥ এতৎস্থানং মহাদেবি বিপ্রেভ্যঃ প্রাদদাং বলাৎ। সর্ব্বসীমাসমাযুক্তং চণ্ডীগণসুরক্ষিতম্ ॥২॥ দেব্যুবাচ। কথমুন্নতনামাস্য বভূব সুরসত্তম। কথং ত্বয়া বলাদ্দত্তং কিয়ৎ সীমাসমন্বিতম্ ॥ ৩ ॥ এতৎ সর্ব্বং মমাচক্ষ্ব সঙক্ষেপান্নাতিবিস্তরাৎ ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশিনীম্। যাং শ্রুত্বা মানবো দেবি মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৫ ॥ এতৎ সর্ব্বং পুরা প্রোক্তং স্থানসঙ্কেতকারণম্। তৃতীয়ে ব্রহ্মণঃ কুণ্ডে সৃষ্টিসংক্ষেপসূচকে ॥ ৬ ॥ তথাপি তে প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপাচ্ছৃণু পার্ব্বতি ॥ ৭ ॥ উন্নামিতং পুনস্তত্র যত্র লিঙ্গং মহোদয়ে। তদুন্নতমিতি প্রোক্তং স্থানং স্থানবতাং বরম্ ॥ ৮ ॥ অথবা চোন্নতং দ্বারং পূর্ব্বং প্রাভাসিকস্য বৈ। তদুন্নতমিতি প্রোক্তং স্থানং স্থানবতাং বরম্ ॥ ৯ ॥ বিদ্যয়া তপসা চৈব যত্রোৎকৃষ্টা মহর্ষয়ঃ। তদুন্নতমিতি প্রোক্তং স্থানং স্থানবতাং বরম্ ॥ ১০ ॥ যদা দেবকুলে বিপ্রা মূলচণ্ডীশসংজ্ঞকম্। প্রসাদ্য চ মহাদেবং পুনঃ প্রাপ্তা মহোদয়ম্ ॥ ১১ ॥ ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি তপস্তেপুর্মহর্ষয়ঃ। ধ্যায়মানা মহেশানমনাদিনিধনং পরম্ ॥ ১২ ॥ তেষু

নবমীতে মানবগণ যদি এই দেবীর পূজা করে, তবে তাহাদের পিশাচ ও রাক্ষস হইতে কোন ভয় না, অপিচ তাহারা পরম সিদ্ধি লাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই। ১৮—২৩।

সপ্তদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১৭।

অষ্টদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—কণ্টকশোষিণী দেবীর পূর্ব্বে অনতিদূরে এক লিঙ্গ আছেন। তিনি মহাপ্রভাব, সর্ব্বপাতকনাশন ব্রহ্মেশ্বরাভিধ এবং ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ঋষিতোয়াজলে স্নান করিয়া যে জন উক্ত লিঙ্গের পূজা করে, সে জাড্যবর্জ্জিত বেদবিৎ বিপ্র হয়। ১।২।

অষ্টাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১৮।

ঊনবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর নর উন্নতস্থান তীর্থে গমন করিবে। উহা ব্রহ্মেশ্বরের উত্তরে ঋষিতোয়াতটে অবস্থিত। দেবি! চণ্ডীগণরক্ষিত সীমানির্দ্দিষ্ট এই স্থান আমি বিপ্রগণকে দান করিয়াছিলাম। দেবী কহিলেন,—হে সুরসত্তম! কিজন্য এই স্থানের নাম উন্নত হইল? আপনি কেন ইহা দান করিয়াছিলেন? এবং ইহার সীমানির্দ্দেশই বা কি প্রকার ছিল? এই সকল আপনি নাতি বিস্তৃতভাবে বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—দেবি। শ্রবণ কর, আমি তোমায় এই পাপনাশিনী কথা বলিতেছি! একথা শুনিয়া মানব সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হয়। আমি পূর্ব্বে এই সকল কথা তোমায় সৃষ্টিসংক্ষেপসূচক তৃতীয় ব্রহ্মকুণ্ডে বলিয়াছিলাম। তথাপি সংক্ষেপে আবার বলিতেছি শ্রবণ কর।১-৭। এই স্থানে আমার লিঙ্গ উল্লাসিত হইয়াছিল বলিয়া এই স্থানশ্রেষ্ঠের নাম উন্নত হইয়াছে। আবার এই স্থান পূর্ব্বে প্রভাস ক্ষেত্রের উন্নত দ্বার ছিল বলিয়া এই উত্তম স্থানের নাম হইয়াছে—(উন্নত) কিম্বা ঐ স্থানের মহর্ষিগণ বিদ্যা ও তপস্যায় উৎকৃষ্ট বলিয়া ঐ প্রধান স্থানের নাম হইয়াছে উন্নত। একদা কোটিসংখ্যক বিপ্র ঋষিতোয়াতটে দেবকুলে ষষ্টিসহস্র বৎসর তপস্যা ও অনাদিনিধন

বৈ তপ্যমানেষু কোটিসংখ্যেষু পার্ব্বতি। ঋষিতোয়াতটে রম্যে পবিত্রে পাপনাশনে। ভিক্ষুর্ভূত্বা গতশ্চাহং পুনস্তত্রৈব ভামিনি ॥ ১৩ ॥ ত্রিকালদর্শিভিস্তত্র দোষরাগবিবর্জ্জিতৈঃ। তপস্বিভিস্তদা সর্ব্বৈর্লক্ষিতোঽহং বরাননে ॥ ১৪ ॥ দৃষ্টমাত্রস্তদা বিপ্রৈর্বিররাম মহেশ্বরঃ। ক যাসি বিদিতো দেব ইত্যুক্তাত্বযযুর্দ্বিজাঃ ॥ ১৫ ॥ যাবদায়ান্তি মুনয় ঈশেশেতিপ্রভাষকাঃ। ধাবমানাঃ স্বতপসা দ্যোতয়ন্তো দিশো দশ ॥ ১৬ ॥ লিঙ্গমেব প্রপশ্যন্তি ন পশ্যন্তি মহেশ্বরম্ ॥ ১৭ ॥ যে যে চ দদৃশুর্লিঙ্গং মূলচণ্ডীশসংজ্ঞকম্। তদা চ মুনয়ঃ সর্ব্বে সদেহাঃ স্বর্গমাযযুঃ ॥ ১৮ ॥ যদা ত্রিবিষ্টপং ব্যাপ্তং দৃষ্টং বৈ শতযজ্বনা। আয়ান্তি চ তথৈবান্তে মুনয়স্তপসোজ্জ্বলাঃ ॥ ১৯ ॥ এতদন্তরমাসাদ্য সমাগত্য মহীতলে। লিঙ্গমাচ্ছাদয়ামাস বজ্রেণৈব শতক্রতুঃ ॥ ২০ ॥ অষ্টাদশসহস্রাণি মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্। স্থিতানি ন তু পশ্যন্তি লিঙ্গমেতদনুত্তমম্ ॥ ২১ ॥ শক্রস্তু সহসা দৃষ্টো বজ্রেণৈব সমন্বিতঃ। যাবদ্বদন্তি শাপন্তে তাবন্নষ্টঃ পুরন্দরঃ ॥ ২২ ॥ দৃষ্ট্বা তান্ কোপসংযুক্তান্ ভগবাংস্ত্রিপুরান্তকঃ। উবাচ সান্ত্বয়ন্ দেবো বাচা মধুরয়া মুনীন্ ॥ ২৩ ॥ কথং খিন্না দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সদা শান্তিপরায়ণাঃ। প্রসন্নবদনা ভূত্বা শ্রূয়তাং বচনং মম ॥ ২৪ ॥ ভবদ্ভির্জ্ঞানসংযুক্তৈঃ স্বর্গঃ কিং মন্যতে বহু। যত্রৈকে বসবঃ প্রোক্তা আদিত্যাশ্চ তথা পরে ॥ ২৫ ॥ রুদ্রসংজ্ঞাস্তথা চৈকে হ্যশ্বিনাবপি চাপরৌ। এতেষামধিপঃ কশ্চিদেক ইন্দ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৬ ॥ স্বপুণ্যসংক্ষয়ে প্রাপ্তে যস্মাদ্বিভ্রশ্যতে নরৈঃ। এবং দুঃখসমাযুক্তঃ স্বর্গো নৈবেষ্যতে বুধৈঃ ॥ ২৭ ॥ এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্রাঃ কুরুধ্বং বচনং মম। গৃহ্নীধ্বং নগরং রম্যং নিবাসায় মহাপ্রভম্ ॥ ২৮ ॥ হুয়ন্তামগ্নিহোত্রাণি দেবতাঃ সর্ব্বদা দ্বিজাঃ। ইজ্যন্তাং বিবিধৈর্যাগৈঃ ক্রিয়তাং পিতৃপূজনম্ ॥ ২৯ ॥ আতিথ্যং ক্রিয়তাং নিত্যং বেদাভ্যাসস্তথৈব হি ॥ ৩০ ॥ এবং হি কুর্ব্বতাং নিত্যং বিনা জ্ঞানস্য সঞ্চয়ৈঃ। প্রসাদান্মম বিপ্রেন্দ্রাঃ প্রান্তে মুক্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৩১ ॥ ঋষয় উচুঃ। অসমর্থাঃ পরিত্রাণে জিতাহারাস্তপোষিতাঃ। নগরেণেহ কিং কুর্ম্মস্তব ভক্তিমভীপ্সবঃ ॥ ৩২ ॥ ঈশ্বর উবাচ।

মহেশ মূলচণ্ডীশের ধ্যান করিয়া তাঁহাকে প্রসাদিত করত মহৎ ঐশ্বর্য্য লাভ করিলে আমি ঐ স্থানে ভিক্ষুরূপে উপস্থিত হই। তখন তাঁহারা আমায় তথাবিধ দর্শন করেন। দৃষ্টমাত্র আমি ঐ স্থানে বিরাম লাভ করি। পরে আমি গমন করিতে থাকিলে তাঁহারা আমাকে জানিতে পারিয়া "কোথায় যাইতেছেন দেব!" এই বলিয়া অনুগমন করেন। ক্রমশ তাঁহারা স্বীয় তপঃপ্রভাবে দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া "ঈশ! ঈশ!" করিতে করিতে আমার পশ্চাৎ ধাবিত হন। এইরূপ ধাবন করিতে করিতে তাঁহারা আর আমাকে দেখিতে পাইলেন না, অবশেষে কেবল লিঙ্গ দেখিতে পাইতে লাগিলেন। যাঁহারা যাঁহারা মূলচণ্ডীশসংজ্ঞক ঐ লিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। তাহাতে স্বর্গের সমস্ত স্থান পরিব্যাপ্ত হইল। শক্র দেখিলেন,—তপোজ্যোতিঃসম্পন্ন মুনি সকল স্বর্গ ব্যাপ্ত করিয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি মহীতলে আগমনপূর্ব্বক বজ্র দ্বারা লিঙ্গ আচ্ছাদিত করিলেন। ঐ সময় অষ্টাদশ সহস্র মুনি লিঙ্গ দেখিতে পাইলেন না; অনতিদূরে শক্রকে বজ্র হস্তে অবস্থান করিতে দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহারা যেমন শাপ প্রদান করিলেন, অমনি শক্র পলায়ন করিলেন! তখন আমি তাঁহাদিগকে কুপিত দেখিয়া মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম; বলিলাম,—হে দ্বিজগণ! আপনারা সদা শান্তি-পরায়ণ প্রসন্নবদন হইয়া খিন্ন হইলেন কেন? আমার কথা শুনুন। আপনারা জ্ঞানী হইয়া স্বর্গকে কি এতই শ্রেষ্ঠ বস্তু বলিয়া মনে করেন। স্বর্গে ত কেবল কয়েকটী বসু, গোটাকতক আদিত্য,---কতিপয় রুদ্র, দুটী অশ্বিনীকুমার---আর ইহাদেরই অধিপ একটী ইন্দ্র আছে মাত্র। পুণ্যক্ষয় হইলে আর সেখানে তিষ্ঠিবার উপায় নাই; এরূপ দুঃখসঙ্কুল স্বর্গ পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখন ইচ্ছা করেন না। অধুনা আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমি এক নগর দিতেছি, তাহাতে আপনারা বাস করুন। আমার প্রসাদে নিত্য সেখানে অগ্নিহোত্রে হোম করুন—দেবতাগণের পূজা করুন—বিবিধ যজ্ঞ করুন—পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করুন সর্ব্বদা আতিথ্য করুন—বেদাভ্যাস করুন। এরূপ করিলে আমার প্রসাদে জ্ঞান ব্যতিরেকে অন্তে আপনাদের মুক্তি লাভ হইবে। ৮—৩১। ঋষিগণ বলিলেন,—আমরা নগর লইয়া কি করিব? আমরা পালন করিতে পারিব না; আমরা জিতাহার ব্যক্তি; আমরা চাই কেবল আপনাতে ভক্তি। ঈশ্বর বলিলেন,—আপ-

ভবিষ্যতি সদা ভক্তির্মামকং পরমেশ্বরে। গৃহ্নীধ্বং নগরং রম্যং কুরুধ্বং বচনং মম ॥ ৩৩ ॥ ইত্যুক্তা ভগবান্ দেব ঈষন্মীলিতলোচনঃ। সস্মার বিশ্বকর্ম্মাণং সর্ব্বশিল্পবতাং বরম্ ॥ ৩৪ ॥ স্মৃতমাত্রো বিশ্বকর্ম্মা প্রাঞ্জলিশ্চাগ্রতঃ স্থিতঃ। আজ্ঞাপয়তু মাং দেবো বচনং করবাণি তে ॥ ৩৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। নগরং ক্রিয়তাং ত্বষ্টর্বিপ্রার্থং সুন্দরং শুভম্ ॥৩৬॥ ইত্যুক্তো বিশ্বকর্ম্মা স ভূমিং বীক্ষ্য সমন্ততঃ। উবাচ প্রণতো ভূত্বা শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ৩৭ ॥ পরীক্ষিতা ময়া ভূমির্ন যুক্তং নগরং ত্বিহ। অত্র দেবকুলং সাক্ষা-ল্লিঙ্গস্য পতনং তথা ॥ ৩৮ ॥ যতিভিশ্চাত্র বস্তব্যং ন যুক্তং গৃহমেধিনাম্ ॥ ৩৯ ॥ ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা সপ্তরাত্রং মহেশ্বর। পক্ষং মাসমৃতুং বাপি হ্যয়নং যাবদেব চ। পুত্রদারযুতৈস্তীর্থে বস্তব্যং গৃহমে-ধিভিঃ ॥ ৪০ ॥ বসত্যূর্দ্ধং তু সন্ন্যাসাদ্যদা তীর্থে গৃহাধিপঃ। অবজ্ঞা জায়তে তস্য মনশ্চাপল্যভাবতঃ। তদা ধর্ম্মাদ্বিনশ্যন্তি সকলা গৃহমেধিনঃ ॥ ৪১ ॥ ইত্যুক্তঃ স তদা দেবস্তেন বৈ বিশ্বকর্ম্মণা। পুনঃ প্রোবাচ তং তস্য প্রশস্য বচনং শিবঃ ॥ ৪২ ॥ রোচতে মে ন বাসোঽত্র বিপ্রাণাং গৃহমেধিনাম্। যত্র চোন্নমিতং লিঙ্গমৃষিতোয়াতটে শুভে। তত্র নির্ম্মাপয় ত্বষ্টর্নগরং শিল্পিনাং বর ॥ ৪৩ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বকর্ম্মা ত্বরান্বিতঃ। গত্বা চকার নগরং শিল্পিকোটিভিরাবৃতঃ ॥ ৪৪ ॥ উন্নতং নাম যল্লোকে বিখ্যাতং সুরসুন্দরি। ততো হৃষ্টমনা ভূত্বা বিলোক্য নগরং শিবঃ। আহূয় ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বানুবাচানতকন্ধরঃ ॥ ৪৫ ॥ ইদং স্থানং বরং রম্যং নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা। গ্রামাণাঞ্চ সহস্রেণ প্রোক্তং সর্ব্বাসু দিক্ষু চ ॥ ৪৬ ॥ নগরাৎ সর্ব্বতঃ পুণ্যো দেশো নগ্নহরঃ স্মৃতঃ। অষ্টযোজনবিস্তীর্ণ আয়ামব্যাসত-স্তথা ॥ ৪৭ ॥ নগ্নো ভূত্বা হরো যত্র দেশো ভ্রান্তো যদৃচ্ছয়া। তং নগ্নহরমিত্যাহুর্দ্দেশং পুণ্যতমং জনাঃ ॥ ৪৮ ॥ পূর্ব্বে তু শাঙ্করী চার্য্যা পশ্চিমে ন্যঙ্কুমত্যপি। উত্তরে কনকনন্দা দক্ষিণে সাগরাবধিঃ। এতদন্তর-মাসাদ্য দেশো নগ্নহরঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৯ ॥ অষ্টযোজন-মানেন আয়ামব্যাসতস্তথা। প্রোক্তোঽয়ং সকলো দেশ উন্নতেন সমং ময়া ॥ ৫০ ॥ গৃহ্যতাং নগরশ্রেষ্ঠং প্রসীদধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ। অত্র ভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ ভবি-

নাদের আমার প্রতি ভক্তি হইবে; নগর গ্রহণ করুন; আমার কথা শুনুন। এই বলিয়া ভগবান্ (আমি) ঈষন্মীলিতলোচন হইয়া শিল্পিশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মাকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রে সে কৃতাঞ্জলিপুটে দেবদেবের অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল,—আদেশ করুন, আপনার কি করিব? ঈশ্বর বলিলেন,—বিপ্রদিগের জন্য নগর নির্ম্মাণ কর। এইরূপ উক্ত হইয়া সে ভূমি নিরীক্ষণ করত প্রণামপূর্ব্বক লোকশঙ্কর শঙ্করকে (আমাকে) বলিল,—আমি পরীক্ষা করিলাম; এখানে নগর কর্ত্তব্য নহে। যে হেতু এখানে সাক্ষাৎ দেবকুল বর্ত্তমান এবং এখানে লিঙ্গ পতন হইয়াছে। যতিগণ এখানে বাস করিতে পারেন; গৃহমেধীদিগের এখানে বাস করা কর্ত্তব্য নহে। সপুত্রদার গৃহমেধিগণ ত্রিরাত্র, পঞ্চরাত্র, সপ্তরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু অয়ন কাল পর্য্যন্ত বাস করিবেন। সন্ন্যাসের অধিক কাল যদি তাঁহারা এ তীর্থে বাস করেন, তাহা হইলে মনের চাপল্য বশতঃ তীর্থের প্রতি তাঁহাদের অবজ্ঞা হইয়া থাকে। সুতরাং তখন তাঁহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হন। দেবদেব বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া পুনরায় তাহাকে এক উত্তম বাক্য বলিলেন যে, আমারও এখানে গৃহাশ্রমী বিপ্রগণকে বাস করাইতে ইচ্ছা হয় না। ঋষিতোয়াতটে যেখানে আমার লিঙ্গ লক্ষিত হইয়াছিল, হে ত্বষ্টঃ! সেই স্থানে তুমি আমার আশ্রম নির্ম্মাণ কর। দেবদেবের এই বাক্য স্মরণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা ত্বরান্বিত হইয়া আসিয়া কোটিশিল্পী সমভিব্যাহারে নগর প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই নগরই উন্নত নামে বিখ্যাত হইয়াছে। অনন্তর শিব বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত নগর অবলোকন করিয়া আনন্দে ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—বিশ্বকর্ম্মা এই উত্তম স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহার চতুর্দ্দিকে সহস্র গ্রাম বিরাজিত। এই নগরের সমস্ত স্থান পুণ্য নগর বলিয়া কথিত। ইহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার আট যোজন। হর যদৃচ্ছাক্রমে এইস্থানে নগ্নাবস্থায় বিচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম নগ্নহর হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে আর্য্যা, পশ্চিমে ন্যঙ্কুমতী, উত্তরে কনকনন্দা, এবং দক্ষিণে সাগর। এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম নগ্নহর। ইহার আয়াম ও ব্যাস আট যোজন করিয়া। আমি এই সমস্ত দেশকে উন্নত সমান বলিয়া কীর্ত্তন করি। ৩২—৫০। হে দ্বিজসত্তমগণ! আপনারা এই নগরশ্রেষ্ঠ গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন হউন; আপনাদের

য্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥ ইত্যুক্তাস্তে তদা সর্ব্বে বিপ্রা উচুর্ম্মহেশ্বরম্ ॥ ৫২ ॥ বিপ্রা উচুঃ। ঈশ্বরাজ্ঞা বৃথা কর্ত্তুং ন শক্যা পরমাত্মনঃ। তপোঽগ্নিহোত্রনিষ্ঠানাং বেদাধ্যয়নশালিনাম্ ॥ ৫৩ ॥ অস্মাকং রক্ষিতা কোঽস্তি কলিকালে চ দারুণে। কো দাতারোগ্যদঃ কশ্চ কো বৈ মুক্তিং প্রদাস্যতি ॥ ৫৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ। মহাকালস্বরূপেণ স্থিত্বা তীর্থে মহোদয়ে। নাশয়িষ্যামি শত্রূন্ বঃ সম্যগারাধিতো'হহম্ ॥ ৫৫ ॥ উন্নতো বিঘ্নরাজশ্চ বিঘ্নচ্ছেত্তা ভবিষ্যতি। গণনাথস্বরূপোঽয়ং ধনদো নিধিনাং পতিঃ ॥ ৫৬ ॥ যুষ্মভ্যং দাস্যতি দ্রব্যং সম্যগারাধিতোঽপি সঃ। আরোগ্যদায়কো নিত্যং দুর্গাদিত্যো ভবিষ্যতি ॥ ৫৭ ॥ মহোদয়ং মহানন্দদায়কং বো ভবিষ্যতি। সমাগারাধিতো ব্রহ্মা সর্ব্বকার্য্যেষু সর্ব্বদা। সর্ব্বান্ কামাংশ্চ মুক্তিঞ্চ যুষ্মভ্যং সম্প্রদাস্যতি ॥ ৫৮ ॥ বিপ্রা উচুঃ। যদি তীর্থানি তিষ্ঠন্তি সর্ব্বাণি সুরসত্তম। সঙ্গালেশ্বরতীর্থে চ তথা দেবকুলে শিবে ॥ ৫৯ ॥ কলাবপি মহারৌদ্রে হ্যস্মাকং পাবনায় বৈ। স্থাতব্যং তহি গৃহ্ণীমো নান্যথা চ মহেশ্বর ॥ ৬০ ॥ স তথেতি প্রতিজ্ঞায় দদৌ তেভ্যঃ পুরং বরম্। সপ্তভৌমৈঃ শশাঙ্কাভৈঃ প্রাসাদৈঃ পরিভূষিতম্। নানাগ্রামসমাযুক্তং সর্ব্বতঃ সীমযান্বিতম্ ॥ ৬১ ॥ সূত উবাচ। এবং তেভ্যো হি নগরং দত্ত্বা দেবো মহেশ্বরঃ। দদর্শ বিশ্বকর্ম্মাণং প্রাঞ্জলিং পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৬২ ॥ বিশ্বকর্ম্মোবাচ। বিলোক্যতাং মহাদেব নগরং নগরোপমম্। সৌবর্ণস্থলমারুহ্য নির্ম্মিতং ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥ ৬৩ ॥ বিশ্বকর্ম্মবচঃ শ্রুত্বা ভগবাংস্ত্রিপুরান্তকঃ। সমারুরোহ স্থলকং সহ সর্ব্বৈর্ম্মহর্ষিভিঃ ॥ ৬৪ ॥ নগরং বিলোকয়ামাস রম্যং প্রাকারমণ্ডিতম্। ঋষয়স্তুষ্টুবুঃ সর্ব্বে তত্রস্থং ত্রিপুরান্তকম্। তানুবাচ মহাদেবো বৃণুধ্বং বরমুত্তমম্ ॥ ৬৫ ॥ ঋষয় উচুঃ। যদি তুষ্টো মহাদেব স্থলকেশ্বরনামভৃৎ। অবলোকয়ংশ্চ নগরং সদা তিষ্ঠ স্থলে হর ॥ ৬৬ ॥ ইত্যুক্তস্তৈস্তদা দেবঃ স্থলকেঽস্মিন্‌সদাস্থিতঃ। কৃতে রত্নময়ং দেবি ত্রেতায়াঞ্চ হিরণ্ময়ম্ ॥ ৬৭ ॥ রৌপ্যঞ্চ দ্বাপরে প্রোক্তং স্থলমশ্মময়ং কলৌ। এবং তত্র স্থিতো দেবঃ স্থলকেশ্বরনামতঃ ॥ ৬৮ ॥ সদা পূজ্যো মহাদেব উন্নতস্থানবাসিভিঃ। মাঘে মাসি চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতস্তত্র

ভুক্তি মুক্তি লাভ হইবে, সংশয় নাই। মহাদেব কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বিপ্রগণ তাঁহাকে বলিলেন,—আমরা ঈশ্বরাজ্ঞা বৃথা করিতে সক্ষম নহি। এই দারুণ কলিতে তপোঽগ্নিহোত্রনিষ্ঠ বেদাধ্যয়নশালী আমাদের দেব ব্যতীত কে রক্ষক হইবে? কেই বা দান করিবে? কেই বা আরোগ্য প্রদান করিবে? আর কেই মুক্তি বিতরণ করিবে? ঈশ্বর বলিলেন,—আমি মহাকাল স্বরূপে মহোদয় তীর্থে থাকিব এবং আরাধিত হইয়া আপনাদের শত্রু নাশ করিব। উন্নত বিঘ্নরাজ আপনাদের বিঘ্নচ্ছেত্তা হইবেন। ইনিই গণনাথ স্বরূপ এবং নিধিপতি ধনদস্বরূপ। ইনি সম্যক্ আরাধিত হইয়া আপনাদিগকে দ্রব্য দিবেন। দুর্গাদিত্য এই নগরে আপনাদিগকে আরোগ্য দান করিবেন। তিনি মহোদয় ও মহানন্দদায়ক হইবেন। ভগবান্ ব্রহ্মা সম্যক্ আরাধিত হইয়া আপনাদিগকে সর্ব্বকাম ও মুক্তি দান করিবেন। বিপ্রগণ বলিলেন,—হে মহেশ্বর! যদি ঘোর কলিকালেও আমাদের শুদ্ধির জন্য সঙ্গালেশ্বর, দেবকুল ও শিবতীর্থে তীর্থসকল বিরাজ করে, তাহা হইলে আমরা এইস্থানে বাস করিব এবং এই নগর গ্রহণ করিব। দেবদেব 'তথাস্তু' বাক্যে প্রতিজ্ঞা করিয়া বিপ্রগণকে ঐ উত্তম নগর প্রদান করিলেন। এই নগর শশাঙ্কাভ সাতটী প্রাসাদে শোভিত, নানা গ্রামযুক্ত ও চতুর্দ্দিকে সীমাবিশিষ্ট। সূত বলিলেন,—হর এইরূপে নগর দান করিয়া সম্মুখস্থিত বিশ্বকর্ম্মাকে দেখিতে পাইলেন। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন,—হে দেবদেব! এই নগরের মত নগর অবলোকন করুন। সৌবর্ণ স্থানে আরোহণ করিয়া আপনার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছি। বিশ্বকর্ম্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেশ্বর বিপ্রগণের সহিত তথায় আরোহণ করিলেন। তথায় থাকিয়া তিনি নগরের শোভা দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর ঋষিগণ দেবদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবদেব তাঁহাদিগকে বলিলেন,—বর গ্রহণ কর। তাঁহারা বলিলেন,—হে দেব! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি স্থলকেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করুন। আর নগর অবলোকন করিয়া এই স্থানে সর্ব্বদা বাস করুন। বিপ্রগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দেবদেব সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এইস্থান সত্যযুগে রত্নময়, ত্রেতায় হিরণ্ময়, দ্বাপরে রৌপ্যময় এবং কলিকালে পাষাণময় হয়। দেবদেব এইস্থানে স্থলকেশ্বর নামে বাস করিতে লাগিলেন। উন্নত-

জাগরে ॥ ৬৯ ॥ ইত্যেতৎ কথিতং দেবি হ্যুন্নতস্য মহোদয়ম্। শ্রুতং পাপহরং নৃণাং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে উন্নতস্থানমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১৯ ॥

বিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্মাচ্চ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে কিঞ্চিদাগ্নেয়সংস্থিতম্। লিঙ্গদ্বয়ং মহাপুণ্যং বিশ্বকর্ম্মপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥ যদা বৈ নগরং কর্ত্তুং ত্বষ্টা তত্র সমাগতঃ। প্রতিষ্ঠাপ্য মহাদেবং নগরং কৃতবাংস্ততঃ ॥ ২ ॥ কৃত্বা চ নগরং রম্যং লিঙ্গস্যাস্য প্রভাবতঃ। পুনঃ প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং তেন বৈ বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৩ ॥ কর্ম্মাদৌ কর্ম্মণশ্চান্তে যাত্রোদ্বাহগৃহাদিকে। লিঙ্গদ্বয়ং পূজয়িত্বা সিদ্ধিমাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গন্ধামৃতরসোদকৈঃ। নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈর্দ্দেবি লিঙ্গযুগ্মং প্রপূজয়েৎ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে লিঙ্গদ্বয়মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম বিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২০ ॥

একবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। অথ তে কীর্ত্তয়িষ্যামি রহস্যং স্থানমুত্তমম্। সর্ব্বপাপহরং নৃণামুন্নতস্থানবাসিনাম্ ॥ ১ ॥ শ্রেষ্ঠদেবস্য মাহাত্ম্যং ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ। উন্নতস্থানসংস্থস্য দেবস্য বালরূপিণঃ। যস্য দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২ ॥ দেব্যুবাচ। বালরূপীতি যৎ প্রোক্তমুন্নতং তৎকথং বদ। স্থানেষন্যেষু সর্ব্বত্র বৃদ্ধরূপী পিতামহঃ ॥ ৩ ॥ কস্মিন্ স্থানে স্থিতস্তত্র কিমর্থং তত্র বা গতঃ। কথং স পূজ্যো বিপ্রেন্দ্রৈস্তিথৌ কস্যাং ক্রমাদ্বদ ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ঋষিতোয়াপশ্চিমে তু ঐশান্যাং স্থলেকেশ্বরাৎ। ব্রহ্মণঃ পরমং স্থানং ব্রহ্মলোক ইবাপরঃ ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ পূজ্যাঃ প্রাভাসিকে সদা। ব্রহ্মভাগে স্থিতো ব্রহ্মা ঋষিতোয়াতটে শুভে ॥ ৬ ॥ রুদ্রভাগেঽগ্নিতীর্থে চ পূজ্যো রুদ্রঃ সনাতনঃ। গিরৌ রৈবতকে রম্যে পূজ্যো দামোদরো হরিঃ ॥ ৭ ॥ সোমেন প্রার্থিতো দেবো বালরূপী পিতামহঃ। আগতশ্চাষ্টবর্ষস্তু হ্যুন্নতে স্থান উত্তমে ॥ ৮ ॥ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা দ্বিজান্

স্থানবাসী জনগণ মাঘমাসের চতুর্দ্দশীতে বিশেষতঃ জাগরোৎসবে এই স্থানে মহাদেবের পূজা করেন। হে দেবি! এই আমি উন্নতস্থানের মহোদয় কীর্ত্তন করিলাম। ইহা নরগণের পাপহর ও সর্ব্ব কামফলপ্রদ। ৫১—৭০।

উনবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১৯।

বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্ব্বোক্ত দেবতার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ অগ্নিকোণে বিশ্বকর্ম্মাপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গদ্বয় বিরাজিত। বিশ্বকর্ম্মা ঐ স্থানে আগমন করিয়া লিঙ্গ প্রতিষ্ঠান্তে নগর নির্ম্মাণ করেন। পরে লিঙ্গপ্রভাবে নগর নির্ম্মাণ করিয়া পুনরায় তিনি ঐ স্থানে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। যাত্রোদ্বাহগৃহাদি কর্ম্মের আদ্যন্তে লিঙ্গদ্বয় পূজা করিলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। হে দেবি! অতএব সকলে সর্ব্বপ্রযত্নে গন্ধামৃত রসোদক নৈবেদ্যাদি দ্বারা লিঙ্গদ্বয়ের পূজা করিবে। ১—৫।

বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২০।

একবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর তোমার নিকট উন্নতস্থানবাসী নরগণের সর্ব্বপাপহর রহস্য—উত্তম স্থান এবং তত্রত্য অব্যক্তজন্মা বালরূপী ব্রহ্মা—যাঁহার দর্শনে সর্ব্বপাপমুক্তি হয়, সেই দেবের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেবী বলিলেন,—হে দেব! আপনি যে উন্নতস্থানস্থ বালরূপীর কথা বলিলেন, তাহা কি প্রকার? অন্যত্র সর্ব্বত্র বৃদ্ধরূপী পিতামহ, ঐ উন্নত স্থানের কোথায় কিজন্য গমন করেন? তাঁহার কোন্ তিথিতে তিনি কিজন্য বিপ্রেন্দ্রগণের পূজ্য? এই সকল আপনি ক্রমশ বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—ঋষিতোয়ার পশ্চিমে ও স্থলকেশ্বরের ঈশানে অপর ব্রহ্মলোকের ন্যায় ব্রহ্মার পরম স্থান বিদ্যমান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র ইঁহারা প্রভাসক্ষেত্রে পূজনীয়। ঋষিতোয়ার শুভ তটে ব্রহ্মভাগে ব্রহ্মা অবস্থান করেন। অগ্নিতীর্থে রুদ্রভাগে সনাতন রুদ্র পূজনীয় হন। আর রৈবতক গিরিতে দামোদর হরি পূজনীয়। ১—৭। বালরূপী পিতামহ, সোম কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া অষ্টম বর্ষ বয়সে উত্তম স্থান উন্নত স্থানে

শ্রেষ্ঠাংস্তত্র স্থানে স্থিতো বিভুঃ ॥ ৯ ॥ নাস্তি ব্রহ্ম-সমো দেবো নাস্তি ব্রহ্মসমো গুরুঃ। নাস্তি ব্রহ্মসমং জ্ঞানং নাস্তি ব্রহ্মসমং তপঃ ॥ ১০ ॥ তাবদ্‌ভ্রমন্তি সংসারে দুঃখশোকভয়াপ্লুতাঃ। ন ভবন্তি সুরজ্যেষ্ঠে যাবদ্ভক্তাঃ পিতামহে ॥ ১১ ॥ সমাসক্তং যথা চিত্তং জন্তোর্বিষয়গোচরে। যদ্যেবং ব্রহ্মণি স্যত্তং কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১২ ॥ পরমায়ুঃ স্মৃতো ব্রহ্মা পরার্দ্ধং তস্য বৈ গতম্। উন্নতস্থানসংস্থস্য দ্বিতীয়ং ভবিতাধুনা ॥ ১৩ ॥ যদাসাবুন্নতে স্থানে ব্রহ্ম-লোকাৎ পিতামহঃ। আগতশ্চাষ্টবর্ষস্তু বালরূপী তদোচ্যতে ॥ ১৪ ॥ স্থনেষন্যেষু বিপ্রাণাং বৃদ্ধরূপী পিতামহঃ। যুক্তং তদুন্নতস্থানং সদা চ ব্রহ্মণঃ প্রিয়ম্ ॥ ১৫ ॥ স্নাত্বা চ বিধিবৎপূর্ব্বং ব্রহ্মকুণ্ডে নরোত্তমঃ। পূজয়েৎপুষ্পধূপাদ্যৈর্ব্রহ্মাণং বাল-রূপিণম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২১ ॥

আগমন করেন। তিনি দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে অবলোকন করিয়া এই স্থানে বাস করেন। ব্রহ্মার সমান দেব—গুরু—জ্ঞান ও তপ নাই। সুরজ্যেষ্ঠ পিতামহে যাবৎ ভক্তি না হয়, তাবৎ জীবকে দুঃখ-শোক-ভয়ে সংসারে ভ্রমণ করিতে হয়। জন্তুগণের চিত্ত বিষয়গোচরে যেরূপ সমাসক্ত, এরূপ যদি ব্রহ্মাতে হইত, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি বন্ধনমুক্ত না হইত? ব্রহ্মাই পরমায়ুঃ বলিয়া কথিত। তাঁহার উন্নতস্থান বাসে পরার্দ্ধ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, অধুনা এখানে তাঁহার দ্বিতীয় পরার্দ্ধ অতীত হইবে। তিনি যখন এই উন্নত স্থানে আইসেন, তখন অষ্টবর্ষীয় ছিলেন, তাই তাঁহাকে বালক বলা হয়। এই ব্রহ্মাই অন্যস্থানে বিপ্রগণের বৃদ্ধ পিতামহ। উন্নতস্থান যে সর্ব্বদা ব্রহ্মার প্রিয়, তাহা যুক্তই। হে নরোত্তম! অগ্রে বিধিবৎ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া পুষ্পধূপাদি দ্বারা বালরূপী ব্রহ্মার পূজা করিবে। ৮—১৬।

একবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২১।

দ্বাবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তস্য দক্ষিণসংস্থিতম্। দুর্গাদিত্যেতিনামানং সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্ ॥ ১ ॥ যদা দুঃখমনুপ্রাপ্তা দুর্গা দুঃখবিনাশিনী। সূর্য্যমারাধয়ামাস তদা দুঃখবিমুক্তয়ে ॥ ২ ॥ ততঃ কালেন বহুনা তস্যাস্তুষ্টো দিবাকরঃ। উবাচ মধুরং বাক্যং দুর্গাং দেবো মহাপ্রভাম্। বরং বরয় দেবেশি তপসা তুষ্টবানহম্ ॥ ৩ ॥ দুর্গোবাচ। যদি তুষ্টো দিবানাথ দুঃখসঙ্ঘং বিনাশয় ॥ ৪ ॥ সূর্য্য উবাচ। অচিরেণৈব কালেন ভগবাংস্ত্রিপুরান্তকঃ। সম্প্রাপ্স্যত্যুত্তমং লিঙ্গমুন্নতে স্থান উত্তমে ॥ ৫ ॥ দুর্গাদত্যেতি মে নাম ইহ দেবি ভবিষ্যতি। এবমুক্ত্বা মহাদেবি তত্রৈবান্তর্দধে রবিঃ। সপ্তম্যাং রবিবারেণ দুর্গাদিত্যং প্রপূজয়েৎ ॥ ৬ ॥ তস্য দুঃখানি সর্ব্বাণি কুষ্ঠানি বিবিধানি চ। বিলয়ং যান্তি দেবেশি দুর্গাদিত্যপ্রপূজনাৎ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দুর্গাদিত্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২২ ॥

দ্বাবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব পূর্ব্বোক্ত স্থানের দক্ষিণদিকে গমন করিবে। এই স্থানে দুর্গাদিত্য নামক সর্ব্বপাপনাশন এক দেব বিরাজিত। পূর্ব্বে দুঃখবিনাশিনী দুর্গা দেবী এই স্থানে দুঃখিতা হইয়া দুঃখাপনোদনের জন্য সূর্য্যারাধনা করেন। অনন্তর বহুকাল পরে তুষ্ট হইয়া দিবাকর তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেবেশি! বর গ্রহণ করুন, আমি আপনার তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি। দেবী বলেন,—হে দিবানাথ! যদি তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে আমার দুঃখ নাশ করুন। সূর্য্য বলেন,—অচিরকালমধ্যে গুণবান্ ত্রিপুরান্তক উত্তম স্থান উন্নত স্থানে লিঙ্গ প্রাপ্ত হইবেন। আর হে দেবি! এই স্থানে আমার নাম হইবে দুর্গাদিত্য। হে মহাদেবি! এই বলিয়া সূর্য্য অন্তর্দ্ধান করেন। রবিবার সপ্তমীতে দুর্গাদিত্যের পূজা করিলে সর্ব্বদুঃখ, ও বিবিধ কুষ্ঠ বিলয় প্রাপ্ত হয়। ১—৭।

দ্বাবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২২।

ত্রয়োবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততঃ গচ্ছেন্মহাদেবি তস্য দক্ষিণতঃ স্থিতম্। ক্ষেমেশ্বরেতি বিখ্যাতমৃষিতোয়াতটে স্থিতম্॥ ১॥ ভূতীশ্বরেতিনামাস্য পূর্ব্বং চ পরিকীর্ত্তিতম্। ক্ষেমেশেতি কলৌ দেবি তস্য নাম প্রকীর্ত্তিতম্॥ ২॥ তং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ মুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥ ৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ক্ষেমেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২৩॥

চতুর্ব্বিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্মাদুত্তরদিগ্‌ভাগে কিঞ্চিদ্বায়ব্যমাশ্রিতম্। বিনায়কং প্রপশ্যেচ্চ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্॥ ১॥ যোঽসৌ দেবি মযা খ্যাতঃ সখা মে ধনদঃ পুরা। গণনাথস্বরূপেণ নিধীনাং পরিপালকঃ। লোকানাং সিদ্ধিদানার্থমস্মিন্ স্থানে স্থিতঃ প্রিয়ে॥ ২॥ চতুর্থ্যাং ভৌমবারেণ ভক্ষ্যভোজ্যৈঃ সমোদকৈঃ। পূজয়েদ্বিধিবদ্দেবি তস্য সিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গণনাথমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২৪॥

পঞ্চবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি বিনায়কমনুত্তমম্। ঋষিতোয়াতটে রম্যে সর্ব্ববিঘ্ননিবারণম্॥ ১॥ যোঽসৌ দেবগণাধ্যক্ষঃ সাক্ষাচ্চ ত্রিপুরান্তকঃ। গজরূপং সমাশ্রিত্য হ্যুন্নতে জগতি স্থিতঃ। প্রাভাসিকে মহাক্ষেত্রে গণানাং কোটিভির্বৃতঃ॥ ২॥ তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন যাত্রানির্বিঘ্নহেতবে। আরাধ্যো গণনাথশ্চ পুষ্পধূপাদিভিঃ সদা॥ ৩॥ চতুর্থ্যাং চ চতুর্থ্যাং চ সর্ব্বৈর্নগরবাসিভিঃ। তস্মিন্মহোৎসবঃ কার্য্যো রাষ্ট্রক্ষেমার্থসিদ্ধয়ে॥ ৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে উন্নতস্বামিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২৫॥

ষড়্‌বিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তস্যৈবোত্তরতঃ স্থিতম্। মহাকালেশ্বরং দেবং সর্ব্বরক্ষাকরং পরম্॥ ১॥ অধিষ্ঠাতা পুরস্যাস্য ভৈরবো রুদ্র-

---

ত্রয়োবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর দুর্গাদিত্যেশ্বরের দক্ষিণে স্থিত ঋষিতোয়ার তটগত বিখ্যাত ক্ষেমেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। পূর্ব্বে এই লিঙ্গের নাম ছিল—ভূতীশ্বর; অধুনা কলিতে ইনি ক্ষেমেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহাকে দর্শন ও ইঁহার পূজা করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি হয়। ১—৩।

ত্রয়োবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২৩।

চতুর্বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—ক্ষেমেশ্বরের উত্তরে কিঞ্চিৎ বায়ুকোণে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক বিনায়ক আছেন; নরগণ দর্শন করিবে। হে দেবি! যিনি গণনাথরূপে নিধি-পরিপালক আমার সখারূপে বিখ্যাত; তিনি লোক সকলকে সিদ্ধিদান করিবার জন্য এই স্থানে অবস্থিত। মঙ্গলবার চতুর্থীতে যে জন সমোদক ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা ইঁহার পূজা করে, তাহার সিদ্ধি নিশ্চিত। ১—৩।

চতুর্বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২৪।

পঞ্চবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি! অনন্তর অনুত্তম বিনায়ক সমীপে গমন করিবে। এই সর্ব্ববিঘ্ননিবারণ লিঙ্গ ঋষিতোয়াতটে বিরাজিত। সাক্ষাৎ ত্রিপুরান্তকারী দেবগণাধ্যক্ষ গজরূপ ধারণ করিয়া উন্নত জগৎ প্রভাস মহাক্ষেত্রে কোটিগণের সহিত মিলিত আছেন, যাত্রানির্বিঘ্ন হেতু প্রতি চতুর্থীতে এখানে নগরবাসী জন পুষ্প ধূপাদি দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিবেন। রাষ্ট্রক্ষেমার্থ ইঁহার মহোৎসব করা কর্ত্তব্য। ১—৪।

পঞ্চবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২৫।

ষড়্‌বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব উন্নতস্বামীর উত্তরে স্থিত সর্ব্বরক্ষাকর মহাকালেশ্বর সমীপে গমন করিবে। এই তীর্থের অধিষ্ঠাতা

পদ্মক্। দর্শে চ পুর্ণিমায়াঞ্চ মহাপূজাং প্রকারয়েৎ॥
॥ মহোদয়ে নরঃ স্নাত্বা মহাকালং প্রপশ্যতি।
ধনাঢ্যো জায়তে লোকে সপ্তজন্মসহস্রকম্॥ ৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাকালমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়্বিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২৬॥

সপ্তবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো মহোদয়ং গচ্ছেত্তস্মাদীশানসংস্থিতম্॥ ১॥ বিধিনা তত্র যঃ স্নাতি তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। প্রতিগ্রহকৃতাদ্দোষান্ন ভয়ং তস্য বিদ্যতে॥ ২॥ মহোদয়ং মহানন্দদায়কং চ দ্বিজন্মনাম্। প্রতিগ্রহপ্রসক্তানাং বিষয়াসক্তচেতসাম্। তেষামপি দদেন্মুক্তিং তেন খ্যাতং মহোদয়ম্॥ ৩॥ তস্য বৈ রক্ষণার্থায় মহাকালস্য চোত্তরে। নিযুক্তাশ্চ মহাদেবি মাতরস্তত্র সংস্থিতাঃ। তস্মিন্ স্নাত্বা নরঃ পূর্ব্বং মাতৃস্তাশ্চ প্রপূজয়েৎ॥ ৪॥ এবং দেবি ময়াখ্যাতং মহোদয়মহোদয়ম্। সর্ব্বপাপহরং নৃণামভিষেকাচ্চ মুক্তিদম্॥ ৫॥ অর্দ্ধক্রোশে তত্তীর্থং সমন্তাৎপরিমণ্ডলম্। এতন্মধ্যং মহাসারং সদৈব মুনিবল্লভম্॥ ৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহোদয়মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২৭॥

চন্দ্ররূপধারী ভৈরব। দর্শ পৌর্ণমাসীতে অত্রত্য ঐ দেবতার পূজা করিতে হয়। নর মহোদয়ে স্নান করিয়া মহাকাল দর্শন করিবে। এরূপ করিলে সপ্তসহস্র জন্ম মানব ধনাঢ্য হয়। ১—৩।

ষড়্বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২৬।

সপ্তবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর নর পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের ঈশান কোণে অবস্থিত মহোদয় তীর্থে গমন করিবে। যে জন এই স্থানে বিধিপূর্ব্বক স্নানান্তে পিতৃদেবতার তর্পণ করে, প্রতিগ্রহজন্য দোষ হইতে তাহার কোন ভয় থাকে না। মহোদয় প্রতিগ্রহাসক্ত বিষয়াসক্তচেতা দ্বিজন্মাদিগের মহানন্দদায়ক এবং মুক্তিপ্রাপক। হে মহাদেবি! অত্রত্য লিঙ্গের রক্ষার জন্য আমি মাতৃকাগণকে মহাকালের উত্তরে স্থাপন করিয়াছি। নর এই তীর্থে স্নান করিয়া প্রথমে মাতৃকাগণের পূজা করিবে। হে দেবি! এই আমি অভিষেকে নরগণের মুক্তিপ্রদ ও সর্ব্বপাপহর মহোদয় তীর্থের মহোদয় কীর্ত্তন করিলাম। এই তীর্থের পরিমণ্ডল অর্দ্ধক্রোশ। ইহার মধ্যস্থল মহাসার ও মুনিসম্মত। ১—৬।

সপ্তবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২৭।

অষ্টাবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। তস্মাদ্বায়ব্যদিগ্‌ভাগে স্থিতং পাপপ্রণাশনম্। সঙ্গমেশ্বরনামাঢ্যমৃষয়ো যত্র সঙ্গতাঃ॥ ১॥ তস্যৈব পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে কুণ্ডিকা পাপনাশিনী। বড়বানলসংযুক্তা যত্রায়াতা সরস্বতী॥ ২॥ কুণ্ডিকায়াং নরঃ স্নাত্বা সঙ্গমেশ্বরমর্চ্চয়েৎ। তস্য জন্মসহস্রাণি লক্ষ্ম্যা পুত্রৈঃ প্রিয়ৈঃ সহ। অসঙ্গমং মহাদেবি ন কদাচিৎপ্রজায়তে॥ ৩॥ মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ব্বৈরাজন্মমরণান্তিকৈঃ॥ ৪

ইতি শ্রীস্কান্দে সঙ্গমেশ্বরমহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥৩২৮॥

ঊনত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। অথোত্তরে দেবকুলাত্তত্র গব্যূতিমাত্রতঃ। উত্তমস্থানমিতি চ প্রখ্যাতং ধরণীতলে॥১॥

অষ্টাবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! মহোদয়ের বায়ব্যদিগ্‌ভাগে পাপপ্রণাশন সঙ্গমেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত। এই তীর্থে ঋষিগণ বাস করেন। ইহার পূর্ব্বে পাপনাশিনী এক কুণ্ডিকা আছে। বড়বানলযুতা সরস্বতী এখানে মিলিতা হইয়াছেন। কুণ্ডিকায় স্নান করিয়া নরগণ সঙ্গমেশ্বরের অর্চ্চনা করিবে। এরূপ করিলে তাহার সহস্র জন্ম লক্ষ্মী এবং প্রিয়পুত্রগণের সহিত কদাচিৎ অমিলন হয় না। অপিচ আজন্মমরণকৃত সমস্ত পাপ হইতে সে মুক্তি লাভ করে। ১—৪।

অষ্টাবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২৮।

ঊনত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! দেবকুলের উত্তরে দুই ক্রোশ মধ্যে ধরণীতলপ্রখ্যাত উত্তমস্থান।

তস্যোত্তরে তু দিগ্‌ভাগে ধনুর্দ্বাদশকান্তরে। উন্নতো বিঘ্নরাজস্তু সর্ব্বপ্রত্যূহনাশনঃ ॥ ২ ॥ চতুর্থ্যাং পূজিতঃ সম্যক্‌সুগন্ধৈঃ ফলমোদকৈঃ। দদাতি বাঞ্ছিতান্ কামাংস্ত্রৈলোক্যে বিজয়ী ভবেৎ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে উন্নতবিনায়কমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২৯ ॥

ত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। তস্মাত্তূন্নতস্থানাদুত্তরে যোজনত্রয়াৎ। তত্র তপ্তোদকস্বামী তলো যত্র হতঃ পুরা ॥ ১ ॥ দৈত্যানামধিপো দেবি বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। কৃত্বা বর্ষশতং যুদ্ধং তলস্বামী ততোঽভবৎ ॥ ২ ॥ তপ্তকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা তলস্বামিনমর্চ্চয়েৎ। কৃত্বা পিণ্ডপ্রদানন্তু কোটিযাত্রাফলং লভেৎ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তলস্বামিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩০ ॥

আর ইহার উত্তরে দ্বাদশ ধনুমধ্যে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন উন্নত বিঘ্নরাজ বিরাজিত। ইনি চতুর্থীতে সর্ব্ববিধ সুগন্ধ ফল-মোদকাদি দ্বারা পূজিত হইলে বাঞ্ছিত কাম এবং ত্রৈলোক্যবিজয় দান করেন।১—৩।

উনত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২৯।

ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! যোজনত্রয়পরিমিত উন্নত স্থানের উত্তরে তপ্তোদকস্বামী বিরাজিত। এই স্থানে প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু তলদৈত্যকে নিহত করিয়াছিলেন। শত বর্ষ যুদ্ধ করিয়া এই দৈত্য তলস্বামী হয়। নর তত্রত্য তপ্তকুণ্ডে স্নান করিয়া তলস্বামীর অর্চ্চনা করিবে। এখানে পিণ্ডদান করিলে কোটিযাত্রা ফল লাভ হয়। ১—৩।

ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩০।

একত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি, কালমেঘেতি বিশ্রুতম্। তস্মাত্তং পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে ক্ষেত্রপং লিঙ্গরূপিণম্ ॥ ১ ॥ অষ্টম্যাং বা চতুর্দ্দশ্যাং পূজ্যোঽসৌ বলিভির্নরৈঃ। বাঞ্ছিতার্থপ্রদঃ সম্যক্ স কলৌ কল্পপাদপঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কালমেঘমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩১ ॥

দ্বাত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্মাদ্দক্ষিণদিগ্‌ভাগে ধনুষাং পঞ্চভিঃ প্রিয়ে। তত্র তপ্তোদকুণ্ডানি সন্ত্যদ্যাপি বরাননে ॥ ১ ॥ কুণ্ডতঃ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে ধনুষাং পঞ্চবিংশতৌ। রুক্মিণী সংস্থিতা দেবী সর্ব্বপাতকনাশিনী ॥ ২ ॥ স্নাত্বা তপ্তোদকে কুণ্ডে কোটিহত্যাবিনাশনে। ততঃ সম্পূজয়েদ্দেবীং রুক্মিণীং রুক্মদায়িনীম্। সপ্ত জন্মানি নারীণাং গৃহভঙ্গো ন জায়তে ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রুক্মিণীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩২ ॥

একত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর নর প্রসিদ্ধ কালমেঘ সমীপে গমন করিবে। ইহার পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে এক লিঙ্গরূপী ক্ষেত্রপাল আছেন। অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে বলবান নর ইহার পূজা করিবেন। এই ক্ষেত্রপাল কলির কল্পপাদপের ন্যায় বাঞ্ছিতার্থপ্রদ। ১।২।

একত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩১।

দ্বাত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! কালমেঘের দক্ষিণে পাঁচধনু ব্যবধানে অদ্যাপি তপ্তোদকুণ্ড আছে। এই কুণ্ডের পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে পঞ্চবিংশতি ধনুমধ্যে সর্ব্বপাতকনাশিনী রুক্মিণী দেবী আছেন। কোটিহত্যাবিনাশন তপ্তোদক কুণ্ডে স্নান করিয়া

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। বলভদ্রাচ্চ পূর্ব্বেণ স্থিতা চাসীৎ সরিদ্বরা। দুর্ব্বাসেশ্বরনামেতি বললিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১॥ সর্ব্বপাপপ্রশমনং দৃষ্টং সর্ব্বসুখাবহম্। স্নাত্বা চাস্য ত্বমাবাস্যাং পিণ্ডদানং দদাতি যঃ॥ ২॥ কল্পকোটিশতং সাগ্রং পিতৄণাং তৃপ্তিমাবহেৎ। দুর্ব্বাসেশ্বরনামানং তত্র পূজ্য বিধানতঃ॥ ৩॥ কোটিজ্ঞফলং প্রাপ্য সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ। তত্র লিঙ্গান্যনেকানি ঋষিভিঃ স্থাপিতানি তু॥ ৪॥ দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা মুক্তঃ স্যাৎসর্ব্বকিল্বিষৈঃ। ইত্যেতৎকথিতং দেবি ক্ষেত্রাদ্যন্তং যথাক্রমম্॥ ৫॥ ভদ্রায়াঃ পশ্চিমাৎপূর্ব্বং যথানুক্রমমাদিতঃ। শ্রুতং পাপোপশমনং কোটিযজ্ঞফলপ্রদম্॥ ৬॥ অথ ক্ষেত্রস্য পরিধিস্থানং মধুমতীতি চ। তস্মান্নৈর্ঋত্যদিগ্‌ভাগে স্থানং খণ্ডঘণ্টেতি চ॥ ৭॥ তত্র পিঙ্গেশ্বরো দেবঃ সমুদ্রতটসন্নিধৌ। কূপানাং সপ্তকং তত্র পিতৄণাং যত্র পাণয়ঃ। দৃশ্যন্তে-

ফলদায়িনী রুক্মিণী দেবীর পূজা করিতে হয়। এরূপ করিলে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত নারীগণের গৃহভঙ্গ হয় না। ১—৩।

দ্বাত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩২

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—বলভদ্রের পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে এক সরিদ্বরা আছে। তাহার তীরে দুর্ব্বাসাশ্বর নামক বললিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এই লিঙ্গ সর্ব্ব পাপপ্রশমন ও সর্ব্বসুখাবহ। যে জন তত্রত্য নদীতে স্নান করিয়া পিণ্ডদান করে, সে সপাদ কল্পকোটিশত কাল পিতৃগণের তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া থাকে। এখানে দুর্ব্বাসেশ্বর নামক লিঙ্গের বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলে কোটিযজ্ঞফল ও সর্ব্বকাম লাভ হয়। এই তীর্থক্ষেত্রে ঋষিগণ বহুলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল লিঙ্গ দর্শন, স্পর্শন, অর্চ্চন করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। হে দেবি ! এই আমি ভদ্রার পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আদ্য ক্ষেত্র সকল যথাক্রমে বর্ণন করিলাম। এই প্রবন্ধ শ্রুত হইলে পাপোপশমন ও কোটীযজ্ঞফলপ্রদ হয়। এই ক্ষেত্রের পরিধি—মধুমতী নদী। এই স্থানের নৈর্ঋত কোণে খণ্ডঘণ্ট স্থান। এই স্থানে সমুদ্রতটে পিঙ্গেশ্বর দেব অবস্থিত। আর এই পিঙ্গে-

হদ্যাপি দেবেশি যত্র পর্ব্বণিপর্ব্বণি॥ ৮॥ তত্র শ্রাদ্ধং নরঃ কৃত্বা গয়াকোটিগুণং ফলম্। লভতে নাত্র সন্দেহঃ সোমামা যদি জায়তে॥ ৯॥ তত্রৈব নাতিদূরে তু ভদ্রায়াঃ সঙ্গমঃ স্মৃতঃ। পশ্চিমাৎ সঙ্গমাৎ পূর্ব্বঃ সঙ্গমঃ সমুদাহৃতঃ॥ ১০॥ যৎ পুণ্যং লভতে দেবি পূর্ব্বপশ্চিমসঙ্গমে। গঙ্গাসাগরয়োস্তত্র তদ্ভদ্রাসঙ্গমে লভেৎ॥ ১১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পিঙ্গেশ্বভদ্রামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৩৩॥

চতুস্ত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ভগবন্ দেবদেবেশ সংসারার্ণবতারক। পৃচ্ছামি ত্বামহং ভক্ত্যা কিঞ্চিৎ কৌতূহলাৎ পুনঃ॥ ১॥ যত্ত্বয়া কথিতং দেবতলস্বামিমহোদয়ম্। কিং তত্র কারণং দেব তলো যেন নিপাতিতঃ॥ ২॥ কোঽসৌ তলঃ সমাখ্যাতঃ কিংবীর্য্যঃ কিংপরায়ণঃ। কস্মাৎ স্থানাৎ সমুৎপন্নঃ কথং জাতশ্চ মে বদ॥ ৩॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি

শ্বরসমীপেই সাতটী কূপ আছে। অদ্যাপি এই কূপ সকলে পর্ব্বে পর্ব্বে পিতৃগণের হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। নর সোমবতী অমাবস্যায় এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিয়া গয়াশ্রাদ্ধের কোটিগুণ ফল লাভ করে, সন্দেহ নাই। এই স্থানের অনতিদূরে ভদ্রাসঙ্গম। এই সঙ্গম পূর্ব্বপশ্চিমে অবস্থিত। এই পূর্ব্বপশ্চিমসঙ্গমে স্নান করিলে যে পুণ্যলাভ হয়, গঙ্গা-সাগরসঙ্গমেও সেই পুণ্য লব্ধ হইয়া থাকে। ১—১১।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩৩।

চতুস্ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে ভগবন্ দেবদেবেশ সংসারার্ণবতারক ! আমি কৌতূহলান্বিত হইয়া আপনাকে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিতেছি,—আপনি যে তলস্বামীরমহোদয় কহিলেন, সেই তল যে কারণে নিপাতিত হইল,সেই কারণ কি ? তল কে ? তাহার বীর্য্য বা কার্য্য কিরূপ ? কোন্ স্থান হইতে সমুৎপন্ন—আর কিজন্যই বা সমুৎপন্ন ?—আপনি তাহা বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—দেবি। শ্রবণ

প্রবক্ষ্যামি রহস্যং পাপনাশনম্। যন্ন কস্যচিদাখ্যাতং তত্তে বক্ষ্যাম্যশেষতঃ॥ ৪॥ দেবা অপি ন জানন্তি তলস্যোৎপত্তিকারণম্। পূর্ব্বং কৃতযুগে দেবি গোবিন্দেতি প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৫॥ ত্রেতায়াং বামনঃ স্বামী স্তুতিস্বামী তৃতীয়কে। কলৌ যুগে মহাদেবি তলস্বামী প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৬॥ তথা তপ্তোদকস্বামী তস্য নামান্তরং প্রিয়ে। অধুনা সম্প্রবক্ষ্যামি তলোৎপত্তিং তব প্রিয়ে॥ ৭॥ আসীন্মহেন্দ্রনামা চ দানবো রৌদ্ররূপধৃক্। কোটিবর্ষাণি তেনৈব তপস্তপ্তং পুরা প্রিয়ে॥ ৮॥ স তপোবলমাবিষ্টো জিগ্যে দেবান্ সবাসবান্। জিত্বা দেবাংস্ততঃ সর্ব্বাংস্ততঃ কালে সমাগতঃ॥ ৯॥ যুদ্ধং স প্রার্থয়ামাস ময়া সার্দ্ধং সুভীষণম্। ততোঽভবন্মহাযুদ্ধং ব্রহ্মাণ্ডক্ষয়কারকম্॥ ১০॥ ততঃ কোপান্মহাযুদ্ধে মম দেহাদ্বরাননে। জ্বালা তত্র সমুৎপন্না তন্মধ্যে স তলোঽভবৎ॥১১॥ তেন দৃষ্টো মহেন্দ্রোঽসৌ গর্জ্জন্ গিরিগুহাশ্রয়ঃ॥ ১২॥ কথং গর্জ্জসি হে মূঢ় যুদ্ধং কুরু ময়া সহ। ইত্যুক্তে তত্র দেবেশি তেন যুদ্ধমবর্ত্তত॥ ১৩॥ তত্র প্রবর্ত্তিতে যুদ্ধে তলমাহেন্দ্রয়োস্তয়োঃ॥ ১৪॥ রুদ্রবীর্য্যস্য যুক্তেন তলেনোদারকর্ম্মণা। মল্লযুদ্ধেন বলিনা মহেন্দ্রো বিনিপাতিতঃ॥ ১৫॥ ততস্তং পতিতং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং স তলো গতঃ। গতপ্রাণং তদা জ্ঞাত্বা হর্ষান্নৃত্যমথাকরোৎ॥ ১৬॥ তস্মিন্ সন্নৃত্যমানে তু সর্ব্বং স্থাবরজঙ্গমম্। চকম্পে তু বরারোহে প্রভাবাত্তস্য বীর্য্যতঃ॥ ১৭॥ ততো ভারভরাক্রান্তা ধরণী তলপীড়িতা। অতীবভয়সন্ত্রস্তাঃ সদেবাসুরমানুষাঃ॥ ১৮॥ ক্ষুভিতা গিরয়ঃ সর্ব্বে বিক্রুতাশ্চ মহার্ণবাঃ। তরবো নিধনং জগ্মুর্নদ্যো বাহাংশ্চ তত্যজুঃ॥ ১৯॥ গতপ্রভাবাঃ সূর্য্যাদ্যা জ্যোতীংষি ন বিরেজিরে। ত্রৈলোক্যং ব্যাকুলীভূতং তলনৃত্যপ্রভাবতঃ॥ ২০॥ ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে শরণং রুদ্রমাযযুঃ। বৃত্তং যথাবৎ কথিতং ততো রুদ্র উবাচ তান্॥ ২১॥ অবধ্যো মে তলো দেবাঃ পুত্রত্বে হি প্রতিষ্ঠিতঃ। এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং প্রভাসক্ষেত্রবাসিনম্॥ ২২॥ স্তুতিস্বামীতিনামানং স্থিতং দুর্ব্বাসসঃ পুরঃ। প্রভাসক্ষেত্রসামীপ্যে পূর্ব্বভাগে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ২৩॥ তপ্তোদকুণ্ডসামীপ্যে তত্র গচ্ছত ভোঃ সুরাঃ। কল্পেকল্পে তু তেনৈব বধ্যতেঽসৌ হি দানবঃ॥ ২৪॥ এবমুক্তে তদা দেবাঃ প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতাঃ। তত্র তে বিবুধা জগ্মুর্যত্র তপ্তোদকা-

কর—যাহা কখন কাহাকেও বলি নাই, তাহা তোমাকে বলিতেছি; দেবতারাও তলের উৎপত্তি-বিবরণ জানেন না। হে দেবি! পূর্ব্বে কৃতযুগে তল গোবিন্দ নামে—ত্রেতায় বামন নামে, দ্বাপরে স্তুতিস্বামী নামে এবং কলিতে তলস্বামী নামে প্রসিদ্ধ আছে। তলের নামান্তর তপ্তোদকস্বামী। অধুনা তাহার উৎপত্তি-বিবরণ শ্রবণ কর। মহেন্দ্র নামে এক ঘোররূপী দানব ছিল। এই দানব কোটি বৎসর তপ করিয়া তপঃফলে সবাসব দেবগণকে পরাজিত করে। দেবগণকে জয় করিয়া পরে সে আমার নিকট আসিয়া যুদ্ধ প্রার্থনা করে। তখন ব্রহ্মাণ্ডক্ষয়কর ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই মহাযুদ্ধে কোপে আমার দেহ হইতে এক জ্বালা নিঃসৃত হয়, এই জ্বালা হইতেই তলের উৎপত্তি। এই তলকে উৎপন্ন হইতে দেখিয়াই দৈত্য মহেন্দ্র গিরিগুহা আশ্রয় করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। এই সময় তল বলিল,—"কথং গর্জ্জসি রে মূঢ়! যুদ্ধং কুরু ময়া সহ।" তল এই কথা বলিলে উভয়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তল মল্লযুদ্ধে দৈত্য মহেন্দ্রকে নিহত করিয়া ফেলি এবং তাহাকে মৃত দেখিয়া বিস্মিত হইল। দুষ্ট দৈত্য মহেন্দ্র এইরূপে বিনষ্ট হইলে তল সহর্ষে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার নৃত্যদর্পে সচরাচর ব্রহ্মাণ্ড কম্পান্বিত হইল। ধরণী তলভারে পীড়িতা হইলেন। সদেবাসুর মানুষ অতীব ভয়সন্ত্রস্ত হইল।১-১৮। গিরি সকল চালিত, এবং মহার্ণব উদ্বেলিত হইয়া পড়িল। তরুনিচয় এইরূপ উন্মূলিত হইল; নদী সকল প্রবাহ পরিত্যাগ করিল; চন্দ্র সূর্য্য নিষ্প্রভ হইলেন; এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলী দীপ্তিহীন হইয়া গেলেন। তলনৃত্যপ্রভাবে এইরূপে সমস্ত ত্রৈলোক্যই ব্যাকুলীভূত হইয়া উঠিল। এই সময় দেবগণ রুদ্রের শরণ লইয়া যথাবৎ সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। রুদ্রও তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে দেবগণ! তল আমার অবধ্য; যেহেতু ইহাকে আমি পুত্রত্বে কল্পনা করিয়াছি। যেখানে—তপ্তোদক কুণ্ডসমীপে স্তুতিস্বামী নামে প্রসিদ্ধ, দুর্ব্বাসার অগ্রভাগে অবস্থিত এবং প্রভাসক্ষেত্রসমীপে পূর্ব্বভাগে প্রতিষ্ঠিত হৃষীকেশ বিরাজ করিতেছেন, সেই স্থানে তোমরা গমন কর। তিনিই কল্পে কল্পে দানবগণকে বধ করিয়া থাকেন। রুদ্র এই কথা বলিলে দেবগণ প্রভাসক্ষেত্রে যেখানে তপ্তোদকাধিপ বিরাজিত,

ধিপঃ॥ ২৫॥ দৃষ্ট্বা নারায়ণং তত্র দেবাঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ। তুষ্টবুঃ পরয়া ভক্ত্যা দেবদেবং জনার্দ্দনম্॥ ২৬॥ বৈকুণ্ঠ ত্রাহি নো দেবাংস্তপসোচ্চাটিতা বয়ম্। মহেন্দ্রক্রোধসম্ভূতরুদ্রতেজোদ্ভবেন বৈ॥ ২৭॥ অস্মাভী রুদ্রসামীপ্যে কার্য্যং সর্ব্বং নিবেদিতম্। ততঃ প্রস্থাপিতাঃ সর্ব্বে রুদ্রেণ পরমেষ্ঠিনা। তব পার্শ্বে মহাদেব নস্ত্বং দেব গতির্ভব॥ ২৮॥ ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। দানবস্য বধার্থায় দেবানাং রক্ষণায় চ। চক্রে যত্নং মহাবাহুঃ প্রভাসক্ষেত্রবল্লভঃ॥ ২৯॥ সমাহূয় তদা দৈত্যং প্রভাসক্ষেত্রমধ্যতঃ। যুদ্ধং চক্রে ততো দেবি বিশ্বপ্রলয়কারকম্॥ ৩০॥ ততস্তু দেবাঃ সর্ব্বে চ স্বসৈন্যপরিবারিতাঃ। চক্রুর্যুদ্ধঞ্চ দৈত্যেন সুমহল্লোমহর্ষণম্॥ ৩১॥ ততঃ পর্ব্বতসঙ্কাশং দৃষ্ট্বা দৈত্যং মহাবলম্। উবাচ চপলাপাঙ্গো গরুড়কৃতবাহনঃ॥ ৩২॥ অহো দৈত্য মহাবাহো মল্লযুদ্ধং দদস্ব মে ত্বদ্বাহুযুগলং দৃষ্ট্বা ন যুদ্ধে বাঞ্ছিতং মম॥ ৩৩॥ নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা করমুদ্যম্য দানবঃ। অভ্যধাবত্তদা দৈত্যঃ কালান্তকসমপ্রভঃ॥ ৩৪॥ ততঃ প্রবর্ত্তিতং যুদ্ধমন্যোন্যং জয়কাঙ্ক্ষিণোঃ। জঙ্ঘাভ্যাং পাদবন্ধেন বাহুভ্যাং বাহুবন্ধনম্॥ ২৫॥ কণ্ঠেন বন্ধয়ন্ কণ্ঠমুদরেণোদরং তথা। এতস্মিন্নন্তরে দেবাঃ সভয়াঃ সম্বভূবিরে॥ ২৬॥ ততঃ পীড়াসমাক্রান্তো বিষ্ণুঃ সংস্মরতে হরম্। তৎক্ষণাদাগতো রুদ্রঃ কিং করোমি মহাবল॥ ৩৭॥ বিষ্ণুরুবাচ। শ্রান্তোঽহং দেবদেবেশ মল্লযুদ্ধেন শঙ্কর। তপ্তোদকং কুরুষেহ শ্রমনাশায় সাম্প্রতম্॥ ৩৮॥ ততস্তলং হনিষ্যামি ক্ষণমাত্রেণ ভৈরবম্॥ ৩৯॥ ঈশ্বর উবাচ। আদৌ কৃতযুগে কৃষ্ণ উময়া যৎকৃতং পুরা। ঋষীণাং শ্রমনাশার্থং তপ্তোদং তত্র নির্ম্মিতম্॥ ৪০॥ তদ্দৈত্যপাপমাহাত্ম্যাৎ পুনঃ শীতলতাং গতম্। পুনস্তদুষ্ণতাং নীতং ততঃ কল্পান্তসংস্থিতৌ॥ ৪১॥ এবমুক্ত্বা তদা দেবং বীক্ষাঞ্চক্রে মহেশ্বরঃ। তৃতীয়লোচনেনৈব জ্বালামালোপশোভিনা॥ ৪২॥ তেন জ্বালাসমূহেন ব্যাপ্তং কুণ্ডং চতুর্দ্দিশম্। তপ্তোদকুণ্ডমভবত্তেন খ্যাতং ধরাতলে॥ ৪৩॥ ততো নারায়ণেনেহ ক্ষালিতং গাত্রমুত্তমম্। ক্ষালনাত্তস্য দেবস্য শ্রমো নাশমুপাগমৎ॥ ৪৪॥ ততস্তুষ্টমনা

সেই স্থানে গমন করিলেন। সেখানে তাঁহারা নারায়ণকে দর্শন করিয়া ভক্তিসহকারে এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন যে, হে বৈকুণ্ঠ! এই দেবগণকে পরিত্রাণ করুন, আমরা মহেন্দ্রক্রোধ-সম্ভূত রুদ্রতেজোদ্ভব তল কর্ত্তৃক উচ্চাটিত হইয়াছি। আমরা রুদ্রসমীপে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। তিনি আমাদিগকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, ইদানীং আপনিই আমাদের গতি। দেবদেব জনার্দ্দন দেবগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া দানবদিগের বধ ও দেবগণের রক্ষা বিধানের জন্য দৈত্যগণকে আহ্বান করত তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধ বিশ্বপ্রলয়কারী হইল। দেবগণ স্ব স্ব সৈন্যে পরিবারিত হইয়া দৈত্যদিগের সহিত লোমহর্ষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। গরুড়বাহন যুদ্ধে পর্ব্বতসঙ্কাশ দৈত্যগণকে অবলোকন করিয়া চকিত হইয়া বলিলেন,—অহো দৈত্য মহাবাহো! মল্লযুদ্ধ প্রদান কর, তোমার বাহুযুগল দেখিয়া আমার আর অন্য যুদ্ধে বাসনা নাই। নারায়ণের এই কথা শুনিয়া মহাবল দৈত্য বাহু প্রসারিত করিয়া কালান্তক যমের ন্যায় তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। তখন পরস্পর জয়কামুকদ্বয়ের তুমুল মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল—কখন বা জঙ্ঘায় জঙ্ঘায়—কখন বা বাহুতে বাহুতে—কখন বা উরুতে উরুতে এবং কখন বা কণ্ঠে কণ্ঠে তাঁহাদের যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই সময় দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন। হরি নিতান্ত পীড়িত হইয়া হরকে স্মরণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ রুদ্র আগমন করিয়া বলিলেন,—কি করিতে হইবে মহাবল? ১৯—৩৭। হরি বলিলেন,—আমি মল্লযুদ্ধে যারপর নাই শ্রান্ত হইয়াছি, শীঘ্র জল গরম কর। জলে স্নানাচরণপূর্ব্বক শ্রম নাশ করিয়া আমি ঐ ভয়ঙ্কর তলকে বিনষ্ট করিব। ঈশ্বর বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! পূর্ব্বে কৃতযুগে ঋষিগণের শ্রমাপনয়নের জন্য দেবী যে উষ্ণজলের কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে কুণ্ডের জল অধুনা পাপ দৈত্যসংসর্গে শীতল হইয়া গিয়াছে। অতএব পুনরায় আমি ঐ জলকে উষ্ণ করিয়া তাহা কল্পান্তস্থায়ী করিতেছি। এই বলিয়া হর তৃতীয় নয়ন দ্বারা সেই তপ্তোদকুণ্ড নিরীক্ষণ করিলেন। অমনি তাহা হইতে জ্বালাসমূহ নির্গত হইয়া কুণ্ডের চারিদিক্ ব্যাপিয়া ফেলিল। এই জন্য ঐ কুণ্ডের নাম হইয়াছে তপ্তোদকুণ্ড। অনন্তর নারায়ণ উত্তমরূপে ঐ কুণ্ডজলে গাত্রক্ষালন করিলেন। তাহাতে তাঁহার

দেবস্তীর্থানাং দশকোটিকাঃ। স স্মৃত্বা তত্র বিধিবৎ ক্ষিপ্ত্বা স্নাত্বা বরাননে ॥ ৪৫ ॥ ততশ্চক্রে মহাযুদ্ধং তলেনাতিভয়ঙ্করম্। জঘান স তলং দৈত্যং মুষ্টিঘাতেন মস্তকে ॥ ৪৫ ॥ তস্মিন্ প্রবৃত্তে তুমুলে তু যুদ্ধে চকম্পিরে ভূমিসমেতলোকাঃ। বিত্রস্তদেবা ন দিশো বিরেজুর্মহান্ধকারাবৃতমূর্চ্ছিতং জগৎ ॥ ৪৭ ॥ নষ্টাশ্চ সিদ্ধা জগতোঽস্য শান্তিং করোতু বৈ পাপবিনাশনো হরিঃ। ত্রাহীতি দেবেশি মহর্ষিসঙ্ঘা ভূতানি ভীতানি তথা বদন্তি ॥ ৪৮ ॥ ততো বৈ মল্লযুদ্ধেন পাতিতো ভুবি দানবঃ। কণ্ঠমাক্রম্য পাদেন খড়্গেন পরিপীড়িতঃ ॥ ৪৯ ॥ হাস্যং চকার দৈত্যোঽথ বিষ্ণুনাক্রান্তকন্ধরঃ। তমাহ পুণ্ডরীকাক্ষ কিমেতদ্ধাস্যকারণম্ ॥ ৫০ ॥ বৃদ্ধৌ হর্ষমবাপ্নোতি ক্ষয়ে ভবতি দুঃখিতঃ। ইত্যেষা লৌকিকী গাথা ত্বত্তে দৈত্য বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৫১ । ইত্যুক্তস্তু তদা দৈত্যঃ প্রত্যুবাচ জনার্দ্দনম্। অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈর্বেদাভ্যাসৈরনেকধা ॥ ৫২ ॥ নিত্যোপবাসনিয়মৈঃ স্নানদানৈর্জপাদিভিঃ। নির্ম্মলৈর্যোগযুক্তৈশ্চ প্রাপ্যতে যৎ পরং পদম্ ॥ ৫৩ ॥ তন্ময়া তুষ্টভাবেন প্রাপ্তং বিষ্ণোঃ পরং পদম্। ইত্যুক্তে ভগবান্ বিষ্ণুর্বরদানপরোঽভবৎ ॥ ৫৪ ॥ উবাচ পরমং বাক্যং তলং দৈত্যাধিনায়কম্। বরং বরয় দৈত্যেন্দ্র যত্তে মনসি সংস্থিতম্ ৫৫। ইতি বিষ্ণোর্বচঃ শ্রুত্বা প্রার্থয়ামাস দানবঃ। মমাখ্যা বর্ত্ততে লোকে তথা কুরু মহী র ॥ ৫৬ ॥ মার্গমাসে তু শুক্লায়ামেকাদশ্যাং সমাহিতঃ। যস্ত্বাং পশ্যতি ভাবেন তস্য পাপং বিনশ্যতু ॥ ৫৭ ॥ এবং ভবিষ্যতীত্যুক্তো দেবো হর্ষমুপাগতঃ। নানাদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবর্ষং পপাত চ ॥ ৫৮ ॥ বিষ্ণোর্মূর্দ্ধ্নি মহাভাগে লোকাঃ স্বস্থা বভূবিরে। ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে নৃত্যন্তি চ মুদান্বিতাঃ। বদন্তি হর্ষসংযুক্তা নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ৫৯ ॥ এতত্তীর্থং মহাতীর্থং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। শ্রমাপনোদনং বিষ্ণোর্ব্রহ্মহত্যাদিশোধনম্ ॥ ৬০ ॥ স্থিতো নারায়ণস্তত্র ভৈরবস্তত্র শঙ্করঃ। ক্ষেত্রপালস্বরূপেণ কালমেঘেতি বিশ্রুতঃ ॥ ৬১ ॥ তস্য যাত্রাবিধিং বক্ষ্যে গত্বা তত্র শুচির্নরঃ। স্মরেদ্বিষ্ণুং মহাদেবি তলস্বামীতি যঃ শ্রুতঃ ॥ ৬২ ॥ স্তুয়াদ্বিষ্ণুং মহাদেবি ইদং বিষ্ণুঋচা প্রিয়ে। সহস্রশীর্ষামন্ত্রেণ তর্পণাদি প্রকারয়েৎ ॥ ৬৩। এবং স্নাত্বা বিধানেন দত্ত্বা চার্ঘ্যং জনার্দ্দনে। সম্পূজ্য

শ্রমাপনোদন হইল। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া দশ কোটি তীর্থ স্মরণ করত ঐ কুণ্ডজলে ছাড়িয়া দিলেন; দিয়া বিধিবৎ তাহাতে স্নান করিয়া পুনরায় তলের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে তল মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত প্রাপ্ত হইল। যুদ্ধদর্পে ভূসমেত সমস্ত লোক কম্পিত হইল; দেবগণ ত্রাস পাইলেন; দিক্ সকল নিষ্প্রভ হইল; জগৎ মহান্ধকারে আবৃত হইয়া গেল; সিদ্ধগণ পলায়ন করিলেন; এবং মহর্ষিগণ বলিতে লাগিলেন,—হে পাপবিনাশন হরে! শান্তি স্থাপন করুন, পরিত্রাণ করুন। নিখিল ভূতই ভীত হইয়া এই কথা বলিতে লাগিল। অনন্তর মল্লযুদ্ধে দানব পতিত হইল। হরি পাদদ্বারা তাহার কণ্ঠ আক্রমণ করিয়া খড়্গ দ্বারা তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। দৈত্য তাহাতে হাসিতে লাগিল। হরি তাহার হাসি দেখিয়া বলিলেন,—তোর হাসির কারণ কি? লোক সম্পদে হৃষ্ট আর বিপদে দুঃখিত হয়; কিন্তু তোতে তাহার বিপরীত দেখিতেছি। এইরূপ উক্ত হইয়া দৈত্য বলিল,—লোক অগ্নিষ্টোমাদি, বেদাভ্যাস, নিত্য উপবাস-নিয়ম-স্নান-দান-জপাদি ও নির্ম্মল যোগ করিয়া বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করে, আমি সেই পরম পদ তুষ্টভাবে লাভ করিলাম! দৈত্য এই কথা বলিলে ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে বর দান করিতে উদ্যত হইলেন; বলিলেন,—দৈত্যেন্দ্র! তোমার মনে যাহা আছে, তাহাই তুমি বররূপে প্রার্থনা কর। দানব বলিল,—হে মহীধর! যাহাতে আমার এই লোকে নাম থাকে, আপনি তাহা করুন। মার্গশীর্ষ মাসের শুক্লা একাদশীতে সমাহিত হইয়া যে তোমাকে ভাবের সহিত দর্শন করিবে, তাহার যেন পাপনাশ হয়। 'তাহাই হইবে' এই বলিয়া দেব আনন্দিত হইলেন। দুন্দুভি নাদিত হইল, বিষ্ণুমস্তকে পুষ্পবৃষ্টি পড়িল; সর্ব্ব লোক সুস্থ হইল; এবং দেবগণ হর্ষে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আনন্দে বলিতে লাগিলেন,—এই তীর্থ মহাতীর্থ; ইহা সর্ব্বপাপহর, বিষ্ণুর শ্রমাপনোদন, এবং ব্রহ্মহত্যাদিনাশন।৩৮—৬০। এ তীর্থে নারায়ণ বাস করেন এবং শঙ্কর এখানে ভৈরব। কালমেঘ এখানে ক্ষেত্রপালরূপে বিরাজিত। অধুনা এই কালমেঘের যাত্রাবিধি বলিতেছি। নর শুচিভাবে ঐ স্থানে গমন করিয়া তলস্বামিস্বরূপ বিষ্ণুর স্মরণ, 'ইদংবিষ্ণু' এই ঋক্ দ্বারা তাঁহার স্তব এবং সহস্রশীর্ষা মন্ত্রে তাঁহাকে স্মরণ করিবে। অতঃপর বিধিপূর্ব্বক তাঁহার স্নান, তর্পণ ও অর্ঘ্য-

গন্ধপুষ্পৈশ্চ বস্ত্রৈঃ পুষ্পানুলেপনৈঃ ॥ ৬৪ ॥ মধু-নেক্ষুরসেনৈব কুঙ্কুমেন বিলেপয়েৎ। কর্পূরোশীর-মিশ্রেণ মৃগনাভিযুতেন চ ॥ ৬৫ ॥ বস্ত্রৈঃ সংবেষ্টয়েৎ পশ্চাদ্দদ্যান্নৈবেদ্যমুত্তমম্। ধর্ম্মশ্রবণসংযুক্তং কার্য্যং জাগরণং ততঃ ॥ ৬৬ ॥ বৃষভস্তত্র দাতব্যঃ সুবর্ণং বস্ত্রযুগ্মকম্। বিপ্রায় বেদযুক্তায় শ্রোত্রিয়ায় প্রদাপ-য়েৎ ॥৬৭॥ উপবাসং ততঃ কুর্য্যাত্তস্মিন্নহনি ভামিনি। রুক্মিণীং চ প্রপশ্যেত নমস্কৃত্য জনার্দ্দনম্ ॥ ৬৮ ॥ এবং কৃত্বা নরো ভক্ত্যা লভতে জন্মজং ফলম্। সর্ব্বেষামেব যজ্ঞানাং দানানাং লভতে ফলম্ ॥ ৬৯ ॥ তথা চ সর্ব্বতীর্থানাং ব্রতানাং লভতে ফলম্। উদ্ধরেত্তু পিতুর্ব্বর্গং মাতৃবর্গং তথৈব চ ॥ ৭০ ॥ জন্ম প্রভৃতিপাপানাং নাশনংকৃতানাং ভবেৎ। ন দুঃখঞ্চ ন দারিদ্র্যং দুর্ভগত্বং ন জায়তে ॥ ৭১ ॥ সপ্তজন্মান্তরং যাবত্তলস্বামিপ্রদর্শনাৎ। সুবর্ণানাং সহস্রেণ ব্রাহ্মণে বেদপারগে। দত্তেন যৎফলং দেবি তৎকুণ্ডে স্নানতো লভেৎ ॥ ৭২ ॥ এবং তলস্বামিচরিত্রমুত্তমং শ্রুতং পুরা সিদ্ধমহর্ষিসঙ্ঘৈঃ। শ্রুত্বা প্রভাবং তলদেবসন্নিধৌ প্রাপ্নোতি সর্ব্বং মনসা যদীপ্সিতম্ ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তলস্বামিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশ-দধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩৪ ॥

দানাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া গন্ধপুষ্পানুলেপন, বস্ত্র, মধু, ইক্ষুরস, কুঙ্কুম, কর্পূর, উশীর, মৃগনাভি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত নৈবেদ্য প্রদান করিবে। অনন্তর ধর্ম্মকথা শ্রবণ-সংযুক্ত জাগরণ করিবে। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে বৃষভ ও সুবর্ণযুক্ত বস্ত্রযুগল দান করিবে। উপবাস করিবে। জনার্দ্দনকে নমস্কার করিয়া রুক্মিণীকে দর্শন করিবে। নর ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপ করিয়া সর্ব্ব যজ্ঞ, সর্ব্ব দান, সর্ব্ব তীর্থ, ও সর্ব্ব ব্রতের ফল লাভ করিয়া থাকে। অপিচ সপ্তজন্ম যাবৎ তাহার পিতৃ-মাতৃকুল উদ্ধার, যাবজ্জীবন কৃত পাপবিনাশ ও দুঃখ দারিদ্র্য, দুর্ভগত্বের অপায় হইয়া থাকে। তলস্বামীকে দর্শন করিলে এবং বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান করিলে যে ফল হয়, অত্রত্য কুণ্ডে স্নান করিলেও সেই ফল হইয়া থাকে। পূর্ব্বে সিদ্ধ মহর্ষিগণ এই উত্তম তলস্বামি-চরিত শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইহা তলদেবসন্নিধানে শ্রবণ করিলে ঈপ্সিত লাভ হয়। ৬১—৭৩।

চতুস্ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩৪।

পঞ্চত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততঃ পশ্চিমতো গচ্ছেন্ন্যঙ্কু-মত্যাস্তটে শুভে। দক্ষিণাং দিশমাশ্রিত্য স্থিতং তীর্থং মহাপ্রভম্ ॥ ১ ॥ শঙ্খাবর্ত্তমিতি খ্যাতং যত্র চিত্রাঙ্কিতা শিলা। স্বয়ম্ভূতা মহাদেবি রক্তগর্ভা সুশোভনা ॥ ২ ॥ ছিন্নে ত্বদ্যাপি তত্রৈব সুরক্তং সম্প্রদৃশ্যতে। বিষ্ণুক্ষেত্রং হি তৎপ্রোক্তং শঙ্খো যত্র হতঃ পুরা ॥ ৩ ॥ বেদাপহারী দেবেশি বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। কৃতং শঙ্খোদকং তীর্থং শঙ্খাকারং তু দৃশ্যতে ॥ ৪ ॥ তত্র স্নাত্বা নরো দেবি মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া। সপ্ত জন্মানি বিপ্রত্বং শূদ্রস্যাপি প্রজায়তে ॥ ৫ ॥ পূর্ব্বং তত্রৈব গত্বা চ ততো রুদ্রগয়াং ব্রজেৎ। গোদানং তত্র দেয়ং তু সম্যগ্-যাত্রাফলেপ্সুভিঃ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শঙ্খাবর্ত্ততীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চ-ত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩৫ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর নর পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের পশ্চিমে ন্যঙ্কুমতীতটে গমন করিবে। এই স্থানে দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিয়া এক তীর্থ আছে। এই তীর্থ শঙ্খাবর্ত্ত নামে খ্যাত। এখানে চিত্রাঙ্কিতা এক শিলা বিদ্যমান। এই শিলা স্বয়ম্ভূতা রক্তগর্ভা ও সুশোভনা। অদ্যাপি ঐ শিলা ছিন্ন করিলে রক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান বিষ্ণুক্ষেত্র বলিয়া কথিত। পূর্ব্বে শঙ্খ এই স্থানে প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইয়া-ছিল। এই জন্য এই স্থান শঙ্খোদক তীর্থ নামে খ্যাত হইয়াছে। এই তীর্থ শঙ্খাকার দৃষ্ট হয়। এই তীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তি হয় এবং শূদ্রের সপ্ত জন্ম যাবৎ বিপ্রত্ব হইয়া থাকে। অগ্রে এই তীর্থে গমন করিয়া পরে রুদ্র-গয়ায় গমন করিতে হয়। সম্যক্ যাত্রাফলেপ্সু ব্যক্তি এই স্থানে গোদান করিবেন। ১—৬।

পঞ্চত্রিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩৫।

ষট্‌ত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি গোষ্পদং তীর্থমুত্তমম্। যত্র শ্রাদ্ধং নরঃ কৃত্বা গয়াসপ্তগুণং ফলম্। লভতে নাত্র সন্দেহো যদি শ্রদ্ধা দৃঢ়া ভবেৎ॥ ১॥ যত্র শ্রাদ্ধং পৃথুঃ কৃত্বা পিতরং পাপযোনিতঃ। উদ্দধার মহাদেবি বেনং নাম মহাপ্রভুম্॥ ২॥ দেব্যুবাচ। কস্মিন্ স্থানে স্থিতং তীর্থমুৎপত্তিস্তস্য কীদৃশী। কথং স বেনরাজো বা উদ্ধৃতঃ পাপযোনিতঃ॥ ৩॥ গয়াসপ্তগুণং পুণ্যং কথং তত্র প্রজায়তে। শ্রাদ্ধস্য কিং বিধানং তু কে মন্ত্রাস্তত্র কে দ্বিজাঃ। এতন্মে কৌতুকং দেব যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥ ৪॥ ঈশ্বর উবাচ। ইদং রহস্যং দেবেশি যত্ত্বয়া পরিপৃচ্ছিতম্। অপ্রকাশ্যমিদং তীর্থমস্মিন্ পাপযুগে প্রিয়ে॥ ৫॥ তথাপি সম্প্রবক্ষ্যামি তব স্নেহাৎ সুরেশ্বরি। ন পাপিনি ইদং ক্রয়ান্নৈব তর্করতায় বৈ॥ ৬॥ ন নাস্তিকায় দেবেশি ন সুবর্ণেতরায় চ। অস্তি দেবি মহাসিদ্ধা পুণ্যা হুঙ্কুমতী নদী॥ ৭॥ মর্য্যাদার্থং ময়ানীতা ক্ষেত্রস্যাস্য মহেশ্বরি। সংস্থিতা পাপশমনী পর্ণাদিত্যাচ্চ দক্ষিণে॥ ৮॥ নারায়ণগৃহাৎ সৌম্যে নাতিদূরে ব্যবস্থিতা। তস্যা মধ্যে মহাদেবি তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্॥ ৯॥ গোষ্পদং নাম বিখ্যাতং কোটিপাপহরং নৃণাম্। গোষ্পদস্য সমীপে তু নাতিদূরে ব্যবস্থিতঃ॥ ১০॥ অনন্তো নাম নাগেন্দ্র স্বয়ম্ভূতো ধরাতলে। তস্য তীর্থস্য রক্ষার্থং বিষ্ণুনা সন্নিয়োজিতঃ॥ ১১॥ কাঙ্ক্ষন্তি পিতরঃ পুত্রান্নরকাদতিভীরবঃ। গন্তা যো গোষ্পদে পুত্রঃ স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি। গোষ্পদে চ সুতং দৃষ্ট্বা পিতৃণামুৎসবো ভবেৎ॥ ১২॥ পদ্ভ্যামপি জলং স্পৃষ্ট্বা অস্মভ্যং কিং ন দাস্যতি। অপি স্যাৎ স কুলেঽস্মাকং যো নো দদ্যাজ্জলাঞ্জলিম্। প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য গোষ্পদে তীর্থ উত্তমে॥ ১৩॥ অপি স্যাৎস কুলেঽস্মাকং খড়্গমাংসেন যঃ সকৃৎ। শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎপ্রযত্নেন কালশাকেন বা পুনঃ॥ ১৪॥ অপি স্যাৎস কুলেঽস্মাকং গোষ্পদে দত্তদীপকঃ। আকল্পকালিকা দীপ্তিস্তেনাস্মাকং ভবিষ্যতি॥ ১৫॥ গোষ্পদে চান্নদাতা যঃ পিতরস্তেন পুত্রিণঃ। দিনমেকমপি স্থিত্বা পুনত্যাসপ্তমং কুলম্॥ ১৬॥ পিণ্ডং দদ্যাচ্চ পিত্রাদেরাত্মনোঽপি স্বয়ং নরঃ। পিণ্যাকেঙ্গুদকেনাপি তেন মুচ্যেদ্ধরাননে॥ ১৭॥ ব্রহ্মজ্ঞানেন কিং যোগৈর্গোগ্রহে মরণেন কিম্। কিং

ষট্‌ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর নর গোষ্পদ তীর্থে গমন করিবে। শ্রদ্ধাসহকারে এ তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে গয়াশ্রাদ্ধতুল্য ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই। পৃথু এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিয়া স্বপিতা বেণকে পাপযোনি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। দেবী বলিলেন,—হে দেব! এই তীর্থ কোন্ স্থানে ছিল,—ইহার উৎপত্তিবিবরণ কিরূপ—বেণরাজ কিরূপে পাপযোনি হইতে উদ্ধৃত হইলেন—গয়ার সপ্তগুণ পুণ্য এখানে কিরূপে হয়—এখানে শ্রাদ্ধের বিধান কি প্রকার—মন্ত্র কি প্রকার এবং ব্রাহ্মণ কি প্রকার? ইহা বলিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবেশি! এই রহস্য—যাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিলে ইহা এ পাপযুগে অপ্রকাশ্য; তথাপি স্নেহবশতঃ তোমাকে বলিতেছি। এই রহস্য পাপী, তস্কর, নাস্তিক, ও শ্রেষ্ঠবর্ণেতরকে বলিতে নাই। এখানে হুঙ্কুমতী, নদী আছে। আমি তাহাকে এই ক্ষেত্রের সীমা নির্দ্দেশের জন্য আনিয়াছি। এই নদী পর্ণাদিত্যের দক্ষিণে এবং নারায়ণগৃহের অনতিদূরে বাহিত। ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানে ত্রৈলোক্যবিশ্রুত কোটি পাপহর গোষ্পদ নামক বিখ্যাত তীর্থ বিরাজিত। এই তীর্থের অনতিদূরে অনন্ত নামক নাগেন্দ্র ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক তীর্থরক্ষার্থ নিয়োজিত হইয়াছেন। নরকভীরু পিতৃগণ এরূপ পুত্র বাঞ্ছা করেন যে, যাহারা গোষ্পদ তীর্থে গমন করিয়া তাঁহাদের উদ্ধার সাধন করিবে। গোষ্পদে পুত্র দর্শন করিলে পিতৃগণের আনন্দের আর অবধি থাকে না। তাঁহারা মনে করেন,—পুত্রগণ কি পাদ দ্বারাও জলস্পর্শ করিয়া আমাদিগকে তাহা প্রদান করিবে না? হায় (ঈশ্বরেচ্ছায়) আমাদের কুলে এরূপ পুত্র জন্মগ্রহণ করে—যে প্রভাসক্ষেত্রস্থ গোষ্পদ তীর্থে গমন করিয়া আমাদিগকে জলাঞ্জলি দেয়—খড়্গমাংস বা কালশাক দ্বারা শ্রাদ্ধ প্রদান করে—অথবা দীপ দান করে। যে পুত্র গোষ্পদ তীর্থে অন্ন দান করে, সেই পুত্র দ্বারা পিতৃলোক পুত্রবান্ হন। পুত্রগণ গোষ্পদতীর্থে এক দিনমাত্র অবস্থান করিলে সপ্তমকুল পর্য্যন্ত ত্রাণ করিয়া থাকে। যে নর ঐ তীর্থে পিতৃলোককে পিণ্যাক, ইঙ্গুদ প্রভৃতি দ্বারা পিণ্ড দান করে, সে মুক্তিভাগী হইয়া থাকে। যে গোষ্পদ তীর্থে গমন করে, তাহার ব্রহ্মজ্ঞান,

কুরুক্ষেত্রবাসেন গোষ্পদং যদি গচ্ছতি॥ ১৮॥ সকৃত্তীর্থাভিগমনং সকৃৎপিণ্ডপ্রপাতনম্। দুর্লভ কিং পুনর্নিত্যমস্মিংস্তীর্থে ব্যবস্থিতম্॥ ১৯॥ অর্দ্ধ-কোশস্তু তত্তীর্থং তদর্দ্ধার্দ্ধন্তু দুর্লভম্। তন্মধ্যে শ্রাদ্ধকৃৎপুণ্যং গয়াসপ্তগুণং লভেৎ॥২০॥ শ্রাদ্ধকৃদ্গোষ্পদে যস্তু পিতৃণামনৃণো হি সঃ। পদমধ্যে বিশেষেণ কুলানাং শতমুদ্ধরেৎ॥ ২১॥ গৃহাচ্চলিতমাত্রস্য গোষ্পদে গমনং প্রতি। স্বর্গারোহণসোপানং পিতৃণান্তু পদেপদে॥ ২২॥ পায়সেনৈব মধুনা শক্তুনা পিষ্টকেন চ। চরুণা তণ্ডুলাদ্যৈর্ব্বা পিণ্ডদানং বিধীয়তে॥ গোপ্রচারে তু যঃ পিণ্ডাঞ্ছমীপত্রপ্রমাণতঃ। কন্দমূলফলাদ্যৈর্ব্বা দত্ত্বা স্বর্গং নয়েৎ পিতৄন্॥ ২৪॥ গোষ্পদে পিণ্ডদানেন যৎফলং লভতে নরঃ ন তচ্ছক্যং ময়া বক্তুং কল্পকোটিশতৈরপি॥ ২৫॥ অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি সম্যগ্‌যাত্রাবিধিং শুভম্। যাত্রাবিধানঞ্চ তথা সম্যক্‌শ্রদ্ধান্বিতা শৃণু॥ ২৬॥ যদি তীর্থং নরো গচ্ছেদ্গয়াশ্রাদ্ধফলেপ্সয়া। তথাবিধবিধানেন যাত্রাং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥ ২৭॥ ব্রহ্মচারী শুচির্ভূত্বা হস্তপাদেষু সংযতঃ। শ্রদ্ধাবানাস্তিকো ভাবী গচ্ছেত্তীর্থং ততঃ সুধীঃ॥ ২৮॥ ন নাস্তিকস্য সংসর্গং তস্মিংস্তীর্থে নরশ্চরেৎ। সর্ব্বোপস্করসংযুক্তঃ শ্রাদ্ধার্হদ্রব্যসংযুতঃ। গচ্ছেত্তীর্থং সাধুসঙ্গী গয়াং মনসি মানয়ন্॥ ২৯॥ এবং যস্তু দ্বিজো গচ্ছেৎ প্রতিগ্রহবিবর্জ্জিতঃ। পদেপদেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥ ৩০॥ তত্র স্নাত্বা স্তস্তুমত্যাং সিদ্ধয়ে পিতৃমুক্তয়ে। স্নাত্বাথ তর্পণং কুর্য্যাদ্দেবাদীনাং যথাবিধি॥ ৩১॥ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তা দেবর্ষিমনুমানবাঃ। তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥ ৩২॥ এবং সন্তর্প্য বিধিনা কৃত্বা হোমাদিকং নরঃ। শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং কুর্য্যাৎস্বতন্ত্রোক্তবিধানতঃ॥ ৩৩॥ আমন্ত্র্য ব্রাহ্মণাংস্তত্র শাস্ত্রজ্ঞান্ দোষবর্জ্জিতান্। এবং কৃতোপচারস্তু ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥ ৩৪॥ কব্যবাড়নলঃ সোমো যমশ্চৈবার্য্যমা তথা। অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ সোমপাঃ পিতৃদেবতাঃ। আগচ্ছন্তু মহাভাগা যুষ্মাভী রক্ষিতাস্ত্বিহ॥ ৩৫॥ মদীয়াঃ পিতরো যে চ কুলে জাতাঃ সনাভয়ঃ। তেষাং পিণ্ডপ্রদাতাহমাগতোঽস্মিন্ পিতামহাঃ॥৩৬॥ এবমুক্ত্বা মহা-

যোগ, গোগ্রহে মরণ ও কুরুক্ষেত্রবাসের প্রয়োজন কি? গোষ্পদ তীর্থে একবার মাত্র গমন ও একবার মাত্র পিণ্ড প্রদান করিলেই যথেষ্ট; নিত্য এ তীর্থে গমন করিলে আর কিফল দুর্লভ হয়? এই তীর্থ অর্দ্ধক্রোশপরিমিত; এই অর্দ্ধক্রোশের অর্দ্ধ পরিমিত যে স্থান, তাহা দুর্লভ। এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধকৃৎ ব্যক্তি গয়া তুল্য ফল লাভ করিয়া থাকে। গোষ্পদ তীর্থে যে শ্রাদ্ধ করে, সে নিশ্চিতই পিতৃঋণ পরিশোধ করে। গোষ্পদ মধ্যে শ্রাদ্ধ প্রদত্ত হইলে শতকুল উদ্ধার হয়। গোষ্পদ উদ্দেশে গৃহ হইতে পাদক্ষেপ করিলেই ঐ এক এক পাদক্ষেপ পিতৃলোকের স্বর্গারোহণ-সোপানস্বরূপ হয়। পায়স, মধু, শক্তু, পিষ্টক, চরু ও তণ্ডুলাদি দ্বারা এই তীর্থে পিণ্ড দান করিতে হয়। যে জন গোপ্রচার তীর্থে কন্দ, মূল, ও ফলাদি দ্বারা শমীপত্র প্রমাণ পিণ্ড প্রদান করে, সে আপনার পিতৃগণকে স্বর্গে উপনীত করিয়া থাকে। নর গোষ্পদে পিণ্ড দান করিয়া যে ফল লাভ করে, আমি শতকোটী কল্প কালেও তাহা বলিতে সক্ষম নহি। হে দেবি! অতঃপর আমি সম্যক্ যাত্রাবিধি বলিতেছি, শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ কর। মানবগণ যদি গয়াশ্রাদ্ধফলেচ্ছায় এই তীর্থে গমন করে, তাহা হইলে তদনুযায়ী নিয়মে গমন করিতে হয়। সুধী ব্যক্তি ব্রহ্মচারী, শুচি, সংযতহস্তপাদ, শ্রদ্ধাবান্, আস্তিক, ও ভক্তিমান্ হইয়া এই তীর্থে গমন করিবেন। এই তীর্থে গমন করিয়া কেহ নাস্তিকসংসর্গ করিবে না। সর্ব্ব উপকরণ ও শ্রাদ্ধার্হ দ্রব্য সঙ্গে লইয়া 'গয়া যাইতেছি' মনে করিয়া সাধুসঙ্গে এই তীর্থে গমন করিতে হয়। যে দ্বিজ প্রতিগ্রহ না করিয়া এই ভাবে গোষ্পদ তীর্থে গমন করে, পদে পদে তাহার অশ্বমেধ ফললাভ হয়, উহাতে সংশয় নাই। ১-৩০। সিদ্ধি ও পিতৃমুক্তির জন্য তত্রত্য স্তস্তুমতীতে স্নান করিয়া যথাবিধি দেবাদির তর্পণ করিতে হয়। "ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত দেবর্ষি-মনু-মানব, এবং মাতৃমাতামহাদি সর্ব্ব পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করুন" এই মন্ত্রে তর্পণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক হোমাদি সম্পাদনান্তে শাস্ত্রোক্ত দোষবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করত স্বতন্ত্রোক্ত বিধানে নরগণ সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিবে। পরে কৃতোপচার হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে; যথা—হে মহাভাগ কব্যবাট্ অনল, সোম, যম, অর্য্যমা, অগ্নিষ্বাত্তা, বর্হিষদ ও সোমপা পিতৃদেবতাগণ! আপনারা আগমন করুন। আপনাদিগের দ্বারা আমরা রক্ষিত হইতেছি। হে পিতামহগণ! যাহারা আমাদের পিতা, যাহারা কুলজাত এবং যাহারা সগোত্র, তাহাদিগকে পিণ্ড প্রদানের জন্য

দেবি ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ। মাতা পিতামহী চৈব তথৈব প্রপিতামহী ॥৩৮॥ মাতামহঃ প্রমাতা চ তথা বৃদ্ধপ্রমাতৃকঃ। তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তো হ্যক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্ ॥ ৩৯ ॥ ওঁ নমো ভানবে ভর্ত্রেঽজভৌমসোমরূপিণে। এবং নত্বার্চ্চয়িত্বা তু ইমাং স্তুতিমথো পঠেৎ ॥ ৪০ ॥ তত্র গোষ্পদসামীপ্যে চরুণা সুশৃতেন চ। পিতৄণামনাথানাঞ্চ মন্ত্রৈঃ পিণ্ডাংশ্চ নির্ব্বপেৎ ॥ ৪১ ॥ অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে। রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রে চ যে গতাঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৪২ ॥ অনেকযাতনাসংস্থাঃ প্রেতলোকেষু যে গতাঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৪৩ পশুযোনিগতা যে চ যে চ কীটসরীসৃপাঃ। অথবা বৃক্ষযোনিস্থাস্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥৪৪॥ অসংখ্যযাতনাসংস্থা যে নীতা যমশাসকৈঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৪৫ ॥ যেঽবান্ধবা বান্ধবা যে যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ। তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডেনানেন সর্ব্বদা ॥ ৪৬ ॥ যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম। তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডেনানেন সর্ব্বদা ॥ ৪৭ ॥ দিব্যান্তরিক্ষভূমিস্থপিতরো বান্ধবাদয়ঃ। মৃতাশ্চাসংস্কৃতা যে চ তেষাং পিণ্ডোঽস্তু মুক্তয়ে ॥ ৪৮ ॥ পিতৃবংশে মৃতা যে চ মাতৃবংশে তথৈব চ। গুরুশ্বশুরবন্ধূনাং যে চান্যে বান্ধবা মৃতাঃ ॥ ৪৯ ॥ যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ। ক্রিয়ালোপগতা যে চ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবস্তথা ॥ ৫০ ॥ বিরূপা আমগর্ভা যেঽজ্ঞাতা জ্ঞাতাঃ কুলে মম। তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তো হ্যক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্ ॥ ৫১ ॥ প্রেতত্বাৎ পিতরো মুক্তা ভবন্তু মম শাশ্বতম্। যৎকিঞ্চিন্মধুসম্মিশ্রং গোক্ষীরং ঘৃতপায়সম্ ॥ ৫২ ॥ অক্ষয্যমুপতিষ্ঠেৎ্বস্মিংস্তীর্থে তু গোষ্পদে। স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েত্তত্র পুরাণান্যখিলান্যপি ॥ ৫৩ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণ্বর্করুদ্রাণাং স্তবানি বিবিধানি চ। ঐন্দ্রাণি সোমসূক্তানি পাবমানীশ্চ শক্তিতঃ ॥ ৫৪ ॥ বৃহদ্রথন্তরং তদ্বজ্জ্যেষ্ঠসাম সরৌরবম্। তথৈব শান্তিকাধ্যায়ং মধুব্রাহ্মণমেব চ ॥ ৫৫ ॥ মণ্ডলং ব্রাহ্মণং তত্র প্রীতিকারি চ যৎপুনঃ। বিপ্রাণামাত্মনশ্চৈব তৎসর্ব্বং সমুদীরয়েৎ ॥ ৫৬ ॥ এবং হ্যক্ষুমতীমধ্যে গোষ্পদে তীর্থ উত্তমে। দত্ত্বা পিণ্ডাংশ্চ বিধিবৎ পুনর্মন্ত্রমিমং

আমি এখানে আগমন করিয়াছি। হে মহাদেবি! উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া এই মন্ত্র পড়িবে যথা—পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী; মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ, উহাঁদিগকে আমি পিণ্ড প্রদান করিতেছি, ইহা অক্ষয়ত্ব প্রাপ্ত হউক। পরে "ওঁ নমো ভানবে'—ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কার এবং অর্চ্চনা করিয়া স্তুতি পাঠ করিবে। তথায় গোষ্পদসমীপে সুগন্ধ চরু দ্বারা পিতৃ ও অনাথদিগকে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পিণ্ডদান করিবে। মন্ত্র যথা—যাহারা আমাদের কুলে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে, যাহাদের গতি নাই, যাহারা রৌরব, অন্ধতামিস্র ও কালসূত্র নরকে গমন করিয়াছে, তাহাদের উদ্ধারের জন্য আমি পিণ্ড প্রদান করিতেছি। যাঁহারা প্রেতত্ব লাভ করিয়া অনেক যাতনা ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য পিণ্ড প্রদান করিতেছি। যাঁহারা পশু, কীট, সরীসৃপ ও বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি এই পিণ্ড প্রদান করিতেছি। যাহারা যমদূতগণ কর্ত্তৃক নীত হইয়া অপার যাতনা ভোগ করিতেছে, আমি তাহাদের উদ্ধারের জন্য এই পিণ্ড দান করিতেছি। যাঁহারা অবান্ধব, বান্ধব বা অন্য জন্মের বান্ধব, তাঁহারা সকলে আমার প্রদত্ত পিণ্ডে তৃপ্তি লাভ করুন। আমার পিতৃদেবতাগণ—যাঁহারা প্রেতরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা আমার এই প্রদত্ত পিণ্ডে তৃপ্তি লাভ করুন ।৩১-৪৭। যে সকল পিতৃলোক ও বান্ধব অসংস্কৃত অবস্থায় মৃত হইয়া দিব্যান্তরিক্ষ-ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, আমার এই প্রদত্ত পিণ্ড তাঁহাদের মুক্তির নিমিত্ত হউক। পিতৃকুল, মাতৃকুল, গুরু-শ্বশুর, বন্ধু, বান্ধব, অন্যান্য ব্যক্তি, লুপ্তপিণ্ড, পুত্র-দার-বর্জ্জিত, লুপ্তক্রিয়, জাত্যন্ধ, পঙ্গু, বিরূপ, আমগর্ভ, জ্ঞাতাজ্ঞাত-মৃত, ইহাঁদের উদ্ধারের জন্য আমি পিণ্ড প্রদান করিতেছি, এই পিণ্ড অক্ষয় হোক। পিতৃগণ প্রেতত্বমুক্ত হৌন। এই গোষ্পদ-তীর্থে যাহা মধুমিশ্র, গোক্ষীর, ঘৃত-পায়স, এ সকল অক্ষয় হউক, এখানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়া স্বাধ্যায়, পুরাণ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-অর্ক রুদ্রের স্তব, ঐন্দ্রসোমসূক্ত, পাবমানী সূক্ত, বৃহদ্রথান্তর,জ্যেষ্ঠসাম, শান্তিকাধ্যায়, মধু-ব্রাহ্মণ, মণ্ডলব্রাহ্মণ, এবং অন্যান্য আত্মপ্রীতিকারী ও ব্রাহ্মণপ্রীতিকারী স্তবাদি পাঠ করিবে। হ্যক্ষুমতীমধ্যবর্ত্তী গোষ্পদ তীর্থে উক্ত প্রকারে পিণ্ডদান করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয় যথা—

৫৭। সাক্ষিণঃ সন্তু মে দেবা ব্রহ্মাদ্যা ঋষিপুঙ্গবাঃ। ময়েদং তীর্থমাসাদ্য পিতৄণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা। ৫৮। আগতোঽস্মি ইদং তীর্থং পিতৃকার্য্যে নরোত্তমাঃ। ভবন্তু সাক্ষিণঃ সর্ব্বে মুক্তশ্চাহমৃণত্রয়াৎ। ৫৯। এবং প্রদক্ষিণীকৃত্য গোষ্পদং তীর্থমুত্তমম্। বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাং দত্ত্বা নদ্যাং পিণ্ডান্ বিসর্জ্জয়েৎ। ৬০। গোদানং তত্র দেয়ন্তু তদ্বৎ কৃষ্ণাজিনং প্রিয়ে। অষ্টকাসু চ বৃদ্ধৌ চ গয়ায়াং মৃতবাসরে। ৬১। অত্র মাতুঃ পৃথক্ শ্রাদ্ধমন্যত্র পতিনা সহ। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে তু মাত্রাদি গয়ায়াং পিতৃপূর্ব্বকম্। ৬২। গয়াবদত্রৈব পুনঃ শ্রাদ্ধং কার্য্যং নরোত্তমৈঃ। তস্মাদ্গুপ্তগয়া প্রোক্তা ইয়ং সা বিষ্ণুনা স্বয়ম্॥ ৬৩॥ গন্ধদানেন গন্ধাপ্তিঃ সৌভাগ্যং পুষ্পদানতঃ। ধূপদানেন রাজ্যাপ্তির্দীপ্তির্দীপপ্রদানতঃ॥ ৬৪॥ ধ্বজদানাৎ পাপহানির্যাত্রাকৃদ্ব্রহ্মলোকভাক্। শ্রাদ্ধপিণ্ডপ্রদো লোকে বিষ্ণুর্নেষ্যতি বৈ পিতৄন্। ৬৫। একং যো ভোজয়েত্তত্র ব্রাহ্মণং শংসিতব্রতম্। গোপ্রচারে মহাতীর্থে কোটির্ভবতি ভোজিতা॥ ৬৬। ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তস্তত্র শ্রাদ্ধবিধিস্তব। অথ তে কথয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্। ৬৭। বেনস্য রাজ্ঞশ্চরিতং পৃথোশ্চৈব মহাত্মনঃ। যথা তত্রাভবন্মুক্তিস্তস্য চাণ্ডালযোনিতঃ। তৎসর্ব্বং শৃণু দেবেশি সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতা। ৬৮। পিশুনায় ন পাপায় নাশিষ্যায়াহিতায় চ। কথনীয়মিদং পুণ্যং নাব্রতায় কথঞ্চন। ৬৯। স্বর্গ্যং যশস্যমায়ুষ্যং ধন্যং বেদেন সম্মিতম্। রহস্যমৃষিভিঃ প্রোক্তং শৃণুয়াদ্যোঽনসূয়কঃ। ৭০। যশ্চৈনং শ্রাবয়েন্মর্ত্ত্যঃ পৃথোর্বৈন্যস্য সম্ভবম্। ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্বা ন স শোচেৎ কৃতাকৃতে। ৭১। গোপ্তা ধর্ম্মস্য রাজাসৌ বভৌ চাত্রিসমপ্রভঃ। অত্রিবংশসমুৎপন্নো হ্যঙ্গো নাম প্রজাপতিঃ।৭২। তস্য পুত্রোঽভবদ্বেনো নাত্যর্থং ধার্ম্মিকস্তথা। জাতো মৃত্যুসুতায়াং বৈ সুনীথায়াং প্রজাপতিঃ। ৭৩। স মাতামহদোষেণ তেন কালাত্মকাননঃ। স ধর্ম্মং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা পাপবুদ্ধিরজায়ত। ৭৪। স্থিতিমুত্থাপয়ামাস ধর্ম্মোপেতাং সনাতনীম্। বেদশাস্ত্রাণ্যতিক্রম্য হ্যধর্ম্মনিরতোঽভবৎ। ৭৫। নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাঃ প্রজাস্তস্মিন্ প্রশাসতি। ডিণ্ডিমং ঘোষয়ামাস স রাজা বিষয়ে স্বকে॥ ৭৬। ন দাতব্যং ন যষ্টব্যং ময়ি রাজ্যং

হে ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং মহর্ষিগণ! আপনারা কর্ম্মের সাক্ষী হউন; আমি এই তীর্থে পিতৃলোকদিগের নিষ্কৃতি বিধান করিলাম। পিতৃকার্য্যের নিমিত্তই আমি তীর্থে আগমন করিয়াছি। আপনারা সাক্ষী হউন, আমি ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইলাম। এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে গোষ্পদ তীর্থে প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দিয়া পিণ্ডসকল নদীজলে নিক্ষেপ করিতে হয়। এই তীর্থে অষ্টকায় বৃদ্ধিতে এবং গয়ায় মৃতবাসরে গো ও কৃষ্ণাজিন দান করিবে। এ তীর্থে পৃথক্রূপে আর অন্যত্র পতির সহিত মাতার শ্রাদ্ধ করিতে হয়। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে এখানে মাত্রাদি আর গয়ায় পিতৃপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ হইবে। নরোত্তমগণ গয়ার ন্যায় এখানেও শ্রাদ্ধ করিবেন। সেই জন্যই বিষ্ণু এই তীর্থকে গুপ্তগয়া বলিয়াছেন। এই তীর্থে গন্ধদানে গন্ধ, পুষ্পদানে সৌভাগ্য, ধূপদানে রাজ্য, দীপদানে দীপ্তি, এবং ধ্বজদানে, ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে। যাত্রাকারী ব্যক্তি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। শ্রাদ্ধপিণ্ডপ্রদ ব্যক্তি পিতৃলোককে বিষ্ণুলোকে প্রেরণ করে। এ তীর্থে যদি কেহ একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করান, তাহা হইলে গোপ্রচার মহাতীর্থে তাঁহার কোটি ব্রাহ্মণভোজন করানের ফল হয়। ৪৮-৬৬। এইত আমি সংক্ষেপে শ্রাদ্ধবিধি বলিলাম। অনন্তর আমি বেণ ও পৃথু এতদুভয়ের পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি। বেণরাজা যেরূপে চণ্ডালযোনি হইতে মুক্তি লাভ করেন, তাহা শ্রবণ করুন। পিশুন, পাপ, অশিষ্য, অহিত ও অপ্রজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ইহা কীর্ত্তনীয় নহে। এই ঋষিপ্রোক্ত, স্বর্গ্য, যশস্য,আয়ুষ্য, ধন্য, বেদসম্মিত, রহস্যবিষয় অসূয়ারহিত হইয়া শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি এই বৈন পৃথুমাহাত্ম্য ব্রাহ্মণগণকে নমস্কারপূর্ব্বক শ্রবণ করায়, তাহাকে কখন কৃতাকৃত বিষয়ে শোক করিতে হয় না। অত্রিবংশসমুৎপন্ন অত্রিসম-প্রভ অঙ্গ ধর্ম্মের গোপ্তা ও রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বেন, বেন বেশি ধার্ম্মিক ছিলেন না। ইনি মৃত্যুসুতা সুনীথায় জন্মগ্রহণ করেন মাতামহদোষে ইনি কালস্বরূপ হন। ইনি ধর্ম্মকে পশ্চাতে রাখিয়া পাপবুদ্ধি হন; ধর্ম্মোপেতা সনাতনী স্থিতির উচ্ছেদ সাধন করেন। বেদশাস্ত্র অতিক্রম করিয়া ইনি অধর্ম্মনিরত হন। ইঁহার শাসনকালে প্রজা নিঃস্বাধ্যায়বষট্কার হইল। এই রাজা স্বীয় রাজ্যে ডিণ্ডিম বাদিত করিয়া এই মর্ম্মে ঘোষণা করিয়াছিল যে, আমার

প্রশাসতি। আসীৎ প্রতিজ্ঞা ক্রূরেয়ং বিনাশে প্রত্যুপস্থিতে ॥ ৭৭। অহমীড্যশ্চ পূজ্যশ্চ সর্ব্বযজ্ঞে-র্দ্বিজোত্তমৈঃ। ময়ি যজ্ঞা বিধাতব্যা ময়ি হোতব্য-মিত্যপি ॥ ৭৮ ॥ তমতিক্রান্তমর্য্যাদং প্রজাপীড়ন-তৎপরম্। উচুর্মহর্ষয়ঃ ক্রুদ্ধা মরীচিপ্রমুখাস্তদা ॥ ৭৯ ॥ মাধর্ম্মং বেন কার্ষীস্ত্বং নৈষ ধর্ম্মঃ সনা-তনঃ। অত্রের্বংশে প্রভূতোঽসি প্রজাপতিরসংশয়ম্ ॥ ৮০ ॥ পালয়িষ্যে প্রজাশ্চেতি পূর্ব্বং তে সময়ঃ কৃতঃ। তাংস্তথাবাদিনঃ সর্ব্বান্ ব্রহ্মর্ষীনব্রবীত্তদা ॥ ৮১ ॥ বেনঃ প্রহস্য দুর্ব্বুদ্ধিরিদং বচনকোবিদঃ। স্রষ্টা ধর্ম্মস্য কশ্চান্যঃ শ্রোতব্যং কস্য বা ময়া ॥ ৮২ ॥ বীর্য্যশ্রুততপঃসত্যৈর্ম্ময়ান্যঃ কঃ সমো ভুবি। মদাত্মানো ন নূনং মাং যূয়ং জানীথ তত্ত্বতঃ ॥ ৮৩ ॥ প্রভবং সর্ব্বলোকানাং ধর্ম্মাণাং চ বিশেষতঃ। ইত্থং দেহেন পৃথিবীং ভাবেন যজনেন চ ॥ ৮৪ ॥ স্বজেয়ং চ গ্রসেয়ং চ নাত্র কার্য্যা বিচারণা। যদা ন শক্যতে স্তম্ভয়িতুং শৈচব বিমোহিতঃ ॥ ৮৫ ॥ অনুনেতুং নৃপো বেন-স্তত্র ক্রুদ্ধা মহর্ষয়ঃ। আথর্ব্বণেন মন্ত্রেণ হত্বা তং তে মহাবলম্ ॥ ৮৬ ॥ ততোঽস্য বামবাহুং তে মমন্থু-র্ভৃশকোপিতাঃ। তস্মাচ্চ মথ্যমানাদ্বৈ জজ্ঞে পূর্ব্বমিতি শ্রুতিঃ ॥ ৮৭ ॥ হ্রস্বোঽতিমাত্রঃ পুরুষঃ কৃষ্ণশ্চাপি তদা প্রিয়ে। স ভীতঃ প্রাঞ্জলিশ্চৈব তস্থিবান সম্মুখে প্রিয়ে ॥ ৮৮ ॥ তমার্ত্তং বিহ্বলং দৃষ্ট্বা নিষী-দেত্যব্রুবন্ কিল। নিষাদো বংশকর্ত্তা বৈ তেনাভূৎ পৃথুবিক্রমঃ ॥ ৮৯ ॥ ধীবরানসৃজচ্চাপি বেনপাপ-সমুদ্ভবান্। যে চান্যে বিন্ধ্যনিলয়াস্তথা বৈ তুম্বরাঃ খসাঃ ॥ ৯০ ॥ অধর্ম্মে রুচয়শ্চাপি বর্দ্ধিতা বেন-পাপজাঃ। পুনর্ম্মহর্ষয়স্তেঽথ পাণিং বেনস্য দক্ষিণম্ ॥ ৯১ ॥ অরণীমিব সংরব্ধা মমন্থুর্জাতমন্যবঃ। পৃথুস্তস্মাৎ সমুৎপন্নঃ করাজ্জ্বলনসন্নিভঃ ॥৯২ ॥ পৃথোঃ করতলাচ্চাপি যস্মাজ্জাতস্ততঃ পৃথুঃ। দীপ্যমানশ্চ বপুষা সাক্ষাদগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ৯৩ ॥ ধনুরাজগবং গৃহ্য শরাংশ্চাশীবিষোপমান্। খড়্গং চ রক্ষন্ রক্ষার্থং কবচং চ মহাপ্রভম্ ॥ ৯৪ ॥ অস্মিন্ জাতেঽথ ভূতানি সম্প্রহৃষ্টানি সর্ব্বশঃ। সমভূবুর্ম্মহাদেবি বেনশ্চ ত্রিদিবং গতঃ ॥ ৯৫ ॥ ততো নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ রত্নান্যাদায় সর্ব্বশঃ। অভিষেকায় তে সর্ব্বে রাজানমুপতস্থিরে ॥ ৯৬ ॥ পিতামহশ্চ ভগবানৃষিভিশ্চ সহামরৈঃ। স্থাবরাণি চ ভূতানি জঙ্গমানি চ

শাসন কালে কেহ যেন দান যজ্ঞ করিও না। সর্ব্ব যজ্ঞে দ্বিজগণের আমিই ইজ্য, ও পূজ্য আমাতেই যজ্ঞ বিধাতব্য এবং আমাতেই হোতব্য। একদা এই অতিক্রান্তমর্য্যাদ প্রজাপীড়নতৎপর রাজাকে মরীচিপ্রমুখ মহর্ষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলি-লেন,—হে বেন! তুমি অধর্ম্ম করিও না; ইহা সনাতন ধর্ম্ম নহে। তুমি অত্রির বংশে জন্মিয়াছ; অতএব প্রজাপতি। প্রজাপালন করিব বলিয়া পূর্ব্বে তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে। অনন্তর বচন-কোবিদ বেন ব্রহ্মর্ষিগণকে হাসিয়া বলিল,—অপর আর কে ধর্ম্মের স্রষ্টা আছে, কাহার উপদেশই বা আমি শুনিব? বীর্য্য, শ্রুত, তপ ও সত্যে ভূতলে আমার সমান কে আছে? তোমরা মদাত্মক, আমাকে তত্ত্বতঃ জান না। আমি সর্ব্ব লোক বিশেষতঃ ধর্ম্মের প্রভব। ভাব দ্বারা আমি পৃথিবীকে সৃজন, ও যজমান মূর্ত্তি দ্বারা তাহাকে গ্রাস করি, সন্দেহ নাই। মহর্ষিগণ যখন অনুনয় দ্বারা মদবিমোহিত বেনকে স্তম্ভিত করিতে পরিলেন না, তখন ক্রুদ্ধ হইয়া আথর্ব্বণ মন্ত্রপ্রভাবে তাঁহাকে হত্যা করিলেন। তারপর অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাঁহারা তাঁহার বাম-বাহু মন্থন করিতে লাগিলেন। মন্থনের ফলে তাহা হইতে হ্রস্ব, অতিমাত্র কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইল। প্রাদুর্ভূত হইয়া সে ভয়ে মুনিগণের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল। ৮৭—৮৮। ভীত দেখিয়া মুনিগণ তাহাকে নিষীদ, বলিলেন। এই কারণেই সে পৃথুবিক্রম বংশকর্ত্তা নিষাদ হইল। বেনপাপসমুদ্ভব বহু ধীবরকে সে সৃষ্টি করিল। এই সময় বিন্ধ্যাবনবাসী তুম্বর খস, প্রভৃতি বহু অধ-র্ম্মপরায়ণ বেনপাপজ জাতি তৎকর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ইহা দর্শনে ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পুন-রায় অরণিমন্থনের ন্যায় বেণের দক্ষিণ পাণি মন্থন করিতে থাকেন। মথিত কর হইতে তখন অগ্নিসন্নিভ পৃথু উৎপন্ন হইলেন। পৃথু-করতল হইতে জাত বলিয়া ইহার নাম হইল—পৃথু। এই পৃথুর চক্ষু দীপ্তমান, সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় জ্বালাযুক্ত। ইহার হস্তে আজগব ধনু, আশী-বিষোপম শর, ও রক্ষার্থ খড়্গ। ইহাঁর গাত্র কবচবদ্ধ। পৃথু জন্মিলে ভূতগণ হৃষ্ট হইল। (মৃত) বেন ত্রিদিবধামে গমন করিলেন। নদী ও সমুদ্র, সকল রত্ন দ্বারা অভিষেকার্থ রাজাসমীপে আগমন করিতে লাগিল। ভগবান পিতামহ দেবতা, ঋষি ও

সর্ব্বশঃ ॥ ৯৭ ॥ সমাগম্য তদা বৈন্যমভ্যষিঞ্চ-ন্নরাধিপম্। সোঽভিষিক্তো মহাতেজা দেবৈরঙ্গি-রসাদিভিঃ ॥ ৯৮ ॥ অধিরাজ্যে মহাভাগঃ পৃথুর্বৈন্যঃ প্রতাপবান্। পিত্রা ন রঞ্জিতাশ্চাস্য প্রজা বৈন্যেন রঞ্জিতাঃ ॥ ৯৯ ॥ ততো রাজেতি নামাস্য অনুরাগাদ-জায়ত। আপস্তস্তম্ভিরে চাস্য সমুদ্রমভিযাস্যতঃ ॥ ১০০ ॥ পর্ব্বতাশ্চাপি শীর্য্যন্তে ধ্বজভঙ্গোঽপি নাভবৎ। অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী সিধ্যন্তন্নানি চিন্তয়া। সর্ব্বকামদুঘা গাবঃ পুটকেপুটকে মধু ॥ ১০১ ॥ তস্মিন্নেব তদা কালে পুনর্জ্জজ্ঞেঽথ মাগধঃ সামগেষু চ গায়ৎসু স্রুগ্‌ভাণ্ডাদ্বৈশ্বদেবিকাৎ ॥ ১০২ ॥ সামগেষু সমুৎপন্নস্তস্মান্মগধ উচ্যতে। ঐন্দ্রেণ হবিষা চাপি হবিঃ পৃক্তং বৃহস্পতিঃ ॥ ১০৩ ॥ যদা জুহাব চেন্দ্রায় ততস্ততো ব্যজায়ত। প্রমাদস্তত্র সঞ্জজ্ঞে প্রায়শ্চিত্তং চ কর্ম্মসু ॥ ১০৪ ॥ শেষহব্যেন যৎপৃক্তমভিভূতং গুরোর্হবিঃ। অধরোত্তরস্বারেণ জজ্ঞে তদ্বর্ণবৈকৃতম্ ॥ ১০৫ ॥ যজ্ঞস্ত্যাং সমভবৎ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রযোনিতঃ। ততঃ পূর্ব্বেণ সাধর্ম্ম্যাত্তুল্য-ধর্ম্মা প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১০৬ ॥ মধ্যমো হ্যেষ

তস্য ধর্ম্মঃ ক্ষত্রোপজীবনম্। রথনাগাশ্বচরিতং জঘন্যঞ্চ চিকিৎসিতম্ ॥ ১০৭ ॥ পৃথোঃ কথর্থং তৌ তত্র সমাহূতৌ মহর্ষিভিঃ। তাবূচুর্ম্মনয়ঃ সর্ব্বে স্তূয়তামিতি পার্থিবঃ ॥ ১০৮ ॥ কর্ম্মভিশ্চানুরূপো হি যতোঽয়ং পৃথিবীপতিঃ। তানূচতুস্তদা সর্ব্বানৃষীংশ্চ সূতমাগধৌ ॥ ১০৯ ॥ আবাং দেবানৃষীংশ্চৈব প্রীণয়াবঃ স্বকর্ম্মভিঃ। ন চাস্য বিদ্মো বৈ কর্ম্ম ন তথা লক্ষণং যশঃ ॥ ১১০ ॥ স্তোত্রং যেনাস্য সম্ভবো রাজ্ঞস্তেজস্বিনো দ্বিজাঃ। ঋষিভিস্তৌ নিযুক্তৌ তু ভবিষ্যৈঃ স্তূয়তামিতি ॥ ১১১ ॥ যানি কর্ম্মাণি কৃতবান্ পৃথুঃ পশ্চান্মহাবলঃ। তানি গীতানি বদ্ধানি স্তবদ্ভিঃ সূতমাগধৈঃ ॥ ১১২ ॥ ততঃ শ্রুতার্থঃ সুপ্রীতঃ পৃথুঃ প্রাদাৎ প্রজেশ্বরঃ। অনূপদেশং সূতায় মাগধান্মাগধায় চ ॥ ১১৩ ॥ তদাদি পৃথিবী-পালাঃ স্তূয়ন্তে সূতমাগধৈঃ। আশীর্ব্বাদৈঃ প্রশংসন্তে সূতমাগধবন্দিভিঃ ॥ ১১৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা পরমং প্রীতাঃ প্রজা উচুর্ম্মহর্ষয়ঃ। এষ বো বৃত্তিদো বৈন্যো বিহিতোঽথ নরাধপঃ ॥ ১১৫ ॥ ততো বৈন্যং মহা-ভাগং প্রজাঃ সমভিদুদ্রুবুঃ। ত্বং নো বৃত্তিবিধাতেতি

স্থাবর অস্থাবর ভূতগণের সহিত বৈন্যসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করি-লেন। তিনি দেবগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া যেরূপ প্রজা রঞ্জন করিতে লাগিলেন, তাঁহার পিতা তদ্রূপ প্রজারঞ্জক ছিলেন না। অনুরঞ্জন-হেতুশ তিনি 'রাজা' নাম গ্রহণ করিলেন। তিনি সমুদ্রাভিযান করিলে জল সকল স্তম্ভিত হইয়া থাকিত। তাঁহার শাসনে পর্ব্বত সকল শীর্ণ হইল। ধ্বজভঙ্গ হইত না। পৃথিবী অকৃষ্টপাচ্যা ছিলেন। চিন্তায় অন্নলাভ হইত। গাভী সকল কামদুঘা ছিল এবং পুটকে পুটকে মধু মিলিত। এই সময় সমগণ গান করিতে থাকিলে বৈশ্বদেবিক স্রুগ্‌ভাণ্ড হইতে মাগধ জন্মে। সামগ্ হইতে জাত বলিয়া তাহাদের নাম হয়—মগধ। আর যজ্ঞে ঐন্দ্র হবি অন্য হবিতে মিশ্রিত হয়। এই হবি বৃহস্পতি ইন্দ্র-উদ্দেশে হোম করেন। তাহাতেই প্রমাদ ও কর্ম্মে প্রায়শ্চিত্তের উৎপত্তি হয়। পরে উক্ত হবি দ্বারা গুরুর হবি সংশ্লিষ্ট হওয়ায় এবং স্বরের অধরোত্তরত্ব বশতঃ বর্ণবিকৃতি জন্মে। এই সময় ব্রাহ্মণীতে ক্ষত্রযোনি হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হয়। ইহা পূর্ব্বেসাধর্ম্ম্যবশতঃ তুল্যধর্ম্ম হইল

প্রকার যজ্ঞোৎপত্তি মধ্যম ক্ষাত্রমূলক ধর্ম্ম। এই ক্ষত্রোপজীবী ধর্ম্ম জঘন্য, কারণ ইহার অবলম্বন রথ, নাগ ও অশ্বচর্য্যা এবং চিকিৎসক। মহর্ষিগণ পৃথুকথা কীর্ত্তনের জন্য এই স্থানে ঐ সূতমাগধকে আহ্বান করিলেন; করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন,—তোমরা রাজার গুণগান কর। সূত মাগধ বলিল,—আমরা স্বকর্ম্ম দ্বারা দেবতা ও ঋষিগণকে প্রীণিত করিব; এ রাজার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যশ, লক্ষণ কিছুই আমরা অবগত নই; সুতরাং কিরূপে স্তুতি সম্ভবিতে পারে? ঋষিগণ বলিলেন,—যদি তোমরা এই রাজার অতীত কীর্ত্তি অবগত না থাক, তবে ভবিষ্যৎ কীর্ত্তি-কলাপ দ্বারা ইহার গুণ গান কর। ৮৯—১১২। তখন সূতমাগধ রাজার ভবিষ্যৎ চরিত অবলম্বনে গীত রচনা করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। তিনি তুষ্ট হইয়া সূতকে অনূপদেশ ও মাগধকে মগধদেশ প্রদান করিলেন। এই সময় হইতেই সূত, মাগধ বন্দিগণ রাজাদের স্তব, আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসা করিয়া আসিতেছে। ঋষিগণ এই সময় রাজাকে হৃষ্ট দেখিয়া প্রজামণ্ডলীকে বলিয়া দিলেন, ইহাঁকেই তোমাদের বৃত্তিবিধাতা রাজা করা হই ইহা শুনিয়া প্রজাগণ রাজার নিকট গিয়া বলিলেন,—আপনি আমাদের বৃত্তি

মহর্ষিবচনাত্তথা ॥ ১১৬ ॥ সোহভীহিতঃ প্রভাভিস্তু প্রজাহিতচিকীর্ষয়া। ধনুর্গৃহীত্বা বাণাংশ্চ বসুধামার্দ্দয়দ্বলী ॥ ১১৭ ॥ ততো বৈন্যভয়ত্রস্তা গৌর্ভূত্বা প্রাদ্রবন্মহী। তাং ধেনুং পৃথুরাদায় দ্রবন্তীমন্বধাবত ॥ ১১৮ ॥ সা লোকান্ ব্রহ্মলোকাদীন্ গত্বা বৈন্যভয়াত্তদা। দদর্শ চাগ্রতো বৈন্যং কার্ম্মুকোদ্যতপাণিনম্ ॥ ১১৯ ॥ জ্বলদ্ভির্বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈর্দীপ্ততেজঃসমন্বিতৈঃ। মহাযোগং মহাত্মানং দুর্দ্ধর্ষমমরৈরপি ॥ ১২০ ॥ অলভন্তী তু সা ত্রাণং বৈন্যমেবাভ্যপদ্যত। কৃতাঞ্জলিপুটা দেবী পূজ্যা লোকৈস্ত্রিভিঃ সদা ॥ ১২১ ॥ উবাচ চৈনং নাধর্ম্মং স্ত্রীবধং পরিপশ্যসি। কথং ধারয়িতা চাসি প্রজা রাজন্ময়া বিনা ॥ ১২২ ॥ ময়ি লোকাঃ স্থিতা রাজন্ময়েদং ধার্য্যতে জগৎ। মদৃতে তু বিনশ্যেয়ুঃ প্রজাঃ পার্থিব বিদ্ধি তৎ ॥ ১২৩ ॥ ন মাং নার্হসি হন্তুং বৈ শ্রেয়শ্চেত্ত্বং চিকীর্ষসি। প্রজানাং পৃথিবীপাল শৃণু চেদং বচো মম ॥ ১২৪ ॥ উপায়তঃ সমারব্ধাঃ সর্ব্বে সিধ্যন্ত্যুপক্রমাঃ। হত্বা মাং ত্বং ন শক্তো বৈ প্রজাঃ পালয়িতুং নৃপ ॥ ১২৫ ॥ অনুকূলা ভবিষ্যামি ত্যজ কোপং মহাদ্যুতে। অবধ্যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ প্রাহুস্তির্য্যগ্‌যোনিগতা অপি ॥ ১২৬ ॥ একস্মিন্নিধনং প্রাপ্তে পাপিষ্ঠে ক্রূরকর্ম্মণি। বহূনাং ভবতি ক্ষেমস্তত্র পুণ্যপ্রদো বধঃ। সত্যেবং পৃথিবীপাল ধর্ম্মং মা ত্যক্তুমর্হসি ॥ ১২৭ ॥ এবংবিধং তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা রাজা মহাবলঃ। ক্রোধং নিগৃহ্য ধর্ম্মাত্মা বসুধামিদমব্রবীৎ ॥ ১২৮ ॥ একস্যার্থে চ যো হন্যাদাত্মনো বা পরস্য বা। একং বাপি বহূন্ বাপি কামতশ্চাস্তি পাতকম্ ॥ ১২৯ ॥ যস্মিংস্তু নিধনং প্রাপ্তে এধন্তে বহবঃ সুখম্। তস্মিন্ হতে চ ভূয়ো হি পাতকং নাস্তি তস্য বৈ ॥ ১৩০ ॥ সোহহং প্রজানিমিত্তং ত্বাং হনিষ্যামি বসুন্ধরে। যদি মে বচনং নাদ্য করিষ্যসি জগদ্ধিতম্ ॥ ১৩১ ॥ ত্বাং নিহত্যাদ্য বাণেন মচ্ছাসনপরাঙ্মুখীম্। আত্মানং পৃথু কৃত্বেহ প্রজা ধারয়িতাস্ম্যহম্ ॥ ১৩২ ॥ সা ত্বং বচনমাস্থায় মম ধর্ম্মভৃতাং বরে। সঞ্জীবয় প্রজা নিত্যং শক্তা হ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ১৩৩ ॥ দুহিতৃত্বং হি মে গচ্ছ এব-

---

বিধান করুন। রাজা প্রজাগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাহাদের হিতকামনায় শরাসন গ্রহণ করিয়া বসুধাকে মর্দ্দিত করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময় পৃথিবী রাজভয়ে ভীত হইয়া গোরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিলেন। রাজাও পশ্চাৎ ধাবন করিলেন। পৃথিবী পৃথিবী ছাড়িয়া পলায়ন করত ব্রহ্মলোকাদি বিবিধ লোকে ভ্রমণ করিয়া যখন কাহাকেও শরণরূপে প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া রাজা পৃথুরই শরণাপন্ন হইলেন; দেখিলেন,—মহাযোগ মহাত্মা অমরদুর্দ্ধর্ষ রাজা তখন দীপ্ততেজঃসমন্বিত প্রজ্বলিত তীক্ষ্ণ বিশিখ সকল যোজনা করিয়া কার্ম্মুক উদ্যত করিয়াছেন। রাজাকে এতদবস্থ দেখিয়া তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন;—রাজন্! ইহাকে অধর্ম্ম বলিয়া মনে হইতেছে না? স্ত্রীবধ করিতে উদ্যত হইয়াছ, উহা দেখিতে পাইতেছ না? হে রাজন্! তুমি আমা ব্যতিরেকে কিরূপে প্রজা ধারণ করিবে? দেখ,—আমাতেই সর্ব্ব লোক বাস করে; আমিই জগৎ ধারণ করিয়া থাকি; আমা বিরহে প্রজাগণ জীবিত থাকিতে পারে না, ইহা কি তুমি জান না? হে রাজন্! যদি মঙ্গল চাও, তবে আমাকে নিহত করিও না, আমার কথা শোন। উপায়তঃ সমারব্ধ উপক্রম সকল সুসিদ্ধ হয়। হে নৃপ! আমাকে বধ করিয়া কোন প্রকারেই তুমি প্রজা পালন করিতে পারিবে না। এখন এক কার্য্য কর, আমি তোমার অনুকূলা হইব, তুমি কোপ পরিত্যাগ কর। তির্য্যগ্‌যোনি হইলেও স্ত্রী অবধ্য। এক জন মাত্র পাপিষ্ঠ ক্রূরকর্ম্মা ব্যক্তিকে বধ করিলে যদি বহু ব্যক্তির মঙ্গল হয়, তাহা হইলে সেই বধ পুণ্যপ্রদ। হে রাজন! ইহাই হইল—ধর্ম্ম; অতএব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না। রাজা বসুধার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন,—নিজের জন্যই হৌক, আর পরের জন্যই হৌক—একের জন্য যদি এক বা বহু ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, তাহা হইলে তাহা পাতক জানিবে। যে ব্যক্তি নিহত হইলে বহু ব্যক্তির সুখ হয়, তাহাকে হত্যা করায় পাপ নাই। অতএব বসুন্ধরে! যদি তুমি আমার জনহিতকর বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে আমি প্রজাগণকে সুখী করিবার জন্য তোমাকে নিহত করিব। তুমি শাসনপরাঙ্মুখী হইয়াছ; অতএব আজ নিশ্চয়ই তোমার বিনাশ সাধন করিয়া আমি প্রজাগণকে সুখী এবং অস্মাকে গৌরবান্বিত করিব। ১১৬—১৩২। এখনও তুমি আমার বাক্যে প্রজাগণকে জীবিত কর; করিয়া দুহিতৃত্বভাজন হও; ইহাতে তোমার

মেতন্মহচ্ছরম্। নিষচ্ছে তদ্বধার্থঞ্চ প্রযুক্তং ঘোরদর্শনম্। প্রত্যুবাচ ততো বৈণ্যমেবমুক্তা মহাসতী॥ ১৩৪॥ সর্ব্বমেতদহং রাজন্ বিধাস্যামি ন সংশয়ঃ। বৎসন্তু মম সংযুক্ষ্ব ক্ষরেয়ং যেন বৎসলা॥ ১৩৫॥ সমাং চ কুরু সর্ব্বত্র মাং ত্বং সর্ব্বভৃতাং বর। যথা বিস্যন্দমানাহং ক্ষীরং সর্ব্বত্র ভাবয়ে॥ ১৩৬॥ ঈশ্বর উবাচ। তত উৎসারয়ামাস শিলাজালানি সর্ব্বশঃ। ধনুষ্কোট্যা ততো বৈণ্যস্তেন শৈলা বিবর্দ্ধিতাঃ॥ ১৩৭॥ মন্বন্তরেষ্বতীতেষু চৈবমাসীদ্বসুন্ধরা। স্বভাবেনাভবত্তস্যাঃ সমানি বিষমাণি চ॥ ১৩৮॥ ন হি পূর্ব্বনিসর্গে বৈ বিষমং পৃথিবীতলম্। প্রবিভাগঃ পুরাণাঞ্চ গ্রামাণাঞ্চাথ বিদ্যতে॥ ১৩৯॥ ন শস্যানি ন গোরক্ষং ন কৃষির্ন বণিক্‌পথঃ॥ ১৪০॥ চাক্ষুষস্যান্তরে পূর্ব্বমাসীদেতৎ পুরা কিল। বৈবস্বতেঽন্তরে চাস্মিন্ সর্ব্বস্যৈতস্য সম্ভবঃ। সমত্বং যত্র যত্রাসীদ্ভূমেঃ কস্মিংশ্চিদেব হি॥ ১৪১॥ তত্র তত্র প্রজাস্তা বৈ নিবসন্তি স্ম সর্ব্বদা। আহারঃ ফলমূলন্তু প্রজানামভবৎকিল॥ ১৪২॥ কৃচ্ছ্রেণৈব তদা তাসামিত্যেবমনুশুশ্রুম। বৈণ্যাৎপ্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বস্যৈতস্য সম্ভবঃ॥ ১৪৩॥ সঙ্কল্পয়িত্বা বৎসং তু চাক্ষুষং মনুমীশ্বরম্। পৃথুর্দ্দুদোহ শস্যানি স্বহস্তে পৃথিবীং ততঃ॥ ১৪৪॥ শস্যানি তেন দুগ্ধা বৈণ্যেনেয়ং বসুন্ধরা। মনুং বৈ চাক্ষুষং কৃত্বা বৎসং পাত্রে চ ভূময়ে॥ ১৪৫॥ তেনান্নেন তদা তা বৈ বর্ত্তয়ন্তে সদা প্রজাঃ। ঋষিভিঃ শ্রূয়তে চাপি পুনর্দ্দুগ্ধা বসুন্ধরা॥ ১৪৬॥ বৎসঃ সোমস্ততস্তেষাং দোগ্ধা চাপিবৃহস্পতিঃ। পাত্রমাসন্ হি ছন্দাংসি গায়ত্র্যাদীনি সর্ব্বশঃ॥ ১৪৭॥ ক্ষীরমাসীত্তদা তেষাং তপো ব্রহ্ম চ শাশ্বতম্। পুনস্ততো দেবগণৈঃ পুরন্দরপুরোগমৈঃ॥ ১৪৮॥ সৌবর্ণং পাত্রমাদায় দুগ্ধেয়ং শ্রূয়তে মহী। বৎসস্তু মঘবা চাসীদ্দোগ্ধা চ সবিতাভবৎ॥ ১৪৯॥ ক্ষীরমূর্জ্জামধু প্রোক্তং বর্ত্তন্তে তেন দেবতাঃ। পিতৃভিঃ শ্রূয়তে চাপি পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা॥ ১৫০॥ রাজতং পাত্রমাদায় স্বধা ত্বক্ষয্যতৃপ্তয়ে। বৈবস্বতো যমস্ত্বাসীত্তেষাং বৎসঃ প্রতাপবান্॥ ১৫১॥ অন্তকশ্চাভবদ্দোগ্ধা পিতৃণাং ভগবান্ প্রভুঃ। অসুরৈঃ শ্রূয়তে চাপি পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা॥ ১৫২॥ আয়সং পাত্রমাদায় বলমাধায় সর্ব্বশঃ। বিরোচনস্তু প্রাহ্লাদিস্তেষাং বৎসঃ প্রতাপ-

---

যোগ্যতা আছে, সংশয় নাই। আর যদি অন্যথা কর, তাহা হইলে এই ঘোর বাণ তোমার বধের নিমিত্ত প্রয়োগ করিলাম জানিবে। পৃথিবী বলিলেন,—রাজন্! আমি আপনার আদেশ মত সমস্তই করিতেছি, আপনি বৎস নিয়োগ করুন; যাহাতে আমি ক্ষরিত হইতে পারি। আর এক কার্য্য করুন, যাহাতে আমি সম হই, আমার ক্ষীর যাহাতে সর্ব্বত্র স্যন্দিত হয়, আপনি তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন। ঈশ্বর বলিলেন,—অনন্তর রাজা পৃথু ধনুষ্কোটি দ্বারা শিলা সকল উৎসারিত করিতে লাগিলেন। এই জন্যই পর্ব্বত সকল বর্দ্ধিত হইয়াছে। অতীত মন্বন্তর সকলে পৃথিবী উক্ত প্রকারই ছিলেন,—সভাবতঃ ভূমি কোথাও সম বা কোথাও বিষম ছিল। পূর্ব্বে বিষম পৃথিবীতলের পুর-গ্রাম প্রভৃতি কোন রকম বিভাগ ছিল না; শস্য, গোরক্ষা, কৃষি, বণিক্‌গণ প্রভৃতিও দৃষ্ট হইত না। পূর্ব্বে চাক্ষুষ অন্তরে পৃথিবীর এইরূপ অবস্থা ছিল। অধুনা বৈবস্বত অন্তরেও পূর্ব্বে যেখানে যেখানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সমভূমি ছিল, সেইখানে সেইখানেই প্রজাগণ বাস করিত; তাহাদের ফল মূল—আহার মিলিত। বৈণ্য পৃথুর অধিকার কাল হইতে পৃথিবী এরূপ সমৃদ্ধা হইয়াছেন। পৃথু চাক্ষষ মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বহস্তে পৃথিবীকে দোহন করেন। তিনি চাক্ষষ মনুকে বৎস এবং ভূমিকে পাত্র করিয়া শস্য দোহন করিয়াছিলেন। তাহাতে অন্ন হয়, সেই অন্নে প্রজাগণ বৃত্তিবিধান করে। শ্রুত হওয়া যায় যে, ঋষিগণও পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বৎস করিয়াছিলেন,—সোমকে; আর দোগ্ধা হইয়াছিলেন,—বৃহস্পতি; গায়ত্রী আদি ছন্দঃ সকল দোহন-পাত্র হইয়াছিল; আর ক্ষীর হইয়াছিল—শাশ্বত ব্রহ্মস্বরূপ তপঃ। পুরন্দরপ্রমুখ দেবগণ পুনরায় দোহন করিয়াছিলেন। উহাঁরা সুবর্ণপাত্রে করিয়া দোহন করিয়াছিলেন শুনা যায়। উহাঁদের বৎস হইয়াছিলেন—মঘবা; দোগ্ধা হইয়াছিলেন,—সবিতা; আর ক্ষীর হইয়াছিল—উর্জ্জামধু; ইহাই দেবগণের জীবনোপায়। পিতৃগণও দোহন করিয়াছিলেন। ইহাঁদের দোহন পাত্র—রজত, ক্ষীর—স্বধ ও অক্ষয্য, বলবান্ বৎস—বৈবস্বত যম; আর দোগ্ধা ছিলেন—অন্তক। অসুরেরাও ছাড়ে নাই। শুনা যায় তাহারাও দোহন করিয়াছিল। ইহাদের আয়স পাত্র, বিরোচন বৎস, দ্বিমূর্দ্ধা ও দোগ্ধা মায়

বান্। ১৫৩॥ ঋত্বিগ্‌দ্বিমূর্দ্ধা দৈত্যানাং দোগ্ধা তু দিতিনন্দনঃ। মায়াক্ষীরং দুদোহাসৌ দৈত্যানাং তৃপ্তিকারকম্ ॥ ১৫৪॥ তেনৈতে মায়য়াদ্যাপি সর্ব্বে মায়াবিদোহসুরাঃ। বর্ত্তয়ন্তি মহাবীর্য্যাস্তদেতেষাং পরং বলম্॥ ১৫৫॥ নাগৈশ্চ শ্রূয়তে দুগ্ধা বৎসং কৃত্বা তু তক্ষকম্। অলাবুপাত্রমাদায় বিষং ক্ষীরং তদা মহৎ॥ ১৫৬॥ তেষাং বৈ বাসুকির্দ্দোগ্ধা কাদ্রবেয়ো মহাযশাঃ। নাগানাং বৈ মহাদেবি সর্ব্বাণাং চৈব সর্ব্বশঃ॥ ১৫৭॥ তেন বৈ বর্ত্তয়ন্ত্যগ্রা মহাকায়া বিষোল্বণাঃ। তদাহারাস্তদাচারাস্তদ্বীর্য্যাস্তদপাশ্রয়াঃ॥ ১৫৮॥ আমপাত্রে পুনর্দুগ্ধা ত্বন্তর্দ্ধানমিয়ং মহী। বৎসং বৈশ্রবণং কৃত্বা যক্ষপুণ্যজনৈস্তথা॥ ১৫৯॥ দোগ্ধা রজতনাগস্তু চিন্তামণিরসস্তু যঃ। যক্ষাধিপো মহাতেজা বশী জ্ঞানী মহাতপাঃ॥ ১৬০॥ তেন তে বর্ত্তয়ন্তীতি যক্ষা বসুভিরুর্জ্জিতৈঃ। রাক্ষসৈশ্চ পিশাচৈশ্চ পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা॥ ১৬১॥ ব্রহ্মোপেন্দ্রস্তু দোগ্ধা বৈ তেষামাসীৎ কুবেরতঃ। বৎসঃ সুমালী বলবান্ ক্ষীরং রুধিরমেব চ॥ ১৬২॥ কপালপাত্রে নির্দুগ্ধা ত্বন্তর্দ্ধানং তু রাক্ষসৈঃ। তেন ক্ষীরেণ রক্ষাংসি বর্ত্তয়ন্তীহ সর্ব্বশঃ॥ ১৬৩॥ পদ্মপত্রেষু বৈ দুগ্ধা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণৈঃ। বৎসং চৈত্ররথং কৃত্বা শুচিগন্ধাম্মহী তদা॥ ১৬৪॥ তেষাং বৎসো রুচিস্ত্বাসীদ্দোগ্ধা পুত্রো মুনেঃ শুভঃ। শৈলৈশ্চ শ্রূয়তে দেবি পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা॥ ১৬৫॥ তদৌষধীর্মূর্ত্তিমতী রত্নানি বিবিধানি চ। বৎসস্তু হিমবাংস্তেষাং দোগ্ধা মেরুর্ম্মহাগিরিঃ॥১৬৬॥ পাত্রং শিলাময়ং হ্যাসীত্তেন শৈলাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। শ্রূয়তে বৃক্ষবীরুদ্ভিঃ পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা॥ ১৬৭॥ পালাশং পাত্রমাদায় ছিন্নদগ্ধপ্ররোহণম্। দোগ্ধা তু পুষ্পিতঃ শালঃ প্লক্ষো বৎসো যশস্বিনি। সর্ব্বকামদুঘা দোগ্ধ্রী পৃথিবী ভূতভাবিনী॥ ১৬৮॥ সৈষা ধাত্রী বিধাত্রী চ ধরণী চ বসুন্ধরা। দুগ্ধা হিতার্থং লোকানাং পৃথুনা ইতি নঃ শ্রুতম্॥ ১৬৯॥ চরাচরস্য লোকস্য প্রতিষ্ঠা যোনিরেব চ। আসীদিয়ং সমুদ্রান্তা মেদিনীতি পরিশ্রুতা॥ ১৭০॥ মধুকৈটভয়োঃ পূর্ব্বং মেদোমাংসপরিপ্লুতা। বসূন্ ধারয়তে যস্মাদ্বসুধা তেন কীর্ত্তিতা॥ ১৭১॥ ততোহভ্যুপগমদ্রাজ্ঞঃ পৃথোর্বৈণ্যস্য ধীমতঃ। দুহিতৃত্বমনুপ্রাপ্তা পৃথিবীত্যুচ্যতে ততঃ॥ ১৭২॥ প্রথিতা প্রবিভক্তা চ শোভিতা চ বসুন্ধরা। দুগ্ধা হি যত্নতো রাজ্ঞা পত্তনাকরমালিনী॥ ১৭৩॥ এবংপ্রভাবো রাজাসীদ্বৈণ্যঃ স নৃপসত্তমঃ। ততঃ স রঞ্জয়ামাস ধর্ম্মেণ পৃথিবীং তদা॥ ১৭৪॥

ক্ষীর হইয়াছিল। মায়াই ইহাদের তৃপ্তিকারক এবং পরম বল। ইহা দ্বারাই ইহারা মায়াবিৎ হইয়া জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। নাগগণও পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন শুনা যায়। তাঁহাদের বৎস—তক্ষক, পাত্র অলাবু, ক্ষীর—বিষ ও দোগ্ধা বাসুকি হইয়াছিল। নাগগণ বিষ দ্বারাই জীবিত থাকে; বিষই ইহাদের আহার—আচার বীর্য্য ও আশ্রয়। যক্ষগণও মহীকে দোহন করিয়াছিল। ইহারা আমপাত্রে দোহন করে। ইহাদের দোগ্ধা রজত নাগ, বৎস বৈশ্রবণ এবং দুগ্ধ চিন্তামণি হইয়াছিল। এই উর্জ্জিত বসু দ্বারাই ইহারা বৃত্তিবিধান করে। রাক্ষস ও পিশাচগণও বসুধা দোহন করিয়াছিল। ইহাদের দোগ্ধা কুবের হইতে ব্রহ্মোপেন্দ্র পর্য্যন্ত, বৎস সুমালী, ক্ষীর রুধির, এবং পাত্র কপাল হইয়াছিল। রাক্ষসগণ এই ক্ষীর রুধির দ্বারাই বৃত্তি বিধান করে। ইহারা অন্তর্হিত থাকিয়া দোহন করিয়াছিল। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ পদ্মপত্রে দোহন করিয়াছিল। ইহাদের বৎস—চৈত্ররথ, দোগ্ধা—মুনির পুত্র রুচি এবং ক্ষীর শুচিগন্ধ হইয়াছিল। শৈলগণও বসুন্ধরা দোহন করে। ইহাদের দুগ্ধ বস্তু মূর্ত্তিমতী ওষধি ও বিবিধ রত্ন, বৎস হিমবান, দোগ্ধা মহাগিরি মেরু এবং পাত্র শিলাময় হইয়াছিল। বৃক্ষবীরুধ সকলও দোহন করিয়াছিল। ইহাদের পাত্র পলাশ, দুগ্ধ বস্তু ছিন্নদগ্ধপ্ররোহণ, দোগ্ধা পুষ্পিত শাল, এবং বৎস হইয়াছিল প্লক্ষবৃক্ষ। হে দেবি! সর্ব্বকামদুঘা, দোগ্ধ্রী, ভূতভাবিনী, সেই এই পৃথিবী ধাত্রী, বিধাত্রী ধরণী ও বসুন্ধরা। তিনিই লোকহিতার্থ রাজা পৃথু কর্ত্তৃক দুহ্যমানা হইয়াছিলেন। ইনিই চরাচর লোকের প্রতিষ্ঠা ও যোনি। পূর্ব্বে এই সমুদ্রান্তা পৃথিবী মধুকৈটভের মেদোমাংসে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে মেদিনী।১৩৪-১৭০। আর বসু ধারণ করেন বলিয়া 'বসুন্ধরা' ইহার অপর নাম জানিবে। অপিচ বৈণ্যপৃথুর দুহিতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া ইনি পৃথিবী নামে অভিহিতা হইয়াছেন। ইনি রাজা পৃথু কর্ত্তৃক দুহ্যমানা হইয়া প্রথিতা, প্রবিভক্তা, শোভিতা বসুশালিনী ও পত্তনাকরমালিনী হইয়াছেন। হে দেবি! রাজা পৃথু উক্ত প্রকার প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিয়া-

ততো রাজেতিশব্দোঽথ পৃথিব্যাং রঞ্জনাদভূৎ। স রাজ্যং প্রাপ্য বৈণ্যস্তু চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ॥১৭৫॥ পিতা মম হ্যধর্ম্মিষ্ঠো যজ্ঞাদ্যুচ্ছিত্তিকারকঃ। কস্মিন্ স্থানে গতশ্চাসৌ জ্ঞেয়ং স্থানং কথং ময়া॥১৭৬॥ কথং তস্য ক্রিয়া কার্য্যা হতস্য ব্রাহ্মণৈঃ কিল। কথং গতির্ভবেত্তস্য যজ্ঞদানক্রিয়াবলাৎ॥১৭৭॥ ইত্যেবং চিন্তয়ানস্য নারদোঽভ্যাজগাম হ। তস্মৈ স্বমাসনং দত্ত্বা প্রণিপত্য চ পৃষ্টবান্॥১৭৮॥ ভগবন্ সর্ব্বলোকস্য জানাসি ত্বং শুভাশুভম্। পিতা মম দুরাচারো দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ॥১৭৯॥ স্বকর্ম্মণা হতো বিপ্রৈঃ পরলোকমবাপ্তবান্। কস্মিংস্থানে গতস্তাতঃ শ্বভ্রং বা স্বর্গমেব চ॥১৮০॥ ততোঽব্রবীন্নারদস্তু জ্ঞাত্বা দিব্যেন চক্ষুষা। শৃণু রাজন্মহাবাহো যত্র তিষ্ঠতি তে পিতা॥১৮১॥ অত্র দেশো মরুর্নাম জলবৃক্ষবিবর্জ্জিতঃ। তত্র দেশে মহারৌদ্রে জনকস্তে নরোত্তম॥১৮২॥ ম্লেচ্ছমধ্যে সমুৎপন্নো যক্ষ্মী কুষ্ঠসমন্বিতঃ। উচ্ছিষ্টভোজী ম্লেচ্ছানাং কৃমিভিঃ সংযুতো ব্রণৈঃ॥১৮৩॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য নারদস্য মহাত্মনঃ। হাহাকারং ততঃ কৃত্বা মূর্চ্ছিতো নিপপাত হ॥১৮৪॥ চিন্তয়ামাস দুঃখার্ত্তঃ কথং কার্য্যং ময়া ভবেৎ। ইত্যেবং চিন্তয়ানস্য মতির্জ্জাতা মহাত্মনঃ। পুত্রঃ স কথ্যতে লোকে পিতরং ত্রায়তে তু যঃ॥১৮৫॥ স কথং তু ময়া তাতঃ পাপামুক্তো ভবিষ্যতি। এবং সঞ্চিন্ত্য স ততো নারদং পর্য্যপৃচ্ছত॥১৮৬॥ ভগবন্ কথিতং সর্ব্বং পিতুর্ম্মম বিচেষ্টিতম্। কেন তস্য ভবেন্মুক্তিঃ কর্ম্মণা দ্বিজসত্তম। ব্রতৈর্দানৈস্তপোভির্ব্বা তীর্থানাং যাত্রয়া বদ॥১৮৭॥ নারদ উবাচ। গচ্ছ রাজন্প্রধানানি তীর্থানি মনুজেশ্বর। পিতরং তেষু চানীয় তস্মাদ্রাজন্ মরুস্থলাৎ॥১৮৮॥ যত্র দেবাঃ সপ্রভাবাস্তীর্থানি বিমলানি চ। তত্র গচ্ছ মহারাজ তীর্থযাত্রাং কুরু প্রভো॥১৮৯॥ এবং হ্যবিতথং বিদ্ধি মোক্ষস্তে ভবিতা পিতুঃ। তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা নারদস্য মহাত্মনঃ। সচিবে ভারমাধায় স্বরাজ্যস্য জগাম হ॥১৯০॥ স গত্বা মরুভূমিং তু ম্লেচ্ছমধ্যে দদর্শ হ। কুষ্ঠরোগেণ মহতা ক্ষয়েণ চ সমাবৃতম্॥১৯১॥ গব্যূতিমাত্রং তত্রৈব শূন্যং মানুষবর্জ্জিতম্। এবং দৃষ্ট্বা স রাজা তু সন্তপ্তো

ছিলেন। তাঁহার অধিকার কাল অবধি রঞ্জন গুণ হইতে পৃথিবীতে রাজা শব্দের প্রচলন হইয়াছে। রাজা বৈন্য একদা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া চিন্তা করেন যে, আমার পিতা বহু যজ্ঞের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া অধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি কোন্ লোকে গমন করিয়াছেন, তাহা আমি জানি না। ব্রাহ্মণগণ লইয়া কিরূপে আমি তাঁহার পূজা করিব? যজ্ঞদানক্রিয়াবলে কি প্রকারে তাঁহার গতি হইবে? তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ তথায় সমাগত হইলেন। তাঁহাকে আসন দান ও প্রণিপাতপুরঃসর পৃথু জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! আপনিও সমস্ত জগতের শুভাশুভ অবগত আছেন; বলুন দেখি,—আমার সেই দুরাচার দেবব্রাহ্মণনিন্দক স্বকর্ম্মদোষে বিপ্রশাপহত পরলোকগত তাত কোথায় আছেন? শ্বভ্রে না স্বর্গে? দেবর্ষি দিব্য চক্ষুতে দেখিয়া বলিলেন,—রাজন্ শ্রবণ করুন—আপনার পিতা যেখানে আছেন। এই ভূতলে মরু নামে জলবৃক্ষ-বর্জ্জিত এক স্থান আছে। সেই অতি ভয়ঙ্কর স্থানে ম্লেচ্ছমধ্যে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া আপনার পিতা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ম্লেচ্ছদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন; তাঁহার গাত্রে কৃমি হইয়াছে। দেবর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করত রাজা হাহাকার করিয়া পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে তিনি চিন্তা করিলেন,—হায়! আমি কি করিব? যে ব্যক্তি স্বীয় পিতাকে উদ্ধার করিতে পারে, তাহাকেই লোকে পুত্র বলিয়া থাকে। কিরূপে আমি তাতকে পাপ হইতে উদ্ধার করিব! এইরূপ খেদ করিয়া তিনি পুনরায় দেবর্ষিকে বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি আমার পিতৃবৃত্তান্ত সমস্তই বলিলেন, অধুনা ব্রত, দান, তপ, ও তীর্থযাত্রাদি কি করিলে তাঁহার মুক্তি হয়, বলিয়া দেন। নারদ বলিলেন,—যেখানে দেবগণ ও বিমল তীর্থ সকল বিদ্যমান, আপনি আপনার পিতাকে মরুস্থল হইতে আনয়ন করিয়া সেই উত্তম তীর্থক্ষেত্রে লইয়া যাউন, নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবেন; আপনার পিতার মুক্তি হইবে। রাজা দেবর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সচিবে রাজ্যভার ন্যস্ত করত মরু প্রদেশে গমন করিলেন; দেখিলেন,—পিতা মহৎ কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইয়া ম্লেচ্ছমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। ঐ স্থান দুইক্রোশ পর্য্যন্ত জনমানবশূন্য হইয়াছে। এইরূপ দর্শন করিয়া সন্তপ্তভাবে তিনি তত্রত্য এক ম্লেচ্ছকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে

বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৯২ ॥ হে ম্লেচ্ছ রোগিপুরুষং স্বগৃহং চ নয়াম্যহম্। তত্রাহমেনং নিরুজং করোমি যদি মন্যথ ॥ ১৯২ ॥ শ্রুত্বেতি সর্ব্বে তে ম্লেচ্ছাঃ পুরুষং তং দয়াপরম্। উচুঃ প্রণতসর্ব্বাঙ্গাঃ শীঘ্রং নয় জগৎপতে। অস্মদ্ভাগ্যবশান্নাথ ত্বমেবাত্র সমাগতঃ ॥ ১৯৪ ॥ দুর্গন্ধোপহতা লোকাস্ত্বয়া নাথ সুখীকৃতাঃ। তত আনায্য পুরুষান্ শিবিকাবাহনোচিতান্ ॥ ১৯৫ ॥ ততঃ শ্রুত্বা তু বচনং তস্য রাজ্ঞো দয়াবহম্। প্রাপুস্তীর্থান্যনেকানি কেদারাদীনি কোটিশঃ ॥ ১৯৬ ॥ যত্রযত্র স গচ্ছেত বৈন্যো বেনেন সংযুতঃ। তত্র তত্রৈব তীর্থানামাক্রন্দঃ শ্রূয়তে মহান্ ॥ ১৯৭ ॥ হা দৈব রিপুরায়াতি অস্মাকং নাশহেতবে। অধুনা ক্ক গমিষ্যাম ইতি চিন্তা পুনঃ পুনঃ। ১৯৮ ॥ দর্শনেনাপি তস্যৈব হাহাকারং বিধায় বৈ। পলায়ন্তে চ তীর্থানি দেবা নশ্যন্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ১৯৯ ॥ এবং বর্ষত্রয়ং রাজা তীর্থযাত্রাং চকার বৈ। ন তস্য মুক্তির্দদৃশে ততঃ শোকমগাৎ পরম্ ॥ ২০০ ॥ ততস্ত প্রেরিতা ভৃত্যাঃ কুরুক্ষেত্রে মহাপ্রভে। যদি বাপি পুনস্তত্র পাপমুক্তির্ভবেত্ততঃ ॥ ২০১ ॥ গৃহীত্বা শিবিকাং স্কন্ধে কুরুক্ষেত্রে গতাঃ প্রিয়ে। তত্র নীত্বা স্থাণুতীর্থমবতার্য্য চ তে গতাঃ ॥ ২০২ ॥ ততঃ স রাজা মধ্যাহ্নে চিকীর্ষুঃ স্নানমাদরাৎ। তস্যৈব তু পিতুস্তত্র তথা দানানি ষোড়শ ॥ ব্রাহ্মণেভ্যস্তথা দিৎসুঃ শ্রদ্ধাবান্ ভাবতৎপরঃ। ততো বায়ুশ্চান্তরিক্ষ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২০৪ ॥ মা তাত সাহসং কুর্য্যাস্তীর্থং রক্ষ প্রযত্নতঃ। অয়ং পাপেন ঘোরেণ সমন্তাৎপরিবেষ্টিতঃ ॥ ২০৫ ॥ বেদনিন্দাসমাচারো ব্রহ্মহত্যাশতৈর্যুতঃ। সোঽয়ং পাপো দুরাচারস্তীর্থং নাশং নয়িষ্যতি ॥ ২০৬ ॥ মা তীর্থং নাশয় বিভো মহদেনো ভবিষ্যতি। এতদ্বায়োর্ব্বচঃ শ্রুত্বা দুঃখেন মহতার্দ্দিতঃ। উবাচ শোকসন্তপ্তঃ পিতুর্দুঃখেন দুঃখিতঃ ॥ ২০৭ ॥ হা দৈবেতি চ চুক্রোশ উদ্ধ্ববাহুঃ পুনঃপুনঃ। এষ ঘোরেণ পাপেন অতীব পরিবেষ্টিতঃ ॥ ২০৮ ॥ যদনেনাপি তীর্থেন শুদ্ধঃ কর্ত্তুং ন শক্যতে। প্রায়শ্চিত্তং করিষ্যেঽহং পিতুরর্থে ন সংশয়ঃ ॥ ২০৯ ॥ এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা দয়াং কৃত্বা মহীয়সীম্। অন্তরিক্ষভবাং বাচং খেচরাঃ পুনরব্রুবন্ ॥ ২১০ ॥ ভোভো রাজন্নৃপশ্রেষ্ঠ

ম্লেচ্ছ! যদি তুমি অনুমোদন কর, তাহা হইলে আমি এই রুগ্ন পুরুষকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া রোগহীন করি। ম্লেচ্ছগণ শ্রবণ করিবামাত্র প্রণতভাবে বলিল,—আপনি যত শীঘ্র পারেন এখান হইতে লইয়া যাউন; আমাদের ভাগ্যক্রমেই আপনি ইহাকে লইতে আসিয়াছেন. ইহার গাত্রগন্ধে লোক সকল মৃতপ্রায় হইয়াছিল, আপনি তাহাদিগকে আজ সুখী করিলেন। অনন্তর রাজা শিবিকাবাহক আনাইয়া তাহাদিগকে বহন করিতে বলিলেন। তাহারা রাজার তাদৃশ দয়াবহ বাক্য শ্রবণে কেদারাদি বহু তীর্থে তাহাকে বহন করিতে লাগিল। তাদৃশ বেনকে লইয়া রাজা যে যে তীর্থে গমন করিতে লাগিলেন,সেই সেই তীর্থই এইরূপে মহান্ হাহাকার করিয়া উঠিতে লাগিল যে, হা দৈব! কোথা হইতে অদ্য আমাদের বিনাশের জন্য শত্রু আসিয়া উপস্থিত হইল। অধুনা আমরা কোথায় গমন করি। তথাবিধ বেনকে দর্শন করিয়া তীর্থ সকল এইরূপ হাহাকার করত পলায়ন করিতে লাগিল; দেবতাগণ অদৃশ্য হইতে থাকিলেন। রাজা পৃথু তাদৃশ পিতাকে লইয়া এইরূপে বর্ষত্রয় যাবৎ তীর্থযাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতার মুক্তি হইল না; তদ্দর্শনে তিনি যৎপরোনাস্তি শোকাকুল হইলেন। অনন্তর তিনি পিতার পাপমুক্তিসম্ভাবনায় পুনরায় শিবিকাবাহকগণকে কুরুক্ষেত্র উদ্দেশে প্রেরণ করিলেন। তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া স্থাণুতীর্থে শিবিকা অবতারিত করিল। ১৯১—২০২। রাজা পৃথু ঐ স্থানে স্নান করিয়া পিতৃউদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে ষোড়শ বিতরণ করিবার জন্য অভিলাষ করিলে তখন এক আন্তরিক্ষ বায়ু বলিল,—হে তাত! এরূপ সাহস করিও না; তীর্থরক্ষা কর। এই ব্যক্তি ঘোর পাপে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। দেখিতেছি, এই বেদনিন্দাপরায়ণ শতব্রহ্মহত্যাকারী পাপ তীর্থকে বিনাশে উপনীত করিবে। হে তাত! তীর্থনাশ করিও না; ইহাতে মহাপাপ হইবে পিতৃদুঃখে দুঃখিত রাজা পৃথু বায়ুর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আরও অধিক দুঃখশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া উর্দ্ধে বাহু প্রসারণ করত এই বলিয়া পুনঃপুনঃ খেদ করিতে লাগিলেন যে, হা দৈব! এই আমার পিতা ঘোর পাপে পরিবেষ্টিত হইয়াছেন, বহু যত্নেও তীর্থ সকল ইহাকে শুদ্ধ করিতে পারিতেছে না। অধুনা আমি পিতার মুক্তির জন্য নিঃসন্দেহ প্রায়শ্চিত্ত করিব। রাজা এইরূপে বিলাপ করিতে থাকিলে পুনরায় এক খেচরী বাণী উত্থিত হইল

ত্যক্ত্বা শোকং বচঃ শৃণু। যেন তে জনকস্যাস্ত ভবেৎপাপক্ষয়ো মহান্ ॥ ২১১ ॥ অস্তি ক্ষেত্রং মহাসিদ্ধং প্রভাসমিতি বিশ্রুতম্। সর্ব্বপাপপ্রশমনং মহাপঙ্ককনাশনম্ ॥ ২১২ ॥ ব্রহ্মতত্ত্বং হরিতত্ত্বং রুদ্রতত্ত্বং তৃতীয়কম্। তস্মিন্নেব মহাক্ষেত্রে প্রভাসে শঙ্করপ্রিয়ে ॥ ২১৩ ॥ শাক্তেয়ং যদি বা চান্দ্রং সৌরং সারস্বতং তথা। আগ্নেয়ং বারুণং চাপি স্মৃতং ক্ষেত্রমনুত্তমম্ ॥ ২১৪ ॥ ব্রহ্মাণ্ডে যানি তীর্থানি পুরা ক্ষেত্রাণি যানি তু। প্রভাসমাগমিষ্যন্তি সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে ॥ ২১৫ ॥ অষ্টৌ কোটিসহস্রাণি অষ্টৌ কোটিশতানি চ। ক্ষেত্রং রক্ষন্তি তত্রস্থাঃ প্রভাসং শাঙ্করা গণাঃ ॥ ২১৬ ॥ ইয়ং সরস্বতী পুণ্যা সর্ব্বত্রৈব হি বিদ্যতে। পঞ্চস্রোতাঃ প্রভাসে তু দুষ্প্রাপ্যা ত্রিদশৈরপি ॥ ২১৭ ॥ তস্যা যৎপঞ্চমং. স্রোতর্ন্যঙ্কুমত্যাস্তটানি চ। তস্য মধ্যে স্থিতং তীর্থং গোষ্পদেতি চ বিশ্রুতম্ ॥ ২১৮ ॥ তত্র প্রেতশিলা মধ্যে প্রেতানাং মুক্তিদায়িকা। যত্র প্রেতাঃ পুরা মুক্তা অষ্টাবিংশতিকোটয়ঃ ॥ ২১৯ ॥ পাপিনাং মুক্তিদং তীর্থমাদ্যং রুদ্রময়া স্মৃতা। তদস্মিন্ গোষ্পদং নাম কলৌ খ্যাতং ধরাতলে ॥ ২২০ ॥ যদা ক্ষীরোদমথনান্নিঃসৃতা লোকমাতরঃ। তদা দেবৈঃ সমেতাস্ত আগতাস্তীর্থসন্নিধৌ ॥ ২২১ ॥ পদং তত্র নিমগ্নঞ্চ নন্দায়াশ্চ শিলাতলে। শিলাং খুরাঙ্কিতাং দৃষ্ট্বা জানুদেশাঙ্কিতাং তথা ॥ ২২২ ॥ বিস্মিতাঃ সর্ব্বদেবা বৈ পপ্রচ্ছুর্গাঞ্চ নন্দিনীম্। কিমেতদ্দৃশ্যতে দেবি পদং প্রেতশিলাতলে। কথং তু খেদঃ সঞ্জাতশ্চাস্মাকং স্খলনং কথম্ ॥ ২২৩ ॥ নন্দিন্যুবাচ। ইদং মম পদং দেবাঃ শিলাসংস্থং বিরাজতে। গগনঙ্গনভূমিস্থং চন্দ্রবিম্বমিবাপরম্ ॥ ২২৪ ॥ অদ্যপ্রভৃতি ভো দেবাস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। গোষ্পদং নাম বিখ্যাতং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি ॥ ২২৫ ॥ অত্রাগত্য নরো যস্ত স্নানং শ্রাদ্ধং করিষ্যতি। গয়াসপ্তগুণং তস্য ফলং দেবা ভবিষ্যতি ॥ ২২৬ ॥ ন বারো ন নক্ষত্রং ন কালস্তত্র কারণম্। যদৈব দৃশ্যতে তীর্থং তদা পর্ব্বসহস্রকম্ ॥ ২২৭ ॥ অথবা পর্ব্বকাঙ্ক্ষা চেত্তানি মে শৃণু পার্ব্বতি। অয়নে বিষুবে যুগ্মে সামান্যে চার্কসংক্রমে ॥ ২২৮ ॥ অমাবাস্যাষ্টকায়াঞ্চ কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ। আর্দ্রামঘারোহিণীষু দ্রব্যব্রাহ্মণসঙ্গমে ॥ ২২৯ ॥ গজচ্ছায়াব্যতীপাতে বৈধৃতে ধৃতচামরে। বৈশাখস্য তৃতীয়ায়াং নবম্যাং

যে, ভো ভো রাজন্! শোক পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে তোমার পিতার মুক্তি হইবে, শ্রবণ কর,—প্রভাস নামে মহাপাতক-নাশন সর্ব্ব-পাপপ্রশমন এক তীর্থ আছে। ব্রহ্মতত্ত্ব, হরিতত্ত্ব, ও রুদ্রতত্ত্ব শঙ্করপ্রিয় প্রভাসে বিদ্যমান। এই অনুত্তম ক্ষেত্র শাক্তেয়, চান্দ্র, সৌর, সারস্বত, আগ্নেয় ও বারুণ বলিয়া কীর্ত্তিত। ব্রহ্মাণ্ডে যত তীর্থ ও যত ক্ষেত্র আছে, তৎসমস্তই-কলিযুগে প্রভাসে আগমন করে। অষ্ট কোটি সহস্র এবং অষ্টকোটি শত শাঙ্করগণ প্রভাস ক্ষেত্র রক্ষা করিয়া থাকে। ত্রিদশ-দুষ্প্রাপ্য পঞ্চস্রোতা সরস্বতী প্রভাসের সর্ব্বত্রই প্রবাহিতা। সরস্বতীর পঞ্চম স্রোত ও ন্যঙ্কুমতীর তট এতদুভয়ের মধ্যে গোষ্পদ-তীর্থ অবস্থিত। এই গোষ্পদ-তীর্থ মধ্যে প্রেতমুক্তিদায়িকা প্রেতশিল আছে। পূর্ব্বে এই স্থানে অষ্টাবিংশতি কোটি প্রেত মুক্তি লাভ করিয়াছিল। এই তীর্থ পাপীদিগের মুক্তিদ, আদ্যতীর্থ ও রুদ্রময়। এই তীর্থ কলিতে ধরাতলে গোষ্পদ নামে খ্যাত। যখন ক্ষীরোদমন্থনকালে লোকমাতৃকাগণ নিঃসৃত হন, তখন দেবগণ মিলিত হইয়া এই তীর্থে আগমন করেন; কারয়া তত্রত্য শিলাতলে নন্দাপদ নিমগ্ন এবং শিলাকে খুরাঙ্কিত ও জানুদেশাঙ্কিত দর্শন করিয়া বিস্মিতভাবে নন্দিনী গাভীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে দেবি! এ কি প্রেতশিলাতলে চিহ্ন কিসের? কিজন্য আমাদের খেদ জন্মিতেছে এবং স্খলনই বা হইতেছে কেন? নন্দিনী বলিল,—হে দেবগণ! গগনাঙ্গনে চন্দ্রবিম্বের ন্যায় শিলাতলে আমার পদচিহ্ন বিরাজ করিতেছে। অদ্যাবধি এই পদচিহ্ন লোকে গোষ্পদ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিবে। এই তীর্থে আগমন করিয়া যে নর স্নান ও শ্রাদ্ধ করিবে, তাহার গয়ার সপ্তগুণ ফল লাভ হইবে। এ তীর্থে আগমন করিবার বার, নক্ষত্র, কাল প্রভৃতি কোন বিশেষ নিয়ম নাই; যখনই এ তীর্থ দেখা যায়, তখনই সহস্রপর্ব্ব জানিবে। তবে যদি পর্ব্বাকাঙ্ক্ষা থাকে—হে দেবি! তাহা হইলে শ্রবণ কর। অয়ন, বিষুব, যুগ্ম, সামান্য অর্কসংক্রম, অমাবস্যা, অষ্টকা, বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষ আর্দ্রা, মঘা, রোহিণী, দ্রব্যব্রাহ্মণসঙ্গম, গজচ্ছায়া, ব্যতীপাত, বৈধৃতি, ঘৃতচামর, বৈশাখী তৃতীয়া,

কার্ত্তিকস্য তু। ২৩০। পঞ্চদশ্যাঞ্চ মাঘস্য নভস্যে চ ত্রয়োদশীম্। যুগাদয়ঃ স্মৃতা হ্যেতাস্তস্মিন্ কালে চ বা পুনঃ। ২৩১। মন্বন্তরাদৌ কার্য্যঞ্চ তত্র শ্রাদ্ধং বিজানতা। অশ্বযুক্শুক্লনবমী দ্বাদশী কার্ত্তিকে তথা। ২৩২। তৃতীয়া চৈত্রমাসস্য তথা ভাদ্রপদস্য চ। ফাল্গুনস্য ত্বমাবাস্যা পৌষস্যৈকাদশী তথা। ২৩৩। আষাঢ়স্যাপি দশমী মাঘমাসস্য সপ্তমী। শ্রাবণস্যাষ্টমী কৃষ্ণা তথাষাঢ়ী চ পূর্ণিমা। ২৩৪। কার্ত্তিকী ফাল্গুনী চৈব জ্যৈষ্ঠী পঞ্চদশী তথা। মন্বন্তরাদয়শ্চৈতা দত্তস্যাক্ষয়কারিকাঃ। ২৩৫। বৈশাখস্য তৃতীয়ায়াং কৃষ্ণায়াং ফাল্গুনস্য চ। পঞ্চমী চৈত্রমাসস্য তস্যৈবান্ত্যা তথা পরা। ২৩৬। শুক্লত্রয়োদশী মাঘে কার্ত্তিকস্য তু সপ্তমী। নবমী মার্গশীর্ষস্য সপ্তৈতাঃ কল্পকাদিমাঃ। ২৩৭। কল্পতৃপ্তির্ভবেচ্ছ্রাদ্ধে কল্পাদৌ তু কৃতে পুরা। ইত্যেবমুক্ত্বা সা নন্দা দেবানাং প্রতি নন্দিনী। অন্তর্দ্ধানং জগামাশু দীপো বাতহতো যথা। ২৩৮। ইত্যেতং কৌতুকং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। ব্রহ্মর্ষয়ো দেবর্ষয়ঃ শ্লোকং পৌরাণিকং জগুঃ। ২৩৯। অহো তীর্থস্য মাহাত্ম্যং নন্দায়াস্তপসো বলম্। সকৃচ্ছ্রাদ্ধেন দত্তেন গয়াসপ্তগুণং ফলম্। ২৪০। এবমুক্ত্বা ততো দেবাশ্চক্রুঃ শ্রাদ্ধাদিকাং ক্রিয়াম্। যথোক্তং ফলমাপুস্তে নন্দিন্যা পূর্ব্বভাষিতম্। ২৪১। ইত্থং ত্বমপি রাজেন্দ্র গচ্ছ শীঘ্রং হি গোষ্পদম্। তত্র শ্রাদ্ধাদিকং কৃত্বা লপ্স্যসে ফলমীপ্সিতম্। ২৪২। অয়ং তে জনকো রাজন পাপিনাং প্রবরঃ স্মৃতঃ। নাস্যৈস্তীর্থশতৈঃ শক্যঃ প্রোদ্ধর্ত্তুং গোষ্পদং বিনা। ২৪৩। তস্মাদ্ ব্রজ মহারাজ মা কার্ষীস্ত্বং বিলম্বনম্। এবং শ্রুত্বা তদা রাজা প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতঃ। ২৪৪। তত্র স্থানস্থিতান বিপ্রাংস্তীর্থমাহাত্ম্যকোবিদান। অগ্রেকৃত্য মহারাজো যযৌ ন্যঙ্কুমতীং নদীম্। ২৪৫। তৈ রাজ্ঞো দর্শিতং তীর্থং পদং প্রেতশিলাস্থিতম্। তদ্দৃষ্ট্বা বিমলং তীর্থং বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ। চক্রে কুণ্ডানি বেদীশ্চ মণ্ডপান যজ্ঞসিদ্ধয়ে। ২৪৬। ততো যজ্ঞঃ সমারব্ধো বিধিবদ্ভূরিদক্ষিণঃ। প্রত্যক্ষং পিতরস্তস্য বভুর্জ্বলনপ্রভাঃ। ২৪৭। ততঃ শ্রদ্ধাং সমাস্থায় শ্রাদ্ধৈর্যজ্ঞৈর্মহোদয়ম্। তে চাব্রুবন্ বচস্তুষ্টাঃ পিতরো রাজসত্তমম্। ২৪৮। ধন্যোঽসি রাজন্ পুণ্যোঽসি বয়ং ধন্যতরাস্ত্বয়া। যদত্র তীর্থে শ্রাদ্ধেন উদ্ধৃতা ভবতা বয়ম্। ২৪৯। এবমুক্ত্বা ততঃ সর্ব্বে বেগেন পিতরঃ সহ। বিমানবরসংস্থাশ্চ

কার্ত্তিকী নবমী, মাঘমাসের পূর্ণিমা ও ভাদ্রমাসের ত্রয়োদশী, এগুলি যুগাদি ইহাতে বা মন্বন্তরাদিতে তথায় শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। অশ্বযুক্ শুক্লনবমী, কার্ত্তিকী দ্বাদশী, চৈত্র ও ভাদ্র মাসের অমাবস্যা পৌষ মাসের একাদশী, আষাঢ়ী দশমী, মাঘমাসের সপ্তমী, শ্রাবণমাসের কৃষ্ণাষ্টমী, আষাঢ়ী পূর্ণিমা এবং কার্ত্তিকী ফাল্গুনী জ্যৈষ্ঠী পঞ্চদশী, এই গুলি মন্বন্তরাদি। এই সকল তিথি প্রদত্ত দ্রব্যের অক্ষয়কারিকা। বৈশাখী তৃতীয়া, ফাল্গুনী কৃষ্ণা তৃতীয়া, চৈত্রমাসের শুক্ল-কৃষ্ণা তৃতীয়া, মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী, কার্ত্তিকী সপ্তমী ও মার্গশীর্ষের নবমী, এই সপ্ত তিথি কল্পাদি। কল্পাদিতে শ্রাদ্ধ কৃত হইলে কল্পকাল পর্য্যন্ত তৃপ্তি হয়। হে দেবি! এই বলিয়া বাতহত দীপের ন্যায় নন্দিনী অন্তর্হিত হইল। তদ্দর্শনে সবাসব দেবগণ—ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি প্রভৃতি এইরূপ পৌরাণিক শ্লোক গান করিতে লাগিলেন যে, অহো তীর্থের কি মাহাত্ম্য! অহো নন্দার কি তপোবল! একবার মাত্র তথায় শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে গয়ার সপ্তগুণ ফল লাভ হয়। এই বলিয়া দেবগণ তথায় শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিতে লাগিলেন এবং নন্দিনীকথিত ফল লাভ করিতে থাকিলেন।২০২-২৪১। হে রাজন! অতএব আপনিও গোষ্পদে গমন করুন। তথায় শ্রাদ্ধাদি করিয়া ঈপ্সিত ফল লাভ করিবেন। গোষ্পদ তীর্থ ব্যতীত অপর শত শত তীর্থও আপনার এই পাপিপ্রবর পিতাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব আপনি অবিলম্বে তথায় গমন করুন। দেবর্ষি নারদের এই কথা শুনিয়া রাজা প্রভাসক্ষেত্রে আগমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি তত্রত্য তীর্থমাহাত্ম্যজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া ন্যঙ্কুমতীতীরে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তথায় তাঁহাকে প্রেতশিলাস্থিত পদচিহ্ন দর্শন করাইলেন। রাজা তীর্থদর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচন হইলেন। তিনি কুণ্ড, বেদী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত মণ্ডপ সকল করাইলেন। অনন্তর বিধিবৎ ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ আরব্ধ হইল। তাঁহার পিতৃগণ প্রত্যক্ষভাবে দীপ্তদেহে বিরাজ করিতে লাগিলেন। শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ প্রভৃতি দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া পিতৃগণ রাজাকে বলিলেন,—হে রাজন! তুমি ধন্য ও পুণ্য এবং আমরাও তোমার দ্বারা ধন্যতর হইলাম; যে হেতু তুমি শ্রাদ্ধ প্রদান করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিলে। বেগের

জগ্মুস্তে ত্রিদিবালয়ম্॥ ২৫০॥ গচ্ছন্নুবাচ বেনস্তং রাজানং পৃথুবক্ষসম্। রাজন্ জন্মানি চত্বারি অভুবং চাণ্ডজন্মনি॥ ২৫১॥ কুষ্ঠী পাপো দুরাচারশ্চাণ্ডালোচ্ছিষ্টভুক্ তথা। সোহহং পাপবিনির্ম্মুক্তো গচ্ছামি ত্রিদিবালয়ম্॥ ২৫২॥ তদ্গচ্ছ ত্বং মহাভাগ রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ চিরায় চ। কৃতং তে সকলং কার্য্যং পুত্রেণ ক্রিয়তে চ যৎ॥ ২৫৩॥ এবং শ্রুত্বা তদা রাজা মুমুদে জ্ঞাতিসংযুতঃ। ব্রাহ্মণান্ হর্ষয়ামাস দানৈর্ভূকাঞ্চনাদিভিঃ॥ ২৫৪॥ ন তদস্তি জগত্যস্মিংস্তত্র যন্ন দদৌ নৃপঃ। দৃষ্ট্বা প্রভাবং তীর্থস্য প্রত্যক্ষং পিতৃদর্শনম্॥ ২৫৫॥ এবং রাজা স কৃত্বা তু স্বকীয়ং স্থানমাযযৌ। ভুক্ত্বা ভূমিং তু সকলাং প্রেত্য স্বর্গং সমাপ্তবান্॥ ২৫৬॥ এবম্প্রভাবং তৎক্ষেত্রং প্রভাসং পাপনাশনম্। যস্মিন্নায়ান্তি তীর্থানি দেবাস্তিষ্ঠন্তি কোটিশঃ॥ ২৫৭॥ প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য যোহন্যতীর্থং হি মার্গতে। স করস্থং সমুৎসৃজ্য কূর্পরেণ সমালিহেৎ॥ ২৫৯॥ অব্রুবন্ পিতরশ্চৈনাং গাথাং পৌরাণিকীং প্রিয়ে। গয়াং গন্তুং ন শক্নোতি যদি পুত্রঃ কথঞ্চন। তদা যত্নেন গন্তব্যং গোষ্পদং তীর্থমুত্তমম্॥ ২৫৯॥ কন্দৈর্মূলৈঃ ফলৈর্বাপি পিণ্যাকেঙ্গুদকেন বা। অপি নঃ স কুলে ভূয়াদ্‌যোহত্র শ্রাদ্ধং প্রদাস্যতি॥ ২৬০॥ তত্র স্নাত্বা প্রযত্নেন ব্রাহ্মণান্ বেদবিত্তমান্। আমন্ত্র্য বিধিবচ্ছ্রাদ্ধে ভোজয়িত্বা প্রযত্নতঃ। পিণ্ডদানং তু কর্ত্তব্যং পিতৃণাং তৃপ্তিমিচ্ছতাম্॥ ২৬১॥ ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং পর্ব্ব মাসাদিকং ন হি। সর্ব্বদা তত্র গন্তব্যং শ্রদ্ধাযুক্তেন চেতসা॥ ২৬২॥ ন কালনিয়মস্তত্র প্রমাণং দর্শনং যতঃ। তত্রাক্ষয়তৃতীয়ায়াং দুর্লভং গমনং প্রিয়ে॥ ২৬৩॥ কার্ত্তিক্যাং মাঘসপ্তম্যাং পদ্মকে বাথ পর্ব্বণি॥ ২৬৪॥ হিরণ্যদানং গোদানং বস্ত্রং রূপ্যং ঘৃতং তিলাঃ। দাতব্যাস্তত্র যুক্তেন পিতৃণাং তৃপ্তিমিচ্ছতা॥ ২৬৫॥ এবং তে কথিতং দেবি তীর্থগুহ্যং মহোদয়ম্। ন কথ্যং দুষ্টবুদ্ধীনাং পাপিনাং ক্রূরচেতসাম্॥ ২৬৬॥ শ্রদ্ধাযুক্তায় দাতব্যং পিতৃভক্তিরতায় চ। শ্রাদ্ধকালে বিশেষেণ পঠেদ্ ভক্ত্যা পুরাণবিৎ॥২৬৭॥ পিতৃণাং জায়তে তৃপ্তিস্তেন দ্বাদশবার্ষিকী। শ্রোতব্যং প্রয়তৈর্নিত্যং নরৈর্নরকভীরুভিঃ। পঠিতব্যং সদা ভক্ত্যা বিপ্রাণাং ভুঞ্জতাং

সহিত পিতৃগণ এই বলিয়া বিমানারূঢ় হইয়া ত্রিদিবধামে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে বেন, রাজাকে বলিলেন,—হে রাজন্! আমি চারি জন্ম কুষ্ঠী, পাপ, দুরাচার চণ্ডাল ও উচ্ছিষ্টভুক্ হইয়া আসিতেছি; অদ্য পাপনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গলাভ করিলাম। হে মহাভাগ! অধুনা গমন করিয়া চির কালের জন্য রাজ্য ভোগ কর; তুমি পুত্রের কার্য্য—সমস্তই করিয়াছ! এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা জ্ঞাতিগণের সহিত হৃষ্ট হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে ভূ-কাঞ্চনাদি দ্বারা তোষিত করিলেন। তিনি তথায় প্রত্যক্ষভাবে পিতৃদর্শন করিয়া তীর্থপ্রভাব বিশেষরূপ অবগত হইয়া সেখানে যাহা না দান করিলেন, তাহা জগতে নাই। এইরূপ দানাদি সম্পন্ন করিয়া তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইলেন; হইয়া সকল ভূমি ভোগ করত অন্তে স্বর্গলাভ করিলেন। হে দেবি! এবম্প্রভাব সেই ক্ষেত্র—যাহা পাপনাশন প্রভাস। সেখানে তীর্থসমূহ আগমন করিয়াছে; কোটি কোটি দেবতা তথায় বাস করেন। প্রভাস ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি অন্য তীর্থ ইচ্ছা করে, তাহার দ্রব্যকে করস্থ না করিয়া কূর্পরস্থ করিয়া লেহন করা হয়। পিতৃগণ এক গাথা গান করেন এই যে পুত্র যদি কোন প্রকারে গয়া যাইতে না পারে, তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক গোষ্পদ তীর্থে যাইবে। কন্দ, মূল, ফল, পিণ্যাক, ও ইঙ্গুদ দ্বারা যে গোষ্পদে আসিয়া শ্রাদ্ধ করিবে, এরূপ পুত্র আমাদের কুলে জন্ম গ্রহণ করুক। পিতৃগণের তৃপ্তনীচ্ছু ব্যক্তি সকলের গোষ্পদতীর্থে আসিয়া স্নানান্তে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণপূর্ব্বক বিধিবৎ শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করানর পর পিণ্ড দান করা কর্ত্তব্য। তিথি, নক্ষত্র, মাস প্রভৃতি কোন নিয়ম নাই, শ্রদ্ধাসহকারে সর্ব্বদাই ঐ তীর্থে গমন করা যায়। এ তীর্থে কালনিয়ম নাই, যখন ইচ্ছা দেখিলেই হইল। তবে অক্ষয় তৃতীয়ায় এ তীর্থে আগমন দুর্লভ। পিতৃতৃপ্তীচ্ছু ব্যক্তি রবিবার কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, মাঘী সপ্তমী, পদ্মক বা পর্ব্বে ঐ তীর্থে হিরণ্যদান, গোদান, বস্ত্র, রূপ্য, ঘৃত, তিল প্রভৃতি দান করিবেন।' হে দেবি! এই আমি তোমাকে তীর্থগুহ্য মহোদয়ের বিষয় বলিলাম। দুষ্টবুদ্ধি, পাপী ও ক্রূরচেতা ব্যক্তিদিগের নিকট ইহা কথ্য নহে। শ্রদ্ধাযুক্ত ও পিতৃভক্ত ব্যক্তিগণকেই ইহা দিতে হয় এবং শ্রাদ্ধকালে পাঠ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে পিতৃগণের দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি হয়। নরকভীরু ব্যক্তিগণ প্রযতচিত্তে নিয়ত ইহা শ্রবণ করিবে। বিপ্রগণ ভোজন করিতে বসিলে তাঁহা-

পুনঃ ॥ ২৬৮ ॥ পানীয়মপ্যত্র তিলৈর্ব্বিমিশ্রং দদ্যাৎ পিতৃভ্যঃ প্রযতো মনুষ্যঃ। শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমাসহস্রং রহস্যমেতৎ পিতরো বদন্তি ॥ ২৬৯ ॥ ইদং রহস্যং যশসো নিধানমিদং পিতৃণামতিবল্লভঞ্চ। ইদঞ্চ বেদেষ্বমৃতায় নিত্যমিদং মহাপাপহরঞ্চ পুংসাম্ ॥২৭০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গোষ্পদতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌ত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩৩৬॥

সপ্তত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি নারায়ণগৃহং পরম্। গোষ্পদাদ্দক্ষিণে ভাগে সাগরস্য তটে শুভে ॥ ১ ॥ ঋক্ষুমত্যাঃ সমীপে তু সর্ব্বপাতকনাশনে। তত্র কল্পান্তরস্থায়ী স্বয়ং তিষ্ঠতি কেশবঃ ॥ ২ ॥ পিতৃণামুদ্ধরার্থায় হ্যস্মিন রৌদ্রে কলৌ যুগে। যদা দৈত্যবিনাশং স কুরুতে ভগবান্ হরিঃ ॥ ৩ ॥ বিশ্রামার্থং তদা তত্র গৃহে তিষ্ঠতি নিত্যশঃ। নারায়ণগৃহং তেন বিখ্যাতং জগতীতলে ॥ ৪ ॥ কৃতে জনার্দ্দনো নাম ত্রেতায়াং মধুসূদনঃ। দ্বাপরে পুণ্ডরীকাক্ষঃ কলৌ নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ৫ ॥ এবং চতুর্যুগে প্রাপ্তে পুনঃপুনররিন্দম। কৃত্বা ধর্ম্মব্যবস্থানং তৎস্থানং প্রতিপদ্যতে ॥ ৬ ॥ একাদশ্যাং নিরাহারো যস্তং দেবং প্রপশ্যতি। স পশ্যতি ধ্রুবং স্থানং প্রেত্যানন্তং হরেঃ পদম্ ॥ ৭ ॥ তেন পীতানি বস্ত্রাণি দেয়ানি দ্বিজপুঙ্গব। স্নানং শ্রাদ্ধং চ কর্ত্তব্যং সম্যগ্‌যাত্রাফলেপ্সুভিঃ ॥ ৮ ॥ ইতি তে কথিতং মহাপ্রভাবং হরিসঙ্কেতনিকেতনোদ্ভবম্। শৃণুতে বা প্রযতশ্চ যঃ সুধীঃ পঠতে বা লভতে স সদ্গতিম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারায়ণগৃহমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি দেবিকাতটসংস্থিতম্। জালেশ্বরেতি বিখ্যাতং সুরাসুরনমস্কৃতম্ ॥ ১ ॥ মন্বন্তরে চাক্ষুষে চ সম্প্রাপ্তে দ্বাপরে যুগে। নাম্না জালেশ্বরং লিঙ্গং দেবিকাতটসংস্থিতম্ ॥ ২ ॥ পূজ্যতে নাগকন্যাভির্ন তৎ পশ্যন্তি মানবাঃ। মহাতেজোমণিময়ং চন্দ্রবিম্বসমপ্রভম্। স্মরণাত্তস্য দেবস্য ব্রহ্মহত্যা প্রণশ্যতি ॥ ৩ ॥ দেব্যুবাচ। কথং জালেশ্বরং নাম কস্মিন্

দেব সম্মুখে ইহা পাঠ করিতে হয়। প্রযত মনুষ্য পানীয়টুকু পর্য্যন্ত তিলমিশ্রিত করিয়া পিতৃগণকে দিবে। এরূপ করিলে সহস্র বৎসর শ্রাদ্ধ করার ফল হয়। এ রহস্য পিতৃগণ বলিয়াছেন। এই রহস্য যশের নিধান, পিতৃগণের অতিবল্লভ, নিত্য অমৃতস্বরূপ এবং মানবগণের মহাপাপহর। ২৪২—২৭০।

ষট্‌ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩৬।

সপ্তত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর মানব নারায়ণ-গৃহে গমন করিবে। এই তীর্থ গোষ্পদ তীর্থের দক্ষিণে সাগরতটে ঋক্ষুমতী সমীপে অবস্থিত। এই ঘোর কলিযুগে কল্পান্তস্থায়ী কেশব পিতৃগণের উদ্ধারার্থ এই স্থানে বাস করেন। যখন তিনি দৈত্যবিনাশ করেন, তখন বিশ্রামার্থ এই স্থানে বাস করিতেন। এজন্য এই স্থান পৃথিবীতে নারায়ণ-গৃহ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ভগবান্ হরি সত্যে জনার্দ্দন, ত্রেতায় মধুসূদন, দ্বাপরে পুণ্ডরীকাক্ষ এবং কলিতে নারায়ণ নামে অবতীর্ণ হইয়া যুগে যুগে পুনঃপুনঃ ধর্ম্মসংস্থাপন করত ঐ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া যে তাঁহাকে দর্শন করে, তাহার ধ্রুবস্থান অবলোকন করা হয় এবং জীবনান্তে সে হরিলোক লাভ করে। এই তীর্থে যাত্রাফলেচ্ছু ব্যক্তিদিগের স্নান, শ্রাদ্ধ ও হরি উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে পীত বসন দান করা কর্ত্তব্য ।১—৯।

সপ্তত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।৩৩৭।

অষ্টত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর মানব দেবিকাতটস্থিত সুরাসুরনমস্কৃত বিখ্যাত জালেশ্বর লিঙ্গ সমীপে গমন করিবে। চাক্ষুষ মন্বন্তরে দ্বাপর যুগে নাগকন্যাগণ এই দেবিকাতটস্থিত জালেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিত; মানবগণ এ লিঙ্গ দর্শন করিতে পারিত না। এই মহাতেজোমণিময় চন্দ্রবিম্বসমপ্রভ লিঙ্গের স্মরণে ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হয়। দেবী বলিলেন,—হে প্রভো! জালেশ্বর লিঙ্গাক প্রকার, ইহা

কালে বভূব তৎ ॥ ৪ ॥ সাধুভিঃ সহ সংবাসাৎ কে গুণাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। কে লোকাঃ কানি পুণ্যানি তৎসর্ব্বং শংস মে প্রভো ॥ ৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্। নাভাগস্য চ সংবাদমাপস্তম্বতপোনিধেঃ ॥ ৬ ॥ মহর্ষিরাত্মবান্ পূর্ব্বমাপস্তম্বো দ্বিজাগ্রণীঃ। উপাবসন্ সদারম্ভো বভূব ভগবাংস্তদা ॥ ৭ ॥ নিত্যং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ মোহং দ্রোহং বিসৃজ্য সঃ। দেবিকাসরিতো মধ্যে বিবেশ সলিলাশয়ে ॥ ৮ ॥ ক্ষেত্রে প্রাভাসিকে রম্যে সম্যগ্ জ্ঞাত্বা শিবপ্রিয়ে। তত্রাস্য বসতঃ কালঃ সমতীতো মহাংস্তদা ॥ ৯ ॥ পরেণ ধ্যান-যোগেন স্থাণুভূতস্য তিষ্ঠতঃ। ততঃ কদাচিদাগত্য তং দেশং মৎস্যজীবিনঃ ॥ ১০ ॥ প্রসার্য্য সুমহজ্জালং সর্ব্বে চাকর্ষয়ন্ বলাৎ। অথ তঞ্চ মহামৎস্যং নিষাদা বলদর্পিতাঃ ॥ ১১ ॥ তস্মাদুত্তারয়ামাসুঃ সলিলাদ্-ব্রহ্মনন্দনম্। তং দৃষ্ট্বা তপসা দীপ্তং কৈবর্ত্তা ভয়-বিহ্বলাঃ। শিরোভিঃ প্রণিপত্যোচ্চৈরিদং বচন-মব্রুবন্ ॥ ১২ ॥ নিষাদা ঊচুঃ। অজ্ঞানাৎ কৃত-পাপানামস্মাকং ক্ষন্তুমর্হসি। কিং বা কার্য্যং প্রিয়ং তেঽদ্য তদাজ্ঞাপয় সুব্রত ॥ ১৩ ॥ স মুনিস্তন্মহ-দ্দৃষ্ট্বা মৎস্যানাং কদনং কৃতম্। কৃপয়া পরয়াবিষ্টো দাশান্ প্রোবাচ দুঃখিতঃ ॥ ১৪ ॥ কেন মে স্যাদুপায়ো হি সর্ব্বে স্বার্থে বত স্থিতাঃ। জ্ঞানিনামপি যচ্চেতঃ কেবলাত্মহিতে রতম্ ॥ ১৫ ॥ জ্ঞানিনোঽপি যদা স্বার্থমাশ্রিত্য ধ্যানমাস্থিতাঃ। দুঃখার্ত্তানীহ সত্ত্বানি ক যাস্যন্তি সুখং ততঃ ॥ ১৬ ॥ যোঽভিবাঞ্ছতি ভোক্তুং বৈ দুঃখান্যেকান্ততো জনঃ। পাপাৎ পাপ-তরং তং হি প্রবদন্তি মুমুক্ষবঃ ॥ ১৭ ॥ কো নু মে স্যাদুপায়ো হি যেনাহং দুঃখিতাত্মবান্। অন্তঃ-প্রবিষ্টঃ সত্ত্বানাং ভবেয়ং সর্ব্বদুঃখভুক্ ॥ ১৮ ॥ যন্মমাস্তি শুভং কিঞ্চিত্তদেনানুপগচ্ছতু। যৎকৃতং দুষ্কৃতং তৈশ্চ তদশেষমুপৈতু মাম্ ॥ ১৯ ॥ দৃষ্ট্বান্ধান্ কৃপণান্ ব্যঙ্গাননাথান্ রোগিণস্তথা। দয়া ন জায়তে যস্য স রক্ষ ইতি মে মতিঃ ॥ ২০ ॥ প্রাণ-সংশয়মাপন্নান্ প্রাণিনো ভয়বিহ্বলান্। যো ন রক্ষতি শক্তোঽপি স তৎপাপং সমশ্নুতে ॥ ২১ ॥ আহুর্জনানামার্ত্তানাং সুখং যদুপজায়তে। তস্য স্বর্গোঽপবর্গো বা কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥ ২২ ॥ তস্মাদেতানহং দীনাংস্ত্যক্ত্বা মীনান্ সুদুঃখিতান্। পদমাত্রন্ত যাস্যামি কিং পুনস্ত্রিদশালয়ম্ ॥ ২৩ ॥

কোন কালে হইয়াছিল, সাধুসমাগমের গুণ কি, লোক কাহাকে বলে, এবং পুণ্যই বা কত প্রকার, এই সমস্ত বলুন ? ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! তোমার প্রশ্নবিষয়ে পুরাতন ইতিহাস—নাভাগ ও আপস্তম্ব সংবাদ কীর্ত্তিত হয়। তদযথা—পূর্ব্বে আপস্তম্ব নামে এক দ্বিজবর ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই সৎ-কর্ম্মে নিয়ত থাকিতেন। ক্রোধ, লোভ, দ্রোহ, মোহ এ সকল কিছুই তাঁহার ছিল না। তিনি প্রভাসক্ষেত্রকে শিবপ্রিয় জানিয়া অত্রত্য দেবিকাসরিতের সলিলাশয় মধ্যে বাস করিতেন। তথায় ধ্যানযোগে স্থাণুভূত হইয়া বাস করিতে থাকিলে তাহাতে তাঁহার বহুকাল অতীত হইয়া যায়। অনন্তর একদা মৎস্যজীবিগণ ঐ স্থানে সুমহৎ জাল প্রসারিত করত জালে বৃহৎ মৎস্য পতিত হইয়াছে মনে করিয়া তাহা বলপূর্ব্বক আক-র্ষণ করিতে থাকে। ক্রমে তাহারা ব্রহ্মনন্দনকে জল হইতে উত্তারিত করিয়া দেখিয়া ভয়ে মস্তক দ্বারা প্রণামপূর্ব্বক বলিল,—হে দেব ! অজ্ঞান বশতঃ এই কৃতপাপ ব্যক্তিগণকে ক্ষমা করুন; আর আমরা অপনার কি উপকার করিব, তাহা বলুন। মুনি মৎস্যদিগের মহাদুঃখ কৈবর্ত্তদিগের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক বলিলেন,—কিসে আমার উপকার হইবে ? সকলেইত স্বার্থে অবস্থিত। জ্ঞানিগণেরও চিত্ত কেবল আত্মহিতে রত। জ্ঞানিগণও যখন স্বার্থ আশ্রয় করিয়া ধ্যান অবলম্বন করেন, তখন আর দুঃখার্ত্ত প্রাণিগণ সুখ কোথায় পাইবে ? যেজন একান্ত দুঃখভোগ করিতে বাঞ্ছা করে, মুমুক্ষুগণ তাহাকে পাপ হইতেও পাপতর বলিয়া থাকেন। আমার উপায় কি হইবে ? যেহেতু আমি দুঃখি-তাত্মবান্। আমি সত্ত্বগণের অন্তঃপ্রবিষ্ট সর্ব্বদুঃখভুক্ হইব। আমার যাহা কিঞ্চিৎ সুকৃত আছে, তাহা এই ইহাদিগকে প্রাপ্ত হউক; আর তাহারা যে দুষ্কৃতি করিয়াছে, তাহা আমাতে উপগত হউক। অন্ধ, নিরীহ, বিকৃতাঙ্গ, অনাথ ও যোগিগণের প্রতি যাহার দয়া না হয়, সে রাক্ষস। যে প্রাণসংশয় অবস্থা প্রাপ্ত ভয়বিহ্বল প্রাণীদিগকে সমর্থ হইয়াও না রক্ষা করে, সে তাহার পাপভাগী হইয়া থাকে। কথিত আছে যে (উপকৃত) আর্ত্তজন যে সুখ লাভ করে, স্বর্গ বা অপবর্গও তাহার ষোড়শী কলার যোগ্য নহে। অতএব আমি এই সুদুঃখিত দীন মীনগণকে ত্যাগ করিয়া পদ মাত্রও যাইব না, তা

ঈশ্বর উবাচ। নিশম্যৈতদৃষের্বাক্যং দাশাস্তে জাত সম্ভ্রমাঃ। যথাবৃত্তন্তু তৎসর্ব্বং নাভাগায় ন্যবেদয়ন্॥ ২৪॥ নাভাগোহপি ততঃ শ্রুত্বা তং দ্রষ্টুং ব্রহ্মনন্দনম্। ত্বরিতঃ প্রযযৌ তত্র সামাত্যঃ সপুরোহিতঃ॥ ২৫॥ স সম্যক্ পূজয়িত্বা তং দেবকল্পং মুনিং নৃপঃ। প্রোবাচ ভগবন্ ব্রূহি কিং করোমি তবাজ্ঞয়া॥ ২৬॥ আপস্তম্ব উবাচ। শ্রমেণ মহতাবিষ্টাঃ কৈবর্ত্তা দুঃখ-জীবিনঃ। মম মূল্যং প্রযচ্ছেতি যদ্‌যোগ্যং মন্যসে নৃপ॥ ২৭॥ নাভাগ উবাচ। সহস্রাণাং শতং মূল্যং নিষাদেভ্যো দদাম্যহম্। নিগ্রহাথ্যস্থ ভগবন্ যথাহ ব্রহ্মনন্দনঃ॥ ২৮॥ আপস্তম্ব উবাচ। নাহং শত-সহস্রৈশ্চ নিয়ম্যঃ পার্থিব ত্বয়া। সদৃশং দীয়তাং মূল্যমমাত্যৈঃ সহ চিন্তয়॥ ২৯॥ নাভাগ উবাচ। কোটিঃ প্রদীয়তাং মূল্যং নিষাদেভ্যো দ্বিজোত্তম। যদ্যেতদপি তে মূল্যং ততো ভূয়ঃ প্রদীয়তে॥ ৩০॥ আপস্তম্ব উবাচ। নার্হং মূল্যং চ মে কোটিরধিকং বাপি পার্থিব। সদৃশং দীয়তাং মূল্যং ব্রাহ্মণৈঃ সহ চিন্তয়॥ ৩১॥ নাভাগ উবাচ। অর্দ্ধরাজ্যং সমস্তং বা নিষাদেভ্যঃ প্রদীয়তাম্। এতন্মূল্যমহং মন্যে কিং বান্যন্মন্যসে দ্বিজ॥ ৩২॥ আপস্তম্ব উবাচ। অর্দ্ধ-রাজ্যং সমস্তং ন নাহমর্হামি পার্থিব। সদৃশং দীয়তাং মূল্যমৃষিভিঃ সহ চিন্তয়॥ ৩৩॥ মহর্ষেস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা নাভাগঃ স বিষাদবান্। চিন্তয়াস দুঃখার্ত্তঃ সামাত্যঃ সপুরোহিতঃ॥ ৩৪॥ ততঃ কশ্চিদৃষিস্তত্র লোমশস্তু মহাপতাঃ। নাভাগমব্রবীন্মা ভৈস্তোষয়িষ্যামি তং মুনিম্॥ ৩৫॥ নাভাগ উবাচ। ব্রূহি মূল্যং মহাভাগ মুনেরস্য মহাত্মনঃ। পরিত্রায়স্ব মামস্মাৎ সজ্ঞাতিকুলবান্ধবম্॥ ৩৬॥ নির্দ্দহেদ্ভগবান্ ক্রুদ্ধ-স্ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। কিং পুনর্ম্মানুষং হীনমত্যন্ত-বিষয়াত্মকম্॥ ৩৭॥ লোমশ উবাচ। ত্বমীড্যো হি মহারাজ জগৎপূজ্যো দ্বিজোত্তমঃ। গাবশ্চ দিব্যাস্তস্মাদ্গৌর্মূল্যমস্মৈ প্রদীয়তাম্॥ ৩৮॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা সামাত্যঃ সপুরোহিতঃ। হর্ষেণ মহতাবিষ্টঃ প্রোবাচেদং বচো মুনিম্॥ ৩৯॥ উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভগবন ক্রীত এব ন সংশয়ঃ। এতদ্‌-যোগ্যতমং মূল্যং ভবতো মুনিসত্তম॥ ৪০॥ আপ-স্তম্ব উবাচ। উত্তিষ্ঠাম্যেষ সুপ্রীতঃ সম্যক্ ক্রীতো-

---

ত্রিদশালয়ের কথা কি? ঈশ্বর বলিলেন,—উক্ত-প্রকার ঋষিবাক্য শ্রবণ করিয়া জাতসম্ভ্রম ধীবর-গণ গিয়া নাগ সমীপে যথাবৃত্ত নিবেদন করিল। তচ্ছ্রবণে নাভাগ অমাত্য ও পুরোহিতগণের সহিত ব্রহ্মনন্দনের দর্শনমানসে দ্রুতগতি ঐস্থানে আগমন করিলেন। তিনি মুনিসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—বলুন আপনার আজ্ঞায় আমি কি করিব? আপস্তম্ব বলিলেন,—এই দুঃখজীবি-কৈবর্ত্তগণ মহৎশ্রম প্রাপ্ত হইয়াছে, আপনি ইহা-দিগকে আমার যোগ্য মূল্য প্রদান করুন। নাভাগ বলিলেন—হে ব্রহ্মনন্দন! আমি ইহা-দিগকে আপনার মূল্যস্বরূপ লক্ষমুদ্রা প্রদান করি-তেছি। আপস্তম্ব বলিলেন,—হে পার্থিব! শত-সহস্র মুদ্রা আমার মূল্য নির্দ্দেশ করা আপনার উচিত হয় না; সদৃশ মূল্য দেন; আপনি একবার অমাত্যগণের সহিত বিবেচনা করুন। নাভাগ বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! ধীবরগণকে তবে কোটিই দেওয়া যাউক, যদি ইহাই আপনার মূল্য হয়। আপস্তম্ব বলিলেন,—নরাধিপ! আমার যোগ্য মূল্য কোটি বা তদধিক নহে, ব্রাহ্মণগণের সহিত বিবেচনা করিয়া আপনি সদৃশ মূল্য প্রদান করুন। নাভাগ বলিলেন,—তবে অর্দ্ধরাজ্য, না হয় সমস্ত ধীবরগণকে দেওয়া যাউক, ইহাই আমি আপনার মূল্য বলিয়া মনে করিতেছি; আপনিই বা অন্য আর কি মনে করেন? আপস্তম্ব বলি-লেন,—হে পার্থিব! অর্দ্ধরাজ্য বা সমস্ত রাজ্য আমার যোগ্য মূল্য নহে, তুমি ঋষিগণের সহিত চিন্তা করিয়া সদৃশ মূল্য নিরূপণ কর। তচ্ছ্রবণে নাভাগ বিষণ্ণ ও দুঃখিত হইয়া সামাত্যপুরোহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে লোমশ মুনি ঐস্থানে আসিয়া বলিলেন,—"মা ভৈঃ;" আমি মুনিকে তোষিত করিতেছি। নাভাগ বলিলেন,—মহাভাগ আপনি মুনির মূল্য বলিয়া দিয়া সজ্ঞাতি-কুলবান্ধব আমায় মুক্ত করুন। মুনি ক্রুদ্ধ হইলে যখন সচরাচর ত্রৈলোক্য দগ্ধ করিতে পারেন, তখন আর অত্যন্ত বিষয়াসক্ত মানুষ আমাকে দগ্ধ করিতে বিলম্ব কি? লোমশ বলিলেন,—মহারাজ! আপনি মাননীয় গণনীয় ব্যক্তি, দ্বিজোত্তম জগৎ-পূজ্য; আর গো সকলও দিব্য বস্তু; অতএব এই মুনির মূল্য একটী গোরু আপনি প্রদান করুন। রাজা সামাত্যপুরোহিত হৃষ্ট হইয়া আপস্তম্বকে বলিলেন,—ভগবন্! উঠুন, উঠুন, অধুনা আপনাকে নিঃসন্দেহ ক্রয় করিয়াছি; আপনার উপযুক্ত মূল্য নির্ব্বাচন হই-য়াছে।১—৪০। আপস্তম্ব বলিলেন,—হে রাজন্! আমি

ইশ্মি পার্থিব। গোভ্যো মূল্যং ন পশ্যামি পবিত্রং পরমং ভুবি ॥ ৪১ ॥ গাবঃ প্রদক্ষিণীকার্য্যাঃ পূজনীয়াশ্চ নিত্যশঃ। মঙ্গলায়তনং দেব্যঃ সৃষ্টা হেতাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ৪২ ॥ অগ্ন্যগারাণি বিপ্রাণাং দেবতায়তনানি চ। যদ্গোময়েন শুধ্যন্তি কিম্ভুতমধিকং ততঃ ॥ ৪৩ ॥ গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিস্তথৈব চ। গবাং পঞ্চ পবিত্রাণি পুনন্তি সকলং জগৎ ॥ ৪৪ ॥ গাবো মমাগ্রতো নিত্যং গাবঃ পৃষ্ঠত এব চ। গাবো মে হৃদয়ে চৈব গবাং মধ্যে বসাম্যহম্ ৪৫ ॥ এবং জপন্নয়ো মন্ত্রং ত্রিসন্ধ্যং নিয়তঃ শুচিঃ মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৪৬ তৃণাহারপরা গাবঃ কর্ত্তব্যা ভক্তিতোহন্বহম্। অকৃত্বা স্বয়মাহারং কুর্ব্বন্ প্রাপ্নোতি দুর্গতিম্ ॥ ৪৭ তেনাগ্নয়ো হুতাঃ সম্যক্ পিতরশ্চাপি তর্পিতাঃ দেবাশ্চ পূজিতাস্তেন যো দদাতি গবাহ্নিকম্ ৪৮ ॥ সৌরভেয়ী জগৎপূজ্যা দেবী বিষ্ণুপদে স্থিতা। সর্ব্বমেব ময়া দত্তং প্রতীচ্ছতু সুতোষিতা ॥ ৪৯ ॥ রক্ষণাদ্বালপুত্রাণাং গবাং কণ্ডুয়নাত্তথা। ক্ষীণার্ত্তরক্ষণাচ্চৈব নরঃ স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৫০ ॥ আদির্গাবো হি মর্ত্ত্যস্য মধ্যে চাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ। রক্ষন্তি তাস্ত দেবানাং ক্ষীরাজ্যমমৃতং সদা ॥ ৫১ ॥ তস্মাদ্‌গাবঃ প্রদাতব্যাঃ পূজনীয়াশ্চ নিত্যশঃ। স্বর্গস্য সঙ্গমা হেতাঃ সোপানমিব নির্ম্মিতাঃ ॥ ৫২ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা নিষাদাস্তে গবাং মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ প্রণিপত্য মহাত্মানমাপস্তম্বমথাব্রুবন্ ॥ ৫৩ ॥ নিষাদা উচুঃ। সম্ভাষো দর্শনং স্পর্শঃ কীর্ত্তনং স্মরণং তথা। পাবনানি কিলৈতানি সাধুনামিতি চ শ্রুতম্ ॥ ৫৪ ॥ সম্ভাষো দর্শনং চৈব সহাস্মাভিঃ কৃতং ত্বয়া। কুরুষ্বানুগ্রহং তস্মাদ্গৌরেষা প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৫৫ ॥ আপস্তম্ব উবাচ। এতাং বঃ প্রতিগৃহ্ণামি গাং যূয়ং মুক্তকিল্বিষাঃ। নিষাদা গচ্ছত স্বর্গং সহ মৎস্যৈর্জলোদ্ধৃতৈঃ ॥ ৫৬ ॥ প্রাণিনাং প্রীতিমুৎপাদ্য নিন্দিতেনাপি কর্ম্মণা। নরকং যদি পশ্যামি বৎস্যামি স্বর্গ এব তৎ ॥ ৫৭ ॥ যন্ময়া সুকৃতং কিঞ্চিন্মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ। কৃতং স্যাত্তেন দুঃখার্ত্তাঃ সর্ব্বে যান্তু শুভাং গতিম্ ॥ ৫৮ ॥ ততস্তস্য প্রসাদেন

প্রীত হইয়াছি; অধুনা আমি ক্রীত হইলাম। গো সকল অমূল্য এবং জগতের পরমপবিত্র বস্তু। গোসমূহকে প্রদক্ষিণ করিতে হয়। তাহাদিগকে মানবের নিত্যপূজ্য, মঙ্গলায়তন, এবং দেবতাস্বরূপ করিয়া ভগবান্ স্বয়ম্ভূ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিপ্রগণের অগ্ন্যাগার দেবায়তন প্রভৃতি যখন গোময় দ্বারা লিপ্ত হইয়া শুদ্ধি লাভ করে, তখন আর গোসমূহের পাবনত্বের পরিচয় দিতে হইবে না। গোময়, গোমূত্র, ক্ষীর, দধি, ও সর্পি, গোরুর এই পাঁচটী বস্তু জগৎ পবিত্র করে। "গোরু আমার অগ্রে নিত্য বর্ত্তমান; গোরু আমার পূর্ব্বে সদা বিরাজিত; হৃদয়ে আমার গো অবস্থান করিতেছে এবং গোমধ্যে সর্ব্বদা বাস করিয়া আছি।" নর শুচিভাবে ত্রিসন্ধ্যা এই মন্ত্র জপ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করে। মানব স্বয়ং আহার না করিয়া প্রতিদিন গোগণকে তৃণাহারে তুষ্ট করিবে; যদি আহার করিয়া এই কার্য্য করে, তাহা হইলে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি গবাহ্নিক প্রদান করে, তাহার অগ্নিতে হোম করা হয়, পিতৃলোকদিগকে তর্পিত করা হয়, এবং দেবতাদিগের পূজা করা হয়। গবাহ্নিক দানের মন্ত্র যথা—হে সৌরভেয়ি! আপনি জগৎপূজ্যা, দেবী ও বিষ্ণুপদে স্থিতা; আপনি আমার প্রদত্ত দ্রব্য সকল গ্রহণ করুন। নর বালবৎসা গাভীর রক্ষাবিধান করিলে, তাহার গাত্রকণ্ডূয়ন করিয়া দিলে এবং ক্ষীণ ও আর্ত্ত অবস্থায় তাহাকে পালন করিলে স্বর্গে পূজিত হয়। গো সকল স্বর্গসঙ্গমস্বরূপ ও স্বর্গের সোপান তুল্য। ধীবরগণ মুনি আপস্তম্বের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিল,—সাধুজনের দর্শন, স্পর্শন, কীর্ত্তন, স্মরণ ও তাঁহাদের সহিত সম্ভাষ এই সকলই পবিত্র। হে দেব! আপনি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিলেন; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট হইতে এক গাভী গ্রহণ করুন। আপস্তম্ব বলিলেন,—আমি তোমাদের গো প্রতিগ্রহ করিতেছি; তোমরা বিগতপাপ হইয়া জলোদ্ধৃত মৎস্যের সহিত স্বর্গে গমন কর। নিন্দিত কর্ম্ম দ্বারাও প্রাণিগণের প্রীতি উৎপাদন করিয়া যদি নরকে বাস করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে নরকে বাস বলা যায় না, সে স্বর্গবাসেরই তুল্য হয়। আমি কায়মনোবাক্যে যাহা কিছু সুকৃত অর্জ্জন করিয়াছি, তাহা দ্বারা অতি দুঃখী সকলেই স্বর্গগমন করুক। মুনি এই কথা বলিলে ধীবরগণ মৎস্যগণের সহিত স্বর্গে গমন করিল। তাহাদিগকে স্বর্গে যাইতে

মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ। নিষাদাস্তেন বাক্যেন সহ মৎস্যৈর্দিবং গতাঃ ॥ ৫৯ ॥ তান্ দৃষ্ট্বা ব্রজতঃ স্বর্গং স মৎস্যান্মৎস্যজীবিনঃ। সামাত্যভৃত্যো নৃপতির্বিস্ময়াদিদমব্রবীৎ ॥ ৬০ ॥ সেব্যাঃ শ্রেয়োঽর্থিভিঃ সন্তঃ পুণ্যতীর্থে জলোপমাঃ। ক্ষণোপাসনমপ্যত্র ন যেষাং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৬১ ॥ সদ্ভিঃ সহ সদাসীত সদ্ভিঃ কুর্ব্বীত সৎকথাম্। সতাং ব্রতেন বর্ত্তেত নাসদ্ভিঃ কিঞ্চিদাচরেৎ ॥ ৬২ ॥ সতাং সমাগমাদেতে সমৎস্যা মৎস্যজীবিনঃ। ত্রিবিষ্টপমনুপ্রাপ্তা নরাঃ পুণ্যকৃতো যথা ॥ ৬৩ ॥ আপস্তম্বো মুনিস্তত্র লোমশশ্চ মহামনাঃ। বরৈস্তং বিবিধৈরিষ্টৈশ্ছন্দয়ামাসতুর্নৃপম্ ॥ ৬৪ ॥ ততঃ স বরয়ামাস ধর্ম্মবুদ্ধিং সুদুর্লভাম্। তথেতি চোক্তা তৌ প্রীত্যা তং নৃপং বৈ শশংসতুঃ ॥ ৬৫ ॥ অহো ধন্যোঽসি রাজেন্দ্র যত্তে ধর্ম্মপরা মতিঃ। ধর্ম্মঃ সুদুর্লভঃ পুংসাং বিশেষেণ মহীক্ষিতাম্ ॥ ৬৬ ॥ যদি রাজা মদাবিষ্টঃ স্বধর্ম্মং ন পরিত্যজেৎ। ততো জগতি কস্তস্মাৎ পুমানভ্যধিকো ভবেৎ ॥ ৬৭ ॥ ধ্রুবং জন্ম সদা রাজ্ঞাং মোহশ্চাপি সদা ধ্রুবঃ। মোহাদ্ধ্রুবশ্চ নরকো রাজ্যং নিন্দন্ত্যতো বুধাঃ ॥ ৬৮ ॥ রাজ্যং হি বহু মন্যন্তে নরা বিষয়লোলুপাঃ। মনীষিণস্তু পশ্যন্তি তদেব নরকোপমম্ ॥ ৬৯ ॥ তস্মাল্লোকদ্বয়ধ্বংসী ন কর্ত্তব্যো মদস্ত্বয়া। যদীচ্ছসি মহারাজ শাশ্বতীং গতিমাত্মনঃ ॥ ৭০ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ইত্যুক্ত্বা তৌ মহাত্মানৌ জগ্মতুঃ স্বং স্বমাশ্রমম্। নাভাগোঽপি বরং লব্ধা প্রহৃষ্টঃ প্রাবিশৎ পুরম্ ॥ ৭১ ॥ এতত্তে কথিতং দেবি প্রভাবং দেবিকোদ্ভবম্। ঋষিণা স্থাপিতশ্চাপি ভবো জালেশ্বরস্তদা ॥ ৭২ ॥ জালে নিপতিতো যস্মাদ্দাশানামৃষিসত্তমঃ। জালেশ্বরেতি নামাসৌ বিখ্যাতঃ পৃথিবীতলে ॥ ৭৩ ॥ তত্র স্নাত্বা মহাদেবি জালেশ্বরসমর্চ্চনাৎ। আপস্তম্বশ্চ নাভাগো নিষাদা মৎস্যজীবিনঃ ॥ ৭৪ ॥ মৎস্যৈঃ সহ গতাঃ স্বর্গং দেবিকায়াঃ প্রভাবতঃ। চৈত্রস্যৈব তু মাসস্য শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশীম্ ॥ ৭৫ ॥ দদ্যাৎ পিণ্ডং পিতৃভ্যো যস্তস্যান্তো নৈব বিদ্যতে।• গোদানং তত্র দেয়ং তু ব্রাহ্মণে বেদপারগে। শ্রোতব্যঞ্চৈব মাহাত্ম্যং দ্রষ্টব্যো জালকেশ্বরঃ ॥ ৭৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জালেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩৮ ॥

দেখিয়া সামাত্য নাভাগ বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—মঙ্গলার্থী জনগণ পুণ্যতীর্থজলোপম সৎ ব্যক্তির সেবা করিবে; কারণ, তাঁহাদের ক্ষণকাল মাত্র উপাসনা করিলেও তাহা নিষ্ফল হয় না। সৎব্যক্তির সহিত একত্রে উপবেশন, বাক্যালাপ ও ব্রতাচরণ করিবে; অসৎ ব্যক্তির সহিত কোন কর্ম্মই করিবে না। দেখ, এই মৎস্য জীবিগণ সৎসঙ্গের গুণে পুণ্যবান্ ব্যক্তির ন্যায় স্বর্গে গমন করিল। অনন্তর মুনি আপস্তম্ব ও লোমশ ইহাঁরা উভয়ে বিবিধ বর প্রদানে রাজা নাভাগকে তোষিত করিলেন। রাজা তাঁহাদের নিকট ধর্ম্মবুদ্ধি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা রাজবাক্যে 'তথাস্তু' বলিয়া বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! তুমি ধন্য; যে হেতু তোমার ধর্ম্মপরায়ণা বুদ্ধি হইল; ধর্ম্ম পুরুষ মাত্রের বিশেষতঃ রাজাদিগের সুদুর্লভ। রাজা মদাবিষ্ট হইয়া যদি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে জগতের কোন্ পুরুষ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে? রাজাদিগের জন্ম ধ্রুব এবং মোহও ধ্রুব; এবং মোহ হইতে নরক ও ধ্রুব, এই জন্য রাজ্যও নিন্দনীয়। বিষয়লোলুপ নরগণই রাজ্যকে গৌরবের বস্তু মনে করে; কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহাকে নরকোমপ দেখেন। অতএব রাজন্ যদি আপনি শাশ্বতী গতি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে লোকদ্বয়ধ্বংসী মদ পরিত্যাগ করিবেন। ঈশ্বর কহিলেন,—এই সকল কথা বলিয়া মুনিবরদ্বয় স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলেন। রাজা নাভাগও বর লাভ করিয়া সহর্ষ মনে স্বগৃহে গমন করিলেন। হে দেবি! এই ত তোমাকে দেবিকোদ্ভব বৃত্তান্ত বলিলাম। ঋষি আপস্তম্ব এই জালেশ্বর নামক শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঋষিসত্তম এই স্থানে কৈবর্ত্তগণের জালে পড়িয়াছিলেন বলিয়া লিঙ্গেরও নাম হইয়াছে—জালেশ্বর। মহাদেবি! এই তীর্থে স্নানান্তে জালেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া ঋষি আপস্তম্ব, রাজা নাভাগ এবং মৎস্যজীবী ধীবরগণ মৎস্যসকলের সহিত দেবিকাপ্রভাবে স্বর্গগমন করিয়াছেন। চৈত্রী শুক্লা ত্রয়োদশীতে এখানে পিণ্ড প্রদান করিলে তাহা অনন্ত হয়। বেদপারগ ব্রাহ্মণকে এখানে গোদান করা উচিত। এই মাহাত্ম্য শ্রোতব্য এবং জালেশ্বর লিঙ্গ দ্রষ্টব্য। ৪১—৭৬।

অষ্টত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩৮।

একোনচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি কূপং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। দেবিকায়াস্তটে রম্যে হুঙ্কারেণৈব পূর্য্যতে ॥ ১ ॥ ততোঽধস্তাৎ পুনর্যাতি সলিলং তত্র ভামিনি। তণ্ডীনাম পুরা প্রোক্তো দেবিকাতটমাস্থিতঃ ॥ ২ ॥ তপস্তেপে মহাদেবি শিবভক্তিপরায়ণঃ। তস্যৈবং তপ্যমানস্য তস্মিন্ দেশে বরাননে ॥ ৩ ॥ আজগাম মৃগো বৃদ্ধস্তং দেশমন্ধদৃক্ প্রিয়ে। স পপাত মহাগর্ত্তে অগাধে জলবর্জ্জিতে ॥ ৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা কৃপয়াবিষ্টঃ স মুনির্মৌনমাস্থিতঃ। হুঙ্কারং কুরুতে তত্র ভূয়োভূয়শ্চ ভামিনি ॥ ৫ ॥ অথ হুঙ্কারশব্দেন তস্য গর্ত্তঃ প্রপূরিতঃ। ততো মৃগো বিনিষ্ক্রান্তঃ কৃচ্ছ্রেণ সলিলাৎ প্রিয়ে ॥ ৬ ॥ মানুষং রূপমাশ্রিত্য তমৃষিং পর্য্যপৃচ্ছত। বিস্ময়ং পরমং গত্বা কাম্যদং কুর্ম্মণঃ ফলম্ ॥ ৭ ॥ মৃগত্বে পতিতশ্চাত্র নরো ভূত্বা বিনির্গতঃ। সোঽব্রবীত্তস্য মাহাত্ম্যং সলিলস্য দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৮ ॥ অতোঽহং নরতাং প্রাপ্তো নান্যদস্তীহ কারণম্। ততস্তৎসলিলং ভূয়ঃ প্রবিষ্টং ধরণীতলে ॥ ৯ ॥ ততো হুঙ্কৃতবান্ ভূয়ঃ স ঋষিঃ কৌতুকান্বিতঃ। আপূরিতঃ পুনঃ কূপঃ সলিলেন পুরা যথা ॥ ১০ ॥ ততঃ স কৃতবান্ স্নানং তথা চ পিতৃতর্পণম্। মত্বা তীর্থবরং তত্র ততঃ প্রাপ্তঃ পরাং গতিম্ ॥ ১১ ॥ অদ্যাপি হুঙ্কৃতে তস্মিন্ সলিলৌঘঃ প্রবর্ত্ততে। তত্র গত্বা নরো ভক্ত্যা অপি পাপরতোঽপি যঃ ॥ ১২ ॥ ন মানুষ্যং পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্নোতি জগতীতলে। তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ ॥ ১৩ ॥ মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ পিতৃলোকে মহীয়তে। কুলানি তারয়েৎ সপ্ত অতীতানাগতানি চ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হুঙ্কারকূপমহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩৯

চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তত্র স্থানে তু সংস্থিতম্। চণ্ডীশ্বরং মহালিঙ্গং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ তত্র শুক্লচতুর্দ্দশ্যাং কার্ত্তিকে মাসি ভামিনি। উপবাসপরো ভূত্বা যঃ করোতি প্রজাগরম্। স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চণ্ডীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪০ ॥

ঊনচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর মানব ত্রৈলোক্যবিশ্রুত কূপে গমন করিবে। এ কূপ দেবিকাতটে অবস্থিত। ইহা হুঙ্কার দ্বারা পূর্ণ হয়। ইহার অধোদেশে সলিল প্রবাহিত। পূর্ব্বে তণ্ডী নামক এক শিবভক্ত দেবিকাতটে তপস্যা করিতেন। তিনি তপস্যা করিতে থাকিলে একদা এক বৃদ্ধান্ধ মৃগ ঐ স্থানে আসিয়া এক অগাধ গর্ত্তমধ্যে পতিত হয়। তদ্দর্শনে ঐ মৌনী মুনি কথা না কহিয়া বারম্বার হুঙ্কার করিতে থাকেন। হুঙ্কার শব্দে গর্ত্ত পুরিত হয়; মৃগ ভাসিয়া উঠে। পরে সে বিস্মিত হইয়া মানুষ মূর্ত্তিতে মুনিকে জিজ্ঞাসা করে,—হে দেব! আমি মৃগ, এই গর্ত্তে পতিত হইয়াছিলাম, মানুষ হইলাম কিরূপে? দ্বিজোত্তম তত্রত্য সলিলের সমস্ত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। মানুষরূপী মৃগ বলিল, ও! এই জন্যই আমি নরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, অন্য আর কোন কারণ নাই। এই বলিয়া পুনরায় সে সেই গর্ত্তে প্রবেশ করিল। ঋষিও আবার হুঙ্কার করিলেন। কূপও পূর্ব্বের ন্যায় জলপূর্ণ হইল। অনন্তর ঐ মনুষ্য ঐ স্থান তীর্থ বুঝিয়া তথায় স্নান, পিতৃতর্পণ করিয়া পরম গতি লাভ করিল। অদ্যাপি হুঙ্কার করিলে ঐ কূপ জলপূরিত হয়। মানব ঐ তীর্থে গমন করিলে, পাপরত হইলেও মনুষ্যযোনি বা পুনর্জ্জন্ম-প্রাপ্ত হয় না। সেখানে স্নান করিয়া শুচি হইয়া যে মানব শ্রাদ্ধ করে সে, সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পিতৃলোকে পূজিত হয় এবং তাহার অতীতোনাগত সপ্ত কুল উদ্ধার পায়।১—১৪

ঊনচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।৩৩৯।

চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর মানব তত্রত্য সর্ব্বপাতকনাশন চণ্ডীশ্বর মহালিঙ্গ দর্শন করিবে। এই তীর্থে কার্ত্তিকী শুক্লা চতুর্দ্দশীতে উপবাসপরায়ণ হইয়া যে জাগরণ করে, সে পরম স্থান শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। ১।২।

চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪০।

একচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। আশাপুরং ততো গচ্ছেদ্বিঘ্নরাজমকল্মষম্। শশিভূষণবায়ব্যে সংস্থিতং বিঘ্ননাশনম্। আশাং পূরয়তে যস্মাত্তেনাশাপূরকঃ স্মৃতঃ ॥ ১॥ যত্র রামেণ দেবেশি সীতয়া লক্ষ্মণেন চ। সমারাধ্য চ বিঘ্নেশং প্রাপ্তং কামমভীপ্সিতম্ ॥ ২ ॥ যত্র চন্দ্রমসা দেবি সমারাধ্য গণাধিপম্। লব্ধং তদ্বাঞ্ছিতং পূর্ব্বং সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনম্ ॥ ৩ ॥ চতুর্থ্যাং শুক্লপক্ষে চ মাসি ভাদ্রপদে তথা। তত্র সম্পূজ্য দেবেশং মোদকৈর্ভোজয়েদ্দ্বিজান্ ॥ ৪ ॥ বাঞ্ছিতাং লভতে সিদ্ধিং বিঘ্নরাজপ্রসাদতঃ। ক্ষেত্রস্যাস্য মহাদেবি রক্ষার্থং তু ময়া পুরা ॥ ৫ ॥ ততো নিযুক্তো দেবেশি যায়িনাং বিঘ্ননাশনঃ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে আশাপুরবিঘ্নরাজমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩৪১॥

দ্বিচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্য দক্ষিণনৈঋর্ত্যে নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্। লিঙ্গং পাপহরং দেবি স্বয়ং সোমপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥ তত্রৈবামৃতকুণ্ডং .. কলাকুণ্ডং তু তৎ স্মৃতম্। তত্র স্নাত্বা তু চন্দ্রেশং যো নরঃ পূজয়িষ্যতি ॥ ২ ॥ স তু বর্ষসহস্রস্য .. পঃফলমবাপ্স্যতি। তত্রৈব সংস্থিতং দেবি তড়াগং .. নির্ম্মিতম্ ॥ ৩ ॥ ধনুঃষোড়শবিস্তারং চন্দ্রেশাৎ .. পশ্চিমে। তৎ পূর্ব্বং তে সমাখ্যাতং মুক্তিদানাদিপূ..কম্ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চন্দ্রেশ্বরকলাকুণ্ডমা..ত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশদধিকত্রিশততমো..ধ্যায়ঃ ॥৩৪২॥

ত্রিচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি কপিলেশ্বরমুত্তমম্। শশিভূষণপূর্ব্বেণ কোটিতীর্থাচ্চ পশ্চিমে ॥ ১ ॥ জরদ্গবেশাদ্দক্ষিণে সমুদ্রোত্তরতস্তথা। এতদ্ধি কাপিলং ক্ষেত্রং নাপুণ্যৈঃ প্রাপ্যতে নরৈঃ ॥ ২ ॥ কপিলেন পুরা দেবি যত্র তপ্তং তপো মহৎ। বর্ষাণামযুতং সাগ্রং প্রতিষ্ঠাপ্য মহেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥ সমাহূতা তত্র দেবী কপিলধারা মহানদী। সমুদ্রমধ্যে সাদ্যাপি পুণ্যবদ্ভিঃ প্রদৃশ্যতে ॥৪০॥ তত্র স্নাত্বা মহা-

---

একচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর মানব আশাপূরক অকল্মষ বিঘ্নরাজসমীপে গমন করিবে। ইঁহার শশিভূষণের বায়ুকোণে আছেন। বিঘ্ননাশ করা ইঁহার কার্য্য। আশাপূরণ করেন বলিয়া ইঁহার নাম আশাপূরক। পূর্ব্বে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ এই স্থানে ইঁহার আরাধনা করিয়া ঈপ্সিত লাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রমাও ইঁহার আরাধনা করিয়া বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থীতে এই তীর্থদেবের পূজা করিয়া মোদক দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। এরূপ করিলে বিঘ্নরাজের প্রসাদে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। হে মহাদেবি! আমি এই ক্ষেত্রের রক্ষার্থ পূর্ব্বে এই বিঘ্নরাজকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম ।১—৬।

একচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪১

দ্বিচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি। পূর্ব্বোক্ত এক তীর্থস্থানের দক্ষিণে নৈঋর্তকোণে অনতিদূরে সোমপ্রতিষ্ঠিত পাপহর লিঙ্গ আছেন। ঐ স্থানে অমৃতকুণ্ড নামে এক কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডের নামান্তর কলাকুণ্ড। এই কুণ্ডে স্নান করিয়া যে নর চন্দ্রেশ্বরের পূজা করে, সে সহস্র বৎসরের তপঃফল প্রাপ্ত হয়। আর এই ক্ষেত্রে চন্দ্রনির্ম্মিত এক তড়াগ আছে। এই তড়াগ ষোড়শ ধনু বিস্তৃত। ইহা চন্দ্রেশ্বরের পশ্চিমে অবস্থিত। এই তড়াগের পূর্ব্বে তোমার এক কুণ্ড আছে, ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া দানাদি করিলে মুক্তি হয়। ১—৪।

দ্বিচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪২।

ত্রিচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর কপিলেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ শশিভূষণের পূর্ব্বে কোটিতীর্থের পশ্চিমে জরদ্গবেশের দক্ষিণে এবং সমুদ্রের উত্তর তটে অবস্থিত। এই স্থানকে কাপিল ক্ষেত্র বলে। এই স্থান অপুণ্যবান্ ব্যক্তিগণের গম্য নহে। পূর্ব্বে মহর্ষি কপিল এই স্থানে সপাদ অযুতবর্ষ ব্যাপিয়া লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। মহানদী কপিলধারা ঐ

দেবি কপিলাষষ্ঠ্যাং বিশেষতঃ। কপিলাং দাপয়েত্তত্র গোকোটিফলভাগ্ভবেৎ॥ ৫॥ সর্ব্বেষাং চৈব পাপানাং প্রায়শ্চিত্তমিদং স্মৃতম্। কপিলেশ্বরং তু সম্পূজ্য কন্যাকোটিফলং লভেৎ॥ ৬॥ দেব্যুবাচ॥ আশ্চর্য্যং মম দেবেশ কপিলষষ্ঠ্যা মহেশ্বর। বিধানং শ্রোতুমিচ্ছামি দানমন্ত্রাদিপূর্ব্বকম্॥ ৭॥ ঈশ্বর উবাচ। জন্মজীবিতমধ্যে তু যদ্যেকা লভ্যতে নরৈঃ। সংযোগযুক্তা সা ষষ্ঠী তৎকিং দেবি ব্রবীমহ্যম্॥ ৮॥ প্রোষ্ঠপদ্যাসিতে পক্ষে ষষ্ঠ্যামঙ্গারকো যদি। ব্যতীপাতশ্চ রোহিণ্যাং সা ষষ্ঠী কপিলা স্মৃতা॥ ৯॥ তত্র ক্ষেত্রে নরঃ স্নাত্বা অথ বার্কস্থলে শুভে। মৃদা শুক্লতিলৈশ্চৈব কপিলাসঙ্গমে শুভে॥ ১০॥ কৃতস্নানজপঃ পশ্চাৎসূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥ রক্তচন্দনতোয়েন করবীরযুতেন চ। কৃত্বার্ঘ্যপাত্রং শিরসি মন্ত্রেণানেন দাপয়েৎ॥ ১১॥ নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় উদ্ভাসিতজগত্রয়। বেদরশ্মে নমস্তুভ্যং গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তু তে॥ ১২॥ সূর্য্যং প্রদক্ষিণীকৃত্য সম্পূজ্য কপিলেশ্বরম্। উপলিপ্তে শুভেদেশে পুষ্পাক্ষতবিভূষিতে॥ ১৩॥ স্থাপয়েদব্রণং কুম্ভং চন্দনোদকপূরিতম্। পঞ্চরত্নসমাযুক্তং দূর্ব্বাপুষ্পাক্ষতান্বিতম্॥ ১৪॥ রক্তবস্ত্রযুগাচ্ছন্নং তাম্রপাত্রেণ সংযুতম্। রথো রুক্মফলশ্চৈব একচিত্রবিচিত্রিতঃ॥ ১৫॥ সৌবর্ণপলসংযুক্তাং মূর্ত্তিং সূর্য্যস্য কারয়েৎ। কুম্ভস্যোপরি সংস্থাপ্য গন্ধপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ॥ ১৬॥ কপিলেশ্বরসান্নিধ্যে মণ্ডপে হোমসংস্কৃতে। আদিত্যং পূজয়েদ্দেবং নামভিঃ স্বৈর্যথোদিতৈঃ॥ ১৭॥ আদিত্য ভাস্কর রবে ভানো স্বয়ং দিবাকর। প্রভাকর নমস্তুভ্যং সংসারান্মাং সমুদ্ধর॥ ১৮॥ ভুক্তিমুক্তিপ্রদো যস্মাত্তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ নঃ॥ ১৯॥ নমো নমস্তে বরদ ঋক্সামযজুষাং পতে। নমোঽস্তু বিশ্বরূপায় বিশ্বধাম্নে নমোঽস্তু তে॥ ২০॥ অমৃতং দেবি তে ক্ষীরং পবিত্রমিহ পুষ্টিদম্। ত্বৎপ্রসাদাৎপ্রমুচ্যন্তে মনুজাঃ সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ২১॥ ব্রহ্মণোৎপাদিতে দেবি বহ্নিকুণ্ডান্মহাপ্রভে। নমস্তে কপিলে পুণ্যে সর্ব্বদেবনমস্কৃতে॥ ২২॥ সর্ব্বদেবময়ে দেবি সর্ব্বতীর্থময়ে শুভে। দাতারং পূজয়ানং মাং ব্রহ্মলোকং নয় স্বয়ম্॥ ২৩॥ এবং সম্পূজ্য কপিলাং কুম্ভস্থঞ্চ দিবাকরম্। ব্রাহ্মণে

স্নানে আহুত হয়। এই নদী অদ্যাপি সমুদ্রমধ্যে আছে, পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ দেখিতে পান। বিশেষত ঐ স্থানে কপিলাষষ্ঠীতে স্নান করিয়া কপিলাদান করিলে কোটি গোদানের ফল হয়। এই তীর্থ সর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। কপিলেশ্বরের পূজা করিলে কোটি কন্যাদানের ফল লাভ হয়। দেবী বলিলেন,—হে মহেশ্বর; আমি কপিলষষ্ঠীর কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম; অধুনা দান মন্ত্রাদির সহিত উহার আচরণপদ্ধতি শুনিতে ইচ্ছা করি। ঈশ্বর বলিলেন,—দেবি! এই যোগযুক্তা ষষ্ঠী জন্মের মধ্যে যদি একটী লাভ করা যায় ত বস্, আর তাহার কিছুই দরকার হয় না। প্রোষ্ঠপদে অসিত পক্ষে ষষ্ঠী তিথিতে যদি অঙ্গারক বার হয়, আর সেই দিন যদি রোহিণীতে ব্যতীপাত ঘটে, তাহা হইলে কপিলা ষষ্ঠী হয়। এই দিন উক্ত ক্ষেত্রে অর্কস্থলে অথবা কপিলাসঙ্গমে মৃত্তিকা ও শুক্ল তিল দিয়া স্নান করিয়া জপ সমাপনান্তে সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবে। রক্তচন্দন করবীর দ্বারা অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া তাহা মস্তকে করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে প্রদান করিতে হয়। মন্ত্র যথা, "হে উদ্ভাসিতজগত্রয়! তুমি ত্রৈলোক্যনাথ, তোমাকে নমস্কার। হে বেদরশ্মে! তোমাকে নমস্কার; তুমি আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর; তোমাকে নমস্কার।" তারপর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া কপিলেশ্বরের পূজা করিবে। পরে পুষ্পাক্ষতশোভিত উপলিপ্ত স্থানে একটী নিখুত ঘট স্থাপন করিবে। ঘটটী চন্দনোদকপূরিত পঞ্চরত্নসমন্বিত, দূর্ব্বা পুষ্পাক্ষতান্বিত রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিত, এবং তাম্রপাত্রযুত হইবে। এবং চিত্রবিচিত্রিত রুক্মনির্ম্মিত রথ নির্ম্মাণ করিবে। আর সুবর্ণনির্ম্মিত এক সূর্য্যপ্রতিমা কুম্ভের উপরিভাগে স্থাপন করিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া তাহার পূজা করিবে। কপিলেশ্বরসন্নিধানে হোম-সংস্কৃত মণ্ডপে নামোল্লেখপূর্ব্বক আদিত্যের পূজা করিবে। ১—১৮। মন্ত্র যথা, হে আদিত্য, ভাস্কর, রবি, ভানু, দিবাকর, প্রভাকর! তোমাকে নমস্কার, সংসার হইতে আমাকে উদ্ধার কর। হে দেব। তুমি ভুক্তিমুক্তিপ্রদ, অতএব আমাদিগকে শান্তি প্রদান কর। হে ঋক্সামযজুঃপতে বরদ! তোমাকে নমস্কার নমস্কার। হে বিশ্বরূপ, বিশ্বধামন্! তোমাকে নমস্কার। হে দেবি! কপিলে তোমার ক্ষীর লোকে পবিত্র ও পুষ্টিদ; তোমার প্রসাদে মনুষ্যগণ সর্ব্বপাতক হইতে মুক্তি লাভ করে! হে ব্রহ্মকুণ্ড হইতে ব্রহ্মোৎপাদিতে মহাব্রতে, সর্ব্বদেবনমস্কৃতে, পুণ্যে, সর্ব্বদেবময়ি সর্ব্বতীর্থভূতে, দেবি কপিলে! তুমি আমাকে ব্রহ্মলোকে

বেদবিদ্‌ভ্য উভয়ং প্রতিপাদয়েৎ ॥ ২৪ ॥ ব্যাসায় সূর্য্যভক্তায় মন্ত্রেণানেন দাপয়েৎ ॥ ২৫ ॥ দিব্য-মূর্ত্তির্জ্জগচ্চক্ষুর্দ্বাদশাত্মা দিবাকরঃ। কপিলাসহিতো দেবো মম মুক্তিং প্রযচ্ছতু ॥ ২৬ ॥ যস্মাত্ত্বং কপিলে পুণ্যা সর্ব্বলোকস্য পাবনী। প্রদত্তা সহ সূর্য্যেণ মম মুক্তিপ্রদা ভব ॥ ২৭ ॥ পলেন দক্ষিণা কার্য্যা তদর্দ্ধার্দ্ধেন বা পুনঃ। শক্তিতো দক্ষিণাযুক্তাং তাং ধেনুং প্রতিপাদয়েৎ ॥ ২৮ ॥ যোঽনেন বিধিনা কুর্য্যাৎ ষষ্ঠীং কপিলসংজ্ঞিতাম্। সোঽশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২৯ ॥ যৎফলম্ সর্ব্ব তীর্থেষু সর্ব্বদানেষু যৎফলম্। তৎফলং সর্ব্বমাপ্নোতি যঃ ষষ্ঠীং কপিলাং চরেৎ ॥ ৩০ ॥ কপিলাকোটিসহস্রাণি কপিলাকোটিশতানি চ। সূর্য্যপর্ব্বণি যদ্দত্ত্বা তৎফলং কোটিশো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥ কোটিগোরোমসংখ্যানি বর্ষাণি বরবর্ণিনি। তাবৎ স বসতে স্বর্গে যঃ ষষ্ঠীং কপিলাং চরেৎ ॥ ৩২ ॥ জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যৎপাপং পূর্ব্বসঞ্চিতম্। তৎসর্ব্বং নাশমায়াতি ইত্যাহ কপিলো মুনিঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কপিলাষষ্ঠীব্রতবিধানমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লিঙ্গং পাপপ্রণাশনম্। কপিলেশ্বর ঐশান্যামুত্তরেণ ব্যবস্থিতম্ ॥ ১ ॥ জরদ্গবেশ্বরং নাম জরদ্গবপ্রতিষ্ঠিতম্। ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং নাশনং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২ ॥ তত্রৈব সংস্থিতা দেবি দেবী অংশুমতী নদী। তত্র স্নাত্বা বিধানেন পিণ্ডদানন্তু দাপয়েৎ ॥ ৩ ॥ বর্ষ কোটিশতং সাগ্রং পিতৄণাং তৃপ্তিমাবহেৎ। বৃষভস্তত্র দাতব্যো ব্রাহ্মণে বেদপারগে ॥ ৪ ॥ ততস্তু পূজয়েদ্দেবং গন্ধপুষ্পৈর্জ্জরদ্গবম্। পঞ্চামৃতরসেনৈব তথা গুগ্‌গুলুধূপনৈঃ ॥ ৫ ॥ স্তুতিদণ্ডনমস্কারৈঃ প্রদক্ষিণৈরহর্নিশম্। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তত্র ভক্ষ্য-ভোজ্যৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ। একেন ভোজিতেনৈব কোটির্ভবতি ভোজিতা ॥৬॥ কৃতে সিদ্ধোদকং নাম তত্তীর্থং পরিকীর্ত্তিতম্। জরদ্গবেশ্বরং তীর্থং কলৌ তু পরিকীর্ত্ত্যতে ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জরদ্গবেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুশ্চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪৪ ॥

লইয়া চল। এইরূপে কপিলা ও কুণ্ডস্থ দিবাকরের পূজা করিয়া এতদুভয়ই বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। সূর্য্যভক্ত ব্যাসকে এই মন্ত্রে দিবে, যথা, *হে দেব! তুমি দিব্যমূর্ত্তি, জগচ্চক্ষু, দ্বাদশাত্মা, দিবাকর; তুমি কপিলার সহিত আমায় মুক্তি প্রদান কর। হে কপিলে! যেহেতু তুমি পুণ্যা, অতএব তুমি সর্ব্বলোকপাবনী। তুমি প্রদত্তা হইয়া সূর্য্যের সহিত আমার মুক্তিপ্রদা হও।* পলমিত স্বর্ণ দ্বারা দক্ষিণা দিবে; অথবা তাহার অর্দ্ধার্দ্ধ দক্ষিণা দিবে। যথাশক্তি দক্ষিণা দিয়া ধেনু দান করিবে। এই বিধি অনুসারে যে কপিলা ষষ্ঠী করে, সে সহস্র অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সর্ব্ব তীর্থ ও সর্ব্বদানে যে ফল, কপিলা ষষ্ঠীতে তৎসমস্ত ফলই পাওয়া যায়। সূর্য্যপর্ব্বে একটী মাত্র কপিলা দান করিলে কোটি সহস্র ও কোটিশত কপিলাদানের ফল হয়। যে জন কপিলা ষষ্ঠী ব্রত করে, সে কোটি গো-রোমসংখ্যক বৎসর স্বর্গে বাস করিয়া থাকে। অপিচ তাহার জ্ঞানত ও অজ্ঞানত যাহা কিছু পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ থাকে, তৎসমুদয়ই নাশ প্রাপ্ত হয়, ইহা কপিল মুনি বলিয়াছেন।২৮—৩৩।

ত্রিচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! আর এক অনন্তর পাপপ্রণাশন লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। কপিলেশ্বরের উত্তরে ঈশানকোণে এই লিঙ্গ আছেন। জরদ্গব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল বলিয়া ইঁহার নাম জরদ্গবেশ্বর। ইনি ব্রহ্মহত্যাদিপাপনাশন সংশয় নাই। হে দেবি! এই লিঙ্গসমীপেই দেবী অংশুমতী নদী আছেন। ঐ নদীতে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া পিণ্ড দিলে সপাদ শতকোটি বৎসর কাল পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়। বেদপারগ ব্রাহ্মণকে এই স্থানে বৃষও দান করিতে হয়। পরে গন্ধপুষ্প, পঞ্চামৃত, গুগ্‌গুল, ধূপ, স্তুতি, দণ্ডবৎ নমস্কার ও প্রদক্ষিণাদি দ্বারা জরদ্গবেশ্বরের পূজা করিবে। অনন্তর বিবিধ ভোজ্যভোজ্য দ্বারা ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। একটী ব্রাহ্মণভোজন করাইলে কোটি ব্রাহ্মণভোজনের ফল হয়। সত্য-যুগে এই তীর্থ সিদ্ধোদক নামে পরিকীর্ত্তিত ছিল; কলিতে জরদ্গবেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।১—৭।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।৩৪৪।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লিঙ্গং বৈ হাটকেশ্বরম্। জয়দগাবাৎ পূর্ব্বভাগে ধনুষাং ষষ্টিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ১ ॥ নাম্না নলেশ্বরং দেবি স্থাপিতস্তু নলেন বৈ। দময়ন্তীযুতেনৈব জ্ঞাত্বা ক্ষেত্রং তদুত্তমম্ ॥ ২ ॥ তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি পূজয়িত্বা বিধানতঃ। কলিভির্মুচ্যতে জন্তুর্দ্যূতে চ বিজয়ী ভবেৎ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নলেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্মাদাগ্নেয়দিগ্ভাগে স্থিতঃ কর্কোটকো রবিঃ। পূর্ব্বকল্পে মহাদেবি স্মৃতঃ কর্কোটকান্বিতঃ ॥ ১ ॥ তস্য দর্শনমাত্রেণ প্রীতাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ। সপ্তম্যাং রবিবারেণ ধূপগন্ধানুলেপনৈঃ। পূজয়েদ্যো বিধানেন মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কর্কোটকার্কমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪৬ ॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর হাটকেশ্বরসমীপে গমন করিবে। হাটকেশ্বর জয়দগাবেশ্বরে পূর্ব্বে ত্রিষষ্টি ধনু ব্যবধানে আছেন। নল রাজা উত্তম স্থান জানিয়া দময়ন্তীর সহিত এই লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া উহা নলেশ্বর নামে বিখ্যাত। এই লিঙ্গের দর্শন-পূজন করিয়া মানব কলিমুক্ত ও দ্যূতবিজয়ী হয়।১—২।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।৩৪৫।

ষটচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের অগ্নিকোণে কর্কোটক রবি আছেন। পূর্ব্বকল্পে ইনি কর্কোটকান্বিত ছিলেন। ইঁহাকে দর্শন করিলে সর্ব্বদেবতা প্রসন্ন হন। রবিবার সপ্তমীতে ধূপ ও গন্ধপুষ্পানুলেপন দ্বারা বিধিপূর্ব্বক ইঁহার পূজা করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি হয়।১—২।

ষট্চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।৩৪৬।

সপ্তচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লিঙ্গং বৈ হাটকেশ্বরম্। নলেশ্বরাৎ পূর্ব্বভাগে শতধন্বন্তরদ্বয়ে ॥ ১ ॥ আগস্ত্যাশ্রবনং নাম তত্র স্থানে তু সংস্থিতম্। চিন্তামণেস্তু পূর্ব্বেণ ঈশানে ত্রিংশতং ধনুঃ। তত্র পূর্ব্বং তপস্তপ্তমগস্ত্যেন মহাত্মনা ॥ ২ ॥ দেব্যুবাচ। কস্মিন্ কালে মহাদেব সর্ব্বং বিস্তরতো বদ ॥ ৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ। পুরা দৈত্যগণা রৌদ্রা বভূবুর্বরবর্ণিনি। কালকেয়া ইতি খ্যাতাস্ত্রৈলোক্যোচ্ছেদকারকাঃ ॥ ৪ ॥ অথ তে নিহতাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। দৈত্যসূদননাম্না তু প্রভাসক্ষেত্রবাসিনা ॥ ৫ ॥ কৃত্বা ব্যাঘ্রস্য রূপন্তু নাম্না চক্রমুখীতি চ। হতা বৈ তেন রূপেণ ততোঽভূদ্দৈত্যসূদনঃ ॥ ৬ ॥ হতশেষাঃ সমুদ্রান্তে প্রবিষ্টা ভয়বিহ্বলাঃ। ততস্তে মন্ত্রয়ামাসুঃ পীড্যন্তে দেবতাঃ কথম্ ॥ ৭ ॥ হন্যন্তাং ধর্ম্মিণো যেঽত্র বিদ্যন্তে ধরণীতলে। তপঃস্বাধ্যায়নিরতা যজ্ঞদানরতাশ্চ যে ॥ ৮ ॥ অথ তে সময়ং কৃত্বা রাত্রৌ নিষ্ক্রম্য সাগরাৎ। নির্জ্জগ্মু-

সপ্তচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর নর হাটকেশ্বর সমীপে যাইবে। এই লিঙ্গ নলেশ্বরের পূর্ব্বে দুইশত ধনু অন্তরে অবস্থিত। এই স্থানে অগস্ত্যের আশ্রবন নামে এক স্থান আছে। তথায় এই লিঙ্গ বিদ্যমান, ঐ স্থানা চিন্তামণির পূর্ব্বে ঈশানকোণে ত্রিংশৎ ধনু ব্যাপিয়া আছে। মুনিবর অগস্ত্য এই স্থানে পূর্ব্বে তপস্যা করিয়াছিলেন। দেবী বলিলেন,—মহাদেব! কোন্ কালে ইহা হইয়াছিল, বিস্তৃত ভাবে বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—ওহে বরবর্ণিনি! পূর্ব্বে কালকেয় নামক দৈত্যগণ ত্রৈলোক্যোচ্ছেদকারক হইয়া উঠে। প্রভাসক্ষেত্রবাসী দৈত্যসূদন প্রভাবিষ্ণু বিষ্ণু তাহাদিগকে নিহত করেন। তিনি ঐ সকল দৈত্য বধকালে চক্রমুখী নামে ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তিতেই দৈত্যগণ নিহত হয়। তিনিও এই জন্যই দৈত্যসূদন নাম পান। হতশেষ দৈত্যগণ সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়া দেবতানিপীড়নাবিষয়ে মন্ত্রণা করে। তাহারা স্থির করে যে, পৃথিবীতে যে যেখানে আছে, তপঃস্বাধ্যায় নিরত, আর যজ্ঞদানরত—দেখ, আর মার। এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া তাহারা রাত্রি-

স্তাপসাংস্তত্র যজ্ঞদানরতান্ প্রিয়ে॥ ৯॥ প্রভাসে তু মহাদেবি তত্র দ্বাদশযোজনে। বসিষ্ঠস্যাশ্রমে তত্র মহর্ষীণাং মহাত্মনাম্॥ ১০॥ ভক্ষিতানি সহস্রাণি পঞ্চ সপ্ত চ তাপসান্। শতানি পঞ্চ রৈভ্যস্য বিশ্বামিত্রস্য ষোড়শ॥ ১১॥ চ্যবনস্য চ সপ্তৈব জাবালের্দ্বিশতং মুনেঃ। বালখিল্যাশ্রমে পুণ্যে ষট্‌শতানি তুবাস্তিভিঃ॥ ১২॥ যত্র কশ্চিত্তবেদ্‌যজ্ঞস্তত্র গত্বা নিশাগমে। যজ্ঞদানসমাযুক্তান্ ঋত্বিজো ভক্ষয়ন্তি চ॥ ১৩॥ ততো ভয়াকুলাঃ সর্ব্বে বভূবুর্জগতীতলে। ন চ কশ্চিদ্বিজানাতি দৈত্যানাং তু বিচেষ্টিতম্॥ ১৪॥ রাত্রৌ স্বপন্তি মুনয়ঃ সুখশয্যাগতাশ্চ তে। প্রভাতে স্বধ্বরে তেষামস্থিসঞ্চাশ্চ কেবলম্॥ ১৫॥ ততো ধর্ম্মক্রিয়াস্ত্যক্তা ভূতলে সর্ব্বমানবৈঃ। নিঃস্বাধ্যায়বষট্‌কারং ভূতলং সমপদ্যত॥ ১৬॥ অথান্যে তাপসা রাত্রৌ সংযুতাশ্চ ধৃতায়ুধাঃ। অথোচ্ছেদং গতে ধর্ম্মে পীড়িতাস্ত্রিদিবৌকসঃ॥ ১৭॥ কিমেতদিতি জল্পন্তো ব্রহ্মাণং শরণং গতাঃ। ভগবংস্তাপসাঃ সর্ব্বে তথা যে জ্ঞানশীলিনঃ॥ ১৮॥ ভক্ষ্যন্তে কেনাপ্যদ্রাত্রৌ মৃত্যুমেব প্রয়ান্তি চ। নষ্টধর্ম্মক্রিয়াঃ সর্ব্বে ভূতলে প্রপিতামহ॥ ১৯। যো ধর্ম্মমাচরেদহ্নি স রাত্রৌ মৃত্যুমেতি চ। ন স্বাধ্যায়বষট্‌কারং সমস্তে ভূতলে বিভো॥ ২০॥ ধর্ম্মাভাবাদ্বয়ং সর্ব্বে সন্দেহং পরমং গতাঃ। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ধ্যাত্বা দেবঃ পিতামহঃ। অব্রবীৎ ত্রিদশান্ সর্ব্বান সন্দেহং পরমং গতান্॥ ২১॥ কালেয়া ইতি বিখ্যাতা দানবা রৌদ্রকারিণঃ। তে সমুদ্রং সমাসাদ্য তাপসান্ ভক্ষয়ন্তি চ॥ ২২॥ যুষ্মাকঞ্চ বিনাশায় তে ন শক্যা নিষূদিতুম্। যত্নধ্বমেষাং নাশায় নো চেন্নাশো ভবিষ্যতি॥ ২৩॥ ব্রজধ্বং ভূতলে শীঘ্রমগস্ত্যো যত্র তিষ্ঠতি। ব্রতচর্য্যরতো নিত্যং প্রভাসে ক্ষেত্র উত্তমে॥ ২৪॥ স শক্তঃ সাগরং পাতুং মিত্রাবরুণসম্ভবঃ। প্রসাদ্যশ্চ স যুষ্মাভিঃ সমুদ্রং পিব সত্তম॥ ২৫॥ ততস্তথা কৃতে তেন তে সর্ব্বে দানবাধমাঃ। বধ্যা যুষ্মাকং ভবিষ্যন্তি এবঞ্চ ত্রিদিবেশ্বরাঃ॥ ২৬॥ ঈশ্বর উবাচ। এবমুক্তাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মণা লোককারিণা। প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য অগস্ত্যং শরণং গতাঃ॥ ২৭॥ দেবা উচুঃ। রক্ষরক্ষ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্রৈলোক্যং সংশয়ং গতম্।

কালে সাগর মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাপসগণকে নিহত করিতে থাকে। একদিন এই দৈত্যদল দ্বাদশ যোজনব্যাপী বিরাট ক্ষেত্র প্রভাসে উপস্থিত হইয়া বশিষ্ঠাশ্রমে আন্দাজ পাঁচ সাত হাজার, রৈভ্যাশ্রমে পাঁচ শত, বিশ্বামিত্রাশ্রমে ষোল জন, চ্যবনাশ্রমে সাত জন, জাবালির আশ্রমে দুই শত, এবং বালখিল্যাদির আশ্রমে ছয় শত যজ্ঞদানরত তাপস বিপ্রকে নিহত করিল। এই ভাবে যে কোন স্থানে যজ্ঞ হয়, রাত্রিকালে সেই স্থানে গিয়া দুষ্টেরা যজ্ঞদান-সমাযুক্ত ঋত্বিক্‌গণকে ভক্ষণ করে। তখন ধরাতল ভয়াকুল হইল। দৈত্যদিগের ব্যাপার কেহ বুঝিতে পারে না। রাত্রিকালে মুনিগণ সুখশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যান, আর প্রভাতে কেবল অস্থির স্তূপ দেখা যায়। এইরূপ ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইলে মানবগণ ধর্ম্মক্রিয়া পরিত্যাগ করিল। ভূতল নিঃস্বাধ্যায় ও নির্বষট্‌কার হইল। তাপসদিগের মধ্যে কেহ কেহ দলবদ্ধ ও অস্ত্রযুক্ত হইয়া রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধরণীতলে ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইলে দেবগণ পীড়িত হইয়া ব্রহ্মার শরণ লইলেন। তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভগবন্! তাপসগণ এবং জ্ঞানশীল ব্যক্তিগণকে রাত্রিকালে কিসে ভক্ষণ করিতেছে; তাহারা রাত্রিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন। হে পিতামহ! ভূতলে সকলের ধর্ম্ম ও ক্রিয়া বিনষ্ট হইয়াছে। অধুনা যে জন ভূতলে দিবাভাগে ধর্ম্মাচরণ করিতেছে, সে রাত্রিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। সমস্ত ভূতলের মধ্যে স্বাধ্যায় বা বষট্‌কার কুত্রাপি নাই। ধর্ম্মাভাবে আমরা সংশয়াপন্ন হইয়াছি। দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্যানান্তে পিতামহ বলিলেন,—কালকেয় নামক প্রচণ্ড দৈত্যগণ সমুদ্রমধ্যে থাকিয়া তাপসগণকে ভক্ষণ করিতেছে। তাহারা তোমাদিগকেও বিনাশ করিবে, তোমরা স্বয়ং তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারিবে না, অতএব তাহাদের বধের জন্য সত্বর হও; নচেৎ নাশ প্রাপ্ত হইবে। ভূতলে যেখানে মুনিবর অগস্ত্য ব্রহ্মচর্য্যরত হইয়া বাস করিতেছেন, সেই প্রভাসক্ষেত্রে তোমরা গমনকর। তিনি সাগর পান করিতে সমর্থ। “সমুদ্র পান করুন” বলিয়া তোমরা তাঁহাকে প্রসাদিত করিবে। তিনি সমুদ্র পান করিলে দৈত্যগণ তোমাদের বধ্য হইবে।১—২৬। ঈশ্বর বলিলেন,—ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিলে দেবগণ প্রভাসক্ষেত্রে আগমন করিয়া মুনিবর অগস্ত্যের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ। রক্ষা করুন রক্ষা করুন; এই ত্রিলোক

কালকেয়ৈঃ প্রবিধ্বস্তং সমুদ্রং সমুপাশ্রিতৈঃ। ২৮। তং শোষয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ হিতার্থং ত্রিদিবৌকসাম্। নান্যঃ শক্তঃ পুমান্ কশ্চিৎ কর্ত্তুমীদৃকক্রিয়াং বিভো। ২৯। ঈশ্বর উবাচ। এবমুক্তঃ সুরগণৈরগস্ত্যো মুনিপুঙ্গবঃ। জগাম ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং সমুদ্রং প্রতি হর্ষিতঃ। ৩০। গীয়মানশ্চ গন্ধর্ব্বৈঃ স্তূয়মানশ্চ কিন্নরৈঃ। শ্লাঘ্যমানশ্চ বিবুধৈর্ব্বাক্যমেতদুবাচ হ। ৩১। এষ ত্রৈলোক্যরক্ষার্থং শোষয়ামি মহার্ণবম্। দ্রক্ষ্যধ্বং কৌতুকং দেবাঃ সমীনমকরৈর্ম্মহৎ। ৩২। এবমুক্ত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠো হ্যগস্ত্যো ভগবান্ মুনিঃ। গণ্ডূষমকরোৎ সর্ব্বং সাগরং সরিতাং পতিম্। ৩৩। পীতে তত্র মহাসিন্ধাবগস্ত্যেন মহাত্মনা। দানবা ভয়সন্ত্রস্তা ইতশ্চেতশ্চ বভ্রমুঃ। ৩৪। বধ্যমানাঃ সুরৈস্তত্র শস্ত্রৈঃ সুনিশিতৈস্তথা। কান্তারমন্যে গচ্ছন্তঃ পলায়নপরায়ণাঃ। ৩৫। হতভূয়েষু দৈত্যেষু বিদার্য্য ধরণীতলম্। পাতালং বিবিশুস্তূর্ণং রুধিরেণ পরিপ্লুতাঃ। ৩৬। অথোচুস্ত্রিদশা হৃষ্টা অগস্ত্যং মুনিসত্তমম্। সিদ্ধং নো বাঞ্ছিতং সর্ব্বং পূর্য্যতাং সাগরঃ পুনঃ। ৩৭। অগস্ত্য উবাচ। জীর্ণং তোয়ং ময়া দেবাস্তথৈবামেধ্যতাং গতম্। উৎপৎস্যতি রঘূণাং হি কুলে নৃপতিসত্তমঃ। ৩৮। ভগীরথেতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ। স জ্ঞাতিকারণাদেব গঙ্গাং তত্রা নিয়্যতি। ৩৯। ব্রহ্মলোকাৎ সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং তয়া পূর্ণো ভবিষ্যতি। এবমুক্তা সুরৈঃ সার্দ্ধং স্বস্থানং চাগমন্মুনিঃ। ৪০। ততঃ স্বমাশ্রমং প্রাপ্তং দেবা বাক্যমথাব্রুবন্। অনেন কর্ম্মণা ব্রহ্মন্ পরিতুষ্টা বয়ং মুনে। ৪১। কিং কুর্ম্মো ব্রূহি তেঽভীষ্টং যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্ল্লভম্। ৪২। অগস্ত্য উবাচ। যাবদ্ ব্রহ্মসহস্রাণি পঞ্চবিংশতিকোটয়ঃ। বৈমানিকো ভবিষ্যামি দক্ষিণাম্বরমূর্দ্ধনি। ৪৩। অত্রাগত্য নরো যস্তু মমাশ্রমপদে শুভে। হাটকেশ্বরসান্নিধ্যে প্রভাসক্ষেত্র উত্তমে। ৪৪। স্নানমাচরতে সম্যক্ স যাতু পরমাং গতিম্। পাতালাদবতীর্ণং তং লিঙ্গরূপং মহেশ্বরম্। ৪৫। ময়া তপঃপ্রভাবেন স্থাপিতং যঃ প্রপূজয়েৎ। দিনে দিনে ভবেত্তস্য গোশতস্য ফলং ধ্রুবম্। ৪৬। লোপামুদ্রাসহায়ং মাং যো মর্ত্ত্যঃ সম্প্রপূজয়েৎ। অর্ঘ্যং দদ্যাদ্বিধানেন কাশপুষ্পৈঃ সমাহিতঃ। ৪৭। প্রাপ্তে শরদি কালে চ স যাতু পরমাং গতিম্। লোপামুদ্রাসহায়ং মাং হাটকেশ্বরসংযুতম্। ৪৮। অয়নে চোত্তরে পূজ্য গোলক্ষফলমাপ্নুয়াৎ। যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে চাত্র অয়নে চোত্তরে দ্বিজঃ। ভূয়াত্তস্য

সংশয়াপন্ন হইয়াছে। কালকেয়গণ সমস্ত বিধ্বস্ত করিতেছে। দেবগণের হিতার্থ আপনি সমুদ্র শোষণ করুন। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে অন্য কাহারও আর সামর্থ্য নাই। ঈশ্বর বলিলেন,—এইরূপ অভিহিত হইয়া অগস্ত্য মুনি দেবগণের সহিত সমুদ্রতটে গমন করিলেন। মুনিবর গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক গীয়মান, কিন্নরগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান ও দেবগণ কর্ত্তৃক শ্লাঘ্যমান হইয়া বলিলেন,—এই আমি ত্রৈলোক্য রক্ষার্থ সাগর শোষণ করিতেছি। হে দেবগণ! তোমরা দর্শন কর; আমি এই সালনাকর সাগর পান করিতেছি। এই বলিয়া মুনিবর সমগ্র সাগরকে গণ্ডূষ করিলেন। তিনি সাগর পান করিলে দৈত্যগণ তখন ভীত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবন করিতে লাগিল এবং সুরগণ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া তাহারা পলায়নপূর্ব্বক কান্তারদেশে যাইতে যাইতে রক্তাক্ত কলেবরে পাতালে প্রবেশ করিল। দেবগণ তখন হৃষ্ট হইয়া মুনিবরকে বলিতে লাগিলেন,—আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে। অধুনা আপনি সাগর পূর্ণ করুন। অগস্ত্য বলিলেন,—হে দেবগণ! আমি সাগরজল হজম করিয়া ফেলিয়াছি, অধুনা সে জল অমেধ্যতা (মলত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছে। রঘুবংশে শস্ত্রধারিপ্রবর ভগীরথ নামে এক নৃপতি জন্মিবেন। তিনি জ্ঞাতি উদ্ধারের নিমিত্ত ব্রহ্মলোক হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করিবেন। সেই গঙ্গা এই সাগরকে পরিপূর্ণ করিবেন। এই বলিয়া মুনি সুরগণের সহিত স্বাশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন।২৭—৪০। তথায় দেবগণ তাঁহাকে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার এই কর্ম্মে আমরা যার পর নাই তুষ্ট হইয়াছি; অধুনা আপনার কোন্ সুদুর্লভ অভীষ্ট পূরণ করিব, তাহা বলুন। অগস্ত্য কহিলেন,—পঞ্চবিংশতি কোটি সহস্র ব্রহ্মের স্থিতিকাল যাবৎ আমি দক্ষিণাশাশিরে বিমানে চড়িয়া বিচরণ করিব। আর আমার এই আশ্রমে আসিয়া যাহারা হাটকেশ্বরসমীপে প্রভাসে স্নানাচরণ করিবে, তাহারা পরম গতি লাভ করিবে। যে জন আমার তপঃপ্রভাবস্থাপিত পাতাল হইতে উদ্ভূত অত্রত্য লিঙ্গরূপী মহেশের পূজা করিবে, তাহাদের গোশত প্রদানের ফল লাভ হইবে। যাহারা শরৎকালে কাশ পুষ্প দ্বারা, লোপামুদ্রার সহিত আমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে, তাহারা পরম গতি লাভ করিবে। আর উত্তরায়ণে লোপামুদ্রার সহিত আমার পূজা করিলে লক্ষ গো দানের ফল পাইবে। যে দ্বিজ

ফলং কৃৎস্নং গয়াশ্রাদ্ধস্য সত্তমাঃ ॥৪৯॥ ঈশ্বর উবাচ। বাঢ়মিত্যেব তে চোক্তা সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। স্বস্থানন্ত গতাঃ সর্ব্বে সংহৃষ্টমনসস্তদা ॥ ৫০ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রাপ্তে শরদি মানবঃ। অগস্ত্যাশ্রমে গত্বা হাটকেশং প্রপূজয়েৎ ॥ ৫১ ॥ অগস্ত্যেশ্বরনামানং কল্পলিঙ্গং সুরপ্রিয়ম্‌। যঃশৃণুয়াদ্ভক্ত্যা ঋষেস্তস্য বিচেষ্টিতম্‌। অহোরাত্রকৃতাৎ পাপাত্তৎক্ষণাদেব মুচ্যতে ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটকেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি পশ্চিমে নারদেশ্বরীম্‌। নারদেশ্বরসান্নিধ্যে সর্ব্বদৌর্ভাগ্যনাশনীম্‌ ॥ ১ ॥ যা নারী পূজয়েদ্দেবীং তৃতীয়ায়াং সমাহিতা। তদন্বয়ে ন দৌর্ভাগ্যযুক্তা নারী ভবিষ্যতি ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদেশ্বরীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪৭

অষ্টচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি দেবীং মন্ত্রবিভূষণাম্‌। ভীমেশ্বরস্য সান্নিধ্যে সোমেনারাধিতাং পুরা ॥ ১ ॥ শ্রাবণে মাসি বিধিনা যা নারী তাং প্রপূজয়েৎ। তৃতীয়ায়াং শুক্লপক্ষে সা দুঃখৈর্মুচ্যতেঽখিলৈঃ ॥২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মন্ত্রবিভূষণাগৌরীমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি বিঘ্নেশং দুর্গকূটকম্‌। ভল্লতীর্থস্য পূর্ব্বেণ যোগিনীচক্রদক্ষিণে ॥ ১ ॥ আরাধিতোঽসৌ ভীমেন সর্ব্বকামপ্রদোঽভবৎ। ফাল্গুনস্য চতুর্থ্যাং তু শুক্লপক্ষে বিধানতঃ ॥ ২ ॥ যস্তং পূজয়তে দেবং গন্ধপুষ্পৈঃ সমোদকৈঃ। নির্ব্বিঘ্নং জায়তে তস্য বর্ষমেকং ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দুর্গকূটগণপতিমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪৯ ॥

এখানে উত্তরায়ণে শ্রাদ্ধ করে, তাহার গয়াশ্রাদ্ধের ফল লাভ হয়। ঈশ্বর বলিলেন,—দেবগণ ঋষিবরের বাক্যে 'তথাস্তু' বলিয়া সহর্ষে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অতএব মানব শরৎকালে অগস্ত্যাশ্রমে গমন করিয়া অগস্ত্যেশ্বরনামা কল্পলিঙ্গ হাটকেশ্বরের পূজা করিবে। যে জন ভক্তিপূর্ব্বক এই অগস্ত্য ঋষিবিচেষ্টিত শ্রবণ করে, সে অহোরাত্র-কৃত পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয় ।৪১—৫২।

ষট্‌চত্বারিংশদধিক ত্রিশততত অধ্যায় সমাপ্ত ।৩৪৬।

সপ্তচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর নর পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের পশ্চিমে নারদেশ্বর সন্নিধানে সর্ব্বদৌর্ভাগ্যনাশিনী নারদেশ্বরী-সমীপে গমন করিবে। যে নারী তৃতীয়াতে সমাহিত হইয়া এই দেবীর পূজা করে, তাহার অন্বয়ে কদাচ দুর্ভগা নারী জন্মে না।১।২

সপ্তচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।৩৪৭।

অষ্টচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর নর মন্ত্রবিভূষণা দেবী সমীপে গমন করিবে। ইনি ভীমেশ্বরসন্নিধানে অবস্থিত এবং সোমকর্ত্তৃক আরাধিতা। যে নারী শ্রাবণ-মাসের শুক্লা তৃতীয়াতে তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক পূজা করে, সে সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ।১—৩।

অষ্টচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।৩৪৮।

ঊনপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর নর দুর্গকূটক বিঘ্নেশসমীপে গমন করিবে। এই-স্থান ভল্লতীর্থের পূর্ব্বে এবং যোগিনীচক্রের দক্ষিণে অবস্থিত। এই সর্ব্বফলপ্রদ দেবতা ভীমকর্ত্তৃক আরাধিত হইয়াছিলেন। যে জন ফাল্গুনমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে বিধিপূর্ব্বক গন্ধ-পুষ্প ও মোদক দ্বারা এই দেবের পূজা করে, এক বৎসর তাহার নির্বিঘ্নে অতীত হয় সংশয় নাই ।১—৩।

ঊনপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।৩৪৯।

পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তস্মাদ্বৈ কৌরবেশ্বরীম্। যস্য নাম্না কুরুক্ষেত্রং তেন সারাধিতা পুরা॥ ১॥ আরাধিতাসৌ ভীমেন কৃত্বা ক্ষেত্রস্য রক্ষণম্। মহানবম্যাং যত্নেন যস্তাং পূজয়তে নরঃ। তং পুত্রমিব কল্যাণী রক্ষতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২॥ ভোজনং তত্র দাতব্যং দম্পতীনাং ন সংশয়ঃ। দিব্যৈর্ভক্ষ্যৈঃ সুমিষ্টান্নৈঃ সা তুষ্যতি ততঃ স্তুতা॥৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কৌরবেশ্বরীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৫০॥

একপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি সুপর্ণেলাং চ ভৈরবীম্। দুর্গকূটাদ্দক্ষিণতো ধনুঃপঞ্চশতান্তরে॥ ১॥ সুপর্ণেন পুরা দেবি পাতালাদমৃতং হৃতম্। গৃহীত্বা তত্র মুক্তং তু নাগানাং পশ্যতাং কিল॥ ২॥ ততো দেব্যা তদা দৃষ্ট্বা রক্ষিতং নাগপার্শ্বতঃ। ততঃ সুপর্ণেলেত্যেবং খ্যাতা সা বসুধাতলে॥ ৩॥ ইলা তু কথ্যতে ভূমিঃ সুপর্ণেন প্রতিষ্ঠিতা। ততঃ সুপর্ণেলেত্যেবং নাম্না পাতকনাশিনী॥ ৪॥ সুপর্ণকুণ্ডে তত্রৈব স্নাত্বা তাং পূজয়েন্নরঃ। বিপ্রেভ্যো ভোজনং দদ্যান্নাপদ্ভির্ম্রিয়তে নরঃ। জীববৎসা ভবেন্নারী আত্মজৈশ্চাপ্যলঙ্কৃতা॥ ৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সুপর্ণেলামাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৫১॥

দ্বিপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি ভল্লতীর্থমনুত্তমম্। তস্যাশ্চ পশ্চিমে ভাগে যত্র বিষ্ণুশ্চতুর্ভুজঃ॥ ১॥ যত্র ত্যক্তং শরীরং তু বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। তস্মিন্মিত্রবনে রম্যে যোজনার্দ্ধবিস্তৃতে॥ ২॥ যুগেযুগে মহাদেবি কল্পমন্বন্তরাদিষু। তত্রৈব সংস্থিতির্বিষ্ণোর্নান্যত্র চ রতির্ভবেৎ॥ ৩॥ ক্ষেত্রাণামাদিক্ষেত্রং তু বৈষ্ণবং তদ্বিদুর্বুধাঃ। তিস্রঃ

পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর কৌরবেশ্বরীসমীপে গমন করিতে হয়। কুরুর নামেই কুরুক্ষেত্র প্রসিদ্ধ। ইনি পূর্ব্বে এই দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। ভীম ক্ষেত্র রক্ষা করিয়া এই দেবীর আরাধনা করেন। যে নর মহানবমীতে যত্নপূর্ব্বক এই দেবীর পূজা করে, তাহাকে তিনি পুত্রের ন্যায় রক্ষা করেন সংশয় নাই। এই তীর্থক্ষেত্রে মিষ্টান্নাদি দিব্য ভোজন দ্বারা দম্পতি ভোজন করাইলে এবং স্তব করিলে দেবী প্রীত হন। ১—৩।

পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫০।

একপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর নর সুপর্ণেলা ভৈরবীসমীপে গমন করিবে। এইস্থান দুর্গকূটের দক্ষিণে পঞ্চাশৎ ধনু অন্তরে অবস্থিত। সুপর্ণ পূর্ব্বে পাতাল হইতে অমৃতহরণ করেন। তিনি অমৃত হরণ করিয়া নাগগণ সমক্ষে রক্ষা করেন। তখন দেবী তাঁহাকে নাগপার্শ্বে উহা রক্ষা করিতে দেখেন; এইজন্য দেবী সুপর্ণেলা নামে বসুধাতলে খ্যাত হইয়াছেন। ইলা বলে ভূমিকে; আর এই ইলা সুপর্ণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, এজন্য এই দেবী সুপর্ণেলা নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন; ইনি পাতকনাশিনী। নর সুপর্ণকুণ্ডে স্নান করিয়া ঐ দেবীর পূজা করিবে এবং বিপ্রগণকে ভোজন দান করিবে। এরূপ করিলে মানব আপৎপ্রাপ্ত হইয়া মরে না। নারী পূজা করিলে পুত্রবতী হয়। ১—৫।

একপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫১

দ্বিপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর নর ভল্লতীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ সুপর্ণেলার পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে চতুর্ভুজ বিষ্ণু বিরাজিত। পূর্ব্বে তিনি এইস্থানে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই তীর্থক্ষেত্রস্থ ক্রোশপরিমিত রম্য মিত্রবনে ভগবান্ বিষ্ণু যুগে যুগে কল্প মন্বন্তরাদিতে অবস্থিতি করেন; তাঁহার আর অন্যত্র কুত্রাপি রতি হয় না। পণ্ডিতবরগণ বলেন,—এই

কোট্যোঽর্দ্ধকোটিশ্চ তীর্থানাং প্রবরাণি চ। ৪। দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে চ তানি তত্রৈব ভামিনি। তত্র মূর্ত্তিমতী গঙ্গা স্বয়মেব ব্যবস্থিতা। ৫। বিষ্ণোঃ সংপ্লবনার্থায় প্রাণিনাং চ হিতায় বৈ। গঙ্গা গয়া কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং পুষ্করাণি চ। ৬। পুরীং দ্বারবতীং ত্যক্ত্বা অত্রৈব বসতে হরিঃ। তস্যৌর্দ্ধদৈহিকং দেবি প্রকরোমি যুগেযুগে। ৭। নভস্যে দ্বাদশীযোগে তত্র গত্বা স্বয়ং প্রিয়ে। করোমি তদ্বিধানেন তত্র ব্রাহ্মণপুঙ্গবৈঃ। ৮। তত্র দত্ত্বা তু দানানি বিধিবদ্বেদপারগে। তত্রৈব দ্বাদশীযোগে স্নাত্বা চৈব বিধানতঃ। ৯। সন্তর্প্য চ পিতৄন্ ভক্ত্যা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ। তত্র বিষ্ণুং তু সম্পূজ্য কৃত্বা জাগরণং নিশি। ১০। দীপাদিদানং কৃত্বা তু কৃতকৃত্যোঽভিজায়তে। ১১। অথ তস্য প্রবক্ষ্যামি পুরাবৃত্তমহং প্রিয়ে। সংহৃত্য দানবান্ সর্ব্বান্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্। ১২। দুর্ব্বাসসানুলিপ্তেন পায়সেন পদস্তলে। বজ্রাঙ্গভূতদেহস্ত সর্ব্বব্যাপী জনার্দ্দনঃ। ১৩। গত্বা তীরং সমুদ্রস্য সমাধিস্থো বভূব হ। সর্ব্বস্রোতাংসি সংযম্য নিবেশ্যাত্মানমাত্মনি। ১৪। এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো বাণহস্তো জরাভিধঃ। দাশপুত্রোঽতিকৃষ্ণাঙ্গো মৎস্যঘাতী চ পাপকৃৎ। ১৫। তেন দৃষ্টস্ততো দূরান্মিষাদাত্মসমুদ্ভবঃ। বিষ্ণোঃ পদং মৃগং মত্বা শরং তস্য মুমোচ হ। ১৬। ততোঽসৌ পশ্চাত্তে যাবদগত্বা তস্য চ সন্নিধৌ। চতুর্ব্বাহুং মহাকায়ং শঙ্খচক্রগদাধরম্। ১৭। পুরুষং নীলমেঘাভং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্। তং দৃষ্ট্বা ভয়ভীতস্তু বেপমানঃ কৃতাঞ্জলিঃ। অব্রবীন্ন ময়া জ্ঞাতস্ত্বং বিভো দিব্যরূপধৃক্। ১৮। অজ্ঞানাত্ত্বং ময়া বিদ্ধস্ত্বৎপদাগ্রে সুরোত্তম। ক্ষন্তুমর্হসি মে নাথ ন ত্বং ক্রোদ্ধুমিহার্হসি। ১৯। বিষ্ণুরুবাচ। শাপস্যান্তোঽদ্য মে ভদ্র শরপাতাৎ কৃতস্ত্বয়া। তস্মাত্ত্বং মৎপ্রসাদেন স্বর্গং গচ্ছ মহাদ্যুতে। ২০। যে চান্যে মামিহাগত্য দ্রক্ষ্যন্তি হি নরোত্তমাঃ। তে যাস্যন্তি পরং স্থানং যত্রাহং নিত্যসংস্থিতঃ। ২১। ভল্লেনাহং যতো বিদ্ধস্ত্বয়া পাদতলে শুভে। ভল্লতীর্থমিতি খ্যাতং ততো হ্যেতদ্ভবিষ্যতি। ২২। হরিক্ষেত্রমিতি প্রোক্তং পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে। ২৩। ঈশ্বর উবাচ। ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে বিষ্ণুর্লুব্ধকোঽপি দিবং গতঃ। যেঽত্র স্নানং করিষ্যন্তি ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ। বিষ্ণুলোকং গমিষ্যন্তি প্রীত্যা তে মৎপ্রসাদতঃ। ২৪। যেঽত্র

ক্ষেত্র আদি বৈষ্ণবক্ষেত্র। সার্দ্ধত্রিকোটি উত্তম তীর্থ—যাহা স্বর্গে মর্ত্ত্যে অন্তরিক্ষে বিরাজিত, তৎসমস্ত তীর্থই এই তীর্থে আছে। ভগবান্ বিষ্ণুর অবগাহনের জন্য এবং প্রাণিগণের হিতের নিমিত্ত এখানে গঙ্গা মূর্ত্তিমতী হইয়া স্বয়ং অবস্থান করেন। গয়া, গঙ্গা, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষ, পুষ্কর এবং দ্বারবতী পুরী পরিত্যাগ করিয়া হরি এইখানেই বাস করেন হে দেবি! যুগে যুগে আমি ঐ স্থানে গমন করিয়া ভাদ্রমাসের দ্বাদশীতে ব্রাহ্মণগণের সাহত বিধিবৎ দানাদি সম্পন্ন করিয়া তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধা করি। দ্বাদশীতে ঐ তীর্থে স্নানান্তে পিতৃগণের তর্পণ করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। তথায় বিষ্ণুপূজান্তে জাগরণ ও দীপাদি দান করিলে মানব কৃতকৃত্য হয়। হে দেবি! আমি এই তীর্থের এক পুরাবৃত্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর,—ভগবান বাসুদেব যাদবগণকে সংহার করিয়া দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক পায়স দ্বারা অনুলিপ্তপদ হইয়া বজ্রাঙ্গভূতদেহে শরীরদ্বারা সকল সংযত করত আত্মায় আত্মনিবেশপূর্ব্বক সমুদ্রতীরে গিয়া সমাধিস্থ হন। এমন সময় জরা নামক এক মৎস্যঘাতী দাশপুত্র বাণহস্তে ঐ স্থানে উপস্থিত হয়। তথায় সে দূর হইতে বিষ্ণুপদ অবলোকনপূর্ব্বক মৃগভ্রমে তদুদ্দেশে বাণক্ষেপণ করে। বাণ মোচন করিয়া সে নিকটে গিয়া দেখিল যে, তাহা মৃগ নয়,—চতুর্ব্বাহু নীলমেঘাভ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণ শঙ্খচক্র-গদাধর মহাকায় পুরুষ। তদ্দর্শনে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল,-হে বিভো! আমি আপনাকে দিব্যরূপধর পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারি নাই; অজ্ঞানবশতঃ আপনার পাদাগ্রে শর বিদ্ধ করিয়াছি, ক্ষমা করুন; আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না।১—১৯। বিষ্ণু বলিলেন,—হে ভদ্র! তোমার শরাঘাতে অদ্য আমার শাপমুক্তি হইল। অতএব তুমি আমার প্রসাদে স্বর্গ গমন কর। যাহারা এখানে আসিয়া আমাকে দর্শন করিবে, তাহারা পরম স্থান মদীয়লোকে গমন করিবে। তুমি এইস্থানে ভল্লদ্বারা আমার পদ বিদ্ধ করিলে এজন্য এইস্থান ভল্লতীর্থ নামে খ্যাত হইবে। পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব অন্তরে এইস্থান হরিক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ঈশ্বর বলিলেন,—এই বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। লুব্ধকও স্বর্গে গমন করিল। যাহারা এই তীর্থে স্নান করে, তাহারা আমার প্রসাদে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়।

শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তি পিতৃভক্তিপরায়ণাঃ। তৃপ্তিং তেষাং গমিষ্যন্তি পিতরশ্চৈব তর্পিতাঃ ॥২৫॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রাপ্য তৎ ক্ষেত্রমুত্তমম্। দৃষ্টো দেব-শ্চতুর্ব্বাহুঃ স্নাত্বা তীর্থে তু তল্লকে ॥ ২৬ ॥ মদ্ভক্তি-বলদর্পিতা মৎপ্রিয়ং ন নমন্তি যে। বাসুদেবং ন তে জ্ঞেয়া মদ্ভক্তাঃ পাপিনো হি তে ॥ ২৭ ॥ মদ্ভক্তোঽপি হি যো ভূত্বা ভুঙ্ক্তে একাদশীদিনে। মল্লিঙ্গস্যার্চ্চনং কার্য্যং ন তেন পাপবুদ্ধিনা ॥ ২৮ ॥ যা তিথির্দয়িতা বিষ্ণোঃ সা তিথির্ম্মম বল্লভা। ন তাং চোপোষয়েদ্-যস্তু স পাপিষ্ঠতরাধিকঃ ॥ ২৯ ॥ তদ্বৎ স দ্বাদশী-যোগে ভল্লতীর্থস্য সন্নিধৌ। যস্তু মাং পূজয়েদ্ভক্ত্যা নারী বাপি নরোঽপি বা। তস্য জন্মসহস্রাণি গৃহভঙ্গো ন জায়তে ॥ ৩০ ॥ ইত্যেতৎকথিতং দেবি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। ভল্লতীর্থস্য বিষ্ণোস্তু সর্ব্ব-পাতকনাশনম্ ॥ ৩১ ॥ তত্র বিষ্ণোস্তু সান্নিধ্যে বায়ব্যে কুণ্ডমুত্তমম্। ভল্লতীর্থং তু বিখ্যাতং যত্র ভল্লহতো হরিঃ ॥ ৩২ ॥ তত্র দেয়ানি বাসাংসি পদং গাবো বিধানতঃ। দেয়ানি বিপ্রমুখ্যেভ্যঃ সম্যগ্-যাত্রাফলেপ্সুভিঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভল্লতীর্থমহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি কর্দ্দমাল-মনুত্তমম্। তীর্থং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং সর্ব্বপাতক-নাশনম্ ॥ ১ ॥ তস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে। চন্দ্রার্কতপনে নষ্টে জ্যোতিষি প্রলয়ং গতে ॥ ২ ॥ রসাতলগতামুর্ব্বীং দৃষ্ট্বা দেবো জনার্দ্দনঃ। বারাহং রূপমাস্থায় দংষ্ট্রা-গ্রেণ বরাননে। উৎক্ষিপ্য ধরণীং মূর্দ্ধ্না স্বস্থানে সন্ন্যবেশয়ৎ ॥ ৩ ॥ উদ্ধৃত্য ভগবান্ বিষ্ণুর্বাক্যমে-তদুবাচ হ ॥ ৪ ॥ অত্র স্থানে স্থিতেনৈব ময়া ত্বং দেবি চোদ্ধৃতা। মমাত্র নিয়তং বাসঃ সদৈবায়ং ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥ যে পিতৄংস্তর্পয়িষ্যন্তি কর্দ্দমালে বরাননে। আকল্পং তর্পিতাস্তেন ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥ তত্র শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তি শাকৈর্মূলফলেন বা। ভবিষ্যতি কৃতং শ্রাদ্ধং সর্ব্বতীর্থেষু বৈ শুভে ৭ ॥ অত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা যো মাং পশ্যতি মানবঃ। অপি কীটপতঙ্গা যে নিধনং যান্তি মানবাঃ। তে মৃতাস্ত্রিদিবং যান্তি সুকৃতেন যথা দ্বিজাঃ ॥ ৮ ॥ ততো দ্বীপেষু জায়ন্তে ধনাঢ্যাশ্চোত্তমে কুলে। দংষ্ট্রাভেদেন যত্তোয়ং নির্গতং তে শরীরতঃ

এখানে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোক তর্পিত হন। অতএব সকলে এই তীর্থে আগমন করিয়া স্নান ও চতুর্ব্বাহু দেবকে দর্শন করিবে। মদ্ভক্তিবল-দর্পিত যে সকল ব্যক্তি এ তীর্থে আসিয়া আমার প্রিয় বাসুদেবকে নমস্কার না করিবে, তাহারা আমার ভক্ত নহে—পাপী। আমার ভক্ত হইয়া যে একাদশীতে ভোজন করে, সেই পাপবুদ্ধি যেন আমার লিঙ্গ পূজা না করে। কারণ—যে তিথি বিষ্ণুপ্রিয়া, তাহা নিশ্চতই মদ্বল্লভা; তাহাতে যে উপবাস না করে, সে পাপিষ্ঠতরাধিক। অতএব দ্বাদশীতে নর বা নারী যে কেহ ভল্লতীর্থে আমার পূজা করিলে তাহাদের সহস্র জন্মের মধ্যে গৃহভঙ্গ হয় না। হে দেবি! এই আমি তোমাকে ভল্ল-তীর্থ ও বিষ্ণুমাহাত্ম্য বলিলাম। এই ক্ষেত্রের বায়ুকোণে বিষ্ণুসান্নিধানে উত্তম কুণ্ড বিখ্যাত ভল্ল-তীর্থ বিরাজিত। এইস্থানে ভল্লহত হরি বিদ্যমান। সম্যক্ যাত্রাফলেপ্সু ব্যক্তি এইস্থানে বিপ্রমুখ্যগণকে যথাবিধি বাস, ভবন, ও গো দান করিবে।২০—৩৩।

দ্বিপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫২।

ত্রিপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর নর ত্রিলোকবিখ্যাত সর্ব্বপাতকনাশন কর্দ্দমাল তীর্থে গমন করিবে। এক সময় জগৎ ঘোর একার্ণবীকৃত হইলে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থ, চন্দ্র, সূর্য্য ও অপরাপর জ্যোতিষ্কমণ্ডল সমস্তই বিনষ্ট হয়। পৃথিবী রসাতলে গমন করেন। ইহা দেখিয়া ভগবান্ জনার্দ্দন বরাহশরীর ধারণ করিয়া মস্তক দ্বারা ধরণীকে উৎক্ষেপণপূর্ব্বক স্বস্থানে সন্নিবেশিত করেন; এবং বলেন,—হে দেবি! যেহেতু আমি এইস্থানে আপনাকে উদ্ধার করিলাম, অতএব এখানে আমি নিয়ত বাস করিব। যাহারা এখানে পিতৃলোককে তর্পিত করিবে, তাহাদের এই তর্পণের ফলে পিতৃগণের আকল্পকাল তৃপ্তি হইবে সংশয় নাই। শাক, মূল, ফলাদি দ্বারা এখানে শ্রাদ্ধ করিলে তাহা সর্ব্বতীর্থশ্রাদ্ধের ফলদায়ক হয়। এখানে স্নান করিয়া আমাকে দর্শন করিলে এবং কীট-পতঙ্গও এখানে নিধন প্রাপ্ত হইলে তাহাদের স্বর্গে গতি হয় এবং স্বর্গান্তে ধনাঢ্য ও উত্তমকুলে জন্ম হইয়া থাকে। হে পৃথ্বি! দংষ্ট্রাভেদ হেতু যে তোয়

৯। তত্র স্নাত্বা নরো দেবি তির্য্যগ্‌যোনৌ ন জায়তে। ১০। ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি যথাবৃত্ত-মাশ্চর্য্যং তত্র বৈ পুরা। মৃগযূথং সুসন্ত্রস্তঃ লুব্ধকৈঃ পরিপীড়িতম্। প্রবিষ্টং কর্দ্দমালে তু সদ্যো মানুষতাং গতম্। ১১। অথ তে লুব্ধকা দৃষ্ট্বা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ। অপৃচ্ছন্ত চ সন্ত্রস্তাস্তান্মর্ত্ত্যান্ বর বর্ণিনি। ১২। মৃগযূথমনুপ্রাপ্তং কেন মার্গেণ নির্গতম্। অথোচুস্তে বয়ং প্রাপ্তা মানুষং মৃগরূপিণ। ১৩। এতত্তীর্থপ্রভাবোহয়ং ন বিদ্মো হ্যাত্মকারণম্। ততস্তে লুব্ধকাস্ত্যক্ত্বা ধনূংষি স শরাণি চ। তত্র স্নাত্বা মহাভাগে মুক্তাশ্চ সর্ব্বপাতকৈঃ। ১৪। পার্ব্বত্যুবাচ। ভগবন্ বিস্তরং ব্রূহি কর্দ্দমালমহোদয়ম্। উৎপত্তিং চ বিধানং চ ক্ষেত্রসীমাদিকং ক্রমাৎ। ১৫। ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি রহস্যং তু কর্দ্দমালসমুদ্ভবম্। গূঢ়ং ব্রহ্মর্ষিসর্ব্বস্বং ন দেয়ং কস্যচিত্ত্বয়া। ১৬। পূর্ব্বমেকার্ণবে ঘোরে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে। চন্দ্রার্কপবনে নষ্টে জ্যোতিষি প্রলয়ঙ্গতে। ১৭। একার্ণবং জগদিদং ব্রহ্মাপশ্যদশেষতঃ। তস্মিন্ বসুমতী মগ্না পাতালতলমাগতা। ১৮। ততো যজ্ঞবরাহোহসৌ কৃত্বা যজ্ঞময়ংবপুঃ। উদ্দধার মহীং কৃৎস্নাং দংষ্ট্রাগ্রেণ বরাননে। ১৯। বেদপাদো যূপদংষ্ট্রঃ ক্রতুদন্তঃ স্রুচামুখঃ। অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ। ২০। অহোরাত্রেক্ষণপরো বেদাঙ্গশ্রুতিভূষণঃ। আজ্যনাসঃ স্রুবাতুণ্ডঃ সামঘোষস্বনো মহান্। ২১। প্রাগ্বংশকায়ো দ্যুতিমান্ মাত্রাদীক্ষাভিরাবৃতঃ। দক্ষিণাহৃদয়ো যোগী মহাসত্ত্বময়ো মহান্। ২২। উপাকর্ম্মোষ্ঠরুচকঃ প্রবর্গ্যাবর্ত্তভূষণঃ। নানাচ্ছন্দোগতিপথো ব্রহ্মোক্তক্রমবিক্রমঃ। ২৩। ভূত্বা যজ্ঞবরাহোহসাবুদ্দধার মহীং ততঃ। তস্যোদ্ধৃতবতঃ পৃথ্বীং দংষ্ট্রাগ্রং নির্গতং বহিঃ। ২৪। তস্মিন্ প্রাভাসিকে ক্ষেত্রে কর্দ্দমেন বিলেপিতম্। তদ্দংষ্ট্রাগ্রং যতো দেবি কর্দ্দমালং ততঃ স্মৃতম্। ২৫। দংষ্ট্রোদ্ভেদং মহাকুণ্ডং যত্র দংষ্ট্রা সুসংস্থিতা। তদ্দংষ্ট্রয়োদ্ধৃতং তোয়ং কোটিগঙ্গাভিষেকবৎ। ২৬। তত্র গব্যূতিমাত্রন্তু বিষ্ণুক্ষেত্রং সনাতনম্। দেশান্তরং গতা যে চ দংষ্ট্রোদ্ভেদে ম্রিয়ন্তি বৈ। যাবৎ কল্পসহস্রাণি বিষ্ণুলোকং ব্রজন্তি তে। ২৭। যস্তু পশ্যেন্মহাদেবি কর্দ্দমালে তু শূকরম্। কোটিহিংসাযুতো বাপি স প্রাপ্স্যতি পরাং গতিম্। ২৮। দশজন্মকৃতং পাপং নশ্যে-

তোমার শরীর হইতে নির্গত হইয়াছিল, সেই অত্রত্য তোয়ে স্নান করিলে তির্য্যক্‌যোনিতে জন্ম হয় না। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! পূর্ব্বে ঐ স্থানে যে আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর,—এক মৃগযূথ লুব্ধক কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া উক্ত ক্ষেত্রে কর্দ্দমালে প্রবেশ করে। প্রবিষ্ট মাত্রে তাহারা মানুষ হইয়া যায়। লুব্ধকগণ তখন তাহাদিগকে দেখিয়া হর্ষে জিজ্ঞাসা করে,—মহাশয়গণ! এই স্থানে একদল মৃগ প্রবেশ করিয়াছিল: তাহারা কোন দিকে গেল? তাহারা বলিল,—আমরাই এই স্থানে ঢুকিয়া তীর্থপ্রভাবে মানুষ হইয়া গেলাম। এই কথা শুনিয়া লুব্ধকগণ সশর শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐ স্থানে স্নান করিল এবং স্নান করিবামাত্র তাহারাও সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হইল। পার্ব্বতী বলিলেন,—হে ভগবন! কর্দ্দমালতীর্থের প্রভাব, উৎপত্তি, বিধান, ও ক্ষেত্রসীমা যথাক্রমে বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! ব্রহ্মর্ষিসর্ব্বস্ব কর্দ্দমালতীর্থের গূঢ় রহস্য শ্রবণ কর। পূর্ব্বে একার্ণব হইলে স্থাবর জঙ্গম, চন্দ্রার্কপবন, ও জ্যোতিষ্কমণ্ডল সমস্ত নষ্ট হয়। ব্রহ্মা এই একার্ণব জগৎ অবলোকন করেন। তিনি বিশেষরূপে দেখিলেন যে, পৃথিবী মগ্ন হইয়া পাতালে গমন করিয়াছে। তখন যজ্ঞবরাহ যজ্ঞময়মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধার করিলেন। এই সময় তিনি বেদপাদ, যূপদংষ্ট্র, ক্রতুদন্ত, স্রুচামুখ, অগ্নিজিহ্ব, দর্ভরোমা, ব্রহ্মশীর্ষ, মহাতপা, অহোরাত্রেক্ষণপর, বেদাঙ্গশ্রুতিভূষণ, আজ্যনাস, স্রুবতুণ্ড, মহাসামঘোষস্বনযুত, প্রাগ্‌বংশকায়, দ্যুতিমান, মাত্রাদীক্ষাবৃত, দক্ষিণাহৃদয়, যোগী, মহাসত্ত্বময়, উপাকর্ম্মোষ্ঠরুচক, প্রবর্গ্যাবর্ত্তভূষণ, নানাচ্ছন্দোগতিপথ ও ব্রহ্মোক্তক্রমবিক্রম হইয়াছিলেন। পৃথিবী-উদ্ধার কালে তাঁহার দংষ্ট্রাগ্র নির্গত হইয়া তাহা প্রভাসক্ষেত্রে কর্দ্দমাক্ত হয়। এই জন্যই তত্রত্য ক্ষেত্রের নাম কর্দ্দমাল হইয়াছে। ১—২৫। প্রভাসের যেখানে তাঁহার দংষ্ট্রা নির্গত হইয়াছিল, ঐ স্থানে এক মহাকুণ্ড হয়, তাহার নাম দংষ্ট্রোদ্ভেদ। তিনি দংষ্ট্রা দ্বারা দ্বারা কোটি গঙ্গা প্রবাহবৎ জল নিঃসারণ করেন, ঐ ক্রোশযুগপরিমিত স্থানকে বিষ্ণুক্ষেত্র কহে। দেশান্তরগত ব্যক্তি যদি ঐ স্থানে মরে, তবে সহস্র কল্প যাবৎ সে বিষ্ণুলোকে বাস করে। হে দেবি! যে ব্যক্তি কর্দ্দমালে শূকররূপী ভগবান্‌কে দর্শন করে, সে

তদ্দর্শনাৎ প্রিয়ে। জন্মান্তরসহস্রেষু যৎকৃতং পাপসঞ্চয়ম্ ॥ ২৯ ॥ কর্দ্দমালে তু বারাহং দৃষ্ট্বা তন্নাশমেষ্যতি। হেমকোটিসহস্রাণি গবাং কোটিশতানি চ ॥ ৩০ ॥ দত্বা যল্লভতে পুণ্যং সকৃদ্বারাহদর্শনাৎ। কলৌ যুগে মহারৌদ্রে প্রাণিনাঞ্চ ভয়াবহে। নাম্যত্র জায়তে মুক্তির্মুক্ত্বা ক্ষেত্রং তু শৌকরম্ ॥ ৩১ ॥ এতৎ সারতরং দেবি প্রোক্তমুদ্দেশতস্তব। কর্দ্দমালস্য মাহাত্ম্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কর্দ্দমালমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি দেবং গুপ্তেশ্বরং প্রিয়ে। তত্র পশ্চিমবায়ব্যে যত্র সোমোঽকরোত্তপঃ ॥ ১ ॥ গুপ্তো ভূত্বা কুষ্ঠরোগাল্লজ্জয়াধোমুখঃ স্থিতঃ। দিব্যং বর্ষসহস্রং তু প্রভাসক্ষেত্র উত্তমে ॥ ২ ॥ ততঃ প্রত্যক্ষতাং যাতঃ সর্ব্বদেবপতিঃ শিবঃ। তুষ্টো বভূব চন্দ্রস্য ক্ষয়নাশং তথাকরোৎ ॥ ৩ ॥ ক্ষয়রোগবিনির্ম্মুক্তস্ততোঽভূন্মৃগলাঞ্ছনঃ। প্রতিষ্ঠাপ্য মহালিঙ্গং সুরাসুরনমস্কৃতম্ ॥ ৪ ॥ গুপ্তস্তেপে তপো যস্মাত্তস্মাদ্গুপ্তেশ্বরঃ স্মৃতঃ। সর্ব্বকুষ্ঠহরো দেবো দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি ॥ ৫ ॥ সোমবারে বিশেষেণ যস্তল্লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ। তস্যান্বয়েঽপি দেবেশি কুষ্ঠী কশ্চিন্ন জায়তে ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গুপ্তেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি দেবং বহুসুবর্ণকম্। হিরণ্যাপূর্ব্বদিগ্ভাগে স্থানে বহুসুবর্ণকে ॥ ১ ॥ ধর্ম্মপুত্রেণ যত্রৈব কৃতো যজ্ঞঃ সুদুষ্করঃ। নাম্না বহুসুবর্ণেতি স্থাপ্য লিঙ্গং মহাপ্রভম্ ॥ ২ ॥ সর্ব্বক্রতুনাং ফলদং নাম্না সর্ব্বেশ্বরং বিদুঃ। তত্রৈব সংস্থিতং লিঙ্গং পূর্ণং সারস্বতৈর্জ্জলৈঃ ॥ ৩ ॥ স্নাত্বা তত্র বরারোহে পিণ্ডদানং দদাতি যঃ। কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৪ ॥ যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা গন্ধপুষ্পৈর্বিধানতঃ। কোটিপূজাফলং তস্য তথেত্যাহ সদাশিবঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বহুসুবর্ণেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫৫ ॥

কোটি হিংসাযুক্ত হইলেও পরম গতি প্রাপ্ত হয়। অপিচ দেবদর্শনে তাহার দশজন্মকৃত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। সহস্র জন্মান্তরে যে পাপ কৃত হয়, কর্দ্দমালে দেব বরাহকে দর্শনে তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। সহস্র কোটি হেম ও শত কোটি গো দানে যে পুণ্য, একবার মাত্র বরাহ দেবকে দর্শন করিলে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বরাহতীর্থ ব্যতীত কলিকালে নরগণের অন্য আর মুক্তিপ্রদ স্থান নাই। হে দেবি! এই আমি কর্দ্দমালের সর্ব্বপাতকনাশন মাহাত্ম্য তোমাকে বলিলাম।২৬—৩২।

ত্রিপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫৩।

চতুঃপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর নর দেব গুপ্তেশ্বরে গমন করিবে। সোম কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া লজ্জায় অধোমুখে এই স্থানের পশ্চিমে বায়ু কোণে দিব্য সহস্র বৎসর গোপনে তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই তপস্যায় শিব সাক্ষাদ্ভূত হইয়া তাঁহার ক্ষয়নাশ করেন। তিনি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ স্থানে গুপ্তভাবে তপস্যা করেন। এ জন্য লিঙ্গের নাম হয়—গুপ্তেশ্বর। দর্শন-স্পর্শনে এই লিঙ্গ সর্ব্বকুষ্ঠহর হন। যে সোমবারে এ লিঙ্গের পূজা করে, তাহার বংশে কেহ কুষ্ঠী হয় না।১—৬।

চতুঃপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।৩৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন—হে দেবি! অনন্তর নর দেব বহু-সুবর্ণক সমীপে গমন করিবে। এই দেবস্থান হিরণ্যার পূর্ব্বে সুবর্ণময় স্থানে বিদ্যমান। ধর্ম্মপুত্র এই স্থানে যজ্ঞফলদ বহুসুবর্ণাখ্য লিঙ্গ স্থাপন করিয়া সুদুষ্কর যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই স্থানে ক্রতুফলদ সারস্বত জলপূর্ণ সর্ব্বেশ্বর নামক আর এক লিঙ্গ আছেন। এই তীর্থে স্নানান্তে পিণ্ডদান করিলে কোটি কুল উদ্ধার করিয়া রুদ্রলোকে পূজিত হওয়া

ষট্‌পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি শৃঙ্গেশ্বরমনুত্তমম্। শুকস্থানস্য সান্নিধ্যে সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ স্নাত্বা তত্রৈব বিধিবচ্ছৃঙ্গেশং পূজয়েন্নরঃ। মুক্তঃ স্যাৎপাতকৈঃ সর্ব্বৈর্ঋষ্যশৃঙ্গো যথা পুরা ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শৃঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্মাদীশানদিগ্‌ভাগে তৎকোটিনগরং স্মৃতম্। তস্য দক্ষিণদিগ্‌ভাগে স্থিতং যোজনমাত্রকম্। কোটীশ্বরং মহালিঙ্গং কোটিযজ্ঞফলপ্রদম্ ॥ ১ ॥ স্নাত্বা তত্র বিধানেন যস্তল্লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ। স মুক্তঃ পাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ কোটিযজ্ঞফলং লভেৎ ॥২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কোটীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তীর্থং নারায়ণাভিধম্। তস্যৈবেশানদিগ্‌ভাগে বাপী শাণ্ডিল্যকীর্ত্তিতা ॥ ১॥ স্নাত্বা তত্রৈব বিধিবচ্ছাণ্ডিল্যং যঃ প্রপূজয়েৎ। ঋষিপঞ্চম্যাং বিধিনা নারী চৈব পতিব্রতা। স্পৃষ্টাস্পৃষ্টা বিমুচ্যেত রজোদোষভয়াদ্ ধ্রুবম্ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারায়ণতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫৮ ॥

একোনষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেব স্থানং শৃঙ্গসরোঽভিধম্ ॥ ১ ॥ শৃঙ্গারেশ্বরনামা চ তত্র দেবঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। শৃঙ্গারং বিধিবচ্চক্রে যত্র গোপীযুতো হরিঃ ॥ ২ ॥ শৃঙ্গারেশ্বরনামা চ তেন পাপৌঘনাশনঃ। পূজয়েদ্‌যো বিধানেন তত্র স্থানে স্থিতং ভবম্। দারিদ্র্যদুঃখসংযুক্তো ন স ভূয়াস্তবে ক্বচিৎ।

ইতি শ্রীস্কান্দে শৃঙ্গারেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫৯ ॥

যায়। ভক্তিপূর্ব্বক গন্ধ-পুষ্প দিয়া এই লিঙ্গের পূজা করিলে কোটি পূজাফল হয়, সদাশিব বলেন ।১—৭।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।৩৫৫।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

হে দেবি! অনন্তর শুকস্থানসন্নিধানে সর্ব্বপাতকনাশন শৃঙ্গেশ্বরসমীপে গমন করিবে। এখানে বিধিবৎ স্নান করিয়া দেবপূজা করিলে নর ঋষ্যশৃঙ্গের ন্যায় সর্ব্বপাতকমুক্ত হয় ।১।২।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।৩৫৬।

সপ্তপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন —হে দেবি! পূর্ব্বোক্ত স্থানের ঈশানে কোটিনগর নামে এক নগর আছে। তাহার দক্ষিণে যোজনমধ্যে কোটি যজ্ঞফলদ কোটীশ্বর লিঙ্গ বিরাজিত। এখানে স্নানান্তে লিঙ্গপূজা করিলে নর নিষ্পাপ হইয়া কোটি যজ্ঞফল লাভ করে ।১।২।

সপ্তপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।৩৫৭

অষ্টপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর নর নারায়ণতীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থের ঈশানে শাণ্ডিল্য-কথিতা বাপী আছে। যে নর বা নারী এখানে ঋষিপঞ্চমীদিনে স্নানান্তে শাণ্ডিল্যের পূজা করে, তাহারা নিশ্চয়ই প্রতি স্পর্শে রজোদোষভয় হইতে মুক্ত হয় ।১—২

অষ্টপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।৩৫৮।

ঊনষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর নর শৃঙ্গসরে গমন করিবে। এইখানে শৃঙ্গারেশ্বর নামক দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন। শ্রীহরি গোপীযুক্ত হইয়া এই স্থানে যথাবিধি শৃঙ্গার করিয়াছিলেন; এই জন্যই তত্রত্য লিঙ্গের নাম শৃঙ্গারেশ্বর। যে অত্রত্য ভবকে পূজা করে, সে কখন দারিদ্র্যযুক্ত হইয়া জন্মে না ।১—৩।

ঊনষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।৩৫৯।

ষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি হিরণ্যাতটসংস্থিতম্। ঘটিকাস্থানমিতি চ যত্র সিদ্ধঃ পুরা ঋষিঃ ॥ ১ ॥ নাড্যেকয়া মৃকণ্ডস্তু ধ্যানযোগাদ্বরাননে। তত্রৈব স্থাপিতং লিঙ্গং মার্কণ্ডেশ্বরনামতঃ। সর্ব্বপাপোপশমনং দর্শনাৎ পূজনাদপি ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মার্কণ্ডেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬০ ॥

একষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি মণ্ডূকেশ্বরমিত্যপি। মাণ্ডূক্যায়ননাম্না বৈ লিঙ্গং তত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥ তত্র কোটিহ্রদো দেবি তথা কোটীশ্বরঃ শিবঃ। তত্র মাতৃগণশ্চৈব স্থিতঃ কামফলপ্রদঃ ॥ ২ ॥ স্নাত্বা কোটিহ্রদে তীর্থে তল্লিঙ্গং যঃ প্রপূজয়েৎ মাতৃস্তত্রৈব সম্পূজ্য দুঃখশোকাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৩ ॥ তস্মাৎ পূর্ব্বেণ দেবেশি যোজনৈকেন নির্ম্মলম্। ত্রিতকূপেতি বিখ্যাতং সর্ব্বপাতকনাশনম্। সর্ব্বেষাং দেবি তীর্থানাং যত্রৈব ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কোটিহ্রদমণ্ডূকেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬১ ॥

ষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর নর হিরণ্যতটস্থিত ঘটিকা স্থানে গমন করিবে। এই স্থানে মৃকণ্ড ধ্যানযোগে এক ঘটিকামধ্যে সিদ্ধি লাভ করিয়া মার্কণ্ডেশ্বর নামক লিঙ্গ স্থাপন করেন। ইহার দর্শনে পূজনে পাপনাশন হয়। ১।২।

ষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬০।

একষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর নর মণ্ডূকেশ্বর দর্শনে যাইবে। মাণ্ডূক্যায়ন নামক লিঙ্গ এইখানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই তীর্থে কোটিহ্রদ, কোটীশ্বর শিব ও কামফলপ্রদ মাতৃকাগণ অবস্থিত। যে, তত্রত্য কোটিহ্রদে স্নান করিয়া লিঙ্গ ও মাতৃকাপূজা করে, সে দুঃখ ও শোক হইতে মুক্ত হয়। এই তীর্থের পূর্ব্বে যোজন মধ্যে

দ্বিষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি গোষ্পদস্যোত্তরে স্থিতম্। গব্যূতিদ্বিতয়েনৈব বলায় ইতি বিশ্রুতম্ ॥ ১ ॥ তত্রৈকাদশরুদ্রাণাং স্থানলিঙ্গান্যপি প্রিয়ে। অজৈকপাদহির্বুধ্নঃ সন্তীত্যাদীনি নামতঃ। পূজয়েত্তানি বিধিবন্মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে একাদশরুদ্রলিঙ্গমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিষষ্ট্যদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬২ ॥

ত্রিষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি হিরণ্যাতটসংস্থিতম্। স্থানং তুঙ্গপুরং নাম যাত্রাসৌ ঘর্ঘরো হ্রদঃ ॥ ১ ॥ তত্র কন্দেশ্বরো দেবো যত্র বদ্ধা জটা ময়া। তত্র স্নাত্বা নরঃ সম্যক্ তং দেবং যঃ প্রপূজয়েৎ। স মুক্তঃ পাতকৈর্ঘোরৈঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছাসনং শুভম্ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হিরণ্যাতুঙ্গপুরঘর্ঘরহ্রদকন্দেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬৩ ॥

সর্ব্ব পাপনাশন 'ত্রিতকূপ' আছে। ঐ কূপে যাবতীয় তীর্থের অবস্থিতি। ১—৪।

একষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬১।

দ্বিষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর নর গোষ্পদের উত্তরে ক্রোশযুগ মধ্যে অবস্থিত 'বলায়' তীর্থে গমন করিবে। এখানে একাদশ রুদ্রের স্থানলিঙ্গ অজৈকপাদ্, অহির্বুধ্ন প্রভৃতি নামে বিখ্যাত আছে। এই সকল লিঙ্গপূজায় সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়। ১।২।

দ্বিষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬২।

ত্রিষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর নর হিরণ্যাতটস্থ তুঙ্গপুর নামক স্থানে গমন করিবে। এই স্থানে ঘর্ঘর নামক হ্রদ আছে। তত্রত্য কন্দেশ্বরসমীপে আমি জটা বাঁধিয়াছিলাম। এই স্থানে স্নান করিয়া দেবপূজা করিলে মানব নিষ্পাপ হইয়া শিবশাসন লাভ করে। ১।২।

ত্রিষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬৩

চতুঃষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি সংবর্ত্তেশ্বরমুত্তমম্। ইন্দ্রেশ্বরাৎপশ্চিমতঃ পূর্ব্বতশ্চার্কভাস্করাৎ। ১। তং দৃষ্ট্বা তু মহাদেবং স্নাত্বা পুষ্করিণীজলে। দশানামশ্বমেধানাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ। ২।

ইতি শ্রীস্কান্দে সংবর্ত্তেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।৩৬৪।

পঞ্চষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি হিরণ্যায়াশ্চ উত্তরে। সিদ্ধিস্থানানি দিব্যানি যত্র সিদ্ধা মহর্ষয়ঃ। ১। তত্র লিঙ্গান্যনেকানি শক্যন্তে কথিতুং ন হি। সাগ্রং শতং পুনস্তত্র লিঙ্গানাং প্রবরং স্মৃতম্। ২। বজ্রিণ্যাস্তু তটে দেবি লিঙ্গান্যেকোনবিংশতিঃ। ঙ্কুমত্যাস্তটে দেবি সহস্রং দ্বিশতাধিকম্। ৩। প্রাধান্যেন বরারোহে পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে। কপিলায়াস্তটে দেবি লিঙ্গানাং ষষ্টিরুত্তমা। ৪। সরস্বত্যাং পুনস্তত্র লিঙ্গসংখ্যা ন বিদ্যতে। এবং পঞ্চমুখা দেবি লিঙ্গমালা বিভূষিতা। ৫। প্রভাসে কথিতা দেবি পঞ্চস্রোতাঃ সরস্বতী। যস্যাঃ প্রবাহৈঃ সম্প্লিষ্টং ক্ষেত্রং দ্বাদশযোজনম্। ৬। তত্র বাপীষু কূপেষু যত্র তত্রোদ্ভবং জলম্। সারস্বতং তু তজ্জ্ঞেয়ং তে ধন্যা যে পিবন্তি তৎ। ৭। যত্র তত্র নরঃ স্নাত্বা সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। সারস্বতস্নানফলং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। ৮। যৎপ্রোক্তং স্পর্শলিঙ্গন্তু শ্রীসোমেশেতি বিশ্রুতম্। প্রভাসক্ষেত্রলিঙ্গানাং কলা তস্যৈব শাঙ্করী। ৯। যদ্বা তদ্বা পূজয়িত্বা লিঙ্গং ক্ষেত্রস্থ মধ্যগম্। শ্রীসোমেশমিতি জ্ঞাত্বা সোমেশঃ পূজিতো ভবেৎ। ১০।

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমে প্রভাসখণ্ডে প্রথমে প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যে প্রকীর্ণস্থানলিঙ্গমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।৩৬৫।

চতুঃষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব সংবর্ত্তেশ্বরসমীপে গমন করিবে। এই স্থান ইন্দ্রেশ্বরের পশ্চিমে অর্কভাস্করের পূর্ব্বে অবস্থিত। তত্রত্য পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া দেব পূজা করিলে মানব দশ অশ্বমেধ ফল প্রাপ্ত হয়। ১।২।

চতুঃষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬৪।

পঞ্চষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর নর হিরণ্যার উত্তরাস্থিত দিব্য সিদ্ধিস্থানে গমন করিবে। এই স্থান সিদ্ধমহর্ষিসেবিত। এখানে বর্ণনাতীত বহু লিঙ্গ আছেন; এই স্থানে সওয়াশত প্রধান লিঙ্গ বিরাজিত। তত্রত্য বজ্রিণীতটে একবিংশতি এবং ঙ্কুমতীতীরে দ্বিশতাধিক সহস্র লিঙ্গ আছেন। পূর্ব্বে স্বয়ম্ভুর অন্তরে ঐ সকল স্থানে ঐ সমস্ত প্রধান লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। কপিলাকচ্ছে ষষ্টি সংখ্যক লিঙ্গ বিরাজিত। তত্রত্য সরস্বতীতে যে কত লিঙ্গ আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই প্রকার পঞ্চমুখী লিঙ্গমাল ঐ তীর্থক্ষেত্রে সুশোভিত। সরস্বতীও ঐ স্থানে পঞ্চস্রোতা। তাঁহার প্রবাহে দ্বাদশ যোজন উক্ত ক্ষেত্র পরিপ্লুত। তত্রত্য বাপী, কূপ প্রভৃতি যে কোন স্থানের জল সারস্বতজল তুল্য; যে তাহা পান করে, সে ধন্য। মানব এই ক্ষেত্রে যেখানে-সেখানে স্নান করিয়া সারস্বতস্নান ফললাভ করে সংশয় নাই। শ্রীসোমেশ্বর নামক যে স্পর্শলিঙ্গ আছেন,—প্রভাসক্ষেত্রস্থ লিঙ্গ সকলের মধ্যে তাঁহারই শাঙ্করী কলা আছে। সোমেশ্বর জ্ঞানে এই ক্ষেত্রমধ্যস্থিত যে কোন লিঙ্গের পূজা করিলে শ্রীসোমেশ্বর দেবই পূজিত হন।১-১০।

পঞ্চষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬৫।

সমাপ্তঞ্চেদং প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যং

প্রভাসখণ্ডম্।

বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্যম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি ক্ষেত্র-গর্ভং মহোদয়ম্। তদ্বস্ত্রাপথমাখ্যাং যত্র রৈবতকো গিরিঃ॥ ১॥ দামোদরং রৈবতকে ভবং বস্ত্রাপথে তথা। এতদ্রৈবতকং ক্ষেত্রং বস্ত্রাপথমিতিস্মৃতঃ॥ ২॥ সুবর্ণরেখা যত্রস্থা নদী পাতকনাশিনী। যত্র সাক্ষাৎ স্থিতঃ কৃষ্ণো দামোদর ইতি স্মৃতঃ॥ ৩॥ যত্র স্থিতং মৃগীকুণ্ডং মহাপাতকনাশনম্ সকৃচ্ছ্রাদ্ধে কৃতে যত্র কল্পকোটিসহস্রকম্। পিতৃণাং জায়তে তৃপ্তিরপুনর্ভবকাঙ্ক্ষিণী॥ ৪॥ দেব্যুবাচ॥ ভগবান্ বিস্তরাদ্‌ব্রূহি দামোদরমহোদয়ম্। ক্ষেত্র-গর্ভস্য মাহাত্ম্যং কর্ণিকারূপসংস্থিতম্॥ ৫॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি দামোদরহরিং প্রতি। ইতিহাসং পুরা খ্যাতমৃষিভিঃ কল্পবাসিভিঃ॥ ৬॥ গঙ্গাতীরে শুভে রম্যে পুণ্যে জনপদাকুলে। ঋষিভিঃ সেবিতে নিত্যং স্বর্গমার্গপ্রদে ধ্রুবম্॥ ৭॥ তত্র জ্ঞানবিদো বিপ্রা যজন্তি বিবিধৈর্মখৈঃ। ঋষয়ঃ সাংখ্যযোগেন দানেনৈবেতরে জনাঃ॥ ৮॥ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্বর্গমভীপ্সবঃ। সেবন্তে তজ্জলং দিব্যং দেবানামপি দুর্লভম্॥ ৯॥ তত্র রাজা গজো নাম বলী সর্ব্বজনাধিপঃ। গঙ্গাজলাভি-ষেকার্থং ত্যক্ত্বা রাজ্যং জগাম হ॥ ১০। ভার্য্যা তস্য সতী সাধ্বী পুত্রিণী রূপসংযুতা। সাপ্যয়াৎ সহ তেনৈব ভর্ত্রা বৈ ভর্ত্তৃবৎসলা॥ ১১॥ সঙ্গতা নাম নাম্না চ দক্ষা দাক্ষায়ণী যথা। এবং নিবসতোস্তত্র বর্ষানামযুতং গতম্॥ ১২॥ আজগাম ঋষিস্তত্র ভদ্রোনাম মহাযশাঃ। সহিতো বহুভির্বিপ্রৈর্জপ-হোমপরায়ণৈঃ॥ ১৩॥ ত্যক্ত্বা সংসারমার্গং তু স্বর্গ-মার্গজিগীষবঃ। গঙ্গানিষেবণং কৃত্বা ক্ষোটয়িত্বাত্মজং মলম্॥ ১৪॥ জলং দত্ত্বা তু ভূতেভ্যঃ পূজয়িত্বা

প্রথম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—এক্ষণে তোমার নিকট মহোদয় ক্ষেত্রগর্ভের কথা কহিতেছি। তাহাই বস্ত্রাপথ, যথায় রৈবতকাচল বিরাজিত। সেই বস্ত্রাপথ-মাহাত্ম্যই কীর্ত্তনীয়। রৈবতকে দামোদর এবং বস্ত্রাপথে ভবদেব বিরাজমান। এই রৈবতক ক্ষেত্রই বস্ত্রাপথ নামে বিখ্যাত। তথায় পাতক-হারিণী সুবর্ণরেখা নদী প্রবাহিত এবং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ তথায় দামোদর নামে বিশ্রুত। সেখানে এক মৃগীকুণ্ড আছে, তাহা মহাপাতকহর। তথায় একবার মাত্র শ্রাদ্ধ করিলেই পিতৃগণের কল্পকোটি সহস্র যাবৎ অক্ষয়া তৃপ্তি হয়। দেবী কহিলেন,—ভগবন্! দামোদরের মহোদয় এবং কর্ণিকারূপস্থ ক্ষেত্র-গর্ভ-মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বর্ণন করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! শ্রবণ কর, দামোদর হরি-বিষয়ে এক ইতিহাস বলিতেছি, ইহা কল্পবাসী ঋষিগণ পূর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়াছেন। জন-পদ-পরিব্যাপ্ত সুপবিত্র শুভ রম্য গঙ্গাতীর,—নিত্য ঋষিগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত এবং নিশ্চিতই স্বর্গ-মার্গপ্রদ। তথায় জ্ঞানী বিপ্রগণ ও সাংখ্যযোগী ঋষিগণ বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন এবং অন্য জন-সাধারণ দানাদি কার্য্য করিয়া থাকেন; গঙ্গার দেবদুর্লভ দিব্য জল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণই স্বর্গাভিলাষে সেবা করেন। তথায় গজ নামে এক সর্ব্বজনাধিপতি বলবান্ রাজা ছিলেন। তিনি একদা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাজলে অভিষেকার্থ গমন করিলেন। তাঁহার পুত্রবতী সতী সাধ্বী রূপবতী ভার্য্যা—ভর্ত্তৃবাৎসল্যবশে ভর্ত্তার অনুগামিনী হইলেন; নাম—সঙ্গতা, দাক্ষায়ণীর ন্যায় সুদক্ষা। তাঁহারা পতি-পত্নী এইরূপে গঙ্গাতীরে আসিয়া অযুত বর্ষ বাস করিলেন। ১—১২। একদা ভদ্রনামে এক মহাযশ ঋষি সেই গঙ্গাতীরে সমাগত হইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে জপ-হোম-পরায়ণ বহু বিপ্র আগমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই সংসারত্যাগী ও স্বর্গ-মার্গজিগীষু। সেই ভদ্রকাদি

জনার্দ্দনম্। যাবদ্যান্তি নদীতীরে ঋষয়ো ভদ্রকাদয়ঃ। তাবৎ পশ্যন্তি রাজানং গজং বরগজোপমম্। ১৫। তেনৈব দৃষ্টা মুনয়ো রাজ্ঞা নিহতকল্মষাঃ। সপ্তর্ষয়ো যথা স্বর্গে সুররাজেন ধীমতা॥ ১৬। তমৃষিং স চ সম্প্রেক্ষ্য পদানি দশ পঞ্চ চ। আগচ্ছন্তত্র পূজার্হা ভবন্তো মম মন্দিরম্। ১৭। পশ্যন্তু সঙ্গতাং সর্ব্বে মম ভার্য্যাং যশস্বিনীম্। তস্যাঃ পূজাং সমাদায় যো মার্গো মনসি স্থিতঃ। ১৮। তং গচ্ছধ্বং মহাভাগাঃ পুণ্যাঃ পুণ্যমভীপ্সবঃ। এবমুক্তাস্তু তে রাজ্ঞা ঋষয়ঃ কৌতুকান্বিতাঃ। আজগ্মুর্মন্দিরং শুভ্রং পুরন্দর-পুরোপমম্। ১৯। আসনানি বিচিত্রাণি দত্ত্বা তেষাং মনস্বিনী। সঙ্গতা রাজরাজেন সার্দ্ধমগ্রে ব্যবস্থিতা। ২০। কৃত্বা করপুটং রাজা ঋষীণং পুণ্যকর্ম্মণাম্। বভাষে বচনং রাজা ভদ্রো ভদ্রং সুসঙ্গতম্। রাজোবাচ। বসুধা বসুসম্পূর্ণা মণ্ডিতা নগরী পুরী। পর্ব্বতৈশ্চ সমুদ্রৈশ্চ সরিদ্ভিশ্চ সরোবরৈঃ॥ ২২। গ্রামৈশ্চতুষ্পথৈর্ঘোষৈর্গোকুলৈরাকুলীকৃতা। নররত্নৈ-রশ্বরত্নৈর্গজরত্নৈস্ত সঙ্কুলা। ২৩। দুস্ত্যজা ভোগ-ভোক্তৃণাং পরং জ্ঞানমজানতাম্। সংসারেঽত্র মহা-ঘোরে পুনরাবৃত্তিকারিণি। ২৪। পতন্তি পুরুষা ভদ্র পত্রাণীব পুনঃপুনঃ। কৃতেন যেন বিপ্রেন্দ্র স্বর্গং প্রাপ্নোতি নির্ম্মলম্। দানেন তপসা চৈব তন্মমাচক্ষ্ব সুব্রত। ২৫। ভদ্র উবাচ। তীর্থানি তোয়পূর্ণানি দেবাঃ পাষাণমৃন্ময়াঃ। আত্মস্থং যেন পশ্যন্তি তে ন পশ্যন্তি তৎপরম্। ২৬। সন্তি তীর্থান্যনেকানি পুণ্যান্যায়তনানি চ। পুণ্যতোয়াঃ পবিত্রাশ্চ সরিতঃ সাগরাস্তথা। বহুপুণ্যপ্রদা পৃথ্বী স্থানে স্থানে পদে পদে। ২৭। যদ্যস্তি তব রাজেন্দ্র জ্ঞানং জ্ঞানবতাং বর। বিষ্ণুং জিষ্ণুং হৃষীকেশং শঙ্খিনং গদিনং তথা। ২৮। চতুর্ভুজং মহা-বাহুং প্রভাসে দৈত্যসূদনম্। বারাহং বামনং চৈব নারসিংহং বণার্জ্জুনম্। ২৯। রামং রামং চ রামং চ পুরুষোত্তমমেব চ। পুণ্ডরীকেক্ষণং চৈব গদাপাণিং তথৈব চ। ৩০। রাঘবং শক্রদমনং গোবিন্দং বহুপুণ্যদম্ জয়ং চ ভূধরং চৈব দেব-দেবং জনার্দ্দনম্॥ ৩১। সুরোত্তমং শ্রীধরং চ হরিং যোগীশ্বরং তথা। কপিলেশং ভূতনাথং শ্বেতদ্বীপ-পতিং হরিম্। ৩২। বদর্য্যাশ্রমবাসৌ চ নরনারায়ণৌ

ঋষি যখন গঙ্গাজল নিষেবণে আত্মমল প্রক্ষালন-পূর্ব্বক ভূতবর্গকে জলদান ও জনার্দ্দনকে পূজা করিয়া গঙ্গাতীর বাহিয়া যাইতে লাগিলেন, তখন একস্থানে তাঁহারা গজরাজোপম রাজা গজকে দেখিতে পাইলেন। রাজার দৃষ্টিও সেই সকল নিষ্কলুষ ঋষিগণের প্রতি পতিত হইল।—যেন ধীমান সুররাজ সপ্তর্ষিদিগকে দেখিতে লাগিলেন। রাজা ঋষিদর্শন মাত্র দশ কি পঞ্চদশ পদ মাত্র প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক বলিলেন,—আপনারা পূজ্যপাদ ঋষি-মণ্ডলী—আমার মন্দিরে আগমন করুন এবং মদীয় ভার্য্যা যশস্বিনী সঙ্গতাকে দর্শন করুন। সঙ্গতা আপনাদিগের পূজা করিবেন, তাঁহার প্রদত্ত পূজা লইয়া—হে মহাভাগ পূতচিত্ত, পুণ্যাভিলাষী ঋষিগণ! আপনারা যথেষ্ট পথে গমন করুন। রাজা এই কথা কহিলে ঋষিগণ কৌতুকান্বিত হইয়া পুরন্দরপুরোপম সুন্দর রাজকীয় মন্দিরে আগমন করিলেন। মনস্বিনী সঙ্গতা তাঁহাদিগকে বিচিত্র আসন সকল প্রদানপূর্ব্বক ভর্ত্তা রাজাধি-রাজের সহিত তাঁহাদিগের অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া পুণ্যকর্ম্মা ঋষিদিগের নিকট এই সুসঙ্গত ভদ্র বাক্য বলিতে লাগিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র ভদ্র! এই বসুপূর্ণা বসুন্ধরা; এই সুসজ্জিতা নগরী—শৈল, সমুদ্র, সরিৎ, সরোবর, গ্রাম, চতুষ্পথ ও অশেষ গোকুলে পরিব্যাপ্তা; নর, অশ্ব, গজ ও রত্নাদি দ্বারা সমাকুলিত, পরমার্থ জ্ঞানে অনভিজ্ঞ ভোগ-ভোগীদিগের ইহা দুস্ত্যজ। এই মহাঘোর সংসার পুনরাবৃত্তিকর। এখানে পুরুষগণ গলিত পত্র-পুঞ্জের ন্যায় পুনঃপুনঃ পতিত হয়। কিন্তু কিরূপ তপস্যা বা দান করিলে নর নির্ম্মল স্বর্গ পাইতে পারে, হে সুব্রত! তাহা আপনি সত্বর আমায় বলুন। ৩—২৫। ভদ্র কহিলেন,—তীর্থ সকল জলপূর্ণ; দেবগণ পাষাণ ও মৃত্তিকাময়। এ অবস্থায় আত্মস্থ পরম পদ যাহারা না দেখে, তাহারা কিছুই দেখে না। বহুভাগ্য, বহুপুণ্য আয়তন, বহু পুণ্যতোয়া পবিত্র সরিৎ-সাগর এমন কি, এই সমগ্র পৃথ্বী স্থানে স্থানে পদে পদে বহু পুণ্যদায়িনী। হে জ্ঞানি-প্রবর রাজবর্য্য! যদি তোমার জ্ঞান থাকে, তবে বিষ্ণু, জিষ্ণু, হৃষীকেশ, প্রভাসস্থ শঙ্খগদাদিধর চতু-র্ভুজ, দৈত্যসূদন, বারাহ, বামন, নারসিংহ, বাণা-র্জ্জুন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, পুরুষোত্তম, পুণ্ডরীকাক্ষ, গদাধর, রাঘব, ইন্দ্র-দমন, গোবিন্দ, বহুপুণ্যদ জয়, ভূধর, দেবদেব, জনার্দ্দন, সুরোত্তম শ্রীধর, হরি, যোগেশ্বর, কপিলেশ, ভূতনাথ, শ্বেত-

তথা। পদ্মনাভং সুনাভং চ হয়গ্রীবং বিশাম্পতে॥ ৩৩॥ দ্বিজনাথং ধরানাথং খড়্গপাণিং তথৈব চ। দামোদরং জলাবাসং সর্ব্বপাপহরং হরিম্॥ ৩৪॥ এতান্যেব হি স্থানানি দেবদেবস্য চক্রিণঃ। গচ্ছতে যত্র তত্রৈব মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ৩৫॥ গঙ্গা চ যমুনা চৈব তথা দেবী সরস্বতী। দৃষদ্বতী গোমতী চ তাপী কাবেরিণী তথা॥ ৩৬॥ নর্ম্মদা শর্ম্মদা চৈব নদী গোদাবরী তথা। শতদ্রুশ্চ তথা বিন্ধ্যা পয়োষ্ণী বরদা তথা॥ ৩৭॥ চর্ম্মণ্বতী চ সরযূর্গণ্ডকী চণ্ডপাপহা। চন্দ্রভাগা বিপাশা চ শোণশ্চৈব পুনঃপুনঃ॥ ৩৮॥ এতাশ্চান্যাশ্চ বহবো হিমবৎপ্রভবাঃ শুভাঃ। তাসু স্নাতো নরঃ স্বর্গং যাতি পাতকবর্জ্জিতঃ॥ ৩৯॥ বনানি নন্দনাদীনি পর্ব্বতা মন্দরাদয়ঃ। নামোচ্চারেণ যেষাং হি পাপং যাতি রসাতলে॥ ৪০॥ গজ উবাচ ভদ্রঃ হ ভাষিতং ভদ্র আখ্যানমমৃতোপমম্ পৃচ্ছামি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ত্বামহং কিঞ্চিদেব হি॥ ৪১ যস্মিন্মাসে দিনে যস্মিংস্তীর্থে যস্মিন্ ক্রমান্বরৈঃ অক্ষয়ং সেব্যতে স্বর্গস্তন্মমাচক্ষ সুব্রত॥ ৪২ স্নানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনম্ অক্ষয়ো যেন বৈ স্বর্গস্তন্মে গদিতুমর্হসি॥ ৪৩

দ্বীপাধিপ হরি, বদরিকাশ্রমস্থ নর নারায়ণ, পদ্মনাভ, সুনাভ, হয়গ্রীব, দ্বিজনাথ, ধরানাথ, খড়্গপাণি, জলবাসী, দামোদর ও সর্ব্বপাপহর-হরি এই সকল দেবদর্শন কর। এই সকল দেবাধিষ্ঠিত স্থানই দেবদেব চক্রপাণির সান্নিধ্যস্থল। যে ব্যক্তি ঐ সমুদায় স্থানের যে কোন একটী স্থানে গমন করে, তাহার সেই স্থানেই সর্ব্বপাতক হইতে মুক্তি হয়। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, দৃষদ্বতী, গোমতী, তাপী, কাবেরিণী, শর্ম্মদা নর্ম্মদা, গোদাবরী, শতদ্রু, বিন্ধ্যা; পয়োষ্ণী, বরদা, চর্ম্মণ্বতী, সরযূ, চণ্ডপাপহারিণী গণ্ডকী, চন্দ্রভাগা, বিপাশা ও শোণ নদ, এই সকল এবং অন্যান্য হিমবৎসম্ভবা বহু নদী বিদ্যমান। এই সমুদায় নদীতে স্নাত নর পাপমুক্ত হয়। নন্দনাদি বন এবং মন্দরাদি পর্ব্বত অতি পুণ্যস্থান; উহাদের নামোচ্চারণ মাত্রেই পাপতাপ রসাতলে বিলীন হইয়া যায়। গজ কহিলেন,—হে সুব্রত ভদ্রঋষে! আপনি সুষ্ঠু বাক্যই বলিয়াছেন; পরন্তু এ সম্বন্ধে আখ্যান কীর্ত্তন করুন। স্নান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায় ও দেবার্চ্চন, এই সমুদায়ের মধ্যে যাহা দ্বারা অক্ষয় স্বর্গ হয়, তাহা আমার নিকট

ভদ্র উবাচ। শ্রূয়তাং রাজশার্দ্দূল কথাং কথয়তো মম। যাং শ্রুত্বা মুচ্যতে পাপান্নরো নরবরোত্তম॥ ৪৪॥ ঋষীণাং কথিতং পূর্ব্বং নারদেন মহাত্মনা॥ ৪৫॥ এবং পৃষ্টশ্চ তৈঃ সর্ব্বৈর্নারদো মুনিসত্তমঃ। কথয়ামাস সংহৃষ্টো মেঘদুন্দুভিনিস্বনৈঃ॥ ৪৬॥ রম্যে হিমবতঃ পৃষ্ঠে সমবায়ে ময়া শ্রুতম্। তদহং তব বক্ষ্যামি শ্রোতুকাম নরর্ষভ॥ ৪৭॥ তীর্থান্যেব হি সর্ব্বাণি পুনরাবর্ত্তকানি তু। অক্ষয়াল্লভতে লোকাংস্তু-তীর্থং কথয়ামি তে॥ ৪৮॥ মার্গশীর্ষে কান্যকুব্জ উষিত্বা রাজসত্তম। ন শোচতি নরো নারী স্বর্গং যাতি পরাবরম্॥ ৪৯॥ পৌষস্য পৌর্ণমাসী যা যদি সা ক্রিয়তেঽর্ব্বুদে। বর্ষাণামর্ব্বুদং স্বর্গে মোদতে পিতৃভিঃ সহ॥ ৫০॥ মাঘ্যাং যদি গয়াশ্রাদ্ধং পিতৄণাং যচ্ছতে নরঃ। ব্রহ্মাদীনামপি দেবানাং চতুর্থঃ স প্রজায়তে॥ ৫১॥ ফাল্গুন্যাং হিমবৎপৃষ্ঠে বসন্নেকাং নিশাং নরঃ। স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ॥ ৫২॥ চৈত্র্যাং শ্রাদ্ধং প্রভাসে তু যে কুর্ব্বন্তি মনীষিণঃ। ন তে মর্ত্ত্যা ভবন্তীহ কুলজৈঃ সহ

বলুন। ভদ্র বলিলেন,—রাজশ্রেষ্ঠ! আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন; ইহা শ্রবণে নর পাপ হইতে মুক্ত হয়। নরবর! পূর্ব্বে মহাত্মা নারদ ঋষিগণের নিকট এই বিষয়ই বলিয়াছিলেন। ঋষিগণ সেই মুনিপ্রবরকে এইরূপ প্রশ্নই করেন, তাহাতে সেই নারদ সংহৃষ্ট হইয়া মেঘদুন্দুভিস্বনে যে কথা কহিয়াছিলেন, রম্য হিমালয়পৃষ্ঠে ঋষিসমাজে আমি তাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম। হে নরর্ষভ! এক্ষণে তুমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাই তোমার নিকট তাহাই আমি বলিতেছি।২৬-৪৭। প্রায় সমস্ত তীর্থই পুনরাবৃত্তিকর; পরন্তু যে তীর্থ সেবায় অক্ষয় লোক লাভ হয়, তাহাই তোমায় বলিতেছি। হে রাজশ্রেষ্ঠ! মার্গশীর্ষে কান্যকুব্জে বাস করিয়া নর বা নারী কদাচ শোক করে না; তাহারা অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। পৌষ মাসের পূর্ণিমাকৃত্য যদি অর্ব্বুদক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে পিতৃগণসহ অর্ব্বুদ বর্ষ যাবৎ স্বর্গবাসে বিহার করা যায়। নর মাঘমাসে যদি গয়াশ্রাদ্ধ করে তবে ব্রহ্মাদি দেবত্রয়ের মধ্যে সে চতুর্থ দেব হইয়া অবতীর্ণ হয়। নর ফাল্গুনের একরাত্রে যদি হিমবৎপৃষ্ঠে বাস করে, তবে সে জনার্দ্দনাধিষ্ঠিত পরম স্থানে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যে সকল মনীষী চৈত্রমাসে প্রভাসক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করেন,

সত্তমাঃ ॥ ৫৩ ॥ চতুর্ভুজে তু বৈশাখ্যাং যে কুর্ব্বন্তি জলপ্রিয়ে। তথাবন্ত্যাং নরঃ কশ্চিৎ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৫৪ ॥ জ্যৈষ্ঠ্যাং জ্যেষ্ঠর্ক্ষ যুক্তায়াং শ্রাদ্ধং চ ত্রিতকূপকে কুর্য্যুর্যুগানি তে ত্রীণি বসন্তি নাকসদ্মনি ৫৫ ॥ যো ব্রজেশবনে নদ্যাং দিনানি নব পঞ্চ চ। তিষ্ঠতে চ নরঃ স্বর্গং বৈকুণ্ঠমভিগচ্ছতি ॥ ৫৬ ॥ শ্রাবণস্য তু মাসস্য পূর্ণিমায়াং পূর্ব্বসাগরে। স্নানং দানং জপং শ্রাদ্ধং নরঃ কুর্ব্বন্ন শোচতি ॥ ৫৭ ॥ তথা ভাদ্রপদে ক্ষেত্রে প্রভাসে শশিভূষণম্। পূজয়িত্বা নরো লিঙ্গং দেবলিঙ্গী ভবেত্ততঃ ॥ ৫৮ ॥ আশ্বিনে চন্দ্রভাগায়াং শ্রাদ্ধং স্নানং করোতি যঃ। স্থানং যুগসহস্রানাং কৃতং তেন ত্রিপিষ্টপে ॥ ৫৯ ॥ অষ্টাক্ষরৈশ্চতুর্ব্বাহুং ধ্যায়ন্তি মুনিসত্তমাঃ। বহুনাহত্র কিমুক্তেন গজাহং প্রবদামি তে ॥ ৬০ ॥ দামোদরসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। মাসানাং কার্ত্তিকঃ শ্রেষ্ঠঃ কার্ত্তিকে ভীষ্মপঞ্চকম্ ॥ ৬১ ॥ তত্রাপি দ্বাদশী শ্রেষ্ঠা রাজন্ দামোদরে জলে। কিমন্যৈর্বহুভিস্তীর্থৈঃ কিং ক্ষেত্রৈঃ কিং মহাবনৈঃ। দামোদরে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৬২ ॥ গজ উবাচ। ভদ্র ভদ্রং ত্বয়া প্রোক্তং রসায়নমিবাপরম্। ভূয়োঽহং শ্রোতুমিচ্ছামি তীর্থস্যাস্য মহাফলম্ ॥ ৬৩ ॥ কে দেশাঃ কিং প্রমাণস্তু কা নদী কে চ পর্ব্বতাঃ। জনা বসন্তি কে তত্র ঋষয়ঃ কে তপস্বিনঃ ॥ ৬৪ ॥ ভদ্র উবাচ। পৃথিবী বসুসম্পূর্ণা সাগরেণ তু বেষ্টিতা। মণ্ডিতা নগরৈর্গ্রামৈঃ পুরৈঃ পরপুরঞ্জয় ॥ ৬৫ ॥ বারাণসী প্রভাসঞ্চ সঙ্গমং সিতকৃষ্ণয়োঃ। এবং সারাণি তীর্থানি যস্মান্মৃত্যুহরাণি চ ॥ ৬৬ ॥ দামোদরেতি যে নূনং স্মরন্তো যত্র তত্র হি। তে বসন্তি হরের্গেহং ন সরন্তি কদাচন ॥ ৬৭ ॥ সোমনাথস্য সান্নিধ্য উদয়ন্তো গিরির্ম্মহান্। তস্য পশ্চিমভাগে তু রৈবতক ইতি স্মৃতঃ ॥ ৬৮ ॥ বাহিনী বহতে তত্র নদী কাঞ্চনশেখরাৎ। ধাতবস্তত্র তে রক্তাঃ শ্বেতা নীলাস্তথাসিতাঃ ॥ ৬৯ ॥ পাষাণাঃ কুঞ্জরাকারাশ্চান্যে সৈরিভসন্নিভাঃ। চণকাকৃতয়শ্চ ন্যে অন্যে গোক্ষুরকপ্রভাঃ ॥ ৭০ ॥ বৃক্ষা বল্ল্যশ্চ গুল্মাশ্চ সন্তানাঃ সন্ত্যনেকশঃ

তাঁহারা স্ব স্ব কুলোৎপন্নদিগের সহিত স্বর্গসম্পদ প্রাপ্ত হন। যাহারা বৈশাখ মাসে চতুর্ভুজ জলপ্রিয়ে তথা যে কেহ অবন্তীক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করে, তাহাদের সকলেরই পরম গতি হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত দিনে যাহারা ত্রিতকূপকে শ্রাদ্ধ করে, তাহারা যুগত্রয় যাবৎ স্বর্গবাসে বিহার করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বৃন্দাবন-পরিসরবাহিনী যমুনায় দুই সপ্তাহ বাস করে তাহার স্বর্গ এমন কি বৈকুণ্ঠবাসও হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমায় যে নর পূর্ব্বসাগরে স্নান, দান, জপ বা শ্রাদ্ধাদি করে, তাহাকে আর শোক করিতে হয় না। ভাদ্র মাসে প্রভাসক্ষেত্রে শশিভূষণ লিঙ্গের পূজা করিয়া নর দেবলিঙ্গী হয়। যে ব্যক্তি আশ্বিনে চন্দ্রভাগায় স্নান ও শ্রাদ্ধ করে, সহস্র যুগ পর্য্যন্ত তাহার স্বর্গবাস হয়। মুনিশ্রেষ্ঠগণ অষ্টাক্ষর মন্ত্রে চতুর্ভুজ দামোদরকে ধ্যান করিয়া থাকেন, হে গজ! এসম্বন্ধে আর অধিক বলিব কি? দামোদরের সমান তীর্থ হয় নাই, হইবেও না। হে রাজন্! মাসের মধ্যে কার্ত্তিক মাস শ্রেষ্ঠ; তন্মধ্যে আবার ভীষ্মপঞ্চক আরও উত্তম। এই ভীষ্মপঞ্চকের মধ্যেও আবার দামোদর-জলে দ্বাদশী প্রশস্ত তিথি। অন্য বহু তীর্থ, ক্ষেত্র, বা মহাবন দ্বারা প্রয়োজন কি? নর দামোদরে স্নান করিলেই সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। গজ কহিলেন,—হে ঋষে! ভদ্র! দ্বিতীয় রসায়নের ন্যায় পরম শুভ কথাই আপনি বলিলেন। আমি পুনরায় এই তীর্থের মহাফল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। কোন দেশ? কোন প্রমাণ? কোন্ নদী? কোন কোন্ পর্ব্বত এবং কোন কোন ঋষি তপস্বী লোক তথায় বাস করেন ?৪৮ ৬৪॥ ভদ্র কহিলেন, হে পরপুরঞ্জয়! এক পুর-নগর-গ্রাম-মণ্ডিত বসুপূর্ণ ভূমিভাগ আছে বারাণসী, প্রভাস ও গঙ্গাযমুনার সঙ্গম প্রভৃতি সারাৎসার তীর্থও তাহারই মাহাত্ম্যে মৃত্যুহর। সেই ভূভাগের মধ্যেই দামোদর; যাহারা যে কোন স্থানে 'দামোদর' এই নাম স্মরণ করে, নিশ্চয় তাহারা হরির আলয়ে বাস করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আর কদাচ সংসারে পতিত হইতে হয় না। সোমনাথের সমীপে উদয়ন্ত নামে এক মহাগিরি আছে। তাহার পশ্চিম ভাগে প্রসিদ্ধ গিরি রৈবতক। তাহার কাঞ্চনশিখর হইতে একটী স্রোতস্বিনী প্রবহমাণা হইতেছে। তথায় শ্বেত, রক্ত, নীল ও কৃষ্ণবর্ণের ধাতু সকল বিরাজমান। তাহার কতকগুলি পাষাণ কুঞ্জরাকার, কতকগুলি কৃষ্ণ মহিষাকার, কতকগুলি চণকাকার, এবং কতকগুলি গোক্ষুর-প্রমাণ। সেখানে বৃক্ষ, বল্লী, গুল্ম, ও লতা প্রতান অনেক আছে। তাহার

সর্ব্বং তৎকাঞ্চনময়ং মূলং পুষ্পং ফলং দলম্ ॥ ৭১ ॥ ন হি পশ্যন্তি পাপাত্মা মুক্তঃ পাপেন পশ্যতি। সেব্যতে স গিরির্নিত্যং ধাতুবাদপরৈর্নরৈঃ ॥ ৭২ ॥ ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈঃ শূদ্রানুগৈর্বহিঃ। পক্ষিণস্তত্র বহবঃ শিবাশিবগিরস্তদা ॥ ৭৩ ॥ হংসসারসচক্রাহ্বাঃ শুককোকিবর্হিণঃ। মৃগাশ্চ বানরেন্দ্রাশ্চ সিংহা ব্যাঘ্রাস্তথৈব চ ॥ ৭৪ ॥ তত্তীর্থস্য প্রভাবেন ন দুষ্টাশ্চাচরন্তি তে। কালেন মৃত্যুমায়ান্তি পশুপক্ষিসরীসৃপাঃ ॥ ৭৫ ॥ সর্ব্বে বিমানমারূঢ়া গচ্ছন্তি হরিমন্দিরম্। বায়ুনা পাতিতং যত্র পত্র পুষ্পফলাদিকম্ ॥ ৭৬ ॥ তস্যা নদ্যা জলং স্পৃষ্ট্বা সর্ব্বং বৈ মুক্তিমাপ্নুতে। সা নদী পৃথিবীং ভিত্ত্বা পাতালাদাগতা নৃপ ॥ ৭৭ ॥ পূর্ব্বং পন্নগরাজস্তেন মার্গেণ চাগতঃ। স্নাতুং দামোদরে তীর্থে জন্মমৃত্যুপ্রঘাতিনি ॥ ৭৮ ॥ স্বর্গাদাগত্য চন্দ্রোঽপি যষ্টুং যজ্ঞং সুপুষ্কলম্। যক্ষ্মরোগাদ্বিনির্ম্মুক্তো গতঃ স্বর্গং নিরাময়ঃ ॥ ৭৯ ॥ বলিনা চৈব দানানি দত্তান্যাগস্য কার্ত্তিকে। হরিশ্চন্দ্রেণ বিধিনা নলেন নহুষেণ চ ॥ ৮০ ॥ নাভাগেনাম্বরীষাদ্যৈঃ কৃতং কর্ম্ম সুদুষ্করম্। দত্ত্বা দানান্যনেকানি গজা গাবো হয়া রথাঃ ॥ ৮১ ॥ অনড়ুৎকাঞ্চনং ভূমিং রত্নানি বিবিধানি চ। ছত্রাণি বিপ্রমুখ্যেভ্যো যানানি চৈব বাসসী ॥ ৮২ ॥ অন্নানি রসমিশ্রাণি দত্ত্বা দামোদরাগ্রতঃ। গতাস্তে বিষ্ণুভুবনং নাগচ্ছন্তি মহীতলে ॥ ৮৩ ॥ পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং তস্মিংস্তীর্থে দদাতি যঃ। দ্বিজানাং ভক্তিসংযুক্তঃ স যাতি জলশায়িনম্ ॥৮৪॥ প্রসৃতিং চাপি যো দদ্যান্মুষ্টিং বাথ ক্ষুধার্দ্দিনে। বিমানবরমারূঢ়ঃ স সোমং প্রতি গচ্ছতি ॥ ৮৫ ॥ দামোদরাগ্রতঃ কৃত্বা পর্ব্বতানন্নসম্ভবান্। পূজিতান্ ফলপুষ্পৈশ্চ দীপং দদ্যাৎ সবর্ত্তিকম্ ॥ ৮৬ ॥ অবাপ্য দুষ্করং স্থানং কুলানাং তারয়েচ্ছতম্। চতুরঙ্গুলমাত্রেঽপি দত্তে দামোদরাগ্রতঃ ॥ ৮৭ ॥ দানে যু সহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে। মা গচ্ছ হিমবৎপৃষ্ঠং মলয়ং মা চ মন্দরম্ ॥ ৮৮ ॥ গচ্ছ রৈবতকং শৈলং যত্র দামোদরঃ স্থিতঃ। কৃত্বা মাসোপবাসং তু দ্বিজো দামোদরাগ্রতঃ ॥ ৮৯ ॥ ন নিবর্ত্ততি কালেন দামোদরপুরং ব্রজেৎ। করোত্যনশনং যশ্চ নরো নার্য্যথবা

সমস্ত স্থানই কাঞ্চনময় এমন কি ফল, মূল, পুষ্প পত্রও কাঞ্চনময়। কিন্তু পাপাত্মা তাহা দেখিতে পায় না; পাপমুক্ত ব্যক্তিরই তাহা দর্শনগোচর হয়। ধাতুবাদ-পরায়ণ নরগণকর্ত্তৃক নিত্যই ঐ গিরি সেবিত। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও শূদ্রানুগগণ উহার বহির্ভাগে অবস্থিত। তথায় শুভাশুভরাবী বহু পক্ষী আছে। হংস, সারস, চক্রবাক, শুক, কোকিল, ময়ূর, মৃগ, শ্রেষ্ঠ বানর, সিংহ এবং ব্যাঘ্রগণ তথায় বাস করে। কিন্তু সেই তীর্থের প্রভাবে তাহারা দুষ্টাচার কিছুই করে না। পশু, পক্ষী, মৃগ ও সরীসৃপগণ সেখানে যথাকালেই মৃত্যুগ্রস্ত হয় এবং সকলেই বিমানে চড়িয়া হরিমন্দিরে গমন করে। বায়ুপাতিত পত্র-পুষ্প-ফলাদি সকলই তত্রত্য নদীর জল স্পর্শ করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়। হে নৃপ! ঐ নদী পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতাল হইতে উত্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে পন্নগরাজ জনন-মরণ-হর দামোদরতীর্থে স্নান করিবার জন্য সেই পথেই আগমন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে চন্দ্রমাও ঐ স্থানে মহাযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য স্বর্গ হইতে আসিয়া যক্ষ্মরোগ হইতে নির্ম্মুক্ত হন এবং নিরাময় হইয়া স্বর্গে গমন করেন। কার্ত্তিকমাসে বলিরাজ আসিয়াও নানা দ্রব্য দান করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র, নল, নহুষ, নাভাগ, ও অম্বরীষাদি রাজর্ষিগণও ঐ স্থানে সুদুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহারা গজ, গো, অশ্ব, রথ, বলীবর্দ্দ, কাঞ্চন, ভূমি, বিবিধ রত্ন, ছত্র, যান, বস্ত্র এবং নানা রসময় অন্ন দামোদরের অগ্রে যথাবিধি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে প্রদান করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছেন; পুনরায় আর মহীমণ্ডলে প্রত্যাবৃত্ত হন নাই। ৬৬—৮৩। যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া সেই তীর্থে পত্র, পুষ্প, ফল, জল ব্রাহ্মণদিগকে দান করে, সে শেষশায়ী হরিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে তথায় প্রসৃত বা মুষ্টিমাত্র অন্নও প্রদান করে, সে বিমানবরে আরোহণ করিয়া চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। যে জন দামোদরের সম্মুখে অন্নাচল করিয়া ফল পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক সবর্ত্তিক দীপ দান করে, সে দুর্লভ স্থান প্রাপ্ত হইয়া শতকুল উদ্ধার করিয়া থাকে, অধিক কি, দামোদরের অগ্রে চতুরঙ্গুল মাত্র দানদ্রব্য প্রদান করিলেও নর সহস্র যুগ যাবৎ স্বর্গলোকে বিহার করে। হিমাচলপৃষ্ঠে, মলয়ে মন্দরে গমন করিও না; রৈবতকাচলেই গমন কর। সেখানে সাক্ষাৎ দামোদর বিরাজমান। ব্রাহ্মণ দামোদরের অগ্রে মাসোপবাস ব্রত করিয়া দামোদরপুরে প্রয়াণ করে; তাহাকে আর কোন কালেই

পুনঃ। সর্ব্বলোকানতিক্রম্য স হরের্গেহমাপ্নুয়াৎ॥ বিঘ্নানি তত্র তিষ্ঠন্তি নিত্যং পঞ্চশতানি চ। ধর্ম্ম-বিধ্বংসকর্ত্তৃণি নরস্তত্র ন গচ্ছতি॥ ৯১॥ প্রদ্যুম্ন-বলশৈনেয়গদাদ্যক্রাদিভিঃ সদা। শতলক্ষপ্রমাণৈস্তু সেব্যতে স গিরির্মহান্॥ ৯২॥ ক্রীড়ন্তি নার্য্যস্তেষাং হ নিত্যং দামোদরাগ্রতঃ। সুচন্দ্রবদনা গৌর্য্যঃ শ্যামাশ্চৈব সুমধ্যমাঃ॥ ৯৩॥ নিতম্বিন্যঃ সুকেশাশ্চ শুভ্রাঃ স্বায়তলোচনাঃ। সুগণ্ডা ললিতাশ্চৈব সুকক্ষাঃ সুপয়োধরাঃ॥ ৯৪॥ শোভমানাঃ সুজঙ্ঘাশ্চ সুপাদাঃ সুন্দরাঙ্গুলাঃ। রাজপুত্র্যো গিরৌ তস্মিন্ হসন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯৫॥ কৌসুম্ভং পাদযুগলে কুঙ্কুমং পীতকঞ্চুকম্। ব্রাহ্মণীভ্যো দদন্তীহ স্পর্দ্ধমানাঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ৯৬॥ ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ লেহ্যং চোষ্যঞ্চ পিচ্ছিলম্। তাম্বুলং পুষ্পসংযুক্তং কার্ত্তিকে হরিবাসরে॥ ৯৭॥ দৃষ্ট্বা তু রেবতীকুণ্ডং প্রদদ্যাৎ ফলমুত্তমম্। পুত্রিণী ঋদ্ধিসম্পন্না সুভগা জায়তে সতী॥ ৯৮॥ এবং কৃত্বা তু সা রাত্রৌ রজনীয়তে নিদ্রয়া বিনা। বেদঘোষৈঃ সুপুণ্যৈস্তু ভারতাখ্যানবাচনৈঃ॥ ৯৯॥ হুঙ্কৃতৈস্তলশব্দৈশ্চ তালশব্দৈঃ পুনঃপুনঃ। দেশভাষাবিভাষিণ্যো রামামণ্ডলমধ্যতঃ। হাস্য-নৃত্যসমাযুক্তা রাজন্ দামোদরাগ্রতঃ॥ ১০০॥ পঞ্চ-পাষাণকং হর্ম্ম্যং যঃ করোতি শিবালয়ম্। পঞ্চবর্ষ-সহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ১০১॥ দশপাষাণ-সংযুক্তং কৃত্বা দামোদরাগ্রতঃ। দশবর্ষসহস্রাণি স্বর্গে হসন্তি মল্লতি॥ ১০২॥ শতপাষাণকং হর্ম্ম্যং যঃ করোতি মহন্নৃপ। মন্দিরং সুন্দরং শুভ্রং স যাতি হরিমন্দিরম্॥ ১০৩॥ কৃত্বা সাহস্রিকঞ্চৈত্যং বহু-রূপসমন্বিতম্। সর্ব্বাল্লোকানতিক্রম্য পরং ব্রহ্মাধি-গচ্ছতি॥ ১০৪॥ পঞ্চবর্ণধ্বজং দদ্যাদ্দামোদর-গৃহোপরি। তন্তুপ্রমাণবর্ষাণি দিব্যানি স দিবং ব্রজেৎ॥ ১০৫॥ তস্য গব্যূতিমাত্রেণ ক্ষেত্রং বস্ত্রা-পথং শুভম্। যদ্দৃষ্ট্বা সর্ব্বপাপানি বিলীয়ন্তে বহূনি চ॥ ১০৬॥ রাজংস্তৎ পদমাপ্নোতি যদ্গত্বা ন নিব-র্ত্ততে। পূজয়িত্বা ভবং দেবং ভবসম্ভবনাশনম্॥ ১০৭॥ নরো নারী নৃপশ্রেষ্ঠ শিবলোকে মহীয়তে। শ্রুত্বা বচনং তস্য ভদ্রস্য চ সুভাষিতম্॥ ১০৮॥ আগতঃ কার্ত্তিকীং কর্ত্তুং দেবে দামোদরে ততঃ।

সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। যে নর কিম্বা নারী তথায় অনশনব্রত করে, সে সর্ব্ব লোক অতিক্রম করিয়া হরির গৃহে উপনীত হয়। তাহার এক স্থানে ধর্ম্মবিধ্বংসকর পঞ্চশত বিঘ্ন নিত্য অবস্থান করে। নর সে স্থানে গমন করিবে না। প্রদ্যুম্ন, বল, শৈনেয়, গদ প্রভৃতি এক কোটি যাদব নিত্য ঐ মহাগিরির সেবা করেন। সেখানে দামোদরের সম্মুখে তাঁহাদের রমণীগণ নিত্যই ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ঐ সকল রমণী চন্দ্রবদনা, গৌরাঙ্গী, নবযৌবনা, সুমধ্যমা, নিতম্বিনী, সুকেশা, শুভদেহা শুভ আয়তনয়না, শুভগণ্ডস্থল-মণ্ডিতা, ললিতা, সুকক্ষা, সুস্তনী, সুন্দরী, সুজঙ্ঘা, সুপাদা, সুন্দরাঙ্গুলি ও রাজনন্দিনী। ঐ সকল যাদবরমণী নিয়তই সেই রৈবতকে আমোদপ্রমোদ করেন। উহাঁরা পরস্পর স্পর্দ্ধাসহকারে ব্রাহ্মণ-বনিতাদিগকে কৌসুম্ভ, কুঙ্কুম ও পতিকঞ্চুক প্রদান করিয়া থাকেন। যে সতী রমণী কার্ত্তিক মাসের হরিবাসরে রেবতীকুণ্ড দর্শন করিয়া তাম্বুল, পুষ্প ও উত্তম ফল ব্রাহ্মণকে দান করে, সে পুত্রিণী, ঋদ্ধিমতী ও সৌভাগ্যবতী হয়। হে রাজন্! দামোদরের অগ্রে এইরূপ করিয়া সুপবিত্র বেদনির্ঘোষ, ভারতাখ্যানবাচন, হুঙ্কার, তলশব্দ ও তালশব্দ দ্বারা রাত্রি জাগরণ করিবে। রমণীগণ দেশভাষায় কথা কহিবে এবং বামামণ্ডলের মধ্যে থাকিয়া হাস্য পরিহাস ও নৃত্য-কার্য্য করিবে। যে ব্যক্তি পঞ্চপাষাণক হর্ম্ম্য নির্ম্মাণপূর্ব্বক শিবালয় করিয়া দেয়, পঞ্চসহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে তাহার বাস হয়। দামোদরাগ্রে শত পাষাণযুক্ত হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিলে নর দশ সহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে ক্রীড়া কৌতুক করে। যে শত পাষাণময় শুভ্র সুন্দর সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, তাহার হরিমন্দিরে স্থান হয়। নর বহু রূপা-ন্বিত সাহস্রিক চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্বলোক অতিক্রমপূর্ব্বক পরম ব্রহ্ম লাভ করে। যে ব্যক্তি দামোদরের মন্দিরোপরি পঞ্চবর্ণময় ধ্বজ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, সে সেই ধ্বজপটের তন্তুসংখ্যক দিব্য বর্ষ যাবৎ স্বর্গভোগ করে। দামোদরমন্দিরের দুই ক্রোশ দূরে শুভ বস্ত্রাপথক্ষেত্র বিদ্যমান। উহা দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ বিলয় প্রাপ্ত হয়! হে রাজন্! তদ্দর্শনে সেই ব্রহ্মপদ লাভ করা যায়—যাহা পাইলে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। হে নৃপবর! তথায় সংসারোৎপত্তিহর ভবদেবকে পূজা করিয়া নরনারী সকলেই অন্তে শিবলোকে বিহার করিয়া থাকে। গজ রাজা ভদ্র ঋষির সেই সুভাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া দামোদরদেবের অগ্রে

ঋগ্‌যজুঃসামসংযুক্তৈর্ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মবিত্তমৈঃ॥ ১০৯॥ ক্ষত্রিয়ৈঃ ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞৈর্বৈশ্যৈর্দ্দানপরায়ণৈঃ। সহ শূদ্রৈঃ সমায়াতস্তস্মিংস্তীর্থে গজো নৃপঃ॥ ১১০॥ দত্ত্বা দানান্যনেকানি হুত্বা হবির্হুতাশনে। অগ্নিষ্টোমাদিকান্ যজ্ঞান্ হয়মেধাদিকান্ বহূন্। চকার বিধিবদ্রাজা গজস্তত্র সমাহিতঃ॥ ১১১॥ ততশ্চ স্বব-সস্তত্র তপঃ কর্ত্তুং সহর্ষিভিঃ। ঊর্দ্ধপাদাঃ স্থিতা বিপ্রাঃ পীত্বা ধূমমধোমুখাঃ। শুষ্কপত্রাশনাশ্চান্যে অন্যে বৈ ফলভোজনাঃ॥ ১১২॥ মূলানি চান্যে ভক্ষন্তি অন্যে বার্য্যশনা দ্বিজাঃ। আলোকন্তি স্বমন্যে চ তথান্যে জলশায়িনঃ॥ ১১৩॥ পঞ্চাগ্নিসাধকাশ্চান্যে শিলাচূর্ণস্য ভক্ষকাঃ। জপন্তি চান্যে সংশুদ্ধা গায়ত্রীং বেদমাতরম্। সাবিত্রীং মনসা চান্যে দেবীমন্যে সরস্বতীম্॥ ১১৪॥ সূক্তানি হি পবিত্রাণি ব্রহ্মণা নির্ম্মিতানি চ। অন্যে বসংস্তদা তত্র দ্বাদশাক্ষর-চিন্তকাঃ॥ ১১৫॥ আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ। ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা॥ ১১৬॥ আরাধিতং সুদুষ্পারে ভবে ভগবতো বিনা। তথা নান্যো মহাদেবাৎ পতন্তং যোহভি-রক্ষতি॥ ১১৭॥ গতাগতা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ। অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ॥ ১১৮॥ যেহক্ষরা ঋষয়শ্চান্যে দেবলোকজিগীষবঃ। প্রাপ্নুবন্তি ততঃ স্থানং দগ্ধবীজস্য তত্তথা॥ ১১৯॥ সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। বদ্ধঃ পরি-করস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥ ১২০॥ একভক্তং তথা নক্তমযাচ্যমুষিতং তথা। এবমাদীনি চান্যানি কৃত্বা দামোদরাগ্রতঃ। কৃতকৃত্যা ভবন্তীহ যাবদা-ভূতসংপ্লবম্॥ ১২১॥ স রাজা ঋষিভিঃ সার্দ্ধং যাবত্তিষ্ঠতি তত্র বৈ। বিমানানাং সহস্রাণি তাব-ত্তত্রাগতানি চ॥ ১২২॥ গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তত্র সিদ্ধচারণ-কিন্নরাঃ। সর্ব্বে বিমানমারূঢ়াঃ শতশোহথ সহস্রশঃ॥ ১২৩॥ সর্ব্বৈর্জ্জনপদৈঃ সার্দ্ধং স রাজা ভার্য্যয়া সহ। গতো বিমানমারূঢ়ো যত্তৎ পদমনাময়ম্॥

কার্ত্তিকী তীর্থক্রিয়া করিতে আসিলেন। নরপতি গজের সমভিব্যাহারে ঋগ্‌যজুঃসামবেদী ব্রহ্মবিত্তম বহু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞ বহু ক্ষত্রিয়, দানপরায়ণ বহু বৈশ্য এবং অনেক শূদ্র আগমন করিলেন। রাজা গজ তথায় আসিয়া বহু দান করিলেন, হুতাশনে হবিরাহুতি দিলেন এবং অগ্নিষ্টোমাদি ও হয়মেধাদি বহুতর যজ্ঞ যথাবিধি সম্পাদন করিলেন। অনন্তর তিনি ঋষিগণসহ সেই তীর্থ ক্ষেত্রে তপস্যা করিতে লাগিলেন। তথায় কত বিপ্র ঊর্দ্ধ পাদে, অনেকে অধোমুখে, কেহ কেহ শুষ্ক পত্রাশনে, কেহ কেহ ফল ভোজনে, কেহ কেহ মূল ভক্ষণে এবং অপর অনেক দ্বিজ বায়ু মাত্র অশনে অবস্থান করিতেছেন। অনেক বিপ্র আত্মদর্শনে তন্ময় রহিয়াছেন। অন্য কেহ কেহ জল মধ্যে এবং কেহ কেহ বা পঞ্চাগ্নিমধ্যে থাকিয়া তপস্যা করিতেছেন। অন্য অনেক বিপ্র মাত্র শিলাচূর্ণ ভক্ষণ করিয়া সাধনায় নিরত রহিয়াছেন এবং অনেকে সুবিশুদ্ধ বেদমাতা গায়ত্রী দেবীর উপাসনা করিতেছেন। অন্য কেহ কেহ সাবিত্রী দেবীকে এবং কেহ কেহ বা সরস্বতী দেবীকে মনে মনে ধ্যান করিতেছেন। ব্রহ্মা যে সকল পবিত্র সূক্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কেহ বা সেই সকল সূক্ত উচ্চারণ করিতেছেন। অন্য অনেকে দ্বাদশাক্ষর ভগবন্মন্ত্রের চিন্তায় তন্ময়-ভাবে অবস্থান করিতেছেন। দ্বাদশাক্ষরচিন্তক বিপ্রগণ সর্ব্বশাস্ত্র সন্দর্শন করিয়া এবং পুনঃপুনঃ বিচারালোচনা করিয়া ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, নারায়ণ দেবই সর্ব্বদা চিন্তনীয়। এই দুষ্পার সংসারে ভগবানের তথা মহাদেবের আরাধনা ব্যতীত অন্য কিছুই আর নাই। সেই মহাদেবই পতনোন্মুখ মানবকে রক্ষা করিয়া থাকেন। চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহ-গণ তাঁহারই প্রেরণায় সতত গতায়াত করিতেছেন। দ্বাদশাক্ষরচিন্তক সাধকসম্প্রদায় যে পদ লাভ করিয়াছেন, অদ্যাপি তাহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন নাই। যে সকল ব্রহ্মচারী ঋষি স্বর্গলোকজিগীষু হইয়া তথায় তপস্যা করিতেছেন, তাঁহারা তৎ-প্রসাদে অপুনর্ভবকর ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 'হরি' এই দুইটী অক্ষর যে ব্যক্তি একবার মাত্র উচ্চারণ করে, সে মোক্ষমার্গগমনে বদ্ধপরিকর হইয়াই আছে। নরগণ দামোদরের অগ্রে একা-হার, নক্তাহার, অপ্রতিগ্রহ, উপবাস, এবং অন্যান্য সৎকার্য্য করিয়া প্রলয় পর্য্যন্ত কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। রাজা গজ তপস্যান্তে সেই স্থানে যখন ঋষিগণসহ বিশ্রম করিতেছিলেন, তখন সহস্র সহস্র বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। বিমানারূঢ় শত শত সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ, চারণ ও কিন্নরগণ আগমন করিলেন। তখন ভার্য্যাসহায় রাজা গজ সমস্ত জনপদবাসীর সহিত বিমানারোহণপূর্ব্বক অনাময় পদ প্রাপ্ত হইলেন।

১২৪ ॥ য ইদং পঠতে নিত্যং শৃণুয়াদ্বাপি মানবঃ । সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ১২৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমে প্রভাসখণ্ডে দ্বিতীয়ে বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্যে দামোদরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্মহাদেবি ক্ষেত্রং বস্ত্রাপথং পুনঃ । যৎ প্রভাসস্য সর্ব্বস্বং ক্ষেত্রং নাভিঃ প্রিয়ং মম ॥ ১ ॥ যত্র সাক্ষাদ্ভবো দেবঃ সৃষ্টিসংহারকারকঃ । পৃথিব্যাং স ত্বধিষ্ঠাতা তত্ত্বানামাদিমঃ প্রভুঃ ॥ ২ ॥ স স্বয়ম্ভূঃ স্থিতস্তত্র প্রভাসে ভূতিদো ভবঃ । ভবতীদং জগদ্যস্মাত্তস্মাদ্ভব ইতি স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥ যঃ সকৃৎ কুরুতে যাত্রাং ক্ষেত্রে বস্ত্রাপথে পুনঃ । বিগাহ্য তত্র তীর্থানি কৃতকৃত্যঃ স জায়তে ॥৪॥ অথ দৃষ্ট্বা ভবং দেবং সকৃৎ পূজ্য বিধানতঃ । কেদারযাত্রাফলভাক্ স ভবেন্মনুজোত্তমঃ ॥৫॥ চৈত্রমাসি ভবং দৃষ্ট্বা ন পুনর্জ্জায়তে ভুবি । বৈশাখ্যামথবা সমাপ্য ভবং দৃষ্ট্বা বিমুচ্যতে ॥ ৬ ॥ বারাণস্যাং কুরুক্ষেত্রে নর্ম্মদায়াঞ্চ যৎফলম্ । তৎ ফলং নিমিষার্দ্ধেন ভবং দৃষ্ট্বা দিনে দিনে ॥ ৭ ॥ দুর্লভস্তত্র বাসশ্চ দুর্লভং ভবদর্শনম্ । প্রেতত্বং নৈব তস্যাস্তি ন যাম্যা নারকী ব্যথা ॥ ৮ ॥ যেষাং ভবালয়ে প্রাণা গতা বৈ বরবর্ণিনি । ধন্যানামপি ধন্যাস্তে দেবানামপি দেবতাঃ ॥ ৯ ॥ বস্ত্রাপথে মতির্যেষাং ভবে যেষাং মতিঃ স্থিরা । গোদানং তত্র শংসন্তি ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্ । পিণ্ডদানঞ্চ তত্রৈব কল্পান্তং তৃপ্তিমাবহেৎ ॥ ১০ ॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং তে ভবোদ্ভবম্ । শ্রুতং পাপোপশমনং যজ্ঞাযুতফলপ্রদম্ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বস্ত্রাপথক্ষেত্রস্থভবমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথ বস্ত্রাপথে ক্ষেত্রে সন্তি তীর্থানি কোটিশঃ । তথাপি সারং তে বচ্মি সর্ব্ব-

---

যে মানব নিত্য এই বৃত্তান্ত পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় । ৮৪—১২৫ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । ১ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! যাহা প্রভাস ক্ষেত্রের সর্ব্বস্ব এবং আমার প্রিয় নাভিস্বরূপ, সেই বস্ত্রাপথক্ষেত্রে তৎপরে গমন করিবে । তথায় সাক্ষাৎ সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা ভবদেব বিরাজিত । তিনি পৃথিবীর আদি অধিষ্ঠাতা, তত্ত্বসমূহের আদিম, প্রভু এবং স্বয়ম্ভু । সেই ভূতিপ্রদ ভব প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থিত এবং জগৎ তাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত বলিয়া তিনি ভব নামে বিখ্যাত । যে ব্যক্তি এক বার মাত্র বস্ত্রাপথক্ষেত্রে যাত্রা করে, ও তত্রত্য তীর্থসমূহে অবগাহন করে, সে কৃতকৃত্য হইয়া থাকে । তথায় ভবদেবকে দেখিয়া এবং একবার মাত্র বিধিমত পূজা করিয়া মানব শ্রেষ্ঠ কেদারযাত্রার ফলভাগী হয় । চৈত্রমাসে ভবদেবকে দেখিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না এবং বৈশাখ মাসে দর্শন করিলে নর মুক্ত হইয়া থাকে । বারাণসীতে কুরুক্ষেত্রে কিম্বা নর্ম্মদাতে যে ফল, দিনে দিনে ভবদর্শনে নিমেষার্দ্ধ মাত্রেই সেই ফল হয় । সেই ক্ষেত্রে বাস দুর্লভ ; এবং ভব দর্শনও দুর্লভ । যাহার ভবদর্শন ঘটে, তাহার আর প্রেতত্ব বা যাম্য নরকযন্ত্রণা ঘটে না । হে বরবর্ণিনি ! ভবালয়ে যাহাদের প্রাণ নির্গত হয়, তাহারা ধন্য হইতেও ধন্য এবং দেবগণেরও দেবতা । যাহাদের মতি বস্ত্রাপথে বা ভবদেবে সুনিশ্চলা, তাহারাও পূর্ব্বোক্তরূপ ধন্য ও দেবত্ব-সম্পন্ন । বস্ত্রাপথ ক্ষেত্রে গোদান, ব্রাহ্মণভোজন ও পিণ্ডদান প্রশংসনীয় । ঐ সকল কার্য্যে কল্পান্ত পর্য্যন্ত তৃপ্তি হইয়া থাকে । এই আমি সংক্ষেপতঃ ভবোদ্ভব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম । ইহা শুনিলে পাপশান্তি ও অযুত যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয় । ১—১১ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—বস্ত্রাপথ ক্ষেত্রে কোটি কোটি তীর্থ আছে । তথাপি যাহা সর্ব্বতীর্থমহোদয় সার-তীর্থ, তাহাই তোমার নিকট বলিতেছি । দামো-

তীর্থমহোদয়ম্ ॥১॥ দামোদরে নদী প্রোক্তা স্বর্ণরেখেতি যা স্মৃতা। ব্রহ্মকুণ্ডঞ্চ তত্রৈব তথা ব্রহ্মেশ্বরঃ স্মৃতঃ ॥ ২ ॥ কালমেঘশ্চ সম্প্রোক্তো ভবো দামোদরঃ স্মৃতঃ। গব্যূতিদ্বিতয়েনৈব কালিকা তত্র কীর্ত্তিতা। ইন্দ্রেশ্বরশ্চ তত্রৈব রৈবতঃ পর্ব্বতস্তথা। উজ্জয়ন্তশ্চ তত্রৈব দেবঃ কুন্তীশ্বরঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥ ভীমেশ্বরশ্চ তত্রৈব ততঃ ক্ষেত্রং মহাপ্রভম্। তৈলসারণিকং নাম ত্রেতায়াং হৈমমারকম্ ॥ ৫ ॥ পঞ্চগব্যূতিমাত্রং তু তৎক্ষেত্রং সম্প্রকীর্ত্তিতম্। মৃগীকুণ্ডং চ তত্রৈব সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৬ ॥ এতদ্বস্ত্রাপথং ক্ষেত্রং রত্ন-ধাত্বোস্তথাকরম্। কথিতং তব দেবেশি পুনঃ সংক্ষেপতো ময়া ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্যে প্রবরতীর্থানু-কীর্ত্তনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তুন্নাবিল্লেতি বিশ্রুতম্। যোজনস্যান্তরে দেবি পশ্চিমে মঙ্গল স্থিতেঃ ॥ ১ ॥ তুন্নকো যত্র ভীমেন ভুক্তা ত্যক্তঃ পুরা প্রিয়ে। তত্রৈব বিবরং দিব্যং মহাপাতাল-মার্গদম্ ॥ ২ ॥ তস্য কল্পঃ পুরা প্রোক্তঃ পাতালোত্তরসংগ্রহে। তত্র লিঙ্গান্যনেকানি সিদ্ধস্থানানি ষোড়শ ॥৩॥ সুবর্ণস্যাকরঃ পূর্ব্বং তৎ স্থানমভবৎ প্রিয়ে। তস্মিন্ স্থানে নরৈর্দ্দেবি গন্তব্যং ভূতি-লিপ্সয়া ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তুন্নাবিল্লহৃদিগিস্থিস্থানমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি মঙ্গলাৎ পশ্চিমে স্থিতম্। গঙ্গাস্রোতস্তথা লিঙ্গং সুরার্কং চ বিশেষতঃ ॥ ১ ॥ তান্ গচ্ছেদ্বিধবদ্দেবি যদি যাত্রাফলেপ্সুতা। স্নাত্বা পিণ্ডপ্রদানঞ্চ কুর্য্যাত্তত্র যথার্থতঃ। ব্রাহ্মণেভ্যস্তথা দেয়মন্নং ভূরি সদ-ক্ষিণম্ ॥ ২ ॥ ইতি তে কথিতং ময়া প্রিয়ে কলি-পাপৌঘবিনাশনং শুভম্। নিখিলং তীর্থমহোদয়ো-দয়ং পঠিতং সন্নিহন্তি পাপসংহতিম্ ॥ ৩ ॥ ইদং ন দেয়ং দুর্ব্বুদ্ধেঃ সুতরাং পাপনাশনম্। শ্রোতব্যং বিধিনা তদ্বস্তবিষোক্তবিধানতঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

দরে যে নদী আছে, তাহা স্বর্ণরেখা নামে প্রসিদ্ধ। তথায় ব্রহ্মকুণ্ড আছে, সেখানে ব্রহ্মেশ্বর শিব বিখ্যাত। এতদ্ভিন্ন কালমেঘ ভব ও দামোদর দেবও বিরাজমান। ইহাঁদের চারিক্রোশ দূরে কালিকা দেবীর অবস্থান কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রেশ্বর, রৈবতকাদ্রি, উজ্জয়ন্ত, কুন্তীশ্বর ও ভীমেশ্বর দেবও ঐ স্থানে অধিষ্ঠিত; সুতরাং ঐ ক্ষেত্র মহামহিমা-ন্বিত। পূর্ব্বে উহার নাম ছিল তৈলসারণিক, আর ত্রেতাযুগের নাম হৈমমারক। ঐ ক্ষেত্র পঞ্চগব্যূতি মাত্র; সর্ব্ব পাতকহর মৃগীকুণ্ড ঐ স্থানেই অবস্থিত। ইহাই বস্ত্রাপথ ক্ষেত্র; এ ক্ষেত্র রত্ন ও ধাতুসমূহের আকর। হে দেবেশি! এই আমি সংক্ষেপে ইহা বলিলাম। ১—৭।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর প্রসিদ্ধ 'তুন্নাবিল্ল' ক্ষেত্রে গমন করিবে। এই স্থান মঙ্গল-ক্ষেত্রের পশ্চিমে এক যোজন মধ্যে অবস্থিত। প্রিয়ে! পুরাকালে ভীমসেন তুন্নক ভোজন করিয়া এই স্থানেই তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এইখানেই এক পাতালগামী দিব্য বিবর আছে, পাতালোত্তর সংগ্রহে তাহার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। হেথায় বহুলিঙ্গ ও ষোড়শটী সিদ্ধস্থান আছে। প্রিয়ে! এই স্থানই পূর্ব্বে সুবর্ণের আকর ছিল। হে দেবি! নরগণ ভূতিলিপ্সায় ঐ ক্ষেত্রে গমন করিবে।১—৪।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ।

পঞ্চম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! মঙ্গল স্থানের পশ্চিমে গঙ্গাস্রোত ও সুরার্ক লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। যাত্রাফলে অভিলাষ থাকিলে উক্ত স্থানসমূহে যাহাতেই হইবে। গিয়া স্নান, পিণ্ডদান, ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন ও ভূরি দক্ষিণা প্রদান কর্ত্তব্য। প্রিয়ে! এই আমি তোমার নিকট কলিকলুষহর নিখিল তীর্থোদয় কীর্ত্তন করিলাম; ইহা পাঠে পাপরাশি বিনষ্ট হয়। দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিকে ইহা প্রদান

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। অধুনা সম্প্রবক্ষ্যামি মঙ্গলাৎ পশ্চিমে ব্রজেৎ। তত্র সিদ্ধেশ্বরং পশ্যেৎসর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্॥ ১॥ তত্রৈব চক্রতীর্থন্তু তীর্থকোটিফলপ্রদম্। লোকেশ্বরং স্বয়ম্ভুঞ্চ পূর্ব্বমিন্দ্রেশ্বরেতি চ॥২॥ দৃষ্ট্বা তং বিধিবদ্দেবি ততো যক্ষবনং ব্রজেৎ। মঙ্গলাৎপশ্চিমে ভাগে যত্র দেবী স্বয়ং স্থিতা॥ ৩॥ যক্ষেশ্বরী মহাভাগা বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী। তাং সম্পূজ্য বিধানেন ততো বস্ত্রাপথং পুনঃ॥ ৪॥ গিরিং রৈবতকং গত্বা কুর্য্যাদ্‌যাত্রাং বিধানতঃ। মৃগীকুণ্ডাদিতীর্থানি সন্তি তত্রৈব কোটিশঃ॥ ৫॥ যদ্ভুক্তিশিখরে দেবি সীমালিঙ্গং হি তৎস্মৃতম্। দশকোটিস্তু তীর্থানি তত্র সন্তি বরাননে॥ ৬॥ যত্র বৈ যাদবাঃ সিদ্ধাঃ কলৌ যে বুদ্ধিরূপিণঃ। শতং সহস্রার্ব্বুদঞ্চ লিঙ্গং তত্রৈব তিষ্ঠতি॥ ৭॥ গজেন্দ্রস্য পদং তত্র তত্রৈব রসকূপিকাঃ। সপ্ত কুণ্ডানি তত্রৈব রৈবতে পর্ব্বতোত্তমে॥ ৮॥ অম্বিকা চ স্থিতা দেবী প্রদ্যুম্নঃ সাম্ব এব চ। লিঙ্গাকারে পর্ব্বতে তু তত্র তীর্থানি কোটিশঃ॥ ৯॥ মৃগীকুণ্ডঞ্চ তত্রৈব কালমেঘস্তথৈব চ। ক্ষেত্রপালস্বরূপেণ মহোদধিঃ স্বয়ং স্থিতঃ। দামোদরশ্চ তত্রৈব ভবো ব্রহ্মাগুনায়কঃ॥ ১০॥ পার্ব্বত্যুবাচ। শ্রুতানি তব তীর্থানি দেবেশ বদতস্তব। গঙ্গা সরস্বতী পুণ্যা যমুনা চ মহানদী॥ ১১॥ গোদাবরী গোমতী চ নদী তাপী চ নর্ম্মদা। সরযূঃ স্বর্ণরেখা চ তমসা পাপনাশিনী॥ ১২॥ নদ্যঃ সমুদ্রসংযোগাঃ সর্ব্বাঃ পুণ্যাঃ শ্রুতা ময়া। মোক্ষারণ্যানি দিব্যানি দিব্যক্ষেত্রাণি যানি চ॥ ১৩॥ নগর্য্যো মুক্তিদায়িন্যস্তাঃ শ্রুতাস্তৎপ্রসাদতঃ। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং সূর্য্যেন্দুবরুণস্য চ॥ ১৪॥ দেবতানামৃষীণাঞ্চ সন্তি স্থানান্যনেকশঃ।। পরং দেবং ত্বয়া পুণ্যা প্রভাসং কথিতং মম॥ ১৫॥ তস্মাদ্ যচ্চাধিকং প্রোক্তং ক্ষেত্রং বস্ত্রাপথং ত্বয়া। শৃথন্ত্যা চ ময়া পূর্ব্বং ন পৃষ্টং কারণং তদা॥ ১৬॥ ইদানীঞ্চ শ্রুতং সর্ব্বং পৃচ্ছাহং কারণং বদ। প্রভাবং প্রথমং ব্রূহি ক্ষেত্রস্য চ ভবস্য চ॥ ১৭॥ কস্মিন্ দেশে চ তত্তীর্থং শিবঃ কেনাত্র সংস্থিতঃ। স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ রুদ্রঃ কথং তত্র স্থিতঃ স্বয়ম্। প্রভো মে মহদাশ্চর্য্যং

করিতে নাই। ভবিষ্যোক্ত বিধানে ইহা শ্রবণ করাই কর্ত্তব্য। ১—৪।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অধুনা মঙ্গল ক্ষেত্রের আরও পশ্চিমে যাত্রার কথা বলিতেছি। তথায় সিদ্ধিদায়ক সিদ্ধেশ্বর আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে হয়। সেইখানেই তীর্থকোটিফলপ্রদ চক্রতীর্থ; এবং স্বয়ম্ভু লোকেশ্বর দেব। ইঁহার পূর্ব্বনাম ইন্দ্রেশ্বর, দেবি! ইঁহাকে যথাবিধি দর্শন করিয়া পরে যক্ষবনে গমন করিবে। মঙ্গল ক্ষেত্রের পশ্চিমদিক্‌স্থিত উক্ত বনে সাক্ষাৎ যক্ষেশ্বরী দেবী অবস্থিতা। ইনি মহাভাগা ও ইষ্টার্থপ্রদা। ইঁহাকে পূজা করিয়া পুনরায় বস্ত্রাপথে যাইবে বৈরবতকাচলে গিয়া যথাবিধি যাত্রা সমাপন করিবে। তথায় মৃগীকুণ্ডাদি কোটি কোটি তীর্থ বিদ্যমান। দেবি! প্রসিদ্ধ সীমালিঙ্গ রৈবতকাচলেরই ভুক্তিশিখরে অবস্থিত। তথায় দশকোটি তীর্থ এবং যাদবগণ কলিকালে তথায় বুদ্ধিরূপী সিদ্ধদেহে বিরাজমান। এতদ্ব্যতীত শত সহস্রার্ব্বুদ লিঙ্গ, গজেন্দ্রের পদচিহ্ন, রসকূপিকা, সপ্তকুণ্ড, অম্বিকাদেবী, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, লিঙ্গাকার কোটি কোটি তীর্থ,মৃগীকুণ্ড, ক্ষেত্রপালরূপে কালগিরিতটে মেঘদেব, সাক্ষাৎ মহোদধি, দামোদর ও ব্রহ্মাগুনায়ক ভবদেব বিরাজিত। পার্ব্বতী কহিলেন,—হে দেবেশ! আপনার মুখে বহু তীর্থবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছি, পুণ্যনদী গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা, মহানদী, গোদাবরী, গোমতী, তাপী, নর্ম্মদা, সরযু, স্বর্ণরেখা, তমসা, সমুদ্র-সম্মিলিত অন্যান্য পাপহারিণী নদী; দিব্য দিব্য মোক্ষারণ্য ও দিব্য ক্ষেত্র; মুক্তিদায়িনী নগরী সকল এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য, চন্দ্র ও বরুণাদি দেব ও ঋষিগণের পুণ্যায়তনসমূহ—আপনার প্রসাদে বহুধা আমার শ্রুত হইয়াছে। পরন্তু দেব! আপনি সকল প্রভাসক্ষেত্রেরই পবিত্রতা আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ প্রভাস হইতেও বস্ত্রাপত্র ক্ষেত্রের পুণ্যাধিক্য বলিলেন। আমি এ কথা পূর্ব্বে আপনার নিকট শুনিয়া তখন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করি নাই। এক্ষণে অবহিত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসিতেছি। প্রথমে আপনি ভবক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন, ঐ তীর্থক্ষেত্র কোন দেশে? কে ঐ স্থানে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; ভগবান্ স্বয়ম্ভু রুদ্র কিরূপে হেথায় অবস্থিত হইলেন? প্রভো! এ বিষয়টা আমার

বর্ত্ততে তদ্বদাধুনা॥ ১৮॥ ঈশ্বর উবাচ। বস্ত্রাপথস্য ক্ষেত্রস্য প্রভাবং প্রথমং শৃণু। পশ্চাদ্ভবস্য মাহাত্ম্যং শৃণু ত্বং চ বরাননে॥ ১৯॥ কান্যকুব্জে মহাক্ষেত্রে রাজা ভোজেতি বিশ্রুতঃ। পুরা পুণ্যযুগে ধর্ম্ম্যাঃ প্রজা ধর্ম্মেণ শাসতি॥ ২০॥ বিশালাক্ষো দীর্ঘবাহুর্বিদ্বান্ বাগ্মী প্রিয়ংবদঃ। সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণো বহ্বাশ্চর্য বিলোককঃ॥ ২১॥ বনাৎ কদাচিদভ্যেত্য বনপালোঽব্রবীদিদম্। আশ্চর্য্যং ভ্রমতা দেব বনে দৃষ্টং ময়াধুনা॥ ২২॥ গিরৌ বিষমভূভাগে বহুবৃক্ষসমাকুলে। মৃগযূথগতা নারী ময়া দৃষ্টা মৃগাননা॥ ২৩॥ মৃগবৎ প্লবতে বালা সদা তত্রৈব দৃশ্যতে। ইতি শ্রুত্বা বচো রাজা তুষ্টস্তস্মৈ ধনং দদৌ॥ ২৪॥ চতুরং তুরগং দিব্যং বাসসী স্বর্ণভূষণম্। ইদানীমেব যাস্যামি সেনাধ্যক্ষ ত্বয়া সহ॥ ২৫॥ অশ্বানাং দশসাহস্রং বাগুরাণাং ত্বনেকধা। পত্তয়ো যান্তু সর্ব্বত্র বেষ্টয়ন্তু গিরিং বরম্॥ ২৬॥ ন হন্তব্যো মৃগঃ কশ্চিদ্রক্ষণীয়া হি সা মৃগী। স্ত্রীবেষধারিণী নারী মৃগী ভবতি ভূতলে॥ ২৭॥ ক যাস্যতি বরাকী সা মন্ডলৈঃ পরিপীড়িতা। শস্ত্রাস্ত্রবর্জ্জিতং সৈন্যং বনপালপদানুগম্॥ ২৮॥ অহোরাত্রেণ সম্প্রাপ্তং বহুব্যাধজনাগ্রতঃ। অশ্বাধিরূঢ়ো বলবান্ ভোজরাজো যযৌ স্বয়ম্॥ ২৯॥ নিঃশব্দপদসঞ্চারঃ সংজ্ঞাসঙ্কেতভাষকঃ। গিরিং সম্বেষ্টয়ামাস বাগুরাভিঃ স্বয়ং নৃপঃ॥ ৩০॥ বনপালেন সহিতো মৃগযূথং দদর্শ সঃ। সা মৃগী মৃগমধ্যস্থা নারীদেহা মুখে মৃগী। মৃগবচ্চেষ্টতে বালা ধাবতে চ মৃগৈঃ সহ॥ অশ্বগন্ধান্ সমাঘ্রায় সন্ত্রস্তা মৃগযূথপাঃ। ক্ষুব্ধা ভ্রান্তাঃ ক্ষণে তস্মিন্ সর্ব্বে যান্তি দিশো দশ॥ ৩২॥ মৃগবক্ত্রা তু যা নারী মৃগৈঃ কতিপয়ৈঃ সহ। প্লবমানা নিপতিতা বাগুরায়াং বিচেতনা॥ ৩৩॥ বলাধ্যক্ষেণ বিধৃতা মৃগৈঃ সহ শনৈর্নৃপঃ। দদর্শ মহদাশ্চর্য্যং ভোজরাজো জনৈর্বৃতঃ॥ ৩৪॥ ততঃ কোলাহলো জাতঃ পরমানন্দনিস্বনঃ। মৃগৈঃ সহ সমানিন্যে

নিকট বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে, এক্ষণে উহা বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—সুবদনে! প্রথমে বস্ত্রাপথক্ষেত্রের পরে ভবদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। পূর্ব্বে পুণ্যযুগে মহাক্ষেত্র কান্যকুব্জে ভোজ নামে এক সুপ্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন; তিনি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেন। রাজা ভোজ—বিশালাক্ষ, দীর্ঘবাহু, বিদ্বান, বাগ্মী, প্রিয়ম্বদ, সর্ব্বলক্ষণলক্ষিত ও বহু আশ্চর্য্যদর্শী ছিলেন। একদা বন হইতে তাঁহার এক বনপাল আসিয়া বলিল,—দেব! বহু বৃক্ষান্বিত বিষম ভূমিময় গিরি প্রদেশে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি সম্প্রতি এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছি। দেখিলাম,—এক মৃগাননা রমণী মৃগযূথমধ্যে ভ্রমণ করিতেছে এবং মৃগের ন্যায় উৎপতিত হইতেছে। এই কথা শুনিয়া রাজা তুষ্ট হইলেন। সংবাদদাতাকে যথেষ্ট ধন দিলেন এবং চতুর তুরঙ্গ, দিব্য বসনযুগল ও বিবিধ স্বর্ণভূষণ প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন,—সেনাপতে! আমি এখনি তোমার সহিত ঐ স্থানে যাইব। দশ সহস্র অশ্ব, বহু মৃগবন্ধনী বাগুরা এবং অসংখ্য পদাতি ঐ পর্ব্বতপ্রদেশে গমন করুক। তাহারা গিয়া গিরিবরের সর্ব্বস্থান বেষ্টন করুক; কিন্তু কেহ যেন কোন মৃগের প্রাণনাশ করে না। কেন না, সেই মৃগকে অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। ভূতলে স্ত্রীবেশধারিণী মৃগী, এ বড় আশ্চর্য্য কথা। কিন্তু যাহাই হউক, মন্ডল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সেই বরাকী কোথায় যাইবে? অনন্তর সেই বনপালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভোজরাজের বহু সৈন্য চলিল। কাহারও হস্তে অস্ত্র শস্ত্র রহিল না! তাহারা এক অহোরাত্র মধ্যে সেই গিরিপ্রদেশে গিয়া উপস্থিত হইল। বলবান্ ভোজরাজ স্বয়ং অশ্বারোহণে চলিলেন। তিনি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গমন করিতে লাগিলেন এবং সঙ্কেত দ্বারাই কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া গিরিপ্রদেশ বাগুরা দ্বারা বেষ্টন করাইলেন। ১—৩০। অনন্তর সেই বনপালের সঙ্গে তত্রত্য মৃগযূথ অবলোকন করিলেন। দেখিলেন,—যূথমধ্যে সেই নারীরূপিণী মৃগী আছে। তাহার মুখখানাই মৃগীর ন্যায়; অন্য সর্ব্বাঙ্গ নারীতুল্য। সেই বালার মৃগের ন্যায় চেষ্টা এবং মৃগের সহিত তাহার গতিবিধি। দেখিলেন,—মৃগযূথপতিগণ অশ্বগন্ধ পাইয়া সন্ত্রস্ত ক্ষুব্ধ ও ভ্রান্ত হইয়াছে। তাহারা সেই ক্ষণে নানাদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। কিন্তু সেই মৃগবদনা নারী কতিপয় মৃগসমভিব্যাহারে ছুটিতে ছুটিতে বাগুরায় আসিয়া আবদ্ধ হইয়াছে! অনন্তর বলাধ্যক্ষ মৃগগণ সহ সেই নারীরূপিণী মৃগীকে ধরিয়া ফেলিল। তখন ভোজরাজ অন্যান্য লোকজন সহ সেই মহাশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন। অনন্তর পরম আনন্দ-কোলাহল হইল। রাজা মৃগগণ সহ সেই

কান্তকুব্জং মৃগীং নৃপঃ ॥ ৩৫ ॥ দিব্যবস্ত্রসমাচ্ছন্না দিব্যাভরণভূষিতা। নরযানস্থিতা নারী প্রবিবেশ মৃগৈর্বৃতা ॥ ৩৬ ॥ বাদিত্রৈর্ব্রহ্মঘোষৈশ্চ নীয়তে নৃপমন্দিরম্। জনৈর্জানপদৈর্মার্গে দৃশ্যতে নৃপমন্দিরে ॥ ৩৭ ॥ নীয়মানা নাগরৈশ্চ মহদাশ্চর্য্যভাষকৈঃ। পুণ্যে মুহূর্ত্তে সম্প্রাপ্তে সা মৃগী নৃপমন্দিরম্ ॥ ৩৮ ॥ প্রতীহারেণ রাজেন্দ্র বচসা বারিতো জনঃ। গতঃ সেনাপতিঃ সৈন্যং গৃহীত্বা স্বনিকেতনম্ ॥ ৩৯ ॥ রাজাপি স্বগৃহং প্রাপ্য স্নাত্বা সম্পূজ্য দেবতাঃ। তাং মৃগীং স্নাপয়ামাস দিব্যগন্ধানুলেপনাম্ ॥ ৪০ ॥ কুঙ্কুমেন বিলিপ্তাঙ্গীং দিব্যবস্ত্রাবগুণ্ঠিতাম্। যথোচিতং যথাস্থানং দিব্যাভরণভূষিতাম্ ॥ ৪১ ॥ একান্তে নির্জ্জনে রাজা বভাষে চারুলোচনাম্। কা ত্বং কস্য সুতা কেন কারণেন মৃগৈঃ সহ ॥ ৪২ ॥ স্ত্রীণাং শরীরং তে কস্মান্মৃগীণাং বদনং কুতঃ। ইতি সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ৪৩ ॥ এবং সা প্রোচ্যমানাপি ন বভাষে কথঞ্চন। মূকবৎ ন বিজানাতি ন চ ভুঙ্ক্তে সুলোচনা ॥ ৪৪ ॥ ন ভুঙ্ক্তে পৃথিবীপালো ন রাজ্যং বহু মন্যতে। ন দারৈর্বাদাতে কার্য্যং নাশ্বৈর্ন চ গজৈ রথৈঃ ॥ ৪৫ ॥ তদেব রাজ্যং তে দারাস্তে গজাশ্বধনং বহু। প্রমদামদসংরক্তং যত্র সংক্রীড়তে মনঃ ॥ ৪৬ ॥ আহূয়াহ প্রতীহারং তয়া সম্মোহিতো নৃপঃ। পুরোধসং গুরুং বিপ্রানাচার্য্যান্ শীঘ্রমানয় ॥ ৪৭ ॥ দৈবজ্ঞানথ মন্ত্রজ্ঞান্ ভিষজস্তান্ত্রিকাংস্তথা। ইতি সম্বোদিতো রাজ্ঞা প্রতিহারো যযৌ স্বয়ম্ ॥ ৪৮ ॥ আজগাম স বেগেন সমানীয় দ্বিজোত্তমান্। রাজ্ঞে বিজ্ঞাপয়ামাস দেব বিপ্রাঃ সমাগতাঃ ॥ ৪৯ ॥ প্রবেশয় গুরুং দ্বাঃস্থ সম্প্রাপ্তান্ মদ্ধিতে রতান্। ইতি সম্বোদিতো রাজ্ঞা তথা চক্রে চ বুদ্ধিমান্ ॥ ৫০ ॥ অভ্যুত্থায় নৃপঃ পূর্ব্বং নমস্কৃত্য প্রপূজ্য চ। আসনেষূপবিষ্টাংস্তান্ বভাষে কার্য্যতৎপরঃ ॥ ৫১ ॥ ইদমাশ্চর্য্যমেবৈকং কথং শক্যং নিবেদিতুম্। জানীত হি স্বয়ং সর্ব্বে লোকতঃ শাস্ত্রতোঽপি বা ॥ ৫২ ॥ কথমেষা সমুৎপন্না কস্যেদং কর্ম্মণঃ ফলম্। অস্যাঃ কেন প্রকারেণ বচনং মানুষং ভবেৎ ॥ ৫৩ ॥ স্বয়ং মনুষ্য-

---

মৃগীকে কান্তকুব্জে লইয়া আসিলেন। ঐ মৃগী দিব্য বস্ত্রে সমাচ্ছন্ন, দিব্যাভরণে ভূষিত ও নরযানে সমারূঢ় হইয়া মৃগগণ সহ রাজভবনে প্রবেশ করিল। মৃগীকে নৃপমন্দিরে লইয়া যাইবার কালে বহু বাদিত্র ও ব্রহ্মঘোষ হইতে লাগিল। জনপদবাসীরা সেই দৃশ্য পথিমধ্যে দেখিল এবং নাগরিকেরা সেই আশ্চর্য্য কথা কহিতে কহিতে রাজালয়ে সেই নারী-মৃগী দর্শন করিল। পুণ্য মুহূর্ত্তে মৃগী নৃপমন্দিরে প্রবেশ করিল। প্রতিহারী রাজাজ্ঞায় জনসাধারণকে প্রবেশে নিষেধ করিল। সেনাপতি স্বীয় সৈন্যদল লইয়া নিজাবাসে প্রস্থান করিলেন। রাজা স্বভবনে উপস্থিত হইয়া স্নান ও দেবপূজান্তে সেই মৃগীকে স্নান করাইলেন। স্নানান্তে মৃগী দিব্য গন্ধ ও কুঙ্কুম দ্বারা অনুলিপ্ত ও দিব্য বসনে অবগুণ্ঠিত হইল। অনন্তর রাজা একান্তে সেই দিব্যাভরণভূষিতা চারুনয়না মৃগীকে জিজ্ঞাসিলেন,—কে তুমি? কাহার কন্যা? কেন তোমার মৃগগণ সহ পরিভ্রমণ? তোমার নারীর ন্যায় শরীর এবং মৃগীর ন্যায় বদন হইল কেন? আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে, তুমি এ সকল রহস্য আমার নিকট খুলিয়া বল। রাজা এইরূপে তাহাকে বলিলেন; কিন্তু সেই মৃগী মূকের ন্যায় কোন কথাই কহিল না। সুলোচনা মৃগী কিছুই জানে না; কিছুই ভোজন করে না। এদিকে রাজাও কিছুই ভোজন করিলেন না। রাজ্য তাঁহার নিকট ভাল লাগিতে লাগিল না। গজ, অশ্ব, স্ত্রী, পুত্র, কিছুই তাহার তৃপ্তিকর হইতে লাগিল না। বস্তুতঃ প্রমদা-মদানুরক্ত মন যথায় ক্রীড়া করে, তাহাই রাজ্য এবং তাহাই স্ত্রী, পুত্র ও গজাশ্বাদি ধনরত্ন। যাহাই হৌক, সেই মৃগীসম্মোহিত রাজা প্রতিহারীকে ডাকিয়া বলিলেন,—তুমি শীঘ্র আমার গুরু পুরোহিত অন্যান্য, আচার্য্যকল্প ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ,মন্ত্রজ্ঞ, ভিষক্ ও তান্ত্রিকদিগকে ডাকিয়া আন। রাজাজ্ঞায় প্রতিহারী গমন করিল এবং উক্ত দ্বিজোত্তমগণকে ডাকিয়া আনিল; আনিয়া রাজাকে বলিল,—হে রাজন্! ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়াছেন। রাজা বলিলেন,—দ্বাস্থ! গুরুকে এবং অন্যান্য মদীয় হিতে রত ব্রাহ্মণগণকে ভবনমধ্যে প্রবেশ করাও। প্রতিহারী রাজা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিল। ৩১—৫০। নৃপ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অগ্রে তাঁহাদের পূজা ও নমস্কার করিয়া তাঁহাদিগকে আসনে উপবেশন করাইলেন এবং বলিলেন,—এই আশ্চর্য্যের কথা কিরূপে আপনাদিগকে নিবেদন করিব? আপনারা কি কখন লোকে বা শাস্ত্রে এরূপ দেখিয়াছেন? এই অদ্ভুত মৃগী কিরূপে উৎপন্ন হইল? এ কোন্ কর্ম্মের

বদনা কথমেষা ভবিষ্যতি। সাবধানৈর্দ্বিজৈর্ভূয়ঃ সর্ব্বং সঞ্চিন্ত্য চোচ্যতাম্॥ ৫৪॥ বিপ্রা উচুঃ। দেব সারস্বতো নাম কুরুক্ষেত্রে দ্বিজোত্তমঃ। ঊর্দ্ধরেতাঃ সরস্বত্যাং তপস্তেপে জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৫৫॥ কথয়িষ্যতি সর্ব্বং তে তেনাদিষ্টা মৃগী স্বয়ম্। ইতি শ্রুত্বা বচো রাজা যযৌ সারস্বতং দ্বিজম্॥ ৫৬॥ সরস্বতীজলে স্নাতং প্রভাতে ধ্যানতৎপরম্। দৃষ্ট্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য সাষ্টাঙ্গং তং প্রণম্য চ। উপবিষ্টো নৃপো ভূমৌ প্রাঞ্জলিঃ সন্নিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৫৭॥ মনুষ্যপদসঞ্চারং শ্রুত্বা জ্ঞাত্বা চ কারণম্। সারস্বতো বভাষেহথ তং নৃপং ভক্তিতৎপরম্॥ ৫৮॥ সারস্বত উবাচ। ভোজরাজ শুভং তেহস্তু জ্ঞাতং তৎ কারণং ময়া। মৃগাননা ত্বয়া নারী সমানীতা বনাৎ কিল॥ ৫৯॥ মহদাশ্চর্য্যমেবৈতত্তব চেতসি বর্ত্ততে। আদিষ্টা তু ময়া বালা সর্ব্বং তে কথয়িষ্যতি॥ ৬০॥ জানাম্যহং মহারাজ চরিত্রং জন্ম যাদৃশম্। আশ্চর্য্যং সম্ভবেল্লোকে কথ্যমানং তয়া স্বয়ম্॥ ৬১॥ ইত্যাদিষ্ট গতো বেগাদ্রথেনাদিত্যবর্চ্চসা। অহোরাত্রদ্বয়েনৈব সম্প্রাপ্তো নৃপমন্দিরম্॥ ৬২॥ প্রবিশ্য চ মৃগীং দৃষ্ট্বা যত্রাস্তে মৃগলোচনা। তয়া সারস্বতো জ্ঞাতো ধর্ম্মজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্দ্বিজঃ॥ ৬৩॥ মৃগ্যুবাচ। এষ সর্ব্বং হি জানাতি কারণং যচ্চ যাদৃশম্। বর্ত্তমানং ভবিষ্যঞ্চ ভূতং যত্ত্রিভুবনত্রয়ে॥ ৬৪॥ এতেন মরণং জ্ঞাতং মদীয়ং পূর্ব্বজন্মনি। বস্ত্রাপথে মহাক্ষেত্রে তপস্তপ্তং ভবালয়ে॥ ৬৫॥ বিধূয় কলুষং সর্ব্বং জ্ঞানমুৎপাদ্য যত্নতঃ। জরামরণনির্ম্মুক্তঃ প্রত্যক্ষং দৃষ্টবান ভবম্॥ ৬৬॥ অস্য তুষ্টো ভবো দেবো জ্ঞাতং তীর্থস্য কারণম্। আদিষ্টয়া ময়া বাচ্যং ভবেজ্জন্মনি কারণম্॥ ৬৭॥ ইতি চিন্তাপরা যাবত্তাবদ্বিপ্রঃ সমাগতঃ। তস্মৈ প্রণামপরমা মূর্চ্ছিতা নিপপাত সা॥ ৬৮॥ অথ সারস্বতো জ্ঞানাজ্জ্ঞাতবান্ কারণঞ্চ তৎ। আনয়ন্তু দ্বিজা বেগাৎ কলসং তোয়সম্ভৃতম্॥ ৬৯॥ সর্ব্বৌষধীঃ পল্লবাংশ্চ দূর্ব্বাঃ পুষ্পাণি চাক্ষতান্।

ফলে এরূপ হইল? কিরূপে ইহার মানবের ন্যায় বাক্য হইতে পারে? এ কিরূপে মনুষ্যবদনা হইবে? আপনারা সকলে অবহিত হইয়া চিন্তা করুন। বিপ্রগণ বলিলেন,—কুরুক্ষেত্রে সারস্বত নামে এক ঊর্দ্ধরেতা জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ আছেন। ইনি সরস্বতীতীরে তপস্যা করেন। তৎ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই মৃগী সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবে, এই কথা শুনিয়া রাজা সরস্বতীতীরে ঐ ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন,—ঐ তপস্বী ব্রাহ্মণ প্রভাতে সরস্বতীজলে স্নান করিয়া ধ্যানতৎপর আছেন। তিনি তাঁহাকে তথাবিধ দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম সহকারে, প্রদক্ষিণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া ভূমিতে উপবেশন করিয়া রহিলেন। তখন ঐ তাপস ব্রাহ্মণ মনুষ্যপদসঞ্চার বুঝিতে পারিয়া এবং সম্যক্ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভক্তিতৎপর রাজাকে বলিলেন, হে ভোজরাজ! আপনার মঙ্গল হোক। আমি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। আপনি বন মধ্য হইতে এক মৃগাননা নারী আনয়ন করিয়াছেন। ইহাকে দেখিয়া আপনার চিত্তে মহাশ্চর্য্য উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হোক,আমার আদেশে ঐ নারী সকলই আপনাকে বলিবে। মহারাজ! আমি উহার জন্ম এবং চরিত্র সকলই জানি। ঐ বালা স্বয়ং যদি বলে; তবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়ই হইবে। এইরূপ আদেশ করিয়া রাজার সহিত সূর্য্যসন্নিভ রথে আরোহণপূর্ব্বক দুই অহোরাত্র মধ্যেই বেগে রাজমন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজভবনে প্রবেশ করিয়া যথায় সেই মৃগাননা রহিয়াছে, সেই স্থানে গিয়া মৃগীকে সন্দর্শন করিলেন। মৃগী সেই ধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ সারস্বত দ্বিজকে চিনিতে পারিল। মৃগী মনে মনে কহিল,—এই দ্বিজ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্ত কারণই অবগত আছেন। ত্রিভুবনের কোন ঘটনাই ইঁহার অজ্ঞাত নাই। পূর্ব্ব জন্মে আমি যে ভাবে মরিয়াছিলাম, তাহাও ইনি অবগত আছেন। এই দ্বিজ মহাক্ষেত্র বস্ত্রাপথে ভবমন্দিরে তপস্যা করিয়াছিলেন। তপস্যায় ইঁহার সর্ব্বপাপ বিদূরিত হয়। ইনি পরম যত্নে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন এবং জরামরণবর্জ্জিত হইয়া ভবদেবকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রতি ভবদেব তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইনি ঐ তীর্থের কারণ বিদিত আছেন। ইঁহার আদেশে আমি পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বলিতে বাধ্য হইব। ৫১—৬৭। মৃগী এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় ঐ সারস্বত বিপ্র মৃগীসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মৃগী তাঁহাকে দেখিয়া যেমন নমস্কার করিল, অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। জ্ঞানবান্ সারস্বত বিপ্র তখন ঐ মূর্চ্ছার কারণ বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন,—দ্বিজগণ! আপনারা সত্বর জলপূর্ণ কলস, সর্ব্বৌষধি, পল্লবদল, দূর্ব্বা, পুষ্প, অক্ষত,

ধূপং চ চন্দনং চৈব গোময়ং মধুসর্পিষী। ৭০ ॥ ইত্যাদিষ্টৈর্দ্বিজৈর্বেগাৎ সমানীতং নৃপাজ্ঞয়া। উপলিপ্য চ ভূভাগং স্বস্তিকং সন্নিবেশ্য চ। ৭১ ॥ তত্রাগ্নিকার্য্যং কৃত্বাথ দেবান্ কুম্ভে নিধায় সঃ ইন্দ্রং তস্মিংশ্চ বিষ্ণুঞ্চ দিক্‌পালাংশ্চ যথাক্রমম্ হুত্বাগ্নিং স চরুং কৃত্বা গ্রহপূজামকারয়ৎ। ৭২ তোয়ং সুবর্ণপাত্রস্থং কৃত্বা কুম্ভান্ স্বয়ং গুরুঃ অভিষেকং ততশ্চক্রে মুহূর্ত্তে সার্ব্বকামিকে। ৭৩ অভিষিক্তা তু সা তেন পূতা স্নানার্থবারিণা জাতা সচেতনা বালা সর্ব্বং পশ্যতি চক্ষুষা। ৭৪ শৃণোতি সর্ব্বং জানাতি চরিত্রং পূর্ব্বজন্মনঃ বদরীফলমাত্রং তু পুরোডাশং দদৌ গুরুঃ। ৭৫ তয়োপভুক্তং যত্নেন ততশ্চক্রে স মার্জ্জনম্ মানুষে বচনে কর্ণে দদৌ জ্ঞানং গুরুস্ততঃ। ৭৬ গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা ততঃ সা চ মৃগাননা। ভোজরাজায় সর্ব্বং চ চরিত্রং পূর্ব্বজন্মনঃ। ৭৭। বক্তুং প্রচক্রমে বাল্যাদ্যদ্‌বৃত্তং পূর্ব্বজন্মনি। নমস্কৃত্য গুরুং পূর্ব্বং ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়াংস্তথা। ৭৮ ॥ মৃগ্যুবাচ। ন বিষাদস্ত্বয়া কার্য্যো রাজন্ শ্রুত্বা ময়োদিতম্। ইতস্ত্বং সপ্তমে স্থানে কলিঙ্গাধিপতেঃ সুতঃ। ৭৯। মৃতে পিতরি বালস্ত্বং স্থাপিতঃ সমন্ত্রিভিঃ। অহং হি বঙ্গরাজস্য সম্ভবা দুহিতা কিল। ৮০। পরিণীতা ত্বয়া দেব পিত্রা দত্তা স্বয়ং নৃপ। ত্বয়াহং পট্টমহিষী কৃতা যোষিদ্বরা যতঃ। ৮১। যুবা জাতঃ ক্রমেণৈব হিংস্রঃ ক্রূরো বভূব হ। বেদশাস্ত্রকুশলো দয়াধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ। ৮২। লুব্ধো মানী মহাক্রোধী সত্যাচারবহিষ্কৃতঃ। ন দেবং ন গুরুং বিপ্রান্ বো জানাতি দুরাশয়ঃ। ৮৩ ॥ বিরক্তা হি প্রজাস্তস্য ব্রাহ্মণোচ্ছেদকারকঃ। সমাসন্নৈর্নৃপৈস্তস্য দেশঃ সর্ব্বো বিলুণ্ঠিতঃ। সৈন্যং সর্ব্বং সমাদায় যুদ্ধায়োপজগাম সঃ। ৮৪। সহৈবাহং গতা দেব যুদ্ধং জাতং নৃপৈঃ সহ। হারিতং সৈনিকৈস্তস্য গতা নষ্টা দিশো দশ। ৮৫। ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং নিজং রাজা পলায়নপরোঽভবৎ। গচ্ছমানস্তু নৃপতিঃ শত্রুভিঃ পরিপীড়িতঃ। ৮৬। তবাস্মিবাদী দুষ্টাত্মা হতো

ধূপ, চন্দন, গোময়, মধু ও ঘৃত আনয়ন করুন। সারস্বতের আদেশে এবং রাজার অনুমোদনে দ্বিজগণ সত্বর সমস্ত বস্তুই আনয়ন করিলেন। অনন্তর সারস্বত ভূভাগ উপলিপ্ত করিয়া স্বস্তিক-সন্নিবেশ অগ্নি স্থাপন, কুম্ভে বেদনিধাপন, ইন্দ্র ও অন্যান্য দিক্‌পালগণকে যথাক্রমে আবাহন এবং অগ্নিতে হোম করিয়া চরুপাকান্তে গ্রহপূজা করিলেন। তিনি স্বয়ং সুবর্ণপাত্রে জল রাখিয়া সর্ব্বকামপ্রদ শুভ মুহূর্ত্তে কুম্ভজলে অভিষেক করাইতে লাগিলেন। মৃগী অভিষিক্তা ও স্নান পূতা হইয়া চেতনাবতী হইল। সেই বালা পরে চক্ষু চাহিয়া সকলই দেখিল, সকলই শুনিল এবং স্বীয় পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত সকলই স্মরণ করিতে লাগিল। গুরু এইবার তাহাকে বদরীফলপরিমিত পুরোডাশ প্রদান করিলেন। মৃগী যত্নপূর্ব্বক তাহা ভোজন করিয়া মুখ মার্জ্জন করিল। অনন্তর গুরু তাহার কর্ণে মানুষবাক্যে জ্ঞানদান করিলেন। মৃগাননা গুরুদেবকে দক্ষিণা দিয়া নিজের পূর্ব্বজন্মচরিত সমস্তই ভোজরাজকে বলিতে আরম্ভ করিল। মৃগী তাহার শৈশব হইতে সমস্ত পূর্ব্বজন্মঘটনা বলিতে গিয়া প্রথমে গুরুদেবকে পরে অন্যান্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বর্গকে নমস্কারপুরঃসর বলিল,—রাজন! আপনি মদুক্ত বাণী শ্রবণ করিয়া বিষাদ করিবেন না। আপনার পূর্ব্বতন সপ্তম জন্মে আপনি কলিঙ্গাধিপতির পুত্র হইয়াছিলেন। বাল্যকালেই আপনার পিতৃবিয়োগ হয়। মন্ত্রিগণ আপনাকে তখন পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। আমি তখন বঙ্গরাজের দুহিতা। দেব! পিতা আমাকে আপনার করে সম্প্রদান করেন। আমি বরস্ত্রী বলিয়া আমাকে আপনি পট্টমহিষীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ক্রমে যৌবনকাল আসিল। আপনি অত্যন্ত ক্রূর ও হিংস্রপ্রকৃতি হইলেন। বেদশাস্ত্রে আপনার পাণ্ডিত্য হইল না; দয়া-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন; সেই অবস্থায় আপনি লুব্ধ মানী, মহাক্রোধী, সত্যাচারবর্জ্জিত, দুরাশয় এবং দেব, দ্বিজ, ও গুরুগণের পূজা সৎকারে অনভিজ্ঞ হইলেন। ব্রাহ্মণগণের উচ্ছেদসাধন করায় প্রজাগণ বিরক্ত হইল। সমাসন্ন নরপাতগণ কর্ত্তৃক ভবদীয় সমস্ত দেশ লুণ্ঠিত হইল। আপনি সৈন্যসজ্জা করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। হে দেব! আমিও তখন আপনার সহিত গমন করিলাম। বিপক্ষ নরপালগণের সহিত ঘোর যুদ্ধ হইল। আপনার সৈন্যগণ রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া দশদিকে পলায়ন করিল। রাজা আপনি তৎকালে স্বীয় ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পলায়ন করিলেন। তখন পলাইয়াও নিস্তার পাইলেন না। পথে যাইতে যাইতে শত্রুগণ আপনাকে

লো কবিরোধকঃ। দেহং তস্য গৃহীত্বাগ্নৌ প্রবিষ্টাহং নৃপোত্তম॥ ৮৭॥ মৃতস্ত্বেবং গতির্নাস্তি নরকে স বিপচ্যতে। মৃতং কান্তং সমাদায় ভার্য্যাগ্নৌ প্রবিশেদ্যদি॥ ৮৮॥ সা তারয়তি পাপিষ্ঠং যাবদাভূতসংপ্লবম্। ইহ পাপক্ষয়ং কৃত্বা পশ্চাৎ স্বর্গে মহীয়তে॥ ৮৯॥ অতস্ত্বং ব্রাহ্মণো জাতো দেশে মালবকে নৃপ। তস্যৈব তত্র ভার্য্যাহং সম্ভূতা ব্রাহ্মণী নৃপ॥ ৯০॥ ধনধান্যসমৃদ্ধোঽভূত্তথা জীবধনাধিকঃ। মৃতঃ পিতা মৃতা মাতা স চ ভ্রাতৃবিবর্জ্জিতঃ॥ ৯১॥ ধনধান্যসমৃদ্ধোঽপি লুব্ধো ভ্রমতি ভূতলে। অতীব কোপনো বিপ্রো বেদপাঠবিবর্জ্জিতঃ॥ ৯২॥ স্নানসন্ধ্যাদিহীনশ্চ মায়াবী যাচতে জনম্। ভক্তিং করোমি পরমাং স চ ক্রুধ্যতি মাং প্রতি॥ ৯৩॥ সন্তানং তস্য বৈ নাস্তি ধনরক্ষাপরো হি সঃ। ন দদাতি ন চাশ্নাতি ন জুহোতি স রক্ষতি॥ ৯৪॥ ন তর্পণং তিলৈর্বিপ্রো বিদধাত্যতিলোভতঃ। কার্ত্তিকেঽপি চ সম্প্রাপ্তে বিষ্ণুপূজাবিবর্জ্জিতঃ॥ ৯৫॥ দীপং দদাতি নো বিপ্রো মাসমেকং নিরন্তরম্। ন ভুঙ্‌ক্তে শাকপত্রং স একাহারো নিরন্তরম্॥ ৯৬॥ মাসে নভস্যে সম্প্রাপ্তে প্রাপ্তে কৃষ্ণে নৃপোত্তম। ন করোতি গৃহে শ্রাদ্ধং স্নানতর্পণবর্জ্জিতঃ॥ ৯৭॥ ন জানাতি দিনং পিত্র্যং পক্ষমেকং নিরন্তরম্। অন্যত্র ভুঙ্‌ক্তে বিপ্রোঽসৌ ক্ষয়াহেঽপি সমাগতে॥ ৯৮॥ মকরস্থেঽপি সংক্রান্তৌ কৃশরান্নং দদাতি ন। তিলান্ সুবর্ণং তারং বা বস্ত্রং বা ফলমেব চ। শাকপত্রং স পুষ্পং বা ন দদাতি তথেন্ধনম্॥ ৯৯॥ গবাং গবাহ্নিকং নৈব কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি। ন যাতি বিষ্ণুশরণং সম্প্রাপ্তে দক্ষিণায়নে॥ ১০০॥ ধেনুং দদাতি নো বিপ্রো গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ॥ ১০১॥ একাপি দত্তা সুপয়স্বিনী সা সবস্ত্রঘণ্টাভরণোপপন্না। বৎসেন যুক্তা হি দদাতি দাত্রে মুক্তিং কুলস্যাস্য করোতি বৃদ্ধিম্॥ ১০২॥ যাবন্তি রোমাণি ভবন্তি তস্যাস্তাবন্তি বর্ষাণি মহীয়তে সঃ। ব্রহ্মালয়ে

আক্রমণ করিল। আপনি আত্মসমর্পণ করিলেন। তথাচ আপনি দুষ্টাত্মা ও লোকবিরোধী বলিয়া তাহারা আপনাকে হত্যা করিল। অনন্তর আপনার মৃতদেহ গ্রহণ করিয়া—নৃপবর! আমিও হুতাশনে প্রবেশ করিলাম। ৬৮—৮৭। এই অবস্থায় যে রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার নিশ্চয়ই সদ্গতি হয় না; সে নরকেই পচিতে থাকে। কিন্তু ভার্য্যা যদি মৃত পতিকে লইয়া হুতাশনে প্রবেশ করে, তবে সে আপ্রলয় তদীয় পাপিষ্ঠ পতির উদ্ধারের কারণ হইয়া থাকে। ইহকালে তাহার পাপক্ষয় হয়; অন্তে তাহার স্বর্গবিহার ঘটিয়া থাকে। যা হৌক, অতঃপর তোমার যে জন্ম হইল, তাহাতে তুমি মালবদেশের এক ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিলে। হে নৃপ! ঐ জন্মে আমিও সেই ব্রাহ্মণের ভার্য্যা হইলাম। ব্রাহ্মণ ধনে, ধান্যে সমৃদ্ধ হইলেন। জীবনে এবং ধনে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা হইল। কিন্তু পিতা, মাতা ভ্রাতা সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কালক্রমে মৃত্যুকবলিত হইলেন। ব্রাহ্মণ বন্ধুহীন; ধন-ধান্য যথেষ্ট আছে, তথাচ লুব্ধভাবে ভূমণ্ডলে তিনি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময় সেই বিপ্র অতি কোপনস্বভাব হইলেন। দেবপাঠ, স্নান, সন্ধ্যা, কিছুরই তিনি ধার ধারিলেন না। মায়াবী হইয়া লোকের কাছে কেবল অর্থ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতে লাগিলাম। কিন্তু তিনি আমার প্রতি সদাই ক্রোধী। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না। তিনি অপুত্রক; তথাচ ধনরক্ষায় সর্ব্বদাই তৎপর হইলেন। তাঁহার অর্থ ছিল, কিন্তু কাহাকেও এক কপর্দ্দক দিতেন না; নিজেও ভোগ করিতেন না; বা দেবোদ্দেশেও দান করিতেন না; কেবল ধনরক্ষাতেই তিনি তৎপর হইলেন। সেই বিপ্র অতিলোভী; তাই তিলতর্পণও করিতেন না। এমন কি, কার্ত্তিক মাসেও তিনি বিষ্ণুপূজায় পরাঙ্মুখ ছিলেন। ঐ মাসে প্রত্যহ দীপদান করিতে হয়, তাহাও তিনি করিতেন না। তিনি শাক, পত্র আহার করিতেন, একাহারে থাকিতেন। হে নৃপবর! শ্রাবণ মাসেও তাঁহা দ্বারা স্নান তর্পণ বা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইত না। তিনি পিতৃপক্ষ বা পিতৃশ্রাদ্ধতিথি জানিতেন না; অমাবস্যাদিনেও তিনি অন্যের বাড়ী আহার করিতেন। মকরসংক্রান্তি দিনেও কৃষরান্ন, তিল, সুবর্ণ, বস্ত্র, ফল, শাকপত্র, পুষ্প, বা ইন্ধন তিনি দান করিতেন না; বা গোগ্রাসাদিও তাঁহা দ্বারা প্রদত্ত হইত না। সুতরাং কিরূপে মুক্তি ঘটিবে? ঐ বিপ্র দক্ষিণায়ন কালেও বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিতেন না। এমন কি চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণকালেও ধেনুদান করিতেন না। বস্তুতঃ বস্ত্র ও ঘণ্টাভরণান্বিত একটীও যদি সবৎসা সুপয়স্বিনী গাভী প্রদত্ত হয়, তবে দাতার মুক্তি হয়; কুলবৃদ্ধি হয়। ঐ গাভীর শরীরে যত রোম, তত বর্ষ

সিদ্ধগণৈর্বৃতোঽসৌ সন্তিষ্ঠতে সূর্য্যসমানতেজাঃ। ১০৩। দেবালয়ং নো বিদধাতি বাপীং কূপং তড়াগং ন করোতি কুণ্ডম্। পুণ্যং বিবাহং সুজনোপকারং নাসৌ সতাং বা দ্বিজমন্দিরঞ্চ। ১০৪। ধনং সদা ভূমিগতং করোতি ধর্ম্মং ন জানাতি কুলস্য চাসৌ। অহং হি তস্যানুগতা ভবামি কথং হি কান্তং পরিবঞ্চয়ামি। ১০৫। এবং হি বর্ত্তমানঃ স কালধর্ম্মমুপেযিবান্। ধনলোভান্ময়া দেব মরণং পরিবর্জ্জিতম্। ১০৬। পশ্যন্ত্যা গোত্রিভিঃ সর্ব্বং গৃহীতং ধনসঞ্চয়ম্। কালেন মহতা দেব মৃতাহং দ্বিজমন্দিরে। ১০৭। শ্বেতসর্পঃ সমভবদ্দেশে তস্মিন্নরোত্তম। তত্রৈবাহং ব্রাহ্মণস্য সঞ্জাতা তনয়া নৃপ। ১০৮। বর্ষেঽষ্টমে তু সম্প্রাপ্তে পরিণীতা দ্বিজন্মনা। তস্মিন্নেব গৃহে সর্পো মদীয়ে বসতে নৃপ। ১০৯। ভার্য্যা মমেতি সন্দষ্টো রাত্রৌ ভর্ত্তা মহাহিনা। মৃতোঽপি ব্রাহ্মণৈঃ সর্পো লগুডৈর্বিনিপাতিতঃ। ১১০। বৈধব্যং মম দত্ত্বা তু দ্বিজসর্পৌ মৃতাবুভৌ। পিত্রা মাত্রা মহাশোকং কৃত্বা মে মুণ্ডিতং শিরঃ। ১১১। বসানা শ্বেতবস্ত্রঞ্চ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা। মাসোপবাসনিরতা যানি তীর্থান্যনেকশঃ। ১১২। সর্পোঽপি মকরো জাতো গোদাবর্য্যাং শিবালয়ে। দেবং ভীমেশ্বরং দ্রষ্টুং গতাহং স্বজনৈঃ সহ। ১১৩। যাবৎ স্নাতুং প্রবিষ্টাহং বৃতা সর্ব্বজনৈর্নৃপ। মকরেণ তদা দৃষ্টা ভার্য্যেয়ং মম বল্লভা। গৃহীত্বা মকরেণাহং নেতুমস্তর্জ্জলে নৃপ। ১১৪। হাহাকারঃ সমভবজ্জনঃ ক্ষুব্ধঃ সমন্ততঃ। কুন্তাঘাতেন কেনাসৌ মকরস্য নিপাতিতঃ। ১১৫। ঝষবক্ত্রস্থিতা চাহং মৃতা দৃষ্টা জনৈর্বহিঃ। অগ্নিং দত্ত্বা জলে ক্ষিপ্ত্বা ভস্ম লোকা গৃহান্ গতাঃ। ১১৬। স্ত্রীবধাল্লুব্ধকো জাতো ঝষস্তীর্থপ্রভাবতঃ। মানুষীং যোনিমাপন্নস্তস্মিন্নেব মহাবনে। ১১৭। অগ্নেৰ্জ্জলাচ্চ সর্পাচ্চ গজাৎসিংহাদ্বৃষাদপি। ঝষাদ্বিস্ফোটকান্মৃত্যুর্যেষাং তে নরকে গতাঃ। ১১৮। আত্মহা ভ্রূণহা স্ত্রীহা ব্রহ্মঘ্নঃ কূটসাক্ষ্যদঃ। কন্যাবিক্রয়কর্ত্তা চ মিথ্যাব্রতধরস্তু যঃ। ১১৯। বিক্রীণাতি ক্রতুং

ব্রহ্মলোকে দাতা বিহার করিয়া থাকে; সিদ্ধগণ তাহাকে ঘিরিয়া থাকেন; সে সূর্য্যতুল্য তেজে স্বমহিমায় অবস্থান করিতে থাকে। সেই বিপ্র কিন্তু ঐরূপ দান কিছুই করিলেন না। দেবালয়, বাপী, কূপ, তড়াগ, বা কুণ্ড নির্ম্মাণ কিম্বা পবিত্র বিবাহ দান, সজ্জনের উপকার, সাধুর আশ্রয় দান বা দ্বিজ মন্দির নির্ম্মাণ কিছুই তাঁহা দ্বারা করা হইল না। তিনি সর্ব্বদা ধনরাশি ভূগর্ভে রাখিতে লাগিলেন; নিজের কুলধর্ম্ম কিছুই জানিলেন না। আমিও তাঁহার অনুগতা হইলাম; স্বামীকে বঞ্চনা করি কিরূপে? এইরূপ অবস্থায় তিনি কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইলেন। কিন্তু আমি ধনলোভে সহমৃতা হইতে পারিলাম না। এই অবস্থায় জ্ঞাতিগণ আমার সমক্ষেই আমাদের সঞ্চিত ধন গ্রহণ করিল! কালে আমিও মৃত্যুমুখে পতিত হইলাম। আমার পতি সেই দেশেই শ্বেত সর্প হইয়া জন্মিলেন। আমিও সেই স্থানেই এক ব্রাহ্মণের তনয়া হইয়া জন্মিলাম। অষ্টমবর্ষে আমায় এক দ্বিজপুত্র বিবাহ করিলেন। আমাদের বিবাহ-মন্দিরে সেই সর্প আশ্রয় লইয়াছিল। রাত্রিকালে সেই সর্প আমাকে "আমার ভার্য্যা" বলিয়া আমার ভর্ত্তাকে দংশন করিল। ব্রাহ্মণগণ লগুড়াঘাতে তাহাকে নিপাতিত করিলেন। আমার ভর্ত্তা ও সর্প ইহারা উভয়ে আমার বৈধব্য বিধান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আমার পিতা-মাতা তখন অত্যন্ত শোক করিয়া আমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিলেন। আমি শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা, মাসোপবাসনিরতা ও তীর্থাসক্ত হইলাম। সর্পও গোদাবরীতে মকর হইয়া জন্মিল। একদা আমি সজ্জনগণের সহিত ভীমেশ্বর দর্শন করিতে গেলাম। তথায় গিয়া যেমন স্বজনগণের সহিত স্নান করিতে অবতরণ করিয়াছি, অমনি এক মকর আমাকে দর্শন করিয়া "এ আমার ভার্য্যা বল্লভা" বলিয়া আমাকে গ্রহণ করিয়া জলমধ্যে লইয়া গেল। এই সময় সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিল; সকলেই ক্ষুব্ধ হইল। জনৈক পুরুষ কুন্তাঘাতে মকরকে নিপাতিত করিল। জনগণ মকর-বদনগত মৃতাবস্থায় আমাকে জলমধ্য হইতে তীরে উত্থাপিত করিল—করিয়া, আমার অগ্নিকার্য্য সমাপন পূর্ব্বক ভস্ম নিক্ষেপ করত চলিয়া গেল। তীর্থ-প্রভাবে ঐ মকর মানুষযোনি প্রাপ্ত হইয়া ঐ মহাবনে লুব্ধক হইয়া জন্মিল। ৮৮—১১৭। অগ্নি, জল, সর্প, গজ, সিংহ, বৃষ, ঝষভ ও বিস্ফোটক, হইতে যাহারা মৃত হয়, তাহারা নরকে গমন করে। আত্মহা, ভ্রূণহা, স্ত্রীঘাতী, ব্রহ্মঘাতী, কূটসাক্ষ্যদ, কন্যাবিক্রয়ী, মিথ্যাব্রতধর, ক্রতুবিক্রয়ী, মদ্যপায়ী দ্বিজ, রাজ-

বর্জ্জ মদ্যপঃ স্যাদ্দ্বিজশ্চ যঃ। রাজদ্রোহী স্বর্ণচৌরো ব্রহ্মবৃত্তিবিলোপকঃ ॥ ১২০ ॥ গোঘ্নশ্চ নিক্ষেপহরো গ্রামসীমাহরশ্চ যঃ। সর্ব্বে তে নরকং যান্তি যা চ স্ত্রী পতিবঞ্চকা ॥ ১২১ ॥ ঋষমৃত্যুপ্রভাবেণ জাতা ক্রৌঞ্চী বনে নৃপ। গোদাবরীবনে ব্যাধো ভ্রমতে মৃগমার্গকঃ ॥ ১২২ ॥ বনে ক্রৌঞ্চঃ সকামো মাং মুদা কাময়িতুমুদ্যতঃ। দৃষ্টাহং ভ্রমতা তেন ব্যাধেনাকৃষ্য কার্ম্মুকম্ ॥ ১২৩ ॥ হতঃ ক্রৌঞ্চো মৃতো রাজন্ নষ্টা স্থানাদহং ততঃ। গোদাবরীবনে তস্মিন্নেবং রূপং দদর্শ তম্ ॥ ১২৪ ॥ ঋষির্ব্যাধং শশাপাথ দৃষ্ট্বা কর্ম্ম বিগর্হিতম্। কামধর্ম্মমকুর্ব্বাণং প্রিয়াসম্ভাষতৎপরম্। ক্রৌঞ্চং ত্বমবধীর্যস্মাত্তস্মাৎসিংহো ভবিষ্যসি ॥ ১২৫ ॥ ঋষিস্তেন বিনীতেন স্তুত্বা সন্তোষিতো নৃপ। ঋষির্বদতি তস্যাগ্রে ন মে মিথ্যা বচো ভবেৎ ॥ ১২৬ ॥ সিংহত্বস্য প্রসাদং তে করিষ্যে মুক্তিহেতবে। সুরাষ্ট্রদেশে ভবিতা সিংহো রৈবতকে গিরৌ ॥ ১২৭ ॥ বস্ত্রাপথে মহাক্ষেত্রে মুক্তিস্তে বিহিতা ধ্রুবা। ইত্যুক্ত্বা স ঋষির্দেব গতো ভীমেশ্বরং প্রতি। দুর্বচঃশ্রবণাদ্ব্যাধঃ ক্রমাৎ পঞ্চত্বমাযযৌ ॥ ১২৮ ॥ ক্রৌঞ্চী ক্রৌঞ্চবিয়োগেন গতা সা চ বনান্তরে। মৃতা দৈববশাজ্জাতা মৃগী রৈবতকে গিরৌ ॥ ১২৯ ॥ মৃগযূথগতা নিত্যং মোদতে মদবিহ্বলা। ব্যাধঃ সিংহঃ সমভবদ্গিরেস্তস্য মহাবনে ॥ ১৩০ ॥ কামার্ত্তা ভ্রমতা দৃষ্টা মৃগী সিংহেন যত্নতঃ। তত্র সম্ভ্রমতে নিত্যং সিংহশ্চাপি মৃগী বনে ॥ ১৩১ ॥ সিংহোঽপি দৈবযোগেন মমেয়মিতি মন্যতে। পরং হিংস্রস্বভাবেন তামাদাতুং প্রচক্রমে ॥ ১৩২ ॥ চলত্বং মৃগজাতীনাং বিহিতং বেধসা স্বয়ম্। পুনর্গতা মৃগী যূথং ক্রীড়তে চারুলোচনা ॥ ১৩৩ ॥ ভবস্য পশ্চিমে ভাগে তত্র রৈবতকে গিরৌ। অনুযাতঃ শনৈঃ সোঽথ মৃগেন্দ্রো মৃগযূথপঃ। উৎপাতস্ততঃ সিংহো মৃগসঙ্ঘস্য মূর্দ্ধনি ॥ ১৩৪ ॥ সিংহস্য ন মৃগৈঃ কার্য্যং হরিণীং প্রতি পশ্যতঃ। যত্র সা হরিণী যাতি যযৌ সিংহস্তথৈব তাম্ ॥ ১৩৫ ॥ যদা বেগং মৃগী চক্রে সিংহঃ ক্রুদ্ধস্তদা বনে। সিংহোঽপি বেগবান্ জাতো মৃগীবেগাধিকোঽভবৎ ॥ ১৩৬ ॥ যদা সিংহেন সংক্রান্তা

দ্রোহী, স্বর্ণচোর, ব্রহ্মবৃত্তিলোপী, গোঘ্ন, নিক্ষেপহর, গ্রামসীমাহর, ইহারা সকলেই নরকে গমন করে। পতিবঞ্চনাকারিণী স্ত্রীও নরকে গমন করিয়া থাকে। হে নৃপ! আমি তীর্থপ্রভাবে মকরমুখে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াও ঐ স্থানে ক্রৌঞ্চী হইয়া জন্মিলাম। ঐ স্থানে গোদাবরীবনে মৃগান্বেষী ব্যাধ সকল সর্ব্বদাই বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ বনে এক ক্রৌঞ্চ ভ্রমণ করিতে করিতে সকামভাবে আমাকে দর্শন করিয়া আহ্লাদে কামনা করিতে উদ্যত হইল। এক ব্যাধ ঐ সময় কার্ম্মুক আকর্ষণ করিয়া ক্রৌঞ্চকে নিহত করিল। আমি তদ্দর্শনে তথা হইতে পলায়ন করিলাম। ক্রৌঞ্চকে তথাভূতরূপে নিহত করিতে দেখিয়া এক ঋষি ব্যাধকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, যেহেতু তুই এই কামধর্ম্মোৎসুক, প্রিয়াসম্ভাষণতৎপর ক্রৌঞ্চকে বধ করিলি, অতএব তুই সিংহ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবি। এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়া ব্যাধ তখন তাঁহাকে বোধিত করিতে লাগিল। ঋষি বলিলেন,—আমার বাক্য অন্যথা হইবার নহে; তবে এই পর্য্যন্ত অনুগ্রহ করিতেছি যে, তুই সুরাষ্ট্রদেশে রৈবতক গিরিতে সিংহ হইয়া জন্মিবি; বস্ত্রাপথে মহাক্ষেত্রে তোর মুক্তি হইবে। এই বলিয়া ঋষি ভীমেশ্বর উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। ব্যাধ কালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এদিকে ক্রৌঞ্চী (আমি) তখন ক্রৌঞ্চবিরহে মৃত্যুগ্রস্তা হইয়া দৈববশে বনান্তরে রৈবতক গিরিতে গিয়া মৃগী হইয়া জন্মিল। সে মদবিহ্বল হইয়া নিত্য মৃগযূথমধ্যে গমন করিতে লাগিল। এদিকে ব্যাধও মহাগিরি বনে সিংহ হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। একদা মৃগী কামার্ত্তা হইয়া বিচরণ করিতে করিতে ঐ সিংহের নয়নপথে পতিত হইল। ঐ বনে সিংহ ও মৃগী উভয়েই নিত্য ভ্রমণ করিতে লাগিল। একদিন দৈবযোগে সিংহ "এ আমার" বলিয়া হিংস্র-স্বভাববশতঃ ঐ মৃগীকে গ্রহণ করিতে উপক্রম করিল। কিন্তু বিধাতা স্বয়ং মৃগজাতির চঞ্চলত্ব বিধান করিয়াছেন, এজন্য মৃগী পুনরায় মৃগযূথমধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ক্রীড়া করিতে সমর্থ হইল। একদিন মৃগযূথপতি ভবদেবের পশ্চিমদিকে (রৈবতকপর্ব্বতে) মন্দ মন্দ বিচরণ করিতেছে, এমন সময় সিংহ ঐ মৃগযূথ মস্তকে আপতিত হইল। কিন্তু সিংহের ত' মৃগে প্রয়োজন নাই, মৃগীর প্রতি দৃষ্টি; যেদিকে সেই মৃগী গমন করিল, সিংহও সেইদিকে ধাবিত হইতে লাগিল। যখন মৃগী বেগে গমন করিল, তখন সিংহও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল, তাহার প্রবল বেগ হইয়া উঠিল। বেগাধিক্যে সে মৃগী অপেক্ষাও অধিক বেগবান্ হইল। এই অবস্থায় সিংহ যখন

দদৌ ঝম্পাং মৃগী তু সা। ভবস্যাগ্রে নদীতোয়ে পতিতা জলমূর্দ্ধনি। ১৩৭। লম্বতে তু শরীরং মে বেণৌ প্রোতং শিরো মম। সিংহঃ সহৈব পতিতো মৃতঃ পয়সি মধ্যতঃ। ১৩৮। স্বর্ণরেখাজলে দেব বিশীর্ণং মম তদ্বপুঃ। ন তু বক্ত্রং নিপতিতং ত্বক্সার-শিরসি স্থিতম্। ১৩৯। এতচ্চরিত্রং যৎসর্ব্বং দৃষ্টং সারস্বতেন বৈ। তত্তীর্থস্য প্রভাবেন সিংহস্তু সমজায়থাঃ। ১৪০। ইদং হি সপ্তমং জন্ম সর্ব্বপাপ-ক্ষয়োদয়ম্। কান্যকুব্জে মহাদেশে রাজা ভোজেতি বিশ্রুতঃ। ১৪১। অহং হি হরিণীগর্ভে জাতা মানুষরূপিণী। জাতং বক্ত্রং মৃগীণাং মে যস্মান্ন পতিতং জলে। ১৪২।

ইতি শ্রীস্কান্দে মৃগাননাকথিতপ্রাক্সপ্তজন্ম-বৃত্তান্তবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ। ৬।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

রাজোবাচ। কথং ত্বং হরিণীরূপে জাতা মানুষরূপিণী। কেন সম্বর্দ্ধিতা বাল্যে কথং তে রূপমীদৃশম্। ১। মৃগ্যুবাচ। শৃণু দেব প্রবক্ষ্যামি যদ্বৃত্তং কন্থকে বনে। ঋষিরুদ্দালকো নাম গঙ্গা-কূলে মহাতপাঃ ২। প্রভাতে মূত্রমুৎস্রষ্টুং গতো দেব বনান্তরে, মূত্রান্তে পতিতো ভূমৌ বীর্য্য-বিন্দুর্দ্বিজন্মনঃ। ৩। যাবৎ স চলিতো বিপ্রঃ শৌচং কৃত্বা প্রযত্নতঃ। তাবন্মৃগী সমায়াতা দৃষ্ট্বা পুষ্প-বনান্তরাৎ। ৪। চাপল্যাদ্ভক্ষিতং বীর্য্যং দৃষ্টং ব্রহ্মর্ষিণা স্বয়ম্। যস্মাদশ্নাতি মে বীর্য্যং তস্মাদ্গর্ভো ভবিষ্যতি॥ ৫। মমরূপা তববক্ত্রা নারী গর্ভে ভবিষ্যতি। বর্দ্ধয়িষ্যন্তি দেব্যস্তাং রসৈর্দিব্যৈঃ সুতাং তব॥ ৬। কেনাপি দৈবযোগেন জ্ঞানং তস্যা ভবিষ্যতি। এবমুদ্দালকাদেব সঞ্জাতাহং মৃগাননা। প্রবিশ্যাগ্নৌ মৃতা পূর্ব্বং ত্বয়া সার্দ্ধং নরাধিপ। ৭। তস্মাজ্জাতং সতীত্বং মে সপ্তজন্মানি বৈ প্রভো। যত্ত্বয়া কুর্ব্বতা রাজ্যং পাপং বৈ সমুপার্জ্জিতম্। ৮। ক্ষত্রধর্ম্মং পরিত্যজ্য পলায়নপরো মৃতঃ। তেনৈ

মৃগীকে আক্রমণ করিল, তখন মৃগী এক ঝম্প প্রদান করিয়া ভবদেবের অগ্রে নদীজলে নিপতিত হইল। আমিই সেই মৃগী। তখন আমার দেহ লম্বিত এবং শিরোদেশ বংশস্তম্বে আবদ্ধ হইল। সিংহও আমার সহিত জলে পতিত হইয়া মৃত হইল। হে দেব! স্বর্ণরেখাজলে আমার সেই দেহ বিশীর্ণ হইল। কিন্তু মুখভাগ পতিত হইল না; তাহা বংশস্তম্বের অগ্রদেশে রহিয়া গেল। আমার এই সকল ঘটনা সারস্বত বিপ্র প্রত্যক্ষ করিলেন। সেই তীর্থের প্রভাবে তুমি সিংহ—বর্ত্তমানে রাজা হইয়াছ। এই সেই সপ্তম জন্মেই সর্ব্ব পাপক্ষয় সঙ্ঘটিত হয়। পরে মহাদেশ কান্যকুব্জে তুমি ভোজ-রাজা নামে বিখ্যাত হইয়াছ। আমি হরিণীর গর্ভে মানুষরূপিণী হইয়া জন্মিয়াছি। আমার মুখমণ্ডল মৃগীর ন্যায় হইয়াছে। কেননা, দেহের এই ভাগ আমার সেই পুণ্যজলে পতিত হয় নাই। ১১৮-১৪২।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তম অধ্যায়

রাজা কহিলেন,—কিরূপে তুমি হরিণীরূপে মানুষরূপিণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে? বাল্যাবস্থায় কে তোমায় লালন-পালন করিল? কিরূপে তোমার এমন রূপ ঘটিল? মৃগী কহিল—শুনুন—মহারাজ! কন্থকবনে যাহা ঘটিয়াছিল বলিতেছি। গঙ্গাতীরে উদ্দালক নামে এক মহাতপাঃ ঋষি ছিলেন। একদা প্রভাতে উঠিয়া তিনি মূত্র পরি-ত্যাগার্থ বনান্তরে গমন করেন। মূত্রান্তে সেই দ্বিজের বীর্য্যবিন্দু ভূতলে পতিত হয়। সেই বিপ্র শৌচান্তে যেমন চলিয়া গেলেন, অমনি নিকটস্থ পুষ্প-বনের অন্তরাল হইতে এক মৃগী আসিয়া চাপল্য-বশে সেই বীর্য্যবিন্দু ভক্ষণ করিল। ব্রহ্মর্ষি উদ্দালক এই ঘটনা দেখিলেন; বলিলেন,—মৃগী যখন আমার বীর্য্য ভক্ষণ করিয়াছে, তখন উহার গর্ভ হইবে নিশ্চিতই। ঐ গর্ভে এক নারী জন্মিবে। সেই নারীর আমার অনুরূপ অবয়ব হইবে; মুখভাগ মৃগীমুখের ন্যায় হইবে। দেবী-গণ দিব্য রস দ্বারা সেই নারীকে বর্দ্ধিত করিবেন। কোন এক দৈব ঘটনায় সেই মৃগীর জ্ঞানসঞ্চার হইবে। এইরূপে সেই উদ্দালক ঋষি হইতেই আমি মৃগাননা হইয়া জন্মিয়াছি। হে নরাধিপ। তোমার সহিত একযোগে অগ্নিপ্রবেশে পূর্ব্বে আমি মরিয়াছিলাম। এই জন্য সপ্ত জন্ম যাবৎ আমার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। হে প্রভো! তুমি রাজ্য করিতে করিতে পূর্ব্বে পাপার্জ্জন করিয়াছিলে; ক্ষত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পলায়মান অবস্থায় মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইয়াছিলে; তোমার সেই পাপ

হি ময়া দগ্ধং চিতাগ্নৌ নৃপসত্তম॥ ৯॥ পতিং গৃহীত্বা যা নারী মৃতমগ্নৌ বিশেদ্ যদি। সা তারয়তি ভর্ত্তারমাত্মানং চ কুলদ্বয়ম্॥ ১০॥ গোগ্রহে দেশভঙ্গে চ সংগ্রামে সম্মুখে মৃতঃ। স সূর্য্যমণ্ডলং ভিত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১১॥ অনাশকং যো বিদধাতি মর্ত্ত্যো দিনে দিনে যজ্ঞসহস্রপুণ্যম্। স যাতি যানেন গণান্বিতেন বিধূয় পাপানি সুরৈঃ স পূজ্যতে॥ ১২॥ গঙ্গাজলে প্রয়াগে বা কেদারে পুষ্করে চ যে। বস্ত্রাপথে প্রভাসে চ মৃতাস্তে স্বর্গগামিণঃ॥ ১৩ দ্বারাবত্যাং কুরুক্ষেত্রে যোগাভ্যাসেন যে মৃতাঃ হরিরিত্যক্ষরং মৃত্যৌ যেষাং তে স্বর্গগামিণঃ॥ ১৪ পূজয়িত্বা হরিং যে তু ভূমৌ দর্ভতিলৈঃ সহ তিলাংশ্চ পঞ্চলোহং চ দত্বা যে তু পয়স্বিনীম্॥ ১৫ যে মৃতা রাজশার্দ্দূল তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ উৎপাদ্য পুত্রান্ সংস্থাপ্য পিতৃপৈতামহে পদে॥১৬॥ নির্ম্মলা নিষ্কলঙ্কা যে তে মৃতাঃ স্বর্গগামিণঃ। ব্রতোপবাসনিরতাঃ সত্যাচারপরায়ণাঃ। অহিংসানিরতাঃ শান্তাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ॥ ১৭॥ সাপবাদো রণং ত্যক্ত্বা মৃতো যস্মান্নরাধিপ। সপ্তযোনিষু তে জন্ম তস্মাজ্জাতং ময়া সহ॥ ১৮॥ ত্বাং বিনা মে পতির্ম্মা ভূন্মরণে যাচিতং ময়া। তদান্তরিক্ষে রাজেন্দ্র বাগুবাচাশরীরিণী। আদৌ পাপফলং ভুক্ত্বা পশ্চাৎ স্বর্গং গমিষ্যসি॥ ১৯॥ যদি বস্ত্রাপথে গত্বা শিরঃ কশ্চিদ্বিমুঞ্চতি। স্বর্ণরেখাজলে রাজন্মানুষং স্যান্মুখং মম॥ ২০॥ অহং মানুষবক্ত্রাস্মি পাপচ্ছায়াবৃতং মুখম্। দৃশ্যতে মৃগবক্ত্রাভং তস্মাচ্ছীঘ্রং বিমুঞ্চয়॥ ২১॥ ইতি শ্রুত্বা বচো রাজা সারস্বতমুদৈক্ষত। জনো বিহস্য সানন্দং সর্ব্বং সত্যং মৃগীবচঃ॥ ২২॥ ইত্যুক্তাহ দ্বিজেন্দ্রঃ স এবং কুরু নৃপোত্তম। এবং রাজ্ঞা সমাদিষ্টঃ প্রতীহারো যযৌ বনম্॥ ২৩॥ বস্ত্রাপথে মহাতীর্থে ভবং দ্রষ্টুং ত্বরান্বিতঃ। স্বকুসারজালির্ম্মহতী স্বর্ণরেখাজলোপরি॥ ২৪॥ বর্ত্ততে তচ্ছিরো যত্র বংশপ্রোতং মহাবনে। সারস্বতস্য

আমি চিতানলে দগ্ধ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ যে নারী মৃতপতি সহ চিতানলে প্রবেশ করে, সে তাহার ভর্ত্তা, আত্মা, এবং পিতৃ ও পতিকুল উদ্ধার করিয়া থাকে। গোরক্ষণে, দেশভঙ্গে বা সংগ্রামে যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়, সে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে বিহার করিয়া থাকে। এইরূপে যে মানব দিনে দিনে সহস্র যজ্ঞবৎ পুণ্যজনক অনাশক ব্রত আচরণ করে, সে নিখিল পাপ প্রক্ষালিত করিয়া গণান্বিত যানে স্বর্গগমন করে। স্বর্গে সুরগণ তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। গঙ্গাজলে, প্রয়াগে, কেদারে, পুষ্করে, বস্ত্রাপথে, প্রভাসে, দ্বারাবতীতে, এবং কুরুক্ষেত্রে, যাহারা প্রাণত্যাগ করে, সেই সকল নর স্বর্গগামী হইয়া থাকে। যাহারা যোগাভ্যাস করিয়া দেহত্যাগ করে, এবং যাঁহাদের মরণে 'হরি' এই অক্ষরদ্বয়ই সম্বল, স্বর্গই তাহাদের শেষ স্থান। যাহারা কুশ তিল দ্বারা সংকল্প করিয়া বিষ্ণুপূজান্তে তিল, পঞ্চলোহ ও পয়স্বিনী দান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, হে রাজবর! সেই সকল লোকই স্বর্গগামী হইয়া থাকে। যাহারা পুত্রোৎপাদনপূর্ব্বক পুত্রদিগকে পিতৃ-পৈতামহপদে স্থাপনান্তে নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্কভাবে জীবন যাপন করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহারাই স্বর্গগামী হইয়া থাকে। যাহারা ব্রতোপবাস, সত্য, সদাচার, ও অহিংসানিরত, শান্ত নর, তাহারাই স্বর্গগামী হয়।১—১৭। হে নরাধিপ! তুমি ভয়ে রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অপবাদগ্রস্ত হইয়া মরিয়াছিলে, এই জন্য আমার সহিত তোমার সপ্তবিধ যোনিতে জন্ম হইয়াছে। মরণকালে আমি প্রার্থনা করিয়াছিলাম—তোমা ব্যতীত আমার যেন পত্যন্তর হয় না। রাজেন্দ্র! তখন এইরূপ এক আকাশবাণী হইয়াছিল যে, তুমি অগ্রে পাপফল ভোগ করিয়া পশ্চাৎ স্বর্গসুখ উপভোগ করিবে। হে রাজন্! যদি কেহ বস্ত্রাপথে গিয়া স্বর্ণরেখার জলে আমার এই মস্তক নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে ইহা মানুষের মুখের ন্যায় হইতে পারে। আমি মানুষের ন্যায় কথা কহিতেছি বটে, কিন্তু আমার মুখ পাপচ্ছায়ায় আবৃত রহিয়াছে। আমার মুখখানা মৃগমুখের ন্যায় দেখা যাইতেছে। অতএব আর বিলম্ব করিবেন না। ইহা স্বর্ণরেখার জলে পরিত্যক্ত হইবার ব্যবস্থা করুন। রাজা এই কথা শুনিয়া সারস্বতের মুখপানে তাকাইলেন। সারস্বত হাসিয়া সানন্দে বলিলেন,—মৃগের বাক্য সমস্তই সত্য। এই বলিয়া দ্বিজেন্দ্র রাজাকে বলিলেন,—নৃপবর! আপনি মৃগীর কথামতই কার্য্য করুন। এই কথার পর রাজা প্রতিহারীকে আদেশ দিলেন। প্রতিহারী ব্যগ্রভাবে মহাতীর্থ বস্ত্রাপথে ভবদেবের দর্শনার্থ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় স্বর্ণরেখার

শিষ্যেণ কুশলেন নিবেদিতম্॥ ২৫॥ তীর্থং বস্ত্রাপথং গত্বা ভবস্যাগ্রে মহানদী। জালে তত্র শিরো দৃষ্টং তচ্চ তোয়ে বিমোচিতম্॥ ২৬॥ স্নাত্বা সম্পূজ্য তীর্থেশং প্রতীহারঃ সমভ্যগাৎ। শিষ্যেণ সহিতো বেগাদ্রথেনাদিত্যবর্চ্চসা॥ ২৭॥ যদাগতঃ প্রতীহারস্তদা সারস্বতেন সা। বৃতা চান্দ্রায়ণেনৈব মাসমেকং নিরন্তরম্॥ ২৮॥ সম্পূর্ণে তু ব্রতে তস্যা দিব্যং বক্ত্রং সুলোচনম্। সুশোভনং দীর্ঘকেশং দীর্ঘকর্ণং শুভদ্বিজম্॥২৯॥ কম্বুগ্রীবং পদ্মগন্ধং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্। ব্রতান্তে মূর্চ্ছিতা বালা গতজ্ঞানা বভূব সা॥ ৩০॥ ন দেবী ন চ গন্ধর্ব্বী নাসুরী ন চ কিন্নরী। যাদৃশী সা তদা জাতা তীর্থভাবেন সুন্দরী॥ ৩১॥ পরিণীতা তু সা তেন ভোজরাজেন সুন্দরী। মৃগীমুখীতি বিখ্যাতা দেবী সা ভুবনেশ্বরী॥ ৩২॥ ন জানাতি পুনঃ কিঞ্চিদ্ যদ্‌বৃত্তং রাজমন্দিরে। কৃতা সা পট্টমহিষী

জলোপরি মহতী বৃক্ষকার শ্রেণী রহিয়াছে। ঐ মহাবনস্থ বংশাভ্যন্তরেই মৃগীর মস্তক প্রোত ছিল। সারস্বতের কুশল নামক জনৈক শিষ্য বস্ত্রাপথের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। তদনুসারে প্রতিহারী তথায় গিয়া তত্রত্য ভবদেবের অগ্রে মহানদী স্বর্ণরেখা সন্দর্শন করিল। দেখিল,—নদীতীরস্থ বংশজালে মৃগীর মস্তক আবদ্ধ আছে। তদ্দর্শনে সে তাহা নদীজলে নিক্ষেপ করিয়া মোচন করিয়া দিল এবং তথায় স্নানান্তে তীর্থেশ্বরের পূজা করিয়া সারস্বতশিষ্য কুশলের সহিত চন্দ্রশ রথারোহণে বেগে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্রতিহারী যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সারস্বত দ্বিজ সেই মৃগাননা কন্যাকে একমাসনিষ্পাদ্য চান্দ্রায়ণকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ব্রত যখন সম্পূর্ণ হইল, তখন সেই মৃগাননার বদনমণ্ডল অতি সুন্দর হইল। উহা সুলোচন, সুশোভন, দীর্ঘকেশ, দীর্ঘকর্ণ, সুন্দরদন্ত, কম্বুগ্রীব, পদ্মগন্ধ ও সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত হইল। ব্রতাবসানে সেই বালা অজ্ঞানাবস্থায় মূর্চ্ছিতা হইল। তখন তীর্থ প্রভাবে সেই বালা এমনি সুন্দরী হইয়া উঠিল যে, দেবী, গন্ধর্ব্বী, অসুরী, বা কোন কিন্নরীও সেরূপ সুন্দরী ছিল না। সেই সুন্দরীকে ভোজরাজ বিবাহ করিলেন। রাজমহিষী মৃগীমুখী নামেই বিখ্যাতা হইলেন। কিন্তু রাজার কৃতাভিষেকা মহিষী ভুবনেশ্বরী রাজভবনে এই যে সকল বৃত্তান্ত ঘটিল, তাহার কিছুই

ভোজরাজেন ধীমতা॥ ৩৩॥ ঈশ্বর উবাচ। দেশানাং প্রবরো দেশো গিরীণাং প্রবরো গিরিঃ। ক্ষেত্রাণামুত্তমং ক্ষেত্রং বনানামুত্তমং বনম্॥ ৩৪॥ গঙ্গা সরস্বতী তাপী স্বর্ণরেখাজলে স্থিতা। ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ সূর্য্যশ্চ সর্ব্ব ইন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ॥ ৩৫॥ নাগা যক্ষাশ্চ গন্ধর্ব্বা অস্মিন্ ক্ষেত্রে ব্যবস্থিতাঃ। ব্রহ্মাণ্ডং নির্ম্মিতং যেন ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ৩৬॥ দেবা ব্রহ্মাদয়ো জাতাঃ স ভবোঽত্র ব্যবস্থিতঃ। শিবো ভবেতি বিখ্যাতঃ স্বয়ং দেবস্ত্রিলোচনঃ॥ ৩৭॥ দেবেতি স্কন্দবচনাদ্ভবানী চাত্র সংস্থিতা। অতো যন্নাধিকং প্রোক্তং তীর্থং দেবি ময়া তব॥ ৩৮॥ তস্মিন্ জলে স্নানপরো নরো যদি সন্ধ্যাং বিধায়াশু করোতি তর্পণম্। শ্রাদ্ধং পিতৃণাঞ্চ দদাতি দক্ষিণাং ভবোদ্ভবং পশ্যতি মুচ্যতে ভবাৎ॥ ৩৯॥ অথ যদি ভবপূজাং দিব্যপুষ্পৈঃ করোতি তদনু শিবশিবেতি স্তোত্রপাঠঞ্চ গীতম্। সুরবরগণবৃন্দৈঃ স্তূয়মানো বিমানৈঃ সুরবরশিবরূপো মানবো যাতি নাকম্॥৪০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে স্বর্ণরেখামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

জানিলেন না। ক্রমে ভোজরাজ মৃগীমুখীকে পট্টমহিষীর পদে বরণ করিলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—এই বস্ত্রাপথক্ষেত্র দেশসকলের মধ্যে উত্তম দেশ, গিরিসকলের মধ্যে উত্তম গিরি, ক্ষেত্র সকলের মধ্যে উত্তম ক্ষেত্র, এবং বন সকলের মধ্যে উত্তম বন। এখানে গঙ্গা, সরস্বতী, তাপী, স্বর্ণরেখাজলে অবস্থিত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য, ইন্দ্রাদিদেবতা, নাগ, যক্ষ, ও গন্ধর্ব্বগণ এই ক্ষেত্রে বিরাজিত। সচরাচর ত্রৈলোক্য যিনি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহা হইতে জাত, সেই ভবদেব এই স্থানে বিদ্যমান আছেন। স্বয়ং দেব ত্রিলোচন শিব এখানে ভব বলিয়া বিখ্যাত। দেবকার্য্যের নিমিত্ত স্কন্দবচন হেতু দেবী ভবানীও (তুমি) এখানে অবস্থিত। হে দেবি! আমি এই তীর্থ অপেক্ষা উত্তম তীর্থের কথা আর তোমাকে বলি নাই। নরগণ যদি ঐ তীর্থ জলে স্নান করিয়া সন্ধ্যা, তর্পণ, পিতৃশ্রাদ্ধ ও তদুপলক্ষে দক্ষিণা দান করিয়া ভবদেবকে দর্শন করে, তাহা হইলে সে ভব-যাতনা হইতে মুক্তি লাভ করে। অথবা যদি

কেহ এখানে দিব্য পুষ্প দ্বারা ভবপূজা করিয়া পশ্চাৎ 'শিব শিব' বলিয়া স্তোত্র পাঠ গীত করে, তাহা হইলে সে সুরবরগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া সুরশ্রেষ্ঠ শিবরূপী হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে। ১৮—৪০।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ভোজরাজ উবাচ। প্রভো সারস্বত ময়া শ্রুতং মাহাত্ম্যমুত্তমম্। বস্ত্রাপথস্য ক্ষেত্রস্য গিরে রৈবতকস্য চ ॥ ১ ॥ বিশেষেণ স্বর্ণরেখাভবস্য চ জলস্য চ। ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি তীর্থোৎপত্তিং বদস্ব মে ॥ ২ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং মধ্যে কোঽয়ং ব্যবস্থিতঃ। কেয়ং নদী স্বর্ণরেখা সর্ব্বপাতকনাশিনী ॥ ৩ ॥ কস্মাদ্ব্রহ্মাদয়ো দেবা অস্মিংস্তীর্থে সমাগতাঃ। কথং নারায়ণো দেবঃ স্বয়মেব সমাগতঃ ॥ ৪ ॥ হেমালয়ং পরিত্যজ্য ভবানী গিরিমূর্দ্ধনি। সংস্থিতা স্কন্দমাদায় দেবৈরিন্দ্রাদিভিঃ সহ ॥ ৫ ॥ সারস্বত উবাচ। শৃণু সর্ব্বং মহারাজ কথয়িষ্যে সবিস্তরম্। যেন বৈ কথ্যমানেন সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৬ ॥ পুরা ব্রহ্মদিনস্যান্তে জগদেতচ্চরাচরম্। সংহৃত্য ভগবান্ রুদ্রো ব্রহ্মবিষ্ণুপুরস্কৃতঃ ॥ ৭ ॥ তাঞ্চ তে সকলাং রাত্রিমেকমূর্ত্তিস্তবাস্ত্রয়ঃ। তিষ্ঠন্তি রাত্রি-পর্য্যন্তে পুনর্ভিন্না ভবন্তি তে ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা দেবা রজঃসত্ত্বতমোময়াঃ। সৃষ্টিং করোতি ভগবান্ ব্রহ্মা পালয়তে হরিঃ ॥ ৯ ॥ সর্ব্বং সংহরতে রুদ্রো জগৎ কালপ্রমাণতঃ। তেনাদৌ ভগবান্ সৃষ্টো দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ ॥ ১০ ॥ সর্ব্বং সংক্ষেপতঃ কৃত্বা ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্। ভিন্না দেবাস্ত্রয়ো জাতাঃ সত্যলোকব্যবস্থিতাঃ ॥ ১১ ॥ ত্রয়ো ভুবং সমাসাদ্য কৌতুকাবিষ্টচেতসঃ। কৈলাসং তে গিরিবরং সমারূঢ়ঃ সুরৈর্বৃতাঃ ॥ ১২ ॥ অহং জ্যেষ্ঠো অহং জ্যেষ্ঠো বাদোঽভূদ্ব্রহ্মরুদ্রয়োঃ। তদা ক্রুদ্ধো মহাদেবো ব্রহ্মাণং হন্তুমুদ্যতঃ ॥ ১৩ ॥ বিষ্ণুনা বারিতো ব্রহ্মা ন তে বাদস্য যুজ্যতে। ত্বং নাহং যদা নেদং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্ ॥ ১৪ ॥ এক এব তদা দেবো জলে শেতে মহেশ্বরঃ। জাগর্ত্তি চ যদা দেবঃ স্বেচ্ছয়া কৌতুকান্ততঃ ॥ ১৫ ॥ অনেন ত্বং কৃতঃ পূর্ব্বমহং পশ্চাত্ত্বয়া কৃতঃ। ব্রহ্মাণ্ডং কূর্ম্মরূপেণ ধৃতমস্য প্রসাদতঃ ॥ ১৬ ॥ অনুপ্রবিষ্টা

অষ্টম অধ্যায়।

ভোজরাজ কহিলেন,—ভগবন সারস্বত! বস্ত্রাপথক্ষেত্র, রৈবতকাচল, এবং স্বর্ণরেখার জল এই কয়েকটীর মাহাত্ম্য আমি বিশেষরূপেই শুনিয়াছি। অধুনা তীর্থোৎপত্তি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি তাহা বলুন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণের মধ্যে এখানে কোন্ দেব অবস্থিত। কে এই নিখিল কলুষহারিণী স্বর্ণরেখা নদী? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, প্রভৃতি দেবগণ কিজন্য হেথায় সমাগত হইয়াছেন? দেব নারায়ণ স্বয়ং এখানে আগমন করিলেন কেন? আর দেবী ভবানী হিমালয় পরিত্যাগ করিয়া স্কন্দকে লইয়া কেন এই গিরিশিখরে ইন্দ্রাদি দেবগণ সহ অবস্থান করিতেছেন? সারস্বত কহিলেন,—শুনুন মহারাজ! সকল কথা সবিস্তরে বলিতেছি।—যাহা বলিলে সর্ব্বপাপক্ষয় সঙ্ঘটিত হয়। পূর্ব্বে ব্রহ্মদিবার অবসানে ভগবান রুদ্র এই চরাচর জগৎ সংহার করিয়া ব্রহ্ম-বিষ্ণু-সমভিব্যাহারে ত্রিমূর্ত্তি এক হইয়া সেই ব্রাহ্মারাত্রি অবস্থান করেন। পুনরায় রাত্রি প্রভাতে তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যান। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই দেবত্রয় রজঃ সত্ত্ব ও তমোময়। ভগবান্ ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। হরি পালন করেন। এবং রুদ্র সকল সংহার করেন। অনন্তর সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ দক্ষ প্রজাপ্রতি সৃষ্ট হন। ঐ দেবত্রয় সংক্ষেপে চরাচর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে সত্যলোকে অবস্থান করেন। পরে তাঁহারা কৌতুকাবিষ্টচিত্তে ভূতলে আসিয়া সুরগণ সহ কৈলাশশৈলে আরোহণ করেন। একদা ব্রহ্মা এবং রুদ্র উভয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ হয়। ব্রহ্মা বলেন, আমি জ্যেষ্ঠ, রুদ্র বলেন, আমি জ্যেষ্ঠ। তখন মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত হন। বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বারণ করেন।—তিনি বলেন, —আপনার বিবাদ করা উচিত হয় না। আমি তুমি এমন কি এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের যখন অস্তিত্ব থাকে না, তখন একমাত্র দেব মহেশ্বরই জলোপরি শয়ন করিয়া থাকেন। তিনি নিজের ইচ্ছায় কৌতুকক্রমে জাগিয়া রহেন। এই দেব মহেশ্বর প্রথমে তোমাকে সৃষ্টি করেন; পশ্চাৎ তোমা হইতে আমি উৎপন্ন হই। ইহাঁরই প্রসাদাৎ আমি কূর্ম্মরূপে পৃথিবী ধারণ করিয়াছি।১—১৬। শঙ্করের প্রসাদেই

ব্রহ্মাণ্ডং প্রসাদাচ্ছঙ্করস্য চ। সৃষ্টিস্ত্বয়া কৃতা সর্ব্বা ময়ি রক্ষাং ব্যবস্থিতা॥ ১৭॥ উদাসীনবদাসীনঃ সংসারাৎসারমীক্ষতে। এক এব শিবো দেবঃ সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বরঃ॥ ১৮॥ পিতামহত্বং সঞ্জাতং প্রসাদাচ্ছঙ্করস্য তে। প্রসাদয়ামাস হরং শ্রুত্বা ব্রহ্মা বচো হরেঃ॥ ১৯॥ অনাদিনিধনো দেবো বহুশীর্ষো মহাভুজঃ। ইত্যাদিবেদবচনৈস্তুতস্তুষ্টো মহেশ্বরঃ। প্রাহ ব্রহ্মন্ বরং যত্তে বৃণীষ মনসি স্থিতম্॥ ২০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মকৃতরুদ্রপ্রসাদনবর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। যদি সৃষ্টং ময়া সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। তদা মূর্ত্তিমিমাং ত্যক্ত্বা ভব সৃষ্টৌ ময়াধুনা॥ ১॥ পিতামহমহত্বং স্যাত্তথা শীঘ্রং বিধীয়তাম্। ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা বিষ্ণুনা স প্রমোদিতঃ॥ ২॥ মহদাশ্চর্য্যজনকে সম্প্রাপ্তো গিরিমূর্দ্ধনি। ন বিচারস্ত্বয়াকার্য্যঃ কর্ত্তব্যং ব্রহ্মভাষিতম্॥ ৩॥ তথেত্যুক্ত্বা শিবো দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। ব্রহ্মা যযৌ মেরুশৃঙ্গং মনসঃ শিরসি স্থিতম্॥ ৪॥ তপস্তেপে প্রজানাথো বেদোচ্চারণতৎপরঃ। অথর্ব্ববেদোচ্চরণং যাবচ্চক্রে পিতামহঃ॥ ৫॥ মুখাদ্রুদ্রঃ সমভবদ্রৌদ্ররূপো ভবাপহঃ। অর্দ্ধনারীনরবপুর্দুষ্প্রেক্ষ্যোঽতিভয়ঙ্করঃ॥ ৬॥ বিভজাত্মানমিত্যুক্ত্বা ব্রহ্মা চান্তর্দধে ভয়াৎ। তথোক্তোঽসৌ দ্বিধা স্ত্রীত্বং পুরুষত্বং তথাকরোৎ॥ ৭॥ বিভেদ পুরুষত্বঞ্চ দশধা চৈকধা পুনঃ। একাদশৈতে কথিতা রুদ্রাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ॥ ৮॥ কৃত্বা নামানি সর্ব্বেষাং দেবকার্য্যে নিযোজিতাঃ। বিভজ্য পুনরীশানী স্বাত্মানং শঙ্করাদ্বিভোঃ॥ ৯॥ মহাদেবনিয়োগেন পিতামহমুপস্থিতা। তামাহ ভগবান্ ব্রহ্মা দক্ষস্য দুহিতা ভব॥ ১০॥ সাপি তস্য নিয়োগেন প্রাদুরাসীৎ প্রজাপতেঃ। নিয়োগাদ্ ব্রহ্মণো দক্ষো দদৌ রুদ্রায় তাং সতীম্॥ ১১॥ দাক্ষীং

আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছি। তুমি সৃষ্টি কর। আমার উপর সেই সৃষ্টির রক্ষাভার ন্যস্ত আছে। কিন্তু সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বর দেব শিব উদাসীনের ন্যায় আসীন হইয়া ত্রিসংসারের সার যাহা, তাহাই নিরীক্ষণ করেন। তোমার পিতামহত্ব শঙ্করের প্রসাদেই হইয়াছে। ব্রহ্মা হরির এই কথা শুনিয়া হরের প্রসন্নতা উৎপাদন করিলেন। বলিলেন,—তুমি দেব অনাদিনিধন, বহুশীর্ষ ও বহুবাহু। ব্রহ্মোচ্চারিত ইত্যাদি বেদবাক্যে মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—ব্রহ্মন্! তোমার মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ১৭—২০।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—দেব! এই সচরাচর ত্রৈলোক্য যদি আমারই সৃষ্ট হয়, তবে তুমি এই মূর্ত্তি পরিত্যাগ কর এবং আমারই সৃষ্ট জীবের অন্তর্ভূত হও। আমার যাহাতে পিতামহোচিত মহত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহাই তুমি শীঘ্র সম্পাদন কর ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া বিষ্ণু মহাদেবকে সেই মাহাত্ম্যজনক গিরিশিখরে সমুৎসাহিত করিলেন। বলিলেন,—দেব! আপনি বিচারণা করিবেন না। ব্রহ্মবাক্য আপনার অবশ্যই পালনীয়। শিবদেব 'তথাস্তু' বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মা মেরুশৃঙ্গে গমন করিলেন। তথায় গিয়া প্রজানাথ বেদোচ্চারণপুরঃসর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি বেদ পাঠ করিতে করিতে যেমন অথর্ব্ব বেদ উচ্চারণ করিলেন, অমনি তাঁহার মুখ হইতে রুদ্ররূপী ভীষণ রুদ্র প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার দেহ অর্দ্ধনারী ও অর্দ্ধ নরাকারে পরিণত হইল। তিনি অতি দুষ্প্রেক্ষ্য ভয়ঙ্করমূর্ত্তি হইলেন। ১—৬। অনন্তর "আত্মদেহ বিভাগ কর" এই কথা কহিয়া ব্রহ্মা ভয়ে অন্তর্দ্ধান করিলেন। সেই কথার পর শিব নিজেকে স্ত্রী-পুরুষ রূপে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। তাঁহার পুরুষত্ব একাদশধা বিভক্ত হইল। এই একাদশ ভাগ ত্রিভুবনাধিপ একাদশ রুদ্র নামে অভিহিত হইল। তিনি ঐ সকল রুদ্রের নামকরণ করিয়া দেবকার্য্যে নিয়োগ করিলেন। অনন্তর তাঁহার ঐশীমূর্ত্তি ভগবান্ শঙ্কর হইতে স্বীয় দেহ বিভাগ করিয়া তাঁহারই আদেশে পিতামহসমীপে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন,—তুমি দক্ষের দুহিতা হও। ব্রহ্মার নিয়োগে সেই ঈশানী দক্ষ প্রজাপতি হইতে প্রাদুর্ভূতা হইলেন। দক্ষ তাঁহার সেই কন্যাকে রুদ্রের করে সম্প্রদান করি-

রুদ্রোঽপি জগ্রাহ স্বকীয়ামেব শূলভৃৎ। অথ ব্রহ্মা বভাষে তং সৃষ্টিং কুরু সতীপতে। ১২। রুদ্র উবাচ। সৃষ্টির্ময়া ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যা ভবতা স্বয়ম্। পালনং বিষ্ণুনা কার্য্যং সংহর্ত্তাহং ব্যবস্থিতঃ। ১৩। স্থাণুবৎ সংস্থিতো যস্মাত্তস্মাৎ স্থাণুর্ভবাম্যহম্। ১৪। রজোরূপাঃ সত্ত্বরূপাস্তমোরূপাশ্চ যে নরাঃ। সর্ব্বে তে ভবতা কার্য্যা গুণত্রয়বিভাগতঃ। ১৫। যদা তে তামসৈঃ কার্য্যং তদা রৌদ্রো ভব স্বয়ম্। যদা তে রাজসৈঃ কার্য্যং তদা ত্বং রাজসো ভব। সাত্ত্বিকৈস্তে যদা কার্য্যং তদা ত্বং সাত্ত্বিকো ভব। ১৬। ঈশ্বর উবাচ। ইত্যাজ্ঞাপ্য চ ব্রহ্মাণং স্বয়ং সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মসু। গৃহীত্বা তাং সতীং রুদ্রঃ কৈলাসমধিতিষ্ঠতি। ১৭। দক্ষঃ কালেন মহতা হরস্যালয়মাযযৌ। ১৮। অথ রুদ্রঃ সমুত্থায় কৃতবান্ গৌরবং বহু। ততো যথোচিতাং পূজাং ন দক্ষো বহু মন্যতে। ১৯। তদা বৈ তমসাবিষ্টঃ সোঽধিকং ব্রাহ্মণঃ শুভঃ। পূজামনর্ঘ্যামবিচ্ছন্ জগাম কুপিতো গৃহম্। ২০। কদাচিত্তাং গৃহং প্রাপ্তাং সতীং দক্ষঃ সুদুর্ম্মনাঃ। ভর্ত্রা সহ বিনিন্দ্যৈনাং ভর্ৎসয়ামাস বৈ রুষা। ২১। পঞ্চবক্ত্রো দশভুজো মুখে নেত্রত্রয়ান্বিতঃ। কপর্দ্দী খণ্ডচন্দ্রোঽসৌ তথাসৌ নীললোহিতঃ। ২২। কপালী শূলহস্তোঽসৌ গজচর্ম্মাবগুণ্ঠিতঃ। নাস্য মাতা ন চ পিতা ন ভ্রাতা ন চ বান্ধবঃ। ২৩। সর্পাস্থিমণ্ডিতগ্রীবস্ত্যক্তা হেমবিভূষণম্। ভিক্ষয়া ভোজনং যস্য কথমন্নং প্রদাস্যতি। ২৪। কদাচিৎ পূর্ব্বতো যাতি গচ্ছন্ যাতি স পশ্চিমে। দক্ষিণস্যাং বৃষো যাতি স্বয়ং যাতি স চোত্তরে। ২৫। তির্য্যগূর্দ্ধমধো যাতি নৈব যাতি ন তিষ্ঠতি। ইতি চিত্রং চরিত্রং তে ভর্ত্তুর্নান্যস্য দৃশ্যতে। ২৬। নির্গুণঃ স গুণাতীতো নিঃস্নেহো মূকবৎস্থিতঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বঃ পঠ্যতে ভুবনত্রয়ে। ২৭। কদাচিন্নৈব জানাতি ন শৃণোতি ন পশ্যতি। দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ রাক্ষসানাং দদাতি যঃ। ২৮। ন চাস্য চ পিতা কশ্চিন্ন চ ভ্রাতাস্তি কশ্চন। এক এব বৃষারূঢ়ো নগ্নো ভ্রমতি ভূতলে। ২৯। ন গৃহং ন ধনং গোত্রমনাদিনিধনোঽব্যয়ঃ। স্থিরবুদ্ধির্ন চৈবাসৌ ক্রীড়তে ভুবনত্রয়ে। ৩০। কদাচিৎ সত্য-

---

লেন। শূলপাণি রুদ্র সেই দক্ষনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—হে সতীপতে! আপনি সৃষ্টিবিস্তার করুন। রুদ্র কহিলেন,—আমি সৃষ্টি করিব না। সৃষ্টি তোমারই নিজের কর্ত্তব্য। বিষ্ণু পালন করিবেন। আমি সর্ব্বসংহারক হইয়া অবস্থান করিব। আমার স্থাণুর ন্যায় অবস্থান বলিয়া আমি স্থাণু নামে অভিহিত হইব। গুণত্রয়ের বিভাগানুসারে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণময় নরগণকে তুমিই সৃষ্টি করিবে। যখন তোমার তামস কার্য্য, তখন তুমি স্বয়ং রৌদ্র, যখন রাজস কার্য্য, তখন রাজস, আর যখন সাত্ত্বিক কার্য্য, তখন তুমি সাত্ত্বিক হইবে। ঈশ্বর কহিলেন,—রুদ্র ব্রহ্মাকে সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে এইরূপ আদেশ দিয়া স্বয়ং সতীকে গ্রহণপূর্ব্বক কৈলাসে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে দক্ষ হরালয়ে আগমন করিলেন। অনন্তর হর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার বহু সম্মান করিলেন। কিন্তু দক্ষ তাঁহার যথোচিত পূজা হইল বলিয়া মনে করিলেন না। তখন তাঁহার অন্তরে তমোভাবের উদ্রেক হইল। ব্রহ্মনন্দন দক্ষ অনর্ঘ্য পূজা প্রাপ্তির আশা করিয়াছিলেন, তাহা না হওয়ায় কুপিত হইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। একদা সতী পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলে দুর্ব্বুদ্ধি দক্ষ রোষপরবশ হইয়া তদীয় ভর্ত্তার সহিত তাঁহাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। বলিলেন,—তোর স্বামী পঞ্চবক্ত্র, দশভুজ, ত্রিনেত্র, কপর্দ্দী, চন্দ্রখণ্ডধারী, নীললোহিত, কপালপাণি, শূলহস্ত ও গজচর্ম্মাচ্ছাদিত। উহার মাতাপিতা, ভ্রাতা, বান্ধব, কিছুই নাই। স্বামী তোর হেমভূষণ পরিত্যাগ করিয়া গ্রীবাদেশে সর্পাস্থি ভূষণ ধারণ করে। ভিক্ষায় যাহার ভোজন, সে কিরূপে তোকে অন্ন দান করিবে? সে কখন পূর্ব্বে এবং কখন পশ্চিম দিকে গমন করে। তাহার বৃষ দক্ষিণ দিকে যায়, আর সে নিজে উত্তর দিকে ছুটিতে থাকে। তোর স্বামী তির্য্যক্ ঊর্দ্ধ অধঃ সকল দিকেই যায়। আবার কোথাও যায় না বা কোথাও অবস্থান করে না। এইরূপ বিচিত্রচরিত্র তোর ভর্ত্তা ব্যতীত আর কাহারও দেখা যায় না। সে নির্গুণ, গুণাতীত, নিস্নেহ, মূকাবস্থ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগ ও ভুবনত্রয়ে সর্ব্ব বলিয়া কীর্ত্তিত। সে কখন কিছু জানে না, শুনে না বা দেখে না। দৈত্য, দানব, রাক্ষস, সকলেরই সে বরপ্রদ। তাহার না আছে পিতা, না আছে ভ্রাতা; সে একাকী নগ্নাবস্থায় বৃষারূঢ় হইয়া ভূতলে ভ্রমণ করে। তাহার গৃহ নাই, ধন নাই, গোত্র নাই, আদি নাই, অন্ত নাই। সে স্থিরবুদ্ধি

লোকেঽসৌ পাতালমধিতিষ্ঠতি। গিরিসানুষু শেতে-ঽসাবশিবোঽপি শিবঃ স্মৃতঃ॥ ৩১॥ শ্রীখণ্ডাদীনি সন্ত্যজ্য সদা ভস্মাবগুণ্ঠিতঃ। সর্ব্বদেতি বচঃ সত্যং কিমন্যৎ স প্রদাস্যতি॥ ৩২॥ ধিক্ ত্বাং জামাতরং ধিক্ ত্বং যয়োঃ স্নেহঃ পরস্পরম্। তস্য ত্বং বল্লভা ভার্য্যা স চ প্রাণাধিকস্তব॥ ৩৩॥ ন চ পিত্রাস্তি তে কার্য্যং ন মাত্রা ন সখীষু চ। কেবলং ভর্ত্তৃভক্তা ত্বং তস্মাদ্গচ্ছ গৃহান্মম॥ ৩৪॥ অন্যে জামাতরঃ সর্ব্বে ভর্ত্তুস্তব পিনাকিনঃ। ত্বমদ্যৈবাশু চাস্মাকং গৃহাদ্গচ্ছ বরং প্রতি॥ ৩৫॥ তস্য তদ্বাক্যমাকর্ণ্য সা দেবী শঙ্করপ্রিয়া। বিনিন্দ্য পিতরং দক্ষং ধ্যাত্বা দেবং মহেশ্বরম্॥ ৩৬॥ শ্বেতবস্ত্রা জলে স্নাত্বা দদাহাত্মানমাত্মনা। যাচিতশ্চ শিবো ভর্ত্তা পুনর্জ্জন্মান্তরে তয়া॥ ৩৭॥ পিতা মে হিমবানস্তু মেনাগর্ভে ভবাম্যহম্। অত্রান্তরে হিমবতা তপসা তোষিতো হরঃ। প্রত্যক্ষং দর্শনং দত্ত্বা হিমবন্তং বচোঽব্রবীৎ।

॥ ৩৮॥ এষা দত্তা সুতা তুভ্যং পরিণেষ্যামি তামহম্। দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং গিরিরাজো ভবিষ্যসি॥ ৩৯॥ আত্মমূর্ত্তৌ প্রবিষ্টাং তাং জ্ঞাত্বা দেবো মহেশ্বরঃ। শশাপ দক্ষং কুপিতঃ সমাগত্যাথ তদ্গৃহম্॥ ৪০॥ ত্যক্ত্বা দেহমিমং ব্রাহ্ম্যং ক্ষত্রিয়াণাং কুলে ভব। স্বায়ম্ভুবত্বং সন্ত্যজ্য দক্ষ প্রাচেতসো ভব॥ ৪১॥ স্বস্যাং সুতায়ামূঢায়াং পুত্রমুৎপাদয়িষ্যসি। এবং শপ্ত্বা মহাদেবো যযৌ কৈলাসপর্ব্বতম্॥ ৪২॥ স্বায়ম্ভুবোঽপি কালেন দক্ষঃ প্রাচেতসোঽভবৎ। ভবানীং স সুতাং লব্ধ্বা গিরিস্তুষ্টো হিমালয়ঃ॥ ৪৩॥ মেনাপি তাং সুতাং লব্ধ্বা ধন্যং মেনে গৃহাশ্রমম্। তাং দৃষ্ট্বা জায়মানাং চ স্বেচ্ছয়ৈব বরাননাম্॥ ৪৪॥ মেনা হিমবতঃ পত্নী প্রাহেদং পর্ব্বতেশ্বরম্। পশ্য বালামিমাং রাজন্ রাজীবসদৃশাননাম্॥ ৪৫॥ হিতায় সর্ব্বভূতানাং জাতাঞ্চ তপসা শুভাম্। সোঽপি দৃষ্ট্বা মহাদেবীং তরুণাদিত্যসন্নিভাম্॥ ৪৬॥ কপর্দ্দিনীং চতুর্ব্বক্ত্রাং ত্রিনেত্রামতিলালসাম্। অষ্টহস্তাং বিশালাক্ষীং চন্দ্রাবয়বভূষণাম্॥ ৪৭॥ প্রণম্য শিরসা ভূমৌ তেজসা তু

নহে। এই ত্রিভুবনই তাহার ক্রীড়াস্থলী। সে কখন সত্যলোকে, কখন পাতালে, এবং কখন গিরিসানুতে শয়ন করে এবং অশিব হইয়াও শিব নামে বিখ্যাত হয়। সে শ্রীখণ্ডাদি উত্তম বস্তু সকল পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই ভস্মাবগুণ্ঠিত থাকে। তাহার 'সর্ব্বদ' এই নামই সত্য বটে, কেন না, সে আর অন্য কি প্রদান করিবে? অতএব এ হেন জামাতাকেও ধিক্ এবং কন্যাকেও ধিক্—যাহাদের এইরূপ পরস্পর স্নেহ। তুই আমার কন্যা, তাহার প্রিয়ভার্য্যা, আর সেও তোর প্রাণাধিক পতি, অতএব পিতা, মাতা ও সখী প্রভৃতি দ্বারা তোর কোন প্রয়োজন নাই। তুই কেবল ভর্ত্তৃভক্তা। সুতরাং আমার গৃহ হইতে চলিয়া যা। তোর ভর্ত্তা পিনাকী অপেক্ষা আমার অন্যান্য অনেক উত্তম জামাতা আছেন। তাই বলিতেছি, তুই অদ্যই আমাদের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তোর পতির উদ্দেশে প্রস্থান কর্। শঙ্করপ্রিয়া সতী দেবী দক্ষের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে পিতার নিন্দা এবং মহেশ্বরের ধ্যানান্তে শ্বেতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক স্নান করিয়া আত্মা দ্বারা আত্মদেহ দগ্ধ করিলেন। দেহ দগ্ধ করিবার পূর্ব্বে প্রার্থনা করিলেন,—জন্মান্তরে শিবই যেন আমার ভর্ত্তা হন। পিতা আমার হিমবান্ হউন। আমি মেনার গর্ভে উৎপন্ন হইব। অত্রান্তরে হিমালয়ের তপস্যায় শঙ্কর তুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়া কহিলেন,—এই কন্যা তোমাকে আমি প্রদান করিলাম, দেবগণের কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ পুনরায় আমিই ইহার পাণিগ্রহণ করিব। তুমি গিরিরাজরূপে বিরাজ করিবে। ৭—৩৯। এদিকে মহেশ্বর সতীকে আত্মমূর্ত্তিতে প্রবিষ্ট জানিয়া সক্রোধে দক্ষালয়ে আগমনপূর্ব্বক দক্ষকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি ব্রহ্মোৎপাদিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় কুলে উৎপন্ন হইবে। হে দক্ষ! তুমি স্বায়ম্ভুবত্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রাচেতস হইবে এবং স্বীয় সুতার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাতে পুত্রোৎপাদন করিবে। মহাদেব এইরূপ অভিশাপ দিয়া কৈলাস শৈলে গমন করিলেন। কালক্রমে স্বায়ম্ভুব দক্ষও প্রাচেতস হইলেন। এদিকে হিমালয় ভবানীকে কন্যারূপে প্রাপ্ত হইয়া তুষ্ট হইলেন। তৎপত্নী মেনকাও তথাবিধ কন্যা লাভে গৃহাশ্রম ধন্য বলিয়া মনে করিলেন। বলিলেন—দেখ মহারাজ! এই নলিনাভনয়না কন্যাকে দেখ, হিমালয় দেখিলেন,—তাঁহার তপস্যার ফলে সর্ব্বভূতের হিতের নিমিত্ত স্বয়ং মহাদেবী তাঁহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার দেহকান্তি নবোদিত দিবাকরের ন্যায়; তিনি কপর্দ্দিনী, চতুরাননা, ত্রিনয়না, অমিতপ্রভা,

সুবিহ্বলঃ। ভীতঃ কৃতাঞ্জলিঃ স্তব্ধ' প্রোবাচ পরমেশ্বরীম্॥ ৪৮॥ হিমবানুবাচ। কা ত্বং দেবি বিশালাক্ষি শংস মে সংশয়ো মহান্॥ ৪৯॥ দেব্যুবাচ। মাং বিদ্ধি পরমাং শক্তিং মহেশ্বরসমাশ্রয়াম্। অনন্যামব্যয়ামেকাং মাং পশ্যন্তি মুমুক্ষবঃ॥ ৫০॥ দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে রূপমৈশ্বরম্। এতাবদুক্ত্বা বিজ্ঞানং দত্ত্বা হিমবতে স্বয়ম্॥ ৫১॥ সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং তেজোবিম্বং নিরাকুলম্। জ্বালামালাসহস্রাঢ্যং কালানলশতোপমম্॥ ৫২॥ দংষ্ট্রাকরালমুদ্ধর্ষং জটামণ্ডলমণ্ডিতম্। প্রশান্তং সৌম্যবদনমনন্তাশ্চর্য্যসংযুতম্॥ ৫৩॥ চন্দ্রাবয়বলক্ষ্মাণং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্। কিরীটিনং গদাহস্তং নূপুরৈরুপশোভিতম্॥ ৫৪॥ দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যাগন্ধানুলেপনম্। শঙ্খচক্রধরং কাম্যং ত্রিনেত্রং কৃত্তিবাসসম্॥ ৫৫॥ অণ্ডস্থং চাণ্ডবাহ্যস্থং বাহ্যমভ্যন্তরং পরম্। সর্ব্বশক্তিময়ং শুভ্রং সর্ব্বালঙ্কারসংযুতম্॥ ৫৬॥ ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রযোগীন্দ্রৈর্ব্বন্দ্যমানপদাম্বুজম্। সর্ব্বতঃপাণিপাদান্তং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্॥ ৫৭॥ সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠন্তং দদর্শ পরমেশ্বরম্। দৃষ্ট্বা নন্দীশ্বরং দেবং দেব্যা মহেশ্বরং পরম্॥ ৫৮॥ ভয়েন চ সমাবিষ্টঃ স রাজা হৃষ্টমানসঃ। আত্মন্যাধায় চাত্মানমোঙ্কারং সমনুস্মরন্॥ ৫৯॥ নাম্নামষ্টসহস্রেণ স্তুত্বাসৌ হিমবান্ গিরিঃ॥ ৬০॥ ভূয়ঃ প্রণম্য ভূতাত্মা প্রোবাচেদং কৃতাঞ্জলিঃ। যদেতদৈশ্বরং রূপং জাতস্তে পরমেশ্বরি॥ ৬১॥ ভীতোঽস্মি সাম্প্রতং দৃষ্ট্বা তম্মন্যৎ প্রদর্শয়। এবমুক্তা চ সা দেবী তেন শৈলেন পার্ব্বতী॥ ৬২॥ সংহৃত্য দর্শয়ামাস স্বরূপমপরং পরম্। নীলোৎপলদলপ্রখ্যং নীলোৎপলসুগন্ধিকম্॥ ৬৩॥ দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং সৌম্যং নীলালকবিভূষিতম্। রক্তপাদাম্বুজতলং সুরক্তকরপল্লবম্॥ ৬৪॥ শ্রীমদ্বিশালসদ্বৃত্তং ললাটতিলোকোজ্জ্বলম্। ভূষিতং চারুসর্ব্বাঙ্গং ভূষণৈরতিকোমলম্॥ ৬৫॥ দধানং চোরসা মালাং বিশালাং হেমনির্ম্মিতাম্। ঈষৎ স্মিতং সুবিম্বোষ্ঠং নূপুরারাবশোভিতম্॥ ৬৬॥ প্রসন্নবদনং দিব্যং চারুভ্রূমহিমাস্পদম্। তদীদৃশং সমালোক্যং স্বরূপং শৈলসত্তমঃ। ভয়ং সন্ত্যজ্য হৃষ্টাত্মা

অষ্টহস্তা, বিশালনেত্রা ও চন্দ্রাবয়বভূষণা। হিমালয় কন্যার এ হেন রূপ দেখিয়া তাঁহার তেজে বিহ্বল হইয়া ভীত ও স্তব্ধভাবে কৃতাঞ্জলিকরে ভূতলে প্রণামপূর্ব্বক সেই পরমেশ্বরীর স্তব করিতে লাগিলেন। হিমাচল কহিলেন,—হে দেবি! বিশালাক্ষি! কে তুমি? আমার নিকট প্রকাশ কর। আমার বড়ই সংশয় হইয়াছে। দেবী কহিলেন,—আমাকে মহেশ্বরাশ্রয়িণী পরমা শক্তি বলিয়া জানিবেন। আমি অদ্বিতীয়া, অব্যয়া; মুমুক্ষুগণ আমাকে এইরূপেই অবলোকন করেন। আমি তোমায় দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি। তুমি আমার ঐশ্বরিক রূপ অবলোকন কর। এই বলিয়া তিনি তখন হিমাচলকে জ্ঞান দান করিলেন। হিমাচল তখন সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকে অবলোকন করিলেন। দেখিলেন;—তিনি কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশ, নিরাকুল তেজোবিম্ব, সহস্র সহস্র জ্বালামালায় পরিব্যাপ্ত, শতশত কালানলোপম, দংষ্ট্রাকরাল, অট্টহাসান্বিত, অত্যন্ত হর্ষাবিষ্ট, জটামণ্ডলমণ্ডিত, প্রশান্ত, সৌম্যবদন, অনন্তাশ্চর্য্যসমন্বিত, চন্দ্রাবয়বচিহ্নিত, চন্দ্রকোটিসমপ্রভ, কিরীটী, গদাহস্ত, নূপুরশোভিত, দিব্য মাল্যাম্বরধর, দিব্য-গন্ধানুলেপন, শঙ্খচক্রধর, কাম্য, ত্রিনেত্র, কৃত্তিবাসা, অণ্ডস্থ, আণ্ডবাহ্যস্থ, বাহ্য, অভ্যন্তর, পর, সর্ব্বশক্তিময়, শুভ্র, সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্ত, ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রযোগীন্দ্রবন্দ্যমান-পদাম্বুজ, সর্ব্বতঃপাণিপাদ, সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ। তিনি হৃষ্টমানসে দেবীর সহিত দেব নন্দীশ্বর মহেশ্বরকে এইরূপে সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া ভীত অথচ হৃষ্ট হইলেন। তখন তিনি আত্মাতে আত্মনিধান করিয়া ওঙ্কার অনুস্মরণপূর্ব্বক অষ্টাধিক সহস্র নাম স্তোত্র দ্বারা স্তব করিয়া প্রণামপুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে পরমেশ্বরি! যদিও তোমার এই ঐশ্বররূপ জন্মিয়াছে, তথাপি সম্প্রতি তুমি আমায় অন্যতত্ত্ব প্রদর্শন করতাও, আমি ভীত হইয়াছি। শৈলরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিতা হইয়া দেবী তখন ঐরূপ সংহার করত অন্যরূপ দর্শন করাইলেন। তাঁহার সেই রূপ—নীলোৎপলদলনিভ, নীলোৎপলসুরভিত, দ্বিনেত্র, দ্বিভুজ, সৌম্য, নীলালকমণ্ডিত, রক্তপদাম্বুজ, সুরক্তকরপল্লব, শ্রীসম্পন্ন, ললাটতিল কোজ্জ্বল, ভূভূষণে ভূষিত, সুন্দরাঙ্গ, অতি কোমল। সেরূপে বক্ষে তিনি হেম-নির্ম্মিত মালা ধারণ করিতেছেন; ঈষৎ স্মিতশোভায় শোভিত হইয়াছেন; সুন্দর বিম্বফলের ন্যায় ওষ্ঠ ধারণ করিয়াছেন; নূপুরঝঙ্কারে নিনাদিত হইতেছেন, এবং প্রসন্নবদনে সুন্দর ভ্রূযুগ ও দিব্য শোভায় শোভি হইয়াছেন।

বভাষে পরমেশ্বরীম্ ॥ ৬৭ ॥ হিমবানুবাচ। অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলাঃ ক্রিয়াঃ। যন্মে সাক্ষাত্ত্বমব্যক্তা প্রসন্না দৃষ্টিগোচরা। ইদানীং কিং ময়া কার্য্যং তন্মে ব্রূহি মহেশ্বরি ॥ ৬৮ ॥ মহেশ্বর্য্যুবাচ। শিবপূজা ত্বয়া কার্য্যা ধ্যানেন তপসা সদা। অহং তস্মৈ প্রদাতব্যা কেনচিৎ কারণেন বৈ ॥ ৬৯ ॥ যাদৃশস্ত্বং ত্বয়া দৃষ্টো ধ্যেয়ো বৈ তাদৃশস্ত্বয়া। এক এব শিবো দেবঃ সর্ব্বাধারো ধরাধরঃ ॥ ৭০ ॥ সারস্বত উবাচ। তপশ্চ কৃতবান্ রুদ্রঃ সমাগম্য হিমাচলম্। তস্যোমা পরমাং ভক্তিং চকার শিবসন্নিধৌ ॥ ৭১ ॥ দেবকার্য্যেণ কেনাপি দেবো বৈ জ্ঞাপিতঃ প্রভুঃ। উপযেমে হরো দেবীমুমাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৭২ ॥ স শপ্তঃ শম্ভুনা পূর্ব্বং দক্ষঃ প্রাচেতসো নৃপঃ। বিনিন্দ্য পূর্ব্ববৈরেণ গঙ্গাদ্বারেহজদ্ধরিম্ ॥ ৭৩ ॥ দেবাশ্চ যজ্ঞভাগার্থমাহূতা বিষ্ণুনা স্বয়ম্। সহৈব মুনিভিঃ সর্ব্বৈরাগতা মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৭৪ ॥ দৃষ্ট্বা দেবকুলং কৃৎস্নং শঙ্করেণ বিনাগতম্। দধীচো নাম বিপ্রর্ষিঃ প্রাচেতসমথাব্রবীৎ ॥ ৭৫ ॥ দধীচিরুবাচ। ব্রহ্মাদ্যাস্ত পিশাচান্তা যস্যাজ্ঞানুবিধায়িনঃ। স হি বঃ সাম্প্রতং রুদ্রো বিধিনা কিং ন পূজ্যতে ॥ ৭৬ ॥ দক্ষ উবাচ। সর্ব্বেষ্বেব হি যজ্ঞেষু ন ভাগঃ পরিকল্পিতঃ। ন মন্ত্রা ভার্য্যয়া সার্দ্ধং শঙ্করস্যেতি নেষ্যতে ॥ ৭৭ ॥ বিহস্য দক্ষং কুপিতো বচঃ প্রাহ মহামুনিঃ। শৃণ্বতাং সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বজ্ঞানময়ঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৮ ॥ যতঃ প্রবৃত্তির্বিশ্বাত্মা যশ্চাসৌ ভুবনেশ্বরঃ। ন ত্বং পূজয়সে রুদ্রং দেবৈঃ সম্পূজ্যতে হরঃ ॥ ৭৯ ॥ দক্ষ উবাচ। অস্থিমালাধরো নগ্নঃ সংহর্ত্তা তামসো হরঃ। বিষকণ্ঠঃ শূলহস্তঃ কপালী নাগবেষ্টিতঃ ॥ ৮০ ॥ ঈশ্বরো হি জগৎস্রষ্টা প্রভুর্যোহসৌ সনাতনঃ। সত্ত্বাত্মকোহসৌ ভগবানিজ্যতে সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৮১ ॥ দধীচিরুবাচ। কিং ত্বয়া ভগবানেষ সহস্রাংশুর্ন দৃশ্যতে। সর্ব্বলোকৈকসংহর্ত্তা কালাত্মা পরমেশ্বরঃ ॥ ৮২ ॥ এষ রুদ্রো মহাদেবঃ কপর্দী চাগ্রণীর্হরঃ। আদিত্যো ভগবান্ সূর্য্যো নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ ॥ ৮৩ ॥ দক্ষ উবাচ। য এতে দ্বাদশাদিত্যা আগতা যজ্ঞভাগিনঃ। সর্ব্বে সূর্য্যা ইতি জ্ঞেয়া ন হ্যন্যো

শৈলবর তাঁহার তথাবিধ স্বরূপ অবলোকন করিয়া নির্ভয়ে হৃষ্টচিত্তে পরমেশ্বরীকে বলিলেন,—অদ্য আমার জন্ম সফল; কার্য্য সফল; যেহেতু সাক্ষাৎ অব্যক্তরূপিণীকে প্রসন্নরূপে অদ্য আমি দৃষ্টিগোচর করিলাম। হে মহেশ্বরি! এক্ষণে আমি কি করিব? আদেশ করুন।৪০—৬৮। মহেশ্বরি কহিলেন,—তপস্যা এবং ধ্যানযোগে সর্ব্বদা তুমি শিবপূজা কর। অনন্তর কোন কারণে তুমি আমায় তাঁহারই করে সম্প্রদান করিবে। তুমি এই যে রূপ দেখিলে, এইরূপেই তাঁহার ধ্যান করিবে। হে ধরাধর! এক সেই শিবদেবই সর্ব্বাধার জানিবে। সারস্বত কহিলেন,—রুদ্র হিমাচলে আসিয়া তপস্যা করিলেন। উমাদেবী তৎসন্নিধানে পরম ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কোন দেবকার্য্যের জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করা হইল। প্রভু হর ত্রিভুবনেশ্বরী উমাদেবীকে বিবাহ করিলেন। শম্ভুর পূর্ব্বে শাপে দক্ষ প্রজাপতি প্রাচেতস নৃপ হইয়া পূর্ব্ববৈর বশতঃ রুদ্রের নিন্দাবাদ করত গঙ্গাদ্বারে হরিপ্রীতিকর যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। স্বয়ং বিষ্ণু যজ্ঞভাগার্থ দেবগণকে আহ্বান করিলেন। সমস্ত মুনি ও মুনিশ্রেষ্ঠগণ সেই যজ্ঞে সমাগত হইলেন। বিপ্রর্ষি দধীচি দেখিলেন,—শঙ্কর ব্যতীত সমস্ত দেবসমাজই যজ্ঞক্ষেত্রে আসিয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি প্রচেতাকে বলিলেন,—ব্রহ্মাদি পিশাচান্ত সকলেই যাঁহার আজ্ঞাতনুবর্ত্তী সেই দেব শঙ্করকে সম্প্রতি কেন বিধিপূর্ব্বক পূজা করা হইতেছে না? দক্ষ কহিল,—কোন যজ্ঞেই শঙ্কর ও শঙ্করীর ভাগ পরিকল্পিত হয় নাই এবং আমরাও তাহা ইচ্ছা করি না। তখন মহামুনি দধীচি কুপিত হইয়া সহাস্য-আস্যে বলিলেন,—দক্ষ! তুমি সর্ব্বদেবসমক্ষে শ্রবণ কর—সেই রুদ্র স্বয়ং সর্ব্ব জ্ঞানময়, তাঁহা হইতেই সমস্ত প্রাদুর্ভূত। তিনি বিধাতা এবং তিনিই ভুনেশ্বর। তুমি সেই রুদ্রকে পূজা করিতেছ না; কিন্তু ঐ দেবগণ সকলেই তাঁহার পূজা করেন। দক্ষ কহিলেন,—হর-অস্থিমালাধর; নগ্ন, তামস, সংহারকর্ত্তা, বিষকণ্ঠ, শূলহস্ত, কপালধারী, ও নাগবেষ্টিত; কিন্তু যিনি ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা, তিনি সর্ব্বপ্রভু সনাতন পুরুষ। তিনি সত্ত্বাত্মক সাক্ষাৎ ভগবান্। তাঁহাকে সর্ব্ব কর্ম্মেই পূজা করা হইয়া থাকে। দধীচি কহিলেন,—যিনি সর্ব্বলোকের একমাত্র কর্ত্তা, কামাত্মা, পরমেশ্বর, সেই ঐ সহস্রাংশু ভগবান্‌কে তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না? ইনি সর্ব্বগ্রণী, রুদ্র, কপর্দ্দী, হর, মহাদেব, আদিত্য, সূর্য্য, নীলগ্রীব, বিমোহিত। ভগবান্, দক্ষ কহিলেন,—এই যে যজ্ঞভাগী দ্বাদশাদিত্য আগমন করিয়া-

বিদ্যতে রবিঃ ॥ ৮৪ ॥ এবমুক্তে তু মুনয়ঃ সমায়াতা দিদৃক্ষবঃ। বাঢ়মিত্যব্রুবন্ দক্ষং তস্য সাহায্যকারিণঃ ॥ ৮৫ ॥ তপসাবিষ্টমনসো ন পশ্যন্তি বৃষধ্বজম্। সহস্রশোঽথ শতশো বহুশোঽথ য এব হি ॥ ৮৫ ॥ দেবাশ্চ সর্ব্বে ভাগার্থমাগতা বাসবাদয়ঃ। নাপশ্যন্ দেবমীশানমৃতে নারায়ণং হরিম্ ॥ ৮৭ ॥ রুদ্রং ক্রোধপরং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা ব্রহ্মাসনাদযযৌ। অন্তর্হিতে ভগবতি দক্ষো নারায়ণং হরিম্ ॥ ৮৮ ॥ রক্ষকং জগতাং দেবং জগাম শরণং স্বয়ম্। প্রবর্ত্তয়ামাস চ তং যজ্ঞং দক্ষোঽথ নির্ভয়ঃ ॥ ৮৯ ॥ রক্ষকো ভগবান্ বিষ্ণুঃ শরণাগতরক্ষকঃ। পুনঃ প্রাহাধ্বরে দক্ষং দধীচো ভগবানপ ॥ ৯০ ॥ নির্ভয়ঃ শৃণু দক্ষ ত্বং যজ্ঞভঙ্গো ভবিষ্যতি। অপূজ্যপূজনাদ্দক্ষ পূজ্যস্য চ বিবর্জ্জনাৎ ॥ ৯১ ॥ নরঃ পাপমবাপ্নোতি মহদ্ বৈ নাত্র সংশয়ঃ। অসতাং প্রগ্রাহা যত্র সতাঞ্চৈব বিমানতা ॥ ৯২ ॥ দণ্ডো দেবকৃতস্তত্র সদ্যঃ পততি দারুণঃ। এবমুক্ত্বা স বিপ্রর্ষিঃ শশাপেশ্বরবিদ্বিষঃ ॥ ৯৩ ॥ যস্মাদ্বহিষ্কৃতো দেবো ভবদ্ভিঃ পরমেশ্বরঃ। ভবিষ্যধ্বং ত্রয়ীবাহ্যাঃ সর্ব্বেঽপীশ্বরবিদ্বিষঃ ॥ ৯৪ ॥ মিথ্যারীতিসমাচারা মিথ্যাজ্ঞানপ্রভাষিণঃ। প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে কলিজৈঃ কিল পীড়িতাঃ ॥ ৯৫ ॥ কৃত্বা তপোবলং ঘোরং গচ্ছধ্বং নরকং পুনঃ। ভবিষ্যতি হৃষীকেশঃ স্বামী বোঽপি পরাঙ্মুখঃ ॥ ৯৬ ॥ সারস্বত উবাচ। এবমুক্ত্বা স ব্রহ্মর্ষিব্বিররাম তপোনিধিঃ। জগাম মনসা রুদ্রমশেষাধ্বরনাশনম্ ॥ ৯৭ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবী মহাদেবং মহেশ্বরম্। গত্বা বিজ্ঞাপয়ামাস জ্ঞাত্বা দক্ষমখং শিবা ॥ ৯৮ ॥ দেব্যুবাচ। দক্ষো যজ্ঞেন যজতে পিতা মে পূর্ব্বজন্মনি। তেন ত্বং দূষিতঃ পূর্ব্বমহং চাতীব দুঃখিতা। বিনাশয়স্ব তং যজ্ঞং বরমেনং বৃণোম্যহম্ ॥ ৯৯ ॥ সারস্বত উবাচ। এবং বিজ্ঞাপিতো দেব্যা দেবদেবো মহেশ্বরঃ। সসর্জ্জ সহসা রুদ্রং দক্ষযজ্ঞজিঘাংসয়া ॥ ১০০ ॥ সহস্রশিরসং ক্রূরং সহস্রাক্ষং মহাভুজম্। সহস্রপাণিং দুর্দ্ধর্ষং যুগান্তানলসন্নিভম্ ॥ ১০১॥ দংষ্ট্রাকরালং দুষ্প্রেক্ষ্যং শঙ্খচক্রধরং প্রভুম্। দণ্ডহস্তং মহানাদং শার্ঙ্গিণং ভূতি-

---

ছেন, ইঁহারা সকলেই সূর্য্য। তদিতর অন্য কোন দেব বলিয়াই জ্ঞেয় নহেন। দক্ষ এই কথা কহিলে যজ্ঞদর্শনার্থ সমাগত মুনিগণ দক্ষের সাহায্যার্থ সকলেই দক্ষবাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা তপস্বী হইয়াও বৃষধ্বজকে দেখিলেন না। তিনিই যে শত সহস্রও তদপেক্ষা বহুরূপে বিরাজিত, তাহাও তাঁহারা বুঝিলেন না। ইন্দ্রাদি যে সকল দেব যজ্ঞভাগার্থ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র নারায়ণ ব্যতীত আর কেহই ঈশানকে দেখিতে পাইলেন না। তখন ব্রহ্মা রুদ্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ব্রহ্মাসন হইতে পলায়ন করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা অন্তর্ধান করিলে দক্ষ বিশ্বরক্ষক নারায়ণেরই শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহারই রক্ষকতায় নির্ভয়ে যজ্ঞারম্ভ করিলেন। শরণাগতরক্ষক বিষ্ণু দক্ষের রক্ষক হইলেন। মহর্ষি দধীচি এই সময় পুনরায় দক্ষকে নির্ভয়ে বলিলেন,—দক্ষ! শ্রবণ কর, তোমার এই যজ্ঞভঙ্গ অবশ্যই হইবে। দেখ, অপূজ্যের পূজনে এবং পূজ্যের অপমাননে লোকে মহৎপাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, নিশ্চয়ই। আরও দেখ, যেখানে অসৎ লোকের সৎকার আর সৎ লোকের অবমাননা, সেখানে দেবকৃত দারুণ দণ্ড সদ্যই পতিত হইয়া থাকে। সেই বিপ্রর্ষি এই বলিয়া ঈশ্বরদ্বেষীদিগকে অভিসম্পাত করিলেন যে, যে হেতু তোমরা পরমেশ্বরকে যজ্ঞভাগ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছ, এই জন্য ঘোর কলিকালে তোমরা বেদবাহ্য, ঈশ্বরদ্বেষী, মিথ্যাচারপরায়ণ, মিথ্যাজ্ঞানভাষী, ও কলিদোষসমূহে পীড়িত হইবে। তোমরা ঘোর তপস্যা করিয়াও নরকে যাইবে। প্রভু হৃষীকেশও তোমাদের প্রতি পরাঙ্মুখ হইবেন। ৬৯—৯৬। সারস্বত কহিলেন,—তপোনিধি ব্রহ্মর্ষি এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন এবং অশেষ যজ্ঞনাশন রুদ্র দেবকে মনে মনে ধ্যান করিলেন। ইত্যবসরে এদিকে দেবী শিবসীমন্তিনী দক্ষযজ্ঞের সংবাদ অবগত হইয়া মহাদেব মহেশ্বরের নিকট তাহা নিবেদন করিলেন। দেবী কহিলেন,—মম পূর্ব্ব পিতা দক্ষ যজ্ঞ করিতেছেন, তৎকর্তৃক আপনি দূষিত হইয়াছেন, তাই পূর্ব্ব হইতেই আমি অত্যন্ত দুঃখিত আছি। আমি বর চাহিতেছি; আপনি সেই দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করুন। সারস্বত কহিলেন, —দেবী এই কথা কহিলে দেবদেব মহেশ্বর দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসের নিমিত্ত সহসা এক বীরভদ্রাখ্য ভীষণ রুদ্রকে সৃষ্টি করিলেন। ঐ রুদ্র সহস্রশিরা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাণি, দুর্দ্ধর্ষ, যুগান্তাগ্নিসদৃশ, দংষ্ট্রাকরাল, দুষ্প্রেক্ষ্য, শঙ্খ-চক্রধর, দণ্ডহস্ত, শার্ঙ্গপাণি, বিভূতিভূষিত, মহানাদ-

ভূষণম্ ॥ ১০২ ॥ বীরভদ্র ইতি খ্যাতং দেবদেবসমন্বিতম্। স জাতমাত্রো দেবেশমুপতস্থে কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১০৩ ॥ তমাহ দক্ষস্য মখং বিনাশয় শমন্ত তে। বিনিন্দ্য মাং স যজতে গঙ্গাদ্বারে গণেশ্বর ॥ ১০৪ ॥ ততো বন্ধপ্রমুক্তেন সিংহেনেব চ লীলয়া। বীরভদ্রেণ দক্ষস্য নাশার্থং রোম গোদ্ধৃতম্ ॥ ১০৫ ॥ রোম্ণা সহস্রশো রুদ্রা বিসৃষ্টাস্তেন ধীমতা। রোমজা ইতি বিখ্যাতাস্তত্র সাহায্যকারিণঃ ॥ ১০৬ ॥ শূলশক্তিগদাহস্তা দণ্ডোপলকরাস্তথা। কালাগ্নিরুদ্রসঙ্কাশা নাদয়ন্তো দিশো দশ ॥ ১০৭ ॥ সর্ব্বে বৃষসমারূঢ়াঃ সভার্য্যাশ্চাতিভীষণাঃ। সমাশ্রিত্য গণশ্রেষ্ঠং যযুর্দক্ষমখং প্রতি ॥ ১০৮ ॥ দেবাঙ্গনাসহস্রাঢ্যমপ্সরোগীতিনাদিতম্। বীণাবেণুনিনাদাঢ্যং বেদবাদাভিনাদিতম্ ॥ ১০৯ ॥ দৃষ্ট্বা দক্ষং সমাসীনং দেবৈর্ব্রহ্মর্ষিভিঃ সহ। উবাচ স বৃষারূঢ়ো দক্ষং বীরঃ স্ময়ন্নিব ॥ ১১০ ॥ বয়ং হ্যনুচরাঃ সর্ব্বে শর্ব্বস্যামিততেজসঃ। ভাগার্থলিপ্সয়া প্রাপ্তা ভাগান্ যচ্ছ সমীপ্সিতান্ ॥ ১১১ ॥ ভাগো ভবদ্ভ্যো দেয়স্তু নাস্মভ্যমিতি কথ্যতাম্। তত্ত্বা বয়ং বিনিশ্চিত্য করিষ্যামো যথোচিতম্ ॥ ১১২ ॥ এবমুক্তা গণেশেন প্রজাপতিপুরঃসরাঃ ॥ ১১৩ ॥ দেবা উচুঃ। প্রমাণং নো বিজানীথ ভাগং মন্ত্রা ইতি ধ্রুবম্ ॥ ১১৪ ॥ মন্ত্রা উচুঃ। সুরা যূয়ং তমোভূতাস্তমোপহতচেতসঃ। যে নাধ্বরস্য রাজানং পূজয়েধ্বং মহেশ্বরম্। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বদেবতনুর্হরঃ ॥ ১১৫ ॥ গণ উবাচ। পূজ্যতে সর্ব্বযজ্ঞেষু কথং দক্ষো ন পূজয়েৎ ॥ ১১৬ ॥ মন্ত্রাঃ প্রমাণং ন কৃতা যুষ্মাভির্ব্বলগর্ব্বিতৈঃ। যস্মাদসহ্যং তস্মাদ্বো নাশয়াম্যদ্য গর্ব্বিতম্ ॥ ১১৭ ॥ ইত্যুক্ত্বা যজ্ঞশালাং তাং দদাহহন্ গণপুঙ্গবঃ। গণেশ্বরাশ্চ সংক্রুদ্ধা যূপানুৎপাট্য চিক্ষিপুঃ ॥ ১১৮ ॥ প্রস্তোতারং সহোতারমধ্বর্য্যুঞ্চ গণেশ্বরঃ। গৃহীত্বা ভীষণাঃ সর্ব্বে গঙ্গাস্রোতসি চিক্ষিপুঃ ॥ ১১৯ ॥ বীরভদ্রোঽপি দীপ্তাত্মা বজ্রযুক্তং করং হরেঃ। ব্যষ্টম্ভয়দদীনাত্মা

কারী, ও দেবদেবসহায়। ঈদৃশ বীরভদ্র প্রাদুর্ভূত হইবামাত্র কৃতাঞ্জলিকরে দেবদেবসম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। দেবদেব তাহাকে কহিলেন,—তুমি দক্ষের যজ্ঞ বিনাশ কর। হে গণেশ্বর! সে আমার নিন্দাবাদ করিয়া গঙ্গাদ্বারে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে। অনন্তর বন্ধনমুক্ত সিংহের ন্যায় বীরভদ্র লীলাক্রমে দক্ষের বিনাশার্থ উদ্যত হইয়া স্বীয় দেহ হইতে একগাছি রোম উৎপাটন করিলেন। সেই রোম হইতে সহস্র সহস্র রুদ্র প্রাদুর্ভূত হইল। উহারা রোম হইতে উৎপন্ন হইয়া যজ্ঞধ্বংসে বীরভদ্রের সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া তখন রোমজ আখ্যায় বিখ্যাত হয়। ঐ রোমোৎপন্ন রুদ্রগণ শূল, শক্তি, গদা, দণ্ড ও উপলহস্ত; এবং কালাগ্নিরুদ্র সদৃশ। উহাদের সিংহনাদে দশদিক্ নিনাদিত হইতে লাগিল। তাহারা সকলেই বৃষারূঢ়; সকলেই সভার্য্য; এবং সকলেই অতি ভয়ঙ্কর। ঐ রুদ্রগণ সকলেই গণনাথ বীরভদ্রের অধিনায়কত্বায় দক্ষযজ্ঞাভিমুখে ধাবিত হইল। তাহারা দেখিল,—ঐ যজ্ঞে সহস্র সহস্র দেবাঙ্গনা আসিয়াছেন; অপ্সরাদিগের গীতঝঙ্কারে যজ্ঞভূমি নিনাদিত হইতেছে; স্থানে স্থানে বেদধ্বনি শুনা যাইতেছে; এবং বেণুবীণা প্রভৃতির নিনাদে যজ্ঞস্থান মুখরিত হইতেছে। দক্ষ দেব ও ব্রহ্মর্ষিগণ সহ উপবিষ্ট আছেন। তদ্দর্শনে বৃষারূঢ়, বীরভদ্র হাস্যপূর্ব্বক দক্ষকে কহিলেন,—আমরা অমিততেজা শঙ্করের যজ্ঞভাগ-লিপ্সায় সমাগত হইয়াছি। অতএব ইষ্টভাগ প্রদান কর। অপিচ আমাদিগকে ভাগ প্রদান করিবে কিনা তাহাও বল। আমরা তাহা বুঝিয়া যথোচিত কার্য্য সম্পাদন করিব।৯৭—১১২। গণাধিপ এই কথা বলিলে প্রজাপতি পুরঃসর দেবগণ বলিলেন,—যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইবে কিনা এ সম্বন্ধে আমাদের মন্ত্রগণই প্রমাণ। তাহাদের নিকটই অবগত হও। মন্ত্রগণ কহিলেন,—সুরগণ। তোমরা সকলেই তমোভিভূত ও তমোপহতচিত্ত হইয়াছ; কেননা তোমরা যজ্ঞের রাজা মহেশ্বরকে পূজা করিতেছ না? সর্ব্বদেবময় হর সর্ব্বভূতেরই ঈশ্বর। গণাধিপ কহিলেন,—সেই ঈশ্বর সর্ব্বযজ্ঞেই পূজিত হন। দক্ষ কেননা তাঁহার পূজা করিবে? তাঁহার অপূজ্যতা সম্বন্ধে মন্ত্রগণকে তোমরা প্রমাণ করিতে পারিলে না? অতএব তোমরা বলগর্ব্বিত হইয়াই হরার্চ্চনায় অসহিষ্ণু হইয়াছ। এইজন্য অদ্য আমি তোমাদের গর্ব্ব চূর্ণ করিব। গণশ্রেষ্ঠ এই কথা কহিয়া তত্রত্য যজ্ঞশালা বিধ্বস্ত করিলেন। অন্যান্য গণেশ্বরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া যজ্ঞযূপ সকল উৎপাটনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিল। ভীষণ গণাধ্যক্ষগণ যজ্ঞের প্রস্তোতা, হোতা ও অধ্বর্য্যুকে ধরিয়া গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিল। দীপ্তদেহ বীরভদ্র বজ্রপাণি ইন্দ্রের এবং অন্যান্য দেবগণের হস্ত স্তম্ভিত করিয়া দিলেন। করাগ্র

তথান্যেষাং দিবৌকসাম্ ॥ ১২০ ॥ ভগনেত্রে তথোৎ-পাট্য করাগ্রেণৈব লীলয়া। নিহত্য মুষ্টিনা দণ্ডৈঃ সপ্তাশ্বঞ্চ ন্যপাতয়ৎ ॥ ১২১ ॥ তথ চন্দ্রমসং দেবং পদাঙ্গুষ্ঠেন লীলয়া। ধর্ষয়ামাস বলবান্ স্ময়মানো গণেশ্বরঃ ॥ ১২২ ॥ বহ্নেহস্তদ্বয়ং ছিত্বা জিহ্বামুৎ-পাট্য লীলয়া। জঘান মূর্দ্ধি পাদেন মুনীনপি মুনী-শ্বরান্ ॥ ১২৩ ॥ তথা বিষ্ণুং সগরুড়ং সমায়াতং মহাবলঃ। বিব্যাধ নিশিতৈর্ব্বাণৈঃ স্তম্ভয়িত্বা সুদর্শ-নম্ ॥ ১২৪ ॥ ততঃ সহস্রশো ভদ্রঃ সসর্জ্জ গরুড়ান্-বহূন্। বৈনতেয়ানভ্যধিকান্ গরুড়ং তে প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ১২৫ ॥ তান্ দৃষ্ট্বা গরুড়ো ধীমান্ পলায়নপরো-হভবৎ। তৎস্থিতো মাধবো বেগাদ্যথা গৌঃ সিংহপীড়িতা ॥ ১২৬ ॥ অন্তর্হিতে বৈনতেয়ে বিষ্ণৌ চ পদ্মসম্ভবঃ। আগত্য বারয়ামাস বীরভদ্রং শিব-প্রিয়ম্ ॥ ১২৭ ॥ প্রসাদয়ামাস স তং গৌরবাৎ পরমেষ্ঠিনঃ। তেহদৃশ্যং নৈব জানন্তি রুদ্রং তত্রা-গতং সুরাঃ ॥ ১২৮ ॥ স দেবো বিষ্ণুনা জ্ঞাতো ব্রহ্মণা চ দধীচিনা। তুষ্টাব ভগবান্ ব্রহ্মা দক্ষো বিষ্ণুর্দিবৌকসঃ ॥ ১২৯ ॥ বিশেষাৎপার্ব্বতীং দেবী-মীশ্বরার্দ্ধশরীরিণীম্। স্তোত্রৈর্নানাবিধৈর্দক্ষঃ প্রণম্য চ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১৩০ ॥ ততো ভগবতী প্রাহ প্রহসন্তী মহেশ্বরম্। ত্বমেব জগতঃ স্রষ্টা সংহর্ত্তা চৈব রক্ষকঃ ॥ ১৩১ ॥ অনুগ্রাহ্যো ভগবতা দক্ষ-শ্চাপি দিবৌকসঃ। ততঃ প্রহস্য ভগবান্ কপর্দ্দী নীললোহিতঃ। উবাচ প্রণতান্ দেবান্ দক্ষং প্রাচে-তসং হরঃ ॥ ১৩২ ॥ গচ্ছধ্বং দেবতাঃ সর্ব্বাঃ প্রসন্নো ভবতামহম্। সম্পূজ্যঃ সর্ব্বযজ্ঞেষু প্রথমং দেবকর্ম্মণি ॥ ১৩৩ ॥ ত্বং চাপি শৃণু মে দক্ষ বচনং সর্ব্বরক্ষণম্। ত্যক্ত্বা লোকৈষণামেনাং মদ্ভক্তো ভব যত্নতঃ ॥ ১৩৪ ॥ ভবিষ্যসি গণেশানঃ কল্পান্তে-হনুগ্রহান্মম। তাবত্তিষ্ঠ মমাদেশাৎস্বাধিকারেষু নির্বৃতঃ। ইত্যস্ত্বাদর্শনং প্রাপ্তো দক্ষস্যামিততেজসঃ ॥ ১৩৫ ॥ দধীচিনা শিবো দৃষ্টো বিজ্ঞপ্তঃ শাপ মোচনে। কথং শাপং ময়া দত্তং তরিষ্যন্তি তবাজ্ঞয়া ॥১৩৬॥ শিব উবাচ। ভবিষ্যন্তি ত্রয়ীবাহ্যাঃ সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে। পঠিষ্যন্তি চ যে বদাংস্তে বিপ্রাঃ

দ্বারা ভগের নেত্রদ্বয় উৎপাটনপূর্ব্বক তাঁহাকে মুষ্টি ও দণ্ড দ্বারা আহত করিয়া ভূপাতিত করিলেন। এইরূপে সেই বলবান্ গণেশ্বর হাস্য করিতে করিতে চন্দ্রকেও পাদাঙ্গুষ্ঠে নিপীড়ন করিলেন। বহ্নির হস্তদ্বয় ছেদনও জিহ্বা উৎপাটন করিয়া তাহার মস্তকে পদাঘাত করিলেন। তখন মুনি ও মুনীশ্বরগণেরও ঐ অবস্থা ঘটিল। অনন্তর বিষ্ণু গরুড়বাহনে আগমন করিলেন। মহাবল বীর-ভদ্র নিশিত শরনিকরে তদীয় সুদর্শনকে স্তম্ভিত করিয়া অবশেষে তাঁহাকেও বিদ্ধ করিলেন। অন-ন্তর বীরভদ্র বৈনতেয় অপেক্ষাও অধিক বলবান্ সহস্র সহস্র গরুড়কে সৃজন করিলেন। তাহারা উৎপন্ন হইয়া গরুড়াভিমুখে ধাবিত হইল। তদ্দ-র্শনে ধীমান্ গরুড় পলায়নপর হইলেন। তদু-পরিস্থিত মাধবও সেই সঙ্গে গমন করিলেন। গরুড় ও বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলে পদ্মজন্মা আসিয়া শিবপ্রিয় বীরভদ্রকে বারণ করিলেন। বীরভদ্র পরমেষ্ঠীর গৌরববশতঃ তাঁহাকে প্রসাদিত করি-লেন। রুদ্র যে তথায় অদৃশ্যভাবে আসিয়াছেন একথা সুরগণের মধ্যে কেহই জানিতে পারি-লেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও দধীচি ইঁহারাই সেই শিবদেবকে বিদিত আছেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা, রুদ্রের স্তব করিতে লাগিলেন। এদিকে অমিততেজা দক্ষও বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবগণসহ স্তব করিতে লাগিলেন। বিশেষত ঈশ্বরার্দ্ধশরীরিণী দেবী পার্ব্বতীকে বিবিধ স্তোত্রে স্তব করিয়া দক্ষ কৃতাঞ্জলিকরে প্রণাম করিল। অনন্তর ভগবতী হাস্য করিয়া মহেশ্বরকে কহিলেন, —তুমি দেব জগৎস্রষ্টা জগৎপাতা ও জগৎসংহর্ত্তা। তুমি অনুগ্রহ করিয়া দক্ষকে ও অন্যান্য দেবগণকে মুক্ত কর। অনন্তর ভগবান্ কপর্দ্দী নীল-লোহিত প্রণত দেবগণ এবং প্রাচেতস দক্ষকে বলিলেন,—দেবগণ! তোমরা গমন কর; আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। আমি দৈবকর্ম্মে সর্ব্ব যজ্ঞে প্রথমে পূজিত হই। হে দক্ষ! তুমিও আমার সর্ব্বরক্ষাকর বাক্য শ্রবণ কর। তুমি এই লোকৈষণা পরিত্যাগ করিয়া আমার ভক্ত হও; কল্পান্তে গাণপত্য লাভ করিবে। আমার আদেশে তুমি তাবৎকাল স্বীয় অধিকার প্রতিপালন কর। ভগবান্ দেবদেব অমিততেজা দক্ষকে এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে অতঃপর দধীচি দেবদেবকে দর্শন করিয়া বিপ্রগণের শাপমোচ-নের জন্য বিজ্ঞাপন করিলে তিনি বলি-লেন,—শিব কহিলেন,—কলিযুগ প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা ত্রয়ীবাহ্য হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে

স্বর্গগামিনঃ ॥ ১৩৭ ॥ আগমা বিষ্ণুরচিতাঃ পঠ্যন্তে যৈ দ্বিজাতিভিঃ। তেঽপি স্বর্গং প্রয়াস্যন্তি মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥ ১৩৮ ॥ কলিকালপ্রভাবেন যেষাং পাঠো ন বিদ্যতে। গৃহস্থধর্ম্মাচরণং কর্ত্তব্যং মম পূজনম্ ॥ অবশ্যঞ্চ ময়া কার্য্যং তেষাং পাপবিমোচনম্। ভিক্ষাং ভ্রমামি মধ্যাহ্নে অতীতে ভস্মগুণ্ঠিতঃ ॥ ১৪০ ॥ জটাজূটধরঃ শান্তো ভিক্ষাপাত্রকরো দ্বিজঃ। যো দদাতি চ মে ভিক্ষাং স্বর্গং যাতি স মানবঃ ॥ ১৪১ উপানহৌ বা ছত্রং বা কোপীনং বা কমণ্ডলুম্। যো দদাতি তপস্বিভ্যো নরো মুক্তঃ স পাতকৈঃ। দধীচেঃ স বরান্ দত্ত্বা বভাষে সহ বিষ্ণুনা ॥ ১৪২ ॥ রুদ্র উবাচ। যস্তে মিত্রং স মে মিত্রং যস্তে রিপুঃ স মে রিপুঃ। যস্ত্বাং পূজয়তে বিষ্ণো স মাং পূজয়তে ধ্রুবম্ ॥ ১৪৩ ॥ যঃ স্তৌতি ত্বাং স মাং স্তৌতি প্রিয়ো যস্তে স মে প্রিয়ঃ। অহং যত্র চ তত্র ত্বং নাস্তি ভেদঃ পরস্পরম্ ॥ ১৪৪ ॥ কৃষ্ণ উবাচ। এবমেতৎ পরং দেব কর্ত্তব্যং যত্তথৈব তৎ। অর্দ্ধনারীনরবপুর্যদা দৃষ্টো ময়া পুরা ॥ ১৪৫ ॥ নেয়ং নারী ময়া দৃষ্টা দৃষ্টং রূপং কিলাত্মনঃ। শঙ্খচক্রগদাহস্তং বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ১৪৬ ॥ শ্রীবৎসাঙ্কং পীতবস্ত্রং কৌস্তুভেন বিরাজিতম্। দ্বিতীয়ার্দ্ধং ময়া দৃষ্টং শূলহস্তং ত্রিলোচনম্ ॥ ১৪৭ ॥ চন্দ্রাবয়বসংযুক্তং জটাজূটকপালিনম্। একীভাবং প্রপন্নোঽহং যথা পূর্ব্বং তথাধুনা। ন মাং গৌরী প্রপশ্যেত প্রপশ্যামি তথৈব চ ॥ ১৪৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। আবয়োরন্তরং নাস্তি চৈকরূপাবুভাবপি। যো জানাতি স জানাতি সত্যলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৪৯ ॥ ইত্যুক্ত্বা স যযৌ তত্র কৈলাসং পর্ব্বতোত্তমম্। কৃষ্ণোঽপি মন্দরং প্রাপ্তো দেবকার্য্যেণ কেনচিৎ ॥ ১৫০ ॥ অত্রান্তরে দৈত্যরাজো মহাদেবপ্রসাদতঃ। হিরণ্যনেত্রতনয়ো বাধতেঽসৌ জগত্রয়ম্ ॥ ১৫১ ॥ অমরত্বং হরাল্লব্ধ্বা কামান্ধো নৈব পশ্যতি। হরাঙ্গধারিণীং দেবীং দিব্যরূপাং সুলোচনাম্ ॥ ১৫২ ॥ মমেতি স জানাতি যাচতে চ হরং প্রতি। হরোঽপি কার্য্যব্যসনস্ত্যক্ত্বা কৈলাসপর্ব্বতম্ ॥ ১৫৩ ॥ মন্দরং সমনুপ্রাপ্তো দেবং দ্রষ্টুং জনার্দ্দনম্। পরস্পরং সমা-

যাঁহারা বেদপাঠ করিবেন, তাঁহারা স্বর্গে গমন করিবেন। যাঁহারা বিষ্ণুরচিত আগম পাঠ করিবেন, তাঁহারাও আমার প্রসাদে স্বর্গে গমন করিবেন সংশয় নাই। যে সকল দ্বিজ কলিকালপ্রভাবে বেদপাঠ-বর্জ্জিত হইবেন, তাঁহারা গৃহস্থ ধর্ম্মাচরণ ও আমার পূজা করিবেন। এরূপ করিলে অবশ্যই আমি তাঁহাদের পাপ বিমোচন করিব। আমি কলিতে ভস্ম-ভূষিত হইয়া জটাজুটধর শান্ত দ্বিজ-রূপে ভিক্ষাপাত্র করে ধারণপূর্ব্বক মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ভিক্ষাটন করিব। যে মানব আমাকে ভিক্ষা প্রদান করিবে, সে অবশ্যই স্বর্গে গমন করিবে। যে নর তপস্বিগণকে ছত্র, উপানহ, কৌপীন ও কমণ্ডলু প্রদান করে, সে সর্ব্ব পাতক হইতে মুক্ত হয়। ভগবান্ হর মহাত্মা দধীচিকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া বিষ্ণুর সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—হে হরে! যে তোমার মিত্র, সে আমার মিত্র; যে তোমার শত্রু, সে আমার শত্রু; যে তোমার পূজা করে, সে আমার পূজা করে; যে তোমার স্তব করে, সে আমার স্তব করে; যে তোমার প্রিয়, সে আমার প্রিয়; তুমিও যেখানে, আমিও সেইখানে; তোমার ও আমার পরস্পরের কোন ভেদ নাই। কৃষ্ণ বলিলেন,—হে দেব! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা পরম রহস্য, ঐরূপই বটে; আমি পূর্ব্বে যে আপনার অর্দ্ধনারীনররূপ দেখিয়াছি, ইহা সে নারীরূপ নহে। ইহা আত্মরূপই দেখিতেছি; এরূপ শঙ্খচক্রগদাহস্ত, বনমালা-বিভূষিত, শ্রীবৎসাঙ্ক, পীতবস্ত্র ও কৌস্তুভবিরাজিত এবং এই দেহের অপরার্দ্ধ শূলহস্ত, ত্রিলোচন, চন্দ্রাবয়ব-সংযুক্ত ও জটাজূটকপালী। হে হর! আমরা উভয়ে একীভাব প্রাপ্ত; পূর্ব্বেও যেমন, এখনও তেমনি। দেবী গৌরীও আমাকে দেখেন নাই; আমিও তাঁহাকে দেখি নাই।১১৩—১৪৮। ঈশ্বর কহিলেন,—আমাদের ভেদ নাই; আমরা উভয়েই একরূপ। ইহা যে জানে, সেই অভিজ্ঞ। তাহারই সত্যলোকে গমন হইয়া থাকে। এই বলিয়া তিনি কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিলেন। কৃষ্ণ কোন এক দেবকার্য্য উপলক্ষে মন্দরাচলে উপনীত হইলেন। এই সময় হিরণ্যনেত্রের তনয় দৈত্যরাজ অন্ধক মহাদেবের প্রসাদে উদ্ধত হইয়া ত্রিজগৎ উৎপীড়িত করিতে লাগিল। অন্ধক হরের নিকট অমরত্ব বর লাভ করিয়া কামান্ধভাবে ভদ্রাভদ্র কিছুই দেখিতে লাগিল না। সে হরের অর্দ্ধাঙ্গসঙ্গিনী দিব্যরূপা দেবী সুলোচনাকে আমার বলিয়া জ্ঞান করিল এবং হরের নিকট তাঁহাকে প্রার্থনা করিল। হর কার্য্যগতিকে কৈলাস পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া মন্দরাচলে দেব জনার্দ্দনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত

লোচ্যামুকুন্দদেবীং স মন্দরে ॥ ১৫৪ ॥ নারায়ণগৃহে দেবী স্থিতা দেবীগণৈর্বৃতা। অত্রান্তরে গৌতমস্ত গোবধান্মলিনীকৃতঃ ॥ ১৫৫ ॥ পবিত্রীকরণায়াস্ত ভিক্ষুরূপধরো হরঃ। গৌতমস্ত গৃহং প্রাপ্তো মন্দরং চান্তকো গতঃ ॥ ১৫৬ ॥ যযাচে পার্ব্বতীং তুষ্টো যুদ্ধং চক্রে স বিষ্ণুনা। হারিতং তু গণৈঃ সর্বৈর্দ্দেবীং দৈত্যো ন পশ্যতি ॥ ১৫৭ ॥ স্ত্রীরূপধারী কৃষ্ণোঽসৌ গৌরীং রক্ষতি মন্দিরে। গৌরীণাং তু শতং চক্রে হরিস্তত্র স মায়য়া ॥ ১৫৮ ॥ বিষ্ণোর্দ্দেহসমুদ্ভূতা দিব্যরূপা বরস্ত্রিয়ঃ। অন্ধকো নৈব জানাতি কৈষা গৌরী নু পার্ব্বতী ॥ ১৫৯ ॥ বিলম্বস্তত্র সঞ্জাতো মোহিতো বিষ্ণুমায়য়া। তাবচ্ছিবঃ সমায়াতঃ কৃত্বা গৌতমপাবনম্ ॥ ১৬০ ॥ ভিক্ষামাত্রেণ চান্নেন গৌতমো নির্ম্মলীকৃতঃ। সোঽন্ধকেন তদা যুদ্ধং চক্রে রুদ্রোঽপি কোপিতঃ ॥ ১৬১ ॥ অমরোঽসৌ হরাজ্জাতঃ শূলে প্রোতঃ সুদারুণে। শূলস্থস্তু স্তুতিং চক্রে তস্য তুষ্টো মহেশ্বরঃ ॥ ১৬২ ॥ গণেশত্বং দদৌ তস্মৈ যাবদাভূতসম্প্লবম্। স্বস্বরূপামুমাদেবীং কৃষ্ণস্তস্মৈ দদৌ স্বয়ম্ ॥ ১৬৩ ॥ গৌরীরূপাঃ স্ত্রিয়শ্চান্যা ধরিত্র্যাং তাস্তু প্রেষিতাঃ। কৃত্বা নামানি সর্ব্বাসাং লোকে পূজ্যা ভবিষ্যথ ॥ ১৬৪ ॥ এতা যে পূজয়িষ্যন্তি পূজয়িষ্যন্তি তে শিবাম্। শিবাং যে পূজয়িষ্যন্তি তৈরর্চ্চয়স্তে হরং হরিম্ ॥ ১৬৫ ॥ উমাং সমাদায় যযৌ হরো গিরিং বৃষং সমারুহ্য সুরাসুরার্চ্চিতঃ। হরিস্তু রেমে রময়া সহাব্ধকে হতে চ দেবাঃ সুররাজমাযযুঃ ॥ ১৬৬ ॥ ব্রহ্মেশনারায়ণপুণ্যচেতসাং শৃণ্বন্তি চিত্রং চরিতং মহাত্মনাম্। মুচ্যন্তি পাপৈঃ কলিকালসম্ভবৈর্যান্তি নাকং গণবৃন্দবন্দিতাঃ ॥ ১৬৭ ॥ এবং কালে বর্ত্তমানে হরঃ কৈলাসপর্ব্বতে। রক্ষোদানবদৈত্যেভ্যো গৃহ্যতেঽস্মাদ্বরান্ বহূন্ ॥ ১৬৮ ॥ ব্রহ্মদত্তবরো রৌদ্রস্তারকাখ্যো মহাসুরঃ। তেন সর্ব্বং জগদ্ব্যাপ্তং তস্য নষ্টা সুরা রণে ॥ ১৬৯ ॥ মহাদেবসুতেনাজৌ হন্তব্যোঽসৌ

করিলেন। সেখানে তাঁহারা পরস্পর আলোচনা করিয়া উমা দেবীকে মন্দরাচলে আনয়ন করিলেন। উমাদেবী দেবগণের সহিত নারায়ণগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় গৌতম গোবধে মলিনীকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত হর ভিক্ষুরূপে তদীয় গৃহে গমন করিলেন। অন্ধকাসুরও মন্দরাচলে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং সেই দুষ্ট দৈত্য পার্ব্বতীকে প্রার্থনা করিল। এই ব্যাপারে বিষ্ণুর সহিত তাহার যুদ্ধ হইল যুদ্ধে প্রমথগণ পরাজিত হইল। কিন্তু দৈত্য অন্ধক দেবী পার্ব্বতীকে দেখিতে পাইল না। কৃষ্ণ স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া গৌরীকে স্বীয় মন্দিরে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হরি মায়া করিয়া শত শত গৌরী সৃষ্টি করিলেন। বিষ্ণুর দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত বরাঙ্গনাই দিব্যরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। অন্ধক বুঝিতে পারিল না যে, কে তাহাদের মধ্যে পার্ব্বতী বা গৌরী? সে বিষ্ণুর মায়ায় মোহিত হওয়ায় তাহার সেখানে বহু বিলম্ব ঘটিল। ইতিমধ্যে গৌতমকে পবিত্র করিয়া শিব তথায় সমাগত হইলেন। ভিক্ষামাত্র অন্ন দ্বারাই গৌতম নির্ম্মলীকৃত হইয়াছিলেন। অনন্তর অন্ধকের সহিত ক্রুদ্ধ রুদ্র যুদ্ধারম্ভ করিলেন। হরের সুদারুণ শূলে অন্ধক বিদ্ধ হইল। কিন্তু হরের বরে অমর বলিয়া তাহার প্রাণবিয়োগ হইল না; সে সেই শূলস্থ অবস্থায় হরের স্তুতি করিল। মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া তাহাকে আভূতপ্রলয় গণাধিপত্য প্রদান করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ স্বস্বরূপা উমা দেবীকে হরের করে অর্পণ করিলেন। অন্য যে সকল গৌরীরূপিণী রমণী উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহারা ভূতলে প্রেরিত হইলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম করণ করিয়া বলিয়া দিলেন,—ভূলোকে তোমরা পূজ্যা হইবে। তিনি আরও বলিলেন,—ইহাদিগকে যাহারা পূজা করিবে, তাহাদের দ্বারা শিবসীমন্তিনীরই পূজা করা হইবে। যাহারা শিবকে পূজা করিবে, তাহাদের হরিহরেরই অর্চ্চনা করা হইবে। অনন্তর সুরার্চ্চিত হর উমা লইয়া বৃষারোহণে কৈলাসে গেলেন। হরিও রমার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন এবং অন্ধক নিহত হওয়ায় দেবগণ ইন্দ্রসমীপে গমন করিলেন। ব্রহ্ম-বিষ্ণু-ঈশান-প্রমুখ পুণ্যাত্মা মহাত্মাদিগের এই বিচিত্র চরিত্র যাহারা শ্রবণ করে, তাহারা কলিকালে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। এবং গণবৃন্দ বন্দিত হইয়া স্বর্গধামে গমন করে। এইরূপ কালে হর কৈলাস পর্ব্বতে অবস্থিত আছেন। বহু রাক্ষস, দানব ও দৈত্য তাঁহার নিকট হইতে বর গ্রহণ করিতেছে। ইতি মধ্যে ভয়ঙ্কর মহাসুর তারক ব্রহ্মার নিকট হইতে বর গ্রহণ করিল। লব্ধবর তারক সমস্ত

সসর্জ্জ তম্‌। কার্ত্তিকেয়মুমাপুত্রং রুদ্রবীর্য্যসমুদ্ভবম্‌॥ ১৭০॥ দেবৈরিন্দ্রাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ সেনান্যেকোহভিষেচিতঃ। তেনাপি দৈবযোগেন তারকাখ্যো নিপাতিতঃ॥ ১৭১॥ কৈলাসশিখরাসীনো দেবদেবো জগদ্গুরুঃ। উমযা সহ সন্তুষ্টো নন্দিভদ্রাদিভির্বৃতঃ॥ ১৭২॥ স্কন্দেন গজবক্ত্রেণ ধনাধ্যক্ষেণ সংযুতঃ। অথ হাসপরং দেবং শনৈঃ প্রোবাচ তং শিবা॥ ১৭৩॥ কেন দেব প্রকারেণ তোষং যাস্যতি শঙ্কর। মর্ত্ত্যানাং কেন দানেন তপসা নিয়মেন বা॥ ১৭৪॥ কেন বা কর্ম্মণা দেব কেন মন্ত্রেণ বা পুনঃ। স্নানেন কেন দেবেশ কেন ধূপেন তুষ্যসি॥ ১৭৫॥ পুষ্পেণ কেন মে নাথ কেন পত্রেণ শঙ্কর। কয়া সন্তুষ্যতে স্তুত্যা সাহসেন চ কেন বৈ॥ ১৭৬॥ নৈবেদ্যেন চ কেন ত্বং কেন হোমেন তুষ্যসি। কেন কষ্টেন বা দেব কেনার্ঘ্যেণ মম প্রভো॥ ১৭৭॥ ষোড়শৈতে ময়া প্রশ্নাঃ পৃষ্টা মে নির্ণয়ং বদ॥ ১৭৮॥ শঙ্কর উবাচ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া দেবি কথয়িষ্যে মম প্রিয়ম্‌। শিবপূজাপ্রকারো-হয়ং ক্রিয়তে বচসা গুরোঃ॥ ১৭৯॥ অভয়ং সর্ব্বজন্তূনাং দানং দেবি মম প্রিয়ম্‌। সত্যং তপঃ সমাখ্যাতং পরদারবিবর্জ্জনম্‌॥ ১৮০॥ প্রিয়ো মে নিয়মো দেবি কর্ম্ম তল্লোকরঞ্জনম্‌। মন্ত্রোঽনমঃ শিবায়েতি মন্ত্রোহয়মুররীকৃতঃ॥ ১৮১॥ সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো মম দেবি স বল্লভঃ। পাপত্যাগো ভবেৎ স্নানং ধূপো মে গৌগ্গুলঃ প্রিয়ঃ॥ ১৮২॥ ধুস্তুরকস্য পুষ্পং মে বিল্বপত্রং মম প্রিয়ম্‌। স্তুতিঃ শিবশিবায়েতি সাহসং রণকর্ম্মণি॥ ১৮৩॥ ন বিভেতি নরো যস্তু তস্যাগ্রে সম্ভবাম্যহম্‌। হস্তকায়ো গবাং যস্তু নৈবেদ্যং মম বল্লভম্‌॥ ১৮৪॥ পূর্ণাহুত্যা পরা প্রীতির্জ্জায়তে মম সুন্দরি। শুশ্রূষা বল্লভং কষ্টং যতীনাঞ্চ তপস্বিনাম্‌॥ ১৮৫॥ সূর্য্যোদয়ে মহাদেবি মধ্যাহ্নেঽস্তমনে তথা। অর্ঘ্যো যো দীয়তে সূর্য্যে বল্লভোহসৌ মম প্রিয়ে॥ ১৮৬॥ কিং দানৈঃ কিং তপোভির্ব্বা কিং যজ্ঞৈর্ভাববর্জ্জিতৈঃ। দয়া সত্যং ঘৃণাস্তেয়ং দম্ভপৈশুন্যবর্জ্জিতম্‌। ভক্ত্যা যদ্দীয়তে স্তোকং দেবি তদ্বল্লভং মম॥ ১৮৭॥ এবং যাবৎকথয়তি প্রশ্নান্ সূক্ষ্মান্ যথোদিতান্। তাবদ্ব্রহ্মাদিভির্দেবৈর্ব্বিষ্ণুস্তত্র যযৌ স্বয়ম্‌॥ ১৮৮॥ বিষ্ণুরুবাচ। নাহং পারয়িতুং

জগৎ অধিকার করিল। সুরগণ সমরে তাহার নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। মহাদেব-নন্দন কার্ত্তিকেয় ঐ অসুরকে সংহার করিবেন বলিয়া তাঁহাকে তখন উৎপাদন করা হইল। ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই রুদ্রবীর্য্যসমুদ্ভূত উমাসুতকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন। দৈবযোগে কার্ত্তিকেয়ের হস্তে তারকাসুর নিপাতিত হইল। অনন্তর একদা দেবদেব জগদ্গুরু উমার সহিত কৈলাসশিখরে সমাসীন; নন্দী, ভৃঙ্গী, স্কন্দ, গজানন ও কুবের তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট; দেবদেবের মুখে হাস্যরেখা পরিস্ফুট; এহেন কালে শিবা শনৈঃশনৈঃ শিব দেবকে বলিলেন—দেব। শঙ্কর! কিরূপে আপনি মর্ত্ত্যলোকে তুষ্ট হইয়া থাকেন? কিরূপ দান, তপস্যা, নিয়ম, কর্ম্ম, মন্ত্র, স্নান, ধূপ, পুষ্প বা পত্র দ্বারা আপনার পরিতোষ হয়? হে শঙ্কর! কোন্ স্তবে স্তব করিলে আপনি তুষ্ট হন? কিরূপ সাহসে, কীদৃশ নৈবেদ্যে কিরূপ হোমে, কীদৃশ কৃচ্ছ্রে, এবং কিরূপ অর্ঘ্যে আপনার পরিতোষ হয়? হে প্রভো! এই ষোড়শ প্রশ্ন আমি করিলাম, আপনি নিশ্চিত উত্তর প্রদান করুন। শঙ্কর বলিলেন,—হে দেবি! তুমি সাধু প্রশ্ন করিয়াছ, আমি তোমাকে বলিতেছি। গুরুবাক্যানুসারে শিবপূজা কর্ত্তব্য। হে দেবি! সর্ব্ব জন্তুর অভয় দান, সত্য, তপ ও পরদার-বর্জ্জন এ সকল আমার অত্যন্ত প্রিয়। আর লোক-রঞ্জন কর্ম্ম ও নিয়ম আমার অতিশয় প্রিয় জানিবে। "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র আমার অনুমোদিত। ইহা সর্ব্বপাপমোচন, এবং আমার প্রিয়। পাপ-ক্ষালন স্নানও ধূপ, গুগ্গুলু, ধস্তুরপুষ্প, বিল্বপত্র শিব শিবায় বলিয়া স্তুতি ও রণকর্ম্মে সাহস এ সকল আমার অতিশয় প্রিয়। যে নর নির্ভীক, তাহার অগ্রে আমি উপস্থিত থাকি। গোসম্বন্ধিনী ভক্তি এবং নৈবেদ্য এ সকল আমার বল্লভ। পূর্ণাহুতিতে আমার পরম প্রীতি হয়। যতি ও তপস্বি-গণের শুশ্রূষা ও কষ্ট নিবারণ আমার অত্যন্ত প্রিয়। প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ং সময়ে যে সূর্য্যার্ঘ্য-দান, তাহাও আমার অতিশয় প্রিয়। হে দেবি! ভাববর্জ্জিত দান, তপ ও বহু যজ্ঞের প্রয়োজন কি? দয়া, সত্য, ঘৃণা, অস্তেয় এবং দম্ভপৈশুন্য-বর্জ্জিত স্বল্পমাত্র দানও আমার প্রিয়। ভগবান্ দেবদেব যথোচিত প্রশ্ন সকল বলিতেছেন, এমন সময় স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবগণ সহ ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। ১৪৯—১৮৮। বিষ্ণু বলিলেন,—

শঙ্কস্থং দদাসি বরান্ বহুন। দৈত্যানাং দানবাদীনাং রাক্ষসানাং মহেশ্বর ॥ ১৮৯ ॥ বিকৃতিং যান্তি পশ্চাত্তে কষ্টং বধ্যা ভবন্তি মে। পত্রেণ পুষ্পমাত্রেণ ওঙ্কারেণ শিবেন চ। মুক্তিং যাতি নরো দেব ভবভক্তিং করোতু কঃ॥ ১৯০ ॥ ইন্দ্রাদয়োঽপি যে দেবা যজ্ঞৈরাপ্যায়ন্তি তে। ন যজন্তি দ্বিজা যস্তান্ ভিক্ষাদানেন তুষ্যসি॥ ১৯১ ॥ রুদ্র উবাচ। ইন্দ্রাদিভির্ন মে কার্য্যং ব্রহ্মা মে কিং করিষ্যতি। যেন কেন প্রকারেণ প্রজাঃ পালয়স্বাধুনা॥ ১৯২ ॥ মদীয়া প্রকৃতিস্ত্বেষা তাং কথং ত্যক্তুমুৎসহে। ত্বয়াহং ব্রহ্মণা দেবৈর্ব্বরকর্ম্মণি যোজিতঃ ॥ ১৯৩॥ ইদানীমেব কিং নষ্টং মুক্তা দেবীং তবাগ্রতঃ ভূত্বা মূর্ত্তিং পরিত্যজ্য একাকী বিচরাম্যহম্॥ ১৯৪ ॥ ইত্যুক্ত্বা স শিবো দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। গতে তস্মিন্ শিবে তত্র সংক্ষোভঃ সুমহানভূৎ ॥ ১৯৫ ॥ উমা প্রোবাচ চেন্দ্রাদীন্ ব্রহ্মবিষ্ণুগণাংস্তথা। ইদানীং কিং ময়া কার্য্যং ভবদ্ভিঃ শিববর্জ্জিতৈঃ ॥ ১৯৬ ॥ অত্রান্তরে চ যে চান্যে দেবাস্তত্র সমাগতাঃ। ঋষয়শ্চৈব সিদ্ধাশ্চ তথা নারদপর্ব্বতৌ ॥ ১৯৭ ॥ গঙ্গা সরস্বতী নদ্যো নাগা যক্ষাঃ সমাগতাঃ। ব্রহ্মাদিভিঃ সমালোচ্য কথ-...বিষ্যতি॥ ১৯৮ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। সহৈব গম্যতাং তত্র যত্র দেবো গতঃ শিবঃ। স্বল্পায়াসেন তে যান্তু নরাঃ স্বর্গং শিবাজ্ঞয়া ॥ ১৯৯ ॥ সত্যলোকে নরা যান্তু দেবা যান্তু ধরাতলম্। রক্ষোদানবদৈত্যানাং বরান্ যচ্ছতু শঙ্করঃ ॥ ২০০ ॥ তেষাং বাধা ময়া কার্য্যা যে চ সুর্দ্ধর্ম্মলোপকাঃ। হৃষ্টে শিবে ময়া কার্য্যা ব্যবস্থা স্বর্গগামিণাম্ ॥ ২০১ ॥ ত্রয়ীধর্ম্মং পরিত্যজ্য যেঽন্যং ধর্ম্মমুপাসতে। তে নরা নরকং যান্তু যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ২০২ ॥ যদাদৃশ্যঃ শিবো জাতঃ প্রবিবেশ গিরের্ব্বনম্। গিরীণাং মধ্যমাস্থায় ত্যক্তা দিব্যে স বাসসী ॥ ২০৩ ॥ গজাজিনং পরিত্যজ্য ত্যক্তা মূর্ত্তিং মহেশ্বরঃ। ভিত্ত্বা ভূমিতলং দেবঃ স্থাণুরূপো বভূব সঃ ॥ ২০৪ ॥ যস্মাৎ স্বয়ম্ভুর্ভবতি ভবস্তস্মাৎ স্বয়ং হরঃ। অত্রান্তরে সুরাঃ সর্ব্বে ন পশ্যন্তি মহেশ্বরম্। জ্ঞানাতীতং কলাতীতং

হে দেব! আমি পালন করিতে সক্ষম হইতেছি না; আপনি দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণকে বর প্রদান করিতেছেন; বরপ্রভাবে তাহারা বিকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে, পশ্চাৎ তাহাদিগকে বধ করিতে কষ্ট পাইতে হইতেছে। কেহ বা একটীমাত্র পত্র বা পুষ্পমাত্র প্রদান করিয়া, কেহ বা একবারমাত্র ওঙ্কার কিম্বা শিবনাম উচ্চারণ করিয়া মুক্তিলাভ করিতেছে। এরূপ সুবিধা থাকিতে ভবভক্তি করিবে কে? ইন্দ্রাদি দেবতাগণই যজ্ঞদ্বারা যাজন করিতেছেন; কিন্তু দ্বিজগণ তাহা করিতেছেন না। কারণ, আপনি ভিক্ষাদানমাত্রেই তুষ্ট হন। রুদ্র বলিলেন,—ইন্দ্রাদি দেবগণে আমার প্রয়োজন কি? ব্রহ্মাই বা আমার কি করিবেন? যে কোন প্রকারে তুমি অধুনা প্রজা পালন কর। আমার স্বভাবই হইল এরূপ তাহা কিরূপে পরিত্যাগ করিব? তুমি ব্রহ্মা ও দেবগণকর্ত্তৃক আমি বর দেওয়ার কার্য্যে যোজিত হইয়াছি। এখনি আমার কি ক্ষতি হইয়াছে? আমি তোমারই অগ্রে দেবীকে—আমার মূর্ত্তিকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী বিচরণ করিব। শিবদেব এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। তিনি চলিয়া গেলে একটা মহাসংক্ষোভ উপস্থিত হইল। উমা,—ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিলেন,—আমি শিব ব্যতীত তোমাদিগের দ্বারা অধুনা কি করিব? অত্রান্তরে অন্যান্য দেবগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, নারদ ও পর্ব্বত ঋষি, গঙ্গা ও সরস্বতী নদী, এবং নাগগণ ও যক্ষগণ সমাগত হইলেন। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ পরামর্শ করিতে লাগিলেন,—এক্ষণে কিরূপে কার্য্যসাধন হইবে? তন্মধ্যে বিষ্ণু বলিলেন,—যথায় শিবদেব গিয়াছেন, সেইখানেই সকলে গমন কর। নরগণ স্বল্পায়াসেই শিবাজ্ঞায় স্বর্গগমন করুক। নরগণ সত্যলোকে যাক; দেবগণ ধরাতলে যাউন। শঙ্কর—রাক্ষস, দানব ও দৈত্যদিগকে বর দান করুন। যাহারা ধর্ম্মলোপী হইবে, তাহাদিগকে আমিই বাধা প্রদান করিব। শিব হৃষ্ট রহিলে স্বর্গগামীদিগের ব্যবস্থা আমিই করিব। ত্রয়ীধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাহারা ধর্ম্মান্তরের উপাসনা করে, আপ্রলয় সেই সকল লোকের নরকবাস হউক। এদিকে শিব যখন অদৃশ্য হইয়া গিরিবনে প্রবেশ, গিরিমধ্য আশ্রয়পূর্ব্বক দিব্য বসনযুগল পরিত্যাগ, গজাজিন উন্মোচন, এমন কি স্বীয় মূর্ত্তি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন, তখন তিনি ভূমিতল ভেদ করিয়া স্থাণুরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বয়ম্ভু যাহা হইতে উৎপন্ন, ভবদেব হরও তাহা হইতেই স্বয়ং সম্ভূত হইলেন। ইত্যবকাশে সুরগণ যখন জ্ঞানাতীত

দিব্যধ্যানবহিঃ স্থিতম্ ॥ ২০৫ ॥ যদা দেবা ব্যাকুলাঃ সম্পতন্তি রবির্বায়ুরম্বরঃ তোয়মুর্ব্বী। নিজে স্থানে বর্ত্তমানা উমায়াঃ শশংস্তুর্বৈ দেবদেবং সুরাণাম্ ॥ ২০৬ ॥ স্বর্গে ধরিত্র্যাং চরিতং তলেষু দেবেষু মর্ত্ত্যেষু সরীসৃপেষু। স্থূলেষু সূক্ষ্মেষু যথা তথৈব সত্যং হি বাচ্যং পদমস্মদীয়ম্ ॥ ২০৭ ॥ ততো দেবাঃ প্রচলিতাঃ কৃত্বা গৌরীং পুরঃসরম্। নন্দিভদ্রাদয়ঃ সর্ব্বে দেবা ইন্দ্রাদয়স্তথা ॥ ২০৮ ॥ স্কন্দেন সহিতা দেবী সিংহারূঢ়া যযৌ স্বয়ম্। অধিরুহ্য গরুত্মন্তং যযৌ বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥ ২০৯ ॥ হংসাধিরূঢ়ো ভগবান্ ব্রহ্মা যাতি স পৃষ্ঠতঃ। ঐরাবতং সমারুহ্য দেবরাজোঽগমৎ স্বয়ম্ ॥ ২১০ ॥ গঙ্গা সরস্বতী দেবী যমুনা চ মহানদী। দেবতাশ্চ গতাঃ সর্ব্বে নাগা যক্ষাঃ সকিন্নরাঃ ॥ ২১১ ॥ গতাঃ সংক্ষেপতঃ সর্ব্বে যত্র দেবো মহেশ্বরঃ। অধিরুহ্য গিরেঃ শৃঙ্গমম্বা দেবী ব্যবস্থিতা ॥ ২১২ ॥ বিষ্ণুর্মুক্ত্বা গরুত্মন্তং স্থিতো রৈবতকে গিরৌ। স্তুতিঞ্চক্রে তদা দেবী জগুর্গীতং সুসংযতাঃ ॥ ২১৩ ॥ ঐরাবতপদক্রান্তো চচাল স পর্ব্বতঃ। ভিত্ত্বা ভূমিতলং তত্র নাগরাজঃ সমাগতঃ ॥ ২১৪ ॥ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাস্তেন রন্ধ্রেণ চাগতাঃ। ব্রহ্মা বিষ্ণুর্যদা দেবাঃ স্তুতিং চক্রুঃ সমন্ততঃ ॥ ২১৫ ॥ দদর্শ রূপং ভগবান্ ভবো দেবস্তদা হরঃ ॥ ২১৬ ॥ ততো হৃষ্টাঃ সুরাঃ সর্ব্বে অম্বা হৃষ্টা গণাশ্চ তে। গম্যতাং দেব কৈলাসং দেবেত্যেতি সম্প্রমোদিতঃ ॥ ২১৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ। যদি হৃষ্টাঃ সুরাঃ সর্ব্বে গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা। গিরৌ রৈবতকে বিষ্ণুরম্বা চাত্রৈব তিষ্ঠতু ॥ ২১৮ ॥ সরস্বতী চ যমুনা রেবা চাস্মিন্ ব্যবস্থিতাঃ। স্বর্ণরূপং জলং যস্মাৎ স্বর্ণরেখেতি সা নদী ॥ ২১৯ ॥ বস্ত্রাপথমিদং ক্ষেত্রং ভবো দেবোঽত্র তিষ্ঠতু। তীর্থমেতন্ময়া প্রোক্তং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্। অত্র স্নাতো নরো নারী মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ২০ ॥ ইতি প্রোচ্য শিবো দেবঃ কলাং স্বস্য ভবে তদা। পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং যযৌ কৈলাসপর্ব্বতম্ ॥ ২১ ॥ অম্বেতি স্কন্দবদনাৎ কলাং স্বস্য গিরৌ তদা। দেবেন সহিতা দেবী বৃষারূঢ়া যযৌ স্বয়ম্ ॥ ২২২ ॥ নারায়ণো রৈবতকে গিরৌ রম্যে স্থিতঃ স্বয়ম্। কল্পাদৌ চ যুগাদৌ চ স্থিতো বিষ্ণুঃ সদা গিরৌ ॥

দিব্য-ধ্যানবহির্ভূত কলাতীত মহেশ্বরের অদর্শনে ব্যাকুলভাবে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিলেন, তখন রবি, বায়ু, অম্বর, জল ও পৃথ্বী স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া উমাদেবীকে ও দেবদেবগণকে দেবদেবের সংবাদ প্রদান করিল; বলিল,—তিনি স্বর্গে, ভূতলে, পাতালে, সুর নর ও সরীসৃপে, স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত পদার্থেই বিরাজমান; আমাদের এই বাক্য যথার্থ। তখন গৌরীকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া দেবগণ নন্দী ভদ্র প্রভৃতি প্রমথগণ ও ইন্দ্রাদি সুরশ্রেষ্ঠগণ প্রস্থান করিলেন। দেবী উমা স্কন্দের সহিত সিংহারোহণে চলিলেন। তৎপশ্চাৎ গরুড়ারোহণে বিষ্ণু, হংসারোহণে ভগবান্ ব্রহ্মা, ঐরাবতারোহণে দেবরাজ, এবং গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা, সমস্ত দেব, সমস্ত নাগ, সমস্ত যক্ষ ও সমস্ত কিন্নর, এক কথায় বলিতে কি সকলেই মহেশ্বরাধিষ্ঠিত স্থানে প্রয়াণ করিলেন। অম্বা দেবী গিরিশৃঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক অবস্থিত হইলেন এবং বিষ্ণু গরুড় পরিহারপূর্ব্বক রৈবতকাচলে অবস্থান করিলেন। তখন দেবী শিবের স্তব করিতে লাগিলেন; সুসংযত দেবগন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিলেন; ঐরাবতের পদাক্রমণে পর্ব্বত কিছু মাত্র বিচলিত হইল না, ভূতল ভেদ করিয়া নাগরাজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাদি সরিৎ সকল সেই রন্ধ্রপথে আগমন করিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবগণ চারিদিক্ হইতে ভবদেবের স্তব করিতে লাগিলেন।১৯০—২১৫। তখন ভগবান্ ভবদেব নিজ রূপ প্রদর্শন করাইলেন। অনন্তর সুরগণ, অম্বাদেবী, ও প্রমথবৃন্দ সকলেই হৃষ্ট হইয়া কহিলেন—দেব! আপনি কৈলাসে গমন করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—যদি সুরগণ ও গঙ্গাদি সরিৎ সকল হৃষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা এবং স্বয়ং বিষ্ণু ও অম্বাদেবী এই রৈবতকাচলে অবস্থান করুন। সরস্বতী, যমুনা ও রেবা এই নদীত্রয় এখানে প্রবাহিত হউক। উহাদের জল স্বর্ণরূপ হওয়ায় উহারা একমাত্র স্বর্ণরেখা নদীরূপেই প্রবাহিত হইতে থাকুক। এই ক্ষেত্র বস্ত্রাপথ; এখানে ভবদেব বিরাজ করুন, এই মদুক্ত তীর্থ ভুক্তিমুক্তিদায়ক হইল। এই তীর্থে স্নান করিয়া নরনারী নিখিল পাতক হইতে মুক্ত হইবে। এই কথা কহিয়া শিব ভবদেবে স্বীয় কলা বিন্যাসপূর্ব্বক দেবগণের সমক্ষেই কৈলাস শৈলে গমন করিলেন। উমা দেবীও স্কন্দবদন হইতে বিনির্গত 'অম্বা' এই নামাত্মক কলা সেই শৈলে বিন্যাস করিয়া দেবদেব সহ বৃষারোহণে গমন করিলেন। স্বয়ং নারায়ণ

২২৩॥ নৃহুরাত্রস্থিতো দেবঃ কৃত্বা দৈত্যনিবর্হণম্। রেমে রৈবতকে দেবো যাবদাভূতসম্প্লবম্॥ ২২৪॥ নারসিংহেন রূপেণ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ। হত্বা তদা গতস্তত্র নারসিংহং মুমোচ হ॥ ২২৫॥ মহাবরাহরূপেণ হিরণ্যাক্ষো নিপাতিতঃ। তদেব মুক্ত্বা দেবেশঃ স্থিতো রৈবতকে গিরৌ॥ ২২৬॥ স পৃথুং পার্থিবং কৃত্বা দেবকার্য্যেণ বৈ নৃপ। গিরৌ রৈবতকে দেব উবাস সুরপূজিতঃ॥ ২২৭॥ অত্রাগত্য পৃথুঃ পূর্ব্বং চক্রে দেবপ্রপূজনম্। জপমালা তদা কণ্ঠে পৃথুনা সন্নিবেশিতা দামোদরেতি দেবেশনাম চক্রে পৃথুঃ স্বয়ম্॥ ২২৮॥ বস্ত্রাপথে দেববরো ভবঃ স্থিতো দামোদরো রৈবতকে ব্যবস্থিতঃ। অম্বেতি দেবী গিরিমূর্দ্ধ্নি সংস্থিতা দেবাশ্চ সর্ব্বে পরিতঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ২২৯॥ ক্ষেত্রাধিপাস্তীর্থবরস্য রক্ষকা দেবেন মুক্তা ভবসন্নিধানতঃ। পশ্যন্তি যে দেববরং ভবাভিধং মুচ্যন্তি তে যান্তি দিবং নরা ভুবঃ॥ ২৩০॥ বস্ত্রাপথস্য ক্ষেত্রস্য ভবস্য চ ময়া তব। উৎপত্তিঃ কথিতা রাজন্ কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি॥ ২৩১॥ শৃণোতি পঠতে যশ্চ কথাং চেমাং সমন্ততঃ। সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ২৩২॥ ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ ভ্রূণহা গুরুতল্পগঃ। স্বর্ণরেখাজলে স্নাতো মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ২৩৩॥ যে চ কীটপতঙ্গাদ্যাঃ স্বর্ণরেখাজলে মৃতাঃ। সর্ব্বপাতকনির্ম্মুক্তাস্তে প্রয়ান্তি সুরালয়ম্॥ ২৩৪॥ স্বর্ণরেখাজলে স্নাত্বা সন্ধ্যাং শ্রাদ্ধং করোতি যঃ। বস্ত্রাপথে ভবং পূজ্য ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি॥ ২৩৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভবোৎপত্তিবৃত্তান্তবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ। অহো তীর্থস্য মাহাত্ম্যং গিরে রৈবতকস্য চ। ভবস্য দেবদেবস্য তথা বস্ত্রাপথস্য চ॥ ১॥ গঙ্গা সরস্বতী চৈব গোমতী নর্ম্মদা নদী। স্বর্ণরেখাজলে সর্ব্বাস্তথা ব্রহ্মা সবাসবঃ॥ ২॥ ব্রহ্মেন্দ্র-বিষ্ণুমুখ্যানাং দেবানাং শঙ্করস্য চ। বাসো বিরচিত-স্তত্র যাবদ্ব্রহ্মদিনং ভবেৎ॥ ৩

রম্য রৈবতকাচলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কি কল্পাদি, কি যুগাদি, সর্ব্বদাই বিষ্ণু ঐ অচলে অবস্থিত। দেব বিষ্ণু দৈত্যসংহার করিয়া বহু রাত্রি ঐ অচলে অবস্থানপূর্ব্বক আপ্রলয় বিহার করিয়াছিলেন। হরি নরসিংহরূপে দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়া রৈবতকে আগমনপূর্ব্বক নরসিংহরূপ পরিত্যাগ করেন। দেবেশ বিষ্ণু মহাবরাহরূপে হিরণ্যাক্ষকে নিহত করিয়া রৈবতকে আসিয়া সেই রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি দেবকার্য্যার্থ পৃথুকে রাজা করিয়া রৈবতকে বাস করেন; সুরগণ সেইখানে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। পৃথু রাজ এই রৈবতকে আসিয়া পূর্ব্বে বিষ্ণুর পূজা করেন এবং কণ্ঠে জপমালা সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর দামোদর নাম পৃথু হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল। বস্ত্রাপথে ভবদেব এবং রৈবতকে দামোদর অবস্থিত হন। অম্বা দেবী গিরিশিখরে বাস করেন। সমস্ত দেব তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হন। দেবদেব নিজের নিকট হইতে বহু ক্ষেত্রাধিপকে এই শ্রেষ্ঠ তীর্থের রক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন। যাহারা ভবাভিধেয় ঈশ্বরকে দর্শন করে, তাহারা পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গধামে গমন করিয়া থাকে। হে রাজন্! এই আমি বস্ত্রাপথক্ষেত্র, ও ভবদেবের উৎপত্তিবার্ত্তা কহিলাম, এক্ষণে অন্য আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? যে নর ইহা শ্রবণ বা পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে বিহার করিয়া থাকে। ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপ, ভ্রূণহা বা গুরুতল্পগ ব্যক্তি স্বর্ণরেখাজলে স্নান করিলে সর্ব্ব পাপ হইতেই মুক্ত হয়। কীট পতঙ্গাদি যে কোন প্রাণীই স্বর্ণরেখাজলে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া, নিষ্পাপ দেহে স্বর্গগমন করে। স্বর্ণরেখার জলে স্নান করিয়া সন্ধ্যা ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে এবং বস্ত্রাপথে ভবদেবের পূজা করিলে নর ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে।২১৬—২৩৫।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯॥

দশম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন,—অহো! তীর্থভূত রৈবতকাচলের, ভবদেবের, তথা বস্ত্রাপথক্ষেত্রের কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য! গঙ্গা, সরস্বতী, গোমতী ও নর্ম্মদা সকলেই স্বর্ণরেখাজলে বিরাজমানা। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু ও শঙ্করপ্রমুখ দেবগণ সকলেই তথায় ব্রহ্মদিন পর্য্যন্ত স্ব স্ব বাস বিরচন করিয়াছেন। হে

ক্ষেত্রতীর্থপ্রভাবঞ্চ প্রসাদাত্তব শঙ্কর। শ্রুতং সবিস্তরং সর্ব্বমিদং ত্বদুদিতং ময়া ॥ ৪ ॥ মহেশ্বর প্রভো ব্রূহি কিং চকার জনেশ্বরঃ। ভোজরাজো মৃগীং প্রাপ্য স চ সারস্বতো মুনিঃ ॥ ৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। তাসু সর্ব্বাসু নারীষু রূপৌদার্য্যগুণাধিকা। নিত্যং প্রমুদিতা শান্তা নিত্যং মঙ্গলকারিকা ॥ ৬ ॥ মাতা স্বসা সখী পুত্রী স্ত্রীষু সম্বন্ধবর্দ্ধিনী। পিতা ভ্রাতা গুরুঃ পুত্রঃ পুরুষেষু তথা কৃতঃ ॥ ৭ ॥ এবং গুণবতীং ভার্য্যাং প্রাপ্য হৃষ্টো জনেশ্বরঃ। সারস্বতং মুনিং স্তুত্বা রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥ রাজোবাচ। ব্রহ্মা বিষ্ণুর্হরঃ সূর্য্য ইন্দ্রোঽগ্নির্মরুতাং গণঃ। ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা ত্বয়া সন্তোষিতাঃ প্রভো ॥ ৯ ॥ দৈবতং পরমং মে ত্বং পিতা মাতা গুরুঃ প্রভুঃ। যেন জন্মান্তরং সর্ব্বং প্রত্যক্ষং কথিতং মম ॥ ১০ ॥ সুরাষ্ট্রদেশো বিখ্যাতো গিরী রৈবতকো মহান্। ভবঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ ক্ষেত্রে বস্ত্রাপথে শ্রুতঃ ॥ ১১ ॥ উজ্জয়ন্তগিরের্মূর্দ্ধ্নি গৌরীস্কন্দগণেশ্বরাঃ। ভাবয়ন্তো ভবং সর্ব্বে সংস্থিতা ব্রহ্মবাসরম্ ॥ ১২ ॥ বামনো নগরং স্থাপ্য শিবং সিদ্ধেশ্বরং প্রতি। জিত্বা দৈত্যং বলিং বদ্ধা স্বয়ং রৈবতকে স্থিতঃ ॥ ১৩ ॥ ইত্যেতৎ সর্ব্বমাশ্চর্য্যং জীবদ্ভির্যদি দৃশ্যতে। তীর্থযাত্রাবিধানেন ভবো বস্ত্রাপথে হরিঃ ॥ ১৪ ॥ ত্যক্ত্বা রাজ্যং প্রিয়ান্ পুত্রান্ পত্ত্যশ্বরথকুঞ্জরান্। পুত্রং রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপ্য গন্তব্যং নিশ্চিতং ময়া ॥ ১৫ ॥ ত্বৎপ্রসাদাচ্ছ্রুতং সর্ব্বং গম্যতে যদি দৃশ্যতে। তীর্থযাত্রাবিধানেন ভবো বস্ত্রাপথে হরিঃ ॥ ১৬ ॥ সূর্য্যলোকং সোমলোকমিন্দ্রলোকং হরেঃ পুরম্। ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য যাস্যেঽহং শিবমন্দিরম্ ॥ ১৭ ॥ শ্রুত্বা হি বাক্যং বিবিধং নরেন্দ্রাৎ প্রহৃষ্টরোমা স মুনির্বভূব। জিজ্ঞাসমানো হি নৃপস্য সর্ব্বং নিবারয়ামাস মুনির্নরেন্দ্রম্ ॥ ১৭ ॥ সারস্বত উবাচ। গৃহেঽপি দেবা হরবিষ্ণুমুখ্যা জলানি দর্ভা নৃপতে তিলাশ্চ। অনেকদেশান্তরদর্শনার্থং মনোঽনিবার্য্যং নৃপতে ত্বয়েতি ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সারস্বতমুনিকৃতোপদেশবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

শঙ্কর! ভবৎপ্রসাদে আমি ক্ষেত্রতীর্থ প্রভাব সকলই শুনিলাম, আপনিও বিস্তৃতরূপে সমস্ত কথা আমার নিকট বলিয়াছেন। এক্ষণে হে প্রভো! হে মহেশ্বর! সেই জনাধিপ ভোজরাজ মৃগীকে প্রাপ্ত হইয়া কি করিয়াছিলেন এবং সেই সারস্বত মুনিই বা কি বলিয়াছিলেন? তাহা আমার নিকট বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—ভোজরাজের অন্তঃপুরে তাঁহার যত পত্নী ছিলেন, সেই মৃগী নারী তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা রূপে ঔদার্য্যে গুণাধিকা হইলেন। তিনি নিত্য হৃষ্ট, নিত্য শান্ত এবং নিত্যই মঙ্গলকারিণী। মাতা স্বসা সখী, পুত্রী প্রভৃতি নারীজনে তিনি সদা সম্বন্ধবর্দ্ধিনী; পিতা, ভ্রাতা, গুরু ও পুত্রজনেও তাঁহার সেইরূপ ব্যবহার। এ হেন গুণবতী ভার্য্যা প্রাপ্ত হইয়া জনাধিপ হৃষ্ট হইলেন এবং সারস্বত মুনিকে স্তব করিয়া কহিলেন,—হে প্রভো! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি ও মরুদ্গণকে আপনি ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যাবলে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। আপনি সমস্ত জন্মান্তরবিবরণ আমার নিকট প্রত্যক্ষত পরিব্যক্ত করিয়াছেন। আপনিই পিতা, মাতা, গুরু প্রভু পরম দেব। বিখ্যাত সুরাষ্ট্রদেশ, মহাগিরি রৈবতক ও বস্ত্রাপথক্ষেত্রস্থিত ভগবান্ স্বয়ম্ভু ভবদেব, সকলের কথাই আপনার মুখে শুনিলাম, উজ্জয়ন্ত গিরির শিখরে গৌরী, স্কন্দ ও গণেশ্বরগণ দেবদেবকে ধ্যান করিতে করিতে ব্রহ্মদিনাবধি বিরাজমান। বামনদেব সিদ্ধেশ্বর শিবের উদ্দেশে নগর স্থাপন করিয়া বলিকে জয় ও বন্ধন পূর্ব্বক স্বয়ং রৈবতকাচলে অবস্থিত। এই সমস্তই আশ্চর্য্য? যদি জীবন সত্ত্বে তীর্থযাত্রা বিধিক্রমে বস্ত্রাপথাস্থিত ভব ও হরিকে দর্শন করা যায়, তবেই জীবনের সাফল্য। আমি নিশ্চয় করিয়াছি, প্রিয় পুত্র, রাজ্য, পদাতি অশ্ব, রথ, কুঞ্জর সকলই পরিত্যাগ করিয়া পুত্রের উপর রাজ্য ভার অর্পণপূর্ব্বক তীর্থযাত্রা করিবে। ভবৎপ্রসাদে সমস্তই শুনিয়াছি; এক্ষণে সেই সকল স্থানে গমন করিবে। যদি তীর্থযাত্রাবিধিক্রমে বস্ত্রাপথস্থিত ভব ও হরিকে দর্শন করিতে পারি, তবে সূর্য্যলোক সোমলোক ইন্দ্রলোক এমন কি ব্রহ্ম ও বিষ্ণুলোকও অতিক্রম করিয়া শিবমন্দিরে প্রয়াণ করিব। সারস্বত মুনি নরেন্দ্রের মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইলেন। পরন্তু রাজাকে পরীক্ষা করিবার জন্য উক্ত কার্য্যে নিষেধ করিলেন। সারস্বত কহিলেন,—নরপতে? আপনার গৃহেই তো হরিহরপ্রমুখ দেবগণ রহিয়াছেন এবং জল, দর্ভ, তিল, এ সকলও রহিয়াছে। অতএব অনেক দেশদর্শনোৎসুক মনকে আপনি নিবারিত করুন। ১—১৯।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। সারস্বতস্য বিপ্রস্য শ্রুত্বা ভোজনৃপো বচঃ। বিবর্ণবদনো ভূত্বা প্রগৃহ্যাঙ্ঘ্রি বচোঽব্রবীৎ॥ ১॥ মুনে নৈবং ত্বয়া বাচ্যং গন্তব্যং নিশ্চিতং ময়া। নরাণাং পুণ্যদা যাত্রা কথয়স্ব কথং ভবেৎ॥ ২॥ কিং গ্রাহ্যং কিঞ্চ মোক্তব্যং কিং দেয়ং কিং ন দীয়তে। তীর্থোপবাসঃ স্নানঞ্চ সন্ধ্যাস্নানবিধিক্রমঃ। পূজা নিদ্রা জপো রাত্রৌ সর্ব্বং সংক্ষেপতো বদ॥ ৩॥ সারস্বত উবাচ। সুরাষ্ট্রদেশে গন্তব্যং গিরৌ রৈবতকে যদি। নৃপ যাত্রাবিধিং বক্ষ্যে ত্বমেকাগ্রমনাঃ শৃণু॥ ৪॥ বৃহস্পতিবলং গৃহ্য সূর্য্যং সন্তর্প্য চোত্তমম্। বামতঃ পৃষ্ঠতঃ সর্ব্বং কৃত্বা সংশোধ্য বাসরম্॥ ৫॥ চন্দ্রলগ্নং গ্রহাজ্জ্ঞাত্বা বলিষ্ঠাজ্জন্মরাশিতঃ। শকুনঞ্চ শুভং লব্ধা প্রস্থাতব্যং নৃপৈর্নৃপ॥ ৬॥ তীর্থে সদৈব গন্তব্যং সর্ব্বে মাসাশ্চ শোভনাঃ। তিথয়শ্চোত্তমাঃ সর্ব্বাঃ স্নানদানার্চ্চনাদিষু॥ ৭॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং মাসান্তে পূর্ণিমাদিনে। সংক্রান্তৌ গ্রহণে কালা এতে প্রোক্তা ভবার্চ্চনে॥ ৮॥ কৈলাসং পর্ব্বতং ত্যক্ত্বা দেবীং দেবাংশ্চ সঙ্গতান্। বৈশাখে পঞ্চদশ্যাং তু ভূমিং ভিত্ত্বা ভবোঽভবৎ॥ ৯॥ তস্মিন্নেব দিনে দেবী স্বর্ণরেখা নদী তলাৎ। পশ্চান্নং বাসুকিং প্রাপ্য সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী॥ ১০॥ ঐরাবতপদাক্রান্ত উজ্জয়ন্তো মহাগিরিঃ। সুস্রাব তোয়ং বহুধা গজপাদোদ্ভবং শুচি॥ ১১॥ দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা। বস্ত্রাপথে মহাক্ষেত্রে ভবভাবেন সঙ্গতাঃ॥ ১২॥ বস্ত্রাপথস্য ক্ষেত্রস্য প্রমাণং শৃণু ভূপতে। হরস্য ত্যজতো ভূমৌ পতিতং বস্ত্রভূষণম্॥ ১৩॥ তাবন্মাত্রং স্মৃতং ক্ষেত্রং দৈবৈর্বস্ত্রাপথং কৃতম্। উত্তরেণ নদী ভদ্রা পূর্ব্বস্যাং যোজনদ্বয়ম্॥ ১৪॥ দক্ষিণেন বলেঃ স্থানমুজ্জয়ন্তো নদীমনু। অপরস্যাং পরং নদ্যোঃ সঙ্গমং বামনাৎ পুরাৎ॥ ১৫॥ এতদ্বস্ত্রাপথং ক্ষেত্রং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্। ক্ষেত্রস্য বিস্তরো জ্ঞেয়ো যোজনানাং চতুষ্টয়ম্॥ ১৬॥ বৈশাখপঞ্চদশ্যাং তু ভবো ভাবেন ভূপতে। পূজ্যতে শিবলোকে তু স্থীয়তে ব্রহ্মবাসরম্॥ ১৭॥ অতো বসন্তে সম্প্রাপ্তে প্রয়াণং

একাদশ অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—ভোজরাজ সারস্বত মুনির বাক্য শুনিয়া বিবর্ণবদন হইলেন এবং তাঁহার অঙ্ঘ্রিযুগল গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—মুনে। আপনি এরূপ কথা কহিবেন না। আমি তীর্থযাত্রায় কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। অতএব নরগণের যাত্রা কিরূপে শুভকরী হয়, তাহাই আপন বলুন। তীর্থে কি গ্রাহ্য, কি ত্যাজ্য, কি দেয়, কি অদেয়, কিরূপ উপবাস, স্নান ও সন্ধ্যা, স্নানবিধিক্রম এবং রাত্রিকালেই বা কি প্রকার পূজা, নিদ্রা বা জপ কর্ত্তব্য, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করুন। সারস্বত কহিলেন,—নৃপ! আপনি যদি সুরাষ্ট্র দেশস্থ রৈবতকাচলে গমন স্থির করিয়া থাকেন, তবে আমি যাত্রাবিধি বলিতেছি একাগ্রমনে শ্রবণ করুন। নৃপগণ এ বিষয়ে বৃহস্পতি গ্রহের বল গ্রহণ, সূর্য্যসন্তর্পণ, বাম ও পৃষ্ঠগত শুভাশুভ বিচার, বাসরশুদ্ধি, জন্মরাশিস্থ বলিষ্ঠ গ্রহ হইতে চন্দ্রলগ্ন জ্ঞান এবং শুভ শকুন লাভপূর্ব্বক প্রস্থান করিবেন। তীর্থে সর্ব্বদাই গমন করা যায়, তীর্থগমনে সমস্ত মাসই প্রশস্ত। স্নান দান ও অর্চ্চনাদিব্যাপারে সমস্ত তিথিই উত্তম। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, মাসান্ত, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি এবং গ্রহণ এই সকল কাল ভবার্চ্চনে প্রশস্ত। ভবদেব বৈশাখের পঞ্চদশী তিথিতে কৈলাসশৈল, সমস্ত দেব ও দেবীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতল ভেদ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ঐ দিনেই নিখিলপাপনাশিনী স্বর্ণরেখা নদী ভূতল হইতে বাসুকির পথানুসরণপূর্ব্বক উত্থিত হয়। মহাগিরি উজ্জয়ন্ত ঐরাবতপদে সমাক্রান্ত হইয়া গজপাদোদ্ভব পবিত্র জল বহুধা ক্ষরণ করিয়াছিল। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও গঙ্গাদি সরিৎসকল মহাক্ষেত্র বস্ত্রাপথে ভবভাবে সঙ্গত হইয়াছেন। হে ভূপতে! এক্ষণে বস্ত্রাপথক্ষেত্রের প্রমাণ শ্রবণ করুন; হর স্বীয় বস্ত্রভূষণ পরিত্যাগ করিলে তাহা যেখানে পতিত হইয়াছিল, তাবৎপরিমিত ক্ষেত্রই দেবগণ-কৃত বস্ত্রাপথ ক্ষেত্র। উত্তরে ভদ্রা নদী; পূর্ব্বে যোজনদ্বয়; দক্ষিণে বলিস্থান উজ্জয়ন্ত, পশ্চিমে বামনপুর হইতে উভয় নদীর সঙ্গম স্থান, এই চতুঃসীমামধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্রই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ বস্ত্রাপথ ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রের বিস্তার সমষ্টিতে যোজনচতুষ্টয়। হে ভূপতে! বৈশাখ মাসের পঞ্চদশী তিথিতে ভক্তিপূর্ব্বক ভবদেবের পূজা করিলে ব্রহ্মদিনাবধি শিবলোকে বাস হয়। অতএব হে

কুরু ভূপতে। নিগৃহ্য নিয়মান্ ভূত্বা শুচিঃ স্নাতো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৮॥ গজবাজিরথাংস্ত্যক্ত্বা পদাভ্যাং যাতি যো নরঃ। পুষ্পকেণ বিমানেন স যাতি শিব-মন্দিরম্ ॥ ১৯॥ একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ। ভিক্ষাহারেণ তোয়েন ফলাহারেণ বা যদি ॥ ২০॥ উপবাসেন কৃচ্ছ্রেণ শাকাহারেণ যাতি যঃ। স যাতি সুন্দরীবৃন্দৈর্বীজ্যমানো গণৈর্দ্দিবি ॥ ২১॥ মলস্নানং বিনা মার্গে পাদাভ্যঙ্গবিবর্জ্জিতঃ। মলধারী ক্ষীণতনুর্যষ্টিহস্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২২ ॥ শীতাতপজলক্লিষ্টঃ শিবস্মরণতৎপরঃ। যদি যাতি নরো যাতি স ভিত্ত্বা সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥ ২৩ ॥ নরকস্থানপি পিতৄন্মাতৃতঃ পিতৃতো নৃপ। অক্ষয়ং সপ্ত সপ্তৈব নয়েদেবং শিবালয়ে। ২৪ ॥ লুণ্ঠন্ ভূমৌ যদা যাতি মৃগচর্ম্মাবগুণ্ঠিতঃ। দণ্ডপ্রমাণভূমের্ব্বা সঙ্খ্যাং কুর্ব্বন্নরো যদি। ২৫॥ অরণ্যে নির্জনে স্থানে জলান্তঃপরিপীড়িতঃ। শরণ্যং শঙ্করং কৃত্বা মনো নিশ্চলমাত্মনঃ ॥২৬॥ সপ্তদ্বীপবতীং পৃথ্বীং সমুদ্র-বসনাং নৃপ। স লব্ধ্বা বহুভির্যজ্ঞৈর্যজ্ঞে দত্ত্বা চ মেদিনীম্ ॥ ২৭॥ সপ্তভৌমবিমানস্থো দিব্যদেহো হরাকৃতিঃ। নিরীক্ষ্য মেদিনীং মন্দং কৃতমঙ্গল-মণ্ডনম্ ॥ ২৮॥ মৃগনেত্রাভুজস্পর্শলগ্নপীনপয়োধরঃ। গীতবাদ্যবিনোদেন সত্যলোকং ব্রজেন্নরঃ ॥ ২৯॥ বিধায় ভুজবেগং বা পাদৌ বদ্ধ্বা শনৈঃ শনৈঃ। মৌনেন মানুষো মায়াং ত্যক্ত্বা যাতি শিবালয়ে ॥৩০॥ ব্রহ্মঘ্নো বা সুরাপো বা স্তেয়ী বা গুরুতল্পগঃ। কৃতঘ্নো মুচ্যতে পাপৈর্মৃতো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩১॥ মাতরং পিতরং দেশং ভ্রাতরং স্বজনবান্ধবান্। গ্রামং ভূমিং গৃহং ত্যক্ত্বা কৃত্বা চেন্দ্রিয়সংযম্ ॥ ৩২ ॥ গৃহীত্বা শিবসংস্কারং নরো ভ্রাম্যতি ভূতলে। দ্রষ্টুং তীর্থান্যনেকানি পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥ ৩৩॥ কুত্রচিত্তীর্থে শুভে স্থানে ছিত্ত্বা সংসারবন্ধনম্। অভয়াং দক্ষিণাং দত্ত্বা শিবশিবেতিভাষকঃ ॥ ৩৪ ॥ একান্তে নির্জনে স্থানে শিবস্মরণতৎপরঃ। যদি তিষ্ঠতি তং যান্তি নমস্কর্ত্তুং নরাধিপ ॥ ৩৫ ॥ আয়ান্তি দেবতাঃ সর্ব্বে চিহ্নং তস্য নিরীক্ষিতুম্। বিমানবৃন্দৈর্নেতব্যঃ কদাসৌ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩৬ ॥ যদা তু পঞ্চত্বমুপৈতি

নৃপ! বসন্তকাল উপস্থিত হইলে আপনি নিয়ম-নিষ্ঠ, শুচি, স্নাত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তীর্থযাত্রা করিবেন। যে নর গজ-বাজিরথ পরিত্যাগ করিয়া পাদচারে তীর্থযাত্রা করে, সে পুষ্পক বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শিবমন্দিরে প্রয়াণ করিয়া থাকে। একভক্ত, নক্তাহার, অযাচিতাহার, ভিক্ষাহার, জল বা ফলমাত্রাহার, অথবা উপবাস কৃচ্ছ্র বা মাত্র শাকাহার করিয়া যে নর তীর্থযাত্রা করে, সুন্দরীবৃন্দ ও প্রমথগণ কর্ত্তৃক বীজ্যমান হইয়া সে নর স্বর্গে গিয়া থাকে। দেহের মল প্রক্ষালন করে নাই, পাদধাবন করে নাই, এ হেন হীনাঙ্গ যষ্টিহস্ত জিতেন্দ্রিয় মলাচিত শীতাতপ-জলক্লিষ্ট জন যদি শিবস্মরণ করিতে করিতে গমন করে, তবে তাহার নরকস্থ পিতৃপিতা-মহাদি সপ্ত ও মাতৃমাতামহাদি সপ্ত পুরুষকে সে শিবালয়ে উপনীত করে এবং স্বয়ং সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া স্বর্গে গিয়া থাকে। যে জন অনন্যমনে একমাত্র শঙ্করকে শরণ্য করিয়া অরণ্য, নির্জ্জন বা জলান্তরে পীড়িত হইতে হইতে, মৃগচর্ম্মাবগুণ্ঠনে লুঠিতে লুঠিতে, উক্ত তীর্থে গমন করে, সে সপ্তদ্বীপবতী সমুদ্রবসনা মেদিনী লাভ করিয়া বহু যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক তাহা দান করিয়া থাকে এবং পশ্চাৎ সে হরাকৃতি কৃতমঙ্গলমণ্ডন দিব্য দেহ লাভ করিয়া সপ্ততল বিমানে আরোহণ করত পৃথিবী দেখিতে দেখিতে মৃদুমন্দ গমনে সত্য লোকে গমন করে। ঐ সময় রথে মৃগনেত্রা-দিগের ভুজস্পর্শ হওয়ায় তাঁহাদের পীন পয়োধর সকল তাহার গাত্রে লগ্ন হয় এবং গীতবাদ্যের বিনোদও ঐ সময় হইয়া থাকে। ১—২৯। অথবা মানবমায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক পাদদ্বয় স্তব্ধ করত কেবল ভুজবেগ দ্বারাই মৌনাবলম্বনে শিবালয়ে গমন করে। এই তীর্থপ্রভাবে ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপায়ী, স্তেয়ী, গুরুতল্পগ ও কৃতঘ্নগণ পাপমুক্ত হইয়া মুক্তি লাভ করে। মাতা, পিতা, দেশ, ভ্রাতা, স্বজন, বন্ধু, গ্রাম, ভূমি, গৃহ, ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম করত শিবসংস্কার গ্রহণপূর্ব্বক নর ভূতলে বহু তীর্থায়তন দর্শনমানসে ভ্রমণ করিয়া থাকে। হে নরাধিপ! এরূপ নর সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া অভয় দক্ষিণা প্রদান করত কোন্ নির্জ্জন স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক 'শিব শিব' বলিতেছে, তাহা দর্শন বিশেষতঃ তাহার চিহ্ন নিরীক্ষণ ও তাহাকে নমস্কার করিবার জন্য দেবগণ আগমন করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভাবেন, —ঐরূপ পুরুষসত্তমকে কবে আমরা বিমনারূঢ়

কালে কলেবরং স্কন্ধকৃতং নরৈশ্চ। নিরীক্ষ্যমাণঃ সুরসুন্দরীভিঃ স নীয়মানো মদবিহ্বলাভিঃ ॥ ৩৭ ॥ সুরেন্দ্রসূর্য্যাগ্নিধনেশরুদ্রৈঃ সম্পূজ্যমানঃ শিবরূপধারী। সুরাদিলোকান্ প্রবিমুচ্য বেগাচ্ছিবালয়ে তিষ্ঠতি রুদ্রভক্তঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বস্ত্রাপথযাত্রাবিধানবর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

সারস্বত উবাচ। গঙ্গোদকং মধুঘৃতে কুঙ্কুমাগুরুচন্দনম্। গুগ্‌গুলং বিল্বপত্রাণি বকপুষ্পং চ যো বহেৎ ॥ ১ ॥ পদ্‌চারী শুচিভূর্ভারং স্কন্ধে নিধায় চ। তীর্থে স্নাত্বা শিবং বিষ্ণুং ব্রহ্মাণং শঙ্করং প্রিয়ম্ ॥ ২ ॥ দৃষ্ট্বা নিবেদযেদ্ দ্রব্যম্ স মুক্তঃ সর্ব্ববন্ধনৈঃ। স নরো গণতাং যাতি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৩ ॥ কলত্রমিত্রপুত্রৈর্ব্বা ভ্রাতৃভিঃ স্বজনৈর্নরৈঃ। সহিতো বা নরৈর্য্যাতি তীর্থে দেবং বিচিন্ত্য চ ॥ ৪ ॥ দেবমূর্ত্তিং শুভাং কৃত্বা রথস্থাং সুপ্রতিষ্ঠিতাম্। চন্দনাগুরুকর্পূরৈরর্চ্চিতাং কুঙ্কুমেন চ ॥ ৫ ॥ পূজয়ন্ বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্ধূপদীপাদিকৈর্নৃপ। গীতনৃত্যৈঃ সবাদিত্রৈর্হাস্যলাস্যৈরনেকধা ॥ ৬ ॥ ধরিত্রীং কাঞ্চনং গাশ্চ জলান্নবসনানি চ। তৃণেন্ধনে প্রিয়াং বাণীং যচ্ছন্ যাতি নরো যদি ॥ ৭ ॥ দেবাঙ্গনাকরগ্রাহগৃহীতো নন্দনং বনম্। প্রাপ্য ভুঙ্‌ক্তে শুভান্ ভোগান্ যাবদাচন্দ্রতারকম্ ॥ ৮ ॥ তীর্থে সঞ্চরিতঃ পুরুষো রোগৈঃ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি। অদৃষ্ট্বা দৈবতং তীর্থে দৃষ্টতীর্থফলং লভেৎ ॥ ৯ ॥ সংসারদোষান্ বিবিধান্ বিচিন্ত্য স্ত্রীপুত্রমিত্রেষ্বপি বন্ধমুক্তঃ। বিজ্ঞায় বদ্ধং পুরুষং প্রধানৈঃ স সর্ব্বতীর্থানি করোতি দেহম্ ॥ ১০ ॥ আজন্মজন্মান্তরসঞ্চিতানি দগ্ধ্বা স পাপানি নরো নরেন্দ্র। তেজোময়ং সর্ব্বগতং পুরাণং ভবোদ্ভবং পশ্যতি মুচ্যতে সঃ ॥ ১১ ॥ তীর্থে বিপ্রবচো গ্রাহ্যং স্নাত্বা সন্ধ্যার্চ্চনাদিকম্। দর্ভাস্তিলা হবিষ্যান্নং প্রয়োগাঃ শ্রদ্ধয়া কৃতাঃ ॥ ১২ ॥ অগস্ত্যং ভৃঙ্গরাজঞ্চ পুষ্পং শতদলং শুভম্। কর্পূরাগুরুশ্রীখণ্ডং কুঙ্কুমং তুলসীদলম্ ॥ ১৩ ॥ বিল্বপ্রমাণ-

ও নরস্কন্ধাসীন করিয়া লইয়া যাইব?—যখন তাঁহারা কালে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন, তখন লইয়া যাইব। অন্তে ঐরূপ শিবরূপধারী শিবভক্তগণ সুরেন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, ধনেশ, ও রুদ্র, কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইতে হইতে মদবিহ্বল সুরসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক নিরীক্ষ্যমাণ হইয়া বেগে সুরলোক অতিক্রম করত শিবলোকে নীত হয়। ৩০—৩৮।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সারস্বত কহিলেন,—স্কন্ধে ভার লইয়া যে পূতগাত্র ব্যক্তি গঙ্গোদক, মধু, ঘৃত, কুঙ্কুম, অগুরু, চন্দন, গুগ্‌গুল, বিল্বপত্র ও বকপুষ্প বহন করে; এবং তীর্থস্নান করিয়া পদব্রজে গিয়া শিব, বিষ্ণু, ও ব্রহ্মাকে দর্শনপূর্ব্বক ঐ সকল বস্তু নিবেদন করে, তাহার সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্তি হয়। সে গণত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপ্রলয় বাস করে। যে ব্যক্তি দেবস্মরণ করিয়া কলত্র, মিত্র, পুত্র, ভ্রাতা ও স্বজনগণের সহিত তীর্থযাত্রা করে, তাহারও পূর্ব্ববৎ গণত্বপ্রাপ্তি হয়। যে নর রথোপরি চন্দনাগুরু-কুঙ্কুমচর্চ্চিত শুভ বিবিধ পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রদানপূর্ব্বক নৃত্য, গীত, বাদিত্র, ও বহুবিধ হাস্য-লাস্য সহকারে তাঁহার পূজা করে, এবং ভূমি, কাঞ্চন, গো, জল, অন্ন, বসন, তৃণ, ইন্ধন, ও প্রিয়বাণী প্রদান করে, সে দেবাঙ্গনাগণের করধৃত হইয়া নন্দনবনে যায় এবং সেস্থানে আচন্দ্রতারক শুভভোগ সকল উপভোগ করিতে থাকে। তীর্থযাত্রা করিয়া যে নর দেবদর্শন হইবার পূর্ব্বেই রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার তীর্থদর্শনজন্য ফলই হইয়া থাকে। পুরুষ সংসারের অশেষ দোষ আলোচনাপূর্ব্বক স্ত্রী-পুত্র-মিত্রবর্গরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আপনাকে বদ্ধজ্ঞানে প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া থাকে। ঈদৃশ নর আজন্ম-জন্মান্তর-সঞ্চিত নিখিল পাপ দগ্ধ করিয়া তেজোময় সর্ব্বগত ভবোচ্ছেদী পুরাণপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করে। এই সাক্ষাৎকারেই তাহার সংসারমুক্তি ঘটে। তীর্থে বিপ্রবাক্যই গ্রাহ্য; তথায় স্নানান্তে সন্ধ্যার্চ্চনাদি করিতে হয়। শ্রদ্ধাসহকারে দর্ভ ও তিল, দ্বারা তীর্থকৃত্য নির্ব্বাহান্তে হবিষ্যান্নে জীবন ধারণ করিতে হয়। ১—১২ অগস্ত্য, ভৃঙ্গরাজ, ও শতদলপুষ্প এবং কর্পূর, অগুরু, শ্রীখণ্ড, কুঙ্কুম, ও তুলসীদল তীর্থ-

পিণ্ডেষু দীপোদ্দ্যোতিতভূমিষু। তাম্বুলফল-নৈবেদ্যং তিলদর্ভোদকেন চ॥ ১৪॥ তীর্থে সঙ্কল্পিতং মর্ত্তৈস্তদনন্তং প্রজায়তে। অয়নে বিষুবে চৈব সংক্রান্তৌ গ্রহণেষু চ॥ ১৫॥ মাসান্তেঽপরপক্ষে তু ক্ষয়াহে পিতৃমাতৃকে। গজচ্ছায়াং ত্রয়োদশ্যাং দ্রব্যে প্রাপ্তে দ্বিজোত্তমঃ॥ ১৬॥ গৃহে শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত পিতৃণামৃণমুক্তয়ে। গৃহাচ্ছতগুণং নদ্যাং যা নদী যাতি সাগরম্॥ ১৭॥ প্রভাসে পুষ্করে রাজন্ গঙ্গায়াং পিণ্ডতারকে। প্রয়াগে নৃপ গোমত্যাং ভবদামোদরাগ্রতঃ॥ ১৮॥ নর্ম্মদাদিষু তীর্থেষু কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধং নরো যদি। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ পিতরো যান্তি সদ্গতিম্॥ ১৯॥ সন্তানমুত্তমং লব্ধা ভুক্তা ভোগানমুত্তমান্। দিব্যং বিমানমারুহ্য প্রান্তে যাতি সুরালয়ম্॥ ২০॥ জাতকর্ম্মাদিযজ্ঞেষু বিবাহে যজ্ঞকর্ম্মণি। দেবপ্রতিষ্ঠাপ্রারম্ভে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং প্রকল্পয়েৎ॥ ২১॥ তৃপ্যন্তি দেবতাঃ সর্ব্বাস্তৃপ্যন্তি পিতরো নৃণাম্। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধকৃতো গেহে জায়তে সর্ব্বমঙ্গলম্॥ ২২॥ কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মোহো মদ্যমদাদয়ঃ। মায়া মাৎসর্য্যপৈশুন্যমবিবেকো বিচারণা॥ ২৩॥ অহঙ্কারো যদৃচ্ছা চ চাপল্যং লৌল্যতা নৃপ। অত্যায়াসোঽপ্যনায়াসঃ প্রমাদো দ্রোহসাহসম্॥ ২৪॥ আলস্যং দীর্ঘসূত্রত্বং পরদারোপসেবনম্। অল্পাহারো নিরাহারঃ শোকশ্চৌর্য্যং নৃপোত্তম॥ ২৫॥ এতান্ দোষান্ গৃহে নিত্যং বর্জ্জয়ন্ যদি বর্ত্ততে। স নরো মণ্ডনং ভূমের্দ্দেশস্য নগরস্য চ॥ ২৬॥ শ্রীমান্ বিদ্বান্ কুলীনোঽসৌ স এব পুরুষোত্তমঃ। সর্ব্বতীর্থাভিষেকশ্চ নিত্যং তস্য প্রজায়তে॥ ২৭॥ তদা তীর্থফলং সম্যক্ত্যক্তদোষস্য জায়তে। স্নানং সন্ধ্যা জপো হোমঃ পিতৃদেবর্ষিতর্পণম্। শ্রাদ্ধং দেবস্য পূজা চ ত্যক্তদোষস্য জায়তে॥ ২৮॥ প্রয়াগে বা কুরুক্ষেত্রে সরস্বত্যাং চ সাগরে। গয়ায়াং বা রুদ্রপদে নরনারায়ণাশ্রমে॥ ২৯॥ প্রভাসে পুষ্করে কৃষ্ণে গোমত্যাং পিণ্ডতারকে। বস্ত্রাপথে গিরৌ পুণ্যে তথা দামোদরে নৃপ॥ ৩০॥ ভীমেশ্বরে নর্ম্মদায়াং স্কান্দে রামেশ্বরাদিষু। উজ্জয়িন্যাং মহাকালে বারাণস্যাং চ ভূর্ভুবঃ॥ ৩১॥ কালিন্দ্যাং মথুরায়াং চ সকৃদ্যাতি নরো যদি।

ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। তীর্থে গিয়া যাহার পিণ্ডদান করিতে হইবে, সেই স্থান দীপ দ্বারা প্রদ্যোতিত করিয়া পরে বিল্বপ্রমাণ পিণ্ড তথায় অর্পণ করিবে। তাম্বুল, ফল, নৈবেদ্য, তিল ও দর্ভোদক তীর্থ ক্ষেত্রে সঙ্কল্পপূর্ব্বক প্রদেয়। মানবেরা এইরূপ তীর্থসেবায় অনন্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিজোত্তম অয়নে, বিষুবে, সংক্রান্তিদিনে, গ্রহণ উপলক্ষে, মাসান্তে, অপর পক্ষে, পিতামাতার মৃতাহে, কুঞ্জরচ্ছায়ায়, ত্রয়োদশীতে কিম্বা শ্রাদ্ধযোগ্য দ্রব্যপ্রাপ্তিদিনে পিতৃগণের ঋণমুক্তির নিমিত্ত স্বগৃহে শ্রাদ্ধ করিবেন। সাগরগামিনী নদীতে শ্রাদ্ধ করিলে গৃহ হইতে শতগুণ ফল হয়। হে রাজন্! মানব যদি প্রভাসে, পুষ্করে, গঙ্গাতীরে, পিণ্ডতারকে, প্রয়াগে, গোমতীতীরে, ভব ও দামোদরের অগ্রে, কিম্বা নর্ম্মদাদি তীর্থে শ্রাদ্ধ করে, তবে তাহার সর্ব্বপাপ হইতে নিষ্কৃতি হয় এবং তাহার পিতৃগণ সদ্গতি লাভ করেন। ঐরূপ শ্রাদ্ধকর্ত্তা উত্তম সন্তান লাভ করিয়া বিবিধ উত্তম উত্তম ভোগ উপভোগ করিয়া অন্তে দিব্য বিমানারোহণে স্বর্গে গমন করে। জাতকর্ম্মাদিতে, যজ্ঞকর্ম্মে, বিবাহে ও দেবপ্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। এই রূপ শ্রাদ্ধে দেবগণ ও পিতৃগণ, পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধকর্ত্তার গৃহে নিখিল মঙ্গলাগম হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ্য, মদাদি, মায়া, মাৎসর্য্য, পৈশুন, অবিবেক, বিচারণা, অহঙ্কার, যদৃচ্ছা চাপল্য, লৌল্যতা, অত্যায়াস, অনায়াস, প্রমাদ, দ্রোহ, সাহস, আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা, পরদারোপসেবা, অল্পাহার, নিরাহার, শোক ও চৌর্য্য, এই সকল দোষ বর্জ্জন করিয়া নর যদি গৃহাশ্রমে অবস্থান করে, তবে নগরের, দেশের, এমন কি নিখিল পৃথিবীরই সে ভূষণস্বরূপ হইয়া থাকে। সে নর শ্রীমান, বিদ্বান্, কুলীন ও পুরুষোত্তম হয়। নিত্য তাহার সর্ব্বতীর্থাভিষেক হইয়া থাকে। তথাবিধ ত্যক্ত দোষ ব্যক্তিরই সম্যক্ তীর্থফল লাভ হয়। স্নান, সন্ধ্যা, জপ, হোম, পিতৃ-দেব-ঋষি-তর্পণ, শ্রাদ্ধ, এবং দেবপূজা তাহার সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নর যদি প্রয়াগে, কুরুক্ষেত্রে, সরস্বতীতে, সাগরে, গয়ায়, রুদ্রপদে, নরনারায়ণাশ্রমে প্রভাসে, পুষ্করে, কৃষ্ণপদে, গোমতীতে, পুণ্যতারকে, পুণ্যগিরিস্থ বস্ত্রাপথে, দামোদরে, ভীমেশ্বরে, নর্ম্মদায়, স্কন্দতীর্থে, রামেশ্বরাদিতীর্থে, উজ্জয়িনীতে, মহাকালপ্রান্তে, বারাণসীতে, যমুনায়

সদোষো মৃতস্তে দোষৈর্ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ কৃতৈঃ ॥ ৩২ ॥ অপি কীটঃ পতঙ্গো বা পক্ষী বা স্বকরোঽপি বা। খরোষ্ট্রকুক্কুরা বাজিমৃগসিংহসরীসৃপাঃ ॥ ৩৩ ॥ জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপ্যেতেষু স্থানেষু তে মৃতাঃ। সর্ব্বে তে পুণ্যকর্ম্মাণঃ স্বর্গং ভুক্ত্বা সুখং বহু ॥ ৩৪ ॥ চতুর্ব্বর্ণেষু সর্ব্বে তে জায়ন্তে কর্ম্মবন্ধনাৎ। কর্ম্মবন্ধং বিহায়াশু মুক্তিং যান্তি নরাঃ পুনঃ ॥ ৩৫ ॥ মোদন্তে তীর্থমরণাৎস্বর্গভোগাবসানতঃ। সম্প্রাপ্য ভারতে খণ্ডে কর্ম্মভূমিং মহোদয়ম্ ॥ ৩৬ ॥ অনেকাশ্চর্য্যসংযুক্তং বহুপর্ব্বতমণ্ডিতম্। গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রৈঃ সহ সঙ্গতাঃ ॥ ৩৭ ॥ পদেপদে বিধানানি সন্তি তীর্থান্যনেকশঃ। যেষাং স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥ পাতালমার্গা বহবঃ স্বর্গমার্গশ্চ দৃশ্যতে। গগনে দৃশ্যতে সূর্য্যো হৃদয়ে দৃশ্যতে হরঃ ॥ ৩৯ ॥ ধ্যানেন জ্ঞানযোগেন তপসা বচসা গুরোঃ। সত্যেন সাহসেনৈব দৃশ্যতে ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৪০ ॥ বেদস্মৃতিপুরাণৈশ্চ যে ন পশ্যন্তি ভূতলম্। পাতালং স্বর্গলোকং চ বঞ্চিতাস্তে নরা ইহ ॥ ৪১ ॥ যে বিরজ্যন্তি ন স্ত্রীষু কামাসক্তা বিচেতসঃ। দেহোঽন্যথা বরস্ত্রীণামন্যথা তৈশ্চ চিন্তিতম্ ॥ ৪২ ॥ [illegible]ভূমিষু তে রক্তা জন্তবস্তে জন্তবঃ পুনঃ। মুক্তিমার্গাৎ পুনর্ভ্রষ্টা জায়ন্তে পশুযোনিষু ॥ ৪৩ ॥ ধনানি সম্প্রাপ্য বরাটিকাং যে দ্বিজাতিমুখ্যায় বিধায় পূজাম্। যচ্ছন্তি নো নির্ম্মলচেতনা যে নরাধমা দৈবহতা মৃতাস্তে ॥ ৪৪ ॥ দেহং সুপুষ্টং বিজরং চ যৌবনং লব্ধ্বা ন গঙ্গাদিষু যান্তি যে নরাঃ। মাতা পিতা নো ন সুতো ন বান্ধবো ভার্য্যাস্বসা নো দুহিতা ন বিদ্যতে ॥ ৪৫ ॥ একশ্চ যো যাতি কথং ন ক্লিশ্যতে মূর্খো ন জানাতি ভবং মহেশ্বরম্। স্নাত্বা ন পশ্যন্তি হরং মহেশ্বরং দৈবেন তে বৈ মুষিতা নরাধমাঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্যে যাত্রাবিধিবর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

সারস্বত উবাচ। ছিত্ত্বা শুভাশুভং কর্ম্ম মুক্তিমিচ্ছেচ্ছিবাং ততঃ। ইদং ন শক্যতে

বা মথুরায় একবার মাত্রও যায় তবে সে ব্রহ্মহত্যাদি দোষদুষ্ট হইলেও মুক্ত হইয়া থাকে। কীট, পতঙ্গ, পক্ষী বা শূকর, কিম্বা খর উষ্ট্র, কুক্কুর, অশ্ব, মৃগ ও সরীসৃপগণও জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ পূর্ব্বোল্লিখিত তীর্থস্থানসমূহে মৃত হইলে সকলেই পুণ্যাত্মা হইয়া বহু স্বর্গসুখ ভোগ করে। তাহারা কর্ম্মবন্ধনক্রমে সকলেই চতুর্ব্বর্ণমধ্যে জন্ম লয় এবং পরে কর্ম্ম বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। তীর্থমরণের ফলে নরগণ স্বর্গভোগের পর এই অনেক আশ্চর্য্যময় বহু শৈল-সমণ্ডিত মহাসমৃদ্ধিশালী ভারত-খণ্ডে প্রাদুর্ভূত হইয়া পরমানন্দে অবস্থান করে। ভারতের গঙ্গাদি সরিৎ সকল সমুদ্র সহ সম্মিলিত হইয়াছে। এখানে পদে পদে প্রভূত তীর্থ ও নিধান সকল বিদ্যমান। ঐ সমুদয়ের স্মরণমাত্রেই সর্ব্ব পাপক্ষয় হয়। এখানে বহু পাতালমার্গ ও বহু স্বর্গমার্গ লক্ষিত হইয়া থাকে। গগনে সূর্য্য, এবং হৃদয়ে হর, ধ্যান, জ্ঞানযোগ, তপস্যা, ও গুরুবাক্যে পরিদৃশ্যমান হন। সত্য, এবং সাহস দ্বারাই ভুবনত্রয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল নর বেদ, স্মৃতি, পুরাণবাক্যের উপদেশ পাইয়াও ভূতল, পাতাল ও স্বর্গলোক দর্শন করে না, তাহারা একান্তই বঞ্চিত। যে সকল কামাসক্ত অজিতেন্দ্রিয় লোক স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করে না, এবং স্ত্রীগণের একরূপ দেহের অন্যথা চিন্তা করে সেই অনুরক্ত নরগণ স্বস্ব জন্মভূমিতে জন্তু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহাদিগকে মুক্তিমার্গ হইতে পতিত হইতে হয়। তাহারা পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যাহারা ধন ও বরাটিকা প্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মলচিত্তে দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগের অর্চ্চনা করিয়া তাহা দান না করে, সেই সকল দৈবহত নরাধমেরা মৃত বলিয়াই অবধারিত। সুপুষ্ট জরাবর্জ্জিত দেহ এবং যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া যে সকল নর গঙ্গাদি-তীর্থে গমন করে না, তাহারাও দৈবহত মৃত বলিয়াই নিশ্চিত। যাহার সঙ্গে মাতা, পিতা, সুত, বন্ধু, ভার্য্যা, ভগ্নী ও দুহিতা নাই, যে একাকী তীর্থ গমন করে, সে কেননা ক্লেশভাগী হইবে? বস্তুতঃ মূর্খজন মহেশ্বর ভবদেবকে জানে না। যাহারা স্নানান্তে হর মহেশ্বরকে দর্শন করে না, তাহারা নিশ্চিতই দৈবহত নরাধম ।১৩-৪৬।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সারস্বত কহিলেন,—নর শুভাশুভ কর্ম্ম ছেদন করিয়া মঙ্গলকরী মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করিবে। এই-

ং শুভং কার্য্যং তদা নরৈঃ॥ ১॥ উত্থায়োত্থায় স্নাতব্যং পূজ্যৌ হরিহরৌ স্বয়ম্। সত্যং বাচ্যং হিতং কার্য্যং দানং দেয়ং স্বশক্তিতঃ॥ ২॥ পরাপবাদভীরুত্বং পরদারান্ বিবর্জ্জয়েৎ। সুবর্ণভূমিহরণব্রহ্মদেবস্ববর্জ্জনম্॥ ৩॥ ব্রাহ্মণস্ত্রীনরেন্দ্রাণাং বালবৃদ্ধতপস্বিনাম্। পিতৃমাতৃগুরূণাঞ্চ নাপ্রিয়ং মনসা বদেৎ॥ ৪॥ দেশকালপরিজ্ঞানং পাত্রাপাত্রবিবেচনম্। ছায়া নৃণাং ন বক্তব্যা তক্রাগ্নীন্ধনকাঞ্জিকম্॥ ৫॥ ঔষধং শাকমর্থিভ্যো দাতব্যং গৃহমেধিভিঃ। একাদশীপঞ্চদশীচতুর্দ্দশ্যষ্টমীষু চ॥ ৬॥ অমাবস্যাব্যতীপাতসংক্রান্তিগ্রহণেষু চ বৈধৃতে পিতৃমাত্রোশ্চ ক্ষয়াহদিবসেষু চ॥ ৭॥ যুগাদিমন্বাদিদিনে গৃহে কার্য্যো মহোৎসবঃ। তীর্থে বা গমনং কার্য্যং গৃহাচ্ছতগুণং যতঃ॥ ৮॥ ইন্দ্রিয়াণাং জয়ঃ কার্য্যো মদ্যং দ্যূতং বিবর্জ্জয়েৎ। বিবাদং গমনং যুদ্ধং গৃহী যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥ ৯॥ স্নানং দানং জপো হোমো দেবপূজা দ্বিজার্চ্চনম্। অক্ষয়ং জায়তে সর্ব্বং বিধিবচ্চেদ্ভবেৎ কৃতম্॥ ১০॥ একাপি গৌঃ প্রদাতব্যা বস্ত্রালঙ্কারভূষণা। দোগ্ধ্রী সবৎসা তরুণী দ্বিজমুখ্যায় কল্পিতা॥ ১১॥ সম্প্রাপ্য ভারতং খণ্ডং মানুষং জন্ম চোত্তমম্। ধন্যো দদাতি যো ধেনুং স নরঃ সূর্য্যমণ্ডলম্। ভিত্বা যাতি বিমানেন গম্যমানা গবাদিভিঃ॥ ১২॥ সপ্ত জন্মানি পাপানি কৃত্বা পাপীহ চাধমঃ। একো দদাতি যো ধেনুং মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ১৩॥ যদা স নীয়তে বদ্ধো যমমার্গেণ কিঙ্করৈঃ। তদা নন্দা সমাগত্য স্বং পুত্রমিব পশ্যতি॥ ১৪॥ বিজিত্য হুঙ্কৃতেনৈব তান্ দূতান্ দূরতঃ স্থিতান্। গোপ্রদং তং সমাদায় প্রযাতি শিবমন্দিরম্॥ ১৫॥ বৃষো ধর্ম্ম ইতি প্রোক্তো যেন মুক্তঃ স মুচ্যতে। গোষু মধ্যে পিতৄন্ সর্ব্বান্ হরমুদ্দিশ্য বা হরিম্॥ ১৬॥ সূর্য্যব্রহ্মপুরে বাসো জায়তে ব্রহ্মবাসরে। দৃঢ়ং ককুদ্মিনং সুস্থং যুবানং ভারসাধনম্॥ ১৭॥ হলক্ষমং বলীবর্দ্দং দত্ত্বা বিপ্রায় পর্ব্বসু। তমারুহ্য নরো যাতি গোলোকং শিবসন্নিধৌ॥ ১৮॥ অশ্বং সাস্তরণং দত্ত্বা খলীনেন চ সংযুতম্। অশ্বরাজবলাৎ স্বর্গে মোদতে ব্রাহ্মবাসরম্॥ ১৯॥ গজদানাদ্গজেন্দ্রেণ নীয়তে নন্দনং বনম্। পৃথিব্যাং সাগরান্তায়া-

রূপ শুভকার্য্য যদি করিতে না পারে, তবে প্রতিদিন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্নান করিবে; হরিহরের পূজা করিবে; সত্য বলিবে; হিত করিবে; স্বশক্তি অনুসারে দান করিবে; পরাপবাদভীরু হইবে; পরদার বর্জ্জন করিবে; সুবর্ণ হরণ, ভূমি হরণ, ব্রহ্মস্ব হরণ, ও দেবস্ব হরণ বর্জ্জন করিবে; ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, নরেন্দ্র, বালক, বৃদ্ধ, তপস্বী, পিতা, মাতা, ও গুরু, মনে মনেও ইহাঁদিগকে অপ্রিয় বলিবে না; দেশকালজ্ঞ হইবে; পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিবে; মানবের ছায়া বলিবে না; গৃহমেধী ব্যক্তি অর্থী ব্যক্তিকে তক্র, অগ্নি, ইন্ধন, কাঞ্জিক, ঔষধ, ও শাক দান করিবে; একাদশী পঞ্চদশী, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, ব্যতীপাত, সংক্রান্তি, গ্রহণ, বৈধৃতি, পিতৃ-মাতৃ-তিথি, অক্ষয়া, যুগাদি ও মন্বাদি দিনে গৃহে মহোৎসব করিবে; অথবা তীর্থে গমন করিবে; ইহাতে গৃহমহোৎসবের শতগুণ ফল হইবে; ইন্দ্রিয় জয় করিবে; মদ্য ও দ্যূত বর্জ্জন করিবে; এবং গৃহী বিবাদ ও যুদ্ধযাত্রা যত্নে বর্জ্জন করিবে। যে নর স্নান, দান, জপ, হোম, দেবপূজা, ও দ্বিজার্চ্চনা করে, যদি বিধিবৎ করা হয়, তবে তাহার এ সকল অক্ষয় হইয়া থাকে। বস্ত্রালঙ্কারভূষণা দোগ্ধ্রী, সবৎসা, তরুণী একটী মাত্র গাভীও দ্বিজমুখ্যকে দান করা উচিত। ভারতখণ্ডে যে মানুষ জন্ম লাভ করিয়া ধেনু দান করে, সে-ই একমাত্র ধন্য; সে বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া গমন করে। এই সময় গোগণ তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। অধম পাপী সপ্তজন্ম পাপ করিয়া যদি একটী মাত্র ধেনুদান করে, তাহা হইলে সে সর্ব্বপাতক হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অন্তে যমকিঙ্কর যখন তাহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়, তখন নন্দা আসিয়া তাহাকে নিজ পুত্রের ন্যায় দেখে এবং সে হুঙ্কার দ্বারা তাহাদিগকে অপসারিত করিয়া সেই গোদাতাকে শিবমন্দিরে লইয়া যায়। ১—১৫। গোগণের মধ্যে বৃষভ ধর্ম্মরূপী; যে নর পিতৃগণ বা হরিহর উদ্দেশে ঐ বৃষ মোচন করে, সে মুক্ত হইয়া থাকে। তাহার ব্রহ্মদিন পর্য্যন্ত সূর্য্যব্রহ্মপুরে বাস হয়। যে নর পর্ব্বদিনে ককুদযুক্ত, যুবা, ভারবাহী, হলচালনক্ষম, দৃঢ়োত্তম বলীবর্দ্দ—বিপ্রকে দান করে, সে তাহাতে আরোহণ করিয়াই গোলোকে ও শিবসন্নিধানে প্রয়াণ করিয়া থাকে। নর আস্তরণ, ও খলীনযুক্ত অশ্ব দান করিয়া ব্রহ্মদিনাবধি স্বর্গে বিহার করে। গজদানের ফলে নর গজেন্দ্র কর্ত্তৃক নন্দনবনে নীত হয় এবং সে

মেষ রাজা ভবিষ্যতি॥ ২০ ॥ গৃহং সোপস্করং দত্ত্বা বিপ্রায় গৃহমেধিনে। লভতে নন্দনে দিব্যং বিমানং সার্ব্বকামিকম্ ॥ ২১ ॥ দ্রব্যং পৃথিব্যাং পরমং সুবর্ণং হৃষ্যন্তি দেবা যদি দীয়তে ততঃ। সূর্য্যোঽপি তস্মৈ রুচিরং বিমানং দদাতি তাবদ্-ভ্রমতেঽত্র যাবৎ ॥ ২২ ॥ রৌপ্যং পিতৃণামতিবল্লভং তদ্দত্ত্বা নরো নির্ম্মলতামুপৈতি। সোমস্য লোকং লভতে স তাবদ্ধ্রুবে নিবদ্ধা ঋষয়ো হি যাবৎ ॥ ২৩ ॥ শ্রীখণ্ডকর্পূরসমাকুলানি তাম্বূলরত্নাদি ফলানি দত্ত্বা। পুষ্পাণি বস্ত্রাণি সুখেন যাতি সাকং শশাঙ্কং দিবি দেববৃন্দৈঃ ॥ ২৪ ॥ তক্রোদকতৈলঘৃতদুগ্ধেক্ষুরসমধূনি যো দদ্যাৎ। খর্জ্জুরখণ্ডদ্রাক্ষা-বাতামান্ জীরকৈঃ সাকম্ ॥ ২৫ ॥ দর্ভাক্ষতমৃদ্গোময়-দূর্ব্বাযজ্ঞোপবীতানি। তিলচর্ম্মসূর্য্যপিটকংদত্ত্বা খ্যাতশ্চিরং স্বর্গে ॥ ২৬ ॥ আত্মাহারাচ্চতুর্ভাগং সিদ্ধান্নাদ্-যদি দীয়তে। হন্তকারঃ স স্মৃতং দত্ত্বা ধ্রুবং যাতি ধ্রুবালয়ে॥২৭॥ আত্মাহারপ্রমাণেন প্রত্যহং গোষু দীয়তে। গবাহ্নিকং তাম্ দত্ত্বা নরো যাতি সুরালয়ম্ ॥ ২৮ ॥ কণ্ডনীপেষণীচুল্লীমার্জ্জনীভিশ্চ যৎকৃতম্। পাপং গৃহী ক্ষালয়তি দদদ্ভিক্ষাং দিনং প্রতি ॥ ২৯ ॥ গ্রাসমাত্রা ভবেদ্ভিক্ষা সা নিত্যং যত্র দীয়তে। তদ্ গৃহং গৃহমন্যচ্চ শ্মশানমিব দৃশ্যতে ॥ ৩০ ॥ কুম্ভান্ সোদকসিদ্ধান্নাংশ্ছত্রোপানৎ কমণ্ডলুম্। অঙ্গুরীয়কবাসাংসি দত্ত্বা যান্তি নরো দিবি ॥ ৩১ ॥ শ্রান্তস্য যানং তৃষিতস্য পানমন্নং ক্ষুধার্ত্তস্য নরো নরেন্দ্র। দত্ত্বা বিমানেন সুরাঙ্গনাভিঃ সংস্তূয়মানস্ত্রিদিবং স যাতি ॥ ৩২ ॥ ভোজনং সততং দেয়ং যথাশক্ত্যা ঘৃতপ্লুতম্। তন্ময়া হি যতঃ প্রাণা অতঃ পুষ্যন্তি প্রাণিনঃ ॥ ৩৩ ॥ ক্ষুৎপীড়া মহতী লোকে হ্যন্নং তদ্ভেষজং স্মৃতম্। তেন সা শান্তিমায়াতি ততোঽন্নং দেয়মুত্তমম্ ॥ ৩৪ ॥ অন্নং বস্ত্রং ফলং তোয়ং তক্রং শাকং ঘৃতং মধু। পত্রং পুষ্পং তথোপানৎ কন্থাং যষ্টিং কমণ্ডলুম্ ॥ ৩৫ ॥ ছত্রং পাত্রং ব্রতং বিদ্যা অক্ষমালা সুরার্চ্চনম্। কন্থা কুশোপবীতানি বীজৌষধগৃহাণি চ ॥ ৩৬ ॥ শস্যং ক্ষেত্রং যজ্ঞপাত্রং যোগপট্টং চ পাদুকে। কৃষ্ণাজিনং বুদ্ধিদানং ধর্ম্মাদেশকথানকম্ ॥ ৩৭ ॥ অথৈতৎ সততং দেয়ং তেন শ্রেয়ো মহদ্ভবেৎ। সর্ব্বপাপ-

ব্যক্তি সাগরান্তা বসুন্ধরার রাজা হইয়া থাকে। গৃহমেধী ব্রাহ্মণকে উপস্করসহ গৃহ দান করিয়া নন্দন বনে সার্ব্বকামিক দিব্যবিমান প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীতে সুবর্ণই উত্তম দ্রব্য ; তাহা দান করিলে দেবগণ হৃষ্ট হন এবং সূর্য্য সেই সুবর্ণদাতাকে সুন্দর বিমান দান করিয়া থাকেন। রৌপ্য, পিতৃগণের অতিপ্রিয় ; তাহা দান করিয়া নর নির্ম্মল হয় এবং ধ্রুবোপরি ঋষিসপ্তকের অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত সে চন্দ্রলোকে বিহার করে। শ্রীখণ্ড, কর্পূর, তাম্বুল, রত্ন, ফল, পুষ্প, ও বস্ত্র সকল দান করিয়া নর দেববৃন্দ সহ পরমসুখে শশাঙ্কলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি তক্র, উদক, তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, ও মধু দান করে এবং খর্জ্জুরখণ্ড, দ্রাক্ষা, বাতাম, জীরক, দর্ভ, অক্ষত, মৃত্তিকা, গোময়, দূর্ব্বা যজ্ঞোপবীত, তিল, মৃগচর্ম্ম ও সূর্য্যপিটক দান করে, তাহার চির স্বর্গবাস হয়। নিজের আহার্য্য সিদ্ধান্নের চতুর্থভাগ প্রদত্ত হইলে তাহাকে হন্তকার বলে। নর ঐরূপ দানের ফলে নিশ্চয়ই ধ্রুবালয়ে প্রয়াণ করিয়া থাকে। প্রত্যহ গোদিগকে যে নিজের আহারপ্রমাণ খাদ্য প্রদান করা হয়, তাহার নাম গবাহ্নিক। এই গবাহ্নিক দানে নর সুরালয়ে সমুপনীত হইয়া থাকে। কণ্ডনী, পোষণী, চুল্লী ও মার্জ্জনী দ্বারা গৃহী যে পাপ করে, প্রতিদিন ভিক্ষাদানে তাহাদের সেই পাপ বিনষ্ট হয়। যথায় নিত্য গ্রাসমাত্র ভিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহাই গৃহ এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য গৃহ শ্মশানবৎ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উদক ও সিদ্ধান্নসমন্বিত কুম্ভ সকল এবং ছত্র, উপানৎ, কমণ্ডলু, অঙ্গুরীয়ক ও বস্ত্র এই সকল দান করিয়া নর স্বর্গে গমন করে। হে নরেন্দ্র! নর শ্রান্ত ব্যক্তিকে যান, তৃষিতকে পান এবং ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান করিয়া বিমানারোহণে সুরাঙ্গনাগণে স্তুত হইয়া স্বর্গধামে গমন করে। প্রাণ অন্নময় এবং অন্ন হইতেই প্রাণিগণের পোষণ হয়। এই জন্য যথাশক্তি সতত ঘৃতপ্লুত অন্ন দান করিবে। জগতে ক্ষুৎপীড়াই প্রবল পীড়া, অন্ন সেই পীড়ার ভেষজস্বরূপ। অন্ন দ্বারা সেই পীড়ার উপশম হয়। অতএব উত্তম অন্ন সর্ব্বদা প্রদান করিবে। অন্ন, বস্ত্র, ফল, জল, তক্র, শাক, ঘৃত, মধু, পত্র, পুষ্প, চর্ম্মপাদুকা, কন্থা, যষ্টি, কমণ্ডলু, ছত্র, পাত্র, ব্রত, বিদ্যা, অক্ষমালা, কন্থা, কুশ, যজ্ঞোপবীত, , ঔষধ, গৃহ, শস্য, ক্ষেত্র, যজ্ঞপাত্র, যোগপট্ট, কৃষ্ণাজিন, পাদুকা, বুদ্ধি ও ধর্ম্মোপদেশ, এই সকল সতত দান করিবে এবং সর্ব্বদা দেবার্চ্চনা

ক্ষয়ং কৃত্বা দাতা যাতি শিবালয়ম্॥ ৩৮॥ শ্রাদ্ধে গৃহস্থা ভোক্তব্যাঃ কুলীনা বেদপারগাঃ। অক্রোধনাঃ স্নানশীলাঃ স্বদেশাচারতৎপরাঃ॥ ৩৯॥ আমন্ত্র্য পূর্ব্বদিবসে নিরীহা অপি যে দ্বিজাঃ। অলোলুপা ব্যাধিহীনা ন তু যে গ্রামযাজিনঃ॥ ৪০॥ তেষাং পুরঃ প্রদাতব্যং পিণ্ডদানং বিধানতঃ। শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাবিহীনেন কৃতমপাকৃতং ভবেৎ॥ ৪১॥ তস্মাচ্ছ্রদ্ধান্বিতৈঃ শ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যং ক্রোধবর্জ্জিতৈঃ। বানপ্রস্থো ব্রহ্মচারী পথিকস্তীর্থসেবকঃ॥ ৪২॥ অতিথির্বৈশ্বদেবান্তে স পূজ্যঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি। সর্ব্বদা যতয়ঃ পূজ্যাঃ স্বশক্ত্যা গৃহমেধিভিঃ॥ ৪৩॥ যাত্রাবিধিমথো বক্ষ্যে সেতিহাসং নৃপোত্তম॥ ৪৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তীর্থযাত্রাবিধিবর্ণনে শ্রাদ্ধদানাদি-মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥১৩॥

করিবে। ইহাতে মহাশ্রেয়ঃসাধন হইবে। দাতা ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবালয়ে গমন করিবে। শ্রাদ্ধে কুলীন, বেদপারগ, অক্রোধন, স্নানশীল, স্বদেশাচারনিষ্ঠ, গৃহস্থ, ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। শ্রাদ্ধে ভোজন করাইতে হইলে দ্বিজগণকে এমন কি যাঁহারা নিরীহ, তাঁহাদিগকেও পূর্ব্বদিন নিমন্ত্রণ করিতে হয়। যাঁহারা অলোলুপ ও ব্যাধিবর্জ্জিত, তাঁহারাই শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণার্হ। কিন্তু গ্রামযাজীরা কদাচ নিমন্ত্রণযোগ্য নহে। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে বিধিপূর্ব্বক পিণ্ডদান করিবে। অশ্রদ্ধায় শ্রাদ্ধ করিলে তাহা অকৃতমধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। অতএব শ্রদ্ধান্বিত ও ক্রোধবর্জ্জিত হইয়া শ্রাদ্ধ করিবে। বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, তীর্থসেবক পথিক ও বৈশ্বদেবান্তে সমাগত অতিথি শ্রাদ্ধকর্ম্মে পূজনীয়। গৃহমেধিগণ স্বীয় শক্তি অনুসারে সর্ব্বদা যতিগণের পূজা করিবে। হে নৃপোত্তম! অতঃপর সেতিহাস যাত্রাবিধি কীর্ত্তন করিতেছি। ১৬—৪৪।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

সারস্বত উবাচ। বস্ত্রাপথে মহাক্ষেত্রে নগরে বামনে পুরা। পুত্রশোকাভিসন্তপ্তো বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ॥ ১॥ আজগাম তপস্তপ্তুং স্বর্ণরেখানদীতটে। ঈশানকোণে নগরাৎ স্বর্ণরেখানদীজলে॥ ২॥ স্নাত্বা ধ্যাত্বা শিবং দেবং মনসাচিন্তয়দ্‌যদা। তদা রুদ্রঃ সমায়াতস্ত্রিনেত্রো বৃষভধ্বজঃ। মহর্ষে তব তুষ্টোঽহং কিং করোমি বদস্ব তৎ॥ ৩॥ বসিষ্ঠ উবাচ। যদি তুষ্টো মহাদেব বরো দেয়ো মমাধুনা। তদাত্র ভবতা স্থেয়ং যাবদাচন্দ্রতারকম্॥ ৪॥ অত্র স্নানং করিষ্যন্তি যে নরাঃ পাপকর্ম্মিণঃ। তেষাং পাপক্ষয়ো দেব কর্ত্তব্যো ভবতা সদা॥ ৫॥ নরা যে পাপকর্ম্মাণঃ পূজয়ন্তি ত্রিলোচনম্। তাম্নয়াম্নয় দেবেশ বিমানৈঃ শিবমন্দিরম্॥ ৬॥ সারস্বত উবাচ। তথেত্যুক্ত্বা হরো দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। হিরণ্যকশিপুং হত্বা নরসিংহো মহাবলঃ। ত্রৈলোক্যমিন্দ্রায়

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

সারস্বত কহিলেন,—পুরাকালে মহাক্ষেত্র বস্ত্রাপথে বামননগরে স্বর্ণরেখা নদীর তটে পুত্রশোক-সন্তপ্ত ভগবান্ বসিষ্ঠ ঋষি তপস্যার্থ আগমন করেন। বামননগরের ঈশানকোণে স্বর্ণরেখা নদী অবস্থিত। তাহার জলে স্নান করিয়া ধ্যানাবলম্বনে বশিষ্ঠ যখন মনে মনে শিবদেবকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন ত্রিলোচন বৃষধ্বজ রুদ্র আসিয়া বলিলেন,—মহর্ষে! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, কি বর দিব বল? বশিষ্ঠ কহিলেন,—মহাদেব! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, যদি আমাকে অধুনা বর দান করেন, তাহা হইলে প্রার্থনা—আপনি আচন্দ্রতারক এই স্থানেই অবস্থান করুন। এইখানে যে সকল পাপী নর স্নান করিবে, আপনি সর্ব্বদা তাহাদের পাপক্ষয় করিবেন। যে সকল পাপকর্ম্মা নর ত্রিলোচনের পূজা করিবে, তাহাদিগকে আপনি বিমানযোগে শিবমন্দিরে লইয়া যাইবেন।১—৬। সারস্বত কহিলেন,—হরদেব 'তথাস্তু' বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। পূর্ব্বে মহাবল নরসিংহ হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়া ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্য প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং কালরুদ্রে লীন হইয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপুর বংশে বলি নামে এক অতিবড় বলবান্

দদৌ কালরুদ্রং স্বয়ং যযৌ ॥ ৭ ॥ তদন্বয়ে বলির্জাতঃ স চাতীব বলাধিকঃ। একাতপত্রাং পৃথিবীং বলিশ্চক্রে বলাধিকঃ। অকৃষ্টপচ্যা সুজলা ধরিত্রী শস্যশালিনী ॥ ৮ ॥ গন্ধবন্তি চ পুষ্পাণি রসবন্তি ফলানি চ। আস্কন্ধফলিনো বৃক্ষাঃ পুটকে পুটকে মধু ॥ ৯ ॥ চতুর্ব্বেদা দ্বিজাঃ সর্ব্বে ক্ষত্রিয়া যুদ্ধকোবিদাঃ। গোষু সেবাপরা বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ শুশ্রূষণে রতাঃ ॥১০॥ সদাচারা জনপদা ঈতিব্যাধিবিবর্জ্জিতাঃ। হৃষ্টপুষ্টজনাঃ সর্ব্বে সদানন্দাঃ সদোদ্যতাঃ ॥ ১১ ॥ কুঙ্কুমাগুরুলিপ্তাঙ্গাঃ সুবেষাঃ সাধুমণ্ডিতাঃ। দারিদ্র্যদুঃখমরণৈর্বিমুক্তাশ্চিরজীবিনঃ ॥১২॥ দীপোদ্যোতিতভূভাগা রাত্রাবপি যথা দিনে। বিচরন্তি তথা মর্ত্ত্যা দেবা দেবালয়ে যথা ॥ ১৩ ॥ পৃথিব্যাং স্বর্গরূপায়াং রাজ্যং চক্রেঽসুরো বলিঃ। নিত্যং বিবাহবাদিত্রৈর্নাদিতং ভূপমন্দিরম্ ॥ ১৪ ॥ ধরিত্রীং বুভুজে দৈত্যো দেবরাজো যথা দিবি। দেবেন্দ্রো বলিনা নিত্যং যজ্ঞৈঃ সন্তোষিতস্তদা ॥ ১৫ ॥ দেবানাং দানবানাং চ নাস্তি যুদ্ধং পরস্পরম্। একএব মহীপালো যুদ্ধং নাস্তি ধরাতলে ॥ ১৬ ॥ সপত্নককলির্নাম নাস্তি যুদ্ধং হরে গজৈঃ। ন সর্পনকুলৈর্নিত্যং ন বিড়ালৈশ্চ মূষকৈঃ ॥ ১৭ ॥ মৈত্রীভাবং গতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। ত্রৈলোক্যভ্রমণং কৃত্বা নারদো নন্দনে বনে ॥ ১৮ ॥ গতো ন পশ্যতে যুদ্ধং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। তাবত্তস্যোদরে পীড়া মহতী সমজায়ত ॥ ১৯ ॥ ন মে স্নানাদিনা কার্য্যং তর্পণৈঃ কিং প্রয়োজনম্। জপহোমাদিনা সর্ব্বমন্যথা মম চেষ্টিতম্ ॥ ২০ ॥ তৎস্নানং যত্র যুধ্যন্তে গজা দন্তবিঘট্টনৈঃ। সা সন্ধ্যা যত্র নিহতাঃ কবন্ধৈর্ভূর্বিভূষিতা ॥ ২১ ॥ কুম্ভঘাতবিনির্ভিন্নগজকুম্ভোত্তবাসৃজা। তৃপ্যন্তি যত্র ক্রব্যাদাস্তর্পণং তন্মম প্রিয়ম্ ॥ ২২ ॥ গজশীর্ষৈরগম্যাস্তে নিহতাঃ ক্ষত্রিয়া রণে। স হোমো যত্র হূয়ন্তে গজাশ্বনরপুঙ্গবাঃ ॥ ২৩ ॥ শব্দাগ্নৌ নারদস্যায়ং হোমস্ত্রৈলোক্যবিশ্রুতঃ। ছিন্নপাদশিরোহস্তৈরস্তরাস্ত্রবিলম্বিতৈঃ ॥ ২৪ ॥ যদর্চ্চ্যতে ভূমিতলং তন্মে নিত্যং সুরার্চ্চনম্। কিং দেবৈর্দিবি মে কার্য্যং কিং মনুষ্যৈর্ধরাতলে ॥ ২৫ ॥ পন্নগৈঃ কিং নু পাতালে ন যুধ্যন্তে পরস্পরম্। তথা করিষ্যে দেবেন্দ্রাদুপেন্দ্রাচ্চ ধরাতলে ॥ ২৬ ॥ রসাতলং বলির্যাতু সত্যমস্ত বচো মম। জীবিতেনাপি রাজ্যেন

অসুর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলাধিক বলি পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা হইয়াছিল। তাহার অধিকারকালে ধরিত্রী অকৃষ্টপচ্যা, সুজলা, ও শস্যশালিনী; পুষ্পসকল গন্ধশালী; ফলসকল রসযুক্ত; বৃক্ষ সকল স্কন্ধপর্য্যন্ত ফলধারী; পুটকে পুটকে মধু; দ্বিজগণ চতুর্ব্বেদী; ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধকোবিদ; বৈশ্যগণ গো-সেবারত; শূদ্রগণ ত্রিবর্ণশুশ্রূষায় তৎপর; জনপদ সকল সদাচারনিষ্ঠ ও ঈতি-ব্যাধি-বর্জ্জিত; জনগণ সর্ব্বদা সানন্দ, উদ্যমশীল, হৃষ্টপুষ্ট, কুঙ্কুমাগুরুলিপ্তাঙ্গ, সুবেশ, সুমাণ্ডত, দারিদ্র্যদুঃখ-মরণবর্জ্জিত, ও চিরজীবী এবং ভূভাগ সকল দিনের ন্যায় রাত্রিতেও দীপদ্যোতিত হইয়াছিল। তখন মর্ত্ত্যবাসীরা স্বর্গে স্বর্গবাসীদিগের ন্যায় ভূতলে বিচরণ করিত। অসুরবর বলি স্বর্গরূপিণী পৃথিবীতে রাজ্য পালন করেন। রাজভবন নিত্যই বিবাহবাদিত্রে নিনাদিত হইত। দেবরাজের স্বর্গভোগের ন্যায় দৈত্যবর ধরিত্রী ভোগ করিতেন। বলি নিত্য নিত্য যজ্ঞ করিয়া দেবরাজের পরিতোষ জন্মাইতেন। দেব-দানবদিগের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ ছিল না, ধরাতলে একই মহীপাল, কাজেই রাজায় রাজায় যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিতে লাগিল না; পরস্পর বিরোধ রহিল না; এমন কি, সিংহে গজে, সর্পে নকুলে, বিড়ালে মূষিকে, বিরোধ ঘটিতে লাগিল না। চরাচর সমস্ত জগৎই মৈত্রীভাব প্রাপ্ত হইল। এই সময় এক দিন মহর্ষি নারদ ত্রৈলোক্য পরিভ্রমণ করিয়া নন্দনবনে গেলেন; কিন্তু চরাচর ত্রৈলোক্যে যুদ্ধবিগ্রহ না দেখিয়া তাঁহার মহতী উদরপীড়া উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন,—স্নান, তর্পণ, জপ ও হোমাদি দ্বারা আমার প্রয়োজন নাই। সমস্ত কার্য্যই বৃথা হইতেছে। যেখানে গজগণ দন্ত বিঘট্টন সহকারে যুদ্ধ করে, তাহাই স্নান, যে কালে নিহত কবন্ধসমূহে মহী ভূষিতা হয়, সেই সন্ধ্যাই সন্ধ্যা; কুম্ভাঘাতবিদারিত দ্বিরদকুম্ভনিঃসৃত রুধির দ্বারা ক্রব্যাদ্‌গণের তর্পণই আমার প্রিয়তর্পণ। গজশীর্ষ ও নিহত রণে যে গজাশ্ব ও নরপুঙ্গবগণের অনবরত পতন, তাহাই আমার হোম। শব্দাগ্নিতে ঈদৃশ হোমই নারদের ত্রৈলোক্যবিশ্রুত হোম। অস্ত্রজড়িত ছিন্ন পাদ, মস্তক, ও হস্ত দ্বারা যে ভূমিতলের অর্চ্চনা, তাহাই আমার নিত্য সুখার্চ্চন। স্বর্গীয় দেব, মর্ত্ত্যমানব এবং পাতালস্থ পন্নগগণ দ্বারাই বা আমার প্রয়োজন কি?—যদি তাহারা পরস্পর না যুদ্ধ করে। অতএব আমি ধরাতলে দেবেন্দ্র, উপেন্দ্র দ্বারা এমন কার্য্য

যদাদামোদরং হরিম্ ॥ ২৭ ॥ তোষয়িষ্যতি যত্নেন তদেন্দ্রোঽহসৌ ভবিষ্যতি। দেবেন্দ্রো বৃত্রহা ভূত্বা ভ্রষ্টরাজ্যো ভবিষ্যতি ॥ ২৮॥ যদা বস্ত্রাপথে গত্বা ভবং ভাবেন পূজয়েৎ। সুরাধিপস্তদা ভূয়ো ব্রহ্মহত্যাবিবর্জ্জিতঃ॥ ২৯ ॥ অনেন মন্ত্রজাপেন স শান্তোদরবেদনঃ। নারদো দেবরাজস্য সমীপং সহসা যযৌ ॥ ৩০ ॥ সিংহাসনং সমারুহ্য নন্দনে সংস্থিতো হরিঃ। আস্তে পরিবৃতো দেবৈর্দেবরাজো মহাবলঃ ॥ ৩১ ॥ নিরীক্ষমাণো নৃত্যন্তীং রম্ভাং তাং সুরসুন্দরীম্। আয়ান্তং দদৃশে দেবো নারদং বিস্ময়ান্বিতঃ ॥ ৩২ ॥ অহো বিরুদ্ধো ভগবান্নারদো ময়ি দৃশ্যতে। নৃত্যন্তে কিং ন বা নৃত্যে গীয়তে কিং ন গীয়তে ॥ ৩৩ ॥ বাদ্যতাং তালমানৈঃ কিং যাবচ্চিন্তাপরো হরিঃ। ঋষিঃ সমাগতস্তাবজ্জলাভ্যুক্ষণতৎপরঃ ॥ ৩৪ ॥ সিংহাসনং পরিত্যজ্য সমুত্থায়াগ্রতঃ স্থিতঃ। স্বাগতেনাভিবাদ্যাথ বভাষে নারদং হরিঃ ॥ ৩৫ ॥ মহর্ষে স্বাগতং তেঽদ্য কুতো বাগমনং ত্বয়া। স্নানে সন্ধ্যার্চ্চনে হোমে কুশলং তব বিদ্যতে ॥ ৩৬ ॥ ইতি প্রোক্তো বিহস্যাথ বভাষে নারদো হরিম্ যদ্যেতজ্জায়তে মহ্যং কিমনেন প্রয়োজনম্ ॥ ৩৭ প্রেক্ষণীকস্য তে স্থানং নাহং পশ্যামি স্বর্পতে যাবদ্রাজ্যং বলেস্তাবন্ময়া মে ন প্রয়োজনম্ ॥ ৩৮ আদিত্যাদ্যা গ্রহাঃ সর্ব্বে কালমানেন যোজিতাঃ আহুত্যা প্লাবিতা মেঘা বর্ষন্তি হৃষিতা ভুবি ॥ ৩৯ রোগাদিমরণং নাস্তি যমো ধর্ম্মেণ পীড়িতঃ ॥ ৪০ একাতপত্রাং পৃথিবীং বুভুজে স নরাধিপঃ। ত্রৈলোক্যনাথেতি মহানৃপেতি সংগ্রামবিদ্যাকুশলেতি নিত্যম্। ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীকুচকামুকেতি সংস্তূয়তে চারণবন্দিবৃন্দৈঃ ॥ ৪১ ॥ ব্রহ্মেতি কৃষ্ণেতি হরেতি ভূমাবিন্দ্রেতি সূর্য্যেতি ধনাধিপেতি। দেবারিনাথেতি সুরাধিপেতি জেগীয়তে চারণবন্দিবৃন্দৈঃ ॥ ৪২ ॥ যুদ্ধং বিনা দৈত্যগণা হসন্তি মত্তাঃ প্রমত্তাঃ করিণো নদন্তি। রথাধিরূঢাঃ পুরুষা ভ্রমন্তি সেনাধিপা

করাইব, ইহাতে বলি রসাতলে যাইবে। আমার এই বাক্য সত্য হউক। ইন্দ্র, রাজ্য ও জীবন দ্বারা যৎকালে দামোদর হরির প্রীতি উৎপাদন করিবেন, তখনই তাঁহার স্বপদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। দেবেন্দ্র বৃত্রকে হত্যা করিয়া ভ্রষ্টরাজ্য হইবেন। পরে যখন তিনি বস্ত্রাপথে গিয়া ভাবভরে ভবদেবের পূজা করিবেন, তখনই তিনি ব্রহ্মহত্যামুক্ত হইয়া পুনরায় সুরাধিপ হইবেন। এইরূপ যুদ্ধোদ্ভব চিন্তনরূপ মন্ত্রের পুনঃপুনঃ জপে নারদের উদরপীড়া শান্ত হইল। নারদ সহসা দেবরাজসমীপে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন,—ইন্দ্র নন্দনবনে সিংহাসনে বসিয়া আছেন, দেবরাজের চতুর্দ্দিকে অপরাপর দেব বিরাজ করিতেছেন। সুরসুন্দরী রম্ভা সেখানে নৃত্য করিতেছে। ইত্যবসরে নারদকে আসিতে দেখিয়া দেবরাজ বিস্ময়ান্বিত হইলেন; ভাবিলেন,—অহো! আমার নিকট ভগবান্ নারদের আগমন, একান্তই বিরুদ্ধ। দেখিতেছি, এমন নৃত্য হইতেছে, তথাপি ইনি নাচিতেছেন না; এমন গান হইতেছে, তথাপি গাহিতেছেন না; আর এমন তালমান সহকারে বাদ্য হইতেছে; এদিকেও ইঁহার মনোযোগ নাই। ইন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এই সময় জলাভ্যুক্ষণ করিতে করিতে নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।১—১ ইন্দ্র সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইলেন এবং অভিবাদনান্তে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া নারদকে বলিলেন,—মহর্ষে! আপনার শুভাগমন ত? অদ্য কোথা হইতে আপনার আগমন হইল? স্নানে সন্ধ্যার্চ্চনে ও হোমাদি ব্যাপারে আপনার কুশল ত! ইন্দ্র এই কথা কহিলে নারদ হাসিয়া বলিলেন,—যদি আমার সম্বন্ধে এমনই ব্যবহার চলিতে থাকে, তবে নারদ দ্বারা প্রয়োজন কি? হে স্বর্পতে! তুমি যে, দর্শকরূপে থাকিবে, তোমার এ অবস্থা আমি দেখিতে চাহি না। অতএব যাবৎ বলির রাজ্য আছে, তাবৎ আর তোমা দ্বারা আমার প্রয়োজন নাই। আদিত্যাদি দেবগণ সকলেই কালনিয়মে যোজিত আছেন; আহুতিপ্লাবিত মেঘগণ হৃষ্ট হইয়া ভূতলে বর্ষণ করিতেছে; মর্ত্ত্যে যোগাদি দ্বারা মরণ নাই; যম ধর্ম্মপ্রভাবে নিগৃহীত হইয়াছেন; নরাধিপ বলি মর্ত্ত্যাধিপ হইয়া একচ্ছত্রা পৃথ্বী ভোগ করিতেছে; চারণ ও বন্দিবৃন্দ "হে ত্রৈলোক্যনাথ! হে মহানৃপ! হে সমরবিদ্যাকুশল! হে ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীকুচ-কামুক!" ইত্যাদি সম্বোধন করিয়া নিত্য স্তব করিতেছে। শুধু ইহাই নহে, চারণ ও বন্দিবৃন্দ ভূতলে সেই বলির ব্রহ্মা, কৃষ্ণ, হর, ইন্দ্র, সূর্য্য, ধনাধিপ, দেবারিনাথ, সুরাধিপ, ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা জয় ঘোষণা করিতেছে। যুদ্ধ ব্যতীত দৈত্যগণ হাসিতেছে; প্রমত্ত মাতঙ্গগণ বৃংহণ করিতেছে। পুরুষগণ

স্ত্রীষু গৃহে রমন্তি ॥ ৪৩ ॥ যজ্ঞাগ্নিধূমেন নভো বিরাজতে সুবর্ণরূপা পৃথিবী বিরাজতে। শূন্যং তু বেদৈর্ভুবনঞ্চ শোভতে ধিষ্ণ্যং বলেৰ্দৈত্যগণৈশ্চ শোভতে ॥ ৪৪ ॥ বলির্ন জানাতি সুরাধিপং ত্বাং সুরাশ্চ সর্ব্বে বলিযজ্ঞভোজিনঃ। ত্বমেব তেহরিং হৃদি চিন্তয় স্বয়ং যুক্তং তবেদং কথিতং ময়েতি ॥ ৪৫ ॥ রম্ভা ন রাজতে রঙ্গে মেনকা ত্বাং ন মন্যতে। তিলোত্তমাপি মনুতে বলিরাজং সুরেশ্বরম্ ॥ ৪৬ ॥ উর্ব্বশী চৈব তং যাতি সুকেশা সহ ভাষতে। মঞ্জুঘোষা মুখং বক্রং কৃত্বা ত্বাং ন নিরীক্ষতে ॥ ৪৭ ॥ পুলোমা পুলকোদ্ভেদং ন করোতি বলিং বিনা। পৌলোমীপুরতো গত্বা বলিং স্তৌতি চ মন্থরা ॥ ৪৮ ॥ নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব হাহা হূহূশ্চ তুম্বুরুঃ। বলিরাজ্যং প্রশংসন্তি রুদ্রস্যাগ্রে ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪৯ ॥ আজ্যাহুতীভিঃ সন্তুষ্টা ঋষয়ো ব্রহ্মসদ্মনি। ব্রহ্মণোহগ্রে প্রশংসন্তি তদেবং কথিতং ময়া ॥ ৫০ ॥ বৃহস্পতির্যদাচষ্টে ন তদ্বাচ্যং ময়া তব। ইন্দ্রাণী বলিনং মত্বা বলিং চিত্রেষু পশ্যতি ॥ ৫১ ॥ অনেন বাক্যেন সুরাধিপস্ত চচাল কোপাবরিতস্তদানীম্। গজেতি বজ্রেতি জগাদ সূতং সমানয়াসিং কবচং রথঞ্চ ॥ ৫২ ॥ রথেন সূর্য্যো মরুতো গজেন বৃষেণ রুদ্রো মহিষেণ সৌরিঃ। বাদ্যন্তু বাদ্যানি রণায় মেহদ্য চণ্ডী গণেশাস্ত্বরিতাঃ প্রয়ান্তু ॥ ৫৩ ॥ দৃষ্ট্বা সুরেন্দ্রং সংক্রুদ্ধং বৃহস্পতিরুদারধীঃ। ঋষিমধ্যে গতো বিদ্বান্ বভাষে সময়োচিতম্ ॥ ৫৪ ॥ সামাদ্যা নীতয়ঃ প্রোক্তাশ্চতস্রো মনুনা পুরা। সামসাধ্যেষু কার্য্যেষু দণ্ডস্তেন ন পাত্যতাম্ ॥ ৫৫ ॥ অতো হ্যুপেন্দ্রমাহূয় মন্ত্রয়ন্তু সুরোত্তমাঃ। তদধীনং জগৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৫৬ ॥ বিনষ্টেষু চ কার্য্যেষু তস্য বাচ্যং শুভাশুভম্ স এব প্রথমং গচ্ছেৎ পৃথিব্যাং স্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৫৭ ॥ তথেতি দেবৈর্ব্বিজ্ঞপ্তস্তথা চক্রে সুরেশ্বরঃ। মন্দরেহথ গিরৌ বিষ্ণুঃ সত্যলোকাৎ সমাগতঃ ॥ ৫৮ ॥ ঋষয়স্তত্র তে যান্তু সমানেতুং জনার্দ্দনম্। ইত্যুক্তো নারদঃ স্বর্গাৎ যাতুং প্রাপ্তঃ

রথাধিরূঢ় হইয়া যত্রতত্র ভ্রমণ করিতেছে। সেনাপতিগণ গৃহে থাকিয়া স্ত্রী-সম্ভোগ করিতেছে। যজ্ঞাগ্নিধূমে নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হইতেছে। পৃথিবী সুবর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন। দেবশূন্য ভুবন শোভিত হইতেছে। দৈত্যগণপূর্ণ বলির স্থান শোভা পাইতেছে। বলি সুরাধিপকে জানিতেছে না। কিন্তু সুরগণ সকলেই বলির যজ্ঞে ভোজন করিতেছেন। অতএব তুমি তোমার সেই অরির বিষয় হৃদয়ে একবার নিজেই চিন্তা করিয়া দেখ। ফলতঃ আমি ইহা এক যৌক্তিক কথাই কহিলাম। আরও দেখ, রম্ভা তোমার রঙ্গে অনুরক্ত নহে, মেনকা তোমায় মানে না; তিলোত্তমা যে তিলোত্তমা—সেও বলিরাজকে সুরেশ্বর বলিয়া মনে করে; উর্ব্বশী তাহার নিকট যায়; সুকেশা তৎসহ কথা কয়; মঞ্জুঘোষা মুখ বাঁকাইয়া তোমার প্রতি তাকায়ও না; পুলোমার বলিবিনা পুলকোদ্গার হয় না; পৌলোমী মন্থরগমনে বলির নিকট গিয়া তাহাকেই স্তব করে। নারদ পর্ব্বত, হাহা, হূহূ, ও তুম্বুরু ইহারা—রুদ্রের নিকট শুনিলাম,—বলিরাজ্যেরই প্রশংসা করিতেছেন। ঋষিগণ আজ্যাহুতি দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মসদনে ব্রহ্মার নিকটও ঐরূপ প্রশংসা করিতে-ছেন। এই পর্য্যন্ত আমি কহিলাম। কিন্তু বৃহস্পতি যাহা কহিয়াছেন, সে কথাটী তোমার নিকট আমি এখনও বলি নাই; তিনি বলিয়াছেন,—ইন্দ্রাণী বলিকেই মনোমত ।৪৩—৫১। বুঝিয়া চিত্রপটে সর্ব্বদাই বলিকে দেখিতেছেন। এই বাক্যে সুরাধিপ বিচলিত হইলেন। তিনি কোপপূর্ণ হইয়া সারথিকে কহিলেন,—কোথায় আমার গজ—কোথায় আমার বজ্র? শীঘ্র আমার রথ, কবচ ও অসি আনয়ন কর। আমার রণবাদ্য সকল বাদিত হউক। রথে সূর্য্য, গজে মরুৎগণ, বৃষে রুদ্র এবং মহিষে যম আরোহণ করিয়া চলুন। এবং চণ্ডী ও গণেশগণ সত্বর প্রয়াণ করুন। সুরেন্দ্রকে সংক্রুদ্ধ দেখিয়া উদারধী বৃহস্পতি ঋষিগণ মধ্যে সময়োচিত বাক্যে বলিলেন,—পুরাকালে মনু সামাদি চতুর্ব্বিধ নীতি প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সামসাধ্য কার্য্যে দণ্ড প্রয়োগ উচিত নহে। অতএব উপেন্দ্রকে আহ্বান করিয়া সুরেন্দ্রগণ মন্ত্রণা করুন। এই চরাচর ত্রৈলোক্য তাঁহারই অধীন। কর্ম্ম বিনষ্ট হইলে তাঁহার নিকট শুভাশুভ বলা উচিত। পৃথিবীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনিই অগ্রসর হইবেন। দেবগণ সকলেই এ কথায় অনুমোদন করিলেন। সুরেশ্বরও সেই মত কার্য্য করিলেন। অনন্তর বিষ্ণু সত্যলোক হইতে মন্দরাচলে আসিলে, ঋষিগণ জনার্দ্দনকে আনয়ন করিবার জন্য গমন করুন। এই কথা শুনিয়া

স মন্দরে ॥ ৫৯ ॥ গৌতমোঽত্রির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রোঽথ কশ্যপঃ। জমদগ্নির্বসিষ্ঠশ্চ সম্প্রাপ্তা হরিমন্দিরে ॥ ৬০ ॥ গিরৌ গঙ্গাজলে স্নানং সন্ধ্যাং চক্রে স নারদঃ। যাবদাস্তে তদা হৃষ্টা বালখিল্যা মহর্ষয়ঃ ॥৬১॥ বিনয়েনাভিবাদ্যাথ কথয়ামাস নারদঃ। ঋষয়ো মন্দরে প্রাপ্তা বিষ্ণুং নেতুং সুরালয়ে ॥ ৬২ ॥ ঋষয়ো দর্শনং কর্ত্তুং ভবতামপি যুজ্যতে। তদেতদ্বচনং শ্রুত্বা হর্ষিতাস্তে মহর্ষয়ঃ ॥ ৬৩ ॥ অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্রাংস্তান্বামনান্ হরিমন্দিরে। গতান্ গঙ্গাজলে স্নাতুং বালখিল্যান্ পুরো হরিঃ ॥ ৬৪ ॥ জহাস বামনান্ সর্ব্বান্ ভাবিকার্য্যবলাত্ততঃ। ব্রহ্মপুত্রা বালখিল্যাঃ সর্ব্বে তে সংসিতব্রতাঃ ॥ ৬৫ ॥ জলান্বিতাঃ ক্রোধপরা উচ্চৈরূচুঃ পরস্পরম্। কেনাপি দেবকার্য্যেণ বামনোঽয়ং ভবিষ্যতি ॥ ৬৬ ॥ ঋষিভির্বিষ্ণুনা সর্ব্বে প্রতিবোধ্য প্রসাদিতাঃ। ভাগ্যমোক্ষঃ কদা বিষ্ণোর্ভবিষ্যতি তদুচ্যতাম্ ॥ ৬৭ ॥ প্রভাসাদধিকং ক্ষেত্রং যদা বস্ত্রাপথং ভবেৎ। ভবিষ্যতি তদা বৃদ্ধির্ধ্রুবমণ্ডলব্যাপিনী। তথা বস্ত্রাপথং ক্ষেত্রং ভবিষ্যতি যবাধিকম্ ॥ ৬৮ ॥ দৃষ্ট্বা সোমেশ্বরং দেবং দোষমুক্তো ভবিষ্যতি। অসাধ্যসাধনী শক্তির্ভবিষ্যতি স্থিরা তব ॥ ৬৯ ॥ বস্ত্রাপথে সোমনাথং য. পশ্যতি স পশ্যতি। ইন্দ্রোপেন্দ্রৌ সমালিঙ্গ্যাথাসীনৌ তৌ বরাসনে ॥ ৭০ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। কিং তে কার্য্যং দেবরাজ তদবশ্যং করোম্যহম্ ॥ ৭১ ॥ ইন্দ্র উবাচ। হিরণ্যকশিপোর্বংশে বলির্দৈত্যো মহাবলঃ। তেনেদং সকলং ব্যাপ্তং দেবা যজ্ঞভুজঃ কৃতাঃ ॥ ৭২ ॥ দেবলোকে ভূমিলোকো গতঃ সর্ব্বোঽপি কেশব। যাবন্নো বিকৃতিং যাতি পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্। ভ্রষ্টরাজ্যো বলিস্তাবৎ পাতালমধিতিষ্ঠতু ॥ ৭৩ ॥ সূর্য্যসোমান্বয়ে কশ্চিদ্রাজা ভবতু ভূতলে ॥ ৭৪ ॥ সারস্বত উবাচ। ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা স্বয়ং সঞ্চিন্ত্য চেতসা। তথা করিষ্যে তং প্রোচ্য মুনীন প্রাহ জনার্দ্দনঃ ॥ ৭৫ ॥ ঋষয়স্তত্র গচ্ছন্তু কারয়ন্তু মহামখম্। অহং তত্রাগমিষ্যামি সাধয়িষ্যামি তং বলিম্ ॥ ৭৬ ॥ ইত্যুক্তা

নারদ স্বর্গ হইতে মন্দরে স্নানার্থ গমন করিলেন। অনন্তর গৌতম, অত্রি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, কশ্যপ, জমদগ্নি, ও বশিষ্ঠ, হরিমন্দিরে সমাগত হইলেন। নারদ মন্দরাচলে গঙ্গাজলে স্নান সন্ধ্যা করিয়া যৎকালে উপবেশন করিলেন, তখন বালখিল্যমহর্ষিরা হৃষ্ট হইলেন। নারদ বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—ঋষিগণ বিষ্ণুকে লইয়া যাইবার জন্য দেবস্থান মন্দরে আসিয়াছেন। অতএব তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করা আপনাদেরও সঙ্গত। নারদের সেই বাক্য শুনিয়া বালখিল্য ঋষিগণ হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহারা গঙ্গাজলে স্নান করিয়া আসিয়া পরে হরিমন্দিরে গমন করিলেন। হরি তাঁহার পুরোভাগস্থ বালখিল্যদিগকে অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপরিমিত দেখিয়া হাস্য করিলেন। ইহাতে সেই সংশিতব্রত বালখিল্যগণ লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর বলিলেন,—কোনএক দেবকার্য্য উপলক্ষে ইহাঁকেও বামন হইতে হইবে। এই কথার পর ঋষিগণ এবং স্বয়ং বিষ্ণু তাঁহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া প্রসাদিত করিলেন এবং বলিলেন,—বিষ্ণুর ভাগ্যে মোক্ষ কবে হইবে, তাহা বলুন। তাঁহারা কহিলেন,—হে বিষ্ণো! যখন বস্ত্রাপথক্ষেত্র প্রভাস হইতে অধিক হইবে, তখন ধ্রুবমণ্ডলব্যাপিনী উহার সমৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও বস্ত্রাপথক্ষেত্র উহা হইতে মাত্র যবপরিমাণ অধিক হইবে। তখন সোমেশ্বর দেবের দর্শনে দোষমুক্তি ঘটিবে। তোমার অসাধ্য সাধনী স্থিরা শক্তি হইবে। যে ব্যক্তি বস্ত্রাপথে সোমনাথকে দর্শন করে, সেই প্রকৃত দেখিয়া থাকে। অনন্তর ইন্দ্র ও উপেন্দ্র পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া বরাসনে সমাসীন হইলেন।৫১—৭০। তখন বিষ্ণু বলিলেন,—দেবরাজ! তোমার কি কার্য্য উপস্থিত বল? আমি অবশ্যই নির্ব্বাহ করিব। ইন্দ্র কহিলেন,—হিরণ্যকশিপুর বংশে বলি নামে এক মহাবল দৈত্য জন্মিয়াছে। তাহা দ্বারা সকল জগৎ অধিকৃত এবং দেবগণ সকলেই যজ্ঞভোজী হইয়াছেন। হে কেশব! সমগ্র ভূলোক দেবলোকে আসিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া ঐ দৈত্য যে পর্য্যন্ত না বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়, তাবৎ আপনি উহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করুন; বলি পাতালে গিয়া বাস করুক। আর এদিকে ভূতলে সূর্য্য বা চন্দ্রবংশীয় কোন রাজা হউন। সারস্বত কহিলেন,—ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া জনার্দ্দন মনে মনে চিন্তা করিলেন, এবং প্রকাশ্যে বলিলেন,—আমি তাহাই করিব। এই কথার পর তিনি ঋষিগণকে কহিলেন,—ঋষিগণ বলির ভবনে গমন করুন, গিয়া এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করুন। পরে আমি সেখানে গমন করিব; করিয়া বলিকে পাতালে প্রেরণ করিব। এইরূপ অভি-

মুনয়ঃ সর্ব্বে গতাস্তে যজ্ঞমণ্ডপে। দ্বাদশাহো মহাযজ্ঞঃ প্রারব্ধঃ সর্ব্বদক্ষিণঃ ॥ ৭৭ ॥ সুরাষ্ট্র-দেশং বিখ্যাতং ক্ষেত্রং বস্ত্রাপথং নৃপ। তস্য দক্ষিণদিগ্‌ভাগে বলেঃ সিদ্ধং মহাপুরম্ ॥ ৭৮ ॥ ক্ষেত্রাদ্বহিঃ সমারব্ধো যজ্ঞঃ সর্ব্বস্বদক্ষিণঃ। শুক্রেণামন্ত্রিতাঃ সর্ব্বে মুনয়ো যজ্ঞকর্ম্মণি। অতিহৃষ্টো বলির্যজ্ঞে দদৌ দানান্যনেকধা ॥ ৭৯ ॥ স্বর্ণপাত্রেষু সর্ব্বেষু দীয়তে ভোজনং বহু। অতিথির্ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ সর্ব্বস্বেনাপি পূজ্যতে। দানাদ্‌যজ্ঞো ভবেৎ পূর্ণো দানহীনো বৃথা ভবেৎ ॥ ৮০ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু বিষ্ণুর্বামনতাং গতঃ। মধ্যদেশে চতুর্ব্বেদো ব্রাহ্মণস্তীর্থযাত্রিকঃ। মহোদরো হ্রস্বভুজঃ খঞ্জপাদো মহাশিরাঃ ॥ ৮১ ॥ মহাহনুঃ স্থূলজঙ্ঘঃ স্থূলগ্রীবোঽতিলম্পটঃ। শ্বেতবস্ত্রো বদ্ধশিখশ্ছত্রোপানৎকমণ্ডলুন্ ॥ ৮২ ॥ দ্রষ্টুং তীর্থান্যনেকানি বভ্রাম স মহীতলে। সুরাষ্ট্রদেশে সম্প্রাপ্তঃ ক্ষেত্রে বস্ত্রাপথে দ্বিজঃ ॥ ৮৩ ॥ স্বর্ণরেখানদীতীরে চিন্তয়ামাস বামনঃ। প্রথমং কিং ভবং দৃষ্ট্বা যামি সোমেশ্বরং শিবম্ ॥ ৮৪ ॥ অথ সোমেশ্বরং পূজ্য পশ্চাদ্‌যাস্যামি মন্দরম্। ইতি চিন্তাপরো ভূত্বা কৃত্যং সঞ্চিন্ত্য চেতসা। অত্র স্থিতং সোমনাথং পূজয়িষ্যামি নিশ্চিতম্ ॥ ৮৫ ॥ বস্ত্রাপথে মহাক্ষেত্রে ভবং সোমেশ্বরং যথা। পূজয়ন্তি জনা নিত্যং তথা কার্য্যং ময়া ধ্রুবম্ ॥ ৮৬ ॥ দেশানামুত্তমো দেশো গিরীণামুত্তমো গিরিঃ। ক্ষেত্রাণামুত্তমং ক্ষেত্রং নদীনামুত্তমা সরিৎ ॥ ৮৭ ॥ দিব্যং বনং বনানাং তু দেবানামুত্তমো ভবঃ। যদা সোমেশ্বরো দেবো ভূমিং ভিত্ত্বা ভবিষ্যতি ॥৮৮॥ তদাশ্রমণ্ডলে দিব্যং ক্ষেত্রমেতদ্‌যবাধিকম্। চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশ্যামগ্নিসাধনতৎপরঃ ॥ ৮৯ ॥ ঊর্দ্ধবাহুঃ সূর্য্যকালে ভবং তাবৎ স পশ্যতি। মধ্যন্দিনং পরং যাতে দিননাথে বিলম্বিতে ॥ ৯০ ॥ অগ্নিতাপাঙ্গসন্তপ্তস্তাবৎপশ্যতি শঙ্করম্। সোমনাথং শিবং শান্তং সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্। অর্ঘ্যেণ পুষ্পমিশ্রেণ জলমিশ্রেণ ভামিনি ॥ ৯১ ॥ সারস্বত উবাচ। ভূমিং ভিত্ত্বাথ দেবশঃ স্বয়ং সোমেশ্বরঃ স্থিতঃ। লিঙ্গরূপো মহাদেবো যাবদাব্রহ্মবাসরম্ ॥ ৯২ ॥ সোমেশ্বর

হিত হইয়া মুনিগণ বলিভবনে গমন করিলেন; করিয়া তথায় দ্বাদশাহ-সাধ্য সর্ব্বদক্ষিণ মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। হে নৃপ! সুরাষ্ট্র দেশে বস্ত্রাপথ ক্ষেত্র বিখ্যাত। তাহারই দক্ষিণদিকে বলিরাজের সিদ্ধ মহাপুরী। ক্ষেত্রের বহির্ভাগে সর্ব্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ আরব্ধ হইল। শুক্রাচার্য্য যজ্ঞকার্য্যে মুনিগণকে আহ্বান করিলেন। বলি অতি হৃষ্ট হইয়া অনেক প্রকার দানদ্রব্য দান করিতে লাগিলেন। তিনি স্বর্ণপাত্রে করিয়া অর্থিদিগকে বহু ভোজন প্রদান করিতে লাগিলেন। অতিথি ব্রাহ্মণ, বিদ্বান্ হইলে তাহাকে সর্ব্বস্ব দিয়াও পূজা করিতে হয়। দান হইতেই যজ্ঞের পূর্ণতা এবং দানহীন যজ্ঞই বৃথা হইয়া থাকে। যাহা হৌক, এদিকে এমন সময় বিষ্ণু বামনরূপে আগমন করিলেন। তাঁহার মধ্যদেশে চতুর্ব্বেদ। তিনি তীর্থযাত্রিক ব্রাহ্মণবেশে মহীতলে বহু তীর্থ দর্শনার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে সুরাষ্ট্র দেশের বস্ত্রাপথক্ষেত্রে উপস্থিত। তিনি মহোদর, হ্রস্বভুজ, খঞ্জপাদ, মহামস্তক, মহাহনু, স্থূলজঙ্ঘ, স্থূলগ্রীব, অতিলোলুপ, শ্বেতবস্ত্রধারী, বদ্ধশিখ, এবং ছত্র, উপানৎ ও কমণ্ডলুধারী। এ হেন বামন স্বর্ণরেখানদীতীরে আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি প্রথমে কি ভবদেবকে দেখিয়া পরে সোমেশ্বরসমীপে যাইব! অথবা অগ্রে সোমেশ্বরের পূজা দিয়া পরে মন্দরাচলে গমন করিব? এইরূপ চিন্তার পর তিনি মনে মনে স্থির করিয়া লইলেন; ভাবিলেন,—আমি অত্রত্য সোমেশ্বরেরই পূজা করিব। জনগণ মহাক্ষেত্র বস্ত্রাপথে আসিয়া ভবদেব ও সোমেশ্বরের যেরূপ পূজা করে, আমিও নিত্য সেইরূপেই করিব নিশ্চিতই। ইহা সমস্ত দেশের মধ্যে উত্তম দেশ—সমস্ত গিরিমধ্যে উত্তম গিরি—সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে উত্তম ক্ষেত্র—সমস্ত নদীমধ্যে উত্তম নদী—সমস্ত বনমধ্যে দিব্য বন এবং সমস্ত দেবমধ্যে উত্তম ভবদেব। যে কালে সোমেশ্বর দেব ভূমিভেদ করিয়া উত্থিত হইবেন, তখন আশ্রমণ্ডলে এই দিব্য ক্ষেত্র যবাধিক পরিমাণে অবস্থিত হইবে। চৈত্র মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে সূর্য্যোদয়কালে অগ্নিসাধনতৎপর ঊর্দ্ধবাহু বামন ভবদেবকে দর্শন করেন। আবার যখন দিনকর মধ্য গগনে যান,বা অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করেন, তখন অগ্নিতাপসন্তপ্ত বামন পুষ্পজলমিশ্র অর্ঘ্য লইয়া সর্ব্বদেব-নমস্কৃত শান্ত শিব সোমনাথ শঙ্করকে দর্শন করিতে থাকেন। সারস্বত কহিলেন,—দেবদেব মহাদেব সোমেশ্বর, স্বয়ং ভূমি ভেদ করিয়া ব্রহ্মদিনাবধি লিঙ্গরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সোমেশ্বর বামনকে সম্বোধন করিয়া কহি-

উবাচ। সিদ্ধস্ত্বং মৎপ্রসাদেন কার্য্যং সিদ্ধং ভবিষ্যতি। ইত্যুক্তো বামনো দেবং প্রত্যুবাচ মহেশ্বরম্‌॥ ৯৩॥ বামন উবাচ। যদি তুষ্টো মহাদেব যদি দেয়ো বরো মম। তদাত্র লিঙ্গে স্থাতব্যমস্তু দিব্যং পুরো মম॥ ৯৪॥ যস্তু স্বায়ম্ভুবং লিঙ্গং বামনে নগরে মম। পুজয়িষ্যতি ব্রহ্মঘ্নো গোঘ্নো বা বালঘাতকঃ॥ ৯৫॥ গুরুদ্রোহী স্বর্ণচোরো মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ। নির্দ্দোষঃ পুজয়েদ্যস্তু সকৃৎ সোমেশ্বরং হরম্‌॥ ৯৬॥ মৃতো বিমানমারুহ্য দিব্যস্ত্রীপরিবেষ্টিতঃ সংস্তূয়মানো দিক্‌পালৈর্যাতু স্বর্গে শিবালয়ে॥ ৯৭॥ ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য রুদ্রলোকে স গচ্ছতু। তথেত্যুক্তা সোমনাথস্তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ৯৮॥ প্রকাশ্য বামনো লিঙ্গং সোমনাথং স্বয়ম্ভুবম্‌। প্রাপ্তজ্ঞানো লব্ধবুদ্ধির্যযৌ দ্রষ্টুং ভবং হরম্‌॥ ৯৯॥ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ স্বর্ণরেখাজলে স্থিতাঃ। এতাং সোমেশ্বরোৎপত্তিং যে শৃণ্বন্তি নরাঃ স্ত্রিয়ঃ। সর্ব্বপাপক্ষয়স্তেষাং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১০০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সোমেশ্বরোৎপত্তিবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

লেন,—তুমি মৎপ্রসাদে সিদ্ধ হইলে; তোমার কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে। অনন্তর বামনদেব মহেশ্বরকে কহিলেন,—মহাদেব! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, যদি আমায় বর দান করেন, তবে আমার প্রার্থনা—আপনি এই লিঙ্গে অবস্থান করুন এবং ইহা আমার দিব্য পুরী হউক। যে ব্যক্তি আমার বামননগরে এই স্বয়ম্ভু লিঙ্গের পূজা করিবে, সে ব্রহ্মঘ্ন, গোঘ্ন, বালঘ্ন, গুরুদ্রোহী বা সুবর্ণচোর, যাহাই হোক, সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হইবে। যে নির্দ্দোষ ব্যক্তি একবারও সোমেশ্বর হরের পূজা করিবে, সে মরণান্তে বিমানারোহণে দিব্যস্ত্রী-পরিবেষ্টিত ও দিক্‌পালগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া স্বর্গে শিবালয়ে যাইবে। ঐ ব্যক্তি ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া রুদ্রলোকে গমন করিবে। সোমনাথ বামনের প্রার্থনায় 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে বামন স্বয়ম্ভু সোমনাথ লিঙ্গ আবিষ্কৃত করিয়া জ্ঞানসমৃদ্ধিলাভান্তে ভবদেবকে দেখিবার জন্য গমন করিলেন। গঙ্গাদি সমস্ত সরিৎই স্বর্ণরেখাজলে অবস্থিত। যে সকল নরনারী এই সোমেশ্বরের উৎপত্তি শ্রবণ করে তাহাদের সর্ব্বপাপক্ষয় হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।৭১—১০০।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।১৪

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

সারস্বত উবাচ। অথাসৌ বামনো বিপ্রো লব্ধজ্ঞানো ভবার্চ্চনে। জগাম স্তুবনং রম্যং গিরে রৈবতকস্য যৎ॥ ১॥ যত্র বৃক্ষা বহুবিধা দীর্ঘশাখাঃ ফলান্বিতাঃ। বটোডুম্বরবিল্বাশ্চ সর্জ্জার্জ্জুনকদম্বকাঃ॥ ২॥ পালাশাশ্বত্থনিম্বাশ্চ ধবাটী বারুণী-দ্রুমাঃ। শমীকক্কোলনিম্বাশ্চ বীজপুরী চ দাড়িমঃ॥ ৩॥ বদরী নিম্বকঃ পুগঃ কদলী শল্লকী শিবা। তালহিন্তালশিরসা বীজকাবংশখাদিরাঃ॥ ৪॥ অজগাসনগাগুচ্ছা ইঙ্গুদীকোরবেঙ্গুদাঃ। ব্রহ্মবৃক্ষাঃ কুরুবকাঃ করঞ্জাঃ পুত্রজীবিনঃ॥ ৫॥ অঙ্কোলাঃ পরিভদ্রাশ্চ কলম্বাঃ পনসাস্তথা। উজ্জ্বলাশ্চ হরিদ্রাশ্চ গঙ্গড়ীবায়বা দ্রুমাঃ॥ ৬॥ তেন্দুগুকাঃ শিরীষাশ্চ খর্জ্জুরীকরবন্দিকাঃ। সেবালী শাল্মলী শালা মধুকাশ্চ বিভীতকাঃ॥ ৭॥ হরীতক্যঃ কটাহাশ্চ কর্ষ্যষ্টা আটরূষকাঃ। বিকঙ্কবঃ কপিত্থাশ্চ রোহিণীবেত্রকদ্রুমাঃ॥ ৮॥ মদনফলা নির্গুণ্ডী পাটলা নন্দিপাদপাঃ। লবঙ্গৈলালবল্যশ্চ সন্তানা অগুরু-দ্রুমাঃ॥ ৯॥ শ্রীখণ্ডকর্পূরনগাঃ কল্পবৃক্ষা নগোত্তমাঃ। বামনেন তদা দৃষ্টাশ্ছায়াবৃক্ষাঃ সুরার্চ্চিতাঃ॥ ১০॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সারস্বত কহিলেন,—অনন্তর বিপ্র বামন লব্ধজ্ঞান হইয়া ভবার্চ্চনার্থ রৈবতকাচলের রম্য বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় দীর্ঘ দীর্ঘ শাখাবিশিষ্ট বহুবিধ ফলবান্‌ বৃক্ষ বিরাজমান। বট, উডুম্বর, বিল্ব, সর্জ্জ, অর্জ্জুন, কদম্ব, পলাশ, অশ্বত্থ, নিম্ব, ধব, অটবী, বারুণী, শমী, কঙ্কোল, বিল্ব, বীজপুর, দাড়িম, বদরী, নিম্বক, পুগ, কদলী, শল্লকী, শিবা, তাল, হিন্তাল, বীজক, বংশ, খদির, অজগ, আসনগ, অগুচ্ছ, ইঙ্গুদী, কোরব, ইঙ্গুদ, ব্রহ্মবৃক্ষ, কুরুবক, করঞ্জ, পুত্রজীব, অঙ্কোল্য, পারিভদ্র, কলম্ব, পনস, উজ্জ্বল, হরিদ্রা, গঙ্গোড়া, বায়ব, তেন্দুগুক, শিরীষ, খর্জ্জুরী, করবন্দিক, সেবালী, শাল্মলী, শাল, মধুক, বিভীতক, হরিতকী, কটাহ, কর্য্যষ্ট, আটরূষক, বিকঙ্কু, কপিত্থ, রোহিণী, বেত্রক, মদনফলা, নির্গুণ্ডী, পাটলা, নন্দিপাদ, লবঙ্গ, এলা, লবলী, সন্তান, অগুরু, শ্রীখণ্ড, কর্পূর এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্পদ্রুম সকল ঐ বনে অবস্থান করিতেছে। বামন দেখিলেন,—সে বনে সুরার্চ্চিত

উদয়াস্তমনে যেষাং ছায়া ন প্রতিহন্যতে। তেষাং দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ॥ ১১॥ যে জনাঃ পুণ্যকর্ম্মাণস্তেষাং তে দৃষ্টিগোচরাঃ। এতান্ পশ্যন্ যযৌ বৃক্ষাংস্ততো রৈবতকং গিরিম্॥ ১২॥ যাবন্নিরীক্ষতে তুঙ্গং শিখরং তস্য মূর্দ্ধনি। আশ্চর্য্যং দদৃশে বিপ্রো মহল্লোকভয়ঙ্করম্॥ ১৩॥ ধূমজ্বলনমধ্যস্থান্ পুরুষান্ পঞ্চ পশ্যতি। কৃষ্ণাঙ্গান্ খেচরান্ রৌদ্রান্ কৃষ্ণ'গুরুবিভূষিতান্॥ ১৪॥ সারমেয়সমারূঢ়ান্ করিহস্তান্ সমেখলান্। খড়্গখেটকহস্তাংশ্চ ডমরুড্ডামরস্বনান্॥ ১৫॥ সঘর্ঘরীচরণকন্যাসনাদিতপর্ব্বতান্। ফেৎকারভাসুরাকারান্ কাশকুঞ্চিতমূর্দ্ধজান্॥ ১৬॥ নরমাংসবসাসারকবলব্যগ্রতালুকান্। জনগন্ধসমাঘ্রানভবতীব্রবিলোচনান্॥ ১৭॥ পঞ্চাগ্নিসাধনাব্যাপ্তদিব্যচক্ষুঃপ্রভাবতঃ। দেবান্ পশ্যতি বিপ্রেন্দ্রো জ্ঞাতকার্য্যপরম্পরঃ॥ ১৮॥ এতে ক্ষেত্রাধিপাঃ পঞ্চ মহাদেবেন নির্ম্মিতাঃ। মহাবলা রৈবতকে নিবসন্তি গিরৌ সদা॥ ১৯॥ স্বেচ্ছাচারান্নরান্মর্ত্ত্যান্‌বারয়ন্তি নগে তথা। হরিং হরং নদীং দেবীং ন পশ্যন্তি গিরিং যথা॥ ২০॥ দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বা স্তুতিং চক্রে ধ্যাত্বা দেবং মহেশ্বরম্। জয়ন্তি দুষ্টদৈত্যেন্দ্রযুদ্ধধ্যানাঙ্কিতং বপুঃ। বিভ্রতি ভ্রাতরো যে তে পঞ্চেন্দ্রসবিক্রমাঃ॥ ২১॥ রুদ্রবক্ত্রোদ্ভবা দক্ষা দক্ষাধ্বরবিনাশকাঃ। স্বাবলীঢ়াহুতী-নষ্টভীতবাড়বনন্দিতাঃ॥ ২২॥ কুঙ্কুমাগুরুকর্পূরলিপ্তাঙ্গাঃ সুবিভূষিতাঃ। মদিরামোদমত্তাঙ্গনৃত্যগীতরতাঃ সুরাঃ॥ ২৩॥ ব্রহ্মাণ্ডভ্রমণশ্রান্তস্বগন্ধত্রস্তসঞ্চরাঃ। মনোজবাঃ কামগমাঃ ক্ষেত্রপালা জয়ন্তি তে॥ ২৪॥ ইত্যাদিবচনাত্তুষ্টা দ্বিজস্যাগ্রে স্বয়ংস্থিতাঃ। একপাদোহস্ম্যহঞ্চৈকো দ্বিতীয়ো গিরিদারুণঃ॥ ২৫॥ তৃতীয়ো মেঘনাদস্তু সিংহনাদশ্চতুর্থকঃ। পঞ্চমঃ কালমেঘোহহং কুর্ম্মঃ কিং তে বদস্ব তৎ॥ ২৬॥ দ্বিজ উবাচ। যদি তুষ্টা ভবন্তো মে যদি দেয়ো বরো ধ্রুবম্। অহো আপ্রলয়ং যাবৎ স্থাতব্যং মৎপ্রতিষ্ঠিতৈঃ॥ ২৭॥ একপাদো গিরিতটে প্রহর্ষাৎ প্রথমং স্থিতঃ। বসন্তৌ বসতা তেন গিরৌ চ গিরিদারুণঃ॥ ২৮॥ প্রতিষ্ঠিতঃ প্রসাদ্যাথ বরদোহসৌ স্বয়ং স্থিতঃ। উজ্জয়ন্তগিরের্মূর্দ্ধ্নি মেঘনাদঃ

বহু ছায়াবৃক্ষ বিদ্যমান। সূর্য্যের উদয়ে বা অস্তগমনে যে সকল বৃক্ষের ছায়া প্রতিহত হয় না। উহাদের দর্শন মাত্রেই সর্ব্বপাপক্ষয় হয়। যাহারা পুণ্যকর্ম্মা, তাহাদেরই ঐ সকল বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। বামন ঐ সকল বৃক্ষ দেখিতে দেখিতে রৈবতকাচলে উপনীত হইলেন। সেখানে গিয়া যেমন তিনি তাহার তুঙ্গ শৃঙ্গে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি এক ভীষণ আশ্চর্য্য ব্যাপার তাঁহার নেত্রাতিথি হইল। তিনি দেখিলেন,—তত্রত্য ধূমজ্বলনমধ্যে পাঁচজন পুরুষ অবস্থান করিতেছে। ঐ পুরুষপঞ্চক কৃষ্ণাঙ্গ, খেচর, রৌদ্রস্বভাব, কৃষ্ণাগুরুভূষণ, সারমেয়সমারূঢ়, করিকর-সমেখল, খড়্গখেটকহস্ত, ডমরুড্ডামরস্বর, ঘর্ঘরশব্দযুক্ত চরণন্যাসে নাদিতপর্ব্বত, ফেৎকারভাসুর, কাশবৎ কুঞ্চিতমূর্দ্ধজ, নরমাংসবসাসার ভক্ষণে ব্যগ্রতালুক, মনুষ্যগন্ধাঘ্রাণে তীব্রলোচন ও পঞ্চাগ্নিসাধনধূমে ব্যাপ্তনেত্রপ্রভ। তিনি তাঁহাদের কার্য্যপরম্পরায় এইরূপ জ্ঞাত হইলেন যে, ইহারা ক্ষেত্রাধিপ। মহাদেব ইহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই মহাবলগণ সর্ব্বদা এই রৈবতক গিরিতে বাস করিতেছে। অত্রত্য হরি, হর, নদী, দেবী ও গিরি দর্শনার্থ আগত স্বেচ্ছাচার মর্ত্ত্যগণকে বারণ করাই ইহাদের কার্য্য। বামন উহাদিগকে দেখিয়া, পরিচয় জানিয়া, মহেশ্বরকে ধ্যান করিয়া, উহাদের স্তব করিতে লাগিলেন। বামন বলিলেন,—যাঁহারা দুষ্ট দৈত্যেন্দ্রদিগের যুদ্ধাশঙ্কাঙ্কিত দেহ ধারণ করিতেছেন, সেই ইন্দ্রসমবিক্রম পঞ্চভ্রাতা জয়যুক্ত হউন। যাঁহারা রুদ্রবক্ত্রোদ্ভব, দক্ষ, দক্ষাধ্বরহর, স্বদত্ত আহুতি অবলেহনের ভয়ে ভীত বাড়বগণ-কর্ত্তৃক বন্দিত, কুঙ্কুমাগুরুকর্পূরলিপ্তাঙ্গ, মদিরামোদমত্তাঙ্গ, নৃত্য-গীতরত, ব্রহ্মাণ্ডভ্রমণ-ভ্রান্ত, স্বীয় গন্ধে জঙ্গমগণের ত্রাসোৎপাদক, মনোজব ও কামগামী; সেই ক্ষেত্রপালপঞ্চক জয়যুক্ত হোন। এই সকল স্তুতিবচনে তুষ্ট হইয়া ঐ পুরুষপঞ্চক বামন বিপ্রের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং বলিল,—আমরা পাঁচ জন; আমাদের নাম—একপাদ, গিরিদারুণ, মেঘনাদ, সিংহনাদ ও কামমেঘ। আমরা তোমার কি করিব বল? বামন বলিলেন,—আপনারা যদি আমার উপর তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর যদি আমায় নিশ্চয়ই বর দেয় বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে বলি, অহো! আপনারা মৎপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আ-প্রলয় এইখানে অবস্থান করুন। এই কথার পর প্রথমেই একপাদাখ্য ক্ষেত্র-পাল সহর্ষে গিরিতটে অবস্থান করিলেন

স্বয়ং যযৌ। ২৯। ভবানীশঙ্করং রম্যং সিংহনাদস্তথাবিশৎ। স্বয়ং বস্ত্রাপথেনৈব ভবস্যাগ্রে নিরূপিতঃ। ৩০। স্বর্ণরেখানদীতীরে কালমেঘো মহাবলঃ। সর্ব্বলোকোপকারার্থং তীর্থং সংস্থাপিতং পুরা। ৩১। বামনেন স্বয়ং গত্বা ক্ষেত্রপালাস্তু পূজিতাঃ। পুরা যুগাদৌ রাজেন্দ্র সর্ব্বে দেবাঃ সমাগতাঃ। ৩২। সুরাষ্ট্রদেশে সম্প্রাপ্তাঃ পুণ্যে রৈবতকে গিরৌ। রক্ষার্থং সর্ব্বলোকানাং বধার্থং দেববৈরিণাম্। ৩৩। বিষ্ণোঃ কণ্ঠে তদা মুক্তা জয়মালা সুরোত্তমৈঃ। দামোদরেতি বিখ্যাতং দত্তং নামোত্তমং হরেঃ। ৩৪। তত্রাদৌ কার্ত্তিকে শুক্লে বাসরে বিষ্ণুবল্লভে। উপোষ্য সহিতৈর্দ্দৈবৈস্তত্তীর্থং বিষ্ণুনা কৃতম্। ৩৫। সর্ব্বতীর্থময়ী পুণ্যা স্বর্ণরেখা নদী স্থিতা। ভুক্তিমুক্তিপ্রদং পুণ্যং বিষ্ণুলোকপ্রদায়কম্। ৩৬। ক্ষালনং সর্ব্বপাপানাং রোগদারিদ্র্যনাশনম্। দামোদরং রৈবতকে পরমানন্দদায়কম্। ৩৭। যে পশ্যন্তি বিমানৈস্তে নীয়ন্তে বিষ্ণুমন্দিরে। ন গৃহে কার্ত্তিকঃ কার্য্যো বিশেষাদ্ভীষ্মপঞ্চকম্। ৩৮। পঞ্চকাদ্দ্বাদশী শ্রেষ্ঠা কার্য্যা দামোদরে জলে। প্রাতঃস্নানং প্রকর্ত্তব্যং সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে জনৈঃ। ৩৯। মাসোপবাসঃ কর্ত্তব্যো যতিভির্ব্রহ্মচারিভিঃ। সতীভির্বিধবাভিশ্চ মুক্তিস্থানমভীপ্সুভিঃ ৪০। একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ। উপবাসেন কৃচ্ছ্রেণ শাকাহারেণ বা পুনঃ। ৪১। সংসেব্যঃ কার্ত্তিকে বিষ্ণুর্দীপদানপরৈর্নরৈঃ। ব্রহ্মচর্য্যপরৈর্ম্মাসো নীয়তে যদি মানবৈঃ। ৪২। তদা বিষ্ণুপুরে বাসঃ ক্রিয়তে বিষ্ণুনা সহ। পঞ্চোপবাসাঃ কর্ত্তব্যাঃ সম্প্রাপ্তে ভীষ্মপঞ্চকে। ৪৩। একাদশীং সমারভ্য পঞ্চমী পূর্ণিমাদিনম্। তদেতৎ পঞ্চকং প্রোক্তং সর্ব্বপাপহরং নৃণাম্। ৪৪। সর্ব্বেষামপি মাসানাং পঞ্চকাৎ কার্ত্তিকাদপি। একাদশী কার্ত্তিকস্য পুণ্যা দামোদরে কৃতা। ৪৫। মিষ্টান্নং কার্ত্তিকে দেয়ং হবিষ্যং ঘৃতপ্লুতম্। সুবর্ণং রজতং বস্ত্রং তোয়মন্নং ফলানি চ। ৪৬। মাসান্তে বিবিধং দেয়ং গৌস্তিলাঃ কুসুমানি চ। সর্ব্বদানেষু যৎপুণ্যং সর্ব্বতীর্থেষু যৎফলম্। ৪৭। অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈর্গয়ায়াং পিণ্ডদস্য যৎ। তৎফলং জায়তে নৃণাং দৃষ্টে দামোদরে নৃপ। ৪৮। একাদশ্যাং কৃতস্নানো দেব-

---

এইরূপে গিরিপ্রদেশে গিরিদারণ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মেঘনাদ উজ্জয়ন্ত গিরিশিখরে রম্য ভবানীশঙ্করের সমীপে গমন করিলেন। সিংহনাদ স্বয়ং বস্ত্রাপথক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ভবাগ্রে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আর মহাবল কালমেঘ স্বর্ণরেখা নদীতীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিপ্র বামন এইরূপে সর্ব্বলোকের উপকারার্থ তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেই গিয়া ঐ সকল ক্ষেত্রপালের পূজা করিয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে যুগাদিকালে দেবগণ শত্রুনাশ ও সর্ব্বলোকের রক্ষানিমিত্ত সুরাষ্ট্রদেশের পবিত্র রৈবতকাচলে আগমন করেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা বিষ্ণুর কণ্ঠে জয়মালা পরাইয়া দেন এবং তাঁহার 'দামোদর' এই উত্তম নাম প্রদান করেন। পূর্ব্বে বিষ্ণু কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশীতে উপবাস করিয়া দেবগণ সহ এইখানে এই তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখানে সর্ব্বতীর্থময়ী পুণ্যতোয়া স্বর্ণরেখা নদী অবস্থিতা। রৈবতকে পরমানন্দদায়ক দামোদর আছেন। তিনি ভুক্তিমুক্তিপ্রদ, পবিত্র, বিষ্ণুলোকপ্রদ, সর্ব্বপাপ ও রোগদারিদ্র্যনাশক। যাহারা তাঁহাকে দর্শন করে, তাঁহারা বিমানযোগে বিষ্ণুমন্দিরে নীত হইয়া থাকে। কেহ গৃহে থাকিয়া কার্ত্তিককৃত্য, বিশেষতঃ ভীষ্মপঞ্চক করিবে না। ১—৩৮। ভীষ্মপঞ্চক মধ্যে দ্বাদশী শ্রেষ্ঠা তিথি। এই তিথিকৃত্য দামোদর জলে কর্ত্তব্য। কার্ত্তিক মাস আসিলে জনগণ প্রাতঃস্নান করিবে। যতি, ব্রহ্মচারী, ও মুমুক্ষু এবং সাধ্বী বিধবাগণ মাসোপবাস করিবেন। কার্ত্তিকে দীপদানতৎপর নরগণ একভক্ত, নক্ত, অযাচিত, উপবাস, কৃচ্ছ্র কিম্বা শাকাহারে থাকিয়া বিষ্ণুর সেবা করিবে। মানবেরা ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া যদি উক্ত মাস অতিবাহিত করে, তবে তাহাদের বিষ্ণুপুরে বাস হয়, তাহারা বিষ্ণুর সহিত ক্রীড়া করে। ভীষ্মপঞ্চকে একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পাঁচদিন উপবাস করা কর্ত্তব্য। এই ভীষ্মপঞ্চক নরগণের সর্ব্বপাপহর। সমস্ত মাস এমন কি, কার্ত্তিকের ভীষ্মপঞ্চক অপেক্ষাও দামোদরে অনুষ্ঠিতা কার্ত্তিকী একাদশী পুণ্যতমা। কার্ত্তিকে মিষ্টান্ন, ঘৃতপ্লুত হবিষ্য, সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র, জল, অন্ন ও ফল প্রদেয়; মাসান্তে গো, তিল, ও বিবিধ কুসুম ইত্যাদি নানাবিধ দান কর্ত্তব্য। হে নৃপ! সর্ব্ববিধ দানে সর্ব্ববিধ তীর্থে অশ্বমেধাদি যজ্ঞে ও গয়ায় পিণ্ডদানে যে ফল, দামোদরদর্শনে নরগণের সেই ফলই

পূজাপরো ভবেৎ। স্নাপ্য পঞ্চামৃতেনৈব ততস্তীর্থোদকেন চ ॥৪৯॥ কুঙ্কুমাগুরুশ্রীখণ্ডকর্পূরোদকমিশ্রিতৈঃ। পূজয়িত্বা ততঃ পুষ্পৈঃ শতপত্রৈঃ সুগন্ধিভিঃ ॥ ৫০ ॥ মালতীকুসুমৈঃ শুভ্রৈর্বহুভিস্তুলসীদলৈঃ। বস্ত্রং যজ্ঞোপবীতং চ দত্ত্বা ধূপং প্রধূপয়েৎ ॥ ৫১ ॥ দীপং দদ্যাদ্ঘৃতেনৈব তৈলেনাপি ঘৃতং বিনা। নৈবেদ্যং বিবিধং দেয়ং ফলং তাম্বূলমেব চ ॥ ৫২ ॥ প্রাসাদপূজা কর্ত্তব্যা ধ্বজদানাদিনা নৃপ। গৌঃ সবৎসা ততো দেয়া সংসারার্ণবতারিণী ॥ ৫৩ ॥ ততঃ প্রদক্ষিণাং কৃত্বা গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ। বেদপাঠপুরাণৈশ্চ ব্যাখ্যাদিব্যকথাদিভিঃ ॥ ৫৪ ॥ দেবাগ্রে জাগরঃ কার্য্যো দীপো দেয়োঽস্তিভূমিষু। সপ্তধান্যময়াঃ সপ্ত পর্ব্বতা দীপসংযুতাঃ ॥ ৫৫ ॥ ফলতাম্বূলপক্কান্নপূরিতাঃ পরিকল্পিতাঃ। বিদ্বদ্ভিঃ শ্রোত্রিয়ৈঃ শ্রান্তৈর্ব্রাহ্মণৈর্গৃহমেধিভিঃ ॥ ৫৬ ॥ স্ত্রীভিশ্চ নরশার্দ্দূল শ্রোতব্যা বৈষ্ণবী কথা। এবং জাগরণং কার্য্যং রাগক্রোধবিবর্জ্জিতৈঃ ॥ ৫৭ ॥ কৃত্বা জাগরণং রাত্রাবুদিতে সূর্য্যমণ্ডলে। পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং ততঃ স্নাত্বা কৃত্বা মধ্যাহ্নমাচরেৎ ॥ ৫৮ ॥ দেবান পিতৃন মনুষ্যাংশ্চ সন্তর্প্য বিধিপূর্ব্বকম্। কৃত্বা শ্রাদ্ধং পিতৃণাং তু দদ্যাদ্দানং স্বশক্তিতঃ ॥ ৫৯ ॥ দেবং দামোদরং পূজ্য পুষ্পধূপাদিনা পুনঃ। নরসিংহং সুবং পূজ্য বৈনতেয়ং চ পূজয়েৎ ॥ ৬০ ॥ কৃত্বা জাগরণং রাত্রাবুত্থায় মধুসূদনম্। দ্বাদশীভুক্তিমাসাদ্য কার্য্যং পারণকং নরৈঃ ॥ ৬১ ॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা চ সহিতঃ পুত্রবান্ধবৈঃ। বিকলাঙ্গকৃপণানাং দেয়মন্নং স্বশক্তিতঃ ॥ ৬২ ॥ দামোদরে রৈবতকে স্বর্ণরেখানদীজলে। এবং যঃ কুরুতে যাত্রাং তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৬৩ ॥ ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ গ্রামসীমাবিলোপকঃ। রাজদ্রোহী গুরুদ্রোহী মিথ্যাব্রতধরশ্চ যঃ ॥ ৬৪ ॥ কূটসাক্ষ্যপ্রদো যশ্চ যশ্চ ন্যাসাপহারকঃ। বালস্ত্রীঘাতকো বিপ্রঃ সন্ধ্যাস্নানবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৬৫ ॥ দেবব্রহ্মস্বহর্ত্তা চ বেদবিক্রয়কারকঃ। কন্যাবিক্রয়কর্ত্তা চ দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ ॥ ৬৬ ॥ বিশ্বাসঘাতকো বিপ্রঃ শূদ্রান্নাদোঽথ লুব্ধকঃ। নায়কঃ পরদারাণাং স্বয়ং দত্তাপহারকঃ ॥ ৬৭ ॥ পর্ব্বমৈথুনসেবী চ তথা বৈ সেতুভেদকঃ। পরিণীতামুতুস্নাতাং স্বয়ং যো নাভিগচ্ছতি ॥ ৬৮ ॥ ব্রাহ্মণী বিধবা বালা ন ভবেচ্চ্ছতধারিণী। মহাপাতকিনশ্চৈতে তথান্যে বহবো নৃপ ॥ ৬৯ ॥ স্বর্ণরেখাজলে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দামোদরং হরিম্। রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৭০ ॥ ন তু

হইয়া থাকে। একাদশীর দিন কৃতস্নান হইয়া মানব দেবপূজায় তৎপর হইবে। পঞ্চামৃত, তীর্থোদক, এবং কুঙ্কুম, অগুরু, শ্রীখণ্ড ও কর্পূরোদক দ্বারা দেবতার স্নান করাইয়া সুগন্ধি শতপত্র, শুভ্র শুভ্র মালতীপুষ্প ও তুলসীদল দ্বারা পূজা করিবে। পূজাকালে বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, ধূপ, ঘৃতপ্রদীপ, ঘৃতাভাবে তৈলদীপ, বিবিধ নৈবেদ্য, বিবিধ ফল ও তাম্বূল দান করিবে। তৎপরে ধ্বজাদি দ্বারা দেবপ্রাসাদের পূজা করিবে। এই পূজার পর সংসারার্ণবতারিণী সবৎসা ধেনু দান করিবে। অনন্তর দক্ষিণা করিয়া গীত, বাদিত্র, বেদপাঠ, পুরাণপ্রস্তাব, পুণ্যাখ্যান ও দিব্য দিব্য কথাপ্রসঙ্গে দেবাগ্রে জাগরণ করিবে। জাগরণরাত্রিতে দেবস্থানের সর্ব্বত্র দীপ দান করিবে। অতঃপর ফলতাম্বূল-পক্কান্ন-পরিপূরিত দীপান্বিত সপ্ত ধান্যময় পর্ব্বত প্রস্তুত করিয়া দেবপ্রীত্যর্থ প্রদান করিবে। এই কার্য্যের পর শ্রোত্রিয়, বিদ্বান, গৃহমেধী, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীগণ বৈষ্ণবী কথা শ্রবণ করিবে। রাগক্রোধবর্জ্জিত হইয়া এইরূপে রাত্রি জাগরণ করিতে হয়। জাগরণান্তে সূর্য্যোদয়ে স্নানান্তে প্রাতঃসন্ধ্যা ও পরে ক্রমে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা এবং যথাবিধি দেব-পিতৃ ও মনুষ্যগণের তর্পণ করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে এবং শ্রাদ্ধান্তে যথাশক্তি দান করিবে। অনন্তর পুষ্প-ধূপাদি দ্বারা পুনর্ব্বার দেব দামোদরের পূজা করিয়া বৈনতেয়ের পূজা করিবে। নরগণ রাত্রিজাগরণান্তে মধুসূদনকে উত্থাপিত করিয়া দ্বাদশীর কিয়দংশ অতীত হইলে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া পুত্র ও বান্ধবাদির সহিত পারণ করিবে। এই দিন বিকল, অন্ধ ও দুঃখীদিগকে যথাশক্তি অন্ন দান করিতে হয়। দামোদরের রৈবতকে ও স্বর্ণরেখার জলে এইরূপে যে যাত্রা করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপ, গ্রামসীমাপহারী, রাজদ্রোহী, গুরুদ্রোহী, মিথ্যাব্রতী, কূটসাক্ষ্যদাতা, ন্যাসাপহারী, বালস্ত্রীঘাতী, সন্ধ্যাস্নানবর্জ্জিত বিপ্র, দেব ব্রহ্মস্বহর্ত্তা, বেদবিক্রয়ী, কন্যাবিক্রয়ী, দেবব্রাহ্মণনিন্দক, বিশ্বাসঘাতী, শূদ্রান্নভোজী, লোভী দ্বিজ, পারদারিক, স্বয়ং দত্তাপহারী, পর্ব্বমৈথুনসেবী, সেতুভেদী, ঋতুস্নাতা নিজপত্নীপ্রত্যাখ্যায়ী এবং তপোজপরহিত বিধবা ব্রাহ্মণী—ইহারা এবং অন্যান্য আরও বহু মহাপাতকী স্বর্ণরেখাজলে স্নান, দামোদর হরির দর্শন এবং

যে পাপকর্ম্মাণঃ সমায়াতাঃ প্রজাগরে। সংসারসাগরে তীর্থেগচ্ছন্তি ন হরেঃ পুরম্‌॥ ১১॥ যথা যথা যাতি নরঃ প্রজাগরে তথাতথা বিষ্ণুপুরে বিচিন্ত্যতে। বাসঃ সুরৈর্বৈষ্ণবলোকহেতবে মৃদঙ্গগীতধ্বনিনাদিতে গৃহে॥ ১২॥ গদাসিশঙ্খারিধরাশ্চতুর্ভুজা দৈতেয় দর্পাপহরূপধারিণঃ। প্রগীয়মানাঃ সুরসুন্দরীভিস্তে যান্তি খং খেচরগাত্রসঙ্গাঃ॥ ১৩॥ বারাহকল্পে প্রথমং যুগাদৌ দামোদরো রৈবতকে প্রসিদ্ধঃ। সৈষা নদী যা সরিতাং বরিষ্ঠা সোঽয়ং হরির্যো ভুবনস্য কর্ত্তা॥ ১৪॥ ইদং পুরাণং পঠতে শৃণোতি নরো বিমানৈর্মধুসূদনালয়ে। দেবাঙ্গনাদত্তভুজশ্চতুর্ভুজঃ স নীয়তে দেবগণৈরভিষ্টুতঃ॥ ১৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীদামোদরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ। অথাসৌ বামনো বিপ্রঃ প্রবিষ্টো গহনে বনে। একাকী কিং চকারাথ কৌতুকং তদ্বদস্ব মে॥ ১॥ সারস্বত উবাচ। অথাসৌ বামনো বিপ্রো গত্বা রৈবতকে গিরৌ। স্বর্ণরেখানদীতোয়ে স্নাত্বাথ বিধিপূর্ব্বকম্‌॥ ২॥ সুগন্ধপুষ্পধূপাদ্যৈর্দেবং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ। তস্থৌ তদগ্রতো রাজন্নেকাকী নির্জ্জনে বনে॥ ৩॥ সর্ব্বসত্ত্বসমাযুক্তে সরীসৃপসমাকুলে। অনেকস্বরসঙ্ঘুষ্টে ময়ূরধ্বনিনাদিতে॥ ৪॥ কোকিলারাবরম্যে চ বনকুক্কুটঘোষিতে। খদ্যোতদ্যোতিতে তস্মিন্‌ বল্মীমুখবিধূনিতে॥ ৫॥ ক্বচিদ্বংশাগ্নিনা শান্তে ক্বচিৎ পুষ্পিতপাদপে। গগনাসক্তবিটপে সূর্য্যতাপবিবর্জ্জিতে॥ ৬॥ লুব্ধকাঘাতসন্ত্রস্তভ্রান্তশূকরশম্বরে। স হৃষ্টক্ষত্রিয়ব্রাতস্থানদানবিচক্ষণে॥ ৭॥ অনেকাশ্চর্য্যসম্পন্নং সস্মার মনসা হরিম্‌। তং ভীতমিব বিজ্ঞায় নরসিংহঃ সমাযযৌ॥ ৮॥ রক্ষার্থং তস্য বিপ্রস্য বভাষে পুরতঃ স্থিতঃ। ন ভেতব্যং ত্বয়া বিপ্র বদ তে কিং করোম্যহম্‌॥ ৯॥ বিপ্র উবাচ। যদি তুষ্টো বরো দেয়ো নরসিংহ ত্বয়া মম। সদাত্র রক্ষা কর্ত্তব্যা সর্ব্বেষাং তীর্থবাসিনাম্‌॥ ১০॥ দেবস্যাগ্রে গদা স্থেয়ং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। এবমস্ত্বিতি তং প্রোচ্য তথা চক্রে হরিস্তদা॥

রাত্রিজাগরণ করিয়া সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হয়। যে সকল পাপকর্ম্মা নর এই সংসার-সাগরোত্তারক তীর্থে হরির জাগরণে যোগদান না করে, তাহাদের ভাগ্যে হরিপুরপ্রাপ্তি ঘটে না। নর যেমন যেমন জাগরণ করিতে যায়, বিষ্ণুপুরে সুরগণ মৃদঙ্গধ্বনিনাদিতগৃহে তাহাকে বাস করাইবার জন্য তেমনি তেমনি চিন্তিত হইয়া থাকেন। এই তীর্থে জাগরণকারী নরগণ গদা-অসি-শঙ্খ চক্রধারী, চতুর্ভুজ, দৈত্যদর্পাপহ-রূপধারী হইয়া ও সুরসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক উপগীয়মান হইয়া স্বর্গপথে প্রস্থান করিয়া থাকে। পূর্ব্বে আদিযুগে বারাহকল্পে সরিদ্বরা নদী স্বর্ণরেখা, আর এই ভুবনপতি দামোদর হরি রৈবতকে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। যে নর এই পুরাণ পাঠ বা শ্রবণ করে, সে দেবাঙ্গনাদত্তভুজ, চতুর্ভুজ ও সুরগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া বিমানযোগে মধুসূদনালয়ে উপনীত হয়। ৩৯—৭৫।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

ষোড়শ অধ্যায়।

সারস্বত কহিলেন,—অনন্তর বিপ্র বামন রৈবতকাচলে গিয়া স্বর্ণরেখানদীজলে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিলেন এবং সুগন্ধ পুষ্প ও ধূপাদি দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক দামোদর দেবের অর্চ্চনা করিয়া তথা হইতে একাকী নির্জ্জন অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ অরণ্য সর্ব্বসত্ত্বসমাকুল, সরীসৃপময়, বিবিধ স্বরসংঘুষ্ট, ময়ূরধ্বনিনাদিত, কোকিল-কূজনরমণীয়, বনকুক্কুটকূজিত, খদ্যোতদ্যোতিত, বল্মীমুখবিধুনিত, ক্বচিৎ উপশমিতবংশাগ্নি, ক্বচিৎ পুষ্পিতপাদপ, ক্বচিৎ গগনাসক্তবিটপ ও সূর্য্যতাপবিবর্জ্জিত। লুব্ধকগণের আঘাতে শূকর ও শম্বর-সমূহ তথায় সদা সন্ত্রস্ত ও ভ্রান্ত অবস্থায় অবস্থিত। ঐ অরণ্য সংহৃষ্ট ক্ষত্রিয়গণকে সর্ব্বদা স্থান দানে বিচক্ষণ। তিনি তথায় অনেকাশ্চর্য্যময় হরিকে মনে মনে স্মরণ করিলেন। নরসিংহ হরি তাঁহাকে ভীত মনে করিয়া সহসা ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তিনি তাঁহার রক্ষার্থ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন্‌—হে বিপ্র! ভয় করিও না; বল, আমি তোমার কি করিব? বিপ্র বলিলেন,—হে নরসিংহ! যদি তুষ্ট হইয়া আপনি আমাকে বর দিব মনে করিয়াছেন, তাহা হইলে আপনি এই স্থানে সর্ব্বদা তীর্থবাসীদিগকে রক্ষা করিবেন এবং চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকারকালপর্য্যন্ত আপনি

১১॥ অতো দামোদরস্যাগ্রে নরসিংহঃ স পূজ্যতে। বনং সৌম্যং কৃতং তেন তীর্থরক্ষাং করোতি সঃ॥ ভূতপ্রেতাদিসংবাসো বনে তস্মিন্ন জায়তে। নরসিংহপ্রভাবেন নষ্টং সিংহাদিজং ভয়ম্॥ ১৩॥ কার্ত্তিকে বাসরে বিষ্ণোর্দ্বাদশ্যাং পারণে কৃতে। দামোদরং নমস্কৃত্য ভবং দ্রষ্টুং ততো যযৌ॥ ১৪॥ চতুর্দ্দশ্যাং কৃতস্নানো ভবং সম্পূজ্য ভাবতঃ। ভবভাবভবং পাপং ভস্মীভূতং ভবার্চ্চনাৎ॥ ১৫॥ স ক্ষীণপাপনিচয়ো জাতো দেবস্য দর্শনাৎ। ভবস্যাগ্রে স্থিতং শান্তং তথা বস্ত্রাপথস্য চ॥ ১৬॥ কালমেঘং সমভ্যর্চ্য ততো বস্ত্রাপথং যযৌ। দেবং সম্পূজ্য মন্ত্রৈঃ স বেদোক্তৈর্বিধিপূর্ব্বকম্॥ ১৭॥ ধূপদীপাদিনৈবেদ্যৈঃ সর্ব্বং চক্রে স বামনঃ। প্রদক্ষিণাশতং কৃত্বা ভবস্যাগ্রে ব্যবস্থিতঃ॥ ১৮॥ যাবন্নিরীক্ষতে সর্ব্বং তাবৎ পশ্যতি পর্ব্বতম্। উজ্জয়ন্তং গিরিবরং মৈনাকস্য সহোদরম্॥ ১৯॥ সুরাষ্ট্রদেশে বিখ্যাতং যুগাদৌ প্রথমং স্থিতম্। ভূধরং ভূধরৈর্যুক্তং শিলাপাদপসংযুতম্॥ ২০॥ তং দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস সূক্ষ্মান্ ধর্ম্মান্ স বামনঃ। অল্পায়াসান্ মহাফলান্ পুত্রলক্ষ্মীপ্রদায়কান্॥ ২১॥ অবশ্যং ক্রিয়মাণেষু স্বধর্ম্ম উপজায়তে। দৃষ্ট্বা নদীং সাগরগাং স্নাত্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ২২॥ গাং স্পৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণং নত্বা সম্পূজ্য গুরুদেবতাঃ। তপস্বিনং যতিং শান্তং শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মচারিণম্॥ ২৩॥ পিতরং মাতরং ভগ্নীং তৎপতিং দুহিতা পতিম্। ভাগিনেয়মথ দৌহিত্রং মিত্রসম্বন্ধিবান্ধবান্। সম্ভোজ্য পাতকৈঃ সর্ব্বৈর্ম্মুচ্যন্তে গৃহমেধিনঃ॥ ২৪॥ রাজা গজাশ্বনকুলং সতীবৃষমহীধরাঃ। আদর্শক্ষীরবৃক্ষাশ্চ সততান্নপ্রদাশ্চ তে॥ ২৫॥ দৃষ্টমাত্রাঃ পুনন্ত্যেতে যে নিত্যং সত্যবাদিনঃ। বেদধর্ম্মকথাং শ্রুত্বা ভুক্তিমুক্তিপ্রদাং নরান্॥ ২৬॥ স্মৃত্বা হরিহরৌ গঙ্গাং কৃত্বা তীরেণ মার্জ্জনম্। গত্বা জাগরণে বিষ্ণোর্দত্ত্বা দানঞ্চ শক্তিতঃ॥ ২৭॥ তাম্বূলং কুসুমং দীপং নৈবেদ্যং তুলসীদলম্। গীতং নৃত্যঞ্চ বাদ্যঞ্চ বিধায় সুরমন্দিরে॥ ২৮॥ এতে সূক্ষ্মাঃ স্মৃতা ধর্ম্মাঃ ক্রিয়মাণা মহোদয়াঃ। অতো গিরীন্দ্রং পশ্যামি সর্ব্বদেবালয়ং শুভম্॥ ২৯॥ তেষাং করতলে স্বর্গঃ

অত্রত্য দেবাগ্রে সর্ব্বদা সন্নিহিত থাকিবেন। হরি 'এবমস্তু' বলিয়া তখন হইতে তাহাই করিলেন। এই জন্য দামোদরের অগ্রে নরসিংহ পূজিত হইয়া থাকেন। তিনি বনপথ নিরাপদ্ করিয়া দেন এবং স্বয়ং তীর্থ রক্ষা করিতেছেন। এই হেতু ঐবনে ভূত-প্রেতাদির বসবাস নাই। নরসিংহের প্রসাদে সিংহাদি জন্তু ভয়ও নষ্ট হইয়াছে। কার্ত্তিকমাসে বৈষ্ণবতিথি দ্বাদশীতে পারণান্তে দামোদরকে নমস্কারপূর্ব্বক বামন ভব দর্শনার্থে গমন করিলেন। তিনি চতুর্দ্দশীতে কৃতস্নান হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক ভবের পূজা করিলেন। সেই পূজার ফলে ভবভাবোদ্ভূত পাপ তাঁহার ভস্মীভূত হইয়া গেল। দেব দর্শনে তদীয় পাপরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। বস্ত্রাপথস্থ ভবের অগ্রে স্থিত শান্ত কালমেঘাখ্য ক্ষেত্রপালকে অর্চ্চনা করিয়া পরে বামন বস্ত্রাপথক্ষেত্রে গমন করিলেন। বামন বেদোক্ত মন্ত্রে ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা যথাবিধি সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিলেন এবং শতবার প্রদক্ষিণ করিয়া ভবাগ্রে অবস্থানপূর্ব্বক যখন চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি মৈনাক সহোদর উজ্জয়ন্ত গিরি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। উজ্জয়ন্ত সুরাষ্ট্রদেশের বিখ্যাত ভূধর; ইহা অন্যান্য বহু ভূধরাবৃত, বহুশিলা ও পাদপসংযুত এবং যুগাদি হইতেই অবস্থিত ১—২০। বামন উজ্জয়ন্ত দেখিয়া অল্পায়াসসাধ্য বহুল পুত্রলক্ষ্মীপ্রদ সূক্ষ্ম ধর্ম্ম সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন, —ভাবিলেন, অবশ্য কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানেই স্বধর্ম্মরক্ষা হয়। সাগরগামিনী নদীর দর্শন এবং তাহাতে স্নান করিলেই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। গোস্পর্শ, ব্রাহ্মণাভিবাদন, ও গুরুদেবতার পূজা করিয়া তপস্বী, যতি, শান্ত শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মচারী, পিতা, মাতা, ভগিনী, ভগিনীপতি, দুহিতা, দুহিতৃপতি, ভাগিনেয়, দৌহিত্র, মিত্র, সম্বন্ধি, ও বান্ধবদিগকে ভোজন করাইয়া গৃহমেধিগণ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। রাজা, গজ, অশ্ব, নকুল, সতী, বৃষ, মহীধর, আদর্শ, ক্ষীরিবৃক্ষ, সর্ব্বদা অন্নপ্রদায়ক ব্যক্তি এবং যাহারা নিত্য নিত্য সত্যবাদী, এই সকলের দর্শন মাত্রেই পুণ্য হয়। ভুক্তিমুক্তিপ্রদা বেদধর্ম্মকথা শ্রবণ, হরিহর ও গঙ্গা স্মরণ, গঙ্গাতীরমৃত্তিকায় দেহমার্জ্জন, বিষ্ণুর সম্মুখে জাগরণার্থ গমন এবং তাঁহাকে যথাশক্তি তাম্বুল-কুসুম-দীপ-নৈবেদ্য ও তুলসীদল অর্পণ; আর সুরমন্দিরে নৃত্য-গীত বাদ্য বিধান; এই সমস্তই সূক্ষ্ম ধর্ম্ম; এই সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই মহাফল। অতএব আমি সর্ব্ব দেবালয় ও শুভ

শিখরং যান্তি যে নরাঃ ॥ ৩০ ॥ ইতি জ্ঞাত্বা সমারূঢো বামনো গিরিমূর্দ্ধনি। ঐরাবতপদাক্রান্ত্যা যত্র তোয়ং বিনিঃসৃতম্ ॥ ৩১ ॥ ততঃ শিখরমারূঢাং ভবানীং স্কন্দমাতরম্। দ্রষ্টুং স বামনো যাতি শিখরে গগনাশ্রিতে ॥ ৩২ ॥ যথাযথা গিরিবরে সমারোহন্তি মানবাঃ। তথাতথা বিমুচ্যন্তে পাতকৈঃ সর্ব্বদেহিনঃ ॥ ৩৩ ॥ ইতি কৃত্বা মতিং বিপ্রো জগাম গিরিমূর্দ্ধনি। ভবভক্তো ভবানীং স দদর্শ স্কন্দমাতরম্ ॥ ৩৪ ॥ অম্বেতি ভাষতে স্কন্দস্ততো হ্যন্যে সর্ব্বদেবতাঃ। পৃথিব্যাং মানবাঃ সর্ব্বে পাতালে সর্ব্বপন্নগাঃ ॥ ৩৫ ॥ অতো হ্যম্বেতি বিখ্যাতা পূজ্যতে গিরিমূর্দ্ধনি। সম্পূজ্য বিবিধৈর্দ্দিব্যৈঃ ফলৈর্নানাবিধৈর্দ্বিজঃ ॥ ৩৬ ॥ গগনাসক্তশিখরে সংস্থিতঃ কৌতুকান্বিতঃ। একাকী শিখরে তস্মিন্নূর্দ্ধবাহুর্ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩৭ ॥ নিরীক্ষ্য মেদিনীং সর্ব্বাং সপর্ব্বতসসাগরাম্। আদ্যং সনাতনং দেবং ভাস্করং ত্রিগুণাত্মকম্ ॥ ৩৮ ॥ সর্ব্বতেজোময়ং সর্ব্বদেবং দেবৈর্নমস্কৃতম্। ভ্রমমাণং নিরাধারং কালমানপ্রযোজকম্ ॥ ৩৯ ॥ যাবৎ পশ্যতি তং বিপ্রস্তাবৎ পশ্যতি শঙ্করম্। দিগম্বরং ভবং দেবং সমন্তাদশ্মগুপ্তিতম্ ॥ ৪০ ॥ বৃদ্ধরূপাকৃতিং দেবং সর্ব্বজ্ঞং গুণভূষিতম্। কৃশাঙ্গং জটিলং সৌম্যং ব্যোমমার্গে স্বয়ং স্থিতম্ ॥ ৪১ ॥ শ্রীশিব উবাচ। শৃণু বামন তুষ্টোঽহং দাস্যে তে বিবিধান্ বরান্। ত্রৈলোক্যব্যাপিনী বুদ্ধির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥ প্রাপ্তিভাস্যন্তি তে বেদা গীতনৃত্যাদিকঞ্চ যৎ। অসাধ্যসাধনী শক্তির্ভবিষ্যতি তব স্থিরা। পরং বস্ত্রাপথে গত্বা কুরু তীর্থাবলোকনম্ ॥ ৪৩ ॥ বামন উবাচ। বস্ত্রাপথে মহাদেব যানি তীর্থানি তানি মে। বদ দেব বিশেষেণ যদ্যস্তি করুণা ময়ি ॥ ৪৪ ॥ রুদ্র উবাচ। বস্ত্রাপথস্য বায়ব্যে কোণে দিব্যং সরোবরম্। তস্য পশ্চিমদিগ্‌ভাগে জালিগহনপল্লবা ॥ ৪৫ ॥ বিল্ববৃক্ষময়ী মধ্যে লিঙ্গং তিষ্ঠতি মৃন্ময়ম্। যত্রাসৌ লুব্ধকঃ সিদ্ধো গতো মম পুরে পুরা ॥ ৪৬ ॥ তস্য দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা বিনশ্যতি। ইন্দ্রো বৈ বৃত্রহা যস্মিন বিমুক্তো ব্রহ্ম-

---

গিরীন্দ্র দর্শন করিব। ঐ গিরীন্দ্রের শিখরে যাহারা যায়, স্বর্গ তাহাদেরই করায়ত্ত। এই সকল অবগত হইয়া বামন গিরিশিখরে আরোহন করিলেন। ঐরাতের পদাক্রমণে ঐ স্থানেই জল নির্গত হইয়াছিল। অনন্তর বামন শিখরারূঢ়া স্কন্দমাতা ভবানীকে দেখিবার জন্য সেই গগনচুম্বী গিরিশিখরে গমন করিলেন। মানবগণ যেমন যেমন গিরিশিখরে উঠিতে থাকে, তেমনি তেমনি তাহাদের সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি ঘটিয়া থাকে। ভবভক্ত বামন এইরূপ মনে করিয়া গিরিশিখরে আরোহণপূর্ব্বক স্কন্দমাতা ভবানীকে দর্শন করিলেন। স্কন্দদেব ভবানীকে অম্বা বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন; এই জন্য অন্যান্য দেবগণ, পৃথিবীর মানবগণ এবং পাতালস্থ পন্নগগণও তাঁহাকে অম্বা বলিতে লাগিলেন। তখন হইতে অম্বা নামেই তিনি বিখ্যাত হইয়া গিরিশিখরে অর্চ্চিত হইতে লাগিলেন। বিপ্র বামন, উত্তম উত্তম বিবিধ ফল দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া গগনচুম্বী গিরিশিখরে সকৌতুকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি একাকী সেই গিরিশিখরে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক সশৈলসাগরা মেদিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্তর যেমন সেই বামন আদ্য, সনাতন, ত্রিগুণাত্মক, সর্ব্বতেজোময়, সর্ব্বদেবনমস্কৃত, কালমানপ্রয়োজক, ভ্রমমাণ, নিরাধার ভাস্করের দিকে তাকাইলেন, অমনি শঙ্কর তাঁহার সাক্ষাৎকৃত হইলেন দেখিলেন,—ভবদেব দিগম্বর শঙ্কর ব্যোমমার্গে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে প্রস্তরাবগুণ্ঠন, তিনি বৃদ্ধরূপী; সর্ব্বজ্ঞ, সকলগুণভূষিত, কৃশাঙ্গ, জটিল, ও সৌম্য। শিব সাক্ষাৎকৃত হইবামাত্র বামনকে বলিলেন,—

বৎস! শ্রবণ কর, আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমায় বিবিধ বর প্রদান করিব। তোমার ত্রিলোকব্যাপিনী বুদ্ধি হইবে, বেদ সকল তোমার আয়ত্ত হইবে; তুমি গীত-নৃত্যাদি ব্যাপারে দক্ষতা লাভ করিবে, তোমার অসাধ্যসাধনী স্থিরা শক্তি লাভ হইবে। পরন্তু তুমি বস্ত্রাপথে গিয়া তীর্থ দর্শন কর ।২১—৪৩। বামন বলিলেন,—হে মহাদেব! আমার প্রতি যদি আপনার করুণা থাকে, তবে বস্ত্রাপথে যে সকল তীর্থ আছে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। রুদ্র কহিলেন,—বস্ত্রাপথের বায়ুকোণে এক দিব্য সরোবর আছে। তাহার পশ্চিম দিকে এক বিল্ববৃক্ষময়ী গহনপল্লবা জালি রহিয়াছে। ঐ জালির অভ্যন্তরে আমার এক মৃন্ময় লিঙ্গ অবস্থিত। এক লুব্ধক ঐ স্থানে সিদ্ধি লাভ করিয়া আমার পুরে গিয়াছিল। সে লিঙ্গের দর্শনেই

হত্যয়া ॥ ৪৭ ॥ তস্মাদুত্তরদিগ্ভাগে ধনদেন প্রতিষ্ঠিতম্। লিঙ্গং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং তত্র দেবী ত্রিশূলিনী ॥ ৪৮ ॥ যস্যা দর্শনমাত্রেণ পুত্রোহস্য নলকূবরঃ। পাশানুষক্তহস্তোহভূদ্দেবং চক্রে ত্রিশূলিনম্ ॥ ৪৯ ॥ ভবস্য নৈর্ঋতে কোণে গণো হেরম্বসংজ্ঞিতঃ। যমেন কুর্ব্বতা লিঙ্গং প্রথমঞ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৫০ ॥ বিচিত্রং তস্য মাহাত্ম্যং চিত্রগুপ্তোহতিবিস্মিতঃ। দৃষ্ট্বা সমাগতো দ্রষ্টুং দেবং তং মৃণ্ময়ং পুরা ॥ ৫১ ॥ তেনাপি নির্ম্মিতং লিঙ্গং তস্মিন্ ক্ষেত্রে দ্বিজোত্তম। চিত্রগুপ্তেশ্বরং নাম বিখ্যাতং ভুবনত্রয়ে ॥ ৫২ ॥ পশ্চিমেন চকারোচ্চৈঃ প্রজাপতিরুদারধীঃ। কেদারাখ্যং তদা লিঙ্গং গিরৌ রৈবতকে স্থিতম্। প্রজাপতিঃ স্বয়ং তস্থৌ তত্র পর্ব্বতসানুনি ॥ ৫৩ ॥ রুদ্র উবাচ। ইন্দ্রেশ্বরস্য মাহাত্ম্যং কথয়িষ্যে শৃণুষ্ব তৎ। ঈশানকোণে বিখ্যাতং ভবস্য বিদিতং মম ॥ ৫৪ ॥ বামন উবাচ। কস্মাদিন্দ্রঃ সমায়াতঃ কথং চক্রে হরং হরিঃ। কথাং সবিস্তরামেতাং কথয়স্ব মম প্রভো ॥ ৫৫ ॥ রুদ্র উবাচ। লুব্ধকস্য পুরা সিদ্ধঃ শিবরাত্রিপ্রজাগরাৎ। শিবলোকে তদা প্রাপ্তং বিমানং গণসংযুতম্ ॥ ৫৬ ॥ সর্ব্বত্রগং সুরুচিরং দিব্যস্ত্রীগীতনাদিতম্। তদারুহ্য সমায়াতো দ্রষ্টুং তাং নগরীং হরেঃ ॥ ৫৭ ॥ যস্যাং যুদ্ধং সমভবদ্গণানাং যমকিঙ্করৈঃ। আগচ্ছমানং তং জ্ঞাত্বা দেবরাজেন চিন্তিতম্ ॥ ৫৮ ॥ পূজ্যোহয়ং হরবৎ সর্ব্বৈশ্চিত্রগুপ্তযমাদিভিঃ। ইন্দ্রো গজং সমারুহ্য মহিষেণ যমো যতঃ ॥ ৫৯ ॥ বিধায় লেখনীং কর্ণে চিত্রগুপ্তো যমাজ্ঞয়া। ততো হৃতা গণাঃ সর্ব্বে যে নীতা ধরণীতলাৎ ॥ ৬০ ॥ নিজাপরাধসন্তপ্তা গতাস্তে দক্ষিণামুখম্। আতিথ্যপূজা কর্ত্তব্যা লুব্ধকে গৃহমাগতে ॥ ৬১ ॥ অপূজিতে গতে হ্যস্মিন হরো মাং শপয়িষ্যতি। তস্মাৎ পূজাং করিষ্যামি যথা তুষ্যতি শঙ্করঃ ॥ ৬২ ॥ দেবং দ্রষ্টুং সমায়াতং দদর্শাদূরতঃ স্থিতম্। বিমানস্থং হরাকারং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৬৩ ॥ সংস্তূয়মানং চরিতৈঃ শিবরাত্রৈঃ শিবস্য চ। মাঘে মাসি চতুর্দ্দশ্যাং কৃষ্ণায়াং জাগরে কৃতে ॥ ৬৪ ॥

ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হয়। বৃত্রহা ইন্দ্র ঐ স্থানেই ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। উহার উত্তরে ধনদপ্রতিষ্ঠিত আমার এক ত্রিলোক-বিশ্রুত লিঙ্গ আছে। দেবী ত্রিশূলিনী তথায় সন্নিহিতা। তাঁহার দর্শন মাত্রেই কুবেরনন্দন নলকূবর পাশপাণি হয় এবং ত্রিশূলী নামে এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে। ভবের নৈর্ঋত কোণে হেরম্ব নামে এক গণ আছেন। যম লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া অগ্রে তাঁহাকেই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ গণদেবতার বিচিত্র মাহাত্ম্য। তাহাতে চিত্রগুপ্তও অতি বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে দর্শনপূর্ব্বক মৃন্ময় দেবকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন। হে দ্বিজোত্তম! ঐ ক্ষেত্রে চিত্রগুপ্ত-নির্ম্মিত এক লিঙ্গ আছে। তাঁহার নাম বিখ্যাত—চিত্রগুপ্তেশ্বর। ক্ষেত্রের পশ্চিম দিকে উদারচেতা প্রজাপতি কেদার নামে এক লিঙ্গ স্থাপন করেন। ঐ লিঙ্গ রৈবতাচলেই অবস্থিত। প্রজাপতি লিঙ্গপ্রতিষ্ঠান্তে নিজেও তত্রত্য গিরিসানুদেশে অবস্থান করেন। রুদ্র বলিলেন,—এক্ষণে ইন্দ্রেশ্বরমাহাত্ম্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভবনামধেয় মূর্ত্তির ঈশান কোণে ঐ লিঙ্গ অবস্থিত; ইহা আমার বিদিত। বামন বলিলেন,—ইন্দ্র কেন আসিলেন? কি জন্য হরলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিলেন? হে প্রভো! এ কথা আমায় সবিস্তরে বলুন। রুদ্র বলিলেন,—পুরাকালে জনৈক লুব্ধক শিবরাত্রি-জাগরণে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। অনন্তর মদীয় গণান্বিত লুব্ধকারূঢ় বিমান শিবলোকে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ বিমান সর্ব্বগামী, সুরুচির এবং স্বর্গীয় নারীর সঙ্গীতঝঙ্কারে মুখরিত। লুব্ধক সেই বিমানারোহণে ইন্দ্রপুরী দেখিতে আসেন। তথায় যমকিঙ্করদিগের সহিত মদীয় গণদিগের যুদ্ধ হইল। লুব্ধককে আসিতে দেখিয়া দেবরাজ ভাবিলেন,—এই ব্যক্তি চিত্রগুপ্ত ও যম প্রভৃতি সকলের নিকট হরবৎ পূজনীয়। এই ভাবিয়া ইন্দ্র গজ ও যম মহিষারোহণ করিলেন। যমাদেশে চিত্রগুপ্ত কর্ণে লেখনী স্থাপন করিল। অনন্তর ধরণীতল হইতে যে সকল গণ লুব্ধককে লইয়া গিয়াছিল, তাহারা আহূত হইল এবং নিজাপরাধে সন্তপ্ত হইয়া দক্ষিণামুখে প্রস্থান করিল। এদিকে "লুব্ধক গৃহাগত হইলে আতিথ্য সৎকার কর্ত্তব্য; যদি অপূজিত হইয়া চলিয়া যায় তবে হর আমায় অভিশপ্ত করিবেন; অতএব শঙ্করের পরিতোষের জন্য লুব্ধকের পূজা আমি করিব" এইরূপ স্থির করিয়া ইন্দ্র তাঁহার দর্শনার্থ সমাগত লুব্ধককে অদূরে বিমানোপরি অবস্থিত দেখিলেন। লুব্ধক তখন বিবিধ বাক্যে স্তুত হইতেছিল; তাহার আকৃতি হরের ন্যায়; উহাতে কোটি সূর্য্যসম প্রভাচ্ছটা দেদীপ্যমান। ইন্দ্র তাহাকে

তদেবং জায়তে সর্ব্বং সুরেশ্বর ধরাতলে। এবং দেবাঙ্গনা কাচিদাচক্ষন্তী পুরন্দরম্। নিবার্য্য হস্তমুদাম্য গজেন্দ্রং চারুলোচনা ॥ ৬৫ ॥ কিং দানৈর্বহুভির্দ্দত্তৈর্ব্রতৈঃ কিং কিং সুরার্চ্চনৈঃ। কিং যোগৈঃ কিং তপোভিশ্চ ব্রহ্মচর্য্যৈঃ সুরেশ্বর ॥ ৬৬। গয়ায়াং পিণ্ডদানেন প্রয়াগমরণেন কিম্। সোমেশ্বরে সরস্বত্যাং সোমপর্ব্বণি কিং গতৈঃ ॥ ৬৭ ॥ কুরুক্ষেত্রগতৈঃ কিং স্বাদ্রাহুগ্রস্তে দিবাকরে। তুলাসুবর্ণদানেন বেদপাঠেন কিং ভবেৎ ॥ ৬৮ ॥ সর্ব্বপাপক্ষয়ো যেন বৃষোৎসর্গেণ তেন কিম্। গোদানং কিং করোত্যেব জলদানং তথৈব চ ॥৬৯॥ অয়নে বিষুবে চৈব সংক্রান্তৌ কীদৃশং ফলম্। মাঘমাসে চতুর্দ্দশ্যাং যাদৃশং জাগরং কৃতম্ ॥ ৭০ ॥ যমঃ সম্ভাষতে বাণ্যা মহিষোপরি সংস্থিতঃ। পশ্য রুদ্রস্য মাহাত্ম্যং চিত্রগুপ্ত বিচারয় ॥ ৭১ ॥ অয়ং স লুব্ধকো যেন হরঃ সম্পূজিতঃ পুরা। সুরাষ্ট্রদেশে বিখ্যাতং তীর্থং বস্ত্রাপথং শৃণু ॥ ৭২ ॥ উজ্জয়ন্তো গিরিস্তত্র তথা রৈবতকো গিরিঃ। মহতী বর্ত্ততে জালিস্তয়োর্ম্মধ্যে ময়া শ্রুতম্ ॥ ৭৩ ॥ মৃন্ময়ং বর্ত্ততে লিঙ্গং রাত্রৌ চানেন পূজিতম্। রাত্রৌ জাগরণং কর্ত্তুং যেন কার্য্যেণ চাগতঃ ॥ ৭৪ ॥ তদস্মাভিঃ কথং বাচ্যং স্বয়ং জানন্তি তে সুরাঃ। বরাঙ্গনা বরং দ্রষ্টুং বরয়ন্তি পরস্পরম্। ইন্দ্রাবাসাৎ সমায়াতা নন্দনে বেগবত্তরাঃ ॥ ৭৫ ॥ বিরিঞ্চিনারায়ণশঙ্করত্বিষা দেহেন চাগচ্ছতি কোহপি পুরুষঃ। পুরীং সুরেশাধিপতের্নিরীক্ষিতুং ভর্ত্তা মমায়ং তব চাস্তি কিং পতিঃ। ৭৬ ॥ মৃদঙ্গবীণাপটহস্বরস্তৈঃ প্রবোধিতাভিঃ সুররাজমন্দিরে। দেবো হরোহয়ং ন নরো হরাকৃতির্দৃষ্টোহঙ্গনাভিস্তব কিং কিমাবয়োঃ ॥ ৭৭ ॥ গায়ন্তি কাশ্চিদ্বিহসন্তি কাশ্চিন্নৃত্যন্তি কাশ্চিৎ প্রপঠন্তি কাশ্চিৎ। বদন্তি কাশ্চিজ্জয়শব্দসংযুতৈর্বাক্যৈরনেকৈর্গুরুসন্নিধানে ॥ ৭৮ ॥ কাচিচ্ছিবং স্তৌতি শিবাং তথান্যা পৃচ্ছত্যথান্যা কিমু বিল্বপত্রাৎ। কিং বোপবাসেন ফলং তবেদং নিদ্রাক্ষয়েণাথ ফলং তবৈতৎ ॥ ৭৯ ॥ তাসাং নানাবিধা বাচঃ শ্রূয়ন্তে নন্দনে বনে। ব্রহ্মলোকাদিকা বার্ত্তাঃ

দেখিতেছেন, তখন কোন এক চারুলোচনা দেবাঙ্গনা বহির্গত হইয়া হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক দেবেন্দ্রকে বলিল,—মাঘমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে ঐ ব্যক্তি জাগরণ করিয়াছিল। হে সুরেশ্বর! শিবরাত্রি জাগরণের ফলেই ইহার এমন প্রভাব। অতএব বিবিধ দান, ব্রত, দেবার্চ্চনা, যোগানুষ্ঠান, তপস্যা বা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা কি হইবে? আর গয়ায় পিণ্ডদান, প্রয়াগে মরণ, সোমেশ্বরে সরস্বতীতে সোমপর্ব্বে গমন, গ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা, তুলাসুবর্ণদান, বেদপাঠ সর্ব্ব পাপক্ষয়কর বৃষোৎসর্গ, গোদান, জলদান, অয়ন বা বিষ্ণুপদী সংক্রমনেই বা কীদৃশ ফল ফলিবে?—যাদৃশ ফল মাঘ মাসের চতুর্দ্দশীতে জাগরণ করিলে হইয়া থাকে। অনন্তর মহিষারূঢ় যম চিত্রগুপ্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—চিত্রগুপ্ত! দেখ দেখ, রুদ্রের মাহাত্ম্য! একবার আলোচনা করিয়া দেখ, এই লুব্ধক, পূর্ব্বে একবার মাত্র হরের পূজা করিয়াছিল! তাহাতেই উহার এইরূপ প্রভাব! সুরাষ্ট্রদেশের বিখ্যাত তীর্থ বস্ত্রাপথের কথা শ্রবণ কর, তথায় উজ্জয়ন্ত ও রৈবতকাচল বিরাজিত। শুনিয়াছি সেই গিরিদ্বয়ের মধ্যে মহতী জালি বিদ্যমান আছে। সেই জালির অভ্যন্তরে এক মৃন্ময় লিঙ্গ আছেন। এই লুব্ধক রাত্রি কালে তাঁহার পূজা করিয়াছিল। এ ব্যক্তি যে কার্য্যের জন্য রাত্রি জাগরণ করিতে আসিয়াছিল, তাহা আমি আর কি বলিব! সুরগণ সকলেই তাহা বিদিত আছেন। এক্ষণে বরাঙ্গনাগণ ইহাকে পতিরূপে পরস্পর বরণ করিতে চাহিতেছে। ইহারা ইন্দ্রালয় হইতে সত্বর নন্দনে আসিয়াছে; বলিতেছে,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্করের তুল্যকান্তিদেহধারী হইয়া এই দেখ কোন এক পুরুষ সুরপতির পুরী নিরীক্ষণ করিবার জন্য আগমন করিতেছে। এ পুরুষ আমারই ভর্ত্তা; তোমার কি পতি আছে? সুরাঙ্গনাগণ সুররাজমন্দিরে মৃদঙ্গ, বীণা, ও পটহস্বরে প্রবোধিত হইয়া এইরূপে এই পুরুষকে দেখিতেছে; আর বলিতেছে,—ইনিই সাক্ষাৎ হর; ইনি কখন নরাকৃতি হর নহেন। এই ভাবিয়া পরস্পর বলিতেছে, এপুরুষ কি তোমার হইবেন অথবা আমাদের উভয়ের হইবেন? কোন কোন সুরাঙ্গনা গান করিতেছে, কেহ কেহ হাসিতেছে; কেহ কেহ নাচিতেছে; কেহ কেহ স্তুতি পাঠ করিতেছে এবং কেহ কেহ গুরুসমীপে জয়শব্দান্বিত বহু বাক্য উচ্চারণ করিতেছে। কোন অঙ্গনা শিব-শিবার স্তব করিতেছে। অন্য কোন ললনা সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসিতেছে, "তোমার এইরূপ ফল বিল্বপত্রে, উপবাসে, কিম্বা কেবল জাগরণেই কি ঘটিয়াছে?"

কৃত্বা চ তদনন্তরম্ ॥ ৮০ ॥ দেবেন্দ্রো লুব্ধকং ভূয়ো বভাষে কৌতুকান্বিতঃ। কস্মিন্ দেশে গিরৌ জালির্লিঙ্গং যত্রাস্তি দর্শয় ॥ ৮১ ॥ লুব্ধক উবাচ। সুরাষ্ট্রদেশে বিখ্যাতো যস্মিন্ দেশে সরস্বতী। বাড়বং শিরসা ধৃত্বা প্রবিষ্টা লবণোদধৌ ॥ ৮২ ॥ যত্র সা গোমতী যাতি যত্রাস্তে গন্ধমাদনঃ। উজ্জয়ন্তো গিরিবরো যত্র রৈবতকো গিরিঃ ॥ ৮৩ ॥ তত্র বস্ত্রাপথং ক্ষেত্রং ভবস্তত্র ব্যবস্থিতঃ। তত্রাস্তে মৃন্ময়ং লিঙ্গং জালিমধ্যে সুরোত্তম ॥ ৮৪ ॥ ইন্দ্র উবাচ। সহিতৈস্তত্র গন্তব্যং পূজয়িষ্যে ভবং স্বয়ম্। জালিমধ্যে তথা লিঙ্গং দর্শয়স্ব চ লুব্ধক ॥ ৮৫ ॥ পরদারাদিকং পাপং দৈত্যানাং তু বিকৃন্তনে। বধে বৃত্রস্য সম্ভূতং তৎসর্ব্বং ক্ষালয়াম্যহম্ ॥ ৮৬ ॥ ইত্যুক্ত্বা সহিতাঃ সর্ব্বে সম্প্রাপ্তা গিরিমূর্দ্ধনি। বাহনানি চ তে ত্যক্ত্বা প্রস্থিতাঃ পাদচারিণঃ ॥ ৮৬ ॥ উজ্জয়ন্তগিরের্মূর্দ্ধ্নি গজরাজঃ সমাগতঃ। তদাগ্রচরণং তস্য দদৌ মূর্দ্ধনি কারণাৎ ॥ ৮৮ ॥ তেনাক্রান্তো গিরিবরস্তোয়ং সুস্রাব নির্ম্মলম্। গজপাদোদ্ভবং বারি ভবিষ্যতি সদা স্থিরম্ ॥ ৮৯ ॥ ইতি প্রোক্তং সুরেন্দ্রেণ লোকানাং হিতকাম্যয়া। সর্ব্বে সমাগতাস্তত্র যত্র জালির্ব্যবস্থিতা ॥ ৯০ ॥ সম্পূজ্য বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্ম্মাঘমাসে চতুর্দ্দশী। তস্যাং জাগরণং কৃত্বা সঞ্জাতো নির্ম্মলো হরিঃ ॥ ৯১ ॥ বস্ত্রাপথে ভবং পূজ্য হরিং রৈবতকে গিরৌ। ইন্দ্রেশ্বরং প্রতিষ্ঠাপ্য সম্প্রাপ্তঃ স্বনিকেতনম্ ॥ ৯২ ॥ লুব্ধকোঽপি বিমানেন সম্প্রাপ্তো হরিমন্দিরে। ইত্যুক্ত্বা স ভবো দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৯৩ ॥ বামনোঽপি তত*চক্রে তত্র তীর্থাবগাহনম্। যাদৃগ্রূপঃ শিবো-দৃষ্টঃ সূর্য্যবিম্বে দিগম্বরঃ ॥ ৯৪ ॥ পদ্মাসনস্থিতঃ সৌম্যস্তথা তং তত্র সংস্মরন্। প্রতিষ্ঠাপ্য মহামূর্ত্তিং পূজয়ামাস বাসরম্ ॥ ৯৫ ॥ মনোঽভীষ্টার্থসিদ্ধ্যর্থং ততঃ সিদ্ধিমবাপ্তবান্। নেমিনাথ শিবেত্যেবং নাম চক্রে স বামনঃ ॥ ৯৬ ॥ ভবস্য পশ্চিমে ভাগে প্রত্যাসন্নে ধরাতলে। বামনো বসতিং চক্রে তীর্থে বস্ত্রাপথে তদা ॥ ৯৭ ॥ অতো যবাধিকং প্রোক্তং

এইরূপে সুরসুন্দরীগণের বিবিধ বাণী নন্দনে পরিশ্রুত হইতে লাগিল। দেবেন্দ্র ব্রহ্মলোকাদি বিষয়ক সংবাদাদির জিজ্ঞাসার পর সকৌতুকে লুব্ধককে পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—বল, পুরুষ! কোন্, দেশে, কোন পর্ব্বতে, লিঙ্গাধিষ্ঠিত জালি আছে? উহা আমায় দেখাইয়া দাও। লুব্ধক বলিল,—বিখ্যাত সুরাষ্ট্রদেশে যথায় মস্তকে বাড়বানল ধরিয়া সরস্বতী নদী লবণাব্ধিতে প্রবেশ করিয়াছেন, যথায় গোমতী নদী, গন্ধমাদন গিরি, উজ্জয়ন্ত গিরি ও রৈবতকাদ্রি বিরাজিত, সেই দেশে বস্ত্রাপথ ক্ষেত্র; সেই ক্ষেত্রে ভগবান্ ভবদেব অবস্থিত। হে সুরোত্তম! এই ক্ষেত্রে জালিমধ্যে এক মৃন্ময় লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। ইন্দ্র কহিলেন,—লুব্ধক আমায় দেখাইয়া দাও, আমি সপরিবারে তথায় গিয়া ভবদেবের পূজা করিব এবং ঐ জালিমধ্যস্থ লিঙ্গপূজাও আমাকে করিতে হইবে। আমার পারদারিক পাপ আছে; এ ছাড়া দৈত্যগণের বধে বিশেষতঃ বৃত্রহত্যায় আমার যে পাপ জন্মিয়াছে, আমি তাহা ক্ষালন করিব। এই বলিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ স্ব স্ব বাহন সমভিব্যাহারে গিরিশিখরে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া বাহন সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক পাদচারেই যাইতে লাগিলেন। ইন্দ্রবাহন গজরাজ উজ্জয়ন্ত গিরির মস্তকে উপস্থিত ছিল। সে কোন কারণবশে তাহার পাদাগ্র ঐ গিরিশিখরে বিন্যস্ত করিয়াছিল। তাহার পাদাক্রান্ত হইয়া গিরিবর নির্ম্মল জল ক্ষরণ করিতে লাগিল। এই গজপাদোদ্ভব জল ভাবী কালের জন্য সর্ব্বদা স্থির রহিল। স্বয়ং সুরেন্দ্র লোকহিতার্থ ঐ গজপাদোদ্ভব সলিলের স্থায়িত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক দেবগণ সকলেই সেই জালিস্থানে সমাগত হইলেন। ইন্দ্র মাঘমাসের চতুর্দ্দশীতিথিতে বিবিধ পুষ্পে পূজা করিয়া রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক নিষ্পাপ হইলেন। তিনি বস্ত্রাপথে ভবদেবের এবং রৈবতকাচলে হরির অর্চ্চনান্তে ইন্দ্রেশ্বরের প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। লুব্ধক তখন বিমানযোগে হরিমন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইল। ভবদেব বামনকে এই সকল কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন। বিপ্র বামনও তখন হইতে তীর্থাবগাহনপূর্ব্বক পদ্মাসনে সৌম্যভাবে অবস্থিত হইয়া, পূর্ব্বে সূর্য্যবিম্বে শিবের যাদৃশ দিগম্বররূপ দেখিয়াছিলেন, সেইরূপেরই ধ্যান করিতে লাগিলেন। তিনি মনোভীষ্টসিদ্ধির জন্য মহামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রতিদিন পূজা করিতে লাগিলেন। পূজাফলে তাঁহার সিদ্ধি লাভ হইল। তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তির নাম রাখিলেন,—নেমিনাথ। ৪১—৯৬। বামন ভবদেবের পশ্চিমদিকের

তীর্থং দেবৈঃ সবাসবৈঃ। ইন্দ্রেণ কৃতবতা দেবং সমাগত্য ভবাগ্রতঃ ॥ ৯৮ ॥ যবাধিকং প্রভাসাত্তু তীর্থমেতত্তবাজ্ঞয়া। অন্যেষাং ষড়্গুণং তীর্থং ভবিষ্যতি শিবাজ্ঞয়া ॥ ৯৯ ॥ ইত্যেতৎকথিতং সর্ব্বং কিমন্যৎপরিপৃচ্ছসি ॥ ১০০ ॥ রাজোবাচ। শিবরাত্রিপ্রভাবোঽয়মতুলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। অজ্ঞানতা কৃতা তেন লুব্ধকেন পুরা শ্রুতম্ ॥১০১॥ ইদানীং বদ কর্ত্তব্যা কথমন্যৈর্জ্জনৈর্বিভো। কিং গ্রাহ্যং কিং নু মোক্তব্যং শিবরাত্র্যাং বদস্ব মে ॥ ১০২ ॥ সারস্বত উবাচ। সম্প্রাপ্য মানুষং জন্ম জ্ঞাত্বা দেবং মহেশ্বরম্। শিবরাত্রিঃ সদা কার্য্যা ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী ॥ ১০৩ ॥ ঈদৃশং জায়তে পুণ্যমেকয়া কৃতয়া নৃপ। যে কুর্ব্বন্তি সদা মর্ত্ত্যাস্তেষাং পুণ্যমনন্তকম্ ॥ ১০৪ ॥ দ্বাদশাব্দং ব্রতমিদং কর্ত্তব্যং প্রতিবৎসরম্। জীবিতং চঞ্চলং নৃণাং যদি কর্ত্তুং ন শক্যতে ॥ ১০৫ ॥ তদা দ্বাদশভির্মাসৈর্ব্রতমেতৎ সমাপ্যতে। মাঘমাসে চতুর্দ্দশ্যাং প্রারম্ভঃ ক্রিয়তে নৃপ ॥ ১০৬ ॥ প্রতিমাসং ততঃ কার্য্যং পৌষান্তে তু সমাপ্যতে। বিঘ্নশ্চেজ্জায়তে মধ্যে কথঞ্চিদ্দৈবযোগতঃ ॥ ১০৭ ॥ ন ভবেদ্ ব্রতভঙ্গস্তু পুনঃ কার্য্যমনন্তরম্। দ্বাদশৈব প্রকর্ত্তব্যাঃ কৃত্বা সংখ্যাং বিশেষতঃ ॥ ১০৮ ॥ কৃতং ন নশ্যতে লোকে শুভং বা যদি বাশুভম্। কৃষ্ণায়াং তু চতুর্দ্দশ্যাং কৃতপূর্ব্বাহ্নিকক্রিয়ঃ ॥ ১০৯ ॥ উপবাসনিয়মো গ্রাহ্যো নদ্যাং স্নানং বিধীয়তে। তদভাবে তড়াগাদৌ কার্য্যং স্নানং স্বশক্তিতঃ ॥ ১০ ॥ তৈলাভ্যঙ্গো ন কর্ত্তব্যো ন কার্য্যং গমনং ক্বচিৎ। তীর্থসেবা প্রকর্ত্তব্যা তস্মিংশ্চাগমনং শুভম্ ॥ ১১১॥ শিবরাত্রিঃ সদা কার্য্যা লিঙ্গে স্বায়ম্ভুবে নরৈঃ। তদভাবে মহাপুণ্যে লিঙ্গে বর্ষশতাধিকে ॥ ১১২ ॥ গিরৌ বনে সমুদ্রান্তে নদ্যাং যচ্চ শিবালয়ে। তদ্ধি স্বায়ম্ভুবং লিঙ্গং স্বয়ং তত্রৈব সংস্থিতম্ ॥ ১১৩ ॥ বালুলিঙ্গাদিকং লিঙ্গং পূজিতং ফলদং স্মৃতম্। দিবা সম্পূজ্য যত্নেন পুষ্পধূপাদিনা নরঃ ॥ ১১৪ ॥ বর্জ্জয়েন্মদিরাং দ্যূতং নারীং নখনিকৃন্তনম্। ব্রহ্মচর্য্যপরৈঃ শান্তৈঃ কর্ত্তব্যং সমুপোষণম্ ॥ ১১৫ ॥ রাত্রৌ

সন্নিহিত ভূভাগে বস্ত্রাপথ তীর্থে বাস করিতে লাগিলেন। অতএব সবাসব দেবগণ এই তীর্থকে প্রভাস হইতে যবাধিক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইন্দ্র স্বর্গ হইতে আসিয়া ভবাগ্রে এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ভবাদেশে বস্ত্রাপথ তীর্থ প্রভাস হইতে যবাধিক হয়। অন্যান্য যে সকল তীর্থ আছে, শিবাজ্ঞায় সেই সেই তীর্থ হইতে এ ক্ষেত্র ষড়্গুণ অধিক হয়। এই আমি সমস্তই বলিলাম, অন্য আর আপনার কি জিজ্ঞাস্য আছে ? রাজা কহিলেন,—আপনি এই শিবরাত্রির অতুল প্রভাব কীর্ত্তন করিলেন,—আমার শুনা আছে, লুব্ধক উহা না জানিয়াই করিয়াছিল। হে বিভো! এক্ষণে বলুন,—অন্যান্য লোকে কিরূপে উহা আচরণ করিবে ? আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন, শিবরাত্রিতে কি হেয়, আর কি উপাদেয় ? সারস্বত কহিলেন,—মানুষজন্ম লাভ করিয়া এবং মহেশ্বরদেবের মাহাত্ম্য বিদিত হইয়া তৎপ্রীতিজননী ভুক্তিমুক্তিদায়িনী শিবরাত্রি সকলেরই সদা কর্ত্তব্য। একবার মাত্র শিবরাত্রি করিলেই পূর্ব্বোক্ত রূপ পুণ্য প্রাপ্তি হয়। কিন্তু যে সকল মর্ত্ত্য সর্ব্বদা ঐ ব্রতাচরণ করে, তাহাদের ফলের অন্ত করা যায় না। প্রত্যেক বৎসর ব্রতাচরণ করিয়া দ্বাদশাব্দ পর্য্যন্ত ইহা করিতে হয়। নরগণের জীবন ক্ষণবিনশ্বর; তাই যদি এই দীর্ঘদিনসাধ্য ব্রত তাহারা করিতে না পারে, তবে দ্বাদশ মাসেই এ ব্রতের সমাপ্তি করিবে। মাঘ মাসের চতুর্দ্দশীতে আরম্ভ করিয়া প্রতিমাসের চতুর্দ্দশীতে ব্রতাচরণপূর্ব্বক পৌষের অবসানে ইহার সমাপন করিবে। যদি দৈবাৎ বিঘ্ন ঘটে, তবে ব্রতভঙ্গ হইবে না; উহার পরে পুনরায় করিতে হইবে। বিশেষরূপে সংখ্যা রাখিয়া দ্বাদশটীব্রতই আচরণীয়। এইরূপ করিলে কৃতব্রত নষ্ট হয় না। নর পূর্ব্বাহ্লিক ক্রিয়া সমাপনান্তে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে উপবাসী থাকিয়া নদীজলে স্নান করিবে। নদীর অভাবে তড়াগাদিতে স্নান কর্ত্তব্য। এই দিন তৈলাভ্যঙ্গ করিবে না; কোথাও যাইবে না; কেবল তীর্থসেবা করিবে। নরগণ স্বয়ম্ভু লিঙ্গের সমীপেই সর্ব্বদা শিবরাত্রি করিবে। তদভাবে শতাধিকবর্ষীয় মহাপুণ্য লিঙ্গে পর্ব্বতে—বনে—সমুদ্রান্তে—নদীতে বা শিবালয়ে ঐ ব্রত আচরণীয়। যে লিঙ্গ স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া অবস্থিত, তাহারই নাম স্বায়ম্ভুব লিঙ্গ। বালুলিঙ্গাদি সমস্ত লিঙ্গই পূজিত হইয়া ফলপ্রদ হয়। নর দিবাভাগে সযত্নে পুষ্প-ধূপাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ঐ দিন মদিরা, দ্যূত, নারী ও নখচ্ছেদ বর্জ্জন করিবে। ব্রহ্মচর্য্যে নিরত হইয়া শান্তভাবে উপবাস করিতে হইবে। ৯৭—১১৫। রাত্রিকালে

দেবাগ্রতো গত্বা কর্ত্তব্যাঃ সপ্ত পর্ব্বতাঃ। পক্কান্ন-ফলতাম্বূলপুষ্পধূপাদিচর্চ্চিতাঃ ॥ ১১৬ ॥ ঘৃতেন দীপঃ কর্ত্তব্যঃ পাপনাশনহেতবে। যতো দীপস্য মাহাত্ম্যং বিজ্ঞেয়ং মুক্তিদায়কম্ ॥ ১১৭ ॥ দীপঃ সদৈব কর্ত্তব্যো গৃহে দেবালয়ে নরৈঃ। দিব নিশি চ সন্ধ্যায়াং দীপঃ কার্য্যঃ স্বশক্তিতঃ ॥ ১১৮ ॥ কিঞ্চিদুদ্দ্যোতমাত্রেণ দেবাস্তুষ্যন্তি ভূতলে। পিতৃণাং প্রথমং দীপঃ কর্ত্তব্যঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি ॥ ১১৯ ॥ রাত্রৌ জাগরণং কার্য্যং যথা নিদ্রা ন জায়তে। শিবরাত্রিপ্রভাবোঽথং শ্রোতব্যঃ শিবসন্নিধৌ ॥ ১২০ ॥ শিবস্য চরিতং রাত্রৌ শ্রোতব্যং বহুবিস্তরম্। গীতং নৃত্যং তথা বাদ্যং কর্ত্তব্যং শিবসন্নিধৌ ॥ ১২১ ॥ এবং সা নীয়তে রাত্রির্মুখ্যং জাগরণং যতঃ। রাত্রৌ দেয়ানি দানানি শক্ত্যা বৈ তত্র জাগরে ॥ ১২২ ॥ পুনঃ স্নাত্বা প্রভাতে তু কর্ত্তব্যং শিবপূজনম্। পূজনীয়াশ্চ যতয়ো ভোজনাচ্ছাদনাদিভিঃ ॥ ১২৩ ॥ তপস্বিনাং প্রদাতব্যং ভোজনং গৃহমেধিভিঃ। দ্বাদশাষ্টৌ চ চত্বারো ভোক্তব্যা এক এব বা ॥ ১২৪ ॥ একোঽপি ব্রহ্মচারী যো ব্রহ্মর্ষিশ্চিবপূজকঃ। সহস্রাণাং সমো ভক্ত্যা গৃহে সম্ভোজিতো ভবেৎ ॥ ১২৫ ॥ অক্ষারালবণং পত্রে ভোক্তব্যং বাগ্‌যতৈঃ স্বয়ম্। পুত্রমিত্রকলত্রাণাং দাতব্যং ভোজনং পুরঃ ॥ ১২৬ ॥ অনেন বিধিনা কার্য্যা শিবরাত্রিঃ শিবব্রতৈঃ। দ্বাদশৈতা যদা পূর্ণাস্তিলপাত্রাণি বৈ তদা ॥ ১২৭ ॥ দ্বাদশৈব প্রদেয়ানি গুরুব্রাহ্মণজ্ঞাতিষু। ব্রতান্তে গৌঃ প্রদাতব্যা কৃষ্ণা বৎসযুতা দৃঢ়া ॥ ১২৮ ॥ সবস্ত্রাভরণা দেয়া ঘণ্টাভরণভূষিতা। অঙ্গুরীয়কবাসাংসি ছত্রোপানৎ কমণ্ডলু ॥ ১২৯ ॥ গুরবে দক্ষিণা দেয়া ব্রাহ্মণেভ্যঃ স্বশক্তিতঃ। এবং কৃত্বা ততো দেয়ং তপস্বিভ্যোঽথ ভোজনম্। মিষ্টান্নং বিবিধং দত্বা ক্ষমাপ্য চ বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ১৩০ ॥ এবং যঃ কুরুতে সত্যং তস্য পাপং ন বিদ্যতে। সন্তানমুত্তমং লব্ধা ভুক্তা ভোগানহুত্তমান্ ॥ ১৩১ ॥ দিব্যং বিমান-মারূঢ়ো দিব্যস্ত্রীপরিবেষ্টিতঃ। গীতবাদিত্রনির্ঘোষৈ-নীয়তে শিবমন্দিরে ॥ ১৩২ ॥ তদেতৎ কথিতং পুণ্যং শিবরাত্রিব্রতং ময়া। কৃতেন যেন লোকানাং সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১৩৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শিবরাত্রিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

দেবসমীপে গিয়া পক্কান্ন, ফল, তাম্বূল ও পুষ্প-ধূপাদি-চর্চ্চিত সপ্ত পর্ব্বত প্রস্তুত করিবে। পাপ-নাশার্থ ঘৃত-প্রদীপ জ্বালিয়া দিবে। কেননা, দীপমাহাত্ম্য মুক্তিপ্রদ বলিয়াই বিজ্ঞেয়। নরগণ গৃহে বা দেবালয়ে সর্ব্বদাই দীপ দিবে। নিজের শক্তি অনুসারে দিবসে, নিশায় বা সন্ধ্যায় দীপ প্রদান করিবে। দীপ কিঞ্চিৎ প্রজ্বলিত হইলেই ভূতলাগত দেবগণ তুষ্ট হইয়া থাকেন। পিতৃ-শ্রাদ্ধের দীপ প্রথমেই প্রজ্বলিত করিতে হয়। যাহাতে নিদ্রা না আসে; এমন ভাবে রাত্রি-জাগরণ করিতে হয়। রাত্রি জাগিয়া শিবসান্নিধানে শিবরাত্রির মাহাত্ম্য এবং বহু শিবচরিত শ্রবণ করিতে হয়। এইরূপে শিবসান্নিধানে নৃত্য, গীত, ও বাদ্য রাত্রিযোগে কর্ত্তব্য। এইরূপে রাত্রিযাপন করিতে হয়; কেন না, এই ব্রতে জাগরণই মুখ্য-কর্ম্ম। শক্তি অনুসারে সেই রাত্রিতে বিবিধ দানীয় দ্রব্য প্রদান করিবে। অনন্তর প্রভাতে স্নান করিয়া পুনরায় শিবপূজা করিবে। শিবপূজার পর ভোজনাচ্ছাদনাদি দ্বারা গৃহস্থগণ যতি ও তপস্বীদিগের সৎকার করিবেন। দ্বাদশ, আট, চারি বা এক জনকেও অন্ততঃ ভোজন করাইবে। শিবপূজক একজন ব্রহ্মচারীও ভক্তিপূর্ব্বক ভোজিত হইলে সহস্র ব্রহ্মচারী ভোজনের ফল হইয়া থাকে। অনন্তর নিজে বাগ্‌যত হইয়া অক্ষারলবণ ভোজন করিবে এবং পুত্র-মিত্র-কলত্রদিগকে নিজের সম্মুখেই ভোজন করাইবে। শিবব্রত-পরায়ণ ব্যক্তিগণ এইরূপ বিধি অনুসারেই শিব-রাত্রি করিবেন। যখন দ্বাদশ ব্রত পূর্ণ হইবে, তখন গুরু, ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিদিগকে দ্বাদশটী তিল-পাত্র প্রদান করিতে হইবে। ব্রতান্তে সবস্ত্রাভরণা ঘণ্টাভরণভূষিতা বসৎসা কৃষ্ণা গাভী, অঙ্গুরীয়, বস্ত্র, ছত্র, উপানহ, ও কমণ্ডলু প্রদান করিবে এবং নিজের শক্তি অনুসারে গুরু ও ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দিবে। এইরূপ করিয়া পরে তপস্বীদিগকে ভোজ্য ও বিবিধ মিষ্টান্ন প্রদানপূর্ব্বক ক্ষমা গ্রহণান্তে বিদায় করিবে। এই ভাবে যে সম্যক্ ভাবে ব্রতাচরণ করে, তাহার আর পাপ থাকে না; সে উত্তমসন্তান লাভ করিয়া ও উত্তম উত্তম ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া দিব্য স্ত্রী-পরিবৃত দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক গীত-বাদ্যাদি নির্ঘোষ সহকারে শিবমন্দিরে নীত হইয়া থাকে। এই আমি

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ। বিচিত্রমিদমাখ্যানং ত্বৎপ্রসাদাচ্ছ্রুতং ময়া। দৃষ্ট্বা নারায়ণং শপ্তং নারদো মন্দরে গিরৌ॥ ১॥ কিং চকার মুনীশ্রেষ্ঠ তন্মে বিস্তরতো মুনে। বদ সংসারসরণোদ্ভূতমায়াপ্রপীড়িতম্। কথামৃতজলৌঘেন বিতৃষং কুরু মাং প্রভো॥ ২॥ সারস্বত উবাচ। অথাসৌ নারদো দেবং জ্ঞাত্বা শপ্তং দ্বিজন্মনা। ভৃগুণা চ তথা পূর্ব্বং নান্যথৈতদ্ভবিষ্যতি॥ ৩॥ ভবিষ্যবং যত্তং দেব বর্ত্তমানং বিচিন্ত্যতাম্। অয়ঞ্চ বামনো ভূত্বা বিষ্ণুর্যাস্যতি তাং পুরীম্॥ ৪॥ নিগ্রহং স বলেঃ পশ্চাৎ করিষ্যতি মম প্রিয়ম্। যুদ্ধং বিনা কথং স্থেয়ং বর্ত্তমানং মহোৎসবম্॥ ৫॥ দেবদানবযুদ্ধানি দৈত্যগন্ধর্ব্বরক্ষসাম্। নিবারিতানি সর্ব্বাণি সরীসৃপপতত্রিণাম্॥ ৬॥ সাপত্নজঃ কলির্নাস্তি মম ভাগ্যপরিক্ষয়ে। দেবেন্দ্রো গুরুণা পূর্ব্বং বারিতঃ কিং করোম্যহম্॥ ৭॥ মাননীয়ো গুরুর্ম্মেঽয়মতস্তং ন শপাম্যহম্। যুদ্ধার্থং তু ততো যত্নো ন সিধ্যতি করোমি কিম্॥ ৮॥ কেনাপি দৈবযোগেন পুরুষার্থো ন সিধ্যতি। তথাপি যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ পুরুষার্থে বিপশ্চিতা। দৈবং পুরুষকারেণ বিনাপি ফলতি কচিৎ॥ ৯॥ যদুক্তং তদ্বচো ব্যর্থং যতঃ সিদ্ধিঃ প্রযত্নতঃ। বলিং গত্বা ভণিষ্যামি যথা যুদ্ধং করিষ্যতি॥ ১০॥ ন শ্রোষ্যতি স চেদ্বাক্যং নিশ্চিতং তং শাপাম্যহম্। ইত্যুক্ত্বা স যযৌ বেগান্নারদো বলিমন্দিরে। নিমেষান্তরমাত্রেণ শিষ্যাভ্যাং গগনে স্থিতঃ॥ ১১॥ প্রাসাদে শৈলসঙ্কাশে সপ্তভৌমে মহোজ্জ্বলে। তস্যোপরি সভা দিব্যা নির্ম্মিতা বিশ্বকর্ম্মণা॥ ১২॥ তস্যাং সিংহাসনং দিব্যং তত্রাসীনো বলির্নৃপ। দৈত্যৈঃ পরিবৃতঃ সর্ব্বৈঃ প্রৌঢ়িহাস্যকথাপরৈঃ॥ ১৩॥ ঋষিভির্ব্রাহ্মণৈঃ শান্তৈস্তথৈবোশনসা স্বয়ম্। পুত্রমিত্রকলত্রৈশ্চ সংবৃতো দিব্যমন্দিরে॥ ১৪॥ দেবাঙ্গনাকরগ্রাহ্যগৃহীতৈর্দ্দিব্যচামরৈঃ। সংবীজ্যমানো দৈত্যেন্দ্রঃ

পুণ্য শিবরাত্রি বলিলাম, এই ব্রতানুষ্ঠানে নরগণের নিখিল পাপ ক্ষয় হয়।১১৬—১৩৩।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬

সপ্তদশ অধ্যায়।

রাজা বলিলেন,—হে মুনে! আপনার প্রসাদে আমি বিচিত্র আখ্যান শ্রবণ করিলাম। মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ মন্দরাচলে নারায়ণকে শপ্ত দেখিয়া কি করিয়াছিলেন? অধুনা আপনি তাহা বিস্তৃতরূপে আমায় বলুন। হে প্রভো! আমি সংসারসরণজনিত মায়ায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছি, আপনি কথামৃত-বারিপ্রদানে আমায় বিতৃষ্ণ করুন। সারস্বত বলিলেন,—ভগবান্ নারদ, বিষ্ণু দেবকে ভৃগুকর্তৃক পূর্ব্বাভিশপ্ত জানিয়া ভাবিলেন,—এ শাপ অন্যথা হইবার নহে। এই শাপবাণী এতদিন ভবিষ্যবাণী ছিল; কিন্তু অধুনা সেইকাল বর্ত্তমান। ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপী হইয়া বলিরাজপুরে গমন করিতেছেন। তিনি বলিকে নিগৃহীত করিবেন। ইহা আমারই প্রেয়ঃ হইবে। অধুনা আমি যুদ্ধ ব্যতিরেকে থাকি কি করিয়া? যুদ্ধাভাবে বর্ত্তমান সময় আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছে। দেব-দানব যুদ্ধ ও দৈত্য-গন্ধর্ব্ব-রাক্ষস যুদ্ধ, কোন যুদ্ধই নাই; এমন কি, সরীসৃপ-পতত্রীদিগেরও সপত্নজ কলহ নাই। এ সকল আমার ভাগ্যদোষেই ঘটিয়াছে, বলিতে হইবে। দেবেন্দ্রও পূর্ব্বে গুরুকর্তৃক যুদ্ধে নিবারিত হইলেন; কি করিব! বৃহস্পতি আমার মাননীয় গুরু; এজন্য শাপ দিতেও পারিলাম না। যুদ্ধার্থ যে যত্ন করিয়াছিলাম, তাহা বিফল হইয়া গেল, করি কি! দৈবযোগে পুরুষকার সিদ্ধ না হইলেও বিপশ্চিৎগণ তদ্বিষয়ে যত্ন করিবেন। কখন কখন পুরুষকার ব্যতিরেকেও দৈব ফলিত হয়;—এই যে কথা, ইহা ব্যর্থ; যে হেতু সিদ্ধি প্রযত্ন হইতেই হয়। অতএব বলিকে গিয়া আমি বলিব—যাহাতে সে যুদ্ধ করে। যদি আমার বাক্য পালন না করে, নিশ্চয় শাপ দিব। এই কথা বলিয়া দেবর্ষি দ্রুতগতি বলিমন্দিরে গমন করিলেন; নিমেষ মধ্যে তিনি শিষ্যদ্বয় সহ গগনপথে সেখানে উপস্থিত হইলেন—দেখিলেন,—মহোজ্জ্বল শৈলসঙ্কাশ সাপ্তভৌম (সাততলা) প্রাসাদ; তদুপরি বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত মহতী সভা; এ হেন সভায় দিব্য সিংহাসন, তদুপরি বলিরাজ আসীন। দৈত্যগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে থাকিয়া প্রৌঢ়োক্তি সহকারে হাস্যকর কথা কহিতেছে। শান্ত ব্রহ্মর্ষিগণ স্বয়ং উশনা, এবং বলিরাজের পুত্র-মিত্র কলত্র সকলেই তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত। দেবাঙ্গনাগণ তাঁহাকে বীজন করি-

স্তূয়মানঃ স চারণৈঃ। ১৫। যাবদাস্তে মদোন্মত্তা মন্ত্রয়ন্তি পরস্পরম্। দৈত্যদানবমুখ্যা যে তে সর্ব্বে যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥১৬॥ উত্থায়োত্থায় ভাষন্তে প্রগল্‌ভন্তে সুরৈঃ সহ। অস্মদীয়মিদং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সাম্প্রতং গতম্। ১৭। শুক্রবুদ্ধ্যা বিনা যুদ্ধং প্রাপ্স্যতে কিং মহোদয়ঃ। দৈত্যেন্দ্রো দেবরাজেন স্নেহং চ কুরুতে যদি। ১৮। ঐরাবণং সদা মত্তং কথং নো যাচতে বলিঃ। চতুরং তুরগং কস্মান্নার্পয়তি দিবাকরঃ ॥১৯॥ যাবন্নাক্রম্যতে লুব্ধো ধনাধ্যক্ষো রণাজিরে। তাবন্নার্পয়তে বিত্তং যদা তৎসঞ্চিতং সুরৈঃ। ২০। ন দর্শয়তি রত্নানি জলরাশী রসাতলাৎ। যাবন্ন মন্দরং ক্ষিপ্ত্বা বিমথ্নীমো বয়ং চ তম্। ২১। যথামৃতকলাশ্চন্দ্রাদ্ভুজ্যন্তে ক্রমশঃ সুরৈঃ। এবং ভাগং বলেঃ কস্মান্ন দদাতি জলাত্মকঃ। ২২। স্বর্ধুনীশীতলো বাতঃ পদ্মকিঞ্জল্কবাসিতঃ। স্বর্গে বাতি শনৈর্যদ্বত্তথা ন বলিমন্দিরে। ২৩॥ ইন্দ্রচাপোদ্যতা মেঘা জলং মুঞ্চন্তি ভূতলে। বলিখড়্গোদ্ধতাঃ স্বর্গং পুনস্তে যান্তি ভূতলাৎ। ২৪। অস্মদীয়ে ধরাপৃষ্ঠে যমো মারয়তে জনম্। নৈবং স্বর্গে ন পাতালে পশ্যাহো কার্য্যকারণম্। ২৫। আয়ুর্বৃত্তিং সুতান্ সৌখ্যমস্মাকং লিখতি স্বয়ম্। ললাটে চিত্রগুপ্তোঽহসৌ ন দেবানান্তু তৎসমম্। ২৬। বর্ষশীতাতপাঃ কালা বর্ত্তন্তে ভুবি সাম্প্রতম্। ন স্বর্গে নৈব পাতালে ভীতা ভূমৌ ভ্রমন্তি হি। ২৭। একবীর্য্যোদ্ভবা যূয়ং স্বশ্রীয়া দেবদানবাঃ। ভূমৌ স্থিতা বয়ং কস্মাদ্দেবাঃ কেনোপরি কৃতাঃ। ২৮। সমুদ্রে মথ্যমানে তু দৈত্যেন্দ্রো বঞ্চিতঃ সুরৈঃ। একতঃ সর্ব্বদেবাশ্চ বলিশ্চৈবৈকতঃ স্থিতঃ॥ ২৯। উৎপন্নেষু চ রত্নেষু ভাগ্যং বৈ যস্য যাদৃশম্। গজাশ্বকল্পবৃক্ষাদ্যাশ্চন্দ্রগোগণদন্তিনঃ। ৩০। গৃহীত্বা হ্যমৃতং দেবৈর্ব্বয়ং পানে নিয়োজিতাঃ। এতয়া ঘূর্ণিতা যূয়ং ন জানীথাতিগর্ব্বিতাঃ। ৩১। পীতাবশেষং পীযূষং সত্যলোকে ধৃতং সুরৈঃ। অহোঽতিকুটিলা দেবাঃ কস্মাচ্ছেষং ন দীয়তে। ৩২। সুরামৃতমিতি জ্ঞাত্বা পীযূষাদ্বঞ্চিতা বয়ম্। তিলতৈলমেব মিষ্টং যৈর্ন দৃষ্টং ঘৃতং কচিৎ। ৩৩। বিষ্ণোর্ব্বক্রচরিত্রাণাং

তেছে এবং চারণগণ স্তুতিপাঠে নিরত রহিয়াছে। সমরাকাঙ্ক্ষী সভাস্থ মুখ্য মুখ্য দৈত্য-দানবগণ পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া একে একে উঠিয়া সুরগণের উদ্দেশে প্রগল্‌ভতা প্রকাশপূর্ব্বক বলিতেছে, যে, আমাদের এই সমস্ত ত্রৈলোক্য-রাজ্য সম্প্রতি শুক্রবুদ্ধিতে গেল; বিনা যুদ্ধে আর কি আমরা সে মহোদয় পুনরায় প্রাপ্ত হইব! দৈত্যেন্দ্র যদি দেবরাজকে স্নেহই করেন, তাহা হইলে তিনি সদামত্ত ঐরাবত প্রার্থনা করেন না কেন? দিবাকরই বা কেন চতুর তুরঙ্গ অর্পণ না করেন? ফলতঃ যতদিন না আমরা সেই লুব্ধ ধনাধ্যক্ষকে রণাঙ্গনে আক্রমণ করিতেছি, ততদিন সে দেব-সঞ্চিত বিত্ত আমাদিগকে প্রদান করিবে না। যাবৎ আমরা মন্দর নিক্ষেপ করিয়া জলরাশিকে মন্থন না করিতেছি, তাবৎ সেও আমাদিগকে রসাতল হইতে রত্ন সকল দেখাইবে না। জলাত্মা চন্দ্র সুরগণকে যেমন অমৃত কলা প্রদান করেন, তদ্রূপ বলিকে কেন ভাগ প্রদান করেন না? পদ্মকিঞ্জল্ক-বাসিত স্বর্ধুনী-শীতল বাত, স্বর্গে যেমন মন্দ মন্দ প্রবাহিত হয়, বলিমন্দিরে ত কৈ সেরূপ বহে না! মেঘনিচয় ইন্দ্রচাপোদ্যত হইয়া ভূতলে বর্ষণ করে, কিন্তু বলিখড়্গোদ্ধত হইয়া তাহারা ভূতল হইতে স্বর্গে পলায়ন করিয়া থাকে। যম আমাদের ধরায় মানুষ মারে; কিন্তু স্বর্গে বা পাতালে ঘেঁষিতে পারে না; অহো কার্য্য-কারণ দেখ! চিত্রগুপ্ত স্বয়ং আমাদের ললাটে আয়ু, বৃত্তি, সন্তান, সৌখ্য, লিখিয়া দেয়, কিন্তু দেবতাদের এরূপ নহে। বর্ষা, শীত, আতপ প্রভৃতি কাল সকল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সম্প্রতি ভূতলে বাস করিতেছে, স্বর্গে বা পাতালে তাহাদের অধিকার নাই। ১—২৭। দেব-দানব আমরা সকলেই ত একবীর্য্যোদ্ভব; তবে আমরাই বা কি জন্য ভূতলে আর দেবতারা কি জন্য স্বর্গে? সমুদ্রমন্থনে সুরগণ দৈত্যেন্দ্রকে বঞ্চিত করিয়াছে;—একদিকে সর্ব্বদেবতা; আর এক দিকে বলি; রত্ন উৎপন্ন হইলে কি হয়, যার যেমন ভাগ্য! গজ, অশ্ব, কল্পবৃক্ষ, চন্দ্র, গোসমূহ, দন্তী ও অমৃত, এ সকল—আমাদিগকে সুরাপানে নিয়োজিত করিয়া দেবগণ গ্রহণ করিল! আর আমরা সুরার ঘোরে মত্ত হইয়া কিছুই জানিতে পারিলাম না! পীতাবশেষ পীযূষ সুরগণ সত্যলোকে ধারণ করিল! অহো অতি-কুটিল দেবগণ কি হেতু আমাদিগকে সুধাভাগ প্রদান করিল না! অহো সুরাকে অমৃত মনে করিয়া আমরা পীযূষ হইতে বঞ্চিত হইলাম। তিলতৈলই আমাদের মিষ্ট হইল; ঘৃত কখন দেখিতে পাইলাম না! বিষ্ণুর চক্র-চরিত্রের

সংখ্যা কর্তুং ন শক্যতে। তথাপি কথ্যতে তুষ্টৈ-হৃষ্টৈস্তৈর্যদনুষ্ঠিতম্॥ ৩৪॥ গৌরাঙ্গী সুন্দরী সুভ্রূঃ পীনোন্নতপয়োধরা। সুকেশা চন্দ্রবদনা কর্ণান্তবিলোচনা॥ ৩৫॥ বলিত্রয়াঙ্কিতা মধ্যে বালা মুষ্ট্যাপি গৃহ্যতে। স্থলারবিন্দচরণা লতেব ভুজভূষিতা॥ ৩৬॥ সা সর্ব্বাভরণোপেতা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা। ত্রৈলোক্যমোহিনী দেবী সঞ্জাতামৃতমন্থনে॥ ৩৭॥ অমৃতাদুত্থিতা পূর্ব্বং যস্য সা তস্য তদ্ভবম্। ত্রৈলোক্যং বশগং তস্য যস্য সা চারুলোচনা॥ ৩৮॥ তয়া সম্মোহিতাঃ সর্ব্বে দেবদানবরাক্ষসাঃ। বিমুচ্য মন্থনং সর্ব্বে তাং গ্রহীতুং সমুদ্যতাঃ॥ ৩৯॥ একা স্ত্রী বহবো দেবা দানবা দৈত্যরাক্ষসাঃ। বিবাদঃ সুমহান্ জাতঃ কথমত্র ভবিষ্যতি॥ ৪০॥ আগত্য বিষ্ণুনা সর্ব্বে ভুজে ধৃত্বা নিবারিতাঃ। অস্যার্থে কিমহো বাদঃ ক্রিয়তে ভোঃ পরস্পরম্॥ ৪১॥ অমৃতার্থে সমারম্ভো মহিলার্থে বিনশ্যতি। সঙ্কেতং প্রথমং কৃত্বা বিষ্ণুনা চুম্বিতা পুনঃ॥ ৪২॥ দিব্যরূপধরঃ স্রগ্বী বনমালী বিভূষিতঃ। কৌস্তুভোদ্দ্যোতিততনুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥ ৪৩॥ ভক্ত্যা হস্তে শুভাং মালাং দত্ত্বা বিষ্ণুঃ পুরঃ স্থিতঃ। উদ্ধৃত্য বাহুং সর্ব্বেষাং বভাষে বচনং হরিঃ॥ ৪৪॥ কুর্ব্বন্তু কুণ্ডলং সর্ব্বে তিষ্ঠন্তু স্বয়মাসনে। বিলোক্য স্বেচ্ছয়া লক্ষ্মীর্বরমালাং প্রযচ্ছতু॥ ৪৫॥ স্বয়ংবরবিভেদং যঃ করিষ্যত্যতিলম্পটঃ। স বধ্যঃ সহিতৈঃ সর্ব্বৈঃ পরস্ত্রীলুব্ধকো যথা॥ ৪৬॥ পরদারকৃতং পাপং স্ত্রীবধাৎ তস্য জায়তাম্। অন্যোঽপি যঃ করোত্যেবমেবমস্তু তদুচ্যতাম্॥ ৪৭॥ সাধারণং হরিং জ্ঞাত্বা তথেত্যুক্তা তথা কৃতম্। দেবদানবদৈত্যানাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্। মধ্যে যোঽভিমতো ভর্ত্তা স তে সত্যং ভবেদিতি॥ ৪৮॥ তেনাসৌ মোহিতা পূর্ব্বং দৃষ্টিদানেন কর্ষিতা। আদ্যং সম্মোহনং স্ত্রীণাং চক্রে দৃষ্টিনিরীক্ষণম্॥ ৪৯॥ এবমেবেতি তৎকর্ণে হস্তং দত্ত্বা যদুচ্যতে। দধাতি হৃদি যং নারী কামবাণপ্রপীড়িতা॥ ৫০॥ তমেব বরয়েদত্র কশ্চিন্নাস্ত্যেব সংশয়ঃ। সঞ্জাতে কলহে পূর্ব্বং হরিণা তং নিবর্ত্তিতুম্॥ ৫১॥ যদা গৃহীতা সর্ব্বৈঃ স হরিং নৈব বিমুঞ্চতি। তমেব

ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য; তথাপি হৃষ্ট-তুষ্ট দেবগণের অনুষ্ঠিত বিষয় বলিতেছি। গৌরাঙ্গী, সুন্দরী, সুভ্রূ, পীনোন্নতপয়োধরা, সুকেশা, চন্দ্রবদনা, কর্ণান্ত-বিলোচনা, ত্রিবলীযুতমধ্যা, মুষ্টিগ্রাহ্য-কটি, স্থলারবিন্দ-চরণা, লতাসদৃশ-ভুজা, সর্ব্বাভরণভূষিতা, সর্ব্বলক্ষণযুতা, ত্রৈলোক্যমোহিনী দেবী লক্ষ্মী অমৃত-মন্থনে উৎপন্না হইলেন। তিনি অমৃত হইতে উত্থিত হইয়া প্রথমে যাহার হইলেন, তাঁহারই তিনি। এই চারুলোচনা যাহার, এই ত্রৈলোক্যই তাহার বশবর্ত্তী। তিনি দেব-দানব রাক্ষস সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। এই সময় সকলেই মন্থন করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সবে মাত্র একটী স্ত্রী; আর বহু দেব-দানব দৈত্য-রাক্ষস। কাজেই মহান্ বিবাদ উপস্থিত হইল। সকলের তাঁহাকে লাভ করিতে ইচ্ছা; এমন সময় বিষ্ণু আসিয়া সকলের হাতে ধরিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন,—একটা স্ত্রীলোকের জন্য তোমরা পরস্পর বিবাদ করিতেছ! হুঃ তোমারা অমৃতার্থ মন্থন আরম্ভ করিয়া তাহা মহিলার্থ বিনষ্ট করিবে? দৈত্যগণকে এই বলিয়া তিনি সঙ্কেত করিয়া দেবীকে একটী চুম্বন দিলেন, দিয়া দিব্যরূপধারী স্রগ্বী, বনমালা-বিভূষিত, কৌস্তুভোদ্দ্যোতিততনু ও শঙ্খ-চক্র-গদাধর হইয়া তাঁহার হস্তে একটী মালা প্রদান করিয়া বাহু উদ্ধৃত করিয়া সকলকে বলিলেন,—সকলে কুণ্ডলাকারে আসনে উপবেশন কর; লক্ষ্মী দেবী স্বেচ্ছায় দেখিয়া-শুনিয়া বরমালা প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি অতি লম্পট হইয়া স্বয়ম্বর ভঙ্গ করে, সকলে সমবেত হইয়া তাহাকে বধ করিতে হয়, আর তাহার পরদারকৃত ও স্ত্রীহত্যাজনিত পাপ হইয়া থাকে। অত্রত্য যদি কেহ উক্ত প্রকার আচরণ করে, তাহা হইলে সে ‘এবমস্তু’ বলুক। অতঃপর দেব, দানব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, ও রাক্ষস সকলেই হরিকে সাধারণ (সমহিতৈষী) বলিয়া তাঁহার বাক্য অনুমোদন করিল। হরি লক্ষ্মীকে বলিলেন,—এই সকলের মধ্যে যে তোমার অভিমত, সেই তোমার ভর্ত্তা হইবে, ইহা সত্য জানিবে। হরি পূর্ব্বেই দৃষ্টিমাত্রে আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্মীকে মোহিত করিয়াছিলেন; যে হেতু দৃষ্টি-নিরীক্ষণই রমণীগণের প্রথম সম্মোহন হয়। হরি লক্ষ্মীর কর্ণে হস্ত দিয়া তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন,—এইরূপ এইরূপ করিবে। কামবাণপীড়িত হইয়া নারী, যাহাকে হৃদয়ে ধারণ করে, তাহাকেই বরণ করিয়া থাকে, সংশয় নাই। লক্ষ্মীস্বয়ম্বরের কলহ নিবারণ করিবার জন্য হরি প্রস্তুত থাকিলেন। ক্রমে যখন

ভর্ত্তা সা চ ত্বৈ মুঞ্চ মাং ব্রজ দূরতঃ ॥ ৫২ ॥ মুক্ত্বা দূরং ততো বিষ্ণুঃ প্রবিষ্টঃ সুরমণ্ডলে। তদা সর্ব্বে চ মামুক্ত্বা যথাস্থানং স্বয়ং গতাঃ ॥ ৫৩ ॥ আচষ্ট বিজয়া পূর্ব্বং সর্ব্বান্ দেবান্ যথাক্রমম্। সা চ নিরীক্ষতে পশ্চাৎ বিচার্য্য বিমুঞ্চতি ॥ ৫৪ ॥ উদাসীনঃ শিবঃ শান্তো গৌরীকান্তস্ত্রিলোচনঃ। নান্যাং নিরীক্ষতে নিত্যং ধ্যানাসক্তস্ত্রিলোচনঃ ॥ ৫৫ ॥ পিতামহোঽয়মিত্যুক্তং যদা সখ্যা তদা তয়া। নমস্কৃত্য গতং দূরে কৃত্বা মৌনং ন পশ্যতি ॥ ৫৬ ॥ আদিত্যং পদ্মকং মুঞ্চ দহনং দহনাত্মকম্। বাতি বাতো গতা দূরে বরুণো মে পিতা যতঃ ॥ ৫৭ ॥ পৌলোমীবদনাসক্তো দেবেন্দ্রো মে ন রোচতে ॥ ৫৮ ॥ বধবন্ধকৃতচ্ছেদভেদদণ্ডবিকর্ষণম্। কুর্ব্বন্ন কুরুতে সৌম্যং রূপং বৈবস্বতো যম ॥ ৫৯ ॥ দেবদানবগন্ধর্ব্বদৈত্যপন্নগরাক্ষসান্ ॥ ৬০ ॥ দৃষ্ট্বা ত্যাগাংস্ততো যাতি দৃষ্টোঽহসৌ পুরুষোত্তমঃ। কর্ণান্তলোচনভ্রান্তবক্ত্রং দৃষ্ট্বাবলোক্য তম্ ॥ ৬১ সৌভাগ্যাতিশয়াক্রান্তং রম্যং কামমনোহরম্।

সকলে লক্ষ্মীদেবীকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল, তখন দেবী হরিকে মোচন করিলেন না। তিনি বলিলেন,—আপনিই আমার ভর্ত্তা; আপনি আমাকে মোচন করিয়া দূরে লইয়া চলুন অনন্তর হরি তাঁহাকে লইয়া সুরমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন। এই সময় সকলেই লক্ষ্মীকে সম্ভাষণ করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। বিজয়া দেবগণের কথা পূর্ব্বেই যথাক্রমে বলিয়াছিলেন। দেবী দেবতাদের সকলকে নিরীক্ষণ করিয়া বরণার্হ কি না বিবেচনায় পশ্চাৎ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। উদাসীন, শান্ত, গৌরীকান্ত, ত্রিলোচন শিব ধ্যানযুক্ত অবস্থায় অন্য কোন রমণীকেই অবলোকন করেন না। সুতরাং তিনি লক্ষ্মীকে দেখিলেন না। লক্ষ্মী দেবী পিতামহকে দেখিয়া 'ইনি পিতামহ' বলিয়া নমস্কারপূর্ব্বক সখার সহিত দূরে গমন করত মৌন অবলম্বন করিলেন তাঁহাকে দেখিলেন না। আদিত্য, পদ্মক, দহনাত্মক দহন ও বায়ু পরিত্যক্ত হইলেন। বরুণকে 'পিতা' বলিয়া দূরে গেলেন। তিনি বলিলেন,—পৌলোমীবদনাসক্ত দেবেন্দ্র আমার রুচিকর নহে; বধ, বন্ধ, ছেদ, ভেদ, দণ্ড ও বিকর্ষণকারী বৈবস্বত যমও কুরূপ। অনন্তর তিনি দেব দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, পন্নগ ও রাক্ষসদিগকে দর্শন করিয়া অবশেষে পুরুষোত্তমকে দর্শন করিলেন। তিনি কর্ণান্তলোচন-ভ্রান্তবদন, সুভগ, রম্য, কাম-মনোহর

সঞ্জাতপুলকোদ্ভেদস্বেদবারিকণাঙ্কিতম্ ॥ ৬২ ॥ দেবদানবদৈতেন্দ্রৈঃ ক্রোধদৃষ্টিনিরীক্ষিতম্। রম্যং রামা বরং চক্রে দদৌ মালাং ততঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৩ ॥ দৈত্যাঃ পরস্পরং প্রোচুঃ প্রেক্ষ্য তৎ সুরচেষ্টিতম্। বিভাগং পশ্য দেবানাং স্বর্গে সর্ব্বে স্বয়ং গতাঃ ॥ ৬৪ ॥ পাতালস্থা বলে যূয়ং মানবা ধরণীতলে। দেবাস্ত্রিভুবনে যান্তি ন বয়ং স্বর্গগামিনঃ ॥ ৬৫ ॥ মানবাঃ ক্ষত্রিয়া রাজ্যং কুর্ব্বন্তু পৃথিবীতলে। পাতালন্তু পরিত্যজ্য ধাত্রী যদি তু রক্ষ্যতে ॥ ৬৬ ॥ দৈত্যদানবকৈঃ কৈশ্চিদ্রাজ্ঞৈস্তন্ন শোভনম্। অথ কিং বহুনোক্তেন রাজা ত্রিভুবনে বলিঃ ॥ ৬৭ ॥ সম্বিভজ্যাথ রত্নানি সমং রাজ্যং বিধীয়তাম্। যাবদেবং প্রগল্ভন্তে তাবৎ পশ্যন্তি নারদম্ ॥ ৬৮ ॥ গগনাৎ সমুপায়ান্তং দ্বিতীয়মিব ভাস্করম্। ব্রহ্মদণ্ডকরাসক্তযুদ্ধপুস্তকধারিণম্ ॥ ৬৯ ॥ কৃষ্ণাজিনধরং শান্তং ছত্রবীণাকমণ্ডলূন্। মৌঞ্জীগুণত্রয়াসক্তগ্রন্থিপ্রবরমেখলম্ ॥ ৭০ ॥ ব্রহ্মরূপধরং শান্তং দিব্যরুদ্রাক্ষভূষিতম্। গতকল্মকৃতগ্রন্থিসূত্রমালাবলম্বিতম্ ॥ ৭১ ॥ বিরিঞ্চিরসংবাদো জন্মাহঙ্কারগর্ব্বিতৈঃ। সংক্রুদ্ধৈঃ

সঞ্জাতপুলক, স্বেদবারিকণাঙ্কিত এবং দেব, দানব ও দৈত্যেন্দ্রগণ কর্ত্তৃক ক্রোধদৃষ্টিতে অবলোকিত। এতাদৃশ রম্য পুরুষকে রমা মাল্য প্রদান করিয়া বরণ করিলেন।২৮—৬৩। দৈত্যগণ সুরচেষ্টিত অবলোকন করিয়া বলিল,—দেবতাদের ভাগ করা দেখ একবার, তাহারা স্বয়ং স্বর্গে গেল; আর তোমাদের জন্য পাতাল আর মানবদের জন্য ভূতল। দেবগণ ত্রিভুবনের সর্ব্বত্রই যাইতে পারে; কিন্তু আমরা স্বর্গে যাইতে পারি না। ক্ষত্রিয় মানবগণ ভূতলে রাজ্য করিতে থাকুক; কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহ যদি পাতাল পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবী শাসন করিতে থাকে তো, সেটা ভাল হয় না! অধিক আর কি বলিব? বলি ত্রিভুবনের রাজা; অতএব তোমরা রত্ন সকল সমভাগে বিভক্ত করিয়া রাজ্য কর। দৈত্যগণ যেমন এইরূপ প্রগল্ভতা প্রকাশ করিতেছে, অমনি তথায় দেবর্ষি নারদ গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি গগন হইতে দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় আগত হইলেন। তিনি ব্রহ্মদণ্ডকরাসক্তযুদ্ধপুস্তকধারী; কৃষ্ণাজিনধর; শান্ত, ছত্র, বীণা, কমণ্ডলু, ও কৃষ্ণাজিনধর, মৌঞ্জীগুণত্রয়াসক্ত, গ্রন্থিপ্রবর-মেখল; ব্রহ্মরূপী, রুদ্রাক্ষভূষিত; গতকল্মকৃতগ্রন্থি সূত্রমালাধারী; এবং "অদ্য কোন্ জন্মাহঙ্কারবর্জ্জিত সংক্রুদ্ধ ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিরিঞ্চিরসংবাদ কৃত হইতেছে"

ক্রিয়তে কোহধুনা চিন্তাতৎপরমানসম্ ॥ ৭২ ॥ আয়ান্তং নারদং দৃষ্ট্বা বিস্মিতাঃ সমুপস্থিতাঃ। প্রভো প্রসাদঃ ক্রিয়তামাগন্তব্যং গৃহে মম ॥ ৭৩ ॥ ধন্যোহহং কৃতপুণ্যোহহং যস্য মে ত্বং গৃহাগতঃ। ইত্যুক্তে বলিনা বিপ্রো বিবেশাসুরমন্দিরে। আসনং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ দত্ত্বা সম্পূজিতো দ্বিজঃ ॥৭৪॥ প্রবিশ্য সহিতাঃ সর্ব্বে সংবিষ্টা দৈত্যদানবাঃ। শুক্রেণ সহিতো দৈত্যো বভাষে নারদং বলিঃ ॥ ৭৫ ॥ ইদং রাজ্যমিমে দারা ইমে পুত্রা অহং বলিঃ। ক্রহি যেনাত্র তে কার্য্যং দানং মে প্রথমং ব্রতম্ ॥ ৭৬ ॥ নারদ উবাচ। ভক্ত্যা তুষ্যন্তি যে বিপ্রাস্তে বিপ্রা ভূমিদেবতাঃ। ন তু যে পূজিতাঃ শক্ত্যা পুনর্যাচন্তি তেঽধমাঃ ॥ ৭৭ ॥ ত্বয়াহং পূজিতো হৃষ্টো ন বিত্তৈর্মে প্রয়োজনম্। হৃষ্টোঽহং তব রাজ্যেন যজ্ঞৈর্দানৈর্ব্রতৈস্তথা ॥ ৭৮ ॥ দেবৈঃ কৃতং বিপ্রিয়ং তে কিঞ্চিৎ পশ্যাম্যহং বলে। ত্বয়া সম্পূজ্যমানোঽপি দেবরাজো ন তুষ্যতি ॥ ৭৯ ॥ ন ক্ষমন্তি সুরাঃ সর্ব্বে তব রাজ্যং ধরাতলে। স্বর্গে যে তাপকো জাতো দেবানাং তব বিগ্রহে ॥ ৮০ ॥ সন্নহ্য প্রথমং যাতি য সৈন্যং শত্রুভূমিষু। স ক্ষত্রিয়ো বিজয়তে তস্য রাজ্যঞ্চ বর্দ্ধতে ॥ ৮১ ॥ উচ্ছেদস্তব রাজ্যস্য ভবিস্যতি শ্রুতং ময়া। এবং জ্ঞাত্বা যথাযুক্তং তচ্ছীঘ্রং তু বিধীয়তাম্ ॥ ৮২ ॥ বলিরুবাচ। যৈর্গুণৈঃ কুরুতে রাজ্যং রাজা তান্ বদ মে বিভো। দানং পাত্রে প্রদাতব্যং ময়া ত্বমপি তং বদ ॥ ৮৩ ॥ নারদ উবাচ। ষড়্‌বিংশদ্‌গুণসম্পন্নো রাজা রাজ্যং করোতি চ। স রাজ্যফলমাপ্নোতি শৃণু তৎকথয়াম্যহম্ ॥ ৮৪ ॥ চরেদ্ধর্ম্মানকটুকো মুঞ্চেৎ স্নেহমনাস্তিকে। অনৃশংসশ্চরেদর্থং চরেৎ কামমনুদ্ধতঃ ॥ ৮৫ ॥ প্রিয়ং ব্রূয়াদকৃপণঃ শূরঃ স্যাদবিকত্থনঃ। দাতা চায়ামবর্জ্জঃ স্যাৎ প্রগল্‌ভঃ স্যাদনিষ্ঠুরঃ ॥ ৮৬ ॥ সন্দধীত ন চানার্য্যান্ বিগৃহ্ণীয়ান্ন বন্ধুভিঃ। নামাপ্তৈশ্চারয়েচ্চারান্ কুর্য্যাৎ কার্য্যমপীড়য়ন্ ॥ ৮৭ ॥ অর্থান্ ব্রূয়ান্ন চাপৎসু গুণান্ ব্রূয়ান্ন চাত্মনঃ। আদদ্যান্ন চ সাধুভ্যো নাসৎ পুরুষমাশ্রয়েৎ ॥ ৮৮ ॥ নাপরীক্ষ্য নয়েদ্দণ্ডং ন চ মন্ত্রং প্রকাশয়েৎ। বিসৃজেন্ন চ লুব্ধেভ্যো বিশ্বসেন্নাপকারিষু ॥ ৮৯ ॥ আপ্তৈঃ সুগুপ্তদারঃ

এইরূপ চিন্তাতৎপরমানস। এতাদৃশ দেবর্ষিকে দেখিয়া দৈত্যগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া উপস্থিত হইল। বলি বলিল,—প্রভো! প্রসাদ করুন; আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন; আমি ধন্য ও কৃতপুণ্য। বলি কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দেবর্ষি দৈত্যমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, দিয়া বলি তাঁহার পূজা করিলেন। সকল দৈত্যই প্রবেশ করিয়া দেবর্ষিসমীপে উপবিষ্ট হইল। শুক্রের সহিত বলি দেবর্ষিকে বলিলেন,—এই রাজ্য, দার, পুত্র, ও আমি বলি, ইহার মধ্যে আপনাকে কি দিব, বলুন, কিসে আপনার কার্য্য হইবে? যে হেতু দানই আমার প্রধান ব্রত। নারদ বলিলেন,—ভক্তিতে যাহারা তুষ্ট হন, সেই বিপ্রগণই ভূমিদেবতা। কিন্তু যাহারা শক্তিতে পূজিত হইয়া যাচ্ঞা করে, তাহারা অধম। তোমা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আমি হৃষ্ট হইয়াছি; বিত্তে আমার প্রয়োজন নাই। আমি তোমার রাজ্য, যজ্ঞ, দান ও ব্রতে অহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু আমি তোমার দেবকৃত বিপ্রিয় কিঞ্চিৎ দেখিলাম। তোমা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াও দেবরাজ তুষ্ট হন না। সুরগণ ধরাতলে তোমার রাজ্য সহিতে পাবেন না। দেবতাদিগের তোমার সহিত বিগ্রহ করিবার কথা শুনিতে পাওয়ায় স্বর্গ আমার সন্তাপকর হইয়াছে। যে জন প্রথমে সন্নদ্ধ হইয়া সমরে শত্রুসৈন্য মধ্যে গমন করে, সেই ক্ষত্রিয় বিজয়শ্রীযুক্ত হয় এবং তাহার রাজ্য বাড়ে। আমি শুনিলাম,—তোমার রাজ্য উচ্ছিন্ন হইবে। ইহা জানিয়া-শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর। বলি বলিল,—হে বিভো! যে গুণে রাজারা রাজ্য করে, তাহা আপনি আমাকে বলুন। আর উপযুক্তপাত্রে দান করার কথাও বলুন। ৬৪—৮৩। নারদ বলিলেন,—ষড়্‌বিংশতি গুণসংযুক্ত হইয়া রাজা রাজ্য করিবেন। এরূপ করিলে তিনি রাজ্যফল প্রাপ্ত হন, বলিতেছি শ্রবণ কর। রাজা অকটুক হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে; অনাস্তিকে স্নেহ পরিত্যাগ করিবে; অনৃশংসভাবে অর্থাচরণ করিবে; অনুদ্ধত হইয়া কামাচরণ করিবে, অকৃপণভাবে প্রিয় বলিবে, অবিকত্থন হইয়া শূর হইবে, আয়ামবর্জ্জিত দাতা হইবে, অনিষ্ঠুর প্রগল্‌ভ হইবে, অনার্য্যের সহিত সন্ধি করিবে না; বন্ধুর সহিত বিগ্রহ করিবে না; বিবিধ আপ্তজনকে চার করিবে; পীড়িত না করিয়া কার্য্য করিবে; আপদে অর্থ বলিবে না; আত্মগুণ খ্যাপন করিবে না; সাধু হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না; অসৎপুরুষ আশ্রয় করিবে না; পরীক্ষা না করিয়া দণ্ড দিবে না; মন্ত্রণ

স্যাদ্রক্ষ্যশ্চান্যো ঘৃণী নৃপঃ। স্ত্রিয়ং সেবেত নাত্যর্থং মৃষ্টং ভুঞ্জীত নাহিতম্॥৯০॥ অস্তেয়ঃ পূজয়েন্মান্যান্ গুরুং সেবেদমায়য়া। অর্চ্চ্যো দেবো ন দম্ভেন শ্রিয়মিচ্ছেদকুৎসিতাম্॥৯১॥ সেবেত প্রণয়ং কৃত্বা দক্ষঃ স্যাদথ কালবিৎ। সান্ত্ববাক্যং সদা বাচ্যমনু-গৃহ্ণন্ন চাক্ষিপেৎ॥৯২॥ প্রহরেন্ন চ বিপ্রায় হত্বা শত্রূন্ন শেষয়েৎ। ক্রোধং কুর্য্যান্ন চাকস্মান্মৃদুঃ স্যান্নাপকারিষু॥৯৩॥ এবং রাজ্যে চিরং স্থেয়ং যদি শ্রেয় ইহেচ্ছসি। তপঃস্বাধ্যায়দানানি তীর্থ-যাত্রাশ্রমাণি চ॥৯৪॥ যোগেনাত্মপ্রবোধস্য কালং নার্হন্তি ষোড়শীম্। ত্বয়া সংসারবৈরাগ্যং কর্ত্তব্যং বিপ্রপূজনম্॥৯৫॥ যষ্টব্যং বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্ধ্যেয়ো নারায়ণো হরিঃ। প্রসঙ্গেন সমায়াতো যাস্যে রৈব-তকে গিরৌ॥৯৬॥ তত্রাস্তে ভগবান্ বিষ্ণুর্নদী ত্রৈলোক্যপাবনী। তত্রাস্তে চ শিবাবৃক্ষো বহু-পুষ্পফলান্বিতঃ। তত্র গত্বা করিষ্যামি ব্রতং তদ্বিষ্ণুবল্লভম্॥৯৭॥ বলিরুবাচ। কোঽয়ং রৈব-তকো নাম ব্রতং কিং বিষ্ণুবল্লভম্। শিবাবৃক্ষাশ্চ কে প্রোক্তাস্তং কথং কথয়স্ব মে॥৯৮॥ নারদ উবাচ। পুরা যুগাদৌ দৈত্যেন্দ্র সপক্ষাঃ পর্ব্বতাঃ কৃতাঃ। সঞ্চিন্ত্য ব্রহ্মণা পশ্চাদচলাস্তে কৃতাঃ পুনঃ॥৯৯॥ উৎপতন্তি মহাকায়া নিপতন্তি যদৃচ্ছয়া। মেরুমন্দরকৈলাসা অচলা সংস্থিতাঃ স্থিরাঃ॥১০০॥ বারিতা ন স্থিতা যে তু ত ইন্দ্রেণ স্থিরীকৃতাঃ। মেরোর্দক্ষিণশৃঙ্গে তু কুমুদেতি স পর্ব্বতঃ॥১০১॥ দিব্যঃ সপক্ষঃ সৌবর্ণো দিব্যবৃক্ষৈঃ সমাবৃতঃ। তস্যোপরি পুরী দিব্যা বৈষ্ণবী বিষ্ণুনা কৃতা॥১০২॥ তস্যা মধ্যে গৃহং দিব্যং যস্মিল্লক্ষ্মীঃ সদা স্থিতা। মেরোঃ শৃঙ্গে পুরী রম্যা গৃহং তত্র মনোরমম্॥১০৩॥ তত্রাস্তে স ভবো দেবো ভবানী যত্র সংস্থিতা। সভা মাহেশ্বরী রম্যা সৌবর্ণী রত্ন-মণ্ডিতা॥১০৪॥ তত্রাস্তে ভগবান্ বিষ্ণুর্দেবৈ-র্ব্রহ্মাদিভির্বৃতঃ। তস্যাং বিষ্ণুঃ সদা যাতি দেবং দ্রষ্টুং মহেশ্বরম্॥১০৫॥ সৌবর্ণৈঃ কুমুদৈর্যস্মাদসৌ সর্ব্বত্র মণ্ডিতঃ। কুমুদেতি কৃতং নাম দেবৈস্তত্র সমাগতৈঃ॥১০৬॥ একদা ভগবান্ রুদ্রো গিরৌ তস্মিন্ সমাগতঃ। দ্রষ্টুং তচ্ছিখরে রম্যে তাং পুরীং বিষ্ণুপালিতাম্॥১০৭॥ গৃহাগতং হরং দৃষ্ট্বা হরিণা

প্রকাশ করিবে না; লুব্ধককে কুত্রাপি প্রেরণ করিবে না; অপকারীকে বিশ্বাস করিবে না, আত্মদ্বারা সুগুপ্ত-দার হইবে; দয়াযুক্ত হইয়া রক্ষা করিবে; অত্যন্ত স্ত্রীসেবা করিবে না; অত্যন্ত অধিক মিষ্ট খাইবে না; অস্তেয়ী হইয়া মান্য পূজা করিবে; মায়াবর্জ্জিত হইয়া গুরুসেবা করিবে; অদম্ভে দেবার্চ্চনা করিবে; অকুৎসিতা স্ত্রী ইচ্ছা করিবে; প্রণয়পূর্ব্বক নিপুণভাবে সেবা করিবে; সদা সান্ত্ববাক্য বলিবে; অনুগ্রহ করিয়া তিরস্কার করিবে না; বিপ্রকে প্রহার করিবে না; শত্রু নিহত করিয়া শেষ রাখিবে না, অকস্মাৎ ক্রোধ করিবে না এবং অপকারী ব্যক্তির সহিত মৃদু ব্যবহার করিবে না। তুমি যদি শ্রেয় ইচ্ছা কর, তবে এইভাবে চিরকাল রাজ্য পালন করিবে। তপঃ-স্বাধ্যায় দান ও তীর্থযাত্রাশ্রম, এ সকল যোগদ্বারা আত্মপ্রবোধের ষোড়শী কলারও যোগ্য নহে! তুমি সংসার-বৈরাগ্য, বিপ্রপূজা, বিবিধ যাগ ও নারায়ণ-ধ্যান করিবে। হে রাজন্! আমি প্রসঙ্গাধীন এখানে আসিয়াছি; রৈবতকাচলে গমন করিব। সেখানে ভগবান্ বিষ্ণু, ত্রৈলোক্যপাবনী নদী, ও বহু পুষ্প-ফলান্বিত শিবাবৃক্ষ আছেন। তথায় উপস্থিত হইয়া আমি বিষ্ণুবল্লভ ব্রত করিব। বলি বলিল,—রৈবতক গিরি, বিষ্ণুবল্লভ ব্রত ও শিবাবৃক্ষ কি? তাহা আপনি আমাকে বলুন। নারদ বলিলেন,—

দৈত্যেন্দ্র! পূর্ব্বে যুগাদিতে পর্ব্বত সকল সপক্ষ ছিল। পশ্চাৎ ব্রহ্মা বিবেচনাপূর্ব্বক ইহা-দিগকে অচল করেন। ইহাঁরা যদৃচ্ছায় উৎপতিত ও নিপতিত হইত। মেরু, মন্দর ও কৈলাস ইহারা বাক্যে স্থির থাকিত কিন্তু অন্য যে সকল পর্ব্বত বারিত হইয়াও স্থিরীকৃত হইল না, ইন্দ্র তাহা-দিগকে স্থিরীকৃত করিয়াছেন। মেরুর দক্ষিণে শৃঙ্গে কুমুদ নামে এক পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বত দিব্য সপক্ষ, সৌবর্ণ, ও দিব্যবৃক্ষসমাবৃত। ইহার উপরি ভাগে বিষ্ণুকৃত বৈষ্ণবী পুরী আছে। তাহার দিব্য গৃহ, সেই গৃহে লক্ষ্মী সর্ব্বদা বাস করেন। আর মেরুশৃঙ্গে এক রম্যা পুরী; আছে, এ পুরীমধ্যেও এক মনোহর পুরী এই গৃহে ভবভবানী বাস করিয়া থাকেন। ঐ স্থানে এক মাহেশ্বরী সভা আছে। সভা সৌবর্ণী ও রত্নমণ্ডিতা; সুতরাং রমণীয়া। ব্রহ্মাদি দেব-গণের সহিত ভগবান্ বিষ্ণু এই স্থানে অব-স্থান করেন। তিনি দেবদর্শনমানসে সর্ব্বদাই ঐ স্থানে আগমন করেন। সৌবর্ণ কুমুদ দ্বারা ঐ স্থান সর্ব্বত্র মণ্ডিত; এ জন্য সমাগত দেবগণ ঐ স্থানের নামকরণ করিয়াছেন—কুমুদ। একদা

স তু পূজিতঃ। লক্ষ্মী সম্পূজিতা গৌরী হরিণা তত্র সংস্থিতা॥ ১০৮॥ একাসনোপবিষ্টৌ তৌ মন্ত্রয়ন্তৌ পরস্পরম্। হরেণ কারণং জ্ঞাত্বা তৎ সর্ব্বং কথিতং হরেঃ॥ ১০৯॥ ত্বয়েয়ং নগরী কার্য্যা মন্দরে পর্ব্বতোত্তমে। প্রষ্টব্যঃ কারণং নাহমবশ্যং তদ্ভবিষ্যতি॥ ১১০॥ হর এব বিজানাতি কারণং কতমোহপি ন। এবং তথেতি তৌ প্রোক্তা স স্থিতৌ পর্ব্বতোহপি সঃ॥ ১১১॥ তং দৃষ্ট্বা সঙ্গত রুদ্রং কুমুদঃ স্বয়মাযযৌ। ধন্যোহহং কৃতপুণ্যোহহং যস্য মে গৃহমাগতৌ॥ ১১২॥ ত্বাভ্যামুক্তো গিরিবরো দদাব কিং বরং তব। ইত্যুক্তঃ পর্ব্বতস্তাভ্যাং বরং বব্রে স মূঢ়ধীঃ॥ ১১৩॥ ভবিষ্যৎকার্য্যহেতুত্বাদ্ভবিষ্যতি ন তদ্বৃথা। যত্রাহং তত্র বস্তব্যং ভবদ্ভ্যামস্তু মে বরঃ ১১৪॥ মৎসন্নিধৌ সমাগত্য স্থাতব্যং ব্রহ্মবাসরম্। তথেত্যুক্ত্বা সপত্নীকৌ গতৌ হরিহরাবুভৌ॥ ১১৫॥ পঞ্চমো যো মনুঃ পূর্ব্বং রৈবতো নাম বিশ্রুতঃ। তস্যোৎপত্তৌ তু যদ্বৃত্তং কুমুদাগ্রে শৃণুষ্ব তৎ॥ ১১৬॥ ঋষিবাগ্মী-মহাভাগ ঋতবাগিতি বিশ্রুতঃ। তস্যাপুত্রস্য পুত্রোহভূদ্রেবত্যন্তে মহাত্মনঃ॥ ১১৭॥ স তস্য বিধিবচ্চক্রে জাতকর্ম্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। তথোপনয়নাদ্যাশ্চ স চাশীলোহভবন্নৃপ॥ ১১৮॥ যতঃ প্রভৃতি জাতোহসৌ ততঃ প্রভৃত্যসাবৃষিঃ। দীর্ঘরোগপরামর্শমবাপাতীব দুঃস্থিরম্॥ ১১৯॥ মাতা চাস্য পরামার্ত্তিং কুষ্ঠরোগাভিপীড়িতা। জগাম চিন্তাং স ঋষিঃ কিমেতদিতি দুঃখিতঃ॥ ১২০॥ মূর্খস্তু মন্দধীঃ পুত্রো দুঃখং জনয়তে পিতুঃ। অমার্গগো বিশেষেণ দুঃখাদ্দুঃখতরং হি তৎ॥ ১২১॥ অপুত্রতা মনুষ্যাণাং শ্রেয়সে ন কুপুত্রতা। সুহৃদাং কোপকারায় পিতৄনাং নাপি তুষ্টয়ে॥ ১২২॥ সুপুত্রো হৃদয়েহভ্যেতি মাতাপিত্রোর্দিনেদিনে। পিত্রোর্দুঃখায় ধিগ্‌জন্ম তস্য দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ॥ ১২৩॥ ধন্যাস্তে তনয়া যে স্যুঃ সর্ব্বলোকাভিসম্মতাঃ। পরোপকারিণঃ শান্তাঃ সাধুকর্ম্মণ্যনুব্রতাঃ॥ ১২৪॥ অনির্বৃতং নিরানন্দং দুঃখশোকপরিপ্লুতম্। নরকায় ন স্বর্গায় কুপুত্রত্বং হি জন্মিনঃ॥ ১২৫॥ করোতি সুহৃদাং দৈন্যমহিতানাং তথা মুদম্। অকালে তু জরাং পিত্রোঃ কুপুত্রঃ কুরুতে কিল॥ ১২৬॥ নারদ উবাচ।

ভগবান ভব বিষ্ণু-পালিতা রম্য পুরী দর্শন-মানসে ঐ স্থানে আগমন করেন। তাঁহ হরকে গৃহাগত দেখিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। আর লক্ষ্মীদেবী হৃষ্ট হইয়া ভবানীর পূজা করিলেন। হর-পার্ব্বতী পূজিত হইয়া একাসনে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রণা করিলে পরে দেবী হর হইতে কারণ অবগত হইয়া হরিকে বলিলেন,—হরে! তুমি এই নগরী পর্ব্বতোত্তম মন্দরে করিবে। ইহার কারণ তুমি আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। কারণ কি আছে, না আছে, তাহা তুমি হরকে জিজ্ঞাসা করিও। হরি ও লক্ষ্মী তাঁহাদের বাক্যে 'তথাস্তু' বলিয়া অবস্থিত হইলে স্বয়ং কুমুদ পর্ব্বত রুদ্রদর্শন-মানসে ঐ স্থানে আসিল এবং বলিল,—আমি ধন্য, ও কৃতপুণ্য; যে হেতু আপনারা আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন। পর্ব্বতের বাক্য শ্রবণ করিয়া হরি-হর বলিলেন,—তোমাকে কি বর দান করিব? মূঢ় পর্ব্বত বলিল,—আপনাদের ভবিষ্যৎ কার্য্য হেতু যেখানে আমি, সেইখানেই আপনারা উভয়ে বাস করিবেন, এই আমার প্রার্থনা। আর আমার সন্নিধানে আসিয়া আপনারা ব্রহ্মবাসর পর্য্যন্ত বাস করুন। পর্ব্বতবাক্যে 'তথাস্তু' বলিয়া সপত্নীক হরিহর প্রস্থান করিলেন। হে রাজন্! পূর্ব্বে রৈবত নামে যে পঞ্চম মনু ছিলেন, কুমুদ-শিরে তাঁহার উৎপত্তিবিবরণ শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ঋতবাক্ নামে বিখ্যাত এক অপুত্রক ঋষি ছিলেন। রেবতীর অন্তে তাঁহার এক পুত্র হয়। তিনি পুত্রের উপনয়নাদি বিবিধ সংস্কার বিধিবৎ সম্পন্ন করেন। পুত্রটী কিন্তু দুঃশীল হয়। যদবধি ঐ দুর্লক্ষণ সন্তান প্রসূত হইয়াছিল, তদবধি ঋষি উৎকট রোগে পীড়িত হইয়াছিলেন। বালকের মাতাও পুত্রকে প্রসব করিয়া অবধি কুষ্ঠরোগাভিপীড়িত হন। ঋষি 'এ কি হইল!' বলিয়া চিন্তিত ও দুঃখিত থাকেন। তিনি ভাবেন,—মূর্খ মন্দধী পুত্র সর্ব্বদা পিতার দুঃখ জন্মাইয়া থাকে। আর কুমার্গগামী পুত্র দুঃখ হইতেও দুঃখতর হয়। অপুত্রতা মানুষের বরং ভাল, তথাপি কুপুত্রতা ভাল নহে। সে কখন সুহৃদের উপকার ও পিতার তৃপ্তি বিধান করে না। সুপুত্র দিন দিন মাতার পিতার হৃদয় অধিকার করে। দুষ্কর্ম্মা পুত্র সর্ব্বদা মাতা-পিতার দুঃখ জন্মায়। সৎকর্ম্মানুরত, শান্ত, পরোপকারী, সর্ব্বলোকসম্মত পুত্রই ধন্য। অনির্বৃত, নিরানন্দ, দুঃখশোকপরিপ্লুত কুপুত্রত্ব জনকের নরকের নিমিত্ত, স্বর্গের নিমিত্ত নহে। এরূপ পুত্র সুহৃদের দৈন্য, আর শত্রুর হর্ষবর্দ্ধন করে। কুপুত্র অকালে মাতা-পিতার জরা আনয়ন করিয়া

এবং সোঽত্যন্তদুষ্টস্য পুত্রস্য চরিতৈর্মুনিঃ। দহ্যমানমনোবৃত্তির্বৃদ্ধগর্গমপৃচ্ছত ॥ ১২৭ ॥ ঋতবাগুবাচ। সুব্রতেন পুরা বেদা অধীতা বিধিনা ময়া। সমাপ্য বিদ্যা বিধিবৎ কৃতো দারপরিগ্রহঃ ॥ ১২৮ ॥ সদারেণ হি যাঃ কার্য্যাঃ শ্রৌতস্মার্ত্তাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। তাঃ কৃতাশ্চ বিধানেন কামং সমনুরুধ্য চ ॥ ১২৯ ॥ পুত্রার্থং জনিতশ্চায়ং পুন্নাম্নো বিচ্যুতৌ মুনে। সোঽয়ং কিমাত্মদোষেণ মাতৃর্দ্দোষেণ কিং মম। অস্মদ্দুঃখাবহো জাতো দৌঃশীল্যাদ্বদ কোবিদ ॥ ১৩০ ॥ গর্গ উবাচ। রেবত্যন্তে মুনিশ্রেষ্ঠ জাতোঽয়ং তনয়স্তব। তেন দুঃখায় তে দুষ্টে কালে যস্মাদজায়ত ॥ ১৩১ ॥ তবাপচারো নৈবাস্য মাতুর্নাপি কুলস্য চ। অস্য দৌঃশীল্যহেতুস্তং রেবত্যন্তমুপাগতম্ ॥ ১৩২ ॥ রেবতী অশ্বিনোর্মধ্যমাশ্লেষা মঘয়োস্তথা। জ্যেষ্ঠামূলকয়োঃ প্রোক্তং গণ্ডান্তং তু ভয়াবহম্ ॥ ১৩৩ ॥ গণ্ডত্রয়ে তু যে জাতা নরনারীতুরঙ্গমাঃ। তিষ্ঠন্তি ন চিরং গেহে তিষ্ঠন্তোঽপি ভয়ঙ্করাঃ। এবমুক্তোঽথ গর্গেণ চুক্রোধাতীব কোপেনঃ ॥ ১৩৪ ॥ ঋতবাগুবাচ। যস্মান্মমৈকপুত্রস্য রেবত্যন্তে সমুদ্ভবঃ ॥ ১৩৫ ॥ রেবতী কিং ন জানাতি মাং বিপ্রঃ শাপয়িষ্যতি। জাজ্বল্যমানা গগনাত্তস্মাৎ পততু রেবতী ॥ ১৩৬ ॥ নারদ উবাচ। তেনৈবং ব্যাহৃতে বাক্যে রেবত্যৃক্ষং পপাত হ। পশ্যতঃ সর্ব্বলোকস্য বিস্ময়াবিষ্টচেতসঃ ॥ ১৩৭ ॥ ঈশ্বরেচ্ছাপ্রভাবেন পতিতা গিরিমূর্দ্ধনি। রেবত্যৃক্ষং নিপতিতং কুমুদাদ্রৌ সমন্ততঃ ॥ ১৩৮ ॥ সুরাষ্ট্রদেশে স প্রাপ্তঃ পতিতো ভূতলে শুভে। হিমাচলস্য পুত্রো য উজ্জয়ন্তো গিরির্মহান্ ॥ ১৩৯ ॥ কুমুদেন সমং মৈত্রী কৃতা পূর্ব্বং পরস্পরম্। যত্র ত্বং স্থাস্যসে স্থাতা তত্রাহমপি নিশ্চিতম্ ॥ ১৪০ ॥ ইতি কৃত্বা গৃহীত্বাথ গঙ্গাবারি সযামুনম্। সারস্বতং তথা পুণ্যং সিক্তুং তং সমাগতঃ ॥ ১৪১ ॥ আভূতসংপ্লবং যাবৎ সংস্থিতৌ তৌ পরস্পরম্। কুমুদাদ্রিশ্চ তৎপাতাৎ খ্যাতো রৈবতকোঽভবৎ ॥ ১৪২ ॥ অতীব রম্যঃ সর্ব্বস্যাং পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে। কুমুদাদ্রিশ্চ সৌবর্ণো রেবতীচ্যবনাৎ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥ পঙ্কজাতঃ সবাহেন জাতো বর্ণেন ভূপতে। মেরুবর্ণঃ স মধ্যে তু সৌবর্ণঃ পর্ব্বতোত্তমঃ ॥ ১৪৪ ॥ ততঃ সঞ্জনয়ামাস কন্যাং রৈবতকো গিরিঃ। রেবতীকান্তিসম্ভূতাং রেবতীসদৃশাননাম্ ॥ ১৪৫ ॥

দেয় ।১০৭—১৪৫। নারদ বলিলেন,—ঋষি ঋতবাক পুত্রের দুষ্ট চরিত্রে দহ্যমান হইয়া বৃদ্ধ গর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে কোবিদ! আমি পূর্ব্বে বিধিপূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি; সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন শেষ করিয়া অবশেষে যথাবিধি দারপরিগ্রহ করিয়াছি। সদার যাহা করিতে হয়—শ্রৌত-স্মার্ত্তাদি ক্রিয়া, তৎসমস্তই কামনিরোধ করিয়া বিধিপূর্ব্বক সম্পন্ন করিয়াছি। পুন্নাম নরক হইতে মুক্তির জন্য এক পুত্রও উৎপাদন করিয়াছি। সেই পুত্রটী আমার কি আত্মদোষে—কি মাতার দোষে—অথবা আমার দোষে দৌঃশীল্যবশতঃ আমাদের এরূপ দুঃখাবহ হইল, আপনি তাহা বলুন। গর্গ বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তোমার পুত্র রেবতীর অন্তে জন্মিয়াছে; দুষ্টকালজাত বলিয়াই পুত্র তোমার দুঃখাবহ হইয়াছে। ইহাতে তোমার, তোমার পুত্রের, পুত্রের মাতার বা কুলের কোন দোষ নাই। একমাত্র রেবত্যন্তে জন্মই দোষ বলিয়া জানিবেন। রেবতী, অশ্বিনী, মঘা, অশ্লেষা এবং জ্যেষ্ঠা ও মূলা নক্ষত্রের মধ্যস্থলকে গণ্ডান্ত বলে। ইহা অতি ভয়ানক। গণ্ডত্রয়ে যে জন্মে,—নর-নারী তুরঙ্গম যাহাই হৌক, তাহারা কদাচ চিরকাল গৃহে থাকে না; আর থাকিলেও অতি ভয়ঙ্কর হয়। গর্গ এই কথা বলিলে ঋতবাক্ অত্যন্ত কুপিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—আমার পুত্রের রেবত্যন্তে জন্ম হইল! রেবতী জানে না যে, ব্রাহ্মণ শাপ দিবেন! অতএব জাজ্বল্যমান অবস্থায় ঝটিতি রেবতী গগন হইতে পতিত হউক। নারদ বলিলেন,—ঋতবাক্ এই কথা বলিলে রেবতী নক্ষত্র পতিত হইল, জনগণ বিস্ময়াবিষ্টমানসে তাহা দর্শন করিল। সে সুরাষ্ট্র দেশে ঈশ্বরেচ্ছায় কুমুদগিরিমস্তকে পতিত হইল। উজ্জয়ন্ত নামে হিমালয়ের এক পুত্র ছিল। কুমুদাচলের সহিত তাহার মৈত্রী হয়। উজ্জয়ন্ত কুমুদকে বলে,—তুমি যেখানে থাকিবে, আমিও সেইখানে থাকিব। এই কথা বলিয়া উজ্জয়ন্ত গাঙ্গ, যামুন ও সারস্বত তোয় লইয়া কুমুদকে অভিষিক্ত করিবার জন্য সমাগত হইল। কুমুদ ও উজ্জয়ন্ত আপ্রলয় একত্র থাকিল। রেবতীপাতে কুমুদাদ্রি রৈবতক নামে বিখ্যাত হইল। রৈবতক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, রেবতীপতনে সুবর্ণবর্ণ ও বাহে পঙ্কজাত। এই সুবর্ণবর্ণ পর্ব্বতোত্তম মধ্যে মেরুবর্ণ। অতঃপর রৈবতকগিরি এক কন্যা উৎপাদন করিল। কন্যা রেবতীসম্ভূতা ও রেবতীসদৃশাননা

প্রমুচো নাম রাজর্ষিস্তেন দৃষ্টা বরাঙ্গনা। পিতৃবদ্‌রেবতী নাম কৃতং তস্যা নৃপোত্তম ॥ ১৪৬ ॥ রেবতীতি চ বিখ্যাতা সা সর্ব্বত্র বরাঙ্গনা। সর্ব্বতেজোময়ং স্থানং সর্ব্বতীর্থজলাশ্রয়ম্ ॥ ১৪৭ ॥ গঙ্গাজলপ্রবাহৈশ্চ সংযুক্তং যামুনৈস্তথা। স্থিতং সারস্বতং তোয়ং তত্র গর্ত্তেষু তত্রয়ম্ ॥ ১৪৮ ॥ বিখ্যাতং রেবতীকুণ্ডং যত্র জাতা চ রেবতী। স্মরণাদ্দর্শনাৎ স্নানাৎ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১৪৯ ॥ সা বালা বর্দ্ধিতা তেন প্রমুঞ্চেন মহাত্মনা। যৌবনং তু তয়া প্রাপ্তং তস্মিন্ রৈবতকে গিরৌ ॥ ১৫০ ॥ তাং তু যৌবনসম্পন্নাং দৃষ্ট্বাথ প্রমুচো মুনিঃ। একান্তে চিন্তয়ামাস কোঽস্যা ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥ ১৫১ ॥ হুত্বাহুত্বা স পপ্রচ্ছ গুরুং বহ্নিং দ্বিজোত্তমঃ। প্রসাদং কুরু মে ব্রূহি কোঽস্যা ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥ ১৫২ ॥ অস্যোঽস্যাঃ সদৃশঃ কোঽপি বংশে নাস্তি করোমি কিম্। বহ্নিকুণ্ডাৎ সমুত্থায় প্রোক্তবান হব্যবাহনঃ ॥ ১৫৩ ॥ শৃণু মে বচনং বিপ্র যোঽস্যা ভর্ত্তা ভবিষ্যতি। প্রিয়ব্রতান্বয়ভবো মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ১৫৪ ॥ পুত্রো বিক্রমশীলস্য কালিন্দীজঠরোদ্ভবঃ। দুর্দ্দমো নাম ভবিতা ভর্ত্তা হ্যস্য মহীপতিঃ ॥ ১৫৫ ॥ অত্রান্তরে সমায়াতো দুর্দ্দমঃ স মহীপতিঃ। গিরৌ মৃগবধাকাঙ্ক্ষী মুনিং গেহে ন পশ্যতি। প্রিয়েঽয়ি তাতঃ ক্ব গত এহি সত্যং ব্রবীহি মে ॥ ১৫৬ ॥ নারদ উবাচ। অগ্নিশালাস্থিতেনৈব তচ্ছ্রুতং বচনং প্রিয়ম্। প্রিয়েত্যামন্ত্রণং কোঽয়ং করোতি মম বেশ্মনি ॥ ১৫৭ ॥ স দদর্শ মহাত্মানং রাজানং দুর্দ্দমং মুনিঃ। জহর্ষ দুর্দ্দমং দৃষ্ট্বা মুনিঃ প্রাহ স গৌতমম্ ॥ ১৫৮ ॥ শিষ্যং বিনয়সম্পন্নমর্ঘ্যং পাদ্যং সমানয়। একং তাবদয়ং ভূপশ্চিরকালাদুপাগতঃ ॥ ১৫৯ ॥ জামাতা সাম্প্রতং রাজা যোগ্যাস্য চ সুতা মম। ততঃ স চিন্তয়ামাস রাজা জামাতৃকারণম্ ॥ ১৬০ ॥ মৌনেন বিধিনা রাজা জগৃহেঽর্ঘ্যং দ্বিজাজ্ঞয়া। তমাসনগতং বিপ্রো গৃহীতার্ঘ্যং মহামুনিঃ ॥ ১৬১ ॥ প্রস্তুতং প্রাহ রাজেন্দ্রং নৃপতে কুশলং পুরে। কোশে বলে চ মিত্রে চ ভৃত্যামাত্যপ্রজাসু চ। তথাত্মনি মহাবাহো যত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৬২ ॥ পত্নী চ তে কুশ-

হইল। প্রমুচ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। একদা তিনি এই বরাঙ্গনাকে দেখিতে পান। তিনি পিতার ন্যায় ঐ কন্যার নাম রাখিলেন,—রেবতী। ঐ কন্যা রেবতী নামে বিখ্যাত হইল। রৈবতকে এক সর্ব্বতেজোময় স্থান আছে। ঐ স্থান সর্ব্বতীর্থজলাশ্রয় এবং গাঙ্গ, যামুন, ও সারস্বত তোয়প্রবাহযুক্ত। এতন্মধ্যস্থ গর্ত্ত সকলেও উক্ত তোয়ত্রয় বর্ত্তমান। এই স্থানই রেবতীকুণ্ড নামে বিখ্যাত। এইখানে রেবতী জন্মিয়াছিল। এ তীর্থের স্মরণ, দর্শন ও অবগাহনে সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয়। ঐ রৈবতক পর্ব্বতেই বালিকা রেবতী প্রমুঞ্চ কর্ত্তৃক বর্দ্ধিতা হইয়া ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হইল। তাহাকে যুবতী দেখিয়া মুনি একান্তে এইরূপ চিন্তা করিতেন যে কে ইহার ভর্ত্তা হইবে? তিনি হোম সমাপন করিয়া গুরু ও বহ্নিউদ্দেশে জিজ্ঞাসা করিতেন,—আপনারা প্রসন্ন হইয়া বলিয়া দেন,—কে ইহার ভর্ত্তা হইবে? ইহার সদৃশ বর বংশে কেহ নাই; করি কি? অনন্তর বহ্নিকুণ্ড হইতে হব্যবাহন প্রাদুর্ভূত হইয়া বলিলেন,—হে বিপ্র! আমার বাক্য শ্রবণ কর; যে ইহার ভর্ত্তা হইবে, বলিয়া দিতেছি। প্রিয়ব্রত বংশজাত মহাবলপরাক্রম কালিন্দীজঠরোদ্ভব বিক্রমশীলের পুত্র মহীপতি দুর্দ্দম ইহার ভর্ত্তা হইবেন। হব্যবাহন এই কথা বলিবামাত্র মহীপতি দুর্দ্দম ঐ গিরিতে মৃগবধাকাঙ্ক্ষায় ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন,—মুনি গৃহে নাই। তখন তিনি রেবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—অয়ি প্রিয়ে! তোমার তাত কোথায়? এস তোমাকে একটী সত্য কথা বলি ।১২৭-১৫৬। নারদ বলিলেন,—মুনি অগ্নিশালা হইতে 'প্রিয়ে' সম্বোধন শুনিতে পাইয়া মনে মনে ভাবিলেন,—কে এ আমার আশ্রমে 'প্রিয়ে' সম্বোধন করিল? অনন্তর তিনি রাজাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সহর্ষে তিনি স্বীয় বিনীত শিষ্য গৌতমকে বলিলেন,—পাদ্য ও অর্ঘ্য আনয়ন কর। একে ত ইনি রাজা; তাহার উপর আবার বহুকাল পরে আগমন করিয়াছেন। অধুনা ইনি আমার জামাতা; আমার সুতাও ইঁহার যোগ্যা। রাজা মুনিমুখে 'জামাতা' এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন। তিনি মুনির আদেশে মৌনাবলম্বনে অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন। অতঃপর মুনি রাজাকে আসনাসীন ও গৃহীতার্ঘ্য দেখিয়া প্রস্তুত বিষয় বলিলেন; বলিলেন,—রাজন্! রাজধানীর মঙ্গল? আপনার কোশ, বল, মিত্র, ভৃত্য, অমাত্য, ও প্রজা, এ সকলের মঙ্গল? আপনি স্বয়ং কুশলে আছেন

লিনী যাত্র স্থানে হি তিষ্ঠতি। অন্যাসাং কুশলং ব্রূহি যাঃ সন্তি তব মন্দিরে॥ ১৬৩॥ রাজোবাচ। ত্বৎপ্রসাদাদকুশলং নাস্তি রাজ্যে কচিন্মম। জাতকৌতূহলোঽস্ম্যস্মি মম ভার্য্যাত্র কা মুনে॥ ১৬৪॥ প্রমুচ উবাচ। রেবতী তে বরা ভার্য্যা কিং ন বেৎসি নৃপোত্তম। ত্রৈলোক্যসুন্দরী যা তু কথং সা বিস্মৃতা তব॥ ১৬৫॥ রাজোবাচ। সুভদ্রাং শান্তপাপাঞ্চ কাবেরীতনয়াং তথা। সুরাস্বজানুজাতাঞ্চ কদম্বাঞ্চ বরপ্রজাম্॥ ১৬৬॥ বিপাঠাং নন্দিনীঞ্চৈব বেদ্মি ভার্য্যাং গৃহে মম। তিষ্ঠন্তি নৈব জানামি ভার্য্যা মে রেবতী কুতঃ॥ ১৬৭॥ ঋষিরুবাচ। প্রিয়েতি সাম্প্রতং প্রোক্তা রেবতী সা প্রিয়া তব। তদন্যথা ন ভবিতা বচনং নৃপসত্তম॥ ১৬৮॥ রাজোবাচ। নাস্তি ভাবকৃতো দোষঃ ক্ষম্যতাং তদ্বচো মম। বিনির্গতং বচো বক্ত্রান্নাহং জানে দ্বিজোত্তম॥ ১৬৯॥ ঋষিরুবাচ। নাস্তি ভাবকৃতো দোষঃ পরিবেদ্মি কুরুষ্ব তৎ। বহ্নিনা কথিতস্ত্বং মে জামাতাদ্য ভবিষ্যসি॥ ১৭০॥ ইত্যাদিবচনৈ রাজা ভার্য্যাং মেনে স রেবতীম্। ঋষিস্তথোদ্যতঃ কর্ত্তুং বিবাহং বিধিপূর্ব্বকম্। উবাচ কন্যা পিতরং কিঞ্চিন্মে শ্রূয়তাং পিতঃ॥ ১৭১॥ যদি মে পতিনা তাত বিবাহং কর্ত্তুমিচ্ছসি। রেবত্যাক্ষং বিবাহং মে তৎকরোতু প্রসাদতঃ॥ ১৭২॥ ঋষিরুবাচ। রেবত্যক্ষং ন বৈ ভদ্রে চন্দ্রযোগে দিবি স্থিতম্। ঋক্ষাণ্যন্যান্যপি সন্তি সুভ্রূর্বৈবাহিকানি চ॥ ১৭৩॥ কন্যোবাচ। তাত তেন বিনা কালো বিকলঃ প্রতিভাতি মে। বিবাহো বিকলে তাত মদ্বিধায়াঃ কথং ভবেৎ॥ ১৭৪॥ প্রমুচ উবাচ। ঋতবাগিতি বিখ্যাতস্তপস্বী রেবতীং প্রতি। চকার কোপং ক্রুদ্ধেন তেনাৰ্ক্ষং তান্নিপাতিতম্॥ ১৭৫॥ ময়া চাস্মৈ প্রতিজ্ঞাতা ভার্য্যেতি বিদিতং তব। ন চেচ্ছসি বিবাহং ত্বং সঙ্কটং নঃ সমাগতম্॥ ১৭৬॥ কন্যোবাচ। ঋতবাগেব স মুনিঃ কিমেতত্তপ্তবান্ স্বয়ম্। ন ত্বয়া মম তাতেন ব্রহ্মবন্ধোঃ সুতাস্মি কিম্॥ ১৭৭॥ ঋষিরুবাচ। ব্রহ্মবন্ধোঃ সুতা ন ত্বং তপস্বী নাস্তি মেঽধিকঃ। সুতা ত্বঞ্চ ময়া দেয়া নান্যৎ কর্ত্তুং সমুৎ-

আপনাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। যিনি এখানে রহিয়াছেন, এই পত্নী আপনার কুশলিনী? আপনার ভবনস্থ অন্যরারী সকলের মঙ্গল ত? রাজা বলিলেন, হে মুনে! আপনার প্রসাদে আমার অকুশল কখন নাই; আমি একটী বিষয়ে জাতকৌতূহল হইয়াছি; এখানে আমার ভার্য্যা কে? প্রমুচ বলিলেন,—হে নৃপোত্তম! রেবতী যে আপনার শ্রেষ্ঠা ভার্য্যা; আপনি কি তা জানেন না?—তিনি ত্রৈলোক্যসুন্দরী বলিয়া জগদ্বিখ্যাত; কিরূপে আপনি তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছেন। রাজা বলিলেন—মদ্গৃহস্থিতা শান্ত-পাপা, কদম্বা, বরপ্রজা, বিপাঠা, নন্দিনী, কাবেরীতনয়া, সুরাস্বজানুজাতা সুভদ্রাকেই আমি ভার্য্যা বলিয়া জানি; কিন্তু জানিনা অত্রত্যা রেবতী আমার ভার্য্যা হইল কিরূপে? ঋষি বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি এখনই রেবতীকে প্রিয়া বলিয়া সম্বোধন করিলেন, সুতরাং রেবতী আপনার প্রিয়া; আপনার এ বাক্য আর অন্যথা হইবে না। রাজা বলিলেন,—হে মুনে! ঐরূপ সম্বোধনে আমার ভাবকৃত দোষ কিছুমাত্র নাই; অতএব আপনি আমায় ক্ষমা করুন; আমার মুখ দিয়া ঐরূপ কথা বাহির হইয়া গেল, আমি কিছুই জানি না। ১৫৭—১৬৯। ঋষি বলিলেন,—হে নৃপ! আপনার ভাবকৃত দোষ নাই, তাহা জানি; কিন্তু তথাপি বিবাহ করিতে হইবে। বহ্নি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি অদ্য আমার জামাতা হইবে। ঋষির এই কথা শুনিয়া রাজা রেবতীকে ভার্য্যা বলিয়া মনে করিলেন। ঋষিও বিধিপূর্ব্বক বিবাহ দিতে উদ্যত হইলেন। কন্যা বলিল,—হে পিতঃ! শ্রবণ করুন,—আপনি যদি আমার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক রেবতী নক্ষত্রে আমার বিবাহ দেন। ঋষি বলিলেন,—হে ভদ্রে। এক্ষণে চন্দ্রযোগে রেবতী নক্ষত্র আর গগনে নাই; অন্য বৈবাহিক নক্ষত্র সকল আছে। কন্যা বলিল,—হে তাত! তাহা ব্যতীত আমার কাল বিকল বলিয়া প্রতীত হইতেছে। বিফল কালে মদ্বিধা কামিনীর কিরূপে বিবাহ হইবে? প্রমুচ বলিলেন,—ঋতবাক্ নামে প্রসিদ্ধ তপস্বী, রেবতীর প্রতি তিনি কোপ করিয়াছিলেন, তাহাতে রেবতী নক্ষত্র পতিত হয়। আমি এই রাজার হস্তে তোমাকে প্রদান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ইহা তুমি জান, জানিয়া শুনিয়াও যদি ইহার সহিত বিবাহ ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে তো আমার মহান্ সঙ্কট উপস্থিত। কন্যা কহিল—ঋতবাক্ মুনিই কি তপস্যা করিয়াছেন? আমার পিতা—আপনি করেন নাই? তবে কি আমি ব্রহ্মবন্ধুর সুতা? ঋষি বলিলেন,—পুত্রি! তুমি ব্রহ্মবন্ধুর সুতা নহ;

সহে॥ ১৭৮ ॥ কন্যোবাচ। তপস্বী যদি মে তাতস্তৎ কিমৃক্ষমিদং দিবি। সমারোপ্য বিবাহো মে কস্মান্ন ক্রিয়তে পুনঃ॥ ১৭৯॥ ঋষিরুবাচ। এবং ভবতু ভদ্রং তে ভদ্রে প্রীতিমতী ভব। আরোপয়ামীন্দুমার্গে রেবত্যৃক্ষং কৃতে তব॥ ১৮০॥ ততস্তপঃপ্রভাবেন রেবত্যৃক্ষং মহামুনিঃ। যথা পূর্ব্বং তথা চক্রে সোমযোগি দ্বিজোত্তম। বিবাহং দুহিতুঃ কৃত্বা জামাতরমুবাচ হ॥ ১৮১॥ ঔদ্বাহিকং তে ভূপাল কথ্যতাং কিং দদাম্যহম্। দুষ্প্রাপমপি দাস্যামি বিদ্যতে মে মহত্তপঃ॥ ১৮২॥ রাজোবাচ। মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যাহমুৎপন্নঃ সন্ততৌ মুনে। মন্বন্তরাধিপং পুত্রং ত্বৎপ্রসাদাদ্বৃণোম্যহম্॥ ১৮৩॥ ঋষিরুবাচ। ভবিষ্যতি মহীপালো মহাবলপরাক্রমঃ। রেবতী রৈবতীকুণ্ডে স্নাত্বা পুত্রং জনিষ্যতি॥ ১৮৪॥ এবং কৃত্বা গতো রাজা সা চ পুত্রমজীজনৎ। রৈবতেতি কৃতং নাম বভূব স মনুর্নৃপঃ॥ ১৮৫॥ অমুনা চ তদা প্রোক্তমস্মিন্ রৈবতকে গিরৌ। স্ত্রিয়ঃ স্নানং করিষ্যন্তি তাসাং পুত্রা মহাবলাঃ। দীর্ঘায়ুষো ভবিষ্যন্তি দুঃখদারিদ্র্যবর্জ্জিতাঃ॥১৮৬॥ নারদ উবাচ। ইত্যুক্তে পর্ব্বতো রাজন্দীর্ঘো ভূত্বা পপাত সঃ। এতৌ তৌ সংশ্রুতৌ দেবৌ সভার্য্যৌ হরিশঙ্করৌ॥১৮৭॥ স্মৃতমাত্রৌ তদাগতৌ তেন যস্মাৎ পুরা যতঃ। যত্রাহং তত্র স্থাতব্যং ভবদ্ভ্যামিতি নিশ্চিতম্॥ ১৮৮॥ অতো বিষ্ণুহরৌ দেবৌ স্থিতৌ তৌ পর্ব্বতোত্তমে। গিরৌ রৈবতকে রম্যে স্বর্ণরেখানদীজলে। আরাধয়দ্ধরিং দেবং রেবতী তাঞ্চ সোঽব্রবীৎ॥১৮৯॥ ভবতাচ্চন্দ্রযোগস্তে গগনে ব্রাহ্মণাজ্ঞয়া। অন্যদ্বৃণীষ্ব তুষ্টোঽহং বরং মনসি যৎ স্থিতম্॥ ১৯০॥ রেবত্যুবাচ। গিরৌ রৈবতকে দেব স্থাতব্যং ভবতা সদা। ময়া স্নানং কৃতং যত্র তত্র স্নাস্যন্তি যে জনাঃ॥ ১৯১॥ তেষাং বিষ্ণুপুরে বাসো ভবত্বিতি বৃতং ময়া। এবমস্তু তদা প্রোচ্য গিরৌ রৈবতকে স্থিতঃ। দামোদরশ্চতুর্ব্বাহুঃ স্বয়ং রুদ্রোঽপি সংস্থিতঃ॥ ১৯২॥ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সংস্থিতা বিষ্ণুনা সহ। ক্ষীরোদে মথ্যমানে তু যদা বৃক্ষঃ সমুত্থিতঃ॥ ১৯৩॥ আমর্দ্দে দেবদৈত্যানাং তেন সামর্দ্দকী

আমা হইতে শ্রেষ্ঠ তপস্বী আর নাই; তুমি আমার সুতা; আমি তোমায় প্রদান করিব; অন্য কিছু করিতে ইচ্ছা করে না। কন্যা বলিলেন,—তাত যদি আমার তপস্বী, তবে ঋক্ষ এখানে কেন, তিনি ঋক্ষকে গগনে সমারোপিত করিয়া আমার বিবাহ দিতে পারিতেছেন না কেন? ঋষি বলিলেন—হে ভদ্রে! আমি তাহাই করিতেছি, তুমি প্রীতিমতী হও। আমি তোমার জন্য ঋক্ষকে ইন্দুমার্গে পূর্ব্ববৎ আরোপিত করিতেছি। অনন্তর মুনি তপঃপ্রভাবে রেবতী ঋক্ষকে সোমযুক্ত করিলেন। তিনি দুহিতার বিবাহ দিয়া জামাতাকে বলিলেন,—হে ভূপাল! বল—তোমায় আমি কি যৌতুক প্রদান করিব? দুষ্প্রাপ্য হইলেও তাহা আমি তোমাকে দিব; যে হেতু আমার মহৎ আছে। রাজা বলিলেন,—হে মুনে! আমি স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে উৎপন্ন; অতএব আমি আপনার নিকট মন্বন্তরাধিপ পুত্র প্রার্থনা করি। ঋষি বলিলেন—হে মহীপাল! তোমার মহাবলপরাক্রম পুত্র হইবে; রেবতী রেবতী-কুণ্ডে স্নান করিয়া পুত্র প্রসব করিবে। রাজা এইরূপ বর লাভ করিয়া গমন করিলেন; রেবতীও পুত্র প্রসব করিল। পুত্রের নাম হইল—রৈবত। এই রৈবত মনু হইল। রৈবত বলিয়াছিল, এই গিরিতে যে সকল নারী স্নান করিবে, তাহারা মহাবল পুত্রলাভ করিবে। আর ঐ পুত্রগণ দীর্ঘায়ু ও দুঃখদারিদ্র্যবর্জ্জিত হইবে। ১৭০—১৮৬। নারদ বলিলেন,—হে রাজন! এইরূপ উক্ত হইয়া রৈবত পর্ব্বত দীর্ঘ হইয়া পতিত হইল। সভার্য্য হরিশঙ্কর এই পর্ব্বতে বাস করিলেন। পর্ব্বত ইহাদিগকে স্মরণ করিবামাত্র ইহারা আগমন করিলেন, যে হেতু ইহারা পূর্ব্বে পর্ব্বতের নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, যেখানে এই পর্ব্বত থাকিবে, সেই খানেই হরি-হর থাকিবেন। অতএব হরি-হর ঐ পর্ব্বতে স্বর্ণরেখাসমীপে বাস করিলেন। রেবতী এই স্থানে হরির আরাধনা করিলে তাঁহাকে বলিলেন,—ব্রাহ্মণাজ্ঞায় গগনে সংযোগ হোক। হরি বলিলেন,— অন্য বর—যাহা তোমার ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, আমি তুষ্ট হইয়াছি। রেবতী বলিল,—আপনি রৈবতক গিরিতে সর্ব্বদা অবস্থান করুন। আমি যেখানে স্নান করিয়াছি, সেই স্থানে যাহারা স্নান করিবে, তাহাদের যেন বিষ্ণুপুরে গতি হয়। রেবতীর বাক্যে 'এবমস্তু' বলিয়া ভগবান চতুর্ব্বাহু দামোদর বিষ্ণু এবং স্বয়ং রুদ্র ঐ স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। গঙ্গাদি সরিৎ সকল ঐ স্থানে হরির সহিত বাস করিতে লাগিলেন। ক্ষীরোদ-

স্মৃতা। অস্মিন্ বৃক্ষে স্থিতা লক্ষ্মীঃ সদা পিতৃগৃহে নৃপ ॥ ১৯৪ ॥ শিবা লক্ষ্মীঃ স্মৃতো বৃক্ষঃ সেব্যতে সুরসত্তমৈঃ। দেবৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ সর্বৈর্বৃক্ষোঽসৌ বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ ॥ ১৯৫ ॥ সর্বৈঃ সঞ্চিন্ত্য মুক্তোঽসৌ গিরৌ রৈবতকে পুরা। অস্য বৃক্ষস্য যাত্রাং যে করিষ্যন্তি হরের্দিনে ॥ ১৯৬ ॥ ফাল্গুনে চ সিতে পক্ষ একাদশ্যাং নৃপোত্তম। তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ ভবিষ্যন্তি গুণাধিকাঃ। প্রান্তে বিষ্ণুপুরে বাসো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯৭ ॥ বলিরুবাচ। কথমেতদ্ ব্রতং কার্য্যং বৈষ্ণবং বিষ্ণুবল্লভম্। রাত্রৌ জাগরণং কার্য্যং বিধিনা কেন তদ্বদ ॥ ১৯৮ ॥ নারদ উবাচ। ফাল্গুনস্য সিতে পক্ষ একাদশ্যামুপোষিতঃ। স্নাত্বা নদ্যাং তড়াগে বা বাপ্যাং কূপে গৃহেঽপি বা ॥ ১৯৯ ॥ গত্বা গিরৌ বনে বাপি যত্র সা প্রাপ্যতে শিবা। পূজ্যা পুষ্পৈঃ শুভৈ রাত্রৌ কার্য্যং জাগরণং নরৈঃ ॥ ২০০ ॥ অষ্টাধিকশতৈঃ কার্য্যা ফলৈস্তস্যাঃ প্রদক্ষিণা। প্রদক্ষিণীকৃত্য নগং ভোক্তব্যং তু ফলং নরৈঃ ॥ ২০১ ॥ করকং জলপূর্ণং তু কর্ত্তব্যং পাত্রসংযুতম্। হবিষ্যান্নং তু কর্ত্তব্যং দীপঃ কার্য্যো বিধানতঃ ॥ ২০২ ॥ এবং জাগরণং কার্য্যং কথাশ্রবণতৎপরৈঃ। মুচ্যন্তে দেহিনঃ পাপৈঃ কলিজৈঃ কায়সম্ভবৈঃ ॥ ২০৩ ॥ দেহান্তে তে নরাঃ সর্বে পূজ্যন্তে হরিমন্দিরে ॥ ২০৪ ॥ সারস্বত উবাচ। ইত্যুক্ত্বা নারদো দৈত্যং যযৌ রৈবতকং গিরিম্। দৈত্যেন্দ্রো মন্ত্রয়ামাস কিং কার্য্যং সাম্প্রতং ময়া ॥ ২০৫ ॥ ন রোচতে সুরৈঃ সার্দ্ধং বিগ্রহো মে সুরোত্তমাঃ ॥ ২০৬ ॥ মন্ত্রিণ ঊচুঃ। নাস্তি ক্ষমা ভৃশং তেষাং ক্ষত্রিয়াণাং গৃহে সতাম্। অশক্তমপি মন্যন্তে স্বয়মায়াস্তি তে যতঃ। তস্মাৎ স্বয়ং প্রযাস্যামো দেবেন্দ্রং সহিতা বয়ম্ ॥ ২০৭ ॥ ইতি শ্রুত্বা দদৌ ঢক্কাং প্রথমং সুরবিগ্রহে। গৃহীত্বা বাহিনীং দৈত্যাঃ প্রস্থিতা মেরুপর্ব্বতে ॥ ২০৮ ॥ যত্র সা নগরী রম্যা দেবরাজস্য পূর্ব্বতঃ। আগচ্ছমানাং তাং জ্ঞাত্বা বাহিনীং মেরুপর্ব্বতে ॥ ২০৯ ॥ দেবরাজসমাদেশাচ্চলিতা দেববাহিনী। সুমেরোঃ পূর্ব্বদিগ্ভাগে যুদ্ধমাসীৎ পরস্পরম্ ॥ ২১০ ॥ দেবসৈন্যং যদা সর্ব্বং দৈত্যসৈন্যেন সংযুতম্। মহাপ্রলয়সাদৃশ্যং যুদ্ধং বৃত্তং তদা তয়োঃ ॥ ২১১ ॥ ঐরাবণং সমারুহ্য দেবরাজঃ সমাগতঃ। রথমারুহ্য দৈত্যেন্দ্রো যুদ্ধায়াস্যে সমাগতাঃ ॥ ২১২ ॥ দেবা

মন্থনসময়ে এক বৃক্ষ সমুত্থিত হয়। দৈব-দৈত্যের আমার্দ্দন জাত বলিয়া এই বৃক্ষের নাম আমর্দ্দকী। পিতৃগৃহে থাকার মত লক্ষ্মী সদা এই বৃক্ষে বাস করেন। এই বৃক্ষ শিবা-লক্ষ্মী বলিয়া কথিত। ব্রহ্মপ্রমুখ সুরগণ ইহার সেবা করেন। ইহাকে বৈষ্ণব বৃক্ষও বলে। সকলে চিন্তা করিয়া এই বৃক্ষকে রৈবতকে মোচন করেন। যাহারা ফাল্গুনে সিতৈকাদশীতে হরিবাসরে এই বৃক্ষের যাত্রা করে, তাহাদের গুণাধিক পুত্র পৌত্র হয়। আর অন্তে তাহারা বিষ্ণুপুরে গমন সংশয় নাই। বলি বলিলেন,—হে দেবর্ষে! এই বিষ্ণুবল্লভ ব্রত এবং এতদুপলক্ষে রাত্রিজাগরণ কিরূপে করিতে হয় তাহা বলুন। নারদ বলিলেন,—ফাল্গুনের সিতপক্ষীয় একাদশীতে নদী তড়াগ বা বাপী কূপ গৃহে স্নানান্তে গিরি বা বন যেখানে শিবাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই স্থানে গিয়া শুভ পুষ্প সকল দ্বারা পূজা করত রাত্রিতে জাগরণ করিবে। অনন্তর অষ্টাধিক শত ফল দ্বারা নগ প্রদক্ষিণ করিয়া নর ফল ভোজন করিবে; করক জলপূর্ণ ও পাত্র সংযুক্ত এবং বিধি পূর্ব্বক হবিষ্যান্ন করিবে। এই সময় দীপদান বিধেয়। অনন্তর কথা শ্রবণ তৎপর ব্যক্তিগণ জাগরণ করিবে। এরূপ করিলে দেহিগণ কায়সম্ভব কলিজ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। দেহান্তে এই সকল নর হরিমন্দিরে পূজিত হয়। ১৮৭—২০৪। সারস্বত বলিলেন,—এই সকল কথা বলিয়া দেবর্ষি নারদ রৈবতকাচলে গমন করিলেন। দৈত্যেন্দ্রও চিন্তা করিতে লাগিল যে, সম্প্রতি আমার কি করা কর্ত্তব্য? সুরগণের সহিত বিগ্রহ করাও আমার অভিপ্রেত নহে। মন্ত্রিগণ বলিল,—ক্ষত্রিয় গৃহবাসিগণের ক্ষমা নাই; যেহেতু তাঁহারা অশক্ত বুঝিলে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব আমরা স্বয়ং দেবেন্দ্র অভিমুখে প্রয়াণ করিব। এইরূপ মন্ত্রণার পর প্রথমেই দৈত্যগণ সমর-সূচক ঢক্কা নাদিত করিল। তাহারা সৈন্য লইয়া মেরুপর্ব্বত উদ্দেশে প্রস্থিত হইল। পূর্ব্বে এই স্থানে দেবরাজের রম্যা নগরী ছিল। মেরুপর্ব্বত দৈত্যসৈন্যাক্রান্ত হইয়াছে জানিতে পারায় দেবরাজের আদেশে তদভিমুখে দেব সৈন্য চালিত হইল। ক্রমে যখন দেব-সৈন্য দৈত্য-সৈন্যের সন্নিহিত হইল, তখন সুমেরুর পূর্ব্বদিকৃভাগে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মনে হইল মহাপ্রলয়ের সূচনা হইতেছে। এই সময়

যজ্ঞভুজো যস্মাত্তস্মান্ন যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ। ঐরাবণো বলিং দৃষ্ট্বা ন চচালাগ্রতো মৃধে॥ ২১৩॥ সংগ্রামে বিমুখো যাতি দিগ্‌গজৈঃ পরিবেষ্টিতঃ। অধ্বরে বাহুনা যেন সঙ্কল্পং কৃতবান বলিঃ॥ ২১৪॥ কেন বৈ স সুরান্ সর্ব্বান্ বারয়ামাস সংযুগে। বারিতা বিমুখা যান্তি দেবরাজঃ করোতু কিম্॥ ২১৫॥ কুলিশং ন কুরুতে কর্ম্ম ভুজমুক্তং ন গচ্ছতি॥ ২১৬॥ এবং বহূনি যুদ্ধানি নিবৃত্তানি তদা তয়োঃ। ন হন্তুং শক্যতে যুদ্ধে দেবৈর্দৈত্যা মহাবলাঃ॥ ২১৭॥ বলাকাঙ্ক্ষাঃ স্থিতা দেব গুরুণা তে প্রবোধিতাঃ। অমরা দেবতাঃ সর্ব্ব ইতি শুক্রেণ বারিতাঃ॥ ২১৮॥ অবতারং হরের্জ্ঞাত্বা পঞ্চমং বামনং স্থিতম্। অতিহৃষ্টোঽমরাবত্যাং রাজ্যং চক্রে সুরেশ্বরঃ॥ ২১৯॥ ননর্ত্ত যুদ্ধে দৈত্যেন্দ্রঃ স্বগৃহে যজতে সুরান্। পাতালাভিসৃতা দৈত্যা রাজ্যং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ॥ ২২০॥ তদা দেবগণাঃ সর্গে মন্ত্রয়ন্তি সুরৈঃ সহ। দৈত্যো লোকত্রয়ং শাস্তি স্বর্গং শাস্তি সুরেশ্বরঃ॥২২১॥ ক্ষন্তব্যঃ তাবদেবাস্তু বামনো রৈবতং গিরিম্। যাবদ্‌যাতি সুরৈঃ কার্য্যং মৌনং দৈত্যজিতৈরপি॥ ২২২॥ যদাপ্রভৃতি সঞ্জাতো বামনো ধরণীতলে। তদাপ্রভৃতি দৈত্যানাং দুর্নিমিত্তানি জজ্ঞিরে॥ ২২৩॥ শিবা প্রবিশ্য নগরে রৌতি সা বিস্বরং নিশি। ভ্রমন্তি নগরে কাকা দিবারাত্রং বিরাবিণঃ॥ ২৪॥ সর্পাঃ সর্পন্তি গেহেষু কৃষ্ণা রৌদ্রা বিষোল্বণাঃ। কঙ্কা গৃধ্রা বকা ভ্রান্তা ভ্রমন্তি নগরোপরি॥২২৫॥ জায়ন্তে বিমুখা গর্ভাঃ স্ত্রীষু গোষু মৃগীষু বা। ঘৃতং দুগ্ধং চ নৈবাস্তি তিলে তৈলং ন বিদ্যতে॥ ২১৬॥ জনৈর্জ্জানপদো নিত্যং যুদ্ধতে চ পরস্পরম্। কালী করালবদনা দীর্ঘকেশী বিলোচনা॥ ২২৭॥ অজ্ঞাতা রুদতী যাতি নগরে সা গৃহং প্রতি। কোঽয়ং ন জ্ঞায়তে কস্মাত্তপস্বী ভস্মগুণ্ঠিতঃ॥ ২২৮॥ যতির্ম্মৌনব্রতী নগ্নঃ পুরো যাতি গৃহে গৃহে। ডমরুড্ডামরুং পশ্চাদ্ধুঙ্কারং বিদধাতি চ॥ ২২৯॥ অকালে কুপিতা মেঘা জলং মুঞ্চন্তি পুষ্কলম্। করকৈঃ পূরিতা গর্ত্তা গর্জ্জন্তি গিরয়ো বহু॥ ২৩০॥ সমজায়ত ভূকম্পো দিগ্‌দাহশ্চাপ্যজায়ত। মিলিত্বা স্বগণৈঃ সর্ব্বো মুখমুচ্চৈর্ব্বিধায়-

---

ঐরাবতারোহণে দেবরাজ আগমন করিলেন। দৈত্যেন্দ্র ও অন্যান্য যোদ্ধা রথযানে আগমন করিল। দেবগণ যজ্ঞভোক্তা বলিয়া যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী নহেন। আর ঐরাবত বলিকে দেখিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারিল না, সে দিগ্‌গজপরিবেষ্টিত হইলেও সমরে বিমুখ হইতে লাগিল। অধ্বরে যেখানে বলি বাহ্বাস্ফোট করিতে লাগিল, সে দিক্ দিয়া কোন দেবসৈন্যই ঘেঁসিতে পারিল না; সুতরাং বিমুখ হইল; দেবরাজ কি করিবেন, তাঁহার কুলিশ কোন কর্ম্ম করিল না; সে ভুজমুক্ত হইয়াও বেগে চলিত হইল না। ক্রমশঃ বলি-বাসবের যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল; কিন্তু দেবগণ দৈত্যগণকে নিহত করিতে পারিলেন না। সেই সময় গুরু 'দেবগণ বলাকাঙ্ক্ষ" বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রবোধিত করিলেন; আর শুক্রাচার্য্য "দেবতাগণ অমর" বলিয়া দৈত্যদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। হরির বামনরূপে অবতীর্ণ হওয়া জানিতে পারিয়া সুরেশ্বর অমরাবতীতে হৃষ্টান্তঃকরণে রাজ্য করিতে লাগিলেন। দৈত্যেন্দ্র যুদ্ধে উল্লাস প্রকাশ করিয়া পরে স্বগৃহে সুরগণকে যজন করিতে লাগিল। দৈত্যগণ পাতালে গমন করিয়া রাজ্য করিতে লাগিল। এই সময় দেবগণ পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে, দৈত্যেরা লোকত্রয় শাসন করিতেছে; আর সুরেশ্বর কেবল স্বর্গ শাসন করিতেছেন! বামন যাবৎ রৈবতকে গমন না করিতেছেন, তাবৎ দৈত্যজিত— আমাদিগকে মৌনাবলম্বনে থাকিতে হইবে। ২০৫—২২৩। যদবধি ধরণীতলে বামন জন্মিয়াছেন, তদবধি দৈত্যদিগের দুর্নিমিত্ত সকল দেখা দিয়াছে। রাত্রিকালে দৈত্যনগরে বিকটরূপে শিবা ডাকিতেছে; দিবারাত্র বায়সকুল বিকৃতরূপে রব করিতেছে; গৃহসমূহে কৃষ্ণ, রৌদ্র—বিষোল্বণ সর্প সকল দৃষ্ট হইতেছে; কঙ্ক, গৃধ্র, বক, ভ্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে; গো, স্ত্রী, ও মৃগীগণের গর্ভ বিমুখ হইতেছে; নগর হইতে ঘৃত দুগ্ধ অন্তর্হিত হইয়াছে; তিলে তৈল দৃষ্ট হইতেছে না; জানপদগণ পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে; কালী করালবদনা, দীর্ঘকেশী ও ত্রিলোচনা হইয়া অজ্ঞাতসারে নগরে গৃহে গৃহে রোদন করিতেছেন; কে এ, কোথা হইতে আসিল, কিছুই জানা যাইতেছে না; অথচ ভস্মগুণ্ঠিত তপস্বী, যতি ও মৌনব্রতিগণ নগ্নাবস্থায় প্রতিগৃহে গমন করিতেছেন; তাঁহাদের পশ্চাৎ 'ডমরুড্ডামরু' হুঙ্কার শ্রুত হইতেছে; অকালে কুপিত হইয়া মেঘনিচয় পুষ্কল জল বর্ষণ করিতেছে; করকপূরিত গিরিসমূহ গর্জ্জন করিতেছে; কখন ভূকম্প বা কখন দিগদাহ হইতেছে,

চ। ২৩১। রৌতি রাত্রৌ পুরে নিত্যং ঘূকঃ শব্দং বিশব্দতে। বলিরাজ্যক্ষয়ো জাতো দিবি কেতুদয়ো নিশি। ২৩১। আদিত্যমণ্ডলে বেধঃ কীলকৈর্দৃশ্যতে কৃতঃ। কবন্ধসঙ্কুলে ব্যোম্নি চন্দ্রমা ন প্রকাশতে। ২৩৩। স জাতো রোহিণীবেধো যো জাতো যুগব্যত্যয়ে। নক্ষত্রাণি দিবা লোকৈর্গণ্যন্তে গুণবত্তরৈঃ। ২৩৫। বীজানাং ব্যত্যয়ো জজ্ঞে ভূমিস্ত্রীগোমৃগীষু চ। অশ্বা হ্রেষন্তি সহসা মদং কুর্ব্বন্তি নো গজাঃ। ২৩৫। মন্ত্রিণাং মন্ত্রিতো মন্ত্রো ভিদ্যতে রাজ্যসংক্ষয়ে। ঘৃতাহুত্যা হুতো বহ্নির্জ্বলতি ন তদা দ্বিজৈঃ। ২৩৫। প্রচণ্ডঃ পবনো বাতি বাত্যয়া চূর্ণিতক্রমঃ। ধ্বজা জ্বলন্তি চৈত্যেষু নভো ভবতি ধূসরম্। ২৩৭। এতে চান্যে চ বহব উৎপাতা বলিনো গৃহে। সঞ্জাতা বামনে জাতে নারদাগমনাদনু। ২৩৭। অন্যচ্চ জায়তে রৌদ্রং যদ্দিবা স্বপ্নদর্শনম্। সন্নহ্যন্তে যদা দৈত্যাঃ পতিতা নিপতন্তি চ। ২৩৯। নিমিত্তানি স সৈন্যস্য দৃষ্ট্বৈবং ন প্রবর্ত্ততে। সদা সন্তিষ্ঠতে গেহে রাজ্যং চ কুরুতে বলিঃ। ২৪০। শরীরে ন সুখং তস্য গাত্রভঙ্গঃ শিরোব্যথা। জ্বরিতো ন সুখং শেতে ন ভুঙ্ক্তে ন পিবত্যসৌ। ন ভুক্তং জীর্য্যতে লোকঃ সর্ব্বোঽপি ব্যাকুলীকৃতঃ। ২৪১। বিপরীতং জগদ্দৃষ্ট্বা বলির্ব্যাকুলমানসঃ। মন্ত্রয়ামাস কিমিদং ব্রাহ্মণৈঃ সহ দুঃখিতঃ। ২৪২। শুক্রং গুরুং সমানীয় সভায়াং সন্নিবেশ্য চ। পপ্রচ্ছ কুশলং দৈত্যো ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ। বিপরীতমিদং সর্ব্বং বর্ত্ততে তদ্বদস্ব মে। ২৪৩। নারদেন যদুক্তং মে গুরো সত্যং ভবিষ্যতি। উৎপাতশান্তিকং ব্রূহি ব্রাহ্মণৈঃ সহিতো মম। ২৪৪। শুক্র উবাচ। উৎপাতশান্তয়ে কার্য্যো যজ্ঞঃ সর্ব্বস্বদক্ষিণঃ। ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ সার্দ্ধং দ্বাদশাব্দো বিধীয়তাম্। ২৪৫। ঋষয়ো ব্রাহ্মণা যে চ মুনয়ো ব্রহ্মচারিণঃ। আগচ্ছন্তু মহাযজ্ঞে যে চ দূরেঽপি সংস্থিতাঃ। ২৪৬। নগরাৎ পূর্ব্বদিগ্ভাবে কর্ত্তব্যো যজ্ঞমণ্ডপঃ। যস্য যস্যাভিরুচিতং দেয়ং দানং ত্বয়া নৃপ। তথা করিষ্য ইত্যুক্ত্বা যজ্ঞার্থং তৎপরো হভবৎ। ২ ৭। আনায্য ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বান্ কুশলান্ যজ্ঞকর্ম্মণি। গৃহীতা যজ্ঞদীক্ষা তৈর্যজ্ঞে বৈ সর্ব্বদক্ষিণে। ২৪৮। ব্রাহ্মণায়

রাত্রিকালে সারমেয় সমূহ মিলিত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে রব করিতেছে; অনবরত পেচক ডাকিতেছে; কেতু উদিত হইতেছে; আদিত্যমণ্ডলে কীলকবেধ দৃষ্ট হইতেছে; কবন্ধসঙ্কুল ব্যোমমার্গে চন্দ্রমা প্রকাশ পাইতেছে না; যাহা যুগক্ষয়ে হয়, সেই রোহিণীবেধ প্রকাশিত হইতেছে; লোক সকল দিবাভাগে নক্ষত্র গণিতেছে; গো, ভূ, স্ত্রী, মৃগী, ইহাদের বীজব্যত্যয় ঘটিতেছে; অশ্ব সহসা হ্রেষিত হইতেছে, গজ মদ বিসর্জ্জন করিতেছে না; মন্ত্রিগণের মন্ত্রিত মন্ত্র রাজ্যসংক্ষয়ে ভিন্ন হইতেছে; ঘৃতাহুতিহুত বহ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে না; প্রচণ্ড পবন বহিতেছে; বাত্যায় বৃক্ষ সকল চূর্ণিত হইতেছে; চৈত্যস্থান ধ্বজা জ্বলিয়া উঠিতেছে; এবং নভোমণ্ডল সর্ব্বদা ধূসরবর্ণ হইয়াছে। এই সকল ও অন্যান্য আরও অনেক উৎপাত, বামনজন্মের পর নারদাগমনের পশ্চাৎ বলিগৃহে দৃষ্ট হইতেছে। জনগণ ভয়ঙ্কর দিবাস্বপ্ন দর্শন করিতেছে। দৈত্যগণ যুদ্ধার্থ সন্নহন কালে পতিত হইতেছে। বলি সৈন্যদের দুর্নিমিত্ত অবলোকন করিয়া যুদ্ধপ্রবৃত্তি অপনোদন করিতেছে। সে সর্ব্বদা গৃহেই অবস্থান করিয়া রাজকার্য্য করিতেছে। শরীরে তাহার সুখ নাই; সর্ব্বদাই গাত্রভঙ্গ, শিরোব্যথা। জ্বরিত হইয়া সে শয়ন করিয়াও সুখ লাভ করিতে পারিতেছে না; পান-ভোজনে স্পৃহা নাই। এরূপ ব্যাকুলীকৃত হইলে কেহই ভুক্ত অন্ন জীর্ণ করিতে পারে না। জগৎ বিপরীত ভাবাপন্ন দেখিয়া বলি ব্যাকুল হইয়া 'একি হইল' বলিয়া দুঃখিত ভাবে ব্রাহ্মণগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছে। শুক্র গুরুকে আনয়ন করাইয়া সে, সভায় স্বকুশল জিজ্ঞাসা করিতেছে। বলিতেছে,—হে গুরো! সমস্তই বিপরীত ভাবাপন্ন দেখিতেছি, ইহার কারণ কি বলুন? দেবর্ষি নারদ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, গুরো! তাহা নিশ্চয়ই সত্য হইবে! অধুনা আপনি ব্রাহ্মণগণের সহিত এই উৎপাতশান্তির কারণ বলুন। শুক্র বলিলেন,—উৎপাত শান্তির নিমিত্ত সর্ব্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ করিতে হয়। এইযজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়দিগের সহিত দ্বাদশাব্দ করণীয়। ঋষি, ব্রাহ্মণ, মুনি, ব্রহ্মচারী ও দূরস্থজনগণ, ইহাঁরা সব এই মহাযজ্ঞে আগমন করুন। নগরের পূর্ব্বদিকে যজ্ঞ মণ্ডপ কর, যাহার যাহা অভিরুচি দান কর। অনন্তর তাহাই করিব, বলিয়া বলি যজ্ঞার্থ তৎপর হইল। সে যজ্ঞকুশল ব্রাহ্মণগণ আনয়ন করাইল। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। বলি বলিল,—প্রার্থী ব্রাহ্মণ-

ময়া দেয়ং সর্ব্বস্বমিহ যাচিতে। শরীরপুত্রমিত্রাণি দারান্ দাস্যামি যাচিতঃ ॥ ২৪৯ ॥ দাতব্যং সন্ততং দানং ব্রাহ্মণেভ্যো মহাধ্বরে। বারিতেনাপি ন শ্রেয়ং দাতব্যং নিশ্চিতং ময়া। যাচিতশ্চেন্ন দাস্যামি তদা ব্যর্থো মমাধ্বরঃ ॥ ২৫০ ॥ বিধায় মণ্ডপং দিব্যং বহুযোজনবিস্তরম্। তত্র দানানি দীয়ন্তে ভোজনাচ্ছাদনানি চ ॥২৫১॥ সপ্তর্ষয়ঃ সমায়াতা গগনাদ্ধরণী তলে। দিগ্‌ভ্যঃ সমাগতাঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণাঃ সন্তি যে ভুবি ॥ ২৫২ ॥ ক্ষত্রিয়াশ্চ সমায়াতা বিগৃহ্য বিবিধং বসু। নিবেদয়ন্তি তে রাজ্ঞে প্রারব্ধে যজ্ঞকর্ম্মণি ॥ ২৫৩ ॥ আসমুদ্রাৎ সমায়াতা নটনর্ত্তকযাচকাঃ। গীতবাদিত্রনির্ঘোষো বেদধ্বনিবিমিশ্রিতঃ ॥ ২৫৪ ॥ ত্রৈলোক্যং বধিরীচক্রে দেব দেহীতি যাচিতম্। মা দেহীতি বচো নাস্তি স্তোকং দেহীতি চৈব ন ॥ ২৫৫ ॥ যদ্‌যদ্‌যো যাচতে বস্তু তত্তস্মৈ তত্র দীয়তে ব্রাহ্মণো হি ন সোঽপ্যস্তি যো হি তং বহু যাচতে ॥ ২৫৬ ॥ ভোজনাচ্ছাদনার্থঞ্চ ন গৃহ্নন্তি দ্বিজাতয়ঃ। সুবর্ণরত্নরৌপ্যাণি তথাশ্বরথকুঞ্জরান্ ॥ ২৫৭ ॥ গৃহগোভূমিগ্রামাংশ্চ ন গৃহ্নন্তি দ্বিজাতয়ঃ বলিরাজ্যেন সন্তুষ্টাঃ কিং কুর্ব্বন্তি ধনেন তে ॥২৫৮॥ এবং প্রবর্ত্ততে যজ্ঞো মহান্ সর্ব্বস্বদক্ষিণঃ ॥ ২৫৯ ॥ নৃত্যন্তি গায়ন্তি পঠন্তি চান্যে স্তুবন্তি যজ্ঞং বহুদানযুক্তম্। ব্রহ্মেন্দ্র রুদ্রগ্রহসূর্য্যচন্দ্রাঃ প্রসাদিতা আহুতিভিশ্চ মন্ত্রৈঃ ॥ ২৬০ ॥ বলিং প্রশংসন্তি গুরুং তথান্যে হোতারমেকে পরিবারমেকে। প্রজাপতের্বাপি সুরাধিপস্য সমাপ্যতে চেদথ যাস্যতি ধ্রুবম্। প্রদায় রাজ্যং দ্বিজপুঙ্গবেভ্যঃ সপুত্রমিত্রৈঃ সহিতো রসাতলম্ ॥ ২৬১ ॥ ইতীতি বাচঃ প্রবদন্তি বাড়বাঃ শৃণ্বন্তি দৈত্যাঃ কিমিদং বদন্তি। বলেঃ পুরস্তাঃ কথয়ন্তি সঙ্গতা বলিঃ প্রহৃষ্টঃ প্রদদাতি যাচিতম্ ॥ ২৬২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বলিযজ্ঞপ্রভাববর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

রাজোবাচ। বস্ত্রাপথে মহাক্ষেত্রে সম্প্রাপ্তো বামনো যদা। তদাপ্রভৃতি কিং চক্রে তন্মে বদ ॥ ১ ॥ সারস্বত উবাচ। বামনো

গণকে আমি সর্ব্বস্ব দান করিব। পুত্র, মিত্র, দার, এমন কি স্বশরীরও আমি যাচিত হইয়া বিতরণ করিতে কুণ্ঠিত হইব না। এই অধ্বরে আমি ব্রাহ্মণকে সতত দান করিতে বিরত থাকিব না। নিষিদ্ধ হইলেও আমি দানে ক্ষান্ত হইব না, নিশ্চয়ই দান করিব। যাচিত হইয়া দান না করিলে যজ্ঞ ব্যর্থ হইবে। এই বলিয়া বলি বহুযোজনবিস্তৃত যজ্ঞস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া বহু বস্ত্র ও ভোজনাচ্ছাদনাদি দান করিতে লাগিল। এমন কি সপ্তর্ষিগণও যজ্ঞদর্শনমানসে ধরাতলে আগমন করিলেন। নানা দিগ্‌দিগন্ত হইতে ভূতলস্থ ব্রাহ্মণ সমস্ত আগমন করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়গণ বিবিধ ধনসঙ্গে আগমন করিয়া তাহা বলিকে নিবেদন করিতে লাগিল। আসমুদ্র স্থান হইতে নট-নর্ত্তক-যাচক সকল আগমন করিল। বেদধ্বনি-মিশ্রিত-গীতবাদিত্রনির্ঘোষ হইতে লাগিল। প্রার্থীর 'দাও দাও' শব্দে ত্রৈলোক্য পূর্ণ হইল। 'দিও না' বা 'অল্প দাও' এশব্দ যজ্ঞস্থলে ছিল না। যে যা যাচ্ঞা করিয়াছিল, সে তাহাই পাইয়াছিল। এমন ব্রাহ্মণ কেহ সেখানে ছিল না—যে বহু প্রার্থনা করিয়াছিল। তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ ভোজনাচ্ছাদন, সুবর্ণ-রত্ন-রৌপ্য, রথ-অশ্বকুঞ্জর ও গৃহ-গো-ভূমি-গ্রাম, এসকল প্রার্থনা করেন নাই—কারণ,—বলিরাজ্যে ব্রাহ্মণগণের কোন ধনেরই অভাব ছিল না। এইরূপে ঐ সর্ব্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইলে কেহ নৃত্য, কেহ গীত, ও কেহ কেহ বহু দানযুক্ত যজ্ঞের স্তব করিতে লাগিল। ব্রহ্মেন্দ্র-রুদ্র ও গ্রহ-সূর্য্য-চন্দ্র, ইহারা আহুতি দ্বারা হৃষ্ট হইয়া বলি, গুরু, হোতা ও পরিবারগণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। প্রজাপতি ও সুরাধিপের বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ বলাবলি করিতে লাগিলেন,—যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে বলি ব্রাহ্মণগণকে সমস্ত রাজ্য দান করিয়া সপুত্রমিত্র রসাতলে গমন করিবেন। এই কথা দৈত্যগণ শুনিয়া 'এ কি বলিতেছে' মনে করিয়া তাহারা বলিসমীপে ঐ কথা বলিল। বলি তাহাতে হৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অভিলষিত দান করিলেন। ২২৪—২৬২।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

রাজা বলিলেন,—বস্ত্রাপথ মহাক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া বামন কি করিয়াছিলেন? তাহা বিস্তৃতভাবে বলুন।
সারস্বত বলিলেন,—বামন তথায় ভবাগ্রে বাস

বসতিং চক্রে ভবস্যাগ্রে নৃপোত্তম। স্বর্ণরেখা-জলে স্নাত্বা ভবং সম্পূজ্য ভাবতঃ ॥ ২ ॥ একান্তে নির্ম্মলে স্থানে কণ্টকাস্থিবিবর্জ্জিতে। কৃষ্ণাজিনপরিচ্ছন্ন উপবিষ্টো বরাসনে ॥ ৩ ॥ কৃত্বা পদ্মাসনং ধীরো নিশ্চলোঽভূদ্দ্বিজোত্তমঃ। বিধায় কন্ধরাবন্ধমৃজুনাসাবলোককঃ ॥ ৪ ॥ গৃহক্ষেত্রকলত্রাণাং চিন্তাং মুক্ত্বা ধনস্য চ। মায়াঞ্চ বৈষ্ণবীং ত্যক্ত্বা কৃতমৌনো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥ নিরাহারো জিতক্রোধো মুক্তসংসারবন্ধনঃ। ভুজৌ পদ্মাসনে কৃত্বা কিঞ্চিন্মীলিতলোচনঃ। মনোঽতিচঞ্চলং জ্ঞাত্বা স্থিরং চক্রে হৃদি দ্বিজঃ ॥ ৬ ॥ ক্রমেণাভ্যাসযোগেন ভিন্নাংশ্চক্রে স চৈকতঃ। প্রাণাপানব্যানোদানসমানাখ্যাংশ্চ মারুতান্ ॥ ৭ ॥ এবং তং হৃদয়ে কৃত্বা গৃহীত্বা সর্ব্বসন্ধিষু। আনীয় ব্রহ্মণঃ স্থানে দৃঢ়ং ব্রহ্মণ্যযোজয়েৎ ॥ ৮ ॥ গৃহীত্বা পবনং বাহ্যং যদা পূরয়তে তনুম্। তদা স পূরকো জ্ঞেয়ো রেচকং তু বদাম্যহম্ ॥ ৯ ॥ যদা চাভ্যন্তরো বায়ুর্বাহ্যে যাতি ক্রমান্নৃপ। তদা স রেচকো জ্ঞেয়ঃ স্তম্ভনাৎ কুম্ভকো ভবেৎ ॥ ১০ ॥ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি যদা জানন্তি যোগিনঃ। মুচ্যন্তে পাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ সপ্তজন্মকৃতৈরপি ॥ ১১ ॥ রাজোবাচ। কতি তত্ত্বানি কো দেহী কিং জ্ঞেয়ং যোগিনাং বদ। উৎপন্নজ্ঞান-সম্ভাবো যোগযুক্তঃ কথং ভবেৎ ॥ ১২ ॥ ঈশ্বর উবাচ। প্রকৃতিশ্চ ততো বুদ্ধিরহঙ্কারস্ততোঽভবৎ। তন্মাত্রপঞ্চকং তস্মাদেষা প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ১৩ ॥ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ। একাদশং মনো বিদ্ধি মহাভূতানি পঞ্চ চ ॥ ১৪ ॥ গণঃ ষোড়-শকঃ সাংখ্যে বিস্তরেণ প্রকীর্ত্তিতঃ। চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বানি পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ১৫ ॥ দেহীতি প্রোচ্যতে দেহে স চাত্মানঞ্চ পশ্যতি। বিন্দন্তি পরমাত্মানং ষষ্ঠং তং বিংশতেঃ পরম্ ॥ ১৬ ॥ আসনাদিপ্রকারা যে তে জ্ঞেয়াঃ প্রথমং সদা। যদা দীপশিখাপ্রায়ং জ্যোতিঃ পশ্যন্তি তে হৃদি ॥ ১৭ ॥ উৎপন্নজ্ঞানসম্ভাবা ভণ্যন্তে যোগিনো বুধৈঃ। পূর্ব্বং জরাং জরয়তি রোগা নশ্যন্তি দূরতঃ ॥ ১৮ ॥ সর্ব্বপাপচয়ে ক্ষীণে পশ্চান-মৃত্যুং স বিন্দতি। মৃতো লোকে নরো নাস্তি যোগী জানাতি চেৎ স্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥ তদা দ্বারাণি সংরুদ্ধ্য দশ প্রাণান্ স মুঞ্চতি। পুণ্যপাপক্ষয়ং

করিয়াছিলেন। তিনি স্বর্ণরেখার জলে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান ও হরপূজা করিয়া কণ্টকাদিবর্জ্জিত কৃষ্ণাজিন-পরিচ্ছন্ন নির্জ্জন নির্ম্মল স্থানে বরাসনে উপবিষ্ট হইয়া পদ্মাসন করিয়া ধীর ও নিশ্চলভাবে অবস্থান করিলেন। তিনি কন্ধরাবন্ধ বিধান করিয়া ঋজু নাসা অবলোকন করিতে লাগিলেন। গৃহ-ক্ষেত্র-কলত্র, ধন, ও বৈষ্ণবী মায়া পরিহারপূর্ব্বক তিনি মৌনী, জিতেন্দ্রিয়, নিরাহার ও জিতক্রোধ হইয়া সংসারবন্ধন মোচন করিলেন। তিনি ভুজযুগল পদ্মাসনে রাখিয়া লোচনদ্বয় ঈষৎ মীলিত করিলেন। মনকে অতি চঞ্চল জানিয়া তিনি তাহা হৃদয়ে ধারণ করিলেন। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান বায়ুকে তিনি ক্রমশঃ অভ্যাসযোগে এক হইতে ভিন্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ঐ বায়ুকে হৃদয়ে ধারণ ও সর্ব্বসন্ধিতে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মস্থানে আনয়ন করত তাহাতে যোজনা করিলেন। বাহ্য বায়ু গ্রহণ করিয়া যখন দেহ পূরণ করা যায়, তখন তাহাকে 'পূরক' বলে। রেচক যথা—যখন আভ্যন্তর বায়ু ক্রমশ বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তখন তাহাকে রেচক বলা যায়। আর বায়ুস্তম্ভনকে কুম্ভক বলে যোগী যখন পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব জানিতে পারেন, তখনই সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। রাজা বলিলেন—তত্ত্ব কতিবিধ? দেহী কে? যোগিগণের জ্ঞেয় কি? উৎপন্নজ্ঞানসম্ভাব ও যোগযুক্ত কিরূপে হয়? ঈশ্বর বলিলেন,—প্রথমতঃ মূল প্রকৃতি, তাহা হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে তন্মাত্রপঞ্চক; এই আট প্রকার প্রকৃতি। আর বুদ্ধীন্দ্রিয় পাঁচ—কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ—মন ও পঞ্চমহাভূত, এই সাংখ্যোক্ত ষোড়শ-গণ,—সর্ব্ব সমষ্টিতে (আট প্রকার প্রকৃতি, আর এই ষোড়শগণ) চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব; পুরুষ—পঞ্চবিংশক। এই পঞ্চবিংশক পুরুষকেই দেহী বলে। দেহী পরমাত্মাকে নিরীক্ষণ করে। এই পরমাত্মাকেই ষড়্‌বিংশক বলিয়া জানিবে। আস-নাদি যোগানুষ্ঠান প্রথমানুষ্ঠেয়। যোগিগণ যখন হৃদয়ে দীপশিখাপ্রায় জ্যোতি দর্শন করেন, তখন তাহাদিগকে উৎপন্নজ্ঞানসম্ভাব যোগী বলা যায়। অগ্রে যোগী জরাকেও জরিত করেন; রোগ (তাঁহাকে দেখিয়া) দূর হইতে পলায়ন করে; পরে সর্ব্ব পাপক্ষয়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। আর যোগী যদি স্বয়ং এরূপ জ্ঞান করেন যে, এ লোকে নর মৃত হয় না, তাহা হইলে তিনি দশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রাণবায়ু মোচন করেন মাত্র। যোগি-প্রাণ তাঁহা-

কৃত্বা প্রাণা গচ্ছন্তি যোগিনাম্। অণিমাদিগুণৈশ্বর্য্যং প্রাপ্নুবন্তি শিবালয়ে ॥ ২০ ॥ অনেন ধ্যানযোগেন ভবং পশ্যতি মানবঃ। মনসা চিন্তিতং সর্ব্বং সম্প্রাপ্তং ভবদর্শনাৎ ॥ ২১ ॥ এবমাস্তে যদা বিপ্রো বামনো ভবসন্নিধৌ। গগনাদবতীর্ণং তং তদা পশ্যতি নারদম্ ॥ ২২ ॥ বামন উবাচ। মহর্ষে কুশলং তেঽদ্য কস্মাদাগম্যতে ত্বয়া। প্রণমামি মহর্ষে ত্বাং ব্রহ্মৈব ত্বং জগৎত্রয়ে ॥ ২৩ ॥ নারদ উবাচ। স্বর্গ লোকাদহং প্রাপ্তঃ কুশলং কিং ব্রবীমি তে ॥ ২৪ ॥ যাতায়াতৈর্দ্দিনেশস্য পূর্য্যতে ব্রহ্মণো দিনম্। দিনান্তে জায়তে রাত্রী রাত্রৌ নশ্যন্তি দেবতাঃ ॥ ২৫ ॥ কা কথা মৃত্যুলোকস্য যে ম্রিয়ন্তে দিনেদিনে। নভো ধূমাকুলং জাতং দেবা বলিগৃহে গতাঃ ॥ ২৬ ॥ সপ্তর্ষয়ো গতাস্তত্র ব্রাহ্মণা ব্রহ্মচারিণঃ। হাহাহূহুস্তুম্বুরুশ্চ গতৌ নারদপর্ব্বতৌ ॥ ২৭ ॥ অপ্সরোগণগন্ধর্ব্বাঃ সম্প্রাপ্তা বলিমন্দিরে। উৎপাতশান্তিকো যজ্ঞঃ ক্রিয়তে বলিনা স্বয়ম্ ॥ ২৮ ॥ তত্রৈব গন্তুমিচ্ছামি দ্রষ্টুং যজ্ঞং বলেগৃহে। সহস্রমেকং যজ্ঞানামেকোনং বিদধে বলিঃ ॥ ২৯ ॥ দৈত্যানাং ভুবনং সর্ব্বং সম্পূর্ণেঽস্মিন্ ভবিষ্যতি। অসাবতিশয়ঃ কোঽপি প্রারব্ধো যজ্ঞকর্ম্মণি। দ্বিজাতিভ্যো ময়া দেয়ং যেন যদ্‌যাচ্যতে স্বয়ম্ ॥ ৩০ ॥ বারিতেনাপি মে দেয়ং সত্যমস্তু বচো মম। আত্মানমপি দারাংশ্চ রাজ্যং পুত্রান্ প্রিয়ান্ মম ॥৩১॥ প্রার্থিতশ্চেন্ন দাস্যামি ব্যর্থো ভবতু মেঽধ্বরঃ। অনেন বচসা জাতা মহতী মে শিরোব্যথা। প্রতিজ্ঞায় কথং যজ্ঞঃ সম্পূর্ণোঽয়ং ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥ ভঙ্গোপায়ং ন পশ্যামি ভ্রমামি ভুবনত্রয়ে। বিধ্বংসকারিণং জ্ঞাত্বা ভবন্তং পর্য্যুপস্থিতঃ ॥ ৩৩ ॥ যথা ন পূর্য্যতে যজ্ঞস্তথেদানীং বিধীয়তাম্ ॥ ৩৪ ॥ বামন উবাচ। মহর্ষে শৃণু মে বাক্যং কা শক্তির্ম্মম বিদ্যতে। কোঽহং কস্মাৎ করিষ্যামি যজ্ঞে দেবাঃ সমাগতাঃ ॥ ৩৫ ॥ ঋষয়ো ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে কথং ব্যর্থো ভবিষ্যতি। অপরং শৃণু মে বাক্যং ব্রহ্মর্ষে ব্রহ্মণস্পতে ॥ ৩৬ ॥ ন কলত্রং ন তে পুত্রাঃ কস্মাৎ প্রকৃতিরীদৃশী। যুদ্ধং বিনা ন তে সৌখ্যং ন সৌখ্যং কলহং বিনা ॥ ৩৭ ॥ যাদৃশস্তাদৃশো বাপি বাধ্যাপোঽপি সদা প্রিয়ঃ। স্নানং

দের পুণ্য-পাপক্ষয় করিয়া গমন করে। যোগিগণ শিবালয়ে অণিমাদি গুণৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। এইরূপ ধ্যানযোগে মানব ভব দর্শন করে। আর ভবদর্শনের ফলে তাহাদের অভিমত লাভ হয়। বামন ভব-সন্নিধানে যখন এইরূপ ধ্যানস্থ থাকেন, তখন তিনি নারদকে গগন হইতে অবতরণ করিতে দেখেন; দেখিয়া বলিলেন,—মহর্ষে! আপনার কুশল ত? আগমনকারণ কি? প্রণাম হই; আপনিই ত্রিজগতের ব্রহ্মা। নারদ বলিলেন,—স্বর্গলোক হইতে আমি আসিতেছি; কুশলের কথা আর কি বলিব। দেখ, দিনেশের যাতায়াতে ব্রহ্মার দিন পূর্ণ হয়; দিনান্তে রাত্রি আসে; আর রাত্রিতে দেবতারা বিনষ্ট হন; এই হইল দেবতাদের কথা, তা দিনে দিনে যাহারা মৃত হয় এরূপ মৃত্যুলোকের কথা আর কি বলিব?—এ সংবাদ জান। নভোমণ্ডল ধূমাকুল হইয়াছে; দেবতা মহর্ষি, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী, হাহা, হুহু, তুম্বুরু, নারদ, পর্ব্বত, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, সমস্ত বলিগৃহে গমন করিয়াছে; বলি উৎপাতশান্তিক যজ্ঞ করিতেছে। আমিও যজ্ঞ দেখিতে সেইখানে যাইতে ইচ্ছা করিতেছি। বলি একটি-কম হাজার যজ্ঞ করিবে; এই সকল যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সমস্ত পৃথিবী দৈত্যদের হইবে। যজ্ঞকর্ম্মে বলির এক অতিশায়ী আরম্ভ এই যে, সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে,—যে যাহা যাচ্ঞা করিবে, দ্বিজাতিগণকে আমি তাহাই প্রদান করিব; বারণ করিলেও আমি নিবৃত্ত হইব না, বাক্য সত্য করিবই করিব। প্রার্থিত হইলে আমি রাজ্য, দার, পুত্র, এমন কি নিজ আত্মা পর্য্যন্তও যদি দান না করি, তাহা হইলে আমার যজ্ঞ ব্যর্থ হইবে। বলির এই প্রতিজ্ঞাবাক্যেইত আমার মহতী শিরোব্যথা জন্মিয়াছে; প্রতিজ্ঞা করিয়া যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিবে কিরূপে!১ ৩২। এইজন্যই আমি ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতেছি; কিন্তু যজ্ঞভঙ্গের কোন উপায় দেখিতেছি না। তুমিই একমাত্র বিধ্বংসকারী জ্ঞানে এখানে উপস্থিত হইয়াছি; যাহাতে তাহার যজ্ঞ পূর্ণ না হয় তাহা তুমি কর। বামন বলিলেন,—মহর্ষে! আমার বাক্য শ্রবণ করুন; আমার সাধ্য কি, আমি কে! কিজন্য আমি যজ্ঞভঙ্গ করিব? যজ্ঞে দেব, ঋষি, ব্রাহ্মণগণ সমাগত হইয়াছেন, কিরূপে তাহা ব্যর্থ হইবে! অপর এক কথা বলি শুনুন,—আপনার পুত্র নাই; কলত্র নাই; কিজন্য আপনার এরূপ প্রকৃতি?-যুদ্ধ ব্যতিরেকে আপনার সৌখ্য হয় না; কলহ ব্যতিরেকে আপনার সৌখ্য হয় না। যাদৃশ তাদৃশ

সন্ধ্যা জপো হোমস্তর্পণং পিতৃদেবয়োঃ ॥ ৩৮ ॥ নারদঃ কুরুতে চান্যদন্যৎ কুর্ব্বন্তি ব্রাহ্মণাঃ। মমাপি কৌতুকং জাতং মহর্ষে বদ সত্বরম্ ॥ ৩৯ ॥ নারদ উবাচ। পাদ্মকল্পে ব্যতিক্রান্তে রাত্র্যন্তে শৃণু বামন। ব্রহ্মাণ্ডং বারিণা ব্যাপ্তমন্যৎ কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে ॥ ৪০ ॥ অপ্সু শেতে দেবদেবঃ স চ নারায়ণঃ স্মৃতঃ। স ব্রহ্মা স শিবো নাস্তি ভেদস্তেষাং পরস্পরম্ ॥ ৪১ ॥ যদা ভবন্তি তে ভিন্নাস্তদা দেবত্রয়শ্চ তে। কর্ত্তুং বারাহকল্পন্তু ভিন্না জাতাস্ত্রয়স্তদা ॥ ৪২ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণুহরা দেবা রজঃসত্ত্বতমোময়াঃ। সৃষ্টিং ব্রহ্মা করোত্যেবং তাঞ্চ পালয়তে হরিঃ ॥ ৪৩ ॥ হরঃ সংহরতে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। এবং প্রবর্ত্ত্য দেবেশ উপবিষ্টা বরাসনে। কৈলাসশিখরে রম্যে মন্ত্রয়ন্তি পরস্পরম্ ॥ ৪৪ ॥ ত্রয়াণাং কো বরো দেবঃ কো জ্যেষ্ঠঃ কো গুণাধিকঃ। চতুর্থো নাস্তি যো বেত্তি সহসা তে ত্রয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ৪৫ ॥ তেভ্যঃ সমুত্থিতং জ্যোতিরেকীভূতং তদন্তরে। কালমানেন যুক্তং তদ্ভ্রাম্যতে রবিমণ্ডলম্ ॥ ৪৬ ॥ অহং জ্যেষ্ঠো হ্যহং বাদোঽভূদ্ধরব্রহ্মণোঃ। দ্বয়োর্ব্বিবদতোঃ ক্রোধাৎ সঞ্জাতোঽহং মুখাৎ প্রভো ॥ ৪৭ ॥ কথং দেব ন জানাসি যত্ত্বং ব্রহ্মণা তদা। দশাবতারাস্তে রক্তঃ মৎস্যকূর্ম্মাদয়ঃ পুরা ॥ ৪৮ ॥ রুদ্রেণ বারিতা গত্বা কলহো বো ন যুজ্যতে। তথৈব কৃতবান্ বিষ্ণুরবতারান্ দশৈব তান্ ॥ ৪৯ ॥ কল্পাদৌ ব্রহ্মণো বক্ত্রাৎ সঞ্জাতোঽহং দ্বিজোত্তম। কলহাজ্জন্ম মে যস্মাত্তস্মান্মে কলহঃ প্রিয়ঃ ॥ ৫০ ॥ কল্পাদৌ সৃজতা পূর্ব্বং চিন্তিতং ব্রহ্মণা স্বয়ম্। বেদান্বিনা কথং সৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা হে হরে ময়া ॥ ৫১ ॥ নষ্টান্বেদান্ন জানামি ক বেদাস্তে গতা ইতি। পৃথ্বীমপি ন জানামি কিং স্থানে কিমধো গতা ॥ ৫২ ॥ গন্তুং ন বিদ্যতে শক্তির্জলমধ্যে মমাধুনা। অবতারৈস্ত্বয়া কার্য্যং দশভিঃ সৃষ্টিরক্ষণম্ ॥ ৫৩ ॥ জলে জলচরো মৎস্যো মহানদ্যাং ভবিষ্যসি। আদায় বেদান্ বেগেন মম ত্বং দাতুমর্হসি ॥ ৫৪ ॥ তথাচ কৃতবান্ দেবো মৎস্যরূপং জলে মহৎ। বেদান্ সমানয়ামাস দদৌ চ ব্রহ্মণে পুরা। কূর্ম্মরূপং পুনঃ কৃত্বা মন্দরং ধারয়িষ্যসি ॥ ৫৫ ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা বিষ্ণুর্লক্ষ্মীস্ত্বাং বরয়িষ্যতি। পুরা চিত্রং চরিত্রং তে মথনে দৃষ্টবানহম্ ॥ ৫৬ ॥ যদা

বাক্‌বাদেই সদা আপনি প্রিয়। শুনিয়াছি যে, স্নান—সন্ধ্যা—জপ—হোম—পিতৃদেবতার তর্পণ এসকল নারদ একরূপ করেন, আর ব্রাহ্মণগণ একরূপ করেন। আমার এসকল শুনিতে কৌতূহল জন্মিয়াছে, মহর্ষি! আপনি সত্বর বলুন। নারদ বলিলেন,—বামন! শ্রবণ কর,—পাদ্ম কল্প অতীত হইলে একদা ব্রাহ্ম্য রাত্র্যন্তে ব্রহ্মাণ্ড বারি-পরিব্যাপ্ত হয়; অন্য আর কিছুই থাকে না! দেবদেব জলে শয়ন করেন; তিনিই নারায়ণ, ব্রহ্মা ও শিব। ইঁহাদের পরস্পরে ভেদ নাই। ইঁহারা যখন ভিন্ন হন, তখন উক্ত দেবতাত্রয়ই হইয়া থাকেন। ইঁহারা তখন বরাহকল্প করিবার জন্য ব্রহ্ম-বিষ্ণু-হররূপে রজঃ-সত্ত্ব-তমোগুণোপেত হইয়া জন্মেন এবং ব্রহ্মা-সৃষ্টি, বিষ্ণু পালন ও হর চরাচর ত্রৈলোক্য সংহার করেন। ইঁহারা এই প্রকারে সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত করিয়া এক সময় কৈলাসশিখরে রম্য বরাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের তিনজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ এবং গুণাধিক, ইঁহাদের চতুর্থ নাই। ইঁহারা উক্ত প্রকারে অবস্থিত থাকিলে ইঁহাদের শরীর হইতে এক একীভূত জ্যোতিঃ উদ্গত হইল। এই জ্যোতি কালমানে যুক্ত রবিমণ্ডল ভ্রামিত করিতে লাগিল। এমন সময় হর-ব্রহ্মার মধ্যে "অহং জ্যেষ্ঠ অহং জ্যেষ্ঠ" বাদ উপস্থিত হয়। বিবদমান তাঁহাদের মুখ হইতে আমি উৎপন্ন হই। কেন তুমি কি জানিতে পারিতেছ না? পূর্ব্বে ব্রহ্মা ক্রীড়া করিবার জন্য তোমাকে মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার হইতে বলিয়াছিলেন। রুদ্র গিয়া "আপনাদের কলহ শোভা পায় না" বলিয়া কলহ নিবারণ করিয়া দিলেন। তুমি দশাবতার হইলে। এইরূপে আমি কল্পাদিতে ব্রহ্ম বদন হইতে জন্মি। কলহ হইতে আমার জন্ম বলিয়া তাহা আমার একান্ত প্রিয়। কল্পাদিতে সৃষ্টি করিতে করিতে ব্রহ্মা চিন্তা করিয়া বলিলেন—হে হরে! আমি বেদ-সাহায্যে কিরূপে সৃষ্টি করিব? বেদ সকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তাহারা কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিছুই জানি না। পৃথ্বী স্বস্থানে আছে, কি অধোগত হইয়াছে, বিদিত নহি; জলমধ্যে গমন করিতেও আমার সামর্থ্য নাই; অতএব তুমিই দশাবতার হইয়া সৃষ্টিরক্ষা কর। তুমি মহানদীতে মৎস্য হইয়া সবেগে বেদ গ্রহণপূর্ব্বক আমাকে প্রদান কর। (নারদ বলিলেন,—) তুমি ব্রহ্মার উক্ত বাক্যে মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া বেদ আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলে। এইরূপে পুনরায় কূর্ম্মরূপ পরি-

রসাতলং প্রাপ্তা পৃথিবী নৈব দৃশ্যতে। ব্রহ্মাণ্ডার্থে স্থানকৃতে তত্র সা নৈব দৃশ্যতে॥ ৫৭॥ বারাহং ক্রিয়তাং রূপং ব্রহ্মণা প্রেরিতঃ স্বয়ম্। মহাবরাহরূপঃ স কৃত্বা ভূমেরধো গতঃ॥ ৫৮॥ উদ্ধৃতা চ তদা বিষ্ণু-দংষ্ট্রাগ্রেণ বসুন্ধরাম্। স নিনায যথাস্থানং মুস্তাং ব ধরণীতলাৎ॥ ৫৯॥ অবতারং তৃতীয়ং বৈ হর-স্যাপি মনোহরম্। যেন সা পৃথিবী পৃথ্বী পর্ব্বতৈঃ সহিতা ধৃতা॥ ৬০॥ চতুর্থং নরসিংহং বৈ কথয়ামি সুদারুণম্। আদিত্যা অদিতেঃ পুত্রা দিতেঃ পুত্রৌ মহাবলৌ॥ ৬১॥ হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো হিরণ্যাক্ষো মহাবলঃ। স্বর্গে দেবাঃ স্থিতাঃ সর্ব্বে পাতালে দৈত্য-দানবাঃ॥ ৬২॥ হিরণ্যকশিপুশ্চক্রে দৈত্যো রাজ্যং রসাতলে। মনুপুত্রা ধরাপৃষ্ঠে স্থাপিতা দেবদানবৈঃ॥ ৬৩॥ ব্যবস্থাং তামতিক্রম্য হিরণ্যকশিপুর্দ্বিজ। রাজ্যং চক্রে ধরাপৃষ্ঠে সুরেন্দ্রং স বিজিত্য চ॥ ৬৪॥ সপ্তদ্বীপবতীং পৃথ্বীং গৃহীত্বা সামরাবতীম্॥ গৃহীতু-কামো বুভুজে পুত্রপৌত্রৈঃ কৃতাদরঃ। ৬৫॥ প্রহ্লাদ-প্রমুখান্ পুত্রান্ স পীড়য়তি মন্দধীঃ। পুত্রেষু পাঠ্য-মানেষু প্রহ্লাদোঽপি পপাঠ তৎ॥ ৬৬॥ যেন বৈ পঠ্যমানেন জায়তে তস্য বেদনা। ভুবনদ্বয়রাজ্যেন দৈত্যো দেবান্ন মন্যতে॥ ৬৭॥ তপসা তোষিতো ব্রহ্মা দদৌ তস্মৈ বরং প্রভুঃ। অমরত্বং স দেবেভ্যো মনুষ্যেভ্যঃ সুরোত্তম॥ ৬৮॥ কস্মাদপি ন মে ভূয়ান্-মরণং যদি চেষ্টবেৎ। কিঞ্চিৎ সিংহো নরঃ কিঞ্চিদ্যো ভবেদ্ধরণীধরঃ॥ ৬৯॥ তস্মাৎ করকহৈর্ভিন্নো মরিষ্যে ন ধরাতলে। এবং ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা গতো ব্রহ্মা চ বিস্ময়ম্॥ ৭০॥ কালেন গচ্ছতা তস্য সঞ্জাতো বিগ্রহো মহান্। দেবাঃ কিং মে করিষ্যন্তি বিষ্ণুনা কিং প্রয়োজনম্॥ ৭১॥ যষ্টব্যোঽহং সদা যজ্ঞে রুদ্রঃ কিং মে করিষ্যতি। এবং স্থিতে বর্ত্তমানস্য প্রহ্লাদঃ স্তৌতি তং হরিম্॥ ৭২॥ যেনাস্য জায়তে মৃত্যুস্তমেব স্মরতে হরিম্। যদাসৌ বার্য্য-মাণোঽপি বিরৌতি চ হরিং হরিম্॥ ৭৩॥ চতু-র্ভুজং শঙ্খগদাসিধারিণং পীতাম্বরং কৌস্তুভলাঞ্ছিতং সদা। স্মরামি বিষ্ণুং জগদেকনায়কং দদাতি মুক্তিং স্মৃতমাত্র এব যঃ॥ ৭৪॥ অনেন বচসা ক্রুদ্ধো

গ্রহ করিয়া তুমি মন্দর ধারণ কর। এই সময় লক্ষ্মী তোমাকে বরণ করেন। পূর্ব্বে সাগরমন্থনসময়ে আমি তোমার এইরূপ চিত্র চরিত্র প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলাম। যখন পৃথিবী রসাতল প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না; ব্রহ্মাণ্ডে স্থানাভাব হয়; তখন তুমি ব্রহ্মার আদেশে মহাবরাহরূপ ধারণ করিয়া ভূমির অধোভাগে যাইয়া দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা তথা হইতে বসুন্ধরাকে উদ্ধার কর। এই সময় তুমি মুস্তা ভক্ষণ করিয়াছিলে। ইহা তোমার হর-মনোহর তৃতীয় অবতার। এই অবতারেই তুমি সশৈল পৃথিবী ধারণ কর। চতুর্থ নরসিংহ অব-তার। ইহা অতি সুদারুণ। দেখ, আদিত্যগণ অদিতির পুত্র। দিতির পুত্র মহাবল হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ। এই কালে স্বর্গে দেবগণ ও পাতালে দৈত্য দানবগণ বাস করিত। হিরণ্য-কশিপু রসাতলে এই সময় রাজ্য করিত; আর মনুপুত্রগণ দেবদানব কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে রাজ্য করিতেন। কিন্তু হিরণ্যকশিপু সুরেন্দ্রকে জয় করিয়া উক্ত ব্যবস্থা উপেক্ষা করত ধরাপৃষ্ঠ অধিকার করিয়া লয়। ক্রমে সে সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীতে আধিপত্য স্থাপনপূর্ব্বক অমরাবতী গ্রহণ করিতে প্রয়াসী হয়। এই মন্দধী প্রহ্লাদপ্রমুখ পুত্রগণকে পীড়িত করিয়াছিল। তাহার পাঠ্যমান পুত্রগণের মধ্যে প্রহ্লাদ এইরূপ পড়া পড়িত—যাহাতে হিরণ্য-কশিপুর অন্তরে বেদনা হইত। ভুবনদ্বয় অধিকার করিয়া ঐ দুষ্ট দৈত্য দেবগণকে মানিত না।৩৩—৬৭। তাহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাকে বর দিয়াছিলেন। সে এইরূপ বর লইয়াছিল যে, আমার যেন সুর বা নর হইতে মরণ না হয়, যদি কোন রকমে মরণ হয়, তাহা হইলে আমাকে যে মারিবে, সে যেন কিঞ্চিৎ সিংহ—কিঞ্চিৎ নর এবং ধরণীধর হয়। এরূপ ব্যক্তি কর্ত্তৃক করকহ দ্বারা ভিন্ন হইয়া যেন আমি মরি; কিন্তু ধরাতলে মারিলে হইবে না। দৈত্যের ইত্যাকার বরপ্রার্থনায় ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া পরে বিস্মিত হইলেন (পস্তাইতে লাগিলেন)। অতঃপর কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে এক মহাসমর উপস্থিত হইল। তখন দৈত্য বলিতে লাগিল,—দেবতারা আমায় কি করিবে? বিষ্ণুতে আমার প্রয়োজন কি? আমি সর্ব্বদাই যজ্ঞ করিব, রুদ্র আমার কি করিবে? হিরণ্যকশিপু যখন এরূপ অবস্থায় উপনীত হইল, তখন প্রহ্লাদ হরির স্তব করিতে লাগিলেন। যাহা দ্বারা এই দুষ্ট দৈত্যের বধ হইবে, প্রহ্লাদ সেই হরিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ—বারিত হইয়াও যখন হরি হরি রব করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগি-লেন,—যিনি চতুর্ভুজ, শঙ্খগদাসিধারী, পীতাম্বর,

দৈত্যো দৈত্যান্ দিদেশ হ। মারয়ধ্বস্তু তং দুষ্টং গজসর্পজলাগ্নিভিঃ॥ ৭৫॥ প্রহ্লাদ উবাচ। গজেঽপি বিষ্ণুর্ভুজগেঽপি বিষ্ণুর্জলেঽপি বিষ্ণুর্জ্বলনেঽপি বিষ্ণুঃ। ত্বয়ি স্থিতো দৈত্য ময়ি স্থিতশ্চ বিষ্ণুং বিনা দৈত্যগণোঽপি নাস্তি॥ ৭৬॥ যদা স মার্য্যমাণোঽপি মৃত্যুং প্রাপ্নোতি ন ক্বচিৎ। হিরণ্যকশিপোর্বক্ষো দহ্যতে ক্রোধবহ্নিনা। তদা শিক্ষয়িতুং পুত্রং মুখাগ্রে সন্নিবেশ্য চ॥ ৭৭॥ বচোভিঃ কঠিনৈঃ পুত্রং স্বয়ং হন্তুং সমুদ্যতঃ। ধিক্ত্বাং নারায়ণং স্তৌষি মমারিং স্তৌষি চেৎ পুনঃ॥ ৭৮॥ পুষ্পলাবং লবিষ্যামি শিরস্তেঽহং বরাসিনা। অহং বিষ্ণুরহং ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্রো বরং বদ॥ ৭৯॥ আত্মীয়ং পিতরং মুক্ত্বা কমন্যং স্তৌসি বালক॥ ৮০॥ যদা ন পঠতে বালঃ স্তৌতি নো পিতরং স্বকম্। দণ্ডেনাহত্য গুরুণা প্রহ্লাদঃ প্রেরিতঃ পুনঃ। বদৈকং বচনং শিষ্য দেহি মে গুরুদক্ষিণাম্॥ ৮১॥ যথা মে তুষ্যতে স্বামী দদাতি বিপুলং ধনম্॥ ৮২॥ প্রহ্লাদ উবাচ। প্রহরস্ব প্রথমং মাং করিষ্যে বচনং গুরো। স্তৌমি বিষ্ণুমহং যেন ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ৮৩॥ কৃতং সম্বর্দ্ধিতং শাস্তং স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু। ব্রহ্মা বিষ্ণুর্হরো বিষ্ণুরিন্দ্রো বায়ুর্যমোঽনলঃ॥ ৮৪॥ প্রকৃত্যাদীনি তত্ত্বানি পুরুষং পঞ্চবিংশকম্। পিতৃদেহে গুরোর্দেহে মম দেহেঽপি সংস্থিতঃ॥ ৮৫॥ এবং জানন্ কথং স্তৌমি ম্রিয়মাণং নরাধমম্॥ ৮৬॥ গুরুরুবাচ। নরেষু কোঽধমঃ শিষ্য জন্মাদিমরণেঽধম। কথং ন পিতরং স্তৌষি ম্রিয়মাণো হরিং হরিম্॥ ৮৭॥ প্রহ্লাদ উবাচ। ভোজনে শয়নে যানে জ্বরে নিষ্ঠীবনে রণে। হরিরিত্যক্ষরং নাস্তি মরণেঽসৌ নরাধমঃ॥ ৮৮॥ ভয়ে রাজকুলে যুদ্ধে ব্যাধৌ স্ত্রীসঙ্গমে বনে। অশক্তৌ বাথ সন্ন্যাসে মরণে ভূমিসংস্থিতাঃ। স্মরন্তি মাতরং মূর্খাঃ পিতরং চ নরাধমাঃ॥ ৮৯॥ মাতা নাস্তি পিতা নাস্তি নাস্তি মে স্বজনো জনঃ। হরিং বিনা ন কোঽপ্যস্তি যদ্যুক্তং তদ্বিধীয়তাম্॥ ৯০॥ ইত্যাদিবচনৈঃ

কৌস্তুভলাঞ্ছিত ও জগদেকনায়ক এবং স্মৃতমাত্র-মুক্তিপ্রদ, আমি সেই শ্রীহরিকে সর্ব্বদা স্মরণ করিব। প্রহ্লাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্য হিরণ্যকশিপু যারপর নাই ক্ষুব্ধ হইয়া ঘাতক দৈত্যগণকে আদেশ দিলেন যে, এই দুষ্টকে লইয়া গিয়া গজ, সর্প, জল বা অগ্নি দ্বারা যে কোন উপায়ে বধ কর। প্রহ্লাদ বলিলেন,—পিতঃ! মাতঙ্গে, ভুজঙ্গে—জলে, অনলে—আপনাতে আমাতে অধিক কি দৈত্যগণেও বিষ্ণু আছেন। প্রহ্লাদ ক্রমশ প্রহৃত হইয়াও যখন প্রাণত্যাগ করিল না, তখন ক্রোধানলে হিরণ্যকশিপুর হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। এই সময় সে স্বয়ং শিক্ষা দিবার জন্য প্রহ্লাদকে সম্মুখে রাখিয়া কঠিন বাক্‌শল্য দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল, বলিতে লাগিল যে, রে দুষ্ট পুত্র! ধিক্ তোকে, তুই নারায়ণের স্তব করিতেছিস্, পুনরায় যদি তুই আমার অরি সেই নারায়ণের স্তব করিস্, তাহা হইলে এই তীক্ষ্ণ অসি দ্বারা পুষ্পচ্ছেদনের ন্যায় তোর শিরশ্ছেদ করিব। রে বালক! আমিই বিষ্ণু—আমিই ব্রহ্মা—এবং আমিই রুদ্রেন্দ্র, আমাকে—তোর পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া তুই অন্য কাহার স্তব করিতেছিস্! প্রহ্লাদ যখন কোন ক্রমেই পড়িল না; পিতার স্তব করিল না, তখন গুরুমহাশয় দণ্ড দ্বারা তাড়িত করিয়া বলিলেন,—শিষ্য! একটী (হরি ছাড়া কথা) বচন বল; আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও; দেখ, তুমি হরি-কথা না বলিলে প্রভু তুষ্ট হইয়া আমায় বিপুল ধন প্রদান করিবেন। প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে গুরো! আপনি আমাকে প্রহার করুন; আমি আপনাকে বচন বলিব; কিন্তু সে বচনে আমি বিষ্ণুরই স্তব করিব। যিনি সচরাচর ত্রৈলোক্যকে বিরচিত সম্বর্দ্ধিত ও শান্ত করেন, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ব্রহ্মা, হর, ইন্দ্র, বায়ু, যম, অনল, প্রকৃত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, পঞ্চবিংশক পুরুষ পিতৃ গুরু ও মদীয় দেহ, এ সমস্তই বিষ্ণু, এবং এ সকলেই বিষ্ণু অবস্থিত। ইহা জানিয়া আমি কি জন্য ম্রিয়মাণ নরাধমের স্তব করিব? গুরুমহাশয় বলিলেন,—হে জন্মাদিমরণেঽধম শিষ্য! নর সকলের মধ্যে অধম কে? তুমি 'হরি হরি' বলিয়া ম্রিয়মাণ হইয়াও কেন পিতার স্তব করিতেছ না। ৬৪—৮৭। প্রহ্লাদ বলিলেন,—যাহার ভোজনে—শয়নে—যানে—জ্বরে—নিষ্ঠীবনে—রণে— মরণে—'হরি' এই শব্দ উচ্চারিত না হয়, সেই ব্যক্তিই নরাধম। ভয়ে, রাজকুলে, যুদ্ধে, ব্যাধিতে, স্ত্রীসঙ্গে, বনে, অশক্তিতে, সন্ন্যাসে, মরণে এবং ভূমিসংস্থিতিতে যে জন মাতাকে স্মরণ করে সে মূর্খ; আর যে পিতাকে স্মরণ করে, সে নরাধম। হরি ব্যতিরেকে আমার মাতা, পিতা, স্বজন, জন, কেহই নাই। আপনার যাহা ইচ্ছা হয়,

ক্রুদ্ধো হন্তু' দৈত্যঃ সমুত্থিতঃ। তদা মাতা সমাগতা পুত্রস্য পুরতঃ স্থিতা॥ ৯১॥ ভ্রাতরঃ স্বজনো ভগ্নী ভাষতে মা হরিং বদ। অহং মাতা স্বসা চেয়ং ভ্রাতরঃ স্বজনো জনঃ। যথা সম্মিলিতৈবৎস স্থীয়তে বহুবাসরম্॥ ৯২॥ প্রহ্লাদ উবাচ। মাতা মে কা স্বসা মে কা ভ্রাতরঃ কে পিতা চ কঃ। স্বজনং শৃণু মে মাতঃ সহিতৈঃ স্থীয়তে সদা॥ ৯৩॥ যস্যাঃ পীতং ময়া মূত্রং পুরীষমুদরে বহু। সা মাতা নরকোহস্মাকমগ্রে বক্তুং ন শক্যতে॥ ৯৪॥ নিম্মিতো ন দ্বিতীয়স্ত নির্ম্মিতো বিশ্বকর্ম্মণা। যাদৃশস্তু পুমান্ কশ্চিদ্‌যস্ত নো হৃদয়ে হরিঃ॥ ৯৫॥ দশমাসং ধ্রুবং মন্যে মূত্রং পাস্যতি তর্পিতঃ। ভ্রাতরো ভ্রাতরঃ সত্যং গর্ভেহপি স্থঃ কথং যদি॥ ৯৬॥ যুধ্যন্তস্তান্ কথং মাতা বরাকী বারয়িষ্যতি। স্বজনো দৃশ্যতে বৃদ্ধঃ পরেষু পণ্ডিতায়তে॥ ৯৭॥ কুটুম্বং ভণ্যতে কস্মাদ্‌যশ্চ নায়াতি যাতি চ। বন্ধনং চ কুটুম্বস্য জায়তে নরকায় নঃ॥ ৯৮॥ মাতা মে বিদ্যতে চান্যা পিতান্যো ভ্রাতরশ্চ যে। স্বসা স্বজনসম্বন্ধং জ্ঞাত্বা মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥ ৯৯॥ মাতা প্রকৃতিরস্মাকং স্বসা বুদ্ধির্নিগদ্যতে। অহঙ্কারস্ততো জাতো যোহহমিত্যনুমীয়তে॥ ১০০॥ তন্মাত্রাঃ সোদরাঃ পঞ্চ যে গচ্ছন্তি সহৈব মে। এবা প্রকৃতিরস্মাকং বিকারঃ স্বজনো মম॥ ১০১॥ এতেষাং বাহকো যস্তু পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ। স মে পিতা শরীরেহস্মিন পরমাত্মা হরিঃ স্থিতঃ॥ ১০২॥ যদাসৌ চিন্ত্যতে চিত্তে দৃশ্যতে হৃদয়ে হরিঃ। অণিমাদিগুণৈশ্বর্য্যং পদং তস্যৈব জায়তে॥ ১০৩॥ ভবতা সম্মতং রাজ্যং তন্মে নিত্যং তৃণৈঃ সমম্। যত্র নো পূজ্যতে বিষ্ণুব্রহ্মা রুদ্রোহনিলোহনলঃ॥ ১০৪॥ প্রত্যক্ষো দৃশ্যতে যস্তু নিরালম্বো ভ্রমত্যসৌ। স এব ভগবান্ বিষ্ণুর্ এতে গগনে স্থিতাঃ॥ ১০৫॥ ধ্রুবে বদ্ধা গ্রহাঃ সর্ব্বে য এতেহপ্যম্বরে স্থিতাঃ। তে সর্ব্বে বিষ্ণুবচসা ন পতন্তি ধরাতলে॥ ১০৬॥ কালে বিনাশঃ সর্ব্বেষাং তেনৈব বিহিতঃ স্বয়ম্। ইতি সঞ্চিন্ত্য মে নাস্তি ভবদ্ভ্যো মরণাদ্ভয়ম্॥ ১০৭॥ ইতি

তাহাই বিধান করুন। প্রহ্লাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্য ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার করিতে উত্থিত হইল। এই সময় প্রহ্লাদের মাতা, ভ্রাতা, স্বজন, ভগিনী, ইহারা সকলেই আসিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন,—আর 'হরি' বলিও না। মাতা বলিলেন,—বৎস! আমি মাতা; এই তোমার ভগিনী; এই ভ্রাতা ও স্বজনগণ আমরা সকলে যাহাতে তোমাকে লইয়া বহু দিন বাস করিতে পারি,তাহা কর, ('হরি' আর বলিও না)। প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে মাতঃ! যাহাদের সহিত সর্ব্বদা বাস করা যায়; সেই মাতাই বা কে—পিতাই বা কে—আর স্বসা, ভ্রাতা, স্বজনগণই বা কে? যাহার উদরে মলমূত্র উদরসাৎ করিয়াছি, সেই মাতাই আমাদের নরকের হেতু; কিন্তু মা! এ কথা আপনার সম্মুখে বলিতে আমি সমর্থ নহি। আমার পিতা ব্যতীত এমন দ্বিতীয় পুরুষ বিশ্বকর্ম্মা (ব্রহ্মা) সৃষ্টি করেন নাই—যাহার হৃদয়ে হরি বিরাজ করেন না। আমি মনে করি,—ভ্রাতা ভ্রাতাই (অংশহারী) বটে; তাহা না হইলে জননী-জঠরে দশমাস কাল মল-মূত্রে তর্পিত হইবে কেন? মাতা কেন উক্ত বিবদমান ভ্রাতাদিগকে বারণ করিয়া থাকেন। আর স্বজনগণকে প্রায়ই বৃদ্ধ দেখা যায়; পরের উপরই তাঁহারা পাণ্ডিত্য দেখাইতে মজবুত। যাহারা সঙ্গে আসে না, তাহাদিগকে আর কুটুম্ব বলা যায় কিরূপে! অপিচ কুটুম্বের বন্ধনই আমাদের নরক-নিদান। আমার অন্য মাতা, পিতা, ভ্রাতা, স্বসা, স্বজন আছে; তাহাদিগকে জানিতে পারিলে মুক্তি লাভ হয়। প্রকৃতি, আমার মাতা; এবং বুদ্ধি স্বসা। বুদ্ধি হইতেই অহঙ্কার—যাহা 'অহং' বলিয়া ব্যবহৃত হয়, তাহা জন্মিয়াছে। পঞ্চ তন্মাত্র আমার পঞ্চ সোদর ভ্রাতা; ইহারা আমার অনুগমন করিয়া থাকে। প্রকৃতি-বিকৃতিই আমার স্বজন। আর এই সকলের যিনি নির্ব্বাহক, তিনিই পঞ্চবিংশক অর্থাৎ পুরুষ—আমার পিতা। তিনিই শরীরে পরমাত্মা বা হরি। যে জন এই হরিকে চিত্তে চিন্তা এবং হৃদয়ে ধ্যান করে, অণিমাদিগুণৈশ্বর্য্য তাহার আশ্রয় হয়। পিতঃ! যে রাজ্যকে আপনি বহুসম্মত বলিয়া মনে করিয়াছেন, যাহাতে বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র, অনিল, অনল, পূজিত হন না, সেই রাজ্যকে আমি 'তৃণ' বলিয়া মনে করি। যিনি প্রত্যক্ষদৃশ্য; যিনি নিরালম্ব অবস্থায় ভ্রমণ করেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশেই গগনস্থিত ধ্রুববদ্ধ গ্রহ-নক্ষত্রগণ ধরাতলে পতিত হয় না। কালে তিনিই সকলের বিনাশ বিধান করিয়াছেন। এজন্য আমি আপনাদের নিকট হইতে মরণ

তদ্বচনন্তাস্তে পদা হত্বা পিতাব্রবীৎ। কুত্রাসৌ হন্মি তং পূর্ব্বং পশ্চাত্বাং হরিভাষিণম্॥ ১০৮॥ প্রহ্লাদ উবাচ। পৃথিব্যাদীনি ভূতানি তান্যেব ভগবান্ হরিঃ। স্থলে জলে কিং বহুনা সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥ ১০৯॥ তৃণে কাষ্ঠে গৃহে ক্ষেত্রে দ্রব্যে দেহে স্থিতো হরিঃ। জ্ঞায়তে জ্ঞানযোগেন দৃশ্যতে কিং নু চক্ষুষা॥ ১১০॥ ব্রহ্মালয়ে যাতি রসাতলে বা ধরাতলেঽসৌ ভ্রমতি ক্ষণেন। আঘ্রাতি গন্ধং বিদধাতি সর্ব্বং শৃণোতি জানাতি স চাত্র বিষ্ণুঃ॥ ইত্যুক্তঃ সহজাং মায়াং ত্যক্ত্বা সিংহাসনোত্থিতঃ। দৃঢ়ং পরিকরং বদ্ধা খড়্গং চাকৃষ্য চোজ্জ্বলম্॥ ১১২॥ হত্বা তং ফলকাগ্রেণ বভাষে দুঃসহং বচঃ। ইদানীং স্মর রে বিষ্ণুং নো চেজ্জ্বলিতকুণ্ডলম্। পতিষ্যতি শিরো ভূমৌ ফলংপক্বং যথা নগাৎ॥ ১১৩॥ নো চেদ্দর্শয় তং বিষ্ণুমস্মাৎ স্তম্ভাদ্বিনির্গতম্। প্রহ্লাদস্তু ভয়ং ত্যক্ত্বা চক্রে পদ্মাসনং ভুবি॥ ২১৪॥ বিধায় কুম্ভকং নেতুমুচ্চৈঃ শ্বাসং নিরুধ্য চ। হৃদি ধ্যাত্বা হরিং দেবং মরণায়োন্মুখঃ স্থিতঃ॥ ১১৫॥ প্রভো ময়া তদা দৃষ্টমাশ্চর্য্যং গগনাম্বুবি॥ পুষ্পমালা স্থিতা কণ্ঠে প্রহ্লাদস্য স্বয়ং গতা॥১১৬॥ গগনং ব্যাপ্যমানং চ কিঙ্কিমেবং কৃতং জনৈঃ। ঝটিতি ক্রটাতি স্তম্ভাচ্ছব্দেন ক্ষুভিতো জনঃ॥ ১১৭॥ ধরণীং যাতি পাতালং দ্যৌর্ব্বা ভূমিং সমেষ্যতি। পতিষ্যতি শিরো ভূমৌ খড়্গাঘাতাহতং নু কিম্॥ ১১৮॥ তাবৎ স্তম্ভাদ্বিনিষ্ক্রান্তঃ সিংহনাদো ভয়ঙ্করঃ। ভূমৌ নিপতিতাঃ সর্ব্বে দৈত্যাঃ শব্দেন মূর্চ্ছিতাঃ॥ ১১৯॥ হিরণ্যকশিপোর্হস্তাৎ খড়্গচর্ম্ম পপাত চ। ন স জানাতি কিং কিং কিমেতদিতি পুনঃপুনঃ॥১২০॥ উত্থিতো বীক্ষতে যাবত্তাবৎ পশ্যতি তং হরিম্। অধো নরং স্থিতং সিংহমুপরিষ্টাদ্বিভীষণম্॥ ১২১॥ দংষ্ট্রাকরালবদনং লেলিহানমিবাম্বরম্। জাজ্বল্যমানবপুষং পুচ্ছাচ্ছোটিতমস্তকম্॥ ১২২॥ মহাকণ্ঠকৃতারাবং সশব্দমিব তোয়দম্। সমুচ্ছ্বসিতকেশান্তং দুর্নিরীক্ষ্যং সুরাসুরৈঃ॥ ১২৩॥ নরসিংহমথো দৃষ্ট্বা নিপপাত পুনঃ ক্ষিতৌ। বিগৃহ্য কেশপাশে তং ভ্রাময়ামাস চাম্বরম্॥ ১২৪॥ ভ্রাময়িত্বা শতগুণং

ভয় করি না। এই কথা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে পাদ দ্বারা প্রহার করিয়া বলিলেন,—কোথায় তোর হরি আছে বল; অগ্রে তাহাকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ (হরিভাষী) তোকে বধ করিব। প্রহ্লাদ বলিলেন,—পৃথিব্যাদি ভূত সকল ভগবান্ হরি—জলে হরি—স্থলে হরি, অধিক আর কি বলিব, "সর্ব্বং হরিময় জগৎ।" তৃণে—কাষ্ঠে—গৃহে—ক্ষেত্রে—দ্রব্যে—দেহে সর্ব্বত্রই হরি বিরাজিত। জ্ঞানযোগে ইহা জানা যায়, চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দেখিবার নহে। কি ব্রহ্মালয়—কি রসাতল—কি ধরাতল সর্ব্বত্র তিনি ভ্রমণ করেন। তিনি গন্ধ আঘ্রাণ করেন; এবং সমস্তই বিধান শ্রবণ ও জ্ঞান করিয়া থাকেন। প্রহ্লাদ এই সকল কথা বলিলে হিরণ্যকশিপু এইবার সহজ মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহাসন হইতে উত্থিত ও বদ্ধপরিকর হইয়া উজ্জ্বল খড়্গ আকর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা তাড়িত করত প্রহ্লাদকে এই নিদারুণ বাক্য বলিল যে, "ইদানীং স্মর রে বিষ্ণুম্"; নচেৎ বৃক্ষ হইতে পক্ব ফলপতনের ন্যায় তোর জ্বলিতকুণ্ডল শির এখনি ভূতলে পতিত হইবে; কৈ দেখা, এই স্তম্ভ হইতে তোর বিষ্ণু নির্গত হউক। প্রহ্লাদ নির্ভীকচিত্তে ভূতলে পদ্মাসনাসীন হইয়া কুম্ভক দ্বারা শ্বাস রোধ করত হৃদয়ে হরিকে ধ্যান করিতে করিতে মরণোন্মুখ হইলেন। (নারদ বলিলেন,) হে প্রভো! বামন! এই সময় গগনে থাকিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়াছিলাম। ঐ অবস্থায় এক পুষ্পমালা স্বয়ং প্রহ্লাদের কণ্ঠ অলঙ্কৃত করিল; জনগণের "কি হইল!—কি হইল!" রবে গগনতল ব্যাপ্ত হইল। এই সময় ঝটিতি স্তম্ভ ক্রটিত হওয়ায় বিপুল শব্দে জনগণ ক্ষুভিত হইল। ধরণী পাতালে গেলেন, না—স্বর্গ ধরাতলে আসিল! অথবা খড়্গাঘাতাহত মস্তক ভূতলে পতিত হইল? কিছুই জানা গেল না! স্তম্ভ হইতে ভয়ঙ্কর সিংহনাদ উত্থিত হইল! দৈত্যগণ ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছা গেল! হিরণ্যকশিপুর হস্ত হইতে খড়্গ-চর্ম্ম খসিয়া পড়িল। কিন্তু হিরণ্যকশিপু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পুনঃপুনঃ কি—কি—এ, কি করিতে লাগিল। সে যেমন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, অমনি দেখিল—সম্মুখে হরি। এ হরির অধোভাগ নর এবং ঊর্দ্ধভাগ সিংহাকৃতি; করাল বদন; যেন অম্বরপথ লেলিহান জাজ্বল্যমানবপু, পুচ্ছাচ্ছোটিতমস্তক, মহাকণ্ঠকৃতারাব, ঘনবৎ গর্জ্জনকারী, সমুচ্ছ্বসিতকেশান্ত ও সুরাসুরদুর্নিরীক্ষ্য। দৈত্য এতাদৃশ নরসিংহবিগ্রহ দর্শন করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। এই সময় হরি তাহার কেশপাশে ধারণ করিয়া অম্বরতলে তাহাকে ভ্রামিত করিতে লাগিলেন। ৮৯—১২৪। এইরূপে

পৃথিব্যাং সমপোথয়ৎ। ন মমার স দৈত্যেন্দ্রো ব্রহ্মণো বরকারণাৎ॥ ১২৫॥ গগনস্থৈস্তদা দেবৈরুচ্চৈঃ স স্মারিতো হরিঃ। দৈত্যং জানুনি চানীয় বক্ষো দৃষ্টো নিরীক্ষ্য চ। ১২৬॥ জয়জয়েতি যক্ষাণাং সুরাণাং সোঽবধারয়ৎ। শব্দং কর্ণে ভুজৌ সজ্জৌ কৃত্বা তৌ পদ্মলাঞ্ছিতৌ। ১২৭। বিভেদ বক্ষো দৈত্যস্য বজ্রঘাতকিণাঙ্কিতম্। নখৈঃ কুন্দসমপ্রখ্যৈরস্থিসঙ্ঘাতকর্শিতম্॥১২৮॥ ভিন্নে বক্ষসি দৈত্যেন্দ্রো মমার চ পপাত চ। তদা সহর্ষমভবৎত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ১২৯॥ মমাপি তৃপ্তিঃ সঞ্জাতা প্রসাদাত্তব কেশব। যদা পুরত্রয়ে দগ্ধে প্রসাদাচ্ছঙ্করস্য চ॥ ১৩০॥ হিরণ্যাক্ষে পুনর্জ্জাতা সা কালে বিনিপাতিতে। ইদানীং নাস্তি মে তৃপ্তিঃ কুত্র যামি করোমি কিম্॥ ১৩১॥ পৃথিব্যাং ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি ন যুধ্যন্তে পরস্পরম্। দেবানাং দানবৈঃ সার্দ্ধং নাস্তি যুদ্ধং কথং প্রভো॥ ১৩২॥ ইদানীং বলিনা ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। পঞ্চমো যোঽবতারস্তে ন জানে কিং করিষ্যতি। বলিনিগ্রহকালো-

হয়ং তদ্দর্শয় জনার্দ্দন॥ ১৩৩॥ সারস্বত উবাচ। তদেতৎ সকলং শ্রুত্বা বভাষে বামনো মুনিম্॥১৩৪॥ বামন উবাচ। শৃণু নারদ যদ্বৃত্তং হিরণ্যকশিপৌ হতে। দৈত্যরাজঃ কৃতো রাজা প্রহ্লাদোঽতীব বৈষ্ণবঃ॥ ১৩৫॥ তেন রাজ্যং ধরাপৃষ্ঠে কৃতং সংবৎসরান্ বহূন্। তস্যাপি কুর্ব্বতো রাজ্যং বিগ্রহো হি সুরৈঃ সমম্॥ ১৩৬॥ নো পশ্চাম্যপি দৈত্যানাং পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্। উৎপাদ্য পুত্রান স বহূন রাজ্যং চক্রে স পুষ্কলম্॥ ১৩৭॥ বিরোচনাদ্বলির্জ্জাতো বাল এব যদাভবৎ। একান্তে স হরিং জ্ঞাত্বা তদা যোগেন কেনচিৎ॥ ১৩৮॥ মুক্তা রাজ্যং প্রিয়ান্ পুত্রান্ গতোঽসৌ গিরিসানুষু। কল্পান্তস্থায়িনং দেহং তস্য চক্রে জনার্দ্দনঃ॥ ১৩৯॥ দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ বহূনাং রাজ্যকারণে। বিবাদোঽতীব সঞ্জাতঃ কো নো রাজা ভবেদিতি॥ ১৪০॥ নারদ উবাচ। হিরণ্যাক্ষস্য যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ বলবত্তরাঃ। বিরোচনপ্রভৃতয়ঃ সন্তি যে বলবত্তরাঃ॥ ১৪১॥ বৃষপর্ব্বাপি বলবান রাজ্যার্থে সমুপস্থিতঃ। ইন্দ্রবিত্তেশবরুণা বায়ুঃ সূর্য্যোঽনলো যমঃ॥ ১৪২॥ দৈত্যেন সদৃশা ন

বহু শতবার ভ্রামিত করিয়া তিনি তাহাকে ভূতলে পোথিত করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মার বরে দৈত্য মরিল না। ইহা দেখিয়া গগনস্থ দেবগণ উচ্চৈঃস্বরে হরিকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। অতঃপর হরি হৃষ্ট হইয়া দৈত্যকে জানুর উপরিভাগে রক্ষা করিয়া নিরীক্ষণ করত সুরযক্ষগণকৃত "জয় জয়" শব্দ শ্রবণ করিতে করিতে পদ্মলাঞ্ছিত করযুগল ব্যাপৃত করিলেন। তিনি কুন্দেন্দুসমপ্রভ নখর দ্বারা অস্থিসঙ্ঘাত কর্ষণ করিয়া দৈত্যের হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন। দৈত্য বজ্রাঘাতবৎ বেদনা অনুভব করিল। এইরূপে দৈত্যের বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইলে সে মরিল এবং পড়িয়া গেল। ঐ সময় সচরাচর ত্রৈলোক্য হৃষ্ট হইয়াছিল। হে বামন! আপনার প্রসাদে ঐ সময় আমারও তৃপ্তি হইয়াছিল। যখন শঙ্করপ্রসাদে ত্রিপুর দগ্ধ এবং হিরণ্যাক্ষ নিপাতিত হয়, তখনও আমি পরিতৃপ্ত ছিলাম। ইদানীং কেবল আমার তৃপ্তি নাই, কোথায় বা যাই, কি বা করি? পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় আছে বটে, কিন্তু তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করে না; দেবতাদিগেরও দানবদিগের সহিত যুদ্ধ নাই; যুদ্ধ না হয়ই বা কেন? ইদানীং ত বলি সচরাচর ত্রৈলোক্যই শাসন করিতেছে। আপনিই ত সম্প্রতি পঞ্চম অবতার, জানি না আপনি কি করিবেন? এই ত বলিনিগ্রহের সময়, দেখুন, যা করিতে হয় করুন। সারস্বত বলিলেন, এই সকল কথা শুনিয়া বামন দেবর্ষি নারদকে বলিলেন,—হে নারদ! শ্রবণ কর,—হিরণ্যকশিপু হত হইলে যাহা ঘটিয়াছিল। বৈষ্ণবচূড়ামণি প্রহ্লাদ ঐ সময় রাজা হন। তিনি বহু বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে পূর্ব্ববৈর বশতঃ দৈত্যগণের দেবগণের সহিত কখন যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয় নাই। প্রহ্লাদ বহুপুত্র উৎপাদন করিয়া সমগ্র রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। বিরোচন হইতে বলি জন্মে। সে বাল্যকালেই কোন যোগপ্রভাবে হরিকে জানিতে পারিয়া রাজ্য ও প্রিয়পুত্রগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গিরিসানুতে গমন করে। জনার্দ্দন (আমি) তাহাকে কল্পান্তস্থায়ী করেন। এই সময় কে রাজা হইবে? এই লইয়া দৈত্য-দানবের বিবাদ উপস্থিত হয়। ১২৫—১৪০। নারদ বলিলেন,—বিরোচন প্রভৃতি হিরণ্যাক্ষের যে সকল বলবান পুত্র-পৌত্র ছিল, তন্মধ্যে বৃষপর্ব্বাই রাজ্যার্থ সমুপস্থিত হয়। ইন্দ্র, বিত্তেশ, বরুণ, বায়ু, সূর্য্য, অনল, অনল, যম, ইহারা কেহই বল-রূপ-ক্ষমাদিতে

সুরৈর্বলরূপক্ষমাদিভিঃ। ঔদার্য্যাদিগুণৈঃ কৃত্বা সন্তত্যা চাসুরাধিকঃ॥ ১৪৩॥ শুক্রেণাচার্য্যমাণাস্তে যুধ্যন্তে চ পরস্পরম্। অমৃতাহরণে দৌষ্ট্যং যদা দৈত্যাঃ স্মরন্তি তৎ॥ ১৪৪॥ পীতাবশেষমমৃতং কস্মাদ্যচ্ছন্তি দেবতাঃ। নাস্মাকমিতি সন্নহ্য যুধ্যন্তে চ পরস্পরম্॥ ১৪৫॥ কদাচিদপি নো যুদ্ধং বিশ্রান্তিমুপগচ্ছতি। এককার্য্যোদ্যতা যস্মাদ্বহবো দৈত্যদানবাঃ॥ ১৪৬॥ পীত্বামৃতং সুরা জাতা অমরাস্তে জয়ন্তি চ। দেবদানবদৈত্যানাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্। বিষ্ণুর্বলাধিকো যুদ্ধে তদেতৎ কারণং বদ॥ ১৪৭॥ বামন উবাচ। অনাদিনিধনঃ কর্ত্তা পাতা হর্ত্তা জনার্দ্দনঃ। একোহয়ং স শিবো দেবঃ স চায়ং ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ। একস্য তু যদা কার্য্যং জায়তে ভুবনে নৃপ॥ ১৪৮॥ তস্য দেহং সমাশ্রিত্য মৃত্যুকার্য্যং কুর্ব্বন্তি তে। ব্রহ্মাণ্ডং সকলং বিষ্ণোঃ করদং বরদো যতঃ। তস্মাদ্বলাধিকো বিষ্ণুর্ন তথান্যোহস্তি কশ্চন॥ ১৪৯॥ পালনায়োদ্যতো বিষ্ণুঃ কিমন্যৈশ্চর্ম্মচক্ষুভিঃ। ইন্দ্রাদ্যাশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে বিষ্ণোর্ব্যাপারকারিণঃ॥ ১৫০॥ সৃষ্টিং কৃত্বা ততো ব্রহ্মা কৈলাসে সংস্থিতো হরঃ। ন শক্যন্তে সুরৈর্বিষ্ণুর্ভ্রাম্যন্তে ভুবনত্রয়ে॥ ১৫১॥ জগত্যস্মিন্ যদা কশ্চিদ্বৈপরীত্যেন বর্ত্ততে। তস্যোচ্ছেদং সমাগত্য করোত্যেব জনার্দ্দনঃ॥ ১৫২॥ ত্বমেকস্য মহাবাহো ন মনো নারদাদয়ম্। সর্ব্বপাপহরাং দিব্যাং তাং কথাং কথয়াম্যহম্॥ ১৫৩॥ পুরা বিবদতাং তেষাং দৈত্যানাং রাজ্যহেতবে। প্রহ্লাদেন সমাগত্য ব্যবস্থা বিহিতা স্বয়ম্॥ ১৫৪॥ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নো দীর্ঘায়ুর্বলবত্তরঃ। যজ্ঞশীলঃ সদানন্দো বহুপুত্রোহতিদুর্জ্জয়ঃ॥ ১৫৫॥ ন যুধ্যতে সুরৈঃ সাকং বিষ্ণুং যো বেত্তি দুর্জ্জয়ম্। সংগ্রামে মরণং নাস্তি যস্য যঃ সর্ব্বদক্ষিণঃ॥ ১৫৬॥ আত্মনো বচনং ব্যর্থং ন করোতি কথঞ্চন। সর্ব্বেষাং পুত্রপৌত্রাণাং মধ্যে যো রাজতে শ্রিয়া॥ ১৫৭॥ অভিষিক্তস্তু শুক্রেণ স বো রাজা ভবেদিতি। গুরুপ্রমাণমিত্যুক্ত্বা যযৌ যত্রাগতঃ পুনঃ॥ ১৫৮॥ তথা চ কৃতবন্তস্তে সহিতা দৈত্যদানবাঃ। বিরোচনপ্রভৃতয়ঃ পুত্রাঃ পৌত্রাঃ স্বয়ং গতাঃ॥ ১৫৯॥ প্রত্যেকং বীক্ষিতাঃ সর্ব্বে গুরুণা জ্ঞানপূর্ব্বকম্। প্রহ্লাদেন গুণাঃ প্রোক্তা ন

ঔদার্য্যাদিগুণে, ধৃতি ও সন্ততিতে ঐ অসুরাধিপের সমকক্ষ ছিলেন না। অসুরগণ শুক্রাচার্য্যকে আচার্য্য পাইয়া যুদ্ধ করিত। যখন তাহারা অমৃতাহরণে দেবগণের ধৃষ্টতা স্মরণ করিত; যখন তাহাদের মনে হইত, কিজন্য দেবগণ আমাদিগকে পীতাবশেষ অমৃত প্রদান করে না; তখনই তাহারা দেবগণের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিত; যুদ্ধের বিরাম থাকিত না; কারণ—বহু দৈত্য দানব যোদ্ধা ছিল। সুরগণ অমৃত পান করিয়া অমর ও জয়শীল হইয়াছেন। দেব, দানব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ইহাদের অপেক্ষা বিষ্ণু যুদ্ধে বলাধিক ছিলেন, ইহার কারণ কি বলুন। বামন বলিলেন,—একমাত্র অনাদিনিধন কর্ত্তা পাতা হর্ত্তা, জনার্দ্দনই শিব ও ব্রহ্মসংজ্ঞিত। এই ভুবনে যখন সেই বিষ্ণুর কার্য্য উপস্থিত হয়, তখন তাঁহার দেহ আশ্রয়ে তাঁহাদের মৃত্যুকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই বিষ্ণুর করদ; যে হেতু তিনি সকলেরই বরদ। এই হেতু তিনি বলাধিক; তাঁহা অপেক্ষা বলাধিক অন্য আর কেহ নাই। বিষ্ণু পালনে উদ্যত আছেন; অন্য আর চর্ম্মচক্ষুদিগের প্রয়োজন কি! ইন্দ্রাদি দেবগণও বিষ্ণুর কর্ম্মকারী। সৃষ্টি সম্পাদন করিয়া ব্রহ্মা ও হর কৈলাসে অবস্থিত। সুরগণ বিষ্ণুকে ভ্রমিত করিতে পারেন না। তাঁহারাই ত্রিভুবনে ভ্রামিত হইয়া থাকেন, জগতে যখন কেহ বৈপরীত্য প্রাপ্ত হয়, তখন বিষ্ণু তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার উচ্ছেদ সাধন করেন। হে দেবর্ষি নারদ! আপনি নির্দ্দয় মন স্থির করুন। আমি সর্ব্ব পাপহারিণী দিব্য কথা আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। রাজ্য লইয়া দৈত্যগণ বিবাদ করিতে থাকিলে প্রহ্লাদ তাহার মীমাংসা করিয়া দেন। প্রহ্লাদ বলেন যিনি সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, দীর্ঘায়ু, বলবান্, যজ্ঞশীল, সদানন্দ, বহুপুত্র, ও অতিদুর্জ্জয় যিনি সুরগণের সহিত যুদ্ধ করেন না, বিষ্ণু যাঁহার অবিদিত নহেন; সমরে যাঁহার পরাজয় দেখা যায় না; যিনি সর্ব্বদক্ষিণ; কখন তিনি স্বীয় বাক্য ব্যর্থ করেন না। যিনি শ্রীসমন্বিত হইয়া পুত্র পৌত্রগণের মধ্যে বিরাজ করেন। শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া তিনিই তোমাদের মধ্যে রাজা হইবেন। রাজনির্ব্বাচন সময়ে দৈত্যগণ সকলেই 'গুরুদেবই আমাদের মধ্যস্থ।' এই বলিয়া বিরোচন প্রভৃতি পুত্র-পৌত্র সমভিব্যাহারে শুক্রাচার্য্যসমীপে গমন করে। ১৪১—১৫৯। শুক্রাচার্য্য তাহাদের সকলকেই প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিয়া বলিলেন,—প্রহ্লাদবর্ণিত লক্ষণ

তে সন্তি বিরোচনে ॥ ১৬০ ॥ অন্যেষামপি দৈত্যানাং বৃষপর্ব্বাপি নেদৃশঃ। যথা নিরীক্ষিতাঃ পুত্রা বলিপ্রভৃতয়ো মুনে। সর্ব্বান্ সংবীক্ষ্য শুক্রেণ বলৌ দৃষ্টা গুণাস্তথা ॥ ১৬১ ॥ বলিদেহেঽধিকান্ দৃষ্ট্বা দৈত্যেভ্যো বিনিবেদিতাঃ। বলির্গুণাধিকো দৈত্যাঃ কথং কার্য্যং ভবেন্ময়া ॥ ১৬২ ॥ কেনাপি দৈবযোগেন বলিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি। যাদৃশস্তু পিতা লোকে তাদৃশস্তু সুতো ভবেৎ ॥ ১৬৩ ॥ পৌত্রশ্চ নিশ্চিতং তাদৃগ্ ভবতীতি ন চেৎ সুতঃ। প্রহ্লাদস্তু মহাযোগী বৈষ্ণবো বিষ্ণুবল্লভঃ ॥ ১৬৪ ॥ তস্মাদ্বিরোচনে কেচিদ্ধিরণ্যকশিপোর্গুণাঃ। জ্যেষ্ঠো বিরোচনো রাজ্যে যদি চেৎ ক্রিয়তেঽসুরাঃ। নরসিংহঃ সমাগত্য নিশ্চিতং মারয়িষ্যতি ॥ ১৬৫ ॥ মুক্তং বিরোচনেনাপি রাজ্যং মরণভীরুণা। প্রহ্লাদস্য গুণাঃ সর্ব্বে বলিদেহে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১৬৬ ॥ এবং তে সময়ং কৃত্বা বলিং রাজ্যেঽভ্যষিঞ্চয়ন। যঃ প্রহ্লাদঃ স বৈ বিষ্ণুর্যো বিষ্ণুঃ স বলিঃ স্বয়ম্ ॥ ১৬৭ ॥ অতো মিত্রীকৃতো দেবৈর্বিগ্রহৈস্তু বিবর্জ্জিতঃ। একীভবং কৃতং সর্ব্বং বলিরাজ্যে সুরাসুরৈঃ ॥ ১৬৮ ॥ তত্রাপি ভাষিতং শ্রুত্বা দেবেন্দ্রো মম মন্দিরে। সমাগতো বালখিল্যৈঃ শপ্তোঽহং বামনঃ কৃতঃ ॥ ১৬৯ ॥ প্রসাদ্য তে ময়া প্রোক্তাঃ শাপমুক্তিপ্রদা মম। ভবিষ্যতীতি তৈরুক্তং বলিনিগ্রহণাদনু ॥ ১৭০ ॥ তথাপি কৌতুকং যুদ্ধে বলির্যজ্ঞং করোতি চ। দেবানাং নিগ্রহো নাস্তি সর্ব্বে যজ্ঞে সমাগতাঃ ॥ ১৭১ ॥ স মাং যজতি যজ্ঞেন বধং তস্য করোতু কঃ। অহঞ্চ বামনো জাতো নারদঃ কৌতুকান্বিতঃ ॥ ১৭২ ॥ বিপরীতমিদং সর্ব্বং বর্ত্ততে মম চেতসি। তথাপি ক্রমযোগেণ সর্ব্বং ভব্যং করোম্যহম্ ॥ ১৭৩ ॥ নারদ উবাচ। প্রসাদং কুরু দেবেশ যুদ্ধার্থং কৌতুকং মম। একেন ব্রাহ্মণেনাজৌ হন্তব্যে ক্ষত্রিয়া যদা। পিত্রা প্রোক্তঞ্চ মে পূর্ব্বং তদা যুদ্ধং ভবিষ্যতি ॥ ১৭৪ ॥ ব্রাহ্মণোঽসি ভবান্ জাতঃ কদা যুদ্ধং করিষ্যসি। বিহস্য বামনো ব্রূতে সত্যং তব ভবিষ্যতি ॥ ১৭৫ ॥ জমদগ্নিসুতো ভূত্বা গুরুং কৃত্বা মহেশ্বরম্। কার্ত্তবীর্য্যং বধিষ্যামি বহুভিঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ সহ ॥ ১৭৬ ॥ সমন্তপঞ্চকে পঞ্চ

সকল বিরোচনে নাই অন্যান্য দৈত্যগণের নাই, বৃষপর্ব্বা ও ঈদৃশ গুণসম্পন্ন নহে। তিনি দৈত্যগণের সকলকেই বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিদেহে অধিক গুণ অবলোকন করত দৈত্যগণকে বলিলেন,—হে দৈত্যগণ! বলিকেই আমি গুণাঢ্য দেখিতেছি, তা কি করিব বল! দৈবযোগে বলি ইন্দ্র হইবে। হইবেই না বা কেন? পিতা যেমন পুত্রও সেইরূপই হইয়া থাকে। আর যদি কোন গতিকে পুত্র সেরূপ না হয়, তাহা হইলে পৌত্র নিশ্চয়ই সেইরূপ হইবে। প্রহ্লাদ, মহাযোগী বৈষ্ণব ও বিষ্ণুবল্লভ ছিলেন। বিরোচনে হিরণ্যকশিপুর গুণ কিছু কিছু আছে। অতএব হে দৈত্যগণ! জ্যেষ্ঠ বিরোচনকে যদি রাজা করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নরসিংহ আসিয়া উঁহাকে মারিবে। মরণভীরু বিরোচন গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা হওয়ার আশা পরিত্যাগ করিল। তখন দৈত্যগণ প্রহ্লাদের গুণ বলিতে দেখিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তাহাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। যে প্রহ্লাদ সেই বিষ্ণু; আর যে বিষ্ণু, সেই বলি। বলির সহিত দেবগণের মিত্রতা আছে, বিগ্রহ নাই। বলিরাজ্যে সুরাসুর একীভাব প্রাপ্ত। তাঁহার বাক্যে দেবেন্দ্র বালখিল্যগণের সহিত আমার গৃহে গিয়াছিলেন। ঐ সময়ই বালখিল্যেরা আমাকে শাপ দিয়া বামন করেন। আমি প্রসাদিত করিয়া তাঁহাদিগকে বলি,—আমার শাপ মোচন করুন। তাঁহারা বলেন,—বলিনিগ্রহের পশ্চাৎ শাপমোচন হইবে। দেবর্ষে! আপনারই ত যুদ্ধে কৌতুক; বলি যজ্ঞ করিতেছে কিন্তু এযজ্ঞেও দেবতাদের বিগ্রহ নাই, তাঁহারা সকলেই এ যজ্ঞে সমাগত হইয়াছেন। বলি আমাকে যজ্ঞে যজন করিবে, তাহাকে বধ করে কে? তবে আমি বামন হইয়াছি; আর তাহাতে আপনি কৌতুকান্বিত হইয়াছেন। ইহাতেই আমার চিত্তে বিপরীত ভাব আনয়ন করিতেছে। তথাপি আমি ক্রমশঃ সমস্তই মঙ্গলময় করিব। নারদ বলিলেন,—হে দেবেশ! প্রসন্ন হও, দেখ, যুদ্ধার্থ আমার মহৎ কৌতূহল জন্মিয়াছে। পূর্ব্বে পিতা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যখন এক ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিয়া সমরে বহু ক্ষত্রিয় নিহত করিবে, তখন খুব যুদ্ধ হইবে; তা আপনিইত ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছেন,—যুদ্ধ করিবেন কবে? নারদের এই কথা শুনিয়া বামন হাসিয়া বলিলেন,—কথা আপনার সত্যই হইবে। আমি জমদগ্নিসুত হইয়া মহেশ্বরকে গুরু করিয়া বহু ক্ষত্রিয়ের সহিত কার্ত্তবীর্য্যকে বধ করিব। ১৬০—১৭৬। সমন্তপঞ্চকে

করিষ্যে রুধিরহ্রদান্। তত্রাহং তর্পয়িষ্যামি পিতৃনথ পিতামহান্॥ ১৭৭ ॥ পুণ্যক্ষেত্রং করিষ্যামি ভবাংস্তত্রাগমিষ্যতি। পরঞ্চ কৌতুকং যুদ্ধে ভবিষ্যতি তব প্রিয়ম্॥ ১৭৮ ॥ ব্রাহ্মণেভ্যো গ্রহীষ্যন্তি যদা কুং ক্ষত্রিয়াঃ পুনঃ। তদৈব তান্ হনিষ্যামি পুনর্দ্দাস্যামি মেদিনীম্॥ ১৭৯॥ ত্রিঃসপ্তবারং দাস্যামি জিত্বাজিত্বা বসুন্ধরাম্। শস্ত্রন্যাসং করিষ্যামি নির্ব্বিঘ্নো যুদ্ধকর্ম্মণি। বিহরিষ্যামি রম্যেষু বনেষু গিরিসানুষু॥ ১৮০॥ লঙ্কায়াং রাবণো রাজ্যং করিষ্যতি মহাবলঃ। ত্রৈলোক্যকণ্টকং নাম যদাসৌ ধারয়িষ্যতি॥ ১৮১॥ তদা দাশরথী রামঃ কৌসল্যানন্দবর্দ্ধনঃ। ভবিষ্যে ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং গমিষ্যে যজ্ঞমণ্ডপে॥ ১৮২॥ তাড়কাং তাড়য়িত্বাহং সুবাহুং যজ্ঞমন্দিরে। নীত্বা যজ্ঞাদ্গমিষ্যামি সীতায়াস্তু স্বয়ংবরে॥ ১৮৩॥ পরিণেষ্যামি তাং সীতাং ভঙ্ক্ত্বা মাহেশ্বরং ধনুঃ। ত্যক্ত্বা রাজ্যং গমিষ্যামি বনে বর্ষাংশ্চতুর্দ্দশ॥ ১৮৪॥ সীতাহরণজং দুঃখং প্রথমং মে ভবিষ্যতি। নাসাকর্ণবিহীনাং তাং করিষ্যে রাক্ষসীং বনে॥ ১৮৫॥ চতুর্দ্দশসহস্রাণি ত্রিশিরঃখরদূষণান্। হত্বা হনিষ্যে মারীচং রাক্ষসং মৃগরূপিণম্॥ ১৮৬॥ হৃতদারো গমিষ্যামি দগ্ধা গৃধ্রং জটায়ুসম্। সুগ্রীবেণ সমং মৈত্রীং কৃত্বা হত্বাথ বালিনম্॥ ১৮৭॥ সমুদ্রং বন্ধয়িষ্যামি নলপ্রমুখবানরৈঃ। লঙ্কাং সংবেষ্টয়িষ্যামি মারয়িষ্যামি রাক্ষসান্॥ ১৮৮॥ কুম্ভকর্ণং নিহত্যাজৌ মেঘনাদং ততো রণে। নিহত্য রাবণং রক্ষঃ পশ্চাত্তং সর্ব্বরক্ষসাম্॥ ১৮৯॥ বিভীষণায় দাস্যামি লঙ্কাং দেববিনির্ম্মিতাম্। অযোধ্যাং পুনরাগত্য কৃত্বা রাজ্যমকণ্টকম্॥ ১৯০॥ কালদুর্ব্বাসসোশ্চিত্রচরিত্রেণামরাবতীম্। যাস্যেঽহং ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং রাজ্যং পুত্রে নিবেদ্য চ॥ ১৯১॥ দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে ক্ষত্রিয়ৈর্বহুভির্ম্মহী। ভারাক্রান্তা ন শক্নোতি পাতালং গন্তুমুদ্যতা॥ ১৯২॥ মথুরায়াং তদা কর্ত্তা কংসো রাজ্যং মহাসুরঃ। শিশুপালজরাসন্ধৌ কালনেমির্মহাসুরঃ। পৌণ্ড্রকো বাসুদেবশ্চ বাণো রাজা মহাসুরঃ। গজবাজিতুরঙ্গাঢ্যা বধ্যাস্তে মে তদা মুনে॥ ১৯৪॥ কলৌ স্বল্পোদকা মেঘা অল্পদুগ্ধাশ্চ ধেনবঃ। দুগ্ধে ঘৃতং ন চৈবাস্তি নাস্তি সত্যং জনেষু চ॥ ১৯৫॥ চৌরৈরুপহতা লোকা ব্যাধিভিঃ

পঞ্চ রুধিরহ্রদ হইবে ঐ হ্রদে আমি পিতৃপিতামহগণের তর্পণ করিব। এই সকল কর্ম্ম করিয়া আমি ঐ স্থান পবিত্র করিব। তখন ঐ স্থানে আপনার আগমন হইবে এবং যুদ্ধ দর্শনে আপনার পরম কৌতুক জন্মিবে। ক্ষত্রিয়গণ ঐ সময় ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবী গ্রহণ করিবে, আমিও তাহাদিগকে নিহত করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে প্রদান করিব। এই ভাবে আমি ত্রিঃসপ্তবার জয় করিয়া করিয়া মহী ব্রাহ্মণসাৎ করিব। অতঃপর আমি যুদ্ধে নির্ব্বিঘ্ন হইয়া অস্ত্রত্যাগ করিয়া রম্যবন ও গিরিসানুতে বিচরণ করিব। মহাবল রাবণ এই সময় লঙ্কায় রাজ্য করিতে করিতে যখন ত্রৈলোক্যকণ্টক নাম ধারণ করিবে, তখন আমি কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন দাশরথি হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত বিশ্বমিত্রযজ্ঞে গমন করিয়া তাড়কাকে তাড়িত করত যজ্ঞাগার হইতে সুবাহুকে শমনসদনে পৌঁছাইয়া দিয়া তথা হইতে সীতাস্বয়ম্বরে গমন করিব। স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত হইয়া আমি হরধনু ভঙ্গ করত সীতার পাণিগ্রহণ করিব। অতঃপর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসী হইব। এই সময় সীতাহরণজন্য আমার প্রথম-দুঃখ সঙ্ঘটিত হইবে। আমি রাক্ষসী শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদন করিয়া ত্রিশিরা, খর দূষণ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ সহস্র নিশাচরকে নিহত করিয়া পরে মৃগরূপী মারীচকে নিহত করিব। অনন্তর জটায়ুর অগ্নিসৎকার সম্পন্ন করিয়া আমি সুগ্রীবের সহিত মৈত্রী, বালিবধ, নলপ্রমুখ বানরগণ দ্বারা সমুদ্র বন্ধন, ও পরে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কা বেষ্টন করত রাক্ষসগণের নিধন সাধন করিব। প্রথমত যুদ্ধে কুম্ভকর্ণকে নিহত করিয়া মেঘনাদবধ ও পরে রাবণের বধসাধনপূর্ব্বক সর্ব্বরাক্ষসসমক্ষে বিভীষণকে দেবনির্ম্মিতা লঙ্কা প্রদান করত অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইব এবং নিষ্কণ্টকে রাজ্য পালন করিয়া পুত্রে রাজ্য ন্যস্ত করত অবশেষে কাল-দুর্ব্বাসার চিত্র-চরিত্রে ভ্রাতৃগণের সহিত অমরাবতীতে উপনীত হইব।১৭৭—১৯১। দ্বাপরে বহু ক্ষত্রিয়গণ দ্বারা মহী ভারাক্রান্তা ও ভারবহনে অসমর্থা হইয়া পাতালে গমন করিতে উদ্যতা হইবে। এই সময় কংস মথুরায় রাজ্য করিবে। আমি শিশুপাল, জরাসন্ধ, কালনেমি, পৌণ্ড্রক, বাসুদেব ও বাণ, এই সকল গজবাজিতুরগাঢ্য রাজাদিগকে বধ করিব। কলিতে মেঘ স্বল্পোদক, ধেনু অল্পদুগ্ধা, দুগ্ধ ঘৃতহীন, লোক সত্যবর্জ্জিত,

পরিপীড়িতাঃ। ত্রাতারং নাভিগচ্ছন্তি যুদ্ধাবস্থাং গতা অপি॥ ১৯৬॥ ক্ষুদ্রাঃ পশ্চিমবাহিন্যো নদ্যঃ শুষ্যন্তি কার্ত্তিকে। একাদশীব্রতং নাস্তি কৃষ্ণা যা চ চতুর্দ্দশী॥ ১৯৭॥ ন জানাতি জনঃ কশ্চিদ্বিক্রান্তমপি স্বে গৃহে। দরিদ্রোপহতং সর্ব্বং সন্ধ্যাস্নানবিবর্জ্জিতম্। ভবিষ্যতি কলৌ সর্ব্বং ন তৎপূর্ব্বযুগত্রয়ে॥ ১৯৮॥ পিতরং মাতরং পুত্রস্ত্যক্ত্বা ভার্য্যাং নিষেবতে। ন গুরুঃ স্বজনঃ কশ্চিৎ কোঽপি কং নানুসেবতে॥ ১৯৯॥ যথাযথা কলির্ব্যাপ্তিং করোতি ধরণীতলে। তথাতথা জনঃ সর্ব্ব একাকারো ভবিষ্যতি॥ ২০০॥ ম্লেচ্ছরূপহতং সর্ব্বং সন্ধ্যাস্নানবিবর্জ্জিতম্। কল্কিরিত্যভিবিখ্যাতো ভবিষ্যো ব্রাহ্মণো হ্যহম্॥ ২০১॥ ম্লেচ্ছানাং ছেদনং কৃত্বা যাজ্ঞবল্ক্যপুরোহিতঃ। বহুস্বর্ণেন যজ্ঞেন যক্ষ্যে নিষ্কৃতিকারণাৎ॥ ২০২॥ ভবিষ্যন্ত্যবতারা মে যুদ্ধং তেষু ভবিষ্যতি। ইদানীং বলিনা যুদ্ধং করিষ্যন্তি ন দেবতাঃ॥ ২০৩॥ স মাং যজতি দৈত্যেন্দ্রো ন মে বধ্যো বলির্ভবেৎ। সর্ব্বস্বদাননিয়মং করোতি স মহাধ্বরে॥ ২০৪॥ সারস্বত উবাচ। ইত্যুক্ত্বা নারদং দেবো বিসৃজ্য তমথাভ্যগাৎ। দ্রষ্টুং বলিকৃতং যজ্ঞং দেবকার্য্যপ্রসিদ্ধয়ে॥ ২০৫॥ বামনো নগরং গত্বা বীক্ষমাণো গৃহাদ্‌গৃহম্। ব্রাহ্মণানাং গৃহং গত্বা ভোজনং স তু যাচতে॥ ২০৬॥ নিত্যং স্নানপরো বিপ্রো বেদাধ্যয়নতৎপরঃ। বামনো লভতে ভিক্ষাং ভোজনং দ্বিজমন্দিরে॥ ২০৭॥ চতুষ্পথেষু রম্যেষু দেবতায়তনেষু চ। আস্তে পরিবৃতো লোকৈশ্চালয়ন্ বিপুলাং কটিম্॥ ২০৮॥ শিরো বিধুনতে স্থূলং স্থূলস্কন্ধো মহাহনুঃ। নৃত্যতে তালমানেন গায়ত্যতিমনোহরম্॥ ২০৯॥ বেদানধীতে চতুরো বামনো দ্বিজসংসদি। দৈত্যানাং তনয়াঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণানাং তথৈব চ॥ ২১০॥ বামনং পর্য্যুপাসন্তে দিবারাত্রং মনোরমম্। অথ তৈঃ সকলৈর্নীতো বামনো যজ্ঞমণ্ডপে॥ ২১১॥ নিশ্চিতং মঠিকাস্থানং যাচিতব্যো বলিস্ত্বয়া। তদস্মাকং মঙ্গলং স্যাদ্দেশস্য নগরস্য চ॥ ২১২॥ বিজ্ঞপ্তো বামনঃ সর্ব্বৈর্দৈত্যদ্বিজকুমারকৈঃ। ত্বয়া বামন বস্তব্যং দৈত্যেন্দ্রনগরে সদা॥ ২১৩॥ সারস্বত উবাচ।

জগৎ চৌরোপহৃত ও বাধিত, যোদ্ধা সহায়বিহীন, এবং নদীসমূহ ক্ষুদ্রা পশ্চিমবাহিনী ও কার্ত্তিক মাসে শুষ্কা হইবে। একাদশীব্রত ও কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী থাকিবে না। জনগণ স্বীয় গৃহে কাহাকেও বিক্রান্ত দেখিতে পাইবে না। সকলেই দারিদ্র্যোপহত ও সন্ধ্যাস্নান-বিবর্জ্জিত হইবে। এই সকল ঘটনা কলিযুগেই ঘটিবে; অপর যুগত্রয়ে ঘটিবে না। পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া জনগণ একমাত্র ভার্য্যাসেবী হইবে। গুরু, স্বজন-ভেদ থাকিবে না। কেহ কাহারও প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবে না। কলি যেমন যেমন ধরাতলে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, তেমনি তেমনি একাকার হইবে। সমস্ত ম্লেচ্ছোপহত হইবে। দ্বিজাতি স্নান-সন্ধ্যা করিবে না। এই সময় আমি কল্কি নামক ব্রাহ্মণ হইয়া অবতীর্ণ হইব। যাজ্ঞবল্ক্য আমার পুরোহিত হইবেন। আমি ম্লেচ্ছগণকে ছেদন করিব। অবশেষে আমি পাপ নিষ্কৃতির জন্য বহুস্বর্ণদক্ষিণ যজ্ঞ করিব। এইরূপ আমার বহু অবতার হইবে। এই সময় যুদ্ধও সঙ্ঘটিত হইবে। ইদানীং বলির সহিত দেবগণ যুদ্ধ করিবেন না। বলি আমায় যজন করিবে; সুতরাং সে আমার বধ্য হইবে না। সে মহাধ্বরে সর্ব্বস্ব দান করিবে।১৯২-২০৪। সারস্বত বলিলেন,—বামন দেব উক্ত বাক্য সকল বলিয়া নারদকে বিদায় দিয়া দেবকার্য্যসিদ্ধ্যর্থ বলিযজ্ঞ দর্শনমানসে তথায় গমন করিলেন। তিনি নগরে প্রবেশ করিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তর দর্শন করিতে লাগিলেন; স্নান ও বেদাধ্যয়নপারগ হইয়া ভোজনার্থ ব্রাহ্মণ-গৃহে প্রবেশ করিয়া ভোজন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। জনগণ চতুষ্পথে ও দেবায়তনে তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, তিনি স্বীয় বিপুল কটিদেশ দোলাইতে লাগিলেন। কখন বা স্থূল মস্তক কাঁপাইতে লাগিলেন। তাঁহার স্কন্ধ ও হনুও অতিমহৎ ছিল। কখন কখন তিনি তাল-মানযুক্ত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কখন বা সুস্বরে মনোহর গান গাহিতে লাগিলেন। কখন কখন তিনি ব্রাহ্মণদিগের সভায় বেদপাঠ করিতে থাকিলেন। দৈত্যবালক ও ব্রাহ্মণগণ দিবারাত্র তাঁহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাঁহারা বামন দেবকে যজ্ঞমণ্ডপে উপনীত করিল। তাহারা বলিয়া দিল, তুমি বাসের জন্য বলির নিকট একটা মঠিকা প্রার্থনা কর তাহাতে আমাদের দেশ ও নগরের মঙ্গল হইবে। দৈত্য-দ্বিজ-কুমারগণ অনুরোধ করিল—বামন! তুমি এই দৈত্যেন্দ্রনগরে

প্রবিবেশ তথেত্যুক্তা বামনো যজ্ঞমণ্ডপে। ততঃ কোলাহলো জাতো দ্বাঃস্থৈর্দ্বারি কৃতো মহান্॥ ২১৪॥ ব্রাহ্মণৈর্বহুভিঃ সার্দ্ধং বেদানুচ্চারয়ন্ স্থিতঃ। ততো বেদধ্বনির্জাতো মহান্ বৈ যজ্ঞমণ্ডপে॥ ২১৫॥ প্রবিষ্টৌ প্রথমং দৈত্যৌ দৈত্যায় বিনিবেদিতঃ। দ্রষ্টুং সমাগতো দেব ব্রাহ্মণো বামনোঽধ্বরে॥ ২১৬॥ ভবন্তং কৌতুকাত্তাবদ্দ্বারদেশে সমাবিশৎ। এক এব যথায়াতি বামনস্তব সন্নিধৌ॥ ২১৭॥ নিরীহো বামনো দেব যাবত্তত্রৈব কিঞ্চন। বেদানাং তু ধ্বনিং কৃত্বা চতুর্ণামেকবক্ত্রতঃ॥ ২১৮॥ বলির্হৃষ্টো হ্যব্রবীদ্বাক্যং দ্বাঃস্থমেনং প্রবেশয়। পূজয়িষ্যামি বিপ্রেন্দ্রং দাস্যে চাস্য যদীপ্সিতম্॥ ২১৯॥ স্মরামি স্মৃতিবাক্যানি যানি প্রাহ গুরুর্মম। কিঞ্চিদ্বেদময়ং পাত্রং কিঞ্চিৎ পাত্রং তপোময়ম্॥ ২২০॥ আগমিষ্যতি যৎপাত্রং তৎপাত্রং তারয়িষ্যতি। যজ্ঞে প্রবর্ত্তমানে তু দাতব্যা দক্ষিণা ময়া॥ ২২১॥ বামনো ন বিচার্য্যোঽস্য সত্যমস্ত বচো মম। ইতি শ্রুত্বা গুরুঃ শুক্রো বারয়ামাস তং বলিম্॥ ২২২॥ শুক্র উবাচ। দ্বারি পূজ্যা দ্বিজাঃ সর্ব্বে দীনান্ধকৃপণাদয়ঃ। বধিরা বামনাঃ কুব্জা রোগিণো যে তু নিষ্ঠুরাঃ॥ ২২৩॥ সুবর্ণরজতৈর্বস্ত্রৈর্বামনো দ্বারি পূজ্যতাম্। চতুর্ণাস্তু বৃথা জন্ম বৃথা দানানি ষোড়শ॥ ২২৪॥ অপুত্রাণাং বৃথা জন্ম যে চ ধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ। পরপাকঞ্চ যেঽশ্নন্তি পরদাররতাশ্চ যে॥ ২২৫॥ অন্যায়েনার্জ্জিতং বিত্তং ন দেয়ং শ্রেয় ইচ্ছতা। ব্যর্থমব্রাহ্মণে দানমারূঢপতিতে তথা॥ ২২৬॥ সন্ধ্যাহীনে দ্বিজে নষ্টে পতিতে তস্করে তথা। গুরোশ্চাপ্রীতিজনকে পিতৃমাতৃপরাঙ্মুখে॥ ২২৭॥ ব্রহ্মবন্ধৌ চ যদ্দত্তং যদ্দত্তং বৃষলীপতৌ। বেদবিক্রয়কে চৈব কৃতঘ্নে গ্রামযাজকে॥ ২২৮॥ স্ত্রীনির্জ্জিতে চ যদ্দত্তং ব্যালগ্রাহে তথৈব চ। পরিবারেষু যদ্দত্তং বৃথা দানানি ষোড়শ॥ ২২৯॥ সারস্বত উবাচ। অত্রান্তরে বলিঃ ক্রুদ্ধে নৈবং বাচ্যং ত্বয়া গুরো। বেদানধীতে যঃ কশ্চিৎ স মে বিষ্ণুঃ সমাগতঃ॥ ২৩০॥ ন বিলম্বস্তু কর্ত্তব্যঃ শ্রোত্রিয়ে গৃহমাগতে। অভ্যুত্থানেন বচসা পাদপ্রক্ষালনেন চ॥ ২৩১॥ যথাশক্ত্যা প্রদাতব্যং ভোজনং গৃহমেধিনা। অপূজিতো যদা যাতি বামনো মণ্ডপাদ্বহিঃ॥ ২৩২॥

বাস কর, সারস্বত বলিলেন, অনন্তর বামন যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। দ্বারে দ্বারপালগণ কোলাহল করিতে লাগিল। বামন দেব ব্রাহ্মণগণের সহিত বেদোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যজ্ঞমণ্ডপে মহান্ বেদধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। প্রথমে দুই দৈত্য গিয়া দৈত্যেন্দ্রসমীপে বলিল,—হে দেব! এক বামন ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছেন। তিনি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। ঐ নিরীহ বামন যাহাতে একাকী এখানে আসিতে পারেন, আপনি তথাবিধ আদেশ প্রদান করুন। তিনি এক মুখে চতুর্বেদধ্বনি করিতেছেন। দৈত্যেন্দ্র বলি তাঁহাকে প্রবেশ করাইতে আদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন,—আমি এই বিপ্রের পূজা করিয়া অভিলষিত প্রদান করিব। আমার গুরুবাক্য স্মরণ হইতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন,—কিঞ্চিৎ বেদময়, কিঞ্চিৎ তপোময় যে পাত্র যজ্ঞে আগমন করিবে, সেই পাত্রই তোমাকে উদ্ধার করিবে। যজ্ঞ আরব্ধ হইলেও আমি 'বামন' বলিয়া বিচার না করিয়াই ইঁহাকে দক্ষিণা প্রদান করিব, আমার বাক্য সত্য হউক। দৈত্যেন্দ্রের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া গুরু শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে নিষেধ করিলেন; বলিলেন,—দ্বারদেশে দীনান্ধ, কৃপণ, বধির, বামন, কুব্জ, রোগী ও আতুর ব্রাহ্মণগণ অবস্থান করিতেছেন; তুমি, সুবর্ণ, রজত, বস্ত্রাদি দ্বারা তাঁহাদের পূজা কর। চারি প্রকার জন্ম ও ষোড়শ প্রকার দান বৃথা, তন্মধ্যে বৃথাজন্ম যথা—অপুত্রের জন্ম বৃথা—ধর্ম্মবহিষ্কৃতের জন্ম বৃথা—পরপাক যে ভোজন করে, তাহার জন্ম বৃথা—আর পরদাররত ব্যক্তির জন্ম বৃথা। বৃথা দান যথা—(শ্রেয় অভিলাষী ব্যক্তি অন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ দান করিবে না। অব্রাহ্মণে দান বৃথা—আরূঢ়-পতিতে দান বৃথা—সন্ধ্যাহীনে দান বৃথা—এইরূপ পতিতে—তস্করে—গুরুর অপ্রীতিজনকে—পিতৃ-মাতৃ-পরাঙ্মুখে—ব্রহ্ম-বন্ধুতে—বৃষলীপতিতে—বেদবিক্রয়ীতে—কৃতঘ্নে—গ্রামযাজকে—স্ত্রীনির্জ্জিতে—ব্যালগ্রাহে—ও পরিবারে দান বৃথা হয়। ২০৫—২২৯। সারস্বত বলিলেন,—অতঃপর বলি বলিলেন,—গুরো! এমন কথা বলিবেন না; যে কেহ বেদ অধ্যয়ন করে, সেই সাক্ষাৎ বিষ্ণু; সেই বিষ্ণুই সমাগত হইয়াছেন। শ্রোত্রিয় গৃহাগত হইলে, অভ্যুত্থান, স্বাগতপ্রশ্ন, ও পাদপ্রক্ষালনজল দিবার বিলম্ব করিতে নাই। গৃহমেধী ব্যক্তি যথাশক্তি তাঁহাদিগকে ভোজন দান

তদায়ং ব্যর্থতাং যাতি যজ্ঞঃ সর্ব্বস্বদক্ষিণঃ। অত্রান্তরে সমানীতো বামনো বলিসন্নিধৌ ॥ ২৩৩ ॥ আয়ান্তং দদৃশে দৈত্যো বামনং বিষ্ণুরূপিণম্। জাজ্বল্যমানং বপুষা পিঙ্গলং সূর্য্যসন্নিভম্ ॥ ২৩৪ ॥ উত্থায়াভিমুখঃ প্রায়ান্নমস্কৃত্যাগ্রতঃ স্থিতঃ। ধন্যোঽহং যস্য মে যজ্ঞে প্রাপ্তো বিষ্ণুসমো দ্বিজঃ ॥ ২৩৫ ॥ বেদিমধ্যে সমানীতো দদৌ তস্মাসনং বলিঃ। পাদ্যমাচমনীয়ং চ দত্ত্বার্ঘ্যং বিষ্টরং বলিঃ। শ্রীখণ্ডগন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ পূজয়িত্বাগ্রতঃ স্থিতঃ ॥ ২৩৬ ॥ মধুপর্কং চ গাং তস্মৈ সত্বরং স নিবেদ্য চ। আঘ্রাতে মধুপর্কে চ বামনেন ততঃ পরম্ ॥ ২৩৭ ॥ স্বাগতং বলিনা প্রোক্তং স্বস্তীত্যুক্তং দ্বিজন্মনা। অহমর্থী সমায়াতো দীয়তাং বদ কিং বিভো ॥ ২৩৮ ॥ মেদিনীং দেহি মে দৈত্য কিয়ন্মাত্রাং দ্বিজোত্তম। বাসার্থং মম দৈত্যেন্দ্র দীয়তাং মে ক্রমত্রয়ম্ ॥ ২৩৯ ॥ বিধায় মঠিকাং দিব্যাং শিষ্যানধ্যাপয়াম্যহম্। দত্তং ক্রমত্রয়ং তুভ্যং গৃহীতং বামনোঽব্রবীৎ ॥২৪০॥ মা দেহীত্যবদচ্ছুক্রো বিষ্ণুরেষ সনাতনঃ। হৃষ্টো ব্রূতে বলিঃ শুক্রং পাত্রং স্যাৎ কিমতঃ পরম্ ॥ ২৪১ ॥ সব্যং কৃত্বা বলির্দ্দর্ভান্ সাক্ষতান্ দক্ষিণে করে। প্রয়োগং ন গুরুশ্চক্রে ন মুঞ্চতি জলং করে ॥ ২৪২ ॥ বিস্মিতা ঋষয়ঃ সর্ব্বে হোতারো যে সভাসদঃ। ব্রাহ্মণা বটবো দৈত্যা ভার্য্যাপুত্রাশ্চ বান্ধবাঃ ॥ ২৪৩ ॥ দত্তং গৃহীতমিত্যুক্তে কস্মাত্তোয়ং ন মুঞ্চতি। বামনায় করে তোয়ং বিবেকায় প্রদীয়তে ॥ ২৪৪ ॥ যদ্দানং বচসা দত্তং কর্ম্মণা নোপপাদ্যতে। বিধায় নরকে পূয়ে যজমানং ন নিষ্কৃতিঃ ॥ ২৪৫ ॥ উশনা প্রাহ দৈত্যেন্দ্র বামনো হরিরিত্যয়ম্। কেনাপি দৈবযোগেন ত্বাং দ্রষ্টুং সমুপাগতঃ ॥ ২৪৬ ॥ অপ্রিয়ং বা প্রিয়ং বাপি ন জানে কিং করিষ্যতি। বভাষে ভার্গবং যষ্টা শ্রূয়তাং বচনং গুরো ॥ ২৪৭ ॥ প্রোচ্যতে দানকালেষু যজ্ঞ ইন্দ্রো দ্বিজোঽপি। অহমিন্দ্রো দ্বিজো বিষ্ণুর্দ্রব্যমাদিত্যদেবতা। তৎকথং ন ময়া দেয়ং বিষ্ণবে প্রীয়তামিতি ॥ ২৪৮ ॥ ইত্যুক্ত্বা স দদৌ তোয়ং বামনায়

করিবেন। বামন যদি অপূজিত হইয়া আমার যজ্ঞমণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তাহা হইলে আমার এই সর্ব্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ ব্যর্থ হইবে। অনন্তর বামন বলি সন্নিধানে আনীত হইলেন। বলি তাঁহাকে বিষ্ণুরূপী, জাজ্বল্যমানবপু, পিঙ্গলবর্ণ ও সূর্য্যসন্নিভ দর্শন করিলেন। এইরূপ দর্শন করিয়া বলি গাত্রোত্থান করত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং মনে করিলেন,—আমার যজ্ঞে যখন এই বিষ্ণুসম দ্বিজ আগমন করিয়াছেন, তখন আমি ধন্য। এইরূপ মনে করিয়া দৈত্যরাজ তাঁহাকে বেদিমধ্যে আনয়ন করিয়া আসন, পাদ্য, আচমনীয়, অর্ঘ্য, বিষ্টর, শ্রীখণ্ড, গন্ধপুষ্পাদি, মধুপর্ক ও গো প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিলেন। বামন কর্ত্তৃক মধুপর্ক আঘ্রাত হইল। বলি 'স্বাগত' প্রশ্ন করিলেন। দ্বিজ 'স্বস্তি' বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন,—আমি প্রার্থী হইয়া আসিয়াছি; আমায় কি দান করিবে বল? আমাকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভূমি দান কর; বাসের নিমিত্ত আমার পাদক্রমত্রয়পরিমিত ভূমি হইলেই হইবে। আমি ক্ষুদ্র মঠ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শিষ্যগণকে অধ্যাপন করিব। বামনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলি বলিলেন,—আমি আপনাকে পদক্রমত্রয়পরিমিত ভূমি দান করিলাম। এই কথা বলিবামাত্র বামন অমনি বলিয়া উঠিলেন,—আমি গ্রহণ করিলাম। এই সময় শুক্রাচার্য্য বলিয়াছিলেন,—বলি, দান করিও না; ইনি সনাতন বিষ্ণু। শুক্রাচার্য্যের কথায় বলি হৃষ্ট হইয়া বলিলেন,—তাহা হইলে ইহা হইতে দানের উৎকৃষ্ট পাত্র কে আছে? এই বলিয়া বলি সব্যবিধানে দক্ষিণকরে সাক্ষত দর্ভ ধারণ করিলেন। কিন্তু গুরু শুক্রাচার্য্য মন্ত্রপ্রয়োগ না করায় উৎসর্গজল মোচন করিতে পারিল না। এই সময় ঋষি, হোতা, সভাসদ্ ব্রাহ্মণ, বটু, দৈত্য, ইহাঁরা সকলেই সদারপুত্র-বান্ধব বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—'দত্ত' 'গৃহীত' এ সকল যখন বলা হইয়া গিয়াছে, তখন বলি উৎসর্গজল মোচন করিতেছেন না কেন? জ্ঞানপূর্ব্বক বামনের হস্তে জল প্রদত্ত হইয়াছে। বাক্যে দান করিয়া তাহা যদি কার্য্যে পরিণত করা না হয়, তাহা হইলে যজমান পূয়ময় নরকে গমন করে, কদাচ নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না ॥২৩৩-২৪৫॥ শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—হে দৈত্যেন্দ্র! এই বামন—হরি; ইনি দৈবযোগে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, ইনি তোমার প্রিয় করিবেন, কি অপ্রিয় করিবেন, তাহা জানিতে পারিতেছি না। বলি বলিলেন,—হে গুরো! আমার বাক্য শ্রবণ করুন। কথিত আছে যে, দানকালে যজমান,—ইন্দ্র, এবং দ্বিজ—বিষ্ণু এবং দ্রব্য আদিত্যতুল্য হয়। অতএব আমি কি জন্য এই দ্বিজরূপী বিষ্ণুকে দান করিব না? এই বলিয়া

করে বলিঃ। ততঃ কিমিদমিত্যুক্ত্বা সংস্থিতো মণ্ডপাদ্বহিঃ ॥ ২৪৯ ॥ মধ্যেহপি বামনো বিপ্রো বলিমাত্রো বভূব সঃ। দত্তহস্তোঽসুরেন্দ্রেণ গ্রহীতুং তু পদত্রয়ম্ ॥ ২৫০ ॥ যজমানদ্বিজৌ হৃষ্টৌ দৃষ্টৌ যক্ষৈঃ সুরাদিভিঃ। ববৃধে বামনোহতীব কৃত্বা রূপং চতুর্ভুজম্ ॥ ২৫১ ॥ নারদোহপি সমায়াতো বভাষে কিং কৃতং বলে। শিষ্যাভ্যাং সহিতো হৃষ্টো নরীনর্ত্তি পুরঃ স্থিতঃ ॥ ২৫২ ॥ গৃহাণ দক্ষিণাং দেব সভার্য্যো ভাষতে বলিঃ। অদ্য কিং ন ময়া প্রাপ্তং যদ্গৃহ্ণাতি জনার্দ্দনঃ ॥ ২৫৩ ॥ সার্দ্ধক্রমক্ষয়ং কৃত্বা ধরণীং যাচতে ত্রয়ম্। যদস্তি তেন কর্ত্তব্যঃ সন্তোষো মধুসূদন ॥ ২৫৪ ॥ বর্দ্ধমানং হরিং দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণা ঋষয়ঃ সুরাঃ। তুষ্টুবুর্গগনে যান্তং ভগবন্তং জনার্দ্দনম্ ॥২৫৫॥ দেবর্ষয় উচুঃ। জয় দেব জয়ানন্ত জয় বিষ্ণো জয়াচ্যুত। জয় মৎস্য নমস্তুভ্যং জয় কূর্ম্ম ধরাধর ॥২৫৬॥ বরাহায় নমস্তুভ্যং নরসিংহ নমো নমঃ। জামদগ্ন্য নমস্তুভ্যং জয় রাম সলক্ষ্মণ ॥ ২৫৭ ॥ জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় দেবকিনন্দন। নমামি বুদ্ধং কৃষ্ণঞ্চ কল্কিনং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২৫৮ ॥ সারস্বত উবাচ। নরীনর্ত্তি তথা স্তৌতি নারদো গগনং গতঃ। যোগিনঃ সনকাদ্যা যে স্তুবন্তি চ জনার্দ্দনম্ ॥ ২৫৯ ॥ অন্তরিক্ষে গতে কৃষ্ণে বর্দ্ধমানে বলেঃ পুরঃ। উর্দ্ধবক্ত্রাঃ স্থিতাঃ সর্ব্বে নিরীক্ষন্তে দিবাকরম্ ॥ ২৬০ ॥ দৃষ্টশ্ছত্রাকৃতিস্তাবৎ পশ্চাদূর্দ্ধং গতো হরিঃ। চূড়ামণিরিবাভাতি ভাস্করো হরিমস্তকে ॥ ২৬১ ॥ দৈত্যৈর্নিরীক্ষিতঃ সম্যগ্ ললাটে তিলকায়তে। হরিঃ সংবর্দ্ধতে যাবৎ কর্ণেহসৌ কুণ্ডলায়তে ॥ ২৬২ ॥ বর্দ্ধমানস্য চ হরের্হৃদয়ে কৌস্তুভায়তে। ইন্দ্রাদ্যা দেবতা রুদ্রা বসবো গগনে স্থিতাঃ ॥ ২৬৩ ॥ উর্দ্ধং পুনর্যত্র হরির্ন তত্র গগনং মতম্। বনমালা তদা কণ্ঠে বাসবেন নিবেশিতা ॥ ২৬৪ ॥ পৃথিবী কম্পতে সর্ব্বা দিবিস্থং সূর্য্যমণ্ডলম্। কিং ভবিষ্যতি দৈত্যাস্তে ভীতাঃ পশ্যন্তি ভাস্করম্ ॥ ২৬৫ ॥ নাভৌ পদ্মায়তে সূর্য্যঃ কটৌ চ রশনায়তে। এবং সংবর্দ্ধিতো বিষ্ণুর্জগৃহে চ পদদ্বয়ম্ ॥ ২৬৬ ॥ স্থানং নাস্তি তৃতীয়স্য

বামনের করে জল প্রদান করিলেন। অনন্তর 'এ—কি' বলিয়া বলি মণ্ডপবাহিরে অবস্থিত হইলেন। মধ্যে কেবল বামনদেব থাকিলেন। এই সময় অসুরেন্দ্র পদত্রয় ভূমি দান জন্য হস্ত প্রসারিত করিলেন। সুরগণ তখন যজমান ও দ্বিজকে হৃষ্ট দেখিলেন। বামন চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরিয়া যার-পর নাই বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এমন সময় দেবর্ষি নারদ ঐ স্থানে আগমন করিয়া বলিলেন,—বলে! করিলে কি? এই বলিয়া তিনি বলির সম্মুখে শিষ্যগণের সহিত নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং বামনকে বলিলেন,—হে দেব! সভার্য্য বলি বলিতেছে—দক্ষিণা গ্রহণ করুন; অদ্য আমি কিনা প্রাপ্ত হইলাম; যে হেতু জনার্দ্দন প্রতিগ্রহ করিলেন। নারদ বলিলেন,—হে বলে! বামনদেব সার্দ্ধ ত্রিপাদক্রম করিয়া ত্রিভুবন প্রার্থনা করিতেছেন, যদি তোমার থাকে, তাহা হইলে প্রদান করিয়া হরিকে তোমার সন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য। অতঃপর দেব, দ্বিজ, ঋষিগণ হরিকে বর্দ্ধিত হইয়া গগনে যাইতে দেখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। দেবর্ষিগণ বলিলেন,—জয় দেব! জয় অনন্ত! জয় বিষ্ণো! জয়াচ্যুত! জয় মৎস্য! নমস্তুভ্যং; ধরাধর! নমোহস্তু তে। হে বরাহ! তুমি নরসিংহ, জামদগ্ন্য, সলক্ষ্মণ রাম, কৃষ্ণ, জগন্নাথ, দেবকীনন্দন, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, ও কল্কি, তোমাকে আমরা প্রণাম করি। সারস্বত বলিলেন,—নারদ গগনগত হইয়া নৃত্য ও বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। সনকাদি যোগিগণও জনার্দ্দনের স্তব করিতে থাকিলেন। হরি, বলিসন্নিধানে বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশ অন্তরিক্ষের দিকে উত্থিত হইতে থাকিলে জনগণ উর্দ্ধবক্ত্র হইয়া দিবাকর দর্শন করিতে লাগিল। প্রথমত হরি ছত্রাকৃতি দৃষ্ট হইলেন। পরে তিনি যেমন যেমন অধিকতর উর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিলেন, তেমনি তেমনি ভাস্করকে কখন তাঁহার চূড়ামণি, কখন ললাট-তিলক, কখন কর্ণকুণ্ডল, এবং কখন বা কৌস্তুভমণির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ইন্দ্রাদি দেবতা—রুদ্র, বসু প্রভৃতি গগনাঙ্গনে অবস্থিত হইলেন। হরি এত উর্দ্ধে উত্থিত হইলেন যে, সেখানে গগনেরও গতি নাই। বাসব এই সময় তাঁহার গলে বনমালা পরাইয়া দিলেন। পৃথিবী ও গগনস্থ সূর্য্যমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। কি হইবে! বলিয়া দৈত্যগণ দিবাকর দর্শন করিতে লাগিল। এবার তাহারা দিবাকরকে হরির নাভিপদ্ম ও রশনামণির ন্যায় দর্শন করিল। হরি এরূপ বর্দ্ধিত হইলেন যে, তাঁহার পদযুগল তিনিই ধারণ করিলেন (ব্রহ্মাণ্ড ধারণে অক্ষম হইল)। তাঁহার বিরাট্ কলেবরে

ব্রহ্মাণ্ডং সকলং কৃতম্। অহর্দণ্ডো জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মদণ্ডায়তে তদা ॥ ২৬৭ ॥ দেবদানবগন্ধর্ব-মনুষ্যোরগপন্নগৈঃ। পূজ্যতে চরণো বিষ্ণোঃ স্তূয়তে চানুমীয়তে ॥ ২৬৮ ॥ ধর্ম্মাত্মা যতদণ্ডো হি গন্ধর্বৈর্গীয়তে মুহুঃ। জ্যোতিশ্চক্রাক্ষদণ্ডঃ কিং হরিণা নির্ম্মিতঃ স্বয়ম্ ॥ ২৬৯ ॥ জিত্বেদং ভুবনং গঙ্গা ধ্বজদণ্ডোঽমরৈঃ কৃতঃ। ত্রিবিক্রমাঙ্ঘ্রি-দণ্ডোঽয়ং কীর্ত্তিদণ্ডায়তে ধ্রুবম্ ॥ ২৭০ ॥ বেগোনাক্ষিপ্য হরিণা নীতো ব্রহ্মাণ্ডমস্তকে। পাদস্তন্মস্তকং ভিত্ত্বা বহির্যাস্যতি বেগতঃ ॥ ২৭১ ॥ তাবদ্ব্রহ্মাণ্ডবেগোঽয়ং বিরাড়িতি হি সংজ্ঞিতঃ। স সর্ব্ববীজরূপো হি পরমাত্মেতি গদ্যতে ॥ ২৭২ ॥ তেনেদং সকলং জাতং পাদস্যাগ্রে ব্যবস্থিতম্। ব্রহ্মাণ্ডভেদনং কৃত্বা ন গন্তব্যং বহিস্ত্বয়া ॥ ২৭৩ ॥ তেনৈব সহ ব্রহ্মাণ্ডে সংফাল চরণো হরেঃ। ব্রহ্মাণ্ডং জর্জ্জরং জাতং পাদসঙ্কোচনাদপি ॥ ২৭৪ ॥ ভিন্নে তস্মিন্ সমায়াতং ব্রাহ্মং তোয়ং জগত্রয়ে। বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা মস্তকান্নিঃসৃতা তদা ॥ ২৭৫ ॥ ত্রৈলোক্যপ্লাবিনী দেবী যা রুদ্রেণ স্বমূর্দ্ধনি

স্বর্ধুনী পূজ্যতে স্বর্গে গঙ্গেতি গাং গতা সতী ॥ ২৭৬ ॥ পাতালে সা যদা প্রাপ্তা খ্যাতা ত্রিপথগৈব সা। যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ২৭৭ ॥ দর্শনাদশ্বমেধস্য সম্পূর্ণস্য ফলং লভেৎ। স্নানমাত্রেণ নশ্যেত সপ্তজন্মকৃতং হ্যঘম্ ॥ ২৭৮ ॥ স্নাত্বা সম্পূজয়েদ্‌যস্তু দেবৌ হরিহরৌ নরঃ। ইন্দ্রলোকমতিক্রম্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২৭৯ ॥ বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা জ্ঞাত্বা তত্ত্বানি সংযমী। উপোষ্য দিবসং বিষ্ণোর্মুক্তিং গচ্ছতি দেহবান্ ॥ ২৮০ ॥ শুদ্ধস্বভাবসত্ত্বস্থা বিরক্তা জন্মভূমিষু। সংসারবন্ধনং ছিত্ত্বা যান্তি তে পরমাং গতিম্ ॥ ২৮১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বলিনিগ্রহবৃত্তান্তবর্ণনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইয়া গেল, তৃতীয় পাদের স্থান রহিল না। সেই অহর্দ্দণ্ড জগৎস্রষ্টা তখন ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। দেব-দানব-গন্ধর্ব-মানব-উরগ-পন্নগ প্রভৃতিরা তাঁহার চরণের স্তব ও পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অনুমান করিতে লাগিলেন,—ইহা কি ধর্ম্মাত্মা যতদণ্ড অথবা স্বয়ং হরি এই জ্যোতিশ্চক্রাক্ষদণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছেন? —অথচ ইহা ভুবনবিজয়ী অমরগণের গঙ্গারূপ ধ্বজদণ্ড?—না ইহা ত্রিবিক্রমের অঙ্ঘ্রিদণ্ড, তাহার কীর্ত্তিদণ্ডের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে! অতঃপর হরি স্বীয় পাদ বেগে আক্ষিপ্ত করিয়া ব্রহ্মাণ্ড মস্তকে নীত করিলেন। ঐ পাদ তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মাণ্ডমস্তক ভেদ করিয়া সবেগে ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে গিয়া উপস্থিত হইল। এই সময় হরি 'বিরাট্' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছিলেন। হরিই সর্ববীজস্বরূপ পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন। তিনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া জাত বস্তু সকলকে "বাহিরে যাইতে হইবে না" বলিয়া স্বীয় পাদাগ্রে ব্যবস্থিত করিয়াছিলেন। এই সময় ব্রহ্মাণ্ডের সহিত হরির চরণ বিদারিত হয়। তাঁহার পাদাঘাতে ব্রহ্মাণ্ড জর্জ্জরীভূত ও ভিন্ন হয়। তাহার ফলে ব্রাহ্মতোয় বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা ত্রিভুবনে আগমন করেন। গঙ্গাদেবী ত্রৈলোক্যপ্লাবিনী, রুদ্র ইহাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। স্বর্গে ইনি 'স্বর্ধুনী' বলিয়া পূজিতা হন। 'গা' গতা বলিয়া ইহার নাম গঙ্গা। ইনি যখন পাতালে যান, তখন ইহার নাম হয়—ত্রিপথগা। ইহার স্মরণমাত্র সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। ইহাকে দর্শন করিলে সম্পূর্ণ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। আর ইহার জলে স্নান করিলে সপ্তজন্মকৃত পাতক সদ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে নর গঙ্গাজলে স্নান করিয়া দেব হরি-হরের পূজা করে, সে ইন্দ্রলোক পার হইয়া গিয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়। সংযমী ব্যক্তি বিষ্ণুপাদোদক পান করিয়া তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া বিষ্ণু উদ্দেশে উপবাস করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়। শুদ্ধ-সত্ত্ব স্বভাব জন্মভূমি-বিরক্ত ব্যক্তিগণ সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরম গতি লাভ করে। ২৬৬—২৮১।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ। গৃহীত্বা দক্ষিণাং দৈত্যান্মহাবিষ্ণুর্জনার্দ্দনঃ। চকার কিং মমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ১ ॥ সারস্বত উবাচ। এবং

ঊনবিংশ অধ্যায়।

রাজা বলিলেন,—মহাবিষ্ণু জনার্দ্দন দৈত্যের নিকট দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া তার পর কি করিলেন? আমাকে বলুন, আমার পরম কৌতূহল হইয়াছে।

স্তুতঃ সুরৈর্দেবো গৃহীত্বা মেদিনীং হরিঃ। বলিং নির্ব্বাসয়ামাস সম্পূর্ণে যজ্ঞকর্ম্মণি। যজ্ঞান্তে দক্ষিণাং লব্ধা সম্পূর্ণোহভূদগাধ্বরঃ ॥ ২ ॥ ভগবানপ্যসম্পূর্ণে তৃতীয়ে তু ক্রমে বিভুঃ। সমভ্যেত্য বলিং প্রাহ ঈষৎপ্রস্ফুরিতাধরঃ ॥ ৩ ॥ ঋণে ভবতি দৈত্যেন্দ্র বন্ধনং ঘোরদর্শনম্। ত্বং পূরয় পদং তন্মে নোচেদ্বন্ধং প্রতীচ্ছ ভোঃ ॥ ৪ ॥ তন্মুরারিবচঃ শ্রুত্বা পুরো ভূত্বা বলেঃ সুতঃ। বাণো বামনমাচষ্টে তদা তং বিশ্বরূপিণম্ ॥ ৫ ॥ কৃত্বা মহীমল্পতরাং বপুঃ কৃত্বা তু বামনম্। পদত্রয়ং যাচয়িত্বা বিশ্বরূপমগাঃ কথম্ ॥ ৬ ॥ যদি তৃতীয়ং ক্রমণং যাচসে জগদীশ্বর। পুনর্ব্বামনতাং যাহি বলির্দাস্যতি তৎপদম্ ॥ ৭ ॥ যাদৃশায় বলিনা বামনায়োদকং কৃতম্। তস্মাদৃশায় দাতব্যমথ কিং বিশ্বরূপিণে ॥ ৮ ॥ ভবৎকৃতমিদং বিশ্বং বিশ্বাস্মিন বর্ত্ততে বলিঃ। ছদ্মনা নৈব গৃহ্ণন্তি সাধবো যে মহেশ্বর ॥ ৯ ॥ জগদেতজ্জগন্নাথ ভাবকং যদি মন্যসে। জ্ঞাত্বা বলিমমর্য্যাদং ভবদ্ভক্তিপরায়ণম্ ॥ ১০ ॥ কণ্ঠপাশেন নিষ্কাস্য কেন বৈ বার্য্যতে ভবান্। গোপালমন্ধং কুরুতে রক্ষণায় চ গোপতিঃ। সুতৃণং চারয়ন্ পূর্ব্বো গোপঃ কিং কুরুতে তদা ॥ ১১ ॥ ইত্যেবমুক্তে তেনাথ বচনে বলিসূনুনা। প্রোবাচ ভগবান বাক্যমাদিকর্ত্তা জনার্দ্দনঃ ॥ ১২ ॥ যান্যুক্তানি বচাংসীত্থং ত্বয়া বালেন সাম্প্রতম্। তেষাং ত্বং হেতুসংযুক্তং শৃণু প্রত্যুত্তরং মম ॥ ১৩ ॥ পূর্ব্বমুক্তস্তব পিতা ময়া বাণ পদত্রয়ম্। দেহি মহ্যং প্রমাণেন তদেতৎ সানুষ্ঠিতম্ ॥ ১৪ ॥ কিং ন বেত্তি প্রমাণং মে বলিস্তব পিতা সুত। বলেরপি হিতার্থায় কৃতমেতৎ পদত্রয়ম্ ॥ ১৫ ॥ তস্মাদ্যন্মম বালেন ত্বৎপিত্রাম্বু করে মহৎ ॥ দত্তং তেনাস্য সুতলে কল্পং যাবদ্বসিষ্যতি ॥ ১৬ ॥ গতে মন্বন্তরে বাণ শ্রাদ্ধদেবস্য সাম্প্রতম্। সাবর্ণিকে ত্বাগতে চ বলিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥ ইতি প্রোক্তা বলিসুতং বাণং দেবস্ত্রিবিক্রমঃ। প্রোবাচ বলিমভ্যেত্য বচনং মধুরাক্ষরম্ ॥ ১৮ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। অপূর্ণদক্ষিণে যাগে গচ্ছ রাজন্মহাতলম্। সুতলং নাম পাতালং বস তত্র

সারস্বত বলিলেন,—হরি দেবগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া মেদিনী গ্রহণ করত যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে বলিকে নির্ব্বাসিত করিলেন। যজ্ঞান্তে দক্ষিণা লওয়ার পর যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল। ভগবানের তৃতীয় পদক্রম অসম্পূর্ণ হইলে তিনি বলির নিকট গিয়া ঈষৎ প্রস্ফুরিতাধরে বলিলেন,—হে দৈত্যেন্দ্র! ঋণে বন্ধন হয়; সেই বন্ধন ঘোরদর্শন; অতএব তুমি আমার পদ পূরণ কর; নচেৎ বন্ধনপ্রাপ্ত হও। মুরারির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিপুত্র বাণ বলিল,—হে জগদীশ্বর! তুমি মহীকে ছোট করিয়া—নিজে বামন হইয়া—তিন পদ মাত্র প্রার্থনা করিয়া—এখন বিশ্বরূপ হইলে কেন? যদি তৃতীয় পদ চাও, তবে পুনরায় বামন হও; বলি এখনই তাহা তোমায় প্রদান করিবেন। তিনি উৎসর্গকালে যাদৃশ বামনের হস্তে জল প্রদান করিয়াছিলেন, তাদৃশ বামনকেই প্রদান করিবেন, বিশ্বরূপীকে প্রদান করিবেন কেন? আরও এক কথা এই যে, এই বিশ্ব ভবৎ-কৃত; আর ইহাতেই যখন বলি রহিয়াছে, তখন ছলপূর্ব্বক গ্রহণ করাটা আপনার উচিত হয় নাই; উহা সাধুজনোচিত ব্যবহার নহে। আপনি যদি এই জগৎ আপনারই মনে করিয়াছেন, আর যদি বলিকে অমর্য্যাদা ও ভবদ্ভক্তিপরায়ণ ভাবিয়াছেন, তাহা হইলে গলায় দড়ী বাঁধিয়া উহাকে টানিয়া লইয়া যান, আপনাকে বারণ করিতে কে আছে! আমি ইচ্ছা করিলে বলিকে গোপালকবৎ করিতে পারেন, কারণ—গোপতি ভিন্ন গোপালকের রক্ষাকর্ত্তা আর কেহই নাই। গোপাল গোরু চরায় মাত্র, তাহার কোন ক্ষমতা নাই। ১—১১। বলিসূনু এইরূপ বচন বলিলে ভগবান্ আদিকর্ত্তা জনার্দ্দন বলিলেন,—হে বালক! সম্প্রতি তুমি যে সকল বাক্য বলিলে তাহার হেতুযুক্ত প্রত্যুত্তর অধুনা আমার নিকট শ্রবণ কর আমি তোমার পিতাকে পদত্রয়পরিমিত ভূমিই প্রার্থনা করিয়াছিলাম, সেই জন্যই এইরূপ অনুষ্ঠান করিলাম। তোমার পিতা বলি কি আমার এরূপ প্রমাণ অবগত নহে? হে বালক! আমি বলির হিতের নিমিত্তই পদত্রয় করিয়াছি। বলি যে, আমার হস্তে দানবারি প্রদান করিয়াছে, তাহার ফলে সে বহু কল্প যাবৎ পাতালে বাস করিবে। এই শ্রাদ্ধদেব মন্বন্তর অতীত হইলে সাবর্ণিক মন্বন্তর আসিলে বলি ইন্দ্র হইবে। এই বলিয়া ত্রিবিক্রম বলিসমীপে উপস্থিত হইয়া মধুরাক্ষরে বলিলেন,—হে রাজন্! তোমার যাগ অপূর্ণদক্ষিণ হইয়াছে, অতএব তুমি সুতল নামক পাতালে

নিরাময়ঃ॥ ১৯॥ বলিরুবাচ। সুতলস্থস্ত মে নাথ কথং চরণয়োস্তব। দর্শনং পূজনং ভোগো নিবসামি যথাসুখম্॥ ২০॥ শ্রীভগবানুবাচ। দৈত্যেন্দ্র হৃদয়ে নিত্যং তাবকে নিবসাম্যহম্। অতস্তে দর্শনং প্রাপ্তঃ পুনঃ স্বান্তে তবান্তিকম্॥ ২১॥ তথান্যমুৎসবং পুণ্যং বৃত্তে শক্রমহোৎসবে। দীপপ্রতিপন্নামাসৌ তত্র ভাবী মহোৎসবঃ॥ ২২॥ তত্র ত্বাং নরশার্দ্দূলা হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ। পুষ্পদীপপ্রদানেন অর্চ্চয়িষ্যন্তি যত্নতঃ॥ ২৩॥ ২৩॥ তত্রোৎসবঃ পুণ্যতমো ভবিষ্যতি ধরাতলে। তব নামাঙ্কিতো দৈত্য তেন ত্বং বৎসরং সুখী॥২৪॥ ভবিষ্যসি নরা যে তু দৃঢ়ভক্তিসমন্বিতাঃ। ত্বামর্চ্চয়ন্তি বিধিবত্তেঽপি স্যুঃ সুখভাগিনঃ॥ ২৫॥ যথৈব রাজ্যং ভবতস্তু সাম্প্রতং তথৈব সা ভাবাথ কৌমুদীতি। ইত্যেবমুক্তা মধুমর্দিতাশ্বরং নিবাসয়িত্বা সুতলং সভার্য্যকম্॥ ২৬॥ উর্ব্বীং সমাদায় জগাম তূর্ণং স শক্রসদ্মামরসঙ্ঘজুষ্টম্। দত্ত্বা মঘোনে মধুজিত্রিবিষ্টপং কৃত্বা তু দেবান্ মখভাগভোগিনঃ॥ ২৭॥ অন্তর্দধে বিশ্বপতির্মহেশঃ সম্পশ্যতাং বৈ বসুধাধিপানাম্॥ ২৮॥ গৃহীত্বেতি বলে রাজ্যং মনুপুত্রে নিয়োজিতম্॥ দ্বীপান্তরে চ তে দৈত্যাঃ প্রেষিতাশ্চাজ্ঞয়া স্বয়ম্॥ ২৯॥ পাতালনিলয়া যে তু তে তত্রৈব নিবেশিতাঃ। দেবানাং পরমো হর্ষঃ সঞ্জাতো বলিনিগ্রহে॥ ৩০॥ নিবাসায় পুনশ্চক্রে বামনো বামনো মনঃ। তত্র ক্ষেত্রে স্বনগরে বামনঃ স ন্যবাস হ॥ ৩১॥ সারস্বত উবাচ। প্রাদুর্ভাবস্তে কথিতো নরেন্দ্র পুণ্যঃ শুচির্বামনস্যাঘহারী। স্মৃতে যস্মিন্ সংশ্রুতে কীর্ত্তিতে চ পাপং যায়াৎ সংক্ষয়ং পুণ্যমেতি॥ ৩২॥ ঈশ্বর উবাচ। ইতি সারস্বতবচঃ শ্রুত্বা ভোজঃ স ভূপতিঃ। নমস্কৃত্য মুনিশ্রেষ্ঠং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ॥ ৩৩॥ ততো যথোক্তবিধিনা স ভোজো নৃপসত্তমঃ। বস্ত্রাপথক্ষেত্রযাত্রাং পরিবারজনৈঃ সহ। কৃত্বা কৃতার্থতাং প্রাপ্তো জগামান্তে পরং পদম্॥ ৩৪॥ এতন্ময়া পুণ্যতমঃ প্রভাসক্ষেত্রে চ বস্ত্রাপথমীরিতং তে। শ্রুত্বা পঠিত্বা পরয়া সমেতো ভক্ত্যা তু বিষ্ণোঃ পদমভ্যুপৈতি॥ ৩৫॥ যথা পাপানি নশ্যন্তে গঙ্গাবারিবিগাহনাৎ। তথা পুরাণশ্রবণাদ্দুরিতানাং বিনাশনম্॥ ৩৬॥ ইদং রহস্যং পরমং তবোক্তং ন বাচ্যমেতদ্ধরিভক্তিবর্জ্জিতে। দ্বিজস্য নিন্দানিরতেঽতিপাপে

গমন করিয়া নিরাময়ে বাস কর। বলি বলিল,—হে নাথ! আমি পাতালে বাস করিলে কিরূপে আমি আপনার চরণ দর্শন, ও পূজন এবং ভোগ করিয়া যথাসুখে বাস করিব? শ্রীভগবান বলিলেন,—হে দৈত্যেন্দ্র! আমি তোমার হৃদয়ে সর্ব্বদাই বাস করিব, তোমার নিকটেই আমি থাকিব; সুতরাং তোমার দর্শন আমি প্রাপ্ত হইব। দীপপ্রতিপৎ নামে যে তিথি আছে, ঐ তিথিতে মহোৎসব হইবে। এই মহোৎসবে নরশার্দ্দূলগণ হৃষ্টান্তঃকরণে পুষ্পদীপপ্রদানে সেখানে তোমার পূজা করিবেন। হে দৈত্য! এই উৎসবে তুমি সংবৎসর যাবৎ সুখী হইবে। যে সকল নর দৃঢ়ভক্তিসহকারে যথাবিধি তোমার অর্চ্চনা করিবে, তাহারা সুখভাগী হইবে। সম্প্রতি তোমার যেমন রাজ্য ছিল, ভবিষ্যতেও তদ্রূপ কৌমুদী লাভ করিবে। এই বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু সভার্য্য বলিকে সুতলে নির্ব্বাসিত করিয়া পৃথিবী গ্রহণ করত সত্বর সুরসঙ্ঘ-সেবিত সুরেন্দ্রসদনে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি তাঁহাকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়া দেবগণকে যজ্ঞভাগভোজী করিয়া বসুধাধিপগণের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। হরি বলিরাজ্য গ্রহণ করিয়া মনুপুত্রে তাহা নিয়োজিত করিলেন। তাঁহার আদেশে দৈত্যগণ দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইল। যে সকল দৈত্যের নিবাস পাতালে, তাহারা সেই স্থানেই থাকিল। বলিনিগ্রহে দেবতারা সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন। খর্ব্বাকৃতি বামন বলিনগরে বাস করিবার জন্য মনঃসংযোগ করিলেন। এমন কি, তিনি তথায় বাস করিলেন। সারস্বত বলিলেন,—হে রাজন! যাহা স্মৃত, শ্রুত ও কীর্ত্তিত হইলে পাপ যায় এবং পুণ্য হয়, আমি সেই পবিত্র বামনোৎপত্তি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! ভোজ ভূপতি মুনিবর সারস্বতের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার ও তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর তিনি পরিবারগণের সহিত বস্ত্রাপথ ক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন; করিয়া অন্তে পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট প্রভাসক্ষেত্রস্থ বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্য বলিলাম, ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ ও পাঠ করিলে বিষ্ণুপদ লাভ হয়। গঙ্গাসলিলসঙ্গমে যেমন দুরিত অপনীত হয়, তেমনি পুরাণশ্রবণেও হইয়া থাকে। এই পরম রহস্য বিষয় হরিভক্তিবর্জ্জিত, দ্বিজনিন্দাকারী, অতিপাতক,

গুরাবভক্তে কৃতপাপবুদ্ধৌ॥৩৭॥ ইদং পঠেদেবং নিয়তং মনুষ্যঃ কৃতভাবনঃ। তস্য ভক্তিঃ শিবে কৃষ্ণে নিশ্চলং জায়তে ধ্রুবম্॥৩৮॥ যদ্ভক্ত্যা সকলনার্থান্ প্রাপ্নোতি পুরুষোত্তমঃ। পুরাণবাচিনে দদ্যাদ্গোভূস্বর্ণবিভূষণম্॥৩৯॥ বিত্তশাঠ্যং ন কর্তব্যং কুর্ব্বন্ দারিদ্র্যমাপ্নুয়াৎ। ত্রিঃকৃত্বা প্রপঠন্ শৃণ্বন্ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥৪০॥

ইতি শ্রীস্কন্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমে প্রভাসখণ্ডে দ্বিতীয়ে বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্যে বলয়ে বামনকৃতবরপ্রদানবৃত্তান্তবর্ণনপূর্ব্বকবস্ত্রাপথক্ষেত্রযাত্রামাহাত্ম্য-সারস্বত ভোজ সংবাদ সমাপ্তি পুরঃসর বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্যসমাপ্তিবর্ণনং নামৈক একোনবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ॥১৯॥

গুরুদ্রোহী ও পাপবুদ্ধি ব্যক্তিকে বলিতে নাই। যে পূতচিত্ত ব্যক্তি ইহা পাঠ করে, তাহার শিবে ও কৃষ্ণে অচলা ভক্তি জন্মে। এবং ঐ ভক্তি দ্বারা তাহার সকল অভিলষিতই লাভ হয়। পুরাণপাঠককে গো, ভূমি ও সুবর্ণভূষণ দান করিতে হয়। বিত্তশাঠ্য করিতে নাই; করিলে দরিদ্র হইতে হয়, যাহারা তিনবার করিয়া পুরাণ পাঠ ও শ্রবণ করে, তাহারা সর্ব্ব অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১২—৪০।

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯।

সমাপ্তঞ্চেদং বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্যম্

প্রভাসখণ্ডম্।

অর্ব্বুদ-খণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। নমোঽনন্তায় সূক্ষ্মায় জ্ঞানগম্যায় বেধসে। শুক্লায় বিশ্বরূপায় দেবদেবায় শম্ভবে ॥ ১ ॥ ঋষয় উচুঃ। কথিতো বংশবিস্তারো ভবতা সোমসূর্য্যয়োঃ। মন্বন্তরাণি সর্ব্বাণি সৃষ্টিশ্চৈব পৃথগ্বিধা ॥ ২ ॥ অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামস্তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্। কানি তীর্থানি পুণ্যানি ভূতলেঽস্মিন মহামতে ॥ ৩ ॥ সূত উবাচ। নানাতীর্থানি লোকেঽস্মিন্ যেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে। তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটিশ্চ তেষাং সংখ্যা কৃতা পুরা ॥ ৪ ॥ ক্ষেত্রাণি সরিতশ্চৈব পর্ব্বতাশ্চ নদাস্তথা। ঋষীণাং তপসো বীর্য্যান্মাহাত্ম্যং পরমং গতাঃ ॥ ৫ ॥ তেষাং মধ্যোঽর্ব্বুদো নাম সর্ব্বপাপহরোঽনঘঃ। অস্পৃষ্টঃ কলিদোষেণ বসিষ্ঠস্য প্রভাবতঃ ॥ ৬ ॥ পুণ্যানি সর্ব্বতীর্থানি স্নানদানাদিকৈর্ধ্রুবম্। অর্ব্বুদো দর্শনাদেব সর্ব্বপাপহরো নৃণাম্ ॥ ৭ ॥ ঋষয় উচুঃ। কিম্প্রমাণোঽর্ব্বুদো নাম কস্মিন দেশে ব্যবস্থিতঃ। কথং তস্য চ মাহাত্ম্যাৎ পতিতো ধরণীতলে ॥ ৮ ॥ কানি তীর্থানি মুখ্যানি হ্যর্ব্বুদে সন্তি পর্ব্বতে। সর্ব্বং বিস্তরতো ব্রূহি পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ৯ ॥ সূত উবাচ। অহন্তে সম্প্রবক্ষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশিনীম্। অর্ব্বুদস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠা মাহাত্ম্যঞ্চ যথা শ্রুতম্ ॥ ১০ ॥ বসিষ্ঠো নাম দেবর্ষিঃ পিতামহসমুদ্ভবঃ। স পূর্ব্বং ভূতলং প্রাপ্য তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥ ১১ ॥ নিয়তো নিয়তাহারঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ। বর্ষাস্বাকাশবাসী হেমন্তে সলিলাশয়ঃ ॥ ১২ ॥ পঞ্চাগ্নিসাধকো গ্রীষ্মে জপহোমপরায়ণঃ। কেনচিত্ত্বথ কালেন তস্য ধেনুঃ পয়স্বিনী। নন্দিনীতি সুবিখ্যাতা সা বৈ কামদুঘা শুভা ॥ ১৩ ॥ সা কদাচিদ্ধরাপৃষ্ঠে ভ্রমমাণা তৃণাশয়া। পতিতা দারুণে শ্বভ্রে অগাধে তিমি-

---

প্রথম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—যিনি অনন্ত সূক্ষ্ম জ্ঞানগম্য শুদ্ধ বুদ্ধ বিশ্বরূপী বিধাতা, সেই দেবদেব শম্ভুকে আমি নমস্কার করি। ঋষিগণ কহিলেন,—সূত! তুমি সোম-সূর্য্যবংশের বিস্তার, সমস্ত মন্বন্তর ও বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি বর্ণন করিয়াছ, অধুনা আমরা উত্তম তীর্থমাহাত্ম্যশ্রবণে সমুৎসুক হইয়াছি। হে মহামতে! এ ভূতলে কিয়ৎসংখ্যক পুণ্য তীর্থ বিরাজিত? সূত কহিলেন,—এ লোকে নানা তীর্থ বিদ্যমান; সে সকল তীর্থের সংখ্যা হওয়া অসম্ভব। তবে পুরাকালে উহাদের একটা সংখ্যা নির্দ্দেশ হইয়াছিল, সে সংখ্যা—সার্দ্ধত্রিকোটি। যত কিছু ক্ষেত্র পর্ব্বত নদ ও নদী আছে, ঋষিগণের তপোবীর্য্যে উহারা পরম মাহাত্ম্যশালী হইয়াছে। উহাদের মধ্যে অর্ব্বুদ নামে এক সর্ব্বপাপহর পর্ব্বত আছে। উহা বসিষ্ঠ ঋষির প্রভাবে কলিমল দ্বারা স্পৃষ্ট হয় নাই। অন্যান্য নিখিল তীর্থ স্নানদানাদির অনুষ্ঠানে পবিত্রতা বিধান করে, অর্ব্বুদাচল দর্শনমাত্রেই নরগণের সর্ব্বপাপ হরণ করিয়া থাকে। ১—৭। ঋষিগণ কহিলেন—অর্ব্বুদাচলের প্রমাণ কি? উহা কোন দেশে অবস্থিত, বসিষ্ঠের প্রভাবে কিরূপে ঐ গিরি ধরাতলে পতিত হইয়াছে? অর্ব্বুদাচলে কতিবিধ প্রধান তীর্থ বিদ্যমান? এ সকল বিস্তৃতরূপে আমাদের নিকট বলুন। শুনিবার জন্য আমরা বড়ই কৌতূহলী হইয়াছি। সূত কহিলেন,—আমি পাপনাশিনী কথার অবতারণা করিতেছি। দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অর্ব্বুদের মাহাত্ম্য আমার যেমন শুনা আছে, সেইরূপই বলিতেছি। দেবর্ষি বসিষ্ঠ পিতামহ হইতে উৎপন্ন। তিনি পুরাকালে ভূতলে দারুণ তপস্যা করেন। নিয়ত, নিয়তাহার, ও সর্ব্বভূতহিতৈষী বসিষ্ঠ বর্ষায় আকাশবাসী, হেমন্তে সলিলশায়ী, এবং গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিসাধক হইয়া জপহোমে নিরত ছিলেন। নন্দিনী নামে তাঁহার এক পয়স্বিনী কামধেনু ছিল। ঐ ধেনু ধরাপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা তৃণলোভে তিমিরগর্ভ

রাবৃতে॥ ১৪॥ এতস্মিন্নেব কালে তু ভগবাংস্তীক্ষ্ণদীধিতিঃ। অস্তং গতো ন সম্প্রাপ্তা নন্দিনী মুনিসত্তমাঃ॥ ১৫॥ তস্যাঃ ক্ষীরেণ নিত্যং স সায়ংপ্রাতর্দ্বিজো মুনিঃ। করোতি হোমমগ্নৌ হি সুসমিদ্ধে জিতব্রতঃ॥ ১৬॥ অথ চিন্তাপরো বিপ্রঃ প্রায়শ্চিত্তভয়াদ্ ধ্রুবম্। বীক্ষাঞ্চক্রে বনে তস্মিন সমেষু বিষমেষু চ॥ ১৭॥ স তচ্ছ্বভ্রমথাসাদ্য ভুম্ভারাবমথাশৃণোৎ। তাং প্রোবাচ মুনিশ্রেষ্ঠঃ কথং ত্বং পতিতা শুভে॥ ১৮॥ অহং হোমস্য চোদ্বেগান্নিঃসৃতস্ত্বামবেক্ষিতুম্। সাব্রবীদ্ভক্ষমাণাহং বিপ্রর্ষে তৃণবাঞ্ছয়া॥ ১৯॥ পতিতাত্র বিভো ত্রাহি কৃচ্ছ্রাদস্মাৎ সুদুঃসহাৎ। তস্যাস্তদ্বচনং স শ্রুত্বা স ধ্যানমাস্থিতঃ॥ ২০॥ সরস্বতীং সমাদধ্যৌ নদীং ত্রৈলোক্যপাবনীম্। সা ধ্যাতা মনসা তেন মুনিনা তত্র তৎক্ষণাৎ॥ ২১॥ শ্বভ্রং তৎ পূরয়ামাস সমন্তাদ্বিমলৈর্জলৈঃ। পরিপূর্ণে ততঃ শ্বভ্রে নিষ্ক্রান্তা নন্দিনী তদা॥ ২২॥ সংহৃষ্টা মুনিনা সার্দ্ধং যযাবাশ্রমসম্মুখম্॥ ২৩॥ স দৃষ্ট্বা শ্বভ্রমধ্যং তং গম্ভীরং চ মহামুনিঃ। চিন্তয়ামাস মেধাবী শ্বভ্রস্যৈব প্রপূরণে॥ ২৪॥ তস্য চিন্তয়তো বিপ্রা বুদ্ধিরেবোদপদ্যত। আনীয় পর্ব্বতং মুক্তা শ্বভ্রমেতৎ প্রপূর্য্যতে। তস্মাদ্গচ্ছাম্যহং শীঘ্রং হিমবন্তং নগোত্তমম্॥ ২৫॥ স এব পর্ব্বতং চাত্র প্রেষয়িষ্যতি ভূধরঃ। যেন স্যাৎ পরিপূর্ণং চ শ্বাভ্রমেতন্মহাত্মনা॥ ২৬॥ ততো জগাম স মুনির্হিমবন্তং নগোত্তমম্। দৃষ্ট্বা বসিষ্ঠমায়ান্তং হিমবান্ হৃষ্টমানসঃ। অর্ঘ্যপাদ্যাদিসংস্কারৈঃ সম্পূজ্য ইদমব্রবীৎ॥ ২৭॥ স্বাগতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ সফলং মেঽদ্য জীবিতম্। যত্ত্ববান্ মে গৃহে প্রাপ্তঃ পূজ্যঃ সর্ব্বদিবৌকসাম্॥ ২৮॥ ব্রূহি কার্য্যং মুনিশ্রেষ্ঠ অপি জীবিতমাত্মনঃ। নূনং তুভ্যং প্রদাস্যামি নিয়োগো দীয়তাং মম॥ ২৯॥ বসিষ্ঠ উবাচ। মমাশ্রমস্য সান্নিধ্যে শ্বভ্রমস্তি সুদারুণম্। অগাধং নন্দিনী তত্র পতিতা ধেনুরুত্তমা॥ ৩০॥ যত্নাদাকর্ষিতা তস্মাদ্ভূয়ঃ পতনজাদ্ভয়াৎ। তবান্তিকমনুপ্রাপ্তো নান্যো যোগ্যো মহীপতিঃ॥ ৩১॥ তস্মাৎ

অগাধগর্ত্তে নিপতিত হয়। এদিকে ক্রমে ভগবান উষ্ণরশ্মি অস্ত গমন করিলেন; নন্দিনী তখনও বন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। হে মুনিগণ! জিতব্রত বসিষ্ঠ মুনি নিত্য সায়ংপ্রাতঃ নন্দিনীর দুগ্ধ দ্বারা দীপ্ত অনলে হোম করিতেন। তাঁহার এদিন হোম হইল না। তিনি প্রায়শ্চিত্তভয়ে চিন্তিত হইলেন এবং সম-বিষম বনভূমির সর্ব্বত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে বসিষ্ঠ সেই গর্ত্তপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তন্মধ্যে 'ভুম্ভা' রব শ্রবণ করিলেন। তখন মুনিশ্রেষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে শুভে! কিরূপে তুমি পতিত হইলে? হোমকার্য্যের বিলম্ব হওয়ায় আমি উদ্বিগ্ন হইয়া তোমার অনুসন্ধানে আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়াছি। নন্দিনী কহিল,—বিপ্রর্ষে! আমি তৃণাশন-বাসনায় এদিকে আসিয়া হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছি। হে বিভো! আমাকে এ দুঃসহ কৃচ্ছ্র হইতে পরিত্রাণ করুন। নন্দিনীর সেই বাক্য শুনিয়া মুনি ধ্যানাবলম্বন করিলেন। ধ্যানে ত্রিলোকপাবনী সরস্বতী নদীর চিন্তা করিলেন। মুনি মানসে ধ্যান করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সরস্বতী আসিয়া তদীয় বিমলজল দ্বারা সেই গর্ত্তের চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিলেন। গর্ত্ত পরিপূর্ণ হইলে নন্দিনী তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং হৃষ্ট হইয়া মুনির সহিত আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিল।১৮—২৩। অনন্তর মহামুনি বসিষ্ঠ সেই গর্ত্তাভ্যন্তরের গভীরতা দেখিয়া তাহার পরিপূরণবিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তায় চিন্তায় তাঁহার এক বুদ্ধি জন্মিল। বিপ্রগণ! তিনি স্থির করিলেন,—আমি একটা পর্ব্বত আনিয়া এই গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক ইহাকে পরিপূর্ণ করিব। অতএব সত্বর আমি নগোত্তম হিমালয়ে যাই। সেই মহাত্মা হিমালয়ই যদ্দ্বারা এই গর্ত্ত পূর্ণ হইতে পারে, এরূপ পর্ব্বত এখানে প্রেরণ করিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া মুনিবর নগবর হিমালয়ে গমন করিলেন। বসিষ্ঠকে আসিতে দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হিমাচল অর্ঘ্যপাদ্যাদি সৎকার দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার শুভাগমন হৌক, দেবপূজ্য ভবাদৃশ ব্যক্তি শুভাগমন করিয়াছেন, ইহাতে অদ্য আমার জীবন সফল হইল। মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার কি কার্য্য, তা বলুন? আপনি আদেশ করুন, আমি আপনাকে আমার জীবন পর্য্যন্ত নিঃসংশয়ে প্রদান করিব। বসিষ্ঠ কহিলেন,—আমার আশ্রমের সন্নিধানে একটা অগাধ ভীষণ গর্ত্ত আছে। আমার উত্তমা ধেনু নন্দিনী তাহাতে পতিত হইয়াছিল। আমি তাহাকে অতি যত্নে উত্তোলন করিয়াছি। পাছে পুনরায় পতিত হয়, সেই ভয়ে তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি

কশ্চিন্নগশ্রেষ্ঠং তত্র প্রেষয় ভূধরম্। যেন তৎপূর্য্যতে শ্বভ্রং ভৃশং প্রেষয় তাদৃশম্॥ ৩২॥ হিমবানুবাচ। কিম্প্রমাণং মুনে শ্বভ্রং বিস্তারায়ামতো বদ। তৎপ্রমাণং নগং কঞ্চিৎ প্রেষয়ামি বিচিন্ত্য চ॥ ৩৩॥ বসিষ্ঠ উবাচ। দ্বিসহস্রং তু দৈর্ঘ্যেণ বিস্তরেণ ত্রিসহস্রকম্। ন স খাত্যা বিদ্যতেঽধস্তাত্তস্য পর্ব্বতসত্তম॥ ৩৪॥ হিমবানুবাচ। কথং তেন প্রমাণেন সঞ্জাতো বিবরো মহান্। অভূৎ কৌতূহলং তেন সর্ব্বং বিস্তরতো বদ॥ ৩৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমে প্রভাসখণ্ডে তৃতীয়ে-হর্ব্বুদখণ্ডে বসিষ্ঠাশ্রমসমীপবর্ত্তিবিবর-বৃত্তান্তোপক্রমবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বসিষ্ঠ উবাচ। আসীৎ পূর্ব্বং মুনির্নাম্না গৌতমশ্চ মহাতপাঃ। অহল্যা দয়িতা তস্য ধর্ম্মপত্নী যশস্বিনী॥ ১॥ শিষ্যানধ্যাপয়ামাস স মুনিঃ শতশস্তদা। শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নান বিসসর্জ্জ ততো গৃহান্॥ ২॥ তস্যান্তেঽপি চ যঃ শিষ্যো গুরুভক্তিপরায়ণঃ। উত্তঙ্কো নাম মেধাবী স্ববসত্তস্য মন্দিরে॥ ৩॥ ন তং বিসর্জ্জয়ামাস জরয়াপি পরিপ্লুতম্। উত্তঙ্কোঽপি সুশিষ্যত্বান্নো বেত্তি পলিতং শিরঃ॥ ৪॥ জাতকার্য্যসমাযুক্তো বিদ্যাপারঙ্গতোঽপি সঃ। কেনচিত্ত্বথ কালেন কাষ্ঠার্থং স বহির্য্যযৌ॥ ৫॥ প্রভূতানি সমাদায় আশ্রমং পরমং গতঃ। অথাসৌ ক্ষিপতস্তত্র ভূতলে কাষ্ঠসঞ্চয়ম্॥ ৬॥ কাষ্ঠলগ্নাং তদা শ্বেতাং জটামেকাং দদর্শ সঃ। স দৃষ্ট্বা দুঃখমাপন্নঃ কৃপণং পর্য্যচিন্তয়ৎ॥ ৭॥ ধিক্কিন্তুমে জীবিতং নষ্টং কুতঃ কার্য্যরতস্য চ। কলত্রসংগ্রহং নৈব ময়া কৃতমবৃদ্ধিনা॥ ৮॥ ভবিষ্যতি কুলচ্ছেদঃ শৈথিল্যান্মম দুর্ম্মতেঃ। গুরুপত্ন্যা চ সংদৃষ্ট উত্তঙ্কো দুঃখিতস্তদা॥ ৯॥ তস্য দুঃখং তয়া ক্ষিপ্রং গৌতমায় নিবেদিতম্। গৌতমেন তথেত্যুক্ত্বা মৃদুবাণ্যা স ভাষিতঃ॥ ১০॥ বৎস গচ্ছ গৃহং স্বকং অগ্নিহোত্রাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। পালয়স্ব বিধানেন পত্ন্যা সহ ন সংশয়ঃ॥ ১১॥

ব্যতীত এ ভগ্ন বিবরের কোন সীমা আর কেহই নাই। অতএব কোন নগশ্রেষ্ঠকে তুমি এখানে প্রেরণ কর, যাহা দ্বারা সেই গহ্বর পূর্ণ হইতে পারে। হিমাচল কহিলেন,—হে মুনে! সেই গহ্বর বিস্তার-আয়াম কতদূর, বলুন; আমি চিন্তা করিয়া তদনুরূপ কোন পর্ব্বত তথায় প্রেরণ করিব। বসিষ্ঠ কহিলেন,—সেই গর্ত্ত দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথাক্রমে দুই ও তিন সহস্র, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! তাহার অধোভাগের পরিমাণ হয় না। হিমাচল কহিলেন,—এত বড় প্রমাণবিশিষ্ট গহ্বর কিরূপে উৎপন্ন হইল? আপনি তাহা বিস্তৃতরূপে বলুন। উহা শুনিবার আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে। ২৪—৩৫।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বসিষ্ঠ কহিলেন,—পূর্ব্বে গৌতম নামে এক মহাতপা মুনি ছিলেন। যশস্বিনী অহল্যা তাঁহার দয়িতা ধর্ম্মপত্নী। মুনিবর শত শত শিষ্যকে অধ্যাপন করিতেন। পরে শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন হইলে তাহাদিগকে তিনি গৃহে প্রেরণ করিতেন। উত্তঙ্ক নামে এক গুরুভক্তিপরায়ণ মেধাবী শিষ্য তাঁহার গৃহে বাস করিত। উত্তঙ্ক বৃদ্ধ হইলেও মুনিবর তাহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। উত্তঙ্ক জাতকার্য্যসমাযুক্ত ও বিদ্যাপারগত হইলেও সুশিষ্যত্বনিবন্ধন নিজের পলিত মস্তক কখন তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। একদা উত্তঙ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিবার জন্য বহিঃপ্রদেশে গমন করিয়া প্রভূত কাষ্ঠগ্রহণপূর্ব্বক আশ্রমে পুনরাগমন করে। আশ্রমে আসিয়া সে কাঠের বোঝা ভূতলে নিক্ষেপ করিলে তাহাতে সংলগ্ন একটী শুভ্রবর্ণ জটা দেখিতে পায়। পাকা জটা দেখিয়া সে দুঃখিতভাবে এইরূপে চিন্তা করিতে থাকে যে, হায় হায়! কোথায় কার্য্যরত থাকিয়া আমি জীবন যাপন করিলাম, আমাকে ধিক্! আমি অতি নির্ব্বুদ্ধি; যে হেতু অদ্যাপি আমি কলত্র গ্রহণ করিলাম না। এই দুর্ম্মতিরই শৈথিল্যে কুলোচ্ছেদ হইল। উত্তঙ্ককে এই ভাবে পরিতাপ করিতে দেখিয়া তাহার গুরুপত্নী সত্বর ভগবান্ গৌতমকে নিবেদন করিলেন। তিনি শ্রুতমাত্রে 'তা সত্যই ত' এই বলিয়া মধুর বচনে তাহাকে বলিলেন,—অয়ি বৎস! অধুনা তুমি গৃহে গমন করিয়া পত্নীর সহিত বিধিপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া পালন কর, অন্যথা করিও না।১—১১। গুরু কর্ত্তৃক এই-

ইত্যুক্তো গুরুণা সোঽপি প্রত্যুবাচ গুরুং প্রতি। দক্ষিণাং প্রার্থয় স্বামিন্নহং দাস্যাম্যসংশয়ম্॥ ১২॥ গৌতম উবাচ। সেবা কৃতা ত্বয়া বৎস মহতী মম সর্ব্বদা। তেনৈব পরিপূর্ণত্বং জাতং মে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৩॥ উত্তঙ্ক উবাচ। কিঞ্চিদ্ গ্রাহ্যং ত্বয়া স্বামিন্ সন্তোষো জায়তে মম। ত্বৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপারঙ্গতোঽস্ম্যহম্॥ ১৪॥ গৌতম উবাচ। ন গ্রাহ্যং ময়া পুত্র সন্তুষ্টঃ সেবয়াস্ম্যহম্। নেচ্ছাম্যহং ধনং ত্বত্তঃ সুখং গচ্ছ গৃহং প্রতি॥ ১৫॥ ইত্যুক্তো গুরুণা সোঽপি মাতরং চাভ্যভাষত। কিঞ্চিদ্গ্রাহ্যং ময়া মাতঃ সন্তোষো দীয়তাং মম॥ ১৬॥ গুরুপত্ন্যুবাচ। সৌদাসং গচ্ছ পুত্র ত্বং মমাজ্ঞাং কুরু সত্বরম্। মদয়ন্তী প্রিয়া তস্য ধর্ম্মপত্নী যশস্বিনী ১৭॥ কুণ্ডলেঽপানয় ক্ষিপ্রং মদয়ন্ত্যাশ্চ পুত্রক। নো চেচ্ছাপং প্রদাস্যামি পঞ্চমেঽহ্নি ন আগতঃ॥ ১৮॥ ইত্যুক্তো গুরুপত্ন্যা স প্রস্থিতঃ সত্বরং তদা। সৌদাসস্য গৃহং প্রাপ ব্যাঘ্রাস্যং তঞ্চ দৃষ্টবান॥ ১৯॥ দৃষ্ট্বা প্রাহ তদা বিপ্রং ভক্ষণার্থমুপস্থিতম্। ভক্ষয়িষ্যামি বৈ বিপ্র ত্বামহং নাত্র সংশয়ঃ॥ ২০॥ উত্তঙ্ক উবাচ। অবশ্যং ভক্ষয় ত্বং মামেকং শৃণু নরাধিপ। দেহি মে কুণ্ডলে তাত দত্ত্বাহং গুরবে পুনঃ। আগমিষ্যামি ভক্ষস্ব মাং ত্বং কার্য্যবিবর্জ্জিতম্॥ ২১॥ সৌদাস উবাচ। গচ্ছ ত্বং মন্দিরে দুর্গে যত্রাস্তে দয়িতা মম। তাং ত্বমাসাদ্য যত্নেন জীবিতব্যভয়াদ্দ্বিজ॥ ২২॥ যাচ্যতাং মম বাক্যেন সা তে দাস্যতি কুণ্ডলে। ত্বয়া চ নান্যথা কার্য্যং যৎসত্যং দ্বিজসত্তম॥ ২৩॥ বসিষ্ঠ উবাচ। মদয়ন্ত্যাঃ সমীপং তু গত্বোবাচ দ্বিজোত্তমঃ। দেহি মে কুণ্ডলে দেবি সৌদাসস্ত্বাং সমাদিশৎ॥ ২৪॥ মদয়ন্ত্যুবাচ। সন্দেহোঽদ্যাপি মে বিপ্র কুণ্ডলে দ্বিজসত্তম অভিজ্ঞানং সমানীয় নৃপস্য দ্বিজ দর্শয়॥ ২৫॥ স গত্বা ত্বরিতং ভূপমভিজ্ঞানমযাচত॥ ২৬॥ সৌদাস উবাচ। যৈর্বিনা সুগতির্নাস্তি দুর্গতিং যে নয়ন্তি বৈ। গত্বৈবং ব্রূহি তাং সাধ্বীং মম

রূপ অভিহিত হইয়া উত্তঙ্ক তাঁহাকে বলিল,—হে প্রভো! দক্ষিণা প্রার্থনা করুন, আমি নিশ্চয়ই আপনাকে তাহা প্রদান করিব। গৌতম বলিলেন,—বৎস! তুমি সদা সর্ব্বদা আমার মহতী সেবা করিয়াছ,তাহাতেই তোমার গুরুদক্ষিণা পূর্ণ হইয়াছে, কোন সংশয় নাই। উত্তঙ্ক বলিল,—হে প্রভো! কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলে আমি সন্তুষ্ট হই; যে হেতু আপনার প্রসাদে আমি বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি। গৌতম বলিলেন,—পুত্র! আমি তোমার নিকট ধন ইচ্ছা করি না, তোমার সেবায় আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি সুখে গৃহে গমন কর। গুরু এই কথা বলিলে উত্তঙ্ক তখন মাতার (গুরুপত্নী) নিকট গিয়া বলিল,—অয়ি মাতঃ! কিঞ্চিৎ গ্রহণ করুন, আমি ইহাতে পরম সন্তুষ্ট হইব। গুরুপত্নী বলিলেন,—পুত্র! তুমি সৌদাস-সমীপে গমন কর। যশস্বিনী মদয়ন্তী তাঁহার ধর্ম্মপত্নী। তুমি তাঁহার কুণ্ডলযুগল আনয়ন করিয়া সত্বর আমায় প্রদান কর। যদি তুমি অদ্য হইতে পঞ্চম দিনে আগমন করিতে না পার, তাহা হইলে আমি তোমায় শাপ প্রদান করিব। উত্তঙ্ক গুরুপত্নী কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সৌদাসভবনে গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহাকে ব্যাঘ্রাস্য দর্শন করিলেন। সৌদাস তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিলেন,—বিপ্র! আপনি আমার ভক্ষণার্থ উপস্থিত হইয়াছেন, আমি আপনাকে নিশ্চয় ভক্ষণ করিব। উত্তঙ্ক বলিলেন,—রাজন্! আপনি আমাকে ভক্ষণ করুন; তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু আমার এক নিবেদন শ্রবণ করুন। অধুনা আপনি আমায় আপনার পত্নীর কুণ্ডলযুগল দেন। আমি গুরুদক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক কার্য্যশেষ করিয়া আগমন করিলে, আপনি আমায় ভক্ষণ করিবেন। সৌদাস কহিলেন,—আমার দুর্গাভ্যন্তরস্থ মন্দিরে যথায় আমার দয়িতা আছেন, সেইখানে তুমি গমন কর। হে দ্বিজ! জীবনভয়ে তুমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার বাক্যানুসারে তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর। আমার পত্নী তাঁহার কুণ্ডলযুগল অবশ্যই তোমায় দান করিবেন। কিন্তু দ্বিজবর! যে সত্য করিয়াছ, তাহার অন্যথা করিও না। বসিষ্ঠ কহিলেন,—দ্বিজবর মদয়ন্তীর সমীপে গিয়া বলিলেন,—দেবি! রাজা সৌদাস আদেশ করিয়াছেন, আপনার কুণ্ডলযুগল আমায় প্রদান করুন। মদয়ন্তী কহিলেন,—দ্বিজবর! এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ হইতেছে। অতএব রাজার কোন অভিজ্ঞান আনিয়া আমায় প্রদর্শন করুন। উত্তঙ্ক পুনরায় রাজার নিকট গিয়া অভিজ্ঞান চাহিলেন। সৌদাস কহিলেন,—দ্বিজবর! আপনি গিয়া সেই সাধ্বীকে এই কথা বলুন যে,যাহারা ব্যতীত সুগতি

বাক্যং দ্বিজোত্তম। প্রদাস্যতি ততো নূনং কুণ্ডলে রত্নমণ্ডিতে ॥ ২৭ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ। প্রত্যভিজ্ঞানমাদায় গত্বা তস্যৈ ন্যবেদয়ৎ ॥ ২৮ ॥ ততোঽসৌ প্রদদৌ তস্মৈ গৃহ্ণ মে কুণ্ডলে দ্বিজ। উবাচ যত্নমাস্থায় নীয়তাং দ্বিজসত্তম ॥ ২৯ ॥ এতে চ বাঞ্ছতে নিত্যং তক্ষকো দ্বিজ কুণ্ডলে। স ইত্যেতে সমাদায় বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ। কৌতুকাৎ পুনরাগত্য রাজানং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩০ ॥ অভিজ্ঞানান্ময়া ভূপ সম্প্রাপ্তে দীপ্তকুণ্ডলে। বাক্যার্থস্তু ন বিজ্ঞাতস্ততোঽহং পুনরাগতঃ ॥ ৩১ ॥ কৌতূহলান্ন মে রাজন্ স্বকার্য্যে চ যথাস্থিতম্। কৈর্জনা সুগতিং নাপ্নুবন্তি দুর্গতিং কে নয়ন্তি চ ॥ ৩২ ॥ সৌদাস উবাচ। আরাধিতা দ্বিজা বিপ্র ভবন্তি সুগতিপ্রদাঃ। অসন্তুষ্টা দুর্গতিদাঃ সদ্যো মম যথা পুরা ॥ ৩৩ ॥ এতাবান্মম শাপোঽয়ং বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ। তেনোক্তং ত্বাং যদা কশ্চিৎ প্রশ্নং বিধাস্যতীতি ॥ ৩৪ ॥ তদা দোষবিনির্ম্মুক্তো ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ। ইত্থং ত্বৎপ্রসাদাদ্বিনির্ম্মুক্তো হ্যহং শাপাদ্দ্বিজোত্তম। সাত্ত্বিকং ধাম চাপন্নো গচ্ছ বিপ্র নমোঽস্তু তে ॥ ৩৫ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ। উতঙ্কস্তেন নির্ম্মুক্তঃ সত্বরং পথমাশ্রিতঃ। গচ্ছংশ্চাতিক্ষুধাবিষ্টোঽপশ্যদ্বিল্বফলানি সঃ ॥ ৩৬ ॥ ততঃ কৃষ্ণাজিনে বদ্ধা কুণ্ডলে ন্যস্য ভূতলে। আরুরোহ ফলাকাঙ্ক্ষী স মুনিঃ ক্ষুধয়ান্বিতঃ ॥ ৩৭ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু তক্ষকঃ পন্নগোত্তমঃ। গৃহীত্বা কুণ্ডলে তূর্ণমগমদ্দক্ষিণামুখঃ ॥ ৩৮ ॥ অথোতঙ্কঃ ফলাহারী অবতীর্য্য ধরাতলে। সর্ব্বতোঽন্বেষয়ামাস বেগেন মহতা বৃতঃ ॥ ৩৯ ॥ স দৃষ্ট্বা সম্মুখং প্রাপ্তং সমীপং পন্নগোত্তমঃ। প্রবিবেশ বিলং রৌদ্রমন্ধকারেণ সংবৃতম্ ॥ ৪০ ॥ উতঙ্কোঽপি বিলং প্রাপ্তঃ প্রবিশ্য তমসা বৃতম্। দণ্ডকাষ্ঠং সমাদায় কুপিতো হ্যখনত্তদা ॥ ৪১ ॥ তং তথা দুঃখিতং দৃষ্ট্বা সক্লেশং গুরুকার্য্যতঃ। বজ্রমারোপয়ামাস দণ্ডাগ্রে পাকশাসনঃ ॥ ৪২ ॥ ততো বিদারয়ামাস স শীঘ্রং ধরণীতলম্। প্রবিবেশ্চৈব পাতালং কুণ্ডলার্থং পরিভ্রমন্ ॥

নাই, এবং যাঁহারা দুর্গতি ভোগ করাইয়া থাকেন। এই কথা বলিলেই আমার সেই পত্নী আপনাকে রত্নখচিত কুণ্ডলযুগল প্রদান করিবে। বসিষ্ঠ কহিলেন,—উতঙ্ক সেই প্রত্যভিজ্ঞান লইয়া গিয়া রাজপত্নীর নিকট নিবেদন করিলেন। অনন্তর মদয়ন্তী তাঁহাকে কুণ্ডলযুগল প্রদান করিলেন; বলিয়া দিলেন,—দ্বিজ! এই কুণ্ডল গ্রহণ করুন এবং সযত্নে ইহাকে লইয়া যান। জানিবেন,—এই দুইটি কুণ্ডলের প্রতি তক্ষক নিত্য সস্পৃহ। অনন্তর উতঙ্ক বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে সেই কুণ্ডল দুইটী লইয়া পুনরায় কৌতুক বশত রাজার নিকট আসিয়া বলিলেন,—হে ভূপ! আপনার প্রদত্ত অভিজ্ঞানে আমি দীপ্ত কুণ্ডলদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু আপনার বাক্যার্থ আমি বুঝি নাই, তাই পুনরায় আসিয়াছি। অতএব রাজন্! আমার নিকট উহা ব্যক্ত করুন। আপনি বলুন,—কাহারা কিসে সুগতি হয় না এবং কাহারাই বা দুর্গতিভোগ করাইয়া থাকে। সৌদাস কহিলেন,—দ্বিজগণের আরাধনা করিলে, তাঁহারা সুগতিপ্রদ হইয়া থাকেন। আর অসন্তুষ্ট হইলে সদ্যই দুর্গতি দান করেন। ইহার দৃষ্টান্ত আমিই। মহাত্মা বসিষ্ঠের আমার প্রতি এতাবন্মাত্রই অভিশাপ। তবে তিনি পরে বলিয়া দেন, কেহ যখন তোমার নিকট আসিয়া প্রশ্ন খ্যাপন করিবে, তখন তুমি নিশ্চয়ই দোষমুক্ত হইবে। যাহা হৌক হে দ্বিজবর! তোমার প্রসাদে এক্ষণে আমি শাপমুক্ত হইলাম; সাত্ত্বিকধাম লাভ করিলাম। বিপ্র! আপনি প্রস্থান করুন! আপনাকে নমস্কার।২২-৩৫। বসিষ্ঠ কহিলেন,—উতঙ্ক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া সত্বর পথ চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইল। তিনি সম্মুখে বিল্বফল সকল দেখিতে পাইলেন। অনন্তর কুণ্ডলযুগল মৃগাজিনে বাঁধিয়া ভূতলে স্থাপনপূর্ব্বক ক্ষুধার তাড়নায় ফলাকাঙ্ক্ষায় বিল্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন। ইত্যবকাশে পন্নগবর তক্ষক তাঁহার স্থাপিত কুণ্ডলযুগল গ্রহণ করিয়া সত্বর দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিল। অনন্তর ফলাহারী উতঙ্ক বৃক্ষ হইতে নামিয়া ব্যস্তভাবে চারিদিক্ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সম্মুখাগত দেখিয়া পন্নগবর তক্ষক এক অন্ধকারময় ভয়ঙ্কর গর্ত্তে প্রবেশ করিল। এ দিকে উতঙ্ক সেই তমসাচ্ছন্ন গর্ত্তদেশ প্রাপ্ত হইয়া কুপিতভাবে দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা খনন করিতে লাগিলেন। পাকশাসন দেখিলেন,—উতঙ্ক দুঃখিত এবং গুরুকার্য্যার্থ সেইরূপ ক্লেশ-প্রাপ্ত; তদ্দর্শনে তাঁহার দণ্ডাগ্রে তিনি স্বীয় বজ্র আরোপ করিলেন। অনন্তর উতঙ্কের দণ্ড দ্বারা শীঘ্র ধরণীতল বিদারিত হইল। তিনি পাতালে প্রবেশ করিয়া কুণ্ডলার্থ ইতস্তত ভ্রমণ করিতে

৪৩। সোঽপশ্যদ্বাজিনং তত্র সর্ব্বশ্বেতং গুণান্বিতম্। তেনোক্তঃ স্পৃশ মে গুহ্যং ততঃ কার্য্যং ভবিষ্যতি॥ ৪৪॥ স চকার তথা শীঘ্রং ততো ধূমো ব্যজায়ত। পাতালং তেন সর্ব্বত্র ব্যাপ্তং ভূধর বহ্নিনা॥ ৪৫॥ ততশ্চ ব্যাকুলাঃ সর্ব্বে পন্নগাঃ সমুপাদ্রবন। তক্ষকং পুরতঃ কৃত্বা সম্প্রাপ্তাঃ কুণ্ডলান্বিতাঃ। উত্তঙ্কায় ততো দত্ত্বা প্রণিপত্য যযুর্গৃহম্॥ ৪৬॥ বশিষ্ঠ উবাচ। অথাশ্বস্তমুবাচেদমহমগ্নির্দ্বিজোত্তম। যস্ত্বয়ারাধিতঃ পূর্ব্বমুপাধ্যায়নিদেশতঃ॥ ৪৭॥ জ্ঞাত্বা ত্বাং দুঃখিতং প্রাপ্তমিহ প্রাপ্তঃ কৃপাপরঃ। সর্ব্বথা ত্বঞ্চ মে পৃষ্ঠং ভগবাঞ্ছীঘ্রমারুহ॥ ৪৮॥ নয়ামি তত্র যত্রাস্তে গুরুঃ সর্ব্বগুণালয়ঃ। আরূঢ়স্তস্য পৃষ্ঠে স প্রতস্থে-হ্যাশ্রমং প্রতি॥ ৪৯॥ তৎক্ষণাৎ সমনুপ্রাপ্তো গৌতমস্য নিবেশনম্। এতস্মিন্নেব কালে তু অহল্যা কৃতমণ্ডনা॥ ৫০॥ স্নাতা চাভ্যেত্য ভর্ত্তারং সাধ্বী বাক্যমুবাচ হ। উত্তঙ্কোঽদ্য ন সম্প্রাপ্তঃ শাপং দাস্যাম্যহং ধ্রুবম্॥ ৫১॥ শিথিলো গুরুকৃত্যেষু স যদালাক্ষিতো ময়া। তস্যা বাক্যাবসানে তু উত্তঙ্কঃ পর্য্যদৃশ্যত॥ ৫২॥ প্রসন্নবদনো হৃষ্টঃ কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতঃ। প্রণিপত্য স তাং ভক্ত্যা কুণ্ডলে সন্ন্যবেদয়ৎ॥ ৫৩॥ সা দৃষ্ট্বা তৎক্ষণাৎ-সাধ্বী কর্ণাভ্যাং সংন্যবেশয়ৎ। স্বগৃহায় ততস্তূর্ণ-মুত্তঙ্কং বিসসর্জ্জ হ॥ ৫৪॥ বশিষ্ঠ উবাচ। এবং স বিবরো জাতস্তক্ষকোত্তঙ্ককারণাৎ। যথা মে চিন্ত্যতে নিত্যং ধেন্বর্থং পূরণে॥ ৫৫॥ তস্মাত্ত্বং পূরয় ক্ষিপ্রং নান্যঃ শক্তোঽত্র কর্ম্মণি। শীঘ্রং কুরু নগশ্রেষ্ঠ মম কার্য্যমসংশয়ম্॥ ৫৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গৌতমশিষ্যোত্তঙ্কচরিত্রবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। শ্রুত্বা হিমাচলো বাক্যং বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ। চিন্তয়ামাস তৎকার্য্যং বিবরস্য প্রপূরণে॥ ১॥ চিরং বিচিন্ত্য ভূয়র্ষিমিদমাহ নগোত্তমঃ।

করিতে তথায় সর্ব্বশ্বেত গুণান্বিত অশ্ব দর্শন করিলেন। সেই অশ্ব কহিল,—দ্বিজ! আমার গুহ্য স্পর্শ কর, তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। উত্তঙ্ক তাহাই করিলেন। তখন ধূমরাশি উৎপন্ন হইল; দেখিতে দেখিতে সমগ্র পাতালতল বহ্নিব্যাপ্ত হইয়া গেল। তখন পন্নগগণ ভয়-ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর পন্নগেরা তক্ষককে অগ্রে লইয়া কুণ্ডল হস্তে উত্তঙ্কের নিকট আসিল এবং তাঁহাকে কুণ্ডল দিয়া প্রণামান্তে গৃহাভিমুখে গমন করিল। বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর সেই অশ্ব কহিল,—দ্বিজবর! উপাধ্যায়ের নিদেশক্রমে পূর্ব্বে আপনি যাহাকে আরাধনা করিয়াছিলেন, আমিই সেই অগ্নি আসি। আপনাকে দুঃখিত জানিয়া কৃপাপূর্ব্বক এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। হে ভগবন্! আপনি শীঘ্র আমার পৃষ্ঠারোহণ করুন, আপনার সকলগুণালয় গুরু যেখানে অবস্থান করিতেছেন, আমি আপনাকে সেইখানেই লইয়া যাইব। তখন উত্তঙ্ক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন; অশ্ব গৌতমাশ্রমাভিমুখে ধাবিত হইল। ক্ষণকাল পরেই উত্তঙ্ক তথায় উপনীত হইলেন। ইতিমধ্যে সাধ্বী অহল্যা স্নানান্তে সুসজ্জিত হইয়া ভর্ত্তার নিকট আসিয়া বলিলেন,—দেখিতেছি, শিষ্য উত্তঙ্ক গুরুর কার্য্যে অলস; সে আজও আসিল না; তাহাকে আমি নিশ্চয়ই শাপ প্রদান করিব। গুরুপত্নীর বাক্যাবসান হইতে হইতেই উত্তঙ্ক আসিয়া দেখা দিলেন; দেখা গেল,—তিনি প্রসন্নবদন হৃষ্ট ও কুণ্ডলযুগলে অন্বিত। উত্তঙ্ক আসিয়াই ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কুণ্ডলযুগল প্রদান করিলেন। সাধ্বী গুরুপত্নী দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা হস্তে লইয়া উভয়কর্ণে পরিলেন এবং উত্তঙ্ককে স্বগৃহগমনে বিদায় দিলেন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—তক্ষক ও উত্তঙ্ক-ঘটিত ব্যাপারে এইরূপে সেই বিবর উৎপন্ন হইয়াছিল। ধেনুরক্ষার্থ তাহার পূরণের জন্যই আমি চিন্তা করিতেছি। অতএব হে ভূধরবর! তুমিই তাহা পূরণ কর; এ কার্য্যে আর কেহই সক্ষম নহে। হে নগশ্রেষ্ঠ! তুমি শীঘ্র তোমার কার্য্য সাধন কর।৩৬—৫৬।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন, মহাত্মা বসিষ্ঠের বাক্য শুনিয়া হিমাচল সেই বিবর-পূরণের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া নগরাজ ঋষিবরকে বলিলেন,—সেই স্থানের নগগণের মাই-

ক উপায়ো নগানাং বৈ তত্র গন্তুং বদস্ব মে ॥ ২ ॥ পক্ষচ্ছেদস্তু শক্রেণ সর্ব্বেষাং চ পুরা কৃতঃ। তস্মাদস্য মুনিশ্রেষ্ঠ কার্য্যস্য পশ্য নিশ্চয়ম্ ॥ ৩ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ। অস্ত্যুপায়ো নগানাং তু তত্র নেতুং মহানগ। তবায়ং তনয়স্তত্র বিখ্যাতো নন্দিবর্দ্ধনঃ ॥ তস্যার্ব্বুদ ইতি খ্যাতো বয়স্যঃ পরমং প্রিয়ঃ। নাগঃ প্রাণভৃতাং শ্রেষ্ঠঃ খেচরোঽপি চ বীর্য্যবান্ ॥ ৫ ॥ স বা উর্দ্ধগতিঃ ক্ষিপ্রং ক্ষণান্নেষ্যত্যসংশয়ঃ। লীলয়া সর্ব্বকৃত্যেষু তং বিদিত্বাহমাগতঃ ॥ ৬ ॥ আদেশো দীয়তামস্য দুঃখং কর্ত্তুং চ নার্হসি। অবশ্যং যদি ভক্তোঽসি তত্র প্রেষয় সত্বরম্ ॥ ৭ ॥ সূত উবাচ। বসিষ্ঠস্য বচঃ শ্রুত্বা হিমবান্ পুত্রবৎসলঃ। দুঃখেন মহতাবিষ্টশ্চিন্তয়ামাস ভূধরঃ ॥ ৮ ॥ মৈনাকস্তনয়োঽস্মাকং প্রবিষ্টঃ সাগরে ভয়াৎ। জ্যেষ্ঠং তু সম্প্রাপ্য বসিষ্ঠো নেতুমাগতঃ। কিং কৃত্যমধুনাস্মাকং কথং শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥ ইতঃ শাপভয়ং তীব্রমিতো দুঃখঞ্চ পুত্রজম্। বরং পুত্রবিয়োগোঽস্তু ন শাপো দ্বিজসম্ভবঃ ॥ ১০ ॥ স এবং নিশ্চয়ং কৃত্বা নন্দিবর্দ্ধনমুক্তবান্। গচ্ছ ত্বং পুত্র মে বাক্যাদ্ বসিষ্ঠস্যাশ্রমং প্রতি ॥ ১১ ॥ তত্রাস্তি বিবরো রৌদ্রস্তং প্রপূরয় সত্বরম্। অর্ব্বুদং নাগমাদায় মিত্রং প্রাণভৃতাং বরম্ ॥ ১২ ॥ নন্দিবর্দ্ধন উবাচ। পাপীয়ান্ স বিভো দেশঃ ফলমূলৈর্ব্বিবর্জ্জিতঃ। পালাশৈঃ খাদিরৈর্ব্বেণুধবৈঃ শাল্মলিভিস্তথা ॥ ১৩ ॥ দুষ্টৈর্নৃপশুভির্ভিল্লৈশ্চ বিবিধৈরপি। নদ্যো বহন্তি নো তত্র দুষ্টা লোকাশ্চ বাসিনঃ। নাহোঽহং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ তত্র গন্তুং কথঞ্চন ॥ ১৪ ॥ অথোবাচ বসিষ্ঠস্তং সন্ত্রস্তং নন্দিবর্দ্ধনম্। মা ভীঃ কার্য্যা ত্বয়া তত্র দেশে দোষাৎ কথঞ্চন ॥ ১৫ ॥ তব মূর্দ্ধ্নি সদা বাসো মম তত্র ভবিষ্যতি। তীর্থানি সরিতো দেবাঃ পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥ ১৬ ॥ বৃক্ষাশ্চ বিবিধাকারাঃ পত্রপুষ্পফলান্বিতাঃ। সদা তত্র ভবিষ্যন্তি মৃগাশ্চ বিহগাঃ শুভাঃ ॥ ১৭ ॥ অহমেবানয়িষ্যামি তবার্থে চ মহেশ্বরম্। তদা স্থাস্যন্তি বৈ তত্র সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ ॥ ১৮ ॥ সূত উবাচ। বসিষ্ঠস্য বচঃ শ্রুত্বা সংহৃষ্টো নন্দিবর্দ্ধনঃ। অর্ব্বুদং নাগমাসাদ্য বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১৯ ॥ তত্র যাবো-

বার উপায় কি আছে বলুন। জানেনই তো, পূর্ব্বে ইন্দ্র সমস্ত পর্ব্বতেরই পক্ষচ্ছেদ করিয়া দিয়াছেন! অতএব মুনিবর! স্থির করুন, কিরূপে এ কার্য্য সমাধা হইতে পারে? বসিষ্ঠ কহিলেন,—নগরাজ! নগদিগকে তথায় লইয়া যাইবার এক উপায় আছে। তোমার তনয় বিখ্যাত নন্দিবর্দ্ধন, অর্ব্বুদ নামে এক নাগ তাহার পরম প্রিয় বয়স্য আছে। সে প্রাণধারীদিগের শ্রেষ্ঠ, খেচর ও বীর্য্যসম্পন্ন। সে ঊর্দ্ধগতি অবলম্বন করিয়া ক্ষণমধ্যেই নন্দিবর্দ্ধনকে সহজে তথায় লইয়া যাইতে পারিবে। আমি তাহাকে সর্ব্বকার্য্যে সক্ষম জানিয়াই এই স্থানে আসিয়াছি। অতএব পুত্রকে আদেশ দাও; ইহাতে দুঃখ করিও না। যদি আমার ভক্ত হও, তবে অবশ্যই তাহাকে প্রেরণ কর। সূত কহিলেন,—বসিষ্ঠের বাক্য শুনিয়া পুত্রবৎসল হিমবান্ মহাদুঃখে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—পুত্র আমার মৈনাক ইন্দ্রের ভয়ে সাগরে প্রবেশ করিয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বসিষ্ঠ মুনি সম্প্রতি লইতে আসিয়াছেন। অতএব অধুনা আমার কর্ত্তব্য কি, কিরূপে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে। এদিকে তীব্র শাপভয়, ওদিকে তীব্র পুত্রবিয়োগ-দুঃখ! বরং পুত্রবিয়োগ হউক, তথাচ যেন ব্রহ্মশাপ না হয়। হিমালয় এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পুত্র নন্দিবর্দ্ধনকে বলিলেন,—পুত্র! তুমি আমার বাক্যে বশিষ্ঠাশ্রমে গমন কর। সেখানে এক ভীষণ বিবর আছে। তুমি তোমার মিত্র অর্ব্বুদ নাগের সঙ্গে গিয়া তাহা পূরণ কর। নন্দিবর্দ্ধন কহিল—প্রভো! সে দেশ ফলমূলবর্জ্জিত পাপিষ্ঠ দেশ! সেখানে পলাশ খদির বেণু ধব ও শাল্মলী বৃক্ষেরই প্রাচুর্য্য; নিষ্ঠুরপ্রকৃতি নরপশু ভিল্লগণেরই তথায় বাস। সে দেশে নদীপ্রবাহ নাই; দুষ্ট লোক সকল সে দেশের অধিবাসী। অতএব হে পর্ব্বতবর! আমি সে দেশে যাইতে ইচ্ছা করি না। অনন্তর বসিষ্ঠ নন্দিবর্দ্ধনকে সন্ত্রস্ত দেখিয়া বলিলেন,—তুমি তথায় দুষ্ট লোক হইতে ভয়ের আশঙ্কা করিও না; তোমার মস্তকে স্বয়ং আমি বাস করিব। সেখানে তীর্থ, সরিৎ, দেব ও পুণ্যায়তনসমূহের অবিষ্ঠান হইবে। বিবিধাকার বৃক্ষ সকল পত্র পুষ্প ও ফলান্বিত হইবে। শুভ মৃগ ও বিহঙ্গেরা তথায় বাস করিবে। অধিক কি, আমি নিজেই তোমার জন্য তথায় মহেশ্বরকে আনয়ন করিব; তখন সমস্ত সবাসব দেব তোমার উপর অবস্থান করিবেন।১—১৮। সূত কহিলেন,—বসিষ্ঠের বাক্য শুনিয়া নন্দিবর্দ্ধন হৃষ্ট হইল এবং অর্ব্বুদ নাগের নিকট আসিয়া বলিল,—ওহে আমার

হৃদ্য ভদ্রং তে বয়স্য বিনয়ান্বিত। এতৎ কার্য্যমহং মন্যে সাম্প্রতং দ্বিজসম্ভবম্॥ ২০॥ অর্ব্বুদ উবাচ। অহং তত্রাগমিষ্যামি স্নেহাত্তে পর্ব্বতাত্মজ! তত্রৈব চ বাসিষ্যামি ত্বয়া সার্দ্ধমসংশয়ম্॥ ২১॥ কিং ত্বহং প্রণয়াদ্‌ভ্রাতর্বক্ষ্যামি যদ্বচঃ শৃণু। প্রণয়ান্নান্যথা কার্য্যং যদ্যহং তব সম্মতঃ॥ ২২॥ মন্নাম্না খ্যাতিমায়াতু নান্যৎ কিঞ্চিদ্‌বৃণোম্যহম্। ততঃ সোঽপি প্রতিজ্ঞায় আরূঢ়স্তস্য চোপরি। প্রণম্য পিতরৌ চৈব প্রতস্থে মুনিনা সহ॥ ২৩॥ দিব্যৈর্বৃক্ষৈঃ শুভৈঃ পূর্ণৈর্নদীনির্ঝরসঙ্কুলৈঃ। মধুরৈর্বিহঙ্গৈর্যুক্তো মৃগৈঃ সৌম্যৈঃ সমন্বিতঃ॥২৪॥ মুক্তোঽর্ব্বুদেন তত্রৈব বিবরে মুনিবাক্যতঃ। সমস্তস্তত্রানাসাগ্রং গতঃ পর্ব্বতসত্তমঃ॥ ২৫॥ বিমুক্তো বিবরে তস্মিন্নর্ব্বুদেন মহাত্মনা। পরিপূর্ণে মহারৌদ্রে সন্তুষ্টো মুনিপুঙ্গবঃ॥ ২৬॥ অব্রবীচ্চার্ব্বুদং নাগং বরং বরয় সুব্রত। পরিতুষ্টোঽস্মি তে ভদ্র কর্ম্মণানেন পন্নগ॥ ২৭॥ অর্ব্বুদ উবাচ। এষ এব বরোঽস্মাকং যত্ত্বং তুষ্টো মহামুনে। অবশ্যং যদি দাতব্যং তচ্ছৃণুষ্ব দ্বিজোত্তম॥ ২৮॥ যচ্চৈতচ্ছিখরে হ্যস্মিন্নির্ঝরং নির্ম্মলোদকম্। নাগতীর্থমিতি খ্যাতিং ভূতলে যাতু সর্ব্বতঃ॥ ২৯॥ অত্রৈবাহং বসিষ্যামি মিত্রস্নেহাৎ সদা মুনে। তত্র স্নাত্বা দিবং যাতু মানবস্ত্বৎপ্রসাদতঃ॥ ৩০॥ অপি বন্ধ্যা চ যা নারী স্নানমাত্রং সমাচরেৎ। সা স্যাৎ পুত্রবতী বিপ্র সুখসৌভাগ্যসংযুতা॥ ৩১॥ বসিষ্ঠ উবাচ। যা বন্ধ্যাস্মিন্ জলে পূর্ণে স্নানমাত্রং করিষ্যতি। সাপি পুত্রমবাপ্নোতি সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্॥ ৩২॥ নভসঃ শুক্লপঞ্চম্যাং ফলৈঃ পূজাং করোতি চ। অপি বর্ষশতা নারী সা ভবিষ্যতি পুত্রিণী॥ ৩৩॥ যেঽত্র স্নানং করিষ্যন্তি হ্যস্মিংস্তীর্থে চ ভক্তিতঃ। যাস্যন্তি তে পরং স্থানং জরামরণবর্জ্জিতম্॥ ৩৪॥ শ্রাদ্ধং চাত্র করিষ্যন্তি পঞ্চম্যাং যে সমাহিতাঃ। মাসে নভসি তীর্থস্য ফলং তেষাং ভবিষ্যতি॥ ৩৫॥ সূত উবাচ। এবং দত্ত্বা বরং তস্য বসিষ্ঠো ভগবান্মুনিঃ। নন্দিবর্দ্ধনমভ্যেত্য বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ৩৬॥ বরঞ্চ ব্রিয়তাং বৎস পরিতুষ্টোঽস্মি তেঽনঘ। বিনয়াৎ সৌহৃদাৎ সর্ব্বং

বিনয়ী বয়স্য! চল আমরা বসিষ্ঠাশ্রমে যাই; ইহা দ্বিজকার্য্য বলিয়াই আমি মনে করি। অর্ব্বুদ কহিল,—হে পর্ব্বতনন্দন! আমি তোমার স্নেহে পড়িয়াই তথায় গমন করিব এবং তোমারই সহিত সে স্থানে বাস করিব। কিন্তু ভ্রাতঃ! আমি প্রণয়বশতঃ তোমায় একটা কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যদি তোমার অভিমত হই, তবে তুমি প্রণয়ক্রমে আমার এ বাক্য অন্যথা করিবে না। কথা এই যে, আমরা যে দেশে যাইব, তাহা যেন আমরা নামে বিখ্যাত হয়। আর কিছুই চাহি না। অনন্তর নন্দিবর্দ্ধন প্রতিজ্ঞা করিয়া তদুপরি আরোহণ করিল এবং পিতামাতাকে প্রণামপূর্ব্বক দিব্য দিব্য বৃক্ষ, সুপূর্ণ নদীনির্ঝর, মধুরভাষী বিহঙ্গ ও নানা প্রিয়দর্শন মৃগসমূহে সমন্বিত হইয়া মুনিবরের সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থান করিল। অনন্তর অর্ব্বুদ নাগ মুনির বাক্যানুসারে ঐ নন্দিবর্দ্ধনকে তাঁহার আশ্রমস্থ বিবরে পরিত্যাগ করিল। সে বিবরে নন্দিবর্দ্ধন আ-নাসাগ্র নিমগ্ন হইল। মহাত্মা অর্ব্বুদ নাগ সেই বিবরে নন্দিবর্দ্ধনকে মোচন করিলে সেই মহাভয়ঙ্কর বিবর পরিপূর্ণ হইল। মুনিপুঙ্গব সন্তুষ্ট হইয়া অর্ব্বুদকে বলিলেন,—সুব্রত! তুমি বর গ্রহণ কর। তোমার এই কর্ম্মে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। অর্ব্বুদ কহিল,—মহামুনে! আপনি তুষ্ট হইলেন, ইহাই আমার বর হইল। তবে যদি আরও কিছু বর আমায় অবশ্যই দিতে চাহেন, তবে শ্রবণ করুন। হে দ্বিজোত্তম! ঐ যে গিরিশিখরে এক নির্ম্মলোদক নির্ঝর আছে, উহা যেন ভূতলে নাগতীর্থ নামে বিখ্যাত হয়। হে মুনে! আমি মিত্রস্নেহে সদাই এখানে বাস করিব। এখানে স্নান করিয়া মানব যেন ভবৎপ্রসাদাৎ স্বর্গে গমন করে। বন্ধ্যা-নারীও যদি এখানে মাত্র স্নানাচরণ করে, তাহা হইলেন সে যেন সুখ-সৌভাগ্যযুক্ত হইয়া পুত্রবতী হয়। বসিষ্ঠ বলিলেন,—যে বন্ধ্যা অত্রত্য পুণ্যজলে স্নান করিবে, সে সর্ব্বলক্ষণলক্ষিত পুত্র প্রাপ্ত হইবে। শতবর্ষবয়স্কা রমণীও যদি শ্রাবণ মাসের শুক্লপঞ্চমী তিথিতে ফল প্রদান করিয়া এই স্থানে স্নান করে,তাহা হইলেও সে পুত্রবতী হইবে! যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক এখানে স্নান করিবে তাহারা জরামরণবর্জ্জিত পরম স্থানে গমন করিবে। যে সকল মানব সমাহিত হইয়া এখানে শ্রাবণমাসীয় পঞ্চমীতে শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাদের তীর্থ-ফল লাভ হইবে। সূত বলিলেন,—ভগবান্ বসিষ্ঠ তাহাকে উক্ত প্রকার বর প্রদান করিয়া নন্দিবর্দ্ধন সমীপে গিয়া তাহাকে বলিলেন,—বৎস! বর গ্রহণ কর, আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। বিনয় এবং সৌহার্দ্দ বশতঃ আমি

দাস্যামি যৎ সুদুর্লভম্॥ ৩৭॥ • নন্দিবর্দ্ধন উবাচ। তবাস্তু বচনং সত্যং পুরোক্তং মুনিসত্তম। সান্নিধ্যং জায়তামত্র অবশ্যং ত্বব সর্বদা॥ ৩৮॥ যথাহমর্ব্বুদে-ত্যেবং খ্যাতিং গচ্ছামি ভূতলে। প্রসাদাচ্চৈব তে ভূয়াদেতন্মে মনসি স্থিতম্॥ ৩৯॥ সূত উবাচ। এবমস্ত্বিতি তং প্রোচ্য বসিষ্ঠো ভগবান্মুনিঃ। চক্রে স্বমাশ্রমং তত্র তস্য বাক্যেন নোদিতঃ॥ ৪০॥ পনসৈশ্চম্পকৈরাম্রৈঃ প্রিয়ঙ্গুবিল্বদাড়িমৈঃ। নানা-পক্ষিসমাযুক্তো দেবগন্ধর্বসেবিতঃ॥ ৪১॥ তস্থৌ তত্র মুনিশ্রেষ্ঠো হ্যরুন্ধত্যা সমন্বিতঃ। গোমতী-মানয়ামাস তপসা মুনিসত্তমঃ॥ ৪২॥ যস্যাং স্নাত্বা দিবং যান্তি অতিপাপকৃতো নরাঃ। মাঘমাসে বিশেষেণ মকরস্থে দিবাকরে॥ ৪৩॥ যেঽত্র স্নানং করিষ্যন্তি তে যান্তি পরমাং গতিম্॥ ৪৪॥ মাঘমাসে বিশেষেণ তিলদানং করোতি যঃ। তিলসংখ্যানি বর্ষাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি মানবঃ॥ ৪৫॥ বহুনা কিমিহোক্তেন স্নানমাত্রং সমাচরেৎ॥ ৪৬॥ বসিষ্ঠস্য মুখং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। অরুন্ধতী পূজনীয়া পূজনীয়া বিশেষতঃ॥ ৪৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিবরপূরণবর্ণনং নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

তোমাকে সমস্তই প্রদান করিব। নন্দিবর্দ্ধন বলিল—হে মুনিসত্তম! আপনার বাক্য সত্য হৌক, এই স্থানে আপনি সর্বদা সান্নিধ্য করুন। আমি যাহাতে ভূতলে অর্ব্বুদ নামে খ্যাতি লাভ করিতে পারি, আপনার প্রসাদে তাহাই হৌক। ইহাই আমার মনোভীষ্ট। সূত কহিলেন,—ভগবান বসিষ্ঠ মুনি তাহার কথায় 'এবমস্তু' বলিয়া তদীয় বাক্যানুসারে তদুপরি নিজ আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ আশ্রম পনস, চম্পক, আম্র, প্রিয়ঙ্গু বিল্ব, ও দাড়িমাদি নানা বৃক্ষ ও নানাবিধ পক্ষিযুক্ত হইয়া দেবগন্ধর্ব্বগণে সেবিত হইতে লাগিল। মুনি-শ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ অরুন্ধতীর সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর মুনিবর তথায় তপোবলে গোমতীকে আনয়ন করিলেন। অতি পাপ-কারী নরগণও ঐ গোমতীতে স্নান করিয়া স্বর্গে গমন করে। বিশেষত মাঘমাসে মকরস্থ দিবাকরে যাহারা ঐ গোমতীতে স্নান করে, তাহাদের পরম গতি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মাঘমাসে যে ব্যক্তি এখানে তিল দান করে, তিলসমসংখ্যক বৎসর তাহার স্বর্গলোকে বাস হয়। অধিক কি বসিষ্ঠের মুখ দর্শন করিয়া এই স্থানে যে স্নান মাত্র আচরণ করে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। বিশেষতঃ এখানে পূজনীয়া অরুন্ধতীকে পূজা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ১৯—৪৭।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। স কৃত্বা স্বাশ্রমং তত্র বসিষ্ঠো ভগবান্মুনিঃ। তত্র শম্ভোর্নিবাসায় তপস্তেপে সুদারুণম্॥ ১॥ স বভূব মুনিঃ সম্যক্ ফলাহার-সমন্বিতঃ। শীর্ণপর্ণাশনঃ পশ্চাদ্দ্বে শতে সমপদ্যত॥ জলাহারঃ পঞ্চশতবর্ষাণি স বভূব হ। বর্ষাণাং বায়ুভক্ষোঽভূত্ততো দশশতানি চ॥ ৩॥ পঞ্চাগ্নি-সাধকো গ্রীষ্মে হেমন্তে সলিলাশয়ঃ। বর্ষা-স্বাকাশবাসী চ সহস্রং চ ততোঽভবৎ॥ ৪॥ ততস্তুষ্টো মহাদেবস্তস্যর্ষেঃ সুমহাত্মনঃ। ভিত্ত্বা তং পর্ব্বতং সদ্যস্তৎপুরো লিঙ্গমুত্থিতম্। তং দৃষ্ট্বা বিস্ময়াবিষ্টো মুনিঃ স্তোত্রমুদৈরয়ৎ॥ ৫॥ নমঃ শিবায় শুদ্ধায় সর্বগায়ামৃতায় চ। কপর্দ্দিনে

চতুর্থ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ভগবান্ বসিষ্ঠ মুনি সেই স্থানে স্বীয় আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় শঙ্কর অধি-ষ্ঠানের জন্য সুদারুণ তপস্যা করিতে লাগিলেন। মুনিবর প্রথমে ফলাহারে তপস্যা করিয়া পশ্চাৎ শীর্ণপর্ণাশনে দুইশত বৎসর তপস্যা করিলেন। জলাহারে তাঁহার পঞ্চশত বৎসর অতীত হইল। দশ শত বৎসর তিনি বায়ু ভোজনে তপস্যা করিলেন। বসিষ্ঠ ঋষি গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি-সাধক, হেমন্তে জলশায়ী এবং বর্ষায় আকাশতলবাসী হইয়া সহস্র বৎসর যাপন করিলেন। অন-ন্তর মহাদেব সেই মহাত্মা ঋষির প্রতি তুষ্ট হইলেন। ঋষির অধিষ্ঠিত পর্ব্বত-প্রদেশ ভেদ করিয়া তৎসম্মুখে সত্বর এক শিবলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল। তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন মুনি স্তোত্র উচ্চারণ করিলেন; যথা—যিনি শিব, শুদ্ধ, সর্বগ, অমৃত, কপর্দী, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি।

নমস্তুভ্যং নমস্তস্মৈ ত্রিমূর্ত্তয়ে ॥ ৬ ॥ নমঃ স্থূলায় সূক্ষ্মায় ব্যাপকায় মহাত্মনে। নিষঙ্গিণে নমস্তুভ্যং ত্রিনেত্রায় নমো নমঃ ॥ ৭ ॥ নমশ্চন্দ্রকলাধার নমো দিগ্বসনায় চ। পিনাকপাণয়ে তুভ্যমষ্টমূর্ত্তে নমোনমঃ ॥ ৮ ॥ নমস্তে জ্ঞানরূপায় জ্ঞানগম্যায় তে নমঃ। নমস্তে জ্ঞানদেহায় সর্ব্বজ্ঞানময়ায় চ ॥ ৯ ॥ কাশীপতে নমস্তুভ্যং গিরিশায় নমো নমঃ। জগৎকারণরূপায় মহাদেবায় তে নমঃ ॥ ১০ ॥ গৌরীকান্ত নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং শিবাত্মনে। ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপায় ত্রিনেত্রায় নমো নমঃ ॥ ১১ ॥ বিশ্বরূপায় শুদ্ধায় নমস্তুভ্যং মহাত্মনে। নমো বিশ্বস্বরূপায় সর্ব্বদেবময়ায় চ ॥ ১২ ॥ সূত উবাচ। এতস্মিন্নেব কালে তু বাগুবাচাশরীরিণী। পরিতুষ্টোঽস্মি তে ভদ্রং বরং বরয় সুব্রত ॥১৩॥ ইত্যুক্ত্বা পর্ব্বতং ভিত্ত্বা তৎপুরো লিঙ্গমুত্থিতম্ ॥ ১৪ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ। লিঙ্গেঽস্মিংস্তব সান্নিধ্যং সদা ভবতু শঙ্কর। ময়া পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতং নগস্যেহ মহাত্মনঃ। সত্যং কুরু বচো মে ত্বং যদি তুষ্টোঽসি শঙ্কর ॥ ১৫ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। অদ্যপ্রভৃতি লিঙ্গেঽস্মিন্ সান্নিধ্যং মে ভবিষ্যতি। ত্বদ্বাক্যাদ্ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সর্ব্বং সত্যং ভবিষ্যতি ॥ ১৬ স্তোত্রেণানেন যো মর্ত্ত্যো মাং স্তবিষ্যতি ভক্তিতঃ কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যামাশ্বিনে মুনিসত্তম ॥ ১৭ মৎপ্রিয়ার্থং তু শক্রেণ প্রেষিতা মুনিসত্তম মন্দাকিনীতি বিখ্যাতা নদী ত্রৈলোক্যপাবনী ॥ ১৮ দেবস্রোতুর্বদিগ্‌ভাগে কুণ্ডং তিষ্ঠতি নিত্যশঃ তস্যাং স্নাত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ লিঙ্গং মে পশ্যতে তু যঃ স যাতি পরমং স্থানং জরামরণবর্জ্জিতম্ ॥ ১৯ অচলং ভেদয়িত্বা তু যস্মান্মে লিঙ্গমুদ্গতম্ অচলেশ্বরনাম্নৈব লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি ॥ ২০ অস্য লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যান্ন কদাচিচ্চলিষ্যতি। সর্ব্বথা য ইদং লিঙ্গং প্রলয়ান্তে ন চাল্যতে ॥ ২১ ॥ সূত উবাচ। এতাবদুক্ত্বা বচনং বিররাম মহেশ্বরঃ। বসিষ্ঠোঽপি সুহৃষ্টাত্মা গৌতমাদ্যা মুনীশ্বরাঃ ॥ ২২ ॥ শক্রাদয়স্ততো দেবাস্তীর্থান্যায়তনানি চ। আনয়ামাস ব্রহ্মর্ষিস্তপসা পর্ব্বতোত্তমে ॥ ২৩ ॥ ততস্তুষ্টঃ সুরশ্রেষ্ঠস্তত্র বাসমথাকরোৎ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽচলেশ্বরোৎপত্তি বর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

দেব! তুমি ত্রিমূর্ত্তিধারী, তোমার সেই মূর্ত্তিত্রয়কে আমার বারম্বার নমস্কার। হে দেব! তুমি স্থূল, সূক্ষ্ম, ব্যাপক, মহাত্মা, নিষঙ্গী, এবং ত্রিনেত্র, তোমাকে আমার নমস্কার। হে চন্দ্রকলাধর! তুমি দিগ্‌বসন, ও পিনাকপাণি, তোমাকে নমস্কার। হে জ্ঞানরূপ! তুমিজ্ঞান, গম্য, জ্ঞানদেহ, সর্ব্বজ্ঞ, অন্যময়, তোমাকে নমস্কার। হে কাশীপতে! তুমি গিরিশ, জগৎকারণরূপ, মহাদেব, গৌরীকান্ত, ও শিবাত্মা তোমাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মাবিষ্ণুস্বরূপ! তুমি ত্রিনেত্র, বিশ্বরূপ, শুদ্ধ, ও মহাত্মা, তোমাকে নমস্কার। তুমি বিশ্বস্বরূপ, সর্ব্বদেবময়, তোমাকে নমস্কার। সূত বলিলেন,—এমন সময় এইরূপ অশরীরিণী বাক্ উত্থিত হইল যে, হে সুব্রত! আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি,বর গ্রহণ কর। এইরূপ অশরীরিণী বাণীর পর তাঁহার সম্মুখে এক লিঙ্গ উত্থিত হইল। বসিষ্ঠ বলিলেন,—হে শঙ্কর! এই লিঙ্গে আপনার সদা সান্নিধ্য হউক। আমি মহাত্মা নগের নিকট পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তাহা সত্য করুন। ভগবান্ কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণবর! তোমার বাক্যানুসারে অদ্য হইতে এই লিঙ্গে আমার সান্নিধ্য হইবে। তোমার সমস্ত উক্তিই সত্য হইবে। তুমি যে স্তব করিলে, এই স্তবে যে মানব আমায় ভক্তি করিয়া আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী-দিবসে স্তব করিবে, এবং আমার প্রিয়াচরণার্থ ইন্দ্র যে ত্রৈলোক্যপাবনী মন্দাকিনী নাম্নী নদীকে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই মন্দাকিনীজলপূর্ণ শিবলিঙ্গের উত্তরদিক্‌স্থিত কুণ্ডে স্নান করিয়া যে আমার লিঙ্গ দর্শন করিবে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাহার জরামরণ-বর্জ্জিত পরম পদ লাভ হইবে। অচল ভেদ করিয়া আমার লিঙ্গ উত্থিত হইয়াছে; অতএব ইহা অচলেশ্বর নামে জগতে খ্যাতি লাভ করিবে। এই লিঙ্গের মাহাত্ম্যেই ইহা কদাচ চালিত হইবে না এমন কি প্রলয়ান্তেও এই লিঙ্গ কোনরূপে চালিত হইবার নহে। সূত কহিলেন,—মহেশ্বর এইমাত্র বাক্য বলিয়া বিরত হইলেন। ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠ তখন হৃষ্ট হইয়া তপোবলে গৌতমাদি মুনীন্দ্রগণকে ইন্দ্রাদি দেবগণকে, এবং সমস্ত তীর্থায়তনসমূহকে সেই পর্ব্বতে আনয়ন করিলেন। সুরশ্রেষ্ঠ তুষ্ট হইয়া সেই স্থানে বাস স্থাপন করিলেন। ১—২৪।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। অর্ব্বুদস্য চ মাহাত্ম্যং বিস্তরেণ বদস্ব নঃ। কৌতুকং সূত নো জাতং কথয়স্ব যথা শুভম্॥ ১॥ সূত উবাচ। পুরাসীচ্চ ঋষিশ্রেষ্ঠঃ পুলস্ত্যো ভগবান্মুনিঃ। যযাতেশ্চ গৃহে যাতস্তং নত্বা চাব্রবীন্নৃপঃ॥ ২॥ যযাতিরুবাচ। স্বাগতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ সফলং মেঽদ্য জীবিতম্। কথয়স্ব প্রসাদেন কথামর্ব্বুদসম্ভবাম্॥ ৩॥ অর্ব্বুদাখ্যো নগো নাম বিখ্যাতো যো ধরাতলে। তস্য যাত্রাক্রমং ব্রূহি তৎফলং দ্বিজসত্তম॥ ৪॥ সর্ব্বং বিস্তরতো ব্রূহি তীর্থযাত্রাপরায়ণ। তস্মাদ্দ মুনিশ্রেষ্ঠ যেন যাত্রাং করোম্যহম্॥ ৫॥ পুলস্ত্য উবাচ। বহুধর্ম্মময়ো রাজন্নর্ব্বুদঃ পর্ব্বতোত্তমঃ। অশক্যো বিস্তরাদ্বক্তুমপি বর্ষশতৈরপি॥ ৬॥ সংক্ষেপাদেব বক্ষ্যামি তীর্থমুখ্যানি তে তথা। নাগতীর্থং তু তত্রাদ্যং সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাম্॥ ৭॥ নারীণাঞ্চ বিশেষেণ পুত্রসৌভাগ্যদায়কম্। শৃণু রাজন্ পুরাবৃত্তং যত্তোঽত্যাশ্চর্য্যমুত্তমম্॥ ৮॥ গৌতমী ব্রাহ্মণী নাম্না সতী সাধ্বী পতিব্রতা। বালবৈধব্যসম্প্রাপ্তা তীর্থযাত্রাপরায়ণা॥ ৯॥ অর্ব্বুদং সা চ সম্প্রাপ্তা নাগতীর্থং বিবেশ হ। তস্মিন্ জলে নিমগ্না সা স্নাতুমভ্যাযযৌ পুরা॥ ১০॥ নায়কা পুত্রসংযুক্তা তত্তীর্থং সমুপাগতা। শুশ্রূষাং সা ততস্তস্যাশ্চক্রে নানাবিধাং নৃপ॥ ১১॥ সর্ব্বোপকরণৈর্দর্ভৈঃ সুমনোভিঃ পৃথগ্বিধৈঃ। অথ সা চিন্তয়ামাস গৌতমী পুত্রদুঃখিতা॥ ১২॥ ধন্যোঽয়ং তনয়ো হ্যস্যাঃ শুশ্রূষাং কুরুতে সদা। পুত্রযুক্তা স্ত্রিয়ং ধন্যা বিগর্হং পুত্রবর্জ্জিতা॥ ১৩॥ অহং ভর্ত্রা বিযুক্তা চ পুত্রহীনা সুদুঃখিতা। অথ সা নির্গতা তস্মাৎ সলিলান্নৃপসত্তম॥ ১৪॥ বিনাপি ভর্ত্তৃসংযোগাৎ সদ্যো গর্ভবতী হ্যভূৎ। সা গর্ভলক্ষণৈর্যুক্তা সুজনব্রীড়য়ান্বিতা॥ ১৫॥ চকার মরণে বুদ্ধিং জ্বালয়ামাস পাবকম্। এতস্মিন্নেব কালে তু বাগুবাচাশরীরিণী॥ ১৬॥ বাগুবাচ। মা ত্বং গৌতমি চিতায়ৌ প্রবেশং কর্ত্তুমর্হসি। দোষো নাস্তি তবাত্রার্থে তীর্থস্যাস্য প্রভাবতঃ॥ ১৭॥

পঞ্চম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—সূত! আমাদের বড় কৌতূহল হইয়াছে, তুমি অর্ব্বুদের শুভ মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বর্ণন কর। সূত কহিলেন,—পূর্ব্বে পুলস্ত্য নামে এক ঋষিশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি একদা যযাতির গৃহে গমন করিলেন। রাজা যযাতি প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার শুভাগমন ত? অদ্য আমার জীবন সফল হইল। আপনি প্রসন্ন হইয়া অর্ব্বুদকথা ব্যক্ত করুন। অর্ব্বুদ নামে ধরাতলে যে বিখ্যাত পর্ব্বত আছে, উহার যাত্রাক্রম ও ফলশ্রুতির বিষয় প্রকাশ করিয়া বলুন। হে তীর্থযাত্রাপরায়ণ মুনিবর! আমি এই তীর্থযাত্রা করিব। অতএব সমস্তই বিস্তৃতরূপে বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—রাজন্! পর্ব্বতবর অর্ব্বুদ বহু ধর্ম্মময়; আমি শতবৎসরেও তাহার বিস্তৃত বার্ত্তা বর্ণন করিতে অক্ষম। অতএব সংক্ষেপ ক্রমেই তত্রত্য প্রধান প্রধান তীর্থসমূহের বৃত্তান্ত বলিতেছি। তথায় প্রথমেই নরগণের সর্ব্বকামফলপ্রদ নাগতীর্থ; বিশেষতঃ উহা নারীগণের পুত্রসৌভাগ্যদায়ক! পূর্ব্বে এখানে যে আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, রাজন্! অগ্রে তাহা শ্রবণ করুন। গৌতমী নামে এক সতী সাধ্বী পতিব্রতা ব্রাহ্মণী ছিলেন। তিনি বাল্যকালেই বৈধব্যদশাগ্রস্ত হইয়া তীর্থযাত্রায় নিরত হন। ক্রমে অর্ব্বুদাচলে তিনি নাগতীর্থে প্রবেশ করেন। সেখানে গৌতমী জলমগ্ন হইয়া তীর্থস্নান করিলেন। এই সময় এক পুত্রবতী রমণী সেই তীর্থে স্নান করিতে আসিলেন; গৌতমী দর্ভ, পুষ্প, ও অন্যান্য বিবিধ উপকরণ দ্বারা তাঁহার শুশ্রূষা করিলেন। অনন্তর পুত্রদুঃখিতা গৌতমী চিন্তা করিতে লাগিলেন,—ধন্য এই রমণীর পুত্র। ধন্য ইহার পুত্রবতী মাতা। এই পুত্র ইঁহাকে কতই না শুশ্রূষা করিতেছে! আহা! আমি পুত্রবর্জ্জিতা! আমি সদা ধিক্‌কারেরই যোগ্যা। আমার ভর্ত্তা নাই, পুত্র নাই, আমি অতিবড় দুঃখিতা। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গৌতমী সেই তীর্থ সলিল হইতে উত্থিত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ভর্ত্তৃসঙ্গম ব্যতীতই সদ্যঃ তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল! তিনি গর্ভলক্ষণে লক্ষিতা ও সাধুজন হইতে লজ্জিতা হইয়া দেহত্যাগার্থ অগ্নিপ্রজ্বালন করিলেন। ইত্যবসরে এক অশরীরিণী বাণী উত্থিত হইয়া কহিল,—গৌতমি! তুমি চিতানলে প্রবেশ করিও না। তোমার গর্ভ সঞ্চার বিষয়ে তোমার নিজের কোন

যো যদ্বাঞ্ছতি চিত্তে চ জলমধ্যে স্থিতো নরঃ। চিন্তিতং চ তদাপ্নোতি নারী বা নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৮॥ ত্বয়া তস্যাঃ সুতং দৃষ্ট্বা পুত্রবাঞ্ছা কৃতা হৃদি। তব গর্ভগতো নূনং পুত্রঃ পুত্রি ভবিষ্যতি॥ ১৯॥ তস্মাদ্বিরম ভদ্রং তে নির্দোষাসি পতিব্রতে। বিররাম ততঃ সাধ্বী গোতমী মরণান্নৃপ॥ ২০॥ শ্রুত্বাকাশগতাং বাণীং দেবদূতেন ভাষিতাম্। দৃষ্ট্বা পতিং বিনা গর্ভং বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ২১॥ অহো তীর্থপ্রভাবোঽয়মপূর্ব্বঃ প্রতিভাতি মে। যত্র সঞ্জায়তে গর্ভঃ স্ত্রীণাং শুক্ররজো বিনা॥ ২২॥ নাহং কুত্রাপি যাস্যামি মুক্ত্বেদং তীর্থমুত্তমম্। এবমুক্ত্বা ততঃ সাধ্বী তত্রৈব হ্যবসৎ সদা॥ ২৩॥ পুত্রং বৈ জনয়ামাস সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্। তত্র পার্থিবশার্দ্দূল কৃষ্ণপক্ষেঽশ্বিনস্য চ॥ ২৪॥ যঃ পুনঃ কুরুতে শ্রাদ্ধং তস্য বংশো ন নশ্যতি। ন প্রেতো জায়তে রাজন্ বংশে তস্য কদাচন॥ ২৫॥ যঃ পুমান্ কামরহিতঃ স্নানং তত্র সমাচরেৎ। শ্রাদ্ধঞ্চ পার্থিবশ্রেষ্ঠ তস্য লোকাঃ সনাতনাঃ॥ ২৬॥ যা স্ত্রী পুষ্পফলান্যেব তীর্থে চাস্মিন্ বিসর্জ্জয়েৎ। সা স্যাৎ পুত্রবতী ধন্যা সৌভাগ্যঞ্চ প্রপদ্যতে॥ ২৭॥ নিষ্কামা স্বর্গমাপ্নোতি তৎপ্রাপ্যং ত্রিদশৈরপি। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যাত্রাং তস্য সমাচরেৎ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নাগতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

দোষ নাই। তীর্থের প্রভাবেই এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। দেখ, যে নর বা নারী এই জলমধ্যে থাকিয়া মনে মনে যে কামনা করে, তাহার সে কামনা নিশ্চিতই পূর্ণ হয়। তুমি পুত্রবতী রমণীর পুত্র দেখিয়া হৃদয়ে পুত্র বাঞ্ছা করিয়াছ, বৎসে! এজন্য তোমার গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইবে। তাই বলিতেছি তুমি মরণ হইতে বিরত হও। হে পতিব্রতে! তুমি নির্দ্দোষা, তোমার মঙ্গল হোক। হে নৃপ! সেই দেবদূতভাষিত আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সাধ্বী গোতমী মরণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং পতি ব্যতীত গর্ভ হইতে দেখিয়া এই বাক্য বলিলেন যে, অহো! তীর্থের কি অপূর্ব্ব প্রভাব! এখানে শুক্র ও রজঃ ব্যতীতই স্ত্রীগণের গর্ভসঞ্চার হয়। অতএব আর আমি এতীর্থ পরিত্যাগ করিয়া কুত্রাপি যাইব না। এই বলিয়া সেই সাধ্বী সেইখানেই বাস করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তিনি একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। হে পার্থিববর! আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষে যে নর এ তীর্থে শ্রাদ্ধ করে, তাহার বংশলোপ কখন হয় না এবং বংশের কেহই প্রেতযোনি লাভ করে না। যে পুরুষ নিষ্কামভাবে তথায় স্নান ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, নৃপবর! তাহার জন্য সনাতন লোক সকল সুনিশ্চিত। যে নারী এ তীর্থে পুষ্প ফল বিসর্জ্জন করে, সেই ধন্যা নারী পুত্রবতী হইয়া থাকে। তাহার সৌভাগ্যপ্রাপ্তি হয়। যে নারী নিষ্কামা হইয়া ঐরূপ আচরণ করে, তাহার দেবদুর্লভ স্বর্গলাভ হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ঐ তীর্থযাত্রা সম্পাদন করিবে। ১—২৮।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠং তপসাং নিধিম্। যং দৃষ্ট্বা মানবঃ সম্যক্ কৃতার্থত্বমবাপ্নুয়াৎ॥ ১॥ তত্রাস্তি জলসম্পূর্ণং কুণ্ডং পাপহরং নৃণাম্। তস্মিন্ কুণ্ডে নৃপশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠেন মহাত্মনা॥ ২॥ গোমতী চ সমানীতা তপসা নৃপসত্তম। তত্র স্নাতো নরঃ সম্যক্ পাতকৈর্বিপ্রমুচ্যতে॥ ৩॥ ঋষিবাক্যেন যস্তত্র শ্রাদ্ধং নৃপ সমাচরেৎ। স পিতৄংস্তারয়েৎ সর্ব্বান্ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥ ৪॥ অত্র গাথা পুরা গীতা নারদেন মহাত্মনা। স্নাত্বা পুণ্যোদকে তত্র দৃষ্ট্বা তং মুনিসত্তমম্॥ ৫॥ কিং গয়াশ্রাদ্ধদানেন কিমন্যৈর্ব্বহু-

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পুলস্ত্য বলিলেন,—অনন্তর মানব তপোনিধি বসিষ্ঠসমীপে গমন করিবে। তাঁহাকে দর্শন করিয়া মানব কৃতার্থ হইয়া থাকে। ঐস্থানে মানবগণের পাপহর জলপূর্ণ এক কুণ্ড আছে। মহাত্মা বশিষ্ঠ ঐ স্থানে গোমতীকে আনয়ন করেন। নরগণ ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া পাতক হইতে মুক্তিলাভ করে। যে জন উভয় পক্ষে ঋষিবাক্য দ্বারা ঐ স্থানে পিতৃগণ-উদ্দেশে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, সে পিতৃগণকে উদ্ধার করিয়া থাকে। পূর্ব্বে মহাত্মা নারদ এই স্থান সম্বন্ধে এক গাথা কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, এই স্থানে পুণ্যোদকে স্নানান্তে মুনিসত্তম বসিষ্ঠকে দর্শন করিলে, গয়াশ্রাদ্ধ বা অন্য

বিস্তরৈঃ। বসিষ্ঠস্যাশ্রমং প্রাপ্য যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ। স পিতৄংস্তারয়েৎসর্ব্বানাত্মনা নৃপসত্তম॥ ৬॥ তত্রৈবারুন্ধতী সাধ্বী বসিষ্ঠস্য সমীপতঃ। পূজনীয়া বিশেষেণ সর্ব্বকামপ্রদা নৃণাম্॥ ৭॥ বাল্যে বয়সি যৎপাপং বার্দ্ধকে যৌবনেঽপি বা। বসিষ্ঠদর্শনাৎ সদ্যো নরাণাং যাতি সংক্ষয়ম্॥ ৮॥ দীপং প্রযচ্ছতে যস্তু বসিষ্ঠাগ্রে সমাহিতঃ। সুখসৌভাগ্যসংযুক্তস্তেজস্বী জায়তে নরঃ॥ ৯॥ উপবাসপরো যস্তু তত্রৈকাং রজনীং নয়েৎ। স যাতি পরমং স্থানং যত্র সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ॥ ১০॥ ত্রিরাত্রিং কুরুতে যস্তু বসিষ্ঠাগ্রে সমাহিতঃ স যাতি চ মহর্লোকং জরামরণবর্জ্জিতঃ। যস্তু মাসোপবাসং চ বসিষ্ঠাগ্রে করোতি চ। সোঽপি মুক্তিমবাপ্নোতি ন যাতি স ভবার্ণবম্॥ ১২॥ শ্রাবণস্য সিতে পক্ষে পৌর্ণমাস্যাং সমাহিতঃ। ঋষিং তর্পয়তে যস্তু ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি॥ ১৩॥ বসিষ্ঠস্যাগ্রতো যস্তু গায়ত্র্যষ্টশতং জপেৎ। আজন্মমরণাৎ পাপাৎ সদ্যো মুচ্যেত মানবঃ॥ ১৪॥ বামদেবং যজেত্তত্র যদি শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। অগ্নিষ্টোমফলং রাজন্ সদ্যঃ প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ১৫॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দ্রষ্টব্যোঽসৌ মহামুনিঃ। শুচিভিঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তাস্তে যান্তি পরমং পদম্॥ ১৬॥ তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ বামদেবং চ পূজয়েৎ॥ ১৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বশিষ্ঠাশ্রমমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ সুপুণ্যমচলেশ্বরম্। যং দৃষ্ট্বা সিদ্ধিমাপ্নোতি নরঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ॥ ১॥ তত্র কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ। আশ্বিনে ফাল্গুনে বাপি স যাতি পরমাং গতিম্॥ ২॥ যস্তু পূজয়তে ভক্ত্যা দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতঃ। পুষ্পৈঃ পত্রৈঃ ফলৈশ্চৈব সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ॥ ৩॥ পঞ্চামৃতেন যস্তত্র তর্পণং কুরুতে নরঃ। সোঽপি দেবস্য সান্নিধ্যং শিবলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ৪॥ প্রদক্ষিণাত্তে যস্তস্য প্রণামং কুরুতে নরঃ। নশ্যন্তি সর্ব্বপাপানি প্রদক্ষিণপদেপদে॥ ৫॥ তত্রাশ্চর্য্যমভূৎ পূর্ব্বং তদ্ধং শৃণু মহামতে। যম

রের প্রয়োজন কি? যে নর বসিষ্ঠাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধ প্রদান করে, সে আপনার সহিত পিতৃগণকে উদ্ধার করিয়া থাকে। ঐ স্থানেই বসিষ্ঠসমীপে সাধ্বী অরুন্ধতী অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে বিশেষরূপে পূজা করিতে হয়। তিনি নরগণের সর্ব্বকাম প্রদান করিয়া থাকেন। বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্যে নরগণের যে পাপ সঞ্চিত হয়, বসিষ্ঠদর্শনে সদ্যই তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে নর সমাহিত হইয়া বসিষ্ঠাগ্রে প্রদীপ প্রদান করে, সে সুখসৌভাগ্যযুক্ত তেজস্বী পুরুষ হইয়া থাকে। তথায় উপবাস করিয়া যে নর একরাত্রি যাপন করে, তাহার পবিত্র সপ্তর্ষিগণাধিষ্ঠিত পরম স্থান লাভ হয়। যে নর বসিষ্ঠাগ্রে ত্রিরাত্রি যাপন করে, সে জরামরণবর্জ্জিত হইয়া মহর্লোকে উপনীত হইয়া থাকে। যে নর বসিষ্ঠাগ্রে মাসোপবাস করে, তাহার মুক্তি হয়, তাহাকে আর ভবার্ণবে পতিত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি শ্রাবণের শুক্লপক্ষে পূর্ণিমায় সমাহিত হইয়া বসিষ্ঠ ঋষির তর্পণ করে, তাহার ব্রহ্মলোক লাভ হয়। বসিষ্ঠাগ্রে অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ করিলে মানব জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত আচরিত সর্ব্ব পাপ হইতেই সদ্য মুক্ত হয়। এই স্থানে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যদি নর বামদেবের অর্চ্চনা করে, তবে সদ্যই অগ্নিষ্টোমফল লাভ হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে নরগণ শুচি ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া মহামুনি বসিষ্ঠকে তথায় সন্দর্শন করিবে। এইরূপ করিলে পরমপদ লাভ হইবে। হে রাজন্! এইজন্যই সর্ব্বাত্মনা বামদেবের অর্চ্চনা করিতে হয়।১—১৭।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তম অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অতঃপর নর সুপুণ্য অচলেশ্বরে গমন করিবে। শ্রদ্ধার সহিত ঐ অচলেশ্বরের দর্শনে নর সিদ্ধিলাভ করে। ঐ স্থানে আশ্বিনে ও ফাল্গুনে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীদিনে যে নর শ্রাদ্ধ করে, তাহার পরম গতি লাভ হয়। যে নর ঐ পর্ব্বতের দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পুষ্প পত্র ফল দ্বারা অর্চ্চনা করে, তাহার অশ্বমেধফল লাভ হয়। মানব যে পঞ্চামৃত দ্বারা ঐ স্থানে তর্পণ করে, তাহার শিবলোক লাভ হইয়া থাকে। যে প্রদক্ষিণান্তে উঁহাকে প্রণাম করে, তাহার পদে পদে সর্ব্বপাপ নষ্ট হইয়া যায়। হে মহামতে! ঐ অচলেশ্বরে পূর্ব্বে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল,

পূর্ব্বং শ্রুতং স্বর্গে নারদাচ্ছক্রসন্নিধৌ ॥ ৬ ॥ তত্র পূর্ব্বং শুকো নীড়ং বৃক্ষে চৈবাকরোদ্দ্বিজঃ। গতাগতেন নীড়স্য কুরুতে তং প্রদক্ষিণাম্ ॥ ৭ ॥ ন চ ভক্ত্যা মহারাজ পক্ষিযোনিসমুদ্ভবঃ। অথাসৌ মৃত্যুমাপন্নঃ কালেন মহতা শুকঃ ॥ ৮ ॥ সঞ্জাতঃ পার্থিবে বংশে রাজা বেণুরিতি স্মৃতঃ। জাতিস্মরো মহারাজ সর্ব্বশত্রুনিকৃন্তনঃ ॥ ৯ ॥ স তং স্মৃত্বা প্রভাবং হি প্রদক্ষিণাসমুদ্ভবম্। অচলেশ্বরমাসাদ্য প্রদক্ষিণামথাকরোৎ ॥ ১০ ॥ নক্তং দিনং মহারাজ নান্যৎ কিঞ্চিৎ করোতি সঃ। ন তথা তপসে যত্নো ন নৈবেদ্যে কথঞ্চন ॥ ১১ ॥ ন পুষ্পে ধূপদানে চ প্রদক্ষিণাপরঃ সদা। কেনচিত্ত্বথ কালেন মুনয়োঽত্র সমাগতাঃ ॥ ১২ ॥ নারদঃ শৌনকশ্চৈব হারীতো দেবলস্তথা। গালবঃ কপিলো নন্দঃ সুহোত্রঃ কশ্যপো নৃপ ॥ ১৩ ॥ এতে চান্যে চ বহবো দেবব্রতপরায়ণাঃ। কেচিৎ স্নানং কারয়ন্তি তস্য লিঙ্গস্য ভক্তিতঃ ॥ ১৪ ॥ অন্যে চ বিবিধাং পূজাং জপমন্যে সমাহিতাঃ। একে নৃত্যন্তি রাজেন্দ্র গায়ন্তি চ তথা পরে ॥ ১৫ ॥ বলিমন্যে প্রযচ্ছন্তি স্তুতিং কুর্ব্বন্তি চাপরে। অথাশ্চর্য্যং পরং দৃষ্ট্বা প্রদক্ষিণাপরং নৃপম্ ॥ ১৬ ॥ পরং কৌতুকমাপন্না বাক্যমেতদথাব্রুবন। প্রদক্ষিণাসমুদ্ভূতং কারণং জ্ঞাতুমিচ্ছবঃ ॥ ১৭ ॥ ঋষয় উচুঃ। কস্মাত্ত্বং পার্থিবশ্রেষ্ঠ প্রদক্ষিণাপরঃ সদা। দেবস্যাস্য বিশেষেণ সত্যং নো বক্তুমর্হসি ॥ ১৮ ॥ ন দদাসি জলং লিঙ্গে প্রভূতং সুমনোহরম্। পুষ্পধূপাদিকং বাথ স্তোত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ১৯ ॥ সমর্থোঽসি তথা ন্যেষাং দানানাং ত্বং মহীপতে। এতন্নঃ কৌতুকং সর্ব্বং যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥ বেণুরুবাচ। যদহং সম্প্রবক্ষ্যামি শ্রূয়তাং দ্বিজসত্তমাঃ। পূর্ব্বদেহান্তরে বৃত্তং সর্ব্বং সত্যং বিশেষতঃ ॥ ২১ ॥ প্রাসাদেঽস্মিন্ পুরা পক্ষী শুকোঽহং স্থিতবাংস্তদা। কৃতবাংশ্চ তদা দেবং প্রদক্ষিণামহর্নিশম্ ॥ ২২ ॥ কৃপয়াস্য প্রভাবাচ্চ জাতো জাতিস্মরস্ত্বহম্। অধুনা পরয়া

শ্রবণ করুন। আমি ঐ ঘটনা স্বর্গে ইন্দ্র-সন্নিধানে নারদের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। ঐ স্থানে পূর্ব্বে এক শুক অচলেশ্বরের প্রাসাদে নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সে তাহার নীড়ে যাতায়াতকালে উহা প্রদক্ষিণ করিত। মহারাজ! এই পক্ষিযোনিজাত জীব ভক্তিপূর্ব্বক ঐ কার্য্য করিত না; তথাচ দীর্ঘ কাল পরে মৃত্যু হইলে ঐ শুক রাজবংশে রাজা বেণু নামে জন্মগ্রহণ করে। মহারাজ! সেই সর্ব্বশত্রুসংহারী রাজার পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ ছিল। তিনি একদা অচলেশ্বরের প্রদক্ষিণমাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক তাহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। হে রাজন্! রাত্রি দিন তিনি ঐ অচলেশ্বরেরই প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, অন্য কিছুই করিলেন না। তপস্যায়, নৈবেদ্য নিবেদনে, কিম্বা পুষ্পধূপাদি-দানে কোন কিছুতেই তাঁহার যত্ন দেখা গেল না। তিনি কেবল সেই অচলেশ্বরের প্রদক্ষিণা-পরায়ণ হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তথায় নারদ, শৌনক, হারীত, দেবল, গালব, কপিল নন্দ, সুহোত্র ও কশ্যপ এবং অন্যান্য দেবব্রত-পরায়ণ বহু মুনি সমাগত হইলেন। তাঁহারা আসিয়া কেহ কেহ ভক্তিপূর্ব্বক শিবলিঙ্গের স্নান করাইতে লাগিলেন। কেহ পূজা, এবং কেহ কেহ বা জপকার্য্যে নিরত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কেহ সঙ্গীতে তৎপর হইলেন। কেহ কেহ বলি প্রদান করিলেন এবং অন্য অনেকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় তাঁহারা এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলেন যে, বেণু রাজা কেবল সেই অচলেশ্বরের প্রদক্ষিণই করিতেছেন, তদ্ব্যতীত আর কিছুই তিনি করিতেছেন না। তদ্দর্শনে তাঁহাদের পরম কৌতূহল জন্মিল। তাঁহারা প্রদক্ষিণা জন্য কারণ জিজ্ঞাসার্থ রাজাকে কহিলেন,—নৃপবর! কিজন্য আপনি সর্ব্বদা এই অচলেশ্বরের প্রদক্ষিণা ব্যাপারে নিরত রহিয়াছেন? সত্য করিয়া বলুন। আপনি লিঙ্গে জল দান করিতেছেন না বা তদুপরি প্রচুর পুষ্পাদিও অর্পণ করিতেছেন না; বিবিধ স্তোত্র মন্ত্র আপনা দ্বারা উচ্চারিত হইতেছে না; আপনি অন্যান্য বহু দান করিতেই সমর্থ। তথাচ তাহা করিতেছেন না। ইহার কারণ কি? আমাদের কৌতূহল হইয়াছে। এ সকল কথা ব্যক্ত করুন।১—২০। বেণু বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি যাহা বলি, শ্রবণ করুন। আমার কথিত বিষয় পূর্ব্বদেহান্তরে ঘটিয়াছিল, সুতরাং ইহা বিশেষরূপেই সত্য। পুরাকালে এই প্রাসাদে আমি এক শুকপক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছিলাম। তখন আমা দ্বারা রাত্রিদিন এই অচলেশ্বর দেব প্রদক্ষিণীকৃত হইতেন। অনন্তর এই দেবদেবের কৃপায় আমার সেই কর্ম্মপ্রভাবে আমি

ভক্ত্যা যৎকরোমি প্রদক্ষিণাম্ ॥ ২৩ ॥ ন জানে কিং ফলং মেহদ্য দেবস্যাস্য প্রসাদতঃ এতস্মাৎ কারণাচ্চাহং নান্যৎ কিঞ্চিৎ করোমি ভোঃ ॥ ২৪ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। বেণুবাক্যং ততঃ শ্রুত্বা মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ। বিস্ময়োৎফুল্লনয়না সাধুসাধ্বিতি চাব্রুবন্ ॥ ২৫ ॥ ততঃ প্রদক্ষিণাং চক্রুঃ সর্ব্বে তত্র মহর্ষয়ঃ। বহুনুর্ণ্পয় ১মে শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতাঃ ॥ ২৬ । সোঽপি রাজা মহাভোগো বেণুঃ শম্ভোঃ প্রসাদতঃ। শাশ্বতং স্থানমাপন্নে দুর্লভং ত্রিদশৈরপি ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽচলেশ্বর পত্তন নিনয়

নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ ভদ্রকর্ণং মহাহ্রদম্। ত্রিনেত্রাভা শিলা যত্র দৃশ্যন্তেঽদ্যাপি ভূরিশঃ ॥ ১ ॥ তস্যৈব পশ্চিমে ভাগে লিঙ্গমাস্তে পিনাকিনঃ। যং দৃষ্ট্বা মানবস্তত্র ত্রিনেত্রসদৃশো ভবেৎ ॥ ২ ॥ ভদ্রকর্ণগণো নাম পুরাসীচ্ছিবসেবকঃ। তেনাত্র স্থাপিতং লিঙ্গং হ্রদশ্চৈব বিনির্ম্মিতঃ ॥ ৩ ॥ কেনচিত্ত্বথ কালেন সংগ্রামে দানবৈঃ সহ। যুযুধে পুরতঃ শম্ভোর্নানাগণসমন্বিতঃ ॥ ৪ ॥ নষ্টে স্কন্দে হতে সৈন্যে বীরভদ্রে পরাজিতে। গতাস্তে ভয়সন্ত্রস্তা মহাকালে বিনির্জ্জিতে ॥ ৫ ॥ বলবান্নমুচির্নাম দানবো বলদর্পিতঃ। হত্বাভ্যধাবৎ শীঘ্রং মহেশ্বরমুপাদ্রবৎ ॥ ৬ ॥ ভদ্রকর্ণস্তু তং দৃষ্ট্বা দানবং দেবসত্তমম্। পতন্তং সম্মুখস্তস্য তিষ্ঠতিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ৭ ॥ ছিত্ত্বাসিমসিনা তস্য চর্ম্ম চাপি মহাবলঃ। স্তনয়োরন্তরে দৈত্যং কোপাবিষ্টোঽহনম্বৃপ ॥ ৮ ॥ অথাসৌ নিহতস্তেন প্রবিশ্য তিমিরং তমঃ। নিপপাত মহীপৃষ্ঠে বায়ুভগ্ন ইব দ্রুমঃ ॥ ৯ ॥ বধং প্রাপ্তস্য দৈত্যোঽসৌ নত্বা সম্মুখে স্থিতঃ। সত্যেশ্বরং তং দৃষ্ট্বা ততস্তুষ্টো মহেশ্বরঃ ॥ ১০ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। তব বীর্য্যেণ সন্তুষ্টো ধর্ম্মেণ চ বিশেষতঃ। বরং বরয় ভদ্রং তে নিত্যং যো হৃদয়ে স্থিতঃ ॥ ১১ ॥ ভদ্রকর্ণ উবাচ। যন্ময়া স্থাপিতং লিঙ্গমর্ব্বুদে সুরসত্তম। অত্রাস্মিন্ তব সান্নিধ্যং হ্রদেঽস্মিংশ্চ স্থিরো ভব ॥ ১২ ॥

জাতিস্মর হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। তাই অধুনা পরম ভক্তিযোগে ইঁহার প্রদক্ষিণা করিতেই করিতেছি। দেবদেবের প্রসাদে আমার এই কার্য্যের ফল আরও যে কি হইবে তাহা আমি জানি না। হে ঋষিগণ! তাই বলি,—এই কারণেই আমি প্রদক্ষিণ ব্যতীত আর কিছুই করিতেছি না। পুলস্ত্য কহিলেন,—বেণরাজের বাক্য শুনিয়া সংশিতব্রত মুনিগণ পরম শ্রদ্ধার সহিত অচলেশ্বরের প্রদক্ষিণ কার্য্যে নিরত হইলেন। সেই মহাভাগ্যধর বেণু রাজা শম্ভুর প্রসাদে পরে নিত্যধাম প্রাপ্ত হইলেন। এ ধাম দেবগণেরও দুর্লভ। ২১—২৭।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭ ।

অষ্টম অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অতঃপর নর ভদ্রকর্ণ নামক মহাহ্রদে গমন করিবে। ঐ স্থানে অদ্যাপি ভূরি ভূরি ত্রিনেত্রাভ শিলা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ মহহ্রদের পশ্চিমভাগে মহাদেবের এক লিঙ্গ আছে। তদ্দর্শনে মানব ত্রিনেত্র-সদৃশ হয়। পুরাকালে ভদ্রকর্ণ নামে শিবের এক প্রিয় প্রমথ ছিলেন। তিনি এই লিঙ্গ স্থাপন ও হ্রদ নির্ম্মাণ করেন। কোন সময়ে ভদ্রকর্ণ নানাগণ-সৈন্যে অন্বিত হইয়া শম্ভুর সমক্ষে দানবগণ সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে স্কন্দ পলায়ন করেন। প্রমথসৈন্য নিহত হয়। বীরভদ্র পরাজিত হন এবং মহাকাল নির্জ্জিত হইয়াছিলেন। এইরূপে প্রমথগণ সকলেই ভয়ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করেন। তখন বলবান নমুচি দানব সদর্পে বাহুবলে বেগে মহেশ্বরাভিমুখে ধাবিত হইল। ভদ্রকর্ণ তৎক্ষণে সেই দানবকে আসিতে দেখিয়া 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বাণী উচ্চারণ করিলেন এবং স্বীয় অসি দ্বারা তদীয় অসিচর্ম্ম ছেদন করিয়া সকোপে সেই দৈত্যের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। অনন্তর সেই আঘাতে নমুচি দানব নিহত হইয়া ঘোর অন্ধকার দর্শনপূর্ব্বক বায়ুভগ্ন দ্রুমের ন্যায় মহীপৃষ্ঠে পতিত হইল। নমুচি দৈত্য নিহত হইলে ভদ্রকর্ণ দেবদেবকে নমস্কার করিয়া তৎসম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ভদ্রকর্ণকে সম্মুখে স্থিত দেখিয়া মহেশ্বর তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন,—তোমার বীর্য্যে—বিশেষ ধর্ম্মজ্ঞানে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর; নিত্য তোমার মঙ্গল হৌক। ভদ্রকর্ণ কহিলেন,—হে সুরসত্তম! ১—১১। আমি অর্ব্বুদে আপনার যে

শ্রীভগবানুবাচ। মাঘমাসে চতুর্দ্দশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে সদা মম। সান্নিধ্যঞ্চ বিশেষেণ হ্রদে লিঙ্গে ভবিষ্যতি॥ ১৩॥ ভদ্রকর্ণহ্রদে স্নাত্বা ত্রিনেত্রং যঃ সমাহিতঃ। দ্রক্ষ্যতে স তু মে স্থানং শাশ্বতং যাস্যতি ধ্রুবম্॥ ১৪॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন স্নানং তত্র সমাচরেৎ। পূজয়িত্বা চ তল্লিঙ্গং শিবলোকং স গচ্ছতি॥ ১৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভদ্রকর্ণহ্রদত্রিনেত্রমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। কেদারমিতি বিখ্যাতং সর্ব্বপাপহরং নৃণাম্॥ ১॥ যত্র মন্দাকিনী পুণ্যা সরস্বত্যা সমাগতা। তত্র স্নাতো নরো রাজন্মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥ ২॥ শৃণু রাজন যথাবৃত্তমিতিহাসং পুরাতনম্। ঋষিভির্বহুধা গীতমর্ব্বুদে পর্ব্বতোত্তমে॥ ৩॥ অজপালো নৃপশ্রেষ্ঠঃ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ। সপ্তদ্বীপবতীং পৃথ্বীং স পাতি নাত্র সংশয়ঃ॥ ৪॥ ন হস্তিনো ন পাদাতা ন চাশ্বাস্তস্য ভূপতেঃ। ন রথাশ্চ মহারাজ ন কোশাশ্চ তথাবিধাঃ॥ ৫॥ ন গৃহ্লাতি করং রাজন প্রজাভ্যোঽধিকং নৃপ। রাজ্যং স ঈদৃশং চক্রে সর্ব্বলোকহিতে রতঃ॥ ৬॥ জাতাপরাধো ভূপৃষ্ঠে জায়তে চেৎ কথঞ্চন। তং গত্বা নিগ্রহং তস্য চক্রুঃ শস্ত্রাণি তৎক্ষণাৎ॥ ৭॥ এবমস্য নরেন্দ্রস্য বর্ত্তমানস্য ভূতলে। সুখেন রমতে লোকো রাজ্যে নিহতকণ্টকে॥ ৮॥ কামং বর্ষতি পর্জ্জন্যঃ শস্যানি রসবন্তি চ। গাবঃ প্রভূতদুগ্ধাশ্চ বিদ্যমানে নরাধিপে॥ ৯॥ কেনচিত্ত্বথ কালেন বসিষ্ঠো ভগবান মুনিঃ। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন তস্য গেহমুপাগতঃ॥ ১০॥ তং দৃষ্ট্বা পূজয়ামাস শাস্ত্রদৃষ্টেন বর্ত্মনা। প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যামর্ঘ্যপাদ্যাদিভিস্তথা॥ ১২॥ এবং সম্পূজিতস্তেন ভক্ত্যা পরময়া নৃপ। সুখোপবিষ্টো বিশ্রান্তো বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ। রাজর্ষীণাং কথাশ্চক্রে দেবর্ষীণাং তথৈব চ॥ ১২॥ ততঃ কথাবসানে তু কস্মিংশ্চিন্নৃপসত্তম। পপ্রচ্ছ বিনয়োপেতস্তং

লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছি, এই লিঙ্গে আপনি সন্নিধান করুন। আর এই হ্রদে আপনার স্থিতি হোক। ভগবান কহিলেন,—মাঘমাসে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে আমি বিশেষরূপে এই লিঙ্গে হ্রদে সন্নিহিত হইব। যে ব্যক্তি ভদ্রকর্ণ হ্রদে স্নান করিয়া সমাহিতভাবে ত্রিনেত্র লিঙ্গ দর্শন করে, তাহার শাশ্বত স্থান লাভ হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ঐ মহাহ্রদে স্নানাচরণ করিবে। স্নানান্তে সেই লিঙ্গ পূজা করিয়া তীর্থযাত্রী শিবলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। ১২—১৫।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবম অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অতঃপর নরগণের নিখিলপাপহর ত্রিলোক-বিশ্রুত কেদারতীর্থে গমন করিবে। তথায় পুণ্যা মন্দাকিনী সরস্বতীর সহিত সমাগত হইয়াছেন। হে রাজন্! নর তথায় স্নান করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। রাজন্! পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ করুন। অর্ব্বুদাচল সম্বন্ধে ঋষিগণ উহা বহুধা গান করিয়াছেন। পূর্ব্বে সূর্য্যবংশে অজপাল নামে এক নৃপশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ সপ্তদ্বীপা পৃথ্বী পালন করিতেন। সেই নৃপতির হস্তী, অশ্ব, পদাতি, রথ বা কোষাগার কিছুই ছিল না। তিনি প্রজাগণের নিকট হইতে অধিক কর গ্রহণ করিতেন না। এইরূপে সেই রাজা সর্ব্বলোকের হিতৈষী হইয়া রাজ্য পরিচালন করিতেন। ভূতলে যদি কেহ কোনরূপে অপরাধী হইত, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার শস্ত্র সকল গিয়া তাহার শাস্তি বিধান করিত। এইরূপে ভূতলে সেই নরেন্দ্রের রাজ্যশাসনকালে লোকসকল সুখে বাস করিতে লাগিল। রাজার রাজ্যে কোনই উপদ্রব উৎপাত রহিল না। পর্জ্জন্য যথাকালে যথেষ্ট বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শস্য সকল রসবিশিষ্ট হইল এবং গো সকল প্রভূত দুগ্ধ প্রদান করিতে লাগিল। একদা ভগবান্ বসিষ্ঠ মুনি তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে সেই রাজার গৃহে আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা যথাবিধি প্রত্যুত্থান, অভিবাদন, অর্ঘ্য ও পাদ্যাদি প্রদানে পূজা করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ এইরূপে তৎকর্ত্তৃক পরম ভক্তিযোগে পূজিত হইয়া তদালয়ে সুখোপবিষ্ট হইলেন এবং বিশ্রামান্তে রাজর্ষি ও দেবর্ষিগণের বিবিধ চরিত-বার্ত্তা কীর্ত্তন করিলেন। ১—১২। কথাবসানে রাজা

মুনিঃ শংসিতব্রতম্ ॥১৩॥ অজপাল উবাচ। অতীতা-নাগতং বিপ্র বর্ত্তমানং তথৈব চ। ত্বং বেৎসি সকলং ব্রহ্মংস্তপশ্চর্য্যাপ্রভাবতঃ ॥১৪॥ কৌতুকং হৃদি মে জাতং বর্ত্ততে মুনিপুঙ্গব। প্রসাদঃ ক্রিয়তাং মহ্যং কথয়স্ব প্রসাদতঃ ॥১৫॥ বসিষ্ঠ উবাচ। ব্রূহি পার্থিবশার্দ্দূল যত্তে মনসি বর্ত্ততে। কথয়িষ্যামি তৎসর্ব্বং যদ্যপি স্যাৎসুদুর্লভম্ ॥১৬॥ [illegible] কেন কর্ম্মবিপাকেন মমৈতদ্রাজ্যমুত্তমম্ [illegible] ণ্টকং সদা ক্ষেমং সর্ব্বকামসমন্বিতম্ ॥১৭॥ ন দীনো ন চ দুঃখার্ত্তো ব্যাধিগ্রস্তো ন কোহপি চ। বিদ্যতে মম রাজ্যে [illegible] ন দরিদ্রো মহামুনে ॥১৮॥ নারীয়ং মম সাধ্বী চ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী। মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা নিত্যং মম হিতে রতা। অনয়া চিন্তিতং ব্রহ্মন্ সর্ব্বং বিস্তরতো বদ ॥১৯॥ [illegible] দানস্য প্রভাবেন ব্রতযাগস্য বা মুনে। [illegible] বা মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রতস্য নিয়মস্য চ ॥২০॥ জন্মান্তরকৃতং পুণ্যং পরং কৌতূহলং হি মে। কথয়স্ব প্রসাদেন বিস্তরেণ দ্বিজোত্তম ॥২১॥ বসিষ্ঠ উবাচ। শৃণু সর্ব্বং মহীপাল বিস্তরেণ চ [illegible] শ্রুত্বা কার্য্যো ন চ ব্রীড়া মহামতে ॥২২॥ অন্য-দেশান্তরে রাজংস্ত্বং শূদ্রজাতিসমুদ্ভবঃ। শূদ্রজাতিরিয়ং সাধ্বী তব পত্নী হ্যভূৎপুরা ॥২৩॥ কেনচিত্ত্বথ কালেন দুর্ভিক্ষে সমুপস্থিতে। অন্নক্ষয়ান্মহারাজ সহ [illegible] ক্ষুধার্দ্দিতঃ ॥২৪॥ ততস্ত্বং ভার্য্যয়া [illegible] দেশান্তরে গতঃ। সমারুহ্য চ কৃচ্ছ্রেণ [illegible] ॥২৫॥ দৃষ্ট্বা দৃষ্টং মনোহারি [illegible] পঙ্কজকাননম্। তত্র স্নাত্বা পয়ঃ পীত্বা পিতৃ-[illegible] ॥২৬॥ [illegible] চিন্তিতং হৃত্বৈব [illegible] করোম্যহম্। বিক্রয়ং যেন চাহারো [illegible] চ [illegible] ॥২৭॥ ততঃ পদ্মানি ভূরীণি গৃহীত্বা ভার্য্যয়া সহ। গতো যত্র জনো ভূরি গতঃ [illegible] ॥২৮॥ ন কেহপি [illegible] লোকা [illegible] পীড়িতাঃ। ভ্রমতস্তং চ সর্ব্বত্র শ্রান্তো বৈরাগ্য-[illegible] ॥২৯॥ ততো দিনাবসানে তু গুহামেকাং [illegible]। [illegible] পদ্মানি নিক্ষিপ্য ক্ষুধাবিষ্টঃ [illegible] ॥৩০॥ [illegible] কালে তু কণ [illegible] বিস্মুখানাং প্রধান-[illegible] ক্ষুধা [illegible]

অজপাল বিনীতভাবে [illegible] মুনিকে [illegible] লেন,—ব্রহ্মন্! আপনি তপস্যার প্রভাবে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান বিষয় সকলই জানেন। সুতরাং হে মুনিপুঙ্গব! আমার হৃদয়ে একটী [illegible] কৌতূহল হইয়াছে। আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই বিষয় বলুন। বসিষ্ঠ কহি-লেন,—বলুন রাজন্!—আপনার মনে যাহা উদিত হইয়াছে, তাহা সুদুর্লভ হইলেও আমি সমস্ত আপনাকে বলিব। রাজা অজপাল বলিলেন, মুনিবর! কোন কর্ম্মবিপাকে আমার এই নিষ্কণ্টক সর্ব্বকামসমৃদ্ধ মঙ্গলময় উত্তম রাজ্য হইয়াছে; আমার এ রাজ্যে কেহ দীন, দুঃখী, রোগী বা দরিদ্র নাই; ইহা কোন কর্ম্মের ফলে? [illegible] এই আমার সাধ্বী নারী প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী, ইনি মচ্চিত্তা, মদ্গতপ্রাণা, এবং নিত্যই মম হিতব্রতে নিরতা। ইনি যাহা মনে মনে চিন্তা করিয়াছেন, তাহাও আপনি বিস্তৃতরূপে ব্যক্ত করুন দ্বিজবর! কিরূপ দান, ব্রত, যজ্ঞ, তপস্যা বা নিয়মপ্রভাবে জন্মান্তরকৃত পুণ্যফল ঘটে, তাহা বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করিয়া বলুন। জানিবার আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। বসিষ্ঠ কহিলেন,—[illegible] আপনি ইহা শ্রবণে মনে [illegible] করিবেন না। রাজন্! [illegible] আপনি শূদ্রজাতীয় এবং আপনার এই [illegible] শূদ্রজাতীয় ছিলেন। মহারাজ! [illegible] দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে অন্নাভাবে [illegible] ক্ষুধাতুর হইয়া পড়ে। আপনি তখন ভার্য্যার সহিত দেশান্তরে গমন করেন এবং [illegible] গিরিকাননে আরোহণ করিয়া এক মনোহর সুন্দর পঙ্কজবন দর্শন করেন। তৎক্ষণে আপনি তথায় স্নানান্তে পিতৃ-[illegible] তর্পণ করিয়া তথাকার জলপানপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমি এই স্থান হইতে পদ্ম লইয়া গিয়া বিক্রয় করিব। তাহাতেই আমার আহার সংস্থান হইবে। নৃপবর! অনন্তর আপনি ভার্য্যাসহযোগে তথা হইতে প্রভূত পদ্ম তুলিয়া লইয়া বহু জনাধ্যুষিত নগরে গমন করি-লেন। কিন্তু সর্ব্বলোক দুর্ভিক্ষপীড়িত; সুতরাং কেহই আপনার সে পদ্ম গ্রহণ করিল না। আপনি বহু স্থান ভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত হইলেন; আপনার বৈরাগ্যোদয় হইল; আপনি দিবাবসানে এক গুহা-দ্বারে আশ্রয় করিয়া ক্ষুধাতুর অবস্থায় শুইয়া রহিলেন। [illegible] নিক্ষিপ্ত রহিল। এই

শ্চাত্র জাগরণং ততঃ। পদ্মান্যাদায় তত্রৈব সভার্য্যঃ শিবমন্দিরে ॥ ৩২ ॥ তত্র নাগবতী বেশ্যা শিবরাত্রিপরায়ণা। কেদারে পরয়া ভক্ত্যা করোতি নিশি জাগরম্ ॥ ৩৩ ॥ তস্যাঃ পার্শ্বে স্থিতা দাসী ত্বয়া পৃষ্টা নরেশ্বর। দেবস্য পুরতো বালে কিমর্থং রাত্রিজাগরম্ ॥ ৩৪ ॥ তয়োক্তং শিবরাত্র্যাং বৈ বেশ্যেয়ং বরবর্ণিনী। কুরুতে নাগবতী নাম রাত্রৌ ভক্ত্যা চ জাগরম্ ॥ ৩৫ ॥ যঃ শ্রদ্ধাভক্তিসংযুক্তঃ কুরুতে রাত্রিজাগরম্। পূজয়িত্বা মহাদেবং স যাতি পরমং পদম্ ॥ ৩৬ ॥ কৃত্বোপবাসং পদ্মৈঃ পূজয়েত্র্যম্বকং নরঃ। স যাতি রুদ্রসালোক্যং সেব্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ ॥ ৩৭ ॥ সকামো লভতে কামান্ দেবৈরপি সুদুর্লভান্। স ত্বং পদ্মানি মে দেহি কাঞ্চনং চ পলত্রয়ম্। এতেষাং মূল্যমাদায় প্রাণাধারং সমাচর ॥ ৩৮ ॥ ততস্ত্বং ভার্য্যয়া প্রোক্তো গৃহ্যমাণে চ কাঞ্চনে। ন গ্রাহ্যং মূল্যমেতেষাং ত্বয়া নাথ কথঞ্চন ॥ ৩৯ ॥ উপবাসো বলাজ্জাতো হ্যন্নাভাবাদ্দ্বয়োরপি। পদ্মৈরেভির্হরঃ পূজ্যো দ্বাভ্যামেবাদ্য নিশ্চয়ম্ ॥ ৪০ ॥ ইদং ত্বয়াদ্য কর্ত্তব্যং ত্যাজ্যমস্মাস্থ কাঞ্চনম্। ভার্য্যায়া বচনং শ্রুত্বা তৈঃ পদ্মৈঃ পূজিতঃ শিবঃ ॥ ৪১ ॥ শ্রদ্ধয়া চ সভার্য্যেণ জাগরশ্চ শিবাগ্রতঃ। কৃতঃ ত্বয়া মহারাজ ভার্য্যয়া শিবমন্দিরে ॥ ৪২ ॥ পুরাণশ্রবণং জাতং তত্র পার্থিবসত্তম। শিবরাত্র্যাং মহারাজ পদ্মৈশ্চ পূজিতঃ শিবঃ ॥ ৪৩ ॥ কেদারস্যাগ্রতো ভক্ত্যা রাত্রৌ জাগরণং তথা। কৃতং ত্বয়া মহারাজ একাগ্রেণ চ চেতসা ॥ ৪৪ ॥ ততঃ প্রভাতে সঞ্জাতে ভিক্ষাং কৃত্বা চ পারণা। কৃতা ত্বয়া মহারাজ শিবাগ্রে সহ ভার্য্যয়া ॥ ৪৫ ॥ ততঃ কালান্তরেণৈব কালধর্ম্মং গতো ভবান্। ভার্য্যেয়ঞ্চ ত্বয়া সার্দ্ধং সম্প্রবিষ্টা হুতাশনম্ ॥ ৪৬ ॥ ততো জাতা মহারাজ দশার্ণাধিপতেঃ সুতা। বৈদেহে নগরে রাজা জাতস্ত্বং পার্থিবোত্তম ॥ ৪৭ ॥ অজপাল ইতি খ্যাতো নাম্না চ ধরণীতলে। সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং ত্বঞ্চ বল্লভো নৃপসত্তম ॥ ৪৮ ॥ এতস্মাৎ কারণাজ্জাতা ভার্য্যেয়ং প্রাণসম্মতা। ভূয়োঽপি তব সঞ্জাতা যস্মাৎ ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৪৯ ॥ ইত্থং দেবস্য মাহাত্ম্যাৎ কেদা-

সময় বেদপুরাণপাঠক দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের বেদপুরাণধ্বনি আপনার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তৎশ্রবণে আপনি সহসা উত্থিত হইয়া অনুভবে নিশাজাগরণোৎসব বুঝিতে পারিয়া পদ্ম সকল গ্রহণ পূর্ব্বক ভার্য্যাসমভিব্যাহারে তথাকার এক শিবমন্দিরে গমন করিলেন। তথায় কেদারক্ষেত্রে নাগবতী নাম্নী কোন এক বারবিলাসিনী পরম ভক্তিযোগে নিশাজাগরণ করিতেছিল। তাহার পার্শ্ববর্ত্তিনী দাসীর নিকট আপনি গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। অয়ি বালে! দেবতার সম্মুখে কি জন্য তোমরা রাত্রিজাগরণ করিতেছ? সেই দাসী বলিল,—আমার এই স্বামিনী বরবর্ণিনী নাগবতী এক জন বারবিলাসিনী; ইনি অদ্য শিবরাত্রিতে ভক্তি করিয়া জাগরণ করিতেছেন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও ভক্তিসংযুক্ত হইয়া মহাদেবের পূজা করিয়া রাত্রি জাগরণ করে, সে পরম পদ লাভ করিয়া থাকে। উপবাস করিয়া যে নর পদ্ম দ্বারা ত্র্যম্বকের পূজা করে, সে অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সেব্যমান হইয়া রুদ্রসালোক্য লাভ করে। সকাম ব্যক্তি দেবদুর্ল্লভ অভিলষিত লাভ করিয়া থাকে। অতএব তুমি পলত্রয় সুবর্ণ মূল্য গ্রহণ করিয়া পদ্মগুলি আমায় দাও; আর ঐ মূল্যে প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ কর। অনন্তর তুমি পদ্মের মূল্য কাঞ্চন গ্রহণ করিলে, তোমার ভার্য্যা তোমায় বলিল,—স্বামিন্! এই পদ্ম সকলের মূল্য গ্রহণ করিবেন না। অন্নাভাবে আমাদের উভয়েরই উপবাস করা হইয়াছে; এই পদ্ম দ্বারা আমরা উভয়ে হরের পূজা করিব। ইহাই আমাদের করা কর্ত্তব্য, আপনি পদ্মমূল্য ফিরিয়া দেন। ভার্য্যার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তুমি শিবপূজা করিলে এবং শ্রদ্ধা সহকারে ভার্য্যার সহিত শিবাগ্রে জাগরণ অনুষ্ঠান করিলে। তোমার পুরাণ শ্রবণ সংঘটিত হইল। হে পার্থিবসত্তম! এইরূপে তোমার একাগ্রমানসে শিবরাত্রিতে পদ্মপুষ্পে শিবপূজা ও জাগরণ করা হইল। অনন্তর প্রভাতে তুমি ভিক্ষা করিয়া ভার্য্যাসহ শিবসমীপে পারণা করিলে, কালান্তরে তোমার মরণ ঘটিল। তোমার ভার্য্যা তোমারই সহিত হুতাশনে প্রবেশ করিল। নৃপবর! অতঃপর তোমার সেই ভার্য্যা দশার্ণাধিপতির কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করে; আর তুমি বৈদেহনগরে রাজা হও। তারপর অজাপাল নামে ধরণীতলে বিখ্যাত রাজা হইয়াছ। হে নৃপবর! তুমি সকল প্রাণীরই বল্লভ। আর তোমার ভার্য্যাও উক্ত কারণেই তোমার প্রাণপ্রিয়া হইয়া পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তুমি আর যাহা

রস্য মহীপতে। রাজ্যং তে সুখদং নৃণাং তথা নিহতকণ্টকম্ ॥ ৫০ ॥ প্রাপ্তং ত্বয়া মহারাজ কেদারস্য প্রসাদতঃ। যেন ত্বং সৈন্যহীনোঽপি পৃথিবীং পরিরক্ষসি ॥ ৫১ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা স রাজা বিস্ময়ান্বিতঃ। গমনায় মতিং চক্রে কেদারং প্রতি ভূমিপঃ ॥ ৫২ ॥ স গত্বা পর্ব্বতে রম্যে পূজয়িত্বা চ তং বিভুম্। শিবরাত্রিপরঃ সম্যগ্ বর্ষে বর্ষে বভূব হ ॥ ৫৩ ॥ পুত্রং রাজ্যে চ সংস্থাপ্য ততোঽর্ব্বুদমথাগমৎ। প্রাপ্তো মুক্তিং ততো ভূয়ঃ সভার্য্যস্তৎপ্রভাবতঃ ॥ ৫৪ ॥ এতত্তে সমমাখ্যাতং কেদারস্য মহীপতে। মাহাত্ম্যং শুভদং নৃণাং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৫৫ ॥ মাঘফাল্গুনয়োর্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী। শিবরাত্রিরিতি খ্যাতা ভূতলেঽস্মিন্ মহামতে ॥ ৫৬ ॥ তস্যাং তু সর্ব্বথা রাজন যাত্রাং তস্য সমাচরেৎ। কেদারস্য মহারাজ প্রকুর্য্যাৎ পূজনং নৃপ ॥ ৫৭ ॥ মাঘকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যঃ কুর্য্যাত্তত্র জাগরম্। কৃতোপবাসো নৃপতে শিবলোকং স গচ্ছতি ॥ ৫৮ ॥ স্নাত্বা গঙ্গাসরস্বত্যোঃ সঙ্গমে সর্ব্বকামদে। যে প্রপশ্যন্তি কেদারং তে যাস্যন্তি পরাং গতিম্ ॥ ৫৯ ॥ কুণ্ডে কেদারসংজ্ঞে যঃ প্রপিবেদ্বিমলং জলম্। সপ্ত পূর্ব্বান্ সপ্ত পরান্ পুরুষাংস্তারয়েত্তু সঃ ॥ ৬০ ॥ যশ্চৈতচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং ভক্ত্যা পরময়া নৃপ। সোঽপি পাপৈর্বিমুচ্যেত কেদারস্য প্রভাবতঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কেদারমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

যযাতিরুবাচ। কেদারং শ্রূয়তে ব্রহ্মন্ পর্ব্বতে চ হিমাচলে। গঙ্গা তস্মাদ্বিনিষ্ক্রান্তা প্রবিষ্টা পূর্ব্বসাগরম্ ॥ ১ ॥ তথা সরস্বতী দেবী চূতবৃক্ষাদ্বিনির্গতা। পশ্চিমং সাগরং প্রাপ্তা গৃহীত্বা বড়বানলম্ ॥ ২ ॥ কথমত্র সমায়াতঃ কেদারশ্চাত্র কৌতুকম্। সর্ব্বং বিস্তরতো ব্রূহি বিচিত্রং মম ভূসুর ॥ ৩ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। সত্যমেতন্মহারাজ যন্মোঽত্র পরিপৃচ্ছসি। শ্রূয়তামবহিতো ভূত্বা যথা

আমায় জিজ্ঞাসিয়াছিলে, তৎসম্বন্ধে বলি, হে মহীপতে! দেবদেব কেদারের মাহাত্ম্যেই তোমার এই প্রজাসুখকর নিষ্কণ্টক রাজ্য লব্ধ হইয়াছে। মহারাজ! সেই কেদারের প্রসাদেই তুমি সৈন্যহীন হইয়াও পৃথিবী পরিপালন করিতেছ। পুলস্ত্য কহিলেন,—তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া রাজা অজপাল বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং কেদারাভিমুখে যাত্রা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি সেই রম্য পর্ব্বতে গিয়া বিভু মহাদেবের পূজা করিয়া বর্ষে বর্ষে যথাবিধি শিবরাত্রিব্রত করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা অজপাল পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং অর্ব্বুদাচলে গমন করিলেন এবং তৎপ্রভাবে ভার্য্যাসহ পরে তিনি মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন। হে মহীপতে! এই আমি তোমার নিকট কেদারের শুভদ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। হে মহামতে! মাঘ বা ফাল্গুনের মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী শিবরাত্রি বলিয়া জগতে বিখ্যাত। হে রাজন্! সেই তিথিতে সর্ব্বদা কেদার-যাত্রা করিবে, কেদারের পূজা করিবে। মাঘমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে যে নর উপবাসী থাকিয়া ঐ স্থানে রাত্রি জাগরণ করে, তাহার শিবলোকে গতি হয়। গঙ্গা ও সরস্বতীর সর্ব্বকামদ সঙ্গমে স্নান করিয়া যাহারা কেদার দর্শন করে, তাহাদের পরম গতি লাভ হয়। কেদারসংজ্ঞক কুণ্ডের বিমল জল যে ব্যক্তি পান করে, তাহার ঊর্দ্ধাধঃ চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার পাইয়া থাকে। এই কেদারমাহাত্ম্য যে ব্যক্তি নিত্য উত্তম ভক্তিসহকারে শ্রবণ করে, কেদারের প্রভাবে তাহারও পাপক্ষয় হইয়া থাকে। ১৫—৬১।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশম অধ্যায়।

যযাতি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমরা শুনিয়াছি, কেদার হিমালয় পর্ব্বতে। সেইখান হইতে গঙ্গা নিষ্ক্রান্ত হইয়া পূর্ব্ব সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন। আর সরস্বতী দেবীও তত্রত্য চূত বৃক্ষ হইতে নিঃসৃত হইয়া বাড়বানল গ্রহণপূর্ব্বক পশ্চিম সাগরে মিলিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাই বড় কৌতুক যে, কেদার এখানে আসিলেন কিরূপে? যাহা হউক, হে ভূদেব! আপনি এই সকল বিচিত্র কথা প্রকাশ করিয়া বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—মহারাজ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসিলেন, ইহা সত্য। এ সম্বন্ধে যেরূপ শুনিয়াছি, যেরূপে কেদারসমাগম ঘটি-

জাতং শ্রুতং তু বৈ ॥ ৪ ॥ গঙ্গাদ্যানি চ তীর্থানি কেদারাদ্যা দিবৌকসঃ। ময়া সহ পুরা দেবাঃ শক্রাদ্যা নৃপসত্তমাঃ ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মাণং প্রতি রাজেন্দ্র গতাঃ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ। সর্ব্বে তত্র কথাশ্চক্রুর্দ্ধর্ম্ম্যা নানা পৃথক্‌পৃথক্ ॥ ৬ ॥ সম্‌দায়ে চ দেবানাং সর্ব্বতীর্থানি পার্থিব। ক্ষেত্রাণ্যুপস্থিতান্যেব বনান্যুপবনানি চ ॥ ৭ ॥ ততঃ কথাপ্রসঙ্গেন ইন্দ্রঃ প্রাহ চতুর্ম্মুখম্। কৌতুকেন সমাযুক্তঃ পপ্রচ্ছ নৃপসত্তম ॥ ৮ ॥ ইন্দ্র উবাচ। ভগবন্ পুণ্যমাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্। প্রমাণং চৈব সর্ব্বেষাং কৃতাদীনাং পৃথগ্বিধম্ ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মোবাচ। লক্ষং সপ্তদশ প্রোক্তং যুগমানং সুরাধিপ। অষ্টাবিংশতিভিঃ সার্দ্ধং সহস্রৈঃ কৃতমুচ্যতে ॥ ১০ ॥ লক্ষদ্বাদশভিঃ প্রোক্তং যুগং ত্রেতাভিসংজ্ঞিতম্। ষণ্ণবত্যধিকৈশ্চৈব সহস্রৈঃ পরিমাণতম্ ॥ ১১ ॥ লক্ষাণ্যষ্টৌ চতুঃষষ্টিসহস্রৈঃ পরিকীর্ত্তিতম্। ততো বৈ দ্বাপরং নাম যুগং দেবপ্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১২ ॥ লক্ষৈশ্চতুর্ভিৰ্বিখ্যাতো দ্বাত্রিংশদ্ভিঃ কলিস্তথা। সহস্রৈশ্চ সুরশ্রেষ্ঠ যুগমানমিতীরিতম্ ॥ ১৩ ॥ চতুষ্পাদঃ কৃতে ধর্ম্মঃ শুক্লবর্ণো জনার্দ্দনঃ। ন দুর্ভিক্ষং ন চ ব্যাধিস্তস্মিন্ ভবতি বৈ কচিৎ ॥ ১৪ ॥ ক্রিয়তে চ তদা ধর্ম্মো নাকালে মরণং নৃণাম্। লাঙ্গলেন বিনা শস্যং ভূরিক্ষীরাশ্চ ধেনবঃ ॥ ১৫ ॥ কামঃ ক্রোধো ভয়ং লোভো মৎসরশ্চাভ্যসূয়তা। তস্মিন্ যুগে সহস্রাক্ষ ন ভবন্তি কদাচন ॥ ১৬ ॥ ততস্ত্রেতাযুগে জাতস্ত্রিপাদো ধর্ম্ম এব চ। চিরায়ুষো নরাস্তস্মিন্ রক্তবর্ণো জনার্দ্দনঃ ॥ ১৭ তস্মিন্ যজ্ঞাঃ প্রবর্ত্তন্তে প্রাণিনামিষ্টদায়িনঃ। ন কামাদিপ্রবৃত্তিশ্চ তস্মিন্ সঞ্জায়তে নৃণাম্ ॥ ১৮ ॥ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ স্নানৈর্দানৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ। তথা যজ্ঞৈর্জপৈর্হোমৈস্তত্র বৃত্তির্ভবেন্নৃণাম্ ॥ ১৯ ॥ ততস্তু দ্বাপরং নাম তৃতীয়ং যুগমুচ্যতে। দ্বিপাদো ধর্ম্মঃ সঞ্জাতঃ পীতবর্ণো জনার্দ্দনঃ ॥ ২০ ॥ ফলাকাঙ্ক্ষাপ্রবৃত্তানি জপযজ্ঞতপাংসি চ। সত্যানৃতান্বিতো লোকো দ্বাপরে সুরসত্তম ॥ ২১ ॥ তত্রান্যোন্যং মহীপালা যুযুধুর্বসুধাতলে। সুপূতাশ্চ দিবং যান্তি যজ্ঞৈরিষ্ট্বা জনার্দ্দনম্ ॥ ২০ ॥ ততঃ কলিযুগং ঘোরং চতুর্থং তু প্রবর্ত্ততে। একপাদো ভবেদ্ধর্ম্মঃ সন্ত্রস্তো নিত্যপূজনে ॥ ২৩ ॥ কৃষ্ণবর্ণো ভবেদ্বিষ্ণুঃ পাপাধিক্যং প্রবর্ত্ততে। মায়া চ মৎসরশ্চৈব কামঃ ক্রোধস্তথা ভয়ম্ ॥ ২৪ ॥ অর্থলুব্ধাস্তথা ভূপা লোভমোহশতান্বিতাঃ। অল্পায়ুষো নরাস্তত্র অল্পশস্যা চ মেদিনী ॥ ২৫ ॥ অল্পক্ষীরাস্তথা গাবঃ সত্যহীনা

যাছে; অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে গঙ্গাদি নিখিল তীর্থ কেদারাদি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং মৎসমভিব্যাহারী মহর্ষিগণ একদা ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। সেখানে গিয়া সকলেই বিবিধ ধর্ম্মকথা অবধারণা করিতে লাগিলেন। হে পার্থিব! সমস্ত তীর্থ, সমস্ত পুণ্যক্ষেত্র, এবং সর্ব্ববিধ বন-উপবনেরই কথা সেই দেবসমাজে আলোচিত হইতে লাগিল। অনন্তর ইন্দ্র কৌতুকাবিষ্ট হইয়া কথাপ্রসঙ্গে চতুর্ম্মুখকে কহিলেন, ভগবন্! সম্প্রতি কোন পুণ্য মাহাত্ম্য ও সত্যযুগাদির বিভিন্ন-প্রমাণ শুনিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা কহিলেন,—সুরাধিপ! কথিত হইয়াছে, সত্যযুগের মান সপ্ত দশ লক্ষ অষ্টাবিংশতি সহস্র বৎসর। ত্রেতাযুগের মান দ্বাদশ লক্ষ ষণ্ণবতি সহস্র বর্ষ। দেব কীর্ত্তিত দ্বাপরযুগের মান অষ্টলক্ষ চতুঃষষ্টি সহস্র বৎসর আর কলিযুগের মান চারিলক্ষ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বৎসর। সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ, জনার্দ্দন শুক্লবর্ণ। ঐ যুগে দুর্ভিক্ষ বা ব্যাধি কখনই হয় না। লোক সকল ধর্ম্মাচরণ করে। অকালমৃত্যুর অধিকার নাই। লাঙ্গল কর্ষণ বিনাই ভূমি হইতে শস্য উৎপন্ন হয়। ধেনুগণ বহুদুগ্ধ প্রদান করে। কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ মাৎসর্য্য বা অসূয়তা এসকল ঐ যুগে নাই। অনন্তর ত্রেতাযুগে ধর্ম্ম ত্রিপাদ মাত্র; নরগণ দীর্ঘায়ু; জনার্দ্দন রক্তবর্ণ। এই যুগে নরগণের অভীষ্টদায়ী যজ্ঞ সকল প্রবর্ত্তিত হয়। এখন নরগণের কামাদি প্রবৃত্তি হয় না। তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য, স্নান, দান, যজ্ঞ, জপ, ও হোমাদি দ্বারাই নরগণের বৃত্তিবিধান হয়। অনন্তর তৃতীয় দ্বাপর-যুগ। এযুগে ধর্ম্ম দ্বিপাদ জনার্দ্দন পীতবর্ণ। এযুগের জপ, যজ্ঞ তপস্যা, সকলই ফলাকাঙ্ক্ষায় প্রবৃত্ত; লোক সকল সত্যানৃত যুক্ত। এ যুগের মহীপাল-গণ পরস্পর যুদ্ধ করেন। পরে সুপূত হইয়া তাঁহারা যজ্ঞ করিয়া জনার্দ্দনের অর্চ্চনাপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করেন। ১—২১। অনন্তর ঘোর কলিযুগ। এযুগে একপাদ ধর্ম্ম। ইনি নিত্য পূজনে সদাই সন্ত্রস্ত; বিষ্ণু কৃষ্ণবর্ণ এবং পাপাধিক্য প্রবর্ত্তমান। মায়া, মৎসর, কাম, ক্রোধ, ভয়, এ সকলের এযুগে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। ভূপালগণ লোভ-মোহে অন্বিত হইয়া অর্থলুব্ধ। এযুগে নরগণ অল্পায়ু; মেদিনী অল্প-

দ্বিজাতয়ঃ। তত্র মায়াবিনো লোকা জিহ্বোপস্থা-পরায়ণাঃ ॥২৬॥ সত্যহীনাস্তথা পাপা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে তত্র ষোড়শমে বর্ষে নরাঃ পলিতকুন্তলাঃ ॥২৭॥ নার্য্যো দ্বাদশমে বর্ষে ভবিষ্যন্তি সুগর্ভিণাঃ। ভবিষ্যতি ক্রমাদ্বর্ণসঙ্করশ্চ সুরাধিপ ॥ ২৮ ॥ একাকারা ভবিষ্যন্তি সর্ব্ববর্ণাশ্রমাশ্চ বৈ। নাশং যাস্যন্তি যজ্ঞাশ্চ কুলধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ২৯ ॥ বর্ণানি তত্র তীর্থানি ম্লেচ্ছস্পৃষ্টানি সর্ব্বশঃ। ভবিষ্যন্তি সুরশ্রেষ্ঠ প্রভাব-রহিতানি চ ॥ ৩০ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা ততো বাক্যং ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ। তত্র স্থিতানি তীর্থানি ব্রহ্মাণ-মিদমব্রুবন্ ॥ ৩১ ॥ তীর্থান্যূচুঃ। কথং বয়ং ভবিষ্যামঃ সম্প্রাপ্তে দারুণে কলৌ। স্থানং নো ব্রূহি দেবেশ স্থাতব্যঞ্চ [illegible] হি ॥ ৩২ ॥ ব্রহ্মো-বাচ। অর্ব্বুদঃ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠঃ কলিস্তত্র ন বিদ্যতে। অতস্তত্র [illegible] গন্তব্যং তীর্থৈ[illegible] সহ ॥ ৩৩ ॥ অপি কৃত্বা মহৎপাপমর্ব্বুদং প্রেক্ষতে তু যঃ। কলি-দোষবিনির্ম্মুক্তঃ স যাস্যতি পরাং গতিম্ ॥ ৩৪ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্ত্বা চতুর্ব্বক্ত্রো ব্রহ্মলোকং গতো নৃপ। ততঃ সর্ব্বাণি তীর্থানি [illegible] ॥ ৩৫ ॥ ভূমাবর্ব্বুদশৈলেন্দ্রে সংস্থিতানি কলের্ভয়াৎ। গঙ্গা সরস্বতী চৈব যমুনা পুষ্করাণি চ ॥৩৬॥ কুরুক্ষেত্রং প্রভাসঞ্চ ব্রহ্মাবর্ত্তং তথৈব চ। তিস্রঃকোট্যো-ঽর্দ্ধকোটিশ্চ যানি তীর্থানি ভূতলে ॥ ৩৭ ॥ তেষাং বাসশ্চ সঞ্জাতঃ পর্ব্বতেঽর্ব্বুদসংজ্ঞিকে। এবং তত্র সমাপন্না গঙ্গা চৈব সরস্বতী ॥ ৩৮ ॥ তত্র শান্তা নরাঃ সম্যক্ পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়ুঃ। শ্রাদ্ধং কৃত্বা মহারাজ স্বর্গে যান্তি চ পূর্ব্বজাঃ ॥ ৩৯ ॥ শৃণু তত্রা-ভবৎপূর্ব্বং যদাশ্চর্য্যং মহামতে। ঋষির্ম্মঙ্কণকো নাম সরস্বত্যাস্তটে স্থিতঃ ॥ ৪০ ॥ তপস্তেপে সুধর্ম্মাত্মা কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ। তস্যৈবং বর্ত্তমানস্য ক্ষুতমা-সীৎ কদাচন ॥ ৪১ ॥ পিক্তং প্রপতিতং তত্র তচ্চ রক্তমাপ নভো। তদ্দৃষ্ট্বাতীব হৃষ্টঃ স মঙ্কণর্ষিব্বভূব হ ॥ ৪২ ॥ সিদ্ধোঽহমিতি বিজ্ঞায় ততো নৃত্যং চকার সঃ। তস্যৈবং বর্ত্তমানস্য জগৎস্থাবরজঙ্গ-মম্ ॥ ৪৩ ॥ তত্র সংক্ষোভমাপন্নং সাগরা অপি চক্ষুভুঃ। গৃহকার্য্যাণি সন্ত্যজ্য সর্ব্বে বিস্ময়মাগতাঃ ॥ ৪৪ ॥ তস্যৈবং নৃত্যমানস্য সর্ব্বে লোকা নৃপোত্তম। ননৃতুঃ পার্থিবশ্রেষ্ঠ প্রভাবাত্তস্য সর্ব্বশঃ ॥ ৪৫ ॥ ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে গত্বা কামনিসূদনম্। যথায় নৃত্যতে

শক্যা; যোগেণ [illegible], এবং দ্বিজাতি সত্য-হীন। কলিযুগে লোকসকল মায়াবী, জিহ্বাপরায়ণ ও উপস্থপরায়ণ। কলিযুগে ক্রমে নরগণ সত্যহীন ও পাপমগ্ন হইবে। ষোড়শবর্ষে নরগণ পলিত-কেশ হইবে। নারীগণ দ্বাদশবর্ষে গর্ভ ধারণ করিবে। ক্রমে বর্ণসঙ্কর সকল উৎপন্ন হইবে। সমস্ত বর্ণাশ্রম একাকার হইয়া যাইবে। যজ্ঞ সকল ও সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হইবে। তীর্থ সকল ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট হইয়া ব্যর্থ হইবে; তাহাদের কোন মাহাত্ম্য থাকিবে না। অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া তত্রস্থ তীর্থ সকল ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে দেবেশ! দারুণ কলিকাল উপস্থিত হইলে, আমাদের কিরূপে অবস্থান করিতে হইবে? আমাদের অবস্থানের জন্য [illegible] জুষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন। ব্রহ্মা কহিলেন,—অর্ব্বুদ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ; তথায় কলির অধিকার নাই। অতএব অন্যান্য তীর্থ [illegible] তোমরা সেইখানেই গমন কর। মহাপাপ করিয়াও যে ব্যক্তি অর্ব্বুদ অবলোকন করে, সে কলিদোষ হইতে মুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। পুলস্ত্য কহিলেন,—চতুরানন এই কথা কহিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অতঃপর সমস্ত তীর্থ কলির ভয়ে ভূতলে পর্ব্বতেন্দ্র অর্ব্বুদে গিয়া অবস্থান করেন। গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস ও সার্দ্ধ তিন কোটি তীর্থই অর্ব্বুদাচলে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তথায় গঙ্গা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গম ঘটিয়াছে। শমপরায়ণ নরগণ তথায় সম্যক্ নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকে। ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে পূর্ব্বজগণ স্বর্গে গমন করেন। হে মহামতে! এক্ষণে শ্রবণ করুন, পূর্ব্বে ঐ স্থানে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। সরস্বতীর তটে মঙ্কণক নামে এক ধর্ম্মাত্মা ঋষি ছিলেন। তিনি কাম ক্রোধ-বর্জ্জিত হইয়া নিত্য তপস্যা করিতেন। এইরূপ তপস্যার সময় তাঁহার এক ক্ষবথু হইল। তাহাতে পিত্ত পড়িল। পিত্তপাতে সেই স্থান রক্তবর্ণ হইল। তদ্দর্শনে মঙ্কণক ঋষি ভাবিলেন,—আমি সিদ্ধ হইয়াছি। ভাবিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার নৃত্যাবস্থায় চরাচর নিখিল জগৎ ও সাগর সকল ক্ষুব্ধ হইল। লোক সকল স্ব স্ব গৃহকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিস্মিতমনে সেই মুনির প্রভাবে নৃত্য করিতে লাগিল ।২২-৪৫। তখন দেবগণ মদনারির নিকট গমন করিয়া বলিলেন,—

নৈব তথা কুরু মহেশ্বর ॥ ৪৬ ॥ অথ ব্রাহ্মণরূপেণ শম্ভুনোক্তো দ্বিজোত্তমঃ। ত্বয়া ব্রহ্মংস্তপস্তপ্তমধুনা নৃত্যসে কথম্ ॥ ৪৭ ॥ মঙ্কণক উবাচ। কিং ন পশ্যসি হে ব্রহ্মন্ রক্তং পিত্তঞ্চ মে স্থিতম্। সঞ্জাতং সিদ্ধিমাপন্নো রক্তং পিত্তং যতো মম ॥ ৪৮ ॥ এতস্মাৎকারণাদ্ধর্ষাদ্দ্বিজ নৃত্যং করোম্যহম্। এবমুক্তস্ততস্তেন দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৪৯ ॥ তর্জ্জন্যা তাড়য়ামাস স্বাঙ্গুষ্ঠং নৃপসত্তম। ততোহঙ্গুষ্ঠাদ্বিনিষ্ক্রান্তং ভস্ম বৈ বিসপাণ্ডুরম্ ॥ ৫০ ॥ ততো মঙ্কণকং প্রাহ পশ্য বিপ্র করান্মম। শুভ্রং ভস্ম বিনিষ্ক্রান্তং পশ্য মে দ্বিজ কৌতুকম্ ॥ ৫১ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। তদ্দৃষ্ট্বা বিস্মিতো বিপ্র জ্ঞাত্বা তং বৃষভধ্বজম্। জানুভ্যামবনিং গত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৫২ ॥ মঙ্কণক উবাচ। নূনং ভবান্মহাদেবঃ সাক্ষাদ্দৃষ্টঃ প্রসাদ মে। নিশ্চিতং ত্বং ময়া জ্ঞাত এতন্মে হৃদি বর্ত্ততে ॥ ৫৩ ॥ নান্যস্যায়ং প্রভাবশ্চ ত্বয়া যো মে প্রদর্শিতঃ। মাং সমুদ্ধর দেবেশ কৃপাং কৃত্বা মহেশ্বর ॥ ৫৪ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। সম্যগ্ জ্ঞাতোঽস্মি বিপ্রেন্দ্র ত্বয়াহং নাত্র সংশয়ঃ। বরং বরয় ভদ্রং তে নৃত্যাধিক্যং যতঃ কৃতম্ ॥ ৫৫ ॥ মঙ্কণক উবাচ। যেঽত্র স্নানং প্রকুর্ব্বন্তি সরস্বত্যাং সমাহিতাঃ। ত্বৎপ্রসাদাৎ ফলং তেষাং রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥ ৫৬ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। যেঽত্র স্নানং করিষ্যন্তি সরস্বত্যাং সমাহিতাঃ। তে যাস্যন্তি পরং স্থানং জরামরণবর্জ্জিতম্ ॥ ৫৭ ॥ অত্র গঙ্গাসরস্বত্যোঃ সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে। শ্রাদ্ধং কুর্য্যুর্দ্বিজশ্রেষ্ঠ তে যাস্যন্তি পরাং গতিম্ ॥ ৫৮ ॥ সুবর্ণং যেঽত্র দাস্যন্তি যথাশক্ত্যা দ্বিজোত্তমে। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তাস্তে যাস্যন্তি পরাং গতিম্ ॥ ৫৯ ॥ ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে রাজন্ দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অর্ব্বুদাচলে সর্ব্বতীর্থাগমনবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

মহেশ্বর! মঙ্কণক যাহাতে নৃত্য না করে, আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন! অনন্তর মহাদেব ব্রাহ্মণরূপে মঙ্কণকের নিকট আসিলেন, এবং বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি তপস্যা করিয়াছেন, অধুনা নৃত্য করিতেছেন কেন? মঙ্কণক কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি দেখিতে পাইতেছেন না যে, আমার পিত্ত রক্তবর্ণ হইয়াছে; সুতরাং নিশ্চয়ই আমি সিদ্ধি লাভ করিয়াছি। হে দ্বিজ! এই কারণেই হর্ষে আমি নৃত্য করিতেছি। দ্বিজবর এই কথা কহিলে দেবদেব মহেশ্বর তর্জ্জনী দ্বারা স্বীয় অঙ্গুষ্ঠ তাড়িত করিলেন। তাহাতে অঙ্গুষ্ঠ হইতে বিসবৎ পাণ্ডুরাভ ভস্ম বিনির্গত হইল। অনন্তর তিনি মঙ্কণককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বিপ্র! এই দেখ, আমার অঙ্গুষ্ঠ হইতে শুভ্র-ভস্ম বহির্গত হইল। দ্বিজ! এই কৌতুক ব্যাপার অবলোকন কর। পুলস্ত্য কহিলেন,—তাহা দেখিয়া মঙ্কণক বিপ্র বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে দেবদেব মহেশ্বর বলিয়া বিদিত হইয়া ভূতলে জানুযুগ্ম পাতিয়া বলিলেন,—দেব! দেখিতেছি আপনিই সাক্ষাৎ মহাদেব; আমি আপনায় নিশ্চিতরূপেই বুঝিয়াছি, অতএব মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন। দেব! আমি মনে মনে জানিয়াছি, আপনি যে প্রভাব আমায় দেখাইলেন, ইহা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। হে দেবেশ! হে মহেশ্বর! আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমায় উদ্ধার করুন। মহাদেব কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! তুমি আমায় সম্যক্ অবগত হইয়াছ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; তুমি অনেক নৃত্য করিয়াছ; তোমার মঙ্গল হৌক; এক্ষণে বর গ্রহণ কর। মঙ্কণ কহিলেন,—এই সরস্বতীতে সমাহিত হইয়া যাহারা স্নান করিবে, ভবৎপ্রসাদে তাহাদের যেন রাজসূয় ও অশ্বমেধফল লাভ হয়। মহাদেব কহিলেন,—যাহারা এই সরস্বতীতে সমাহিত হইয়া স্নান করিবে, তাহারা জরামরণরহিত পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। এখানে গঙ্গা ও সরস্বতীর লোকবিখ্যাত সঙ্গমস্থলে যাহারা শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাদের পরম গতি হইবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এখানে যাহারা শক্তি অনুসারে দ্বিজবরকে সুবর্ণ দান করিবে, তাহারা পাপমুক্ত হইয়া পরম গতি লাভ করিবে। হে রাজন্! দেবদেব মহেশ্বর এই কথা কহিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। ৪৬-৬০

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ দেবং কোটীশ্বরং পরম্। যং দৃষ্ট্বা মানবঃ সম্যক্ পরাং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১ ॥ শৃণু তত্রাভবৎ পূর্ব্বং যদাশ্চর্য্যং মহীপতে। দক্ষিণস্থা মুনিবরাঃ কোটি-সংখ্যাপ্রমাণতঃ ॥ ২ ॥ অন্যোহন্যং স্পর্দ্ধয়া সর্ব্বে হেলয়ার্ব্বুদমাগতাঃ। অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বং প্রপশ্যামা-চলেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥ আগামিষ্যতি যঃ পশ্চাদ্ব্রাহ্মণঃ শ্বা ভবিষ্যতি। পাপীয়ান ভক্তিরহিতঃ শ্রদ্ধাহীনো ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥ ইত্যেবং স্পর্দ্ধমানাস্তে হেলয়ার্ব্বুদ-মাগতাঃ। ততঃ সর্ব্বে যতাত্মানঃ সম্যগ্ব্রতপরায়ণাঃ ॥ ৫ ॥ শান্তাস্তপস্বিনঃ সর্ব্বে বেদবিদ্যাবিশারদাঃ। তেষামীহিতমাজ্ঞায় সম্যক্কামনিষূদনঃ ॥ ৬ ॥ কৃপয়া পরয়াবিষ্টো ভক্তিভাবান্মহেশ্বরঃ। কোটিং কৃত্বাত্ম-লিঙ্গানাং তস্মিন্ স্থানে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৭ ॥ একস্মিন্নেব কালে তু সর্ব্বৈর্দৃষ্টো মহেশ্বরঃ। মুনিভিশ্চ নৃপশ্রেষ্ঠ কোটিসংখ্যৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৮ ॥ অথ তে মুনয়ঃ সর্ব্বে সমং দৃষ্ট্বা মহেশ্বরম্। বিস্ময়োৎফুল্লনয়নাঃ সাধুসাধ্বিতি চাব্রুবন্ ॥ ৯ ॥ ভক্তিযুক্তা দ্বিজাঃ সর্ব্বেহস্তুবংস্তে বৈদিকৈঃ স্তবৈঃ। তেষাং তুষ্টস্তুতঃ শম্ভুর্ব্বাক্য-মেতদুবাচ হ ॥ ১০ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। তুষ্টোঽহং মুনয়ঃ সর্ব্বে শ্রদ্ধয়া পরয়া হি বঃ। বরং বৈ ব্রিয়তাং শীঘ্রং সর্ব্বৈশ্চৈব পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১১ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। এষ এব বরোঽস্মাকং সর্ব্বেষাং হৃদি বর্ত্তিতঃ। যুগপদ্দর্শনাদেব জায়তাং ফলমুত্তমম্ ॥ ১২ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। ন বৃথা দর্শনং মে স্যাদ্বিশেষাদ্-ব্রাহ্মণস্য চ। দর্শনং যে করিষ্যন্তি তেষাঞ্চ তীর্থজং ফলম্ ॥ ১৩ ॥ মুনয় ঊচুঃ। অবশ্যং যদি দাতব্যো বরোঽস্মাকং মহেশ্বর। একং কোটিময়ং লিঙ্গং ক্রিয়তাং বৃষভধ্বজ ॥ ১৪ ॥ যস্মিন্ দৃষ্টে ফলং নৄণাং জায়তে কোটিলিঙ্গজম্। এবমেষ বরো-ঽস্মাকং দীয়তাং বৃষভধ্বজ ॥ ১৫ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবং সম্প্রার্থ্যমানানাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্। নির্ভিদ্য পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং সহসা লিঙ্গ-মুদ্গতম্ ॥ ১৬ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু বাগুবাচা শরীরিণী। কৃপয়া পরয়া সর্ব্বাংস্তানৃষীন্ বসুধাধিপ ॥ ১৭ ॥ বাগুবাচ। কোটীশ্বরাখ্যং মে লিঙ্গং লোকে

একাদশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অতঃপর নর পরম দেব কোটীশ্বর নিকটে গমন করিবে,—যাঁহাকে দেখিলে মানব সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মহীপতে! তথায় পূর্ব্বে যে আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল শ্রবণ করুন। একদা দক্ষিণদেশীয় কোটি সংখ্যক, শ্রেষ্ঠ মুনি পরস্পর স্পর্দ্ধাসহকারে 'অহমহমিকা পূর্ব্বক অর্ব্বুদাচলে আগমন করিলেন। সকলেই বলিলেন, আমি পূর্ব্বে গিয়া অচলেশ্বরকে দর্শন করিব। যে বিপ্র পরে আসিবেন, তাঁহাকে কুক্কুর হইতে হইবে এবং তিনি পাপিষ্ঠ, ভক্তি-বর্জ্জিত, ও শ্রদ্ধাহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন। এইরূপে স্পর্দ্ধা করিয়া তাঁহারা হেলায় সকলেই অর্ব্বুদাচলে যাত্রা করিলেন ঐ মুনিগণ সকলেই যতাত্মা, সম্যক্ ব্রতাচারী, শান্ত, তপস্বী, ও বেদ-বিদ্যাবিশারদ। ভগবান্ কামারি তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া পরম কৃপাবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদের ভক্তি-নিষ্ঠা হেতু আত্মলিঙ্গ কোটি-সংখ্যায় বিভক্ত করিয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। এদিকে সেই কোটিসংখ্যক ঋষি যুগপৎ আসিয়া মহেশ্বরকে দর্শন করিলেন। অনন্তর সেই সকল মুনি এককালে মহেশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রে বারম্বার সাধু সাধু বাক্য উচ্চারণ করিলেন। অতঃ-পর দ্বিজগণ ভক্তিযুক্ত হইয়া বৈদিক স্তব দ্বারা সকলেই তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া মহাদেব বলিলেন —হে মুনিগণ! আমি তোমাদের শ্রদ্ধায় তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা সকলে পৃথক্ পৃথক্ বর গ্রহণ কর ১—১১। ঋষিগণ বলিলেন,—ইহাই আমাদের বর যে, আমরা সকলেই যুগপৎ আপনাকে দর্শন করিলাম। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—আমার দর্শন ব্যর্থ হইবার নহে; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের। যাহারা আমায় দর্শন করে, তাহাদের তীর্থজ ফল লাভ হইয়া থাকে। মুনিগণ কহিলেন,—মহেশ্বর! যদি আমাদিগকে অবশ্যই বর দান করেন, তবে একটী লিঙ্গকেই কোটিলিঙ্গময় করুন। সেই লিঙ্গ দর্শ-নেই নরগণের যেন কোটিলিঙ্গদর্শনজন্য ফল হয়। বৃষধ্বজ! আমাদিগকে এইরূপই বর প্রদান করুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—ভাবিতাত্মা মুনিগণ! এইরূপ প্রার্থনা করিলে গিরিশ্রেষ্ঠ ভেদ করিয়া এক লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ সময় এক অশরীরিণী বাণী পরম কৃপা সহকারে সমস্ত মুনিকে সম্বোধন করিয়া

খ্যাতিং গমিষ্যতি। মাঘকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যশ্চৈনং পূজয়িষ্যতি ॥ ১৮ ॥ সর্ব্বং কোটিগুণং তস্য ফলং বিপ্রা ভবিষ্যতি। দাক্ষিণাত্যো নরো যস্তু শ্রাদ্ধমত্র করিষ্যতি ॥ ১৯ ॥ ফলং কোটিগুণং তস্য গয়াশ্রাদ্ধসমং ভবেৎ। তস্মাদ্বিশেষতঃ পূজ্যং মম লিঙ্গং চ মানবৈঃ ॥ ২০ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্তা তু সা বাণী বিররাম মহীপতে। ততস্তে মুনয়ঃ সর্ব্বে গন্ধধূপানুলেপনৈঃ ॥ ২১ ॥ তল্লিঙ্গং পূজয়ামাসুঃ শ্রদ্ধয়া পরয়া নৃপ। পূজয়িত্বা গতাঃ সিদ্ধিং সর্ব্বে লিঙ্গপ্রসাদতঃ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কোটীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ রূপতীর্থমনুত্তমম্। সর্ব্বপাপহরং নৃণাং রূপসৌভাগ্যদায়কম্ ॥ ১ ॥ তত্র পূর্ব্বং বপুর্নাম্না লোকে খ্যাতা বরাপ্সরাঃ। সিদ্ধিং গতা মহারাজ যথা পূর্ব্বং নিগদ্যতে ॥ ২ ॥ পুরাসীৎ কাচিদাভীরী বিরূপা বিকৃতাননা। লম্বোদরী চ কুগ্রীবা স্থূলদন্তশিরোরুহা ॥ ৩ ॥ একদা ফলমাদাতুং ভ্রমমাণাঽর্ব্বুদাচলে। মাঘশুক্লতৃতীয়ায়াং পতিতা গিরিনির্ঝরে ॥ ৪ ॥ দিব্যমাল্যাম্বরধরা দিব্যৈরঙ্গৈঃ সমন্বিতা। পদ্মনেত্রা সুকেশান্তা সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা ॥ ৫ ॥ সা সঞ্জাতা মহারাজ তীর্থস্যাস্য প্রভাবতঃ। এতস্মিন্নেব কালে তু শক্রস্তত্র সমাগতঃ ॥ ৬ ॥ ক্রীড়ার্থং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে তাং দদর্শ শুভেক্ষণাম্। ততঃ কামশরৈর্বিদ্ধস্তামুবাচ সুমধ্যমাম্ ॥ ৭ ॥ ইন্দ্র উবাচ। কা ত্বং বদ বরারোহে কিমর্থং ত্বমিহাগতা। দেবী বা নাগকন্যা বা সিদ্ধা বিদ্যাধরী তু বা ॥ ৮ ॥ মনো মেঽপহৃতং শুভ্রে ত্বয়া চ পদ্মনেত্রয়া। শক্রোঽহং সর্ব্বদেবেশো ভজ মাং চারুহাসিনি ॥ ৯ ॥ নার্য্যুবাচ। আভীরী ত্রিদশাধীশ তথাহং বহুভর্ত্তৃকা। ফলার্থং তু সমায়াতা পতিতা গিরিনির্ঝরে ॥ ১০ ॥ স্নাত্বা রূপমিদং প্রাপ্তা সুরূপং চ শুভং ময়া। দুর্লভস্ত্বং হি দেবানাং কিং পুনর্ম্মর্ত্ত্যজন্মনাম্ ॥ ১১ ॥ বশগাস্তে সুরাঃ সর্ব্বে ময়ি

কহিলেন,—আমার এই কোটীশ্বরাখ্য লিঙ্গ জগতে বিখ্যাত হইবে। মাঘ মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে ইহার পূজা করিলে নর কোটিগুণ ফল প্রাপ্ত হইবে। যে কোন দাক্ষিণাত্য নর অত্র স্থানে শ্রাদ্ধ করিবে, তাহার গয়াশ্রাদ্ধসম কোটিগুণ ফল হইবে। অতএব মানবগণ আমার এই লিঙ্গ বিশেষরূপে পূজা করিবে। পুলস্ত্য কহিলেন,—মহারাজ! এই কথা কহিয়া সেই বাণী বিরত হইল। অনন্তর মুনিগণ পরম শ্রদ্ধা সহকারে গন্ধ, মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা সেই লিঙ্গের পূজা করিলেন। পূজান্তে তাঁহারা লিঙ্গ-প্রসাদে সকলেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন। ১২—২২

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অনন্তর অনুত্তম রূপতীর্থে যাইবে। ঐ তীর্থ নরগণের পাপহর এবং রূপ-সৌভাগ্য-দায়ক। পূর্ব্বে ঐ স্থানে বপুনাম্নী বিখ্যাত বরাপ্সরা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মহারাজ! এ সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বলিতেছি। পূর্ব্বকালে বিরূপা, বিকৃতাননা, লম্বোদরী, কুগ্রীবা, ও স্থূলদশনশিরোরুহা কোন এক আভীরী ছিল। একদা ঐ আভীরী ফলাহরণার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে অর্ব্বুদাচলে গমন করিল। ঐ দিন মাঘমাসের শুক্লতৃতীয়া তিথি। আভীরী চলিতে চলিতে তথাকার গিরিনির্ঝরে পতিত হইল। অমনি তীর্থ-প্রভাবে তাহার অপূর্ব্ব রূপ হইল। মহারাজ! ঐ আভীরী দিব্য-মাল্যাম্বরধারিণী, দিব্যাঙ্গরাগ-শালিনী, পদ্মনেত্রা, সুকেশান্তা, ও সর্ব্ব সুলক্ষণে লক্ষিতা হইল। ইত্যবসরে দেবরাজ ইন্দ্র ঐ পর্ব্বতবরে ক্রীড়ার্থ আগমন করিলেন এবং সেই সুলোচনাকে দেখিয়া তিনি কামশরে বিদ্ধ হইয়া বলিলেন,—অয়ি বরারোহে! বল—কে তুমি, কেন হেথায় আসিয়াছ? তুমি কি দেবী, দানবী, নাগনন্দিনী, সিদ্ধাঙ্গনা বা বিদ্যাধরী? অয়ি শুভ্রে! পদ্মপলাশাক্ষি! তুমি আমার মন হরণ করিয়াছ। চারুহাসিনি! সর্ব্বদেবাধিপতি ইন্দ্র আমি; আমায় আসিয়া ভজনা কর। ১—৯। নারী কহিল,—হে ত্রিদশাধিপ! আভীরী আমি; আমার বহু ভর্ত্তা, ফলাহরণার্থ এখানে আসিয়া এই গিরিনির্ঝরে আমি নিপতিত হইয়াছি। এখানে স্নান করিবার পরই আমার এই শুভ সুরূপপ্রাপ্তি হইয়াছে। তুমি দেব!—দেবগণেরও দুর্লভ; মর্ত্ত্যবাসীদিগের আর কথা কি? সমস্ত

কিং ক্রিয়তে স্পৃহা। ভজ মাং ত্রিদশাধীশ যথাকামং সুরাধিপ ॥ ১২ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্তস্তয়া শক্রঃ কাময়ামাস তাং তদা। নিবৃত্তমদনো ভূত্বা তামুবাচ সুমধ্যমাম্ ॥ ১৩ ॥ ইন্দ্র উবাচ। বরং বরয় কল্যাণি যত্তে মনসি বর্ত্ততে। বিনয়াত্তব তুষ্টোঽহং দাস্যামি বরমুত্তমম্ ॥ ১৪ ॥ নার্য্যুবাচ। মাঘশুক্লতৃতীয়ায়াং নরো বা বনিতা তথা। স্নানং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা প্রীতাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ১৫ ॥ সুরূপং জায়তাং তেষাং দুর্ল্লভং ত্রিদশৈরপি। মাং নয় ত্বং সহস্রাক্ষ সুরাবাসং সুরাধিপ ॥ ১৬ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবমস্ত্বিতি তামুক্ত্বা গৃহীত্বা তাং সুরাধিপঃ। বিমানে চ তয়া সার্দ্ধং জগাম ত্রিদিবং প্রতি ॥ ১৭ ॥ বপুঃ প্রাপ্তং তয়া যস্মাত্তস্মাৎ পার্থিবসত্তম। নাম্না বপুরিতি খ্যাতা সা বভূব বরাপ্সরাঃ ॥ ১৮ ॥ মাঘশুক্লতৃতীয়ায়াং দেবাস্তস্মিন্ জলাশয়ে। স্নানং সর্ব্বে প্রকুর্ব্বন্তি প্রভাতে ভক্তিসংযুতাঃ ॥ ১৯ ॥ তত্রাস্য দেবকন্যাশ্চ সিদ্ধযক্ষাঙ্গনাস্তথা। যস্তত্র কুরুতে স্নানং তস্মিন্ কালে নরাধিপ ॥ ২০ ॥ রূপঞ্চ লভতে তাদৃগযাদৃগ্লব্ধং তয়া পুরা। সর্ব্বে তত্র ভবিষ্যন্তি সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ ॥ ২১ ॥ তস্যৈব পূর্ব্বদিগ্ভাগে বিলমস্তি সুশোভনম্। যত্রাগত্য প্রকুর্ব্বন্তি স্নানং পাতালকন্যকাঃ ॥ ২২ ॥ তত্র স্নাত্বা গৃহীত্বাপো বিলে তস্মিন ব্রজন্তি তাঃ। তত্র বৈনায়কে পীঠে মহৎ পাষাণজং জলম্ ॥ ২৩ ॥ তেনোদকেন সংযুক্তঃ সিদ্ধো ভবতি মানবঃ। গৃহীত্বা তজ্জলং যস্তু যত্র যত্রাভিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥ স্বর্গে বা ভূতলে বাপি ন কেনাপি প্রধৃষ্যতে। তত্রাস্তি বিবরদ্বারে তিলকো নাম পাদপঃ ॥ ২৫ ॥ তস্য পুষ্পৈঃ ফলৈশ্চৈব সর্ব্বং কার্য্যং প্রসিদ্ধ্যতি। ভক্ষণাদ্ধারণাদ্বাপি সিদ্ধো ভবতি মানবঃ ॥ ২৬ ॥ তস্মিন্ বিলে তু পাষাণাঃ সমন্তাচ্ছঙ্খসন্নিভাঃ। তৈনোদকেন স্পৃষ্টা ভবন্তি চ হিরণ্ময়াঃ ॥ ২৭ ॥ বন্ধ্যা নারী জলং তত্র যা পিবেত্তিলকান্বিতম্। অপি বর্ষশতাব্দা চ সদ্যো গর্ভবতী ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ ব্যাধিগ্রস্তোঽপি যো মর্ত্ত্যঃ স্নানং তত্র সমাচরেৎ। নীরোগো জায়তে সদ্যো গ্রহগ্রস্তো বিমুচ্যতে ॥ ২৯ ॥

সুরসমাজ আপনার বশীভূত; আমা হেন ললনায় আপনার আবার স্পৃহা কি? যাহা হৌক, সুরাধীশ! আপনি আমায় যথেষ্ট ভজনা করুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—আভীরী এই কথা কহিলে ইন্দ্র তাহার সহিত রমণ করিলেন। কামক্রিয়ার অবসানে ইন্দ্র সেই সুমধ্যমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—অয়ি কল্যাণি! তুমি মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। তোমার বিনয়ে আমি তুষ্ট হইয়াছি; অতএব আমি তোমায় উত্তম বর প্রদান করিব। নারী কহিল,—যে নর বা নারী মাঘমাসের শুক্লতৃতীয়ায় অত্রত্য তীর্থে স্নান করিবে, তাহাদের প্রতি সর্ব্ব দেবতা প্রসন্ন হইবেন; অপিচ তাহাদের দেবদুর্ল্লভ রূপ হইবে। হে সুরাধিপ! আপনি আমায় সুরাবাসে লইয়া চলুন। পুলস্ত্য বলিলেন,—'এবমস্তু' বলিয়া সুরাধিপ সেই অভীরীকে বিমানে আরোহণ করাইয়া তাহার সহিত ত্রিদিবধাবে গমন করিলেন। হে পার্থিবসত্তম! আভীরী উত্তম বপু লাভ করিল বলিয়া বপুনাম্নী বরাপ্সরা রূপে খ্যাতি লাভ করিল। দেবগণ মাঘ মাসের শুক্লতৃতীয়া তিথিতে প্রাতঃকালে ভক্তিসংযুক্ত হইয়া তত্রত্য জলাশয়ে স্নান করিয়া থাকেন। দেবকন্যা এবং সিদ্ধ ও যক্ষাঙ্গনারাও যদি উক্ত সময়ে এখানে স্নান করে, তাহা হইলে ঐ অভীরীর ন্যায় ইহারাও রূপলাভ করিয়া থাকে। সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও উরগগণ ঐ স্থানে রূপসম্পন্ন হইতে পারেন। উহারই পূর্ব্বদিকে এক সুশোভন বিল আছে। পাতালকন্যাগণ ঐ স্থানে আসিয়া স্নান করিয়া থাকেন। তাঁহারা ঐখানে স্নানান্তে জল গ্রহণ করিয়া সেই বিলেই পুনরায় প্রয়াণ করেন। তত্রত্য বৈনায়ক পীঠে মহাপাষাণের নিম্ন দিয়া যে জল প্রস্রুত হয়, তাহা স্পর্শ করিলে মানব সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ জল গ্রহণ করিয়া মানব স্বর্গে বা ভূতলে যে যে স্থানেই গমন করুক, কেহই তাহার অনিষ্ট করিতে পারে না। তত্রত্য বিবরদ্বারে তিলক নামে এক পাদপ আছে। তাহার পুষ্প ফল দ্বারা সর্ব্ব কার্য্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। উহা ভক্ষণে কিম্বা ধারণে মানব সিদ্ধ হয়। ঐ বিলপথের চতুর্দ্দিকে শঙ্খসন্নিভ পাষাণরাজি বিরাজমান। পূর্ব্বোক্ত মহাপাষাণের জলে যখন সংস্পৃষ্ট হয়, তখন উহারা হিরণ্ময় হইয়া থাকে।১০—২৭। যে কোন বন্ধ্যানারী তত্রত্য তিলকান্বিতজল পান করিলে শতবর্ষবয়স্ক হইলেও সদ্য গর্ভবতী হইয়া থাকে। ব্যাধিগ্রস্ত বা গ্রহগ্রস্ত মানব তথায় স্নান করিলে সদ্য নীরোগ ও গ্রহবিমুক্ত হইয়া থাকে। সেই উদকস্পর্শে

ভূতপ্রেতপিশাচানাং দোষঃ সদ্যঃ প্রণশ্যতি। তেনোদকেন সংস্পৃষ্টে সর্ব্বং নশ্যতি দুষ্কৃতম্॥ ৩০॥ অপি কীটপতঙ্গা যে পিশাচাঃ পক্ষিণো মৃগাঃ। তেনোদকেন যে স্পৃষ্টাঃ সদ্যো যাস্যন্তি সদ্গতিম্॥ ৩১॥ যযাতিরুবাচ। অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন মাহাত্ম্যং ভবতা মম। কথিতং রূপতীর্থস্য ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥ ৩২॥ কিমত্র কারণং ব্রহ্মন্ সর্ব্বেভ্যোঽপ্যধিকং স্মৃতম্। সর্ব্বং বিস্তরশো ব্রূহি পরং কৌতূহলং হি মে॥ ৩৩॥ পুলস্ত্য উবাচ। তত্র পূর্ব্বং তপস্তপ্তমদিত্যা নৃপসত্তম। ইন্দ্রে রাজ্যপরিভ্রষ্টে বলৌ ত্রৈলোক্যনায়কে। অবতীর্ণশ্চতুর্ব্বাহুরদিত্যাং নৃপসত্তম॥ ৩৪॥ তস্মিন্ জাতে মহাবিষ্ণাবদিত্যা চাসুরান্তকে। গুপ্তয়া বিবরদ্বারে ভয়াদ্দানবসম্ভবাৎ॥ ৩৫॥ জাতমাত্রো হরিস্তস্মিংস্থাপিতো নির্ঝরে ভয়া। তস্মাৎ পবিত্রতাং প্রাপ্তং তীর্থং নৃণামভীষ্টদম্॥ ৩৬॥ ন চান্যৎ কারণং রাজন সত্যমেতন্ময়োদিতম্। মাঘশুক্লতৃতীয়ায়াং তত্র জাতস্ত্রিবিক্রমঃ॥ ৩৭॥ তিলকঃ সর্ব্ববৃক্ষাগ্র্যঃ পুত্রবৎ পরিপালিতঃ। আদিত্যা সেবিতো নিত্যং স্বহস্তেন জলৈঃ শুভৈঃ॥ ৩৮॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন স্নানং তত্র সমাচরেৎ। সর্ব্বকামপ্রদং নৃণামিহ লোকে পরত্র চ॥ ৩৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রূপতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। অম্বরীষস্য রাজর্ষেরৈশান্যাং পাপনাশনম্॥ ১॥ যত্র স্বয়ং হৃষীকেশঃ কালে চ কলিসংজ্ঞকে। তস্য বাক্যাদৃতস্তীর্থে স্বয়ং হি পরিতিষ্ঠতি॥ ২॥ পুরাসীৎ পৃথিবীপালো হ্যম্বরীষো যুগে কৃতে। হরিমারাধয়ামাস তপস্তেপে সুদুষ্করম্॥ ৩॥ তস্মিংস্তীর্থে স রাজেন্দ্রো মিতভক্ষো জিতেন্দ্রিয়ঃ। সহস্রমেকং বর্ষাণাং তত আসীৎ ফলাশনঃ॥ ৪॥ সহস্রে দ্বে ততো রাজঞ্জীর্ণপর্ণাশনোঽভবৎ। সহস্রে দ্বে ততো ভূয়ো জলাহারো বভূব হ॥ ৫॥ সহস্রত্রিতয়ং রাজন বায়ুভক্ষো বভূব হ। চিন্তয়ন্ পুণ্ডরীকাক্ষং মানসে শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ ৬॥ দশ বর্ষ-

ভূত প্রেত ও পিশাচাদিজনিত দোষ, এমন কি সর্ব্ব দুষ্কৃতই বিনষ্ট হয়। কীট, পতঙ্গ, পিশাচ, পক্ষী বা মৃগগণও সেই উদকস্পর্শে সদ্যঃ সদ্গতি লাভ করে। যযাতি কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি রূপতীর্থের এ বড় অদ্ভুত মাহাত্ম্য কথাই আমার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। এরূপ তো কখন হয় নাই এবং হইবেও না। এই তীর্থের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে কারণ কি?—বিস্তৃতরূপে বলুন, আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! পূর্ব্বে ঐস্থানে অদিতি তপস্যা করিয়াছিলেন। দৈত্যরাজ বলি যখন ত্রৈলোক্যের অধিনায়ক এবং ইন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট হন, তখন বিষ্ণু অদিতির গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অসুরান্তকারী মহাবিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিলে অদিতি দানবভয়ে গোপনে ঐ বিবরদ্বারে গিয়া তত্রত্য নির্ঝরে হরিকে স্থাপন করেন। সেই জন্য ঐ তীর্থ পবিত্র ও নরগণের অভীষ্টপ্রদ হইয়াছে। রাজন্। এ সম্বন্ধে আর কারণান্তর নাই। ইহা আমি সত্যই বলিলাম। মাঘমাসের শুক্লতৃতীয়াদিনে ত্রিবিক্রম তথায় জন্ম গ্রহণ করেন। অদিতি নিখিল তরুশ্রেষ্ঠ তিলকতরুকে পুত্রের ন্যায় পালন এবং নিত্য স্বহস্তে শুভ সলিল দ্বারা সেচন করিতেন। এই আমি আপনার নিকট সমস্ত তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম! অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে তথায় গিয়া স্নান করা কর্ত্তব্য। তাহাতে নরগণের ইহ-পরকালে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ২৮—৩৯।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অতঃপর ঈশানদিকে রাজর্ষি অম্বরীষের ত্রিলোকবিখ্যাত পাপহর তীর্থে গমন করিবে। স্বয়ং হৃষীকেশ অম্বরীষের বাক্যে আকৃষ্ট হইয়া কলিকালে ঐ তীর্থে অবস্থান করেন। কৃতযুগে অম্বরীষ নামে এক পৃথ্বীপাল ছিলেন। তিনি হরির আরাধনায় দুষ্কর তপস্যা করেন। সেই রাজেন্দ্র মিতাহার, জিতেন্দ্রিয়, ও ফলাশী হইয়া এক সহস্র বর্ষ ঐ তীর্থে তপস্যা করিয়াছিলেন। হে রাজন্! তিনি শীর্ণপর্ণাশনে দুই সহস্র, জলাহারে দুই সহস্র এবং বায়ু ভোজনে তিন সহস্র বর্ষ যাপন করেন। হৃষীকেশে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি মনে মনে কেবল

নৃপসত্তম। তুতোষ ভগবান্ বিষ্ণুস্তস্যাসৌ দর্শনং দদৌ ॥ ৭ ॥ কৃত্বা দেবপতে রূপমারুহৈরাবতং গজম্। অব্রবীদ্বরদোঽস্মীতি অম্বরীষং নরাধিপম্ ॥ ৮ ॥ ইন্দ্র উবাচ। বরং বরয় ভদ্রং রাজন্ যন্মনসীপ্সিতম্। ত্বাং দৃষ্ট্বা ভক্তিসংযুক্তম্ কোঽহসম্ শয়ম্ ॥ ৯ ॥ অম্বরীষ উবাচ। মুক্তিং দাতুমশক্তোঽসি ত্বঞ্চ বৃত্রনিষূদন। তব প্রসাদাদ্দে । ত্রৈলোক্যং মম বর্ত্ততে। স্বাগতং গচ্ছ দেবেশ ন বরো রোচতে মম ॥ ১০ ॥ সর্ব্বথা দাস্যতে মহ্যং বরং তুষ্টশ্চতুর্ভুজঃ। তদাহং প্রতিগৃহ্লামি গচ্ছ দেব নমোঽস্তু তে ॥ ১১ ॥ ইন্দ্র উবাচ। বরং বরয় রাজর্ষে যত্তে মনসি বর্ত্ততে। ব্রহ্মাবিষ্ণুত্রিনেত্রাণামহমীশো নৃপোত্তম ॥ ১২ ॥ অন্যেষাং চৈব দেবানাং ত্রৈলোক্যস্যাপ্যহং বিভুঃ। বরং বরয় তস্মাত্ত্বং প্রসাদান্মে সুদুর্লভম্ ॥ ১৩ ॥ প্রসন্নে ময়ি রাজেন্দ্র প্রসন্নাঃ সর্ব্বদেবতাঃ। কুরু মে বচনং রাজন্ গৃহ্যতাং বরমুত্তমম্ ॥ ১৪ ॥ অম্বরীষ উবাচ। রাজা ত্বং সর্ব্বদেবানাং ত্রৈলোক্যস্য তথেশ্বরঃ। সপ্তদ্বীপবতীরাজা অহং বৃত্রনিষূদন ॥ ১৫ ॥ হৃষীকেশস্য সম্ভক্তং বিদ্ধি মাং তাত নিশ্চয়ম্। আগতশ্চ হৃষীকেশো বরং দাস্যত্যসংশয়ম্ ॥ ১৬ ॥ ইন্দ্র উবাচ। দদতো মম ভূপাল ন গৃহ্লাসি বরং যদি। বজ্রং ত্বাং প্রেরয়িষ্যামি বধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ১৭ ॥ এবমুক্ত্বা সহস্রাক্ষঃ সৃক্কণী পরিলেলিহন্। কুলিশং ভ্রাময়ামাস গৃহীত্বা দক্ষিণে করে ॥ ১৮ ॥ তস্মিন্নেবং ভ্রাম্যমাণস্য মহোৎপাতা বভূবিরে। ততঃ পর্ব্বতশৃঙ্গাণি বিশীর্ণানি সমন্ততঃ ॥ ১৯ ॥ আবৃতং গগনং মেঘৈর্বিধুন্বানৈর্মহীং তদা। ন কিঞ্চিদ্দৃশ্যতে তত্র সর্ব্বং সন্তমসাবৃতম্ ॥ ২০ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু স রাজা হরিবৎসলঃ। নিমীল্য লোচনে স্বীয়ে সমাবিষ্টো বভূব হ ॥ ২১ ॥ ততস্তুষ্টো জগন্নাথঃ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষতাং গতঃ। ঐরাবতঃ স গরুড়স্তৎক্ষণাৎ সমজায়ত ॥ ২২ ॥ তমুবাচ হৃষীকেশো মেঘগম্ভীরয়া গিরা। ধ্যানস্থিতং নৃপশ্রেষ্ঠং শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ২৩ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। পরি-

---

পুণ্ডরীকাক্ষকেই চিন্তা করিলেন। অনন্তর দশ সহস্র বৎসর অতীত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রের রূপ ধারণ ও ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক সেই রাজার সাক্ষাতে আবির্ভূত হইলেন। এবং বলিলেন,—আমি তোমায় বর দান করিতে আসিয়াছি। রাজন্! তোমার মঙ্গল হৌক। তুমি অভীষ্ট বর গ্রহণ কর। তোমাকে ভক্তিসংযুক্ত দেখিয়াই আমি আগমন করিয়াছি। অম্বরীষ কহিলেন,—হে বৃত্রবিনাশন, দেবেশ! আপনি মুক্তি দানে সক্ষম নহেন। আপনার প্রসাদে এই ত্রৈলোক্যও আমার আয়ত্তই আছে। অতএব আপনার 'স্বাগত' হইয়াছে, এক্ষণে গমন করুন। আপনার নিকট বর গ্রহণ আমার অভিপ্রেত নহে। চতুর্ভুজ বিষ্ণুই তুষ্ট হইয়া আমায় ইষ্ট বর দান করিবেন। তখন আমি বর গ্রহণ করিব। দেব! তোমায় নমস্কার করি। তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। ইন্দ্র কহিলেন,—নৃপবর! তোমার ইষ্ট বর আমারই নিকট প্রার্থনা কর। ব্রহ্মা—বিষ্ণু—মহেশ, অন্যান্য দেবগণ, এমন কি এই ত্রৈলোক্যেরই আমি প্রভু। অতএব আমার প্রসাদে তুমি সুদুর্লভ বর গ্রহণ কর। রাজেন্দ্র! আমি প্রসন্ন হইলে সর্ব্বদেবই প্রসন্ন হইবেন। অতএব রাজন্! আমার বাক্য পালন কর; বর গ্রহণ কর। ১—১৪। অম্বরীষ কহিলেন,—আপনি সর্ব্বদেবের রাজা এবং এই ত্রৈলোক্যেরও অধীশ্বর। আর আমিও সপ্ত দ্বীপবতী বসুমতীর অধীশ্বর। এক্ষণে আমাকে হৃষীকেশের ভক্ত বলিয়াই জানিবেন। হৃষীকেশ আসিবেন; তিনিই নিশ্চয় আমায় বর দান করিবেন। ইন্দ্র কহিলেন,—ভূপাল! আমি বর দিতে প্রস্তুত থাকিলেও তুমি যখন বর গ্রহণ করিতেছ না, তখন নিশ্চয় জানিবে, তোমার বধের জন্য আমি বজ্র প্রেরণ করিব। সহস্রাক্ষ এই কথা কহিয়া সৃক্কণীদ্বয় পরিলেহন করিতে করিতে দক্ষিণকরে বজ্র লইয়া তাহা ঘুরাইতে লাগিলেন। বজ্র ঘূর্ণিত হইতে থাকিলে তখন মহোৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হইল। পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল বিশীর্ণ হইয়া গেল। বসুধাবিকম্পী মেঘ সকল গগনতল আবৃত করিল। তথায় আর কিছুই দৃষ্ট হইল না, সকল তমসাচ্ছন্ন হইয়া গেল। এই সময় বিষ্ণুবৎসল রাজা স্বীয় নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া সমাধিস্থ হইলেন। তখন ভগবান্ জগন্নাথ তুষ্ট হইয়া তাঁহার সাক্ষাতে স্বীয় মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। ঐরাবত গজ তৎক্ষণাৎ গরুড়রূপে পরিণত হইল! তখন শঙ্খ-চক্র-গদাধর হৃষীকেশ মেঘগম্ভীর বাক্যে সেই ধ্যানস্থ নৃপশ্রেষ্ঠকে

তুষ্টোঽস্মি তে বৎসানন্তভক্ত জনেশ্বর। বরং বরয় ভদ্রং তে যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্॥ ২৪॥ অম্বরীষ উবাচ। যদি প্রসন্নো ভগবন্ যদি দেয়ো বরো মম। সংসারাব্ধেস্তারণায় বরদো ভব মে হরে॥ ২৫॥ পুলস্ত্য উবাচ। অথাহ ভগবান বিষ্ণুরম্বরীষং জনাধিপম্। জ্ঞানযোগং সুবিস্তীর্ণং সংসারক্ষয়কারণম্॥ ২৬॥ যস্মিন্ জ্ঞাতে নরঃ সদ্যঃ সংসারান্মুচ্যতে নৃপ। শ্রুত্বা স নৃপতিঃ সম্যক্ প্রণম্যোবাচ কেশবম্॥ ২৭॥ অম্বরীষ উবাচ ভগবন যস্ত্বয়া প্রোক্তো যোগোঽয়ং মম বিস্তরাৎ। দুর্জ্ঞেয়ঃ স নৃণাং দেব বিশেষাচ্চ কলৌ যুগে॥ ২৮॥ অপি চেৎ সুপ্রসন্নোঽসি ক্রিয়াযোগং ব্রবীহি মে। লোকানাং তারণার্থায় শঙ্খচক্রগদাধর॥ ২৯॥ পুলস্ত্য উবাচ। ততস্তস্মৈ নরেন্দ্রায় ক্রিয়াযোগং জনার্দ্দনঃ। যথাযোগ্যং নৃপশ্রেষ্ঠ কথয়ামাস কেশবঃ॥৩০॥ তং শ্রুত্বা তুষ্টহৃদয়োঽম্বরীষো বাক্যম ব্রবীৎ॥ ৩১॥ অম্বরীষ উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি ভগবন্ রূপেণানেন মাধব। মমাশ্রমে ত্বং দেবেশ সদা সন্নিহিতো ভব॥ ৩২॥ যতস্ত্বৎপ্রতিমামে-কামর্চ্চয়ামি বিধানতঃ। পূজয়িষ্যন্তি লোকাশ্চাৎ শঙ্খচক্রগদাধরম্॥ ৩৩॥ পুলস্ত্য উবাচ। তথেত্যুক্তো মাধবেনাসৌ চকার হরিমন্দিরম্। প্রতিমাং পূজয়ামাস গন্ধপুষ্পানুলেপনৈঃ॥ ৩৪। ততঃ কালেন মহতা ভগবান বিষ্ণুমন্দিরে। তেনৈব বপুষা প্রাপ্তঃ সপুত্রঃ সহবান্ধবঃ॥ ৩৫॥ অদ্যাপি ভগবান্ বিষ্ণুঃ সত্যবাক্যেন ভূপতেঃ। সদা সন্নিহিতো বিষ্ণু-স্তস্মিন্নবসরে কলৌ॥ ৩৬॥ তদারভ্য মহারাজ ক্রিয়াযোগো ধরাতলে। প্রবৃত্তঃ প্রতিমাকারঃ কালে চ কলিসংজ্ঞকে॥ ৩৭॥ যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা হৃষীকেশং নৃপার্ব্বুদে। স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং প্রসাদাচ্চ হরের্নৃপ॥ ৩৮॥ একাদশ্যাং মহারাজ জাগরং যঃ সদা নৃপ করিষ্যতি নিরাহারো হৃষী-কেশাগ্রতঃ স্থিতঃ স যাস্যতি পরং স্থানং দুর্লভং ত্রিদশৈরপি॥ ৩৯॥ যৎ পুণ্যং কপিলাদানে কার্ত্তিক্যাং জ্যেষ্ঠপুষ্করে। তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো হৃষীকেশস্য দর্শনাৎ॥ ৪০॥ শুক্লে বা যদি বা কৃষ্ণে সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে। যঃ পশ্যতি হৃষীকেশমশ্বমেধফলং লভেৎ॥ ৪১॥ তস্মাৎ

বলিলেন,—হে বৎস! অনন্যভক্ত জনাধিপতে! তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, অতি দুর্লভ হইলেও তুমি সেই বর আমার নিকট প্রার্থনা করিয়া লও; তোমার মঙ্গল হৌক। অম্বরীষ কহিলেন,—ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আমাকে বর দান করা যদি আপনার অভিমত হয়, তবে হে হরে! সংসারসাগরের পরপারে পৌঁছিবার জন্য আমার প্রতি বরপ্রদ হৌন। পুলস্ত্য কহিলেন—অনন্তর ভগবান বিষ্ণু রাজর্ষি অম্বরীষকে সংসারক্ষয়কর সুবিস্তৃত জ্ঞানযোগ উপদেশ দিলেন। হে নৃপ! নর উহা অবগত হইলে সদ্যই সংসারমুক্ত হইয়া থাকে। নরপতি অম্বরীষ উহা শ্রবণ করিয়া সম্যক্ প্রণামান্তে কেশবকে কহিলেন,—ভগবন্! আপনি এই যে, বিস্তৃতরূপে যোগ ব্যাখ্যা করিলেন, উহা নরগণের বিশেষতঃ কলিকালের লোকের দুর্জ্ঞেয়। যদি আপনি সুপ্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে হে শঙ্খচক্র-গদাধর! লোকহিতার্থে কিঞ্চিৎ ক্রিয়াযোগ আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন, নৃপবর! অতঃপর কেশব সেই নরেন্দ্রের নিকট যথাযোগ্য ক্রিয়াযোগ প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তচ্ছ্রবণে অম্বরীষ হৃষ্টহৃদয় হইয়া বলিলেন,—ভগবন! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আপনার এইরূপে আপনি আমার আশ্রমে সদা সন্নিহিত হউন। কেননা, আমি বিধিপূর্ব্বক আপনার এক প্রতিমার অর্চ্চনা করিব। তাহার দৃষ্টান্তে লোক সকল আপনাকে শঙ্খ-চক্র-গদাধররূপে পূজা করিবে। ১৫—৩৩। পুলস্ত্য কহিলেন,—মাধব 'তথাস্তু' বলিলে অম্বরীষ এক হরিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গন্ধ-পুষ্পানু-লেপন দ্বারা তন্মধ্যে হরিপ্রতিমা পূজা করিতে লাগিলেন। অতঃপর কালক্রমে ভগবান্ বিষ্ণু সেইরূপ দেহেই সুতবান্ধবগণসহ তথায় উপ-স্থিত হইলেন এবং ভূপতির সত্যপাশে আবদ্ধ হইয়া অদ্যাপি এই কলিকালেও নিত্যকাল ঐ স্থানে সন্নিহিত রহিয়াছেন। মহারাজ! তখন হইতে ধরাতলে প্রতিমাকার ক্রিয়াযোগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। হে নৃপ! যে নর অর্ব্বুদাচলে ভক্তি-পূর্ব্বক হৃষীকেশের অর্চ্চনা করে, হরির প্রসাদে তাহার বিষ্ণুসালোক্য লাভ হয়। মহা-রাজ! ঐ স্থানে একাদশীর দিন উপবাসী থাকিয়া যে নর হৃষীকেশাগ্রে রাত্রিজাগরণ করে, তাহার দেবদুর্লভ পরম স্থান লাভ হয়। কার্ত্তিকে জ্যেষ্ঠ পুষ্করে কপিলাদানে যে পুণ্যফল হয়, হৃষী-কেশদর্শনে এখানে সেই ফলই হইয়া থাকে। শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষীয় হরিবাসরে হৃষীকেশদর্শনে

সর্ব্বপ্রযত্নেন পূজয়েত্তু বিধানতঃ। যস্তত্র চতুরো মাসান্ সদাগ্রব্রতপরায়ণঃ। অভ্যর্চ্চয়েদ্ধৃষীকেশং ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ৪২ ॥ একঃ সর্ব্বাণি তীর্থানি করোতি নৃপসত্তম। পশ্যত্যন্যো হৃষীকেশং চাতুর্ম্মাস্যং সমাহিতঃ ॥ ৪৩ ॥ একো দানানি সর্ব্বাণি ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছতি। পশ্যত্যন্যো হৃষীকেশং চাতুর্ম্মাস্যং সমাহিতঃ ॥ ৪৪ ॥ একঃ কন্যাসহস্রং তু প্রদদ্যাচ্চ যথাবিধি। পশ্যত্যন্যো হৃষীকেশং চাতুর্ম্মাস্যং সমাহিতঃ ॥ ৪৫ ॥ সূর্য্যগ্রহে কুরুক্ষেত্রে দদ্যাদ্দানমনুত্তমম্। পশ্যত্যন্যো হৃষীকেশং চাতুর্ম্মাস্যং সমাহিতঃ ॥ ৪৬ ॥ অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈর্যজত্যেকঃ সদক্ষিণৈঃ। পশ্যত্যন্যো হৃষীকেশং চাতুর্ম্মাস্যং সমাহিতঃ ॥ ৪৭ ॥ একো হিমালয়ং গত্বা ত্যজতি স্বকলেবরম্। পশ্যত্যন্যো হৃষীকেশং চাতুর্ম্মাস্যং সমাহিতঃ ॥ ৪৮ ॥ একস্তু ভৃগুপাতেন ত্যজেদ্দেহং সুতীর্থকে। পশ্যত্যন্যো হৃষীকেশং চাতুর্ম্মাস্যং সমাহিতঃ ॥ ৪৯ ॥ একঃ প্রায়োপবেশেন প্রাণাংস্ত্যজতি মানবঃ। পশ্যত্যন্যো হৃষীকেশং চাতুর্ম্মাস্যং সমাহিতঃ ॥ ৫০ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানং বদত্যেকঃ শ্রুত্বা জ্ঞানবিশারদঃ। পশ্যত্যন্যো হৃষীকেশং চাতুর্ম্মাস্যং সমাহিতঃ ॥ ৫১ ॥ গয়াশ্রাদ্ধং করোত্যেকঃ পিতৃপক্ষে নৃপোত্তম। পশ্যত্যন্যো হৃষীকেশং চাতুর্ম্মাস্যং সমাহিতঃ ॥ ৫২ ॥ চান্দ্রায়ণসহস্রং চ করোত্যেকঃ সমাহিতঃ। পশ্যত্যন্যো হৃষীকেশং চাতুর্ম্মাস্যং সমাহিতঃ ॥ ৫৩ ॥ ব্রতং তপঃ সহস্রাব্দমেকঃ সম্যক চরেন্নর। পশ্যত্যন্যো হৃষীকেশং চাতুর্ম্মাস্যং সমাহিতঃ ॥ ৫৪ ॥ একস্তু চতুরো বেদান্ সম্যক পঠতি ব্রাহ্মণঃ। পশ্যত্যন্যো হৃষীকেশং চাতুর্ম্মাস্যং সমাহিতঃ ॥ ৫৫ ॥ বহুনা কিমিহোক্তেন শৃণু সংক্ষেপতো নৃপ। একতস্তু ভবেৎ সর্ব্বমেকতো হরিদর্শনম্ ॥ ৫৬ ॥ তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন স্থাতব্যং হরিসান্নিধৌ। অম্বরীষস্য রাজর্ষেঃ স্থানকে পাপনাশনে ॥ ৫৭ ॥ একতস্তু হৃষীকেশ একতঃ কর্ণিকেশ্বরঃ। তয়োর্মধ্যে মৃতা যে চ মানবা নৃপসত্তম ॥ ৫৮ ॥ অপি কৃত্বা মহৎ পাপং গচ্ছন্তি হরিসন্নিধৌ। হৃষীকেশং সমালোক্য সদ্যো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৯ ॥ পুণ্যমেকং হৃষীকেশো যশ্চারোপয়তে নৃপ। সুখসৌভাগ্যসংযুক্ত ইহ লোকে পরত্র চ ॥ ৬০ ॥ হৃষীকেশস্য যো ভক্ত্যা কাম্বনতানুলেপনম্। স যাস্যতি পরং স্থানং জরামরণবর্জ্জিতম্ ॥ ৬১ ॥ সম্মার্জ্জনং চ তস্যাগ্রে যঃ করোতি সমাহিতঃ। যাবত্যো রেণবস্তত্র তাবদ্বর্ষশতানি সঃ। মোদতে বিষ্ণুলোকস্থো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৬২ ॥ কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে চ একাদশ্যাং নৃপোত্তম। দীপমারোপয়েদ্যশ্চ হৃষীকেশাগ্রতো

অশ্বমেধ ফললাভ হয়। অতএব সর্ব্বযত্নে তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। যে তথায় চারিমাস সম্যক ব্রতনিষ্ঠ হইয়া হৃষীকেশের অর্চ্চনা করে, তাহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। একজন সর্ব্বতীর্থ সেবা করে, আর অন্যজন যদি চাতুর্ম্মাস্যে থাকিয়া হৃষীকেশ দর্শন করে, একজন ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদান প্রদান করে, আর অন্যজন যদি চাতুর্ম্মাস্য করিয়া হৃষীকেশ দর্শন করে, তবে ফল উভয়েরই সমান হইয়া থাকে। এইরূপে কেহ যথাবিধি কন্যাসহস্র দান, কেহ সূর্য্য গ্রহণে কুরুক্ষেত্রে উত্তম দান প্রদান, কেহ সদক্ষিণ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান, কেহ হিমালয়ে গিয়া তনুত্যাগ, কেহ পুণ্যতীর্থে গিয়া ভৃগুপাতে দেহপাত, কেহ প্রায়োপবেশনে প্রাণপরিহার, কোন জ্ঞানবিশারদ অধ্যয়নান্তে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যাখ্যান, কেহ পিতৃপক্ষে গয়াশ্রাদ্ধবিধান, কেহ সমাহিতভাবে সহস্র চান্দ্রায়ণানুষ্ঠান, কেহ সহস্রাব্দ পর্য্যন্ত সম্যক্ ব্রত তপস্যাচরণ এবং কেহ বা যদি চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন, আর অন্যজন যদি চাতুর্ম্মাস্য করিয়া হৃষীকেশ দর্শন করেন, তবে ফল সমানই হইয়া থাকে। রাজন্! অধিক বলিব কি, সংক্ষেপে শ্রবণ করুন। একদিকে সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য, আর অন্য দিকে মাত্র হরিদর্শন; অতএব সর্ব্বযত্নে রাজর্ষি অম্বরীষের পাপহর স্থানে হরিসন্নিধানে অবস্থান করিবে। ৩৩—৫৭। একদিকে হৃষীকেশ, অন্য দিকে কর্ণিকেশ্বর, এই উভয়ের মধ্যে যে মর্ত্ত্য প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, মহৎপাপ সঞ্চিত থাকিলেও হরিসন্নিধানে তাহার গতি হইয়া থাকে; হৃষীকেশ দর্শনে সদ্য পাপমুক্ত হয়। রাজন্! হৃষীকেশোপরি যদি কেহ একটী মাত্র পুষ্প প্রদান করে, তবে ইহ-পরকালে তাহার সুখ-সৌভাগ্য হয়। যে জন ভক্তিভরে হৃষীকেশের অনুলেপন করে, তাহার জরামরণ-বর্জ্জিত পরম পদলাভ হয়। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া তদগ্রে সম্মার্জ্জন করে, ধূলিরেণুসংখ্যানুপাতে তত শত বর্ষ তাহার বিষ্ণুলোকে সুখবাস হইয়া থাকে; নিঃসন্দেহ। নৃপবর! কার্ত্তিকের শুক্লপক্ষীয় একাদশীদিনে যে ব্যক্তি হৃষীকেশের সম্মুখে দীপ

নৃপ ॥ ৬৩ ॥ যথাযথা প্রকাশেত পাপং জন্মান্তরার্জ্জিতম্। তথা তথা ব্রজেন্নাশং তস্য কায়াদশেষতঃ ॥ ৬৪ ॥ পঞ্চামৃতেন যঃ পূজাং হৃষীকেশে করিষ্যতি। দধ্না ক্ষীরেণ বা যস্তু ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ৬৫ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন হৃষীকেশং সমর্চ্চয়েৎ। সংসারবন্ধতো রাজন্মুক্তিমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৬৬ ॥ হৃষীকেশে বিশেষেণ কর্ত্তব্যং পূজনং সদা ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হৃষীকেশমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ দেবং সিদ্ধেশ্বরং পরম্। সিদ্ধিদং প্রাণিনাং সম্যক্ সিদ্ধেন স্থাপিতং পুরা ॥ ১ ॥ তত্র বিশ্বাবসুর্নাম সিদ্ধস্তেপে মহাতপঃ। বহুবর্ষাণি স স্থাপ্য শিবং ভক্তিপরায়ণঃ ॥ ২ ॥ জিতক্রোধো জিতমদো জিতসর্ব্বেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ। তাবদ্বর্ষসহস্রান্তে ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ। তুতোষ নৃপতেস্তস্য স্বয়ং দর্শনমাযযৌ ॥ ৩ ॥ অব্রবীত্তং মহাদেবো বরদোঽস্মীতি পার্থিব ॥ ৪ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। বরং বরয় ভদ্রং তে যত্তে মনসি বর্ত্ততে। দাস্যামি তে প্রসন্নোঽহং যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্ ॥ ৫ ॥ বিশ্বাবসুরুবাচ। এতল্লিঙ্গং সুরশ্রেষ্ঠ ধ্যাত্বা মনসি নিশ্চলম্। সর্ব্বো নু কামানবাপ্নোতি প্রসাদাত্তব শঙ্কর ॥ ৬ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবমস্ত্বিতি স প্রোচ্য তত্রৈবান্তরধীয়ত। সিদ্ধেশ্বরং ততো গত্বা সিদ্ধিং যাতি সহস্রশঃ ॥ ৭ ॥ প্রভাবাত্তস্য লিঙ্গস্য কামানিষ্টানবাপ্নুয়ুঃ। ততো ধর্ম্মক্রিয়াঃ সর্ব্বা গতা নাশং ধরাতলে ॥ ৮ ॥ ন কশ্চিদ্যজতে যজ্ঞৈর্ন দানানি প্রযচ্ছতি। সিদ্ধেশ্বরপ্রসাদেন সিদ্ধিং যান্তি নরা ভুবি ॥ ৯ ॥ উচ্ছিন্নেষু চ যজ্ঞেষু দানেষু নৃপসত্তম। ইন্দ্রাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে পরং দুঃখমুপাগতাঃ ॥ ১০ ॥ জ্ঞাত্বা যজ্ঞবিঘাতস্য তদ্বিঘাতায় বাসবঃ। বজ্রেণাচ্ছাদয়ামাস যথা সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ১১ ॥ তথাপি সন্নিধৌ তস্য সিদ্ধেশস্য নৃপোত্তম। কর্ম্মণো জায়তে সিদ্ধিঃ পাতকস্য পরিক্ষয়ঃ ॥ ১২ ॥ যস্তু মাঘচতুর্দ্দশ্যাং সোমবারে নৃপোত্তম। শুক্লায়াং বাথ কৃষ্ণায়াং স্পৃষ্ট্বা

দান করে, জন্মান্তরার্জ্জিত পাপ যেমন যেমন প্রকাশ পায়, তাহার কলেবর হইতে অশেষরূপে তথা তথা বিনষ্ট হইয়া যায়। পঞ্চামৃত, দধি, কিম্বা ক্ষীর দ্বারা হৃষীকেশের পূজা করিলে, পুনর্ব্বার আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। অতএব সর্ব্বথা হৃষীকেশের অর্চ্চনা করিবে; তাহাতে সংসারবন্ধ হইতে মানবের মুক্তি ঘটিবে। মানব হৃষীকেশকে সতত বিশেষরূপেই পূজা করিবে। ৫৮—৬৬।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অনন্তর সিদ্ধস্থাপিত সিদ্ধিপ্রদ পরম দেব সিদ্ধেশ্বর নিকটে গমন করিবে। বিশ্বাবসু নামে এক ভক্ত সিদ্ধ জিতক্রোধ, জিতমদ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ঐ স্থানে শিবস্থাপন করিয়া বহু বর্ষ যাবৎ পরম তপস্যা করিয়াছিলেন। ভগবান্ বৃষধ্বজ সহস্র বর্ষান্তে তুষ্ট হইয়া নৃপতির সাক্ষাদ্ভূত হন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—পার্থিব! আমি মহাদেব,—তোমার প্রতি বরদ হইয়াছি। তোমার মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। উহা দুর্লভ হইলেও আমি প্রসন্ন হইয়া তাহা দান করিব। বিশ্বাবসু বলিলেন,—হে শঙ্কর! হে সুরবর! এই লিঙ্গ মনে মনে দৃঢ়রূপে ধ্যান করিয়া মানব ভবৎপ্রসাদে সর্ব্বকাম লাভ করুক। পুলস্ত্য কহিলেন,—মহাদেব 'এবমস্তু' বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। তখন হইতে সিদ্ধেশ্বরে গিয়া সহস্র সহস্র লোক সিদ্ধি লাভ করিতে লাগিল এবং সেই লিঙ্গের প্রসাদে ইষ্ট কাম সকল লাভ করিতে লাগিল, তখন ধরাতলে ধর্ম্মক্রিয়া সকল লোপ পাইল। ১—৮। কেহ কোন যজ্ঞ করে না, কেহ কাহাকে দান করে না; সিদ্ধেশ্বরের প্রসাদে নরগণ অনায়াসেই সিদ্ধি লাভ করিতে লাগিল। নৃপবর! এইরূপে যখন দান যজ্ঞ সকলই উৎসন্ন হইল, তখন ইন্দ্রাদি ত্রিদশগণ পরম দুঃখিত হইলেন এবং যজ্ঞবিঘ্নের কারণ জানিতে পারিয়া বাসব তাহা ব্যাহত করিবার জন্য বজ্র দ্বারা সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন। এই ব্যবস্থায় তখন হইতে আর অনায়াসে সিদ্ধি ঘটিতে পারে না বটে, তথাপি সেই সিদ্ধেশ্বরসন্নিহিত স্থানে কৃত কর্ম্ম সিদ্ধ হয় এবং পাতকপরিক্ষয় হইয়া থাকে। নৃপবর! যে ব্যক্তি মাঘ মাসের সোম বাসরে শুক্লা কিম্বা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে ঐ

সিদ্ধো ভবেন্নরঃ॥ ১৩॥ অদ্যাপি জায়তে সিদ্ধিঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্। তস্মাৎসিদ্ধেশ্বরং গত্বা নত্বা যাস্যতি সদ্গতিম্॥ ১৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সিদ্ধেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততঃ শুক্রেশ্বরং গচ্ছেৎ শুক্রেণ স্থাপিতং পুরা। যং দৃষ্ট্বা মানবঃ সদ্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১॥ দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ পুরা দেবৈর্নির্জ্জিতান্ নৃপসত্তম। চিন্তয়ামাস মেধাবী ভার্গবস্তান্ প্রতি দ্বিজঃ॥ ২॥ কথং দৈত্যাঃ সুরান্ জিত্বা প্রাপ্স্যন্তি চ মহাযশঃ। আরাধ্য শঙ্করং সিদ্ধিং গচ্ছামি মনসেপ্সিতাম্॥ ৩॥ এবং স নিশ্চয়ং কৃত্বা গতোঽর্ব্বুদং মথাচলম্। ভূমেৰ্ব্বিবরমাসাদ্য তপস্তেপে সুদারুণম্॥ ৪॥ শিবলিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য ধূপগন্ধানুলেপনৈঃ। অনিশং পূজয়ামাস শ্রদ্ধয়া পরয়ান্বিতঃ॥ ৫॥ ততো বর্ষসহস্রান্তে তুতোষ ভগবান্ শিবঃ। তস্য সন্দর্শনং দত্ত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ৬॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। পরিতুষ্টোঽস্মি তে বিপ্র ভক্ত্যা তব দ্বিজোত্তম। বরং বরয় ভদ্রং তে যদ্যপি স্যাৎসুদুর্লভম্॥ ৭॥ শুক্র উবাচ। যদি তুষ্টো মহাদেব বিদ্যাং দেহি মহেশ্বর। যয়া জীবন্তি সম্প্রাপ্তা মৃত্যুং সঙ্খ্যেঽপি জন্তবঃ॥ ৮॥ পুলস্ত্য উবাচ। প্রদায় বৈ শিবস্তস্মৈ তাং বিদ্যাং নৃপসত্তম। অব্রবীচ্চ পুনঃ শুক্রং বরমন্যং বৃণীষ মে॥ ৯॥ শুক্র উবাচ। এতৎকার্ত্তিকমাসস্য শুক্লাষ্টম্যাং তু যঃ স্পৃশেৎ। ততো লিঙ্গং পূজয়েচ্চ যঃ পুমান্ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ ১০॥ অপমৃত্যুভয়ং তস্য মা ভূত্তব প্রসাদতঃ। ইষ্টান্ কামানবাপ্নোতু ইহ লোকে পরত্র চ॥ ১১॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবমস্ত্বিতি স প্রোচ্য তত্রৈবান্তরধীয়ত। শুক্রোঽপি দানবান্ সঙ্খ্যে হতান্ দেবৈরনেকশঃ॥ ১২॥ বিদ্যায়াশ্চ প্রভাবেন জীবয়ামাস তান্মুনিঃ। তস্যাগ্রেঽস্তি মহাকুণ্ডং নির্ম্মলং পাপনাশনম্॥ ১৩॥ তত্র স্নাতো নরঃ সম্যক্ পাতকৈশ্চ প্রমুচ্যতে। তত্র শ্রাদ্ধেন রাজেন্দ্র তুষ্টা যান্তি পিতামহাঃ॥ ১৪॥

স্থান স্পর্শ করে, তাহার সিদ্ধি অদ্যাপি হইয়া থাকে, ইহা আমি সত্য সত্যই বলিতেছি। অতএব নর সিদ্ধেশ্বরের সমীপে যাইবে ও তাহাকে নমস্কার করিবে; ইহাতে তাহার সদ্গতি লাভ হইবে। ৯—১৪।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর শুক্রস্থাপিত শুক্রেশ্বরসমীপে গমন করিবে। মানব ঐ লিঙ্গ দর্শনে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। নৃপবর! পুরাকালে ধীমান্ ভার্গব দৈত্যগণকে দেবগণ কর্ত্তৃক বিনির্জ্জিত দেখিয়া তাহাদের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন—কিরূপে দৈত্যগণ দেবগণকে জয় করিয়া মহাযশ লাভ করিবে? আমি শঙ্করের আরাধনা করিয়াই মনোভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিব। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শুক্র অর্ব্বুদাচলে গেলেন এবং তত্রত্য ভূবিবর মধ্যে অবস্থান করিয়া দারুণ তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া ধূপ গন্ধ ও অনুলেপন দ্বারা নিরন্তর পরম শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সহস্র বর্ষান্তে ভগবান্ শিব তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দানপূর্ব্বক বলিলেন,—বিপ্র! তোমার ভক্তিযোগে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, যতই দুর্লভ বর হউক, প্রার্থনা কর, আমি তোমায় প্রদান করিব। শুক্র কহিলেন,—দেব মহেশ্বর! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমায় এমন বিদ্যা প্রদান করুন, যাহাতে যুদ্ধ-মৃত প্রাণিগণও পুনর্জ্জীবন লাভ করিতে পারে। পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! শিব শুক্রকে তথাবিধ বিদ্যা প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার অন্য বর গ্রহণার্থ শুক্রকে বলিলেন। তখন শুক্র কহিলেন,—কার্ত্তিক মাসের শুক্লাষ্টমীদিনে যে নর শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই লিঙ্গ স্পর্শন ও অর্চ্চন করিবে, ভবৎপ্রসাদে তাহার যেন অল্পমাত্রও মৃত্যুভয় থাকে না। সে ইহ-পরলোকে ইষ্ট কাম সকল প্রাপ্ত হউক।১—১১। পুলস্ত্য কহিলেন,—মহাদেব 'এবমস্তু' বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন। এদিকে লব্ধবিদ্য শুক্র সমরে দেবগণ কর্ত্তৃক নিহত দানবগণকে সেই বিদ্যাপ্রভাবে পুনর্জ্জীবিত করিতে লাগিলেন। এখানে শুক্রেশ্বরের সম্মুখে এক নির্ম্মল মহাকুণ্ড বিদ্যমান। নর তথায় স্নান করিলে পাতকজাল হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে পিতামহগণ জল দ্বারা তর্পিত হইলেই পরম পরি-

তর্পিতাঃ সলিলেনৈব কিং পুনঃ পিণ্ডদানতঃ। তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন স্নানং তত্র সমাচরেৎ॥ ১৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শুক্রেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ তীর্থং পাপপ্রণাশনম্। মণিকর্ণিকসংজ্ঞং তু সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্॥ ১॥ যত্র সিদ্ধিং গতা রাজন্ বালখিল্যা মহর্ষয়ঃ। তৈস্তত্র নির্ম্মিতং কুণ্ডং সুরম্যং গিরিগহ্বরে॥ ২॥ তেষাং তত্রোপবিষ্টানাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্। মহাশ্চর্য্যমভূত্তত্র তত্বং শৃণু নরাধিপ॥ ৩॥ কিরাতবনিতা কাচিন্নাম্না চ মণিকর্ণিকা। অতিকৃষ্ণা বিরূপাক্ষী করালা ভীষণাকৃতিঃ॥ ৪॥ তৃষার্ত্তা তত্র সম্প্রাপ্তা মধ্যন্দিনগতে রবৌ। গ্রস্তে চ রাহুণা সূর্য্যে প্রবিষ্টা সলিলে তু সা॥ ৫॥ এতস্মিন্নেব কালে তু দিব্যরূপবপুর্দ্ধরা। মুনীনাং পশ্যতাং চৈব বিনিষ্ক্রান্তা সুমধ্যমা॥ ৬॥ অথ তস্যাঃ পতিঃ প্রাপ্তস্তদন্বেষণতৎপরঃ। পপ্রচ্ছ তাং বরারোহাং পত্ন্যা দুঃখেন দুঃখিতঃ॥ ৭॥ মম ভার্য্যাত্র সম্প্রাপ্তা যদি দৃষ্টা সুমধ্যমে। শীঘ্রং বদ বরারোহে বালকোঽয়ং তদুদ্ভবঃ॥ ৮॥ তৃষার্ত্তশ্চ ক্ষুধাবিষ্টো রুদতে চ মুহুর্ম্মুহুঃ। দৃষ্টা চেৎকথ্যতাং সুভ্রু র্ব্বিনায়ং তাং মরিষ্যতি॥ ৯॥ স্ত্র্যুবাচ। সাহং তে দয়িতা কান্ত তীর্থস্যাস্য প্রভাবতঃ। দিব্যরূপমিদং প্রাপ্তা দেবৈরপি সুদুর্লভম্॥ ১০॥ ত্বং চাপি সলিলে হ্যস্মিন্ কুরু স্নানং ত্বরান্বিতঃ। প্রাপ্স্যসি ত্বং পরং রূপং যথা প্রাপ্তং ময়ানঘ॥ ১১॥ অথাসৌ সহ পুত্রেণ প্রবিষ্টস্তত্র নির্ঝরে। বিমুক্তে ভাস্করে রাজন্ বিরূপশ্চাভবৎপুনঃ॥ ১২॥ দুঃখেন মৃত্যুমাপন্নস্তস্মিন্নেব জলাশয়ে। অথ সা ভর্ত্তৃশোকাচ্চ মরণে কৃতনিশ্চয়া॥ ১৩॥ চিতিং কৃত্বা সমং তেন জ্বালয়ামাস পাবকম্। অথ তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা তথাশীলাং শুভাঙ্গনাম্॥ ১৪॥ কৃপয়া পরয়াবিষ্টাস্তামুচুর্ব্বিস্ময়ান্বিতাঃ। সর্ব্বে তস্যাশ্চ সন্দৃষ্ট্বা সাহসঞ্চ নৃপোত্তমঃ॥ ১৫॥ ঋষয় উচুঃ। দিব্যরূপং ত্বয়া প্রাপ্তং দেবৈরপি

তুষ্ট হন, আর যদি পিণ্ডদান করা যায়, তবে যে তাঁহাদের কিরূপ পরিতোষ ঘটে, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিব কি! অতএব ঐ স্থানে সর্ব্বদা স্নান করা কর্ত্তব্য। ১২—১৫।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

ষোড়শ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অতঃপর নর নিখিল লোকবিশ্রুত পাপহর মণিকর্ণিক তীর্থে গমন করিবে। বালখিল্য মহর্ষিগণ ঐ স্থানে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ তীর্থে গিরিগহ্বরে বালখিল্য-বিনির্ম্মিত এক রম্য কুণ্ড আছে। হে নরাধিপ! তত্রস্থ ভাবিতাত্মা বালখিল্য মুনিগণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বলি শ্রবণ করুন। একদা মণিকর্ণিকা নাম্নী কোন এক অতি কৃষ্ণা, করালাকৃতি ভীষণা বিরূপনয়না কিরাতবনিতা মধ্যাহ্নে রাহুগ্রস্তদিবাকরে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ঐ তীর্থে উপস্থিত হয় এবং তথাকার কুণ্ডজলে প্রবেশ করে। অনন্তর মুনিগণের সমক্ষেই ঐ কিরাতী দিব্য-রূপধারিণী সুন্দরী হইয়া কুণ্ডজল হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। এই সময় সেই কিরাতীর পতি তাহার অনুসন্ধানার্থ ঐ স্থানে আগমন করে এবং পত্নীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহারই নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, হে সুমধ্যমে! আমার ভার্য্যা এই দিকে আসিয়াছিল, যদি দেখিয়া থাক তো শীঘ্র বল, এই তাহার বালক তৃষ্ণার্ত্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ ক্রন্দন করিতেছে। সে বিনা এ বালকের প্রাণ বাঁচিবে না। সেই নারী কহিল,—হে কান্ত! আমিই সেই তোমার কামিনী; এই তীর্থের প্রভাবে আমি অধুনা দেবদুর্লভ দিব্যরূপ লাভ করিয়াছি।১—১০। হে অনঘ! তোমাকেও বলি, তুমিও এই তীর্থ-সলিলে স্নান কর; তোমারও পরম রূপ লাভ হইবে। এই কথার পর সেই কিরাত তাহার পুত্র সহ তত্রত্য নির্ঝরজলে প্রবেশ করিল, কিন্তু সূর্য্য তখন রাহুমুক্ত হইয়াছিলেন, তাই তখন সে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কদাকার হইল। তজ্জন্য দুঃখ-ভরে কিরাত সেই জলমধ্যেই জীবন বিসর্জ্জন করিল। অনন্তর তাহার পত্নী মরণে কৃতনিশ্চয় হইল; চিতা রচনা করিল; অগ্নি জ্বালিল। মুনিগণ সেই সুন্দরীকে তাদৃশ সাধুশীলা দেখিয়া পরম কৃপাবিষ্ট হইলেন এবং সকলেই তাহার সেই সৎ সাহস দেখিয়া তাহাকে বলিলেন,—হে ভাবিনি! তুমি দেবদুর্লভ দিব্যরূপ লাভ করিয়াছ;

সুদুর্লভম্। কস্মাদেনং সুপাপ্যানমনুগচ্ছসি ভামিনি॥ ১৬॥ স্ত্র্যুবাচ। পতিব্রতাহং বিপ্রেন্দ্রাঃ সদা ভর্তৃপরায়ণা কিং রূপেণ করিষ্যামি বিনা পত্যা নিজেন চ॥ ১৭॥ বিরূপো বা সুরূপো বা দরিদ্রো বা ধনাধিপঃ। স্ত্রীণামেকঃ পতির্ভর্তা গতিৰ্নান্যা জগত্ত্রয়ে॥ ১৮॥ বালকোহয়ং মুনিশ্রেষ্ঠা ভবচ্ছরণমাগতঃ। অহং কান্তেন সংযুক্তা প্রবিশামি হুতাশনম্॥ ১৯॥ পুলস্ত্য উবাচ। অথ তে মুনয়ঃ সর্বে জ্ঞাত্বা তস্যাঃ সুনিশ্চয়ম্। কৃপয়া পরয়াবিষ্টাঃ সংবীক্ষ্য চ পরস্পরম্॥ ২০॥ ততো জীবাপয়ামাসুস্তৎপতিং তে মুনীশ্বরাঃ। সদ্রূপেণ সমাযুক্তং দিব্যলক্ষণলক্ষিতম্॥ ২১॥ এতস্মিন্নেব কালে তু বিমানং মনসেপ্সিতম্। দেবকন্যাসমাকীর্ণং সদ্যস্তত্র সমাগতম্॥ ২২॥ অথ তৌ দম্পতী তেষাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্। পুরতঃ প্রণিপত্যাথ প্রস্থিতৌ ত্রিদিবং প্রতি॥ ২৩॥ অথ তৈর্মুনিভিঃ প্রোক্তা সা নারী মনিকর্নিকা। বরং বরয় কল্যাণি সর্বে তুষ্টা বয়ং তব॥ ২৪॥ পতিব্রতত্বেন তুষ্টাঃ সত্যেন চ বিশেষতঃ। নাস্মাকং দর্শনং ব্যর্থং জায়তে চ কথঞ্চন॥ ২৫॥ মণিকর্ণিকোবাচ। যদি মাং মুনয়স্তুষ্টাঃ প্রযচ্ছত্ব বরং মুদা। যদত্রাস্তি মহালিঙ্গং মন্নাম্না তত্তুবিষ্যতি॥ ২৬॥ এতদেব মমাভীষ্টং নান্যদস্তি প্রয়োজনম্। সর্বেষাঞ্চ প্রসাদেন স্বর্গং গচ্ছামি সাম্প্রতম্॥ ২৭॥ ঋষয় ঊচুঃ। এবং ভবতু তে খ্যাতিস্তীর্থলিঙ্গে বরাননে। তব নামান্বিতং জাতং তীর্থং বৈ মণিকর্ণিকা॥ ২৮॥ পুলস্ত্য উবাচ। ভর্ত্রা সহ দিবং প্রাপ্তা পুত্রেণৈব সমন্বিতা। বালখিল্যাস্তপোনিষ্ঠা বিশেষাত্তত্র সংস্থিতাঃ॥ ২৯॥ তত্র সূর্যগ্রহে প্রাপ্তে স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। যঃ করোতি ফলং তস্য কুরুক্ষেত্রসমং ভবেৎ॥ ৩০॥ যংযং কামমভিধ্যায় স্নানং তত্র করোতি যঃ। তংতং প্রাপ্নোতি রাজেন্দ্র সম্যগ্‌ধ্যানসমন্বিতঃ॥ ৩১॥ তস্মাৎসর্বপ্রযত্নেন স্নানং তত্র সমাচরেৎ। তীর্থে দানং যথাশক্ত্যা দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্॥ ৩২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মণিকর্ণিকেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

এই পাপিষ্ঠের অনুসরণ করিতেছ কেন? কিরাতকামিনী কহিল,—বিপ্রেন্দ্রগণ! আমি পতিগতপ্রাণা; পতিব্রতা, পতির অভাবে এ সৌন্দর্য্য দিয়া আমি কি করিব? পতি বিরূপ, সুরূপ, দরিদ্র বা ধনাঢ্য যাহাই হউন, পতিই নারীর গতি। পতি ভিন্ন ত্রিলোকে আর সতীর গতি নাই। হে মুনিবরগণ! এই বালক আপনাদের শরণাপন্ন হইল। আমি পতির সঙ্গে হুতাশনে প্রবেশ করি। পুলস্ত্য কহিলেন,—মুনিগণ সেই নারীর দৃঢ় নিশ্চয় অবগত হইয়া পরম কৃপাকুলচিত্তে পরস্পর নিরীক্ষণ করত তাহার পতির প্রাণদান করিলেন। মুনিগণের কৃপায় কিরাতীপতি এবার সুরূপ ও সুলক্ষণান্বিত হইল। ইত্যবকাশে সুরকন্যা-পরিবৃত এক মনোজ্ঞ বিমান সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিরাতদম্পতি তখন ভাবিতাত্মা মুনিগণের অগ্রে প্রণাম করিয়া বিমানারোহণে স্বর্গে প্রয়াণ করিল। অনন্তর মুনিগণ সেই কিরাতী মণিকর্ণিকাকে কহিলেন,—কল্যাণি! আমরা তোমার পাতিব্রত্যে এবং সত্যে বড়ই তুষ্ট হইয়াছি; তুমি বর গ্রহণ কর। দেখ, আমাদের দর্শন কখন ব্যর্থ হয় না। মণিকর্ণিকা কহিল,—মুনিগণ যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন, আমার নামে এই স্থানে যেন এক মহালিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হয়। ইহাই আমার অভীষ্ট, অন্য প্রয়োজন আমার নাই। আমি আপনাদের সকলের প্রসাদে সম্প্রতি স্বর্গে গমন করিতেছি। ঋষিগণ কহিলেন,—হে বরাননে! তীর্থলিঙ্গে তোমার খ্যাতি হইবে; এবং এই মণিকর্ণিকা তীর্থ তোমার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। পুলস্ত্য কহিলেন,—কিরাতী ভর্তা ও পুত্র সহ স্বর্গ লাভ করিল। তপস্বী বালখিল্যগণ তখন হইতে সেই স্থানেই বিশেষরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় সূর্য্যগ্রহণে স্নান দানাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিলে কুরুক্ষেত্রে কৃত ক্রিয়ার সমান ফল হইবে। যে যে কামনা মনস্থ করিয়া যে নর তথায় স্নান করে, সম্যক্ ধ্যানে, সেই সেই ফলই তাহার হইয়া থাকে। অতএব সযত্নে ঐ তীর্থে স্নান করিবে এবং যথাশক্তি দান ও দেবর্ষিপিতৃতর্পণ করিবে। ১১—৩২।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

পুলস্ত্য উবাচ। পঙ্গুতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বপাতকনাশনম্। যত্র পূর্ব্বং তপস্তপ্তং পঙ্গুনা ব্রাহ্মণেন চ ॥ ১ ॥ পঙ্গুনামা দ্বিজঃ পূর্ব্বং চ্যবনস্যান্বয়ে হ্যভবৎ। অশক্তশ্চলিতুং ভূমৌ পুঙ্গু ভাবান্নৃপোত্তম ॥ ২ ॥ গৃহকৃত্যনিযুক্তোঽসাবেকদা বান্ধবৈর্নৃপ। পঙ্গুর্গন্তুং ন শক্তোঽসৌ পরং দুঃখমবাপ্তবান্ ॥ ৩ ॥ অথাসৌ তৈঃ পরিত্যক্তো গত্বার্ব্বুদমথাচলম্। একং সরঃ সমাসাদ্য তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥ ৪ ॥ লিঙ্গং সংস্থাপ্য তত্রৈব পূজয়ামাস তং বিভুম্। গন্ধপুষ্পাদিনৈবেদ্যৈঃ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥ ৫ ॥ শিবভক্তিপরো জাতো বায়ুভক্ষো বভূব হ। জপহোমরতো নিত্যং পঙ্গুনামা দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৬ ॥ ততস্তুষ্টো মহাদেবো ব্রাহ্মণং নৃপসত্তম। পঙ্গুং প্রতি মহারাজ বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ। পঙ্গো তুষ্টো মহাদেবো বরং বরয় সুব্রত। তব দাস্যাম্যহং সর্ব্বং যদ্যপি স্যাৎসুদুর্ল্লভম্ ॥ ৮ ॥ পঙ্গুরুবাচ। নাম্না মে খ্যাতিমায়াতু তীর্থমেতৎসুরেশ্বর। পঙ্গুভাবো হত্র মে যাতু প্রসাদাত্তব শঙ্কর ॥ ৯ ॥ তবাত্র সততং চাত্র সান্নিধ্যং সহ ভার্য্যয়া। এবমুক্তঃ স তেনাথ বিপ্রং প্রতি বচোঽব্রবীৎ ॥ ১০ ॥ ঈশ্বর উবাচ। নাম্না তব দ্বিজশ্রেষ্ঠ তীর্থমেতদ্ভবিষ্যতি। খ্যাতিং তপঃপ্রভাবেন তীর্থং যাস্যতি সত্তম ॥ ১১ ॥ চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং সান্নিধ্যং মে ভবেত্তথা ॥ ১২ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। স্নানমাত্রেণ বিপ্রোঽসৌ দিব্যরূপমবাপ হ। তত্র তস্থৌ মহাদেবো গৌর্য্যাসহ মহেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥ তস্মিন দিনে নৃপশ্রেষ্ঠ স্নানং তত্র সমাচরেৎ। স পঙ্গুত্বাদ্বিনির্ম্মুক্তো দিব্যরূপমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পঙ্গুতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ যমতীর্থমনুত্তমম্। মোচকং নরকেভ্যশ্চ প্রাণিনাং পাপনাশনম্ ॥ ১ ॥ পুরা চিত্রাঙ্গদো নাম রাজা পরমলোভবান্। ন তেন সুকৃতং কিঞ্চিৎ কৃতং পার্থিবসত্তম ॥ ২ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর নর পাপহর পঙ্গুতীর্থে যাইবে। পূর্ব্বে ঐ তীর্থে জনৈক পঙ্গু ব্রাহ্মণ তপস্যা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে চ্যবনান্বয়ে পঙ্গু নামে এক দ্বিজ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পঙ্গুত্ব নিবন্ধন চলিতে পারিতেন না। হে নৃপ! একদা ঐ পঙ্গু দ্বিজ বান্ধবগণের সহিত গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া চলিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলে বান্ধবগণ তাঁহাকে লইয়া অর্ব্বুদাচলে পরিত্যাগ করিয়া আসিল। তিনি ঐ স্থানে পরিত্যক্ত হইয়া তত্রত্য এক সরোবরতীরে দারুণ তপস্যা করিতে থাকেন। পরে তিনি ঐ স্থানে একলিঙ্গ স্থাপন করিয়া গন্ধপুষ্প নৈবেদ্যাদি দ্বারা শ্রদ্ধা-সহকারে তাঁহার পূজা করেন। এইরূপে তিনি অত্যন্ত শিবভক্তিপরায়ণ হইয়া বায়ুভক্ষণে ও নিত্য জপহোমে কালাতিপাত করেন। অনন্তর মহাদেব তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—সুব্রত পঙ্গো! আমি মহাদেব, তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, সুদুর্লভ হইলেও তোমাকে আমি সমস্ত বরই প্রদান করিব। পঙ্গু বলিলেন,—হে সুরেশ্বর! এই তীর্থ আমার নামে খ্যাতি লাভ করুক; আপনার প্রসাদে আমার পঙ্গুত্ব বিনষ্ট হোক; আর আপনি এই স্থানে দেবীর সহিত সান্নিধ্য করুন। পঙ্গু কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তিনি বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই তীর্থ তোমার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে এবং তোমার তপঃপ্রভাবে ইহা বিখ্যাত হইবে। চৈত্রমাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে আমি এই তীর্থে সান্নিধ্য করিব। পুলস্ত্য বলিলেন,—ঐ তীর্থে স্নানমাত্র বিপ্র দিব্যরূপ হইলেন। দেবদেব মহাদেব দেবী গৌরীর সহিত ঐ স্থানে অবস্থান করিলেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! যে জন উক্ত দিনে এখানে স্নানাচরণ করে, সে পঙ্গুত্ববিমুক্ত হইয়া দিব্যরূপ প্রাপ্ত হয়। ১—১৪।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! অনন্তর নর অনুত্তম যমতীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ নরকমোচক ও প্রাণিগণের পাপনাশক। পূর্ব্বে চিত্রাঙ্গদ নামে এক লোভবান্ রাজা ছিলেন। তিনি

অতীব নিষ্ঠুরো দুষ্টো দেবব্রাহ্মণপীড়কঃ। পরদারহরো নিত্যং পরবিত্তহরস্তথা॥ ৩॥ সত্যশৌচবিহীনস্তু মায়ামৎসরসংযুতঃ। স কদাচিন্মৃগয়াসক্ত আরূঢোঽর্ব্বুদপর্ব্বতে॥ ৪॥ অটনাৎ স পরিশ্রান্তঃ ক্ষুৎপিপাসাসমাকুলঃ। তেন তত্র হ্রদঃ প্রাপ্তঃ স্বচ্ছোদকপ্রপূরিতঃ॥ ৫॥ পদ্মিনীভিঃ সমাকীর্ণো গ্রাহনক্রঝষাকুলঃ। নানাপক্ষিসমাযুক্তো মনোহারী সুবিস্তরঃ॥ ৬॥ তৃষার্ত্তঃ সম্প্রবিষ্টঃ স তস্মিন্নেব জলাশয়ে। গ্রাহেণ তৎক্ষণাদ্ধৃত্বা ভক্ষিতো নৃপসত্তম॥ ৭॥ তস্যার্থে নরকা রৌদ্রা নির্ম্মিতাশ্চ যমেন চ। যমদূতৈস্ততঃ ক্ষিপ্তঃ স নীত্বা পাপকৃত্তমঃ॥ ৮॥ তস্য স্পর্শেন তে সর্ব্বে নরকস্থাঃ সুখং গতাঃ। তে দৃষ্ট্বা ধর্ম্মরাজায় বৃত্তান্তং নরকোদ্ভবম্। আশ্চর্য্যবিস্ময়াবিষ্টা নরকস্থানাং সুখোদ্ভবম্॥ তদা বৈবস্বতঃ প্রাহ ভূমাবস্ত্যর্ব্বুদাচলঃ। তত্র মেঽস্তি প্রিয়ং তীর্থং যত্র তপ্তং ময়া তপঃ॥ ১০॥ তত্রাসৌ মৃত্যুমাপন্নো ভাব্যমস্মিন্ কারণম্। দূতৈরুক্তং সত্যমেতদ্ধি মৃতোঽসাবর্ব্বুদাচলে। গ্রাহেণ স ধৃতস্তত্র মৃত্যুং প্রাপ্তো নৃপাধমঃ॥ ১১॥ যম উবাচ। মুচ্যতামাশু তেনায়ং নানেয়াশ্চাপরে জনাঃ। যে মৃতা মম তীর্থে বৈ সর্ব্বপাতকনাশনে॥ ১২॥ ততস্তৈঃ কিঙ্করৈর্ম্মুক্তো যমবাক্যান্নৃপোত্তম। ত্রিবিষ্টপং মুদা প্রাপ্তঃ সেব্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ॥ ১৩॥ যস্তু ভক্তিসমাযুক্তঃ স্নানং তত্র সমাচরেৎ। স যাতি পরমং স্থানং জরামরণবর্জ্জিতম্॥ ১৪॥ তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন স্নানং তত্র সমাচরেৎ। চৈত্রশুক্লত্রয়োদশ্যাং যত্র সিদ্ধিং গতো যমঃ॥ ১৫॥ তস্মিন্নেব নরঃ সম্যক্ শ্রাদ্ধকৃত্যং সমাচরেৎ। আকল্পং পিতরস্তস্য স্বর্গে তিষ্ঠন্তি পার্থিব॥ ১৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে যমতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

একোনবিংশ অধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ তীর্থং পাপপ্রণাশনম্। বারাহস্য হরেরিষ্টং সদা বাসসুখপ্রদম্॥ ১॥ বারাহেণাবতারেণ পৃথ্বী তত্র সমুদ্ধৃতা।

কিঞ্চিন্মাত্র পুণ্য করেন নাই। তিনি অতীব নিষ্ঠুর, দুষ্ট দেবব্রাহ্মণ-পীড়ক, পরদারহর, নিত্য পরস্বাপহারী, সত্য-শৌচবিহীন ও মায়া-মৎসরযুক্ত ছিলেন। একদা তিনি মৃগয়াপ্রসঙ্গে অর্ব্বুদাচলে গমন করত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত হইয়া স্বচ্ছসলিলপূরিত এক হ্রদ প্রাপ্ত হইলেন। ঐ হ্রদ পদ্মিনীসমন্বিত, গ্রাহনক্র-মৎস্যাকুল, নানাপক্ষিসমাযুক্ত, মনোহারী ও সুবৃহৎ। রাজা তৃষার্ত্ত হইয়া জলপানার্থ ঐ হ্রদে যেমন অবতরণ করিলেন,—অমনি এক গ্রাহ তাঁহাকে ধরিয়া গ্রাস করিল। এদিকে যমরাজ তাঁহার জন্য নরক নির্ম্মাণ করিয়া রাখিলেন। যমদূতগণ তাঁহাকে লইয়া গিয়া সেই নরকে নিক্ষেপ করিল। তাহার স্পর্শে নরকস্থ জীবগণ সুখী হইল। দূতগণ বিস্মিত হইয়া এই বৃত্তান্ত ধর্ম্মরাজকে জানাইল। ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—ভূতলে অর্ব্বুদ নামক এক অচল আছে ঐ অচলে আমার এক প্রিয় তীর্থ অবস্থিত। আমি তথায় তপস্যা করিয়াছিলাম। বোধ হয় এই ব্যক্তি সেইখানে মৃত হইয়াছে, সেই পুণ্যে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। দূতগণ বলিল,—আপনি যাহা বলিলেন,—তাহা সত্য। এ ব্যক্তি অর্ব্বুদাচলেই মরিয়াছে—এক গ্রাহ এই নৃপাধমকে তত্রত্য সরোবরে গ্রাস করিয়া মারিয়াছে। যম বলিলেন,—তবে সত্বর ইহাকে পরিত্যাগ কর, অপর আর কাহাকেও যেন—যাহারা আমার সর্ব্বপাতকনাশন সরোবরে স্নান করিয়াছে, তাহাদিগকে এখানে লইয়া আসিও না। অনন্তর যমবাক্যে দূতগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রাজা চিত্রাঙ্গদ স্বর্গে গমন করিয়া অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইতে লাগিলেন। যে জন ভক্তিসহকারে ঐ সরোবরে স্নান করে, সে জরামরণবর্জ্জিত পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সকলে সর্ব্বপ্রযত্নে তথায় স্নানাচরণ করিবে। যম যথায় চৈত্রমাসের শুক্লত্রয়োদশীতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, মানব সে স্থানে অবশ্যই শ্রাদ্ধাচরণ করিবে। এইরূপ করিলে আকল্পকাল তদীয় পিতৃপুরুষেরা স্বর্গে বাস করেন। ১—১৬।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

ঊনবিংশ অধ্যায়

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অনন্তর পাপহর বারাহ তীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ হরির প্রিয় ও সতত বাস-সুখপ্রদ। পূর্ব্বে বারাহাবতারে

হরিণোক্তা স্থিরা তিষ্ঠ ন ভেতব্যং কদাচন ॥ ২ ॥ অহং চেতো গমিষ্যামি বৈকুণ্ঠে চ পুনঃ শুভে । বরং বরয় কল্যাণি যদ্যদিষ্টং সুদুর্লভম্ ॥ ৩ ॥ পৃথিব্যুবাচ । যদি দেয়ো বরো মহ্যং শঙ্খচক্রগদাধর । অনেন বপুষা তিষ্ঠ হ্যস্মিংস্তীর্থে সদা হরে ॥ ৪ ॥ হরিরুবাচ । অনেন বপুষা দেবি পর্ব্বতে-হর্ব্বুদসংজ্ঞকে । অহং স্থাস্যামি তে বাক্যাৎসদা লোকহিতে রতঃ ॥ ৫ ॥ মমাগ্রে যো হ্রদঃ পুণ্যঃ সুনির্ম্মলজলান্বিতঃ । মাঘমাসে সিতে পক্ষ একাদশ্যাং সমাহিতঃ ॥ ৬ ॥ তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া । তত্র শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তি মনুষ্যাঃ শ্রাদ্ধয়ান্বিতাঃ ॥ ৭ ॥ পিতৄণাং জায়তে তৃপ্তির্যাবদাভূতসম্প্লবম্ । তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন স্নানং তত্র সমাচরেৎ ॥ ৮ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে রাজন গোবিন্দো গরুড়ধ্বজঃ । তস্মিন দিনে নৃপশ্রেষ্ঠ স্নাত্বা ব্রতং সমাচরেৎ ॥ ৯ ॥ তর্পণং পিণ্ডদানং চ যঃ কুর্য্যাদ্ভক্তিতৎপরঃ । স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং পূর্ব্বজৈঃ সহ পার্থিব ॥ ১০ ॥ তত্র দানং প্রশংসন্তি গত্বা ব্রাহ্মণসত্তমে । অস্মিংস্তীর্থে নৃপশ্রেষ্ঠ গোদানং চ করোতি যঃ ॥ ১১ ॥ রোমসংখ্যানি বর্ষাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি মানবঃ । তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন গোদানং চ সমাচরেৎ ॥ ১২ ॥ একাদশ্যাং বিশেষেণ কর্ত্তব্যং স্নানমুত্তমম্ । দানং কুর্য্যাদ্যথাশক্ত্যা স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বারাহতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

—

বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেত্ত চন্দ্রেশং প্রভাসং নৃপসত্তম । প্রভা তত্র পুরা প্রাপ্তা চন্দ্রেণ সুমহাত্মনা ॥ ১ ॥ দক্ষস্য কন্যকা রাজন্ সপ্তবিংশতিসংখ্যয়া । উঢ়াশ্চন্দ্রেণ তাঃ সর্ব্বাঃ অশ্বিনীপ্রমুখাঃ পুরা ॥ ২ ॥ তাসাং মধ্যে চ রোহিণ্যা সহ রেমে স নিত্যদা । ত্যক্তাঃ সর্ব্বাশ্চ চন্দ্রেণ দক্ষকন্যাঃ সুদুঃখিতাঃ, গত্বা স্বপিতরং নত্বা প্রাহুরস্রাবিলেক্ষণাঃ ॥ ৩ ॥ বয়ং ত্যক্তাঃ প্রজানাথ নির্দ্দোষাঃ পতিনা ততঃ ।

ভগবান্ হরি পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া বলিয়াছিলেন,—পৃথ্বি! তুমি স্থির হইয়া থাক, ভয় করিও না। হে শুভে! আমি পুনরায় বৈকুণ্ঠে গমন করিতেছি। হে কল্যাণি! তোমার যাহা সুদুর্লভ ইষ্ট বর হয়, প্রার্থনা কর। পৃথিবী কহিলেন,—হে শঙ্খচক্রগদাধর! যদি আমায় বর দান করেন, তবে এই প্রার্থনা করি, আপনি এই-কলেবরেই এই তীর্থে অবস্থান করুন। হরি কহিলেন,—হে দেবি! আমি তোমার বাক্যানুসারে এই দেহেই অর্ব্বুদাচলে সতত লোকহিতৈষী হইয়া অবস্থান করিব। আমার অগ্রে এই যে সুনির্ম্মল জলময় পুণ্য হ্রদ আছে, মাঘমাসের শুক্ল পক্ষীয় একাদশীতে ইহাতে যে নর ভক্তি করিয়া স্নান করিবে, তাহার ব্রহ্মহত্যাপাপও নষ্ট হইবে। নরগণ ঐ স্থানে শ্রদ্ধাসহকারে শ্রাদ্ধ করিলে আপ্রলয় কাল তাহার পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তি হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্ব যত্নে তথায় স্নানাচরণ করিবে। পুলস্ত্য কহিলেন,—রাজন্! গরুড়ধ্বজ গোবিন্দ এই বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট দিনে যে নর স্নানান্তে ব্রতাচরণ করিবে, এবং পিতৃগণোদ্দেশে ভক্তিভাবে তর্পণ ও পিণ্ডদান করিবে, তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণ সহ তাহার নিজেরও বিষ্ণুসালোক্য লাভ হইবে। ঐ স্থানে গিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দান করা এক প্রশস্ত কার্য্য। যে নর এই তীর্থে গোদান করিবে, গাভীর রোমসংখ্যানুপাতে তত বর্ষ তাহার স্বর্গবাস হইবে। রাজন্! এই জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে ঐ তীর্থে গোদান করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ একাদশী তিথিতে ঐ স্থানে স্নান অতীব পুণ্যকার্য্য। যে নর বারাহতীর্থে যথাশক্তি দান করে, তাহার পরম গতি লাভ হয়। ১—১৩।

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯।

—

বিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অতঃপর নর চন্দ্রেশ প্রভাসতীর্থে যাইবে। মহাত্মা চন্দ্র পুরাকালে ঐ স্থানে প্রভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে রাজন্! পূর্ব্বে চন্দ্রমা অশ্বিনীপ্রমুখ সপ্তবিংশতি দক্ষকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাহাদের মধ্যে রোহিণীর সহিতই তাঁহার নিত্য কাল সুখবিহার হইত। অন্যান্য দক্ষকন্যাগণ চন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দুঃখের সহিত পিতার প্রান্তে গমনপূর্ব্বক প্রণামান্তে অশ্রুপূর্ণনয়নে একদা পিতাকে বলিলেন,—প্রজাপতে! আমরা নির্দ্দোষ হই-

শরণং ত্বামনুপ্রাপ্তা দুঃখেন মহতান্বিতাঃ ॥ ৪ ॥ গতির্ভব সুরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বেষাং ত্বং হিতং কুরু । অস্মাকমুপদিষ্টেনং চন্দ্রং চ রোহিণীরতম্ ॥ ৫ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । স তাসাং বচনং শ্রুত্বা গতো যত্র নিশাকরঃ । অব্রবীচ্চ সমং পশ্য সর্ব্বাস্তু তনয়াস্তু মে ॥ ৬ ॥ অথ ব্রীড়াসমাযুক্তশ্চন্দ্রস্তং প্রত্যভাষত । তব বাক্যং করিষ্যামি দক্ষ গচ্ছ নমোঽস্তু তে ॥ ৭ ॥ গতে দক্ষে ততো ভূয়শ্চন্দ্রমা রোহিণীরতঃ । ত্যক্ত্বা চ কন্যকাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাপতিসমুদ্ভবাঃ ॥ ৮ ॥ অথ গত্বা পুনঃ সর্ব্বা দক্ষমূচুঃ সুদুঃখিতাঃ । ন কৃতং তব বাক্যং বৈ চন্দ্রেণৈব দুরাত্মনা ॥ ৯ ॥ দৌর্ভাগ্যদুঃখসন্তপ্তা মরিষ্যাম ন সংশয়ঃ । অনেন জীবিতেনাপি মরণং নিশ্চয়ং ভবেৎ ॥ ১০ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । অথ রোষসমাযুক্তো দক্ষো গত্বাব্রবীদ্বিধুম্ । মম বাক্যং ত্বয়া চন্দ্র যস্মাৎ পাপ কৃতং ন হি ॥ ১১ ॥ ক্ষয়মেষ্যসি তস্মাত্ত্বং যক্ষ্মণা নাস্তি সংশয়ঃ । এবং দত্ত্বা ততঃ শাপং গতো দক্ষঃ স্বমালয়ম্ ॥ ১২ ॥ যক্ষ্মণা ব্যাপিতশ্চন্দ্রঃ ক্ষয়ং যাতি দিনেদিনে । ক্ষীণো দ্যুতিবিহীনস্তু চিন্তয়ামাস চন্দ্রমাঃ ॥ ১৩ ॥ কিং কর্ত্তব্যং ময়া তত্র হ্যস্মিন্ শাপে সুদারুণে । অথ কিং পূজয়িষ্যামি সর্ব্বকামপ্রদং শিবম্ ॥ ১৪ ॥ স এবং নিশ্চয়ং কৃত্বা গতোঽর্ব্বুদমথাচলম্ । তপস্তেপে জিতক্রোধো জপহোমপরায়ণঃ ॥ ১৫ ॥ তস্মৈ তুষ্টো মহাদেবো বর্ষাণামযুতে গতে । অব্রবীদ্বরদোঽস্মীতি ততোঽস্মৈ দর্শনং দদৌ ॥ ১৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ । বরং বরয় ভদ্রং তে যত্তে মনসি বর্ত্ততে । তব দাস্যাম্যহং চন্দ্র যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্ল্লভম্ ॥ ১৭ ॥ চন্দ্র উবাচ । ব্যাধিক্ষয়ং সুরশ্রেষ্ঠ কুরু মে ত্রিপুরান্তক । যক্ষ্মণা ব্যাপিতো দেহো মমায়ং চ জগৎপতে ॥ ১৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ । দক্ষশাপেন তে চন্দ্র যক্ষ্মা কায়ে ব্যবস্থিতঃ । ন শক্যো হ্যন্যথা কর্ত্তুং শাপস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥ তস্মাত্ত্বং তস্য তাঃ সর্ব্বাঃ কন্যকা মম বাক্যতঃ । নিশাকর সমং পশ্য তব ব্যাধির্গমিষ্যতি ॥ ২০ ॥ কৃষ্ণে ক্ষয়শ্চ তে চন্দ্র শুক্লে বৃদ্ধির্ভবিষ্যতি । বরং বরয় ভদ্রং তে অন্যমিষ্টং সুদুর্ল্লভম্ ॥ ২১ ॥ চন্দ্র উবাচ । চন্দ্রগ্রহে নরো

য়াও পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছি । তাই অতিদুঃখে আপনার শরণাপন্ন হইলাম । সুরবর ! আমাদের উপায় করুন । রোহিণীরত চন্দ্রকে আমাদের জন্য উপদেশ দিয়া আমাদের অনুকূল করিয়া দেন । পুলস্ত্য কহিলেন,—প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের বাক্য শুনিয়া নিশাকরনিকটে গমন করিলেন এবং বলিলেন,—চন্দ্র ! তুমি আমার সমস্ত কন্যার প্রতিই সমব্যবহার কর । অনন্তর চন্দ্র লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন — আপনার বাক্য শিরোধার্য্য ; নমস্কার করি, আপনি যথাস্থানে গমন করুন । দক্ষ চলিয়া গেলে চন্দ্রমা পুনরপি রোহিণীরত হইলেন । দক্ষের অন্যান্য কন্যাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন । অনন্তর সেই সকল কন্যা পুনরায় গিয়া দুঃখের সহিত দক্ষকে কহিল,—পিতৃদেব ! দুরাত্মা চন্দ্র আপনার বাক্য রক্ষা করিল না । অতএব দুঃখদৌর্ভাগ্যসন্তপ্ত —আমরা নিশ্চয়ই মরিব । আমাদের এই জীবনই ত' নিশ্চয় মরণতুল্য । পুলস্ত্য কহিলেন,— অনন্তর রোষযুক্ত দক্ষ বিধুকে গিয়া বলিলেন,— চন্দ্র ! তুমি আমার বাক্য রক্ষা কর নাই, এই পাপের ফলে তোমাকে অবশ্যই যক্ষ্মারোগে ক্ষয়গ্রস্ত হইতে হইবে । দক্ষ এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া নিজালয়ে প্রস্থান করিলেন । চন্দ্র যক্ষ্মগ্রস্ত হইয়া দিনে দিনে ক্ষয় পাইতে লাগিলেন । ক্ষীণ ও দ্যুতিবিহীন হইয়া চন্দ্রমা চিন্তা করিলেন ; এই সুদারুণ শাপের আমি কি করিব ? তবে কি আমি সর্ব্বকামপ্রদ শঙ্করের আরাধনা করিব ? তাহাই করিব । এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি অর্ব্বুদাচলে গেলেন । সেখানে গিয়া জিতেন্দ্রিয় ও জপহোমরত হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন । —১৪। অযুত বর্ষ অতীত হইলে মহাদেব তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইলেন এবং চন্দ্রকে দর্শন দিয়া বলিলেন,— আমি বরদ ; বর দিতে আসিয়াছি ; তোমার মনোভীষ্ট বর গ্রহণ কর ; তুমি মঙ্গলভাজন হও । চন্দ্র ! অতিবড় দুর্লভ হইলেও তোমাকে সে বর আমি প্রদান করিব । চন্দ্র কহিলেন,—হে ত্রিপুরান্তকারিন ! সুরেশ্বর ! আমার ব্যাধিক্ষয় করুন । জগৎপতে ! যক্ষ্মায় আমার দেহ ব্যাপ্ত হইয়াছে । ঈশ্বর কহিলেন,—চন্দ্র ! দক্ষের শাপে তোমার দেহে যক্ষ্মা উপস্থিত হইয়াছে । সেই মহাত্মার শাপ আমি অন্যথা করিতে পারি না । অতএব তুমি আমার বাক্যে সমস্ত দক্ষকন্যার প্রতি সমদর্শী হও । হে নিশাকর ! তাহাতে তোমার ব্যাধি নষ্ট হইবে । হে চন্দ্র ! কৃষ্ণপক্ষে তোমার ক্ষয় এবং শুক্লপক্ষে তোমার বৃদ্ধি হইবে । যাহা

:যাঽত্র সোমবারে চ শঙ্কর। ভক্ত্যা স্নানং কল্পোত্যেব স যাতু পরমাং গতিম্ ॥ ২২ ॥ পিণ্ডদানেন দেবেশ স্বর্গং গচ্ছন্তু পূর্ব্বজাঃ। প্রসাদাত্তব দেবেশ তীর্থং ভবতু মুক্তিদম্ ॥ ২৩॥ ঈশ্বর উবাচ। ভবিষ্যন্তি নরোঽত্রৈব বিপাপ্মানো নিশাকর। যস্মাৎ প্রভা ত্বয়া প্রাপ্তা তীর্থেঽস্মিন্ বিমলোদকে ॥ ২৪ ॥ প্রভাসতীর্থং বিখ্যাতং তস্মাদেতদ্ভবিষ্যতি। যত্র সোমগ্রহে প্রাপ্তে সোমবারে বিশেষতঃ ॥ ২৫ ॥ করিষ্যন্তি নরাঃ স্নানং তে যাস্যন্তি পরাং গতিম্। যেঽত্র শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তি পিণ্ডদানং তথা নরাঃ ॥ ২৬॥ গয়াশ্রাদ্ধসমং পুণ্যং তেষাং চন্দ্র ভবিষ্যতি। তথা দানং প্রকর্ত্তব্যং সোম লোকৈর্গ্রহে তব ॥ ২৭ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্ত্বা বিরূপাক্ষস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। চন্দ্রোঽপি বুভুজে সর্ব্বাঃ পত্নীশ্চ দক্ষসম্ভবাঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চন্দ্রপ্রভাসতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ পিণ্ডোদকমনুত্তমম্। তীর্থং যত্র তপস্তপ্তং পিণ্ডোদকদ্বিজাতিনা ॥ ১ ॥ পুরা পিণ্ডোদকো নাম ব্রাহ্মণো হভূন্মহামতে। মন্দপ্রজ্ঞোঽল্পমেধাবী সোপাধ্যায়েন পাঠিতঃ ॥ ২ ॥ অশক্তোঽধ্যয়নং কর্ত্তুং জাড্যভাবান্মহীপতে। স বৈরাগ্যং পরং গত্বা সম্প্রাপ্তো গিরিগহ্বরে ॥ ৩ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু তত্রৈব চ সরস্বতী। বীণাবিনোদসংযুক্তা বিবিক্তে তমুপস্থিতা ॥ ৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণং খিন্নং বৈরাগ্যেণ সমন্বিতম্। কৃপাবিষ্টা মহাদেবী বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৫ ॥ সরস্বত্যুবাচ। কস্মাত্ত্বং খিদ্যসে বিপ্র বিরক্ত ইব ভাসসে। কস্মান্ন হৃষ্যসি হৃদা কস্মাদত্র ত্বমাগতঃ। বদ শীঘ্রং মহাভাগ ভবান্তিকে বসাম্যহম্ ॥ ৬ ॥ পিণ্ডোদক উবাচ। অহং বৈরাগ্যমাপন্ন উপাধ্যায়তিরস্কৃতঃ। জ্ঞানহীনো মহাভাগে মৃত্যুং বাঞ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ৭ ॥ ন মে সরস্বতী দেবী জিহ্বাগ্রে পরিবর্ত্ততে। কারণং নান্যদস্তীহ

হৌক, তোমার অন্য যাহা ইষ্ট বর আছে, প্রার্থনা কর। চন্দ্র কহিলেন,—চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে সোমবারে যে নর হেথায় স্নান করিবে, হে শঙ্কর! তাহার পরম গতি লাভ হউক। হে দেবেশ! এখানে পিণ্ডদানকর্ত্তার পূর্ব্বপুরুষগণ স্বর্গে গমন করুন। ভবৎপ্রসাদাৎ এই তীর্থ মুক্তিদায়ক হউক। ঈশ্বর কহিলেন,—নিশাকর! এ স্থানে নরগণ পাপহীন হইবে। এই স্থানের বিমলোদকতীর্থে তুমি প্রভা প্রাপ্ত হইয়াছ; এই জন্য ইহা প্রভাসতীর্থ নামে বিখ্যাত হইবে। চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে বিশেষতঃ সোমবারে নরগণ এই স্থানে স্নান করিলে পরম গতি প্রাপ্ত হইবে। যে সকল নর এখানে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিবে, তাহাদের গয়াশ্রাদ্ধতুল্য পুণ্যফল হইবে। হে চন্দ্র! চন্দ্রগ্রহণে এ তীর্থে দান করা একান্ত কর্ত্তব্য। পুলস্ত্য কহিলেন,—বিরূপাক্ষ এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। চন্দ্রও স্বীয় পত্নী দক্ষকন্যাগণকে সমভাবে ভোগ করিতে লাগিলেন।১৫—২৮।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

একবিংশ অধ্যায়

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অনন্তর নর পিণ্ডোদকতীর্থে গমন করিবে। পূর্ব্বে পিণ্ডোদক নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তথায় তপস্যা করিয়াছিলেন। হে মহামতে! পূর্ব্বে পিণ্ডোদক নামে এক মন্দপ্রজ্ঞ অল্পমেধাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার উপাধ্যায় তাঁহাকে অধ্যয়ন করাইতেন। কিন্তু জাড্যবশতঃ তিনি অধ্যয়ন করিতে পারিতেন না। ইহাতে তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হয়। তিনি গিরিগহ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় বীণাবিনোদিনী সরস্বতী দেবী সেই বিবিক্ত প্রদেশে উপস্থিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণকে বৈরাগ্যযুক্ত ও খিন্ন দর্শনে কৃপা করিয়া কহিলেন,—বিপ্র! কেন তুমি খেদ করিতেছ? তোমাকে বিরক্তের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। মনে তোমার আনন্দ নাই কেন? কেনই বা তুমি এস্থানে আগমন করিয়াছ? তোমার নিকট আমি উপবেশন করিলাম। তুমি সত্বর ঐ সকল বিষয় ব্যক্ত কর। পিণ্ডোদক কহিলেন,—আমি উপাধ্যায়ের তিরস্কারে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়াছি। হে মহাভাগে! আমার জ্ঞান নাই। সুতরাং সম্প্রতি মৃত্যুই আমার বাঞ্ছনীয়। দেবী সরস্বতী আমার জিহ্বাগ্রে বাস করেন না। হে

মৃত্যোর্ম্মম বরাননে॥ ৮॥ দৃষ্টোঽহকস্মাত্ত্বয়া চাহং ততো যাস্যামি চান্যতঃ। মরণং হি মম শ্রেয়ো মূকভাবান্ন জীবিতম্॥ ৯॥ সরস্বত্যুবাচ। অহং সরস্বতী দেবী সদাস্মিন্ বরপর্ব্বতে। নিশামুখে ত্রয়োদশ্যাং করোমি বসতিং দ্বিজ। তস্মাত্ত্বং প্রার্থয় বরং যদভীষ্টং সুদুর্লভম্॥ ১০॥ পিণ্ডোদক উবাচ। প্রসাদাত্তব বৈ বাণি সর্ব্বজ্ঞত্বং মমেপ্সিতম্। এতত্তীর্থন্তু মন্নাম্না খ্যাতিং যাতু শুচিস্মিতে॥ ১১॥ সরস্বত্যুবাচ। অদ্যপ্রভৃতি সর্ব্বজ্ঞো হ্যত্র লোকে ভবিষ্যসি। নাম্না তব তথা তীর্থমেতৎখ্যাতিং প্রয়াস্যতি॥ ১২॥ নিশামুখে ত্রয়োদশ্যাং যোঽত্র স্নানং করিষ্যতি। ভবিষ্যতি স সর্ব্বজ্ঞো যদ্যপি স্যাৎসুমন্দধীঃ॥ ১৩॥ অত্র মে সততং বাসো ভবিষ্যতি দ্বিজোত্তম। যস্মাত্তস্মাৎ সদা স্নানং কর্ত্তব্যং সুসমাহিতৈঃ॥ ১৪॥ এবমুক্ত্বা ততো দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত। পিণ্ডোদকো হি সর্ব্বজ্ঞো ভূত্বাথ স্বগৃহং যযৌ। ব্যস্মাপয়জ্জনান্ সর্ব্বাংস্তত্তীর্থস্য সমাশ্রয়াৎ॥ ১৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽর্ব্বুদে পিণ্ডোদকতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ শ্রীমাতাং দেববন্দিতাম্। সর্ব্বকামপ্রদাং নৃণামিহ লোকে পরত্র চ॥ ১॥ যা চ সর্ব্বময়ী শক্তির্যয়া ব্যাপ্তমিদং জগৎ। সা তস্মিন্ পর্ব্বতে সাক্ষাৎ স্বয়ং বাসমরোচয়ৎ॥ ২॥ পুরা দেবযুগে রাজা কলিঙ্গো নাম দানবঃ। জরামরণহীনোঽসৌ দেবানাঞ্চ ভয়ঙ্করঃ॥ ৩॥ তেন সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। বলপ্রভাবতঃ স্বর্গো জিতস্তেন সুরাধিপঃ। ব্রহ্মলোকমনুপ্রাপ্তো দেবৈঃ সর্ব্বৈঃ সমন্বিতঃ॥ ৪॥ তেন দৈত্যেন সর্ব্বেঽপি ত্রাসিতাঃ সুরমানবাঃ কলিঙ্গো নাম দৈত্যঃ স স্বয়মিন্দ্রো বভূব হ॥ ৫॥ বসবো মরুতঃ সাধ্যা বিশ্বেদেবাঃ সুরর্ষয়ঃ। তেন সর্ব্বে কৃতা দৈত্যা যথাযোগ্যং নরাধিপ॥ ৬॥ যজ্ঞভাগান স্বয়ং সর্ব্বে বুভুজুস্তে চ দানবাঃ। তপোঽর্থে চ ততো দেবা গতাঃ সর্ব্বেঽর্ব্বুদাচলম্॥ ৭॥ অদ্যাপি

বরাননে! ইহা ব্যতীত আর আমার মৃত্যুর কারণান্তর নাই। যাহা হৌক, হঠাৎ তুমি আমায় দেখিয়া ফেলিয়াছ, অতএব এস্থান হইতে আমি অন্য স্থানে যাইব। এই মূকভাব হইতে আমার মরণই শ্রেয়স্কর।১—৯। সরস্বতী কহিলেন,—হে দ্বিজ! আমি সরস্বতী দেবী; ত্রয়োদশীর প্রদোষে সর্ব্বদাই আমার এই পর্ব্বতবরে অধিষ্ঠান। অতএব তোমার যাহা দুর্লভ ইষ্টবর, আমার নিকট হইতে প্রার্থনা করিয়া লও। পিণ্ডোদক কহিলেন,—হে বাণি! আপনার প্রসাদে সর্ব্বজ্ঞত্বই আমার অভীপ্সিত। আপচ, হে শুচিস্মিতে! এই তীর্থস্থানও আমার নামে খ্যাতি-সম্পন্ন হউক। সরস্বতী কহিলেন,—অদ্য হইতে তুমি ভূলোকে সর্ব্বজ্ঞ হইবে। আর তোমারই নামানুসারে এই তীর্থ প্রখ্যাত হইবে। ত্রয়োদশীর প্রদোষে যে নর এখানে স্নান করিবে, সে অতিবড় মন্দবুদ্ধি হইলেও সর্ব্বজ্ঞ হইবে। হে দ্বিজবর! এই স্থানে সর্ব্বদা আমি বাস করিব। অতএব সুসমাহিত হইয়া সকলেরই হেথায় স্নান করা কর্ত্তব্য। দেবী এই সকল কহিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। পিণ্ডোদক সর্ব্বজ্ঞ হইয়া স্বগৃহে গিয়া সর্ব্বলোকের বিস্ময়োৎপাদন করিলেন।১০—১৫।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অনন্তর নর দেববন্দিতা শ্রীমাতার প্রান্তে গমন করিবে। শ্রীমাতা ইহপরকালে নরগণের সর্ব্বকামপ্রদা। যিনি সর্ব্বময়ী শক্তি, যাঁহা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেই সাক্ষাৎ শ্রীমাতা দেবী আপনা হইতেই এই অর্ব্বুদাচলে বাস কল্পনা করিয়াছেন। পূর্ব্বে দেবযুগে কলিঙ্গ নামে এক দানবরাজ ছিল। ঐ দানব জরামরণহীন হইয়া দেবগণের ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। এই চরাচর ত্রৈলোক্য তাহা দ্বারাই আক্রান্ত হইয়াছিল। সেই দানবরাজ স্বীয় বল-প্রভাবে স্বর্গ ও স্বর্গাধিপতিকে পরাজয় করিয়াছিল। ইন্দ্র তাহার ভয়ে সর্ব্বদেবসমভিব্যাহারে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। ফলে সেই দৈত্যরাজ কর্ত্তৃক সুরনর সকলেই বিত্রাসিত হইয়াছিল। এইরূপে দৈত্যরাজ কলিঙ্গ নিজেই ইন্দ্র হইয়া বসিল। বসু, মরুৎ, সাধ্য, বিশ্বদেব, ও সুরর্ষিগণের পদে সে দৈত্যদিগকেই যোগ্যতানুসারে স্থাপন করিল। দানবগণ নিজেরাই যজ্ঞভাগ সকল ভোগ করিতে

দেবতাখ্যাতং ত্রৈলোক্যে খ্যাতিমাগতম্। তত্র ব্রতপরাঃ সর্ব্বে পত্রমূলফলাশিনঃ ॥ ৮ ॥ অব্যক্তাঃ পরমত্রাসাদ্ধ্যায়ন্তস্তে চ সংস্থিতাঃ। পঞ্চাগ্নিসাধকাঃ কেচিত্তত্র ব্রতপরায়ণাঃ ॥ ৯ ॥ একাহারা নিরাহারা বায়ুভক্ষাস্তথা পরে। অন্যে মাসোপবাসাশ্চ চান্দ্রায়ণপরায়ণাঃ ॥ ১০ ॥ কৃচ্ছ্রসান্তপনে নিষ্ঠা মহাপারাকিণঃ পরে। অম্বুভক্ষা বায়ুভক্ষাঃ ফেনপাশ্চোষ্মপাঃ পরে ॥ ১১ ॥ জপহোমপরাশ্চান্যে ধ্যানাসক্তাস্তথা পরে। বলিনৈবেদ্যদানৈশ্চ গন্ধধূপৈর্নরাধিপ ॥ ১২ ॥ পূজয়ন্তঃ পরাং শক্তিং দেবীং স্বকার্য্যহেতবে। এবং তেষাং ব্রতস্থানাং তপসা ভাবিতাত্মনাম্। বিমুক্তিরভবদ্রাজন্ সর্ব্বেষাং কর্ম্মবন্ধনাৎ ॥ ১৩ ॥ ততঃ পূর্ণে সহস্রান্তে বর্ষাণাং নৃপসত্তম। দেবী প্রত্যক্ষতাং প্রাপ্তা কন্যকারূপধারিণী ॥ ১৪ ॥ পূর্ব্বং জাতা মহারাজ ধূমমূর্ত্তির্ভয়াবহা। ততো জ্বালা ততঃ কন্যা শুক্লবাসোঽনুলেপনা। দৃষ্ট্বা তাং তুষ্টুবুর্দ্দেবাঃ কৃতাঞ্জলিপুটাস্ততঃ ॥ ১৫ ॥ দেবা উচুঃ। নমোঽস্তু সর্ব্বগে দেবি নমস্তে সর্ব্বপূজিতে। নমস্তে কামগেঽচিন্ত্যে নমস্তে ত্রিদশাশ্রয়ে ॥ ১৬ ॥ নমস্তে পরমা দেবি ব্রহ্মযোনে নমো নমঃ। অর্দ্ধমাত্রাক্ষরে চৈব তদর্দ্ধার্দ্ধে নামা নমঃ ॥ ১৭ ॥ নমস্তে পদ্মপত্রাক্ষি বিশ্বমাতর্নমো নমঃ। নমস্তে বরদে দেবি রজঃসত্ত্বতমোময়ি ॥ ১৮ ॥ স্বস্বরূপস্থিতে দেবি ত্বঞ্চ সংসারলক্ষণম্। ত্বং বুদ্ধিস্ত্বং ধৃতিঃ ক্ষান্তিস্ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ক্ষমা ॥ ১৯ ॥ ত্বং বুদ্ধিস্ত্বং গতিঃ কর্ত্রী শচী লক্ষ্মীশ্চ পার্ব্বতী। সাবিত্রী ত্বঞ্চ গায়ত্রী অজেয়া পাপনাশিনী ॥ ২০ ॥ যচ্চান্যদত্র দেবেশি ত্রৈলোক্যেঽস্তীতি সংজ্ঞিতম্। তদ্রূপং তাবকং দেবি পর্ব্বতেষু চ সংস্থিতম্ ॥ ২১ ॥ বহ্নিনা চ যথা কাষ্ঠং তন্তুনা চ যথা পটঃ। তথা ত্বয়া জগদ্ব্যাপ্তং গুপ্তা ত্বং সর্ব্বতঃ স্থিতা ॥ ২২ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবং স্তুতা জগন্মাতা তানুবাচ সুরোত্তমান্। বরো মে যাচ্যতাং শীঘ্রমভীষ্টঃ সুরসত্তমাঃ ॥ ২৩ ॥ কিমত্র গুপ্তভাবেন তিষ্ঠথ শ্বভ্রমধ্যগাঃ। মদ্ভক্তানাং ভয়ং নাস্তি ত্রৈলোক্যেঽপি চরাচরে ॥ ২৪ ॥ দেবা উচুঃ। কলিঙ্গেন বয়ং দেবি নিরস্তাঃ সঙ্গরে মুহুঃ। তেন ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ২৫ ॥ যজ্ঞ-

লাগিল। অনন্তর দেবগণ নিরুপায় হইয়া তপস্যার্থ অর্ব্বুদাচলে গমন করিলেন। এইজন্য অদ্যাপি তত্রত্য দেবখাত ত্রৈলোক্যে খ্যাতিসম্পন্ন হইয়া রহিয়াছে। যাহা হৌক, দেবগণ তখন অত্যন্ত ভয়ে সেই অর্ব্বুদাচলে অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই পত্রমূলফলাহারে ব্রতনিষ্ঠ হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। কেহ কেহ ব্রতনিরত হইয়া পঞ্চাগ্নিমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক উপাসনা করিতে লাগিলেন। কেহ একাহার, কেহ কেহ নিরাহার, কেহ বা বায়ুভক্ষ হইলেন। অনেকে মাসোপবাসী হইয়া চান্দ্রায়ণ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কৃচ্ছ্র সান্তপন করিলেন। অনেকে অম্বুভক্ষ, বায়ুভক্ষ, ফেনপ ও উষ্মপ হইয়া জপ-হোমে নিরত হইলেন। কেহ কেহ ধ্যানাসক্ত হইয়া রহিলেন। এইরূপে দেবগণ নৈবেদ্য, গন্ধ, ধূপ ও অন্যান্য উপহার প্রদান করিয়া স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির জন্য পরম শক্তির পূজা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ভাবিতাত্মা দেবগণ এইরূপে ব্রতস্থ হইলে, তপঃপ্রভাবে কর্ম্মবন্ধন হইতে তাঁহাদের বিমুক্তি ঘটিল। সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে দেবী কন্যারূপে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ প্রাদুর্ভূত হইলেন। প্রথমে তাঁহার ভয়ঙ্কর ধূমমূর্ত্তি প্রকট হইল। পরে জ্বালা, তাহার পর শুক্ল-বসনানুলেপনা কন্যামূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইল। দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন।—হে দেবি! তুমি সর্ব্বগা, তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বপূজিতে! তোমাকে নমস্কার। দেবি! তুমি কামগা, অচিন্ত্যা, ত্রিদশালয়া, পরমা দেবী, পদ্মযোনি, অর্দ্ধমাত্রাক্ষরা, তদর্দ্ধার্দ্ধা, পদ্মপত্রাক্ষী, বিশ্বমাতা, বরদা, রজঃসত্ত্বতমোময়ী, ও স্বস্বরূপস্থিতা, তোমাকে নমস্কার। তুমি সংসারলক্ষণা, বুদ্ধি, ধৃতি, ক্ষান্তি, স্বাহা, স্বধা, বুদ্ধি, রতি, কর্ত্রী, শচী, লক্ষ্মী, পার্ব্বতী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, অজেয়া ও পাপনাশিনী। হে দেবেশি! ত্রৈলোক্যে যত সংজ্ঞা আছে, তৎসমস্তই আপনার রূপ এবং ঐরূপ পর্ব্বতে বিরাজিত। বহ্নি যেমন কাষ্ঠ এবং তন্তু যেমন বস্ত্রকে ব্যাপ্ত করে, হে দেবি! তুমিও তেমনি গুপ্তভাবে জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছ। ১—২২। পুলস্ত্য বলিলেন,—জগন্মাতা এইরূপে স্তুত হইয়া সুরগণকে বলিলেন,—হে সুরোত্তমগণ! তোমরা শীঘ্র অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর; কি জন্য তোমরা গোপনে গহ্বরে অবস্থান করিতেছ? এই চরাচর ত্রৈলোক্যে আমার ভক্তগণের কুত্রাপি ভয় নাই। দেবগণ বলিলেন,—হে দেবি! দৈত্য কলিঙ্গ আমাদিগকে সমরে নিরস্ত করিয়া এই সচরাচর ত্রৈলোক্য অধি-

ভাগো হৃতোঽস্মাকং দৈত্যানাং স প্রকল্পিতঃ। তেন স্বর্গঃ সমাক্রান্তঃ সুরাঃ সর্ব্বে নিরাকৃতাঃ॥ ২৬॥ হত্বা দৈত্যান্ যথা ভূয়ঃ শক্রঃ স্বপদমাপ্নুয়াৎ। তথা কুরু মহাভাগে বর এবোঽস্মদীপ্সিতঃ॥ ২৭॥ দেব্যুবাচ। যথা যূয়ং ময়া সৃষ্টাস্তথৈবায়ং মহাসুরঃ। বিশেষো নাস্তি মে কশ্চিদুভয়োঃ সুরসত্তমাঃ॥ ২৮॥ তস্মাত্তান্ বারয়িষ্যামি শক্রাদ্যাংস্ত্রিদিবাৎপুনঃ। এবমুক্ত্বা বরারোহা প্রেষয়ামাস পার্থিব॥ ২৯॥ দূতং কলিঙ্গদৈত্যায় ত্যজ ত্বং ত্রিদিবং দ্রুতম্। স গত্বা বাস্কলিং দৈত্যং সামপূর্ব্বং বচোঽব্রবীৎ॥ ৩০॥ দূত উবাচ। যা সা সর্ব্বগতা দেবী শক্তিরূপা শুচিস্মিতা। শ্রীমাতা জগতাং মাতা দেবৈরারাধিতা পরা। তেষাং তুষ্টা চ দেবী ত্বামিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৩১॥ স্বস্থানং গচ্ছ শীঘ্রং ত্বং শক্রো যাতু ত্রিবিষ্টপম্। মদ্বাক্যাদ্দানবশ্রেষ্ঠ দেবত্বং ন ভবেত্তব॥ ৩২॥ পুলস্ত্য উবাচ। স দূতবচনং শ্রুত্বা দানবো মদগর্ব্বিতঃ॥ ৩৩॥ অহং লোকেশ্বরো মত্বা সগর্ব্বমিদমব্রবীৎ॥ ৩৪॥ বাস্কলিরুবাচ। কা শ্রীমাতেতি কে দেবা নাস্মাৎ স্বর্গং ত্যজাম্যহম্। ন তাং জানামি তাংশ্চৈব গত্বা ব্রূহি মমাজ্ঞয়া॥ ৩৫॥ ন ভবন্ত্যস্ত্বহং স্বর্গং প্রযচ্ছামি কথঞ্চন। দূতোঽবধ্যো ভবেদ্রাজ্ঞামপি বৈরে সুদারুণে। এতস্মাৎ কারণাদ্দূত ন ত্বাং প্রাণৈর্বিযোজয়ে॥ ৩৫॥ শ্রীমাতাং যদি মে দূত দর্শয়িষ্যসি চেত্ততঃ। অভীষ্টান্ সম্প্রদাস্যামি সত্যমেব ব্রবীম্যহম্॥ ৩৬॥ অহং ত্বয়া সমং তত্র যাস্যে যত্র স্থিতা চ সা। নিগ্রহং চ করিষ্যামি বাক্যং মে সত্যকারণম্॥৩৭॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্ত্বা মদোন্মত্তো দূতেন চ স দানবঃ। অর্ব্বুদং প্রযযৌ তূর্ণং রোষেণ মহতা বৃতঃ॥৩৮॥ দৃষ্ট্বা বাস্কলমায়ান্তং দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ। বার্য্যমাণাস্তদা দেব্যা পলায়নপরায়ণাঃ॥ ৩৯॥ ভয়েন মহতাবিষ্টা দিশো ভেজুঃ সমন্ততঃ। অথাসৌ বাস্কলিঃ প্রাপ্তঃ সৈন্যেন মহতা বৃতঃ॥ ৪॥ শ্রীমাতা তিষ্ঠতে যত্র পর্ব্বতেঽর্ব্বুদসংজ্ঞকে। দূতং চ প্রেষয়ামাস তমুবাচ নরাধিপ॥ ৪১॥ বাস্কলিরুবাচ। গচ্ছ দূতবর ব্রূহি শ্রীমাতাং চারুহাসিনীম্। ভার্য্যা মে ভব সুশ্রোণি অহং তে বশগঃ সদা॥ ৪২॥ ভবিষ্যতি হি মে রাজ্যং সর্ব্বং বশগতং তব। অন্যথা

কার করিয়াছে। সে আমাদের যজ্ঞভাগাধিকারিত্ব লোপ করিয়া তাহা দৈত্যদিগকে দিয়াছে এবং আমাদিগকে নিরাকৃত করিয়া সমস্ত স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছে। হে মহাভাগে! সমস্ত দৈত্যগণকে নিহত করিয়া শক্র যাহাতে পুনরায় স্বপদ লাভ করিতে পারেন, আপনি তাহা করুন, ইহাই আমাদের অভীপ্সিত বর। দেবী কহিলেন,—আমি তোমাদিগকে যেমন সৃষ্টি করিয়াছি, তেমনি এই মহাসুরও আমার সৃষ্ট জীব। হে সুরগণ! এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কিছুই নাই। অতএব হে শক্রাদি সুরগণ! ঐ সকল দৈত্যকে আমি স্বর্গ হইতে নিষ্কাসিত করিব। বরারোহা দেবী এই বলিয়া কলিঙ্গ-দৈত্যের নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন; বলিয়া দিলেন,—দৈত্য! তুমি শীঘ্র স্বর্গ পরিত্যাগ কর। দূত গিয়া সামপূর্ব্বক দৈত্যের নিকট বলিল,—যিনি সর্ব্বরূপিণী জগজ্জননী শক্তিরূপিণী শ্রীমাতা দেবী,দেবগণের আরাধনায় তিনি তুষ্ট হইয়া তোমাকে বলিয়া দিয়াছেন,—তুমি আমার আদেশে শীঘ্র স্বর্গস্থান পরিত্যাগ কর। ইন্দ্র স্বীয় স্থান প্রাপ্ত হউন। হে দানবশ্রেষ্ঠ! তুমি দানবই; তোমার দেবত্ব কখনও হইবার নহে। পুলস্ত্য কহিলেন,—মদগর্ব্বিত দানব দূতবাক্য শ্রবণ করিয়া নিজেকে লোকেশ্বর জ্ঞানে সগর্ব্বে বলিল,—কে সেই শ্রীমাতা? আর কাহারাই বা দেবতা? আমি স্বর্গ পরিত্যাগ করিব না। দূত! তুমি আমার আজ্ঞায় ফিরিয়া গিয়া বল,—আমি দেব-দেবী জানি না। তাহাদিগকে আমি স্বর্গস্থান প্রদান করিব না। শত্রুতা যতই প্রবল হোক, দূত রাজগণের অবধ্য, রে দূত! এই জন্যই তোকে আমি বধ করিলাম না। ১৫-৩৫। তুই যদি শ্রীমাতা দেবীকে আমায় দর্শন করাইতে পারিস্, তাহা হইলে সত্যই বলিতেছি, আমি তোকে অভীষ্ট বর প্রদান করিব। সেই দেবী যেখানে আছে, আমি তোর সহিত সেই স্থানে যাইব; যাইয়া তাহার নিগ্রহ বিধান করিব। এ কথা সত্যই বলিতেছি। পুলস্ত্য কহিলেন,—মদোন্মত্ত দানব এই কথা কহিয়া দূত সহ মহারোষে অর্ব্বুদাচলে গমন করিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ দানবের আগমনদর্শনে দেবীর নিষেধ সত্ত্বেও মহাভয়ে দশদিকে পলায়ন করিল। দানব বাস্কলি মহাসৈন্য সমভিব্যাহারে শ্রীমাতার অধিষ্ঠিত অর্ব্বুদপর্ব্বতে উপস্থিত হইল। হে নরাধিপ! দানবরাজ তখন এক দূতকে বলিয়া পাঠাইল। বাস্কলি কহিল,—দূতবর! চারুহাসিনী শ্রীমাতাদেবীর নিকট গমন করিয়া বল যে, হে সুশ্রোণি! তুমি আমার ভার্য্যা হও। আমি তোমার সর্ব্বদাই বশীভূত থাকিব। আমার এই

ধর্ষয়িষ্যামি সর্ব্বৈঃ সার্দ্ধং সুরোত্তমৈঃ ॥ ৪৩ ॥ কিমিন্দ্রেণাল্পবীর্য্যেণ কিমন্যৈশ্চ বরাননে। সহস্রাক্ষো ন মে তুল্যো ন মে তুল্যাঃ সুরাসুরাঃ ॥ ৪৪ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। এতচ্ছ্রুত্বা ততো গত্বা স দূতঃ সন্ন্যবেদয়ৎ। তস্য সর্ব্বং যথাবাক্যং তেনোক্তং চ মহীপতে ॥ ৪৫ ॥ ততঃ শ্রুত্বা স্মিতং কৃত্বা চিন্তয়ামাস ভামিনী। জরামরণহীনোঽয়ং দৈত্যেন্দ্রঃ শম্ভুনা কৃতঃ ॥ ৪৬ ॥ কথমস্য ময়া কার্য্যো নিগ্রহো দেবতাকৃতে। পুনশ্চিন্তয়তে যাবৎ সা দেবী দানবং প্রতি। তাবত্তত্রাগতঃ শীঘ্রং স কামেন পরিপ্লুতঃ ॥ অথ দৃষ্টিনিপাতেন সা দেবী দানবাধিপম্। বালোকয়ত্ততস্তস্যা নিশ্চয়ঃ সমভূব হ ॥ ৪৮ ॥ ততো জহাস সা দেবী শনকৈর্নৃপসত্তম। মুখাত্তস্যাস্ততঃ সৈন্যং নিষ্ক্রান্তমতিভীষণম্ ॥ ৪৯ ॥ হস্তিনো হয়বর্য্যাশ্চ পাদাতাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ। রথসাহস্রমারূঢ়া যোধাশ্চাপি সহস্রশঃ ॥ ৫০ ॥ তৈঃ সৈন্যং দানবেশস্য সর্ব্বং শস্ত্রৈর্নিপাতিতম্। পশ্যতস্তস্য দৈত্যস্য নিশ্চলস্যাসুরস্য চ ॥ ৫১ ॥ হতে সৈন্যবলে তস্মিন্নিন্দ্রাদ্যাস্ত্রিদিবৌকসঃ। তামূচুর্ব্বচনং দেবি দানবং হন্তুমর্হসি। নাস্মিন্ জীবতি নো রাজ্যং স্বর্গে দেবি ভবিষ্যতি ॥ ৫২ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। শ্রুত্বা তদ্বচনং তেষাং জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুবর্জ্জিতম্। পর্ব্বতস্য মহাশৃঙ্গং দত্ত্বা তস্যোপরি স্বয়ম্ ॥ ৫৩ ॥ নিবিষ্টা সা জগন্মাতা শ্রীমাতা কামরূপিণী। হিতায় জগতাং রাজন্নদ্যাপি বরপর্ব্বতে। তত্রৈব বসতে সাক্ষান্নৃণাং কামপ্রদায়িনী ॥ ৫৪ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। তুষ্টুবুস্তাং মহাশক্তিং ভয়হন্ত্রীং প্রহর্ষিতাঃ ॥ ৫৫ ॥ প্রসন্নাভূত্ততো দেবী তেষাং তত্র নরাধিপ। স্বংস্বং স্থানং সুরাঃ সর্ব্বে পরিযান্তু গতব্যথাঃ। গত্বা স্থানং স্বকং সর্ব্বে পরিপান্তু গতব্যথাঃ ॥ ৫৬ ॥ বরং বরয় দেবেন্দ্র ব্রূহি যত্তে মনোগতম্। তৎসর্ব্বং সম্প্রদাস্যামি তুষ্টাহং ভক্তিতস্তব ॥ ৫৭ ॥ ইন্দ্র উবাচ। যদি তুষ্টাসি মে দেবি শাশ্বতে ভক্তিবৎসলে। অত্রৈব স্থীয়তাং তাবৎ স্বর্গে যাবদহং বিভুঃ ॥ ৫৮ ॥ প্রশাস্মি রাজ্যং দেবেশি শাশ্বতে ভক্তবৎসলে। অজরশ্চামরশ্চৈব যতো

সমস্ত রাজ্যই তোমার বশীভূত হইবে। আর যদি এ প্রস্তাবে অমত কর, তবে সমস্ত দেবসহ তোমাকে বিশেষ লাঞ্ছনা প্রদান করিব। অল্পবীর্য্য ইন্দ্র বা অন্যান্য দেবগণ দ্বারা তোমার কোন্ সাহায্য হইবে? হে বরাননে! সহস্রাক্ষ আমার তুল্য নহে। এমন কি সমস্ত সুরাসুরও আমার সমকক্ষ নহে। পুলস্ত্য কহিলেন,—দূত দানবের নিকট এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া দেবীসমীপে গমনপূর্ব্বক দানবোক্ত সমস্ত বাক্য তাঁহাকে নিবেদন করিল। দেবী তৎশ্রবণে হাস্যপূর্ব্বক চিন্তা করিলেন,—শম্ভু এই দৈত্যবরকে জরামরণহীন করিয়াছেন। দেবগণের হিতার্থ আমি কিরূপে ইহার নিগ্রহ বিধান করি? এই ভাবিয়া যেমন তিনি আবার চিন্তাবিষ্ট হইয়াছেন, অমনি কামার্ত্ত দানব তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবী দানবাধিপের প্রতি যেমন দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, অমনি তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির হইল। অনন্তর দেবী ঈষৎ হাস্য করিলেন। তাঁহার মুখ হইতে ভীষণ সৈন্যদল নিষ্ক্রান্ত হইল। হস্তী, অশ্ব, পদাতি, ও নানাবিধ বহুসহস্র রথাধিরূঢ় সহস্র সহস্র যোদ্ধা তৎক্ষণাৎ প্রাদুর্ভূত হইল। সেই সকল দেবীর সৈন্য, শস্ত্রপ্রহারে দানবসৈন্য নিপাতিত করিল। দৈত্যরাজ নিশ্চলভাবে নিজের এই সৈন্যসংহারব্যাপার দর্শন করিল। তদীয় সৈন্যবল বিনষ্ট হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ দেবীকে বলিলেন,—দেবি! দানবকে বধ করুন। এই দানব জীবিত থাকিতে স্বর্গে আমাদের রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিবে না।৩৬—৫২। পুলস্ত্য কহিলেন,—দেবগণের বাক্য শুনিয়া আর সেই দৈত্যকে মৃত্যুবর্জ্জিত জানিয়া দেবী দৈত্যবরের উপর পর্ব্বতের এক মহাশৃঙ্গ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে আচ্ছাদন করিলেন। হে রাজন্! সেই কামরূপিণী জগন্মাতা শ্রীমাতা দেবী অদ্যাপি জগতের হিতের নিমিত্ত সেই বর পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। ঐ দেবী নরগণের সাক্ষাৎ কামপ্রদায়িনীরূপেই তথায় অবস্থান করিলেন। ইত্যবসরে ইন্দ্রাদি সমস্ত দেব প্রহর্ষভরে সেই ভয়হারিণী মহাশক্তির স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে প্রসন্ন হইয়া দেবী সুরগণকে স্ব স্ব স্থান প্রদান করিয়া বলিলেন,—সুরগণ! তোমরা নিরুপদ্রবে স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়া স্ব স্ব অধিকার পালন কর। এই বলিয়া দেবী দেবেন্দ্রের প্রতি বলিলেন,—দেবেন্দ্র! ভবদীয় মনোগত বর প্রার্থনা করুন। আমি আপনার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া সমস্তই প্রদান করিব। ইন্দ্র কহিলেন,—হে ভক্তিবৎসলে! সনাতনি দেবি! যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে স্বর্গে আমার

দৈত্যঃ সুরেশ্বরি ॥ ৫৯ ॥ হরেণ নির্ম্মিতঃ পূর্ব্বং যেন তিষ্ঠতি নিশ্চলঃ। প্রসাদাত্তব লোকাশ্চ ত্রয়ঃ সন্তু নিরাময়াঃ ॥ ৬০ ॥ অত্র ত্বাং পূজয়িষ্যামো বয়ং সর্ব্বে সমেত্য চ। চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং দৃষ্ট্বা ত্বাং যান্তু সদ্গতিম্ ॥ ৬১ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্ত্বা সহস্রাক্ষঃ সর্ব্বদেবৈঃ সমন্বিতঃ। হৃষ্টস্ত্রিবিষ্টপং প্রাপ্তো দেব্যাস্তস্যাঃ প্রভাবতঃ ॥ ৬২ ॥ সাপি তত্র স্থিতা দেবী দেবানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৬৩ ॥ যস্তাং পশ্যতি চৈত্রস্য চতুর্দ্দশ্যাং সিতে নৃপ। স যাতি পরমং স্থানং জরামরণবর্জ্জিতম্ ॥ ৬৪ ॥ কিং ব্রতৈর্নিয়মৈর্ব্বাপি দানৈর্দত্তৈর্নরাধিপ। সর্ব্বে তদ্দর্শনস্যাপি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৬৫ ॥ তত্রৈব পাদুকে দিব্যে তয়া ন্যস্তে নরাধিপ। যস্তে পশ্যতি ভূয়োঽসৌ সংসারং ন হি পশ্যতি। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি ইহ লোকে পরত্র চ ॥ ৬৬ ॥ যযাতিরুবাচ। কস্মিন্ কালে দ্বিজশ্রেষ্ঠ দেব্যা বিস্তরতো মম ॥ ৬৭ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। তাং দেবীং মানবাঃ সর্ব্বে সংবীক্ষ্য নৃপসত্তম। প্রাপুবন্তি পরাং সিদ্ধিং দ্বিবিধাং ধর্ম্মকারিণঃ ॥ ৬৮ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু যজ্ঞদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। প্রনষ্টা ভূতলে রাজংস্তীর্থযাত্রাব্রতোত্সবাঃ ॥ ৬৯ ॥ শূন্যাস্তে নরকাঃ সর্ব্বে সর্ব্বভূর্যমস্য যে। যজ্ঞভাগবিহীনাশ্চ দেবাঃ কষ্টমুপাগতাঃ ॥ ৭০ ॥ অথ সর্ব্বে নৃপশ্রেষ্ঠ দেবাস্তত্র সমাগতাঃ। ঊচুর্গত্বার্ব্বুদং তত্র শ্রীমাতাং পরমেশ্বরীম্ ॥ ৭১ ॥ দেবা ঊচুঃ। অগ্নিষ্টোমাদিকাঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়া নষ্টাঃ সুরেশ্বরি। মর্ত্ত্যলোকে বয়ং তেন কর্ম্মণাতীব পীড়িতাঃ ॥ ৭২ ॥ দৃষ্ট্বা ত্বাং দেবি পাপ্মানঃ সিদ্ধিং যান্তি সপূর্ব্বজাঃ। তস্মাদ্যথা বয়ং পুষ্টিং ব্রজামস্তে প্রসাদতঃ ॥ ৭৩ ॥ ন নিষ্ক্রামতি দৈত্যশ্চ বাস্কলিস্থং তথা কুরু ॥ ৭৪ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা সঞ্চিন্ত্য সুচিরং তদা। মুক্তা স্বে পাদুকে তত্র কৃত্বা চাশ্মসমুদ্ভবে। দেবানুবাচ রাজেন্দ্র সর্ব্বানর্ত্তিমুপাগতান্ ॥ ৭৫ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। যুষ্মদ্বাক্যেন ত্যক্তো হি ময়ায়ং পর্ব্বতোত্তমঃ। মুক্তেঽত্র পাদুকে। কস্মাচ্চ কারণাদ্ ব্রূহি সর্ব্বং

যতদিন প্রভুত্ব থাকিবে, ততকাল আপনি এই স্থানেই অবস্থান করুন। হে সুরেশ্বরি! দেবেশি! আমি আপনার প্রসাদে স্বর্গরাজ্য শাসন করিব। দেবদেব হর এই দৈত্যকে অজরামররূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এক্ষণে এ যাহাতে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, হে সুরেশ্বরি! আপনি তাহাই করুন। আপনার প্রসাদে লোকত্রয় নিরাময় হোক। আমরা এইস্থানে আগমন করিয়া আপনার পূজা করিব। চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশী তিথিতে আপনার দর্শনলাভ করিয়া লোক সকল সদ্গতি লাভ করুক। পুলস্ত্য কহিলেন,—সহস্রাক্ষ এই বলিয়া সর্ব্বদেব-সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে স্বর্গে গমন করিলেন। দেবী শ্রীমাতার প্রভাবেই তাঁহার পুনরায় স্বপদ-প্রাপ্তি হইল। দেবগণের হিতকামনায় সেই দেবীও ঐস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! চৈত্রমাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে যে নর তাঁহাকে দর্শন করে, তাহার জরামরণবর্জ্জিত পরম পদ-লাভ হয়। কি ব্রত—কি নিয়ম—কি দান—সেই দেবীদর্শনের ষোড়শাংশেরও এ সকল যোগ্য নহে। হে নরাধিপ! এ অর্ব্বুদাচলেই দেবী স্বয়ং দুইটী দিব্য পাদুকা ন্যস্ত করিয়াছেন। যে তাহা দর্শন করে, তাহাকে আর সংসার দর্শন করিতে হয় না; ইহ-পরকালে তাহার সর্ব্বকাম লাভ হয়। যযাতি কহিলেন,—দ্বিজবর! দেবী কোন্ সময় কি কারণে ঐ স্থানে পাদুকাযুগল বিন্যস্ত করেন? তাহা বিশেষরূপে আমার নিকট বিবৃত করুন। ৫৯—৬৭। পুলস্ত্য কহিলেন,—ধর্ম্মিষ্ঠ-মানবগণ সেই দেবীকে সন্দর্শন করিয়া ঐহিক পারলৌকিক দ্বিবিধ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তখন যজ্ঞদানাদি ক্রিয়া এবং তীর্থযাত্রা ও ব্রতনিয়মাদি ভূতলে বিলুপ্ত হইল। যমের নরকস্থান শূন্য হইয়া পড়িল। দেবগণ যজ্ঞভাগ-বিহীন হইয়া একান্ত কষ্টদশায় উপনীত হইলেন। অনন্তর দেবগণ অর্ব্বুদাচলে আসিয়া পরমেশ্বরী শ্রীমাতা দেবীর নিকট গমনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে সুরেশ্বরি! ভূতলে অগ্নিষ্টোমাদি ক্রিয়াকলাপ আর হয় না, তাহাতে আমরা অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছি। দেবি! পাপী মানবেরা আপনাকে দর্শন করিয়াই স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষসহ সিদ্ধিলাভ করিতেছে। অতএব আপনার প্রসাদে আমরা যাহাতে পুষ্টিলাভ করিতে পারি, আর দৈত্যবর বাস্কলিও যাহাতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না পারে, আপনি তাহারই ব্যবস্থা করুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—দেবগণের বাক্য শুনিয়া দেবী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। চিন্তার পর নিজের দুইটী পাষাণ-পাদুকা ঐ স্থানে স্থাপন করিয়া দৈন্যগ্রস্ত দেবগণকে বলিলেন,—দেবগণ! আমি তোমাদের কথানুসারে বাস্কলি দানবের রক্ষায়

বিন্যস্তে পাদুকে তস্য রক্ষার্থং বাস্কলেঃ সুরাঃ ॥ ৭৬
মৎপাদুকাভরাক্রান্তো ন স দৈত্যঃ সুরোত্তমাঃ
স্থানাৎ প্রচলিতুং শক্তঃ স্তম্ভিতঃ স্যাদ্‌যথা ময়া ॥ ৭৭
এতচ্ছাস্ত্রং ময়া কৃৎস্নং পাদুকার্থং বিনির্ম্মিতম্
অধ্যাত্মকং হিতার্থায় প্রাণিনাং পৃথিবীতলে ॥ ৭৮
শাস্ত্রামর্গেণ চানেন ভক্ত্যা যঃ পাদুকে মম। পূজ-
য়িষ্যতি সিদ্ধিঃ স্যাত্তস্য মদ্দর্শনোদ্ভবা ॥ ৭৯ ॥ চৈত্র-
শুক্লচতুর্দ্দশ্যামহমত্রার্ব্বুদে সদা। অহোরাত্রং বসি-
ষ্যামি সুগুপ্তা গিরিগহ্বরে ॥ ৮০ ॥ পর্ব্বতোঽয়ং
মমাভীষ্টো ন চ ত্যক্তুং মনো দধে। তথাপি সম্পরি-
ত্যক্তো যুষ্মাকং হিতকাম্যয়া ॥ ৮১ ॥ পুলস্ত্য উবাচ।
এবমুক্ত্বা তু সা দেবী সমন্তাদ্দেবকিন্নরৈঃ। স্তূয়-
মানা যযৌ স্বর্গং মুক্ত্বা তে পাদুকে শুভে ॥ ৮২
অদ্যাপি সিদ্ধিমায়ান্তি যোগিনো ধ্যানতৎপরাঃ
তন্নিষ্ঠাস্তদ্গতপ্রাণা যথা দেব্যাঃ প্রদর্শনাৎ ॥ ৮৩
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি
শ্রীমাতাসম্ভবং পুণ্যং পাদুকাভ্যাঞ্চ ভূমিপ ॥ ৮৪
যশ্চৈতৎপঠতে ভক্ত্যা শ্লাঘতে বাথ যো নরঃ।
সর্ব্বপাপৈর্ম্মহারাজ মুচ্যতে জ্ঞানতৎপরঃ ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীমাতামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ শুক্লতীর্থ-
মনুত্তমম্। যৎখ্যাতিমগমৎপূর্ব্বং সকাশাদ্দাশবর্গতঃ
১ ॥ পুরাসীদ্রজকো নাম্না শমিলাক্ষো মহীপতে
নীলীমধ্যে তু বস্ত্রাণি প্রক্ষিপ্তানি মহীপতে ॥ ২
অথাসৌ ভস্মমাপন্নো জ্ঞাত্বা বস্ত্রবিড়ম্বনম্
দেশান্তরং প্রস্থিতোঽসৌ স্বকুটুম্বসমাবৃতঃ ॥ ৩
অথ তস্য সুতা রাজন্ দাশকন্যাসখী শুভা। দুঃখেন
মহতাবিষ্টা দাশুস্তিকমুপাদ্রবৎ ॥ ৪ ॥ তস্যৈ নিবে-
দয়ামাস ভয়ং বস্ত্রসমুদ্ভবম্। বিদেশচলনং চৈব
বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥ ৫ ॥ দাশকন্যাপি দুঃখেন
তস্যা দুঃখসমন্বিতা। অব্রবীদ্বাষ্পসংক্লিন্না নিশ্বসন্তীং
মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৬ ॥ দাশকন্যোবাচ। অস্ত্যুপায়ো
মহানত্র বিহিতো মম শোভনে। ধ্রুবং তেন কৃতে-

নিমিত্ত এখানে পাদুকাযুগল বিন্যস্ত করিয়া এই পর্ব্বতবর হইতে অন্তর্দ্ধান করিলাম। আমার পাদুকাভরে আক্রান্ত হইয়া সেই দৈত্য এস্থান হইতে কিঞ্চিন্মাত্র চলিত হইতে পারিবে না। তাহাকে আমি এখানে স্তম্ভিত করিয়া রাখিলাম আমার পাদুকানিমিত্ত প্রাণিহিতার্থ আমি এই অধ্যাত্ম শাস্ত্র ভূতলে নির্ম্মাণ করিলাম। এই শাস্ত্রমার্গানুসারে যে মানব ভক্তি করিয়া আমার এই পাদুকাদ্বয় পূজা করিবে, তাহার মৎসন্দর্শনজনিত সিদ্ধিলাভ হইবে। চৈত্রমাসের শুক্লচতুর্দ্দশীদিনে আমি অর্ব্বুদাচলের গিরিগহ্বরে অহোরাত্র গোপনে বাস করিব। এই পর্ব্বত আমার বড়ই প্রিয়। ইহা ত্যাগ করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। তথাপি তোমাদের হিতার্থ আমি ইহা পরিত্যাগ করিলাম। পুলস্ত্য কহিলেন,—সেই দেবী এই কথা কহিয়া শুভ পাদুকাদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। সুর-কিন্নরগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ধ্যানতৎপর যোগিগণ তন্নিষ্ঠ হইয়া অদ্যাপি তথায় দেবীদর্শনজন্য সিদ্ধি লাভ করিতেছেন। হে ভূপাল! তুমি আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি সেই শ্রীমাতার পাদুকাদ্বয়-ঘটিত পুণ্য বৃত্তান্ত সকলই আপনাকে বলিলাম। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক ইহা পাঠ করে বা ইহার প্রশংসা করে—মহারাজ! সে নর জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। ৬৮—৮৫।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২২॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অতঃপর অনুত্তম শুক্লতীর্থে যাইবে। এই তীর্থ পূর্ব্বে দাশবর্গের নিকট হইতেই শুক্ল খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। হে মহীপতে! পূর্ব্বে শমিলাক্ষ নামক এক রজক ছিল। সে একদা ভ্রমক্রমে নীলীরস মধ্যে বহু শুভবস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল। পরে তাদৃশ বস্ত্রবিড়ম্বনা বুঝিয়া তাহার ভয় হয়। সে ভয়ে কুটুম্ব-পরিজন সহ দেশান্তরে প্রস্থান করে। সেই রজকের কন্যা এক দাশকন্যার সখী ছিল। রজকনন্দিনী এই ঘটনায় মহাদুঃখিত হইয়া সখী দাশকন্যার নিকট গমনপূর্ব্বক বস্ত্রসঞ্জাত ভয় ও রজকের বিদেশগমনাদি বাষ্পগদগদ কণ্ঠে নিবেদন করিল। দাশকন্যা তাহার দুঃখে দুঃখিতা হইয়া বাষ্পপূর্ণমুখে

নৈব নির্ভয়ং কে ৯ তে পিতুঃ ॥ ৭ ॥ অত্রাস্তি নির্ঝরং শুভ্রুরর্ব্বুদে বরবর্ণিনি। তত্র মে ভ্রাতরশ্চৈব তথান্যে মৎস্যজীবনঃ ॥ ৮ ॥ যচ্চান্যদপি তত্রৈব ক্ষিপ্যতে সলিলে শুভে। তৎসর্ব্বং শুক্লতামেতি পশ্য মে বপুরীদৃশম্ ॥ ৯ ॥ সর্ব্বেষামেব দাশানাং তস্য তোয়স্য মজ্জনাৎ। তানি বস্ত্রাণি তত্রৈব তাতস্তব সুমধ্যমে। জলে প্রক্ষালয়েৎ ক্ষপ্রং প্রয়াস্যন্তি সুশুক্লতাম্ ॥ ১০ ॥ ত্বয়াত্র ন ভয়ং কার্য্যং গত্বা তাতং নিবারয়। প্রস্থিতং পরদেশায় নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১১ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। সা তস্যা বচনং শ্রুত্বা গত্বা সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ। জনকায় সুতা তূর্ণং ততোহসৌ তুষ্টিমাপ্তবান্ ॥ ১২ ॥ প্রাতরুত্থায় তূর্ণং স নির্ঝরং তমুপাদ্রবৎ। ক্ষিপ্তমাত্রাণি রাজেন্দ্র তানি বস্ত্রাণি তেন বৈ ॥ ১৩ ॥ তস্মিংস্তোয়েঽতি-শুক্লত্বং গতানি বহুলাং ততঃ। কান্তিমাপুশ্চ পরমাং তথা দৃষ্ট্বাম্বরাণি চ ॥ ১৪ ॥ অথাসৌ বিস্ময়াবিষ্টস্তানি চাদায় সত্বরঃ। রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস বৃত্তান্তঞ্চ তদুদ্ভবম্ ॥ ১৫ ॥ ততো বিস্ময়মাপন্নঃ স রাজা তত্র নির্ঝরে। অন্যানি নীলীরক্তানি বস্ত্রাণি চাক্ষিপজ্জলে ॥ ১৬ ॥ সর্ব্বাণি শুক্লতাং যান্তি বিশিষ্টানি ভবন্তি চ। জ্ঞাত্বা ততঃ পরং তীর্থং স্নানং চক্রে যথাবিধি ॥ ১৭ ॥ ত্যক্ত্বা রাজ্যং স তত্রৈব তপস্তেপে মহীপতিঃ। ততঃ সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তস্তীর্থস্যাস্য প্রভাবতঃ ॥ ১৮ ॥ একাদশ্যাং নরস্তত্র যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নৃপ। স কুলানি সমুদ্ধৃত্য দশ যাতি দিবং ততঃ। স্নানেনৈব বিপাপত্বং তৎক্ষণাদেব জায়তে ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শুক্লতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ গুহামধ্যনিবাসিনী। দেবী কাত্যায়নী যত্র শুম্ভদানবনাশিনী ॥ ১ ॥ শুম্ভো নাম মহাদৈত্যঃ পুরাসীৎ পৃথিবীতলে। তেন সর্ব্বং জগদ্ব্যাপ্তং জিত্বা দেবান্ রণাজিরে ॥ ২ ॥ স শঙ্করবরাদ্দৈত্যো দেবদানব-

---

বারম্বার নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল,—হে শোভনে! এসম্বন্ধে আমার এক বিশেষ উপায় জানা আছে। সেই উপায় আশ্রয় করিলেই তোমার পিতা নিশ্চয় নির্ভয় হইবে। হে বরবর্ণিনি! এই অর্ব্বুদাচলে এক নির্ঝর আছে। তাহাতে আমার মৎস্যজীবী ভ্রাতৃগণ অবস্থান করিতেছে। অয়ি শুভে! ঐ নির্ঝরনীরে যাহা কিছু নিক্ষেপ করা যায়, সমস্তই শুক্লবর্ণ হয়। ইহার দৃষ্টান্তরূপে আমার দেহের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর। শুধু আমি নয়, সেই জলমজ্জনের ফলে সমস্ত ধীবরবর্গেরই দেহ ঈদৃশ শুক্লবর্ণ হইয়াছে। তাই বলিতেছি, হে সুমধ্যমে! তোমার পিতা যদি সেই সকল নীলরসরঞ্জিত বস্ত্র অত্রত্য নির্ঝরজলে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে সত্বরই সে সকল শুক্লবর্ণ হইবে। অতএব তুমি ভয় করিও না। পরদেশপ্রস্থিত পিতাকে নিবারণ কর। আমার কথায় সন্দেহ করিও না। পুলস্ত্য কহিলেন,—রজকনন্দিনা এই কথা শুনিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত গিয়া পিতার নিকট বিজ্ঞাপন করিল। পিতা পরিতুষ্ট হইয়া প্রভাতে সত্বর সেই নির্ঝরাভিমুখে প্রস্থান করিল এবং সেই নির্ঝরজলে সেই সকল বস্ত্র নিক্ষেপ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক শুক্ল হইল। রজক তাহার অম্বর সকল পরম কান্তিযুক্ত হইল দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং সেই সকল আনিয়া সত্বর রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। অনন্তর রাজা বিস্ময়াপন্ন হইয়া সেই নির্ঝরে অন্যান্য নীলারসরঞ্জিত বহুবস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; সমস্ত বস্ত্রই শুক্লবর্ণ ও পূর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট হইল। অনন্তর রাজা ঐ নির্ঝরকে পরম তীর্থ জ্ঞান করিয়া উহাতে স্নান করিলেন এবং রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া সেইখানেই গিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই তীর্থের প্রভাবে তাঁহার পরম সিদ্ধি লাভ হইল। হে নৃপ! যে নর একাদশীতে তথায় শ্রাদ্ধ করে, সে তাহার দশকুল উদ্ধার করিয়া স্বর্গে গিয়া থাকে। এই নির্ঝরজলে স্নান মাত্রেই নর পাপহীন হয়। ১—১৯।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।২৩

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অনন্তর গুহামধ্যবাসিনী শুম্ভদানবনাশিনী কাত্যায়নীর ক্ষেত্রে গমন করিবে। পুরাকালে পৃথ্বীতলে শুম্ভ নামে এক মহাদৈত্য ছিল। তাহা দ্বারা এই সমগ্র জগৎ আক্রান্ত হয়। রণাঙ্গনে দেবগণকে সে পরাজিত করে।

রক্ষসাম্। অবধ্যো যোষিতং মুক্ত্বা সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং ভুবি ॥ ৩ ॥ ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে গত্বার্ব্বুদমথাচলম্। তপস্তেপুর্ব্বধার্থায় শুম্ভস্য জগতীপতে। দেবীমারাধয়ামাসুর্ব্ব্যক্তরূপাং সুরেশ্বরীম্ ॥ ৪ ॥ অথ তেষাং প্রসন্না সা দৃষ্টিগোচরমাগতা। অব্রবীদ্বরদাস্মীতি ব্রূত কিং করবাণি চ ॥ ৫ ॥ দেবা উচুঃ। সর্ব্বং নোঽপহৃতং দেবি শুম্ভেন সুদুরাত্মনা। তং নিষূদয় কল্যাণি সোঽবধ্যোঽন্যৈঃ সদা রণে ॥ ৬ ॥ ত্বয়া সংরক্ষিতা দেবি পুরা বাস্কলিতো বয়ম্। নান্যাস্মাকং গতির্মাতস্ত্বাং মুক্ত্বা চারুহাসিনীম্ ॥ ৭ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্তা সুরৈর্দ্দেবী গত্বা শুম্ভনিকেতনম্। আজুহাব রণে ক্রুদ্ধা ভর্ৎসয়িত্বা মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৮ ॥ স তয়া যাচিতে যুদ্ধে জ্ঞাত্বা তাং যোষিতং নৃপ। অবজ্ঞায় ততো দৈত্যঃ প্রেষয়ামাস দানবান্ ॥ ৯ ॥ জীবগ্রাহেণ দুষ্টেয়ং গৃহ্যতাং পরুষস্বনা। ক্রিয়তাং দারুণো দণ্ডো মম বাক্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥ অথ তস্য সমাদেশাদ্দানবাস্তাং ততো দ্রুতম্। গত্বা নির্ভর্ৎসয়ামাসুর্ব্বেষ্টয়িত্বা দিশো দশ ॥ ১১ ॥ ততোঽবলোকনাদ্দৈত্যাস্তয়া তে ভস্মসাৎ কৃতাঃ। ততঃ শুম্ভঃ প্রকুপিতঃ স্বয়মেব সমাযযৌ ॥ ১২ ॥ অব্রবীত্তিষ্ঠতিষ্ঠেতি খড়্গমুদ্যম্য ভীষণঃ। সোঽপি দেব্যা মহারাজ তথা চৈবাবলোকিতঃ ॥ ১৩ ॥ অভবদ্ভস্মসাৎ সদ্যঃ পতঙ্গ ইব পাবকম্। হতে তস্মিংস্ততো দৈত্যাঃ শেষাঃ পার্থিবসত্তম। ভিত্ত্বা রসাতলং জগ্মুঃ পাতালং ভয়সংযুতাঃ ॥ ১৪ ॥ ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে তুষ্টুবুস্তাং সুরেশ্বরীম্। অব্রুবংশ্চ বরং ব্রূহি যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ১৫ ॥ দেব্যুবাচ। তত্রৈব পর্ব্বতে স্থাস্যে হ্যর্ব্বুদেঽহং সুরোত্তমাঃ। অভীষ্টঃ পর্ব্বতোঽস্মাকং স সদার্ব্বুদসংজ্ঞিতঃ ॥ ১৬ ॥ দেবা উচুঃ। তত্রস্থাং ত্বাং সমালোক্য মর্ত্ত্যা যাস্যন্তি ত্রিবিষ্টপম্। বিনা যজ্ঞৈস্তথা দানৈঃ স্বর্গঃ সঙ্কীর্ণতাং গতঃ। নান্যৎ কারণমস্তীহ নিষেধস্য সুরেশ্বরি ॥ ১৭ ॥ দেব্যুবাচ। তত্রাহং বিজনে রম্যে গুহামধ্যে সুরেশ্বরাঃ। স্থাস্যামি বিরলাঃ কেচিদ্‌যাস্যন্তি প্রাণিনো

শুম্ভদানব শঙ্করের বরে একমাত্র স্ত্রীব্যতীত দেব, দানব, রাক্ষস ও অন্যান্য সমস্ত প্রাণীরই অবধ্য হইয়াছিল। অনন্তর দেবগণ সকলেই অর্ব্বুদাচলে গিয়া শুম্ভাসুরের বধের নিমিত্ত তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ব্যক্তরূপা, সুরেশ্বরীরই আরাধনা করিলেন। অনন্তর দেবগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবী সকলেরই দৃষ্টিপথারূঢ়া হইলেন এবং বলিলেন,—দেবগণ! আমি বর দিতে আসিয়াছি; প্রার্থনা কর, কি করিব? দেবগণ কহিলেন,—হে দেবি! দুরাত্মা শুম্ভ আমাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে। ঐ দৈত্য অন্যের অবধ্য। অতএব হে কল্যাণি! তুমি তাহাকে বধ কর। হে দেবি। পুরাকালে বাস্কলিদৈত্য হইতে তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলে! হে মাতঃ! তোমা হেন প্রসন্নবদনা দেবী ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। পুলস্ত্য কহিলেন,—দেবী সুরগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া শুম্ভনিকেতনে গমনপূর্ব্বক ক্রোধে ভর্ৎসনা করিয়া তাহাকে রণে আহ্বান করিলেন। দেবী যুদ্ধপ্রার্থনা করিলে দৈত্য স্ত্রীজাতি জানিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করত দানবগণকে প্রেরণ করিল এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিল যে, তোমরা আমার বাক্যে এই পরুষনাদিনী দুষ্টাকে জীবগ্রাহবৎ গ্রহণ করিয়া ইহার দারুণ দণ্ড বিধান করিবে, ইহার অন্যথা না হয়। অনন্তর দৈত্যোদ্দেশে দানবগণ দ্রুতগতি দেবীসমীপে গমন করিয়া দশদিক্ বেষ্টন করত তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। এই সময় দেবী কটাক্ষমাত্রে তাহাদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শুম্ভ কুপিত হইয়া স্বয়ং গমন করিল এবং সে ভীষণরূপ ধারণ করত খড়্গ উদ্যত করিয়া "তিষ্ঠ, তিষ্ঠ" বলিতে লাগিল। হে মহারাজ! শুম্ভও সেই দেবী কর্ত্তৃক তথাবিধরূপে অবলোকিত হইয়া পাবকে অগ্নির ন্যায় ভস্মসাৎ হইয়া গেল। হে পার্থিবসত্তম! শুম্ভ নিহত হইলে অবশিষ্ট দৈত্যগণ ভয়ে রসাতল (ভূতল) ভেদ করিয়া পাতালে গমন করিল।১—১৪ তখন দেবগণ সেই সুরেশ্বরীর স্তব করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—হে দেবি! যাহা আপনার মনে আছে, বর গ্রহণ করুন। দেবী বলিলেন,—হে সুরোত্তমগণ! আমি সেই পর্ব্বত অর্ব্বুদে থাকিব। ঐ পর্ব্বত আমার অত্যন্ত অভিলষিত। দেবগণ বলিলেন,—হে দেবি! মর্ত্ত্যগণ তত্রত্য তোমাকে অবলোকন করিয়া দান, যজ্ঞ, ব্যতিরেকে স্বর্গে গমন করিবে। তাহাতে স্বর্গ সঙ্কীর্ণ হইবে। হে সুরেশ্বরি! ইহার প্রতিষেধের আর কারণ থাকিবে না। দেবী বলিলেন,—হে সুরেশ্বরগণ! আমি সে অচলে বিজন রম্য গুহামধ্যে অবস্থান করিব,

মম। দৃষ্টিগোচরমার্গে হি গত্বা তং পর্ব্বতং প্রতি ॥ ১৮॥ দেবা উচুঃ। যদোবং দেবি তেহভীষ্টমেবং কুরু শুচিস্মিতে। বয়ং ত্বাং তত্র দ্রক্ষ্যামঃ শুক্লাষ্টম্যাং সদা শুচেঃ॥ ১৯॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্তাঃ সুরা দেবাঃ প্রহৃষ্টাস্ত্রিদিবং যযুঃ। সাপি দেবী গিরৌ তত্র গত্বা চৈবার্ব্বুদে নৃপ॥ ২০॥ গুহামধ্যং সমাসাদ্য নিত্যং জগদ্ধিতায় বৈ। বিবিক্তে ন্যবসৎ প্রীতা দুর্ল্লভা সুরমানবৈঃ॥ ২১॥ যস্তাং পশ্যতি রাজেন্দ্র শুক্লাষ্টম্যাং সমাহিতঃ। অভীষ্টং স সদা প্লোতি যদ্যপি স্যাৎসুদুর্ল্লভম্॥ ২২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কাত্যায়নীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশোহধ্যায়ঃ॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততঃ পিণ্ডারকং গচ্ছেত্তীর্থং পাপহরং নৃপ। যত্র পূর্ব্বং তপস্তপ্তং মঙ্কিনা ব্রাহ্মণেন চ। সিদ্ধিং গতস্তথা রাজংস্তীর্থস্যাস্য প্রভাবতঃ॥ ১॥ পুরা মঙ্কিরভূদ্বিপ্রো নামমাত্রেণ ভূপতে। মূর্খো ব্রাহ্মণকৃত্যানামনভিজ্ঞঃ সুমন্দধীঃ॥ ২॥ অথাসৌ পর্ব্বতে রম্যে লোকানাং নৃপসত্তম। মহিষী রক্ষয়ামাস ততঃ পিণ্ডারকর্ম্মণি॥ ৩॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য তেন বিত্তমুপার্জ্জিতম্। দূরাৎ কৃচ্ছ্রেণ চ স্তোকং জগৃহে গোযুগং ততঃ॥ ৪॥ ততস্তদ্দময়ামাস গোযুগং নৃপসত্তম। অথ দৈববশাদ্রাজন্ দমিতং তস্য গোযুগম্॥ ৫॥ নিবদ্ধমুষ্ট্রমাসাদ্য গ্রীবাদেশে বলাৎ স্থিতম্। অথোষ্ট্রস্ত্বরয়া রাজন্নুত্থিতস্ত্রাসতৎপর.॥ ৬॥ গোযুগেন হি গ্রীবায়াং লম্বমানেন ভূপতে। তদ্দৃষ্ট্বা সুমহাশ্চর্য্যং বিনাশং গোযুগস্য তু॥ ৭॥ মঙ্কির্বৈরাগ্যমাপন্নস্ত্যক্ত্বা গ্রামং বনং যযৌ। স গত্বা নির্ঝরং কঞ্চিদর্ব্বুদে নৃপসত্তম॥ ৮॥ ত্রিকালং কুরুতে স্নানং গায়ত্রীজপমুত্তমম্। তেনাসৌ গতপাপোহভূদ্দিব্যদর্শী চ ভূমিপ॥ ৯॥ এতস্মিন্নেব কালে তু তেন মার্গেণ শঙ্করঃ। সহ গৌর্য্যা বিনিষ্ক্রান্তঃ ক্রীড়ার্থং রম্যপর্ব্বতে॥ ১০॥ স দৃষ্টঃ সহসা তেন পিণ্ডারেণ মহাত্মনা। প্রণামমকরোদ্রাজংস্ততস্তং শঙ্করোহব্রবীৎ॥ ১১॥ ন বৃথা দর্শনং মে স্যাদ্বরো মে গৃহ্যতাং দ্বিজ। যদভীষ্টং মহারাজ যদ্যপি স্যাৎ

অল্প প্রণীই মৎসন্নিধানে গমন করিবে। অনন্তর দৃষ্টিগোচরপথে সেই পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া দেবগণ কহিলেন,—হে দেবি! যদি তোমার এইরূপই অভীষ্ট হয় কর। আমরা তোমাকে তথায় শুক্লাষ্টমীদিনে অবলোকন করিব। পুলস্ত্য কহিলেন,—দেবী সুরগণকে 'তথাস্তু' বলিলে দেবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে স্বর্গে গেলেন। সেই দেবী অর্ব্বুদাচলে গিয়া গুহামধ্য আশ্রয়পূর্ব্বক জগতের হিতের নিমিত্ত বিবিক্ত দেশে প্রীতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সুর ও মানবগণের পক্ষে দুর্লভ হইয়া রহিলেন। হে রাজেন্দ্র! শুক্লাষ্টমীদিনে যে নর সমাহিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করে, অতি দুর্লভ হইলেও তদভীষ্ট সর্ব্বদা লব্ধ হইয়া থাকে।১৫—২২।

চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর নর পিণ্ডারক তীর্থে গমন করিবে। পূর্ব্বে ঐ স্থানে মঙ্কি নামক ব্রাহ্মণ তপস্যা করিয়াছিলেন, এবং তীর্থের প্রভাবে সিদ্ধি লাভ করেন। হে রাজন্! পূর্ব্বে মঙ্কি নামে জনেক নামমাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। মঙ্কি ব্রাহ্মণকৃত্যে অনভিজ্ঞ, মূর্খ ও একান্ত মন্দবুদ্ধি। ঐ ব্রাহ্মণ গ্রাসপিণ্ড নির্ব্বাহের জন্য রম্য অর্ব্বুদাচলে লোকদিগের মহিষী রক্ষা করিতেন। একদা উপার্জ্জন করিয়া ঐ ব্রাহ্মণ দূর দেশ হইতে অতিকষ্টে দুইটী গোরু সংগ্রহ করিল এবং ধীরে ধীরে তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিল। অনন্তর দৈববশতঃ তাহার ঐ শিক্ষিত এবং রজ্জুবদ্ধ গোযুগ্ম এক উপবিষ্ট উষ্ট্রের গ্রীবাদেশে আটকাইয়া গেল। হে রাজন্! উষ্ট্র সত্রাসে উত্থিত হইয়া সত্বর ধাবিত হইল। গোযুগ্ম তাহার গ্রীবাদেশে ঝুলিতে লাগিল। মঙ্কি গোযুগ্মের সেই মহাশ্চর্য্যজনক অন্তর্দ্ধান দর্শনে বৈরাগ্যাপন্ন হইয়া আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি অর্ব্বুদাচলের কোন এক নির্ঝরে গিয়া ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। হে ভূপ! তাহাতে তিনি নিষ্পাপ ও দিব্যদর্শী হইলেন। একদা হর ক্রীড়ার্থ পার্ব্বতীর সহিত ঐ পথে রম্য পর্ব্বতে গমন করিতেছিলেন। পিণ্ডার মঙ্কি ঐ সময় তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিল। তখন শঙ্কর তাহাকে বলিলেন,—হে দ্বিজ! আমার দর্শন বৃথা হইবার নয়, সুদুর্লভ হইলেও তুমি অভীষ্ট বর

সুদুর্লভম্॥ ১২॥ পিণ্ডারক উবাচ। গণোঽহং তব দেবেশ ভবানি ত্রিপুরান্তক। যথা তথা কুরু বিভো নান্যন্মে হৃদি বর্ত্ততে॥ ১৩॥ এতৎপিণ্ডারকং তীর্থং মম নাম্না প্রসিধ্যতু॥ ১৪॥ ভগবানুবাচ। ভবিষ্যসি গণোঽস্মাকং দেহান্তে ত্বং দ্বিজোত্তম। এতৎপিণ্ডারকং নাম তীর্থমত্র ভবিষ্যতি॥১৫॥ অত্রমত্র মহাষ্টম্যাং নিবেৎস্যামি মহামতে। যে চ স্নানং করিষ্যন্তি সম্প্রাপ্তে চাষ্টমীদিনে। তে যাস্যন্তি পরং স্থানং যত্রাহং নিত্যসংস্থিতঃ॥ ১৬॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্ত্বা মহাদেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। মঙ্কিঃ পিণ্ডারকস্তত্র তপস্তেপে দিবানিশম্॥ ১৭॥ ততঃ কালেন মহতা ত্যক্ত্বা দেহং দিবং গতঃ। যত্রাস্তে ভগবান রুদ্রো গণস্তত্র বভূব হ॥ ১৮॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন স্নানং মন্ত্রেণ চাচরেৎ॥ ১৯॥ রাজেন্দ্র মহিষীদানমত্রাষ্টম্যাং বিশেষতঃ। য ইচ্ছতি সদাভীষ্টমিহ লোকে পরত্র চ॥ ২০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পিণ্ডারকতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫॥

গ্রহণ কর। পিণ্ডারক বলিল,—হে দেবেশ! আমি যাহাতে আপনার গণ হই, আপনি তাহা করুন, অন্য আর কিছু আমার হৃদয়ে নাই। হে দেব! আর এই তীর্থ আমার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করুক। ভগবান্ বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! তুমি দেহান্তে আমার গণ হইবে। আর এই স্থান পিণ্ডারক তীর্থ নামে খ্যাত হইবে। হে মহামতে! আমি এই স্থানে মহাষ্টমীদিনে অবস্থান করিব। যে জন অষ্টমীতিথিতে এই স্থানে স্নান করিবে, সে পরম স্থান—আমি যেখানে নিত্য বাস করি, সেই স্থানে গমন করিবে। পুলস্ত্য কহিলেন,—এই কথা বলিয়া মহাদেব তথায় অন্তর্হিত হইলেন। আর মঙ্কি পিণ্ডারক ঐ স্থানে দিবানিশি তপস্যা করিতে লাগিল। অনন্তর বহুকাল পরে সে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। যেখানে ভগবান রুদ্র বিরাজিত, মঙ্কি সেইস্থানে উপস্থিত হইল। নরগণ সর্ব্বপ্রযত্নে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঐ স্থানে স্নানাচরণ করিবে; বিশেষতঃ যে ব্যক্তি ইহ পরলোকে অভীষ্ট ইচ্ছা করে, তাহার অষ্টমীতিথিতে ঐ স্থানে মহিষীদান করা কর্ত্তব্য।১—০।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।২৫।

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। তস্মিন্ কনখলং নাম পর্ব্বতে পাপনাশনে॥ ১॥ শৃণু তত্রাভবৎ পূর্ব্বং যদাশ্চর্য্যং মহীপতে। পার্থিবঃ সুমতির্নাম সম্প্রাপ্তোঽর্ব্বুদপর্ব্বতে॥২॥ সূর্য্যগ্রহে মহীপাল তীর্থং কনখলং গতঃ। তেন বিপ্রার্থমানীতং সুবর্ণং জাত্যমেব হি॥ ৩॥ প্রভূতং পতিতং তোয়ে প্রমাদাত্তস্য ভূপতেঃ। ন লব্ধং তেন ভূপাল অন্বেষণপরেণ চ॥ ৪॥ ততঃ স্নাত্বা গৃহং প্রাপ্তঃ পশ্চাত্তাপসমন্বিতঃ। ততঃ কালেন মহতা স ভূয়স্তত্র চাগতঃ॥ ৫॥ স্নানার্থং ভাস্করে গ্রস্তে তস্য দেশমপশ্যত। চিন্তয়ামাস মেধাবী হ্যস্মিন দেশে তদা মম॥ ৬॥ সুবর্ণং পতিতং হস্তান্ন চ লব্ধং কথঞ্চন॥ ৭॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবং চিন্তয়তস্তস্য বাগুবাচাশরীরিণী। নাত্র নাশোঽস্তি রাজেন্দ্র ইহ লোকে পরত্র চ॥ ৮॥ অত্র কোটিগুণং জাতং সুবর্ণং যৎপুরাতনম্। পশ্চাত্তাপস্ত্বয়া

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অনন্তর ঐ অচলস্থিত ত্রৈলোক্যবিশ্রুত পাপহর কনখল তীর্থে গমন করিবে। মহীপতে! ঐ তীর্থে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, শ্রবণ করুন। পুরাকালে একদা সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে সুমতি নামক জনৈক রাজা অর্ব্বুদাচলে কনখল তীর্থে আগমন করেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবার জন্য উত্তমজাতীয় সুবর্ণ আনিয়াছিলেন; কিন্তু প্রমাদবশতঃ তাহার অধিকাংশ জলে পড়িয়া যায় ভূপতি সুমতি বহু অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু তাহা আর প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর স্নানান্তে গৃহে আসিয়া তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন। অনেক কাল পরে ভূপতি আবার সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে স্নানার্থ সেই দেশে আগমন করেন। তাঁহার পূর্ব্বের ঘটনা স্মরণ ছিল, তাই তদ্দেশ দর্শনে তিনি তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এইখানেই আমার হস্ত হইতে সুবর্ণ পতিত হইয়াছিল। আমি তাহা কোন ক্রমেই আর লাভ করিতে পারি নাই। পুলস্ত্য কহিলেন,—রাজার এইরূপ চিন্তাকালীন এক আকাশবাণী হইল—রাজেন্দ্র! অত্র পতিত সুবর্ণ ইহ-পরকালে নষ্ট হইবার নহে। এখানে পতিত তোমার সেই সুবর্ণ কোটিগুণ হইয়াছে। সুবর্ণ-

ভূরি কৃতো যদ্দ্রব্যনাশনে ॥ ৯ ॥ তস্মাৎ সংখ্যা চ সঞ্জাতা তথৈবাকল্পিতস্য চ। যেঽত্র শ্রদ্ধাসমাযুক্তাঃ সুবর্ণৈর্নৃপসত্তম। যত্নাচ্ছ্রাদ্ধং কারয়ন্তি সুবর্ণঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥ ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাস্যন্তি সংখ্যা তস্য ন বিদ্যতে। অত্রান্বেষয় দেশে ত্বং প্রাপ্স্যসে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥ স শ্রুত্বা ভারতীং তত্র হ্যাকাশাদুত্থিতাং নৃপ। অন্বেষমাণোঽস্মিন্‌ দেশে সুবর্ণং তচ্চ লব্ধবান্‌ ॥ ১২ ॥ শুভ্রং কোটিগুণং প্রাজ্যং ততস্তুষ্টিং সমাগতঃ। জ্ঞাত্বা তীর্থপ্রভাবং তং ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহস্রশঃ। প্রদদৌ চ দয়াযুক্ত উদ্দিশ্য পিতৃদেবতা ॥ ১৩ ॥ ততস্তস্য প্রভাবেণ স দানস্য মহীপতিঃ। সঞ্জাতো ধনদো নাম যক্ষো নানাধনপ্রদঃ ॥ ১৪ ॥ তত্র যঃ কুরুতে শ্রাদ্ধং গ্রহে সূর্য্যস্য ভূমিপ। আকল্পং পিতরস্তস্য তৃপ্তিং যান্তি সুতর্পিতাঃ ॥ ১৫ ॥ স্নানেন ঋষয়ো দেবাস্তুষ্টিং যান্তি মহোরগাঃ। নাশঃ সঞ্জায়তে সদ্যঃ পাপস্য পৃথিবীপতে ॥ ১৬ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন স্নানং তত্র সমাচরেৎ। যথাশক্ত্যা তথা দানং শ্রাদ্ধঞ্চ নৃপ সত্তম ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কনখলতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ চক্রতীর্থমনুত্তমম্‌। যত্র চক্রং পুরা মুক্তং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১ ॥ নিহত্য দানবান্‌ সংখ্যে কৃত্বা স্নানং সুনির্ম্মলে। বিষ্ণুঃ প্রাক্ষালয়ত্তোয়ং তেন তন্মেধ্যতাং গতম্‌ ॥ ২ ॥ তত্র শ্রাদ্ধন্তু যঃ কুর্য্যাচ্ছয়নে বোধনে হরেঃ। আকল্পং পিতরস্তস্য তৃপ্তিং যান্তি নরাধিপ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চক্রতীর্থপ্রভাববর্ণনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ সুপুণ্যং মানুষং হ্রদম্‌। যত্র স্নাতো নরঃ সম্যঙ্‌মনুষ্যো জায়তে সদা ॥ ১ ॥ ন তির্য্যক্ত্বমবাপ্নোতি কৃত্বাপি বহুপাতকম্‌। তত্রাশ্চর্য্যমভূৎ পূর্ব্বং যচ্ছৃণু নরা-

---

নাশে তুমি অনেক পশ্চাত্তাপ করিয়াছ। এই জন্য উহা অসংখ্য হইলেও সংখ্যেয় হইয়াছে। জানিবে,—যাহারা এখানে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সুবর্ণ দ্বারা সযত্নে শ্রাদ্ধ করে, অথবা ব্রাহ্মণদিগকে কেবল মাত্র সুবর্ণ দান করে, তাহাদের ফলের সংখ্যা হয় না। যাহাই হউক, তুমি এইস্থানে তোমার সেই নষ্ট সুবর্ণের সন্ধান কর; অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। রাজা সেই আকাশগীতা ভারতী শ্রবণ করিয়া সেই প্রদেশে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ফলে নষ্ট সুবর্ণের কোটিগুণ অধিক সুবর্ণ প্রাপ্ত হইলেন। রাজার তুষ্টি হইল। তিনি তীর্থমাহাত্ম্য বিদিত হইয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে সদয়ভাবে পিতৃগণের তৃপ্তি উদ্দেশে সেই সুবর্ণ প্রদান করিলেন। সেই দানের প্রভাবে ভূপতি সুমতি নানাধনপ্রদ সাক্ষাৎ যক্ষরাজ ধনদ নামে অভিহিত হইলেন। হে রাজন! তথায় সূর্য্যগ্রহণে যে নর শ্রাদ্ধ করে, আপ্রলয় তাহার পিতৃগণের তৃপ্তি হয়। এখানে স্নান করিলে দেব, ঋষি, ও মহোরগগণ তুষ্ট হন; সদ্য পাপ নাশ হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ঐ স্থানে স্নানাচরণ ও যথাশক্তি শ্রাদ্ধদানাদি কার্য্য করিবে।১—১৭।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! অনন্তর অনুত্তম চক্রতীর্থে গমন করিবে। প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু এখানে পূর্ব্বে চক্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধে দানবগণকে হত্যা করিয়া অত্রত্য তীর্থসরোবরতোয়ে গাত্র প্রক্ষালন করিয়াছিলেন, এজন্য তীর্থতোয় পবিত্র হইয়াছে। এখানে হরিরশয়নে ও তাঁহার জাগরণে যাহারা শ্রাদ্ধ করে, তাহাদের পিতৃলোক আকল্প তৃপ্তি লাভ করেন।১—৩।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অনন্তর পবিত্র মানুষহ্রদে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে নর সম্যক্‌ মনুষ্য হইয়া থাকে। মানব বহু পাতক করিয়াও তথায় স্নান করিলে তির্য্যক্‌যোনি লাভ

ধিপ। ২। মৃগযূথমনুপ্রাপ্তং ব্যাধব্যাপ্তং সমন্ততঃ। তে মৃগা ভয়সন্ত্রস্তাঃ প্রবিষ্টা জলমধ্যতঃ। ৩। সদ্যো মনুষ্যতাং প্রাপ্তাঃ পূর্ব্বজাতিস্মরাস্তথা। এতস্মিন্নেব কালে তু ব্যাধাস্তে সমুপাগতাঃ। ৪॥ চাপবাণধরাঃ সর্ব্বে যথা বৈ যমকিঙ্করাঃ। পপ্রচ্ছুশ্চ মৃগান্ ভূপ মানুষত্বমুপাগতান্। ৫। মৃগযূথমনুপ্রাপ্তমস্মিন স্থানে জলাশ্রয়ে। কেন মার্গেণ তদ্ যাতং বদধ্বং সত্বরং হি নঃ। বয়ং সর্ব্বে পরিশ্রান্তাঃ ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাঞ্চ বিশেষতঃ। ৬। মনুষ্যা ঊচুঃ। বয়ং তে হরিণাঃ সর্ব্বে মানুষ্যং ভাবমাশ্রিতাঃ। তীর্থস্যাস্য প্রভাবেণ সত্যমেতদসংশয়ম্। ৭॥ পুলস্ত্য উবাচ। ততস্তে শবরাঃ সর্ব্বে ত্যক্ত্বা চাপানি পার্থিব। কৃত্বা স্নানং জলে তস্মিন্ সদ্যঃ সিদ্ধিং গতা নৃপ। ৮॥ ততঃ শক্রস্তু তদ্দৃষ্ট্বা তীর্থং পাপহরং নৃপ। পূরয়ামাস সর্ব্বত্র পাংশুভির্নৃপসত্তম॥ ৯। অদ্যাপি মনুজাস্তত্র বুধাষ্টম্যাং নরাধিপ। স্নানং যে প্রকরিষ্যন্তি তির্য্যক্ত্বং ন ব্রজন্তি তে। ১০। পিতৃমেধফলং কৃৎস্নং শ্রাদ্ধদানাদবাপ্নুয়ুঃ। ১১।

ইতি শ্রীস্কান্দে মনুষ্যতীর্থপ্রভাববর্ণনং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ কপিলাতীর্থমুত্তমম্। যত্র স্নাতো নরঃ সম্যঙ্মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ। ১। পুরাভূন্নৃপতির্নাম সুপ্রভঃ পরবীরহা। নিত্যঞ্চ মৃগয়াশীলো মৃগাণামহিতে রতঃ। ২॥ ন তথা স্ত্রীষু নো ভোগে নাশ্বযানে ন বারণে। তস্যাভূদনুরাগশ্চ যথা মৃগবিমর্দ্দনে। ৩। স কদাচিন্নৃপশ্রেষ্ঠ মৃগাসক্তোঽর্ব্বুদং গতঃ। অপশ্যৎ সানুদেশে চ মৃগীং শিশুসমাবৃতাম্। ৪। স্তনং ধয়ন্তীং সুস্নিগ্ধাং শিশোঃ ক্ষীরানুরাগিণঃ। স তেন বিদ্ধা বাণেন সহসা নতপর্ব্বণা। ৫। অথ সা পার্থিবং দৃষ্ট্বা প্রগৃহীতশরাসনম্। দ্বিতীয়ং যোজয়ানঞ্চ মৃগী বাণং সুনির্ম্মলম্। ৬। ততঃ সা কোপসন্তপ্তা ভূপালং প্রত্যভাষত। নায়ং ধর্ম্মঃ স্মৃতঃ ক্ষাত্রো যস্ত্বয়াদ্য নিষেবিতঃ। ৭। শয়ানো মৈথুনাসক্তঃ স্তনপো ব্যাধিপীড়িতঃ। ন হন্তব্যো মৃগো রাজন্ মৃগী চ শিশুনা বৃতা। ৮। তদদ্য মরণং জাতং মম সর্ব্ব-

করে না। নরাধিপ! তথায় এক আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছিল শ্রবণ করুন। একদা একদল মৃগ চতুর্দ্দিক্ হইতে ব্যাধাক্রান্ত হইয়া ভয়সন্ত্রস্ত ভাবে তত্রত্য জলমধ্যে প্রবেশ করে। প্রবিষ্ট হইবামাত্র সদ্যঃ তাহারা পূর্ব্বজাতিস্মর মনুষ্যরূপে পরিণত হয়। ইত্যবসরে ব্যাধগণ সেই স্থানে আগমন করে। উহারা সকলেই চাপবাণধর এবং দেখিতে সকলেই যেন যমকিঙ্কর। তাহারা আসিয়া মনুষ্যত্বপ্রাপ্ত মৃগদিগকেই জিজ্ঞাসা করিল,—ওহে! এই স্থানের জলাশয়ে একদল মৃগ আসিয়াছে, কোন্ পথে তাহারা গেল, সত্বর বল। আমরা সকলেই পরিশ্রান্ত; বিশেষতঃ ক্ষুধাতৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর। সেই মনুষ্যগণ কহিল,—আমরাই সেই সকল মৃগ; সম্প্রতি এই তীর্থপ্রভাবে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছি। ইহা তোমাদিগকে সত্যই বলিলাম। পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর সেই ব্যাধগণ শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই জলে স্নান করিল এবং সদ্যই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল। অনন্তর ইন্দ্র সেই তীর্থের পাপহরত্ব দেখিয়া তাহাকে পাংশু দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন। হে রাজন্! মনুষ্যগণ অদ্যাপি বুধাষ্টমী দিনে ঐ স্থানে স্নান করিয়া তির্য্যক্‌যোনি লাভ করে না। ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধদানে পিতৃমেধফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।১—১১।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

হে নৃপবর। অনন্তর নর কপিলাতীর্থে গমন করিবে। এখানে স্নান করিয়া নর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। পূর্ব্বে সুপ্রভ নামে এক পরবীরহা রাজা ছিলেন। তিনি নিত্য মৃগয়াশীল ও মৃগগণের অহিতাচরণে রত থাকিতেন। এই রাজার মৃগবিমর্দ্দন বিষয়ে যেরূপ অনুরাগ ছিল, স্ত্রী, ভোগ, অশ্বযান বা বারণে সেরূপ অনুরাগ ছিল না। একদা তিনি মৃগয়াসক্ত হইয়া অর্ব্বুদাচলে গমন করেন। সেখানে গিয়া এক মৃগীকে শিশুসমভিব্যাহারে সানুদেশে বিচরণ করিতে দেখেন। তখন ঐ মৃগী স্বীয় শিশুসন্তানকে স্তন্যপান করাইতেছিল। এই সময় নতপর্ব্ব এক বাণে তিনি তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। বাণবিদ্ধা মৃগী সশরাসন রাজাকে পুনরায় বাণ যোজনা করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, —হে রাজন্! তুমি যে ধর্ম্মাচরণ করিলে, ইহা ক্ষাত্র ধর্ম্ম নহে। কারণ—শয়ান, মৈথুনাসক্ত, স্তনপ ও ব্যাধিপীড়িত, মৃগ এবং শিশুপরিবৃত মৃগী—ইহারা হন্তব্য নহে। ১—৮। হে সর্ব্বনৃপাধম! অদ্য তোমার

নৃপাধম। তব বাণং সমাসাদ্য পুত্রস্য চ ময়া
বিনা। ৯। যস্মাদহমধর্ম্মেণ হতা ভূমিপতে ত্বয়া।
তস্মাদত্রৈব সানৌ ত্বং রৌদ্রো ব্যাঘ্রো ভবিষ্যসি ॥১০॥
পুলস্ত্য উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা সুমহৎপাপং স নৃপো ভয়-
সঙ্কুলম্। তাং বৈ প্রসাদয়ামাস প্রাণশেষাং তদা মৃগীম্॥
১১॥ অবিবেকান্ময়া ভদ্রে হতা ত্বং নির্ঘৃণেন চ।
কুরু শাপবিমোক্ষং ত্বং তস্মাদ্দীনস্য সন্মৃগি ॥ ১২॥
মৃগ্যুবাচ। যদা তু কপিলাং নাম দ্রক্ষ্যসে ত্বং পয়-
স্বিনীম্। ধেনুং তয়া সমালাপাৎ প্রকৃতিং যাস্যসে
পুনঃ ॥১৩॥ এবমুক্ত্বা মৃগী রাজাগ্রতঃ প্রাণৈর্ব্যযুজ্যত।
পীড়িতা শরঘাতেন পুত্রস্নেহাদ্বিশেষতঃ ॥ ১৪ ॥
অথাসৌ পার্থিবঃ সদ্যো রৌদ্রাস্যঃ সমজায়ত।
ব্যাঘ্রো দংষ্ট্রাকরালশ্চ তীক্ষ্ণদন্তনখস্তথা। ভক্ষ-
য়ামাস তাং সেনামাত্মীয়াং ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ১৫ ॥
ততস্তে সৈনিকা রাজন্ হতশেষাঃ সুদুঃখিতাঃ।
স্বগৃহাণি যযুস্তত্র যথা বৃত্তং জনে পুরে॥
১৬॥ নিবেদয়ন্তো বৃত্তান্তং চত্বরেষু ত্রিকেষু চ।
যথা বৈ ব্যাঘ্রতাং প্রাপ্তঃ নরাজা নৃপবরতে ॥
১৭॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য পুত্রং ভূরিপরাক্রমম্।
রাজ্যেঽভিষেচয়ামাসুর্নাম্না খ্যাতং মহৌজসম্॥
১৮॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য তস্মিন্ সানৌ নৃপোত্তম।

বাণাঘাতে এই শিশুপুত্রের সহিত আমার প্রাণত্যাগ হইল। হে ভূমিপতে! যে হেতু তুমি আমায় অধর্ম্মপূর্ব্বক বিনষ্ট করিলে, অতএব তুমিও এই সানুতে ভীষণ ব্যাঘ্ররূপে পরিণত হইবে। পুলস্ত্য কহিলেন,—রাজা তখন মৃগীর এইরূপ দারুণ শাপ শ্রবণ করিয়া মৃতকল্পা মৃগীকে প্রসাদিত করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন,—অয়ি ভদ্রে! আমি মূর্খতাবশে তোমায় নিহত করিয়াছি, অতএব তুমি আমার শাপ মোচন কর। মৃগী বলিল—হে নৃপ! তুমি যখন কপিলাধেনু দেখিতে পাইবে, তখন তাহার সহিত সম্ভাষণে তোমার শাপ-মোচন হইবে—তুমি প্রকৃতিস্থ হইবে। এই বলিয়া মৃগী নৃপসম্মুখে শরাঘাত-যাতনায় পুত্রের সহিত জীবন বিসর্জ্জন দিল। আর পার্থিব ভীষণানন করাল-তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ব্যাঘ্র হইয়া ক্রোধে নিজ সৈন্যদল ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। অনন্তর হতাব শিষ্ট সৈন্যগণ দুঃখিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক যথাবৃত্ত নিবেদন করিল। তচ্ছ্রবণে (অমাত্যগণ) ভূরিপরাক্রম বিখ্যাতনামা রাজ-পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। একদা

তৃষার্ত্তঃ গোকুলং প্রাপ্তঃ গোপগোপী-সমাকুলম্॥
১৯॥ তত্রৈকা গৌঃ পরিভ্রষ্টা স্বযূথাত্তৃণতৃষ্ণয়া।
কপিলেতি চ বিখ্যাতা স্বযূথস্যাগ্রগামিনী ॥ ২০॥
অচ্ছিন্নাগ্রতৃণং যা তু সদা ভক্ষয়তে নৃপ।
অথ সা গহ্বরং প্রাপ্তা গিরেঃ শৃঙ্গং ভয়-
ঙ্করম্॥ ২১॥ তত্রাসসাদ তাং ব্যাঘ্রো দংষ্ট্রোৎকট-
মুখাবহঃ। সা তং দৃষ্টবতী পাপং ত্রাসমাপ মৃগীব
হি॥ ২২॥ স্মরন্তী গোকুলে বদ্ধং স্বসুতং ক্ষীর-
পায়িনম্। দুঃখেন রুদতীং তাং স দৃষ্ট্বোবাচ মৃগা-
ধিপঃ॥ ২৩॥ ব্যাঘ্র উবাচ। কিং বৃথা রুদ্যতে
ধেনো মাং প্রাপ্য ন হি জীবিতম্। বিদ্যতে কস্য-
চিন্নর্থে স্মরেষ্টাং দেবতাং ততঃ॥ ২৪॥ কপিলো-
বাচ। স্বজীবিতভয়াদ্ব্যাঘ্র ন রোদিমি কথঞ্চন।
পুত্রো মে বালকো গোষ্ঠ্যাং ক্ষীরপায়ী প্রতীক্ষতে॥
২৫॥ নাদ্যাপি স তৃণাস্বত্তি তেনাহং শোকবিক্লবা।
রোদিমি ব্যাঘ্র সুতস্নেহাৎ সত্যেনাত্মানমালভে॥ ২৬॥
পায়য়িত্বা সুতং বালং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা জনং স্বকম্। পুনঃ
প্রত্যাগমিষ্যামি যদি ত্বং মন্যসে বিভো॥ ২৭॥

সানুবাসকালে ঐ ব্যাঘ্র অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া গোপ-গোপীসমাকুল গোকুলে উপস্থিত হইল। এই সময় তথায় স্বযূথাগ্রগামিনী এক কপিলা তৃণলালসায় দল-ভ্রষ্টা হয়। হে নৃপ। এই কপিলা সর্ব্বদা অচ্ছিন্নাগ্রতৃণ ভক্ষণ করিত। দৈবাৎ সে বিচরণ করিতে করিতে এক ভয়ঙ্কর শৃঙ্গ গিরিগুহায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এই গহ্বরে দংষ্ট্রোৎকটমুখ ব্যাঘ্র তাহাকে প্রাপ্ত হইল। অনন্তর সেই পাপমূর্ত্তি ব্যাঘ্রকে দেখিয়া কপিলা মৃগীর ন্যায় ত্রাসান্বিত হইল এবং মনে মনে গোকুলে বদ্ধ স্বীয় স্তন্যপায়ী বৎসকে স্মরণ করিতে লাগিল। ক্রমে দুঃখে সে কাঁদিয়া ফেলিল।১৯-২৩। তদ্দর্শনে মৃগাধিপ বলিল,—হে ধেনু! বৃথা কেন রোদন করিতেছ? আমার গ্রাসে পতিত হইয়া কোন অবোধ প্রাণীই জীবন ধারণ করিতে পারে না। অতএব ইষ্টদেবতাকে স্মরণ কর। কপিলা কহিল,—ব্যাঘ্র! আমি নিজের জীবন-ভয়ে রোদন করিতেছি না; আমার এক স্তন্য-পায়ী বালবৎস গোষ্ঠমধ্যে মৎপ্রতীক্ষায় রহিয়াছে; অদ্যাপি সে তৃণভক্ষণে অভ্যস্ত হয় নাই। তাই আমি শোকবিক্লব হইয়া সুতস্নেহে রোদন করি-তেছি। ব্যাঘ্র! একথা আমি শপথ করিয়াই বলিতেছি যে, যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে আমি সেই বালবৎসকে দুগ্ধপান করাইএয়া বং

ব্যাঘ্র উবাচ। গত্বা স্বসুতসান্নিধ্যং দৃষ্ট্বাত্মীয়ঞ্চ গোকুলম্। পুনরাগমনং যত্তে ন চ তচ্ছ্রদ্দধাম্যহম্॥ ২৮॥ ভয়ান্নাং ভাষসে চৈবং নাস্তি প্রাণসমং ভয়ম্। তস্মাৎপ্রাণভয়ান্ন ত্বমাগমিষ্যসি ধেনুকে॥ ২৯॥ কপিলোবাচ। শপথৈরাগমিষ্যামি সত্যমেতৎ শৃণুষ মে। প্রত্যয়ো যদি তে ভূমান্নাং মুঞ্চ ত্বং মৃগাধিপ॥ ৩০॥ ব্যাঘ্র উবাচ। ব্রূহি তাঞ্ছপথান্ ভদ্রে সমাগচ্ছসি যৈঃ পুনঃ। ততোহহং প্রত্যয়ং গত্বা মোচয়িষ্যামি বা ন বা॥ ৩১॥ কপিলোবাচ। বেদাধ্যয়নসম্পন্নং ব্রাহ্মণং বঞ্চয়েত্তু যঃ তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ॥ ৩২॥ গুরুদ্রোহরতানাঞ্চ যৎপাপং জায়তে নৃণাম্। তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ॥ ৩৩॥ যৎপাপং ব্রাহ্মণং হত্বা গাঞ্চ হত্বা প্রজায়তে। তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ॥ ৩৪॥ মিত্রদ্রোহে চ যৎপাপং যৎপাপং গুরুবঞ্চকে। তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ॥ ৩৫॥ যো গাং স্পৃশতি পাদেন ব্রাহ্মণং পাবকং তথা। তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ॥ ৩৬॥ কূপারামতড়াগানাং যো ভঙ্গং কুরুতে নরঃ। তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ॥ ৩৭॥ কৃতঘ্নস্য চ যৎপাপং সূচকস্য চ যদ্ভবেৎ। তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ॥ ৩৮॥ মদ্যমাংসরতানাং চ যৎপাপং জায়তে নৃণাম্। তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ॥ ৩৯॥ রাজপৈশুন্যকর্তৃণাং যৎপাপং জায়তে নৃণাম্। তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ॥ ৪০॥ বেদবিক্রয়কর্তৃণাং যৎপাপং সম্প্রজায়তে। তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ॥ ৪১॥ দীয়মানং দ্বিজাতীনাং নিবারয়তি যোঽল্পধীঃ। তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ॥ ৪২॥ বিশ্বস্তঘাতকানাং চ যৎপাপং সমুদাহৃতম্। তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ। ৪৩॥ দ্বিজদ্বেষরতানাং হি যৎপাপং জায়তে নৃণাম্। তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ॥ ৪৪॥ পরদাররতানাং চ পাপং যচ্চ দুরাত্মনাম্। তেন পাপেন লিপ্যাম যদ্যহং নাগমে পুনঃ॥ ৪৫॥ রাত্রৌ যে পাপকর্ম্মাণো ভক্ষন্তি দধিশক্তুকান্। তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ॥ ৪৬॥ বৃন্তাকং মূলকং শ্বেতং রক্তং যেঽশ্নন্তি গৃঞ্জনম্। তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ॥ ৪৭॥ পুলস্ত্য উবাচ। স তস্যাঃ শপথান্ শ্রুত্বা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ। প্রত্যয়ং চ তদা গত্বা ব্যাঘ্রো বাক্যমথাব্রবীৎ॥ ৪৮॥ ব্যঘ্র উবাচ গচ্ছ ত্বং গোকুলে ভদ্রে পুনরাগমনং কুরু। ন চৈতদবগন্তব্যং যদহং বঞ্চিতো ময়া॥ ৪৯॥ কপিলে

স্বজনবর্গের সহিত সাক্ষাৎ ও সম্ভাষণ করিয়া পুনরায় তোমার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইব। ব্যাঘ্র বলিল,—তুমি তোমার বালবৎসের নিকট যাইবে; গোকুলে আত্মীয়বর্গের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবে; তারপর আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে; এ কথায় আমি শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারিতেছি না। প্রাণসম ভয় নাই। তুমি সেই প্রাণভয়ে আমার নিকট এরূপ বলিতেছ। হে ধেনুকে! আমার মনে হয়,—তুমি প্রাণভয়েই আর আমার নিকট আসিবে না। কপিলা কহিল,—আমি শপথ করিয়া বলিতেছি—আসিব। আমার সত্য শ্রবণ কর। যদি তোমার ইহাতে প্রত্যয় হয়, মৃগাধিপ! তবে আমায় ছাড়িয়া দিও। ব্যাঘ্র বলিল,—হে ভদ্রে! যে সকল শপথ করিয়া তুমি আবার ফিরিয়া আসিবে, তাহা প্রকাশ করিয়া বল। তাহাতে আমার প্রত্যয় হইলে তোমায় মোচন করিব কিনা বিবেচনা করিব। কপিলা কহিল,—অধীতবেদ ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা করিলে যে পাপ হয়, আমি ফিরিয়া না আসিলে সেই পাপে লিপ্ত হইব। এইরূপে গুরুদ্রোহী নরগণের, গোব্রাহ্মণঘাতীদিগের, মিত্রদোহীদিগের, পদদ্বারা গো—ব্রাহ্মণ—ও পাবকস্পর্শীদিগের, কূপ, আরাম ও তড়াগভঙ্গকারীদিগের, কৃতঘ্ন ও সূচকদিগের, মদ্যমাংসরতদিগের, রাজপৈশুন্যকারীদিগের এবং বেদবিক্রয়কারিগণের যে যে পাপ হয়, যদি প্রত্যাবর্ত্তন না করি, তবে আমিও যেন সেই সেই পাপে লিপ্ত হই। অপিচ যে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে দান করিতে নিষেধ করে, তাহার যে পাপ, আমি না আসিলে সেই পাপে যেন পরিলিপ্ত হই। যাহারা বিশ্বাসঘাতক, যাহারা দ্বিজদ্বেষরত, যাহারা পরদাররত, যে সকল পাপিষ্ঠ রাত্রিকালে দধিশক্তুভোজী এবং যাহারা শ্বেতবৃন্তাক—মূলক ও রক্তগৃঞ্জনভক্ষী, তাহাদের যে যে পাপ হয়, যদি আমি পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন না করি, তাহা হইলে আমিও যেন সেই সেই পাপে লিপ্ত হই। পুলস্ত্য কহিলেন,—ব্যাঘ্র ধেনুর সেই শপথ শুনিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল-নয়নে বিশ্বাস করিয়া বলিল,—ভদ্রে! তুমি গোকুলে যাও; পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিও।

গচ্ছ পশ্য ত্বং তনয়ং সুতবৎসলে। পায়য়িত্বা স্তনং পূর্ণমবঘ্রায় চ মূর্দ্ধনি ॥ ৫০ ॥ মাতরং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা সখীঃ স্বজনবান্ধবান্। সত্যমেবাগ্রতঃ কৃত্বা নান্যথা কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৫১ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। সানুজ্ঞাতা মৃগেন্দ্রেণ কপিলা পুত্রবৎসলা। অশ্রুপূর্ণমুখী দীনা প্রস্থিতা গোকুলং প্রতি ॥ ৫২ ॥ বেপমানা ভয়োদ্বিগ্না শোকসাগরমধ্যগা। করিণীব হি রৌদ্রেণ হরিণা সা বলীয়সা। ততঃ স্বগোকুলং প্রাপ্তা রম্ভমাণা মুহুর্মুহুঃ ॥ ৫৩ ॥ তস্যাঃ শব্দং ততঃ শ্রুত্বা জ্ঞাত্বা বৎসঃ স্বমাতরম্। সম্মুখঃ প্রযযৌ তূর্ণমূর্দ্ধপুচ্ছঃ প্রহর্ষিতঃ ॥ ৫৪ ॥ অকালাগমনং তস্যা রৌদ্রং ভম্ভারবং তথা। দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ বৎসোঽসৌ শঙ্কিতঃ পরিপৃচ্ছতি ॥৫৫॥ বৎস উবাচ। ন তে পশ্যামি সৌম্যত্বং দুর্ম্মনা ইব লক্ষ্যসে। কিমর্থমন্যবেলায়াং সমায়াতা বদস্ব মে ॥ ৫৬ ॥ কপিলোবাচ। পিব পুত্র স্তনং পশ্চাৎ কারণঞ্চাপি মে শৃণু। আগতাহং তব স্নেহাৎ কুরু তৃপ্তিং যথেপ্সিতাম্ ॥ ৫৭ ॥ অপশ্চিমমিদং পুত্র দুর্লভং মাতৃদর্শনম্। ময়াদ্য পুত্র গন্তব্যং শপথৈরাগতা যতঃ ॥ ৫৮ ॥ ব্যাঘ্রস্য কামরূপস্য দাতব্যং জীবিতং ময়া। তেনাহং শপথৈর্মুক্তা কারণাত্তব পুত্রক ॥ ৫৯ ॥ ময়াহদ্য তত্র গন্তব্যং মৃগরাজসমীপতঃ। বদ্ধা চ শপথৈঃ পুত্র দাস্যামি চ কলেবরম্ ॥ ৬০ ॥ বৎস উবাচ। অহং তত্র গমিষ্যামি যত্র ত্বং গন্তুমিচ্ছসি। শ্লাঘ্যং হি মরণং মেঽদ্য ত্বয়া সহ ন সংশয়ঃ ॥ ৬১ ॥ একাকিনাপি মর্ত্তব্যং যস্মান্ময়া ত্বয়া বিনা। যদি মাং সহিতং তত্র ত্বয়া ব্যাঘ্রো বধিষ্যতি ॥ ৬২ ॥ যা গতির্মাতৃভক্তানাং ধ্রুবং সা মে ভবিষ্যতি। তস্মাদবশ্যং যাস্যামি ত্বয়া সহ ন সংশয়ঃ ॥ ৬৩ ॥ অথবাত্রৈব তিষ্ঠ ত্বং শপথাঃ সন্তু মে তব। তব স্থানে প্রয়াস্যামি মাতস্ত্বং যদি মন্যসে ॥ ৬৪ ॥ জনন্যা বিপ্রযুক্তস্য জীবিতং ন হি মে প্রিয়ম্। নাস্তি মাতৃসমঃ কশ্চিদ্বালানাং ক্ষীরজীবিনাম্ ॥ ৬৫ ॥ নাস্তি মাতৃসমো নাথো নাস্তি মাতৃসমা গতিঃ। যে মাতৃনিরতাঃ পুত্রাস্তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৬৬ ॥ কপিলোবাচ। মমৈব বিহিতো

তুমি এরূপ মনে করিও না যে, আমি ব্যাঘ্রকে বঞ্চিত করিয়া আসিলাম। যাও কপিলে! যাও সুতবৎসলে! গিয়া স্বীয় বালবৎসকে দেখিয়া স্তন্যপান করাইয়া মস্তকাঘ্রাণ লইয়া, এবং মাতা, ভ্রাতা, সখী ও স্বজনবন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুনরায় আগমন কর। সত্যকে অগ্রবর্ত্তী রাখিও। দেখিও ইহার যেন অন্যথা না হয়। পুলস্ত্য কহিলেন,—মৃগেন্দ্রের অনুমোদনে সুতবৎসলা কপিলা দীনভাবে অশ্রুপূর্ণমুখে গোকুলাভিমুখে ধাবিত হইল। তাহার দেহ কাঁপিতে লাগিল। ভয়োদ্বিগ্না শোকসাগরের মধ্যগতা কপিলা প্রবল সিংহাক্রান্ত করিণীর ন্যায় ভয়োদ্বিগ্না হইল। সে ক্রমে গোকুলে গিয়া মুহুর্মুহু হাম্বারব করিতে লাগিল। তাহার সেই শব্দ শুনিয়া বালবৎস মাতার আগমন বুঝিতে পারিয়া ঊর্দ্ধপুচ্ছে হৃষ্ট বদনে তদভিমুখে ধাবিত হইল। বৎস মাতার সেই অকাল আগমন দেখিয়া ও ভীষণ হাম্বারব শুনিয়া শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—মা! তোমার আজ সৌম্যভাব দেখিতেছি না; তোমাকে দুর্ম্মনার ন্যায় দেখা যাইতেছে। মা! কেন তুমি এমন অসময়ে আসিলে, বল আমায়? কপিলা কহিল,—বৎস! স্তন্য পান কর, পরে আমার আগমন-কারণ শুনিবে। দেখ, তোমার প্রতি স্নেহবশতই আমি আসিয়াছি; অতএব স্তনপানে যথেষ্ট তৃপ্ত সাধন কর। বৎস! ইহার পর আর তোমার মাতৃদর্শন ঘটিবে না। আমি শপথ করিয়া আসিয়াছি, অদ্যই আবার আমাকে যাইতে হইবে। আমি এক কামরূপী ব্যাঘ্রের করে জীবন সমর্পণ করিয়া আসিয়াছি। বৎস! তোমারই কারণে শপথ করিয়া তাহার নিকট হইতে মুক্তি পাইয়াছি। আমাকে অদ্যই আবার সেই মৃগরাজসমীপে যাইতে হইবে। পুত্র! আমি শপথবদ্ধ হইয়াছি। ব্যাঘ্রকে আমার কলেবর দান করিতে হইবে।৫০—৬০ বৎস বলিল,—মা! তুমি যেখানে যাইবে, আমিও সেখানে যাইব। তোমার সহিত মরণ আমি শ্লাঘ্য বলিয়াই মনে করি। বিশেষতঃ তুমি না থাকিলে একক অবস্থায় আমাকে তো মরিতেই হইবে। যদি সেই ব্যাঘ্র তোমার সহিত আমাকেও বধ করে, তবে'ত মাতৃভক্তদিগের যে গতি, আমারও নিশ্চয় সেই গতি হইবে। অতএব তোমার সহিত আমি অবশ্যই যাইব। অন্যথা তুমি এই স্থানেই থাক, তুমি যে সকল শপথ করিয়া আসিয়াছ, সেই সমস্ত আমারই হোক। তোমার স্থানে—মা! যদি মত কর, তবে আমিই যাই। আমি জননী-বিযুক্ত হইয়া জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করি না। ক্ষীরজীবী বালকদিগের মাতৃতুল্য রক্ষক নাই; মাতৃসম গতি নাই। যাহারা মাতৃভক্ত পুত্র, তাহাদের পরম গতি লাভ হয়।

মৃত্যুর্ম্মে তে পুত্রক সাম্প্রতম্। ন চায়মস্তভূতানাং মৃত্যুঃ স্যাদন্যমৃত্যুতঃ ॥ ৬৭॥ অপশ্চিমমিদং পুত্র মাতুঃ সন্দেশমুত্তমম্। শৃণুষাবহিতো ভূত্বা পরিণামসুখাবহম্ ॥ ৬৮॥ বনে চর সদা বৎস অপ্রমাদপরো ভব। প্রসাদাৎসর্ব্বভূতানি বিনশ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥ ন চ লোভেন চর্ত্তব্যং বিষমস্থং তৃণং ক্বচিৎ। লোভাদ্বিনাশো জন্তূনামিহ লোকে পরত্র চ॥ ৭০॥ সমুদ্রমটবীং যুদ্ধং বিশন্তে লোভমোহিতাঃ। লোভাদ্ধি কার্য্যমত্যুগ্রং কুর্ব্বন্তি ত্যাজ্য এব সঃ॥ ৭১॥ লোভাৎ প্রমাদাদাশ্বাসাৎ পুরুষো বাধ্যতে ত্রিভিঃ তস্মাল্লোভো ন কর্ত্তব্যো ন প্রমাদো ন বিশ্বসেৎ॥৭২॥ আত্মা চ সততং পুত্র রক্ষিতব্যঃ প্রযত্নতঃ। সর্ব্বেভ্যঃ শ্বাপদেভ্যশ্চ ম্লেচ্ছেভ্যস্তস্করাদিতঃ॥৭৩॥ তির্য্যগ্‌ভ্যঃ পাপযোনিভ্যঃ সদা বিচরতা বনে। ন চ শোকস্ত্বয়া কার্য্যঃ সর্ব্বেষাং মরণং ধ্রুবম্॥ ৭৪॥ অস্মাকং প্রতিবাচং চ শৃণু শোকবিনাশিনীম্। যথা হি পথিকঃ কশ্চিচ্ছায়ার্থী বৃক্ষমাশ্রিতঃ। বিশ্রান্তশ্চ পুনর্যাতি তদ্বদ্ভূতসমাগমঃ॥ ৭৫॥ পুলস্ত্য উবাচ॥ এবং সম্ভাষ্য তং বৎসমবঘ্রায় চ মূর্দ্ধনি। স্বমাঃ স্বং সখীবর্গং ততো দ্রষ্টুং সমাগতা॥ ৭৬॥ অব্রবীচ্চ ততো বাক্যং পুত্রশোকেন দুঃখিতা। অম্বা শৃণুত মে বাক্যমপশ্চিমমিদং স্ফুটম্॥৭৭॥ অনাথমবলং দীনং ক্ষেনপং মম পুত্রকম্। মাতৃশোকাভিসন্তপ্তং সর্ব্বাস্তং পালয়িষ্যথ॥ ৭৮॥ ভগিনীনাময়ং পুত্রঃ সাম্প্রতং চ বিশেষতঃ। স্নাপনীয়ঃ পায়িতব্যঃ পোষ্যঃ পাল্যঃ সপুত্রবৎ॥ ৭৯॥ চরন্তং বিষমে স্থানে চরন্তং পরগোকুলে। অকার্য্যেষু প্রবর্ত্তন্তং হে সখ্যো বারয়িষ্যথ॥ ৮০॥ ক্ষমধ্বং চ মহাভাগা যৎস্নেহহং সত্যসংশ্রয়াৎ। যত্রাসৌ তিষ্ঠতে ব্যাঘ্রো মুক্তাহং যেন সাম্প্রতম্॥ ৮১॥ সর্ব্বাস্তা বচনং শ্রুত্বা তস্যাঃ শোকসমন্বিতাঃ। বিষাদং পরমং গত্বা বাক্যমূচুঃ সুদুঃখিতাঃ॥ ৮২॥ কপিলে নৈব গন্তব্যং ন তে দোষো ভবিষ্যতি। প্রাণাত্যয়ে ন দোষোঽস্তি সম্পরায়ে চ দারুণে॥৮৩॥ অত্র গাথা পুরা গীতা মুনিভির্ধর্ম্মবাদিভিঃ। প্রাণাত্যয়ে সমুৎপন্নে শপথে

কপিলা কহিল,—বৎস! সম্প্রতি আমারই মৃত্যু বিহিত হইয়াছে; তোমার নহে। একের মৃত্যু নির্দ্দেশে অন্যের মৃত্যু হওয়া অসম্ভব। যাহা হৌক, পুত্র! তোমার মাতার এই শেষ উপদেশ অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ইহাতে পরিণামে সুখ হইবে। বৎস! সদা বনে বিচরণ করিবে; কখন অসতর্ক হইবে না; প্রমাদ বশতই সর্ব্ব প্রাণী বিনষ্ট হইয়া থাকে। তুমি লোভ বশতঃ কদাচ বিষম স্থানস্থ তৃণের দিকে বিচরণ করিবে না; ইহ-পরলোকে লোভে পড়িয়াই জীব বিনষ্ট হয়। জীবগণ লোভমোহিত হইয়াই সমুদ্র, মহারণ্য ও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে। লোভবশতই লোকে অতি উগ্রকর্ম্ম করিয়া থাকে। অতএব সে লোভ সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য। দেখ, লোভ, প্রমাদ বা আশ্বাস, এই তিনটি দ্বারাই লোকঅভিভূত হয়। অতএব লোভ, প্রমাদ বা বিশ্বাস কখনই করিবে না। বৎস! বনে বিচরণ করিবার সময় আত্মাকে সতত সমস্ত শ্বাপদ, ম্লেচ্ছ, তস্কর, তির্য্যক্‌ জাতি ও অন্যান্য পাপযোনি হইতে সযত্নে রক্ষা করিবে। আমার মরণে তুমি শোক করিও না। জানিবে,—সকলেরই মরণ নিশ্চিত। বৎস! আমার শোকহারিণী প্রবোধবাণী শ্রবণ কর। যেমন কোন ছায়ার্থী পথিক কোন বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া বিশ্রামলাভের পর পুনর্ব্বার চলিয়া যায়, এ সংসারের প্রাণিপরম্পরার সমাগমও সেইরূপই। পুলস্ত্য কহিলেন,—কপিলা এই সকল কথা কহিয়া বৎসের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া পরে স্বীয় মাতা ও সখীজন সহ সাক্ষাৎ করিতে গেল। তাহাদের নিকট গিয়া পুত্রশোক-দুঃখিতা কপিলা কহিল,—মাতৃগণ! আমার শেষ বাক্য গ্রহণ কর। তোমরা আমার এই অনাথ, অবল, দীন, ক্ষেনপ, মাতৃশোকতপ্ত পুত্রকে পরিপালন করিও। এই পুত্র সম্প্রতি তোমাদেরই নিজ পুত্রের ন্যায় বিশেষরূপে স্নপনীয়, পায়নীয়, পোষণীয় ও পালনীয়। এ যদি বিষম স্থানে বা পরের গোকুলে বিচরণ করে, বা অকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে হে সখীগণ! ইহাকে তোমরা বারণ করিবে। হে ভাগ্যবতীগণ! আমায় ক্ষমা কর; আমি সত্যবশতঃ ব্যাঘ্রাধিষ্ঠিত স্থানে গমন করিতেছি। সেই ব্যাঘ্রের নিকট হইতে ছাড় পাইয়াই এখানে সম্প্রতি আসিয়াছিলাম। কপিলার আত্মীয় সখীবর্গ এই সংবাদ শুনিয়া শোকাক্রান্ত হইল এবং পরম বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিল,—কপিলে! তুমি যাইও না; না গেলে তোমার কোনই দোষ হইবে না। প্রাণাত্যয়ে বা দারুণ সময়ে শপথভঙ্গে দোষ নাই। এ সম্বন্ধে ধর্ম্মবাদী মুনিগণ পুরাকালে এইরূপ গাথা কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, প্রাণাত্যয়ে

মাস্তি পাতকম্ ॥ ৮৪ ॥ কপিলোবাচ । প্রাণিনাং প্রাণরক্ষার্থং বদাম্যেবানৃতং বচঃ । নাত্মার্থমুপযুঞ্জামি স্বল্পমপ্যনৃতং ক্বচিৎ ॥ ৮৫ ॥ অশ্বমেধসহস্রং তু সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্ । অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥ ৮৬ ॥ তস্মান্নানৃতমাত্মানং করিষ্যে জীবিতাশয়া । অনুজানীত মামার্য্যা যাস্যে যত্র মৃগাধিপঃ ॥ ৮৭ ॥ বয়স্যা উচুঃ । কপিলে ত্বং নমস্কার্য্যা সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ । যত্ত্বং পরমসত্যেন প্রাণাংস্ত্যজসি দুস্ত্যজান্ ॥ ৮৮ ॥ অবশ্যং ন চ তে ভাবী মৃত্যুঃ সত্যাৎ কথঞ্চন । প্রমাণং যদি সত্যং ব্রজ পন্থাঃ শিবোঽস্তু তে ॥ ৮৯ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । এবমুক্তা চ কপিলা গতা যত্র মৃগাধিপঃ । অথাসৌ কপিলাং দৃষ্ট্বা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ । অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং হর্ষগদ্গদয়া গিরা ॥ ৯০ ॥ ব্যাঘ্র উবাচ । স্বাগতং তব কল্যাণি কপিলে সত্যবাদিনি । ন হি সত্যবতাং কিঞ্চিদশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৯১ ॥ ত্বয়োক্তং কপিলে পূর্ব্বং শপথৈ রাগমায় চ । তেন মে কৌতুকং জাতং যাতাগচ্ছেৎ পুনঃ কথম্ ॥ ৯২ ॥ তস্মাদ্গচ্ছ ময়া মুক্তা যত্রাসৌ তনয়স্তব । তিষ্ঠতে গোকুলে বদ্ধঃ ক্ষীরপায়ী সুদুঃখিতঃ ॥ ৯৩ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । এতস্মিন্নেব কালে তু স রাজা প্রকৃতিং গতঃ । মৃগীশাপেন নির্ম্মুক্তো দিব্যরূপবপুর্দ্ধরঃ । ততোঽব্রবীৎ প্রহৃষ্টাত্মা কপিলাং সত্যবাদিনীম্ ॥ ৯৪ ॥ রাজোবাচ । প্রসাদাত্তব মুক্তোঽহং শাপাদস্মাৎ সুদারুণাৎ । কিং তে প্রিয়ং করোম্যদ্য ধেনুকে ব্রূহি সত্বরম্ ॥ ৯৫ ॥ কপিলোবাচ । কৃতকৃত্যাস্মি রাজেন্দ্র যত্ত্বং মুক্তোঽসি কিল্বিষাৎ । পিপাসা বাধতেঽত্যর্থং সাম্প্রতং জলমানয় ॥ ৯৬ ॥ নৈবানৃতং বিজানীহি সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৯৭ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । অথাসৌ পার্থিবো হস্তে চাপমাদায় সত্বরম্ । সজ্যং কৃত্বা শরং গৃহ্য জঘান ধরণীতলম্ ॥ ৯৮ ॥ ততঃ সলিলমুত্তস্থৌ নির্ম্মলং শীতলং শুভম্ । তত্র সা কপিলা স্নাত্বা বিতৃষা সমপদ্যত ॥ ৯৯ ॥ এতস্মিন্নন্তরে ধর্ম্মঃ স্বয়ং তত্র সমাগতঃ । অব্রবীৎ কপিলাং হৃষ্টো বরং বরয় শোভনে ॥ ১০০ ॥ তব সত্যেন তুষ্টোঽহং নাস্তি তে সদৃশী ক্বচিৎ । ত্রৈলোক্যে সকলে ধেনুর্ন

ব্যাপারে শপথভঙ্গে পাতক নাই। কপিলা কহিল,—প্রাণিগণের প্রাণরক্ষার্থ আমি অনৃত বাক্য বলিতে পারি ; কিন্তু নিজের প্রাণরক্ষার্থ অল্পমাত্রও অনৃত বলিতে ইচ্ছা করি না। সহস্র অশ্বমেধ ও একমাত্র সত্যকে তুলায় আরোপ করা হইয়াছিল। কিন্তু সহস্র অশ্বমেধ হইতে সত্যই বিশিষ্ট হইয়াছিল। অতএব আমি জীবনাশায় আত্মাকে অনৃতলিপ্ত করিতে চাহি না। হে আর্য্যাগণ! আমায় আজ্ঞা করুন। আমি সেই মৃগাধিপসমীপে যাই। বয়স্যাগণ কহিল,—কপিলে! তুমি পরম সত্যের জন্য দুস্ত্যজ প্রাণ সকল পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ ; এজন্য সমস্ত সুরাসুরের নমস্কারার্হ। যদি সত্য প্রমাণ হয়, তবে সত্যবশে তোমার মৃত্যু কখনই কোনরূপে হইবে না। যাও তুমি তোমার পথ মঙ্গলময় হউক। পুলস্ত্য কহিলেন,—বয়স্যাগণ এই কথা কহিলে কপিলা মৃগাধিপসমীপে উপস্থিত হইল। কপিলাদর্শনে ব্যাঘ্রের লোচন বিস্ময়োৎফুল্ল হইল। সে সাদর বাক্যে হর্ষগদ্গদ ভাবে বলিল,—হে সত্যবাদিনি কল্যাণি কপিলে! তোমার শুভাগমন হোক। সত্যশালীদিগের কোথাও কিছুই অশুভ নাই। কপিলে! তুমি পূর্ব্বে পুনঃপ্রত্যাবৃত্ত হইবার শপথ করিয়াছিলে, তাহাতে আমার এইরূপ কৌতুক হইয়াছিল যে, আমার নিকট হইতে গিয়া কিরূপে আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। যাহা হউক, তুমি আসিয়াছ, আমি তোমায় একেবারেই ছাড়িয়া দিলাম ; আবার তোমার তনয়ের নিকট ফিরিয়া যাও। তোমার ক্ষীরপায়ী শিশু বৎস গোকুলে আবদ্ধ হইয়া সবিশেষ দুঃখিত আছে।৮১—৯৩। পুলস্ত্য কহিলেন,—ইত্যবসরে রাজা প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মৃগীশাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া দিব্যরূপ দেহ ধারণ করিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে সত্যবাদিনী কপিলাকে কহিলেন—হে ধেনুকে! তোমার প্রসাদে সুদারুণ শাপ হইতে মুক্ত হইলাম। তোমার কোন্ প্রিয়াচরণ করিব বল? কপিলা কহিল,—রাজেন্দ্র! আপনি শাপ হইতে মুক্ত হইলেন, ইহাতেই কৃতকৃত্য হইয়াছি। আমার বড় পিপাসা হইয়াছে, আপনি কিঞ্চিৎ জলানয়ন করুন। আমার এই পিপাসার কথা অসত্য নহে। সত্য সত্যই বলিয়াছি। পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর সেই রাজা হস্তে সশর শরাসন জ্যাযুক্ত করিয়া ধরণীতলে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে সুশীতল স্বচ্ছ জল উত্থিত হইল। তখন সেই কপিলা তাহাতে স্নান পান করিয়া বিতৃষ্ণ হইল। ইত্যবকাশে স্বয়ং ধর্ম্ম সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং হৃষ্ট হইয়া কপিলাকে বলিলেন,—শোভনে! বর গ্রহণ কর ;

ভবিষ্যতি বৈ শুভে॥ ১০১ ॥ কপিলোবাচ। প্রসাদাত্তব গচ্ছেয়ং সহ রাজ্ঞা সগোকুলা। সুপ্রভেণ পদং দিব্যং জরামরণবর্জ্জিতম্॥ ১০২॥ মন্নাম্না খ্যাতিমায়াতু পুণ্যমেতজ্জলাশয়ম্। সর্ব্বপাপহরং নৃণাং সর্ব্বকামপ্রদং তথা॥ ১০৩॥ ধর্ম্ম উবাচ। যেহত্র স্নানং করিষ্যন্তি সুপুণ্যে সলিলে শুভে। চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষেণ তে যাস্যন্তি পরাং গতিম্॥ ১০৪॥ তব নাম্না সুপুণ্যং হি তীর্থমেতদ্ভবিষ্যতি। দর্শমুদ্দিশ্য মর্ত্ত্যস্তু প্রাপ্স্যতে গোসহস্রকম্। স্নানাল্লক্ষগুণং দানাৎ পুণ্যঞ্চৈব তথাক্ষয়ম্॥ ১০৫॥ যেহত্র শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তি মানবাঃ সুসমাহিতাঃ; সর্ব্বদানফলং তেষাং ভুক্তিমুক্তী মহাত্মনাম্॥ ১০৬॥ অপি কীটপতঙ্গা যে তৃষার্ত্তাঃ সলিলে শুভে। মজ্জয়িষ্যন্তি যাস্যন্তি তেহপি স্থানং দিবৌকসাম্॥ ১০৭॥ কিং পুনর্ভক্তিসংযুক্তা মানবাঃ সত্যবাদিনঃ। মনস্বিনো মহাভাগাঃ শ্রদ্ধাবন্তো বিচক্ষণাঃ॥ ১০৮॥ পুলস্ত্য উবাচ। এতস্মিন্নেব কালে তু বিমানানি সহস্রশঃ। সমায়াতানি রাজেন্দ্র কপিলায়াঃ প্রভাবতঃ॥ ১০৯॥ তান্যারুহ্যাথ কপিলা গোপগোকুলসঙ্কুলা। সুপ্রভেণ সমাযুক্তা তৎপদং পরমং গতা॥ ১১০॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তত্র স্নানং সমাচরেৎ। শ্রাদ্ধং চৈবাত্মনঃ শক্ত্যা দানং পার্থিবসত্তম॥ ১১১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কপিলাতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৯॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। অগ্নিতীর্থং ততো গচ্ছেৎ পাবনং পরমং নৃণাম্। তত্র বহ্নিঃ পুরা নষ্টো লব্ধশ্চ ত্রিদশৈরপি॥ ১॥ যযাতিরুবাচ। কিমর্থং ভগবন্ বহ্নিঃ পুরা নষ্টো দ্বিজোত্তম। কথং তত্রৈব লব্ধশ্চ কৌতুকং মে মহামুনে॥ ২॥ পুলস্ত্য উবাচ। পুরা বৃষ্টিনিরোধোঽভূদ্‌যাবদ্দ্বাদশবৎসরান্। সংশয়ং পরমং প্রাপ্তঃ সর্ব্বো লোকঃ ক্ষুধার্দ্দিতঃ॥ ৩ ॥ প্রায়ো মৃতো মৃতপ্রায়ঃ শেষোঽভূদ্ধরণীতলে। নষ্টা অরণ্যজা গ্রাম্যাঃ পশবঃ পক্ষিণো মৃগাঃ॥ ৪॥ এবং কৃচ্ছ্রমনুপ্রাপ্তে মর্ত্ত্যলোকে নরাধিপ। বিশ্বামিত্রো মুনিবরঃ সন্দেহং পরমং গতঃ॥ ৫॥ অম্বোর্বাধর-

তোমার সত্যে আমি তুষ্ট হইয়াছি। এই ত্রৈলোক্যে তোমার সদৃশী ধেনু নাই, হইবেও না। কপিলা কহিল,—প্রভো! আপনার প্রসাদে আমি সমস্ত গোকুল ও এই রাজার সহিত জরামরণবর্জ্জিত দিব্য পদ পাইব। এই পুণ্য জলাশয় আমার নামে বিখ্যাত হউক। ইহা সর্ব্বমানবের সর্ব্ব কামপ্রদ ও সর্ব্ব পাপহর হোক। ধর্ম্ম কহিলেন,—হে শুভে! এই পুণ্য জলে যাহারা চতুর্দ্দশীতে বিশেষরূপে স্নান করিবে, তাহারা পরম গতি প্রাপ্ত হইবে। তোমার নামানুসারে এই সুপবিত্র তীর্থ বিখ্যাত হইবে। মর্ত্ত্য অমাবস্যাদনে এখানে স্নানে গোসহস্রদানের পুণ্য লাভ করে। অত্র স্নানে লক্ষগুণ পুণ্য হয় এবং দানে অক্ষয় পুণ্য হইয়া থাকে। যে সকল মানব সমাহিত হইয়া এইস্থানে করে, তাহাদের সর্ব্ব দানফল হয়; ভুক্তিমুক্তি লাভ হইয়া থাকে। কীট হোক, পতঙ্গ হোক, তৃষার্ত্ত হইয়া এই শুভ সলিলে মগ্ন হইলে তাহারাও স্বর্গে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা ভক্তিযুক্ত, সত্যবাদী, যশস্বী, মহাভাগ, শ্রদ্ধাশীল, বিচক্ষণ মানব, তাঁহারা এই সলিলাবগাহনে যে স্বর্গলাভ করিবেন, সে সম্বন্ধে আর কথা কি? পুলস্ত্য কহিলেন,—ইত্যবসরে কপিলার প্রভাবে সহস্র সহস্র বিমান উপস্থিত হইল। গোপগোকুল-সঙ্কুলা কপিলা সেই সকল বিমানারোহণে পরম শোভায় সুশোভিত হইয়া পরম পদে উপনীত হইলেন। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ঐতীর্থে স্নান, যথাশক্তি শ্রাদ্ধ ও দান করিবে।৯৪—১১১।

ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।২৯

ত্রিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর পরম পাবন অগ্নিতীর্থে যাইবে। এই তীর্থে ত্রিদশগণ পুরাকালে নষ্ট অগ্নিকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যযাতি কহিলেন,—দ্বিজবর! কিজন্য পুরাকালে অগ্নি নষ্ট হইয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা দেবগণ পুনরায় তাঁহাকে ঐস্থানে লাভ করেন?—হে মহামুনে! আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে, ঐ সকল কথা ব্যক্ত করুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—পুরাকালে একদা দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত অনাবৃষ্টি হয়। তাহাতে সর্ব্বলোক ক্ষুধার্ত্ত হইয়া একান্ত প্রাণসঙ্কট অবস্থায় উপনীত হয়, অনেকে মরিয়া যায় এবং অবশিষ্ট অনেকে মৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে অবস্থান করে। বন্য ও গ্রাম্য পশু পক্ষী ও মৃগ সমস্তই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হে নরাধিপ! এই-

সাভাবাদস্থিশেষো ব্যজায়ত। অন্যস্মিন্ দিবসে প্রাপ্তঃ ক্ষুৎক্ষামঃ পর্যটন্ দিশঃ॥ ৬॥ চণ্ডালনিলয়ং প্রাপ্তঃ ক্ষুতৃষাপীড়িতো ভৃশম্। তত্রাপশুন্মৃতং শ্বানং শুষ্কং পার্থিবসত্তম॥ ৭॥ তমাদায় গৃহং প্রাপ্তঃ প্রক্ষাল্য সলিলেন তু। ক্ষুৎক্ষামঃ পাচয়ামাস ততস্তং পাবকেঽজুহোৎ॥ ৮॥ অভক্ষ্যভক্ষণং জ্ঞাত্বা হব্যবাহস্ততো নৃপ। শক্রস্যোপরি মন্যুং স্বং চক্রেহতীব মহীপতে॥ ৯॥ নষ্টৌষধিরসে লোকে যুক্তমেতদ্ধি সাম্প্রতম্। যাদৃগাপ্তং হবিস্তাদৃগগ্নিভক্ষো বিশিষ্যতে॥ ১০॥ নাভক্ষ্যং ভক্ষয়িষ্যামি ত্যজিষ্যে ক্ষিতিমণ্ডলম্। যেন শক্রাদয়ো দেবা যান্তি কষ্টতরাং দশাম্॥ ১১॥ এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা সকোপো হব্যবাহনঃ। প্রনষ্টঃ সকলং হিত্বা মর্ত্ত্যলোকং চরাচরম্॥ ১২॥ প্রনষ্টে সহসা বহ্নাবগ্নিষ্টোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। প্রনষ্টাশ্চ জনাঃ সর্ব্বে বিশেষাৎ সংশয়ং গতাঃ॥ ১৩॥ ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে সন্দেহং পরমং গতাঃ। যজ্ঞভাগবিহীনত্বান্মন্ত্রং চক্রুস্ততো মিথঃ॥ ১৪॥ ত্যক্তশ্চ বহ্নিনা মর্ত্ত্যস্ততো নাশং গতা নরাঃ। শেষনাশাদ্বয়ং সর্ব্বে বিনংক্ষ্যামো ন সংশয়ঃ॥ ১৫॥ তস্মাদন্বেষ্যতাং বহ্নির্যত্র তিষ্ঠতি সাম্প্রতম্। যথা চরতি মর্ত্ত্যে চ তথা নীতির্বিধীয়তাম্॥ ১৬॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবং তে নিশ্চয়ং কৃত্বা সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। অন্বেষয়ংস্তথাগ্নিং তে সমন্তাৎ ক্ষিতিমণ্ডলে॥ ১৭॥ ততস্তে পুরতো দৃষ্ট্বা শুকং শ্রান্তা দিবৌকসঃ। পপ্রচ্ছুঃ শ্রদ্ধয়া বহ্নির্যদি দৃষ্টঃ প্রকথ্যতাম্॥ ১৮॥ শুক উবাচ। যোঽয়ং বংশো মহানগ্রে প্রদগ্ধো বহ্নিসঙ্গতঃ। প্রনষ্টো হব্যবাহোঽত্র ময়া দৃষ্টো মহাদ্যুতিঃ॥ ১৯॥ শুকেনাবেদিতো বহ্নিঃ শপ্তা তং মন্যুনাবৃতঃ। গদ্গদা ভাবি তে বাণী প্রোক্তেদং প্রস্থিতো দ্রুতম্॥ ২০॥ প্রবিবেশ শমীগর্ভমশ্বত্থং তরুসত্তমম্। তত্রস্থো দ্বিপরাজ্ঞা স কথিতো বিবুধান্ প্রতি॥ ২১॥ স তং প্রোবাচ তে জিহ্বা বিপরীতা ভবিষ্যতি। ততো জলাশয়ং গত্বা পর্ব্বতেঽর্ব্বুদসংজ্ঞকে॥ ২২॥

রূপে মর্ত্ত্যবাসীরা কষ্টের চরমসীমায় উপনীত হইলে মুনিবর বিশ্বামিত্রকেও প্রাণসংশয় দশায় উপনীত হইতে হয়। অন্নৌষধি রসের অভাবে তাঁহার দেহ অস্থিমাত্র অবশিষ্ট রহিল। একদিন তিনি ক্ষুৎক্ষাম হইয়া নানাদিকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া এক চণ্ডালনিলয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া এক মৃত শুষ্ক কুকুরদেহ দেখিতে পাইলেন। বিশ্বামিত্র তাহাই গ্রহণ করিয়া সলিলদ্বারা প্রক্ষালনপূর্ব্বক নিজাশ্রমে আসিলেন। অনন্তর ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তিনি সেই কুকুরমাংস পাক করিয়া পাবকে আহুতি প্রদান করিলেন। হে নৃপ! এদিকে হব্যবাহন অভক্ষ্য ভক্ষণ জানিতে পারিয়া ইন্দ্রের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি ভাবিলেন,— জগতে ওষধিরস নাই; সুতরাং সম্প্রতি ইহা উপযুক্তই হইয়াছে। যাদৃশ হবিঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়, অগ্নির ভক্ষ্য তাদৃশই প্রশস্ত বটে; কিন্তু আমি অভক্ষ্য ভক্ষণ করিব না। যাহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণ কষ্টতর দশায় উপনীত হন, সে জন্ম আমি ক্ষিতিমণ্ডল পরিত্যাগ করিব। ক্রুদ্ধ হব্যবাহন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া চরাচর মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক অদৃশ্য হইলেন। বহ্নি সহসা অন্তর্দ্ধান করিলে অগ্নিষ্টোমাদি নিখিল ক্রিয়া নষ্ট হইল। জনগণের কষ্টের আর অবধি রহিল না। অনন্তর দেবগণ যজ্ঞভাগ-বিহীন হওয়ায় অত্যন্ত সন্দিহান হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন—বহ্নি মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে নরগণ নষ্ট হইয়াছে। যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহাদের মরণ হইলে আমাদেরও নিশ্চয় নাশ হইবে। অতএব বহ্নি সম্প্রতি কোথায় আছেন; তাহার অনুসন্ধান করা হউক। তিনি যাহাতে পুনরায় মর্ত্ত্যে বিচরণ করেন, সেইরূপ নীতিই অবলম্বন করা হোক।১—১৬। পুলস্ত্য কহিলেন,—ইন্দ্রাদি দেবগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ভূতলে সর্ব্বত্র অগ্নির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শ্রান্ত দেবগণ একস্থানে শুককে সম্মুখে দেখিয়া শ্রদ্ধার সহিত জিজ্ঞাসিলেন,—শুক! তুমি যদি বহ্নিকে দেখিয়া থাক ত বল? শুক কহিল,—ঐ যে সম্মুখে মহাবংশ দেখা যাইতেছে, উহা বহ্নিসংযোগেই দগ্ধ হইয়াছে। আমি দেখিয়াছি, মহাদ্যুতি হব্যবাহন উহার মধ্যে গিয়াই অদৃশ্য হইয়াছেন। শুক এই সংবাদ বলিলে বহ্নি ক্রোধভরে তাহাকে "তোর গদ্গদবাণী হইবে।" এইরূপ অভিশাপ দিয়া সত্বর প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তিনি শমীগর্ভ অশ্বত্থ পাদপে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর কোন এক গজেন্দ্র ঐ সংবাদ বিবুধগণের নিকট বলিয়া দিল। এই জন্ম বহ্নি তাহাকে বলিলেন,—তোর জিহ্বা বিপরীত হইবে। অনন্তর বহ্নি অর্ব্বুদাচলস্থ

প্রবিষ্টো ভগবান্ বহ্নির্যথা দেবৈর্ন লক্ষ্যতে। তত্রস্থেন দুর্দ্দুরেণ দেবাঃ প্রোক্তো হুতাশনঃ॥ ২৩॥ অত্রাসৌ তিষ্ঠতে বহ্নির্নির্ঝরে পর্ব্বতস্য চ। দগ্ধাশ্চ জলজাঃ সর্ব্বে সুতপ্তেনৈব বারিণা॥ ২৪॥ কৃচ্ছ্রাদহং বিনিষ্ক্রান্তস্তস্মান্মৃত্যুমুখাৎ সুরাঃ। তচ্ছ্রুত্বা যত্নমাস্থায় প্রবিষ্টো হব্যবাহনঃ॥ ২৫॥ ভবিষ্যসি বিজিহ্বস্ত্বং শপ্ত্বা তং দর্দ্দুরং নৃপঃ॥ ২৬॥ ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে নিষ্ক্রান্তাঃ সলিলাশ্রয়াৎ। সম্বেষ্ট্য তুষ্টুবুঃ সর্ব্বে স্তবৈর্ব্বেদোদ্ভবৈর্নৃপ॥ ২৭॥ দেবা ঊচুঃ। ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক। ত্বয়া হীনং জগৎ সর্ব্বং নাশং যাস্যতি সত্বরম্॥ ২৮॥ ত্বং মুখং সর্ব্বদেবানাং ত্বয়ি লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। ভূলোকে চ ত্বয়া ত্যক্তে বয়ং সর্ব্বে সবাসবাঃ। বিনাশমেব যাস্যামস্তস্মাত্ত্বং ত্রাতুমর্হসি॥ ২৯॥ ত্বং ব্রহ্মা ত্বং মহাদেবস্ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং দিবাকরঃ। ত্বং চন্দ্রস্ত্বঞ্চ ধনদো মরুত্ত্বঞ্চ সুরেশ্বরঃ॥ ৩০॥ ইন্দ্রাদ্যা বিবুধাঃ সর্ব্বে ত্বদায়ত্তা হুতাশন। কিমর্থং ভগবন্মর্ত্ত্যং ত্যক্ত্বা ত্বমত্র সংস্থিতঃ। কিমর্থং ভগবন্নস্মাননাগাংস্ত্যক্তুমিচ্ছসি॥ ৩১॥ পুলস্ত্য উবাচ। বেষ্টিতো ভগবান্ বহ্নির্দ্দেবৈঃ স্তুতিপরায়ণৈঃ। তস্যৈব নির্ঝরস্যাথ তটস্থো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৩২॥ বহ্নিরুবাচ অভক্ষ্যভক্ষণে শক্রো মামিচ্ছতি নিয়োজিতুম্। তেনৈব ন করোত্যেষ বৃষ্টিং মর্ত্ত্যে সুরেশ্বরঃ॥ ৩৩ অতোঽহং ভূতলং ত্যক্ত্বা প্রবিষ্টো নির্ঝরে ত্বিহ প্রনষ্টান্নরসে লোকে ন চাহং স্থাতুমুৎসহে॥ ৩৪ শক্র উবাচ। শৃণু যস্মান্ময়া রোধঃ কৃতো বৃষ্টের্হুতাশন। দেবাপির্নাম ধর্ম্মজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়াণাং যশস্করঃ ৩৫॥ প্রতীপস্তৎসুতঃ সাধুঃ সর্ব্বশীলবতাং বরঃ দেবাপৌ চ গতে স্বর্গং জ্যেষ্ঠভ্রাতরমগ্রজম্। সন্ত্যক্ত্বা জগৃহে রাজ্যং শান্তনুস্তৎসুতোঽবরঃ॥ ৩৬॥ এতস্মাৎকারণাদ্রাজ্যে তৎ বৃষ্টির্নিরাকৃতা। ত্বদাদেশাচ্চ করিষ্যামি নিবর্ত্তস্ব হুতাশন॥ ৩৭॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্ত্বা সহস্রাক্ষঃ পুষ্করাবর্ত্তকান্ ঘনান্। দ্রুতমাজ্ঞাপয়ামাস বৃষ্ট্যর্থং জগতীতলে॥ ৩৮॥ অথ শক্রসমাদিষ্টা বিদ্যুদ্বন্তো বলাহকাঃ গম্ভীররাবিণঃ সর্ব্বং ভূতলং প্রচুরৈর্জ্জলৈঃ। পূরয়ামাসুরত্যুগ্রা

জলাশয়ে প্রবেশ করিলেন। এমন ভাবে প্রবিষ্ট হইলেন, দেবগণ তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু সেই জলাশয়স্থ এক দর্দ্দুর দেবগণকে হুতাশনের বার্ত্তা বলিয়া দিল। দর্দ্দুর কহিল,—এই পর্ব্বতনির্ঝরে বহ্নি অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার অবস্থানে সমস্ত জল প্রতপ্ত হইয়াছে। তাহাতে জলজন্তুগণ দগ্ধ হইয়াছে। হে সুরগণ! আমি অতিকষ্টে সেই মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি পাইয়া আসিয়াছি। তচ্ছ্রবণে বহ্নি দর্দ্দুরকে "তুই দ্বিজিহ্ব হইবি।" এইরূপ অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক সযত্নে স্থানান্তরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর দেবগণ সলিলাশয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সকলে সমবেতভাবে বেদস্তুতি দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—হে অগ্নে! তুমি সর্ব্বভূতের অন্তশ্চর; তুমি বিনা সমস্ত জগৎই সত্বর নষ্ট হইবে। তুমি দেবগণের মুখ, তোমাতেই সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠিত; তুমি যদি ভূলোক পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে আমরা ইন্দ্রাদি নিখিল দেবই বিনষ্ট হইয়া যাইব। অতএব তুমি ত্রাণ কর। হে হুতাশন! ব্রহ্মা, হর, বিষ্ণু, দিবাকর, চন্দ্র, ধনদ, বায়ু, ও সুরেশ্বর, সকলই তুমি। ইন্দ্রাদি বিবুধগণ সকলেই তোমার আয়ত্ত। অতএব ভগবন্! কি জন্য তুমি মর্ত্ত্য পরিত্যাগ করিয়া এখানে অবস্থান করিতেছ? আমরা নির্দ্দোষ; আমাদিগকেই বা কি জন্য পরিত্যাগ করিতেছ? ১৭-৩১। পুলস্ত্য কহিলেন,—স্তবনিরত দেবগণ কর্ত্তৃক ভগবান্ বহ্নি বেষ্টিত হইয়া সেই নির্ঝরতটে অবস্থানপূর্ব্বক বলিলেন,—ইন্দ্র আমাকে অভক্ষ্যভক্ষণে নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাই তিনি মর্ত্ত্যলোকে বৃষ্টি করিতেছেন না। আমার ভূতলত্যাগ, ও নির্ঝরে প্রবেশ এইজন্যই হইয়াছে। অতএব অন্নরসবর্জ্জিত লোকে আমি আর থাকিতে ইচ্ছা করি না। ইন্দ্র কহিলেন,—হুতাশন! কি জন্য আমি বৃষ্টিরোধ করিয়াছি, শ্রবণ করুন। ক্ষত্রিয় কীর্ত্তিবর্দ্ধন ধর্ম্মজ্ঞ দেবাপি ভূতলে রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রতীপ সাধুস্বভাব এবং চরিত্রবান্দিগের অগ্রণী। প্রতীপের কনিষ্ঠ শান্তনু। দেবাপি স্বর্গগমন করিলে জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রতীপকে পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ শান্তনু রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহার রাজ্যে বৃষ্টি বিধান করিতেছি না। যাহা হৌক, হুতাশন! আপনার আদেশে অবশ্যই আমি বৃষ্টি বিধান করিব। সহস্রাক্ষ এই বলিয়া পুষ্করাবর্ত্তকাদি মেঘদিগকে সত্বর বর্ষণার্থ আদেশ করিলেন। ইন্দ্রের আদেশে বিদ্যুদ্বন্ত বলাহকগণ গম্ভীর রব করিতে করিতে প্রচুর জলে সমগ্র

স্থাতিমতো মহীপতে। ৩৯। ততোঽগ্নিমৎপরাং তুষ্টিং ভগবান্ হব্যবাহনঃ। রোচয়ামাস ভূপৃষ্ঠে বসতিং দেবকারণাৎ। ৪০। দেবা উচুঃ। ভবাদেশাৎ কৃতা বৃষ্টিরন্তৎকার্য্যং হুতাশনঃ। যত্তে প্রিয়ং তদস্মাকং সুশীঘ্রং হি নিবেদয়। ৪১। অগ্নিরুবাচ। এতজ্জলাশয়ং পুণ্যং মন্নাম্না তীর্থমুত্তমম্। খ্যাতিং যাতু ধরাপৃষ্ঠে যুষ্মাকং হি প্রসাদতঃ। ৪২। দেবা উচুঃ। অগ্নিতীর্থমিদং লোকে প্রখ্যাতিং সম্প্রয়াস্যতি। অত্র স্নাতো নরঃ সম্যগগ্নিলোকং প্রযাস্যতি। ৪৩। যস্তিলান্ দাস্যতি নরস্তীর্থেঽস্মিন্ সুসমাহিতঃ। অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলং তস্য ভবিষ্যতি। ৪৪। পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্ত্বা সুরাঃ সর্ব্বে স্বং স্বং স্থানং যযুস্ততঃ। বাহ্নশ্চ ভগবান্ রাজন্যথাপূর্ব্বমবর্ত্তত ॥৪৫॥ যশ্চৈতৎপঠতে নিত্যং প্রাতরুত্থায় চোত্তমম্। অগ্নিতীর্থস্য মাহাত্ম্যং মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ। ৪৬। অহোরাত্রকৃতাৎ পাপাৎ স শৃণ্বন্নপি মুচ্যতে। ৪৭।

ইতি শ্রীস্কান্দেঽগ্নিতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩০।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। রক্তানুবন্ধং বৈ গচ্ছেত্তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। যত্র স্নাতো নরঃ সম্যঙ্মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া। ১। পুরাসীৎ পার্থিবো নাম ইন্দ্রসেনো মহীপতিঃ। তস্যাসীৎসুপ্রিয়া ভার্য্যা সুনন্দা নাম ভামিনী। পতিব্রতা পতিপ্রাণা সদা পত্যুঃ প্রিয়ে স্থিতা। ২। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য স রাজা সপরিগ্রহঃ। পরদেশং গতো হন্তুং শত্রুসংঘং দুরাসদম্। ৩। তং নিহত্য ধনং ভূরি গৃহীত্বা প্রস্থিতো গৃহম্। ততোঽগ্রে প্রেষয়ামাস স দূতং কৃত্রিমং নৃপ। ৪। সুনন্দাং ব্রূহি গত্বা ত্বমিন্দ্রসেনো হতো রণে। তদাকারস্ততো লক্ষ্যঃ পাতিব্রত্যে মমাজ্ঞয়া। ৫। যদি সা নিশ্চয়ং গচ্ছেন্মরণং প্রতি ভামিনী। তদা রক্ষ্যা প্রযত্নেন বাচ্যং হাস্যং মমোদ্ভবম্। ৬। এবমুক্তো গতো দূতস্তৎক্ষণান্নৃপসত্তম। তস্যৈ নিবেদয়ামাস যদুক্তং তেন ভূভুজা। ৭। অথ তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুনন্দা চারুহাসিনী। গতপ্রাণা নৃপশ্রেষ্ঠ পতিপ্রাণা মহাসতী। ৮। যস্মিন্ কালে মৃতা সা তু সুনন্দা

ভূতল পরিপূরিত করিল। অনন্তর ভগবান্ হব্যবাহন পরম পরিতুষ্ট হইলেন। দেবগণের অনুরোধে তিনি পুনরায় ভূতলে বাস করিলেন। দেবগণ কহিলেন,—হুতাশন! আপনার আদেশে বৃষ্টি করা হইল। আপনার প্রিয় অন্য কি কার্য্য আছে, শীঘ্র প্রকাশ করুন। অগ্নি কহিলেন,—তোমাদের প্রসাদে এই পুণ্য জলাশয় আমার নামে উত্তম তীর্থরূপে পরিণত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে প্রখ্যাতি লাভ করুক। দেবগণ কহিলেন,—জগতে এস্থান অগ্নিতীর্থ নামে প্রখ্যাত হইবে। এই স্থানে স্নান করিলে লোক অগ্নিলোকে যাইবে। যে নর এই তীর্থে তিল দান করিবে, তাহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হইবে। পুলস্ত্য কহিলেন,—সুরগণ এই কথা কহিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে বহ্নিও যথাপূর্ব্ব অবস্থান করিতে লাগিলেন। যে নর প্রাতে উঠিয়া এই অগ্নিতীর্থ মাহাত্ম্য নিত্য পাঠ করে, তাহার সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি হয়। নর ইহা শ্রবণে অহোরাত্রকৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। ৩২—৪৭।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০।

একত্রিংশ অধ্যায়

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর নর ত্রৈলোক্যবিশ্রুত রক্তানুবন্ধ তীর্থে গমন করিবে; যথায় স্নান করিলে নর ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হয়। পূর্ব্বে ইন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পরম প্রেয়সী ভার্য্যার নাম ছিল—সুনন্দা। সুনন্দা পতিব্রতা,পতিপ্রাণা, সর্ব্বদা পতির প্রিয়াচরণে রতা। একদা রাজা সসৈন্যে দুর্দ্ধর্ষ শত্রুসমূহের উচ্ছেদসাধনার্থ দেশান্তরে গমন করিলেন এবং শত্রুর নিধন সাধনান্তে প্রভূত ধনরত্ন লইয়া নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। রাজধানীপ্রবেশের পূর্ব্বে রাজা একজন কৃত্রিম দূত প্রেরণ করিলেন ও বলিয়া দিলেন,—দূত! তুমি গিয়া সুনন্দার নিকট বল যে, রাজা ইন্দ্রসেন সমরে নিহত হইয়াছেন। এই কথা বলিয়া তদীয় পাতিব্রত্যে কিরূপ আস্থা আছে, তাহা লক্ষ্য করিবে। যদি সেই ভামিনী মৎপত্নী মরণের জন্য কৃতনিশ্চয় হয়, তবে তাহাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া আমার এই পরিহাসব্যাপার ব্যক্ত করিবে। রাজার আদেশে দূত তৎক্ষণাৎ রাজভবনে গিয়া ভূপতি-কথিত সংবাদ রাজ্ঞীর নিকট নিবেদন করিল। পতিগতপ্রাণা মহাসতী সুন্দরী সুনন্দা

শীলমণ্ডলা। তস্মিন্ কালে নৃপঃ সোঽপি তৎপাপেন সমাশ্রিতঃ॥ ৯॥ অথাপশ্যদ্দ্বিতীয়াং স চ্ছায়াং গাত্রস্য চোপরি। তথা গুরুতরং কায়ং সালস্যং সমপদ্যত॥ ১০॥ তেজোহীনং সুদুর্গন্ধি বিবর্ণং নৃপসত্তম। অথ প্রাপ্তো গৃহং রাজা শ্রুত্বা ভার্য্যাসমুদ্ভবম্॥ ১১॥ বিনাশং দুঃখশোকার্ত্তঃ করুণং পর্য্যদেবয়ৎ। স জ্ঞাত্বা পাপমাত্মানং স্ত্রীহত্যাসুবিদূষিতম্॥ ১২॥ ব্রাহ্মণানাং সমাদেশাত্তথা যাত্রাপরোঽভবৎ। কৃত্বৌর্দ্ধদৈহিকং তস্যা লঘুমাত্রপরিগ্রহঃ। বারাণস্যাং গতঃ পূর্ব্বং তত্র দানং দদৌ বহু॥ ১৩॥ কপালমোচনে তীর্থে সর্ব্বপাপপ্রণাশনে। ত্রিনেত্রো যত্র নির্ম্মুক্তঃ পুরা বৈ ব্রহ্মহত্যয়া॥ ১৪॥ তস্য চ্ছায়া দ্বিতীয়া সা ন নষ্টা তত্র ভূপতে। ততঃ কনখলং প্রাপ্তঃ সুপুণ্যং শুদ্ধিদং নৃণাম্॥ ১৫॥ তথৈব পুষ্করারণ্যং তস্মাদমরকণ্টকম্। কুরুক্ষেত্রং ততো রাজন্ প্রাপ্তোঽসৌ নৃপসত্তমঃ॥ ১৬॥ প্রভাসং সোমতীর্থঞ্চ ততশ্চ কুরুজাঙ্গলে। একহংসং ততো রাজন্ পুণ্যপারিপ্লবং ততঃ॥ ১৭॥

রুদ্রকোটিং বিরূপাক্ষং ততঃ পঞ্চনদং নৃপ। এবমাদীনি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ। পরিভ্রমন্মহীপাল পরিশ্রান্তো নরাধিপঃ॥ ১৮॥ ততো বর্ষসহস্রান্তে সম্প্রাপ্তোঽর্ব্বুদপর্ব্বতে। তত্রাপশ্যন্নরপতিস্তীর্থান্যায়তনানি চ॥ ১৯॥ তপস্বিসত্ত্বান্ বিবিধান্ ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্। দদৌ দানানি বহুশো ব্রাহ্মণেভ্যো যদৃচ্ছয়া॥ ২০॥ প্রাপ্তো রক্তানুবন্ধং তীর্থং তত্রৈব পর্ব্বতে। তত্র স্নাতো বিনিষ্ক্রান্তো যাবৎ পশ্যতি ভূমিপঃ॥ ২১॥ তাবন্ন দৃশ্যতে চ্ছায়া দ্বিতীয়া স্ত্রীবধোদ্ভবা। লঘুত্বং সর্ব্বগাত্রাণি সম্প্রাপ্তানি মহীপতেঃ॥ ২২॥ বিগন্ধতা প্রনষ্টা চ তেজোবৃদ্ধিঃ পরাভবৎ। ততো হৃষ্টমনা ভূত্বা দত্ত্বা দানানি ভূরিশঃ। স্তূয়মানশ্চতুর্দ্দিক্ষু বন্দিভিঃ প্রস্থিতো গৃহম্॥ ২৩॥ ততো রক্তানুবন্ধস্য সীমাতিক্রমণং নৃপ। যাবৎ করোতি রাজেন্দ্র তাবদস্য পুনস্তথা॥ ২৪॥ সা চ্ছায়া দৃশ্যতে দেহে দ্বিতীয়া নৃপসত্তম। স এব গন্ধো গাত্রেষু তেজোহানিশ্চ সা নৃপ॥ ২৫॥ ততো দুঃখাভিসন্তপ্তো গতস্তত্রৈব তৎক্ষণাৎ। রক্তবন্ধমনুপ্রাপ্তো বিপাপ্মা সোঽভবৎ পুনঃ॥ ২৬॥ স জ্ঞাত্বা তীর্থমাহাত্ম্যং পরং পার্থিবসত্তমঃ। তত্র

সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। যৎকালে সেই চরিত্রবতী রাজমহিষী মৃত্যুগ্রস্ত হইলেন, রাজা ইন্দ্রসেনও তৎক্ষণেই সেই পাপে লিপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি দেখিলেন,—আর একটা ছায়া তাঁহার গাত্রোপরি পতিত হইয়াছে। তাঁহার কলেবর অলস, তেজোহীন, দুর্গন্ধযুক্ত ও বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। রাজা এই অবস্থায় ভার্য্যার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া গৃহে আসিলেন এবং দুঃখশোকে অভিভূত হইয়া করুণকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন,—তাঁহার স্ত্রীহত্যাজন্য পাপ হইয়াছে। বুঝিয়া তিনি ব্রাহ্মণগণের আদেশে পাপক্ষালনার্থ তীর্থযাত্রায় উদ্যত হইলেন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পত্নীর ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করিয়া গেলেন। পরে অল্পমাত্র পরিজন সমভিব্যাহারে বারাণসীধামে উপস্থিত হইয়া রাজা বহুধন দান করিলেন। ঐ স্থানের সর্ব্বপাপহর কপালমোচন তীর্থে সাক্ষাৎ ত্রিনেত্র ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। সেই তীর্থে গিয়া ভূপতির সেই দ্বিতীয় ছায়া নষ্ট হইল না। অনন্তর তিনি নরগণের শুদ্ধিপ্রদ সুপুণ্য কনখল তীর্থে গমন করিলেন। তথা হইতে পুষ্করারণ্য, তাহার পর অমরকণ্টক, তথা হইতে কুরুক্ষেত্র, পরে সোমতীর্থ প্রভাস ও তদনন্তর কুরুজাঙ্গলে, তদনন্তর

একহংসতীর্থে, পরে পুণ্য পারিপ্লব তীর্থে, তদনন্তর রুদ্রকোটিতে, তৎপরে বিরূপাক্ষে, অনন্তর পঞ্চনদে গমন করিলেন। এইরূপে মহীপাল বহু তীর্থ ও পুণ্যায়তনে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইলেন। অনন্তর সহস্র বর্ষের পর তিনি অর্ব্বুদাচল প্রাপ্ত হইয়া সেখানে বহু তীর্থ, আয়তন, তপস্বিসত্ত্ব ও বিবিধ বেদপারগ ব্রাহ্মণ দর্শন করিলেন। অতঃপর তিনি তত্রত্য রক্তানুবন্ধ তীর্থে প্রাপ্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ব্রাহ্মণগণকে বহু দেয় বস্তু বিতরণ করিলেন। এই তীর্থে স্নান করিয়া নৃপ যেমন নিষ্ক্রান্ত হইলেন, আর তাঁহার সেই স্ত্রীবধোদ্ভবা দ্বিতীয়া ছায়া দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার গাত্র লঘুত্ব প্রাপ্ত হইল; গাত্রে আর দুর্গন্ধ রহিল না। তাঁহার যার পর নাই তেজোবৃদ্ধি হইল। তখন তিনি চতুর্দ্দিকে বন্দিগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইতে হইতে আনন্দে গৃহে গমন করিলেন। হে নৃপ! ঐ রাজা যেমন রক্তানুবন্ধ তীর্থের সীমা অতিক্রম করিলেন, অমনি তাঁহার সেই ছায়া পুনরায় উপস্থিত হইল। সেই গাত্রগন্ধ, সেই তেজোহানি, পুনরায় তাঁহার আসিয়া জুটিল। তদ্দর্শনে পুনরায় তিনি তৎক্ষণাৎ সেই রক্তবন্ধতীর্থে গমন করিয়া বিগতপাপ

দারুণি চাহৃত্য চিতাং কৃত্বা ততো নৃপ। দানং দত্ত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠেভ্যঃ প্রবিষ্টো হব্যবাহনম্ ॥ ২৭ ॥ ততো বিমানমারুহ্য পরিত্যজ্য কলেবরম্। দিব্যমাল্যাম্বরধরঃ শিবলোকমুপাগমৎ ॥ ২৮ ॥ শিবলোকমনুপ্রাপ্তে তস্মিন্ পার্থিবসত্তমে। দেব যস্তদা বাক্যমিদমাহুঃ সুবিস্ময়াৎ ॥ ২৯ ॥ তীর্থেভ্যস্ত পরং বৈ পাবনং পরম্। ইন্দ্রসেনো হৃতঃ পাপাত্তীর্থসঙ্গাদ্ব্যমুচ্যত ॥ ৩০ ॥ ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং খ্যাতঞ্চ ধরণীতলে। রক্তানাং প্রাণিনাং যস্মাদনুবন্ধং করোতি যৎ ॥ ৩১ ॥ রক্তানুবন্ধমিত্যেব তস্মাত্তৎ কীর্ত্ত্যতে ক্ষিতৌ। তত্র সন্তর্প্য বৈ দেবান্ যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নৃপ ॥ ৩২ ॥ তত্র সংক্রমণে ভানোর্যঃ স্নানং কুরুতে নরঃ। শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তো মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৩৩ ॥ পিতৃক্ষেত্রে গয়ায়াঞ্চ শ্রাদ্ধং যঃ কুরুতে নরঃ। গয়াশ্রাদ্ধসমং প্রাহুঃ ফলং তস্য মহর্ষয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে বা গোদানং নৃপসত্তম। যঃ করোতি নরস্তত্র স কুলান্ সপ্ত তারয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রক্তানুবন্ধমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। মহাবিনায়কং গচ্ছেত্ততঃ পার্থিবসত্তম। যস্মিন্ দৃষ্টে নৃণাং সদ্যো নির্ব্বিঘ্নত্বং প্রজায়তে ॥ ১ ॥ যযাতিরুবাচ। কথং মহত্ত্বমগমৎ পূর্ব্বং তত্র বিনায়কঃ। কস্মিন্ কালে দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্ব্বং বিস্তরতো বদ ॥ ২ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। পুরোদ্বর্ত্তনজং লেপং গৃহীত্বা নৃপ পার্ব্বতী। বিনোদার্থং চকারাথ বালকং সুকুমারকম্ ॥ ৩ ॥ লেপাভাবাচ্ছিরোহীনং শেষাঙ্গাবয়বং নৃপ। যথোক্তং নির্ম্মায়িত্বা তং স্কন্দং বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ৪ ॥ লেপমানয় ভদ্রন্তে শিরোঽর্থং স্কন্দ সত্বরম্। যেনায়ং পুত্রকো মে স্যাদ্ভ্রাতা তে পরদুর্জ্জয়ঃ ॥ ৫ ॥ ততো গৌরীসমাদেশাল্লেপালব্ধৌ নৃপোত্তম। মত্তং গজবরং দৃষ্ট্বা শিরস্তস্য সমানয়ৎ ॥ ৬ ॥ তস্মিন্নিযোজয়ামাস গাত্রে লেপসমুদ্ভবে। মহদ্দীর্ঘং শিরো ভাবি পুত্র কস্মাত্ত্বয়াহৃতম্ ॥ ৭ ॥ ব্রুবন্ত্যাশ্চাপি পার্ব্বত্যা মা মেতি চ মুহুর্মুহুঃ। ন্যস্তে শিরসি তদ্গাত্রে দৈবযোগান্নরাধিপ ॥ ৮ ॥ বিশেষান্নায়কত্বঞ্চ গাত্রেভ্যঃ

হইলেন। তখন তিনি তীর্থের এতাদৃশ প্রভাব অবগত হইয়া কাষ্ঠ আহরণ করত চিতা নির্ম্মাণপূর্ব্বক দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে ধন দান করিয়া তথায় অগ্নিপ্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্যমাল্যাম্বরধর হইয়া বিমানবরে আরোহণ করত শিবলোকে গমন করিলেন। তিনি শিবলোক প্রাপ্ত হইলে দেবর্ষিগণ সবিস্ময়ে বলিলেন,—এই তীর্থ তীর্থশ্রেষ্ঠ এবং পরম পবিত্র; যেহেতু রাজা ইন্দ্রসেন এই তীর্থপ্রভাবে পাপমুক্ত হইয়াছেন। তদবধি এই তীর্থ ধরণীতলে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। রক্ত প্রাণীদিগের অনুবন্ধ করে বলিয়া এই তীর্থ রক্তানুবন্ধ নামে ক্ষিতিতলে খ্যাত হইয়াছে। এই তীর্থে দেবগণকে তর্পিত করিয়া যে মানব শ্রাদ্ধ করে, এবং ভানুসংক্রমণে স্নান করে, সে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। পিতৃক্ষেত্র গয়ায় যাহারা শ্রাদ্ধ করে, এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে তাহাদের সমান ফলই হয়, ইহা মহর্ষিগণ বলেন। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে যে নর ঐ তীর্থে গোদান করে, তাহার সপ্তকুল উদ্ধার হয়। ১—৩৫।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপবর! অনন্তর নর মহাবিনায়ক তীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ দর্শনে নরগণের কোন অন্তরায় থাকে না। যযাতি বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে কোন্ সময়ে কি প্রকারে বিনায়ক মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন? পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপ! পূর্ব্বে দেবী পার্ব্বতী উদ্বর্ত্তনজাত লেপ লইয়া বিনোদার্থ এক সুকুমার বালক নির্ম্মাণ করিতে থাকেন। লেপাভাবে ঐ বালকের মস্তক গঠিত হয় না। তখন তিনি সমস্ত অঙ্গাঙ্গ অবয়ব নির্ম্মাণ করিয়া স্কন্দকে বলিলেন,—বৎস স্কন্দ! মস্তক নির্ম্মাণার্থ শীঘ্র লেপানয়ন কর; ইহাতে এই আমার পুত্র—তোমার ভ্রাতা পরপক্ষের অজেয় হইবে। অনন্তর গৌরীর আদেশে স্কন্দ লেপানয়নে গেলেন; কিন্তু তাহা না পাইয়া একমত্ত গজরাজ দেখিয়া তদীয় মস্তক আনয়ন করিলেন এবং আনিয়া তাহা বালকের লেপসমুদ্ভব গাত্রে যোজনা করিতে উদ্যত হইলেন। পার্ব্বতী কহিলেন,—পুত্র! এই এক বৃহৎ মস্তক কিরূপে তুমি সংগ্রহ করিলে! এইরূপ বলিয়া মামা বাক্যে যেমন তিনি নিষেধ করিতে যাইবেন, অমনি দৈবযোগে তদীয় গাত্রে

সমজায়ত। বালকপ্রতিমং কান্তং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্॥ ৯॥ ত্রিগম্ভীরং চতুর্হস্তঃ সপ্তরক্তং মহীপতে। ষড়ুন্নতং পঞ্চদীর্ঘং পঞ্চসূক্ষ্মং সুসুন্দরম্॥ ১০॥ ত্রিবিস্তীর্ণং মহারাজ দৃষ্ট্বা গৌরী সুবিস্মিতা। সজীবং কারয়ামাস স্বশক্ত্যা শক্তিরূপিণী॥ ১১॥ স সজীবঃ কৃতো দেব্যা সমুত্তস্থৌ চ তৎক্ষণাৎ। আদেশং যাচয়ামাস বিনয়ানতকন্ধরঃ॥ ১২॥ তং দৃষ্ট্বা চাদ্ভুতাকারং প্রোক্তা পুত্র মুহুর্মুহুঃ। শম্ভোঃ সকাশমনয়ৎ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥ ১৩॥ ততোহব্রবীৎ সুতঃ দেব মমৈষ গাত্রলেপজম্। দেহি দেব বরানিথং মহত্ত্বং যেন গচ্ছতি॥ ১৪॥ শ্রীভগবানুবাচ। শরীরস্থং শিরো মুখ্যং যস্মাৎ পর্ব্বতনন্দিনি। মহত্ত্বিদং শিরঃ প্রোক্তং ত্বয়া স্কন্দেন যোজিতম্॥ ১৫॥ বিশেষান্নায়কত্বঞ্চ গাত্রে চাস্য যতঃ স্থিতম্। মহাবিনায়কো হ্যেষ তস্মান্নাম্না ভবিষ্যতি॥ ১৬॥ গণানাঞ্চৈব সর্ব্বেষামাধিপত্যং নগাত্মজে। অস্য দত্তং ময়া যস্মাত্তবিষ্যতি গণাধিপঃ॥ ১৭॥ সর্ব্বকার্য্যেষু যে মর্ত্ত্যাঃ পূর্ব্বমেনং গণাধিপম্। স্মরিষ্যন্তি ন বৈ তেষাং কার্য্যহানির্ভবিষ্যতি॥ ১৮॥ ততোহস্য প্রদদৌ স্কন্দঃ প্রক্রীড়ার্থং কুঠারকম্। তদেব চায়ুধং তস্য সুপ্রিয়ং হি সদাভবৎ॥ ১৯॥ ততো গৌরী দদৌ ভোজ্যপাত্রং মোদকপূরিতম্। পুত্রস্নেহাৎ স তৎ প্রাপ্য নাস্তমেবং তদাকরোৎ ২০॥ তস্য ভক্ষ্যস্য গন্ধেন নিষ্ক্রান্তো মূষকো বিলাৎ। তৎক্ষণাচ্চামরো জাতস্তস্য বাহো ব্যজায়ত॥ ২১॥ পুলস্ত্য উবাচ। মহাবিনায়কো হ্যেবং তত্র জাতো মহীপতে। তস্মিন্ দৃষ্টে চ যৎপুণ্যং তন্মমেকমনাঃ শৃণু॥ ২২॥ বাল্যে বয়সি যৎপাপং বার্দ্ধকে যৌবনেঽপি যৎ। করোতি মানবো রাজংস্তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥ ২৩॥ মাঘমাসে সিতে পক্ষে চতুর্থ্যাং সমুপোষিতঃ। যস্তং পশ্যতি বাগ্মী স সর্ব্বজ্ঞশ্চ প্রজায়তে। তস্যাগ্রে সুমহৎ কুণ্ডং স্বচ্ছোদকসুপূরিতম্॥ ২৪॥ তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা যঃ পশ্যতি বিনায়কম্। তস্যান্বয়েঽপি সর্ব্বজ্ঞা জায়ন্তে মানবা নৃপ॥ ২৫॥ গণানাং ত্বেতি মন্ত্রেণ কৃত্বা বৈ ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্। যস্তং পশ্যতি রাজেন্দ্র দুরিতং ন স পশ্যতি॥ ২৬॥ তস্মাৎ সর্ব্ব-

সেই মস্তক ন্যস্ত হইল। হে নরাধিপ! তখন সেই বালকের গাত্র হইতে বিশেষরূপ নেতৃত্ব লক্ষণ প্রকাশ পাইল। বালকমূর্ত্তি—কমনীয়, সর্ব্বলক্ষণলক্ষিত, ত্রিগম্ভীর, চতুর্হস্ত, সপ্তরক্ত, ষড়ুন্নত, পঞ্চদীর্ঘ, পঞ্চসূক্ষ্ম, পরম সুন্দর ও ত্রিবিস্তীর্ণ হইল। মহারাজ! শক্তিরূপিণী গৌরী তদ্দর্শনে সুবিস্মিত হইয়া স্বীয় শক্তিবলে তাহাতে জীব সঞ্চার করিলেন,—দেবীর কর্তৃত্বে জীব সঞ্চারিত হইবামাত্র বালক সজীব হইয়া উঠিল এবং বিনয়ানত কন্ধরে দেবীর আজ্ঞা প্রার্থনা করিল। অনন্তর পার্ব্বতী সেই অদ্ভুতাকার বালক দেখিয়া তাহার সহিত বারম্বার সম্ভাষণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাহাকে লইয়া শম্ভুর সকাশে আসিলেন, এবং বলিলেন,—দেব! এই পুত্রটি আমার গাত্রলেপ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অতএব এ যাহাতে মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বর ইহাকে প্রদান করুন। ভগবান্ কহিলেন,—অয়ি পার্ব্বতি! শরীরের মধ্যে শিরই হইল প্রধান। তাই তুমি স্কন্দের সাহায্যে ইহার এই মহাশির যোজনা করাইয়াছ; বিশেষতঃ ইহার গাত্রে নেতৃত্বলক্ষণ বিদ্যমান। অতএব এই বালক মহাবিনায়ক নামে অভিহিত হইবে। হে গিরিজে! আমি ইহাকে সমস্তগণের আধিপত্য প্রদান করিলাম। তাই এ গণাধিপ বা গণেশ হইবে। মর্ত্ত্যগণ সর্ব্ব কার্য্যেরই প্রথমে এই গণাধিপতিকে স্মরণ করিবে। তাহাতে তাহাদের কার্য্যহানি কখন হইবে না। অনন্তর স্কন্দ ক্রীড়ার নিমিত্ত ইহাকে কুঠার প্রদান করিলেন। সেই কুঠারই ইহাঁর পরম প্রিয় আয়ুধ হইল।১—১৯। অনন্তর গৌরী তাঁহাকে এক মোদকপূর্ণ ভোজ্যপাত্র প্রদান করিলেন। গণেশ তাহা পাইয়া তখন নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই মোদকের গন্ধে এক মূষিক বিবর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। মোদক ভক্ষণে মূষক অমর হইয়া গণেশের বাহন হইল। পুলস্ত্য কহিলেন,—রাজন্! এইরূপে মহাবিনায়ক উৎপন্ন হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে যে পুণ্য হয়, এক মনে শ্রবণ করুন। মানব বাল্যে, যৌবনে, এবং বার্দ্ধক্যে যে যে পাপ করে, তাহার দর্শনে সেই সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়। মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্থীদিনে উপবাসী থাকিয়া যে নর গণেশ দর্শন করে, সে বাগ্মী ও সর্ব্বজ্ঞ হয়। মহাবিনায়কের সম্মুখে এক স্বচ্ছোদকপূর্ণ বৃহৎ কুণ্ড আছে। তথায় ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিয়া বিনায়ক দর্শন করিলে তাহার বংশধরগণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকে। যে নর "গণানাং ত্ব" ইত্যাদি মন্ত্রে তিনবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বিনায়ক দর্শন করে, তাহার দুরিত দূরীভূত হয়। অতএব

প্রযত্নেন তং প্রপশ্যেদ্বিনায়কম্। য ইচ্ছেৎসকলান্ কামানিহ লোকে পরত্র চ ॥ ২৭ ॥ গৃহস্থোঽপি চ যো ভক্ত্যা স্মরেৎকার্য্য উপস্থিতে। অবিঘ্নং তস্য তৎসর্ব্বং সংসিদ্ধিমুপগচ্ছতি ॥ ২৮ ॥ প্রাতরুত্থায় যো মর্ত্যঃ স্মরেদ্দেবং বিনায়কম্। তস্য তদ্দিনজাতানি সিদ্ধিং কৃত্যানি যান্তি হি ॥ ২৯ ॥ বিবাহে কলহে যুদ্ধে প্রস্থানে কৃষিকর্ম্মণি। প্রবেশে চ স্মরেদ্‌যস্তু ভক্তিপূর্ব্বং বিনায়কম্। তস্য তদ্বাঞ্ছিতং সর্ব্বং প্রসাদাত্তস্য সিধ্যতি ॥ ৩০ ॥ মহাবৈনায়কীং শান্তিং যঃ করোতি সমাহিতঃ। ন তং প্রেতা গ্রহা রোগাঃ পীড়য়ন্তি বিনায়কাঃ ॥ ৩১ ॥ যযাতিরুবাচ। মহাবৈনায়কীং শান্তিং বদ মে মুনিসত্তম। কে মন্ত্রাঃ কিং বিধানঞ্চ পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ৩২ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। শুক্লপক্ষে শুভে বারে নক্ষত্রে দোষবর্জ্জিতে। শ্রেষ্ঠচন্দ্রবলে শান্তিং গণেশস্য সমাচরেৎ ॥ ৩৩ ॥ পূর্ব্বোত্তরে সমে দেশে কৃত্বা বেদীঞ্চ মণ্ডপম্। মধ্যে চাষ্টদলং পদ্মং গৃহ্য সূত্রং প্রয়োজয়েৎ ॥ ৩৪ ॥ ইন্দ্রাদিলোকপালাংশ্চ দিক্ষু সর্ব্বাসু ভূপতে। গণেশপূর্ব্বিকাশ্চাপি মাতরশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৩৫ ॥ গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ যথোক্তৈর্ব্বলি-বিস্তরৈঃ। শ্বেতবস্ত্রযুগচ্ছন্নং কলসং জলপূরিতম্ ॥ ৩৬ ॥ তস্যৈব পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে সহিরণ্যং ফলান্বিতম্ ॥ ৩৭ ॥ গণানাং ত্বেতি মন্ত্রেণ সহস্রং চাষ্টসংযুতম্। জপেত্তত্র তথা চান্নং পঞ্চাশাদ্‌নৃপসত্তম ॥ ৩৮ ॥ বিনায়কং সমুদ্দিশ্য পুরঃ কুণ্ডে করাত্মকে। চতুরস্রে যোনিযুতে মেখলাভির্ব্বিভূষিতে ॥ ৩৯ ॥ মধুদূর্ব্বাক্ষতৈর্হোমৈর্গ্রহহোমাদনন্তরম্। গণানাং ত্বেতি মন্ত্রেণ দশসাহস্রিকন্তথা ॥ ৪০ ॥ কার্য্যো বৈ পার্থিব-শ্রেষ্ঠ কার্য্যশ্চোদঙ্মুখৈর্দ্বিজৈঃ। চতুর্ভিশ্চতুরৈ রাজন পীতবস্ত্রানুলেপনৈঃ ॥ ৪১ ॥ পীতাম্বর-ধরৈশ্চৈব ধৃতহেমাঙ্গুলীয়কৈঃ। ততো হোমাবসানে তু যজমানং নৃপোত্তম ॥ ৪২ ॥ মৃগচর্ম্মোপরিস্থঞ্চ মন্ত্রৈরেভির্ব্বিধানতঃ। স্নাপয়েৎপ্রাঙ্মুখং শান্তং শুক্লবস্ত্রাবগুণ্ঠিতম্ ॥ ৪৩ ॥ ইমং মে গঙ্গে যমুনে পঞ্চনদ্যঃ সুপুষ্করে। শ্রীসূক্তসহিতং বিষ্ণোঃ পাবমানং বৃষাকপিম্ ॥ ৪৪ ॥ সম্যগুচ্চার্য্য বিঘ্নানাং ততো নাশং প্রপদ্যতে। গ্রহাঃ সৌম্যত্বমায়ান্তি ভূতা নশ্যন্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৫ ॥ আধয়ো ব্যাধয়ো রৌদ্রা

যিনি ইহপরকালে সর্ব্ব কাম লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সর্ব্ব প্রযত্নে বিনায়ক দর্শন করিবেন। যে গৃহস্থ কোন কার্য্য উপলক্ষে ভক্তি করিয়া বিনায়ক স্মরণ করে, তাহার সমস্ত কার্য্য নির্বিঘ্ন হইয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে। যে মানব প্রাতে উঠিয়া বিনায়ক স্মরণ করে, তাহার দৈনিক কৃত্য সকল সিদ্ধ হয়। বিবাদে, কলহে, যুদ্ধে, প্রস্থানে, কৃষিকর্ম্মে, কিম্বা গৃহপ্রবেশে যে নর ভক্তিপূর্ব্বক বিনায়ক স্মরণ করে, বিনায়কের প্রসাদে তাহার সমস্ত বাঞ্ছিত সিদ্ধ হয়। যে নর সমাহিত হইয়া মহা বিনায়কী শান্তির অনুষ্ঠান করে, প্রেত, গ্রহ, রোগ, বা বিনায়কগণ তাহার পীড়া জন্মাইতে পারে না। যযাতি কহিলেন,—মুনিবর মহাবৈনায়কী শান্তি কি? তাহাতে কি কি মন্ত্র? এবং কিরূপ বিধি, তাহা আমার নিকট বলুন শুনিতে আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। পুলস্ত্য কহিলেন,—শুক্লপক্ষ শুভবার শ্রেষ্ঠ চন্দ্রবল এবং নির্দ্দোষ নক্ষত্রযুক্ত দিনে মহাবৈনায়কী শান্তি করিবে। পূর্ব্বোত্তর সমদেশে একটী বেদী ও মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া বেদীমধ্যে অষ্টদল পদ্ম নির্ম্মাণপূর্ব্বক সূত্র দ্বারা বেদী বেষ্টন করিবে। অনন্তর গন্ধপুষ্পাদি উপহার দ্বারা সর্ব্বদিকে ইন্দ্রাদি লোকপালদিগকে এবং গণেশ-পুরঃসর মাতৃকাদিগকে বিশেষরূপে পূজা করিবে। উহার পূর্ব্বদিক্‌ভাগে একটী জলপূর্ণ কলসস্থাপন করিবে। ঐ কলস হিরণ্য ও ফলান্বিত এবং শ্বেতবস্ত্রযুগ্মে আচ্ছাদিত হইবে। তৎপরে 'গণানাং ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্রে অষ্টাধিক সহস্রবার জপ করিতে হইবে। তারপর স্বীয় সম্মুখে একহস্তমিত চতুরস্র কুণ্ড করিবে। ঐ কুণ্ড যোনিযুক্ত ও মেখলামণ্ডিত হইবে। অনন্তর মধু, দূর্ব্বা ও অক্ষত দ্বারা গ্রহহোম করিয়া পরে 'গণানাং ত্বা—ইত্যাদি মন্ত্রে বিনায়কোদ্দেশে দশ সহস্রবার হোম করিবে। এই হোম উদঙ্মুখ হইয়া করিতে হইবে। হোমকার্য্যে চারিজন চতুর ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইবেন। তাঁহাদের পরিধানে পীতবস্ত্র থাকবে। তাঁহারা অঙ্গে অনুলেপন এবং করাঙ্গুলীতে হেমাঙ্গুরীয় ধারণ করিবেন। অনন্তর হোমাবসানে মৃগচর্ম্মোপরিস্থিত যজমানকে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করিয়া স্নান করাইতে হইবে। স্নানকালে যজমান শুক্লবস্ত্রাবগুণ্ঠিত, শান্ত ও প্রাঙ্মুখ হইয়া অবস্থান করিবেন। স্নান মন্ত্র যথা—"ইমং মে গঙ্গে যমুনে—ইত্যাদি শ্রীসূক্ত বিষ্ণুর পাবমানীসূক্ত ও বৃষাকপিসূক্ত এই সকল সম্যক্ উচ্চারণ করিলে বিঘ্নসমূহের নাশ হয়; গ্রহগণ সৌম্যভাব ধারণ করে, ভূত-

দুষ্টরোগা জ্বরাদয়ঃ। প্রণশ্যন্তি ক্রতং সর্ব্বে তথোৎপাতাঃ সুদারুণাঃ॥ ৪৬॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি। বিনায়কস্য মাহাত্ম্যং মহত্ত্বং শান্তিকং তথা॥ ৪৭॥ যশ্চ কীর্ত্তয়তে সম্যক্ চতুর্থ্যাং সুসমাহিতঃ। শৃণোতি বা নৃপশ্রেষ্ঠ তস্যাবিঘ্নং সদা ভবেৎ॥ ৪৮॥ যংযং কামমভিধ্যায়ন্যজেচ্চেদং সমাহিতঃ। তত্তদাপ্নোতি নূনঞ্চ গণনাথপ্রসাদতঃ॥ ৪৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিনয়কমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩১

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততঃ পার্থেশ্বরং গচ্ছেদ্দেবং পাতকনাশনম্। যং দৃষ্ট্বা মানবঃ সম্যঙ্মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ১॥ পার্থানাম্নাভবৎসাধ্বী দেবলস্য প্রিয়া সতী। তয়া পূর্ব্বং তপস্তপ্তং তত্র স্থানে মহীপতে॥ ২॥ সা পূর্ব্বমভবদ্বন্ধ্যা ঋষিপত্নী যশস্বিনী। বৈরাগ্যং পরমং গত্বা ততশ্চৈবার্ব্বুদং গতা॥ ৩॥ বায়ুভক্ষা নিরাহারা সমচিত্তাসনে স্থিতা। ততো বর্ষসহস্রান্তে ভক্ত্যা তস্যা মহীপতে॥ ৪॥ উদ্ভিদ্য ধরণীপৃষ্ঠং সহসা লিঙ্গমুত্থিতম্। এতস্মিন্নেব কালে তু বাগুবাচাশরীরিণী॥ ৫॥ পূজয়ৈতন্মহাভাগে শিবলিঙ্গং সুপাবনম্। সুভক্ত্যা ধরণীপৃষ্ঠান্নিঃসৃতং কামদং মহৎ॥ ৬॥ যো যং কামমভিধ্যায়ন্ পূজয়িষ্যতি মানবঃ। অন্যোঽপি তদভিপ্রেতং প্রাপ্স্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭॥ পার্থেশ্বরাখ্যমেতদ্ধি লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি। এবমুক্তা ততো বাণী বিররাম মহীপতে॥ ৮॥ ততঃ সা বিস্ময়াবিষ্টা পূজয়ামাস তত্তদা। ততঃ পুত্রশতং প্রাপ্তং বিদ্যৎ বংশধরং তথা॥ ৯॥ ততঃ প্রভৃতি তল্লিঙ্গং বিখ্যাতং ধরণীতলে। তত্রাস্তি নির্ম্মলং তোয়ং গিরিগহ্বরনিঃসৃতম্॥ ১০॥ তত্র স্নাত্বা নরঃ সম্যগ্যস্তং পশ্যতি ভাবতঃ। ন স পশ্যতি সংসারে দুঃখং সন্তানসম্ভবম্॥ ১১॥ শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং জাগরং তস্য চাগ্রতঃ। যঃ করোতি নিরাহারঃ স পুত্রং লভতে ধ্রুবম্॥ ১২॥ পিণ্ডনির্ব্বাপণং তত্র যঃ করোতি সমাহিতঃ। তস্য পুত্রত্বমায়ান্তি পিতরস্তৎপ্রসাদতঃ॥ ১৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পার্থেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৩॥

গণ পলায়ন করে; আধি, ব্যাধি এবং দুষ্ট জ্বরাদি রোগ ও দারুণ উৎপাত সকল অতিক্রত প্রনষ্ট হইয়া থাকে। রাজন! আপনি যে আমার নিকট বিনায়কের মাহাত্ম্য মহত্ত্ব ও শান্তিকার্য্যের কথা জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, এই আমি সকলই কীর্ত্তন করিলাম। যে নর সমাহিত হইয়া চতুর্থীদিনে ইহা কীর্ত্তন বা শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বদা অবিঘ্ন হইয়া থাকে। যে নর যে যে কামনা করিয়া ইহাঁর পূজা করে, গণনাথের প্রসাদে তাহার সেই সেই কামনা পূর্ণ হয় নিশ্চয়ই। ২০—৪৯।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অতঃপর পাতকহর পার্থেশ্বর দেবের সমীপে গমন করিবে। মানব ইহাঁর দর্শনে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। পুরাকালে পার্থানাম্নী সাধ্বী দেবলপত্নী ঐ স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐ যশস্বিনী ঋষিপত্নী পূর্ব্বে বন্ধ্যা ছিলেন। সেই জন্য পরম বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া অর্ব্বুদাচলে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া তিনি একাগ্র মনে কখন বায়ু ভক্ষণে, কখন বা আহার বিহনে আসনে অবস্থান করিয়া তপস্যা করেন। রাজন! অনন্তর সহস্র বর্ষাবসানে তদীয় ভক্তির গুণে ধরাপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া সহসা এক লিঙ্গ উত্থিত হয়। এই সময় আকাশে এইরূপ এক অশরীরিণী বাণী উত্থিত হইল যে, হে মহাভাগে! তুমি এই সুপাবন শিবলিঙ্গ ভক্তি করিয়া পূজা কর। এই লিঙ্গ ধরণীতল ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। ইহা একটী কামপ্রদ মহালিঙ্গ হইল। যে নর যে কামনায় এই লিঙ্গের পূজা করিবে, তাহার সে কামনা পূর্ণ হইবে। জগতে এই লিঙ্গ পার্থেশ্বর নামে প্রখ্যাতি লাভ করিবে। এই বলিয়া ঐবাণী বিরত হইল। অনন্তর পার্থা বিস্ময়াপন্ন হইয়া সেই লিঙ্গের পূজা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার শত বংশধর লব্ধ হইল। তখন হইতে ঐ লিঙ্গ ধরাতলে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। তথায় গিরিগহ্বরনিঃসৃত এক নির্ম্মল জলাশয় আছে। তাহাতে স্নান করিয়া যে নর ভক্তিভাবে পার্থেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, এসংসারে সন্তানজনিত দুঃখ তাহাকে ভোগ করিতে হয় না। শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীদিনে ঐ লিঙ্গাগ্রে যে

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। কৃষ্ণতীর্থং ততো গচ্ছেৎকৃষ্ণস্য দয়িতং সদা। যত্র সন্নিহিতো নিত্যং স্বয়ং বিষ্ণুর্মহীপতে ॥ ১ ॥ যযাতিরুবাচ। কৃষ্ণতীর্থং কথং তত্র জাতং ব্রাহ্মণসত্তম। কস্মিন্ কালে মুনে ব্রূহি সর্ব্বং বিস্তরতো মম ॥ ২ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। তস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে। চন্দ্রার্কপবনে নষ্টে জ্যোতিষি প্রলয়ং গতে ॥ ৩ ॥ ততো যুগসহস্রান্তে বিবুদ্ধঃ কমলাসনঃ। একাকী চিন্তয়ামাস কথং সৃষ্টির্ভবেদিতি ॥ ৪ ॥ ভ্রমংশ্চাপি চতুর্ব্বক্ত্রো যাবৎপশ্যতি দূরতঃ। চতুর্ভুজং বিশালাক্ষং পুরুষং পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৫ ॥ তং চোবাচ চতুর্ব্বক্ত্রঃ কস্তং কেন বিনির্ম্মিতঃ। কিমর্থমিহ সম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বং বিস্তরতো বদ ॥ ৬ ॥ তমুবাচাথ গোবিন্দঃ প্রহসন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ৭ ॥ অহমাদ্যঃ পুমানেকো ময়া সৃষ্টো ভবানপি। স্রষ্টুমিচ্ছামি ভূয়োঽপি ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্ ॥ ৮ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ক্রুদ্ধো দেবঃ পিতামহঃ অব্রবীৎ পুরুষ বাক্যং ভর্ৎসয়ংশ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ৯ ॥ সৃষ্টস্ত্বং হি ময়া মূঢ় প্রথমোঽহমসংশয়ম্। ত্বাদৃশানাং সহস্রাণি করিষ্যেঽহমসংশয়ম্ ॥ ১০ ॥ এবং বিবদমানৌ তৌ মিথো রাজন্মহাত্মনৌ। স্পর্দ্ধয়া রোষতাম্রাক্ষৌ যুযুধাতে পরস্পরম্ ॥ ১১ ভিশ্চৈব নখৈর্দ্দন্তৈর্ব্বিকর্ষণৈঃ। এবং বর্ষসহস্রং তু তয়োর্যুদ্ধমবর্ত্তত ॥ ১২ ॥ ততো বর্ষসহস্রান্তে তয়োর্মধ্যে নৃপোত্তম। প্রাদুর্ভূতং মহালিঙ্গং দিব্যং তেজোময়ং শুভম্ ॥ ১৩ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু বাগুবাচাশরীরিণী। যুদ্ধাদ্ব্রহ্মন্নিবর্ত্তস্ব ত্বং চ বিষ্ণো মমাজ্ঞয়া ॥ ১৪ ॥ এতন্মাহেশ্বরং লিঙ্গং যোঽস্য চান্তে গামষ্যতি। স জ্যেষ্ঠঃ স বিভুঃ কর্ত্তা যুবয়োর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥ অধোভাগং ব্রজত্বেক একশ্চোর্দ্ধং মমাজ্ঞয়া। তচ্ছ্রুত্বা সত্বরো ব্রহ্মা ব্যোমমার্গং সমাশ্রিতঃ ॥ ১৬ ॥ বিদার্য্য বসুধাং কৃষ্ণোঽপ্যধস্তাৎ

নর নিরাহারে রাত্রি জাগরণ করে, তাহার নিশ্চয়ই পুত্র লাভ হয়। যে মানব সমাহিতভাবে এই স্থানে পিণ্ড নির্ব্বাপণ করে, লিঙ্গপ্রসাদে তদীয় পিতৃগণ তাহারই পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। ১—১৩।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয় কৃষ্ণতীর্থে গমন করিবে। স্বয়ং মহাবাহু বিষ্ণু ঐ তীর্থে নিত্যসন্নিহিত। যযাতি কহিলেন,—ব্রাহ্মণবর! কৃষ্ণতীর্থের উৎপত্তি হইল কিরূপে? উহা কোন্ কালে হইয়াছিল? হে মুনে! এসকল আমার নিকট বিস্তৃতরূপে বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—ঘোর একার্ণবে স্থাবরজঙ্গম জগৎ নষ্ট হইলে চন্দ্র, অর্ক, পবন ও জ্যোতিষ্কমণ্ডল অদৃশ্য হইলে যখন সহস্র যুগান্তে পূর্ণ প্রলয় উপস্থিত হইল, তখন কমলাসন বিবুদ্ধ হইয়া কিরূপে সৃষ্টি হইবে, তদ্বিষয়ে একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন। চতুরানন ভ্রমণ করিতে করিতে তৎকালে দূরে এক চতুর্ভুজ বিশালনেত্র পুরুষ দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই চতুরানন বলিলেন,—কে তুমি? কাহার সৃষ্ট? কেন এখানে উপস্থিত? এ সকল বিশেষরূপে বল? তখন গোবিন্দ হাস্য করিয়া শ্লক্ষ্ণ বাক্যে ব্রহ্মাকে বলিলেন,—আমিই একমাত্র আদ্যপুরুষ। তোমাকেও আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। এক্ষণে পুনরপি চতুর্বিধ ভূতগ্রাম সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ১—৮। পুলস্ত্য কহিলেন,—তাঁহার সেইবাক্য শুনিয়া পিতামহ দেব ক্রুদ্ধভাবে পুনঃপুন ভৎর্সনা করিয়া পরুষবাক্যে বলিলেন,—মূঢ়! আমিই তোমার সৃষ্টি করিয়াছি, আমিই নিশ্চয় আদি পুরুষ। আমি ভবাদৃশ সহস্র সহস্র ব্যক্তি সৃষ্টি করিতে সমর্থ। রাজন! এইরূপে সেই মহাপ্রভ মহাপুরুষদ্বয় পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন। রোষাবেশে তাঁহাদের নয়ন তাম্রবর্ণ হইল। তাঁহারা স্পর্দ্ধা করিয়া অবশেষে মুষ্টি, বাহু, নখ, ও দন্তাঘাতে এবং নানা আকর্ষণ-বিকর্ষণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের যুদ্ধ চলিল। সহস্র বর্ষের পর হে নৃপবর! তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এক দিব্য তেজোময় মহালিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ঐ সময় এইরূপ আকাশবাণী উত্থিত হইল—হে ব্রহ্মন্, হে বিষ্ণো! আমার আদেশে তোমরা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। এই মাহেশ্বর লিঙ্গ; ইহার অন্তে যে যাইতে পারিবে তোমাদের উভয়ের মধ্যে সেই নিশ্চয় জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ কর্ত্তা হইবে; সংশয় নাই। আমার আদেশে তোমাদের এক জন অধোদিকে এবং আর একজন উর্দ্ধদিকে গমন কর। তৎশ্রবণে ব্রহ্মা সত্বর ব্যোমপথে ধাবিত হই-

সত্বরং গতঃ। স ভিত্ত্বা সপ্তপাতালানধো যাবৎ-প্রযাতি চ। তাবৎ কালাগ্নিরুদ্রস্তু দৃষ্টস্তেন মহাত্মনা। ১৭। গন্তুমিচ্ছংস্তস্তোহধস্তাদ্যাবদ্বেগং করোতি সঃ। তাবত্তস্যার্চ্চিভির্দগ্ধঃ কৃষ্ণত্বং সমপদ্যত। ১৮। ততো মূর্চ্ছাভিসন্তপ্তো দহ্যমানোহম্বুতাগ্নিনা। নিবর্ত্ত্য সহসা বিষ্ণুর্বৈলক্ষ্যং পরমং গতঃ। ১৯। তচ্চলিঙ্গং সমাসাদ্য ভক্ত্যা পূজা কৃতা ততঃ। বেদোক্তৈঃ পরমৈঃ সূক্তৈঃ স্তুতিং চক্রে মহীপতে। ২০। ব্রহ্মাপি ব্যোমমার্গেণ গতো হংসবিমানতঃ। দিব্যং বর্ষসহস্রং তু তস্যান্তং নাভ্যপদ্যত। ২১। ততো বর্ষসহস্রান্তে কেতকী সোহপ্যপশ্যত। আয়ান্তীং ব্যোমমার্গেণ তয়া পৃষ্টশ্চতুর্ম্মুখঃ। ২১। ক ত্বয়া গম্যতে ব্রহ্মন্নিরালম্বে মহাপথি। শূন্যে তত্ত্বং সমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি মে। ২৩। ব্রহ্মোবাচ। মম স্পর্দ্ধা সমুৎপন্না বিষ্ণুনা সহ শোভনে। লিঙ্গস্যাস্য হি পর্য্যন্তং যো লভিষ্যতি চাবয়োঃ। ২৪। স জ্যায়ানিতরো হীনো

লেন। আর কৃষ্ণ বসুধা ভেদ করিয়া সত্বর অধোদিকে প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণ সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া যখন তাহার আরও অধোদিকে গেলেন, তখন তিনি কালাগ্নিরুদ্রকে দেখিতে পাইলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ তাঁহার দর্শনানন্তর যখন তাহা হইতেও অধোদিকে যাইবার উদ্‌যোগী হইলেন, তখন সেই কালাগ্নি রুদ্রের জ্বালামালায় দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সেই অপূর্ব্বানলে দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণ মূর্চ্ছাভিপন্ন হইলেন এবং মূর্চ্ছান্তে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সেই লিঙ্গসমীপে আগমনান্তে ভক্তির সহিত পূজা করিলেন; অপিচ বেদোক্ত পরম গুহ্য স্তবে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। এদিকে ব্রহ্মা হংসবিমানে ব্যোমপথে গিয়াছিলেন। তিনি দিব্য সহস্র বৎসর পরিভ্রমণ করিয়াও সেই লিঙ্গের অন্তসীমা দেখিতে পাইলেন না। সহস্র বৎসর অতীত হইলে তাঁহার সহিত কেতকীর সাক্ষাৎ হয় কেতকী ব্যোমপথে আসিতেছিল। সে চতুরাননকে জিজ্ঞাসা করিল,—ব্রহ্মন্! এই নিরালম্ব মহাশূন্যপথে কোথায় যাইতেছেন? সত্য করিয়া বলুন? আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে। ব্রহ্মা বলিলেন,—সুন্দরি! একদা বিষ্ণুর সহিত আমার স্পর্দ্ধা হইয়াছিল। অনন্তর পিনাকীর প্রত্যাদেশ হইল—তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই লিঙ্গের চরম সীমা প্রাপ্ত হইতে

হ্যেতদুক্তং পিনাকিনা। প্রস্থিতোহহং ততশ্চোর্দ্ধমধোমার্গং গতো হরিঃ। ২৫। লব্ধা লিঙ্গস্য পর্য্যন্তং যাস্যামি ক্ষিতিমণ্ডলে। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা তৎ পুষ্পমভ্যভাষত। ২৬। ব্যর্থশ্রমোহসি লোকেশ নান্তো লিঙ্গস্য বিদ্যতে। চতুর্যুগসহস্রাণাং কোটিরেকা পিতামহ। ২৭। লিঙ্গমূর্দ্ধ্নঃ পতন্ত্যা মে কালো জাতো মহাত্মতে। তথাপি ক্ষিতিপৃষ্ঠং তু ন প্রাপ্তাস্মি কথঞ্চন। ২৮। যাবৎকালেন হংসস্তে যোজনং সম্প্রগচ্ছতি। তাবৎ কালেন গচ্ছামি যোজনানামহং শতম্। ২৯। তস্মান্নিবর্ত্তনং যুক্তং মম বাক্যেন তে বিভো। দর্শয়িত্বা চ মাং বিষ্ণোর্জ্যেষ্ঠত্বং ব্রজ সাম্প্রতম্। ৩০। ততো হৃষ্টমনা ভূত্বা গৃহীত্বা তাং চতুর্ম্মুখঃ। পুনর্ব্বর্ষসহস্রান্তে ভূমিপৃষ্ঠমুপাগতঃ। দর্শয়ামাস তাং বিষ্ণোরেষা লিঙ্গস্য মূর্দ্ধতঃ। ৩১। ময়ানীতা শুভা মালা লব্ধশ্চান্তশ্চতুর্ভুজ। ত্বয়া লব্ধো ন বা সত্যং বদ মে পুরুষোত্তম। ৩২। বিষ্ণুরুবাচ। অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য দেবদেবস্য শূলিনঃ। নাহং শক্তঃ পরং পারং গন্তুং

পারিবে, সেই জ্যেষ্ঠ এবং ইতর ব্যক্তি তদপেক্ষা হীন হইবে। অনন্তর আমি ঊর্দ্ধে আসিলাম, হরি অধোদিকে গমন করিলেন। আমার অভিপ্রায় এই যে, আমি লিঙ্গের চরম সীমা দেখিয়া পুনরায় ক্ষিতিমণ্ডলে গমন করিব। ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া কেতকী কহিল,—হে লোকেশ! তোমার শ্রম ব্যর্থ হইতেছে। এ লিঙ্গের অন্ত নাই। হে পিতামহ! আমি এক কোটি সহস্র চতুর্যুগ পর্য্যন্ত কাল লিঙ্গের মস্তক দিক্ হইতে আসিতেছি,তথাচ এখনও ক্ষিতিপৃষ্ঠ প্রাপ্ত হই নাই। তোমার বাহন হংস যতকালে এক যোজন অতিক্রম করে, আমি সেই কালমধ্যে শত যোজন অতিক্রম করিয়া থাকি। তাই বলিতেছি, হে বিভো! আমার বাক্যে এই অসম্ভব কার্য্য হইতে তোমার নিবর্ত্তনই যুক্তিযুক্ত তুমি আমাকে দেখাইয়া বিষ্ণু হইতে জ্যেষ্ঠত্ব লাভ করিবে। অতএব নিবর্ত্তন কর।৯—৩০। অনন্তর চতুরানন হৃষ্ট মনে কেতকী লইয়া পুনরায় বর্ষসহস্রান্তে ভূপৃষ্ঠে আগমন করিলেন এবং বিষ্ণুকে সেই কেতকী দেখাইয়া বলিলেন,—হে চতুর্ভুজ! এই আমি লিঙ্গের মস্তক হইতে সুন্দর মালা আনয়ন করিয়াছি; লিঙ্গের অন্ত আমি পাইয়াছি। তুমি লাভ করিয়াছ কি না—হে পুরুষোত্তম! সত্য করিয়া বল। বিষ্ণু বলিলেন,—অনন্ত অপ্রমেয়

ব্রহ্মন্ কথঞ্চন ॥ ৩৩ ॥ যদি স্বয়াস্য পর্য্যন্তো লব্ধো ব্রহ্মন্ কথঞ্চন। তত্তে তুষ্টিং গতো নূনং দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥ নান্যথা চাস্য পর্য্যন্তো দৃশ্যতে কেন চিৎ কচিৎ। তস্মাজ্জ্যেষ্ঠো ভবান্ শ্রেষ্ঠঃ কনিষ্ঠো- হহমসংশয়ম্ ॥ ৩৫ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। এতস্মিন্নেব কালে তু ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ। কোপং চক্রে মহা- রাজ ব্রহ্মাণং প্রতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৬ ॥ অথাহ দর্শনং গত্বা ধিগ্ধিগ্‌ব্যর্থপ্রজল্পক। মিথ্যা প্রজল্প- মানেন কিমিদং সাহসং কৃতম্ ॥ ৩৭ ॥ যস্মাত্ত্বয়া মৃষা প্রোক্তং মম পর্য্যন্তদর্শনাম্। তস্মাত্ত্বং সর্ব্ববর্ণানাং পূজার্হো ন ভবিষ্যসি ॥ ৩৮ ॥ যে চ ত্বাং পূজয়িষ্যন্তি মানবা মোহসংযুতাঃ। তে কৃচ্ছ্রং পরমং প্রাপ্য নাশং যাস্যন্তি কৃৎস্নশঃ ॥ ৩৯ ॥ কেতক্যা চ তথা প্রোক্তং যস্মাত্তস্মাৎ সুদুষ্টয়া। অস্যা হি স্পর্শনাল্লোকঃ শ্বপাকত্বং প্রয়াস্যতি ॥ ৪০ ॥ এবং শাপৌ তয়োর্দত্ত্বা দেবঃ প্রোবাচ কেশবম্। প্রসন্নবদনো ভূত্বা তদা তুষ্টো মহেশ্বরঃ ॥ ৪১ ॥ ভগবানুবাচ। বাসুদেব মহাবাহো তুষ্টস্তেহহং মহামতে। সত্যসম্ভাষণাদেব বরং বরয় সুব্রত ॥ ৪২ ॥ শ্রীবাসুদেব উবাচ। এষ এব বরঃ শ্লাঘ্যো যত্ত্বং তুষ্টো মহেশ্বরঃ। ন চাপুণ্যবতাং দেব ত্বং ॥ অবশ্যং যদি মে দেয়ো বরো দেবেশ্বর ত্বয়া ॥ ৪৩ ॥ লিঙ্গমেতদনন্তাখ্যং লঘুতাং নয় মা চিরম্। যেন সৃষ্টির্ভবেল্লোকে ব্যাপ্তং বিশ্ব- মনেন তু ॥ ৪৪ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। ততঃ সংক্ষিপ্য তল্লিঙ্গং লঘু কৃত্বা মহেশ্বরঃ। অব্রবীৎ কেশবং ভূয়ঃ শৃণু বাক্যমিদং হরে ॥ ৪৫ ॥ এতস্মেধ্যতমে দেশে লিঙ্গং স্থাপয় মে হরে। পূজয় ত্বং বিধানেন পরং শ্রেয়ঃ প্রপৎস্যসে ॥ ৪৬ ॥ মম তেজোবিনির্দগ্ধঃ কৃষ্ণত্বং হি যতো গতঃ। কৃষ্ণ এব ততো নাম লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি ॥ ৪৭ ॥ কৃষ্ণকৃষ্ণেতি তে নাম প্রাতরুত্থায় মানবঃ। কীর্ত্তয়িষ্যতি যো ভক্ত্যা স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৪৮ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্ত্বা তমীশানস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। বাসুদেবো- হপি তল্লিঙ্গং গৃহীত্বার্ব্বুদপর্ব্বতে। নির্ঝরে স্থাপ- য়ামাস সুপুণ্যে বিমলোদকে ॥ ৪৯ ॥ কৃষ্ণতীর্থং ততো জাতং নাম্না হি ধরণীতলে। শৃণু পার্থিব- শার্দ্দূল তত্র স্নাতস্য যৎফলম্ ॥ ৫০ ॥ স্নাত্বা কৃষ্ণহ্রদে পুণ্যে তল্লিঙ্গং পশ্যতে তু যঃ। সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং শ্রেয়ঃ

দেবদেব শূলপাণির পরপার আমি প্রাপ্ত হই নাই। যদি তুমি ইহার শেষসীমা প্রাপ্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে দেবদেব মহেশ্বর তোমার প্রতি নিশ্চয়ই তুষ্ট হইয়াছেন। অন্যথা ইঁহার পর্য্যন্ত কেহই কদাচ দেখিতে সক্ষম নহে। অত- এব তুমিই জ্যেষ্ঠ, তুমিই শ্রেষ্ঠ; আর আমিই সর্ব্বথা কনিষ্ঠ। পুলস্ত্য কহিলেন।—হে মহারাজ! এই সময় ভগবান্ বৃষধ্বজ তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মার প্রতি কোপ করিলেন এবং সাক্ষাৎ হইয়া বলি- লেন,—হে মিথ্যাপ্রজল্পক! তোমাকে ধিক্! তুমি মিথ্যা বলিতে সাহস করিয়াছ। যেহেতু তুমি আমার অন্ত দর্শন মিথ্যা বলিয়াছ। এই জন্য কোন বর্ণেরই তুমি পূজার্হ হইবে না। যে সকল মানব মোহবশে তোমার পূজা করিবে, তাহারা পরম কষ্ট পাইয়া সমূলে বিনষ্ট হইবে। এই অতিদুষ্টা কেতকীও মিথ্যা কহিয়াছে। ইহার স্পর্শনে লোক চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে তাহাদিগকে দ্বিবিধ শাপ প্রদান করিয়া দেবদেব প্রসন্নবদনে কেশবের প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন,— হে মহাবাহো! বাসুদেব! আমি তোমার সত্যবাক্যে তুষ্ট হইয়াছি। অতএব হে সুব্রত! বর গ্রহণ কর।৩১-৪২। বাসুদেব বলিলেন,—আপনি মহেশ্বর, আমার প্রতি যে প্রসন্ন হইয়াছেন, ইহাই আমার উত্তম বর। বস্তুতঃ অপুণ্যকারীদিগের প্রতি আপনি কখনই তুষ্ট হন না। হে মহাদেব! যদি অবশ্যই আমায় অন্যবর প্রদান করেন, তবে আমার প্রার্থনা—আপনার এই অনন্ত অসীম লিঙ্গকে অচিরে লঘু করুন। এই লিঙ্গ বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ইহার লঘুকরণে লোকসৃষ্টি সাধিত হইবে। পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর মহে- শ্বর সেই লিঙ্গ সংক্ষিপ্ত করিয়া কেশবকে কহিলেন,— হে হরে! আমার বাক্য শ্রবণ কর। এই মধ্যতম দেশে আমার এই লিঙ্গ স্থাপন করিয়া তুমি বিধিপূর্ব্বক পূজা কর। ইহাতে তোমার পরম শ্রেয়ঃ, লাভ হইবে। আমার তেজ দ্বারা দগ্ধ হইয়া তুমি যখন কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, তখন লোকে তোমার 'কৃষ্ণ' নামই প্রসিদ্ধ হইবে। যে নর প্রভাতে উঠিয়া 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' এই নাম ভক্তিভরে কীর্ত্তন করিবে, তাহার পরম গতি লাভ হইবে। পুলস্ত্য কহিলেন,—ঈশান এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। বাসুদেব তাহার সেই লিঙ্গ গ্রহণ করিয়া অর্ব্বুদাচলের বিমল জলময় পুণ্য নির্ঝরে স্থাপন করিলেন। তখন

স মর্ত্ত্যো লভতেঽখিলম্॥ ৫১॥ তথা চ সর্ব্বদানানাং নিষ্কামঃ প্রাপ্নুয়াৎফলম্। সকামোঽপি ফলং চেষ্টং যদ্যপি স্যাৎসুদুর্লভম্॥ ৫২॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন স্নানং তত্র সমাচরেৎ। য ইচ্ছেচ্ছাশ্বতং শ্রেয়ো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৫৩॥ একাদশ্যাং মহারাজ নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ। যস্তত্র জাগরং কৃত্বা লিঙ্গস্যাগ্রে সুভক্তিতঃ॥ ৫৪॥ প্রভাতে কুরুতে শ্রাদ্ধং যস্ত শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। পিতৄন্ সন্তারয়েৎ সর্ব্বান্ পূর্ব্বজৈঃ সহ ধর্ম্মবিৎ॥ ৫৫॥ তিলান্ কৃষ্ণাংস্তত্র ব্রাহ্মণেভ্যো দদাতি যঃ। ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈঃ স মর্ত্ত্যো মুচ্যতে ধ্রুবম্॥ ৫৬॥ দর্শনাদেব রাজেন্দ্র কৃষ্ণতীর্থস্য মানবঃ। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৫৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কৃষ্ণতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৪॥

হইতে ঐ তীর্থ ধরাতলে কৃষ্ণতীর্থ নামে খ্যাত হইল। নৃপবর! এক্ষণে ঐ তীর্থস্নানের ফল শ্রবণ করুন। পুণ্য কৃষ্ণহ্রদে স্নান করিয়া যে নর ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, তাহার সর্ব্বতীর্থোদ্ভব অখিল পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। নিষ্কাম ব্যক্তি সর্ব্বদানফল এবং সকাম ব্যক্তি সুদুর্ল্লভ ইষ্ট ফলও প্রাপ্ত হয়। অতএব যে নর শাশ্বত শুভ কামনা করেন, তিনি সর্ব্ব প্রযত্নে ঐ স্থানে স্নান করিবেন। মহারাজ! যে জিতেন্দ্রিয় উপবাসী নর একাদশীর দিন ভক্তিভরে লিঙ্গাগ্রে জাগরণ করিয়া প্রভাতে শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধ করে, সে তাহার পিতৃপিতামহাদি সমস্ত পূর্ব্বপুরুষের উদ্ধার সাধন করিয়া থাকে। যে ধর্ম্মজ্ঞ নর ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণদিগকে কৃষ্ণতিল দান করে, সে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! মানব কৃষ্ণতীর্থের দর্শনেই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, এ কথা নিঃসন্দেহ। ৪৩—৫৭।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ তীর্থং পাপপ্রণাশনম্। মামুহ্রদমিতি খ্যাতং তস্মিন্ পর্ব্বতরোধসি॥ ১॥ তত্র স্নাতো নরঃ সম্যক্ শ্রদ্ধাবান্ সুসমাহিতঃ। মুচ্যতে পাতকৈর্ঘোরৈঃ পূর্ব্বজন্মকৃতৈরপি॥ ২॥ তস্য পশ্চিমদিগ্ভাগে লিঙ্গমস্তি মহীপতে। সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাং স্থাপিতং মুদ্গলেন তু॥ ৩॥ স্নাত্বা মামুহ্রদে পুণ্যে যস্তল্লিঙ্গং পশ্যতি। শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং ফাল্গুনে মাসি মানবঃ। স প্রাপ্নোতি পরং শ্রেয়ঃ সর্ব্বতীর্থেষু দুর্লভম্॥ ৪॥ যস্তত্র কুরুতে শ্রাদ্ধং দক্ষিণাং মূর্ত্তিমাশ্রিতঃ। পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি যাবদাভূতসম্প্লবম্॥ ৫॥ তত্র দানং প্রশংসন্তি নীবারাণাং মহর্ষয়ঃ। শাকমূলাদিভিঃ শ্রাদ্ধং পিতৄণাং তুষ্টিদং নৃপ॥ ৬॥ যযাতিরুবাচ। মামুহ্রদমিতি বিভো কথং নামাভবৎ পুরা। মুদ্গলস্যাশ্রমং ব্রূহি মম সর্ব্বং বিধানতঃ॥ ৭॥ পুলস্ত্য উবাচ। তত্রস্থস্য পুরা রাজন্মুদ্গলস্য মহাত্মনঃ। বিমানং বরমাদায় দেবদূতঃ সমাগতঃ॥ ৮॥ সোঽব্রবীদ্দেবরাজোঽহং প্রেষিতো মুনিসত্তম। তবার্থায়ারুহৈনং

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অনন্তর অর্ব্বুদাদ্রির তটস্থিত পাপহর মামু হ্রদ তীর্থে গমন করিবে। সম্যক্ শ্রদ্ধান্বিত সুসমাহিত নর তথায় স্নান করিয়া পূর্ব্বজন্মকৃত ঘোর পাতক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। রাজন্! উহার পশ্চিম দিকে মুদ্গলস্থাপিত সর্ব্বকাম-প্রদ এক লিঙ্গ আছে। ফাল্গুন মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে মামু হ্রদে স্নান করিয়া যে নর সেই লিঙ্গ দর্শন করে, তাহার সর্ব্বতীর্থদুর্লভ পরম মঙ্গল লাভ হয়। দক্ষিণা মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া যে নর তথায় শ্রাদ্ধ করে, আপ্রলয়, তাহার পিতৃপুরুষগণ পরিতৃপ্ত থাকেন। মহর্ষিগণ ঐ তীর্থে নীবার দানের প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে নৃপ! এ তীর্থে শাক, মূল ও ফলাদি শ্রাদ্ধ পিতৃগণের তৃপ্তিপ্রদ। যযাতি কহিলেন,—ভগবন্! মুদ্গলাশ্রম মামুহ্রদ নামে কিরূপে বিখ্যাত হইল, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। ১—৭। পুলস্ত্য কহিলেন,—রাজন্! একদা মহাত্মা মুদ্গল আশ্রমে আছেন, এমন সময় জনৈক দেবদূত ঐ স্থানে আগমন করিল, আসিয়া বলিল,—মুনিবর! দেবরাজ আমায় আপনার নিকট পাঠা-

স্ব বিমানং গম্যতাং দিবি। ৯। মুদ্গল উবাচ। স্বর্গস্য যে গুণা দূত যে চ দোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। তান্মে বদ করিষ্যেহহং শ্রুত্বা বৈ যৎক্ষমং ভবেৎ॥ ১০॥ শ্রুত্বা তান্ সকলান্ দূত স্বাগমিষ্যামাহং ততঃ॥ ১১॥ দেবদূত উবাচ। অলমেতেন দর্পেণ ক্রিয়তাং শক্রজল্পিতম্। পুণ্যৈঃ স্বকৈর্দ্বিজশ্রেষ্ঠ সমাগচ্ছেরিদং ভৃত্তং॥ ১২॥ মুদ্গল উবাচ। অশ্রুত্বৈস্তৈর্ন গচ্ছেহহমেতন্মে হৃদি নিশ্চিতম্। করিষ্যেহহং তপো ভূরি পূজয়িষ্যে মহেশ্বরম্॥ ১৩॥ দূত উবাচ। ন শক্তঃ স্বর্গগুণান্ বক্তুমপি বর্ষশতৈরপি। সংক্ষেপাৎ কথয়িষ্যামি যদি তে নিশ্চয়ঃ পরঃ॥ ১৪॥ নন্দনাদীনি রম্যাণি তত্র দেববনানি চ। অনন্তসদৃশা ভোগাঃ সদা তৃপ্তির্দ্বিজোত্তম॥ ১৫॥ বুভুক্ষা নৈব তৃষ্ণা চ নিদ্রালস্যে ন চ প্রভো। রম্ভাদ্যাপ্সরসো মুখ্যা গন্ধর্ব্বাস্তুম্বরাদয়ঃ। রময়ন্তি নরং তত্র গীতৈর্নৃত্যৈরনেকশঃ॥ ১৬॥ এবং চ বসতে তত্র জনঃ স্বর্গে তপোধন। যাবৎ পুণ্যক্ষয়স্তাবৎ পশ্চাৎপাতমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৭॥ এক এব মুনে দোষঃ স্বর্লোকে প্রতিভাতি মে। স এব পতনাখ্যস্তু স্বর্গিণাং চ ভয়াবহঃ॥ ১৮॥ ন পুণ্যং লভতে তত্র কর্ত্তুং বিপ্র কথঞ্চন। কর্ম্মভূমিরিয়ং ব্রহ্মন্ ভোগভূমিস্তু সা স্মৃতা॥ ১৯॥ যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম শুভং তত্রোপভুজ্যতে। তথা দৃষ্ট্বা বিমানস্থান্ ভূরিধর্ম্মাদিসংযুতান্॥ ২০॥ বহুতেজোহন্বিতান্ স্বর্গে হ্যল্পপুণ্যো দ্বিজোত্তম। পশ্চাত্তাপজদুঃখেন স্বর্গস্থো দুঃখিতঃ সদা॥ ২১॥ ন ময়া সুকৃতং ভূরি কৃতং মর্ত্ত্যে কথঞ্চন॥ ২২॥ তথা চ পতমানাংশ্চ দৃষ্ট্বা চান্যান্ সহস্রশঃ। আত্মনশ্চ মহদ্দুঃখং জায়তে চ তদদ্ভুতম্॥ ২৩॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং গুণদোষসমুদ্ভবম্। স্বর্গসঞ্চেষ্টিতং ব্রহ্মন্ কুরুষ্ব যদভীপ্সিতম্॥ ২৪॥ মুদ্গল উবাচ। পতনস্তু ভয়ং যত্র পুণ্যহানির্ন বর্দ্ধনম্। তেন স্বর্গেণ মে দূত নৈব কার্য্যং কথঞ্চন॥ ২৫॥ বাচাস্ত্বয়া মমাদেশাদ্দেবরাজঃ স্ফুটং বচঃ। ক্ষম্যতামপরাধো মে ন স্বর্গায় স্পৃহা মম॥ ২৬॥ তৎকর্ম্মাহং করিষ্যামি যেন নো পতনাত্ভয়ম্। সাধয়িষ্যামি

ইয়া দিয়াছেন। এই বিমানে আরোহণ করিয়া আপনি স্বর্গে আগমন করুন। মুদ্গল কহিলেন,—দেবদূত! স্বর্গের কি কি দোষ বা কি কি গুণ, তাহা আমায় বল, আমি শুনিয়া যেরূপ হয় করিব। তুমি ঐ সকল বলিলে, পরে আমি আগমন করিব। দেবদূত কহিল,—এরূপ গর্ব্বোক্তির প্রয়োজন নাই। ইন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, আপনি তাহাই করুন। দ্বিজবর! স্বীয় পুণ্যফলে আপনি এক্ষণে স্বর্গে আসুন। মুদ্গল কহিলেন,—আমি নিশ্চয় করিয়াছি, স্বর্গের গুণাগুণ না শুনিয়া তথায় যাইব না। আমি প্রভূত তপস্যা করিব; মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিব। দূত কহিলেন,—আমি শত বর্ষেও স্বর্গের গুণ বর্ণনে সক্ষম নহি। তথাচ যদি আপনার এরূপ নিশ্চয় হয়, তবে আমি সংক্ষেপে কিছু কিছু বলিতেছি। স্বর্গে নন্দনাদি রম্য রম্য দেববনশ্রেণী; অনন্তসদৃশ ভোগ এবং সর্ব্বদাই তৃপ্তি বা সন্তোষ; সেখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই; নিদ্রালস্য নাই; রম্ভাদি প্রধান প্রধান অপ্সরা ও তুম্বুরাদি গন্ধর্ব্বগণ নৃত্যগীত দ্বারা নরগণের মনোহরণ করে। হে তপোধন! এইরূপে জনগণ স্বর্গে বাস করে। যখন তাঁহাদের পুণ্যক্ষয় হইয়া যায়, তখন স্বর্গ হইতে পতন হইয়া থাকে। হে মুনে! স্বর্গে মাত্র একটী দোষই প্রতিভাত, সেই ভীষণ দোষ—স্বর্গ হইতে স্বর্গবাসীদিগের পতন। হে বিপ্র! সেখানে কেহ কোনরূপ পুণ্যলাভ করিতে পারে না। আপনি যথায় আছেন, ইহা কর্ম্মভূমি; আর স্বর্গ হইল ভোগভূমি। এখানে যে কিছু শুভকর্ম্ম করা যায়, তাহার ফলভোগ স্বর্গে গিয়া হইয়া থাকে। স্বর্গস্থ অল্পপুণ্য লোক, বিমানস্থ বহু ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী বহু তেজঃসম্পন্ন স্বর্গবাসীদিগকে দেখিয়া পশ্চাত্তাপ দুঃখে সদা দুঃখিত হয় এবং মনে মনে আলোচনা করে, আহা মর্ত্ত্যে আমি ভূরি পুণ্য সঞ্চয় করি নাই! ৮—২২। এইরূপে স্বর্গ হইতে পতনোন্মুখ অন্য সহস্র সহস্র লোককে দেখিয়াও নিজের মহাদুঃখ উপস্থিত হয়। ইহাই স্বর্গের আশ্চর্য্য। ব্রহ্মন্! এই আমি স্বর্গের গুণদোষজড়িত সকল বৃত্তান্ত বলিলাম। আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন। মুদ্গল কহিলেন,—যথায় পতনভয় আছে, পুণ্যহানির সম্ভাবনা রহিয়াছে; অথচ পুণ্য-বৃদ্ধির উপায় নাই;—হে দূত! এহেন স্বর্গে আমার প্রয়োজন নাই। তুমি আমার কথানুসারে দেবরাজকে স্পষ্টই বলিবে,—আমার অপরাধ তিনি মার্জ্জনা করুন; স্বর্গে আমার স্পৃহা নাই। আমি এমন কর্ম্ম করিব—যাহাতে আর পতনভয় না থাকে। আমি এমন সমস্ত লোক জয় করিব; যে সকল স্থান হইতে

ত্তাল্লোকান্ যে সদা পাতবর্জ্জিতাঃ ॥ ২৭ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্ত্বা নৃপশ্রেষ্ঠ মুদ্গলঃ স্বর্গনিঃস্পৃহঃ। স্থিতস্তত্রৈব নিরতঃ শিবধ্যানপরায়ণঃ ॥ ২৮ ॥ শ্রুত্বা দূতোঽপি শক্রস্য তস্য বাক্যং স বিস্তরম্। কথয়ামাস শক্রস্য তং ভূয়ঃ সোঽভ্যভাষত ॥ ২৯ ॥ দেবদূতাপ্রমাণঃ চ বিমানং হি ত্বয়া কৃতম্। ন কৃতং কেনচিৎপূর্ব্বং ন করিষ্যতি কশ্চন ॥ ৩০ ॥ তস্মাত্তত্র দ্রুতং গত্বা বলাদানয় তং মুনিম্। আনয়স্বান্যথা শাপং তব দাস্যাম্যসংশয়ম্ ॥ ৩১ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। শক্রস্য বচনং শ্রুত্বা দেবদূতো ভয়ান্বিতঃ। প্রস্থিতঃ সত্বরং তত্র মুদ্গলো যত্র তিষ্ঠতি ॥ ৩২ ॥ মুদ্গলোঽপি বিমানস্থং পুনর্দৃষ্ট্বা সমাগতম্। মামুহ্রদে প্রবিশ্যাথ বারয়ামাস তং তদা ॥ ৩৩ ॥ স তস্য বচনেনৈব স্তম্ভিতো লিখিতো যথা। চলিতুং নৈব শক্নোতি প্রভাবাত্তস্য সন্মুনেঃ ॥ ৩৪ ॥ চিরকালগতং জ্ঞাত্বা দূতং তু ত্রিদশাধিপঃ। স্বয়ং তত্রাযযৌ কোপাদারুহ্যৈরাবণং গজম্ ॥ ৩৫ ॥ অথ দৃষ্ট্বা তদা দূতং স্তম্ভিতং মুদ্গলেন তু। বধার্থং তুদ্যতবজ্রস্য স বজ্রং ভ্রময়ংস্তদা ॥ ৩৬ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু উৎপাতাস্তত্র দারুণাঃ। অপসব্যং মৃগাশ্চক্রুঃ পশবঃ পক্ষিণশ্চ যে। তান্ দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস মুদ্গলো বিস্ময়ান্বিতঃ ॥ ৩৭ ॥ অথ দৃষ্টাম্বরগতং বজ্রোদ্যতকরং হরিম্। স্তম্ভয়ামাস তং সদ্যো দৃষ্টিপাতেন মুদ্গলঃ ॥ ৩৮ ॥ তত্র শক্রঃ স্তুতিং চক্রে ভগ্নোৎসাহো নৃপোত্তম। মুঞ্চ মাং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ যাস্যামি ত্রিদশালয়ম্ ॥ ৩৯ ॥ স্বর্গে বা যদি বা মর্ত্ত্যে তিষ্ঠ ত্বং স্বেচ্ছয়া দ্বিজ। ময়া কৃতঃ সমুদ্যোগো হিতার্থস্তে মুনে হ্যয়ম্ ॥ ৪০ ॥ বরং বরয় ভদ্রং তে নিত্যং যো মনসি স্থিতঃ। তং তে সর্ব্বং প্রদাস্যামি যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্ ॥ ৪১ ॥ মুদ্গল উবাচ। এষ এব বরঃ শ্লাঘ্যো যত্ত্বং দৃষ্টঃ সুরেশ্বর। দর্শনং তে সহস্রাক্ষ স্বপ্নেঽপি সুদুর্লভম্ ॥ ৪২ ॥ অবশ্যং যদি মে দেয়ো বরো বৃত্রনিষূদন। তৎপ্রসাদেন মে মোক্ষো জায়তাং শীঘ্রমেব হি ॥ ৪৩ ॥ মা মু হ্রদং সমাগত্য দূতঃ প্রোক্তো ময়া যতঃ। ততো মামুহ্রদমিতি খ্যাতিং যাতু ধরাতলে ॥ ৪৪ ॥ তীর্থমেতৎ সহস্রাক্ষ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। অত্র স্নাত্বা দিবং যান্তু স্ব-

---

পতন ঘটিবে না। পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! স্বর্গনিস্পৃহ মুদ্গল এই বলিয়া শিবধ্যান-পরায়ণ হইয়া সেইখানেই বাস করিতে লাগিলেন। দূত মুদ্গলের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শক্রসমীপে গিয়া নিবেদন করিলে তিনি তাহাকে পুনরায় বলিলেন,—হে দেবদূত! তুমি বিমানকে অপ্রমাণ করিলে; এরূপ কেহ কখন করে নাই এবং করিবেও না। অতএব তুমি সত্বর গমন করিয়া সেই মুনিকে লইয়া আইস;—অন্যথা নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে শাপ দিব। পুলস্ত্য বলিলেন,—দেবদূত শক্রবাক্যে ভীত হইয়া পুনরায় যেখানে মুদ্গল অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিল। মুদ্গল তখন বিমানযোগে পুনরায় দেবদূতকে আসিতে দেখিয়া মামু হ্রদে প্রবেশ করত তাহাকে নিবারিত করিলেন। দেবদূত তখন তাহার বাক্যে স্তম্ভিত হইয়া লিখিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল; তাহার চলিবার সামর্থ্য রহিল না। এদিকে ত্রিদশাধিপ দূতের বিলম্ব দেখিয়া কোপে স্বয়ং ঐরাবতারোহণে তথায় আগমন করিলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি দূতকে মুদ্গল কর্ত্তৃক স্তম্ভিত দর্শন করত তাঁহার বধার্থ বজ্র ভ্রামিত করিতে লাগিলেন। এই সময় ঐ স্থানে দারুণ উৎপাত সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। পশুপাকসমূহ অপসব্য করিতে লাগিল। এই সকল উৎপাত অবলোকন করিয়া মুদ্গল চিন্তান্বিত হইলেন।২৩-৩৭। অনন্তর তিনি ইন্দ্রকে অম্বরে বজ্রোদ্যতকর দর্শন করিয়া দৃষ্টিপাত করিয়াই তাঁহাকে স্তম্ভিত করিলেন। তখন শক্র ভগ্নোৎসাহ হইয়া এই বলিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন যে, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমাকে মোচন করুন, আমি গৃহে গমন করি। স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে আপনার যেখানে ইচ্ছা আপনি সেইখানেই অবস্থান করুন। হে মুনে! আমি আপনার মঙ্গলের জন্যই এরূপ আচরণ করিয়াছিলাম। আপনি উত্তম বর প্রার্থনা করুন; যাহা আপনার মনে নিত্য বিরাজিত, তাহা দুর্লভ হইলেও আমি প্রদান করিব। মুদ্গল বলিলেন,—হে সুরেশ্বর! ইহাই আমার শ্লাঘ্য বর যে, আপনি আমার সাক্ষাৎকৃত হইয়াছেন। আপনার দর্শন স্বপ্নের অগোচর। তবে যদি অবশ্যই আমায় বর দেয় বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা হইলে আপনার প্রসাদে যাহাতে আমার সত্বর মোক্ষ লাভ হয়, আপনি তাহা করুন। আর যে হেতু আমি এই হ্রদে প্রবেশ করিয়া দূতকে 'মামু' বলিয়াছিলাম, অতএব এই হ্রদ ধরাতলে মামু-হ্রদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করুক। অপিচ এই স্থান সর্ব্বপাপপ্রণাশন তীর্থ-

প্রসাদাৎ সুরেশ্বর । ৪৫ । পিণ্ডদানাৎ পরাং প্রীতিং লভন্তাং পিতরোহত্র হি । ৪৬ । ইন্দ্র উবাচ । মামুহ্রদমিতি খ্যাতং তীর্থমেতদ্ভবিষ্যতি । বরিষ্ঠং নাত্র সন্দেহো মৎপ্রসাদাদ্দ্বিজোত্তম । ৪৭ । অত্র যে ফাল্গুনে মাসি পৌর্ণমাস্যাং সমাহিতাঃ । করিষ্যন্তি পুনঃ স্নানং তে যাস্যন্তি পরাং গতিম্ । পিণ্ডদানাদ্গয়াতুল্যং লপ্স্যন্তে ফলমুত্তমম্ । পুণ্যদানফলং চাত্র সংখ্যাহীনং দ্বিজোত্তম । ৪৯ । পুলস্ত্য উবাচ । এবমুক্ত্বা যযৌ স্বর্গং দূতমাদায় বজ্রভৃৎ । মুদ্গলোহপি পরং ব্রহ্ম চিন্তয়ন্ হ্যনিশং ততঃ । ৫০ । শুক্লধ্যানপরো ভূত্বা মোক্ষং প্রাপ্তস্ততোহক্ষয়ম্ । ৫১ । অত্র গাথা পুরা গীতা নারদেন মহাত্মনা । বহুবিপ্রসমাবায়ে পর্ব্বতেহস্মিন্মহীপতে । ৫২ । মামুহ্রদে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা তং মুদ্গলেশ্বরম্ । ইহ ভুক্ত্বাখিলান্ কামনান্তে মুক্তিমবাপ্স্যতি । এতস্মাৎ কারণাদ্রাজন্মামুহ্রদমিতি স্মৃতম্ । ৫৩ । তত্তীর্থং সর্ব্বতীর্থানাং প্রবরং লোকবিশ্রুতম্ । তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন স্নানং তত্র সমাচরেৎ । ৫৪ । মোক্ষকামো বিশেষেণ য ইচ্ছেৎ পরমং পদম্ । চণ্ডিকাশ্রমমাসাদ্য কি পুনঃ পরিতপ্যতে । ৫৫ ।

ইতি শ্রীস্কান্দে মামুহ্রদোৎপত্তিবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৫ ।

রূপে পরিণত হউক । জনগণ এই তীর্থে স্নান করিয়া আপনার প্রসাদে স্বর্গলাভ করুক এবং পিতৃগণ পিণ্ডদান হেতু পরম প্রীতি প্রাপ্ত হউন । ইন্দ্র বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম ! এই বরিষ্ঠ তীর্থ আমার প্রসাদে মামুহ্রদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে সন্দেহ নাই । অধিকন্তু যে সকল মানব ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতে এখানে স্নান করিবে, তাহারা পরম গতি লাভ করিবে । এখানে পিণ্ডদানে গয়া তুল্য ফললাভ হইবে । হে দ্বিজোত্তম ! অত্রত্য পবিত্র দানফল অসংখ্য বলিয়া জানিবেন । পুলস্ত্য কহিলেন—এই বলিয়া ইন্দ্র দূতকে লইয়া স্বর্গে গমন করিলেন । মুদ্গলও অহর্নিশ নির্ম্মল ব্রহ্ম-ধ্যান-পরায়ণ হইয়া অক্ষয় মোক্ষ প্রাপ্ত হইলেন । হে মহীপতে ! পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ বহু বিপ্র-সমাবায়ে এই পর্ব্বতে এই গাথা গান করিয়াছিলেন যে, নর মামুহ্রদে স্নান করিয়া মুদ্গলেশ্বর দর্শন করিলে ইহলোকে অখিল ভোগ ভোগ করিয়া অন্তে মুক্তি প্রাপ্ত হয় ; এই কারণেই ইহাকে মামুহ্রদ বলে । এই তীর্থ সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ এবং লোক-বিশ্রুত । অতএব

ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ

যযাতিরুবাচ । চণ্ডিকায়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ কথং তত্রাশ্রমোহভবৎ । কস্মিন্ কালে ফলং তেন কিং দৃষ্টেন ভবেন্নৃণাম্ । ১ । পুলস্ত্য উবাচ । শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশিনীম্ । যাং শ্রুত্বা মানবঃ সম্যক্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে । ২ । পুরা দেবযুগে রাজন্মহিষো নাম দানবঃ । পিতামহবরাদ্দৃপ্তঃ সর্ব্বদেবভয়ঙ্করঃ । ৩ । তেন শক্রাদয়ো দেবা জিতাঃ সঙ্খ্যে সহস্রশঃ । ভয়াত্তস্য দিবং হিত্বা গতাস্তে বৈ যথাদিশম্ । ৪ । ত্রৈলোক্যং স বশে কৃত্বা স্বয়মিন্দ্রো বভূব হ । ৫ । আদিত্যা বসবো রুদ্রা নাসত্যৌ মরুতাং গণাঃ । কৃতাস্তেন তথা দৈত্যা যথার্হং বলবত্তরাঃ । ৬ । বহ্নির্ভয়ং সমাপন্নস্ত্যক্ত্বা দেবগণাংস্তদা । দানবেভ্যো হবির্ভাগং দেবেভ্যো ন প্রযচ্ছতি । ৭ । উদ্যোতং কুরুতে

সর্ব্বপ্রযত্নে এখানে স্নানাচরণ করা কর্ত্তব্য । মোক্ষকামী, বিশেষতঃ যে পরম পদ ইচ্ছা করে, সে অত্রত্য চণ্ডিকাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া কি আর কখন পরিতাপ করিয়া থাকে ? ৩৮—৫৫ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫ ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

যযাতি কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! মামুহ্রদে চণ্ডিকাশ্রম কি প্রকারে হইল এবং তথায় কোন্ সময় কি দর্শন করিলে মানবগণের কি ফল লাভ হয় ? আপনি তাহা বলুন । পুলস্ত্য কহিলেন,—রাজন্ ! শ্রবণ করুন, সেই পাপ-প্রণাশিনী কথাই কহিতেছি, যাহা শুনিয়া মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করে । হে রাজন্ ! পূর্ব্বে দেবযুগে মহিষ নামে এক দানব ছিল । এই দানব পিতামহবরে উদ্ধত হইয়া সর্ব্বদেব-ভয়ঙ্কর হয় । সে শক্রাদি সমস্ত দেবতাকে সমরে পরাজিত করে । দেবগণ তাহার ভয়ে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া নানা দিকে যথেচ্ছ পলাইয়া যান । দানব ত্রৈলোক্যকে বশীভূত করিয়া স্বয়ংই ইন্দ্র হয় ; হইয়া বলবান্ দৈত্যদিগকে আদিত্য, বসু, রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুদ্গণের পদ প্রদান করে । বহ্নি তখন ভয়ে দেবতাদিগকে হবির্ভাগ প্রদান না করিয়া দৈত্যদিগকেই প্রদান করিতে লাগিলেন । সূর্য্য তাহার

সূর্য্যো যাদৃক্‌কস্তাভিসম্মতঃ। যজ্ঞভাগং বিনাপ্যেয় ভয়াৎপার্থিবসত্তম॥ ৮॥ লোকপালাস্তথা সর্ব্বে তস্য কর্ম্ম প্রচক্রিরে। দাসবৎ পার্থিবশ্রেষ্ঠ যজ্ঞভাগং বিনাকৃতাঃ॥ ৯॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সর্ব্বে দেবাঃ সমেত্য তু পপ্রচ্ছুর্ব্বিনয়োপেতা বিপ্রশ্রেষ্ঠং বৃহস্পতিম্॥ ১০॥ ভগবন্ কিং বয়ং কুর্ম্মঃ কুত্র যামো নিরাশ্রয়াঃ। তস্মাদ্ ব্রূহি ক্ষয়োপায়ং মহিষস্য দুরাত্মনঃ॥ ১১॥ এবমুক্তো গুরুর্দ্দেবৈর্ধ্যাত্বা কালং চিরং নৃপ। ততস্তাংস্ত্রিদশান্ প্রাহ জীবয়ন্নিব ভূপতেঃ॥ ১২॥ বৃহস্পতিরুবাচ। ব্রহ্মলব্ধবরো দৈত্যঃ পৌরুষে চ ব্যবস্থিতঃ। অবধ্যঃ সর্ব্বদেবানাং মুক্তৈকাং যোষিতং সুরাঃ। ব্রজধ্বং সহিতাস্তস্মাদর্ব্বুদং পর্ব্বতোত্তমম্॥ ১৩॥ তপোহর্থং তত্র সংসিদ্ধির্জায়তামচিরাদ্ধি বঃ। শক্তিরূপাং পরাং দেবীং চণ্ডিকাং কামরূপিণীম্॥ ১৪॥ আরাধয়ধ্বমেকান্তে যয়া ব্যাপ্তমিদং জগৎ॥ সা তুষ্টা বৈ বধার্থং তু মহিষস্য দুরাত্মনঃ॥ ১৫॥ করিষ্যতি সমুদ্‌যোগমবতারসমুদ্ভবম্। তস্যা হস্তেন সোহবশ্যং বধং প্রাপ্স্যতি দুর্ম্মতিঃ॥ ১৬॥ অহং বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি শক্তিয়ং মন্ত্রমুত্তমম্। পূজাবিধানসংযুক্তং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শুভম্॥ ১৭॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্তাঃ সুরাঃ সর্ব্বে হর্ষেণ মহতান্বিতাঃ। তেনৈব সহিতা রাজন্ গতাঃ পর্ব্বতমর্ব্বুদম্॥ ১৮॥ তত্র স্নাতান্ শুচীন্ সর্ব্বান্ দীক্ষয়ামাস গীষ্পতিঃ। শক্তিমৈঃ পরমৈর্মন্ত্রৈঃ সদ্যঃসিদ্ধিকরৈর্নৃপ॥ ১৯॥ সার্দ্ধযামত্রয়ং তত্র পরিবারসমন্বিতাঃ। বলিপুজোপহারৈশ্চ গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ॥ ২০॥ মন্ত্রেণ বিবিধেনৈব চারুস্তোত্রেণ ভক্তিতঃ। প্রার্থয়ন্তস্তথা নিত্যং দীপজ্যোতিঃসমাহিতাঃ॥ ২১॥ নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা গুরুভক্তিপরায়ণাঃ। অঙ্গন্যাসসমাযুক্তাঃ সমদর্শিত্বমাগতাঃ॥ ২২॥ এবং সন্তিষ্ঠমানানাং তেষাং পার্থিবসত্তম। সপ্ত মাসা ব্যতিক্রান্তাস্ততস্তুষ্টা সুরেশ্বরী॥ ২৩॥ দীপজ্যোতিঃসমাবেশাত্তেষাং গাত্রেষু পার্থিব। মন্ত্রেণ পরিপূতানাং পরং তেজো ব্যবর্দ্ধত॥ ২৪॥ দ্বাদশার্কপ্রভা জাতাঃ ষণ্মাসাভ্যন্তরেণ তে। অথ তাংস্তেজসা যুক্তান্ জ্ঞাত্বা জীবো মহীপতে॥ ২৫॥ মণ্ডলং চারয়ামাস সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্। উপবেশ্য ততঃ সর্ব্বান্ সমন্তাংস্ত্রিদশান-

অভিমত তাপ বিতরণ করিতে লাগিলেন। লোকপালগণ যজ্ঞভাগ-বর্জ্জিত হইয়া দাসবৎ তাঁহার কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎ কাল অতীত হইলে একদা দেবগণ সকলে মিলিত হইয়া বিনীতভাবে বিপ্রশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! আমরা করি কি, নিরাশ্রয় অবস্থায় যাই কোথায়? আপনি আমাদিগকে দুরাত্মা মহিষের বধোপায় বলিয়া দেন। হে ভূপতে! অনন্তর দেবগুরু বৃহস্পতি দেবগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কিয়ৎকাল ধ্যানের পর তাঁহাদিগকে জীবিত করিয়াই যেন বলিলেন,—হে দেবগণ! এই দৈত্য ব্রহ্মা হইতে বর লাভ করিয়া বিশিষ্ট পৌরুষ লাভ করিয়াছে। সে এক রমণী ব্যতীত দেবতাগণের বধ্য নহে। অতএব তোমরা তপস্যার্থ পর্ব্বতোত্তম অর্ব্বুদে গমন কর; অচিরাৎ তোমাদের সিদ্ধিলাভ হইবে। সেখানে গিয়া শক্তিরূপিণী পরমা দেবী কামরূপিণী চণ্ডিকার আরাধনা কর। এই জগৎ ব্যাপিয়া তিনিই বিরাজ করিতেছেন। তিনি তুষ্টা হইলে দুরাত্মা মহিষের বধসাধনার্থ অবতারোদ্‌যোগ করিবেন। তাঁহার হস্তে সেই দুর্ম্মতি অবশ্যই বধ প্রাপ্ত হইবে।১—১৬। আমি তোমাদের নিকট ভুক্তিমুক্তিপ্রদ উক্ত শক্তিমন্ত্র ও পূজাবিধি কীর্ত্তন করিতেছি। পুলস্ত্য কহিলেন, বৃহস্পতি এই কথা কহিলে সুরগণ মহা হর্ষাবিষ্ট হইয়া তাঁহারই সহিত অর্ব্বুদাচলে গমন করিলেন। সেখানে তাঁহারা স্নান করিলে, বৃহস্পতি সদ্যঃ সিদ্ধিকর পরম শক্তিমন্ত্রে তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করিলেন, দেবগণ দীক্ষিত হইয়া প্রতিদিবসের সার্দ্ধ যামত্রয় সপরিবারে বলি, পুজোপহার, গন্ধ, মাল্য ও অনুলেপনাদি দ্বারা বিবিধ মন্ত্রে মনোহর স্তোত্রে ভক্তির সহিত দেবীর উপাসনা ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। দেবগণ তৎকালে নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, নিতান্ত ভক্তিতৎপর, অঙ্গন্যাস-নিরত সমদর্শী হইলেন এবং নিত্য নিত্য দেবীকে দীপজ্যোতি দান করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় তাঁহাদের সপ্তমাস অতীত হইল। অনন্তর দেবী সুরেশ্বরী তুষ্ট হইলেন। দেবগণ দীপজ্যোতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বাঙ্গ মন্ত্রপরিপূরিত করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহাদের গাত্রে পরম তেজ বৃদ্ধি পাইল। তাঁহারা ষণ্মাসাভ্যন্তরে দ্বাদশার্কের ন্যায় দেদীপ্যমান হইলেন। হে রাজন্! অনন্তর বৃহস্পতি তাঁহাদিগকে তেজোযুক্ত জানিয়া এক সর্ব্বসিদ্ধিকর মণ্ডল বিরচনপূর্ব্বক তদুপরি সমস্ত

য়াম্॥ ২৬॥ তেষাং শরীরগং তেজঃ শক্তিমৈর্য্যকৃত-সত্তমৈঃ। আকৃষ্য স্থাপয়ামাস মণ্ডলে তত্র পার্থিব॥ ২৭॥ ততস্তেজোময়ী কন্যা তত্র জাতা স্বরূপিণী। শক্তিরূপা মহাকায়া দিব্যলক্ষণলক্ষিতা॥ ২৮॥ ইন্দ্রস্তস্যৈ দদৌ বজ্রং স্বপাশঞ্চ জলেশ্বরঃ। শক্তিঞ্চ ভগবানগ্নিঃ সিংহযানং ধনাধিপঃ॥ ২৯॥ অন্যে চৈব গণাঃ সর্ব্বে নিজশস্ত্রাণি হর্ষিতাঃ। তস্যৈ দত্ত্বা পশ্চাৎ স্তুতিং চক্রুঃ সমাহিতাঃ॥ ৩০॥ দেবা ঊচুঃ। নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে কাঞ্চনপ্রভে। নমস্তে পদ্মপত্রাক্ষি নমস্তে জগদম্বিকে॥ ৩১॥ নমস্তে বিশ্বরূপে চ নমস্তে বিশ্বসংস্তুতে। ত্বং মতিস্ত্বং ধৃতিঃ কান্তিস্ত্বং সুধা ত্বং বিভাবরী॥ ৩২॥ ক্ষমা ঋদ্ধিঃ প্রভা স্বাহা সাবিত্রী কমলা সতী। ত্বং গৌরী ত্বং মহামায়া চামুণ্ডা ত্বং সরস্বতী॥ ৩৩॥ ভৈরবী ভীষণাকারা চণ্ডমুণ্ডাসিধারিণী। ভূতপ্রিয়া মহাকায়া ঘটাঙ্গী বিক্রমোৎকটা॥ ৩৪॥ মদ্যমাংসপ্রিয়া নিত্যং ভক্তত্রাণপরায়ণা। ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ৩৫॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবং স্তুতা সুরৈঃ সর্ব্বৈস্ততো দেবী প্রহর্ষিতা। তানব্রবীদ্বরং সর্ব্বা গৃহ্নন্তু মম দেবতাঃ॥ ৩৬॥ দেবা ঊচুঃ। দানবো মহিষো নাম পিতামহবরাদিতঃ। অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং দেবানাঞ্চ তথা কৃতঃ॥ ৩৭॥ মুক্ত্বৈকা যোষিতং দেবি তস্মাত্বং বিনিপাতয়॥ ৩৮॥ দেব্যুবাচ। গচ্ছধ্বং ত্রিদশাঃ সর্ব্বে স্বানি স্থানানি নির্বৃতাঃ॥ ৩৯॥ অহং তং সূদয়িষ্যামি সময়ে পর্য্যুপস্থিতে। এবমুক্তা গতাঃ সর্ব্বে দেবাঃ স্থানানি হর্ষিতাঃ॥ ৪০॥ দেবী তত্রৈব সংহৃষ্টা স্থিতা পর্ব্বতরোধসি। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য নারদো ভগবান্ মুনিঃ॥ ৪১॥ তত্র দেবীঞ্চ সংদৃষ্ট্বা তীর্থযাত্রাপরায়ণঃ। ত্রিবিষ্টপমনুপ্রাপ্তো মহিষো যত্র তিষ্ঠতি॥ ৪২॥ তত্র দৃষ্ট্বা মুনিং প্রাপ্তং প্রণম্য মহিষাসুর। বিনয়েন সমাযুক্তো হ্যভ্যুত্থানমথাকরোৎ॥ ৪৩॥ ততস্তং পূজয়ামাস মধুপর্কার্ঘবিষ্টরৈঃ। সুখাসীনং সুবিশ্রান্তং জ্ঞাত্বা বাক্যমুবাচ হ॥ ৪৪॥ কুতো ভবানিতঃ প্রাপ্তঃ কিমর্থং মুনিসত্তম। অমী পুত্রাস্তথা রাজ্যং কলত্রাণি ধনানি চ॥ ৪৫॥ অহং ভৃত্যসমাযুক্তঃ কিমনেন দ্বিজোত্তম। সর্ব্বং তেঽহং

স্বর্গবাসীদিগকে উপবেশন করাইলেন। দেবগণের শরীরগত তেজ শক্তিমন্ত্রে আকর্ষণ করিয়া পরে তিনি সেই মণ্ডলে স্থাপন করিলেন। অনন্তর এক তেজোময়ী কন্যা প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ কন্যা দিব্য-লক্ষণলক্ষিতা, শক্তিরূপা ও মহাকলেবরা। ইন্দ্র তাহাকে বজ্র দান করিলেন। পরে জলেশ্বর স্বীয় পাশ, অগ্নি স্বশক্তি এবং ধনাধিপ সিংহবাহন প্রদান করিলেন। এইরূপে অন্যান্য দেবগণ সহর্ষে স্ব স্ব অস্ত্র-শস্ত্র তাঁহাকে প্রদান করিয়া পরে সমাহিতভাবে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—হে দেবদেবেশি! হে কাঞ্চনপ্রভে! তোমাকে নমস্কার নমস্কার। হে জগদম্বিকে! হে পদ্ম-পত্রাক্ষি! তোমাকে নমস্কার নমস্কার। হে বিশ্ব-রূপে! হে বিশ্বসংস্তুতে! তোমাকে নমস্কার নমস্কার। হে দেবি! তুমি মতি, তুমি ধৃতি, তুমি কান্তি, তুমি সুধা, এবং বিভাবরী। তুমি ক্ষমা, ঋদ্ধি, প্রভা, স্বাহা, সাবিত্রী, কমলা, সতী, গৌরী, মহামায়া, চামুণ্ডা, সরস্বতী, ভৈরবী, ভীষণাকারা, চণ্ডমুণ্ডাসিধারিণী, ভূতপ্রিয়া, মহাকায়া, ঘটাঙ্গী, বিক্রমোৎকটা, নিত্য মদ্যমাংসপ্রিয়া ও ভক্তত্রাণপরা-য়ণা। হে মাতঃ! তুমি সচরাচর নিখিল ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত করিয়া আছ। পুলস্ত্য কহিলেন,—দেবী দেব-গণের স্তবে হৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন,—তোমরা বর গ্রহণ কর।১৭—৩৬। দেবগণ বলি-লেন,—হে দেবি! মহিষ নামক দানব পিতামহের বরে সর্ব্বভূতের ও দেবগণের অবধ্য হইয়াছে। এক রমণী ব্যতীত তাহাকে আর কেহই বধ করিতে সমর্থ নহে। হে দেবি! অতএব আপনি তাহাকে নিপাতিত করুন। দেবী বলিলেন,—দেবগণ! তোমরা স্বস্থানে গমন কর; আমি সময় উপস্থিত হইলে তাহাকে বধ করিব। দেবীর বাক্যে দেবগণ হৃষ্ট হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। দেবী হৃষ্টান্তঃকরণে সেই অচল-পাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা ভগ-বান্ নারদ মুনি তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অর্ব্বুদাচলে গিয়া তথায় দেবীকে অবস্থান করিতে দেখিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তথায় গিয়া তিনি দেখিলেন যে, স্বর্গে মহিষদানব অবস্থান করিতেছে। মহিষ মুনিকে সমাগত দেখিয়া বিনীতভাবে অভ্যুত্থান করত মধুপর্কার্ঘ্যবিষ্টর দ্বারা তাঁহার পূজা করিল। পরে মুনি সুখাসীন হইলে প্রণামপূর্ব্বক দানব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে মুনিসত্তম! আপনি কোথা হইতে এখানে কি জন্য আগমন করিলেন? আমার এই রাজ্য, পুত্র, কলত্র, ধন, সভৃত্য আমি, এ সকলের কি দিয়া আপনার প্রয়োজন সাধন করিব? আমি এই সমস্তই আপনাকে প্রদান করিব;

প্রদাস্যামি স্তুহি যেন প্রয়োজনম্॥ ৪৬॥ নারদ উবাচ। অভিনন্দামি তে সর্ব্বমেতত্ত্বয্যুপপদ্যতে। নিঃস্পৃহা হি বয়ং নিত্যং মুনিধর্ম্মং সমাশ্রিতাঃ॥ ৪৭॥ কৌতূহলাদিহ প্রাপ্তশ্চিরাত্তে দর্শনং গতঃ। মর্ত্ত্যলোকাৎ সমাগতো যাস্যামি ব্রহ্মণঃ পদম্॥ ৪৮॥ মহিষাসুর উবাচ। কচিদ্দৃষ্টং ত্বয়া কিঞ্চিদাশ্চর্য্যং ভূতলে মুনে। দৈবং বা মানুষং বাপি দানবা লক্ষিতা বিভো॥ ৪৯॥ নারদ উবাচ। অত্যাশ্চর্য্যং ময়া দৃষ্টং দানবেন্দ্র ধরাতলে। যন্ন দৃষ্টং কচিৎ পূর্ব্বং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে॥ ৫০॥ অস্ত্যর্ব্বুদ ইতি খ্যাতঃ পর্ব্বতো ধরণীতলে। সর্ব্বর্ত্তুপুষ্পিতৈর্বৃক্ষৈঃ শোভিতঃ স্বর্গসন্নিভঃ॥ ৫১॥ বকুলৈশ্চম্পকৈশ্চাম্রৈরশোকৈঃ কর্ণিকারকৈঃ। শালৈস্তালৈশ্চ খর্জ্জুরৈর্বটৈর্ভল্লাতকৈর্ধবৈঃ॥ ৫২॥ সরলৈঃ পনসৈস্তিন্দুকৈঃ করবীরকৈঃ। মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ মলয়ৈশ্চন্দনৈস্তথা॥ ৫৩॥ পুষ্পজাতিবিশেষৈশ্চ সুগন্ধৈরপ্যনেককৈঃ। খাদ্যৈঃ সর্ব্বৈস্তথা লেহ্যৈশ্চোষ্যৈঃ ফলবরৈর্বৃতঃ॥ ৫৪॥ ন স বৃক্ষো ন সা বল্লী নৌষধী সা ধরাতলে। ন তত্র যা সুরজ্যেষ্ঠ পর্ব্বতে বীক্ষিতা ময়া॥ ৫৫॥ পক্ষিণো মধুরারাবাশ্চকোরশিখিচাতকাঃ। কোকিলা ধার্ত্তরাষ্ট্রাশ্চ ভ্রমরাঃ শ্বেতপত্রকাঃ॥ ৫৬॥ যেষাং শব্দং সমাকর্ণ্য মুনয়োহপি সমাহিতাঃ। ক্ষোভং যান্তি ত্রিকালজ্ঞাঃ কন্দর্পশরপীড়িতাঃ॥ ৫৭॥ নির্ঝরাণি সুরম্যাণি নদ্যশ্চ বিমলোদকাঃ। পদ্মিনীখণ্ডসংযুক্তা হ্রদাঃ শতসহস্রশঃ॥ ৫৮॥ পদ্মপত্রবিশালাক্ষা মধ্যক্ষামাঃ শুচিস্মিতাঃ। বিবেকিনো নরাস্তত্র শাস্ত্রব্রতসমন্বিতাঃ॥ ৫৯॥ কিং চাত্র বহুনোক্তেন যৎকিঞ্চিত্তত্র পর্ব্বতে। স্বেদজাণ্ডজসংজ্ঞেয়া উদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ। সর্ব্বলোকোত্তরাস্তত্র দৃশ্যন্তে পর্ব্বতোত্তমে॥ ৬০॥ দশযোজনবিস্তারো দ্বাভ্যাং সংহিতপর্ব্বতঃ। উচ্চৈঃ পঞ্চ চ স শ্রীমান্মর্ত্ত্যে স্বর্গো ব্যবস্থিত॥ ৬১॥ তত্রাহং কৌতুকাবিষ্ট ইতশ্চেতশ্চ বীক্ষয়ন্। সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ীং নারীমপশ্যং লোকসুন্দরীম্॥ ৬২॥ ন দেবী নাপি গন্ধর্ব্বা নাসুরী ন চ মানুষী। তাদৃগ্রূপা ময়া দৃষ্টা ন শ্রুতা চ বরাঙ্গনা॥ ৬৩॥ রতিঃ প্রীতিস্তিরম্ভা লক্ষ্মীঃ সাবিত্রী চ সরস্বতী। তস্যা রূপস্য

যাহাতে আপনার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, বলুন। নারদ বলিলেন,—হে মহিষ! আমি তোমার এ সমস্তই অনুমোদন করিতেছি; ইহা তোমার উপযুক্তই বটে; কিন্তু দেখ, আমরা নিস্পৃহ ও মুনিধর্ম্ম সমাশ্রিত ব্যক্তি; তবে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমি বহুকালের পর তোমায় দেখিতে আসিয়াছি জানিবে। অধুনা আমি মর্ত্ত্যলোক হইতে আসিতেছি, ব্রহ্মলোকে গমন করিব। মহিষাসুর বলিল,—হে মুনে! আপনি ভূতলে কোন দৈব বা মানুষ আশ্চর্য্য দেখিয়াছেন কি? অথবা দানবেরা কি মিলিত হইয়াছে? নারদ কহিলেন,—দানবেন্দ্র! আমি ধরাতলে যে অত্যাশ্চর্য্য দেখিয়াছি তাহা পূর্ব্বে একবারও ত্রৈলোক্যে দেখি নাই। ধরণীতলে অর্ব্বুদ নামক এক বিখ্যাত পর্ব্বত আছে। উহা সকল ঋতুর সকল কুসুমেই সুশোভিত হইয়া স্বর্গের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। ঐ পর্ব্বতে বকুল, চম্পক, আম্র, অশোক, কর্ণিকার, সাল, তাল, খর্জ্জুর, বট, ভল্লাতক, ধব, সরল, পনস, তিন্দুক, করবীর, মন্দার, পারিজাত, মলয় ও চন্দনাদি বৃক্ষ বিরাজিত। এতদ্ভিন্ন নানাজাতীয় প্রচুর সুগন্ধ পুষ্পে ঐ পর্ব্বত পরিপূর্ণ। সেখানে সর্ব্ববিধ লেহ্য, চোষ্যাদি খাদ্য আছে। নানা জাতীয় উত্তম ফল আছে। হে অসুরবর! ধরাতলে এমন বৃক্ষ বল্লী বা ঔষধি নাই, যাহা সেখানে আমি দেখি নাই। সেখানে চকোর, চাতক, ময়ূর, কোকিল, ধার্ত্তরাষ্ট্র, শ্বেতপত্র ও ভ্রমর প্রভৃতি যে সকল পক্ষী আছে, তাহাদের শব্দ শুনিলে সমাধিস্থ মুনির মনও মুগ্ধ হয়। যাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ ঋষি, তাঁহারাও কন্দর্পশরে পীড়িত হইয়া ক্ষুভিত হইয়া থাকেন। সেখানে রম্য রম্য নির্ঝর, বিমল জলবাহিনী নানা নদী, এবং পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিত শত সহস্র হ্রদ বিদ্যমান। তথায় যে সকল শাস্ত্রব্রতনিরত বিবেকী নর বাস করেন, তাঁহারা সকলেই পদ্মপত্রবৎ বিশালাক্ষ, মধ্যক্ষীণ শুচিস্মিত। অধিক কি, স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ প্রভৃতি যে কিছু পদার্থ পর্ব্বতে আমি দেখিলাম, সে সমুদায়ই অলোকসামান্য। ঐ পর্ব্বতের বিস্তার দশ যোজন। উহা উভয় পর্ব্বতের সম্মিলনে অবস্থিত। উহার উচ্চতা পঞ্চযোজন। ঐ শ্রীমান্ অচলবর যেন মর্ত্ত্যধামের স্বর্গ। সেখানে আমি কৌতুকাবিষ্ট হইয়া ইতস্তত দেখিতে দেখিতে একস্থানে এক পরমা সুন্দরী সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ী নারী দর্শন করিলাম। না দেবী—না গন্ধর্ব্বী—না আসুরী—না মানুষী, কাহাকেই আমি সেরূপ রূপশালিনী দেখি নাই;

লেশেন নৈতাস্তন্যাঃ স্ত্রিয়োঽখিলাঃ ॥ ৬৪ ॥ অহং দৃষ্ট্বা তথারূপাং নারীং কামেন পীড়িতঃ। তদা দানবশার্দ্দূল বৈক্লব্যং পরমং গতঃ ॥ ৬৫ ॥ ততো ধৈর্য্যমবষ্টভ্য ময়া মনসি চিন্তিতম্। ন করিষ্যে সমালাপং তয়া সহ চ কর্হিচিৎ ॥ ৬৬ ॥ যস্যা দর্শনমাত্রেণ কামো মে হৃদি বর্দ্ধিতঃ। তস্যাঃ সম্ভাষণেনৈব কিং ভবিষ্যতি মে পুনঃ ॥ ৬৭ ॥ চিরকালং তপস্তপ্তং ব্রহ্মচর্য্যেণ বৈ ময়া। নাশং যাস্যতি তৎসর্ব্বং বিষয়ৈর্নির্জ্জিতস্য চ। তস্মাদ্গচ্ছামি চান্যত্র যাবন্ন বিকৃতির্ভবেৎ ॥৬৮॥ নারী নাম তপোবিঘ্নং পূর্ব্বং সৃষ্টং স্বয়ম্ভুবা। অর্গলা স্বর্গমার্গস্য সোপানং নরকস্য চ ॥ ৬৯ ॥ তাবদ্ধৈর্য্যং তপঃ সত্যং তাবৎ স্থৈর্য্যং কুলশ্রিয়া। যাবৎ পশ্যতি নো নারীমেকান্তে চ বিশেষতঃ ॥৭০॥ এতৎ সঞ্চিন্ত্য বহুধা নিমীল্য নয়নে ততঃ। অপ্রজল্প্য বরারোহাং চাত্র তামহং সংস্থিতঃ ॥ ৭১ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা মহিষঃ কামপীড়িতঃ। শ্রবণাদপি রাজেন্দ্র পুনঃ পপ্রচ্ছ তং মুনিম্ ॥ ৭২ ॥ মহিষাসুর উবাচ। কাসৌ ব্রাহ্মণশার্দ্দূল তাদৃগ্রূপা বরাঙ্গনা। যস্যাঃ সন্দর্শনাদেব ভবানেবং স্মরান্বিতঃ ॥ ৭৩ ॥ দেবী বা মানুষী বাপি যক্ষিণী পন্নগী মুনে। কুমারী বা সকান্তা বা ব্রূহি সর্ব্বং সবিস্তরম্ ॥ ৭৪ ॥ নারদ উবাচ। ন সা পৃষ্টা ময়া কিঞ্চিন্ন জানামি তদন্বয়ম্। এতন্মে বর্ত্ততে চিত্তে সা কুমারী যশস্বিনী ॥ ৭৫ ॥ অক্ষমালাধরা বালা কমণ্ডলুসমন্বিতা। তপস্তেপে গিরৌ তত্র হেতুনা কেনচিচ্ছুভা ॥ ৭৬ ॥ সোঽহং যাস্যামি দৈত্যেশ ব্রহ্মলোকং সনাতনম্। নোৎসহে তৎকথাং কর্ত্তুং কামবাণভয়াতুরঃ ॥ ৭৭ ॥ এবমুক্তা ততো রাজন্ ব্রহ্মলোকং গতো মুনিঃ। মহিষোঽপি স্মরাবিষ্টশ্চরং তস্যাঃ সমাদিশৎ ॥ ৭৮ ॥ গত্বা ভবান্ দ্রুতং তত্র দৃষ্ট্বা তাং বরাঙ্গনাম্। কিমর্থং সা তপস্তেপে কো বৈ তস্যাঃ পরিগ্রহঃ ॥ ৭৯ ॥ অথাসৌ মহিষাদেশাদ্দূতো গত্বার্ব্বুদাচলম্। দৃষ্ট্বা তাং পদ্মগর্ভাভাং জ্ঞাত্বা সর্ব্ববিচেষ্টিতম্ ॥ ৮০ ॥

বা সেরূপ বরাঙ্গনা কেহ আছে বলিয়াও আমি শুনি নাই। রতি,প্রীতি, উমা, লক্ষ্মী,সাবিত্রী, সরস্বতী,প্রভৃতি অখিলরমণীশিরোমণিই তাহার রূপলেশের সহিত তুলনীয় হইবার নহেন। আমি সেইরূপ রূপবতী নারীদর্শনে কামপীড়িত হইয়া—বলিব কি দানবরাজ! তখনই অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। অনন্তর ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ভাবিলাম,—এই রমণীর সহিত কখনই আমি আলাপ করিব না। যাহার দর্শনমাত্রেই আমার হৃদয়ে কামোদ্রেক হইল, তাহার সহিত সম্ভাষণে না জানি আরও আমার কি হইবে? আমি চিরকাল ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে তপস্যা করিয়াছি, যদি এখন বিষয়বিজিত হই, তবে আমার সেই সকল তপস্যাই নষ্ট হইবে। অতএব যেন না আমার বিকৃতি ঘটে, আমি অন্যত্র যাই। স্বয়ম্ভু পূর্ব্বে নারীস্বরূপ তপোবিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। নারী স্বর্গমার্গের অর্গল; এবং নরকের সোপান বলিয়াই কীর্ত্তিত। পুরুষের ধৈর্য্য, তপস্যা, সত্য, স্থৈর্য্য, কুল ও শীল তাবৎ পর্য্যন্তই থাকে, যাবৎ না তাহার চক্ষে সুন্দরী নারী নিপতিত হয়। এইরূপ বহু চিন্তা করিয়া আমি নয়নদ্বয় নিমীলিত করিলাম এবং সেই রমণীর সহিত কোনরূপ আলাপ পরিচয় না করিয়া বরাবর এইস্থানেই আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পুলস্ত্য কহিলেন। রাজেন্দ্র! নারদের কথা শুনিয়াই মহিষ কামপীড়িত হইল এবং পুনরায় তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসিল,—দ্বিজবর! তথাবিধ রূপশালিনী বরবর্ণিনী কোথায় দেখিলেন?—যাহার সন্দর্শনে আপনার ন্যায় মহর্ষিও স্মরার্দ্দিত হইয়াছিলেন। হে মুনে! আপনি যাহাকে দেখিয়া আসিলেন, সে কি দেবী, মানুষী, যক্ষিণী বা পন্নগী? তাহার বিবাহ হইয়াছে কি হয় নাই; এই সকল আমার নিকট সবিস্তর বলুন ।৭১—৭৪। নারদ কহিলেন, আমি তাহার নিকট কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই; তাহার বংশ—পরিচয় কিছুই আমার জানাও নাই; তবে আমার মনে হয়,—সেই যশস্বিনী এখনও কুমারী। সেই বালা অক্ষমালা ও কমণ্ডলুধারিণী হইয়া কোন কারণবশে সেই ভূধরে তপস্যা করিতেছে। যাহা হোক, হে দৈত্যবর! আমি এক্ষণে সনাতন ব্রহ্মলোকে যাই; কামশরাসনের ভয়ে পীড়িত হইয়া আমি আর সেই কামিনীঘটিত কথা কহিতে পারিতেছি না। হে রাজন্! নারদ মুনি এই কথা কহিয়া ব্রহ্মলোকে গেলেন। মহিষও স্মরাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ দেবীসমীপে এক দূত প্রেরণ করিল। বলিয়া দিল,—দূত! দ্রুত সেই ললনার নিকট গিয়া তাহাকে দেখিয়া পরে জানিবে যে, সে কিসের জন্য তপস্যা করে? কে তাহার পাণিপীড়ক? অনন্তর মহিষাদেশে দূত অর্ব্বুদাচলে গিয়া সেই কমলোদরসন্নিভা ললনাকে দেখিয়া তাহার সমস্ত

তস্মৈ নিবেদয়ামাস মহিষায় সবিস্ময়ঃ। দৃষ্টা দৈত্যবর স্ত্রী চ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা। ৮১। দেবতেজোদ্ভবা কন্যা সাদ্যাপি বরবর্ণিনী। ত্বদ্বধার্থং তপস্তেপে কৌমারব্রতমাশ্রিতা। ৮২। এবং তত্র ভবন্তী স্ম পৃষ্টাঃ সর্ব্বে তপস্বিনঃ। সত্যমেতন্মহাভাগ কুরুষ্ব যদনন্তরম্। ৮৩। তস্যা রূপং বয়ঃ কান্তির্বর্ণিতুং নৈব শক্যতে। নালাপং কুরুতে বালা সা কেনাপি সমং বিভো। ৮৪। পুলস্ত্য উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা মহিষো বাক্যং ভূয়ঃ কামনিপীড়িতঃ। দূতং সম্প্রেষয়ামাস দানবঞ্চ বিচক্ষণম্। ৮৫। বিচক্ষণ দ্রুতং গত্বা মদর্থে তাং তপস্বিনীম্। সামভেদপ্রদানেন দণ্ডেনাপি সমানয়। ৮৬। অথাসৌ প্রযযৌ শীঘ্রং প্রণিপত্য বিচক্ষণঃ। অর্ব্বুদে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে যত্র সা পরমেশ্বরী। প্রণম্য বিনয়োপেতো বাক্যমেতদুবাচ তাম্। ৮৭। মহিষো নাম বিখ্যাতস্ত্রৈলোক্যাধিপতির্বলী। দনুবংশসমুদ্ভূতঃ কামরূপসমন্বিতঃ। ৮৮। স ত্বাং বাঞ্ছতি কল্যাণি ধর্ম্মপত্নীং স্বধর্ম্মতঃ। তস্মাদ্বরয় ভদ্রং তে সর্ব্বকামপ্রদং পতিম্। ৮৯। যদি স্যাত্তব কান্তোঽসৌ ত্বঞ্চ তস্য তথা প্রিয়া। তৎকৃতার্থং দ্বয়োরেব যৌবনং নাত্র সংশয়। ১০। এবমুক্তা তদ্দূতেন দেবী বচনমব্রবীৎ। কিঞ্চিৎকোপসমাযুক্তা মুহুঃ প্রস্ফুরিতাধরা। ৯১। দেব্যুবাচ। অবধ্যঃ সর্ব্বথা দূতঃ সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিতঃ। অবধ্যান্ ততো ন ত্বং সহসা ভস্মসাৎকৃতঃ। ৯২। গত্বা ব্রূহি দুরাচারং মহিষং দানবাধমম্। নাহং শক্যা ত্বয়া পাপ লব্ধুং নান্যেন কেনচিৎ। ৯৩। বধার্থং তে সমুদ্যোগ এব সর্ব্বো ময়া কৃতঃ। তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মহিষং স পুনর্যযৌ। ৯৪। ভয়েন মহতাবিষ্টস্তস্যা রূপেণ বিস্মিতঃ। সর্ব্বং নিবেদয়ামাস মহিষায় বিচেষ্টিতম্। তস্যাশ্চৈব তথালাপানস্পৃহত্বঞ্চ কৃৎস্নশঃ। ৯৫। তচ্ছ্রুত্বা মহিষো রাজন্ কামবাণপ্রপীড়িতঃ। সেনাপতিং সমাহূয় বাক্যমেতদুবাচ হ। ৯৬। অর্ব্বুদে পর্ব্বতে সেনাং কল্পয়স্ব সুদুর্দ্ধরাম্। হস্ত্যশ্বকলিতাং ভীমাং রথপত্তিসমাকুলাম্। ৯৭। ততোঽসৌ কল্পয়া-

কার্য্যাকার্য্য জানিয়া আসিয়া সবিস্ময়ে মহিষের নিকট নিবেদন করিল। দৈত্যবর! আমি সেই সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা রমণীকে দেখিয়াছি। সেই বরবর্ণিনী দেবতেজোদ্ভবা; অদ্যাপি তাহার কন্যাবস্থা। সে কৌমারব্রত অবলম্বন করিয়া মহারাজেরই বধের জন্য তপস্যা করিতেছে। আমি তত্রত্য তপস্বীদিগের নিকট সেই বরবর্ণিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ইহাই জানিয়া আসিয়াছি। মহারাজ! আমার এ সংবাদ সত্য। অনন্তর আপনার যাহা কর্ত্তব্য, করুন। তাহার যেরূপ রূপ, বয়স, ও কান্তি দেখিলাম, তাহা বর্ণন করিবার শক্তি আমার নাই। হে বিভো! সেই বালা কাহারও সহিত আলাপ করে না। পুলস্ত্য কহিলেন,—মহিষ দূতের কথা শুনিয়া পুনরপি কামপীড়িত হইল এবং বিচক্ষণাখ্য অপর এক জন দূতকে সেই দেবীর নিকট প্রেরণ করিল। মহিষ বলিয়া দিল,—ওহে বিচক্ষণ! তুমি দ্রুত দূতরূপে গিয়া আমার জন্য সেই তপস্বিনীকে সাম, দান, ভেদ বা দণ্ড প্রয়োগে লইয়া আইস। আজ্ঞামাত্র বিচক্ষণ প্রণিপাতপূর্ব্বক সেই পর্ব্বতবর অর্ব্বুদে যথায় মহেশ্বরী তপস্যা করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিল এবং সবিনয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল,—হে কল্যাণি! বিখ্যাত বলবান্ দনুবংশোদ্ভব কামরূপী মহিষ এক্ষণে এই ত্রৈলোক্যের অধিপতি। তিনি আপনাকে ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মপত্নীত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; অতএব আপনি সেই দানবরাজকে পতিরূপে বরণ করুন। যদি তিনি আপনার কান্ত; আর আপনি তাহার কান্তা হন, তাহা হইলে আপনাদের উভয়েরই যৌবন কৃতার্থ হইবে। দানবদূত বিচক্ষণ এই কথা কহিলে কিঞ্চিৎ কোপে অসকৃৎ স্ফুরিতাধরা দেবী কহিলেন,—দূত সর্ব্বথা অবধ্য, এ কথা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত; এই জন্য আমি তোমাকে সহসা ভস্মসাৎ করিলাম না। তুমি যাও; গিয়া সেই দুরাচার মহিষকে বল,—রে পাপ! তুমি বা তোমার ন্যায় অন্য কেহ আমাকে পাইতে পারিবে না। আমি তোমারই বধের জন্য সমস্ত উদ্যোগ করিয়াছি। দেবীর এই কথা শুনিয়া মহিষদূত মহাভয়াবিষ্ট অথচ তদীয় রূপে বিস্মিত হইয়া মহিষের নিকট গমন করিল এবং দেবীসম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনাই মহিষকে নিবেদন করিল। অপিচ, দেবী যে, মহিষের ন্যায় ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতেও অনিচ্ছুক, এ কথাও দূত স্পষ্ট করিয়া কহিল। রাজন্! কামবাণপীড়িত মহিষ দূতের কথা শুনিয়া তাহার সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া বলিল,—সেনাপতে! আমার হস্ত্যশ্বরথপত্তিসমাকুল

মাস চতুরঙ্গাং বরূথিনীম্। পতাকাচ্ছত্রধবলাং বাদিত্রারাবভূষিতাম্ ॥৯৮॥ ততো বিপাশ্চ সন্নদ্ধা দৃঙ্গস্তে হর্ষিষ্ঠিতা ভটৈঃ। ইতশ্চেতশ্চ ধাবন্তঃ সপক্ষাঃ পর্ব্বতা ইব ॥ ৯৯ ॥ অথাশ্চৈবাপ্যকল্মাষা বায়ুবেগাঃ সুবর্চ্চসঃ। অঙ্গত্রাণসমাযুক্তাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১০০ ॥ বিমানপ্রতিমাকারা রথাস্তেন প্রকল্পিতাঃ। কিঙ্কিনীজালসংঘণ্টাপতাকাভিরলঙ্কৃতা ॥ ১০১ ॥ পত্তয়শ্চ মহাকায়া মহেষ্বাসা মহাবলাঃ। অসিচর্ম্মধরাশ্চান্যে প্রাসপট্টিশপাণয়ঃ ॥ ১০২। লক্ষমেকং মতঙ্গানাং রথানাং ত্রিগুণং ততঃ। অশ্বা দশগুণা রাজন্নসঙ্খ্যাতাঃ পদাতয়ঃ ॥ ১০৩ ॥ ততশ্চার্ব্বুদমাসাদ্য বেষ্টয়িত্বা স দূরতঃ। সচিবৈঃ সচিবৈঃ সার্দ্ধং তদন্তিকমুপাদ্রবৎ ॥ ১০৪ ॥ ধ্যানস্থাং বীক্ষ্য তাং দেবীং কন্দর্পশরপীড়িতঃ। ততোঽব্রবীৎস তাং বাক্যং বিনয়েন সমন্বিতঃ ॥ ১০৫ ॥ শ্রুত্বা তবেদৃশং রূপমহং প্রাপ্তো বরাননে। গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন তস্মাত্বরং মাং ক্রুতম্ ॥ ১০৬ ॥ ষষ্টিভার্য্যাসহস্রাণি মম সন্তি শুচিস্মিতে। কৃত্বা মাং দর্পিতঃ কান্তঃ তাসাং ত্বং স্বামিনী ভব ॥ ১০৭ ॥ অনর্হং তে তপো বালে ভুঙ্ক্ষ ভোগান্ যথেপ্সিতান্। ত্রৈলোক্যস্বামিনী ভূত্বা ময়া সার্দ্ধমহর্নিশম্ ॥ ১০৮ ॥ এবমুক্তাপি সা তেন নোত্তরং প্রত্যভাষত। ততঃ কামসমাবিষ্টস্তদন্তিকমুপাযযৌ ॥ ১০৯ ॥ ততস্তং লোলুপং দৃষ্ট্বা সা দেবী কোপসংযুতা। অস্মরদ্বাহনং সিংহং সমারূঢ়ঃ স সারুহৎ ॥ ১১০ ॥ অব্রবীৎপরুষং বাক্যং গচ্ছগচ্ছেতি চাসকৃৎ। নো চেত্বাং বধিষ্যামি স্থানেঽস্মিন্ দানবাধম ॥ ১১১ ॥ অথাসৌ সচিবৈঃ সার্দ্ধং সমন্তাৎপর্য্যবেষ্টয়ৎ। প্রগ্রহার্থন্তু তাং দেবীং কামবাণপ্রপীড়িতঃ ॥ ১১২ ॥ ততো জহাস সা দেবী সশব্দং পরমেশ্বরী। তস্মাদহর্নিশং সার্দ্ধং নিষ্ক্রান্তাঃ পুরুষা ঘনাঃ ॥ ১১৩ ॥ সুসন্নদ্ধাঃ সশস্ত্রাশ্চ রোষেণ মহতান্বিতাঃ। ততস্তানব্রবীদ্দেবী পাপোঽয়ং বধ্যতামিতি ॥ ১১৪ ॥ ততস্তে সহিতাঃ সর্ব্বে মহিষং সমুপাদ্রবন্। তিষ্ঠতিষ্ঠেতি জল্পন্তো মুঞ্চন্তোঽস্ত্রাণি ভূরিশঃ ॥ ১১৫ ॥ ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং গণানাং দানবৈঃ সহ। ততস্তে সচিবাঃ সর্ব্বে

ভীষণবাহিনী অর্ব্বুদপর্ব্বতাভিমুখে পরিচালন কর। আজ্ঞামাত্র সেনাপতি চতুরঙ্গবাহিনী প্রস্তুত করিল। সেনাগণমধ্যে অসংখ্য ছত্রপতাকা বিচিত্রাকারে সুশোভিত হইল। মুহুর্মুহু বাদিত্ররব হইতে লাগিল। সুসজ্জিত মাতঙ্গোপরি ভটগণ অধিষ্ঠিত হইল। সেই সকল মাতঙ্গ যখন ধাবিত হইল, তখন পক্ষবান্ চলৎ পর্ব্বতবৃন্দবৎ পরিলক্ষিত হইল। শত শত সহস্র সহস্র বায়ুবেগী তেজস্বী অশ্ব সকল অঙ্গত্রাণে অন্বিত হইল। কিঙ্কিণীজালনাদিত পতাকাপরিশোভিত বিমানপ্রতিম বহুসংখ্যক রথ প্রস্তুত হইল। মহাকায় মহেষ্বাস মহাবল পত্তি সকল ও অন্যান্য প্রাসপট্টিশপাণি, অসিচর্ম্মধারী সৈন্য সকল প্রধাবিত হইল। এক লক্ষ মাতঙ্গ, তিন লক্ষ রথ, ও দশ লক্ষ অশ্ব, এবং সংখ্যাতীত পদাতিসৈন্য গিয়া অর্ব্বুদপর্ব্বত বেষ্টনপূর্ব্বক দূরে অবস্থান করিল। মহিষ তাহার প্রিয় সচিবগণ সহ একাকী দেবীর নিকট উপস্থিত হইল। দূর হইতে দেবীকে ধ্যানস্থ দেখিয়াই মহিষের কামপীড়া জন্মিল। সে বিনীতভাবে দেবীকে বলিল,—অয়ি বরাননে! তোমার ঈদৃশ রূপের কথা শুনিয়া আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি গান্ধর্ব্ব বিবাহে সত্বর আমাকে বরণ কর। অয়ি চারুহাসিনি! আমার ষষ্টিসহস্র ভার্য্যা আছে। আমাকে তোমার কান্তপদে বরণ করিয়া তুমি তাহাদের স্বামিনী হও। অয়ি বালে! তোমার তপস্যা শোভা পায় না। তুমি ত্রৈলোক্যস্বামিনী হইয়া আমার সহিত অহোরাত্র যথেষ্ট ভোগ সকল উপভোগ কর।৭৫—১০৮। মহিষ এত কথা কহিল! কিন্তু দেবী কোনই উত্তর দিলেন না। অনন্তর কামাবিষ্ট হইয়া মহিষ তাঁহার আরও নিকটে গমন করিল। দেবী তাহাকে লোলুপ দেখিয়া সকোপে স্বীয় বাহন সিংহকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ মাত্র সিংহ আসিল; তাহাতে তিনি আরোহণ করিলেন এবং অসুরকে পরুষবাক্যে বার বার বলিলেন,—গচ্ছ গচ্ছ, নচেৎ রে দানবাধম! এইখানেই তোকে বধ করিব। মহিষাসুর তখন কামানলপীড়িত, তাই দেবীকে ধরিবার জন্য সচিবগণ সহ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিল। তখন দেবী পরমেশ্বরী সশব্দে হাস্য করিলেন। সেই মহাহাস্য হইতে রাত্রিদিন যোদ্ধপুরুষ নির্গত হইতে লাগিল। ঐ সকল পুরুষের দেহ কঠিন; উহারা সুসজ্জিত, সশস্ত্র, ও মহারোষে অন্বিত। দেবী তাহাদিগকে বলিলেন,—এই পাপিষ্ঠকে বধ কর। অনন্তর সেই সকল যোদ্ধপুরুষ প্রভূত অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণপূর্ব্বক 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিতে বলিতে মহিষাভিমুখে ধাবিত হইল। অনন্তর দেবী-

বৈবস্বতগৃহং গতাঃ। ১১৬। অথাসৌ মহিষো রুষ্টঃ সচিবৈর্বিনিপাতিতৈঃ। স্বসৈন্যমানয়ামাস তস্মিন্‌-পর্ব্বতরোধসি। ১১৭। রথপ্রবরমারুহ্য সারথিং সমভাষত। নয় মাং সারথে তূর্ণং যত্র সাস্তে ব্যবস্থিতা। ১১৮। হত্বৈনামদ্য যাস্যামি পারং রোষস্য দুস্তরম্। এবমুক্তস্ততো রাজন্ প্রেরয়ামাস সারথিঃ। ১১৯। রথং তেনৈব মার্গেণ যত্র সা তিষ্ঠতে ধ্রুবম্। এতস্মিন্নেব কালে তু তত্রোৎ-পাতাঃ সুদারুণাঃ। ১২০। বহবস্তেন মার্গেণ যেনাসৌ প্রস্থিতো নৃপ। সম্মুখঃ প্রববৌ বাতো রুক্ষঃ কর্করসংযুতঃ। ১২১। পপাত মহতী চোল্কা নিহত্য রবিমণ্ডলম্। অপসব্যং মৃগাশ্চক্রুস্তস্য মার্গে নৃপোত্তম। ১২২। উপবিষ্টাস্তথা বান্তা বহুমূত্রং প্রসুস্রুবুঃ। রথধ্বজে সমাবিষ্টো গৃধ্রঃ শব্দমথাকরোৎ। ১২৩। স তান্ সর্ব্বাননাদৃত্য মহোৎপাতান্ সুদারুণান্। প্রযযৌ সম্মুখস্তস্যা দেব্যাঃ কোপপরায়ণঃ। ১২৪। বিমুঞ্চংশ্চ শরাম্নাদাংস্তিষ্ঠতিষ্ঠেতি চ ব্রুবন্। ন কশ্চিদ্দৃশ্যতে তত্র তেষাং মধ্যে নৃপোত্তম। ১২৫। মহিষং রোষসংযুক্তং যো বারয়তি সঙ্গরে। তেন হত্বা গণপগান্ কৃতং রুধিরকর্দ্দমম্। ১২৬। ততো দেবী সমাসাদ্য প্রোক্তা গর্ব্বেণ পার্থিব। ন ত্বয়া সঙ্গরো ভীরু নূনং কর্ত্তুং মমোচিতঃ। ১২৭। ন চ বালিশি মে বীর্য্যং ন সৌভাগ্যং ন বা ধনম্। ন করোষি হি তেন ত্বং মম বাক্যং কথঞ্চন। ১২৮। নূনং তত্ত্বেন জানামি অবলিপ্তাসি ভামিনি। কুরুষাদ্যাপি মে বাক্যং ভার্য্যা ভব মম প্রিয়া। ১২৯। স্ত্রিয়ং ত্বাং নোৎসহে হন্তুং পৌরুষে চ ব্যবস্থিতঃ। অসকৃন্নির্জ্জিতঃ সখ্যে ময়া শক্রঃ সুরৈঃ সহ। ১৩০। ত্রৈলোক্যে নাস্তি মত্তুল্যঃ পুমান্ কশ্চিচ্চ বালিশি। এবমুক্তা ততো দেবী কোপেন মহতান্বিতা। ১৩১। প্রগৃহ্য সশরং চাপং বাক্যমেতদুবাচ হ। নালাপো যুজ্যতে পাপ কর্ত্তুং সহ মম ত্বয়া। ১৩২। কুমার্য্যাঃ কামযুক্তেন তথাপি শৃণু মে বচঃ। ন ত্বয়া নির্জ্জিতঃ শক্রঃ স্ববীর্য্যেণ রণাজিরে। ১৩৩। পিতামহবরং দেব্য মন্যসে দানবাধম। গৌরবাত্তস্য তেন ত্বমাত্মানং মন্যসে-হধিকম্। ১৩৪। মুক্তৈকাং কামিনীং পাপ ত্বং কৃতঃ পদ্মযোনিনা। অবধ্যঃ সর্ব্বসত্ত্বানাং পুংসাং

সৈন্য ও দানবসৈন্যে যুদ্ধ বাধিল। অনন্তর মুহূর্ত্ত মধ্যেই মহিষের সচিবদল যমভবনে গমন করিল। সচিবগণের নিপাতনে মহিষ রুষ্ট হইয়া স্বীয় বিপুল বাহিনী সেই পর্ব্বততটে আনয়ন করিল। অনন্তর মহিষ এক শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণপূর্ব্বক স্বীয় সার-থিকে কহিল,—সারথে! যেখানে সেই দেবী অব-স্থিতা, আমাকে সেই স্থানে সত্বর লইয়া চল। অদ্য আমি ইহাকে বধ করিয়া ক্রোধের অন্তসীমায় উপ-নীত হইব। হে রাজন্! মহিষ এই কথা কহিলে সারথি সেই পথে সেই স্থানেই মহিষকে লইয়া গেল ইত্যবকাশে মহিষের অভিযানপথে বহু দারুণ উৎ-পাত সকল প্রাদুর্ভূত হইল। কর্করযুত রুক্ষ বায়ু মহিষাভিমুখে আসিতে লাগিল। রবিমণ্ডল ভেদ করিয়া মহতী উল্কা পতিত হইল। মহিষের গমন-পথে বামে মৃগদল যাইতে লাগিল। তাহারা বামে থাকিয়া বমন ও বহুমূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মহিষের রথধ্বজে বসিয়া গৃধ্র চীৎকার করিল। কিন্তু মহিষাসুর সেই সকল দারুণ উৎপাত অগ্রাহ্য করিয়া ক্রুদ্ধভাবে দেবীর সম্মুখে যাইতে লাগিল। মহিষ শর বর্ষণ করিতে লাগিল। আর মুখে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' রব করিতে থাকিল। নৃপবর! সেখানে এমন কাহাকেও দেখা গেল না যে, সেই রোষ-কষা-য়িত অসুরকে সমরে বারণ করিতে পারে। মহিষ বহু গণসৈন্য নিহত করিয়া সমরস্থল রুধিরে রুধিরে কর্দ্দমাক্ত করিল।১০৯—১২৬। অনন্তর দেবীসমীপে উপস্থিত হইয়া সগর্ব্বে বলিল,—হে ভীরু! তোমার সহিত যুদ্ধ করা আমার উচিত হয় না; অয়ি মূঢ়ে! তুমি আমার বীর্য্য, সৌভাগ্য এবং ধনবত্তার বিষয় কিছুই জান না। তাই আমার বাক্য রক্ষা করিতেছ না। হে ভামিনি! তুমি নিশ্চয়ই গর্ব্বিতা হইয়াছ; আমি এখন বলি, আমার বাক্য রক্ষা কর; আমার প্রিয় ভার্য্যা হও। পুরুষ হইয়া স্ত্রীজাতি তোমায় বধ করিতে ইচ্ছা করি না। দেখ, আমি ইন্দ্রকে সুরগণ সহ সমরে বহুবার জয় করিয়াছি। অয়ি মূর্খে! জানিও,—এ ত্রৈলোক্যে মৎসদৃশ ব্যক্তি কেহই নাই। এইরূপ অভিহিত হইয়া দেবী অতি কোপে সশর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন যে, রে পাপ! কুমারীর প্রতি কামযুক্ত—তোর সহিত আমার আলাপ করাই যুক্তিসঙ্গত নহে; তথাপি আমার বাক্য শ্রবণ কর। তুই কদাচ শক্রকে স্ববীর্য্যে নির্জ্জিত করিস্ নাই; পিতামহ-বরই তাঁহাকে জয় করার কারণ। পিতামহের গৌরবে তুই আপনাকে অধিক বলিয়া মনে করিয়া-ছিস্। রে পাপ! ভগবান্ পদ্মযোনি তোকে

জাতো ধরাতলে। ১৩৫। পিতামহবরঃ সোঽত্র জয়শীলোঽসি দানব। যদি তে পৌরুষং চাস্তি তচ্ছীঘ্রং সম্প্রদর্শয়। ১৩৬। এষা ত্বামিষুভিস্তীক্ষ্ণৈর্নয়ামি যমসাদনম্। এবমুক্ত্বা ততো দেবী শরানষ্টৌ মুমোচ হ। ১৩৭। চতুর্ভিশ্চতুরো বাহাননয়দ্যমসাদনম্। সারথেশ্চ শিরঃ কায়াচ্ছরেণৈকেন চাক্ষিপৎ। ১৩৮। ধ্বজং চিচ্ছেদ চৈকেন ততোঽন্যেন হৃদি ক্ষতঃ। স গাত্রবিদ্ধো ব্যথিতো ধ্বজযষ্টিং সমাশ্রিতঃ। ১৩৯। মূর্চ্ছয়া সহিতো রাজন্ কিঞ্চিৎকালমধোমুখঃ। ততঃ সচেতনো ভূত্বা মুমোচ নিশিতাঞ্ছরান্। ১৪০। দেবী সখীসমাযুক্তা সর্ব্বদেশেষতাড়য়ৎ। ততঃ ক্ষুরপ্রবাণেন ধনুস্তস্য দ্বিধাকরোৎ। ১৪১। ছিন্নধন্বা ততো দৈত্যশ্চর্ম্মখড়্গসমন্বিতঃ। বিদ্রাব্য সহসা দেবীং তিষ্ঠতিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ। ১৪২। তস্য চাপততস্তূর্ণং খড়্গং দ্বাভ্যাং হ্যকৃন্তয়ৎ। শরাভ্যামর্দ্ধবাণেন প্রহস্য প্রাসমেব চ। ১৪৩। বিশস্ত্রো বিরথো রাজন্ স তদা দানবাধমঃ ততোঽস্ত্রশস্ত্রাণ্যন্ সুপ শস্ত্রাণি বিবিধানি চ। ১৪৪। ব্রহ্মাস্ত্রং মনসি ধ্যায়ংস্তূর্ণং তদ্বৈ মুমোচ সঃ। মুক্তেনাস্ত্রেণ তস্মিংস্তু ধূমবর্ত্তির্ব্যজায়ত। ১৪৫। এতস্মিন্নেব কালে তু সব্রহ্মাদ্যে দিবৌকসঃ। পরং ভয়মনুপ্রাপ্তা দৃষ্ট্বা তস্য পরাক্রমম্। ১৪৬। ততো দেবী ক্ষণং ধ্যাত্বা তদস্ত্রং পার্থিবোত্তম।
ততো ব্যর্থং ব্যজায়ত। ১৪৭।
ব্রহ্মাস্ত্রে বিফলে জাতে হ্যাগ্নেয়ং দানবোত্তমঃ। প্রেষয়ামাস তাং ক্রুদ্ধো হ্যহনদ্বারুণেন সা। ১৪৮। এবং নানাপ্রকারাণি তেন মুক্তানি সা তদা। অস্ত্রাণি বিফলান্যেব চক্রে দেবী সহস্রশঃ। ১৪৯। এবং নিঃশেষিতাস্ত্রোঽসৌ দানবো বলবত্তরঃ। চকার পরমাং মায়াং দিব্যৈরস্ত্রৈঃ সুরেশ্বরী। ১৫০। ব্যক্ষিপচ্চ মহাকায়ং মহিষং পর্ব্বতাকৃতিম্। দীর্ঘতীক্ষ্ণবিষাণাভ্যাং যুক্তমঞ্জনসন্নিভম্। ১৫১। সিংহস্কন্ধং সা দেবী ততস্তমধ্যরোহত। খড়্গেন তীক্ষ্ণেন শিরো দেবী তস্য ন্যকৃন্তত। ১৫২। শূলেন ভেদয়ামাস পৃষ্ঠদেশে সুরেশ্বরী। ততঃ কলেবরাত্তস্মান্নিশ্চক্রাম মহান্ পুমান্। ১৫৩। চর্ম্মখড়্গধরো রৌদ্রস্তিষ্ঠতিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ। তমপ্যেবং গৃহীত্বা তৎকেশপাশে

এক কামিনী ব্যতীত অন্য সকলেরই অবধ্য করিয়াছেন। সেই এই পিতামহবর ফলিত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। রে দানব! যদি তুই জয়শীল হস্, তাহা হইলে শীঘ্র পৌরুষ প্রদর্শন কর। এই আমি তীক্ষ্ণ শর প্রহারে তোকে শমনসদনে প্রেরণ করিতেছি। এই বলিয়া দেবী অষ্টশর মোচন করিলেন। তিনি চারিশরে তাহার চারি বাহনকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন; এক শরে সারথির মস্তক কায় হইতে পৃথক্ করিয়া ক্ষেপণ করিলেন; এক বাণে তাহার ধ্বজ কাটিলেন এবং অপর এক বাণ তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন। এই সময় দানব ব্যথিত হইয়া ধ্বজযষ্টি আশ্রয় করিল এবং মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া সে কিঞ্চিৎকাল অধোমুখে অবস্থিত হইল। ক্ষণেক পরে চৈতন্য লাভ করিয়া সে শাণিত শর সকল মোচন করিল। তখন সখীসমাযুক্তা দেবী তাহার সর্ব্বাঙ্গ তাড়িত করিলেন। তিনি ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা তাহার ধনু দ্বিখণ্ডিত করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। তখন ছিন্নধন্বা হইয়া দৈত্য খড়্গ হস্তে গ্রহণ করত সহসা দেবীকে বিদ্রাবিত করিয়া 'থাক্ থাক্' বলিয়া উঠিল। দানব এই ভাবে আপতিত হইলে দেবী দুই শর প্রহারে তাহার খড়্গ ও অর্দ্ধ বাণে হাস্যপূর্ব্বক প্রাস ছেদন করিলেন। হে রাজন্! দানব তখন নিরস্ত্র ও বিরথ হইয়া পড়িল। অনন্তর সে বিবিধ অস্ত্র স্মরণপূর্ব্বক মনে মনে ব্রহ্মাস্ত্র ধ্যান করত সত্বর তাহা মোচন করিল। ব্রহ্মাস্ত্র মোচিত হইলে তাহা হইতে ধূমবর্ত্তী উদ্গত হইল। এই সময় ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহার পরাক্রম দর্শনে ভীত হইলেন। দেবী তখন ক্ষণকাল ধ্যান করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দানব মোচিত ব্রহ্মাস্ত্র আহত করিয়া তাহা ব্যর্থ করিলেন। অনন্তর দানব ব্রহ্মাস্ত্র বিফল দেখিয়া আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিল। দেবী তাহা বারুণাস্ত্র দ্বারা প্রতিহত করিলেন। দানব এইরূপে সহস্র সহস্র অস্ত্র মোচন করিল; কিন্তু দেবী তৎসমুদয়ই বিফল করিয়া ফেলিলেন। তখন ঐ বলবান্ দৈত্য মহিষাকারে উৎকট মায়া প্রকটিত করিল। দেবীও দিব্যাস্ত্র দ্বারা ঐ দীর্ঘ তীক্ষ্ণ বিষাণযুক্ত অঞ্জনাভ মহাকায় পর্ব্বতাকৃতি মহিষকে বিক্ষিপ্ত করিলেন। অনন্তর তিনি সিংহস্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ খড়্গ প্রহারে তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া শূল দ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশ ভিন্ন করিলেন। তখন ঐ দানবের কলেবর হইতে এক মহান্ পুরুষ নিষ্ক্রান্ত হইল; হইয়া ঐ ভীষণাকার পুরুষ থাক্ থাক্ বলিতে লাগিল। দেবী কেশ গ্রহণপূর্ব্বক ইহাকেও খড়্গ

ভুবনেশ্বরী ॥ ১৫৪ ॥ নিস্ত্রিংশেনাহনৎ প্রোচ্চৈঃ স চ প্রাণৈর্ব্যযুজ্যত । দানবঃ পার্থিবশ্রেষ্ঠ পার্শ্বে সিংহবিদারিতে ॥ ১৫৫ ॥ ততো জঘান ভূয়োঽপি দানবান্ সা রুষান্বিতা। হতশেষাশ্চ যে দৈত্যা নির্ভিদ্য ধরণীতলম্ ॥ ১৫৬ ॥ প্রবিষ্টা ভয়সন্ত্রস্তাঃ পাতালং জীবিতৈষিণঃ। ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে বসবো মরুতোঽশ্বিনৌ ॥ ১৫৭ ॥ বিশ্বেদেবাস্তথা সাধ্যা রুদ্রা গুহ্যককিন্নরাঃ। আদিত্যাঃ শক্রসংযুক্তাঃ সমেত্য পরমেশ্বরীম্ ॥ ১৫৮ ॥ সমস্তাদ্দিব্যপুষ্পৈশ্চ তাং দেবীং সমবাকিরন্। স্তবন্তো বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্নমন্তো ভক্তিতৎপরাঃ ॥ ১৫৯ ॥ যুক্তং কৃতং মহেশানি যদ্ধতঃ পাপকৃত্তমঃ। ত্রৈলোক্যং সকলং ধ্বস্তং পাপেনানেন সুন্দরি ॥ ১৬০ ॥ ত্বয়া দত্তং পুনা রাজ্যং বাসবস্য ত্রিবিষ্টপে। তস্মাদ্বরয় ভদ্রং তে বরং যন্মনসীপ্সিতম্। সর্ব্বে দেবাঃ প্রসন্নাস্তে প্রদস্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৬১ ॥ দেব্যুবাচ। যদি দেবাঃ প্রসন্না মে যদি দেয়ো বরো মম। আশ্রমোঽত্রৈব মে পুণ্যো জায়তাং খ্যাতিসংযুতঃ ॥ ১৬২ ॥ অস্মিংশ্চাহং সদা দেবাঃ স্থাস্যামি বরপর্ব্বতে ॥ ১৬৩ ॥ ব্রহ্মোবাচ। রূপেণানেন দেবেশি যে ত্বাং দ্রক্ষ্যন্তি মানবাঃ। আশ্রমেঽত্র মহাপুণ্যে তে যাস্যন্তি পরাং গতিম্ ॥ ১৬৪ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানসমাযুক্তাস্তে ভবিষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ১৬৫ ॥ যস্মাচ্চণ্ডং কৃতং কর্ম্ম ত্বয়া দানবসূদনাৎ। তস্মাত্ত্বং চণ্ডিকানাম লোকে খ্যাতিং গমিষ্যসি ॥ ১৬৬ ॥ তব নাম্না তথা খ্যাত আশ্রমোঽয়ং ভবিষ্যতি ॥ ১৬৭ ॥ যেঽত্র কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যামাশ্বিনে মাসি শোভনে। পিণ্ডদানং করিষ্যন্তি স্নানং কৃত্বা সমাহিতাঃ ॥ ১৬৮ ॥ গয়াশ্রাদ্ধফলং কৃৎস্নং তেষাং দেবি ভবিষ্যতি। ত্বদ্দর্শনাত্তথা মুক্তিঃ পাতকস্য ভবিষ্যতি ॥ ১৬৯ ॥ কৃষ্ণ উবাচ। একরাত্রিং ভবিষ্যন্তি যেঽত্র শ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ। উপবাসপরাস্তেষাং পাপং যাস্যতি সংক্ষয়ম্ ॥ ১৭০ ॥ পুত্রহীনশ্চ যো মর্ত্ত্যো নারী বাপি সমাহিতা। তন্মনাঃ পিণ্ডদানং বৈ তথা স্নানং করিষ্যতি। অপুত্রো লভতে শীঘ্রং সুপুত্রং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭১ ॥ ইন্দ্র উবাচ। ভ্রষ্টরাজ্যো নৃপো যোঽত্র স্নানং দানং করিষ্যতি। সর্ব্বশত্রুক্ষয়স্তস্য রাজ্যাবাপ্তির্ভবিষ্যতি ॥ ১৭২ ॥ অগ্নিরুবাচ। অত্রাগত্য শুচিঃ শ্রাদ্ধং যঃ করিষ্যতি মানবঃ। আত্ম-

দ্বারা ভীষণ প্রহার করিলেন। সিংহও তাহার পার্শ্বদেশ ছিন্ন করিল। অতঃপর ঐ দানব প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। অনন্তর দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া অপর দানবগণকে নিহত করিলেন। হতাবশিষ্ট দৈত্যগণ ভয়ে ধরণীতল পরিত্যাগ করিয়া জীবনাশায় পাতালে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে বসু, মরুৎ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্বদেব, সাধ্য, রুদ্র, গুহ্যক, কিন্নর ও আদিত্য প্রভৃতি সবাসব দেবগণ দেবীসমীপে উপস্থিত হইয়া তখন তাঁহার চতুর্দ্দিকে পুষ্প বর্ষণ, বিবিধ স্তোত্র দ্বারা স্তব ও ভক্তিতৎপর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—হে মহেশানি! তুমি এই পাপাত্মা অসুরকে নিহত করিয়া উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছ, হে শুভে! এই পাপিষ্ঠ সমস্ত ত্রৈলোক্য বিধ্বস্ত করিয়াছিল। তুমিই এক্ষণে বাসবকে পুনরায় রাজ্য সমর্পণ করিলে। অতএব তোমার মঙ্গল হউক; তুমি অভীষ্ট বর গ্রহণ কর, সমস্ত দেবই তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর দান করিবেন। দেবী কহিলেন,—যদি দেবগণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন; আর আমাকে যদি বর দেওয়াই হয়, তবে আমার ইচ্ছা এই যে, এখানে আমার একটী পুণ্যাশ্রম প্রখ্যাত হউক, এই গিরিবরস্থিত আশ্রমে আমি সর্ব্বদা বাস করিব। ব্রহ্মা কহিলেন,—দেবেশি! এই মহাপুণ্য আশ্রমে এইরূপ রূপে তোমাকে যাহারা দর্শন করিবে, তাহাদের পরম গতি লাভ হইবে; তাহারা ব্রহ্মজ্ঞানযুক্ত হইবে, তুমি দানববল বিধ্বস্ত করিয়া যে হেতু হেথায় এই প্রচণ্ড কর্ম্ম করিয়াছ, এই জন্য জগতে তোমার চণ্ডিকা নাম প্রখ্যাত হইবে এবং এই আশ্রমও তোমার নামেই খ্যাতি লাভ করিবে। হে শোভনে! যাহারা আশ্বিনের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী দিবসে স্নানান্তে সমাহিত হইয়া এখানে পিণ্ড প্রদান করিবে, তাহাদের গয়াশ্রাদ্ধের সমান ফল হইবে, তথা তোমার দর্শনে পাতক হইতে মুক্তি ঘটিবে। কৃষ্ণ কহিলেন,—যাহারা উপবাসী থাকিয়া এক রাত্রি এখানে বাস করিবে, তাহাদের পাপক্ষয় হইবে, অপুত্রক মানব মানবী সমাহিত হইয়া একাগ্রতার সহিত এখানে পিণ্ডদান বা স্নান করিলে সুপুত্র লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। ইন্দ্র কহিলেন,—যে ভ্রষ্টরাজ্য রাজা এখানে স্নান-দান করিবে, তাহার সর্ব্ব শত্রুক্ষয় ও রাজ্য লাভ হইবে। অগ্নি

বিত্তানুসারেণ তস্য যজ্ঞফলং ভবেৎ ॥ ১৭৩ ॥ যম উবাচ। অত্র স্নাত্বা তিলান্ যস্তু ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাস্যতি। অপমৃত্যুভয়ং তস্য ন কদাচিদ্ভবিষ্যতি ॥ ১৭৪ ॥ রাক্ষসা উচুঃ। পিণ্ডদানং নরা যেঽত্র করিষ্যন্তি তবাশ্রমে। প্রেতত্বোত্থং ন ভয়ং তস্য বৈ কাপি ভবিষ্যতি ॥ ১৭৫ ॥ বরুণ উবাচ। স্নানার্থং ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং যোঽত্র তোয়ং প্রদাস্যতি। বিমলস্তু সদা ভাবি ইহ লোকে পরত্র চ ॥ ১৭৬ ॥ বায়ুরুবাচ। বিলেপনানি শুভ্রাণি সুগন্ধানি বিশেষতঃ। যোঽত্র দাস্যতি বিপ্রেভ্যো নীরোগঃ স ভবিষ্যতি ॥ ১৭৭ ॥ ধনদ উবাচ। যোঽত্র বিত্তং যথাশক্ত্যা ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাস্যতি। ন ভবিষ্যতি লোকে স বিত্তহীনঃ কথঞ্চন। ঈশ্বর উবাচ। যোঽত্র ব্রতপরো ভূত্বা চাতুর্ম্মাস্যং বসিষ্যতি। ইহ লোকে পরে চৈব তস্য ভাবি সদা সুখম্ ॥ ১৭৯ ॥ বসব উচুঃ। ত্রিরাত্রং যো নরঃ সম্যগুপবাসং করিষ্যতি। আজন্মমরণাৎ পাপান্মুক্তঃ স চ ভবিষ্যতি ॥ ১৮০ ॥ আদিত্য উবাচ। অত্রাশ্রমপদে পুণ্যে যে নরা ভক্তিসংযুতাঃ। ছত্রোপানৎপ্রদাতারস্তেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ ॥ ১৮১ ॥ অশ্বিনাবূচতুঃ। মিষ্টান্নং শ্রদ্ধয়োপেতো ব্রাহ্মণায় প্রদাস্যতি। যোঽত্র তস্য পরা প্রীতির্ভবিষ্যত্যবিনাশিনী ॥ ১৮২ ॥ তীর্থান্যূচুঃ। অদ্যপ্রভৃতি সর্ব্বেষাং তীর্থানামিহ সংস্থিতিঃ। ভবিষ্যতি বিশেষেণ হ্যাশ্রমে লোকবিশ্রুতে ॥ ১৮৩ ॥ কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যামাশ্বিনে মাসি ভক্তিতঃ। উপবাসপরো ভূত্বা যোঽত্র স্নানং করিষ্যতি। সর্ব্বেষামেব তীর্থানাং স ফলং হি লভিষ্যতি ॥ ১৮৪ ॥ গন্ধর্ব্বা উচুঃ। গীতবাদ্যানি যশ্চাত্র প্রকরিষ্যতি মানবঃ। সপ্তজন্মান্তরাণ্যেব রূপবান্ স ভবিষ্যতি ॥ ১৮৫ ॥ ঋষয় উচুঃ। আশ্রমেঽস্মিংস্ত্রিরাত্রং য উপবাসং করিষ্যতি। চান্দ্রায়ণসহস্রস্য ফলং তস্য ভবিষ্যতি ॥ ১৮৬ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবং সর্ব্বে বরান্ দত্ত্বা দেব্যৈ দেবা নৃপোত্তম। তদাজ্ঞয়া দিবং জগ্মুর্দ্দেবী তত্রৈব সংস্থিতা ॥ ১৮৭ ॥ অথ মর্ত্ত্যা দিবং জগ্মুর্দৃষ্ট্বা দেবীং তদাশ্রমে। অনায়াসেন সম্পূর্ণস্ততো মর্ত্ত্যৈস্ত্রিবিষ্টপঃ ॥ ১৮৮ ॥ অগ্নিষ্টোমাদিকাঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়া নষ্টা ধরাতলে। ধর্ম্মক্রিয়াস্তথা চান্যা মুক্ত্বা দেব্যাঃ প্রপূজনম্ ॥ ১৮৯ ॥ ততো ভীতঃ

কহিলেন,—যে মানব এখানে আসিয়া শুচিভাবে স্বীয় বিত্তানুসারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে, তাহার যজ্ঞফল লাভ হইবে। যম কহিলেন,—এখানে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগকে তিলার্পণ করিবে, তাহার অপমৃত্যুভয় থাকিবে না। রাক্ষসগণ কহিল,—তোমার আশ্রমে যে নর পিণ্ড দান করিবে তাহার কখনই প্রেতজন্য ভয় হইবে না। বরুণ বলিলেন,—এখানে যে নর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণের স্নানজল প্রদান করিবে, ইহ-পরকালে তাহার বৈমল্য লাভ হইবে। বায়ু বলিলেন,—যে নর এখানে বিপ্রগণকে শুভ্র সুরভি বিলেপন সকল দান করিবে তাহার আরোগ্য লাভ হইবে। ধনদ কহিলেন,—যে ব্যক্তি এখানে ব্রাহ্মণদিগকে যথাশক্তি বিত্ত প্রদান করিবে, এ সংসারে সে কখনই বিত্ত-বিহীন হইবে না। ঈশ্বর কহিলেন,—যে ব্যক্তি এখানে ব্রতস্থ হইয়া চারিমাস বাস করিবে, ইহপরকালে তাহার অবিচ্ছিন্ন সুখ হইবে। বসুগণ বলিলেন,—যে নর এখানে ত্রিরাত্র সম্যক্ উপবাস করিবে, আজন্ম-মরণান্তক পাপ হইতে তাহার মুক্ত হইবে। আদিত্য কহিলেন,—যে সকল নর ভক্তিযুক্ত হইয়া এই পবিত্র আশ্রমে ছত্রোপানহ প্রদান করিবে, তাহাদের সনাতন লোক সকল লাভ হইবে। অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন,—যে নর শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এখানে ব্রাহ্মণদিগকে মিষ্টান্ন প্রদান করিবে, তাহার অনপায়িনী পরমা প্রীতি হইবে। তীর্থ সকল কহিল,—অদ্য হইতে এই লোকবিশ্রুত আশ্রমে তীর্থসমূহের বিশেষরূপেই অবস্থিতি হইবে। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে যে নর উপবাসী থাকিয়া ভক্তিপূর্ব্বক এখানে স্নানাচরণ করিবে, তাহার সর্ব্ব তীর্থফল লাভ হইবে। গন্ধর্ব্বগণ কহিলেন,—যে মানব এখানে, গীতবাদ্য করিবে, সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত তাহার সৌন্দর্য্য লাভ হইবে। ঋষিগণ কহিলেন,—যে নর এই আশ্রমে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, তাহার সহস্র চান্দ্রায়ণফল লব্ধ হইবে। ১২৭-১৮৬। পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! এইরূপে দেবগণ দেবীকে বর দান করিয়া তাঁহার আজ্ঞায় স্বর্গে গেলেন। দেবী সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মর্ত্ত্যগণ সেই আশ্রমবাসিনী দেবীকে দর্শন করিয়া স্বর্গে যাইতে লাগিল। স্বর্গ মর্ত্ত্যবাসীদিগের অনায়াসেই আয়ত্ত হইয়া পড়িল। ধরাতলের অগ্নিষ্টোমাদি যাবতীয় ক্রিয়া নষ্ট হইল। একমাত্র দেবী-পূজা ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মক্রিয়া লোপ পাইল।

সহস্রাক্ষঃ সমন্ত্র্য গুরুণা সহ। আহুয়া মাস বেগেন কামং ক্রোধং ভয়ং মদম্। ১৯০। ব্যামোহং গৃহপুত্রোত্থং তৃষ্ণামায়াসমন্বিতম্। গত্বা যূয়ং দ্রুতং মর্ত্ত্যে স্থাতুকামাস্তরান্ স্ত্রিয়ঃ। ১৯১। চণ্ডিকায়তনে পুণ্যে সেবধ্বং হি মমাজ্ঞয়া। বিশেষেণাশ্বিনে মাসি কৃষ্ণপক্ষেঽমাবাসরে। ১৯২। এবমুক্তা গতাঃ সর্ব্বে কামাদ্যাস্তে দ্রুতং যযুঃ। মর্ত্ত্যলোকে মহারাজ রক্ষাং চক্রুশ্চ সর্ব্বশঃ। ১৯৩। এবং জ্ঞাত্বা দ্রুতং গচ্ছ তত্র পার্থিবসত্তম। যদীচ্ছসি পরং শ্রেয় ইহলোকে পরত্র চ। ১৯৪। যো যাতি চণ্ডিকাং দ্রষ্টুমর্ব্বুদং প্রতি পার্থিব। নৃত্যন্তি পিতরস্তস্য গর্জ্জন্তি চ পিতামহাঃ। ১৯৫। তারয়িষ্যতি নঃ সর্ব্বান্ স পুত্রো য ইহাশ্রমে। চণ্ডিকায়াঃ প্রগাহ্যাথ কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধং সমাহিতঃ। ১৯৬। একয়া লভ্যতে রাজ্যং স্বর্গশ্চৈব দ্বিতীয়য়া। তৃতীয়য়া ভবেন্মোক্ষো যাত্রয়া তত্র পার্থিব। ১৯৭। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যাত্রাং তত্র সমাচরেৎ। অর্ব্বুদে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে সর্ব্বতীর্থময়ে শুভে। ১৯৮। তত্র শ্লোকঃ পুরা গীতো নারদেন মহর্ষিণা স্নাত্বা তত্রাশ্রমে পুণ্যে বহুবিপ্রসমাগমে। ১৯৯। পুনন্ত্যেবান্যতীর্থানি স্নানদানৈরসংশয়ম্। অর্ব্বুদালোকনাদেব বিপাপ্মা তত্র জায়তে। ২০০। যঃ শৃণোতি সদাখ্যানমেতচ্ছ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। স প্রাপ্নোতি নরশ্রেষ্ঠ কামান্ মনসি বাঞ্ছিতান্। ২০১। যস্মিংস্তিষ্ঠতে গেহে লিখিতং পুস্তকং নৃপ। তস্যাপি বাঞ্ছিতাঃ কামাঃ সম্পদ্যন্তে দিনে দিনে। ২০২। পঠতি শ্রদ্ধয়োপেতো যো বা শৃণুতে নরঃ। সোঽপি যাত্রাফলং রাজন্ লভতে পুরুষোত্তমঃ। ২০৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে চণ্ডিকাশ্রমোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৬।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। নাগহ্রদং ততো গচ্ছেত্তীর্থং পাপপ্রণাশনম্। যত্র নাগৈস্তপস্তপ্তং রম্যে পর্ব্বতরোধসি। ১। কদ্রুশাপং পুরা শ্রুত্বা নাগাঃ সর্ব্বে ভয়াতুরাঃ। পপ্রচ্ছুর্নাগরাজানং শেষং প্রণতকন্ধরাঃ। ২। মাতৃশাপেন সন্তপ্তা বয়ং পন্নগসত্তম। কিং কুর্ম্মঃ ক চ গচ্ছামঃ শাপমোক্ষো ভবেৎ কথম্। ৩। শেষ উবাচ। প্রসাদিতা ময়া মাতা শাপমুক্তিকৃতে

ইহাতে সহস্রাক্ষ ভীত হইয়া গুরুর সহিত মন্ত্রণান্তে সত্বর কাম, ক্রোধ, ভয়, মদ, ব্যামোহ, তৃষ্ণা ও আয়াস প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন,—তোমরা অতি দ্রুত মর্ত্ত্যে যাও; তথাকার পুণ্য চণ্ডিকায়তনে যে সকল নরনারী আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অমাবাসরে থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে গিয়া আশ্রয় কর। ইন্দ্র এই কথা কহিলে কামাদিগণ সত্বর মর্ত্ত্যলোকে গমন করিল। মহারাজ! তাহারা মর্ত্ত্যে আসিয়া এখনও সেই স্থান সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে। হে পার্থিবশ্রেষ্ঠ! যদি ইহপরকালের মঙ্গল চাও, তবে ইহা জানিয়া দ্রুত তুমি সেই স্থানে গমন কর। হে পার্থিব! যে জন চণ্ডিকাকে দর্শন করিবার জন্য অর্ব্বুদাচলে গমন করে, তাহার পিতৃগণ ও পিতামহগণ নর্ত্তন ও গর্জ্জন করেন যে, যে পুত্র উক্ত স্থানে চণ্ডিকাশ্রমে গমন করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে, তাহা হইতে আমাদিগের উদ্ধার সাধন হইবে। চণ্ডিকাক্ষেত্রে একবার যাত্রায় রাজ্য, দ্বিতীয় যাত্রায় স্বর্গ, এবং তৃতীয় যাত্রায় মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি,—হে রাজন্! নর সর্ব্বপ্রযত্নে সেই সর্ব্বতীর্থময় শুভ অর্ব্বুদাচলে যাত্রা করিবে। সেই পুণ্যাশ্রমে স্নান করিয়া পুরাকালে মহর্ষি নারদ বহু বিপ্র-সমাজে এইরূপ শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন যে, অন্যান্য তীর্থ স্নানদান দ্বারাই পবিত্রীকৃত করে, কিন্তু অর্ব্বুদাচলের দর্শনমাত্রেই লোক পবিত্র হয়। যে নর শ্রদ্ধাসহকারে এই আখ্যান শ্রবণ করে, তাহার সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু লব্ধ হয়। হে নৃপ! যাহার গৃহে পুস্তকাকারে ইহা লিখিত থাকে, তাহারও বাঞ্ছিত সকল দিনে দিনে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে নর শ্রদ্ধাসহকারে ইহা পাঠ করে, সেই পুরুষোত্তম ব্যক্তিই যাত্রাফল লাভ করিয়া থাকে। ১৮৭—২০৩।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর পাপহর নাগহ্রদ তীর্থে যাইবে। নাগগণ ঐ রম্য পর্ব্বততটে তপস্যা করিয়াছিল। পূর্ব্বে নাগগণ কদ্রুর অভিশাপ শ্রবণ করিয়া ভয়াতুরভাবে প্রণতকন্ধরে নাগরাজের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, হে পন্নগ-বর! আমরা মাতৃশাপে সন্তপ্ত হইয়াছি; কি করিব? কোথায় যাইব? কিরূপে আমাদের শাপমোক্ষ

পুরা ॥ তয়োক্তং যে তপোযুক্তা ধর্ম্মাত্মানঃ সুসংযতাঃ ॥ ৪ ॥ ন দহিষ্যতি তান্ বহ্নির্যজ্ঞে পারিক্ষিতস্য হি। তস্মাদ্ গত্বার্ব্বুদং নাম পর্ব্বতং ধরণীতলে ॥ ৫ ॥ তত্র যূয়ং তপোযুক্তা ভবধ্বং সুসমাহিতাঃ। যত্রাস্তে সা স্বয়ং দেবী চণ্ডিকা কামরূপিণী ॥ ৬ ॥ যস্যাঃ সঙ্কীর্ত্তনেনাপি নশ্যন্তি বিপদো ধ্রুবম্। আরাধয়ধ্বমনিশং তাং দেবীং মম বাক্যতঃ ॥ ৭ ॥ তস্যাঃ প্রসাদতঃ সর্ব্বে ভবিষ্যথ গতজ্বরাঃ। এতমেবাত্র পশ্যামি হ্যুপায়ং নাগসত্তমাঃ। দৈবো বা মানুষো বাপি নান্যো বো মুক্তিকারকঃ ॥ ৮ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্তাস্ততো নাগা নাগরাজেন পার্থিব। প্রণম্য তং ততো জগ্মুরর্ব্বুদং পর্ব্বতং প্রতি ॥ ৯ ॥ তে ভিত্ত্বা ধরণীপৃষ্ঠং পর্ব্বতে তদনন্তরম্। নিজগ্মুর্বিলমার্গেণ কৃত্বা শ্বভ্রং সুবিস্তরম্ ॥ ১০ ॥ ততো ধৃতব্রতাঃ সর্ব্বে দেবীভক্তিপরায়ণাঃ। বসন্তি ভক্তিসংযুক্তাশ্চণ্ডিকারাধনায় তে ॥ ১১ ॥ তস্থুস্তত্র সদা হোমং কুর্ব্বন্তো জাপ্যমুত্তমম্। একাহারা নিরাহারা বায়ুভক্ষাস্তথা পরে ॥ ১২ ॥ দন্তোলূখলিনঃ কেচিদশ্মকুট্টাস্তথা পরে। পঞ্চাগ্নিসাধকাশ্চান্যে সদ্যঃপ্রক্ষালকাস্তথা ॥ ১৩ ॥ গীতং বাদ্যং তথা চক্রুরন্যে দেব্যাঃ পুরস্তদা। অনন্তশ্রদ্ধয়োপেতাংস্তান্ দৃষ্ট্বা পন্নগোত্তমান্ ॥ ১৪ ॥ ততো দেবী সুসন্তুষ্টা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১৫ ॥ দেব্যুবাচ। পরিতুষ্টাস্মি বো বৎসাঃ কিমর্থং তপ্যতে তপঃ। বরয়ধ্বং বরং মত্তো যঃ স্থিতো ভবতাং হৃদি ॥ ১৬ ॥ নাগা ঊচুঃ। মাতৃশাপেন সন্তপ্তা বয়ং দেবি নিরাশ্রয়াঃ। নাগরাজসমাদেশাচ্ছরণং ত্বাং সমাগতাঃ ॥ ১৭ ॥ সা ত্বং রক্ষ ভয়াত্তস্মাচ্ছাপবহ্নিসমুদ্ভবাৎ। বয়ং মাত্রা পুরা শপ্তাঃ কস্মিংশ্চিৎকারণান্তরে। পারিক্ষিতস্য যজ্ঞে বঃ পাবকো ভক্ষয়িষ্যতি ॥ ১৮ ॥ দেব্যুবাচ। যাবত্তস্য ভবেদ্‌যজ্ঞস্তাবদ্‌যূয়ং মমান্তিকে। সন্তিষ্ঠত বিনা ভীত্যা ভোগান্ ভুঙ্‌ক্ষ্বধ্বং সুপুষ্কলান্ ॥ ১৯ ॥ সমাপ্তে চ ক্রতৌ ভূয়ো গন্তারঃ স্বং নিকেতনম্। যুষ্মাভির্ভেদিতং যস্মাদেতৎ পর্ব্বতকন্দরম্ ॥ ২০ ॥ নাগহ্রদস্তু তত্তীর্থমেতদ্ভাবি ধরাতলে। অত্র যঃ শ্রাবণে মাসি পঞ্চম্যাং ভক্তিতৎপরঃ ॥ ২১ ॥ করিষ্যতি নরঃ স্নানং তস্য নাহিকৃতং ভয়ম্। ভবিষ্যতি পুনঃ শ্রাদ্ধাৎ পিতৄন্ সন্তারয়িষ্যতি ॥ ২২ ॥ যে ভোগা

হইবে? তখন শেষ নাগ বলিলেন—আমি শাপমুক্তির নিমিত্ত পূর্ব্বেই মাতাকে প্রসাদিত করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন,—যাহারা সুসংযত, তপোযুক্ত, ধর্ম্মাত্মা, জনমেজয়ের যজ্ঞে পাবক তাহাদিগকে দগ্ধ করিবেন না। অতএব তোমরা ধরণীতলস্থ অর্ব্বুদাচলে যাও। সেখানে গিয়া সাবধানে তপস্যা কর। তথায় স্বয়ং কামরূপিণী চণ্ডিকাদেবী আছেন। তাঁহার নামসঙ্কীর্ত্তনেই বিপজ্জাল দূরীভূত হয়। অতএব আমার বাক্যে তোমরা নিরন্তর সেই দেবীর আরাধনা কর। তাঁহার প্রসাদে সকলেই গতজ্বর হইতে পারিবে। হে নাগগণ! আমি এই একমাত্র উপায়ই দেখিতেছি। ইহা ভিন্ন দৈব বা মানুষ অন্য কোন উপায়ই তোমাদের মুক্তিকারক নহে। পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপ! নাগরাজ এই কথা কহিলে নাগগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অর্ব্বুদাভিমুখে প্রস্থান করিল। অনন্তর তাহারা ধরণীপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া সুবিস্তৃত বিবর নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেই পথেই নির্গত হইল। তারপর চণ্ডিকার আরাধনার্থ সমস্ত নাগই ধৃতব্রত ও ভক্তিযুক্ত হইয়া সেইখানে বাস করিতে লাগিল। তাহারা সতত জপহোমপরায়ণ হইল। কেহ কেহ একাহার, কেহ কেহ নিরাহার, কেহ বায়ুভক্ষ, কেহ দন্তোলূখলিক, কেহ অশ্মকুট্ট, কেহ পঞ্চাগ্নিসাধক, কেহ সদ্যঃপ্রক্ষালক এবং কেহ কেহ গীত-বাদ্য-নিরত হইয়া রহিল। তখন দেবী চণ্ডিকা সেই অনন্তশ্রদ্ধাশীল পন্নগপ্রবরদিগকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন—বৎসগণ! কিজন্য তোমরা তপস্যা করিতেছ, আমি তুষ্ট হইয়াছি; মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ১-১৬। নাগগণ কহিল,—দেবি! আমরা মাতৃশাপে সন্তপ্ত হইয়া নিরাশ্রয় হইয়াছিলাম। পরে নাগরাজের উপদেশে আপনার শরণ লইয়াছি; আপনি শাপানলোত্থিত ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। কোন কারণবশে মাতা আমাদিগকে এইরূপ অভিশাপ দিয়াছেন যে, জনমেজয়ের যজ্ঞে পাবক তোমাদিগকে দগ্ধ করিবে। দেবী কহিলেন—যতদিনে সেই যজ্ঞ না আরব্ধ হয়, তাবৎ তোমরা নির্ভয়ে বিবিধ ভোগ উপভোগপূর্ব্বক আমার নিকটে অবস্থান কর। অনন্তর সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইয়া গেলে পুনরায় তোমরা নিজ নিকেতনে প্রস্থান করিবে। তোমরা এই পর্ব্বত-কন্দর ভেদ করিয়াছ বলিয়া ইহা নাগহ্রদ তীর্থ নামে মর্ত্ত্যে বিখ্যাত হইবে। এখানে যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রাবণী পঞ্চমী তিথিতে স্নান করিবে, তাহার অহিকৃত ভয় থাকিবে না। এখানে

ভূতলে খ্যাতা যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ। তান্ সর্ব্বান্ স নরো নিত্যং লভিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। ততো হৃষ্টা বভূবুস্তে মুক্তা তদ্দারুণং ভয়ম্। দেব্যাঃ শরণমাপন্নাস্তস্থুস্তত্র নগোত্তমে ॥ ২৪ ॥ ততঃ কালেন মহতা সত্রে পারিক্ষিতস্য চ। নির্বৃত্তে তে তদা জগ্মুঃ সুনির্বৃত্তা রসাতলম্ ॥ ২৫ ॥ দেব্যা চৈবাভ্যনুজ্ঞাতাঃ প্রণিপত্য মুহুর্মুহুঃ। কৃচ্ছ্রাৎ পার্থিবশার্দ্দূল তদ্ভক্ত্যা নিশ্চলীকৃতাঃ ॥ ২৬ ॥ অদ্যাপি কৃষ্ণপঞ্চম্যাং শ্রাবণে মাসি পার্থিব। সান্নিধ্যং তত্র কুর্ব্বন্তি দেবীদর্শনলালসাঃ ॥ ২৭ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শ্রাদ্ধং তত্র সমাচরেৎ। স্নানঞ্চ পার্থিবশ্রেষ্ঠ য ইচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নাগোদ্ভবতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। কুণ্ডং শিবলিঙ্গাখ্যং ততো গচ্ছেন্মহীপতে। যত্র সা জাহ্নবী গুপ্তা তিষ্ঠতে নৃপসত্তম ॥ ১ ॥ তস্যাং স্নাতো নরঃ সম্যক্ সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ। মুচ্যতে পাতকাৎ কৃৎস্নাদাজন্মমরণান্তিকাৎ ॥ ২ ॥ যযাতিরুবাচ। কিমর্থং তত্র সা গুপ্তা জাহ্নবী তিষ্ঠতে বিভো। কস্মিন্‌কালে সমায়াতা পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ৩ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। যদা প্রসাদিতো দেবৈর্ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ। অর্ব্বুদেঽস্মিন্ সদা স্থেয়মচলেন স্বয়া বিভো ॥ ৪ ॥ তত্র সংস্থাপিতে লিঙ্গে স্বয়ং দেবেন শম্ভুনা। যৎপাতিতং পুরা লিঙ্গং বালখিল্যৈর্মহর্ষিভিঃ ॥ ৫ ॥ অতিকোপসমাযুক্তৈঃ কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে। তদা দেবেন প্রতিজ্ঞাতং সর্ব্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ৬ ॥ অচলে তু ময়াত্রৈব স্থাতব্যং নাত্র সংশয়ঃ। ততঃ কালেন মহতা বসতস্তস্য তত্র চ ॥ ৭ ॥ অচলেশ্বররূপস্য গঙ্গা চিত্তে ব্যজায়ত। কথং নিত্যং তয়া সার্দ্ধং ভবিষ্যতি সমাগমঃ ॥ ৮ ॥ অথ জানাতি নো গৌরী মানিনী পরমেশ্বরী। চিন্তয়ন্নেবং চিন্তয়ানস্য বহুশো নৃপসত্তম ॥ ৯ ॥ উপায়ং সুমহদ্ধ্যাত্বা জাহ্নবীসঙ্গসম্ভবম্। তেনাদিষ্টা গণাঃ সর্ব্বে নন্দিভৃঙ্গিপুরঃসরাঃ ॥ ১০ ॥ অভিপ্রায়োঽস্তি মে কশ্চিজ্জলাশ্রয়বতোদ্ভবঃ। ক্রিয়তামুত্তমং কুণ্ডমস্মিন্

শ্রাদ্ধ করিলে নর পিতৃপুরুষদিগের উদ্ধার সাধন করিবে। যে সকল দিব্য ভৌম ভোগ বিখ্যাত আছে, ঐ দিন স্নানের ফলে নর ঐ সমস্ত ভোগই নিশ্চয় লাভ করিবে। পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর নাগগণ সেই দারুণ শাপভয় হইতে মুক্ত হইয়া হৃষ্ট হইল এবং দেবীর শরণাপন্ন হইয়া নগবর অর্ব্বুদাচলে বাস করিতে লাগিল। অনন্তর দীর্ঘকাল পরে যখন জনমেজয়ের যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়া গেল, তখন তাহারা সুনির্বৃতভাবে রসাতলে গমন করিল। নাগগণ দেবীর ভক্তিভরে নিশ্চলীকৃত হইয়াছিল; তাই যাইবার সময় মুহুর্মুহুঃ প্রণাম করিয়া অতিকষ্টে দেবীর অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিল। অদ্যাপি শ্রাবণী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে সেই নাগগণ দেবী-দর্শন-লালসায় তথায় সন্নিহিত হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, হে রাজশ্রেষ্ঠ! যে নিজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করে, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার তথায় স্নান ও শ্রাদ্ধাচরণ করা কর্ত্তব্য। ১৭—২৮।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে রাজন্! অনন্তর শিবলিঙ্গাখ্য কুণ্ডে গমন করিবে। ঐ কুণ্ডে জাহ্নবী সদা গুপ্তভাবে অবস্থিতা। তথায় সম্যক্‌রূপে স্নান করিলে নর সর্ব্বতীর্থফল লাভ করে; আজন্মমরণান্তিক নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যযাতি কহিলেন,—হে বিভো! ঐ স্থানে কিজন্য দেবী জাহ্নবী গুপ্ত আছেন, এবং কোন্ কালেই বা তিনি ঐ স্থানে আগমন করেন, বলুন, আমার পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে। পুলস্ত্য কহিলেন,—পূর্ব্বে দেবগণ "হে দেব! আপনি এই অর্ব্বুদাচলে অচল হইয়া বাস করুন" এই বলিয়া প্রসাদিত করিলে, স্বয়ং দেব শম্ভু ঐস্থানে লিঙ্গ সংস্থাপন করেন। কোন কারণ বশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া বালখিল্যগণ ঐ লিঙ্গ পাতিত করিয়াছিলেন। তখন সর্ব্বদেবসমীপে দেব প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমি এই অচলে নিশ্চয়ই বাস করিব। এই বলিয়া তিনি দীর্ঘকাল বাস করিলেন। পরে অচলেশ্বরের চিত্তে গঙ্গার কথা মনে পড়িল। ভাবিলেন কিরূপে নিত্য আমার গঙ্গাসহ সম্মিলন ঘটিবে। অথচ আমার মানিনী গৌরী তাহা জানিতে পারিবেন না। নৃপবর! শম্ভু এইরূপ বহু চিন্তার পর জাহ্নবীসঙ্গ লাভের সম্যক্ উপায় স্থির করিয়া নন্দিভৃঙ্গিপ্রমুখ স্বীয় গণদিগকে এইরূপ আদেশ করি-

পর্ব্বতরোধসি ॥ ১১ ॥ তত্রাহং জলমধ্যস্থঃ স্থাস্যামি জলতৎপরঃ। তচ্ছ্রুত্বা ত্বরতঃ চক্রুর্গণাঃ কুণ্ড মনেকশঃ ॥ ১২ ॥ স্বচ্ছোদকসমাকীর্ণং সুতীর্থং সুসুখাবহম্। ততো গোরীমনুজ্ঞাপ্য জাহ্নবী সঙ্গলালসঃ ॥ ১৩ ॥ ব্রতব্যাজেন দেবেশো বিবেশ তদনন্তরম্। চিন্তয়ামাস তত্রস্থো গঙ্গাং ত্রৈলোক্যপাবনীম্ ॥ ১৪ ॥ সা ধ্যাতা তৎক্ষণাত্তত্র শিবেন সহ সঙ্গতা। এবং স ভগবাংস্তত্র জাহ্নবীং ভুঙ্‌ক্তে সদা ॥ ১৫ ॥ ব্রতব্যাজেন রাজেন্দ্র ন তু গৌরী ব্যজানত। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য নারদো ভগবান্ মুনিঃ। কৈবল্যজ্ঞানসম্পন্নস্তত্রায়াতঃ পরিভ্রমন্ ॥ ১৬ ॥ স তু দৃষ্ট্বা মহাদেবং জলস্থং ব্রতধারিণম্। কামচেষ্টাসমা-যুক্তং তত্রাসৌ বিস্ময়ান্বিতঃ ॥ ১৭ ॥ বক্রনেত্রাবিকা-রোঽয়ং কিমস্য ব্রতধারিণঃ। ঈদৃক্কামসমাযুক্তস্ততো ধ্যানস্থিতো মুনিঃ ॥ ১৮ ॥ অথাপশ্যদ্ধ্যানদৃষ্ট্যা গঙ্গা-সক্তং মহেশ্বরম্। গৌর্য্যা ভয়েন সব্যাজ ততো বিস্ময়মাগতঃ ॥ ১৯ ॥ তদা স কথয়ামাস সর্ব্বং হর-বিচেষ্টিতম্ ॥ ২০ ॥ ততো দেবী ত্বরাযুক্তা যযৌ যত্র মহেশ্বরঃ। আতাম্রনয়না রোষাদ্বেপমানা মুহুর্মুহুঃ ॥ ২১ ॥ তাং দৃষ্ট্বা কোপসংযুক্তাং সমাগতাং মহেশ্বরীম্। উবাচ জাহ্নবী ভীতা জ্ঞাত্বা দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ২২ ॥ আবয়োঃ সঙ্গমে দেবী নারদেন নিবেদিতা। সেয়ং রুষ্টা সমায়াতি কুরুষ্ব যদনন্ত-রম্ ॥ ২৩ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। কর্ত্তব্যং জাহ্নবি শ্রেয়ঃ পুরো গত্বা নগাত্মজাম্। অত্যর্থং মানিনী হ্যেষা সাম্না চ বশবর্ত্তিনী ॥ ২৪ ॥ তৎক্ষণাজ্জায়তে তস্মাৎ সামপরা ভব। নো চেচ্ছাপং ময়া সার্দ্ধং তব দাস্যত্যসংশয়ম্ ॥ ২৫ ॥ এবমুক্তা চ রুদ্রেণ জাহ্নবী নৃপসত্তম। কুণ্ডান্নির্গত্য সা গঙ্গা সম্মুখং প্রযযৌ তদা ॥ ২৬ ॥ প্রত্যুদ্যযৌ সলজ্জা চ কৃতাঞ্জলিপুরঃসরা। প্রণম্য শিরসা চেয়ং ততঃ প্রাহ স্বলঙ্কৃতা ॥ ২৭ ॥ পুরাহং তব কান্তেন নিপতন্তী নভস্তলাৎ। ধৃতা দেবি ভবাপ্যেতদ্বিদিতং নৃপতেঃ কৃতে ॥ ২৮ ॥ ভগীরথাভিধানস্য ততঃ স্নেহো ব্যবর্দ্ধত। আবয়োস্তব ভীত্যা চ নাভূৎ কাপি

লেন যে, আমার একটা জলবাস ব্রত করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব তোমরাই এই গিরিতটে এক উত্তম কুণ্ড নির্ম্মাণ কর। আমি তন্মধ্যস্থ জলাভ্যন্তরে অবস্থান করিব। তৎ শ্রবণে বহুগণ সত্বর এক কুণ্ড প্রস্তুত করিল। ঐ কুণ্ড স্বচ্ছোদকময় তীর্থ ও পরম সুখাবহ। অনন্তর জাহ্নবীসঙ্গ-সমুৎসুক দেবে গৌরীর সম্মতি লইয়া ব্রতব্যাজে সেই কুণ্ডে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় থাকিয়া ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গার ধ্যানে নিরত হন। গঙ্গা ধ্যাত হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ শিবের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। এইরূপে সেই ভগবান্ ব্রতব্যাজে সর্ব্বদা জাহ্নবীর ভজনা করিতে লাগিলেন। পরন্তু গৌরী ইহা জানিতে পারিলেন না। একদা কৈবল্যজ্ঞানী নারদমুনি ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ স্থানে আগমন করিলেন। নারদ তখন সেই জলস্থ ব্রতধারী মহাদেবকে কামচেষ্টায় অন্বিত দেখিয়া বিস্মিতভাবে চিন্তা করিলেন,—এইরূপ কি ব্রতধারীর বক্রনেত্রবিকার! কিম্বা ব্রতী ব্যক্তি কি এইরূপ কামসমন্বিত হয়? এই ভাবিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইলেন এবং ধ্যান-নেত্রে মহেশকে গঙ্গাসক্ত এবং গৌরীর ভয়ে ছল যুক্ত দেখিয়া আরও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর নারদ গৌরীর নিকট সমস্ত হরচেষ্টিত বিবৃত করিলেন। দেবী তৎশ্রবণে ত্বরান্বিত হইয়া ক্রোধে আতাম্রনয়নে কাঁপিতে কাঁপিতে মহেশ্বরের সমীপে উপস্থিত হইলেন। জাহ্নবী গৌরীকে কোপাক্রান্ত দেখিয়া ভীতা হইলেন এবং দিব্যচক্ষে সমস্ত ঘটনা জানিয়া মহেশকে বলিলেন,—দেব। নারদ আমাদের সঙ্গমের কথা গৌরীর নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাতে রুষ্ট হইয়া গৌরী এদিকে আসিতেছেন; অতএব এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন। মহাদেব কহিলেন,—জাহ্নবি! এক্ষণে নগনন্দিনীর সম্মুখে গিয়া মঙ্গল বিধান করিতে হইবে; এই গৌরী অতিবড় মানিনী; ইনি সামপ্রয়োগেই বশবর্ত্তিনী। এই সাধ্বী সামপ্রয়োগে অচিরাৎ শান্ত হইয়া থাকেন। অন্যথা ইনি আমাকে ও তোমাকে নিশ্চয়ই শাপ প্রদান করিবেন।১—২৫। রুদ্র এই কথা কহিলে জাহ্নবী কুণ্ডমধ্যে নির্গত হইয়া তৎকালে গৌরীর প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং লজ্জিতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামপূর্ব্বক গৌরীকে বলিলেন,—হে দেবি! পূর্ব্বে আমি যখন ভগীরথ নৃপতির নিমিত্ত নভস্তল হইতে নিপাতিত হই, তখন তোমার ভর্ত্তাই আমায় ধারণ করিয়াছিলেন। একথা তোমারও অবিদিত নহে। যাহা হৌক, সেই হইতেই আমাদের পরস্পর পরস্পরের উপর স্নেহ সঞ্চিত হয় কিন্তু তোমার ভয়ে আমাদের

সমাগমঃ। ২৯। অধুনা তব বাক্যেন জানেঽহং ন সুরেশ্বরি। সমাহূতাস্মি রুদ্রেণ কিং বা স্বচ্ছন্দতঃ শুভে। ৩০। ত্রৈলোক্যস্য প্রভুরয়ং তন্নিক্রম্য কথঞ্চন। তস্মাদত্রৈব সম্প্রাপ্তা সত্যমেতন্ময়োদিতম্। ৩১। পুলস্ত্য উবাচ। তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ততো দেবী প্রহর্ষিতা। প্রোবাচ মধুরং বাক্যং সত্যমেতত্ত্বয়োদিতম্। ৩২। তস্মাদ্বরয় ভদ্রং তে বরং মত্তো যথেপ্সিতম্। মুক্ত্বৈকং পতিধর্ম্মত্বে মম কান্তং মহেশ্বরম্। ৩৩। গঙ্গোবাচ। অপি দৌর্ভাগ্যযুক্তাহং ভার্য্যা জাতাস্মি শূলিনঃ। তস্মাদেকং দিনং দেহি ক্রীড়নার্থমনেন তু। ৩৪। চৈত্রশুক্লত্রয়োদশ্যামহোরাত্রং সুরেশ্বরি। শিবকুণ্ডং তথাস্ত্বেতন্ময়া যস্মাৎ সমাবৃতম্। ৩৫। শিবগঙ্গাভিধানঞ্চ তস্মাৎ কুণ্ডং ধরাতলে। খ্যাতিং যাতু প্রসাদেন তব পর্ব্বতনন্দিনি। ৩৬। পুলস্ত্য উবাচ। এবমস্ত্বিতি সা দেবী প্রোচ্য গঙ্গাং মহানদীম্। ততো বিসর্জ্জয়ামাস তামালিঙ্গ্য মুহুর্ম্মুহুঃ। ৩৭। গতায়ামথ গঙ্গায়ামধোবক্ত্রা সুলজ্জিতম্। পাণৌ গৃহ্য যযৌ রুদ্রং ভ্রমমাণা গৃহং প্রতি। ৩৮। এবমেতৎ পুরাবৃত্তং ত... কুণ্ডে নরাধিপ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন চতুর্দ্দশ্যাং সমাহিতঃ। ৩৯। শুক্লায়াং চৈত্রমাসে তু স্নানং তত্র সমাচরেৎ। সান্নিধ্যাদ্দেবদেবস্য গঙ্গায়াশ্চ নৃপোত্তম। ৪০। যত্র সংক্ষয়মায়াতি সর্ব্বং তত্রাশুভং কৃতম্। তত্র যো বৃষভং দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণায় নৃপোত্তম। তদ্রোমসঙ্খ্যয়া স্বর্গে স পুমান্ বসতি ধ্রুবম্। ৪১।

ইতি শ্রীস্কান্দে শিবগঙ্গাকুণ্ডোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৮।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

যযাতিরুবাচ। যত্ত্বয়া কীর্ত্তিতং ব্রহ্মন্ পূর্ব্বং দেবৈঃ প্রসাদিতঃ। লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাস স্বয়ংরূপো মহেশ্বরঃ। ১। কস্মাত্তৎ পাতিতং লিঙ্গং বালখিল্যৈর্ম্মহাত্মভিঃ। কস্মাত্তত্রাচলো জাতো দেবদেবো মহেশ্বরঃ। ২। এতন্মে কৌতুকং সর্ব্বং যথাবদ্বক্তুমর্হসি। তস্মিন্ দৃষ্টে চ কিং পুণ্যং নরাণাং তত্র জায়তে। ৩। পুলস্ত্য উবাচ। মহেশ্বরস্য

সমাগম এতাবৎ কাল কখন ঘটে নাই। হে সুরেশ্বরি! অধুনা আমি জানি না—হয় তোমারই বাক্যে, না হয় রুদ্রের আহ্বানে, কিম্বা স্বেচ্ছাক্রমেই কোনরূপে নিক্রান্ত হইয়া ইঁহাকে ত্রৈলোক্যপতি জ্ঞানে এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ইহা আমি সত্যই বলিলাম। পুলস্ত্য কহিলেন,—গঙ্গার সেই বাক্য শুনিয়া দেবী হৃষ্ট হইলেন এবং মধুর বাক্যে বলিলেন,—তুমি এই সত্য কথা কহিয়াছ, এজন্য আমা হইতে উত্তম বর গ্রহণ কর। কিন্তু আমার কান্ত মহেশ্বরকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার বর প্রার্থনা করিও না। গঙ্গা কহিলেন,--আমি শূলপাণির অতিবড় দুর্ভাগ্যশালিনী ভার্য্যা হইয়াছি। অতএব আমি প্রার্থনা করি, ইঁহার সহিত ক্রীড়া করিবার জন্য একটী দিন আমায় প্রদান করুন। অপিচ চৈত্রশুক্লত্রয়োদশীর অহোরাত্র এই মৎসমাবৃত শিবকুণ্ডই সেই ক্রীড়াস্থান হোক। ধরাতলে তোমার প্রসাদে হে নগনন্দিনি!—এই কুণ্ড যেন শিবগঙ্গা নামে খ্যাতি লাভ করে। পুলস্ত্য কহিলেন,—দেবী গৌরী 'তথাস্তু' বাক্যে সম্মত হইয়া মহানদী গঙ্গাকে পুনঃপুন আলিঙ্গন-দানান্তে বিদায় দিলেন। গঙ্গা গমন করিলে লজ্জায় অধোবদনে অবস্থিত রুদ্রকে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া গৌরী গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হে নরাধিপ! সেই কুণ্ডে এইরূপই পুরাবৃত্ত ঘটিয়াছিল। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীর দিন সমাহিত হইয়া তথায় স্নানাচরণ করিবে। ঐ দিন দেবদেবের এবং গঙ্গাদেবীর ঐ স্থানে সান্নিধ্য হয়, বলিয়া এইরূপ স্নানবিধি নির্দ্দিষ্ট। যথায় সমস্ত অশুভ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেই শিবগঙ্গাকুণ্ডে যে নর ব্রাহ্মণকে বৃষভ দান করে, নিশ্চয়ই তাহার সেই বৃষরোমসমসংখ্যক বৎসর স্বর্গবাস হয়। ২৬—৪১।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৮।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

যযাতি বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, পূর্ব্বে দেবগণ কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া স্বয়ংরূপ মহেশ্বর লিঙ্গ সংস্থাপন করিয়াছেন; তা কি জন্য মহাত্মা বালখিল্যগণ ঐ লিঙ্গ পাতিত করিলেন? কি জন্যই বা তথায় দেবদেব মহেশ্বর অচল হইয়াছিলেন? আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে, যথাবৎ বৃত্তান্ত বলুন। ঐ দেবদেবের দর্শনে নরগণের কিরূপ পুণ্য হয়, তাহাও আপনি ব্যক্ত করিবেন। পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর

মাহাত্ম্যং শৃণু পার্থিবসত্তম। অত্র তে কীর্ত্তয়িষ্যামি পুরাবৃত্তং কথান্তরম্‌॥ ৪॥ যদা পঞ্চত্বমাপন্না সতী সত্যপরাক্রমা। অপমানেন দক্ষস্য যজ্ঞে ন চ নিমন্ত্রিতা॥ ৫॥ তদা কামো ক্রতং গৃহ্য পুষ্পচাপং স্মমত্যগাৎ। কন্দর্পং সহসা দৃষ্ট্বা সন্ধিতেষু সুদুর্জ্জয়ম্‌॥ ৬॥ আপতন্তং ভয়াত্তস্য প্রনষ্টস্ত্রিপুরান্তকঃ। স তদা ভ্রমমাণশ্চ ইতশ্চেতশ্চ পার্থিব॥ ৭॥ বালখিল্যাশ্রমং প্রাপ্তঃ পুণ্যং সত্বকশোভিতম্‌। স তত্র ভগবাংস্তেষাং দারৈর্দৃষ্টঃ সুরূপবান্‌॥ ৮॥ দিগ্বাসাঃ সুপ্রিয়ালাপস্ততস্তাঃ কামমোহিতাঃ। ত্যক্ত্বা পুত্রগৃহাদ্যঞ্চ সর্ব্বাস্তৎপৃষ্ঠসংস্থিতাঃ। বহুবৃশ্চা নিশং রাজন্যাং ভজস্বেতি চাব্রুবন্‌॥৯॥ চক্রুরালিঙ্গনং কাশ্চিচ্চুম্বনঞ্চ তথাপরাঃ। অঙ্গান্তস্য হি লিঙ্গং তৎস্পৃশন্তি চ মুহুর্মুহুঃ॥ ১০॥ স চাপি ভগবান্‌ শম্ভুর্নিষ্কামঃ পরমেশ্বরঃ। জগদ্ব্যাপিং সমাশ্রিত্য সর্ব্বপ্রাণিষু বর্ত্ততে॥ ১১॥ স চাপি ভগবান্‌ শম্ভুস্তাসাং সরতি প্রাঙ্মুখঃ। ভ্রান্তস্তত্রাশ্রমে তেষাং দারান্‌ কামেন পীড়য়ন্‌॥ ১২॥ অথ তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা বিকৃতিং দারসম্ভবাম্‌। অজানন্তো মহাদেবং রুষ্টাস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১৩॥ দদুঃ শাপং সুসংক্রুদ্ধাঃ কলত্রার্থে পরন্তপ। পততাৎ পততাং লিঙ্গমেতত্তে পাপকৃত্তম॥ ১৪॥ বিড়ম্বয়সি নো দারানজস্রং চাস্য দর্শনাৎ। ততশ্চৈবাপতল্লিঙ্গং তৎক্ষণাত্তৎ পুরদ্বিষঃ॥ ১৫॥ ব্রহ্মবাক্যেণ রাজর্ষে চকম্পে বসুধা ততঃ। শীর্ণানি গিরিশৃঙ্গাণি চুক্ষুভুর্মকরালয়াঃ॥ ১৬॥ ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে ভয়ত্রস্তা নরাধিপ। অকালে প্রলয়ং মত্বা ত্রৈলোক্যে পর্য্যবস্থিতম্‌॥১৭॥ ততঃ পিতামহং জগ্মুস্তস্মৈ সর্ব্বং স্তদেবয়ন্‌। প্রলয়স্যেব চিহ্নানি দৃশ্যন্তে পরমেশ্বর॥ ১৮॥ কিং নিমিত্তং সুরশ্রেষ্ঠ ন জানীমো বয়ং প্রভো। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা চিরং ধ্যাত্বা পিতামহঃ॥ ১৯॥ অব্রবীৎ পাতিতং লিঙ্গং বালখিল্যৈঃ পিনাকিনঃ। তেনৈতে দারুণোৎপাতাঃ সঞ্জাতা ভয়সূচকাঃ॥ ২০॥ তস্মান্ময়া সমাযুক্তাঃ সর্ব্বে তত্র দিবৌকসঃ। ব্রজন্তু যেন তল্লিঙ্গং স্থানে সংস্থাপয়েচ্ছিবঃ॥ ২১॥ যাবন্নো জায়তে লোকে প্রলয়োঽকালসম্ভবঃ। এবং সম্মন্ত্র্য তে সর্ব্বে ততো-

---

মহেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। আমি এ সম্বন্ধে আপনার নিকট এক পুরাকাহিনী কীর্ত্তন করিতেছি, যৎকালে দক্ষযজ্ঞে অনিমন্ত্রিতা সত্যপরাক্রমা সতী পিতৃকৃত অবমাননায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, তখন কাম পুষ্পচাপ গ্রহণ করিয়া সত্বর লিঙ্গাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। ত্রিপুরারি দুর্জ্জয় কন্দর্পকে সশর শরাসনহস্তে সহসা সমাগত দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করেন। তিনি ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে পবিত্র বালখিল্যাশ্রমে উপনীত হন। অনন্তর তত্রত্য মুনিপত্নীরা সেই সুন্দর সুমিষ্টালাপী ভগবানকে দিগম্বর দেখিয়া সকলেই কামমোহিত হইয়া পড়িলেন এবং সকলেই পুত্র-গৃহাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ যাইতে যাইতে 'আমাকে ভজনা করুন—আমাকে ভজনা করুন,' এইরূপ কথা বারম্বার বলিতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং অপর কেহ কেহ চুম্বন দিলেন। অন্য অতিপয় মুনিপত্নী পুন পুন মহাদেবের লিঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভগবান পরমেশ্বর শম্ভু নিষ্কাম; তিনি জগৎ ব্যাপিয়া সর্ব্ব প্রাণিদেহে বিরাজমান। তাই সেই ভগবান্‌ কামপরাঙ্মুখ হইয়া মুনিপত্নীদিগের সম্মুখ দিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রমণে সেই আশ্রমে মুনিপত্নীগণ কামপীড়িত হইতে লাগিলেন। অনন্তর মুনিগণ স্ব স্ব পত্নীদিগের বিকৃতি বুঝিয়া ক্রোধে মহাদেবকে জানিতে না পারিয়াই এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, রে পাপকৃত্তম! তুই লিঙ্গ দেখাইয়া অজস্র আমাদের পত্নীগণকে বিড়ম্বিত করিতেছিস; এই জন্য তোর এই লিঙ্গ এখনি পতিত হোক। হে রাজর্ষে! ব্রহ্মবাক্যে ত্রিপুরারির লিঙ্গ তৎক্ষণাৎ পতিত হইল। লিঙ্গপতনে বসুধা কম্পিত হইল। গিরিশৃঙ্গ সকল শীর্ণ হইয়া গেল। সাগর সকল সংক্ষুব্ধ হইল।১—১৬। অনন্তর দেবগণ ভয়ত্রস্ত হইয়া অকালে প্রলয় মনে করিয়া পিতামহসমীপে গমনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন—হে পরমেশ্বর! প্রলয়ের চিহ্ন দেখা যাইতেছে; কেন এইরূপ হইল, আমরা তাহা জানিতেছি না। হে প্রভো! হে সুরশ্রেষ্ঠ! এ কি হইল!—বলুন? তাঁহাদের সেই বাক্য শুনিয়া পিতামহ বহুক্ষণ ধ্যানপূর্ব্বক বলিলেন,—বালখিল্যগণ পিনাকীর লিঙ্গ পাতিত করিয়াছেন, তাহারই জন্য এই সকল ভীষণ দারুণ উৎপাত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। অতএব শিব যাহাতে স্বীয় লিঙ্গ যথাস্থানে স্থাপন করেন, সেজন্য সকল দেবতাই আমার সহিত চলুন। আমাদের যাইবার অগ্রেই যেন জগতে প্রলয়কাল আসিয়া উপস্থিত না হয়। এইরূপ মন্ত্রণাপূর্ব্বক

হর্ব্বুদমুপাযযুঃ ॥ ২২ ॥ বালখিল্যাশ্রমে যত্র তল্লিঙ্গং নিপপাত হ। তুষ্টুবুর্ব্বিবিধৈঃ সূক্তৈর্ব্বেদোক্তৈর্ব্বিনয়ান্বিতাঃ ॥ ২৩ ॥ দেবা ঊচুঃ। নমস্তে দেবদেবেশ ভক্তানাং চাভয়ঙ্কর। নমস্তে সর্ব্ববাসায় সর্ব্বযজ্ঞময়ায় চ ॥ ২৪ ॥ সর্ব্বেশ্বরায় দেবায় পরমজ্যোতিষে নমঃ। নমঃ স্থূলায় সূক্ষ্মায় জ্ঞানগম্যায় বেধসে ॥ ২৫ ॥ ত্র্যম্বকায় চ ভীমায় পিনাকবরপাণয়ে। ত্বয়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ২৬ ॥ সংসারে বিবুধশ্রেষ্ঠ জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। ন তদস্তি ত্রিলোকেঽস্মিন্ সূক্ষ্মমপি শঙ্কর। যত্ত্বয়া ন প্রভো ব্যাপ্তং সৃষ্টিসংহারকারণাৎ ॥ ২৭ ॥ পৃথিব্যাদীনি ভূতানি ত্বয়া সৃষ্টানি কামতঃ। যান্তি তানি ভূয়োঽপি তব কায়ে জগৎপতে ॥২৮॥ প্রসীদ ভগবংস্ত্বমাল্লিঙ্গমেতৎ সুরেশ্বর। স্থানে স্থাপয় ভদ্রং তে যাবন্ন স্যাৎ প্রজাক্ষয়ঃ ॥ ২৯ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। নির্ব্বিকারস্য মল্লিঙ্গং বালখিল্যৈঃ প্রপাতিতম্। কথং ভূয়ঃ প্রগৃহ্লামি যাবচ্ছুদ্ধির্ন জায়তে ॥ ৩০ ॥ শক্তোঽহং বালখিল্যানাং নিগ্রহং কর্ত্তুমঞ্জসা। কিন্তু মে ব্রাহ্মণা মান্যাঃ পূজ্যাশ্চ সুরসত্তমাঃ ॥ ৩১ ॥ অচলং লিঙ্গমেতদ্ধি নোদ্ধর্তুং শক্যতে বিভো। এক এবাত্র নির্দ্দিষ্ট উপায়ো নপরঃ স্মৃতঃ ॥ ৩২ ॥ যদি মে ত্বং পুরা লিঙ্গং পূজয়েথাঃ পিতামহ। ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে ততো বিপ্রাস্ততোঽপরে ॥ ৩৩ ॥ ততো বৈ শান্তিমাগচ্ছেজ্জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৩৪ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্তঃ স ভগবান্ শঙ্করেণ নৃপোত্তম। ততস্তং পূজয়ামাস ব্রহ্মা পূর্ব্বং সুভক্তিতঃ ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মণোঽনন্তরং বিষ্ণুস্ততঃ শক্রস্ততোঽপরে। বালখিল্যাদয়ো বিপ্রা মন্ত্রৈশ্চ শতরুদ্রিয়ৈঃ ॥ ৩৬ ॥ ততস্তে দারুণোৎপাতা উপশান্তাশ্চ তৎক্ষণাৎ। অভবৎ সুমুখো লোকো ববৌ গন্ধবহো মৃদুঃ ॥ ৩৭ ॥ অথোবাচ মহাদেবঃ সর্ব্বাংস্তাংস্ত্রিদশালয়ান্। বৃণুধ্বং সুবরং সর্ব্বে মত্তো যন্মনসীপ্সিতম্ ॥ ৩৮ ॥ দেবা ঊচুঃ। তব লিঙ্গস্য সংস্পর্শাদপি পাপকৃতো নাঃ। স্বর্গং যাস্যন্তি দেবেশ নাশং যাস্যতি কিল্বিষম্। ব্রতদানানি সর্ব্বাণি তীর্থযাত্রাযুতানি চ ॥ ৩৯ ॥ তস্মাদ্বজ্রেণ দেবেন্দ্রস্তবৈতল্লিঙ্গমুত্তমম্। ছাদয়িষ্যতি

দেবগণ সকলেই অর্ব্বুদাচলে—যথায় বালখিল্যাশ্রমে শিবলিঙ্গ নিপতিত হইয়াছিল, সেইখানে গমন করিলেন। তথায় গিয়া সকলেই বিনীতভাবে বৈদিক বিবিধ সূক্ত উচ্চারণ করিয়া দেবদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—হে ভক্তগণের অভয়ঙ্কর দেবদেবেশ! আপনাকে নমস্কার। হে সর্ব্ববাস, আপনি সর্ব্বযজ্ঞময়, সর্ব্বেশ্বর, দেব, পরমজ্যোতি, স্থূল, সূক্ষ্ম, জ্ঞানগম্য, বেধা, ত্র্যম্বক, ভীম, ও পিনাকবরপাণি, আপনাকে নমস্কার। এই সমস্ত জগৎ সূত্রে মণির ন্যায় তোমাতে গ্রথিত রহিয়াছে। হে বিবুধশ্রেষ্ঠ! এই স্থাবর জঙ্গম জগতে এমন কোন সূক্ষ্ম বস্তু নাই, যাহা আপনি সৃষ্টিসংহার কারণরূপে ব্যাপ্ত করেন নাই। আপনি স্বেচ্ছায় যে পৃথিব্যাদি ভূত সকল সৃজন করিয়াছেন। হে জগৎপতে! ঐ সকল ভূত আবার আপনাতে গমন করিয়া থাকে। হে সুরেশ্বর! এই সমস্ত প্রজা ক্ষয় হইতে না-হইতে আপনি আপনার লিঙ্গ স্বস্থানে স্থাপন করুন। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—নির্ব্বিকার আমার এই লিঙ্গ বালখিল্যগণ পাতিত করিয়াছেন; অতএব ইহার শুদ্ধি না হইলে পুনরায় কি প্রকারে গ্রহণ করি? আমি বালখিল্যগণের নিগ্রহ করিতে পারি বটে; কিন্তু হে সুরসত্তমগণ! ব্রাহ্মণগণ আমার মাননীয় পূজ্য। এই অচল লিঙ্গ আমি তুলিতে পারিব না; তবে এই লিঙ্গ উদ্ধারের একটীমাত্র উপায় আছে, অন্য উপায় আর আমি কিছুই দেখিতেছি না; সেই উপায় এই যে, সর্ব্বাগ্রে আপনি এই লিঙ্গের পূজা করুন। তারপর দেবগণ; অনন্তর ব্রাহ্মণগণ পূজা করুন, করিলে তারপর এই সচরাচর জগৎ শান্তি লাভ করিবে। ১৭-৩৪। পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! শঙ্কর এই কথা কহিলে ব্রহ্মা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন। ব্রহ্মার পর বিষ্ণু, বিষ্ণুর পর ইন্দ্র, ইন্দ্রের পর বালখিল্যাদি অন্যান্য বিপ্রগণ শতরুদ্রিয় মন্ত্রে শঙ্করের পূজা করিলেন। তখন অবিলম্বে সেই দারুণ উৎপাতসমূহ শান্ত হইল। লোকের চিত্ত প্রসন্ন হইল। গন্ধবহ মৃদু-মন্দভাবে বহিতে লাগিল। অনন্তর মহাদেব সমস্ত ত্রিদশবাসীকে বলিলেন,—তোমরা সকলেই আমার নিকট অভীষ্ট বর গ্রহণ কর। দেবগণ বলিলেন,—আপনার লিঙ্গস্পর্শে পাপকারী নরগণও স্বর্গে যাইবে। কিল্বিষরাশি নাশ পাইবে। ব্রত, দান এবং নিখিল তীর্থযাত্রা লোপ পাইবে। অতএব হে প্রভো! আপনার যদি অভিপ্রায় হয়, তবে দেবেন্দ্র স্বীয় বজ্র দ্বারা এই উত্তম লিঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া

সর্ব্বজ্ঞ যদি ত্বং মন্যসে প্রভো ॥৪০॥ শ্রীভগবানুবাচ। অভিপ্রায়ো মমাপ্যেষ বর্ত্ততে হৃদি পদ্মজ। এবং করোতু দেবেন্দ্রঃ সর্ব্বধর্ম্মবিবৃদ্ধয়ে ॥ ৪১ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। ততঃ সম্ছাদয়ামাস বজ্রেণ ত্রিদশাধিপঃ তল্লিঙ্গং সর্ব্বমর্ত্ত্যানাং যথাদৃশ্যং ব্যজায়ত ॥ ৪২ অদ্যাপি বজ্রসংস্পর্শাত্তৎসান্নিধ্যং গতো নরঃ আজন্মমরণাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৩ মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং যস্মাত্তল্লিঙ্গে শঙ্করেণ তু বজ্রেণাচ্ছাদিতং চৈব শক্রেণৈব ধরাতলে ৪৪ ॥ ততঃপ্রভৃতি লিঙ্গস্য মর্ত্তে] পূজা ব্যজায়ত। পুরাসীচ্ছঙ্করঃ পূজ্যো যথান্তে ত্রিদশালয়াঃ ॥ ৪৫ ॥ এবমেতৎ পুরাবৃত্তমর্ব্বুদে পর্ব্বতোত্তমে। লিঙ্গস্য পতনাৎ পূজাং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৪৬ ॥ ফাল্গুনান্তচতুর্দ্দশ্যাং নৈবেদ্যং নূতনৈর্যবৈঃ। যো দদাত্যচলেশায় স ভূয়ো নেহ জায়তে ॥ ৪৭ ॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্যস্তু ভক্ত্যা তৈর্যবৈর্নবৈঃ। যবসংখ্যাপ্রমাণানি যুগানি দিবি মোদতে ॥ ৪৮ ॥ তত্র দানং প্রশংসন্তি শক্তুনাং মুনিসত্তমাঃ। নূতনানাং মহারাজ যতঃ প্রোক্তং পুরারিণা ॥ ৪৯ ॥ কিং দানৈর্ব্বিবিধৈর্দ্দত্তৈঃ কিং যজ্ঞৈশ্চ সুবিস্তরৈঃ। কিং তীর্থৈর্ব্বিবিধৈর্হোমৈস্তপোভিঃ কিঞ্চ কষ্টদৈঃ ॥ ৫০ ॥ ফাল্গুনান্তচতুর্দ্দশ্যাং সুমহেশ্বরসন্নিধৌ। ধর্ম্মাণ্যেতানি সর্ব্বাণি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৫১ ॥ শৃণু রাজন্ পুরা বৃত্তং তত্রাশ্চর্য্যং যদুত্তমম্। কশ্চিৎ পাপসমাচারঃ কুষ্ঠী কামতমুর্নরঃ ॥ ৫২ ॥ ভিক্ষার্থমাগতস্তত্র লোকৈরন্যৈঃ সমন্বিতঃ। তেন ভিক্ষার্জ্জিতং তত্র শক্তুনাং কুড়বং নৃপ ॥ ৫৩ ॥ ততো রোগপরিক্লেশাদ্ভোজনং ন চকার সঃ। দাঘার্দ্দিতো জলে তস্মিন্ স্নাতো ভক্তিবিবর্জ্জিতঃ। শক্তূন্ কৃত্বোপধানে তান্ স চ সুপ্তো নিশাগমে ॥৫৪॥ ততো নিদ্রাভিভূতস্য সারমেয়ো জহার চ। ভক্ষয়ামাস যুক্তোঽন্যৈঃ সারমেয়ৈর্ব্বুভুক্ষিতঃ ॥ ৫৫ ॥ অথাসৌ বিস্ময়াদ্রাজন্ পঞ্চত্বং সমুপস্থিতঃ ততো জাতিস্মরো জাতো বিদর্ভাধিপতে গৃহে ॥ ৫৬ ॥ ভীমো নাম নৃপশ্রেষ্ঠ দময়ন্তীপিতা হি যঃ। তং প্রভাবং হি বিজ্ঞায় শক্তুনাং তত্র পর্ব্বতে ॥ ৫৭ ॥ ফাল্গুনান্তচতুর্দ্দশ্যাং বর্ষে বর্ষে জগাম সঃ। কৃত্বা চৈবোপবাসং তু রাত্রৌ জাগরণং তথা ॥ ৫৮ ॥

রাখিবেন। ভগবান্ কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আমারও মনোভিপ্রায় এইরূপই। অতএব সর্ব্ব ধর্ম্ম-বৃদ্ধির জন্য দেবেন্দ্র এইরূপই করুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর ত্রিদশাধিপ বজ্রের দ্বারা এরূপভাবে সেই লিঙ্গ ঢাকিয়া রাখিলেন যে, তাহাতে সমস্ত মানবের তাহা অদৃশ্য হইয়া গেল। নর অদ্যাপি বজ্রসংস্পর্শনার্থ ঐ লিঙ্গসমীপে গিয়া আজন্মমরণান্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। শঙ্কর সেই লিঙ্গ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইন্দ্র তাঁহাকে বজ্র দ্বারা বসুধাতলে ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। এই জন্য তদবধি মর্ত্ত্যে লিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তিত হইল। অন্যান্য ত্রিদশগণের ন্যায় পূর্ব্বে ঐ শঙ্করলিঙ্গ পূজ্য হইয়াছিল। পর্ব্বতবর অর্ব্বুদে পুরাবৃত্ত এইরূপই ঘটিয়াছিল। তুমি আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসিয়াছিলে, ঐ লিঙ্গপতনের পর তাদৃশ পূজা এই আমি বলিলাম। যে নর ফাল্গুনান্তচতুর্দ্দশী দিনে নূতন যব দ্বারা অচলেশ্বরকে নৈবেদ্য দান করে, তাহাকে আর এ সংসারে জন্ম লইতে হয় না। তথায় নব যব দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যব-সংখ্যক যুগ যাবৎ মানব স্বর্গে বিহার করে। হে মুনীন্দ্রগণ! ঐ স্থানে নূতন প্রস্তুত শক্তু দান প্রশস্ত। এ কথা মহারাজ! স্বয়ং ত্রিপুরারি বলিয়াছেন। বিবিধ দান, বিপুল যজ্ঞ, নানাতীর্থ, হোম, কিম্বা কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যা দ্বারা কি হইবে? ঐ সকল ধর্ম্ম ফাল্গুনান্তচতুর্দ্দশীদিনে মহেশ্বর-দর্শন-জনিত ফলের ষোড়শকলার যোগ্য নহে। রাজন্! ঐ স্থানঘটিত এক আশ্চর্য্যজনক উত্তম বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। একদা অন্যান্য লোকের সহিত এক পাপাচার, কৃশকায় কুষ্ঠী ব্যক্তি ভিক্ষার্থ অচলেশ্বর ক্ষেত্রে আসিয়াছিল। ভিক্ষায় সে কুড়ব-পরিমিত শক্তু সঞ্চয় করিল; কিন্তু রোগ-ক্লিষ্টতা-বশতঃ তাহার ঐ শক্তু ভোজন করা হইল না। সে উম্মার্ত্ত হইয়া তত্রত্য জলে অভক্তিভাবে স্নান করিল; স্নানান্তে শক্তুগুলি শিয়রে রাখিয়া নিশাগমে ঘুমাইয়া পড়িল। কুষ্ঠী নর নিদ্রাভিভূত হইলে একটা কুক্কুর আসিয়া তাহার শক্তুগুলি হরণ করিল এবং অন্য আরও কতকগুলি কুক্কুর সহ একযোগে তাহা খাইয়া ফেলিল ।৩৫-৫৫॥ রাজন্! অনন্তর সেই কুষ্ঠী নর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল এবং বিদর্ভাধিপতির গৃহে জাতিস্মর রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। এই রাজাই দময়ন্তীর পিতা সেই প্রসিদ্ধ ভীম। রাজা ভীম জাতিস্মরতা নিবন্ধন শক্তু-সমূহের প্রভাব অবগত হইয়া প্রতিবৎসর ফাল্গুনান্ত-চতুর্দ্দশী দিনে অর্ব্বুদাচলে গিয়া উপবাস ও রাত্রিজাগ-

অচলেশ্বরসান্নিধ্যে দদৌ শক্তূংস্তু তা বহূন্। সহিরণ্যান্ দ্বিজেন্দ্রাণাং পশুপক্ষিমৃগেষু চ ॥ ৫৯॥ অথ তে মুনয়ঃ সর্ব্বে গালবপ্রমুখা নৃপ। পপ্রচ্ছুঃ কৌতুকাবিষ্টাঃ শক্তুদানকৃতে নৃপম্ ॥ ৬০॥ ঋষয় উচুঃ। হস্ত্যশ্বরথদানানাং শক্তিরস্তি তবাদ্ভুতা। কস্মাৎ শক্তূন্ প্রমুক্তা ত্বং নান্যদ্দাতুমিহেচ্ছসি ॥ ৬১॥ পুলস্ত্য উবাচ। অথাসৌ কথয়ামাস পূর্ব্বমেতৎসমুদ্ভবম্। শক্তুদানস্য মাহাত্ম্যং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ৬২॥ পূর্ব্বং ভক্ত্যা বিহীনস্য শুনা বৈ শক্তবো হৃতাঃ। তৎপ্রভাবাদিয়ং প্রাপ্তির্ম্মম জাতা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬৩॥ সাম্প্রতং ভক্তিদত্তানাং কিং স্যাজ্জানামি নো ফলম্। এতস্মাৎকারণাদ্দানং সক্তূনাং প্রকরোম্যহম্। তীর্থেঽস্মিন্ ভক্তিসংযুক্তঃ সত্যেনাত্মানমালভে ॥ ৬৪॥ পুলস্ত্য উবাচ। ততস্তে মুনয়ো হৃষ্টাঃ সাধুসাধ্বিতি চাব্রুবন্। চক্রুশ্চৈবাত্মশক্ত্যা তে শক্তূনাং দানমুত্তমম্ ॥ ৬৫॥ এষ প্রভাবো রাজর্ষে শক্তুদানস্য কীর্ত্তিতঃ। মহেশ্বরস্য মাহাত্ম্যং সত্যস্যাপি প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬৬॥ যশ্চৈতচ্ছৃণুয়াদ্ভক্ত্যা কথ্যমানং দ্বিজাননাৎ। অহোরাত্রকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শক্তুদানমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৯॥

রণপূর্ব্বক অচলেশ্বরসমীপে প্রচুর শক্তু দান করিতে লাগিলেন। পশু-পক্ষি-মৃগাদিগকে শক্তু দিয়া উত্তম উত্তম ব্রাহ্মণদিগকে শক্তুসহ হিরণ্য দান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তত্রত্য গালবাদি মুনিগণ কৌতুকাবিষ্ট হইয়া শক্তুদান-রত রাজাকে জিজ্ঞাসিলেন,—রাজন্! হস্তী, অশ্ব ও রথ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বস্তু দান করিবার আপনার যথেষ্ট শক্তি আছে, অথচ আপনি শক্তু ব্যতীত আর কিছুই দান করিতে সমুৎসুক নহেন; কারণ কি? পুলস্ত্য কহিলেন—অনন্তর তিনি সেই সকল ভাবিতাত্মা মুনিদিগকে শক্তুদানের অপারমহিমা কীর্ত্তন করিলেন। বলিলেন,—পূর্ব্বে আমি অভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিয়া শিয়রে শক্তু রাখিয়া এখানে শুইয়াছিলাম, এক কুক্কুর আসিয়া আমার সেই শক্তু হরণ করিয়াছিল। হে দ্বিজবরগণ! তাদৃশ শক্তুদানের প্রভাবেই আমার এই রাজজন্ম ঘটিয়াছে। না জানি সম্প্রতি এই সকল ভক্তি-প্রদত্ত শক্তুর ফলে ইহা অপেক্ষা আরও কি উত্তম ফল ঘটিবে। এই কারণেই আমি এই তীর্থে আসিয়া ভক্তিযুক্ত হইয়া শক্তুদান করিতেছি। পুলস্ত্য বলিলেন,—অনন্তর মুনিগণ হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া যথাশক্তি শক্তু দান করিতে লাগিলেন। হে রাজর্ষে! এই আমি শক্তুদানের প্রভাব, মহেশ্বর-মাহাত্ম্য ও সত্যব্রত কীর্ত্তন করিলাম। যে জন ইহা ভক্তিপূর্ব্বক দ্বিজ-মুখে শ্রবণ করে, সে অহোরাত্র-কৃত পাপ হইতে মুক্ত হয় সংশয় নাই। ৫৬—৬৭।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৯।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততঃ কামেশ্বরং গচ্ছেত্তত্র কামপ্রতিষ্ঠিতম্। যস্মিন্ দৃষ্টে সদা মর্ত্ত্যঃ সুরূপঃ সুপ্রভো ভবেৎ ॥ ১॥ যযাতিরুবাচ। ত্বয়া প্রোক্তং পুরা শম্ভুঃ কামবাণভয়াৎ কিল বালখিল্যাশ্রমং প্রাপ্তো যত্র লিঙ্গং পপাত হ ॥ ২॥ স কথং পূজিতস্তেন শম্ভুর্মে কৌতুকং মহৎ। বদ সর্ব্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ কামেশ্বরনিবেশনম্ ॥ ৩॥ পুলস্ত্য উবাচ। মুক্তলিঙ্গেঽপি দেবেশে ন স্মরস্তং মুমোচ হ। দর্শয়ন্নাত্মনো বাণং তস্যাসৌ পৃষ্ঠতঃ স্থিতঃ ॥ ৪॥ ততো বারাণসীং প্রাপ্তস্তত্রাপি ত্রিপুরান্তকঃ। তত্রাপি চ তথা দৃষ্ট্বা ধৃতচাপং মনোভবম্ ॥ ৫॥ ততঃ প্রয়াগমাপন্নঃ কেদারঞ্চ ততঃ পরম্। নৈমিষং

চত্বারিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর কামপ্রতিষ্ঠিত কামেশ্বরসন্নিধানে গমন করিবে। মানব তাঁহাকে দেখিলে নিত্য সুরূপ ও সুপ্রভ হইয়া থাকে। যযাতি কহিলেন,—মুনে! আপনি প্রথমে বলিয়াছেন, শম্ভু কামবাণ-ভয়ে বালখিল্যাশ্রমে উপস্থিত হইলে তাঁহার লিঙ্গ পতিত হয়। কিন্তু সেই কামই আবার শম্ভুকে কিরূপে পূজা করিল? এ আবার বড়ই কৌতুক; অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি কামেশ্বরসন্নিবেশ-বার্ত্তা বিবৃত করুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—দেবদেব মুক্তলিঙ্গ হইলেও স্মর তাঁহাকে ছাড়ে নাই। সে নিজ বাণ সন্ধান করিয়া শম্ভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবস্থান করিতেছিল। ত্রিপুরারি কামভয়ে বারাণসীধামে আসিলেন। এখানেও ধৃতধনু মদনকে দর্শন করিয়া পরে প্রয়াগে

ভদ্রকর্ণঞ্চ জম্বুমার্গে ত্রিপুষ্করম্। ৬। গোকর্ণঞ্চ প্রভাসঞ্চ পুণ্যঞ্চ কুমিজাঙ্গলম্। গঙ্গাদ্বারং গয়াশীর্ষং কালাভীষ্টং বটেশ্বরম্। ৭। কিং বা তেন বহুক্তেন তীর্থান্যায়তনানি চ। অসংখ্যানি ততো দেবঃ কামঞ্চ দদৃশে তথা। ৮। যত্র যত্র মহাদেবস্তত্রায়ম্নৃপ গচ্ছতি। তত্র তত্র পুনঃ কামং প্রপশ্যতি ধৃতায়ুধম্। ৯। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য পুনঃ প্রাপ্তোঽর্ব্বুদং প্রতি। তত্রাপশ্যত্তথা কামমাকর্ণাকর্ষিতায়ুধম্। আকুঞ্চিতৈকপাদঞ্চ স্থিরদৃষ্টিং নৃপোত্তম। ১০। অথাসৌ ভগবাঞ্ছান্তঃ প্রিয়াদুঃখসমন্বিতঃ। ক্রোধং চক্রে বিশেষেণ দৃষ্ট্বা তং পুরতঃ স্থিতম্। ১১। তস্য কোপাভিভূতস্য তৃতীয়ান্নয়নান্নৃপ। নিশ্চক্রাম মহাজ্বালা যয়াসৌ ভস্মসাৎ কৃতঃ। ১২। সচাপঃ সশরো রাজংস্তস্মিন্ পর্ব্বতরোধসি। শঙ্করো রোষপর্য্যন্তং গত্বা সৌখ্যমবাপ্তবান্। ১৩। কৈলাসং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং জগাম সুরপূজিতঃ। দগ্ধে মনোভবে ভার্য্যা রতিরস্য পতিব্রতা। ব্যলপৎকরুণং দীনা পতিলোকপরিপ্লুতা। ১৪। ততো দারূণি চাহৃত্য চিতিং কৃত্বা নরাধিপ। আরুরোহাগ্নিসন্দীপ্তাং চিতিং সা পতিদুঃখিতা। তাবদাকাশগাং বাণীং শুশ্রাব চ যশস্বিনী। ১৫। বাগুবাচ। মা পুত্রি সাহসং কার্ষীস্তপসা তিষ্ঠ সুন্দরি। ভূয়ঃ প্রাপ্স্যসি ভর্ত্তারং কামং তুষ্টেন শম্ভুনা। ১৬। সা শ্রুত্বা তাং তদা বাণীং সমুত্তস্থৌ সুমধ্যমা। দেবমারাধয়ামাস দিবানক্তমতন্দ্রিতা। ব্রতৈর্দানৈর্জপৈর্হোমৈরুপবাসৈস্তথা পরৈঃ। ১৭। ততো বর্ষসহস্রান্তে তুষ্টস্তস্যা মহেশ্বরঃ। অব্রবীদ্বদ কল্যাণি বরং যন্মনসি স্থিতম্। ১৮। রতিরুবাচ। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব ভগবঁল্লোকভাবনঃ। অক্ষতাঙ্গঃ পুনঃ কামঃ কান্তো মে জায়তাং পতিঃ। ১৯। এবমুক্তে তয়া বাক্যে তৎক্ষণাৎ সমুপস্থিতঃ। যথা সুপ্তো মহারাজ তদ্বদ্রঙ্গঃ স হর্ষিতঃ। ২০। ইক্ষুযষ্টিময়ং চাপং পুষ্পবাণসমন্বিতম্। ভৃঙ্গশ্রেণিময্যা মৌর্ব্যা শোভিতং সু মনোহরম্। ২১। ততো রতিসমাযুক্তঃ প্রণিপত্য মহেশ্বরম্। অনুজ্ঞাতস্তেনৈব স্বব্যাপারেঽভ্যবর্ত্তত। ২২। স দৃষ্ট্বা শিবমাহাত্ম্যং শ্রদ্ধাং কৃত্বা নৃপোত্তম। শিবং সংস্থাপয়ামাস পর্ব্বতেঽর্ব্বুদসংজ্ঞকে। ২৩। যস্মিন্ দৃষ্টে মহারাজ নারী

গমন করিলেন। প্রয়াগ হইতে কেদারে, তথা হইতে নৈমিষারণ্যে, তারপর ক্রমে ভদ্রকর্ণে, জম্বুমার্গে, ত্রিপুষ্করে, গোকর্ণে, প্রভাসে, কৃমি-জাঙ্গলে, গঙ্গাদ্বারে, গয়াশীর্ষে, বটেশ্বরে, অধিক বলিব কি, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অসংখ্য তীর্থায়তনেই তিনি গমন করিলেন। তিনি যেখানেই যান, কামকে দর্শন করেন। মহারাজ! এইরূপে মহাদেব যত্র যত্র যাইতে লাগিলেন, তত্র তত্রই ধৃতায়ুধ কামদেবকে দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা তিনি অর্ব্বুদাচলে আসিলেন। সেখানে গিয়াও ইনি আকুঞ্চিতৈকপাদ আকর্ণ আকৃষ্ট-শর স্থিরলক্ষ্য কামকে দেখিতে পাইলেন। এইবার সেই প্রিয়াদুঃখ-সমন্বিত শান্ত শিব পুরোভাগে কামদর্শনে সাবিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন; কোপে তাঁহার তৃতীয় নয়ন হইতে মহজ্জ্বালা নিষ্ক্রান্ত হইয়া সশরশরাসন কামকে সেই পর্ব্বততটে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। তখন শঙ্কর রোষপারে উপনীত হইয়া সুস্থ হইলেন এবং সুরপূজিত হইয়া পর্ব্বতবর কৈলাসে গমন করিলেন। মনোভব দগ্ধ হইলে অতিশোক-পরিপ্লুতা পতিব্রতা রতি দীনভাবে করুণকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে কাষ্ঠাহরণ করিয়া চিতা প্রস্তুত করত অতি দুঃখিতা রতি অগ্নিদীপ্ত চিতায় আরোহণ করিলেন। তখন এক আকাশবাণী তাঁহার কর্ণগোচর হইল। ১—১৫। বাণী বলিল,—বৎসে! তুমি এরূপ সাহস করিও না; তপস্যা কর; শম্ভু তুষ্ট হইলে পুনরায় স্বীয় ভর্ত্তা কামকে প্রাপ্ত হইবে। রতি ঐ আকাশভারতী শ্রবণ করিয়া চিতা হইতে উত্থিত হইলেন। রাত্রিদিন অতন্দ্রিতভাবে ব্রত, দান, জপ, হোম, ও উপবাস দ্বারা দেবদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বর্ষসহস্রান্তে মহেশ্বর তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—কল্যাণি! তুমি অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। রতি বলিলেন,—হে দেব! যদি মৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমার লোকভাবন রমণীয়াকৃতি পতি কাম পুনরায় অক্ষতাঙ্গ হউন। রতির এইরূপ প্রার্থনামাত্র ঈশানুকম্পায় তৎক্ষণাৎ কাম উত্থিত হইলেন। মহারাজ! কাম সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় স্বীয় পুরাতন রূপেই সহর্ষে উত্থিত হইয়া ইক্ষুযষ্টিময় চাপ, পুষ্পবাণ ও ভৃঙ্গশ্রেণীময়ী মৌর্ব্বী দ্বারা সুশোভিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর ইনি অনুরাগভরে মহেশ্বরকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে পূর্ব্ববৎ স্বব্যাপারে নিরত হইলেন। অনন্তর কামদেব তথাবিধ শিবমাহাত্ম্য

ধা যদি বা নরঃ। সপ্তজন্মান্তরাণ্যেব ন দৌর্ভাগ্যমবাপ্নুয়াৎ॥ ২৪॥ এবমেতন্ময়া খ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি। কামেশ্বরস্য মাহাত্ম্যং কামদাহং সবিস্তরম্॥ ২৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কামেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪০॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়স্য চাশ্রমম্। যত্র পূর্ব্বং তপস্তপ্তং মার্কণ্ডেন মহাত্মনা॥ ১॥ মৃকণ্ডো ব্রাহ্মণো নাম পুরাসীচ্ছংসিতব্রতঃ। অন্তে বয়সি সঞ্জাতস্তস্য পুত্রোঽতিসুন্দরঃ॥ ২॥ সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণঃ শান্তঃ সূর্য্যসমপ্রভঃ। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য তস্যাশ্রমপদে নৃপ। আগতো ব্রাহ্মণো জ্ঞানী কশ্চিৎসামুদ্রবিচ্ছুভঃ। ততোঽসৌ ক্রীড়মানস্তু বালকঃ পঞ্চবার্ষিকঃ॥ ৪॥ আনাসাগ্রশিখাগ্রাভ্যাং চিরং তৈবাবলোকিতঃ। ততোঽহসৎ স সহসা তং মৃকণ্ডো হ্যলক্ষয়ৎ॥ ৫॥ অথাব্রবীচ্চিরং দৃষ্টস্ত্বয়া পুত্রো মম দ্বিজঃ। ততো হসিতবান্ ভূয়ঃ কিমিদং কারণং বদ॥ ৬॥ অসকৃৎ স মৃকণ্ডেন যাবৎ পৃষ্টো দ্বিজোত্তমঃ। উপরোধবশাত্তস্মৈ যথার্থং সন্ন্যবেদয়ৎ॥ ৭॥ তস্য বালস্য চিহ্নানি যানি কায়ে দ্বিজোত্তম। হ্যজরশ্চামরশ্চৈব তৈর্ভবিষ্যৎ পুরুষঃ কিল॥ ৮॥ ষণ্মাসেনাস্য বালস্য নূনং মৃত্যুর্ভবিষ্যতি। এতস্মাৎ কারণাদ্ধাস্যং ময়াকারি দ্বিজোত্তম। অনৃতং নোক্তপূর্ব্বং মে বৈরিষ্বপি কদাচন॥ ৯॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্ত্বা তু স জ্ঞানী উষিত্বা তত্র শর্ব্বরীম্। মৃকণ্ডেনাভ্যনুজ্ঞাত ইষ্টং দেশং জগাম হ॥ ১০॥ মৃকণ্ডোঽপি সুতং জ্ঞাত্বা ততঃ ক্ষীণায়ুষং নৃপ। পঞ্চবার্ষিকমপ্যার্ত্তশ্চকারোপনয়ান্বিতম্॥ ১১॥ শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নং যং যং পশ্যসি চাগ্রতঃ। তস্যাভিবাদনং কার্য্যং ত্বয়া পুত্রক নিত্যশঃ॥ ১২॥ ততশ্চক্রে ব্রহ্মচারী পিতুর্ব্বাক্যং বিশেষতঃ॥ ১৩॥ বালং বৃদ্ধং যুবানং চ যং যং পশ্যতি চক্ষুষা। নমস্করোতি তং সর্ব্বং ব্রাহ্মণং বিনয়ান্বিতঃ॥ ১৪॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য তস্যাশ্রমসমীপতঃ। সপ্তর্ষয়ঃ সমায়াতাস্তীর্থযাত্রাপরায়ণাঃ॥ ১৫॥ অথ তান্ সত্বরং গত্বা বন্দয়ামাস

সন্দর্শন করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে অর্ব্বুদাচলে এক শিব স্থাপন করিলেন। সেই শিবসন্দর্শনে নর কিম্বা নারী সকলেই সপ্তজন্মেও দৌর্ভাগ্য প্রাপ্ত হয় না। আপনি যাহা জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, এই আমি সেই কামেশ্বরের মাহাত্ম্য ও সবিস্তর কামদাহ বর্ণন করিলাম।১৬—২৫।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪০।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অনন্তর মার্কণ্ডেয়াশ্রমে যাইবে। তথায় মহাত্মা মার্কণ্ড পূর্ব্বে তপস্যা করিয়াছিলেন। পুরাকালে মৃকণ্ড নামে জনৈক সংশিতব্রত ব্রাহ্মণ ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার একটী পরম সুন্দর পুত্র হয়। পুত্রটী সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত, শান্ত ও তেজে সূর্য্যসন্নিভ। একদা মৃকণ্ডর আশ্রমপদে জনৈক জ্ঞানী সামুদ্রবিৎ ব্রাহ্মণ আগমন করেন। তখন মৃকণ্ডর পুত্রের বয়স পঞ্চম বর্ষ; বালক খেলা করিতেছিল। আগন্তুক ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ ধরিয়া বালকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া হাস্য করিলেন। মৃকণ্ড ব্রাহ্মণের সেই হাস্য লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—দ্বিজবর! আপনি অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার পুত্রের প্রতি তাকাইলেন; পরে হাসিলেন। ইহার কারণ কি বলুন। মৃকণ্ড বার বার এই কথা জিজ্ঞাসিলেন। অনন্তর অনুরোধবশে আগন্তুক ব্রাহ্মণ এই বালকবিষয়ক যথাযথ বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন; বলিলেন,—এই বালকের দেহে যে সকল চিহ্ন আছে, তাহাতে এ অজর অমর পুরুষ হইবে। কিন্তু ষণ্মাসে ইহার নিশ্চিতই মৃত্যুযোগ ঘটিবে। এই কারণেই আমি হাসিয়াছি। দ্বিজোত্তম! জানিবেন,—আমি বৈরিজনেও কদাচ অনৃত বাক্য বলি নাই।১—৯। পুলস্ত্য কহিলেন,—সেই আগন্তুক জ্ঞানী ব্রাহ্মণ এই বলিয়া সে রাত্রি সেখানে বাস করত পরদিন মৃকণ্ডের নিকট বিদায় লইয়া অভীষ্টদেশে গমন করিলেন। এদিকে মৃকণ্ড পুত্রকে ক্ষীণায়ু জানিয়া পঞ্চমবর্ষ বয়সেই তাহার উপনয়ন-সংস্কার করাইলেন; বলিয়া দিলেন,—বৎস! তুমি সম্মুখে শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন যে যে ব্রাহ্মণকে দেখিবে, নিত্য নিত্য তাঁহাকে অভিবাদন করিবে। অনন্তর ব্রহ্মচারী বালক পিতার বাক্য অশেষরূপে পালন করিতে লাগিলেন। তিনি বালক বৃদ্ধ, যুবক, যে কোন ব্রাহ্মণকেই সম্মুখে দেখেন, বিনীতভাবে নমস্কার করেন। একদা তীর্থযাত্রাপরায়ণ সপ্তর্ষিগণ মৃকণ্ডের আশ্রমসমীপে

পার্থিব। বালঃ স বিনয়োপেতঃ সর্ব্বাংশ্চৈব যথা-ক্রমম্॥ ১৬॥ দীর্ঘায়ুর্ভব তৈরুক্তঃ স বালস্তুষ্টি-তৎপরৈঃ। আস্থিতাশ্চ যথাভীষ্টং দেশং বালং বিসর্জ্জ্য তম্॥ ১৭॥ তেষাং মধ্যেঽঙ্গিরা নাম দিব্য-জ্ঞানসমন্বিতঃ। তেনাবলোকিতো বালঃ সূক্ষ্মদৃষ্ট্যা পরন্তপ॥ ১৮॥ অথ তানব্রবীৎ সর্ব্বান্ মুনীন্ কিঞ্চিৎ সবিস্ময়ঃ। দীর্ঘায়ুর্ন চ বালোঽয়ং যুষ্মাভিঃ সম্প্র-কীর্ত্তিতঃ॥ ১৯॥ গমিষ্যতি কুমারোঽয়ং নিধনং পঞ্চমে দিনে। তন্ন যুক্তং হি নো বাক্যমসত্যং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ২০॥ যথায়ং চিরজীবী স্যাত্তথা নীতির্বিধীয়তাম্। অথ তে মুনয়ো ভীতা মিথ্যা বাক্যস্য পার্থিব॥ ২১॥ বালকং তং সমাদায় ব্রহ্মলোকং গতাস্তদা। তত্র দৃষ্ট্বা চতুর্ব্বক্ত্রং নমশ্চক্রু র্মুনীশ্বরাঃ॥ ২২॥ তেষামনন্তরং তেন বালকে-নাভিবাদিতঃ। দীর্ঘায়ুর্ভব তেনাপি ব্রহ্মণোক্তঃ স বালকঃ॥ ২৩॥ ততঃ সপ্তর্ষয়ো হৃষ্টাঃ স্বচিত্তে নৃপসত্তম। সুখাসীনান্ স বিশ্রান্তানব্রবীন্মুনি-পুঙ্গবান্॥ ২৪॥ ব্রহ্মোবাচ। পরিপৃচ্ছত কিং কার্য্যং কুতো যূয়মিহাগতাঃ॥ ২৫॥ ঋষয় ঊচুঃ। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন ভ্রমমাণা মহীতলম্। অর্ব্বুদং পর্ব্বতং নাম তস্য তীর্থেষু বৈ গতাঃ॥ ২৬॥ অথাগত্য দ্রুতং দূরাদ্বালেনানেন বন্দিতাঃ। দীর্ঘায়ুর্ভব সন্দিষ্টস্ততশ্চায়মনেকধা। পঞ্চমে দিবসেঽস্যাপি মৃত্যুর্দ্দৈব ভবিষ্যতি॥ ২৭॥ যথা বয়ং ত্বয়া সার্দ্ধম-সত্যা ন চতুর্ম্মুখ। তথামোঽস্য কুরু দেব তথা কিঞ্চিদ্বিধীয়তাম্॥ ২৮॥ অথ ব্রহ্মা প্রহৃষ্টাত্মা দৃষ্ট্বা তং মুনিদারকম্। মৎপ্রসাদাদয়ং বালো ভাবী কল্পায়ুরব্রবীৎ॥ ২৯॥ ততস্তে মুনয়ো হৃষ্টাস্তমা-দায় গৃহং প্রতি। প্রস্থিতা ব্রহ্মলোকাত্তু নমস্কৃত্বা চতুর্ম্মুখম্॥ ৩০॥ অথ তস্য পিতা তত্র মৃকণ্ডো মুনিসত্তমঃ। ততো ভার্য্যাসমাযুক্তো বিললাপ সুদুঃখিতঃ॥ ৩১॥ হা পুত্রপুত্র করুণং রুদিত্বা ধর্ম্ম-বৎসলঃ। অনামন্ত্র্য চ মাং কস্মাদ্দীর্ঘং পন্থানমাশ্রিতঃ॥ ৩২॥ অকৃত্বাপি ক্রিয়াঃ কার্য্যাঃ কথং মৃত্যুবশং গতঃ। সোঽহং ত্বয়া বিনা পুত্র ন জীবামি কথঞ্চন॥

আগমন করিলেন। বালক তাঁহাদিগকে দেখিয়া সত্বর গিয়া বন্দনা করিল। বিনীত বালক যথাক্রমে সকল ঋষিকেই নমস্কার করিল। ঋষিগণ সন্তুষ্ট হইয়া সকলেই বলিলেন,—বালক, দীর্ঘায়ু হও; এই বলিয়া তাঁহারা বালককে বিদায় দিয়া যথেষ্ট দেশে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দিব্য-জ্ঞানসম্পন্ন অঙ্গিরা ঋষি কৃতাভিবাদন বালককে সূক্ষ্মভাবে দেখিয়াছিলেন। তিনি যাইতে যাইতে অন্যান্য ঋষিদিগকে সবিস্ময়ে বলিলেন,—তোমরা সকলেই যাহাকে "দীর্ঘায়ুর্ভব" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে, ঐ বালক দীর্ঘায়ু নহে; বালক অদ্য হইতে পঞ্চম দিনে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইবে। অতএব আমাদের বাক্য অসত্য হইবে। ইহাও ত যুক্তিযুক্ত নহে। সুতরাং এই বালক যাহাতে চিরজীবী হয়, এরূপ নীতি অবলম্বন করা উচিত। হে রাজন্! অনন্তর সপ্তর্ষিগণ স্ব স্ব বাক্য মিথ্যা হইবার ভয়ে সেই বালককে লইয়া ব্রহ্মলোকে গেলেন। সেখানে গিয়া চতুরাননকে দেখিয়া নমস্কার করিলেন। তাঁহারা একে একে নমস্কার করিলে পর সেই বালকও ব্রহ্মাকে অভিবাদন করিল। ব্রহ্মাও তাহাকে বলিলেন,—বৎস! দীর্ঘায়ুর্ভব। এইবার সপ্তর্ষি-গণ হৃষ্ট হইলেন। ব্রহ্মা সেই সুখোপবিষ্ট সুবিশ্রান্ত মুনিশ্রেষ্ঠদিগকে বলিলেন,—কি জন্য তোমরা আগ-মন করিয়াছ, কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তোমাদের কার্য্য কি, জিজ্ঞাস্য কি? ঋষিগণ কহিলেন,—তীর্থ-যাত্রাপ্রসঙ্গে ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে করিতে আমরা অর্ব্বুদাচলস্থ তীর্থসমূহে গিয়াছিলাম। সেখানে যাইবামাত্র এই বালক আসিয়া দূর হইতে সত্বর আমাদিগকে অভিবাদন করিল। আমরা একে একে সকলেই ইহাকে 'দীর্ঘায়ুর্ভব' বলিয়া আশী-র্ব্বাদ করিলাম; কিন্তু শেষে বুঝিলাম,—অদ্য হইতে পঞ্চমদিনে ইহার মৃত্যু ঘটিবে। অতএব হে চতুর্ম্মুখ! যাহাতে আপনার বা আমাদের এই আশীর্ব্বাদ বাক্য অসত্য না হয়, আমরা যাহাতে মিথ্যাবাদী না হই, হে দেব! আপনি তাহাই করুন।১০—২৮। অনন্ত রহৃষ্টাত্মা ব্রহ্মা সেই মুনিবালককে দেখিয়া বলি-লেন,—মৎপ্রসাদে এই বালক কল্পান্তজীবী হইবে। তখন সপ্তর্ষিগণ হৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে নমস্কারান্তে বালককে লইয়া ব্রহ্মলোক হইতে তাহার গৃহাভি-মুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে বালকের পিতা মৃকণ্ড এবং তাঁহার পত্নী, পুত্র না দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখভরে বিলাপ করিতেছিলেন। হা পুত্র! হা পুত্র! এই বলিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতেছিলেন,—পুত্র! তুমি আমার কাছে না কহিয়া কেন দূরপথে গিয়াছ। তুমি তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য না করিয়াই বা কেন মৃত্যুবশীভূত হইলে? বৎস! তোমার অভাবে আমি কিছু-

৩৩। এবং বিলপতস্তস্য বহুধা নৃপসত্তম। বাল-শ্চাত্যাগতস্তত্র যত্র দেশে পুরা স্থিতঃ। ৩৪। অথাসৌ প্রযযৌ বালঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। তং দৃষ্ট্বা পথি তাতশ্চ সম্প্রহৃষ্টো বভূব হ। ৩৫। পপ্র-চ্ছাঙ্কং সমারোপ্য চিরাগমনকারণম্। ততঃ স কথয়ামাস সর্ব্বং মুনিবিচেষ্টিতম্। দর্শনং ব্রহ্মলোকস্য পদ্মযোনের্ব্বরং তথা। ৩৬। বালক উবাচ। অজরশ্চামরশ্চাহং কৃতস্তাত স্বয়ম্ভুবা। তস্মাৎসত্যং মদর্থে তে ব্যেত্বসৌ মানসো জ্বরঃ। ৩৭। সোঽহ-মারাধয়িষ্যামি তথৈব চতুরাননম্। কৃত্বাশ্রমপদং রম্যমর্ব্বুদে পর্ব্বতোত্তমে। ৩৮। অমৃতস্রাবি-তদ্বাক্যং শ্রুত্বা পুত্রস্য স দ্বিজঃ। মৃকণ্ডো হর্ষসংযুক্তো বাঢ়মিত্যব্রবীচ্চ তম্। ৩৯। মার্কণ্ডোঽপি দ্রুতং গত্বা রম্যমর্ব্বুদপর্ব্বতম্। তপস্তেপে সুবিস্তীর্ণং ধ্যায়ন্ দেবং পিতামহম্। ৪০। তস্যাশ্রমপদে পুণ্যে শ্রাবণে মাসি পার্থিব। পৌর্ণমাস্যাং বিশেষেণ যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃতর্পণম্। পিতৃমেধফলং তস্য সকলং স্যাদসংশয়ম্। ৪১। ঋষিযোগেন যস্তত্র তর্পয়েদ্-ব্রাহ্মণোত্তমান্। ব্রহ্মলোকং চিরং বাসস্তস্য সঞ্জা-য়তে নৃপ। ৪২। যঃ স্নানং কুরুতে তত্র সম্যক্-শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। নাপমৃত্যুভয়ং তস্য কুলে ক্বাপি প্রজায়তে। ৪৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে মার্কণ্ডেয়াশ্রমপদোৎপত্তিবর্ণনং নামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪১।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ লিঙ্গং পাপহরং পরম্। উদ্দালকেন মুনিনা স্থাপিতং লোকবিশ্রুতম্। ১। তস্মিন্ স্পৃষ্টেঽথ বা দৃষ্টে পূজিতে চ বিশেষতঃ। সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তো গার্হস্থ্যং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ। ২। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে। ৩।

ইতি শ্রীস্কান্দ উদ্দালকেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪২।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ সিদ্ধলিঙ্গং সুসিদ্ধিদম্। সিদ্ধৈস্তু স্থাপিতং লিঙ্গং সর্ব্বপ

তেই জীবন ধারণ করিব না। বালকের পিতা এইভাবে বহু বিলাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে বালক পূর্ব্বে যেখানে অবস্থিত ছিল, সেইখানেই আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর বালক হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলে তদীয় পিতা তাহাকে পথে দেখিয়া হৃষ্ট হইলেন এবং অঙ্কে পুত্রকে আরোপণ করিয়া তাহার চিরগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বালক মুনিচেষ্টিত ব্রহ্মলোকে গমন ও পদ্মযোনির দর্শনাদি সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিল,—তাত! স্বয়ম্ভূ আমায় অজর অমর করিয়া দিয়াছেন; অতএব তাঁহার বাক্য সত্য নিশ্চয়ই হইবে। আমার জন্য আপনার যে মনঃকষ্ট ছিল, তাহা এক্ষণে অপগত হউক। আমি উত্তম অর্ব্বুদাচলে আশ্রম প্রস্তুত করিয়া চতুরাননকে আরাধনা করিব। দ্বিজ মৃকণ্ড পুত্রের সেই পীযূষনিষ্যন্দী বাক্য শ্রবণ করিয়া সহর্ষে বলিলেন,—'বাঢ়ম্'। তখন মার্কণ্ড দ্রুত অর্ব্বুদপর্ব্বতে গিয়া পিতামহকে ধ্যান করিতে করিতে সুবিপুল তপস্যা করিলেন। হে পার্থিব! তদীয় পুণ্যাশ্রমে শ্রাবণে বিশেষত শ্রাবণী পূর্ণিমায় যে ব্যক্তি পিতৃতর্পণ করে, তাহার পিতৃমেধানুষ্ঠানের যাবতীয় ফল হইয়া থাকে। যে নর তথায় ঋষিযোগে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগের তর্পণ করে, তাহার ব্রহ্মলোকে চিরবাস হয়। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ঐ আশ্রমে স্নান করে, তদীয় কুলে কদাচ অপমৃত্যু ভয় থাকে না। ২৯—৪৩।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪১।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অতঃপর উদ্দালক মুনি-প্রতিষ্ঠিত লোকবিশ্রুত পাপহর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। তাঁহার দর্শনে, স্পর্শনে, বিশেষতঃ পূজনে মানব সর্ব্বরোগনির্ম্মুক্ত হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম-লাভ করে। ঐ ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়, উহার শিবলোকে সুখবিহার হইয়া থাকে। ১—৩।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪২

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর সিদ্ধগণস্থাপিত সুসিদ্ধিপ্রদ সর্ব্বপাতকহর সিদ্ধলিঙ্গসমীপে গমন

নাশনম্ ॥ ১ ॥ তত্রাস্তি শোভনং কুণ্ডং সুনির্ম্মল-জলান্বিতম্। তত্র স্নাতো নরঃ সম্যঙ্মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ২ ॥ যং যং কামমভিধ্যায়ংস্তত্র স্নাতি নরো নৃপ। অবশ্যং তমবাপ্নোতি নিষ্ঠান্তে চ পরাং গতিম্ ॥ ৩

ইতি শ্রীস্কান্দে সিদ্ধেশ্বরমহিমবর্ণনং নাম
ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ গজতীর্থমনুত্তমম্। যত্র পূর্ব্বং তপস্তপ্তং দিগ্‌গজৈর্ভাবিতাত্মভিঃ ॥ ১ ॥ ভূভারধরণৈশ্চান্যৈরৈরাবণমুখৈর্নৃপ। তত্র স্নাতো নরঃ সম্যগ্‌গজদানফলং লভেৎ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গজতীর্থপ্রভাববর্ণনং নাম
চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। দেবখাতং ততো গচ্ছেৎ সুপুণ্যং তীর্থমুত্তমম্। যৎখ্যাতির্বিবুধৈঃ সর্ব্বৈঃ স্বয়মেব ব্যধীয়ত ॥ ১ ॥ তত্র যঃ কুরুতে শ্রাদ্ধং অমাবাস্যাং বিশেষতঃ। কন্যাগতে রবৌ রাজন্ স লভেৎ পরমং পদম্। পিতৄন্ স তারয়ত্যেব প্রাপ্তানপি সুদুর্গতিম্ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীদেবখাতোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো ব্যাসেশ্বরং গচ্ছেদ্ব্যাসেন স্থাপিতং হি যৎ। তং দৃষ্ট্বা জায়তে মর্ত্ত্যো মেধাবী মতিমান্ শুচিঃ। সপ্তজন্মান্তরাণ্যেব ব্যাসস্য বচনং যথা ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্যাসতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

করিবে। তথায় সুনির্ম্মল জলান্বিত এক শুভ কুণ্ড আছে। তথায় স্নান করিলে নর ব্রহ্মহত্যা হইতেও মুক্ত হয়। মানব যে যে কামনা করিয়া স্নান করে, অবশ্যই তাহার সেই সেই কামনা সিদ্ধ হয়। সে ব্যক্তি অন্তে পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১—৩।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ! অনন্তর গজতীর্থে গমন করিবে। পূর্ব্বে এইস্থানে ভূভার-ধরণক্ষম ঐরাবণ-প্রমুখ ভাবিতাত্মা দিগ্‌গজ-গণ তপস্যা করিয়াছিল। এই তীর্থে স্নান করিলে গজদানের ফল লাভ হয়। ১।২।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৪।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর সুপুণ্য দেবখাতে গমন করিবে। স্বয়ং বিবুধগণ এই তীর্থের খ্যাতি বিধান করিয়াছেন। এই তীর্থে অমাবস্যায় বিশেষতঃ কন্যাগতদিবাকরে যে জন শ্রাদ্ধ করে, সে পরমপদ লাভ করিয়া থাকে এবং সুদুর্গত পিতৃগণকেও উদ্ধার করিয়া থাকে। ১।২।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৫।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর ব্যাস-স্থাপিত ব্যাসেশ্বরে গমন করিবে। ব্যাসেশ্বরদর্শনে মানব সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত অবাধে মতিমান্ ও শুচি হয়, ইহা ব্যাসের বচন। ১।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৬।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ সুপুণ্যং গৌতমাশ্রমম্। যত্র পূর্ব্বং তপস্তপ্তং গৌতমেন মহাত্মনা॥ ১॥ পুরাসীদ্গৌতমো নাম মুনিঃ পরমধার্ম্মিকঃ। স ভক্ত্যারাধয়ামাস দেবদেবং মহেশ্বরম্॥ ২॥ তস্যারাধয়মানস্য নির্ভিদ্য ধরণীতলম্। সমুত্তস্থৌ মহল্লিঙ্গং পরং মাহেশ্বরং নৃপ॥৩॥ এতস্মিন্নেব কালে তু বাগুবাচাশরীরিণী। পূজয়ৈতন্মহল্লিঙ্গং ত্বদ্ভক্ত্যা সমুপস্থিতম্। বরং বরয় ভদ্রং তে যত্তে মনসি বর্ত্ততে॥ ৪॥ গৌতম উবাচ। অত্রাশ্রমপদে দেব ত্বয়া শম্ভো জগৎপতে। সদা কার্য্যং হি সান্নিধ্যং যদি তুষ্টো মম প্রভো॥ ৫॥ যস্ত্বাং পশ্যতি সদ্ভক্ত্যা ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতু॥ ৬॥ আকাশবাণ্যুবাচ। মাঘমাসে চতুর্দ্দশ্যাং যোঽত্র মাং বীক্ষয়িষ্যতি। কৃষ্ণায়াং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ স যাস্যতি পরাং গতিম্॥ ৭॥ এবমুক্ত্বা ততো বাণী বিররাম মহীপতে। তত্রাস্তি কুণ্ডমপরং পবিত্রং জলপূরিতম্। তত্র স্নাতো নরঃ সদ্যঃ কুলং তারয়তেঽখিলম্॥ ৮॥ যস্তত্র কুরুতে শ্রাদ্ধং বিশেষাদিন্দুসংক্ষয়ে। গয়াশ্রাদ্ধফলং তস্য সকলং জায়তে ধ্রুবম্॥ ৯॥ তত্র দানং প্রশংসন্তি তিলানাং মুনিপুঙ্গবাঃ। তিলসংখ্যানি বর্ষাণি দানাৎ স্বর্গে বসেন্নৃপ॥ ১০॥ অর্ব্বুদে গৌতমীযাত্রা সিংহস্থে চ বৃহস্পতৌ। অমায়াং সোমবারেণ ষড়্গোদাবরীফলম্॥ ১১॥ ষষ্টির্বর্ষসহস্রাণি ভাগীরথ্যবগাহনে। সকৃদ্গোদাবরীস্নানাৎ সিংহস্থে চ বৃহস্পতৌ॥ ১২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গৌতমাশ্রমতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। কুলসন্তারণং গচ্ছেত্তত্র তীর্থমনুত্তমম্। যত্র স্নাতো নরঃ সম্যক্কুলং তারয়তেঽখিলম্॥ ১॥ দশ পূর্ব্বান্ ভবিষ্যাংশ্চ তথাত্মানং নৃপোত্তম। উদ্ধরেচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তস্তত্র দানেন মানবঃ॥ আসীদপ্রস্তুতো নাম রাজা পূর্ব্বং স পাপকৃৎ। নাপি দানং তথা জ্ঞানং ন ধ্যানং ন চ সৎক্রিয়া॥ ৩॥ তস্মিন্ শাসতি লোকানাং নাসীৎ সৌখ্যং কদাচন। পরদাররতশ্চৈব নিত্যং মহাদণ্ডপরশ্চ সঃ॥ ৪॥ জায়তো-

---

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! অতঃপর সুপুণ্য গৌতমাশ্রমে গমন করিবে। মহাত্মা গৌতম পূর্ব্বে এইখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে গৌতম নামে এক পরম ধার্ম্মিক মুনি ছিলেন। তিনি ভক্তিপূর্ব্বক দেবদেব মহেশ্বরের আরাধনা করিতেন। মুনি ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপ আরাধনা করিতে থাকিলে ধরণীতল ভেদ করিয়া ঐ স্থানে এক মহৎ মাহেশ্বর লিঙ্গ উত্থিত হন এবং এইরূপ এক অশরীরিণী বাণীও ঐ সময় প্রাদুর্ভূত হয় যে, এই মহৎলিঙ্গ পূজা কর; তোমার ভক্তিতে আমি উপস্থিত হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হোক; মনোগত বর প্রার্থনা কর। আকাশবাণী শুনিয়া গৌতম বলিলেন,—হে দেব! যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, তবে এই আশ্রমপদে সান্নিধ্য করুন। যে আপনাকে দর্শন করিবে, সে যেন ব্রহ্মলোকে গমন করে। আকাশবাণী বলিল,—মাঘমাসে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে যে এখানে আমাকে দেখিবে, সে পরমগতি লাভ করিবে। হে মহীপতে! এই বলিয়া বাণী বিরত হইল। ঐ স্থানে এক পবিত্র জলপূর্ণ কুণ্ড আছে। তত্র স্নাতনর সদ্য স্বীয় অখিল কুল উদ্ধার করে। যে নর ঐ স্থানে বিশেষতঃ ইন্দুক্ষয়ে শ্রাদ্ধ করে, তাহার গয়াশ্রাদ্ধের সম্পূর্ণ ফল লাভ হয়। মুনিপুঙ্গবগণ এই স্থানে তিলদানের প্রশংসা করিয়া থাকেন। যাহারা এখানে তিল দান করে, তাহারা তিলসংখ্যক বৎসর স্বর্গবাস করিয়া থাকে। সিংহস্থ বৃহস্পতিতে ও সোমবার অমাবস্যায় অর্ব্বুদে গৌতমী যাত্রা হয়। এই যাত্রা করিলে ষড়্গোদাবরীফল লাভ হয়। সিংহস্থ বৃহস্পতিতে একবারমাত্র গোদাবরীস্নান, ষষ্টিসহস্র বৎসর ভাগীরথী স্নানের সমান। ১—১২।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৭।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অতঃপর মানব কুলসন্তরণে গমন করিবে। সেখানে অনুত্তম তীর্থ আছে। এই তীর্থে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্নান করিয়া নর স্বীয় পূর্ব্ব দশকুল ও ভবিষ্যৎ দশকুল এবং নিজেকেও উদ্ধার করিয়া থাকে। পূর্ব্বে অপ্রস্তুত নামে এক পাপী রাজা ছিল। তাহার শাসনকালে লোকের দান, জ্ঞান, ধ্যান সৌখ্য ও সৎক্রিয়া ছিল

হত্বান্যতো বাপি করোতি ধনসংগ্রহম্। স ঘাতয়তি লোকাংশ্চ নির্দোষান্ পাপকৃত্তমঃ॥ ৫॥ ততো বার্দ্ধক্যমাপন্নস্তথাপি ন শমং গতঃ। কস্মচিত্ত্বথ কালস্য পিতৃভিঃ প্রতিবোধিতঃ। তং প্রসুপ্তং সমাসাদ্য নারকেয়ৈঃ সুদুঃখিতৈঃ॥ ৬॥ পিতর উচুঃ। বয়ং শুদ্ধসমাচারা নিত্যং ধর্ম্মপরায়ণাঃ। দানযজ্ঞতপঃশীলাঃ স্বদারনিরতাস্তথা॥ ৭॥ স্বকর্ম্মভিঃ কুলাঙ্গার দিবং প্রাপ্তা যথার্হতঃ। কুপুত্রং ত্বাং সমাসাদ্য নরকং সমুপস্থিতাঃ। তস্মাদুদ্ধর নঃ সর্ব্বান্ কৃত্বা কিঞ্চিচ্ছুভার্চ্চনম্॥ ৮॥ কর্ম্মভিস্তব পাপাত্মন্ বয়ং নরকমাশ্রিতাঃ। নরকং দশ যাস্যন্তি ভবিষ্যাশ্চ তথা ভবান্॥ ৯॥ এবমুক্ত্বা চ তে সর্ব্বে পিতরস্তু সুদুঃখিতাঃ। যাতাশ্চ নরকং ভূয়ঃ প্রবুদ্ধঃ সোঽপি পার্থিবঃ॥ ১০॥ ততো দুঃখমনুপ্রাপ্তঃ পিতৃবাক্যানি সংস্মরন্। রুরোদ প্রাতরুত্থায় তং ভার্য্যা প্রত্যভাষত॥ ১১॥ ইন্দুমত্যুবাচ। কিমর্থং রাজশার্দ্দূল ত্বং রোদিষি মহাস্বনম্। কথং তে কুশলং রাজ্যে শরীরে বা পুরেঽথবা॥ ১২॥ রাজোবাচ। ময়া দৃষ্টোঽদ্য স্বপ্নান্তে পিতা হ্যথ পিতামহঃ। অপরাংশ্চ দুঃখিতান্ দেবি তাতাংস্তথাগ্রজান্ পিতৄন্॥ ১৩॥ উপালব্ধোঽস্মি তৈঃ সর্ব্বৈস্তব কর্ম্মভিরীদৃশৈঃ। দারুণে নরকে প্রাপ্তা অধর্ম্মাদিবিচেষ্টিতৈঃ॥ অথান্তে দশ যাস্যন্তি ভবিষ্যাশ্চ ভবানপি। তস্মাৎ কৃত্বা শুভং কর্ম্ম দুর্গতেশ্চোদ্ধরস্ব নঃ॥ ১৫॥ এবমুক্তঃ প্রবুদ্ধোঽহং পিতৃভির্ব্বরবর্ণিনি। তেনাহং দুঃখমাপন্নস্তদ্বাক্যং হৃদি সংস্মরন্॥ ১৬॥ ইন্দুমত্যুবাচ। সত্যমেতন্মহারাজ যদুক্তোঽসি পিতামহৈঃ। ন ত্বয়া সুকৃতং কর্ম্ম সংস্মরেঽহং কৃতং পুরা॥ ১৭॥ যথা সুপুত্রমাসাদ্য তরন্তি পিতরো নৃপ। কুপুত্রেণ তথা যান্তি নরকং নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৮॥ স ত্বমাহূয় বিপ্রেন্দ্রান্ ধর্ম্মশাস্ত্রবিচক্ষণান্। দৃষ্ট্বা তান্ কুরু যত্নেন পিতৄণামাত্মনা সহ॥ ১৯॥ আনয়ামাস রাজাসৌ ততো বিপ্রাননেকশঃ। বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞান্ ধর্ম্মশাস্ত্রবিচক্ষণান্। উবাচ বিনয়োপেতো ভার্য্যয়া সহিতো হিতান্॥ ২০॥ রাজোবাচ। কর্ম্মণা কেন পিতরো নিরয়স্থা দ্বিজোত্তমাঃ। যান্তি

না। রাজা নিত্য পরদাররুচি ও মহাদণ্ডপরায়ণ ছিল। এই রাজা ন্যায়-অন্যায় বিচার না করিয়াই ধনসঞ্চয় করিত। এই পাপী নির্দ্দোষ জনগণকেও নিহত করিত। অনন্তর বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইলেও এই দুষ্ট রাজা শমগুণাবলম্বী হইল না। একদা তাহার নারকী পিতৃলোকগণ দুঃখিত হইয়া প্রসুপ্ত অবস্থায় তাহাকে উত্থাপিত করিল; বলিল,—অরে কুলাঙ্গার! আমরা শুদ্ধাচার; নিয়ত ধর্ম্মশীল; দান-যজ্ঞ-তপস্যানিরত ও স্বদারাসক্ত ছিলাম, তাই স্ব স্ব কর্ম্মফলে আমরা যথাযোগ্য স্বর্গবাস প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু তুই কুপুত্র, তোকে পাইয়া আমরা নরকে নিপতিত হইয়াছি। অতএব কিঞ্চিৎ শুভানুষ্ঠান করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার কর্। ওরে পাপাত্মন্! তোরই কর্ম্মফলে আমরা নরক প্রাপ্ত হইয়াছি। তোর ভবিষ্য দশ পুরুষ এবং তুই নিজেও নরকে যাইবি। পিতৃগণ সকলেই এই কথা কহিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত পুনরায় নরকাভিমুখে গমন করিলেন। এদিকে তাঁহাদের বংশধর রাজা প্রবুদ্ধ হইলেন। তিনি পিতৃবাক্য স্মরণ পূর্ব্বক দুঃখিত হইয়া প্রভাতে গাত্রোত্থানান্তে রোদন করিতে লাগিলেন। রাজভার্য্যা ইন্দুমতী পতি পার্থিবকে বলিলেন,—নৃপবর! কিজন্য আপনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন? আপনার রাজ্যের, দেহের এবং নগরের কুশল ত? রাজা কহিলেন,—দেবি! আমি অদ্য স্বপ্নান্তে আমার পিতা, পিতামহ ও অন্যান্য ঊর্দ্ধতন পুরুষদিগকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়াছি। অপিচ তাঁহাদের দ্বারা আমি যথেষ্ট তিরস্কৃত হইয়াছি। আমার এই সকল অধর্ম্মদুষ্ট কুচেষ্টায় তাঁহারা দারুণ নরকে নিপতিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,—অধস্তন দশ পুরুষকে এবং ঐ সঙ্গে আমাকেও নরকে যাইতে হইবে। এই কারণ তাঁহারা শেষে আমায় বলিয়া গেলেন তুমি শুভ কর্ম্ম করিয়া আমাদিগকে দুর্গতি হইতে নিস্তার কর। পিতৃগণ এইকথা কহিবার পর, অয়ি বরবর্ণিনি!—আমি প্রবুদ্ধ হইয়াছি এবং সেই পিতৃবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া অন্তরে অন্তরে দুঃখানুভব করিতেছি। ১—১৬। ইন্দুমতী কহিলেন,—মহারাজ! পিতামহগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্যই বটে। আমি প্রথম হইতে স্মরণ করিয়া দেখিতেছি, সুপুত্র পাইয়া পিতৃগণ যাহাতে নিস্তার পাইতে পারেন, এমন কোন শুভ কর্ম্মই আপনা দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং কুপুত্র দ্বারা পিতৃগণের নরকনিবাস,—সে তো নিশ্চিতই। অতএব এ হেন কুপুত্র তুমি ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া পিতৃবিমোচনের যাহা মঙ্গলোপায় জিজ্ঞাসা কর। অনন্তর রাজা বহু বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞ ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ বিপ্রগণকে আহ্বান

স্বর্গং সুপুত্রেণ তারিতাঃ প্রোচ্যতাং স্ফুটম্॥ ২১॥ ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। পিতৃমেধেন রাজেন্দ্র কৃতেন বিধিপূর্ব্বকম্। নিরয়স্থা দিবং যান্তি যদ্যপি স্যুঃ সুপাপিনঃ॥ ২২॥ রাজোবাচ। দীক্ষয়ন্তু দ্বিজাঃ সর্ব্বে তদর্থং মাং ধৃতব্রতম্। যৎকিঞ্চিদত্র কর্ত্তব্যং প্রোচ্যতামখিলং হি তৎ॥ ২৩॥ তথোক্তাস্তে নৃপেন্দ্রেণ ব্রাহ্মণাঃ সত্যবাদিনঃ। সমগ্রাঃ পার্থিবং প্রোচুর্যাজ্ঞিকং যজ্ঞকর্ম্মণি॥ ২৪॥ দীক্ষা গ্রাহ্যা নৃপশ্রেষ্ঠ পুরশ্চরণমাদিতঃ। কৃত্বা কায়বিশুদ্ধ্যর্থং ততঃ শ্রেয়স্করী ভবেৎ॥ ২৫॥ স ত্বং পাপসমাচারো বাল্যাৎ প্রভৃতি পার্থিব। অসঙ্খ্যং পাতকং তস্মাত্তীর্থযাত্রাং সমাচর॥ ২৬॥ সর্ব্বতীর্থাভিষিক্তস্ত্বং যদা স্যা নৃপসত্তম। প্রায়শ্চিত্তেন যোগ্যঃ স্যাস্ততো যজ্ঞস্য নান্যথা॥ ২৭॥ প্রভাসাদীনি তীর্থানি যানি সন্তি ধরাতলে। গন্তব্যং তেষু সর্ব্বেষু স্নানং কুরু সমাহিতঃ॥ ২৮॥ মনসা গচ্ছ দুর্গাণি দদদ্দানমনুত্তমম্। নশ্যেত্তেনাশুভং কিঞ্চিদপি ব্রহ্মবধোদ্ভবম্। যন্ন যাতি নৃণাং রাজংস্তীর্থস্নানাদিনা ভুবি॥ ২৯॥ পুলস্ত্য উবাচ। বিপ্রাণাং বচনং শ্রুত্বা স রাজা শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। তীর্থযাত্রাপরো ভূত্বা পরিবভ্রাম মেদিনীম্॥ ৩০॥ নিয়তো নিয়তাহারো দদদ্দানানি ভূরিশঃ। রাজ্যে পুত্রং প্রতিষ্ঠাপ্য বন্ধুং সত্যপরাক্রমম্॥ ৩১॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গতঃ। যাতোঽসৌ নৃপতিশ্চৈব হ্যর্ব্বুদে নির্ম্মলোদকম্॥ ৩২॥ স স্নানমকরোত্তত্র শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা। স্নাতমাত্রস্য তস্যাথ তস্মিন্নেব জলাশয়ে॥ বিমুক্তাঃ পিতরো ঘোরান্নরকাৎ সুপ্রহর্ষিতাঃ। ততো দিব্যবিমানস্থা দিব্যমাল্যাম্বরান্বিতাঃ॥ ৩৪॥ তমূচুস্তারিতাঃ সর্ব্বে বয়ং পুত্র ত্বয়াধুনা। তীর্থস্যাস্য প্রভাবেণ ভবিষ্যাশ্চ তথা দশ॥ ৩৫॥ আত্মা চ পার্থিবশ্রেষ্ঠ স্নানাচ্চ জলতর্পণাৎ। যস্মাৎ কুলং ত্বয়া পুত্র তীর্থেঽস্মিংস্তারিতং ততঃ॥ ৩৬॥ কুলসন্তারণং নাম তীর্থমেতদ্ভবিষ্যতি। তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র সহাস্মাভির্দিবং প্রতি। আগচ্ছানেন দেহেন তীর্থস্যাস্য প্রভাবতঃ॥ ৩৭॥ পুলস্ত্য উবাচ।

করিলেন। এবং বিনীতভাবে ভার্য্যাসমভিব্যাহারে তাঁহাদের নিকট পারলৌকিক হিতোপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! কোন্ কর্ম্ম করিলে নিরয়স্থ পিতৃগণ সুপুত্র দ্বারা তারিত হইয়া স্বর্গগমন করেন, তাহা আপনারা প্রকাশ করিয়া বলুন? ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,— রাজেন্দ্র! বিধিপূর্ব্বক পিতৃমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে নিরয়স্থ পিতৃগণ স্বর্গধামে উপনীত হইয়া থাকেন। রাজা কহিলেন,—দ্বিজগণ! আমি ঐ সকল করিতে ধৃতব্রত হইলাম, আমাকে দীক্ষিত করুন এবং এসম্বন্ধে যাহা কিছু কর্ত্তব্য, যথাবৎ উপদেশ করুন। নৃপবর এই কথা কহিলে সত্যবাদী ব্রাহ্মণগণ সকলেই যজ্ঞসম্বন্ধীয় সমস্ত কথা তাঁহাকে কহিতে লাগলেন। তাঁহারা বলিলেন,—নৃপবর! অগ্রে কায়শুদ্ধির জন্য পুরশ্চরণ করিতে হয়, তদনন্তর দীক্ষা গ্রহণ বিধেয়। এইরূপ দীক্ষাই শ্রেয়স্করী হইয়া থাকে। কিন্তু হে পার্থিব! আপনি বাল্য হইতেই পাপাচারী! আপনার অসংখ্য পাতক অনুষ্ঠিত হইয়াছে; অত এব অগ্রে আপনি তীর্থযাত্রা করুন। যখন আপনি সর্ব্বতীর্থাভিষিক্ত হইবেন, তখনই যজ্ঞজন্য প্রায়শ্চিত্তযোগ্য হইতে পারিবেন। অন্যথা যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকারী হইতে পারিবেন না। ধরাতলে প্রভাসাদি যে কিছু তীর্থ আছে, সেই সেই তীর্থে গিয়া আপনাকে সমাহিতভাবে স্নান করিতে হইবে। আপনি উত্তম দানকার্য্য করিয়া দুর্গম তীর্থসমূহে যাইবার সঙ্কল্প করুন। তীর্থস্নানাদি দ্বারা মর্ত্ত্যে মানবগণের যে পাপ না অপনীত হয়, ঐরূপ সঙ্কল্পানুষ্ঠানেও সেই সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে।১৭-২৯। পুলস্ত্য কহিলেন,—বিপ্রগণের বাক্য শুনিয়া রাজা শ্রদ্ধাসহকারে তীর্থযাত্রাপরায়ণ হইলেন; পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার বন্ধু নামক সত্যপরাক্রম পুত্রকে স্বরাজ্যে স্থাপন করিয়া নিয়ত ও নিয়তাহার হইয়া প্রভূত দান করিতে লাগিলেন। রাজা তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ক্রমে একদা অর্ব্বুদাচলে গিয়া উপনীত হইলেন। তথাকার নির্ম্মলোদকে শ্রদ্ধাপূতচিত্তে স্নান করিলেন। তত্রত্য জলাশয়ে স্নান করিবামাত্র তাঁহার পিতৃগণ ভীষণ নরক হইতে মুক্ত হইয়া প্রহর্ষিত হইলেন। তাঁহারা দিব্যবিমানে থাকিয়া দিব্যমাল্যাম্বরে অন্বিত হইয়া রাজাকে বলিলেন,—পুত্র! অধুনা আমরা তোমা কর্ত্তৃক তারিত হইলাম। এই তীর্থপ্রভাবে ভবিষ্য দশপুরুষ এবং তোমার উদ্ধার হইবে। হে পুত্র! এই তীর্থজলে স্নান ও তর্পণের ফলে স্বকুল সন্তারিত হইল বলিয়া এই তীর্থ কুলসন্তারণ নামে অভিহিত হইবে। হে রাজেন্দ্র! তাই বলিতেছি, তুমিও আমাদের সহিত এই শরীরে তীর্থমাহাত্ম্যে স্বর্গে

এবমুক্তঃ স রাজেন্দ্রো দিব্যকান্তিবপুস্তদা। তং বিমানমথারুহ্য গতঃ স্বর্গঞ্চ তৈঃ সহ ॥ ৩৮ ॥ এষ প্রভাবো রাজর্ষে কুলসন্তারণস্য চ। ময়া তে বর্ণিতঃ সম্যগ্ ভূয়ঃ কিং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৩৯ ॥ যযাতিরুবাচ। স কিম্প্রভাবো রাজা স তথা পাপসমন্বিতঃ। স্বদেহেন গতঃ স্বর্গমেতন্মে কৌতুকং মহৎ ॥ ৪০ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। রাকাসোমব্যতীপাতঃ সমকালে নৃপোত্তম। স স্নাতো যত্র ভূপালস্তন্মহচ্ছ্রেয়সে পরম্ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুলসন্তারণতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৮॥

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। রামতীর্থং ততো গচ্ছেৎ পুণ্যমৃষিনিষেবিতম্। তত্র স্নাতস্য মর্ত্ত্যস্য জায়তে পাপসংক্ষয়ঃ ॥ ১ ॥ পিতৄণাঞ্চ পরা তুষ্টির্যাবদাভূতসংপ্লবম্। পুরাসীদ্ভার্গবো রামঃ সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥ ২ ॥ তেন পূর্ব্বং তপস্তপ্তং শত্রূণামিচ্ছতা ক্ষয়ম্। ততঃ পাশুপতং নাম তস্মাস্ত্রং পরমং দদৌ ॥ ৩ ॥ তপস্তপ্তৌ মহাদেবো গতে বর্ষশতত্রয়ে। অব্রবীদ্বরদোঽস্মীতি স বব্রে শত্রুসংক্ষয়ম্ ॥ ৪ ॥ ততঃ পাশুপতং নাম তস্মাস্ত্রং পরমং দদৌ। স্মরণেনাপি শত্রূণাং যস্য সঞ্জায়তে ক্ষয়ঃ ॥ ৫ ॥ অব্রবীদ্বচনং চাপি প্রহস্য বৃষভধ্বজঃ। জামদগ্ন্য মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ॥ ৬ ॥ অস্ত্রেণানেন যুক্তস্ত্বমজেয়ঃ সর্ব্বদেহিনাম্। ভবিষ্যসি ন সন্দেহো মৎপ্রসাদাদ্ভৃগূদ্বহ ॥ ৭ ॥ এতজ্জলাশয়ং পুণ্যং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। রামতীর্থমিতি খ্যাতং মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি ॥ ৮ ॥ যেঽত্র শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তি পৌর্ণমাস্যাং সমাহিতাঃ। সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে মাসি কৃত্তিকাযোগসংযুতে ॥ ৯ ॥ পিতৃমেধফলং তেষামশেষঞ্চ ভবিষ্যতি। তথা শত্রুক্ষয়ো রাজন্ বাসঃ স্বর্গেষু চাক্ষয়ঃ ॥ ১০ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্ত্বা মহাদেবস্ততশ্চাদর্শনং গতঃ। রামেঽপ্যস্থদগ্নৎক্ষত্রং পিতৃদুঃখেন দুঃখিতঃ ॥ ১১ ॥ ত্রিঃসপ্ত তর্পয়ামাস পিতৄংস্তত্র প্রহর্ষিতঃ। জমদগ্নৌ মৃতে তেন প্রতিজ্ঞাতং মহাত্মনা ॥ ১২ ॥ দৃষ্ট্বা মাতুঃ ক্ষতান্যঙ্গে

আইস। পুলস্ত্য কহিলেন,—পিতৃগণ এইকথা কহিলে দিব্যকান্তিকলেবর রাজবর বিমানে আরোহণ করিয়া তাহাদের সহিত স্বর্গধামে উপনীত হইলেন। হে রাজর্ষে! কুলসন্তারণ তীর্থের এইরূপ প্রভাব আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। তুমি আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। যযাতি কহিলেন,—তথাবিধ পাপাত্মা রাজা সশরীরে স্বর্গে গেলেন। ইহা কাহার প্রভাব, শুনিতে আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। পুলস্ত্য কহিলেন,—সোমবার পূর্ণিমা ও ব্যতীপাতযোগে সেই রাজা উক্ত তীর্থে স্নান করিয়াছিলেন। এইরূপ যোগে স্নানই তাঁহার পরম শ্রেয়স্কর হইয়াছিল। ৩০—৪৬।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৮।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর ঋষি-নিষেবিত পুণ্য রামতীর্থে গমন করিবে। মানব তথায় স্নান করিলে পাপক্ষয় হয় এবং আপ্রলয় পিতৃগণের পরা তুষ্টি হইয়া থাকে। পুরাকালে সর্ব্বশস্ত্রধরিশ্রেষ্ঠ ভার্গব-রাম শত্রুসংহারেচ্ছায় ঐ স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। তিন শতবর্ষ পরে তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে পাশুপত নামক পরমাস্ত্র প্রদান করেন। তিনি সাক্ষভূত হইয়া বলিয়াছিলেন, আমি তোমার প্রতি বরপ্রদ হইয়াছি। তখন রাম শত্রুসংহার বর প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে মহাদেব তাঁহাকে ঐ পাশুপত অস্ত্র প্রদান করিলেন। এই অস্ত্রের স্মরণ করিলেও শত্রুর ক্ষয় হইয়া থাকে। বৃষধ্বজ অস্ত্রদানপূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিলেন,—হে মহাভুজ জামদগ্ন্য! আমার উত্তম বাক্য শ্রবণ কর! এই অস্ত্র ধারণ করিয়া আমার প্রসাদে তুমি সর্ব্ব দেহীরই অজেয় হইবে, সন্দেহ নাই। হে ভৃগূদ্বহ! এই যে পুণ্য জলাশয় আছে, ইহা মৎপ্রসাদে সচরাচর ত্রৈলোক্যে রামতীর্থ নামে বিখ্যাত হইবে। কৃত্তিকাযোগযুক্ত কার্ত্তিকমাসে পূর্ণিমা তিথিতে সমাহিত হইয়া যে জন এখানে শ্রাদ্ধ করিবে, তাহার অশেষ পিতৃমেধফল লাভ হইবে। অপিচ তাহার শত্রুক্ষয় ও অক্ষয় স্বর্গবাস ঘটিবে। পুলস্ত্য কহিলেন,—এই বলিয়া মহাদেব ঐ স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর রামও পিতৃদুঃখে দুঃখিত হইয়া ত্রিঃসপ্তবার ক্ষত্রিয় সংহারপূর্ব্বক সহর্ষে পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। পিতা জমদগ্নি নিহত হইলে মহাত্মা পরশুরাম আসিয়া মাতার অঙ্গে ক্ষতচিহ্ন সকল দেখিয়া

ত্রিঃসপ্ত মহুজাধিপ। শস্ত্রজাতানি বিপ্রাণাং সমাজে সমুপস্থিতে। ১৩। পিতা মে নিহতো যস্মাৎ ক্ষত্রিয়ৈস্তাপসো দ্বিজঃ। অযুধ্যমান এবাথ তস্মাৎ কৃত্বা ত্রিসপ্ত বৈ। ১৪। ক্ষত্রহীনামহং পৃথ্বীং প্রদাস্যে সলিলং পিতুঃ। তৎসর্ব্বং তস্য সম্পন্নং তীর্থমাহাত্ম্যতো নৃপ। ১৫। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শ্রাদ্ধং তত্র সমাচরেৎ। ক্ষত্রিয়শ্চ বিশেষেণ য ইচ্ছেচ্ছত্রুসংক্ষয়ম্। ১৬।

ইতি শ্রীস্কান্দে রামতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ। ৪৯।

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। কোটীতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বপাতকনাশনম্। তীর্থানাং যত্র সঞ্জাতা কোটিঃ পার্থিব হেলয়া। ১। যদা স্যাৎ কলিকালস্তু রৌদ্রো রাজন মহীতলে। ম্লেচ্ছভূতা জনাঃ সর্ব্বে তৎস্পর্শাত্তীর্থবিপ্লবঃ। ২। তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটিশ্চ তীর্থানাং ভূমিবাসিনাম্। তেষাং কোটিস্ততোঽবাৎসীৎ পর্ব্বতেঽর্ব্বুদসংজ্ঞকে। ৩। পুষ্করে চ তথা কোটিঃ কুরুক্ষেত্রে চ পার্থিব। বারাণস্যামর্দ্ধকোটিঃ স্তুতা দেবৈঃ সবাসবৈঃ। রাজন্যেতানি রক্ষন্তি সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। ৪। যদা যদা ভয়ার্ত্তানি ম্লেচ্ছস্পর্শাৎ সমন্ততঃ। স্থানেষেতেষু তিষ্ঠন্তি তীর্থান্যক্ষেষু সম্বরম্। ৫। কোটিতীর্থানি ত্রীণ্যেবং তত্র জাতানি ভূতলে। অর্দ্ধকোটিসমেতানি সর্ব্বপাপহরাণি চ। ৬। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন স্নানং তত্র সমাচরেৎ। কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশ্যাং নভস্যে চ বিশেষতঃ। ৭। তত্র স্নানাদিকং সর্ব্বং জপহোমাদিকঞ্চ যৎ। সর্ব্বং কোটিগুণং রাজংস্তৎপ্রসাদাদসংশয়ম্। ৮।

ইতি শ্রীস্কান্দে কোটিতীর্থপ্রভাববর্ণনং নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ। ৫০।

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ চন্দ্রোদ্ভেদমনুত্তমম্। তীর্থং পাপহরং নৃণাং নিশানাথেন নির্ম্মিতম্। ১। প্রতিজ্ঞাতং যদা রাজন্ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। রাহুণা কৃতবৈরেণ ছিন্নে শিরসি বিষ্ণুনা। ২। তদা ভয়ান্বিতশ্চন্দ্রো মত্বা দৈত্যং

ব্রাহ্মণসমাজের সম্মুখে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ক্ষত্রিয়গণ আমার যুদ্ধাবিমুখ তাপস পিতাকে যেহেতু নিহত করিয়াছে, অতএব আমি ত্রিঃসপ্তবার এই পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া পরে পিতার তর্পণ করিব। হে নৃপ! তীর্থের মাহাত্ম্যে তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা সকলই সম্পূর্ণ হইয়াছিল। অতএব তথায় সর্ব্বপ্রযত্নে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। বিশেষত যে ক্ষত্রিয় শত্রুসংক্ষয় ইচ্ছা করেন, তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান একান্তই কর্ত্তব্য। ১—১৬।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৯।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর সর্ব্বপাতকহর কোটিতীর্থে গমন করিবে। হে পার্থিব! তথায় হেলাক্রমে কোটিসংখ্যক তীর্থ প্রকাশ পাইয়াছিল। হে রাজন্! যখন রৌদ্র কলিকাল ধরাতলে প্রভাব বিস্তার করে, জনগণ ম্লেচ্ছভূত হয়, এবং তাহাদের সংস্পর্শে তীর্থ সকল বিপ্লুত হইয়া যায়, তখন ভূতলস্থ সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থের এককোটি তীর্থ অর্ব্বুদাচলে বাস করে, পুষ্করে এবং কুরুক্ষেত্রে এক এককোটি আর বারাণসীধামে অর্দ্ধকোটি তীর্থের অধিষ্ঠান হয়। সবাসব দেবগণ তীর্থরাজের স্তব করিতে থাকেন এবং তাঁহারাই ঐ সকল তীর্থ রক্ষা করেন। যখন যখনই তীর্থসমূহ ভয়ার্ত্ত হয়, তখন তখনই তাহারা ঐ ঐ ক্ষেত্রে বাস করিয়া থাকে। এইরূপে সার্দ্ধ ত্রিকোটি পাপহর তীর্থ ধরাতলে প্রাদুর্ভূত হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ঐ তীর্থে স্নান করিবে। বিশেষতঃ শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে ঐ স্থানে স্নান দান জপ হোমাদি সমস্ত কর্ম্মই তীর্থমাহাত্ম্যে কোটিগুণ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। ১—৮।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫০।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন—নৃপবর! অতঃপর নিশানাথনির্ম্মিত পাপহর চন্দ্রোদ্ভেদতীর্থে যাত্রা করিবে। হে রাজন্! বিষ্ণু রাহুর মস্তক ছেদন করিলে রাহু যখন চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা

দুরাসদম্। পীযূষভক্ষণোদ্যুক্তং ভয়শ্চার্ব্বুদমভ্যগাৎ ॥ ৩ ॥ তত্র ভিত্বা গিরেঃ শৃঙ্গে কৃত্বা বিবরমুত্তমম্। প্রবিষ্টস্তস্য মধ্যে তু তপস্তেপে সুদুশ্চরম্ ॥ ৪ ॥ ততঃ কালেন মহতা তুষ্টস্তস্য মহেশ্বরঃ। অব্রবীদ্বৃণু ভদ্রং তে বরং যত্তে হৃদি স্থিতম্ ॥ ৫ ॥ চন্দ্র উবাচ। প্রতিজ্ঞাতং সুরশ্রেষ্ঠ রাহুণা গ্রহণং মম। বলবানেষ দুর্দ্ধর্ষঃ প্রকৃত্যা সিংহিকাসুতঃ ॥ ৬ ॥ সাম্প্রতং ভক্ষিতং তেন পীযূষং সুরসত্তমঃ। অহং মধ্যে ধৃতশ্চাপি রাহুণাসৌ দুরাসদঃ ॥ ৭ ॥ পীয়মানেঽমৃতে দেব দেবৈঃ পূর্ব্বং পরাজিতৈঃ। দৈবতং রূপমাস্থায় দানবোঽসৌ সমাগতঃ ॥ ৮ ॥ অপিবচ্চামৃতং রাহুস্তেনাস্য মৃত্যুবর্জ্জিতম্। অমৃতং চাক্ষয়ং জাতং শিরো দেবভয়-প্রদম্ ॥ ৯ ॥ ততো দেবৈঃ কৃতং সাম গ্রহমধ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ। প্রতিজ্ঞাতে গ্রহেঽস্মাকং ততো মে ভয়মাবিশৎ ॥ ১০ ॥ ভয়াত্তস্য সুরশ্রেষ্ঠ ভিত্বা শৃঙ্গং গিরেরিদম্। কৃতং শ্বভ্রমগাধঞ্চ তপোঽর্থং সুর সত্তম। তস্মাদত্র প্রসাদং মে কুরু কামনিসূদন ॥ ১১ ॥ ভগবানুবাচ। অবধ্যঃ সর্ব্বদেবানামজেয়ঃ স মহাবলঃ। করিষ্যতি গ্রহং নূনং রাহুঃ কোপপরায়ণঃ। পরং তব নিশানাথ করিষ্যেঽহং প্রতিক্রিয়াম্ ॥ ১২ ॥ গ্রহণে তব সম্প্রাপ্তে স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। করিষ্যন্তি জনা লোকে সম্যক্‌শ্রেয়ঃসমন্বিতাঃ ॥ ১৩ ॥ তাভিস্তব ন সন্তাপঃ স্বল্পোঽপ্যেবং ভবিষ্যতি। অক্ষয়ং সুকৃতং তেষাং কৃতং কর্ম্ম ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥ গ্রহণে তব সম্প্রাপ্তে মম বাক্যাদসংশয়ম্। এতচ্ছিন্নং ত্বয়া যস্মাত্তপোঽর্থং শিখরং গিরেঃ। চন্দ্রোদ্ভেদমিতি খ্যাতং তীর্থং লোকে ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥ গ্রহণে তব সম্প্রাপ্তে যোঽত্র স্নানং করিষ্যতি। ন তস্য পুনরেবাত্র জন্ম লোকে ভবিষ্যতি ॥ ১৬ ॥ যো বা সোমদিনে স্নানং দর্শনং তত্র চাচরেৎ। তব লোকে ধ্রুবং বাসস্তস্য চন্দ্র ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥ এবমুক্ত্বা স ভগবাংস্তত্রৈবান্তর্দধে হরঃ। চন্দ্রোঽপি প্রযযৌ হৃষ্টঃ স্বস্থানং নৃপসত্তম ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চন্দ্রোদ্ভেদতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

করে, তখন চন্দ্র ভীত হইয়া সুধাপানোদ্যত রাহুকে দুর্দ্ধর্ষ জানে অর্ব্বুদাচলে গমন করিলেন। তিনি ঐ গিরি ভেদ করিয়া গিরিশৃঙ্গে এক বিবর প্রস্তুত করত তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দুষ্কর তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুকাল পরে মহেশ্বর তুষ্ট হইলেন; বলিলেন,—চন্দ্র! তোমার মঙ্গল হউক, তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। চন্দ্র কহিলেন,—সুরবর! রাহু আমায় গ্রাস করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এই সিংহিকাসুত বলবান্; এবং স্বভাবতই দুর্দ্ধর্ষ; এ সম্প্রতি পীযূষ ভক্ষণ করিয়াছে। রাহু আমায় মধ্যভাগে গ্রহণ করিলেও তাহাকে আমি অভিভূত করিতে পারিতেছি না। পূর্ব্বে পরাজিত দেবগণ অমৃত পান করিতে থাকিলে ঐ দানব দিব্যরূপ ধারণ করিয়া দেবগণমধ্যে আগমন করে এবং অমৃত্যুকর অমৃত পান করিয়া অক্ষয় হইয়া দেবগণের ভয়প্রদ হয়। অনন্তর দেবগণ তাহার সহিত নিষ্পত্তি করেন। নিষ্পত্তির ফলে রাহু গ্রহগণমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে আমাদের গ্রহণে প্রতিজ্ঞা করায় আমি ভীত হইয়া পড়ি। তাহার ভয়ে পরে এই গিরিশৃঙ্গ ভেদ করিয়া তপস্যার্থ গভীর বিবর প্রস্তুত করি। অতএব হে কামসূদন! আপনি মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন। ভগবান্ কহিলেন,—সেই মহাবল রাহু সর্ব্ব দেবের অবধ্য ও অজেয়; সে কুপিত হইয়া অবশ্যই তোমায় গ্রহণ করিবে, তবে তোমার সম্বন্ধে আমি এক উপায় করিয়া দিতেছি। হে নিশানাথ! ভবদীয় গ্রহণ উপলক্ষে লোক সকল স্নানদানাদি ক্রিয়া করিবে, তাহাতে তাহাদের পরম মঙ্গল হইবে এবং সেই সকল ক্রিয়ায় তোমারও সন্তাপ কমিয়া যাইবে। আমার বাক্যে গ্রহণে স্নানদানকারীদিগের কৃত কর্ম্মে তাহাদের অক্ষয় সুকৃত সঞ্চয় হইবে। তুমি যখন তপস্যার্থ এই গিরিশৃঙ্গ ভেদ করিয়াছ, তখন এ তীর্থ জগতে চন্দ্রোদ্ভেদ নামে বিখ্যাত হইবে। তোমার গ্রহণ উপলক্ষে যে নর হেথায় স্নান করিবে, এ সংসারে তাহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। অথবা যে ব্যক্তি এখানে সোমবারে স্নান ও দর্শন কার্য্য করিবে, হে চন্দ্র! তোমারই লোকে তাহার বাস হইবে। ভগবান্ হর এই বলিয়া অদৃশ্য হইলেন এবং চন্দ্রও হৃষ্ট হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ১—১৮।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫১।

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ ঈশানীশিখরং মহৎ। যত্র গৌর্য্যা তপস্তপ্তং সুপুণ্যং লোকবিশ্রুতম্॥ ১॥ যস্য সন্দর্শনেনাপি নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। লভতে চাতিসৌভাগ্যং সপ্তজন্মান্তরাণি চ॥ ২॥ যযাতিরুবাচ। কস্মিন্ কালে তপস্তপ্তং দেব্যা তত্র মুনীশ্বর। কিমর্থঞ্চ মহদ্বেতৎ কৌতুকং বক্তুমর্হসি॥ ৩॥ পুলস্ত্য উবাচ। শৃণু রাজন্ কথাং দিব্যামদ্ভুতাং লোকবিশ্রুতাম্। যস্যাঃ সংশ্রবণাদেব মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ৪॥ পুরা গৌর্য্যা সমাসক্তং জ্ঞাত্বা দেবাঃ সবাসবাঃ। মন্ত্রং চক্রুর্ভয়াবিষ্টা একান্তে সমুপাস্থিতাঃ॥ ৫॥ বীর্য্যং যদি ত্রিনেত্রস্য ক্ষেত্রে গৌর্য্যাঃ পতিষ্যতি। অস্মাকং পতনং নূনং জগতশ্চ ভবিষ্যতি॥ ৬॥ সন্ততেস্তু বিনাশায় ততো গচ্ছামহে বয়ম্॥ ৭॥ এবং সম্মন্ত্র্য দেবাস্তে কৈলাসং পর্ব্বতং গতাঃ। ততস্তু নন্দিনা সর্ব্বে নিষিদ্ধাঃ সময়ং বিনা॥ ৮॥ নন্দ্যুবাচ। একান্তে ভগবান্ রুদ্রঃ সহ গৌর্য্যা ব্যবস্থিতঃ। তস্মাদ্দেবগণাঃ সর্ব্বে গচ্ছধ্বং নিলয়ং স্বকম্॥ ৯॥ অথ দেবগণাঃ সর্ব্বে বঞ্চয়িত্বা চ তং গণম্। প্রেষয়ং-স্তত্র বায়ুঞ্চ গুপ্তমূচুর্ব্বচাংস্যদম্॥ ১০॥ গত্বা বায়ো ভবং ব্রূহি ন কার্য্যা সন্ততিস্ত্বয়া। এবং দেবগণা দেব প্রার্থয়ন্তি ভয়াতুরাঃ॥ ১১॥ ততো বায়ুর্দ্রুতং গত্বা স্থিতো যত্র মহেশ্বরঃ। উচ্চৈর্জ্জগাদ তদ্বাক্যং যদুক্তং ত্রিদশালয়ৈঃ॥ ১২॥ ততস্তু ভগবান্ রুদ্রো ব্রীড়য়া পরয়া যুতঃ। গৌরীং ত্যক্ত্বা সমুত্তস্থৌ বাঢ়মিত্যেব চাব্রবীৎ॥ ১৩॥ ততো গৌরী সুদুঃখার্ত্তা শশাপ ত্রিদশালয়ান্॥ ১৪॥ গৌর্য্যুবাচ। যস্মাদহং কৃতা দেবৈঃ পুত্রহীনা সমাগতৈঃ। তস্মাত্তেঽপি ভবিষ্যন্তি সন্তানেন বিবর্জ্জিতাঃ॥ ১৫॥ যস্মাদ্বায়ো সমায়াতঃ স্থানেঽস্মিন্ জনবর্জ্জিতে। তস্মাৎ কায়বিনির্ম্মুক্তস্ত্বং ভবিষ্যসি সর্ব্বদা॥ ১৬॥ এবমুক্ত্বা ততো দীর্ঘং ভর্ত্তুঃ কোপপরায়ণা। ত্যক্ত্বা পার্শ্বং গতা রাজন্নর্ব্বুদং নগসত্তমম্॥ ১৭॥ সুতার্থং সা তপস্তেপে যতবাক্কায়মানসা। ততো বর্ষসহস্রান্তে দেবদেবো মহেশ্বরঃ॥ ১৮॥ ইন্দ্রাদ্যৈর্ব্বিবুধৈঃ

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অনন্তর মহোচ্চ ঈশানীশিখরে গমন করিবে। ভগবতী গৌরী ঐ স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। উহা লোকবিশ্রুত অতি পুণ্য স্থান। উহার দর্শন মাত্রেই নর পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং পরপর সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত অতি সৌভাগ্য লাভ করে। যযাতি কহিলেন,—মুনীন্দ্র! দেবী কোন কালে কি জন্য তথায় তপস্যা করিয়াছিলেন? শুনিতে আমার বড়ই কৌতুহল হইয়াছে, বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—রাজন্! লোক-বিশ্রুত দিব্য অদ্ভুত কথা শ্রবণ করুন; ইহা শ্রবণে লোক সর্ব্ব পাপ হইতেই মুক্ত হয়। পুরাকালে ত্রিলোচন গৌরী সহ সুরতাসক্ত হইলে সবাসব দেবগণ তাহা জানিয়া ভয়াবিষ্ট-চিত্তে একান্তে বসিয়া এইরূপ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে, যদি এই ত্রিনেত্র-বীর্য্য গৌরীর ক্ষেত্রে পতিত হয়, তবে আমাদের সন্তানসন্ততির এমন কি জগতেরও পতন অবশ্যম্ভাবী, অতএব চল আমরা কৈলাসে যাই। দেবগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া সকলেই কৈলাসে গেলেন। কিন্তু নন্দী প্রবেশের অবকাশ নয় বলিয়া তাঁহাদিগকে হরগৌরীসান্নিধে যাইতে নিষেধ করিলেন। নন্দী কহিলেন,—ভগবান্ রুদ্র গৌরী সহ একান্তে অবস্থান করিতেছেন। অতএব সকল দেবই স্ব স্ব নিলয়ে গমন করুন। অনন্তর দেবগণ নন্দীকে বঞ্চিত করিয়া বায়ুকে তথায় গোপনে প্রেরণ করিলেন; বলিয়া দিলেন,—বায়ো! তুমি গিয়া দেবদেবকে বল যে, আপনি সন্ততি উৎপাদন করিবেন না। ভয়বিহ্বল দেবগণ ইহাই প্রার্থনা করিতেছেন। এই কথার পর বায়ু দ্রুত গমনে মহেশ্বরস্থানে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ত্রিদশগণ-দিষ্ট সমস্ত কথা কহিলেন। তখন ভগবান্ শম্ভু অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া গৌরীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন এবং বায়ুর কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।১—১৩। অনন্তর গৌরী অতি দুঃখের সহিত ত্রিদশগণকে অভিশাপ দিলেন; বলিলেন,—যে হেতু আমি সমাগত দেবগণের মন্ত্রণায় পুত্রহীনা হইলাম, এইজন্য দেবগণও সন্তান-বর্জ্জিত হইবেন। আর, হে বায়ো! যে হেতু তুমি এই নির্জ্জন প্রদেশে আসিয়াছ, এই জন্য তোমাকেও কায়বর্জ্জিত হইতে হইবে। এই বলিয়া গৌরী ভর্ত্তার প্রতি অত্যন্ত কুপিতা হইয়া তদীয় পার্শ্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্ব্বুদাচলে আগমন করিলেন এবং কায়মনোবাক্যে নিয়মপূর্ব্বক সন্তানার্থ তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বর্ষ সহস্র

সার্দ্ধং তদন্তিকমুপাগমৎ। অথ শক্রো বিনীতাত্মা দেবীং তাং প্রত্যভাষত ॥ ১৯ ॥ এষ দেবঃ শিবঃ প্রাপ্তস্তব পার্শ্বং সলজ্জয়া। নাম্নাতি তৎপ্রসাদোঽস্য ক্রিয়তাং মহতী ভব ॥ ২০ ॥ দেব্যুবাচ। ত্যক্তাহং তব বাক্যেন পতিনা সমন্বিতা। পুত্রং লব্ধা প্রয়াস্যামি তস্য পার্শ্বে সুরেশ্বর ॥ ২১ ॥ তস্যাস্তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা স্বয়ং দেবঃ সমাযযৌ। অব্রবীৎ প্রহসন্ বাক্যং প্রসাদঃ ক্রিয়তামিতি ॥ ২২ ॥ দৃষ্টি-দানেন দেবেশি ভাষণেন বরাননে। ময়া দেব-হিতং কার্য্যং সর্ব্বাবস্থাসু পার্ব্বতি ॥ ২৩ ॥ অকালে তেন মুক্তাসি নিবৃত্তিঃ সুরতে কৃতা। পুত্রার্থং তে সমারম্ভো যতশ্চাসীৎ সুরেশ্বরি ॥ ২৪ ॥ তস্মাত্তে ভবিতা পুত্রো নিজদেহসমুদ্ভবঃ। মৎপ্রসাদাদ-সন্দিগ্ধং চতুর্থে দিবসে প্রিয়ে ॥ ২৫ ॥ নিজাঙ্গমল-মাদায় যাদৃগ্রূপং সুরেশ্বরি। করিষ্যসি ন সন্দেহ স্তাদৃগেব ভবিষ্যতি ॥ ২৬ ॥ সদ্যো দেবগণানাঞ্চ দৈত্যানাঞ্চ বিশেষতঃ। তথা বৈ সর্ব্বমর্ত্ত্যানাং সিদ্ধিদো বহুরূপধৃক্ ॥ ২৭ ॥ এবমুক্তা ত্রিনেত্রেণ পরিতুষ্টা সুরেশ্বরী। আলাপং পতিনা চক্রে সার্দ্ধং হর্ষসমন্বিতা ॥ ২৮ ॥ চতুর্থে দিবসে প্রাপ্তে ততঃ স্নাত্বা শিবা নৃপ। তদোদ্বর্ত্তনজং লেপং গৃহীত্বা কৌতুকাৎ কিল। চতুর্ভুজং চকারাথ হরবাক্যাদ্বি-নায়কম্ ॥ ২৯ ॥ ততঃ সজীবতাং প্রাপ্য হর-বাক্যেন তং তদা। বিশেষেণ মহারাজ নায়কোঽসৌ কৃতঃ ক্ষিতৌ। সর্ব্বেষাং চৈব মর্ত্ত্যানাং ততঃ খ্যাতো বভূব হ ॥ ৩০ ॥ বিনায়ক ইতি শ্রীমান পূজ্যস্ত্রৈলোক্যবাসিনাম্। সর্ব্বেষাং দেব-মুখ্যানাং বভূব হি বিনায়কঃ ॥ ৩১ ॥ ততো-দেবগণাঃ সর্ব্বে দেবীপ্রিয়হিতে রতাঃ। তস্মৈ দদুর্ব্ব-রান্ দিব্যান প্রোচুর্দ্দেবীং চ পার্থিব ॥ ৩২ ॥ দেবা উচুঃ। তবায়ং তনয়ো দেবি সর্ব্বেষাং নঃ পুরঃসরঃ। প্রথমং পূজিতে চাস্মিন্ পূজা গ্রাহ্যা ততঃ সুরৈঃ ॥ ৩৩ ॥ এতচ্ছৃঙ্গং গিরে রম্যং তব সংসেব-নাচ্ছুভে। সর্ব্বপাপহরং নৃণাং দর্শনাচ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৩৪ ॥ যেঽত্র স্নানং করিষ্যন্তি সুপুণ্যে সলিলাশ্রয়ে। তে যাস্যন্তি পরং স্থানং জরামরণবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৫ ॥ মাঘমাসে তৃতীয়ায়াং শুক্লায়াং যে সমাহিতাঃ। সপ্ত-জন্মান্তরাণ্যেব ভবিষ্যন্তি সুখান্বিতাঃ ॥ ৩৬ ॥ এব-

অতীত হইলে দেবদেব মহেশ্বর ইন্দ্রাদি বিবুধবৃন্দ সহ গৌরীর সমীপে আগমন করিলেন। তখন ইন্দ্র বিনীতভাবে দেবীকে বলিলেন,—দেবি! এই দেখ; শিবদেব সলজ্জভাবে আপনার পার্শ্বে আসিয়াছেন; ইহাঁর প্রতি আপনার প্রসন্নতা হইতেছে না কেন? দেবী কহিলেন,—তোমারই বাক্যে পতি কর্ত্তৃক আমি পরিত্যক্ত হইয়াছি; অতএব হে সুরেশ্বর! আমি পুত্র লাভ করিয়াই তৎসমীপে যাইব। দেবীর তথাবিধ নিশ্চয় জানিয়া দেবদেব স্বয়ং আসিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—অয়ি দেবেশি! দৃষ্টিদানে তথা সম্ভাষণে আমার প্রতি তুমি প্রসাদ বিতরণ কর। দেখ, পার্ব্বতি! সকল অবস্থায়ই দেবগণের হিতবিধান আমার কর্ত্তব্য; তাই আমি তখন সুরতনিবৃত্ত করিয়া তোমায় ত্যাগ করিয়া-ছিলাম। যাহা হউক, তোমার পুত্র নিমিত্তই যখন সেই সুরতসমারম্ভ ছিল, তখন আমি বর দিতেছি, মৎপ্রসাদে আগামী চতুর্থ দিবসে তোমার নিজ দেহোদ্ভব এক পুত্র হবে; এ কথা নিঃসন্দেহ। হে সুরেশ্বরি! তুমি স্বীয় অঙ্গ-মল গ্রহণ করিয়া যেরূপ করিবে, তোমার সেইরূপই সন্তান সমুৎপন্ন হইবে। ঐ পুত্র বহুরূপধারী হইয়া দেব, দৈত্য, বিশেষতঃ সমস্ত মর্ত্ত্যবাসীর সিদ্ধিপ্রদ হইবে। ত্রিনেত্র এই কথা কহিলে সুরেশ্বরী সন্তুষ্ট হইয়া পতির সহিত সহর্ষে আলাপ আপ্যায়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর চতুর্থ দিবসে শিবা দেবী স্নানান্তে স্বীয় অঙ্গোদ্বর্ত্তন-জাত মল গ্রহণ করিয়া কৌতুকক্রমে হরের বাক্যা-নুসারে চতুর্ভুজ বিনায়ক দেবের সৃষ্টি করিলেন তখন সেই বিনায়ক সজীবতা প্রাপ্ত হইলে হরবাক্যে ক্ষিতিতলে তাঁহাকে সর্ব্বমানবের নায়কপদে প্রতি-ষ্ঠিত করা হইল।১৪—৩০। অনন্তর তিনি শ্রীমান্ বিনায়ক নামে বিখ্যাত হইয়া ত্রিলোক-বাসীর পূজ্য হইতে লাগিলেন। বিনায়ক সমস্ত দেবমুখ্যেরও বিনায়ক হইলেন, তখন দেবগণ সকলেই দেবীর প্রিয়হিতে রত হইয়া তাঁহাকে দিব্য দিব্য বর প্রদান করিলেন। দেবগণ কহিলেন,—দেবি! আপনার এই পুত্র আমাদের সকলেরই অগ্রণী হইবেন। ইনি অগ্রে পূজিত হইলে পরে দেবগণ পূজা গ্রহণ করি-বেন। হে শুভে! এই রম্য গিরিশৃঙ্গ আপনার অধিষ্ঠান বশতঃ নরগণের সর্ব্বপাপহর হইবে। যাহারা এই সুপুণ্য সলিলাশয়ে স্নান করিবে, তাহারা জরামরণবর্জ্জিত পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। মাঘমাসের শুক্লতৃতীয়ায় সমাহিত হইয়া যাহারা ঐ স্থানে স্নান করিবে, তাহারা পরপর সপ্তজন্মাবধি সুখভোগী হইবে। সুরগণ এই কথা কহিয়া সক-

মুক্তা সুরাঃ সর্ব্বে স্বস্থানং তু ততো গতাঃ। দেবো-হপি সহিতো দেব্যা কৈলাসং পর্ব্বতং গতঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীস্কান্দে ঈশানীশিখরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেদ্ ব্রহ্মপদং তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। যত্র পূর্ব্বং পদং ন্যস্তং ব্রহ্মণা লোককারিণা ॥ ১ ॥ পুরা ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তত্র সর্ব্বে সমাহিতাঃ। অর্ব্বুদে পর্ব্বতে রম্য ঋষয়শ্চ সুনির্ম্মলা ২ ॥ অচলেশ্বরযাত্রায়াং সুভক্ত্যা ভাবিতা নৃপ। অথ তে মুনয়ঃ সর্ব্বে প্রোচুর্দেবং পিতামহম্ ॥৩॥ ঋষয় উচুঃ। প্রভূতনিয়মৈর্হোমৈর্ব্রতস্নানৈশ্চ নিত্যশঃ। উপবাসৈশ্চ নির্ব্বিণ্ণা বয়ং সর্ব্বে পিতামহ ॥ ৪০ ॥ তস্মাৎ সদুপদেশং ত্বং কিঞ্চিদ্দাতুমিহার্হসি। তরামো যেন দেবেশ দুর্গং সংসারসাগরম্ ॥৫॥ অযাচিতোপচারৈশ্চ জপহোমৈঃ সুদুষ্করৈঃ। মন্ত্রৈর্ব্রতৈস্তথা দানৈঃ স্বর্গপ্রাপ্তিং বদস্ব নঃ ॥ ৬ ॥ তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা তদা দেবঃ কৃপান্বিতঃ। চিন্তয়ামাস সুচিরমিহ কিঞ্চিৎ প্রহস্য চ ॥ ৭ ॥ ততঃ স্বকং পদং ত্যক্ত্বা রম্যে পর্ব্বতরোধসি। অথোবাচ মুনীন্ সর্ব্বান্ ব্রহ্মা সংশ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মোবাচ। এতন্মহাপদং রম্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্। স্পৃশন্তু ঋষয়ঃ সর্ব্বে ততো যান্তথ সদ্গতিম্ ॥ ৯ ॥ বিনা স্নানেন দানেন ব্রতহোমজপাদিভিঃ। হিতার্থং সর্ব্বলোকানাং ময়া ন্যস্তং পদং শুভম্ ॥ ১০ ॥ অস্মিন্ পদে ময়া ন্যস্তে যাস্তি লোকাঃ সহস্রশঃ। স্পৃশন্তু ঋষয়ঃ সর্ব্বে দেবাশ্চাপি পদং মম ॥ ১১ ॥ একৈবাত্র প্রকর্ত্তব্যা শ্রদ্ধা বাব্যভিচারিণী। যশ্চ শ্রদ্ধান্বিতঃ সম্যক্ পদমেতন্মুনীশ্বরাঃ ॥ ১২ ॥ পূজয়িষ্যতি সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে পূর্ণমাদিনে। তোয়ৈঃ ফলৈশ্চ বিবিধৈর্গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ১৩ ॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু মিষ্টান্নেন স্বশক্তিতঃ। স যাস্যতি ন সন্দেহো মম লোকং সুদুর্লভম্ ॥ ১৪ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। ততো মুনিগণাঃ সর্ব্বে সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ। পূজয়িত্বা পদং তত্র ব্রহ্মলোকং সমাগতাঃ ॥ ১৫ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পদং পূজ্যং নরোত্তম। পিতামহপদং সম্যক্ শ্রদ্ধয়া স্বর্গদায়কম্ ॥ ১৬ ॥ অন্যৎ কৌতুহলং রাজন্মহদ্দৃষ্টং মহাদ্ভুতম্।

সকলেই ক্রমে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। এদিকে দেবদেবও দেবীর সহিত কৈলাস-শৈলে প্রস্থান করিলেন। ৩১—৩৭।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫২।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর ত্রিলোক-বিশ্রুত ব্রহ্মপদতীর্থে গমন করিবে। লোককারী ব্রহ্মা পূর্ব্বে ঐ স্থানে পদন্যাস করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং নির্ম্মলচেতা ঋষিগণ একদা অর্ব্বুদাচলে অচলেশ্বরের যাত্রায় ভক্তিযুক্ত হইয়া আগমন করেন। তখন মুনিগণ পিতামহকে বলেন,—পিতামহ! আমরা প্রভূত নিয়ম, হোম, ব্রত, স্নান ও উপবাসাদি দ্বারা নিত্য নির্ব্বিন্ন হইয়াছি; অতএব যাহাতে দুর্গম সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে কোন উপদেশ প্রদান করুন। অপিচ অযাচিতোপচার, জপ-হোম ও মন্ত্র-দান-ব্রত দ্বারা যেরূপে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তাহা আপনি আমাদিগকে বলুন। অনন্তর ভগবান্ পিতামহ তাঁহাদের তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিয়া কৃপাপূর্ব্বক সুচির কাল চিন্তা করিলেন। এইরূপ চিন্তার পর তিনি স্বীয় পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তথায় তাঁহাদিগকে মধুর বাক্যে বলিলেন যে, হে মুনিগণ! আপনারা এই সর্ব্ব পাতকনাশন রম্য মহাপদ স্পর্শ করিয়া সদ্গতি লাভ করুন। আমি স্নান-দান-জপ-হোম-ব্রতাদি ব্যতিরেকে লোকহিত বিধানের নিমিত্ত এই পদ ন্যস্ত করিয়াছি। আমার এই ন্যস্ত পদে সহস্র সহস্র লোক আগমন করিবে। হে ঋষিগণ এবং দেবগণ! আপনারা আমার পদ স্পর্শ করুন। এই পদে একমাত্র অব্যভিচারিণী শ্রদ্ধা করিতে হয়। হে মুনীশ্বরগণ! যে জন কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তোয় ফল, ও বিবিধ গন্ধমাল্যানুলেপন দ্বারা উক্ত পদ পূজা করিয়া যথাশক্তি মিষ্টান্ন দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, সে দুর্লভ লোক লাভ করে, সন্দেহ নাই। পুলস্ত্য বলিলেন,—অনন্তর মুনিগণ বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে তথায় ব্রহ্মপদ পূজা করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সম্যক্ শ্রদ্ধার সহিত সেই স্বর্গদায়ক পৈতামহ পদ পূজা করা কর্ত্তব্য। হে রাজন্! ঐ পদসম্বন্ধে অন্য একটী

পদস্ত তস্য যস্তুষ্বা জায়তে বিস্ময়ো মহান্ ॥ ১৭ ॥ আয়ামবিস্তরেণাপি প্রাপ্তে কৃতযুগে নৃপ। ন সংখ্যা জায়তে রাজন্ শুক্লবর্ণস্য মানবৈঃ ॥ ১৮ ॥ ততস্ত্রেতাযুগে প্রাপ্তে রক্তবর্ণং প্রদৃশ্যতে। সুব্যক্তং সংখ্যয়া যুক্তং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ১৯ ॥ দ্বাপরে কাপলং তচ্চ লঘুমাত্রং প্রদৃশ্যতে। কলৌ কৃষ্ণং সুসূক্ষ্মঞ্চ রম্যে পর্ব্বতরোধসি ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মপদোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততস্ত্রিপুষ্করং গচ্ছেদভীষ্টং পদ্মজস্য চ। ব্রহ্মণা তৎসমানীতং পর্ব্বতেঽর্ব্বুদসংজ্ঞকে ॥ ১ ॥ বসিষ্ঠস্য পুরা সত্রে বর্ত্তমানে নরাধিপ। তস্মিন্নগে সমায়াতা ব্রহ্মাদ্যাশ্চ সুরোত্তমাঃ ॥ ২ ॥ প্রতিজ্ঞাতং মহারাজ ব্রহ্মণাব্যক্তজন্মনা। যাবৎস্থাস্যে নৃলোকেঽস্মিংস্তাবৎ সন্ধ্যাং ত্রিপুষ্করে। বন্দয়িষ্যামি সম্প্রাপ্তে সন্ধ্যাকালে সমাহিতঃ ॥ ৩ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু প্রস্থিতঃ পুষ্করং প্রতি। সন্ধ্যার্থং পদ্মজো যাবদ্বসিষ্ঠস্তাবদব্রবীৎ ॥ ৪ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ। কর্ম্মকালশ্চ সম্প্রাপ্তো যজ্ঞেঽস্মিন্ সুরসত্তম। স বিনা ন ত্বয়া দেব সিদ্ধিং যাস্যতি কর্হিচিৎ ॥ ৫ ॥ তস্মাদানয় চাত্রৈব পদ্মযোনে ত্রিপুষ্করম্। সন্ধ্যোপাস্তিং ততঃ কৃত্বা তত্র ভূয়ঃ সুরেশ্বর। ব্রহ্মত্বং কুরু দেবেশ সত্রে চাস্মিন্ দয়ানিধে ॥ ৬ ॥ এবমুক্তো বসিষ্ঠেন ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। ধ্যাত্বা তত্রানয়ামাস জ্যেষ্ঠমধ্যকনিষ্ঠকম্। পুষ্করত্রিতয়ং চাগাৎ সুপুণ্যে সলিলাশয়ে ॥ ৭ ॥ ততঃপ্রভৃতি চার্ব্বুদেঽস্মিংস্ত্রিপুষ্করম্ ॥ ৮ ॥ তত্র যঃ কার্ত্তিকে মাসি পৌর্ণমাস্যাং সমাহিতঃ। স্নানং করোতি দানং চ তস্য লোকাঃ সনাতনাঃ ॥ ৯ ॥ তস্য চোত্তরদিগ্‌ভাগে সাবিত্রীকুণ্ডমুত্তমম্। স্নানদানাদিকং কুর্ব্বন্ যত্র যাতি শুভাং গতিম্ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ত্রিপুষ্করমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

মহাকৌতুকর মহাদ্ভুত ব্যাপার দেখা গিয়াছে। উহা শুনিলে মহাবিস্ময় জন্মিয়া থাকে। সত্যযুগে মানবগণ ঐ শুক্লবর্ণ পদের আয়াম বিস্তারের ইয়ত্তা করিতে পারে না; ত্রেতাযুগে উহা রক্তবর্ণ; সুব্যক্ত ও ইয়ত্তান্বিত; দ্বাপরে কপিলবর্ণ লঘুমাত্র এবং কলিতে রম্য পর্ব্বততটে কৃষ্ণবর্ণ সুসূক্ষ্ম পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ১—২০।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৩

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর পদ্মযোনির প্রিয় ত্রিপুষ্করে যাবে। স্বয়ং ব্রহ্মাই উহা অর্ব্বুদপর্ব্বতে আনিয়াছিলেন। হে রাজন্! পুরাকালে বসিষ্ঠঋষি এক যজ্ঞ করেন; ঐ যজ্ঞে ব্রহ্মাদি সুরশ্রেষ্ঠগণ আগমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার এইরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল যে, আমি যতকাল মর্ত্ত্যে থাকিব, তাবৎ ত্রিপুষ্করে গিয়াই সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা বন্দনা করিব। এই প্রতিজ্ঞাবশতঃ একদা সন্ধ্যাকালে তিনি সন্ধ্যাবন্দনার্থ ত্রিপুষ্করে প্রয়াণোদ্যত হন। তখন বসিষ্ঠ তাঁহাকে বলেন,—হে সুরবর! সম্প্রতি যজ্ঞকর্ম্মকাল উপস্থিত; আপনি বিনা তাহা কখন সিদ্ধ হইবার নহে। অতএব হে পদ্মযোনে! আপনি আপনার প্রিয় ত্রিপুষ্করকে এইখানেই আনয়নপূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা সমাপনান্তে পুনরায় মদীয় যজ্ঞে ব্রহ্মকর্ম্ম সম্পাদন করুন। বসিষ্ঠ এই কথা কহিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা ধ্যানান্তে জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠ ভেদে ত্রিপুষ্করকে সেইখানে আনয়ন করিলেন। তত্রত্য পুণ্য তোয়াশয়ে পুষ্করত্রয়ের অধিষ্ঠান হইল। তখন হইতে অর্ব্বুদাচলে ত্রিপুষ্কর বিরাজ করিতে লাগিল। যে মানব কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ঐ ত্রিপুষ্কর তীর্থে স্নানান্তে সমাহিত হইয়া দান করে, তাহার সনাতন লোক লাভ হয়। ত্রিপুষ্করের উত্তরদিকে সাবিত্রীকুণ্ড বিদ্যমান; সেখানে স্নানদানাদি করিলেও শুভ গতি প্রাপ্তি হয়। ১—১০।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৪

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ পুণ্যং রুদ্রহ্রদং শুভম্ । যত্র স্নাতো নরো ভক্ত্যা গণাধীশত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ১ ॥ পুরা হত্বান্ধকং দৈত্যং সগণো বৃষভধ্বজঃ । ততঃ স্নাতো হ্রদং কৃত্বা ততো রুদ্রহ্রদোঽভবৎ ॥ ২ ॥ চতুর্দ্দশ্যাং মহারাজ যস্তত্র কুরুতে নরঃ । স্নানং তস্য ভবেৎ পুণ্যং সর্ব্বতীর্থসমুদ্ভবম্ ॥৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রুদ্রহ্রদমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ গুহেশ্বরমনুত্তমম্ । গুহামধ্যে গতং লিঙ্গং সিদ্ধৈঃ সম্পূজিতং পুরা ॥ ১ ॥ যং যং কামমভিধ্যায় সম্পূজয়তি মানবঃ । তংতং স লভতে রাজন্নিষ্কামো মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গুহেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর ! অনন্তর পবিত্র রুদ্রহ্রদে যাইবে । সেখানে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলে মানব গণাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে । পূর্ব্বে সগণ বৃষভধ্বজ দৈত্য অন্ধককে নিহত করিয়া তথায় হ্রদ নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্নান করেন, এজন্য ঐ স্থানে রুদ্রহ্রদ নামে হ্রদ হয় । হে মহারাজ ! চতুর্দ্দশীতে যে নর ঐ হ্রদে স্নান করে, তাহার সর্ব্বতীর্থ-সমুদ্ভব পুণ্য হইয়া থাকে । ১—৩ ।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৫ ।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! অনন্তর মানব অনুত্তম গুহেশ্বরলিঙ্গসমীপে গমন করিবে । এই লিঙ্গ গুহাগত ও সিদ্ধগণের পূর্ব্বপূজিত । মানবগণ যে যে কামনা করিয়া উক্ত লিঙ্গ পূজা করে, সেই সেই কামনাই লাভ করিয়া থাকে; আর নিষ্কাম হইলে মুক্তি প্রাপ্ত হয় । ১।২ ।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৬ ।

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

পুলস্ত্য উবাচ । অবিমুক্তবনং গচ্ছেত্ততঃ পার্থিবসত্তম । যস্মিন্ দৃষ্টে নরোঽভীষ্টৈর্ন বিমুচ্যেত কর্হিচিৎ ॥ ১ ॥ তত্র পূর্ব্বং শচী রাজন্ প্রবিষ্টা দুঃখসংযুতা । নহুষেণ হৃতে রাজ্যে দেবেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ ॥ ২ ॥ তৎপ্রভাবাৎপুনঃ প্রাপ্তো বিমুক্তোঽপি শতক্রতুঃ । ততস্তস্য বরো দত্তো বনস্য হি তয়া নৃপ ॥ ৩ ॥ নরো বা যদি বা নারী বিযুক্তাত্র বনে শুভে । প্রিয়ৈর্ন্নির্ব্বাস একস্মিন্ রাত্রিমেকাং বসিষ্যতি ॥ ৪ ॥ স তেন লভতে সঙ্গং ভূয় এব যথাময়া । প্রিয়ৈঃ স লভতে বাসমেকরাত্রং বসন্নৃপ ॥ ৫ ॥ ফলদানং প্রশংসন্তি তত্র ব্রাহ্মণসত্তমাঃ । বন্ধ্যানাঞ্চ বিশেষেণ যতঃ পুত্রফলং লভেৎ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽবিমুক্তক্ষেত্রমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে পার্থিবসত্তম ! অনন্তর নর অবিমুক্ত বনে গমন করিবে, যাহা দৃষ্ট হইলে অভীষ্ট হইতে নর কদাপি বিযুক্ত হয় না । পূর্ব্বে নহুষ দেবেন্দ্ররাজ্য অধিকার করিলে শচীদেবী দুঃখিতা হইয়া এ বনে প্রবেশ করেন । প্রবেশফলে শতক্রতু হৃত রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হন । ঐ সময় শচীদেবী বনকে বর প্রদান করেন যে, নর বা নারী বিযুক্ত অবস্থায় যদি এক রাত্র এই বনে বাস করে, তাহা হইলে তাহাদের আমার মত পুনরায় মিলন হইবে । ব্রাহ্মণগণ বিশেষ করিয়া ঐ বনে বন্ধ্যাগণের ফলদানের প্রশংসা করিয়া থাকেন ; যেহেতু তাহারা ফলদানের ফলে পুত্রফল লাভ করে । ১—৬ ।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৭ ।

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। উমামাহেশ্বরং গচ্ছেত্ততো রাজন্ সুপুণ্যদম্। স্থাপিতং ভক্তিযুক্তেন ধুন্ধুমারেণ যৎপুরা॥ ১॥ দাম্পত্যং পূজয়েদ্ভক্ত্যা যস্তত্র মনুজাধিপ। সপ্তজন্মান্তরাণ্যেব ন স দৌর্ভাগ্যমাপ্নুয়াৎ॥২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে উমামাহেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৮॥

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো মহৌজসং গচ্ছেৎ তীর্থং পাতকনাশনম্। যস্মিন্ স্নাতো নরো রাজংস্তেজসা যুজ্যতেধ্রুবম্। ব্রহ্মহত্যাগ্নিনা শক্রঃ পুরা দৈন্যং পরং গতঃ॥ ১॥ নিঃশ্রীকস্তেজসা হীনো দুর্গন্ধেন সমন্বিতঃ। পরিত্যক্তঃ সুরৈঃ সর্বৈর্বিষাদং পরমং গতঃ॥ ২॥ ততঃ পপ্রচ্ছ দেবেন্দ্রো দ্বিজশ্রেষ্ঠং বৃহস্পতিম্। ভগবংস্তেজসো বৃদ্ধিঃ কথং স্যান্মে যথা পুরা॥ ৩॥ বৃহস্পতিরুবাচ। তীর্থযাত্রাং সুরশ্রেষ্ঠ কুরুষ ধরণীতলে। তীর্থং বিনা ধ্রুবং বৃদ্ধিস্তেজসো ন ভবিষ্যতি॥ ৪॥ ততস্তীর্থান্যনেকানি ভ্রান্ত্বা শক্রো নরাধিপ। ক্রমেণৈবার্ব্বুদং প্রাপ্তস্তত্র দৃষ্ট্বা জলাশয়ম্। স্নানং চক্রে ততঃ স্নাতো মহৌজাঃ প্রত্যপদ্যত॥ ৫॥ দুর্গন্ধেন বিনির্ম্মুক্তস্ততো দেবৈঃ সমাবৃতঃ। উবাচ প্রহসন্ বাক্যং শৃণুধ্বং সর্ব্বদেবতাঃ॥ ৬॥ যেঽত্র স্নানং করিষ্যন্তি প্রাপ্তে শক্রোচ্ছ্রয়ে সদা। আশ্বিনে শুক্লপক্ষান্তে তে যাস্যন্তি পরাং গতিম্। সুশ্রীকাশ্চ ভবিষ্যন্তি সদা জন্মনিজন্মনি॥ ৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহৌজসতীর্থপ্রভাববর্ণনং নামৈকোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৯॥

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ জম্বুতীর্থমনুত্তমম্। তত্র স্নাতো নরঃ সম্যগিষ্টং ফলমবাপ্নুয়াৎ। জম্বুদ্বীপসমুত্থানাং তীর্থানাং নৃপসত্তম॥ ১॥ আসীৎপুরা নিমির্নাম ক্ষত্রিয়ঃ সূর্য্যবংশজঃ। বয়সঃ পরিণামে স পর্ব্বতং চার্ব্বুদং গতঃ॥ ২॥ প্রায়োপবেশনং কৃত্বা স্থিতস্তত্র সমাহিতঃ। অথাজগ্মুর্মুনিগণাস্তস্য পার্শ্বে সহস্রশঃ॥ ৩॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে রাজন্! নর অনন্তর উমা-মহেশ্বর-সমীপে গমন করিবে। পূর্ব্বে ধুন্ধুমার ভক্তিপূর্ব্বক ঐ লিঙ্গ স্থাপন করেন। যাহারা তথায় উক্ত দেবদম্পতির পূজা করে, সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত তাহারা দুর্ভাগ্য প্রাপ্ত হয় না। ১।২।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৮।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে রাজন্! যেখানে স্নান করিলে নর তেজোযুক্ত হয়, অনন্তর সেই পাতক নাশন মহৌজসতীর্থে গমন করিবে। পূর্ব্বে শক্র ব্রহ্মহত্যাগ্নিতে দগ্ধ হওয়ায় দীন, নিশ্রীক, তেজোহীন, দুর্গন্ধযুক্ত, সুরগণ-পরিত্যক্ত, ও অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে ভগবন্! কি প্রকারে আমার পূর্ব্ববৎ তেজোবৃদ্ধি হয়? বৃহস্পতি বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! তীর্থযাত্রা উদ্দেশে ধরণীতলে গমন কর। তীর্থবিহনে তেজোবৃদ্ধি অসম্ভব। অনন্তর শক্র বহু তীর্থভ্রমণান্তে অবশেষে অর্ব্বুদাচল প্রাপ্ত হইয়া তত্রত্য জলাশয়ে স্নান করিয়া মহৌজা হইলেন। তাঁহার গাত্রগন্ধ অপনীত হইল; এবার দেবগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। এই সময় তিনি হাসিয়া বলিলেন,—দেবগণ শ্রবণ কর, যাহারা আশ্বিনের শুক্লপক্ষান্তে শক্রোচ্ছ্রয়ে উক্ত জলাশয়ে স্নান করিবে, তাহারা পরম গতি লাভ করিবে এবং জন্মে জন্মে সুশ্রী হইবে। ১—৭।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৯।

ষষ্টিতম অধ্যায়

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নরবর! নর অনন্তর জম্বুতীর্থে গমন করিবে। নরগণ ঐ তীর্থে স্নান করিলে ইষ্ট ফল লাভ করে। ঐ তীর্থ জম্বুদ্বীপসমুত্থ তীর্থ সকলের মধ্যে উত্তম। পূর্ব্বে নিমি নামে এক সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। বয়ঃপরিণামে তিনি অর্ব্বুদাচলে গমন করিয়া সমাহিতভাবে প্রায়োপবেশন করেন। এই সময় সহস্র সহস্র

চক্রুর্দ্ধর্ম্মকথাং পুণ্যাং রাজর্ষীণাং মহাত্মনাম্‌। দেবর্ষীণাং পুরাণানাং তথান্যেষাং মহাত্মনাম্‌॥ ৪॥ ততঃ কশ্চিৎকথান্তে চ লোমশো নাম সন্মুনিঃ। কীর্ত্তয়ামাস মাহাত্ম্যং সর্ব্বতীর্থসমুদ্ভবম্‌॥ ৫॥ তচ্ছ্রুত্বা পার্থিবো রাজর্ষিমিঃ পরমদুর্ম্মনাঃ। বভূব ন কৃতং পূর্ব্বং যতস্তীর্থাবগাহনম্‌॥ ৬॥ ততঃ প্রোবাচ তং বিপ্রমস্ত্যুপায়ো দ্বিজোত্তম। কশ্চিদ্যেন চ সর্ব্বেষাং তীর্থানাং লভ্যতে ফলম্‌॥ ৭॥ লোমশ উবাচ। দয়া মে নৃপ সঞ্জাতা ত্বাং দৃষ্ট্বা দুঃখিতং ভৃশম্‌। তীর্থযাত্রাকৃতে যস্মাৎ করিষ্যেঽহং তব প্রিয়ম্‌॥ ৮॥ অত্রৈব চানয়িষ্যামি জম্বুদ্বীপোদ্ভবানি চ সর্ব্বতীর্থানি রাজেন্দ্র মন্ত্রশক্ত্যা ন সংশয়ঃ॥ ৯॥ স্নানং কুরু মহারাজ হ্যেকীভূতেষু তত্র চ। অস্মিন্‌ জলাশয়ে পুণ্যে সত্যমেতদ্‌ব্রবীম্যহম্‌॥ ১০॥ এবমুক্ত্বা স বিপ্রর্ষির্দ্ধ্যানং চক্রে সমাহিতঃ। ততস্তীর্থানি সর্ব্বাণি তত্রায়াতানি তৎক্ষণাৎ॥ ১১॥ প্রত্যয়ার্থঞ্চ রাজর্ষে জম্বুবৃক্ষো ব্যজায়ত। তত্র স্নানং নৃপশ্চক্রে সর্ব্বতীর্থময়ে ধ্রুবে॥ ১২॥ সদেহশ্চ গতঃ স্বর্গে তীর্থস্নানাদনন্তরম্‌। ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং জম্বুতীর্থমনুস্মৃতম্‌॥ ১৩॥ কন্যাগতে রবৌ তত্র যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ। গয়াশীর্ষসমং তস্য পুণ্যমাহুর্ম্মহর্ষয়ঃ॥ ১৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জম্বুতীর্থপ্রভাববর্ণনং নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬০॥

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। গঙ্গাধরং ততো গচ্ছেৎ সুপুণ্যং বিমলোদকম্‌। যেন গঙ্গা ধৃতা রাজন্নিপতন্তী নভস্তলাৎ॥ ১॥ আহূতা দেবদেবেন হ্যচলেশ্বররূপিণা। হরেণ রভসা রাজন্‌ যৎপুরা কথিতং তব॥ ২॥ তত্র যঃ কুরুতে স্নানমষ্টম্যাঞ্চ সমাহিতঃ। স গচ্ছেৎপরমং স্থানং দেবৈরপি সুদুর্লভম্‌॥ ৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গঙ্গাধরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬১॥

মুনি, রাজর্ষি, দেবর্ষি, পৌরাণিক, ও অন্যান্য মহাত্মাগণ ইহাঁর নিকট আগমন করিয়া ধর্ম্মকথা কহিতে থাকেন। একদিন কথান্তে লোমশ নামক কোন এক সন্মুনি সর্ব্বতীর্থ-সমুদ্ভব মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। হে রাজন্‌! রাজা তৎশ্রবণে দুর্ম্মনায়মান হইয়া পড়িলেন; কারণ—তিনি পূর্ব্বে তীর্থাবগাহন করেন নাই। রাজা মুনিকে বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! এমন কোন উপায় আছে—যাহাতে সর্ব্ব তীর্থফল লব্ধ হইতে পারে? লোমশ বলিলেন,—হে নৃপ! আপনাকে দুঃখিত দেখিয়া আমার অত্যন্ত দয়া হইতেছে; তীর্থযাত্রার জন্য আমি আপনার প্রিয়াচরণ করিব। মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে এই স্থানেই আমি জম্বুদ্বীপোদ্ভব সমস্ত তীর্থকে আনয়ন করিব, সংশয় নাই। আপনি এই জলাশয়ে একীভূত তীর্থসমূহে স্নান করুন। ইহা আপনাকে সত্যসত্যই বলিতেছি। বিপ্রর্ষি এই কথা বলিয়া সমাহিতভাবে ধ্যান করিলেন। ধ্যানমাত্র সমস্ত তীর্থই সেইস্থানে সমাগত হইল এবং রাজর্ষির প্রত্যয়ার্থ তৎক্ষণাৎ তথায় এক জম্বুবৃক্ষ প্রাদুর্ভূত হইল। রাজা সেই সর্ব্বতীর্থময় তোয়াশয়ে স্নান করিলেন। তীর্থস্নানান্তে তিনি সশরীরে স্বর্গধামে উপনীত হইলেন। তখন হইতে ঐ তীর্থ জম্বুতীর্থ নামে বিখ্যাত হইল। যে নর কন্যাগতদিবাকরে ঐ তীর্থে স্নান করে, মহর্ষিগণ বলিয়াছেন, তাহার গয়াশীর্ষসম পুণ্যফল লাভ হয়। ১—১৪।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬০।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর পুণ্য-প্রসন্নোদকময় গঙ্গাধর তীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থ পূর্ব্বে নভস্থল হইতে গঙ্গার পতনকালীন তাঁহাকে ধারণ করিয়াছিল। অচলেশ্বররূপী দেবদেব হর ঐ গঙ্গাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। রাজন! একথা আপনার নিকট পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাহা হৌক, অষ্টমীর দিন সমাহিত হইয়া যে নর ঐ গঙ্গাধর তীর্থে স্নান করে, তাহার দেবদুর্লভ পরমপদ লব্ধ হইয়া থাকে। ১—৩।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬১।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততঃ কটকেশ্বরং গচ্ছেল্লিঙ্গং গৌরীবিনির্ম্মিতম্ । তথা গঙ্গেশ্বরং চান্যদ্গঙ্গয়া নির্ম্মিতং স্বয়ম্ ॥ ১ ॥ পুরা সমভবদ্যুদ্ধমুমায়াঃ সহ গঙ্গয়া সৌভাগ্যং প্রতি রাজেন্দ্র ততো গৌরীত্যভাষত ॥ ২ ॥ যয়া সম্পূজিতঃ শম্ভুঃ শীঘ্রং যাস্যতি দর্শনম্ । সা সৌভাগ্যবতী নূনমাবয়োঃ সম্ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥ এবমুক্তা ততো গঙ্গা সত্বরৈত্যাত্র পর্ব্বতে । লিঙ্গমন্বেষয়ামাস চিরকালাদবাপ সা ॥ ৪ ॥ দৃষ্ট্বা গৌর্য্যাথ কটকং পর্ব্বতস্য মনোহরম্ । লিঙ্গাকারং মহারাজ পূজয়ামাস সা তদা ॥ ৫ ॥ সম্যক্কৃচ্ছ্রদ্ধাসমোপেতা ততস্তুষ্টো মহেশ্বরঃ । প্রদদৌ দর্শনং তস্যা বরদোঽস্মীতি চাব্রবীৎ ॥ ৬ ॥ গৌর্য্যুবাচ । সাপত্ন্যা জের্ষ্যয়া দেব ময়া লিঙ্গং প্রকল্পিতম্ । তস্মাৎ কটেশ্বরাখ্যা চ লোকে চাস্য ভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥ যা নারী পতিনা মুক্তা সপত্নীদুঃখদুঃখিতা । অস্য সন্দর্শনাদেব সা ভবিষ্যতি বিজ্বরা । সুতসৌভাগ্যসম্পন্না ভর্ত্তৃপ্রাণসমা তথা । গঙ্গয়ারাধিতো দেব এবমেব বরং দদৌ । তস্মাল্লিঙ্গদ্বয়ং তচ্চ দ্রষ্টব্যং মনুজাধিপ ॥ ৯ ॥ বিশেষতশ্চ নারীভিঃ সপত্নীদোষহানিদম্ । সুখসৌভাগ্যদং নিত্যং তথাভীষ্টপ্রদং নৃণাম্ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কটেশ্বরগঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি । অর্ব্বুদস্য মহারাজ মহাত্ম্যং হি সমাসতঃ ॥ ১ ॥ বিস্তরেণ চ সংখ্যা স্যাদপি বর্ষশতৈরপি । অসংখ্যানীহ তীর্থানি পুণ্যাস্যায়তনানি চ । পদে পদে গৃহাণ্যেব নির্ম্মিতানি মহর্ষিভিঃ ॥ ২ ॥ ন তত্তীর্থং ন সা সিদ্ধির্ন স বৃক্ষো মহীপতে । ন সা নদী ন দেবেশো যস্য তত্রাস্তি ন স্থিতিঃ ॥ ৩ ॥ যে বসন্তি মহারাজ সুরম্যেঽর্ব্বুদপর্ব্বতে । নূনং তে পুণ্যকর্ম্মাণো ন বসন্তি ত্রিবিষ্টপে ॥ ৪ ॥ কিং তস্য জীবিতেনার্থঃ কিং ধনৈঃ কিং জপৈর্নৃপ । যো ন পশ্যতি মন্দাত্মা সমন্তাদর্ব্বুদাচলম্॥৫॥ অপি কীটপতঙ্গা

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর গৌরীনির্ম্মিত কটকেশ্বর ও গঙ্গানির্ম্মিত গঙ্গেশ্বর লিঙ্গ নিকটে গমন করিবে। পূর্ব্বে গঙ্গার সহিত উমার সৌভাগ্য লইয়া বিগ্রহ হয়। তাহাতে গৌরী বলেন,—যৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া শম্ভু শীঘ্র সাক্ষাদ্ভূত হইবেন, আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিশ্চয় সৌভাগ্যবতী। গৌরী এই কথা কহিলে গঙ্গা সত্বর সেই পর্ব্বতে লিঙ্গান্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক অন্বেষণ করিয়া পরে এক লিঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে গৌরীও পর্ব্বতের মনোহর কটকদেশই লিঙ্গাকার অবলোকন করিয়া তৎকালে সবিশেষ শ্রদ্ধার সহিত তাহার পূজা করিলেন। সেই পূজায় পরিতুষ্ট মহেশ্বর তাঁহাকে দর্শন দানপূর্ব্বক বলিলেন,—এই আমি বরদান করিতে আসিয়াছি। গৌরী কহিলেন,—দেব! আমি সপত্নীর প্রতি ঈর্ষ্যা করিয়া আপনার এই লিঙ্গ কল্পনা করিয়াছি। অতএব এ জগতে আপনি কটকেশ্বর আখ্যায় প্রখ্যাত হউন। যে পতিপরিত্যক্তা বা সপত্নীদুঃখদুঃখিতা নারী এই লিঙ্গ দর্শন করিবে, ইহার দর্শনমাত্রই তাহার সর্ব্ব সন্তাপ দূর হইবে; সে সুত-সৌভাগ্যবতী ও পতির প্রাণতুল্যা হইবে। অনন্তর দেবদেব গঙ্গারাধিত হইয়াও এইরূপই বর প্রদান করিয়াছিলেন। তাই উক্ত উভয় লিঙ্গ সকলেরই দ্রষ্টব্য। বিশেষতঃ নারীগণের পক্ষে ঐ লিঙ্গদ্বয় সপত্নী-দোষ-খণ্ডনকর সুখ-সৌভাগ্যপ্রদ নরগণের নিত্যাভীষ্টদায়ক। ১—১০।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬২।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—মহারাজ! আপনি আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, এই আমি সেই অর্ব্বুদপর্ব্বতমাহাত্ম্য সকলই সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। যদি শতবর্ষ ধরিয়া বর্ণন করা যায়, তাহা হইলে অত্রত্য তীর্থসমূহের ইয়ত্তা করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ মহর্ষিগণ এই অর্ব্বুদে অসংখ্য তীর্থ, অসংখ্য আয়তন, এবং পদে পদে অসংখ্য পুণ্যাশ্রম সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এমন তীর্থ, এমন সিদ্ধি, এমন বৃক্ষ, এমন নদী বা এমন দেবশ্রেষ্ঠ নাই, ঐ অর্ব্বুদে যাহার অধিষ্ঠান নাই। মহারাজ! যাঁহারা সুরম্য অর্ব্বুদপর্ব্বতে বাস করেন, সেই সকল পুণ্যকর্ম্মা নর নিশ্চয়ই স্বর্গবাসে সমুৎসুক নহেন। যে মন্দাত্মা মনুষ্য অর্ব্বুদাচলের সমস্ত

যে পশবঃ পক্ষিণো মৃগাঃ। স্বেদজাশ্চাণ্ডজাশ্চাপি হ্যুদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ॥ ৬॥ তস্মিন্ মৃতা মহারাজ নিষ্কামাঃ কামতোঽপি বা। তে যান্তি শিবসাযুজ্যং জরামরণবর্জ্জিতম্॥ ৭॥ যশ্চৈতচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং পুরাণং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। অর্ব্বুদস্য মহারাজ স যাত্রাফলমশ্নুতে॥ ৮॥ তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন যাত্রাং তত্র সমাচরেৎ। ইচ্ছেদাত্মনঃ সিদ্ধিমিহ লোকে পরত্র চ॥ ৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমে প্রভাসখণ্ডে তৃতীয়েঽর্ব্বুদখণ্ডেঽর্ব্বুদখণ্ডমাহাত্ম্যফলশ্রুতি-বর্ণনং নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৩॥

স্থান সন্দর্শন না করে, তাহার জীবন, ধন বা জপহোম দ্বারা কি প্রয়োজন? যে সকল কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মৃগ,—স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ, এ অর্ব্বুদাচলে কামতঃ বা অকামতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, হে মহারাজ তাহারাও জরা মরণবর্জ্জিত শিবসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। এই পুরাণ শ্রদ্ধার সহিত যে নর নিত্য শ্রবণ করে মহারাজ! তাহারও অর্ব্বুদযাত্রার ফল লব্ধ হইয়া থাকে। অতএব যিনি ঐহিকী ও পারলৌকিকী আত্মসিদ্ধি ইচ্ছা করেন, তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে অর্ব্বুদ-পর্ব্বতে যাত্রা আচরণ করিবেন। ১—৯।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৩।

প্রভাসখণ্ডে তৃতীয় অর্ব্বুদখণ্ড সমাপ্ত।

সমাপ্তমিদমর্ব্বুদখণ্ডম্।

প্রভাসখণ্ডম্।

দ্বারকা-মাহাত্ম্যম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ। কথং সূত যুগে হ্যস্মিন্ রৌদ্রে বৈ কলিসংজ্ঞকে। বহুপাষণ্ডসঙ্কীর্ণে প্রাপ্স্যামো মধুসূদনম্॥ ১॥ যুগত্রয়ে ব্যতিক্রান্তে ধর্ম্মাচারপরে সদা। প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে ক বিষ্ণুর্ভগবানিতি॥ ২॥ সূত উবাচ। দিবং যাতে মহারাজে রামে দশরথাত্মজে। দুষ্টরাজন্যভারেণ পীড়িতে ধরণীতলে॥ ৩॥ দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং ভূভারহরণায় চ। বসুদেবগৃহে সাক্ষাদাবির্ভূতে জনার্দ্দনে॥ ৪॥ নন্দব্রজং গতে দেবে পূতনাশোষণে সতি। ঘাতিতে চ তৃণাবর্ত্তে শকটে পরিবর্ত্তিতে॥ ৫॥ দমিতে কালিয়ে নাগে প্রলম্বে চ নিষূদিতে। ধৃতে গোবর্দ্ধনে শৈলে পরিত্রাতে চ গোকুলে॥ ৬॥ সুরভ্যা চাভিষিক্তে তু ইন্দ্রে চ বিমদীকৃতে। রাসক্রীড়ারতে দেবে দারিতে কেশিদানবে॥ ৭॥ অক্রূরবচনাদ্দেবে মথুরায়াং গতে হরৌ। হতে কুবলয়াপীড়ে মল্লরাজে চ ঘাতিতে॥ ৮॥ পশ্যতাং দেবদৈত্যানাং ভোজরাজে নিপাতিতে। যদুপুর্য্যামভিষিক্ত উগ্রসেনে নরাধিপে॥ ৯॥ জরাসন্ধবলে রৌদ্রে যবনে চ হতে ক্ষিতৌ। রাজসূয়ে ক্রতুবরে চৈদ্যে চৈব নিপাতিতে॥ ১০॥ নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে ভারে চ ক্ষপিতে ভুবঃ। যাত্রাব্যাজসমানীতে প্রভাসং যাদবে কুলে॥ ১১॥ মদ্যপানপ্রসক্তে তু পরস্পরবধোদ্যতে। কলহেনাতিরৌদ্রেণ বিনষ্টে যাদবে কুলে॥ ১২॥ গাত্রং সন্ত্যজ্য চাত্রৈব গতেঽনন্তে ধরাতলাৎ। অশ্বত্থমূলমাশ্রিত্য সমাসীনে জনার্দ্দনে। ব্যাধপ্রহারভিন্নাঙ্গে পরিত্যক্তে কলেবরে। স্বধামসংস্থিতে দেবে পার্থে চ পুনরাগতে॥ ১৪॥ যদুপুর্য্যাং প্লাবিতায়াং সাগরেণ সমন্ততঃ। শক্রপ্রস্থং ততো গত্বা কারয়িত্বা হরের্গৃহম্॥ ১৫॥ দ্বাপরে চ ব্যতিক্রান্তে ধর্ম্মাধর্ম্মবিমিশ্রিতে। সম্প্রাপ্তে চ মহারৌদ্রে যুগে বৈ কলিসংজ্ঞিতে॥ ১৬॥ ক্ষীয়মাণে চ সদ্ধর্ম্মে বিধর্ম্মে প্রবলে তথা। নষ্টধর্ম্মক্রিয়াযোগে

প্রথম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে সূত! এই বহুপাষণ্ড-সংকীর্ণ রৌদ্র কলিযুগে কিরূপে মধুসূদনকে পাইব? সদা ধর্ম্মাচারপর যুগত্রয় অতীত হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে ঘোর কলিযুগ উপস্থিত; এ সময় ভগবান্ বিষ্ণু কোথায়? সূত কহিলেন,—দশরথাত্মজ মহারাজ রাম স্বর্গগমন করিলে পর ধরণীতল দুষ্ট রাজন্যভারে পীড়িত হয়। তখন দেবকার্য্য ও ভূভারহরণ করিবার জন্য ভগবান্ জনার্দ্দন বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া নন্দালয়ে গমন, পূতনাশোষণ, তৃণাবর্ত্তঘাতন, শকটপরিবর্ত্তন, কালিয়দমন, প্রলম্ব নিষূদন, গোবর্দ্ধনধারণ, গোকুলপরিত্রাণ, সুরভিকৃতাভিষেক • গ্রহণ, ইন্দ্রমদ-ভঞ্জন, রাসক্রীড়ানুষ্ঠান, কেশিদানবদারণ, অক্রূরবচনে মথুরাগমন, কুবলয়াপীড়-মারণ, মল্লরাজঘাতন, দেবদানব সমক্ষে ভোজরাজ-নিপাতন, যাদবরাজ্যে উগ্রসেন নৃপতির অভিষেচন, রৌদ্র জরাসন্ধবলের শাতন, যবননাশন, ক্ষিতিতলে রাজসূয়-ক্রতুবরপ্রতিষ্ঠা, শিশুপাল-হনন ও ভারত রণ-নির্বর্ত্তনাদি দ্বারা ভূভারহরণান্তে যাত্রাচ্ছলে যদুকুলকে প্রভাসে আনয়ন করেন; পরে তাহারা মদ্যপানে আসক্ত হইয়া অতি ঘোর কলহে পরস্পরের বধোদ্যত হয় এবং সকলেই বিনষ্ট হইয়া যায়, অনন্তর সাক্ষাৎ অনন্ত বলরাম স্বদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধরাতল হইতে গমন করেন। পরে হরি অশ্বত্থমূলে উপবিষ্ট ও ব্যাধবাণাঘাতে ভিন্নাঙ্গ হইয়া কলেবর পরিহারপূর্ব্বক ইহলোক হইতে স্বধামে যখন গমন করেন, তখন অর্জ্জুন প্রত্যাবৃত্ত হন; অতঃপর সেই যদুপুরী সমন্ততঃ সমুদ্র দ্বারা প্লাবিত হয়। অর্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া হরিভবন নির্ম্মাণ করেন। ১—১৫। ক্রমে ধর্ম্মাধর্ম্মমিশ্রিত দ্বাপরযুগ অতীত হইলে মহাঘোর কলিযুগ প্রবৃত্ত হইল। তখন সদ্ধর্ম্ম ক্ষীয়মাণ, বিধর্ম্মের বৃদ্ধি, ধর্ম্মক্রিয়াযোগের নাশ; বেদবাদের বহিষ্কার, ধর্ম্মের

বেদবাহ্যবহিষ্কৃতে। একপাদে স্থিতে ধর্ম্মে বর্ণাশ্রমবিবর্জ্জিতে ॥ ১৭ ॥ অস্মিন্ যুগে বিলুলিতে হ্যষয়ো বনচারিণঃ। সমেত্যামন্ত্রয়ন্ সর্ব্বে গর্গচ্যবনভার্গবাঃ ॥ ১৮ ॥ অসিতো দেবলো ধৌম্যঃ ক্রতুরুদ্দালকস্তথা। এতে চান্যে চ বহবঃ পরস্পরমথাব্রুবন্ ॥ ১৯ ॥ পশ্যধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে কলিব্যাপ্তং দিগন্তরম্। সমন্তাৎ পরিধাবদ্ভির্দস্যুভির্বাধ্যতে প্রজা ॥ ২০ অধর্ম্মপরমৈঃ পুম্ভিঃ সত্যার্জ্জবনিরাকৃতৈঃ। কথং স ভগবান্ বিষ্ণুঃ সম্প্রাপ্যো মুনিসত্তমাঃ ॥ ২১ ॥ কো বা ভবাব্ধৌ পততস্তারয়িষ্যতি সঙ্গতান্। ন কলৌ সম্ভবস্তস্মাত্ত্রিযুগো মধুসূদনঃ। তং বিনা পুণ্ডরীকাক্ষং কথং স্থাম কলৌ যুগে ॥ ২২ ॥ তেষাং চিন্তয়তামেবং দুঃখিতানাং তপস্বিনাম্। উবাচ বচনং তত্র ঋষিরুদ্দালকস্তদা ॥ ২৩ ॥ উদ্দালক উবাচ। যাবন্ন কলিদোষেণ লিপ্যামো মুনিসত্তমাঃ। অপাপা ব্রহ্মসদনং গচ্ছামঃ পরিসঙ্গতাঃ ॥ ২৪ ॥ পৃচ্ছামো লোকধাতারং স্থিতং বিষ্ণু কলৌ যুগে। যদি বিষ্ণুঃ কলৌ ন স্যাদ্ রুদ্রেণ ব্রহ্মণা সহ ॥ ২৫ ॥ তং বিনা পুণ্ডরীকাক্ষং ত্যক্ষ্যামঃ স্বং কলেবরম্। বিনা ভগবতা লোকে কঃ স্থাস্যতি কলৌ যুগে ॥ ২৬ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ। সাধুসাধ্বিতি তে চোক্তা প্রস্থিতা ব্রহ্মণোঽন্তিকম্ ॥ ২৭ ॥ কথয়ন্তঃ কথাং বিষ্ণোঃ স্বরূপমনুবর্ণনম্। তাপসাঃ প্রযযুঃ সর্ব্বে সংহৃষ্টা ব্রহ্মণোঽন্তিকম্ ॥ ২৮ ॥ দদৃশুস্তে তদা দেবমাসীনং পরমাসনে। পিতামহং ভূতগণৈর্মূর্ত্তামূর্ত্তৈর্বৃতং তথা ॥ ২৯ ॥ দৃষ্ট্বা চতুর্মুখং দেবং দণ্ডবৎ প্রণতাঃ ক্ষিতৌ। প্রণম্য দেবদেবং তু স্তোত্রেণ তুষ্টুবুস্তদা ॥ ৩০ ॥ ঋষয় উচুঃ। নমস্তে পদ্মসম্ভূত চতুর্বক্ত্রাক্ষয়াব্যয়। নমস্তে সৃষ্টিকর্ত্রে তু পিতামহ নমোঽস্তু তে ৩১ ॥ এবং স্তুতঃ সমুনিভিঃ সুপ্রীতঃ কমলোদ্ভবঃ। পাদ্যার্ঘ্যেণাভিবন্দ্যৈতান্ পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবান্ ॥ ৩২ ॥ ব্রহ্মোবাচ। কিমাগমনকৃত্যং বো ব্রূত ভবেন পুত্রকাঃ। কুশলং বো মহাভাগাঃ পুত্রশিষ্যাগ্নিবন্ধুষু ॥ ৩৩ ॥ ঋষয় উচুঃ। ভবৎপ্রসাদাৎ সকলং প্রাপ্তং নস্তপসঃ ফলম্। যত্ত্বত্বাং প্রপশ্যামঃ সর্ব্বদেবগুরুং প্রভুম্ ॥ ৩৪ ॥ শৃণ্বেতৎকারণং শম্ভো এতে প্রাপ্তাস্ত্বদন্তিকম্। যুগত্রয়ে ব্যতিক্রান্তে কৃতাদিদ্বাপরান্তকে ॥ ৩৫ ॥ প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে ক্ব বিষ্ণুঃ

একপাদমাত্রে স্থিত ও বর্ণাশ্রমবিবর্জ্জন হয়। কলিযুগের এই অবস্থা দেখিয়া বনবাসী গর্গ, চ্যবন, ভার্গব, অসিত, দেবল, ধৌম্য, ক্রতু, উদ্দালক, ও অপরাপর অনেক ঋষি পরস্পর মিলিত হইয়া কহিলেন,—মুনিগণ! সকলেই দেখুন, দিগন্তর কলিব্যাপ্ত হইয়াছে। ইতস্ততো ধাবমান দস্যুগণ দ্বারা প্রজাবর্গ নিয়ত নিপীড়িত হইতেছে। অধর্ম্মপরায়ণ জনগণ সত্যার্জ্জব সাধনের অযোগ্য, সুতরাং হে মুনিসত্তমগণ! ইহারা সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে পাইবে কিরূপে? এই ভবাব্ধিপতিত জনগণকে কেই বা পরিত্রাণ করিবে? মধুসূদন ত্রিযুগাশ্রয়ী, সুতরাং কলিতে তদীয়াবতারের সম্ভাবনা নাই! তবে সেই পুণ্ডরীকাক্ষ ব্যতীত আমরাই বা থাকিব কিরূপে? তাঁহারা এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে তখন উদ্দালক ঋষি বলিতে লাগিলেন। ১৬—২৩। উদ্দালক কহিলেন,—মুনিসত্তমগণ! আমরা যাবৎ পাপাক্রান্ত না হই, তাবৎ আসুন নিষ্পাপ আমরা সকলে মিলিয়া ব্রহ্মলোকে যাইয়া বিষ্ণু কলিযুগে থাকিবেন কি না, জিজ্ঞাসা করি; যদি কলিযুগে ব্রহ্মরুদ্র সহ বিষ্ণু না থাকেন, তবে আমরা সেই পুণ্ডরীকাক্ষ ব্যতীত প্রাণত্যাগ করিব; কলিযুগে ভগবান্ ব্যতীত কে থাকিবে? ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া সাধু সাধু বলিয়া ব্রহ্মসমীপে যাত্রা করিলেন। সেই তাপসগণ বিষ্ণুর স্বরূপগুণবর্ণনাত্মক আলাপ করিতে করিতে হৃষ্টমনে ব্রহ্মসদনে যাইয়া উপনীত হইলেন। দেখিলেন দেব চতুরানন পিতামহ মূর্ত্তামূর্ত্ত ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পরমাসনে সমাসীন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই ভূপতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণামান্তে স্তুতি দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ২৪—৩০। ঋষিগণ কহিলেন,—হে পদ্মসম্ভব, অক্ষয়, অব্যয়, চতুরানন! আপনাকে নমস্কার। হে সৃষ্টিকর্ত্তঃ! আপনাকে নমস্কার। হে পিতামহ! আপনাকে নমস্কার। কমলোদ্ভব মুনিগণের এইরূপ স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া সেই মুনিপুঙ্গবগণকে পাদ্যার্ঘ্য দ্বারা সম্মানিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।—ব্রহ্মা কহিলেন,—বৎসগণ! তোমাদের আগমনের উদ্দেশ্য কি? যথাযথ ব্যক্ত কর। হে মহাভাগগণ! তোমাদিগের পুত্র শিষ্য অগ্নি ও বন্ধুবর্গের কুশল তো? ঋষিগণ কহিলেন,—আমরা আপনার প্রসাদে সম্পূর্ণ তপঃফল লাভ করিয়াছি, কারণ সর্ব্বদেবগুরু প্রভু আপনাকে দেখিতে পাইতেছি, এই আমরা যে আপনার নিকট আসিয়াছি, হে শুভবিধায়ক! তাহার কারণ শ্রবণ করুন। সত্য প্রভৃতি দ্বাপরান্ত যুগত্রয় অতীত এবং ঘোর কলিযুগ উপস্থিত;

পৃথিবীতলে। যং দৃষ্ট্বা পরমাং মুক্তিং যাস্যামো মুক্তবন্ধনাঃ ॥ ৩৬ ॥ ব্রহ্মোবাচ। মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপৈশ্চ ভগবান্ জায়তে ময়া। বিষ্ণোঃ পারমিকাং মূর্ত্তিং ন জানামি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৭ ॥ ঋষয় উচুঃ। যদি ত্বং ন বিজানাসি তাত বিষ্ণোরবস্থিতম্। গত্বা প্রয়াগং তত্রৈব সন্ত্যক্ষ্যামঃ কলেবরম্ ॥ ৩৮ ॥ ব্রহ্মোবাচ। মা বিষাদং ব্রজধ্বং কিং উপদেক্ষ্যামি বো হিতম্। ইতঃ। ব্রজধ্বং পাতালং যত্রাস্তে দৈত্যসত্তমঃ ॥ ৩৯ ॥ তং গত্বা পরিপৃচ্ছধ্বং প্রহ্লাদং দৈত্যসত্তমম্। স জানাতি হরেঃ স্থানং যাথাতথ্যেন ভো দ্বিজাঃ ॥ ৪০ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। প্রণিপত্য চ দেবেশং প্রস্থিতাস্তে তপোধনাঃ ॥ ৪১ ॥ জগ্মুঃ সংহৃষ্টমনসঃ স্তবন্তো দৈত্যসত্তমম্। ধন্যঃ স দৈত্যরাজোঽয়ং যো জানাতি জনার্দ্দনম্ ॥ ৪২ ॥ ইতি সঞ্চিন্তয়ানাস্তে প্রাপ্তা বৈ সুতলং দ্বিজাঃ ॥ ৪৩ ॥ গত্বা তে তস্য নগরং বিবিশুর্ভবনোত্তমম্। দূরাদেব স তান্ দৃষ্ট্বা বলির্বৈরোচনিস্তদা। প্রত্যুত্থায়াঙ্কক্রে প্রহ্লাদেন সমন্বিতঃ ॥ ৪৪ ॥ মধুপর্কঞ্চ গাঞ্চৈব দত্ত্বা চার্ঘ্যং তথৈব চ। উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ৪৫ ॥ স্বাগতং বো মহাভাগাঃ সুব্যুষ্টা রজনী মম। ভবতো যৎপ্রপশ্যামি ব্রূত কিং করবাণি চ ॥ ৪৬ ॥ এবং হি দৈত্যরাজেন সৎকৃতাস্তে দ্বিজোত্তমাঃ। উচুঃ প্রহৃষ্টমনসো দানবেন্দ্রসুতং তদা ॥ ৪৭ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। কার্য্যার্থিনস্ত সম্প্রাপ্তাঃ প্রহ্লাদ হরিবল্লভ। তদস্মাকং ত্বং মহাবাহো ভবাংস্ত্রাতা ভবার্ণবাৎ ॥ ৪৮ ॥ কথং দৈত্য যুগে হ্যস্মিন্ রৌদ্রে বৈ কলিসংজ্ঞকে। ভবিষ্যামো বিনা বিষ্ণুং ভীতানামভয়প্রদম্ ॥ ৪৯ ॥ অস্মিন্ যুগে হ্যধর্ম্মেণ জিতো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। অনৃতেন জিতং সত্যং বিপ্রাশ্চ বৃষলৈর্জ্জিতাঃ ॥ ৫০ ॥ বিটৈর্জ্জিতা বেদমার্গাঃ স্ত্রীভিশ্চ পুরুষা জিতাঃ। ব্রাহ্মণাশ্চাপি বধ্যন্তে ম্লেচ্ছরাজন্যরূপিভিঃ ॥ ৫১ ॥ অস্মিন্ বিলুলিতপ্রায়ে বর্ণাশ্রমবিবর্জ্জিতে। অবিলুপ্তে বেদমার্গে ক বিষ্ণুর্ভগবানিতি ॥ ৫২ ॥ বিনা জ্ঞানাদ্বিনা ধ্যানাদ্বিনা চেন্দ্রিয়নিগ্রহাৎ। প্রাপ্যতে ভগবান্ যত্র তদ্গুহ্যং কথয়স্ব নঃ ॥ ৫২ ॥ দৈত্যরাজ ত্বমস্মাকং সুহৃন্মার্গপ্রদর্শকঃ।

এক্ষণে ভূতলে বিষ্ণু কোথায়?—যাঁহাকে দেখিয়া আমরা মুক্তবন্ধন হইব। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! ভগবান্ মৎস্য কূর্ম্মাদিরূপে অবতার গ্রহণ করেন, ইহা আমি জানি; কিন্তু সেই বিষ্ণুর কোনও পরম মূর্ত্তি কল্পিত আছে কিনা, তাহা আমি জানি না। ঋষিগণ কহিলেন,—হে তাত! বিষ্ণুর স্থিতি সম্বন্ধে আপনি যদি না জানেন, তবে যাই প্রয়াগে গিয়া কলেবর পরিত্যাগ করি। ব্রহ্মা কহিলেন,—তোমরা বিষাদিত হইও না, আমি হিত উপদেশ কহিতেছি; এখান হইতে পাতালে, যেখানে দৈত্যসত্তম প্রহ্লাদ আছেন, তোমরা তথায় যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, হে দ্বিজগণ! তিনি হরিস্থিতি বিষয়ে যথাযথ সমস্তই জানেন।৩১—৪০। পরমাত্মা ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া সেই তপোধনগণ দেবেশকে প্রণামপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা পথে যাইতে যাইতে দৈত্যসত্তম প্রহ্লাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে, সেই দৈত্যরাজ ধন্য! যিনি জনার্দ্দনের সন্ধান জানেন। সেই দ্বিজগণ এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সুতলে যাইয়া বলিনগরে বলিভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। বিরোচননন্দন বলি তাঁহাদিগকে দূর হইতে দেখিয়াই প্রহ্লাদের সহিত প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক মধুপর্ক গো অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিলেন এবং প্রহৃষ্টচিত্তে কহিলেন,—হে মহাভাগগণ! আপনাদিগের সুখে আগমন হইয়াছে তো? আজি আমার সুপ্রভাত!—কারণ আপনাদিগের দর্শন পাইলাম! বলুন, কি করিব? সেই দ্বিজোত্তমগণ, দৈত্যরাজ কর্ত্তৃক এইরূপে সৎকৃত হইয়া প্রহৃষ্টমনে তখন সেই দানবেন্দ্রনন্দন প্রহ্লাদকে বলিতে লাগিলেন।৪১—৪৭। ঋষিগণ কহিলেন,—হে হরিবল্লভ মহাবাহো প্রহ্লাদ! আমরা কোন কর্ম্মোদ্দেশে আসিয়াছি, অতএব আপনি আমাদিগের ভবার্ণবত্রাতা হউন। হে দৈত্য! এই রৌদ্র কলিযুগে ভীতাভয়দ বিষ্ণু ব্যতীত আমরা কিরূপে থাকিব? এই যুগে অধর্ম্ম দ্বারা সনাতনধর্ম্ম, অনৃত দ্বারা সত্য, বৃষলগণ দ্বারা বিপ্রবর্গ, বিটগণ দ্বারা বেদমার্গ এবং নারীগণ দ্বারা পুরুষবর্গ নির্জ্জিত হইয়াছে! ম্লেচ্ছরূপী রাজন্যগণ দ্বারা ব্রাহ্মণগণও পীড়িত হইতেছেন। এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিবর্জ্জিত ও বিপর্য্যস্তভাবাপন্ন কলিযুগে বেদমার্গ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; এ যুগে ভগবান্ বিষ্ণু কোথায় থাকিবেন? যেখানে বিনাধ্যানে, বিনাজ্ঞানে, ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ-বিহনে সেই ভগবানকে পাওয়া যায়? সেই গুহ্য কথা আমাদিগকে বলুন। হে দৈত্যরাজ!

কথয়ধ্ব মহাভাগ যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ ॥ ৫৪ ॥ এবং স দ্বিজমুখ্যৈশ্চ সংপৃষ্টো দৈত্যসত্তমঃ। প্রণম্য ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বান্ ভক্ত্যা সংহৃষ্টমানসঃ ॥ ৫৫ ॥ স নমস্কৃত্য দেবেভ্যো ব্রহ্মণে পরমাত্মনে। ভগবদ্ভক্তিযুক্তঃ সন্ ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতি সাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমে প্রভাসখণ্ডে চতুর্থে দ্বারকামাহাত্ম্যে কলিভীতমহর্ষিভির্ব্রহ্মবচনাৎ প্রহ্লাদসান্নিধ্যৌ কলিযুগে ভগবৎস্থিতিবিষয়েপ্রশ্নকরণবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রহ্লাদ উবাচ। সর্ব্বেষামপি ভূতানাং দৈত্যদানবরক্ষসাম্। ভবন্তো বৈ পূজ্যতমা দেবাদীনাং তথৈব চ ॥ ১ ॥ অনুজ্ঞয়া তু যুষ্মাকং প্রসাদাৎ কেশবস্য হি। অধিষ্ঠানং ভগবতঃ কথয়ামি নিবোধত ॥ ২ ॥ পশ্চিমস্য সমুদ্রস্য তীরমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি। কুশস্থলীতি যা পূর্ব্বং কুশেন স্থাপিতা পুরী ॥ ৩ ॥ বহতে গোমতী যত্র সাগরেণ সমন্ততঃ। দ্বারাবতীতি সা বিপ্রা আনর্ত্তেষু প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৪ ॥ তস্যাং বসতি বিশ্বাত্মা সর্ব্বকামপ্রদো হরিঃ। কলাষোড়শসংযুক্তো মূর্ত্তিদ্বাদশকান্বিতঃ ৫ ॥ তদেব পরমং ধাম তদেব পরমং পদম্। দ্বারকা সা চ বৈ ধন্যা যত্রাস্তে মধুসূদনঃ ॥ ৬ ॥ যত্র কৃষ্ণশ্চতুর্ব্বাহুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। নরা মুক্তিং প্রযাস্যন্তি তত্র গত্বা কলৌ যুগে ॥ ৭ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ। বিস্ময়াবিষ্টমনসস্তমূচুর্মুনিসত্তমাঃ ॥ ৮ ॥ ঋষয় উচুঃ। ক্ষয়ং যদুকুলে যাতে ভারে চোপহৃতে ভুবঃ। প্রভাসে যাদবশ্রেষ্ঠঃ স্বস্থানমগমদ্ধরিঃ ॥ ৯ ॥ দ্বারাবত্যাং প্লাবিতায়াং সমন্তাৎ সাগরেণ হি। কথং স ভগবাংস্তত্র কলৌ দৈত্য প্রকীর্ত্ত্যতে ॥ ১০ ॥ কথয়স্বাসুরশ্রেষ্ঠ কথং বিষ্ণুর্মহীতলে। স্থিতশ্চানর্ত্তবিষয় এতদ্বিস্তরতো বদ ॥ ১১ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। উগ্রসেনে নরপতৌ প্রশাসতি বসুন্ধরাম্। কৃষ্ণো যদুপুরীমেতাং শোভয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥ ১২ ॥ রমমাণে রমানাথে রামাভিরমণে হরৌ। একদা তু সমাসীনে সভায়াং যদুসত্তমে ॥ ১৩ ॥ কথাভিঃ ক্রিয়মাণাভি-

---

আপনি আমাদিগের সুহৃদরূপে সৎপথ প্রদর্শন করুন; হে মহাভাগ! কেশব যেখানে থাকিবেন, তাহা আমাদিগকে বলুন। দৈত্যসত্তম প্রহ্লাদ সেই দ্বিজবরগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদের সকলকেই ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক হৃষ্টমনে দেবগণকে ও পরমাত্মাকে প্রণামান্তে ভগবদ্ভক্তিযুক্ত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ।৪৮-৫৬

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—আপনারা দেব দৈত্য দানব রাক্ষসাদি সর্ব্বভূতেরই পূজার্হ; অতএব আপনাদিগের অনুজ্ঞায় ও কেশবের প্রসাদে আমি ভগবদধিষ্ঠান স্থান কহিতেছি; আপনারা অবধান করুন। হে বিপ্রগণ! পশ্চিম সাগরের তীরে পূর্ব্বে কুশরাজপ্রতিষ্ঠিত কুশস্থলী নামে যে পুরী আছে, যেখানে গোমতী নদী প্রবাহিত হইয়া সাগর সহ মিলিত হইয়াছে, আনর্ত্তদেশান্তর্গত সেই স্থান দ্বারবতী নামে প্রসিদ্ধ। সেই পুরীতে বিশ্বাত্মা সর্ব্বকামদাতা ষোড়শকলাযুক্ত দ্বাদশমূর্ত্তিসমন্বিত হইয়া বাস করেন। উহাই পরম ধাম এবং উহাই পরম পদ; আর যেখানে মধুসূদন বাস করেন, সেই দ্বারকাই ধন্য। যেখানে কৃষ্ণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর চতুর্ভুজরূপে বিরাজমান, কলিযুগে নরগণ সেখানে গমনে মুক্তিভাজন হইবে। মহাত্মা প্রহ্লাদের এই কথা শুনিয়া মুনিসত্তমগণ বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন —প্রভাসে যদুকুলের ক্ষয় এবং ভূভার অপনীত হইলে যাদবশ্রেষ্ঠ হরি স্বস্থানে গমন করেন। তার পর দ্বারবতী নগরী সমুদ্র দ্বারা সমস্ততঃ প্লাবিত হয়। হে দৈত্য! তবে কলিকালে ভগবান্ সেখানে আছেন, এ কিরূপ কথা হইল! হে অসুরবর! বিষ্ণু কি প্রকারে মহীতলে আনর্ত্তদেশে অবস্থান করিলেন, ইহা আমাদিগকে সবিস্তরে বলুন। ১—১১। প্রহ্লাদ কহিলেন,—উগ্রসেন রাজার বসুমতীশাসন কালে কৃষ্ণ এই মহাপুরীকে সর্ব্বথা শোভাসমাযুক্ত করেন। একদা যদুসত্তম রামাভিরাম রমানাথ সভায় সমাসীন হইয়া বিবিধ বিচিত্র আলাপে রমমাণ রহিয়াছেন, এমন সময় উদ্ধব সেই যদুনন্দনকে

বিচিত্রাভিরনেকধা। উদ্ধবঃ কথয়ামাস প্রচারং যদুনন্দনম্ ॥ ১৪ ॥ যাত্রায়ামনুসম্প্রাপ্তং দুর্ব্বাসসম কল্মষম্। স্থিতং তং গোমতীতীরে চক্রতীর্থসমীপতঃ ॥ ১৫ ॥ তচ্ছ্রুত্বা সহসোত্থায় ভগবান্ রুক্মিণীগৃহম্। জগাম হৃষ্টমনসা বিশ্বশক্তিরধোক্ষজঃ ॥১৬॥ আগত্যোবাচ বৈদর্ভীং সম্প্রাপ্তমৃষিসত্তমম্। তপোনির্ধূতপাপ্মায়মত্রিপুত্রো মহাতপাঃ ॥ ১৭ ॥ আতিথ্যেনার্চ্চিতো বিপ্রো দাস্যতে চ মহোদয়ম্। গৃহিণী ন গৃহে যস্য সৎপাত্রাগমনং বৃথা ॥ ১৮ ॥ তস্য দেবা ন গৃহ্নন্তি পিতরশ্চ তথোদকম্। তদাগচ্ছস্ব গচ্ছামো নিমন্ত্রয়িতুমত্রিজম্ ॥ ১৯ ॥ তথেত্যুক্তা তু সা দেবী রথমারুরুহে সতী। রথমারুহ্য দেবেশো রুক্মিণ্যা সহিতো হরিঃ। জগাম তত্র যত্রাস্তে দুর্ব্বাসা মুনিসত্তমঃ ॥ ২০ ॥ দৃষ্ট্বা জলন্তং তপসা কূলে নদনদীপতেঃ। কাপালিকস্য পুরতঃ সুস্নাতং বরশীকরৈঃ ॥ ২১॥ প্রণম্য ভগবান ভক্ত্যা পপ্রচ্ছানাময়ং ততঃ। পশ্চাদ্বিদর্ভতনয়া রুক্মিণী প্রণনাম তম্ ॥২২॥ দুর্ব্বাসাশ্চাপি তৌ দৃষ্ট্বা দর্শনার্থমুপাগতৌ। পপ্রচ্ছ কুশলং তত্র স্বাগতেনাভিনন্দ্য চ ॥ ২৩ ॥ দুর্ব্বাসা উবাচ। কুশলং কৃষ্ণ সর্ব্বত্র কুত্র বাসস্তবাধুনা। কতি দারা ধনাপত্যমেতদ্বিস্তরতো বদ ॥ ২৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। সমুদ্রেণ প্রদত্তা মে ভূমির্দ্বাদশযোজনা। তস্যাং নিবসতো ব্রহ্মন্ পুরী হেমময়ী মম ॥ ২৫ ॥ প্রাসাদাস্তত্র সৌবর্ণা নবলক্ষাণি সংখ্যয়া। তস্যাং বসামি সংহৃষ্টস্বৎপ্রসাদাৎ সুনির্ভয়ঃ ॥ ২৬ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বিস্ময়াবিষ্টমানসঃ। প্রত্যুবাচ স দুর্ব্বাসাঃ প্রহস্য মধুসূদনম্ ॥ ২৭ ॥ বসন্তি তাবকা যে চ তেষাং সংখ্যা বদস্ব ভোঃ। যাবত্যশ্চ মহিষ্যস্তে পুত্রাঃ পরিজনাস্তথা ॥ ২৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। ব্রহ্মন্ ষোড়শসাহস্রং ভার্য্যাশ্চাষ্টাধিকা মম। তাসাং মধ্যেহভীষ্টতমা বিদর্ভাধিপতেঃ সুতা ॥ ২৯ ॥ একৈকস্যা দশ সুতাঃ কন্যা চৈকা তথা মুনে। ষট্‌পঞ্চাশদ্যদূনাং তু কোট্যঃ পরিজনো মম ॥ ৩০ ॥ শেষাঃ প্রকৃতয়ো ব্রহ্মংস্তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে। তচ্ছ্রুত্বা চিন্তয়ামাস কিমেতদিতি বিস্মিতঃ ॥ ৩১ ॥ অহো হ্যনন্তবীর্য্যস্য মায়ামাশ্রিত্য তিষ্ঠতঃ। অনন্তা সর্ব্বকর্ত্তৃত্বে প্রবৃত্তির্দৃশ্যতামিয়ম্ ॥ ৩২ ॥ দুর্ব্বাসা উবাচ। স্বাগতং তে মহাবাহো ব্রূহি কিং করবাণি-

একটী সংবাদ নিবেদন করিলেন যে, অকল্মষ দুর্ব্বাসা ঋষি তীর্থযাত্রাক্রমে আসিয়া গোমতীতীরে চক্রতীর্থসমীপে অবস্থান করিতেছেন। বিশ্বশক্তি ভগবান্ অধোক্ষজ এই কথা শুনিয়া হৃষ্টমনে সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রুক্মিণীভবনে গমন করিলেন, এবং রুক্মিণীকে কহিলেন যে, অত্রিপুত্র তপোনির্দ্ধূতকল্মষ মহাতপা ঋষিসত্তম দুর্ব্বাসা আসিয়াছেন, সেই বিপ্র আতিথ্যবিধানে অর্চ্চিত হইলে মহোদয় প্রদান করিবেন। যাহার গৃহে গৃহিণী নাই, তাহার ভবনে সৎপাত্রের আগমনও বৃথা; দেব পিতৃগণ তাহার জলগ্রহণ করেন না। অতএব আইস যাই, সেই অত্রিনন্দনকে নিমন্ত্রণ করি গিয়া। সতী রুক্মিণীদেবী তাহাই হউক, বলিয়া রথারোহণ করিলেন। পরে দেবেশ হরিও রথারোহণে রুক্মিণী সহ যাইয়া যথায় মুনিবর দুর্ব্বাসা ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন,—দুর্ব্বাসা সাগরতীরে সুস্নাত ও তপঃপ্রজ্বলিত-কায়ে কাপালিকের পুরোভাগে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক অনাময় প্রশ্ন করিলেন, তারপর বিদর্ভনন্দিনী রুক্মিণীও তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। মুনিবর দুর্ব্বাসাও দর্শনার্থ সমাগত কৃষ্ণ-রুক্মিণীকে বিলোকনান্তে স্বাগতাভিনন্দনপূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিলেন। ১২-২৩।—কৃষ্ণ! তোমার সর্ব্বত্র কুশল তো? অধুনা তোমার নিবাস কোথায়? কয়টী পুত্র?—স্ত্রী, ধন,—এ সকল সবিস্তারে বল। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—সমুদ্র আমাকে দ্বাদশযোজন ভূমি দিয়াছেন; আমি তন্মধ্যে বাস করি। ব্রহ্মন্! আমার পুরী স্বর্ণময়ী। তাহাতে নয় লক্ষ সৌবর্ণ প্রাসাদ আছে। আমি আপনার প্রসাদে তাহাতে সংহৃষ্টান্তরে সুনির্ভয়ে বাস করি। ইহা শুনিয়া মহর্ষি দুর্ব্বাসা বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে সহাস্যে কহিলেন,—ওহে! তোমার ওখানে যে সমস্ত লোকজন, যতগুলি পুত্র-পরিজন আছে, তাহাদের কথা বল। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আমার ভার্য্যা অষ্টাধিক ষোড়শ সহস্র; তন্মধ্যে এই বিদর্ভাধিপ-নন্দিনীই প্রেয়সী। মুনে! এক এক ভার্য্যার দশ দশটী পুত্র ও একএকটী করিয়া কন্যা। ষট্‌পঞ্চাশৎকোটি যদুবংশ আমার পরিজন। ব্রহ্মন্! এতদ্ভিন্ন প্রজা লোকজন যা আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইহা শুনিয়া দুর্ব্বাসা বিস্মিতমনে চিন্তা করিলেন যে, অহো! অনন্তবীর্য্য ভগবান্ মায়াকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, পরন্তু এই দেখ, সর্ব্বত্রই ইহাঁর অনন্তা প্রবৃত্তি। অনন্তর দুর্ব্বাসা কহিলেন, হে মহাবাহো। তোমার স্বাগত, বল তোমার কি

তে। দর্শনেন ত্বদীয়েন প্রীতিমেতি চ মে মনঃ। ৩৩। শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। যদি প্রসন্নো ভগবংস্তদা· গচ্ছস্ব মে গৃহম্। শিরসা ধার্য্য পাদাম্বু প্রয়াস্যামি পবিত্রতাম্। ৩৪। দুর্ব্বাসা উবাচ। অক্ষমাসার-সর্ব্বস্বং কিং মাং নয়সি মাধব। নয় মাং যদি মদ্বাক্যং করোষি সহ ভার্য্যয়া। ৩৫। প্রহ্লাদ উবাচ। এব-মস্ত্বিতি চোক্তা স প্রস্থিতঃ স্বরথেন হি। তং দৃষ্ট্বা প্রস্থিতং বিষ্ণুং প্রহস্যোবাচ ভর্ৎসয়ন্। ৩৬। দুর্ব্বাসা উবাচ। দুর্ব্বাসসং ন জানাসি মুঞ্চেমান্ হয়সত্তমান্। ত্বঞ্চ ভার্য্যা তথা চেয়ং বহতং স্বরথেন মাম্। ৩৭। শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। ভগবন্ যথা প্রব্রবীষি বিপ্র কর্ত্তাস্মি তত্তথা। ত্বয়া কৃপালুনা ব্রহ্মন্ পারিতোঽহং সবা-ন্ধবঃ। ৩৮। প্রহ্লাদ উবাচ। তৌ তথা ঋষি-বর্য্যোঽসৌ যুক্তাং দেবীং রথে স্বকে। তথৈব পুণ্ডরীকাক্ষং যাহি যাহীত্যভাষত। ৩৯। তং দৃষ্ট্বা দেবতাঃ সর্ব্বা বহমানং রথং হরিম্। সাধুসাধ্বিতি ভাবন্ত উচুঃ সর্ব্বে পরস্পরম্। ৪০। অহো ব্রহ্মণ্য-দেবস্য পরাং ভক্তিং প্রপশ্যত। স্কন্ধে কৃত্বা ধুরং যো হি বহতে ভার্য্যয়া সহ। ৪১। বিকীর্য্যমাণঃ কুসুমৈঃ সুরসঙ্ঘৈর্জ্জনার্দ্দনঃ। জগাম স রথং গৃহ্য সভার্য্যো দ্বারকাং প্রতি। ৪২। উহ্যমানে রথে তস্মিন্ রুক্মিণী তৃষিতাভবৎ। উবাচ কৃষ্ণং বৈদর্ভী শ্রমব্যাকুললোচনা। ৪৩। শ্রান্তা ভারপরিক্লিষ্টা বহতী কোপনং দ্বিজম্। পায়য়িত্বোদকং কান্ত নয় মাং মন্দিরং স্বকম্। ৪৪। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যাঃ পাদাক্রান্ত্যা ধরাতলাৎ আনয়ামাস ভগবান্ গঙ্গাং ত্রিপথগাং শুভাম্। ৪৫। তদ্দৃষ্ট্বা নির্ম্মলং শীতং সুগন্ধং পাবনং তথা। পপৌ পিপাসিতা দেবী রুক্মিণী জাহ্নবীজলম্। ৪৬। পীতং তয়া জলং দৃষ্ট্বা চুকোপ ঋষিসত্তমঃ। জজ্বাল জ্বলনপ্রখ্যঃ শশাপ পরমেশ্বরীম্। ৪৭। দুর্ব্বাসা উবাচ। মাম-পৃষ্ট্বা জলং যস্মাৎ পীতবত্যসি রুক্মিণি। তস্মাৎ-পানরতা নিত্যং ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ। ৪৮। অবিযুক্তা রথাদ্ যস্মান্মামপৃষ্ট্বা জলং ত্বয়া। পীতং তস্মাচ্চ কৃষ্ণেন বিযুক্তা ত্বং ভবিষ্যসি। ৪৯। প্রহ্লাদ উবাচ। এতাবদুক্ত্বা বচনং ক্রোধসংরক্ত-লোচনঃ পরিত্যজ্য রথং বিপ্রো ভুমাবেবাবতি-

করিব। তোমার দর্শনেই আমার মন প্রীতিলাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে আমার গৃহে আগমন করুন, আপনার পাদাম্বু শিরে ধারণ করিয়া পবি-ত্রতা লাভ করি। দুর্ব্বাসা কহিলেন,—মাধব! অক্ষমাই আমার সারসর্ব্বস্ব। আমাকে কেন নিতে চাও? যদি ভার্য্যার সহিত আমার বাক্য পালন করিতে পার, তবে লইয়া চল।২৪-৩৫। প্রহ্লাদ কহি-লেন,—কৃষ্ণ "তাহাই হইবে" বলিয়া স্বরথে গমনো-দ্যত হইলেন; তাহা দেখিয়া দুর্ব্বাসা সহাস্যে ভৎ-সনা সহকারে কহিলেন,—দুর্ব্বাসাকে জান না? এই সদশ্বগুলিকে মোচন করিয়া দেও। তুমি ও তোমার এই ভার্য্যা—দুজনে তোমাদের এই রথে করিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া চল। শ্রীকৃষ্ণ কহি-লেন,—ভগবন্! যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব। ব্রহ্মন্! কৃপালু আপনি আমাকে সবান্ধবে পরিত্রাণ করুন। প্রহ্লাদ কহিলেন,—ঋষিবর্য্য দুর্ব্বাসা "দেবী রুক্মিণী ও পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণকে রথে যোজনা করিয়া যাও যাও" বলিতে লাগি-লেন। দেবগণ হরিকে রথ বহন করিতে দেখিয়া 'সাধু সাধু' করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—অহো ব্রহ্মণ্যদেবের পরমা ভক্তি দর্শন কর,—যিনি ভার্য্যার সহিত স্কন্ধে ধুর ধারণ করিয়া মুনিবরকে বহন করিতেছেন। এই বলিয়া সুরগণ—সেই ভার্য্যার সহিত রথবহনপূর্ব্বক দ্বারকাভিমুখে প্রস্থিত শ্রীকৃষ্ণো-পরি কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর রথ-বহনের পর রুক্মিণী তৃষিতা হইয়া পড়িলেন। সেই কোপন ব্রাহ্মণের বহননিমিত্ত শ্রান্তা ও ভারার্ত্তা রুক্মিণী শ্রমব্যাকুল-লোচনে কৃষ্ণকে কহিলেন,—কান্ত! আমাকে একটু জল পান করাইয়া পরে নিজ মন্দিরে লইয়া চল। ভগবান্ ইহা শুনিয়া পাদাক্রমণে ধরাতল হইতে ত্রিপথগা শুভা গঙ্গাকে আনয়ন করিলেন। পিপাসিতা রুক্মিণী দেবী ইহা দেখিয়া সেই নির্ম্মল শীতল সুগন্ধ পাবন জাহ্নবীজল পান করিলেন। তদ্দ-র্শনে ঋষিসত্তম দুর্ব্বাসা কুপিত হইলেন; তিনি রোষে প্রজ্বলিত হইয়া সেই পরমেশ্বরীকে শাপ দিলেন। দুর্ব্বাসা কহিলেন,—রুক্মিণি! যেহেতু তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া জল পান করি-য়াছ, এজন্য তুমি নিয়ত পানরত হইবে; সংশয় নাই। আর তুমি রথ হইতে বিযুক্ত না হইয়াই আমাকে না বলিয়া জল পান করিয়াছ এ নিমিত্ত কৃষ্ণ-সহ তোমার বিয়োগ ঘটিবে। ৩৬—৪৯। প্রহ্লাদ কহিলেন,—সেই বিপ্র, এই বলিয়া ক্রোধসংরক্ত-লোচনে রথ পরিহার করিয়া ভূমিতে অবতরণ

ষ্টতি ॥ ৫০ ॥ এবং শপ্তা তদা দেবী রুরোদাতীব বিহ্বলা। উবাচ কৃষ্ণং করুণং কথং স্থাস্যে ত্বয়া বিনা ॥ ৫১ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। আয়াস্যে প্রত্যহং দেবি ত্রিকালং ভবনং তব। যো মাং পশ্যতি চাত্রত্থং স ত্বামেব প্রপশ্যতি ॥ ৫২ ॥ মাং হি দৃষ্ট্বা নরো যস্ত ত্বাং ন পশ্যতি ভক্তিতঃ। অর্দ্ধং যাত্রাফলং তস্য ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥ আশ্বাস্য চ প্রিয়ামেবং ব্রাহ্মণং যদুনন্দনঃ। ততঃ প্রসাদয়ামাস দুর্ব্বাসসমকল্মষম্ ॥ ৫৪ ॥ বাহ্যো-পবনমধ্যে তু পূজয়ামাস তং তথা। অবনিজ্য স্বয়ং পাদৌ বিপ্রপাদাবনেজনম্। ধারয়ামাস শিরসা জগতঃ পাবনো হরিঃ ॥ ৫৫ ॥ দত্ত্বার্ঘ্যং গাঞ্চ বিপ্রায় মধুপর্কং স ভক্তিতঃ। বিধিবদ্ভোজয়ামাস ষড্‌রসেন দ্বিজোত্তমম্ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দুর্ব্বাসোদত্তরুক্মিণীশাপবৃত্তান্ত-বর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

করিলেন। দেবী রুক্মিণী তখন এইরূপ অভিশপ্তা হইয়া বিহ্বলভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। আর সকরুণ ভাবে কহিলেন,—তোমাবিনা থাকিব কেমনে? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—দেবি! আমি প্রত্যহ ত্রি-বেলা তোমার ভবনে আসিব। এখানে আমাকে যে দেখিবে, সে তোমাকেও দেখিবে; যে মানব আমাকে দেখিয়া তোমায় দর্শন নাকরিবে, নিশ্চয়ই তাহার অর্দ্ধযাত্রাফল লাভ হইবে। যদুনন্দন কৃষ্ণ এইভাবে প্রিয়াকে আশ্বাসিত করিয়া পরে অকল্মষ ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসাকে প্রসাদিত করিলেন। তাঁহাকে বহিরুপবনে যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিলেন। জগৎ-পাবন হরি স্বয়ং সেই বিপ্রের পাদপ্রক্ষালন করিয়া পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন। ভক্তিপূর্ব্বক অর্ঘ্য মধুপর্ক-গো সেই বিপ্রকে নিবেদন করিলেন। অতঃপর ছয়রস দ্বারা সেই দ্বিজোত্তমকে যথাবিধি ভোজন করাইলেন। ৫০—৫৬

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। অহো ব্রহ্মণ্যদেবস্য কৃষ্ণস্যামিত-তেজসঃ। মহিমা যদয়ং নৈব মৃষা চক্রে মুনের্ব্বচঃ ॥ ১ ॥ তেন চক্রে ন রোষং স সেতুপালো জনার্দ্দনঃ। ভৃগোর্যশ্চরণাঘাতং দধার হৃদি লাঞ্ছনম্ ॥ ২ ॥ সা তু দেবী কথং তেন প্রেয়সা বিপ্রযোজিতা। একাকিনী স্থিতা তত্র কথ্যতামসুরেশ্বর ॥ ৩ ॥ উৎকণ্ঠিতা অতি বয়ং শ্রোতুং দ্বারবতীং মুদা। ইদমাদৌ বুভুৎসামশ্চিত্তখেদাপনুত্তয়ে ॥ ৪ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। শ্রূয়তামৃষয়ঃ সর্ব্বে গদতো মম বিস্তরাৎ। যথা শাপোত্তবং দুঃখং মুমোচ হরিবল্লভা ॥ ৫ ॥ অথ দুর্ব্বাসসঃ শাপমবাপ্যারুন্তুদং তদা। যাদবেন্দ্রস্য গৃহিণী সহসা পর্য্যদেবয়ৎ ॥ ৬ ॥ রুক্মিণ্যুবাচ। কল্যাণী বত বাণীয়ং লৌকিকী সংবিভাব্যতে। কূপকে চৈব সিন্ধৌ চ প্রমাণান্নাধিকং জলম্ ॥ ৭ ॥ যা সাহং ভূরিভাগ্যা বৈ প্রাপ্য নাথং জগৎপতিম্। ইয়মেকাকিনী জাতা পৌলস্ত্যাদেবহেলনাৎ ॥ ৮ ॥ ক্ব মঙ্গলালয়ঃ শ্রীমাননবদ্যগুণো হরিঃ। অল্পপুণ্যা

তৃতীয় অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—অহো! ব্রহ্মণ্যদেব অমিত-তেজা কৃষ্ণের কি মহিমা! যেহেতু ইনি কোনমতেই মুনিবাক্য মিথ্যা করেন নাই। যিনি হৃদয়ে ভৃগু-পদাঘাতচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, সেই জনার্দ্দন ধর্ম্ম-সেতুপালক বলিয়াই ক্রুদ্ধ হন নাই। পরন্তু হে অসু-রেশ্বর! সেই দেবী রুক্মিণী প্রিয়জন বিযুক্ত হইয়া একাকিনী কিরূপে তথায় অবস্থান করিলেন? ইহা আপনি বলুন। আমরা দ্বারবতীবৃত্তান্ত শ্রবণার্থ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। কিন্তু প্রথমতঃ এতদ্বিষয়ক মনস্তাপ নিবারণার্থ এই বৃত্তান্তই শুনিতে অভিলাষ করি। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে ঋষিগণ! সেই হরিপ্রিয়া যে রূপে শাপজ সন্তাপ দূর করিয়াছিলেন, আমি তাহা সবিস্তরে বলিতেছি, আপনারা সকলে তাহা শ্রবণ করুন। সেই যাদবেন্দ্রগৃহিণী রুক্মিণী সহসা দুর্ব্বাসা হইতে অরুন্তুদ অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। রুক্মিণী কহিলেন,—অহো! 'কূপে বা সাগরে—কোন স্থলেই প্রমাণা-ধিক জল লাভ হয় না।' এই যে লৌকিক প্রবাদ আছে, তাহা সত্য বলিয়াই মনে হয়। যেহেতু আমি ভূরিভাগ্যশালিনী বলিয়া জগৎপালক পতি পাইয়াও পৌলস্ত্যরূপ দেবাবহেলনে অধুনা একাকিনী

সুসম্বাধা কামিনী কান্তিচঞ্চলা। ৯। তথাপি ঘটয়ামাস ধাতা বঞ্চনকোবিদঃ। বিধানমগুতায়া মে বিয়োগবিষমব্যথম্। ১০। অন্যথা বর্ণগুরবঃ স্নাতাস্ত্রৈবিদ্যবর্ত্মনি। কথং নু শপ্তুমর্হন্তি স্বয়ং খিন্নামনাগসম্। ১১। বিদধে বজ্রময়ন্তু কিং বিধিং হৃদয়ং মেঽতিকঠোরমেব হি। শতধা ন বিদীর্য্যতে যতো বিরহে দুর্ব্বিষহে মধুদ্বিষঃ। ১২। অধিকৃত্য সুদুশ্চরং তপঃ প্রাতিলব্ধঃ প্রথমং ময়াত্মজঃ। তনয়েন বিনাকৃতাপ্যহং ন মৃতা পঞ্চসু বাসরেষিহ। ১৩। উপলভ্য সুদারুণামিমামপি পীড়ামবিতাস্মহং তদা। যদিদং বিধুনোতি কল্মষং খলু তস্মাং সমুপেত্য লক্ষবৃদ্ধিম্। ১৪। ইতি সাতিবিলপ্য দুঃখিতার্ত্তা কুররীতুল্যতয়া শুশোচ বেগাৎ। বিরহেণ বিঘূর্ণিতাশয়া দ্বিজশাপাপহৃতা মুমুর্চ্ছ সদ্যঃ। ১৫। অথ দুর্ব্বাসসা শপ্তা রুক্মিণী কৃষ্ণবল্লভা। মূর্চ্ছনামাপ তত্রৈব হ্যাজগাম পয়োনিধঃ। ১৬। সুধাশীকরগর্ভেণ পদ্মকিঞ্জল্কবায়ুনা। স্ববীজয়দিমাং দেবীং রুক্মিণীং কৃষ্ণবল্লভাম্। ১৭। এতস্মিন্নন্তরে তত্র ব্যোমমার্গেণ নারদঃ। গায়ন গুণান্ ভগবতো বীণাপাণিঃ সমাগতঃ। ১৮। স দৃষ্ট্বা সিন্ধুনাশ্বাস্যমানাং বিশ্বস্য মাতরম্। অবতীর্য্য শ্রুতকথো বোধয়ামাস নারদঃ। ১৯। নারদ উবাচ। মা খেদং দেবদেবেশি দেবি ত্বদধিপে পত্যৌ। দূরীকৃতে বিপ্রশাপাৎ কুরু কল্যাণি ধীরতাম্। ২০। ত্বং হি সাক্ষাদ্ভগবতী কৃষ্ণশ্চ পুরুষোত্তমঃ। অবতীর্ণৌ ধরাভারমপনেতুং যদৃচ্ছয়া। ২১। দেবো হ্যসৌ পরং ব্রহ্ম সদানির্ব্বিণ্নমানসঃ। মায়াশক্তিস্ত্বমেতস্য সর্গস্থিত্যন্তকারিণঃ। ২২। সংহৃত্য নিখিলং শেতে যয়াসৌ কলয়া স্বরাট্। তদাপি ন বিযুজ্যেত ত্বয়া বিশ্বপতিঃ প্রভুঃ। ২৩। অবিযুক্তস্ত্বয়া নিত্যং দেবদেবো জগৎপতিঃ। লীলাবতারেষেতস্য সর্ব্বেষু ত্বং সহায়িনী। ২৪। যোগং বিয়োগঞ্চ তথা ন যাত্যেষ ত্বয়ানঘে। বিড়ম্বয়তি ভূতানামুপকারায় চেশ্বরঃ। ২৫। আরাধনীয়াঃ সততং ভূদেবা ভূতিমীপ্সতা। প্রকোপনীয়া নৈবৈতে তত্ত্বজ্ঞা হি তপস্বিনঃ। ২৬। ইত্যেবং

হইলাম! অনিন্দিত গুণবান্ শ্রীমান্ ভগবান হরিই-বা কোথায়, আর অল্পপুণ্যা বহুরূপশালিনী অন্তঃপুরচারিণী অতি চঞ্চলা কামিনীই বা কোথায়? তথাপি কিন্তু বঞ্চনচতুর বিধাতা পাপিনী আমার বিষম ক্লেশপ্রদ বিয়োগ ঘটাইলেন। নচেৎ বর্ণ গুরু স্নাত ত্রৈবিদ্যপথে অবস্থিত ব্রাহ্মণ, স্বয়ং খিন্না নিরপরাধাকে কেন শাপ দিবেন? আমার হৃদয় দেখিতেছি অতীব কঠোর! বিধাতা কি ইহা বজ্রময় করিয়াছেন?—নচেৎ সেই মধুসূদনের দুঃসহ বিরহেও ইহা শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না! আমি প্রথমে সুদুশ্চর তপশ্চরণ করিয়া যে পুত্রলাভ করিয়াছি, সেই পুত্রকে না দেখিয়াও এই পাঁচদিন আমার মৃত্যু হইল না! আমি এইসুদারুণ দশা প্রাপ্ত হইয়াও যে প্রাণ রাখিয়াছি, তাহার কারণ, পাপ, এক্ষণে উক্ত পাপ, ভোগ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত না হইলে, পরে ইহা লক্ষগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। সেই দ্বিজশাপহৃতা রুক্মিণী এইভাবে কুররীর ন্যায় শোকবশে বহু বিলাপ করিয়া বিরহবেগে মস্তক বিঘূর্ণিত হওয়ায় সদ্যঃ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। দুর্ব্বাসা কর্তৃক অভিশপ্তা কৃষ্ণপ্রিয়া রুক্মিণী মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলে সমুদ্র সেখানে আসিয়া সুধাশীকরগর্ভ পদ্মকিঞ্জল্কসম্পর্কী বায়ু দ্বারা সেই কৃষ্ণপ্রিয়া রুক্মিণীকে বীজন করিতে লাগিলেন। ১—১৭। ইত্যবসরে বীণাপাণি নারদমুনি হরিগুণ-গান করিতে করিতে গগনপথে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই বিশ্বজননী রুক্মিণীকে সাগরকর্তৃক আশ্বাস্যমান দর্শনে ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। নারদ কহিলেন,—হে দেবদেবেশি! আপনি শোক করিবেন না; বিপ্রশাপে যদিও আপনার পতির সহিত বিয়োগ সঙ্ঘটিত হইয়াছে, তথাপি হে কল্যাণি দেবি! আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন। আপনি সাক্ষাৎ ভগবতী, আর কৃষ্ণ পুরুষোত্তম; আপনারা ধরাভারাপনয়নার্থ যদৃচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই দেবই সৃষ্টিস্থিতিলয়বিধাতা পরব্রহ্ম, তিনি সতত অনির্ব্বিণ্নচিত্ত; আপনি তদীয় মায়াশক্তি সেই স্বরাট্ বিশ্বপতি প্রভু, যাংশকলারূপিণী আপনা দ্বারা নিখিল জগৎ সংহার করিয়া যখন শয়ান থাকেন, তখনও আপনি তাঁহার সহিত বিযুক্ত হন না; সেই দেবদেব জগৎপতি, নিয়তই আপনার সহিত অবিযুক্ত থাকেন; আপনি তদীয় নিখিল লীলাবতারে সহায়িনী হইয়া থাকেন। পরন্তু সেই ঈশ্বর ভূতগণের উপকার সাধনার্থ অবতার-লীলা দ্বারা লোক সকলকে বিড়ম্বিত করেন। শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির পক্ষে সতত ভূদেবগণের আরাধনা কর্ত্তব্য; পরন্তু কদাচ তাঁহাদিগের প্রকোপ জন্মাইতে নাই, কারণ তাঁহারা তপস্বী ও তত্ত্বজ্ঞ। ১৮—২৬। মুনি-

শিক্ষয়ল্লোকং বিয়োগং তেঽনুমন্যতে। মুনিশাপাদ্ধরিঃ সাক্ষাদগূঢ়ঃ কপটমানুষঃ। ২৭। অপি স্মরসি কল্যাণি জাতো রঘুকুলে স্বয়ম্। লোকানুগ্রহমন্বিচ্ছন্ ভূভারহরণোৎসুকঃ। ২৮। তং হরিং জগতামীশং রুক্মিণি ত্বং ন বেৎসি কিম্। প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়াংসময়ং দেবঃ স এব হি। ২৯। যেনেদং পূরিতং বিশ্বং বহিরন্তশ্চ সুব্রতে। অসঙ্গস্য বিভোঃ সঙ্গঃ কথং স্যাদিতি মন্মতিঃ। ৩০। তয়া ত্বয়া নিযুক্তোঽসাবিতি প্রত্যেমি সর্ব্বশঃ। তদ্বিমুঞ্চাধিমত্যর্থমাত্মানমনুসংস্মর। প্রসীদ মাতঃ সন্ধেহি ধীরতাং স্বমনীষয়া। ৩১। ইতি ব্রুবতি দেবর্ষাববসানে নদীপতিঃ। প্রোবাচ বচনং তস্যৈ বাচা মৃদুসুবর্ণয়া। ৩২। সমুদ্র উবাচ। যদাহ দেবি দেবর্ষির্নত্বা ত্বাং সত্যমেব তৎ। গীয়সে ত্বং হি বেদেষু নিত্যং বিষ্ণোঃ সহায়িনী। ৩৩। পর পুমানেষ নিরস্তবিগ্রহো গূঢ়োঽধিপস্তে বিদধাতি ভূয়ঃ। বিশ্বং ব্যবস্থাপয়তি স্বরোচিষা ত্বয়া সহায়েন বিভর্ত্তি মূর্ত্তিম্। ৩৪। তদেষ পরিখেদস্তে ন মনাগপি যুজ্যতে। বক্ষঃস্থলস্থা ভবতী নিত্যং শ্রীবৎসলক্ষ্মণঃ। ৩৫। ইয়ং ভাগীরথী দেবী মদাদেশাদুপাগতা। বিনোদয়িষ্যত্যনিশং ত্বাং হ দেবি শরাগিনী। ৩৬। এতস্যাঃ স্বাদু পয়ঃ পুরোপশোভিতম্। প্রদেশোঽয়মশেষোঽপি ভবিতা ত্বৎসুখপ্রদঃ। ৩৭। নানাক্রমলতাকীর্ণং নিকুঞ্জৈরুপশোভিতম্। মাতঙ্গৈশ্চ সমাজুষ্টং মঞ্জুগুঞ্জন্মধুব্রতম্। ৩৮। নবপল্লবভঙ্গীভিঃ কুসুমস্তবকৈঃ শুভৈঃ। ফলৈরমৃতকল্পৈশ্চ মঞ্জরীরাজিভিস্তথা। ৩৯। নন্দনস্য শ্রিয়া জুষ্টং মনোনয়ননন্দনম্। বনং রম্যতরং চাত্র ঽচিরেণ ভবিষ্যতি। ৪০। ত্বয়া সম্বোধনীয়াঃ স্ম বয়ং মাতঃ সদৈব হি। অগম্যরূপা বিদ্যা ত্বমস্মাভির্ব্বোধ্যসে কথম্। ৪১। তদাবামনুজানীহি প্রসীদ পরমেশ্বরি। নমস্তে বিশ্বজননি ভূয়োঽপি চ নমো নমঃ। ৪২। প্রহ্লাদ উবাচ। এবমুক্ত্বা জগদ্ধাত্রীং জগ্মতুস্তৌ যথাগতম্। আজগাম চ তত্রৈব দেবী ভাগীরথী স্বয়ম্। ৪৩। বনং সমভবত্তত্র দিব্যভূরুহসেবিতম্। সেব্যং সমস্তলোকানাং ফলপুষ্পসমৃদ্ধিমৎ। ৪৪। প্রসাদেন চ ভূতানাং

শাপে কপটমানুষাকারে গূঢ়রূপে বিরাজমান হরি, এই ভাবে লোকশিক্ষা প্রদানার্থই তোমার বিয়োগ অনুমোদন করেন। অয়ি কল্যাণি! তোমার স্মরণ হয় কি?—ইনি যে লোকানুগ্রহকামনায় ভূভার হরণার্থ রঘুকুলে জন্মিয়াছিলেন? হে রুক্মিণি! যিনি তোমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর, এই জগদীশ্বর হরিই সেই দেব; তুমি কি ইহা জান না? হে সুব্রতে! যিনি অন্তরে বাহিরে এই বিশ্ব পূরিত করিয়া রহিয়াছেন, সেই অসঙ্গ বিভুর সঙ্গ হইবে কিরূপে? আমার তো ইহাই মত। আমি সর্ব্বথা ইহাই বুঝি যে, তদীয়া মায়াশক্তিরূপিণী তোমাদ্বারাই তিনি সম্যক্ নিযুক্ত। অতএব আপনি এই মানস পীড়া সর্ব্বথা পরিত্যাগ করুন; মাতঃ! প্রসন্ন হউন, নিজ মনীষা দ্বারা ধীরতা অবলম্বন করুন। দেবর্ষি এইরূপ বলিলে পর সাগরও মধুরাক্ষরে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ২৭—৩২। সাগর কহিলেন,—হে দেবি! দেবর্ষি আপনাকে প্রণামপূর্ব্বক যাহা বলিলেন, তাহা সত্যই বটে; বেদে আপনি নিয়তই বিষ্ণুর সহায়িনী বলিয়া গীত হন। তোমার পতি এই অমূর্ত্ত, পরম পুরুষ গূঢ়রূপে অবস্থানপূর্ব্বক তোমার সহায়তায় স্বকীয় প্রভাবে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এই জগতের ব্যবস্থা বিধান করেন। অতএব আপনার এ বিষয়ে অণুমাত্র খেদ করা কর্ত্তব্য নহে। যে হেতু আপনি নিত্যই শ্রীবৎসধারীর বক্ষোবাসিনী। হে দেবি! এই ভাগীরথী দেবী আমার আদেশে মূর্ত্তিমতী হইয়া এখানে আসিয়া নিয়তই আপনাকে বিনোদিত করিবেন। আপনার সম্মুখভাগে ইঁহার জলও মৃদুমধুর ও কল্লোলমালী হইবে। এই সমগ্র প্রদেশই তোমার সুখসাধক হইবে। আর অচিরকালেই এখানে একটী নানা-ক্রমলতাকীর্ণ, নিকুঞ্জচয়-ভূষিত, মাতঙ্গসেবিত, মঞ্জু-মধুকরকূজিত, নবপল্লবভঙ্গী, শুভ কুসুমস্তবক, অমৃতকল্প ফল ও মঞ্জরীনিকর দ্বারা সুশোভিত নন্দনশ্রীসমন্বিত, মনোনয়নানন্দকর, রম্যতর বন প্রাদুর্ভূত হইবে। ৩৩—৪০। হে মাতঃ। আমরাই সর্ব্বদা আপনা কর্ত্তৃক প্রবোধনীয়, পরন্তু আপনি অগম্যরূপা বিদ্যা; আমরা আপনাকে প্রবোধ দিব কিরূপে? অতএব অয়ি পরমেশ্বরি! এক্ষণে আমাদিগকে গমনানুমতি প্রদান করুন, প্রসন্ন হউন; হে বিশ্বজননি! আপনাকে নমস্কার, বারম্বার নমস্কার। প্রহ্লাদ কহিলেন—তাঁহারা সেই জগজ্জননীকে এইরূপ বলিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। অতঃপর দেবী ভাগীরথীও তথায় আগমন করিলেন। আর দিব্যপাদপসঙ্কুল ফল-পুষ্পসমৃদ্ধ সর্ব্বলোকসেব্য একটী বনও জন্মিল।

গঙ্গাশেষাঘহারিণী। ভূষয়ামাস তং দেশং সা চ বিষ্ণুপদী সরিৎ ॥ ৪৫ ॥ দেবী চ মুনিবাক্যেন গঙ্গায়াশ্চ বিনোদনাৎ। সৌন্দর্য্যাত্তস্য দেশস্য কিঞ্চিৎস্বাস্থ্যমবাপ হ ॥ ৪৬ ॥ অথ বিষ্ণুপদীং দেবীং শ্রুত্বা সাগরসঙ্গতাম্। ইতস্ততঃ সমাজগ্মুঃ শ্রদ্দধানাঃ পয়স্বিনীম্ ॥ ৪৭ ॥ দ্বারকাবাসিনশ্চৈব জনাঃ কাননশোভয়া। হৃষ্টচিত্তাঃ সমাজগ্মুরনিশং রুক্মিণীবনম্ ॥ শ্রুত্বা তদখিলং সর্ব্বং দুর্ব্বাসাঃ শাম্ভবীকলা। চুকোপ স্ময়মানশ্চ ভূয় এতদভাষত ॥ ৪৯ ॥ দুর্ব্বাস উবাচ। কঃ প্রভুস্ত্রিষু লোকেষু মদ্বচং বচনমন্যথা। বিধাতুমপি দেবানামাদ্যো লোকপিতামহঃ। কিং ন জানাতি লোকোঽয়ং ময়ি রোষকষায়িতে। শক্রং প্রতি ত্রিভুবনং ভ্রষ্টশ্রীকমভূত্তদা ॥ ৫১ ॥ মম শাপমবিজ্ঞায় নন্দনপ্রতিমে বনে। কথং সা রুক্মিণী তত্র রমতে জনসেবিতে ॥ ৫২ ॥ তদেতে তরবঃ সর্ব্বে সত্ত্বভোজ্যফলা নৃণাম্। বিভ্রষ্টসর্ব্বসৌভাগ্যাঃ কুসুমস্তবকোজ্ঝিতাঃ ॥ ৫৩ ॥ ইয়ং তু শাপনির্দ্দগ্ধা হরচূড়ামণিঃ সরিৎ। বার্য্যস্যাঃ স্বাদপেয়ং তু নৈবেহ স্থাতুমর্হতি ॥ ৫৪ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। তদা সর্ব্বমভূত্তত্র যদ্যদাহ চ বৈ মুনিঃ। বাচি বীর্য্যং হি বিপ্রাণাং নির্ম্মিতং বিষ্ণুনা স্বয়ম্ ॥ ৫৫ ॥ সা তু দেবী তথা বৃত্তমবেক্ষ্য ভৃশদুঃখিতা। মেনে দুরত্যয়ং দৈবমাপতত্তৎপুনঃপুনঃ ॥ ৫৬ ॥ ততস্তু সা বিনিশ্চিত্য মরণং দুঃখভেষজম্ উত্তরীয়াম্বরেণৈব বহিঃ কিঞ্চিৎপ্রবদ্ধ্য তু ॥ ৫৭ ॥ অথাববুধ্য তৎসর্ব্বং সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ। তাং জ্ঞাত্বা সত্বরং চাগাৎ সুপর্ণেন দয়ানিধিঃ ॥ ৫৮ ॥ দদর্শ তাদৃশীং দেবীং কণ্ঠপাশকরাং বিভুঃ। অধস্তাত্তরুশাখায়াং নিমীলিতবিলোচনাম্ ॥ ৫৯ ॥ বিভ্রষ্টভূষণগণাং কৃশদেহবল্লীং ম্লানাননাম্বুজরুচং মরণে প্রসক্তাম্। মেনে স বিগ্রহবতীং করুণাং কৃপালুস্তাং সৌখ্যদাং গুণবতীং প্রণতার্ত্তিহন্ত্রীম্ ॥ ৬০ ॥ সংক্রন্ত্য সাপি পতগাধিপতের্ব্বরং বৈ প্রোন্মীল্য নেত্রকমলেহথ দদর্শ কৃষ্ণম্। সামন্তত ত্রিকবিবর্ত্তিতলোচনাব্জং প্রাপ্তং তমিষ্টসুহৃদং নিজজীবনাথম্ ॥ ৬১ ॥ সা রোমহর্ষবিবশা ত্রপয়া পরীতা কোপানুরাগকলুষা কৃতবিপ্রলাপা।

অশেষ পাপহারিণী বিষ্ণুপদী গঙ্গানদী ভূতগণের প্রতিদয়া করিয়া সেই প্রদেশের শোভা সম্পাদন করিলেন। দেবী রুক্মিণীও নারদ মুনির বাক্যে গঙ্গার বিনোদনে ও তৎপ্রদেশের সৌন্দর্য্য দর্শনে কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য লাভ করিলেন। অতঃপর বিষ্ণুপদী নদী সাগর সহ সঙ্গতা হইয়াছেন, শুনিয়া ইতস্ততঃ নানা স্থান হইতে শ্রদ্ধাবান্ জনগণ ও দ্বারকাবাসিগণ তথায় নিয়ত আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তত্রত্য রুক্মিণীবনের শোভা সন্দর্শনে সন্তোষ লাভ করিতে লাগিলেন। শঙ্করাংশ দুর্ব্বাসা ঋষি এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সস্মিত মুখে পুনরায় এই কথা কহিলেন,—আমার বাক্যের অন্যথা করে, ত্রিভুবনে এমন শক্তিশালী কে আছে? দেবগণের আদ্য পিতামহও সমর্থ নহেন। লোকেরা কি জানে না যে, আমি শক্রের প্রতি রোষকষায়িত হইলে পর ত্রিভুবনই শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল। সেই রুক্মিণী মদীয় শাপবাণীর অবজ্ঞা করিয়া কি জন্য জনগণসেবিত নন্দন প্রতিম বনে বিহার করিতেছে? অতএব ঐ বনের তরুগণ নরগণের অভোজ্য-ফলসম্পন্ন, সর্ব্বসৌভাগ্যবর্জ্জিত, ও কুসুমস্তবকবিরহিত হউক। আর এই হরশিরোভূষণরূপা গঙ্গাও শাপদগ্ধ হইয়া এখানে থাকিতে পারিবে না। ইহার জল অপেয় হইবে ।৪৫—৫৪। প্রহ্লাদ কহিলেন,—সেই মুনি যাহা যাহা বলিলেন, তখনই তৎসমস্ত ঘটিল। কারণ বিষ্ণু স্বয়ংই বিপ্রগণের বচনে বীর্য্য বিন্যাস করিয়াছেন। দেবী রুক্মিণী তাদৃশ অবস্থা ঘটিতে দেখিয়া অতি দুঃখিতমনে বারম্বার আপতিত তাদৃশ দুর্দ্দৈবকে অনিবার্য্য বলিয়া অবধারণ করিলেন। তার পর তিনি মরণকেই দুঃখরোগের ঔষধ বলিয়া স্থির করিয়া বাহিরে কোন স্থলে উত্তরীয়াম্বর বন্ধনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে সর্ব্বভূতহৃদয়বাসী দয়ানিধি বিষ্ণু এ বৃত্তান্ত বিজ্ঞাত হইয়া গরুড়ারোহণে সত্বর তথায় আগমন করিলেন। বিভু হরি দেখিলেন—রুক্মিণী দেবী, কণ্ঠে সংযোজনার্থ রচিত পাশ হস্তে লইয়া তরুশাখাতলে নিমীলিতলোচনে অবস্থান করিতেছেন। সেই সৌখ্যদায়িনী, গুণবতী প্রণতার্ত্তিহন্ত্রী রুক্মিণীকে সমস্তাভরণহীনা, কৃশদেহলতা, ম্লানমুখকমলা, মরণোদ্যতা দর্শনে মূর্ত্তিমতী করুণা বলিয়াই মনে করিলেন। রুক্মিণী দেবী ত গরুড়ের রব শ্রবণে কৃষ্ণকে সমাগত বোধে নয়নোন্মীলন করিয়া কুটিল-চঞ্চল-নয়নকমল, প্রিয় সুহৃদ্, প্রাণনাথ কৃষ্ণকে অবলোকন করিলেন। অবলোকন করিয়া সেই বিলাপপরায়ণা রুক্মিণী তখন

সংবর্দ্ধিতদ্বিগুণশোকভরা চ দেবী নানারসং বস্তু দৃশোবিষয়ং প্রপেদে ॥ ৬২ ॥ তস্যাঃ সসাধ্বসবিসর্গচিকীর্ষিতায়াঃ পাশং ব্যপোহ্য করচারুসরোরুহেণ। আদায় পাণিমমৃতোপময়া চ বাচা সঞ্জীবয়ন্নিদমুদারমুদাজহার ॥ ৬৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। কিমেতৎ সাহসং ভীরু চিকীর্ষস্যবিচারিতম্। ননু দেবি মমাচক্ষ কিং নু তে খেদকারণম্ ॥ ৬৪ ॥ ত্বং বিদ্যাহং পরো বোধস্ত্বং মায়া চেশ্বরস্ত্বহম্। ত্বঞ্চ বুদ্ধিরহং জীবে বিয়োগঃ কথমাবয়োঃ ॥ ৬৫ ॥ ত্বয়া বিমোহিতাত্মানো ভ্রাম্যন্ত্যজভবাদয়ঃ। সা কথং ক্ষুভ্যসি ত্বং তু কিং স্বধাম ন বুধ্যসে ॥ ৬৬ ॥ ত্বয়া হি বদ্ধা ঋষয়স্তে চরন্তীহ কর্ম্মভিঃ। তাং ত্বাং কথমৃষিঃ শপ্তুং শক্নুয়াদ্বরবর্ণিনি ॥ ৬৭ ॥ শিক্ষার্থং ত্বিহ লোকানামেবং মে দেবি চেষ্টিতম্। মন্মায়য়া সমাবিষ্টঃ কুরুতে বিবশঃ পুমান। পশ্য কোপপরীতাত্মা যঃ স শান্তো মুনীশ্বরঃ ॥ ৬৮ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। সোঽভ্যেত্য ভক্তিনম্রোঽথ দুর্ব্বাসা মুনিসত্তমঃ। বিচার্য্য মনসা সর্ব্বং পশ্চাত্তাপানুপাপ্লবৎ ॥ ৬৯ ॥ কিং ময়া কৃতমিত্যুক্ত্বা তৎসমীপমুপাগমৎ। অপতদ্বিলুঠন্ ভূমৌ দণ্ডবচ্চাশ্রুসংপ্লুতঃ ॥ ৭০ ॥ পিতরৌ জগতো দেবৌ ক্ষাময়ামাস দীনবৎ। তুষ্টাব সূক্তবাক্যৈস্তু রহস্যৈর্ভক্তিসংযুতঃ ॥ ৭১ ॥ আহ চেদং জগন্নাথং যদি ময্যস্ত্যনুগ্রহঃ। তদা পুনরেব সংযোগো দেব দেব্যা বিধীয়তাম্ ॥ ৭২ ॥ অথ প্রহস্য গোবিন্দস্তমাহ মুনিসত্তমম্। ন হি তে বচনং জাতু মৃষা ভবিতুমর্হতি ॥ ৭৩ ॥ ময়ৈবং বিহিতঃ সেতুঃ কথমুচ্ছেদ্যতাং দ্বিজ। সচ্চিরাচরিতঃ সেতুঃ সিদ্ধো লোকস্য পালকঃ ॥ ৭৪ ॥ দিনে দিনে দ্বিকালং চ আয়াস্যে মুনিসত্তম। বিনোদয়িষ্যে তাং তাং তু মুনিকন্যাং চ কাময়া ॥ ৭৫ ॥ তুষ্যামি সাধনৈর্নান্যৈর্নৃৎকথাকথনৈরপি। যথা সম্পূজ্য মামত্র মম প্রীতির্ভবিষ্যতি ॥ ৭৬ ॥ যদা চ ময়ি বৈকুণ্ঠমধিরূঢ়ে মহামুনে। প্রবেক্ষ্যতি তদা তেজো মম সর্ব্বং

লজ্জিতা, প্রণয়কোপে কলুষীকৃতা ও উচ্ছুলিত দ্বিগুণ শোকাবেগে বিবশা হইয়া পড়িলেন;—বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে তখন তিনি বিবিধ রসে আবিষ্ট হইলেন। কৃষ্ণ তখন স্বীয় চারুকরকমলদ্বারা সেই প্রাণত্যাগে সমুদ্যুক্ত, ও কৃষ্ণসমাগমে ঈষৎ ভীতা রুক্মিণীর সেই পাশ অপসারিত করিয়া হস্ত ধারণপূর্ব্বক অমৃতোপম বচনে তাঁহাকে যেন সঞ্জীবিত করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—অয়ি ভীরু! তুমি বিবেচনা না করিয়া এ কি সাহস অবলম্বন করিয়াছ? হে দেবি! তোমার ঈদৃশ খেদের কারণ কি?—আমাকে তাহা বল। তুমি বিদ্যা আর আমিই পরম বোধ, তুমি মায়া আমিই ঈশ্বর; তুমি বুদ্ধি আর আমিই জীব; অতএব আমাদিগের বিয়োগ সম্ভবে কিরূপে? শিব-ব্রহ্মাদি দেবগণও তোমা কর্ত্তৃক মোহিত হইয়াই সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছেন; সেই তুমি ক্ষুব্ধা হইতেছ কেন? তুমি তোমার স্বীয় মহিমা বুঝিতেছ না কি জন্য? ঋষিগণও তোমা কর্ত্তৃক কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হইয়াই বিচরণ করিতেছেন; হে বরবর্ণিনি! এতাদৃশী তোমাকে ঋষি কিরূপে শাপ দিতে পারেন? দেবি! বস্তুতঃ আমি লোকশিক্ষার্থ এইরূপ আচরণ করিতেছি। জনগণ আমার মায়ায় সমাবিষ্ট হইয়াই বিবশভাবে কর্ম্মাচরণ করে। দেখ, যিনি তাদৃশ কোপপরীতাত্মা ছিলেন, সেই মুনিবরও এক্ষণে শান্ত হইয়াছেন। ৫৫—৬৮।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—অতঃপর সেই দুর্ব্বাসা মুনিবরও ভক্তিবিনম্রমানসে সেখানে আসিয়া মনে মনে সমস্ত বিচার করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তিনি অশ্রুপ্লাবিতনেত্রে তাঁহাদিগের নিকটে যাইয়া 'আমি কি করিয়াছি!' বলিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত ও দীনভাবে বিলুণ্ঠিত হইয়া সেই জগৎপিতামাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রসাদিত করিলেন। পরে ভক্তিসহকারে রহস্য সূক্ত বাক্যে স্তব করিয়া জগন্নাথ কৃষ্ণকে কহিলেন,—হে দেব! যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে এই দেবীর সহিত আপনি পূর্ব্ববৎ সংযুক্ত হউন। অনন্তর গোবিন্দ সহাস্যআস্যে সেই মুনিবরকে কহিলেন,—আপনার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইতে পারে না; হে দ্বিজ! আমিই এই ধর্ম্মসেতু রচনা করিয়াছি, এক্ষণে তাহার উচ্ছেদ করা যায় কেমন করিয়া? সাধুজনাচরিত রীতিই প্রসিদ্ধ হইয়া লোকসমাজের পালনসাধন করে। অতএব হে মুনিসত্তম! আমি স্বেচ্ছায় প্রতিদিন দুই বেলাই এখানে আসিয়া এই দেবীকে বিনোদিত করিব; আমার এরূপ যাতায়াতে বশিষ্ঠমুনিনন্দিনী গোমতীও বিনোদিতা হইবেন। এখানে অর্চ্চনা করিলে আমার যেমন প্রীতিলাভ হইবে, মদীয় চরিতকীর্ত্তনাদি অপরাপর বিবিধ সাধনেও আমার তাদৃশ প্রীতি হইবে

ত্রিবিক্রমে ॥ ৭৭ ॥ রুক্মিণীয়ং চ মন্মূর্ত্তেঃ সংযোগং পুনরেষ্যতি। ইয়ং ভাগীরথী চাপি সাগরেণ সমা গুণৈঃ। ত্যক্ত্বা হ্যশেষদুঃখানি সুখং চৈব গমিষ্যতি ॥ ৭৮ ॥ অনুগ্রহং বিধায়ৈবমৃষিণা সহ কেশবঃ। বিবেশ স্বপুরীং তত্র বিধায়োপান্তিকং মুনিম্ ॥ ৭৯ ॥ সাপি দেবী চ সংবুধ্য তদা তস্য বিচেষ্টিতম্। অনুগ্রহাদ্ভগবতো বভূব বিগতজ্বরা ॥ ৮০ ॥ যতশ্চ মুক্তা দুঃখেন তত্র দেবী হরিপ্রিয়া। ততো ভাগীরথী সা তু গদিতা দুঃখমোচিনী ॥ ৮১ ॥ অমাবাস্যাং পৌর্ণমাস্যাং যস্তস্যাঃ সঙ্গমেশুভে ॥ স্নায়াদশেষদুঃখাত্তু স নরঃ পরিমুচ্যতে ॥ ৮২ ॥ অষ্টম্যাং চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাং চাবলোকিতা। নরাণাং রুক্মিণী দেবী সর্ব্বান কামান্ কামান্ প্রযচ্ছতি ॥ ৮৩ ॥ ইত্যেতৎ কথিতং দেব্যা ঋষয়ো দুঃখমোচনম্। অনুগ্রহশ্চ দেবস্য কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছথ ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রুক্মিণীদুঃখমোচনবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ। এবং সম্পূজিতস্তেন হরিণা ব্রাহ্মণোত্তমঃ। উবাচ পরিসন্তুষ্টো বরং ব্রূহীতি কেশবম্ ॥ ১ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি ভগবন্ দেবি দেয়ো বরো মম। স্থাতব্যমত্র ভবতা ন ত্যক্তব্যং কদাচন ॥ ২ ॥ দুর্ব্বাসা উবাচ। যদি তিষ্ঠাম্যহং কৃষ্ণ তথা ত্বমপি কেশব। তিষ্ঠস্ব ষোড়শকলো নিত্যং মদ্বচনেন হি ॥ ৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। যেঽত্র পশ্যন্তি ভক্ত্যা ত্বাং মাং চাপি দ্বিজসত্তম। কিং দাস্যসি ফলং তেষাং ভাবিনাং ভগবন্ বদ ॥ ৪ ॥ দুর্ব্বাসা উবাচ। যঃ স্নাত্বা সঙ্গমে কৃষ্ণ গোমত্যাঃ সাগরস্য চ। ত্বাং মাং সমর্চ্চতি নরঃ সর্ব্বপাপৈঃ স মুচ্যতে ॥ ৫ ॥ তথান্যচ্ছৃণু কৃষ্ণাত্র স্নাত্বা দাস্যতি যদ্ধনম্। মম তত্তস্য দেবেশ প্রাপ্নুয়াৎ ষোড়শোত্তরম্ ॥৬॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। যো নরঃ পূজয়িত্বা ত্বাং পূজয়িষ্যতি মামিহ। তস্য মুক্তিং প্রদাস্যামি যা সুরৈরপি দুর্লভা ॥

না। হে মহামুনে! আমি বৈকুণ্ঠে গমন করিলে তখন মদীয় সমগ্র তেজই ত্রিবিক্রমমূর্ত্তিতে প্রবেশ করিবে। এই রুক্মিণী দেবীও তখন আবার মদীয় মূর্ত্তিসহ সংযুক্ত হইবেন। আর এই ভাগীরথীও পূর্ব্ববৎ গুণগণে ভূষিতা হইয়া অশেষদুঃখ পরিহারপূর্ব্বক সুখে যাইয়া সাগর সহ সঙ্গতা হইবেন। কেশব এইরূপ অনুগ্রহ বিধানান্তে মুনির সহিত নিজ পুরে প্রতিগমনপূর্ব্বক মুনিকে স্বসমীপে উপবেশন করাইয়া স্বয়ংও উপবেশন করিলেন। দেবী রুক্মিণীও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াকলাপের মর্ম্ম বুঝিয়া তদীয়ানুগ্রহে মনস্তাপ পরিহার করিলেন। হরিপ্রিয়া রুক্মিণী ঐ স্থানে দুঃখ মোচন করিয়াছিলেন বলিয়া সেই ভাগীরথী সেখানে দুঃখমোচনী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছে। যে মানব তদীয় শুভ সঙ্গম স্থলে অমাবস্যায় কিম্বা পূর্ণিমায় স্নান করে, সে অশেষ ক্লেশ হইতে মুক্তি পায়। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও নবমীতে রুক্মিণী দেবী বিলোকিতা হইলে নরগণকে সর্ব্ব কামনা প্রদান করেন। হে ঋষিগণ! এইতো আমি রুক্মিণী দেবীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ এবং সেই দেবীর দুঃখমোচনবৃত্তান্ত আপনাদিগকে কহিলাম; পুনরায় আর কি শুনিতে অভিলাষ করেন ?৬৯—৮৪।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হরি কর্ত্তৃক এইরূপে সম্মানিত হইয়া ব্রাহ্মণোত্তম দুর্ব্বাসা অতীব সন্তুষ্টমনে শ্রীকৃষ্ণকে "বর গ্রহণ কর" এই কথা কহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—ভগবন্! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর যদি বর দেওয়া যোগ্য বোধ হয়, তবে প্রার্থনা,—আপনি নিয়ত এখানে থাকিবেন, কদাচ এ স্থান পরিহার করিবেন না। দুর্ব্বাসা কহিলেন,—কৃষ্ণ! আমি যদি এখানে থাকি, তবে হে কেশব! তুমিও আমার কথামত ষোড়শ কলাত্মক মূর্ত্তিতে নিয়ত এখানে অবস্থান কর। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! আপনাকে ও আমাকে যাহারা ভক্তিভরে এখানে অবলোকন করিবে, ভগবন্! আপনি তাহাদিগকে কি ফল প্রদান করিবেন ?—বলুন। দুর্ব্বাসা কহিলেন,—কৃষ্ণ! যে মানব গোমতী ও সাগরের সঙ্গম স্থলে স্নানান্তে তোমাকে ও আমাকে দর্শন করিবে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে। হে কৃষ্ণ! আরও শুন; হে দেবেশ! যে মানব এখানে স্নানান্তে আমার উদ্দেশে ধনদান করিবে, সে ষোড়শ ভাগ অধিক ফলপ্রাপ্ত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—যে নর আপনার পূজা করিয়া পরে আমায় পূজা করিবে, তাহাকে আমি সুরগণদুর্লভা

প্রহ্লাদ উবাচ। পরস্পরং বরৌ দত্ত্বা কৃষ্ণদুর্ব্বাসসৌ মুদা। ততঃ প্রভৃতি বিপ্রেন্দ্রাস্তস্মিন্ স্থানে হ্যধিষ্ঠিতাম্। বরদানমিতি প্রোক্তং তত্তীর্থং সর্ব্বকামদম্ ॥৮॥ বরদানে নরঃ স্নাতো গোসহস্রফলং লভেৎ। বিষ্ণুদুর্ব্বাসসোর্যত্র বরদানমভূৎপুরা ॥ ৯ ॥ তদাপ্রভৃতি বিপ্রেন্দ্রাস্তিষ্ঠতে দ্বারকাং হরিঃ। দুর্ব্বাসসা গিরাবদ্ধো ন জহাতি কদাচন ॥ ১০ ॥ যত্র ত্রৈবিক্রমী মূর্ত্তির্ব্বহতে যত্র গোমতী। নরা মুক্তিং প্রয়াস্যন্তি চক্রতীর্থেন সঙ্গতাঃ ॥ ১১ ॥ কলেবরং পরিত্যক্তং প্রভাসে হরিণা যদা। কলাভিঃ সহিতং তেজস্তস্যাং মূর্ত্তৌ নিবেশিতম্ ॥ ১২ ॥ তস্মাৎ কলিযুগে বিপ্রা নান্যত্র প্রাপ্যতে হরিঃ। যদি কার্য্যং হি কৃষ্ণেণ তত্র গচ্ছত মা চিরম্। ১৩ ॥ ঋষয় উচুঃ। সাধু ভাগবতশ্রেষ্ঠ সাধু মার্গপ্রদর্শক। যত্ত্বয়া হি পরিজ্ঞাতং তন্ন জানাতি কশ্চন ॥ ১৪ ॥ কিং ফলং গমনে তস্যাং কিং ফলং কৃষ্ণদর্শনে। কানি তীর্থানি তত্রৈব কে দেবাস্তদ্বদস্ব নঃ ॥ ১৫ ॥ কস্মিন্মাসে তিথৌ কস্যাং কস্মিন্ পর্ব্বণি মানবৈঃ। গন্তব্যং কানি দেয়ানি দানাদি দনুজর্ষভ ॥ ১৬ ॥ সূত উবাচ। ইতি পৃষ্টস্তদা তৈস্তু মহাভাগবতোঽসুরঃ। কথয়ামাস বিপ্রেভ্যো ভগবদ্ভক্তিসংযুতঃ ॥ ১৭ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। ভো ভূমিদেবাঃ শৃণুত পরং গুহ্যং সনাতনম্। যৎকস্যচিন্ন চাখ্যাতং তদ্বদামি সুবিস্তরাৎ ॥ ১৮ ॥ যদা মতিং চ কুরুতে দ্বারকাগমনং প্রতি। তদা নরকনির্ম্মুক্তা গায়ন্তি পিতরো দিবি ॥ ১৯ ॥ যাবৎপদানি কৃষ্ণস্য মার্গে গচ্ছন্তি মানবঃ। পদে পদেঽশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য লভতে ফলম্ ॥ ২০ ॥ যাত্রার্থং দেবদেবস্য যঃ প্রেরয়তি চাপরান্। মানবান্নাত্র সন্দেহো লভতে বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ২১ ॥ দ্বারকাং গচ্ছমানস্য যো দদাতি প্রতিশ্রয়ম্। তথৈব মধুরাং বাচং নন্দনে ক্রীড়তে হি সঃ ॥ ২২ ॥ অধ্বনি শ্রান্তদেহস্য বাহনং যঃ প্রযচ্ছতি। হংসযুক্তেন স নরো বিমানেন দিবং ব্রজেৎ ॥ ২৩ ॥ যাত্রায়াং গচ্ছমানস্য মধ্যাহ্নে ক্ষুধিতস্য চ। অন্নং দদাতি যো ভক্ত্যা শৃণু তস্যাপি যদ্ভবেৎ ॥ ২৪ ॥ গয়াশ্রাদ্ধেন যৎপুণ্যং লভতে মানবো ভুবি। অন্ন-

মুক্তি প্রদান করিব। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্রগণ! মুনিবর দুর্ব্বাসা ও কৃষ্ণ পরস্পর বরদানান্তে সানন্দমনে সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সর্ব্বকামদ তীর্থ বরদান নামে প্রসিদ্ধ হইল। পূর্ব্বে বিষ্ণু ও দুর্ব্বাসা যেখানে পরস্পর বরদান করিয়াছিলেন, নর সেই বরদান তীর্থে স্নান করিলে সহস্র গো-দান-জনিত ফলপ্রাপ্ত হয়। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! তদবধি দুর্ব্বাসার বাক্যে আবদ্ধ হইয়া ভগবান্ হরি দ্বারকায় বাস করিতেছেন, কদাচ সেস্থান পরিত্যাগ করেন না। যেখানে ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি বিরাজিত, যেখানে গোমতী নদী প্রবাহিত হইয়া চক্রতীর্থ সহ মিলিত হইয়াছে, মানবগণ সেখানে স্নানাদিতে মুক্তিভাজন হইয়া থাকে। হরি যখন প্রভাসে দেহ ত্যাগ করেন, তখন কলাসহ স্বীয় তেজ উক্ত ত্রিবিক্রমমূর্ত্তিতে নিবেশিত করিয়াছিলেন। সেই জন্য হে বিপ্রগণ! কলিযুগে আর কুত্রাপি হরিকে পাওয়া যাইবে না; এজন্য আপনাদের যদি সেই কৃষ্ণে প্রয়োজন থাকে, তবে আপনারা অবিলম্বে সেই স্থানে গমন করুন। ১—১৩। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সৎপথপ্রদর্শক! ভাগবত শ্রেষ্ঠ. সাধু সাধু, আপনি যে তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন, তাহা অপর কেহই পরিজ্ঞাত নহে। এক্ষণে সেখানে গমনে ফল কি? কৃষ্ণদর্শনেই বা ফল কি? সেখানে কোন্ কোন্ তীর্থ আছে? কোন্ কোন্ দেবতা আছেন? হে দানবর্ষভ! মানবগণের সেস্থানে কোন্ মাসে কোন্ তিথিতে কোন্ পর্ব্বে গমন ও কোন্ দান কর্ত্তব্য? আপনি তাহা আমাদিগকে বলুন। সূত কহিলেন,—তখন সেই মুনিগণ কর্ত্তৃক এই কথা জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবানে ভক্তিমান্ মহাভাগবত অসুরবর প্রহ্লাদ সেই দ্বিজগণকে কহিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে ভূদেবগণ! শ্রবণ করুন; যাহা কাহারও নিকট বলি নাই, তাহাই আপনাদিগকে সবিস্তরে বলিতেছি। মানব যখন দ্বারকাগমনে অভিলাষ করে, তখনই তদীয় পিতৃগণ নরকমুক্ত হইয়া স্বর্গগামী হইয়া সঙ্গীত করিতে থাকেন। বস্তুতঃ কৃষ্ণদর্শনার্থী মানব পথে যত পদ গমন করে, প্রতিপদেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। যে জন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-যাত্রার্থ অপর ব্যক্তিকেও প্রেরণ করে, সেও বৈষ্ণব পদ প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। যে জন দ্বারকাযাত্রীকে বাসস্থান দান করে, এবং মধুর সম্ভাষণ করে, সে নন্দনবনে বিহার করিতে পারে। আর যে নর পথশ্রান্তকে বাহন দান করে, সে হংসযুক্ত বিমানারোহণে স্বর্গগামী হয়। যাহারা মধ্যাহ্নকালে ক্ষুধিত দ্বারকাযাত্রীকে ভক্তিসহকারে অন্নদান

দানেন তৎপুণ্যং পিতৃণাং তৃপ্তিরক্ষয়া ॥ ২৫ ॥ উপানহৌ তু যো দদ্যাদ্দ্বারকাং প্রতি গচ্ছতাম্। কৃষ্ণপ্রসাদাৎ স নরো গজস্কন্ধেন গচ্ছতি ॥ ২৬ ॥ বিঘ্নমাচরতে যস্তু দ্বারকাং প্রতি গচ্ছতাম্। নরকে মজ্জতে মূঢ়ঃ কল্পমাত্রং তু রৌরবে ॥ ২৭ ॥ মার্গস্থিতস্য যো ধন্যঃ প্রযচ্ছতি কমণ্ডলুম্। প্রপাদানসহস্রস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২৮ যাত্রায়াং গচ্ছমানস্য পাদাভ্যঙ্গং দদাতি যঃ। পাদপ্রক্ষালনং চৈব সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯ ॥ গাথাং শৃণোতি যো বিষ্ণোর্গীতঞ্চ গায়তঃ পথি। দানং দদাতি বিপ্রেন্দ্রাস্তস্মাদ্ধন্যতরো ন হি ॥ ৩০ ॥ কৈলাসশিখরাভাসং শ্বেতাভ্রমিব নির্ম্মলম্। প্রাসাদং কৃষ্ণদেবস্য যঃ পশ্যতি নরোত্তমঃ ॥ ৩১ ॥ দূরাদ্ধেমময়ং দৃষ্ট্বা কলসং ধ্বজসংযুতম্ বাহনং সম্পরিত্যজ্য লুঠতে ধরণীং গতঃ ॥ ৩২ ॥ পঞ্চসূনাকৃতং পাপং তথাধর্ম্মকৃতঞ্চ যৎ। কৃমিকীটপতঙ্গাশ্চ নিহতাঃ পথি গচ্ছতা ॥ ৩৩ ॥ পরান্নং পরপানীয়মস্পৃষ্টস্পর্শসঙ্গমম্। তৎসর্ব্বং নাশমাপ্নোতি ভগবৎকেতুদর্শনাৎ ॥ ৩৪ ॥ পঠেন্নামসহস্রন্তু স্তবরাজমথাপি বা। গজেন্দ্রমোক্ষণঞ্চৈব পথি গচ্ছন্ শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৩৫ ॥ গায়মানো ভগবতঃ প্রাদুর্ভাবাননেকধা। নৃত্যভির্হর্ষসংযুক্তৈর্হর্ষ্যমাণঃ পুনঃপুনঃ। স্বয়ং নৃত্যন্ হর্ষযুক্তো ভক্তো গচ্ছেদ্ধরেঃ পুরম্ ॥ ৩৬ ॥ বিষ্ণোঃ ক্রীড়াকরং স্থানং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্। যস্মিন্ দৃষ্টে কলৌ নৃণাং মুক্তিরেবোপজায়তে ॥ ৩৭ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। পূর্ব্বং হি দেবরাজেন বৃহস্পতিরুদারধীঃ। প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা পৃষ্টশ্চ স মহামতিঃ ॥ ৩৮ ॥ ইন্দ্র উবাচ। দ্বারকায়াশ্চ মাহাত্ম্যং কথয়স্ব প্রসাদতঃ। চতুর্যুগং যথাভাগৈর্ধর্ম্মবৃদ্ধিং জনো লভেৎ ॥ ৩৯ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা মহেন্দ্রস্য বচনং মুনিসত্তমাঃ। বৃহস্পতিরুবাচৈনং মহেন্দ্রং দেবসংবৃতম্ ॥ ৪০ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ। কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চ সুরসত্তম। চতুর্যুগমিদং প্রোক্তং তত্ত্বতো মুনিসত্তমৈঃ ॥ ৪১ ॥ কৃতে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদো বেদাদিফলমেব চ। তীর্থং দানং তপো বিদ্যা ধ্যানমারোগ্যতা ॥ ৪২ ॥ পাদহীনং সর্ব্বমেতদ্যুগং ত্রেতাভিধং প্রভো। পাদদ্বয়ং

করে, তাহাদের যে ফল হয়, শুন। ভূতলে মানব গয়াশ্রাদ্ধ করিয়া যে পুণ্য লাভ করে, উক্ত অন্নদাতাও সেই ফলই পায়। তদ পিতৃগণের অক্ষয়া তৃপ্তি হয়। দ্বারকাগামীদিগকে যে ব্যক্তি পাদুকাযুগল দান করে, সেই মানব কৃষ্ণের প্রসাদে গজস্কন্ধে ভ্রমণ করিতে পারে। যে জন দ্বারকাযাত্রীর বিঘ্নানুষ্ঠান করে, সেই মূঢ় কল্পকাল যাবৎ রৌরবে নিমজ্জিত থাকে। যে ধন্যমানব দ্বারকাযাত্রীকে পথি মধ্যে কমণ্ডলু দান করে, সে সহস্র প্রপাদানের ফল প্রাপ্ত হয়। যে জন দ্বারকাযাত্রী পথিককে পাদাভ্যঙ্গ ও পাদপ্রক্ষালনাদিক দান করে, সে সমস্ত কামনা লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি পথিমধ্যে গীয়মান বিষ্ণুবিষয়ক গাথা বা গীত শ্রবণ করে, আর বিপ্রেন্দ্রগণকে দান করে, তদপেক্ষা ধন্যতর আর নাই। ১৪-৩০। যে নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণদেবের কৈলাসশৈলাভ, শ্বেতাভ্রসম নির্ম্মল প্রাসাদ অবলোকন করে, আর দূর হইতে ধ্বজদণ্ড ও হৈম কলস অবলোকন করিয়া বাহন পরিহারান্তে ধরণীতলে বিলুণ্ঠিত হয়, তাহার পঞ্চসূনাকৃত পাতক, অধর্ম্মাচরণ ও পথে কৃমি কীটপতঙ্গাদিহত্যাজনিত পাপ, পরান্ন পরপানীয় অস্পৃষ্ট-স্পর্শসংশ্রব-জনিত সমস্ত পাতকই সেই ভগবৎ-কেতু দর্শনফলে বিনষ্ট হয়। যাত্রাকালে পথে সহস্র নাম, অথবা স্তবরাজ কিম্বা গজেন্দ্রমোক্ষণ পাঠ করিতে করিতে শনৈঃ শনৈঃগমন করিবে। ভক্ত মানব সেই হরিপুরে গমন করিতে করিতে ভগবানের বিবিধ প্রাদুর্ভাববিষয়ক গান ও অপরাপর ভক্তগণ সহ নৃত্য সহকারে সহর্ষে পুনঃপুনঃ রোমাঞ্চিত হইতে হইতে গমন করিবে। বিষ্ণুর বিহারস্থান ভুক্তিমুক্তিপ্রদ; যাহার দর্শনে কলিকালে নরগণের নিশ্চিতই মুক্তি হইয়া থাকে। প্রহ্লাদ কহিলেন,—পূর্ব্বে একদা দেবরাজ উদারধী মহামতি বৃহস্পতির নিকট যাইয়া পরম ভক্তিসহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র কহিলেন,—যাহার প্রসাদে মানব চারি যুগেই ধর্ম্মবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে, আপনি আমাকে সেই দ্বারকার মাহাত্ম্য বলুন। হে মুনিসত্তমগণ! মহেন্দ্রের এই বাক্য শুনিয়া বৃহস্পতি, দেবগণপরিবৃত মহেন্দ্রকে উত্তর করিলেন। বৃহস্পতি কহিলেন,—হে সুরসত্তম! কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি —মুনিসত্তমগণ যথার্থতঃ এই চারিযুগের কথা কহিয়াছেন। প্রভো! কৃত যুগে ধর্ম্ম,—বৈদিক কর্ম্মের ফল, তীর্থ, দান, তপস্যা, বিদ্যা, ধ্যান, আরোগ্য—এইসকল পূর্ণ চতুষ্পাদ থাকে; ত্রেতায় এসমস্তই

দ্বাপরে তু সর্ব্বস্যৈতস্য বাসব ॥ ৪৩ ॥ পাদেনৈকেন তৎসর্ব্বং বিভাগে প্রথমে কলৌ। ঊর্দ্ধং বিনাশঃ সর্ব্বস্য ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ মন্ত্রাস্তীর্থানি যজ্ঞাশ্চ তপো দৈবাদিকং তথা। প্রগচ্ছন্তি সমুচ্ছেদং বেদাঃ শাস্ত্রাণি চৈব হি ॥ ৪৫ ॥ ম্লেচ্ছপ্রায়াশ্চ ভূপালা ভবিষ্যন্ত্যমরাধিপ। লোকঃ করিষ্যতে নিন্দাং সাধূনাং ব্রতচারিণাম্ ॥ ৪৬ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। শ্রুত্বা বৃহস্পতের্বাক্যমেতত্তীর্থস্য ভো দ্বিজাঃ। প্রকম্পিতাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ম্লেচ্ছসংসর্গজাদ্ভয়াৎ ॥ ৪৭ ॥ বৃহস্পতিং সুরগুরুং পপ্রচ্ছুর্বিনয়ান্বিতাঃ। ম্লেচ্ছসংসর্গজো দোষো গঙ্গয়াপি ন পূয়তে ॥ ৪৮ ॥ কথয়স্ব প্রসাদেন স্থানং কলিবিবর্জ্জিতম্। যত্র গত্বা নিবৎস্যামো যাস্যামো নির্বৃতিং পরাম্ ॥ ৪৯ ॥ যেন দুঃখবিনির্ম্মুক্তা ভবিষ্যামো গতব্যথাঃ। কৃপয়া সুমুখো ভূত্বা ব্রূহি তীর্থং হিতায় নঃ ॥ ৫০ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। এতচ্ছ্রুত্বা সুরেন্দ্রস্য বাক্যমঙ্গিরসাং বরঃ। চিরং ধ্যাত্ব জগাদেদং বাক্যং দেবপুরোহিতঃ ॥৫১॥ বৃহস্পতিরুবাচ। পঞ্চক্রোশপ্রমাণং হি তীর্থং তীর্থবরোত্তমম্। দ্বারকা নাম বিখ্যাতং কলিদোষবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫২ ॥ বিষ্ণুনা নির্ম্মিতং স্থানং লোকস্য গতিদায়কম্। মুক্তিদং কলিকালে তু জ্ঞানহীনজনস্য চ ॥ ৫৩ ॥ উষরং কর্ম্মণাং ক্ষেত্রং পুণ্যং পাপবিনাশনম্। ন প্ররোহন্তি পাপানি পুনর্নষ্টানি তত্র বৈ ॥ ৫৪ ॥ তিস্রঃ কোট্যোহর্দ্ধকোটী চ তীর্থানীহ মহীতলে ॥ ৫৫ ॥ এবং তীর্থযুতা তত্র দ্বারকা মুক্তিদায়িকা। সেবনীয়া প্রযত্নেন প্রাপ্য মানুষ্যমুত্তমম্ ॥ ৫৬ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। বৃহস্পতের্ব্বচঃ শ্রুত্বা শতক্রতুরথাব্রবীৎ। বাচস্পতে মম ব্রূহি দ্বারবত্যা মহোদয়ম্। গমনে কিং ফলং প্রোক্তং কৃষ্ণদেবস্য দর্শনে ॥ ৫৭ ॥ অন্যানি তত্র তীর্থানি মুখ্যানি বদ মে গুরো। যথাভিষেকে গোমত্যাঃ ফলং যদপি সঙ্গমে ॥ ৫৮ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ। শ্রূয়তাং তাত বক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং দ্বারকোদ্ভবম্। মনুষ্যরূপো ভগবান্ যত্র ক্রীড়তি কেশবঃ ॥ ৫৯ ॥ নারায়ণঃ স ঈশানো ধ্যেয়শ্চাদৌ জগন্ময়ঃ। স এব দেবতামুখ্যঃ পুরীং দ্বারবতীং স্থিতঃ ॥ ৬০ ॥ একৈকস্মিন্ পদে দত্তে পুরীং দ্বারবতীং প্রতি। পুণ্যং

একপাদহীন হয়; আর হে বাসব! দ্বাপরযুগে ঐসকল দ্বিপাদ বিদ্যমান থাকে, পরন্তু কলির আরম্ভসময়ে ইহারা এক এক পাদ থাকে, আর অন্তিমকালে সম্পূর্ণ ক্ষীণ হইয়া যায়। ইহাতে সংশয় নাই। মন্ত্র, তীর্থ, যজ্ঞ, তপস্যা, বেদ, শাস্ত্র, দেবতাদি সমুচ্ছিন্ন হইয়া যায়। হে অমরাধিপ! ভূপালকগণ ম্লেচ্ছবহুল হইবে। লোক সকল সাধু ব্রতাচারীদিগের নিন্দাবাদ করিবে। ৪১—৪৬। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! সুরগণ সকলেই বৃহস্পতির এই কথা শুনিয়া এই তীর্থের ম্লেচ্ছসংস্পর্শ ভয়ে প্রকম্পিত হইয়া সবিনয়ে সুরগুরু বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে—ম্লেচ্ছসংসর্গজ দোষ গঙ্গা দ্বারাও নিরাকৃত হয় না; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া কলিদোষবর্জ্জিত কোনও স্থানের উল্লেখ করুন। আমরা সেখানে যাইয়া নিবাস করিয়া পরম নির্বৃতি লাভ করিতে পারি; যাহাতে আমরা দুঃখনির্ম্মুক্ত হইয়া গতব্যথ হইতে পারি, আপনি কৃপা করিয়া প্রসন্নমুখে আমাদের হিত নিমিত্ত তাদৃশ তীর্থের উল্লেখ করুন। ৪৭—৫০। প্রহ্লাদ কহিলেন,—অঙ্গিরবর দেবপুরোহিত বৃহস্পতি, সুরেন্দ্রের এই কথা শুনিয়া দীর্ঘকাল চিন্তান্তে এই উত্তর করিলেন। বৃহস্পতি কহিলেন,—দ্বারকা নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে সেই উত্তম তীর্থবর কলিদোষবর্জ্জিত, উহার পরিমাণ পঞ্চক্রোশ। লোক সকলের গতিপ্রদ, পুণ্য, ও পাপনাশক সেই তীর্থ বিষ্ণুবিনির্ম্মিত। উহা কলিকালে জ্ঞানহীন জনের মুক্তিবিধায়ক। উহা কর্ম্মনিচয়ের উষর ক্ষেত্র; উহাতে পাপসমূহের অঙ্কুরোদ্গম হয় না, পরন্তু সমস্ত পাপই তথায় বিনষ্ট হইয়া যায়। এই মহীতলে যে, সার্দ্ধ ত্রিকোটী তীর্থ আছে, তৎসমস্তই সেই মুক্তিদায়িকা দ্বারকায় বিদ্যমান। অতএব উত্তম মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নেই সেই ক্ষেত্র সেবনীয়। বৃহস্পতির কথা শুনিয়া শতক্রতু কহিলেন,—হে বাচস্পতে! আপনি আমাকে দ্বারবতীর মহোদয়শালিনী মাহাত্ম্যকথা বলুন। হে গুরো! সেখানে গমনে কি ফল? কৃষ্ণদেবের দর্শনেই বা কি পুণ্য? সেখানে অন্য যে সমস্ত মুখ্য তীর্থ আছে, গোমতীতে এবং সঙ্গমতীর্থে স্নানের যাহা ফল, এতৎসমস্ত আমায় বলুন। বৃহস্পতি বলিলেন,—হে তাত! শ্রবণ কর, ভগবান্ কেশব মানুষরূপে যেখানে বিহার করেন, সেই দ্বারকার মাহাত্ম্য বলিতেছি। যিনি সকলের আদি, জগন্ময়, ধ্যেয়, ঈশান, দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণ, তিনিই সেই দ্বারবতী পুরীতে অবস্থিত। কলি-

ক্রতুসহস্রেণ কলৌ ভবতি দেহিনাম্ ॥ ৬১ ॥ কলৌ কৃষ্ণপুরীং রম্যাং যে গচ্ছন্তি নরোত্তমাঃ। কুলকোটিশতৈর্যুক্তাস্তে গচ্ছন্তি হরেঃ পদম্ ॥ ৬২ ॥ যে ধ্যায়ন্তি মনোবৃত্ত্যা গমনং দ্বারকাং প্রতি। তেষাং বিলীয়তে পাপং পূর্বজন্মাযুতৈঃ কৃতম্ ॥ ৬৩ ॥ কৃষ্ণস্য দর্শনে বুদ্ধির্জায়তে যস্য দেহিনঃ। বক্ত্রাবলোকনাত্তস্য পাপং যাতি সহস্রধা ॥ ৬৪ ॥ যে গত্বা দ্বারকায়াঞ্চ যে মৃতাঃ কৃষ্ণসন্নিধৌ। ন তেষাং পুনরাবৃত্তির্যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৫৬ ॥ সুলভা মথুরা কাশী হ্যবন্তী চ তথা সুরাঃ। অযোধ্যা সুলভা লোকে দুর্লভা দ্বারকা কলৌ ॥ ৬৬ ॥ গত্বা কৃষ্ণপুরীং রম্যাং ষণ্মাসাৎ কৃষ্ণসন্নিধৌ। জীবন্মুক্তাস্তু তে জ্ঞেয়াঃ সত্যমেতৎ সুরোত্তম ॥ ৬৭ ॥ কৃষ্ণক্রীড়াকরং স্থানং বাঞ্ছন্তি মনসা প্রিয়ে। তেষাং হৃদি স্থিতং পাপং ক্ষালয়েৎ প্রেতনায়কঃ ॥ ৬৮ ॥ অত্যুগ্রাণ্যপি পাপানি তাবত্তিষ্ঠন্তি বিগ্রহে। যাবন্ন গচ্ছতি নরঃ কলৌ দ্বারবতীং প্রতি ॥ ৬৯ ॥ পুণ্যসংখ্যা চ তীর্থানাং ব্রহ্মণা বিহিতা পুরা। দানাধ্যয়নসংজ্ঞানাং মুক্তা দ্বারবতীং কলৌ ॥ ৭০ ॥ চক্রতীর্থে তু যো গচ্ছেৎ প্রসঙ্গেনাপি মানবঃ। কুলৈকবিংশতিযুতঃ স গচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥ ৭১ ॥ লোভেনাপ্যপরাধেন দম্ভেন কপটেন বা। চক্রতীর্থঞ্চ যো গচ্ছেন্ন পুনর্বিশতে ভবম্ ॥ ৭২ ॥ প্রয়াগে হ্যস্থিপাতেন যৎফলং পরিকীর্ত্তিতম্। তদেব শতসাহস্রং চক্রতীর্থাস্থিপাতনাৎ ॥ ৭৩ ॥ পৃথিব্যাঞ্চৈব তত্তীর্থং পরমং পরিকীর্ত্তিতম্। চক্রতীর্থমিতি খ্যাতং ব্রহ্মহত্যাবিনাশনম্ ॥ ৭৪ ॥ যে যে কুলে ভবিষ্যন্তি তৎপূর্ব্বং মানবাঃ ক্ষিতৌ। সর্ব্বে বিষ্ণুপুরং যান্তি চক্রতীর্থাস্থিপাতনাৎ ॥ ৭৫ ॥ কিং জাতৈর্বহুভিঃ পুত্রৈর্গণনাপূরকাত্মকৈঃ। বরমেকো ভবেৎ পুত্রশ্চক্রতীর্থং তু যো ব্রজেৎ ॥ ৭৬ ॥ তপসা কিং প্রতপ্তেন দানেনাধ্যয়নেন কিম্। সর্ব্বাবস্থোঽপি মুচ্যেত গতঃ কৃষ্ণপুরীং যদি ॥ ৭৭ ॥ কলিকালকৃতৈর্দোষৈরত্যুগ্রৈরপি মানবঃ। কলৌ কৃষ্ণমুখং দৃষ্ট্বা লিপ্যতে ন কদাচন ॥ ৭৮ ॥ দানং চাধ্যয়নং শৌচং কারণং ন হি পুত্রক। হীনবর্ণোঽপি পাপাত্মা গতঃ কৃষ্ণপুরীং যদি ॥ ৭৯ ॥ বারাণস্যাং কুরুক্ষেত্রে নর্ম্মদায়াঞ্চ যৎফলম্। তৎফলং নিমিষার্দ্ধেন দ্বার-

কালে সেই দ্বারকার উদ্দেশে এক এক পদ প্রক্ষেপেই মানবগণ সহস্র ক্রতুর ফল প্রাপ্ত হয়। কলিকালে যে নরগণ সেই পুণ্যা কৃষ্ণপুরীতে গমন করে, তাহারা কোটীকুলের সহিত হরিপদ প্রাপ্ত হয়। যাহারা মনে মনেও দ্বারকাগমনবিষয়ক চিন্তা করে, তাহাদেরও অতীত অযুত জন্মের পাতক বিলীন হয়। যে দেহীর কৃষ্ণদর্শনে বুদ্ধি জন্মে, তাহার মুখদর্শনেও পাপ সকল সহস্রধা ভিন্ন হইয়া যায়। যাহারা দ্বারকায় গমন কিম্বা কৃষ্ণসন্নিধানে জীবন বিসর্জ্জন করে, কল্পকাল যাবৎ তাহাদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না। হে দেবগণ! মথুরা, কাশী, অবন্তী কিম্বা অযোধ্যাপুরী কলিকালে সুলভা, পরন্তু দ্বারকাপুরী দুর্লভা বলিয়াই জানিবে। সেই কৃষ্ণপুরীতে যাইয়া যাহারা ছয় মাস কাল কৃষ্ণসন্নিধানে বাস করে, তাহারা জীবন্মুক্ত বলিয়া বিজ্ঞেয়। হে সুরোত্তম! ইহা সত্যই জানিবে। যাহারা সেই কৃষ্ণবিহারস্থানের কামনা করে, প্রেতপতি তাহাদের হৃদয়স্থ পাতকও ক্ষালন করিয়া থাকেন। মানব কলিকালে যাবৎ দ্বারবতীতে গমন না করে, অত্যুগ্র পাতক সকল তাবৎকালই শরীরে বর্ত্তমান থাকে। পূর্ব্বে ব্রহ্মা কলিকালে একমাত্র দ্বারবতী ব্যতীত অপরাপর তীর্থ, দান ও অধ্যয়নাদি সমস্ত সৎকর্ম্মেরই পুণ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে মানব প্রসঙ্গক্রমেও দ্বারকাস্থ চক্রতীর্থে গমন করে, সে একবিংশতি-পুরুষের সহিত পরম পদ প্রাপ্ত হয়। লোভে, অপরাধে, দম্ভে বা কাপট্যে—যে ভাবেই হউক, যে মানব চক্রতীর্থে গমন করে, তাহাকে আর সংসারে প্রবেশ করিতে হয় না। প্রয়াগে অস্থিপাতনে যে ফল কীর্ত্তিত, চক্রতীর্থে অস্থিপতনে তদপেক্ষা শতসহস্রগুণ অধিক ফল লাভ হয়। সেই ব্রহ্মহত্যাবিনাশক চক্রতীর্থ—পৃথিবীতে পরম তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত। চক্রতীর্থে অস্থিপাতন করিলে তৎপূর্ব্বজ সমস্ত পুরুষই বিষ্ণুপুরে গমন করে। সংখ্যাপূরক বহুপুত্র জন্মিলে ফল কি?—পরন্তু চক্রতীর্থে গমন করিবে, এমন একটী পুত্রও ভাল। কঠোর তপশ্চরণ, দান, অধ্যয়ন,—এ সকলে প্রয়োজন কি?—যদি কৃষ্ণপুরে গমন করে, তবে মানব সর্ব্বাবস্থায়ই বিমুক্ত হয়। কলিকালে কৃষ্ণমুখ দর্শন করিলে মানব অত্যুগ্র কলিদোষেও কদাচ লিপ্ত হয় না। বৎস! দান অধ্যয়ন কিম্বা শৌচ—পবিত্রতার হেতু নহে, পরন্তু কলিতে পাপশীল মানবও যদি সেই কৃষ্ণপুরে গমন করে, তবে বারাণসীতে, কুরুক্ষেত্রে, ও নর্ম্মদায় যে ফল, সেই দ্বারবতীতে

বত্যাং দিনেদিনে ॥ ৮০ ॥ ধন্যানামপি ধন্যাস্তে দেবানামপি দেবতাঃ। কৃষ্ণোপরি মতির্যেষাং হীয়তে ন কদাচন ॥ ৮১ ॥ শ্রবণদ্বাদশী-যোগে গোমত্যুদধিসঙ্গমে। স্নাত্বা কৃষ্ণমুখং দৃষ্ট্বা লিপ্যতে নৈব স ক্বচিৎ ॥ ৮২ ॥ যস্য কস্যাপি মাসস্য দ্বাদশীং প্রাপ্য মানবঃ। কৃষ্ণক্রীড়াপুরীং দৃষ্ট্বা মুক্তঃ সংসারগহ্বরাৎ ॥ ৮৩ ॥ যেষাং কৃষ্ণালয়ে প্রাণা গতাঃ সুরপতে কলৌ। স্বর্গান্ন তেষামাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৮৪ বিজ্ঞেয়া মানুষা বৎস গর্ভস্থাস্তে মহীতলে। দ্বারবত্যাং ন যৈর্দ্দেবো দৃষ্টঃ কংসনিষূদনঃ ॥ ৮৫ ॥ দুর্লভো দ্বারকাবাসো দুর্লভং কৃষ্ণদর্শনম্। দুর্লভং গোমতীস্নানং দুর্লভো রুক্মিণীপতিঃ ॥ ৮৬ ॥ তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে। দ্বাপরে তু পরো যজ্ঞঃ কলৌ কেশবকীর্ত্তনম্ ॥ ৮৭ ॥ হেমভারসহস্রৈস্তু দত্তৈর্যৎফলমাপ্যতে। দৃষ্ট্বা তৎকোটিগুণিতং হরেঃ সর্ব্বপ্রদং মুখম্ ॥ ৮৮ ॥ দ্বারকায়াঞ্চ যদ্দত্তং শঙ্খোদ্ধারে তথৈব চ। পিণ্ডারকে মহাতীর্থে দত্তং চৈবাক্ষয়ং ভবেৎ ॥ ৮৯ ॥ গোমহিষ্যাদি যদ্দত্তং স্বর্ণবসনানি চ। বৃষো ভূমিগ্রহো রূপ্যং কন্যাদানং তথৈব চ ॥ ৯০ ॥ যচ্চান্যদপি দেবেন্দ্র ত্রিষু স্থানেষু যচ্ছতি। তন্মুক্তিকারকং প্রোক্তং পিতৄণামাত্মনস্তথা ॥ ৯১ উষরং হি যতো লোকে ক্ষেত্রমেতৎপ্রকীর্ত্তিতম্। অতো মুক্তিকরং সর্ব্বং দানং চোক্তং মহর্ষিভিঃ ॥ ৯২ ॥ যৎকিঞ্চিৎকুরুতে তত্র দানং ক্রীড়াবগাহনম্। তদনন্তফলং প্রাহ ভগবান্মধুসূদনঃ ॥ ৯৩ ॥ প্রেতত্বং নৈব তস্যাস্তি ন যাম্যা নারকীব্যথা। যেন দ্বারবতীং গত্বা কৃতং কৃষ্ণাবলোকনম্ ॥ ৯৪ ॥ বারিমাত্রেণ গোমত্যাং পিণ্ডদানে কৃতে কলৌ। পিতৄণাং জায়তে তৃপ্তির্যাবদাভূতসম্প্লবম্ ॥ ৯৫ ॥ নিত্যং কৃষ্ণপুরীং রম্যাং যে স্মরন্তি গৃহস্থিতাঃ। নমস্যাঃ সর্ব্বলোকানাং দেবানাঞ্চ সুরোত্তম ॥ ৯৬ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানং গয়াশ্রাদ্ধং মরণং গোগ্রহেষু চ। বাসঃ পুংসাং দ্বারকায়াং মুক্তিরেষা চতুর্ব্বিধা ॥ ৯৭ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানেন মুচ্যতে প্রয়াগে মরণেন বা। অথবা স্নানমাত্রেণ গোমত্যাং কৃষ্ণসন্নিধৌ ॥ ৯৮ ॥ কৃতার্থঃ কৃতপুণ্যোঽহং ব্রবীত্যেবং মহোদধিঃ। পবিত্রিতঞ্চ মদ্গাত্রং গোমতীবারিসংপ্লবাৎ ॥ ৯৯ ॥ অত্যুগ্রাণ্যপি পাপানি তাবত্তিষ্ঠন্তি বিগ্রহে। যাবৎস্নানং ন গোমত্যাং

দিনে দিনে অর্দ্ধনিমেষে সেই ফলপ্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণের প্রতি যাহাদের মতি কদাচ হীন হয় না, তাহারা ধন্য হইতে ধন্যতর ও দেবতাগণেরও দেবতা সদৃশ। শ্রবণদ্বাদশী-যোগে গোমতী-সাগর সঙ্গমে স্নানান্তে কৃষ্ণমুখ দর্শন করিলে সে কদাচ কোনও পাপে লিপ্ত হয় না। মানব যে কোন মাসে দ্বাদশীতে কৃষ্ণবিহার-পুরী দর্শন করিলে সংসারগহ্বর হইতে বিমুক্ত হয়। হে সুরপতে! কলিকালে সেই কৃষ্ণালয়ে যাহাদিগের প্রাণত্যাগ ঘটে, শতকোটি কল্পেও তাহাদিগের স্বর্গ হইতে আবর্ত্তন হয় না। যাহারা দ্বারবতীতে দেব কংসঘাতীকে দর্শন করে নাই, ভূতলে তাহারা গর্ভস্থ বলিয়াই বিজ্ঞেয়। দ্বারকাবাস দুর্লভ, কৃষ্ণ দর্শন দুর্লভ, গোমতীস্নান দুর্লভ, আর সেই রুক্মিণী-পতিও দুর্লভ। সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায় জ্ঞান দ্বাপরে যজ্ঞ, আর কলিতে কেশবের কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। সহস্রভার সুবর্ণদানে যে ফল, হরির সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ মুখদর্শনে তাহার কোটিগুণ অধিক ফললাভ হয়। দ্বারকায়, শঙ্খোদ্ধারে ও পিণ্ডারক মহাতীর্থে যাহা দান করা যায়, তাহা অক্ষয় হয়। হে দেবেন্দ্র! উক্তস্থানত্রয়ে গো, মহিষ, বৃষ, সুবর্ণ, রজত, বসন, ভূমি, কন্যা প্রভৃতি যাহা কিছু দান করা যায়, তৎসমস্তই নিজের ও পিতৃগণের মুক্তিবিধায়ক। যেহেতু লোকে উক্ত ক্ষেত্র উষর বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, সেই জন্যই সেখানে যাহা কিছু দান করা যায়, মহর্ষিগণ বলিয়াছেন,—তৎসমস্তই মুক্তিকর হইয়া থাকে। ভগবান্ মধুসূদনই বলিয়াছেন যে, সেখানে দান ক্রীড়াবগাহন যাহা কিছু করা যায়, তৎসমস্তই অনন্ত ফলদায়ক। যে ব্যক্তি দ্বারবতীতে যাইয়া কৃষ্ণাবলোকন করিয়াছে, তাহার প্রেতত্ব কিম্বা নরকভোগাদি যমযাতনা নাই। কলিকালে গোমতীতে জলমাত্র দ্বারাও পিণ্ডদান করিলে কল্পকাল যাবৎ পিতৃগণ তৃপ্তি লাভ করেন। যাহারা গৃহে থাকিয়াও প্রতিদিন সেই রম্যা কৃষ্ণপুরী স্মরণ করে, হে সুরোত্তম! তাহারাও সর্ব্বলোকের ও দেবগণেরও নমস্য। ব্রহ্মজ্ঞান, গয়াশ্রাদ্ধ, গোগ্রহে মরণ ও দ্বারকায় বাস,—নরগণের মুক্তিহেতু এই চতুর্ব্বিধ। ব্রহ্মজ্ঞানে, প্রয়াগে মরণে, অথবা গোমতীতীর্থে কৃষ্ণসমীপে স্নানমাত্রে মুক্তি-ভাজন হওয়া যায়। ৫১—৯৮। মহোদধিও এইরূপ জল্পনা করেন যে, আমি গোমতীজলসংস্পর্শে কৃতার্থ কৃতপুণ্য হইলাম। মদীয় গাত্রও পবিত্রীকৃত হইল। অত্যুগ্র পাতক সকলও তাবৎকালই দেহে

বারিণা পাপহারিণা ॥ ১০০ ॥ চক্রতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোমত্যাং রুক্মিণীহ্রদে । দৃষ্ট্বা কৃষ্ণমুখং রম্যং কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥ ১০১ ॥ কৃষ্ণঞ্চ যে দ্বারবতীং মনুষ্যাঃ স্মরন্তি নিত্যং হরিভক্তিযুক্তাঃ । বিধূতপাপাঃ কিল সন্তবান্তে গচ্ছন্তি লোকং পরমং মুরারেঃ ॥ ১০২ ॥ অধৌতপাদঃ প্রথমং নমস্কুর্য্যাদ্-গণেশ্বরম্ । সর্ব্ববিঘ্নবিনাশশ্চ জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ নীলোৎপলদলশ্যামং কৃষ্ণং দেবকিনন্দনম্ । দণ্ডবৎ প্রণমেৎপ্রীত্যা প্রণমেদগ্রজং পুনঃ ॥ ১০৪ ॥ বাল্যে চ যৎকৃতং পাপং কৌমারে যৌবনে তথা । দর্শনাৎ কৃষ্ণদেবস্য তন্নশ্যেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৫ ॥ বাণ্যাথ মনসা যচ্চ কর্ম্মণা সমুপার্জ্জিতম্ । পাপং জন্মসহস্রেণ তন্নশ্যেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৬ ॥ হেমভারসহস্রৈস্তু দত্তৈর্যৎফলমাপ্যতে । তৎফলং কোটিগুণিতং কৃষ্ণবক্ত্রাবলোকনাৎ ॥ ১০৭ ॥ নমস্কৃত্য চ দেবেশং পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতম্ । দুর্ব্বাসসং মহেশানং দ্বারকাপরিরক্ষকম্ ॥ ১০৮ ॥ প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা বৈনতেয়সমন্বিতম্ । দ্বারমাগত্য চ পুনঃ স্বর্গদ্বারোপমং শুভম্ ॥ ১০৯ ॥ বিশ্রম্য চ মুহূর্ত্তার্দ্ধং সুহৃদ্ভির্বান্ধবৈর্বৃতঃ । তত্রাশ্রিতান্ সমাহূয় ব্রাহ্মণান্ মন্ত্রকোবিদান্ । পূজাদ্রব্যং সমানীয় ততস্তীর্থং ব্রজেদ্বুধঃ ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দ্বারকাযাত্রাবিধিবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । ততো গ
গোমতীং কৃষ্ণসংশ্রয়াম্ । যস্যা দর্শনমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ । সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ কৃষ্ণসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১ ॥ দুরিতৌঘক্ষয়করমমঙ্গল্যবিনাশনম্ । সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাং প্রণমেদ্গোমতীজলম্ ॥ ২ ॥ মহাপাপক্ষয়করমগতীনাং গতিপ্রদম্ । পূর্ব্বপুণ্যবশাৎ প্রাপ্তং প্রণমেদ্গোমতীজলম্ ॥ ৩ ॥ ঋষয় উচুঃ দৈত্যেন্দ্র সংশয়োঽস্মাকং ত্বং ত্বং ছেত্তুমিহার্হসি । ইয়ং কা গোমতী তত্র কেনানীতা মহামতে ॥ ৪ ॥ কেন কার্য্যবশেনেহ সম্প্রাপ্তা বরুণালয়ম্ । সর্ব্বং ভাগবতশ্রেষ্ঠ হেতদ্বিস্তরতো বদ ॥ ৫ ॥ প্রহ্লাদ

থাকে, যাবৎ গোমতীর পাপহারী বারি দ্বারা স্নানাচরণ না হয়। মানব চক্রতীর্থে গোমতীতে ও রুক্মিণীহ্রদে স্নানান্তে কৃষ্ণমুখ দর্শন করিয়া কুলের শত পুরুষের পরিত্রাণ সাধন করিতে পারে। যে সমস্ত হরিভক্ত মানব প্রতিদিন কৃষ্ণকে ও দ্বারাবতীকে স্মরণ করে, তাহারা নিষ্পাপ হইয়া মুরারির পরম ধামে গমন করিয়া থাকে। সেখানে যাইয়া প্রথমতঃ পাদপ্রক্ষালনের পূর্ব্বেই গণেশ্বরকে নমস্কার করিবে; তাহাতে সর্ব্ববিঘ্ন বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই। তারপর ভক্তিসহকারে নীলোৎপলদলশ্যাম দৈবকীনন্দন কৃষ্ণকে ও বলরামকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। বাল্যে, কৌমারে যৌবনে, যাহা কিছু পাপার্জ্জন করা হয়, কৃষ্ণদেবের দর্শনে তৎসমস্ত বিনষ্ট হয়; এ বিষয়ে সংশয় নাই। সহস্র জন্ম যাবৎ কর্ম্মমনোবাক্যার্জ্জিত পাতকও বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহাতে সংশয় নাই। সহস্র ভার সুবর্ণদানে যে ফল, কৃষ্ণমুখদর্শনে তাহার কোটিগুণ অধিক ফললাভ হয়। বুদ্ধিমান্ মানব দেবেশ পুণ্ডরীকাক্ষ অচ্যুতকে নমস্কারান্তে দ্বারকাপরিরক্ষক মহেশান দুর্ব্বাসা ও গরুড়কে পরম ভক্তিসহকারে প্রণাম করিবে। তারপর স্বর্গদ্বারোপম শুভ দ্বারদেশে আসিয়া সুহৃদ্-বান্ধবগণসহ অর্দ্ধমুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিবে। অতঃপর তৎস্থানস্থ মন্ত্রকোবিদ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বানান্তে পূজাদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তীর্থপরিক্রমার্থ যাত্রা করিবে। ৯৯—১১০।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪

পঞ্চম অধ্যায়

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর কৃষ্ণসন্নিধানস্থিতা গোমতীতে গমন করিবে। তাহার দর্শন মাত্রেই নর সর্ব্ব পাতক হইতে মুক্ত হয় এবং অন্তে নিষ্পাপদেহে কৃষ্ণসাযুজ্য লাভ করে। গোমতীর জল দুরিতৌঘ-বিঘাতক, অমঙ্গল্যনাশক, ও নরগণের সর্ব্বকামপ্রদ। অতএব সকলেই উহাকে প্রণাম করিবে। ঐ জল মহাপাপহর, ও অগতির গতিপ্রদ; উহা পুণ্যবশেই প্রাপ্ত হওয়া যায়; উহাকে প্রণাম করিবে। ঋষিগণ কহিলেন,—হে দৈত্যেন্দ্র! হে ভাগবতপ্রধান! আমাদের একটা বড় সংশয় হইয়াছে, আপনি তাহা নিরাস করুন। আমরা জিজ্ঞাসা করি,—এই গোমতী কে? কে ইহাকে তথায় আনয়ন করিয়াছে? কোন্ কার্য্যবশে ইনি সাগর সহ সম্মিলিত হইয়াছেন? এই

উবাচ । একার্ণবে পুরা ভূতে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে । তদা ব্রহ্মা সমভবদ্বিষ্ণোর্নাভিসরোরুহাৎ ॥ ৬ ॥ আদিষ্টঃ প্রভুণা ব্রহ্মা সৃজস্ব বিবিধাঃ প্রজাঃ । ইতি ধাতা সমাদিষ্টো হরিণা সৃষ্টিকারণে ॥ ৭ ॥ উক্তা বাঢ়মিতি ব্রহ্মা ততঃ সৃষ্টৌ মনো দধে । সসর্জ্জ মানসাৎ সদ্যঃ সনকাদ্যান্ কুমারকান্ । উবাচ বচনং ব্রহ্মা প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা তে কৃতাঞ্জলয়োঽব্রুবন্ । ভগবন্ ভগবদ্রূপং দ্রষ্টুকামা বয়ং প্রভো ॥ ৯ ॥ ন বন্ধমনুবর্ত্তামঃ সৃষ্টিরূপং দুরাসদম্ । ইত্যুক্তা তে যযুঃ সর্ব্বে সনকাদ্যাঃ কুমারকাঃ ॥ ১০ ॥ পশ্চিমাং দিশমাস্থায় তীরে নদনদীপতেঃ । তেজোময়স্য রূপস্য দ্রষ্টুকামা মহাত্মনঃ । তস্মিন্ মানসমাধায় তেপিরে পরমং তপঃ ॥ ১১ ॥ বহুবর্ষসহস্রৈস্তু প্রসন্নে ধরণীধরে । ভিত্ত্বা জলং সমুত্তস্থৌ তেজোরূপং দুরাসদম্ ॥ ১২ ॥ অনেকদৈত্যদমনং বহুযন্ত্রবিদারণম্ । সূর্য্যকোটিপ্রভাভাসং সহস্রারং সুদর্শনম্ ॥ ১৩ ॥ তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রাঃ পরস্পরম্ । বীক্ষমাণা ভগবতঃ পরমায়ুধমুত্তমম্ ॥ ১৪ ॥ তান্ বিলোক্য তথাভূতান্ বাগুবাচাশরীরিণী । ভো ব্রহ্মপুত্রা ভগবান্ শীঘ্রমাবির্ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥ অর্হণাৰ্থং ভগবতঃ শীঘ্রমর্ঘ্যং প্রকল্প্যতাম্ । আয়ুধং লোকনাথস্য দ্বিজাঃ শীঘ্রং প্রসাদ্যতাম্ ॥ ১৬ ॥ তচ্ছ্রুত্বাকাশবচনং তুষ্টুবুস্তে সুদর্শনম্ ॥ ১৭ ॥ ঋষয় উচুঃ । জ্যোতির্ম্ময় নমস্তেঽস্তু নমস্তে হরিবল্লভ । সুদর্শন নমস্তেঽস্তু সহস্রারাক্ষরাব্যয় ॥ ১৮ ॥ নমস্তে সূর্য্যরূপায় ব্রহ্মরূপায় তে নমঃ । অমোঘায় নমস্তভ্যং রথাঙ্গায় নমোনমঃ ॥ ১৯ ॥ এবং তে পূজয়ামাসুঃ সুমনোভিস্তথাক্ষতৈঃ ॥ ২০ ॥ স্তবৈর্নানাবিধৈঃ স্তুত্বা প্রণেমুর্হরিবল্লভম্ । তৎপ্রসাদ্য পুনাভক্ত্যা প্রভুসন্দর্শনোৎসুকাঃ ॥ ২০ অস্মরন্মনসা দেবং ব্রহ্মাণং পিতরং স্বকম্ । তেষাং তু চিন্তিতং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মাগঙ্গামথাব্রবীৎ ॥ ২১ ॥ যাহি শীঘ্রং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে পৃথিব্যাং হরিকারণাৎ । গাং গতা ত্বং মহাভাগে ততো বহুমতাসি মে ॥ ২২ ॥ উর্ব্ব্যাং তে গোমতী নাম সুপ্রসিদ্ধং ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥ বসিষ্ঠস্যানুগা ভূত্বা যাহি শীঘ্রং ধরাতলম্ । তাতং

সকল বিস্তৃতভাবে বলুন । প্রহ্লাদ কহিলেন,—পূর্ব্বে জগৎ একার্ণবীকৃত হইলে, চরাচর নষ্ট হইয়া গেলে, বিষ্ণুর নাভিপঙ্কজ হইতে ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হন । বিভু বিষ্ণু তাঁহাকে বিবিধ প্রজাসৃজনে আদেশ করেন । হরি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বিধাতা 'বাঢ়ং' বলিয়া সৃষ্টিব্যাপারে মনঃসংযোগ করেন । অনন্তর তিনি অগ্রে সনকাদি কতিপয় মানস পুত্র সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন,—বৎসগণ ! তোমরা প্রজা সৃষ্টি কর । ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া তদীয় সনকাদি পুত্রগণ কৃতাঞ্জলিকরে বলিলেন,—ভগবন্ ! আমরা ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিতে সমুৎসুক ; সৃষ্টিরূপ দুশ্ছেদ্য বন্ধনের অনুবর্ত্তন আমরা করিব না । এই কথা কহিয়া সনকাদি ব্রহ্মপুত্রগণ পশ্চিমদিক আশ্রয়পূর্ব্বক নদ-নদীপতির-তীরে গমন করিলেন এবং তেজোময় ভগবৎ-স্বরূপের দর্শনলালসায় তাঁহাতে মনঃসমাধানপূর্ব্বক পরম তপস্যা করিতে লাগিলেন । বহু সহস্র বর্ষ অতীত হইলে ভগবান্ প্রসন্ন হইলেন । তাঁহার অনেক দৈত্যসূদন, বহুযন্ত্রবিদারণ, সূর্য্যকোটিসমপ্রভ, সহস্রার, সুদুরাসদ, তেজোরূপ সুদর্শন চক্র জল ভেদ করিয়া উত্থিত হইল । ব্রহ্মপুত্রগণ তদ্দর্শনে সকলেই পরস্পর বিস্ময়ান্বিত হইলেন । তাঁহারা পুনঃপুন ভগবানের সেই পরমায়ুধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া এক অশরীরিণী বাণী বলিল,—ভো ভো ব্রহ্মপুত্রগণ ! শ্রীমান ভগবান্ শীঘ্রই আবির্ভূত হইবেন । তাঁহার অর্চ্চনার্থ শীঘ্র তোমরা অর্ঘ্য কল্পনা কর । দ্বিজগণ । এই ভগবান্ জগন্নাথের আয়ুধকেও তোমরা প্রসন্ন কর ।১—১৬। সেই আকাশবাণী শ্রবণে সনকাদি ঋষিগণ সুদর্শনের স্তব করিতে লাগিলেন ; কহিলেন,—হে জ্যোতির্ম্ময় ! হে হরিপ্রিয় সুদর্শন ! তুমি সহস্রার, অক্ষয়, অব্যয়মূর্ত্তি ; তোমাকে প্রতিপদে নমস্কার, নমস্কার । তুমি সূর্য্যরূপ ব্রহ্মরূপ, অমোঘ রথাঙ্গ, তোমাকে পদে পদে নমস্কার নমস্কার । এইরূপে বিবিধ স্তবে স্তব করিয়া পুষ্পাক্ষতাদি দ্বারা সেই হরিপ্রিয় সুদর্শনের পূজা ও পূজান্তে প্রণাম করিলেন । তাঁহারা সুদর্শনকে প্রসাদিত করিয়া ভগবদ্দর্শনে সমুৎসুক হইলেন এবং মনে মনে স্বপিতা ব্রহ্মদেবকেও স্মরণ করিলেন । ব্রহ্মা পুত্রগণের তথাবিধ চিন্তার বিষয় জানিয়া গঙ্গাদেবীকে বলিলেন,—সরিদ্বরে ! হরির কারণে সত্বর তুমি পৃথ্বীতলে যাও । হে মহাভাগে ! তুমি ভূতলগতা হইলে আমার বহুমানাস্পদ হইবে । ক্ষিতিতলে তোমার 'গোমতী' নাম সুপ্রথিত হইবে । অতএব তুমি বসিষ্ঠের

পুত্রীবানুয়াতা বসিষ্ঠতনয়া ভব ! ২৪ ॥ বাঢ়মিত্যেব সা দেবী প্রস্থিতা বরুণালয়ম্। বসিষ্ঠস্ত্বগ্রতো যাতি তং গঙ্গা পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ ॥ ২৫ ॥ তাং দৃষ্ট্বা মনুজাঃ সর্ব্বে বসিষ্ঠেন সমন্বিতাম্। নমশ্চক্রুর্মহাভাগাং গচ্ছন্তীং পশ্চিমার্ণবম্ ॥২৬॥ আবির্বভূব তত্রৈব যত্র তে মুনয়ঃ স্থিতাঃ। দ্রষ্টুকামা হরে রূপং শ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্ ॥ ২৭ ॥ দৃষ্ট্বা বসিষ্ঠমনুগামায়ান্তীং সুরপাবনীম্। অবাকিরন্মহাভাগাং সুমনোভিশ্চ সর্বশঃ ॥ ২৮ ॥ দিব্যৈর্মাল্যৈঃ সুগন্ধৈশ্চ গন্ধধূপৈস্তথাক্ষতৈঃ। সম্পূজ্য হৃষ্টমনসঃ সাধুসাধ্বিতি চাব্রুবন্ ॥ ২৯ ॥ বসিষ্ঠং তেঽগ্রগং দৃষ্ট্বা হ্যদতিষ্ঠংস্ততো দ্বিজাঃ। অর্ঘ্যাদিসৎক্রিয়াং কৃত্বা প্রহৃষ্টা ইদমব্রুবন্ ॥ ৩০ ॥ যস্মাত্ত্বয়া সমানীতা হ্যস্মিল্লোঁকে সরিদ্বরা। তস্মাত্তব সুতেত্যেব খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি ॥ ৩১ ॥ গোঃ স্বর্গাদাগতা যস্মাদিদং স্থানং মতী মতা। তস্মাদ্ধি গোমতী নাম খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি ॥ ৩২ ॥ অস্যা দর্শনমাত্রেণ মুক্তিং যাস্যন্তি মানবাঃ। কিং পুনঃ স্নানদানাদি কৃত্বা যাস্তি হরেঃ পদম্ ॥ ৩৩ ॥ তামেব চার্ঘ্যং দত্ত্বা তে যোগীন্দ্রা ঈড়িরে হরিম্। পরং পুরুষসূক্তেন পুরুষং শেষশায়িনম্ ॥ ৩৪ ॥ ইতি সংস্তবতাং তেষাং হরিরাবির্বভূব হ। পীতকৌশেয়বসনো বনমালাবিভূষিতঃ। দিব্যমাল্যানুলিপ্তাঙ্গো দিব্যাভরণভূষিতঃ ॥ ৩৫ ॥ শেষাসনগতং দেবং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্। জ্বলৎকিরীটমুকুটং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ৩৬ ॥ ভক্তাভয়প্রদং শান্তং শ্রীবৎসাঙ্কং মহাভুজম্। সদা প্রসন্নবদনং ঘনশ্যামং চতুর্ভুজম্ ॥ ৩৭ ॥ পাদসংবাহনাসক্তলক্ষ্ম্যা জুষ্টং মনোহরম্। তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে হর্ষোৎকর্ষসমন্বিতাঃ। বিষ্ণুং তে বিষ্ণুসূক্তৈশ্চ তুষ্টুবুর্বৈদসম্ভবৈঃ ॥ ৩৮ ॥ এবং সংস্তবতাং তেষাং বিষ্ণুর্দীনানুকম্পকঃ। উবাচ সুপ্রসন্নেন মনসা দ্বিজসত্তমান্ ॥ ৩৯ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। ভোভোঃ কুমারাস্তুষ্টোঽহং প্রদাস্যামি যথেপ্সিতম্। ভবিষ্যথ জ্ঞানযুতা অস্পৃষ্টা মম মায়য়া ॥ ৪০ ॥ যস্মান্মোক্ষার্থিভির্বিপ্রা জলেনাহং প্রসাদিতঃ। তস্মাদিদং পরং তীর্থং সর্ব্বকামপ্রদং পরম্ ॥ ৪১ ॥ অনুগ্রহায় ভবতাং যত্র চক্রং সুদর্শনম্। নিঃসৃতং

অনুগামিনী হইয়া সত্বর ধরাতলে যাও। কন্যা যেমন পিতার অনুবর্ত্তিনী হয়, তুমিও তেমনি বসিষ্ঠের তনয় হইয়া তদীয় অনুগামিনী হও। গঙ্গাদেবী 'তথাস্তু' বলিয়া সাগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বসিষ্ঠ অগ্রে অগ্রে চলিলেন। গঙ্গা তাঁহার অনুসরণ করিলেন। মনুজগণ সেই বসিষ্ঠসমভিব্যাহারিণী পশ্চিমার্ণবগামিনী মহাভাগা গঙ্গাদেবীকে দেখিয়া নমস্কার করিতে লাগিল। গঙ্গাগিয়া ক্রমে সেই বিষ্ণু ও বিষ্ণুপ্রিয়ার দর্শনাভিলাষী সনকাদি মুনিগণের অধিষ্ঠিত স্থানে আবির্ভূত হইলেন। বসিষ্ঠানুগামিনী সুরপাবনী সুরতরঙ্গিণীকে দেখিয়া তাঁহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে তদুপরি পুষ্পবর্ষণ করিলেন এবং দিব্য মাল্য, সুগন্ধ কুসুম, গন্ধ, ধূপ ও অক্ষতাদি দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া হৃষ্টমনে সাধু সাধু বাক্য উচ্চারণ করিলেন। ব্রহ্মনন্দনগণ পরে বসিষ্ঠদেবকে অগ্রগামী দেখিয়া অর্ঘ্যাদি সৎক্রিয়া প্রতিপাদনান্তে মুদিতমনে বলিলেন,—ভগবন্! আপনি এজগতে এই সরিদ্বরাকে আনয়ন করিলেন। এজন্য ইনি আপনার দুহিতৃরূপে জগতে খ্যাতি লাভ করিবেন। গো অর্থাৎ স্বর্গ হইতে পৃথ্বীতলের এই স্থানে আসিয়াছেন, এজন্য ইনি গোমতী নামে জগতে খ্যাতি লাভ করিবেন ইঁহার দর্শন মাত্রেই মানবগণ মুক্তি পাইবে। ইঁহাতে স্নানদানাদি করিয়া সকলেই যে হরির পদ অধিগত হইবে, সে সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? এই বলিয়া সেই যোগীন্দ্রগণ গোমতীকে অর্ঘ্য দানপূর্ব্বক পুরুষসূক্ত দ্বারা শেষশায়ী পরমপুরুষ হরির স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্তব করিবামাত্র পীতকৌশেয়বসন, বনমালামণ্ডিত দিব্যমাল্যানুলিপ্তকায় দিব্যাভরণভূষিত, ভগবান্ হরি আবির্ভূত হইলেন। মুনিগণ সেই শেষাসনগত দিব্যানেকোদ্যতায়ুধ, জ্বলৎকিরীট-মুকুট, স্ফুরন্মকরকুণ্ডল, ভক্তাভয়প্রদ, শ্রীবৎসাঙ্ক, মহাভুজ, প্রসন্নবদন, ঘনশ্যাম, চতুর্ভুজ, পাদসংবাহনসক্ত-লক্ষ্মীযুক্ত, মনোহর হরিদেবকে দর্শন করিয়া হর্ষোৎকর্ষ-সমভিব্যাহারে বৈদিক বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা সেই বিষ্ণুদেবকে বারম্বার স্তব করিলেন। এই ভাবে স্তব করিলে দীনানুকম্পী ভগবান্ বিষ্ণু সুপ্রসন্নমনে সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে বলিলেন,—ভো ভো ব্রহ্মকুমারগণ! আমি তুষ্ট হইয়াছি; তোমাদিগকে ইষ্ট প্রদান করিতেছি, তোমরা আমার মায়ায় অস্পৃষ্ট হইয়া পরম জ্ঞানবান হইবে। হে বিপ্রগণ! তোমরা মুমুক্ষু হইয়া যে হেতু আমাকে জল দ্বারা প্রসাদিত করিয়াছ, এই জন্যই ইহা সর্ব্বকামপ্রদ পরমতীর্থ হইবে। ১৭—৪১। তোমাদের প্রতি

প্রথমং বিপ্রা জলং ভিত্বা মমাগ্রতঃ ॥ ৪২ ॥ চক্রতীর্থমিতি খ্যাতং তস্মাদেতদ্ভবিষ্যতি। মমাপি নিয়তং বাসো ভবিষ্যতি মহার্ণবে ॥ ৪৩ ॥ যেহত্র স্নানং প্রকুর্ব্বন্তি প্রসঙ্গেনাপি মানবাঃ। চক্রতীর্থে দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তেষাং মুক্তিঃ করে স্থিতা ॥ ৪৪ ॥ ভবন্তোহপি সদা হ্যত্র তিষ্ঠধ্বঞ্চ দ্বিজর্ষভাঃ। বায়ুভূতান্তরিক্ষস্থাঃ সর্ব্বকামস্য দায়কাঃ ॥ ৪৫ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা হৃষ্টমনসঃ কৃত্বার্ঘ্যং সুরপাবনীম্। অবনিজ্য হরেঃ পাদৌ মূর্দ্ধ্নাপশ্চাপ্যধারয়ন্ ॥ ৪৬ ॥ প্রক্ষাল্য সা হরেঃ পাদৌ প্রবিষ্টা বরুণালয়ম্। তস্মিন্ মহাপাপহরা গোমতী সাগরং গতা ॥ ৪৭ ॥ বরং দত্বা ততো বিষ্ণুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। সনকাদ্যা ব্রহ্মসুতাস্তস্থুস্তত্র সমাহিতাঃ ॥ ৪৮ ॥ এবং সা গোমতী তত্র সঞ্জাতা সাগরঙ্গমা। সর্ব্বপাপহরা প্রোক্তা পূর্ব্বগঙ্গেতি যা শ্রুতা ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গোমত্যুৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। সাধু সাধু মহাভাগ প্রহ্লাদাসুরসত্তম। যেন নঃ কলিমধ্যে তু দর্শিতো ভগবান্ হরিঃ ॥ ১ ॥ ত্বন্মুখক্ষীরসিন্ধুত্থা কথেয়মৃতোপমা। কর্ণাভ্যাং পিবতাং তৃপ্তির্মুনীনাং ন প্রজায়তে। কথয়স্ব মহাবাহো তীর্থযাত্রাং সুবিস্তরাম্ ॥ ২ ॥ অস্মাভিস্তত্র গন্তব্যং বহতে যত্র গোমতী। তিষ্ঠতে যত্র ভগবাংশ্চক্রতীর্থাবলোককঃ ॥ ৩ ॥ ভবাব্ধৌ পতিতাংস্তাত উদ্ধরস্ব ভবার্ণবাৎ। তীর্থযাত্রাবিধানঞ্চ কথয়স্ব মহামতে ॥ ৪ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। গত্বা তু গোমতীতীরে প্রণমেদ্দণ্ডবচ্চ তাম্। প্রক্ষাল্য পাণিপাদৌ চ কৃত্বা চ করয়োঃ কুশান্ ॥ ৫ ॥ গৃহীত্বা তু ফলং শুভ্রমক্ষতৈশ্চ সমন্বিতম্। প্রাঙ্মুখঃ প্রযতো ভূত্বা দদ্যাদর্ঘ্যং বিধানতঃ ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মলোকাৎ সমায়াতে বসিষ্ঠতনয়ে শুভে। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং দদাম্যর্ঘ্যন্তু গোমতি ॥ ৭ ॥ বসিষ্ঠতনয়ে দেবি সুরবন্দ্যে যশস্বিনি। ত্রৈলোক্যবন্দিতে দেবি পাপং মে হর গোমতি ॥ ৮ ॥ ইত্যুচ্চার্য্য দ্বিজশ্রেষ্ঠা

অনুগ্রহার্থ যথায় জল ভেদ করিয়া প্রথমে আমার সুদর্শন চক্র নির্গত হইয়াছে, ঐ স্থান চক্রতীর্থ নামে প্রখ্যাত হইবে। আমি মহার্ণবে নিয়তই বাস করিব। যে সকল মানব প্রসঙ্গক্রমেও এই চক্রতীর্থে স্নান করিবে, বলিব কি, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তাহাদের মুক্তি করায়ত্তই রহিবে। হে দ্বিজর্ষভগণ! তোমরাও এই স্থানে বায়ুভূত, অন্তরিক্ষস্থ ও সর্ব্বকামপ্রদ হইয়া নিত্য অবস্থান কর। প্রহ্লাদ কহিলেন,—সনকাদি মুনিগণ তৎ শ্রবণে হৃষ্টমনে সুরপাবনীর অর্ঘ্য কল্পনা করিয়া তদীয় জলে হরির পাদযুগ্ম প্রক্ষালনপূর্ব্বক সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন। পাপহারিণী গোমতী তখন হরির পাদযুগল প্রক্ষালন করিয়া বরুণালয়ে প্রবেশ করিলেন। এ দিকে বিষ্ণু মুনিগণকে পূর্ব্বোক্তরূপ বর প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। সনকাদি ব্রহ্মনন্দনগণ তখন হইতে সমাহিতভাবে সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই গোমতী তথায় প্রাদুর্ভূত হইয় সাগরগামিনী হইলেন। এই গোমতী সর্ব্বপাপহরা ও 'পূর্ব্বগঙ্গা' বলিয়া প্রসিদ্ধা। ৪২—৪৯।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহাভাগ অসুরসত্তম প্রহ্লাদ! সাধু সাধু; যে হেতু আপনি কলিমধ্যে আমাদিগকে ভগবান্ হরি দর্শন করাইলেন। আপনার বদনক্ষীরসিন্ধুত্থ অমৃতোপমা কথা কর্ণদ্বারা পান করিয়া মুনিগণেরও তৃপ্তিশেষ হয় না। হে মহাবাহো! অতএব আপনি তীর্থযাত্রাবিবরিণী কথা কীর্ত্তন করুন। যেখানে গোমতী প্রবাহিত হইয়াছেন, এবং যথায় চক্রতীর্থাবলোকী ভগবান্ অবস্থান করিতেছেন, আমরা তথায় গমন করিব। হে তাত! ভবাব্ধিপতিত অস্মাদৃশ জনগণকে উদ্ধার কর। আমাদের নিকট তীর্থযাত্রাবিধান বল। প্রহ্লাদ কহিলেন,—গোমতীতীরে গিয়া নদ অগ্রে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। পরে পাণিপাদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক করযুগে কুশ, ফল ও শুভ্রাক্ষত লইয়া প্রাঙ্মুখভাবে প্রযত হইয়া যথাবিধি অর্ঘ্যদান করিবে। অর্ঘ্যদানের মন্ত্র যথা,—হে শুভে! বসিষ্ঠতনয়ে! তুমি ব্রহ্মলোক হইতে আগমন করিয়াছ। গোমতি! তোমায় আমি অর্ঘ্যদান করিতেছি। হে গোমতি! তুমি বসিষ্ঠনন্দিনী, সুরবন্দিনী

মৃদমালভ্য পাণিনা। বিষ্ণুং সংস্মৃত্য মনসা মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ॥ ৯॥ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে। উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেণ শতবাহুনা॥ ১০॥ মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া পূর্ব্বসঞ্চিতম্। ত্বয়া হতেন পাপেন পূতঃ সংবৎসরং ভবেৎ॥ ১১॥ ইত্যেবং মৃদমালিপ্য স্নানং কুর্য্যাদ্‌যথাবিধি। আপো অস্মানিতি স্নাত্বা শৃণুধ্বং যৎফলং লভেৎ॥ ১২॥ কুরুক্ষেত্রে চ যৎপুণ্যং রাহুগ্রস্তে দিবাকরে। স্নানমাত্রেণ তৎপুণ্যং গোমত্যাঃ কৃষ্ণসন্নিধৌ॥ ১৩॥ ভক্ত্যা স্নাত্বা তু তত্রৈবং কুর্য্যাৎ কর্ম্ম যথোদিতম্। দেবান্ পিতৃন্মনুষ্যাংশ্চ তর্পয়েদ্‌ভাবসংযুতঃ॥ ১৪॥ যে চ রৌরবসংস্থা হি যে চ কীটত্বমাগতাঃ। গোমতীনীরদানেন মুক্তিং যান্তি ন সংশয়ঃ॥ ১৫॥ বিনাপ্যক্ষতদর্ভৈর্ব্বা বিনা ভাবনয়া তথা। বারিমাত্রেণ গোমত্যাং গয়াশ্রাদ্ধফলং লভেৎ॥ ১৬॥ ততশ্চ বিপ্রানাহূয় বেদজ্ঞা তীরসংশ্রয়ান্। বিশ্বেদেবাদি সম্পূজ্য পিতৃণাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥ ১৭॥ শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তঃ শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ। দক্ষিণাঞ্চ ততো দদ্যাৎ সুবর্ণং রজতং তথা॥ ১৮॥ সুবর্ণশৃঙ্গসহিতাং রাজতখুরভূষিতাম্। রত্নপুচ্ছাং বস্ত্রযুতাং তাম্রপৃষ্ঠাং সবৎসকাম্॥ ১৯॥ দদ্যাদ্বিপ্রং সমভ্যর্চ্চ্য বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ। সপ্তধান্যযুতাং দদ্যাৎ বিষ্ণুর্মে প্রীয়তামিতি॥ ২০॥ আসীমান্তং বিসৃজ্যৈতান ব্রাহ্মণান্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ। দীনান্ধকৃপণেভ্যশ্চ দানং দদ্যাৎ স্বশক্তিতঃ॥ ২১॥ গোমতী গোময়স্নানং গোদানং গোপিচন্দনম্। দর্শনং গোপিনাথস্য গকারাঃ পঞ্চ দুর্লভাঃ॥ ২২॥ তস্মাচ্চৈব প্রকর্ত্তব্যং গোদানং গোমতীতটে। এবং কৃত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ॥ ২৩ যে গতা নরকং ঘোরং যে চ প্রেতত্বমাগতাঃ। পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকেণ স্থাবরত্বং গতাশ্চ যে॥ ২৪॥ পিতৃপক্ষে চ যে কেচিন্মাতৃপক্ষে কুলোদ্ভবাঃ। সর্ব্বে তে মুক্তিমায়ান্তি গোমত্যা দর্শনাৎ কলৌ॥ ২৫॥ কৃতং শ্রাদ্ধং নরৈর্যৈস্তু গোমত্যাং ভূসুরোত্তমাঃ। হয়মেধস্য যজ্ঞস্য ফলমায়ান্ত্যসংশয়ম্॥ ২৬॥ গঙ্গাস্নানেন যৎ পুণ্যং প্রয়াগে পরিকীর্ত্তিতম্। তৎ পুণ্যং সমবাপ্নোতি গোমত্যাং শ্রাদ্ধকৃন্নরঃ॥ ২৭॥ বিষ্ণুলোকং হি গচ্ছন্তি পিতরস্তৎকুলোদ্ভবাঃ। অনেকজন্মসাহস্রং

ত্রিলোকপূজিতা; হে দেবি! তুমি আমার পাপ হরণ কর। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হস্ত দ্বারা মৃত্তিকা লইয়া মনে মনে বিষ্ণু স্মরণপূর্ব্বক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে; যথা, হে বসুন্ধরে! তুমি অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা ও বিষ্ণুক্রান্তা। শত-বাহু বরাহমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ তোমায় উদ্ধার করিয়াছেন। হে মৃত্তিকে! তুমি আমার পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ হরণ কর। তোমা কর্ত্তৃক পাপ প্রণাশিত হইলে আমি সংবৎসর যাবৎ পূত রহিব। এই বলিয়া মৃত্তিকা লেপনপূর্ব্বক যথাবিধি 'আপোহস্মান্' ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান করিবে। এইরূপ স্নানে যাদৃশ ফল লাভ হইবে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কুরুক্ষেত্রে রাহুগ্রস্তদিবাকরে যে পুণ্য লাভ হয়, কৃষ্ণ সন্নিধিগতা গোমতীতে স্নান মাত্রেই তাদৃশ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। গোমতীতে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিয়া যথাশাস্ত্র কর্ম্ম করিবে এবং ভাবনিষ্ঠ হইয়া দেব-পিতৃ-মনুষ্যদিগকে তর্পণ করিবে। যাহারা রৌরব বা কীটযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, গোমতীর নীর দানে তাহারাও নিশ্চয় মুক্ত হইয়া থাকে। অক্ষত, দর্ভ, বা কোন বাসনা ব্যতিরেকেও গোমতীতে জলমাত্র দানেই গয়াশ্রাদ্ধসম ফললাভ হয়। তর্পণান্তে গোমতীতীরবাসী বেদজ্ঞ বিপ্রগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বিশ্বদেবাদির অর্চ্চনান্তে পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ করিবে। পরম শ্রদ্ধা সহকারে বিধিমত শ্রাদ্ধ করিয়া অনন্তর সুবর্ণ বা রজত দক্ষিণা দিবে ১—১৮ অনন্তর "বিষ্ণুর্মে প্রীয়তাম্" এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক স্বর্ণশৃঙ্গী, রজতখুরা, রত্নপুচ্ছা সবস্ত্রা তাম্রপৃষ্ঠা সবৎসা ধেনু দান করিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণদিগকে সীমান্তে বিদায় দিয়া আসিয়া জিতেন্দ্রিয়ভাবে দীন, অন্ধ ও কৃপণদিগকে যথাশক্তি দান করিবে। গোমতী, গোময় স্নান, গোদান, গোপীচন্দন ও গোপীনাথ দর্শন, এই পঞ্চ গকার সুদুর্লভ। অতএব গোমতীতীরে গোদান করা কর্ত্তব্য। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এইরূপ দানে নর কৃতকৃত্য হয়। পিতৃবংশীয় বা মাতৃবংশীয় যে কেহ নরকে গিয়া প্রেত হইয়াছে; কিম্বা পূর্ব্ব কর্ম্মবিপাকে স্থাবরত্ব লাভ করিয়াছে, কলিকালে গোমতীদর্শনে তাহারা সকলেই মুক্তি পাইয়া থাকে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! মনুষ্যগণ গোমতীতে শ্রাদ্ধ করিলে নিশ্চয়ই হয়মেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। গঙ্গাস্নানে কিম্বা প্রয়াগযাত্রায় যাদৃশ পুণ্য উল্লিখিত হইয়াছে, গোমতীতীরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা নর সেই পুণ্য লাভ করে। তাহার

পাপং যাতি ন সংশয়ঃ॥ ২৮॥ বাচা চ যৎকৃতং পাপং কর্ম্মণা মনসা তথা। তৎ সর্ব্বং বিলয়ং যাতি গোমতীদর্শনেন হি॥ ২৯॥ যো নরঃ কার্ত্তিকে স্নানং গোমত্যাং কুরুতে দ্বিজাঃ। প্রসন্নো ভগবাংস্তস্য লক্ষ্ম্যা সহ ন সংশয়ঃ॥ ৩০॥ প্রত্যহং হুতভোক্তারং তর্পয়েৎ সুসমাহিতঃ। প্রত্যহং ষড়্রসং দেয়ং ভোজনং চ দ্বিজাতয়ে॥ ৩১॥ পূজয়েৎ কৃষ্ণদেবং চ প্রত্যহং ভক্তিতৎপরঃ। যেন কেনাপি বিপ্রেন্দ্রাঃ স্থাতব্যং নিয়মেন তু॥ ৩২॥ ব্রাহ্মণানুজ্ঞয়া তত্র গৃহ্ণীয়ান্নিয়মান্নরঃ। সম্পূর্ণে কার্ত্তিকে মাসি সম্প্রাপ্তে বোধবাসরে॥ ৩৩॥ পঞ্চামৃতেন দেবেশং স্নাপয়েত্তীর্থবারিণা। শ্রীখণ্ডং কুঙ্কুমোন্মিশ্রং মৃগনাভিসমন্বিতম্। বিলেপয়েচ্চ দেবেশং ভক্ত্যা দামোদরং হরিম্॥ ৩৪॥ কুসুমৈর্বারিসম্ভূতৈস্তুলস্যা করবীরকৈঃ। তদ্দেশসম্ভবৈঃ পুষ্পৈঃ পূজয়েদ্গরুড়ধ্বজম্॥ ৩৫॥ নৈবেদ্যং রুচিরং দদ্যাদ্বিষ্ণুর্মে প্রীয়তামিতি। গীতবাদ্যাদিনৃত্যৈন তথা পুস্তকবাচনৈঃ॥৩৬॥ রাত্রৌ জাগরণং কার্য্যং স্তোত্রৈর্নানাবিধৈরপি। আহূয় ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা ভোজয়েচ্চ স্বশক্তিতঃ॥ ৩৭॥ ততো রথস্থিতং দেবং পূজয়েদ্গরুড়ধ্বজম্। কার্ত্তিকান্তে চ বিপ্রেন্দ্রা গোমত্যুদধিসঙ্গমে॥ ৩৮॥ স্নাত্বা পিতৄংশ্চ সন্তর্প্য পূজয়েচ্চ জনার্দ্দনম্। সুবস্ত্রৈর্ভূষণৈশ্চাপি সমভ্যর্চ্চ্য রমাপতিম্। অনুজ্ঞয়া তু বিপ্রাণাং ব্রতং সম্পূর্ণতাং নয়েৎ॥ ৩৯॥ এবং যঃ স্নাতি বিপ্রেন্দ্রাঃ কার্ত্তিকে কৃষ্ণসন্নিধৌ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৪০॥ মাঘস্নানং নরো ভক্ত্যা গোমত্যাং কুরুতে তু যঃ। বৈনতেয়োদয়ে নিত্যং সন্তুষ্টঃ সহভার্য্যয়া॥৪১॥ তিলা হিরণ্যসহিতা দেয়া ব্রাহ্মণসত্তমে। মোদকা গুড়সংমিশ্রাঃ প্রত্যহং দক্ষিণান্বিতা॥ ৪২॥ তিলৈরাজ্যাপ্লুতৈর্হোমঃ কর্ত্তব্যঃ প্রত্যহং নরৈঃ। হোমার্থং সেবয়েদ্বহ্নিং ন শীতার্থং কদাচন॥ ৪৩॥ গোমত্যাং স্নাতি যো ভক্ত্যা মাঘং মাধববল্লভম্। সমাপ্তৌ রক্তবস্ত্রাণি কঞ্চুকোষ্ণীষমেব চ॥ ৪৪॥ দদ্যাদুপানহৌ ভক্ত্যা কুঙ্কুমঞ্চ বিশেষতঃ। কম্বলস্তৈলপকঞ্চ বিষ্ণুর্মে প্রীয়তামিতি॥ ৪৫॥ স্বামিকার্য্যমৃতানাঞ্চ সংগ্রামে শস্ত্রসঙ্কুলে। গবার্থে

পিতৃপুরুষগণ বিষ্ণুলোকে উপনীত হইয়া থাকে। গোমতীদর্শনে বহুসহস্র জন্মার্জ্জিত কায়িক, বাচিক ও মানসিক পাপ বিলয় প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। হে দ্বিজগণ! যে নর কার্ত্তিকমাসে গোমতীতে স্নান করে, লক্ষ্মী সহ ভগবান্ তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। কার্ত্তিকে প্রত্যহ নর সুসমাহিত হইয়া অগ্নিহোত্র বৈশ্বদেবাদি হোমানুষ্ঠানে অগ্নিকে তৃপ্ত করিবে; প্রত্যহ ব্রাহ্মণকে ষড়্রসান্বিত ভোজন দান করিবে; প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণদেবের অর্চ্চনা করিবে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! সম্পূর্ণ কার্ত্তিক মাস যে কোন নিয়ম অবলম্বন করিয়া ঐ স্থানে অবস্থান করিবে। ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা লইয়াই নর নিয়ম গ্রহণ করিবে। কার্ত্তিক মাস পূর্ণ হইলে হরির উত্থানদিবসে পঞ্চামৃত ও তীর্থবারি দ্বারা দেবেশকে স্নান করাইবে। ভক্তিপূর্ব্বক দামোদর হরির গাত্রে শ্রীখণ্ড কুঙ্কুম ও মৃগনাভি লেপন করিবে। অনন্তর জলজ কুসুম, তুলসী, করবীর ও তদ্দেশজাত অন্যান্য পুষ্প দ্বারা গরুড়ধ্বজের পূজা করিবে। 'বিষ্ণু আমার প্রতি প্রীত হউন!' এই বলিয়া মনোহর নৈবেদ্য প্রদান করিবে। পরে গীত, বাদ্য, নৃত্য পুস্তকবাচন ও নানাবিধ স্তোত্র দ্বারা রাত্রি জাগরণ করিবে। পরদিন ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তির সহিত যথাশক্তি ভোজন করাইয়া তদনন্তর রথস্থ গরুড়ধ্বজের অর্চ্চনা করিবে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! কার্ত্তিক মাসের শেষেই গোমতীসাগরসঙ্গমে পিতৃগণকে তর্পণ করিয়া সুন্দর বস্ত্র ও ভূষণ দ্বারা রমাপতি জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর বিপ্রগণের অনুজ্ঞা লইয়া গৃহীত কার্ত্তিকব্রত সম্পূর্ণ করিবে।১৯—৩৯। হে দ্বিজবরগণ! এইরূপে কার্ত্তিকে নিয়মনিষ্ঠ হইয়া যে নর কৃষ্ণসন্নিধানে স্নান করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। নিত্য অরুণোদয়ে যে নর ভক্তি করিয়া গোমতীজলে মাঘস্নান করে, তাহার প্রতি লক্ষ্মীনারায়ণ তুষ্ট হইয়া থাকেন। এইরূপ স্নানে প্রত্যহ সহিরণ্য তিল ও গুড়মিশ্র মোদক দক্ষিণার সহিত প্রত্যহ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে দান করিতে হয়। মাঘমাসের প্রত্যেক দিনই ঘৃতাপ্লুত তিল দ্বারা হোম করিতে হয়। নর এই মাসে হোমনিমিত্তই বহ্নি সেবন করিবে; শীত নিমিত্ত নহে। মাধববল্লভ মাঘ মাসে প্রত্যহ যে নর ভক্তিপূর্ব্বক গোমতী স্নান করে, এবং মাসান্তে 'বিষ্ণু মৎপ্রতি প্রীত হউন' এই বলিয়া রক্তবস্ত্র, কঞ্চুক, উষ্ণীষ, উপানহযুগল, কুঙ্কুম, কম্বল ও তৈলপক্ব বস্তু সভক্তিক

ব্রাহ্মণার্থে চ মৃতানাং যা গতিঃ স্মৃতা ॥ ৪৬॥ মাঘস্নানে চ সা প্রোক্তা গোমত্যাং নাত্র সংশয়ঃ। সর্ব্বদানফলং তস্য সর্ব্বতীর্থফলং তথা ॥ ৪৭॥ মাঘস্নানান্নরো যাতি বিষ্ণুলোকং সনাতনম্। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্ ॥ ৪৮॥ মাঘং যঃ ক্ষপতে সর্ব্বং গোমত্যুদধিসঙ্গমে। ব্রাহ্মণানুজ্ঞয়া বিপ্রাঃ সর্ব্বং সম্পূর্ণতাং ব্রজেৎ ॥ ৪৯॥ পাপিনোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠা যে স্নাতা গোমতীজলে। যজ্বিনাঞ্চ গতিং যান্তি প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ ॥ ৫০ ॥ ব্রহ্মরুদ্রপদাদূর্দ্ধ্বং যৎপদং চক্রপাণিনঃ। স্নানমাত্রেণ গোমত্যাং তৎপ্রোক্তং কৃষ্ণসন্নিধৌ ॥ ৫১ ॥ মিত্রদ্রোহে চ যৎপাপং যৎপাপং গুরুঘাতিনি। তৎপাপং সমবাপ্নোতি যাত্রাভঙ্গং করোতি যঃ ॥ ৫২ ॥ ব্রহ্মস্বহারিণঃ পাপাস্তথা দেবস্বহারিণঃ। স্নানমাত্রেণ শুধ্যন্তি গোমত্যাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥ ভীতাভয়প্রদানেন যৎপুণ্যং লভতে নরঃ। তৎপুণ্যং সমবাপ্নোতি গোমত্যাং স্নানমাত্রতঃ ॥ ৫৪ ॥ ভীতাভয়প্রদানেন পুত্রানিষ্টান্ সংশয়ঃ। ধনকামস্তু বিপুলং লভতে ধনমূর্জ্জিতম্ ॥ ৫৫ ॥ প্রাপ্নুয়াদীপ্সিতান্ কামান্ গোমতীনীরসঙ্গমে। কৃতকৃত্যো ভবেদ্বিপ্রা ঋণান্মুচ্যেত পৈতৃকাৎ ॥ ৫৬ ॥ মনসা বচসা চৈব কর্ম্মণা যদুপার্জ্জিতম্। তৎসর্ব্বং নশ্যতে পাপং গোমতীনীরসঙ্গমাৎ ॥ ৫৭ ॥ পীতাম্বরধরো ভূত্বা তথা গরুড়বাহনঃ। বনমালী চতুর্ব্বাহুর্দিব্যগন্ধানুলেপনঃ। যাতি বিষ্ণালয়ং বিপ্রা অপুনর্ভবলক্ষণম্ ॥ ৫৮ ॥ গোমতীস্নানমাত্রেণ মানবো নাত্র সংশয়ঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি বিষ্ণুং সনাতনম্ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গোমত্যুদধিসঙ্গমেস্নানদানাদিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

প্রহ্লাদ উবাচ। ততো গচ্ছেদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠা রথাঙ্গাখ্যং মহোদধিম্। চক্রাঙ্কা যত্র পাষাণা দৃশ্যন্তে মুক্তিদায়কাঃ ॥ ১ ॥ যৈঃ পূজ্যতে জগন্নাথঃ প্রত্যহং ভাবসংযুতৈঃ। সদা নেত্রৈরনিমিষৈর্বীক্ষ্যতে চ জনার্দ্দনঃ ॥ ২ ॥ যচ্চ সাক্ষাদ্ভগবতা দৃষ্টং কৃষ্ণেন

প্রদান করে, তাহার সর্ব্বদানফল ও সর্ব্ব তীর্থফল হয়। প্রভুর কর্ম্মে শস্ত্রসঙ্কুল সমরে ত্যক্তপ্রাণ ব্যক্তিদিগের কিম্বা গবার্থে বা ব্রাহ্মণার্থে মৃত ব্যক্তিদিগের যে গতি হয়, গোমতীতে মাঘস্নানেও সেই গতি লব্ধ হইয়া থাকে, নিশ্চয়ই। গোমতীতে মাঘস্নানে নর সনাতন বিষ্ণুলোকে গমন করে। জনার্দ্দনকে অর্চ্চনা করিয়া সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হয়। গোমতী-সাগর-সঙ্গমে যে নর ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞাক্রমে মাঘমাস যাপন করে, তাহার সর্ব্বকার্য্যই সম্পূর্ণ হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! গোমতীজলে স্নান করিয়া পাপিষ্ঠগণও চক্রপাণির প্রসাদে যজ্ঞযাজীদিগের গতি লাভ করে। ব্রহ্মপদ ও রুদ্রপদের ঊর্দ্ধে যে চক্রপাণির পদ প্রতিষ্ঠিত, কৃষ্ণসন্নিহিত গোমতীজলে স্নানমাত্রেই নর সেই পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মিত্রদ্রোহে এবং গুরুহত্যায় যে পাপ হয়, গোমতী-স্নানের যাত্রাবিঘ্ন ঘটাইলে নর সেই পাপের ভাগী হইয়া থাকে। ব্রহ্মস্ব ও দেবস্বহরণে যাহারা পাপী হইয়াছে, তাহারা গোমতীস্নানে নিশ্চয়ই শুদ্ধ হইয়া থাকে। ভীত ব্যক্তিকে অভয় প্রদান করিলে যে পুণ্যলাভ হয়, গোমতীস্নানে সেই পুণ্য লব্ধ হইয়া থাকে। অপিচ ঐ ভীতাভয়প্রদাতা ব্যক্তি ইষ্ট পুত্র লাভ করে; এবং সে যদি ধনকামী হয়, তবে প্রচুর ধন লাভ করিয়া থাকে। গোমতীনীরসঙ্গমে নর ঈপ্সিত কামলাভ করে; কৃতকৃত্য হয় ও পৈতৃক ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করে, এবং কায়মনোবাক্যে যে পাপ অর্জ্জন করে, সেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে। গোমতীস্নানমাত্রে মানব পীতাম্বরধর, গরুড়বাহন, বনমালী, চতুর্ব্বাহু, ও দিব্যগন্ধানুলিপ্ত হইয়া অপুনর্ভবলক্ষণ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে, সংশয় নাই। গোমতীস্নানমাত্রে নর সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া সনাতন বিষ্ণুলোকে গমন করে। ৪০—৫৯

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

প্রহ্লাদ কহিলেন,—দ্বিজবরগণ! অনন্তর মহোদধির সন্নিহিত চক্রতীর্থে যাইবে। এইস্থানে চক্রাঙ্কিত মুক্তিপ্রদ পাষাণ সকল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল পাষাণে প্রত্যহ ভাবভরে জগন্নাথের পূজা করা হয় এবং অনিমিষনেত্র নরগণ ঐ সকলেই জনার্দ্দনকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টিপাতে যাহা সর্ব্বদা

দৃষ্টিতঃ। তত্তীর্থং সর্ব্বপাপঘ্নং চক্রাখ্যং পরমং হরেঃ। যস্য প্রসিদ্ধিঃ পরমা ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। প্রয়াগাদধিকং যচ্চ মুক্তিদং হ্যস্তি পাবনম্। ৪। সুরৈরপি প্রপূজ্যন্তে যত্রাঙ্গানি শরীরিণাম্। অঙ্কিতানি চ চক্রেণ ষণ্মাসমাত্র সংশয়ঃ। ৫। যদ্দৃষ্ট্বা মুচ্যতে পাপাৎ প্রসঙ্গেনাপি মানবঃ। তত্তীর্থং সর্ব্বতীর্থানাং পাবনং প্রবরং স্মৃতম্। ৬। তত্র গত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রক্ষাল্য চরণৌ মুদা। করৌ চাস্যঞ্চৈব পুনঃ প্রণমেদ্দণ্ডবৎপুনঃ॥ ৭। প্রণিপত্য গৃহীত্বার্ঘ্যং পঞ্চরত্নসমন্বিতম্। সুপুষ্পাক্ষত-গন্ধৈশ্চ ফলহেমসুচন্দনৈঃ। ৮। সম্পন্নমর্ঘ্যমাদায় মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ। প্রত্যঙ্মুখঃ সুনিয়তঃ সম্মুখো বা মহোদধেঃ। ৯॥ ওঁ নমো বিষ্ণুরূপায় বিষ্ণুচক্রায় তে নমঃ। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং সর্ব্বকামপ্রদো ভব। ১০॥ অগ্নিশ্চ তেজো মৃড়য়া চ রুদ্রো রেতোধা বিষ্ণুরমৃতস্য নাভিঃ। এতদ্ব্রুবন্ বাড়বাঃ সত্যবাক্যং ততোঽবগাহেত পতিং নদীনাম্॥ ১১॥ মৃদমালভ্য সজলাং বিপ্রা দেবকরচ্যুতাম্। ধারয়িত্বা তু শিরসা স্নানং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি। ১২॥ তর্পয়েচ্চ পিতৄন্ দেবান্মনুষ্যাংশ্চ যথাক্রমম্। তর্পয়িত্বা বহির্দ্রব্যাঃ প্রোক্ষয়িত্বা চ ভক্তিতঃ॥ ১৩॥ অশ্বমেধসহস্রেণ সম্যগ্যষ্টেন যৎফলম্। স্নানমাত্রেণ তৎ প্রোক্তং চক্রতীর্থে দ্বিজোত্তমাঃ। ১৪॥ প্রয়াগে যৎফলং প্রোক্তং মাঘ্যাং মাধবপূজনে। স্নানমাত্রেণ তৎ প্রোক্তং চক্রতীর্থে দ্বিজোত্তমাঃ। ১৫। কারয়েচ্চ ততঃ শ্রাদ্ধং পিতৄণাং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। বিশ্বেদেবান্ সুবর্ণেন রাজতেন তথা পিতৄন্। ১৬। সন্তর্প্য ভোজনেনৈব বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ। দীনান্ধকৃপণেভ্যশ্চ দানং দেয়ং স্বশক্তিতঃ। ১৭। চক্রতীর্থে তীর্থবরে বিশেষাদ্দ্বিজসত্তমাঃ। রত্নদানং প্রকুর্ব্বীত প্রীণনার্থং জগৎপতেঃ। ১৮। গন্ত্রীমনডুহাযুক্তাং সর্ব্বাস্তরণসংযুতাম্। সোপস্করাঞ্চ দদ্যাদ্বৈ বিষ্ণুর্মে প্রীয়তামিতি। ১৯। সুবিনীতং শীলযুতং তথা সোপস্করং হয়ম্। ভূষয়িত্বা চ বিপ্রায় দদ্যাদ্দক্ষিণয়া সহ। ২০। এবং কৃতে দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ। মুক্তিং প্রয়ান্তি তস্যৈব পিতরস্ত্রিকুলোদ্ভবাঃ। ২১। প্রেতযোনিং গতা যে চ যে চ কীটত্বমাগতাঃ। পচ্যন্তে নরকে যে চ মহারৌরবসংজ্ঞকে। ২২। তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তি চক্রতীর্থপ্রভাবতঃ। শ্রাদ্ধে কৃতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ গয়াশ্রাদ্ধফলং লভেৎ। ২৩। যা গতির্মাতৃভক্তানাং যজ্বনাং যা

দর্শন করেন, তাহাই হরির চক্রনামক সর্ব্বপাপহর পরমতীর্থ। চরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্যেই উক্ত তীর্থের পরম প্রসিদ্ধি! উহা প্রয়াগ অপেক্ষাও অধিক পবিত্র ও মুক্তিপ্রদ। ঐ তীর্থগত নরগণের দেহ সুরগণও পূজা করিয়া থাকেন। ষণ্মাস মধ্যেই ঐ সমস্ত দেহ চক্রচিহ্নাঙ্কিত হয়। মানব প্রসঙ্গক্রমেও যে তীর্থদর্শনে মুক্ত হয়, সেই তীর্থই তীর্থসমূহমধ্যে পরম পাবন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই তীর্থে গিয়া প্রফুল্লভাবে চরণদ্বয়, করদ্বয় ও মুখপ্রক্ষালনপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। অনন্তর পঞ্চরত্নান্বিত পুষ্প, অক্ষত, গন্ধ, ফল, স্বর্ণ, ও সুচন্দন দ্বারা সুসম্পন্ন অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া প্রাঙ্মুখ, সুনিয়ত, ও সুপ্রসন্নমুখে মহোদধিকে "ওঁ নমো বিষ্ণুরূপায়" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণ "অগ্নিশ্চ তেজঃ" ইত্যাদি সত্যবাক্যময় মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক নীরনিধিতে অবগাহন করিবে। পরে সজল মৃত্তিকা মস্তকে ধারণপূর্ব্বক যথাবিধি স্নান, যথাক্রমে দেব, পিতৃ ও মনুষ্যদিগকে তর্পণ, তর্পণান্তে ভক্তির সহিত হবির্দ্রব্য প্রোক্ষণ করিবে। সম্যক্ অনুষ্ঠিত অশ্বমেধসহস্রে যে ফল হয়, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! চক্রতীর্থে স্নানমাত্রেই সেই ফল হইয়া থাকে। মাঘে প্রয়াগে মাধবার্চনায় যে ফল, চক্রতীর্থে স্নানমাত্রেই সেই ফল হয়। স্নানান্তে শ্রদ্ধান্বিত নর পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে। এই শ্রাদ্ধে বিশ্বেদেবগণকে সুবর্ণ এবং পিতৃগণকে রজত, ভোজ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার ও ভূষণ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবে। পরে যথাশক্তি দীন, অন্ধ ও কৃপণদিগকে অর্থ বিলাইবে। ১—১৭। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! জগৎপতির প্রীণনার্থ তীর্থশ্রেষ্ঠ চক্রতীর্থে রত্নদান করা বিশেষভাবেই কর্ত্তব্য। অনন্তর 'বিষ্ণু আমার প্রতি প্রীত হউন।' এই বলিয়া সর্ব্বাস্তরণযুতা সোপস্কারা সবলীবর্দ্দা শকটিকা এবং সুবিনীত শীলযুক্ত সোপস্কর অশ্ব বিভূষিত করিয়া দক্ষিণা সহ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এইরূপ করিলে নর কৃতকৃত্য হয়। তাহার ত্রিকুলোদ্ভব পিতৃগণ মুক্তি পাইয়া থাকেন। যে সকল নর প্রেত হইয়াছে, কীটযোনি লাভ করিয়াছে, এবং যাহারা মহারৌরবাখ্য নরকে নিপতিত হইয়াছে, চক্রতীর্থের প্রভাবে তাহারা সকলেই তৃপ্ত হইয়া থাকে। এখানে শ্রাদ্ধ করিলে গয়াশ্রাদ্ধের সমান ফল লাভ হয়। মাতৃভক্তগণের এবং যজ্ঞযাজী

গতিঃ স্মৃতা। চক্রতীর্থে দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ স্নাত্বা তাং লভতে নরঃ॥ ২৪॥ শ্রাদ্ধং প্রশস্তং বিপ্রেন্দ্রাঃ সম্প্রাপ্তে চন্দ্রসংক্ষয়ে। সূর্য্যগ্রহে বিশেষেণ কুরুক্ষেত্রকসং স্মৃতম্। শ্রাদ্ধে স্নানে তথা দানে পিতৃণাং তর্পণে তথা॥ ২৫॥ প্রশস্তং চক্রতীর্থঞ্চ নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ২৬। সর্ব্বদা পাবনং বিপ্রাশ্চক্রতীর্থং ন সংশয়ঃ। যস্তু শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত যাত্রায়ামাগতো নরঃ॥ ২৭॥ চক্রতীর্থে দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সম্পূজ্য মধুসূদনম্। পূজিতেষু দ্বিজেন্দ্রেষু বিষ্ণুসান্নিধ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ২৮॥ বাচা কৃতং কর্ম্মকৃতং মনসা সমুপার্জ্জিতম্। স্নানমাত্রেণ তৎপাপং নশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গোমত্যুদধিসঙ্গমতীরস্থচক্রতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

প্রহ্লাদ উবাচ। মা গচ্ছধ্বং সুরনদীং কালিন্দীং মা সরস্বতীম্। গচ্ছধ্বং চ দ্বিজশ্রেষ্ঠা গোমত্যুদধিসঙ্গমে॥ ১॥ প্রাপ্যন্তে হেলয়া যত্র সর্ব্বে কামা ন সংশয়ঃ। গোমতীজলকল্লোলৈঃ ক্রীড়তে যত্র সাগরঃ॥ ২॥ পাপঘ্নং গোমতীতীরং প্রাপ্যতে পুণ্যবত্তরৈঃ। সাগরেণ চ সম্মিশ্রং মহাপাতকনাশনম্॥ ৩॥ গোমতী সঙ্গতা যত্র সাগরেণ দ্বিজোত্তমাঃ। মুক্তিদ্বারং তু তৎ প্রোক্তং কলিকালে ন সংশয়ঃ॥ ৪॥ যৎপুণ্যং লভতে তূর্ণং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে। তৎপুণ্যং সমবাপ্নোতি গোমত্যুদধিসঙ্গমে॥ ৫॥ নমস্কৃত্য চ তোয়েশং গোমতীং চ সরিদ্বরাম্। অর্ঘ্যং দদ্যাদ্বিধানেন কৃত্বা চ করয়োঃ কুশান্॥ ৬॥ মন্ত্রেণানেন বিপ্রেন্দ্রা দদ্যাদর্ঘ্যং বিধানতঃ। ব্রাহ্মণৈঃ সহ সঙ্গত্য সদা তত্তীর্থবাসিভিঃ॥ ৭॥ ভক্ত্যা চার্ঘ্যং প্রদাস্যামি দেবায় পরমাত্মনে। ত্রাহি মাং পাপিনং ঘোরং নমস্তে সুররূপিণে॥ ৮॥ তীর্থরাজ নমস্তুভ্যং রত্নাকর মহার্ণব। গোমত্যা সহ গোবিন্দ গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তু তে॥ ৯॥ দত্ত্বা চার্ঘ্যং শিখাং বদ্ধা সংস্মৃত্য জলশায়িনম্। কুর্য্যাচ্চ প্রাঙ্মুখঃ স্নানং ততঃ প্রত্যঙ্মুখস্তথা॥ ১০॥ স্নাত্বা চ পরয়া ভক্ত্যা পিতৄন্ সন্তর্পয়েত্ততঃ। বিশ্বেদেবাদি সম্পূজ্য পিতৄণাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥ ১১॥ যথোক্তাং দক্ষিণাং দদ্যাদ্বিষ্ণুর্মে প্রীয়তামিতি। বিশেষতঃ প্রদাতব্যং

দিগের যে গতি বিহিত হইয়াছে, এই চক্রতীর্থে স্নান করিলে মানব সেই গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বিপেন্দ্রগণ! অমাবস্যাদিনে এই স্থানে শ্রাদ্ধ করা প্রশস্ত। বিশেষতঃ সূর্য্যগ্রহণে শ্রাদ্ধ করিলে কুরুক্ষেত্রের সমান ফল লাভ হয়। শ্রাদ্ধ, দান, স্নান ও পিতৃতর্পণ এই সকল কর্ম্মে চক্রতীর্থ প্রশস্ত; এককথা নিশ্চিত। হে বিপ্রগণ! এই চক্রতীর্থ সার্ব্বকালিক পবিত্র। এই তীর্থযাত্রী যে নর এখানে শ্রাদ্ধ করে এবং মধুসূদনের পূজা করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের অর্চ্চনা করে, সে বিষ্ণু-সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাক্য, মন ও কর্ম্মার্জ্জিত নিখিল পাপই চক্রতীর্থে স্নানমাত্রে বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই।১৮--২৯।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা গঙ্গা, যমুনা বা সরস্বতীতে যাইবেন না; যথায় গোমতী সাগরসঙ্গম, সেই স্থানেই গমন করুন। যেখানে গোমতীজলকল্লোল সহ সাগরবারি ক্রীড়া করে, সেখানে অবলীলাক্রমে সমস্ত কামই সিদ্ধ হয়। পুণ্যকারী নরগণই পাপহর গোমতীতীর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐ গোমতী যথায় সাগর সহ সম্মিলিত হইয়াছেন, সে স্থান মহাপাতকনাশন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সাগরসহ গোমতীর সঙ্গমস্থানই কলিকালে মুক্তিদ্বার বলিয়া উল্লিখিত। গঙ্গাসাগরসঙ্গমে যে পুণ্য লব্ধ হয়, গোমতী-সাগরসঙ্গমেও সেই পুণ্য-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অম্বুনিধি ও সরিদ্বরা গোমতীকে নমস্কার করিয়া করদ্বয়ে দর্ভ লইয়া যথাবিধানে সেই তীর্থবাসী ব্রাহ্মণগণ সহ বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে অর্ঘ্য দান করিবে; মন্ত্র যথা—আমি পরমাত্ম দেবকে ভক্তিভরে অর্ঘ্য দান করিতেছি; আমি ঘোর পাপী; আমাকে তুমি পরিত্রাণ কর। হে তীর্থরাজ! হে গোমতীসহিত মহার্ণব রত্নাকর! হে গোবিন্দ! তুমি অর্ঘ্য গ্রহণ কর; তোমাকে নমস্কার করি। এইরূপে অর্ঘ্যদান, শিখাবন্ধন, এবং পরে জলশায়ী দেবকে স্মরণ করিয়া প্রথমে প্রাঙ্মুখে পরে প্রত্যঙ্মুখে স্নান করিবে। ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিয়া পরে পিতৃতর্পণ করিবে এবং বিশ্বেদেবাদির পূজা করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে। "শ্রাদ্ধে বিষ্ণু

স্বর্ণং বিপ্রসত্তমাঃ ॥ ১২ ॥ দম্পত্যোর্বাসসী চৈব কঞ্চুকোষ্ণীষমেব চ । লক্ষ্ম্যা সহ জগন্নাথো বিষ্ণুর্মে প্রীয়তামিতি ॥ ১৩ ॥ মহাদানানি সর্ব্বাণি গোমত্যুদধিসঙ্গমে । সপ্তদ্বীপপতির্ভূত্বা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১৪ ॥ যস্তুলাপুরুষং দদ্যাদ্গোমত্যুদধি সঙ্গমে । সপ্তদ্বীপপতির্ভূত্বা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১৫ ॥ আত্মানং তোলয়েদ্যস্তু স্বর্ণেন রজতেন বা । বস্ত্রৈর্বা কুঙ্কুমৈর্বাপি ফলৈর্বাপি তথা রসৈঃ ॥ ১৬ ॥ ভুক্ত্বা ভোগান্ সুবিপুলাংস্তথা কামান্ মনোহরান্ । সম্পূজ্যমানস্ত্রিদশৈর্যাতি বিষ্ণ্বালয়ং নরঃ ॥ ১৭ ॥ হিরণ্যরূপ্যদানঞ্চ হয়ং ধেনুং তথৈব চ । গোমতীসঙ্গমে দত্ত্বা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮ ॥ ভূমিদানঞ্চ যো· দদ্যাদ্গোমত্যুদধিসঙ্গমে । স্নাত্বা শুচির্হরিং স্মৃত্বা তস্মাদ্ধন্যতরো ন হি ॥ ১৯ ॥ কন্যাদানঞ্চ যঃ কুর্য্যাদ্বিদ্যাদানমথাপি বা । গোমত্যাঃ সঙ্গমে স্নাত্বা যাতি ব্রহ্মপদং নরঃ ॥ ২০ ॥ যো দদ্যাৎ স্বর্ণধেনুঞ্চ ঘৃতধেনুং সমাহিতঃ । ব্রহ্মাণ্ডদানমপি বা তস্য পুণ্যমনন্তকম্ ॥ ২১ ॥ তথা লবণধেনুঞ্চ জলধেনুমথাপি বা । দত্ত্বা যাতি পরং স্থানং গোমত্যুদধিসঙ্গমে ॥ ২২ ॥ যুগাদিষু চ সর্ব্বেষু গোমত্যুদধিসঙ্গমে । স্নাত্বা সন্তর্প্য চ পিতৄনক্ষয়ং লোকমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩ ॥ আষাঢ্যাঞ্চ তথা মাঘ্যাং কার্ত্তিক্যাং সঙ্গমে নরঃ । পিতৄণাং তর্পণং স্নানং শ্রাদ্ধং পাবকপূজনম্ । কুর্য্যাচ্চৈব তথা দানং যদীচ্ছেদক্ষয়ং পদম্ ॥ ২৪ ॥ পিতৄণাং চাক্ষয়া তৃপ্তির্গয়াশ্রাদ্ধেন বৈ যথা । তদ্বচ্ছ্রাদ্ধান্মহাভাগ গোমত্যুদধিসঙ্গমে ॥ ২৬ ॥ কুর্য্যাৎ স্নানং তথা দানং পিতৄণাং তর্পণং তথা । পঞ্চকাসু দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তথা চৈবাষ্টকাসু চ ॥ ২৫ ॥ বৈধৃতৌ চ ব্যতীপাতে ছায়ায়াং কুঞ্জরস্য চ । ষষ্ঠ্যাঞ্চ কপিলাখ্যায়াং তথা হি দ্বাদশীষু চ ॥ ২৭ ॥ গোমত্যাং সঙ্গমে স্নাত্বা দদ্যাদ্দানং বিশেষতঃ । নির্ম্মলং স্থানমাপ্নোতি যত্র গত্বা ন শোচতি ॥ ২৮ ॥ শ্রাদ্ধপক্ষে ত্বমাবাস্যাং গোমত্যুদধিসঙ্গমে । হেলয়া প্রাপ্যতে পুণ্যং দত্ত্বা পিণ্ডং গয়াসমম্ ॥ ২৯ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ত্বমাবাস্যাং দ্বিজোত্তমাঃ । শ্রাদ্ধং হি পিতৃপক্ষান্তে কার্য্যং গোমতিসঙ্গমে ॥ ৩০ ॥ যদ্যপ্যশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং যদ্যপ্যুপহতং ভবেৎ । পক্ষশ্রাদ্ধকৃতং পুণ্যং দিনেনৈকেন লভ্যতে ॥৩১॥ শ্রদ্ধাহীনং মন্ত্রহীনংপাত্রহীনমথাপি বা । দ্রব্যহীনংকালহীনং মনসঃ স্বাস্থ্যবর্জ্জি-

আমার প্রতি প্রীত হউন” এই বলিয়া যথাযোগ্য দক্ষিণা বিশেষতঃ সুবর্ণ দান করিবে । হে বিপ্রবরগণ ! “লক্ষ্মীসহ নারায়ণ মৎপ্রতি প্রীত হউন” এই বলিয়া গোমতীসাগরসঙ্গমে দম্পতিদিগকে বস্ত্রযুগ্ম, কঞ্চুক ও উষ্ণীষ এবং বিহিত মহাদান সকল প্রদান করিবে । এইরূপ দানের ফলে মর্ত্ত্যে সপ্তদ্বীপাধিপতি হইয়া অন্তে বিষ্ণুলোকে বিহার করিয়া থাকে । যে পুরুষ গোমতী-সাগরসঙ্গমে ‘তুলাপুরুষ’ দান করে, তাহারও উক্ত প্রকার ফল লাভ হয় । যে নর স্বর্ণ, রজত, কুঙ্কুম, ফল বা রস দ্বারা আত্মাকে তুলিত করিয়া সেই সেই বস্তু দান করে, সে বিপুল ভোগ ও মনোরম কামসমূহ ভোগ করিয়া অন্তে ত্রিদশগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বিষ্ণুভবনে উপনীত হয় । গোমতীসঙ্গমে হিরণ্য, রৌপ্য, অশ্ব ও ধেনু দান করিলে সর্ব্বাভীষ্টই প্রাপ্ত হওয়া যায় । উক্ত সঙ্গমে স্নানান্তে শুচি হইয়া হরি স্মরণপূর্ব্বক যে নর ভূমি দান করে, তাহাপেক্ষা ধন্যতর ব্যক্তি আর নাই । গোমতীসঙ্গমে স্নান করিয়া কন্যাদান বা বিদ্যাদান করিলে নর ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় । এখানে যে নর সমাহিতভাবে স্বর্ণধেনু, ঘৃতধেনু বা ব্রহ্মাণ্ড দান করে, তাহার পুণ্যের ইয়ত্তা হয় না । অপিচ এই সঙ্গমস্থলে লবণধেনু বা জলধেনু দান করিলেও পরম ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায় । সমস্ত যুগাদিতে গোমতীসাগরসঙ্গমে স্নান ও পিতৃতর্পণ করিয়া নর অক্ষয় লোক লাভ করে । আষাঢ়ী, মাঘী, বা কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়, আত্মমুক্তিপ্রয়াসী নর এখানে স্নান, পিতৃতর্পণ, পিতৃশ্রাদ্ধ ও অগ্নিপূজা করিয়া যথাশক্তি দান করিবে । গয়া তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের যেমন অক্ষয়া তৃপ্তি হয়, গোমতীসাগরসঙ্গমে শ্রাদ্ধ করিবার ফলও সেইরূপই । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! সমস্ত পঞ্চকা, অষ্টকা, এবং বৈধৃতি, ব্যতীপাত, কুঞ্জরচ্ছায়া, কপিলা ষষ্ঠী ও সমস্ত দ্বাদশীতে গোমতীসাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া বিশেষরূপে দান করিবে । এরূপ স্নান-দানের ফলে নর এমন স্থান প্রাপ্ত হয়, যেখানে গেলে আর শোক করিতে হয় না । শ্রাদ্ধপক্ষে অমাবস্যাদিনে গোমতীসাগরসঙ্গমে পিণ্ড প্রদান করিয়া নর অনায়াসেই গয়াশ্রাদ্ধ সম পুণ্যলাভ করিয়া থাকে । অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে গোমতীসঙ্গমে পিতৃপক্ষীয় অমাবস্যাদিনে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য । এই শ্রাদ্ধ যদিও অশ্রোত্রিয় বা উপহত হয়, তথাচ একটি দিনেই সেই পক্ষশ্রাদ্ধকৃত পুণ্য লাভ হইয়া থাকে ।১১—৩১।

তম্ ॥ ৩২ ॥ শ্রাদ্ধপক্ষে হ্যমায়াস্তু গোমত্যুদধিসঙ্গমে। পরিপূর্ণং ভবেৎ সর্ব্বং পিতৃণাং তৃপ্তয়ক্ষয়া ॥ ৩৩ ॥ গোমতী কমলা চৈব চন্দ্রভাগা তথৈব চ। তিস্রস্তু সঙ্গতা সদ্যঃ প্রবিষ্টা বরুণালয়ম্ ॥ ৩৪ ॥ গয়ায়াং পিণ্ডদানেন প্রয়াগে হ্যস্থিপাতনে। তৎপুণ্যং সমবাপ্নোতি পক্ষান্তে শ্রাদ্ধকৃন্নরঃ ॥ ৩৫ ॥ যদীচ্ছেৎ সর্ব্বতীর্থেষু হেলয়া হ্যভিষেচনম্। স্নানং কুর্ব্বীত ভক্ত্যা বৈ গোমত্যুদধিসঙ্গমে ॥ ৩৬ ॥ পক্ষেপক্ষে সমগ্রা তু পিতৃপূজা কৃতা চ যৈঃ। সম্পূর্ণা জায়তে তেষাং গোমত্যুদধিসঙ্গমে ॥ ৩৭ ॥ শ্রাদ্ধে কৃতে হ্যমাবস্যাং পিতৃপক্ষে চ বৈ দ্বিজাঃ। অপুত্রা চৈব যা নারী কাকবন্ধ্যা চ যা ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥ মৃতপুত্রা তথা বিপ্রাঃ সঙ্গমে স্নানমাচরেৎ। দোষৈঃ প্রমুচ্যতে সর্ব্বৈর্গোমত্যুদধিসঙ্গমে। স্নাত্বা সুখমবাপ্নোতি প্রজাঞ্চ চিরজীবিনীম্ ॥ ৩৯ ॥ যানি কানি চ দানানি পৃথিব্যাং সম্ভবন্তি হি। তানি সর্ব্বাণি দেয়ানি গোমত্যুদধিসঙ্গমে ॥ ৪০ ॥ সর্ব্বদৈব চ বিপ্রেন্দ্রা বিশেষাৎ সর্ব্বপর্ব্বসু। স্নানং কুর্ব্বীত নিয়তো গোমত্যুদধিসঙ্গমে ॥ ৪১ ॥ দর্শনাদেব পাপস্য ক্ষয়ো ভবতি ভো দ্বিজাঃ। প্রণামে মনসস্তুষ্টির্মুক্তিশ্চৈবাবগাহনে ॥ ৪২ ॥ শ্রাদ্ধে কৃতে পিতৃণাং তু তৃপ্তির্ভবতি শাশ্বতী। দানে মনোরথাবাপ্তির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ কৃতকৃত্যাস্তু তে ধন্যা যৈঃ কৃতং পিতৃতর্পণম্। শ্রাদ্ধঞ্চ ঋষিশার্দ্দূলা গোমত্যুদধিসঙ্গমে ॥ ৪৪ ॥ পিতৃপক্ষে চ যে কেচিন্মাতৃপক্ষে তথৈব চ। তথা শ্বশুরপক্ষে চ যেচান্যে মিত্রবান্ধবাঃ ॥ ৪৫ ॥ স্থাবরত্বং গতা যে চ পুদ্গলত্বং চ যে গতাঃ। পিশাচত্বং গতা যে চ যে চ প্রেতত্বমাগতাঃ ॥ ৪৬ ॥ তির্য্যগ্‌যোনিগতা যে চ যে চ কীটত্বমাগতাঃ। স্নানমাত্রেণ তে সর্ব্বে মুক্তিং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ কিং পুনঃ শ্রাদ্ধদানাদি গোমতীসঙ্গমে তথা। কৃত্বা মুক্তিমবাপ্নোতি মানবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৮ ॥ শ্রবণদ্বাদশীযোগে গোমত্যুদধিসঙ্গমে। স্নাত্বা মুক্তিমবাপ্নোতি যত্র গত্বা ন শোচতি ॥ ৪৯ ॥ সন্ত্যজ্য সর্ব্বতীর্থানি গোমত্যুদধিসঙ্গমে। স্নানং কৃত্বা তথা শ্রাদ্ধং কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ। পরং লোকমবাপ্নোতি হ্যর্চ্চয়িত্বা তু বামনম্ ॥ ৫০ ॥ সম্যক্ স্নাত্বা নরো যস্তু পূজয়েদ্‌গরুড়ধ্বজম্। পীতাম্বরধরো ভূত্বা দিব্যাভরণভূষিতঃ ॥ ৫১ ॥ বীক্ষ্যমাণঃ সুরস্ত্রীভির্নাগারিকৃতকেতনঃ। চতুর্ভুজধরো ভূত্বা বনমালাবিভূষিতঃ। সংস্তূয়মানো মুনিভির্যাতি বিষ্ণ্বালয়ং

অশ্রদ্ধকৃত শ্রাদ্ধ শ্রদ্ধাহীন, মন্ত্রহীন, পাত্রহীন, দ্রব্যহীন, দানহীন ও মনঃস্বাস্থ্যহীন হইলেও পিতৃপক্ষে অমাবস্যাদিনে গোমতীসাগরসঙ্গমে তাহা সর্ব্বথা পরিপূর্ণ হয়; পিতৃগণ অক্ষয়তৃপ্তি লাভ করেন। গোমতী, কমলা ও চন্দ্রভাগা, এই নদীত্রয়ই মিলিতভাবে সাগরে প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং গয়ায় পিণ্ড দানে এবং প্রয়াগে বা প্রভাসে অস্থিপাতনে যে ফল, এই তীর্থে পক্ষান্তে শ্রাদ্ধকারী নরও সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদি হেলাক্রমে সর্ব্বতীর্থে স্নান করিতে চাও, তবে ভক্তি করিয়া গোমতী-সাগর-সঙ্গমে স্নান কর। যাহারা পক্ষে পক্ষে সমগ্র পিতৃপূজা করে, গোমতীসাগরসঙ্গমে পিতৃপক্ষীয় অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে তাহাদের সেই পূজা সুসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। পুত্রহীনা, কাকবন্ধ্যা বা মৃতবৎসা নারী গোমতীসাগরসঙ্গমে স্নান করিলে সমস্ত দোষ হইতে মুক্ত হয়। এইখানে এইসঙ্গমে স্নানফলে তাহারা সুখ ও চিরজীবী প্রজা লাভ করে। পৃথিবীতে যে কোন বস্তু দান করা সম্ভবপর, গোমতীসাগরসঙ্গমে সেই সমস্তই সর্ব্বদা বিশেষতঃ সর্ব্ব পর্ব্বে দান করা কর্ত্তব্য। এই সঙ্গমজলে নর নিয়ত হইয়া স্নান করিবে। হে দ্বিজগণ! এই সঙ্গমতীর্থ দর্শনে পাপক্ষয়, প্রণামে মনস্তুষ্টি, অবগাহনে মুক্তি, এখানে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের নিত্য তৃপ্তি এবং দান করিলে মনোরথাবাপ্তি হইয়া থাকে, নিশ্চয়ই।৩২—৪৩। হে ঋষিগণ! গোমতীসাগর-সঙ্গমে যাহারা পিতৃতর্পণ ও শ্রাদ্ধ করে, তাহারাই কৃতকৃত্য ও ধন্য। পিতৃ, মাতৃ, শ্বশুর, ও মিত্র বান্ধবকুলের যে কেহ, স্থাবরত্ব, পুদ্গলত্ব, পিশাচত্ব, প্রেতত্ব, তির্য্যক্‌জাতিত্ব, বা কীটত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, গোমতীসাগরসঙ্গমে স্নানমাত্রে নিশ্চয়ই তাহারা মুক্তি পাইয়া থাকে। এখানে যদি শ্রাদ্ধদানাদি করা হয়, তবে তাহার পুণ্যফলের কথা আর কি কহিব? মানব সেরূপ অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করে। শ্রবণদ্বাদশীযোগে উক্ত সঙ্গমে স্নান মাত্রে শোকনাশিনী মুক্তি লাভ হয়। সর্ব্বতীর্থ ত্যাগ করিয়া ঐ সঙ্গমে স্নান ও শ্রাদ্ধ করিলে নর কৃতকৃত্য হয়। এখানে বামন দেবকে অর্চ্চনা করিলে পরম লোক লাভ হইয়া থাকে। এস্থানে বিধিমত স্নান করিয়া যে নর গরুড়ধ্বজের পূজা করে, সে পীতাম্বরধর, দিব্যাম্বরভূষণ, সুরসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক নিরীক্ষ্যমাণ, গরুড়-কেতন, চতুর্ভুজধর,

নরঃ ॥ ৫২ ॥ গোমতীসঙ্গমে স্নাত্বা কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ। যত্র দৈত্যবধং কৃত্বা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৫৩ ॥ চক্রং প্রক্ষালিতং পূর্ব্বং কৃষ্ণেন স্বয়মেব হি। তেনৈব চক্রতীর্থং হি খ্যাতং লোকত্রয়ে দ্বিজাঃ ॥ ৫৪ ॥ ভবন্তি যত্র পাষাণাশ্চক্রাঙ্কা মুক্তিদায়কাঃ। যৈঃ পূজিতৈর্জগন্নাথঃ কৃষ্ণঃ সান্নিধ্যমাব্রজেৎ ॥ ৫৫ ॥ তত্রৈব যদি লভ্যেত চক্রৈর্দ্বাদশভিঃ সহ ॥ ৫৬ ॥ দ্বাদশাত্মা স বিজ্ঞেয়ো মোক্ষদঃ সর্ব্বদেহিনাম্। একচক্রাঙ্কিতো যস্তু দ্বারবত্যাং সুশোভনঃ ॥ ৫৭ ॥ সুদর্শনাভিধানোহসৌ মোক্ষৈকফলদো হি সঃ। লক্ষ্মীনারায়ণো দ্বাভ্যাং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥ ৫৮ ॥ ত্রিভিস্ত্রিবিক্রমশ্চৈব ত্রিবর্গফলদায়কঃ। শ্রীপ্রদো রিপুহন্তা চ চতুর্ভিঃ সংযুতঃ স হি ॥ ৫৯ ॥ পঞ্চভির্বাসুদেবস্তু জন্মমৃত্যুভয়াপহঃ। প্রদ্যুম্নঃ ষড়্ভিরেবাসৌ লক্ষ্মীং কান্তিং দদাতি যঃ ॥ ৬০ ॥ সপ্তভির্বলভদ্রশ্চ চক্রগোহত্র প্রকীর্ত্তিতঃ। লাঞ্ছিতশ্চাষ্টভির্ভক্তিং দদাতি পুরুষোত্তমঃ ॥ ৬১ ॥ সর্ব্বং দদ্যান্নবব্যূহো দুর্লভো যঃ সুরৈরপি। দশাবতারো দশমী রাজ্যদো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬২ ॥ একাদশভিরৈশ্বর্য্যং চক্রগঃ সম্প্রযচ্ছতি। নির্ব্বাণং দ্বাদশাত্মা চ দ্বাদশাভির্দদাতি চ ॥ ৬৩ ॥ অত ঊর্দ্ধং মহাভাগাঃ সৌখ্যমোক্ষপ্রদায়কাঃ। যতোহত্র তে চ পাষাণাঃ কৃষ্ণচক্রেণ চিহ্নিতাঃ। ৬৪ ॥ তেষাং স্পর্শনমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ। চক্রতীর্থে নরঃ স্নাত্বা কৃষ্ণচক্রেণ চিহ্নিতঃ ॥ ৬৫ ॥ পূজয়িত্বা চক্রধরং হরিং ধ্যায়েৎ সনাতনম্। নাপুত্রো নাধনো রোগী ন স সঞ্জায়তে নরঃ ॥ ৬৬ ॥ ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং মনোবাক্কায়কর্ম্মজম্। তৎ সর্ব্বং বিলয়ং যাতি সকৃচ্চক্রাঙ্কদর্শনাৎ ॥ ৬৭ ॥ ম্লেচ্ছদেশে শুভে বাপি চক্রাঙ্কো দৃশ্যতে যদি। তত্র চৈব হরিক্ষেত্রং মুক্তিদং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ মৃত্যুকালেহপি সম্প্রাপ্তে যদি ধ্যায়েদ্ধরিং নরঃ। চক্রাঙ্কং ধারয়েদঙ্গে স যাতি পরমং পদম্ ॥ ৬৯ ॥ হৃদয়স্থে চ চক্রাঙ্কে পূতো ভবতি তৎক্ষণাৎ। নোপসর্পন্তি তং ভীতা দূতাঃ কৃষ্ণায়ুধং তদা। বৈষ্ণবং লোকমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭০ ॥ অপি পাপসমাচারঃ কিং পুনর্ধার্ম্মিকঃ শুচিঃ। গোমতীসঙ্গমে স্নাত্বা চক্রতীর্থে তথৈব চ। মুচ্যতে পাতকৈর্ঘোরৈর্মানবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭১ ॥ রাজসাঃ সত্ব-

বনমালাভূষণ ও মুনিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া বিষ্ণুর আবাসে উপস্থিত হয়। গোমতী-সঙ্গমে স্নান করিয়া নর সর্ব্বথা কৃতকৃত্য হয়। প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু দৈত্য বধ করিয়া পূর্ব্বে যেখানে চক্র ক্ষালন করিয়াছিলেন, তাহাই চক্রতীর্থ নামে লোকত্রয়ে প্রখ্যাত হইয়াছে। এই চক্রতীর্থে চক্রাঙ্কিত পাষাণ সকল মুক্তিপ্রদরূপে উৎপন্ন হয়। ঐ সকল পাষাণে জগন্নাথের পূজা করিলে তিনি স্বয়ং সন্নিহিত হইয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে যদি দ্বাদশচক্রাঙ্কিত পাষাণ পাওয়া যায়, তবে তাহা সর্ব্ব দেহীর মোক্ষপ্রদ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে দ্বারাবতী-শিলা একচক্রাঙ্কিত ও সুশোভিত, তাহার নাম সুদর্শন। উহা মোক্ষৈকফলদায়ক। দ্বিচক্রাঙ্কিত শিলা লক্ষ্মীনারায়ণ আখ্যায় অভিহিত; উহা ভুক্তি-মুক্তি-ফলপ্রদ। ত্রিচক্রাঙ্কিত ত্রিবিক্রমাখ্য শিলা ত্রিবর্গফলদায়ক। যাহা চতুশ্চক্রাঙ্কিত, তাহা শ্রীপ্রদ ও রিপুহন্তা। পঞ্চচক্রাঙ্কিত বাসুদেবাখ্য শিলা জন্মমৃত্যুভয়াপহ। ষট্‌চক্রাঙ্কিত শিলা প্রদ্যুম্ন; উহা শ্রী এবং কান্তিপ্রদ। সপ্তচক্রাঙ্কিত পাষাণ বলভদ্র নামে অভিহিত। অষ্টচক্রলাঞ্ছিত পাষাণ পুরুষোত্তমাখ্য; উহা ভক্তিপ্রদ। নবব্যূহ পাষাণ সুরগণের সুদুর্লভ; উহা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। দশচিহ্নযুক্ত পাষাণ দশাবতারাখ্য; উহা নিশ্চিতই রাজ্যপ্রদ। একাদশ-চক্রচিহ্নিত পাষাণ ঐশ্বর্য্যপ্রদ। দ্বাদশচিহ্নিত দ্বাদশাত্মা পাষাণ নির্ব্বাণপ্রদ। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অধিক সংখ্যক চিহ্নাঙ্কিত সমস্ত পাষাণই মহাভাগ ও সুখমোক্ষদায়ক। অত্রত্য পাষাণ সকল কৃষ্ণচক্রে চিহ্নিত বলিয়া তাহাদের দর্শন মাত্রেই নর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। নর চক্রতীর্থে স্নান করিয়া কৃষ্ণচক্রে চিহ্নিত হইয়া চক্রধর সনাতন হরির পূজা ও ধ্যান করিয়া কদাচ অপুত্র, অধন ও রোগ-প্রাপ্ত হয় না। যে কিছু ব্রহ্মহত্যাদি পাপ ও মনোবাক্ কায়-কর্ম্মজন্য পাতক সকৃৎ চক্রাঙ্ক দর্শনে তৎসমস্তই বিলয় প্রাপ্ত হয়। যদি ম্লেচ্ছ দেশেও চক্রাঙ্ক পরিলক্ষিত হয়, তবে সেই দেশও মুক্তিপ্রদ হরিক্ষেত্র সংশয় নাই। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে নর যদি হরিধ্যান করিয়া নিজাঙ্গে চক্রাঙ্ক ধারণ করে, তবে তাহার পরম পদ লাভ হইয়া থাকে। হৃদয়ে চক্রাঙ্ক থাকিলে নর তৎক্ষণাৎ পূত হয়। যমদূতগণ ভীত হইয়া তাহার নিকট আগমন করে না; তাহার বৈষ্ণব লোক লাভ হয়; এসম্বন্ধে আর বিচার বিতর্ক নাই। পাপাচারীই বা কি, আর ধার্ম্মিকই বা কি, গোমতীসঙ্গমে চক্রতীর্থে স্নান

মায়ান্তি বিষ্ণুধর্ম্মং সনাতনম্। ক্ষেত্রস্য তস্য মাহাত্ম্যাৎ সত্যমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১২॥ তামসং রাজসং চাপি যৎকিঞ্চিদ্ বিষ্ণুপূজনে। তচ্চ সত্ত্বত্বমায়ান্তি নিম্নগা চ যথার্ণবে॥ ১৩॥ দুর্লভা দ্বারকা বিপ্র দুর্লভং গোমতীজলম্। দুর্ল ভং জাগরো রাত্রৌ দুর্লভং কৃষ্ণদর্শনম্॥ ১৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চক্রতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং
নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

প্রহ্লাদ উবাচ। ততো গচ্ছেদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সপ্তকুণ্ডান্ সুবিশ্রুতান্। সর্ব্বপাপপ্রশমনানৃদ্ধিবৃদ্ধিবিবর্দ্ধনান্॥১॥ আরাধিতঃ স চ যদা হরিরাবির্ব্বভূব হ। সংস্তূয়মানো মুনিভির্লক্ষ্ম্যা সহ জগৎপতিঃ॥ ২॥ অর্হণঞ্চ তদা চক্রুর্হরয়ে সুর স্রয়া। বামপার্শ্বে স্থিতাং পদ্মামভিষেক্তুং সমুদ্যতাম্॥ ৩॥ সনকাদ্যা ব্রহ্মসুতাঃ সপ্তৈতে মানসা দ্বিজাঃ। পৃথক্ পৃথগ্ হ্রদান্ কৃত্বা সিষিচুঃ সাগরোদ্ভবাম্॥ ৪॥ ততো লক্ষ্মীহ্রদাঃ প্রোক্তা দেব্যা নাম্নৈব সংজ্ঞিতাঃ। প্রাপ্তে তু দ্বাপরস্যান্তে রুক্মিণীসংশ্রয়েণ তু॥ ৫॥ রুক্মিণীহ্রদমিত্যেবং কলৌ খ্যাতিং গতাঃ পুনঃ। ভৃগুণা সেবিতং যস্মাদ্ভৃগুতীর্থমিতি স্মৃতম্॥ ৬॥ তস্মিন্ গত্বা মহাভাগাঃ প্রক্ষাল্য চরণৌ মৃদা। আচম্য চ কুশান্ গৃহ্য প্রাঙ্মুখো নিয়তঃ শুচিঃ॥ ৭॥ সম্পূর্ণং চার্ঘ্যমাদায় ফলপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ। রজতঞ্চ শিরে কৃত্বা মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ॥ ৮॥ ভক্ত্যা চার্ঘ্যং প্রদাস্যামি হ্রদে রুক্মিণিসংজ্ঞিতে। সর্ব্বপাপবিনাশায় রুক্মিণ্যাঃ প্রীণনায় চ॥ ৯॥ স্নানং কুর্য্যাত্ততো বিপ্রাঃ কৃত্বা শিরসি তারকম্। দেবানৃষীন্মনুষ্যান্ সন্তর্প্য পিতৄনথ বিশেষতঃ॥ ১০॥ শ্রাদ্ধং ততঃ প্রকুর্ব্বীত বিপ্রানাহূয় ভক্তিতঃ। দক্ষিণাঞ্চ ততো দদ্যাদ্রজতং রুক্মমেব চ॥ ১১॥ বিশেষতঃ প্রদেয়ানি ফলানি রসবন্তি চ। দম্পত্যোর্ভোজনং দদ্যান্মিষ্টান্নেন দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১২॥ বিপ্রপত্ন্যশ্চ সম্পূজ্যাঃ স্ত্রিয়শ্চান্যাঃ স্বশক্তিতঃ। কঞ্চুকৈ রক্তবস্ত্রৈশ্চ রুক্মিণী প্রীয়তামিতি॥ ১৩॥ এবং কৃতে দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ১৪॥ বসতে

করিয়া সকলেই সমান শুচি হয়। আর পাপী মানব ঘোর পাপ হইতেও পরিত্রাণ পায়। আমি সত্যই বলিতেছি, ঐ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যে রাজসগণও সত্ত্বময় সনাতন বিষ্ণুধর্ম্ম লাভ করে এবং যে কোনরূপে কিঞ্চিৎ বিষ্ণুপূজা করিলেই তামস ও রাজস মনও অর্ণবে নিম্নগার ন্যায় সত্ত্বভাবে উপনীত হয়। হে বিপ্রগণ! দ্বারকা, গোমতীজল, দ্বারকায় রাত্রি জাগরণ এবং কৃষ্ণদর্শন, এ সকলই সুদুর্লভ। ৪৪—১৪।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবম অধ্যায়।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর সর্ব্বপাপপ্রশমন ঋদ্ধি,-বুদ্ধি,-বিবর্দ্ধন, সুপ্রসিদ্ধ সপ্তকুণ্ডে গমন করিবে। ভগবান্ হরি যখন মুনিগণ কর্ত্তৃক আরাধিত ও স্তুত হইয়া লক্ষ্মীসহ জগৎপতিরূপে আবির্ভূত হন; তখন মুনিগণ তাঁহাকে সুর গঙ্গাসলিল দ্বারা সৎকৃত করেন। তদীয় বামপার্শ্বে পদ্মাদেবী অভিষেকার্থ সমুদ্যত হইয়া অবস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার সনকাদি মানস পুত্রগণ পৃথক্ পৃথক্ হ্রদ প্রস্তুত করিয়া সাগরোদ্ভবা দেবীকে অভিষেক করিলেন। সেই সকল হ্রদ তখন হইতে লক্ষ্মীহ্রদ নামে প্রখ্যাত হইল। অতঃপর দ্বাপরান্তে কলিতে রুক্মিণীর সংশ্রয়ে উহা রুক্মিণীহ্রদ বলিয়া বিখ্যাত হয়। ভৃগু সেবা করিয়াছিলেন বলিয়া উহা ভৃগুতীর্থ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ঐ তীর্থে গিয়া মৃত্তিকা দ্বরা পদপ্রক্ষালনান্তে আচমনপূর্ব্বক কুশ গ্রহণ করিয়া শুচি ও নিয়ত ভাবে ফল-পুষ্পাক্ষতাদি দ্বারা সম্পূর্ণ অর্ঘ্য লইয়া মস্তকে রজত ধরণান্তে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে; যথা—আমি সর্ব্বপাপ ক্ষালনার্থ এবং রুক্মিণীর প্রীণনার্থ ভক্তিপূর্ব্বক রুক্মিণীহ্রদে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি। হে বিপ্রগণ! অনন্তর মস্তকে রজত ধারণপূর্ব্বক স্নান ও দেব, পিতৃ, মনুষ্যগণের তর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণাবাহনান্তে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধান্তে রজত বা সুবর্ণ বিশেষতঃ রসবৎ ফল সকল দক্ষিণার্থ প্রদান করিবে। হে দ্বিজবরগণ! অতঃপর দ্বিজদম্পতিকে মিষ্টান্ন দ্বারা ভোজন করাইয়া 'রুক্মিণী মৎপ্রতি প্রীত হউন' বলিয়া কঞ্চুক ও রক্তবস্ত্র দ্বারা যথাশক্তি বিপ্রপত্নীগণের অর্চ্চনা করিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এরূপ করিলে নর কৃতকৃত্য হয়; সর্ব্বকাম লাভ করে; এবং বিষ্ণুলোক

চ সদা গেহে লক্ষ্মীস্তস্য ন সংশয়ঃ। আরোগ্যং মনসস্তুষ্টির্ন চোদ্বেগঃ কদাচন ॥ ১৫ ॥ পিতৄণামক্ষয়া তৃপ্তিঃ প্রজা ভবতি নিশ্চলা। হীনসত্বো নৈব ভবেদ্দীর্ঘায়ুশ্চ ভবেন্নরঃ ॥ ১৬ ॥ আঢ্যো ভবতি সর্ব্বত্র যঃ স্নাতো রুক্মিণীহ্রদে। ন লক্ষ্ম্যা মুচ্যতে বিপ্রা নালক্ষ্ম্যা ব্রিয়তে নরঃ ॥ ১৭ ॥ ন বৈরং কলহস্তস্য যঃ স্নাতো রুক্মিণীহ্রদে। গমনাগমনং ন স্যাৎ সংসারভ্রমণং তথা ॥ ১৮ ॥ দুঃখশোকৌ কৃতস্তস্য যঃ স্নাতো রুক্মিণীহ্রদে। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো মহাভয়বিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৯ ॥ সর্ব্বান্ কামানিহ প্রাপ্য যাতি বিষ্ণুপদং নরঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রুক্মিণীহ্রদমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

প্রহ্লাদ উবাচ। ততো গচ্ছেদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তীর্থং পাপপ্রণাশনম্। কৃকলাসমিতি খ্যাতং নৃগতীর্থমনুত্তমম্ ॥ ১ ॥ নৃগো যত্র মহীপালঃ কৃকলাসবপুর্দ্ধরঃ। কৃষ্ণেন সহ সঙ্গত্য সম্প্রাপ পরমাং গতিম্ ॥ ২ ॥ ঋষয় উচুঃ। নৃগো নাম নৃপঃ কোঽয়ং কথং কৃষ্ণেন সঙ্গতঃ। কর্ম্মণা কৃকলাসত্বং কেন তদ্বদ বিস্তরাৎ ॥ ৩ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। নৃগো নাম নৃপো বিপ্রাঃ সার্ব্বভৌমো বলান্বিতঃ। বুদ্ধিমান্ ধৃতিমান্ দক্ষঃ শ্রীমান্ সর্ব্বগুণান্বিতঃ ॥ ৪ ॥ অনেকশতসাহস্রা ভূমিপা অপি তদ্বশাঃ। হস্ত্যশ্বরথসৈন্যৈশ্চ পত্তিভির্বহুভির্বৃতঃ ॥ ৫ ॥ সৈন্যং চ তস্য নৃপতেঃ কোশং চৈবাক্ষয়ং তথা। স নিত্যং গুরুভক্তশ্চ দেবতারাধনে রতঃ ॥ ৬ ॥ মহাদানানি বিপ্রেন্দ্রা দদাত্যনুদিনং নৃপঃ। শশ্বৎ স গোসহস্রং তু দদাতি নৃপসত্তমঃ ॥ ৭ ॥ প্রক্ষাল্য চরণৌ ভক্ত্যা হ্যুপবিশ্যাসনে শুভে। পরিধাপ্য শুভে ক্ষৌমে সুগন্ধেনোপলিপ্য চ ॥ ৮ ॥ সম্পূজ্য পুষ্পমালাভির্ধূপেন চ সুগন্ধিনা। দদৌ দক্ষিণয়া সার্দ্ধং প্রাতর্বিপ্রায় গাং তদা। তাম্বুলসহিতাং ভক্ত্যা বিষ্ণুর্মে প্রীয়তামিতি ॥ ৯ ॥ এবং প্রদদতস্তস্য যজতশ্চ তথা মখৈঃ। যযৌ কালো দ্বিজশ্রেষ্ঠা ভোগাংশ্চৈবানুভুঞ্জতঃ ॥ ১০ ॥ একদা তু দ্বিজশ্রেষ্ঠং জৈমিনিং সংশিতব্রতম্। শ্রদ্ধয়া তঞ্চ নৃপতিঃ প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখম্। উবাচ বাক্যং নৃপতিঃ

প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপিচ তাহার গৃহে লক্ষ্মী সদা বাস করেন, সংশয় নাই। তাহার আরোগ্য ও মনস্তুষ্টি হয়। সে কখন উদ্বেগ ভোগ করে না; তাহার পিতৃগণের অক্ষয়া তৃপ্তি হয়। সে অবিচ্ছিন্ন সন্ততি লাভ করে; কদাচ হীনসত্ব হয় না। সে দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে। যে রুক্মিণীহ্রদে স্নান করে, সে আঢ্য হয়। লক্ষ্মী তাহাকে ত্যাগ করেন না; অলক্ষ্মী তাহাকে বরণ করে না। রুক্মিণীহ্রদে স্নানকারী ব্যক্তির কাহারও সহিত বৈর বা কলহ হয় না। যে রুক্মিণীহ্রদে স্নান করে, তাহার দুঃখ শোক কোথায়? সে সর্ব্বপাপ ও মহাভয়-বর্জ্জিত হইয়া ইহলোকে সর্ব্বকাম-সুখ লাভ করত অন্তে বিষ্ণুপদে উপনীত হয়। ১—২০।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশম অধ্যায়।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর কৃকলাসাখ্য পাপনাশন উত্তম নৃগতীর্থে যাইবে। মহীপতি নৃগ কৃকলাস দেহ ধারণ করিয়া ঐ স্থানে কৃষ্ণ-সহ সম্মিলিত হইয়া পরম গতি লাভ করিয়াছিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—কে এই নৃগ রাজা? কিরূপে তিনি কৃষ্ণ সহ সঙ্গত হইলেন? কোন্ কর্ম্মের ফলে তাঁহার কৃকলাসত্ব হইয়াছিল? এই সকল বিস্তৃতরূপে বল। প্রহ্লাদ কহিলেন,—পূর্ব্বে বুদ্ধিমান্ ধৃতিমান্ দক্ষ শ্রীমান্ সর্ব্বগুণান্বিত নৃগ নামে জনৈক প্রবল সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন। বহু সহস্র ভূপতি তাঁহার বশীভূত হইয়াছিলেন। প্রচুর হস্তী, অশ্ব, রথ, ও পত্তি প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বদা তিনি পরিবৃত থাকিতেন। সেই নরপতির বল ও কোষ অক্ষয় ছিল। তিনি গুরুভক্ত ছিলেন; নিত্য দেবারাধনায় নিরত থাকিতেন। হে বিপ্রমুখ্যগণ! মৃগনৃপতি অনুদিন মহাদান সকল দান করিতেন। প্রত্যহ সহস্র ধেনু তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইত। তিনি ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের পাদ প্রক্ষালন, শুভাসনে উপবেশন, শুভ ক্ষৌম বসন পরিধাপন, সুগন্ধ দ্বারা অনুলেপন, এবং প্রভূত পুষ্পমালা ও সুগন্ধি ধূপ দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া দক্ষিণার সহিত প্রত্যহ ব্রাহ্মণকে "বিষ্ণু মৎপ্রতি প্রীত হউন" এই বলিয়া সতাম্বুল দক্ষিণান্বিত গোদান করিতেন। ১—৯। হে দ্বিজবর্য্যগণ! এইরূপ দানে যজ্ঞানুষ্ঠানে, এবং বহু ভোগ উপভোগে তাঁহার বহুকাল অতীত হইল। একদা নরপতি প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ সংশিতব্রত

কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ ॥ ১১ ॥ মামুদ্ধর মহাভাগ কৃপাং কুরু তপোনিধে। গৃহাণ গাং ময়া দত্তাং দয়াং কৃত্বা মমোপরি ॥ ১২ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য অনিচ্ছন্নপি গৌরবাৎ। নৃপস্য চাব্রবীদ্বিপ্র এবমস্ত্বিতি লজ্জিতঃ ॥ ১৩ ॥ অবনিজ্য ততঃ পাদৌ শিরসাধারয়জ্জলম্। সুবর্ণশৃঙ্গসহিতাং রৌপ্যখুরবিভূষিতাম্ ॥ ১৪ ॥ রক্তপুচ্ছাং কাংস্যদোহাং সিতবস্ত্রাবগুণ্ঠিতাম্। সমভ্যর্চ্য চ বিপ্রেন্দ্রং দদৌ দক্ষিণয়ান্বিতাম্ ॥ ১৫ ॥ আসীমান্তমনুব্রজ্য হৃষ্টো রাজা বভূব হ। তরুণীং হংসবর্ণাঞ্চ হংসীনামেতি বিশ্রুতাম্ ॥ ১৬ ॥ গাং গৃহ্য স্বগৃহং প্রাপ্তো দাম্না বদ্ধাং সবৎসকাম্। স তস্যৈ যবসং চার্দ্রং দদৌ ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥ ১৭ ॥ সুতৃপ্তাং যবসেনৈব মধ্যাহ্নে তৃষিতাং তদা। গৃহীত্বা নির্যযৌ বিপ্রো দামবদ্ধাং জলাশয়ম্ ॥ ১৮ ॥ মার্গে গজাশ্বসম্বাধে ত্রস্তা সা উষ্ট্রদর্শনাৎ। হস্তাদাচ্ছিদ্য সা ধেনুর্ব্রাহ্মণস্য যযৌ তদা ॥ ১৯ ॥ বিচিন্বন্ সকলামুর্বীং নাপশ্যত্তাং দ্বিজর্ষভঃ। সা যযৌ বিদ্রুতা ধেনুস্তন্মহ্যাজগোধনম্ ॥ ২০ ॥ দ্বিতীয়েঽহ্নি পুনর্বিপ্রমাহূয় নৃপসত্তমঃ। সম্পূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ ॥ ২১ ॥ বিধিবদ্গাং দদৌ তাঞ্চ স নৃপঃ সোমশর্ম্মণে। গৃহীত্বা রাজভবনান্নির্যযৌ গাং দ্বিজর্ষভঃ ॥ ২২ ॥ আশংসমানো রাজানং ধর্ম্মজ্ঞমিতি কোবিদম্। স চ বিপ্রো বিচিন্বানঃ সর্বতো গাং সুদুঃখিতঃ ॥ ২৩ ॥ দদর্শ পথি পৃষ্ঠতঃ সোমশর্ম্মণঃ। দৃষ্ট্বা তাং গাং চ স মুনির্জৈমিনিস্তমভাষত ॥ ২৪ ॥ মম গাং চাপি হৃত্বা ত্বং নয়সে দস্যুবৎ কথম্। স তস্য বচনং শ্রুত্বা বিস্ময়ং দস্যুকীর্ত্তনাৎ ॥ ২৫ ॥ রাজতো হি ময়া লব্ধাং গাং নয়ামি স্বমন্দিরম্। গোহর্ত্তেতি চ মাং কস্মাদ্‌ব্রবীষি দ্বিজসত্তম ॥ ২৬ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। ময়াপি রাজতো লব্ধা মমেয়ং গৌর্ন সংশয়ঃ। কথং নয়সি বিপ্র ত্বং ময়ি জীবতি মন্দিরম্ ॥ ২৭ ॥ সোঽব্রবীদদ্য মে লব্ধা কথং মাং বদসে মৃষা। সোঽব্রবীদ্ধো ময়া লব্ধা বলান্নেতুং ত্বমিচ্ছসি ॥ ২৮ ॥

জৈমিনি মুনিকে শ্রদ্ধার সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে তপোনিধে! হে মহাভাগ! আমার প্রতি কৃপা করুন; আমাকে উদ্ধার করুন; দয়া করিয়া মৎপ্রদত্ত ধেনু গ্রহণ করুন। জৈমিনিমুনি তৎশ্রবণে অনিচ্ছা সত্বেও রাজগৌরবার্থ লজ্জিতভাবে বলিলেন,—এবমস্তু। রাজা তখন তদীয় পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া মস্তকে সেই পাদোদক ধারণ করিলেন এবং মুনিবরকে অর্চ্চনা করিয়া সুবর্ণশৃঙ্গান্বিতা রৌপ্যক্ষুরমণ্ডিতা, রক্তপুচ্ছা, কাংস্যদোহা, সিতবসনাবগুণ্ঠিতা ধেনু দক্ষিণা সহ প্রদান করিলেন। অনন্তর আসীমান্ত মুনির অনুগমন করিয়া রাজা হৃষ্ট হইলেন। বিপ্রবর্য্য জৈমিনি সেই সবৎসা হংসীনাম্নী হংসবর্ণা তরুণী ধেনু গ্রহণ করিয়া রজ্জু দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক স্বালয়ে লইয়া আসিলেন। তিনি স্বগৃহে আনিয়া প্রত্যহ সেই ধেনুকে আর্দ্র যবস প্রদান করিতেন। ধেনু যবস দ্বারা তৃপ্ত হইয়া মধ্যাহ্নে তৃষিত হইলে মুনি তাহাকে লইয়া জলাশয়ে যাইতেন। একদা গজাশ্বসঙ্কুল পথিমধ্যে ঐ ধেনু উষ্ট্র দর্শনে ত্রস্ত হইয়া মুনির হস্ত হইতে রজ্জু লইয়া পলায়ন করিল। দ্বিজবর জৈমিনি ধেনুর জন্য বহুস্থান অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু কুত্রাপি তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। এদিকে সেই ধেনু পলাইয়া গিয়া নৃপবর নরপতির প্রভূত গোধনমধ্যে আশ্রয় লইল। পরদিন নৃপবর পুনরায় যথানিয়মে সোমশর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া এবং বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া অজ্ঞাতসারে সেই ধেনুটী তাঁহাকে দান করিলেন। দ্বিজবর সোমশর্ম্মা ধেনু লইয়া রাজপথ ধরিয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময় বিপ্র জৈমিনি ধেনু অন্বেষণ করিতে করিতে দুঃখিতভাবে ধর্ম্মজ্ঞ বিজ্ঞ রাজার নিকট স্বীয় ধেনুনাশের সংবাদ জানাইতে যাইতেছিলেন, তিনি পথিমধ্যে সোমশর্ম্মার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার সেই ধেনুটীকে যাইতে দেখিয়া সোমশর্ম্মাকে বলিলেন,—ওহে! তুমি আমার গাভী হরণ করিয়া দস্যুর ন্যায় লইয়া যাইতেছ কেন? তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া সোমশর্ম্মা সবিস্ময়ে বলিলেন,—আমি রাজার নিকট গোদান পাইয়া নিজগৃহে লইয়া যাইতেছি। অতএব হে দ্বিজবর! আমায় গোহর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিলেন কেন? জৈমিনি বলিলেন,—আমিও এই ধেনুটী রাজার নিকট পাইয়াছিলাম; সুতরাং ইহা আমারই গাভী নিশ্চিতই। অতএব হে ব্রাহ্মণ! আমি জীবিত থাকিতে কিরূপে তুমি ইহাকে স্বালয়ে লইয়া যাইবে?১০—২৭। সোমশর্ম্মা বলিলেন,—আমি অদ্যই এই ধেনুটী লাভ করিয়াছি, সুতরাং আমার প্রতি এরূপ মৃষাবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন কেন? জৈমিনি বলিলেন,—আমার লব্ধ ধেনু তুমি জোর করিয়া লইয়া যাইতে

মমেয়মিতি সংক্রুদ্ধঃ সোমশর্ম্মাব্রবীদ্বচঃ। প্রজ্বলৎ-ক্রোধরক্তাক্ষো মমেয়মিতি সোঽপরঃ॥ ২৯॥ বিবদন্তৌ তথা বিপ্রৌ রাজদ্বারমুপাগতৌ। কুর্ব্বাণৌ কলহং ঘোরং ত্যক্তুকামৌ স্বজীবিতম্॥ ৩০॥ সংক্রুদ্ধৌ ব্রাহ্মণৌ দৃষ্ট্বা শপন্তৌ তৌ পরস্পরম্। রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস দ্বাঃস্থঃ প্রণয়পূর্ব্বকম্॥ ৩১॥ অবজ্ঞায় তদা বিপ্রৌ বিবদন্তৌ রুষান্বিতৌ। কামব্যাকুলচেতস্কো ন বহির্নিঃসৃতো নৃপঃ॥ ৩২॥ এবং বিবদমানৌ তৌ ত্রিরাত্রং সমুপস্থিতৌ। অবজ্ঞাতৌ নৃপেণাথ রাজানং প্রতি চ ক্রুধা॥ ৩৩॥ উচতুঃ কুপিতৌ বাক্যং সামর্ষৌ নৃপতিং প্রতি। অবমন্যসে নৌ যস্মাত্ত্বং ন নির্গচ্ছসি মন্দিরাৎ॥ ৩৪॥ শাস্তা ভবান্ প্রজানাং হি ন ন্যায়েন নিযোক্ষ্যতি। ভবিষ্যতি ভবাংস্তস্মাৎ কৃকলাসো ন সংশয়ঃ॥ ৩৫॥ এবং শপ্ত্বা তদা বিপ্রাবন্যস্মৈ গাং প্রাদায় তৌ। ক্ষুধিতৌ খেদসংযুক্তৌ স্বগৃহং গন্তুমুদ্যতৌ॥ ৩৬॥ প্রস্থিতৌ তৌ নৃগো দ্বার আগত্য সমুপস্থিতঃ। দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাশু কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ৩৭॥ অমোঘবচনৌ যুয়ং তত্তথা ন তদন্যথা। মমোপরি কৃপাং কৃত্বা শাপান্তমুপদিশ্যতাম্॥ ৩৮॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা উচতুর্বচনং নৃপম্। দ্বাপরস্য যুগস্যান্তে ভগবান্ দেবকীসুতঃ॥ ৩৯॥ বসুদেবগৃহে রাজন্ হরিরাবির্ভবিষ্যতি। তস্য সংস্পর্শনাদেব শাপমুক্তির্ভবিষ্যতি॥ ৪০॥ ইত্যুক্ত্বা তৌ তদা বিপ্রৌ প্রযাতৌ স্বনিবেশনম্। রাজা বহুবিধান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা দত্ত্বা চ ভূরিশঃ॥ ৪১॥ ইষ্ট্বা চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈঃ কালধর্ম্মমুপেয়িবান্। ততঃ স গতবান্ বিপ্রা ধর্ম্মরাজনিবেশনম্॥ ৪২॥ সৎকৃত্যোক্তো যমেনাথ স্বাগতেন নৃপোত্তমঃ। প্রথমং সুকৃতং রাজন্নথবা দুষ্কৃতং ত্বয়া। ভোক্তব্যমিতি মে ব্রূহি তত্তে সম্পাদ্যতে ময়া॥৪৩॥ নৃগ উবাচ। যদ্যস্তি দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ প্রথমং প্রতিপাদয়। অনুজ্ঞাতো যমেনৈবং কৃকলাসো ভবেতি বৈ। ততো বর্ষসহস্রাণি কৃকলসত্বমাপ্তবান্॥ ৪৪॥ একস্মিন্ দিবসে বিপ্রাঃ সর্ব্বে যদুকুমারকাঃ। বনং জগ্মুর্মৃগান্ হন্তুং সর্ব্বে কৃষ্ণসমন্বিতাঃ॥ ৪৫॥ তৃষার্দ্দিতাশ্চ মধ্যাহ্নে বিচিন্বন্তো জলং হ্রদে। সদৃশুঃ সুমহত্তত্র কৃকলাসঞ্চ সংস্থিতম্॥ ৪৬॥ চক্রুশ্চোদ্ধ-

চাও? তখন সোমশর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—এ ধেনু তোমার নহে, আমার। প্রজ্বলৎক্রোধরক্তাক্ষ জৈমিনি বলিলেন,—ধেনু—আমার। এইরূপে বিপ্রদ্বয় বিবাদ করিতে করিতে রাজদ্বারে উপনীত হইলেন এবং স্ব স্ব জীবন পরিত্যাগেও প্রস্তুত হইয়া ঘোর কলহ করিতে লাগিলেন। তখন উভয় ব্রাহ্মণই ক্রুদ্ধ, উভয়েই শাপপ্রদানে উদ্যত দেখিয়া দৌবারিক সবিনয়ে রাজার নিকট গিয়া এই সংবাদ নিবেদন করিল। কিন্তু কামব্যাকুলচেতা রাজা পরস্পর বিবদমান ক্রুদ্ধ বিপ্রদ্বয়কে অবজ্ঞা করিয়া স্বভবন হইতে বহির্গত হইলেন না। এদিকে বিবাদ করিয়া করিয়া ব্রাহ্মণদ্বয়ের তিন রাত্রি অতীত হইল। রাজা তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিলেন। ইহা বুঝিয়া অবশেষে তাঁহারা উভয়েই ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার প্রতি সামর্ষে বলিলেন,—রাজন্! তুমি আমাদিগকে অবজ্ঞা করিতেছ। নিজ নিকেতন হইতে নির্গত হইতেছ না। তুমি প্রজাগণের শাস্তা; কিন্তু তোমার ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার নহে। অতএব তুমি কৃকলাস হইবে, সন্দেহ নাই। এইরূপে অভিশাপ দিয়া ক্ষুধিত খেদান্বিত বিপ্রদ্বয় যখন তৃতীয় ব্যক্তিকে ধেনুদান করিয়া স্বগৃহ-গমনে উদ্যত হইলেন, তখন নৃগ নরপতি গৃহদ্বার হইতে নির্গত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিকরে কহিলেন,—বিপ্রদ্বয়! আপনাদের বাক্য অমোঘ; তাহা কখন অন্যথা হইবার নহে; অতএব আমার প্রতি দয়া করিয়া শাপান্ত নির্দ্দেশ করুন। রাজার বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণদ্বয় বলিলেন,—দ্বাপরান্তে ভগবান্ হরি বসুদেবগৃহে দেবকীনন্দনরূপে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহার সংস্পর্শমাত্রেই তোমার শাপান্ত হইবে। ২৯—৪০। এই বলিয়া বিপ্রদ্বয় স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। এদিকে রাজা বহু দান, বহু ভোগ, ও বহু যজ্ঞ করিয়া অবশেষে কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। হে বিপ্রগণ! অনন্তর নৃগ নরপতি ধর্ম্মরাজভবনে উপনীত হইলে যম তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ ও সৎকার করিয়া বলিলেন,—রাজন্! আপনি প্রথমে সুকৃত বা দুষ্কৃত, কি ভোগ করিবেন, বলুন? আমি তাহারই ব্যবস্থা করিব। নৃগ কহিলেন,—যদি আমার কিছু দুষ্কৃত থাকে, তবে অগ্রেই তাহার ভোগ হউক। যম তাহাতেই অনুমোদন করিলেন; বলিলেন,—আপনি কৃকলাস হউন। তাহাই হইল। রাজা সহস্র বর্ষ কৃকলাস হইয়া রহিলেন। অনন্তর এক দিবস যদুকুমারগণ কৃষ্ণসহ মৃগয়ার্থ বন গমন করিলেন। পরে মধ্যাহ্নকালে সকলেই তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া বনমধ্যস্থ হ্রদে জলান্বেষণ করিতে লাগিলেন; দেখিলেন,—

রণে তস্য যত্নং যদুকুমারকাঃ। আকৃষ্যমাণঃ স তদা গুরুত্বান্ন চচাল হ ॥ ৪৭ ॥ যদা ন শেকুস্তে সর্ব্ব আচখ্যুঃ কৃষ্ণরামযোঃ। দদর্শ তং তদা কৃষ্ণো নৃগং মত্বা হসন্নিব ॥ ৪৮ ॥ চিক্ষেপ বামহস্তেন লীলয়ৈব জগৎপতিঃ। স সংস্পৃষ্টো ভগবতা বিমুক্তঃ শাপ-বন্ধনাৎ ॥ ৪৯ ॥ ত্যক্ত্বা কলেবরং রাজা দিব্য-মাল্যানুলেপনঃ। কৃতাঞ্জলিরুবাচেদং ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ৫০ ॥ নমস্তে জগদাধার সর্গস্থিত্যন্ত-কারিণে। সহস্রশিরসে তুভ্যং ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে ॥ ৫১ ॥ এবং সংস্তবতঃ প্রাহ ভগবান্ দেবকীসুতঃ। দদামি তে বরং তুষ্টো যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৫২ ॥ যাহি পুণ্যকৃতাল্লোকান্ দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্চ মে। এবমুক্তঃ স দেবেন সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ ॥ ৫৩ ॥ উবাচ যদি তুষ্টোঽসি যদি দেয়ো বরো মম। গর্ত্তোঽয়ং মম নাম্না তু খ্যাতিং গচ্ছতু কেশব ॥৫৪॥ যঃ স্নাত্বা পরয়া ভক্ত্যা পিতৄন্ সন্তর্পয়িষ্যতি। ত্বৎপ্রসাদেন গোবিন্দ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতু ॥ ৫৫ ॥ এবমুক্তা স ভগবান্ পুনর্দ্বারাবতীমগাৎ ॥ ৫৭ ॥ স চ রাজা বিমানেন দিব্যমাল্যানুলেপনঃ। জগাম ভবনং বিষ্ণোর্বিবুধৈ-রনুসংস্তুতঃ ॥ ৫৭ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। তদাপ্রভৃতি বিপ্রেন্দ্রাঃ স কূপো নৃগসংজ্ঞয়া। বরদানাচ্চ কৃষ্ণস্য পাবনঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৫৮ ॥ তত্র গত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠা হ্যর্ঘ্যং দদ্যাৎ যথাবিধি। ফলপুষ্পাক্ষতৈর্যুক্তং চন্দনেন চ ভূসুরাঃ ॥ ৫৯ ॥ নমস্তে বিশ্বরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে। অর্ঘ্যং গৃহাণ দেবেশ কূপেঽস্মিন্ নৃগসংজ্ঞকে ॥ ৬০ ॥ ততঃ স্নায়াদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠা মৃদমালিপ্য পাণিনা। সন্তর্পয়েৎ পিতৄন্ দেবান্ মনুষ্যাংশ্চ যথাক্রমাৎ ॥ ৬১ ॥ ততঃ শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত পিতৄণাং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। বিপ্রেভ্যো ভোজনং দদ্যা-দ্দক্ষিণাঞ্চ স্বশক্তিতঃ ॥ ৬২ ॥ বিশেষতঃ প্রদাতব্যা সবৎসা গৌঃ স্বলঙ্কৃতা। শয্যাং সোপস্করাং দদ্যাৎ বিষ্ণুর্মে প্রীয়তামিতি ॥ ৬৩ ॥ দীনান্ধকৃপণানাঞ্চ সদা তত্তীরবাসিনাম্। দদ্যাদ্দানং স্বশক্ত্যা চ বিত্ত-শাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৬৪ ॥ স্নানমাত্রেণ বিপ্রেন্দ্রা লভেদ্গোদানজং ফলম্। পিতৄণাং শ্রাদ্ধদানেন বিযোনিং ন চ গচ্ছতি ॥ ৬৫ ॥ কৃকলাসে কৃতং

তন্মধ্যে এক বৃহৎ কৃকলাস রহিয়াছে। তদ্দর্শনে যদুকুমারগণ তাহার উদ্ধারার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাকে ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন; কিন্তু গুরুত্ব হেতু কৃকলাস স্থানভ্রষ্ট হইল না। ঐ কার্য্যে যখন তাঁহারা সকলেই অপারগ হইলেন, তখন রাম-কৃষ্ণের নিকট আসিয়া ঐ ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। কৃষ্ণ কৃকলাস দেখিয়া নৃগ নরপতি বোধে হাসিলেন এবং বামহস্ত দ্বারা অবলীলাক্রমে তাহাকে তুলিয়া ফেলিলেন। জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ স্পর্শ করিবামাত্র নৃগ শাপবন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। তিনি স্বদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্যমাল্যানুলিপ্ত-দেহে কৃতাঞ্জলিকরে পরমভক্তি সহকারে কহিলেন,—ওহে জগদাধার! তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-নাশকারী, সহস্রশিরা, অনন্তশক্তি, ব্রহ্মপুরুষ, তোমাকে আমার নমস্কার। নৃগরাজ এইরূপ স্তব করিলে দেবকীনন্দন ভগবান্ বলিলেন,—আমি তুষ্ট হইয়া তোমায় ইষ্টবর প্রদান করিতেছি। যাও, আমার দর্শনে এবং স্পর্শনে তুমি পুণ্যকারীদিগের লোকে গমন কর। বাসুদেবের এই কথায় হৃষ্টরোমা নৃগ নৃপ বলিলেন,—যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, যদি আমায় বরাই মনে করেন, তবে হে কেশব! এই গর্ত্ত আমার নামে খ্যাত হউক। এখানে বিশেষ ভক্তিযোগে স্নান করিয়া যে নর পিতৃতর্পণ করিবে, হে গোবিন্দ! তোমার প্রসাদে তাহার যেন বিষ্ণুলোকে গতি হয়। ভগবান্ 'তথাস্তু' বলিয়া দ্বারকায় গেলেন।৪৭—৫৭। সেই রাজা দিব্যমালা ও দিব্য অনুলেপনযুক্ত হইয়া বিমানযোগে বিবুধগণের স্তুতিবাদ শুনিতে শুনিতে বিষ্ণুভবনে প্রয়াণ করিলেন। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্রগণ! তখন হইতে ঐ কূপ নৃগ নামে প্রখ্যাত হইল। কৃষ্ণের বরদানবলে উহা সর্ব্ব দেহীরই পুণ্যাবহ। তথায় গিয়া তীর্থযাত্রী ফল, পুষ্প, অক্ষত, চন্দন দ্বারা যথাবিধি অর্ঘ্য দান করিবে; বলিবে,—হে দেবেশ! তুমি বিশ্বরূপী পরমাত্মা বিষ্ণু; তোমাকে নমস্কার! এই নৃগকূপে তুমি এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর। হে দ্বিজবর্য্যগণ! অনন্তর হস্ত দ্বারা মৃত্তিকা লেপন করিয়া স্নান করিবে; পিতৃদেব ও মনুষ্যগণের তর্পণ করিবে; শ্রদ্ধার সহিত পিতৃতর্পণ করিবে এবং যথাশক্তি বিপ্রগণকে ভোজন, দক্ষিণা বিশেষতঃ সুভূষিতা সবৎসা ধেনু ও উপস্করযুতা শয্যা প্রদান করিবে। প্রদানকালে বলিবে,—বিষ্ণু মৎপ্রতি প্রীত হউন। তৎপরে সেই তীর্থবাসী দীন অন্ধ, কৃপণদিগকে যথাশক্তি দান করিবে; বিত্তশাঠ্য করিবে না। হে বিপ্রগণ! এখানে স্নান মাত্রেই গোদান জন্য ফল হয়; পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে কুযোনিগমন হয় না। যে নর কৃকলাস তীর্থে

শ্রাদ্ধং যেনৈব তর্পণং তথা। স গচ্ছেদ্বিষ্ণুলোকন্তু পিতৃভিঃ সহিতো নরঃ॥ ৬৬॥ তথা মনোরথাবাপ্তি-র্যাত্রা চ সফলা ভবেৎ। সর্ব্বতীর্থফলাবাপ্তিং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কৃকলাসাপরনামকনৃগতীর্থমাহাত্ম্য-বর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

প্রহ্লাদ উবাচ। ততো গচ্ছেদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তীর্থং বিষ্ণুপদোদ্ভবম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ॥ ১॥ যস্যোৎপত্তির্ময়া পূর্ব্বং কথিতা দ্বিজসত্তমাঃ। যস্যা সংস্মরণাদেব কীর্ত্তনাৎপাপ-নাশনম্॥২॥ হরিণা যা সমানীতা রুক্মিণ্যর্থে মহাত্মনা। যস্যা গণ্ডূষমাত্রেণ হয়মেধফলং লভেৎ॥ ৩॥ বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতা যা বৈষ্ণবীতি চ বিশ্রুতা। তত্র গত্বা মহাভাগ গৃহীত্বার্ঘ্যং বিধানতঃ॥ ৪॥ নমস্তে ত্বাং ভগবতি বিষ্ণুপাদতলোদ্ভবে। গৃহা-ণার্ঘ্যমিদং দেবি গঙ্গে ত্বং হরিণা সহ॥৫॥ ইত্যুচ্চার্য্য দ্বিজশ্রেষ্ঠা মৃদমালভ্য পাণিনা। প্রাঙ্মুখঃ সংযতো ভূত্বা স্নানং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥ ৬॥ দেবান্ পিতৄন্ মনুষ্যাংশ্চ তর্পিতব্যং তিলাক্ষতৈঃ। উপহারো-পহারাংশ্চ হ্বাহুয় ব্রাহ্মণাংস্ততঃ॥ ৭॥ শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তঃ শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ। যথোক্তাং দক্ষিণাং দদ্যাৎ সুবর্ণং রজতং তথা॥ ৮॥ দীনান্ধকৃপণানাঞ্চ দানং দেয়ং স্বশক্তিতঃ। বিশেষতঃ প্রদাতব্যং সুবর্ণং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৯॥ উপানহৌ ততো দেয়ে জলকুম্ভং দ্বিজাতয়ে। দধ্যোদনং সলবণং শাক-জীরকসংযুতম্॥ ১০॥ রক্তবস্ত্রৈঃ কঞ্চুকীভী রুক্মিণীং পরিধাপয়েৎ। বিপ্রপত্নীশ্চ বিপ্রাংশ্চ বিষ্ণুর্মে প্রীয়তা-মিতি॥ ১১॥ এবং কৃতে দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ। পিতৄণামক্ষয়া তৃপ্তির্গয়াশ্রাদ্ধেন বৈ যথা॥ ১২॥ বৈষ্ণবং লোকমায়ান্তি পিতরস্ত্রিকুলোদ্ভবাঃ। জীবতে স শ্রিয়া যুক্তঃ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ॥ ১৩॥ প্রীতঃ সদা ভবেত্তস্য রুক্মিণ্যা সহ কেশবঃ। যচ্ছতে বাঞ্ছিতান্ সর্ব্বানৈহিকামুষ্মিকান্ প্রভুঃ॥ ১৪॥ এত-ন্মাহাত্ম্যমতুলং বিষ্ণুপাদোদ্ভবং তথা। যঃ শৃণোতি হরৌ ভক্ত্যা সর্ব্বপাপৈঃ স মুচ্যতে॥ ১৫॥ শ্রুত্বা-ধ্যায়মিমং পুণ্যং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিষ্ণুপদতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

শ্রাদ্ধ-তর্পণ করে, সে তাহার পিতৃগণ সহ বিষ্ণু-লোকে যায়। তাহার মনোরথসিদ্ধি ও যাত্রা সফল হয়। সে নিশ্চিতই সর্ব্বতীর্থফল লাভ করে। ৫৮—৬৭

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—দ্বিজগণ! অনন্তর বিষ্ণু-পদোদ্ভব তীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থ দর্শন-মাত্রেই গঙ্গাস্নানফল লাভ হয়। হে দ্বিজবরগণ! এ বিষ্ণুপাদোদ্ভব তীর্থের উৎপত্তি আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উহার সংস্মরণে বা কীর্ত্তনেও পাপ-নাশ হয়। স্বয়ং মহাত্মা হরি, রুক্মিণীর নিমিত্ত উহাকে আনিয়াছিলেন, উহার গণ্ডূষমাত্র জলেই হয়মেধ-ফল লাভ হয়। যিনি বিষ্ণুর পাদপ্রসূতা, তথা বৈষ্ণবী নামে বিখ্যাতা, নর যথাবিধি অর্ঘ্য লইয়া তৎসমীপে গমন করিবে; বলিবে,—হে ভগবতি বিষ্ণুপাদোদ্ভবে! তোমাকে নমস্কার করি। হে দেবি! গঙ্গে! তুমি হরি সহ এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর। এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া পাণি দ্বারা মৃত্তিকা লইয়া গাত্রে লেপনপূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে প্রীতভাবে স্নান করিবে। অনন্তর তিলাক্ষত দ্বারা দেব-পিতৃমনুষ্যদিগকে তর্পণ করিবে। উপহার লইয়া ব্রাহ্মণ আবাহনান্তে শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধে সুবর্ণ বা রজত দক্ষিণা দিবে। দীন, অন্ধ, কৃপণদিগকে যথাশক্তি দান করিবে। হে দ্বিজগণ! এই তীর্থে সুবর্ণদান বিশেষরূপেই কর্ত্তব্য। অনন্তর উপানহযুগল, জলকুম্ভ, দধ্যোদন, লবণ, শাক, ও জীরক, দ্বিজাতিকে প্রদান করিবে। অতঃপর "বিষ্ণু প্রীত হউন" বলিয়া রক্তবস্ত্র ও কঞ্চুক সকল রুক্মিণীকে এবং বিপ্র ও বিপ্রপত্নীদিগকে পরিধানার্থ প্রদান করিবে। এইরূপ করিলে নর কৃতকৃত্য হয়। গয়াশ্রাদ্ধে যেরূপ পিতৃতৃপ্তি হয়, তাহার পিতৃগণেরও সেইরূপ তৃপ্তি হইয়া থাকে। তাহার ত্রিকুলোৎপন্ন পিতৃগণ বৈষ্ণব লোক লাভ করে। সে পুত্র পৌত্র ও লক্ষ্মীসম্পন্ন হইয়া জীবন ধারণ করে। রুক্মিণী সহ কেশব তৎ-প্রতি প্রীত থাকেন। তিনি ঐহিক আমুষ্মিক

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

প্রহ্লাদ উবাচ। ততো গচ্ছেদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠা গোপ্রচারমতঃ পরম্। যত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা লভেদ্গোদানজং ফলম্॥ ১॥ যত্র স্নাতো জগন্নাথো নভস্যে দৈবতৈর্বৃতঃ। কটদানঞ্চ তৎ প্রোক্তং দ্বাদশ্যাং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ২॥ ঋষয় উচুঃ। কথন্তু তত্র দৈত্যেন্দ্রাভবদ্বৈ গোপ্রচারকম্। তীর্থং কথয় তত্ত্বেন তত্র স্নাতো জনার্দ্দনঃ॥ ৩॥ প্রহ্লাদ উবাচ। হতে কংসে ভোজরাজে কৃষ্ণেনামিততেজসা। উগ্রসেনে চাভিষেকে মধুপুর্য্যাং মহাত্মনা॥ ৪॥ উদ্ধবং প্রেষয়ামাস গোকুলে গোকুলপ্রিয়ঃ। সুহৃদাং প্রিয়কামার্থং গোপগোপীজনস্য চ॥ ৫॥ নমস্কৃত্য চ গোবিন্দং প্রযযৌ নন্দগোকুলম্। স তৎসদৃশবেশেণ বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ॥ ৬॥ তং দৃষ্ট্বা দিবসস্যান্তে গোবিন্দানুচরং প্রিয়ম্। উদ্ধবং পূজয়ামাস বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ॥ ৭॥ তং ভুক্তবন্তং বিশ্রান্তং যশোদা পুত্রবৎসলা। আনন্দবাষ্পপূর্ণাক্ষী পপ্রচ্ছানাময়ং হরেঃ॥ ৮॥ কচ্চিদ্ধি স্তঃ সুখং পুত্রৌ রামকৃষ্ণৌ যদূত্তমৌ। কচ্চিৎ স্মরতি গোবিন্দো বয়স্যান্ গোপবালকান্॥ ৯॥ কচ্চিদেষ্যতি গোবিন্দো গোকুলং মথুরেশ্বরঃ। তারয়িষ্যতি পুত্রোঽসৌ গোকুলং বৃজিনার্ণবাৎ॥ ১০॥ ইত্যুক্ত্বা বাষ্পপূর্ণাক্ষৌ যশোদা নন্দ এব চ। দীর্ঘং রুরুদতুর্দীনৌ পুত্রস্নেহবশং গতৌ॥ ১১॥ উদ্ধবস্তৌ ততো দৃষ্ট্বা প্রাণসংশয়মাগতৌ। মধুরৈঃ কৃষ্ণসন্দেশৈঃ স্নেহযুক্তৈরজীবয়ৎ॥ ১২॥ নমস্করোতি ভবতীং ভবন্তঞ্চ সহাগ্রজঃ। অনাময়ং পৃষ্টবাংশ্চ তৌ চ ক্ষেমেণ তিষ্ঠতঃ॥ ১৩॥ ক্ষিপ্রমেষ্যতি দাশার্হো রামেণ সহিতো বিভুঃ। অত্রাগত্য জগন্নাথো বিধাস্যতি চ বো হিতম্॥ ১৪॥ ইত্যেবং কৃষ্ণসন্দেশৈঃ সমাশ্বাস্যোদ্ধবস্তদা। সুখং সুষ্বাপ শয়নে নন্দাদ্যৈরভিনন্দিতঃ॥ ১৫॥ গোপ্যস্তদা রথং দৃষ্ট্বা দ্বারে নন্দস্য বিস্মিতাঃ। কোঽয়ং

সর্ব্বাভীষ্টই তাহাকে দান করেন। বিষ্ণুপাদোদ্ভব এই অতুল মাহাত্ম্য হরিভক্তিপুরঃসর শ্রবণ করিলে নর নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হয়। এই পুণ্যাধ্যায় শ্রবণ করিলেও সর্ব্ব পাপ হইতে নিষ্কৃতি ঘটে। ১—১৬।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—দ্বিজগণ! অতঃপর গোপ্রচার তীর্থে গমন করিবে। তথায় ভক্তি করিয়া স্নান করিলে নর গোদান জন্য ফললাভ করে। ভগবান্ জগন্নাথ দেবগণপরিবৃত হইয়া শ্রাবণ মাসে ঐ স্থানে স্নান করিয়াছিলেন। হে দ্বিজগণ! ঐ স্থানে দ্বাদশী তিথিতে কটদান বিধেয়। ঋষিগণ কহিলেন,—দৈত্যেন্দ্র! কিরূপে তথায় গোপ্রচার তীর্থ হইল? জনার্দ্দন তথায় স্নান করিয়াছিলেন কেন? যথার্থতঃ প্রকাশ করিয়া বল। প্রহ্লাদ কহিলেন,—অমিততেজা কৃষ্ণ ভোজরাজ কংসকে বিনাশ করিয়া যখন মধুপুরীতে উগ্রসেনকে অভিষিক্ত করেন, তখন সেই গোকুলপ্রিয় গোবিন্দ সুহৃদ্গণের ও গোপগোপীজনের প্রিয় কামনায় উদ্ধবকে গোকুলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উদ্ধব গোবিন্দকে নমস্কার করিয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা তাঁহারই অনুরূপ বেশ ধারণপূর্ব্বক নন্দগোকুলে গিয়াছিলেন। পুত্রবৎসলা যশোদা দিনাবসানে গোবিন্দের সেই প্রিয়ানুচর উদ্ধবকে দেখিয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সৎকার করিলেন। অনন্তর উদ্ধব ভোজনান্তে বিশ্রাম করিলেন। আনন্দাশ্রুপূর্ণবদনা যশোদা তাঁহার নিকট হরির অনাময় প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন! বলিলেন,—যদূত্তম রামকৃষ্ণ সুখে আছে ত? বয়স্য গোপালকদিগকে বৎস গোবিন্দ স্মরণ করে ত? মথুরানাথ গোবিন্দ গোকুলে আর আসিবেন ত? পুত্র গোবিন্দ গোকুলকে পাপার্ণব হইতে উদ্ধার করিবে ত? বাষ্পপূর্ণনয়ন নন্দ-যশোদা এই বলিয়া পুত্রস্নেহবশে বহু ক্ষণ রোদন করিলেন। উদ্ধব তাঁহাদিগকে প্রাণসংশয়াপন্ন দেখিয়া সস্নেহ মধুর কৃষ্ণসন্দেশ দ্বারা তাঁহাদিগকে উজ্জীবিত করিলেন; বলিলেন,— রামকৃষ্ণ আপনাদিকে নমস্কার করিয়া অনাময় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই কুশলে আছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাম সহ শীঘ্রই গোকুলে আগমন করিবেন; আসিয়া আপনাদের হিত বিধান করিবেন। উদ্ধব তখন এইরূপ কৃষ্ণ সন্দেশে আশ্বাসিত করিয়া সুখ-শয্যায় শয়ন করিলেন। নন্দাদি গোপগণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন।১—১৫। অনন্তর গোপীগণ নন্দের

কোঽয়মিতি প্রাহুঃ কৃষ্ণাগমনশঙ্কয়া ॥ ১৬ ॥ গোপাল-রাজস্য গৃহে রথেনাদিত্যবর্চসা। সমাগতো মহা-বাহুঃ কৃষ্ণবেষানুগস্তথা ॥ ১৭ ॥ পরস্পরং সমাগম্য সর্ব্বাস্তা ব্রজযোষিতঃ। বিবিক্তে কৃষ্ণদূতং তং পপ্রচ্ছুঃ শোককর্ষিতাঃ ॥ ১৮ ॥ শ্রীগোপ্য ঊচুঃ। কস্মাত্ত্বমিহ সম্প্রাপ্তঃ কিং তে কার্য্যমিহাদ্য বৈ। দস্যুরূপপ্রতিচ্ছন্নো হ্যস্মান্ সংহর্ত্তুমিচ্ছসি ॥ ১৯ ॥ পূর্ব্বমেব হৃতং তেন কৃষ্ণেন হৃদয়াদিকম্। পায়য়িত্বাধরবিষং যোষিদ্‌ব্রাতং পলায়িতঃ ॥ ২০ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা তা গোপ্যো মুমুহুঃ শোকবিহ্বলাঃ। ঈক্ষন্ত্যঃ কৃষ্ণদাসং তং নিপেতুর্ধরণীতলে ॥ ২১ ॥ উদ্ধবস্তং জনং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণস্নেহহৃতাশয়ম্। আশ্বাসয়ামাস তদা বাক্যৈঃ শ্রোত্রসুখাবহৈঃ ॥ ২২ ॥ উদ্ধব উবাচ। ভগবানপি দাশার্হঃ কন্দর্পশরপীড়িতঃ। ন ভুঙ্‌ক্তে ন স্বপিতি চ চিন্তয়ন্ বস্বহর্নিশম্ ॥ ২৩ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ললিতা ক্রোধমূর্চ্ছিতা। উদ্ধবং তাম্রনয়না প্রোবাচ রুদতী তদা ॥ ২৪ ॥ ললিতোবাচ। অসত্যো ভিন্নমর্য্যাদঃ ক্রূরঃ ক্রূরজনপ্রিয়ঃ। ত্বং মা কৃথা নঃ পুরতঃ কথাং তস্যাকৃতাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥ ধিগ্‌ধিক্ পাপসমাচারো ধিগ্‌ধিগ্ বৈ নিষ্ঠুরাশয়ঃ। হিত্বা যঃ স্ত্রীজনং মূঢ়ো গতো দ্বারবতীং হরিঃ ॥ ২৬ ॥ শ্যামলোবাচ। কিং তস্য মন্দভাগ্যস্য অল্পপুণ্যস্য দুর্ম্মতেঃ। মা কুরুধ্বং কথাঃ সাধ্ব্যঃ কথাং কথয়তাপরাম্ ॥ ২৭ ॥ ধন্যোবাচ। কেনায়ং হি সমানীতো দূতো দুষ্টজনস্য চ। যাতু তেন পথা পাপঃ পুনর্নায়াতি যেন চ ॥ ২৮ ॥ বিশাখোবাচ। ন শীলং ন কুলং যস্য নাস্তি পাপকৃতং ভয়ম্। তস্য স্ত্রীহননে সাধ্ব্যো জ্ঞায়তে জন্ম কর্ম্ম চ। হীনস্য পুরুষার্থেন তেন সঙ্গো নিরর্থকঃ ॥ ২৯ ॥ রাধোবাচ। ভূতানাং ঘাতনে যস্য নাস্তি পাপকৃতং ভয়ম্। তস্য স্ত্রীহননে সাধ্যঃ শঙ্কা কাপি ন বিদ্যতে ॥ ৩০ ॥ শৈব্যোবাচ। সত্যং ব্রূহি মহাভাগ কিং করোতি যদূত্তমঃ। সঙ্গতো নাগরস্ত্রীভিরস্মাকং কিং কথাং স্মরেৎ ॥ ৩১ ॥ পদ্মোবাচ। কদোদ্ধব মহাভাগ নাগরীজনবল্লভঃ। সমেষ্যতীহ দাশার্হঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ ॥ ৩২ ॥ ভদ্রোবাচ। হা কৃষ্ণ হা গোপবর হা গোপীজনবল্লভ। সমুদ্ধর মহাবাহো গোপীঃ সংসারসাগরাৎ ॥ ৩৩ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ।

দ্বারে রথ দেখিয়া সবিস্ময়ে কৃষ্ণাগমনাশঙ্কায় পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—এ কে? এ কে আসিল? দেখিতেছি, এক কৃষ্ণবেশী মহাবাহু ব্যক্তি আদিত্য-প্রভ রথে গোপরাজগৃহে আসিয়াছেন। এই বলিয়া ব্রজবনিতাগণ নির্জ্জনে আসিয়া শোকার্ত্তভাবে সকলেই পরস্পর সেই কৃষ্ণদূতকে জিজ্ঞাসিলেন,—কোথা হইতে তুমি এখানে আসিলে? তোমার প্রয়োজন কি? তুমি কি দস্যুরূপে আচ্ছন্ন হইয়া আমাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? কৃষ্ণ পূর্ব্বেই আমাদিগের হৃদয় বিদারণ করিয়া গিয়াছে; ব্রজনারীদিগকে তাহার অধর-বিষ পান করাইয়া অবশেষে পলায়ন করিয়াছে। গোপীগণ এই সকল কথা কহিয়া শোকবিহ্বল অবস্থায় অনেকে মোহ-প্রাপ্ত হইল; অনেকে সেই কৃষ্ণদাসকে দেখিয়া-দেখিয়া ভাবাবেশে ধরাপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল। উদ্ধব সেই সকল কৃষ্ণপ্রেম-হৃতাশয় গোপীজনকে দেখিয়া সময়োচিত শ্রোত্রসুখাবহ বাক্য বিন্যাসে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন; কহিলেন,—ভগবান্ যদুপতিও কন্দর্পশরে জর্জ্জরিত হইয়া দিবারাত্র চিন্তায় চিন্তায় ভোজন শয়ন ত্যাগ করিয়াছেন। উদ্ধবের এইবাক্য শুনিয়া ক্রোধ-মূর্চ্ছিতা ললিতা কাঁদিতে কাঁদিতে আরক্তনেত্রে উদ্ধবকে কহিলেন,—তুমি অসত্য; ভিন্নমর্য্যাদ, ক্রূর ক্রূরজনপ্রিয়; আমাদের সমক্ষে তুমি আর সেই অকৃতজ্ঞের কথা কহিও না। যে মূঢ় অনুরক্ত স্ত্রীজনকে বর্জ্জন করিয়া দ্বারাবতীতে গিয়াছে, সেই পাপাচার নিষ্ঠুরাশয় হরিকে শত ধিক্। শ্যামলা কহিল,—সাধ্বীগণ! সেই মন্দভাগ্য অল্পপুণ্য দুর্ম্মতি হরির কথা আর কহিও না। অন্য কথার অবতারণা কর। ধন্যা কহিল,—এই দুষ্টজনের দুষ্ট দূতকে কে এখানে আনিল? যে পথে গিয়া আর না আসিতে পারে, এই পাপিষ্ঠ সেই পথে চলিয়া যাউক, বিশাখা বলিল,—যাহার কুল নাই, শীল নাই; পাপ-কার্য্যে ভয় নাই, হে সাধ্বীগণ! তাহার জন্ম কর্ম্ম কিরূপ, তাহা স্ত্রীজন-হননেই বুঝা গিয়াছে! সেই কাপুরুষের সঙ্গলাভ বৃথা। রাধা কহিলেন,—প্রাণিহত্যায় যাহার পাপভয় নাই, অবলা-জন হননে তাহার আবার শঙ্কা কি? শৈব্যা কহিল—ওহে মহাভাগ! সত্য বল, যদুবর কি করিতেছেন? তিনি নাগরনারীগণের সহিত সঙ্গত হইয়া আমাদের কথা কি আর স্মরণ করেন? পদ্মা বলিল;—বল উদ্ধব! কবে সেই নাগরীজনবল্লভ অম্বুজাক্ষ এখানে আগমন করিবেন? ভদ্রা কহিল,—হা কৃষ্ণ! হা গোপবর! হা গোপীজনবল্লভ! সংসার-

ইতি তা বিবিধৈর্ব্বাক্যৈ র্বিলপন্ত্যো ব্রজস্ত্রিয়ঃ। রুরুদুঃ সুস্বরং দেব্যঃ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণচেষ্টিতম্ ॥ ৩৪ ॥ তাসাং তক্রন্দিতং শ্রুত্বা ভক্তি-স্নেহসমন্বিতঃ। বিস্ময়ং পরমং গত্বা সাধুসাধ্বিতি চাব্রবীৎ ॥ ৩৫ ॥ উদ্ধব উবাচ। যং ন ব্রহ্মা ন চ হরো ন দেবা ন মহর্ষয়ঃ। স্বভাবমনুগচ্ছন্তি সর্ব্বা ধন্যা ব্রজস্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৬ ॥ সর্ব্বাসাং সফলং জন্ম জীবিতং যৌবনং ধনম্। যাসাং ভবেদ্ভগবতি ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥ ৩৭ ॥ গোপ্য ঊচুঃ। সাধু দর্শয় গোবিন্দং সাধুদর্শয় বল্লভম্। নয়াস্মান্ সাধু তত্রৈব যত্র তিষ্ঠতি সোঽচ্যুতঃ ॥ ৩৮ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। তাসাং তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা তথা বিলপিতং বহু। বাঢ়মিত্যেব তা উচ উদ্ধবঃ স্নেহবিহ্বলঃ ॥ ৩৯ ॥ উদ্ধবেন সমং সর্ব্বাস্ততস্তা ব্রজযোষিতঃ। অনুজগ্মুর্মুদা যুক্তাঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ৪০ ॥ গায়ন্ত্যঃ প্রিয়গীতানি তদ্বালচরিতানি চ। জগ্মুঃ সহৈব শনকৈরুদ্ধবেন ব্রজাঙ্গনাঃ ॥ ৪১ ॥ যদুপুর্য্যাং ততো দৃষ্ট্বা উদ্যান-বিপিনাবলীঃ। অদ্য দেবং প্রপশ্যামঃ কৃষ্ণাখ্যং নন্দনন্দনম্ ॥ ৪২ ॥ দ্বারবত্যাং তু গমনাদ্ধ্যানাল্লক্ষ্মী-পতেস্তদা। অশেষক্লেশনির্মুক্তা বিধ্বস্তাখিলবন্ধনাঃ ॥ ৪৩ ॥ সম্প্রাপ্তাস্তাস্ততঃ সর্ব্বাস্তীরে ময়সরস্ত চ। প্রণিপত্যোদ্ধবঃ প্রাহ গোপিকাঃ কৃষ্ণদেবতাঃ ॥ ৪৪ ॥ স্থীয়তাং মাতরশ্চাত্রাত্রৈবৈষ্যতি মহাভুজঃ। কৃষ্ণঃ কমলপত্রাক্ষো বিধাস্যতি চ বো হিতম্ ॥ ৪৫ ॥ গোপ্য ঊচুঃ। কস্যোদ্ধব ইদং চাত্র সরঃ সারস-শোভিতম্। সম্পূর্ণং পঙ্কজৈশ্চিত্রৈঃ কহ্লার-কুমুদোৎপলৈঃ ॥ ৪৬ ॥ উদ্ধব উবাচ। ময়োনাম মহাদৈত্যো মায়াবী লোকবিশ্রুতঃ। কৃতং তেন সরঃ শুভ্রং তস্য নাম্না চ বিশ্রুতম্ ॥ ৪৭ ॥ শ্রীগোপ্য ঊচুঃ। শীঘ্রমানয় গোবিন্দং সাধু দর্শয় চাচ্যুতম্। নয়নানন্দজননং তাপত্রয়বিনাশনম্ ॥ ৪৮ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তাসাং গোপিকানাং তদোদ্ধবঃ। দূতৈঃ সমানয়ামাস শ্রীকৃষ্ণং শীঘ্রযায়িভিঃ ॥ ৪৯ ॥ আয়ান্তং শীঘ্রযানেন দৃষ্ট্বা দেবকিনন্দনম্। ভ্রাজমানং সুবপুষং বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৫০ ॥ জ্বলৎকিরীটমুকুটং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্। শ্রীবৎসাঙ্কং মহাবাহুং পীতকৌশেয়-বাসসম্ ॥ ৫১ ॥ আতপত্রৈর্ধৃতং মূর্দ্ধ্নি সংবৃতং বৃষ্ণি-

সাগর হইতে আমাদিগকে ত্রাণ কর। প্রহ্লাদ কহিলেন,—ব্রজবনিতাগণ এই এইরূপ বিবিধ বাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন, সুস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন আর সেই সেই কৃষ্ণচেষ্টা স্মরণ করিতে লাগিলেন। স্নেহভক্তিযুক্ত উদ্ধব তাঁহাদের সেই ক্রন্দন শুনিয়া পরম বিস্ময় সহকারে 'সাধু' 'সাধু' বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিলেন,—বিরিঞ্চিপ্রমুখ দেবগণ এবং মহর্ষিগণ যাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না; ধন্য ব্রজনারীগণ। ইঁহারা তাঁহারই স্বভাবের অনুসরণ করিতেছেন। ভগবানে ইঁহাদের অব্যভিচারিণী ভক্তি, তাই সকলেরই জন্ম জীবন যৌবন ধন সফল। গোপীগণ কহিল,—ওহে কৃষ্ণদূত! তুমি গোবিন্দকে দেখাও, আমাদের প্রিয় জনকে দেখাও; যথায় সেই অচ্যুত আছেন, আমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া চল। প্রহ্লাদ কহিলেন,—স্নেহ-বিহ্বল উদ্ধব গোপীগণের সেই বহু ভাষিত—বহু বিলপিত শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—'বাঢ়ম্'। তখন কৃষ্ণদর্শনলালসা সমস্ত ব্রজবনিতা প্রীতিভরে উদ্ধবের অনুগমন করিলেন। তাঁহারা প্রিয় গীতিকা,—কৃষ্ণের বাললীলা গাহিতে গাহিতে উদ্ধবের সহিত ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে গোপীগণ যখন যদুপুরীর উদ্যানাবলী দেখিলেন, তখন ভাবিলেন—আজ আমরা নন্দনন্দন কৃষ্ণ দর্শন করিব! দ্বারবতী-গমনে—লক্ষ্মীপতির ধ্যানে তাঁহারা অশেষ ক্লেশ হইতে মুক্ত হইলেন; তাঁহাদের সর্ব্ব বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। অনন্তর তাঁহারা ময়াসুর-নির্ম্মিত সরোবরতীরে উপনীত হইলেন। এই সময় উদ্ধব সেই কৃষ্ণপরায়ণা গোপিকাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—মাতৃগণ! আপনারা এইখানে অপেক্ষা করুন, চতুর্ভুজ পুণ্ডরীকাক্ষ এইখানেই আসিবেন; আসিয়া আপনাদের প্রীতি বিধান করিবেন। গোপীগণ কহিলেন—উদ্ধব! এই কুমুদোৎপল-কহ্লারমণ্ডিত সারস-সংশোভিত সরোবর কাহার? উদ্ধব কহিলেন,—মহাদৈত্য মায়াবী ময় লোক-বিখ্যাত। এই স্বচ্ছ সরোবর তাহারই কৃত, তাহারই নামে বিখ্যাত। ৩৬-৪৭। গোপীগণ কহিলেন,—আমাদের নয়নানন্দজনন তাপত্রয়নাশন গোবিন্দকে শীঘ্র আনো—শীঘ্র দেখাও। গোপীগণের সেই বচন শ্রবণ করিয়া উদ্ধব তখন শীঘ্রগামী দূতগণ দ্বারা সংবাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আনাইলেন। গোপিকারা দূর হইতে সেই দেবকীনন্দন সুদেহ শোভন বনমালাধর, জ্বলৎকিরীটমুকুট, স্ফুরন্মকরকুণ্ডল শ্রীবৎসাঙ্ক পীত-কৌষেয়বসন, মহাভুজ লোককান্ত মনোহর অচ্যুতকে আসিতে দেখিলেন; দেখিলেন—যদুপুঙ্গবেরা তাঁহার মস্তকে আতপত্র ধারণ করিয়াছেন; বন্দিগণ

পুষ্পবৈঃ। সংস্তুতং বন্দিমুখ্যৈশ্চ গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ॥ ৫২॥ পৌরজানপদৈর্লোকৈর্বৈষ্ণবৈঃ সর্ব্বতো বৃতম্। পশ্যন্তং হংসমিথুনৈঃ সরঃ সারসশোভিতম্॥ ৫৩॥ তং দৃষ্ট্বাচ্যুতমায়ান্তং লোককান্তং মনোহরম্। প্রিয়ং প্রিয়াশ্চিরাদ্দৃষ্ট্বা মুমুহুস্তা ব্রজাঙ্গনাঃ॥ ৫৪॥ চিরায় সংজ্ঞাং সম্প্রাপ্য বিলেপুশ্চ সুদুঃখিতাঃ। হা নাথ কান্ত হা কৃষ্ণ হা ব্রজেশ মনোহর॥ ৫৫॥ সংবর্দ্ধিতোঽসি যৈর্বাল্যে ক্রীড়িতো বৎসপালকৈঃ। তেঽপি ত্বয়া পরিত্যক্তাঃ কথং তুষ্টোঽসি নির্ঘৃণঃ॥ ৫৬॥ ন তে ধর্ম্মো ন সৌহার্দ্দং ন সত্যং সখ্যমেব চ। পিতৃমাতৃপরিত্যাগী কথং যাস্যসি সদ্গতিম্॥ ৫৭॥ স্বামিন্ ভক্তপরিত্যাগঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু গর্হিতঃ। ত্যজতাস্মান্ বনে বীর ধর্ম্মো নাবেক্ষিতস্ত্বয়া॥ ৫৮॥ প্রহ্লাদ উবাচ। শ্রুত্বা তাসাং বিলপিতং গোপীনাং নন্দনন্দনঃ। অনন্যশরণাঃ সর্ব্বা ভাবজ্ঞো ভগবান্ বিভুঃ॥ সান্ত্বয়ামাস বচনৈর্ব্রজেশস্তা ব্রজাঙ্গনাঃ॥ ৫৯॥ অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপীঃ প্রভুস্তা অবশিক্ষয়ৎ॥ ৬০॥ শ্রীভগবানুবাচ। ভবতীনাং বিয়োগো মে ন হি সর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ বসামি হৃদয়ে শশ্বদ্ভূতানামবিশেষতঃ॥ ৬১ অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তো দেবাঃ সবাসবাঃ আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিশ্বে মরুদ্গণাঃ ৬২॥ ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ বিষ্ণুশ্চ সনকাদ্যা মহর্ষয়ঃ ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিস্তথা সত্ত্বং রজস্তমঃ॥ ৬৩ কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মোহোঽহঙ্কার এব চ এতৎ সর্ব্বমশেষেণ মত্তো গোপ্যঃ প্রবর্ত্ততে॥ ৬৪ এতজ্জ্ঞাত্বা মহাভাগা মা স্ম কুরুৎ মনঃ শুচি সর্ব্বভূতেষু মাং নিত্যং ভাবয়ধ্বমকল্মষাঃ॥ ৬৫. প্রহ্লাদ উবাচ। তাঃ কৃষ্ণবচনং শ্রুত্বা গোপ্যো বিধ্বস্তবন্ধনাঃ। বিমুক্তসংশয়ক্লেশা দর্শনানন্দসম্প্লুতাঃ। ঊচুশ্চ গোপবধ্বস্তাঃ কৃষ্ণং নির্ম্মলমানসাঃ॥ ৬৬॥ গোপ্য ঊচুঃ। অদ্য নঃ সফলং জন্ম অদ্য নঃ সফলা দৃশঃ। যদ্বাং পশ্যাম গোবিন্দ নাগরীজনবল্লভম্॥ ৬৭॥ পুণ্যহীনা ন পশ্যন্তি কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্। বাক্যৈর্হেত্বর্থসংযুক্তৈর্যদি সম্বোধিতা বয়ম্। তথাপি মায়া হৃদয়ান্নাপৈতি মধুসূদন॥ ৬৮॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। দর্শনাৎ স্পর্শনা

বিবিধ গীতবাদিত্ররবে তাঁহার স্তব করিতেছে; পৌরজনপদগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন। তিনি হংসমিথুন ও সারসশোভিত সরোবরশোভা দেখিতে দেখিতে আগমন করিতেছেন। দীর্ঘদিনের পর সেই প্রিয়জন জনার্দ্দনকে দেখিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ প্রথমে মূর্চ্ছিতা হইলেন; বহু ক্ষণের পর মূর্চ্ছাভঙ্গে তাঁহারা দুঃখভরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—হা নাথ! হা কান্ত! হা কৃষ্ণ! মনোহর! হা ব্রজেশ্বর! তুমি বাল্যে যাহাদের সহিত বর্দ্ধিত হইয়াছ, ক্রীড়া করিয়াছ, সেই সকল বৎসপালকে তুমি পরিত্যাগ করিলে? হায়! তুমি তুষ্ট নির্ঘৃণ হইলে কিরূপে? তোমার ধর্ম্ম নাই, সৌহার্দ্দ নাই; সত্য নাই, সখ্য নাই, তুমি পিতৃ-মাতৃপরিত্যাগী; কিরূপে তোমার সদ্গতি হইবে? হে স্বামিন্! ভক্তজনের পরিত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রেই গর্হিত। বীর! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছ, ইহাতে তোমাদ্বারা ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। প্রহ্লাদ কহিলেন—ভাবজ্ঞ ভগবান্ নন্দনন্দন গোপিকাদিগের বিলাপ শুনিয়া সময়োচিত বচনবিন্যাসে সেই অনন্যশরণা ব্রজাঙ্গনাদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। প্রভু হরি অধ্যাত্মবিষয়ক উপদেশ দিয়া কহিলেন,—তোমাদের সহিত আমার বিচ্ছেদ সর্ব্বাত্মভাবে কখনই হইবে না। আমি নিত্য নির্বিশেষ ভাবে সর্ব্বভূতের অন্তরে বাস করিয়া থাকি। আমি সকলের প্রভব; আমা হইতেই সকল; ইন্দ্র, আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, বিশ্বে-দেবগণ, মরুদ্গণ, ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণুপ্রমুখ, দেবগণ এবং ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, সত্ত্ব, রজ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার,—হে গোপীগণ! এতৎসমস্তই আমা হইতে প্রবর্ত্তিত। হে মহাভাগাগণ! এই তত্ত্ব বুঝিয়া তোমরা আর শোক করিও না। তোমরা নির্ম্মলভাবে আমাকেই সর্ব্বভূতে ভাবনা কর।৪৮—৬৫। প্রহ্লাদ কহিলেন,কৃষ্ণের বচন শ্রবণে গোপীগণ বিধ্বস্তবন্ধন হইলেন; তাঁহাদের সংশয়-ক্লেশ নিরস্ত হইল। তাঁহারা কৃষ্ণদর্শনজনিত আনন্দরসে আপ্লুত হইলেন। তখন নির্ম্মলমনা গোপবধূগণ কহিলেন,—আজ আমাদের জন্ম সফল, দৃষ্টি সফল; কেন না, আজ আমরা নাগরীজনবল্লভ গোবিন্দকে সন্দর্শন করিলাম। কৃষ্ণাখ্য পরম পুরুষ অপুণ্যজনের দৃগ্বিষয়ীভূত হন না। হে মধুসূদন! আপনার হেত্বর্থসমন্বিত বাক্য দ্বারা যদিও আমরা প্রবোধিত হইয়াছি, তথাচ আমাদের হৃদয় হইতে মায়াপগম হইতেছে না। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে ব্রজাঙ্গনাগণ! এই সরোবরের

ত্যস্ত বিমুক্তাশেষবন্ধনাঃ। স্নাত্বা চ সকলান্ কামানবাপ্স্যথ ব্রজাঙ্গনাঃ ॥ ৬৯ ॥ গোপ্য উচুঃ অদ্ভুতো হি প্রভাবস্তে সরসোহস্য উদাহৃতঃ। বিধিং ব্রূহি জগন্নাথ বিস্তরাদ্‌বৃষ্ণিনন্দন ॥ ৭০ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। ভবতীনাং ময়া সার্দ্ধং সঞ্জাতমত্র দর্শনম্। তস্মান্ময়া সদা হ্যত্র স্নাতব্যং নিয়মেন হি ॥ ৭১ ॥ যঃ স্নাত্বা পরয়া ভক্ত্যা পিতৄন্ সন্তর্পয়িষ্যতি। শ্রাবণস্য সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাং নিয়তঃ শুচিঃ ॥ ৭২ ॥ দত্বা দানং স্বশক্ত্যা চ মামুদ্দিশ্য তথা পিতৄন্। লভতে বৈষ্ণবং লোকং পিতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৭৩ ॥ ময় তীর্থং সমাসাদ্য কৃত্বা চ করয়োঃ কুশান্। ফলমেকং গৃহীত্বা তু মন্ত্রেণার্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ ॥ ৭৪ ॥ গৃহান্ধকূপে পতিতং মায়াপাশশতৈর্বৃতম্। মামুদ্ধর মহীনাথ গৃহাণার্ঘ্যং নমোহস্তু তে ॥ ৭৫ ॥ স্নাত্বা যঃ পরয়া ভক্ত্যা পিতৄন্ সন্তর্প্য ভাবতঃ। কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং চ পরয়া পিতৃভক্ত্যা সমন্বিতঃ ॥ ৭৬ ॥ দক্ষিণাং চ ততো দদ্যাদ্রজতং রুক্মমেব চ। বিশেষতঃ প্রদাতব্যং পায়সং চ সশর্করম্ ॥ ৭৭ ॥ নবনীতং ঘৃতং ছত্রং কম্বলাজিনমেব চ। ভবতীভিঃ সমং যস্মাৎ সঞ্জাতং মম দর্শনম্। আগন্তব্যং ময়া তস্মাৎ সদা হ্যস্মিন্ জলাশয়ে ॥ ৭৮ ॥ যোহত্র স্নানং প্রকুরুতে ময়স্য সরসি প্রিয়াঃ। গঙ্গাস্নানফলং তস্য বিষ্ণুলোকস্তথাক্ষয়ঃ ॥ ৭৯ ॥ মুক্তিং প্রয়াস্তি তস্যৈব পিতরস্ত্রিকুলোদ্ভবাঃ। পুত্রপৌত্রসমাযুক্তো ধনধান্যসমন্বিতঃ। যাবজ্জীবং সুখং ভুক্ত্বা চান্তে হরিপুরং ব্রজেৎ ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ময়নির্ম্মিতসরোমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

প্রহ্লাদ উবাচ। ইতি কৃষ্ণবচঃ শ্রুত্বা গোপ্যঃ সংহৃষ্টমানসাঃ। তস্মিন্ময়সরে স্নাত্বা বিমুক্তাশেষবন্ধনাঃ ॥১॥ কৃষ্ণদর্শনসঞ্জাতপরমানন্দসংপ্লুতাঃ। উচুশ্চ বচনং গোপ্যো মধুরং মাধবং প্রতি ॥২॥ গোপ্য উচুঃ। ধন্যঃ স দৈত্যপ্রবরো ময়ো যেন কৃতং সরঃ। যস্মিংস্ত্বং দৈবতৈঃ সার্দ্ধং সমেষ্যসি জগৎপতে ॥ ৩ ॥ যদি তুষ্টোহসি ভগবন্নমুগ্রাহ্যা বয়ং যদি। অস্মাকমপি বার্ষ্ণেয় কারয়স্ব সরোত্তমম্ ॥ ৪ ॥ কীর্ত্তনান্-

দর্শন-স্পর্শনে অশেষ বন্ধন অপগত হয়। তোমরা এখানে স্নান কর, সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইবে। গোপীগণ কহিলেন,—আপনি এই সরোবরের অদ্ভুত প্রভাব বলিলেন। এক্ষণে হে জগৎপতে! অত্রত্য স্নানবিধি কিরূপ? তাহা বিস্তৃতভাবে বলুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—আমার সহিত তোমাদের এই স্থানে সাক্ষাৎকার ঘটিল; অতএব আমি এখানে নিয়তই সনিয়মে স্নান করিব। এখানে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি পিতৃতর্পণ করে, এবং শ্রাবণের সিতপক্ষীয় দ্বাদশীদিনে নিয়ত ও শুচিভাবে আমার এবং পিতৃগণের উদ্দেশে যথাশক্তি দান করে, তাহার পিতৃগণ সহ বিষ্ণুলোক লাভ হয়। এই ময়তীর্থে আসিয়া করে কুশ-ফল গ্রহণপূর্ব্বক নর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে অর্ঘ্য দান করিবে। মন্ত্র যথা—আমি গৃহান্ধকূপে পতিত, শত শত মায়াপাশে আবদ্ধ; হে মহীনাথ! আমায় উদ্ধার কর; এই অর্ঘ্য লও; তোমাকে নমস্কার করি। অর্ঘ্যদানান্তে নর এখানে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান, পিতৃতর্পণ ও পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে; স্বর্ণ বা রৌপ্য দক্ষিণা দিবে; বিশেষতঃ সশর্কর পায়স, নবনীত, ঘৃত, ছত্র, কম্বল ও অজিন, দান করিবে। তোমাদের সহিত আমার এইখানে সাক্ষাৎকার ঘটিল; এই জন্য সর্ব্বদাই আমি এখানে আসিব। হে প্রিয়াগণ! যে এই ময় সরোবরে স্নান করে, তাহার গঙ্গাস্নানজন্য ফল লাভ হয়; তাহার অক্ষয় বিষ্ণুলোকে বাস হইয়া থাকে। তদীয় ত্রিকুলোদ্ভব পিতৃগণ মুক্তিলাভ করেন। সে ব্যক্তি পুত্র-পৌত্র-ধন-ধান্য-সমন্বিত হইয়া যাবজ্জীবন সুখভোগ করিতে করিতে অন্তে হরিপুরে উপনীত হইয়া থাকে।৬৬—৮

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রহ্লাদ কহিলেন,—গোপীগণ কৃষ্ণের এই সকল বাক্য শুনিয়া হৃষ্ট হইলেন এবং সেই ময়-সরোবরে স্নান করিয়া অশেষ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণদর্শনজনিত পরমানন্দে পরিপ্লুত হইয়া মাধবের প্রতি মধুর বাক্যে বলিলেন,—ধন্য সেই ময়দানব!—যে, এই সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছে,—তুমি জগৎপতি; তুমিও যখন দেবগণসহ এখানে আগমন করিয়া থাক। হে ভগবন্! যদি তুষ্ট হইয়াছ, যদি আমরা তোমার অনুগ্রাহ্য হই, তবে হে বার্ষ্ণেয়! আমাদের উদ্দেশেও তুমি

মৃত্যুলোকেঽস্মিংস্তব সন্দর্শনেন হি। অহর্নিশং তব ধ্যানাদ্যাস্যামঃ পরমাং গতিম্॥ ৫॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। করিষ্যে বঃ প্রিয়ং সাধ্ব্যো যূয়ং মম পরিগ্রহাঃ। অনুগ্রাহ্যা ময়া নিত্যং ভক্তিগ্রাহ্যোঽস্মি সর্ব্বদা॥৬॥ প্রহ্লাদ উবাচ। ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ কৃষ্ণো গোপীনাং হিতকাম্যয়া। সরসঃ সন্নিধৌ তস্য সরস্তু চকার হ॥ ৭॥ তদাগাধং স্বচ্ছজলং নলিনীদলশোভিতম্। হংসসারসযুগ্মৈশ্চ চক্রবাকৈশ্চ শোভিতম্॥ ৮॥ কুমুদোৎপলকহ্লারপদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতম্। সেবিতং দ্বিজমুখ্যৈশ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরৈস্তথা॥ ৯ সেবিতং যদুনারীভিস্তথা যদুকুমারকৈঃ। দিবারাত্রৌ সুসম্পূর্ণং সর্ব্বৈর্জ্জানপদৈর্জ্জনৈঃ॥ ১০॥ তং দৃষ্ট্বা জলকল্লোলৈঃ সুসম্পূর্ণং জলাশয়ম্। হর্ষাদ্গোপীজনং কৃষ্ণঃ প্রোবাচ বচনং তদা॥ ১১॥ পশ্যধ্বং গোপিকাঃ শুভ্রং সরঃ সরঃসমীপতঃ। স্বচ্ছমিষ্টজলাপূর্ণং সজ্জনানাং যথা মনঃ॥ ১২॥ কারণান্তবতীনাঞ্চ যস্মাৎ কৃতমিদং সরঃ। ভবতীনাং তথা নাম্না খ্যাতমেতদ্ভবিষ্যতি॥ ১৩॥ গোর্ব্বাচা বাচকঃ শব্দো ভবতীভির্ময়া সহ। গোপ্রচারেতি বৈ নাম্না খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি॥ ১৪॥ যুষ্মাকং প্রিয়কামার্থং যস্মাৎ কৃতমিদং সরঃ। তস্মাদ্গোপীসর ইতি খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি॥ ১৫॥ গোপ্য উচুঃ। অনুগ্রাহ্যা যদি বয়মস্মন্নাম্না কৃতং সরঃ। অন্যৎ কিমপি বার্ষ্ণেয় প্রার্থয়ামো যদস্ত নঃ॥ ১৬॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। প্রার্থ্যতাং যদভিপ্রেতং যদ্বো মনসি বর্ত্ততে। ভক্ত্যা সমাগতা যূয়ং নাস্ত্যদেয়ং ততো ময়া॥ ১৭॥ গোপ্য উচুঃ। যদি তুষ্টোঽসি ভগবন্ যদি দেয়ো বরো হি নঃ। তস্মাত্ত্বয়া সদা কৃষ্ণ নরযানেন মাধব॥ ১৮॥ অত্রাগত্য নভস্যেঽস্মিন্ স্নাতব্যং নিয়মেন হি। যত্র ত্বং তত্র দেবাশ্চ যজ্ঞাস্তীর্থানি কেশব॥ ১৯॥ যত্র ত্বং তত্র দানানি ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে। ওঙ্কারশ্চ বষট্কারঃ স্বাহাকারঃ স্বধা তথা॥ ২০॥ ভূর্ভুবঃস্বর্মহর্লোকো জনঃ সত্যং তপস্তথা। ত্বন্ময়ং হি জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্॥ ২১॥ তস্মাত্ত্বয়ি জগন্নাথে হ্যত্র স্নাতে জনার্দ্দনে। স্নাতমত্র ত্রিভুবনং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ২২॥ ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা তব পাদজলং হি তৎ। লক্ষ্মী বক্ষঃস্থলস্থানে মুখে দেবী সরস্বতী॥ ২৩॥ সর্ব্বভূতময়শ্চাত্র ততস্ত্বং

একটী সরোবর নির্ম্মাণ করাও। এই মর্ত্য জগতে তোমার কীর্ত্তি কীর্ত্তনে, দর্শনে ও অহর্নিশ ধ্যানে আমরা পরম গতি প্রাপ্ত হইব। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—সাধ্বীগণ! তোমরা বল্লভা; সুতরাং তোমাদের প্রিয় কার্য্য আমি অবশ্যই করিব। আমি নিত্য ভক্তিগ্রাহ্য; আমার তোমরা অবশ্যই অনুগ্রাহ্য। প্রহ্লাদ কহিলেন,—ভগবান্ কৃষ্ণ এই কথা কহিয়া গোপীগণের হিতার্থ সেই সরোবরের সমীপে আর একটী সরোবর প্রস্তুত করিলেন,—এই নবনির্ম্মিত সরোবর অগাধ স্বচ্ছজল, নলিনীদলশোভিত, হংসসারস-চক্রবাক মিথুন-বিরাজিত, কুমুদোৎপলকহ্লারপদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিত, দ্বিজমুখ্য-সিদ্ধ-বিদ্যাধর-যদুনারী-যদু-কুমারক সেবিত এবং সমস্ত জানপদ-জনে দিবারাত্র সুসম্পূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ সেই জলকল্লোলময় সুসম্পূর্ণ সরোবর দেখিয়া গোপীজনকে আনন্দিত করত কহিলেন,—হে গোপিকাগণ! ময়সরঃসমীপে এই স্বচ্ছ সরোবর অবলোকন কর। এই দেখ, ইহা সজ্জনমানসের ন্যায় স্বচ্ছ ও মিষ্ট জলে পরিপূর্ণ। ভবতীত ব্যক্তিগণের নিমিত্তই তোমাদের কথায় এই সরোবরনির্ম্মিত হইয়াছে। তাই তোমাদের নামে ইহার নামখ্যাত হইবে। গো-বাক্য-বাচক শব্দ; তোমাদের সহিত আমি, ইহা কহিলাম; তাই ইহা গোপ্রচার নামে জগতে খ্যাত হইবে। তোমাদের শ্রেয়ঃ কামনায় আমি যখন এই সরোবর করিলাম, তখন ইহা 'গোপীসর' নামেও খ্যাতিলাভ করিবে। গোপীগণ কহিল,—আমাদের নামে সরোবর করিলেন; আমরা যদি অনুগ্রহ-পাত্রীই হইলাম, তবে হে বার্ষ্ণেয়! আমরা আরও কিছু প্রার্থনা করি, অনুমোদন করুন।১—১৬। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—তোমাদের যাহা অভিপ্রেত আছে, প্রার্থনা কর; তোমরা ভক্তিপূর্ব্বক আসিয়াছ, তোমাদিগকে অদেয় আমার কিছুই নাই। গোপীগণ কহিলেন,—ভগবন্! যদি তুষ্ট হইয়াছেন, যদি আমাদিগকে বর দিবেন, তবে প্রার্থনা,—হে কৃষ্ণ! হে মাধব! তুমি শ্রাবণ মাসে নরযানে আসিয়া এইখানে সনিয়মে স্নান করিবে। কেশব! তুমি যেখানে, দেব যজ্ঞ তীর্থ দান ব্রত নিয়ম ওঙ্কার বষট্কার স্বাহাকার স্বধা এবং ভূর্ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপ সত্যলোক, সকলেই সেইখানে অধিষ্ঠিত। সসুরাসুর নর নিখিল জগৎই ত্বন্ময়; অতএব তুমি জগন্নাথ জনার্দ্দন, যদি এখানে স্নান কর, তবে ত্রিভুবনই স্নাত হইবে। ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা তোমারই পাদোদক; তোমার বক্ষে লক্ষ্মী, মুখে সরস্বতী বিরাজিত; হে জগদীশ্বর

জগদীশ্বর। যদ্দদাসি মনুষ্যাণাং ভবিষ্যাণাং কলৌ যুগে। তদ্বদস্ব মহাবাহো কৃপাং কৃত্বা জগৎপতে॥ ২৪॥ যাত্রায়ামাগতানাং চ অথ ষণ্মাসবাসিনাম্। সদৈবাত্র স্থিতানাং চ যৎফলং তদ্বদস্ব নঃ॥ ২৫॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। যৎফলং হি মনুষ্যাণাং স্নাতানাং গোপিকাসরে। তচ্ছৃণুধ্বমসন্দিগ্ধং প্রসন্নে ময়ি গোপিকাঃ॥ ২৬॥ সোপস্করাং সবৎসাং চ বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাম্। যথোক্তদক্ষিণোপেতাং ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে॥ ২৭॥ সদাচারায় শুদ্ধায় দরিদ্রায়ানুকারিণে। গাং দত্ত্বা ফলমাপ্নোতি স্নানমাত্রেণ তৎ ফলম্॥ ২৮॥ যাবৎপদানি মনুজঃ কৃষ্ণেন সহ গচ্ছতি। কুলানি দেব্যস্তাবন্তি বসন্তি হরিমন্দিরে॥ ২৯॥ কৃষ্ণেন সহ গচ্ছন্তি গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ। স্তুবন্তো বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্গোবিন্দং গোপিকাসরে॥ ৩০॥ ন মাতুর্জঠরে তেষাং যাতনা জায়তে নৃণাম্। সর্ব্বান্ কামানবাপ্যান্তে বৈষ্ণবং লোকমাপ্নুয়ুঃ॥ ৩১॥ অর্ঘ্যং দত্ত্বা বিধানেন স্নানং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ। মন্ত্রেণানেন বৈ সাধ্ব্যঃ শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ॥ ৩২॥ নমস্তে গোপরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে। গোপ্রচারে জগন্নাথ গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তু তে॥ ৩৩॥ অর্ঘ্যং দত্ত্বা বিধানেন মৃদমালিপ্য পাণিনা। স্নায়াচ্ছ্রদ্ধাসমাযুক্তস্তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ॥ ৩৪॥ শ্রাদ্ধং কুর্য্যাত্ততো ভক্ত্যা একচিত্তঃ সমাহিতঃ। যথোক্তাং দক্ষিণাং দদ্যাদ্রজতং রুক্মমেব চ॥ ৩৫॥ বিশেষতঃ প্রদাতব্যং তাম্বূলং কজ্জলং তথা। দুকূলানি চ দেয়ানি তথা কৌস্তুভকানি চ॥ ৩৬॥ দম্পত্যোর্বাসসী চৈব ভূষণানি স্বশক্তিতঃ। গাবো দেয়া দ্বিজাতিভ্যো বৃষভাশ্চ ধুরন্ধরাঃ। দীনান্ধকৃপণানাঞ্চ দানং দেয়ং স্বশক্তিতঃ॥ ৩৭॥ এবং কৃত্বা নরঃ সম্যগুত্তমাং গতিমাপ্নুয়াৎ। প্রয়ান্তি পরমং লোকং পিতরস্ত্রিকুলোদ্ভবাঃ॥ ৩৮॥ লভতে পুত্রকামস্তু পুত্রানিষ্টান্মনোরমান্॥ ৩৯॥ যং যং কাময়তে কামং স্বর্গমোক্ষাদিকং নরঃ। তৎসর্ব্বং সমবাপ্নোতি যঃ স্নাতি গোপিকাসরে॥ ৪০॥ যাবল্লোকা ভবিষ্যন্তি তাবৎ স্থাস্যতি বৈ সরঃ। যাবৎ সরো যশস্তাবদ্ভবতীনাং ভবিষ্যতি॥ ৪১॥ যাবৎ কীর্ত্তির্মনুষ্যেষু তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। বিমুক্তাঃ সকলাৎ পাপাদ্যাস্যন্তি পরমাং গতিম্॥ ৪২॥ পুণ্যং গোপীসর ইদং জলৈঃ পূর্ণং সদৈব হি। অবগাহং ময়া গোপ্যো লভধ্বে নিয়মেন হি॥ ৪৩॥ ভবত্যঃ পতি-

তুমি সর্ব্বভূতময়! কলিকালীয় ভবিষ্য মনুষ্যদিগকে তুমি যাহা দান করিয়া থাক, কৃপাপূর্ব্বক বল। এখানে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে আগত, বর্ষান্ত পর্য্যন্ত কৃতবসতি এবং নিয়ত অবস্থিত ব্যক্তিবর্গের কি ফল হয়, আমাদিগকে বল। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—গোপিকাগণ! গোপিকা-সরোবরে স্নান করিলে এবং আমি প্রসন্ন হইলে যে ফল হয়, তাহা শ্রবণ কর। শুদ্ধ সদাচারী দরিদ্র অনপকারী ব্রাহ্মণকে উপস্কর, বৎস, বস্ত্র, অলঙ্কার ও যোগ্য-দক্ষিণা সহ ধেনু দান করিলে যে ফল হয়, এখানে স্নানমাত্রেই সেই ফল হইয়া থাকে। যে মানব কৃষ্ণমূর্ত্তি লইয়া এস্থানে যত পদ অগ্রসর হয়, তাহার বংশীয়গণ তত বর্ষ পর্য্যন্ত হরিমন্দিরে বাস করে। গোপিকাসরোবরে যাহারা গীতবাদিত্রনির্ঘোষসহকারে বিবিধ স্তব করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি লইয়া গমন করে, তাহাদিগকে আর জননীজঠরে যাতনা ভোগ করিতে হয় না। তাহারা সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইয়া অন্তে বৈষ্ণবলোক লাভ করিয়া থাকে। বিচক্ষণ ব্যক্তি এখানে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে বিধিপূর্ব্বক অর্ঘ্য দানান্তে পরম শ্রদ্ধার সহিত স্নান করিবে। অর্ঘ্যমন্ত্র যথা—হে গোপরূপ, বিষ্ণু, পরমাত্মা, জগন্নাথ! আপনি অর্ঘ্য গ্রহণ করুন, আপনাকে নমস্কার।১৭—৩৪। অতঃপর বিধিপূর্ব্বক হস্ত দ্বারা মৃত্তিকা লেপন করত শ্রদ্ধাসহকারে স্নান ও পিতৃদেবতার তর্পণ করিবে। তর্পণান্তে ভক্তিপূর্ব্বক একচিত্তে সমাহিতভাবে শ্রাদ্ধ করিয়া যথোক্ত স্বর্ণ বা রজত দক্ষিণা দিবে; বিশেষতঃ তাম্বূল ও কজ্জল প্রদান করা কর্ত্তব্য। দম্পতিকে দুকূল, কৌস্তুভক, বস্ত্রযুগল, ভূষণ; দ্বিজাতিগণকে গো, ধুরন্ধর বৃষ; এবং অন্যান্য দানীয় বস্তু শক্ত্যনুসারে দীনান্ধকৃপণদিগকে প্রদান করিতে হয়। এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে নর সম্যক্ উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। তাহার ত্রিকুলোদ্ভব পিতৃগণ পরম লোক লাভ করে। পুত্রকামী ব্যক্তি মনোরম ইষ্ট পুত্র প্রাপ্ত হয়। এমন কি গোপিকাসরঃস্নায়ী নর স্বর্গ-মোক্ষাদি যাহা যাহা কামনা করে, তৎসমস্তই লাভ করিয়া থাকে। যাবৎ লোক সকল বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ এই সরোবরও বিদ্যমান এবং যাবৎ এই সরোবর থাকিবে, তাবৎ আপনাদের যশ ঘোষিত হইবে। যতদিন কীর্ত্তি বজায় থাকে, ততদিন মনুষ্য স্বর্গে পূজিত হয় এবং সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া পরম গতি লাভ করে। অতএব হে গোপিকাগণ! তোমরা

ভাবেন ব্রহ্মভাবেন বা পুনঃ। চিন্তয়ন্ত্যঃ পরং মাং হি পরাং গতিমবাপ্স্যথ ॥ ৪৪ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। অনুজ্ঞাতা ভগবতা ততস্তা গোপকন্যকাঃ। নমস্কৃত্য চ গোবিন্দং যযুঃ সর্ব্বা যথাগতাঃ ॥ ৪৫ ॥ ভগবানপি গোবিন্দ উদ্ধবেন সমন্বিতঃ। বিসৃজ্য গোপিকাঃ কৃষ্ণঃ স্বকং মন্দিরমাবিশৎ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গোপীসরস্তীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

প্রহ্লাদ উবাচ। সন্ত্যনেকানি তীর্থানি বহ্বাশ্চর্য্যকরাণি চ। প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে তানি গুপ্তানি বিরের্ণবে ॥ ১ ॥ উদ্দেশতো ময়া বিপ্রাঃ কীর্ত্ত্যমানা নিবোধত। সংক্ষেপতো বিপ্রবরা যথা তেষাঞ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২ ॥ সংহৃত্য চ ভুবো ভারং সাধূন্ সংস্থাপ্য সৎপথে। দ্বারবত্যামগাৎ কৃষ্ণো বৃষ্ণিসঙ্ঘৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ৩ ॥ দর্শনার্থং তদা ব্রহ্মা দৈবতৈঃ পরিবারিতঃ। বরুণো যমবিত্তেশৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তথা ॥ ৪ ॥ আগত্য সহ কৃষ্ণেন কার্য্যং সংসাধ্য চাত্মনঃ। বেধাশ্চক্রে তদা তীর্থং স্বনাম্না কীর্ত্তিতং ভুবি ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মকুণ্ডমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাপহরং শুভম্। তত্তীরে স্থাপয়ামাস সহস্রকিরণং প্রভুম্ ॥ ৬ ॥ মূলং সুরাণাং হি কিল ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। তেন সংস্থাপিতং যস্মান্মূলস্থানমিতি স্মৃতম্ ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মতীর্থন্তু তদ্দৃষ্ট্বা চন্দ্রশ্চক্রে ততঃ সরঃ। তড়াগং চন্দ্রনাম্না বৈ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৮ ॥ তং দৃষ্ট্বা তেজসা যুক্তং সংহৃষ্টাঃ সুরসত্তমাঃ। উচুস্তে লোকস্রষ্টারং শৃণুষ্ব বচনং হি নঃ ॥ ৯ ॥ যোঽত্র স্নানং প্রকুরুতে পিতৄন্ সন্তর্পয়িষ্যতি। পূজয়িষ্যতি দেবেশং মূলস্থানং সুরর্ষভ ॥ ১০ ॥ সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ধনধান্যসমন্বিতঃ। সপ্তম্যাং মাঘমাসস্য শুক্লপক্ষে দ্বিজর্ষভাঃ। যোঽত্র স্নানং প্রকুরুতে মানবো ভক্তিসংযুতঃ ॥ ১১ ॥ মূলস্থানং চ দেবেশং সংস্নাপ্য প্রবিলেপয়েৎ। পূজয়িষ্যতি বস্ত্রাদ্যৈঃ স্বশক্ত্যা ভূষণৈস্তথা ॥ ১২ ॥ পুষ্পধূপাদিভিশ্চৈব নৈবেদ্যেন চ মানবঃ। সর্ব্বান কামানবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৩ ॥ সাবিত্রীং চ ততো দৃষ্ট্বা ব্রহ্মণা স্থাপিতাং চ বৈ। কৃত্বা চায়তনং দিব্যং স্বাং মূর্ত্তিং সন্নিবেশ্য চ। নাম

ভাদ্রমাসে এই সদাজলপূর্ণ পুণ্য গোপিকাহ্রদে পতিভাবে অথবা ব্রহ্মভাবে আমার সহিত নিয়মপূর্ব্বক স্নান করিবে। স্নানকালে তোমরা আমায় চিন্তা করিবে। এরূপ করিলে তোমাদের পরম গতি লাভ হইবে। প্রহ্লাদ বলিলেন,—ভগবান্ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া গোপকন্যকাগণ গোবিন্দকে নমস্কার করিয়া যথাগত প্রস্থান করিলেন। এদিকে ভগবান্ গোবিন্দও গোপিকাদিগকে বিদায় দিয়া উদ্ধবের সহিত স্বীয় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ।৩৫--৪৬।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে বিপ্রবরগণ! আশ্চর্য্যকর বহু তীর্থ আছে; কিন্তু ঘোর কলিযুগ প্রাপ্ত হইলে ঐ সকল তীর্থ অর্ণবসাৎ হইবে। উক্ত তীর্থসমূহের ক্রিয়া আমি উদ্দেশে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ভগবান্ কৃষ্ণ ভূভার হরণ করিয়া এবং সাধুগণকে সৎপথে স্থাপন করিয়া বৃষ্ণিসঙ্ঘে সমাবৃত হইয়া দ্বারবতীতে গমন করিলেন। ঐ সময় ভগবান্ ব্রহ্মা,—বরুণ, যম, বিত্তেশ, সূর্য্য, ও চন্দ্রমা, প্রভৃতি দেবগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহার দর্শনার্থ তথায় গমন করিয়া কৃষ্ণের সহিত আত্মকার্য্য সংসাধনপূর্ব্বক স্বনাম-প্রখ্যাত এক তীর্থ স্থাপন করিলেন। ঐ কুণ্ড ব্রহ্মকুণ্ড নামে প্রখ্যাত হইল। উহা সর্ব্বপাপহর ও শুভকর। ব্রহ্মা উহার তীরে সুরগণের মূলীভূত সহস্ররশ্মি দেবকে স্থাপন করিলেন। তাই উহা মূলস্থান নামেও প্রসিদ্ধ হইল। চন্দ্র সেই ব্রহ্মতীর্থ দেখিয়া নিজ নামে এক সর্ব্বপাপহর সরোবর নির্ম্মাণ করিলেন। সেই তেজোময় সরোবর দর্শনে সুরবরগণ প্রহৃষ্ট হইলেন এবং লোকবিধাতাকে বলিলেন,—আমাদের বাক্য শ্রবণ করুন; যে নর এখানে স্নান করিবে, তাহার পিতৃপুরুষগণের পরিতৃপ্তি হইবে। যে নর দেবেশ্বর ও মূলস্থানের পূজা করিবে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত ও ধনধান্য-সমন্বিত হইবে। মাঘ মাসের শুক্লসপ্তমীদিনে যে ভক্তিমান্ নর এখানে স্নান করিবে, মূলস্থান ও দেবেশকে স্নান করাইয়া লেপন এবং যথাশক্তি বস্ত্রাদি, ভূষণাদি, পুষ্প, ধূপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করাইলে, তাহার সর্ব্বকাম লব্ধ হইবে; সে ব্রহ্মলোকে গমন করিবে ।১—১৩। অনন্তর ব্রহ্মস্থাপিত সাবিত্রী দর্শন করিবে। পিতামহ

চক্রে তদা দেব্যাঃ স্বয়ং তস্যাঃ পিতামহঃ ॥ ১৪ ॥ যঃ পশ্যতি স্বয়ং ভক্ত্যা কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা জগৎপতিম্। সাবিত্রীং স সুখী ভূত্বা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫ ॥ আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্রসন্তানমেব চ। ন দৌর্ভাগ্যং ভবেত্তস্য ন দারিদ্র্যং ন মূর্খতা। ন চ ব্যাধিভয়ং তস্য যঃ পশ্যতি বিধিং নরঃ ॥ ১৬ ॥ গত্বা সংস্নাপয়েদ্দেবীং কুঙ্কুমেন কুসুম্ভকৈঃ। সম্পাদ্য বস্ত্রৈঃ সম্পূজ্য পুষ্পৈর্নানাবিধৈস্তথা ॥ ১৭ ॥ নৈবেদ্যফলতাম্বুলগ্রীবাসূত্রকদীপকৈঃ। সম্পূজ্য পরয়া ভক্ত্যা যাত্রাং চ সফলাং লভেৎ ॥ ১৮ ॥ ন বৈধব্যং ন দৌর্ভাগ্যং ন বন্ধ্যাং ন মৃতপ্রজা। বিধিদৃষ্টৌ নরৈর্যৈস্তু কুলে তেষাং প্রজায়তে ॥ ১৯ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বিধিং পশ্যেৎ সুভাবতঃ। পরিতুষ্টো ভবেৎ কৃষ্ণো যাত্রা চ সফলা ভবেৎ ॥২০॥ প্রহ্লাদ উবাচ। ব্রহ্মণা স্থাপিতং দৃষ্ট্বা সরঃ পরমশোভনম্। ইন্দ্রশ্চক্রে মহাভাগঃ সরঃ পরমশোভনম্ ॥ ২১ ॥ স্থাপয়ামাস দেবেশো লিঙ্গমপ্রতিমৌজসম্। তস্মিন্ স্নাত্বা চ লভতে যস্মাদিন্দ্রপদং নরঃ ॥ ২২ ॥ তস্মাদিন্দ্রপদং নাম সুপ্রসিদ্ধং ধরাতলে। ইন্দ্রেণ স্থাপিতং লিঙ্গং যস্মাদ্ভাবনয়া সহ। প্রসিদ্ধমিন্দ্রনাম্না বা ইন্দ্রেশ্বরমিতি স্মৃতম্ ॥ ২৩ ॥ যস্য প্রসিদ্ধিরতুলা বৃদ্ধিলিঙ্গমিতি দ্বিজাঃ। যস্য দর্শনমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ২৪ ॥ পিতৃণামক্ষয়া তৃপ্তির্জায়তে দ্বিজসত্তমা। অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং স্নাত্বা চেন্দ্রপদে নরঃ ॥ ২৫ ॥ ইন্দ্রেশ্বরঞ্চ সম্পূজ্য যাতি মুক্তিপদং নরঃ। বিশেষতস্তু সম্পূজ্যো মকরস্থে দিবাকরে ॥ ২৬ ॥ উত্তরায়ণসংক্রান্তৌ লিঙ্গপূরণকেন হি। শিবরাত্রৌ বিশেষেণ সম্পূজ্য উময়া সহ। রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা পরমং লোকমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। ব্রহ্মতীর্থঞ্চ তদ্দৃষ্ট্বা তথা শক্রসরোভবম্। দর্শয়ন্ বিষ্ণুনা সার্দ্ধমেকরূপত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৮ ॥ সরশ্চকার দেবেশো ভগবান্ পার্ব্বতীপতিঃ। সুমৃষ্টনির্ম্মলজলং নলিনীদলশোভিতম্ ॥ ২৯ ॥ উৎপলৈঃ সর্ব্বতশ্ছন্নং সরঃ সারসশোভিতম্। তদগাধজলং দৃষ্ট্বা স্বয়মেব পিনাকধৃক্। সব্রহ্মবিষ্ণুনা সার্দ্ধং স্নাতস্তত্র বৃষধ্বজঃ ॥ ৩০ ॥ তে দেবাস্তৎসরো দৃষ্ট্বা ব্রহ্মবিষ্ণুসুরাসুরাঃ। উচুঃ সর্ব্বে সুসংহৃষ্টা বীক্ষ্যন্তঃ পার্ব্বতীপতিম্ ॥ ৩১ ॥ যস্মাৎকৃতমিদং দেবা ঈশ্বরেণ মহৎসরঃ। মহাদেব-

নিজে এক আয়তন করিয়া তন্মধ্যে স্বীয় মূর্ত্তি সন্নিবেশিত করত তাঁহারই সাবিত্রী নাম নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে কৃষ্ণদর্শনান্তে সাবিত্রী দর্শন করে, সে সুখী হইয়া সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, ও পুত্র-সন্তান লাভ হয়। যে নর বিধাতাকে দর্শন করে, তাহার কখন দৌর্ভাগ্য, দারিদ্র্য, মূর্খতা বা ব্যাধিভয় থাকে না। ঐ স্থানে গিয়া কুঙ্কুম ও কুসুম্ভ দ্বারা দেবীকে স্নান করাইবে, বস্ত্র পরাইবে; নানাবিধ পুষ্প, নৈবেদ্য, ফল, তাম্বুল, গ্রীবাসূত্র ও দীপ দ্বারা পরম ভক্তিযোগে পূজা করিবে; এইরূপ করিলে যাত্রাসাফল্য লাভ হইবে। যে সকল নর বিধি সন্দর্শন করে, তাহাদের কুলে নারীগণের বৈধব্য, দৌর্ভাগ্য, বন্ধ্যাত্ব ও মৃতবৎসাত্ব দোষ ঘটে না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ভক্তিপূর্ব্বক বিধিদর্শন করিবে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হইবেন এবং যাত্রাসিদ্ধি হইবে। প্রহ্লাদ কহিলেন,—ব্রহ্মস্থাপিত পরম শোভন সরোবর দেখিয়া মহাভাগ ইন্দ্র এক শুভ সরোবর নির্ম্মাণ করিলেন এবং তথায় এক অপ্রতিমতেজা লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। ইন্দ্রনির্ম্মিত সরোবরে স্নান করিলে নর ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হয়। এই জন্য ঐ সরোবর ধরাতলে ইন্দ্রপদ নামে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইন্দ্র ভক্তিপূর্ব্বক যে লিঙ্গ স্থাপন করেন, তাহা তাঁহারই নামানুসারে ইন্দ্রেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হয়। হে দ্বিজগণ! ঐ লিঙ্গ বৃদ্ধিলিঙ্গ বলিয়া চরম প্রসিদ্ধি লাভ করে। উহার দর্শনমাত্রেই নরগণের সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি এবং তাহাদের পিতৃপুরুষদিগের অক্ষয়া তৃপ্তি হইয়া থাকে। নর অষ্টমীতে ও চতুর্দ্দশীতে ইন্দ্রহ্রদে স্নান করিয়া ইন্দ্রেশ্বরের পূজা করিলে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়। মকরস্থদিবাকরে উত্তরায়ণসংক্রান্তিতে ও শিবরাত্রিতে উমার সহিত ঐ লিঙ্গের বিবিধ উপহারে পূজনপূর্ব্বক বিশেষ পূজা করিবে এবং রাত্রিতে জাগিয়া থাকিবে। এইরূপে পূজাকারী নর পরমলোক লাভ করে। ১৪—২৭। প্রহ্লাদ কহিলেন,—ব্রহ্মতীর্থ ও শক্রসরোবরের সন্দর্শন করিয়া নর বিষ্ণুসারূপ্য প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ পার্ব্বতীপতি এক সরোবর নির্ম্মাণ করেন; উহা সুমৃষ্ট নির্ম্মলজল ও নলিনীদলে শোভিত। উহার সর্ব্বত্রই উৎপল ও সারসকুল বিরাজিত। পিনাকপাণি সেই স্বয়ংকৃত অগাধ জলপূর্ণ সরোবর দেখিয়া ব্রহ্ম বিষ্ণুসহ তাহাতে স্নান করিলেন। ব্রহ্ম-বিষ্ণুপ্রমুখ সুর ও অসুরগণ সেই সরোবর দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে পার্ব্বতীপতির দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন,—হে দেবগণ! স্বয়ং ঈশ্বর

সরো নাম সুপ্রসিদ্ধং ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥ যোঽত্র স্নানং প্রকুরুতে পিতৃণাং তর্পণং তথা। শ্রাদ্ধং পিতৃণাং ভক্ত্যা চ ন গচ্ছেৎপরমাং গতিম্ ॥ ৩৩ ॥ সুপ্রসন্না ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে দেবা ন সংশয়ঃ। দর্শনাৎ পাপনির্ম্মুক্তো মহাদেবসরস্ত চ ॥ ৩৪ ॥ মহেশস্য চ তদ্দৃষ্ট্বা সরঃ পরমশোভনম্। চকার পার্ব্বতী তত্র সরশ্চাপ্রতিমং তথা ॥ ৩৫ ॥ গৌরীসর ইতি খ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৬ ॥ ন দৌর্ভাগ্যং স্ত্রিয়শ্চৈব ন বৈধব্যং কদাচন। স্নাত্বা গৌরীতীর্থবরে সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৭ ॥ বরুণশ্চ ততো দৃষ্ট্বা পুণ্যান্যা-য়তনানি চ। চকার চ সরো দিব্যং বিষ্ণুভক্ত-সমন্বিতঃ ॥ ৩৮ ॥ নাম্না বরুণপদং তচ্চ পাপক্ষয়করং ভুবি। নভস্যে পৌর্ণমাস্যাঞ্চ সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ ॥ ৩৯ ॥ শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানেন পিতৃণাং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। উত্তমং লোকমাপ্নোতি যত্র গত্বা ন শোচতি ॥ ৪০ ॥ প্রদদ্যাদুদকুম্ভাংশ্চ দধ্যোদনসমন্বিতান্। গাশ্চ বাসাংসি রত্নানি বিষ্ণুর্মে প্রীয়তামিতি ॥ ৪১ ॥ সরো দৃষ্ট্বা জলেশস্য সরশ্চক্রে ধনেশ্বরঃ। যক্ষাধিপ-সরো নাম সুপ্রসিদ্ধং ধরাতলে ॥ ৪২ ॥ তথা তত্র নরো ভক্ত্যা সম্পূজ্য পিতৃদেবতাঃ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি দদ্যাদ্বস্ত্রং দ্বিজাতয়ে ॥ ৪৩ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। বিষ্ণুং বরপ্রদং জ্ঞাত্বা ভ্রাতৃণাং ব্রহ্মনন্দনাঃ। মন্দাকিনী বসিষ্ঠেন সমানীতা ধরাতলে ॥ ৪৪ ॥ অম্বরীষাদয়ঃ সর্ব্ব আজগ্মুঃ কৃষ্ণপালিতাম্। দ্বার-বত্যাঞ্চ তে দৃষ্ট্বা গোমতীং সাগরঙ্গমাম্ ॥ ৪৫ ॥ তীর্থানি দেবতানাঞ্চ পুণ্যান্যায়তনানি চ। তীর্থং পঞ্চনদং চক্রুঃ প্রজানাং পতয়স্তথা ॥ ৪৬ ॥ পঞ্চ নদ্যঃ সমাহূতাস্তত্রাজগ্মুঃ সুরান্বিতাঃ। মরীচয়ে গোমতী চ লক্ষ্মণা চাত্রয়ে তথা ॥ ৪৭ ॥ চন্দ্রভাগা চাঙ্গিরসে পুলহায় কুশাবতী। পাবনার্থং জাম্ববতী জগাম ক্রতবে তথা ॥ ৪৮ ॥ তাসু স্নাত্বা মহাভাগা ব্রহ্মপুত্রা যশস্বিনঃ। নাম তস্যা তদা চক্রুঃ পঞ্চ-নদ্যশ্চ তাপসাঃ ॥ ৪৯ ॥ তস্মাৎ পঞ্চনদং তীর্থং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। স্নাতব্যং তত্র মনুজৈঃ স্বর্গ-মোক্ষার্থিভিস্তদা ॥ ৫০ ॥ তত্র গত্বা সুনিয়তো গৃহীত্বার্ঘ্যং ফলেন হি। মন্ত্রেণানেন বৈ বিপ্রা দদ্যাদর্ঘ্যং বিধানতঃ ॥ ৫১ ॥ ব্রহ্মপুত্রৈঃ সমানীতাঃ

যখন এই সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তখন ইহা 'মহাদেব-সরোবর' নামেই প্রসিদ্ধ হইবে। এই সরোবরে ভক্তি করিয়া যে নর স্নান, তর্পণ ও পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে, তাহার পরমগতি লাভ হইবে। সর্ব্বদেবতাই তাহার প্রতি নিশ্চয় প্রসন্ন হইবেন। মহাদেবসরোবর দর্শনমাত্রেই নর পাপমুক্ত হয়। মহেশের সেই সুন্দর সরোবর দেখিয়া দেবী পার্ব্বতী তথায় এক অতুলনীয় সরোবর নির্ম্মাণ করেন। উহা সর্ব্ব পাপহর 'গৌরী-সরঃ' নামে বিখ্যাত হয়। নর ভক্তি করিয়া তথায় স্নান করিলে কদাচ দুর্গতিপ্রাপ্ত হয় না; নারীগণ দৌর্ভাগ্য বা বৈধব্য লাভ করে না; 'গৌরীসরঃ' তীর্থে স্নান করিয়া সকলেই সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনন্তর বরুণদেবও সেই সকল পুণ্যায়তন দেখিয়া বিষ্ণুভক্তিপুরঃসর এক দিব্য সরোবর নির্ম্মাণ করিলেন। উহা পাপক্ষয়কর 'বরুণপদ' নামে ভূতলে বিখ্যাত হইল। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমায় ঐ সরোবরে স্নান, পিতৃদেবতর্পণ, ও শ্রদ্ধার সহিত যথাবিধি পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া নর এরূপ উত্তম লোক লাভ করে, যথায় গিয়া আর শোক করিতে হয় না। এই সরোবরতীরে নর কুম্ভ, দধ্যোদন, গো, বস্ত্র ও নানা রত্ন প্রদান করিবে। দানের মন্ত্র—'বিষ্ণুর্মে প্রীয়তাম্'। জলেশ্বরের সরোবর দেখিয়া ধনেশ্বর এক সরোবর করেন। উহা 'যক্ষাধিপসর' নামে সুপ্রসিদ্ধ হয়। নর ঐ সরোবরে ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃগণের পূজা করিয়া এবং দ্বিজাতিকে বস্ত্রদান করিয়া সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হয়। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! বিষ্ণুকে বরপ্রদ জানিয়া সপ্তর্ষিগণের মধ্যে বসিষ্ঠ ঋষি মন্দাকিনীকে ধরাতলে অবতারিত করেন। অম্বরীষাদি রাজর্ষিগণ দ্বারাবতীস্থিত কৃষ্ণপালিতা সাগরঙ্গমা গোমতীকে দেখিবার জন্য আগমন করিলেন। ক্রমে প্রজাপতিগণ তথায় নানাতীর্থ, পুণ্যদেবায়তন সকল এবং পঞ্চনদতীর্থ নির্ম্মাণ করিলেন। পঞ্চনদী সমাহূত হইয়া সুরগণ সহ সমাগত হইলেন। গোমতী মরীচির, লক্ষণা অত্রির, চন্দ্রভাগা অঙ্গিরার, কুশবতী পুলহের এবং জাম্ববতী ক্রতুর পাবন নিমিত্ত আগমন করিলেন। মহাভাগ ব্রহ্মনন্দনগণ ঐ সকল নদীতে স্নান করিয়া তাঁহাদিগকে 'পঞ্চনদ' নামে অভিহিত করিলেন। এই জন্যই পঞ্চনদতীর্থ সর্ব্বপাপহর। স্বর্গ-মোক্ষার্থী মনুজগণ ঐ পঞ্চনদে স্নান করিবেন। হে বিপ্রগণ! নর ঐ তীর্থে গিয়া সুনিয়তভাবে ফলযুক্ত অর্ঘ্য গ্রহণপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে যথাবিধি

পঞ্চৈতাঃ সরিতাং বরাঃ। গৃহ্নত্বর্ঘ্যমিমং দেব্যাঃ সর্ব্বপাপপ্রশান্তয়ে॥ ৫২॥ স্নানং কৃত্বা বিধানেন পিতৄন্ সন্তর্পয়েন্নরঃ। শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্ বিধানেন শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ॥ ৫৩॥ পঞ্চরত্নং ততো দেয়ং সপ্তধান্যং দ্বিজাতয়ে। দীনান্ধকৃপণানাঞ্চ দানং দদ্যাৎ স্বশক্তিতঃ॥ ৫৪॥ স যান্ কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি। পুত্রপৌত্রসমাযুক্তঃ পরং সুখমবাপ্নুয়াৎ॥ ৫৫॥ প্রেতযোনিং গতা যে চ যে চ কীটত্বমাগতাঃ। সর্ব্বে তে মুক্তিমায়ান্তি পিতরস্ত্রিকুলোদ্ভবাঃ॥ ৫৬॥ শ্রুত্বাধ্যায়মিমং পুণ্যং শিবলোকে চ মোদতে। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমং পদম্॥ ৫৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পঞ্চনদতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

প্রহ্লাদ উবাচ। শ্রুত্বা তমাগতং দেবং ব্রহ্মাণং পিতরং স্বকম্। সনকাদ্যা নমস্কর্ত্তুং জগ্মুঃ সর্ব্বে পিতামহম্॥ ১॥ তং দৃষ্ট্বা লোককর্ত্তারং দণ্ডবৎ প্রণতাঃ ক্ষিতৌ। ততো দৃষ্ট্বা স তনয়ান্ সংগৃহ্য পরিষস্বজে॥ ২॥ পৃষ্টশ্চানাময়ং তৈস্তু পৃষ্ট্বা তান্ সমুবাচ হ। আরাধিতো যৈর্ভগবান্ ধন্যা যূয়ং বয়ং তথা॥ ৩॥ সংসিদ্ধিং পরমাং যাতা ভগবদ্দর্শনেন হি। ন জ্ঞাতং পুত্রকাঃ সম্যগজ্ঞানাদ্বালবুদ্ধিভিঃ॥ ৪॥ যেনার্চ্চিতো মহাদেবস্তস্য তুষ্যতি কেশবঃ। অনর্চ্চিতে নীলকণ্ঠে ন গৃহ্লাত্যর্চ্চনং হরিঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পূজ্যতাং নীললোহিতঃ॥ ৫॥ যেন সম্পূর্ণতাং যাতি কৃষ্ণপূজা কৃতা সদা। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ব্রহ্মপুত্রা যযুস্তদা॥ ৬॥ দেবাগারাগ্রতো গত্বা যোগসিদ্ধা মহর্ষয়ঃ। লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাসুঃ শিবভক্তিপুরস্কৃতাঃ॥ ৭॥ সংস্থাপ্য শিবলিঙ্গং তে স্নানার্থং মুনিসত্তমাঃ। কূপং চক্রুস্ততঃ সর্ব্ব ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ৮॥ দৃষ্ট্বা তমমৃতপ্রখ্যং জলপূর্ণং সুনির্ম্মলম্। সংহৃষ্টা ঋষয়ঃ সর্ব্বে সাধুসাধ্বিতি চাব্রুবন্॥ ৯॥ স্থাপিতং শিবলিঙ্গং চ দৃষ্ট্বা লোকপিতামহঃ। উবাচ বচনং ব্রহ্মা প্রীতঃ পুত্রাংস্তদা দ্বিজাঃ॥ ১০॥ ব্রহ্মোবাচ। ভবদ্ভির্যোগসংসিদ্ধৈ-

---

অর্ঘ্য প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—এই পঞ্চ সরিদ্বরাকে ব্রহ্মপুত্রগণ আনয়ন করিয়াছেন। এই দেবীগণ নিখিল পাপ-প্রশমনার্থ এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। অনন্তর নর স্নানান্তে যথাবিধি পিতৃতর্পণ ও শ্রদ্ধার সহিত বৈধভাবে শ্রাদ্ধ করিবে। ইহার পর দ্বিজাতিকে পঞ্চ রত্ন, সপ্ত ধান্য, এবং দীনান্ধকৃপণদিগকে সামর্থ্যানুসারে দান করিবে। এই প্রকার অনুষ্ঠানের ফলে লোক সর্ব্ব কাম প্রাপ্ত হয়; অন্তে বিষ্ণুলোকে যায় এবং ইহকালে পুত্র-পৌত্রান্বিত হইয়া পরম সুখ লাভ করে। ত্রিকুলোদ্ভব পিতৃগণ প্রেতযোনি বা কীটযোনি লাভ করুক, সকলেই মুক্তি পাইয়া থাকে। নর এই পুণ্যাধ্যায় শ্রবণ করিলে, শিবলোকে গিয়া বিহার করে এবং সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়। ২৮—৫৮।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—স্ব স্ব পিতা ব্রহ্মা স্বয়ং সমাগত হইয়াছেন, শুনিয়া সনকাদি মহর্ষিগণ তাঁহাকে নমস্কার করিবার জন্য গমন করিলেন; যাইয়া সেই লোককর্ত্তা ব্রহ্মাকে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন। ব্রহ্মা তনয়দিগকে দেখিয়া স্নেহালিঙ্গনপূর্ব্বক অনাময় প্রশ্ন করিলেন। সনকাদিও পিতার কথার উত্তর দিয়া তাঁহার নিকট ঐরূপ প্রশ্ন করিলে তিনি কহিলেন,—তোমরা ভগবানের আরাধনা করিয়াছ। ভগবদ্দর্শনে পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ। ইহাতে তোমরাও ধন্য এবং আমরাও ধন্য হইয়াছি। কিন্তু বৎসগণ! তোমরা বালবুদ্ধিপ্রযুক্ত অজ্ঞানবশে সম্যক্ তত্ত্ব জ্ঞাত নহ; দেখ যে জন মহাদেবের অর্চ্চনা করে, কেশব তাঁহার প্রতি তুষ্ট হন। নীলকণ্ঠের অর্চ্চনা না করিলে হরি অর্চ্চনা গ্রহণ করেন না। অতএব বিশেষ যত্নসহকারে নীললোহিত দেবের পূজা কর। তাঁহাকে পূজা করিলেই কৃষ্ণপূজা সুসম্পূর্ণ হইবে। যোগসিদ্ধ ব্রহ্মপুত্র মহর্ষিগণ পিতার সেই বাক্য শুনিয়া দেবাগারসম্মুখে গমনপূর্ব্বক শিবভক্তিপুরঃসর এক লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। শিবলিঙ্গ স্থাপনান্তে সেই সকল সংশিতব্রত মুনিশ্রেষ্ঠ স্নানার্থ এক কূপ নির্ম্মাণ করিলেন। ঋষিগণ সেই সুধাসদৃশ সুনির্ম্মল সলিলপূর্ণ কূপ দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সাধু সাধু রব উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা পুত্রগণের স্থাপিত শিবলিঙ্গ দেখিয়া প্রীতি সহকারে বলিলেন,—তোমরা যোগসিদ্ধ

র্যস্মাৎ সংস্থাপিতঃ শিবঃ। তস্মাৎ সিদ্ধেশ্বর ইতি খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি॥ ১১॥ সমীপে শিতিকণ্ঠস্য কূপোঽয়মৃষিভিঃ কৃতঃ। ঋষিতীর্থমিতি খ্যাতং তস্মাল্লোকে ভবিষ্যতি॥ ১২॥ বিনা শ্রাদ্ধেন বিপ্রেন্দ্রা দানেন পিতৃতর্পণাৎ। ভক্তিতঃ স্নানমাত্রেণ পিতৃভিঃ সহ মুচ্যতে॥ ১৩॥ অসত্যবাদিনো যে চ পরনিন্দাপরায়ণাঃ। স্নানমাত্রেণ শুধ্যন্তি ঋষিতীর্থে ন সংশয়ঃ॥ ১৪॥ স্নানং প্রশস্তং বিষুবে মন্বাদিষু তথৈব চ। তথা কৃতযুগাদ্যায়াং মাঘস্য দ্বিজসত্তমাঃ॥ ১৫॥ শিবরাত্রৌ বসেদ্যস্তু লিঙ্গে সিদ্ধেশসংজ্ঞিতে। স্নাত্বা ঋষিকৃতে তীর্থে কিং তস্যান্যেন বৈ দ্বিজাঃ। গত্বা তত্র মহাভাগা গৃহীত্বা ফলমুত্তমম্॥ ১৬॥ অর্ঘ্যং দত্বা বিধানেন কৃত্বা চ করয়োঃ কুশান্। গৃহ্ণন্ত্বর্ঘ্যমিমং দেবা যোগসিদ্ধা মহর্ষয়ঃ॥ ১৭॥ ঋষিতীর্থে চ পাপঘ্নে সিদ্ধেশ্বরসমন্বিতে। দত্বার্ঘ্যং মৃদমালভ্য স্নানং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ॥ ১৮॥ তর্পয়েচ্চ পিতৄন্ দেবান্মনুষ্যাংশ্চ যথাক্রমম্। ততঃ শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত পিতৄণাং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ ১৯॥ তথা চ দক্ষিণাং দদ্যাদ্বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ। বিশেষতঃ প্রদেয়ানি ফলানি রসবন্তি চ॥ ২০॥ দদ্যাচ্ছ্যামাকনীবারান্ বিক্রমং চাজিনানি চ। সপ্তধান্যানি শালীংশ্চ শক্তূংশ্চ গুড়সংযুতান্॥ ২১॥ গন্ধমাল্যানি তাম্বূলং বস্ত্রাণি চ তথা পয়ঃ। এবং কৃত্বা সমগ্রঞ্চ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ॥ ২২॥ পূজয়িত্বা মহাদেবং সিদ্ধেশ্বরমুমাপতিম্। সফলং জন্ম মর্ত্ত্যস্য জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্॥ ২৩॥ যঃ স্নাত্বা ঋষিতীর্থে তু পশ্যেৎ শিতিসিদ্ধেশ্বরংশিবম্। পিতরস্তস্য তুষ্যন্তি তুষ্যন্তি চ পিতামহাঃ॥ ২৪॥ অপুত্রাঃ পুত্রিণঃ স্যুস্তে পুত্রিণশ্চাপি পৌত্রিণঃ। নির্ধনা ধনবন্তশ্চ সিদ্ধেশ্বররতা নরাঃ॥ ২৫॥ দুষ্কৃতং যাতি বিলয়ং সুকৃতঞ্চ বিবর্দ্ধতে। ভবেন্মনোরথাবাপ্তিঃ প্রণতে সিদ্ধনায়কে॥ ২৬॥ ঋষিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা সিদ্ধেশ্বরং হরম্। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ২৭॥ শিবরাত্র্যাং বিশেষেণ সিদ্ধেশঃ সম্প্রপূজিতঃ। যংযং কাময়তে কামং তং দদাতি ন সংশয়ঃ। চিন্তামণিসমঃ স্বামী হ্যথবা চাক্ষয়ো নিধিঃ॥ ২৮॥ শ্রুত্বাধ্যায়মিমং পুণ্যং সর্ব্বাঘহরণং পরম্। প্রয়াতি পরমং স্থানং মানবঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ ২৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ঋষিতীর্থসিদ্ধেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

হইয়া এই শিবস্থাপন করিলে, এই জন্য ইহা জগতে সিদ্ধেশ্বর নামে খ্যাতি লাভ করিবে। এই যে শিতিকণ্ঠসমীপে ঋষিগণ কর্ত্তৃক কূপ নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা 'ঋষিতীর্থ' নামে প্রসিদ্ধ হইবে। শ্রাদ্ধ, দান বা পিতৃতর্পণ না করিলেও শুদ্ধ ভক্তির সহিত এখানে স্নান করিলেই নর পিতৃগণ সহ মুক্তি পাইবে। অসত্যভাষী বা পরনিন্দাকারী ব্যক্তিগণ ঋষিতীর্থে স্নানমাত্রেই শুদ্ধ হইবে। বিষুব, মন্বন্তরা, ও মাঘমাসীয় কৃতযুগাদ্যায় ঋষিতীর্থে স্নান প্রশস্ত। যে নর শিবরাত্রিতে ঋষিতীর্থে স্নান ও সিদ্ধেশ্বরলিঙ্গসমীপে বাস করে, তাহার আর তীর্থান্তরের প্রয়োজন কি? হে মহাভাগগণ! নর ফল গ্রহণ করিয়া ঐ তীর্থে গিয়া করে কুশ ধারণপূর্ব্বক অর্ঘ্যদান করিবে; বলিবে,—এই সিদ্ধেশ্বর সন্নিহিত পাপঘ্ন ঋষিতীর্থে দেবগণ ও যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণ এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। এই বলিয়া অর্ঘ্য দানান্তে মৃত্তিকালম্ভনপুরঃসর সমাহিতভাবে স্নান, পিতৃ-দেব মনুষ্য-তর্পণ ও শ্রদ্ধার সহিত পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে। অনন্তর দক্ষিণা দিবে। দক্ষিণাব্যাপারে বিত্তশাঠ্য করিবে না। এই স্থানে রস যুক্ত ফল সকল, শ্যামাক, নীবার, বিক্রম, অজিন, সপ্তধান্য, শালি, শক্তু, গুড়, গন্ধ, মাল্য, তাম্বুল, বস্ত্র, দুগ্ধ, এই সকল বস্তু বিশেষভাবে দান করিবে। নর এইরূপে সমস্ত কার্য্য করিয়া কৃতকৃত্য হইবে। উমাপতি সিদ্ধেশ্বরকে পূজা করিলে মর্ত্ত্যবাসীর জন্ম সফল হয়। জীবন সুজীবন হইয়া থাকে। ঋষিতীর্থে স্নান করিয়া যে নর সিদ্ধেশ্বর শিব দর্শন করে, তাহার পিতৃপিতামহগণ পরিতুষ্ট হন। সিদ্ধেশ্বরসেবক নরগণ অপুত্র হইলে পুত্রবান্, পুত্রবান্ হইলে পৌত্রসম্পন্ন এবং নির্দ্ধন হইলে ধনবান্ হইয়া থাকে। সিদ্ধেশ্বর নমস্কার করিলে দুষ্কৃতের বিলয় ও সুকৃতের সঞ্চয় হয়; মনোরথপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। নর ঋষিতীর্থে স্নান করিয়া সিদ্ধেশ্বরদেবের দর্শনে নিঃসংশয় সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে; বিশেষতঃ শিবরাত্রিতে সিদ্ধেশ্বর প্রপূজিত হইয়া আকাঙ্ক্ষিত সর্ব্বকামই প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি চিন্তামণি তুল্য স্বামী, অক্ষয় অব্যয় নিধিস্বরূপ! এই সর্ব্ব পাপহর পুণ্যাধ্যায় শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধালু মানব পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১—২৯।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ। ততো গচ্ছেদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠা গদাতীর্থমনুত্তমম্। যত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা লভেদ্ভূদানজং ফলম্॥ ১॥ তর্পয়েৎপিতৃদেবাংশ্চ ঋষীংশ্চৈব যথাক্রমম্। শ্রাদ্ধঞ্চ কারয়েত্তত্র পিতৃণাং তৃপ্তিহেতবে॥ ২॥ গদাতীর্থে তু দেবেশং বিষ্ণুং বারাহরূপিণম্। সমভ্যর্চ্চ্য নরো ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ৩॥ নাগতীর্থং ততো গচ্ছেৎসরঃ পরমশোভনম্। যত্র স্নাত্বা নরঃ সম্যঙ্নাগলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ৪॥ ভদ্রতীর্থং ততো গচ্ছেৎসরস্ত্রিভুবনার্চ্চিতম্। স্নানমাত্রেণ লভতে তিলধেনুফলং নরঃ॥ ৫॥ চিত্রাতীর্থং তাতা গচ্ছেৎ সরঃ পরমশোভনম্। স্নানমাত্রেণ লভতে ঘৃতধেনুফলং নরঃ॥ ৬॥ যদা দ্বারাবতী বিপ্রা প্লাবিতা সাগরেণ হি। পুণ্যানি বহুতীর্থানি ছন্নানি জলপাংশুভিঃ॥ ৭॥ দৃশ্যানি কতিচিৎসন্তি হ্যদৃশ্যান্যপরাণি চ। তানি সর্ব্বাণি বিপ্রেন্দ্রাঃ কথয়িষ্যামি সর্ব্বতঃ॥ ৮॥ চন্দ্রভাগাং ততো গচ্ছেৎসর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্। যত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা বাজপেয়ফলং লভেৎ॥ ৯॥ দেবী চন্দ্রার্চ্চিতা যত্র যশোদানন্দনন্দিনী। কৌমারিকা শক্তিহস্তা খড়্গখেটকধারিণী॥ ১০॥ কেশ্যাদিদৈত্যদলিনী স্বসা বৈ রামকৃষ্ণয়োঃ। যস্যা দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥ ১১॥ ততো গচ্ছেত বিপ্রেন্দ্রাস্তীর্থং মহিষসংজ্ঞকম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ১২॥ মুক্তিদ্বারং ততো গচ্ছেত্তীর্থং পাপপ্রণাশনম্॥ ১৩॥ বসিষ্ঠেন সমানীতা মুনিনা যত্র গোমতী। স্নাতো ভবতি গঙ্গায়াং যত্র স্নাত্বা কলৌ যুগে॥ ১৪॥ গোমতী নিঃসৃতা যস্মাৎ প্রবিষ্টা বরুণালয়ম্। তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা অশ্বমেধফলং লভেৎ॥ ১৫॥ ভৃগুণা হি তপস্তপ্তং স্থাপিতা যত্র চাম্বিকা। ভৃগ্বর্চ্চিতা ততো দেবী প্রসিদ্ধা শ্রূয়তে ক্ষিতৌ॥ ১৬॥ সংসিদ্ধিং পরমাং যাতি যস্যাঃ সংস্মরণান্নরঃ। শিবলিঙ্গান্যনেকানি যত্র সন্তি মহীতলে॥ ১৭॥ ততো গচ্ছেত বিপ্রেন্দ্রাঃ কালিন্দীসর উত্তমম্। কালিন্দী সূর্য্যতনয়া সরশ্চক্রে হ্যনুত্তমম্॥ ১৮॥ তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা

ষোড়শ অধ্যায়

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর নর অনুত্তম গদাতীর্থে যাইবে। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া নর ভূদানজন্য ফললাভ করিয়া থাকে। নর ঐ তীর্থে পিতৃ দেব ও ঋষিগণের যথাক্রমে তর্পণ করিবে; এবং পিতৃগণের তৃপ্ত নিমিত্ত তাঁহাদের শ্রাদ্ধ বিধান করিবে। নর গদাতীর্থে বরাহরূপী দেবেশ বিষ্ণুর ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়। অনন্তর নর পরম শোভন নাগতীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ একটী পরম শোভন সরোবর, এখানে স্নান করিলে নর নাগলোক লাভ করে। অনন্তর ত্রিভুবনার্চ্চিত ভদ্রতীর্থে যাইবে। এখানে স্নানমাত্র তিল ধেনুফল লাভ হয়। অনন্তর পরম সুন্দর সরোবর—চিত্রাতীর্থে যাইবে, এখানে স্নানমাত্রে মানবের ঘৃতধেনুফল লাভ হয়। হে বিপ্রগণ! যখন দ্বারাবতী পুরী সাগরজলে প্লাবিত হইয়াছিল, তখন জল ও পাংশুরাশি দ্বারা বহু পুণ্যতীর্থ প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে কতকগুলি তীর্থ দৃশ্য এবং অন্য কতকগুলি অদৃশ্য হইয়া পড়ে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! আমি সর্ব্বতোভাবে দ্বারাবতীর সর্ব্ব তীর্থবার্ত্তাই বলিতেছি। অনন্তর নিখিল দুরিতহারিণী চন্দ্রভাগাতীর্থে গমন করিবে! তথায় ভক্তি করিয়া স্নান করিলে নর বাজিমেধ-ফল প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে চন্দ্রার্চ্চিতা যশোদানন্দনন্দিনী দেবী কৌমারিকা খড়্গ-খেটকধারিণী হইয়া শক্তিহস্তে বিরাজ করিতেছেন। এই দেবী রামকৃষ্ণের ভগিনী এবং ইনিই কেশি প্রভৃতি দৈত্যকুলের দলনী। ইঁহার দর্শনমাত্রেই সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই তীর্থের পর মহিষতীর্থে গমন করিবে। ইহার দর্শনমাত্রেই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি ঘটিয়া থাকে। অনন্তর পাপহর তীর্থ মুক্তিদ্বারে যাইবে। মুনিবর বসিষ্ঠ ঐ তীর্থে গোমতীকে আনয়ন করিয়াছিলেন কলিযুগে গোমতীস্নানেই গঙ্গাস্নানফল লাভ হয়। গোমতী যে স্থান হইতে নিঃসৃত এবং যেখানে বরুণালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তথায় স্নান করিলে নর অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হয়। ভৃগু ঐ স্থানে তপস্যা করিয়া অম্বিকাদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। সেই জন্য ঐ দেবী ভূতলে ভৃগ্বর্চ্চিতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।১ ১৬। নর ইঁহার স্মরণমাত্রেই পরমসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ঐ তীর্থে ভূপৃষ্ঠে বহু শিবলিঙ্গ অবস্থিত আছে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! অনন্তর উত্তম কালিন্দী সরোবরে গমন করিবে। সূর্য্য নন্দিনী কালিন্দী এই উত্তম সরোবর নির্ম্মাণ করেন। নর ভক্তিভরে ঐতীর্থে স্নান করিলে

ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ। সাম্বতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ১৯॥ কৃত্বা শ্রাদ্ধঞ্চ বিধিবল্লভেদ্গোদানজং ফলম্॥ ২০॥ গচ্ছেচ্চ শাঙ্করং তীর্থং ততস্ত্রৈলোক্যপাবনম্। যত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা লভেদ্বহুসুবর্ণকম্॥ ২১॥ ততো নাগসরো গচ্ছেত্তীর্থং পাপপ্রণাশনম্। পিতৄন্ সন্তর্প্য বিধিবন্নাগলোকমবাপ্নুয়াৎ ২২॥ লক্ষ্মীং নদীং ততো গচ্ছেদ্গাচ্ছন্তীং সাগরং প্রতি। যস্যা দর্শনমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ২৩॥ শ্রাদ্ধে কৃতে তু বিপ্রেন্দ্রাঃ পিতরো মুক্তিমাপ্নুয়ুঃ। দানে মনোরথাবাপ্তির্জ্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৪॥ কম্বুসরস্ততো গচ্ছেত্তীর্থং পাপপ্রণাশনম্। তর্পণে চ কৃতে শ্রাদ্ধে হ্যগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥ ২৫॥ কুশতীর্থং ততো গচ্ছেৎ স্নাত্বা সন্তর্পয়েৎ পিতৄন্। দানং দত্বা যথাশক্ত্যা নির্ম্মলং লোকমাপ্নুয়াৎ॥ ২৬॥ ত্র্যম্বতীর্থঞ্চ তত্রৈব সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। কৃত্বা শ্রাদ্ধঞ্চ তত্রৈব বাজিমেধফলং লভেৎ॥ ২৭॥ কুশতীর্থং ততো গচ্ছেৎপিতৃণাং তৃপ্তিরক্ষয়া। যত্র শ্রাদ্ধাত্তর্পণাচ্চ জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৮॥ জালতীর্থং ততো গচ্ছেৎসর্ব্বপাপহরং শুভম্। দুর্ব্বাসসা যত্র শপ্তাঃ কোপাদ্ যদুকুমারকাঃ॥ ২৯॥ দেবো জালেশ্বরস্তত্র সম্ভূব উমাপতিঃ। জালেশ্বরং নরো দৃষ্ট্বা সদ্যঃ পাপাৎপ্রমুচ্যতে॥ ৩০॥ সম্পূজ্য দেবং ভক্ত্যা চ শিবলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ৩১॥ চক্রস্বামিসুতীর্থঞ্চ ততো গচ্ছেদ্ধি মানবঃ। কৃত্বা স্নানং পিতৃংস্তর্প্য বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ৩২॥ জরৎকারুকৃতং তীর্থং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। স্নাত্বা তত্র দ্বিজশ্রেষ্ঠা ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ॥ ৩৩॥ ততো গচ্ছেদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তীর্থং খঞ্জনকাভিধম্। আসীৎখঞ্জনকো নামদৈত্যশ্চাতিবলান্বিতঃ॥ ৩৪॥ ততঃ খঞ্জনকং তীর্থং তস্য নাম্নেতি বিশ্রুতম্। তত্র স্নাত্বা নরো যাতি সোমলোকং ন সংশয়ঃ॥ ৩৫॥ সন্তি তীর্থান্যনেকানি সুগুপ্তানি দ্বিজোত্তমাঃ। তানি গচ্ছেত্তু বিপ্রেন্দ্রাঃ সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে॥ ৩৬॥ ততো গচ্ছেদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তীর্থমানকদুন্দুভেঃ। শূরতীর্থং পরমকং গদাতীর্থমতঃ.পরম্॥ ৩৭॥ গাবল্গণস্য তীর্থঞ্চ অক্রূরস্য মহাত্মনঃ। বলদেবস্য তীর্থন্তু উগ্রসেনস্য চাপরম্॥ ৩৮॥ অর্জ্জুনস্য চ তীর্থন্তু সুভদ্রাতীর্থমেব চ। দেবকীতীর্থমাদ্যন্তু রোহিণীতীর্থমেব চ॥ ৩৯॥ উদ্ধবস্য চ তীর্থন্তু সারঙ্গাখ্যং তথৈব চ।

দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। অনন্তর সর্ব্বপাপহর সাম্বতীর্থে যাইবে। এখানে শ্রাদ্ধ করিয়া গোদানফল লাভ করে। অতঃপর ত্রিলোকপাবন শঙ্কর তীর্থে যাইবে। হেথায় স্নান করিলে নর বহু সুবর্ণ লাভ করে। পরে পাপহর নাগসরোবরে যাইবে। এই তীর্থে পিতৃগণের তর্পণ করিলে নাগলোক লাভ হইয়া থাকে। অনন্তর সাগরগামিনী লক্ষ্মী নদীতে গমন করিবে। ইহার দর্শনমাত্রেই সর্ব্ব পাতক হইতে মুক্তি হয়। এখানে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ মুক্তি পাইয়া থাকেন। দান করিলে মনোরথপ্রাপ্তি হয়, এ কথা নিঃসংশয়। অনন্তর পাপহর কম্বুসরঃ তীর্থে গমন করিবে। হেথায় তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিলে অগ্নিষ্টোমফল লাভ হয়। অনন্তর কুশতীর্থে গিয়া স্নান, পিতৃতর্পণ ও যথাশক্তি দান করিবে। এই সকল অনুষ্ঠানের ফলে নির্ম্মল লোক লাভ হইবে। অনন্তর পাপহর ত্র্যম্বতীর্থে প্রয়াণ করিবে। তথায় শ্রাদ্ধ করিলে বাজিমেধফল লাভ হইবে। অতঃপর পুনরায় কুশতীর্থ যাইবে। এখানে গিয়া শ্রাদ্ধ-তর্পণ করিলে পিতৃগণের অক্ষয়া তৃপ্তি হয়। অনন্তর সর্ব্বপাপহর শুভ জালতীর্থে যাইবে। এই স্থানেই দুর্ব্বাসা সক্রোধে যদুকুমারদিগকে শাপ দিয়াছিলেন। এই তীর্থে উমাপতির 'জালেশ্বর' নামে এক লিঙ্গ আছে; তদ্দর্শনে নর সদ্যঃ পাপমুক্ত হয়। ঐ লিঙ্গ দেবের পূজা করিলে শিবলোক লাভ হইয়া থাকে। অনন্তর মানব 'চক্রস্বামী'সুতীর্থে গমন করিবে। এখানে স্নান-তর্পণ করিয়া নর বিষ্ণুলোক লাভ করিয়া থাকে। অনন্তর নর জরৎকারুকৃত তীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ সর্ব্বপাপনাশক। এখানে স্নান করিলে নর দুর্গতি লাভ করে না। ১৭—৩৩। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অতঃপর নর খঞ্জনকাভিধ তীর্থে গমন করিবে। সেখানে অতিবলশালী খঞ্জনক নামে এক দৈত্য ছিল। এই জন্যই এই তীর্থের নাম 'খঞ্জনক' হইয়াছে। এখানে স্নান করিয়া নর সোমলোক প্রাপ্ত হয়, সংশয় নাই। হে দ্বিজোত্তমগণ! এইরূপ সুগুপ্ত বহুতীর্থ বিদ্যমান আছে। জনগণ সর্ব্ব পাপাপনোদনের জন্য এই সকল তীর্থে গমন করিবে। অতঃপর নরগণ পরপর ভাবে আনকদুন্দুভিতীর্থ, শূরতীর্থ, গদাতীর্থ, গাবল্গণতীর্থ, অক্রূরতীর্থ, বলদেবতীর্থ, উগ্রসেনতীর্থ, অর্জ্জুনতীর্থ, সুভদ্রাতীর্থ, দেবকীতীর্থ, রোহিণীতীর্থ, উদ্ধবতীর্থ, সারঙ্গতীর্থ, সত্যভামাতীর্থ,

সত্যভামাকৃতং তীর্থং ভদ্রাতীর্থমতঃ পরম্ ॥ ৪০ ॥ জামদগ্ন্যস্য তীর্থং তু রামস্য চ মহাত্মনঃ। ভাসতীর্থঞ্চ তত্রৈব শুকতীর্থমতঃ পরম্ ॥ ৪১ ॥ কর্দ্দমস্য চ তীর্থঞ্চ কপিলস্য মহাত্মনঃ। সোমতীর্থঞ্চ তত্রৈব রোহিণীতীর্থমেব চ ॥ ৪২ ॥ এতান্যন্যানি সংক্ষেপান্ময়া বঃ কথিতানি চ। সর্ব্বপাপহরাণীহ মোক্ষদানি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ প্রচ্ছন্নানি দ্বিজবরাস্তীর্থানি কলিসংক্রমে। প্লাবিতানি সমুদ্রেণ পাংশুনাপ্যুদকেন চ ॥ ৪৪ ॥ এতন্ময়া বঃ কথিতং সংক্ষেপাত্তীর্থবিস্তরম্। আত্মপ্রজ্ঞানুমানেন কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছথ ॥ ৪৫ ॥ শৃণুয়াৎ পরয়া ভক্ত্যা তীর্থযাত্রামিমাং দ্বিজাঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তীর্থবৃন্দমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

প্রহ্লাদ উবাচ। কৃত্বাভিষেকং তীর্থেষু যথাবদ্দত্তদক্ষিণঃ। পূজয়েচ্চ ততো দেবং কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্ ॥ ১ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। পূজাবিধিং তু কৃষ্ণস্য শ্রোতুকামাঃ সমাসতঃ। কথয়াবরণোপেতং যথাবদ্দৈত্যসত্তম ॥ ২ ॥ দ্বারপালাশ্চ কে তত্র কঃ পূর্ব্বং কশ্চ পৃষ্ঠতঃ। পুরীয়ং সর্ব্বতো দৈত্য তিষ্ঠতে কেন পালিতা ॥ ৩ ॥ আনুপূর্ব্ব্যাৎ সমাসেন পূজনীয়া যথাবিধি। কথয়স্ব বিধিজ্ঞোঽসি কৃষ্ণৈকচরণপ্রিয়ঃ ॥ ৪ ॥ শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ। শ্রূয়তাং পূজনং বিপ্রাঃ শ্রুতপূর্ব্বং বিধানতঃ। কলৌ কৃষ্ণস্য বিপ্রেন্দ্রা যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৫ ॥ পূর্ব্বদ্বারস্থিতান্ দেবান্ শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ। জয়ন্তঃ প্রথমং পূজ্যঃ সর্ব্বপাপহরঃ শুভঃ ॥ ৬ ॥ স্থাপিতো দেবরাজেন পূজার্থং কেশবস্য হি। তস্যৈবানুচরান্ বক্ষ্যে তান্নিবোধত সত্তমাঃ ॥ ৭ ॥ বজ্রনাভঃ সুনাভশ্চ বজ্রবাহুর্মহাহনুঃ। বজ্রদংষ্ট্রো বজ্রধারী বজ্রহা বজ্রলোচনঃ ॥ ৮ ॥ শ্বেতমূর্দ্ধা শ্বেতমালী জয়ন্তানুচরাশ্চ তে। এতে শস্ত্রোদ্যতকরা রক্ষন্তে তমহর্নিশম্ ॥ ৯ ॥ পূর্ব্বদ্বারে সুসন্নদ্ধা জয়ন্তোদ্দেশকারিণঃ। পূর্ব্বদ্বারে চ রক্ষার্থং নরনাথো বিনায়কঃ ॥ ১০ ॥ তরুণার্কশ্চ বৈ সূর্য্যো দেব্যো বৈ সহমাতরঃ। ঈশ্বরশ্চাপি দুর্ব্বাসা নাগরাজস্য তক্ষকঃ ॥ ১১ ॥ সেনানীঃ

ভদ্রাতীর্থ, জামদগ্ন্যতীর্থ, রামতীর্থ, ভাসতীর্থ, শুকতীর্থ, কর্দ্দমতীর্থ, কপিলতীর্থ, সোমতীর্থ ও রোহিণীতীর্থ, এই সকল অন্যান্য আরও তীর্থ আছে; কিন্তু আমি আপনাদিগকে সংক্ষেপে এই কতিপয় মাত্র বলিলাম। হে দ্বিজবরগণ! এই সকল তীর্থ সর্ব্বপাপহর ও মোক্ষদ; ইহাতে কোন সংশয় নাই। কিন্তু অধুনা এই তীর্থসমুদয় কলিপ্রভাবে প্রচ্ছন্ন, সাগরপ্লাবিত ও পাংশুচ্ছন্ন হইয়াছে। এই আমি সংক্ষেপে আপনাদের নিকট যথাজ্ঞান তীর্থ প্রকল কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? হে দ্বিজগণ! মানব পরমভক্তি সহকারে এই তীর্থযাত্রাবিবরণ শ্রবণ করিবে। এরূপ করিলে তাহারা সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। ৩৪—১৬।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—যথাবিধি দক্ষিণা দানপূর্ব্বক তীর্থসমূহে অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে। ঋষিগণ বলিলেন,—হে দৈত্যসত্তম! আপনি শ্রীকৃষ্ণের আবরণোপেত পূজাবিধি আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন, আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। হরিপুরের দ্বারপাল কাহারা? কেই বা ঐ পুরীর পূর্ব্ব বা পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করে এবং কোন্ কর্ত্তৃকই বা ঐ পুরীর সর্ব্বত্র সুরক্ষিত হয়—হে দৈত্যসত্তম! এই সকল আপনি সংক্ষেপে বলুন; কারণ—আপনি বিধিজ্ঞ ও কৃষ্ণৈকচরণপ্রিয়। প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! শ্রবণ করুন, আমি পূর্ব্বে যাহা হরির পূজাবিধি আনুপূর্ব্বিক শুনিয়াছিলাম, কীর্ত্তন করিতেছি। কলিতে কৃষ্ণের পূর্ব্বদ্বারে যে যে দেবতা আছেন, প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। প্রথমে জয়ন্তকে পূজা করিবে। ইনি সর্ব্ব পাপহর শুভকর। কেশবের পূজার নিমিত্ত দেবরাজ ইহাঁকে স্থাপন করেন। হে সত্তমগণ! তাঁহার অনুচরদিগের কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন। বজ্রনাভ, সুনাভ, বজ্রবাহু, মহাহনু, বজ্রদংষ্ট্র, বজ্রধারী, বজ্রহা, বজ্রলোচন, শ্বেতমূর্দ্ধা, ও শ্বেতমালী, ইহারা জয়ন্তের অনুচর। এই সকল অনুচর সর্ব্বদাই শস্ত্রোদ্যতকরে তাহার রক্ষা বিধান করে। জয়ন্তের আজ্ঞাকারী হইয়া ইহারা পূর্ব্বদ্বারে সুসন্নদ্ধ আছে। পূর্ব্বদ্বারের রক্ষার্থ নরনাথ বিনায়ক, তরুণার্ক সূর্য্য, মাতৃগণ সহ দেবী-

কার্ত্তিকেয়শ্চ রাক্ষসশ্চ মহাহনুঃ। তত্র দীর্ঘনখো নাম দানবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ॥ ১২॥ বিশ্বাবসুশ্চ গন্ধর্ব্বো মেনকা চ বরাপ্সরাঃ। সনৎকুমারসহিতো বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ॥ ১৩॥ এতে পূজ্যাঃ পূর্ব্বতস্তু ন্যগ্রোধশ্চ মহাদ্রুমঃ। পূর্ব্বদ্বারস্থিতা হ্যেত আগ্নেয়ান্ শৃণুতাথ মে॥ ১৪॥ জ্বালামুখোঽথ রক্তাক্ষঃ শ্মশাননিলয়ঃ ক্রথঃ। মাংসাদো রুধিরাহারঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণজটাধরঃ॥ ১৫॥ ত্রাসনো ভঞ্জনশ্চৈব হ্যাগ্নেয্যাং দিশি সংস্থিতাঃ। দিশং রক্ষন্তি সন্নদ্ধা দক্ষিণাং শৃণুতাথ মে॥ ১৬॥ দণ্ডপাণির্ম্মহানাদঃ পাশহস্তঃ সুলোচনঃ। অনিবর্ত্ত্যক্রমশ্চৈব তথা দুন্দুভিনিস্বনঃ॥ ১৭॥ খরস্বনো ঘর্ঘরবাক্তথা মৌনপ্রিয়ঃ সদা। মল্লিকাক্ষশ্চ এতেষাং প্রণতো দ্বারপালকঃ॥ ১৮॥ দক্ষিণদ্বাররক্ষার্থং দুন্দুভিশ্চ বিনায়কঃ। মহিষার্কশ্চ বৈ সূর্য্যো ভূষণশ্চ তথেশ্বরঃ॥১৯॥ চণ্ডিকা চ তথা দেবী হ্যূর্দ্ধবাহুশ্চ রাক্ষসঃ। পদ্মাক্ষঃ ক্ষেত্রপালশ্চ নাগশ্চাশ্বতরস্তথা॥ ২০॥ চিত্রাঙ্গদশ্চ গন্ধর্ব্ব উর্ব্বশী চ বরাপ্সরাঃ। যো রাজা সর্ব্ববৃক্ষাণাং শালশ্চাপি মহাদ্রুমঃ॥ ২১॥ সনাতন ঋষিশ্রেষ্ঠো হ্যগস্ত্যশ্চ মহাতপাঃ। এতে যাম্যদিশি দ্বারং রক্ষন্তি সুসমাহিতাঃ॥ ২২॥ গীতকৃন্নর্ত্তকো নগ্নঃ কম্বলী দহনপ্রিয়ঃ। হসনো নেত্রভঙ্গশ্চ ভ্রূবিকারো বিজৃম্ভকঃ॥২৩॥ মুষলী প্রভুরেতেষাং সন্নদ্ধো বর্ত্ততে দ্বিজাঃ। রক্ষন্তি নৈঋতীমাশাং পশ্চিমাং শৃণুতাপরান্॥ ২৪॥ স্বস্তিকঃ শঙ্খমূর্দ্ধা চ নীলবাসাঃ শুভাননঃ। পাশহস্তঃ শূলহস্ত একপাদেকলোচনঃ॥ ২৫॥ পশ্চিমায়াং দিশি তথা পুষ্পদন্তো বিনায়কঃ। উর্দ্ধবার্কশ্চ বৈ সূর্য্যঃ শিবঃ সত্রাজিতেশ্বরঃ॥ ২৬॥ তুম্বুরুর্নাম গন্ধর্ব্বো ঘৃতাচী চ বরাপ্সরাঃ। মহোদরশ্চ নাগেন্দ্রো রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ॥ ২৭॥ দৈত্যঃ পঙ্কজনো নাম ঋষিঃ কশ্যপ এব চ। দেবী কপালিনী নাম অশ্বত্থশ্চ মহাদ্রুমঃ॥ ২৮॥ কপিলঃ ক্ষেত্রপালশ্চ প্রতীচীং পান্তি বৈ দিশম্। নমস্কার্য্যাস্তথা পূজ্যা বায়ব্যাং শৃণুতাপরান্॥ ২৯ ভঞ্জনো ভৈরবশ্চৈব কালিকোঽথ ঘটোদরঃ। ঝঞ্ঝাকামর্দ্দনঃ পিঙ্গো রুরুঃ সর্ব্বভুজো ব্রণী॥ ৩০॥ সুপার্শ্বঃ প্রভুরেতেষাং সন্নদ্ধঃ পালয়ন্ দিশম্। উদীচ্যাং দিশি বিপ্রেন্দ্রাঃ শ্যামলশ্চ গণাধিপঃ॥ ৩১॥ মদমস্তকো বিরূপাক্ষো গোলকঃ শ্বেতসংপ্লুতঃ। উন্মত্তঃ প্রভুরেতেষামুদীচ্যাং পালয়ন দিশম্॥ ৩২॥ মূলস্থানশ্চ বৈ সূর্য্য ইন্দ্রেশশ্চ মহেশ্বরঃ। দেবী কণ্ঠেশ্বরী নাম ক্ষেত্রপালশ্চ খঞ্জনঃ॥ ৩৩॥ বাসুকি-

---

গণ, ঈশ্বরা, দুর্ব্বাসা, নাগরাজ তক্ষক, সেনানী কার্ত্তিকেয়, রাক্ষস মহাহনু, দীর্ঘনখ নামক দানব, বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্ব, মেনকানাম্নী বরাপ্সরা এব সনৎকুমারসমভিব্যাহারী ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি অবস্থিত। ইঁহারা এবং মহাদ্রুম ন্যগ্রোধ পূর্ব্বদ্বারে পূজনীয়। এই সকল পূর্ব্বদ্বারস্থিতদিগের কথা বলা হইল; অতঃপর অগ্নিকোণস্থদিগের কথা কহিতেছি। জ্বালামুখ রক্তাক্ষ, শ্মশাননিবাস ক্রথ, মাংসাদ, রুধিরাহার, কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণজটাধর, ত্রাসন ও ভঞ্জন, ইহারা অগ্নিকোণে অবস্থিত। এক্ষণে দক্ষিণদিক্‌রক্ষাকারীদিগের নাম শ্রবণ করুন,—দণ্ডপাণি, মহানাদ, পাশহস্ত, সুলোচন, অনিবর্ত্ত্যক্রম, দুন্দুভিনিস্বন, খরস্বন, ঘর্ঘরবাক্ ও মৌনপ্রিয়; মল্লিকাক্ষ ইহাদের প্রণত দ্বারপাল। দুন্দুভি, বিনায়ক, মহিষার্ক, সূর্য্য, ভূষণ, ঈশ্বর, দেবী চণ্ডিকা, রাক্ষস উর্দ্ধবাহু, ক্ষেত্রপাল পদ্মাক্ষ, নাগ অশ্বতর, গন্ধর্ব্ব চিত্রাঙ্গদ, বরাপ্সরা উর্ব্বশী, বৃক্ষরাজ মহাদ্রুম শালু ও ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাতপা অগস্ত্য, ইহারা সুসমাহিতভাবে যাম্যদিক্ রক্ষা করিয়া থাকেন। গীতকৃৎ, নর্ত্তক, নগ্ন, কম্বলী, দহনপ্রিয়, হসন, নেত্রভঙ্গ, ভ্রূবিকার ও বিজৃম্ভক, এবং ইহাদের প্রভু মুষলী, ইহারাই নৈঋতদিকের রক্ষক। এক্ষণে পশ্চিমদিক্‌স্থিত রক্ষকদিগের নাম শ্রবণ করুন। ১—২৪। স্বস্তিক, শঙ্খমূর্দ্ধা, নীলবাসা, শুভানন, পাশহস্ত, শূলহস্ত, একপাদ, একলোচন, বিনায়ক, পুষ্পদন্ত, উর্দ্ধবার্ক, সূর্য্য, সত্রাজিতেশ্বর শিব, তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব্ব, ঘৃতাচী নাম্নী বরাপ্সরা, মহোদরাখ্য নাগেন্দ্র, ঘটোৎকচাখ্য রাক্ষস, পঙ্কজন দৈত্য, কশ্যপ ঋষি, কপালিনী দেবী, মহাদ্রুম অশ্বত্থ এবং কপিলাখ্য ক্ষেত্রপাল, প্রতীচী দিক্ রক্ষা করিতেছেন। ইহাদিগকে নমস্কার ও পূজা করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে বায়ুকোণস্থ দ্বাররক্ষীদিগের নাম শ্রবণ করুন। ভঞ্জন, ভৈরব, কালিক, ঘটোদর, ঝঞ্ঝকামর্দ্দন, পিঙ্গ, রুরু, সর্ব্বভুজ, ব্রণী, এবং ইহাদের প্রভু সুসজ্জিত সুপার্শ্ব, ইহারা বায়ুকোণ রক্ষা করিতেছে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! গণাধিপ শ্যামল, মদমস্তক, বিরূপাক্ষ, গোলক, শ্বেতসম্প্লুত এবং ইহাদের প্রভু উন্মত্ত ইহারা উদীচী দিক্ রক্ষা করিতেছে। মূলস্থান, সূর্য্য, ইন্দ্রেশ, মহেশ্বর, দেবী কণ্ঠেশ্বরী, ক্ষেত্রপাল খঞ্জন,

নাগরাজশ্চ কূর্ম্মপৃষ্ঠশ্চ দানবঃ। সনকশ্চ ঋষিশ্রেষ্ঠো গোলকো রাক্ষসস্তথা ॥ ৩৪ ॥ নারদো নাম গন্ধর্ব্বো রম্ভা চৈব বরাপ্সরাঃ। এতে পূজ্যাঃ প্রযত্নেন প্লক্ষো নাম মহাদ্রুমঃ ॥ ৩৫ ॥ যক্ষেশঃ সবিতা নাম শ্যামঃ পূজ্যঃ প্রযত্নতঃ। ঐশান্যাং দিশি বিপ্রেন্দ্রাঃ স্থিতা যে তান্ বদাম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥ দুর্দ্ধরো ভৈরবারাবঃ কিঙ্কিণীকো মহাবলঃ। করালো বিকটো মূলো বলিভুক্তো বলিপ্রিয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ এতেষাং ক্ষেত্রপালানাং সস্ত্রীণাঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ। নেতা প্রভুশ্চ স্বামী চ জয়ন্তঃ পালকস্তথা ॥ ৩৮ ॥ নিগৃহ্না-ত্যনুগৃহ্নাতি রক্ষিতা পুরবাসিনাম্। জয়ন্তাদেশ-মাদায় তে দুষ্টান্ ঘাতয়ন্তি চ ॥৩৯॥ নাগস্থলস্থিতঃ স্বামী জয়ন্তঃ পালকঃ সদা। নাগরাজৈঃ পরিবৃতঃ পূজ-নীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৪০ ॥ মাংসপ্রিয়মুখাশ্চৈত ঐশানীং পান্তি বৈ দিশম্। সহস্রশীর্ষকো দেবঃ শেষো নাগ-স্থলস্থিতঃ। অনন্তো বাসুকিশ্চৈব তক্ষকঃ পদ্ম এব চ ॥ ৪১ ॥ শঙ্খঃ কম্বলকশ্চৈব নাগশ্চাশ্বতর-স্তথা। মুক্তকঃ কালিয়শ্চৈব জনকোঽথাপরাজিতঃ ॥ ৪২ ॥ কর্কোটকমুখা নাগাস্তে চ সন্তি সহস্রশঃ। তে পূজ্যা গন্ধপুষ্পৈশ্চ বলিভির্ধূপদীপকৈঃ ॥ ৪৩ ॥ পায়সেন চ মাংসেন হ্যন্নাদ্যৈঃ সুরয়া তথা। ততঃ সম্পূজ্য দেবেশং জয়ন্তং রক্ষিণাং বরম্ ॥ ৪৪ ॥ গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ ধূপবস্ত্রাদিভূষণৈঃ। ততো গচ্ছে-দ্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কৃষ্ণং দেবকিনন্দনম্। সম্পূজ্যঃ প্রথমং তত্র গণেশো রুক্মিসংজ্ঞকঃ ॥ ৪৫ ॥ ঋষয় কথং স রুক্মিদৈত্যেন্দ্রো যো দুষ্টো গণতাং গতঃ। সাক্ষাদ্ভগবতো দ্বারি প্রত্যহং পূজ্যতে নরৈঃ ॥ ৪৬ ॥ শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ। কৃষ্ণায় রুক্মিণীং দাতুং যদা ভীষ্মক উদ্যতঃ। তদ্দ্বেষাৎ ক্রোধসংযুক্তো রুক্মী চৈদ্যমমন্যত ॥ ৪৭ ॥ যদা জহার ভগবান্ রুক্মিণী-মম্বিকালয়াৎ। সর্ব্বান্ বিদ্রাব্য বৈ ভূপান্ জরাসন্ধ-মুখান্ রণে ॥৪৮॥ তদা রুক্মী মহাবাহুর্ভীষ্মকস্য সুতো বলী। নাহত্বা বিনিবর্ত্তিষ্যে তমহং যাদবং রণে ॥ ৪৯ ॥ প্রতিজ্ঞাং সর্ব্বভূপানাং শৃণ্বতাং কৃতবান্ দ্বিজাঃ। এবমুক্ত্বা স সন্নদ্ধো যুদ্ধায় পরিধাবিতঃ ॥৫০॥ অক্ষৌহিণ্যা বলেনৈবাযুধ্যৎ কৃষ্ণেন ভো দ্বিজাঃ। স যুধ্যমানঃ কৃষ্ণেন বধ্যমানো হতৌজসঃ ॥ ৫১ ॥ বদ্ধো ভগবতা তত্র কৃত্বা বৈরূপ্যমেব চ। রামেণ বন্ধনান্মুক্তো মরণায় মতিং দধৌ ॥ ৫২ ॥ রুক্মিণী ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা মরণে কৃতনিশ্চয়ম্। উবাচ কৃষ্ণং বৈদর্ভী ভ্রাতরং হ্যানয়স্ব মে ॥ ৫৩ ॥ ততস্তৎপ্রিয়-

---

বাসুকি নাগরাজ, দানব কূর্ম্মপৃষ্ঠ, ঋষিশ্রেষ্ঠ সনক, রাক্ষস গোলক, গন্ধর্ব্ব নারদ, বরাপ্সরা রম্ভা, প্লক্ষ নামক মহাদ্রুম, সবিতা নামক যক্ষেশ ও শ্যাম ইহারা প্রযত্ন-পূজ্য। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! এই আমি ঈশানকোণস্থিত দ্বারপালগণের কথা বলিলাম। দুর্দ্ধর, ভৈরবারাব মহাবল কিঙ্কিণীক, করাল, বিকট, মূল, বলিভুক্ত, ও বলিপ্রিয়, জয়ন্ত এই সকল সস্ত্রীক দ্বারপালগণের নেতা, স্বামী, প্রভু, পালক, ও নিগ্রহানুগ্রহকর্ত্তা। ইনিই পুরবাসীদিগের রক্ষা বিধান করেন। উক্ত দ্বারপালগণ ইহাঁরই আদেশে দুষ্টগণকে নিহত করেন। স্বামী ও পালক জয়ন্ত নাগরাজপরিবৃত হইয়া সর্ব্বদা নাগস্থলে অবস্থান করেন। ইনি পূজনীয়। মাংসপ্রিয়মুখগণ ঈশানদিক্ পালন করে। সহস্রশীর্ষক দেব শেষ নাগস্থলে অবস্থিত। জয়ন্ত, বাসুকি, তক্ষক, পদ্ম, শঙ্খ, কম্বল, অশ্বতর, মুক্তক, কালিয়, জনক, অপরাজিত, ও কর্কোটক প্রভৃতি সহস্র সহস্র নাগ আছে। গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ বলি পায়স মাংস সুরা ও অন্নাদি দ্বারা ইহাদের পূজা করা কর্ত্তব্য। অনন্তর পুষ্পোপহার, ও ধূপ বস্ত্রাদি ভূষণ দ্বারা রক্ষিবর জয়ন্তের পূজা করিয়া মানবগণ শপূজনানন্তর দেবকীনন্দন কৃষ্ণসমীপে গমন করিবে, গিয়া প্রথমে রুক্মি নামক গণেশের পূজা করিবে। ২৫—৪৫। ঋষিগণ বলিলেন,—হে দৈত্য-সত্তম! গণত্বপ্রাপ্ত দুষ্ট রুক্মিদৈত্যেন্দ্র কিজন্য সাক্ষাৎ ভগবানের দ্বারে নিত্য পূজিত হয়? শ্রীপ্রহ্লাদ বলি-লেন,—যখন ভীষ্মক রুক্মিণীকে কৃষ্ণকরে সম্প্রদান করিতে উদ্যত হন, তখন রুক্মী তৎপ্রতি দ্বেষ বশতঃ চৈদ্যকে মনস্থ করেন। পরে ভগবান্ যখন জরাসন্ধ প্রমুখ নৃপতিগনকে সমরে বিদ্রাবিত করিয়া অম্বিকালয় হইতে রুক্মিণীকে হরণ করেন, তখন মহাবাহু ভীষ্মকসুত বলবান্ রুক্মী সর্ব্বনৃপতিসমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমি এই যাদবকে রণে নিহত না করিয়া বিনিবর্ত্তিত হইব না। এই বলিয়া রুক্মী সন্নদ্ধ হইয়া অক্ষৌহিণী বল সমভি-ব্যাহারে যুদ্ধার্থ পরিধাবিত হইয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে যুদ্ধ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বধ্যমান ও হতৌজা হইয়া অবশেষে বদ্ধ হইলেন। অতঃপর তিনি রাম কর্ত্তৃক বন্ধনমুক্ত হইয়া মরণের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এদিকে রুক্মিণীও ভ্রাতাকে মরিবার নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় দেখিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন,—আমার ভ্রাতাকে আনিয়া দাও। হে বিপ্রগণ! এই জন্য

কামার্থমনুমান্ত জনার্দ্দনঃ। চকার পার্ষদাং মধ্যে প্রবরং বিঘ্ননাশনম্ ॥ ৫৪ ॥ এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্রাঃ প্রথমং পূজ্যতে সদা। গন্ধধূপাক্ষতৈর্বস্ত্রৈর্মোদকৈস্তং প্রতর্পয়েৎ ॥ ৫৫ ॥ তস্মিন্ তুষ্টে জগন্নাথস্তুষ্টো ভবতি নান্যথা ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভগবৎপরিচারকবর্গকথনপূর্ব্বক-রুক্মিগর্ব্বপরিহারবৃত্তান্তবর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

প্রহ্লাদ উবাচ। পূজয়েদ্গণনাথং তং রুক্মিণং কৃষ্ণভূসিতম্। দুর্ব্বাসসং চ কৃষ্ণং চ বলভদ্রং চ ভক্তিতঃ ॥ ১ ॥ যজতোকো মহাযজ্ঞৈঃ সম্পূর্ণবরদক্ষিণৈঃ। একঃ পশ্যতি দেবেশং কৃষ্ণং তুল্যফলৌ হি তৌ ॥ ২ ॥ বাপীকূপতড়াগানি করোত্যেকঃ সমাহিতঃ। একঃ পশ্যতি দেবেশং কৃষ্ণং তুল্যফলৌ হি তৌ ॥ ৩ ॥ গোভূতিলহিরণ্যাদি দদাত্যেকো দিনেদিনে। একঃ পশ্যতি দেবেশং কৃষ্ণং তুল্যফলৌ হি তৌ ॥ ৪ ॥ প্রাণায়ামাদিসংযুক্তো জপধ্যানপরায়ণঃ। একঃ পশ্যতি দেবেশং কৃষ্ণং তুল্যফলৌ হি তৌ ॥ ৫ ॥ জাহ্নব্যাদিষু তীর্থেষু স্নাত্যেকঃ সমাহিতঃ। একঃ পশ্যতি দেবেশং কৃষ্ণং তুল্যফলৌ হি তৌ ॥ ৬ ॥ ত্রিভির্বিক্রমণৈর্যেন বিক্রান্তং ভুবনত্রয়ম্। ত্রিবিক্রমঞ্চ তং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে পাতকত্রয়াৎ ॥ ৭ ॥ ঋষয় উচুঃ। কথং ত্রৈবিক্রমী মূর্ত্তিরাগতেয়ং ধরাতলে। কলাস্যাসাচ্চ কৃষ্ণত্বং ক দেয়ং প্রাপ্তবত্যথ ॥ ৮ ॥ দৈত্য সংশয়মস্মাকং ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ। দুর্ব্বাসসশ্চ কৃষ্ণস্য সম্ভবঃ কথ্যতামিতি ॥ ৯ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। তচ্ছ্রূয়তাং দ্বিজশ্রেষ্ঠা যথা মূর্ত্তিস্ত্রিবিক্রমী। দুর্ব্বাসসা সমাযুক্তা সম্ভূতা ধরণীতলে ॥ ১০ ॥ পূর্ব্বং কৃতযুগস্যান্তে বলিনা চ পুরন্দরঃ। নির্জ্জিত্য ভ্রংশিতঃ স্থানাত্তদর্থং মধুসূদনঃ ॥ ১১ ॥ কশ্যপাদ্বামনো জজ্ঞে ততোঽভূচ্চ ত্রিবিক্রমঃ। ত্রিভিঃ ক্রমৈর্স্ত্রীঁল্লোকান ক্রম্য মধুহা হরিঃ ॥ ১২ ॥ বলিং চকার ভগবান্ পাতালতলবাসিনম্। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া কৃষ্ণো দৈত্যেন পরিতোষিতঃ ॥ ১৩ স্বয়ং চৈবাবসত্তত্র ভক্ত্যা ক্রীতো হরিস্তদা। অনুগ্রহায় ভগবান্ দ্বারপালো বভূব হ ॥ ১৪ ॥ দুর্ব্বাসাশ্চাপি ভগবানাত্রেয়ো মুনিসত্তমঃ। অটংস্তীর্থানি মোক্ষার্থং মুক্তিক্ষেত্রমচিন্তয়ৎ ॥ ১৫ ॥

রুক্মিণীকে সম্মানিত করিয়া তাঁহার প্রিয় কামনায় পার্ষদমধ্যে রুক্মীকে প্রবরবিঘ্ননাশন করিলেন। এই জন্যই রুক্মী গন্ধপুষ্প অক্ষত বস্ত্র মোদকাদি দ্বারা প্রথমে পূজিত হন। উক্ত বিঘ্নবিনাশন পূজিত হইলে জগন্নাথ তুষ্ট হন, কদাচ ইহার অন্যথা হয় না। ৪৬—৫৬।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—মানব পূর্ব্বোক্ত গণনাথ রুক্মী, দুর্ব্বাসা, কৃষ্ণ ও বলভদ্রকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। যদি একজন সম্পূর্ণদক্ষিণ মহাযজ্ঞ করে—সমাহিত হইয়া বাপী-কূপ-তড়াগ প্রতিষ্ঠা করে—প্রতিদিন গো-ভূ-তিল-হিরণ্য দান করে—প্রাণায়ামাদিযুক্ত হইয়া জপ-ধ্যান-পরায়ণ হয়, অথবা জাহ্নবী প্রভৃতি তীর্থে সমাহিতভাবে স্নান করে, আর একজন যদি দেবেশ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে, তাহা হইলে এতদুভয়ের ফল তুল্যই হইয়া থাকে। যিনি ত্রিপদবিক্ষেপে ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই ত্রিবিক্রমকে দর্শন করিলে মানব পাতকত্রয় হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ঋষিগণ কহিলেন, —হে দৈত্য! কিরূপে এই ধরাতলে ত্রৈবিক্রমী মূর্ত্তি আগমন করিল এবং কবেই বা এই মূর্ত্তি কলাস্যাস-হেতু কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইল? আপনি আমাদের এই সংশয় অশেষরূপে ছেদন করুন। আর দুর্ব্বাসা ও কৃষ্ণের উৎপত্তি বিবরণ আমাকে বলুন। প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! শ্রবণ করুন,—যেরূপে এই ত্রৈবিক্রমী মূর্ত্তি দুর্ব্বাসা-সমাযুক্ত হইয়া ধরণীতলে উৎপন্ন হইল। পূর্ব্বে কৃতযুগের অবসানে বলি পুরন্দরকে নির্জ্জিত করিয়া স্থান-ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। সেই জন্য মধুসূদন কশ্যপ হইতে ত্রিবিক্রম বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মধুসূদন হরি ত্রিপদক্রমে এই সকল লোক আক্রমণ করিয়া বলিকে পাতালস্থ করেন। দৈত্যরাজ বলি অনন্য-সাধারণ ভক্তি দ্বারা তাঁহার পরিতোষ জন্মাইলে তিনি ভক্তিক্রীত হইয়া নিজেই এখানে বাস করেন এবং তৎপ্রতি অনুগ্রহবিতরণার্থ তদীয় দ্বারপাল হইয়া অবস্থান করিতে থাকেন। —১৪। মুনিপ্রবর ভগবান্ অত্রিনন্দন দুর্ব্বাসা তীর্থভ্রমণে নির্গত হইয়া

এবং চিন্তয়মানঃ স জ্ঞানদৃষ্ট্যা মহামুনিঃ। গোমত্যা সঙ্গমো যত্র চক্রতীর্থেন ভো দ্বিজাঃ॥ ১৬॥ তন্মুক্তিক্ষেত্রমাজ্ঞায় গমনায় মতিং দধে। সোঽতীত্য নগরগ্রামানুদ্যানানি বনানি চ॥ ১৭॥ আনর্ত্তবিষয়ং প্রাপ্য দৈত্যভূমিং বিবেশ হ। নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাং বেদধ্বনিবিবর্জ্জিতাম্॥ ১৮॥ কুশেন দৈত্যরাজেন সেবিতাং পালিতাং তথা। বহুম্লেচ্ছসমাকীর্ণামধর্ম্মোপার্জ্জকৈর্জনৈঃ॥ ১৯॥ প্রত্যাসন্নামিতি জ্ঞাত্বা চক্রতীর্থমগাদ্দ্বিজঃ। স্নাত্বা চ সঙ্গমে পুণ্যে মোক্ষ্যেঽহঞ্চ কৃতাহ্নিকঃ॥ ২০॥ ইতি কৃত্বা স নিয়মং যযৌ শীঘ্রং মুনিস্তদা। স্নাত্বা শীঘ্রং প্রয়াস্যামি দৈত্যভূমিং বিহায় চ॥ ২১॥ ইত্যেবং চিন্তয়ন্মার্গে শীঘ্রমেব জগাম সঃ। দৃষ্ট্বা চ সঙ্গমং পুণ্যং গোমত্যা সাগরস্য চ॥ ২২॥ নিধায় বাসসী তত্র মৃদমালভ্য গোময়ম্। শিখাঞ্চ বদ্ধা করয়োঃ কৃত্বা চ নিয়তঃ কুশান্॥ ২৩॥ যাবৎ স্নাতি চ বিপ্রোঽসৌ দৃষ্টো দৈত্যৈর্দুরাত্মভিঃ। ক্রবন্তঃ কোঽয়মিত্যেবং হন্যতাংহন্যতামিতি॥ ২৪॥ অস্মাভিঃ পালিতে দেশে কঃ স্নাতি মনুজাধমঃ। ব্রুবন্ত ইতি জঘ্নুস্তে জানুভির্মুষ্টিভিস্তথা॥ ২৫॥ ব্রাহ্মণোঽহং ন হন্তব্যঃ শ্রুত্বা চাতীব পীড়িতঃ। তং দৃষ্ট্বা হন্যমানন্তু ব্রাহ্মণন্তৈর্দুরাত্মভিঃ॥ ২৬॥ নিবারয়ামাস চ তান্ রুরুর্নাম মহাসুরঃ। অগৃহ্নংস্তস্য বস্ত্রাণি কুশাংস্তে চিক্ষিপুর্জলে॥ ২৭॥ চকৃষুশ্চরণৌ গৃহ্য শপন্তো দুষ্টচেতসঃ। পদে গৃহীত্বা তমৃষিং নীত্বা সীম্নি ব্যসর্জয়ন্॥ ২৮॥ তং তদা মূর্চ্ছিতপ্রায়ং দৃষ্ট্বোচুঃ কুপিতাশ্চ তে। অত্রাগতো যদি পুনর্হনিষ্যামো ন সংশয়ঃ। আনর্ত্তবিষয়াংস্তান্ বৈ দৃষ্ট্বা তত্র জলাশয়ম্॥ ২৯॥ প্রাণসংশয়মাপন্নস্ততশ্চিন্তাপরোঽভবৎ। শপেঽহং যদি দৈত্যেয়াংস্তপসঃ কিং ব্যয়েন মে॥ ৩০॥ অথবা নিয়মভ্রষ্টস্ত্যক্ষ্যে চেদং কলেবরম্। মম পক্ষঞ্চ কঃ কুর্য্যাৎ কো মে দাস্যতি জীবিতম্॥ ৩১॥ চক্রতীর্থে চ কঃ স্নানং কারয়িষ্যতি মামিহ। কো বা দৈত্যগণানেতান্

মোক্ষলাভার্থ মুক্তিক্ষেত্রের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞাননেত্রে গোমতীর সহিত চক্রতীর্থের যথায় সঙ্গম ঘটিয়াছে, তাহাকেই মুক্তিক্ষেত্র বোধে সেই স্থানে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। দুর্ব্বাসা বহু নগর, গ্রাম, উদ্যান, ও বন অতিক্রম করিয়া ক্রমে আনর্ত্তদেশে আগমনপূর্ব্বক স্বাধ্যায়-বষট্কার-বেদধ্বনি-বর্জ্জিত, বসুদত্ত-রাজ-সেবিত, বহুম্লেচ্ছাগণাকীর্ণ, অধার্ম্মিক-জনবহুল দৈত্যভূমি প্রত্যাসন্ন হইল মনে করিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি পরে চক্রতীর্থে গেলেন। দুর্ব্বাসা মনে মনে স্থির করিলেন, আমি কৃতাহ্নিক হইয়া পুণ্যসঙ্গমে স্নানপূর্ব্বক মুক্তি লাভ করিব। মুনিবর এইরূপ ধারণা করিয়া শীঘ্র সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং যাইতে যাইতে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি ঐ স্থানে স্নানান্তে অধিক বিলম্ব করিব না। শীঘ্রই দৈত্যভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাইব। দুর্ব্বাসা এইরূপ চিন্তা করিয়া শীঘ্র শীঘ্র পথ চলিতে লাগিলেন এবং অদূরে গোমতীসাগরের পুণ্য-সঙ্গম দেখিয়া বস্ত্র নিধান, মৃদালম্ভন ও গোময় গ্রহণ, শিখাবন্ধন এবং উভয় করে কুশগ্রহণ করিয়া নিয়তভাবে যেমন তথায় স্নান করিলেন, অমনি দুরাত্মা দৈত্যগণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিতে লাগিল,—এ কে আসিয়াছে? ইহাকে বধ কর বধ কর। আমাদের অধিকৃত দেশে কে এই মনুজাধম স্নান করিতেছে? এই কথা বলিতে বলিতেই তাহারা জানু ও মুষ্টি প্রহার করিতে লাগিল। দুর্ব্বাসা প্রহারে পীড়িত হইয়া বলিলেন,—অরে আমি ব্রাহ্মণ; আমাকে বধ করিস্ না। এই কথা শুনিয়া রুরু নামক জনৈক মহাসুর সেই দুর্ব্বৃত্তগণ-প্রহারিত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সেই সকল দৈত্যকে নিবারণ করিল। তখন দৈত্যগণ দুর্ব্বাসার বস্ত্র ও কুশ কাড়িয়া লইয়া জলে ফেলিয়া দিল। তাঁহার চরণদ্বয় ধরিয়া টানাটানি করিল। দুর্ব্বৃত্তগণ তাঁহাকে অনেক কটূক্তি করিল। পরে তাঁহার পদদ্বয় ধরিয়া তাহাদের অধিকৃত দেশের সীমান্তে ফেলিয়া আসিল। মুনিবর মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছিলেন। কুপিত দৈত্যগণ তাঁহাকে বলিয়া আসিল,—যদি পুনরায় তুমি আমাদের দেশে আগমন কর, তবে তোমাকে একেবারেই মারিয়া ফেলিব। মূর্চ্ছাবসানে প্রাণসংশয়াপন্ন দুর্ব্বাসামুনি আনর্ত্ত দেশ ও তত্রত্য একটী জলাশয় দর্শন করিলেন; ভাবিলেন,—আমি কি দৈত্যদিগকে অভিশাপ প্রদান করিব? অথবা আমার তপোব্যয় করিয়া লাভ কি? আমি নিয়মভ্রষ্ট হইয়াছি! আমি এই কলেবর পরিত্যাগ করিব; কেননা, কে আছে এমন যে, এখানে আমার পক্ষপূরণ করিবে; আমায় জীবন দান করিবে? কেই বা চক্রতীর্থে

শক্তো জেতুং মহামৃধে। তং বিনা পুণ্ডরীকাক্ষং ভক্তানামভয়প্রদম্ ॥ ৩২ ॥ ব্রহ্মাদীনাঞ্চ নেতারং শরণাগতবৎসলম্। চক্রহস্তং বিনা মেহদ্য কোহস্তঃ শর্ম্মপ্রদো ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥ ইতি ধ্যাত্বা চ সুচিরং জ্ঞাত্বা পাতালবাসিনম্। আত্রেয়ী বিষ্ণুশরণং জগাম ধরণীতলম্ ॥ ৩৪ ॥ উপবাসৈঃ কৃশো দীনো ভূতলং প্রবিবেশ হ। স দৈত্যরাজভবনং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাবৃতম্ ॥ ৩৫ ॥ শোভিতং সুরমুখ্যেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। দুর্ব্বাসাঃ প্রবিবেশাথ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ৩৬ ॥ দুর্ব্বাসসমথায়ান্তং দৃষ্ট্বা দৈত্যপতিস্তদা। প্রত্যুত্থায়াইয়াঞ্চক্রে স্বাসনে সন্নাবেশয়ৎ ॥ ৩৭ ॥ মধুপর্কঞ্চ গাং চৈব দত্ত্বার্ঘ্যং পার্শ্বতঃ স্থিতঃ। প্রোবাচ প্রণতো ব্রহ্মন্ কথমত্রাগতো ভবান্ ॥ ৩৮ ॥ সুখোপবিষ্টঃ স ঋষিস্তত্রাপশ্যত্ত্রিবিক্রমম্। দৈত্যেন্দ্রদ্বারদেশে তু তিষ্ঠন্তমকুতোভয়ম্ ॥ ৩৯ ॥ তং দৃষ্ট্বা দেবদেবেশং শ্রীবৎসাঙ্কং চতুর্ভুজম্। রুরোদ স ঋষিশ্রেষ্ঠস্ত্রাহিত্রাহীত্যুবাচ চ ॥ ৪০ ॥ সংসারভয়ভীতানাং দুঃখিতানাং জনার্দ্দন। শত্রুভিঃ পরিভূতানাং শরণং ভব কেশব ॥ ৪১ ॥ মম দুঃখাভিভূতস্য শত্রুভিঃ কর্ষিতস্য চ। পরাভূতস্য দীনস্য ক্ষুধয়া পীড়িতস্য চ ॥ ৪২ ॥ অপূর্ণনিয়মস্যাথ ক্লেশিতস্য চ দানবৈঃ। ব্রহ্মণ্যদেব বিপ্রস্য শরণং ভব কেশব ॥ ৪৩ ॥ ইত্যুক্ত্বা দর্শয়ামাস শরীরং দৈত্যতাড়িতম্। তদ্‌ব্রাহ্মণাবমানঞ্চ দৃষ্ট্বা চুক্রোধ বামনঃ ॥ ৪৪ ॥ কেনাপমানিতো ব্রহ্মন্নিয়মঃ কেন খণ্ডিতঃ। কথয়স্ব মহাভাগ ধর্ম্মপালে ময়ি স্থিতে ॥ ৪৫ ॥ দুর্ব্বাসা উবাচ। মুক্তিতীর্থমহং জ্ঞাত্বা জ্ঞানেন মধুসূদন। চক্রতীর্থং গতঃ স্নাতুং যাত্রায়াং হর্ষসংযুতঃ ॥ ৪৬ ॥ অকৃতস্নান এবাহং দৃষ্টো দৈত্যৈর্দুরাসদৈঃ। গলে গৃহীতঃ কৃষ্ণাহং মুষ্টিভিস্তাড়িতস্তথা ॥ ৪৭ ॥ বলাদ্‌গৃহীত্বা বাসাংসি কুশাংশ্চৈবাক্ষতৈঃ সহ। জলে ক্ষিপ্ত্বা চরণয়োর্গৃহীত্বা মাং সমাকৃষন্ ॥ ৪৮ ॥ সীমান্তে মাং তু প্রক্ষিপ্য প্রোচুস্তে দানবাধমাঃ। হনিষ্যামো যদি পুনরাগন্তাসি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯ ॥ স্নাতোহহং চক্রতীর্থে তু করিষ্যে ভোজনং বিভো। তস্মাৎ স্নাপয় গোবিন্দ নিয়মং সকলং কুরু ॥ ৫০ ॥

স্নান করাইবে? সেই ভক্তাভয়প্রদ পুণ্ডরীকাক্ষ ব্যতীত এই সকল দৈত্যকে মহাযুদ্ধে কেই বা জয় করিতে পারিবে? সেই ব্রহ্মাদিরও নায়ক, শরণাগতবৎসল চক্রপাণি বিনা কে আছে এমন, যে আমার মঙ্গলপ্রদ হইবে? ১৫-৩৩ অত্রিনন্দন দুর্ব্বাসা বহুক্ষণ ধরিয়া এইরূপ চিন্তা করিলেন; জানিলেন,—বিষ্ণুভক্ত দৈত্যরাজ বলি পাতালে আছেন,—জানিয়া তিনি ধরণীতলে প্রবেশ করিলেন। উপবাস কৃশ দুর্ব্বাসা দীনভাবে যাইতে যাইতে ক্রমে সেই গন্ধর্ব্বাপ্সরোবিরাজিত সুরশ্রেষ্ঠ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুর অধিষ্ঠিত দৈত্যরাজভবনে প্রহৃষ্টচিত্তে প্রবিষ্ট হইলেন। দৈত্যপতি দুর্ব্বাসাকে আসিতে দেখিয়া প্রত্যুত্থান ও অভিবাদনান্তে নিজাসনে উপবেশন করাইলেন এবং মধুপর্ক, গো, ও অর্ঘ্যদানান্তে তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া প্রণতভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি এখানে কি জন্য আসিয়াছেন? সুখোপবিষ্ট ঋষি তথায় দৈত্যরাজের দ্বারদেশে অকুতোভয়ে অবস্থিত ত্রিবিক্রমকে অবলোকন করিলেন। সেই শ্রীবৎসাঙ্ক চতুর্ভুজ দেবদেবকে দেখিবামাত্রই ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া ঋষিশ্রেষ্ঠ কাঁদিতে লাগিলেন; বলিলেন,—হে কেশব! হে জনার্দ্দন! শত্রুপরিভূত ভবভয়ভীত দুঃখিতদিগের আপনি আশ্রয়দাতা হউন। আমি বড় দুঃখে সন্তপ্ত হইয়াছি। শত্রুগণ আমায় ধর্ষিত ও পরাভূত করিয়াছে। আমি দীন, ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াছি; আমার নিয়ম পূর্ণ হয় নাই; দানবেরা আমায় অশেষ ক্লেশ দিয়াছে; হে ব্রহ্মণ্য-দেব! আপনি এই ব্রাহ্মণের শরণ হউন। এই বলিয়া দুর্ব্বাসা স্বীয় দৈত্যতাড়িত দেহ কেশবকে দেখাইলেন। বামনদেব সেই ব্রাহ্মণাবমান দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন,—ব্রহ্মন্! কে আপনার অপমান করিয়াছে? কাহা দ্বারা আপনার নিয়ম-ভঙ্গ হইয়াছে? আমি ধর্ম্মপাল থাকিতে কে এইরূপ করিল? হে মহাভাগ! তাহা আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন। দুর্ব্বাসা কহিলেন,—মধুসূদন! আমি চক্রতীর্থকে মুক্তি-তীর্থ বলিয়া জানিয়া সহর্ষে সেই তীর্থে গমনার্থ যাত্রা করিয়াছিলাম! হে কৃষ্ণ! আমি তথায় স্নান করিবার পূর্ব্বেই দুর্ব্বৃত্ত দৈত্যগণ আমায় দর্শন করে এবং আমার গল ধারণ করিয়া আমাকে মুষ্টি দ্বারা তাড়িত করিতে থাকে। পরে বলপূর্ব্বক আমার বস্ত্র, কুশ অক্ষত, সকলই জলে ফেলিয়া দেয় এবং আমার চরণদ্বয় ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহাদের দেশের সীমান্তে আমায় ফেলিয়া আইসে। আসিবার সময় দানবেরা আমায় বলে,—যদি পুনরায় তুমি আগমন কর, তবে নিশ্চয়ই তোমাকে বিনাশ করিব। হে বিভো! আমি চক্রতীর্থে স্নান করিয়া পরে

তব প্রসাদাৎস্নাস্যাহং ভুক্ত্বা চ প্রীতমানসঃ। প্রতিজ্ঞাং সফলাং কৃত্বা বিচরিষ্যে মহীমিমাম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রাক্ষসকৃতদুর্ব্বাসঃপরাভববৃত্তান্তবর্ণনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

প্রহ্লাদ উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা দেবদেবেশশ্চিন্তয়িত্বা পুনঃপুনঃ। উবাচ বচনং তত্র দুর্ব্বাসসমকল্মষম্ ॥ ১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। পরাধীনোঽস্মি বিপ্রেন্দ্র ভক্ত্যা ক্রীতোঽস্মি নান্যথা। বলেরাদেশকারী চ দৈত্যেন্দ্রবশগো হ্যহম্ ॥ ২ ॥ তস্মাৎ প্রার্থয় বিপ্রেন্দ্র দৈত্যং বৈরোচনিং বলিম্। অস্যাদেশাৎ করিষ্যামি যদভীষ্টং তবাধুনা ॥ ৩ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং বিপ্রো বলিং প্রোবাচ সত্বরম্। যজ্বনাং ত্বং বরিষ্ঠশ্চ দাতৄণাং ত্বং মতোঽধিকঃ ॥ ৪ ॥ পারাবারঃ কৃপায়াশ্চ দয়াং কুরু মমোপরি। প্রেষয়স্ব মহাভাগ দেবং দৈত্যবিনিগ্রহে ॥ ৫ ॥ সম্পূর্ণনিয়মঃ স্নাতস্ত্বৎপ্রসাদাদ্ভবাম্যহম্। তচ্ছ্রুত্বা বচনং দৈত্যো নাতিহৃষ্টমনাস্তদা। দুর্ব্বাসসমুবাচেদং নৈতদেবং ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥ অন্যৎ প্রার্থয় বিপ্রেন্দ্র যত্তে মনসি বর্ত্ততে। তদ্দাস্যামি ন সন্দেহো যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্ ॥ ৭ আত্মানমপি দাস্যামি নাহং ত্যক্ষ্যে হরিং দ্বিজ। বহুভিঃ সুকৃতৈঃ প্রাপ্তং কথং ত্যক্ষ্যামি কেশবম্ ॥ ৮ ॥ দুর্ব্বাসা উবাচ। নাতিলুব্ধং হি মাং বিদ্ধি কিমন্যৎ প্রার্থয়াম্যহম্। রক্ষ মে জীবিতং দৈত্য প্রেষয়স্ব জনার্দ্দনম্ ॥ ৯ ॥ বলিরুবাচ। জানাসি ত্বং যথা বিপ্র হিরণ্যাক্ষং নিপাতিতম্। ভূত্বা যজ্ঞবরাহস্তু দধারোর্ব্বীং বলাদ্দিবি ॥ ১০ ॥ যথা চ দৈত্যপ্রবরমবধ্যং দৈত্যদানবৈঃ। হতবান্ হিরণ্যকশিপুং নৃসিংহঃ সর্ব্বগঃ প্রভুঃ ॥ ১১ ॥ তথৈব বৃত্রং নমুচিং রক্ষো লঙ্কেশসংজ্ঞকম্। জঘান মায়য়া বিষ্ণুঃ সুরার্থং সুরসত্তমঃ ॥ ১২ ॥ প্রথমং বামনো ভূত্বা হ্যযাচত পদত্রয়ম্। পুনস্ত্রিবিক্রমো ভূত্বা ভুবনানি জহার মে ॥ ১৩ ॥ ময়া পুণ্যবশাদ্বিষ্ণুর্যদি প্রাপ্তঃ কথঞ্চন। নাহং ত্যক্ষ্যে জগন্নাথং মায়াবামনকং প্রভুম্ ॥ ১৪ ॥ দুর্ব্বাসা

ভোজন করিব। অতএব হে গোবিন্দ! আমায় তথায় স্নান করাইয়া আমার নিয়ম সফল কর। আমি তোমার প্রসাদে ঐ তীর্থে স্নানান্তে ভোজন করিয়া প্রীত হইব! পরে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া মহীমণ্ডলে বিচরণ করিতে থাকিব। ৩৪—৫১।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—দেবদেব দুর্ব্বাসার ঐ কথা শুনিয়া পুনঃপুন চিন্তা করিলেন। পরে সেই নিষ্পাপ ঋষিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! আমি পরাধীন; বলির ভক্তিক্রীত হইয়া তাহারই আদেশকারী ও বশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছি। অতএব আপনি দৈত্যেন্দ্র বলির নিকট প্রার্থনা করুন, ইহার আদেশ হইলে আমি আপনার অভীষ্টসিদ্ধি করিব। তচ্ছ্রবণে দুর্ব্বাসা বলিকে বলিলেন,—তুমি যজ্ঞকারীদিগের বরিষ্ঠ অদ্বিতীয় দানশীল ও কৃপাসাগর। তুমি আমার প্রতি দয়া কর। হে মহাভাগ! তুমি দৈত্যগণের শাসনার্থে দেব মধুসূদনকে যাইতে বল। তোমার প্রসাদে আমি চক্রতীর্থে স্নাত হইয়া সম্পূর্ণনিয়ম হই। দৈত্যরাজ ঐ কথা শুনিয়া নাতিহৃষ্টমনে দুর্ব্বাসাকে বলিলেন,—বিপ্রেন্দ্র! এরূপ হইতে পারিবে না; আপনি অন্য যাহা হয় মনোগত বিষয় প্রার্থনা করুন। আমি তাহা দুর্লভ হইলেও দান করিব। হে দ্বিজ! বলিতে কি, আমি আত্মাকেও ত্যাগ করিতে পারি; তথাচ হরিকে ত্যাগ করিতে পারিব না। বহু সুকৃতফলে যাহাকে পাইয়াছি, সেই কেশবকে আমি কিরূপে পরিত্যাগ করিব? ১—৮। দুর্ব্বাসা কহিলেন,—দৈত্যবর! জানিও, আমি অতি লুব্ধ নহি; সুতরাং তোমার নিকট আর কি আমি চাহিব? আমার জীবন রক্ষা কর। জনার্দ্দনকে যাইতে অনুমতি দাও। বলি বলিলেন,—বিপ্রবর! জানেন ত আপনি কিরূপে ইনি যজ্ঞবরাহমূর্ত্তি ধরিয়া হিরণ্যাক্ষকে নিপাতিত করত সবলে ধরিত্রীর উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। দৈত্যপ্রবর হিরণ্যকশিপু সমস্ত দেব-দানবের অবধ্য ছিলেন। এই সর্ব্বব্যাপী প্রভু নৃসিংহরূপে তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। এইরূপে এই সুরবর বিষ্ণু বৃত্র, নমুচি ও রাক্ষস লঙ্কেশ্বরকে সুরগণের নিমিত্ত মায়াযোগে নিহত করিয়াছেন। পরে ইনি বামন হইয়া আমার নিকট পদত্রয় ভূমি প্রার্থনা করেন। অনন্তর ত্রিবিক্রম হইয়া আমার সমগ্র ভুবনস্থানই অধিকার করিয়া লয়েন। এ হেন বিষ্ণুকে যদি বা আমি পুণ্যবশে প্রাপ্ত হইয়াছি,

উবাচ। নাহং ভোক্ষ্যে বিনা স্নানং গোমত্যুদধিসঙ্গমে। যদি ন প্রেষ্যসি হরিং তত্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্ ১৫॥ বলিরুবাচ। যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু তে যজ্জানাসি তথা কুরু। ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রনমিতং নাহং ত্যক্ষ্যে পদদ্বয়ম্॥ ১৬॥ তদা বিবদমানৌ তৌ দৃষ্ট্বা স জগদীশ্বরঃ। ব্রহ্মণ্যদেবঃ কৃপয়া ব্রাহ্মণং তমুবাচ হ॥ ১৭॥ স্বস্থো ভব দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্নাপয়িষ্যে ন সংশয়ঃ। হত্বা দৈত্যগণান্ সর্ব্বান্ গোমত্যুদধিসঙ্গমে॥ ১৮॥ প্রহ্লাদ উবাচ। শ্রুত্বা ভগবতো বাক্যং ব্রাহ্মণং প্রতি দৈত্যরাট্। দৃঢ়ং জগ্রাহ চরণৌ পতিত্বা পাদয়োস্তদা॥ ১৯॥ ততঃ সমৃদ্ধিমগমৎ পাদৌ দত্ত্বা বলেঃ প্রভুঃ। শঙ্খচক্রগদাপাণির্বিষ্ণুর্দুর্ব্বাসসান্বিতঃ॥ ২০॥ প্রস্থিতৌ তৌ তদা দৃষ্ট্বা দুর্ব্বাসসজনার্দ্দনৌ। অনন্তঃ পুরুষোঽগচ্ছন্মুষলী চ হলায়ুধঃ॥ ২১॥ মুষলী চাগ্রতোঽগচ্ছত্ততো বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমঃ। তয়োরন্বগমদ্বিপ্রো দুর্ব্বাসা ভূতলাদ্বহিঃ॥ ২২॥ ভিত্ত্বা রসাতলং সর্ব্বে সমুত্তস্থুস্ত্বরান্বিতাঃ। আবির্ব্বভূবুস্তত্রৈব গোমত্যুদধিসঙ্গমে॥২৩॥ সন্নদ্ধৌ দৃঢ়ধন্বানৌ সঙ্কর্ষণজনার্দ্দনৌ। উচতুস্তৌ তদা বিপ্রং কুরু স্নানং যদৃচ্ছয়া॥ ২৪॥ তয়োস্তু বচনং শ্রুত্বা স্নানং চক্রে ত্বরান্বিতঃ। স্নাত্বা চাবশ্যকং কর্ম্ম কর্ত্তুমারভত দ্বিজঃ॥ ২৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে স্নানাদ্যাহ্নিকবিধিবিধানবর্ণনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯॥

তখন আর এই মায়া-বামনরূপী জগন্নাথকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না। দুর্ব্বাসা কহিলেন,—আমি গোমতীসাগরসঙ্গমে যদি স্নান করিতে না পারি, তবে আর ভোজন করিব না। অতএব হরিকে প্রেরণ না করিলে আমি এই কলেবর পরিত্যাগ করিব। বলি বলিলেন,—যাহা হইবার আপনার হৌক, আপনি যাহা জানেন করুন, আমি ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্র-নমিত কৃষ্ণপদদ্বন্দ্ব কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না। তখন ব্রহ্মণ্য দেব জগদীশ্বর উভয়কে বিবাদ করিতে দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—দ্বিজবর! আপনি সুস্থ হউন। আমি দৈত্যগণকে নিহত করিয়া গোমতীসাগরসঙ্গমে নিশ্চয়ই আপনাকে স্নান করাইব। প্রহ্লাদ কহিলেন,—ব্রাহ্মণের প্রতি ভগবানের বাক্য শুনিয়া দৈত্যরাজ বিষ্ণুর পদদ্বয়ে পতিত হইয়া দৃঢ়রূপে তাঁহার চরণ ধরিয়া রাখিলেন। অনন্তর ভগবান্ বলিকে পাদযুগল প্রদান করিয়া বর্দ্ধিত হইলেন এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করিয়া দুর্ব্বাসার সহিত প্রস্থান করিলেন। দুর্ব্বাসাকে ও জনার্দ্দনকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া অনন্তপুরুষ মুষলী হলায়ুধ তাঁহাদের সহিত গমন করিলেন। হলায়ুধ অগ্রে অগ্রে, তৎপশ্চাৎ ত্রিবিক্রম এবং তাঁহাদের সর্ব্ব পশ্চাৎ দুর্ব্বাসা চলিলেন। তাঁহারা সকলেই সত্বর রসাতল ভেদ করিয়া গোমতী-সাগরসঙ্গমে গিয়া আবির্ভূত হইলেন। সঙ্কর্ষণ ও জনার্দ্দন উভয়ে সুসজ্জিত হইয়া দৃঢ় ধনু ধারণপূর্ব্বক তৎকালে সেই বিপ্রকে বলিলেন,—আপনি যথেচ্ছ স্নান করুন। তাঁহাদের কথানুসারে দুর্ব্বাসা সত্বর স্নান করিয়া আবশ্যকীয় কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। ১—২৫।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

প্রহ্লাদ উবাচ। ব্রহ্মঘোষধ্বনিং শ্রুত্বা দানবো দুর্ম্মুখস্তদা। ক্রোধসংরক্তনয়নো দুর্ব্বাসসমথাব্রবীৎ॥ ১॥ হন্যমানস্ত্বমস্মাভির্যদি মুক্তোঽসি বৈ দ্বিজ। কস্মাৎ পুনঃ সমায়াতো মরণায় চ দুষ্টধীঃ॥ ২॥ ইত্যুক্ত্বা মুষ্টিনা হন্তুং প্রাদ্রবদ্দানবাধমঃ। প্রাহ প্রধাবমানং তং দুর্ব্বাসা মুনিসত্তমঃ॥ ৩॥ স্পর্শং মা কুরু পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণং মাং কৃতাহ্নিকম্। তং দৃষ্ট্বা দানবং বিষ্ণুর্ব্রাহ্মণং হন্তুমুদ্যতম্॥ ৪॥ তস্য ক্রুদ্ধো জগন্নাথো দুর্ব্বাসসঃ কৃতে তদা। চক্রেণ ক্ষুরধারেণ শিরশ্চিচ্ছেদ লীলয়া॥ ৫॥ প্রহ্লাদ উবাচ।

বিংশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—তখন দুর্ম্মুখ নামক দানব ব্রহ্মঘোষধ্বনি শ্রবণ করিয়া কোপরক্তনয়নে দুর্ব্বাসাকে বলিল,—আমরা ইতিপূর্ব্বে তোকে বধ করিতে করিতে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, ওরে দুষ্টবুদ্ধে ব্রাহ্মণ! তুই আবার মরণের জন্য কেন আসিলি? দানবাধম এই বলিয়া মুষ্টিপ্রহারার্থ মুনির অভিমুখে ধাবিত হইল। মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা তাঁহাকে বলিলেন,—ওরে পাপিষ্ঠ! আমি ব্রাহ্মণ, আহ্নিক করিতেছি, আমাকে স্পর্শ করিস্ না। এদিকে বিষ্ণু সেই ব্রাহ্মণবধোদ্যত দানবকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্ষুরধার চক্র দ্বারা অবলীলাক্রমে তদীয় মস্তক

দুর্ম্মুখং নিহতং দৃষ্ট্বা দানবো দুঃসহস্তদা। আক্রোশ-চ্ছেদির্দিতিজান্ শীঘ্রমাগম্যতামিতি ॥ ৬ ॥ শ্রুত্বা দৈত্যগণাঃ সর্ব্বে দুর্ম্মুখং নিহতং তদা দুর্ব্বাসসঃ পুনস্তত্র পরিত্রাতঞ্চ বিষ্ণুনা ॥ ৭ ॥ কূর্ম্মপৃষ্ঠো গোলকশ্চ ক্রোধনো বেদদূষকঃ। যজ্ঞঘ্নো যজ্ঞহন্তা চ ধর্ম্মান্তকস্তপস্বিহা ॥ ৮ ॥ এতে চান্যে চ বহবো বিবিধায়ুধপাণয়ঃ। ক্রোধসংরক্তনয়নাঃ শপন্তো ব্রাহ্মণং তথা ॥ ৯ ॥ পরিক্ষিপ্য তদাত্রেয়ং বিষ্ণুং সঙ্কর্ষণং তথা। তোমরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ মুষলৈশ্চ ভূশুণ্ডিভিঃ ॥ ১০ ॥ অস্ত্রৈর্নানাবিধৈশ্চাপি যুযুধুঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ। দানবৈঃ সংবৃতো বিষ্ণুঃ সমন্তাদ্-ঘোরদর্শনৈঃ ॥ ১১ ॥ সঙ্কর্ষণশ্চ শুশুভে চন্দ্রাদিত্যৌ ঘনৈরিব। গৃহীত্বা ধনুষী দিব্যে শীঘ্রং সংযোজ্য চাশুগান্ ॥ ১২ ॥ তান্ মার্গণগণৈর্দৈত্যান্ জঘ্নতুস্তৌ মহামৃধে। তে হন্যমানাঃ সমরে বিষ্ণুনা বিদ্রুতা দিশঃ ॥ ১৩ ॥ দানবান্ বিদ্রুতান্ দৃষ্ট্বা বিষ্ণুনা নিহতান্ পরান্। গোলকঃ কূর্ম্মপৃষ্ঠশ্চ মানং কৃত্বা ত্ববর্ত্ততাম্ ॥ ১৪ ॥ সঙ্কর্ষণং গোলকস্ত হ্যজঘান ত্রিভিঃ শরৈঃ। অনন্তং ব্যথিতং দৃষ্ট্বা গোলকঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ১৫ ॥ উৎপত্য তরসা মূর্দ্ধ্নি দুর্ব্বাসসমতাড়য়ৎ। স মুষ্টিঘাতাভিহতশ্চুক্রোশ পতিতঃ ক্ষিতৌ ॥ ১৬ ॥ সঙ্কর্ষণস্তু পতিতং দৃষ্ট্বা মূর্দ্ধ্নি প্রতাড়িতম্। দৃষ্ট্বা চুকোপ ভগবাংস্তিষ্ঠতিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ। সংগৃহ্য মুষলং বীর্য্যো জঘান সমরে রিপুন্ ॥ ১৭ ॥ মুষলেনাহতো মূর্দ্ধ্নি গোলকো বিকলেন্দ্রিয়ঃ। সভিন্নমস্তকশ্চৈব পপাত চ মমার চ ॥ ১৮ ॥ গোলকং পতিতং দৃষ্ট্বা ক্রন্দন্তং ব্রাহ্মণং তথা। কূর্ম্মপৃষ্ঠঞ্চ ভগবান্ বিষ্ণুর্হন্তুং মনো দধে। নারাচেন সুতীক্ষ্ণেন জঘান হৃদয়ে রিপুম্ ॥ ১৯ ॥ স বিষ্ণুবাণাভিহতস্ত্যক্তশস্ত্রঃ পলায়িতঃ। তস্মিন্ প্রভিন্নেহতিবলে গতে বৈ কূর্ম্মপৃষ্ঠকে। অভজ্যত বলং সর্ব্বং বিদ্রুতং চ দিশো দশ ॥ ২০ ॥ তৎ প্রভগ্নং বলং সর্ব্বং নিহতং গোলকং তথা। দ্বারস্থঃ কথয়ামাস দৈত্যরাজে কুশায় সঃ ॥ ২১ ॥ গোলকং নিহতং শ্রুত্বা দৈত্যানন্যাংশ্চ দৈত্যরাট্। যোধানাজ্ঞাপয়ামাস সন্নদ্ধান্ স্ববলস্য চ ॥ ২২ ॥ আজ্ঞাং কুশস্য তে

ছেদন করিলেন। প্রহ্লাদ কহিলেন,—দুর্ম্মুখকে নিহত হইতে দেখিয়া দুঃসহ দানব চিৎকার করিয়া দৈত্যগণকে যুদ্ধার্থ আগমন করিতে বলিল। দৈত্যগণ দুর্ম্মুখের নিধন ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক দুর্ব্বাসার পরিত্রাণ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিবিধ আয়ুধ ধারণ-পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নিষ্ক্রান্ত হইল। কূর্ম্মপৃষ্ঠ, গোলক, ক্রোধন, বেদদূষক, যজ্ঞঘ্ন, যজ্ঞহন্তা, ধর্ম্মান্তক ও তপস্বিহা, ইহারা এবং এতদ্ভিন্ন অন্য আরও বহু দানব ক্রোধরক্তনেত্রে অত্রিনন্দন দুর্ব্বাসাকে এবং বিষ্ণু ও হলধরকে কটুবাক্যে ভর্ৎসনা করিতে করিতে আগমন করিল। ক্রোধমূর্চ্ছিত দৈত্যগণ আসিয়াই তোমর, ভিন্দিপাল, মুষল, ভুশুণ্ডী ও অন্যান্য নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিল। বিষ্ণু ও সঙ্কর্ষণ ঘোরদর্শন দানবগণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিক্ হইতে সর্ব্বতোভাবে সমাক্রান্ত হইলেন;—যেন ঘনঘটায় চন্দ্রাদিত্য আবৃত হইল। অনন্তর সেই মহাযুদ্ধে কৃষ্ণ-বলরাম দিব্য ধনু গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে বাণসমূহ সংযোজিত করিয়া দৈত্যগণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুবাণে সমাহত হইয়া বহুদৈত্য দশদিকে পলায়ন করিল। তাহাদিগকে পলাইতে দেখিয়া বিষ্ণু অপরাপর দানবদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। গোলক ও কূর্ম্মপৃষ্ঠ নামক দানব সম্মানার্থ পলায়ন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। গোলক তিনটী শর নিক্ষেপ করিয়া সঙ্কর্ষণকে আহত করিল। অনন্তকে ব্যথিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ গোলক লম্ফ দিয়া দুর্ব্বাসার মস্তকে প্রহার করিল। দুর্ব্বাসা মুষ্টিঘাতে অভিহত ও ভূপতিত হইয়া চিৎকার করিলেন। ১—১৬। ভগবান্ সঙ্কর্ষণ দেখিলেন, মস্তকে আঘাত পাইয়া দুর্ব্বাসা ভূপতিত হইয়াছেন। তদ্দর্শনে ক্রোধ হইল। তিনি তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া মুষল গ্রহণপূর্ব্বক সমরে রিপুকে নিহত করিলেন। গোলক মস্তকে মুষলাহত হইয়া বিকলেন্দ্রিয় ভাবে ভূতলে পতিত হইল। তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল, সে মরিল। গোলককে নিপাতিত ও ব্রাহ্মণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু কূর্ম্মপৃষ্ঠকে মারিতে মনস্থ করিয়া সুতীক্ষ্ণ নারাচে তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। বিষ্ণুবাণে অভিহত হইয়া সে শস্ত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। গোলক মরিল; কূর্ম্মপৃষ্ঠ পলাইল; কাজেই তখন সমস্ত দানববল ভগ্ন হইল; দিকে দিকে পলায়ন করিল। সেই দানববল ভগ্ন ও গোলক নিহত হইলে দৌবারিক গিয়া দৈত্যরাজ কুশের নিকট সেই সংবাদ বিজ্ঞাপন করিল। গোলক এবং অন্যান্য দৈত্য নিহত হইয়াছে; এই কথা শ্রবণ করিয়া দৈত্যরাজ অন্যান্য যোদ্ধবীরদিগকে সুস-

লব্ধা দৈত্যাঃ পঞ্চজনাদয়ঃ। যুদ্ধায়াভিমুখাঃ সর্ব্বে রথৈর্গ্রাগৈশ্চ নির্যযুঃ॥ ২৩॥ অনীকং দশসাহস্রং কূর্ম্মপৃষ্ঠস্য নির্যযৌ। অযুতে দ্বে রথানাং তু নাগানামযুতং তথা॥ ২৪॥ দশাযুতানি চাশ্বানামুষ্ট্রাণাঞ্চ তথৈব চ। বকশ্চ নির্যযৌ দৈত্যো বহুসৈন্যসমন্বিতঃ॥ ২৫॥ তথা দীর্ঘনখো দৈত্যঃ স্বেনানীকেন সংবৃতঃ। স রাপুত্রো মহামায়ো দৈত্যরাজকুশস্য বৈ। নির্যযৌ বিঘসো দৈত্যঃ প্রঘসশ্চ মহাবলঃ॥ ২৬॥ ঊর্দ্ধবাহুর্ব্বক্রশিরাঃ কঞ্চুকশ্চ শিবোলুকৈঃ। ব্রহ্মঘ্নো যজ্ঞহা দৈত্যো রাহুর্ব্বর্ব্বরকস্তথা॥২৭॥ সুনামা বসুনামা চ মন্ত্রিণৌ বুদ্ধিসত্তমৌ সেনাপতিশ্চোগ্রদংষ্ট্রস্তস্য ভ্রাতা মহাহনুঃ॥ ২৮॥ এতে চান্যে চ বহবো দৈত্যাঃ ক্রোধসমন্বিতাঃ। মহতা রথঘোষেণ নির্যযুর্যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ২৮॥ স্নাত্বা শুক্লাম্বরধরঃ শুক্লমাল্যবিভূষিতঃ। কুশঃ শম্ভুং মহাদেবং ভবানীপতিমব্যয়ম্। অর্চ্চয়ামাস ভূতেশং পরমেণ সমাধিনা॥ ৩০॥ পঞ্চামৃতেন সংস্নাপ্য তথা গন্ধৈর্ব্বিলিপ্য চ। অর্চ্চয়ামাস দৈত্যেন্দ্রো হ্যনেককুসুমোৎকরৈঃ॥ ৩১॥ গীতবাদিত্রশব্দৈশ্চ তথা মঙ্গলবাচকৈঃ। পূজয়িত্বা মহাদেবং ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্য চ॥ ৩২॥ ভূষয়িত্বা ভূষণৈশ্চ মণিবজ্রবিভূষণৈঃ। মুকুটেনার্কবর্ণেন জলন্তাস্কররোচিষা॥ ৩৩॥ ভ্রাজমানো দৈত্যরাজো হারেণাতীব শোভিতঃ। সন্নদ্ধ চ মহাবাহুঃ সারথিং সমুদৈক্ষত॥ ৩৪॥ সুনামানং বসুঞ্চৈব মন্ত্রিণৌ বাক্যমব্রবীৎ। কশ্চায়মসুরান্ হন্তি কিমর্থং জ্ঞায়তামিতি॥ ৩৫॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রুক্কর্ব্বচনমব্রবীৎ। গতেঽহ্নি ব্রাহ্মণঃ স্নাতুং গোমত্যাঃ সঙ্গমে কিল॥ ৩৬॥ আগতঃ প্রতিষিদ্ধঃ সন্ দৈত্যৈস্তত্র মহীপতে। তেন বিষ্ণুঃ সমানীতঃ সঙ্কর্ষণসমন্বিতঃ॥ ৩৭॥ সোঽস্মান্ হন্তি মহারাজ ব্রহ্মণ্যো জগদীশ্বরঃ। তেন তে বহবো দৈত্যা হতাঃ কেচিৎপলায়িতাঃ॥ ৩৮॥ সুনামোবাচ। স্নাত্বা গচ্ছতু বিপ্রোঽহসৌ বাসুদেবসমন্বিতঃ। রাজন্ বৃথা নিগ্রহেণ কিং কার্য্যং কথয়স্ব নঃ॥ ৩৯॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কুশঃ ক্রোধসমন্বিতঃ। কথং গোলকহন্তারং ন হনিষ্যামি কেশবম্॥ ৪০॥ এতাবদুক্ত্বা স ক্রুদ্ধো যযৌ দৈত্যপতিস্তদা। ততো বাদিত্রশব্দৈশ্চ ভেরীশব্দৈঃ সমন্বিতঃ॥ ৪১॥ দদর্শ তত্র দেবেশং

জ্ঞিত হইতে আদেশ দিলেন। দৈত্যরাজ কুশের আজ্ঞা পাইয়া পঞ্চজনাদি দৈত্যগণ রথ-গজ-সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। এইবার কূর্ম্মপৃষ্ঠের অধিনায়কতায় দশ সহস্র যোদ্ধা, দুই অযুত রথ, দুই অযুত গজ, এবং দশ দশ অযুত অশ্ব, উষ্ট্র, যুদ্ধক্ষেত্রে চলিল। বক নামক দৈত্য বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। এইরূপে স্বসৈন্যপরিবৃত দীর্ঘনখ দৈত্য, দৈত্যরাজ কুশের পুত্র মহামায় এবং বিঘস, প্রঘস, ঊর্দ্ধবাহু, বক্রশিরা, কৌঞ্চুক, ব্রহ্মঘ্ন, যজ্ঞহা, রাহু, বর্ব্বরক, সুনামা ও বসুনামা নামক মন্ত্রিদ্বয়, সেনাপতি উগ্রদংষ্ট্র ও তদীয় ভ্রাতা মহাহনু, এই সকল এবং অন্যান্য আরও বহু দৈত্য ক্রোধসমন্বিত হইয়া যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় ভীষণ রথনির্ঘোষ সহকারে নির্গত হইল। এদিকে কুশদৈত্য স্নানান্তে শুক্লাম্বর পরিধান করিয়া শুক্লমালায় বিভূষিত হইয়া পরম সমাধিযোগে ভূতপতি ভগবান্ ভবানীপতির অর্চ্চনা করিতে লাগিল। দৈত্যেন্দ্র শম্ভুর পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান ও গন্ধ দ্বারা বিলেপন করাইয়া বিবিধ কুসুম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিল। গীত-বাদিত্র শব্দ ও মঙ্গলধ্বনি সহকারে ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া মহাদেবের পূজান্তে নানা মণিবজ্রাদি ভূষণে বিভূষিত করিল। অনন্তর দৈত্যরাজ অর্কবর্ণ মুকুট ও জলন্তাস্করপ্রভ অত্যুজ্জ্বল হার দ্বারা স্বয়ং বিভূষিত ও সন্নদ্ধ হইয়া সারথির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। পরে সুনামা ও বসুনামাখ্য মন্ত্রিদ্বয়কে বলিল,—তোমরা বিশেষ করিয়া জান যে, কে এই অসুরদিগকে বিনাশ করিতেছে। তাহার সেই বাক্য শুনিয়া রুক্ক কহিল,—গত দিবস গোমতী-সঙ্গমে যে জনৈক ব্রাহ্মণ স্নানার্থ আগমন করিয়াছিলেন; দৈত্যগণ তাঁহাকে তথায় স্নান করিতে নিষেধ করে। পরে তিনি কৃষ্ণ ও বলরামকে লইয়া আগমন করিয়াছেন। হে মহারাজ! সেই ব্রহ্মণ্যদেব জগদীশ্বরই আমাদিগকে বিনাশ করিতেছেন। তিনি বহু দৈত্য নিহত করিয়াছেন। অনেকে তাঁহার ভয়ে পলায়ন করিয়াছে।২৭—৩৮। সুনামা কহিল,—রাজন্! ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া বাসুদেবসহ চলিয়া যাউন। এই ব্যাপারে বৃথা বিগ্রহ করিয়া ফল কি আছে, বলুন? তাহার সেই কথা শুনিয়া ক্রোধান্বিত কুশ কহিল,—কি, সেই গোলকহন্তা কেশবকে আমি বিনাশ করিব না কেন? এইমাত্র বলিয়াই ক্রুদ্ধ দৈত্যপতি যুদ্ধযাত্রা করিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে নানা বাদিত্র ও ভেরীধ্বনি হইতে

সংপ্রেশিরসং প্রভুম্। তথা বিষ্ণুং চক্রপাণিং দুর্ব্বাসসমকল্মষম্ ॥ ৪২ ॥ ঈশ্বরাংশঞ্চ তং দৃষ্ট্বা ন হন্তব্যোঽয়মীশ্বরঃ। বিষ্ণুমুদ্দিশ্য তান্ সর্ব্বান্ প্রেরয়ামাস দানবান্ ॥ ৪৩ ॥ নাগৈঃ পর্ব্বতসঙ্কাশৈ রথৈর্জলদসন্নিভৈঃ। অশ্বৈর্মহাজবৈশ্চৈব পরিবব্রুঃ সমন্ততঃ ॥ ৪৪ ॥ ততো যুদ্ধং সমভবদ্দেবয়োর্দানবৈঃ সহ। আচ্ছাদিতৌ তৌ দদৃশুর্দৈত্যৈর্দেবগণাস্তদা ॥ ৪৫ ॥ ততো গৃহীত্বা মুষলং হলঞ্চ বলবান্ হলী। জঘান দৈত্যপ্রবরান্ কালানলযমোপমান ॥ ৪৬ ॥ তে হন্যমানা দৈত্যেয়া বলেন বলশালিনা। সর্ব্বতো বিদ্রুতা ভগ্নাঃ কুশমেব যযুস্তদা ॥ ৪৭ ॥ বকশ্চ যজ্ঞকোপশ্চ ব্রহ্মঘ্নো বেদদূষকঃ। মহামথঘ্নো জম্ভশ্চ রাহুর্বক্রশিরাস্তথা ॥ ৪৮ ॥ এতে চান্যে চ বহবঃ প্রবরা দানবোত্তমাঃ। ক্রোধসংরক্তনয়না বিভিদুস্তে জনার্দ্দনম্ ॥ ৪৯ ॥ ততঃ ক্রোধসমাযুক্তৌ সঙ্কর্ষণজনার্দ্দনৌ। চক্রলাঙ্গলঘাতেন জঘ্নতুর্দানবোত্তমান্ ॥ ৫০ ॥ চক্রেণ চ শিরঃ কায়াচ্ছিচ্ছেদাশু বকস্য বৈ। চূর্ণয়ামাস মুষলী যজ্ঞহন্তারমেব চ ॥ ৫১ ॥ রাহুং জঘান চক্রেণ তথান্যান্ মুষলেন চ। তে হতা হন্যমানাশ্চ ভগ্না জগ্মুর্দিশো দশ ॥ ৫২ ॥ কুশঃ স্বাং বাহিনীং দৃষ্ট্বা বিদ্রুতাং নিহতাং তথা। ক্রোধসংরক্তনয়নঃ প্রাহ যাহীতি সারথিম্ ॥ ৫৩ ॥ স তয়োরন্তিকং গত্বা নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ। উবাচ কস্ত্বং দৈত্যেয়ান্ মম হংসি গদাধর ॥ ৫৪ ॥ শ্রীবাসুদেব উবাচ। যস্মাদ্বিমুক্তিদং পুণ্যং গোমত্যুদধিসঙ্গমম্। রুদ্ধং দুরাত্মভিঃ পাপৈস্তস্মাত্তে নিহতা ময়া ॥ ৫৫ ॥ কুশ উবাচ। মাং ন জানাসি চাত্রস্থং কথং জীবন্ প্রয়াস্যসি। যুধ্যস্ব ত্বং স্থিরো ভূত্বা ততস্ত্যক্ষ্যসি জীবিতম্ ॥ ৫৬ ॥ ইত্যুক্ত্বা পঞ্চবিংশত্যা তাড়য়ামাস কেশবম্। অনন্তং চাষ্টভির্বাণৈর্হত্বাত্রেয়ং নিরীক্ষ্য তম্। ঈশ্বরাংশঞ্চ তং দৃষ্ট্বা প্রাহ যাহীতি মা চিরম্ ॥ ৫৭ ॥ স বাণৈর্ভিন্নসর্বাঙ্গঃ শার্ঙ্গং হি ধনুষাং বরম্। বিকৃষ্য ঘাতয়ামাস চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্ ॥ ৫৮ ॥ সারথেশ্চ শিরঃ কায়াদর্দ্ধচন্দ্রেণ পত্রিণা। চিচ্ছেদ ধনুরেকেন ধ্বজমেকেন চিচ্ছিদে ॥ ৫৯ ॥ স চ্ছিন্নধন্বা বিরথো

লাগিল। কুশ গিয়া দেখিল,—তথায় অনন্তদেব চক্রপাণি বিষ্ণু, এবং সেই নিষ্পাপ দুর্ব্বাসা অবস্থান করিতেছেন। তদ্দর্শনে দুর্ব্বাসাকে ঈশ্বরাংশ জ্ঞানে স্থির করিল, এই প্রভুকে আমরা হনন করিব না। এইরূপ স্থির করিয়া সে সমগ্র দানবসৈন্য বিষ্ণুর অভিমুখেই প্রেরণ করিল। পর্ব্বতপ্রমাণ হস্তী, মেঘোপম রথবৃন্দ এবং মহাবেগ অশ্ব সকল তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তখন দানবদিগের সহিত দেবদ্বয়ের যুদ্ধ বাধিল। দেবগণ দেখিলেন,—কৃষ্ণ-বলরাম দৈত্যসেনায় সমাবৃত হইয়াছেন। অনন্তর বলবান্ হলায়ুধ তাঁহার মুষল গ্রহণ করিয়া কালানলপ্রতিম দৈত্যদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। বলবান্ বলরামের হস্তে হন্যমান হইয়া দৈত্যগণ চতুর্দ্দিক হইতে পলায়নপূর্ব্বক কুশদৈত্যের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। বক, যজ্ঞকোপ, ব্রহ্মঘ্ন, বেদদূষক, মহামথঘ্ন, জম্ভ, রাহু, ও বক্রশিরা, এই সকল এবং অন্যান্য বহু দানবশ্রেষ্ঠ ক্রোধারক্তনয়নে জনার্দ্দনকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর ক্রোধান্বিত কৃষ্ণবলরাম চক্র ও লাঙ্গলাঘাতে দানববীরগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হরি চক্র দ্বারা বকের শিরশ্ছেদ করিলেন। মুষলী মুষল দ্বারা যজ্ঞহন্তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিলেন। অতঃপর রাহু চক্র দ্বারা এবং অন্যান্য দানবগণ মুষল দ্বারা নিহত হইতে লাগিল। এইরূপে দৈত্যগণ হন্যমান হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া দশদিকে পলায়ন করিল। এই সময় কুশ স্ববাহিনীকে বিদ্রুত ও নিহত দেখিয়া ক্রোধসংরক্তনয়নে স্বীয় সারথিকে বলিল,—রথচালন কর।৩৯—৫৩। সারথি তাহাই করিল। কুশ দৈত্য কৃষ্ণবলরামের সমীপে গিয়া নিজের নাম শুনাইয়া বলিল,—কে তুমি গদাধর? আমার দৈত্যসৈন্যদিগকে সংহার করিতেছ? বাসুদেব কহিলেন,—মুক্তিপ্রদ-পবিত্র গোমতীসাগরসঙ্গম, দুরাত্মা দৈত্যেরা অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই জন্যই আমি তাহাদিগকে নিহত করিতেছি। কুশ কহিল,—আমি এখানে আছি, তাহা তুমি জান না? এখান হইতে প্রাণ লইয়া কিরূপে যাইবে? স্থির হইয়া যুদ্ধ কর, অচিরেই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। এই বলিয়া কুশ পঞ্চবিংশতি বাণে কেশবকে, এবং অষ্ট বাণে অনন্তকে, আহত করিয়া অত্রিনন্দন দুর্ব্বাসার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে ঈশ্বরাংশ দেখিয়া কহিল,—যাও ঋষে! অবিলম্বে এস্থান পরিত্যাগ কর। তখন বাণভিন্নাঙ্গ কেশব শার্ঙ্গ ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক চারিটী বাণে কুশের চারিটী অশ্ব, অর্দ্ধচন্দ্র বাণে সারথির দেহ হইতে মস্তক, একটী বাণে কুশের শরাসন এবং

হতাশ্বো হতসারথিঃ। প্রগৃহ্য চ মহাখড়্গমুবাচ বচনং তদা ॥ ৬০ ॥ যদি ত্বাং পাতয়িষ্যামি কীর্ত্তির্মে হ্যতুলা ভবেৎ। পাতিতোঽহং ত্বয়া বীর যাস্যামি পরমাং গতিম্ ॥ ৬১ ॥ তিষ্ঠতিষ্ঠ হরে স্থানে শরণং মে সদাশিবঃ। ধাবন্তমভিসংক্রুদ্ধং খড়্গহস্তং নিরীক্ষ্য তম্। চক্রেণ শিতধারেণ শিরশ্চিচ্ছেদ লীলয়া ॥ ৬২ ॥ তং ছিন্নশিরসং ভূমৌ পতিতং বীক্ষ্য দানবম্। ততোঽবাহ রথেনাজৌ দৈত্যঃ খঞ্জনকস্তথা ॥ ৬৩ ॥ অপযাতে কুশে দৈত্যে বিষ্ণুঃ সঙ্কর্ষণস্তদা। দুর্ব্বাসসা চ সহিতঃ সম্প্রবর্ত্তত হর্ষিতঃ ॥ ৬৪ ॥ শিবালয়ে তু পতিতং কুশং নিক্ষিপ্য দানবঃ। স্নানগন্ধার্চ্চনৈর্ধূপৈ গীতবাদ্যৈরতোষয়ৎ ॥ ৬৫ ॥ অবাপ জীবিতং সদ্যঃ প্রসাদাচ্ছঙ্করস্য চ। উত্থিতঃ স তদা দৈত্যো ব্রুবন্নিবশিবেতি চ ॥ ৬৬ ॥ তং পুনর্জীবিতং দৃষ্ট্বা দৈত্যং দৈত্যগণস্তদা। উবাচ সুমনা বাক্যং বর্দ্ধস্ব সুচিরং বিভো ॥ ৬৭ ॥ স্নাপয়িত্বা যদি পুনর্ব্রাহ্মণং বিনিবর্ত্ততে। যথেষ্টং গচ্ছতু তদা কিং বৃথা বিগ্রহেণ তে ॥ ৬৮ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কুশো বচনমব্রবীৎ। গচ্ছ প্রেষয় তৌ শীঘ্রং বিপ্রত্রাণকরাবুভৌ ॥ ৬৯ ॥ স চ রাজ্ঞা সমাদিষ্টঃ সুমনা মুনিসত্তমাঃ। উবাচ বিষ্ণুমানম্য নমস্কৃত্য হলায়ুধম্ ॥ ৭০ ॥ কুশেন প্রেষিতশ্চাস্মি সমীপে তে জনার্দ্দন। কিং তবাপকৃতং নাথ যেন দৈত্যান্ জিঘাংসসি ॥ ৭১ ॥ দুর্ব্বাসসং স্নাপয়িত্বা গচ্ছ মুক্তোঽসি মানদ। অমরত্বং মহাদেবাৎ প্রাপ্তং বিদ্ধি কুশেন হি ॥ ৭২ ॥ শ্রীবিষ্ণুরুবাচ। মুক্তিতীর্থমিদং রুদ্ধং ভবদ্ভিঃ পাপকর্ম্মভিঃ। তস্মাদ্ধনিষ্যে সর্ব্বাংশ্চ দানবানাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৩ ॥ দুর্ব্বাসসশ্চ যে দর্ভাস্তিলাশ্চৈবাক্ষতৈঃ সহ। পুনস্তানানয়ধ্বং হি ক্ষিপ্তা যে বরুণালয়ে ॥ ৭৪ ॥ সবাহনপরীবারাঃ সজ্ঞাতিকুলবান্ধবাঃ। পুণ্যতীর্থমিদং হিত্বা প্রবিশধ্বং ধরাতলে ॥ ৭৫ ॥ সুমনাস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ। যুধ্যধ্বমিতি তং চোক্ত্বা নৈতদেবং ভবিষ্যতি ॥ ৭৬ ॥

আর একটী বাণে তাহার ধ্বজচ্ছেদন করিলেন। কুশ ছিন্নধ্বজ, হতসারথি, রথহীন ও হতাশ্ব হইয়া মহাখড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক বলিল,—যদি তোমাকে আমি পাতিত করিতে পারি, তবে আমার অতুল কীর্ত্তি হইবে। আর হে বীর! তুমি যদি আমায় পাতিত কর, তবে আমার পরম গতি হইবে। তাই বলিতেছি, হে হরে! তিষ্ঠ তিষ্ঠ, আমার ভয় কি? সদাশিব আমার শরণ্য। এই বলিয়া কুশ ধাবিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সক্রোধে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া শিতধার চক্র দ্বারা অবলীলাক্রমে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। অনন্তর দৈত্য খঞ্জনক কুশ দানবকে ছিন্নমস্তকে ভূ-পতিত দেখিয়া রথ লইয়া পলায়ন করিল। কুশ, মহাপ্রস্থান করিলে বিষ্ণু সঙ্কর্ষণ ও দুর্ব্বাসা পরম হৃষ্ট হইলেন। এদিকে দানব খঞ্জনক কুশ দানবের মৃতদেহ শিবভবনে নিক্ষেপ করিয়া স্নপন, গন্ধ, ধূপ ও গীত-বাদ্য দ্বারা পূজা করিয়া মহাদেবের পরিতোষ জন্মাইল। কুশ দৈ ্য, শঙ্করের প্রসাদে সদ্যই জীবিত ও উত্থিত হইয়া বদনে 'শিব শিব' ধ্বনি করিতে লাগিল। দৈত্যগণ এবং দৈত্যমন্ত্রী সুমনা তাহাকে পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া বলিল,—প্রভো! আপনি চিরজীবী হউন। দেখুন, ব্রাহ্মণকে স্নান করিতে দিলে এ যুদ্ধের যদি শান্তি হয়, তবে তাহাই হউক; ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া অভীষ্ট দিকে চলিয়া যাউন। ইহার জন্য বৃথা যুদ্ধ করিয়া ফল কি? মন্ত্রীর এই কথা শুনিয়া কুশ কহিল,—যাও, শীঘ্র গিয়া সেই বিপ্রত্রাণকর রাম-কেশবকে প্রেরণ কর। রাজার আদেশে মন্ত্রী সুমনা গিয়া বিষ্ণু ও বলরামকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিল,—জনার্দ্দন! কুশরাজ ভবৎসমীপে আমায় প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি বলিয়া দিয়াছেন, আপনার কি অপরাধ করিয়াছি যে, আপনি দৈত্যদিগকে সংহার করিতেছেন? হে মানদ! ছাড়িয়া দিলাম, আপনি দুর্ব্বাসাকে স্নান করাইয়া চলিয়া যাউন। জানিবেন,—কুশদৈত্য কিছুতেই মরিবে না। সে মহাদেব হইতে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। বিষ্ণু বলিলেন,—পাপকর্ম্মা দৈত্যগণ এই মুক্তিতীর্থ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অতএব আমি সমস্ত দানবেরই সংহার সাধন করিব। যে সকল দর্ভ, তিল ও অক্ষত দুর্ব্বাসার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া দৈত্যগণ সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছে, সেই সকল বস্তু অচিরে আনয়ন কর। তোমরা স্ব স্ব বাহন, পরিজন ও জ্ঞাতি-বান্ধবদিগের সহিত একযোগে এই পুণ্যতীর্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধরাবিবরে গিয়া প্রবেশ কর। এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী সুমনা ক্রোধ-রক্তনয়নে কহিল,—কি, এমন কথা! তবে যুদ্ধ কর, এরূপ কিছুতেই হইবে না।৫৪—৭৬। এই বলিয়া সে

কুশায় কথয়ামাস যদুক্তং শার্ঙ্গধন্বিনা। ক্রুদ্ধস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মন্ত্রিণা সমুদীরিতম্॥ ৭৭॥ রথমারুহ্য বেগেন যযৌ যোদ্ধুমরিন্দমঃ। সংস্মৃত্য মনসা দেবং পিনাকিং বৃষভধ্বজম্॥ ৭৮॥ ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং সুমহল্লোমহর্ষণম্। অন্যেষাং দানবানাঞ্চ কেশবস্য কুশস্য চ॥ ৭৯॥ যজ্ঞঘ্নো গদয়া গুর্ব্ব্যা সঙ্কর্ষণমতাড়য়ৎ। সঙ্কর্ষণহতঃ শীর্ষ্ণি মুষলেন পপাত হ॥ ৮০॥ কঞ্চুকঞ্চ জঘানাশু চক্রেণ ভগবান্ হরিঃ। উল্মুকশ্চাথ নিহতো ব্রহ্মঘ্নশ্চ নিপাতিতঃ॥ ৮১॥ এতে চান্যে চ বহবো ঘাতিতাঃ কেশবেন হি। দানবান্ পতিতান্ দৃষ্ট্বা কুশঃ পরমকোপিতঃ॥ ৮২॥ জঘান যুধি সংরব্ধঃ পরমাস্ত্রেণ কেশবম্। ভগবান্ ক্রোধসংযুক্তশ্চক্রেণ চাহরচ্ছিরঃ॥ ৮৩॥ তং ছিন্নশিরসং ভূমৌ পতিতং বীক্ষ্য কেশবঃ। চিচ্ছেদ বাহু পাদৌ চ খড়্গেন তিলশস্তথা॥ ৮৪॥ খণ্ডশো ঘাতিতং দৃষ্ট্বা কেশবেন কুশং তদা। সংগৃহ্য তে পুনর্দৈত্যা নিন্যুঃ সর্ব্বে শিবালয়ম্॥ ৮৫॥ প্রসাদাচ্ছূলিনঃ সদ্যো জীবিতং প্রাপ্য দানবঃ। উত্থিতঃ সহসা ক্রুদ্ধঃ ক বিষ্ণুরিতি চাব্রবীৎ॥ ৮৬॥ গদামুদ্যম্য সংক্রুদ্ধো যোদ্ধুমাগাজ্জনার্দ্দনম্। তমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা নিহতং জীবিতং পুনঃ॥ ৮৭। দুর্ব্বাসসমথোবাচ কিমিদং ন ম্রিয়েত যৎ। ময়াসকৃচ্ছিন্নশ্ছিন্নঃ খণ্ডশস্তিলশঃ কৃতম্॥ ৮৮॥ জীবত্যয়ং পুনঃ কস্মাৎকারণং কথয়স্ব নঃ। ইত্যুক্তশ্চিন্তয়ামাস ধ্যানেন ঋষিসত্তমঃ॥ ৮৯॥ জ্ঞাত্বা তৎকারণং সর্ব্বমুবাচ মধুসূদনম্। মহাদেবেন তুষ্টেন কুশোঽয়মমরঃ কৃতঃ॥ ৯০॥ খণ্ডশশ্চ কৃতশ্চাপি ন চ প্রাণৈর্ব্বিযুজ্যতে। ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হস্তব্যোঽয়ং ময়া কথম্॥ ৯১॥ উপায়ঞ্চ করিষ্যামি যেনায়ং ন ভবেদিতি। ততঃ স জীবিতং প্রাপ্য প্রসাদাচ্ছঙ্করস্য চ। চর্ম্মখড়্গমথাদায় তিষ্ঠতিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ॥ ৯২॥ তমায়ান্তং ততো দৃষ্ট্বা কুশং শিবপরিগ্রহম্। জঘান গদয়া গুর্ব্ব্যা গদাহস্তং তদা কুশম্॥ ৯৩॥ স ভিন্নমূর্দ্ধা ন্যপতৎ কেশবেনাভিতাড়িতঃ। ভূমৌ নিপতিতং বেগাৎপরিগৃহ্য কুশং হরিঃ॥ ৯৪॥ গর্ত্তে নিক্ষিপ্য তদ্দেহং পূরয়ামাস বৈ পুনঃ। লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাস তস্যোপরি

কুশের নিকট গিয়া কৃষ্ণকথিত কথা জ্ঞাপন করিল। মন্ত্রীর মুখে সেই কথা শুনিয়া কুশদৈত্য সক্রোধে রথারোহণপূর্ব্বক বেগে যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। যাইবার সময় সে পিনাকপাণি বৃষধ্বজকে মনে মনে চিন্তা করিল। অনন্তর ঘোর লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেশবের, কুশের ও অন্যান্য দানবদিগের ঘোর যুদ্ধ চলিল। যজ্ঞঘ্ন গুরুগদা দ্বারা সঙ্কর্ষণকে আহত করিল। পরে সঙ্কর্ষণ কর্তৃক মুষল দ্বারা মস্তকে আহত হইয়া যজ্ঞঘ্ন পতিত হইল। ভগবান্ হরি চক্রপ্রহারে কঞ্চুককে নিহত করিলেন। উল্মুক ও ব্রহ্মঘ্ন নামক দৈত্যযুগলও তৎকর্ত্তৃক নিপাতিত হইল। কেশব এই সকল এবং অন্যান্য বহু দানবের সংহার সাধন করিলেন। দানবদিগকে পতিত হইতে দেখিয়া কুশ কুপিত হইয়া পাশাস্ত্র প্রহারে সমরে কেশবকে আহত করিল। অস্ত্রাহত ভগবান্ ক্রুদ্ধ হইয়া চক্রদ্বারা তদীয় মস্তক ছেদন করিলেন। কেশব তাঁহাকে ছিন্নমস্তকে পতিত দেখিয়া খড়্গ দ্বারা তদীয় করচরণাদি সমস্ত অঙ্গ তিল তিল পরিমাণে ছেদন করিলেন। দৈত্যগণ কেশব কর্ত্তৃক কুশদেহ বহুধা খণ্ডিত দেখিয়া তাহা লইয়া পুনরায় শিবালয়ে গমন করিল। কুশদানব শূলীর প্রসাদে সদ্য জীবিত হইয়া উত্থিত হইল এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—কোথায় বিষ্ণু! এই বলিয়া গদা উত্তোলনপূর্ব্বক ক্রুদ্ধভাবে যুদ্ধার্থ ধাবিত হইল। নিহত কুশদৈত্যকে পুনর্জীবিত ও গদাহস্তে সমাগত দেখিয়া বিষ্ণু দুর্ব্বাসাকে কহিলেন,—ঋষে! এ কি হইল! এ দৈত্য মরিয়াও মরিতেছে না! আমি বার বার ছেদন করিতেছি; তিল তিল পরিমাণে খণ্ড খণ্ড করিতেছি; তথাচ কি কারণে পুনরায় এ জীবিত হইতেছে বলুন? কৃষ্ণ এই কথা কহিলে ঋষিবর ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানযোগে তাহার কারণ জানিয়া মধুসূদনকে বলিলেন,—মহাদেব তুষ্ট হইয়া এই কুশদৈত্যকে অমর করিয়াছেন। তাই এ বহুধা খণ্ডিত হইয়াও প্রাণবিমুক্ত হইতেছে না। এই কথার পর বিষ্ণু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিলেন,—তবে কিরূপে ইহাকে আমি বিনাশ করিব? এই দৈত্য যাহাতে পুনর্জীবিত হইতে না পারে, সেজন্য উপায় করিতে হইবে। এদিকে শঙ্করপ্রসাদে লব্ধজীবন দৈত্যরাজ খড়্গচর্ম্ম ধারণ করিয়া জনার্দ্দনকে বলিল,—থাক্ থাক্। অনন্তর শিবানুগৃহীত কুশকে গদাহস্তে আসিতে দেখিয়া কেশব গুর্ব্বী গদাঘাতে তাহাকে নিহত করিলেন। কেশবাহত কুশদৈত্য বিদীর্ণমস্তকে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। হরি কুশদৈত্যকে পতিত দেখিয়া সবেগে তাহাকে গ্রহণ করিলেন এবং তত্রত্য একটা গর্ত্ত

জনার্দ্দনঃ। ১৫। স লব্ধসংজ্ঞো দনুজঃ শিবলিঙ্গমপশ্যত। আত্মোপরি স্থিতং তচ্চ তদা চিন্তাপরোঽভবৎ। ১৬।

ইতি শ্রীস্কান্দে বিষ্ণুনা কুশ দৈত্যোপরি শিবলিঙ্গস্থাপনবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ। ২০।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ। শিবলিঙ্গমলঙ্ঘ্যং হি বুদ্ধিপূর্ব্বং হতো হ্যহম্। উবাচ কৃষ্ণং দনুজশ্ছলিতোঽহং ত্বয়ানঘ। ১। শ্রীবিষ্ণুরুবাচ। পরিতুষ্টোঽস্মি তে দৈত্য শৌর্য্যেণ শিবসংশ্রয়াৎ। বরং বরয় ভদ্রং তে যদিচ্ছসি মহামতে। ২। কুশ উবাচ। যথা পূজ্যো মহাদেবো মম ত্বঞ্চ তথা হরে। এক এব দ্বিধা মূর্ত্তিস্তস্মাৎ বরয়াম্যহম্। ৩। শিবলিঙ্গং ত্বয়া নাথ স্থাপিতং যন্মমোপরি। মম নাম্না ভবতু চ কুশেশ্বর ইতি স্মৃতম্। ৪। অনুগ্রাহ্যো যদ্যহং তে মম কীর্ত্তির্ভবত্বিয়ম্। এবং ভবিষ্যতীত্যুক্তস্তত্রৈবাবস্থিতোঽসুরঃ। ৫। ততোঽন্যদানবান্ সর্ব্বান্ প্রেষয়ামাস মাধবঃ। রসাতলং গতাঃ কেচিৎ কেচিদ্বিষ্ণুং সমাগতাঃ। ৭। অনন্তঃ সংস্থিতস্তত্র বিষ্ণুশ্চ তদনন্তরম্। জ্ঞাত্বা বিমুক্তিদং তীর্থং দুর্ব্বাসা মুনিপুঙ্গবঃ। ৭। গোমত্যাং চক্রতীর্থে চ ভগবাংশ্চ ত্রিবিক্রমঃ। তেন তন্মুক্তিদং মত্বা দুর্ব্বাসাস্তত্র সংস্থিতঃ ৮। এবং ত্রিবিক্রমঃ স্বামী তদাপ্রভৃতি সংস্থিতঃ। কলৌ পুনঃ কলাভ্যাসাৎ কৃষ্ণত্বমগমৎ প্রভুঃ। ৯। প্রহ্লাদ উবাচ। পূজাবিধিং হরেবিপ্রাঃ শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ। বিশেষাৎ ফলদঃ প্রোক্তঃ পূজিতো মধুমাধবে। ১০। মধুসূদনোং নরো যস্তু দ্বারবত্যাং করোতি চ। পূজয়েৎ কৃষ্ণদেবঞ্চ স্নাপয়িত্বা বিলিপ্য চ। ১১। গন্ধৈশ্চ বাসসাচ্ছাদ্য ধূপৈর্দীপৈ রনেকধা। নৈবেদ্যৈর্ভূষণৈশ্চৈব তাম্বুলেন ফলেন চ। ১২। আরাত্রিকেন সম্পূজ্য দণ্ডবৎ প্রণিপত্য চ। ঘৃতেন দীপকং দত্বা রাত্রৌ জাগরণং তথা। কুর্য্যাচ্চ

মধ্যে তাহার দেহ নিক্ষেপ করিয়া সেই গর্ত্ত পূরণ করিলেন। অপিচ জনার্দ্দন স্বয়ং তাহার দেহোপরি এক লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। দনুজেন্দ্র লব্ধসংজ্ঞ হইয়া স্বীয় দেহোপরিস্থিত লিঙ্গ সন্দর্শন-পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিল। ১১—১৬।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

একবিংশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—কুশদৈত্য ভাবিল,—আমি হত হইয়াছিলাম, এক্ষণে আমার দেহস্থ এই শিবলিঙ্গ জ্ঞানত আমার লঙ্ঘনীয় নহে। এই ভাবিয়া সে কৃষ্ণকে কহিল,—হে অনঘ! আমি তোমা দ্বারা প্রতারিত হইলাম। বিষ্ণু বলিলেন,—হে দৈত্য! তোমার শিবপ্রসাদলব্ধ শৌর্য্য দেখিয়া আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। ওহে মহামতে! তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। কুশ কহিল,—হে হরে! মহাদেব যেমন আমার পূজ্য; তেমনি আপনিও আমার পূজনীয়। আপনারা একই মূর্ত্তি, দ্বিধা ভিন্ন ভাবে অবস্থিত। অতএব আপনার নিকট আমি বর লইতেছি, আমার প্রার্থনা এই যে, হে নাথ! আমার উপর আপনি যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন, ইহা আমার নামানুসারে 'কুশেশ্বর' বলিয়া বিখ্যাত হউক। যদি আমি আপনার অনুগ্রাহ্য হই, তবে আমার এই কীর্ত্তি প্রথিত হউক। বিষ্ণু বলিলেন,—এইরূপই হইবে। এই কথার পর কুশদানব তথায় অবস্থিত হইল। অনন্তর অন্যান্য দানবদিগকে কেশব স্থানত্যাগ করিতে বলিলেন। দানবগণের মধ্যে অনেকে রসাতলে গমন করিল। আর অনেকে মাধবের শরণাপন্ন হইল। তথায় অনন্ত আছেন; তৎপরে বিষ্ণু আছেন; তাঁহাদের অধিষ্ঠিত স্থান মুক্তিপ্রদ-তীর্থ। ইহা জানিয়া এবং গোমতীস্থ চক্রতীর্থে ভগবান্ ত্রিবিক্রম অবস্থিত; ইহা বুঝিতে পারিয়া মুনিপুঙ্গব দুর্ব্বাসা মুক্তিতীর্থজ্ঞানে ঐ স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে ত্রিবিক্রমস্বামী তখন হইতে চক্রতীর্থেই অবস্থিত আছেন। পরন্তু কলিকালে কলাভ্যাসে তিনি কৃষ্ণত্ব উপগত হইয়াছেন।১—৯। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে বিপ্রগণ! এক্ষণে সুসমাহিত হইয়া হরির পূজাবিধি শ্রবণ করুন। মধুমাধবে মধুসূদনের পূজা করিলে তিনি বিশেষরূপে ফলপ্রদ হইয়া থাকেন। যে নর দ্বারাবতীতে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে, স্নান করায়, গন্ধ-লেপ প্রদান করে, বসন পরিধান করায়, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, ভূষণ, তাম্বুল ও আরাত্রিক দ্বারা পূজান্তে দণ্ডবৎ প্রণিপাত-পূর্ব্বক ঘৃত-প্রদীপ প্রদান করিয়া রাত্রি-

গীতবাদিত্রৈস্তথা পুস্তকবাচকৈঃ॥ ১৩॥ কৃত্বা চৈবং বিধিং ভক্ত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥ ১৪॥ তথা নভসি সম্পূজ্য পবিত্রারোপণেন চ। পিতৃণাং চাক্ষয়া তৃপ্তিঃ সফলাঃ স্যুর্মনোরথাঃ॥ ১৫॥ প্রবোধবাসরে প্রাপ্তে কার্ত্তিকে দ্বিজসত্তমাঃ। সম্পূজ্য কৃষ্ণং দেবেশং পরাং গতিমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৬॥ তথা নভস্তে সম্পূজ্য পবিত্রারোপণেন চ। সর্ব্বান কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি॥ ১৭॥ যুগাদিষু চ সম্পূজ্য হ্যয়নে দক্ষিণোত্তরে। আষাঢ়-জ্যৈষ্ঠমাঘেষু পৌষাদিদ্বাদশীষু চ॥ ১৮॥ কলৌ কৃষ্ণং পূজয়িত্বা গোমত্যুদধিসঙ্গমে। বিমলং লোকমাপ্নোতি যত্র গত্বা ন শোচতি॥ ১৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গোমতীতীরস্থক্ষেত্রস্থভগবৎ-পূজামাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকবিংশো-হধ্যায়ঃ॥ ২১॥

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ। শৃণুধ্বং দ্বিজশার্দ্দূলা যথাবৎ কথয়ামি বঃ। স্নাপয়িত্বা জগন্নাথং তথা গন্ধৈর্ব্বিলিপ্য চ। পূজয়িত্বা তুলস্যা তু ভূষয়িত্বা চ ভূষণৈঃ॥ ১॥ নৈবেদ্যেন চ সন্তর্প্য তথা নীরাজনাদিভিঃ। দুর্ব্বাসসং তথা পূজ্য পুণ্ডরীকাক্ষমেব চ॥ ২॥ অনন্তং বৈনতেয়াদীন্ ভক্ত্যা সম্পূজ্য মানবঃ। দদ্যাদ্দানং স্বশক্ত্যা চ বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ॥ ৩॥ দীনান্ধকৃপণাংস্তত্র তর্পয়েচ্চ সমাশ্রিতান॥ ৪॥ রুক্মিণীঞ্চ ততো গচ্ছেদ্বিদর্ভতনয়াং নরঃ। উপহৃত্যোপহারাংশ্চ বলিভির্গন্ধদীপকৈঃ॥৫॥ পীড়য়ন্তি গ্রহাস্তাবদ্ব্যাধয়োহভিভবন্তি চ। ভক্ত্যা ন পশ্যতি নরো যাবৎকৃষ্ণপ্রিয়াং কলৌ॥ ৬॥ উপসর্গভয়ং তাবদ্দুঃখঞ্চ ভূতসম্ভবম্। ভক্ত্যা ন পশ্যতি নরো যাবৎ কৃষ্ণপ্রিয়াং কলৌ॥ ভবেদ্দরিদ্রো দুঃখী চ তাবদ্বৈ পরযাচকঃ। ভক্ত্যা ন পশ্যতি নরো যাবৎকৃষ্ণপ্রিয়াং কলৌ॥ ৮॥ তাবন্মৃতপ্রজা নারী দুর্ভাগ্যা দুঃখসংযুতা। ভক্ত্যা ন পশ্যতি যদা নারীং কৃষ্ণপ্রিয়াং তথা॥ ৯॥ তাবচ্ছত্রুভয়ং পুংসাং গৃহভঙ্গঞ্চ মূর্খতা। ভক্ত্যা ন পশ্যতি নরো যাবৎকৃষ্ণপ্রিয়াং কলৌ॥ ১০॥ সম্পূজ্য কৃষ্ণং বিধিবদ্রুক্মিণীং পূজয়েত্ততঃ। স্নাপয়েদ্দধিদুগ্ধাভ্যাং মধুশর্করয়া তথা॥

জাগরণ, গীত-বাদিত্র-নির্ঘোষ ও পুস্তকবচন করে, সে ভক্তিপূর্ব্বক ঈদৃশ অনুষ্ঠানের ফলে সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রাবণে পবিত্রারোহণপূর্ব্বক কৃষ্ণপূজা করিলে পিতৃগণের অক্ষয়তৃপ্তি হয়; মনোরথ সকল সফল হইয়া থাকে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! কার্ত্তিকে উত্থান একাদশীদিনে দেবদেব কৃষ্ণের পূজা করিয়া নর পরমগতি প্রাপ্ত হয়। শ্রাবণ মাসে পবিত্রারোহণ-পূর্ব্বক পূজা করিলে সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি লাভ হয় এবং অন্তে বিষ্ণুলোকে বাস হইয়া থাকে। দ্বারাবতীর গোমতী-সাগর-সঙ্গমে যুগাদিতে, অয়নদ্বয়ে, মাঘ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে ও পৌষমাসের দ্বাদশীতে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়া মানব নির্ম্মল লোক লাভ করে। সে লোকে গিয়া আর শোক করিতে হয় না। ১০—১৯।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দ্বিজশার্দ্দূলগণ! শ্রবণ করুন, আমি আপনাদিগকে যথাযথ পূজাবিধি বলিতেছি। মানব প্রথমত জগন্নাথকে স্নান করাইয়া অনন্তর গন্ধাদি দ্বারা লেপন, তুলসী দ্বারা পূজা, অলঙ্কার দ্বারা মণ্ডন, এবং নৈবেদ্য ও নীরাজনাদি দ্বারা তাঁহার পরিতোষ বিধান করিবে। এইরূপে দুর্ব্বাসা, পুণ্ডরীকাক্ষ, অনন্ত ও বৈনতেয়াদির ভক্তিপূর্ব্বক পূজা সম্পন্ন করিয়া বিত্তশাঠ্য বর্জ্জনপূর্ব্বক যথাশক্তি দান করিবে এবং আশ্রিত দীনান্ধ-কৃপণদিগকে তর্পিত করিবে। অনন্তর নর বিদর্ভতনয়া রুক্মিণীসমীপে যাইবে। মানব এই কলিকালে যাবৎ বলি, উপহার ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা কৃষ্ণপ্রিয়া রুক্মিণীর ভক্তিসহকারে পূজা না করে, গ্রহগণ ও ব্যাধিসমূহ তাবৎ তাহাদিগকে পীড়া প্রদান করিয়া থাকে। অপিচ তাবৎ তাহাদের উপসর্গ ও ভূতজনিত দুঃখ হইয়া থাকে। নর এই কলিকালে যতদিন না কৃষ্ণপ্রিয়া দর্শন করে, ততদিন তাহাদিগকে দরিদ্র, দুঃখী ও পরযাচক হইতে হয়। তাবৎ নারী দুঃখসংযুক্তা দুর্ভগা ও মৃতপ্রজা থাকে, যাবৎ না ভক্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রিয়াকে দর্শন করে। তাবৎ পুরুষের শত্রুভয়, গৃহভঙ্গ ও মূর্খতা থাকে, যাবৎ না ভক্তিপূর্ব্বক তাহারা কৃষ্ণপ্রিয়ার পূজা করে। ১—১০। বিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণপূজা করিয়া অনন্তর

১১ । ঘৃতেন বিবিধৈর্গন্ধৈস্তথৈবেক্ষুরসেন চ । তীর্থোদকেন সংস্নাপ্য সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১২ ॥ এবং যঃ স্নাপয়েদ্দেবীং রুক্মিণীং কৃষ্ণবল্লভাম্ । ন তস্য দুর্ল্লভং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ ॥ ১৩ ॥ শ্রীখণ্ডকুঙ্কুমেনৈব তথা মৃগমদেন চ । বিলেপয়েদপুত্রস্তু স পুত্রং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ১৪ ॥ সদা স ভোগী ভবতি রূপবান্ জনপূজিতঃ । পূজয়েন্মালতীপুষ্পৈঃ শতপত্রৈঃ সুগন্ধিভিঃ ॥ ১৫ ॥ করবীরৈর্ম্মল্লিকাভিশ্চম্পকৈস্তু বিশেষতঃ । কমলৈর্ব্বারিসম্ভূতৈঃ কেতকীভিশ্চ পাটলৈঃ ॥ ১৬ ॥ ধূপেনাগুরুণা চৈব পূজয়েদ্ গোগ্‌গুলেন চ । বস্ত্রৈঃ সুকোমলৈঃ শুভ্রৈর্নানাদেশসমুদ্ভবৈঃ ॥ ১৭ ॥ ভক্ত্যা সম্পাদ্য বৈদর্ভীং রুক্মিণীং কৃষ্ণবল্লভাম্ । ভূষণৈর্ভূষয়েদ্দেবীং মণিরত্নসমন্বিতৈঃ ॥ ১৮ ॥ তস্মিন্ কুলে নাসুখঃ স্যান্নাধর্ম্মো নাধনস্তথা । নাপুত্রো ন বিকর্ম্মস্থঃ কিতবো নীচসেবকঃ ॥ ১৯ ॥ যৈঃ পূজিতা জগন্মাতা রুক্মিণী মানবৈঃ কলৌ । নৈবেদ্যৈর্ভক্ষ্যভোজ্যাদ্যৈর্দেবী মে প্রীয়তামিতি । তাম্বূলং চ সকর্পূরং ভাবেন বিনিবেদয়েৎ ॥ ২০ ॥ গৃহীত্বা চ ফলং শুভ্রং হ্যক্ষতৈশ্চ সমন্বিতম্ । মন্ত্রেণানেন বৈ বিপ্রা হ্যর্ঘ্যং দদ্যাদ্বিধানতঃ ॥ ২১ ॥ কৃষ্ণপ্রিয়ে নমস্তুভ্যং বিদর্ভাধিপনন্দিনি । সর্ব্বকামপ্রদে দেবি গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তু তে ॥ ২২ ॥ আরাত্রিকং ততঃ কুর্য্যাজ্জ্বলন্তং ভাবনান্বিতঃ । নীরাজনং প্রকর্ত্তব্যং কর্পূরেণ বিশেষতঃ ॥ ২৬ ॥ শঙ্খে কৃত্বা তু পানীয়ং ভ্রাময়েদ্ভাবসংযুতঃ । ভ্রাময়িত্বা চ শিরসা ধারণীয়ং বিশুদ্ধয়ে ॥ ২৪ ॥ দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভূমৌ নমঃ কৃষ্ণপ্রিয়েতি চ । বিপ্রপত্নীশ্চ বিপ্রাংশ্চ পূজয়েচ্ছক্তিতো দ্বিজাঃ ॥ ২৫ ॥ গ্রীবাসূত্রকসিন্দূরৈর্ব্বাসোভিঃ কঞ্চুকৈস্তথা । সুগন্ধকুসুমৈরর্চ্চ্য কুঙ্কুমেন বিলিপ্য চ ॥ ২৬ ॥ কৌসুম্ভৈঃ কজ্জলেন তাম্বূলেন চ তোষয়েৎ । ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈর্মোদকৈশ্চ ইক্ষুভির্মধুসর্পিভিঃ ॥ ২৭ ॥ প্রীতো ভবতি দেবেশো রুক্মিণ্যা সহ কেশবঃ । বিশেষতঃ ফলানীহ দাতব্যানি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৯ ॥ উন্মত্তকং ততো দেবং দ্বারপালং প্রপূজয়েৎ । স্নাপয়িত্বা সুগন্ধেন কুঙ্কুমেন বিলিপ্য চ ॥২৯॥ ধূপেন ধূপয়িত্বা তু পুষ্পাদ্যৈঃ সম্প্রপূজয়েৎ । নৈবেদ্যৈর্ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ মাংসেন সুরয়া তথা ॥ ৩০ ॥ প্রভূতবলিভিশ্চৈব পিষ্টৈন বিবিধেন চ । যোগিনীনাং চতুঃষষ্টিং তস্মিন্ পীঠে প্রপূজয়েৎ ॥ ৩১ ॥ অর্চ্চয়েদ্ধরসিদ্ধিং চ ক্ষেত্রপালং চ সর্ব্বশঃ । বিরূপস্বামিনীং তত্র তথা বৈ সপ্তমাতরঃ ॥ ৩২ ॥ অষ্টমূর্ত্তীঃ পত্নীঃ পীঠে তস্মিন্ প্রপূজয়েৎ । রুক্মিণীং সত্য-

দধি, দুগ্ধ, মধু, শর্করা, ঘৃত, বিবিধ গন্ধ, ইক্ষুরস ও তীর্থোদক দ্বারা রুক্মিণীকে স্নান করাইয়া তাঁহার পূজা করিতে হয়। এরূপ করিলে মানব সর্ব্বকামনা লাভ করিয়া থাকে। রুক্মিণীদেবীকে এইরূপে যে স্নান করায়, তাহার ইহ-পরলোকে কিছুই দুর্লভ থাকে না। যে অপুত্র ব্যক্তি শ্রীখণ্ড কুঙ্কুম ও মৃগমদ দ্বারা রুক্মিণীদেহ বিলেপন করে, তাহার পুত্রলাভ হয়, সে জন পূজিত, ভোগী ও রূপবান্ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক নানা দেশোৎপন্ন শুভ্র সুকোমল বস্ত্র পরিধান করাইয়া কৃষ্ণপ্রিয়া বৈদর্ভী রুক্মিণীদেবীকে মালতী, সুগন্ধি শতপত্র, করবীর, মল্লিকা, চম্পক, জলজ, কমল, কেতকী ও পাটল কুসুম এবং ধূপ, অগুরু ও গুগ্‌গুলু দ্বারা পূজা করে, মণিরত্নাদি অলঙ্কার দ্বারা মণ্ডিত করে, তাহার কুলে কেহই কখনও অসুখী, অধার্ম্মিক নির্দ্ধন, অপুত্র, বিকর্ম্মকারী, কিতব বা নীচসেবক হয় না। কলিতে যে মানব ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি নৈবেদ্য দ্বারা 'বিষ্ণু মৎপ্রতি প্রীত হউন' বলিয়া জগন্মাতা রুক্মিণীদেবীর পূজা করে, কর্পূরাক্ত তাম্বূল নিবেদন করে; কৃষ্ণপ্রিয়ে! নমস্তুভ্যমিত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ফল অক্ষত গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি অর্ঘ্য দান করে; ভাবযুক্ত হইয়া আরাত্রিক, বিশেষতঃ কর্পূর জ্বালিয়া নীরাজনা করে, শঙ্খে জল লইয়া দেবী-সম্মুখে ভ্রামিত করে, ভ্রমণ করাইয়া পরে বিশুদ্ধির নিমিত্ত মস্তকে ধারণ করে, 'নমঃ কৃষ্ণপ্রিয়ে' এই বলিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করে, বিপ্রপত্নী ও বিপ্রদিগকে যথাশক্তি পূজা করে—গ্রীবাসূত্র, সিন্দূর, কঞ্চুক, সুগন্ধ কুসুম, কুঙ্কুম, কৌসুম্ভ, কজ্জল, ও তাম্বূল, ভোক্ষ্য-ভোজ্য, মোদক, ইক্ষু ও ঘৃত দ্বারা তাঁহাদিগের পরিতোষ জন্মায়, রুক্মিণী-সহ কেশব তৎপ্রতি প্রীত হইয়া থাকেন। এই পূজায় ফল দান বিশেষরূপেই কর্ত্তব্য। অনন্তর উন্মত্তাখ্য দ্বারপাল দেবের পূজা করিবে। এই পূজায় সুগন্ধ জলে স্নান ও কুঙ্কুম দ্বারা বিলেপন করাইয়া ধূপ, পুষ্প, নৈবেদ্য, ভক্ষ্য, ভোজ্য, মাংস, সুরা প্রভৃতি বলি, বিবিধ পিষ্টক নিবেদন করিতে হয়। পরে ঐ পীঠে চতুঃষষ্টি যোগিনীর পূজা করিবে; দেবী হরসিদ্ধি, সর্ব্বদিকের ক্ষেত্রপাল, দেবী বিরূপস্বামিনী, সপ্ত মাতৃকা এবং অষ্ট কৃষ্ণ-

ভামাঞ্চ শুভাং জাম্ববতীং তথা ॥ ৩৩ ॥ মিত্রবিন্দাং চ কালিন্দীং ভদ্রাং নাগ্নজিতীং তথা। অষ্টমীং লক্ষ্মণাং তত্র পূজয়েৎ কৃষ্ণবল্লভাঃ ॥ ৩৪ ॥ এতাঃ সম্পূজ্য বিধিবৎসন্তর্প্য দধিপায়সৈঃ। গীতবাদিত্রঘোষেণ দীপৈর্জ্জাগরণেন চ ॥ ৩৫ ॥ পুত্রপৌত্রসমাযুক্তো ধনধান্যসমন্বিতঃ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি তস্য বিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥ ৩৬ ॥ কিং তস্য বহুদানৈস্তু কিং ব্রতৈর্নিয়মৈস্তথা। যেন দৃষ্টা জগন্মাতা রুক্মিণী কৃষ্ণবল্লভা ॥ ৩৭ ॥ কিং যজ্ঞৈর্বহুভিস্তস্য সম্পূর্ণবরদক্ষিণৈঃ। যেন দৃষ্টা জগন্মাতা রুক্মিণী কৃষ্ণবল্লভা ॥ ৩৮ ॥ তেন দত্তং হুতং তেন জপ্তং তেন সনাতনম্। যেন দৃষ্টা জগন্মাতা রুক্মিণী কৃষ্ণবল্লভা ॥ ৩৯ ॥ হেলয়া তেন সম্প্রাপ্তাঃ সিদ্ধয়োহষ্টৌ ন সংশয়ঃ। গত্বা দ্বারবতীং যেন দৃষ্টা কেশববল্লভা ॥ ৪০ ॥ সফলং জীবিতং তস্য সফলাশ্চ মনোরথাঃ। কলৌ কৃষ্ণপুরীং গত্বা দৃষ্টা মাধববল্লভাম্ ॥ ৪১ ॥ দেবরাজ্যেন কিং তস্য তথা মুক্তিপদেন চ। ন দৃষ্টা চেজ্জগন্মাতা রুক্মিণী কৃষ্ণবল্লভা ॥ ৪২ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন রুক্মিণী কৃষ্ণবল্লভা। সদাঽর্চ্চনীয়া মনুজৈর্দ্রষ্টব্যা সর্ব্বকামদা ॥ ৪৩ ॥ বিশেষতঃ পূজনীয়া নবরাত্রে সদাশ্বিনে। নবম্যাং তু নরৈর্বৈষ্ণ পূজিতা হরিবল্লভা ॥ ৪৪ ॥ স্নানগন্ধাদিবস্ত্রৈশ্চ প্রভৃতবলিভিস্তথা। গীতবাদিত্রঘোষেণ দীপজাগরণেন চ। তোষিতা ভীষ্মকসুতা সর্ব্বান্ কামান্ প্রযচ্ছতি ॥ ৪৫ ॥ তথা দীপোৎসবদিনে চতুর্দ্দশ্যাং সমাহিতঃ। পূজয়িত্বা যথাশাস্ত্রমীপ্সিতং লভতে ফলম্ ॥ ৪৬ ॥ মাঘমাসে সিতাষ্টম্যাং কন্দর্পজননী তু যৈঃ। পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈরুপহারৈরনেকশঃ। সফলং জীবিতং তেষাং সফলাশ্চ মনোরথাঃ ॥ ৪৭ ॥ দ্বাদশ্যাং চৈত্রমাসে তু কৃষ্ণেন সহ রুক্মিণীম্। যে পশ্যন্তি নরা দেবীং রুক্মিণীং মধুমাধবে। কৃষ্ণেন সহ গচ্ছন্তীং ধন্যাস্তে মানবা ভুবি ॥ ৪৮ ॥ পুত্রপৌত্রসমাযুক্তা ধনধান্যসমন্বিতাঃ। জীবিতে ব্যাধিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৪৯ ॥ জ্যৈষ্ঠাষ্টম্যাং নরৈর্বৈষ্ণ পূজিতা কৃষ্ণবল্লভা। তেষাং মনোরথাবাপ্তির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫০ ॥ তথা ভাদ্রপদে মাসি মাতুঃ পূজা কৃতা তু যৈঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা যান্তি বিষ্ণুপদে নরাঃ ॥ ৫১ ॥ কার্ত্তিকে মাসি দ্বাদশ্যাং রুক্মিণীং কৃষ্ণসংযুতাম্। যে পশ্যন্তি নরাস্তেষাং ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৫২ ॥ যস্ত্বেকত্র স্থিতাং পশ্যেদ্·

পত্নী—রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, ভদ্রা, নাগ্নজিতী ও লক্ষ্মণা এই সকল কৃষ্ণপ্রিয়ার পূজা করিতে হয়। পূজায় দধি, পায়স নিবেদন ও গীতবাদিত্রনির্ঘোষ ও রাত্রি জাগরণ কর্ত্তব্য। এইরূপ অর্চ্চনার ফলে নর—পুত্র পৌত্র, ধন ধান্য, এমন কি নিখিল মনোভীষ্টই লাভ করিয়া থাকে। তাহার প্রতি বিষ্ণু প্রসন্ন হন। যে ব্যক্তি জগন্মাতা কৃষ্ণপ্রিয়া রুক্মিণীদেবীর দর্শন লাভ করিয়াছে, তাহার বহু দান, ব্রত, নিয়ম বা ভূরিদক্ষিণান্বিত প্রভৃত যজ্ঞ করিবার ফল কি? রুক্মিণীদর্শনকারীর দান হোম জপ সকলই করা হয়। প্রসিদ্ধ অষ্টসিদ্ধিই তাহার হেলাক্রমে লব্ধ হয়, একথা নিঃসংশয়। দ্বারাবতীতে গিয়া যে ব্যক্তি কৃষ্ণবল্লভাকে দেখিয়াছে, তাহার জীবন কিম্বা মনোরথ সকলই সফল। যে ব্যক্তি কৃষ্ণবল্লভা জগন্মাতা রুক্মিণীকে দেখে নাই, তাহার রাজ্য বা মুক্তিপদ দ্বারাই বা কি ফল সাধ্য হয়? অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে কৃষ্ণবল্লভা রুক্মিণী দেবীকে সর্ব্বদা অর্চ্চনা করিবে এবং সেই সর্ব্বকামদা দেবীকে দর্শন করিবে। বিশেষতঃ আশ্বিনমাসের নবরাত্রে তাঁহার পূজা অবশ্যই করিবে। যে সকল নর নবমীদিনে স্নান, গন্ধ, বস্ত্র, প্রভূতবলি, গীত-বাদিত্রনির্ঘোষ, দীপদান ও রাত্রিজাগরণ সহকারে হরিবল্লভার পূজা করে, সে পূজায় ভীষ্মকদুহিতা তোষিতা হইয়া সর্ব্বকাম প্রদান করিয়া থাকেন। নর চতুর্দ্দশীতে দীপোৎসবদিনে সমাহিত হইয়া যথাশাস্ত্র কৃষ্ণবল্লভার পূজা করিলে ঈপ্সিত ফল লাভ করে। যাহারা মাঘমাসের শুক্লাষ্টমীতে গন্ধ পুষ্পাদি বহুবিধ উপহার দ্বারা কামজননীর পূজা করে, তাহাদের জীবন ও মনোরথ সকলই সফল হয়। চৈত্রমাসের দ্বাদশীদিনে যে সকল নর কৃষ্ণসহ রুক্মিণীকে দর্শন করে কিম্বা মধুমাধবমাসে রুক্মিণীকে কৃষ্ণসহ যাইতে দেখে,এ জগতে তাহারাই ধন্য,পুত্রপৌত্রান্বিত ও ধনধান্যসম্পন্ন হয়; তাহাদের জীবন ব্যাধিবিমুক্ত হইয়া থাকে; তাহারা অনাময় পদ লাভ করে। জ্যৈষ্ঠমাসের অষ্টমীতে যে সকল নর কৃষ্ণবল্লভার অর্চ্চনা করে,তাহাদের মনোরথ প্রাপ্তি হয়, নিশ্চয়ই। ৩৩—৫০। যাহারা ভাদ্রমাসে ঐ জগন্মাতার পূজা করে, তাহারা পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদে প্রয়াণ করিয়া থাকে। কার্ত্তিকমাসের দ্বাদশীদিনে কৃষ্ণসঙ্গিনী রুক্মিণীকে যাহারা দর্শন করে, তাহাদের কখন কোন ভয় থাকে না। যে ব্যক্তি একত্রাবস্থিত কৃষ্ণরুক্মিণীকে নিরীক্ষণ করে, তাহার জীবন সফল

রুক্মিণীং কৃষ্ণসংযুতাম্। সফলং জীবিতং তস্য হ্যক্ষয়া পুত্রসন্ততিঃ। অক্ষয়ং ধনধান্যঞ্চ কদা নৈব দরিদ্রতা॥ ৫৩॥ য এবং রুক্মিণীং পশ্যেৎ পূজয়েৎ কৃষ্ণবল্লভাম্। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৫৪॥ যঃ স্নায়াৎ সর্ব্বতীর্থেষু দানং শক্ত্যা দদাতি যঃ। তস্য পুণ্যফলঞ্চৈব লোকে যজ্জায়তে দ্বিজাঃ। কথিতং তদশেষেণ কলৌ কৃষ্ণস্য সংস্থিতৌ॥ ৫৫॥ দ্বারাবতীং বিনা বিপ্রা মুক্তির্ন প্রাপ্যতে কলৌ। পুরাণসংহিতামেতাং কৃতবান্ বলিবন্ধনঃ। দদৌ স তু প্রসাদেন পূর্ব্বং মহ্যং দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৫৬॥ ইহার্থে চ পুরা প্রোক্ত ইতিহাসো দ্বিজোত্তমাঃ। প্রদ্যুম্নেন সুসংবাদে মার্কণ্ডেন মহাত্মনা॥ ৫৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রুক্মিণীপূজনমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। দ্বারকায়াশ্চ মাহাত্ম্যমিন্দ্রদ্যুম্ন নিবোধ মে। কলৌ নিবসতে যত্র ক্লেশহা রুক্মিণীপতিঃ॥ ১॥ কলৌ কৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যং যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি চ। ন তেষাং জায়তে বাসো যমলোকে যুগাষ্টকম্॥ ২॥ নিত্যং কৃষ্ণকথা যস্য প্রাণাদপি গরীয়সী। ন তস্য দুর্ল্লভং কিঞ্চিদিহ লোকে পরং নৃপ॥ ৩॥ মন্বন্তরসহস্রৈস্তু কাশীবাসেন যৎফলম্। তৎফলং দ্বারকাবাসে বসতাং পঞ্চভির্দ্দিনৈঃ॥৪॥ কলৌ নিবসতে যস্তু শ্বপচো দ্বারকাং যদি। যতীনাং গতিমাপ্নোতি প্রাহ হ্যেবং প্রজাপতিঃ॥ ৫॥ দ্বারকাং গন্তুকামং যঃ প্রত্যহং কুরুতে নরঃ। ফলমাপ্নোতি মনুজঃ কুরুক্ষেত্রসমুদ্ভবম্॥ ৬॥ সোমগ্রহে চ যৎ প্রোক্তং যৎ ফলং সোমনায়কে। দৃষ্ট্বা তৎফলমাপ্নোতি দ্বারবত্যাং জনার্দ্দনম্॥৭॥ পুষ্করে কার্ত্তিকীং কৃত্বা যৎফলং বর্ষকোটিভিঃ। তৎফলং দ্বারকাবাসে দিনেনৈকেন জায়তে॥ ৮॥ দ্বারকায়াং দিনৈকেন দৃষ্টে দেবকিনন্দনে। ফলং কোটিগুণং জ্ঞেয়মত্র লক্ষশতোদ্ভবম্॥ ৯॥ কলৌ নিবসতাং ভূপ ধন্যাস্তেষাং মনোরথাঃ। কৃষ্ণস্য দর্শনে নিত্যং দ্বারকাগমনে মতিঃ॥ ১০॥ একামপি দ্বাদশীং তু যঃ করোতি নৃপোত্তমঃ। কৃষ্ণস্য সন্নিধৌ ভূপ দ্বারকায়াঃ ফলং শৃণু॥ ১১॥ ধন্যাস্তে কৃতকৃত্যাস্তে তে জনা লোকপাবনাঃ। দৃষ্টং কৃষ্ণমুখং যৈস্তু পাপকোট্য-

হয়; পুত্রসন্ততি ও ধনধান্য অক্ষয় হইয়া থাকে; কখনই দারিদ্রগ্রস্ত হয় না। যে জন এইরূপে কৃষ্ণবল্লভা রুক্মিণীর পূজা করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে যায়। যে ব্যক্তি সর্ব্বতীর্থে স্নান ও যথা শক্তি দান করে, তাহার যে পুণ্যফল হয়, কলিতে কৃষ্ণাধিষ্ঠিত দ্বারকার সেবায় সেই ফলই অশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। হে বিপ্রগণ! কলিতে দ্বারাবতী ব্যতীত মুক্তিপ্রাপ্তির আর স্থান নাই। এই পুরাণসংহিতা পূর্ব্বে বিষ্ণু প্রণয়ন করিয়াছেন। পরে তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে দান করেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই দ্বারকা সম্বন্ধে পূর্ব্বে মহাত্মা মার্কণ্ডেয় ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট এক ইতিহাস বলিয়াছিলেন। ৫১—৫৭।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ইন্দ্রদ্যুম্ন! কলিতে ক্লেশহারী কৃষ্ণ যথায় বাস করেন, সেই দ্বারকার মাহাত্ম্য আমার নিকট শ্রবণ কর। কলিতে যাহারা কৃষ্ণমাহাত্ম্য শ্রবণ বা পাঠ করে, যুগাষ্টকমধ্যে তাহাদের যমলোকে বাস হয় না। কৃষ্ণকথা নিত্যই যাহাদের প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী, ইহলোকে তাহাদের কিছুই দুর্ল্লভ নহে। সহস্র মন্বন্তর কাশীবাস করিলে যে ফল হয়, পাঁচদিনমাত্র দ্বারকাবাসেই সেই ফল হইয়া থাকে। কলিকালে শ্বপচও যদি দ্বারকাবাস করে, তাহা হইলে সে যতিদিগের গতি প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রজাপতি বলেন। যে নর প্রত্যহ দ্বারকা গমনের ইচ্ছা করে, সে কুরুক্ষেত্রযাত্রার ফল লাভ করিয়া থাকে। সোমগ্রহ এবং সোমনায়ক দর্শনে যে ফল উক্ত হইয়াছে, দ্বারাবতীতে জনার্দ্দন দর্শন করিলে সেই ফল লব্ধ হইয়া থাকে। পুষ্করে কোটিবৎসর কার্ত্তিকীব্রত করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এক দিন দ্বারকাবাসে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। দ্বারকায় একদিন মাত্র দেবকীনন্দনকে দর্শন করিলে কোটিদিন দর্শনের ফল পাওয়া যায়। কলিতে দ্বারকাবাসীদিগের এবং দ্বারকাগমনকারীদিগের কৃষ্ণদর্শনে মনোরথ ধন্য হয়। দ্বারকায় কৃষ্ণসন্নিধানে যাহারা একটি মাত্রও দ্বাদশী করে, হে ভূপ! তাহাদের ফলপ্রাপ্তির কথা শ্রবণ কর। যাহারা অযুত কোটি পাপহর কৃষ্ণমুখ সন্দর্শন করে,

ধূতাপহম্‌ ॥ ১২ ॥ যৎফলং ব্রতসংযুক্তৈর্বদানৈঃ কৃষ্ণসংযুতৈঃ। যজ্ঞৈর্দ্দানৈর্ব্রতৈশ্চ দ্বারকায়াং তথৈকয়া ॥ ১৩ ॥ ক্ষীরস্নানং প্রকুর্ব্বন্তি যে নরাঃ কৃষ্ণমূর্দ্ধনি। শতাশ্বমেধজং পুণ্যং বিন্দুনা বিন্দুনা স্মৃতম্‌ ॥ ১৪ ॥ দধি ক্ষীরাদ্দশগুণং ঘৃতং দধ্নো দশোত্তরম্‌। ঘৃতাদ্দশগুণং ক্ষৌদ্রং ক্ষৌদ্রাদ্দশগুণোত্তরম্‌ ॥ ১৫ ॥ পুষ্পোদকঞ্চ রত্নোদং বর্দ্ধনঞ্চ দশোত্তরম্‌। মন্ত্রোদকঞ্চ গন্ধোদং তথৈব নৃপসত্তম ॥ ১৬ ॥ ইক্ষো রসেন স্নপনং শতবাজিমখৈঃ সমম্‌। তথৈব তীর্থনীরং স ফলং যচ্ছতি ভূমিপ ॥ ১৭ ॥ কৃষ্ণং স্নানার্দ্রগাত্রঞ্চ বস্ত্রেণ পরিমার্জ্জতি। তস্য লক্ষার্জ্জিতস্যাপি ভবেৎ পাপস্য মার্জ্জনম্‌ ॥ ১৮ ॥ স্নাপয়িত্বা জগন্নাথং পুষ্পমালাবরোহণম্‌। কুরুতে প্রতিপুষ্পন্তু স্বর্ণনিষ্কাযুতং ফলম্‌ ॥ ১৯ ॥ স্নানকালে তু দেবস্য শঙ্খাদীনাস্তু বাদনম্‌। কুরুতে ব্রহ্মলোকে তু বসতে ব্রহ্মবাসরম্‌ ॥ ২০ ॥ স্নানকালে স কৃষ্ণস্য পঠেন্নামসহস্রকম্‌। প্রত্যক্ষরং লভেৎ শ্রেষ্ঠং কপিলাগোশতোদ্ভবম্‌ ॥ ২১ ॥ ফলমেতন্মহীপাল গীতায়াঃ পরিকীর্ত্তিতম্‌। গজেন্দ্রমোক্ষণেনৈবং স্তবরাজেন কীর্ত্তিতম্‌ ॥ ২২ ॥ স্তবৈশ্চ বিকৃতৈরন্যৈঃ পঠিতৈশ্চ নরাধিপ। তোষমাপ্নোতি দেবেশঃ সর্ব্বান্‌ কামান্‌ প্রযচ্ছতি ॥ ২৩ ॥ কিং পুনর্ব্বেদপাঠস্তু স্নানকালে করোতি যঃ। তস্য যল্লভতে পুণ্যং ন জ্ঞাতং নরনায়ক ॥ ২৪ ॥ স্নানকালে চ সম্প্রাপ্তে কৃষ্ণস্যাগ্রে তু নর্ত্তনম্‌। গীতঞ্চৈব পুনস্তত্র স্তবনং বদনেন হি ॥ ২৫ ॥ স্নানকালে তু কৃষ্ণস্য জয়শব্দং করোতি যঃ। করতালসমাযুক্তং গীতনৃত্যং করোতি চ ॥ ২৬ ॥ তত্র চেষ্টাং প্রকুর্ব্বাণো হসতে জল্পতেঽপি বা। মুক্তং তেন পরং মাতৃর্যোনিযন্ত্রস্য নির্গমম্‌ ॥ ২৭ ॥ নোত্তানশায়ী ভবতি মাতুরঙ্কে নরেশ্বর। গুণান্‌ পঠতি কৃষ্ণস্য যঃ কালে স্নানকর্ম্মণঃ ॥ ২৮ ॥ চন্দনাগুরুমিশ্রেণ কুঙ্কুমেন সুগন্ধিনা। বিলেপয়তি যঃ কৃষ্ণং কর্পূরমৃগনাভিনা। কল্পং তু ভবনে বিষ্ণোর্বসতে পিতৃভিঃ সহ ॥ ২ ॥ প্রত্যেকং চন্দনাদীনামিদ্রব্যাণাং ন চান্যথা। নানাদেশসমুদ্ভূতৈঃ সুবস্ত্রৈশ্চ সুকোমলৈঃ ॥ ৩০ ॥ ধূপয়িত্বা সুগন্ধৈশ্চ যো ধূপয়তি মানবঃ। মন্বন্তরাণি বসতে তৎসংখ্যানি হরেগৃহে ॥ ৩১ ॥ স্বশক্ত্যা দেবদেবেশং ভূষণৈর্ভূষয়ন্তি

তাহারাই ধন্য, কৃতকৃত্য ও লোকপাবন। কৃষ্ণপক্ষীয় তিথিসমূহে ব্রতনিয়ম বা প্রভৃত যজ্ঞদানাদি করিলে যে ফল, দ্বারকায় একটী তিথিতেই সেই ফল হইয়া থাকে। যে সকল নর কৃষ্ণমস্তকে ক্ষীরস্নান করায়, তাহাদের প্রত্যেক বিন্দুতে দশাশ্বমেধজন্য পুণ্য হইয়া থাকে। ক্ষীরস্নান হইতে দধি দ্বারা স্নান, দশগুণ অধিক ফলদায়ক। এইরূপে দধি হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে মধু, মধু হইতে পুষ্পোদক, তাহা হইতে রত্নোদক, রত্নোদক হইতে মন্ত্রোদক এবং মন্ত্রোদক হইতে গন্ধোদক দ্বারা স্নান উত্তরোত্তর দশদশগুণ অধিক ফলপ্রদ। ইক্ষুরসে স্নান করাইলে শতাশ্বমেধসমফল, আর তীর্থনীর দ্বারা স্নান করাইলেও সেই ফল প্রদান করিয়া থাকে। হে ভূপ! স্নানান্তে আর্দ্রগাত্রে শ্রীকৃষ্ণকে যে জন বস্ত্র দ্বারা পরিমার্জ্জন করে, তাহার পুরার্জ্জিত পাপ মার্জ্জিত হইয়া যায়। যে নর জগন্নাথকে স্নান করাইয়া পুষ্পমালা পরাইয়া দেয়, ঐ মালার প্রত্যেক পুষ্পে তাহার স্বর্ণনিষ্কাযুত দানের ফল লাভ হয়। কৃষ্ণ দেবের স্নানকালে যে নর শঙ্খাদি বাদন করে, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মদিনাবধি তাহার বাস হয়। স্নানকালে কৃষ্ণের সহস্র নাম পাঠ করিলে প্রত্যেক স্বাক্ষরে শত কপিলা দানের ফল লাভ হয়। হে মহীপাল! এই ফল গীতা পাঠে এবং গজেন্দ্রমোক্ষণস্তবরাজ পাঠেও কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন ঋষিকৃত অন্য যে সকল স্তব আছে, স্নানকালে তাহা পাঠ করিলেও দেবেশ প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বকাম প্রদান করিয়া থাকেন। স্নানকালে বেদপাঠ করিলে যে ফল হয়, তাহা আর বলিব কি? তাহার যে পুণ্য হয়, হে নরনায়ক! তাহা আমি জ্ঞাত নহি। কৃষ্ণের স্নানকালে যে নর কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য, গীত, স্তবপাঠ, জয়শব্দ, সকরতাল গীত-নৃত্য-হাস্য, ও বিবিধ হৃষ্টচেষ্টাসহকারে জল্পনা করে, সে জননীযোনিযন্ত্র-নির্গম হইতে মুক্তি লাভ করে; তাহাকে আর মাতৃক্রোড়ে উত্তানশায়ী হইতে হয় না। যে নর শ্রীকৃষ্ণের স্নানদানে তদীয় গুণানুবাদ কীর্ত্তন করে; কর্পূর, মৃগনাভি, চন্দন, অগুরু, সুগন্ধি ও কুঙ্কুম তদীয় গাত্রে লেপন করে, কল্পকাল যাবৎ তদীয় পিতৃগণ সহ তাঁহার বিষ্ণুভবনে বাস হয়। ১—২৯। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন! ঐ সকল চন্দনাদি স্নানদ্রব্যের প্রত্যেকটীতেই পূর্ব্বোক্ত ফল হইয়া থাকে। যে মানব নানাদেশ-সমুদ্ভূত সুকোমল সুবস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকে দান করে, এবং সুগন্ধ দ্রব্যে ধূপিত করে, অসংখ্য মন্বন্তর কাল তাহার হরিগৃহে বাস হয়। যাহারা স্বীয় সামর্থ্যানুসারে দেবদেবকে অনুপম হেম ও

৮। হেমজৈরতুলৈঃ শুভ্রৈর্মণিজৈশ্চ সুশোভনৈঃ॥ ৩২॥ তেষাং ফলং মহারাজ রুদ্রাশ্চ বাসবাদয়ঃ। ৩৩॥ জানন্তি মুনয়ো নৈব বর্জ্জয়িত্বা তু মাধবম্। যেঽর্চ্চয়ন্তি জগন্নাথং কৃষ্ণং কলিমলাপহম্। কেতকী-তুলসীপত্রৈঃ পুষ্পৈর্মালতিসম্ভবৈঃ॥ ৩৪॥ তদ্দেশ-সম্ভবৈশ্চান্যৈর্ভূরিভিঃ কুসুমৈর্নৃপ। একৈকং নৃপ-শার্দ্দূল রাজসূয়সমং স্মৃতম্॥ ৩৫॥ যে কুর্ব্বন্তি নরাঃ পূজাং স্বশক্ত্যা রুক্মিণীপতেঃ। ক্রীড়ন্তি বিষ্ণুলোকে তে মন্বন্তরশতং নরাঃ॥ ৩৬॥ যঃ পুনস্তুলসীপত্রৈঃ কোমলমঞ্জরীযুতৈঃ। পূজয়েচ্ছ্রদ্ধয়া যস্তু কৃষ্ণং দেবকিনন্দনম্॥ ৩৭॥ যা গতির্যোগ-যুক্তানাং যা গতির্যোগশালিনাম্। যা গতির্দান-শীলানাং যা গতিস্তীর্থসেবিনাম্॥ ৩৮॥ যা গতির্মাতৃভক্তানাং দ্বাদশীং বেধবর্জ্জিতাম্। কুর্ব্বতাং জাগরং বিষ্ণোর্নৃত্যতাং গায়তাং ফলম্॥ ৩৯॥ বৈষ্ণবানান্তু ভক্তানাং যৎফলং বেদবাদিনাম্। পঠতাং বৈষ্ণবং শাস্ত্রং বৈষ্ণবানাস্তু যচ্ছতাম্॥ ৪০॥ তুলসীমালয়া কৃষ্ণঃ পূজিতো রুক্মিণীপতিঃ। ফল-মেতন্মহীপাল যচ্ছতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৪১॥ যথা লক্ষ্মীঃ প্রিয়া বিষ্ণোস্তুলসী চ ততোঽধিকা। দ্বার-কায়াং সমুৎপন্না বিশেষেণ ফলাধিকা॥ ৪২॥ যত্র তত্র স্থিতো বিষ্ণুস্তুলসীদলমালয়া। পূজিতো দ্বারকাতুল্যং পুণ্যং স যচ্ছতে কলৌ॥ ৪৩॥ যো-ঽর্চ্চয়েৎ কেতকীপত্রৈঃ কৃষ্ণং কলিমলাপহম্। পত্রে পত্রেঽশ্বমেধস্য ফলং যচ্ছতি ভূভুজ॥ ৪৪॥ যো-ঽর্চ্চয়েন্মালতীপুষ্পৈঃ কৃষ্ণং ত্রিভুবনেশ্বরম্। তেনাপ্তং নাস্তি সন্দেহো যৎফলং দুর্লভং হরেঃ॥ ৪৫॥ ঋতুকালোদ্ভবৈঃ পুষ্পৈর্যোঽর্চ্চয়েদ্রুক্মিণীপতিম্ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি দুর্লভান্ দেবমানুষৈঃ॥ ৪৬॥ কৃষ্ণেনাগুরুণা কৃষ্ণং ধূপয়ন্তি কলৌ যুগে। সকর্পূ-রেণ রাজেন্দ্র কৃষ্ণতুল্যা ভবন্তি তে॥ ৪৭॥ সাজ্যেন গুগ্গুলেনাপি সুগন্ধেন জনার্দ্দনম্। ধূপয়িত্বা নরো যাতি পদং ভূয়ঃ সদা শিবম্॥ ৪৮॥ যো দদাতি মহীপাল কৃষ্ণস্যাগ্রে তু দীপকম্। পাতকং তু সমুৎসৃজ্য জ্যোতীরূপং লভেৎ পদম্॥ ৪৯॥ দ্বারে কৃষ্ণস্য যো নিত্যং দীপমালাং করোতি হি। সপ্তদ্বীপবতীরাজ্যং দীপেদীপে ফলং লভেৎ॥ ৫০॥ নৈবেদ্যানি মনোজ্ঞানি কৃষ্ণায় বিনি-বেদয়েৎ। কল্পান্তং তৎপিতৃণাং হি তৃপ্তির্ভবতি শাশ্বতী॥ ৫১॥ ফলানি যচ্ছতে যো বৈ সুহৃদ্যানি নরেশ্বর। জায়তে তস্য কল্পান্তে সফ-লাস্তু মনোরথাঃ॥ ৫২॥ তাম্বূলস্তু তু সকর্পূরং

শুভ্রসুন্দর মণিমাণিক্যভূষণে ভূষিত করে, মহারাজ! তাহাদের যে ফল হয়, তাহা ইন্দ্রাদি দেবগণ, রুদ্র-গণ এবং মুনিগণও জানেন না; একমাত্র মাধবই তাহা বিদিত আছেন। যাহারা কলিকল্মষাপহ জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণকে তুলসীপত্র, কেতকী, মালতী, এবং তদ্দেশীয় অন্য বহু পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করে, তাহাদের প্রদত্ত এক একটী পুষ্পে রাজসূয়সম ফল লাভ হয়। যে সকল নর স্বীয় সামর্থ্যানুসারে রুক্মিণীপতির পূজা করে, তাহারা শত মন্বন্তর কাল বিষ্ণুলোকে ক্রীড়া করিয়া থাকে। যে নর শ্রদ্ধার সহিত দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে কোমলমঞ্জরীযুত তুলসী-পত্র দ্বারা পূজা করে, যোগী, যোগসেবী, দানশীল, তীর্থসেবী, মাতৃভক্ত, বেধবর্জ্জিত দ্বাদশীতে বিষ্ণুর সমক্ষে নৃত্যগীত ও জাগরণকারী, বেদ-বাদী ভক্ত বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রপ্রদায়ীদিগের যে যে ফল হয়, তুলসীমালায় রুক্মিণীসহ কৃষ্ণ পূজিত হইয়াও তাহাকে সেই সেই ফল প্রদান করিয়া থাকেন। লক্ষ্মী বিষ্ণুর প্রিয়া; কিন্তু তুলসী বিশেষতঃ দ্বারকোৎপন্ন তুলসী তাঁহার ততোঽধিকা প্রিয়া; সুতরাং উহা ফলাধিকা। বিষ্ণু যে যেখানেই থাকুন, কলিতে তুলসীমালায় পূজিত হইয়া দ্বারকাবাস তুল্য ফল প্রদান করেন। যে নর কলিমলাপহ কৃষ্ণকে কেতকীপত্রদলরাজি দ্বারা পূজা করে, কেতকীর প্রতি পত্রে তাহার অশ্ব-মেধফলাবাপ্তি হয়। মালতীপুষ্পে ভুবনপতি শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলে নিশ্চয়ই দুর্লভফল লব্ধ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সকল ঋতুর সকল প্রকার কুসুমদ্বারা কৃষ্ণার্চ্চনা করে, দেবমানুষদুর্লভ ফল তাহার অধিগত হয়। কলিতে কৃষ্ণকে যাহারা সকর্পূর, অগুরু দ্বারা ধূপিত করে, তাহারা কৃষ্ণতুল্য হয়। সঘৃত সুগন্ধ গুগ্গুল দ্বারা জনার্দ্দনকে ধূপিত করিলে নর নিত্য মঙ্গলপদ লাভ করে। কৃষ্ণ-সম্মুখে দীপদান করিলে লোক পাতকমুক্ত হইয়া জ্যোতিঃস্বরূপ পদ প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণের দ্বারে যে নর নিত্য দীপমালা প্রদান করে, প্রত্যেক দীপে সপ্তদ্বীপ বতী পৃথ্বীরাজ্যফল লাভ হইয়া থাকে। ৩০—৫০। কৃষ্ণকে মনোজ্ঞ নৈবেদ্য সকল নিবেদন করিলে কল্পান্ত পর্য্যন্ত পিতৃগণের শাশ্বতী তৃপ্তি হয়। যে নর হৃদ্য ফল সকল দান করে, কল্পান্তাবধি তাহার মনোরথ সফল হয়। যে জন সকর্পূর তাম্বূল

সপুগং নরনায়ক। কৃষ্ণায় যচ্ছতে যো বৈ পদং তস্যাগ্নিদৈবতম্ ॥ ৫৩ ॥ সনীরং কর্পূরোপেতং কুম্ভং কৃষ্ণাগ্রতো ন্যসেৎ। কল্পান্তে ন জলাপেক্ষাং কুর্ব্বন্তি চ পিতামহাঃ ॥ ৫৪ ॥ ব্যজনেনাথ বস্ত্রেণ সুভক্ত্যা মাতরিশ্বনা। দেবদেবস্য রাজেন্দ্র কুরুতে ঘর্ম্মবারণম্ ॥ ৫৫ ॥ তৎকুলে নাস্তি পাপিষ্ঠো ন চ লোকে যমস্য চ। বায়ুলোকান্মহীপাল ন পুনর্ব্বিদ্যতে গতিঃ ॥ ৫৬ ॥ কৃষ্ণবেশ্মনি যঃ কুর্য্যাৎ সধূপং পুষ্পমণ্ডপম্। সপুষ্পকবিমানৈস্তু ক্রীড়তে কোটির্ভির্দিবি ॥ ৫৭ ॥ চলচ্চামরবাতেন কৃষ্ণং যস্তোষয়েন্নরঃ। তস্যোত্তমাঙ্গং দেবেশশ্চুম্বতে স্বমুখেন হি ॥ ৫৮ ॥ যঃ কুর্য্যাৎ কৃষ্ণভবনং কদলীস্তম্ভশোভিতম্। স বসত্যর্কলোকে তু যাবদ্বসতি মেদিনী ॥ ৫৯ ॥ ধূপং চন্দনমালাং তু কুরুতে কৃষ্ণসদ্মনি। দেবকন্যাযুতৈর্লক্ষৈঃ সেব্যতে সুরনায়কৈঃ ॥ ৬০ ॥ ধ্বজমারোপয়েদ্ যস্তু প্রাসাদোপরি ভক্তিতঃ। তস্য ব্রহ্মপদে বাসঃ ক্রীড়তে ব্রহ্মণা সহ ॥ ৬১ ॥ প্রাঙ্গণং বর্ণকোপেতং স্বস্তিকৈশ্চ সমন্বিতৈঃ। দেবদেবস্য কুরুতে ক্রীড়তে ভুবনত্রয়ে ॥ ৬২ ॥ যো দদ্যান্মণ্ডপে পুষ্পপ্রকরং রুক্মিণীপতেঃ। দেবোদ্যানেষু সর্ব্বেষু ক্রীড়তে নরনায়কৈঃ ॥ ৬৩ ॥ প্রাসাদে দেবদেবস্য চিত্রকর্ম্ম করোতি যঃ। বসতে রুদ্রলোকে তু যাবত্তিষ্ঠন্তি সাগরাঃ ॥ ৬৪ ॥ দদ্যাচ্চন্দ্রাতপং যস্তু কৃষ্ণোপরি নরেশ্বর। বসতে দ্বারকাং যাবৎ সোমলোকে স তিষ্ঠতি ॥ ৬৫ ॥ ছত্রং বহুশলাকং তু কিঙ্কিণীবস্ত্রগুণ্ঠিতম্। দিব্যরত্নৈশ্চ সংযুক্তং হেমদণ্ডসমন্বিতম্ ॥ ৬৬ ॥ সমর্পয়তি কৃষ্ণায় ছত্রং লক্ষার্ব্বুদৈর্বৃতম্। অমরৈঃ সহিতঃ সর্ব্বৈঃ ক্রীড়তে পিতৃভিঃ সহ ॥ ৬৭ ॥ দদ্যান্নরবিমানং তু কৃষ্ণায় নরনায়ক। সৎকৃতো ধনদেনৈব বসতে ব্রহ্মবাসরম্ ॥ ৬৮ ॥ কৃত্বা পূজাদিকং ভূপ জলস্তং কৃষ্ণমূর্দ্ধনি। আরার্ত্তিকং প্রকুর্ব্বাণো মোদতে কৃষ্ণসন্নিধৌ ॥ ৬৯ ॥ দীপ্তিমন্তং সকর্পূরং করোত্যারার্ত্তিকং নৃপ। কৃষ্ণস্য বসতে লোকে সপ্তকল্পানি মানবঃ ॥ ৭০ ॥ ধৃত্বা শঙ্খোদকং যস্তু ভ্রাময়েৎ কেশবোপরি। সন্নিধৌ বসতে বিষ্ণোঃ কল্পান্তং ক্ষীরসাগরে ॥ ৭১ ॥ এবং কৃত্বা তু কৃষ্ণস্য যঃ করোতি প্রদক্ষিণাম্। পঠেন্নামসহস্রং তু স্তবমন্যং পঠেন্নৃপ। সপ্তদ্বীপবতীপুণ্যং লভতে তু পদে পদে ॥ ৭২ ॥ কুর্য্যাদ্দণ্ডনমস্কারমশ্বমেধাযুতৈঃ সমম্। কৃষ্ণং সন্তোষয়েদ্ যস্তু সুগীতৈর্মধুরৈঃ স্বরৈঃ। সামবেদফলং

কৃষ্ণকে প্রদান করে, তাহার অগ্নিদৈবত পদ লাভ হয়। সনীর কর্পূরোপেত কুম্ভ কৃষ্ণাগ্রে স্থাপন করিলে পিতামহগণ কল্পান্তেও জলাপেক্ষা করেন না। বস্ত্র ব্যজনবায়ু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ঘর্ম্মনিবারণ করিলে কুলে পাপিষ্ঠ জন্মে না; যমলোকের ভয় থাকে না, এবং বায়ুলোকে অপুনরাবৃত্তি গতি হয়। যে জন কৃষ্ণমন্দিরে সধূপ পুষ্পমণ্ডপ করে, সে কোটি বৎসর ব্যাপিয়া পুষ্পক বিমানযোগে স্বর্গবিহার করে। যে মানব চামরবাত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে তোষিত করে, শ্রীকৃষ্ণ স্বমুখ দ্বারা তাহার মস্তক চুম্বন করেন। যে জন কৃষ্ণভবন কদলীস্তম্ভশোভিত করে, সে যাবৎ মেদিনী, অর্কলোকে বাস করে। যে জন কৃষ্ণমন্দিরে ধূপ ও চন্দনমালা প্রদান করে, দেবকন্যাযুত লক্ষ সুরনায়ক তাহার সেবা করিয়া থাকে। কৃষ্ণপ্রাসাদোপরি ধ্বজারোপ করিলে ব্রহ্মপদে বাস হয় এবং তাঁহার সহিত ক্রীড়া করা যায়। স্বস্তিকোপেত বর্ণক দ্বারা কৃষ্ণপ্রাঙ্গণ চিত্রিত করিলে ত্রিভুবনে ক্রীড়া করিতে পারা যায়। যে জন রুক্মিণীপতির মণ্ডপে পুষ্পনিচয় দান করে, সে নরনায়কগণের সহিত দেবোদ্যানে ক্রীড়া করিয়া থাকে। যে জন দেবদেবের প্রাসাদে চিত্রকর্ম্ম করে, সাগরসত্তাকাল পর্য্যন্ত তাহার রুদ্রলোকে বাস হয়। ৫১—৬৪। কৃষ্ণোপরি চন্দ্রাতপ প্রদান করিলে, দ্বারকার স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সোমলোকে বসতি হয়। বহুশলাক কিঙ্কিণীবস্ত্রগুণ্ঠিত-দিব্যরত্নমণ্ডিত হেমদণ্ড ছত্র শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলে দেব-পিতৃগণের সহিত ক্রীড়া করিতে পারা যায়। নর শ্রীকৃষ্ণকে বিমান দান করিলে ব্রহ্মবাসর পর্য্যন্ত ধনদ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া বাস করে। পূজা করিয়া কৃষ্ণের মস্তকে আরাত্রিক করিলে কৃষ্ণসমীপে বিহার করিয়া থাকে। সকর্পূর সুদীপ্ত আরাত্রিক করিলে সপ্তকল্প পর্য্যন্ত মানব কৃষ্ণলোকে বাস করিয়া থাকে। শঙ্খোদক লইয়া যে জন কৃষ্ণোপরি ভ্রমণ করায়, কল্পান্ত পর্য্যন্ত ক্ষীরসাগরে বিষ্ণুসমীপে তাহার বাস হয়। এইরূপ করিয়া যে ব্যক্তি কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করে এবং তাঁহার সহস্র নাম বা অন্য কোন স্তব পাঠ করে, তাহার পদে পদে সপ্তদ্বীপবতী পৃথ্বীদানের ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কৃষ্ণকে দণ্ডবৎ নমস্কার করে, তাহার অযুত অশ্বমেধসম ফললাভ হয়। সুগীত মধুর স্বরে কৃষ্ণের সন্তোষ

তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৩॥ যো নৃত্যতি প্রহৃষ্টাত্মা ভাবৈর্বহু সুভক্তিতঃ। স নির্দ্দহতি পাপানি মন্বন্তরকৃতান্যপি ॥ ৭৪॥ যঃ কৃষ্ণাগ্রে মহাভক্ত্যা কুর্য্যাৎ পুস্তকবাচনম্। প্রত্যক্ষরং লভেৎ পুণ্যং কপিলাশতদানজম্ ॥ ৭৫॥ ঋগ্‌যজুঃসামভির্ব্বাগ্‌ভিঃ কৃষ্ণং সন্তোষয়ন্তি যে। কল্পান্তং ব্রহ্মলোকে তু তে বসন্তি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭৬॥ যোগশাস্ত্রাণি বেদান্তান্ পুরাণং কৃষ্ণসন্নিধৌ। পঠন্তি রবিবিম্বং তে ভিত্বা যান্তি হরের্লয়ম্ ॥ ৭৭॥ গীতা নামসহস্রং তু স্তবরাজো হ্যনুস্মৃতিঃ। গজেন্দ্রমোক্ষণং চৈব কৃষ্ণস্যাতীব বল্লভম্ ॥ ৭৮॥ শ্রীমদ্ভাগবতং যস্তু পঠতে কৃষ্ণসন্নিধৌ। কুলকোটিশতৈর্যুক্তঃ ক্রীড়তে যোগিভিঃ সদা ॥ ৭৯॥ যঃ পঠেদ্রামচরিতং ভারতং ব্যাসভাষিতম্। পুরাণানি মহীপাল প্রাপ্নো মুক্তিং ন সংশয়ঃ ॥ ৮০॥ দ্বাদশীবাসরে প্রাপ্ত এবং কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ। গীতাদ্যৈঃ শতসাহস্রং পুণ্যং যচ্ছতি কেশবঃ ॥ ৮১॥ জাগরে কোটিগুণিতং পুণ্যং ভবতি ভূমিপ। বসতাং দ্বারকাবাসাৎ প্রত্যহং লভতে ফলম্ ॥ ৮২॥ গোমতীনীরপূতানাং কৃষ্ণবক্ত্রাবলোকিনাম্। দর্শনাৎ পাতকং তেষাং যাতি বর্ষশতার্জ্জিতম্ ॥ ৮৩॥ ধন্যাস্তে মানুষে লোকে গোমত্যুদধিসঙ্গমে। তর্পয়ন্তি পিতৄন্ দেবান্ গত্বা দ্বারবতীং কলৌ ॥ ৮৪॥ গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গায়াং কুরুজাঙ্গলে। প্রভাসে শুক্লতীর্থে চ শ্রীস্থলে পুষ্করেঽপি চ ॥ ৮৫॥ স্নানেন পিণ্ডদানেন পিতৄণাং তর্পণে কৃতে। তৃপ্তির্ভবতি ভূপাল তথা গোমতিদর্শনাৎ ॥ ৮৬॥ যোজনৈর্বহুভিস্তিষ্ঠন্ গোমতীতি চ যো বদেৎ। চান্দ্রায়ণসহস্রস্য ফলমাপ্নোতি যত্নতঃ ॥ ৮৭॥ ধন্যা দ্বারবতী লোকে বহতে যত্র গোমতী। স্বয়ং তু তিষ্ঠতে যত্র নিত্যং রুক্মিণিবল্লভঃ ॥ ৮৮॥ ন স্নাতা গোমতীতীরে কলৌ পাপেন মোহিতাঃ। ভবিষ্যতি কথং তেষাং পাপবন্ধস্য সংক্ষয়ঃ ॥ ৮৯॥ নির্ম্মিতা স্বর্গনিঃশ্রেণী কলৌ কৃষ্ণেন গোমতী। মনসঃ প্রীতিজননী জন্তূনাং নরসত্তম ॥ ৯০॥ ন দৃশ্যং স্বর্গসোপানং দৃশ্যতে গোমতীসমম্। সুখদং পাপিনাং পুংসাং স্নানমাত্রেণ মোক্ষদম্ ॥ ৯১॥ গোমতীনীরসংযুক্তো যত্র গর্জ্জতি সাগরঃ। তত্র গচ্ছেন্নরব্যাঘ্র কৃষ্ণস্তিষ্ঠতি যত্র বৈ ॥ ৯২॥ যত্র চক্রাঙ্কিতশিলা গোমত্যুদধিনিঃসৃতাঃ। যচ্ছন্তি

জন্মাইলে সামবেদ পাঠফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে নর হৃষ্টচিত্তে কৃষ্ণপ্রান্তে নৃত্য করে, সে মন্বন্তরকৃত পাপ সকলও দগ্ধ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মহাভক্তি করিয়া কৃষ্ণাগ্রে পুস্তকবাচন করে, পুস্তকের প্রতি অক্ষরে তাহার শত কপিলাদানের ফল হয়। যাহারা ঋক্ যজু ও সাম বাক্যে কৃষ্ণের সন্তোষ জন্মায়, কল্পান্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে তাহাদের বাস হইয়া থাকে। যাহার কৃষ্ণসম্মুখে যোগশাস্ত্র, বেদান্ত ও পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠ করে, রবিবিম্ব ভেদ করিয়া তাহারা হরিনিলয়ে উপনীত হইয়া থাকে। গীতা, সহস্রনাম, উত্তম স্তব, অনুস্মরণ ও গজেন্দ্রমোক্ষণবিবরণ এই সকল কৃষ্ণের পরম প্রিয়। যে ব্যক্তি কৃষ্ণসন্নিধানে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করে, সে তাহার শতকোটি কুলে অন্বিত হইয়া সতত যোগিগণ সহ ক্রীড়া করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি রামায়ণ, ব্যাসভাষিত মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ কৃষ্ণসমক্ষে পাঠ করে, তাহার মুক্তিপ্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই। যে সকল নর দ্বাদশী তিথিতে উল্লিখিত কার্য্যাবলীর অনুষ্ঠান বা গীতাদি গ্রন্থ পাঠ করে, কেশব তাহাকে শতসহস্রগুণ পুণ্যফল প্রদান করেন। তাঁহার সমক্ষে জাগরণ করিলে কোটিগুণ পুণ্য লাভ হয়। দ্বারকাবাসী গোমতীজলপূত কৃষ্ণমুখপ্রেক্ষীদিগের দর্শন মাত্রেই শতবর্ষার্জ্জিত পাপ নষ্ট হয়। যাহারা দ্বারাবতীতে গিয়া গোমতীসাগরসঙ্গমের জল দ্বারা পিতৃদেবগণকে তর্পণ করে, এই মনুষ্যলোকে তাহারাই ধন্য ।৬৫—৮৪। গঙ্গাদ্বারে, প্রয়াগে, কুরুজাঙ্গলে, প্রভাসে, শুক্লতীর্থে, শ্রীস্থলে, পুষ্করে, স্নান, পিণ্ডদান ও তর্পণ করিলেই পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তি হয়; এমন কি গোমতীর দর্শনেও ঐরূপ তৃপ্তি ঘটে। যে ব্যক্তি বহু যোজন দূরে থাকিয়াও গোমতী নাম উচ্চারণ করে, তাহার সহস্র চান্দ্রায়ণফল লাভ হইয়া থাকে। জগতে দ্বারাবতী ধন্যা—যথায় সেই গোমতী প্রবহমাণা, তথায় নিত্যই রুক্মিণীবল্লভ অবস্থিত! কলিতে পাপমোহিত ব্যক্তিগণই গোমতীতে স্নান করে না; সুতরাং তাহাদের পাপবন্ধন মোচন হইবে কিরূপে? কৃষ্ণ কলিতে গোমতীরূপ স্বর্গসোপান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই গোমতী জন্তুগণের মনঃপ্রীতি জননী। গোমতীসম স্বর্গসোপান দেখা যায় না। ইহা স্নানমাত্রে পাপিগণের সুখ-মোক্ষপ্রদ। সাগর গোমতীনীরসংযুক্ত হইয়া যেখানে গর্জ্জন করে, যেখানে কৃষ্ণ বিরাজিত, মানব সেইখানে গমন

পূজিতা মোক্ষং তাং পুরীং কো ন সেবতে। ৯৩। যত্র চক্রাঙ্কিতা মৃৎস্না তিষ্ঠতে নির্ম্মলা নৃপ। কলৌ পাপবিনাশার্থং তাং পুরীং কো ন সেবতে। ৯৪। অপ্রধৃষ্যা পুরা লোকে দৈত্যদানবরক্ষসাম্। শরণ্যা দেবতাদীনাং পুরীং তাং কো ন সেবতে। ৯৫। ত্যজতে যাং কলৌ নৈব কৃষ্ণো দেবকিনন্দনঃ। কর্ম্মণা মনসা বাচা তাং পুরীং কো ন সেবতে। ৯৬। মার্কণ্ডেয় উবাচ। শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশিনীম্। যাং শ্রুত্বা মুচ্যতে নূনং দুঃখসংসারবন্ধনাৎ। ৯৭। অবন্তীবিষয়ে পূর্ব্বং ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ। চন্দ্রশর্ম্মেতি বিখ্যাতঃ শিব ভক্তঃ সদা নৃপ। ৯৮। মনসা কর্ম্মণা বাচা নান্যং ধ্যাতি সদাশিবাৎ। শৈবাদ্ব্রতাদ্ব্রতং নান্যৎ করোতি চ নরাধিপ। ৯৯। নোপবাসং হরিদিনে কুরুতে ন ব্রতং হরেঃ। বিনা চতুর্দ্দশীং রাজন্নান্য-দেবসমুদ্ভবম্। ১০০। যত্রযত্র শিবক্ষেত্রং যত্র তীর্থন্তু শাঙ্করম্। তত্র গচ্ছতি রাজেন্দ্র বৈষ্ণবং নৈব গচ্ছতি। ১০১। প্রতিবর্ষং তু কুরুতে সোমনাথস্য দর্শনম্। ন জগাতি বিশেষেণ সোমপর্ব্ব নরেশ্বর। ১০২। এবং প্রকুর্ব্বতস্তস্য বর্ষাণি নবসপ্ততিঃ। গতানি কিল রাজেন্দ্র সমভক্তিং প্রকুর্ব্বতঃ। ১০৩। কদাচিৎ সোম-পর্ব্বণ্যাগতে সোমপনায়কম্। নানাদেশান্মহীপাল হ্যসংখ্যাতাশ্চ মানবাঃ। ১০৪। গতাঃ কৃষ্ণপুরীং সর্ব্বে দৃষ্ট্বা সোমেশ্বরং প্রভুম্। আহূতস্তৈশ্চন্দ্র-শর্ম্মা ন গতো দ্বারকাং পুরীম্। ১০৫। শিবক্ষেত্রাৎ পরং তীর্থং নাহং মন্যে জগত্রয়ে। নান্যদেবো ময়া জ্ঞাত ঈশ্বরাদ্দেবনায়কাৎ। ১০৬। বিনাস্তে চন্দ্র-শর্ম্মাণং গতাস্তে দ্বারকাং পুরীম্। ১০৭। অন্য-স্মিন্ দিবসে রাজন্ গচ্ছতঃ স্বগৃহং প্রতি। চক্রুস্তে দর্শনং স্বপ্নে চন্দ্রশর্ম্মপিতামহাঃ। ১০৮। প্রেতভূত মহাকায়াঃ ক্ষুৎক্ষামাশ্চৈব ভীষণাঃ। দৃষ্ট্বা স্বপ্নং মহারৌদ্রং ভীতোঽহসৌ চ প্রকম্পিতঃ। ১০৯। চন্দ্রশর্ম্মোবাচ। কে যূয়ং বিকৃতাকারা জন্তুনাং চ ভয়ানকাঃ। পৃথ্বীসমুদ্ভবা জীবা ন দৃষ্টা ন শ্রুতা ময়া। ১১০। প্রেতা ঊচুঃ। মা ভয়ং কুরু বিপ্রেন্দ্র তব পূর্ব্বপিতামহাঃ। আগতাস্ত্বৎসমীপে তু মহা-দুঃখেন পীড়িতাঃ। ১১১। চন্দ্রশর্ম্মোবাচ। ইষ্টং দত্তং তপস্তপ্তং ভবদ্ভির্ম্মৎপিতামহৈঃ। প্রেতত্বে

করিবে। যেখানে গোমতী ও উদধি হইতে নিঃসৃত চক্রাঙ্কিত শিলা পূজিত হইয়া মোক্ষ প্রদান করে, কলিতে পাপবিনাশের নিমিত্ত যেখানে চক্রাঙ্কিত নির্ম্মল মৃৎস্না বিদ্যমান, পূর্ব্বে যাহা দৈত্য-দানব রাক্ষসের অপ্রধৃষ্য ও দেবতাদিগের শরণ্য ছিল, দেবকীনন্দন কৃষ্ণ কলিতে কায়মনোবাক্যে যাহা পরিত্যাগ করেন না, কে না তাদৃশ পুরীর সেবা করিবে? মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! যাহা শুনিলে দুঃখ ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি হয়, সেই পাপনাশিনী কথা শ্রবণ করুন; আমি বলিতেছি। পূর্ব্বে অবন্তীনগরে চন্দ্রশর্ম্মা নামক এক বেদপারগ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পরম শিব-ভক্ত ছিলেন; সদাশিব ব্যতীত অন্য কোন দেবতাকেই কায়মনোবাক্যে ভজনা করিতেন না। শৈব ব্রত ভিন্ন অপর ব্রতও তৎকর্ত্তৃক কদাচ অনুষ্ঠিত হইত না। একমাত্র শিবচতুর্দ্দশীব্রত ব্যতি-রেকে তিনি হরিবাসরোপবাস, হরিব্রত বা অন্য কোন দেবসম্বন্ধীয় ব্রত তিনি কদাপি করিতেন না। যেখানে যেখানে শিবক্ষেত্র, শিবতীর্থ আছে, সেই সেই স্থানেই তিনি গমন করিতেন। বৈষ্ণব ক্ষেত্রে কদাচ গমন করিতেন না। প্রতিবৎসরই তিনি সোমনাথদর্শনে যাইতেন; কখন সোম-পর্ব্ব অতিক্রম করিতেন না। রাজন্! এই রূপে তাঁহার নবসপ্ততি বৎসর অতীত হইলে কদাচিৎ সোমপর্ব্ব আগত হওয়ায় নানা দেশ হইতে অসংখ্য মানব সোম সোমনাথে গমন করিয়া সোমেশ্বর দর্শ-নের পর কৃষ্ণপুরী দ্বারকায় গমন করেন। তাহারা গমনকালে সমভিব্যাহারী চন্দ্রশর্ম্মাকে আহ্বান করিলে তিনি দ্বারকায় গমন করিলেন না; বলিলেন, শিবক্ষেত্র হইতে উৎকৃষ্ট তীর্থ এবং শিব হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা ত্রিজগতে আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। চন্দ্রশর্ম্মা এই কথা বলিলে সঙ্গী জনগণ দ্বারকাপুরীতে গমন করিল। এদিকে চন্দ্রশর্ম্মা গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পরদিন রাত্রিতে প্রেতভূত মহাকায় ক্ষুৎক্ষাম অতি ভীষণ স্বীয় পিতৃগণকে স্বপ্নে দর্শন করিলেন। তিনি এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—কে তোমরা বিকৃতাকার জন্তুগণের ভয়প্রদ, পৃথিবীতে তোমাদের মত জীব আমি কখন দেখিও নাই, শুনিও নাই?৮২—১১০। প্রেতগণ বলিল,—হে বিপ্রেন্দ্র! ভয় পাইও না; আমরা তোমার পূর্ব্বপিতামহ; মহা-দুঃখে পীড়িত হইয়া আমরা ত্বৎসমীপে আগমন করিয়াছি। চন্দ্রশর্ম্মা বলিলেন;—আপনারা আমার পিতামহ; আপনারা দান, যজ্ঞ, তপস্যাদি সমুদয়ই

কারণং যৎ ত্বাভবতাং বিস্ময়ো মম ॥ ১১২ ॥ প্রেতা ঊচুঃ। শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামঃ প্রেতযোনেস্তু কারণম্। বাসরং বাসুদেবস্ত সদা বিদ্ধং কৃতং পুরা ॥ ১১৩ ॥ প্রেতত্বং তেন সম্প্রাপ্তম স্মাভিঃ শৃণু পুত্রক। বিশেষেণ কৃতং রাত্রৌ বিদ্ধং জাগরণং হরেঃ ॥ ১১৪ ॥ পতনং নরকে ঘোরে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। * ত্বয়া সহ ন সন্দেহো যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ১১৫ ॥ চন্দ্রশর্ম্মোবাচ। হরিভক্তিবিহীনানাং দ্বাদশীব্রতবর্জ্জিনাম্। নাশং ন যাতি প্রেতত্বং পূজতৈঃ শঙ্করাদিভিঃ ॥ ১১৬ ॥ ন বা সন্তোষিতো দেবো ভক্ত্যা ত্রিপুরনাশনঃ। প্রদাস্যতি গতিং নূনং প্রেতত্বং ন গমিষ্যতি ॥ ১১৭ ॥ প্রেতা ঊচুঃ। প্রায়শ্চিত্তং বিনা পুত্র দ্বাদশীবেধসম্ভবম্। আপন্ন গচ্ছতে নূনং প্রেতত্বং নৈব গচ্ছতি ॥ ১১৮ ॥ প্রায়শ্চিত্তী সদা পুত্র পূজয়ানোঽপি শঙ্করম্। বিনা কেশবপূজাভিঃ পাপং ভজতি গোবধম্ ॥ ১১৯ ॥ প্রথমং কেশবঃ পূজ্যঃ পশ্চাদ্দেবো মহেশ্বরঃ। পূজনীয়াশ্চ ভক্ত্যা বৈ যাশ্চান্যাঃ সন্তি দেবতাঃ ॥ ১২০ ॥ মূলাচ্ছাখাঃ প্রশাখাশ্চ ভবন্তি বহুশস্ততঃ। বাসুদেবাৎ সমুদ্ভূতং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ১২১ ॥ তস্মান্মূলং পরিত্যজ্য শাখাং নৈবার্চ্চয়েদ্ বুধঃ। বিশেষেণ জগন্নাথং ত্রৈলোক্যাধিপতিং হরিম্ ॥ ১২২ ॥ তদ্দিনে যে প্রকুর্ব্বন্তি সম্যগ্‌বেধেন শোভিতম্। সশল্যং তত্র সন্দেহঃ প্রেতত্বং যাতি তেন চ ॥ ১২৩ ॥ হব্যং দেবা ন গৃহ্নন্তি কব্যং চ পিতরস্তথা। পূজাং গৃহ্লাতি নো সূর্য্যস্তথা চৈব পিতামহাঃ ॥ ১২৪ ॥ প্রেতাস্তে যে প্রকুর্ব্বন্তি সশল্যং বাসরং হরেঃ। পৌর্ণমাসীদ্বয়ে প্রাপ্তে রাকা সাগ্নিবিবর্জ্জিতা ॥ ১২৫ ॥ বিশেষেণ তু বৈশাখী শ্রাদ্ধাদীনাং প্রশস্ততে। বৈশাখে তু তৃতীয়াং বৈ পূর্ব্ববিদ্ধাং করোতি যঃ ॥ ১২৬ ॥ হব্যং দেবা ন গৃহ্নন্তি কব্যং চৈব পিতামহাঃ। যত্র দেবা ন গৃহ্নন্তি কথং তত্র পিতামহাঃ। তস্মাৎ কার্য্যা তৃতীয়া ন পূর্ব্ববিদ্ধা বুধৈর্নরৈঃ ॥ ১২৭ ॥ কুর্ব্বতে যদি মোহান্ধা প্রেতত্বং শাশ্বতং ততঃ। নাপযাতি কৃতৈঃ পুণ্যৈর্বহুশস্তীর্থসেবনৈঃ ॥ ১২৮। দশমীং পৌর্ণমাসীঞ্চ পিত্রোঃ সাংবৎসরং দিনম্। পূর্ব্ববিদ্ধাং প্রকুর্ব্বাণো নরকং প্রতিপদ্যতে ॥ ১২৯ ॥ দর্শশ্চ পৌর্ণমাসী চ সাগ্নিকৈঃ পূর্ব্বসংযুতা। নাগ্নি-

করিয়াছেন; আপনাদের প্রেতত্বের কারণ কি, আপনাদের প্রেতত্ব দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। প্রেতগণ বলিল,—অয়ি পুত্র! শ্রবণ কর,—প্রেতত্বের কারণ বলিতেছি! পুত্রক! আমরা পূর্ব্বে সবেধ-হরিবাসর ব্রত করিয়াছি, তাহারই ফলে আমাদের এই প্রেতত্ব জানিবে। আর আমরা বিদ্ধদিনে হরিজাগর অনুষ্ঠান করিছি বলিয়া আভূতসংপ্লবকাল তোমার সহিত নরকে বাস করিতে হইবে, সংশয় নাই। চন্দ্রশর্ম্মা কহিলেন,—দ্বাদশীব্রতবর্জ্জিত হরিভক্তিহীন লোকদিগের শঙ্করাদির পূজনেও কি প্রেতত্ব নষ্ট হয় না? ভক্তি দ্বারা সন্তোষিত হইয়া দেব ত্রিপুরনাশন কি গতি প্রদান করেন না? নিশ্চিতই কি এরূপ অনুষ্ঠানে প্রেতত্বমুক্তি হয় না? প্রেতগণ বলিল,—হে পুত্র! দ্বাদশীবেধ জন্য প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত আপদ, অপগত বা প্রেতত্ব নষ্ট হয় না। প্রায়শ্চিত্তী ব্যক্তি সর্ব্বদা শঙ্করের পূজা করিলেও কেশবপূজা ব্যতীত তাহাকে গোবধ জন্য পাপভাগী হইতে হয়। অগ্রে কেশবের, তৎপশ্চাৎ মহেশ্বরের এবং তদনন্তর অন্যান্য দেবগণের পূজা করিতে হয়। মূল হইতেই শাখা প্রশাখা বহুধা বিস্তৃত হইয়া থাকে; বাসুদেবই মূল। তাঁহা হইতেই এই চরাচর জগৎ সমুদ্ভূত। অতএব মূল পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তি শাখায় সেবা করিবেন না। বিশেষতঃ ত্রৈলোক্যাধিপতি হরিকে যাহারা হরিবাসরে বেধযুক্ত করে তাহাদের সেই কার্য্য শল্যসম্পন্ন হয়। তাহাতেই নিশ্চয় প্রেতত্ব ঘটিয়া থাকে। যাহারা হরিবাসরকে সশল্য করে, তাহাদের হব্য-কব্য দেব-পিতৃগণ গ্রহণ করেন না। তাহাদের কৃত পূজা ও সূর্য্য বা পিতামহ গ্রহণ করেন না; তাহারা প্রেত হইয়া থাকে। পূর্ণিমা উভয় দিনব্যাপিনী হইলে দ্বিতীয় দিবসীয়া পূর্ণিমা অগ্নিহোত্রিগণের বর্জ্জনীয়া; বিশেষত বৈশাখী পূর্ণিমা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে প্রশস্ত। যে ব্যক্তি উক্ত বৈশাখী তৃতীয়া তিথিকে পূর্ব্ববিদ্ধা করে, দেব পিতৃগণ তাহার হব্য-কব্য গ্রহণ করেন না। যাহা দেবগণের গ্রাহ্য নহে, পিতামহগণ তাহাকে কিরূপে গ্রহণ করিবেন? অতএব বুধগণ ঐ তৃতীয়াকে পূর্ব্ববিদ্ধ করিবেন না।১১১—১২৭। যদি মোহক্রমে করেন, তবে তাঁহাদের নিত্য প্রেতত্ব ঘটিয়া থাকে। বহু পুণ্য,বহু তীর্থ সেবা করিলেও তাহাদের সে প্রেতত্ব ঘুচে না। দশমী, পূর্ণিমা ও পিতামাতার সাম্বৎসরিক তিথি, এই সকল পূর্ব্ববিদ্ধ করিলে নরকপ্রাপ্তি হয়। দর্শ এবং

হীনৈস্তু কর্ত্তব্যা পুনরাহ প্রজাপতিঃ। ১৩০। ক্ষয়াহে তু পুনঃ প্রোক্তা স্বকালব্যাপিনী তিথিঃ। শ্রাদ্ধং তত্র প্রকর্ত্তব্যং হ্রাসবৃদ্ধী ন কারণম্। ১৩১। তত্রোক্তং মনুনা পুত্র বেদান্তৈর্ভাষ্যকারিভিঃ। তৎ প্রমাণং প্রকর্ত্তব্যং প্রেতত্বং ভবতোঽন্যথা। ১৩২। এতৈঃ প্রকারৈঃ প্রেতত্বং প্রাণিনাং জায়তে ভুবি। নিরীক্ষ্য ধর্ম্মশাস্ত্রাণি কার্য্যং বিহিতমাত্মনঃ। ১৩৩। প্রণম্য সোমনাথন্তু যাত্রাং কৃত্বা ন গচ্ছতি। কৃষ্ণস্য দর্শনার্থায় তস্য কিং জায়তে ফলম্। ১৩৪। কথ্যতে পরমা মূর্ত্তির্হরিরীশ্বরসংস্থিতা। বিভেদো নাত্র কর্ত্তব্যো যথা শম্ভুস্তথা হরিঃ। ১৩৫। কৃষ্ণস্য সোমনাথস্য নান্তরং দৃশ্যতে কচিৎ। যাত্রা শ্রীসোমনাথস্য সম্পূর্ণা কৃষ্ণদর্শনাৎ। ১৩৬। তস্মাদুভয়তঃ পুত্র গন্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ। দৃষ্ট্বা সোমেশ্বরং দেবং গন্তব্যং দ্বারকাং প্রতি। ১৩৭। প্রভাসে সোমনাথস্য লিঙ্গমধ্যে ব্যবস্থিতঃ। স্বয়ং তিষ্ঠতি পুণ্যাত্মা ভোগং গৃহ্লাতি কেশবঃ। ১৩৮। দৃষ্ট্বা সোমেশ্বরং দেবং দ্বারকাং ন নরো গতঃ। পতনং নরকে ঘোরে পিতৃণাং চ ভবিষ্যতি। ১৩৯। বিশেষেণ ত্বয়া বৎস ন কৃতং দ্বাদশীব্রতম্। ব্রতং কৃতং যদস্মাভিস্তৎকৃতং বেধসংযুতম্। নির্গমং যমলোকাদ্ধি তদস্মাকং ন দৃশ্যতে। ১৪০। চন্দ্রশর্ম্মোবাচ। যদি তাত ময়াজ্ঞানান্ন কৃতং দ্বাদশীব্রতম্। কস্মাৎ কৃতং সশল্যং তু ভবদ্ভির্দ্বাদশীব্রতম্। ১৪১। প্রেতা উচুঃ। কুবিপ্রৈশ্চ কুদেবজ্ঞৈঃ শুক্রমায়াবিমোহিতৈঃ। পারুষ্যতাহেতুকৈশ্চ প্রেতযোনিমিমাং গতাঃ। ১৪২। দত্তং তপ্তং হুতং জপ্তমস্মাকং বিফলং গতম্। সম্প্রাপ্তা প্রেতযোনিস্তু সশল্যাদ্দ্বাদশীব্রতাৎ। ১৪৩। সশল্যং যে প্রকুর্ব্বন্তি বাসরং কেশবপ্রিয়ম্। তেষাং পিতামহাঃ স্বর্গাৎ প্রেতত্বং যান্তি পুত্রক। ১৪৪। চন্দ্রশর্ম্মোবাচ। প্রেতত্বং নাশমায়াতি কথমেতৎ পিতামহাঃ। কর্ম্মণা কেন তৎসর্ব্বং যচ্চাহং প্রকরোমি তৎ। ১৪৫। প্রেতা উচুঃ। মা গয়াং মা প্রয়াগং চ পুষ্করে কুরুজাঙ্গলে। অযোধ্যায়ামবন্ত্যাং বা মথুয়ায়াং ন চার্ব্বুদে। ১৪৬। ন চান্যতীর্থলক্ষং তু বর্জ্জয়িত্বা তু গোমতীম্। গঙ্গা সরস্বতী চৈব নর্ম্মদা নৈব পুষ্করম্। ১৪৭। যাদৃশং গোমতীতীরে কলৌ

পৌর্ণমাসী, এই দুই তিথি সাগ্নিকদিগের পক্ষে পূর্ব্বযুতাই গ্রাহ্য। কিন্তু অগ্নিহীনগণের উহা কর্ত্তব্য নহে। এ কথা প্রজাপতি পুনঃপুন বলিয়াছেন কিন্তু ক্ষয়াহে স্বকালব্যাপিনী তিথিই উক্ত হইয়াছে ঐ তিথিতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। ইহাতে হ্রাসবৃদ্ধি কারণ নহে। বৎস! স্বয়ং মনু এবং বেদান্ত ভাষ্যকারগণ এই কথাই বলিয়াছেন। ইহাই প্রমাণরূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; অন্যথা তোমারও প্রেতত্ব নিশ্চিত। পুত্র! এই এই কারণেই প্রাণিগণের প্রেতত্ব হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্র সকল দেখিয়া শুনিয়া নিজের যাহাতে হিত হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। সোমনাথকে প্রণাম করিয়া এবং তদ্দেশে যাত্রা করিয়া যে জন পরে কৃষ্ণ দর্শনে যায় না, তাহার কি ফল হয়? সে সম্বন্ধে বলিতেছি। হরির ও ঈশ্বরের একই পরমামূর্ত্তি। তাঁহাদের বিভেদ করা কর্ত্তব্য নহে। যথা হর, তথা হরি। কৃষ্ণ ও সোমনাথ, এ উভয়ের স্বাতন্ত্র্য কখন দেখা যায় না। সুতরাং কৃষ্ণদর্শনেই সোমনাথযাত্রা সুসম্পন্ন হয়। অতএব পুত্র! উভয় স্থানেই যাওয়া কর্ত্তব্য। সুরেশ্বরকে দেখিয়া পরে দ্বারকায় যাইতে হয়। পুণ্যাত্মা কেশব স্বয়ং সোমনাথ লিঙ্গমধ্যে অবস্থিত হইয়া ভোগগ্রহণ করেন। সোমেশ্বরকে দেখিয়া যে নর দ্বারকায় না যায়, তাহার পিতৃগণের ঘোর নরকে পতন ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ বৎস! তুমি দ্বাদশীব্রত কর নাই, আমরা যে ব্রত করিয়াছি, তাহা বেধসংযুক্ত করা হইয়াছে। এই যমলোক হইতে আমাদের নির্গম দেখা যায় না। চন্দ্রশর্ম্মা কহিলেন,—তাত! যদিও আমার অজ্ঞা-

দ্বাদশীব্রত করা হয় নাই, কিন্তু আপনারা ঐ ব্রত বেধযুক্তভাবে করিলেন কেন? প্রেতগণ কহিল,—আমরা শুক্রমায়ামোহিত কুবেদজ্ঞ কুবিপ্রগণ কর্ত্তৃকই এই প্রেতযোনিতে পাতিত হইয়াছি। আমাদের দান, তপস্যা, হোম, জপ, সকলই বিফল হইয়াছে। আমরা সবেধ দ্বাদশীব্রত করিয়া এই প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। যাহারা হরির প্রিয় বাসর বেধযুক্ত করে, তাহাদের পিতামহগণ স্বর্গবাস হইতেও প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১২৮—১৪৪। চন্দ্রশর্ম্মা কহিলেন,—পিতামহগণ! কিরূপে কোন্ কর্ম্মের ফলে এই প্রেতত্ব নষ্ট হয়, তৎসমস্ত আমার নিকট বলুন? প্রেতগণ কহিল,—গয়া, প্রয়াগ, পুষ্কর, কুরুজাঙ্গল, অযোধ্যা, অবন্তী, মথুরা, অর্ব্বুদ, ও অন্যান্য লক্ষ লক্ষ তীর্থ ইহাদের কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই, একমাত্র গোমতীই প্রেতত্বনাশক্ষম। গঙ্গা, সরস্বতী, নর্ম্মদা বা পুষ্করে যে প্রেতত্ব বিলয় প্রাপ্ত হয় না, কলিতে একমাত্র গোমতীতীরেই তাহা

প্রেতত্বনাশনম্। গোমতীনীরদানেন কৃষ্ণবক্ত্র-বিলোকনাৎ। ১৪৮। বিলয়ং যান্তি পাপানি জন্ম-কোটিকৃতান্যপি। বৃথা সন্ন্যাসিনাং পুণ্যং বৃথা চ বনবাসিনাম্। ১৪৯। সশল্যং বাসরং বিষ্ণোঃ কুর্ব্বন্তি যদি পুত্রক। তস্মাদ্গচ্ছ মুখং পশ্য পূর্ণচন্দ্রসমং মুখম্। ১৫০। কৃষ্ণস্য দ্বারকাং গত্বা যথাস্মাকং গতির্ভবেৎ। বিফলং তব সম্প্রাপ্তা ন কৃতং যদু-পার্জ্জিতম্। ১৫১। তদ্ব্যর্থং সকলং জাতং বিনা কেশবপূজনাৎ। বিনা কেশবপূজায়াং শঙ্করো যত্ত্বয়া-র্চ্চিতঃ। তৎপুণ্যং বিফলং জাতং প্রেতযোনিং গমিষ্যসি। ১৫২। সম্পূর্ণং তব পুণ্যং চ দ্বারকা-কৃষ্ণ-দর্শনাৎ। ভবিষ্যতি ন সন্দেহো গোমত্যুদধি-সন্নিধৌ। ১৫৩। দৃষ্ট্বা সোমেশ্বরং দেবং কৃষ্ণং যদি ন পশ্যতি। যাত্রাফলং ন চাপ্নোতি বদত্যেবং স্বয়ং শিবঃ। ১৫৪। দৃষ্টোঽহং তৈর্ন সন্দেহো যৈঃ কৃতং কৃষ্ণদর্শনম্। একা মূর্ত্তির্ন সন্দেহো মম কৃষ্ণস্য নান্তরম্। ১৫৫। দৃষ্ট্বা মাং দ্বারকাং গত্বা কর্ত্তব্যং কৃষ্ণদর্শনম্। দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং তু মাং পশ্যেদ্যাস্তত্যেব মহাফলম্। ১৫৬। কৃষ্ণদর্শনপূতাত্মা যো মাং পশ্যতি মানবঃ। ন তস্য পুনরাবৃত্তির্মম লোকাচ্চ বৈষ্ণবাৎ। ১৫৭। ইত্যাহ দেবদেবেশঃ স্বয়ং সোমপতিঃ পুরা। বিপ্রাণাং শ্রুতমস্মাভির্বদতাং পুষ্করে সতাম্। ১৫৮। তস্মাদ্গচ্ছ প্রয়াণার্থং কুরু কৃষ্ণস্য দর্শনম্। অন্যথা যাস্যসে যোনিং পৈশাচীং পাপদায়িনীম্। ১৫৯। কৃতাপরাধোঽপি যদা কুরুতে কৃষ্ণদর্শনম্। মুচ্যতে নাত্র সন্দেহঃ পাপজন্মকৃতাদপি। ১৬০। পূজিতে দেবদেবেশ কৃষ্ণে দেবকিনন্দনে। পূজিতা দেবতাঃ সর্ব্বা ব্রহ্মরুদ্রভগাদিকাঃ। ১৬১। বিনা কৃষ্ণস্য পূজাং চ রুদ্রাদ্যাস্ত্রিদিবৌকসঃ। পূজিতা নৈব কুর্ব্বন্তি তুষ্টিং পুত্র পিতামহাঃ। ১৬২। তস্মাদ্দ্বারবতীং গত্বা কৃষ্ণস্য দর্শনং কুরু। প্রেতযোনিবিনির্ম্মুক্তা যাস্যামঃ পরমাং গতিম্। ১৬৩। গোমতীনীরধৌতানি যস্যাঙ্গানি কলৌ যুগে। মুনিভির্যোনিগমনং তস্য দৃষ্টং ন পুত্রক। ১৬৪। তাড়িতাঃ পাদযুগ্মেন গোমতীনীরবীচয়ঃ। অগতীনাং প্রকুর্ব্বন্তি গতিং বৈ ব্রহ্মবাদিনাম্। ১৬৫। যঃ পুনঃ কুরুতে শ্রাদ্ধং গোমত্যুদধিসঙ্গমে। পিতৄণাং জায়তে তৃপ্তির্যাবদা-ভূতসংপ্লবম্। ১৬৬। সসাগরধরায়াঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষু

হইয়া থাকে। গোমতী-নীর দান আর কৃষ্ণবক্ত্র-বিলোকন, এই দুই কার্য্যে কোটিজন্মকৃত পাপরাশিও বিলয় প্রাপ্ত হয়। পুত্র! যদি বিষ্ণুর বাসর সবেধ করা হয়, তবে কি সন্ন্যাসী, কি বনবাসী, সকলেরই পুণ্যরাশি বৃথা হইয়া থাকে। অতএব বৎস! যাও, দ্বারকায় যাও; গিয়া কৃষ্ণের পূর্ণচন্দ্র-সম বদন-মণ্ডল নিরীক্ষণ কর; তাহাতেই আমাদের গতি হইবে। বৎস! তুমি যে পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছ, ঐকাধ্য করিলে তাহা বৃথা হইবে না। আর যদি কৃষ্ণার্চ্চনা না কর, তবে তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তুমি যে শঙ্করার্চ্চনা করিয়াছ, কেশব পূজা ব্যতীত তোমার সেই অর্চ্চনাপুণ্য বিফল হইবে; অধিকন্তু তুমি প্রেতযোনি লাভ করিবে। দ্বারকাস্থ কৃষ্ণ দর্শনে ও গোমতীসাগরসঙ্গমের সেবনে তোমার পুণ্য সুসম্পূর্ণ হইবে নিশ্চয়ই। স্বয়ং শিব বলিয়াছেন,—যদি সোমেশ্বর দেবকে দেখিয়া লোকে কৃষ্ণ-দর্শন না করে, তবে তাহার যাত্রাফল বিফল হইয়া থাকে। যাহারা কৃষ্ণ দর্শন করিয়াছে, তাহারাই আমাকে দেখিয়াছে। আমার এবং কৃষ্ণের একই মূর্ত্তি; ভেদ নাই। আমাকে দেখিয়া গিয়া দ্বারকায় কৃষ্ণ দর্শন করিতে হয়। আর কৃষ্ণকে দেখিয়া আসিয়াও আমাকে দর্শন করিতে হয়। এইরূপ করিলেই মহাফল হইয়া থাকে। কৃষ্ণ দর্শনপূত-চেতা মানব আমাকে দর্শন করিবে। এইরূপ করিলে তাহাকে আর বৈষ্ণব লোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে না। দেবদেব উমাপতি স্বয়ং এই কথা কহিয়াছেন, পুষ্করতীর্থে বিপ্রগণ এই কথার আলোচনা করিতেছিলেন। আমরা তাঁহাদের মুখেই শুনিয়াছি; অতএব বৎস! যাহা হউক, কৃষ্ণদর্শন করিবেই; অন্যথা পাপদায়িনী পৈশাচী যোনি প্রাপ্ত হইবে। কৃতাপরাধ ব্যক্তিও কৃষ্ণদর্শন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে। দেবদেবেশ দেবকীনন্দন কৃষ্ণ পূজিত হইলে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি সকল দেবতাই পূজিত হন। কৃষ্ণপূজা ব্যতিরেকে রুদ্রাদি দেবতা ও পিতামহগণ পূজিত হইয়া তুষ্টি লাভ করেন না। অতএব দ্বারাবতীতে গিয়া কৃষ্ণ দর্শন কর; আমারা প্রেতযোনি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরম গতি লাভ করিব। কলিযুগে যাহার অঙ্গ গোমতীনীরে ধৌত হয়, মুনিগণ তাহার যোনিগমন দেখিতে পান না। ১৪৫—১৬৪। পাদযুগল দ্বারা তাড়িত হইয়াও গোমতীনীরবীচি অগতির গতি বিধান করে। গোমতীর উদধিসঙ্গমে যে শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতৃগণের আভূতসংপ্লবকাল তৃপ্তি লাভ হয়। সসাগরা ধরায় তীর্থসকলে যে ফল, দ্বার-

যৎফলম্। দিনেনৈকেন তৎপুণ্যং দ্বারকাকৃষ্ণসন্নিধৌ ॥ ১৬৭ ॥ যৎফলং ত্রিদশৈর্দৃষ্টং সর্ব্বতীর্থসমুদ্ভবম্। তৎফলং লভতে সর্ব্বং দ্বারকায়াং দিনে-দিনে ॥ ১৬৮ ॥ তীর্থকোটিসহস্রেষু কৃতৈঃ শ্রাদ্ধৈশ্চ যৎফলম্। পিতৃণাং তৎফলং প্রোক্তং গোমতী-তিলতর্পণাৎ ॥ ১৬৯ ॥ যতীনাং ভোজনং যস্তু যচ্ছতে কৃষ্ণমন্দিরে। সিক্থেসিক্থে ভবেত্তৃপ্তিঃ পিতৃণাং যুগসংখ্যয়া ॥ ১৭০ ॥ কৌপীনাচ্ছাদনং ছত্রং পাদুকে চ কমণ্ডলুম্। দত্বা সন্ন্যাসিনাং যাতি সপ্ত কল্পানি তৎফলম্ ॥ ১৭১ ॥ ধন্যাস্তে মানবাঃ পুত্র বসন্তি শ্বপচাদয়ঃ। দ্বারকায়াং গতিং যান্তি বসতাং তত্র যোগিনাম্ ॥ ১৭২ ॥ ত্রিকালং যে প্রপশ্যন্তি বদনং প্রত্যহং হরেঃ। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্প-কোটিশতৈরপি ॥ ১৭৩ ॥ যা নারী বিধবা ভূত্বা কুরুতে দ্বারকাশ্রয়ম্। কুলাযুতসহস্রন্তু নয়তে পরমং পদম্ ॥ ১৭৪ ॥ পুত্রেণাপীহ কিং কার্য্যং ন গতো দ্বারকাং যদি। নারী পুত্রশতাচ্ছ্রেষ্ঠা গত্বা কৃষ্ণপুরীং বসেৎ ॥ ১৭৫ ॥ কৃষ্ণং কৃষ্ণপুরীং গত্বা যোঽর্চ্চয়েত্তুলসীদলৈঃ। প্রাপ্তং জন্মফলং তেন তারিতাঃ প্রপিতামহাঃ ॥ ১৭৬ ॥ তুলসীদলমালান্তু কৃষ্ণোত্তীর্ণান্তু যো বহেৎ। পত্রেপত্রেঽশ্বমেধানাং দশানাং লভতে ফলম্ ॥ ১৭৭ ॥ তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ। ফলং যচ্ছতি দৈত্যারিঃ প্রত্যহং দ্বারকো-ভবম্ ॥ ১৭৮ ॥ নিবেদ্য বিষ্ণবে মালাং তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভবাম্। বহতে যো নরো ভক্ত্যা তস্য নৈবাস্তি পাতকম্। সদা প্রীতমনাস্তস্য কৃষ্ণো দেবকিনন্দনঃ ॥ ১৭৯ ॥ তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতং শিরোবাহ্বাদিভূষণম্। জায়তে যস্য মর্ত্ত্যস্য তস্য দেহে সদা হরিঃ ॥ ১৮০ ॥ তুলসীমালয়া যস্তু ভূষিতঃ কর্ম্ম চাচরেৎ। পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ কৃতং কোটিগুণং কলৌ ॥ ১৮১ ॥ তুলসীকাষ্ঠমালাস্তু প্রেতরাজস্য দূতকাঃ। দৃষ্ট্বা দূরেণ নশ্যন্তি বাতোদ্ধূতা যথালয়ঃ ॥ ১৮২ ॥ জায়তে তদ্গৃহে নৈব পাপসংক্রমণং কৃতঃ। শ্রুতং পুরাণ-মস্মাভিঃ কথিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ১৮৩ ॥ তস্মান্মালা ত্বয়া ধার্য্যা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা। হরতে নাত্র সন্দেহ ঐহিকামুষ্মিকং ত্বঘম্ ॥১৮৪॥ তুলসীমালয়া যস্তু ভূষিতো ভ্রমতে যদি। দুঃস্বপ্নং দুর্নিমিত্তঞ্চ ন ভয়ং শাত্রবং কচিৎ ॥ ১৮৫ ॥ কৃত্বা বৈ তীর্থসন্ন্যাসং যতয়ো বিধবাঃ স্ত্রিয়ঃ। জীবন্মুক্তাঃ কলৌ জ্ঞেয়াঃ কুলকোটি-

কায় কৃষ্ণসন্নিধানে গমন করিলে একদিনেই সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবতাগণ সমুদয় তীর্থে যে ফল দর্শন করেন, প্রতিদিন দ্বারকায় সেই ফল লব্ধ হয়। সহস্র কোটি তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে যে ফল হয়, গোমতীতে তিলতর্পণ করিলে পিতৃগণ সেই ফললাভ করেন। কৃষ্ণমন্দিরে যতিদিগকে ভোজন দান করিলে তাঁহাদের গ্রাসসম-সংখ্যক যুগ পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ-মন্দিরে কৌপীন, আচ্ছাদন, ছত্র, পাদুকা, ও কমণ্ডলু সন্ন্যাসীদিগকে দান করিলে মানব সপ্তকল্প যাবৎ তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে। চণ্ডালগণও যদি দ্বারকায় বাস করে,তাহা হইলে দ্বারকাবাসি-গণের যে ফল লাভ হয়, সেই তাহারা ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং ধন্য হয়। যে জন প্রত্যহ ত্রিকাল হরির বদন দর্শন করে, কল্পকোটি শত কালেও তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না। যে নারী বিধবা হইয়া দ্বারকা আশ্রয় করে, সে স্বীয় সহস্র অযুত কুল পরম পদে উন্নীত করে। তেমন পুত্রের প্রয়োজন কি—যে দ্বারকায় গমন করিবে না? নারীও পুত্র-শতাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়—যদি সে দ্বারকায় গিয়া বাস করে। কৃষ্ণপুরী দ্বারকায় যাইয়া যে তুলসীদল দ্বারা কৃষ্ণার্চ্চন করে, সে জন্মফল প্রাপ্ত হয় এবং পিতামহগণকে উদ্ধার করে। যে জন কৃষ্ণোত্তীর্ণা তুলসীমালা ধারণ করে, সে পত্রে পত্রে দশ অশ্ব-মেধের ফল লাভ করিয়া থাকে। যে জন তুলসী-কাষ্ঠের মালা ধারণ করে, মুরারি তাহাকে প্রাত্য-হিক দ্বারকাবাসোদ্ভব ফল প্রদান করিয়া থাকেন। তুলসীকাষ্ঠোদ্ভবা মালা বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক যে ধারণ করে, তাহার পাতক থাকে না; অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতি সদা প্রীতমনা থাকেন। যে জন তুলসীকাষ্ঠ দ্বারা মস্তক ও বাহু প্রভৃতির ভূষণ করে, হরি সর্ব্বদা তাহার দেহে বাস করেন। তুলসীমালায় ভূষিত হইয়া কর্ম্মাচরণ করিলে পিতৃদেবতাগণোদ্দেশে কৃত কর্ম্ম কলিতে কোটিগুণ ফলজনক হইয়া থাকে। যমদূতগণ তুলসীকাষ্ঠমালা দর্শন করিয়া বাতোদ্ধূত অলির ন্যায় দূর হইতে নাশপ্রাপ্ত হয়; মালাধারীর গৃহে কদাপি পাপসংক্রমণ হয় না; ইহা আমরা পুরাণে শুনিয়াছি, ব্রহ্মবাদিগণ বলিয়াছেন। ১৬৫—১৮৫। অতএব তুমি তুলসীমালা ধারণ কর; উহা ঐহিক পারত্রিক পাপ বিনাশ করিয়া থাকে। যে জন তুলসীমালা-ভূষিত হইয়া ভ্রমণ করে, তাহার দুঃস্বপ্ন, দুর্নিমিত্ত ও শত্রুভয় থাকে না। যতি ও বিধবা স্ত্রীগণ যদি

সমন্বিতাঃ ॥ ১৮৬ ॥ ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপমোহিতাঃ। নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ ॥ ১৮৭ ॥ উন্মীলিনী বঞ্জুলিনী ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধিনী। ত্বয়া পুত্র প্রকর্ত্তব্যা জয়ন্তী বিজয়া জয়া ॥ ১৮৮ ॥ পাপঘ্নী চাষ্টমী প্রোক্তা কৃষ্ণস্যাতীব বল্লভা। কৃতা কলৌ যুগে পুত্র দ্বারকা মোক্ষদায়িনী ॥ ১৮৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দ্বারকাগমমাহাত্ম্যতুলসীধারণমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। পিতৃণাং প্রেতরূপাণাং কৃত্বা বাক্যং মহীপতে। চন্দ্রশর্ম্মা দ্বিজশ্রেষ্ঠো দ্বারকাং সমুপাগতঃ ॥ ১ ॥ রুক্মিণীসহিতঃ কৃষ্ণো যত্র তিষ্ঠতি চাবহম্। যত্র তিষ্ঠন্তি তীর্থানি তত্র যাতো দ্বিজোত্তমঃ ॥ ২ ॥ যত্র তিষ্ঠন্তি যজ্ঞাশ্চ যত্র তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ। যত্র তিষ্ঠন্তি ঋষয়ো মুনয়ো যোগবিত্তমাঃ ॥ ৩ ॥ যা পুরী সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈঃ সেব্যতে কিন্নরৈর্নরৈঃ। অপ্সরোগণযক্ষৈশ্চ দ্বারকা সর্ব্বকামদা ॥৪॥ স্বর্গারোহণনিঃশ্রেণী বহতে যত্র গোমতী। সা পুরী মোক্ষদা নৃণাং দৃষ্টা বিপ্রবরেণ হি ॥ ৫ ॥ যস্যাঃ সীমাং প্রবিষ্টস্য ব্রহ্মহত্যাদিপাতকম্। নশ্যন্তি দর্শনাদেব তাং পুরীং কো ন সেবতে ॥ ৬ ॥ গত্বা কৃষ্ণপুরীং দৃষ্ট্বা গোমতীং চৈব সাগরম্। মন্যে কৃতার্থমাত্মানং জীবিতং যৌবনং ধনম্ ॥ ৭ ॥ দৃষ্ট্বা কৃষ্ণপুরীং রম্যাং কৃষ্ণস্য মুখপঙ্কজম্ ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সভাগ্যোঽহং ধরাতলে ॥ ৮ ॥ দৃষ্ট্বা কৃষ্ণমুখং রম্যং রুক্মিণীং দ্বারকাপুরীম্। তীর্থকোটিসহস্রৈস্তু সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥৯॥ পুণ্যৈর্লক্ষসহস্রৈস্তু প্রাপ্তা দ্বারবতী শুভা। শুক্লা বৈশাখমাসে তু সম্প্রাপ্তা মধুসূদনী ॥ ১০ ॥ দ্বাদশী ত্রিস্পৃশা নাম পাপকোটিশতাপহা ॥ ধন্যাঃ সর্ব্বে মনুষ্যাস্তে বৈশাখে মধুসূদনী ॥ ১১ ॥ সম্প্রাপ্তা ত্রিস্পৃশা যৈস্তু বুধবারেণ সংযুতা। ন যজ্ঞৈস্তু ন বেদৈস্তু ন তীর্থৈঃ কোটিসেবিতৈঃ। প্রাপ্যতে তৎফলং নৈব দ্বারকায়াং যথা নৃণাম্ ॥ ১২ ॥ এবমুক্ত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠো গোমতীতীরমাশ্রিতঃ উপস্পৃশ্য যথাস্থায়ং শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ১৩ ॥ কৃত্বা স্নানং যথোক্তং তু সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ। চক্রতীর্থাৎসমা-

---

তীর্থসন্ন্যাস করে, তাহা হইলে এই কলিতে কুল কোটিসমন্বিত হইলেও তাহাদিগকে জবীমুক্ত বলা যায়। যে সকল হৈতুক পাপমোহিত ব্যক্তি মালা ধারণ করে না, তাহারা নরক হইতে নিবর্ত্তিত হয় না, অপিচ হরির কোপাগ্নিতে দগ্ধ হয়। উন্মীলিনী, বঞ্জুলিনী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধিনী, জয়ন্তী, বিজয়া, জয়া ও পাপঘ্নী, হে পুত্র! এই অষ্ট প্রকার দ্বাদশী তুমি করিবে। ইহা কৃত হইয়া কৃষ্ণের অতীব বল্লভা। কালতে এই মালা কৃত হইলে দ্বারকাসম মোক্ষদায়িনী হয়। ১৮৬—১৮৯।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপতে! প্রেতরূপী পিতামহগণের বাক্য গ্রহণপূর্ব্বক দ্বিজশ্রেষ্ঠ চন্দ্রশর্ম্মা দ্বারকায় গমন করিলেন। যেখানে রুক্মিণীর সহিত কৃষ্ণ অনুদিন বাস করেন, যেখানে তীর্থ সকল বিরাজিত, দ্বিজোত্তম চন্দ্রশর্ম্মা সেখানে গমন করিলেন। যেখানে যজ্ঞ, দেবতা, ঋষি, ও মুনিগণ বাস করেন, সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-নর-অপ্সরো-যক্ষগণ যাহার সেবা করে, যাহা স্বর্গারোহণ-নিঃশ্রেণী, গোমতী যেখানে প্রবহমাণা, নরগণের মোক্ষদা সেই পুরী বিপ্রবর দর্শন করিলেন। যাহার সীমাপ্রবেশ এবং দর্শনমাত্র ব্রহ্মহত্যাদি পাতক নাশ হয়, কে না সেই পুরীর সেবা করিবে? নর কৃষ্ণপুরী দ্বারকাতে আসিয়া গোমতী ও সাগর দর্শনপূর্ব্বক আপনার জীবন, যৌবন ধন সার্থক মনে করিলাম। রম্য কৃষ্ণপুরী ও কৃষ্ণের মুখপঙ্কজ দর্শন করিয়া আমি ধরাতলে ধন্য, কৃতকৃত্য ও ভাগ্যবান্। কৃষ্ণমুখ, রুক্মিণী ও দ্বারকাপুরী দর্শন করিলে সহস্রকোটী তীর্থসেবার প্রয়োজন কি? সহস্র লক্ষ পুণ্যফলে শুভা দ্বারবতী প্রাপ্ত হইলাম। বৈশাখী শুক্লা মধুসূদনী দ্বাদশীকে ত্রিস্পৃশা বলে। ইহা পাপকোটিশতাপহা। যে সকল মানব বৈশাখমাসের বুধবারাধিকরণক ত্রিস্পৃশা নাম্নী শুক্লা মধুসূদনী দ্বাদশী প্রাপ্ত হয়, তাহারা ধন্য। দ্বারকায় গমন করিলে যে ফল না পাওয়া যায়, তাহা যজ্ঞ, বেদ ও কোটি তীর্থসেবনেও লাভ করা যায় না। ১—১২। হে নৃপ! এই বলিয়া দ্বিজসত্তম চন্দ্রশর্ম্মা গোমতীতীরেজলস্পর্শকরিয়া যথাশাস্ত্রস্নান ও পিতৃদেবতাদি-

ন্নায় শৈলাংশ্চক্রাঙ্কিতাংস্তান্। পূজিতাঃ পুরুষসূক্তেন যথোক্তবিধিনা নৃপ ॥ ১৪ ॥ শিবপূজা কৃতা পশ্চাৎ-সংস্মৃত্য পিতৃভাষিতম্। দত্ত্বা পিণ্ডোদকং সম্যক্ পিতৃণাং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৫ ॥ বিলেপনঞ্চ বস্ত্রাণি পুষ্পাণি ধূপদীপকৌ। নৈবেদ্যানি মনোজ্ঞানি কন্দমূলফলানি চ ॥ ১৬ ॥ তাম্বূলঞ্চ সকর্পূরং কৃত্বা নীরাজনাদিকম্। প্রদক্ষিণাং নমস্কারং স্তুতিপূর্ব্বং পুনঃপুনঃ ॥ ১৭ ॥ ক্ষমাপয়িত্বা দেবেশং চক্রে জাগরণং ততঃ। যামত্রয়ে ব্যতীতে তু চন্দ্রশর্ম্মা হ্যবাচ হ ॥ ১৮ ॥ আতুরস্য চ দীনস্য শৃণু কৃষ্ণ বচো মম। সংসারভয়সন্ত্রস্তং মাং ত্বমুদ্ধর কেশব ॥ ১৯ ॥ ত্বৎপাদাম্বুজভক্তানাং ন দুঃখং পাপিনামপি। কিং পুনঃ পাপহীনানাং দ্বাদশীসেবিনাং নৃণাম্ ॥ ২০ ॥ দশমীবেধজং পাপং কথিতং মম পূর্ব্বজৈঃ। দুষ্কৃতং নাশমায়াতু ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন ॥ ২১ ॥ সবিদ্ধং তদ্দিনং কৃষ্ণ যৎকৃতং জাগরং হরে। তৎপাপং বিলয়ং যাতু যথা লবণমম্ভসি ॥ ২২ ॥ সবিদ্ধং বাসরং যস্মাৎকৃতং মম পিতামহৈঃ। প্রেতত্বং তেন সম্প্রাপ্তং মহাদুঃখপ্রসাধকম্ ॥ ২৩ ॥ যথা প্রেতত্ব-নির্ম্মুক্তা মম পূর্ব্বপিতামহাঃ। মুক্তিং প্রযান্তি দেবেশ তথা কুরু জগৎপতে ॥ ২৪ ॥ পুনরেব যদুশ্রেষ্ঠ প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি। অবিদ্যামোহিতেনাপি ন কৃতং তব পূজনম্ ॥ ২৫ ॥ ময়া পাপেন দেবেশ শিবভক্তিঃ সমাশ্রিতা। তব ভক্তিঃ কৃতা নৈব ন কৃতং তব বাসরম্ ॥ ২৬ ॥ ন দৃষ্টা দ্বারকা কৃষ্ণ ন স্নাতো গোমতীজলে। ন দৃষ্টং পাদপদ্মঞ্চ ত্বদীয়ং মোক্ষদায়কম্ ॥ ২৭ ॥ ন কৃতা দ্বারকাযাত্রা দৃষ্টা সোমেশ্বরং প্রভুম্। বিফলং সুকৃতং জাতং যন্ময়া সমুপার্জ্জিতম্ ॥ ২৮ ॥ মৎপূর্ব্বজৈস্তু কথিতং সর্ব্বমেব সুরেশ্বর। তৎপুণ্যং মা বৃথা যাতু প্রসাদাত্তব কেশব ॥ ২৯ ॥ দৃষ্টন্তু তব বক্ত্রঞ্চ দুর্লভং ভুবনত্রয়ে। তন্নাস্তি দেবকীপুত্র পুরাণেষু শ্রুতং ময়া ॥ ৩০ ॥ সাপরাধাস্তু যে কেচিচ্ছিশুপালাদয়ঃ স্মৃতাঃ। ত্বৎকরেণ হতাঃ কোপান্মুক্তিং প্রাপ্তা মহীবরাঃ ॥ ৩১ ॥ অদ্যপ্রভৃতি কর্ত্তব্যং পূজনং প্রত্যহঞ্চ তে। পলার্দ্ধেনাপি বিদ্ধং স্যাত্তোক্তব্যং বাসরে তব ॥ ৩২ ॥ ত্বৎপ্রিয়া চ ময়া কার্য্যা দ্বাদশী ব্রতসংযুতা। ভক্তি-

---

তর্পণ সমাপন করিয়া চক্রতীর্থ হইতে চক্রাঙ্কিত শুভ শিলা আনয়ন করত যথাবিধি পুরুষ সূক্ত দ্বারা পূজা করিলেন। পশ্চাৎ তিনি পিতৃভাষিত স্মরণপূর্ব্বক শিবপূজা করিলেন। পূজান্তে তিনি যথাবিধি পিতৃপিণ্ড, বিলেপন, বস্ত্র, পুষ্প, ধূপ দীপ, নৈবেদ্য, কন্দ-মূল-ফল, তাম্বুল ও কর্পূর দান সমাপনপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ, নমস্কার, পুনঃপুন স্তবপাঠ ও ক্ষমা-প্রার্থনা প্রভৃতি কর্ম্ম শেষ করিয়া জাগরণ অনুষ্ঠান করিলেন। এইরূপে পূজা সম্পন্ন করিয়া চন্দ্রশর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি এই দীন আতুর ব্যক্তির বাক্য শ্রবণ কর। হে কেশব! তুমি এই সংসারভয়সন্ত্রস্ত আমাকে উদ্ধার কর। হে হরে! তোমার পদাম্বুজভক্তগণ পাপী হইলেও যখন দুঃখ পায় না, তখন পাপহীন দ্বাদশীব্রতাচারী নরগণের কথা আর কি বলিব? আমার পূর্ব্বজগণ দশমীবিদ্ধ একাদশীজাত পাপের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। হে জনার্দ্দন! তোমার প্রসাদে সেই পাপ বিনষ্ট হউক। আমার পিতামহগণ তোমার বাসর ও জাগর বিদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের যে পাপ হইয়াছে, জলে লবণের ন্যায় সেই পাপ বিলয় প্রাপ্ত হউক। আমার পিতামহগণ তোমার বাসর বিদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া মহাদুঃখপ্রসাধক প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহাতে তাঁহারা প্রেতত্ব-মুক্ত হইয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হন, হে জগৎপতে! আপনি তাহা করুন।১৩—২৪। আর এককথা এই যে, আমি অবিদ্যামোহিত হইয়া তোমার পূজা করি নাই, এজন্য যে পাপ হইয়াছে, তাহা তুমি ক্ষমা কর। হে দেবেশ! আমি পাপী, কেবল শিবভক্তিই আশ্রয় করিয়াছিলাম। তোমাতে ভক্তি বা তোমার বাসর-সেবা আমার করা হয় নাই। কৃষ্ণ! আমি দ্বারকা দেখি নাই, গোমতীজলে স্নান করি নাই, তোমার মোক্ষদায়ক পাদপদ্মও আমার সাক্ষাৎকৃত হয় নাই। আমি দ্বারকা যাত্রা করি নাই; কেবল সোমেশ্বর দেবকেই দেখিয়াছি। আমার উপার্জ্জিত সর্ব্ব সুকৃত বিফল হইয়াছে। মদীয় পূর্ব্বজগণ এ বিষয় সকলই বলিয়াছেন। হে কেশব! ভবৎপ্রসাদে আমার পূর্ব্ব পুণ্য যেন বিফল না হয়, তোমার দুর্লভ বদন-মণ্ডল আমি দেখিয়াছি। হে দেবকীনন্দন! ত্রিভুবনে উহার উপমা নাই; একথা পুরাণগ্রন্থে শ্রুত হইয়াছি। শিশুপালাদি যে কেহ কৃতাপরাধ মহাবীর ছিল, তাহারা আপনার হস্তে নিহত হইয়া মুক্তি পাইয়াছে। অতএব অদ্য হইতে আমি প্রত্যহ আপনার পূজা করিব। ভবদীয় প্রিয় বাসর যদি পলার্দ্ধ দ্বারাও বিদ্ধ হয়, তথাচ সে দিন ভোজন করিব। আপনার প্রিয় তিথি দ্বাদশীতে আমি

র্ভাগবন্তানাঞ্চ কার্য্যা প্রাণৈর্দ্ধনৈরপি। ৩৩। নিত্যং নামসহস্রন্তু পঠনীয়ং তব প্রিয়ম্। পূজা তু তুলসী-পত্রৈর্ম্ময়া কার্য্যা সদৈব হি। ৩৪। তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতা মালা ধার্য্যা সদা ময়া। নৃত্যং গীতঞ্চ কর্ত্তব্যং সম্প্রাপ্তে জাগরে তব। ৩৫। দ্বারকায়াং প্রকর্ত্তব্যং প্রত্যহং গমনং ময়া। ত্বৎকথাশ্রবণার্থঞ্চ নিত্যং পুস্তকবাচনম্। ৩৬। নিত্যং পাদোদকং মূর্দ্ধ্না ময়া ধার্য্যং সুভক্তিতঃ। নৈবেদ্যভক্ষণঞ্চৈব করিষ্যামি সুভক্তিতঃ। ৩৭। নির্ম্মাল্যং শিরসা ধার্য্যং ত্বদীয়ং সাদরং ময়া। তব দত্ত্বা যদিষ্টন্তু ভক্ষণীয়ং সদা ময়া। ৩৮। তথাতথা প্রকর্ত্তব্যং যেন তুষ্টির্ভবেত্তব। তথ্যমেতন্ময়া কৃষ্ণ তবাগ্রে পরিকীর্ত্তিতম্। ৩৯। শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। সাধু সাধু মহাভাগ চন্দ্রশর্ম্মন্ দ্বিজোত্তম। আগমিষ্যন্তি মল্লোকে ত্বয়া সহ পিতামহাঃ। ৪০। পশ্য প্রেতত্বনির্ম্মুক্তা মৎপ্রসাদাদ্দ্বিজোত্তম। আকাশে গরুড়ারূঢ়াস্তব পূর্ব্বপিতামহাঃ। ৪১। পিতামহা উচুঃ। ত্বৎপ্রসাদাদ্বয়ং পুত্র মুক্তিং প্রাপ্তা ন সংশয়ঃ। প্রেতযোনির্বিনির্ম্মুক্তাঃ কৃষ্ণবক্ত্রাবলোকনাৎ। ৪২। ধন্যাস্তে মানুষে লোকে পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকাঃ। দৃষ্ট্বা শ্রীসোমনাথন্তু কৃষ্ণং পশ্যন্তি দ্বারকাম্। ৪৩। ধন্যা চ বিধবা নারী কৃষ্ণযাত্রাং করোতি যা। উদ্ধরিষ্যতি লোকেঽস্মিন্ কুলানাং নিরয়াচ্ছতম্। ৪৪। শ্বপচোঽপি করোত্যেবং যাত্রাঞ্চ হরিশঙ্করীম্। স যাতি পরমাং মুক্তিং পিতৃভিঃ পরিবারিতা। ৪৫। যঃ পুনস্তীর্থসন্ন্যাসং কৃত্বা তিষ্ঠতি তত্র বৈ। বিষ্ণুলোকান্নিবৃত্তির্ন কল্পকোটিশতৈরপি। ৪৬। বঞ্চিতাস্তে ন সন্দেহো দৃষ্ট্বা সোমেশ্বরং প্রভুম্। দৃষ্টং কৃষ্ণমুখং নৈব ন স্নাতা গোমতীজলে। ৪৭। কিং জলৈর্ব্বহুভিঃ পুণ্যৈস্তীর্থকোটিসমুদ্ভবৈঃ। দৃষ্ট্বা সোমেশ্বরং যস্তু দ্বারকাং নৈব গচ্ছতি। ধিক্কুর্ব্বন্তি চ তং পাপং পিতরো দিবি সংস্থিতাঃ। ৪৮। দৃষ্ট্বা সোমেশ্বরং দেবং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা পুনঃ শিবম্। সৌপর্ণে কথিতং পুণ্যং যাত্রাশতসমুদ্ভবম্। ৪৯। দৃষ্ট্বা সোমেশ্বরং দেবং কৃষ্ণং নৈব প্রপশ্যতি। মোহাদ্ব্যর্থং গতং তস্য সর্ব্বং সংসারকর্ম্ম বৈ। ৫০। আগত্য যঃ প্রভাসে চ কৃষ্ণং পশ্যতি বৈ নরঃ। প্রভাসাযুত-

---

ব্রতচর্য্যা করিব। ভগবদ্ভক্তদিগের প্রতি আমি ধনে প্রাণে ভক্তি প্রদর্শন করিব। তোমার প্রিয় নাম সহস্র আমার নিত্য পাঠ্য হইবে। আমি তুলসীপত্র দ্বারা সর্ব্বদা তোমার পূজা করিব। তুলসীকাষ্ঠসম্ভূত মালা আমার নিয়ত ধার্য্য হইবে। ত্বদুদ্দেশে জাগরণে আমি নৃত্যগীত করিব; প্রত্যহ দ্বারকায় যাইব; তোমার কথা শ্রবণার্থ নিত্য পুস্তকবাচন করিব। নিত্য আমি তোমার পাদোদক ভক্তি করিয়া মস্তকে ধরিব। ভক্তি করিয়া তোমার নৈবেদ্য খাইব। সাদরে তোমার নির্ম্মাল্য ধারণ করিব। আমি যে কিছু ইষ্ট বস্তু, তোমাকে অগ্রে নিবেদন করিয়া পরে তাহা ভোগ করিব। তোমার যাহাতে যাহাতে তুষ্টি হয়, আমি সেই সেই কার্য্যই করিব। হে ... এই তথ্য বাক্য তোমার নিকট বলিলাম কৃষ্ণ বলিলেন,—মহাভাগ চন্দ্রশর্ম্মন্! সাধু সাধু, হে দ্বিজোত্তম! তোমার পিতা-পিতামহগণ তোমার সহিত মদীয় লোকে আগমন করিবেন। ঐ দেখ, দ্বিজবর! তোমার পূর্ব্বপিতামহগণ মৎপ্রসাদে প্রেতত্বমুক্ত হইয়া আকাশে গরুড়ারোহণে অবস্থান করিতেছেন। পিতামহগণ কহিলেন,—বৎস! তোমার প্রসাদে ত্বৎকৃত কৃষ্ণবক্ত্র-বিলোকনের ফলে আমরা প্রেতযোনি হইতে মুক্ত হইয়াছি। জীবলোকে সেই সকল পুত্র-পৌত্র ও প্রপৌত্রগণই ধন্য—যাহারা শ্রীসোমনাথকে দর্শন করিয়া পরে দ্বারকায় কৃষ্ণসন্দর্শন করে। ধন্য সেই বিধবা নারী—যে নারী কৃষ্ণযাত্রাকারিণী। ঐ নারী নিজের শতকুল নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। যদি শ্বপচ ব্যক্তিও এইরূপে হরিশাঙ্করী যাত্রা করে, তবে পিতৃগণ-সমভিব্যাহারে তাহারও পরম মুক্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তীর্থসন্ন্যাস করিয়া সেই স্থানেই থাকে, শতকল্পকোটিকালেও কৃষ্ণলোক হইতে তাহার নিবৃত্তি নাই। যাহারা বিশ্বনাথ সুরেশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া পরে কৃষ্ণবদন বিলোকন বা গোমতীস্নান করে না, এ সংসারে নিশ্চয়ই তাহারা বঞ্চিত। কোটি কোটি তীর্থ-সেবা-সমুত্থিত পুণ্য বা প্রভূত পুণ্যজল দ্বারা কি হইবে? যে নর সোমেশ্বর দেখিয়া দ্বারকায় গমন করে, তাহার পক্ষে ঐ সকল বৃথা হইয়া থাকে। স্বর্গীয় পিতৃগণ তাদৃশ পাপাচারীকে ধিক্কার দিয়া থাকেন। যাহারা সোমেশ্বরকে দেখিয়া কৃষ্ণ-দর্শনান্তে পুনরপি শিবসন্দর্শন করে, গারুড়-মহাপুরাণে তাহাদের শতযাত্রাজনিত পুণ্য-ফলের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সোমেশ্বর দেখিয়া মোহক্রমে কৃষ্ণদর্শন না করিলে মানবের সংসার-কর্ম্ম ব্যর্থ হইয়া যায়। যে নর প্রভাসে

সঙ্খ্যাং তু ফলমাপ্নোতি যত্নতঃ॥ ৫১॥ যস্মাৎ সর্ব্বাণি তীর্থানি সর্ব্বে দেবাস্তথা মখাঃ। দ্বারকায়াং সমায়ান্তি ত্রিকালং কৃষ্ণসন্নিধৌ॥ ৫২॥ তীর্থৈর্নানাবিধৈঃ পুত্র তৎ স্নানৈঃ কিং প্রয়োজনম্। ফলং সমস্ততীর্থানাং দৃষ্ট্বা দ্বারবতীং লভেৎ॥ ৫৩॥ হতে কংসে জরাসন্ধে নরকে চ নিপাতিতে। উত্তারিতে ভুবো ভারে কৃষ্ণো দেবকিনন্দনঃ। চক্রে দ্বারবতীং রম্যাং সান্নিধৌ সাগরস্য চ॥ ৫৪॥ স্থিতঃ প্রীতমনাঃ কৃষ্ণো লপ্স্যতে কামিনীসুখম্॥ ৫৫॥ ব্রহ্মাগ্নিবায়ুসূর্য্যাশ্চ বাসবাদ্যা দিবৌকসঃ। মর্ত্ত্যা বিপ্রাশ্চ রাজানঃ পাতালাৎ পন্নগেশ্বরাঃ॥ ৫৬॥ নদ্যো নদাশ্চ শৈলাশ্চ বনান্যুপবনানি চ। পুরগ্রামা হ্যরণ্যানি সাগরাশ্চ সরাংসি চ॥ ৫৭॥ যক্ষাশ্চাসুরগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধা বিদ্যাধরাস্তথা। রম্ভাদ্যপ্সরসশ্চৈব প্রহ্লাদাদ্যা দিতেঃ সুতাঃ। রক্ষা বিভীষণাদ্যাশ্চ ধনদো যক্ষনায়কঃ॥ ৫৮॥ ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ সনকাদ্যাশ্চ যোগিনঃ। গ্রহা ঋক্ষাণি যোগাশ্চ ধ্রুবঃ পরমবৈষ্ণবঃ॥ ৫৯॥ যৎকিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু তিষ্ঠতে স্থাণুজঙ্গমম্। শ্রীকৃষ্ণসান্নিধৌ নিত্যং প্রত্যহং তিষ্ঠতে সদা॥৬০॥ ন ত্যজন্তি পুরীং পুণ্যাং দ্বারকাং কৃষ্ণসেবিতাম্। সা ত্বয়া সেবিতা পুত্র সাম্প্রতং কৃষ্ণদর্শনাৎ। পিশাচযোনিনির্ম্মুক্তা যাস্যামঃ পরমাং গতিম্॥ ৬১॥ দ্বাদশীবেধজং পাপং দ্বারকায়াঃ প্রভাবতঃ। নষ্টং পুত্র ন সন্দেহঃ সম্প্রাপ্তাঃ পরমং পদম্॥ ৬২॥ দ্বাদশীবেধসম্ভূতং যত্ত্বয়া পাপমর্জ্জিতম্। কৃষ্ণস্য দর্শনাৎ ক্ষীণং ন জহ্যাৎ দ্বাদশীব্রতম্॥ ৬৩॥ রক্ষণীয়ং প্রযত্নেন বেধো দশমিসম্ভবঃ। নো চেৎ পুত্র ন সন্দেহঃ প্রেতযোনিমবাপ্স্যসি॥ ৬৪॥ ত্রৈলোক্যসম্ভবং পাপং তেষাং ভবতি ভূতলে। সশল্যং যে প্রকুর্ব্বন্তি বাসরং কৃষ্ণসংজ্ঞকম্॥ ৬৫॥ প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি সশল্যং বাসরং হরেঃ। যে কুর্ব্বন্তি ন তে যান্তি মন্বন্তরশতৈর্দ্দিবম্॥৬৬॥ প্রেতত্বং দুঃসহং পুত্র দুঃসহা যমযাতনা। তস্মাৎ পুত্র ন কর্ত্তব্যং সশল্যং দ্বাদশীব্রতম্॥ ৬৭॥ কারয়ন্তি হি যে মূঢ়াঃ কূটযুক্ত্যাশ্চ হেতুকাঃ। প্রেতযোনিং প্রযাস্যন্তি পিতৃভিঃ সহ সুব্রতঃ॥ ৬৮॥ দ্বাদশী দশমীবিদ্ধা সন্তানপ্রবিনাশিনী। ধ্বংসিনী পূর্ব্বপুণ্যানাং কৃষ্ণভক্তিবিনাশিনী॥ ৬৯॥ স্বস্তি তেঽস্তু

আসিয়া কৃষ্ণ দর্শন করে, তাহার অযুত প্রভাসসেবার ফল লাভ হয়। সমস্ত দেব, সমস্ত তীর্থ, সমস্ত যজ্ঞ, ত্রিসন্ধ্যা দ্বারকায় কৃষ্ণপ্রান্তে সমাগত হয়। সুতরাং পুত্র! নানাবিধ তীর্থসেবার আর প্রয়োজন কি? দ্বারবতীদর্শনে সমস্ত তীর্থেরই ফল লাভ হইয়া থাকে। কংস, জরাসন্ধ ও নরক নিপাতিত হইলে পৃথিবীর যখন ভার লাঘব হইয়াছিল, তখন দেবকীনন্দন কৃষ্ণ সাগর-সান্নধানে রম্য দ্বারাবতী পুরী নির্ম্মাণ করেন। এইখানেই তিনি প্রীতচিত্তে অবস্থিত হইয়া কামিনী-সম্ভোগসুখ লাভ করিতে থাকেন। তখন ব্রহ্মা, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ও বাসবাদি দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ, রাজগণ পাতাল হইতে পন্নগেন্দ্রগণ, নিখিল নদ, নদী, শৈল, বনোপবন, পুর, গ্রাম, অরণ্য, সাগর, সরোবর, যক্ষ রক্ষ সুর গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ বিদ্যাধর, রম্ভাদি অপ্সরোগণ, প্রহ্লাদাদি দিতিসুতগণ, বিভীষণাদি রাক্ষসগণ যক্ষনায়ক ধনেশ্বর, মুনি, ঋষি, সিদ্ধ, সনকাদি যোগী, গ্রহ, নক্ষত্র যোগ, পরম বৈষ্ণব ধ্রুব, এমন কি, ত্রিলোকে যা কিছু চরাচর যত্ন সমস্তই তৎকালে কৃষ্ণসন্নিধানে প্রতিনিয়ত অবস্থিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণসেবিতা পুণ্যা দ্বারকা পুরী তাহারা আর তখন হইতে পরিত্যাগ করে নাই। বৎস! তুমি সম্প্রতি সেই দ্বারকার সেবা করিয়াছ, কৃষ্ণদর্শন তোমার হইয়াছে, আমরা পিশাচযোনি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পরম গতি পাইতে চলিয়াছি। পুত্র! দ্বাদশীবেধ জন্য পাপ দ্বারকার প্রভাবে নিশ্চয় নষ্ট হইয়াছে, তাই আমাদের পরমপদপ্রাপ্তি ঘটিল। দ্বাদশীবেধ জন্য যে পাপ তুমি অর্জ্জন করিয়াছ, তাহা কৃষ্ণদর্শনে তোমার ক্ষীণ হইয়াছে। তুমি আর দ্বাদশীব্রত পরিত্যাগ করিও না। দশমীজনিত বেধ তুমি সযত্নে রক্ষা করিও। এরূপ যদি না কর, তবে নিশ্চয়ই প্রেতযোনি লাভ হইবে। যাহারা হরিবাসর সবেধ করে, এই ত্রৈলোক্যের নিখিল পাপই তাহাদের হইয়া থাকে। ঐ পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। সবেধ হরিবাসর করিলে শত মন্বন্তর পরেও তাহাদের স্বর্গলাভ হয় না। পুত্র! প্রেতত্ব বড়ই দুঃসহ। যমযাতনা আরও দুঃসহ, অতএব পুত্র! তুমি সবেধ দ্বাদশীব্রত করিও না। যে সকল হেতুবাদী কূটবুদ্ধি অজ্ঞজন ঐরূপ ব্রত করিবার ব্যবস্থা দেয়, পিতৃগণ সহ তাহাদেরও প্রেতযোনিপ্রাপ্তি হয়।২৫—৬৮। দশমীবিদ্ধা দ্বাদশী সন্তাননাশিনী,সর্ব্বপুণ্যধ্বংসিনী ও কৃষ্ণ

গমিষ্যামঃ প্রসাদাদ্রুক্মিণীপতেঃ। প্রাপ্তং বিষ্ণুপদং পুত্র অপুনর্ভবসংজ্ঞকম্॥ ৭০॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। চন্দ্রশর্ম্মন্ প্রসন্নোঽহং তব ভক্ত্যা দ্বিজোত্তম। শৈবভাবপ্রপন্নোঽপি যত্ত্বং জাতোঽসি বৈষ্ণবঃ॥ ৭১॥ নবসপ্ততিবর্ষাণি ন কৃতং বাসরং মম। সম্পূর্ণং মৎপ্রসাদেন তব জাতং ন সংশয়ঃ॥ ৭২॥ একেনৈবোপবাসেন ত্রিস্পৃশাসম্ভবেন হি। দ্বারকায়াঃ প্রসাদেন মদ্দৃষ্ট্যালোকনেন হি॥ ৭৩॥ অবিদ্যামোহিতেনৈব শিবভক্ত্যা মমার্চ্চনম্। ন কৃতং মৎ প্রসাদেন কৃতং চৈব ভবিষ্যতি॥ ৭৪॥ বৈশাখে যৈরহং দৃষ্টো দ্বারকায়াং দ্বিজোত্তম। ত্রিস্পৃশাবাসরে চৈব বঞ্জুলীবাসরে তথা॥ ৭৫॥ উন্মীলিনীদিনে প্রাপ্তে প্রাপ্তে বা পক্ষবর্দ্ধিনী। নৈতেষাং চাপরাধোঽস্তি যদ্যপি ব্রহ্মঘাতকাঃ॥ ৭৬॥ জন্মপ্রভৃতি পুণ্যস্য প্রকুর্ব্বন্তি তথাপি ভূসুর। মৎপুরীদর্শনেনাপি ফলভাগী ভবেন্নরঃ॥ ৭৭॥ দৃষ্ট্বা সমস্ততীর্থানি প্রভাসাদীনি ভূতলে। মৎপুরীদর্শনেনৈব দৃষ্টানীহ ভবেৎ ফলম্॥ ৭৮॥ মাহাত্ম্যং দ্বারকায়াশ্চ মদ্দিনে যত্র তত্র বা। পঠেন্মম পুরীং পুণ্যাং লভতে মৎপ্রসাদতঃ॥ ৭৯॥ মৎপুরীং বসতাং পুণ্যং ত্রিকালং মম দর্শনাৎ। তৎফলং সমবাপ্নোতি যস্ত্বিদং পঠতে কলৌ॥ ৮০॥ কলৌ কাশী চ মথুরা হ্যবন্তী চ দ্বিজোত্তম। অযোধ্যা চ তথা মায়া কাঞ্চী চৈব চ মৎপুরী॥ ৮১॥ শালিগ্রামভবং চৈব বদরী চ তথোত্তমা। কুরুক্ষেত্রং ভৃগুক্ষেত্রং পুষ্করং শুভসংজ্ঞকম্॥ ৮২॥ প্রয়াগঞ্চ প্রভাসঞ্চ ক্ষেত্রং বৈ হাটকেশ্বরম্। গঙ্গাদ্বারং শৌকরঞ্চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমম্॥ ৮৩॥ নৈমিষং দণ্ডকারণ্যং তথা বৃন্দাবনং দ্বিজ। সৈন্ধবং চার্ব্বুদাখ্যঞ্চ সর্ব্বাণ্যায়তনানি চ॥ ৮৪॥ বনানি মাগধাদীনি পুষ্করাণি দ্বিজোত্তম। শৈলরাজাদয়ঃ শৈলা হিমাদ্রিপ্রমুখা হি যে॥ ৮৫॥ গঙ্গাদয়শ্চ সরিতো ভূতলে সন্তি যানি বৈ। তীর্থানি ত্রিষু কালেষু সমানি দ্বারকাপুরঃ॥ ৮৬॥ কলিনা কলিতং সর্ব্বং বর্জ্জয়িত্বা তু মৎপুরীম্। বিপ্র বর্ষশতে প্রাপ্তে মৎপুর্য্যাং মম দর্শনে॥ ৮৭॥ তব মৃত্যুর্ন্নহীদেব মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি। ত্রিস্পৃশাবাসরে প্রাপ্তে বৈশাখে শুক্লপক্ষতঃ॥ ৮৮॥ সঙ্গমে বুধবারস্য দিবা ভূমৌ মমাগ্রতঃ। দশমং দ্বারমাসাদ্য তব প্রাণস্য নির্গমঃ। ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মৎ-

ভক্তিবিলোপিনী। অধিক কি বলিব! রুক্মিণীপতির প্রসাদে তোমার মঙ্গল হউক, আমরা এক্ষণে চলিলাম। পুত্র আমরা অপুনর্ভবকর বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—চন্দ্রশর্ম্মন্! তুমি শৈবভাবাপন্ন হইয়াও যে বৈষ্ণব হইয়াছ, ইহাতে তোমার ভক্তিবৈভবে আমি প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি উনাশীতি বর্ষ যাবৎ হরিবাসর কর নাই, এক্ষণে আমার প্রসাদে তোমার তাহা পূর্ণ হইল। তুমি দ্বারকায় আসিয়া ত্রিস্পৃশা তিথিতে একটী উপবাস করিয়াছ এবং আমার দৃষ্টিপাত হইয়াছে, তাই দ্বারকার প্রসাদে তোমার অকৃত পুণ্যকর্ম্ম পূর্ণ হইল। তুমি অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া শিবে প্রগাঢ় ভক্তি বশতঃ এতদিন আমার অর্চ্চনা কর নাই, মৎপ্রসাদে তোমার ঐ অকৃত কর্ম্ম কৃত হইবে। দ্বিজবর! যাহারা দ্বারকায় বৈশাখে ত্রিস্পৃশাদিনে বঞ্জুলীবাসরে উন্মীলিনীদিনে বা পক্ষবর্দ্ধিনীদিনে আমার দর্শন করে, তাহারা ব্রহ্মঘাতী হইলেও তাহাদের কোনই অপরাধ হয় না। হে ভূসুর! আজন্ম যাহারা পুণ্যকার্য্য করিয়া আসিয়াছে, আমার এই পুরী দর্শন করিলেই তাহারা সেই পুণ্যফলভাগী হইতে পারে। প্রভাসাদি সমস্ত তীর্থ দেখিয়া আমার এই পুরী দর্শন ও স্পর্শন করিলেই ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি হরিবাসরে যত্র তত্র দ্বারকা মাহাত্ম্য পাঠ করে, মৎপ্রসাদে এই পুণ্য পুরী তাহার লব্ধ হইয়া থাকে। আমার পুরীতে বাস করিলে এবং আমাকে ত্রিসন্ধ্যা দর্শন করিলে যে ফল হয়, কলিতে যে,ইহা পাঠ করে, তাহারও সেই ফল হইয়া থাকে। কলিতে কাশী, মথুরা অবন্তী, অযোধ্যা, মায়া, কাঞ্চী, বৈকুণ্ঠপুরী, শালগ্রাম ক্ষেত্র, বদরীক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র, ভৃগুক্ষেত্র, পুষ্কর, প্রয়াগ, প্রভাস, হাটকেশ্বর ক্ষেত্র, গঙ্গাদ্বার শৌকরতীর্থ, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, নৈমিষারণ্য, দণ্ডকারণ্য, বৃন্দাবন, সৈন্ধব, অর্ব্বুদাচল, সমস্ত আয়তন, মাগধাদি নিখিলবন, হিমাদ্রিপ্রমুখ শৈলরাজগণ এবং গঙ্গাদি ভূতলস্থ সরিৎ সকল, সমস্ত তীর্থই কৃতাদি যুগত্রয়ে দ্বারকাপুরীর তুল্য। আমার পুরী বর্জ্জন করিয়া কলি সকলই গ্রাস করিয়াছে। বিপ্র! শতবর্ষ বয়ঃক্রমে আমাকে দেখিয়া আমার পুরে তোমার মৃত্যু হইবে। ঐ দিন আমার প্রসাদে বৈশাখের শুক্লপক্ষীয় ত্রিস্পৃশা তিথি ও বুধবার হইবে। ঐ দিন দিবাভাগে আমার অগ্রে ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া তোমার প্রাণনির্গম হইবে।

প্রসাদেন তুষ্টয় । ৮৯ । স্বস্থানং গচ্ছ বিপ্রেন্দ্র সর্ব্বান্ কামানবাপ্স্যসি । মদ্ভক্তানাং যুগান্তেঽপি বিনাশো নোপপদ্যতে । ৯০ । মদ্ভক্তিঃ বহুতাং পুংসামিহ লোকে পরেঽপি বা । নাশুভং বিদ্যতে কিঞ্চিৎ কুলকোটিং নয়েদ্দিবম্ । ৯১ । মার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো বর্ষশতে প্রাপ্তে গত্বা দ্বারবতীং পুরীম্ । প্রাণান্ কৃষ্ণোপদেশেন ত্যক্ত্বা মোক্ষং জগাম হ । ১২ । ইন্দ্রদ্যুম্ন তদাখ্যাতং মাহাত্ম্যং দ্বারকাভবম্ । পুনরেব প্রবক্ষ্যামি যত্তে মনসি বর্ত্ততে । ৯৩ । শৃণ্বতাং পঠতাঞ্চৈব মাহাত্ম্যং দ্বারকাভবম্ । সর্ব্বং ফলমবাপ্নোতি কৃষ্ণেন কথিতঞ্চ যৎ । ৯৪ । বিস্তারয়ন্তি লোকেঽস্মিঁল্লিখিতং যস্ত বেশ্মনি । প্রত্যক্ষং দ্বারকাপুণ্যং প্রাপ্যতে কৃষ্ণসম্ভবম্ । ৯৫ ।

ইতি শ্রীস্কান্দে দ্বারকানগরীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ । ২৪ ।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ । কথয়স্ব মুনিশ্রেষ্ঠ কিঞ্চিৎ কৌতূহলং মম । পুণ্যং পবিত্রং পাপঘ্নং তীর্থং তু বদ বিস্তরাৎ । ১ । মার্কণ্ডেয় উবাচ । মথুরা দ্বারকাযোধ্যা কলিকালে পুরীত্রয়ম্ । ধর্ম্মার্থকামদং ভূপ মোক্ষদং হরিবল্লভম্ । ২ । মথুরায়াং তু কালিন্দী গোমতী কৃষ্ণসন্নিধৌ । অযোধ্যায়াং তু সরযূর্মুক্তিদা সেবিতা সদা । ৩ । দ্বারবত্যামযোধ্যায়াং কৃষ্ণং রামং শুভপ্রদম্ । মথুরায়াং হরিং বিষ্ণুং স্মৃত্বা মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ । ৪ । ধন্যা সা মথুরা লোকে যত্র জাতো হরিঃ স্বয়ম্ । দ্বারকা সফলা লোকে ক্রীড়িতং যত্র বিষ্ণুনা । ৫ । ধন্যানামপি সা পূজ্যা অযোধ্যা সর্ব্বকামদা । যা স্বয়ং রামদেবেন পালিতা ধর্ম্মবুদ্ধিনা । ৬ । যদ্দদাতি ফলং কাশী সেবিতা কল্পসংখ্যয়া । কলৌ দদাতি মথুরা বাসয়েনাপি তৎফলম্ । ৭ । মন্বন্তরসহস্রে তু প্রয়াগে যৎ ফলং ভবেৎ । নিমিষার্দ্ধেন বসতাং দ্বারকায়াং তু তৎফলম্ । ৮ । প্রভাসে চ কুরুক্ষেত্রে যৎফলং বৎসরৈঃ শতৈঃ । বসতাং নিমিষার্দ্ধেন হ্যযোধ্যায়াং চ তদ্ভবেৎ । ৯ । অযোধ্যাধিপতিং রামং মথুরায়াং তু কেশবম্ । দ্বারকাবাসিনং কৃষ্ণং কীর্ত্তনং ।পি দুর্লভম্ । ১০ । মথুরাকীর্ত্তনেনাপি শ্রবণাদ্দ্বারকাপুরঃ । অযোধ্যাদর্শনেনাপি ত্রিশুদ্ধং চ পদং

হে বিপ্র! একণে তুমি স্বস্থানে যাও। তোমার সর্ব্বকাম সিদ্ধ হইবে। জানিও,—মদ্ভক্তদিগের যুগান্তেও বিনাশ নাই। মদ্ভক্তদিগের ইহ-পরকালে অমঙ্গল কখন নাই। তাহাদের কোটি কুল স্বর্গে লইয়া যায়। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর কৃষ্ণোপদেশে শতবর্ষ বয়সে চন্দ্রশর্ম্মা দ্বারাবতী পুরীতে গমন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষ লাভ করিল। হে ইন্দ্রদ্যুম্ন! এই আমি তোমার নিকট দ্বারকামাহাত্ম্য কহিলাম। তোমার অভিপ্রায়ানুসারে পুনরপি উহা আমি কহিব। কৃষ্ণ কহিয়াছেন,—দ্বারকার মাহাত্ম্য শ্রবণে এবং পঠনে সর্ব্ব ফলাবাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি জগতে ইহা প্রচার করে, অথবা যাহার গৃহে ইহা লিখিত থাকে, সে কৃষ্ণনির্ম্মিত দ্বারকাবাসপুণ্য প্রত্যক্ষই প্রাপ্ত হয়। ৮৯—৯৫।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! আমার কিঞ্চিৎ কৌতূহল হইয়াছে, আপনি পুণ্য পবিত্র পাপহর তীর্থবিবরণ সবিস্তারে বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—মথুরা, দ্বারকা ও অযোধ্যা কলিকালে এই তিনটি পুরীই ধর্ম্মার্থকামপ্রদ, মোক্ষদ ও হরিপ্রিয়। মথুরায় কালিন্দী, দ্বারকায় গোমতী, আর অযোধ্যায় সরযু সেবিত হইয়া সদাই মুক্তিদায়িকা। দ্বারকা, অযোধ্যা ও মথুরা এই পুরত্রয়ে যথাক্রমে কৃষ্ণ, রাম ও, ও হরিকে স্মরণ করিয়া নর মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ধন্যা সেই মথুরা—যথায় সেই সাক্ষাৎ হরি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। দ্বারকাও সফলা—যথায় বিষ্ণু ক্রীড়া করিয়াছিলেন। আর সেই অযোধ্যা পূজ্যা হইতেও পূজ্যা—যাহা সাক্ষাৎ ধর্ম্মবুদ্ধি রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিল। কল্পকালের সেবায় কাশী যে ফল প্রদান করে,কলিতে একটিমাত্র দিনেই মথুরা তাহা প্রদান করিয়া থাকেন। সহস্র মন্বন্তরে প্রয়াগে যে ফল লাভ হয়, দ্বারকায় নিমেষার্দ্ধ বাসেই সেই ফল হইয়া থাকে। প্রভাসে এবং কুরুক্ষেত্রে শতবর্ষ বাসে যে ফল, অযোধ্যায় নিমেষার্দ্ধ বাসেই সেই ফল হয়, অযোধ্যাধিপতি রাম মথুরানাথ কেশব এবং দ্বারকাবাসী শ্রীকৃষ্ণ, ইহাঁদের নাম কীর্ত্তনও দুর্লভ বস্তু। মথুরার নাম কীর্ত্তন, দ্বারকাপুরীর নাম কীর্ত্তন শ্রবণ এবং অযোধ্যা পুরী দর্শন

ব্রজেৎ॥ ১১॥ কৃষ্ণং স্বয়ম্ভুবং দেবং দ্বারকা ত্রিদিবোপমা। শ্রুতা চাপ্যথবা দৃষ্টা কুরুতে জন্মসংক্ষয়ম্॥ ১২॥ শ্রুতাভিলিখিতা দৃষ্টা হ্যযোধ্যা মথুরাপুরী। পাপং হরতি কল্পোত্থং দ্বারকা চ তৃতীয়কা॥ ১৩॥ কৃষ্ণং বিষ্ণুং হরিং দেবং বিশ্রান্তং চ কলৌ স্মৃতম্। দ্বাদশ্যাং জাগরে রাত্রাবশ্বমেধাযুতং ফলম্॥ ১৪॥ বালক্রীড়নকং স্থানং যে স্মরন্তি দিনে দিনে। স্বর্ণশৈলপদং নৃণাং জায়তে রাজসত্তম॥ ১৫॥ ধন্যাস্তে মানবা লোকে কলিকালে নরোত্তম। প্লবনং সিন্ধুতোয়েন গোমত্যাং যৈর্নরৈঃ কৃতম্॥ ১৬॥ পশ্চিমাশাং নরঃ স্নাত্বা কৃত্বা বৈ করসম্পুটম্। দ্বারকাং যে স্মরিষ্যন্তি তেষাং কোটিগুণং ফলম্॥ ১৭॥ মনসা চিন্তয়েদ্‌যো বৈ কলৌ দ্বারবতীং পুরীম্। কপিলাযুতপুণ্যং চ লভতে হেলয়া নরঃ॥ ১৮॥ গঙ্গাসাগরজং পুণ্যং গঙ্গাদ্বারভবং তথা। কলৌ দ্বারবতীং গত্বা প্রাপ্নোতি মনুজাধিপ॥ ১৯॥ সপ্তকল্পস্মরো ভূপ মার্কণ্ডেয়ঃ স্মরাম্যহম্। সমানা বাধিকা বাপি দ্বারবত্যা ন কাপি পূঃ॥ ২০॥ দুর্ব্বাসসা সমো ধন্যো নাস্তি নাপ্যধিকো নৃপ। ভাষাবন্ধং যেন কৃত্বা দ্বারকায়াং ধৃতো হরিঃ॥ ২১॥ মা কাশীং মা কুরুক্ষেত্রং প্রভাসং মা চ পুষ্করম্। দ্বারকাং গচ্ছ রাজর্ষে পশ্য কৃষ্ণমুখং শুভম্॥ ২২॥ অশ্বমেধসহস্রং তু রাজসূয়শতং কলৌ। পদে পদে চ লভতে দ্বারকাং যাতি যো নরঃ॥ ২৩॥ সফলং জীবিতং তেষাং কলৌ নৃপবরোত্তম। যেষাং ন স্খলিতং চিত্তং দ্বারকাং প্রতিগচ্ছতাম্॥ ২৪॥ মাতা চ পুত্রিণী তেন পিতা চৈব পিতামহাঃ। পিণ্ডদানং কৃতং যেন গোমত্যাং কৃষ্ণসন্নিধৌ॥ ২৫॥ গোপীচন্দনমুদ্রাং তু কৃত্বা ভ্রমতি ভূতলে। সোঽপি দেশো ভবেৎ পূতঃ কিং পুনর্যত্র সংস্থিতম্॥ ২৬॥ দ্বারকায়াং সমুদ্ভূতাং তুলসীং কৃষ্ণসেবিতাম্। নিত্যং বিভর্ত্তি শিরসা স ভবেৎ ত্রিদশাধিপঃ॥ ২৭॥ দৈত্যারের্ভগবত্তিথিশ্চ বিজয়া নীরং চ গঙ্গোদ্ভবং নিত্যং কাশিপুরী তথৈব তুলসী ধাত্রীফলং বল্লভম্॥ ২৮॥ শাস্ত্রং ভাগবতং তথা চ দয়িতং রামায়ণং দ্বারকা পুণ্যং মালতিসম্ভবং সুদয়িতং গীতং কৃতং জাগরম্॥ ২৯॥ গৃহে যস্য সদা তিষ্ঠেদ্‌গোপীচন্দনমৃত্তিকা। দ্বারকা তিষ্ঠতে তত্র কৃষ্ণেন সহিতা কলৌ॥

করিলে লোক পরম পদপ্রাপ্ত হয়। ত্রিদিবোপমা দ্বারকা দৃষ্ট বা শ্রুত হইলেও জন্মক্ষয় করিয়া থাকে। অযোধ্যা, মথুরা ও দ্বারকা, এই তিন পুরীর বিবরণ শ্রুত, অভিলিখিত বা দৃষ্ট হইলে কল্পসঞ্চিত পাপও বিনাশ করিয়া থাকে। উক্ত পুরত্রয়ে কৃষ্ণ, বিষ্ণু ও হরিদেব বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। কলিতে দ্বাদশী তিথিতে ইঁহাদের সমক্ষে রাত্রিজাগরণ করিলে অযুত অশ্বমেধফল লাভ হয়। যাহারা প্রতিদিন কৃষ্ণের বাল্যক্রীড়াস্থান স্মরণ করে, হে নৃপবর! তাহাদের স্বর্ণশৈলপদে অবস্থিতি হয়। কলিকালে সেই সকল মানবই ধন্য,—যাহারা গোমতীসিন্ধুসঙ্গমে সন্তরণ করিয়াছে। যে সকল নর গোমতীর পশ্চিম দিকে গিয়া স্নানপূর্ব্বক যুক্তকরে দ্বারকা স্মরণ করে, তাহাদের কোটিগুণ ফল হয়। যে নর কলিতে মনে মনে দ্বারাবতী পুরী চিন্তা করে, অযুত কপিলাদানের ফল তাহার অনায়াসেই লাভ হয়। গঙ্গাসাগরে বা গঙ্গাদ্বারে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, কলিতে দ্বারাবতীগমনে মানবের সে পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। হে ভূপ! আমি সপ্ত কল্পস্মর মার্কণ্ডেয়; আমার যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে দ্বারাবতী পুরীর সমান বা অধিক পুণ্যজনিকা কোন পুরী আছে বলিয়া মনে হয় না। হে নৃপ! দুর্ব্বাসা ঋষির সমান বা ধন্য বা অধিক পুণ্যবান্ নাই; কেননা, তিনি ভাষা প্রবন্ধ রচনা করিয়া দ্বারকায় হরিকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। রাজর্ষে! কাশী, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, বা পুষ্কর কোথাও যাইও না, একমাত্র দ্বারকায় যাও। সেখানে গিয়া শুভ কেশববক্ত্র নিরীক্ষণ কর।১—২২। দ্বারকাযাত্রী নর কলিতে পদে পদে সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয়-ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে নরবরোত্তম! কলিতে তাহাদের জীবনই সফল,—যাহাদের চিত্ত দ্বারকা গমনে পরাঙ্মুখ নহে। যে কৃষ্ণসন্নিহিত গোমতীতীরে পিণ্ড দান করে, সেই পুত্র দ্বারাই মাতা পুত্রিণী এবং পিতা পুত্রবান্ হইয়া থাকেন। নর গোপীচন্দনমুদ্রা ধারণ করিয়া যে প্রদেশে ভ্রমণ করে, তাহা পূত হইয়া থাকে। পরন্তু যথায় ঐ চন্দন আছে, তাহার পুণ্যবত্তার বিষয়ে আর কি বলিব? দ্বারকোৎপন্না কৃষ্ণসেবিতা তুলসী যে নর নিত্য নিত্য শিরে ধারণ করে, সে ইন্দ্রতুল্য হইয়া থাকে। ভগবত্তিথি বিজয়া, গঙ্গাজল, কাশীপুরী, তুলসী, ধাত্রীফল, ভাগবতশাস্ত্র, রামায়ণ, দ্বারকা, মালতীপুষ্প, এবং গীত ও জাগরণ এই কয়েকটী দৈত্যসূদন হরির অতিপ্রিয়। যাহার গৃহে সর্ব্বদা গোপীচন্দনমৃত্তিকা আছে, কৃষ্ণসহিতা দ্বারকা তথায়

৩০। কৃতঘ্নো বাথ গোঘ্নোঽপি হৈতুকঃ কৃৎস্নপাপ-কৃৎ। গোপীচন্দনসম্পর্কাৎ পূতো ভবতি তৎক্ষণাৎ॥ ৩১। গোপীচন্দনখণ্ডং তু যো দদাতীহ বৈষ্ণবে। কুলমেকোত্তরং তেন শতং তারিতমেব বা। ৩২॥ দ্বারকাসম্ভবা ভূপ তুলসী যস্য মন্দিরে। তস্য বৈবস্বতো নিত্যং বিভেতি সহ কিঙ্করৈঃ॥ ৩৩॥ দ্বারকাসম্ভবা মৃৎস্না তুলসী কৃষ্ণকীর্ত্তনম্। ক্রতুকোটি-শতং পুণ্যং কথিতং ব্যাসসূনুনা। ৩৪॥ আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি পুরাণানি পুনঃপুনঃ। ময়া দৃষ্টা মহীপাল ন দ্বারকাসমা পুরী। ৩৫। দ্বারকাগমনং যেন কৃতং কৃষ্ণস্য কীর্ত্তনম্। স্নাতং তীর্থসহস্রেষু তেনেষ্টং ক্রতুকোটিভিঃ। ৩৬। ইন্দ্রিয়াণাং তু দমনং কিং করিষ্যতি দেহিনাম্। সাধ্যায়মধ্যয়নং চাপি দ্বারকাং গচ্ছতে ন চেৎ॥ ৩৭। পশবস্তে ন সন্দেহো গর্দ্দভেন সমা জনাঃ। দৃষ্টং কৃষ্ণমুখং যৈর্ন গত্বা দ্বারাবতীং পুরীম্॥ ৩৮॥ কৃতকৃত্যাস্ত তে ধন্যা দ্বাদশ্যাং জাগরে হরেঃ। কৃত্বা জাগরণং ভক্ত্যা নৃত্যমানা মুহুর্মুহুঃ। ৩৯। কৃষ্ণালয়ং তু যো গত্বা গোমত্যাং পিণ্ডপাতনম্। করোতি শক্ত্যা দানঞ্চ মুক্তাস্তস্য পিতামহাঃ। ৪০। প্রেতত্বঞ্চ পিশাচত্বং ন ভবেত্তস্য দেহিনঃ। জন্মজন্মনি রাজেন্দ্র যো গতো দ্বারকাং পুরীম্। ৪১। অনশনেন যৎপুণ্যং প্রয়াগে ত্যজতস্তনুম্ দ্বাদশ্যাং নিমিষার্দ্ধেন তৎফলং কৃষ্ণসন্নিধৌ। ৪২। সূর্য্যগ্রহে গবাং কোটিং দত্বা যৎফলমাপ্নুয়াৎ। তৎফলং কলিকালে তু দ্বারবত্যাং দিনেদিনে। ৪৩। কোটি-ভারং সুবর্ণস্য গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। দত্বা যৎফল-মাপ্নোতি তৎফলং কৃষ্ণদর্শনে। ৪৪। দোলাসংস্থঞ্চ যে কৃষ্ণং পশ্যন্তি মধুমাধবে। তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ মাতামহপিতামহাঃ। ৪৫। শ্বশুরাদ্যাঃ সভৃত্যাশ্চ পশবশ্চ নরোত্তম। ক্রীড়ন্তি বিষ্ণুনা সার্দ্ধং যাবদাভূতসংপ্লবম্॥ ৪৬। যা কাচিদ্দ্বাদশী ভূপ জায়তে কৃষ্ণসন্নিধৌ। পশ্যামি নান্তরং কিঞ্চিৎ কলিকালে বিশেষতঃ। ৪৭। কৃষ্ণস্য সান্নিধৌ নিত্যং বাসরা দ্বাদশীসমাঃ। যুগাদিভিঃ সমাঃ সর্ব্বে নিত্যং কৃষ্ণস্য সান্নিধৌ। ৪৮॥ কলৌ দ্বারবতী সেব্যা জ্ঞাত্বা পুণ্যং বিশেষতঃ। ষট্‌পুর্য্যশ্চৈব সুলভা দুর্ল্লভা দ্বারকা কলৌ। ৪৯। স্মরণাৎকীর্ত্ত-নাদ্‌যস্যাদ্ভুক্তিমুক্তী সদা নৃণাম্। দুর্ব্বাসসা তু ঋষিণা

নিত্য-সন্নিহিতা। লোক কৃতঘ্ন, গোঘ্ন, হৈতুক, বা নিখিল পাপকৃৎ হউক, গোপীচন্দন সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ পূত হইয়া থাকে। যে নর বৈষ্ণব ব্যক্তিকে গোপীচন্দনখণ্ড প্রদান করে, একাধিক শতকুল তাহার তারিত হইয়া থাকে। যাহার গৃহে দ্বারকোৎপন্ন তুলসী আছে, দূতগণসহ যম তাহাকে ভয় করিয়া থাকেন। দ্বারকার মৃত্তিকা, তুলসী এবং তত্রত্য শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন কোটি-ক্রতু জন্য পুণ্যপ্রাপক। ব্যাসনন্দন স্বয়ং শুক এ কথা প্রকাশ করিয়াছেন। পুরাণাদি নিখিল শাস্ত্র পুনঃপুনঃ আলোড়িত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দ্বারকাসমা পুরী নাই। যে ব্যক্তি দ্বারকা গমন ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিয়াছে, তাহার সহস্র সহস্র তীর্থের স্নান ও কোটি কোটি ক্রতু করা হইয়াছে। দ্বারকায় যদি না যাওয়া হয়, তবে দেহিগণের ইন্দ্রিয় দমনেই বা কি হইবে? আর সাধ্যাধ্যয়নেই বা কোন্ ফল হইবে? যাহারা দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণবদন দর্শন করে নাই, তাহারা পশু, পশুর মধ্যেও গর্দ্দভ কল্প। যাহারা দ্বাদশীতে হরির উদ্দেশে জাগরণ করে, তাহারাই ধন্য, কৃতকৃত্য। যাহারা ভক্তি করিয়া রাত্রিজাগ-রণ, মুহুর্মুহু নর্ত্তন, কৃষ্ণাগারগমন, গোমতীতীরে পিণ্ডপাতন ও যথাশক্তি দানকার্য্য করে, তাহাদের পিতামহগণ মুক্ত হন। তাহাদের আর প্রেতত্ব বা পিশাচত্ব কখন হয় না। যাহারা জন্মে জন্মে দ্বারকা-পুরে গিয়া থাকে, অনশনে প্রয়াগে তনুত্যাগে যে পুণ্য হয়, দ্বাদশীতে কৃষ্ণসমীপে নিমিষার্দ্ধেই সেই পুণ্য হইয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণে কোটি গোদানে যে ফল পাওয়া যায়, কলিকালে দ্বারাবতীতে দিনে দিনে সেই ফল হইয়া থাকে। ২৩—৪৩। চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণে কোটিভার সুবর্ণপ্রদানে যাদৃশ ফল লাভ হয়, কৃষ্ণদর্শনে তাহাই হইয়া থাকে। মধুমাধব মাসে যাহারা দোলারূঢ় ও কৃষ্ণদর্শন করে, তাহাদের পুত্রপৌত্র, মাতামহ-পিতামহ, শ্বশুর-সম্বন্ধী, ভৃত্যা-ভৃত্য ও পশ্বাদি সকলেই আপ্রলয় বিষ্ণুসহ ক্রীড়া করিয়া থাকে। হে ভূপ! কৃষ্ণসন্নিধানে যে কোন দ্বাদশীই উপস্থিত হউক, কলিকালে আমিও তাহাদের ভেদ কিছুই দেখি না। কৃষ্ণের সমীপে সমস্ত বাসরই দ্বাদশীতুল্য, সুতরাং যুগাদির সহিত নিত্যই উহারা তুলনীয়। কলিতে দ্বারকার বিশিষ্ট পবিত্রতার বিষয় অবগত হইয়া তাহাকেই সেবা করিবে। সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরীর মধ্যে ছয়টী পুরী সুলভা; কিন্তু দ্বারকা দুর্ল্লভা।

রক্ষিতা তিষ্ঠতে পুরী ॥ ৫০ ॥ কলৌ ন শক্যতে গন্তুং বিনা কৃষ্ণপ্রসাদতঃ। কৃষ্ণস্য দর্শনং কর্ত্তুং যান্তি রুদ্রাদয়ঃসুরাঃ ॥ ৫১ ॥ ত্রিকালং জগতীনাথ রুক্মিণীদর্শনায় চ। সকলা ভারতী তস্য কৃষ্ণকৃষ্ণেতি যা বদেৎ ॥ ৫২ ॥ দ্বারকাযায়িনং দৃষ্ট্বা গায়ন্তি দিবি সংস্থিতাঃ। নরকাৎপিতরো মুক্তাঃ প্রচলন্তি হসন্তি চ ॥ ৫৩ ॥ গোপ্যং যৎপাতকং পুংসাং গোমতী তদ্ব্যপোহতি। স্মরণাৎকীর্ত্তনাদ্বাপি কিং পুনঃ প্লবনে কৃতে ॥ ৫৪ ॥ রুক্মিণীসহিতং দেবং শঙ্খোদ্ধারে চ শঙ্খিনম্। পিণ্ডারকে চতুর্ব্বাহুং দৃষ্ট্বান্যৈঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥ রুক্মিণী দেবকীপুত্রশ্চক্রতীর্থঞ্চ গোমতী। গোপীনাং চন্দনং লোকে তুলসী দুর্লভা কলৌ ॥ ৫৬ ॥ দুর্লভাস্তে স্মৃতা জ্ঞেয়া ধরণীপাপনাশকাঃ। গয়াং গত্বা তু যে পিণ্ডং দ্বারকাং কৃষ্ণদর্শনম্। করিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে বঞ্জুলীসমুপোষণম্ ॥ ৫৭ ॥ সমং পুণ্যফলং তেষাং বঞ্জুলী দ্বারকাসমা। যে ন্যূনা নাধিকাপি কথিতং বিষ্ণুনা স্বয়ম্ ॥ ৫৮ ॥ বঞ্জুলী চাধিকা রাজন্ শৃণু বক্ষ্যামি কারণম্। দ্বাদশ্যামুপবাসেন দ্বাদশ্যাং পারণেন তু। প্রাপ্যতে হেলয়া চৈব তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৫৯ ॥ গৃহেষু বসতাং তীর্থং গৃহেষু বসতাং তপঃ। গৃহেষু বসতাং মোক্ষো বঞ্জুলীসমুপোষণাৎ ॥ ৬০ ॥ বঞ্জুলী দ্বারকা গঙ্গা গয়া গোবিন্দকীর্ত্তনম্। গোমতী গোকুলং গীতা দুর্লভং গোপীচন্দনম্ ॥ ৬১ ॥ এতচ্ছৃণোতি যো ভক্ত্যা কৃত্বা মনসি কেশবম্। অশ্বমেধসহস্রস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৬২ ॥ শ্রোষ্যন্তি জাগরে যে বৈ মাহাত্ম্যং কেশবস্য চ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তাঃ পরং যাস্যন্তি বৈষ্ণবম্ ॥ ৬৩ ॥ পঠিষ্যন্তি নরা নিত্যং যে বৈ শ্রোষ্যন্তি ভক্তিতঃ। তুলাপুরুষদানস্য ফলং তে প্রাপ্নুবন্তি হি ॥ ৬৪ ॥ কৃষ্ণজাগরণে দানং যৎস্বল্পমপি দীয়তে। সর্ব্বং কোটিগুণং জ্ঞেয়মিত্যাহুঃ কবয়ো নৃপ ॥ ৬৫ ॥ মানকূটং তুলাকূটং কন্যাহয়গবাং ক্রয়াৎ। তৎসর্ব্বং বিলয়ং যাতি দ্বাদশ্যাং জাগরে কৃতে ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গোপীচন্দনমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ইহার নাম কীর্ত্তনে স্মরণে নরগণের ভুক্তি-মুক্তি হয়। দুর্ব্বাসা ঋষি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ঐ পুরী অবস্থিত। কলিতে কৃষ্ণের প্রসাদ ব্যতীত কেহই তথায় গমনে সক্ষম নহে! রুদ্রাদি সুরগণ কৃষ্ণ-রুক্মিণী দর্শনার্থ নিত্য ত্রিসন্ধ্যা দ্বারকায় গমন করেন। যে নারী কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, তাহারই বাক্য সফল হইয়া থাকে। দ্বারকাযাত্রীকে দেখিয়া স্বর্গবাসীরা সঙ্গীত আলাপ করেন; পিতৃগণ নরক হইতে মুক্ত হইয়া প্রচলিত ও হসিত হইয়া থাকেন। নর-গণের যে কিছু গুপ্ত পাপ থাকুক, গোমতী তাহা ক্ষালন করিয়া থাকে। গোমতী স্মরণে এবং কীর্ত্ত-নেই ঐরূপ করে; কিন্তু উহাতে স্নানে সন্তরণে যে কিরূপ পুণ্য, তাহা বলাই বাহুল্য। রুক্মিণী-সহ রুক্মিণীপতিকে, শঙ্খোদ্ধারে শঙ্খীকে এবং পিণ্ডারকে চতুর্ব্বাহুকে দেখিয়া অন্যান্য পুণ্য কার্য্য করিয়া আর কি করিবে? রুক্মিণী, রুক্মিণীপতি, চক্রতীর্থ, গোমতী, গোপীচন্দন ও তুলসী এই কয়টি বস্তু কলিকালে দুর্লভ। যাহারা গয়ায় গিয়া পিণ্ডদান আর দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণদর্শন করে, সেই সকল পৃথিবীপাবন পুত্র দুর্লভ বলিয়াই বিজ্ঞেয়। যাহারা কলিকালে বঞ্জুলীতে উপবাস করে, তাহাদের পুণ্যফল দ্বারকাসেবার সমান; কেননা বঞ্জুলী দ্বারকারই তুল্য। স্বয়ং বিষ্ণু বলিয়াছেন,—বঞ্জুলী দ্বারকা হইতে কোন অংশেই হীন নহে, বরং অধিক। হে রাজন্! অধুনা বঞ্জুলীর আধিক্য-কারণ শ্রবণ করুন। একাদশীতে উপবাস, ও দ্বাদশীতে পারণ করিয়া অনায়াসেই বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বঞ্জুলীতে উপবাস করিলে তীর্থ, তপস্যা এবং তাহার ফল মোক্ষ এই সকল গৃহবাসেই হইয়া থাকে। বঞ্জুলী, দ্বারকা, গঙ্গা, গয়া, গোবিন্দনাম কীর্ত্তন, গোমতী, গোকুল, গীতা ও গোপীচন্দন, এই কয়েকটী বস্তু দুর্লভ। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক মনে মনে কেশব স্মরণ করিয়া এই সকল শ্রবণ করে, সে সহস্রাশ্বমেধফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জাগরণকালে যাহারা কেশব-মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হয়। যে সকল মানব ইহা পাঠ ও শ্রবণ করে, তাহারা তুলাপুরুষ দানের ফল লাভ করিয়া থাকে। কৃষ্ণসন্নিধানে যে অল্প মাত্র দান করা যায়, তাহা কোটিগুণিত হইয়া থাকে, ইহা কবিগণ বলেন। মানকূটে, তুলাকূটে এবং কন্যা-অশ্ব-গো-বিক্রয়ে যে পাপ হয়, তৎসমস্তই দ্বাদশী-জাগরণে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৪৪—৬৬।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫।

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। প্রহ্লাদং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞং বেদশাস্ত্রার্থপারগম্। বৈষ্ণবাগমতত্ত্বজ্ঞং ভগবদ্ভক্তিতৎপরম্॥ ১॥ সুখাসীনং মহাপ্রাজ্ঞমৃষয়ো দ্রষ্টুমাগতাঃ। সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞাঃ স্বধর্ম্মপ্রতিপালকাঃ॥ ২॥ ঋষয় উচুঃ। বিনা জ্ঞানাদ্ বিনা ধ্যানাদ্ বিনা চেন্দ্রিয়নিগ্রহাৎ। অনায়াসেন যেনৈতৎ প্রাপ্যতে পরমং পদম্॥ ৩॥ সংক্ষেপাৎ কথয় স্নেহাদ্ দৃষ্টাদৃষ্টফলোদয়ম্। ধর্ম্মান্ মনুজশার্দ্দূল ব্রূহি সর্ব্বানশেষতঃ॥ ৪॥ ইত্যুক্তোঽসৌ মহাভাগো নারায়ণপরায়ণঃ। কথয়ামাস সংক্ষেপাৎ সর্ব্বলোকহিতোদ্যতঃ॥ ৫॥ শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ। শ্রূয়তামভিধাস্যামি গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং মহৎ। যস্য সংশ্রবণাদেব সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ॥ ৬॥ অষ্টাদশপুরাণানাং সারাৎসারতরঞ্চ যৎ। তদহং কথয়িষ্যামি ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্॥ ৭॥ সুখাসীনং মহাদেবং জগতঃ কারণং পরম্। পপ্রচ্ছ ষণ্মুখো ভক্ত্যা সর্ব্বলোকহিতোদ্যতঃ॥ ৮॥ স্কন্দ উবাচ। ভগবন্ সর্ব্বলোকানাং দুঃখসংসারভেষজম্। কথয়স্ব প্রসাদেন সুখোপায়ং বিমুক্তয়ে॥ ৯॥ ঈশ্বর উবাচ। চতুর্ব্বিধস্তু যৎপাপং কোটিজন্মার্জ্জিতং কলৌ। জাগরে বৈষ্ণবং শাস্ত্রং বাচয়িত্বা ব্যপোহতি॥ ১০॥ বৈষ্ণবস্তু তু শাস্ত্রস্য যো বক্তা জাগরে হরেঃ। মদ্ভক্তং তং বিজানীয়াদ্বিপরীতস্তথা ভবেৎ॥ ১১॥ হরিজাগরণং কার্য্যং মদ্ভক্তেন বিজানতা। অন্যথা পাপিনো জ্ঞেয়া যে দ্বিষন্তি জনার্দ্দনম্॥ ১২॥ জাগরং যে চ কুর্ব্বন্তি গায়ন্তি হরিবাসরে। অগ্নিষ্টোমফলং তেষাং নিমিষার্দ্ধেন ষণ্মুখ॥ ১৩॥ জাগরে পশ্যতাং বিষ্ণোর্ম্মুখং রাত্রৌ মুহুর্ম্মুহুঃ। যেষাং হৃষ্যন্তি রোমাণি রাত্রৌ জাগরণে হরেঃ। কুলানি দিবি তাবন্তি বসন্তি হরিসন্নিধৌ॥ ১৪॥ যমস্য পথি নির্ম্মুক্তা জনাঃ পাপশতৈর্বৃতাঃ। গীতশাস্ত্রবিনোদেন দ্বাদশীজাগরান্বিতাঃ॥ ১৫॥ সুপ্রভাতা নিশা তেষাং ধন্যাঃ সুকৃতিনো নরাঃ। প্রাণাত্যয়েন মুহ্যন্তি যৈঃ কৃতং জাগরং হরেঃ॥ ১৬॥ পুত্রিণস্তে নরা লোকে ধনিনঃ খ্যাতপৌরুষাঃ। যেষাং বংশোদ্ভবাঃ পুত্রাঃ কুর্ব্বন্তি হরিজাগরম্॥ ১৭॥ ইষ্টং মখৈঃ কৃতং দানং দত্তং পিণ্ডং গয়াশিরে। স্নাতং নিত্যং প্রয়াগে তু যৈঃ কৃতং জাগরং হরেঃ॥ ১৮॥ দয়িতা বিষ্ণুভক্তাশ্চ নিত্যং মম ষড়ানন। কুর্ব্বন্তি বাসরং বিষ্ণোর্যস্মাজ্জাগরণং হিতম্॥ ১৯॥ শ্রুত্বা

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—একদা সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ স্বধর্ম্মরক্ষক ঋষিগণ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বেদশাস্ত্রার্থপারদর্শী বৈষ্ণবাগমতত্ত্বজ্ঞ ভগবদ্ভক্ত সুখাসীন মহাপ্রাজ্ঞ প্রহ্লাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মনুজবর! জ্ঞান, ধ্যান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ব্যতীত অনায়াসে যাহাতে পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি তাহা সংক্ষেপে স্নেহক্রমে আমাদের নিকট ব্যক্ত কর। ঋষিগণের এই কথায় নারায়ণপরায়ণ মহাভাগ প্রহ্লাদ সর্ব্বলোকহিতে সমুদ্যত হইয়া সংক্ষেপে কহিলেন,—শুনুন আপনারা, আমি গুহ্য-গুহ্যতর মহদ্বিষয় বলিতেছি। ইহা শ্রবণ মাত্রেই পাপক্ষয় হয়। অষ্টাদশ পুরাণের যাহা সারাৎসার, ভুক্তিমুক্তিপ্রদ, আমি এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। একদা নিখিল লোকহিতোদ্যত ষড়ানন সুখাসীন জগৎকারণ মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া নিখিল লোকের সংসারদুঃখ-ভেষজস্বরূপ সুখমোক্ষোপায় বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—কলিতে কোটিজন্মার্জ্জিত চতুর্ব্বিধ পাপই কৃষ্ণসমক্ষে জাগরণে ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের বাচনে বিনষ্ট হইয়া থাকে। হরির জাগরণকালে যে ব্যক্তি বৈষ্ণবশাস্ত্র ব্যাখ্যা করে, তাহাকে আমার ভক্ত বলিয়া জানিবে। বিজ্ঞ মদ্ভক্ত হরিজাগরণ করিবে; অন্যথা তাহারা জনার্দ্দনদ্বেষী পাপী বলিয়াই অবধারিত হইবে। যাহারা হরিবাসরে রাত্রিজাগরণ ও গীত সাধন করে, নিমিষার্দ্ধ মধ্যেই তাহাদের অগ্নিষ্টোমফল লাভ হয়। যাহারা হরিবাসরে জাগরণ করিয়া মুহুর্ম্মুহু বিষ্ণুবদন দর্শন করে এবং হরির জাগরণে রোমরাজি যাহাদের হৃষ্ট হয়, তাহারা ঐ রোমসমসংখ্য বর্ষ যাবৎ স্বর্গে হরিসমীপে বাস করে। শত পাপাবৃত জনগণও দ্বাদশীজাগরণে সঙ্গীতশাস্ত্র-বিনোদনে যদি যমপথে উপনীত হয়, তবে তাহাদের সেই নিশা সুপ্রভাত হয় এবং সেই সকল সুকৃতভাজন নরই ধন্য হইয়া থাকে। যাহাদের বংশোদ্ভব পুত্রগণ হরিবাসরে জাগরণ করে, তাহারাই পুত্রবান্, তাহারাই ধনী, এবং তাহারাই প্রখ্যাতপৌরুষ। যাহারা হরিজাগরণ করিয়াছে, যজ্ঞ, দান, গয়াশিরে পিণ্ডার্পণ এবং নিত্য প্রয়াগস্নান, সকলই তাহাদের করা হইয়াছে। হে ষড়ানন! বিষ্ণুভক্তগণ নিত্যই আমার প্রিয়;

হর্ষং ন চাপ্নোতি জাগরং ন করোতি যঃ। প্রকটী-
করোতি তন্নূনং জনন্যা দুর্বিচেষ্টিতম্॥ ২০
সম্প্রাপ্য বাসরং বিষ্ণোর্ন যেষাং জাগরো হরেঃ
ব্যর্থং গতং চ তৎপুণ্যং তেষাং বর্ষশতোদ্ভবম্॥ ২১
পুত্রো বা পুত্রপুত্রো বা দৌহিত্রো দুহিতাপি বা
কারয্যতি কুলেঽস্মাকং কলৌ জাগরণং হরেঃ॥২২॥
পাত্যমানাঃ প্রজল্পন্তি পিতরো যমকিঙ্করৈঃ
মুক্তির্ভবিষ্যত্যস্মাকং নরকাজ্জাগরে কৃতে॥ ২৩
নান্যথা জায়তেঽস্মাকং মুক্তির্যজ্ঞশতৈরপি। বিনা
জাগরণেনৈব নরলোকাৎ কথঞ্চন। তস্মাজ্জাগরণং
কার্য্যং পিতৃণাং হিতমিচ্ছতা॥ ২৪॥ ভক্তি-
র্ভাগবতানাং চ গোবিন্দস্যাপি কীর্ত্তনম্। ন
দেহগ্রহণং তস্মাৎ পুনর্লোকে ভবিষ্যতি॥ ২৫॥
জাগরং কুরুতে যশ্চ সঙ্গমে বিজয়াদিনে।
পুনর্দ্দেহপ্রজননং দগ্ধং তেনাত্মনা স্বয়ম্॥ ২৬
ত্রিস্পৃশাবাসরং যেন কৃতং জাগরণান্বিতম্
কেশবস্য শরীরে তু স লীনো নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৭
উন্মীলিনী কৃতা যেন রাত্রৌ জাগরণান্বিতা
প্রভবন্তি ন পাপানি স্থূলসূক্ষ্মাণি তস্য তু॥ ২৮
সতালবাদ্যসংযুক্তং সঙ্গীতং জাগরং হরেঃ। যঃ
কারয়তি দেবস্য দ্বাদশ্যাং দানসংযুতম্॥ ২৯॥ তস্য
পুণ্যং প্রবক্ষ্যামি মহাভাগবতস্য হি। তিলপ্রস্থসহস্রং
তু সহিরণ্যং দ্বিজাতয়ে। দত্ত্বা যৎফলমাপ্নোতি
হ্যয়নে রবিসংক্রমে॥ ৩০॥ হেমভারশতং নিত্যং
সবৎসং কপিলাযুতম্। প্রেক্ষণীয়প্রদানেন তৎফলং
প্রাপ্নুয়াৎ কলৌ॥ ৩১॥ যঃ পুনর্ব্বাসরে পুত্র
দিব্যৈর্ঋষিকৃতৈঃ স্তবৈঃ। তোষয়েৎ পদ্মনাভং বৈ
বৈদিকৈর্ব্বিষ্ণুসামভিঃ॥৩২॥ ঋগ্‌যজুঃসামসম্ভূতৈর্বৈষ্ণ-
বৈশ্চৈব পুত্রক। সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈঃ স্তোত্রৈরন্যৈশ্চ
বিবিধৈস্তথা॥ ৩৩॥ প্রীতিং করোতি দেবেশো
দ্বাদশ্যাং জাগরে স্থিতঃ। শৃণু পুণ্যং সমাসেন
যদ্গীতং ব্রহ্মণা মম॥ ৩৪॥ ত্রিঃসপ্তকৃত্বো ধরণীং
ত্রিগুণীকৃত্য ষণ্মুখ। দত্ত্বা যৎ ফলমাপ্নোতি তৎ
ফলং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ॥ ৩৫॥ গবাং শতসহস্রেণ সবৎ
সেনাপি যৎ ফলম্। তৎ ফলং প্রাপ্নুয়ান্মর্ত্ত্যঃ
স্তোত্রৈর্যস্তোষয়েদ্ধরিম্॥ ৩৬॥ বৈদিকী দশগুণা
প্রীতির্যামেনৈকেন জাগরে। এবং ফলানুসারেণ
কার্য্যং জাগরণং হরেঃ॥ ৩৭॥ যঃ পুনঃ পঠতে
রাত্রৌ গীতাং নামসহস্রকম্। দ্বাদশ্যাং পুরতো
বিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাং সমীপতঃ॥ ৩৮॥ পুণ্যং ভাগ-
বতং স্কান্দপুরাণং দয়িতং হরেঃ। মাথুরং বালচরিতং

কেননা তাহারা হরিবাসরে জাগরণ করিয়া থাকে।
যে ব্যক্তি হরিবাসরে না হৃষ্ট হয় কিম্বা তাহাতে না
জাগরণ করে, সে তাহার জননীর দুর্ব্যবহারই
প্রকটিত করিয়া থাকে। হরিবাসর প্রাপ্ত হইয়া যে
সকল নর বিষ্ণুর সমক্ষে জাগরণ না করে, তাহাদের
শতবর্ষোদ্ভব পুণ্যও বিফল হইয়া যায়। পিতৃগণ যম-
কিঙ্করগণ কর্ত্তৃক পাত্যমান হইয়া এইরূপ জল্পনা
করিতে থাকেন যে, পুত্র পৌত্র দৌহিত্র দুহিতা যে
কেহ আমাদের কুলে অবশ্যই হরিবাসরে জাগরণ
করিবে। আমাদের তাহাতে নরক হইতে মুক্তি
ঘটিবে। অন্যথা শতযজ্ঞ দ্বারাও আমাদের মুক্তি
হইবে না। অতএব পিতৃহিতেচ্ছু নর অবশ্যই
জাগরণ করিবে। ভাগবতগণের প্রতি ভক্তি
এবং গোবিন্দনাম কীর্ত্তন করিলে সংসারে আর
দেহ গ্রহণ করিতে হয় না। গোমতীসাগরসঙ্গমে
যে জন দ্বাদশীদিনে জাগরণ করে, সে তদ্দ্বারা
আপনিই পুনর্দ্দেহপ্ররোহ দগ্ধ করিয়া থাকে।
ত্রিস্পৃশদিনে যে নর জাগরণ করে, কেশবশরীরে
তাহার লয় হইয়া থাকে। যে নর উন্মীলনী তিথিতে
রাত্রিজাগরণ করে, তাহার স্থূল সূক্ষ্ম কোনরূপ
পাপই হয় না। হরির জাগরণে যে নর তালবাদ্য
সহকারে সঙ্গীত করে, দান করে, সেই মহাভাগবত
ব্যক্তির পুণ্যকথা কহিতেছি। রবিসংক্রান্তিতে
ব্রাহ্মণকে সহিরণ্য সহস্র তিলপ্রস্থ, শত হেমভার ও
সবৎসা অযুত কপিলা দান করিলে যে ফল হয়,
হরিজাগরণে হরিবদনে দৃষ্টিপাত করিয়াও সেই ফল-
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি হরিবাসরে দিব্য
বা ঋষিকৃত স্তব অথবা বৈদিক বিষ্ণুসাম দ্বারা পদ্ম-
নাভের পরিতোষ জন্মায় কিম্বা ঋক্ যজুঃ ও সামময়
বৈষ্ণব স্তবে অথবা সংস্কৃত, প্রাকৃত বা অন্যান্য
বিবিধ স্তোত্রে দ্বাদশীজাগরণে দেবদেবেশের প্রীতি
উৎপাদন করে, ব্রহ্মবর্ণিত তদীয় পুণ্যফল সংক্ষেপে
শ্রবণ কর। ত্রিষষ্টিবার ধরণীদানে যে ফল হয়, ঐ
নর তাদৃশ ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শত সহস্র
সবৎসা গাভী দানে যে ফল,স্তোত্র দ্বারা হরিতোষণ-
কারী ব্যক্তির সেই ফলই লাভ হয়। এক প্রহর
মাত্র হরিজাগরণে বৈদিকী দশগুণা প্রীতি হইয়া
থাকে। এইরূপ ফলানুসারে নরের হরিজাগরণ
কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি দ্বাদশীর রাত্রে কেশবকে
পূজা করিয়া বিষ্ণু বা বৈষ্ণবগণের সমক্ষে গীতা,
বিষ্ণুনামসহস্র, পবিত্র ভাগবত, হরিপ্রিয় স্কন্দপুরাণ,

গোপীনাং চরিতং তথা ॥ ৩৯ ॥ এতান্ পঠতি রাত্রৌ যঃ পূজয়িত্বা তু কেশবম্। ন বেদ্ম্যহং ফলং বৎস যদি জানাতি কেশবঃ ॥ ৪০ ॥ দীপং প্রজ্বালয়েদ্রাত্রৌ যঃ স্তবৈর্হরিজাগরে। ন চাস্তং গচ্ছতে তস্য পুণ্যং কল্পশতৈরপি ॥ ৪১ ॥ মঞ্জরীসহিতৈঃ পত্রৈস্তুলসীসম্ভবৈর্হরিম্। জাগরে পূজয়েদ্ভক্ত্যা নাস্তি তস্য পুনর্ভবঃ ॥ ৪২ ॥ স্নানং বিলেপনং পূজা ধূপং দীপঞ্চ সংস্তবম্। নৈবেদ্যঞ্চ সতাম্বূলং জাগরে দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৪৩ ॥ ধ্যাতুমিচ্ছতি যদ্রুক্ত যো মাং ভক্তিপরায়ণঃ। স করোতু মহাভক্ত্যা দ্বাদশ্যাং জাগরং হরেঃ ॥ ৪৪ ॥ বাসরে বাসুদেবস্য সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। দেহমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি যে প্রকুর্ব্বন্তি জাগরম্ ॥ ৪৫ ॥ জাগরে বাসুদেবস্য মহাভারতকীর্ত্তনম্। যে কুর্ব্বন্তি গতিং যান্তি যোগিনাং তে ন সংশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ চরিতং রামদেবস্য যে বধং রাবণস্য চ। পঠন্তি জাগরে বিষ্ণোস্তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৪৭ ॥ অধীত্য চতুরো বেদান্ কৃত্বা চৈবার্চ্চনং হরেঃ। স্নাত্বা চ সর্ব্বতীর্থেষু জাগরে তৎফলং হরেঃ ॥ ৪৮ ॥ রামনামশতৈর্যত্তু সহস্রৈর্ব্বরবারণৈঃ। লক্ষেণাশ্ববরাণাং তু তৎফলং জাগরে হরেঃ ॥ ৪৯ ॥ ধান্যশৈলসহস্রৈস্তু তুলাপুরুষকোটিভিঃ। যৎ ফলং মুনিভিঃ প্রোক্তং তৎফলং জাগরে হরেঃ ॥৫০॥ কন্যা-কোটিপ্রদানঞ্চ স্বর্ণভারশতং তথা। দত্তং রত্নাযুতশতং যৈঃ কৃতো জাগরো হরেঃ ॥ ৫১ ॥ অষ্টাদশপুরাণৈস্তু পঠিতৈর্যৎ ফলং ভবেৎ। তৎফলং শতসাহস্রং কৃতে জাগরণে হরেঃ ॥ ৫২ ॥ মন্বাদি পঠতাং শাস্ত্রং যৎ ফলং হি দ্বিজন্মনাম্। অধিকং ফলমাপ্নোতি কুর্ব্বাণো জাগরং হরেঃ ॥ ৫৩ ॥ দুর্ভিক্ষে চান্নদাতৃণাং পুংসাং ভবতি যৎফলম্। সন্ন্যাসিনাং সহস্রৈস্তু যৎ ফলং ভোজিতৈঃ কলৌ। ফলং তৎ সমবাপ্নোতি কুর্ব্বতাং জাগরং হরেঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দ্বাদশীজাগরণমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। স্থিত্বা দ্বাদশীজাগরে ক্রতুসমে দুঃখাপহে পুণ্যদে রম্যং ভাগবতং শৃণোতি পুরুষঃ কৃত্বা হরেঃ পূজনম্। পুণ্যং বাজিমখস্য কোটিগুণিতং সম্প্রাপ্য ভক্তোত্তমশ্ছিত্ত্বা পাশসমূহ-

---

তদীয় মধুর বালচরিত ও গোপীচরিত পাঠ করে, তাহার যে কত ফল, বৎস! তাহা আমি জানি না। স্বয়ং কেশব সে ফল জানিতে পারেন। যে নর হরিজাগরণে স্তব পাঠ করিতে করিতে রাত্রিতে প্রদীপ জালিয়া দেয়, শতকল্পেও তাহার পুণ্যাবসান হয় না। যে নর তুলসীর মঞ্জরীসহিত পত্র দ্বারা হরিজাগরে হরির পূজা করে, তাহার পুনরুৎপত্তি নাই। স্নান, বিলেপন, পূজা, ধূপ, দীপ, স্তব, নৈবেদ্য, ও তাম্বুল, এই সকল হরিজাগরে প্রযুক্ত হইয়া অক্ষয় হয়। হে ষড়ানন! যে ভক্তিতৎপর ব্যক্তি আমার ধ্যান করিতে ইচ্ছা করে, সে বিশেষ ভক্তিসহকারে দ্বাদশীতে হরিজাগরণ করুক। বাসুদেবের বাসরে সবাসব দেবগণ জাগরণকারীদিগের দেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। বাসুদেবের জাগরণে যাহারা মহাভারত কীর্ত্তন করে, তাহারা নিশ্চয়ই যোগিগণলভ্য গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিষ্ণুর জাগরে যাহারা রামদেবের চরিত রাবণবধ পাঠ করে, তাহাদের পরমগতি হয়। চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন, হরিপূজন ও সর্ব্বতীর্থে স্নান করিলে যে ফল হরিবাসরে জাগরণে সেই ফল হইয়া থাকে। অযুত রথ, সহস্র বর বারণ ও লক্ষ অশ্ব দানে যে ফল, হরিজাগরণে সেই ফল হয়। সহস্র ধান্যশৈল, ও কোটি তুলাপুরুষ দানে যে ফল অর্পণ করে, মুনিগণ বলিয়াছেন, হরিজাগরণে তাহাদের সেই ফল হইয়া থাকে। যাহারা হরিজাগরণ করিয়াছে, তাহাদের কোটি কন্যা, শত স্বর্ণভার ও অযুত শত রত্নদান করাই হইয়াছে। অষ্টাদশ পুরাণ পাঠে যে ফল, হরিজাগরণে তাহার শত-সহস্রগুণিত ফল হইয়া থাকে। মন্বাদি শাস্ত্র পাঠে দ্বিজাতিগণের যে ফল হরিজাগরণে তদপেক্ষা অধিক ফল। দুর্ভিক্ষে অন্নদানে এবং সহস্র সন্ন্যাসী ভোজনে যে ফল, হরিজাগরণ করিয়া নর তত্তুল্য ফলই পাইয়া থাকে।১—৫৪।

ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—দ্বাদশীজাগরণ যজ্ঞতুল্য দুঃখাপহ ও পুণ্যপ্রদ। ঐ জাগরণ করিয়া যে নর রম্য ভাগবত শ্রবণ ও হরিপূজন করে, অশ্বমেধ যজ্ঞের কোটিগুণ পুণ্য তাহার হয়। তাদৃশ

পক্ষনিচয়ং প্রাপ্নোতি কৃষ্ণালয়ম্ ॥ ১ ॥ হত্যাপাপসমূহকোটি-নিচয়ৈর্গুর্ব্বঙ্গনাকোটিভি স্তেয়ৈ-র্লক্ষগুণৈ র্গুরোর্ব্বধকরৈঃ সংবেষ্টিতো যদ্যপি। শ্রুত্বা ভাগবতং ছিনত্তি সকলং কৃত্বা হরের্জাগরং মুক্তিং যাতি নরেন্দ্র নির্ম্মলবপুর্ভিত্ত্বা রবের্ম্মণ্ডলম্ ॥ ২ ॥ একাদশী দ্বাদশিসম্প্রবিষ্টা কৃতা নভস্তে শ্রবণেন যুক্তা। বিশেষতঃ সোমসুতেন সঙ্গমে করোতি মুক্তিং প্রপিতামহানাম্ ॥ ৩ ॥ যদ্দীয়তে দ্বাদশিবাসরে শুভে বিষ্ণুং সমুদ্দিশ্য তথা পিতৄণাম্। পর্য্যাপ্তমিষ্টৈঃ ক্রতুতীর্থদানৈর্ভক্ত্যা প্রদত্তং খলু মেরুতুল্যম্ ॥ ৪ ॥ মহানদীং প্রাপ্য দিনং চ বিষ্ণোস্তোয়াঞ্জলিং যস্তু পিতৄন্ দদাতি। শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমাঃ সহস্রং যচ্ছন্তি কামান্ পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ ॥৫॥ শরণাগতানাং পরিপালনেন হ্যন্নপ্রদানেন শৃণুষ্ব পুত্র। ঋণপ্রদানেন দ্বিজদেবতানাং তদ্বৈ-ফলং জাগরণেন বিষ্ণোঃ ॥৬॥ যঃ স্বর্ণধেনুং মধুনীরধেনুং কৃষ্ণাজিনং রৌপ্যসুবর্ণমেরুং। ব্রহ্মাণ্ডদানং প্রদদাতি যাতি স বৈ ফলং জাগরণেন বিষ্ণোঃ ॥ ৭ ॥ সত্যেন শৌচেন দমেন যৎফলং ক্ষমাদয়াদানবলেন যন্মুখ। দশাশ্বমেধৈর্বহুদক্ষিণৈশ্চ তেষাং ফলং জাগরণেন বিষ্ণোঃ ॥ ৮ ॥ স্নানেন যৎপ্রাপ্য নদীঃ বরিষ্ঠাং যৎ পিণ্ডদানেন পিতৃর্গয়ায়াম্। যদ্ধেমদানাৎ কুরুজাঙ্গলে চ তৎস্যাৎ ফলং জাগরণেন বিষ্ণোঃ ॥৯॥ হত্যাযুতানাং যদি সঞ্চিতানি স্তেয়ানি কৃষ্ণস্য তথামিতানি। নিহন্ত্যনেকানি পুরাকৃতানি শ্রীজাগরে যে প্রপঠন্তি গীতম্ ॥ ১০ ॥ মার্গং ন তে সৌরপুরস্য দূতান বনান্তরং যন্মুখ কিঞ্চিদন্যৎ। স্বপ্নে ন পশ্যন্তি চ তে মনুষ্যা যেষাং গতা জাগরণেন নিদ্রা ॥ ১১ ॥ কাষায়বস্ত্রৈশ্চ জটাভরৈশ্চ পূর্ত্তাগ্নিহোত্রৈঃ কিমু চান্যমন্ত্রৈঃ। ধর্ম্মার্থকামবরমোক্ষকরীঞ্চ ভদ্রামেকাং ভজধ্ব কলিকালবিনাশিনীং চ ॥ ১২ ॥ ইত্যুক্তপূর্ব্বং কিল নারদেন শ্রেয়োঽর্থবুদ্ধ্যা বিনতাসুতায়। কৃষ্ণাৎ পরং নাস্তিদিহাস্তি দৈবং ব্রতং তদহ্নঃ পরমং ন কিঞ্চিৎ ॥ ১৩ ॥ ভোভোঃ সুরাঃ শৃণুত নারদ ইত্যবোচদ্ভোভোঃ খগেন্দ্রঋষিসিদ্ধমুনীন্দ্রসঙ্ঘাঃ। উৎক্ষিপ্য বাহুযথ ভক্তজনেন চোক্তং নৈকাদশীব্রতসমং ব্রতমস্তি কিঞ্চিৎ ॥ ১৪ ॥ পক্ষীন্দ্র পাপপুরুষা ন হরিং ভজন্তি তদ্ভক্তিশাস্ত্রনিরতা ন কলৌ ভবন্তি। কুর্ব্বন্তি মূঢ়মনসো দশমী-

বর সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া কৃষ্ণালয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নর যদি কোটি হত্যা, কোটি গুর্ব্বঙ্গনাগমন, লক্ষ স্তেয় ও লক্ষ গুরুবধ জন্য পাপসমূহে পরিবেষ্টিত হয়, তথাচ হরিজাগরণ করিয়া ভাগবতপ্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সে বিমল দেহে বন্ধন ছেদনপূর্ব্বক রবিমণ্ডল ভেদ করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়। শ্রাবণে বিশেষতঃ শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত বুধবারে দ্বাদশীবিদ্ধা একাদশী করিয়া নর তাহার প্রপিতামহগণের মুক্তি বিধান করে। শুভ দ্বাদশীদিনে বিষ্ণু বা পিতৃগণের উদ্দেশে যাহা কিছু ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত হয়, তাহা যজ্ঞ ও তীর্থদানের তুল্য হয়। ঐ দান মেরুদানতুল্য হইয়া থাকে। যে নর মহানদী প্রাপ্ত হইয়া হরিবাসরে পিতৃগণোদ্দেশে জলাঞ্জলি দান ও শ্রাদ্ধ বিধান করে। তাঁহার পিতৃগণ সহস্র বৎসর সুতৃপ্ত থাকিয়া তাহাকে সকল মহাভীষ্ট প্রদান করেন। শরণাগত রক্ষণ অন্নদান, ও দ্বিজ দৈবত সম্বন্ধে ঋণদান, এই সকল ব্যাপারে যে ফল হয়, একমাত্র হরিজাগরণে তাহা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বর্ণধেনু, মধু ও নীরধেনু এবং কৃষ্ণাজিন, রৌপ্য বা সুবর্ণময় মেরু ও ব্রহ্মাণ্ড দান করে, তাহার যেরূপ ফল, একমাত্র হরিজাগরণেই সেই ফল। সত্য,শৌচ, ক্ষমা, দয়া ও দানবলে যে ফল হয় এবং বহু দক্ষিণান্বিত অশ্বমেধ যজ্ঞের যেরূপ ফল,হরিজাগরণে তথাবিধ ফলই হয়। স্নানার্থ বরিষ্ঠনদীপ্রাপ্তি, গয়ায় পিতৃ পিণ্ডদান ও কুরুজাঙ্গলে হেম দানে যে ফল হয়, বিষ্ণুজাগরণে সেই ফলই হইয়া থাকে। যদি হত্যাযুতকৃত পাপ সঞ্চিত থাকে, এবং পুরাকৃত স্তেয়াদি অন্যান্য পাপ অর্জ্জিত থাকে, তবে একমাত্র হরিজাগরণে সঙ্গীত করিলেই সে সকলের বিনাশ হয়। হরিজাগরণে যাহাদের নিদ্রা অপগত হইয়াছে, তাহারা স্বপ্নেও কদাচ যমমার্গ, যমদূত, বনান্তর ও অন্য কোন প্রকার অমঙ্গল্য দৃশ্য দর্শন করে না। কাষায় বস্ত্র, জটাভার, পূর্ত্তাগ্নি হোত্র ও মন্ত্রাদির প্রয়োজন কি? —কলিকালবিনাশিনী ধর্ম্মার্থবরমোক্ষকরী একমাত্র ভদ্রার ভজনা কর। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ শ্রেয়োবুদ্ধিতে বৈনতেয়কে এই সকল কথা বলিয়াছিলেন। কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা এবং হরিবাসর হইতে উত্তম ব্রত আর নাই। ভো ভো খগেন্দ্র-ঋষি-সিদ্ধ মুনীন্দ্র-সুরবৃন্দ! ভক্ত নারদ বাহু প্রসারিত করিয়া কি বলিয়াছেন, শ্রবণ করুন। তিনি বলিয়াছেন,—একাদশীব্রত সদৃশ ব্রত আর নাই; কলিতে পাপপুরুষগণ হরিভজনা করিবে না; কেহ হরিভক্তি-শাস্ত্রনিরত হইবে না;,এবং সকলে মুগ্ধ

বিমিশ্রামেকাদশীং শুভদিনঞ্চ পরিত্যজন্তি। ১৫। আর্ত্তঃ সদা চৈব সদা চ রোগী পাপী সদা চৈব সদা চ দুঃখী। সদা কুলঘ্নোঽথ সদা চ নারকী বিদ্ধং মুরারের্দিনমাশ্রয়েত্তু যঃ। ১৬।

ইতি শ্রীস্কান্দে দ্বাদশীজাগরস্য সর্ব্বতোবরেণ্যত্ব-বর্ণনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ। ২৭।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। কৃত্বা জাগরণং বিষ্ণোর্যথা-ন্যায়ং নরেশ্বর। পিতৃন্ যচ্ছতি পুণ্যঞ্চ ততঃ কিং কুরুতে যমঃ। ১। ভুক্তো বা যদি বাভুক্তঃ স্বচ্ছো বাস্বচ্ছ এব বা। বিমুক্তিঃ কথিতা তত্র হরি-জাগরণান্নৃণাম্। ২। অস্নাতো বা নরঃ স্নাতো জাগরে সমুপস্থিতে। সর্ব্বতীর্থাপ্লুতো জ্ঞেয়স্তং দৃষ্ট্বা দিবমাব্রজেৎ। ৩। শ্বপচা জাগরং কৃত্বা পদং নির্ব্বাণমাগতাঃ। কিং পুনর্ব্বর্ণসম্ভূতাঃ সদাচার-পরাস্তথা। ৪। যুবতীনাদমাকর্ণ্য যথা নিদ্রা ন জায়তে। জাগরে চৈবমেব স্যাত্তৎকথানাঞ্চ কীর্ত্তনে। ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ উৎকল্পনং মনঃপাপং শোধয়েদ্বিষ্ণুজাগরঃ। ৬। বিমুক্তিঃ কামুকস্যোক্তা কিং পুনর্বীক্ষতাং হরিম্। ৭। বাচিকং মানসং পাপং করণৈর্যদুপার্জ্জিতম্। অক্ষ্নে-র্নিমিষমাত্রেণ ব্যপোহতি ন সংশয়ঃ। ৮। গোষ্ঠ্যাং সমাগতা যে তু তেষাং পাপং কুতঃ স্মৃতম্। মাতৃপূজা গয়াশ্রাদ্ধং সুতীর্থগমনং তথা। জাগরস্য নৃণাং রাজন্ সমানি কবয়ো বিদুঃ। ৯। জননীপূজনং ভূপ হ্যশ্বমেধাযুতৈঃ সমম্। পূর্ণং বর্ষশতং ভূপ কুশাগ্রো-দ্ধৃতং জলম্। ১০। পিবন্ পাত্রে দ্বিজঃ সম্যক্তীর্থে পুষ্করসংজ্ঞিতে। জাগরস্যৈব চৈতানি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্। ১১। কৃত্বা কাঞ্চনসম্পূর্ণাং বসুধাং বসুধাধিপ। দত্ত্বা যৎফলমাপ্নোতি তৎ-ফলং হরিজাগরে। ১২। নিকৃন্তনং কর্ম্ম-ণশ্চ হ্যাত্মনা দুষ্কৃতং কৃতম্। ব্যপোহতি ন সন্দেহো যেন জাগরণং কৃতম্। ১৩। সংক্ষেপতঃ প্রবক্ষ্যামি পুনরেব মহীপতে। জাগরে পদ্মনাভস্য যৎফলং কবয়ো বিদুঃ। ১৪। রবের্ব্বিম্বমিদং ভিত্ত্বা স যোগী হরিজাগরে। প্রয়াতি পরমং স্থানং যোগিগম্যং নিরঞ্জনম্। সাঙ্খ্যযোগৈঃ সুদুঃখেন প্রাপ্যতে যৎ পদং হরেঃ। ১৫। নদ্যো নদা যথা যান্তি সাগরে

হইয়া দশমীমিশ্র একাদশী করিয়া শুভ দিন পরি-ত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি বিদ্ধ হরিদিন আশ্রয় করে, সে সদা আর্ত্ত, সদা রোগী, সদা পাপী, সদা দুঃখী, সদা কুলঘ্ন, এবং সদা নারকী হয়।—১৬।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নৃপ! যথাবিধি হরি-জাগর করিয়া নর পিতৃগণকে পুণ্যফল অর্পণ করিলে যম আর কি করিতে পারে? ভুক্ত অভুক্ত শুচি অশুচি যেরূপ অবস্থাতেই হউক, হরিজাগরণ-কারী নরগণের মুক্তি অবশ্যই বিহিত। নর স্নাত বা অস্নাত হউক, হরিজাগরণে সে সর্ব্বতীর্থস্নাত বলিয়াই বিজ্ঞেয়। তাদৃশ জনকে দর্শন করিয়াও লোক স্বর্গগামী হয়। শ্বপচগণও হরিজাগরণ করিয়া নির্ব্বাণপদবী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা উত্তম বর্ণজাত সদাচারনিষ্ঠ, তাঁহাদের মুক্তি সম্বন্ধে আর কথা কি? যুবতীর কণ্ঠঝঙ্কার শ্রবণে যেমন নিদ্রা হয় না, হরিজাগরণে হরিকথা কীর্ত্তনেও নিদ্রায় তেমনি অভিভূত হইতে হয় না। ব্রহ্মহত্যা, সুরা-পান, স্তেয়, গুর্ব্বঙ্গনাগমন বা মানস পাপ—তাবৎ পাপই হরিজাগরে বিনষ্ট হয়। হরিজাগরে কামু-কেরও মুক্তি আছে, হরিদর্শনকারীদিগের আর কথা কি? বাচিক, মানসিক ও কর্ম্মকৃত নিখিল পাপই ঐ কার্য্যে ব্যাহত হয়। জাগরণগোষ্ঠীতে যাহারা সম্মিলিত হয়, তাহাদের আর পাপ কোথায়? মাতৃপূজা, গয়াশ্রাদ্ধ ও সাধু তীর্থনিষেবণ, এ সকলই হরিজাগরের সমান। ইহাই বুধগণের অভিমত। হে ভূপ! অযুত অশ্বমেধসমা জননীপূজা, আর পুষ্কর তীর্থে পূর্ণশতবর্ষ কাল কুশাগ্রোদ্ধৃত জলপান এই দুই কার্য্যও হরিজাগরের ষোড়শাংশের সমান নহে। হে বসুধাধিপ! কাঞ্চনপূর্ণা বসুধা দানে যে ফল, হরিজাগরেও সেই ফল লাভ হয়। যে হরিজাগর করে, তাহার কর্ম্মবন্ধ ছেদন ও আত্ম-কৃত দুষ্কৃত নাশ নিশ্চয়ই হয়। পদ্মনাভের জাগরণে পণ্ডিতগণ যে ফল নির্দ্দেশ করেন, আমি পুনরপি সংক্ষেপে তাহা কহিতেছি। হরিজাগরকারী যোগী রবিবিম্ব ভেদ করিয়া যোগিগম্য নিরঞ্জন পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এপদ সাংখ্যযোগিগণও অতিকষ্টে লাভ করিয়া থাকেন। ১৫। নিখিল নদনদী যেমন সাগরে

সংস্থিতিং ক্রমাৎ। এবং জাগরণাৎসর্ব্বে তৎপদে যান্তি সংস্থিতিম্। ১৬। মেরুমন্দরমানানি কৃত্বা পাপানি বা নরঃ। হরিজাগরণে তানি ব্যপোহন্তি ন সংশয়ঃ। ১৭। রাজ্যং স্বর্গং তথা মোক্ষং যচ্চান্যদীপ্সিতং নৃণাম্। দদাতি ভগবান্ কৃষ্ণঃ স্বগীতৈর্জ্জাগরে স্থিতঃ। ১৮। জাগরেণৈব পাপানাং শ্বপচানাং মহীপতে। তৎপদং কবিভিঃ প্রোক্তং কিং পুনস্তু দ্বিজন্মনাম্। ১৯। অপধ্যান-বিহীনস্ত গায়কস্যাপি ভূপতে। কর্ম্মভ্রষ্টস্য চ প্রোক্তো মোক্ষস্তু হরিজাগরে। ২০। তন্নাস্তি ত্রিষু লোকেষু পুণ্যং পুণ্যবতাং নৃণাম্। যত্তু সাধয়তে ভূপ জাগরে সংব্যবস্থিতঃ। ২১। ত্বয়া পুনরিদং কার্য্যং স্মর্ত্তব্যো গরুড়ধ্বজঃ। একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং কর্ত্তব্যং জাগরং সদা। ২২। জাগরে বর্ত্তমানস্তু শ্বপচস্য গতির্ভবেৎ। কিং পুনর্ব্বর্ণজাতীনাং বৈষ্ণবানাং মহীপতে। ২৩। যে তু জাগরণে নিদ্রাং ন যান্তি নৃপপুঙ্গব। ন তেষাং জননী যাতি খেদং গর্ভাবধারণাৎ। ২৪। তস্মাজ্জাগরণং কার্য্যং মাতুর্জ্জঠরবর্জ্জিভিঃ। ভীতৈর্ম্মোক্ষপরৈর্ম্মর্ত্ত্যৈঃ সুখ-চেষ্টাবহিষ্কৃতৈঃ। ২৫। যস্তু জাগরণং রাত্রৌ কুর্য্যাদ্ভক্তিসমন্বিতঃ। নিমিষে নিমিষে রাজন্নশ্ব-মেধফলং লভেৎ। ২৬। শয়নোত্থাপনাভ্যাঞ্চ সমং পুণ্যমুদাহৃতম্। বিশেষো নাস্তি ভূপাল বিষ্ণুনা কথিতং পুরা। ২৭। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ স্থিতাঃ শূদ্রাশ্চ জাগরে। পক্ষিণঃ কৃমি-কীটাশ্চ হ্যনেকে চৈব জন্তবঃ। তে গতাঃ পরমং স্থানং যোগিগম্যং নিরঞ্জনম্। ২৮। যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাসমানি চ। কৃষ্ণজাগরণে তানি ক্ষয়ং যান্তি ন সংশয়ঃ। ২৯। একতঃ ক্রতবঃ সর্ব্বে সর্ব্বতীর্থসমন্বিতাঃ। একতো দেবদেবস্য জাগরঃ কৃষ্ণবল্লভঃ। ন সমং হ্যধিকঃ প্রোক্তঃ কবিভিঃ কৃষ্ণজাগরঃ। ৩০। সূর্য্যশক্রাদয়ো দেবা ব্রহ্মরুদ্রা-দয়ো গণাঃ। নিত্যমেব সমায়ান্তি জাগরে কৃষ্ণবল্লভে। ৩১। গঙ্গা সরস্বতী রেবা যমুনা চ শতদ্রুদা। চন্দ্রভাগা বিতস্তা চ নদ্যঃ সর্ব্বাশ্চ তত্র বৈ। ৩২। সরাংসি চ হ্রদাশ্চৈব সমুদ্রাঃ কৃৎস্নশো নৃপ। একাদশ্যাং নৃপশ্রেষ্ঠ গচ্ছন্তি হরিজাগরে। ৩৩। স্পৃহণীয়াস্তু দেবেভ্যো যে নরাঃ কৃষ্ণজাগরে। নৃত্যং গীতং প্রকুর্ব্বন্তি বীণাবাদ্যং তথৈব চ। ৩৪। ভক্ত্যা বাপ্যথবাভক্ত্যা শুচির্বাপ্যথবাশুচিঃ। কৃত্বা জাগরণং বিষ্ণোর্মুচ্যতে পাপকোটিভিঃ। ৩৫।

গিয়া স্থিতি লাভ করে, হরিজাগরণ করিয়া নরগণও তেমনি হরিপদে প্রতিষ্ঠা পাইয়া থাকে। নর মেরু-মন্দরপরিমিত পাপাচরণ করিলেও হরিজাগরণ-প্রভাবে তাহা সে নষ্ট করিতে পারে। রাজ্য, স্বর্গ, মোক্ষ বা অন্য যাহা কিছু ঈপ্সিত—ভগবান্ কৃষ্ণ স্বকীর্ত্তি কীর্ত্তনে ও স্বজাগরণে স্থিত জনগণকে সমস্তই অর্পণ করেন। হরিজাগরণ করিলে পাপিষ্ঠ শ্বপচগণেরও হরিপদপ্রাপ্তি হয়, দ্বিজন্মাদিগের আর কথা কি? অপধ্যানহীন গীততৎপর কর্ম্ম-ভ্রষ্ট ব্যক্তিরও হরিজাগরণে মোক্ষপ্রাপ্তি বিহিত হইয়াছে। হে ভূপ! হরিজাগরণে নর যে পুণ্য সঞ্চয় করে, ত্রিভুবনে পুণ্যকারীদিগের এমন পুণ্য কিছুই নাই। অতএব এই কার্য্যটী তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি গরুড়ধ্বজকে স্মরণ করিবে, একা-দশীতে ভোজন করিবে না; রাত্রিজাগরণ করিবে, জাগরণ করিয়া শ্বপচও সুগতি লাভ করে; বর্ণজাতি বৈষ্ণবগণের আর কথা কি? হরিজাগরে যাহারা নিদ্রিত না হয়, তাহাদের জননী গর্ভধারণ জন্য খেদ কখনই অনুভব করে না, অতএব মাতৃ-জঠরবর্জ্জী ভীত মুমুক্ষু মর্ত্ত্যগণ ঐহিক সুখচেষ্টায় পরাঙ্মুখ হইয়া হরিজাগরণ করিবে। যে জন ভক্তি-যুক্ত হইয়া হরিবাসরে রাত্রি জাগরণ করে, তাহার নিমেষে নিমেষে অশ্বমেধফল হয়। হে ভূপাল! বিষ্ণু বলিয়াছেন,—শয়নে উত্থাপনে সমান পুণ্যই নির্দ্দিষ্ট; বিশেষত্ব কিছুই নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—কৃমি-কীট-পতঙ্গাদি যাবতীয় জন্তু, হরি-বাসরে জাগরস্থ হইয়া সকলেই যোগিগম্য পরম নিরঞ্জন পদপ্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মহত্যা সম যে কিছু গুরু-তর পাপ—সকলই হরিজাগরে বিনষ্ট হইয়া থাকে। এক দিকে সর্ব্বতীর্থময় সর্ব্বক্রতু, অপর দিকে কৃষ্ণপ্রিয় জাগরণ; সুধীগণ তুলনা করিয়া বলিয়াছেন,—হরিজাগরই সমধিক।১৬—৩০। ব্রহ্মা রুদ্র সূর্য্য শক্রাদি দেবগণ নিত্যই হরিপ্রিয় জাগরণে যোগদান করিয়া থাকেন। গঙ্গা সর-স্বতী, রেবা, যমুনা, শতদ্রুদা, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা প্রভৃতি নদীগণ এবং সমগ্র হ্রদ, সরোবর, ও সমুদ্রগণ একাদশীতে হরিজাগরণে সমাগত হয়। যে সকল নর হরিজাগরণে নৃত্য গীত ও বীণা-বাদনাদি করে, তাহারা দেবগণ হইতেও অধিক পূজনীয়। ভক্তিতে বা অভক্তিতে, শুচি বা অশুচি ভাবে নর হরিজাগরণ করিলেও কোটি কোটি

পাদয়োঃ পাংশুকণিকা যাবত্তিষ্ঠন্তি ভূতলে। তাব-
দ্বর্ষসহস্রাণি জাগরী বসতে দিবি ॥ ৩৬ ॥ তস্মাদ্
গৃহং প্রগন্তব্যং জাগরে মাধবস্য চ। কলৌ মল-
বিনাশায় দ্বাদশদ্বাদশীষু চ ॥ ৩৭ ॥ সুবহূন্যপি
পাপানি কৃত্বা জাগরণং হরেঃ। নির্দ্দহেন্মেরু-
তুল্যানি যুগকোটিশতান্যপি ॥ ৩৮ ॥ উন্মীলিনী
মহীপাল যৈঃ কৃতা প্রীতিসংযুতৈঃ। কলৌ জাগ
রণোপেতা ফলং বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ৩৯ ॥ স্থিতো
যুগসহস্রং তু পাদেনৈকেন ভূতলে। কাশ্যাঞ্চ
জাহ্নবীতীরে তৎফলং লভতে নরঃ॥ ৪০ ॥
ভবেদ্যুগসহস্রঞ্চ বিনাহারেণ যৎফলম্। উন্মী-
লিনীং সমাসাদ্য ফলং জাগরণে হরেঃ॥ ৪১ ॥
দুষ্প্রাপ্যং বৈষ্ণবং স্থানং মখকোটিশতৈঃ কৃতৈঃ।
হেলয়া প্রাপ্যতে নূনং দ্বাদশ্যাং জাগরে কৃতে ॥ ৪২ ॥
ন কুর্ব্বন্তি ব্রতং বিষ্ণোর্জাগরেণ সমন্বিতম্। পরস্বং
পারদার্য্যঞ্চ পাপং তান্ প্রতি গচ্ছতি ॥ ৪৩ ॥
একেনৈবোপবাসেন ভাবহীনাস্তু মানবাঃ। নির্দ্দগ্ধা-
খিলপাপাস্তে প্রয়ান্তি স্বর্গকাননম্ ॥ ৪৪ ॥
ভাগবতং শাস্ত্রং যত্র জাগরণং হরেঃ। শালিগ্রাম-
শিলা যত্র তত্র গচ্ছেদ্ধরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৫ ॥ ন পুর্য্যঃ
পাবনাঃ সপ্ত কলৌ দেববচো নহি। যাদৃশং বাসরং
বিষ্ণোঃ পাবনং জাগরান্বিতম্ ॥ ৪৬ ॥ সম্প্রাপ্তে
বাসরে বিষ্ণোর্যে ন কুর্ব্বন্তি জাগরম্। মজ্জন্তি
নরকে ঘোরে নরা নার্য্যো ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দ্বাদশীজাগরণমাহাত্ম্যবর্ণনং
নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

প্রহ্লাদ উবাচ। অথাতশ্চ প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্-
গুহ্যতরং মহৎ। দ্বারকায়াঃ পরং পুণ্যং মাহাত্ম্যং
হ্যুত্তমোত্তমম্ ॥ ১ ॥ ইতিহাসং পুরাবৃত্তং
বর্ণয়িষ্যে মনোহরম্। তীর্থক্ষেত্রাদিদেবানামৃষীণাং
সংশয়াপহম্ ॥২॥ সৌভাগ্যমতুলং দৃষ্ট্বা সিংহরাশিগতে
গুরৌ। গোদাবর্য্যাং দ্বিজশ্রেষ্ঠা নারদো ভগবৎ-
প্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥ গৌতমস্যাভিতো দৃষ্ট্বা ত্রৈলোক্য-
সম্ভবানি বৈ। তীর্থানি সরিতঃ সর্ব্বা বিস্ময়ং পরমং
গতঃ ॥ ৪ ॥ তত্র কাশী কুরুক্ষেত্রমযোধ্যা মথুরাপুরী
মায়া কাঞ্চী হ্যবন্তী চ অরণ্যান্যাশ্রমৈঃ সহ ॥ ৫ ॥

পাপ হইতে মুক্ত হয়। হরিজাগরে ভূতলে নৃত্য কালে যতসংখ্যক পাংশুকণিকা পাদলগ্ন থাকে, জাগরণকারী ততসংখ্যক বর্ষ স্বর্গে বাস করে; অতএব কলিমল-ক্ষালনার্থ দ্বাদশ দ্বাদশী তিথিতে জাগরণের নিমিত্ত মাধবমন্দিরে গমন করিবে। নর হরিজাগরণ করিলে যুগকোটিশতসঞ্চিত মেরুতুল্য বহু পাপও দগ্ধ করিতে পারে। হে ভূপ! যাহারা প্রীতিপূর্ব্বক উন্মীলনী দ্বাদশীতে রাত্রি-জাগরণ করে, তাহাদের যেরূপ ফল হয় বলিতেছি শ্রবণ করুন। কাশীতে জাহ্নবীতীরে যুগসহস্র যাবৎ একপদে অবস্থিত রহিলে যে ফল হয়, উক্ত জাগরণকারী নর সেই ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যুগসহস্র উপবাস করিলে যে ফল হয়, উন্মীলনী তিথিতে হরিজাগরণে সেই ফল হইয়া থাকে। কোটিশত যাগানুষ্ঠানে যে পুণ্য ফল লাভ হয়, একমাত্র দ্বাদশীতে জাগরণেই সেই ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি জাগরান্বিত বিষ্ণুব্রত করে না, পরস্ব হরণ ও পরদারপাপ তাহাতে গিয়া আশ্রয় করে। ভাবহীন মানবেরা ঐকটীমাত্র উপবাস দ্বারাই নিখিল পাপ দগ্ধ করিয়া স্বর্গোদ্যানে গমন করিয়া থাকে। যে যেখানে ভাগবত শাস্ত্র হরি-জাগরণ, ও শালগ্রাম শিলা বর্ত্তমান, হরি সেই সেই স্থানেই স্বয়ং গমন করেন। জাগরান্বিত বিষ্ণুবাসর যাদৃশ পবিত্র, প্রসিদ্ধ সপ্ত পুরী ও বেদ-বচনও কলিতে তাদৃশ পবিত্র নহে। হরিবাসর উপস্থিত হইলে যাহারা জাগরণ না করে, সেই সকল নরনারী ঘোর নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে।৩৬—৪৭।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! গুহ্য হইতেও গুহ্যতর পুণ্য অত্যুত্তম দ্বারকামাহাত্ম্য এবং মনোহর পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস আমি বর্ণন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। একদা দেবর্ষি নারদ তীর্থ ক্ষেত্রাদি-দেব-ঋষিগণের সংশয়াপহ অতুল সৌভাগ্য অবলোকন করেন এবং গুরুর সিংহরাশি গমনকালে তিনি গোদাবরীতীরস্থ গৌতমাশ্রমের উভয়পার্শ্বস্থ ত্রৈলোক্যসম্ভব তীর্থ-সমূহ ও সরিৎ সকল দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হন। কাশী, কুরুক্ষেত্র, অযোধ্যা, মথুরাপুরী, মায়া, কাঞ্চী, অবন্তী, আশ্রমের সহিত অরণ্যানী,

হরিক্ষেত্রং গয়া মিশ্রক্ষেত্রঞ্চ পুরুষোত্তমম্। প্রভাসাদীনি পুণ্যানি মুক্তিক্ষেত্রাণ্যশেষতঃ ॥ ৬ ॥ জাহ্নবী যমুনা রেবা তত্র পুণ্যা সরস্বতী। সরযূর্গণ্ডকী তাপী পয়োষ্ণী সরিতাং বরা ॥ ৭ ॥ কৃষ্ণা ভীমরথী পুণ্যা কাবের্য্যাদ্যাঃ সরিদ্বরাঃ। স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে বর্ত্তমানাঃ সতীর্থকাঃ ॥ ৮ ॥ স্থিতা গোদাবরীতীরে সিংহরাশিং গতে গুরৌ। তথা চ পুষ্করাদীনি সপ্তসিন্ধুসরাংসি চ ॥ ৯ ॥ মের্ব্বাদিপর্ব্বতাঃ পুণ্যা দর্শনাৎ পাপনাশনাঃ। তীর্থরাজঃ প্রয়াগশ্চ সর্ব্বতীর্থসমন্বিতঃ ॥ ১০ ॥ বেদোপবেদাঃ শাস্ত্রাণি পুরাণানি চ সর্ব্বশঃ। সিদ্ধা মুনিগণাঃ সর্ব্বে দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ ॥ ১১ ॥ চন্দ্রাদিত্যৌ সুরগণাঃ সিংহস্থে চ বৃহস্পতৌ। স্থিতা গোদাবরীতীরে বর্ষমেকং প্রহর্ষিতাঃ ॥ ১২ ॥ যানি কানি চ পুণ্যানি তীর্থক্ষেত্রানি সন্তি বৈ। ত্রৈলোক্যে তানি সর্ব্বাণি গৌতম্যাং বীক্ষ্য বিস্মিতঃ ॥ ১৩ ॥ দেবর্ষির্নারদস্তত্র মুনিভির্মুদিতোঽবসৎ। সিংহস্থান্তে চ সর্ব্বাণি স্বস্থানগমনায় বৈ ॥ ১৪ ॥ আমন্ত্র্য গৌতমীং দেবীং স্থিতানি পুরতস্ততঃ। সর্ব্বেষাং শৃণ্বতাং বিপ্রা গৌতমী খিন্নমানসা। তপ্তা দুর্জ্জনসংসর্গান্নারদং দুঃখিতাব্রবীৎ ॥ ১৫ ॥ গৌতম্যুবাচ। পশ্যৈতানি সুতীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতোঽমলাঃ। সাগরা গিরয়ঃ পুণ্যা গয়াত্রিতয়মেব চ ॥ ১৬ ॥ ক্ষেত্রাণি মোক্ষদানি চ ত্রৈলোক্যজানি নারদ। দেবাশ্চ পিতরঃ সিদ্ধা ঋষয়ো মানবাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥ তীর্থরাজঃ প্রয়াগশ্চ সর্ব্বতীর্থসমন্বিতঃ। এতেষামেব সর্ব্বেষাং মৎসংসর্গান্মহামুনে। বিশুদ্ধানাং প্রকাশেন রাজতে ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১৮ ॥ প্রয়ান্তি তানি সর্ব্বাণি স্বং স্বং স্থানং প্রতি প্রভো। অধুনাহং পরিশ্রান্তা দহ্যমানা হ্যহর্নিশম্ ॥ ১৯ ॥ দুর্জ্জনানাং সুসম্পর্কাদ্ ভৃশং পাপাত্মনাং প্রভো। সৌভাগ্যমধুনা প্রাপ্তং সৎসংসর্গেণ নারদ ॥ ২০ ॥ প্রয়ান্ত্যেতানি সর্ব্বাণি স্বস্থানং মুদিতানি চ ॥ ২১ ॥ এতানি মৎপ্রসাদেন পুণ্যানি কথিতানি চ। কথয় শ্রমশান্ত্যর্থং দুঃখিতা কিং করোম্যহম্ ॥ ২২ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। গোদাবর্য্যা বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্নারদো দ্বিজাঃ। ক্ষণং ধ্যাত্বা তু দুঃখার্ত্তঃ প্রাহ সংশয়মানসঃ ॥ ২৩ ॥ নারদ উবাচ। অহো অত্যদ্ভুতং হ্যেতদ্গৌতম্যা ব্যসনং মহৎ। পশ্যন্ত্বসংশয়ং দেবাস্তীর্থক্ষেত্রসরিদ্বরাঃ ॥ ২৪ ॥ সৎপুণ্যনিচয়ো যস্যাঃ যুষ্মাকং সমভূদ্ধ্রুবম্। তস্যাঃ পাপাগ্নিশমনং কথং স্যাদিতি চিন্ত্যতাম্ ॥ ২৫ ॥

হরিক্ষেত্র গয়া, মিশ্রক্ষেত্র পুরুষোত্তম, প্রভাসাদি পুণ্য মুক্তিক্ষেত্র, জাহ্নবী, যমুনা, রেবা, পুণ্যা সরস্বতী, সরযূ, গণ্ডকী, তাপী, সরিদ্বরা, পয়োষ্ণী, কৃষ্ণা, ভীমরথী ও কাবেরী, এই সকল পুণ্যা নদী ও তীর্থ গুরুর সিংহরাশিগমনে গোদাবরী তীরে অবস্থান করে। পুষ্করাদি সপ্ত সিন্ধু ও সরোবর, মেরুপ্রভৃতি দর্শনমাত্রে পাপনাশী পর্ব্বতসকল, সর্ব্বতীর্থসমন্বিত তীর্থরাজ প্রয়াগ, বেদ-উপবেদ-পুরাণশাস্ত্র, সিদ্ধ মুনিগণ, সমস্ত দেবর্ষি পিতৃদেবতা ও চন্দ্রাদিত্য প্রভৃতি সুরগণ সিংহস্থ বৃহস্পতিতে বর্ষকাল যাবৎ গোদাবরীতে সহর্ষে বাস করেন। যাবতীয় পুণ্য তীর্থক্ষেত্র ত্রৈলোক্যে আছে তৎসমুদায় তীর্থক্ষেত্র উক্তস্থানে দর্শন করিয়া দেবর্ষি নারদ সহর্ষে তত্রত্য মুনিগণের সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। আগত তীর্থ সকল সিংহরাশির অন্তে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য তত্রত্য গৌতমীকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া তদগ্রে দণ্ডায়মান থাকে। হে বিপ্রগণ! এক সময় গৌতমী সর্ব্বসমক্ষে পরিতাপের সহিত খিন্ন মানসে দুঃখ প্রকাশ করিয়া নারদকে বলিয়াছিলেন যে, হে নারদ! ঐ দেখুন সমস্ত সুতীর্থ, গঙ্গাদি সুনির্ম্মল সরিৎ সকল, পবিত্র সাগর, গিরি, গয়াত্রয়, মোক্ষদায়ক ক্ষেত্রসমূহ, দেব, পিতৃ, সিদ্ধ, ঋষি, মানবাদি, এবং সর্ব্ব তীর্থান্বিত তীর্থরাজ প্রয়াগ এই সকল আমারই সংসর্গে বিশুদ্ধ হইয়াছে। তাই এই ভুবনত্রয় ইঁহাদের অভিব্যঞ্জনায় বিরাজ করিতেছে। হে প্রভো! ঐ সমুদয় সুতীর্থাদিই স্ব স্ব স্থানে প্রয়াণ করিয়া থাকে। অধুনা আমিই পরিশ্রান্ত হইয়াছি এবং পাপিষ্ঠ দুর্জ্জনদিগের সংসর্গে দিবারাত্র দগ্ধ হইতেছি। হে নারদ! এক্ষণে সৎসংসর্গে আমার সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত তীর্থাদিই মুদিত হইয়া স্ব স্থানে প্রয়াণ করিতেছে। ১—২১। ইহারা আমারই প্রসাদে পুণ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। এক্ষণে বলুন, দুঃখিতা আমি খেদশান্তির নিমিত্ত কি করিব? প্রহ্লাদ কহিলেন,—দ্বিজগণ! ভগবান্ নারদ গোদাবরীর বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ ধ্যানান্তে দুঃখের সহিত বলিলেন,—অহো গৌতমীর এই মহৎ ব্যসন বড়ই অদ্ভুত। অতএব দেবগণ! হে তীর্থক্ষেত্র ও সরিৎসকল! আপনারা দেখুন, আপনাদের যথায় সম্যক্ পুণ্যরাশি সমুদিত হইয়াছে, তাহার পাপাগ্নিপ্রশমন কিরূপে

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ। তদা চিন্তয়তাং তেষাং সর্ব্বেষাং ভাবিতাত্মনাম্। গৌতমো ভগবাংস্তত্র সমায়াতো মুনীশ্বরঃ॥ ২৬॥ দৃষ্ট্বা তমৃষয়ো দেবা যথোচিতমপূজয়ন্। জাহ্নবী যমুনা পুণ্যা নর্ম্মদা চ সরস্বতী॥ ২৭॥ অন্যাশ্চ সর্ব্বাঃ সরিতস্ত্রৈলোক্যমনুবর্ত্তিতাঃ। বারাণসী কুরুক্ষেত্রপ্রমুখাণ্যাশ্রমৈঃ সহ। যুগপত্তানি সর্ব্বাণি সম্পূজ্য মুনিমব্রুবন্॥ ২৮॥ ত্বৎপ্রসাদেন বৈ ত্রাতাঃ সম্যক্‌ছুদ্ধা মহামুনে। যদানীতা ত্বয়া গঙ্গা গৌতমী ভূতলং প্রতি॥ ২৯॥ কৃতার্থা মানবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতাঃ। কিং তু দুর্জ্জনসম্পর্কাৎসন্তপ্তা গৌতমী ভৃশম্॥ ৩০॥ কথং পাপৈর্ব্বিনির্ম্মুক্তা পরমানন্দসংপ্লুতা। সুপ্রভা জায়তে দেবী তদ্গৌতম বিচিন্ত্যতাম্॥ ৩১। প্রহ্লাদ উবাচ। এবমুক্তো মুনিস্তৈস্তু চিন্তাকুলিতমানসঃ। নারদস্য মুখং বীক্ষ্য প্রহসন্ গৌতমোঽব্রবীৎ॥ ৩২॥ গৌতম উবাচ। সর্ব্বেষাং ক্ষেত্রতীর্থানাং মহাশুভবিনাশিনী। গৌতমীয়ং মহাভাগা অস্যাস্তাপঃ ক্ব শাম্যতি॥ ৩৩॥ নাস্তি লোকত্রয়ে তীর্থং স্নাতুং সিংহগতে গুরৌ। যদ্বৈ নায়াতি গৌতম্যাং ক্ষেত্রং চাপি বিশুদ্ধয়ে। কাশীপ্রয়াগমুখ্যানি রাজন্তে যৎপ্রসাদতঃ॥ ৩৪॥ বদন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে ক্ষেত্রতীর্থসমাশ্রিতাঃ। শুদ্ধিঃ বিচার্য্য যৎকার্য্যং ময়াস্মিন্ জাতসঙ্কটে॥ ৩৫॥ প্রহ্লাদ উবাচ। ইত্যুক্তা মুনয়ঃ সর্ব্বে নোচুঃ কিঞ্চিদ্বিমোহিতাঃ। তত্রোপায়মবিজ্ঞায় গৌতমীং গৌতমোঽব্রবীৎ॥ ৩৬॥ গৌতম উবাচ। আনীতাসি ময়া দেবি তপসারাধ্য শঙ্করম্। বদিষ্যতি স চোপায়মিত্যুক্তাচিন্তয়ত্তদা॥ ৩৭॥ গৌতমঃ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা গঙ্গামৌলিমখণ্ডধীঃ। তদাভূন্মহদাশ্চর্য্যং শৃণ্বন্তু ঋষয়োঽমলাঃ॥ ৩৮॥ ধ্যায়মানে মহাদেবে গৌতমেন মহাত্মনা। অকস্মাদভবদ্বাণী হর্ষয়ন্তী জগত্রয়ম্॥ ৩৯॥ নাদয়ন্তী দিশঃ সর্ব্বা আব্রহ্মভুবনং দ্বিজাঃ। অরূপলক্ষণাকারা বিষাদশমনী শুভা॥ ৪০॥ দিব্যবাণ্যুবাচ। অহো বত মহাশ্চর্য্যং সর্ব্বেষাং সুখদে শুভে। প্রসন্নেঽত্র মহাক্ষেত্রে মগ্না দুঃখার্ণবে বুধাঃ॥ ৪১॥ অহো হে গৌতমাচার্য্য ঋষয়ো নারদাদয়ঃ। শৃণ্বন্তু তীর্থ-

হইতে পারে? সে বিষয়ে চিন্তা করুন। প্রহ্লাদ কহিলেন,—তখন দেবাদি ভাবিতাত্মগণ সকলেই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ভগবান্ গৌতম তথায় সমাগত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেব ও ঋষিগণ সকলেই যথোচিত পূজা করিলেন। জাহ্নবী, যমুনা, নর্ম্মদা, সরস্বতী, ত্রৈলোক্যানুবর্ত্তিনী অন্যান্য সরিৎ সকল, বারাণসী, কুরুক্ষেত্র, পুণ্য আশ্রমনিচয় এবং সমুদয় যুগপত্তন ইহঁারা সকলেই এই মুনিবরকে পূজা করিয়া কহিলেন,—হে মহামুনে! আপনি যখন গৌতমী গঙ্গাকে ভূতলে অনায়ন করিয়াছেন, তখন ভবৎপ্রসাদাৎ সকলেই আমরা সম্যক্ পরিত্রাত ও বিশুদ্ধ হইয়াছি; মানবগণ কৃতার্থ হইয়াছে; সকলেই সর্ব্ব পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে; কিন্তু অধুনা দুর্জ্জনসম্পর্কে গৌতমী অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছেন। কিরূপে ইনি পাপমুক্ত হইয়া পরমানন্দপরিপ্লুত সুপ্রভান্বিত হইতে পারেন, সে বিষয় আপনি চিন্তা করুন। প্রহ্লাদ কহিলেন,—তাঁহারা এই কথা কহিলে মুনিবর গৌতম চিন্তাকুলচিত্তে নারদের মুখের দিকে তাকাইয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—এই মহাভাগা গৌতমীই নিখিল ক্ষেত্রতীর্থের নিখিল অশুভনাশিনী; পরন্তু ইহাঁর আবার তাপশান্তি হইবে কোথায়? ত্রিভুবনেও এমন কোন তীর্থ বা ক্ষেত্র নাই, যাহা সিংহরাশিগত গুরুতে আত্মবিশুদ্ধির তরে স্নানার্থ গৌতমীতে না আইসে। এই গৌতমীর প্রসাদেই কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি প্রধান প্রধান তীর্থ বিরাজমান। আমি এই গৌতমীর সন্তাপ ব্যাপারে বড়ই সঙ্কটে পড়িয়াছি, অতএব হে ক্ষেত্রতীর্থবাসী মুনিগণ! কিরূপে ইহাঁর শুদ্ধিসাধন হইতে পারে, ইহার বিচার করিয়া বলুন? প্রহ্লাদ কহিলেন,—মুনিগণকে এই কথা কহিলে তাঁহারা মোহক্রমে কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন গৌতম এক উপায় অবধারণ করিয়া গৌতমীকে বলিলেন,—দেবি! আমি তপস্যায় শঙ্করকে আরাধনা করিয়া তোমায় আনয়ন করিয়াছিলাম, সেই শঙ্করই তোমার উপায় বলিয়া দিবেন। এই বলিয়া মুনি-গৌতম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে একাগ্রমনে গঙ্গাধরকে চিন্তা করিলেন। হে নিষ্কল্মষ ঋষিগণ! শ্রবণ করুন, তখন এক মহাশ্চর্য্য ব্যাপার হইল। মহাত্মা গৌতম মহাদেবকে ধ্যান করিতেছেন, ইত্যবসরে অকস্মাৎ ত্রিভুবনহর্ষিণী এক আকাশবাণী সমস্ত দিক্ নিনাদিত করিয়া আবির্ভূত হইল। উহা অরূপলক্ষণাকারা, বিষাদশমনী ও শুভা। ঐ দিব্য বাণী বলিল,—অহো কি আশ্চর্য্যের বিষয়! এই সর্ব্বসুখপ্রদ মহাক্ষেত্রে বুধগণ দুঃখার্ণবে পতিত হই-

ক্ষেত্রাণি কৃপয়া সংবদামাহম্ ॥ ৪২ ॥ পশ্চিমস্য সমুদ্রস্য তীরমাশ্রিত্য বর্ত্ততে। অস্মাচ্চ দিশি বায়ব্যাং দ্বারকাক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ৪২ ॥ যত্রাস্তে গোমতী পুণ্যা সাগরেণ সমন্বিতা। পশ্চিমাভিমুখো যত্র মহাবিষ্ণুঃ সদা স্থিতঃ ॥ ৪৪ ॥ অনেকপাপরাশীনামুগ্রাণামপি সর্ব্বদা। দাহস্থানং সমাখ্যাতমিন্ধনানাং যথানলঃ ॥ ৪৫ ॥ দেববিশ্বদ্রুহো যত্র দগ্ধ্বা পাতকমদ্ভুতম্। লোকত্রয়বধাজ্জাতং বিরাজন্তেঽর্কবৎ সদা ॥ ৪৬ ॥ তদ্ গম্যতাং মহাভাগা গোমতীমঘদাহিকাম্। গোদাবরীং পুরস্কৃত্য ক্ষেত্রতীর্থসমন্বিতাম্ ॥ ৪৭ ॥ প্রাপ্য দ্বারবতীং পুণ্যাং মৎপ্রসাদাদ্দ্বিজোত্তমাঃ। প্রভাবাদ্দ্বারকায়াশ্চ সত্যমাবির্ভবিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। ইত্যুক্তে সতি তে সর্ব্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ। শ্রুত্বা সর্ব্বোত্তমং ক্ষেত্রং জগর্জ্জুর্হরিনামভিঃ ॥ ৪৯ ॥ জিতং ভো জিতমস্মাভির্ধন্যা ধন্যতমা বয়ম্। দৈবাদপগতো মোহো জ্ঞাতং তীর্থোত্তমোত্তমম্ ॥ ৫০ ॥ তদা সর্ব্বাণি তীর্থানি ক্ষেত্রারণ্যাশ্রমৈঃ সহ। বারাণসীপ্রয়াগাদিসরাংসি সিন্ধবো নগাঃ ॥ ৫১ ॥ গয়া চ দেবখাতানি পিতরো দেবমানবাঃ। শ্রুত্বা প্রমুদিতা বাচং প্রোচুর্জ্জয়জয়েতি চ ॥ ৫২ ॥ অহো সর্ব্বোত্তমং ক্ষেত্রং সর্ব্বেষাং মোহনাশনম্। রাজানং তীর্থরাজানং দ্বারকাং শিরসা নুমঃ ॥ ৫৩ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। শ্রুত্বা সর্ব্বোত্তমং ক্ষেত্রং তীর্থং সর্ব্বোত্তমোত্তমম্। দেবোত্তমোত্তমং দেবং শ্রীকৃষ্ণং ক্লেশনাশনম্ ॥ ৫৪ ॥ উৎকণ্ঠা হ্যভবত্তেষাং তীর্থাদীনাং হ্যনুত্তমা। প্রোচুরন্যোন্যতো বাচং সর্ব্বাণি যুগপত্তদা ॥ ৫৫ ॥ ঋষিতীর্থদেবা উচুঃ। কদা দ্রক্ষ্যামহে পুণ্যাং দ্বারকাং কৃষ্ণপালিতাম্। শ্রীকৃষ্ণদেবমূর্ত্তিং চ কৃষ্ণবক্ত্রং সুশোভিতম্ ॥ ৫৬ ॥ কদা নু গোমতীস্নানমস্মাকং তু ভবিষ্যতি। চক্রতীর্থে কদা স্নাত্বা কৃষ্ণদেবস্য মন্দিরম্। দ্রক্ষ্যামঃ সুমহাপুণ্যং মুক্তিদ্বারমপাবৃতম্ ॥ ৫৭ ॥ দুর্লভো দ্বারকাবাসো দুর্লভং কৃষ্ণদর্শনম্। দুর্লভং গোমতীস্নানং রুক্মিণীদর্শনং দ্বিজাঃ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তীর্থানাং দ্বারকাগমনোৎসৌক্যং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

লেন। হে গৌতমাচার্য্য ও নারদাদি ঋষিগণ! শ্রবণ করুন, আমি কৃপাপূর্ব্বক তীর্থক্ষেত্রের বিষয় বলিতেছি। এই স্থানের বায়ুকোণে পশ্চিম-সমুদ্রের তীরে উত্তম দ্বারকাক্ষেত্র বিদ্যমান। এই স্থানে পুণ্যা গোমতী সাগরের সহিত মিলিতা আছেন এবং মহাবিষ্ণু এখানে সর্ব্বদা পশ্চিমাভিমুখে বাস করেন। ইন্ধনবৎস অনল ঐ স্থান উগ্র পাপরাশির দাহস্থান। দেববিশ্বদ্রোহিরাও ঐ স্থানে লোকত্রয়বধজনিত অদ্ভুত পাতক দগ্ধ করিয়া সর্ব্বদা অর্কবৎ বিরাজ করে। হে মহাভাগগণ! অতএব আপনারা আমার প্রসাদে ক্ষেত্রতীর্থ সমন্বিত গোদাবরীকে অগ্রে লইয়া পুণ্যা গোমতীতে যাউন, তত্রত্য পুণ্য দ্বারকা প্রাপ্ত হইলে উহার প্রভাবে সত্যাবির্ভাব হইবে। প্রহ্লাদ বলিলেন,—উত্তম তীর্থের বিষয় অবগত হইয়া দ্বিজগণ আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—আমরা উৎকর্ষ প্রাপ্ত ও ধন্য হইলাম, দৈববশতই আমাদের মোহ অপগত হইল, আমরা উত্তম তীর্থ জানিতে পারিলাম। তখন সর্ব্ব তীর্থ, ক্ষেত্র, অরণ্য, আশ্রম, বারাণসী, প্রয়াগ, সরোবর, সিন্ধু, নগ, গয়া, দেবখাত সকল, পিতৃ, দেব, ও মানবগণ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহর্ষভরে জয়জয়কার করিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—অহো! দ্বারকা আমাদের সকলেরই সর্ব্বপাপহর, সর্ব্বোত্তম তীর্থ; আমরা মস্তক দ্বারা ঐ তীর্থরাজকে নমস্কার করি। প্রহ্লাদ কহিলেন,—সর্ব্বোত্তমোত্তম তীর্থক্ষেত্র ও সর্ব্ব দেবোত্তম ক্লেশহর শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া ঐ তীর্থাদির অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইল। তাঁহারা পরস্পর সকলেই এক সঙ্গে বলিলেন,—কবে আমরা সেই কৃষ্ণপালিতা পুণ্যদ্বারকা, সুন্দর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ও শ্রীকৃষ্ণবদন নিরীক্ষণ করিব? কবে আমাদের গোমতীস্নান সুসম্পন্ন হইবে? কবে আমরা চক্রতীর্থে স্নান করিয়া যাহা অপাবৃত মুক্তিদ্বারস্বরূপ, সেই মহাপুণ্য কৃষ্ণমন্দির দেখিব? হে দ্বিজগণ! দ্বারকাবাস দুর্লভ; কৃষ্ণদর্শন দুর্লভ এবং গোমতীস্নান ও রুক্মিণীদর্শন আরও দুর্লভ। ২২—৫৮।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

প্রহ্লাদ উবাচ। তদা তেষাং সুতীর্থানাং ক্ষেত্রাণামভবন্মুদঃ। গন্তুং দ্বারবতীং পুণ্যাং সর্ব্বেষামপি সর্ব্বশঃ॥ ১॥ দ্বারকাগমনে দৃষ্টা তথা নারদগৌতমৌ। মহোৎসবো মহাংস্তত্র ভবিষ্যতি মনোহরঃ॥ ২॥ তীর্থানাং কৃষ্ণযাত্রায়াং গন্তব্যমিত্যবোচতুঃ। অথ তে হৃষয়ো দেবাঃ সর্ব্বতীর্থসমন্বিতাঃ॥ ৩॥ গৌতমীং তু পুরস্কৃত্য যযুর্দ্বারবতীং মুদা। তদা সর্ব্বাণি তীর্থানি ক্ষেত্রারণ্যানি কৃৎস্নশঃ। দ্বারকাগমনং চক্রুঃ সানন্দা ঋষয়ঃ সুরাঃ॥ ৪॥ শ্রদ্ধয়া পরয়া ভক্ত্যা কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ। বীণানিনাদতত্ত্বজ্ঞং নারদং পথি তেঽব্রুবন্॥ ৫॥ ঋষয় ঊচুঃ। রাশয়ঃ পুণ্যপুঞ্জানাং কৃতা বৈ তপসাং তথা। যজ্ঞদানব্রতানাং চ তীর্থানাং মহতাং ভুবি॥ ৬॥ সম্প্রাপ্তস্তৎ প্রসাদোঽয়ং যদ্রক্ষ্যামঃ কুশস্থলীম্। পৃচ্ছামহেঽধুনা ত্বাং বৈ যোগিনাং পরমং গুরুম্॥ ৭॥ দ্বারকায়াস্ত যাত্রায়াং কো বিধিঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ। নিয়মঃ কোঽত্র কর্ত্তব্যো বর্জ্জনীয়ং চ কিং মুনে॥ ৮॥ শ্রোতব্যং কীর্ত্তিতব্যঞ্চ স্মর্ত্তব্যং কি চ বৈ পথি। উৎসবাশ্চাত্র কে প্রোক্তা দ্বারকায়াশ্চ তৎপথি॥ ৯॥ এতৈকৈকশ্চ মহাভাগ ভক্তানন্দবিবর্দ্ধনম্। এতৎ সর্ব্বং মহাভাগ কৃপয়া সম্প্রকীর্ত্ত্যতাম্॥ ১০॥ শ্রীনারদ উবাচ। কৃতাভ্যঙ্গস্ত পূর্ব্বেদ্যুঃ সম্পূজ্য শ্রদ্ধয়া হরিম্। ভোজয়েদ্বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ স্বশক্ত্যা সম্প্রহর্ষিতঃ॥ ১১॥ অনুজ্ঞাতো মহাবিষ্ণোঃ প্রসাদমুপযুজ্য বৈ। শয়ীত ভুবি সুপ্রীতো দ্বারকাং কৃষ্ণমানসঃ॥ ১২॥ শ্বোভূতে তু শুচিঃ স্নাতঃ সম্পূজ্য জগদীশ্বরম্। প্রদক্ষিণং নমস্কৃত্য মহাবিষ্ণোরনুজ্ঞয়া। স দৃষ্টা কুলবৃদ্ধাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ বৈষ্ণবান্ প্রিয়ান্॥ ১৩ ততস্ত তদনুজ্ঞাতো গীতবাদিত্রসংস্তবৈঃ। যাত্রারম্ভং প্রকুর্ব্বীত দ্বারকায়াং প্রহর্ষিতঃ॥ ১৪॥ দ্বারকাং গচ্ছমানস্ত শান্তো দান্তঃ শুচিঃ সদা। ব্রহ্মচর্য্যমধঃশয্যাং কুর্ব্বীত নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥ ১৫॥ সহস্রনামপঠনং পুরাণপঠনং তথা। কর্ত্তব্যং সরূপং চিত্তং সতাং শুশ্রূষণং তথা॥ ১৬॥ অন্নদানাদিকং সর্ব্বং বিভবে সতি মানবঃ। অপি স্বল্পং স্বশক্ত্যা বৈ কৃতং কোটিগুণং ভবেৎ॥ ১৭॥ পথি কৃষ্ণস্য যো ভক্ত্যা গ্রাসমেকং প্রযচ্ছতি। দ্বীপান্তা

ত্রিংশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—তৎকালে সেই সুতীর্থক্ষেত্রাদির পুণ্য দ্বারকাগমনে একান্ত ঔৎসুক্য হইল। নারদ ও গৌতম সমস্ত তীর্থ ক্ষেত্রাদির দ্বারকাগমনে তথাবিধ ঔৎসুক্য দেখিয়া ভাবিলেন,—অহো! তীর্থসমূহের কৃষ্ণযাত্রায় মনোজ্ঞ মহোৎসব হইবে; আমরাও তথায় গমন করিব। অনন্তর ঋষিগণ ও সর্ব্বতীর্থান্বিত দেবগণ গৌতমীকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া দ্বারবতী পুরীতে প্রমোদভরে প্রয়াণ করিলেন। সর্ব্বতীর্থ, সর্ব্বক্ষেত্র, সর্ব্বারণ্য ও সমস্ত দেবঋষি কৃষ্ণদর্শনলালসায় পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে সানন্দে দ্বারকায় যাইতে যাইতে পথিমধ্যে বীণাবাদন তত্ত্বজ্ঞ নারদকে কহিলেন,—আমরা প্রভূত পুণ্যপুঞ্জ, প্রচুর তপস্যা, ও বহু দান-যজ্ঞ ব্রত তীর্থ-সেবাদি করিয়াছি। নিশ্চয় তাহারই ফলকাল অদ্য উপস্থিত। যেহেতু অদ্য আমরা কুশস্থলী দর্শন করিব। আপনি যোগিগণের পরম গুরু; তাই আপনার নিকট অধুনা দ্বারকাযাত্রাবিধি জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই যাত্রায় কোন্ নিয়ম পালন, এবং কি বা বর্জ্জন করিতে হয়? পথিমধ্যে কি শ্রোতব্য, কি কীর্ত্তিতব্য এবং কিই বা স্মর্ত্তব্য, দ্বারকা যাইবার পথে কি কি উৎসবই বা করিতে হয়, হে মহাভাগ! ভক্তজনের আনন্দবর্দ্ধনার্থ কৃপা করিয়া একাদিক্রমে ঐ সমস্তই যথাযথ কীর্ত্তন করুন, নারদ কহিলেন,—দ্বারকাযাত্রী নর পূর্ব্বদিন কৃতাভ্যঙ্গ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত হরিপূজা করিয়া হৃষ্টচিত্তে যথাশক্তি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। পরে মহাবিষ্ণুর অনুজ্ঞা গ্রহণ, ও প্রসাদ ভোজন করিয়া দ্বারকা ও কৃষ্ণগতমনে প্রীতভাবে ভূতলে শয়ন করিবে। পরদিন প্রভাতে স্নানান্তে শুচি হইয়া জগদীশ্বরের অর্চ্চনা, প্রদক্ষিণ ও নমস্কারান্তে মহাবিষ্ণুর অনুজ্ঞা লইবে; কুলবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে; অনন্তর তাহাদের অনুমোদনক্রমে গীত বাদিত্র সহকারে সহর্ষে দ্বারকাযাত্রা করিবে। দ্বারকাযাত্রী শান্ত, দান্ত ও সদা শুচি হইবে। জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ও অধঃশয্যা আশ্রয় করিবে; সহস্রনাম পাঠ, পুরাণ পাঠ, মনকে দয়াযুক্ত ও সাধুসজ্জনের সেবা করিবে। বিভব থাকিলে মানব এই সময় অন্নদানাদি করিবে। এসময় একার্য্য অল্প মাত্র করিলেও কোটিগুণ হইয়া থাকে। কৃষ্ণদর্শন-যাত্রার পথে যে জন ভক্তিপূর্ব্বক

তেন দত্তা ভুঃ পুণ্যস্যান্তো ন বিদ্যতে। ১৮। কিং পুনর্দ্বারকাক্ষেত্রে কৃষ্ণস্য চ সমীপতঃ। কলাবেকৈকসিক্থে চ রাজসূয়াযুতং ফলম্। ১৯। গয়াশ্রাদ্ধসহস্রাণি কৃতানি শতসংখ্যয়া। অন্নদানং কৃতং যৈস্ত দ্বারকাপথি মানবৈঃ। ২০। ঔষধং চান্নপানীয়ং পাদুকে কম্বলং তথা। বাসাংস্যুপানহৌ চৈব বিত্তং চ বিভবে সতি। বর্জ্জয়েৎ সঙ্করং বিদ্বান্ বৃথালাপাংস্তথৈব চ। ২১। পরনিন্দাং চ পৈশুন্যং পরস্য পরিবঞ্চনম্। পরান্নং পরপাকঞ্চ সতি বিত্তে ত্যজেদ্বুধঃ। ২২। ন দোষো হীনবিত্তস্য তাবন্মাত্রপরিগ্রহে। শ্রোতব্যা সৎকথা বিষ্ণোর্নামসঙ্কীর্ত্তনামৃতম্। ২৩। দ্বারকাপথি গচ্ছদ্ভিরন্যোন্যং ভক্তিবর্দ্ধনম্। জপ্তব্যং বৈদিকং জাপ্যং স্তোত্রমাগমিকং তথা। ২৪। যাত্রায়াং যৎ ফলং প্রোক্তং শ্রীকৃষ্ণস্য চ বৈ কলৌ। ন শক্যতে ময়া বক্তুং বদনৈর্যুগসঙ্খ্যয়া। ২৫। ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টং তু দ্বিজোত্তমাঃ। যতধ্বং তৎ প্রযত্নেন বিষ্ণুপ্রাপ্তৌ চ সত্বরম্। ২৬। শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ। এবং তে নারদেনোক্তা মুনয়ো হৃষ্টমানসাঃ। চক্রুস্তে সহিতাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণদেবস্য তৎ পথি। ২৭। কেচিচ্ছৃণ্বন্তি তা বিষ্ণোঃ সৎকথা লোকবিশ্রুতাঃ। যাসাং সংশ্রবণাদেব ভগবান্ বিশতে হৃদি। ২৮। কীর্ত্ত্যমানানি নামানি মহাপুণ্যপ্রদানি বৈ। পাবনানি সদা লোকে কলৌ বিপ্রা বিশেষতঃ। ২৯। পুরাণসংহিতা দিব্যা মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। প্রকাশয়ন্তি যা বিষ্ণোর্মহিমানং সুমঙ্গলম্। ৩০। সদ্গুণাঃ কর্ম্মবীর্য্যাণি কৃতানি বিষ্ণুনা পুরা। লীলাবতাররূপৈস্ত শৃণ্বন্তি পরয়া মুদা। ৩১। অপরে বাসুদেবস্য চরিতানি সুমঙ্গলাঃ। বদন্তি পরয়া ভক্ত্যা সানন্দাঃ সাশ্রুলোচনাঃ। ৩২। অন্যে স্মরন্তি দেবেশমনাদিনিধনং বিভুম্। কেচিজ্জপন্তি মুনয়ঃ স্তোত্রাণি পরয়া মুদা। ৩৩। কেচিত্তু শতনামানি জপন্তি মুনয়ঃ পথি। অন্যে সহস্রনামানি লক্ষনাম তথাপরে। ৩৪। কেচিল্লৌকিকগীতানি হরিনামানি হর্ষিতাঃ। উৎসবৈশ্চ ব্রজন্ত্যন্যে পতাকাদিবিভূষিতাঃ। ৩৫। গীতবাদিত্রঘোষেণ করতালস্বনেন চ। নাস্তি ধন্যতমস্তস্মাত্রিষু লোকেষু কশ্চন। ৩৬। দর্শনং যস্য সঞ্জাতং বৈষ্ণবানামনুত্তমম্। তথৈব জাহ্নবী পুণ্যা যমুনা চ সরস্বতী। ৩। রেবাদ্যাঃ

কৃষ্ণোদ্দেশে এক গ্রাস মাত্রও অন্ন প্রদান করে, তাহার পুণ্যের সীমা থাকে না; তৎকর্ত্তৃক সমগ্রদ্বীপরাজিতা বসুধাদানই করা হয়। পরন্তু দ্বারকাক্ষেত্রে কৃষ্ণের অগ্রে এক এক সিক্থেই যে অযুত রাজসূয়ফল হইবে, সে সম্বন্ধে আর কথা কি? যে সকল মানব দ্বারকাক্ষেত্রে যাইবার পথে অন্নদান করে, তাহাদের শতসহস্রসংখ্যক গয়াশ্রাদ্ধই করা হয়। ঔষধ অন্ন পানীয়, পাদুকা, কম্বল, বস্ত্র, উপানহ, বিভবসত্ত্বে বিত্তপরিগ্রহ, অশুচিসহ সম্পর্ক, বৃথালাপ, পরনিন্দা, পৈশুন্য, পরপরিবঞ্চনা, পরান্ন, ও পরপাক এই সকল তীর্থযাত্রীর বর্জ্জনীয়। কিন্তু হীনবিত্ত ব্যক্তি যদি যথোচিত মাত্র বিত্ত পরিগ্রহ করে, তবে তাহাতে দোষ হইবে না। দ্বারকার পথে যাইতে যাইতে সৎকথা শুনিবে; বিষ্ণুর নামামৃত পান করিবে; পরস্পর যাহাতে ভক্তিবৃদ্ধি হয়, সেই জন্য বৈদিক জাপ্য জপ করিবে; আগমসম্মত স্তোত্র পড়িবে। কলিতে শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশে যাত্রা করিলে যে ফল হয়, যুগকাল ব্যাপিয়া মুখে মুখে বলিয়াও তাহা শেষ করিতে পারি না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, এই তাহা সমস্তই কহিলাম। অতএব আপনারা বিষ্ণুলাভার্থ প্রযত্ন করুন। প্রহ্লাদ কহিলেন,—নারদ এই কথা কহিলে ঋষিগণ হৃষ্টমনে সকলে মিলিয়া কৃষ্ণ দর্শনে যাইবার পথে বিধিমত কার্য্য করিতে লাগিলেন। যাহা দ্বারা ভগবান্‌কে হৃদাসনে উপবেশন করান যায়, তাঁহারা কেহ কেহ বিষ্ণুর সেই সেই লোকবিশ্রুত কথা শুনিতে লাগিলেন; সর্ব্বদা বিশেষতঃ কলিকালে যে সকল নাম মহাপুণ্যপ্রদ, ও পবিত্র, যাহা বিষ্ণুর অপার মাহাত্ম্যপ্রকাশক মুনিজনকীর্ত্তিত দিব্য দিব্য পুরাণ সংহিতা, বিষ্ণুর সদ্গুণাবলী ও তদীয় লীলাবতার রূপের বিভিন্ন কর্ম্মসামর্থ্য, কেহ কেহ পরম প্রমোদভরে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন, অপর অনেকে সানন্দে সাশ্রুলোচনে বাসুদেবচরিতাবলী বর্ণন করিতে লাগিলেন; এইরূপে কেহ সেই অনাদিনিধন দেবেশের স্মরণ, কেহ কেহ পরম প্রীতি সহকারে কৃষ্ণনাম জপ, কেহ স্তোত্রপাঠ, কেহ কৃষ্ণের শতনাম জপ, কেহ সহস্র নাম, ও কেহ লক্ষ নাম, কেহ কেহ হৃষ্ট হইয়া লৌকিক গীত হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। অন্যে পতাকাদি ধারণ করিয়া গীতবাদিত্রঘোষে ও করতাল-রবে উৎসব করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। অনুত্তম বৈষ্ণবদিগের সহিত যাহার সাক্ষাৎকার ঘটে, তাঁহার ন্যায় ধন্যতম ব্যক্তি ত্রিলোকে কোথাও নাই। তখন দ্বারকা

সরিতঃ সর্ব্বাঃ প্রচক্রুর্গীতনর্ত্তনম্। প্রয়াগাদীনি তীর্থানি সাগরাঃ পর্ব্বতোত্তমাঃ। ৩৮। বারাণসী কুরুক্ষেত্রং পুণ্যাস্থানানি কৃৎস্নশঃ। ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি ক্ষেত্রাণি দেবনায়কাঃ। চক্রুর্গীতঞ্চ নৃত্যঞ্চ দ্বারকায়াশ্চ সৎপথি। ৩৯। একৈকস্মিন্‌পদে দত্তে দ্বারকাপথি গচ্ছতাম্‌। পুণ্যং ক্রতুসহস্রাণাং তৎপাদরজসংখ্যয়া। ৪০। অথ তে মুনয়ঃ সর্ব্বে তীর্থক্ষেত্রাদিসংবৃতাঃ। শ্রীমৎকৃষ্ণালয়ং দূরাদ্দদৃশুর্নারদাদয়ঃ। ৪১।

ইতি শ্রীস্কান্দে দ্বারকাং প্রতি গোদাবর্য্যাদিতীর্থক্ষেত্র-দেব-মহর্ষিগমনোৎসবযাত্রাবর্ণনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩০।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

প্রহ্লাদ উবাচ। দিবং স্বপ্রভয়া ধ্বান্তং ভূতানাং নাশয়ন্ সদা। জনয়ন্ পরমানন্দং ভক্তানাঞ্চ ভয়াপহঃ। ১। পতাকাভির্ধ্বজস্বাভির্দ্বারকাজয়বর্দ্ধনঃ। দিব্যপুণ্যপ্রকাশেন রাজতে গিরিরাড়িব। ২। দৃষ্ট্বালয়ং তদা বিক্ষোভস্তদায়ুধবিভূষিতম্‌। বিনয় পাদুকে ছত্রং দণ্ডবৎপতিতা ভুবি। ৩। ভূমিসংলুণ্ঠনং তেষাং তীর্থানামদ্ভুতং মহৎ। অন্তর্বহিপ্রশার্দ্দূলাঃ ক্ষেত্রাদীনাঞ্চ সর্ব্বশঃ। ৪। বারাণসী কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগো জাহ্নবী তথা। যমুনা নর্ম্মদা পুণ্যা পুণ্যা প্রাচী সরস্বতী। ৫। গোদাবরী মহাপুণ্যা গয়া ত্রিস্রস্থ মঙ্গলাঃ। শালগ্রামঃ মহাক্ষেত্রং পুণ্যা চক্রনদী শুভা। ৬। পয়োষ্ণী তপতী কৃষ্ণা কাবের্য্যাদ্যাঃ সুপুণ্যদাঃ। পুষ্করাদীনি তীর্থানি সাগরাঃ পর্ব্বতোত্তমাঃ। ৭। অযোধ্যা মথুরা মায়া অবন্ত্যাদ্যাশ্চ মুক্তিদাঃ। শ্রীরঙ্গাখ্যমনন্তঞ্চ প্রভাসঞ্চ বিশেষতঃ। ৮। পুরুষোত্তমং মহাক্ষেত্রমরণ্যান্তাদয়ঃ শুভাঃ। ত্রৈলোক্যে বর্ত্তমানানি সর্ব্বতীর্থানি সর্ব্বশঃ। ৯। দৃষ্ট্বা কৃষ্ণালয়ং পুণ্যং মুহুর্ম্মুহুঃ প্রহর্ষিতাঃ। জয়শব্দৈর্নমঃশব্দৈর্গর্জ্জন্তো হরিনামভিঃ। ১০। আনন্দাশ্রূণি মুঞ্চন্তঃ প্রেম্ণা গদ্গদয়া গিরা। স্তুবন্তি মুনয়ঃ সর্ব্বে তীর্থাদীনি চ সর্ব্বশঃ। ১১। অথ সংস্তুবতাং তেষামন্তোস্তং মুদিতাত্মনাম্‌। বীক্ষ্য বক্ত্রাণি সর্ব্বেষাং মহর্ষির্নারদোঽব্রবীৎ। ১২। শ্রীনারদ উবাচ। রাশয়ঃ পুণ্যপুঞ্জানাং কৃতা

যাইবার পথে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, রেবাদি সরিৎ সকল, প্রয়াগাদি তীর্থরাশি, সমস্ত সাগর, শৈল, বারাণসী, কুরুক্ষেত্র, অন্যান্য পুণ্যতীর্থ, এমন কি, ত্রৈলোক্যে যত কিছু পুণ্যক্ষেত্র আছে, সকলেই নৃত্য-গীত করিতে লাগিল। দ্বারকার পথে যাইতে যাইতে এক একটা পদবিক্ষেপেই পাদরজঃসংখ্যার

হউক, সেই নারদাদি মুনিগণ তখন ঐরূপে তীর্থ-ক্ষেত্রাদির সহিত যাইতে যাইতে দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির দেখিতে পাইলেন। ১—৪১।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০।

একত্রিংশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—যাহা স্বীয় দিব্য প্রভায় সতত ভূতবৃন্দের তমোরাশি নাশ করে, ভক্তবৃন্দের ভয় হরণ করিয়া হৃদয়ে পরমানন্দ উৎপাদন করে, ধ্বজদণ্ডস্থিত পতাকাপ্রকর দ্বারা যাহা সেই দ্বারকার জয় ঘোষণা করে, এবং দিব্য পুণ্যপ্রকর্ষে গিরিরাজের ন্যায় বিরাজ করিতেছে, সেই বিবিধ আয়ুধভূষিত শ্রীকৃষ্ণমন্দির দর্শন করিয়া তৎকালে সকলেই পাদুকা ও ছত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তীর্থ ও ক্ষেত্রসমূহের ভূলুণ্ঠন;—সে এক বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার হইল। বারাণসী, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, জাহ্নবী, যমুনা, নর্ম্মদা, প্রাচীসরস্বতী, গোদাবরী, মহাপুণ্যা ত্রিগয়া, শালিগ্রাম মহাক্ষেত্র, শুভপুণ্য চক্রনদী, পয়োষ্ণী, তপতী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি পুণ্যদায়িনী নদী; পুষ্করাদি তীর্থ, সাগর সমূহ, শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতসকল, অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, অবন্তী প্রভৃতি মোক্ষদায়িকা পুরী, শ্রীরঙ্গনামক অনন্ত, বিশেষতঃ প্রভাস, পুরুষোত্তমাদি মহাক্ষেত্র, পুণ্য অরণ্য সকল এমন কি ত্রৈলোক্যস্থ যাবতীয় তীর্থই তৎকালে সেই পবিত্র কৃষ্ণমন্দির মুহুর্ম্মুহু দেখিয়া দেখিয়া জয়ধ্বনি, নমস্কারধ্বনি ও হরিধ্বনি করিতে করিতে আনন্দাশ্রুপ্লাবিতনেত্রে প্রেমে গদ্গদ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। মুনিগণ ও তীর্থগণ সকলেই একযোগে স্তবারম্ভ করিলেন। ১—১১। তাঁহারা মুদিতমনে স্তব করিতে থাকিলে তাঁহাদের বক্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া মহর্ষি নারদ কহিলেন,—তোমরা নিশ্চয়ই সহস্র সুদুস্র জন্মে

যুষ্মাভিকত্তমাঃ। তজ্জন্মনাং সহস্রৈস্তু যদ্দৃষ্টং কৃষ্ণমন্দিরম্॥ ১৩॥ দর্শনং কৃষ্ণদেবস্য দ্বারকাগমনে মতিঃ। দৃঢ়ভক্তির্মহাবিষ্ণোর্নাল্পস্য তপসঃ ফলম্॥ ১৪॥ ধন্যা বৈ পূর্ব্বজাস্তেষাং বংশজাঃ কৃষ্ণদর্শনম্। সোৎসবা দ্বারকাং যান্তি পশ্যন্তি চ হরিপ্রিয়াম্॥ ১৫॥ ধন্যেয়ং গৌতমী গঙ্গা গৌতমোঽয়ং মহাতপাঃ। যৎপ্রসাদেন সর্ব্বেষাং কল্যাণং সমুপস্থিতম্॥ ১৬॥ যজ্ঞাধ্যয়নদানানাং তপোব্রতসমাধিনাম্। সম্প্রাপ্তং ফলমস্মাভির্যুষ্মাভিঃ সর্ব্বতীর্থকাঃ॥ ১৬॥ যূয়ং সর্ব্বাণি তীর্থানি ক্ষেত্রাণি চৈব কৃৎস্নশঃ। কৃষ্ণাজ্ঞয়া সর্ব্বকালং তিষ্ঠধ্বং সর্ব্বদৈবতৈঃ॥ ১৮॥ বসন্তি যেঽত্র তে ধন্যা একাহমপি পাবনাঃ। পশ্যন্তু সুমহাভাগা গোদাবর্য্যত্র জাহ্নবী॥ ১৯॥ ইয়ঞ্চ শোভতে পুণ্যা দ্বারকা কৃষ্ণবল্লভা। প্রপশ্যন্তু মহাভাগাস্তথা বারাণসীং শুভাম্॥ ২০॥ ক্ষেত্রাণি কুরুমুখ্যাণি পশ্যন্ত দ্বারকাং প্রভোঃ। তাদৃশী মথুরা কাশী মায়াযোধ্যা চ রাজতে॥২১॥ অবন্তী ন চ কাঞ্চী চ ক্ষেত্রঞ্চ পুরুষোত্তমম্। সূর্য্যোপরাগকালেঽপি কুরুক্ষেত্রং ন রাজতে॥ ২২॥ ঈদৃশং ন গয়াতীর্থং যাদৃগেতৎ প্রকাশতে॥ ২৩॥ গ্রহনক্ষত্রতারাণাং যথা সূর্য্যো বিরাজতে। সৎক্ষেত্রতীর্থরাজানাং দ্বারকার্কো বিরাজতে॥ ২৪॥ প্রহ্লাদ উবাচ। নিশম্য নারদেনোক্তং প্রহৃষ্টাশ্চ তথা দ্বিজাঃ। ক্ষেত্রাণি সর্ব্বতীর্থানি পুরস্কৃত্য চ গৌতমম্॥ ২৫॥ বিধায় গৌতমীং তত্র প্রযযুর্হ্যগ্রতোঽগ্রতঃ। প্রহৃষ্টা গৌতমী তত্র প্রণম্য ত্বরিতা যযৌ॥ ২৬॥ গীতবাদ্যৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ পতাকাভিঃ সমন্ততঃ। প্রযযুঃ স্তোত্রপাঠৈশ্চ সর্ব্বে তে দ্বারকাশ্রয়ে॥ ২৭॥ স তীর্থান্যগ্রতঃ কৃত্বা মধ্যে কৃত্বা তু শোভনম্। প্রয়াগং তীর্থরাজং চ প্রহৃষ্টঃ ক্ষেত্রদর্শনাৎ॥ ২৮॥ ততঃ পশ্চাৎ সরিৎস্নানং চকার ঋষিসত্তমঃ। জাহ্নবী গৌতমী রেবা যমুনা প্রাক্সরস্বতী॥ ২৯॥ সরযূর্গণ্ডকী তাপী পয়োষ্ণী যমুনা তথা। কৃষ্ণা ভীমরথী গঙ্গা কাবেরী চাঘনাশিনী॥ ৩০॥ মন্দাকিনী মহাপুণ্যা পুণ্যা ভোগবতী নদী। ব্রজন্তি যুগপৎ সর্ব্বাঃ পশ্যন্ত্যো দ্বারকাং পুরীম্॥ ৩১॥ ততস্তে সাগরাঃ সপ্ত স্বৈঃস্বৈস্তীর্থৈঃ সমন্বিতাঃ। ততঃ পশ্চাদরণ্যাস্তাশ্রমৈঃ পুণ্যৈর্বৃতানি চ॥ ২৩॥ ততস্তু পর্ব্বতা রম্যা মের্ব্বাদ্যাস্তু সুশোভনাঃ। নৃত্যন্তো গায়মানাশ্চ

পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলে। তাহারই বলে অদ্য তোমাদের কৃষ্ণমন্দির দৃষ্টি-গোচর হইল। কৃষ্ণ দর্শন, দ্বারকাযাত্রায় মন, আর মহাবিষ্ণুর প্রতি দৃঢ় ভক্তি, এই তিনটী অল্প তপস্যার ফল নহে। যাহারা উৎসাহ সহকারে দ্বারকায় যায়, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়াকে দর্শন করে, তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণও ধন্য। ধন্য এই গৌতমী গঙ্গা; আর ধন্য এই মহাতপা গৌতম;—যাঁহার প্রসাদে তোমাদের সকলেরই এ কল্যাণাভ্যুদয় হইল! আমরা যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা, ব্রত, সমাধি অবলম্বন করিয়া যে ফল পাইয়াছি; হে সর্ব্বতীর্থ! অদ্য তোমরাও সেই ফলই প্রাপ্ত হইলে। অতএব তোমার যত তীর্থ ক্ষেত্র আছ, সকলেই কৃষ্ণাজ্ঞায় সর্ব্বদা সর্ব্বদেব সহ এই স্থানে অবস্থান কর। এখানে যাহারা একদিনও বাস করে, তাহারাও ধন্য এবং পবিত্র হইয়া থাকে। হে মহাভাগগণ! এই দেখ, হেথায় গোদাবরী এবং জাহ্নবী আছেন, ঐ কৃষ্ণবল্লভা পাবনী দ্বারকা কেমন শোভা পাইতেছেন। আর এ দিকে দেখ, শুভা বারাণসী, কুরুক্ষেত্রপ্রমুখ সমস্ত ক্ষেত্র বিদ্যমান। দেখ, এখানে মথুরা, কাশী, মায়াপুরী ও অযোধ্যা সকলেই বিরাজ করিতেছেন। এই দ্বারকা ক্ষেত্র যে ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, অবন্তী, কাঞ্চী, পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, সূর্য্যগ্রহণকালীন কুরুক্ষেত্র অথবা গয়া ক্ষেত্রও তাদৃশ প্রকাশমান নহে। গ্রহ, নক্ষত্র, তারাদিগের মধ্যে সূর্য্য যেমন বিরাজমান, সমস্ত মুখ্য মুখ্য তীর্থরাজের মধ্যে তেমনি দ্বারকা-সূর্য্য বিভাসমান। প্রহ্লাদ কহিলেন,—নারদোক্তি শ্রবণ করিয়া সর্ব্ব ঋষি ও সমস্ত তীর্থক্ষেত্র গৌতমকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া গৌতমীকে লইয়া চলিলেন। গৌতমী প্রণামপূর্ব্বক সহর্ষে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। তখন সকলেই পতাকা-পরিবৃত হইয়া নৃত্য-গীত-বাদ্য সহকারে স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে দ্বারকাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ঋষিপ্রবর অগ্রে তীর্থসমূহকেও মধ্যে তীর্থরাজ প্রয়াগকে রাখিয়া পশ্চাতে স্বয়ং সরিৎ স্নান করিলেন। জাহ্নবী, গৌতমী রেবা যমুনা, প্রাচী সরস্বতী, সরযূ, গণ্ডকী, তাপী, পয়োষ্ণী, যমুনা, কৃষ্ণা ভীমরথী, গঙ্গা, অঘনাশিনী কাবেরী, মহাপুণ্যা মন্দাকিনী, পুণ্যা ভোগবতী নদী, স্ব স্ব তীর্থের সহিত সপ্ত সাগর পুণ্যাশ্রমসমূহের সহিত অরণ্যানি, মেরু প্রভৃতি

স্তবাদ্যৈস্ত মহর্ষিভিঃ ॥ ৩৩ ॥ ততশ্চ ঋষয়ো দেবাঃ সমস্তাহ্লষ্টমানসাঃ। গায়ন্তো নৃত্যমানাশ্চ গর্জ্জন্তো হরিনামভিঃ ॥ ৩৪ ॥ বাদিত্রনিনদৈরুচ্চৈর্জ্জয়শব্দৈঃ প্রহর্ষিতাঃ। প্রাপ্তাস্তে গোমতীতীরং সর্ব্বযজ্ঞসমন্বিতাঃ। ববন্দিরে মহাপুণ্যাঃ সর্ব্বে তে হৃষ্টমানসাঃ ॥ ৩৫ ॥ শ্রীনারদ উবাচ। হে ভাগীরথি হে রেবে যমুনে শৃণু গৌতমি। শ্রেষ্ঠা শ্রীগোমতীদেবী বিখ্যাতা ভুবনত্রয়ে ॥ ৩৬ ॥ যস্যাঃ সকৃজ্জলস্নানং স্পর্দ্ধতে ব্রহ্মবিদ্যয়া। তেন বৈ গোমতী সেযং সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমা। ব্রহ্মজ্ঞানেন মুচ্যন্তে প্রয়াগমরণেন বা। স্নানমাত্রেন গোমত্যাং মুচ্যতে পূর্ব্বজৈঃ সহ ॥৩৭॥ প্রহ্লাদ উবাচ। নিশম্য তানি তীর্থানি মাহাত্ম্যং মহদদ্ভুতম্। গোমত্যাঃ শ্রদ্ধয়া স্নাত্বা উৎসবৈরগ্রতো যযুঃ ॥ ৩৮ ॥ ততঃ ক্ষেত্রাণি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাদয়ঃ। দদৃশুর্দ্বারকাং রম্যামাগত্য দ্বারমণ্ডপে ॥ ৩৯ ॥ স্থিতাং সিংহাসনে দিব্যে মণিকাঞ্চনভূষিতে। সুন্দরাং শুক্লবর্ণাঞ্চ রুদ্রাদিত্যসমপ্রভাম্ ॥ ৪০ ॥ দিব্যবস্ত্রাং সুগন্ধাঢ্যাং রত্নাভরণভূষিতাম্। কিরীটকুণ্ডলৈর্দিব্যৈঃ শোভিতাং কঙ্কণাদিভিঃ ॥ ৪১ ॥ বরদাভয়হস্তাঞ্চ শঙ্খচক্রগদায়ুধাম্। শ্বেতাতপত্রশোভাঢ্যাং চামরব্যজনাদিভিঃ ॥ ৪২ ॥ সংস্তবৈঃ স্তূয়মানাঞ্চ গীতবাদ্যাদিহর্ষিতাম্। মহাসিংহাসনস্থান্তু দৃষ্ট্বা দ্বারবতীং পুরীম্। প্রণেমুর্যুগপৎ সর্ব্বে সর্ব্বাণি চ সুভক্তিতঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মূর্ত্তিমতীদ্বারবতীদর্শনবর্ণনং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

প্রহ্লাদ উবাচ। নারদস্তৎপ্রতো গত্বা প্রণম্যাথ হরিপ্রিয়াম্। উবাচ ললিতাং বাচং হর্ষয়ন্ দ্বারকাং পুরীম্ ॥ ১ ॥ শ্রীনারদ উবাচ। পশ্য পশ্য মহাভাগে সর্ব্বে প্রাপ্তাঃ সুশোভনে। তীর্থক্ষেত্রাণি দেবাশ্চ ঋষয়শ্চৈব কৃৎস্নশঃ ॥ ২ ॥ পশ্যেমং পুরতঃ প্রাপ্তং প্রয়াগং তীর্থকৈঃ সহ। দ্বারকে তব পাদাব্জে লুণ্ঠতে শ্রদ্ধয়াদ্ভুতম্ ॥ ৩ ॥ ইদন্তু পুষ্করং তীর্থং নমতি শ্রদ্ধয়া শুভে। ইয়ন্তু গৌতমী পুণ্যা সর্ব্বতীর্থসমাশ্রয়া ॥ ৪ ॥ সিংহস্থে চ গুরৌ ভদ্রে সম্প্রাপ্তা সৌভগং মহৎ। কিন্তু দুর্জ্জনসংসর্গাদ্দগ্ধা পাপাগ্নিনা ভৃশম্ ॥ ৫ ॥ তত্রোপায়মভিজ্ঞায় ঋষীণাং শৃণ্বতাং তদা। শ্রুত্বা কর্ণে মহচ্ছব্দং সম্প্রাপ্তেয়ং তবান্তি-

---

পর্ব্বত, ঋষি ও দেবতা, ইঁহারা সকলে সর্ব্বযজ্ঞ সমন্বিত হইয়া নৃত্য, গীত, বাদ্য জয়শব্দ, হরিনাম ও স্তব করিতে করিতে সহর্ষে গোমতীতীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বন্দনা করিতে লাগিলেন। নারদ বলিলেন,—হে ভাগীরথি! হে রেবে! হে যমুনে! হে গৌতমি! আপনারা শ্রবণ করুন। আপনাদের মধ্যে গৌতমীদেবীই শ্রেষ্ঠা এবং ত্রিভুবনে বিখ্যাতা। গৌতমীদেবীর সকৃজ্জলস্নান ব্রহ্মবিদ্যার সহিত স্পর্দ্ধা করে। এই জন্যই ইনি সর্ব্ব তীর্থোত্তমোত্তম। ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি হয়, প্রয়াগমরণে পূর্ব্বজসহ মুক্তি হয়, কিন্তু গোমতীতে স্নানমাত্রেই মুক্তি হইয়া থাকে। প্রহ্লাদ বলিলেন,—ক্ষেত্র-তীর্থ-সরিৎ-সাগর, ইঁহারা মহদদ্ভুত দ্বারকামাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া যাইতে যাইতে অগ্রে শ্রদ্ধা সহকারে গোমতীতে স্নান করিয়া দূর হইতে দ্বারকা দর্শন করত ক্রমে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন,—দ্বারকা মণিকাঞ্চনখচিত দিব্য সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি সুন্দরী, শুক্লবর্ণা রুদ্রাদিত্যসমপ্রভা, দিব্যবস্ত্রা, সুগন্ধাঢ্যা, রত্নাভরণভূষিতা, কিরীট-কুণ্ডল-কঙ্কণ শোভিতা, বরদাভয়হস্তা শঙ্খচক্র-গদায়ুধা, শ্বেতাতপত্রশোভিতা, বরচামরবীজিতা, স্তূয়মানা, গীতবাদ্যাদিহর্ষিতা ও মহাসিংহাসনস্থা। তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতি সকলেই এবম্ভূতা দ্বারকাকে দর্শন করিয়া ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন। ১২—৪৩।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—দেবর্ষি নারদ দ্বারকায় গমন করিয়া অগ্রে হরিপ্রিয়াকে নমস্কার করত পরে দ্বারকাকে হর্ষিত করিয়া ললিত বাক্যে বলিতে লাগিলেন। নারদ বলিলেন,—দেখ দেখ, হে মহাভাগে দ্বারকে! তীর্থ, ক্ষেত্র, দেব, ঋষি ইঁহারা সকলেই আগমন করিয়াছেন। এই সম্মুখে দেখ, তীর্থগণের সহিত প্রয়াগ প্রাপ্ত হইয়া তোমার পাদাব্জে লুণ্ঠিত হইতেছেন। হে শুভে! এ দিকে দেখ, পুষ্কর তোমাকে নমস্কার করিতেছেন। ঐ দেখ, সর্ব্বতীর্থসমাশ্রয় পুণ্যা গৌতমী সিংহস্থ গুরুতে মহাসুভগত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু হইলে কি হয়, দুর্জ্জনসংসর্গে ইনি পাপাগ্নিতে যারপর নাই দগ্ধা;

কম্ ॥ ৬ ॥ নমস্করোতি দেবি ত্বাং দ্বারকে গৌতমী শুভা। পশ্য পশ্য মহাপুণ্যা ইয়ং ভাগীরথী শুভা ॥ ৭ ॥ নমস্করোতি তে পাদৌ সংহৃষ্টা চ পুনঃপুনঃ। পশ্যেমাং নর্ম্মদাং রম্যাং প্রণতাং তব পাদয়োঃ ॥ ৮ ॥ যমুনা চন্দ্রভাগেয়মিয়ং প্রাচীসরস্বতী। সরযূর্গণ্ডকী প্রাপ্তা গোমতী পূর্ব্ববাহিনী ॥ ৯ ॥ শোণঃ সিন্ধুনদী চৈতা অন্যাশ্চ সরিতাং বরাঃ। কৃষ্ণা ভীমরথী পুণ্যা কাবের্য্যাদ্যাঃ সরিদ্বরাঃ ॥ ১০ ॥ সীতা চক্ষুর্নদী ভদ্রা নমস্যেতাঃ পদাম্বুজম্। দ্বারকে তা মহাপুণ্যাঃ সপ্তদ্বীপোদ্ভবাঃ পরাঃ ॥ ১১ ॥ মন্দাকিনী মহাপুণ্যা ভোগবত্যাদিসংযুতা। পশ্যাশ্চর্য্যমিদং ভদ্রে বারাণসী বিমুক্তিদা ॥ ১২ ॥ ভক্ত্যা তে চ পদাম্ভোজং শিরস্যাধায় বর্ত্ততে। কুরুক্ষেত্রং মহাপুণ্যং নমতি ত্বামহর্নিশম্ ॥ ১৩ ॥ দ্বারকে মথুরাং পশ্য প্রণতাং তব পাদয়োঃ। অযোধ্যাবন্তিকামায়াস্তা নমন্তি পদাম্বুজম্ ॥ ১৪ ॥ কাঞ্চী গয়া বিশালা চ বিরজা লুঠতি ক্ষিতৌ। শালিগ্রামং মহাক্ষেত্রং পতিতং তব পাদয়োঃ। বিরাজতে প্রভাসঞ্চ ক্ষেত্রঞ্চ পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৫ ॥ ভার্গবাদীনি চান্যানি সর্ব্বক্ষেত্রাণি সুন্দরি। দ্বারকে প্রণমন্তি ত্বাং ভক্ত্যোত্থায় পুনঃপুনঃ ॥ ১৬ ॥ পশ্যেমান্ সাগরান্ সপ্ত পতিতাংস্তব পাদয়োঃ। পশ্যারণ্যানি সর্ব্বাণি নৈমিষং প্রণতং পুরঃ ॥ ১৭ ॥ ধন্বক্ষং চ দশারণ্যং দণ্ডকারণ্যমর্ব্বুদম্। নারায়ণাশ্রমং পশ্য দ্বারকে প্রণতং তথা ॥ ১৮ ॥ অয়ং মেরুশ্চ কৈলাসো মন্দরাদ্যাঃ সহস্রশঃ। হিমাদ্রির্বিন্ধ্যশৈলশ্চ শ্রীশৈলাদ্যাঃ প্রহর্ষিতাঃ। এতে হ্যৃষিগণাঃ সর্ব্বে নমন্তিস্ম পুনঃপুনঃ ॥ ১৯ ॥ গঙ্গাদ্যাঃ সাগরাঃ শৈলা নৃত্যন্তি পুরতস্তব। ঋষিদেবগণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে গর্জ্জন্তি নামভিঃ ॥ ২০ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। ইত্যেবং বদতস্তস্য দ্বারকা হৃষ্টমানসা। নৃত্যতো মুদিতান্ বীক্ষ্য সর্ব্বান্ প্রেম্নাভিনন্দ্য চ। উবাচ ললিতাং বাচং গৌতমীং স্পৃশ্য পাণিনা ॥ ২১ ॥ ভাগীরথীপ্রয়াগাদীন্ ক্ষেত্রাদীনথ সর্ব্বশঃ। দ্বারকা মধুরালাপৈঃ সর্ব্বানানন্দয়ত্তদা ॥ ২২ ॥ অথাশ্চর্য্যমভূত্তত্র সর্ব্বানন্দবিবর্দ্ধনম্। অথ তাবত্তদাকাশে গীতবাদ্যজয়স্বনাঃ ২৩ ॥ গর্জ্জনানি সুপুণ্যানি হরিশব্দৈঃ পৃথক্ পৃথক্। অপশ্যন বৈ তদা সর্ব্বে ব্রহ্মাদ্যা দেবনায়কাঃ ॥

শ্রোতা ঋষিগণের নিকট হইতে সুস্পষ্ট বাক্যে শান্তির উপায় শ্রবণ করিয়া ইনি ত্বৎসমীপে আগমন করিয়াছেন। হে দেবি দ্বারকে! গোতমী তোমাকে নমস্কার করিতেছেন। দেখ দেখ, এ দিকে এই মঙ্গলময়ী মহাপুণ্যা ভাগীরথী হর্ষের সহিত তোমার পদযুগলে পুনঃপুন নমস্কার করিতেছেন। এদিকে এই দেখ, নর্ম্মদা ত্বৎপাদপতিতা; এ দিকে যমুনা, চন্দ্রভাগা, প্রাচ সরস্বতী, সরযু, গণ্ডকী, গোমতী, শোণ, সিন্ধুনদী, অন্যান্য সরিদ্বরা কৃষ্ণা, ভীমরথী, কাবেরী, সীতা, চক্ষুর্নদী ও ভদ্রা প্রভৃতি নদী তোমার চরণকমলে নমস্কার করিতেছে। দ্বারকে! এ দিকে দেখ, মহাপুণ্যা সপ্তদ্বীপোদ্ভবা নদী এবং মহাপুণ্যা ভোগবতী মন্দাকিনী প্রভৃতি বিরাজমানা। এই এ দিকে এক আশ্চর্য্য দেখ, বিমুক্তিদায়িনী বারাণসী ভক্তিপূর্ব্বক তোমার চরণসরোজ মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই মহাপুণ্য কুরুক্ষেত্র তোমাকে অনবরত প্রণাম করিতেছে। দ্বারকে! দেখ দেখ, মথুরা তোমায় প্রণত হইয়াছে। অযোধ্যা, অবন্তী মায়া তোমার পদাম্বুজে প্রণতা। কাঞ্চী, গয়া, বিশালা, তোমারই প্রান্তে ভূলুণ্ঠিতা। মহাক্ষেত্র শালগ্রাম তোমার পাদদ্বয়ে পতিত। অপিচ পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ও প্রভাসক্ষেত্র তোমার পদে বিরাজিত। হে সুন্দরি দ্বারকে! ভার্গবাদি অন্যান্য যে সকল ক্ষেত্র আছে, তাহারা পুনঃপুনঃ উত্থিত হইয়া তোমাকেই প্রণাম করিতেছে। এই দেখ, সপ্ত সাগর, নৈমিষাদি নিখিল অরণ্য, ধন্বক্ষ, দশারণ্য, দণ্ডকারণ্য, অর্ব্বুদ, ও নারায়ণাশ্রম তোমারই পদতলে প্রণাম করিতেছে। আর ঐ দেখ, মেরু কৈলাস, হিমাদ্রি বিন্ধ্য, মন্দরাদি সহস্র পর্ব্বত এবং নিখিল ঋষিমণ্ডলী প্রহর্ষভরে পুনঃপুন তোমায় নমস্কার করিতেছেন। গঙ্গাদি সরিৎ সকল, সাগরগণ ও শৈলগণ তোমার অগ্রে নৃত্য করিতেছেন। দেব ও ঋষিগণ সকলেই তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া গর্জ্জন করিতেছেন ।১—২০। প্রহ্লাদ কহিলেন,—নারদ এই কথা কহিলে দ্বারকা সহর্ষে সেই সকল নৃত্যপরায়ণ তীর্থ প্রভৃতিকে দেখিয়া প্রেমভরে অভিনন্দিত করত পাণি দ্বারা গোতমীকে স্পর্শ করিয়া ললিত বাক্যে সম্ভাষণ করিল। এইরূপে ভাগিরথী ও প্রয়াগ প্রভৃতিকেও মধুরালাপে অভিনন্দিত করিল। তখন এক সর্ব্বজনানন্দজনক আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইল। আকাশে গীত, বাদ্য জয়ধ্বনি, পবিত্র গর্জ্জন ও মুহুর্ম্মুহু হরিনামধ্বনি হইতে থাকিল। ব্রহ্মাদি দেবনেতৃগণ সেই

২৪। মহেশঃ স্বগণৈঃ সার্দ্ধং ভবান্যা সমন্বিতঃ। ইন্দ্রশ্চ ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ। ২৫। মরুদ্ভির্লোকপালৈশ্চ নৃত্যমানাঃ প্রহর্ষিতাঃ। সিদ্ধবিদ্যাধরাঃ সর্ব্বে বস্বাদিত্যাশ্চ সগ্রহাঃ। ২৬। ভৃগ্বাদ্যাঃ সনকাদ্যাশ্চ নৃত্যমানা প্রহর্ষিতাঃ। ব্রহ্মাণঞ্চ নমস্কৃত্য সপ্তস্বর্গস্থিতাঃ সুরাঃ। ২৭। উচুস্তে দ্বারকাং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মেশানাদয়স্তদা। হর্ষবিহ্বলিতাত্মানো বীক্ষ্যান্যোন্যঞ্চ বিস্মিতাঃ। ২৮। দেবা উচুঃ। সেয়ং বৈ দ্বারকা দেবী বহতে যত্র গোমতী। যত্রাস্তে ভগবান্ কৃষ্ণঃ সেয়ং পুণ্যা বিরাজতে। ২৯। সর্ব্বক্ষেত্রোত্তমা যা চ সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমা। স্বর্গাদপ্যধিকা ভূমৌ দ্বারকেয়ং প্রকাশতে। ৩০। এতদৈব চক্রতীর্থঞ্চ যচ্ছিলা চক্রচিহ্নিতা। মুক্তিদা পাপিনাং লোকে ম্লেচ্ছদেশেঽপি পূজিতা। ৩১। প্রহ্লাদ উবাচ। ব্রহ্মাদীনাগতান্ দৃষ্ট্বা বিস্মিতা নারদাদয়ঃ ক্ষেত্রাণি তীর্থমুখ্যানি বিস্মিতানি সরিদ্বরাঃ। প্রণেমুর্যুগপৎসর্ব্বে সর্ব্বাঃ সর্ব্বাণি সর্ব্বশঃ। ৩২। ব্রহ্মাদীনাঞ্চ তীর্থানাং দৃষ্ট্বা যাত্রাং মনোহরাম্। দ্বারকাং প্রতি বিপ্রেন্দ্রা বিস্মিতা দ্বারকৌকসঃ।

৩৩। দৃষ্ট্বা দেবগণাঃ সর্ব্বে দ্বারকাং প্রতি মন্দিরে। গীতবাদ্যাদিনির্ঘোষৈর্নৃত্যমানাঃ প্রহর্ষিতাঃ। ৩৪। বদন্তো জয়শব্দাংশ্চ সেয়ং কৃষ্ণপ্রিয়েতি চ। দৃষ্ট্বা ব্রহ্মমহেশানৌ দ্বারকাং প্রীতমানসৌ। ৩৫। ত্যক্ত্বা চ বাহনে শ্রেষ্ঠে দণ্ডবৎপতিতৌ ভুবি। উচতুশ্চ তদা দেবৌ দ্বারকাং প্রতি হর্ষিতৌ। ৩৬। শ্রেষ্ঠা ত্বমম্ব সর্ব্বেভ্যোঽস্মদাদিভ্যোঽপি সর্ব্বতঃ। যতস্ত্বাং ন ত্যজেৎ সাক্ষাদ্ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ। ৩৭। অতো দর্শয় দেবেশং কৃষ্ণং কংসবিনাশনম্। যদ্দর্শনান্মহাসিদ্ধিঃ সর্ব্বেষাঞ্চ ভবিষ্যতি। ৩৮। প্রহ্লাদ উবাচ। ইত্যুক্তা প্রযযৌ দেবী তীর্থক্ষেত্রাদিসংযুতা। ব্রহ্মেশানৌ পুরস্কৃত্য হৃষ্টৌ দৃষ্ট্বা মহোৎসবান্। ৩৯। গীতবাদ্যপতাকৈশ্চ দিব্যোপায়নপাণিভিঃ। প্রাপ্যোবাচ ততো দেবান্ দ্বারকা হর্ষবিহ্বলা। ৪০। পশ্যতাং পশ্যতাং দেবাঃ সোঽয়ং বৈ দ্বারকেশ্বরঃ। প্রাপ্য সন্দর্শনং যস্য মুক্তানাং যৎফলং ভবেৎ। ন বিদ্যতে সহস্রেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু চ যৎফলম্। ৪১। ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে ক্ষেত্রতীর্থাদিসংযুতাঃ। পশ্চিমাভিমুখং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং ক্লেশবিনাশনম্। প্রণেমুর্যুগপৎসর্ব্বে

ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। ভবানী ও গণ-সমভিব্যাহারী ভগবান্ চন্দ্রমৌলি আসিয়া দেখা দিলেন। সুর, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণ সহ দেবেন্দ্র হৃষ্ট হইলেন। সিদ্ধ বিদ্যাধর, বসু আদিত্য ও গ্রহগণ, লোকপাল ও মরুদ্গণ সহ সহর্ষে নৃত্যারম্ভ করিলেন। ভৃগু ও সনকাদি মহর্ষিগণ প্রহর্ষিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সপ্ত স্বর্গস্থ সুরগণ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিলেন। ব্রহ্মেশানাদি দেবগণ হর্ষবিহ্বলিতচিত্তে পরস্পরকে দেখিয়া পরস্পর বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং সকলেই দ্বারকা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—যথায় গোমতী প্রবাহিত হইতেছেন, যেখানে ভগবান্ কৃষ্ণ আছেন, সেই পুণ্যা দ্বারকা ঐ বিরাজ করিতেছেন। দ্বারকা সর্ব্ব ক্ষেত্রোত্তমা, সর্ব্বতীর্থোত্তমা ও স্বর্গাপেক্ষাও অধিক বৈভবশালিনী হইয়া প্রকাশমানা। যথায় ঐ চক্রচিহ্নিতা শিলা, ঐ সেই চক্রতীর্থ; অত্রত্য শিলা ম্লেচ্ছদেশে পূজিতা হইয়াও পাপিগণের মুক্তিপ্রদা। প্রহ্লাদ কহিলেন,—ব্রহ্মাদি দেবগণকে আসিতে দেখিয়া নারদাদি ঋষি, ক্ষেত্রসমূহ, প্রধান প্রধান তীর্থ ও শ্রেষ্ঠ সরিৎ সকল বিস্ময়াপন্ন ভাবে যুগপৎ সকলেই প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মাদির ও তীর্থাদির অপূর্ব্ব দ্বারকাযাত্রা দেখিয়া

দ্বারকাবাসী বিপ্রেন্দ্রগণ বিস্মিত হইলেন। দেবগণ দ্বারকা দর্শন করিয়া তত্রত্য ভগবন্মন্দিরে গীত-বাদ্যনির্ঘোষ সহকারে সহর্ষে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং "সেই এই কৃষ্ণপ্রিয়া" এই বলিয়া জয়শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। দ্বারকা দেখিয়া ব্রহ্মা ও মহেশ্বর প্রীতচিত্তে স্ব স্ব বাহন পরিত্যাগপূর্ব্বক দণ্ডবৎ ভূপতিত হইলেন এবং সহর্ষে দ্বারকার প্রতি বলিলেন,—হে অম্ব! তুমি আমাদের সকলের অপেক্ষা সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ হইলে। সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু তোমায় কখন পরিত্যাগ করেন না। অতএব তুমি সেই কংসারি কৃষ্ণকে প্রদর্শন করাও। তাঁহার দর্শনে সকলেরই মহাসিদ্ধি হইবে। ২১—৩৮। প্রহ্লাদ কহিলেন,—দ্বারকাদেবী এই কথার পর তীর্থক্ষেত্রাদির সহিত প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মা ও মহেশ্বর তাৎকালিক মহোৎসব দর্শনে হৃষ্ট হইয়া তাহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। হর্ষ-বিহ্বলা দ্বারকা গীত-বাদ্য-পতাকা ও দিব্য উপায়ন পাণি দেবগণ সহ যাইতে যাইতে দেবগণকে কহিলেন,—দেবগণ! দেখুন দেখুন ঐ সেই দ্বারকেশ্বর,—যাঁহার দর্শন মাত্রে মুক্তগণও ফলভাগী হয়। ঐরূপ ফল সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ডমধ্যেও নাই। অনন্তর দেবগণ সমস্ত তীর্থক্ষেত্রাদির সহিত

প্রহৃষ্টাঃ সমুপাগতাঃ ॥ ৪২ ॥ গীতবাদ্যপ্রঘোষৈশ্চ নৃত্যমানাঃ সমন্ততঃ। জয়শব্দং নমঃশব্দং গর্জ্জন্তো হরিনামভিঃ ॥ ৪৩ ॥ ব্রহ্মা ভবো ভবানী চ সেন্দ্রা দেবগণা ভুবি। দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণেমুস্তে ভক্ত্যোত্থায় পুনঃপুনঃ ॥ ৪৪ ॥ প্রয়াগাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতোঽমলাঃ। ঋষয়ো দেবগন্ধর্ব্বাঃ শুকাদ্যা সনকাদয়ঃ। বীক্ষ্য বক্ত্রং মহাবিষ্ণোঃ প্রণেমুশ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৪৫ ॥ কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি জয় কৃষ্ণেতি বাদিনঃ। স্নাত্বা তু গোমতীতীরে তীরে চৈব মহোদধেঃ। কমলাসনঃ সংহৃষ্টঃ শ্রীমৎকৃষ্ণমপূজয়ৎ ॥ ৪৬ ॥ স্বর্ধেনুপয়সা স্নাপ্য দিব্যৈশ্চামৃতপঞ্চকৈঃ। ভবশ্চাথ ভবানী চ পূজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৪৭ ॥ ইন্দ্রো দেবগণাঃ সর্ব্বে যোগিনঃ সনকাদয়ঃ। ঋষয়ো নারদাদ্যাশ্চ গঙ্গাদ্যাশ্চ সরিদ্বরাঃ ॥ ৪৮ ॥ অমূল্যাভরণৈর্ভক্ত্যা মহারত্নবিনির্ম্মিতৈঃ। দিব্যৈর্ম্মাল্যৈরনেকৈশ্চ নন্দনাদিসমুদ্ভবৈঃ ॥ ৪৯ ॥ প্রিয়য়া শ্রীতুলস্যা বৈ শ্রীমৎকৃষ্ণমপূজয়ন্। ধূপৈর্নীরাজনৈর্দ্দিব্যৈঃ কর্পূরৈশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫০ ॥ নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্দ্দিব্যৈঃ কর্পূরবাসিতৈঃ। সকর্পূরৈশ্চ তাম্বূলৈঃ প্রিয়ৈশ্চোপায়নৈস্তথা ॥ ৫১ ॥ মহামাঙ্গলিকৈঃ সর্ব্বৈঃ সুদিব্যৈর্ম্মঙ্গলার্ত্তিকৈঃ। সম্পূজ্যৈবং মহাবিষ্ণুং কৃষ্ণং ক্লেশবিনাশনম্। প্রহৃষ্টা ননৃতুঃ সর্ব্বে গীতবাদ্যপ্রহর্ষিতাঃ ॥ ৫২ ॥ পুরতঃ কৃষ্ণদেবস্য হ্যপ্সরোভিঃ সমন্বিতাঃ। ব্রহ্মা চ ব্রহ্মপুত্রাশ্চ ততঃ সেন্দ্রা মরুদ্গণাঃ ॥ ৫৩ ॥ ব্রহ্ম দীন্নৃত্য তঃ প্রেক্ষ্য ভগবান্ কমলেক্ষণঃ। বারয়ামাস হস্তেন প্রীতঃ প্রাহ সুরান্ বিভুঃ ॥ ৫৪ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। ভোভো ব্রহ্মন্মহেশান হে ভবানি মহেশ্বরি। ক্ষেত্রাণি সর্ব্বতীর্থানি নারদঃ সনকাদয়ঃ। প্রীতোঽহং ভবতাং সম্যক্ সর্ব্বান্ কামানবাপ্স্যথ ॥ ৫৫ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। তদাভিলষিতান্ লব্ধা সর্ব্বান্ কামবরানথ। ভক্ত্যা পরময়া শ্রীমৎকৃষ্ণং প্রোচুঃ প্রহর্ষিতাঃ ॥ ৫৬ ॥ দেবা উচুঃ। প্রাপ্তঃ কামবরোঽস্মাভিঃ সর্ব্বতঃ কৃপয়া বিভো। সপ্রেমা ত্বৎপদাম্ভোজে ভক্তির্ভব্যানপায়িনী ॥ ৫৭ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। তথৈব পূজয়ামাসু রুক্মিণীং কৃষ্ণবল্লভাম্। অথ ব্রহ্মমহেশানৌ সর্ব্বেষাং শৃণ্বতামিদম্ ॥ ৫৮ ॥ শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তৌ দ্বারকাং প্রত্যবোচতুঃ। ত্বং দেবি সর্ব্বতীর্থানাং ক্ষেত্রাণামুত্তমোত্তমা ॥ ৫৯ ॥ পর্ব্বতানাং যথা মেরুঃ সিন্ধূনাং সাগরো যথা। প্রাণো যথা শরীরাণা-

পশ্চিমাভিমুখী ক্লেশহর কৃষ্ণকে দেখিয়া যুগপৎ সকলেই প্রহর্ষভরে প্রণাম করিলেন। গীত-বাদ্য পুরঃসর নৃত্য করিতে লাগিলেন। জয়ধ্বনি, নমস্কার, ও হরিনামধ্বনি করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা, ভব, ভবানী এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ কৃষ্ণকে দেখিয়া ভক্তিভরে বারম্বার উঠিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। প্রয়াগাদি তীর্থ, গঙ্গাদি নির্ম্মল সরিৎ সকল, এবং দেব, গন্ধর্ব্ব, শুকাদি ও সনকাদি ঋষিগণ মহাবিষ্ণুর মুখ দর্শন করিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ প্রণাম করিলেন। তাঁহারা মুখে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ" এইরূপ বাণী উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। গোমতীর নীরে কমলাসন স্নান করিয়া উদধিতীরে হৃষ্টচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেন ভব-ভবানীও সুরভির দুগ্ধে ও দিব্য পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন। ইন্দ্র, অন্যান্য দেবগণ, সনকাদি যোগিগণ, নারদাদি ঋষিগণ, ও গঙ্গাদি সরিৎ সকল, ভক্তিপূর্ব্বক মহারত্নবিনির্ম্মিত অমূল্য আভরণ, নন্দনাদি-সমুদ্ভূত বহু দিব্য মাল্য, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় তুলসী, ধূপ, নীরাজনা, বিবিধ নৈবেদ্য, দিব্য দিব্য পুষ্প, কর্পূরবাসিত তাম্বুল, নানা প্রিয় উপহার এবং মহামাঙ্গলিক সুদিব্য আরাত্রিক দ্বারা মহাবিষ্ণু ক্লেশহর কৃষ্ণকে পূজা করিয়া গীত-বাদ্যপুরঃসর সহর্ষে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা, ব্রহ্মপুত্রগণ, এবং ইন্দ্রাদি, মরুদ্গণ অপ্সরাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণাগ্রে নিত্য করিতে থাকিলে ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ তদ্দর্শনে প্রীত হইয়া হস্ত দ্বারা সুরগণকে বারণ করিয়া বলিলেন,—ভো ভো ব্রহ্ম-মহেশ্বর! হে মহেশ্বরি ভবানি! হে সর্ব্বতীর্থ ও সর্ব্ব ক্ষেত্র! আর হে নারদাদি ও সনকাদি ঋষিগণ! আমি তোমাদের প্রতি প্রীত হইয়াছি। তোমরা সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হইবে। ৩৯—৫৫। প্রহ্লাদ কহিলেন,—তখন সর্ব্বাভিলাষ লাভ করিয়া দেবগণ পরম ভক্তিভরে সহর্ষে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে বিভো! আমরা আপনার কৃপায় অভিলষিত বর প্রাপ্ত হইলাম। আপনার পদাম্ভোজে আমাদের অব্যাভিচারিণী প্রেমময়ী ভক্তি হউক। প্রহ্লাদ বলিলেন,—দেবগণ কৃষ্ণবল্লভা রুক্মিণীরও পূজা করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর সকলকে শুনাইয়া শ্রদ্ধার সহিত দ্বারকাকে বলিলেন,—দেবি! তুমি সর্ব্বতীর্থ ও সর্ব্বক্ষেত্রের উত্তমা। যেমন পর্ব্বতমধ্যে মেরু, সিন্ধুসমূহে সাগর, শরীরি

মিন্দ্রিয়াণাং তু বৈ মনঃ॥ ৬০॥ তেজস্বিনাং যথা বহ্নিস্তত্ত্বানাং চৈতন্য উচ্যতে। যথা গ্রহর্ক্ষতারাণাং সোমো বৈ জ্যোতিষাং ধ্রুবম্। এষাং প্রকাশপুঞ্জানাং যথা সূর্য্যঃ প্রকাশতে॥ ৬১॥ যথা নঃ সর্ব্বদেবানাং মহাবিষ্ণুরয়ং মহান্। তথৈব সর্ব্বতীর্থানাং পূজ্যেয়ং দ্বারকা শুভা॥ ৬২॥ প্রহ্লাদ উবাচ। ইত্যুক্তা সর্ব্বদেবানাং ক্ষেত্রাদীনাং চ সত্তমাঃ। আধিপত্যে সুরেশানৌ দ্বারকামভিষেচতুঃ॥ ৬৩॥ ব্রহ্মেশানৌ তথা দেবাঃ প্রজেশা ঋষয়োঽমলাঃ। তীর্থানাং ক্ষেত্ররাজানাং মহারাজত্বকারণম্॥ ৬৪॥ চতুর্ম্মহাভিষেকং তু দ্বারকায়াঃ প্রহর্ষিতাঃ। বাদয়ন্তো বিচিত্রাণি বাদিত্রাণি মহোৎসবে॥ ৬৫॥ দিব্যৈঃ পঞ্চামৃতৈস্তোয়ৈঃ সর্ব্বতীর্থসমুদ্ভবৈঃ। পুণ্যৈশ্চাকাশগঙ্গায়া দিগ্‌গজানাং করোদ্ধৃতৈঃ॥ ৬৬॥ অথ বাসাংসি দিব্যানি দত্বা চাচমনং তথা। চর্চ্চিতাং চন্দনৈর্দ্দিব্যৈর্দ্দিব্যাভরণভূষিতাম্॥ ৬৭॥ পূজাঞ্চক্রিরে পুষ্পৈশ্চন্দনাদিসমুদ্ভবৈঃ। তদা জাতা মহাদিব্যাঃ পুরুষাঃ পার্ষদা হরেঃ॥ ৬৮॥ বিষ্বক্সেনসুনন্দাদ্যা দ্যোতয়ন্তো দিশো দশ। জয়শব্দং নমঃশব্দং বদন্তঃ পুষ্পবর্ষিণঃ॥ ৬৯॥ গীতবাদিত্রঘোষেণ নৃত্যমানাঃ প্রহর্ষিতাঃ। কিরীটকুণ্ডলৈর্হারৈর্বৈজয়ন্ত্যা বিভূষিতাঃ॥ ৭০॥ শ্যামাশ্চতুর্ভুজাঃ পীতবস্ত্রমাল্যৈর্বিভূষিতাঃ। স্বপ্রভাদীপ্যমানৌ তে দৃষ্ট্বা ব্রহ্মমহেশ্বরৌ॥ ৭১॥ নারদং সনকাদীংশ্চ মহাভাগবতানৃষীন্। তেঽপি তানপি সংহৃষ্টাঃ প্রহর্ষাগতসম্ভ্রমাঃ॥ ৭২॥ ববন্দিরে ততোঽন্যোন্যং হৃষ্টা আলিঙ্গনাদিভিঃ। ঋষয়োঽন্যে চ দেবাশ্চ প্রণেমুর্বিষ্ণুপার্ষদান্॥ ৭৩॥ অথ তে সমুপাগম্য দ্বারকাং বিষ্ণুপার্ষদাঃ। নত্বাথ দ্বারকানাথং দ্বারকাং বৈ তথৈব চ॥ ৭৪॥ সম্পূজ্য শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা নিঃশ্রেয়সবনোদ্ভবৈঃ। কুসুমৈর্বিবিধৈর্দিব্যৈস্তুলস্যা তদ্বনোত্থয়া॥ ৭৫॥ তদুৎপন্নৈঃ ফলৈর্দিব্যৈর্ধূপৈর্নীরাজনৈঃ প্রভুম্। বিবিধৈশ্চান্নতাম্বুলৈর্দত্বা কৃষ্ণমতোষয়ন্॥ ৭৬॥ ক্ষেত্রতীর্থাদিরাজানাং মহারাজস্বমীশ্বরি। ইতি সর্ব্বে বদন্তস্তু দ্বারকাং চ ববন্দিরে॥ ৭৭॥ এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রা দেবদুন্দুভিনিস্বনাঃ। অশ্রূয়ন্ত মহাশব্দা অভূবন্ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ॥ ৭৮॥ অথাসীন্মহদাশ্চর্য্যং শৃণ্বন্তু ঋষিসত্তমাঃ। কুরুক্ষেত্রং

গণের প্রাণ, ইন্দ্রিয়মধ্যে মন, তেজস্বি মধ্যে বহ্নি, তত্ত্বসমূহের মধ্যে আত্মা, গ্রহ ঋক্ষ ও তারাগণ মধ্যে চন্দ্র, জ্যোতিঃসমূহের মধ্যে ধ্রুব, নিখিল প্রকাশপুঞ্জের সূর্য্য, এবং যেমন সর্ব্ব দেবমধ্যে এই মহাবিষ্ণু মহান্, তেমনি তুমিও সর্ব্বতীর্থমধ্যে শ্রেষ্ঠা শুভা ও পূজনীয়া। প্রহ্লাদ কহিলেন,—ব্রহ্মা ও মহেশ্বর এই কথা কহিয়া সর্ব্বদেব ও সর্ব্বক্ষেত্রের আধিপত্যে দ্বারকাকে অভিষিক্ত করিলেন। ব্রহ্মা, মহেশ্বর দেবগণ প্রজাপতিগণ ও নির্ম্মল ঋষিগণ সমস্ত প্রধান প্রধান তীর্থ ও ক্ষেত্ররাজেরও মহারাজত্বপদে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য দ্বারকার মহাভিষেক করিলেন। সেই মহাভিষেকের মহোৎসবে বিচিত্র বাদিত্র সকল বাদিত হইতে লাগিল। দিব্য পঞ্চামৃত, সর্ব্বতীর্থোদ্ভব পবিত্র জল ও দিগগজগণের করোদ্ধৃত আকাশগঙ্গার পুণ্য পয়োদ্বারা অভিষেক কার্য্য হইল। অনন্তর দিব্য দিব্য বস্ত্র ও আচমনীয় প্রদত্ত হইল। তখন দিব্য চন্দন-চর্চ্চিতা দিব্যাভরণভূষিতা দ্বারকাকে সচন্দন পুষ্প দ্বারা তাঁহারা পূজা করিলেন। ঐ সময় বিষ্বক্‌সেন সুনন্দাদি মহাদিব্য হরিপার্ষদগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বপ্রভায় দশদিক্ উদ্ভাসিত করত জয় শব্দ ও নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিরীট, কুণ্ডল, হার ও বৈজয়ন্ত মালায় বিভূষিত হইয়া সহর্ষে গীত-বাদিত্ররবানুসারে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঐ বিষ্ণুপার্ষদগণ সকলেই শ্যামবর্ণ, চতুর্ভুজ পীতবস্ত্র ও মাল্যদামে বিভূষিত। তাঁহারা স্বপ্রভায় সমুজ্জ্বল ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে এবং নারদ ও সনকাদি মহাভাগবত ঋষিদিগকে দেখিয়া সহর্ষসম্ভ্রমে সংহৃষ্ট হইয়া পরস্পর আলিঙ্গনাদি দ্বারা বন্দনা করিলেন। দেব ও ঋষিগণও বিষ্ণুপার্ষদদিগকে প্রণাম করিলেন। ৫৬—৭৩। অনন্তর বিষ্ণুপার্ষদগণ দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া দ্বারকানাথ ও দ্বারকাকে নমস্কার ও পূজান্তে পরম শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে বৈকুণ্ঠোদ্যানজাত বিবিধ দিব্য কুসুম, বৈকুণ্ঠবনোৎপন্ন তুলসীদল, তদুৎপন্ন দিব্য দিব্য ফল, ধূপ, নীরাজন, বিবিধ অন্ন ও তাম্বুল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরিতোষ সাধন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই "হে ঈশ্বরি! আপনি সমস্ত ক্ষেত্রতীর্থাদিরাজের মহারাজ" এই বলিয়া দ্বারকার বন্দনা করিলেন। হে বিপ্রগণ! ইত্যবসরে মহান্ দেবদুন্দুভিনির্ঘোষ পরিশ্রুত হইল। অজস্র পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে

প্রয়াগং চ সব্যদক্ষিণপার্শ্বয়োঃ ॥ ৭৯ ॥ স্থিত্বা জগৃহতুর্দিব্যে শ্বেতচ্ছত্রে মনোহরে। দ্বারকায়াস্তথা শুভ্রে চামরব্যজনে শুভে ॥ ৮০ ॥ অযোধ্যা মথুরা মায়া বারাণসী জয়স্বনৈঃ। স্তুবন্ত্যন্যাস্তথান্যানি সর্ব্বক্ষেত্রাণি সর্ব্বশঃ ॥ ৮১ ॥ তীর্থানি সরিতঃ সর্ব্বা দ্বারকায়া মুখাম্বুজম্‌। পশ্যন্তঃ পরমানন্দং লেভিরে দেবমানবাঃ ॥ ৮২ ॥ অহো চ পার্ষদা বিষ্ণোর্ধন্যান্যেতানি সর্ব্বশঃ। দৃষ্ট্বা তু দ্বারকাং পুণ্যাং সর্ব্বলোকৈকমণ্ডনাম্‌ ॥ ৮৩ ॥ বেদযজ্ঞতপোজাপ্যৈঃ সম্যগারাধিতো হরিঃ। প্রসীদেদ্‌যস্য তস্য স্যাদ্দ্বারকাগমনে মতিঃ ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিষ্ণুপার্ষদবর্ণিতদ্বারকামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ। শ্রুত্বা ব্রহ্মমহেশানৌ যদুক্তং বিষ্ণুপার্ষদৈঃ। দ্বারকায়াস্ত মাহাত্ম্যং তদ্বর্ণয়িতুমূচতুঃ ॥ ১ ॥ শ্রীব্রহ্মেশানাবূচতুঃ। ভোভোঃ ক্ষেত্রাণি তীর্থানি সরাংসি সাগরাদয়ঃ। প্রয়াগাদীনি তীর্থানি কাশ্যাদ্যা মুক্তিদায়কাঃ ॥ ২ ॥ ভবতাং তীর্থরাজানাং মহারাজস্থিয়ং শুভা। দ্বারকা সেবনীয়া বৈ স্থীয়তাং স্বেচ্ছয়া বহিঃ ॥ ৩ ॥ শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ। মহেশবচনং শ্রুত্বা সর্ব্বেষামুৎসবোহভবৎ। প্রদক্ষিণাং ততঃ কৃত্বা দ্বারকাং প্রণিপত্য চ। আবাসং চক্রিরে তত্র ক্ষেত্রতীর্থানি হর্ষতঃ ॥ ৪ ॥ ভাগীরথী প্রয়াগং চ যমুনা চ সরস্বতী। সরযূর্গণ্ডকী পুণ্যা গোমতী পূর্ব্ববাহিনী ॥ ৫ ॥ অন্যাশ্চ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সিন্ধুশোণৌ নদৌ তথা। পঞ্চাশৎকোটিভিস্তীর্থৈর্দিগ্‌ভাগে হ্যুত্তরে স্থিতাঃ। লম্পটাঃ কৃষ্ণসেবায়াং পশ্যন্তো দ্বারকাং মুহুঃ ॥ ৬ ॥ মন্দাকিনী তথা পুণ্যা নদী ভাগীরথী চ যা। মহানদী নর্ম্মদা চ শিপ্রা প্রাচী সরস্বতী ॥ ৭ ॥ চক্ষুর্ভদ্রা তথা সীতা নদ্যোহন্যাঃ পাপনাশিনীঃ। বর্ত্তন্তে পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে তীর্থৈশ্চ ষষ্টিকোটিভিঃ ॥ ৮ ॥ পয়োষ্ণী তপতী পুণ্যা বিদর্ভা চ পয়স্বিনী। গোদাবরী মহাপুণ্যা ভীমা কৃষ্ণা নদী তথা ॥ ৯ ॥ কাবেরীপ্রমুখাঃ পুণ্যা অন্যাশ্চৈবাঘনাশিনীঃ। স্বতীর্থসহিতা ভক্ত্যা নবনবতিকোটিভিঃ ॥ ১০ ॥ স্থিতা দক্ষিণদিগ্‌ভাগে দ্বারকাসেবনোৎসুকাঃ।

লাগিল। হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! শ্রবণ করুন, এই সময় এক আশ্চর্য্য ব্যাপার হইল। প্রয়াগ এবং কুরুক্ষেত্র তখন দ্বারকার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়া দিব্য মনোহর শ্বেতচ্ছত্র এবং শুভ্র চামরব্যজনযুগল ধারণ করিলেন। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, বারাণসী ও অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্র জয়শব্দে দ্বারকার স্তব করিতে লাগিলেন। তীর্থ ও সরিৎ সকল এবং দেব ও মানবগণ দ্বারকার মুখাম্বুজ দেখিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। বিষ্ণুপার্ষদগণ বলিতে লাগিলেন,—অহো! সর্ব্বলোকৈকমণ্ডনা পুণ্যময়ী দ্বারকাকে দেখিয়া এই সকল তীর্থ ক্ষেত্রাদিই ধন্য হইল। বেদ, যজ্ঞ, তপ ও জপ দ্বারা আরাধিত হইয়া ভগবান্‌ হরি যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাহারই দ্বারকাগমনে মতি হইয়া থাকে।৭৪—৮৪।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—ব্রহ্মা ও মহেশ্বর বিষ্ণুপার্ষদগণের সেই উক্তি শ্রবণ করিয়া দ্বারকার মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বর্ণনার্থ বলিলেন,—ভো ভো প্রয়াগ কাশী প্রভৃতি মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্র তীর্থ সরোবর ও সাগরাদি! তোমরা সকলেই তীর্থরাজ; তোমাদের মহারাজপদে এই শুভা দ্বারকা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই দ্বারকার তোমরা সেবা করিবে এবং ইহার বহির্ভাগে রহিবে। প্রহ্লাদ কহিলেন,—মহেশের বাক্য শুনিয়া তখন সমস্ত তীর্থক্ষেত্রাদিরই আনন্দ হইল। তাঁহারা দ্বারকার প্রদক্ষিণ ও প্রণামান্তে তথায় সানন্দে বাস করিলেন। ভাগীরথী, প্রয়াগ, যমুনা, সরস্বতী, সরযূ, গণ্ডকী ও পূর্ববাহিনী পুণ্যা গোমতী এবং অন্যান্য সমস্ত সরিৎ ও সিন্ধু শোণাখ্য নদদ্বয় পঞ্চাশৎ কোটি তীর্থ সমভিব্যাহারে দ্বারকার উত্তরদিকে অবস্থিত হইলেন। ইঁহারা কৃষ্ণসেবায় একান্ত আসক্ত হইয়া মুহুর্মুহু দ্বারকা দর্শন করিতে লাগিলেন। পুণ্যা মন্দাকিনী, ভাগীরথী, মহানদী, নর্ম্মদা, শিপ্রা, প্রাচী সরস্বতী, চক্ষুর্ভদ্রা, সীতা ও অন্যান্য পাপনাশিনী নদী ষষ্টিকোটি তীর্থ সহ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে অবস্থান করিলেন। পয়োষ্ণী, তপতী, বিদর্ভা, পয়স্বিনী গোদাবরী, ভীমা, কৃষ্ণা নদী এবং কাবেরী প্রমুখ অন্যান্য পাপহারিণী পুণ্যা নদী দ্বারকাসেবায় সমুৎসুক হইয়া নবনবতিকোটিতীর্থ

ক্রীড়ন্তি গোমতীনীরে তীরে চ কৃষ্ণসন্নিধৌ ॥ ১১ ॥ সপ্তদ্বীপেষু যাঃ সন্তি যথাত্তা বৈ সরিদ্বরাঃ। সাগরাশ্চ তথা সপ্ত পশ্চিমায়াং দিশি স্থিতাঃ ॥ ১২ ॥ ক্রীড়ন্তি চক্রতীর্থে বৈ তীর্থৈশ্চ শতকোটিভিঃ। পশ্যন্তি চ মুহুঃ কৃষ্ণং পশ্চিমাভিমুখং সদা ॥ ১৩ ॥ বিদিশাসু চ সর্ব্বাসু তীর্থসংখ্যা ন বিদ্যতে। পুষ্করাদীনি তীর্থানি বিশালা বিরজা গয়া ॥ ১৪॥ শতৈককোটিভি-স্তীর্থৈর্গোমত্যুদধিসঙ্গমে। বর্ত্তন্তে কৃষ্ণসেবায়াং সোৎসবানি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৫ ॥ বারাণসী পুরৈ-শান্যামবন্তী পূর্ব্বদিক্‌স্থিতা। আগ্নেয্যাং দিশি কাঞ্চী চ দক্ষিণে মথুরা স্থিতা ॥ ১৬ ॥ নৈঋর্ত্যাঞ্চ তথা মায়া অযোধ্যা পশ্চিমে স্থিতা। বায়ব্যান্তু কুরুক্ষেত্রং হরিক্ষেত্রং তথোত্তরে ॥ ১৭ ॥ শিবক্ষেত্রঞ্চ ঐশান্যামৈন্দ্র্যাঞ্চ পুরুষোত্তমঃ। আগ্নেয্যাঞ্চ ভৃগু-ক্ষেত্রং প্রভাসং দক্ষিণাশ্রিতম্ ॥ ১৮ ॥ শ্রীরঙ্গং নৈঋর্তে ভাগে লোহদণ্ডং তু পশ্চিমে। নারসিংহানি বায়ব্যে কোকামুখং তথোত্তরে ॥ ১৯ ॥ কামাখ্যা-রেণুকাদীনি শাক্তেয়ানি চ সর্ব্বশঃ। ক্ষেত্ররাজানি সর্ব্বাণি যথাস্থানে বসন্তি হি ॥ ২০ ॥ উত্তরে চৈব সৌরাণি গাণপত্যানি কৃৎস্নশঃ। ক্ষেত্রাণ্যুত্তরতঃ সন্তি রুক্মিণ্যাঃ সন্নিধৌ দ্বিজাঃ ॥ ২১ ॥ ধেনুকং নৈমিষারণ্যং দণ্ডকং সৈন্ধবং তথা। দশারণ্যমর্ব্বুদঞ্চ নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥ ২২ ॥ যথাদিশং বসন্তি স্ম দ্বারকায়াঃ সমন্ততঃ। মের্ব্বাদ্যাঃ পর্ব্বতাঃ সৌম্যে দ্বারকাসেবনোৎসুকাঃ ॥ ২৩ ॥ কৈলাসাদ্যাশ্চ ঐশান্যামৈন্দ্র্যাং হিমাবদাদয়ঃ। শ্রীশৈলাদ্যাশ্চ আগ্নেয্যাং সিংহাদ্র্যাদ্যা যমে তথা ॥ ২৪ ॥ নৈঋর্ত্যাং বামমার্গাদ্যা মহেন্দ্রঋষভাদয়ঃ। অন্যে চ পুণ্য-শৈলাশ্চ সলোকালোকমানসাঃ। দ্বারকাং পরিতঃ সন্তি পর্য্যুপাসন্তি প্রত্যহম্ ॥ ২৫ ॥ এবং ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়ঃ সনকাদয়ঃ। ক্ষেত্রতীর্থাদিভির্যুক্তা অন্যৈঃ পুণ্যতমৈস্তথা ॥ ২৬ ॥ শ্রদ্ধয়া পরয়া ভক্ত্যা কন্যারাশিস্থিতে গুরৌ। আয়ান্তি দ্বারকাং দ্রষ্টুং ব্রাহ্ম্যাদ্যাশ্চ প্রহর্ষিতাঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দ্বারকায়াং সর্ব্বতীর্থক্ষেত্রাদিকৃতনিবাস-বর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায় ॥৩৩॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ। এবমদ্ভুতমাহাত্ম্যং দ্বার-কায়া মুনীশ্বরাঃ। সর্ব্বেষাং ক্ষেত্রতীর্থানাং মহাপাপ-

সহ দ্বারকার দক্ষিণদিকে অবস্থানপূর্ব্বক গোমতীর নীরে তীরে কৃষ্ণসমীপে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সপ্তদ্বীপের প্রধান প্রধান সরিৎ ও সপ্ত সাগর পশ্চিম দিকে থাকিয়া শত কোটি তীর্থ সহ চক্রতীর্থে ক্রীড়া করিতে লাগিল আর পশ্চিমাভিমুখে শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা দর্শন করিতে লাগিল। দ্বারকার বিদিক্‌সমূহে যে সকল তীর্থ অবস্থিত হইল, তাহার আর সংখ্যা হয় না। হে দ্বিজসত্তমগণ! পুষ্করাদি তীর্থ সকল, বিশালা, বিরজা, ও গয়া, ইহারা অন্য শতৈককোটি তীর্থের সহিত কৃষ্ণসেবার জন্য গোমতীসাগরসঙ্গমে সোৎসাহে অবস্থান করিল। ঈশান দিকে বারাণসী পুরী, পূর্ব্বদিকে অবন্তী, অগ্নিকোণে কাঞ্চী, দক্ষিণে মথুরা, নৈঋর্তে মায়া, পশ্চিমে অযোধ্যা, বায়ুকোণে কুরুক্ষেত্র এবং উত্তরে হরিক্ষেত্র অবস্থিত হইল। এতদ্ভিন্ন ঈশানকোণে শিবক্ষেত্র, পূর্ব্বদিকে পুরুষোত্তম, অগ্নিকোণে ভৃগু-ক্ষেত্র দক্ষিণে প্রভাস, নৈঋর্তে শ্রীরঙ্গ, পশ্চিমে লোহদণ্ড, বায়ব্যে নারসিংহ, এবং উত্তরে কোকা-মুখ; এতদ্ভিন্ন কামাখ্যা রেণুকাদি বহু শাক্ত-তীর্থ ও ক্ষেত্রাদি তথায় যথাযথ স্থানে বাস করিতে লাগিল। হে দ্বিজগণ! উত্তরে রুক্মিণী সন্নিধানে সমুদয় সৌর ও গাণপত্য ক্ষেত্র বিরাজ করিতে লাগিল। ধেনুক, নৈমিষারণ্য, দণ্ডক, সৈন্ধব, দশারণ্য, অর্ব্বুদ, ও নরনারা-য়ণাশ্রম, এই স্থান সকল দ্বারকার চতুর্দ্দিকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত হইল। এতদ্ব্যতীত উত্তরে মেরু আদি পর্ব্বত, ঈশানে কৈলাসাদি, পূর্ব্বে হিমালয়াদি, অগ্নি-কোনে শ্রীকৈলাশাদি দক্ষিণে সিংহাদি, নৈঋর্তে বাম-মার্গাদি, মহেন্দ্র ঋষভাদি এবং অপর লোকালোক মানসাদি পুণ্যশৈল সকল চতুর্দ্দিকে থাকিয়া প্রত্যহ তাহার উপাসনা করিতে লাগিল। এইরূপে ব্রহ্মাদি দেবতা, সনকাদি ঋষি ও ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃকাগণ ক্ষেত্র তীর্থাদি ও অন্যান্য পুণ্য স্থানের সহিত গুরুর কন্যারাশিগমনকালে পরম ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে হৃষ্টান্তঃকরণে দ্বারকা দর্শনে আগমন করিয়া-ছিলেন ।১—২৭।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে মুনীশ্বরগণ! দ্বারকার এই অদ্ভুত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলামএ এই

বিদারকম্ ॥ ১ ॥ বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ পতিতানাং বিশেষতঃ। মহাপাপহরং প্রোক্তং মহাপুণ্যবিবর্দ্ধনম্ ॥২॥ অত্যুগ্রপাপরাশীনাং দাহস্থানং যথা স্মৃতম্। দ্বারকাগমনং বিপ্রা কিং পুনর্দ্বারকাস্থিতিঃ ॥ ৩ ॥ বিশেষেণ তু বিপ্রেন্দ্রাঃ কন্যারাশিস্থিতে গুরৌ। ব্রহ্মাদয়োঽপি দৃশ্যন্তে যত্র তীর্থৈশ্চ সংযুতাঃ ॥ ৪ ॥ প্রতিবর্ষং প্রকুর্বন্তি দ্বারকাগমনং নরাঃ। তেষাং পাদরজঃ স্পৃষ্ট্বা দিবং যান্তি চ পাপিনঃ ॥ ৫ ॥ গোমতীনীরপূতানাং কৃষ্ণবক্ত্রাবলোকিনাম্। দর্শনাৎ পাতকং তেষাং যাতি জন্মশতার্জ্জিতম্ ॥ ৬ ॥ ইতিহাসেন পূর্ব্বোক্তং শ্রূয়তাং মুনিপুঙ্গবাঃ। দিলীপবসিষ্ঠসংবাদে পরমাশ্চর্য্যবর্দ্ধনম্ ॥ ৭ ॥ কাশ্যাং তু বজ্রলেপো হি ক্ষেত্র একত্র নশ্যতি। যাত্রুর্দর্শনতঃ শ্রুত্বা দিলীপো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥ দিলীপ উবাচ। বজ্রলেপশ্চ কাশ্যাং তু ঘোরো যত্র বিনশ্যতি। কুৎপ্ররোহঽথ মহাপুণ্যং প্রাপ্যং যত্র তদস্তি কিম্ ॥ ৯ ॥ ন প্ররোহঽস্তি পাপানি যস্মিন্ ক্ষেত্রে দ্বিজোত্তম। তৎ ক্ষেত্রং কথ্যতাং পুণ্যং যত্র পাপং প্রণশ্যতি ॥১০॥ বসিষ্ঠ উবাচ। আসীৎ কাশ্যাং পুরা কশ্চিত্রিদণ্ডী মোক্ষধর্ম্মবিৎ। জপন্ দশাশ্বমেধে তু গায়ত্রীং চ সমাহিতঃ ॥ ১১ ॥ তত্র কাচিৎ সমায়াতা যুবতী গজগামিনী। তীরে সংস্থাপ্য বাসাংসি গঙ্গায়াঃ শ্রমশান্তয়ে। প্রবিষ্টা চ জলে নগ্না জলক্রীড়াং চকার হ ॥ ১২ ॥ নগ্নাং তাং ক্রীড়তীং বীক্ষ্য যতির্মদনপূরিতঃ। দৈবাদ্বিভ্রংশিতো মার্গাৎ সহসা চ বিমোহিতঃ ॥ ১৩ ॥ মনসা কাময়ামাস সাপি তং তরুণং যতিম্। তয়োশ্চ সঙ্গতিস্তত্র সঞ্জাতা পাপকর্ম্মণোঃ ॥ ১৪ ॥ তয়া বিমোহিতঃ সদ্যস্তামেবানুসসার সঃ। তৎপ্রীত্যৈ চার্জ্জয়ামাস ধনমন্যায়তস্তদা ॥ ১৫ ॥ বারাণস্যাং হি ন ত্যক্তশ্চণ্ডালস্য প্রতিগ্রহঃ। স্নানহীনঃ সদা পাপী রাত্রৌ চৌর্য্যেণ বর্ত্ততে ॥ ১৬ ॥ কস্মিংশ্চিৎ সময়ে পাপী মাংসার্থী তু বনং গতঃ। দদর্শ প্রমদাং তত্র মাতঙ্গীং মদিরেক্ষণাম্ ॥ ১৭ ॥ তস্যাঃ প্রথমতারুণ্যং দৃষ্ট্বা গর্ব্বেণ পাপ্মনা। বনেঽথ নির্জ্জনে তত্র মাতঙ্গীসঙ্গমেয়িবান্ ॥ ১৮ ॥ তয়া সহান্নপানাদি কৃতবান্ পাপমোহিতঃ। অশ্নাতি সুরয়া পক্বং গোমাংসং

দ্বারকামাহাত্ম্য সমুদয় ক্ষেত্র, তীর্থ, বর্ণ, আশ্রম, বিশেষত পতিতদিগের মহাপাপবিদারক, মহাপাপ হর ও মহাপুণ্যবিবর্দ্ধন। হে বিপ্রগণ! দ্বারকাগমন যখন অত্যুগ্র পাপরাশির দাহকর, তখন দ্বারকাবাসের কথা আর কি বলিব? বিশেষতঃ গুরুর কন্যারাশিগমন কালে ব্রহ্মাদি দেবগণও তীর্থসমূহের সহিত দ্বারকায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন। যাহারা প্রতিবর্ষ দ্বারকাগমন করে, তাহাদের পদরজঃ স্পর্শ করিয়া পাপিগণ স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। গোমতীনীরপূত ও কৃষ্ণবক্ত্রাবলোকীদিগের দর্শনমাত্রে পাতকিগণের জন্মশতার্জ্জিত পাতক বিনষ্ট হয়। হে ঋষিপুঙ্গবগণ! এই দ্বারকামাহাত্ম্য বিষয়ে পূর্ব্বে দিলীপবসিষ্ঠ-সংবাদে ইতিহাসে যে পরমাশ্চর্য্যজনক প্রবন্ধ ন্যস্ত আছে, অধুনা আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। একদা রাজর্ষি দিলীপ কোন এক তীর্থযাত্রীর মুখে শ্রবণ করেন যে, কাশীতে যে বজ্রলেপ (পুণ্যক্ষেত্রে ক্রিয়মাণ পাপ) তাহা একটী ক্ষেত্রে বিনষ্ট হয়। এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—কাশীজাত ঘোর বজ্রলেপ যে মহাপুণ্য তীর্থে বিনষ্ট হয়, সেই অবশ্য গন্তব্য তীর্থ কোথায় এবং তাহার নাম কি? যেখানে পাপ-প্ররোহ নাই ও পাপ নাশ পায় সেই পুণ্যক্ষেত্র কোথায় তাহা বলুন? বসিষ্ঠ বলিলেন,—পূর্ব্বে কাশীতে এক ত্রিদণ্ডী মোক্ষধর্ম্মবিৎ ছিলেন। এক সময় তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটে গায়ত্রীজপে সমাহিত থাকেন। ঐ সময় এক গজগামিনী যুবতী স্নানার্থ তথায় আগমন করেন। ঘাটে উপস্থিত হইয়া তিনি তীরে বস্ত্র রাখিয়া দিয়া শ্রমাপনোদনের জন্য গঙ্গায় অবতারণপূর্ব্বক নগ্নাবস্থাতেই জলক্রীড়া করিতে থাকেন। যতি তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া মদনপূরিত হন এবং দৈবাৎ মুগ্ধ হইয়া তিনি মার্গভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। তিনি মনে মনে যুবতীকে কামনা করেন, যুবতীও তাঁহাকে তরুণ দেখিয়া অভিলাষ জানান। সুতরাং সেখানে তাঁহাদের উভয়ের পাপ কর্ম্মের সঙ্গতি হয়। অতঃপর যতি ঐ কামিনীর অনুসরণ করিলেন; করিয়া তাহার প্রীতি উৎপাদনের জন্য অন্যায়রূপে ধনোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। এমন কি, তিনি বারাণসীতে থাকিয়াও চণ্ডালের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। ক্রমে তিনি স্নান-সন্ধ্যাবিহীন হইয়া রাত্রিতে চুরি করিতে আরম্ভ করিলেন। ১—১৬। একদা এই পাতকী মাংসার্থী হইয়া বন গমন করিল। বনে গিয়াও সে এক মাতঙ্গী মদিরেক্ষণাকে দেখিতে পাইল। মাতঙ্গীর রূপগর্ব্বের সহিত প্রথম তারুণ্য অবলোকন করিয়া

পাপলম্পটঃ ॥ ১৯ ॥ তদ্‌গৃহে নিধনং প্রাপ্তঃ পাপাত্মা সর্ব্বভক্ষকঃ। বারাণসীপ্রভাবেণ ন প্রাপ্তো নরকং তদা ॥ ২০ ॥ কিং তু তত্র কৃতং পাপং বজ্রলেপং সুদারুণম্। শূদ্রীসম্পর্কপাপেন জাতোঽসৌ ক্রূরযোনিষু ॥ ২১ ॥ বৃকো ব্যাঘ্রোরগঃ শ্বানঃ শৃগালঃ শূকরোঽভবৎ। দুরন্তাং যাতনাং প্রাপ্তঃ শমলেশং ন বিন্দতি ॥ ২২ ॥ এবং জন্মসহস্রেষু ন তস্য পাপকর্ম্মণঃ। মাতঙ্গ্যাঃ সঙ্গজং পাপং ব্যনশ্যত যুগাযুতৈঃ ॥ ২৩ ॥ ততোঽসৌ সপ্তমে জাতঃ শশকশ্চৈব জন্মনি। ততোঽসৌ রাক্ষসো জাতঃ পাপাত্মা সর্ব্বভক্ষকঃ ॥ ২৪ ॥ প্রাণিনো ভক্ষয়ন্ সর্ব্বান সম্প্রাপ্তো বিন্ধ্যপর্ব্বতে। অস্মাদনন্তরং ভাব্যং কৃকলাসত্বমদ্ভুতম্ ॥ ২৫ ॥ শূদ্রীসঙ্গজপাপেন ভাব্যং চ কৃমিযোনিনা। মাতঙ্গীসঙ্গমে প্রোক্তং ফলং হৃতিজুগুপ্সিতম্ ॥ ২৬ ॥ যুগাযুতসহস্রেষু ভোক্ষ্যমাণং সুদারুণম্। অত্যাশ্চর্য্যমভূত্তত্র দিলীপ শ্রূয়তাং মহৎ ॥ ২৭ ॥ আলোকিতং চ বিন্ধ্যাদ্রৌ সর্ব্বেষাং বিস্ময়াস্পদম্। দ্বারাবতীং কশ্চিৎ কৃষ্ণবক্ত্রং সুশোভনম্ ॥ ২৮ ॥

গোমতীনীরপূতশ্চ বিন্ধ্যং প্রাপ্তঃ স পান্থিকঃ। মাত্রাং কৃষ্ণপ্রসাদস্য স্কন্ধে কৃত্বা প্রহর্ষিতঃ ॥ ২৯ ॥ প্রয়াস্যন্ স্বগৃহং তত্র দদর্শ পথি রাক্ষসম্। ক্রূরতং চ ক্রূরকর্ম্মাণং দৃষ্ট্বা ভক্ষিতমাগতম্ ॥ ৩০ ॥ তস্য দর্শনমাত্রেণ বজ্রলেপঃ সুদারুণঃ। বারাণসীসমুদ্ভূতো ভস্মসাদভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৩১ ॥ জন্মকোটিশতেনাপি যো ন শক্যো ব্যপোহিতুম্। তৎপাপপর্ব্বতান্মুক্তঃ কৃষ্ণপান্থিকদর্শনাৎ ॥ ৩২ ॥ দগ্ধেঽথ ক্রূরভাবে তু ঘনমুক্তো যথা শশী। রেজে পুণ্যপ্রকাশেন কৃষ্ণপান্থিকদর্শনাৎ ॥ ৩৩ ॥ ততোঽভিমুখমভ্যেত্য দ্বারকাপথিকং মুদা। ননাম শ্রদ্ধয়া ভূমৌ তদ্দর্শনমহোৎসবঃ ॥ ৩৪ ॥ নত্বাথ বিস্মিতঃ প্রাহ অহোঽদ্য তব দর্শনাৎ। গতো ঘোরতমো ভাবঃ প্রাপ্তা সংসিদ্ধিরুত্তমা ॥ ৩৫ ॥ কস্মাত্ত্বমাগতো ভদ্র প্রভাবঃ কীদৃশস্তব। বজ্রলেপশ্চ কাশ্যাং বৈ দগ্ধস্তে দর্শনাদয়ম্ ॥ ৩৬ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ। ইত্যেবং রাক্ষসেনোক্তং শ্রুত্বা কৃষ্ণস্য পান্থিকঃ। বিস্ময়ং পরমাপন্নঃ প্রাহ তং হর্ষমানসঃ ॥৩৭॥ পান্থিক উবাচ।

সে নির্জ্জনে তাহার সঙ্গ প্রাপ্ত হইল; পাপমোহিত হইয়া তাহার সহিত অন্ন-পানাদি ব্যবহার করিতে লাগিল। এমন কি, ঐ পাপ-লম্পট সুরা-পক্ক গোমাংসও মাতঙ্গীর সহিত ভোজন করিল। অনন্তর ঐ সর্ব্বভক্ষক পাপাত্মা নিধন প্রাপ্ত হইল। কিন্তু বারাণসীপ্রভাবে নরকে গমন করিল না বটে; কিন্তু বারাণসী কৃত পাপ সুদারুণ বজ্রলেপ হইল। শূদ্রীসম্পর্কপাপে ঐ পাপ, বৃক, ব্যাঘ্র, উরগ, সারমেয়, শৃগাল, শূকর, প্রভৃতি ক্রূর যোনিতে জন্মিয়া দারুণ যাতনা ভোগ করিতে লাগিল; কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারিল না। বস্তুতঃ সহস্র জন্মেও তাহার মাতঙ্গীসঙ্গ জনিত পাপ বিনষ্ট হইবার নহে। সে সপ্তম জন্মে শশক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। অনন্তর সর্ব্বভক্ষী পাপাত্মা রাক্ষস হইল। সেই অবস্থায় প্রাণিগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে ক্রমে সে বিন্ধ্য পর্ব্বতে আসিল। এই জন্মের পর তাহাকে কৃকলাসত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে। শূদ্রীসঙ্গপাপে কৃমিযোনিপ্রাপ্তি ঘটিবে। মাতঙ্গী-সঙ্গের ফল অতীব জুগুপ্সিত। উহা অযুতযুগসহস্র ভোগ করিতে হয়। হে দিলীপ! তখন এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছিল, শ্রবণ কর। বিন্ধ্যাচলে সকলের বিস্ময়াবহ ঘটনা দেখা গিয়াছিল। জনৈক পান্থ দ্বারাবতী ও কৃষ্ণবদন দেখিয়া গোমতীজলে পূত হইয়া একদা বিন্ধ্যাচলে উপস্থিত হইল। তাহার স্কন্ধে কৃষ্ণপ্রসাদের মাত্রা; সে সহর্ষে স্বগৃহাভিমুখে যাইতে যাইতে বিন্ধ্যাচলের পথে সেই রাক্ষসকে দেখিতে পাইল। ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস দেখিবামাত্র সত্বর সেই পান্থকে ভক্ষণ করিতে আসিল। দ্বারকা-প্রত্যাগত পথিকের দর্শনমাত্রেই রাক্ষসের বারাণসীসমুদ্ভূত সুদারুণ বজ্রলেপ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। শত কোটি জন্মেও যাহা বিধ্বস্ত করা যায় না, রাক্ষস সেই পাপ-পর্ব্বত হইতে কৃষ্ণপান্থদর্শনে মুক্ত হইল। তাহার ক্রূরভাব দগ্ধ হইয়া গেল। কৃষ্ণপান্থক দর্শনজনিত পুণ্যপ্রকাশে সে ঘনমুক্ত শশীর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল।১৭—৩৩। অনন্তর দ্বারকা-পথিকের সম্মুখে আসিয়া ঐ রাক্ষস শ্রদ্ধাসহকারে প্রণাম করিল এবং প্রণামান্তে সবিস্ময়ে বলিল,—অহো! অদ্য তোমার দর্শনে আমার দারুণ ভাব গিয়াছে; আমি উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি। মহাশয়! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? আপনার প্রভাব কীদৃশ? কাশীতে যে বজ্রলেপ হইয়াছিল তাহা আপনার দর্শনমাত্রেই নষ্ট হইল। বসিষ্ঠ কহিলেন,—কৃষ্ণপান্থিক রাক্ষসের ঐ সকল উক্তি শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে সহর্ষে বলিল,—হে

শ্রীমদ্দ্বারবতীং দৃষ্ট্বা হ্যগতোঽস্ম্যত্র রাক্ষস। বজ্রলেপহরোঽস্মাকং প্রভাবঃ কৃষ্ণদর্শনাৎ॥ ৩৮॥ গোমত্যাং যঃ সকৃৎ স্নাত্বা পশ্যেৎ কৃষ্ণমুখাম্বুজম্। সর্ব্বান্‌সমুদ্ধরতে পাপাদপি ত্রৈলোক্যদাহকাৎ॥ ৩৯॥ বসিষ্ঠ উবাচ। ইত্যুক্তো রাক্ষসো হৃষ্টঃ শুদ্ধাত্মা ভক্তিসংযুতঃ। নত্বা প্রদক্ষিণং কৃত্বা সম্প্রাপ্তো দ্বারকাং তদা॥ ৪০॥ গোমত্যাং স তনুং ত্যক্ত্বা প্রাপ্তোঽসৌ বৈষ্ণবং পদম্। স্তূয়মানঃ সুরেশানৈর্গন্ধর্ব্বৈঃ পুষ্পবৃষ্টিভিঃ॥ ৪১॥ ইত্থং মহাপ্রভাবো হি দ্বারকায়াঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ন প্ররোহন্তি পাপানি যস্যাঃ পান্থিকদর্শনাৎ। দ্বারকায়াং তু কিং বাচ্যং ন প্ররোহন্তি পাতকম্॥ ৪২॥ ইত্যেতৎকথিতং রাজন্ যৎ পৃষ্টোঽহং ত্বয়ানঘ। সর্ব্বক্ষেত্রোত্তমং ক্ষেত্রং বজ্রলেপবিনাশনম্॥ ৪৩॥ শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ। বসিষ্ঠেনোদিতং শ্রুত্বা দিলীপো হৃষ্টমানসঃ। দ্বারকাং ক্ষেত্ররাজং তং জ্ঞাত্বা চ বিস্ময়ং যযৌ॥ ৪৪॥ যযৌ দ্বারবতীং হৃষ্টো দেবদেবস্য সাদরম্। কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা পরাং সিদ্ধিং সম্প্রাপ্তো দেব মন্দিরে॥ ৪৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দিলীপকৃতদ্বারকাযাত্রাবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৪॥

রাক্ষস! আমি শ্রীমতী দ্বারাবতী দেখিয়া আগমন করিতেছি। কৃষ্ণ দর্শনে আমাদের বজ্রলেপহর প্রভাব হইয়াছে। গোমতীতে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি কৃষ্ণমুখাম্বুজ দর্শন করে, ত্রৈলোক্যদাহ পাপ হইতেও সে সর্ব্বজনোদ্ধারে সক্ষম হয়। বসিষ্ঠ কহিলেন,—কৃষ্ণপান্থিক এই কথা কহিলে রাক্ষস হৃষ্ট শুদ্ধচিত্ত ও ভক্তিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণপান্থিকের নমস্কার ও প্রদক্ষিণান্তে তৎকালে দ্বারকায় আগমন করিল। পরে দ্বারকাস্থ গোমতীতে প্রাণপরিত্যাগপূর্ব্বক সে বৈষ্ণব পদ প্রাপ্ত হইল। সুরেশগণ ও গন্ধর্ব্বগণ পুষ্পবর্ষণ পুরঃসর তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দ্বারকার এই প্রকারই মহাপ্রভাব। যাহা হইতে প্রত্যাগত পথিকের দর্শনেও পাপপ্ররোহ জন্মে না, সেই দ্বারকায় যে পাপপ্ররোহ একান্তই অসম্ভব, এ কথা বলাই বাহুল্য। হে রাজন্! আপনি যাহা জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, এই আমি সেই বজ্রলেপ নাশন সর্ব্বক্ষেত্রোত্তম ক্ষেত্রবার্ত্তা কহিলাম। প্রহ্লাদ কহিলেন,—বসিষ্ঠবাক্য শ্রবণ করিয়া দিলীপ প্রহৃষ্ট হইলেন এবং দ্বারকাকেই ক্ষেত্ররাজ বলিয়া

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

প্রহ্লাদ উবাচ। অহো ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং সমন্তাদ্দশযোজনম্। দিবিষ্ঠা যত্র পশ্যন্তি সর্ব্বানেব চতুর্ভুজান্॥ ১॥ অহো ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং দৃষ্ট্বা নিত্যং চতুর্ভুজান্। দ্বারকাবাসিনঃ সর্ব্বান্নমস্যন্তি দিবৌকসঃ॥ ২॥ অহো ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং সর্ব্বশাস্ত্রেষু বিশ্রুতম্। অহো ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং শৃণ্বন্তু ঋষয়োঽমলাঃ॥ ৩॥ মুক্তিং নেচ্ছন্তি যত্রস্থাঃ কৃষ্ণসেবোৎসুকাঃ সদা। যত্রত্যাশ্চৈব পাষাণা যত্র কাপি বিমুক্তিদাঃ॥ ৪ অপি কীটপতঙ্গাদ্যাঃ পশবোঽথ সরীসৃপাঃ। বিমুক্তাঃ পাপিনঃ সর্ব্বে দ্বারকায়াঃ প্রসাদতঃ। কিং পুনর্ম্মানবা নিত্যং দ্বারকায়াং বসন্তি যে॥ ৫॥ যা গতিঃ সর্ব্বজন্তূনাং দ্বারকাপুরবাসিনাম্। সা গতির্দুর্লভা নূনং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্॥ ৬॥ সর্ব্বেষু ক্ষেত্রতীর্থেষু বসতাং বর্ষকোটিভিঃ। তৎফলং নিমিষার্দ্ধেন দ্বারকায়াং দিনে দিনে॥ ৭॥ দ্বারকায়াং

জানিয়া সবিস্ময়ে সহর্ষে সেই দ্বারাবতীতেই গমন করিলেন। সেখানে গিয়া হরিমন্দিরে হরিদর্শনে তিনি পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন।৩৪—৪৫।

[চতুস্ত্রিং]শ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—অহো! চতুর্দ্দিকে দশযোজন বিস্তৃত এই ক্ষেত্রের কি মাহাত্ম্য, স্বর্গবাসীরা এই ক্ষেত্রস্থ সকলকেই চতুর্ভুজ অবলোকন করেন। অহো ক্ষেত্রমাহাত্ম্য! সুরলোকনিলয় দেবগণ দ্বারকাবাসিগণকে চতুর্ভুজ অবলোকন করিয়া নিত্য প্রণাম করেন। অহো! দ্বারকাক্ষেত্রমাহাত্ম্য সর্ব্বশাস্ত্রবিশ্রুত! অহো! অমল ঋষিকুল দ্বারকাক্ষেত্রমাহাত্ম্য শ্রবণ করুন;—সতত কৃষ্ণসেবায় সমুৎসুক দ্বারকাবাসীরা মুক্তি কামনা করে না। এই ক্ষেত্রের পাষাণনিচয় যে স্থানেই থাকুক না কেন, সর্ব্বত্রই মুক্তিদান করে। অন্যের কথা কি কহিব? তত্রত্য কীট, পতঙ্গ, পশু, সরীসৃপ এবং সর্ব্ববিধ পাপীও দ্বারকাপ্রসাদে বিমুক্ত হয়। নিত্য দ্বারকাবাসী মানবগণের ত' কথাই নাই। দ্বারকাপুরবাসী জীবসাধারণের যেরূপ গতি হয়, ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণেরও সে গতি দুর্লভ, ইহা নিশ্চিত। কোটিবর্ষ অখিল ক্ষেত্র ও তীর্থবাসে যে ফল হয়, নিমিষার্দ্ধ

স্থিতাঃ সর্ব্বে নরা নার্য্যশ্চতুর্ভুজাঃ। দ্বারকাবাসিনঃ সর্ব্বান্ যঃ পশ্যেৎ কলুষাপহান্। সত্যং সত্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কৃষ্ণস্যাতিপ্রিয়ো ভবেৎ ॥ ৮ ॥ দ্বারকাবসিনো যে বৈ নিন্দন্তি পুরুষাধমাঃ। কৃষ্ণস্নেহবিহীনাস্তে পতন্তি দুঃখসাগরে ॥ ৯ ॥ জয়ন্তেন ভৃশং ত্রস্তাঃ শূলাগ্রারোপিতাশ্চিরম্। কর্ষিতাস্তাড়িতাস্তে বৈ মূর্চ্ছিতাঃ পুনরুত্থিতাঃ ॥ ১০ ॥ ত্রাহিত্রাহি জয়ন্ত ত্বং বদন্তো হি ভয়াতুরাঃ। স্মরন্তঃ পূর্ব্বপাপং তে জয়ন্তেন প্রতাড়িতাঃ ॥ ১১ ॥ জয়ন্ত উবাচ। কিং কৃতং মন্দভাগ্যৈর্ব্বো যৎপাপঞ্চ সুদারুণম্। সর্ব্বং পুণ্যফলং লব্ধা দ্বারকাবাসমুত্তমম্ ॥ ১২ ॥ দ্বারকাবাসিনাং নিন্দা মহাপাপাধিকা ধ্রুবম্। ন নিবর্ত্তেত তৎপাপং সা জ্ঞেয়া পরমেশ্বরী ॥ ১৩ ॥ অতঃ কৃষ্ণাজ্ঞয়া সর্ব্বান্ পাপিনো দণ্ডয়াম্যহম্। বৈষ্ণবানাঞ্চ নিন্দায়াঃ ফলং ভুক্ত্বা সুদারুণম্ ॥ ১৪ ॥ ততস্তু দ্বারকায়াঞ্চ পুণ্যং জন্ম ভবিষ্যতি। কৃষ্ণং প্রতোষ্য সংসিদ্ধির্ভবিষ্যতি সুদুর্ল্লভা ॥ ১৫ ॥ তস্মাত্তদ্ভুজ্যতাং পাপং জাতং বৈষ্ণবনিন্দনাৎ। তত্রাস্ত্যানাং প্রভুর্নৈব যম ঈষ্টে মহেশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥ শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ। তস্মাদ্দ্বারবতীং গত্বা সংসেব্যো দেবনায়কঃ ॥ ১৭ ॥ গোমতীতীরমাশ্রিত্য দ্বারকায়াং প্রযচ্ছতি। যত্তু কিঞ্চিদ্ধনং বিপ্রাঃ শ্রূয়তাং তৎফলোদয়ম্ ॥ ১৮ ॥ হেমভারসহস্রৈস্তু রবিবারে রবিগ্রহে। কুরুক্ষেত্রে যদাপ্নোতি গজাশ্বরথদানতঃ ॥ ১৯ ॥ সহস্রগুণিতং তস্মাৎ সত্যং সত্যং ময়োদিতম্। হেমমাষার্দ্ধমানেন দ্বারকাদানযোগতঃ ॥ ২০ ॥ পত্রাণাং চৈব পুষ্পাণাং নৈবেদ্যসিক্থসঙ্খ্যয়া। কৃষ্ণদেবস্য পূজায়ামনন্তং ভবতি দ্বিজাঃ ॥ ২১ ॥ অন্নদানং তু যঃ কুর্য্যাদ্দ্বারকায়াং তু তৎফলম্। নৈব শক্নোম্যহং বক্তুং ব্রহ্মা শেষমহেশ্বরৌ ॥ ২২ ॥ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বাপ্যথ বান্ত্যজঃ। নারী বা দ্বারকায়াং বৈ ভক্ত্যা বাসং করোতি বৈ ॥ ২৩ ॥ কুলকোটিং সমদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে। সত্যং সত্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠা নানৃতং মম ভাষিতম্ ॥ ২৪ ॥ দ্বারকাবাসিনং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা চৈব বিশেষতঃ। মহাপাপবিনির্ম্মুক্তাঃ স্বর্গলোকে

দ্বারকাবাসে ; প্রতিদিন সেই পুণ্যপ্রাপ্তি ঘটে। দ্বারকাবাসী নরনারী সকলেই চতুর্ভুজ, যে মানব সেই পাপাপহ দ্বারকার নরনারী সন্দর্শন করে, হে দ্বিজসত্তমগণ! আমি পুনঃপুনঃ সত্য করিয়া কহিতেছি, তাহারা কৃষ্ণের অতীব প্রিয় হইয়া থাকে। যে সকল পামর পুরুষ দ্বারকাবাসীর নিন্দা করে, তাহারা কৃষ্ণস্নেহবিহীন হইয়া দুঃখসাগরে পতিত হয়। ক্ষেত্রপাল জয়ন্ত তাহাদিগকে ত্রাসিত ও শূলাগ্রে আরোপিত করেন, তাহারা জয়ন্ত কর্ত্তৃক কর্ষিত ও তাড়িত হইয়া মূর্চ্ছিত হয় ; মোহাপগমে পুনরায় উত্থিত হইয়া বলে—জয়ন্ত! আমাদিগকে রক্ষা কর, রক্ষা কর। জয়ন্ত-পীড়িত সেই সকল পাপী পূর্ব্বকৃত পাপ স্মরণ করিয়া অত্যন্ত ভয়াতুর হয়। তখন জয়ন্ত বলেন,—দুর্ভাগ্যগণ! অখিল পুণ্যের ফলস্বরূপ অত্যুত্তম দ্বারকাবাস লাভ করিয়া দ্বারকাবাসীর নিন্দা করত কেন তোমরা সুদারুণ পাপার্জ্জন করিয়াছ! দ্বারকাবাসীর নিন্দায় মহাপাপ হইতেও অধিক পাপ হয়, ইহা নিশ্চিত ; আর সে পাপের নিবৃত্তি নাই। অতএব আমি কৃষ্ণাজ্ঞায় দণ্ড দিয়া থাকি। দ্বারকাবাসীর নিন্দা পাপীদিগের শ্রেয়স্করও হয়, কেননা নিন্দুক পাপিগণ বৈষ্ণবনিন্দার সুদারুণ ফল ভোগ করিয়া পরে দ্বারকায়ই পুণ্যজন্ম লাভ করে এবং বিষ্ণুর সন্তোষ সাধন করিয়া পরে সুদুর্লভ-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। অতএব বৈষ্ণবনিন্দায় তোমাদের যে পাপ হইয়াছে, সম্প্রতি তাহা ভোগ কর। দ্বারকায় যমেরও প্রভুত্ব নাই, মহেশ্বরও এখানে পূজা পান না। ১—১৬। প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! অতএব দ্বারকায় গমন করিয়া দেবনায়ক দ্বারকেশ্বরের সম্যক্ সেবা করুন। গোমতীর তীরে বসিয়া দ্বারকায় যে কিছু ধনদান করা যায়, আপনারা তাহার ফল শ্রবণ করুন। রবিবারযুক্ত সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে সহস্র ভার সুবর্ণ, গজ, অশ্ব ও রথদানে যে পুণ্যপ্রাপ্তি হয়, আমি সত্যসত্যই বলিতেছি,—দ্বারকায় মাষার্দ্ধ সুবর্ণদানে তাহার সহস্রগুণিত পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! পত্র, পুষ্প ও গ্রাসমাত্র নৈবেদ্যদানে দ্বারকেশ কৃষ্ণের পূজায় অনন্ত ফল হয়। দ্বারকায় অন্নদান করিলে যে ফল হয়, আমি তাহা বলিতে সমর্থ নহি। আমি কেন ব্রহ্মা, শেষ ও মহেশ্বরও বলিতে পারেন না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এমন কি অন্ত্যজ কিংবা নারীও দ্বারকায় ভক্তিভরে বাস করিয়া কোটিকুল উদ্ধার করত বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়। হে দ্বিজসত্তমগণ! আমি ইহা সত্যসত্য বলিলাম, আমার বাক্য মিথ্যা নহে। দ্বারকাদর্শন বিশেষতঃ স্পর্শ করিয়া মানবগণ মহাপবিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে বাস করে। দ্বারকা

বসন্তি তে ॥ ২৫ ॥ পাংশবো দ্বারকায়া বৈ বায়ুনা সমুদীরিতাঃ। পাপিনাং মুক্তিদাঃ প্রোক্তাঃ কিং পুনর্দ্বারকাভুবি ॥ ২৬ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। শ্রূয়তাং দ্বিজশার্দুলা মহামোহবিনাশনম্। দ্বারকায়াশ্চ মাহাত্ম্যং গোমতীকৃষ্ণসন্নিধৌ ॥ ২৭ ॥ কুশাবর্ত্তাৎ সমারভ্য যাবদ্বৈ সাগরাবধি। যস্যাং তিথৌ সমায়াতি সিংহে দেবপুরোহিতঃ ॥ ২৮ ॥ তস্যাং হি গোমতীস্নানং দ্বিবড়্গোদাবরীফলম্। অবগাহিতা প্রযত্নেন সিংহান্তে গৌতমী সকৃৎ ॥ ২৯ ॥ গোদাবর্য্যাং ভবেৎ পুণ্যং বসতো বর্ষসংখ্যয়া। তৎফলং সমবাপ্নোতি গোমতীসেবনাদ্দ্বিজাঃ ॥ ৩০ ॥ গোমত্যাং শ্রদ্ধয়া স্নানং পূর্ণে সিংহস্থিতে গুরৌ। সহস্রগুণিতং তৎ স্যাদ্দ্বারবত্যাং দিনেদিনে ॥ ৩১ ॥ গচ্ছগচ্ছ মহাভাগ দ্বারকামিতি যো বদেৎ। তস্যাবলোকনাদেব মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৩২ ॥ দ্বারকেতি চ যো ব্রূয়াদ্দ্বারকাভিমুখো নরঃ। কৃপয়া কৃষ্ণদেবস্য মুক্তিঃভাগী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৩৩ ॥ দ্বারকাং গোমতীং পুণ্যাং রুক্মিণীং কৃষ্ণমেব চ। স্মরন্তি যেঽহরহং ভক্ত্যা দ্বারকাফলভাগিনঃ ॥ ৩৪ ॥ সহস্রযোজনস্থানাং যেষাং স্যাদিতি মানসম্। দ্বারবত্যাং গমিষ্যামো দ্রক্ষ্যামো দ্বারকেশ্বরম্। সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যন্তে ধন্যাস্তে লোকপাবনাঃ ॥৩৫॥ কিং বাচ্যং দ্বারকাযাত্রাং যে প্রকুর্ব্বন্তি মানবাঃ। কিং পুনর্দ্বারকানাথং কৃষ্ণং পশ্যন্তি যে নরাঃ ॥ ৩৬ ॥ মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গোঘ্নঃ পরদারাপহারকঃ ॥ মাতৃহা পিতৃহা চৈব ব্রহ্মস্বাপহরস্তথা ॥ ৩৭ ॥ এতে চান্যে চ পাপিষ্ঠা মহাপাপযুতাশ্চ যে। সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যন্তে কৃষ্ণদেবস্য দর্শনাৎ ॥ ৩৮ ॥ কিং বেদৈঃ শ্রদ্ধয়া হীনৈর্ব্যাখ্যানৈরপি কৃৎস্নশঃ। হেমভারসহস্রৈঃ কিং কুরুক্ষেত্রে রবিগ্রহে ॥ ৩৯ ॥ গজাশ্বরথদানৈঃ কিং কিং মন্দিরপ্রতিষ্ঠয়া। তেষাং পূজাদিনা সম্যগিষ্টাপূর্ত্তাদিভিশ্চ কিম্ ॥ ৪০ ॥ রাজসূয়াশ্বমেধাদ্যৈঃ সর্ব্বযজ্ঞৈশ্চ কিং ভবেৎ। সেবনৈঃ ক্ষেত্রতীর্থানাং তপোভির্বিবিধৈস্তু কিম্ ॥ ৪১ ॥ কিং মোক্ষসাধনৈঃ ক্লেশৈর্ধ্যানযোগসমাধিভিঃ। দ্বারকেশ্বরকৃষ্ণস্য দর্শনং যস্য জায়তে ॥ ৪২ ॥ মাহাত্ম্যং দ্বারকায়াস্তু অথবা যঃ শৃণোতি চ। বিশেষেণ তু বৈশাখ্যাং জয়ন্ত্যাঞ্চৈব জাগরে ॥ ৪৩ ॥ মাঘান্তে ফাল্গুনে চৈত্রে জ্যৈষ্ঠে চৈব বিশেষতঃ। অদ্যাপি দ্বারকা পুণ্যা কলাবপি বিশেষতঃ ॥ ৪৪ ॥ যস্তাং সত্রং প্রপাং কৃত্বা প্রাসাদং মঞ্চমেব চ। যতীনাং

ভূমি স্পর্শের ত কথাই নাই, দ্বারকাভূমির বায়ুচালিত ধূলিজালও পাপীদিগের মুক্তিদ কথিত হইয়াছে। প্রহ্লাদ বলিলেন,—দ্বিজশার্দ্দুলগণ! মহামোহবিনাশন দ্বারকামাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। কুশাবর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সাগরতীর পর্য্যন্ত গোমতী ও কৃষ্ণসন্নিহিত স্থান দ্বারকা; যে তিথিতে বৃহস্পতি সিংহরাশিতে উপনীত হন, তৎকালে গোমতীস্নান দ্বাদশবার গোদাবরীস্নান অপেক্ষা অধিক ফলদ হইয়া থাকে। গৌতমী ভাদ্র মাসের শেষদিবসে যত্নপূর্ব্বক একবার গোমতীস্নান করিয়াছিলেন। হে দ্বিজগণ! মানব গোমতী সেবায় এক বর্ষ গোদাবরীবাসের পুণ্য লাভ করে। সিংহরাশিতে বৃহস্পতির সম্পূর্ণ বাসকালে শ্রদ্ধা সহকারে গোমতীতে স্নান করিলে যে ফল, দ্বারকায় এক একদিনে তাহার সহস্রগুণিতপুণ্য প্রাপ্তি ঘটে। হে মহাভাগ! দ্বারকায় গমন কর গমন কর,যে নর এইরূপ বলে, তাহার দর্শনেই মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। দ্বারকাভিমুখী মানব 'দ্বারকা' এইরূপ উচ্চারণ করিয়া কৃষ্ণের কৃপায় নিশ্চিত মুক্তিভাগী হইয়া থাকে। যাহারা প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক দ্বারকা, গোমতী, পুণ্যা রুক্মিণী এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করে, তাহারা দ্বারকাফলভাগী হয়। যদি সহস্র যোজন দূরস্থ মানবগণের মনে হয় যে, দ্বারবতীতে গমন ও দ্বারকেশ্বরকে দর্শন করিব, তবে তাহারা অখিল কলুষমুক্ত, ধন্য ও লোকপাবন। ১৭-৩৫। যাহারা দ্বারকা যাত্রা করে কিংবা দ্বারকানাথ কৃষ্ণকে দর্শন করে, তাহাদের আর কথা কি? মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘ্ন, গোঘাতী, পর-রমণীহর্ত্তা, মাতৃহা, পিতৃহা, ব্রহ্মস্বাপহারী এ সকল ও অন্যান্য মহাপাপযুক্ত মানবেরাও কৃষ্ণদেবের দর্শনে সর্ব্বপাপ হইবে মুক্ত হয়! শ্রদ্ধা না থাকিলে মানবের অখিল বেদ ও বেদব্যাখ্যা, কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে সহস্রভার সুবর্ণদান, গজ অশ্ব ও রথদান, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরাদির অর্চ্চনা, ইষ্টাপূর্ত্ত, রাজসূয় বাজিমেধাদি নিখিল যজ্ঞ, অখিল ক্ষেত্রতীর্থের সেবা, বিবিধ তপস্যা এবং মোক্ষসাধন ক্লেশকর ধ্যান যোগ ও সমাধি নিষ্ফল হয়, কিন্তু শ্রদ্ধা থাকুক আর নাই থাকুক, কোনরূপে দ্বারকাদর্শন ঘটিলেই মানব চরিতার্থ হয়। অথবা যে ব্যক্তি দ্বারকার মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, বিশেষতঃ বৈশাখ মাঘ ফাল্গুন কিংবা জ্যৈষ্ঠ মাসে জয়ন্তীতে রজনী-জাগরণকরে, তাহারও পূর্ব্বোক্ত ফলাদি

শরণং কৃত্বা তীরে মণ্ডমেব চ ॥ ৪৫ ॥ বাপীকূপ-তড়াগনাং জীর্ণোদ্ধারমথাপি বা ॥ মূর্ত্তিং বিষ্ণোঃ প্রতিষ্ঠাপ্য দত্বা বা ভোগসাধনম্ ॥ ৪৬ ॥ শ্রূয়তাং তৎফলং বিপ্রাঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টং বদাম্যহম্। সাম্প্রপ্য বাঞ্ছিতান্ কামান্ কৃষ্ণানুগ্রহভাজনম্ ॥ ৪৭ ॥ তেজোময়েষু লোকেষু ভুক্ত্বা ভোগাননুক্রমাৎ। প্রাপ্নোতি বিষ্ণুলোকং বৈ নরো দেবনমস্কৃতম্ ॥ ৪৮ ॥ স্থাপয়েদ্দ্বারকায়াং বৈ মূর্ত্তিং দারুশিলাময়ীম্। ত্রৈলোক্যং স্থাপিতং তেন বিষ্ণোঃ সাযুজ্যতামিয়াৎ ॥ ৪৯ ॥ প্ররোহো নাস্তি পাপস্য পুণ্যস্য বৃদ্ধিরুত্তমা। দ্বারাকায়াং কথং জাতং বৈলক্ষণ্যমিদং প্রভো। ক্ষেত্রেভ্যঃ সর্ব্বতীর্থেভ্য আশ্চর্য্যং কথয়ন্তি তে ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দ্বারকানামমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

নিষ্প্রয়োজন। এই কলিকালে অদ্যাপি পবিত্র দ্বারকা বিদ্যমান। এই দ্বারকায় সত্র, প্রপা, প্রাসাদ, মঞ্চ ও সন্ন্যাসিগণের মঠ নির্ম্মাণ; তীরভূমিতে মণ্ডপ বাপী কূপ ও তড়াগ প্রতিষ্ঠা; জর্ণোদ্ধার, বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন এবং ভোগসাধন দ্রব্যদান করিলে যে সর্ব্বোত্তম পুণ্য ফললাভ হয়, দ্বিজসত্তমগণ! তাহা বলিতেছি. শ্রবণ করুন। এইরূপ করিলে নর অভীষ্ট কামনা লাভ করিয়া কৃষ্ণের অনুগ্রহভাজন হয়, যথাক্রমে তেজোময় লোকে বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া দেবনমস্কৃত বিষ্ণুলোকে গমন করে। যে মানব দারুময়ী বা শিলাময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে, তাহার ত্রিলোক প্রতিষ্ঠিত করা এবং সে বিষ্ণুসাজুয্য লাভ করে। এই দ্বারকায় পাপ অঙ্কুরিত হয় না, পরন্ত পুণ্যের অনুত্তম বৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রহ্লাদের বাক্যে বলি জিজ্ঞাসলেন,—প্রভো! সর্ব্বতীর্থ ও ক্ষেত্রোত্তম দ্বারকাক্ষেত্রবাসী মানবগণ এই ক্ষেত্রের আশ্চর্য্য মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, বলুন—কিরূপে দ্বারকায় এইরূপ বৈলক্ষণ্য জন্মিল? ৩৬ ৫০।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। প্রহ্লাদস্য বচঃ শ্রুত্বা স্থিতস্তত্র সভাস্থলে। পপ্রচ্ছাত্যুৎসুকমনা বলিস্তৎক্ষেত্রবৈভবম্ ॥ ১ ॥ প্রহ্লাদস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা ভক্তিভাবপুরস্কৃতম্। অভিনন্দ্য চ তং প্রেম্ণা প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ২ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। একৈকস্মিন্ পদে দত্তে পুরীং দ্বারবতীং প্রতি। পুণ্যং ক্রতুসহস্রাণাং ফলং ভবতি দেহিনাম্ ॥ ৩ ॥ যেঽপীচ্ছন্তি মনোবৃত্ত্যা গমনং দ্বারকাং প্রতি। তেষাং প্রলীয়তে পাপং পূর্ব্বজন্মাযুতার্জ্জিতম্ ॥ ৪ ॥ অত্যুগ্রাণ্যপি পাপানি তাবত্তিষ্ঠন্তি বিগ্রহে। যাবন্নগচ্ছতে জন্তুঃ কলৌ দ্বারবতীং প্রতি ॥ ৫ ॥ লোভেনাপ্যুপরোধেন দম্ভেন কপটেন বা। চক্রতীর্থে তু যো গচ্ছেন্ন পুনর্ব্বিশতে ভুবি ॥ ৬ ॥ হীনবর্ণোঽপি পাপাত্মা মৃতঃ কৃষ্ণপুরীং প্রতি। কলিকল্মষৈর্দোষৈরত্যুগ্রেরপি মানবঃ। ভক্ত্যা কৃষ্ণমুখং দৃষ্ট্বা ন লিপ্যতি কদাচন ॥ ৭ ॥ তাবদ্বিরাজতে কাশী হ্যবন্তী মথুরা পুরী। যাবন্ন পশ্যতে জন্তু পুরীং কৃষ্ণেন পালি-

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

সূত কহিলেন,—প্রহ্লাদের বাক্য শুনিয়া অতীব উৎসুকমনা বলি সভাতলে উপবেশনপূর্ব্বক দ্বারকাক্ষেত্র বিভূতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তখন প্রহ্লাদও বলির বাক্যে ভক্তিভাবপুরস্কৃত হইয়া প্রেমভরে বলিকে অভিনন্দন করত বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রহ্লাদ বলিলেন,—এই দ্বারবতীর এক এক স্থানে এক একটী পুরী নির্ম্মিত হইলে দেহিগণের সহস্র যজ্ঞের পুণ্য লাভ হয়। যাহারা মনের আবেগ বশতঃ দ্বারকাপুরীর প্রতি প্রস্থিত হয়, তাহাদের অযুত জন্মার্জ্জিত পাপ বিলীন হইয়া যায়; কলির জীবগণ যে পর্য্যন্ত দ্বারকাযাত্রা না করে, তাবৎকালই তাহাদের দেহে অত্যুগ্র পাপ বিদ্যমান থাকে। লোভ, উপরোধ, দম্ভ বা কাপট্য বশতঃ যে মানব চক্রতীর্থে গমন করে, তাহারও পুনরায় সংসারপ্রবিষ্ট হইতে হয় না। দ্বারকাযাত্রাপ্রভাবে হীনবর্ণ পাপাত্মা মানবও মরিয়া কৃষ্ণপুরে গমন করে। মানব ভক্তিপূর্ব্বক দ্বারকেশ কৃষ্ণের মুখাবলোকন করিয়া কদাচ অত্যুগ্র কলিদোষে লিপ্ত হয় না। জীব যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণপালিত দ্বারবতী পুরী অবলোকন না করে, তাবৎকালই কাশী, অবন্তী ও

তাম্॥ ৮॥ যেষাং কৃষ্ণালয়ে প্রাণা গতা দানবনায়ক। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি॥ ৯॥ দুর্লভো দ্বারকাবাসো দুর্লভং কৃষ্ণদর্শনম্। দুর্লভং গোমতীস্নানং রুক্মিণীদর্শনং কলৌ॥ ১০॥ নিত্যং কৃষ্ণপুরীং রম্যাং যে স্মরন্তি গৃহে স্থিতাঃ। ন তেষাং পাতকং কিঞ্চিদ্দেহমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি॥ ১১॥ কেশবার্চ্চা গৃহে যস্য ন তিষ্ঠতি মহীপতে। তস্যান্নং ন চ ভোক্তব্যমভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতম্॥১২॥ নোষ্ণত্বং দ্বিজরাজে বৈ ন শীতত্বং হুতাশনে। বৈষ্ণবানাং ন পাপত্বমেকাদশ্যুপবাসিনাম্॥ ১৩॥ নাস্তিনাস্তি মহাভাগাঃ কলিকালসমং যুগম্। স্মরণাৎ কীর্ত্তনাদ্বিষ্ণোঃ প্রাপ্যতে পদমব্যয়ম্॥ ১৪॥ সত্যভামাপতির্যত্র যত্র পুণ্যা চ গোমতী। নরা মুক্তিং প্রয়াস্যন্তি তত্র স্নাত্বা কলৌ যুগে॥ ১৫॥ মাধবে শুক্লপক্ষে তু ত্রিস্পৃশাং দ্বাদশীং যদি। লভতে দ্বারকায়াস্তু নাস্তি ধন্যতরস্ততঃ॥ ১৬॥ ত্রিস্পৃশাং দ্বাদশীং প্রাপ্য গত্বা কৃষ্ণপুরীং নরঃ। যঃ করোতি হরের্ভক্ত্যা সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ॥ ১৭॥ নন্দায়াস্তু জয়ায়াং বৈ ভদ্রা চৈব ভবেদ্যদি। উপবাসার্চ্চনে গীতে দুর্লভা কৃষ্ণসন্নিধৌ॥ ১৮॥ উদয়ৈকাদশী স্বল্পা অন্তে চৈব ত্রয়োদশী। সম্পূর্ণা দ্বাদশী মধ্যে ত্রিস্পৃশা চ হরেঃ প্রিয়া॥ ১৯॥ একেন চোপবাসেন উপবাসাযুতং ফলম্। জাগরে শতসাহস্রং নৃত্যে কোটিগুণং কলৌ॥ ২০॥ তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো দ্বারকায়াং দিনেদিনে। গৃহেষু বসতামেতৎ কিং পুনঃ কৃষ্ণসন্নিধৌ॥ ২১॥ বাঙ্মনঃকায়জৈর্দ্দোষৈর্হতা যে পাপবুদ্ধয়ঃ। দ্বারবত্যাং বিমুচ্যন্তে দৃষ্ট্বা কৃষ্ণমুখং শুভম্॥ ২২॥ দৈত্যেশ্বর নরাঃ শ্লাঘ্যা দ্বারবত্যাং গতাশ্চ যে॥ ২৩॥ দুর্লভানীহ তীর্থানি দুর্লভা পর্ব্বতোত্তমাঃ। দুর্লভা বৈষ্ণবা লোকে দ্বারকাবসতিঃ কলৌ॥ ২৪॥ গবাং কোটিসহস্রাণি রত্নকোটিশতানি চ। দত্ত্বা যৎফলমাপ্নোতি তৎফলং কৃষ্ণসন্নিধৌ॥ ২৫॥ যস্যাঃ সীমাং প্রবিষ্টস্য ব্রহ্মহত্যাদিপাতকম্। নশ্যতে দর্শনাদেব তাং পুরীং কো ন সেবতে॥ ২৬॥ চক্রাঙ্কিতা শিলা যত্র গোমত্যুদধিসঙ্গমে। যচ্ছতে পূজিতা

মথুরাপুরীর প্রভাব। হে দানবনায়ক! যাহাদের কৃষ্ণভবনে প্রাণবিয়োগ হয়, কোটি কল্পকালেও তাহাদের পুনর্জ্জন্ম হয় না। দ্বারকেশ কৃষ্ণদর্শন, গোমতীস্নান ও রুক্মিণীদর্শন কলিতে এই কয়েকটী দুর্লভ। যাহারা গৃহে থাকিয়াও রম্য দ্বারকাপুরী সতত স্মরণ করে, তাহাদের দেহে কিছুমাত্র পাপ আশ্রয় করে না। হে মহীপতে! যাহার গৃহে কেশবমূর্ত্তি নাই, তাহার অন্ন অভক্ষ্য কথিত হইয়াছে, কদাচ তাহার অন্ন ভোজন কর্ত্তব্য নহে। শশধরে যেরূপ উষ্ণতা নাই, হুতাশনে যদ্রূপ শীতলতা থাকে না, একাদশীতে উপবাসী বৈষ্ণবগণের দেহেও তদ্রূপ পাপ থাকিতে পারে না। হে মহাভাগগণ! কলির তুল্য যুগ নাই, কেননা একালে বিষ্ণুর স্মরণ ও কীর্ত্তনে অব্যয়পদপ্রাপ্তি ঘটে। যেস্থানে সত্যভামাপতি কৃষ্ণ ও পুণ্যা গোমতী বিদ্যমান, কলিযুগে মানবগণ সেস্থানে স্নান করিয়া মুক্তিলাভ করে। মধুমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে ত্র্যহস্পর্শ ঘটিলে যে মানব দ্বারকায় আগমন করে তাহা হইতে ধন্যতর আর কেহই নাই। যে নর ত্র্যহস্পর্শযুক্ত দ্বাদশীতে আগমনপূর্ব্বক ভক্তিভরে হরির দর্শন করে, তাহার অশ্বমেধ-ফললাভ হয়। নন্দাতিথি একাদশী এবং জয়া ত্রয়োদশী, এতন্মধ্যে ভদ্রা দ্বাদশীর যোগ হইলে অর্থাৎ একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী এই তিথিত্রয়ে ত্র্যহস্পর্শ ঘটিলে কৃষ্ণসন্নিধানে উপবাস, পূজা ও গীত সুদুর্লভ। ১—১৮। একাদশী স্বল্প ও অন্তে ত্রয়োদশী এবং এই তিথিদ্বয়ের মধ্যে দ্বাদশী পূর্ণা হইলে যে ত্র্যহস্পর্শ হয়, ইহা হরির একান্ত প্রিয়। এইরূপ ত্র্যহস্পর্শে এক উপবাসে অযুত উপবাসের ফল হয়। জাগরণে তাহার শতগুণ এবং নৃত্যে কোটিগুণ ফললাভ হইয়া থাকে। আর এই যে পুণ্য কীর্ত্তিত হইল, কলির মানব দ্বারকায় প্রতিদিন ইহার সমান পুণ্য প্রাপ্ত হয়। গৃহে থাকিয়াও মানব পূর্ব্বোক্ত ত্র্যহস্পর্শদিনে উপবাসাদিতে এইরূপ পুণ্য প্রাপ্ত হয়, কৃষ্ণসন্নিধানের আর কথা কি? যে সকল পাপমতি মানব বাক্য, মন ও কায়জ কর্ম্মদোষে হত, দ্বারকেশ কৃষ্ণের মুখাবলোকনে তাহারা বিমুক্ত হয়। হে দানবরাজ! যাহারা দ্বারাবতী গমন করে, তাহারা শ্লাঘ্য। এই কলিকালে ত্রিলোকে উত্তম তীর্থ, পর্ব্বত, বৈষ্ণব ও দ্বারকাবাস দুর্লভ। সহস্রকোটি গো ও শতকোটি রত্ন দান করিয়া যে পুণ্য হয়, দ্বারকেশ কৃষ্ণসন্নিধানেও সেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। যাহারা সীমাপথে উপনীত হইয়া দর্শনমাত্রে ব্রহ্মহত্যাদিপাতক বিনষ্ট হয়, কে এমন পুরীর সেবা না করে? যেখানে গোমতী-সাগরসঙ্গমের চক্রাঙ্কিত শিলা পূজিত

মোক্ষং তাং পুরীং কো ন সেবতে। ২৭। সিংহস্থে চ গুরৌ বিপ্রা গোদাবর্য্যাং তু যৎফলম্। তৎফলং স্নানমাত্রেণ গোমত্যাং কৃষ্ণসন্নিধৌ। ২৮। দ্বারকাবস্থিতং তোয়ং ষণ্মাসং পিবতে নরঃ। তস্য চক্রাঙ্কিতো দেহো ভবতে নাত্র সংশয়ঃ। ২৯। মন্বন্তরসহস্রাণি কাশীবাসেন যৎফলম্। তৎফলং দ্বারকায়াঞ্চ বসতঃ পঞ্চভির্দ্দিনৈঃ। ৩০। তাবন্মৃতপ্রজা নারী দুর্ভগা দৈত্যপুঙ্গব। যাবন্ন পশ্যতে ভক্ত্যা কলৌ কৃষ্ণপ্রিয়াং পুরীম্। ৩১। রুক্মিণীং সত্যভামাঞ্চ দেবীং জাম্ববতীং তথা। মিত্রবিন্দাঞ্চ কালিন্দীং ভদ্রাং নাগ্নজিতীং তথা। ৩২। সম্পূজ্য লক্ষণাং তত্র বৈষ্ণবীঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ। এতাঃ সম্পূজ্য বিধিবচ্ছ্রেষ্ঠপুত্রঞ্চ লভ্যতে। ৩৩। তাবদ্ভবভয়ং পুংসাং গৃহভঙ্গশ্চ মূর্খতা। যাবন্ন পশ্যতে ভক্ত্যা কলৌ কৃষ্ণপুরীং নরঃ। ৩৪। ন সর্ব্বত্র মহাপুণ্যং সঙ্গমে সরিতাম্পতেঃ। জাহ্নবীসঙ্গমামুক্তির্গোতীনীরসঙ্গমাৎ। সম্পর্কে গোমতীনীরপূতোঽহং কৃষ্ণসন্নিধৌ। ৩৫। গোমতীনীরসম্পৃক্তং যে মাং পশ্যন্তি মানবাঃ। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিত্যাহ সরিতাং পতিঃ। ৩৬। দ্বারকাং গচ্ছমানস্য বিপত্তিশ্চ ভবেদ্যদি। ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি। ৩৭।

ইতি শ্রীস্কান্দে দ্বারকাদর্শনগোমতীসরিৎস্নানবিধি-মাহাত্ম্যবর্ণনংনাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৬।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ। কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি শ্বপচো জাগরন্নিশি। জপেদপি কলৌ নিত্যং কৃষ্ণরূপী ভবেদ্ধি সঃ। ১। কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি কলৌ বদত্যহর্নিশম্। নিত্যং যজ্ঞাযুতং পুণ্যং তীর্থকোটীসমুদ্ভবম্। ২। সম্পূর্ণৈকাদশী ভূত্বা দ্বাদশ্যাং বর্দ্ধতে যদি। উন্মীলিনীতি বিখ্যাতা তিথীনামুত্তমা তিথিঃ। ৩। বঞ্জুলীবাসরে যে বৈ রাত্রৌ কুর্ব্বন্তি জাগরম্। যজ্ঞাযুতাযুতং পুণ্যং মুহূর্ত্তার্দ্ধেন চাপ্যতে। ৪। সম্পূর্ণা দ্বাদশী ভূত্বা বর্দ্ধতে চাপরে দিনে। ত্রয়োদশ্যাং মুনিশ্রেষ্ঠা বঞ্জুলী দুর্লভা কলৌ। ৫। উন্মীলিনীমনুপ্রাপ্য যে প্রকুর্ব্বন্তি জাগরম্। নিমিষার্দ্ধেন

হইলে মোক্ষ দান করে, সেই দ্বারকাপুরীর কে না সেবা করে? হে বিপ্রগণ! বৃহস্পতির সিংহ রাশিতে অবস্থানকালে গোদাবরীর যে ফল, মানব কৃষ্ণসন্নিহিত গোমতীস্নানেই তাহার তুল্য-ফল লাভ করে। যে নর দ্বারকায় বাস করিয়া ষণ্মাস যাবৎ গোমতীনীর পান করে, তাহার দেহ চক্রাঙ্কিত হয়, সংশয় নাই। সহস্র মন্বন্তর কাশীবাসে যে ফল, দ্বারকায় পাঁচদিন বাসেই মানবের সেই ফল হয়। হে দানব-পুঙ্গব! এ কলিকালে নারী যে পর্য্যন্ত ভক্তিসহকারে দ্বারকাপুরী দর্শন না করে, তাবৎকালই মৃতবৎসা ও দুর্ভগা হয়। নারী রুক্মিণী, সত্যভামা দেবী জাম্ববতী, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, ভদ্রা, নাগ্নজিতী ও লক্ষণা এই সকল কৃষ্ণপ্রিয়াগণকে যথাবিধি পূজা করিয়া উত্তম তনয় লাভ করে। কলির লোকগণ যাবৎ ভক্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণপুরী দর্শন না করে, তাবৎ কালই তাহাদের ভবভয় ও গৃহভঙ্গ সংঘটিত হইয়া থাকে। সকল স্থলেই যে সাগরসঙ্গম মহাপুণ্য, তাহা নহে, কিন্তু গঙ্গাসাগর-সঙ্গম ও গোমতী-সাগরসঙ্গম এই সঙ্গমদ্বয়ই মুক্তিপ্রদ। সরিৎপতি কহিয়াছেন,—আমি কৃষ্ণসন্নিধানে, গোমতীর সহিত মিলিত হইয়া পূত হইয়াছি, যে সকল মানব গোমতী-নীর সন্নিহিত আমাকে অবলোকন করে, তাহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না। দ্বারকায় গমন করিতে পথিমধ্যে করিতে মানবের মৃত্যু হইলে কোটিকল্প-কালেও তাহাদের সংসার-প্রবিষ্ট হইতে হয় না। ১৯—৩৭।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন,—কলির চণ্ডালও 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ'—নিত্য এইরূপ জপ করিয়া রজনী জাগরণ করত নিশ্চিতই কৃষ্ণরূপী হয়। কলিকালে যে লোক অহর্নিশ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নিরন্তর এইরূপ কীর্ত্তন করে, তাহার অযুতযজ্ঞ ও কোটিতীর্থ-সমুদ্ভব পুণ্য লাভ হয়। যদি একাদশী পূর্ণা হইয়া দ্বাদশী দিবসে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হয়, তবে তাহা উন্মীলিনী নামে বিখ্যাত ও ঐ তিথি সর্ব্বতিথির উত্তম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যে সকল মানব বঞ্জুলীবাসরে রাত্রি-জাগরণ করে, অর্দ্ধমুহূর্ত্তে তাহাদের অযুত-যজ্ঞের পুণ্য জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্বদিন দ্বাদশী পূর্ণা হইয়া যদি পরতিথি ত্রয়োদশীর দিবস বর্দ্ধিত হয়, হে মুনিসত্তমগণ! তাহাকে বঞ্জুলী বলে, এই বঞ্জুলী

তৎপুণ্যং গবাং কোটিফলপ্রদম্॥ ৬॥ সম্পূর্ণৈকাদশী ভূত্বা প্রত্যহং বর্দ্ধতে যদি। দর্শশ্চ পৌর্ণমাসী চ পক্ষবৃদ্ধিস্তথোচ্যতে॥ ৭॥ পক্ষবৃদ্ধিকরীং প্রাপ্য যে প্রকুর্ব্বন্তি জাগরম্। নিমিষার্দ্ধার্দ্ধমাত্রেণ গবাং কোটিফলপ্রদম্॥ ৮॥ শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ। চক্রতীর্থে নরঃ স্নাত্বা মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ। স যাতি পরমং স্থানং দাহপ্রলয়বর্জ্জিতম্॥ ৯॥ চক্রং প্রক্ষালিতং যত্র কৃষ্ণেণ স্বয়মেব হি। তেন বৈ চক্রতীর্থং হি পুণ্যং চ পরমং হরেঃ। ভবন্তি তত্র পাষাণাশ্চক্রাঙ্কা মুক্তিদায়কাঃ॥ ১০॥ তত্রৈব যদি লভ্যন্তে চক্রৈর্দ্বাদশভিঃ সহ। দ্বাদশাত্মা স বিজ্ঞেয়ো মোক্ষদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ১১॥ একচক্রেণ পাষাণো দ্বারবত্যাং সুশোভনঃ। সুদর্শনাভিধেয়োঽসৌ মোক্ষৈকফলদায়কঃ॥ ১২॥ লক্ষ্মীনারায়ণৌ দ্বৌ তৌ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদৌ। ত্রিভিশ্চৈবাচ্যুতং দেবং সদেন্দ্রপদদায়কম্॥ ১৩॥ ভুক্তিদো বিঘ্নহন্তা চ চতুশ্চক্রো জনার্দ্দনঃ। পঞ্চভির্ব্বাসুদেবস্তু জন্মমৃত্যুভয়াপহঃ॥ ১৪॥ প্রদ্যুম্নঃ ষড়্ভিরেবাসৌ লক্ষ্মীং কান্তিং দদাতি চ। সপ্তভির্ব্বলদেবস্তু গোত্রকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনঃ॥ ১৫॥ বাঞ্ছিতং চাষ্টভির্ভক্ত্যা দদাতি পুরুষোত্তমঃ। সর্ব্বং দদ্যান্নবব্যূহো দুর্লভো যঃ সুরোত্তমৈঃ॥ ১৬॥ রাজ্যপ্রদো দশভিস্তু দশাবতার এব চ। একাদশভিরৈশ্বর্য্যমনিরুদ্ধঃ প্রযচ্ছতি॥ ১৭॥ নির্ব্বাণং দ্বাদশাত্মা তু চক্রৈর্দ্বাদশভিঃ স্মৃতম্। অত ঊর্দ্ধমনন্তোঽসৌ সৌখ্যমোক্ষপ্রদায়কঃ॥ ১৮॥ যে কেচিত্তত্র পাষাণাঃ কৃষ্ণচক্রেণ মুদ্রিতাঃ। তেষাং স্পর্শনমাত্রেণ মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥ ১৯॥ ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং মনোবাক্কায়কর্ম্মজম্। তৎসর্ব্বং বিলয়ং যাতি চক্রাঙ্কিতপ্রপূজনাৎ॥ ২০॥ ম্লেচ্ছদেশে শুভে বাপি চক্রাঙ্কো যত্র তিষ্ঠতি। যোজনানি দশ দ্বে চ মম ক্ষেত্রং চ সুন্দরি॥ ২১॥ মৃত্যুকালে চ সম্প্রাপ্তে হৃদয়ে যস্তু ধারয়েৎ। চক্রাঙ্কং পাপদলনং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ২২॥ গোমতীসঙ্গমে স্নাত্বা ভৃগুতীর্থে তথৈব চ। ন মাতুর্ব্বসতে কুক্ষৌ যদ্যপি স্যাৎ স পাতকী॥ ২৩॥ তামসং রাজসং বাপি যৎকৃতং বিষ্ণুপূজনম্। তৎসাত্বিকত্বমভ্যেতি নিয়গাস্তো যথার্ণবে॥ ২৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চক্রচিহ্নাঙ্কিতপাষাণমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৭॥

কলিকালে দুর্লভ। যাহারা উন্মীলিনী লাভ করিয়া জাগরণ করে, নিমেষার্দ্ধে তাহাদের কোটিগোদানপুণ্যপ্রাপ্তি ঘটে। একাদশী সম্পূর্ণা হইয়া যদি পর পর তিথি প্রতিদিন বর্দ্ধিত হয়, তবে পরবর্ত্তী অমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমাকে পক্ষবৃদ্ধি কহে। এই পক্ষবৃদ্ধিকরী তিথি লাভ করিয়া যাহারা জাগরণ করে, নিমেষার্দ্ধের অর্দ্ধকালমাত্রে তাহাদের কোটি গোদানের পুণ্যফল লাভ হয়। প্রহ্লাদ বলিলেন,—নর চক্রতীর্থে স্নান করিয়া সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হয় এবং সে দাহ ও প্রলয়বর্জ্জিত পরমস্থানে গমন করিয়া থাকে। স্বয়ং কৃষ্ণ এখানে চক্র প্রক্ষালিত করিয়াছিলেন, এজন্য এই পুণ্য চক্রতীর্থ হরির পরমস্থান বলিয়া কথিত হয়। এস্থানের প্রস্তরনিচয় চক্রচিহ্নিত ও মুক্তিদায়ক। অত্রত্য দ্বাদশচক্রচিহ্নিত প্রস্তর দ্বাদশাত্মা বলিয়া জানিবে; আর এই রূপ চক্র মোক্ষদ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। দ্বারবতীর একচক্রান্বিত পাষাণের নাম—সুদর্শন, এই সুশোভন সুদর্শনই একমাত্র মোক্ষফলদাতা। লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা ভুক্তিমুক্তি-ফলপ্রদ। ত্রিচক্রযুক্ত শিলা অচ্যুত, এই শিলা সর্ব্বদা ইন্দ্রপদ-প্রদ। চতুশ্চক্র-শিলা জনার্দ্দন, জনার্দ্দন তৃপ্তিদ ও বিঘ্নহন্তা। পঞ্চচক্রযুক্ত বাসুদেব, এই বাসুদেব-শিলা জন্ম-মরণ-ভয়নাশন। ষট্‌চক্রযুক্তকে প্রদ্যুম্ন কহে, এই প্রদ্যুম্ন লক্ষ্মী ও কান্তিপ্রদ। সপ্তচক্রযুক্ত শিলা বলদেব, এই শিলা গোত্র ও কীর্ত্তিবর্দ্ধন।১-১৫। অষ্টচক্রযুক্ত শিলার নাম পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তম অভিলষিত ফলদ। নবব্যূহ বিশিষ্ট শিলা অখিল-ফলদ, ইহা সুরসত্তমগণেরও দুর্লভ। দশচক্রযুক্তের নাম দশাবতার, এই শিলা রাজ্যপ্রদ। একাদশ চক্রান্বিত অনিরুদ্ধ ঐশ্বর্য্যপ্রদ, আর দ্বাদশচক্রযুক্ত দ্বাদশাত্মা নির্ব্বাণ-দায়ক। ইহার উপর আর একরূপ চক্র আছে, নাম—অনন্ত; এই অনন্ত সৌখ্য-মোক্ষপ্রদ। দ্বারকায় কৃষ্ণচক্র-মুদ্রিত যে সকল পাষাণ বিদ্যমান, তাহাদের স্পর্শমাত্রে মানব সর্ব্বপাপমুক্ত হয়। অত্রত্য চক্রাঙ্কিত শিলার পূজাতে ব্রহ্মহত্যাদি মন বাক্ ও কায়কৃত সকল পাপ বিনষ্ট হয়। সুন্দরি! সুশোভন ম্লেচ্ছদেশেও চক্রচিহ্নিত শিলা থাকিলে তাহার দ্বাদশ যোজন আমার ক্ষেত্র। মৃত্যুকালে যে মানব আমার চক্রচিহ্নিত পাপদলন শিলা হৃদয়ে ধারণ করে, তাহার পরমগতি লাভ হয়। গোমতীসঙ্গম ও ভৃগুতীর্থে স্নান করিয়া মানব পাতকী হইলেও মাতৃজঠরে জন্মগ্রহণ করে না। নর তামস বা রাজস যে ভাবেই বিষ্ণুর পূজা করুক না কেন,

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ। দ্বারকায়াশ্চ মহাত্ম্যং শৃণু পৌত্র ময়োদিতম্। শৃণ্বতো গদতশ্চাপি মুক্তিঃ কৃষ্ণাত্তবেদ্ ধ্রুবম্ ॥১॥ পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে। অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ নাকমেবাধিরোহতি ॥ ২ ॥ যস্য পুত্রঃ শুচির্দক্ষঃ পূর্ব্বে বয়সি ধার্ম্মিকঃ। বিষ্ণুভক্তিং চ কুরুতে তং পুত্রং কবয়ো বিদুঃ ॥ ৩ ॥ হেমশৃঙ্গং রৌপ্যখুরং সবৎসং কাংস্যদোহনম্। সবস্ত্রং কপিলানাং তু সহস্রং চ দিনে দিনে ॥ ৪ ॥ দত্ত্বা যৎ ফলমাপ্নোতি ব্রাহ্মণে বেদপারগে। তৎফলং স্নানমাত্রেণ গোমত্যাং মধুভিদ্দিনে ॥ ৫ ॥ যস্তত্র ভোজয়েদ্বিপ্রং দ্বারকায়াঞ্চ সংস্থিতম্। সুভিক্ষে ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ ফলং লক্ষগুণং ভবেৎ ॥ ৬ ॥ ফলং লক্ষগুণং প্রোক্তং দুর্ভিক্ষে কৃষ্ণসন্নিধৌ। এবং ধর্ম্মানুসারেন দদ্যাদ্ভিক্ষাং তু ভিক্ষুকে ॥ ৭ ॥ অপি নঃ স কুলে কশ্চিদ্ভবিষ্যতি নরোত্তমঃ। যো যতীনাং কলৌ প্রাপ্তে পিতৄনুদ্দিশ্য দাস্যতি ॥ ৮ ॥ দ্বারকায়াং বিশেষেণ সৎকৃত্য কৃষ্ণসন্নিধৌ। অন্নদানং যতীনাং তু কৌপীনাচ্ছাদনানি চ ॥ ৯ ॥ নাস্মনঃ ক্রতুভিঃ স্বিষ্টৈর্নাস্তি তীর্থৈঃ প্রয়োজনম্। যত্র বা তত্র বা কার্য্যং যতীনাং প্রীণনং সদা ॥ ১০ ॥ শ্বপচাদয়োঽপি তে ধন্যা যে গতা দ্বারকাং পুরীম্। প্রাপ্য ভাগবতান্ যে বৈ পিতৄনুদ্দিশ্য পুত্রকাঃ ॥ ১১ ॥ ভক্ত্যা সম্পূজয়িষ্যন্তি বস্ত্রৈর্দানৈশ্চ ভূরিভিঃ ॥ ১২ ॥ গয়াপিণ্ডেন নাস্মাকং তৃপ্তির্ভবতি তাদৃশী। যাদৃশী বিষ্ণুভক্তানাং সৎকারেণোপজায়তে ॥ ১৩ ॥ বৈশাখে যে করিষ্যন্তি দ্বাদশীং কৃষ্ণসন্নিধৌ। কৃষ্ণং সম্পূজয়ন্তশ্চ রাত্রৌ কুর্ব্বন্তি জাগরম্ ॥ ১৪ ॥ মাহাত্ম্যং পঠনীয়ন্তু দ্বারকাসম্ভবং শুভম্। কৃষ্ণস্য বালচরিতং বালকৃষ্ণাদিদর্শনম্ ॥ ১৫ ॥ ক্রীড়নং গোকুলস্যৈব ক্রীড়া গোপীজনস্য চ। কৃষ্ণাবতারকর্ম্মাণি শ্রোতব্যানি পুনঃ পুনঃ ॥ ১৬ ॥ কৃষ্ণশৃঙ্গীং রৌপ্যখুরীং মুক্তালাঙ্গুলভূষিতাম্। সবৎসাং ব্রাহ্মণে দত্ত্বা হোমার্থং চাহিতাগ্নয়ে ॥ ১৭ ॥ নিমিষস্পর্শনাংশেন ফলং কৃষ্ণস্য

নিম্নগা-নীরের সাগরসঙ্গমের ন্যায় তাহা সাত্ত্বিকতা প্রাপ্ত হয়। ১৬—২৪।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ৩৭।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন,—হে পৌত্র বলে! দ্বারকা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহার বক্তা শ্রোতা উভয়েরই কৃষ্ণ হইতে নিশ্চিত মুক্তি লাভ হয়। পুত্র দ্বারা লোকজয় ও প্রৌত্র দ্বারা আনন্ত্যপ্রাপ্তি হয়; আর পুত্রের পৌত্র অর্থাৎ প্রপৌত্র কর্তৃক স্বর্গলোকে আরোহণ করা যায়। যাহার পুত্র শুচি দক্ষ ও যৌবনে ধার্ম্মিক হয় এবং বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি করে, কবিগণ তাহাকেই পুত্র বলিয়া বিদিত হন। প্রতিদিন বেদপারগ বিপ্রকে স্বর্ণশৃঙ্গ, রৌপ্যখুর, কাংস্যদোহন, সবস্ত্র সবৎস সহস্র কপিলা গোদানে যে ফল লাভ হয়, বিষ্ণুবাসর একাদশীদিনে গোমতীতে স্নানমাত্রে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। হে দ্বিজসত্তমগণ! সুভিক্ষে দ্বারকাবাসী একটী বিপ্রকে ভোজন করাইলে লক্ষগুণ পুণ্য অর্জ্জিত হয় আর দুর্ভিক্ষদিনে ভোজনদানে পূর্ব্বোক্ত পুণ্যের লক্ষগুণ হইয়া থাকে। এইরূপে ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া দ্বারকায় ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান করিবে। অহো! আমাদের কুলে কি এরূপ নরোত্তম কেহ জন্মিবে যে, কলিযুগে পিতৃগণের উদ্দেশে বিশেষতঃ দ্বারকায় কৃষ্ণ-সন্নিধানে সৎক্রিয়া করিয়া যতিগণকে অন্নদান করিবে। যে ব্যক্তি যতিগণের উদ্দেশে অন্ন, কৌপীন ও আচ্ছাদন দান করে, তাহার আত্মোদ্ধারের জন্য অনুত্তম যজ্ঞ ও তীর্থসেবার প্রয়োজন হয় না। অতএব যত্র তত্র যতিগণের সতত তৃপ্তিসাধন করিবে। শ্বপচাদি নীচ জাতিও দ্বারকাগমন করিয়া ধন্য হয়। পুত্রগণ ভগবদ্-ভক্তসমূহের সংসর্গ লাভ করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে দ্বারকায় ভক্তিসহকারে বহু বস্ত্র দ্বারা পূজা ও ভগবদ্ভক্তগণের সৎকার করিলে তাঁহাদের যে তৃপ্তি হয়, গয়াপিণ্ডদানেও তাঁহারা তাদৃশ তৃপ্ত হন না। যাঁহারা কৃষ্ণ-সন্নিধানে বৈশাখ মাসের দ্বাদশীকৃত্য করে, তাহাদিগকে কৃষ্ণপূজা করিয়া রজনী জাগরণ করিতে হয়; এতদ্ভিন্ন দ্বারকাঘটিত শুভাবহ কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য পাঠ, কৃষ্ণের বালচরিত, বালকৃষ্ণাদি দর্শন, গোকুলের ও গোপীদিগের ক্রীড়া এবং পুনঃপুনঃ কৃষ্ণাবতারের কার্য্যজাত শ্রবণ কর্ত্তব্য।১—১৬। অনন্তর স্বর্ণশৃঙ্গী রৌপ্যখুরী সবৎসা ধেনুর লাঙ্গুল মুক্তামালায় বিভূষিত করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করত আহিতাগ্নিতে হোম করিবে।

জাগরে। যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে পাপং কোটিজন্মসু মানবঃ। কৃষ্ণস্য জাগরে রাত্রৌ দহতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥ পঠেদ্ভাগবতং রাত্রৌ পুরাণং দয়িতং হরেঃ। যাবৎ সূর্য্যকৃতালোকো যাবচ্চন্দ্রকৃতা নিশা ॥ ১৯ ॥ যাবৎ সসাগরা পৃথ্বী যাবচ্চ কুলপর্ব্বতাঃ। তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে নান্যথা মম ভাষিতম্ ॥ ২০ ॥ আস্ফোটয়ন্তি পিতরঃ প্রহর্ষন্তি পিতামহাঃ। এবং তং স্বসুতং দৃষ্ট্বা শৃণ্বানং কৃষ্ণসম্ভবম্ ॥ ২১ ॥ দ্বারকায়াশ্চ মাহাত্ম্যং যত্র নো জাগরে পঠেৎ। তন্ম্লেচ্ছসদৃশং স্থানমপবিত্রং পরিত্যজেৎ ॥ ২২ ॥ শালগ্রামশিলা নৈব যত্র ভাগবতা ন হি। ত্যজেত্তীর্থং মহাপুণ্যং পুণ্যমায়তনং ত্যজেৎ ॥ ২৩ ॥ ত্যজেদ্ গুহ্যং তথারণ্যং যত্র ন দ্বাদশীব্রতম্ ॥ ২৪ ॥ সুদেশোঽপি ভবেন্নিন্দ্যো যত্র নো বৈষ্ণবা ব্রতম্। কুদেশোঽপি ভবেৎ পুণ্যো যত্র ভাগবতাঃ কলৌ ॥ ২৫ ॥ সঙ্কীর্ণযোনয়ঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে। ম্লেচ্ছতুল্যা কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥ ২৬ ॥ রথারূঢ়ং প্রকুর্ব্বন্তি যে কৃষ্ণং মধুমাধবে। মুক্তিং প্রয়ান্তি তে সর্ব্বে কুলকোটিসমন্বিতাঃ ॥ ২৭ ॥ দেবকীনন্দনস্যার্থে রথং কারাপয়ন্তি যে। কল্পান্তং বিষ্ণুলোকে তে বসন্তি পিতৃভিঃ সহ ॥ ২৮ ॥ দ্বারকায়াস্ত মাহাত্ম্যং শ্রাবয়েদ্যঃ কলৌ নৃণাম্। ভাবমুৎপাদয়েদ্যো বৈ লভেৎ ক্রতুশতং ফলম্ ॥২৯॥ যো নার্চ্চয়তি পাপিষ্ঠো দেবমন্যত্র গচ্ছতি। কোটিজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং হরতে রুক্মিণীপতিঃ ॥ ৩০ ॥ শঙ্খোদ্ধারসমুদ্ভূতাং নিত্যং দেহে বিভর্ত্তি হি। মৃত্তিকাং দৈত্যরাজেন্দ্র শৃণু বক্ষ্যামি যৎফলম্ ॥ ৩১ ॥ যো দদাতি যতীনাং চ বৈষ্ণবানাং প্রযচ্ছতি। স্বর্ণভারশতং পুণ্যং নিত্যং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩২ ॥ গৃহে যস্য সদা তিষ্ঠেচ্ছঙ্খোদ্ধারস্য মৃত্তিকা। নিত্যক্রিয়াকৃতং পুণ্যং লভেৎ কোটিগুণং বলে ॥ ৩৩ ॥ যস্য পুণ্ড্রং ললাটে তু গোপীচন্দনসংজ্ঞকম্। ন জহাতি গৃহং তস্য লক্ষ্মীঃ কৃষ্ণপ্রিয়া দ্বিজাঃ ॥ ৩৪ ॥ ন গ্রহো বাধতে তস্য নোরগো ন চ রাক্ষসঃ। পিশাচা ন চ কুষ্মাণ্ডা ন চ প্রেতা ন জম্ভকা ॥ ৩৫ ॥ নাগ্নিচৌরভয়ং তস্য দস্যূনাং চৈব বন্ধনম্।

হরি-বাসরে দ্বাদশীর নিমিষমাত্র অংশ স্পৃষ্ট হইলেই জাগরণে সমধিক ফল হইবে। মানব কোটি কোটি জন্মে যে কিছু পাপ করে, কৃষ্ণ জাগররাত্রিতে তাহা ভস্ম হয়, সংশয় নাই। জাগররাত্রিতে হরিপ্রিয় ভাগবত-পুরাণ পাঠ করিবে। সূর্য্য যতকাল লোক সকল আলোকিত করেন, শশধর যতদিন নিশায় বিকাশ করেন, সসাগরা ধরিত্রী ও সপ্তকুলাচল যতদিন বিদ্যমান থাকে, এইরূপ করিলে মানব ততকাল স্বর্গলোকে বাস করে, ইহা আমার বাক্য, অতএব অন্যথা হইবার নহে। পিতৃ-পিতামহগণ স্ব স্ব তনয়কে কৃষ্ণবিষয়ক মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে আস্ফালন করেন। যে জাগরণে দ্বারকামাহাত্ম্য পঠিত হয় না, সে স্থান ম্লেচ্ছদেশবৎ অপবিত্র ও পরিত্যাজ্য। যেখানে শালগ্রাম শিলা বা বিষ্ণুভক্ত নাই, সেইস্থান মহা পুণ্যতীর্থ বা পূত-আয়তন হইলেও পরিত্যাগ করিবে। যেস্থানে বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক দ্বাদশীব্রত অনুষ্ঠিত হয় না, পবিত্রদেশ হইলেও তাহা নিন্দনীয় এবং গুহ্য অরণ্য হইলেও পরিত্যাজ্য। কলিকালে যে স্থানে ভাগবতগণ বাস করেন, কুদেশ হইলেও তাহা পবিত্র; যাহারা মধুসূদন বিষ্ণুর ভক্ত, সঙ্কীর্ণযোনি হইলেও তাহারা পূত; আর যাহারা জনার্দ্দনের ভক্ত নহে, কুলীন হইলেও তাহারা ম্লেচ্ছতুল্য।১৭-২৬। যে সকল মানব মধুমাসে মাধবকে রথে আরোপিত করে, তাহারা কোটিকুল সহ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। যাহারা দেবকীনন্দনের জন্য রথ নির্ম্মাণ করায় তাহারা পিতৃগণ সহ কল্পকাল বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকে। কলিযুগে যে ব্যক্তি দ্বারকামাহাত্ম্য শ্রবণ করায় এবং যে মানব কৃষ্ণমাহাত্ম্যে ভক্তিভাবের উদ্দীপনা করে, তাহার শত যজ্ঞের ফললাভ হয়। যে পাপিষ্ঠ নর দ্বারকেশের পূজা না করিয়া অন্যত্র গমন করে, রুক্মিণীপতি তাহার কোটিজন্মের পুণ্য হরণ করেন। হে দৈত্যপতে! যে মানব নিত্য দেহে শঙ্খোদ্ধারসমুদ্ভূত মৃত্তিকা ধারণ করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। মানব যতী ও বৈষ্ণবগণকে শতভার স্বর্ণ ও শঙ্খ দান করিয়া যে পুণ্য প্রাপ্ত হয় শঙ্খোদ্ধারমৃত্তিকাধারী মানবও সেই পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহার গৃহে সতত শঙ্খোদ্ধারমৃত্তিকা বিদ্যমান, তাহার নিত্যক্রিয়ায় কোটিগুণ পুণ্য লাভ হয়। হে দ্বিজগণ! যাহার ললাটে গোপীচন্দনের পুণ্ড্র (ফোঁটা) বিরাজিত, বিষ্ণুপ্রিয়া রমা তাহার গৃহ পরিত্যাগ করেন না। গ্রহ, উরগ, রাক্ষস, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, প্রেত ও জম্ভকগণ তাহাকে পীড়িত করে না; তাহার অগ্নি

বিদ্যুদ্বহ্নিভয়ং চৈব ন চোৎপাতসমুদ্ভবম্। ৩৬। নারিষ্টং নাপশকুনং দুর্নিমিত্তাদিকং চ যৎ। সৎকৃতে বিষ্ণুভক্তে চ শালগ্রামশিলার্চ্চনে। ৩৭। পীতে পাদোদকে বিপ্রা নৈবেদ্যস্যাপি ভক্ষণে। তুলসীসন্নিধৌ বিষ্ণোর্ব্বিলয়াবসরে কৃতে। ৩৮। পুরা দেবেন কথিতং শৃণু পাত্রং বদাম্যহম্। প্রি। ভাগবতা যেষাং তেষাং দাসোঽস্ম্যহং সদা। ৩৯। বিহায় মথুরাং কাশীমবন্তীং সর্ব্বপাপহাম্। মায়াং কাঞ্চীমযোধ্যাং চ সম্প্রাপ্তে চ কলৌ যুগে। ৪০। বসাম্যহং দ্বারকায়াং সর্ব্বসেনাসমাবৃতঃ। তীর্থব্রতৈর্যজ্ঞদানৈ রুদ্রাদ্যৈর্মুনিচারণৈঃ। ৪১ শ্রদ্ধাত্যাগেন ভক্ত্যা বা যস্তোষয়িতুমিচ্ছতি। গত্বা দ্বারবতীং রম্যাং দ্রষ্টব্যোঽহং কলৌ যুগে। ৪২। ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি ময়া শুদ্ধানি ভূরিশঃ। বিন্যস্তানি চ গোমত্যাং চক্রতীর্থেঽতিপাবনে। ৪৩। দিনেনৈকেন গোমত্যাং চক্রতীর্থে কলৌ যুগে। ত্রৈলোক্যসম্ভবৈস্তীর্থৈঃ স্নাতো ভবতি মানবঃ। ৪৪। কোটিপাপবিনির্ম্মুক্তো মৎসমং বসতে নরঃ। মম লোকে ন সন্দেহঃ কুলকোটিসমন্বিতঃ। ৪৫। নাপরাধকৃতৈঃ পাপৈর্লিপ্তঃ স্যাদুৎকটৈঃ কৃতৈঃ। শতজন্মাযুতানীহ লক্ষ্মীর্ন ত্যজতে গৃহাৎ। ৪৬।

ইতি শ্রীস্কান্দে গোমতীতীরগতদ্বারকাচক্রতীর্থয়োর্জাগরাদিমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৮।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ। জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী। উন্মীলিনী বঞ্জুলী চ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধিনী। ১। পুণ্যং সর্ব্বপুরাণানাং তে লভন্তে দিনেদিনে। পক্বান্নং যে প্রকুর্ব্বন্তি হবির্দ্ধান্তসমুদ্ভবম্। ২। জাগরে পদ্মনাভস্য ঘৃতেনৈব সুপাচিতম্। বর্ত্তিদ্বয়সমাযুক্তং দীপং ঘৃতসমন্বিতম্ ৩। যঃ কুর্য্যাজ্জাগরে বিষ্ণোঃ শালগ্রামশিলাগ্রতঃ। শালগ্রামশিলাগ্রে তু যে প্রকুর্ব্বন্তি জাগরম্। ৪ নৃত্যবাদ্যে চ লোকানাং রঞ্জনায় চ সঞ্ছাদয়ন্তি কুসুমৈঃ শালগ্রামশিলাং চ যে। ৫ চক্রাঙ্কিতাং বিশেষেণ প্রতিমাং বৈষ্ণবীং বলে চন্দনং চ সকর্পূরং কৃষ্ণাগুরুসমন্বিতম্। ৬। যুক্তং

ও তস্করভয়, দরী, বন্ধন, বিদ্যুৎ ও উল্কাপাতাদি উৎপাতভীতি বা অরিষ্ট ও অশুভসূচক শকুন প্রভৃতি দুর্নিমিত্তও সংঘটিত হয় না। হে বিপ্রগণ! বিষ্ণুর বিলয়াবসরে তুলসীসন্নিধানে বৈষ্ণবগণের সৎকার, শালগ্রাম শিলার পূজা, বিষ্ণুপাদোদক ও নৈবেদ্য ভক্ষণেও মানবের পূর্ব্বোক্ত উপদ্রব বিদূরিত হয়। পূর্ব্বে দেব বিষ্ণু এ সকল বিষয়ে যে পাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন,—বিষ্ণুভক্তগণ যাহাদের প্রিয়, আমি সর্ব্বদা তাহাদের দাস; আমি সর্ব্বপাপহারিণী মথুরা, কাশী, অবন্তী, মায়া, কাঞ্চী ও অযোধ্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বসেনাসমাবৃত হইয়া তীর্থ যজ্ঞ দান ব্রত এবং মুনিচারণগণ সহ কলিযুগে দ্বারকায় বাস করি। কলিযুগে যে মানব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান বা ভক্তি দ্বারা আমার সন্তোষসাধনে অভিলাষী, সে রম্য দ্বারকায় গমন করিয়া আমাকে দর্শন করিবে। ত্রিলোকে যে সকল বিশুদ্ধ তীর্থ বিদ্যমান, আমি সে সমুদায় অতি পাবন চক্রতীর্থে ও গোমতীতে বিন্যস্ত করিয়াছি। কলিকালে যে মানব একদিন চক্রতীর্থে ও গোমতীতে স্নান করে, তাহার ত্রিলোকের অখিল তীর্থে স্নানজনিত পুণ্য হয় পরন্তু নর কোটি কোটি পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া কোটিকুল সহ নিঃসন্দেহ আমার লোকে বাস করে। সে উৎকট পাপ করিয়াও অপরাধে লিপ্ত হয় না এবং শতঅযুত জন্ম পর্য্যন্ত লক্ষ্মী তাহার গৃহ পরিত্যাগ করেন না। ২৭—৪৬।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৮।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, পাপনাশিনী উন্মীলিনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা ও পক্ষবর্দ্ধিনী এই কয়েকটী হরিপ্রীতিকরী পুণ্য তিথি; যাহারা এই সকল পুণ্য তিথিতে ঘৃত দ্বারা তণ্ডুল পাক করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তাহাদের সর্ব্বপুরাণ শ্রবণের পুণ্যপ্রাপ্তি হয়। যাহারা পদ্মনাভ হরির জাগরবাসরে ঘৃত দ্বারা সুপক্ব অন্ন প্রদান করিয়া বর্ত্তিদ্বয়যুক্ত ঘৃতসমন্বিত দীপদান ও শিলারূপী শালগ্রামসমীপে জাগরণ করে, লোকরঞ্জনের জন্য নৃত্য ও বাদ্য করে, কুসুমসমূহ দ্বারা শালগ্রাম শিলা আবৃত করে এবং হে বলে! যে ব্যক্তি চক্রাঙ্কিত বৈষ্ণবী প্রতিমাকে কৃষ্ণাগুরুসমন্বিত

মৃগমদেনাপি যঃ করোতি বিলেপনম্। দ্বাদশ্যাং দেবদেবস্য রাত্রৌ জাগরণে সদা। ৭। তস্য পুণ্যং প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপেণ চ বোঽগ্রতঃ। তৎ ফলং কোটিতীর্থে তু উজ্জয়িন্যাং মহালয়ে। ৮। বারাণস্যাং কুরুক্ষেত্রে মথুরায়াং ত্রিপুষ্করে। অযোধ্যায়াং প্রয়াগে চ তীর্থে সাগরসঙ্গমে। ৯। সর্ব্বপুণ্যেষু তীর্থেষু দেবতায়তনেষু চ। ক্রতৈর্যজ্ঞাযুতৈস্তত্র ব্রতদানৈশ্চ পুষ্কলৈঃ। ১০। বেদৈরধীতৈর্যৎ পুণ্যং পুরাণৈশ্চাবগাহিতৈঃ। তপোভিশ্চরিতৈঃ পুণ্যং সম্যগাশ্রমপালনৈঃ। ১১। যৎ ফলং মুনিভিঃ প্রোক্তং বেদব্যাসেন পুত্রক। তৎ ফলং জাগরে বিষ্ণোঃ পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ। ১২। হৈমবত্যৈ পুরা প্রোক্তং কৈলাসে শূলপাণিনা। নারদায় পুরা প্রোক্তং ব্রহ্মণা মৎসমীপতঃ। ১৩। অরুণেন বজ্রহস্তায় কথিতং পৃচ্ছতে পুরা। দ্বাদশীজাগরস্যোক্তং ফলং বিপ্রা ময়া চ বঃ। তৎকুরুধ্বং দ্বিজা যূয়ং জাগরং বিষ্ণুবাসরে।১৪। সূত উবাচ। ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণান্ প্রাহ বলিং পৌত্রং স্বকং ততঃ। ত্বমপি শ্রদ্ধয়া পৌত্র কুরু জাগরণং হরেঃ। ১৫। দ্বারকা মনসা ধ্যাতা পাপং বর্ষশতার্জ্জিতম্। কীর্ত্তনাচ্ছত-জন্মোত্থং দহতে নাত্র সংশয়ঃ। ১৬। পাপং জন্ম-সহস্রোত্থং পদমাত্রেণ গচ্ছতাম্। দ্বারকা হরতে নূনং মুক্তিঃ কৃষ্ণস্য দর্শনাৎ। ১৭। ন শক্নোতি যদা গন্তুং দ্বারকাং চৈব মানবঃ। মাহাত্ম্যং পঠনীয়ং তু দ্বারকাসম্ভবং গৃহে। ১৮। দাতব্যং বৈষ্ণবানাং তু শ্রোতব্যং ভক্তিভাবতঃ। দ্বাদশ্যাঞ্চ বিশেষেণ পঠনীয়ং তু জাগরে। ১৯। দ্বারকাসম্ভবং পুণ্যং স সম্প্রাপ্নোতি মানবঃ। প্রসাদাদ্বাসুদেবস্য সত্যং সত্যঞ্চ ভাষিতম্।২০। গৃহে সন্তিষ্ঠতে নিত্যং মথুরা দ্বারকা তথা। অবন্তী চ তথা মায়া প্রয়াগং কুরু-জাঙ্গলম্। ২১। ত্রিপুষ্করং নৈমিষঞ্চ গঙ্গাদ্বারঞ্চ সৌকরম্। চন্দ্রেশঞ্চৈব কেদারং তথা রুদ্রমহালয়ম্। ২২। বস্ত্রাপথং মহাদেবং মহাকালং তথৈব চ। ভূতেশ্বরং ভস্মগাত্রং সোমনাথমুমাপতিম্। ২৩। কোটিলিঙ্গং ত্রিনেত্রঞ্চ দেবং ভুবনেচরম্। দীপেশ্বরং মহানাদং দেবং চৈবাচলেশ্বরম্। ২৪। ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা গৃহে তিষ্ঠন্তি সর্ব্বদা। পিতরো নাগগন্ধর্ব্বা মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ। ২৫। তীর্থানি যানি কানি স্যুরশ্বমেধাদয়ো মখাঃ। কৃষ্ণজন্মাষ্টমীং পৌত্র যঃ করোতি বিশেষতঃ। ২৬। যথা

কস্তূরীমিশ্রিত সকর্পূর চন্দন দ্বারা বিলেপন করিয়া দ্বাদশীদিনে দেবদেবসমীপে রজনী জাগর করে, তাহার পুণ্যফল সংক্ষেপে তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি। কোটিতীর্থ, উজ্জয়িনী, মহালয়, বারাণসী, কুরুক্ষেত্র, মথুরা, ত্রিপুষ্কর, অযোধ্যা, প্রয়াগ এবং সাগরসঙ্গম প্রভৃতি অখিল পুণ্যতীর্থ ও দেবায়তনে যে পুণ্য; অযুত যজ্ঞ, বিপুল দান, ব্রত, সমগ্র বেদাধ্যয়ন ও পুণ্য পুরাণ শ্রবণ, তপশ্চরণ ও আশ্রমপালনে মুনিগণনির্দ্দিষ্ট যে পুণ্য বেদব্যাস পৃথক্ পৃথক্ বর্ণন করিয়াছেন, শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের হরিজাগরে সেই পুণ্যপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! পুরাকালে কৈলাসে হৈমবতীর প্রশ্নে শূলপাণি এ বিষয়ে যেরূপ বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মা আমার সমীপে নারদের নিকট যেরূপ কীর্ত্তন করেন, বজ্রপাণি দেবরাজের জিজ্ঞাসায় অরুণ তাঁহার নিকট যেরূপ বর্ণন করেন, দ্বাদশীজাগরণের ফল অবিকল আমি আপনাদের নিকট তদ্রূপই কীর্ত্তন করিলাম। অতএব হে বিপ্রগণ! আপনারাও বিষ্ণুবাসরে রজনীজাগরণ করুন। সূত কহিলেন,—প্রহ্লাদ বিপ্রগণকে এইরূপ কহিয়াই পুনরায় পৌত্র বলিকে বলিলেন হে পৌত্র! তুমিও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হরির জাগরণ কর। মনে মনে দ্বারকা ধ্যানে শতবর্ষসঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়। এইরূপ দ্বারকার কীর্ত্তনে নিঃসংশয় শতজন্মার্জ্জিত পাপ দগ্ধ হইয়া থাকে।১—১৬। পদমাত্র গমনে দ্বারকা সহস্রজন্মসঞ্চিত পাপ হরণ করেন; আর কৃষ্ণদর্শনে নিঃসন্দেহ মানব মুক্তি পাইয়া থাকে! মানব যখন দ্বারকাগমনে অসমর্থ, তখন গৃহে বসিয়া দ্বারকামাহাত্ম্য পাঠ, বৈষ্ণবগণকে দান এবং ভক্তিপূর্ব্বক মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে। বিশেষতঃ দ্বাদশীদিনে জাগরণ ও কৃষ্ণমাহাত্ম্য অবশ্য পাঠ করিবে। আমি পুনঃপুনঃ সত্য করিয়া কহিতেছি, এইরূপ করিলে মানব বাসুদেবপ্রসাদে দ্বারকাসম্ভূত পুণ্য প্রাপ্ত হইবে। মথুরা, দ্বারকা, অবন্তী, মায়া, প্রয়াগ, কুরুজাঙ্গল, ত্রিপুষ্কর, নৈমিষারণ্য, গঙ্গাদ্বার, শৌকর, চন্দ্রেশ, কেদার, রুদ্র-মহালয়, বস্ত্রাপথ, মহাদেব, মহাকাল, ভূতেশ্বর, ভস্মগাত্র, সোমনাথ, উমাপতি, কোটিলিঙ্গ, ত্রিনেত্র, ভুবনেচর, দীপেশ্বর, মহানাদ, অচলেশ্বর ও ব্রহ্মাদি দেবগণ, সর্ব্বদা দ্বারকাস্মরণকারীর গৃহে নিত্য অবস্থান করেন। বিশেষতঃ হে পৌত্র! যে মানব কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীদিনে উপবাস ও জাগরণ করে, তাহার গৃহে পিতৃগণ,

ভাগবতং শাস্ত্রং তথা ভাগবতো নরঃ। উভয়োরন্তরং নাস্তি হরহর্য্যোস্তথৈব চ ॥ ২৭ ॥ নীলীক্ষেত্রং তু যো যাতি মূলকং ভক্ষয়েত্তু যঃ। নৈবাস্তি নরকোদ্ধারং কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ২৮ ॥ নীলীকর্ম্ম তু যঃ কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণো লোভমোহিতঃ। নাপ্নোতি সুকৃতং কিঞ্চিৎ কুর্য্যাদ্বা রসবিক্রয়ম্ ॥ ২৯ ॥ প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে। অশ্বত্থং ছেদয়েদ্‌যো বৈ একৈকস্মিংশ্চ পর্ব্বণি ॥ ৩০ ॥ মন্বন্তরাণি তাবন্তি রৌরবে বসতির্ভবেৎ। অরিষ্টকাষ্ঠৈর্দৈত্যেন্দ্র কার্য্যং যঃ কুরুতে কচিৎ। ন পূজামর্ঘ্যদানঞ্চ তস্য গৃহ্লাতি ভাস্করঃ ৩১ ॥ ছেদাপকস্য চার্কে তু চ্ছেদকস্য চ দৈত্যজ শতং জন্মানি দারিদ্র্যং জায়তে চ সরোগতা ॥ ৩২ রোপয়েৎ পালয়েদ্‌যো বৈ সূর্য্যবৃক্ষং নরোত্তমঃ সপ্তকল্পং বসেৎ সোঽত্র সমীপে ভাস্করস্য হি ॥ ৩৩ রোপিতৈর্দ্দেববৃক্ষৈস্তু যৎফলং লক্ষকোটিভিঃ স্তগ্রোধবৃক্ষেণৈকেন রোপিতেন ফলং হি তৎ ৩৪ ॥ ধাত্রীদ্রুমেঽপ্যেবমেব ফলং ভবতি রোপিতে তুলসীরোপণে চৈব অধিকং চাপি সুব্রত। অমরত্বঞ্চ তে যান্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৫ ॥ দ্বারকাং কলিকালে তু প্রাতরুত্থায় কীর্ত্তয়েৎ। স সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তঃ স্বর্গং যাতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥ রোহিণীসহিতা যেন দ্বাদশী সমুপোষিতা। মহাপাতকসংযুক্তঃ কল্পান্তে নাকমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৭ ॥ বাসরঃ কো বিনা সূর্য্যং বিনা সোমেন কা নিশা। বিনা বৃক্ষেণ কো গ্রামো দ্বাদশী কিং ব্রতং বিনা ॥ ৩৮ ॥ গৃহঞ্চ নরকং তস্য যমদণ্ডং দ্বিতীয়কম্। ন যত্র পঠতে নিত্যং বিষ্ণোর্নামসহস্রকম্ ॥ ৩৯ ॥ নরকঞ্চ ভবেত্তস্য দ্বিতীয়ং যমশাসনম্। নৈব ভাগবতং যত্র পুরাণং গীয়তে কলৌ। অন্ধকূপেষু ক্ষিপ্যন্তে জ্বলিতেষু হুতাশনে ॥ ৪০ ॥ দ্বিষন্তি যে ভাগবতং ন কুর্ব্বন্তি দিনং হরেঃ। যমদূতৈশ্চ নীয়ন্তে তথা ভূমৌ ভবন্তি তে ॥ ৪১ ॥ বাচ্যমানং ন শৃণ্বন্তি হরেশ্চরিতমুত্তমম্। করপত্রৈশ্চ পীড্যন্তে সুতীব্রের্যমশাসনাৎ ॥ ৪২ ॥ নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে পাপা বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। তেষাং নিরয়পাতস্তু যাবদাভূতসম্প্লবম্ ॥ ৪৩ ॥ গোকোটিতীর্থাদধিকং

নাগ গন্ধর্ব্ব মুনি সিদ্ধ ও চারণগণ, অখিল তীর্থ এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞনিবহও নিত্য প্রতিষ্ঠিত। হর ও হরি এই উভয়ের যেরূপ ভেদ নাই, ভাগবত ও ভগবদ্‌ভক্তেরও তদ্রূপ কোন পার্থক্য নাই। যে মানব নীলিক্ষেত্রে গমন ও মূলক (শালগোম) ভক্ষণ করে, কোটি কল্পকালেও তাহার নরকমুক্তি হয় না। যে দ্বিজ লোভে মোহিত হইয়া নীলিকর্ম্ম কিংবা রস বিক্রয় করে, সে কদাচ সুকৃতলাভে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি বৈষ্ণবের অবমাননা করে, বিশ্বাত্মা বিষ্ণু তাহার প্রতি প্রসন্ন হন না। মানব এক এক পর্ব্বে অশ্বত্থ তরু ছেদন করিয়া তত মন্বন্তর কাল রৌরবে বাস করে। হে দানবরাজ! যে মানব অরিষ্ট কাষ্ঠ দ্বারা কার্য্য করে, ভাস্কর তাহার প্রদত্ত অর্ঘ্য পূজাদি গ্রহণ করেন না। হে দৈত্যতনয়! অর্কবারে কাষ্ঠচ্ছেদনে ছেদানুমন্তা ও ছেদক শতজন্ম দরিদ্র ও রোগযুক্ত হয়। যে নরোত্তম অর্কবৃক্ষ রোপণ ও পালন করেন, সপ্তকল্পকাল তাঁহার সূর্য্যসমীপে বাস হয়। লক্ষকোটি দেবতরু রোপণে যে পুণ্য একটি ন্যগ্রোধ বৃক্ষ রোপণে মানবের সেই পুণ্যপ্রাপ্তি হয়। ধাত্রীতরু রোপণেও পূর্ব্বোক্ত পুণ্য হইয়া থাকে। হে সুব্রত! তুলসীতরুরোপণে ইহা হইতে অধিক ফল হয়। তুলসীরোপণকার্ত্তা অমরত্ব প্রাপ্ত হন, এ বিষয়ে বিচরণা কর্ত্তব্য নহে। কলিকালে যে নর প্রাতরুত্থান করিয়া দ্বারকা কীর্ত্তন করে, সে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হয় এবং নিঃসংশয় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। যে মানব রোহিণীযুক্ত দ্বাদশীতে উপবাস করে, মহাপাতকযুক্ত হইলেও কল্পান্তে দেবলোকে তাহার গতি হয়। যেমন সূর্য্যহীন দিবস দিবস নহে, শশধরশূন্য নিশা নিশা নহে, বৃক্ষবিহীন গ্রাম গ্রাম নহে, তেমনি দ্বাদশীব্রতহীন ব্রত ব্রত বলিয়াই গণ্য হয় না। ।১৭—৩৮। যাহার গৃহে দ্বাদশীব্রত অনুষ্ঠিত হয় না সে গৃহ দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় নরক বলিয়া গণ্য। যে গৃহে নিত্য বিষ্ণুর সহস্র নাম পঠিত হয় না তাহা যেন যমসাশন নরকবৎ প্রতিভাত হয়। কলিকালে যে গৃহে ভাগবত পুরাণ পঠিত হয় না, সেই গৃহবাসীরা অন্ধকূপ ও প্রজ্বলিত হুতাশনে নিক্ষিপ্ত হয়। যাহারা ভাগবতের দ্বেষ করে ও হরিবাসর করে না, তাহারা যমদূত কর্ত্তৃক নীত হয় এবং ভূমিতলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যাহারা বাচ্যমান অত্যুত্তম হরিচরিত শ্রবণ করে না, তাহরা যমশাসনে তীব্র করপত্র দ্বারা পীড়িত হয়। যে সকল পাপমতি মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে, কল্পকাল পর্য্যন্ত তাহাদের নরকে পতন হয়। গোমতীস্নান গো-

স্নানং তত্রাধিকং ভবেৎ। যে পশ্যন্তি মহাপুণ্যাং গোপীচন্দনমৃত্তিকাম্। গঙ্গাস্নানফলং তেষাং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৪৪॥ বৈষ্ণবানাং প্রযচ্ছন্তি গোপীচন্দনমৃত্তিকাম্। যেষাং ললাটে তিলকং গোপীচন্দনসম্ভবম্॥ ৪৫॥ গোপীচন্দনপুণ্ড্রেণ দ্বাদশ্যাং জাগরে কৃতে। বিষ্ণোর্নামসহস্রস্য পাঠেন মুক্তিমাপ্নুয়াৎ॥ ৪৬॥ যে নিত্যং প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানাং তু কীর্ত্তনম্। গোমতীস্মরণং কুর্য্যুঃ কৃষ্ণতুল্যা ন সংশয়ঃ॥ ৪৭॥ যে নিত্যং প্রাতরুত্থায় দ্বারকেতি বদন্তি চ। তীর্থকোটিভবং পুণ্যং লভন্তে চ দিনেদিনে॥ ৪৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দ্বাদশীব্রতাদিমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৯॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ। স্বনামাঙ্কিতপত্রৈস্তু শ্রীপতিং যোঽর্চ্চয়েত বৈ। সপ্তলোকাননুপ্রাপ্য সপ্তদ্বীপাধিপো ভবেৎ॥ ১॥ মাকান্তবৃক্ষপত্রৈস্তু যোঽর্চ্চয়েত সদা হরিম্। পুণ্যং ভবতি তস্যেহ বাজিমেধাযুতং কলৌ॥ ২॥ লক্ষ্মীং সরস্বতীং দেবীং সাবিত্রীং চণ্ডিকাং তথা। পূজয়িত্বা দিবং যান্তি পত্রৈঃ শ্রীবৃক্ষসম্ভবৈঃ॥ ৩॥ তুলস্যা অধিকং প্রোক্তং দলং শ্রীবৃক্ষসম্ভবম্। তস্মান্নিত্যং প্রযত্নেন পূজনীয়ঃ সদাচ্যুতঃ॥ ৪॥ দ্বাদশ্যাং রবিবারেণ শ্রীবৃক্ষমর্চ্চয়ন্তি যে। ব্রহ্মহত্যাদিকৈঃ পাপৈর্ন লিপ্যন্তে কৃতৈরপি॥ ৫॥ যথা করিপদে হস্তান প্রবিশন্তি পদানি চ। তথা সর্ব্বাণি পুণ্যানি প্রবিষ্টানি হরের্দ্দিনে॥ ৬॥ অধ্রুবেণৈব দেহেন প্রতিক্ষণবিনাশিনা। কথং নোপাসতে জন্তুর্দ্বাদশীং জাগরান্বিতাম্॥ ৭॥ অতীতান্ পুরুষান্ সপ্ত ভবিষ্যাংশ্চ চতুর্দ্দশ। নরকাত্তারয়েৎ সর্ব্বাঁল্লোকান্ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তনাৎ। ন তে জীবন্তি লোকেঽস্মিন্ যত্রতত্র স্থিতা নরাঃ॥ ৮॥ দ্বারকায়াং চ সম্প্রাপ্তাস্ত্রিষু লোকেষু বন্দিতাঃ। দ্বারকায়াং প্রকুর্ব্বন্তি যতীনাং ভোজনং স্থিতিম্। গ্রাসেগ্রাসে মখশতং তে লভন্তে ফলং নরাঃ॥ ৯॥ যতীনাং যে প্রযচ্ছন্তি কৌপীনাচ্ছাদিকম্। বসতাং দ্বারকামধ্যে যথাশক্ত্যা তু ভোজনম্। শৃণু পুণ্যং প্রবক্ষ্যামি সমাসেন হি দৈত্যজ॥ ১০॥

কোটিতীর্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যাহারা মহাপুণ্য গোপীচন্দন মৃত্তিকা দর্শন ও বৈষ্ণবগণকে দান করে, তাহাদের গঙ্গাস্নানের ফল হয়, সংশয় নাই। যাহার ললাটে গোপীচন্দনকৃত তিলক বিরাজিত, যে দ্বাদশীদিনে জগরণ ও গোপীচন্দনকৃত তিলক ধারণ এবং বিষ্ণুর সহস্রনাম পাঠ করে, তাহার মুক্তিলাভ হয়। যাহারা প্রাতরুত্থান করিয়া নিত্য বৈষ্ণবগণের নামকীর্ত্তন ও গোমতীস্নান করে, তাহারা কৃষ্ণতুল্য, সংশয় নাই। যে সকল মানব প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া নিত্য দ্বারকানাম উচ্চারণ করে, প্রতিদিন তাহাদের কোটিতীর্থসমুদ্ভূত পুণ্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৩৯—৪৮।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৯।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—যে মানব কৃষ্ণনামাঙ্কিত কৃষ্ণ তুলসী দ্বারা শ্রীপতির পূজা করে, সপ্তলোকপ্রাপ্তির পর সে সপ্তদ্বীপের অধিপ হয়। কলিকালে যে মানব তুলসীপত্র দ্বারা সতত হরির অর্চ্চনা করে, তাহার অযুত বাজিমেধের পুণ্যলাভ হয়। মানব শ্রীবৃক্ষপত্র-দ্বারা লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী এবং দেবী চণ্ডিকার পূজা করিয়া স্বর্গে গমন করে। বিল্বদল তুলসী হইতেও শ্রেষ্ঠ কথিত হয়, অতএব মানব সর্ব্বপ্রযত্নে বিল্বদল দ্বারা অচ্যুতের নিত্য অর্চ্চনা করিবে। যাহারা রবিবারযুক্ত দ্বাদশীতে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে, তাহারা ব্রহ্মহত্যাদি পাপে কদাচ লিপ্ত হয় না। করীর পদচিহ্নে যেমন অন্যান্য জীবগণের পদচিহ্ন প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ অখিল পুণ্য হরিবাসরে প্রবেশ করিয়া থাকে। এ দেহ অনিশ্চিত, প্রতিক্ষণেই ইহার বিনাশ সম্ভবপর; অতএব জীব কেন দ্বাদশীতে জাগরণরূপ উপাসনা করে না? মানব কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া অতীত সপ্ত ও ভাবী চতুর্দ্দশ পুরুষ নরক হইতে উদ্ধার করে। জীবগণ যে স্থানেই বাস করুক না কেন, ইহলোকে সর্ব্বত্রই তাহারা বিনাশশীল; কিন্তু দ্বারকাগমনে নরগণ ত্রিলোকবন্দিত হয়। যে সকল মানব দ্বারকায় যতিগণকে ভোজনদান করে, গ্রাসে গ্রাসে, তাহারা শতযজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে। ১—৯। দ্বারকাবাসী যতিগণকে যথাশক্তি কৌপীন ও আচ্ছাদনাদি দান করিলে যে পুণ্য হয়, হে দৈত্যজ

কোটিভির্বেদবিদ্বিজৈর্গয়ায়াং পিতৃবৎসলৈঃ। ভোজিতৈর্যৎ সমাপ্নোতি তৎফলং দৈত্যনায়ক ॥ ১১ ॥ একস্মিন্ ভোজিতে পৌত্র ভিক্ষুকে ফলমীদৃশম্। দাতব্যং ভিক্ষুকে চান্নং কুর্য্যাত্মবিক্রয়ম্ ॥ ১২ ॥ ধন্যাস্তে যতয়ঃ সর্ব্বে যে বসন্তি কলৌ যুগে। কৃষ্ণমাশ্রিত্য দৈত্যেন্দ্র দ্বারকায়াং দিনে-দিনে ॥ ১৩ ॥ প্রাণিনো যে মৃতাঃ কেচিদ্দ্বারকাং কৃষ্ণসন্নিধৌ। পাপিনস্তৎ পদং যান্তি ভিত্বা সূর্য্যস্য মণ্ডলম্ ॥ ১৪ ॥ দ্বারকাচক্রতীর্থে যে নিবসন্তি নরোত্তমাঃ। তেষাং নিবারিতাঃ সর্ব্বে যমেন যমকিঙ্করাঃ ॥ ১৫ ॥ স্নাত্বা পশ্যন্তি গোমত্যাং কৃষ্ণং কলিমলাপহম্। ন তেষাং বিষয়ে যূয়ং ন চাস্মদ্বিষয়ে তু তে ॥ ১৬ ॥ অপি কীটাঃ পতঙ্গা বা বৃক্ষা বা যে তদাশ্রিতাঃ। যান্তি তে কৃষ্ণসদনং সংসারে ন পুনর্হি তে ॥ ১৭ ॥ কিং পুনর্দ্বিজবর্য্যাশ্চ ক্ষত্রিয়াশ্চ বিশেষতঃ। ত্রিবর্ণপূজাসংযুক্তাঃ শূদ্রাস্তত্র নিবাসিনঃ ॥ ১৮ ॥ গীতাং পঠন্তি কৃষ্ণাগ্রে কার্ত্তিকং সকলং দ্বিজাঃ। একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ ॥ ১৯ ॥ ত্রিরাত্রেণাপি কৃচ্ছ্রেণ তথা চান্দ্রায়ণেন চ। যাবকৈস্তপ্তকৃচ্ছ্রাদ্যৈঃ পক্ষমাসমুপোষণৈঃ ॥ ২০ ॥ ক্ষপয়ন্তি চ যে মাসং কার্ত্তিকং ব্রতচারিণঃ। স্নাত্বা বৈ গোমতীনীরে তথা বৈ রুক্মিণীহ্রদে ॥ ২১ ॥ শঙ্খচক্রগদাহস্তাঃ কৃষ্ণরূপা ভবন্তি তে। উপোষ্যৈকাদশীং শুদ্ধাং দশমীসঙ্গবর্জ্জিতাম্ ॥ ২২ ॥ শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্তি দ্বাদশ্যাং চক্রতীর্থে চ নির্ম্মলে। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা চ মধুপায়সসর্পিষা ॥ ২৩ ॥ সন্তর্প্য বিধিবদ্ভক্ত্যা শক্ত্যা দত্বা তু দক্ষিণাম্। গোভূহিরণ্যবাসাংসি তাম্বূলঞ্চ ফলানি চ ॥ ২৪ ॥ উপানহৌ ছত্রমুমং জলপূর্ণা ঘটাস্তথা। পক্কান্নসংযুতাঃ শুভ্রাঃ সকলা দক্ষিণান্বিতাঃ ॥ ২৫ ॥ এবং যঃ কুরুতে সম্যক্ কৃষ্ণমুদ্দিশ্য কার্ত্তিকে। মার্কণ্ডেয়-সমা প্রীতিঃ পিতৃণাং জায়তে ধ্রুবম্ ॥২৬॥ কৃষ্ণস্য ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং তুষ্টির্ভবতি চাক্ষয়া ॥ ২৭ ॥ যে কার্ত্তিকে পুণ্যতমা মনুষ্যাস্তিষ্ঠন্তি মাসং ব্রতদানযুক্তাঃ। রথাঙ্গতীর্থে কৃতপূতগাত্রাস্তে যান্তি পুণ্যং পদমব্যয়ঞ্চ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চক্রতীর্থস্নানদানশ্রাদ্ধাদিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

সংক্ষেপে তোমার নিকট সে পুণ্য বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে দৈত্যনায়ক! গয়ায় কোটি কোটি বেদবিৎ পিতৃবৎসল দ্বিজকে ভোজনাদি দানে যে ফল, দ্বারকায় একটীমাত্র যতি ভিক্ষুককে ভোজন করাইলে সেই ফল হয়। অতএব হে পৌত্র! আত্মবিক্রয় করিয়াও দ্বারকায় ভিক্ষুককে অন্নদান করিবে। হে দানবেন্দ্র! কলিকালের যে সকল যতি কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া সতত দ্বারকায় বাস করেন, তাঁহারা ধন্য। যে সকল পাপী দ্বারকায় কৃষ্ণসান্নিধানে তনুত্যাগ করে, তাহারা সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া কৃষ্ণপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে নরোত্তমগণ দ্বারকার চক্রতীর্থে বাস করেন, যমকিঙ্করগণকে তাঁহাদের নিকট গমন করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন। তিনি আরও বলেন,—যাহারা গোমতী স্নানান্তে কলিমলাপহ কৃষ্ণকে অবলোকন করে, কিঙ্করগণ! তাহারা আমাদের অধিকার-বহির্ভূত, তোমরা তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিও না। দ্বিজবর্য্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ত্রিবর্ণসেবক শূদ্রের ত' কথাই নাই, দ্বারকাশ্রিত কীট, পতঙ্গ ও বৃক্ষগণও কৃষ্ণসদনে গমন করে, কদাচ তাহাদের পুনরায় সংসারে আগমন হয় না। দ্বারকাবাসী দ্বিজগণ কার্ত্তিকমাসে কৃষ্ণ-সম্মুখে গীতা পাঠ করিবেন, একভক্ত ও নক্তাহারী হইবেন,—অযাচিত অন্নাদি দ্বারা জীবন যাপন করিবেন এবং ত্রিরাত্র, কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ, যাবক-ভোজন, তপ্তকৃচ্ছ্র ও পক্ষমাস উপবাস করিবেন। যে সকল ব্রহ্মচারী এইরূপে সমস্ত কার্ত্তিকমাস অতিবাহিত করেন এবং নিত্য গোমতী নীরে ও রুক্মিণী-হ্রদে স্নান করেন, তাঁহারা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মহস্ত কৃষ্ণরূপী হইয়া থাকেন। দশমীসম্পর্কশূন্য শুদ্ধ একাদশীতে উপবাস করিয়া মানবগণ নির্ম্মল চক্রতীর্থে শ্রাদ্ধ করিবে, মধু পায়স ও ঘৃতদ্বারা দ্বিজগণকে ভোজন করাইবে, ভক্তিপূর্ব্বক যথাশক্তি পিতৃদেবগণের তর্পণ ও দক্ষিণা দান করিবে। গো, ভূ, হিরণ্য, বস্ত্র, তাম্বূল, ফল, পাদুকা, ছত্র, জলপূর্ণ ঘট ও ফলদক্ষিণান্বিত শুভ্র পক্কান্ন দান করিবে। যে মানব কৃষ্ণ-উদ্দেশে সমস্ত কার্ত্তিকমাস এইরূপ করে, তদীয় পিতৃগণের তত্তুল্য প্রীতি জন্মে এবং ত্রিদশগণের সহিত কৃষ্ণের অক্ষয় তৃপ্তি হয়। যে সকল পূতচেতা মানব সমগ্র কার্ত্তিকমাস রথাঙ্গতীর্থে ব্রতদানযুক্ত হয়, তাহারা বিশুদ্ধ দেহ লাভ করিয়া অব্যয় পুণ্যলোকে গমন করিয়া থাকে।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪০। ১০—২৮।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ। ধন্যাস্তু নরলোকাস্তে গোমত্যাং তু কৃতোদকাঃ। পূজয়িষ্যন্তি যে কৃষ্ণং কেতকীতুলসীদলৈঃ॥ ১॥ ন তেষাং সম্ভবোঽস্তীহ ঘোরসংসারগহ্বরে। তেষাং মৃত্যুঃ পুনর্নাস্তি হ্যমরত্বং হি তে গতাঃ॥ ২॥ অন্যত্র বৈ যতীনান্তু কোটীনাং যৎফলং ভবেৎ। দ্বারকায়াস্তু চৈকেন ভোজিতেন ততোঽধিকম্॥ ৩॥ অতীতং বর্ত্তমানঞ্চ ভবিষ্যদ্যচ্চ পাতকম্। নির্দ্দহেন্নাস্তি সন্দেহো দ্বারকা মনসা স্মৃতা॥ ৪॥ আহ্বা কলিযুগে ঘোরে হাহাভূতমচেতনম্। দ্বারকাং যে ন মুঞ্চন্তি কৃতার্থাস্তে নরোত্তমাঃ॥ ৫॥ মৃতানাং যত্র জন্তূনাং শ্বেতদ্বীপে স্থিতিঃ সদা॥ ৬॥ অগ্নিষাত্তা বর্হিষদ আজ্যপাঃ সোমপাশ্চ যে। একবিংশতিঃ পিতৃগণা দ্বারকায়াং বসন্তি তে॥ ৭॥ পুষ্করাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা। কুরুক্ষেত্রাদিক্ষেত্রাণি কাশ্যাদীন্যূষরাণি চ॥ ৮॥ গয়াদিপিতৃতীর্থানি প্রভাসাদ্যানি যানি চ। স্থানানি যানি পুণ্যানি গ্রামাশ্চ নিবসন্তি বৈ॥ ৯॥ কাশ্যাদিপুর্য্যো যা নিত্যং নিবসন্তি কলৌ যুগে। নিত্যং কৃষ্ণস্য সদনে পাপিনাং মুক্তিদে সদা॥ ১০॥ বৈশাখশুক্লদ্বাদশ্যাং প্রবোধিন্যাং বিশেষতঃ। বৈশাখ্যাং দৈত্যশার্দ্দূল কল্পাদিষু যুগাদিষু॥ ১১॥ চন্দ্রসূর্য্যোপরাগেষু মন্বাদিষু ন সংশয়ঃ। ব্যতীপাতেষু সংক্রান্তৌ বৈধৃতৌ দৈত্যনায়ক॥ ১২॥ তিলোদকং চ যদ্দত্তং তৎস্থলে পিতৃভক্তিতঃ। তৎসর্ব্বমক্ষয়ং প্রোক্তং গোমত্যাং স্নানপূর্ব্বকম্॥ ১৩॥ যেঽত্র শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বন্তি পিণ্ডদানপুরঃসরম্। তেষামত্রাক্ষয়া তৃপ্তিঃ পিতৃণামুপজায়তে॥ ১৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গোমতীস্নানকৃষ্ণপূজনযতিভোজনদানশ্রাদ্ধাদিসৎফলবর্ণনং নামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪১॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ। বৃষোৎসর্গং করিষ্যন্তি বৈশাখ্যাং চৈব কার্ত্তিকে। দ্বারকায়াং পিশাচত্বং মুক্ত্বা যান্তি পিতামহাঃ॥ ১॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ। এবংবিধানি পাপানি কৃত্বা চৈব গুরূণ্যপি॥ ২॥ স্নানমাত্রেণ গোমত্যাং শ্রীকৃষ্ণস্য চ দর্শনাৎ। বিলয়ং যান্তি দৈত্যেন্দ্র

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—যাহারা গোমতীজলে উদকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া কেতকীকুসুম ও তুলসীদল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করে, তাহারা ধন্য; কেননা, ঘোর সংসার-সাগরে তাহাদিগকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, মৃত্যুর হস্ত হইতে তাহারা পরিত্রাণ পায় এবং অমরত্ব লাভ করে। অন্যতীর্থে কোটিসংখ্যক যতি ভোজন করাইলে যে ফল, দ্বারকায় একটীমাত্র ভোজন করাইলে ততোধিক ফল হইয়া থাকে। মনে মনেও দ্বারকা তীর্থ স্মরণ করিলে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান পাপ ভস্মীভূত হয়; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'কলিকালে জীবজন্তু জ্ঞানশূন্য হইয়া হাহাকার করিবে।' ইহা জানিয়া যাহারা দ্বারকাবাস পরিত্যাগ করে না, তাহারাই কৃতার্থ শ্রেষ্ঠ নর। দ্বারকায় মৃত-প্রাণীদিগের সর্ব্বদা শ্বেতদ্বীপে বাস হয়, অগ্নিষাত্ত, বর্হিষদ, আজ্যপ, সোমপ প্রভৃতি একবিংশতি পিতৃপুরুষ সেই দ্বারকা তীর্থেই অবস্থান করেন। পুষ্করাদি তীর্থ, গঙ্গাদি সরিৎ, কুরুক্ষেত্রাদি ক্ষেত্র, কাশী প্রভৃতি উষর, গয়াদি পিতৃতীর্থ; এবং প্রভাসাদি যে সকল তীর্থ ও গ্রাম আছে, এ সমুদয় কলিযুগে সর্ব্বদাই মুক্তিদায়ক কৃষ্ণক্ষেত্র দ্বারকায় বাস করিয়া থাকে। বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশী, প্রবোধিনী, বৈশাখী পূর্ণিমা, কল্পাদি, যুগাদি, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ মন্বাদি, ব্যতীপাত, সংক্রান্তি ও বৈধৃতিতে, পিতৃভক্তিবশতঃ গোমতীতে স্নান করিয়া দ্বারকায় যাহা প্রদত্ত হয়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। যাহারা পিণ্ডদানপুরঃসর দ্বারকাতীর্থে শ্রাদ্ধবিধান করে, তাহাদের পিতৃগণের অক্ষয় য়।১—১৪।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪১।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—যাহারা বৈশাখী পূর্ণিমায় ও কার্ত্তিকমাসে দ্বারকায় বৃষোৎসর্গ করে, তাহাদের পিতামহগণ পিশাচত্বমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, গুর্ব্বঙ্গনাগমন প্রভৃতি কোটিকল্পকৃত গুরুতর পাপ সকলও গোমতীতে স্নান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শনমাত্রে বিলয়প্রাপ্ত

কল্পকোটিকৃতান্যপি ॥ ৩ ॥ রুক্মিণীং যে প্রপশ্যন্তি ভক্তিযুক্তাঃ কলৌ নরাঃ। পুরীং প্রদক্ষিণাং কৃত্বা জপ্ত্বা নামসহস্রকম্ ॥ ৪ ॥ প্রদক্ষিণীকৃতং সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং নাত্র সংশয়ঃ। মহাদানৈস্তু চান্যত্র যৎফলং পরিকীর্ত্তিতম্। দ্বারকায়াং তু রুক্মিণ্যাং দৃষ্টায়াং জায়তে তদা ॥ ৫ ॥ দ্বাদশীবাসরে প্রাপ্তে মাহাত্ম্যং দ্বারকাভবম্। পঠতে সন্নিধৌ বিষ্ণোঃ শৃণু বক্ষ্যামি তৎফলম্ ॥ ৬ ॥ সর্ব্বেষু চৈব লোকেষু কামচারী বিরাজতে। পদ্মবর্ণেন যানেন কিঙ্কিণীজালমালিনা ৭ ॥ দিব্যশ্বেতাশ্বযুক্তেন কামগেন যথাসুখম্। আভূতসম্প্লবং যাবৎ ক্রীড়তেঽপ্সরসাং গণৈঃ ॥ ৮ ॥ কৃতকৃত্যশ্চ ভবতি কল্পকোটিসমন্বিতঃ। যথা নির্ম্মথনাদগ্নিঃ সর্ব্বকাষ্ঠেষু দৃশ্যতে। তথা চ দৃশ্যতে ধর্ম্মো দ্বাদশীসেবনান্নরে ॥ ৯ ॥ অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি পিতৃভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্। অপি স্যাৎ স কুলেঽস্মাকং গোমত্যাং শ্রদ্ধয়া নরঃ। স্নাত্বা সম্পূজ্য কৃষ্ণং চ শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ সপিণ্ডকম্ ॥ ১০ ॥ অপি স্যাৎ স কুলেঽস্মাকং গোমত্যুদধিসঙ্গমে। স্নাত্বা পশ্যতি যঃ কৃষ্ণমস্মাকং তারণায় বৈ ॥ ১১ ॥ অপি স্যাৎ স কুলেঽস্মাকং যঃ শ্রুত্বা ব্রাহ্মণাননাৎ। দ্বারকামাহাত্ম্যমিদং পূজয়িষ্যতি ভক্তিতঃ ॥ ১২ ভবিষ্যতি কুলেঽস্মাকং যো গচ্ছেদ্দ্বারকাং পুরীম্। সম্প্রাপ্য দ্বাদশীং শুদ্ধাং যঃ করিষ্যতি জাগরম্ ॥ ১৩ ॥ ভবিষ্যতি কুলেঽস্মাকং পুত্রো বা দুহিতা তথা। স্তবন্নামসহস্রং তু কৃষ্ণস্যাগ্রে পঠিষ্যতি ॥ ১৪ ॥ অপি স্যাৎ স কুলেঽস্মাকং ভবিষ্যতি ধৃতব্রতঃ। গোপীচন্দনদানেন যস্তোষয়তি বৈষ্ণবান্ ॥ ১৫ ॥ অপি স্যাৎ স কুলেঽস্মাকং বৈষ্ণবানাং তু সন্নিধৌ। দ্বারকায়াশ্চ মাহাত্ম্যং পঠিষ্যতি জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥ ভবিষ্যতি কুলেঽস্মাকং মাহাত্ম্যং দ্বারকাভবম্। লিখিত্বা কৃষ্ণতুষ্ট্যর্থং স্বগৃহে ধারয়িষ্যতি ॥ ১৭ ॥ স্বর্ণদানং চ গোদানং ভূমিদানং তথৈব চ। যাবজ্জীবং ভবেদত্তং যনেদ ধারিতং কলৌ ॥১৮॥ তপ্তকৃচ্ছ্রং মহাকৃচ্ছ্রং মাসোপোষণমেব চ। যাবজ্জীবং কৃতং তেন যেনেদং শ্রাবিতং কলৌ ॥ ১৯ ॥ প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি পাপানাং নাশনায় বৈ। দ্বারকায়াশ্চ মাহাত্ম্যং যেন বিস্তারিতং কলৌ ॥ ২০ ॥ তাবত্তিষ্ঠন্তি পুরুষে ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ। যাবন্ন লিখতে জন্তুর্ম্মাহাত্ম্যং দ্বারকাভবম্ ॥

হয়। কলিযুগে যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক দ্বারকাপুরী প্রদক্ষিণ ও বিষ্ণুর সহস্র নাম জপ করিয়া রুক্মিণী-দেবীকে দর্শন করে, নিঃসংশয় তাহাদের ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করা হয়। অন্যত্র মহাদানে যে ফল, দ্বারকায় রুক্মিণীদর্শনে সেই ফল হইয়া থাকে। দ্বাদশীবাসরে বিষ্ণুসমীপে দ্বারকামাহাত্ম্য পাঠ করিলে যে ফল হয়, বলিতেছি শ্রবণ কর। বিষ্ণু-সমীপে দ্বারকামাহাত্ম্যপাঠকারী ব্যক্তি পদ্মবর্ণ কিঙ্কিণীজালমালী দিব্য শ্বেতাশ্বযুক্ত কামগামী বিমানে কামচারী হইয়া যথাসুখে বিচরণ করে; আপ্রলয় কাল অপ্সরোগণের সহিত ক্রীড়া করে, এবং কোটি-কল্পকাল কৃতকৃত্য থাকে। মন্থন করিলে যেমন সকল কাষ্ঠেই অগ্নি দেখা যায়, তদ্রূপ দ্বাদশীসেবনে নরে ধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতঃপর পিতৃগণের বিলাপ-বাক্য বলিতেছি। পিতৃগণ বলেন—হায়! এরূপ পুত্র কি আমাদের কুলে জন্মিবে,—যে শ্রদ্ধাসহকারে গোমতীতে গিয়া স্নান ও কৃষ্ণদর্শন করিয়া সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ প্রদান করিবে! এরূপ সন্তান কি আমাদের হইবে,—যে গোমত্যুদধিসঙ্গমে স্নান করিয়া কৃষ্ণ দর্শন করিবে! যে পুত্র ব্রাহ্মণপ্রমুখাৎ দ্বারকা-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া দেবপূজা করিবে, এমন পুত্রকি আমাদের বংশে হইবে! এরূপ পুত্র আমা-দের কুলে হয়—যে দ্বারকাপুরীতে গমন করিয়া স্নানান্তে দ্বাদশীতে জাগরণ করিতে পারে। যে স্তব করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে সহস্র নাম পাঠ করিবে, এরূপ পুত্র বা দুহিতা আমাদের কুলে কি হইবে? হায়! এরূপ পুত্র আমাদের বংশে কবে জন্মিবে,—যে ধৃতব্রত হইয়া গোপীচন্দন দানে বৈষ্ণবগণকে তোষিত করিবে? আমাদের অন্বয়ে এরূপ সন্তান উৎপন্ন হয়—যে জিতেন্দ্রিয় হইয়া বৈষ্ণবসকাশে দ্বারকামাহাত্ম্য পাঠ করিবে। এরূপ পুত্র আমাদের জন্মে—যে কৃষ্ণতুষ্টির জন্য দ্বারকামাহাত্ম্য পুস্তকাকারে লিখিয়া গৃহে রাখিয়া দেয়। যেজন কলিতে দ্বারকামাহাত্ম্য লিখিয়া গৃহে রাখিয়া দেয়, তাহার যাবজ্জীবন স্বর্ণদান, গোদান ও ভূমিদান করা হয়। ১—১৮। যে জন দ্বারকামাহাত্ম্য শ্রবণ করায়, তাহার যাবজ্জীবন তপ্ত-কৃচ্ছ্র, মহাকৃচ্ছ্র ও মাসোপবাস করা হয় কলিতে যে জন দ্বারকামাহাত্ম্য খ্যাপন করে, পাপনাশের জন্য তাহার প্রায়শ্চিত্ত করার কার্য্য হয়। যাবৎ দ্বারকামাহাত্ম্য লিখিয়া রাখা না হয়, তাবৎ পুরুষে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ অবস্থান করে। যে জন দ্বারকামাহাত্ম্য গৃহে লিখিয়া রাখিয়াছে, তাহার সর্ব্ব-

২১। দানৈঃ সর্ব্বৈশ্চ কিং তস্য সর্ব্বতীর্থাবগাহনৈঃ। দ্বারকায়াশ্চ মাহাত্ম্যং যেনেদং লিখিতং গৃহে। ২০। সর্ব্বদুঃখপ্রশমনং সর্ব্বকার্য্যপ্রসাধনম্। চতুর্ব্বর্গপ্রদং নিত্যং হরিভক্তিবিবর্দ্ধনম্। ২৩। ন চাধির্ভবতে নূনং যাম্যং তস্য ভয়ং নহি। মাহাত্ম্যং পঠ্যতে যত্র দ্বারকায়াঃ সমুদ্ভবম্। ২৪। লিখিতং তিষ্ঠতে যস্য গৃহে তত্তীর্থমেব চ। বলাচ্ছৃণুষ্ব মাহাত্ম্যং দ্বারকায়াঃ সমুদ্ভবম্। ২৫। বিধিমন্ত্রক্রিয়াহীনাং পূজাং গৃহ্লাতি কেশবঃ। মাহাত্ম্যং তিষ্ঠতে নিত্যং লিখিতং যস্য বেশ্মনি। ন তস্যাগঃসহস্রৈস্তু কৃতৈর্লিপ্যতি মানবঃ। ২৬। যঃ পঠেচ্ছৃণুতে বাপি মাহাত্ম্যং দ্বারকাভবম্। ন ভবেদ্ভূতবৈকল্যং ধর্ম্মবৈকল্যমেব চ। ২৭। যঃ স্মরেৎ প্রাতরুত্থায় মাহাত্ম্যং দ্বারকাভবম্। দ্বাদশীনাঞ্চ সর্ব্বাসাং যচ্চোক্তং লভতে ফলম্। ২৮। ত্রিদশৈঃ পূজ্যতে নিত্যং বন্দ্যতে সিদ্ধচারণৈঃ। মাহাত্ম্যং পঠতে যো বৈ দ্বারকায়াঃ সমুদ্ভবম্। ২৯। দ্বারকা বসতে যত্র তত্র বিষ্ণুঃ সনাতনঃ। তত্র তীর্থানি সর্ব্বাণি সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। যজ্ঞা বেদাশ্চ ঋষয়স্ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। ৩০। শক্যো হি দ্বারকাং গন্তুং মানবো ন হি পুত্রক। কৃষ্ণদর্শনজং পুণ্যং মাহাত্ম্যং পঠতো ভবেৎ। ৩১। সত্যং শৌচং শ্রুতং বিত্তং সুশীলং চ ক্ষমার্জ্জবম্। সর্ব্বং চ নিষ্ফলং তস্য মাহাত্ম্যং ন শৃণোতি যঃ। ৩২। ষণ্মাসে চ ভবেৎ পুত্রো লক্ষ্মীশ্চৈব বিবর্দ্ধতে। তস্য যঃ শৃণুতে ভক্ত্যা মাহাত্ম্যং দ্বারকাভবম্। ৩৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে দুর্ব্বাসোৎসর্গাদিক্রিয়াকরণদ্বারকামাহাত্ম্যশ্রবণাদিফলবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪২।

দান ও তীর্থাবগাহনে প্রয়োজন কি? এই দ্বারকামহাত্ম্য সর্ব্ব দুঃখপ্রশমন, সর্ব্বকার্য্যপ্রসাধন, চতুর্ব্বর্গকারণ এবং হরিভক্তিবিবর্দ্ধন। যেখানে দ্বারকামাহাত্ম্য পঠিত হয়, সেখানে ব্যাধিভয় ও যমভয় থাকে না। যে গৃহে দ্বারকামাহাত্ম্য লিখিত থাকে, সেই গৃহ তীর্থস্বরূপ। নিশ্চিতরূপে সকলের দ্বারকামাহাত্ম্য শ্রবণ করা উচিত। যাহার গৃহে দ্বারকামাহাত্ম্য লিখিত আছে, কেশব তাহার বিধিমন্ত্রক্রিয়াহীন পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে দ্বারকামাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করে, সে সহস্র পাপ করিলেও ঐ পাপে লিপ্ত হয় না। যে প্রাতঃকালে উঠিয়া দ্বারকামাহাত্ম্য স্মরণ করে, কদাচ তাহার ভূতবৈকল্য ও ধর্ম্মবৈকল্য হয় না। যে দ্বারকামাহাত্ম্য পাঠ করে, সে সর্ব্বদ্বাদশীর ফল প্রাপ্ত হয়—ত্রিদশপূজিত হয়, এবং সিদ্ধচারণগণের নিত্য বন্দনীয় হয়। যেখানে দ্বারকার অবস্থান, সেখানে সনাতন বিষ্ণু, সর্ব্বতীর্থ, সবাসব সর্ব্ব দেবতা, যজ্ঞ, বেদ, ঋষি এবং সচরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্যই অবস্থিতি করে। কৃষ্ণদর্শনজনিত পুণ্য ও দ্বারকামাহাত্ম্য শ্রবণ ব্যতিরেকে কোন মানবই দ্বারকাগমনে সক্ষম হয় না। সত্য, শৌচ, শ্রুত, বিত্ত, উত্তম শীল, ক্ষমা ও আর্জ্জব,—যে দ্বারকামাহাত্ম্য শ্রবণ করে না, তাহার এ সমস্তই বৃথা। যে ব্যক্তি ষণ্মাসকাল দ্বারকামাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহার পুত্র ও লক্ষ্মী লাভ হয়। ১৯—৩৩।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪২।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

প্রহ্লাদ উবাচ। সাবিত্রীং চ ভবানীং চ দুর্গাং চৈব সরস্বতীম্। যোঽর্চ্চয়েত্তুলসীপত্রৈঃ সর্ব্বকামসমন্বিতঃ। ১। গৃহীত্বা তুলসীপত্রং ভক্ত্যা বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ। অর্চ্চিতং তেন সকলং সদেবাসুরমানুষম্। ২। চতুর্দ্দশ্যাং মহেশানং পৌর্ণমাস্যাং পিতামহম্। যেঽর্চ্চয়ন্তি চ সপ্তম্যাং তুলস্যা চ গণাধিপম্। ৩। শঙ্খোদকং তীর্থবরাদ্বরিষ্ঠং পাদোদকং তীর্থবরাদ্বরিষ্ঠম্। নৈবেদ্যশেষং ক্রতুকোটিতুল্যং নির্ম্মাল্যশেষং ব্রতদানতুল্যম্। ৪। মুকুন্দাশনশেষং তু যো ভুনক্তি দিনে দিনে। সিক্থে সিক্থে ভবেৎ পুণ্যং চান্দ্রায়ণশতাধিকম্। ৮। নৈবেদ্যশেষং তুলসীবিমিশ্রং বিশেষতঃ পাদ-

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ কহিলেন।—যে জন তুলসীদল দ্বারা সাবিত্রী, ভবানী, দুর্গা ও সরস্বতীর অর্চ্চনা করে, সে সর্ব্বকামসমন্বিত হয়। তুলসীপত্র গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তির সহিত বিষ্ণুপূজা করিলে সদেবাসুর-মানুষ সকলেরই অর্চ্চনা করা হয়। তুলসীদল দ্বারা চতুর্দ্দশীতে মহেশের, পৌর্ণমাসীতে পিতামহের এবং সপ্তমীতে গণাধিপের পূজা করিলেও উক্ত ফলই লাভ হয়। শঙ্খোদক তীর্থবর হইতেও বরিষ্ঠ, পাদোদকও তথাবিধ, নৈবেদ্যশেষ কোটিক্রতুতুল্য এবং নির্ম্মাল্যশেষ ব্রতদানতুল্য হয়। যে জন প্রতিদিন মুকুন্দাশনশেষ ভোজন করে, গ্রাসে গ্রাসে তাহার শত চান্দ্রা-

জলেন বিষ্ণোঃ। যোহশ্নাতি নিত্যং পুরুষো মুরারেঃ প্রাপ্নোতি যজ্ঞাযুতকোটি পুণ্যম্॥ ৩॥ যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাম্। তেনৈব পিণ্ডাৎ স্তুতিলৈ-র্বিমিশ্রাদাকল্পকোটিং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ॥ ৭॥ স্নানার্চ্চনক্রিয়াকালে ঘণ্টাবাদ্যং করোতি যঃ। পুরতো বাসুদেবস্য গবাং কোটিফলং লভেৎ॥ ৮॥ সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা কেশবস্য সদা প্রিয়া। বাদনাল্লভতে পুণ্যং যজ্ঞকোটিফলং নরঃ॥ ৯॥ বাদিত্রাণামভাবে তু পূজাকালে চ সর্ব্বদা। ঘণ্টাবাদ্যং নরৈঃ কার্য্যং সর্ব্ববাদ্যময়ী যতঃ॥ ১০॥ তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতং চন্দনং যচ্ছতে হরেঃ। নির্দ্দহেৎ পাতকং সর্ব্বং পূর্ব্বজন্মশতার্জ্জিতম্॥ ১১॥ দদাতি পিতৃপিণ্ডেষু তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্। পিতৃণাং জায়তে তৃপ্তির্গয়াশ্রাদ্ধেন বৈ তথা॥ ১২॥ সর্ব্বেষামেব দেবানাং তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্। পিতৃণাঞ্চ বিশেষেণ সদাভীষ্টং হরেঃ কলৌ॥ ১৩॥ হরের্ভাগবতা ভূত্বা তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্। নার্পয়ন্তি সদা বিষ্ণোর্ন তে ভাগবতাঃ কলৌ॥ ১৪॥ শরীরং দহ্যতে যস্য তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা। নীয়মানো যমেনাপি বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ১৫॥ যদ্যেকং তুলসীকাষ্ঠং মধ্যে কাষ্ঠস্য যস্য হি। দাহকালে ভবেন্মুক্তঃ পাপকোটিশতাযুতৈঃ॥ ১৬॥ দহ্যমানং নরং দৃষ্ট্বা তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা। জন্মকোটিসহস্রৈস্তু তোষিতস্তৈর্জ্জনার্দ্দনঃ॥ ১৭॥ দহ্যমানং নরং সর্ব্বে তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা। বিমানস্থাঃ সুরগণাঃ ক্ষিপন্তি কুসুমাঞ্জলীন্॥ ১৮॥ নৃত্যন্ত্যোহপ্সরসো হৃষ্টা গীতং গায়ন্তি সুস্বরম্। জ্বলতে যত্র দৈত্যেন্দ্র তুলসীকাষ্ঠপাবকঃ॥ ১৯॥ কুরুতে বীক্ষণং বিষ্ণুঃ সন্তুষ্টঃ সহ শম্ভুনা॥ ২০॥ গৃহীত্বা তং করে শৌরিঃ পুরুষং স্বয়মগ্রতঃ। মার্জ্জতে তস্য পাপানি পশ্যতাং ত্রিদিবৌকসাম্। মহোৎসবং চ কৃত্বা তু জয়শব্দপুরঃসরম্॥ ২১॥ সূত উবাচ। প্রহ্লাদেনোদিতং শ্রুত্বা মাহাত্ম্যং দ্বারকাভবম্। প্রহৃষ্টা ঋষয়ঃসর্ব্বে তথা দৈত্যেশ্বরো বলিঃ॥২২॥ ততঃ সর্ব্বেঽভিনন্দ্যৈনং প্রহ্লাদং দৈত্যপুঙ্গবম্। উদ্যুক্তা দ্বারকাং গন্তা দ্রষ্টুং কৃষ্ণমুখাম্বুজম্॥ ২৩॥ ততস্তে বলিনা সার্দ্ধং মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ। আগত্য দ্বারকাং স্নাত্বা গোমত্যাং বিধিপূর্ব্বকম্॥ ২৪॥ কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা সমভ্যর্চ্চ্য কৃত্বা যাত্রাং যথাবিধি। দত্ত্বা দানানি বহুশঃ কৃতকৃত্যাস্ততোঽভবন্॥ ২৫॥ জগ্মুঃ স্বীয়ানি

যজ্ঞাধিক পুণ্য হইয়া থাকে। মুরারির নৈবেদ্য-শেষ, তুলসী ও তাঁহার পাদোদক মিশ্রিত করিয়া খাইলে অযুতকোটি যজ্ঞের পুণ্য লাভ হয়। যে জন শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষ মিশ্রিত তিল-যুক্ত পিণ্ড পিতৃগণকে দান করে, তাহার এই দাননিমিত্ত পিতৃগণ কোটিকল্প কাল তৃপ্ত হন। স্নানার্চ্চন-ক্রিয়াকালে বাসুদেবের অগ্রে ঘণ্টা বাদন করিলে গোকোটি দান ফল লাভ হয়। সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা কেশবের সর্ব্বদাই প্রিয়া; ইহা বাদনে নর কোটিযজ্ঞফল লাভ করে। নরগণ অন্য বাদ্যের অভাবে পূজাকালে সর্ব্বদা ঘণ্টা বাদন করিবে,—যেহেতু ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী। হরিকে তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভূত চন্দন দান করিলে পূর্ব্ব শত জন্মার্জ্জিত পাতক বিনষ্ট হয়। পিতৃপিণ্ডে তুলসীকাষ্ঠসম্ভূত চন্দন দিলে পিতৃগণের গয়াশ্রাদ্ধসম তৃপ্তি হয়। কলিতে সকল দেবতারই তুলসীকাষ্ঠসম্ভূত চন্দন ঈপ্সিত; বিশেষতঃ পিতৃগণের ও শ্রীহরির। কলিতে হরিভক্ত হইয়া যে জন তুলসীকাষ্ঠচন্দন হরিকে অর্পণ না করে, তাহাকে ভাগবত বলা যায় না। তুলসীকাষ্ঠবহ্নিতে যাহার দেহ দাহ করা হয়, তাহাকে যম লইয়া গেলেও সে বিষ্ণুলোকে যায়। যদি কাহার দাহ কালে অন্যান্য কাষ্ঠ সকলের মধ্যে একটীমাত্র তুলসীকাষ্ঠ থাকে,তাহা হইলে সে কোটি-শতাযুত পাপ হইতে মুক্ত হয়।১—১৬। তুলসীকাষ্ঠ-বহ্নিতে দগ্ধ হইতে দেখিয়া জনার্দ্দন তাহার প্রতি সহস্রকোটী জন্ম তুষ্ট থাকেন। তুলসীকাষ্ঠ-বহ্নিতে দহ্যমান ব্যক্তির প্রতি বিমানস্থ সুরগণ কুসুমাঞ্জলি ক্ষেপণ করেন; আর অপ্সরোগণ আনন্দে নাচে ও সুস্বরে গীত গায়। যেখানে তুলসীকাষ্ঠপাবক প্রজ্বলিত হয়, বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া শম্ভুর সহিত ঐ স্থান নিরীক্ষণ করেন। দহ্যমান পুরুষের কর গ্রহণ করিয়া অগ্রে সমস্ত দেবসমক্ষে তিনি তাহার পাপ মার্জ্জনা করেন। তদুদ্দেশে জয়শব্দ পূর্ব্বক মহোৎসব হয়। সূত বলিলেন,—প্রহ্লাদো-দিত দ্বারকামাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ এবং দৈত্যরাজ বলি সকলেই হৃষ্ট হইলেন। অতঃপর ঋষিগণ দৈত্যপুঙ্গব প্রহ্লাদকে অভিনন্দিত করিয়া দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের বদন-কমল দর্শনমানসে বলির সহিত তথায় গমন করিলেন এবং তত্রত্য গোমতীতে স্নানাচরণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের দর্শন, অর্চ্চন, যাত্রা-সমাপন করত বহু দেয় দান করিয়া কৃতকৃত্য হই-

স্থানানি বলিঃ পাতালমাযযৌ। প্রহ্লাদং চ প্রণম্যাশু মেনে স্বস্য কৃতার্থতাম্। ২৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে বালনাসহর্ষিজগণকৃতদ্বারকাযাত্রা-বিধিবর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এতৎ পুরাণমখিলং পুরা স্কন্দেন ভাষিতম্। ভৃগবে ব্রহ্মপুত্রায় তস্মাল্লেভে তথাঙ্গিরাঃ। ১। ততশ্চ চ্যবনঃ প্রাপ ঋচীকশ্চ ততো মুনিঃ। এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং সর্ব্বেষু ভুবনেষ্বপি। ২। স্কান্দং পুরাণমেতচ্চ কুমারেণ পুরোদ্ধৃতম্। যঃ শৃণোতি সতাং মধ্যে নরঃ পাপাদ্বিমুচ্যতে। ৩। ইদং পুরাণমায়ুষ্যং চতুর্ব্বর্গসুখপ্রদম্। নির্ম্মিতং ষণ্মুখেনেহ নিয়তং সুমহাত্মনা। ৪। এবমেতৎ সমাখ্যাতমাখ্যানং ভদ্রমস্তু বঃ। ৫। মণ্ডিতং সপ্তভিঃ খণ্ডৈঃ স্কান্দং যঃ শৃণুয়ান্নরঃ। ন তস্য পুণ্যসংখ্যানং কর্ত্তুং শক্যেত কেনচিৎ। ৬। য ইদং ধর্ম্মমাহাত্ম্যং ব্রাহ্মণায় প্রযচ্ছতি। স্বর্গলোকে বসেত্তাবদ্যাবদক্ষরসংখ্যয়া। ৭। যথা হি বর্ষতো ধারা যথা বা দিবি তারকাঃ। গঙ্গায়াং সিকতা যদ্বত্তদ্বৎ সংখ্যা ন বিদ্যতে। ৮। যো নরঃ শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা দিনানি চ কিয়ন্তি বৈ। সর্ব্বার্থসিদ্ধো ভবতি য এতৎ পঠতে নরঃ। ৯। পুত্রার্থী লভতে পুত্রান্ ধনার্থী লভতে ধনম্। লভতে পতিকামা যা পতিং কন্যা মনোরমম্। ১০। সমাগমং লভন্তে চ বান্ধবাশ্চ প্রবাসিভিঃ। স্কান্দং পুরাণং শ্রুত্বা তু পুমানাপ্নোতি বাঞ্ছিতম্। ১১। শৃণ্বতঃ পঠতশ্চৈব সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাম্। ১২। পুণ্যং শ্রুত্বা পুরাণং বৈ দীর্ঘমায়ুশ্চ বিন্দতি। মহীং বিজয়তে রাজা শত্রুংশ্চাপ্যধিতিষ্ঠতি। ১৩। বেদবিচ্চ ভবেদ্বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো রাজ্যমাপ্নুয়াৎ। ধনং ধান্যং তথা বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ। ১৪। অধ্যায়মেকং শৃণুয়াশ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা। যঃ শ্লোকপাদং শৃণুয়াদ্বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি। ১৫। শ্রুত্বা পুরাণমেতদ্ধি বাচকং যস্তু পূজয়েৎ। তেন ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চৈব প্রপূজিতঃ। ১৬। একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ

লেন। দৈত্যরাজ বলিও এদিকে প্রহ্লাদকে প্রণাম করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করত স্বীয় পাতালে প্রস্থান করিলেন। ১৭—২৩।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—পূর্ব্বে স্কন্দ এই সমগ্র পুরাণ ব্রহ্মপুত্র ভৃগুকে বলেন। তারপর ভৃগু হইতে অঙ্গিরা, অঙ্গিরা হইতে চ্যবন, এবং তাঁহা হইতে ঋচীক প্রাপ্ত হন। এইরূপ পরম্পরাক্রমে এই সমগ্র পুরাণ ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছে। এই স্কন্দপুরাণ পূর্ব্বে কুমার উদ্ধার করিয়াছিলেন। যে ইহা শ্রবণ করে, সে পাপমুক্ত হয়। এই পুরাণ আয়ুষ্য, ও চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ। মহাত্মা ষণ্মুখ নিয়তভাবে ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই আখ্যান আপনাদের নিকট আমি কীর্ত্তন করিলাম, আপনাদের মঙ্গল হউক। সপ্তখণ্ড-মণ্ডিত এই স্কন্দপুরাণ যে নর শ্রবণ করে, কেহই তাহার পুণ্যের ইয়ত্তা করিতে পারে না। এই ধর্ম্মমাহাত্ম্য যে ব্রাহ্মণকে প্রদান করে, সে পুরাণাক্ষর-সমসংখ্যক কাল স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকে। যেমন বর্ষাকালে ।—গগনে তারকা—ও গঙ্গায় সিকতার সংখ্যা করা যায় না, তদ্রূপ এই পুরাণাক্ষরের ইয়ত্তা করাও দুঃসাধ্য। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক কতিপয় দিন মাত্রও এই পুরাণ পাঠ করে, তাহার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। মানব পুত্রার্থী হইয়া এই পুরাণ পাঠ করিলে পুত্র এবং ধনার্থী হইয়া পাঠ করিলে ধন প্রাপ্ত হয়। কন্যা পতিকামনা করিয়া যদি এই পুরাণ পাঠ করে, তাহা হইলে সে মনোমত পতি লাভ করে। বান্ধব, বন্ধুসমাগমবাসনায় ইহা পাঠ করিলে প্রবাসী বন্ধুর সহিত তাহার মিলন হয়। এমন কি এই স্কন্দপুরাণ শ্রবণ বা পাঠ করিয়া মানব সকল বাঞ্ছিতই লাভ করিয়া থাকে। ১—১১। যে ইহা শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহার সম্বন্ধে ইহা সর্ব্বকামপ্রদ হয়। এই পুণ্য পুরাণ শ্রবণ করিলে দীর্ঘায়ু লাভ হয়। রাজা শত্রু জয় করিয়া মহী অধিকার করেন,—বিপ্র বেদবিৎ হন,—ক্ষত্রিয় রাজ্য পান,—বৈশ্য ধনধান্যের অধিকারী হন এবং শূদ্র সুখ লাভ করে। এই পুরাণের এক অধ্যায়ও শ্রবণ করিতে হয়; অধিক আর কি বলিব?—ইহার একটী সম্পূর্ণ শ্লোক—শ্লোকার্দ্ধ—বা তদর্দ্ধ অর্থাৎ শ্লোকের চতুর্থাংশও পাঠ বা শ্রবণ করিলে মানব বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। এই পুরাণ শ্রবণ করিয়া পাঠকের পূজা করিতে হয়, করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র পূজিত

শিষ্যো নিবেদয়েৎ। পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্বা হ্যনৃণী ভবেৎ॥ ১৭॥ অতঃ সম্পূজনীয়স্তু ব্যাসঃ শাস্ত্রোপদেশকঃ। গোভূহিরণ্যবস্ত্রাদ্যৈর্ভোজনৈঃ সার্ব্বকামিকৈঃ॥ ১৮॥ য এবং ভক্তিযুক্তস্তু শ্রুত্বা শাস্ত্রমনুত্তমম্। পূজয়েদুপদেষ্টারং স শৈবং পদমাপ্নুয়াৎ॥ ১৯॥ পুরাণশ্রবণাদেব অনেকভবসঞ্চিতম্। পাপং প্রশমমায়াতি সর্ব্বতীর্থফলং ভবেৎ॥ ২০॥ অমৃতেনোদরস্থেন ম্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ। কণ্ঠস্থিতবিষেণাপি যো জীবতি স পাতু বঃ॥ ২১॥ ব্যাস উবাচ। ইত্যুক্তোপরতে সূতে শৌনকাদিমহর্ষয়ঃ। সম্পূজ্য বিধিবৎ সূতং প্রশশংসাথাভ্যনন্দয়ন্॥ ২২॥ ঋষয় উচুঃ। কথিতো ভবতা সর্গঃ প্রতিসর্গস্তথৈব চ। বংশানুবংশচরিতং পুরাণানামনুক্রমঃ॥ ২৩॥ মন্বন্তরপ্রমাণং চ ব্রহ্মাণ্ডস্য চ বিস্তরঃ। জ্যোতিশ্চক্রস্বরূপং চ যথাবদনুবর্ণিতম্॥ ২৪॥ ধন্যাঃ স্ম কৃতকৃত্যাঃ স্ম বয়ং তব মুখাম্বুজাৎ। স্কান্দং মহাপুরাণং হি শ্রুত্বা সূতাতিহর্ষিতাঃ॥ ২৫॥ বয়ং মহর্ষয়ো বিপ্রাঃ প্রদদ্মোঽদ্য তবাশিষঃ। ব্যাসশিষ্য মহাপ্রাজ্ঞ চিরং জীব সুখী ভব॥ ২৬॥ ইতি দত্বাশিষস্তস্মৈ দত্বা বাসো বিভূষণম্। বিসৃজ্য লোমশং সূতং যজ্ঞকর্ম্মাণ্যথাচরন্॥ ২৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমে প্রভাসখণ্ডে চতুর্থে দ্বারকামাহাত্ম্যে স্কান্দমহাপুরাণশ্রবণপঠনপুস্তকপ্রদানপৌরাণিকব্যাসপূজনমাহাত্ম্যবর্ণনপূর্ব্বকং সমস্তস্কান্দ-মহা পুরাণগ্রন্থ-সমাপ্ত্যুপসংহারসূতসৎকারবৃত্তান্তবর্ণনং নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥৪৪॥

হইয়া থাকেন। দেখ, গুরু একাক্ষরমাত্রও যাহা শিষ্যকে দান করেন, পৃথিবীতে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা দিয়া তাহা হইতে আনৃণ্য লাভ করিতে পারা যায়। অতএব গো, ভূ, হিরণ্য, বস্ত্রাদি, ও সর্ব্বকামিক ভোজনাদি দ্বারা শাস্ত্রোপদেশক ব্যাসের পূজা করা কর্ত্তব্য। যে জন এইরূপ ভক্তিসহকারে এই অনুত্তম শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া উপদেষ্টার পূজা করে, সে শৈবপদ লাভ করিয়া থাকে। পুরাণ শ্রবণ করিলে অনেকজন্মসঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়, অধিকন্তু সর্ব্বতীর্থফল লাভ হইয়া থাকে। অমৃত, উদরস্থ থাকিতেও সকল দেবতাই মরেন, কিন্তু বিষ কণ্ঠস্থ থাকিতেও যিনি জীবিত রহিয়াছেন, তিনি তোমাদিগকে পালন করুন। ব্যাস বলিলেন,—এই সকল কথা বলিয়া সূত বিরত হইলে মহর্ষিগণ যথাবিধি পূজা ও প্রশংসা দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—হে সূত! আপনি সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশানুবংশচরিত পুরাণানুক্রম, মন্বন্তর-প্রমাণ, ব্রহ্মাণ্ড-বিস্তৃতি, ও জ্যোতিশ্চক্র, প্রভৃতি যথাযথ কীর্ত্তন করিলেন। আমরা আপনার মুখ-পঙ্কজবিনির্গত স্কন্দপুরাণ শ্রবণ করিয়া ধন্য, কৃতকৃত্য ও যার-পর-নাই আনন্দিত হইলাম। আমরা—মহর্ষি—ব্রাহ্মণ, আপনাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করি,—হে মহাপ্রাজ্ঞ ব্যাসশিষ্য! "চিরং জীব"—"সুখী ভব"। এইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া মহর্ষিগণ ব্যাসশিষ্য সূতকে বসন-ভূষণ প্রদানে বিসর্জ্জন দিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ১২—২৭।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৪।

দ্বারকামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্।

সমাপ্তমিদং প্রভাসখণ্ডম্ ॥ ৭ ॥

---

*॥ সমাপ্তশ্চেদং স্কন্দমহাপুরাণম্ ॥ * ॥

বঙ্গবাসী পুস্তকবিভাগ।

সর্ব্বসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ।

মহাকাব্য।

পুস্তকের নাম,	বাঁধা,	আবাঁধা,	ডাঃ মাঃ
১। বেদব্যাস-বিরচিতম্ নীলকণ্ঠ-কৃত-টীকয়া সমেতম্ মহাভারতম্	৬৲	•	১৶০
২। মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিতম্ রামায়ণম্—বঙ্গানুবাদ-সমেতম্	৩৷০	৩৷০	৷৶০
৩। বঙ্গানুবাদ বর্দ্ধমান রাজবাটীর মহাভারত	৫৲	•	১৲
৪। কাশীরামদাসের মহাভারত	২৷০	২৷০	৷৶০
৫। কৃত্তিবাস-বিরচিত রামায়ণ	১৷০	১৲	৷/০
৬। খিল-হরিবংশম্ (সটীক মূল)	১৷০	১৲	৷৶০
৭। খিল-হরিবংশ (বঙ্গানুবাদ)	১৷০	১৲	৷/০
৮। অদ্ভুত-রামায়ণম্ (মূল ও অনুবাদ)	৷৶০	৷০	৶০
৯। অদ্ভুত রামায়ণ (পদ্যানুবাদ)	৷৶০	৷/০	৶০
১০। অধ্যাত্ম-রামায়ণম্ (মূল অনুবাদ)	৸৶০	৸০	৷/০
১১। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণম্ (মূল)	১৷০	১৷০	৷৶০
১২। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (অনুবাদ)	১৸০	১৷০	৷০
১৩। তুলসীদাসী রামায়ণ	৸০	৷৶০	৷০
১৪। শ্রীরামরসায়ন	১৷০	১৲	৷৶০

মহাপুরাণ।

পুস্তকের নাম	বাঁধা,	আবাঁধা,	ডাঃ মাঃ
বঙ্গানুবাদ)	১৸০	৷০	৷৶০
১। ব্রহ্মপুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৸০	১৷০	৷৶০
২। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড (মূল ও অনুবাদ)	১৷০	১৲	৷৶০
৩। পদ্মপুরাণম্—স্বর্গখণ্ডম্ (মূল ও অনুবাদ)	৸০	৶০	৷০
৪। বিষ্ণুপুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	৸৶০	৸০	৷/০
৫। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সটীক মূল)	২৸০	২৷০	৷৶০
৬। শ্রীমদ্ভাগবত (বঙ্গানুবাদ)	১৷০	১৲	৷৶০
৭। দেবীভাগবতম্ (মূল)	১৷০	১৲	৷৶০
৮। দেবীভাগবত (বঙ্গানুবাদ)	১৷০	১৷০	৷৶০
। শিব-পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	২৸০	•	৷/০
। মার্কণ্ডেয়পুরাণম্ (মূল ও অনুবাদ)	১৷০	১৲	৷/০
১। অগ্নি-পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	২৲	১৸০	৷৶০
২। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্ (মূল)	১৷০	১৲	৷৶০
১৩। লিঙ্গপুরাণ (বঙ্গানুবাদ)	৸৶০	৸০	৷০
১৪। বরাহ-পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৷০	১৷০	৷৶০

পুস্তকের নাম	বাঁধা,	আবাঁধা,	ডাঃ মাঃ
১৫। বামন-পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১।০	১।০	।৶০
১৬। কূর্ম্ম-পুরাণম্ (মূল বঙ্গানুবাদ)	৸০	।৶০	।০
১৭। মৎস্যপুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১।০	১।০	।৶০
১৮। গরুড়-পুরাণম্ (মূল বঙ্গানুবাদ)	১।০	১৲	।৶০
১৯। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্ (মূল বঙ্গানুবাদ)	১৲	৸০	।/০
২০। বায়ু-পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৸০	১।০	।৶০

উপপুরাণ।

১। কিল্ক-পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	৸০	।৶০	।০
২। দেবীপুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৲	৸৶০	।/০
৩। কালিকাপুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৸০	১।০	।/০
৪। বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১।০	১৲	।/০
৫। বৃহন্নারদীয়পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৲	৸০	।০
৬। সৌরপুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৲	৸০	।০
৭। উৎকল-খণ্ডম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	৸০	।।৶০	।০
৮। কাশীখণ্ড (পদ্যানুবাদ)	১৲	৸০	।/০

দর্শন।

১। সাঙ্খ্য-দর্শনম্ (মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ)	১।০	১।০	।০
২। বৈশেষিক-দর্শনম্ (মূল টীকা ও বঙ্গানুবাদ)	২৲	১৸০	।৶০
৩। পঞ্চদশী	১।০	১৲	।০

স্মৃতি।

পুস্তকের নাম	বাঁধা,	আবাঁধা,	ডাঃ মাঃ
১। মনুসংহিতা (মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ)	১।০	১৲	।/০
২। ঊনবিংশতিসংহিতা (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১।০	১।০	।/০
৩। তিথিতত্ত্বম্ (মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ)	২৲	১৸০	।৶০
৪। শুদ্ধিতত্ত্বম্ (মূল টীকা ও বঙ্গানুবাদ)	১৸০	১।০	।৶০
৫। শ্রাদ্ধতত্ত্বম্ ঐ	১।০	১।০	।/০
৬। প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বম্ ঐ	১।০	১৲	।০
৭। ধর্ম্মসিদ্ধান্ত (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	৸০	।৶০	।০
৮। ব্রতমালা-বিধান	৸০	।৶০	।০

তন্ত্র।

১। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	।৶০	।০	।০

বিজ্ঞান।

১। কৃষিসংগ্রহ	।০	।৶০	৶০

জ্যোতিষ।

১। বৃহৎ-সংহিতা	১।০	১৲	।/০

আয়ুর্ব্বেদ।

১। চরক-সংহিতা	২৸০	২।০	।০

১। শ্রীশ্রীচণ্ডী	১।০	১।০	।/০

বৈষ্ণব গ্রন্থ।

পুস্তকের নাম	বাঁধা,	আবাঁধা,	ডাঃ মাঃ
১। শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	।৶০	।০	৶০
২। শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল	॥৶০	॥০	।০
৩। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত	৸৶০	৸০	।০
৪। শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী	১৸০	১॥০	।/০
৫। শ্রীশ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	॥৶০	॥০	।০
৬। শ্রীশ্রীজগন্নাথমঙ্গল	॥৶০	॥০	।০
৭। শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ	৸০	॥৶০	।/০
৮। বৈষ্ণব-পদলহরী	১।০	১৲	।/০
৯। জগৎমঙ্গল ও চমৎকার-চন্দ্রিকা	।৶০	•	৶০
১০। গীতমালা	॥৶০	॥০	।০
১১। গোবিন্দমঙ্গল	৸০	॥০	।০

১। শ্রীমদ্ভগবতী গীতা	।০	৶০	৶০

ইতিহাস।

১। স্বাধীনতার ইতিহাস (প্রথম ভাগ শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত)	২৲	•	।/০
২। স্বাধীনতার ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত)	৩৲		।/০
৩। কলিকাতার ইতিহাস	৸০	॥৶০	।০
৪। বঙ্গাধিপ-পরাজয়	১।০	১।০	।৶০
৫। শিখ-ইতিহাস	২৲	•	।৶০
৬। ভরতপুর-যুদ্ধ (শ্রীবিহারিলাল সরকার প্রণীত)	॥৶০	॥০	।০
৭। বঙ্গে বর্গী (শ্রীবিহারিলাল সরকার প্রণীত)	॥৶০	॥০	।০
৮। মহারাণী স্বর্ণময়ী (শ্রীবিহারিলাল সরকার প্রণীত)	।/০	•	৶০
৯। বঙ্গের ইতিহাস	১॥০	১।০	।/

উপন্যাস।

পুস্তকের নাম	বাঁধা,	আবাঁধা	ডাঃ মাঃ
১০। শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী (স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত)	১॥৶০	১।/০	।৶০
১১। কালাচাঁদ (স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত)	১।০	১৲	।/০
১২। মডেল ভগিনী (স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত)	১।০	১৲	।০
১৩। চিনিবাস-চরিতামৃত (স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত)	॥৶০	॥০	৶০
১৪। বাঙ্গালা-চরিত (স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত)	১৲	৸০	।০
১৫। হরিদাস সাধু (৺রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	।৶০	।০	৶০
১৬। রাজাবলী	৸০	॥৶০	।০
১৭। বত্রিশ সিংহাসন (৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত)	॥৶০	॥০	।০
১৮। ভজহরি সর্দার (শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	।৶০	।/০	৶০
১৯। দশকুমার-চরিত	॥০	॥৶০	।০
২০। রত্নহার (শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত)	॥০	।৶০	৶০
২১। মহীরাবণের আত্মকথা (স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু লিখিত)	।/০	।০	৶০
২২। হাতেমতাই (মুসলমান উপন্যাস)	।৶০	।০	৶০
২৩। মজার গল্প (শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	॥০	।৶০	৶০
২৪। রোমাবতী (৺রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত)	॥০	।৶০	৶০
২৫। কঙ্কাবতী (শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	॥০	।৶০	৶০
২৬। ক্ষুদিরাম (শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত)	॥০	।৶০	।০
২৭। রাসেলাস	॥৶০	॥০	।০
২৮। রাণী-ভবানী	১৲	৸০	।০
২৯। নেড়া হরিদাস (স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বিরচিত)	৸০	।৶০	।০
৩০। আলালের ঘরের দুলাল (৺টেকচাঁদ ঠাকুর)	॥০	।৶০	।০

পুস্তকের নাম	বাঁধা,	আবাঁধা,	ডাঃ মাঃ
৩১। পাঁচুঠাকুর (শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত)	৸৵০	৸০	।০
৩২। ভূত ও মানুষ (শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত	।০	।৵০	।০

নাটক।

পুস্তকের নাম	বাঁধা,	আবাঁধা,	ডাঃ মাঃ
১। কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব নাটক	।৵০	।০	৵০
২। দলিতা-ফণিনী (অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত)	।৵০	।০	৵০
৩। রত্নাবলী (শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত)	।৵০	।০	৵০

গীত ও কবিতা।

পুস্তকের নাম	বাঁধা,	আবাঁধা,	ডাঃ মাঃ
১। সঙ্গীত-তরঙ্গ	৸০	।৵০	।/০
২। বাঙ্গালার গান	১।০	১।০	।০
৩। বিদ্যাসুন্দর (রামপ্রসাদ সেন প্রণীত)	।৵০	।০	।০
৪। গোপালউড়ের টপ্পা	।৵০	।০	।০
৫। ব্রজমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী	১।০	১৲	।/০
৬। ব্রজমোহন রায়ের পাঁচালী	৸০	।৵০	।/০
৭। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী	৸০	।৵০	।০
৮। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল	০	॥৵০	।০
৯। মনসামঙ্গল	।৵০	।০	।০
১০। সঙ্গীতসারসংগ্রহ	।০	।৵০	।০
১১। কবিকঙ্কণ চণ্ডী	৸০	।৵০	।/০
১২। মেঘনাদবধ কাব্য (শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বি-এ এম-বি কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত)	১৲	৸০	।/০
১৩। কৌতুকবিলাস	।০	৵০	৵০
১৪। চণ্ডী (পদ্যানুবাদ)	।০	।৵০	৵০
১৫। শিবায়ন	।৵০	।০	৶০
১৬। ৺ দাশরথি রায়ের পাঁচালী	১।০	১।০	।৵০

অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থ।

পুস্তকের নাম	বাঁধা,	আবাঁধা,	ডাঃ মাঃ
১। পঞ্চতন্ত্র	৸০	।৵০	।০
২। কাদম্বরী	।৵০	।০	।০
৩। বঙ্গভাষার লেখক	।৵০	।০	।/০
৪। প্রবোধ-চন্দ্রিকা	।০	৶০	৵০
৫। পুরুষ-পরীক্ষা	।০	৶০	৵০
৬। স্তবমালা	॥০	।৵০	।০
৭। করোনেশন্ আলবম্	।৵০	০	৵০
৮। ৬১ বৎসরের পুরাতন পঞ্জিকা	২৲	১।০	।৵০
৯। পুরাতন পঞ্জিকার পরিশিষ্ট	।০	।৵০	।০

---

১ *। সুশ্রুত-সংহিতা	২।০	২৲	॥০
২ *। ভারত-ভ্রমণ	১৲	৸০	।০
৩ *। কুইণ্টিন্ ডারওয়ার্ড	৸০	॥৵০	।০

* ১৩১৮ সালের চৈত্রসংক্রান্তির পর এই তিন খানি পুস্তক সর্ব্বসাধারণকে এই মূল্যে দেওয়া হইবে।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীবরদাপ্রসাদ বসু,

৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী কার্য্যালয়, কলিকাতা।